Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/211	Place(s) of Publication:	Calcutta
		Year of Publication	1260 - 1265 b.s. (1853-55)
Collection:	Bethune College Library	Publisher / Printer:	Sangbad Prabhakar jaabra
~~Editor(s)~~ Title :	Sangbad Prabhakar (সংবাদ প্রভাকর)	Size:	9"x 11½"
		Condition:	brittle
~~Title~~ Editor (s)	Ishwar chandra Gupta Ranchandra Gupta	Volumes in record:	1260 b.s. (1853-4); 1261 (1854-55) 1263 (1856-7); 1264 (1857-8) 1265 (1858-9)

Roll No. CSS 179	From Gate: 6	To Gate:

		৪৯	বিশ্বনাথ দত্তদিগর।	৯।৶৬	৯॥৶৬
		৫২	ঐ নাম।	২/৩	২/৩
		৬১	৺ রাধানাথ ঠাকুর। সেং বংশীধর মিত্র।	২৬/৬	২৬/৬
		৭৯	ঐ নাম।	২।/৩	২।/৩
		৮৯	ঐ নাম।	৩। ৭	৩॥৭
		৯১	ঐ নাম।	৫॥৵৬	৫॥৵৬
		৯৪	ঐ নাম।	২ ৵৩	২ ৵৩
২	২	৯৬	হীরালাল দত্তদিগর।	৫ ০	৫।০
		১১৬	বিশ্বনাথ দত্তদিগর।	১৶৬	১৶৬
		১২৯	বংশীধরর মিত্র।	৭৮৸৶১১	৭৮৸৶১১
	৩	৩৭	লাল ওস্তাগর।	১॥৶৩	১।৶৩
		৪৫	ছোট মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।	২৶৯	২৶৯
		৬০	ঐ নাম।	২৸৵৯	২৸৵৯
		৮৬	রাধাকৃষ্ণ মিত্র।	২।৵১০	২।৵১০
	৪	২১	৺ রাধানাথ ঠাকুর। সেং মদনমোহন মিত্র।	৩৸০	৩৸
		২৩	ঐ নাম।	১৩।৵২	১৩।৵২
		২৯	ঐ নাম।	১॥৬	১।৬
		৩৪	ঐ নাম।	৬।/	৬।/
	৬	৪২	ঐ নাম।	২॥৶৬	২॥৶৬
		২৪	বিশ্বনাথ দত্তদিগর।	॥৶০	॥৶
		২৯	ঐ নাম।	২॥৩	২॥৩
		৪২	ঐ নাম।	১৯৸৶৭	১৯৸৶৭
	৮	৫০	গোলাম আকবর।	৸৶০	৸৶
		৯৪	গোপাল মণ্ডল।	৯।৬	৯।৬
		১০৩	মকপুল ওস্তাগর।	১১৶০	১১৶
২	৯	৫৪	ব্রজনাথ ধর ও শিবনাথ ধর।	৪৩৸/৬	৪৩৸/৬
		১৩২	ঐ নাম।	৪/	৪/
	১০	৪	সূর্য্যনাথ সরকার।	৸১০	৸১০
	১৪	২৬	মির উমারি হোসেনদিগর।	৭।/৯	৭।/৯
	১৪	২৭	মির ফরজন্দ আলী দিং।	২২।৵১০	১১/৫
ঐ	১	৩	৺ রাধানাথ ঠাকুর। সেং বংশীধর মিত্র।	১৩৸/	১৩৸/
৩	৪	৮	৺ বলদেব ঠাকুর। সেং জন্মেজয় মিত্র।	৭.১১	৭.১১
	ঐ	২২	গোপাললাল মিত্র।	৭।/৩	৭।/৩
	ঐ	২৫	ঐ নাম।	১।৶৮	১।৶৮
	ঐ	২৭	হরিশ্চন্দ্র দাস গুপ্তদিগর।	/৬	/৬
	৭	৫৫	ঐ নাম।	১৸০	১৸
	৮	১	বিবী মখিনা।	৬॥০	৬॥০
	ঐ	৩	হরিশ্চন্দ্র দাস গুপ্ত।	॥৶	॥৶
		৩১	ঐ নাম।	৸/	৸/
		৩৪	ঐ নাম।	৪৸৯	৪৸৯
		৫৮	ঐ নাম।	॥৬	॥৬
৩	৯	৩২	বেণীমাধব দাস।	১৸৶	৸৶৬
	ঐ	৮৬	মির ওয়ারিশ হোসেনদিগর।	৮৸/৯	৮৸/৯
	১২	১৪৭	সেখ কমিরু।	৸০	।৵
	ঐ	১৬১	ঈশানচন্দ্র ঘোষাল।	।/৬	৶৮
	ঐ	২০৯	রামতনু চন্দ্র।	৸/৯	৸/৯
	ঐ	২৪৭	সেখ কমিরু।	৩।৵৬	১৸/৩
	১৩	১১২। ১১৩। ১১৪। ১১৫।	ঠাকুরাণী দাসীদিগর।	৩৵	১॥/

ঐ	১১৬	ঐ নাম।		
১৯	১৪	আনটুনি ডিসোজাদিগর।	১০	
২১	৭৭	শ্যামসুদ্দীনদিগর।		
ঐ	১১২	রামলোচন দাস কপালি।		
ঐ	১১৭	ঐ নাম।		
ঐ	১১৮	ঐ নাম।		/৯
ঐ	১৩৭	রামলোচন কএয়াল।		১৵৩
ঐ	১৭৫	জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়।		১৸৶৬

W. HUSSHUM.
Deputy Colector.

সংবাদ প্রভাকর

৪ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

কাণপুর। ১৬ নবেবর।

পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১১ ঘণ্টা।

প্রধান সেনাপতি সাহেবের অনুগ্রহক্রমে ব্রুস সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত।

শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

গত দিবস দুই প্রহর বেলার সময়ে প্রধান সেনাপতি বাহাদুর দুপুরেমাতনের ন্যায় ব্যাপার করত ক্রমশঃ দুই ঘণ্টাকাল হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি দৌড়াদৌড়ি পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া দেলকোষা এবং মার্টিনিয়র সাহেবের আবাসস্থান অধিকার করিয়া লয়েন।—অপরাহ্ন বেলা ৩ ঘণ্টার সময়ে শত্রুগণ পুনরাগমন পূর্ব্বক ঐ স্থান আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা প্রবল হইয়া ধৈর্য্য বিলম্বন পূর্ব্বক তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না, এক ঘণ্টা কালের পরেই পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। আমারদিগের কতকগুলীন অগ্রগামি প্রহরি সৈন্য খালের পরপারস্থ কতকগুলীন গ্রাম অধিকার করিয়া লইয়াছে, এই ব্যাপারে নিশাকাল উপস্থিত হওয়াতে সেনাসমূহ সেই রজনীতে তৎস্থানেই অবস্থান করে। এই যুদ্ধে আমারদিগের হতাহত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অশ্বারোহি গোলেন্দাজ সৈন্যসংক্রান্ত কোয়াটরমাষ্টর জেনরল ডিপার্টমেণ্টের অধীন লেপ্টেনাণ্ট মেইন সাহেব এবং কারাবিন দলভুক্ত লেপ্টেনাণ্ট হুউট্‌ক্রাপ্ট সাহেব হত হয়েন।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

হে পাঠকগণ! আপনারা গত দিবসীয় প্রভাকরে এক যুদ্ধ জয়ের শুভ সমাচার পাঠ পূর্ব্বক যে প্রকার সুখ সঞ্চার করিয়াছেন অদ্য রজনী না হইতে হইতেই পুনর্ব্বার আবার একটি ব্রিটিস পক্ষের বিজয়বার্ত্তা পাঠ করিয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ করুন।—অযোধ্যারাজ্য এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অপরাপর স্থান সংপূর্ণরূপে হস্তগত করণে বোধ হয়, সমস্ত শীতকাল ক্ষয় করিতে হইবে না। এক মাসের ভিতরেই সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে; কেননা দারুণ দুর্ব্বোধ দুষ্ট দুর্জ্জন দুর্ব্বল বিদ্রোহি বিপক্ষব্যূহ ব্রিটিস ভটার ছটার ঘটার অগ্রভাগে [illegible] য়মান হইয়া সম্মুখ সংগ্রামে [illegible] হইবে এমত সম্ভাবনাই নাই। ক্ষণে আর তাহারদিগের "লুকাচুরি বিদ্যা" খাটিবে না, যত দিনপর্য্যন্ত সংগ্রাম জয়ের উপযুক্তরূপ সমুচয় সম্ভাবিত সাধনসামগ্রী সংগৃহীত না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্তই তাহারা আপনারদিগের ইতর অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে পারিয়াছে। এইক্ষণে কি আর সে প্রকার সাহস করিয়া "মেও" ধরিতে পারিবে? কুন্দযন্ত্রের মুখের অগ্রে কাষ্টের বক্রতা কতক্ষণ থাকিতে পারে? শৃঙ্গধারি অজা এবং মেষপালেরা কি জাগ্রত সিংহের বিকট প্রকট করালবদনের সমীপবর্ত্তি হইয়া মস্তক উত্থিত করিতে পারে? উল্লেখিত পামর পাষণ্ডেরা যেরূপ প্রচুরতর পাপকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার উচিতমত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে, ইহা অত্যন্ত আনন্দকর বিষয় বটে, কিন্তু দুঃখ এই, যে, দুরাত্মারা আপানারাও ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইল, এবং সুদীর্ঘ সুবর্ণময় রাজ্যটিও এককালে উচ্ছন্ন করিয়া দিল, পুনরায় পূর্ব্ববৎ শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অধিককাল বিলম্ব হইবে।

সকল
আসি
সুপক্ক
নর জেন
বার দিবসে
নার্থ স্বয়ং আকিম-গুদামে গ
করিয়াছিলেন।

যে বিষয় রাজস্বরূপে পরিগণিত
রাজপুরুষদিগের সমুহ সৌভা
দ্ধত হইতেছে, সে বিষয়ে শ্রীযু
তর স্বয়ং সুদৃষ্টি করা অতি কর্ত্তব্য
হইয়াছে।

—০—

আগ্রা হইতে গত ২ নবেম্বর দিবসে কিনিন্সপত্রে প্রকাশার্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন।

যথা।

"আগ্রার দুর্গ মধুমক্ষিকার চাকের ন্যায় লোকচক্রে পরিপুর্ণ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে এতদ্রূপ জনতাজনিত কোনোপ্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ সকলের মধ্যে নূতন নূতন জানালা ও দরাজা প্রদান করাতে তন্মধ্যে বাস করণে আর কাহারে ক্লেশ হয় না, সুতরাং তৎ সমুদয় ঘরকে এইক্ষণে স্বাস্থ্যকর কহিতে হইবেক।"

"প্রতি সপ্তাহে লোক সকল স্থানে স্থানে একত্র হইয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন।"

"আমি মিরাট হইতে এখানে সুসময়েই উপনীত হইয়াছি। কারণ অদ্য প্রাতেই শুনলাম মালাগড় এবং মৈন পুরী পুনরায় এই দুই স্থান বিদ্রোহিদিগের হস্তগত হইয়াছে।"

"কর্ণেল কুটন সাহেব অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বৈরিমর্দ্দনার্থ গমন করিয়াছেন। ফতেপুর সিক্রি স্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে দুষ্ট দলের অধিকাংশই পলায়ন করে। কেবল কতক গুলীন মদান্ধ বিদ্রোহি তথাকার তহসিলদারি কাছারি সাহস সহযোগে রক্ষা করিয়াছিল। ইহাতেই আমরা দুই একটা তোপ লইয়া উক্ত বাটী আক্রমণ পুর্ব্বক তাহারদিগে দূর করিয়া দিই। এতৎসংগ্রামে অস্মৎ পক্ষের ১২। ১৪ জন আহত হয়"।

"তদনন্তর আমারদিগের সেনারা আগ্রা এবং মথুরার মধ্যবর্ত্তি কারা" নামক স্থানের বিদ্রোহিদিগের উপর আক্রমণ করিয়া তাহারদিগে পরাভব করে, ইহাতে শত্রুপক্ষের ৫০ ব্যক্তি হত হইয়াছে। আমারদিগের এই সেনাবলী এপর্য্যন্ত নিয়তই কেবল শত্রুদলন পুর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে"।

—০—

২৪ অক্টোবর দিবসীয় নিমচের পত্রে অবগতি হইল, উক্ত স্থানের চতুর্দ্দিকে অনেক বিদ্রোহি সেনা একত্র হইবায় নিমচের ব্রিটিস সেনারা তাহারদের প্রতি আক্রমণ পুর্ব্বক পরাভব করিয়া দেয়, ইহাতে বিদ্রোহিরা পরাজিত হইয়া এক দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজ সেনার সংখ্যা অধিক নহে, এজন্যই দুষ্টেরা উক্ত দুর্গাধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই কিছু কিছু হানি হইয়াছে। তবে আমারদের অপেক্ষা বিপক্ষদলের কয়েক জন অধিক সেনা ও সেনাপতি হত ও আহত হইয়াছে।

—০—

কলিকাতাস্থ রিবিনিউ বোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টে এরূপ এক পত্র লিখিয়াছেন, যে বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে অধিক শস্য সঞ্চিত নাই। অতএব এই সময়ে শস্য সঞ্চয়ার্থ একটা উপায় কল্পনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

—০—

সুপ্রেম গবর্ণমেণ্ট কুমার সিংহের সমস্ত ভুমি সম্পত্তি রাজ সরকার ভুক্ত করণের অনুমতি করিয়াছেন।

—০—

মহারাণীর ৯৬ সংখ্যক দলের সেনারা বোম্বাই প্রিসিডেন্সিতে উপনীত হইয়াছে, উক্ত রাজ্যের স্থানে স্থানে শান্তি ভঙ্গকর ব্যাপার উপস্থিত আছে।

—০—

বিক্টোরিয়া নামক জাহাজ ২৮৬ জন রএল গোলেন্দাজ সেনা ও ১৪ জন সেনাপতি এবং কতিপয় তোপ সহিত মান্দ্রাজ নগরে আগত হইয়াছে।

—০—

জনরবে প্রকাশ হয় কতিপয় ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ৩২ সংখ্যক বিদ্রোহীদিগের সেনাদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহারদের নাম প্রকাশ হয় নাই।

Printed and published by Issurchunder Gooptu. at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ৬

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

তদ্ব্য
মাসে
পত্রের মূ
অগ্রিম ৬ টা

৫৯৭৪ সংখ্যা] গুরুবার ৫ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ১৯ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যানুরাগি কবিকদম্বের বিদিতার্থে প্রকাশ করিতেছি, কবিতার একজন প্রকৃত বন্ধু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যিনি সর্ব্বাঙ্গ—সুন্দররূপে "Gray's Elegy written in a country-churchyard*" নামক ইংরাজি সুবিখ্যাত কবিতার বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিতে পারিবেন তাঁহাকে পঞ্চাশ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। পাছে অকারণে নিরাশ হইতে হয়, এজন্য স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতেছি, যে, প্রাগুক্ত রচনা মনোনীত হইবার জন্য কেবল অন্যান্য রচনার সহ তুলনার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইলেই হইবেনা, তাহা বাস্তবিকই প্রকৃষ্টরূপে উত্তম হইলেই পুরস্কৃত হইবেন। অনুবাদকেরা আপনাপন লেখা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগামি ১ জানুয়ারির পূর্ব্বে প্রেরণ করিবেন, যে রচক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার রচনা পারিতোষিক প্রদাতার সম্পত্তির স্বরূপে গণ্য হইবে।

কলিকাতা
২ নবেম্বর ১৮৫৭

পুনশ্চ বিজ্ঞাপন।

অবিকল উপরোক্ত নিয়মে "Goldsmith's Hermit." নামক কবিতার যিনি অনুবাদ করিতে পারিবেন তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

* As in Richardson's selections.

সংবাদ প্রভাকর

অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা এক সাতিশয় সন্তোষসূচক সমাচার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দচিত্তে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, অপর আসামদেশীয় এক্সকিটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেব স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টে এরূপ এক পত্র লিখিয়াছেন, যে, "বর্ত্তমান বিপদের সময়ে রাজপুরুষেরা বিবেচনা পূর্ব্বক আমার বেতন কর্ত্তন করিয়া সেই ধন যদি রাজকোষে ন্যস্ত করেন, তবে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তৎপ্রদানে স্বীকৃত আছি।"

এইস্থলে পাঠক মহাশয়েরা উক্ত সাহেবের রাজভক্তি ও সৌজন্য এবং মহত্ত্ব বিষয় দৃষ্টি করুন, এমত মহান্মনুষ্য প্রায় নয়নগোচর হয়েন না।

যদিও গবর্ণমেণ্ট বিপুলতর বিভ্রাটের সময়ে বিশেষরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজকীয় ব্যয়লাঘব করণে বাধ্য হইয়াছেন! ফলতঃ সময় বিবেচনায় ইহাও কর্ত্তব্য বটে, এবং এই বেতন কর্ত্তনজন্য গবর্ণমেণ্টের চির-প্রতিপালিত ভৃত্যেরাও এইক্ষণে ক্ষোভ প্রকাশ করিতে পারেন না, তথাচ আমারদিগের দয়ালু সুবিবেচক রাজপুরুষেরা এবিষয়ের জন্য বিস্তর বিবেচনা করিতেছেন, এই শঙ্কটাবস্থায় কি করিবেন অদ্যাপিও তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, তাঁহারা দুই প্রকারেই আশ-

Torn Pages

তাঁহার
...র উ-
...না করিলেও
...ক্ষ, আয়ের
...য় জন্য বে-
...নয়, এতদ্রূপ
...হায় যখন উক্ত
...পূর্ব্বক স্বয়ং উপযাচক
...নার বেতন কর্ত্তনে অনু-
...চারিয়াছেন, তখন তাঁহার গুণ-
...। বর্ণনা করণে আমারদিগের
...নী অসমর্থা হইল, অতএব আ-
মরা ইংলিসম্যান সম্পাদকের অভি-
প্রায়ের সহিত সংপূর্ণরূপে ঐক্য হ-
ইয়া বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি-
তেছি, গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বেই রাজ-
কীয় বিজ্ঞাপনপত্রে অর্থাৎ কলিকা-
তাগেজেটে এই মহাত্মাকে নমস্কা-
র প্রদান পূর্ব্বক পারিতোষিকরূপে
একটি সন্তোষসূচক সুবর্ণপদক প্র-
দান করুন। এতদ্দ্বারা তাঁহার গুণে-
র যথার্থরূপ পুরস্কার হইলে অনে-
কেই এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি
হইতে পারিবেন।

আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্ব-
ক প্রকাশ করিতেছি যে, রাজমহ-
লের পথে বহুদূর পর্য্যন্ত রেইলরোড় প্রস্তুত হইয়াছে। আগামি মার্চ্চ মাস হইতে উক্ত বর্ত্মে বাষ্পীয় রথের গমনাগমনীয় কার্য্য আরম্ভ হইবেক।

যদিস্যাৎ ঐ পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে আগামি মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব করণে আবশ্যক কি? যত শীঘ্রই হয় তত শীঘ্রই তাহার কর্ম্মারম্ভ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। কারণ এইক্ষণে যদ্রূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে একক্ষণমাত্র কালকে এক প্রহর, এক প্রহরকে এক মাস, এক মাসকে এক অয়ন এবং এক অয়নকে এক যুগ জ্ঞান করিতে হইবেক। বিশেষতঃ যে সদুপায় অবলম্বন দ্বারা অতি স্বল্পকালের মধ্যে কার্য্য সুসম্পন্ন এবং ব্যয় লাঘবাদি অশেষবিধ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় সে পক্ষে বিলম্ব বিধেয় নহে।

সম্প্রতি পঞ্চকোটির রাজা নীলমণি সিংহদেও বাহাদুরের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাচার পত্রে ভিন্ন ভিন্ন কথা লিখিত হওয়াতে আমরা সত্যতা প্রমাণ করণ বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়াছি। ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, পঞ্চকোটির রাজা রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া বন্দিরূপে রঘুনাথপুরে আবদ্ধ আছেন, পাছে তিনি কোনোপ্রকার গোলযোগ করেন এই আশঙ্কায় তথায় ৫০০ সেনা অবস্থান করিতেছে। তিনি কোনোপ্রকার প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই, তবে কি অপরাধে কারাবদ্ধ হইলেন অদ্যাপি তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই, বোধ হয় কোনো ব্যক্তি রাজপুরুষদিগের নিকট এমত ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন, যে, ঐ রাজা বিদ্রোহি ষড়যন্ত্রে সংযুক্ত আছেন, এতদ্রূপ সন্দেহক্রমেই তাঁহাকে ধৃত করা হইয়া থাকিবেক। যৎকালে ব্রিটিস সেনারা পঞ্চকোটিতে উপস্থিত হয় নাই তাহার পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কমিস্যনর মেং লসিংটন সাহেব তথায় উপস্থিত হইলে রাজা অগ্রেই তৎসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিনা আহ্বানে আপনিই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

গত মাসের ১৬ দিবসে সেনারা রাজবাটী বেষ্টন করিলে উক্ত কমিস্যনর সাহেব বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধানান্তে দ্রব্যাদির এক লিষ্টি করত তাহাতে মোহর করিয়া সেই ফর্দ্দখানি তত্রস্থ পোলিস কর্ম্মচারিদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন, তথায় যুদ্ধের উপযুক্ত কোনো বিশেষ অস্ত্র অথবা অস্ত্রধারি লোক দেখিতে পাইলেন না, ইহাতেই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে, যে, কথিত রাজার মনের মধ্যে যদিস্যাৎ কোনোপ্রকার বিপরীত অভিপ্রায় থাকিত তবে তিনি অবশ্যই পূর্ব্বে তদনুরূপ সমর সামগ্রী ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার গৃহ মধ্যে কেবল ১৬ টা বন্দুক, কয়েকখান তলবার, কয়েকটা বর্ষা এবং সেরকত বারুদ মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্য কোনোমতেই যুদ্ধোপযোগি দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা।

ফিনিক্স পত্রের পত্রপ্রেরক লেখেন "পঞ্চকোটির রাজা কমিস্যনর সাহেবের আহ্বানে না আসাতে সেনাপতি কর্ণেল ফরেষ্টর সাহেব রাজানুগত সিকাবটি বেটেলিয়ন সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং রাজার শিবির সমীপে গমন করায় তিনি একখানি পাল্কি আরোহণে উক্ত সেনাপতি সাহেবের নিকট আসিয়া আত্ম সমর্পণ করেন, অধুনা উক্ত রাজা উক্ত সেনাপতি সাহেবের শিবির মধ্যে বন্দিভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার সেবার নিমিত্ত কেবল এক জন মাত্র ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বাটী এবং দুর্গ অনুসন্ধান করাতে যে বারূদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা একটা বিচালি গাদার ভিতরে লুক্কায়িত ছিল।

ফিনিক্স পত্রের পত্র প্রেরক যাহা লেখেন, তাহা ইংলিসম্যানের লেখার সহিত সংপূর্ণরূপে বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে, যাহা হউক, এবিষয়ে আপাততঃ আমরা বিশেষ কোনো কথাই উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পঞ্চকোটির রাজা নীলমণি সিংহ দেও অতি শান্ত, আমরা অনেক লোকের নিকট তাঁহার সুস্বভাবের প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, বিশেষতঃ তিনি অতি দুর্ব্বল, তাঁহার কিছু মাত্রই ক্ষমতা নাই, ইহাতে তিনি রাজানুগত্য এবং রাজানুগ্রহ পরিহার পূর্ব্বক কোনো প্রকার বিদ্রোহিতাচরণ করিবেন, এমন বোধ হয়না, তবে কাহার মনের ভিতরে কি আছে, তাহা শুদ্ধ একমাত্র পরমেশ্বর জানিতেছেন, আমরা কি প্রকারে জানিতে পারিব? যাহা হউক, আমারদিগের পরম ধার্ম্মিক দয়ালু গবর্ণমেণ্ট বিনাপরাধে কখনই কাহারো প্রতি কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেননা, তাহাতে আর সংশয় মাত্রই নাই। একজন বড় লোকের গৃহে শের কত বারূদ, গোটা কত বন্দুক, ও বর্ষা বল্লমাদি থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা অরণ্যময় পর্ব্বত কন্দরে বাস করেন, তাঁহারা সম্ভবমত অস্ত্রাদি নারাখিলে আপনারদিগের ধনপ্রাণ কিরূপে রক্ষা করিতে পারেন।

উক্ত পত্রের পত্র প্রেরক পুনর্ব্বার লেখেন, "পঞ্চকোটির রাজার বাটী ও দুর্গ অনুসন্ধান সময়ে কতকগুলীন কাগজ পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল কাগজ পত্র এসিষ্টাণ্ট কমিসনর মেং পেরি সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তিনি অনুবাদ পূর্ব্বক তাহার মর্ম্মাবগত হইয়া তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন"।

আমরা বোধ করি সেই সকল কাগজ পত্র কোনো রূপ দোষাকর নাহইবে, কারণ তাহা হইলে ইংলিসম্যানের পত্র প্রেরক অবশ্যই কোনো না কোনো কথা উল্লেখ করিতেন।

আমরা জনরবে শুনিলাম সুপ্রিমকোর্টের সুসম্ভ্রান্ত কৌন্সেলি শ্রীযুত ক্লার্ক সাহেব আপনার একজন কর্ম্মচারিকে সঙ্গে লইয়া উক্ত রাজার অনুকূলে তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারি সাক্ষাতে সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান হয়, তৎকালে যে প্রকার সদ্ব্যবহার ও আনুগত্য ভাব প্রকাশ করিতে হয়, রাজা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। বরং তিনি আপনার উপযুক্ত রূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পঞ্চকোটির রাজা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে আবদ্ধ হইবায় তাঁহার একজন প্রধান উকিল তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি ত্বরায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন।

গত ১৪ নবেম্বরের হরকরা পত্র দৃষ্টি করত আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে, সহরঘাটির নিকটস্থ "পালমৌ" নামক স্থানে কোল এবং অরণ্যবাসি অন্যান্য লোকেরা একত্র হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহারদিগের দৌরাত্ম্যে তথাকার কয়লার কুটির অধ্যক্ষ সাহেবেরা কতিপয় বাঙ্গালি কর্ম্মচারির বিশেষ সাহায্যে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। বোধ হয়, বিদ্রোহি দুর্জ্জনেরা কয়লার কুটি নষ্ট করিয়া সাধ্যানুসারে লুট ও অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে নাই।

এই সংবাদ যদি সত্য হয় তবে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আশু দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। কারণ উক্ত স্থান রাণীগঞ্জ হইতে বড় দূর নহে, সেই স্থানকে বঙ্গদেশের মধ্যেই গণনা করিতে হইবেক।

হরকরা পত্রে প্রকাশার্থ যে মহাশয় এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার লেখা নিতান্তই বিশ্বাস যোগ্য কি, না, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, একথাটি কেবল হরকরা সম্পাদকি বলিতে পারেন। কারণ তাঁহারি পত্রে দ্বিতীয় একব্যক্তি সহরঘাটী হইতে লিখিয়াছেন যথা "এইক্ষণে এতদঞ্চলে কোনোপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত নাই। প্রায় প্রতি দিন ২।৪ জন করিয়া বিদ্রোহি সেনার প্রাণ দণ্ড হইতেছে," এই শেষের সংবাদ প্রমাণে প্রথম সংবাদের উপর অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কেননা প্রথম বারের সমাচার লেখক লেখেন "সহরঘাটির নিকট পালমৌ স্থানে অত্যাচার হইতেছে শেষোক্ত লেখক লেখেন সহরঘাটি

Torn Pages

অঞ্চলে কোনো প্রকার উপদ্রব নাই সুতরাং এক পত্রে প্রকাশিত দুই জন লেখকের দুই প্রকার লেখার কোন্ লেখার প্রতি আমরা বিশ্বাস করিব ? যাহা হউক, যখন সময় অতি ভয়ানক হইয়াছে তখন সাবধান পূর্ব্বক সতর্ক হইয়া সকলদিগেই সুদৃষ্টি রাখা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। উক্ত স্থানের অসভ্য নীচ চোয়াড় বন্য জনেরা যে প্রজা পীড়ন প্রভৃতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবেইনা ইহাতেই বা বিশ্বাস কি ?

দিল্লী হইতে শেষাগত সংবাদের সারমর্ম্ম।

"দিল্লী এবং তন্নিকটবর্ত্তি সমুদয় স্থানে পূর্ব্বানুরূপ প্রজাপত্তন করণে বিশেষ যত্ন করা যাইতেছে। ব্রিগেডিয়ার সোয়ার সাহেব অল্প সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে "কোতব,, অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন,,।

"উক্ত সেনাপতি সাহেব অপর কতকগুলীন সৈন্য লইয়া "গৌরগাও,, প্রদেশে আগামি কল্য যাত্রা করিবেন। তথা হইতে "রিয়ারি,, এবং অন্যান্য স্থানেও গমন পূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপন করিবেন।,,

প্রং সং। — অধুনা দৈববিড়ম্বনায় উত্তর পশ্চিম একেবারে ছার খার হইয়া গিয়াছে, অতএব শীঘ্রই প্রজা পত্তন ও শান্তি স্থাপন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

গাজীপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, আজিমগড় জিলায় পুনর্ব্বার গোলযোগ উস্থিত হইয়াছে। অত্রলিয়া এবং মহারাজগঞ্জ অঞ্চলটি বিদ্রোহিদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাহারদিগের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরিত হইয়াছে। জোয়ানপুরে শীঘ্রই আর একটা যুদ্ধ হওনের সম্ভাবনা আছে।

রাজা মানসিংহ হত হইয়াছেন। গোরক্ষপুর জেলা অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, শীঘ্রই সুস্থির হয় এমত বোধ হয়না। গাজীপুর স্থিরভাবে রহিয়াছে। কর্ণেল বুস সাহেব গুরখা সেনাগণকে লইয়া আলিগঞ্জে যাত্রা করিবেন। গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিরা সাগরের দুর্গ অধিকার করণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে প্রায় ২০০ বদমাইস লোক আলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাটী আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু শীক ও ইংরাজ সেনাদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রস্থান করিল। বহু সংখ্যক কূলোক অযোধ্যার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। জাহাজী সেনাপতি কাপ্তেন পিল সাহেব ৫০০ সৈন্য লইয়া ৫০০০ বিদ্রোহি সেনার উপর আক্রমণ করাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাতে তাঁহার পক্ষেই ৪০ জন সেনা হত এবং ৬০ জন সেনা আহত হইয়াছে।

পাটনাবাসী কোনো বন্ধু লিখিয়াছেন, তথাকার হাইস্কুলে সমুদয়ে ৪৪।৪৫ জন ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করে, কিন্তু তাহাতেই মাসিক প্রায় এক সহস্র টাকা ব্যয় হয়, এই ব্যয় অন্যায় বিবেচনায় বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধীনস্থানীয় কমিটির মেম্বরেরা ঐ বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ঘোষণা পত্র।

নম্বর ১৩৮৩।
ফোর্ট উইলিয়ম।
৫ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।
(গত মঙ্গলবারের শেষ)

দিল্লীর যুদ্ধে এদেশীয় যে সকল রাজা ও সরদারেরা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহারদের নাম এক্ষণে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল কৌন্সেল আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছেন।

পাতিয়ালার মহারাজ, ঝিন্দদেশের রাজা জান, ফি সানখা এবং সরদার মির খাঁ সাহেবের প্রদত্ত সেনা দ্বারা এবং তাঁহারদের সহযোগিতা ও আনুরক্তিতা দ্বারা গবর্ণমেণ্টউপকৃত ও বাধিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের বিশেষ ধন্যবাদ লাভের পাত্র হইয়াছেন।

এই সত্য-প্রতিজ্ঞ সরদারেরা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতায়, আনুকূল্যে সম্মানে ও বন্ধুতায় বিশ্বাস দর্শাইয়াছেন, এজন্য তাঁহারদিগকে আন্তরিক প্রেমের সহিত স্মরণ করণে বিরত হইবেননা।

জম্বুরাজ্যেশ্বর মহারাজ রণবীর সিংহ দিল্লীর যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে কাপ্তেন রিচার্ডলরেন্স সাহেবের অধীনে কয়েক সহস্র কাশ্মীরীয় সেনা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রেরণ করিয়া যথার্থ মিত্রতার ভাব প্রকাশ করায় শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন,,।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিত্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ৷৷ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৭৫ সংখ্যা] শুক্রবার ৬ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সাল। ইং ২০ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয় যাইতেছে যে কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবেরা ১৮৫৭ সালের ৩০ নবেম্বর সোমবার বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিস চৌরঙ্গিরাস্তার ৩ নং বাটীতে নিম্ন লিখিত কয়েক বিষয়ের কানট্রাক্ট দেওন জন্য শিল টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

১ দফা। যে সকল জাহাজ ঘাটে আইসে তাহা হইতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি কমিস্যনরদিগের ভিন্ন২ আড়তে প্রস্তর নাবাইতে হইবেক।

২ দফা। কানসরবেন্সি গৌথানা সকলেতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি মিচালি যোগাইতে হইবেক।

টেণ্ডর সকল কমিস্যনর সাহেবদিগের সেক্রেটরির নামে পাঠান হইবেক এবং তাহার উপর যে বস্তু কিম্বা কর্ম্মের জন্য টেণ্ডর পাঠান হইবেক তাহা লিখিত হইবেক।

প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহারদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কমদর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন এমত অঙ্গীকার করিবেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটরি সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the Municipal Commissioners
ROBERT, D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commrs.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta
17th Novr. 1857.

পোষ্ট-আফিসের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, বাঙ্গি পার্সেল মাত্রেই সরকারি রেজেষ্টরি দ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে অতএব প্রেরকগণের চারি আনা মাসুল দিয়া পুনরায় রেজিষ্টরি করিবার প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ সাধারণ বাঙ্গি পার্সেল যেরূপ যত্ন সহকারে প্রেরিত হয়, মাসুল দিয়া রেজিষ্টরি করিলে তাহার প্রতি অধিক যত্ন বা সাবধান প্রদর্শিত হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অনর্থক মাসুল দিয়া রেজিষ্টরি করিবার আবশ্যক নাই।

C. K. DOVE,
Offg. Post-master General of Bengal.
সি, কে, ডব।
আফিসিএটীং পোষ্ট মাষ্টর জেনরল সুবে বাঙ্গালা।

Camp.
The 16th Novr. 1857.

বিজ্ঞাপন

"বিক্রমোর্ব্বসী নাটক" বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে.

আবশ্যক হইলে আমার নিকট লোক সহিত পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদ প্রভাকর

৬ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কলিকাতাস্থ সংস্কৃত-কালেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাপক শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় " শ্রীধর্ম্মাধিকারি রামপণ্ডিত সুত শ্রীনন্দপণ্ডিত বিরচিত দত্তকমীমাংসা,, নামক দেশব্যাপক প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং " মহামহোপাধ্যায় কুবের কৃত দত্তকচন্দ্রিকা,, নামক অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্যবস্থা পুস্তক, এই উভয় গ্রন্থ একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক নিজ প্রণীত টীকা সম্বলিত একখণ্ড পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন, দত্তকমীমাংসার টীকার নাম " বালবোধিনী টীকা ,, এবং দত্তকচন্দ্রিকার টীকার নাম " বালসংশোধিনী টীকা ,, উল্লেখিত উভয় ব্যবস্থা পুস্তকের স্থান বিশেষের মর্ম্মার্থ অত্যন্তই কঠিন, তাহার স্বরূপাভিপ্রায় সিদ্ধান্ত করণে অনেক পণ্ডিতের অন্তঃকরণেও সময়ে সময়ে সংশয়ের সংশয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। শ্রীযুত শিরোমণি মহাশয় গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক প্রচুর প্রযত্নে আপনার বিরচিত টীকায় সেই সমুদয় সংশয়পূর্ণ স্থলের অর্থ জলের ন্যায় তরল ও সরলরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এমত সহজ হইয়াছে, যে, যাঁহারা পূর্ব্বে অর্থ সংগ্রহ সময়ে গরল বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, এইক্ষণে তাঁহারাই আবার অতি তরল সরল সুধা লাভ করিয়া অনায়াসেই সংশয় ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারিবেন। ইহার প্রথম গ্রন্থখানি হিন্দুস্থানীয় এবং দ্বিতীয়খানি বঙ্গদেশীয় লোকের পক্ষে অধিক কল্যাণকর। ফলতঃ উভয় গ্রন্থই হিন্দুমাত্রেরি উপকারক, এজন্য সকলেরি গ্রহণ করাই অতি কর্ত্তব্য। উক্ত অভিনব টীকাকার মহাশয় দুইখানি গ্রন্থেরি নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ এবং সার মর্ম্ম অতি ললিত চলিত সুসাধু বঙ্গভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপাঠে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি জনেরাও অশেষরূপে উপকৃত হইতে পারিবেন। মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র। আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করি, হিন্দু মহাশয়েরা যৎসামান্য ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক সংপূর্ণরূপ সমাদরসহকারে এই গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, যেন কৃপণতাদোষে এক মহোপকার সম্ভোগসূচক সুখ সংগ্রহে বঞ্চিত না হন।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ রায় সুসাধু বঙ্গভাষায় " স্ত্রীশিক্ষা বিধান ,, অভিধান প্রদান পূর্ব্বক একখানি অভিনব পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা সমাদর সহযোগে গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম, " স্ত্রী শিক্ষা বিধান ,, এই অভিধান দান অবিধান হয় নাই। তাহা পাঠার্থিনী দিগের পাঠ করা সুবিধান বটে।

আমরা জনরবে শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, সুবিখ্যাত শীক সরদার মহাবীর সেনাপতি শেরসিংহ যিনি বন্দিরূপে এতন্নগরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতি গুরুতর সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আমরা এই স্থলে দুই প্রকার প্রার্থনা করিতেছি, প্রথম প্রার্থনা, এই সংবাদ মিথ্যা হউক, এবং দ্বিতীয় প্রার্থনা, যদি সত্য হয়, তবে দয়াময় জগদীশ্বর শীঘ্রই তাঁহাকে আরোগ্য প্রদান করুন। একজন প্রধান মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইয়া দীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ইহা সকলেরি প্রার্থনীয় বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি?

আমরা কতিপয় জিলার বন্ধুর দ্বারা এরূপ নিশ্চিত সমাচার প্রাপ্ত হইলাম, যে, এবৎসর আমন ধান্য সর্ব্বত্রই মধ্যমরূপ জন্মিয়াছে। সমস্ত কার্ত্তিক মাসের মধ্যে বৃষ্টির অভাব হওয়াতে ষোল আনা ফসলের পক্ষে অত্যন্তই ব্যাঘাত হইয়াছে। তিসি শর্ষা, মুগ, কলাই, মটর, ছোলা, যব, গম, তিল, মূসারি, খেঁসারি, প্রভৃতি হৈমন্তিক শস্যের অবস্থা এপর্য্যন্ত ভাল বটে, পরে কি হয় বলা যায়না, ইক্ষু কুত্রাপিই উত্তমরূপ জন্মে নাই, ইহাতে কৃষকদিগের বিস্তর হানি হইয়াছে। এবং গুড়ের বাজারে অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি হইতেছে।

বিলাতীয় কুলীন সভার অধ্যক্ষগণের আদেশানুসারে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এরূপ এক অনুমতিপত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে

"এখানে কত ভূমিতে তুলা, চা, ইক্ষু, নীল, পাট এবং তুতের চাস হইতেছে। এবং ঐ সকল পৃথক পৃথক দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এবং তাহার প্রত্যেকের মূল্যই বা কত হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া প্রেরণ করিবেন।"

বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে উৎসুক হইয়াছেন, ইহাতে আমরা বিশিষ্টরূপেই সুখি হইলাম, কারণ তাঁহারা এদেশের রত্নময়ী ভূমির অবস্থা যতই জ্ঞাত হইবেন ততই তাহার উন্নতি জন্য যত্নশীল হইতে পারিবেন, ততই তাঁহারদিগের মনে এদেশের প্রতি স্নেহের সঞ্চার হইতে থাকিবেক।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

১৭ নবেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘণ্টার সময়ে আলম বাগ হইতে আগত।

মেজর সিবলি সাহেবের নিকট হইতে কলিকাতায় আইসে।

শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেব সমীপেষু।

শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আমারদিগের সেনারা বড় বড়তোপে গুরুতর গোলাবৃষ্টি করত লক্ষ্ণৌ মধ্যে ' দেলকোষা" এবং মার্টিনিয়ার সাহেবের বাটী অধিকার করিয়াছে।

মহারাণীর ২৯ গণিত দলের কিয়দংশ সেনা, যাহারা টৌনহালে ছিল, তাহারা বারাকপুরে গমন করিয়াছে। মহারাণীর ২০ গণিত দলের সেনা যাহারা নদীর উপরে রহিয়াছে, তাহারা টৌনহালে থাকিবে।

কলিকাতা দুর্গের বহির্ভাগের ঢালাও ভূমিতে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক ২০০০ শ্বেত সৈন্য অবস্থান করিবেক। ১ সংখ্যক দ্রাগুণগার্ড প্রেসিডেন্সি কালেজে স্থিত হইবে।

সৈন্যদিগের ভজনার জন্য রাণীগঞ্জে এক গিরিজাঘর নির্ম্মিত হইবেক।

কোর্ট আব ডৈরেক্টরেরা ১০ দশটা রেজিমেণ্টের বাসের উপযুক্ত লৌহময় বারিক প্রেরণ করিতেছেন। তাহা বাঙ্গাল প্রিসিডেন্সির মধ্যে স্থাপিত হইবেক।

গোরা সেনাদিগের বাসের জন্য স্থান প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট ফ্রি স্কুলের মাষ্টারদিগ্যে মাসে ৭০টাকা করিয়া প্রদান করণের অনুমতি করিয়াছেন।

বোম্বের পত্রে লেখে তথাকার বিদ্রোহি সেনারা দণ্ড পাইয়াছে। কর্ণেল স্কোরি সাহেব অশ্ব ক্রয় করণার্থ অষ্ট্রিলিয়া গমন করিবেন। কতকগুলীন দুর্গ ভস্মকারি এবং শূড়ঙ্গ কারি যোদ্ধা তথায় আসিয়াছে, তাহারদের সম্প্রদায় অতি সুন্দর।

সব আর্ডিনেট এক্সকিউটিব কর্ম্ম সংক্রান্ত মেং জি, বি, হেম্পটন সাহেব এবং মৌলবী আজিমুদ্দিন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ এবং রায় রসিক কৃষ্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বোর্ডের সাম্বৎসরিক রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব বিবেচনা পূর্ব্বক অবশিষ্ট সকলকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিবেন।

গয়া নগরে যৎকালীন বিদ্রোহিতা উপস্থিত হয় তৎকালে তথাকার কালেক্টর মেং মণি এবং সবডিপুটি ওপিয়েম এজেণ্ট মেং হিথিংস সাহেব অত্যন্ত সাহস এবং সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি রক্ষা করাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল তাঁহারদিগের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এবং এমত অনুমতি করিয়াছেন, মেং মণি সাহেব বার্ষিক ২৪০০০ টাকা বেতনে কালেক্টর এবং মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইবেন। এবং মেং হিলিংস সাহেব বার্ষিক ১২০০০ টাকা বেতনে ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট, ডিপুটি কালেক্টর এবং সবডিপুটি আফিম এজেণ্টের পদে নিযুক্ত হইবেন।

বোম্বে গেজেট পত্রে লেখে " পুনানগরীয় গোরা সেনারা রবিবারে ভজনার্থ অস্ত্র ও শস্ত্রে সজ্জীভূত হইয়া গিরিজার মধ্যে গমন করে, ইহার কারণ তথাকার দেশীয় অশ্বারোহি সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছিল।

১৭নবেম্বর দিবসীয় ইংলিশম্যান পত্র হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ সংগৃহীত হইল।

আগ্রা। ৫ নবেম্বর। গোয়ালিয়র রাজ্যের বিদ্রোহি দলের ৩০০০ পদাতিক ও ১০০ অশ্বারোহি সেনা ৪০ তোপ ও ৭০০ শকট পূর্ণ বারুদ ও গুলি গোলা লইয়া কল্পি হইতে গোয়ালিয়রে প্রত্যাগমন করিতেছে, পরিমধ্যে বান্দা রাজ্যের বিদ্রোহিদিগের সহিত তাহারদের যোগ হই-

তে পারে এমত সম্ভব বটে। অনুমান হয় তাহারা কল্পিতে কিছু সেনা রা-রাখিয়া যমুনা নদী পার হইয়া কানপুরে গমনাভিপ্রায় করিয়াছিল, পরে সে অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবে, বোধ হইতেছে তাহারা আগ্রায় আসিবে না।

গ্রাণ্ডবে এবং হউজিনি নামক দুই খানা রণতরী নেলোরের নিকটে জলমগ্ন হইয়া দশজন ব্যতীত জাহাজস্থ সমস্ত লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

মুরশিদাবাদে কোনো গোলযোগ নাই। দ্রব্য সকল অগ্নিমুল্য হওয়াতে চতুর্দ্দিগে হাহাকার উঠিয়াছে।

পাটনায় এইক্ষণে আর কোনো প্রকার উপদ্রবের আশঙ্কা নাই। মুসলমানেরা স্থিরভাবে রহিয়াছে।

সিমুলিয়া নিবাসি সুশীল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ধর্ম্মশীলা মাতামহী কার্ত্তিক মাসে অন্ন ত্যাগ করেন, তাহাতে কথিত বাবু গত সংক্রান্তি দিবসে তদুপলক্ষে বহু সঙ্খ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নানাবিধ উত্তমোত্তম মিষ্টান্নের দ্বারা পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া তত্তাবৎকে ও অপরাপর অনেককেই থালভোজ্য ঘটী এবং বস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছেন, অতএব চারুবাবু এই কর্ম্ম অতিসুচারুরূপেই নির্ব্বাহ করিয়াছেন ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক।

অবগতি হইল গত সপ্তাহে জেনরল ত্রেজুরিতে ৫ পরসেণ্ট লোনের হিসাবে নগদ দুই লক্ষ টাকা ন্যস্ত হইয়াছে।

কিয়ৎকাল গত হইল মেডিকেল বোর্ডের মেম্বরেরা এরূপ নিয়ম করিয়াছেন, কলিকাতার মেডিকেল কালেজের মিলেটরী ক্লাসে যে সকল ছাত্র নিযুক্ত হইবেক, তাহারা ইংরাজী না জানিলেও কেবল পারস্য ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারদিগকে উক্ত শ্রেণীতে গ্রহণ করা যাইবেক, কোর্ট অফ ডৈরেক্টরেরা এই নিয়ম গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ঘোষণা পত্র।

নম্বর ১৩৮৩।

ফোর্ট উইলিয়ম।

৫ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

(গত বারের শেষ)

জেনরল উইলসন সাহেবের প্রেরিত দিল্লী অধিকার বিবরণের সংক্ষেপ ১৭। ১৮ সেপ্টেম্বরে আমরা বহুসংখ্যক বিদ্রোহি সেনা সমক্ষে দিল্লী নগরের অগ্রবর্ত্তী স্থান সকল গ্রহণোদ্যম করিলে বিপক্ষেরা প্রতিরোধ আরম্ভ করে, তাহাতে যদিও আমারদিগের ৩ জন সেনাপতি হত ও অনেক সেনা হতাহত হয়, তথাচ বরণ ব্যাস্টন নামক বুরূজ আমরা গ্রহণ করি। ২০ সেপ্টেম্বর প্রাতে আমার অধীনের সেনারা অগ্রসর হইয়া লাহোর দ্বার গ্রহণ করে, এবং তৎপরে অপ্রতিবাধে অগ্রসর হইয়া অন্যান্য দ্বার এবং বুরূজ অধিকার পূর্ব্বক ক্রমে নগর রক্ষণীয় সমস্ত স্থানাধিকার করা যায়।

আমরা প্রথমে নগর প্রবেশ করিয়া অবধি রাজবাটী জন্মামসজিদ এবং বিদ্রোহি সেনারদের অধিকৃত অন্যান্য আশ্রয় স্থানের প্রতি অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ আরম্ভ করি, পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপ হইতে নগর মধ্যস্থ বাটী এবং রাজপথের উপর গোলাবৃষ্টি করা যায়।

আমারদিগের প্রবল তোপাগ্নিতে বিব্রত এবং সেনাদিগের অগ্রসর দৃষ্টে ভীত হইয়া বাদশাহ ও নগর বাসি লোক নগর হইতে পলায়ন পরায়ণ হয়, ক্ষণকাল পরেই বিদ্রোহি সেনারা শকট শিবিকা অর্থ সম্পত্তি ভোজ্য দ্রব্য সময় সামগ্রী ও অধিকাংশ তোপ এবং রুগ্ন আহত ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্নভিন্ন হইয়া অতি বেগে পলায়ন করে। প্রায় ৪।৫ সহস্র বিদ্রোহি সেনা নৌকার সেতু পার হইয়া দোয়াব রাজ্য এবং অবশিষ্ট সেনারা যমুনা নদীর দক্ষিণকূল দিয়া পলাইয়া যায়।

ঐ দিবস বেলা দুই প্রহরের সময় আমরা রাজবাটীর দ্বার বারুদাগ্নিতে ভঙ্গ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় হেড কোয়াটর অর্থাৎ সৈন্যের প্রধান দলের আবাস স্থাপন করি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৵ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৭৬ সংখ্যা] শনিবার ৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সাল। ইং ২১ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমায় গোপালচন্দ্র দাস বাদী এবং ভরতচন্দ্র দাস ও অন্যান্য প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টীয়াব্দের ৫ নবেম্বর তারিখে এমত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে যে শত্রুঘ্ন দাস যিনি হরিমোহন দাস নামে বিখ্যাত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এবং প্রতিবাদি ভরতচন্দ্র দাস দিগের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে এবং কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদিগের সহিত বর্ত্তমান যে দেনা পাওনা অথবা দাবী আছে উক্ত এজমালি বিষয় হইতে এক জন রিসিবর নিযুক্ত হয়, এবং প্রাগুক্ত ভরতচন্দ্র দাসের প্রতি এমত লিখিত আজ্ঞা প্রচার হয় যে নিযোজিত রিসিবর ব্যতীত প্রাগুক্ত ভরচ্চন্দ্র দাস ও অন্যান্য যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে উল্লেখিত গোপালচন্দ্র দাস সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য কাহাকে এজমালী বিষয়ের কোনো অংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, বিশেষতঃ যে বাণিজ্য হরিমোহন ভরচ্চন্দ্র দাস এণ্ড কোম্পানি নামে চলিতে ছিল এবং যাহা অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকেও সতর্ক করা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত এক জন রিসিবর নিযুক্ত না হয় তাবত কোনো ব্যক্তি উক্ত এজমালি বিষয়ের খাজনা অথবা মুনফার কোনো অংশ, কিম্বা দেনা পাওনা অথবা অন্য কোনো প্রকার পাওনা থাকে তাহা উক্ত ভরতচন্দ্র দাস তাঁহার ভৃত্য অথবা তাঁহার গোমস্তাদি কাহাকে না দিয়া রিসিবর নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে অর্পণ করেন।

G. O. BEEBY,
Solicitor for Gopal Chunder Doss.
জি, ও, বিবি।
গোপালচন্দ্র দাসের
উকীল।

কলিকাতা। }
নবেম্বর ১৮৫৭। }

সংবাদ প্রভাকর

৭ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সংপ্রতি বিলাতে ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহিতা এবং অপরাপর রাজকীয় বিষয় লইয়া পরস্পর যে প্রকার বাদানুবাদ ও আলোচনা হইতেছে, আমরা তাহার কয়েকটি বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সম্বলিত নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

প্রসিয়ার রাজবংশীয় একজন সুপাত্রের সহিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রিয়তমা কন্যার শুভ বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, প্রসিয়ার মহারাজ স্বয়ং বরযাত্র হইয়া আগমন পূর্ব্বক এতৎ শুভকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন পূর্ব্বে এমত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অতিশয় শঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়াতেই আসিতে আরেন নাই, বিলাতের সংবাদ পত্রে লেখে উক্ত পীড়ায় উক্ত রাজ্যেশ্বরের প্রাণ সংশয় হইয়াছে।

পাঠকগণ শ্রবণ করুন, মহারাণী বিক্টরিয়ার আজ্ঞাক্রমে উল্লেখিত উদ্বাহ সম্বন্ধীয় উৎসাহ সূত্রে সুচারু সূত্রের ঢাকাই মলমল এখানহইতে প্রেরিত হয়, এই বিষয়টি আমারদিগের দেশের পক্ষে অত্যন্ত গৌরব জনক হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী এবং রাজমন্ত্রিগণ বর্ত্তমান বিপদের সময়ে রাজ-

Coloured Paper

তে পারে এমত সম্ভব বটে। অনুমান হয় তাহারা কল্পিতে কিছু সেনা রাখিয়া যমুনা নদী পার হইয়া কানপুরে গমনাভিপ্রায় করিয়াছিল, পরে সে অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবে, বোধ হইতেছে তাহারা আগ্রায় আসিবে না।

গ্রাণ্ডবে এবং হউজিনি নামক দুই খানা রণতরী নেলোরের নিকটে জলমগ্ন হইয়া দশজন ব্যতীত জাহাজস্থ সমস্ত লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

মুরশিদাবাদে কোনো গোলযোগ নাই। দ্রব্য সকল অগ্নিমূল্য হওয়াতে চতুর্দ্দিগে হাহাকার উঠিয়াছে।

পাটনায় এইক্ষণে আর কোনো প্রকার উপদ্রবের আশঙ্কা নাই। মুসলমানেরা স্থিরভাবে রহিয়াছে।

সিমুলিয়া নিবাসি সুশীল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ধর্ম্মশীলা মাতামহী কার্ত্তিক মাসে অন্ন ত্যাগ করেন, তাহাতে কথিত বাবু গত সংক্রান্তি দিবসে তদুপলক্ষে বহু সঙ্খ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নানাবিধ উত্তমোত্তম মিষ্টান্নের দ্বারা পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া তত্তাবৎকে ও অপরাপর অনেককেই থালভোজ্য ঘটী এবং বস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছেন, অতএব চারুবাবু এই কর্ম্ম অতিসুচারুরূপেই নির্ব্বাহ করিয়াছেন ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক।

অবগতি. হইল গত সপ্তাহে জেনরল ত্রেজুরিতে ৫ পরসেণ্ট লোনের হিসাবে নগদ দুই লক্ষ টাকা ন্যস্ত হইয়াছে।

কিয়ৎকাল গত হইল মেডিকেল বোর্ডের মেম্বরেরা এরূপ নিয়ম করিয়াছেন, কলিকাতার মেডিকেল কালেজের মিলেটরী ক্লাসে যে সকল ছাত্র নিযুক্ত হইবেক, তাহারা ইংরাজী না জানিলেও কেবল পারস্য ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার দিগকে উক্ত শ্রেণীতে গ্রহণ করা যাইবেক, কোর্ট অফ ডৈরেক্টরেরা এই নিয়ম গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ঘোষণা পত্র।

নম্বর ১৩৮৩।

ফোর্ট উইলিয়ম।
৫ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

(গত বারের শেষ)

জেনরল উইলসন সাহেবের প্রেরিত দিল্লী অধিকার বিবরণের সংক্ষেপ ১৭। ১৮ সেপ্টেম্বরে আমরা বহুসংখ্যক বিদ্রোহি সেনা সমক্ষে দিল্লী নগরের অগ্রবর্ত্তী স্থান সকল গ্রহণোদ্যম করিলে বিপক্ষেরা প্রতিরোধ আরম্ভ করে, তাহাতে যদিও আমারদিগের ৩ জন সেনাপতি হত ও অনেক সেনা হতাহত হয়, তথাচ বরণ ব্যাস্টন নামক বুরুজ আমরা গ্রহণ করি। ২০ সেপ্টেম্বর প্রাতে আমার অধীনের সেনারা অগ্রসর হইয়া লাহোর দ্বার গ্রহণ করে, এবং তৎপরে অপ্রতিবাধে অগ্রসর হইয়া অন্যান্য দ্বার এবং বুরুজ অধিকার পুর্ব্বক ক্রমে নগর রক্ষণীয় সমস্ত স্থানাধিকার করা যায়।

আমরা প্রথমে নগর প্রবেশ করিয়া অবধি রাজবাটী জন্মামসজিদ এবং বিদ্রোহি সেনারদের অধিকৃত অন্যান্য আশ্রয় স্থানের প্রতি অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ আরম্ভ করি, পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপ হইতে নগর মধ্যস্থ বাটী এবং রাজপথের উপর গোলাবৃষ্টি করা যায়।

আমারদিগের প্রবল তোপাগ্নিতে বিব্রত এবং সেনাদিগের অগ্রসর দৃষ্টে ভীত হইয়া বাদশাহ ও নগর বাসি লোক নগর হইতে পলায়ন পরায়ণ হয়, ক্ষণকাল পরেই বিদ্রোহি সেনারা শকট শিবিকা অর্থ সম্পত্তি ভোজ্য দ্রব্য সময় সামগ্রী ও অধিকাংশ তোপ এবং রুগ্ন আহত ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্নভিন্ন হইয়া অতি বেগে পলায়ন করে। প্রায় ৪।৫ সহস্র বিদ্রোহি সেনা নৌকার সেতু পার হইয়া দোয়াব রাজ্য এবং অবশিষ্ট সেনারা যমুনা নদীর দক্ষিণকূল দিয়া পলাইয়া যায়।

ঐ দিবস বেলা দুই প্রহরের সময় আমরা রাজবাটীর দ্বার বারুদাগ্নিতে ভঙ্গ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় হেড কোয়াটর অর্থাৎ সৈন্যের প্রধান দলের আবাস স্থাপন করি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড্যিার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্নানংভ্রাম মতন্দ্রমীমদমুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৵ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৭৬ সংখ্যা] শনিবার ৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সাল। ইং ২১ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমায় গোপালচন্দ্র দাস বাদী এবং ভরতচন্দ্র দাস ও অন্যান্য প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম তুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টীয়ান্দের ৫ নবেম্বর তারিখে এমত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে যে শত্রুঘু দাস যিনি হরিমোহন দাস নামে বিখ্যাত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এবং প্রতিবাদি ভরতচন্দ্র দাস দিগের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে এবং কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদিগের সহিত বর্ত্তমান যে দেনা পাওনা অথবা দাবী আছে উক্ত এজমালি বিষয় হইতে এক জন রিসিবর নিযুক্ত হয়, এবং প্রাগুক্ত ভরতচন্দ্র দাসের প্রতি এমত লিখিত আজ্ঞা প্রচার হয় যে নিম্নোজিত রিসিবর ব্যতীত প্রাগুক্ত ভরচন্দ্র দাস ও অন্যান্য যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে উল্লেখিত গোপালচন্দ্র দাস সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য কাহাকে এজমালী বিষয়ের কোনো অংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, বিশেষতঃ যে বাণিজ্য হরিমোহন ভরচন্দ্র দাস এণ্ড কোম্পানি নামে চলিতে ছিল এবং যাহা অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকেও সতর্ক করা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত এক জন রিসিবর নিযুক্ত না হয় তাবত কোনো ব্যক্তি উক্ত এজমালি বিষয়ের খাজনা অথবা মুনফার কোনো অংশ কিম্বা দেনা পাওনা অথবা অন্য কোনো প্রকার পাওনা থাকে তাহা উক্ত ভরতচন্দ্র দাস তাঁহার ভৃত্য অথবা তাঁহার গোমস্তাদি কাহাকে না দিয়া রিসিবর নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে অর্পণ করেন।

G. O. BEEBY,
Solicitor for Gopal Chunder Doss.
জি, ও, বিবি।
গোপালচন্দ্র দাসের
উকীল।

কলিকাতা।
নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

৭ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দাক্ষিণাত্য ১০৯

সংপ্রতি বিলাতে ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহিতা এবং অপরাপর রাজকীয় বিষয় লইয়া পরস্পর যে প্রকার বাদানুবাদ ও আলোচনা হইতেছে, আমরা তাহার কয়েকটি বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সম্বলিত নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

প্রসিয়ার রাজবংশীয় একজন সুপাত্রের সহিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রিয়তমা কন্যার শুভ বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, প্রসিয়ার মহারাজ স্বয়ং বরযাত্র হইয়া আগমন পূর্ব্বক এতৎ শুভকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন পূর্ব্বে এমত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অতিশয় শঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়াতেই আসিতে আরেন নাই, বিলাতের সংবাদ পত্রে লেখে উক্ত পীড়ায় উক্ত রাজ্যেশ্বরের প্রাণ সংশয় হইয়াছে।

পাঠকগণ শ্রবণ করুন, মহারাণী বিক্টরিয়ার আজ্ঞাক্রমে উল্লেখিত উদ্বাহ সম্বন্ধীয় উৎসাহ সূত্রে সুচারু সূত্রের ঢাকাই মলমল এখানহইতে প্রেরিত হয়, এই বিষয়টি আমারদিগের দেশের পক্ষে অত্যন্ত গৌরব জনক হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী এবং রাজমন্ত্রিগণ বর্ত্তমান বিপদের সময়ে রাজ-

Coloured Paper

ধানীতে উপস্থিত না থাকাতে অনেকেই অনেক কথা কহিতেছেন। কেহ কেহ কহেন, "এইক্ষণে তাঁহারদিগের ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য হয় না,, এবিষয়ে আমারদিগের বক্তব্য এই, যে, যখন রাজ কার্য্যের কিছু মাত্রই ব্যাঘাত হয় নাই, অথচ ভ্রমণকালে যথায় তথায় অনায়াসেই সমুদয় উপস্থিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে, তখন শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ এবং সমস্ত প্রজা ও অধিকারের অবস্থা দর্শনার্থ এ প্রকারে ভ্রমণকরাতে তাদৃশ কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখিতে পাই না, হা! যদিস্যাৎ এই ভ্রমণে কার্য্যের হানি হইত তবে অবশ্যই সকলে দোষার্পণ করিতে পারিতেন।

সংপ্রতি বিলাতে এই ভারতবর্ষের বিষয় লইয়া পক্ষ পক্ষান্তরে গুরুতর বাদানুবাদ বিঘটিত বিতর্ক বিস্তৃত হইতেছে। এক পক্ষীয় লোকেরা এরূপ কহিতেছেন, "অধুনা যে প্রকার ব্যাপার উত্থিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বকার নির্দ্ধারিত নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই সভা আহ্বান করাই কর্ত্তব্য, কারণ এতদ্দ্বারা অগ্রেই বিস্তর বিষয়ের বিবেচনার আলোচনা হইতে পারে,।

পক্ষান্তরের মহাশয়েরা কহেন। "পূর্ব্বে সকল সমাচার না পাইয়া আগেভাগেই সভা আহ্বান করিলে কি ফলোদয় হইবে?। সমস্ত যথার্থ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরে সভা করাই বিধেয়, নচেৎ কিছুই না জানিয়া না শুনিয়া মাথা মুণ্ড কি কইয়া বিবেচনা করিব,, ইহাতে আমারদিগের মতে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে শেষ পক্ষের বিবেচনাই সুবিবেচনা।

বর্ত্তমান বিদ্রোহিতা ব্যাপারে পরম পুরুষের নিকট জয় প্রার্থনা পূর্ব্বক কোর্ট অফ ডৈরেক্টরস সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এক বুধবারে অনাহারে অতি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান পুরঃসর শূন্য মস্তকে অতি দীনহীন ক্ষীণ মলিন বেশে ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া লণ্ডননগরে নগরসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এখানে যেমন দিশিকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, বোধ হয় সেখানে সেইরূপ বিলিতি হৃষিকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন হইয়া থাকিবেক। এদেশের লোকেরা যদি যাদুমণি যশোদা নন্দনের নিকট প্রার্থনা করিয়া কৃত কার্য্য হইতে পারেন, তবে সে দেশের লোকেরাও খ্রীষ্টমণি মেরিনন্দনের উপাসনা করিয়া অবশ্যই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবেন, যাহা হউক, আমরা এই সংবাদে অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইলাম। কারণ মঙ্গলোদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন, সংকীর্ত্তন এবং আর আর প্রকার দৈবানুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। অতিশয় কাতর হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রতুল প্রার্থনায় ভগবানের ভজনা করিলে অভিলষিত বিষয় সকল সুসিদ্ধ হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি?

বিলাতের কোনো পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, উক্ত মহাশয়েরা ইংলণ্ডে আপনারা যদ্রূপ আচরণ করিলেন, কলিকাতার লেপ্টেনাণ্ট গবরনর এবং সেক্রেটরি সাহেবদিগ্যে অবিকল সেইরূপ আচরণ করণে অনুমতি করিয়াছেন, ইহাতেই বিবেচনা হইতেছে, যে, এই সংবাদটি প্রকৃতই পরিহাসজনক।

আয়রলণ্ড দেশের কতকগুলীন মনুষ্য সিফাহি বিদ্রোহতায় দুঃখিত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

অপিচ ফরাসিস মহারাজ এই বিদ্রোহিতায় অত্যন্তই দুঃখিত হইয়া ইংরাজ জাতির প্রতি প্রণয় ভাবে যত দূর পর্য্যন্ত আনুকূল্য করিতে হয় তাহাই করিতেছেন। পাঠকগণ তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ দর্শন করুন, উক্ত মহারাজের অধিকার মধ্যে যে এক রেইলরোড আছে, তিনি ভিন্নাধিকারস্থ সেনাদিগ্যে সেই রেইলরোডে অস্ত্র লইয়া গমনাগমন করিতে কখনই দেন নাই, সংপ্রতি সেই বর্ত্মে অস্ত্রপাণি ব্রিটিস সেনাদিগ্যে আগমনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। অতএব ইহার অপেক্ষা মিত্রতার ব্যবহার আর কত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে?।

বিলাতে একালপর্য্যন্ত এরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, যে, পরস্পর সকলের দেহের উচ্চতার পরিমাণ সমান না হইলে কোনো ব্যক্তিই পদাতিক বা অশ্বারোহি সৈন্যশ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইতে পারিত না, সংপ্রতি সে নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়া এমত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে, দৈহিক পরিমাণের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইলেও হানি নাই।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বিদ্রোহিতায় যে সকল ইংরাজ পরিবার নিরুপায় হইয়া ঘোরতর বিপদে হাহাকার করিতেছেন, তাঁহারদিগের ভরণ পোষণার্থ চাঁদার দ্বারা বিলাতে যে মূলধন সংগৃহীত হইতেছে তদ্বিষয়ে তত্রত্য কতকগুলীন "রোম্যান কেথলিক" ধর্ম্মাবলম্বি গোঁড়ামি পূর্ব্বক এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "বিপদাপন্নগণের মধ্যে অধিকাংশ পরিবার 'প্রটেষ্টেণ্ট ধর্ম্মাচারি, অতএব তাহারদিগের উপকারার্থ আমারদিগের ধন সাহায্য করা "কখনই কর্ত্তব্য হয় না,,। আহা! গোঁড়াগণের পোড়ামুখের ঐ পোড়া বাক্যে আমরা যে পোড়া পোড়া হইতেছি, তাঁহারদিগের ধর্ম্ম যাজনার পদে আমরা নমস্কার করি, যেহেতু তাঁহারা স্বজাতির স্বাধীনতা সুখ এবং

স্বজাতির দুর্গতির দুঃখ কিরূপ, তাহা একবার স্বপ্নেও বিবেচনা করিলেন না।

বিলাতের কোনো কোনো পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, "রুসিয়ার মহারাণী ফরাসির মহারাণীকে বিশেষ সমাদর করেন নাই। সংপ্রতি রুসিয়া গবর্ণমেণ্টের ৮ আটশত কোটি মুদ্রা ঋণ হইয়াছে, পরন্তু রুসিয়া সম্রাটের জননী অতিশয় অপব্যয় কারিণী হইয়াছেন,,

উক্ত পত্র প্রেরকেরা কোথা হইতে এই সমস্ত অসঙ্গত অপ্রামাণ্য আকাশভেদি সংবাদ পাইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

বিলাতের অপর এক পত্রে ব্যক্ত করে "বর্ত্তমান বিদ্রোহিতা ব্যাপারে ব্যয় বাহুল্য হওয়াতে সংপ্রতি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক হইতে ১০০০০০০০ এক কোটি মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, পরন্তু তথাকার গবর্ণমেণ্ট কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহোদয়গণকে এরূপ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যে, অধুনা তাঁহারদিগের হস্তে রেইলওয়ে সংক্রান্ত যে৩০০০০০০০ যে তিন কোটি মুদ্রা ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাও তাঁহারা বিশেষ আবশ্যক মতে উপস্থিত সময়ে ব্যয় করিলেও করিতে পারেন,,।

ইহাতে অনেকেই এমত কহিতেছেন, যে, "সাধারণ উপকারজনক কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে অর্থ রাজভাণ্ডারে মূলধনরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা ব্যয় করা কর্ত্তব্য হয় না,, এবিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় এই, যে, যে ব্যাপারে সংপ্রতি একটা সুবিস্তৃত বৃহদ্রাজ্যের সৌভাগ্য লইয়া টান পড়িয়াছে, যেরূপে হউক, সেই আপদ উদ্ধারের নিমিত্ত যখন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করাই বিধি হইতেছে, তখন তুচ্ছ এক ন্যস্তধন ব্যয় বিষয়ে আশঙ্কা করিলে কি হইবে? জগদীশ্বরেচ্ছায় আশু জয়লাভ হইলে ঐ মুদ্রা কি সামান্য মুদ্রা, অমন শত শত কোটি মুদ্রার দ্বারা শত শত কোটি উপকারের কার্য্য অনায়াসেই সমাধা হইতে পারিবে, অতএব অধুনা যেন ব্যয়ের জন্য তাঁহারা শঙ্কুচিত না হয়েন।

বর্ত্তমান বিদ্রোহিতা ঘটনায় স্কাটলেণ্ড দেশীয় লোকেরা সমস্ত হিন্দুপ্রজার উপরেই রাগান্ধ হইয়াছেন, এরাগ অতি অন্যায় রাগ। কতিপয় দুরাত্মার দোষে তাঁহারা এক ধর্ম্মাবলম্বি মনুষ্য মাত্রেরি প্রতি সমানরূপে গড়্গহস্ত হয়েন, ইহা অত্যন্তই ক্ষোভের বিষয়।

বিলাতে টাকার বাজার কিঞ্চিৎ গরম হইয়াছে।

সংপ্রতি বিলাতের লোকেরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীকে "ইম্প্রেস অফ ইণ্ডিয়া,, অর্থাৎ "ভারতবর্ষীয় চক্রবর্ত্তীশ্বরী,, এই আখ্যায় আখ্যাতা করণার্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

এই উপাধি কি তাঁহার নূতন উপাধি হইল? আমরাতো তাঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী, ভারত রাজ্যেশ্বরী ও জগদীশ্বরী স্বরূপ বলিয়া গণ্যা এবং মান্যা করিয়া থাকি।

কাণপুরের কোনো সংবাদদাতা গত ১৯ নবেম্বর দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে লিখিয়াছেন "আমরা বিদ্রোহিদিগের সংখ্যা ও গতিবিধির যথার্থ সংবাদ পাইনা, বহু কষ্টে গুপ্তচর প্রমুখাৎ কিছু কিছু সংবাদ আইসে, তৎপ্রমাণে নিম্ন লিখিত সংবাদ লিখিতেছি, বোধ করি ইহা সত্য হইবেক।

শেষাগত সংবাদে প্রকাশ হয় গোয়ালিয়রের ৩০০০ বিদ্রোহি সেনা ১২০০ শকট ও ৯০০ বলদ এবং ৬০০ উষ্ট্র বোঝাই সমর সামগ্রী সহিত জালনে আছে, কুমার সিংহের সঙ্গি ৫০০০ আর ২০০০ সেনা কালপিতে অবস্থান করিতেছে, এই সমুদয় সেনার সঙ্গে ৩০০ মাত্র অশ্বারোহি আছে, কিন্তু তোপ ও তোপচালক সেনার অপ্রতুল নাই, তাহারদের সঙ্গে ৩৪ টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপ, ৪ হৌইটজর নামক তোপ, এবং ২৪ ও ৩৬ পৌণ্ড গোলাধারি ৪ তোপ আছে। কুমার সিংহ এই সমস্ত সেনার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। বিদ্রোহি সেনারা জালনের সরদারের নিকট দুই লক্ষ টাকা চাহিয়াছে, যদি তিনি টাকা প্রদানে সম্মত না হন তবে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নানা সাহেবের পৌত্রী তেইল বাইকে সিংহাসনে বসাইবে এমত কহিয়াছে।

এইক্ষণে আজিমগড়ে ৩৫০ ইউরোপীয়, ২০০ মান্দ্রাজীয় পদাতিক ও কতকগুলীন গোরখা সেনা এবং জোয়ানপুরে ১৫০০ গোরখা সেনা আছে।

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী আফিসে পূর্ব্বে একজন প্রধান সেক্রেটারী ও দুইজন অধীন সেক্রে-

টারী নিযোজিত ছিলেন, কিয়দ্দিনাবধি তৎপরিবর্ত্তে একজন সিনিয়ার ও একজন জুনিয়ার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা এই বিষয় অবগত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এই নূতন নিয়মে পূর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হইয়াছে কি না? তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছেন যে এতদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে উক্ত আফিসের কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

আমরা শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টরস সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহিতা উপদ্রবে যে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের সকলেরি ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন। এই সংবাদে আমরা অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইলাম।

কাণপুর ও অযোধ্যা হইতে সংবাদ আসিয়াছে উক্ত উভয় নগরের মধ্যবর্ত্তি রাজপথে আর কোনো আশঙ্কা নাই, গবর্ণমেণ্ট সেনা ও অন্যান্য লোকেরা নির্ভয়ে ঐ পথে গমনাগমন করিতেছে, অযোধ্যা রাজ্যস্থ ইউরোপীয় স্ত্রী বালক এবং পীড়িত লোকেরা কাণপুরে প্রেরিত হইবেক।

প্রধান সেনাপতি বাহাদুর অযোধ্যার নিকটে যে শিবির স্থাপন করিয়াছেন তথা হইতে আগত সংবাদে প্রকাশ হয়, প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সহিত ৯ সংখ্যক ল্যান্সর দলের, পঞ্জাবীয় অশ্বারোহি দলের, ও জাহাজী সেনাদলের কিয়দংশ, এবং মহারাণীর ৯৩ সংখ্যক হাইলণ্ডর দল এবং ২৪ পৌণ্ড গোলাধারি ৬ তোপ, ২ হৌইটজর নামক তাপ ও ৪ টা বৃহৎ মটার তোপ আছে, ১২ নবেম্বরে সেনাপতি বাহাদুর সসৈন্যে অযোধ্যা যাত্রা করিয়াছেন।

অযোধ্যার পত্রে প্রকাশ হয় আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর দেলকোষা নামক উদ্যানে ছাউনি করিয়া রাজবাটী আক্রমণ করিয়াছেন, ঐ বাটী অতি পরিসর, তন্মধ্যে ওয়াজিদআলী শাহার তিন শত বেগমের পৃথক পৃথক অন্তঃপুর ও তদ্ভিন্ন রাজার অন্যান্য বাটী আছে, ব্রিটিস তোপাগ্নিতে এই প্রশস্ত বাটী অচিরেই ভূমিসাৎ হইবেক, কেননা তাহার এক দিগে প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সেনারা, অন্য দিগে জেনরল ঔটরাম সাহেবের অধীন সেনারা অনবরত গোলাবৃষ্টি করিতেছে, অতএব শীঘ্রই এমত সংবাদ আসিবেক যে বিদ্রোহিরা নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে।

ঘোষণা পত্র।

নম্বর ১৩৮৩।

ফোর্ট উইলিয়ম।

৫ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

(গত বারের শেষ)

আমার সেনা সঙ্খ্যা সমরে ও রোগে অনেক হ্রাস হইবায় আমি তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহিদিগের পশ্চাদ্ধাবমানার্থ অধিক সেনা পাঠাইতে পারি নাই, কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিথেড সাহেবের অধীনে আগামি কল্য নিম্ন লিখিত সেনাদিগকে বুনন্দ সর ও আলিগড় অঞ্চলে পাঠাইব। যে সকল বিদ্রোহি সৈন্য যমুনা পার হইয়া মথুরায় গমনোদ্যত আছে তাহাদের প্রতিরোধ জন্মান যাইতে পারিবেক কিন্তু দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি আমি সকল বিষয়ের সঠিক সমাচার পাই না।

বিদ্রোহিদিগের পশ্চাদ্ধামি ব্রিটিস সেনা যথা।

প্রথম অশ্বারোহি ব্রিগেডের গোলেন্দাজের ১ ট্রুপ।

দ্বিতীয় ঐ ঐ

তৃতীয় ঐ ঐ

১৭ নম্বর লাইট ফিল্ডব্যাটেরি গোলেন্দাজ।

৯ সংখ্যক বল্লমধারি অশ্বারোহি।

১। ২ এবং ৫ সংখ্যক পঞ্জাব দেশীয় অশ্বারোহি।

হড্‌সন সাহেবের অধীন অশ্বারোহি (২০০)

২ কোম্পানি পঞ্জাব দেশীয় স্যাপর সেনা।

মহারাণীর ৮ সংখ্যক পদাতিক।

ঐ ৭৫ গণিত ঐ

২ এবং ৪ গণিত পঞ্জাব দেশীয় পদাতিক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলীয়া অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিংটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্যামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৭৭ সংখ্যা] সোমবার ৯ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সাল। ইং ২৩ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবেরা ১৮৫৭ সালের ৩০ নবেম্বর সোমবার বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিস চৌরঙ্গি-রাস্তার ৩ নং বাটীতে নিম্ন লিখিত কয়েক বিষয়ের কানট্রাক্ট দেওন জন্য শিল টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

১ দফা। যে সকল জাহাজ ঘাটে আইসে তাহা হইতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি কমিস্যনরদিগের ভিন্নং আড়তে প্রস্তর নাবাইতে হইবেক।

২ দফা। কানসরবেন্সি গৌথানা সকলেতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি বিচালি যোগাইতে হইবেক।

টেণ্ডর সকল কমিস্যনর সাহেবদিগের সেক্রেটরির নামে পাঠান হইবেক এবং তাহার উপর যে বস্তু কিম্বা কর্ম্মের জন্য টেণ্ডর পাঠান হইবেক তাহা লিখিত হইবেক।

প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহারদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কমদর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন এমত অঙ্গীকার করিবেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটরি সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the Municipal Commissioners
ROBERT, D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commrs.

মিউনিসপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta
17*th* Novr. 1857.

পোষ্ট-আফিসের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, বাঙ্গি পার্সেল মাত্রেই সরকারি রেজেষ্টরি দ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে অতএব প্রেরকগণের চারিআনা মাস্থল দিয়া পুনরায় রেজিষ্টরি করিবার প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ সাধারণ বাঙ্গি পার্সেল যেরূপ যত্ন সহকারে প্রেরিত হয়, মাস্থল দিয়া রেজিষ্টরি করিলে তাহার প্রতি অধিক যত্ন বা সাবধান প্রদর্শিত হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অনর্থক মাস্থল দিয়া রেজিষ্টরি করিবার আবশ্যক নাই।

C. K. DOVE,
Offg. Post master General of Bengal.
সি, কে, ডব।
আফিসিএটীং পোষ্ট মাষ্টর জেনরল সুবে বাঙ্গালা।

Camp.
The 16th Novr. 1857.

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

৯ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দ, ১০৯

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

এলাহাবাদ। ২০ নবেম্বর।
শুক্রবার দিবা ১২ ঘণ্টা ১০ মিনিট
ব্রিগেডিয়ার কেম্বেল সাহেবের
নিকট হইতে।

কলিকাতাস্থ শ্রীযুত গবরনর জেনরল
বাহাদুরের প্রাইবেট সেক্রেটরি
সাহেব বরাবরেষু।

সৈন্যের প্রধান শিবির।
অযোধ্যার অন্তঃপাতি "সেকেন্দ-
রাবাগ,, হইতে আগত।
১৮ নবেম্বর ১৮৫৭।

শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেব ১৬ নবেম্বর দিবসে খাল পার হইয়া গমন পূর্ব্বক সেকেন্দরাবাগ আক্রমণ করেন, অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে সংগ্রাম করিয়া উক্ত স্থল অধিকার করা হয়। এই সংগ্রামে শত্রুকুলের বিস্তরলোক হত ও আহত হইয়াছে। ঐ স্থান উত্তমরূপে অধিকার করণানন্তর "সাহামক,, নামক স্থল আক্রমণ করা যায়, তথায় ক্রমশঃ তিনঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত কেবল তোপের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পরিশেষ গোধূলি সময়ে জয় লাভ পূর্ব্বক তৎস্থান অধিকার করা হয়, এতদ্রূপ তুমুলসংগ্রাম প্রায় আর কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

১৭ নবেম্বর প্রাতে খালের সন্নিহিত বারিকস্থিত পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্যশ্রেণীর বামভাগস্থ সেনাদিগের সহিত সংবাদের সঞ্চালনা হয়। মেসহৌসের উপর সমস্ত পূর্ব্বাহ্নকাল তোপের দ্বারা গোলাবৃষ্টি করিয়া পরিশেষ পরাহ্ন তিন ঘটিকা সময়ে বলপূর্ব্বক ঐ স্থান অধিকার করিয়া লওয়া যায়। মেসহৌস অধিকার করণান্তে সৈন্য সকল অতি বেগে ধাবমান হইয়া নিশামুখে মতিমহলে উপস্থিত হয়, তথায় স্যার জেম্‌স ঔটরাম এবং স্যার হেনেরি হেবলক সাহেব অগ্রসর হইয়া আগমন পূর্ব্বক প্রধান সেনাপতি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমারদিগের উক্ত মহারথি সাহেব অতি অল্প মাত্র আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কার্য্যের কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা হয় নাই।

আজ্ঞানুসারে।
ডবলিউ, মেন্সফিল্ড।
প্রধান সেনাপতির ষ্টাপ সংক্রান্ত
প্রধানাধ্যক্ষ।

পুনশ্চ। হতাহত লোকের সংখ্যার তালিকা পশ্চাৎ পাঠান যাইবেক।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

হে পাঠকগণ! উপরোক্ত শুভ সমাচারটি আপনার দগের পক্ষে সম্যক প্রকারেই সন্তোষকর হইবেক, দেখুন আমারদিগের প্রধান মহারথি মহামতি সংপ্রতি কি বিচিত্র সমর-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন, যেরূপ প্রজ্জ্বলিত অনলমুখে পতিত হইয়া তৃণ সকল তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হয়, বিদ্রোহি বিপক্ষেরা সেই প্রকার প্রধান সেনাপতির সমরানলে পতিত হইয়াই অচিরাৎ অবিকল তৃণের ন্যায় ভস্ম হইতেছে। ব্রিটিস যোদ্ধারা অতিঅল্প দিবসের মধ্যেই বিপুল-বিক্রম বিস্তার পূর্ব্বক তাহারদিগের অধিকৃত স্থল সকল অধিকার করিয়া জয়লক্ষ্মী লাভ করিতেছেন, তিন দিবসের যুদ্ধে "দেলকোষা" মার্টিনিয়ার সাহেবের বাটী, খালের পরপারস্থ স্থল সকল, সেকেন্দরাবাগ, সাহামক, মেসহৌস, আলমবাগ, এবং জেলেলাবাদ প্রভৃতি স্থল যখন হস্তগত হইয়াছে, তখন আর দুই একটা যুদ্ধেই একেবারে সকল উৎপাত ঘুচিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? বোধ করি এত দিনে শত্রু সকল সংপূর্ণরূপে পরাজয় হইয়া পলায়ন করিয়া থাকিবেক। স্যার জেম্‌স ঔটরাম এবং স্যার হেনেরি হেবিলক সাহেবের বিষয়ে এখানকার অনেকেই অতিশয় সন্দিগ্ধ ও চিন্তিত হইয়াছিলেন, কারণ এমত এক মিথ্যা জনরব উঠিয়াছিল, যে, তাঁহারা উভয়েই হত অথবা গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন, অদ্য জগদীশ্বরের অনুকম্পায় সেই সন্দেহ এবং সেই চিন্তা একেবারেই দূর হইল, কারণ তাঁহারা উভয়েই স্বচ্ছন্দ-শরীরে মতিমহলে আসিয়া প্রধান সেনাপতি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এবং প্রতি নিয়তই বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অরিদলন করিতেছেন, অতএব আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, শত্রুকুলের সমূলে নির্ম্মূল হওনের আর বড় অধিক কালবিলম্ব নাই।

আমরা অবগত হইলাম সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট দুই চারি দিবসের জন্য বিলাতে ডাক প্রেরণ করা রহিত করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য রাজপুরুষেরা এমত স্থির করিয়াছেন, যে, "অপরাপর সমুদয় সমাচারের সহিত অযোধ্যারাজ্য সংপূর্ণরূপে হস্তগত করণের অথবা উচ্ছন্ন দেওনের শুভ সংবাদ এককালীন একত্রে ইংলণ্ডক্ষেত্রে প্রেরণ পূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত লোককে চিন্তার্ণব হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক সীমাশূন্য সন্তোষসাগরে একেবারেই নিমগ্ন করিবেন, ইহাতে যৎকিঞ্চিৎ কালবিলম্ব হইল হইল, তাহাতে তাদৃশ হানি নাই।"

আমারদিগের বিবেচনায় এই বিবেচনা অতি সুবিবেচনা হইয়াছে, কেননা বিলাতের লোকেরা কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্বে সংপূর্ণরূপ জয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া যে পরিমাণে সুখ-সঞ্চয় করিবেন, তাহার নিকট বিলম্ব-বিঘটিত দুঃখ কখনই দুঃখ বলিয়া গণ্য হইবেক না।

এই বিষয় লিখিতে লিখিতেই আমরা এই সমর সংক্রান্ত হতাহত সংখ্যা বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মর্ম্মানুবাদ নিমভাগে প্রকটন করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টি করুন।

১৬ এবং ১৯ নবেম্বর এই দুই দিবস লক্ষ্ণৌস্থ ব্রিটিস ব্যূহবদ্ধ ব্যক্তিব্যূহের উদ্ধারার্থ যুদ্ধ হয়।

জাহাজী সেনা সংক্রান্ত মিডসিপম্যান এম, এ, ডেমিয়ান। হত।

রায়েল আর্টিলরি দলের কাপ্তেন হার্ডবলি। হত।

৯৩ সংখ্যক হাইলেণ্ডর দলের কাপ্তেন ডালজেল। হত।

ঐ ঐ কাপ্তেন লামসডেন। হত।

২ গণিত পঞ্জাবীয় পদাতিক দলের লেপ্টেনাণ্ট ফ্রাঙ্কলোথ। হত।

জেনরল ষ্টাক সংক্রান্ত প্রধান সেনাপতি স্যার কালিন, কেম্বেল সাহেব অত্যল্প রূপ আহত।

প্রধান সেনাপতি সাহেবের মিলেটরি সেক্রেটারী মেজর আলিসন সাহেব গুরুতররূপে আহত।

প্রধান সেনাপতির মোসাহেব কাপ্তেন আলিসন অল্পাহত।

ব্রিগেডিয়ার জেনরল গ্রাণ্ট সাহেবের মোসাহেব অনরেবিল কাপ্তেন, এইচ, আনসন ঐ ঐ।

জাহাজী সেনা সংক্রান্ত লেপ্টেনাণ্ট সালোড। গুরুতর ঐ।

মিডসিপম্যান, এল, এ, ক্লিণ্টন। অল্প ঐ

রায়েল আর্টিলরি দলের কাপ্তেন ট্রেবর্স। ঐ ঐ।

ব্রিবেট মেজর পেনিকুইক ঐ ঐ।

লেপ্টেনাণ্ট ফোর্ড ঐ ঐ।

লেপ্টেনাণ্ট মিলম্যান ঐ ঐ।

আসিষ্টাণ্ট সারজন বিলি ঐ ঐ।

বাঙ্গাল আর্টিলরি দলের কাপ্তেন হুড, (গুরুতর ঐ।

ঐ, কাপ্তেন হামও ঐ ঐ।

মহারাণীর ৫৩ দলের কাপ্তেন ওয়ালটন ঐ ঐ।

ঐ, লেপ্টেনাণ্ট মনরু ঐ ঐ।

ঐ ৯৩ দলের মেজর বেমষ্টন ঐ ঐ।

ঐ ঐ, লেপ্টেনাণ্ট ওয়েনি অল্প ঐ।

ঐ ঐ, লেপ্টেনাণ্ট পৌয়েল ঐ ঐ।

ঐ ৯৩ হাইলণ্ডর দলের লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ফৌয়ার্ট ঐ ঐ।

ঐ, কাপ্তেন বারয়ৌ ঐ ঐ।

ঐ, লেপ্টেনাণ্ট কুপর গুরুতর ঐ।

ঐ, ,, ওয়েলচ ঐ ঐ।

ঐ, ,, গোল্ডস্মিথ ঐ ঐ।

ঐ, ,, উড ঐ ঐ।

ঐ, ইন্সাইন মেকনামারা ঐ ঐ।

১ সংখ্যক মান্দ্রাদি ফিউসিলিয়র দলের লেপ্টেনাণ্ট ডবস অল্প ঐ।

২ সংখ্যক পাঞ্জাবীয় পদাতিক দলের লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন গুরুতর ঐ।

৪ সংখ্যক ঐ ঐ। পাল ঐ ঐ।

ঐ ঐ, মাকুইন ঐ ঐ।

ঐ ঐ, ওল্ড ফিল্ড ঐ ঐ।

হডসন সাহেবের অধীনস্থ অশ্বারোহি দলের লেপ্টেনাণ্ট হেকেট ঐ ঐ।

(স্বাক্ষরিত)
লিউটিনাণ্ট এইচ, ডবলিউ, নারম্যান।
হেডকোয়াটর সেনাদলের আসিষ্টাণ্ট আজুটাণ্ট জেনরল।

সেকেন্দরবাগ।
১৮ নবেম্বর ১৮৫৭

পুনশ্চ। প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

উল্লেখিত হতাহত সংখ্যা দৃষ্টি করিয়া পাঠক মহাশয়েরা ভীত হইবেন না। ব্রিটিস সেনারা যে পরিমাণে জয়লাভ করিয়াছে তাহার নিকট এই হানি লক্ষাংশের একাংশও হইতে পারেনা।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের মর্ম্মানুবাদ।

গত ৬ তারিখে ডানকুয়া নামক স্থানে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে কাপ্তেন রাটি সাহেব বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্রোহিরা ইক্ষুক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তি নিম্ন ভূমিতে অতি সুকৌশলে দলবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু রণোন্মত্ত রাটি সাহেব সাহস পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তিমিরাচ্ছন্ন সময় পর্য্যন্ত সংগ্রাম করত বিপক্ষদিগের দল বল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষের ২৫ জন হত এবং অধিক লোক আহত হইয়াছে, পলায়ন কালে তাহারা তিন টা হস্তি ও যুদ্ধের অন্যান্য অনেক সামগ্রী ফেলিয়া যায়, ইংরাজদিগের সৈন্যের মধ্যে ৭ জন শীক এবং লেপ্টেনাণ্ট বয়েড সাহেব হত ও ১৭ জন মাত্র আহত হইয়াছেন।

গোপীগঞ্জের কোনো সংবাদদাত, ১৬-তারিখে লেখেন, প্রতি দিবস প্রায় ২৩০ জন করিয়া গোরা সেনা ঐস্থান দিয়া সমরক্ষেত্রে গমন করিতেছে, বিদ্রোহি সেনারা মুজাপুর এবং রেওয়া রাজ্যের মধ্যে গমনাগমন করিতেছে আর ৩২ গণিত বিদ্রোহি দল যাহারা মধ্যে শীক সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করে, অবগত হওয়া গেল তাহারাও মুজাপুরাভিমুখে যাত্রা করিতেছে। উক্ত সংবাদ দাতা আরো লেখেন, যে, আট জন সাহেব বিবী সন্তান সহ অযোধ্যার এক জমিদারের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিলেন, নানা সাহেব সংপ্রতি লক্ষ্ণৌতে আনিয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিয়াছে।

কাণপুরের সংবাদ দাতা লেখেন, গত ১৩ তারিখে প্রধান সেনাপতি সাহেব সসৈন্যে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে পঁহুছিয়াছেন, পথিমধ্যে যে বিদ্রোহিরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া তোপ সকল গ্রহণ করিয়াছেন। আমারদিগের কর্ত্তা সেনাপতি সাহেব সৈন্য সহ ঝিলোন দিয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিয়া বিপক্ষদিগকে নিরস্ত করায় দুর্জ্জনেরা

ক্রোধ বশতঃ ঝিলোনের শরদারকে নানাবিধ যন্ত্রণা দিয়া কারাবদ্ধ রাখিয়াছে এবং তেয়ায়ী বেয়ায়ী নামক এক ব্যক্তিকে গদিতে বসাইয়া ঝিলোনের উপস্বত্বের চতুর্থাংশের অধিকারী করিয়াছে, বক্রি বারো আনা অংশ নানা সাহেব প্রাপ্ত হইবেন। ফরক্কাবাদের নবাব থানা বসাইয়াছেন, এই পত্র লিখিবার সময়ে অবগত হইলাম কাল্পির বিদ্রোহিরা গোলা গুলি এবং যুদ্ধের আর আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া পার হইয়া আসিতেছে, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ত্বরায় জানা যাইতে পারিবেক।

কর্ণেল গ্রিথেড সাহেবের সেনারা ঢোলপুরের বিদ্রোহি সেনাদিগের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য কাড়িয়া লয় তাহার এক ছড়া হার এমত উত্তম যাহার মূল্য ৪০০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পুনা আবজরবর পত্রে অবগতি হইল অশ্বারোহি সংক্রান্ত মেং ষ্টুয়ার্ট সাহেব নেকন্দরাবাদ নগরে আত্মঘাতী হইয়াছেন।

২৩ আক্টোবর নিমচের দক্ষিণ পূর্ব্ব ৫ ক্রোশ পথ ব্যবহিত জিরণ নামক পর্ব্বতীয় দুর্গ মন্দিগোরের বিদ্রোহিরা অধিকার করিবায় কাপ্তেন সিমসন সাহেব ৫০ জন গোরা ও ১০০ পদাতিক এবং ১৫০ জন অশ্বারোহি সেনা ও দুইটা তোপ সহিত ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ করণান্তে দিবাবশেষ সময়ে সেনাদিগকে বিশ্রাম প্রদান করেন, পরদিবস প্রাতে বিদ্রোহিরা বিনাযুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ পূর্ব্বক পলাইয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত দিনের যুদ্ধে ২ সংখ্যক বোম্বাই অশ্বারোহি দলের কাপ্তেন টকর ও মহারাণীর ৮৩ সংখ্যক দলের কাপ্তেন রিড সাহেব হত এবং কাপ্তেন সিমসন কাপ্তেন লরি, কাপ্তেন সপিট, লেপ্টেনাণ্ট ব্লেয়ার, লেপ্টেনাণ্ট লিগেট, এবং ডাক্তর মরে সাহেব আহত হন।

গত ১৮ নবেম্বর দিবসীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় সারণ জিলা রক্ষার জন্য নেপাল রাজমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি জং বাহাদুর গবর্ণমেণ্টকে আর তিন দল গোরখা সেনা প্রদান করিয়াছেন। লেপ্টেণ্ট গলি সাহেব গোরখা সেনার সঙ্গে গাজিপুর আজিমগড় জোয়ানপুরে যাইবেন।

মিবা নামক স্থানে বিদ্রোহিদিগের একজন গুপ্তচর ধৃত হইয়াছে, অযোধ্যার করাধীন রাজা মানসিংহ ঘোষণাপত্র সহিত তাহাকে গোরক্ষপুরে পাঠাইয়াছিল, এ ঘোষণা পত্রে মানসিংহ উক্ত জিলার প্রজাদিগকে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহ দিয়াছে মহম্মদ হোসেন গোরক্ষপুরের জজ আদালত বাটীতে ছয়টা তোপ পাতিয়া ও চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

গত বুধবাসরীয় হরকরা পত্রে তৎসম্পাদক গিজনির কোনো সংবাদ দাতার পত্র প্রমাণে লিখিয়াছেন পারসিয়ানরা অদ্যাপি সুন্দররূপে শাসিত হয় নাই, হিরাটস্থ পারসিয় সেনারা অদ্যাপি উক্ত নগর সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করেন নাই, পারস্য রাজের দরবারে ব্রিটীসরাজ প্রতিনিধি সাহেব তদ্বিষয়ক প্রস্তাব করিয়াছেন।

মেজর মরিসন সাহেব যোধপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট হইয়াছেন। ৫৩০ জন ইউরোপীয় সেনা তোপ সহিত ডেসা হইতে যোধপুরে গমন করিয়াছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে মিরাটের রাজকর্ম্মচারিগণ এরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন উক্ত নগরবাসি যে সকল লোক গবর্ণমেণ্টের সৈন্য সম্বন্ধীয় কোনো কর্ম্মে নিযুক্ত নহে, এবং যাহারা কোনো নিয়মিত বিষয় কর্ম্ম বা বাণিজ্য ব্যবসায় করেনা, তাহারা অবিলম্বে নগর ও সৈন্য শিবির ত্যাগ করিয়া যায় এই ঘোষণানুসারে অনেক লোক নগর ছাড়িয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যখন মিরাটে লোকের সংখ্যা গণনা করা হয়, তৎকালে মিরাট নগরে বিংশতি সহস্র অকর্ম্মণ্য লোক ছিল, এই সকল লোকেরাই কুসূত্রের মূলীভূত।

ঘোষণা পত্র।

নম্বর ১৩৮৩।

ফোর্ট উইলিয়ম।

৫ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

(গত শনিবারের শেষ)

কথিত হয় দিল্লীর বাদশাহ বিদ্রোহিদিগের সহিত কিয়দ্দূর পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু গত রাত্রিতে আমারদিগের কতকগুলিন অশ্বারোহি সেনার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, অধুনা গোরা সেনার অধীনে বন্দীভাবে আছেন। কাপ্তেন হডসন সাহেব ম্রেজা মোগল ও ম্রেজা খয়ের নামক রাজপুত্রদ্বয় ও ম্রেজা আব্বুরকির নামক রাজপৌত্র যাঁহারা অত্যাচারে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারদিগকে ধৃত করিয়া ব্রিটিস সেনারা গুলির আঘাতে বিনাশ করিয়াছে।

জেনরল উইলসন সাহেব যে সকল সৈন্য সেনাপতি ও সহকারি রাজা ও সরদারদিগের প্রশংসা করিয়াছেন তাহা গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঘোষণা পত্রে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, পুনরুক্তি বিবেচনায় বিশেষতঃ আমাদের পত্রের কলেবর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার অনুবাদ গৃহীত হইল না।

১৪ সেপ্টেম্বর দিবসীয় যুদ্ধে দিল্লী নগরের সম্মুখে জেনরল উইলসন সাহেবের অধীনস্থ যত সেনা ও সেনাপতি হতাহত ও অনুদ্দেশ্য হয়, তাহার সংখ্যা উক্ত সেনাপতির প্রেরিত তালিকা অনুসারে নিম্নে লিখিত হইল।

১ কাপ্তেন, ৬ সুবলটরণ, ১ সুবাদার, ৪ জমাদার, ২২ নন্‌কমিসণ্ড আফিসর এবং ২৪৯ জন সেনা হত ও ৮ ফিল্ড আফিসর, ১৩ কাপ্তেন, ৩৬ সবল টরণ, ১০ সুবাদার, ৯ জমাদার, ৫৯ নন্‌কমিসনর আফিসর এবং ৭৪২ সেনা আহত এবং ১ নন্‌কমিসন আফিসর ও ৯ সেনা অনুদ্দেশ্য হয়।

১৫ অবধি ২০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যত সেনা ও সেনাপতি হতাহত ও অনুদ্দেশ্য হয় তাহার সংখ্যা।

২ সবল টরণ, ২ নন্‌কমিসন আফিসর এবং ৪৭ জন সেনা হত ও ৩ সুবলটরণ, ১ জমাদার, ৮ নন্‌কমিসণ্ড আফিসর এবং ১১১ সেনা আহত ও ১ জন সেনা অনুদ্দেশ্য হয়।

ব্রিটিস সেনারা দিল্লী নগর মধ্যে ছোট বড় ২৭২ তোপ এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য পাইয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।৹ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৭৮ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১০ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সাল। ইং ২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আমামি ২৬ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মেষ্টর টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতানুসারে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি পরগণে বুজরুক মেদপুরের মধ্যে থানা মৃজাগঞ্জের সরহদ্দে ৪২৬৫ নম্বরীর কুকুরা নামা এক তালুক তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত ঐ তালুক চূণাখালী নামে বিখ্যাত উহার রাজস্ব বার্ষিক কোম্পানির সিক্কা ৭৩৪।।৶৫ সাতশত চৌত্রিশ টাকা এগারো আনা পাঁচপাই কালেক্টরীতে দিতে হয় তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মেষ্টর টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণে বুজরুক মেদপুরের থানা মৃজাগঞ্জের সরহদ্দে ১৪১৫ নম্বরের ডানঙ্গ ডিসিলবা নামক এক তালুক যাহা তিন মৌজায় ও কয়েকটা কিশমতে বিভক্ত অর্থাৎ মৌজে বাদুরা ও মৌজে ঠেলাবুনিয়া এবং মৌজে সখারীয়া ঐ তিন মৌজার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ২২৪০ দুই হাজার দুইশত চল্লিশ টাকা কালেক্টরীতে দিতে হয় ঐ তালুকের তৃতীয়াংশের দুই অংশে ঐ তালুকের তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও ঐ তালুকের তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মেষ্টর টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি পরগণে ঐ বুজরুক মেদপুরের মধ্যে ১৪১৫ নম্বরীয় ডলিঙ্গ ডিসিলবা নামা তালুকের মধ্যে একটা অসত্ব তালুক যাহা জমীদারের সেরেস্তায় লুইসা ডিসিলবা মোজাফত কলাই কাসর নামে চিহ্নিত আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব তালুকদারের নিকট কোম্পানির সিক্কা ৯৯৸৯।। নিরেনব্বুই টাকা বারো আনা নয় গণ্ডা দুই কড়া স্থির আছে ঐ তালুকের তিনঅংশের দুই অংশে ও তাহার তিন অংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তিন অংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মেষ্টর টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের উক্ত পরগণার অন্তঃপাতি ১৪১৫ নম্বরী ডোমিঙ্গ ডিসিলবা নামক তালুকের কিশমত আমরগাছির মধ্যে আর এক লাট জমাই স্বত্বহীন তালুক যাহা তালুকদারের পেটাও তৎসেরেস্তায় টামস পাল ডিসিলবা নামে লিখিত আছে তাহার রাজস্ব বার্ষিক তালুকদারের নিকট কোম্পানির সিক্কা ৪৯।।০ সাড়ে ঊনপঞ্চাশ টাকা জমা ধার্য্য আছে উক্ত তালুকের তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও ঐ তালুকের তৃতীয়াংশের দই অংশের মধ্যে ও ঐ তালুকের

তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মেস্টর টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণার ১৪১৫ নম্বরীয় ডোমিঙ্গ ডিসিলবা নামক তালুকের মধ্যে মৌজা বাদুরা ও কিশমত নিজ বাদুরা নামা হাওলা যাহা জমীদারের সেরেস্তায় সেমুএল ডিসিলবা নামে বিখ্যাত ও লেখা যায় তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৯৮/৫ নয় টাকা ছয় আনা পাঁচপাই জমীদারের সরকারে দিতে হয় তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মেস্টর টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের ঐ পরগণার অন্তঃপাতি ১৪১৫ নম্বরিয় ডোমিঙ্গ ডিসিলবা নামা জমীদারীর মধ্যে মৌজা বাদুরা সংক্রান্ত কিশমত নিজ বাদুরা নামক হাওলা যাহা জমীদারের সেরেস্তায় ডিসিলবা নামে বিখ্যাত তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৬৮।৯/৫ আটষট্টী টাকা ছয় আনা পাঁচপাই জমীদারের সেরেস্তায় জমা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মেস্টর টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণার মধ্যে ১৪১৫ নম্বরীয় ডোমিঙ্গ ডিসিলবা নামা তালুকের মধ্যে মৌজে বাদুরা সংক্রান্ত কিশমত পার হাটা নামক হাওলা যাহা তালুকদারের সেরেস্তায় লেখা যায় তাহা সেমুএল ডিসিলবা নামে বিখ্যাত তাহার বার্ষিকরাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ১৭৭ একশত সাতাত্তোর টাকা তালুকদারের নিকট দিতে হয় তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণার মধ্যে ১৪১৫ নম্বরীয় ডোমিঙ্গ ডিসিলবা তালুকের মধ্যে মৌজে ঠেলাবুনিয়া সংক্রান্ত কিসমত নিজ ঠেলাবুনিয়া নামক হাওলা যাহা তালুকদারের সেরেস্তায় পঞ্চানন গুহের নামে লিখিত আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৮২৸৯।। বিরাশি টাকা বারো আনা নয় গণ্ডা দুই কড়া জমীদারের সহিত জমা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণার মধ্যে ১৪১৫ নম্বরীয় ডোমিঙ্গ ডিসিলবা তালুকের মধ্যে মৌজা বাদুরা সংক্রান্ত কিসমত বাস বুনিয়া নামক হাওলা যাহা তালুকদারের সেরেস্তায় রামমাণিক্য মুখোপাধ্যায়ের নামে লেখা যায় তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৮৫৸১।। পঁচাশি টাকা তিন আনা এক গণ্ডা দুই কড়া তালুকদারের নিকট জমা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণার মধ্যে ১৪১৫ নম্বরীয় ডোমিঙ্গ ডিসিলবা তালুকের মধ্যে মৌজে ঠেলাবুনিয়া সংক্রান্ত কিসমত নিজ ঠেলাবুনিয়া নামক হাওলা যাহা তালুকদারের সেরেস্তায় পঞ্চানন গুহের নামে লিখিত আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৮২৸৯।। বিরাশি টাকা বারো আনা নয় গণ্ডা দুই কড়া জমীদারের সহিত জমা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণার মধ্যে ১৪১৫ নম্বরীয় ডোমিঙ্গ ডিসিলবা নামক জমীদারির মধ্যে মৌজে সাঁকারিয়াসংক্রান্ত মৌজে নিজ সাঁকারিয়া নামক হাওলা যাহা জমীদারের সেরেস্তায় জোসেফ ডিসিলবা নামে লেখা যায় তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির

সিক্কা ৩৬ ছত্রিশ টাকা জমীদারের সহিত জমা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণার মধ্যে ১৪১৫ নম্বরীয় ডোমিঙ্গ ডিসিলবা নামক জমীদারির মধ্যে মৌজে সাঁকারিয়াসংক্রান্ত কিশমত বাঁশবুনিয়া নামক হাওয়ালা যাহা জমীদারের সেরেস্তায় রামমাণিক দাসের নামে লেখা যায় তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ১৩৫৸৯ এক শত পঁইত্রিশ টাকা চৌদ্দ আনা নয় গণ্ডা জমীদারের নিকট জমা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৩ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি আরঙ্গপুর পরগণার মধ্যে থানা মৃজাগঞ্জের সরহদ্দে আইমা তিয়রখালি ও গুসিখালি মৌজা সকলের মধ্যে কিসমত গুসিখালি নিজ স্বত্বহীন জমীদারী যাহা জমীদারের সেরেস্তায় টামস পাল ডিসিলবা ডোমিঙ্গ সেমুএল আণ্টনী ডিসিলবা ও রোজনা মেরিয়া ডিসিলবার নামে লেখে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ১৯২/৬ এক শত বিরেনব্বুই টাকা এক আনা ছয় গণ্ডা জমীদারের নিকট জমা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি আরঙ্গপুর পরগণার মধ্যে থানা মৃজাগঞ্জের সরহদ্দে মৌজে আইনা তিয়র খালি ও গুলিখালি ও গুলসাখালি গ্রাম সকলের মধ্যে ডালাচোরা নামক এক হাওল, যাহা জমীদারের সেরেস্তায় টামস পাল ডিসিলবা ডোমিঙ্গ সেমুএল ডিসিলবা ও রেজিনা মেরিয়া ডিসিলবার নামে তৌজিতে আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৩৮৫।/৬ তিন শত পঁচালি টাকা পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা জমীদারের নিকট নির্দ্ধারিত দিতে হয় ঐ হাওলার তৃতীয়াংশের দুই অংশের ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐ পরগণার আরঙ্গপুরের মধ্যে থানা মৃজাগঞ্জের সরহদ্দে পিডরো ডিসিলবা জমীদারির মৌজে আইন তিয়রখালি ও গুজিখালি নামক নিম হাওলা যাহা জমীদারের সেরেস্তায় টামস পাল ডিসিলবা ডোমিঙ্গ মেনুয়ন আণ্টনী ডিসিলবা ও রোজিনা মেরিয়া ডিসিলবা ইহাঁদিগের নামে তৌজিতে লেখা আছে তাহার জমা নিজ হাওলাদার মোহনচন্দ্র গুহের সহিত বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ১৪৬।৶০ এক শত ছেচল্লিশ টাকা এগারো আনা জমা ধার্য্য আছে হাওলার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি উক্ত পরগণার থানা আওরিয়ার সরহদ্দে জমীদারী রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেরাজী তপ্‌পে আজিমপুরের মধ্যে ডোমিঙ্গ ডিসিলবা ও জোর ভরপাসা নামে যে হাওলা যাহা জমীদার রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৮৫৪৸১।। আট শত চুয়ান্ন টাকা দুই আনা ছয় কড়া জমা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টামস পাল ডিসিলবার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতি ঐথানা আওয়ারিয়ার সরহদ্দভুক্ত জমীদারী রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেরাজী তপ্‌পে আজীমপুরের মধ্যে কিশমত জোরতরপাসা সংক্রান্ত সেমুএল ডিসিলবা নামক এক হাওলা যাহার বার্ষিক রাজস্ব জমা রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কোম্পানির সিক্কা ২৮ আটাইশটাকা ধার্য্য আছে তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী টা

মস পাল ডিসিলবা সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৪ নবেম্বর ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১৮৫৭ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখ অবধি ১৮৫৮ সালের ৩০ নবেম্বর দিবস পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য অতি উত্তম বাছাই করা পাটনাই ছোলা এবং ওট সরবরাহ করিতে ইইবে, এবং প্রতি দিবস কুক এণ্ড কোম্পানিদিগের বাটীতে উক্ত উভয় দ্রব্য ১৫০ দেড়শত মোন করিয়া যোগাইতে হইবেক, যাঁহারা এই দ্রব্য সরবরাহ করণার্থ দর চুক্তি করিয়া লওনের প্রার্থনা করেন, তাঁহার দগের দরখাস্ত সকল ১৮৫৭ সালের ২৬ নবেম্বর দিবসে গ্রহণ করা যাইবেক। আবেদন করিবা মাত্রেই সকলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

COOK & CO.
কুক এণ্ড কোং।
নং ৩।৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।

সংবাদ প্রভাকর

১০ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

অদ্য সন্ধ্যার পর যোড়াসাঁকো নিবাসি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হইবেক, ঐ নাট্যকাব্য সন্দর্শনার্থে সংগীতসমাজে বহুব্যক্তি সমাগত হইবেন। আমরা জনরবে শুনিতেছি বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত হেলিডে সাহেব প্রভৃতি কতিপয় সুসম্ভ্রান্ত প্রধান সাহেবের সমাগম হইবেক, এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

সর্ব্বমান্য সর্ব্বগণ্য ধনিবর পরম ধার্ম্মিক কীর্ত্তিকুশল বৈকুণ্ঠবাসি ঈশ্বর লালা বাবু, যিনি ৺ বৃন্দাবনধামে দেবালয় অতিথিশালা এবং ধর্ম্মশালা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার সেবাসূচক ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত মথুরার অন্তঃপাতি অনুপসহরে বহুমূল্য বিশিষ্ট এক জমিদারী ক্রয় পূর্ব্বক মূলধন রূপে সঞ্চিত করিয়া দেন, একাল পর্য্যন্ত সেই ভূমি সম্পত্তির উৎপত্তি হইতেই উক্ত ধর্ম্মসংক্রান্ত পবিত্র কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। দিল্লী ও বৃন্দাবন অঞ্চলে সিপাহিবিদ্রোহিতা উপস্থিত হইলে বিদ্রোহির অধ্যক্ষেরা তাহার বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারি শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে অত্যাচার পূর্ব্বক বলের দ্বারা স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করত সেই জমীদারির স্বত্বহীন পূর্ব্বাধিকারি বিক্রয়কারিদিগের সহিত নূতন বন্দবস্ত করিয়াছিল, উক্ত রাজারদিগের নায়েব ও গমস্তা প্রভৃতিকে এই বলিয়া কাছারিবাটী হইতে বিদায় ও বেদখল করিয়া দেয়, যে "আবি কাফের ফেরাঙ্গিকো রাজহ্যায় নৈ, হাম্লোক্কো রাজ্ হুয়া, তোম্লোক্ সব আবি ভাগ্ যাও,, ইহাতে গত কয়েকমাস এইরূপ দুর্ঘটনা হওয়াতে তথাকার সেবার অনেক ত্রুটি হইয়াছিল, সংপ্রতি জগদীশ্বরের অনুকম্পায় দিল্লী নগর পুনরায় ব্রিটিশশক্তির অধীন হইবায় রাজারাও আপনারদের ঐ ভূম্যধিকারের পুনর্ব্বার পূর্ব্বকার ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।—এই সুসংবাদে আমরা অত্যন্তই তুষ্ট হইলাম, শুনিতেছি যাহারা ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা উল্লেখিত অনুপসহর-পরগণা হস্তগত করিয়াছিল তাহারদিগের মধ্যে কয়েকজন ধৃত হইয়াছে, ত্বরায় বিহিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু প্রজারা অদ্যাপি ধর্ম্মঘট করিয়াই রহিয়াছে, তাহারা খাজনা দেয়না।

এতন্নগরে এমত জনরব উঠিয়াছে, পঞ্চকোটির রাজা শ্রীযুত নীলমণি সিংহ দেওকে বর্দ্ধমানে অথবা কলিকাতা নগরে আনয়নার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রাজা কি অপরাধ করিয়াছেন, এবং কিরূপেই বা তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হইল তাহা এপর্য্যন্ত বিশেষরূপে ব্যক্ত হয় নাই।

এমত জনরব উঠিয়াছে, বারাকপুরে যে সকল গোরা আছে, তাহারা অত্যাচার করাতে প্রজারা অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইয়াছে। আমরা শুনিলাম কমিসনর সাহেব এই বিষয় অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে রাজপুরুষেরা তন্নিবারণার্থ যথা যোগ্য প্রহরি নিযুক্ত করণের অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

সংপ্রতি কলিকাতার পটলডাঙ্গাস্থ কালেজ-বাটিতে শ্বেতসৈন্যের অবস্থান হওয়াতে সংস্কৃতকালেজ, বাঙ্গালা পাঠশালা এবং নরমেল স্কুল নেড়াগির্জা অঞ্চলে স্থাপিত হইবায় ছাত্র এবং শিক্ষকদিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাপাঠশালার ছাত্রেরা অত্যন্ত শিশু, দুগ্ধপোষ্য বলিলেই হয়, তাহারা অধিক দূর গমনাগমনে নিতান্তই অশক্ত হওয়াতে পাঠ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছে, ইহাতেই

দিন দিন বাঙ্গালা পাঠশালায় ছাত্রের সংখ্যা ন্যূন হইতেছে।

কেহ কেহ কহিতেছেন, গোরাদিগের ভয়ে অধুনা আড়পুলি, পটলডাঙ্গা, নুজাপুর, এবং টঠনিয়া অঞ্চলের লোকেরা রজনীকালে অতিশয় সাবধানে থাকেন। অনেকেই সন্ধ্যার পরেই প্রায় দ্বার বন্ধ করিতেছেন। কয়েক দিবস হইল কয়েক জন গোরা একখানা ময়রার দোকান ভক্ষণ করিয়াছে।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে, মৃত স্যার হেনেরি লারন্স সাহেবের সদ্গুণ ও মহৎ কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহার নাম এবং কীর্ত্তি চিরস্থায়ি করণার্থ সম্ভ্রান্ত সাহেবেরা প্রকাশ্য সভা করত চাঁদার দ্বারা ধন সংগ্রহ করিতেছেন। সেই ধন মূলধন রূপে ন্যস্ত হইয়া "লারন্স এসাইলম" অর্থাৎ লারন্স সাহেব সৈন্য সংক্রান্ত দীন হীন অনাথদিগের অশন বসন এবং বিদ্যাধ্যয়ন নিমিত্ত কৌসলি পর্ব্বতের নিকট যে এক কীর্ত্তি স্থাপন করেন, সেই কীর্ত্তিকে চির স্থায়িনী করণ কারণ স্থিত হইবেক। এই চাঁদায় ইতিমধ্যেই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গবরনর জেনরল বাহাদুর স্বয়ং ১০০০০ মুদ্রা প্রধান বিচারপতি ১০০০ মুদ্রা এবং অপরাপর অনেকে কেহ সহস্র কেহ পঞ্চশত এইরূপ দান করিয়াছেন। আমারদিগের এদেশের বড় মহাশয় অর্থাৎ লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত হেলিডে সাহেব ৩০০ টাকার অধিক দান করেন নাই। ইহাতে তাঁহার দান শক্তি ও বদান্যতার ব্যাপারে যিনি যেরূপ বিবেচনা করেন করুন, কিন্তু এমত বিবেচনা করিলেও করিতে পারে, তাঁহার নিজাধীন বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের ভিতর যদি ঐ প্রকার কোনো চাঁদার ঘটনা হইত তবে তিনি দানের বিষয়ে অবশ্যই এক মস্ত প্রশস্ত হস্ত প্রকাশ করিতেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের শেষ সীমার মধ্যে কোন্ খানে কি একটা কীর্ত্তি হইয়াছে তাহার জন্য মহাকর বিভাকরের ন্যায় সহস্র কর বিস্তার করণের আবশ্যক কি? এই স্থলে জগন্নাথদেবের ন্যায় হাত গুড়ানোই ভাল।

গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে "জেলা সারণ ও শাহাবাদের অন্তর্গত রামগড় ভুলুয়া, কর্ণোয়ার, মহাশিবি, কল্যাণপুর ইটোয়া, মহারাজগঞ্জ, গোরখাই, মেসুক, শাকপুর এবং রিবিলগঞ্জে এক একটা অতিরিক্ত পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত স্থিত থাকিবেক,,।

যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সমর সংক্রান্ত সমাচারের সঞ্চালন হয়, বোধ করি তজ্জন্যই উপরোক্ত অতিরিক্ত কয়েকটা ডাক আফিস কিছু দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক, যাহা হউক এই অভিপ্রায় অতি সদভিপ্রায় বটে।

সেনাদিগের রসদ ও শিবিরাদি বহন নিমিত্ত হস্তির অনটন হওয়াতে সংপ্রতি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, "মধ্যভারতবর্ষ মধ্যে যত হস্তি পাওয়া যায় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা তাহা সংগ্রহ করণে বিশেষ যত্ন করুন,,।

মধ্যদেশের মধ্যে অর্থাৎ বারাণসী ও এলাহাবাদ প্রদেশে ব্রিটিসানুগত রাজা এবং ভূম্যধিকারিগণের অধীনে যে সকল বারণ ছিল, তাঁহারা পর্ব্বেই তাহা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা বারণ দানে বিদ্রোহিদের বারণ শুনেন নাই, এইক্ষণে কমিসরি অথবা অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ তদ্দেশ হইতে রাতারাতি হাতাহাতি করিয়া হাতি সংগ্রহ করণে বিষমতর বেহাতি হইয়া পড়িবেন, অতএব এই বিষয়ের নিমিত্ত আর আর বিশেষ উপায় আশুই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

অশ্বারোহি মিলেটরি পোলিস সেনারা প্রত্যেকে মাসিক ২০ টাকা বেতন পাইয়া থাকে, তন্মধ্যহইতে তাহারদিগকে অশ্বের আহারীয় ব্যয় ও অশ্বপালকের বেতন দিতে হয়, কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য ও পশ্বাদির সমস্ত খাদ্য দ্রব্য দুর্মূল্য হইবায় ঐ বেতনে তাহারদের ব্যয় কলান হয়না, তাহাতে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর উক্ত সেনাদিগের বেতন বৃদ্ধি জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছিলেন, শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহার অনুরোধ ক্রমে পোলিস সেনাদিগকে মাসিক ২৫ টাকা বেতন দিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

উপস্থিত সময়ে অনেক অশ্বারোহি সেনা দল ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিয়াছে, কিন্তু সেনাদিগের সঙ্গে ঘোটক আইসে নাই, তজ্জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে অশ্ব আনয়নার্থ উপযুক্ত লোক প্রেরণ করিয়াছেন, কেপ হইতে ৫৫০ ঘোটক আসিতেছে এবং কর্ণেল গোড সাহেব তথায় আরো অশ্ব ক্রয় করিতেছেন। সিডনি উপদ্বীপের রাজকর্ম্মচারিরাও অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। পেগু এবং টেনাসেরিম রাজ্য হইতে ৯৭ হস্তি ও ১০০ ঘোটক এবং ১০০০ বলদ প্রেরিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

মেজর জেনরল উইণ্ডহ্যাম সাহেব কাণপুর হইতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম।

"কাণপুর ২১ নবেম্বর।

অদ্য প্রাতে লক্ষ্ণৌ হইতে কোনো সংবাদ আইসে নাই। বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ শ্রেণীর কর্ম্ম কর্ম্মচারি মেং ডি, বি, রি সাহেব ও তদধীন দুই ব্যক্তি আলমবাগ ও বন্নিনামক স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি পথে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারদের মৃতদেহ পথ পার্শ্বে পতিত ছিল।,

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের প্রতি প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের পত্র।

অযোধ্যা ২০ নবেম্বর।

"লক্ষ্ণৌ নগরের "গেরিসন,, অর্থাৎ দুর্গস্থ সেনা সকল দুর্গ হইতে অন্তর হইয়াছে, আমি এইক্ষণে আঘাতি সৈন্য সেনাপতি ও অবলদিগকে শিবিরের পশ্চাতে আনিতেছে।,

সারণ ও চাম্পারণ প্র

দিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করণার্থ কাপ্তেন নোথবি সাহেবের অধীন নাবিক সেনারাও ১০৩ গুরখা সেনা উক্ত প্রদেশে আসিয়াছে। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল বিদ্রোহি সেনারা সলিমপুরে আছে কিন্তু শেষাগত সংবাদে প্রকাশ হয় তাহারা অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

১৮ নবেম্বর বাসরীয় দারজিলিঙ্গের পত্রে অবগতি হইল ২০৬ ইউরোপীয় সেনা ও ১০০ ইউরোপীয় খালাসি দুই একদিনের মধ্যে কেরাগোলাঘাট নামক স্থানে উপনীত হইবেক, দারজিলিং পাহাড়ে যেসকল ইউরোপীয় সেনা আছে তাহারাও ঐ সেনা সঙ্গে মিলিত হইয়া ৭৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনা দিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য জলপাই কুঁড়িতে গমন করিবেক।

গতকল্য অপরাহ্ণ বেলা ৪ ঘটিকা সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থিত প্রায় ৩৫০০ গোরা সেনা ও বলন্টর পদাতিক সেনারা রিবিউ অর্থাৎ যুদ্ধ প্রতিরূপ প্রদর্শন করিয়াছিল শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ষ্টাফ সহিত দুর্গ প্রান্তরে উপস্থিত ছিলেন এবং নগরবাসি বিস্তর লোক তদ্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, সেনাদিগের রণনৈপুণ্য দর্শনে লাড বাহাদুর এবং দর্শনকারি সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নিম্ন লিখিত সেনা সকল যুদ্ধ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্যারেড ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

কলিকাতার বলন্টর পদাতিক গার্ড।
৬৫ সংখ্যক রাইফেল দলের তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন।
৪২ সংখ্যক রএল হাইলণ্ডর দল।
৭৯ সংখ্যক হাইলণ্ডর ঐ দল।
রাইফেল ব্রিগেডের তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন।
মহারাণীর ১৯ সংখ্যক দল।
ঐ ৫৩ ঐ
ঐ ৯৭ ঐ

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, বিদ্রোহিতা উপদ্রবে যে যে স্থানের সিবিল কর্ম্মালয় বন্ধ হইয়াছে, তত্তৎ স্থানের যে সকল সিবিল কর্ম্মচারি অর্থাৎ জজ কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিরা অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারা গত অক্টোবর মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত পুরা বেতন পাইবেন।

গবর্ণমেণ্টের এতদ্রূপ বদান্যতায় ও ভৃত্য প্রতিপালকতা ঘটিত মহৎগুণে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

দারজিলিংবাসি কোনো বন্ধু লিখিয়াছেন, উক্ত স্থানে এক সহস্র সেনার বাসযোগ্য বারিক নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, দারজিলিং পর্ব্বতের অন্তর্গত সিমহল পাহাড়ে ঐ বারিক নির্ম্মিত হইবেক।

সংবাদদাতা আরো লেখেন এই পর্ব্বত শ্রেণী অত্যন্ত অস্বাস্থ্য জনক স্থান, বিশেষ ফিব্রুআরি ও অক্টোবর মাসের মধ্যবর্ত্তি সময় আরো কষ্টকর হয়, এই নয়মাস কাল নভোমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং প্রায় প্রতি দিন বৃষ্টি বজ্র ও শিলাপাত হয়, এমত কদর্য্য স্থানে সেনা থাকিলে অচিরেই তাহারা অসুস্থ হইবেক, অতএব গবর্ণমেণ্ট বহুদর্শি বিজ্ঞ ডাক্তরদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সিমহল পাহাড়ে বারিক পত্তন করিলে ভাল হয়।

গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০ ইউরোপীয় খালাসি ও নাবিকদিগকে নেবাল পুলিস দলভুক্ত করিয়া লউন, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০ টাকা বেতন পাইবেক। মোটা মাহিয়ানার কথা শুনিয়া ইউরোপের নানা দেশীয় সহস্র সহস্র নাবিক ও খালাসি ঐ দলভুক্ত হওন প্রার্থনায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আবেদন করিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ১০০ বিদ্রোহি সেনা অস্ত্র সহিত ধৃত হইয়া বাষ্পীয় শকটযোগে এতন্নগরে আনীত হইয়াছে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কোর্ট মার্সেলের দ্বারা তাহারদের অপরাধের বিচার হইবে।

কাশীর পত্রে দৃষ্ট হইল, অযোধ্যার সমস্ত বিদ্রোহি সেনারা নগর ত্যাগ করিয়া ফয়জাবাদে পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ সত্য কি না, তাহাতে অনেক সন্দেহ আছে।

কাশী নগরের গঙ্গার উপরে এক নৌকা-সেতু প্রস্তুত হইয়াছে, এই সেতু ১৫০০ ফরলং অর্থাৎ পরিমাণে ন্যূনাধিক ৪৫০ চারি শত পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ, বারাণসীর ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরা বহুশ্রমে এই সংক্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রিবিনিউ বোর্ডের মেম্বরদিগের অনুরোধ ক্রমে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর অনুমতি করিয়াছেন কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর সাহেব তাঁহার উচ্চ পদস্থ কোনো কর্ম্মচারিকে না জানাইয়া তদধীন কর্ম্মচারিদিগকে একবর্ষ পর্য্যন্ত ছুটি দিতে পারিবেন কিন্তু সিবিল অডিটর সাহেবকে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিতে হইবেক এবং ১০০ টাকার ঊর্দ্ধ বেতন ধারি কর্ম্মচারিকে বিদায় দিতে হইলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি লওয়া আবশ্যক করিবেক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্যাসংজ্ঞাম মতন্দ্রনীনদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তবিবেকসারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৭৯ সংখ্যা] বুধবার ১১ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৫ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবেরা ১৮৫৭ সালের ৩০ নবেম্বর সোমবার বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিস চৌরঙ্গিরাস্তার ৩ নং বাটীতে নিম্ন লিখিত কয়েক বিষয়ের কানট্রাক্ট দেওন জন্য শিল টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

১ দফা। যে সকল জাহাজ ঘাটে আইসে তাহা হইতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহারধি কমিস্যনরদিগের ভিন্নং আড়তে প্রস্তর নাবাইতে হইবেক।

২ দফা। কানসরবেন্সি গৌথানা সকলেতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি বিচালি যোগাইতে হইবেক।

টেণ্ডর সকল কমিস্যনর সাহেবদিগের সেক্রেটরির নামে পাঠান হইবেক এবং তাহার উপর যে বস্তু কিম্বা কর্ম্মের জন্য টেণ্ডর পাঠান হইবেক তাহা লিখিত হইবেক।

প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহারদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কমদর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন, এমত অঙ্গীকার করিবেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটরি সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the Municipal Commissioners
ROBERT, D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commrs.

মিউনিসপেল কমিসানরদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta
17*th* Novr. 1857.

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বাশুমোল চোপরার বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনই এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতানুসারে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা হুগলির অন্তঃপাতি পরগণে জাহানাবাদের শামিল বালী দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থানে যে এক ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা বাটী, ও টাইলনির্ম্মিত দোতালা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান বারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে, ও তাহার উপর প্রাগুক্ত বাশুমল চোপরার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

আলমারি, সিন্ধুক, খাঁড়া, আভরণাদি যাহা উক্ত বাশুমল চোপরার সম্পত্তি আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে

এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
৪নবেম্বর১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

১১ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমারদিগের চট্টগ্রাম প্রবাসি এক পরমাত্মীয় বন্ধু তথাকার ভয়ঙ্কর বিদ্রোহিতা-বিঘটিত সমাচার ইংরাজী ভাষায় রচনা পূর্ব্বক প্রেরণ করেন, আমরা তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"চট্টগ্রাম। ১৯ নবেম্বর ১৮৫৭।

গত রজনী ১১ ঘণ্টা সময়ে চট্টগ্রামের সিপাহি-সেনারা বিদ্রোহিতা আরম্ভ করত প্রথমে ছাউনি এবং মেকজিন দগ্ধ করে, পরে জেলখানা ভঙ্গ করিয়া কয়েদিদিগ্যে খালাস দিয়া খাজানাখানা হইতে প্রায় ৩০০০০০ তিন লক্ষ মুদ্রা হরণ করিয়া লয়, জেলের একজন বরকন্দাজকে হত করে। গবর্ণমেণ্টের তিনটা হস্তি ও ডাক্তর সাহেবের কয়েকটা ঘোড়া হরণ করে, অধিকাংশ ইংরাজ এবং বাঙ্গালিগণ তৎকালে পলায়ন পূর্ব্বক রক্ষা পান, কমিস্যনর, মাজিষ্ট্রেট, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট কেবল তিন জন মাত্র পলায়ন করেন নাই, উক্ত দুরাত্মারা রাত্রি তিন ঘণ্টার সময়ে এখান হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, বোধ হয় তথায় গিয়া অন্যান্য বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া তথাকার ধনাগার লুট করিবে, দুষ্টেরা কয়েদিদিগ্যে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতের সতর্কতা ও ধন প্রাণ রক্ষার সদুপায় নির্ণয় নিমিত্ত আমরা কমিস্যনর সাহেবের বাটীতে শীঘ্রই একটা কমিটি অর্থাৎ সভা আহ্বান করিব।"

যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠখখানাস্থিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাট্যক্রীড়াছলে "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়, তদ্দর্শনার্থ কয়েক জন সুসম্ভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহু সংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্যলোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নট নটী প্রভৃতি সমুদয় কেলিকিল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় তাবতেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচরপথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধনাধ্বনি-সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি, কিন্তু এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য, যে যে মহাশয় প্রাচীন কোনো সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক তাহার ক্রীড়া প্রকাশে উৎসুক হয়েন, দোহাই, দোহাই, সহস্র দোহাই, তাঁহারা অতি বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত তৎকার্য্যে যেন প্রবৃত্ত হয়েন, এই ব্যাপারটি বড় সহজ নয়, অতি কঠিন, যে সকল পূর্ব্বতন পূজ্যপাদ মহাকবিগণ সংস্কৃতভাষার সহিত প্রাকৃতভাষার সংযোগ পূর্ব্বক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের পূর্ব্বকার কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, শক্তি, লিপিনৈপুণ্য, এবং কৌশলাদি স্বতন্ত্র। ঐ সমস্ত গুণ তাঁহারদিগের সঙ্গেসঙ্গেই প্রস্থান করিয়াছে, বঙ্গভাষায় তাহার অবিকল অনুবাদ দূরের কথা। কেবল মাত্র মর্ম্মানুবাদ করিতে হইলেও, যে, কতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা ও আর আর আনুসঙ্গিক ব্যাপারের প্রয়োজন করে, তাহা কেবল তাঁহারাই জানিতেছেন, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া যাঁহারদিগকে রচনাবিষয়ক সংপূর্ণরূপ দৈবশক্তি অথবা তদ্বিষয়ক ভাব গ্রহণের যথার্থরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, কি গদ্য, কি পদ্য, এই উভয় বিষয়ের চরণ রচনার চালনাপথে চরণ-চালনা করিতে গিয়া প্রায় অনেকেই আছাড় খাইয়া থাকেন, তাহার কারণ পদের ও পদের দোষে বিপদে পড়িতে হয়, গদ্য পদ্যে, যে, কি, প্রভেদ, তাহা এপর্য্যন্ত বহু লোকেরি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, যে গদ্যটি নিজ রচকের গদ্যজনক না হয়, সেই গদ্যই গদ্য। কবিতা কি? এইক্ষণকার কবিতা জানিলে আর কোনো ভাবনাই থাকেনা। যিনি পদগুলিকে পদে রাখেন, তিনিই পদে থাকেন, নতুবা পদহীন যে পদ, সে বিষম বিপদ, যাহা হউক, নাটককাব্যে কেহ কাব্য করিতে না পারেন এইরূপ করিয়া রচনা করিলেই ভাল হয়, বঙ্গভাষায় গদ্যের কতক কতক নূতন প্রণালী এই প্রকারে প্রকাশের প্রয়োজন করে, যাহা সর্ব্বতোভাবেই সর্ব্বজনের মনোরঞ্জক হয়, এবং কবিতাতেও নূতন পদ্ধতিক্রমে বর্ণগত ও মাত্রাগত কতকগুলিন ছন্দের সৃষ্টি করণের আবশ্যক করে, নতুবা সকলি মিথ্যা হইবে। যেক্রীড়ক যে বিষয়ের ক্রীড়া করিবেন, তাঁহার উক্তি গদ্যই হউক, কিম্বা পদ্যই হউক, তাহার রচনাটি প্রকৃত স্বভাবানুযায়ি হইবে, তাহাতে প্রকৃতির কিছুমাত্রই যেন বিকৃতি না হয়, ভাব ভঙ্গিমাদি সর্ব্বসুলক্ষণ-বিশিষ্ট হইবে। নাটকটি অতি সুমিষ্ট বিষয়, অতএব নাটক না টক হয়।-ইহার আদিবর্ণ লোপ হওয়া বড় দুঃখের ব্যাপার, অতএব সাবধান সাবধান।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অতি তরুণবয়স্ক বালক, তিনি এই তরঙ্গ বয়সে যখন বিবিধ প্রকার কুকর্ম্মের তরঙ্গ রঙ্গ ছেদ করিয়া বিদ্যানুশীলন রূপ-সমুদ্র-তরঙ্গে উৎসাহ-নৌকা প্রবাহিত করিতেছেন তখন আমরা তাঁহার রচিত নাটকের বিষয়ে কোনো বিশেষ কথা উল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক শত শত বার প্রশংসাবাদ প্রদান করিব, এবং প্রত্যয় ও প্রত্যাশাকে মানসমন্দিরে স্থাপিত করিয়া এমত প্রার্থনা করি, যে, তিনি ভবিষ্যতে এইরূপে স্থিরতর প্রতিজ্ঞা ও অনুরাগারূঢ় হইয়া অনুশীলনের যতই আধিক্য করিবেন ততই উত্তর উত্তর কৃতকার্য্য হইতে হইতে পরিশ্রম ও যত্নবৎ রত্নফল প্রাপ্ত হইবেন।

যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান পূর্ব্বক তর্কালঙ্কার, শর্ম্মা, তর্করত্ন, চূড়ামণি ইত্যাদি উপাধি ধারণ করত বাঙ্গালায় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ পারিতোষিকের লোভে ও নাম এবং ধনাগম তৃষ্ণায় নিজে নাটক রচিয়াছেন, তাঁহারদিগের রচনা কিরূপ হইয়াছে? সেই অভিনব গ্রন্থগুলিকে কি কহিব? নাটক, না-টক কহিব? আমরা বিশেষ করিয়া তাহার কোনো নাটকেরি নাম উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি নাটকের ন্যায় যথার্থ সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে? আমারদিগের অল্প বুদ্ধিতে যেরূপ উদয় হইল তাহাই লিখিলাম, এইক্ষণে বড় বড় রচনাপণ্ডিত কবি মহাশয়েরা যাহা বক্তব্য হয় তাহাই ব্যক্ত করিবেন।

ভুটান অঞ্চলীয় দেলিরাজ এবং ধরমরাজ এই দুই জন স্বাধীন রাজা কোচবেহার প্রদেশীয় ব্রিটিস অধিকারস্থ দুই জন প্রজাকে ধৃত করিয়া আপনারদের অধিকারে আবদ্ধ রাখাতে আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট উক্ত উভয় ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদানার্থ উল্লেখিত রাজদ্বয়কে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই অনুরোধে তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই, এই কারণে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "ঐ রাজদ্বয়কে পুনরায় আর একবার সহমানে ঐ প্রকার অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা যাউক, যদি তাহাতে তাঁহারা সহজে বন্দিদিগ্যে নিষ্কৃতি না দেন তবে ত্রিস্রোতা-নদীর পরপারে তাঁহারদিগের যত অধিকার আছে, ভবিষ্যতে তত্তাবৎ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়া লইবেন।"

"হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ"

এইক্ষণে এই প্রাচীন উক্তি যুক্তিমূলক বলিয়া বিলক্ষণরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কেননা অবরুদ্ধ প্রজাগণ বিটিস গবর্ণমেণ্টের মহৎ আশ্রয়ের অধীন হওয়াতেই অধুনা মুক্তিলাভের সদুপায় সঙ্গতি করিতেছে।

আমরা কতিপয় লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, কলিকাতাস্থ জেনরল এসেম্বিলিস নামক বিদ্যালয় শীঘ্রই উঠিয়া যাইবেক, ইহার কারণ উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষগণ এতদ্দেশীয় অধিক ব্যক্তিকে ঈশুমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই, এই জন্যই বিলাতের কর্ত্তারা অসন্তুষ্ট হইয়া এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "বিদ্যালয়ে বিপুলবিত্ত বৃথায় ব্যয় ব্যসন হইতেছে, অথচ তদ্দ্বারা কিছু মাত্র ফললাভ হয় না, অতএব তাহা তুলিয়া দিয়া স্থানে স্থানে কেবল বক্তৃতার দ্বারা উপদেশ প্রদান করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, এই উপায়ে অনেকের মন আকর্ষণ করা যাইতে পারিবেক।" বোধ করি এখানকার হেদো-ক্ষেত্রের কোঁদো এবং আর আর প্রভুগণ সেই মতেই সম্মত হইয়া থাকিবেন, কারণ তাঁহারা বহু দিবস পর্য্যন্ত বাটী মেরামত বন্ধ করিয়াছেন, শুদ্ধ খোঁটার জোরেই মোটা মোটা পুরাতন কড়ি গুলীন রক্ষা করিতেছেন, জানালা, সাসি, রেল, ছাদ ও কড়ির বিষয়ে কড়ি ব্যয়ে এককালেই ক্ষান্ত হই-

য়াছেন। বাড়ীখানি বিক্রমপুরে প্রেরণ করণের চেষ্টায় আছেন, তজ্জন্য ভূমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে যাহা হউক, "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, নাড়াবনে কীর্ত্তন,, তাঁহারা আপনারদিগের ছাগল আপনারা ল্যাজের দিগে কোপ করিলে আমরা নিষেধ করিতে পারিনা, কিন্তু অগ্রে বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া পশ্চাতে বিদ্যালয় তুলিয়া দিলেই ভাল হয়, যেমন এক জন অবোধ ব্যাধ স্বীয় করস্থিত কূর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক এক কপট মৃত মৃগ ধরিতে গিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত আহার হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিল, সেইরূপ উপস্থিত বিষয় পরিত্যাগ করত অনুপস্থিত প্রত্যাশায় নির্ভর করিতে গিয়া যেন এদিগ ওদিগ দুদিগেই বঞ্চিত না হন। এই ধর্ম্মযাজক ধার্ম্মিক মহাশয়েরা যখন বিদ্যাদানকে মহামঙ্গলময় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া কেবল জনক জননীর ক্রোড় শূন্য করত যাবজ্জীবনের জন্য তাহারদিগের অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক পীড়া প্রদান পূর্ব্বক বালকবৃন্দকে খ্রীষ্টান করিতে পারিলেই ধর্ম্ম সূচক কর্ম্মসাধন বলিয়া আপনা আপনি শ্লাঘা করিতে থাকেন, তখন আর আমরা তাঁহারদিগের নিকট অধিক কি উক্তি করিতে পারি ?।

বিলাতীয় পত্রে প্রকাশ হয় "কোর্ট অফ ডাইরেক্টর মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় গোরা সেনাদিগের আহারের নিমিত্ত লবণাক্ত পক্ব মাংস ও মদিরা অধিক পরিমাণে প্রেরণ করিয়াছেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ও অষ্ট্রেলিয়া উপদ্বীপ হইতে প্রচুর ময়দা প্রেরিত হইয়াছে, এই সকল দ্রব্য ত্বরায় কলিকাতায় আগত হইবেক,,।

বিলাতের কর্ত্তারা এই কর্ম্মটি কর্ত্তার মত কর্ম্ম করিয়াছেন, কারণ সংপ্রতি ভারতরাজ্যের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়াও পশ্বাদি সংগ্রহ করাই দুষ্কর হইতেছে। গোরা সেনারা মাংসাহার ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারেনা, সুতরাং মাংসের অভাব হইলেই আপনাপন গাত্রের মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়। ময়দা আময়দা না হইলেও তাহারদের জঠরানল শীতল হইতে পারেনা, সুতরাং এমত সঙ্কটের সময়ে উক্ত উভয় দ্রব্য ভিন্নদেশ হইতে এখানে রপ্তানি করাই বিধেয় হইতেছে। এবৎসর উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনায় পাটনা অবধি সমুদয় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে কৃষকেরা আপনাপন শস্যশালিনী ভূমিতে গমের চাস করিতে পারে নাই, এই বঙ্গদেশের মধ্যে কিছু প্রচুর পরিমাণে গোধুম উৎপন্ন হয়না, যে অত্যল্প উৎপন্ন হয় তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় সম্ভাবনা দেখিতে পাইনা, কেননা তদ্দ্বারা এই দেশের লোকেরদেরো দুই মাসের আহার পরিপূর্ণরূপে সংকুলন হইতেই পারেনা, উপর রাজ্যের গমেতেই এই দেশ রক্ষা পাইয়া থাকে, যাহা হউক, এই সময়ে ভিন্ন দেশ হইতে মাংস এবং ময়দার আমদানি করা অতি সুপরামর্শই হইয়াছে।

কলিকাতার মেডিকেল কালেজে অনেক রোগি পঞ্চত্ব পাইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর পরিতাপিত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে এরূপ না হয় তজ্জন্য মেডিকেল কালেজের অধ্যক্ষদিগকে সতর্ক করিয়াছেন, এবং মেডিকেল কালেজ বাটীর যে গৃহে ছাত্রেরা অবস্থান করে সেই গৃহ মধ্যে রমণীদিগের চিকিৎসা ও বাসস্থান করণার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা হইলে মেডিকেল কালেজের প্রশস্ত অট্টালিকায় ৩৫০ জন পীড়িত সেনা থাকিতে পারিবেক।

বঙ্গ দেশের মধ্যে কত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে, স্থানীয় প্রজারাই বা তাহাতে কত অর্থানুকূল্য করেন এবং তত্তৎ বিদ্যা মন্দিরে কত বালক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে ইত্যাদি বিবরণ গবর্ণমেণ্ট জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের ডাইরেক্টর সাহেবকে তাহার রিপোর্ট প্রেরণে আজ্ঞা দিয়াছেন।

গত রবিবারে "জেমস বেনিস" নামক জাহাজ হইতে প্রায় ৫৭১ জন ইউরোপীয় সেনা এবং ২৬ জন সেনাপতি এতন্নগরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং নগর মধ্যে ২০ সংখ্যক পদাতিক দলের ৮০০ সেনা সোমবার প্রাতে বাষ্পশকট-যোগে রাণীগঞ্জে গমন করিয়াছে, রবিবার প্রাতে ২৩০ জন রিক্রুট অর্থাৎ নূতন সেনা ও ৮ জন সেনাপতি চুঁচুড়ার বারিকে প্রেরিত হইয়াছেন। মেজাপুর ষ্টিমরে মহারাণীর ৩৭ সংখ্যক দলের কিয়দংশ সেনা কলিকাতায় আসিয়াছে।

ইওমানরি অশ্বারোহি দলের কতক গুলিন সেনা গয়া নগরে গমন করিয়াছে, অবশিষ্ট সেনারাও ত্বরায় তথায় যাত্রা করিবেক।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, বর্দ্ধমানের কমিস্যনর সাহেব পঞ্চকোটীর রাজাকে ধৃত করণান্তে রাজবাটী ও দুর্গ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করত দুর্গ হইতে কতকগুলিন বন্দুক এবং চারিটী তোপ বাহির করিয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল "শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সংস্কৃত কালেজের সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "রেজিগনেসন,, অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করণ সূচক পত্র গ্রাহ্য করেন নাই, এবং তাঁহাকে তৎপদে স্থায়ী করিবার নিমিত্ত মাসিক ২০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

ফ্রাণি এবং সোলামাইট নামক দুইখান জাহাজ গত শুক্রবারে এক্সচেঞ্জ নীলামে ৭৫০০০ এবং ১১৩০০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৮০ সংখ্যা] গুরুবার ১২ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৬ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাদী এবং রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়, কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং কুমার কালীকুমার মল্লিক রায় প্রতিবাদি সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২১ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে প্রাগুক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় বনফিল্ড লেনের ২ নম্বরের ভবন বিক্রীত হইবেক, বিক্রয়ের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complainants Attornies.
ডেনম্যান ও হ্যাচ,
বাদিপক্ষের উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১০ নবেম্বর ১৮৫৭

সংবাদ প্রভাকর

১২ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

ছাপরা প্রবাসি কোনো পরমাত্মীয় স্নেহান্বিত ব্যক্তির লিখিত পত্র আমরা অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকাশ করিলাম, পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"ছাপরা।
৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৪।
"পরম-পূজনীয় শ্রীযুত প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

আপাততঃ ছাপরায় কোনো গোলযোগ নাই, কিন্তু এই জিলার সীমাবর্ত্তি জিলা গোরক্ষপুরে প্রায় দুই মাসাতীত হইল, মহম্মদ হঁসন খাঁ নামক এক জন যবন আপনাকে অযোধ্যার পূর্ব্বতন বাদশাহার চাকলাদাররূপে বিখ্যাত করত উক্ত জিলা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তথা হইতে অনেক লোক পলায়ন পর হইয়া এজিলায় আগমন করিয়াছে, তাহারদের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া গিয়াছে, যে বিপক্ষদলে সুশিক্ষিত সৈন্য অতি অল্পই আছে। আজিমগড় এবং ছাপরায়, এইক্ষণে আমারদের রাজপুরুষগণের যত সৈন্য আছে, তাহা বিপক্ষদিগের শান্তির জন্য যথেষ্টই হইতে পারে, গোরক্ষপুর অতি লভ্য-জনক এক জিলা বলিয়াই গণ্য, এবং তাহা অ-

নায়াসেই পুনর্ব্বার অধিকৃতহইতেএবং বিদ্রোহিরা সমুচিত শাস্তি পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কি জন্য যে বিলম্ব হইতেছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এইক্ষণে আমারদের মনোরথ পরিপূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, অত্যল্প দিবসের মধ্যেই গোরক্ষপুর আক্রমণ করা হইবেক, তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান হইতেছে।

আপাততঃ ছাপরা জিলার যে যে স্থলে যত সৈন্য ইত্যাদি আছে, তাহার পরিমাণ লিখিতেছি।

ছাপরা হইতে ২৫ ক্রোশ দুর অথচ গোরক্ষপুর জিলার সীমায়, ময়রওয়া নামক স্থানে ২০০ দুই শত ন্যাবেল ব্রিগেড নামক ইউরোপীয় সৈন্য, ৫০০ পাচ শত গোরক্ষা সৈন্য এবং ৫ টা তোপ কাপ্তেন সৌদবি সাহেবের অধীনে আছে, আর অধিক সৈন্য না আসা পর্য্যন্ত উক্ত সৈন্যেরা ঐ স্থানেই থাকিবেক।

সিওয়ান নামক সব-ডিবিজনে ৫০ জন ন্যাবেল বিগ্রেট, ও ১০০ এক শত গোরক্ষা সৈন্য এবং ১ টা তোপ রহিয়াছে।

কাপ্তেন র‍্যাটন সাহেবের অধীন পুলিস ব্যাটেলিয়ান নামক শীক সৈন্য দলের ৫০ জন, ছাপরা হইতে প্রায় ২২।০ ক্রোশ দুর দরন্তলি নামক স্থানে অবস্থিত আছে।

বিপক্ষদিগের ছাপরায় আগমন অবরোধ জন্য, দরন্তলি নামক স্থানে এবং ঘোমরা বা দেওহা নদীতে দুই খান বাষ্পীয় তরণী রহিয়াছে।

এজিলার প্রজাদিগকে রাজবিপক্ষ হইবার উৎসাহ প্রদান জন্য, লক্ষ্ণৌস্থিত বিদ্রোহিদিগের এক জন চর কয়েকখান বিজ্ঞাপন সহিত আগমন করিতেছিল, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি ময়রওয়াস্থিত রাজ-সৈন্য দ্বারা ধৃত হওত চিরকালের জন্য গত ১২ দিবসে স্বীয় দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত বা মুক্ত হইয়াছে।

কর্ণেল টেম্পেলর সাহেব যিনি এজিলায় কম্যাণ্ডিং আফিসর হইয়া আগমন করিয়াছিলেন, তিনি আজিমগড়ের গোরক্ষাদিগের কম্যাণ্ডর হইয়াছেন। মেজর বুস সাহেব সারণ ফিল্ড কোর্সের আফিসর হইয়াছেন।

মেং কেনেথ ম্যাকলাউড নামা এক জন বণিক এবং এ জিলার ডেপুটী কালেক্টর জন ম্যাকলাউড এই উভয় সাহেব বলদ গাড়ি এবং ঘোড়া ক্রয় করিবার ভার গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকার বলদ গাড়ি এবং ঘোটক ক্রীত হইয়াছে।

এস্থলে কালেক্টরির নাজির পণ্ডিত অমরনাথ রাজ সৈন্যদিগের আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেছেন, এবং সে কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

এ প্রদেশের বাঙ্গালি বেচারাদিগের বড়ই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, কোনো কোনো ইংরাজ, নেটিব বোধে বাঙ্গালিদিগকেও তদ্রূপ বিশ্বাস করেন না, এবং এতদ্দেশীয় বিপক্ষগণ ইংরাজদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি জানিয়া বাঙ্গালিবর্গের প্রতি অতিশয় বিরক্ত। বিশেষতঃ যুবা বাঙ্গালিদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টে তাঁহারদিগকে খ্রীষ্টিয়ানই নিশ্চয় জ্ঞান করে, ফলতঃ এপ্রদেশের সিবিলিয়ান রাজপুরুষেরা আরা ইত্যাদি নিকটস্থ স্থানের গোলযোগের সময় বাঙ্গালিদিগের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেবল কয়েক্ জন অচিহ্নিত রাজকর্ম্মকারি স্বীয় অধীন বাঙ্গালিদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে কৃপণ হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণ পরে সাধারণের সুগোচর করিবার চেষ্টা করিব, অদ্য শ্রান্তিবোধ হওয়াতে লেখনী ত্যাগ করিলাম।

কস্যচিৎ ছাপরা প্রবাসিনঃ,।

আমরা দ্বিতীয় এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে লেখক লেখেন "জোয়ানপুরে প্রায় ৮।১০ আট দশ হাজার বিদ্রোহি লোক পুনর্ব্বার অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহারদিগের শাসনার্থ এইক্ষণে উপযুক্ত সৈন্য এবং সমর সামগ্রী অতি শীঘ্রই প্রেরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, তাহা না হইলে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যথেচ্ছাচার সাধন করিতে পারিবেক, তখন ঐ দুর্জ্জনদিগ্যে দূরীভব করা দারুণতর দুষ্কর হইয়াই উঠিবেক,।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

মধ্যদেশ রক্ষার নিমিত্ত এইক্ষণে বিহিত বিবেচনা করা অত্যন্তই আবশ্যক হইয়াছে, বারাণসী, জোয়ানপুর, আজিমগড়, ব্রজাপুর, গোরক্ষপুর ও গাজীপুর প্রভৃতি স্থান যে পর্য্যন্ত উপদ্রবশূন্য না হইবে সে পর্য্যন্ত আমরা সংপূর্ণরূপে শঙ্কাশূন্য হইতে এবং এই বঙ্গদেশকেও বিপদবিহীন বলিয়া গণ্য করিতে পারিবনা,

ফলতঃ যখন বেহার অঞ্চলের স্থানে স্থানে বড় রাস্তার ধারেধারে ও বনে বনে বিদ্রোহিদিগের বীজ রহিয়াছে তখন আর বঙ্গদেশে বিপদ ঘটনার বাকি কি রহিল? আমরা পূর্ব্বাঞ্চলের বিষয়ে এত দিন নির্ভাবনায় কালক্ষয় করিতেছিলাম, কিন্তু সিপাহিরা অবাধা হইয়া চট্টগ্রামে অত্যাচার করাতে সংপ্রতি সংপূর্ণরূপেই ভীত হইয়াছি, আর সে সাহস নাই, তাহারা উক্ত স্থানে তিনলক্ষ মুদ্রা হরণ, কারাগার মুক্ত এবং আর আর প্রকার অত্যাচার করত ত্রিপুরায় যাত্রা করিয়াছে, বোধ হয় অন্যান্য স্থানের সিপাহিদিগের সহিত তাহারদিগের যোগাযোগ হইয়া থাকিবেক, ঢাকা, ত্রিপুরা, ভুলুয়া, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, বরিসাল, আসাম, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া এবং তন্নিকটস্থ আর আর স্থানের প্রতি এইক্ষণে বিশেষ দৃষ্টি রাখা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে, কোনোমতেই বিলম্ব করা উচিত হয় না, জলপাইকুঁড়িতে যে সেনা আছে তাহারাই বা ইহার পরে কি করে তাহার স্থিরতা কি? আমরা পাঠকগণের বিদিতার্থ চট্টগ্রাম হইতে আগত পরমাত্মীয় ব্যক্তির লিখিত ইংরাজী পত্র অবিকল প্রকাশ করিলাম, সকলে দৃষ্টি করুন।

"CHITTAGONG, Novr. 19th."

"My dear sir."

"I am sorry to inform you that the Sepoys here rose at 11 O'clock last night. They burnt the lines and magazine, released the Jail convicts & plundered the Treasury upwards of three lacs of rupees. A Jail burkundaz is killed with two bullet shots. The Europeen & native Inhabitants have all escaped with their lives, the former only by flight. I see the Magistrate, Assistant Magistrate, and Commissioner only are present. The others are lurking some where about the station, & have not made their appearance yet. The Sepoys left the station at 3 A. M. & gone towards Tipperah, where it is likely they would plunder the Treasury. Letters have been despatched to the neighbouring stations, & to Government to warn them before-hand. The Sepoys have taken three Govt. elephants, & Dr. Beatson's horse; the bazar rumour is that my big Cabul horse is taken away too. The station is in great confusion now. We will hold a committee just-now at the Commr's. house to consider about the future safety of the station. We already raised about 200 recruits last month for the local battalion. The sepoys have taken nearly all the prisoners with them, so that we have no more to fear about that. I am very busy now, I shall let you know the further particulars hereafter."

সমরসম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

জনেক ভ্রমণকারি লেখেন লক্ষ্ণৌরাজ্যে যে যুদ্ধ হইতেছে আমি প্রত্যহই তাহার তোপধ্বনি শুনিতেছি। যে সকল ইংরাজ সেনা আহত হইয়াছে তাহারাও উৎসাহ পূর্ব্বক অস্ত্র ধরিতেছে, ভগ্নাঙ্গও পীড়িত জনেরদের এরূপ অস্ত্র ধারণ যুদ্ধ জয়ের এক প্রধান চিহ্ন। বালকেরাও অস্ত্র ধরিতেছে। মুজাপুর প্রভৃতি স্থান শত্রুজালে বেষ্টিত রহিয়াছে। ৪৭গণিত দেশীয়সেনাদল যাহারা পূর্ব্বে বিদ্রোহিতা করে নাই তাহারা এইক্ষণে স্বজাতির অনুরোধে অবাধ্য হইতেছে। তাহার প্রতিফল দেওয়া যাইবে বিদ্রোহিরা রেইলওয়ের কর্ম্মের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

কেহ কেহ লেখেন দিল্লীজয়ের পর দিল্লীর বাদশাহ পূর্ব্ববৎ সমাদর সহযোগে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ কহেন তিনি পরিবার সহিত বন্দিরূপে আবদ্ধ আছেন।

এই সমরঘটিত ব্যাপারে গবরনর জেনরল ব্যতীত অপর কেহই কাহারো অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিবেন না।

হেবলক এবং ঔটরাম এই উভয় মহারথি প্রধান সেনাপতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে এইক্ষণে বিস্তর বিপক্ষ বিনষ্ট হইতেছে। ১৭ নবেম্বরের যুদ্ধে সেকেন্দরাবাগে ২৫০০ বিদ্রোহি হত হয়। মতিমহল, মেসহৌস, সাহামঞ্জিল, এবং সেনামন্দির অধিকৃত হইয়াছে।

মেদিনীপুরের সেনারা নিতান্তই বাধ্য আছে।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের সমুদয় সেনা মৌরাজ্যে গমন করিয়াছে। ইলিতপুরের নিকট দিয়া বহু সংখ্যক বিপক্ষ সেনা ৪২ টা তোপ এবং ২ টা সিক্স ট্রেন সহিত সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে। সাগরে এইক্ষণে ইংরাজ সেনা অধিক নাই, অতএব এই সংবাদ সত্য হইলে তত্রস্থ ইংরাজ এবং বাঙ্গালিবর্গের পক্ষে বড়ই বিপদ কহিতে হইবেক।

জবলপুরে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সমস্ত অচিহ্নিত ইংরাজ কর্ম্মচারি আছেন, তথাকার প্রধান সেনাধ্যক্ষ তাহারদিগ্যে রাইফেল সেনাদলে ভুক্ত করত রণবিদ্যার উপদেশ দিতেছেন।

গোপীগঞ্জের পত্রে লেখে, জোয়ানপুরে প্রায় ১০০০ বিদ্রোহি সেনা পুনর্ব্বার গুরুতর অত্যাচার প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ফতেপুরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ৫০ গণিত বিদ্রোহ দলের প্রধান অধ্যক্ষ সকল অ-

নিষ্টের মূলাধার এবং অযোধ্যার একজন প্রধান জমীদার লাল-তেয়ারী নামক ব্যক্তি পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

সংপ্রতি প্রধান সেনাপতি বাহাদুর যে প্রকার রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বিদ্রোহিদিগের অযোধ্যা হইতে প্রস্থান করণের আর বড় বিলম্ব নাই, পশ্চিম অঞ্চলীয় নানা স্থানের সংবাদদাতারা লিখিতেছেন তাহারা তথা হইতে দূরীকৃত হইলে বোধ হয় এলাহাবাদ, গাজীপুর অথবা বারাণসীতে আগমন করিবেক। ফলতঃ দুষ্টেরা কাশীতে নির্ব্বাণ মুক্তি পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৩২ গণিত ভ্রাগুণগার্ডের কিয়দংশ সেনা জাহাজে এবং কলিকাতা, দমদমা, ও চাণকে ৮০০০ ইংরাজ সেনা বাস করিতেছে, এত অধিক শ্বেত সৈন্য এদেশে কখনই আগমন করে নাই।

কাণপুরের সংবাদে লেখে, অযোধ্যায় এইক্ষণে কি হইতেছে, আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই, কিন্তু এই কাণপুরের সন্নিহিত স্থান সকলের মধ্যে দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের উপর বিদ্রোহি সেনা ও দুষ্ট লোকেরা যে প্রকার অত্যাচার করিতেছে তাহা বর্ণনা করিতে পাষাণময় হৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমত দিনি দেখিতে পাইনা, যেদিন একএকটা শক্তাশক্তি ও রক্তারক্তির ব্যাপার না হয়। কাণপুরের ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনিতে শুনিতে কাণপুরে গিয়াছে। সীতাপুরের দুইদল সেনা ফতেপুরের দুর্গ অধিকার করিয়াছে, দিল্লীর দুই রেজিমেণ্ট মৌগেটে অবস্থান করিতেছে। ফতেগড়ের নবাব রাজস্ব আদায় জন্য দুইশ্রেণী সেনা পাঠ ইয়াছেন, নানা সাহেবের দুই সহস্র লোক সিউলি অধিকার করিয়াছে, বিপক্ষেরা এইরূপে স্থানে স্থানে দৃঢ়রূপ দলবদ্ধ হইয়াছে। তাহারদিগের দমনার্থ ২৭ গণিত মান্দ্রাজি পদাতিক ৭৮৯৩ গণিত মহারাণীর সৈন্য শ্রেণী এবং অপরাপর দলের ১৫০০ সেনা একত্র হইয়াছে, অবিলম্বে একটা তুমুল সংগ্রাম হইবেক।

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে ১৭ তারিখের যুদ্ধে ৫ জন ব্রিটিস সেনাপতি হত এবং ৩০ জন হত হয়েন। এক স্থানের যুদ্ধে রিপক্ষেরা কেহই রক্ষা পায় নাই। গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিরা কাণপুরের ১২॥ ক্রোশ দূরে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিমায় অবস্থান করিতেছে।

অযোধ্যায় ১২০০০ বিপক্ষ এক বাগানে গড়খাই মধ্যে প্রবলরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহারদিগের পরাজয় করিতে গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্ট লইতে হইবেক।

বারাণসীর পোষ্টমাষ্টর অতি উত্তমরূপ সমুদয় সরঞ্জাম সম্বলিত সেনা ও সেনাপতিদিগ্যে সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন।

বহুসংখ্যক ব্রিটিস সেনা আগত হইলে মহারাণীর ২৯ গণিত পদাতিক দল পেগুর অন্তঃপাতি "থয়েটমিউ" এবং ৩৫ গণিত পদাতিক দল মলমুনে পুনর্ব্বার প্রেরিত হইবেক।

পাটনার সংবাদে লেখে অযোধ্যা হইতে অনেক দুষ্ট লোক পাটনা অঞ্চলে আসিয়াছে।

এমত জনরব ইংরাজপক্ষের জয় শুনিয়া গোরক্ষপুরের বিদ্রোহিরা বিলাসপুর হইতে পলায়ন করিয়াছে।

অম্বালার পত্রে দৃষ্ট হইল মূলতান এবং লাহোর এই উভয় স্থানের অন্তঃপাতি "গুজিয়েন" প্রদেশ মধ্যে ৭০০০ মনুষ্য বিদ্রোহি হইয়া গুরুতর অত্যাচার করিতেছে, তাহারা কয়েকবার বোম্বের ডাক নষ্ট করিয়াছে, তাহারা কহে পরমেশ্বর আমারদিগের সহায় হইয়াছেন।

দিল্লীর যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীতে প্রায় ১৫০০ ব্যক্তি ব্রিটিসপক্ষে হত ও আহত হয়।

দিল্লীর বাদশাহ সিলিমগড় দুর্গে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ব্রিটিস সেনারা তন্নিকটস্থ সমুদয় বিপক্ষ সরদারদিগ্যে শাসন করিতেছে।

দিল্লী সংপূর্ণরূপে লুণ্ঠিত হইয়াছে, তথায় নগরবাসি আর একটি প্রাণিও নাই। কারাবাস করণে অনেচ্ছু হওয়াতে, অলিতে ১৫০ সিপাহিকে হত করা গিয়াছে। সেনাপতিদিগের স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি অদ্যাপি পর্ব্বতে রহিয়াছে; এখানে আগমন করে নাই। তন্মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, তাহারা শোকে দিবারাত্র হাহাকার করিতেছে।

যোধপুর এবং মাড়বার বিদ্রোহিরা সেনাপতি ঠাকুর নামক সরদারের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের কিয়দংশ নিমার এক সরদারের সহিত যোগ দিতে গমন করিয়াছে, এবং প্রধান দল ৯টা তোপ সহিত উত্তরদিগে গিয়াছে। তাহারদিগের শাসনের উদ্যোগ হইতেছে।

ইংরাজী শিক্ষক।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল যে সকল বাঙ্গালি শিক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগ্যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ প্রেরণ করণে মনস্থ করিয়াছেন, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক তথায় গমনে বিরত হইবেন, রাজপুরুষেরা তাঁহারদিগের নিকট হইতে সার্টিফিকেট সকল কাড়িয়া লইবেন, তাঁহারা আর কেহই ভবিষ্যতে সরকারি কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন না।

তাম্রখনি।

সংপ্রতি দারজিলিং পর্ব্বতে এক তাম্রখনি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রতি বৎসর বিস্তর তাম্র উৎপন্ন হইতেছে। বোধ করি ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হইতে পারিবে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

আত্মিকেতন

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ বিরমকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যন্ত্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

ইং ১৮৫৪ সালের ১ জানুআরি অবধি এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

ইং ১৮৫৫ সালের ১ জানুআরি অবধি এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৮১ সংখ্যা] শুক্রবার ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৭ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবেরা ১৮৫৭ সালের ৩০ নবেম্বর সোমবার বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিস চৌরঙ্গিরাস্তার ৩ নং বাটীতে নিম্ন লিখিত কয়েক বিষয়ের কানট্রাক্ট দেওন জন্য শিল টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

১ দফা। যে সকল জাহাজ ঘাটে আইসে তাহা হইতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি কমিস্যনরদিগের ভিন্নং আড়তে প্রস্তর নাবাইতে হইবেক।

২ দফা। কানসরবেন্সি গৌথানা সকলেতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি বিচালি যোগাইতে হইবেক।

টেণ্ডর সকল কমিস্যনর সাহেবদিগের সেক্রেটরির নামে পাঠান হইবেক এবং তাহার উপর যে বস্তু কিম্বা কর্ম্মের জন্য টেণ্ডর পাঠান হইবেক তাহা লিখিত হইবেক।

প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহারদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কর্ম্মদর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন এমত অঙ্গীকার করিবেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটরি সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the Municipal Commissioners
ROBERT, D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commrs.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta
17th Novr. 1857.

নম্বর ৫৮।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

বিলাতি লণ্ডন আফিস আল্ ডারমান্স ওয়াক নামক স্থানস্থিত এই ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের নবম হাপ ইয়ারলি অর্থাৎ ছয় মাসিক সভা ৩০ অক্টোবর ১৮৫৬ সালে হয় সেই স্থানে সকল অংশিদারে উপস্থিত হইয়া এই ধার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব।

এই যে ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানির যে সকল গ্রাহকেরা ২০ পৌণ্ড সংপূর্ণ প্রদান করিয়া অংশিদার হইয়াছেন তাঁহাদিগের সেই টাকা মূলধনের সহিত সম্বলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর গণেরা এই অবধি এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন যে অংশিদারেরা সংপূর্ণ ২০ পৌণ্ড প্রদান করিলেই তাঁহারা অধ্যক্ষদিগের সম্মতিক্রমে অংশিদারদিগের নাম ও আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের টাকা মূলধনে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অংশিদারদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

প্রাগুক্ত প্রস্তাব অনুসারে গ্রাহকগণেরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের রসিদ জমা দিবেন এবং সংপূর্ণ প্রদানীয় টাকার সারটি ফিকেট যাহা এই আফিসে প্রস্তুত আছে আগমন করিলেই রসিদের পরিবর্ত্তে উক্ত অংশের সারটি ফিকেট প্রাপ্ত হইবেন।

EDWARD PALMER.
Agent.

কলিকাতা
ইষ্ট-ইণ্ডিয়া
রেলওএ কোং আফিস
২৯ নং থিএটর ইষ্ট্রীট
২৩ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

সংবাদ প্রভাকর

১৩ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

"ফরেনর্স বিল" অর্থাৎ বিদেশীয় ভ্রমণকারিদিগের প্রতি যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হয়, তাহার কতিপয় ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্প্রতি কলিকাতা গেজেট পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। এই আইন উপলক্ষে ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট এতদ্দ্বারা কতকগুলীন বিদেশীয় লোককে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কেননা উক্ত আইনানুসারে লাইসেন্স লইয়া ভ্রমণ না করিলেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করিবেন, সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য আহারীয় ও পরিধেয় খাদ্য দ্রব্য ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে হইবেক। পরন্তু ফরাসিস লোকেরা সন্ধিদ্বারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকেন, এবং স্পেনরাজ্য হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে অনেক সৈন্য আসিবারকথা আছে, তাহাদিগকেও যদি এই আইনের অধীন হইতে হয় তবে অতিশয় দুঃখের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, কেননা এতদ্রূপ নিয়মপাশে বদ্ধ হইলে তাঁহারা রাগান্বিত হইতে পারেন।"

শ্রীমান ধীমান নীতি-নির্ম্মাণ কর্ত্তা মহাশয়েরা ভিন্নাধিকারস্থ ভ্রমণকারি অথবা অপরাপর ব্যক্তিব্যূহের বিষয়ে সম্প্রতি যে আইন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, "কোনো স্বাধীন রাজার অধিকারস্থ কোনো ব্যক্তি যখন ভারতবর্ষে উপনীত হইবেন, তখন আগমনমাত্রেই তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তদ্বিষয়ের সমাচার প্রদান করিতে হইবেক, এবং এরূপে আগত কোনো ব্যক্তি পাশ অর্থাৎ অনুমতিপত্র ভিন্ন কোনোমতেই এতদ্দেশে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না।" ইংলিসম্যান সম্পাদক এই নিয়মের প্রতি বিরক্ত অথচ ভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের উপর কেন দোষারোপ করিতেছেন? তিনি স্পেইন সৈন্যদিগের আগমনের যে এক কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কথাই নহে, কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আপনারদিগের সাহায্যের নিমিত্ত যাঁহারদিগ্যে এতদ্দেশে আনয়ন করিবেন, তাঁহারদিগের জন্য এত উদ্বিগ্ন হইবারি বা বিষয় কি? এই আইন প্রকাশের পূর্ব্বেই তাঁহারা তদ্বিষয়ের বিবেচনা করিয়াছেন। অপিচ ফরাসি প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন অধিকারস্থ বণিকেরা এখানে বাণিজ্যকরিতে আগমনকরেন, এইসূত্রে তাঁহারদিগেরি বা ক্রোধহইবার বিষয় কি? এক খানা লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যকার্য্য সাধন অথবা দেশ পর্য্যটন করা ইহা কিছু গুরুতর ব্যয় বা আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে, অতএব লাইসেন্স গ্রহণে বিরত হইয়া ছলনা পূর্ব্বক গোপনে গোপনে ব্যবসা কিম্বা ভ্রমণ করিয়া তাঁহারাই বা কি নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইবেন? এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের অশন বসন বিতরণ ব্যাপারে কেনই বা ভারগ্রস্ত হইবেন? যিনি সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক রাজাজ্ঞা অবহেলন করত কারারুদ্ধ হইবেন, তাঁহার বিষয়ে আমরা কখনই আক্ষেপ করিতে পারি না, কেননা তাঁহার মন উত্তম মন নহে। তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানে গবর্ণমেণ্ট ক্ষণকালের জন্য খিন্ন ও ভারগ্রস্ত হইবেন না।

সম্প্রতি যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই নিয়মটি প্রচলিত করাই অতি কর্ত্তব্য, কারণ কাহার মনে কি আছে, কোন্ ব্যক্তি কিরূপ মনের ভাবে ভারতরাজ্যে আগমন করিবেন, তন্মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ, তাহা কখনই নির্ণয় হইতে পারে না, জানে জানে কি, না, তাহাতেও সন্দেহ, এই সসাগরা সপ্তদ্বীপ বিশিষ্ট পৃথিবীমণ্ডলে সমস্ত ব্যক্তিই, যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টর মিত্র, শত্রু কেহই নাই, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না। অতএব শ্বেতসহযোগি অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখুন পরে দোষদান করিবেন, যেখানে বর্ত্তমানে অতি ভয়ঙ্কর রাজবিদ্রোহিতা উপস্থিত রহিয়াছে, আবার কে শত্রু, কে মিত্র, তাহারো নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়াছে, সেখানে ভিন্নাধিকারস্থ লোকেরা স্বাধীনরূপে আগমন করিবেন, ইচ্ছানুসারে যথা তথা ভ্রমণ করিবেন, এবং স্বেচ্ছামাত্রেই যখন তখন স্বচ্ছন্দে বিনা অনুমতিতেই পুনর্ব্বার স্বদেশে গমন করিতে পারিবেন, তাঁহারদিগকে এত অধিক স্বাধীনতা না দিয়া একটা নিয়মের অধীন করা কি উচিত হয় না? এবং ইহা কি প্রকৃত রাজনিয়মসম্মত কর্ম্মই নহে? আমারদিগের বিবেচনায় এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এই এক মহদ্দোষ দৃষ্ট হইতেছে যে, এতদ্রূপ মহোপ্রকারজনক আইন বহুকাল পূর্ব্বাবধি কেন প্রকাশ করণে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন? বোধ করি বহুকাল পূর্ব্বে এরূপ করিলে তদ্দ্বারা অনেক সুফলপ্রাপ্ত হইতেন।—উপস্থিত বিপদ উপস্থিত না হইলেও হইতে পারিত।

এলাহাবাদবাসি কোনো সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি আমারদিগের কলিকাতাস্থ কোনো বিশেষ বন্ধুকে যে এক পত্র লেখেন আমরা তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নভাগে প্রকাশ করিতেছি, পাঠকগণ পাঠ করিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন।

"বহুদিবসাবধি আপনার অনুগ্রহ পত্র না পাওয়াতে অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি, এবং বর্ত্তমান বিদ্রোহিতা বিঘটিত বিবিধ প্রকার আপদ বিপদে কায়িক ও মানসিক গুরুতর যন্ত্রণা ভোগ জন্য চিত্তের অস্থিরতা এবং স্বাবকাশ বিরহ, এই উভয় কারণে আমিও এতদিন আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। সংপ্রতি অল্প দিবস হইল শ্রীশ্রীজগদীশ্বর প্রসাদাৎ শরীর গতিক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছি, মনের অবস্থা মনেই রহিয়াছে, তাহা লিপি দ্বারা ব্যক্ত করিবার নহে। অধিক কি নিবেদন করিব, সমস্তই অকুশল জানিবেন। যে অবধি দুরাত্মা দুষ্ট সেপায়েরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, সে পর্য্যন্ত চিন্তা এবং ভয়ে আমারদিগের আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা হয়, অহর্নিশ কেবল সেই ভাবনায় ব্যাকুল রহিয়াছি। কি করা যায় সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা যদিও সংসারে আবৃত থাকিলেই সময়ে সময়ে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু হঠাৎ এককালীন এতদ্রূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করণের অপেক্ষা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হওয়াই ভাল ছিল। কারণ প্রথমে দুর্জ্জনেরা এখানকার মনুষ্য দিগের সম্পত্তি হরণে সাধ্যমত কিছুই ত্রুটি করে নাই। বিটিস বিক্রম প্রবল হইলে যখন তাহারা পলায়ন করিল তখন শীক সেনারা দ্বিতীয়বার লুট করিয়া সকলের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল। আমার বাটী এবং গ্রামের মধ্যে লুট হওয়াতে যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা লিখিয়া কি জ্ঞাত করিব? তদনন্তর গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে Entrenchment, অর্থাৎ দুর্গের চতুর্দ্দিগে গড়খাই নির্ম্মাণ করণার্থ প্রায় ১০০০০ দশ সহস্র ছোটো বড় বাড়ী সকল ভগ্ন করা হইয়াছে। তাহাতে আমার ছোটো বড় ১৯ খানা বাটী এবং কয়েক খান বাগান বিনষ্ট হইয়াছে। এই সমুদয় সম্পত্তির মূল্য আপাততঃ কেহই প্রাপ্ত হয়েন নাই। কিন্তু আশয়ে বোধ হইতেছে ঐ সমস্ত গৃহ উদ্যান এবং ভূমির মূল্য নিরূপণার্থ কমিটি বসিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই শেষ হয় নাই। ভরসা করি দয়াময় গবর্ণমেণ্ট ত্বরায় আমারদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন"।

বর্দ্ধমান।
৫ অগ্রহায়ণ ১২৬৪।

"সম্পাদক মহাশয়, আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আমি কোনো বিশেষ কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত এতদিন বর্দ্ধমানে উপস্থিত ছিলাম না, কয়েক দিবস হইল এখানে আসিয়াও সময়াভাব বশতঃ আপনাকে কোনো সংবাদ লিখিতে পারি নাই, এজন্য দোষ গ্রহণ করিবেননা,,।

"শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি সংপ্রতি স্বচ্ছন্দ শরীরে প্রসন্ন চিত্তে স্বীয় মন্ত্রি ও সভাসদগণ সমভিব্যাহারে সমুদয় রাজকার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, পণ্ডিত মণ্ডিত হইয়া সাধু সংগীত ও গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা সময়ের সার্থকতা করিতেছেন, পাশা ও বিলিয়ার্ড খেলায় আমোদ রীতিমত হইতেছে।

মহারাজের শালগিরা অর্থাৎ জন্মতিথির উৎসব পূর্ব্বানুরূপ গুরুতর সমারোহ সহযোগেই সুসম্পাদিত হইয়াছে, তাহার কোনো অঙ্গে

রি ত্রুটি হয় নাই বরং কোনো২ বিষয় বাহুল্যরূপ হইয়াছিল।

"উইল বাড়ীর রাসের ব্যাপার উৎকৃষ্টরূপেই নিষ্পাদিত হইয়াছে ছবির পারিপাট্য বর্ণনা করা যায়না, অদ্যাপি চতুর্দ্দিক হইতেই লোকের সমাগম হইতেছে, দর্শকের সংখ্যা গণনা করা যায়না, বর্দ্ধমানে আর লোক ধরেনা.,।

দ্রব্যাদি পূর্ব্ববৎ দুর্ম্মূল্যই রহিয়াছে,তণ্ডুলের বাজার কিঞ্চিৎ নরম অন্যান্য দ্রব্য অগ্নিমুল্য, প্রতিদিন রাণীগঞ্জে রসদ ও সেনা যাইতেছে। শীত বিলক্ষণ পড়িয়াছে। পূর্ব্ববৎ আর রোগের উপদ্রব নাই। এখানে অধুনা কেবল পঞ্চকোটির রাজার কথা লইয়া অধিক আন্দোলন হইতেছে।

ব্যবস্থাপক সভার বিজ্ঞাপন দ্বারা অবগত হওয়া গেল, "কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স হইতে সম্প্রতি এমত অনুমতি আসিয়াছে, যে ভারতবর্ষ প্রবাসি ব্রিটিস প্রজারা গুরুতর অপরাধে অপরাধি হইলেও কেবল সুপ্রিমকোর্টের বিচারীনে আনীত হইবেন, মফস্বল আদালতে তাহারদিগের বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হওনের যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, আপাততঃ কিছুদিনের জন্য তাহা প্রচার করা স্থগিত রহিল ,,।

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে আমরা গত ২৮ আশ্বিন মঙ্গলবাসরীয় প্রভাকরে উপরোক্ত সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছিলাম, বোধ হয় বিলাতের কর্ত্তারা বর্ত্তমান গোলযোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্থির হইতে পারিলেই উক্ত আইনের বিষয় বিবেচনা করিবেন।

সমরসম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মধ্য দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর এক্রপ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, যে লক্ষ্ণৌ রেসিডেনসি হইতে আহত সেনা ও স্ত্রীলোকেরা স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

এইক্ষণে উক্ত স্থানে তোপ ও বন্দুকের ধ্বনি প্রায় শুনা যায়না, বিস্তর বিদ্রোহি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে ১৮ নবেম্বর দিবসে রাজধানী আক্রমণ করা যায়। বোধ হয় এত দিনে অধিকার করা হইয়াছে।

বিদ্রোহিরা ফরাক্কাবাদের দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিগণ কাণপুর আক্রমণ করিতে পারে নাই তথাকার সেনাপতি সাহেব তাহারদের গতিরোধ করিয়াছেন।

বিদ্রোহ বিঘটনায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আগ্রার ডাক কাণপুরে আসে নাই।

সংপ্রতি বিলাত হইতে যে সকল সেনা আসিয়াছে, তন্মধ্যে নূতন গোলেন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ার দল দমদমায় পদাতিক সেনারা চাঁদকে এবং সুশিক্ষিত সেনারা চুঁচুড়ায় প্রেরিত হইয়াছে।

আগ্রা এবং মৈনপুরির মধ্যবর্ত্তি পথ এপর্য্যন্ত উপদ্রব শূন্য হয় নাই। জবলপুরের পথে একদল বিদ্রোহি সেনার ব্রিটিস সেনার সহিত যুদ্ধ হয় তাহাতে বিপক্ষদলের ৬০ জন সেনা বিনষ্ট হওয়াতে তাহারা পরাভব হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

গুরখা সেনাদের রসদের জন্য আজিমগড়ের রাজা দেওগাঁর ধনিদিগ্যে লুট করিতে আজ্ঞা দেন, গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজার এই অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অযোধ্যার আবদ্ধ ইংরাজ ও শ্বেতাঙ্গনা ও বালক বালিকা এবং আহত জনেরা কাণপুরে আনীত হইবেক।

প্রধান সেনাপতি অযোধ্যার রাজবাটী অধিকার করিবেন, অধুনা তাঁহার অধীনে প্রায় ১২০০০ সেনা আছে, এবং কাণপুর হইতে অনেক সেনা আসিবেক।

নাগপুরের অশ্বারোহি দলের জমাদার হীরাসিংহ মিহিদপুরে অনেক ইংরাজকে হত এবং নগর লুঠ ও দগ্ধ করত কয়েকটা তোপ হরণ করত "কোচযোগ, নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহাকে শাসন করণার্থ ব্রিগেডিয়ার ষ্টুয়ার্ট সাহেব সসৈন্যে গমন করিয়াছেন। মেদিনীপুর ইন্দোরের ২৬॥ ক্রোশ উত্তর সিপ্রা নদীর ধারে।

ফিনিক্স পত্রে লিখিত হয়, বেতুর, ছুসা, হুসঙ্গবাদ, জললপুর, মন্দলা, নরসিংহপুর এবং সাগরের গবর্ণমেণ্ট ধনাগার বিদ্রোহিরা লুঠ করে। ফ্রেণ্ড সম্পাদক লেখেন এই সংবাদ মিথ্যা।

লাহোরের সম্পাদক লেখেন, দিল্লীর বিদ্রোহি সেনাদিগের উপর কিছু মাত্র অত্যাচার করা হয় নাই, ইংরাজ সেনারা রাজবাটীতে বিস্তর অর্থ ও বহুমূল্যের দ্রব্য পাইতেছে।

গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর প্রদেশীয় সমুদয় বিদ্রোহি জমীদারদিগের জমীদারি রাজসরকারভুক্ত করিয়া লওনের অনুমতি দিয়াছেন।

দমদমার গোরা সেনারা মধ্যে মধ্যে বারাসতে গিয়া উপদ্রব করে, তাহারদিগের অত্যার নিবারণার্থ তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জনেক ইংরাজ প্রহরির প্রার্থনা করিয়াছেন।

দারোগা আজিম আলি এবং দেওয়ান ফতেচাঁদ নামক দুই ব্যক্তি বিদ্রোহি কাণপুরে ধৃত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের নিকট হইতে নগদে ও দ্রব্যাদিতে প্রায় ১০০০০০ দশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃদিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মত্তভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ৷৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৮২ সংখ্যা] শনিবার ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৮ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.

জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা।
১৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ প্রস্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদপ্রভাকর

১৪ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দাক্ষিণাব্দাঃ ১০৯

সাগরপ্রবাসি আমারদিগের কোনো পরমাত্মীয় ব্যক্তির ২৮ অক্টোবর দিবসের লিখিত পত্র গত দিবস প্রাপ্ত হইয়া আমরা অতি যত্ন পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম। পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

"সাগর। ২৮ অক্টোবর ১৮৫৭।

"দাদা মহাশয়! আমার প্রণাম লইবেন। বহু-দিবসাবধি মহাশয়ের কোনো সমাচার না পাওয়াতে অত্যন্তই ভাবিত আছি, আমারদিগের Custom *Office* মোং ব্রজাপুর হইতে উঠিয়া সাগরে স্থাপিত হওয়াতে কি করি, উদরের দায়ে এখানে আসিয়া কার্য্য করিতেছি, চাকরি না করিলে কোনোমতেই চলেনা, কিন্তু এই স্থান অতি খারাপ, চারিদিগে কেবল পাহাড়, খাদ্য দ্রব্যের সুখমাত্রই নাই, তাহা যাহাহউক, কিন্তু বোধ হইতেছে, এবারে আমরা প্রাণে মারা গেলাম। কারণ এই অঞ্চলের চারিদিগের ছোটো ছোটো রাজা সকল বিগ্‌ড়িয়া গিয়াছে, বিদ্রোহি সিপাইয়েরা তাহারদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, এপর্য্যন্তত

এস্থানে লুঠ হয় নাই, ও কোনো সাহেব লোক ও বাঙ্গালি মারাপড়ে নাই, সকল সাহেবান লোক দুর্গ মধ্যে আসিয়াছেন, আর কেল্লার ভিতরেই সকল কাছারি হইতেছে। কিন্তু অদ্যাবধি এখানে ফৌজ আসে নাই, এবং কবে যে আসিবে তাহাও জানিতে পারি নাই, কেবল ভয়ে ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে, আর এখন আমরা সাহেব প্রভৃতি সকলেই বেতন অর্দ্ধেক পাইতেছি, ইহাতেও অধিক কষ্ট হইতেছে, দেখি একটু আর কতদিন সহ্য করিতে হয়, মহাপরাক্রমশালি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে এমত গোলযোগ উপস্থিত হইবে ইহা কেহ স্বপ্নেও মনে করেন নাই, অত্যন্তই অসম্ভব বলিতে হইবেক, জগদীশ্বর শীঘ্রই মঙ্গল করিবেন, বিপক্ষেরা ধনে প্রাণে মরিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, অনর্থক কতকগুলীন মহাপ্রাণির প্রাণনাশ হইবেক।—মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া পত্র পাঠ লিখিবেন, এইক্ষণে কলিকাতায় কত গোরা সেনা আসিয়াছে, আর কতই বা আসিতেছে এবং আসিবে, আর আর বিষয় পরে নিবেদন করিব।,,

এক মাসের অধিক হইল, এই পত্র সাগর হইতে প্রেরিত হয়, আমরা এরূপ অধিক বিলম্ব প্রাপ্ত হইলাম ইহার কারণ বোধ হয়, বিদ্রোহিব্যূহের অত্যাচারে এতদিন আসিতে পারে নাই, পথের মধ্যে কোনোখানে আটক ছিল, অথবা বোম্বে অতিক্রম পূর্ব্বক এখানে আসিয়া থাকিবেক। পত্র খানির লেফাফায় দুইটি লাল ও দুইটি সবুজ কালীর শিল মোহর রহিয়াছে, তাহার কোনো মোহরেরি অক্ষর স্পষ্ট উঠে নাই, এজন্য এক বর্ণও পড়িতে পারিলাম না, যাহাহউক আমারদিগের পরমকল্যানীয় প্রাণাধিক পত্র প্রেরক আর চিন্তিত হইবেন না, যখন বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে রহিয়াছেন তখন আর ভাবনার বিষয় কি? দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি যত স্থান দুষ্টেরা অধিকার করিয়াছিল, বিপক্ষ বিনাশ পূর্ব্বক শ্বেত সেনারা পুনর্ব্বার তৎ সমুদয় হস্তগত করিয়াছে, সর্ব্বত্রই বিদ্রোহিরা পরাভব হইয়াছে, বিলাত হইতে বিস্তর সৈন্য আসিয়াছে ও আসিতেছে, বোধ করি পত্র প্রেরক এত দিনে এই সমস্ত সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আপনারাও সর্ব্বতোভাবে আপদ বিপদ শূন্য হইয়া থাকিবেন, ভরসা করি তিনি দুই এক দিবসের মধ্যে আমারদিগে এমত আর একখানি পত্র প্রেরণ করিবেন, যৎপাঠে আমরা তথাকার শিব সংবাদ প্রাপ্ত হইব।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

মৌ নামক স্থানের নিকটস্থ সৈন্যশিবির হইতে কর্ণেল ডিউরেণ্ড সাহেবের লিখিত ১৭ নবেম্বর দিবসের আগত পত্র।

"১১ দিবসে মেং আর সাহেব মিহিদপুরে উপস্থিত হয়েন, তাহার পূর্ব্বদিবসেই বিদ্রোহিরা তথা হইতে প্রস্থান করে। এজন্য ১২ তারিখে ৩৩৭ জন হায়দ্রাবাদ কাণ্টিঞ্জেণ্ট অশ্বারোহি সেনা লইয়া আমরা তাহারদিগের পশ্চাদ্গামি হই। রাওয়াল নামক স্থলে তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তথায় ৪।৫০০ শত বিদ্রোহি, ২টা তোপ লইয়া সমরসজ্জায় দণ্ডায়মান হইলে আমারদিগের অশ্বারোহি দল তাহারদিগের উপর আক্রমণ করে, পরে কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহারা তোপ এবং বহু সংখ্যক শকট পুরিত গোলাগুলি প্রভৃতি সমুদয় সমর সামগ্রী ফেলিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল,,।

বিদ্রোহিরা মিহিদপুর হইতে যে ৩ টা তোপ এবং বড়নগর হইতে যে দুইটা বড় কামান লইয়াছিল এবং তাহারা যে ২ টা তোপ আপনারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, উক্ত মেজর আর সাহেব জয় লাভ পূর্ব্বক তৎসমুদয় হস্তগত করিয়াছেন। ঐ যুদ্ধে বিপক্ষ ব্যূহের ১০০ জন হত ৭৪ জন ধৃত হইয়া বন্দিভাবে রহিয়াছে। আমারদিগের পক্ষে লেপ্টেনেণ্ট সেমুয়েল গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। কাপ্তেন মারি এবং ক্লার্ক সাহেবের অশ্বদ্বয় সমরক্ষেত্রে মারা গিয়াছে। শত্রু সকল ছড়িভঙ্গ হইয়াও প্রাণপণে যুদ্ধ করাতে আমারদিগেরো অনেক সৈন্য হত এবং আহত হইয়াছে। আমারদিগের সেনাপতি ও সেনারা অসমসাহসে যুদ্ধ করাতে অগণ্য ধন্যবাদের আস্পদ হইয়াছেন,,।

কাণপুরের নিকটস্থ সৈন্যশিবির হইতে জেনরল উইণ্ডহ্যাম সাহেব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরকে লেখেন।

"আমি অদ্য প্রাতে গোয়ালিয়ার কাণ্টিঞ্জেণ্ট বিদ্রোহিদিগের তিন সহস্রাধিক সৈন্যকে কাণপুর হইতে ৪ ক্রোশ দূর পাণ্ডু নদী তীরে ২টা ১৮ ইঞ্চি হৌটজর নামক তোপ সহিত আক্রমণ করি, দেড় ঘণ্টাকাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহারদিগে পরাজয় করিলাম। একটা ক্ষুদ্র তোপ ব্যতীত তাহারদিগের অপর সমুদয় তোপ হস্তগত করিয়াছি। অদ্য বৈকালে কাণপুরে পঁহুছিয়া এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া প্রেরণ করিব"।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক পরম পূজ্য পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে প্রণিপাত রূপ উপহার প্রদানে বাধ্য হইলাম, যেহেতু কেবল তাঁহারি অনুকম্পায় আমারদিগের রাজপুরুষেরা এইক্ষণে সর্ব্বত্র বিপক্ষ বিনাশ পূর্ব্বক জয়লাভ করিতেছেন।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই কতকগুলিন খালাসি এবং গোরা সৈন্য বাষ্পীয় তরিযোগে তদঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অতি শীঘ্রই আর কিঞ্চিৎ সেনা পাঠাইয়া দিবেন। উক্ত প্রদেশের নদ নদী সকল অত্যন্ত বৃহৎ, স্থল সকল প্রায় অধিকাংশই পর্ব্বত ও অরণ্যময় ইহাতে দুষ্টেরা প্রাণ লইয়া সহজে পলায়ন করিতে পারিবে এমত বোধ হয়না।

ঢাকায় যে বিদ্রোহিতা বিঘটনা হয়, "ঢাকা নিউস পত্রে" তদ্বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থ অনুবাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম সকলে দৃষ্টি করুন।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহিতাচরণের সংবাদ এক্সপ্রেস ডাকে প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা নগরের সিপাহিদিগের নিরস্ত্র করা অবধারিত হয়, এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ জন গোলেন্দাজ এবং ২৬০ জন সিপাহি ছিল, এখানকার বলণ্টিয়ার সেনাগণ ঢাকা ব্যাঙ্ক রক্ষা এবং কালেক্টরি কাছারির নিরস্ত্র সিপাহিদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, গোরা খালাসিরা সিপাহিদিগে নিরস্ত্র করণের ভার প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই কালেক্টরি কাছারির সিপাহিরা সহজেই অস্ত্র প্রদান করে, পরন্তু এক্সকিউটিব প্রহরি সিপাহিরা অস্ত্রহীন হইয়া বলণ্টিয়ারদিগের অধীনে থাকে, এরূপ অভিপ্রায় স্থির হইলে লালবাগের নিকটবর্ত্তি ছাউনি হইতে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, সেই শব্দ শুনিয়া গোরা খালাসিরা সকলেই সেইদিগে গমন করিল, ইহাতেই তথায় গোরাদিগের সহিত সিপাহিদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টার পরেই বিদ্রোহিরা পরাভব হইয়া পলায়ন করে, এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে ৪১ জন সিপাহি হত, ৮ জন আহত হইয়া বন্দি হয়, এবং ৮ জন প্রভুভক্তিতা প্রকাশ করে, একজন গোলেন্দাজ আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। ৬ জন সিপাহি পূর্ব্বাবধি পীড়ত ছিল, বক্রী ১৩৬ জন পলায়ন করিয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে কতকগুলিন অস্ত্রহীন ও কতকগুলি শস্ত্রপাণি হইয়া মৈমনসিংহ অথবা শ্রীহট্টেরদিগে গমন করিতেছে। উক্ত ঘটনা সময়ে ঢাকানিবাসি বাঙ্গালিরা ব্রিটিসপক্ষে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন, আপনারা তোপ ও আর আর সামগ্রী সকল বহন পূর্ব্বক গোরাদিগের নিকট দিয়াছেন।

আমারদিগের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর মুরশিদাবাদের নেজামতী বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে পারিতোষিক প্রদানের আজ্ঞা দিয়াছেন, তদর্থ ৪০০ টাকার পুস্তক ক্রীত হইয়েক।

রাজপুরুষগণ বিদ্যা বিষয়ে এতদ্রূপ উৎসাহ এবং অনুরাগ সহযোগে আনুকূল্য প্রদান করাতে এতদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন।

দিল্লীর রাজ ভবন হইতে "দিল্লীগেজেট,, পত্রের যন্ত্র ও অক্ষরাদি সম্পত্তি সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উক্ত পত্রের অধ্যক্ষকে তৎসমুদয় পারিতোষিক রূপে প্রদান করিয়াছেন।

আমারদিগের দিল্লীপ্রবাসি শ্বেত সহযোগী আপনার হৃতধন পুনর্ব্বার প্রাপ্তে মৃত পত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন, এই সংবাদে আমরা অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম।

আহা কি পরিতাপ!।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা এক ইউরোপীয়া অনূঢ়া কাণপুরে বিপক্ষ বেষ্টিত গৃহ মধ্যে বাস কালে জীবন সংশয় নিশ্চয় করিয়া প্রাচীরের গায় নিম লিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়া ছিলেন।

যথা।

"আমরা ২৫০ প্রাণি এই ক্ষুদ্র গৃহে গুরুতর ভয়ঙ্কর অবস্থায় অসহ্য মহাকষ্টে অবস্থান করিতেছি, আমরা দুই দিবসের মধ্যেই শমন সদন গমন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই, আমারদিগের কিছু মাত্র অ-

পরাধ নাই। হে পরমেশ্বর! তুমি শীঘ্রই আমারদিগে আপনার পবিত্র ক্রোড়ে আস্থান কর, আমরা আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিনা, আমরা নিদ্দোষি, আমারা বিনা দোষে আমাদিগের প্রাণ নাশ করিবে তুমি শাস্তা হইয়া সেই পাপাত্মাগণের পাপের সমুচিত শাস্তি অবশ্যই প্রদান করিবে ...।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বিদ্রোহিরা অযোধ্যা হইতে কয়জাবাদে গমন করিতেছে, তাহারদিগের ধুম ধাম প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে শীক সেনারা নির্ভয়ে গোপীগঞ্জে অবস্থান করিতেছে।

এইক্ষণে সহর ঘাটিতে যদিও কোনো উপদ্রব নাই কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায় একেবারেই রহিত হইয়াছে। ৬২ গণিত বিদ্রোহি দল অনেক স্থান লুট করিয়াছে ইয়মেনিরি অশ্বারোহি দল তাহারদিগের অন্বেষণার্থ একপক্ষ কাল শাতালি জঙ্গলে ভ্রমণ পূর্ব্বক দেওগ্রাম ও গয়াদিয়া সহরঘাটিতে আসিয়াছে।

মান্দ্রাজ নামক বাষ্পীয় জাহাজে বিস্তর সৈন্য রণক্ষেত্রে গমন করিয়াছে।

কাণপুরের বিদ্রোহিদিগের সরদার একজন সেপায়ের দ্বারা হত হইয়াছে।

জনরব, নানা সাহেব বিস্তর সৈন্য লইয়া কাল্পি হইতে সিউলিতে আসিয়াছেন, তিনি ২৬ নবেম্বর দিবসে একটা থানা আক্রমণ পূর্ব্বক ৩০ জন মনুষ্যের প্রাণ নাশ করেন। ঐ নানার প্রতিকূলে প্রথমে কাণপুর হইতে ১৫০০ সেনা প্রেরিত হয়, তৎপরে তাহারদের অনুবল রূপে মহারাণীর ৩৪ সংখ্যক দল গমন করিয়াছে। বিপক্ষেরা ব্রিটিস শিবিরের ২।০ ক্রোশ দূরে ছাউনি করিগাছে, তাহারদিগের নিকট অনেক তোপ আছে, নানার ভ্রাতা তোলা সাহেব সসৈন্যে নানার সহিত যোগ দিয়াছেন।

বাঙ্গালি সৈন্য।

এই দেশের নানাজাতীয় ব্যক্তি কৌজদারি অর্থাৎ শান্তি সম্বন্ধীয় প্রহরির পদে নিযুক্ত হইবেক, তাহারা শস্ত্রবিদ্যার উপদেশ পাইবে, প্রত্যেকে ৭ টাকা করিয়া বেতন প্রাপ্ত হইবেক।—আপাততঃ বাখরগঞ্জের নিমিত্ত ২০০ লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, পেন্সেনভোগি সাহেবেরা তাহারদিগের সারজনের পদে নিযুক্ত হইবেন। কারণ এইক্ষণে রেজিমেণ্ট হইতে সেনাপতি প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে।

বোম্বের পত্রে লেখে ধারা নামক স্থানের দুর্গে ব্রিটিস সেনারা নগদ ৮০০০০০ আটলক্ষ টাকা এবং রূপার হাওদা প্রভৃতি বহু মূল্যের দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ৮ জন বিদ্রোহি সেনাকে ধৃত করিয়াছে।

ষ্টাম্প কাগজ।

যে সকল ষ্টাম্প কাগজ লুঠ হইয়াছে তাহা বিক্রীত না হয়, এজন্য গবর্ণমেণ্ট অধিকারস্থ কাগজে অতিরিক্ত একটা মোহর দিবার প্রস্তাব স্থির হইয়া মফস্বল হইতে সকল ষ্টাম্প কাগজ আনাইবার আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

পুনর্ব্বার ক্ষতি হওয়াতে জিলা ২৪ পরগণার নূতন নিমক পোক্তান পুনর্ব্বার উঠিয়া যাইবেক।

পাটনার পত্রে ব্যক্ত করে, অযোধ্যার একজন চাকলাদার গোরক্ষপুরের একজন নীলকর সাহবকে ধৃত করণার্থ কতকগুলীন লোক প্রেরণ করিয়াছিল, তথাকার জনেক রাজা তাহারদিগের প্রধান ব্যক্তিকে ধৃত ও কয়েক জনকে হত করিয়াছেন। উক্ত চাকলাদারকে পরাভব করণ কারণ তথাকার দুই তিন জন জমিদার একত্র হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

বোম্বাই টাইমসসম্পাদক লেখেন, দিল্লীশ্বরের একজন পুত্র কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তিনি সিবিল কর্ম্মচারিদিগের অধীনে ছিলেন।

বোম্বে গবর্ণমেণ্ট এমত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, যে, বোম্বে নগরস্থ কোনো ব্যক্তি তত্রস্থ প্রধান মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত নগর হইতে বাহিরে গমন করিতে পারিবেননা। অপিচ তন্নগরের নিকটস্থ কালেক্টর সাহেবেরা এমত অনুমতি পাইয়াছেন যে তাঁহারা পাশ ব্যতীত তদ্দেশস্থ কোনো মনুষ্যকে স্থানান্তরে গমন করিতে দিবেননা।

বাষ্পীয় তরি।

মিসুয়ার্স ম্যাকানিকল ব্রোণি কোম্পানিরা গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত দুই খান বৃহৎ তরি নির্ম্মাণ করিতেছেন।

স্যার জান, লারেন্স সাহেব উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনরি পদে নিযুক্ত হইলে স্যার, রবর্ট হেমেল্টন সাহেব তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইবেন, প্রথমোক্ত সাহেব যদি ঐ কর্ম্ম স্বীকার না করেন তবে শেষোক্ত সাহেব সেই পদে নিযুক্ত হইবেন।

বোম্বাইস্থ মহারাণীর ৯৫ সংখ্যক সেনারা গুজরাট যাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৮৩ সংখ্যা] সোমবার ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ৩০ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবেরা ১৮৫৭ সালের ৩০ নবেম্বর সোমবার বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিস চৌরঙ্গিরাস্তার ৩ নং বাটীতে নিম্ন লিখিত কয়েক বিষয়ের কানট্রাক্ট দেওন জন্য শিল টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

১ দফা। যে সকল জাহাজ ঘাটে আইসে তাহা হইতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি কমিস্যনরদিগের ভিন্ন২ আড়তে প্রস্তর নাবাইতে হইবেক।

২ দফা। কানসরবেন্সি গৌথানা সকলেতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি বিচালি যোগাইতে হইবেক।

টেণ্ডর সকল কমিস্যনর সাহেবদিগের সেক্রেটরির নামে পাঠান হইবেক এবং তাহার উপর যে বস্তু কিম্বা কর্ম্মের জন্য টেণ্ডর পাঠান হইবেক তাহা লিখিত হইবেক।

প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহারদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কমদর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন এমত অঙ্গীকার করিবেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটরি সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the Municipal Commissioners
ROBERT, D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commrs:

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta
17th Novr. 1857.

নম্বর ৫৮।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

বিলাতি লণ্ডন আফিস আল্ ডারমান্স য়াক নামক স্থান স্থিত এই ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের নবম হাপ ইয়ারলি অর্থাৎ ছয় মাসিক সভা ৩০ অক্টোবর ১৮৫৬ সালে হয় সেই স্থানে সকল অংশিদারে উপস্থিত হইয়া এই ধার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব।

এই যে ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানির যে সকল গ্রাহকেরা ২০ পৌণ্ড সংপূর্ণ প্রদান করিয়া অংশিদার হইয়াছেন তাঁহাদিগের সেই টাকা মূলধনের সহিত সম্বলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর গণেরা এই অবধি এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন যে অংশিদারেরা সংপূর্ণ ২০ পৌণ্ড প্রদান করিলেই তাঁহারা অধ্যক্ষদিগের সম্মতিক্রমে অংশিদারদিগের নাম ও আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের টাকা মূলধনে গ্রহণ পারিতে করিবেন।

অংশিদারদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

প্রাগুক্ত প্রস্তাব অনুসারে গ্রাহকগণেরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের রসিদ জমা দিবেন এবং সংপূর্ণ প্রদানীয় টাকার সারটি ফিকেট যাহা এই আফিসে প্রস্তুত আছে আমন করিলেই রসিদের পরিবর্ত্তে উক্ত অংশের সারটি ফিকেট প্রাপ্ত হইবেন।

EDWARD PALMER.
Agent.

কলিকাতা
ইষ্ট ইণ্ডিয়া
রেলওএ কোং আফিস
২৯ নং থিএটর ইষ্ট্রীট
২৩ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

বিজ্ঞাপন

হাজারিবাগ যাইবার জন্য একজন নক্সাওয়ালা ও এষ্টিমেটর প্রয়োজন হইয়াছে; মাসিক বেতন ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে। পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"মালতীমাধব,, "মুদ্রারাক্ষাস,, "মৃচ্ছকটীকা,, মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনুবাদ শেষে মুদ্রিত হইলে বিনামূল্যে বিতরণ করিব, অতএব অন্য কেহ ইহায় হস্তার্পণ করিবেননা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯।দাঙ্গিশাব্দাঃ ১০৯

গত শনিবার-দিবসে আমরা ঢাকাপ্রবাসি কোনো বন্ধুর পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার মর্ম্মার্থ এই, যে, "ঢাকার বিদ্রোহি-সেনারা দুর্ব্বুদ্ধি দোষে দুষ্কর্ম্ম করিয়া বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়াছে, তাহারদিগের অনেকেই হত এবং আহত হইয়াছে, যাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে আবার অর্দ্ধাংশের অধিক হইবে নিরস্ত্র এবং আহত। যাহারদিগের হস্তে অস্ত্র আছে তাহারদিগের সংখ্যা এত অধিক নহে, যে, কোনো জেলায় গিয়া সহসা সরকারি সম্পত্তি হরণ করিতে পারে, ফলে তাহারা যদিস্যাৎ চট্টগ্রামের বিদ্রোহিদিগের সহিত কোনো সুযোগে সংযুক্ত হইতে পারে, তবে কিঞ্চিৎ আশঙ্কার বিষয় বটে, কিন্তু এদেশের বড় বড় নদী নদ পার হইয়া পরস্পর উভয় দলের সংযোগ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে, তাহারা নৌকা আহরণ করিতেই অক্ষম হইবেক, কারণ নৌকার মাজি সকল গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া দুষ্ট দলের বশতাপন্ন হইবে কখনই এমত বোধ হয়না, চট্টগ্রামে অত্যাচার পূর্ব্বক যে দুষ্ট সেনারা প্রস্থান করিয়াছে তাহারদিগের বিশেষ সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু এখানকার লোকের মুখে শুনিলাম, তাহারা কমিল্যা অথবা সুধারামের পথে ধাবিত হইয়াছে, যদি ভুলুয়ারদিগে গমন করিয়া থাকে, তবে চন্দ্রশেখরের পথ হইয়া রঘুনাথ বসুর হাটের এপারে জোরয়ারগঞ্জের নিকট বড়ফেনি, তাহার পশ্চিমে ফকিরের হাটের নিকট ছোটফেনি এবং নিজ "নওয়াখালিতে,, নওয়াখালি নামে ক্ষুদ্র একটী নদী পার হইতে হইবে, ঐ ছোটোফেনি এবং বড়ফেনি সমুদ্রের খাড়ি বিশেষ, তাহাতে পারাপারার্থ ক্ষুদ্রখেয়ানৌকা মাত্র আছে, ভাঁটার সময় গভীর জলে প্রায় এক পোয়া পথ এবং জোয়ারের সময়ে অন্যূন এক ক্রোশ পথ পাড়ি দিতে হয়, তবে নওয়াখালির খালের ধারে আসা যায়, নচেৎ ভুলুয়া অথবা সুধারামে গমনের অপর কোনো উপায় নাই। অপিচ তাহারা যদি ত্রিপুরার পথে গিয়া থাকে, তথাচ ঐ চন্দ্রশেখরের পথ হইয়া মীরেশ্বরী থানা অতিক্রম পূর্ব্বক রামকান্ত মুন্সির হাট ছাড়িয়া কেবল মাত্র এক বড়ফেনি পার হইতে হইবে, সেই বড়ফেনির অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি, দুর্জ্জনেরা উল্লেখিত উভয়পথের যে পথেই গমন করুক, ফেনি পার হওয়া তাহারদিগের পক্ষে অত্যন্তই কঠিন হইবেক। সেই ফেনিতে টেনি পরিয়া সাঁতার দিয়া পাথার পাওয়া কাহারো সাধ্য নহে। এই সময়ে যদিস্যাৎ ষ্টিমরযোগে যৎকিঞ্চিৎ গোরা সৈন্য মেঘনা অথবা সন্দীপ হাতিয়ার অপরাপর খাড়ি নদীতে কলের জাহাজে গমন করে তবে অনায়াসেই তাহারদিগ্যে সংহার করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই,,।

"যাহারা ঢাকা হইতে প্রস্থান করিয়াছে তাহারাও সহজে উল্লেখিত দুষ্টদলের সহিত মিলিত হইতে পারিবেনা, কেননা ত্রিপুরা যাইতে হইলে মেঘনা, পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা, বালেশ্বর ও গোমতী প্রভৃতি অনেক গুলি ছোটো বড় নদী অতিক্রম করিতে হইবেক। আমরা শুনিতেছি ইহারা এখান হইতে গমন কালে "ভাওয়ালের,, ভাগ্যধর জমীদার রায় বাবুদিগের দুইটা হস্তি হরণ করিয়াছে, তাহার উপরেই অচল আহত-দিগ্যে তুলিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে লুঠ করিতে করিতে মৈমনসিংহের পথে যাইতেছে, আমরা এপর্য্যন্ত নিশ্চিত সমাচার প্রাপ্ত হই নাই, ধূর্ত্তেরা যদিস্যাৎ শীতলাখ্যা নদীতীরস্থ মুন্সিরহাট অথবা নারায়ণগঞ্জে প্রবেশ করিতে পারে তবে লুঠ করিয়া অনেক মহাজনের উপর অনেকপ্রকার অত্যাচার করিতে পারে এমত সম্ভাবনা বটে। কিন্তু সর্ব্বশাস্তা সর্ব্বসাক্ষি বিচারকর্ত্তা প্রজাপতি পরমেশ্বর কি নির্দ্দোষ দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের ধন প্রাণ রক্ষার বিষয়ে কিছু মাত্রই করুণাদৃষ্টি করিবেননা? পাষণ্ডেরা কি পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যথাযোগ্য দণ্ড প্রাপ্ত না হইয়াই যথেচ্ছাচার সাধন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইতে পারিবে? কখনই না, কখনই না। হে মহাশয়, নারায়ণগঞ্জ এখান হইতে অতি নিকট, তাহারা সেদিগে গমন করিলে আমরা অবশ্যই তৎসমাচার প্রাপ্ত হইতাম,,।

"মহাশয়! ঢাকা নগরের প্রজাদিগ্যে বিশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে হইবে, কেননা বিদ্রোহিতা-ঘটনার সময়ে তাঁহারা সকলে রাজপক্ষে সাধ্যমত সাহায্য করণে কিছুমাত্রই ত্রুটি করেন নাই, এইক্ষণে আর কোনো আশঙ্কাই নাই, তথাচ কতকগুলীন সামান্য লোকের অন্তঃকরণ হইতে এককালীন ভয়ের সংছেদ হয় নাই, কিন্তু প্রায় তাবতেই অতিশয় সাবধান ও সতর্ক হইয়া সাহস সহযোগে কয়েক দিন জাগরণে যামিনী যাপন করিতেছেন, পরস্পর সকলে সঙ্গতিমত দুই এক জন করিয়া প্রহরি রাখিতেছেন, ব্যবসায়ি ও ধনিদিগের মধ্যে অনেকেরি সাহস দেখিতে পাইলাম, কিন্তু আমি ভ্রমণকারী, নৌকারোহী, আমার পক্ষে—:—কান্তে সাহসে ভর হইয়াছে, শুনিতেছি জলপথে বরিশাল জিলায় ও সুন্দরবনের স্থানে স্থানে পুনর্ব্বার দস্যুভয় হইয়াছে। এবৎসর এ অঞ্চলে নীল এবং ধান্যাদি এক প্রকার উত্তম জন্মিয়াছে। বাজারে সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিমূল্য, মৎস্য, যাহা যত্ন পূর্ব্বক অনেকে স্পর্শ করিতনা, তাহাও এইক্ষণে দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, দুঃখি লোকেরা সর্ব্বত্রই ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, এপর্য্যন্ত শীতের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় নাই। বোধ করি, পথ হইতে আপনাকে আর পত্র লিখিতে পারিবনা, দুই চারি দিবসের ভিতরেই রওয়ানা হওনের কল্পনা হইতেছে, তাহা হইলে একেবারেই কলিকাতায় গিয়া সাক্ষাতে সমুদয় নিবেদন করিব।"

ত্রিপুরা হইতে ঢাকার অন্তঃপাতি মাণিকগঞ্জনিবাসি কোনো মান্য ব্যক্তি তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসী কোনো ব্যক্তিকে ডাকযোগে একখানি পত্র লেখেন গত শনিবার দিবসে সেই পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থ। যথা।

"আমরা চট্টগ্রামের সিপাহিদিগের বিদ্রোহিতা ঘটনার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি, চট্টগ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, দুষ্টেরা এই জিলা লুট করিতে আসিতেছে, ইহাতে এই সাকিমের হাকিম ও আমলা, উকিল, মোক্তার ও জমীদার ও তদধীন লোকেরা এবং মহাজনেরা সকলেই সশঙ্কিত ও সাবধান হইয়াছেন, বোধ করি তাহারা এখানে আইলে কৃতকার্য্য না হইয়া প্রতিফলই প্রাপ্ত হইবে, স্বাবকাশ বিরহে এবং চিত্তের চাপল্য জন্য অদ্য অধিক লিখিতে পারিলামনা, জগদীশ্বরেচ্ছায় যাহা হয় তাহা লিখিয়া পশ্চাতে প্রেরণ করিব।,,

সাগর হইতে গত ২৮ অক্টোবর দিবসে যে পত্র প্রেরিত হয়, আমরা গত সংখ্যক প্রভাকরে সেইপত্র প্রকাশ করিয়াছি, ইহার কারণ এক মাসের পর তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এতদ্রূপ বিলম্ব জন্য আমারদিগের অন্তঃকরণে যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, গত শনিবারের ইংলিস্‌ম্যান পত্র দৃষ্টে সেই সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। কেননা উক্ত স্থান হইতে উক্ত পত্রের পত্রপ্রেরক গত ২৬ অক্টোবর দিবসে উক্ত সম্পাদককে যে এক পত্র প্রেরণ করেন, তাহা তিনি আমারদিগের সহিত সমান রূপে এক দিবসেই প্রাপ্ত হইয়া এক

দিবসের পত্রেই প্রকটন করিয়াছেন; সুতরাং নিশ্চিত হইল বিদ্রোহিতা-বিঘটিত ব্যাঘাতবশত ডাক গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হওয়াতেই এতদ্রূপ বিলম্ব হইয়াছে, বোধ করি ভবিষ্যতে আর এরূপ হইবেনা।

গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত-সংবাদের সারমর্ম্ম।

নং ৩৫১।

ইলেক্‌ট্রিক টেলগ্রাফ যোগে শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকট হইতে আগত।

লক্ষ্ণৌ হইতে ২৩ নবেম্বর দিবসের প্রেরিত সংবাদ ২৭ নবেম্বরে কাণপুরে আইসে, তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

গত রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির গেরিসন এবং তৎসহকারি সেনাদিগকে অযোধ্যার সৈন্য সমূহের সম্মুখ হইতে হটাইয়া লইয়া দেলকোষায় আনয়ন করিয়াছি। শ্বেতাঙ্গনা, আহত ব্যক্তি, বন্দিয়ান রাজভাণ্ডার, নগদ ২৩ লক্ষ টাকা এবং যে সকল উত্তমোত্তম তোপ গ্রহণযোগ্য বোধ হইল তাহা আমার শিবিরে আনিয়াছি। রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে অনেক তোপ নষ্ট হইয়াছে, শুদ্ধ মূল্যবান কয়েকটা তোপ অতিশয় শ্রম সহকারে আনীত হইয়াছে, আমাদিগের কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা আমাদিগের সঙ্গেই আছে।

নং ৩৫৬।

কাণপুর ২৭ নবেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘণ্টা।

জেনরল উইণ্ডহ্যাম সাহেবের নিকট হইতে কলিকাতায় আগত।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

আলমবাগের সংবাদ শুভ, দুই দিবস হইল জেনরল হেবলক সাহেব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কাণপুর ২৭ নবেম্বর।

প্রধান সেনাপতি সাহেবের অনুমত্যানুসারে কাপ্তেন ব্রুস সাহেবের দ্বারা লিখিত পত্রের মর্ম্ম।

কলিকাতাস্থ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

প্রধান সেনাপতি সাহেবের আদেশ ক্রমে ২৪ নবেম্বর তারিখে গেরিসন ও তৎসহকারি বহু সংখ্যক সৈন্য সহ আমি নিরাপদে আলমবাগে পঁহুছিয়াছি, জাগামি পরশ্ব্যবনী নামক স্থান আক্রমণার্থ যাত্রা করিব, এখানে স্যার জেমস ঔটরাম সাহেব কতিপয় সৈন্য শ্রেণী লইয়া অবস্থান করিবেন।

এমত জনরব যে লার্ড কেনিং বাহাদুর ডিসেম্বর মাসে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ সত্য কি না আমরা তাহা নিশ্চয় জানিতে পারি নাই, ফলতঃ সংপ্রতি যেরূপ সমর উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার তথায় গমন করাই কর্ত্তব্য বটে, কারণ তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিলে শীঘ্র শীঘ্রই সমস্ত বিষয়ের পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন। উপস্থিত কোনো কার্য্য সম্পন্ন করিতে আর কিছু মাত্রই বিলম্ব হইবেনা, এই উপকার সামান্য উপকার নহে।

শুভান্নপ্রাশন।

আমরা পরমানন্দ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, সপ্তক্ষীরানিবাসি কাশীপুরবাসি ধনরাশি ধার্ম্মিকবর সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরি মহাশয় আপনার প্রাণাধিক পৌত্রদ্বয়ের শুভান্নপ্রাশন কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুনির্ব্বাহ করিয়াছেন, ঘড়া, তৈল, থালা, সন্দেস ইত্যাদি সামাজিক সর্ব্বত্রই বিতরণ করিয়াছেন, গত রজনীতে নৃত্য গীতের ব্যাপার অতি উত্তমরূপেই হইয়াছে, সম্ভ্রান্ত সাধু সমূহের সমাগমে সংগীত সমাজের শোভা সাতিশয় সুন্দর হইয়াছিল, ভোজনাদি সমস্ত ব্যাপারেই সংপূর্ণরূপ সুখ্যাতি হইয়াছে।

প্রস্রাবের দণ্ড।

আমরা শ্রবণ করিলাম, গত শুক্রবার দিবসে সদর রিবিনিউ বোর্ডের সাল্‌টডিপার্টমেণ্টের জনেক বাঙ্গালি কেরাণী কম্পৌণ্ডের মধ্যে প্রস্রাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই অপরাধে আপাততঃ তাহার ৫ পাঁচ টাকা দণ্ড হইয়াছে, ভবিষ্যতে যদি আবার এরূপ কর্ম্ম করেন, তবে একেবারে পদচ্যুত হইবেন। ঐ সাল্‌টকেরাণী যৎকিঞ্চিৎ ফাল্‌ট করিয়া যখন এতদ্রূপ এসাল্‌ট বৎ ইন্সাল্‌ট প্রাপ্ত হইলেন, তখন সকলে সাবধান সাবধান।

উক্ত বোর্ডের জনেক পেয়াদা আফিমের পাশে কোনোরূপ গোলযোগ করাতে পদচ্যুত হইয়াছে।

বোম্বেরাজ্যের আফিমের বণিকেরা ইণ্ডোর দিয়া অহিফেন আনয়ন না করিয়া আমিদাবাদ দিয়া আনিবার প্রার্থনায় যে এক আবেদন পত্র প্রদান করেন বোম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বণিকদিগের উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের প্রতি অবশ্যই কোনো কারণ থাকিতে পারে।

বিলাতের পত্রে ব্যক্ত করে রুসিয়ার মহারাজ আপনাকে ইউরোপের রক্ষাকর্ত্তা বিবেচনা করত ভারতবর্ষের বিদ্রোহিতা নিবারণ জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ ৫০০০০ সেনা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর শান্তিরক্ষক-কর্ম্মচারিদিগের সচ্চরিত্র ও কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা পাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত কর্ম্মচারিরা পদশূন্য জন্য উচ্চ পদাভিষিক্ত হইলেও পারিতোষিক হইতে বঞ্চিত হইবেননা, এই সংবাদে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

আত্মহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯৮৪ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ১ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৫। ৫৬ সালের পয়দায়শী আফিমের দ্বাদশ নীলাম হইবেক, এবং ঐ নীলামে ৩৬৯৮ সিন্ধুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ২৫৫৮
বানারসের পয়দায়শী আফিম ১১৪০

জুমলা সিন্ধুক ৩৬৯৮

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৬ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগির টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিম্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৭ সালের ৯ এবং ১৯ ডিসেম্বর এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল, অতএব নীলামী খরিদারান যে সকল প্রমিস্যরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসীদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী মাতব্বরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৭ সালের ৯ ডিসেম্বর বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না, এবং ঐ আফিমের লাটখালাসি সববে কিম্মতের পুরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসীদ সন ১৮৫৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না।

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উইলিয়ম সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ২৩ নবেম্বর।

W. GREY,
Offg. Jr Secretary.

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ছয় খান ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতানুসারে পবলিকসেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি পরগণে শুজামুটীর অধীন ও শুজামুটীর শামিল কাজোলীগড় নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী ও কয়েক খানা পর্ণ-কুটীর এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১০০ এক শত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার চতুর্দ্দিগে গড় আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অ-

ধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত কাছারি বাটী তাহা মাটির প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাতে অনেক পুষ্প বৃক্ষ এবং মৌতোবি-পুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী এবং পাকা ঘাট ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান নানাপ্রকার বৃক্ষ এক পর্ণকুটীর এবং দিঘি পুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণী ভূমি অনুমান ৩২ বত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মধ্যে সহর মেদিনীপুরের শামিল শুজাগঞ্জবাজার নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত এক তালা বৈঠক খানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি পরগণে শুজামুটীর শামিল চাকলা হিজালীর মধ্যে যে এক তালুক লাট নম্বর ১৭০৯ যাহা মহাল বাজকুল নামে বিখ্যাত এবং যাহার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ৩৭১৫০৸৵৮ সাঁইত্রিশ সহস্র এক শত পঞ্চাশ টাকা পোঁনেরো আনা আট গণ্ডা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক তালুক আছে লাট নম্বর ১৭১০ যাহা কিসমত বাজকুল নামে বিখ্যাত এবং যাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ৩৩৬।৵৮ তিন সহস্র তিন শত একশটি টাকা ছয় আনা আট গণ্ডা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক তালুক আছে লাট নম্বর ২০৫৮ যাহা গৌরাঙ্গচক নামে বিখ্যাত এবং যাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ১০৬২৵৪ এক সহস্র বাশট্টি টাকা দুই আনা চারি গণ্ডা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক তালুক আছে লাট নম্বর ২০৮৯ যাহা দুর্গাচক নামে বিখ্যাত এবং যাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ১০৩৭৸৩।। এক সহস্র সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা এক গণ্ডা দুই কড়া তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক তালুক আছে লাট নম্বর ২০৯০ যাহা বাশুলিচক নামে বিখ্যাত এবং যাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ৬৫৪৸৮ ছয় শত চুয়ান্ন টাকা বারো আনা আট গণ্ডা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক তালুক আছে লাট নম্বর ২০৯১ শ্যামাচক নামে বিখ্যাত এবং যাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ৬০৮৸৩ ছয় শত আট টাকা তিন আনা তেরো গণ্ডা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা

উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক তালুকআছে লাট নম্বর ২৬২০ যাহা রাধাপুর নামে বিখ্যাত এবং যাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ৬০৭।।/২ ছয় শত সাত টাকা নয় আনা দুই গণ্ডা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী পুরাসুন্দরী দেবী ও যদুনাথ চট্টোপধ্যায় এবং শ্রীমতী সর্ব্বসুন্দরী দেবীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি চব্বিশ পরগণার শামিল যে সকল জমীদারি পরগণে কিসমতে বাজিতপুর নামে বিখ্যাত যাহা আট পরগণায় বিভক্ত এবং যাহাতে অন্যূন পাঁচশত বাশট্টি মৌজা আসলি ও দখলি, এবং চব্বিশ পরগণার কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তায় ৯৬১ নম্বরী তৌজিতে যাহা লিখিত আছে তাহার সদর মালগুজারি কোম্পানির ১৭৪৭৯।।/০ আনা তাহাতে ও তাহার মধ্যেও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী পুরাসুন্দরী দেবী ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী সর্ব্বসুন্দরী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON.
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন
সরিফ।

কলিকাতা
২৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

নম্বর ৫৮।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

বিলাতি লণ্ডন আফিশ আল্ ডারমান্স য়াক নামক স্থান স্থিত এই ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের নবম হাপ ইয়ারলি অর্থাৎ ছয় মাসিক সভা ৩০ অক্টোবর ১৮৫৬ সালে হয় সেই স্থানে সকল অংশিদারে উপস্থিত হইয়া এই ধার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব।

এই যে ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানির যে সকল গ্রাহকেরা ২০ পৌণ্ড সংপূর্ণ প্রদান করিয়া অংশিদার হইয়াছেন তাঁহাদিগের সেই টাকা মূলধনের সহিত সম্বলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরগণেরা এই অবধি এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন যে অংশিদারেরা সংপূর্ণ ২০ পৌণ্ড প্রদান করিলেই তাঁহারা অধ্যক্ষদিগের সম্মতিক্রমে অংশিদারদিগের নাম ও আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের টাকা মূলধনে গ্রহণ পারিতে করিবেন।

অংশিদারদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

প্রাগুক্ত প্রস্তাব অনুসারে গ্রাহকগণেরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের রসিদ জমা দিবেন এবং সংপূর্ণ প্রদানীয় টাকার সারটি ফিকেট যাহা এই আফিসে প্রস্তুত আছে আগমন করিলেই রসিদের পরিবর্ত্তে উক্ত অংশের সারটি ফিকেট প্রাপ্ত হইবেন।

এজেণ্ট সাহেবের স্বাক্ষর ব্যতীত ভারতবর্ষে মূলধনের সার্টিফিকট কেহ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।

EDWARD PALMER.
Agent.
কলিকাতা
ইষ্ট ইণ্ডিয়া
রেলওএ কোং আফিস
২৯ নং থিএটর ইষ্ট্রীট
২৩ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

পোষ্ট-আফিসের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, বাঙ্গি পার্সেল মাত্রেই সরকারি রেজেষ্টরি দ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে অতএব প্রেরকগণের চারিআনা মাসুল দিয়া পুনরায় রেজিষ্টরি করিবার প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ সাধারণ বাঙ্গি পার্সেল যেরূপ যত্ন সহকারে প্রেরিত হয়, মাসুল দিয়া রেজিষ্টরি করিলে তাহার

প্রতি অধিক যত্ন বা সাবধান প্রদর্শিত হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অনর্থক মাসুল দিয়া রেজিষ্টরি করিবার আবশ্যক নাই।

C. K. DOVE,
Offg. Post master General
of Bengal.

সি, কে, ডব।
আফিসিএটীং পোষ্ট মাষ্টর
জেনরল সুবে বাঙ্গালা।

Camp.
The 16th Novr. 1857.

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

হাজারিবাগ যাইবার জন্য একজন নক্সাওয়ালা ও এষ্টিমেটর প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে। পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় চিত্রকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অতি সুলভ মূল্যে উত্তমরূপে প্রতিমূর্ত্তি সকল চিত্রিত করিতেছেন, যে, কোনো মহাশয়ের চিত্রিত করাইবার বাঞ্ছা থাকে বাঙ্গাল আফিসে স্বয়ং গমন অথবা পত্র দ্বারা আহ্বান করিলে অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"মালতীমাধব,, "মুদ্রারাক্ষস,, "মৃচ্ছকটিকা,, মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনুবাদ শেষে মুদ্রিত হইলে বিনামূল্যে বিতরণ করিব, অতএব অন্য কেহ ইহাতে হস্তার্পণ করিবেননা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদপ্রভাকর

১৭ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দৈনিকাঙ্কঃ ১০৯

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রাজ-বিরোধি সরদার, শুবেদার ও কতকগুলী প্রজাপুঞ্জের সহিত সংযুক্ত হইয়া সিপাহি-সেনারা যৎকালে বিদ্রোহিতা আচরণ করে তৎকালীন যে তাহারা কেবল ইংরাজজাতির উপরেই অতিশয় নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুররূপে অত্যাচার করিয়াছে এমত নহে, তাহারা রাজানুগত তত্রস্থ সমস্ত বাঙ্গালির উপরেও সমানভাবে সেই প্রকার অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা ইংরাজদিগের ও ইংরাজ স্ত্রী বালক বালিকাদিগের প্রতি যদ্রূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, বাঙ্গালি ও বাঙ্গালি স্ত্রী বালক বালিকার প্রতিও অবিকল সেইরূপ করিয়াছে, বরং বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের উপর আরো অধিক নিন্দিত ঘৃণিত ভয়ঙ্কর পিশাচবৎ অন্যায় আচরণ করিয়াছে, অর্থাৎ বলের দ্বারা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, পতির সম্মুখেই সতীর সতীত্ব সংহার করিয়াছে। আহা! কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা, যাহারা মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়াছে, তাহারা যে জগদীশ্বরের জগতীপুরে বিরাজ করিয়া এতদ্রূপ অভাবনীয় অচিন্তনীয় অনুচ্চার্য্য অসৎ কর্ম্মের সূত্রসঞ্চার করিবে কস্মিন্ কালে কাহারো মনের মধ্যে এরূপ ভাবের উদয় হইতে পারেনা। —হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? তুমি স্বচক্ষে এই সমুদয় সন্দর্শন করিয়া অদ্যাপি সহ্য করিয়া রহিয়াছ? উক্ত দুরাত্মারা তোমা কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়া মনুষ্য নাম ধারণ পূর্ব্বক কি প্রকারে এবম্ভূত ভীষণতর কুপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইল? তুমিই কি স্বয়ং এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তি প্রদানের কর্ত্তা হইয়াছ? তুমি চেতন রূপে চেতনের মনে বিরাজ করিয়া থাক, তবে তাহারা কি জন্য এতদ্রূপ উন্মত্ত ও জ্ঞানান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচার সাধন করিতেছে? তুমি সর্ব্ব শক্তিমান ভগবান। এই ক্ষণে তুমি কি ঐ দুরাত্মা বিদ্রোহি-বৃন্দের কার্য্য সঞ্চালন-রূপ কৌশলের দ্বারাই স্বীয় সর্ব্বশক্তিমত্তা-শক্তির পরিচয় দিয়া সর্ব্বশক্তিমান নামের গৌরব প্রকাশ করিতেছ? তুমি ইচ্ছাময়। অতএব ইচ্ছাময় হইয়া এই প্রকার ইচ্ছারূপ-কার্য্যের দ্বারাই কি ইচ্ছাময় নামের মহিমা বৃদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইয়াছে? হে নাথ! আমরা আস্তিক এজন্য বলি, "ঈশ্বরোঽস্তি" যাহারা নাস্তিক, তাহারা বলে "ঈশ্বরো নাস্তি"। আহা! তুমি নাস্তিকের "নাস্তিরূপ ঈশ্বর" কি আমাদের ঈশ্বর? তাহার কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারিলামনা। তুমি আছ? না, না? না-না, তুমি আছই। না-না, তাহা হইলে নানা কেন নানা পাপের পাপী হইবে? তুমি থাকিলে তোমায় ডাকিলে তুমি কি তাহা শুনিতে পাইতে না? তুমি কি আমারদিগের অধীর করিয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্তই বধির হইয়াছ? ধর্ম্মান্ধ দিগের কার্য্য কি কিছুই দেখিতে পাওনা? একেবারেই অন্ধ হইয়াছ? হা! হাঁ বটেবটে, তোমার মনে কি আছে তাহা আমরা কি প্রকারে জানিতে পারিব? আমরা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি তাহা আমরা জ্ঞাত নহি? তুমি অপরাধ ভঞ্জন, সেই অপরাধ ক্ষমা কর, আমরা কি তোমার সন্তান নহি? আমারদিগের অকৃত অপরাধে কেনই এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতেছ? তুমি কি আর লক্ষ লক্ষ

মানব মানবীকে অন্ন জল ও আহার-দান দ্বারা প্রতিপালন করিতে পারনা? তোমার সৃজিতা পৃথিবীও কি আর এই ভার বহন করিতে পারেননা? তুমি আর কিছুতেই কি বসুমাতার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারনা? এই জন্যই কোটি কোটি প্রাণির মাংস এবং রুধির দ্বারাই তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছ?—হে দয়াময়! যদি আমরাই অথবা আমারদিগের রাজেশ্বরেরাই তোমার বিষদৃষ্টে পতিত হইয়া থাকি বা থাকেন, কিন্তু এতদ্দ্বারা এই উভয়পক্ষের স্ত্রী-বালকেরা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি অনর্থক কেন তাদের সর্ব্বনাশ করিতেছ? যাহাহউক, দোহাই, ঈশ্বর, দোহাই দোহাই, এইক্ষণে তুমি আমারদিগের রাজা প্রজা উভয়ের প্রতি অনুকূল হইয়া ভারতরাজ্যে পূর্ব্ববৎ শান্তি সংস্থাপন কর।

হে পাঠকগণ! এইস্থলে দুঃখের কথা স্মরণ করিতে কেবল মরণের চরণ শরণ লইতেই ইচ্ছা করে। আমরা নিতান্তই কাতর হইয়া নিম্নস্থ কয়েকটি মর্ম্মান্তিক পীড়াকর সংবাদ প্রকাশে বাধিত হইলাম।

হালি-শহর-নিবাসি একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বহুকালপর্য্যন্ত "ইটয়া" জিলার কালেক্টরি আফিসে হেড-কেরাণীর কর্ম্ম করিতেন, যে দিবস তথায় বিদ্রোহিতা ঘটনা হয় সেই দিবস তিনি খাজনাখানা রক্ষার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত পণ করেন, সাহেবেরা সকলে পূর্ব্বেই পলায়ন করেন, তিনি তৎকালে পলাতক হন নাই, সিপাহিরা কালেক্টরিতে কেবল নগদ ৬০০০০ টাকা মাত্র রাখিয়া যায়, বোধ হয় তাড় তাড় যাওয়াতে তাহা ফেলিয়া গিয়া থাকিবে, অথবা দেখিতে পায় নাই, উক্ত কেরাণী বাবু সেই টাকাগুলীন তথাকার জমিদারের নিকট জমা করিয়া দেন, জমিদার বিদ্রোহিদিগের সরদার হইয়া গোপনে গোপনে তৎসমুদয় "উনরায় স্বাহা" করিলেন। কেরাণী মহাশয় বহুকষ্টে প্রায় ৫০০০০ টাকার বিষয় করিয়াছিলেন, দুর্জ্জনেরা তাঁহার সেই যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল কপর্দ্দক কড়া পর্য্যন্ত কিছুই রাখে নাই, তাঁহাকে এবং পরিবার সকলকে কেবল এক এক খানিমাত্র কপ্নি প্রদান করিয়া বিদায় দিয়াছে, তিনি তাঁহার জননী এবং আর কয়েক জন নিঃস্ব হইয়া অনেক দুঃখে শুদ্ধমাত্র প্রাণ লইয়া বাটী আসিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহারদিগের যেরূপ কষ্টে দিনপাত হইতেছে, তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে কেবল নয়নীরে নিমগ্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণের বৃদ্ধা মাতা ধনের শোকে ক্ষিপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণটিও স্বয়ং ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন।

উক্ত হালিশহর অর্থাৎ কুমারহট্ট নিবাসী কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন, এই কলিকাতার নিকট চন্দ্রবেড়ে অথবা অপর কোনোস্থান-বাসী ভজহরি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহকারি কেরাণী ছিলেন, বিদ্রোহি দুর্জ্জনেরা উক্ত উভয়ের যথা সর্ব্বস্ব ও স্ত্রী-পরিবার পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছে কাশীনাথের হাতে তরবালের আঘাত করে, ভজহরির হাতের পৌঁচাটি কাটিয়া দেয়, উক্ত ভজহরি জগদীশ্বরেচ্ছায় প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া কোনোপ্রকারে দেশে আসিয়াছেন, তিনি বাটী গমন কালে হালিশহরের কালিকাতলার বাজারে উঠিয়াছিলেন, ধন ও পরিজন বিচ্ছেদে তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ বিকল হইয়াছে, তিনি উল্লেখিত কাশীনাথের কয়েক জন আত্মীয়ের নিকট কহিয়া যান, যে, "কাশীনাথের হাতের একটি অঙ্গুলি গিয়াছে, স্ত্রী প্রভৃতি সকলি গিয়াছে, তিনি রেসিডেন্টের আঁস্তার ঘরে লুকাইয়া রহিয়াছেন, আমার অবস্থা সকলে প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। এক খানি কপ্নি পরা, স্ত্রী পর্য্যন্ত নাই।,,

চাণকের সান্নিধ্য চন্দননগর অথবা নবাবগঞ্জ বাসি কায়স্থ জাতীয় দুই তিন সহোদর অযোধ্যা-রাজ্যে ব্রিটিসাধীনে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারদিগের পরিবার সঙ্গে ছিল, বিদ্রোহ ঘটনা সময়ে সেই পুরুষ কয়েকটি অনুদ্দেশ হইয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারা জীবিত নাই, একজন কৃতজ্ঞ ভৃত্য বেহারা বহু বহু স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব এবং জীবন রক্ষা করতঃ বহু কষ্টে করিয়া আনিয়া বাটীতে পঁহুছিয়া দিয়াছে। তাহারদের জলপাত্র পর্য্যন্ত নাই।

বারাসিতের নিকট মাজেরণী ও সিমলা বালি চারি পাঁচ জন বাঙ্গালি কাণপুরের নিকট হইতে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক বিস্তর কষ্টে ভিক্ষাহারে, নিরাহারে ও নীরাহারে রক্ষা পাইয়া দেশে আসিয়াছেন।

দিল্লীর নিকটস্থ কোনো স্থান হইতে দুই ব্যক্তি বাঙ্গালি আসিয়াছেন, জনরবে শ্রুত হইলাম সিপাহিদিগের চর্ম্মপাদুকার আঘাতে তাঁহারদিগের পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম সকল ছেদ হইয়া গিয়াছে।

কুমারহট্ট নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী হতসর্ব্বস্ব হইয়া দেশে আসিয়াছেন, সিপাহিরা তাঁহাকে একখানি কপ্নি দিয়া নিমাই-সন্ন্যাসী সাজাইয়া বিদায় দিয়াছে।

জনরবে শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ এরূপ কহিতেছেন "যে সমস্ত বাঙ্গালি পর্ব্বে স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন লইয়া আগ্রার দুর্গে ছিলেন, হান সংকীর্ণতার কষ্ট অথবা অপর কোনো হেতু বশতঃ তাঁহারা কেল্লা ছাড়িয়া একটা প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানবাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, দুষ্ট দুরাত্মারা তথায় পড়িয়া সুন্দরী স্ত্রীদিগের হরণ করত অপর সমস্ত স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকার প্রাণ নাশ করিয়াছে,, প্রার্থনা করি এই সংবাদটি মিথ্যা হউক।

আমারদিগের লেখনী আর চলেনা, হাত আর সরেনা, যাহাহউক, বর্ত্তমান বিপদে ইংরাজ জাতির সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালিদিগের সর্ব্বমতে সমান দুরবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই বিপদে ইংরাজ জাতির ন্যায় শত শত বাঙ্গালি পরিবার সর্ব্বপ্রকারেই সমান দুঃখে হাহাকার করিতেছে, তাহাও মিথ্যা নহে। অতএব ইংরাজ অনাথা ও অনাথ দীনহীনদিগের অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত চাঁদা দ্বারা যে প্রকারে মূলধন সঞ্চিত হইতেছে, বাঙ্গালি অনাথ ও অনাথাগণের দুঃখ দূর করণার্থ সেই প্রকার একটা অনুষ্ঠান করা অতি কর্ত্তব্যই হইয়াছে। এবিষয়ে দয়াময় গবর্ণমেণ্টের এবং সমুদয় ইংরাজ বাঙ্গালির আশুই তুল্যরূপ মনোযোগ করা আবশ্যক। প্রার্থনা করি শ্বেতসহযোগিগণ এই মতের পোষক হইবেন।

পাঠকগণ অতি মনোযোগে নিম্নস্থ সংবাদ দৃষ্টি করুন।

"২৪ নবেম্বর ১৮৫৭।,,

"মোং সুধারাম। জেলা ভুলুয়া।,,

"বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিয়া প্রেরণ করিব, চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সেনারা এই জেলায় আগমন করিলে বিলক্ষণ প্রতিফল প্রাপ্ত হইত, তাহার সকল প্রকার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, ঐ দুরাত্মারা এপথে কিম্বা কমিল্যারদিগে না যাইয়া পর্ব্বতীয় অরণ্য-পথে প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিপুরা এবং আগরতলার রাজবাটী গমনের রাস্তা বামভাগে রাখিয়া শ্রীহট্টেরদিগে যে এক তেমাতা রাস্তা আছে, সেইপথ দিয়া ছিলেটেরদিগে যাত্রা করিয়াছে, তাহারা চট্টগ্রামে গবর্ণমেণ্টের যে ২৮৭২১০ টাকা এবং তত্রস্থ ঠাকুরবন্ধ জমাদার নামক এক ব্যক্তির যে ১২০০০ টাকা লুঠ করিয়াছিল সেই সমস্ত অর্থ বন্দিদিগের স্কন্ধে দিয়া লইয়া যাইতেছে, দুষ্টেরা গবর্ণমেণ্টের যে তিন-টা হাতি লইয়াছিল, সেই কয়েক টি হস্তি পর্ব্বতের পথেই পরিত্যাগ করিয়াছে। এইক্ষণে তাহারা কোথায় যাইতেছে তাহার নিশ্চয় সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।,,

"ঢাকার বিদ্রোহি সেনারদিগের সহিত যুদ্ধ করাতে কয়েকজন নাবিক সেনা আহত হয় এবং ডাক্তার সাহেবের জানুদেশে গুলি লাগাতে তিনি আঘাতী হইয়াছেন, এ কারণ তাঁহার চিকিৎসার জন্য অদ্য এই ভুলুয়া হইতে এখানকার ডাক্তার সাহেব ডাকযোগে ঢাকানগরে গমন করিলেন।,,

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

"মেং মিউর সাহেব ১৬ নবেম্বর দিবসে আগ্রা হইতে কাণপুর প্রবাসি মেং সিয়ারর সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম।

আর, এস, রিড সাহেব দিল্লী নগরে গমন করিয়াছিলেন, তিনি কহেন আমি গত দিবসে দিল্লীর রাজাকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি অতিশয় পীড়িত ও ক্লিষ্ট আছেন এবং সংবাদ পত্রে তাঁহার যেরূপ অবস্থার কথা প্রকাশ হয় তিনি তদ্রূপ উত্তম অবস্থাপন্ন নহেন,,।

ফতেপুরের পত্রে দৃষ্ট হইল "সংপ্রতি বিদ্রোহিগণ লক্ষ্ণৌ ও কাণপুরের মধ্যবর্ত্তি স্থলের বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের তার পুনর্ব্বার ছেদন করিয়া দিয়াছে।— ১৬ নবেম্বরের পর আর কোনো সংবাদ আইসে নাই,,।

"গোয়ালিয়ারের বিদ্রোহিরা কাণপুরের নালারধারে উপনীত হইয়াছে। সংবাদদাতা লেখেন আমি লিখিবার সময়ে অতি বিপর্জ্জয় তোপের শব্দ শ্রবণ করিয়াছি,,।

গাজিপুরের কোনো সংবাদ দাতা "লেখেন প্রায় দ্বাদশ সহস্র গোয়ালিয়ারের বিদ্রোহি সেনা বহু সংখ্যক তোপ সমভিব্যাহারে তিন দলে বিভক্ত হইয়া তিন দিগ হইতে কাণপুরে আসিতেছে। তাহারদিগের সঙ্গে বহু সংখ্যক তোপচালক সৈন্য আছে। লক্ষ্ণৌ নগর হইতে ইউরোপীয় স্ত্রী বালকেরা অদ্যাপি কাণপুরে উপনীত হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত কাণপুরে কোনো কোনো ইংরাজ পরিবার আছেন।,,

---

বারাণসী হইতে আগত পত্রে ব্যক্ত হয়, রাওতলিরায় ও ভৈরব প্রসাদ নামক দুইজন ভাগ্যধর বিদ্রোহির সকল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে ইতিমধ্যে আর কোনো সংবাদ আইসে নাই। মধ্যভারতবর্ষের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব আপনার ষ্টাফ অর্থাৎ অধীন কর্ম্মচারিদিগের সহিত চণ্ডালগড়ে গমন করিয়াছেন। ৩৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একজন বিদ্রোহি সেনার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। আর দুই তিন জন বিচারাধীনে আছে, তাহাদেরো ঐরূপ দণ্ড হইবেক। কাপ্তেন লংডন সাহেব গোরখা সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, বোধ হয় তাহারা অতি শীঘ্রই বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক।

সাঁওতাল এবং অরণ্যবাসি আর আর জাতিদিগের আশঙ্কা নিবারণার্থ রাণীগঞ্জে নিয়তই দুইটি বিলাতি রেজিমেণ্ট থাকিবেক। তাঁহারদিগের বাসের জন্য, ভজনার জন্য এবং চিকিৎসার জন্য পাকা বারিক, গিরীঙ্গাঘর এবং চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের অনুমতি হইয়াছে। ঐ স্থলে প্রকৃত একটি জিলা স্থাপিত হইবেক, কিছু দিন পরে তাহার জন্য ফৌজদারি আদালত এবং কালেক্টরি কাছারিবাটী প্রস্তুত হইবেক।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকাল

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

॥ সত্যাংমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমরাঙ্গনাবিরচিতং গুঞ্জন্মনোহরদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৵০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯৮৫ সংখ্যা] বুধবার ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টাকামাত্র।

নম্বর ৫৮।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

বিলাতি লণ্ডন আফিস আল্ ডারমান্স য়াক নামক স্থান স্থিত এই ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের নবম হাপ্ ইয়ারলি অর্থাৎ ছয় মাসিক সভা ৩০ অক্টোবর ১৮৫৬ সালে হয় সেই স্থানে সকল অংশিদারে উপস্থিত হইয়া এই ধার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব।

এই যে ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানির যে সকল গ্রাহকেরা ২০ পৌণ্ড সংপূর্ণ প্রদান করিয়া অংশিদার হইয়াছেন তাঁহাদিগের সেই টাকা মুলধনের সহিত সম্বলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর গণেরা এই অবধি এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন যে অংশিদারেরা সংপূর্ণ ২০ পৌণ্ড প্রদান করিলেই তাঁহারা অধ্যক্ষদিগের সম্মতিক্রমে অংশিদারদিগের নাম ও আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের টাকা মূলধনে গ্রহণ পারিতে করিবেন।

অংশিদারদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

প্রাগুক্ত প্রস্তাব অনুসারে গ্রাহকগণেরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের রসিদ জমা দিবেন এবং সংপূর্ণ প্রদানীয় টাকার সারটি ফিকেট যাহা এই আফিসে প্রস্তুত আছে আগমন করিলেই রসিদের পরিবর্ত্তে উক্ত অংশের সারটি ফিকেট প্রাপ্ত হইবেন।

এজেণ্ট সাহেবের স্বাক্ষর ব্যতীত ভারতবর্ষে মুলধনের সার্টিফিকট কেহ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।

EDWARD PALMER.
Agent.

কলিকাতা
ইষ্ট ইণ্ডিয়া
রেলওএ কোং আফিস
২৯ নং থিএটর ইষ্ট্রীট
২৩ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.
জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার
সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা।
১৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

হাজারিবাগ যাইবার জন্য একজন নক্সাওয়ালা ও এষ্টিমেটর প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে। পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"মালতীমাধব,, "মুদ্রারাক্ষস,, "মৃচ্ছকটিকা,, মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনুবাদ শেষে মুদ্রিত হইলে বিনামূল্যে বিতরণ করিব, অতএব অন্য কেহ ইহাতে হস্তার্পণ করিবেননা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদ প্রভাকর

১৮ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া আনন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বর্দ্ধমানের সুযোগ্য যশস্বী ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অতি প্রশংসিতরূপে স্বকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহার চরিত্র যেমন পবিত্র, কার্য্যও সেইরূপ নির্ম্মল, তিনি নিরক্ষেপ স্বভাবে অতি স্থির এবং ধীর হইয়া বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করেন, ইহাতে কোনোবিষয়ে কোনো অংশে কোনো দিগে কিছুমাত্রই দোষ হয় না, সুতরাং বাদি, প্রতিবাদি, মোক্তার, উকীল এবং দর্শকাদি সর্ব্ব সাধারণেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সতত সুখ্যাতি ঘোষণা করিয়া থাকেন। আমারদিগের সুবিবেচক রাজপুরুষেরা এইক্ষণে যোগেশ বাবুকে বর্দ্ধমান হইতে স্বতন্ত্র এক "মহকুমায়" প্রেরণ করণে কিজন্য বিলম্ব করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান নূতন প্রধান সদর আমীন মহাশয় তথায় গমন পূর্ব্বক আপনার কার্য্যনৈপুণ্য এবং সচ্চরিত্র জন্য অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সর্ব্বসাধারণের প্রিয় ও অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছেন।

সুধারাল প্রবাসি বন্ধুর পত্র আমরা সাতিশয় সমাদর সহযোগে অবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।
মোং সুধারাম জেলা ভুলুয়া।
জগন্মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকরসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এখানকার বিপদের সম্বাদ সময় সঙ্কীর্ণ থাকাতে তত্তৎকালে লিখিতে অক্ষম হইয়াছিলাম, এক্ষণে সময় প্রাপ্ত হওয়াতে সমুদয় বৃত্তান্ত লিখিতেছি. জেলা চট্টগ্রামে ৩৪ সংখ্যক ৩ কোম্পানি হিন্দুস্থানীয় সিপাহি ছিল, তাহারা ১৮ নবেম্বর রাত্রি ১০ ঘটিকা সময়ে বিদ্রোহি হইয়া তথাকার গবর্ণমেণ্ট ত্রেজরি ও বন্দিশালা ভগ্ন করিয়া ত্রেজরির সমুদয় অর্থ অপহরণ করত এবং ঠাকুরবক্স জমাদার নামক একব্যক্তি দেশওয়ালি ধনী, উক্ত ত্রেজরির অতি নিকটেই বাস করিত, তাহার বাটী অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক লয়, এবং মেকজিন জ্বালাইয়া ঐ রাত্রেই ৩ ঘণ্টার সময় উত্তরাভিমুখে জিলা কমিল্যা ও ভুলুয়ার পথে আসিতে আরম্ভ করে, পরম মঙ্গলের বিষয় এই যে হাকিম সম্বন্ধীয় কোনো শ্বেতপুরুষ অথবা কোনো লোকের প্রাণের প্রতি হানি হয় নাই, কেবল বন্দিশালার একজন বরকন্দাজকে গুলি দ্বারা হত করিয়াছে, এই সম্বাদ ১৯ নবেম্বর রাত্রি ১০॥০ ঘটিকার সময় হঠাৎ এখানে পঁহুছিলে আমাদের অসীম সাহসী বীরবর মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সিমসন সাহেব সাল্ট এজেণ্ট শ্রীযুত পিকক সাহেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভুলুয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তথা শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সদর কাছারীতে আগমন পূর্ব্বক রাজা বাহাদুরের পক্ষের সদর নায়েব শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পাণি মহাশয় (যিনি বুদ্ধিকৌশলে সুখ্যাত) তাঁহার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক যুদ্ধোপযুক্ত লোকজন ও অন্যান্য রসদের দ্রব্যাদি আয়োজনের জন্য তাঁহাকে আজ্ঞা প্রদান করেন, সিপাহিদের এইদিগে আগমনাবরুদ্ধ জন্য পুলিস দারোগাদিগের নামে পরওয়ানা এবং সংবাদ আনয়ন জন্য তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহি লোক একজন প্রেরণ করেন, বড়ফেণি নদী (যাহা এই জিলার সীমা ও সিপাহিদের আগমনের পথ) সেপর্য্যন্ত ঘোটকের ডাক নিযুক্ত হয়, এবং প্রশংসনীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্ত রাত্রি জিলাতে ভ্রমণপূর্ব্বক সকল সংবাদ গ্রহণ করেন, লোক জমায়েত জন্য ঐ রাত্রেই ভুলুয়ার জমীদারি কাছারি হইতে চতুর্দ্দিগে সংবাদ প্রেরিত হয়, তদনুসারে তৎপর দিবসেই কর্ম্মক্ষম বলবান অস্ত্রশস্ত্র সহিত কেবল এই সুধারাম স্থলেই ৫০০ পাঁচশত, তদ্ভিন্ন অগ্রবর্ত্তি পথের স্থানে স্থানে পাঁচশতের অধিক লোক ভুলুয়ার জমীদারের পক্ষ হইতেই একত্র হয়, ফেণি নদীর সমীপস্থ কোম্পানি গঞ্জ নামক স্থানের পুলিস দারোগা চৌকীদার ও তালুকদারানের পক্ষের অন্যূন ৪০০। ৫০০ শত লোক সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হয়, ইহাতে আমাদের সদ্বিবেচক, বীরপুরুষ মাজিষ্ট্রেট সাহেব একেবারে স্থির করিলেন যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহি কৃতঘ্ন সিপাহিদের সহিত সংগ্রাম পূর্ব্বক তাহারদিগকে ধৃতকরিয়া উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন, এ অঞ্চলে অথবা জিলা কমিল্যাতে কদাচ তাহাদিগকে আসিতে দিবেননা, আর এমত ষড়যন্ত্র হইল, যে, সেই দিবসের রাত্রি মধ্যেই

পং ভুলুয়ার জমীদার রাজা বাহাদুরের কর্ম্মচারির তদ্বিরে আরো দুই সহস্র লোক সংগ্রহ হওনের সম্ভাবনা হইল, সকল রসদ প্রস্তুত হইল. সুতরাং শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেনাপতি হইয়া অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, ভুলুয়ার জমীদারি কাছারি অতি দৃঢ়তর অথচ সুধারাম প্রবেশের সম্মুখে পথিমধ্যেই স্থাপিত, এজন্য উক্ত কাছারিই কিল্লাস্বরূপ অবধারিত হইয়া তাহাতে শিবির স্থাপিত হইল, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, বিদ্রোহি সিপাহিরা এই সকল আয়োজন শ্রুত হইয়া এই দিগ কি কমিল্যার প্রকাশ্য পথে না আসিয়া জয়গোপালের হাট নামক স্থানের বারুয়ের ঢালা অর্থাৎ পর্ব্বতীয় অরণ্যপথ হইয়া পলায়ন করিল, শ্রুত হইল, যে, ঐ পথ দিয়া জিলা কমিল্যা, ত্রিপুরার রাজবাটী ও আগরতলা এবং তাহাকে বামে রাখিয়া একেবারে শ্রীহট্ট যাওনের যে তিনপথই আছে, এই সংবাদ আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব শ্রুত হইয়া অসীম দুঃখার্ণবে পতিত হইলেন, কেননা তাঁহার মানসিক প্রতিজ্ঞার ন্যায় গবর্ণমেণ্টের হিতকর কার্য্য সাধনের ঘটনা হইল না, কোনো বন্ধুর পত্রে অবগতি হইল, যে, অসৎ কৃতঘ্ন বিদ্রোহি সিপাহিরা গবর্ণমেণ্ট ত্রেজরির ২৮৭২১০ এবং ঠাকুরবক্স জমাদারের অন্যূন ১২০০০ হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের হস্তিশালা হইতে তিনটা হস্তি লইয়া ঐ হস্তি এবং কয়েদি লোকের দ্বারা সমস্ত মুদ্রা বহন করাইয়া লইতেছিল, কিন্তু তাহারা পর্ব্বতের রাস্তায় পলায়নকালে তিনটী হস্তি ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহারা কোন্‌দিগে যাইতেছে নিশ্চয় সম্বাদ পাওয়া যায়না, প্রাপ্ত মাত্রই লিখিব।,,

"সংপ্রতি আমার এইমাত্র বক্তব্য, যে, এই জিলাতে মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সিমসন সাহেবের ন্যায় অসমসাহসী বীরবর পুরুষ এবং পং ভুলুয়ার জমীদার শ্রীযুত রাজা বাহাদুর ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহার অনুবল না থাকিলে আমাদের জেলাতে প্রাণিমাত্র থাকিতনা, সকলেই পলায়ন করিত, সুতরাং দস্যুলোকের দৌরাত্ম্যে জিলাস্থ প্রজাপুঞ্জ ঘোর বিপদে পতিত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব ও সিপাহি কর্ত্তৃক সরকারি ত্রেজরি লুণ্ঠিত হইত, এবং দেশ একেবারে উচ্ছন্ন যাইত, এই ব্যাপারে ভুলুয়ার জমীদার রাজা বাহাদুরের অর্থ ব্যয়, ও তাঁহার কর্ম্মচারিদিগের সাহস ও পটুতা প্রকাশ অত্যল্প হয় নাই, ইহা অবশ্য মহাশয় অনুভব করিতে পারিবেন, সুতরাং শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার অনুবলদিগ্যে ধন্যবাদ দেওনে আমি কিরূপে যোগ্য হইব? পরমকারুণিক পরমেশ্বরই তাঁহাদের শ্রী, মান বৃদ্ধি করিবেন, পরিশেষে শ্রীলশ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা ও সাহসের এক দৃষ্টান্তস্থল এই মাত্র প্রকাশ করিতেছি, যে, তেঁহ এই সংবাদ আনিতে একাকী ঘোড়ার ডাকে ফেণিনদীর নিকট গমন করিয়া দুইঘটিকার মধ্যেই পুনশ্চ সুধারামে প্রত্যাগমন করেন, ঐ স্থল এখান হইতে ১০।১২ ক্রোশের ন্যূন হইবেকনা, এক্ষণে প্রার্থনা, যে, অকিঞ্চনের লিখন সংশোধন পূর্ব্বক এ ব্যাপারটী আপনকার জগদ্ব্যাপক প্রভাকরে প্রকাশ পূর্ব্বক চিরবাধিত করিবেন।,,

"পুং এই পত্র লেখা সমাপন হইলে এখনি সম্বাদ পঁহুছিল যে গত পরশ্বঃ দিবসে ঢাকার সিপাহিরা বিদ্রোহি হওয়াতে তথাকার নাবিক গোরা সেনাদের সহিত এক যুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহিদের অধিকভাগ নষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট পলায়নপর হইয়া থাকিবেক, নাবিক সেনাদের মধ্যে ১১ জনমাত্র আঘাতি হইয়াছে, এবং ডাক্তর সাহেবের জানুদেশে এক গুলি লাগে, এজন্য তথাকার কমিস্যনর সাহেব এখানকার ডাক্তর সাহেবকে পাঠাইতে আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লেখাতে ডাক্তর সাহেব অদ্যই ঢাকা রওনা হইলেন, ডাকের সময় উত্তীর্ণ হয়. সুতরাং অদ্য আর অধিক লেখনে অক্ষম হইলাম ইতি।,,

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

আমরা পত্রপ্রেরক মহাশয়কে নমস্কার প্রদান করিতেছি, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বেই যেন অপর বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রেরণ করিবেন।

ঢাকার সংবাদদাতা ইংরাজী পত্রে লেখেন "চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সেনারা কমিল্যার নিকটে শিবির স্থাপন করিয়াছে,, এই সংবাদ সত্য নহে, তজ্জন্য অপর কোনো প্রমাণ প্রদানের প্রয়োজন করেনা, সুধারামের পত্রপ্রেরক মহাশয়ের উপরোক্ত পত্রখানিই তাহার বিশিষ্ট রূপ প্রমাণ হইতেছে।

হিন্দুস্থানেরতো কথাই নাই; আবার বাঙ্গাল, বেহার, উড়িষ্যা কোনোখানেই আর গোলযোগ হইতে বাকী রহিলনা। আমরা এতদিন উৎকলের শাড়াশব্দ কিছুই প্রাপ্ত হই নাই, সংপ্রতি সেখানেও শঠতা ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। কটকের পত্রে লেখে "মৃত স্মাল মহম্মদের স্ত্রী রাজবিরোধিনী হইয়া অস্ত্র ধারণের অভিপ্রায়ে চিল্‌কার ধারে ৫ টী তোপ পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, কমিস্যনর সাহেব তাহার সন্ধান পাইয়া বহু শ্রমে সেই কামান কয়েকটী বাহির করিয়াছেন। ঐ পাপিনী কালসাপিনী যবনী অবশ্যই উচিতমত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক"।

আমরা বরিশালের পত্রে অবগত হইলাম, ঢাকার বিদ্রোহিতা শ্রবণে বরিশালস্থ সকলেই মহাভীত হইয়াছেন, অনেকেই নগর ছাড়িয়া মফঃসলে পলায়ন করিতেছেন।

উক্ত স্থানের প্রজারা অকারণ কেন এতদ্রূপ আশঙ্কা করিতেছেন? তাঁহারদের ভয়ের বিষয় কি? বিদ্রোহি সেনারা বহুবিধ বড় বড় নদ নদী অতিক্রম পূর্ব্বক কোনোক্রমেই তথায় আগমন করিতে পারিবেনা।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সার মর্ম্ম।

কাণপুর হইতে আগত ২৬ নবেম্বর দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেব আলমবাগ হইতে সসৈন্যে কাণপুরে প্রত্যাগমন করিতেছেন। অযোধ্যার সমর সমাধা হইয়াছে, তথাকার স্ত্রীবালক ও আহত সেনারা অদ্যাপি কাণপুরে উপনীত না হওয়াতে সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন পরে সংবাদ আসিয়াছে, গাড়ীর অভাবে প্রধান সেনাপতি তাঁহারদিগ্যে শীঘ্র শীঘ্র পাঠাইতে পারেন নাই।

কাণপুরের খালের ধারে যে তিন সহস্র বিপক্ষ সেনা আসিয়াছিল, সেনাপতি উইণ্ডহ্যাম সাহেব তাহারদিগ্যে পরাভব করিয়াছেন, ঐ যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষে ৭ জন সেনাপতি এবং প্রায় ৫০ জন সেনা হতাহত হইয়াছে বিপক্ষদলে বিস্তর সেনা ক্ষয় হইয়াছে।

ঐ দিবসীয় ফতেপুরের পত্রে লেখে গোয়ালিয়ার বিদ্রোহি সেনারা কাণপুর হইতে ৬ ক্রোশ ব্যবধান শিখণ্ডি নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহারা গবর্ণমেণ্টের সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, প্রথম দিবসের যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের ২০ জন, ও দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ৫ জন সেনা হত হয়, শত্রুদিগের অনেকে হতাহত হইয়া থাকিবে।

এমত জনরব, নানা সাহেব এবং কুমার সিংহ উভয়েই উক্ত সেনাদলের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এরূপ পরমার্শ করিয়াছেন, কুমার সিংহ ব্রিটিস সেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে নানা সেই অবকাশে কাণপুর অধিকার ও লুঠ করিবেন ২৬ নবেম্বর দিবসে কাণপুরে ২০০০ শ্বেত সৈন্য সমবেত হইয়াছে, তৎপক্ষে প্রতি দিবস দুই এক শত করিয়া উপনীত হইতেছে।

বল্লি নামক স্থানের সেতু রক্ষক থানাদার ও পুলিসের আমলাগণ বিপক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কয়েক দিনাবধি অযোধ্যা হইতে কাণপুরে কোনো সংবাদ আইসে নাই। শত্রুগণ আলমবাগ ও কাণপুরের মধ্যবর্ত্তি পথ অধিকার করিয়াছে। কাণপুর অঞ্চলে সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। বিদ্রোহিতা জন্য চাসারা এক বিঘা ভূমিও চাস করিতে পারে নাই।

ব্রিটিস সেনারা আজিমগড় হইতে হটিয়া বারাণসীতে আগমন করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া গবরনর জেনরল বাহাদুর কর্ণেল ফ্রাক্স সাহেবকে অবিলম্বেই আজিমগড় গমনে অনুমতি দিয়াছেন, তিনি আসিষ্টাণ্ট গেরিসন ইঞ্জিনিয়র লেপ্টেনাণ্ট ওয়াল সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিয়াছেন।

সিংহ ভূম।

সিনিয়ার আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর লেপ্টেনাণ্ট বর্চ সাহেব কতিপয় শীক সৈন্য সহিত "চক্রন্দপুর" গমন পূর্ব্বক পোরহাটের রাজাকে ধৃত করণের উদ্যোগ করেন, তাহাতে রাজার দেওয়ান কতকগুলীন শস্ত্রপাণি বন্যলোক লইয়া শীক সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করণে অগ্রসর হয়েন, বন্যজনেরা সুশিক্ষিত শীকেরদের বেগ ধারণে অক্ষম হইয়া শীঘ্রই পলায়ন করিল, পরে বর্চ সাহেব উক্ত দেওয়ানের প্রাণ দণ্ড করত অপরাপর রাজদ্রোহি বনবাসি জমিদারদিগ্যে ধৃত করিতে গমন করিয়াছেন পোরহাটের রাজা এপর্য্যন্ত ধৃত হয়েন নাই।

ঢাকা।

গত বৃহস্পতিবার দিবসে ঢাকা নগরে ৬ জন বিদ্রোহি সেনার ফাঁসি হইয়াছে, তন্মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ ছিল, দুর্জ্জনেরা ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিয়া এই কথা কহে "আমরা নির্দ্দোষি, বিনা দোষে গবর্ণমেণ্ট যেমন আমারদিগের প্রাণ দণ্ড করিলেন, তাহার সেইরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন।"

মহারাণীর ১৯ সংখ্যক দলের লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল রুক সাহেব এবং ৪২ সংখ্যক হাইলণ্ডর দলের কর্ণেল কেমিরণ সাহেব ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, যে কোনো বিদ্রোহির স্থানে যে কিছু সম্পত্তি থাকিবেক তাহা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন।

"রএল স্যাক্সন" নামক জাহাজে আষ্ট্রলিয়া উপদ্বীপ হইতে ১৯ টী উত্তম ঘোটক আসিয়াছিল, মিসুয়ার্সহণ্টর কোম্পানিরা ঐ উনবিংশতি ঘোটক ১৪৮৮০ টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন।

নীলমণি সিংহ দেও।

পঞ্চকোটির রাজা নীলমণি সিংহ দেও গোরা সেনার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বর্দ্ধমানে আনীত হইয়াছেন, তথায় অচিরাৎ তাঁহার বিচারারম্ভ হইবেক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিতপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৮৬ সংখ্যা] গুরুবার ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

"মালতীমাধব," "মুদ্রারাক্ষস," "মৃচ্ছকটিকা," মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনুবাদ শেষে মুদ্রিত হইলে বিনামূল্যে বিতরণ করিব, অতএব অন্য কেহ ইহাতে হস্তার্পণ করিবেননা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাদী এবং রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়, কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং কুমার কালীকুমার মল্লিক রায় প্রতিবাদি সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২১ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে প্রাগুক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় বনফিল্ড লেনের ২ নম্বরের ভবন বিক্রীত হইবেক, বিক্রয়ের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complainants Attornies.
ডেনম্যান ও হ্যাচ,
বাদিপক্ষের উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১০ নবেম্বর ১৮৫৭

সংবাদ প্রভাকর

১৯অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা জনরবে শুনিলাম, গত দিবস জেনরল পোষ্ট আফিস হইতে গবর্ণমেণ্টের পাটনাগামি বাণ্ডি পার্সেল ফিরে আসিয়াছে।

আমরা বিশেষরূপে অবগত হইলাম, বর্দ্ধমানের "সরবেয়ারি" কর্ম্ম সমাধা হইয়া গিয়াছে, একারণ তৎসংক্রান্ত সেরেস্তাদার, পেস্কার, মুহুরি, আমীন এবং চাপরাসি পেয়াদা প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যক্তি এককালীন পদচ্যুত হইয়া অর্থাভাবে অত্যন্তই ক্লেশ পাইতেছে। বিশেষতঃ এই দুর্ম্মূল্যের সময়ে বিষয়কর্ম্ম না থাকা যে প্রকার ভয়ঙ্কর কষ্টের ব্যাপার, তাহা সকলেই মনে মনে জানিতেছেন। অতএব আমরা বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি, ঢাকা অথবা দিনাজপুর প্রভৃতি যে কোনো স্থানে এপর্য্যন্ত সরবেয়ারি কার্য্য নিষ্পন্ন হয় নাই, কিম্বা জরীপের জন্য যে কোনো জিলায় নূতন সরবেয়ার নিযুক্ত হইবেন, অস্মদাদির দয়াময় গবর্ণমেণ্ট অনুকম্পা পুরঃসর ঐ সমস্ত পদশূন্য জনকে তথায় নিযুক্ত করিয়া দিন, তাহা হইলে উক্ত উপায়হীন দীন লোকেরা আর অন্নাভাব জন্য হাহাকার শব্দ করিবেনা।

সংপ্রতি বর্দ্ধমানে সরবেয়ারি-সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং হিসাবাদি সকল নিকেশ হইতেছে, তাহা নিষ্পন্ন করণার্থ সুবিজ্ঞোত্তম সুযোগ্য সুসম্ভ্রান্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়

কয়েক জন অতিরেক ঠিকে-লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমরা জনরবে শ্রুত হইলাম, "জেনরল এসেম্‌ব্লিস্ ইনিষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ আগামি সপ্তাহে একটা সভা করিবেন, সেই সভায় "হয়তো বিয়ে, নয়তো নিকে, দুই দফার এক দফা,, অর্থাৎ এস্পার কি, ওস্পার,, হয় বিদ্যাগারটী রাখিবেন, নয় একেবারেই তুলিয়া দিবেন,—উক্ত মহাপ্রভুরা দুইদলে ভুক্ত হইয়াছেন, একদল কহিতেছেন, "বিদ্যালয়ে কাজ নাই, হাটে ঘাটে মঠে মাঠে বাটে বাটে বেদির পাটে প্রভুর পাটে উপদেশ দিয়া খ্রীষ্টান করা যাইবেক,,। আর একদল কহিতেছেন "না, বিদ্যালয় রাখাই কর্ত্তব্য, ইহার দ্বারাই খ্রীষ্টান করা যাইবেক,,—যাহা হউক, যেন "লাভের ব্যাং অপচয়ের ঠ্যাং,, না নয়, ছ্যাড্যাংড্যাং শব্দে স্কুলটি বলি দিয়া "পতির জন্যে পুড়ে মলেম পতি পেলেম না,, যেন এইরূপ আক্ষেপ করিতে না হয়। এখন তাঁহারা "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি,, এই বিষমচিন্তায় পড়িয়াছেন. কিন্তু আমারদিগের বিবেচনায় শ্যামছাড়া কুল কুল নয়, শ্যাম রাখা কুল কুল, ইহার তাৎপর্য্য বিদ্যালয় ছাড়া ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, বিদ্যালয় রাখা ধর্ম্মই, ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা বারণ করি না, যদি কোথায় কস্মিনকালে দুই এক জন ইতর, মেতর, ডোম্, ডোক্‌লা, চামার,জোলা ইত্যাদিকে মেরীনন্দনের মন্ত্রে দীক্ষিত করণের সূত্রে স্থানে স্থানে ইষ্টক, লোষ্ট্র, অর্দ্ধচন্দ্রাদি ধাক্কা ধোক্কা প্রহার আহারের ক্ষুধা থাকে, ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন।

কমিল্যা হইতে আমারদিগের কোনো আত্মীয় লোক ১৩ অগ্রহায়ণ দিবসে এক পত্র লেখেন, যথা।

"মহাশয়। চট্টগ্রামের সিপাহিরা রাজবিদ্রোহি হইয়া ধনাগার লুঠ ও বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অদ্য ৭। ৮ দিবস যাবৎ এখানকার হাকিমান ও অপরাপর সাহেবান লোক এবং কমিল্যাস্থ যাবতীয় ভদ্রলোক মহা ভীত হইয়া রহিয়াছেন, দুষ্টেরা কখন্ আইসে বলা যায় না। কোনো কোনো লোক কহে, তাহারা এস্থানের নিকটবর্ত্তি হইয়াছে, কেহ কেহ কহে, তাহারা শ্রীহট্ট অঞ্চলে গমন করিয়াছে, ইহার নিশ্চয় সংবাদ জানা যায় নাই,,।

"চট্টগ্রামের সিপাহিরা বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া এতদ্রূপে আসিতেছে, এই সংবাদ আগত মাত্র এখানকার শ্রীযুত জজ সাহেব এবং অপরাপর ইংরাজ সাহেবেরা আপনাপন স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে ৺ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের গঙ্গামণ্ডল জমীদারীর কাছারী জাফরগঞ্জ মোকামে প্রেরণ করেন, তাহাতে শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের মাতুল অথচ উক্ত জমীদারীর বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু বংশীলোচন মিত্র তত্তাবৎ মেম সাহেব ও বালক গণকে অতি সম্ভ্রম ও যত্নে গ্রহণ পূর্ব্বক নৌকাদি খাদ্য সামগ্রী সকল আয়োজন করিয়া দিয়া হেফাজৎ লোক সমভিব্যাহারে ঢাকা নগরে প্রেরণ করাতে মান্যবর শ্রীযুত জজ সাহেব ও ভদ্র-ইংরাজ তাবতে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট তুষ্ট হইয়াছেন। বংশীবাবু এতদ্ভিন্ন ৩০। ৪০ জন বরকন্দাজ কমিল্যার হাকিমানগণের হেফাজতে নিয়োগ করিয়াছেন, এবং গঙ্গামণ্ডল জমীদারীর প্রধান মোক্তার অথচ সদর দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্বতন উকীল শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু হাকিমানগণের নিকট সতত উপস্থিত থাকিয়া তাঁহারদিগের আদেশানুযায়িক সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে তাঁহার প্রতিও সকলে তুষ্ট আছেন,,।

"কর্ম্মের ব্যস্ততা প্রযুক্ত অনেক দিন লিখিতে পারি নাই, ত্বরায় এখানকার অপর সমাচার লিখিয়া পাঠাইব"।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

ভুলুয়া জিলার ভুলুয়া পরগণার জমীদারের সদর নায়েব বাবু যশোদাকুমার পাইন এবং ত্রিপুরা জিলার গঙ্গামণ্ডল পরগণার সদর নায়েব বাবু বংশীবদন মিত্র এবং মোক্তার বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয় বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনা সময়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, রাজানুগত্য ও প্রভু ভক্তিতা প্রকাশ সহযোগে আপনাপন প্রাণপর্য্যন্ত পণ করত সাধ্যানুসারে যেপ্রকার আনুকূল্য করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা এই ব্রিটিস অধিকারভুক্ত রাজানুগত মানব মাত্রেরি নিকট যাবজ্জীবনের জন্য সম্মান, সমাদর এবং সাধুবাদ লাভ করিবেন। আমরা বিশেষ বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, আমারদিগের সদ্বিবেচক প্রজাবৎসল রাজপুরুষেরা এই সময়ে একবার উল্লেখিত গঙ্গামণ্ডলের রাজা রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর এবং ভুলুয়ার রাজা রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং উক্ত উভয় জমীদারীর কর্ম্মাধ্যক্ষ অপিচ অপরাপর যাঁহারা এতদ্রূপ মহৎকার্য্য করিয়াছেন তাঁহারদিগের নাম কলিকাতা গেজেটে উল্লেখ করত সন্তোষ-সূচক পারিতোষিকরূপ ধন্যবাদ প্রদান করুন, ইহাতে এপক্ষের প্রচুর পরিতুষ্টি এবং মহামহিম গবর্ণমেণ্টের মহত্ত্ব ও মর্য্যাদাই বৃদ্ধি হইবেক।

হে জগদীশ্বর! আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অনুকম্পায় নিম্ন লিখিত

সংবাদটি মিথ্যা হউক, এখনিই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ব্রিটিস পক্ষের শিব সংবাদ সমাগত হউক। হে মহামঙ্গলময়! তুমি রাজপুরুষদিগের সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল কর।

গত ২৬ নবেম্বর দিবসে একজন ভ্রামক এলাহাবাদ হইতে যে এক পত্র প্রেরণ করেন গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। সেই পত্রে ব্যক্ত করে যথা।

"আমি অদ্য প্রাতে শ্রবণ করিলাম, প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত স্যার কলিন, ক্যাম্বেল সাহেব লক্ষ্ণৌ নগরে বিপক্ষ কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, এই গল্প যদিও প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস্য নহে, তথাচ সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। অদ্য প্রাতে হাইলণ্ডর সেনারা নৌকার সেতু পার হইয়া গমন করিয়াছে। তাহারদিগের রণঢক্কা ও বীণাবাদ্য শ্রবণ এবং প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনার্থ লোকারণ্য হইয়াছিল, উক্ত দলের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হেরিয়া বিদ্রোহি বাহের বুকের রক্ত শুষ্ক হইয়াছে। অযোধ্যার বিদ্রোহিরা কহিতেছে কোম্পানি বাহাদুর এদেশের লোককে মিথ্যারূপে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কলের জাহাজে করিয়া কতকগুলী গোরা একবার আনিতেছে একবার লইয়া যাইতেছে। এবং অস্ত্রাদি মণ্ডিত মাটির গোরা সেনা গড়াইয়া গাড়ীর ভিতর বসাইয়া রাখিতেছে। ছাপার কাগজ ওয়ালারা পাছে "লাইসেন্স,, যায় এই আশঙ্কায় কোম্পানির মন রক্ষার নিমিত্ত গোরা পুর্ণ জাহাজ আগমনের মিথ্যা সমাচার বারম্বার প্রচার করিতেছে,,।

সম্বলপুরের সমাচারটীও বড় সহজ নহে, বিদ্রোহানল বেড়া-আগুনের ন্যায় ক্রমেই চতুর্দ্দিগে ব্যাপক হইতেছে, যাহা হউক, এই সময়ে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক বিহিত উপায় নির্ণয় করা অতি কর্ত্তব্যই হইয়াছে, আর ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব করা উচিত হয় না। উক্ত স্থানের সংবাদদাতা লেখেন "কয়েক দিনারধি কটকের সমাচার সম্বলপুরে আইসে নাই, ইহাতেই বোধ হয়, ডাক বন্দ হইয়া থাকিবে। এই স্থানের চতুর্দ্দিগ অরাজকবৎ অশাসিত হইয়াছে, সর্ব্বদাই চুরি ডাকাইতি হইতেছে। মফঃসলের প্রজারা ভয়ক্রমে ঘর দ্বার বিষয় বিভব ফেলিয়া এখানে আগমন করিতেছে। এমত জনরব, জনেক বিদ্রোহি সরদার আপনার অধীন লোকদিগের প্রতি এরূপ অনুমতি করিয়াছে যে এক টাকা পর্য্যন্ত কোম্পানির বেতনধারি কর্ম্মচারি মাত্রকেই দেখিবে আর খুন করিবে। কাপ্তেন লি সাহেব ২০০ মান্দ্রাজি সৈন্য সহিত বিপক্ষ বৃন্দের প্রতিকূলে গমন করিয়াছেন।

ইংরাজীপত্রে ব্যক্ত করে "চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সেনারা ত্রিপুরায় আসিয়া তথাকার রাজসেনাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। তথায় জনরব উঠিয়াছে, কুমার সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র তাহারদিগে লইয়া পুনর্ব্বার চট্টগ্রামে আসিতেছে। এই সংবাদ শ্রবণে চট্টগ্রামবাসিরা অতিশয় ভীত হইয়াছেন।,,

উক্ত পত্রপ্রেরকের এই কথাটী প্রকৃত রাৎকানার কথার ন্যায় কথা হইয়াছে, যেহেতু আমরা প্রত্যহই ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মুনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং সুধারাম প্রভৃতি স্থানের সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি, ঐ বিষয়টী সত্য হইলে অবশ্যই এতদিনে তাহার নিশ্চিত সমাচার প্রাপ্ত হইতাম, যাহা হউক, পত্রপ্রেরকেরা এপ্রকার মিথ্যা সমাচার প্রচার করিয়া পাঠক পুঞ্জের চিত্তকে চঞ্চল করিবেন না।

আমরা লোক পরম্পরায় শ্রুত হইলাম, কলিকাতানগরীয় গোরা সেনারা সন্ধ্যার পরে নগর মধ্যে স্থানে স্থানে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, টোন মেজর সাহেব তাহারদিগকে শাসন করিতে মনোযোগি হউন, ইংলণ্ড হইতে নূতন আগত গৌরাঙ্গ সেনারা হিতাহিত জ্ঞান রহিত, তাহারদিগকে প্রশ্রয় দিলে প্রজাদিগের উপর গুরুতর অত্যাচার করিবেক।

এইক্ষণে গোরা সেনারা সর্ব্বত্রই গুরুতর অত্যাচার করিতেছে। চুচুড়া, চাণক, মণিরামপুর প্রভৃতি স্থানের লোকেরা ভয়ে দিবারাত্র ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, স্থানবিশেষে গোরারা অতি নিষ্ঠুর ঘৃণিত কার্য্য করিতেছে। এই জন্য হুগলির মাজিষ্ট্রেট তথায় চারিদণ্ড বেলা থাকিতে দোকানপাট সকল বন্দ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তথাকার স্ত্রীলোকেরা বাটীর বাহির হইতে পারেনা। পুরুষেরাও গমনাগমনে ভীত হইয়াছেন, কলিকাতা খিদিরপুর, ইটালী, চীৎপুর ভবানীপুর, প্রভৃতি স্থানেও প্রায় ঐরূপ হইয়াছে, শ্বেতসেনারা যেখানে সেখানে সুযোগ পাইলেই লুঠ ও দৌরাত্ম্য করিতেছে, দোকানদারেরা দোকানপাট তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। যাহা হউক, কর্ত্তৃপক্ষেরা এই অত্যাচার নিবারণার্থ আশুই একটা সুনিয়ম স্থাপন করুন।

এই বিষয় লিখিতে লিখিতে আমরা শ্রবণ করিলাম, দুইজন গোরা গত দিবস বৈকালে ব্রহ্ম সভার সম্মুখে গুরুতর অত্যাচার করিয়াছে, কয়েকজন স্ত্রীলোক একখানা গাড়ী চড়িয়া দক্ষিণ দিগ্ হইতে আসিতেছিল, গোরারা তাহা দেখিতে পাইয়া এক ক্রোশ হইতে গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আইসে, কুলাঙ্গনারা শুভাদৃষ্ট বশতঃ উক্ত সভার নিকট গাড়ী হইতে নামিয়া একজনের বাটীতে পলায়ন পূর্ব্বক সতীত্ব রক্ষা

করেন, অবোধ শ্বেত সেনারা গাড়োয়ানকে প্রহারে মৃতবৎ করিয়াছে।

প্রধান সেনাপতি।
তথা যুদ্ধ-সংবাদ।

অদ্যকার পত্র সমাধা করিতে করিতে আমরা গবর্ণমেণ্ট হইতে সংবাদ পাইলাম, প্রধান সেনাপতি সাহেব ২৮ নবেম্বর ৫ ঘণ্টার সময়ে কাণপুরে পঁহুছিয়াছেন। স্ত্রী বালক এবং আর আর সকল কাণপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার উইলসন হত এবং মেজর ষ্ট্রিলিং ভয়ঙ্কররূপে আহত হইয়াছেন।

ফতেপুরের সংবাদে লেখে শত্রুরা কাণপুর হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তাহারদিগের ১৬ টা তোপ লওয়া গিয়াছে।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থ একজন হাইলণ্ডর সেনা রাত্রিকালে প্রহরি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, ঐ সময়ে রাইফেল দলের কি, নাবিক দলের এক জন সেনা গরাদের উপর উঠিবার উদ্যোগ করে, প্রহরি সেনা তদ্দর্শনে তিনবার তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাওয়াতে গুলির আঘাতে তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে।

জলপাইকুড়ির সেনারা অদ্যাপি বিদ্রোহি হয় নাই বটে, কিন্তু সেনাপতি সাহেবেরা ভীত আছেন, তাঁহারা বিনা অস্ত্রে কোনোখানেই গমন করেননা।

ছাপরার বন্ধু লেখেন "যদিও এখানে আপাততঃ কোনো প্রকার গোলযোগ উপস্থিত নাই, কিন্তু কখন্ কি হয়, তাহাওতো বলা যায় না, অতএব আকস্মিক উৎপাতের আশঙ্কা নিবারণার্থ ছাপরায় অন্যূন এক শ্রেণী গোরা সেনা রাখা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

জনরব, কৃষ্ণনগর জিলা দিয়া হাজার বারশত লোক ঢাকার দিগে গমন করিতেছে, বোধ হয়, তাহারা ভাললোক নয়।

জবলপুর প্রদেশে এবারে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে, রাজপথ নিষ্কণ্টক হইলে তৎসমুদয় আনয়ন পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং কাণপুরে বিস্তর খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করা যাইতে পারে।

সাগরের পত্রে প্রকাশ হয়, বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত প্রদেশে শস্য প্রচুর জন্মিতে পারে এমত প্রত্যাশা হইতেছে, বিশেষতঃ বিদ্রোহিব্যূহ যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছে, তন্মধ্যে শস্য অতি উত্তম জন্মিয়াছে।

সৎকর্ম্মের পুরস্কার।

জোয়ানপুর বাসি কুঞ্জলাল নামক ব্যক্তি উক্ত স্থানের বিদ্রোহিতা সময়ে কতিপয় সেনাপতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীযুত গবর নর জেনরল বাহাদুর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের জন্য মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি ও সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রদান করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

তত্ত্বপ্রকরণ।
পয়ার।

এজগতে আসিয়াছ, কিসের কারণ।
জাননা অনিত্য দেহ করেছ ধারণ॥
কিছু কাল পরে কাল, করেতে ধরিয়া।
বাঁধিয়া বিষম পাশে, যাইবে লইয়া॥
মিছা কেন ভেবে মর, দেহের কারণ।
একবার কর দেখি, মরণ স্মরণ॥
নিধন কি ধন তাহা, হইলে গোচর।
দেহের স্নেহেতে আর, হবেনা কাতর॥
ভাসিতেছে দেহতরি, ভব-পারাবারে।
কিছুমাত্র ভাবিলে না, পার হইবারে॥
বিনে বিভু কর্ণধার, কে করিবে পার।
প্রখর তরঙ্গ রিপু, নাহিক নিস্তার॥
যখন উঠিবে তারা, নিজ বেগ ধরি।
কার সাধ্য সে তুফানে, রক্ষা করে তরি॥
পরিহরি হরি নাম, নাহি তাহে পার।
ভাব ভাব ভাব মন, উপায় তাহার॥
দিন যত গত তত, নিকট প্রলয়।
এই বেলা নাবিকের, লহ পদাশ্রয়॥
দিন গেলে হরি হরি, কবে আর কবে।
বল মন কত আর, এভাবেতে রবে।

কাতরেতে ডাকো সেই, ধীবর ধীবরে।
তরিযোগে তরি তবে, এভব সাগরে॥
এখনো উপায় আছে, কর প্রতীকার।
তুফানে পড়িলে পরে, রক্ষা নাই আর॥
যখন কামনা ঝড়, হইবে প্রবল।
তখন কে রাখে তরি, বল মন বল॥
কে করিবে সে ঝড়েতে, গতির বিধান?।
করুণানিধান, বিনা, করুণানিধান॥
যখন ডাকিবে এসে, ক্রোধ রূপ বান।
সে বানে পড়িলে তরি, নাহি পরিত্রাণ॥
অতএব হরি বোলে, তরি দেও খুলে।
অনায়াসে পাবে কূল, রবেনা অকূলে॥
দিবা হয় অবসান, মুক্ত হবে কবে।
ভাব আর কতদিন এভাবেতে রবে॥

অনিত্য সাধনা তেজি, সাধ সেই সার।
নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, নিত্য নিরাধার॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি, যত মহাজন।
যোগাসনে করে ধ্যান, যাঁরে অনুক্ষণ॥
যার তত্ত্বে তত্ত্বী হোয়ে, পেয়ে তত্ত্ব জ্ঞান।
মহাকাল বহুকাল, করিছেন ধ্যান॥
সেই নিত্য ধন যদি, না হয় সাধন।
বৃথায় জীবন, তবে, বৃথায় জীবন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
সাং মহেশ্বরপুর।

ভাল ভাল, উত্তম।
প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯৮৭ সংখ্যা] শুক্রবার ২০ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ৪ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

NOTICE.
JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

২০অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমারদিগের কোনো বিশেষ বন্ধু ১৬ অগ্রহায়ণ দিবসে কুমারখালি হইতে যে এক পত্র প্রেরণ করেন, আমরা অতি সমাদর পূর্ব্বক তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"ঢাকা ও চট্টগ্রামে সিপাহিঘটিত গোলযোগ হওয়ায় এই কুমারখালি প্রদেশের জমীদার, মহাজন এবং সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। সেরাজগঞ্জ রক্ষার্থ পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও নীলকর সাহেবগণ তথায় গমন করিয়াছেন, যে হয় পরে নিবেদন করিব ইতি।"

রঙ্গপুর হইতে কোনো ব্যক্তি কলিকাতাস্থ কোনো প্রধান ব্যক্তিকে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে "ঢাকার বিদ্রোহি সেনারা ময়মুনসিংহ এবং জালালপুর লুঠ করিয়াছে, ঐ অঞ্চলের কয়েক জিলার লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন"।

গত দিবস সরিফসেলে ৺ বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয়ের বাজিতপুর পরগণা ৪০০০০০ চারি লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, এই মূল্য অতি উচ্চমূল্য বটে।

আমরা এরূপ শ্রুত হইলাম, শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর বর্ত্তমান-বিদ্রোহিতা সময়ে বিশেষ আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক উপস্থিত ও আবশ্যকমতে অকাতরে গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকার সম্ভাবিত সাহায্য প্রদান করাতে বর্দ্ধমানের রাজপুরুষেরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া স্মরণসূচক পুস্তকে তাঁহার নাম লিখিয়া রাখিতেছেন, সময় ক্রমে তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন।

আমরা বিশেষরূপে অবগত হইলাম, শ্রীযুত বাবু শ্যামানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় যিনি নৈনিতালে গিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন, এবং যাঁহার বিষয়ে আমরা অত্যন্তই চিন্তিত ছিলাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয়েরা এমত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তিনি এবং তাঁহার পরিবার বিদ্রোহিদিগের হস্তে পতিত হয়েন নাই, তথাকার একজন প্রধান ব্যক্তি অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সপরিবারে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, পাটুলি-নিবাসি সেওড়াপুলি প্রবাসি ৺ দশ আনির স্বাবখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় বৈদ্যবাটীস্থ কতিপয় বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া বহুব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বৈদ্যবাটী গ্রামে যে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এইক্ষণে ক্রমে ক্রমে তাহার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। রাজা পূর্ব্বে প্রায় এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় পূর্ব্বক বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অধুনা উক্ত পাঠালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক ধনের সাহায্য করিতেছেন অপরার্দ্ধ প্রায় রাজা একাকীই দিতেছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে চাঁদার পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দাতব্য প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। ঐ মহাশয় বিদ্যামন্দিরের জন্য অনেক ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার কর গ্রহণ করেননা, স্বয়ং সর্ব্বদাই গমন পূর্ব্বক ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ এবং সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

এই স্থলে পাঠকগণ রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়ের আর এক বিশেষ বদান্যতাবিঘটিত দেশহিতকর কার্য্য দর্শন করুন। তিনি বৈদ্যবাটী গ্রামে যে প্রকার অনুরাগ সহযোগে বিদ্যা বিতরণ করিতেছেন, সেইরূপ সমান উৎসাহ, সমান অনুরাগ, সমান যত্ন এবং সমান করুণার সহিত আপনার পৈতৃক স্থান পাটুলি নামক গ্রাম মধ্যে বিদ্যা বিতরণার্থ আবার আর একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিগের ১০। ১২ ক্রোশ পথ লইয়া কোনো খানেই একটী পাঠাগার নাই, বিদ্যা শিক্ষার উপায়াভাব বশতঃ তথাকার বালকের এতকাল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যে সকল ভদ্রলোক অতি যৎসামান্য অবস্থায় দীনের ন্যায় দিন যাপন করেন তাঁহারদিগের সন্তানেরা সঙ্গতিশূন্য জন্য সুতরাং মূর্খ হইয়া মানবজন্মের সার্থকতা সঞ্চয় করিতে পারিত না, এইক্ষণে উল্লেখিত মহাত্মা রাজার মঙ্গলময় মনুষ্ঠানে এতকালের পর তাহারদিগের সেই আক্ষেপ একেকালেই নিবারণ হইল, অর্থাৎ শত শত বালক ঐ বিদ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক অনায়াসেই বিনাবেতনে মহারত্ন বিদ্যাধন লাভ করিতেছেন, অতএব আমরা প্রার্থনা করি, পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া এই বঙ্গদেশের এতদ্রূপ হিতার্থি বন্ধু রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়কে সর্ব্বতোভাবেই সুখী করুন।

ব্রিটিস অধিকারভুক্ত ভারতবর্ষের নানা জিলা নিবাসি প্রবাসি এবং এতন্নগর নিবাসি প্রবাসি সমুদয় গুণরাশি গুণগ্রাহক অনুগ্রাহক গ্রাহক পাঠক এবং এই প্রভাকর পত্রের হিতার্থি বন্ধুগণের নিকট আমরা মনের সহিত অপকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, যেহেতু তাঁহারা বিশেষ অনুগ্রহ, যত্ন এবং শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সমাগত সমর-সম্বন্ধীয় সমস্ত সমাচার এবং বর্ত্তমান বিদ্রোহিবিঘটিত ব্যাপার বিষয়ক বৃত্তান্তব্যূহ ও আর আর উপস্থিত সংবাদ সমূহ শীঘ্র শীঘ্র লিখিয়াই প্রেরণ পূর্ব্বক প্রভাকরের প্রভা বৃদ্ধি করিতেছেন। আমরা যাবজ্জীন বিনা বেতনে তাঁহারদিগের এই উপকার-ঋণে বদ্ধ থাকিব, প্রার্থনা করি এইরূপ কৃপা বিতরণে কেহ যেন কৃপণতা প্রকাশ না করেন। পরন্তু যাঁহারা এপর্য্যন্ত এবিষয়ে করুণ প্রকাশ করেন নাই, এই সময়ে তাঁহারাও যেন আর সে প্রকার ব্যবহার না করেন, কিঞ্চিৎ আলস্য পরিহার পূর্ব্বক লেখনী ধারণ করিলেই আমরা মহোপকার প্রাপ্ত হইব। এতদ্রূপ কাতরতা ও ব্যগ্রতা প্রকাশের প্রধান তাৎপর্য্য, নূতন নূতন সমাচার সকল সর্ব্বাগ্রেই যত প্রকাশ হইবে ততই সমাচার পত্রেরই গৌরব বর্দ্ধন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং আর আর অশেষ প্রকার উপকার হইবার সম্ভাবনা, সম্প্রতি এতৎ সূত্রে সর্ব্বত্রেই আমারদিগের সম্ভাবিত সম্মান সঞ্চারিত হইয়াছে, রাজপুরুষেরা অগ্রেই তাহাতে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, বাঙ্গাল হরকরা নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রের সুসম্ভ্রান্ত সহযোগী সাতিশয় সমাদর সহকারে তাহার অনুবাদ সকল সময়ে সময়ে এবং প্রায় সর্ব্বদাই সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে প্রকটন করিতেছেন, অনেক মান্যবর সাহেব তৎপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া অস্মৎ পত্রের অনুরাগ করিয়াছেন। আমরা কোনো প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম কতিপয় সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকবর পাদ্রি সাহেব প্রভাকর পত্রের প্রকাশিত হরকরা পত্রের অনুবাদিত কাণপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানের ঘটনার ব্যাপার বিলাতে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাহউক, এজন্য আমরা কেবল সংবাদদাতা মহাশয়দিগ্যে এবং হরকরা সম্পাদককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিব, যেহেতু সংবাদদাতারা সংবাদ লিখিয়া না পাঠাইলে এবং হরকরা সম্পাদক আদর পূর্ব্বক তাহার অনুবাদ প্রকাশ না করিলে আমরা কখনই এতদ্রূপ পরম প্রার্থনীয় প্রচুর প্রতিষ্ঠা প্রাপণের পাত্র হইতামনা। এইস্থলে উল্লেখিত শ্বেতসহযোগির নিকট বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করণের বিশেষ অভিপ্রায় এই, যে, ইংরাজ হইয়া বাঙ্গালা পত্রের প্রতি তিনি যদ্রূপ স্নেহ প্রকাশ করেন তদ্রূপ অন্য কেহ করেননা, তিনি বাঙ্গালা পত্র হইতে উত্তম উত্তম বিষয় সকল আপন পত্রে প্রকাশার্থ অনুবাদকদিগের

বেতন বিষয়ে মাসে মাসে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিয়া থাকেন। অপর সম্পাদকদিগ্যে প্রায় তদ্রূপ দেখিতে পাইনা, সুতরাং এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে আমরা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ শব্দে বাচ্য হইব।

এইস্থলে লেখনী সম্বরণ কালে আমরা চট্টগ্রাম এবং সুধারাম, এই উভয় স্থলের পত্রপ্রেরকদিগ্যে যথাযোগ্য-সম্বোধন পূর্ব্বক সাধুবাদ প্রদান করি, যেহেতু কেবল তাঁহারদিগেরি অনুকম্পায় চট্টগ্রামের বিদ্রোহিতা এবং সুধারামের উপস্থিত সমাচার ইংরাজী ও বাঙ্গালা সমুদয় সমাচার পত্রে প্রকাশ হওনের পূর্ব্বেই প্রথমে আমারদিগের পত্রে প্রকটিত হইয়াছে।

পরন্তু দুঃখের কথা অধিক কি নিবেদন করিব? এলাহাবাদ হইতে লাহোর, মূলতান, পেসয়ার এবং কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে যে সকল মহাত্মারা ঐই প্রভাকর পত্রের গ্রাহক পাঠক এবং লেখক ছিলেন, তাঁহারা কি হইলেন? কোথায় গেলেন? তাহার সংবাদমাত্রও আর প্রাপ্ত হইনা, আমরা সর্ব্বত্রই পত্র লিখিয়াছি, সেপত্র তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না। এইরূপে আমরা অন্যূন দুই শত বন্ধুর অনুদ্দেশরূপ বিরহানলে দিবা রাত্রিই দগ্ধ হইতেছি, কি করি, উপায়াভাব, হে পরমেশ্বর! তুমি সাক্ষী। এই বিদ্রোহ ঘটনায় সকল প্রকার মহা অনিষ্টের সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ মধ্যে প্রতি মাসে আমারদিগের প্রায় ১৭৫ টাকা আয়ের হানি হইয়াছে।

পরন্তু আমরা এই সময়ে প্রায় অধিকাংশ পাঠকপুঞ্জের শ্রবণ পিপাসা নিবারণার্থ সংগ্রামসংক্রান্ত সমাচার স্বরূপসলিল সঞ্চারে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করাতেই কতকগুলীন গদ্য পদ্য প্রবন্ধ প্ররচনা প্রার্থি পাঠার্থি এবং সুকবি ও সুলেখকগণের বিরচিত সন্দর্ভ সমূহ যথা সময়ে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছি, এজন্য উক্ত গুণাকর কৃপাকর প্রিয়বর মহাশয়েরা দোষাকর জ্ঞানে এই প্রভাকরকরের প্রতি ক্রোধাকর হইবেন না, আমরা ঔদাস্য অথবা তাচ্ছিল্য পূর্ব্বক কদাচই তাহারদিগের প্ররচিত প্রবন্ধপুঞ্জ উপেক্ষা করিনা বরং প্রাপ্তির জন্যই অপেক্ষা করি, এবং প্রকাশে বিলম্ব হওয়াতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াই থাকি? কিন্তু কি করি? সম্প্রতি সাময়িক সমাচার সকল পরিত্যাগ করিতে পারি না। পত্রের কলেবর অতি ক্ষুদ্র, কাজেই স্থানের কুলান হয় না, অধুনা একাকীই এই দৈনিক পত্রের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আবার মাসিক প্রভাকরের উন্নতির প্রতি গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। যাহাহউক, জগদীশ্বরের অনুকম্পায় যদিস্যাৎ এই কয়েক মাস সজীব থাকি তবে আগামি ১ বৈশাখ হইতে মনের আক্ষেপ নিবারণার্থ কোনো একটী সদুপায় নির্ণয় করণার্থ কিছুমাত্রই ত্রুটি করিব না।

চট্টগ্রামের পত্রে দৃষ্ট হইল, তত্রস্থ ইংরাজ বাঙ্গালি সকলে একত্র হইয়া একটী সুদৃঢ় স্থানের চতুর্দ্দিগে পরিখা খনন পূর্ব্বক মৃত্তিকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিতেছেন, ইহার কারণ বিদ্রোহি সেনারা দলবদ্ধ হইয়া তথায় পুনরাগমন পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া হঠাৎ অনিষ্ট করিতে না পারে। ইংরাজজাতীয় স্ত্রীলোক সকল নৌকায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজের উপর আশ্রয় করিয়াছেন। অনেকে এমত গল্প তুলিয়াছেন যে উল্লেখিত দুষ্টেরা নানা সাহেবের আজ্ঞানুসারেই বিদ্রোহি হইয়াছে, নানার কোনো লোক গোপনে গোপনে আসিয়া তাহারদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।"

এই সংবাদটী সংপূর্ণরূপ না হউক, কিন্তু কিছু কিছু গাঁজাখুরি বটে, এক্ এক্টু ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ আছে। যাহা হউক, সাবধান হওনের পক্ষে আমরা কখনই নিষেধ করিতে পারিনা, কেননা কথায় কহে 'সাবধানে বিনাশ নাই" ফলে সিপাহিদিগের পুনরাগমনের ভয় মাত্রই নাই, তাহারা আপনারাই প্রাণ লইয়া পলাইবার পথ দেখিতে পায় না। পরন্তু নানা সাহেবের লোকেরা তাহারদিগের সহিত যুক্ত হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস্যই নহে, হা, নানা যেরূপ নানা প্রকার ষড়্‌জাল করিয়াছে, তাহাতে যদিও নিতান্তই অসম্ভব নহে, কিন্তু এপর্য্যন্ত ততদূর অবধি অভিসন্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদের সারমর্ম্ম।

এলাহাবাদ। ১ ডিসেম্বর।
চেম্বর সাহেবের লিখিত।

২৭ নবেম্বর দিবসে গোয়ালিয়ার বিদ্রোহি সেনারা নবাবগঞ্জ নামক স্থান আক্রমণ করে, তাহাতে আমরা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করি। দুষ্টেরা রজনীতে ৩২ । ৮২ এবং ৮৮ গণিত রেজিমেণ্টের শিবির সকল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে, তৎপর দিবসে তাহারা খালের এবং সুবেদারের পুষ্করিণী হইতে আমারদিগ্যে আক্রমণ করে, কিন্তু দুর্জ্জনেরা কিছুই করিতে না পারিয়া সংপূর্ণরূপে পরাভব হয়, আমরা তাহারদের দুইটা তোপ গ্রহণ করিয়াছি।

বারাণসী।

প্রধান সেনাপতি ও স্ত্রী বালকাদি ২৯ নবেম্বর প্রাতে কাণপুরে পঁহুছিয়াছেন এমত জনরব। বিদ্রোহিরা কাণপুরের বড় রাস্তা রুদ্ধ করা-

ভে পত্রাদি আইসে না, গ্রাম্য লোকেরা কল্যাণপুর, তসিলি এবং থানা লুঠ করিয়াছে। অযোধ্যা এবং তাহার ৭। ৮ ক্রোশ দূরপর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড দৃষ্ট হইয়াছে। এখানে এপ্রকার কোনো ঘটনাই হয় নাই।

ফতেপুরের সংবাদ।

ব্রিটিস সেনারা শত্রুদিগ্যে কাণপুর হইতে দূর করিয়া পশ্চিম দিগে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারদের ১৬ টা তোপ লওয়া গিয়াছে। অযোধ্যার জমীদার বাবুরাম বক্স এবং রঘুনাথ সিংহ ঘাট বন্দ করিয়াছেন।

সাগরের পত্রে ব্যক্ত করে "এই ক্ষণে সাগরের পত্র সম্বলপুর হইয়া কলিকাতায় যাইতেছে, ইহাতেই এতদ্রূপ বিলম্ব হইতেছে। এইক্ষণে সাগরে কোনো গোলযোগ নাই, ৮ জুলাই তারিখে সেনারা বিদ্রোহি হইয়া প্রস্থান করে, তৎপরে আমরা নির্ভয়ে বাস করিতেছি। এমত জনর ব পুনার রাজা ৮০০০ সেনা এবং ১২ টা তোপ লইয়া এইদিগে আগমন করিতেছেন, সাগরের রাজা এই সংবাদ শ্রবণে ভয়ে পর্ব্বতের উপর সুনারায় নামক দুর্গের ভিতর পলায়ন করিয়াছেন, ৫২ সংখ্যক বিদ্রোহিরা আর অগ্রসর না হইয়া গড় কোটায় রহিয়াছে। ঐ স্থান এখান হইতে ১৩ ক্রোশ দূর, তাহারদিগের কেহ কেহ মধ্যে সাগরের নিকট আসিয়াছিল। বোধ হয় তাহারা রাজার অনুসন্ধান করিতেছে। শুনিয়া সুখী হইলাম, কর্ণেল হুইলর সাহেব এখানে আসিতেছেন। ৫২ দলেরা দমা নামক স্থান লুঠ করিয়াছে। কয়েদিদিগ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে। শুনা যায় ঐ ঘটনায় পুনার রাজার ভাগিনেয় পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। অশ্বদল মান্দ্রাজি সেনা ৩০০০ বিদ্রোহি সেনাদিগ্যে পরাভব করিয়াছে।

আলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে কাণপুর হইতে কাল্পি যাইবার রাস্তায় জেনরল উইণ্ডহ্যাম সাহেব আপন শিবির স্থাপন করিয়াছেন, গত ২৮ তারিখে উক্ত পথিমধ্যে শত্রুদিগের সহিত এক সামান্য সংগ্রাম হয়, তাহাতে বিপক্ষেরা তিনটা তোপ ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই সামান্য যুদ্ধে বিদ্রোহিদিগের হতাহত লোক সংখ্যা বড় অল্প হয় নাই, ইংরাজদিগের পক্ষে দুই জন সেনাপতি গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

গত ২৯ নবেম্বর প্রাতে ২ গণিত ডাগণগার্ড নামক ইউরোপীয় অশ্বারোহিদলের কতকগুলীন সেনা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের শরীর রক্ষক সেনাদিগের অশ্ব লইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছে, এখন প্রতিদিন ঐ দলের ১২০ জন সেনা যাইবেক। ৭ সংখ্যক হুসার নামক ইউরোপীয় দলের সেনারা গত সোমবার প্রাতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছে।

---

২ গণিত অশ্বারোহি ড্রাগুণ দলের ২৬০ জন সেনা কলের নৌকায় রণক্ষেত্রে গমন করিয়াছে।

আমরা কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে মহারাণীর ৭৯ গণিত হাইলেণ্ডর সেনারা গত কল্য রাণীগঞ্জে গমন করিয়াছে, তাহারা শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেক।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

বহুদিন পরে কামিনীর পতিদর্শনে তৎপ্রতি ভৎর্সনা।

চৌপদী।

ওহে প্রাণেশ্বর, সর সর সর,
পরশ না কর, আমার দেহ।
তুমি হে নিদয়, কঠিন হৃদয়,
আন্তরিক নয়, তোমার স্নেহ॥
মুখে ভাল বাস, করুণা প্রকাশ
অবলা বিনাশ, ওহে নিদয়।
দেখাযে আহার, করয়ে সংহার
ব্যাধের ব্যাভার, এই সে হয়॥
কারে কব দুখ, বিদরিছে বুক,
শুকাইছে মুখ, কথা কহিতে।
প্রবল বিচ্ছেদ, করিয়াছে ভেদ,
যাবে না এখেদ, দেহ রহিতে॥
ভাবিতাম মনে, পেয়ে তোমা ধনে
জুড়াব জীবনে, মিলন জলে।
হোলো মিছে আশা, না গেল পিপাসা,
হৃদয়ের বাসা, দ্বিগুণ জ্বলে॥
একে কুল বালা, তাহে ঝালা পালা,
বিচ্ছেদের জ্বালা, কভুই নই।
আমি জানি সার, তুমিই আমার,
আমি সে তোমার, পরের নই॥
আমি তব দাসী, তোমা অভিলাষি,
হরি দুঃখ রাশি, হেরে ও মুখ।
সরল যাহার, পতির ব্যাভার,
সেই সে তাহার, পরম সুখ॥
বছর অন্তরে, আসিবে না ঘরে,
রবে দেশান্তরে, বল কেমন।
আমি নানা মত, ভাবি কত শত,
বিরহে নিয়ত, অস্থির মন॥
প্রেমেতে মজিয়ে, যাহারে লইয়ে,
আমারে ভুলিয়ে, থাক যথায়।
যাও সেই খানে, কি কাজ এখানে,
মিছে বাক্য বাণে, বধ আমায়॥

নিতান্ত অনুগত।

শ্রীঅঃ চঃ পাঁঃ

হুগলি কালেজের ছাত্র।

চুচুড়া চৌমাথা
তারিখ ১৫ অগ্রহায়ণ

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

আতাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি ভোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্যামংজ্ঞাম মতন্দ্রনীষদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯৮ সংখ্যা] শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ৫ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব প্রসন্নকুমার মল্লিকের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বড়বাজারের বাঁশতলা লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী (নং ৪১) ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।১ এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী প্রসন্নকুমার মল্লিকের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে নিকামল বাবুর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে হরচন্দ্র শেঠের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে এক গলি। এবং দক্ষিণ দিগে বাঁশতলা নামক গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON.
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন
সরিফ।

কলিকাতা
২৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং অন্য এক জনের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমুলার রামবাগানের রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী (নং ৮।৫) ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের উল্টাডিঙ্গি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান ও তাহাতে বৃক্ষাদি আছে এবং রাইয়ৎ দ্বারা অধিকৃত ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৭৸০ সাতবিঘা পোনেরো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত

কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ নবেম্বর ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় চিত্রকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অতি সুলভ মূল্যে উত্তমরূপে প্রতিমূর্ত্তি সকল চিত্রিত করিতেছেন, যে, কোনো মহাশয়ের চিত্রিত করাইবার বাঞ্ছা থাকে বাঙ্গাল আফিসে স্বয়ং গমন অথবা পত্র দ্বারা আহ্বান করিলে অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"মালতীমাধব,, "মুদ্রারাক্ষস,, 'মৃচ্ছকটিকা,, মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনুবাদ শেষে মুদ্রিত হইলে বিনামূল্যে বিতরণ করিব, অতএব অন্য কেহ ইহাতে হস্তার্পণ করিবেননা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদ প্রভাকর

২১অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দাবিশাক্তাঃ ১০৯

মেডিকেল কালেজের সেকেণ্ডরি ক্লাসের পরীক্ষোত্তীর্ণ যে সকল ছাত্র পদাভিষিক্ত হইয়া নানা স্থানে চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতেছেন, তন্মধ্যে অনেকে অল্প বেতনে অসন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ষ্টেসন ছাড়িয়া আগমন করিয়াছেন, তাহার ভিতরে আবার কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া এবং রোগি ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, রাজপুরুষেরা ঐ সমস্ত ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের নাম কাটিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম, কেননা উল্লেখিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশিষ্টরূপেই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে হাতের রোগি ফেলিয়া আসা সাধারণ দুর্ব্ব্যবহার নহে, বিশেষতঃ বিপদের সময়ে যখন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বিনা বেতনে অনাহারে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, তখন স্বল্পবেতন বলিয়া অভিমানে অনভিমতে রোগি ফেলিয়া চম্পট করা অতিশয় অন্যায় আচরণ হইয়াছে, তাঁহারা যুবক, চঞ্চলচিত্ত, অল্পদর্শি, সুতরাং আমরা তাঁহারদিগের প্রতি আর অধিক কি আক্ষেপ প্রকাশ করিব? ইহাই যথেষ্ট হইল।

কাঁটোয়া হইতে আগত পত্রে অবগতি হইল, উক্ত স্থানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটি কাছারির কতকগুলীন কাগজ পত্র অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ হইয়াছে, সুযোগ্য কার্য্য-তৎপর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর উক্ত অনল নির্ব্বাণ করণার্থ বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু একে রাত্রিকাল তাহাতে আবার লোকের স্বল্পতা, এই উভয় কারণেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আমরা শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটি এবং ডেপুটী কালেক্টরি উভয় কর্ম্মেই উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, রাজা এবং প্রজা উভয়েই তাঁহার প্রতি সমান সন্তুষ্ট, তাঁহার সুবিচারে বাদি প্রতিবাদি দুই পক্ষেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সংপ্রতি যুদ্ধের নিমিত্ত টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে কলিকাতার টাঁকশালে প্রতি দিবস৪০০০০০ চারি লক্ষ টাকা, তদ্ভিন্ন বিস্তর টাকার সিকি আদুলি প্রস্তুত হইতেছে। এই স্থলে আমারদিগের পাঠকগণ দৃষ্টি করুন, হতভাগ্য বিদ্রোহিগণ নানামতে অনিষ্টাচার করিয়াও আমারদিগের পরম সৌভাগ্যশালি গবর্ণমেণ্টের সংপূর্ণ সৌভাগ্যের শতাংশের একাংশও হানি করিতে পারে নাই। যাহা হউক, আপনারা প্রার্থনা করুন, রাজপুরুষেরা শীঘ্রই শত্রুক্ষয় পূর্ব্বক আকস্মিক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হউন।

আমারদিগের ছোটো কর্ত্তা শ্রীযুত হেলিডে বাহাদুর আমীর আলিকে সম্ভ্রমসূচক উপাধি, খেলয়াৎ এবং জায়গির প্রদানার্থ বড় কর্ত্তা শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুরকে অনুরোধ করেন, বড়কর্ত্তা তাহাতে মনোযোগ না করাতে ছোটো কর্ত্তা পুনর্ব্বার লেখেন "আমি এই বিষয়ের নিমিত্ত আমীর আলির নিকট অঙ্গীকার-পাশে বদ্ধ হইয়াছি, অতএব তাঁহাকে দিতেই হইবে" বড় কর্ত্তা সর্ব্বশেষে তাহার এবম্প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন "যাঁহার যে বিষয়ে যে প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার নাই, তাঁহার সে বিষয়ে সে প্রকার অঙ্গীকার করাই অন্যায় হইয়াছে"।

আমরা গত দিবসের ইংলিসম্যান হইতে মর্ম্মানুবাদ পূর্ব্বক এই সংবাদটী পত্রস্থ করিলাম, বোধ হয় সত্য হইতে পারে।

গোরা সেনাদিগের অত্যাচার নিবারণের সদুপায় নির্ণয় নিমিত্ত আমরা বারম্বার রাজপুরুষদিগ্যে অনুরোধ করিতেছি। সংপ্রতি কলিকাতার পাদরি সাহেবেরা আমারদিগের মতের প্রতিপোষক স্বরূপ এক আবেদনপত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহারা অবিলম্বে এ বিষয়ে একটী সুনিয়ম স্থাপন করুন, মদের দোকান সংক্ষেপ করিয়া দিন, যাহাতে গোরারা অনিয়মিতরূপে অধিক ও মন্দ মদ পান করিতে না পায় তাহার উপায় করুন, ইত্যাদি।

চুঁচুড়ার বারিকের কর্ত্তা সাহেব হুগলি ও চুঁচুড়ায় মদের দোকান বন্দ করাতে তথায় গোরার অত্যাচার অনেক নিবারণ হইয়াছে। কলিকাতা, দমদমা এবং চাণকের কর্ত্তারা সেই প্রকার করিলে অনেক উপকার হইবেক, সেনারা আর স্বেচ্ছাচার সাধন পূর্ব্বক উন্মত্ত হইয়া প্রমাদ উৎপাদন করিতে পারিবেনা।

বদান্যতা।

লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে যে সকল বালক, বালিকা, এবং স্ত্রী পুরুষ দুরবস্থায় কাণপুরে আসিয়াছেন, ইন্‌ল্যাণ্ড ষ্টিমনেবিগেসন কোম্পানির অধ্যক্ষগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারদিগ্যে বিনা ব্যয়ে দাতব্য দ্বারা আপনারদিগের জাহাজযোগে কলিকাতায় আনয়ন করিবেন।

এই দয়ার কার্য্য জন্য আমরা নমস্কার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারদিগ্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

সংপ্রতি বিলাত হইতে স্থলপথগামি ডাকযোগে যে সমস্ত সংবাদ আসিয়াছে আমরা তাহার সার সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সম্বলিত পশ্চাদ্ভাগে প্রকটন করিতেছি, পাঠকগণ অবলোকন করুন।

আমিরিকা এবং ফ্রান্সরাজ্যে বাণিজ্য বাজারের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। ইংলণ্ডের বাজারের অবস্থাও বড় ভাল নহে।

ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে ইতিপূর্ব্বে সচারাচর ৩ হইতে ৪ পরসেণ্টের অধিক সুদ গৃহীত হয় নাই, এইক্ষণে ৮ পরসেণ্ট সুদ বৃদ্ধি হইয়াছে। কয়েক বৎসরাবধি এরূপ অধিক সুদ দেখা যায় নাই, ইহার পরেও যে আবার কত বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা যায় না।

সংপ্রতি ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্রই রেইলরোড বিস্তৃত হইবায় তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত অধিক অর্থের আবশ্যক হওয়াতেই টাকার এরূপ অনাটন হইয়াছে। রেইলওয়ের অংশ বাজারে আর সাদরে বিক্রীত হয় না। পাঠকগণ! আপনারা দেখুন্‌না কেন, বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনায় মধ্যে কিছুদিন এখানে কোম্পানির কাগজের দর মাটি হওয়াতে টাকার বাজারে কিরূপ হাহাকার উঠিয়াছিল, যাহা হউক, প্রার্থনা করি পমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া শীঘ্রই সকল দিগ্ সচ্ছল করুন।

রুসিয়ার যুদ্ধেই প্রথমে টাকার বাজারে আগুন লাগিয়া যায়, কিন্তু তথায় রেইলরোডের কর্ম্ম আরম্ভ হওয়াতে অনেকে বিষয় কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবায় দিনকত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু এতকালের পর তাহার ধাক্কা আসিয়া আঘাত প্রদান করিতেছে।

ভারতবর্ষে সংপ্রতি যে বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে, যদিও তদ্দ্বারা এখনো তাদৃশ আন্তরিক কষ্ট ভোগ হয় নাই, কিন্তু ইহার পরে যে আবার কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? হে জগদীশ্বর! তুমি মঙ্গল বিধান কর।

প্রুসিয়ার মহারাজ আরোগ্য হইলেও হইতে পারেন, তিনি আপনার ভ্রাতৃপুত্র (যিনি আমারদিগের ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান জামাতা) তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করণের অভিলাষ করিয়াছেন. এই শুভ সূত্রে ইংলণ্ড এবং প্রুসিয়া এই উভয় রাজ্য প্রায় এক হইলে অত্যন্তই সুখের ঘটনা হইবেক।

সংপ্রতি ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে নগদ ৯॥০ সাড়ে নয় ক্রোর মুদ্রা মজুৎ আছে।

বিলাত হইতে কলিকাতায় চারি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকার, বোম্বে দুই লক্ষ তেইশ হাজার টাকার এবং মান্দ্রাজে আটাস হাজার টাকার রূপা আসিয়াছে। কলিকাতায় ১১ হাজার টাকার, বোম্বে ১১ হাজার টাকার এবং মান্দ্রাজে ১৬ হাজার টাকার স্বর্ণ আসিয়াছে।

চিনি, চাউল, সোরা, তিসি, পাট, রমসরাপ, লাকডাই, সেললাক, কুসুমফুল, কেষ্টরাইল এবং তুলা এই সকল দ্রব্যের দর পূর্ব্বাপেক্ষা নরম হইয়াছে। রেসমের ক্রয় বিক্রয় স্থগিত হইয়াছে, নীলের বাজার এক প্রকার ভাল।

বিলাত হইতে আরো অনেক সৈন্য আসিবে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

২৫ নবেম্বর দিবসে সম্বলপুরে বিদ্রোহিব্যূহের সহিত যে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রিটিস পক্ষে দুই চারি জন সিপাহি হত এবং অন্যূন ১২ জন আহত হয়, বিপক্ষেরা অতি দৃঢ় স্থানে প্রবলরূপে দলবদ্ধ হইয়াছে, একারণ উপযুক্তরূপ সৈন্য এবং সম্ভবমত সমরসজ্জা ব্যতীত

তাহারদিগ্যে দূরীভব করা দারুণতর দুষ্কর হইবেক।

গাজীপুরের পত্রে লেখে, নাজিমের অধীনস্থ ১৫০০০ সেনা প্রবলরূপে জোয়ানপুর এবং আজিমগড় অধিকার করিয়াছে, তাহারদিগের আক্রমণে গোরখা সেনারা হটিয়া আসিয়াছে। উক্ত দুষ্টদিগ্যে দমন করণার্থ কাশীধামে বহু সংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে।

৩০ নবেম্বর দিবসের বারাণসীর পত্রে ব্যক্ত করে ২০০০০ বিপক্ষ সৈন্য বহু সংখ্যক তোপ সহিত নদী পার হইয়া জোয়ানপুরাভিমুখে ধাবমান হওয়াতে ব্রিটিস সেনারা পিছে হটিয়াছে।

দুই দিবস পর্য্যন্ত কাণপুর হইতে সংবাদ আইসে নাই। বিপক্ষেরা কাণপুর এবং আলাহাবাদের মধ্যস্থিত পথে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের তার কাটিয়া দিয়াছে।

২৭ নবেম্বর কাণপুরের সান্নিধ্য নবাবগঞ্জ নামক স্থানে বিপক্ষেরা বিস্তর অত্যাচার করিয়াছে।

বিদ্রোহি সেনারা অধিকাংশ ডাক্তরকে হত করাতে সংপ্রতি গোরখা সেনাদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে উপযুক্ত শ্বেত চিকিৎসকের আবশ্যক হইয়াছে, বিলাত হইতে অনেক ডাক্তর আসিতেছেন, বোধ করি কোনো কোনো বাঙ্গালি ডাক্তর তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন।

দিল্লীর সংবাদে দৃষ্ট হইল, উক্ত নগরের চতুর্দ্দিগে এপর্য্যন্ত শান্তি স্থাপিত হয় নাই, গ্রাম সকল বহু সংখ্যক দুষ্টলোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহারা অল্প সংখ্যক ইংরাজ সেনা দেখিলেই আক্রমণ পূর্ব্বক বলের দ্বারা দ্রব্যাদি কাড়িয়া লয়। এক দিন সমস্ত উষ্ট্র হরণ করিতে আসিয়াছিল, অশ্বারোহিদিগের জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণ কারণ বোম্বের অধীন সেতারা নগরে সর্ব্বদাই ১৫০০০ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য অবস্থান করিবেক।

মান্দ্রাজের পত্রে দৃষ্ট হইল, হায়দ্রাবাদ এবং মজলপাটন নগরের মধ্যবর্ত্তি "জাগিয়াফেৎ,, নামক গ্রাম ৭ নবেম্বর দিবসে ৫০০ রোহিলা দ্বারা বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের ধন রক্ষার্থ ৯ গণিত দেশীয় পদাতিকদলের ১ হাবিলদার, ২ নায়ক, এবং ১৮ জন সিপাহি ছিল, তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু কি করিবে, দলে অতি অল্প হওয়াতে তাহারা তাবতেই বিপক্ষ হস্তে নিহত হইয়াছে। বিদ্রোহিরা প্রায় নগদ চারি লক্ষ টাকা ৩৪০ অশ্ববোঝাই বহুমূল্যের দ্রব্য হরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিগে প্রস্থান করিয়াছে, উক্ত মৃত ব্রিটিস সেনারা ৪৫ জন রোহিলাকে হত এবং কয়েকজনকে আহত করে।

সৈন্য প্রেরণ।

"ডেলহৌসি,, নামক বাষ্পীয় তরিতে গত বৃহস্পতি বাসরে ১০০ নাবিক গোরা সেনা চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়াছে, এবং অবিলম্বেই আরাকানে ঐ প্রকার কিয়দংশ সৈন্য প্রেরিত হইবেক।

সৈন্য বৃদ্ধি।

গবর্ণমেণ্ট কয়েক দল গোরখা সৈন্য বৃদ্ধি করণের অভিলাষ করিয়াছেন।

মহম্মদ হোসেনের গোমস্তা মুশহরফ আলী ইংরাজ সেনা দ্বারা গোরকপুরে নিহত হইয়াছেন।

জং বাহাদুর।

ইংলিসম্যান পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, নেপালের প্রধান সেনাপতি জং বাহাদুর ৮০০০ সহস্র গুরখা সেনা সমভিব্যাহারে স্বয়ং বেতিয়াতে পঁহুছিয়াছেন এইসংবাদ সত্য কি, না, তাহাতে সন্দেহ আছে।

দমদমা।

দমদমায় দুর্দ্দশান্বিত ৭০০ বালক বালিকা একত্র হইয়াছে. বড় দিনের দিন তাহারদিগ্যে বড়মানুষি খানা দিবার জন্য ইংলিসম্যান সম্পাদক বিষমতর ব্যস্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা হইতে আলাহাবাদে ধন প্রেরণ।

সংপ্রতি আলাহাবাদে বহু সংখ্যক সৈন্যের অবস্থান এবং যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ এই উভয় সূত্রে ব্যয় বাহুল্য হওয়াতে অধিক অর্থের প্রয়োজন হইবায় তথাকার রাজপুরুষদিগের প্রার্থনাক্রমে কলিকাতার ট্রেজরি হইতে গত বৃহস্পতিবার দিবসে আলাহাবাদে নগদ ১০০০০০০ দশ লক্ষ মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে, ঘাটে গবর্ণমেণ্টের জাহাজ উপস্থিত না থাকাতে ইণ্ডিয়া জেনরল ষ্টিম নেবিগেসন কোম্পানির জাহাজে সেই টাকার চালান গিয়াছে।

উচিতমত দণ্ড।

জে. ডি, পার্কর নামক একজন ফ্রিঙ্গি রাণীগঞ্জগামি গোরা সেনাদিগ্যে অধিক মদ্য প্রদান করাতে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার দুই শত টাকা দণ্ড বিধান করিয়াছেন, ঐ দণ্ডের টাকা প্রদানে অক্ষম হইলে তাঁহাকে ছয় মাস কারাবাস করিতে হইবেক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

Coloured Paper

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃ ইতি

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৮৯ সংখ্যা] সোমবার ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.

জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার
সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা।
১৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

NOTICE.
JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

"মালতীমাধব,, "মুদ্রারাক্ষস,, "মৃচ্ছকটিকা,, মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনুবাদ শেষে মুদ্রিত হইলে বিনামূল্যে বিতরণ করিব, অতএব অন্য কেহ ইহাতে হস্তার্পণ করিবেননা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আহিরীটোলা ডিবেটিং ক্লব যাহা প্রতি মঙ্গলবার রজনীতে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব হালদার মহাশয়ের বাটীতে হইত, তাহা আগামি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত বটতলাস্থ কলিকাতা সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ের "লেক্‌চর রুমে,, হইবেক, এবং ঐ দিবসে মহাত্মা পাদরি ডল সাহেব নেপলিয়ন বনাপার্টির চরিত্র বিষয়ক লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিবেন।

শ্রীমহীন্দ্রচন্দ্র সেন।
উক্ত ক্লবের একজন মেম্বর।

২৩ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, বিশ্বমান্য জ্ঞানিবর সর্ব্বপ্রিয় শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয় সংপ্রতি সিমুলিয়া-শিখরে স্বচ্ছন্দ-শরীরে নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন। বাটীতে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, "সুযোগমতে ইতিমধ্যে আমি যদি কলিকাতায় গমন করিতে পারি তবে স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া আমার প্রাণাধিক শ্রীমান্ পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন করিব, আর যদিস্যাৎ কার্য্যগতিকে অথবা ব্যাঘাত বশত গমন করিতে না পারি, তবে আপনারাই উদ্যোগি হইয়া শুভসম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বক তৎকর্ম্ম নিষ্পাদন করিবেন।,,

দেবেন্দ্রনাথ বাবুর পত্রখানি দুই মাসের পর কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে, লাহোর ও বোম্বে অতিক্রম পূর্ব্বক এখানে আইসে।

কোনো প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, কতিপয় ভাগ্যধর ব্যক্তি কোনো পণ্ডিতের দ্বারা বঙ্গভাষায় রত্নাবলী নাটক অনুবাদ করাইয়াছেন, তাঁহারা অবিলম্বেই প্রকাশ্যরূপে নাট্যলীলা ছলে তাহার অনুরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিবেন, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান করিতেছেন। সজ্জাসদন ও পরিচ্ছদাদি সামগ্রী সকল সংগৃহীত হইতেছে।

আনরপুরের মহেশ্বরপুর নিবাসি কলিকাতার হোগলকুঁড়ে প্রবাসি কায়স্থ কুলোদ্ভব ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক একটি বালক আপনার পালক ছাড়িয়া পালক নাড়িয়া আলক পাইবার প্রত্যাশায় হেদোক্ষেত্রের আকাল-কেঁদোর ছেঁদো করে প্রবেশ করিয়াছে,—ধর্ম্মটি কি পদার্থ, অর্থাৎ জল খাবার বালিস, কি মাথায় দেবার ঘটি, ঐ বালকটি অদ্যাবধি তাহার কিছুই জ্ঞাত নহে, উক্ত A, B, এ, বি, শিক্ষিত ডবি-শিশুর ছবিখানি দেখিলেই বোধ হইবে এপর্য্যন্ত তাহার গাত্রে আঁতুড়ে গন্ধ দূর হয় নাই, বাইবেলের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, স্পেলিঙের অর্থের মর্ম্ম বোধ হইয়াছে কি না সন্দেহ। আহা! রেবেরেণ্ড ডাক্তার ডফ সাহেব মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া এমত দুর্ব্বোধ শিশুকে ঈশুমন্ত্র বিতরণ করণে কিছু মাত্র বিবেচনা করেননা? যাহারা অতি অজ্ঞান, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা বিহীন তাহারদিগ্যে ছলে কলে কিম্বা অপর কোনো সূত্রে খ্রীষ্টান করাই কি বিচারসিদ্ধ? ইহাতেই কি খ্রীষ্টধর্ম্মের ও খ্রীষ্টান ধার্ম্মিকদিগের গৌরব বৃদ্ধি লইয়া থাকে? যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, জ্ঞানাধিকার জন্মিয়াছে, উপদেশের দ্বারা তাহারদিগ্যে খ্রীষ্টান করিতে পারেন তাহাতে আমরা কোনো কথাই কহিনা, কিন্তু জ্ঞানান্ধ শিশুকে ঈশু ভজাইলে দুঃখে কাঁদিতেও হয়,ও কৌতুকে হাসিতেও হয়।

পাঠকগণ! আমারদিগের অদ্যকার পত্রের বিজ্ঞাপন দৃষ্টি করিবেন, আগামি কল্য "কলিকাতা সেমিনরি,, নামক বিদ্যালয়ে জ্ঞানিবর পাদরি ডল সাহেব "নেপলিয়ন বনাপার্টির,, চরিত্র বিষয়ে প্রকাশ্য রূপে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তচ্ছ্রবণার্থ বিদ্যোৎসাহি যুবক ও বালকবৃন্দের গমন করা অতি কর্ত্তব্য।

গোরা সেনারা নানা স্থানের পথি মধ্যে দীন দুঃখি পথিক ও দোকানদারদিগের উপর গুরুতর অত্যাচার করিতেছে, তাহারদিগের দ্বারা আহত হইয়া অনেক ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য প্রতিদিন মিডিকেল কালেজের হাস্পিটালে আগমন করিতেছে, কারো হাত, কারো দাঁত, কারো মাথায় রক্তপাত করিতেছে, কয়েক দিবস হইল মুষ্ঠাঘাতে লা, বাজারের এক ডাক্তরখানার এক গ্লাসকেশ ভাঙিয়া দিয়াছে! যাহা হউক, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সুবিহিত বিবেচনা করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

কমিল্যা হইতে আগত ১৬ অগ্রহায়ণ দিবসের পত্রে লেখে "মহাশয় এপর্য্যন্ত বিদ্রোহি সিপাহিরা এখানে আইসে নাই, শুনিতে পাই তাহারা অন্যপথ দিয়া প্রস্থান করিতেছে,এখানকার হাকিমানেরা ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, যাঁহারা এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি আনুগত্য ব্যবহার ও উচিতমত সাহায্য করিবেন, তাঁহারদিগের প্রশংসা গবর্ণমেণ্টের সুগোচর করিবেন। ৺মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের জমীদারী গঙ্গামণ্ডলের প্রধান কর্ম্মচারি শ্রীযুত বাবু বংশীলোচন মিত্র গোরা সৈন্যগণের জন্য রসদ প্রস্তুত করিয়া রাখিবাতে, কালেকটরী আদি রক্ষার্থ লোক-জন নিযুক্ত করাতে, সময়মত ডাকের সরবরাহ করাতে বিশেষত অরক্ষণীয় কমিল্যা হইতে বিবি সাহেব ও বালক বালিকাগণকে নিরুদ্বেগে ঢাকা নগরে প্রেরণ করাতে অধিক প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, শুনিলাম এখানকার শ্রীযুত জজ সাহেব তাঁহার এই সদ্ব্যবহার জন্য পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে এক কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র লিখিয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে বাবুর প্রশংসা লিখনে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

এখানে যখন যেমন ঘটনা হয় তাহা সময়মত লিখিয়া পাঠাইব নিবেদন ইতি,,।

আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইলাম ঢাকার বিদ্রোহি সেনারা ৯ অথবা ১০ অগ্রহায়ণ দিবসে ময়মুনসিংহ জিলার অন্তঃপাতি নসিরাবাদ এবং জামালপুর লুট করিয়াছে, এইক্ষণে রঙ্গপুরের দিগে গমন করিতেছে।

জোগাঁ কুলীনগাঁ ও দিগ্‌সুই প্রভৃতি একাদশটী পল্লীগ্রামে গ্রাম্য লোকেরা বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত একাদশটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

বিলাত হইতে স্থলপথগামি ডাক যোগে গত ২৬ অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্তের যে সমাচার আসিয়াছে, তাহার সার বিবরণ আমরা গত সংখ্যক প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, পাঠকগণ তাহা অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। তাহার অতিরিক্ত এমত বিশেষ কোনো বিষয় নাই যাহা যত্ন পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া আপনারদিগের শ্রুতিপথের সুগোচর করিতে পারি। আমিরিকার বাণিজ্য বাজারের অবস্থা নিতান্তই মন্দ, অর্থাভাবে ছোটো বড় অনেক হৌসের ও ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা ঋণগ্রস্ত হইয়া বাণিজ্যকার্য্য রহিত করিয়াছেন। বিলাতের বাজারো বড় সচ্ছল নহে, প্রায় সমস্ত দ্রব্যই মাটি হইয়াছে, অর্থের অনাটন জন্য আপাততঃ তত্রস্ত রাজপুরুষেরা রেইলওয়ের ন্যস্ত ধন পর্য্যন্ত ব্যয় করণে বাধ্য হইয়াছেন, যাহা হউক, ধনের বাজারের এরূপ অবস্থা কখনই দীর্ঘ কাল স্থায়ি হইবেনা, পরমেশ্বর অনুকূল হইয়া শীঘ্রই সুপ্রতুল করিবেন। ভারতবর্ষের বিদ্রোহ ঘটনায় যে সকল ইংরাজ পরিবার হাহাকার করিতেছেন তাঁহারদিগের প্রতিপালনার্থ ক্রমেই চাঁদা দ্বারা অধিক ধন সংগৃহীত হইতেছে। দিল্লীজয়ের সংবাদ ২৬ অক্টোবরের পুর্ব্বে বিলাতে পঁহুছে নাই, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সপরিবারে ভাল আছেন, পার্লিয়ামেণ্টের সভা নিয়মিত সময়েই হইয়াছিল।

কলিকাতা গেজেট দৃষ্টে আমরা আহ্লাদ পুর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত ১৬ নবেম্বর হইতে সব-আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর শ্রীযুত বাবু আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন আসামের অন্তর্গত নৌগাং নামক স্থানের গবর্ণমেণ্ট রাজকোষের অধ্যক্ষতা কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত ২৭ নবেম্বর হইতে অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাবনা জিলার ঐ ঐ হইয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গত শনিবারের সন্ধ্যাকালের ইংলিসম্যানে লেখে কাণপুর বিদ্রোহিদিগের হস্তগত হইয়াছে, একারণ ইংরাজ স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলে কাণপুর হইতে এলাহাবাদে আসিতেছেন।

২৮ আগষ্ট দিবসে বেলা পরাহ্ণ তিন ঘণ্টা সময়ে পেসয়ারে যখন শীক এবং বিলাতি সেনারা ভোজনে বসিয়াছে তৎকালে ৫১ গণিত দেশীয় পদাতিক দল বিদ্রোহি হইয়া পঞ্জাবীদলের সেনাপতিদিগের প্রতি আক্রমণ করে, গোরা এবং শীকেরা তৎক্ষণাৎ আহার পরিহার পুর্ব্বক তাহারদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ধাবিত হইয়া সংপুর্ণরূপে পরাভব করত অন্যূন ৬০০ সিপাহিকে হত করে।

জোয়ানপুরের জন্য অধিক শ্বেত সৈন্যের প্রয়োজন হইয়াছে।

ঢাকার বিদ্রোহিরা নিজ মৈমনসিংহে কোনোরূপ অত্যাচার করে নাই,তাহারা পথিমধ্যে একটা নীলকুটি দগ্ধ করিয়াছে।

ব্রিগেডিয়ার গ্রাণ্ট সাহেবের ১৮ অক্টোবরে ময়নপুরে আগমনের পুর্ব্বেই তথাকার রাজা নগদ ২৩০০০০ টাকা, কয়েকটা তোপ ও সমরসজ্জা ফেলিয়া প্রস্থান করেন। উক্ত সাহেব বিয়ার হইয়া ২৮ অক্টোবরে কাণপুরে আসেন। বিদ্রোহিরা ঝান্সি গমন কালে বিয়ারে অত্যাচার করে, কতকগুলীন বিদ্রোহি এইক্ষণে "মিরম,, নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে,ময়নপুর এবং কাণপুরের মধ্যভাগের বিপক্ষেরা বান্দা অথবা অযোধ্যা গমনের উদ্যোগ করিতেছে।

গোপীগঞ্জ হইয়া প্রতিদিন এলাহাবাদে ১০০ গোরা সেনা গমন করিতেছে। অযোধ্যার বাদশাহের নামে একজন কাশী ও এলাহাবাদের স্থানে স্থানে এবং কুমারসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র আরার স্থানে স্থানে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছে। একদল মান্দ্রাজি সেনা গোরক্ষপুরের গোরখা সেনাদিগের সহিত যুক্ত হওনার্থ গমন করিয়াছে।

মান্দ্রাজি সেনারা সংপ্রতি নিরাপদে ঝবলপুর রক্ষা করিতেছে।

সাহরণপুর স্থির রহিয়াছে, তথাকার বিখ্যাত দুষ্টলোকেরা চুরি ডাকাতিতে ক্ষান্ত দিয়া সংপ্রতি শান্ত স্বভাব ধরিয়াছে।

ডিহিরিতে এইক্ষণে কোনো উপদ্রব নাই।

গোরক্ষপুর, জোয়ানপুর এবং আজিমগড়ে বিদ্রোহি ঘটনা হওয়াতে সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ববিষয়ে প্রায় এককোটি দশ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক আয়ের হানি হইতেছে। ঐ তিনটী স্থান প্রকৃত লক্ষ্মীর স্থান, নানা প্রকার শস্য এবং বাণিজ্যের আকর। এবৎসর তথাকার প্রজাদিগের সর্ব্বতোভাবেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উক্ত স্থান সিপাহি বীরপুরুষবৃন্দের জন্ম ভূমি, ইহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। বিস্তর বিদ্রোহি বনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, অগ্নি দ্বারা সেই জঙ্গল নষ্ট করিতে দুই বৎসর বিলম্ব

হইবে। বিপক্ষেরা জোয়ানপুরে গোমতী তীরে এবং আজিমগড়ে গাগ্রার তীরে দৃঢ়রূপে ব্যূহ বদ্ধ করিয়াছে। জোয়ানপুরের জন্য সিজামৌ অথবা বান্দালাপুরে এবং আজিমগড়ের নিমিত্ত আত্রোলিয়া নামক স্থানে ইংরাজ সেনা রাখা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

রাজশাহির সংবাদে লেখে, বিদ্রোহি সেনাদিগের আগমন আশঙ্কায় তথাকার মাজিষ্ট্রেট ২০০ পুলিসরক্ষক পুরবি নিযুক্ত করিয়াছেন, আমরা ৩০ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে এখানে সমরসজ্জায় রহিয়াছি, চট্টগ্রাম এবং ঢাকার অবাধ্য সেনারা বোধ হয় জলপাইকুঁড়িতে গিয়া তথাকার সৈন্যদিগ্যে বিরোধি হওনে উপদেশ দিবে। মুর্শিদাবাদ হইতে এখানে সেনা আসিবার ভরসা নাই। দিনাজপুর রক্ষার জন্য সেনা প্রেরণ করা অতি আবশ্যক হইতেছে।

জলপাইকুঁড়ির পত্রে লেখে ঢাকার বিদ্রোহিতা শ্রবণ করিয়া এখানকার হাওলদার, জমাদার এবং নায়ক প্রভৃতি তাবতেই আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে. ঐ দলের যাহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরাগমন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছে।

দারজিলিঙ্গে যে সৈন্য আছে তাহাতে তথায় বড় ভাবনার বিষয় নাই।

হাজারিবাগের পত্রে লেখে রামগড়ের বিদ্রোহি সেনারা ছোটো নাগপুরে রাজকোষ ভঙ্গ করত যে টাকা হরণ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে ৭৫০০০ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে. উক্ত অঞ্চলের কমিস্যনর সাহেব বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, অপহৃত ষ্টাম্পকাগজ ও ডাকের টিকিট যাহারা আনিয়া দিবে তাহারা শতকরা ১৫ টাকার হিসাবে পারিতোষিক পাইবেক।

কাণপুরের পত্র পাইয়া গবর্ণমেণ্ট ৭ গণিত হিসার সেনাদিগ্যে তখনি সসজ্জায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনের অনুমতি করিয়াছেন। এলাহাবাদে তাহারদিগের আরোহণীয় অশ্ব প্রস্তুত রহিয়াছে।

এলাহাবাদের পূর্ব্বভাগে যে সকল অশ্ব পাওয়া যাইবে ২. গণিত ড্রাগুণ সেনারা তাহার উপর আরোহণ পূর্ব্বক সমরভূমে গমন করিবে।

কার্থেজ নামক কলের নৌকায় ৩ গণিত বেটিলিয়ান এবং ৬০ গণিত রাইফেল দলের ৩৭০ সেনা মান্দ্রাজে গমন করিয়াছে।

আফিম বিক্রয়ের বিবরণ।

পাটনার আফিম ২৫৩৩ সিন্ধুক। উচ্চদর ১৩৮৫। ন্যূন দর ১৩৫৫। গড়দর ১৩৬৫৸৶৩৸ । উৎপন্ন ৩৪৫৯৯৫৫ টাকা।

বানারসের আফিম ১১৪০ সিন্ধুক। উচ্চদর ১৩৭০। ন্যূনদর ১৩৪৫। গড়দর ১৩৪৯৸৶৯৸ । উৎপন্ন ১৫৫০১৫০ টাকা।

হরকরা হইতে নিম্নস্থ কয়েকটি সংবাদের মর্ম্ম মাত্র অনুবাদিত হইল।

কাশীপুরে সরাপের দোকান বন্দ হইয়াছে।

বাঙ্গাল রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের বুককিপার বাবু নকুড়চন্দ্র দাস উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গাড়ি প্রভৃতি সরবরাহ করণার্থ রাণীগঞ্জে সহকারি অধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

শীক সেনারা কাশীধামে ধনাগার রক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগ্যে ১০০০০ টাকা পারিতোষিক প্রদানের অনুমতি করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট এমত অনুমতি করিয়াছেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের পাশ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানের কোনো গুদাম হইতে ছটাক মাত্র সোরা বাহির করিতে পারিবে. ন না।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সেক্রেটরি মেং চ্যাপম্যান সাহেব উক্ত সোসাইটির কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে প্রফেসর কৌয়ল সাহেব তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান হইতে নিম্নস্থ কয়েকটী সংবাদ অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকটন করা গেল।

"আগামি ১০ ডিসেম্বর অবধি বিলাতে ডাক যাওয়া রহিত হইয়াছে। ১১ প্রাতে "নিউবিয়া,, নামক কলের জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিবে।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের অদ্য দিবসে এলাহাবাদে যাত্রা করণের কল্পনা ছিল, সংপ্রতি তাহা স্থগিত রহিল।

চৌরঙ্গির মাঠে আক্টরলনি সাহেবের স্মরণসূচক কীর্ত্তি-স্তম্ভের নিকট সৈন্যদিগের সুরাপানার্থ এক নির্দ্দিষ্ট আগার নির্ম্মিত হইতেছে। তথায়. সেনাপতি সমূহের চক্ষের উপরেই সেনারা উত্তম মদ্য পান পূর্ব্বক ভদ্ররূপে আমোদ করিবে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৩০০০ পুলিস সম্বন্ধীয় সেনা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা নিরস্ত্র সিপাহিদিগের হাতের অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।"

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আতাকিক্যুয়ন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৯ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ৮ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাধাবিলাসী দেবী ও গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডি সিয়োনৈ এক্স পোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানং কলিকাতার অন্তঃপাতি নিমতলা রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত [illegible] এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৷৷ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাধাবিলাসী দেবী ও গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ নবেম্বর ১৮৫৭।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব আর, জে, কারবরি সাহেবের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ছয় খানা পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ এক বাণিজ্যসংক্রান্ত মিলিনরি সাপ অর্থাৎ পোসাক পরিচ্ছদাদির দোকান তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আর, জে, কারবরি সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON.
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ নম্বেবর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

"মালতীমাধব,, "মুদ্রারাক্ষস,,

"মৃচ্ছকটিকা,, মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনুবাদ শেষে মুদ্রিত হইলে বিনামূল্যে বিতরণ করিব, অতএব অন্য কেহ ইহাতে হস্তার্পণ করিবেননা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আহিরীটোলা ডিবেটিং ক্লব যাহা প্রতি মঙ্গলবার রজনীতে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব হালদার মহাশয়ের বাটীতে হইত, তাহা অদ্য মঙ্গলবার পর্য্যন্ত বটতলাস্থ কলিকাতা সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ের "লেক্‌চর রুমে,, হইবেক, এবং ঐ দিবসে মহাত্মা পাদরি ডল সাহেব নেপোলিয়ন বনাপার্টির চরিত্র বিষয়ক লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিবেন।

শ্রীমহীন্দ্রচন্দ্র সেন।
উক্ত ক্লবের একজন মেম্বর।

সংবাদ প্রভাকর

২৪অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাঙ্কা ১০৯

আমরা পরমানন্দ চিত্তে প্রকাশ করিতেছি পাতুরেঘাটা নিবাসি ধনরাশি সর্ব্বমান্য সুবিখ্যাত শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় সংপ্রতি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উত্তম উত্তম বনাত এবং হামাম বিতরণ করিয়াছেন, এই করুণার কার্য্য দর্শনে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা প্রতি বৎসর শীতকালেই প্রায় এইরূপ দান করিয়া থাকেন।

আমরা শুনিতেছি ঠাকুরবাবু আগামি মাঘমাসে আপনার প্রধান জমীদারি খ্যাত্যাপন্ন "পাতিলেদহ,, নামক পরগণার অবস্থা সন্দর্শন, সংশোধন এবং গোলযোগ নিবারণ নিমিত্ত জিলা রঙ্গপুরে গমন করিবেন।

কমিল্যার বন্ধুর লিখিত পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"কমিল্যা।
১৯ অগ্রহায়ণ ১২৬৪।

বিদ্রোহি সিপাহিরা কমিল্যাতে না আসাতে সংপ্রতি আমরা কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়াছি, তাহারদিগের আগমনের আশঙ্কায় হাকিমান প্রভৃতি আমরা সকলেই অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমারদিগের গঙ্গামণ্ডল পরগণার খাজানা সকল সাবধানে রক্ষা করা গিয়াছে। উপস্থিত গোলযোগে কয়েকদিন কালেক্টরির আমদানি বন্দ থাকাতে এপর্য্যন্ত খাজানা দাখিল করা হয় নাই, আমদানি সুরু হইলে খাজানা দাখিল হইবে। উক্ত গোলমালের সময় এখানকার হাকিমান আমারদিগের নিকট যখন যে বিষয়ের সাহায্য ও লোকজন ইত্যাদি তলব করিয়াছেন আমরা তৎক্ষণাৎ সেই সেই হুকুম তামিল করিয়াছি, এইক্ষণেও করা যাইতেছে, এবং সর্ব্বদাই তাঁহারদিগের নিকট হাজির রহিয়াছি, ইহাতে শ্রীমান রাজা বাহাদুরের পুণ্য প্রতাপে সাহেবানেরা আমারদিগের প্রতি নিতান্তই তুষ্ট আছেন। এখন পর্য্যন্ত এই গোলযোগ নিষ্পন্ন না হওয়াতে আদালত ইত্যাদির মালি মোকদ্দমার কোনোরূপ তদ্বির হইতেছে না। দুই এক দিবসের মধ্যে সুস্থিরমতে যেমত করিতে হয় করা যাইবেক। মনের অস্থিরতা সময়ে কোনো কার্য্যেই প্রবৃত্তি জন্মেনা। ১২ অগ্রহায়ণের পত্রে পূর্ব্বকার সকল অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি। চট্টগ্রামের বিদ্রোহিরা পাহাড়ের পথে উত্তর দিগে গমন করিয়াছে, তাহারা গত কল্য "বিশালঘর" নামক স্থল পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, ঐ পথে শ্রীহট্ট অথবা নসিরাবাদে যাইতে পারে। ঢাকার বিদ্রোহিদিগের কয়েক জনের ফাঁসি হইয়াছে। কয়েক জন অগ্রেই গোরার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুনা যাইতেছে, তথাকার পলাতকেরা নসিরাবাদের সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।,,

আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক সংবাদ দাতাকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা বিশেষ রাজানুগত্য ব্যবহার করাতে অত্যন্তই কল্যাণের বিষয় হইয়াছে।

অযোধ্যার দুর্ভাগ্য বাদশাহ বহু দিবস পর্য্যন্ত বন্দির ন্যায় আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহার দোষাদোষের বিষয় বিচার করণে সুবিচারক দয়াময় গবর্ণমেণ্ট কি জন্য বিলম্ব করিতেছেন, তাহার কারণ আমরা জ্ঞাত নহি।

অযোধ্যার হতভাগ্য বাদশাহের গর্ভধারিণী বিলাতে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন, সুখসেব্য বারিবায়ুর সম্ভোগ জন্য তাঁহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

আমারদিগের মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী দেশ পর্য্যটন সমাধা করত রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের ঈশ্বরী নামে শীঘ্রই আখ্যাতা হইবেন।

বিলাত হইতে এপর্য্যন্ত ৩৫ হাজার সৈন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে, এবং নিয়তই সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে, তাহারাও ত্বরায় আগমন করিবে। ব্রিটিস সেনারা জলপথে কিম্বা স্থলপথে, যে পথেই আগমন করুন, বিলাতের সমুদয় স্বাধীন মহারাজেরা তদ্বিষয়ে সংপূর্ণরূপেই আনুকূল্য করিতেছেন, কেহই কোনো প্রকারে বিরোধি নহেন।

সৈন্যগণকে এতদ্দেশে প্রেরণ সময়ে লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর যে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন তচ্ছ্রবণে সকলেই মোহিত হইয়াছেন।

বিলাতের সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা মধ্যেমধ্যে এরূপ লেখেন "তত্রস্থ কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুরকে আহ্বান করত তৎপদে একজন নূতন গবরনর জেনরল নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিবেন,, কিন্তু এই সংবাদটি সমূলক বলিয়া কেহই প্রমাণ করিতে পারেননা, সুতরাং অমূলক বলিতেই হইবেক। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিদ্রোহ ও বিপদের সময়ে উক্ত কেনিং বাহাদুরকে পদচ্যুত করিয়া নূতন লোক প্রেরণ করা কখনই পরামর্শসিদ্ধ হয়না, ইনি সর্ব্ববিষয়েই সুযোগ্য, সদ্বিবেচক, রাজনীতিজ্ঞ ও সুধীর, অতএব এমত শঙ্কটের সময়ে ইহাঁরি এখানে অবস্থান করাই বিধেয় হইতেছে। শ্বেতসহযোগিরা সময়ে সময়ে একএকটা মিথ্যা আফা তুলিয়া অনর্থক কেন একএকবার গোলযোগের বাজার গরম করিয়া দেন, আমরা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলামনা।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গত বৃহস্পতিবার সমস্ত রজনী সমরস্থলে শকটাদি সমর সজ্জা প্রেরিত হইয়াছে।

মহারাণীর ৭০ গণিত রেজিমেণ্ট রাণীগঞ্জ হইয়া অতি দ্রুত উত্তর পশ্চিম গমন করিতেছে।

২ ডিসেম্বর দিবসের গাজীপুরের পত্রে লেখে গোলেন্দাজ সেনারা এপর্য্যন্ত আগমন করে নাই, তাহারদিগের নিমিত্ত শকটাদি প্রেরিত হইয়াছে, বোধ করি উক্ত দল বারাণসে স্থিত হইবেক।

কাণপুরের দুই ক্রোশ দূরে ২০০০ ব্রিটিস সেনার অধীনে স্ত্রী বালকাদি রক্ষা পাইতেছে।

এলাহাবাদের পত্রে লেখে গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিরা বড় বড় তোপ লইয়া এখান হইতে ২২॥০ ক্রোশ দূর চিনি নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে, ঐ স্থান রেইলওয়ের নিকট। আমরা এখানে বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছি, ইতিমধ্যে ১০০০০ সেনা সংগৃহীত হইয়াছে, কর্ণেল বার্‌বর সাহেবের ৬০০ সেনা তাহারদিগের সহিত সংযুক্ত হইবে, ঐ দলের সহিত ৬ টা তোপ আছে।

বিদ্রোহি সেনারা পুনর্ব্বার কাণপুর অধিকার করত লুঠ করিয়াছে, বোধ হয় তাহাতে ছোটো বড় সকল প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকিবেক।

ফতেপুরবাসিদিগ্যে উদ্ধার করণার্থ এলাহাবাদ হইতে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা গড়খাই পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে।

জোয়ানপুরের বিদ্রোহিদিগের প্রাদুর্ভাব জন্য কাশীবাসি জনেরা ভীত হইয়াছেন। তথায় প্রায় ২০০০০ বিদ্রোহি ২০ টা তোপ সহিত একত্র হইয়াছে, তাহারদিগের আক্রমণ নিবারণার্থ ব্রিটিস সেনারা অগ্রসর হইতেছে।

ফতেপুরের ব্রিগেড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেক, তথাকার কোনো সংবাদ এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কিন্তু ঐ দিগ হইতে ঘন ঘন তোপের শব্দ আসিতেছে।

৬ নবেম্বর দিবসে প্রধান সেনাপতি বাহাদুর কাণপুরস্থ বিদ্রোহি সেনাদিগ্যে আক্রমণ করিয়াছেন।

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট রামপুর বোয়ালিয়ায় একদল অশ্বারোহি প্রেরণ করিবেন।

১ গণিত ড্রাগুণদল মান্দ্রাজ হইয়া বাঙ্গালোর নামক স্থানে গমন করণের অনুমতি পাইয়াছে।

ঢাকায় বিদ্রোহিরা গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গিডাক লুঠ করত গারো পর্ব্বতে গমন করিয়াছে।

গত দিবসীয় হরকরা হইতে মর্ম্মানুবাদ পূর্ব্বক নিম্নস্থ কয়েকটি সংবাদ প্রকটন করা গেল।

সৈন্য সমূহের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্পেলেণ্ড রোডে রম সরাপের এক কাণ্টেন স্থাপন করিবেন।

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট বারাকপুরে এক জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটি মহকুমা স্থাপন করিবেন, কাপ্তেন বগ সাহেব মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটি পদে নিযুক্ত হইয়া শান্তি-রক্ষা ও বাজার এবং আবকারি সম্বন্ধীয় সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। ঐ কার্য্যালয় মিলেটরি-শক্তির অধীনে থাকিবে।

জেলা রঙ্গপুরের নিসবিটগঞ্জ থানার অধীনস্থ জমীদারদিগের স্থাপিত বিদ্যালয়ের উন্নতি নিমিত্ত বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবরনর মাসিক ১৮০ টাকা প্রদানে অনুমতি করিয়াছেন।

দিনাজপুরের রামনগরের বাঙ্গালা পাঠশালার মঙ্গলার্থ উক্ত মহাশয় প্রতি মাসে ১৬ টাকা সাহায্য করিবেন।

বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেব অযোধ্যাধিপতির অধীনস্থ যে ২১ ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগ্যে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

কটকের কালেক্টর মেং আনণ্ড সাহেব উক্ত জিলার দক্ষিণভাগের খোরদা নামক কেল্লায় পুনর্ব্বার উত্তমরূপে বন্দবস্ত করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইতেছেন। তথায় বিদ্যালয় স্থাপনার্থ বার্ষিক ১৮০০ টাকা ব্যয় করণে গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকৃত হইয়াছেন, তথায় শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গত দিবসীয় ইংলিসম্যান হইতে মর্ম্মানুবাদ পূর্ব্বক নিম্নস্থ সংবাদগুলীন প্রকটন করা গেল।

রেঙ্গুণে অতিশয় দস্যুভয় হইয়াছে, ব্রহ্মদেশের প্রধান রাজধানী আবানগরে এমত জনরব উঠিয়াছে, ব্রিটিস সেনারা দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে দিল্লী হস্তগত করিয়া রাখিতে পারে নাই।

চট্টগ্রামের পত্রে ব্যক্ত করে, গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি এখানে সৈন্য প্রেরণ করেন নাই, ইহাতে আমরা অত্যন্ত কাতর ও চিন্তিত হইয়াছি, জগদীশ্বর আমারদিগ্যে রক্ষা করুন, এইক্ষণে এখানে ১৫ কিম্বা ২০ লক্ষ টাকার লবণ এবং নগদ টাকা ও আর আর জহরৎ যাহা আছে তদ্বিষয়ে অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিয়াছে, কারণ নিকটস্থ মগ এবং কুকিগণকে সর্ব্বদাই ভয় করিতে হয়।

এই বঙ্গদেশে কত প্রজা আছে, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরেই তাহা জ্ঞাত হইবার অভিলাষ করেন, তজ্জন্য কমিস্যনরদিগ্যে পত্র লিখিয়াছেন।

জনরব উঠিয়াছে গবরনর জেনরল বাহাদুর লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা না করাতে তিনি আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করণের প্রার্থনায় পত্র লিখিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণাকর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কাল্‌না বর্ণন।

গত ১৩ কার্ত্তিকের শেষ।

একাবলীচ্ছন্দাভাস।

এই কালে হেরি নভোমণ্ডলে।
দিনকর অস্ত অচলে চলে॥
ছিল যে প্রখর কর নিকর।
না ছিল কাহারো আঁখি গোচর॥
ছোলো তেজ হীন তেজের পতি।
নলিনী বিরহে কাতরা অতি॥
মলিন ক্রমেতে বিরহাবেশে।
স্ববর্ণ বিবর্ণ হইল শেষে॥
লোহিত বরণ ধারণ করি।
বিদায় কালের সুবেশ ধরি॥
কহে কমলিনী বিদায় দেহ।
বলিয়া তিমিরে ঢাকিল দেহ॥
কোমল কমল অমল জলে।
দহিল নাথের বিরহানলে॥
বিরহে সরোজ সরোজমুখী।
ম্লানমুখী সদা অন্তর দুখী॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বয়ানখানি।
ঝাঁপিছে অঞ্চলে হোয়ে মলিনী॥
আহা মরি ধনী কত কেঁদেছে।
অশ্রুধারা দেহে লেগে রোয়েছে॥
এখনো কি শোভা আমরি তার।
কুঁচে শোভে যেন মুকুতা হার॥
কহিল শিখরে মানবচয়।
প্রকৃত প্রণয় কাহারে কয়॥
আমারে কহিল ও বাছা ধন।
কিসের কারণ বিরস মন॥
কিবা প্রয়োজন দাঁড়ায়ে হেথা।
যাহরে সমাধি মন্দির যথা॥
উপদেশ তথা পাইবে ছলে।
আমরাও যাই সমাধিস্থলে॥

(ইহার শেষ পরে হইবে।)

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকাল

যে এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাষ্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

যে এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৯১ সংখ্যা] বুধবার ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

"মালতীমাধব,, "মুদ্রারাক্ষস,, 'মৃচ্ছকটিকাদি মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনুবাদ শেষে মুদ্রিত হইলে বিনামূল্যে বিতরণ করিব, অতএব অন্য কেহ ইহাতে হস্তার্পণ করিবেননা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদ প্রভাকর

২৫অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। ৯ডিসেম্বর ১৮৫৭।

আমারদিগের কোনো বন্ধু বারাণসী হইতে লেখেন যে "এখানে কোনো উৎপাত নাই, আমরা নির্ভয়ে বাস করিতেছি, বিপক্ষেরা এখানে আইলে উচিতমত দণ্ড পাইবে, এবৎসর বিদ্রোহিতা জন্য এই ধাঁমে যাত্রির সংখ্যা অতি অল্প হইয়াছে।"

সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালতের কর্ত্তা সাহেবেরা সংপ্রতি এমত অনুমতি করিয়াছেন যে, বেলা ১১ ঘণ্টার পরে যাঁহারা কাছারীতে আগমন করিবেন তাঁহারদিগের বেতন কর্ত্তন করা যাইবেক। পরন্তু এপর্য্যন্ত আমলারা প্রতি বৎসর যেরূপ নিয়মিত পরিমাণে ছুটী পাইয়া থাকেন, আগামি জানুআরি হইতে তাহা রহিত হওনের কল্পনা হইতেছে। কেহ কেহ কহিতেছেন, পূর্ব্বাবধি যে প্রকারে ছুটী দেওয়া হইতেছে সেই প্রথা রক্ষা করাই কর্ত্তব্য, কেহ কেহ কহেন, তাহা নয়, ছুটীর সময় সংক্ষেপ করাই অতি আবশ্যক। যাহা হউক, আমরা অতিশীঘ্রই তদ্বিশেষ জানিতে পারিব।

প্রধান পুরুষেরা ছুটীর সময় সংক্ষেপ করিলে দূরদেশি কর্ম্মচারিদিগের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইবে।

পাঠকগণ! আমারদিগের লেখনীর মুখনির্গত উপদেশের একটী আশুফল দর্শন করুন, সদ্যঃ সদ্যই ফল ফলিয়াছে। গত দিবসের প্রভাকরে আমরা লিখিয়াছিলাম সুবিজ্ঞোত্তম সুবিখ্যাত রেবরেণ্ড ডাক্তর ডফ সাহেব ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক একটী বালককে আলোক প্রদান পূর্ব্বক ঈশুমন্ত্রে দীক্ষিত করণের যে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ন্যায়াতীত কার্য্য হইতেছে, যেহেতু সেই শিশুটী পশুবৎ অজ্ঞান, যাহার মনে এপর্য্যন্ত সাধারণ কোনো একটী স্বাভাবিক ভাবের উদয় হয় নাই, তাহার মনে ধর্ম্মাধিকারের সম্ভাবনা কোনোমতেই হইতে পারেনা, উক্ত ধর্ম্মযাজক সাহেব অস্মদাদির সেই যুক্তিযুক্ত উক্তি পাঠে উক্ত জালযুক্ত গৃহভুক্ত বালকটীকে পাশ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সে গত কল্য বৈকালেই আকালকেঁদোর গ্রাস হইতে মুক্তি

পাইয়া আলয় আলয় আলয় আসিয়াছে।

আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, সুসম্ভ্রান্ত দাতৃবর শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জাতি-ভারগ্রস্ত এক তাঁতিকে ১৫০০। কন্যা-ভারগ্রস্ত ও অন্য ভারগ্রস্ত কয়েকজনকে এক শত, দুই শত করিয়া কয়েক শত টাকা এবং অনেকগুলীন ভদ্রসন্তান অনুগত আশ্রিত ও দীন দুঃখি লোককে শাল, বনাত, পটু প্রভৃতি শীত বস্ত্র দান করিয়াছেন, এই কারুণিক কার্য্যে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।

চাণকনিবাসি সব-আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, যিনি বহুকাল হিন্দু কালেজের ডাক্তরি করিয়া পরিশেষ ফরেক্কাবাদে গমন করেন, বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনার প্রথমাবধি এপর্য্যন্ত তাঁহার কোনো সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এজন্য তাঁহার পরিজন ও বন্ধু বান্ধব সকলে অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। গত দিবস উক্ত ডাক্তরবাবুর আত্মীয় কোনো বিশ্বাস্য ব্যক্তি কহিলেন, তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধানে এরূপ সংবাদ পাইয়াছেন যে. কুঞ্জবাবু তথাকার এক নবাবের ভবনে অতি গোপনে সপরিবারে বাস করিতেছেন, তাঁহারদিগের শরীরের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার হয় নাই, নিতান্ত নিরুপায় জন্য দেশে আসিতে পারেন না, সন্ধি এবং শান্তি স্থাপন হইলে আগমন করিবেন।

আমারদিগের কোনো বন্ধু গত দিবস রাণীগঞ্জ হইতে আগমন করিয়াছেন, তিনি কহিলেন তথায় ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ষ্টেসন ডাক্তর বাবু কৃষ্ণদাস সরকার অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক অনেককে আরোগ্য প্রদান করিতেছেন, তিনি অতি সজ্জন এবং সুচিকিৎস, বাজারের লোকেরা গোরার ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত।

বিলাতের পত্রে দৃষ্ট হইল, সংপ্রতি তথায় কৃষিকার্য্যের বিষয়ে এক অতি সহজ সদুপায় নির্ণীত হইয়াছে, বিজ্ঞানবিদ্যা বিশারদ ছয় ব্যক্তি ছয় প্রকার খনন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অতি অল্প ব্যয়ে অতি সহজে অল্প সময়ের মধ্যেই অধিক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় যুদ্ধকার্য্যের ব্যয়ের নিমিত্ত বিলাতের কর্ত্তামহাশয়েরা অনেক টাকা প্রেরণ করিতেছেন, সেই টাকা ও সেনাগণ আসিয়া পঁহুছিলে এখানকার গবর্ণমেণ্ট ধনে জনে প্রবল হইবেন।

সুপ্রিম কোর্টের গ্রাণ্ডজুরিগণ বিচারপতি মহামতিদিগের নিকট এমত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, গোরা সেনারা অতিরেক মদ্য পান পূর্ব্বক আপনারাও নানামতে নষ্ট হইতেছে, এবং প্রজাদিগের উপরেও অতিশয় অত্যাচার করিতেছে, অতএব এ বিষয়ে আশু একটা বিহিত উপায় নির্ণয় করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বিচারপতি মহাশয়েরা সম্মত হইয়া গোরার অত্যাচার নিবারণার্থ সদুপায় করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন।

এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, দুর্ব্বল নির্দ্দোষি প্রজারা অনর্থক অসহ্য যাতনা সহ্য করিতেছে। প্রজার ধন, প্রাণ, মান, জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করাই প্রকৃত রাজধর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদের মর্ম্মার্থ।

কাণপুর হইতে আগত।

৭ ডিসেম্বর বেলা দুই প্রহর।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

গত দিবস আমার দলের ৮০৭ জন পীড়িত ও আহত ব্যক্তিকে সুরক্ষিত স্থানে রক্ষা পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১১ ঘণ্টা সময়ে গোয়ালিয়ার কাণ্টিঞ্জেণ্ট ও তাহার অনুবলদিগের উপর আক্রমণ করা যায়, তাহাতে শত্রুগণ এককালেই পরাজিত হয়। তাহারদিগের শিবিরাদি অধিকার পূর্ব্বক ৭ ক্রোশ পর্য্যন্ত কালপির পথের দিগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলাম, ছোটো বড় ১৬ টা তোপ, ২৬খানা কামানের গাড়ি, অসংখ্য গোলা গুলি অপরাপর সমুদয় দ্রব্য জয়লব্ধ হইয়াছে।

এই সংগ্রামে আমারদিগের স্বল্পমাত্র হানি হইয়াছে, জেনরল গ্রাণ্ট

সাহেবের এডিকেম্প লেপ্টেনেণ্ট স্যালমণ্ড সাহেব ব্যতীত অপর কোনো সেনাপতির মৃত্যু সমাচার আমার শ্রবণগোচর হয় নাই।

জয়লব্ধ ১৬ টা তোপ ও ২৬ খানা তোপের গাড়ির বিবরণ।

১ টা ১৮ পোনি তোপ। সরঞ্জাম শুদ্ধ।

৮ টা ৯ পোনি। ঐ ঐ।

৯ খানা ৯ পোনি তোপের ওয়াগান অর্থাৎ ভারবাহক গাড়ী।

১ খানা ৯ পোনি গাড়ি।

২ টা ২৪ পোনি হইট্‌জর তোপ সরঞ্জাম সহিত।

২ টা ২৪ পোনি তোপ।

১ খানা ২৪ পোনি ওয়াগান গাড়ী।

১ খানা ২৪ পোনি তোপের খালি গাড়ী।

১ খানা গাড়ী।

৩ খানা ১৮ পোনি লিম্বর।

১১ খানা খাদ্য দ্রব্যের গাড়ি।

৩ টা ৮ ইঞ্চি মর্টর নামক তোপ।

২ টা ৮।১০ ইঞ্চি ঐ।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

লক্ষ্ণৌ গেরিজনের বালক বালিকা নির্ব্বিঘ্নে এলাহাবাদে পঁহুছিয়াছে।

পঞ্চকোটির রাজা নীলমণি সিংহ দেও বাহাদুরের বয়স ৩২ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে, তাঁহার বিচার এপর্য্যন্ত শেষ হয় নাই।

হাস্রাস সেনা দলের কতকগুলী রাণীগঞ্জ হইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছে।

বিদ্রোহিগণ বারাণসী আক্রমণ করিবে এই বিষয়ে নগরবাসিগণ নিতান্ত ভীত নহেন।

নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি জং বাহাদুর ৯০০০ গোরখা সেনা লইয়া সিউগলি নামক স্থানে ২ ডিসেম্বর দিবসে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত শিবিরবাহক যে সকল লোক আছে তাহারাও যুদ্ধকার্য্যে নিতান্ত অপটু নহে। উক্ত জং বাহাদুর প্রথমে গোরক্ষপুরের বিদ্রোহিদিগ্যে দূরীভব করত পরিশেষ কাণপুরে গিয়া প্রধান সেনাপতির সহিত সংযুক্ত হইবেন।

আলিপুর।

আলিপুরের জেলখানার নিকটে একটা বৃহৎ বাঙ্গালা প্রস্তুত হইবে তথায় সিপাহিরা বাস করিবে, এইক্ষণে সিপাহিরা যে স্থানে বাস করিতেছে তথায় কেল্লাবাসি গোরা সেনারা আসিয়া বাস করিবে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

মনুষ্য মাত্রেই দৈবাধীন, গত কয়েক দিবস কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে বিড়ম্বিত হওয়াতে আমার প্রথম পত্রের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু জগদীশ্বরানুকম্পায় সেই বিপদপাত তহইতে অব্যাহতি পাইয়া মহাশয়ের সমুজ্জ্বল প্রভাকর পত্র পার্শ্বে স্থান প্রাপণাভিলাষে পুনর্ব্বার লিখিতেছি, সানুগ্রহে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

অনন্তর অম্বিকা কাল্‌না হইতে নৌকা খুলিয়া ক্রমে কাটোয়া আসিয়া উপনীত হইলাম। এই জনপদ বহুজন সমাকীর্ণ বটে, কিন্তু প্রায় তাবল্লোকেই কোন না কোন ব্যবসাবদ্ধ লোকের কলরবে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হয়, সকলে স্ব স্ব উপার্জ্জনে দৃঢ়ব্রত, এস্থলে এমত কোন স্থল বা ব্যাপার নয়নগোচর হইল না যাহাতে চক্ষুর আনন্দ জন্মে, ও মনে কোন রসোদ্দীন হইতে পারে! কিন্তু মহাশয়, কি আশ্চর্য্য সময় উপস্থিত, এক্ষণে প্রায় সকল লোকেরই মানস মন্দিরে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে, বিদ্যার আদর ও উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রায় সকল স্থানেই সমভাবে প্রদর্শিত হইতেছে, ইহার পর আর সৌভাগ্যের বিষয় কি? এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে বুঝি মাতা ভারতভূমি এতদিন পরে দুর্ব্বিষহ অসভ্যতারূপ শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবেন। দেখিলাম কতিপয় ভদ্রলোক কর্ত্তৃক এই আত্মপরায়ণ ব্যবসায়ি মণ্ডলী মধ্যে একটী অভিনব ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় প্রায় ৬০ জন বালক অধ্যয়ন করিতেছে, এই বিদ্যালয়টী এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অধীন হয় নাই, বাসনা করি, দয়াবান ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যেমন অসামান্য বদান্যতা সহকারে সকল স্থানেই বিদ্যালোচনা বিষয়ে অকাতরে

সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টী যেন তাঁহারদের নেত্রপথ বহির্ভূত না হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবেন।

অনন্তর কাটোয়া হইতে নৌকা খুলিয়া দুই তিন দিবসের মধ্যেই বহরমপুরে আসিয়া পঁহুছিলাম, বহরমপুরের বাহ্যশোভা অতি রমণীয়, ভাগীরথীতীর নানাবিধ পাদপ শ্রেণীতে সুশোভিত, সম্মুখে শ্যামল দূর্ব্বাদল আচ্ছাদিত ময়দান, উভয়েই স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় রমণীয়তা প্রদর্শন করিতেছে, ময়দানের উপরে মনোহর ধবল অট্টালিকা সমূহ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিদাঘ কালের প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে এই স্থানটী কি পর্য্যন্ত সুখকর হয় তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা দুষ্কর, কেবল মনে মনেই অনুভব করা যাইতে পারে। বহরমপুরের যেরূপ বাহ্যশোভা সন্দর্শন করিলাম, আন্তরিক শোভা তদধিক। এস্থান অনেক ভদ্রসন্তানের আবাসভূমি, যে কয়েকটী লোকের সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল তাঁহারা বিনীত স্বভাব, সরল, পরদুঃখে কাতর ও তাহা বিমোচন করিতে বিশেষ যত্নবান্ দেখিলাম।

(ইহার শেষ পরে হইবে।)

অশেষ গুণাকর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কাল্‌না বর্ণন।

গত বারের শেষ।

একাবলীছন্দাভাস।

একথা শুনিয়া বিস্ময় চিতে।
সমাধি মন্দির যাই দেখিতে ॥
সমাজ আলয় সকলে কহে।
আমি বলি ইহা সমাজ নহে ॥
সমাধি স্থানেতে সমাজ বলে।
সমাধি মন্দির বুঝহ ছলে ॥
কোনো মহাজন স্মরণ হেতু।
প্রতিষ্ঠিত এই স্মরণ সেতু ॥
অস্থি নাকি তথা নিহিত আছে।
শুনিলাম যত লোকের কাছে ॥
কৌতুক আবিষ্ট হইয়া মন।
সমাধি ভবন করি গমন ॥
প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ভূমিরুপরে।
সম্মুখে সোপান শোভিত করে ॥
তার পাশে পোস্তা আছে দুধারে।
হেরিয়া হরিষে প্রবেশি দ্বারে ॥
প্রবেশিবা মাত্র বলিতে নারি।
মনোলোভা কিবা শোভা নেহারি ॥
অপরূপ রূপ স্বরূপ কই।
নয়ন বিরূপ কিরূপে কই ॥
চারিপাশে শোভে কুসুমোদ্যান।
বিকসিত ফুলে বিরাজমান ॥
বিবিধ বিলাতি কুসুম সারি।
সকলি নয়ন রঞ্জনকারি ॥
সমস্ত প্রাঙ্গণ ফিরিয়া শেষে।
সমাধি স্থানের সম্মুখদেশে ॥
বসিলাম তার হেরিতে শোভা।
জগত জনের মনের লোভা ॥
যেসব বিভব গৃহ ভিতরে।
মন্দির অন্তর তিমির হরে ॥
উজ্জ্বল কিরীট কি শোভা ধরে।
প্রভাকর কর গৌরব হরে ॥
নানাবিধ ধনে শোভিত আছে।
শত তারা নিভা কি তার কাছে ॥
পাশেতে রজত পর্য্যঙ্কোপরি।
শাটিনের শয্যা আমরি মরি ॥
কিরীট সম্মুখে আছে স্থাপিত।
রজত তৈজস যথা বিহিত ॥
প্রয়োজন যাহা জীবিতমানে।
সকলি শোভিছে সমাধি স্থানে ॥
হেরিয়া হইল মোহিত চিত।
ঔদাস্য অন্তরে হলো উদিত ॥
অসার সকলি সংসার মাজে।
ধন পরিজন লাগে কি কাজে ॥
কিসের লাগিয়া ভোগ বিলাস।
ক্ষণস্থায়ি ইহা ক্ষণেকে নাশ ॥
এই দেখ সব পড়ে রয়েছে।
সেজন নিধন কবে হয়েছে ॥
স্মরণ কারণ বিভব সবে।
মরণ গাইছে নীরব রবে ॥
শেখরে আমার পামর মন।
কি করে থাকিলে বিপুল ধন ॥
আত্ম অভিমান ত্যজরে ত্যজ।
কোরোনা কোরোনা সময় ব্যাজ ॥
উচ্চপদ হেতু কিহেতু খেদ।
মরণেতে নাহি অবস্থা ভেদ।
উচ্চ পদ যদি থাকে বাসনা।
তুচ্ছ সুখে মন কভু ভুলনা ॥
তোমার আশার সুসার হেতু।
বাঁধরে বাঁধরে সুকর্ম্ম সেতু ॥
ভবের কারক তারক যিনি।
মহত্ত্ব প্রদান করেন তিনি ॥
ভজরে মজরে তাঁহার নামে।
অচিরে লভিবে আনন্দ ধামে ॥
ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া পরে।
নৌকায় ফিরিয়া আসি সত্বরে ॥

চ, ক, স,

মুর্সিদাবাদ।
১০ কার্ত্তিক।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমদ্ভ্রমীবদমৃতং পীত্বা সুখাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯২ সংখ্যা] গুরুবার ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ১০ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সংবাদপ্রভাকর

২৬অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দাক্ষিণাব্দাঃ ১০৯

সমাচার পত্রের সম্পাদকদিগের মধ্যে পরস্পর এরূপ ব্যবহার এবং সম্বন্ধ বদ্ধ আছে, যিনি যে কোনো পত্র হইতে যে কোনো সমাচার গ্রহণ করেন, সেই পত্রের নাম স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই নিয়মসূত্রে বদ্ধ হইয়া আমরা ইংরাজীপত্র হইতে যে যে বিষয় অনুবাদ করি আগেভাগেই তাহার অঙ্গীকার করিয়া থাকি। যথা "অমুক পত্র হইতে গৃহীত ,, মধ্যে হরকরা সম্পাদক মহাশয় ক্রমশঃ কয়েক দিবস আমারদিগের প্রভাকরের প্রকাশিত নূতন নূতন ভাল ভাল বিষয়গুলির অনুবাদ আপন পত্রে প্রকাশ করাতে আমরা গত ২০ অগ্রহারণ শুক্রবাসরীয় প্রভাকরে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি, কিন্তু সংপ্রতি কয়েক দিবস অবধি ইংরাজী পত্রে সেই অঙ্গীকারের বিপরীত আচার প্রচার হইতেছে। বোধ হয় নর নব অনুবাদকগণ অনুখাদক হইয়া প্রভাকরের নাম গোপন পূর্ব্বক সম্পাদকদিগের স্থানে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছেন। আমরা যাহা অদ্য প্রকাশ করিতেছি দুই তিন দিবসের পর সেই বিষয়গুলীই ইংরাজী পত্রে অবিকল প্রকাশ হইতেছে, অথচ তাহাতে প্রভাকরের নাম প্রকাশ হয়না, ইহার কারণ অনুবাদক ভায়ারদের ছলনা এবং চাতুর্য্যমাত্র। কিন্তু তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস পূর্ব্বক এপ্রকার বঞ্চনা দ্বারা এক ব্যক্তির স্বত্ব অপহরণ করণে কি অধর্ম্ম ও মানবনামের কলঙ্ক বিবেচনা করেননা? তাঁহারা কি জানেননা! যে,তাঁহারদের এতদ্রূপ কাণ্ড দেখিয়া সকলেই হাস্য ও নিন্দা করেন? এবং এতদ্দ্বারা ইংরাজী কাগজের ও ইংরাজ সহযোগিগণের নামে,যে,গুরুতর কলঙ্ক হয় তাহাও কি একবার মনে করেন না! পরন্তু এতদ্রূপ চুরিকরা বিদ্যাতে অনুবাদকদিগের বিশেষ কি গৌরব এবং সম্মান বৃদ্ধি হয় আমরা তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলামনা। যাহা হউক, এতজ্জন্য আমরা শ্বেতসহযোগিগণের উপর বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে পারিনা, কেননা বোধ করি তাঁহারদিগের জ্ঞাতসারে এরূপ হয়না, ফলতঃ অনুরোধ করি, এই পর্য্যন্ত তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ সংবাদ লেখকদিগের লেখার প্রতি বিশ্বাস করিবেননা, তাহারা " Original news ,, অর্থাৎ "তাঁৎকাটা নূতন কোরা সংবাদ ,, বলিয়া যাহা প্রদান করেন, তাহা আমারদিগের বহুকালের প্রকাশিত উচ্ছিষ্ট প্রসাদি সংবাদ। অনুবাদকদিগের মধ্যে যিনি যথার্থ মনুষ্য, সত্যপ্রিয় এবং ধার্ম্মিক,তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমারদিগের এই লেখাটি অনুবাদ করিয়া ইংরাজী পত্রে প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে আমরা তাঁহার নিকট মহোপকার স্বীকার করিব।

গত ভাদ্র, আশ্বিন এবং কার্ত্তিক এই তিন মাসের "সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা" প্রাপ্ত হইয়া আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম, উক্ত পত্রাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদিস্যাৎ তাহার কলেবর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতেন তবে পাঠকপুঞ্জের পক্ষে সাতিশয় সুখের বিষয় হইত, কারণ কোনো একটা প্রবন্ধ এককালীন সমাধা না হওয়াতে এক মাসের প্রকাশিত বিষয়ের পরিশিষ্ট অপর এক মাসে পাঠ করিতে হয়, সুতরাং স্মরণের মরণে তৎকালে তৎপাঠে তাদৃশ প্রীতি জন্মিতে পারেনা, যাহাহউক, আমারদিগের এই প্রস্তাবানুযায়ি কার্য্য সাধনে ব্যয় বাহুল্য বিধায়ে যদি তাঁহারদিগের ক্লেশ বোধ না হয় তবে এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেনানচেৎ কখনই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেননা, তাঁহার অভিপ্রায় অতি সুন্দর পদ্য রচনা উৎকৃষ্টই হইতেছে, কিন্তু পদ্যগুলী সেরূপ হয়না, ছন্দ, মিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দোষ পড়িতেছে, তাহা লিখিয়া কত ব্যক্ত করিব, সাক্ষাৎ হইলে মুখে সকল কথা নিবেদন করিতে পারি।

—০—

বারাসতের অন্তঃপাতি আনরপুর পরগণার বামুনমুড়া নিবাসী কোনো এক বিশেষ বন্ধু গত দিবস আমারদিগের যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন "আমারদিগের মাজিষ্ট্রেট সাহেব আনরপুর পরগণার সমুদয় গ্রামে টেক্স করণের উদ্যোগ করিতেছেন, ইহাতে ভদ্রাভদ্র সমস্ত প্রজাই অসম্মত নিয়মিতরূপে সমভাবে চিরকাল টেক্স প্রদান করে প্রজাপুঞ্জের অবস্থা সেরূপ নহে, অধিকাংশ লোকই দুঃখি।,,

"ধান্য বড় মন্দ হয় নাই। তরি তরকারি এবং আর আর সকল প্রকার শস্যই উত্তম জন্মিয়াছে।,,

"দমদমায় বিস্তর ঘোড়া, ও গোরা দর্শন করিলাম।,,

"আমারদিগের পরগণায় এবৎসর উত্তমরূপেই শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। সংপ্রতি দস্যু তস্করের ভয় মাত্রই নাই।"

বাষ্পীয় রথারোহী কোনো এক মান্য ব্যক্তি লেখেন "গত সোমবার দিবসে এক জন যবন বাষ্পীয়-রথে চুরট খাইতেছিল, এই অপরাধে গাড়ির একজন কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া হাবড়ার ষ্টেসনে লইয়া গেলেন, বোধ হয় তাহার ২৫ টাকা দণ্ড হইয়াছে।,,

"গত শনিবারের সন্ধ্যাকালের বাষ্পরথ মগরার সেতুর উপর হঠাৎ কিরূপ আঘাত পাওয়াতে অচল হইয়া বন্ধ হয়. সেই ধাক্কায় আমরা কোনো আরোহি অক্কা পাই নাই, কিন্তু কাশী মক্কা দুইদিগ্ ফক্কা হওনের সূত্র হইয়াছিল, ধর্ম্মে ধর্ম্মে জগদীশ্বর রক্ষা করিলেন, তাহাতেই রক্ষা হইল. ইহাতে আমারদিগের রাত্রির ক্লেশ যাহা হউক, কিন্তু রেইলওয়ে কোম্পানির কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে, তৎকালীন জানিতে পারি নাই, এইক্ষণে শুনিতেছি, কতক আণ্ডারের দোষ এবং কতক কামারের দোষ, দুইপ্রকার দোষেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। পরদিবস হাবড়া হইতে ইঞ্জান গিয়া সেই গাড়ীগুলির গতি করে। আমরা দুইরূপ কথা শুনিতেছি, প্রথম, এই যে, সঞ্চালক মহোদয়ের অসাবধানতায় এই দৈব ঘটনা হইয়াছে, দ্বিতীয় এই, ষ্টেসন মাষ্টরের অধীনস্থ গেট রক্ষকের দোষেই এমত হইয়াছে, যাহা হউক, যে কারণে হউক কর্ত্তা সাহেবেরা অবশ্যই তাহা সুবিচার পূর্ব্বক ভবিষ্যতের আশঙ্কা নিবারণার্থ আশু কোনোরূপ সদুপায় নির্ণয় করিবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কতকগুলীন গোরা সেনা রাজশাহীতে প্রেরিত হইয়াছে।

পূর্ণিয়াতে কতকগুলীন গোরা সেনা প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা কৃষ্ণগঞ্জে স্থায়ি হইয়া যে সকল বিদ্রোহি সিপাহি ঐ পথ দিয়া প্রস্থান করিতেছে তাহারদিগ্যে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেক।

এলাহাবাদের এক পত্রে প্রকাশ করে, লক্ষ্ণৌ ও কাণপুর হইতে যে সকল স্ত্রী বালক ও আহত লোকেরা প্রেরিত হয় তাহারা এলাহাবাদের দুর্গে আগমন করিতেছে, তাহারদিগের অবস্থান জন্য দুর্গের ভিতর উত্তমরূপ শিবির এবং শয্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল গুডিন সাহেব তাহারদিগ্যে লইয়া আসিতেছেন। ৭ ডিসেম্বর দিবসে তাহারা তথায় পঁহুছিতে পারে।

"ঢাকা নিউস" পত্রে ব্যক্ত করে, চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সিপাহিরা অরণ্য পথ দিয়া গমন করিতেছে, তাহারা ত্রিপুরার রাজাকে অনুবল করিয়া লণ্ডনের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ত্রিপুরার রাজা বাহাদুরের এপর্য্যন্ত

সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে নাই, তাহারা যে সকল কয়েদিকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছিল তাহারদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছে। যে সকল সিপাহির স্ত্রী সঙ্গে আছে, সেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত সমান রূপে গমনে অশক্ত হওয়াতে আপনারাই তাহারদের প্রাণ নাশ করিতেছে, ইহার কারণ অপর পুরুষে পাছে সেই স্ত্রীদিগের সতীত্ব সংহার করে।

"কোয়েল,," "ডালা,," এবং "কেলডাইন,," এই তিনখানা বাষ্পীয় জাহাজে যে তিন শত গোরা ও গোরা-খালাসি সেনা প্রেরিত হয় তাহারা ঢাকা নগরে পঁহুছিয়াছে, ঐ যোদ্ধাদিগের মধ্যে কতকগুলীন দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে এবং কতকগুলীন ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্ট রক্ষার নিমিত্ত গমন করিবে।

দারজিলিং হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কাপ্তেন করজন সাহেবের অধীনস্থ ১০০ গোরা সেনা এবং লেপ্টেনাণ্ট মরি সাহেবের অধীনস্থ ১২০ জন রাজানুগত সিপাহি সেনা সিলিগুড়ি নামক স্থানস্থিত গোরা খালাসিদিগের সহিত সংমিলিত হইয়া জলপাইকুঁড়ি স্থানের ৭৩ গণিত দেশীয় পদাতিক দলের সেনাদিগ্যে নিরস্ত্র করিতে যাইবেক, কারণ তাহারা বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ণিয়া জিলায় গুরুতর অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে।

ঢাকায় বিদ্রোহি সিপাহিরা বগয়া নামক স্থান হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের পর পার গমন পূর্ব্বক মহেন্দ্রগঞ্জ এবং চিলমারির বাজার লুঠ করিয়াছে। শুনা গেল কতকগুলীন অশ্বারোহি ও গোরখা সৈন্য এবং জলপাইকুঁড়ির কতকগুলীন রাজানুগত সৈন্য তাহারদিগের প্রতিকূলে অগ্রভাগে ধাবিত হইয়াছে, এবং তাহারদিগের পশ্চাদ্ভাগে ঢাকা হইতে কতকগুলীন গোরা সেনা বগয়াভিমুখে প্রেরিত হইয়াছে, অতএব দুষ্টেরা অগ্র পশ্চাৎ দুই দিগ হইতেই আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?।

পাটনার পত্রপ্রেরক ইংলিসম্যান পত্রে লেখেন, ত্রিহুত জিলায় উৎপাতের আশঙ্কা হইয়াছে। জলপাইকুঁড়ি হইতে ১৪০০ শাস্ত্রিক বিদ্রোহি প্রস্থান করিয়াছে, তাহারা ত্রিহুত কি পাটনা, কোন্ অঞ্চলে আগমন করে তাহার নিশ্চয়তা নাই, ৫০ জন ফিউজিলিয়র সৈন্য এবং এক সম্প্রদায় নাবিক ব্রিগেড সৈন্য তাহারদিগের আগমন পথ রোধ করণার্থ প্রেরিত হইয়াছে। শহরঘাটি হইতে কতকগুলীন ইউমেনরি অশ্বারোহি সেনা ত্রিহুতের পথ রক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছে।

নেপালের রাজমন্ত্রী জং বাহাদুর যে ৯০০০ গোরখা সেনা লইয়া ব্রিটিস সাহায্যার্থ আগমন করিতেছেন, তাহার মধ্যে তিনি ১০০০ সেনা ত্রিহুত রক্ষার্থ প্রেরণ করেন এই প্রার্থনায় এখানকার রাজপুরুষেরা তাঁহাকে এক পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত পত্রপ্রেরক আরো লেখেন যে পাটনা রক্ষার নিমিত্ত আরো কিঞ্চিৎ সেনা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা অত্যন্তই আবশ্যক হইয়াছে, কেননা বিদ্রোহিরা মজঃফরপুরের পথ দিয়া গমন করিতে না পারিলেই পাটনা আগমন করিবে।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, সেনাপতি হেবলক সাহেব যুদ্ধের আঘাতে মরেন নাই, রোগে মরিয়াছেন।

ইংলিসম্যান পত্রে লেখেন প্রধান সেনাপতি সাহেব কতকগুলীন অশ্বারোহি সেনা পাইলেই গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিদিগ্যে একেবারে বিনষ্ট করিবেন, তাহার অনুষ্ঠান সকল হইতেছে, এইক্ষণে আগ্রার দিগেই যাওয়া কর্ত্তব্য, অযোধ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরে হস্তক্ষেপ করা যাইবেক।

পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ হইতে প্রত্যহ সমরক্ষেত্রে ১০০ সেনা প্রেরিত হইত, এইক্ষণে ৩০০ করিয়া প্রতিদিন যাইতেছে। হরকরা সম্পাদক এজন্য গাড়ী সংগ্রহের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

কাশীর পত্রে লেখে কর্ণেল ফ্রাঙ্ক সাহেব ২০০০ সেনা ও সরঞ্জাম সহিত জোয়ানপুর গমনের উদ্যোগ করিতেছেন। ৩৭ গণিত সৈন্য শ্রেণী যাহারা এখানে ও জোয়ানপুরের পথে আছে, তাহারা ব্রজাপুর রক্ষার্থ শীঘ্রই গমন করিবে, ইহার কারণ বেহার প্রদেশের বিদ্রোহিগণ নদী পার হইয়া তথায় গমনের চেষ্টা করিতেছে। এখানে দোষিদিগ্যে প্রায় প্রত্যহ ফাঁসিতে ও তোপে হত করা যাইতেছে। ২ তারিখের পর আমরা কাণপুরের কোনো সমাচার প্রাপ্ত হই নাই। ডাকের বড় গোলযোগ হইয়াছে, ফতেপুরের পত্রে লেখে ২০০০ ব্রিটিস সেনা অতি সাহ-

সে গোয়ালিয়ার বিদ্রোহি এবং অন্যান্য প্রায় ১৬০০০ বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করে। শুনিলাম ব্রিগেডিয়ার উইলসন সাহেব হত, কাপ্তেন ষ্টারলিং এবং মরফি সাহেব গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন, শত্রুগণ এইক্ষণে নগর অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অযোধ্যা হইতে সমর সামগ্রী আসিতেছে, আমরা শীঘ্রই তাহারদিগে পরাভব করিয়া দিব। যে সকল সেনা এখানে এবং চিনিতে আছে প্রধান সেনাপতি তাহারদিগের সকলকে শীঘ্রই একত্র হওনের অনুমতি করিয়াছেন। তাহারা আগামি প্রাতে এখানে একত্র হইয়াই কাণপুরে গমন করিবে, তাহা হইলেই আমারদিগের কৃতকার্য্য হওনের অসম্ভাবনা নাই। ভরসা করি, আমি অগোণেই বিপক্ষবৃন্দের পরাজয় সংবাদ প্রেরণ করিব। এখানে এখন কোনো আশঙ্কা নাই, কেবল গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিদল মাত্র রহিয়াছে। আমি দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি, থানা এবং কল্যাণপুরের তসিলের কাছারী গাঁওয়াল দুষ্টজনেরা লুঠ করিয়াছে। বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ পুনর্ব্বার সজীব হইয়াছে, কাণপুরের ডাক দুই দিবস আইসে নাই।

কটকের পত্রে লেখে, ডাক্তর মুরি সাহেব কটক হইতে ৮ ক্রোশ দূর সম্বলপুরের পথে বন্য বিদ্রোহিদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, মান্দ্রাজের দ্বিতীয় এপাথিকেরি হেন্সন সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি শুভাদৃষ্ট বশতঃ পাল্কী হইতে পলায়ন পূর্ব্বক তিন দিবস বনের মধ্যে বাস করিয়া রক্ষা পাইয়াছেন। ৪০ গণিত মান্দ্রাজি পদাতিক দলের এক শাখা গত সোমবার দিবসে সম্বলপুরের সৈন্যদিগের সহিত সংযুক্ত হওনার্থ গমন করিয়াছে। ৫ গণিত মান্দ্রাজি পদাতিক দলের এক শাখা উড়িষ্যায় অবস্থান করিবে, এইক্ষণে উৎকলে আর কোনো প্রকার গোলযোগ নাই।

অনুবাদিত সংবাদের সার মর্ম্ম।

শুঁড়ি এবং মানভূম প্রভৃতি কয়েক স্থান একত্র করিয়া বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট রাণীগঞ্জে স্বতন্ত্র একটী জেলা স্থাপন করিবেন।

মেজর সিসামরি সাহেব যিনি ছোট নাগপুরের প্রধান এসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর ছিলেন তিনি বারাকপুরের কমিস্যারিয়েট হইয়াছেন, মান্দ্রাজের মহাজনেরা আফিম ক্রয় করণার্থ যে ৮০০০০০ আট লক্ষ মুদ্রা কলিকাতায় প্রেরণ করিতেছিলেন,দুষ্ট লোকেরা ইন্দরের পথে সেই টাকা লুঠ করিয়া লইয়াছে, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট আপন অধীনস্থ সমস্ত জিলার মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর এরূপ অনুমতি প্রচার করিয়াছেন, পুলিসের প্রহরি সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহারা বদমাইস ও বিদ্রোহিদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

এগ্রিকলচুরল ও হার্টিকলচুরল সোসাইটি সেক্রেটরি মেং ব্লাইচণ্ডি সাহেব খিদিরপুরের আরফেনফণ্ডের সেক্রেটরি হইয়াছেন।

বাঙ্গাল হরকরা।

প্রেরিত পত্র

গত বারের শেষ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

এই স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে এই নগরে একটী হিতৈষিণী সভা আছে, অপরের দুঃখাপনোদন করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য, গ্রামস্থ যাবতীয় লোক এই সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং কেহ মাসিক, কেহ সাম্বৎসরিক চাঁদা প্রদান করিয়া থাকেন, শ্রুত হইলাম, যে মাসে প্রায় শতাধিক মুদ্রা আদায় হইয়া থাকে সেই মুদ্রা মাসে মাসে যত দীনহীন আশ্রয় রিহীন ব্যক্তিবৃন্দের প্রতিনিযোজিত হইয়া থাকে, এবং কোন ভদ্র পরিবার গৃহদাহে দগ্ধসর্ব্বস্ব হইয়াছে, অথবা উপযুক্ত ও উপার্জ্জন ক্ষম ব্যক্তি দৈববশতঃ হঠাৎ অসময়ে কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়ায় তাঁহার আশ্রয়চ্যুত পরিজনবর্গ জীবিকা নির্ব্বাহে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছে, বা কোন আগন্তুক নৌকা জলমগ্ন বিধায়ে পথিমধ্যে ঘোর সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, এবম্বিধ পাত্র সমুদয় এই সভা হইতে আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন। আহা কি অসীম মঙ্গলকর অনুষ্ঠান! এতদ্দেশস্থ অনেকানেক প্রধান প্রধান নগরীতে এরূপ কল্যাণকর অনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হয় না।

চ, ক, ম,

জঙ্গীপুর। কার্ত্তিক ১২৬৪।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

অতিরিক্ত

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ৷৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম সতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

৫৯৯৪ সংখ্যা] শনিবার ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ১২ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মুল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী কামিনী দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বাগবাজার সুতানুটির মধ্যে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী নং ১৪৪।১১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পোনেরো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কামিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কালও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে সরফরাজপুর বন্দহারির মধ্যে সরফরাজপুর নামে যে এক তালুক আছে, লাট নম্বর ৬৫২, তাহার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ১৯২২৸৫ তাহাতে নিম্নলিখিত মৌজা কিসমত ও চক সকল আছে, যথা, মৌজা নিজভাদুড়ী, কিসমত জয়নগর, কিসমত লবঙ্গকুস ডিঙ্গী, মৌজা পাতোরিগাছা, কিসমত আহামদিয়া, কিসমত নোয়া, মৌজা বাঙ্গালিনী, কিসমত সরূপনগর, কিসমত সারাপুর, কিসমত কাহোলপুর, এই সকল সরফরাজপুর পরগণার মধ্যে এবং মৌজা তারাবি চক আমিন, চক তেত্তলিয়া, চক রাজাপুর, চক ঘুশুড়ী, চক গোপালনগর, মৌজা নিজ শ্রীরামপুর, মৌজা ভাধরবাটী, কিসমত হোগলা, চক সোত্রা, মৌজা নরহরিখালী, মৌজা শ্রীকোলা, মৌজা হোসমপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, চক মলপুর, চক লিহোপুর, চক শঙ্করপুর, চক ওয়াওয়ালী, চক শ্রীকৃষ্ণনগর, এই সকল রাজীতপুর পরগণার মধ্যে এবং ভাদুড়িয়া তরফের মধ্যে জলদার বিল নামে আধুনিক বন্দবস্তী যাহার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৪৷৷০ তরফ বাঙ্গালিনীর মধ্যে নিজ বাঙ্গালিনী যাহার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ২৩৷৷৵০ এবং সাড়াপোল, যাহার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোং ৫৩।১ তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কামিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

২৮অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯।দানিশাব্দা ১০৯

আমরা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, গত ১৯ অগ্রহায়ণ দিবসে সুপ্রিম কোর্টের ব্যবস্থাদায়ক পণ্ডিত বহুশাস্ত্র বিশারদ ৺ রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয় এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত জগদীশ্বর স্মরণ করিতে করিতে যোগ্যলোকে গমন করিয়াছেন, তিনি বহুগুণান্বিত সুপণ্ডিত এবং সর্ব্বপ্রিয় ছিলেন, এজন্য তাঁহার লোকান্তর গমনে তাবতেই দুঃখিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। ইনি সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতি পদে অভিষিক্ত থাকিয়া সমূহ সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা যাপন করিলেন। বোধ হয়, এই মহাশয়ের লীলা সম্বরণেই সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতের পদের লীলা সম্বরণ এককালেই হইল। ৺ কালীকান্ত বিদ্যাভূষণ, যিনি উক্ত মহাশয়ের সহযোগি পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার লোকান্তর গমনে রাজপুরুষেরা তৎপদে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন নাই; সর্ব্বশেষে রামজয় তর্কালঙ্কার কেবল একামাত্রই পণ্ডিত ছিলেন, এইক্ষণে ইঁহার অভাবে বোধ হয় ঐ পদেরো অভাব হইল, কারণ আমরা শুনিয়াছিলাম, কর্ত্তৃপক্ষেরা এমত স্থির করিয়াছিলেন যে, উক্ত কোর্টের পণ্ডিতেরা যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তথাকার পণ্ডিতি পদ থাকিবে, তাঁহারদিগের অবসানেই ঐ পদ উঠিয়া যাইবে। সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালতের দশাও ঐরূপ হইয়াছে, তথায় এখন একজন পণ্ডিত আছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। যাহা হউক, ভারতবর্ষস্থ উল্লেখিত উভয় প্রধান বিচারালয়ে দুই একজন হিন্দু ব্যবস্থাপক পণ্ডিত রাখা অতি আবশ্যক, ইহাতেই বা ব্যয় কি? যৎসামান্য মাত্র, বস্তুতঃ অনেক উপকার আছে, অতএব বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি, প্রধান পুরুষেরা যৎকিঞ্চিৎ কার্পণ্য দোষ পরিহার পুরঃসর আমারদিগের প্রস্তাবিত বিষয় অঙ্গীকার করিলে অতিশয় যশের কার্য্য হইবেক।

আমরা জনরবে শ্রবণ করিয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতাবাসি নির্ব্বিরোধি সুবিখ্যাত সুবুদ্ধি মুচ্ছুদ্দি ৺বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয় অনেক ঋণগ্রস্ত হইয়া জীবনযাত্রা যাপন করিয়াছেন। তাঁহার শবদাহের অগ্নি নির্ব্বাণ না হইতে হইতেই মহাজন মহাজন লোকেরা সুপ্রিম কোর্টে নালিস আরম্ভ করিয়াছেন, উক্ত মহাশয় বহুকাল মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন, বিশেষ কোনো দাতব্য ক্রিয়া করেন নাই, তবে কি জন্য এত ঋণী হইলেন, বোধ হয়, নানা ব্যবসায় লোক্সান হইয়া থাকিবে, প্রার্থনা করি এই সংবাদটী মিথ্যা হউক।

আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ভূকৈলাসের রাজপরিবারস্থ একটী সর্ব্ব গুণসম্পন্ন সর্ব্বপ্রিয় অতি যোগ্য মহা রত্ন যুবক রাজনন্দন অকালে কাল গ্রাসে পতিত হওয়াতে উক্ত রাজপরিবার মধ্যে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, তিনি এই তরুণ বয়সে অত্যন্ত যশস্বিরূপে ভূম্যধিকার সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, ইঁহার পিতা কুমার সত্যভক্ত ঘোষাল বাহাদুর যেমন মহাত্মা ছিলেন, ইনিও অবিকল তদনুরূপ হইয়াছিলেন। আহা কি পরিতাপ!

অদ্য দিবসে এই কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রেই অসংখ্য বর কোনের বিবাহ হইবেক, কারণ ইহার পরেই অকাল পড়িবে তাহাতে আর এক বৎসর কাল বিবাহের উত্তম কাল থাকিবেনা, সুতরাং বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসেই তাবতে আপনাপন পুত্র কন্যার বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করণে বাধ্য হইয়াছেন।

এতন্নগরবাসি খ্যাত্যাপন্ন বাবু নৃসিংহচন্দ্র বসু, যিনি কিছুকাল মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্মে ও বহুব্যয়ে সর্ব্বত্র জানিত হয়েন। শুনিতেছি, ধনিবর বাবু জয়চন্দ্র মিত্র তাঁহার এবং আর একজন ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে পুলিসে জালখতি বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, নৃসিংহবাবুকে কারাগার প্রবেশ করিতে হয় নাই, জামিন দিয়া খালাস হইয়াছেন, ব্রাহ্মণটী শ্রীঘরে ঢুকিয়াছেন, বোধ করি, সুপ্রিম কোর্টের আগামি সেশনে এই অভিযোগের মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইবেক।

সংপ্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে এরূপ এক বিধি অবধারিত হইয়াছে যে, ইউরোপখণ্ডের ভিন্ন দেশীয় লোকেরা পাস ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন প্রদেশ মধ্যে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না। আমরা এই আইনের পাণ্ডুলিপি উপলক্ষে বারদ্বয় অস্মৎ পত্রে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম, পাঠকগণ তদ্বিশেষ পাঠ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, পূর্ব্বে আমরা এই আইন প্রকাশার্থ রাজপুরুষদিগ্যে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, ইংলিসম্যান সম্পাদক ইহার বিপক্ষ হইয়া আইন প্রচারক মহাশয়দিগ্যে অনেক অনুযোগ করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা না শুনিয়া আমারদিগের অভিপ্রায় মত কার্য্য সাধন করাতে সুতরাং আমরা সাতিশয় সুখ সহকারে আনন্দ প্রকাশে বাধ্য হইলাম। এই আইনের চরম ফল অবশ্যই মহামঙ্গলকর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু পেট্রিয়াট সম্পাদক মহোদয় লেখেন "বিজ্ঞবর সুযোগ্য জুনিয়ার মাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় কলিকাতা সেমেনরি নামক বিদ্যালয়ে প্রশংসাজনক দাতব্য দান করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং এক দিবস তথায় গমন পূর্ব্বক ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করত উৎসাহ প্রদান করিবেন।"

এই সংবাদে আমরা অতিশয় আহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের প্রস্তাবিত পাঠালয়ের উন্নতিকল্পে দেশীয় বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা যত অধিক অনুরাগি হইবেন ততই অধিক সুখের বিষয় হইবেক।"

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

রাজকীয় সংবাদের অনুলিপি।
বৃহস্পতিবার ১০ ডিসেম্বর।
কাণপুর হইতে আগত।
পূর্ব্বাহ্ন ২ ঘণ্টা।
প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকট হইতে।
কলিকাতা।
শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

মহারাণীর ৯ গণিত লেন্সর দলের সেনাপতি জেনরল হোপ গ্রাণ্ট সাহেব এই মাত্র সংবাদ লিখিয়াছেন, সিরাজঘাটে বিপক্ষগণ যৎকালে কামানাদি সহিত গঙ্গা পার হওনের উপক্রম করিতেছিল তৎকালে তিনি আপন অধীনস্থ অশ্বারোহি এবং গোলেন্দাজ সেনা সমভিব্যাহারে অতিশয় সাহসপূর্ব্বক তাহারদিগ্যে আক্রমণ করেন, অর্দ্ধঘণ্টা কাল হুরুতর ভয়ঙ্কর ঘনঘন তোপাগ্নি বৃষ্টি করত বিপক্ষব্যূহের নিকট হইতে নানা জাতীয় ১৫ টা তোপ, তোপের শকট, অন্যান্য শকট, বলদ এবং সমুদয় সমর সংক্রান্ত সামগ্রী জয়লাভ করা হয়।

তোপের বিবরণ।
১ টা ১৮ পোনি।
৮ টা ৯ পোনি।
৩ টা ১২ পোনি হৌটজর তোপ
২ টা ৪ পোনি ঐ।
১টা এতদ্দেশীয় নির্ম্মিত ৬ পোনি তোপ।

জেনরল গ্রাণ্ট অনুমান করেন বিপক্ষদলের ১০০ জন হতাহত হইয়া থাকিবেক। তাঁহার অধীনস্থ এক জনো ব্রিটিস সেনা হত বা আহত হয় নাই। কেবল তিনি একাকী মাত্রই নিজে স্বল্পাঘাতী হইয়াছেন।

এইরূপ অনায়াস জয়লাভ জন্য উক্ত সেনাপতি সাহেব গবরনর জেনরল বাহাদুরকে অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক এই শুভসমাচার জ্ঞাত করিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ফতেপুর হইতে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে সমাচার আসিয়াছে, যে, গোয়ালিয়ার বিদ্রোহি সেনারা ১৭ তারিখে সংপূর্ণরূপেই পরাজিত ও তাড়িত হইয়াছে। ফতেপুরের ১০ ক্রোশ দূরে প্রান্ত ট্রাঙ্করোডের পার্শ্ববর্ত্তি স্থানের কতকগুলীন দুষ্ট লোক প্রবল হইয়া গমনামনের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে।

এলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে, তদঞ্চলের লোকেরা বিদ্রোহি সিপাহিদিগের দ্বারা আক্রান্ত হওনের আশঙ্কায় সর্ব্বদাই ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।

কাণপুরস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, নানা সাহেব গোয়ালিয়ার বিদ্রোহি সেনা সকলকে সঞ্চালন করিতেছেন, এবং ঝান্সির রাণীও তৎসঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছেন।

পুর্ণিয়া হইতে ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা লেখেন। ২৯ নম্বেবর দিবসে ১০০ জন নাবিক সৈন্য, এবং তাহার দুই দিবস পরে ৫০ জন ফিউজিলর সেনা তথায় উপস্থিত হয়। ৪ডিসেম্বর দিবসে তাহারা রণসজ্জায় প্রেরিত হয়, কিন্তু কোন্‌দিগে গমন করিয়াছে তাহা ব্যক্ত হয় নাই। পুর্ণিয়া রক্ষার জন্য আপাততঃ সৈন্য উপস্থিত না থাকাতে প্রজামাত্রেই অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। গত কল্য ১০০ জন পর্ব্বতীয় লোক এখানে আসিয়াছে। তাহারা বলবান বটে, কিন্তু চিরকাল তাহারা কেবল ইষ্টক নির্ম্মাণের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। এজন্য তাহারদিগের উপর আমরা কিরূপে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি? ঐ মজুরেরা বিদ্রোহি সেনাদিগের প্রতিপক্ষ কিরূপে হইবে?।

৬ ডিসেম্বর দিবসে বাঙ্গাল ইউমেনেরি কেবেলরি সেনারা বন্যপথ দিয়া মহাকষ্টে গয়ায় পঁহুছিয়াছে, কোনোখানেই তাহারা বিপক্ষদিগ্যে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু এমত সংবাদ পাইয়াছে, যে বিদ্রোহিরা স্থানে স্থানে রহিয়াছে।

সেনাপতি হেবলক সাহেব উদারাময়রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমারদিগের প্রধানসেনাপতি যৎকালে সসৈন্যে অযোধ্যায় উপনীত হন তৎকালে একাদশদিন দিবারাত্র প্রতিনিয়তই যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে উভয়পক্ষের বিস্তর প্রাণির হানি হইয়াছে।

সৈন্য, সমর সামগ্রী এবং খাদ্যাদি, সকল কাশীধামে প্রেরিত হইবে পাটনা এবং আজিমগড় হইতে তথায় বিস্তর সমরসামগ্রী যাইতেছে।

৯৭ গণিত সেনাদলের কিয়দংশ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কতকগুলীন লোক যাহারা ঝপা স্বোগা লইয়া কৃষ্ণনগর জিলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহারদিগের প্রতি দৃষ্টি করণার্থ নীলকর সাহেবদিগের অনুমতি প্রেরিত হইয়াছে, অনেকে অনুমান করেন তাহারা বিদ্রোহিদিগের অনুচর।

নিম্নস্থ কয়েকটী সংবাদ হরকরা হইতে অনুবাদিত।

"কৃষ্ণনগর অঞ্চলে জ্বর বিকারের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অনেকে স্থান পরিত্যাগ করিতেছে।

কটকের নিমক এজেন্সির দক্ষিণ ভাগের নাজির লবণের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ দেখাইয়াছেন, এজন্য ১৫০ টাকা পারিতোষিক পাইয়াছেন।

মহারাণীর এবং কোম্পানি বাহাদুরের সেনাদিগের কলিকাতাস্থ সিবিল ইঞ্জিনিয়ারী কালেজে শিক্ষা করণের যে এক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

গত শনিবারের সন্ধ্যাকালের বাষ্পরথ মগরার পুলের উপর আবদ্ধ ও আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে তথাকার ষ্টেসন মাষ্টর এবং আর আর ক্ষুদ্র কর্ম্মচারিগণ দোষিরূপে বিচারাধীনে অর্পিত হইয়াছেন।"

নিম্নস্থ কয়েকটী সংবাদ ইংলিসম্যান হইতে অনুবাদিত হইল।

"কটক অঞ্চলে বন্যার প্রভাবে শস্যাদি বিনষ্ট হওয়াতে দুর্ভিক্ষ হওনাশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট তথাকার রাজকর্ম্মচারিদিগ্যে তণ্ডুলাদি ক্রয় পূর্ব্বক সঞ্চিত রাখনের অনুমতি করিয়াছেন, সময়ক্রমে সেই সকল দ্রব্য মলঙ্গিদিগ্যে কেনাদরে বিক্রয় করা হইবেক।

বাঙ্গাল লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২৪ পরগণার নিমক এজেন্সি তুলিয়া দিবার অনুমতি করিয়াছেন।

ডাক্তর মৌয়েট সাহেব জেল ইনিস্পেক্টরী কর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের অনেক লভ্য করাতে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঔষধালয় সকলের অধ্যক্ষতার ভার প্রদান পূর্ব্বক ইনিস্পেক্টর জেনরল উপাধি প্রদান করণাভিপ্রায়ে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কহিয়াছেন, শেষোক্ত কর্ম্মে তিনি সরকারের কি প্রকার উপকার করিতে পারিবেন তদ্বিশেষ জানিতে পারিলে পশ্চাৎ এই প্রস্তাবের প্রতি বিবেচনা করা যাইবেক।

সিবিলসংক্রান্ত যে সকল সাহেব পুরাতন নিয়মে ডাক্তারি সার্টিফিকেটক্রমে এক বৎসরের জন্য বিদায় লইয়া বিলাতে গমন করিয়াছেন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে তাঁহারদিগের বিষয়ে নূতনরূপ বিবেচনা করিবেন।

নিজাম বাহাদুরের অধিকার ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিবার প্রস্তাব হইতেছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আহ্নিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তেগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

॥ সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলৈর্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গসংঘাম মত্তক্রৌঞ্চনিষাদদর্পমুদিতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৯৭ সংখ্যা] বুধবার ২ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.

Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.

JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

বাদামতলা থানার একজন চৌকীদার একটা লালমোহন পক্ষি ধরিয়াছে, যদি কেহ ওয়ারিস থাকেন ঐ থানায় আইলে পাইতে পারেন।

শ্রীব্রজমোহন রায়।
দারোগা।

সংবাদপ্রভাকর

২ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

চট্টগ্রামস্থ আত্মীয় ব্যক্তির লিখিত ইংরাজী পত্র ও তাহার মর্ম্মানুবাদ আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, পাঠকগণ দৃষ্টি করুন।

"চট্টগ্রাম। ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৭।,,

" মহাশয়! স্বাবকাশ বিরহে এবং উপস্থিত বিশেষ ঘটনার অভাবে এপর্য্যন্ত আপনাকে বিশেষ সংবাদ প্রেরণ করিতে পারি নাই। সংপ্রতি আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত কল্য বাষ্পীয় জাহাজে এখানে এক শত নাবিক সেনা আসিয়াছে, তাহারদিগের তীরস্থ হওনের সময়ে সদরঘাটের নব নির্ম্মিত দুর্গ হইতে ২১ এক বিংশতি সংখ্যক তোপধ্বনি হইল। এক সপ্তাহ হইল, একজন পলাতক বিদ্রোহী সিপাহি ধৃত হইয়া আইসে, তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, আর এক জন সিপাহি যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। অদ্যাপি আমরা অনেকেই শস্ত্রপাণি হইয়া রজনীতে প্রহরির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি, অনেক বাঙ্গালি এবং খ্রীষ্টান স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, বিদ্রোহিরা ত্রিপুরার রাজসেনাদিগে দলভুক্ত করণের চেষ্টায় তথায় যাইতেছিল, পথি মধ্যে শুনিল তাহারা সেরূপ নহে, ইহাতেই পথ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীহট্টেরদিগে যাত্রা করিল, এইক্ষণে আমরা নিরুদ্বেগে রহিয়াছি। উপস্থিতমতে আর আর সমাচার লিখিব।,,

December 7th 1857.

My dear Sir.

I received your letter day before yesterday; I did not write you any more letters, as there was nothing important. I am happy to inform you that yesterday evening the steamers arrived bringing one hundred European sailors. They were saluted with 21 guns from the fort erected at sudder ghat,

& three hand cheers. About a week ago, a sepoy one of the stragglers caught in the way was hanged & another transported for life. We have been hitherto guarding the town by night patrol under arms. Many young natives & native Christians have Volunteered their services. I think henceforth we will be free from the duty of night patrol. The mutineers, it appears, have gone towards Sylhet, not by the main road, but through the hills, which run paralell to the main road. I hear that the rascals intended to pass through independant Tipperrah, with a view of joining with the Rajah's troops, but being intimated that they are disposed otherwise, i e not to follow their example changed their rout and abandoned the attempt. We are now free from all anxiety; I expect my family daily. The sailors are quartered on a hill near my house, I have therefore hired one two-storied at a distance to Keep myself out of their way. Baboo Obhoy Gopal and Issen give you regards. I shall communicate all the important transactions in future. I am glad that my letter has done you good service.

সুধারাম প্রবাসি বন্ধুর পত্র সমাদর পূর্ব্বক অবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

"প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন মিদং। মহাশয়ের ১৭ অগ্রহায়ণ দিবসীয় পত্র অদ্য প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব্ব বিবরণ শ্রীযুত মুন্সীজী লিখিয়াছিলেন, যাহা হউক, এইক্ষণকার সংবাদ নিম্নে লিখিতেছি, গ্রহণযোগ্য হইলে প্রকাশ করিবেন।

একেবারে নিশ্চয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, চট্টগ্রামের বিদ্রোহিরা জিলা কমিল্যা ও আগরতলা প্রভৃতি পার হইয়া গিয়াছে, এতদিনে ছিলটে পঁহুছিয়া থাকিবেক। পথিমধ্যে কাহারো প্রতি কোন অত্যাচার হয় নাই, তাহারা টাকা বৃষ্টি করিয়া গিয়াছে, পাঁচ টাকাতে একটী মোরগ এবং টাকায় দুই সের চাউলও ক্রয় করিয়াছে, তাহারদের মুদ্রাবাহক কয়েদির মধ্যে অনেক লোক টাকা সহিত পলায়ন করে, তন্মধ্যে জিলা কমিল্যা ও চট্টগ্রামের সীমাতে প্রায় ১০। ১২ জন, ৫০০০। ৬০০০ সহস্র টাকা সহিত পুলিস আমলা কর্ত্তৃক ধৃত হইবায় উক্ত টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। কমিল্যার লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া নানা সময় নানা আন্দোলন মনোমধ্যে করিতেছেন, সম্পত্তিবিশিষ্টলোক প্রায় স্থানান্তর গমন করিতেছেন, কেবল জজ সাহেব একাকী কতিপয় আমলা, উকীল লইয়া জিলাতে থাকেন, শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেব অল্প দিবস হইল মফঃসল হইতে জিলায় আসিয়াছেন, ফলে আমারদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তিলার্দ্ধ জন্যও ভয়াতুর হয়েন নাই, প্রাণপর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুতরাং আমরাও ছিলাম, আমারদের জিলার প্রাণিমাত্রও স্থানান্তরে গমন করে নাই। আমরা গবর্ণমেণ্টের বন্দুক সহিত প্রায় ২৭৫ জনকে একত্র করিয়াছিলাম, বারুদ, গুলিও যথেষ্ট ছিল।

এখানে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ফিরিঙ্গি, মগ এবং বাঙ্গালি হিন্দু নূতন সিপাহি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ হইয়াছে, এপর্য্যন্ত প্রায় ৭০। ৭৫ সেনাকে নিয়োগ করা গিয়াছে. বোম্বে প্রিসিডেন্সির পেন্সন-ভোগী এতদ্দেশ নিবাসী একজন নায়ককে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারাই এইক্ষণে উক্ত সিপাহিরা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে. অধুনা এখানে আর কোন ভয়ের বিষয় নাই।

ঢাকার পলায়িত সিপাহিরা জলপাইকুঁড়ির সিপাহিদের সহিত মিলিত হইয়া যে এক গোলযোগ করিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

চট্টগ্রামের সিপাহিরাও ছিলটের সিপাহিদিগকে লইয়া ঐ সঙ্গে মিলিতে পারে, কিন্তু আপাততঃ ঢাকাতে যে ৫০০ গোরা আসিয়াছিল, তাহারদের শ্রীহট্টের দিগে গমন করার সম্বাদ পাইয়াছি।

চট্টগ্রামের সিপাহিরা ঠাকুর বক্স জমাদারের বাটী লুঠ করিয়া তাহাকে ধরিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়. সেই ব্যক্তি বনপথ হইতে এক জন সিপাহিকে সঙ্গে লইয়া পলাইয়া আইসে, উক্ত সিপাহি প্রকাশ করে যে,. ঠাকুর বক্সের পরামর্শমতেই গবর্ণমেণ্টের ত্রেজরী সিপাহিরা লুঠ করিয়াছে, ফলে ইহা অলীক, কিন্তু ঠাকুর বক্সকে হাকিমেরা হাজতে রাখিয়াছেন, এবং উক্ত সিপাহি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের চারি ক্রোশ অন্তরে ভাটিয়ারি নামক থানার এলাকাতে মনু সিংহ নামক একজন বিদ্রোহী সিপাহি থানার কর্ম্মচারি দ্বারা ধৃত হইয়া আসিয়া ১৮ অগ্রহায়ণ তাহার ফাঁসি হইয়াছে। অপরাপর যখন যে সংবাদ জানিতে পারিব পশ্চাৎ তাহা নিবেদন লিখিব।

মোং সুধারাম।
২৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৪।"

মৈমনসিংহের বন্ধুর লিখিত পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"মৈমন সিংহ ২ অগ্রহায়ণ ১২৬৪।"

"হে মহাশয়! আমি সর্ব্বদাই মফস্বলে বাস করি, ডাকের গমনাগমনের সুযোগ না হওয়াতে এত দিন আপনাকে পত্র লিখিতে ও টাকা পাঠাইতে এবং বর্ত্তমান গোলযোগের ব্যাপার জ্ঞাত করিতে পারি নাই, অতএব অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।"

"অদ্যই আমি জিলায় পঁহুছিয়া ভোজন করিলাম, আগমন কালে দশক্রোশ পথের মধ্যে সকল স্থানেই কেবল গোলযোগ শুনিতেছি, বড় বড় জমীদারেরাও বড়ই ভীত হইয়াছেন, আমি চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু অনেকের মুখে শুনিলাম ঢাকার বিদ্রোহি সেনাদিগের আশঙ্কায় অনেক গৃহস্থ ও সামান্য লোকেরা গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা যে দিগে যাইতেছে, সে দিগে আর লোক মাত্রই নাই, ধনি প্রভৃতি বিস্তর লোক মূল্যবান ও যৎ সামান্য তৈজসাদি মৃত্তিকার ভিতর পুঁতিয়াছে। আমি যখন কর্ম্মস্থান হইতে জিলার দিগে পাঁচ ক্রোশ পথ আসিয়া এক গৃহস্থের গৃহে তামাক খাইতে বসিলাম, তখন তাহারদিগের দুই ব্যক্তি আসিয়া কহিল "কর্ত্তা আপনে পালান্, আমরানি, পালাই, হোন্‌ল্লাম্ হেপাইগার হতে কুকী আস্‌ছে, তারানি আস্ত মানুষ দোরে দোরে গিলি খায়, আপনে কোয়ানে যাবার লাগেন্ বাগুণ্ বাগুণ্,, অর্থাৎ কর্ত্তা কোথা যাইতেছেন. আপনি পালান্, আমরাও পালাই, শুনিলাম সেপাহিদিগের সহিত "কুকি, জাতিরা মিলিত হইয়াছে, তারা আস্ত মানুষ খোরে খোরে গিলে খায়, আপনি কোথা যাচ্ছেন ভাগুন ভাগুন।"

"দুষ্টেরা ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া শম্ভুগঞ্জে আসিয়াছিল, কিন্তু জিলার দিগে না আসিয়া বন্যপথে গমন করিয়াছে, যে দিগে গমন করিতেছে সে দিগে স্থানে স্থানে অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে নাই, এইক্ষণে নিজ সহরে কোনো আশঙ্কাই নাই, হাকিমান, জমীদার এবং কুটিয়াল মাত্রেই বিপক্ষ বিনাশার্থ বিশিষ্টরূপেই সকল প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া রাখিয়াছেন। ধূর্ত্তেরা এইক্ষণে কোথায় গিয়াছে, সংপ্রতি তাহার নিশ্চয় সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।"

"শীত খুব হইয়াছে, ধান্য ভাল জন্মিয়াছে, অন্যান্য সকল প্রকার শস্যের অবস্থা ভাল বটে, নীলে কোনো কোনো কুটিতে লাভ হইয়াছে।"

পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করিলেই নয়ননীরে নিমগ্ন হইবেন। কোনো প্রামাণ্য ব্যক্তি কহিলেন, "আন্দুল গ্রামে একটি কন্যা বাসরে বিধবা হইয়াছে, ইহার কারণ বরকর্ত্তা বরপাত্রের জ্বর বিকারের অবস্থা গোপন করত বিবাহ দেন, ছালনাতলায় বর অজ্ঞান হয়, পরে বাসর শয্যাতেই শয্যাশায়ী হইল।"

বিবিধার্থ সংগ্রহ।

আমরা গত কার্ত্তিক মাসের বিবিধার্থ সংগ্রহ গত দিবস প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম তাহাতে "গ্রাণাডা দেশের সিংহ প্রাসাদ, শাক্যমুনির জীবন বৃত্তান্ত, তুষারে বিহার, বেরণ মঞ্চসনের অদ্ভুত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, মুক্তা, শশক, এবং নূতন গ্রন্থের সমালোচন," এই কয়েকটি বিষয় বর্ণিত আছে।

নবকুমার।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত রবিবার বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘণ্টার পরে পাণিহাটি নিবাসি কলিকাতা প্রবাসি ৺ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের জামাতা সদ্বিদ্বান ধার্ম্মিকবর সদর আদালতের উকিল শ্রীযুত বাবু হরকালী ঘোষ মহাশয়ের প্রাণাধিক প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকালী ঘোষের একটি নবকুমার হইয়াছে। প্রার্থনা করি ঈশ্বরানুগ্রহে ঐ পুত্রটি চিরজীবী হউক।

আদ্যশ্রাদ্ধ।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, হোগলকুঁড়ে নিবাসী শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসু মহাশয় আপন পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ভোজনাদি সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সার মর্ম্ম।

কাণপুরের পত্র প্রমাণে ইংলিসম্যান সম্পাদক লেখেন "নানা সাহেব ১৩০০০ সৈন্য এবং ১৪ টা তোপ সহিত আগমন করিতেছেন,

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রধান সেনাপতি সাহেব তথায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পরন্তু আরো এমত জনরব, যে, স্যার জেমস ঔটরাম সাহেবের সেনারা আলমবাগে অবস্থান করিতে না পারিয়া কাণপুরে আসিয়াছে।

উক্ত পত্রের পিনাংস্থ সংবাদদাতা লেখেন, এখানকার গেরিসন রক্ষক সিপাহি সেনারা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। রাজবন্দি খড়্গসিংহ যিনি বন্দিভাবে থাকিয়াও বিদ্রোহিতাচরণের অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে রাখা হইয়াছে।

উক্ত পত্রের গাজীপুরস্থ সংবাদদাতা লেখন "আজিমগড়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, গোরক্ষপুর জিলার গাগ্রা নদীর তটে প্রায় ২০০০ বিদ্রোহি একত্র হইয়া শীঘ্রই নদী পার হইবার জন্য নৌকা সংগ্রহ করিতেছে। তাহারা গাজীপুর হইয়া হয় ভোজপুর, নয় আরায় আগমন করিবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে ৬৫ গণিত দেশীয় পদাতিকেরা তাহারদিগের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। ভোজপুরে এবং গাজীপুরে রণতরী ও সৈন্য থাকিয়া তাহারদিগের গতি রোধের চেষ্টা করিবে।

উক্ত পত্রের চুচুঁড়ার সংবাদদাতা লেখেন, গবর্ণমেণ্ট ৪০০০০০ টাকা ব্যয় পূর্ব্বক উক্ত স্থানের গঙ্গার ধারে সেনাদিগের অবস্থান জন্য বৃহৎ একটা বারিক নির্ম্মাণের কল্পনা করিতেছেন।

ফিনিক্স পত্রের পাটনার সংবাদদাতা লেখেন, বাঙ্গাল ইউমেনরি অশ্বারোহিদল পাটনা পরিত্যাগ পুর্ব্বক নদী পার হইয়া জলপাইকুঁড়ির দিগে যাত্রা করিয়াছে।—বেতিয়ার মাজিষ্ট্রেট নেপালের রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আমারদিগের মাজিষ্ট্রেট রিচার্ডসন সাহেবকে কয়েক শত মোন ছোলা এবং চাউল সংগ্রহ পুর্ব্বক তথায় প্রেরণার্থ পত্র লিখিয়াছেন, তৎসমুদয় দ্রব্য জং বাহাদুরের অধীনস্থ গোরখা সেনাদিগের রসদ স্বরূপ প্রেরিত হইবে। ১৯ তারিখে জং বাহাদুরের বেতিয়ায় আগমনের কল্পনা আছে।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল সেনাপতি ইউল সাহেব যিনি ৯ তারিখে অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া কুষ্ণগঞ্জ হইতে পুর্ণিয়াভিমুখে যাত্রা করেন।

১১ গণিত দলের বিদ্রোহি অশ্বারোহিগণ ১০ তারিখে যৎকালে পুর্ণিয়ায় প্রবেশ করে, তৎকালে উভয় দলে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগ্যে গুলি মারে, তাহাতে দুষ্টেরা পলায়ন করে, ঐ দিবসের রাত্রিতে ইউল সাহেব তাহারদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ১১ তারিখ প্রাতে সাক্ষাৎ পাইয়া গুলিবৃষ্টি করেন, তাহাতে দুষ্টদলের ৬ জন হত এবং অনেকে আহত হয়। কুআশার অন্ধকারে অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করে, বিপক্ষদিগের গুলিতে এপক্ষের কেহ হত ও আহত হয় নাই।

জলপাইকুঁড়ির দুই জন পলাতক সোয়ার তোপের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ঐ দলের অবশিষ্টগণ ঘোড়া ও কয়েকটা হাতি সহিত গোরক্ষপুরের দিগে গমনের চেষ্টা করিতেছে। দিনাজপুরে যুদ্ধ সজ্জা বিস্তর প্রস্তুত হইয়াছে বিদ্রোহিরা তথায় যাইলে বিলক্ষণ দণ্ড পাইবে। ঢাকার বিদ্রোহিরা কোচ্‌বিহার অতিক্রম পুর্ব্বক ভোটানে গিয়াছে।

কতকগুলীন গোরা নাবিক যাহারা কারাবদ্ধ ছিল, তাহারা রণতরীতে কর্ম্ম করণে স্বীকার করাতে মুক্তি পাইয়াছে।

জলপাইকুঁড়ির সেনারা এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, গোরা অথবা অপর সেনারা তাহারদিগ্যে নিরস্ত্র করিতে গেলেই তাহারা বিদ্রোহি হইবেক, নচেৎ কস্মিন্‌কালেই রাজানুগত্য পরিত্যাগ করিবেনা, ইহাতে সেনাপতি কর্ণেল সোয়াবর সাহেব তাহারদের অস্ত্র লইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

ফিনিক্স পত্রে লেখেন, ডেরিড, মেকিন্‌লে এবং জর্জ, ব্রৌণ এই উভয় ব্যক্তির পরিবর্ত্তে জান, উইথেড এবং ডড্‌লি, আর, স্মিথ সাহেব বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টর হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান পত্রে লেখেন "মিস্যুয়ার্স বরণ এণ্ড কোং সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট জগদীশপুরের জঙ্গল মহল ৫০ বৎসরের জন্য সেই রূপ নিয়মে বন্দবস্ত করিয়া পাট্টা লইবার প্রার্থনা করিয়াছেন যে নিয়মে গোরক্ষপুরের জঙ্গল মহলের বন্দবস্ত হইয়াছে।,,

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্র মীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৯৮ সংখ্যা] গুরুবার ৩ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ১৭ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

পর্চ্চমেণ্ট কাগজে লিখিত ওটাহা নামক জাহাজের রেজিষ্টরি পরমিট অথবা বংশালের নিকট খোয়া গিয়াছে যে কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিল প্রাপ্ত হইয়া মিসুয়ার্স পিয়ার্স মেক্রে কোম্পানির আফিসে ক্লাইব ষ্ট্রিট নম্বর ১ বাটীতে প্রদান করিবেন, তাঁহাকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

কমিস্যরিয়েটের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রাণীগঞ্জের এক্সকিউটিব কমিস্যরিয়েট আফিসে উক্ত ডিবিজনের বারিক এবং হাস্পিটালের এবং সৈন্য কমণ্ডের ব্যবহারযোগ্য রন্ধনের বাসন কসনের কলাই করিবার নিমিত্ত আগামি ১ জানুয়ারি তারিখ অবধি ১৮৫৮ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত এই চারি মাসের জন্য চুক্তিকারকদিগের নিকট হইতে মোহরকরা দরখাস্ত সকল বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের আগামি ২২ তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবেক।

প্রত্যেক পট অর্থাৎ রন্ধনের বাসনের মূল্য ভিন্ন ভিন্নরূপে লিখিতে হইবেক এবং প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত বায়নাস্বরূপ ২৫ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবেক। যে নিয়মে উল্লেখিত বায়নাপত্র সকল লিখিতে হইবেক, উক্ত আফিসে আগমন করিলে প্রার্থনাকারি ব্যক্তিরা তাহার "ফার্‌ম" অর্থাৎ আদর্শ দেখিতে পাইবেন।

W. H. I. LOWE.
S. A C. General.
ডবলিউ, এইচ, আই, লো।
সব-আসিষ্টাণ্ট কমিস্যরি
জেনরল।

রাণীগঞ্জ।
এক্সকিউটিব কমিস্যরিয়েট
আফিস।
১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

৩ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

পাঠক, এবং রাজপুরুষগণ, বিশেষ আহ্লাদ পূর্ব্বক নিম্নস্থ সংবাদটি পাঠ করিয়া জগদীশ্বরকে একবার ধন্যবাদ প্রদান করুন, কারণ কেবল তাঁহারি কৃপায় কাণপুরের শেষ যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে, এবং সকলে আমারদিগের সংবাদদাতাকে নমস্কার দিন, যেহেতু, তাঁহারি অনুরাগে সকলে সর্ব্বাগ্রেই এই শুভ-সমাচার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়!

বিগত ১০ ডিসেম্বর তারিখে কাণপুর হইতে আমার বিশেষ আত্মীয় এক ব্যক্তি ইংরাজী ভাষাতে আমাকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করত আপনকার পাঠকবৃন্দের বিদিতার্থ প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দান করিবেন।

"কাণপুর ১০ ডিসেম্বর ১৮৫৭"

"জগদীশ্বরের অনুকম্পায় নৃশংস বিদ্রোহিকুলের করাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত পাইয়া এইক্ষণে নিরুদ্বেগে নির্ভয়চিত্তে ও সুস্থ শরীরে এই স্থানে বাস ও রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি। গত দশ বারো দিবস আমরা সভয়-অন্তরে জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালযাপন

করিতেছিলাম। কিন্তু আমারদিগের সকল ভয় এইক্ষণে ভঞ্জন হইয়া গিয়াছে। কতিপয় দিবস অতীত হইল অসংখ্যক গোয়ালিয়ারের রাজবিদ্রোহি ও অন্যান্য রাজবিদ্রোহি সেনারা (যাহারা কাল্পি নামক স্থানে দলবদ্ধ হইয়াছিল) তাহারা কাণপুরাভিমুখে আগমন করত শ্বেতসেনাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং দুই তিন দিবস তাহারদিগের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পরাস্ত করত কাণপুর নগর আক্রমণ করে। পরন্তু বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে রাজকীয় শ্বেতসেনাদিগের সহিত তাহারদিগের যে এক ভয়ানক যুদ্ধ হয় তাহাতেই বিদ্রোহিদিগের বহু সংখ্যক হত ও আহত হইয়াছে, এবং সেই যুদ্ধে দুষ্টেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া তোপ ও অন্যান্য নানাবিধ সমর-সামগ্রী পশ্চাৎ রাখিয়া সমরক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়াছে, বোধ করি তাহারা যেমন কুকুর তেমনি মুগুর খাইয়াছে, আর মাতা তুলিবেকনা, কিন্তু বলা যায়না, তাহারা অতিশয় বেহায়া একারণ পুনর্ব্বার মস্তক তুলিলেও তুলিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত তুমুল-সংগ্রাম কালীন যদিস্যাৎ প্রধান-সেনাপতি সাহেব অযোধ্যা নগর হইতে শ্বেতসেনা সমভিব্যাহারে এই স্থানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে আমরা সকলে প্রাণে বিনষ্ট হইতাম, কিম্বা দুর্দ্দান্ত শত্রুদিগের হস্তে পতিত হইয়া হস্ত কর্ণ কিম্বা নাসিকা খোয়াইতাম, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। (কারণ বঙ্গদেশবাসি কোনো ব্যক্তি শত্রুদিগের হস্তে পতিত হইলে তাহারা তাহার হস্ত নাসিকা কিম্বা কর্ণ কর্ত্তন করিয়া ছাড়িয়া দেয়।) কি পরিতাপের বিষয়! নৃশংসেরা নির্ভয়ে কত শত নিষ্ঠুরাচার করিতেছে। বিশ্বজয়ি ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে কালবিলম্ব কেন করিতেছেন? প্রার্থনা করি তাহারা এই দণ্ডেই সমরসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া বিপক্ষকুল একেবারে নির্ম্মূল করুন, করুন, করুন। উক্ত ঘটনার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে আমরা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। পরন্তু উক্ত স্থানে গমনকালীন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছি, তজ্জন্য চিন্তিত হইবেননা, বরং আনন্দিত হইবেন, কারণ এমত দুর্ঘটনা হইতে আমরা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি, এবং ভরসা করি, জগদীশ্বর প্রসাদে শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম হইব ইতি।

শ্রীকাশীকিঙ্কর মিত্র।"

আমারদিগের কলিকাতাবাসী কোনো বন্ধু ফরেক্কাবাদ হইতে পলাতক একজন দুর্দ্দশান্বিত বাঙ্গালি খ্রীষ্টানের মুখে শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিজ ফরেক্কাবাদে দুইজন বাঙ্গালি খ্রীষ্টান এক ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্ম্ম করিতেন, যে দিবস তথায় বিদ্রোহিতা ঘটনা হইল সেই দিবস সিপাহিরা উহারদিগ্যে দেখিয়া কহিল "বহিন্‌চোৎ বাঙালি লোক্, খ্রীষ্টান্ হুয়া, এই শালা লোক্‌কো আবি কাট্ ডালো ,, এই কথা শুনিয়া উক্ত খ্রীষ্টান তৎকালে তদ্দিবস এমত নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইলেন যে দুষ্টেরা তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না, সেই ব্যক্তি পরে পরমেশ্বরেচ্ছায় বিশেষ কৌশল ও উপায় করত অনেক কষ্টে বিবস্ত্রে প্রাণ রক্ষা করত কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী রামচন্দ্র মিত্র, যিনি বেলঘরিয়া নিবাসি শম্ভুচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা, ভোলানাথ মিত্রের পুত্র, সুপবিত্র হেদোক্ষেত্রে মেরীপুত্রের মন্ত্র লইয়া ত্রিকুল উদ্ধার করেন, তিনি দুর্ভাগ্য বশতঃ পলায়ন করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহিরা খ্রীষ্টান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ নাশ করিল।

আমরা কোনো বিশেষ প্রামাণ্য ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, কাণপুরের বিখ্যাত ধনি লালা জ্যোতিঃপ্রসাদের ভ্রাতৃপুত্র লালা ঈশ্বরী প্রসাদের নিকট হইতে নানা সাহেব নানা প্রকার ভয় দর্শন পূর্ব্বক প্রায় ২০০০০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, কোনো বিষয়-বিঘটিত-বিবাদ সূত্রে নানাজী উক্ত লালাজির উপর জাতক্রোধ হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জগদীশ্বরেচ্ছায় তিনি বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস শক্তির অধীন হইবায় বীরপুরুষেরা তাঁহাকে যথা যত্নে রক্ষা করিয়াছেন। প্রজাবৎসল অনুগতরক্ষক আশ্রিতপ্রতিপালক ইংরাজ মহারথিদিগের নিকট হইতে তাঁহাকে বিনষ্ট করে নানার নানারো এমত সাধ্য নাই, লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ আপনার কলিকাতাস্থ বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তিকে এমত পত্র লিখিয়াছেন, "আমারদিগের আর কোনোরূপ আশঙ্কাই নাই, দুষ্টেরা এখানে আর কখনই আসিতে পারিবেনা, আমি কলিকাতায় যাইবার জন্য অতিশয় যত্নশীল হইয়াছি গোলযোগটা নিবারণ না হওয়াতেই ব্যাঘাত হইতেছে।,,

---

গত দিবসীয় ইংরাজী সমাচার পত্রে সমর সম্বন্ধীয় নূতন কোনো বিশেষ সমাচার প্রচার হয় নাই, সমস্তই পুরাতন, সুতরাং "পুরাণো কাসুন্দি,, লইয়া কি হইবে? গবর্ণমেণ্ট মদনেশ্বরের এবং নিমচের যুদ্ধ জয়ের বিবরণ যাহা প্রকাশার্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই কয়েকবার প্রকাশ করিয়াছি, এজন্য অদ্য উক্ত উভয় বিষয়ের অবিকল অনুবাদ

পূর্ব্বক ক্ষুদ্র পত্রের অধিক স্থান পরিপূর্ণ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল না, সামরিক সংবাদ শ্রেণীমধ্যে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রকটন করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা অবলোকন করিবেন।

শুভ বিবাহ।

আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত ২৮ অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে বালী নিবাসি শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ কার্য্য উত্তমরূপেই নির্ব্বাহ হইয়াছে। গঙ্গোপাধ্যায় বাবু সামাজিকাদি সমস্ত বিষয়েই সুখ্যাতি পাইয়াছেন।

ঐ রজনীতে বারুইপুরের চৌধুরী বাবুদিগের একটি পুত্রের কলিকাতাস্থ বিখ্যাত ৺নয়নচাঁদ বসুর পৌত্র সুমতি সদ্গুণান্বিত শ্রীযুত বাবু মতিলাল বসুর কন্যার সহিত শুভোদ্বাহ কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। এতন্মাঙ্গলিক কর্ম্মে বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা দুই পক্ষেই সর্ব্ব বিষয়ে প্রচুররূপে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।

অগ্নিদাহ।

গত পরশ্বঃ রজনীতে যোড়াবাগানে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মহাজন এবং দুঃখিদিগের বিস্তর হানি হইয়াছে, প্রথমে এক পাটের গুদামে আগুন লাগে, ঐ অনলে কয়েকটি ইষ্টকালয় দগ্ধ হইয়াছে।

হত্যা।

গত মঙ্গলবার রজনীতে শোভাবাজারের বেনিয়াটোলার গলির সম্মুখে সদর রাস্তার পশ্চিম ধারে দোতালাবাসিনী এক বেশ্যাকে যষ্টির আঘাতে কোনো লম্পট পুরুষ হত করত প্রস্থান করিয়াছে, পুলিসের লোকেরা তাহার অনুসন্ধান করিতেছে।

ঐ রাত্রিতে ঐ স্থানের নিকটস্থ নীচের ঘরে একটী পুরুষ মরিয়া রহিয়াছে, তাহার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ হয় নাই।

গবর্ণমেণ্টের হাতি।

যুদ্ধ স্থানে প্রেরণার্থ গবর্ণমেণ্ট-ব্রহ্মদেশ হইতে জাহাজযোগে ৫০ টি হস্তি আনয়ন করেন, তাহার মধ্যে ২০ টা হাতি কলিকাতায় উঠে, তন্মধ্যে এক হস্তির পীড়ার সংবাদ যাহা আমরা গত দিবস প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই হাতিটি গত দিবস প্রাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সারমর্ম্ম।

ডবলিউ মিউর সাহেবের পত্র ৩ ডিসেম্বর দিবসে আগ্রা হইয়া কলিকাতায় গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হয়, তাহাতে ব্যক্ত করে "গুরগান অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। মিয়াটিস জাতিরা নম্র ও শাসিত হইয়া আপনাপন গ্রামে গমন করিতেছে, এবং বিনয় পূর্ব্বক ভূমির ও শস্যাদির কর প্রদানে সম্মত হইতেছে।

মদনেশ্বরে সংপূর্ণরূপেই জয়লাভ হইয়াছে, শত্রু সকল ছড়ীভঙ্গ হইয়া পলাইয়াছে। ধার ও মিহিদপুরাদি স্থানে জয়লাভ হইয়াছে। নিমচে ৩০ জন বিদ্রোহিকে ধৃত করা হইয়াছে। নসিরাবাদের সমুদয় ব্রিটিস কর্ম্মচারি (২৮ জন স্ত্রী বালক) সহিত নির্ব্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দ শরীরে রাজপুতনায় পঁহুছিয়াছেন।

যোধপুরের ৫০০০ দুষ্টেরা এককালেই পরাভব হইয়াছে, তাহারদিগের নিকট হইতে ৬ টা তোপ লওয়া হইয়াছে। আমারদিগের ৭০ জন হত ও আহত হইয়াছে। পিয়ার্স, হ্যামফ্রি, গেরিগি, কেণ্ডে, এবং ওয়ালেক প্রভৃতি আহত। বিপক্ষদিগের হতাহত কত তাহা নিরূপিত হয় নাই। শত্রুগণ এরূপে শাসিত না হইলে সমস্ত দেশটাই বিদ্রোহি হইত, বোধ হয় দুর্জ্জনেরা দক্ষিণ দিগে পলায়ন করিয়াছে। ২১ তারিখে নিমচের বিদ্রোহিগণ দুর্গ আশ্রয় করে, তাহারদিগের গুরুতর হানি করিয়া দূরীভব করা যায়। পর দিনের যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষে কেবল দুই জন সেনাপতি ও ৪ জন সিপাহি আহত হয়। বোম্বের ১২ গণিত দেশীয় পদাতিকদল উত্তমরূপে বীরত্ব প্রকাশ করে।

মেজর নেফিউ সাহেব লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল উপাধি সহযোগে সৈন্য সংক্রান্ত আজুটেণ্ট জেনরলের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কাপ্তেন এইচ, ডবলিউ, নারম্যান সাহেব ঐ পদের সহকারী কর্ম্মচারী হইয়াছেন।

দারজিলিঙ্গের সংবাদে লেখে, কাপ্তেন আলেক্‌জেণ্ডর সাহেবের অধীনস্থ দুইজন পলাতক সোয়ার ধৃত হইয়া ফাঁসির দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দিনাজপুর রক্ষার জন্য ভয়ের ব্যাপার হইয়াছে।

দিনাজপুরের সংবাদে লেখে, জলপাইকুঁড়িতে আর একজন সোয়ারকে তোপের দ্বারা হত করা হইয়াছে। ঢাকার বিদ্রোহিগণ ত্রিস্রোতা পার হইয়া ভোটানে গিয়াছে। যাহারা তাহারদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া দিবে তাহারা ৫০ টাকা করিয়া পারিতোষিক পাইবে। ভোটানের স্বাধীন রাজা তাহারদিগ্যে আশ্রয় প্রদান না করেন, তজ্জন্য জলপাইকুঁড়ি হইতে তথায় পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ১০ তারিখে চট্টগ্রামের বিদ্রোহিরা ত্রিপুরা পর্ব্বতের প্রান্তভাগে প্রবেশ করিয়াছে। কোচবেহারের লোকেরা ঢাকার বিদ্রোহিদের কোনো সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই।

জলের স্বল্পতা জন্য সমর সজ্জাপরিপূরিত জাহাজ এলাহাবাদের ১০ ক্রোশ নীচে নোঙর করণে বাধ্য

হইয়াছে। অযোধ্যায় বিদ্রোহিরা কতক দুর্গে, কতক বাহিরে এবং কতক শিবিরে অবস্থান করিতেছে। এলাহাবাদের শত্রুশূন্যপথে ৫০০ ব্যক্তি ২॥০ ক্রোশ পর্য্যন্ত পথ ও শকটাদি রক্ষা করিতেছে। প্রধান সেনাপতি অসমসাহসে যুদ্ধ জয় পূর্ব্বক ৫৫০ জন শীক ও আহতদিগ্যে উদ্ধার করেন, তাহারা ২৫ ক্রোশ দূর চিনি হইতে বাষ্পরথে ১০ তারিখে এলাহাবাদে আসিয়াছে, ১০ জন আহত ব্যক্তি পথে প্রাণত্যাগ করে।

৭ তারিখে আলমবাগের শিবির হইতে লেখে, প্রধান সেনাপতি যে পর্য্যন্ত গোয়ালিয়া বিদ্রোহিদিগ্যে বিনাশ না করেন সেপর্য্যন্ত আমরা বিপক্ষ বেষ্টিত স্থানে ঔটরাম সাহেবের শিবিরে অবস্থান করিব।

মহিষাদলের বন্ধুর লিখিত পত্রার্থ আমরা সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! মহিষাদলাধিপতি মহামতি নৃপতি বাহাদুর কেবলি যে অতিথিসেবা, দেবসেবা ও অন্যান্য সৎকার্য্যের দ্বারাই সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও যশস্বী এমত নহে, তিনি বিদ্যাদান বিষয়েও অতুল প্রতিষ্ঠাপাত্র হইতেছেন। উক্ত মহাত্মা ইংরাজী ১৮৫৬ সালের ২ মে দিবসে এই রাজধানীতে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহার কার্য্য প্রথমাবধি এপর্য্যন্ত অতি উত্তমরূপেই সুনির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। চারিজন শিক্ষক যোগ্য-বেতনে নিযুক্ত হইয়া যথানিয়মে সুশিক্ষা প্রদান করিতেছেন, বালকবৃন্দ বিনা-ব্যয়ে অনায়াসেই ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় বিদ্যা অনুশীলন পূর্ব্বক মানবজন্ম সফল করিতেছে। মহাশয়! এই স্থলে রাজা বাহাদুরের বদান্যতার কথা অধিক কি নিবেদন করিব? তিনি অপার কৃপার নিধান হইয়া যোত্রহীন পাঠার্থিপুঞ্জকে অশন, বসন, পুস্তক ও কাগজ কলম বিতরণ করিতেছেন, এবং স্বয়ং সর্ব্বদা বিদ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। যদিও অন্যান্য জমীদারেরা আপনাপন অধিকারে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে ব্যয়ানুকূল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, দেখুন সুখের বিষয় এই, যে, আমারদিগের মহাত্মা সরকারি-সাহায্য না লইয়া আপনিই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। রাজমুন্সী শ্রীযুত বাবু রাধাগোবিন্দ সিংহ এই বিদ্যালয়টিকে প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করত তাহার উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছেন। এবৎসর যেরূপ দুর্ব্বৎসর তাহা মহাশয়ের অগোচর কি? তাহার উপর আবার "গুমগড়,, এবং অরঙ্গানগর,, এই দুই বড় পরগণার সমস্ত প্রজা ধর্ম্মঘট করত করদানে এককালেই করগোপন করিয়াছিল, ইহাতেও রাজা এক দিবসের জন্যও ভগ্নোদ্যম হন নাই, বরং এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে উক্ত পাঠাগারকে চিরস্থায়ি করণ কারণ পরিমিতরূপ ভূমি সম্পত্তি দান করিবেন। আহা! কি পরিতাপ! যে সাধুজন পরের সন্তানের মঙ্গল মানসে এতদ্রূপ সদনুষ্ঠান করিতেছেন, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া তাঁহাকে পুত্র-রত্ন প্রদান করেননা? প্রার্থনা করি মহারাজের সর্ব্ব প্রকার মনোরথ পরিপূর্ণ হউক।

পদ্য।

নৃপতি সুমতি অতি, বিদ্যা অনুরাগী।
করেছেন বিদ্যালয়, বিদ্যা দান লাগি॥
অকাতরে অর্থ দান, করিয়া স্বীকার।
রেখেছেন চারি জন, শিক্ষক তাহার।
ইংরাজী শিক্ষক দুই, বাঙালা দুজন।
যেজন শিখিবে তাহা, যাহে যার মন।
অভাব নাহিক কিছু, যাহা প্রয়োজন।
পুস্তক পেতেছে দান, অক্ষম যে জন॥
অশন বসন-হীন, হোলে পরে ছাত্র।
অনুমতি আছে পাবে, যে, যেমন পাত্র॥
অধন সধন আদি, প্রজার সন্তান।
বিনা ব্যয়ে করিতেছে, বিদ্যারস পান।
করেছে অনেকে বটে এইরূপ কার্য্য।
কিন্তু লয়ে গবনর-মেণ্টের সাহায্য॥
নৃপতি নাহিক চান, সাহায্য কাহার।
সে জন সাহায্য লয়, চাক্তি খাঁক্তি যার॥
ডোন্ ক্যার, গে টুহেল্, সাহায্য কলেজ।
স্বীয় ব্যয়ে শিখিতেছে বালকে নলেজ॥
করিছেন অর্থ দান, বিদ্যা দান হেতু।
সংসার-সাগরে হোলো পুণ্যরূপ সেতু॥
দেখেছি অনেক বটে, হেন দেখি নাই।
বলিহারি যাই ভাই, বলিহারি যাই॥
পরের সন্তানগণে, দিতে বিদ্যা দান।
কে কোথায় আছে বল, হেন যত্নবান॥
হে বিভু করুণাময়, করুণানিধান।
এমন সুজন রাজে কর পুত্র দান॥

চিত্রকাব্য।

পদ্য।

ম হারাজ কিবা কাজ বিদ্যালয় ক রা।
হা ত্ তুলে গুণ গায় প্রজার রম ণী।
রা খিবেন স্থিরভাবে নিজ মন বা জী।
জা নিল জগত্ জন আর নাই চা রা।
র ঘুপতি মত মতি রাজ্যে নাই রি পু।
কু শল করুন কালী দিয়া দুই পু ত্র।
শ শাঙ্ক সমান শোভা করি কুশী ল ব।
ল ব্ধ হবে পুত্র ধন কবে ভগব তী।
হ ইলে সন্তান তবে শোভিবে এ গে হ।
উ চাটন আছে মন সুখী নন কে উ।
ক হি সার বার বার রেখ মন মা ন।
অ ধরা হইল ধরা সুযশেতে ত্ব রা॥
প রম পুলকে পূর্ণ হইল ধর ণী॥
র হস্য না দেখে আস্য হাস্যরূপ বা জী॥
স বিশেষ বলি শেষ হলো বেশ ধা রা॥
ক রেছেন বশীভূত স্বীয় যড় রি পু॥
লে খনী লিখিল হবে অবশ্য সুপু ত্র॥
সু খেতে করিবে দোঁহে সম্ভোগ বিভ ব॥
খি দ্যমানী দুই রাণী কর পুত্রব তী॥
হ রিষে বিষাদ যেন নাহি হন কে হ॥
উ থলি কামনা-কূপ লাগিতেছে চে উ॥
ন ব লব, কুশী দুটি দিয়ে পুত্র দা ন॥

১৮৫৭ সাল।
১২ ডিসেম্বর।

সোমড়া নিবাসিনঃ।
কস্যচিৎ গুপ্ত ভক্তস্য।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

Plastic Covered Document

BJ-SP-Vol II
1264

সংবাদপ্রভাকর

প্রাণারকাম্ Not Home Taxed

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রি ট.৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমরসংঘমত্তমধুরশ্রেণীঘদৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০০ সংখ্যা] শনিবার ৫ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ১৯ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.

JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.
জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার
সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা।
১৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

পর্চ্চমেণ্ট কাগজে লিখিত ওটাহা নামক জাহাজের রেজিষ্টরি পরমিট অথবা বংশালের নিকট খোয়া গিয়াছে যে কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিল প্রাপ্ত হইয়া মিস্থুয়ার্স পিয়ার্স মেক্রে কোম্পানির আফিসে ক্লাইব ষ্ট্রিট নম্বর ১ বাটীতে প্রদান করিবেন, তাঁহাকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

অদ্য শনিবার রাত্রি ৭ ঘণ্টার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিশেষ সভা হইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী রাধামোহন শর্ম্মণঃ।
সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

৫ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা পুনর্ব্বার দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, অনুবাদকেরা অনুখাদকতা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, কোনো অনুবাদক আমারদিগের ২ পৌষ দিবসীয় প্রভাকরের প্রকাশিত সুধারামস্থ-বন্ধুর লিখিত সংবাদ অনুবাদ পূর্ব্বক ১৭ ডিসেম্বরের হরকরায় এবং ঐ দিবসীয় প্রভাকরের প্রকাশিত মৈমনসিংহের বন্ধুর লিখিত সংবাদের অনুবাদ ১৮ ডিসেম্বরের হরকরায় প্রকাশ করেন, এই উভয়অনুবাদেই অনুবাদক প্রভাকরের নাম স্বীকার করেন নাই।

আমরা অবগত হইলাম, আগা-

মি ইংরাজি ১৮৫৮ সালের নিমিত্ত বিখ্যাত বাণিজ্যকারি মেং ফারগিউসন্ সাহেব কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান সরিফ এবং উকিল ওয়াট্ সাহেব ডিপুটি-সরিফ হইবেন।

আমরা গত বৃহস্পতিবার দিবসে "কলিকাতা সিমিনরি,, নামক বিদ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক তাহার অবস্থা-দর্শন এবং পাঠার্থিপুঞ্জের পরীক্ষা গ্রহণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তাহারা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়েই সুশিক্ষিত হইয়াছে, প্রস্তাব মাত্রেই ইংরাজী, বাঙ্গালা, এবং উর্দ্দু, এই তিন ভাষার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সদুত্তর প্রদানে সুখি করিল। অধঃ হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেণীর বালকেরাই অতি সুনিয়মে সুন্দররূপে শিক্ষা পাইতেছে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্লাসের কথাই নাই, সর্ব্বতো ভাবেই ভাল, বিশেষতঃ উর্দ্দু ভাষার উপদেশ অতি উপকারের ব্যাপার হইয়াছে। অধ্যক্ষ বাবু ছাত্রদিগের বেতন অতি অল্পই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, অর্থাৎ ১ এক টাকা মাত্র। অতএব আহ্লাদ পূর্ব্বক অনুরোধ করি, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা বিদ্যালাভার্থে বালক প্রদান পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়কে উন্নত করুন।

উপস্থিত আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমারদিগের সুনীতিজ্ঞ বিশেষবিজ্ঞ সদ্বিবেচক সুধার্ম্মিক গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর ধীরতা ও সুবিবেচনা পূর্ব্বক সমুদয় রাজকার্য্য ধার্য্য করাতে আমরা একান্ত বাধ্য হইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে এই প্রভাকরে বারম্বার তাঁহার অনুরাগ ঘোষণা করিতেছি, এবং দেশস্থ সমস্ত সম্ভ্রান্ত প্রধান মহাশয়দিগেও কয়েকবার এরূপ অনুরোধ করিয়াছি, "হে অত্রদ্দেশস্থ প্রধান গণ! আপনারা যদি স্বার্থ মানবনামের গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তবে এই সময়ে প্রজাবৎসল নিরপেক্ষ গবরনর জেনরল বাহাদুরকে একখানি প্রকৃত রাজানুগত্য ও প্রভুভক্তি-পরিপূরিত কৃতজ্ঞতা-সূচক প্রশংসাপত্র প্রদান করুন,,। আমারদিগের এই বিশেষ অনুরোধ ক্রমে এবং আপনারদিগের মহম্মনের সদভিপ্রায়ের ধর্ম্মে উল্লেখিত প্রধান মহাশয়দিগের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার দিবসে মহাত্মা শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তথা রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় মহোদয় গবর্ণমেণ্টহৌসে গমন পূর্ব্বক লার্ড কেনিং বাহাদুরকে এক "এড্রেস,, প্রদান করেন। শ্রীশ্রীযুত অতি সমাদর পূর্ব্বক সানন্দে হাস্যবদনে প্রসন্নচিত্তে সেই প্রশংসাপত্র গ্রহণ করত সদভিপ্রায় এবং সুবক্তৃতা সহযোগে তাহার যে সদুত্তর প্রদান করেন আমরা কোনো পরম হিতার্থি মহাত্মা পুরুষের নিকট সেই পত্র খানির অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া অনুবাদ সহিত পরমানন্দে প্রকটন করিলাম, পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক ইহাতে নয়নান্তপাত করিবেন।

"No. 2699

From CECIL BEADON Esquire.
Secy to the Government of India.

To.
Moharaja Mahatab Chund Bahadoor.
of Burdwan.
Raja Radha Kant Bahadoor.
Raja Kalehrishna Bahadoor.
And OTHERS

Dated the 17*th December* 1857.

Home Dept.
Gentlemen

I am directed by the Right Honorable the Governor General in Council to thank you for your address of Congratulation upon the Success of the British arms in the North Western Provinces.

The honor which you give to the brave men who recaptured Delhi is reallydeserved. The Governor General in Council agrees with you in believing that when the difficulties and discouragement by which Major General Wilson & his troops were beset, shall be fully known, their achceivement will call forth the admiration of the World.

It is a pleasure to the Governor General in Council to be able to confirm the praise for unbroken loyalty which you have claimed for the province of Benigal Proper.. Excepting places where the inhabitants have suffered violence from a mutinous Soldiery beyond the reach of English troops, there has been no disturbance in that Province; the wealthiest, the most richly cultivated &, the most thickly peopled of India, and yet the one which for many years past has had least share of protection from European troops.

The Governor General in Council receives with great satisfaction the expression of your confidence in the Government. No men living have a deeper stake in its measures & its policy than yourselves,

If peace, order, and security are valuable to any, they are so to those who, like the foremost amongst you hold high rank, large hereditary possession, accumilated wealth, and respected social position. You do rightly to regard your interests as bound up with those of your Rulers, and you may be certain that your Rulers will do nothing to sever them, Jutice, policy, and the Duty of England to India,forbid it!

In Conclusion the Governor General in Council desires me to thank you for the British Government which has declared your address.

I have the honor to be,
Gentlemen.
Your most obedient Servant.
Cecil Beadon.
Secry. to the Govt.

FORT WILLIAM.
THE 17*th* DECR. 1857."

নং ২৬৯৯।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্পাদক শ্রীযুত সিসিল বিডন সাহেবের লিখিত।

বর্দ্ধমানস্থ মহারাজ শ্রীযুত মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর।

তথা।

শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর।
শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।
এবং অন্যান্য মহাশয়গণ সমীপেষু।

১৭ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

মহাশয়গণ!

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রিটিস সেনারা জয় লাভ করাতে আপনারা শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে আহ্লাদবোধক কৃতজ্ঞতাসূচক যে এক আবেদনপত্র অর্পণ করেন,তাহাতে আমি আপনারদিগে নমস্কার প্রদানার্থ শ্রীশ্রীযুতের দ্বারা আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

যে সকল বীরপুরুষেরা পুনর্ব্বার জয় পূর্ব্বক দিল্লীনগর অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারদিগে আপনারা যেপ্রকার প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা সেইরূপ প্রশংসা ও সাধুবাদ পাইবার যথার্থই যোগ্য বটেন। শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল সহ আপনারদিগের সহিত একমতস্থ হইয়া এরূপ বিবেচনা করেন, যে,সেনাপতি মেজর জেনরল উইলসন্ সাহেব ও তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য জয়-লাভের পূর্ব্বে যে সকল কষ্টে ও উৎপাতে আবৃত ছিলেন, তৎসমুদয় যখন বিস্তারিতরূপে প্রচারিত হইবে তখন তাঁহারা যেরূপে জয়যুক্ত হইয়াছেন তদ্বিশেষ জানিতে পারিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ব্যক্তিই চমৎকৃত হইবেন।

বেঙ্গাল প্রাপর প্রদেশে অর্থাৎ যথার্থ বাঙ্গালা রাজ্যে অচ্ছেদ্য-রাজানুগত্য-ভাব প্রকাশ জন্য মহাশয়েরা যেরূপ প্রশংসা প্রাপণের প্রার্থনা করেন,শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল হজুর কৌন্সেল হইতে আপনাদিগে সেইরূপ প্রশংসা আনন্দ পূর্ব্বক অর্পণ করিতেছেন। ইংরাজ সৈন্যের দূর অবস্থান প্রযুক্ত কোনো কোনো স্থানে বিদ্রোহি সিপাহি কর্ত্তৃক তথাকার প্রজাপুঞ্জের অহিতাচারগ্রস্ত হওন ভিন্ন উক্ত বাঙ্গালা প্রদেশে অপর কোনোরূপ উপদ্রব ঘটে নাই। ভারতবর্ষের মধ্যস্থ এই প্রদেশই ধনবন্ত, ও অধিক শস্যশালী, এবং বহুল প্রজার আবাসস্থল। কিন্তু এই প্রদেশটিই বহুকাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা তাদৃশরূপে রক্ষিত হয় নাই।

গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনারা অধিক আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল সহ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কেননা আপনারদিগের সর্ব্বস্বই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

যদি শান্তি, সুনিয়ম, এবং নির্ব্বিঘ্নতা রাজ্যের মধ্যে মহামূল্য-পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে হয় তবে আপনারদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠকল্পে যাঁহারা উচ্চপদস্থ, অধিক স্থাবর সম্পত্তির অধিকারি প্রচুর-ধনশালি, এবং ভদ্রসমাজে পূজ্য আছেন, তাঁহারদিগের পক্ষেই তাহা ততোধিক মূল্যবান। অতএব মহাশয়েরা শাসনকর্ত্তাদিগের সুখ দুঃখের সহিত আপনারদিগের সম্পদ বিপদের যে সংযোগ-সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বর্ণনাই বটে। এবং আপনারাও নিশ্চয় জানিবেন, যে, আপনারদিগের শাসনকর্ত্তারাও কোনোমতেই সেই সংযোগ-সম্বন্ধ-সংচ্ছেদ করিবেননা। কেননা ইংলণ্ডরাজ্য বিচারত ও রাজনীতিমত এই সংযোগ-সম্বন্ধ-সংচ্ছেদনে নিষেধিত হয়েন।

পরিশেষে লিখিতেছি, যে আপনারা যেরূপ রাজানুগত্য ও প্রভুভক্তি প্রভাবে এই আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল সহিত মহাশয়দিগে নমস্কার প্রদান করিতে আমার প্রতি অনুমতি প্রকাশ করিলেন।

মহাশয়দিগের অনুগত দাস।
[স্বাক্ষরিত] সিসিল বিডন।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্পাদক।

ফোর্ট উইলিয়ম। ১৭ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

ইংলিসম্যানপত্রে দৃষ্ট হইল,নানা সাহেব ধৃত হইয়াছেন, এই সংবাদটি অত্যন্তই শুভকর বটে, কেননা উক্ত দুরাচারি নানা, বিদ্রোহি, দুষ্টদিগে বিশেষ উৎসাহ ও অর্থদান-দ্বারাই বশীভূত করত এপর্য্যন্ত সুশাসিত ব্রিটিসরাজ্য মধ্যে নানারূপ উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছেন, মেড়ুয়াবাদি সিপাহিরা বারম্বার যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে দলে বলে অতিশয় খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে, এই সময়ে তাহারা আপনারদিগের সঞ্চালক ও উৎসাহবর্দ্ধক সরদারশূন্য হইলে একেবারে সমুদয় সাহস ও শক্তি-বিহীন হইয়া ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে থাকিবে। অপিচ নানার নানা প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া নানা স্থানের সরদারেরা আর পূর্ব্ববৎ সেরূপ সাহসি ও উৎসাহি হইয়া তাহারদের সঞ্চালন করণে প্রবৃত্ত হইবে না, সুতরাং ইহাতেই বিদ্রোহিতা-মূলক-সংগ্রাম ও আর আর অনিষ্টাচার শীঘ্রই এককালে সংহার হইতে পারিবেক, কাজেই এতৎ শুভ-সমাচার শ্রবণে কোন্ ব্যক্তি না সুখী হইবেন। কিন্তু এই সমাচারটির প্রতি আমরা সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিনা, কারণ এই নানা-ধরা সংবাদ সত্য হইলে আমারদিগের কাণপুরস্থ সংবাদ দাতা ভ্রাতারা কোনোরূপ ছন্দাংশে কিছু না কিছু অবশ্যই লিখিতেন, এবং গবর্ণমেণ্ট এতন্মাঙ্গলিক ব্যাপার সাধারণের সুগোচর করিতে কখনই ত্রুটি করিতেননা,সর্ব্বাগ্রেই তৎসংবাদ সমুদয় সংবাদ-পত্রে প্রকাশার্থ অনুমতি প্রদান করিতেন। অপিচ অন্যান্য ইংরাজী পত্রের সম্পাদকেরাও এত দিনে তাহার নিশ্চিত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইতেন।

পরন্তু উক্ত পত্রে আরো দৃষ্ট হইল, দিল্লীর বাদশাহ বোম্বে-রাজ্যে প্রেরিত হইবেন। এবং দিল্লীর প্রধান মন্ত্রী, যিনি প্রথমেই বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেন, তিনি এপর্য্যন্ত ধৃত হয়েন নাই। আমরা অনুমান করি, উল্লেখিত কুমন্ত্রী মন্ত্রী কুতন্ত্রী হইয়া কখনই বিনাদণ্ডে নিস্তার পাইবেননা,

Plastic Covered Document

অবশ্যই ধৃত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু দিল্লীশ্বর যদি দিল্লী হইতে বোম্বে রাজ্যে প্রেরিত হয়েন, তবে ভাবি আশঙ্কা নিবারণের পক্ষেও অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা,কেননা যাঁহার জন্যই, অথবা যাঁহার উপলক্ষেই এই আকুণ্ডকুণ্ড উঠিয়াছে, তিনিই যদি রাজ্যান্তরিত হইলেন, তবে অত্যাচারি হত্যাকারি দুরাচারিগণ প্রকাশ্যরূপ অনিষ্টকার্য্য ও মানসিক সঙ্কল্প হইতে কাজেই বিরত হইবেক। তাহার তাৎপর্য্য এই, একে প্রধান লোকের দুরবস্থা, তাহাতে আবার অনেক প্রকার বিড়ম্বনা, অর্থাৎ অর্থবল, বাহুবল, লোকবল ও ধর্ম্মবল, এই কয়েক প্রকার বলের খর্ব্বতা জন্য তাহারদিগে পাপাচারে বিরত হইতে হইবেই হইবে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

১০ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

কাণপুরের সরাইঘাট হইতে কাপ্তেন ক্রস সাহেব যে পত্র লেখেন তাহার সারাংশ।

গত কল্য আমরা উত্তমরূপেই কার্য্যসাধন করিয়াছি, আমারদিগের আগমন-বার্ত্তা কাহারো বিদিত ছিলনা। ঘাটের অর্দ্ধক্রোশ দূরে আমারদিগের অগ্রগামি সৈন্য-সঞ্চালক এন্সন সাহেব ৩ সংখ্যক গোয়ালিয়া রেজিমেণ্টের এক প্রাচীন স্থলকায় হাওলদারকে লুটের সামগ্রী সহিত এক শকটোপরি নিদ্রিতাবস্থায় ধৃত করেন।

আমরা প্রভাতের পূর্ব্বেই কটি নামক স্থানে গমন করিয়া দেখিলাম বিদ্রোহি সেনারা নদীপার হইয়া গমনের জন্য নৌকা সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। প্রাতঃকাল হইলেই তাহারা নিশ্চিতরূপেই নদী পার হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই, ঘোরতর কুআসা হওয়াতেই রাত্রিতে পার হইতে পারে নাই. পূর্ব্বের পরাজয় স্মরণ পূর্ব্বক তাহারা অধিককাল রণস্থলে অবস্থান করে নাই, যে পর্য্যন্ত আমরা তাহারদিগের উপর আক্রমণ না করিয়াছিলাম, সে পর্য্যন্ত তাহারা তোপ দ্বারা আমারদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে ত্রুটি করেনাই, কিন্তু আমরা নিকটাবর্ত্তি হইলেই তাহারা পলায়ন করিল। দুষ্টদলের অধিকাংশ অশ্বারোহিই সংগ্রামের পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিল, অবশিষ্টাংশ আমারদিগের সম্মুখে অত্যল্পকাল মাত্র তিষ্ঠিয়াছিল। সন্তরণ উপলক্ষে তাহারদিগের প্রচুরাংশ মারা পড়ে. আর কিয়দংশ আমার সেনার দ্বারা নিহত হয়। আমার সেনারা দিনাপুর রেজিমেণ্টের পতাকা এই স্থানে প্রাপ্ত হয়, আর কতকগুলীন পতাকা আমারদিগের গোলাঘাতে নষ্ট হইয়া যায়।

বিপক্ষদিগের গোলাবর্ষণ বিলক্ষণরূপেই হইয়াছিল, ঈশ্বরানুগ্রহে আমি সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, জেনরল গ্রাণ্ট সাহেবের শরীরে একটি গোলার আঁচ মাত্র লাগিয়াছিল, তাহাতে তিনি আহত হন নাই।

অস্মদাদির জয়লব্ধ দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত হওনের অপেক্ষায় আমি পূর্ব্বে জয়লব্ধ তোপের সংখ্যা লিখিতে পারি নাই, কিন্তু বোধ হয় ১৫ টা তোপ পাওয়া গিয়াছে।

অনুমান করি বিপক্ষেরা একটিও তোপ সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন অপরিমিত গোলা, গুলি, বারুদ, তোপের গাড়ি এবং খাদ্য-দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

তাহারদের ২ টা ১৮ পোনি তোপ এবং ফিল্ডবেটেরি কাপ্তেতে রহিয়াছে।

গোয়ালিয়া বিদ্রোহিদিগের পূর্ব্বে যে এক তোপের আস্ফালন ছিল, এইরূপে তাহার অধিকাংশই ধ্বংস হইল।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সারমর্ম্ম।

সম্বলপুরে বিদ্রোহ করিয়া প্রায় ৪০০০ সিপাহি ও কতকগুলীন পার্ব্বতীয় লোক জারঘাটি পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক সমরসজ্জার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে,তাহারা সম্বলপুর নগর আক্রমণের চেষ্টায় আছে। তাহারা কটকের কারাগার হইতে আপনারদের আত্মীয় বন্দিগণকে খালাস করণের চেষ্টা করিতেছে। সম্বলপুরের পদচ্যুত রাজা সুন্দর শাহা এবং তাঁহার ভ্রাতা, যাঁহারা হাজারিবাগের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, রামগড়ের বিদ্রোহি সেনার দ্বারা মুক্ত হয়েন, তাঁহারাই এইক্ষণে উক্ত দলের প্রধান হইয়াছেন, তাঁহারা কটকের অবস্থা জানিবার জন্য চর প্রেরণ করেন, কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা তাঁহারা ধৃত হইয়াছেন। ব্রিটিস সেনাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে বিপক্ষদিগের যুদ্ধ হইতেছে। পর্ব্বতে ও বনে অবস্থান করাতে তাহারা এপর্য্যন্ত সকলে বিনষ্ট হয় নাই।

জং বাহাদুরের সাহায্যার্থ বড় বড় সেনাপতি সকল রণক্ষেত্রে তাঁহার সহকারি হইবেন।

ফজঃফরপুর হইতে কোনো পত্র প্রেরক ইংলিসম্যান পত্রে লেখেন, জলপাই কুঁড়ি হইতে যে সকল পলাতক সোয়ার এদিগে আসিয়াছিল, তাহারদিগের কতকগুলীন এখানকার ব্রিটিস সেনার দ্বারা আহত হইয়াছে, এইক্ষণে এখানে আর কোনো আশঙ্কাই নাই, কারণ পরিমিতরূপ সেনা রহিয়াছে, তাহার উপর আবার অধিক সেনা আগমন করিতেছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমন্মত্তভ্রমরীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্তান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০১ সংখ্যা] সোমবার ৭ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

কমিস্যরিয়েটের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রাণীগঞ্জের এক্সকিউটিব কমিস্যরিয়েট আফিসে উক্ত ডিবিজনের বারিক এবং হাস্পিটালের এবং সৈন্য কমণ্ডের ব্যবহারযোগ্য রন্ধনের বাসন কসনের কলাই করিবার নিমিত্ত আগামি ১ জানুয়ারি তারিখ অবধি ১৮৫৮ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত এই চারি মাসের জন্য চুক্তিকারকদিগের নিকট হইতে মোহরকরা দরখাস্ত সকল বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের আগামি ২২ তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবেক।

প্রত্যেক পট অর্থাৎ রন্ধনের বাসনের মূল্য ভিন্ন ভিন্নরূপে লিখিতে হইবেক এবং প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত বায়নাস্বরূপ ২৫ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবেক। যে নিয়মে উল্লেখিত বায়নাপত্র সকল লিখিতে হইবেক, উক্ত আফিসে আগমন করিলে প্রার্থনাকারি ব্যক্তিরা তাহার "ফার্ম" অর্থাৎ আদর্শ দেখিতে পাইবেন।

W. H. I. LOWE.
S. A C. General.
ডবলিউ, এইচ, আই, লো।
সব-আসিষ্টাণ্ট কমিস্যরি জেনরল।

রাণীগঞ্জ।
এক্সকিউটিব কমিস্যরিয়েট আফিস।
১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

৭ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা পুর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, কলিকাতার সব-ট্রেজর মেং হার্ব্বি সাহেব হিন্দু পর্ব্বাহে হিন্দুকর্ম্মচারিদিগের ছুটী রহিত করণের কল্পনায় গবর্ণমেণ্টে এক অভিপ্রায় পত্র অর্পণ করেন, অদ্য আমরা আহ্লাদ পুর্ব্বক লিখিতেছি, আমারদিগের মহানুভব প্রজাবৎসল ধর্ম্মরক্ষক পরমকারুণিক গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর হিন্দুকর্ম্মচারিদিগের প্রদত্ত আবেদন পত্রের প্রার্থনাক্রমে মেং হার্ব্বি সাহেবের উল্লেখিত নির্দ্দয় অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই সংবাদে হিন্দুমাত্রেই অপর্য্যাপ্ত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে করিতে দুই হস্ত তুলিয়া লার্ড বাহাদুরকে প্রণাম এবং সাধুবাদ প্রদান করুন, যেহেতু তিনি এতদ্দ্বারা আপনার মান, নাম, পদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরি উচ্চ মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। হিন্দুপার্ব্বাহে ছুটী রহিত করা সহজ কথা নহে, ইহাতে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করাই কহিতে হইবেক, যখন বিলাতের গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট উভয় গবর্ণমেণ্টই প্রজাদিগের ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ রহিয়াছেন, আর লার্ড কেনিং বাহাদুর যখন রাজকীয় বিজ্ঞাপন পত্রে সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বসাধারণ প্রজাপুঞ্জের সুগোচ-

রার্থ তদ্বিষয়ের ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন বিজ্ঞবর হার্ব্বি সাহেবের ছুটী বন্দের কথা উল্লেখ করাই রাজধর্ম্ম সম্মত কর্ম্ম হয় নাই।

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এমত অনুরোধ করিয়াছেন, যে, কৃষ্ণনগরের মৃত মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র বাহাদুরকে তাঁহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষের উপাধি অর্থাৎ "মহারাজা বাহাদুর" এই উপাধি প্রদান করিলে ভাল হয়।

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব এবং অনুরোধে বঙ্গ দেশস্থ সমস্ত ব্যক্তিই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন, কারণ নবদ্বীপাধিপতি মহামতি অগ্নিহোত্রি রাজপেয়ি মৃত মহাত্মা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের বংশটি এদেশের গৌরব পক্ষে এক অমূল্য অতুল্য মহারত্ন ভূষণ স্বরূপ, অতএব সেই বংশের বংশধরকে পূর্ব্বানুরূপ সম্ভ্রমসূচক উপাধি ও মর্য্যাদা প্রদান করা প্রধান রাজপুরুষদিগের অতি কর্ত্তব্য কর্ম্মই হইয়াছে, এজন্য আমরা আপামর সাধারণ সমস্ত প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টকে কৃতজ্ঞতা-সহকারে প্রণাম ও অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানে অনুরত হইলাম।

ইঞ্জিনিয়ারি কলেজের যে কয়েক জন ছাত্র সংপ্রতি রাণীগঞ্জে গমন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে জনেক সুপাত্র ছাত্রের লিখিত পত্রের একাংশ। যথা "মহাশয়! আমরা এখানে স্বচ্ছন্দ শরীরে আছি, আহারীয় দ্রব্যাদির অপ্রতুল নাই, এবং তাহার মূল্যও অধিক লাগেনা, কলিকাতায় শুনিয়াছিলাম, রাণীগঞ্জে অতিশয় মড়ক হইয়াছে, কিন্তু এখানে আসিয়া সেরূপ দেখিতে পাইলামনা, বরং শুনিলাম ক্রমেই রোগাদির হ্রাস হইতেছে। আমারদিগের শিক্ষক মহাশয় অধিক যত্ন ও সমাদর সহকারে আমারদিগে রাখিতেছেন, বাষ্পশকটে উত্থান কালীন তিনি স্বহস্তে আমারদিগের বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা গত বুধবাসরীয় প্রভাকরে যোড়াবাগানের অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে একটী নিদারুণ দুঃখকর ঘটনা হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে তৎ সংবাদ প্রাপ্ত হইনাই, এইক্ষণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ঐ ঘটনায় একটি স্ত্রী হত্যা হইয়াছে, এক জন ব্রাহ্মণ বাটীর মধ্যে আপনার গৃহিণীকে একাকিনী রাখিয়া দ্বারে চাবিবদ্ধ করত বাহিরে গমন করিয়াছিলেন, এমত সময়ে ঐ অনল প্রবল হইয়া তাঁহার গৃহদগ্ধ করাতে উক্ত দুঃখিনী ব্রাহ্মণী দাবদগ্ধা হরিণীর ন্যায় নিতান্ত উপায়-শূন্যা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। উল্লেখিত অগ্নিদাহে গৃহস্থ এবং মহাজনদিগের প্রায় দুইলক্ষ টাকা হানি হইয়াছে।

বিলাত হইতে ৯ ডিসেম্বর দিবস পর্য্যন্তের যে সকল সমাচার আগত হইয়াছে আমরা তাহা হইতে সার সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সম্বলিত কয়েকটি বিষয় প্রকটন করিলাম, পাঠকগণ অবলোকন করুন।

বিলাতে দিল্লীজয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিই মহানন্দ পূর্ব্বক মহামহোৎসব প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রধান রাজমন্ত্রী লার্ড পামরষ্টন সাহেব প্রকাশ্য সভায় দণ্ডায়মান পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং সাহেব রাজ্য শাসন বিষয়ে বিশেষ ধীরতা নীতি নিপুণতা, নির্ভয়তা এবং সুকৌশলাদি প্রকাশ পূর্ব্বক অতিশয় প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি মহামতি স্যার কলিন কেম্বেল সাহেবের সহিত গবরনর জেনরল সাহেবের যদ্রূপ মতের একতা দেখা যাইতেছে তাহাতে উভয়ে ঐক্যবাক্যে সুপরামর্শ পুরঃসর উপস্থিত কার্য্য সকল সমাধা করিলে রাজ্যের সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া শীঘ্রই সর্ব্বতোভাবে শান্তি সংস্থাপিত হইবেক তাহাতে আর সংশয় মাত্রই নাই। এই সংবাদে আমারদিগের পাঠক মাত্রেই আনন্দিত হইবেন, কিন্তু দুঃখ এই যে গৌরাঙ্গগণ ইহাতে বিশেষ সুখি হইবেন না।

উল্লেখিত মহাত্মা উক্ত সভায় আর একটি বিশেষ কথা ব্যক্ত করেন, যে, শত্রু শাসনার্থ ভারতবর্ষে অধিক সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে ইংলণ্ডে আমারদিগের সেনার সংখ্যা ন্যূন হইয়াছে এমত নহে, পূর্ব্বানুরূপ সমান সৈন্যই রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রেরণার্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি তথায় অতিরিক্ত আরো চারিদল সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন, তাহার প্রত্যেক দলে ৭০০ করিয়া সেনা থাকিবেক।

ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহ ঘটনায় যে সকল ইংরাজপরিবার দুর্দ্দশান্বিত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের উপকারার্থ সার্ডিনিয়া এবং গ্রিস এই উভয় রাজ্যের মহারাজ অর্থের আনুকূল্য করিয়াছেন, ইঁহারা প্রত্যেকেই ১০০০০ দশ সহস্র "ফ্রাঙ্ক" মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন। রুসিয়ার সম্রাট এবং তদ্রাজ্যের প্রধান গুরুজি ভিন্ন ইউরোপ খণ্ডের যাবতীয় মুকুটধারি মহাপুরুষেরা এতদ্বিষয়ে যথাযোগ্য দাতব্য করিয়াছেন, ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, যে, ভারতবর্ষে সিপাহি সেনার বিদ্রোহ ঘটনায় পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, এইস্থলে রুসিয়াধিপতির এতদ্রূপ অসৌজন্য ও অকারুণ্য ব্যবহার দৃষ্টে আমরা কি এমত শব্দ উল্লেখ করিতে পারিনা, যে, ভারতবর্ষের প্রতি চিরকাল তাঁহারদিগের বিশেষরূপ এক লোভ দৃষ্টি থাকাতেই তাঁহারা এসময়ে এবম্প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন।

আমারদিগের ইংলণ্ডীয় যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স বাহাদুরের বয়স ১৬ বৎসর হইয়াছে। গত ৯ নবেম্বর দিবসে তাঁহার বর্ষবৃদ্ধি অর্থাৎ জন্ম দিন উপলক্ষে যথা রীতি ক্রমে মহা মহোৎসব হইয়াছিল, সংপ্রতি এই সূত্রে আমারদিগের বিশেষ আনন্দ এই, যে, উক্ত যুবরাজের বর্ষবৃদ্ধির পূর্ব্বেই বিলাতে দিল্লী জয়ের শুভ সমাচার পঁহুছিয়াছে, কারণ এই সুখের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ রাজা প্রজা সর্ব্ব সাধারণেই কথিত উৎসবে অধিক উৎসাহ ও অধিক আনন্দ প্রকাশে উৎসাহি হইয়াছেন। আমারদিগের পূর্ব্বোক্ত যুবরাজ আর দুই বৎসর পরেই সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন। যেহেতু ইংলণ্ডে এমত নিয়ম প্রচলিত আছে, যে, নৃপনন্দনেরা ১৮ দষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া রাজপদাভিষিক্ত হয়েন।

প্রুসিয়ার মহারাজ ক্রমেই আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

গত ৮ নবেম্বর দিবসে পার্লিয়ামেণ্টে যে এক বৈঠক হয় তাহাতে এরূপ ধার্য্য হইয়াছে, যে, ১৭ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সভা স্থগিত থাকে।

এইক্ষণে ইংলণ্ডে বাণিজ্য বাজারের অবস্থা উত্তম নহে। স্কাটলণ্ডের ওয়েষ্টব্যাঙ্ক এবং লিবরপুলের বরো ব্যাঙ্কের বাণিজ্য কার্য্য রহিত হইয়াছে।

পরন্তু এমিরিকার বণিকদিগের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধ রাখিয়া ইংলণ্ড এবং স্কাটলেণ্ড দেশের যে সকল বণিক বাণিজ্য কার্য্য করিতেছিলেন, এইক্ষণে তাঁহারা বিশিষ্টরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কার্য্য বন্দ করিয়াছেন।

বিলাতে নীলের দর এপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এবং তাহার ক্রয় বিক্রয় স্থগিত রহিয়াছে। চাউল, সোরা, শোন, পাট, লাকডাই, সেললাক, তিসি, শর্সা, চিনি, রেসম, রম-সরাপ এবং কেষ্টরাইল ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই ক্রমে ন্যূন হইতেছে।

সংপ্রতি এমত অবধারিত হইয়াছে, যে ইংলণ্ড ব্যাঙ্কের কার্য্য বিবরণ প্রতি শুক্রবারের সমাচার পত্রে প্রকটিত হইবেক। উক্ত ব্যাঙ্কে অধুনা শতকরা ১০ টাকা করিয়া সুদ গৃহীত হইতেছে। ভবিষ্যতে আরো অধিক সুদ বৃদ্ধি হওনের আশঙ্কাক্রমে অধুনা তথায় অনেক বণিক ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচুরার্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে বাধ্য হওয়াতেই টাকার বাজারে এপ্রকার আগুণ লাগিয়াছে, পরন্তু ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা সুদ বৃদ্ধি করাতে কাজেই তত্রস্থ ব্যবসায়ি লোক মাত্রেই তদনুসারে অধিক সুদ গ্রহণ করিয়া ঋণ প্রদান করিতেছেন।

টাকার বাজারের এতদ্রূপ দুরবস্থা দৃষ্টে গ্লাসগো নগরের প্রধান প্রধান বণিক ও ধনি লোকেরা প্রকাশ্যরূপ সভা করত গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করণে উদ্যত হইয়াছেন।

"গ্রেট ইষ্টরণ" নামক অত্যাশ্চর্য্য নব নির্ম্মিত জাহাজ ৩ নবেম্বর দিবসে ভাসিবার কল্পনা ছিল, ঐ দিবস তদ্দর্শনার্থ জরম্যান, ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানের শিল্পনিপুণ অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে সকল উদ্যোগ, সকল যত্ন, সকল অনুষ্ঠান এবং সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল, কারণ কোনোক্রমেই ভাসানো হইলনা।

বিলাত হইতে কলিকাতায় চারিলক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকার ঋণা বোম্বাই নগরে তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণা এবং মান্দ্রাজে চারিশহাজার টাকার ঋণা প্রেরিত হইয়াছে।

কলিকাতায় ২০০০ টাকার স্বর্ণ এবং মান্দ্রাজে ৪০০০ টাকার স্বর্ণ আসিয়াছে।

ফিনিক্স সম্পাদক লেখেন "মেষ্টর ডিশেল সাহেব মৃত লারন্স সাহেবের কীর্ত্তির উন্নতি সাধনার্থ ধন সংগ্রহ বিষয়ে সিমুলা শিখরে বিস্তর যত্ন করিতেছেন।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, গত ১৬ ডিসেম্বর দিবসে সুন্দরবন সংক্রান্ত কতিপয় এতদ্দেশীয় জমীদার নিম্ন লিখিত মূল্যে নীচে লিখিত ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন।

৮নংলাট	১৩৭০০বিঘা ভূমি,	৩৬৫০টাকা
১৫ ঐ।	১২৮০০, ঐ।	১০০০ ঐ।
১৬ ঐ।	১০৬৮৭ ঐ।	১৪০০০ ঐ।
২৪ ঐ।	৮৯০০ ঐ।	৪০২৫ ঐ।
২৬ ঐ।	১৩৫০০ ঐ।	৯০০ ঐ।
৮৭ ঐ।	২২০০ ঐ।	৩২২৫ ঐ।

সর্ব্বশুদ্ধ কোং ২৬৮০০ টাকা।

কলিকাতা হইতে পত্রাদি লইয়া যে জাহাজ বিলাতে গমন করিবেক, গবর্ণমেণ্ট ২৫ ডিসেম্বর দিবসে সূর্য্যোদয়ের পর তাহার গমনের সময় স্থির করিয়াছেন, কারণ তাহা হইলে উক্ত জাহাজের কাপ্তেনাদি কেহই "ক্রাইষ্টমসডে,, অর্থাৎ বড় দিনের আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত হইবেন না। ইংলিসম্যান।

গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের কালেক্টরের প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, যেকাল পর্য্যন্ত রাণীগঞ্জ হইতে বারাণসীতে সৈন্য প্রেরণার্থ শকটের প্রয়োজন থাকিবে তাবৎকাল বুল্ কট্রেনের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে মাসিক ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ লিখিয়া দিবেন। ঐ

এই ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষা সমাজের ব্যয় ক্রমে বাহুল্য প্রমাণে বৃদ্ধি হওয়াতে গবরনর জেনরল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার অন্যায় ব্যয় কর্ত্তনে অনুমতি করিয়াছেন। ঐ

পুলিসের সুযোগ্য কমিস্যনর সাহেবের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার পর কলিকাতার সমস্ত মদ্যালয় বন্দ করণের অনুমতি করিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

জলপাইকুঁড়ির অপর দুই জন পলাতক সোয়ার তোপের আঘাতে উড়িয়াগিয়াছে।

পুরুলিয়ায় আর কোনো আশঙ্কা নাই।

হরকরা পত্রে আগ্রার সংবাদদাতা লেখেন, "বদমাইস ও বিদ্রোহি সেনারা যে সকল স্থান দগ্ধ করিয়াছিল সেই সকল স্থানে পুনর্ব্বার নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, যে সকল দুর্ব্বল নির্দ্দোষিলোক পলায়ন করিয়াছিল তাহারা অনেকেই ক্রমেক্রমে আসিয়া তথায় পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বসবাস করিতেছে। পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বাজার হাট ও পরমিট বসিয়াছে। রাজস্ব রীতিমত সংগ্রহ হইতেছে। ১২ জন বিদ্রোহিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। বাবু জ্যোতিঃপ্রসাদ এবং অপরাপর দেশীয় লোক স্বচ্ছন্দে আগ্রায় বাস করত পূর্ব্বানুরূপ মনের সুখে আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করিতেছেন, বারাণসীর পত্রে অবগত হইলাম, "তথায় সমস্ত দ্রব্যই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে,,।

গাজীপুর হইতে ১০ ডিসেম্বর দিবসে ইংলিসম্যানের কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন "এমত সমাচার পাওয়া গেল, যে বিদ্রোহিরা আজিমগড়ে অধিকরূপেই দলবদ্ধ হইয়াছে। তথায় আমারদিগের সেনার সংখ্যা স্বল্প থাকায় তাহারা গাজীপুরে প্রত্যাগত হইয়াছে। তাহারদিগের সাহায্যার্থ কাশী হইতে ২০০০ যোদ্ধা আগমন করিয়াছে। এই উভয় দল একত্র হইয়া উক্ত আজিমগড়স্থ বিদ্রোহিদলের উপর আক্রমণ করিবেক।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগতি হইল, জলপাইকুঁড়ির পলাতক অশ্বারোহিদিগের মধ্যে কয়েকজন হত হইয়াছে, তাহারদিগের কয়েকটা ঘোড়া লওয়া হইয়াছে, তাহারা নাথপুরের দিগে কুশী নদী পার হইতে চেষ্টা করিবেক।

কাণপুরের ১১ তারিখের পত্রে লেখে প্রধান সেনাপতি সাহেব আগামি কল্য বৃহদ্দল সৈন্য সহিত ফরেক্কাবাদে গমন করিবেন। বিরালি এবং অন্যান্য স্থান হইতে বিস্তর শস্য আসিয়াছে। অযোধ্যার বিদ্রোহিরা প্রকাশ্য সভা করিয়া বক্তৃতা করিতেছে।

কাণপুরের শেষ যুদ্ধে বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে বিস্তর তোপ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করা হইয়াছে।

অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে, জয়লব্ধ তোপের সংখ্যা ১৫০ হইবে। দুই দিবস লুট করা গিয়াছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র,

৬০০২ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৮ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

৮ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

বারাসতের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডিপুটি কালেক্টর সাহেব সরকুট অর্থাৎ আপন অধিকারের প্রজা ও ভূম্যাদির অবস্থা সন্দর্শনার্থ চাণক অঞ্চলে আগমন পূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের টিটেগড়িয়ার গঙ্গাতীরস্থ সুরম্য সুদীর্ঘ উদ্যানস্থিত লসিংটন লাজের প্রান্তভাগে শিবির স্থাপন করত কয়েকদিন অবস্থান করিতেছেন, বিবী এবং বাবা লোকেরা তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছেন। গত রবিবার দিবসে আমলা ও মোক্তারাদি সকলেই আগমন করিয়াছেন, উক্ত ভূম্যধিকারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী সুযোগ্য কর্ম্ম তৎপর বাবু রামকুমার মুখোপাধ্যায় সর্ব্ব বিষয়েই বিশেষ সমাদর এবং সম্মান সহকারে তাঁহার দিগের তত্ত্বাবধারণ করত সাতিশয় সন্তুষ্ট করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের সমরসম্বন্ধীয় কার্য্য সঞ্চালন জন্য সংপ্রতি চাণকে প্রায় আশী নব্বুইটা হস্তি রহিয়াছে। মাহুতেরা অশিক্ষিত হস্তিদিগ্যে নিয়তই শিক্ষা প্রদান করিতেছে, ইহার অধিকাংশই রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইবেক।

অধুনা চাণকে গোরার দৌরাত্ম্য তত নাই, কিন্তু এককালেই নিবৃত্তি পাইয়াছে, এমতও নহে. কোম্পানির বাগানের দক্ষিণ ভাগ নিজ চাণক এবং টিটেগড়িয়ার ভদ্রাভদ্র সমস্ত প্রজাই নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছেন, ছাউনির উত্তর মণিরাম পুর অঞ্চলের অধিকাংশ প্রজাই সর্ব্বদা সশঙ্কিত, অতি দুর্ব্বল দুই এক ব্যক্তি স্ত্রী পরিবার স্থানান্তরিত করিয়াছেন,উক্ত ভাগের ধিতাড়াও কপিলেশ্বরের অনেকেই স্থানান্তর বাস করণের উদ্যোগ করিতেছে।

কমিসরিয়েটে সংগ্রাম সম্পর্কীয় সমূহ সামগ্রী সঞ্চিত হইতেছে।

কাটোঁয়া হইতে কোনো বন্ধু লেখেন, "এখানকার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী কাছারির কাগজ পত্র অগ্নিদাহে নষ্ট হয়, এই সংবাদ পূর্ব্বেই লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছি, এবং ঐ সকল কাগজ পত্র দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে বিচারকার্য্যের কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটনার আশঙ্কা হইয়াছিল, কিন্তু আমারদিগের সুযোগ্য কার্য্যদক্ষ পরিশ্রান্ত শান্তিরক্ষক শ্রীযুক্ত কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর বহু আয়াস এবং যত্নযোগে নিজ মিনিটপুস্তক,নাজিরের বহি,এবং দারোগাদিগের রিপোর্টাদি কাগজাতের নকল দৃষ্টে সমুদয় কাগজ পত্র প্রস্তুত করাইতেছেন এবং তিনি বিচারকার্য্যের প্রতি অধিক মনোযোগ বিস্তার করাতে আমরা সকলে এমত ভরসা করিতেছি, যে, উক্ত অগ্নিদাহের অনিষ্টে বিচারকার্য্যের কোনোরূপ ব্যাঘাত হইবেকনা. ব-

স্তুতঃ আমারদিগের হাকিমের গুণে সাকিমের সকলেই অত্যন্ত সুখি"।

নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমারদিগের কোনো সম্ভ্রান্ত বন্ধু যিনি অযোধ্যার অন্তঃপাতি সীতাপুরে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বিদ্রোহ ঘটনায় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করত জগদীশ্বরেচ্ছায় বহু কষ্টে রক্ষা পাইয়া এতন্নগরে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত পত্র খানি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকাশ করিলাম, পাঠকগণ বিশেষ অভিনিবেশ দ্বারা পাঠ করিবেন।

"আমি বহু দিবস হইল অযোধ্যা রাজ্যস্থিত মোং সীতাপুর ছাউনির বিদ্রোহিতা উপলক্ষে বিষম বিপদার্ণব হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বদেশে আগমন করিয়াছি, কিন্তু শারীরিক সমূহ পীড়ার কারণ উক্ত বিদ্রোহ বিঘটনের বিস্তারিতাবগত করিতে পারি নাই, অধুনা জগদীশ্বরেচ্ছায় স্বচ্ছন্দতা লাভ করত নিম্নস্থ বিবরণ লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি, ভরসা করি আপনকার বিশ্বমান্য প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে সর্ব্ব-সাধারণের বিদিতার্থে স্থান প্রদান করিলে পরম উপকৃত হইব।,,

"প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌস্থিত সৈন্য শিবির মধ্যে দেশীয় ৪৮ গণিত, ৭৪ গণিত, ৭ গণিত ইরেগুলর পদাতিক ও ৭ গণিত লাইট কেবেলরিদল বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া ছাউনির বাংলা প্রভৃতি সাহেবদিগের আবাস গৃহ সমস্ত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করত সহর লুট করিতে আইলে মহারাণীর ৩১ গণিত পদাতিক শ্বেত-সৈন্য তাহাদিগের পরাভূত করত ছাউনির ২ দুইক্রোশ দুরে তাড়াইয়া দিয়াছিল, এই স্থলে এমত জনরব হইল, যে দুরাত্মারা সীতাপুরের ধনাগার লুট করিতে আসিতেছে, ইহা শ্রুত মাত্রই লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল এফ, ডবলিউ, বার্চ্চ সাহেব যিনি ষ্টেসনের ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, বিপক্ষদিগের আক্রমণ বারণ কারণ সাতক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করত সমর সজ্জায় রহিলেন, তাঁহারদের সমভিব্যাহারে ১৫ গণিত ইরেগুলার কেবেলরি দলের এবং ৪১ গণিত দেশীয় পদাতিকদলের এক সহস্র সৈন্য ছিল। ছাউনিতে ৯ এবং ১০ গণিত ওউড ইরেগুলর পদাতিক ও এক দল পুলিস ব্যাটেলিয়ন অতি সতর্ক ভাবে ধনাগার প্রভৃতি রক্ষা করিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কমিস্যনর মেং ক্রিফ্টেন সাহেব উক্ত ১০ গণিত পদাতিক দলকে আপনার আবাসের ছাউনিস্থিত শ্বেত কর্ম্মচারিগণের স্ত্রী বালকদিগকে রক্ষার জন্য গার্ড অর্থাৎ পাহারা স্থাপন করিয়াছিলেন। ৩০ জুন তারিখ প্রাতে উক্ত ১০ গণিত পদাতিকদল হঠাৎ বিদ্রোহভাব প্রকাশ না করিয়া আটা এবং ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যাদিতে গোহাড় এবং বরাহের চর্ব্বি মিসানো হয়, অতএব আমরা সরকার কোম্পানির চাকরি করিবনা, অবিলম্বেই আমারদিগের বেতন দেও নচেৎ আমরা খাজনা লুঠ করিব, ইহাতে উক্ত বার্চ্চ সাহেব কহিলেন, যে, আমি স্বয়ং খাজনার মালিক নহি, কমিস্যনর সাহেবের নিকট গমন করত তোমাদিগের বেতনের টাকা আনয়ন করিতেছি,তাহাতে দুরাত্মারা রাগত হইয়া কহিল, "যাও তোমারা বাবাকা পাস কহযাকে হাম্‌লোক্‌খাজানামে আটা পেসাইয়া লেও,, আমারদিগের এরূপ করণে কি ফলোদয় আছে? যাহা হউক, জগদীশ্বরেচ্ছায় সে দিবস এইরূপে অবসান হইলে রাত্রি যোগে উক্ত সওয়ারের পল্‌টন এবং কতিপয় সাহেব-লোক সমর স্থল হইতে পুনরাগমন করিয়া কহিলেন, যে লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহিরা "নানামউ,, নামক স্থানে গঙ্গানদী পার হইয়া দীল্লিনগরে গমন করিয়াছে, অতএব আর কোনো আশঙ্কা নাই, রাত্রি প্রভাত হইলে ব্রিগেডিয়ার সাহেব উক্ত ৪১ গণিত পদাতিক দলের ৬০০ সৈন্য সহকারে ছাউনিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলে পর উক্ত দশ গণিত দলের এক জন সুবেদার স্বীয় লাইন হইতে ৪১ গণিত রেজিমেণ্ট লাইনে আগমন করত তাহাদিগকে ও সোওয়ারদিগকে বিদ্রোহাচরণে লওয়ায় তৎক্ষণাৎ ঐ দুই সৈন্য শ্রেণী একত্র হইয়া স্ব স্ব কমেণ্ডিং আফিসরের নিকট রহনা করিয়া এরূপ কহিল, যে, ১০ গণিত পদাতিকদলকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার নিমিত্ত আটা এবং ঘৃত ইত্যাদিতে গোহাড় এবং বরাহের চর্ব্বি মিসানো হয়, অতএব আমরা সরকার কোম্পানির চাকরি করিবনা, অবিলম্বেই আমারদিগের বেতন দেও নচেৎ আমরা খাজনা লুঠ করিব, ইহাতে উক্ত বার্চ্চ সাহেব কহিলেন, যে, আমি স্বয়ং খাজনার মালিক নহি, কমিস্যনর সাহেবের নিকট গমন করত তোমাদিগের বেতনের টাকা আনয়ন করিতেছি,তাহাতে দুরাত্মারা রাগত হইয়া কহিল, "যাও তোমারা বাবাকা পাস কহযাকে হাম্‌লোক্‌খাজানামে

জাতাহ্যায়,, ইত্যবসরে বার্চ্চ সাহেব স্বীয় ঘোটকারোহণ পূর্ব্বক কমিস্যনর সাহেবের নিকট আগমন করত সবিশেষ কহাতে কমিস্যনর সাহেব কহিলেন্ যে এখন ৯ গণিত পদাতিক ও পুলিস ব্যাটেলিয়ন দুই দল আমারদিগের অনুকুলাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই, যাহাতে আমরা তাহারদিগের সহিত সমর করত আচ্ছারূপে শিক্ষা প্রদান করিব, কোনো মতেই খাজনা লুটাইয়া দিতে পারিনা, অতএব তুমি ৯ গণিত পদাতিক দলের কম্যাণ্ডিং আফিসর কাপ্তেন গোয়ান সাহেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহাদিগকে কহ যে, অচিরাৎ বেতনের টাকা বণ্টন করিয়া দিতেছি। পরে বার্চ্চ সাহেব ট্রেজুরির সম্মুখে তাহাদিগকে এই কথা কহিবা মাত্র দুরাত্মারা তৎক্ষণাৎ গুলির দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশ করিল। কাপ্তেন গোয়ান সাহেব তাহা দৃষ্টি মাত্রই অশ্ব ছুট করাইয়া আপন আলয়ে আসিয়া স্বীয় রমণীকে লইয়া কমিস্যনর সাহেবের আবাসে রাখিয়া পুনর্ব্বার আপন রেজিমেণ্টের লাইনে আগমন করত সিপাহিদিগকে কহিলেন "বাবা লোক সব তোয়ারি হও,, তাহাতে সকলে যুদ্ধাস্ত্র লইয়া পেরেড ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলে পর উক্ত সাহেব পুনঃ পুনঃ কহিলেন "বাবা লোক হামারা হুকুম শুনোত হাম্‌ কহে,। দুরাত্মারা কেহই কথা না কহিয়া গুলির দ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিল, ইহাতে বোধ হয় তাহারাও পূর্ব্বে ঐক্য হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত ৪১ গণিত ও সওয়ারেরা খাজনা লুট করিয়া হল্লা করিতে লাগিল, "ভাইলোক সব নেকালো ব্রিগেডিয়ার সাহেবকো মারডালো, আউর সব সাহেব লোক্‌কো মারো,,। সম্পাদক মহাশয়! এই সময়ে আমরা আত্মীয় বন্ধু আটজন বাটীর ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া অবলোকন করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইল যে কমিস্যনর সাহেবের বাটীর চতুর্দ্দিগে শত শত বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল ও কিয়ৎক্ষণ পরেই ধূম্রময় হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা গগনস্পর্শি হইল,এবং বালকবালিকাগণের ক্রোন্দনধ্বনিতে যে প্রকার ভয়ানক হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে কাষ্ঠের লেখনীর হৃৎকম্প হয়। হে জগদীশ্বর! তুমি ঐ সময় কি বধির হইয়া দুরাত্মাদিগের কামনা সফল করিয়াছিলে। আহা! যে সে ক্রন্দন শুনিয়া পাষাণতুল্য হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

পরে যৎকালীন দৃষ্টি করিলাম যে কতিপয় দুরাত্মা আমারদিগেরবাটীর সমীপে আসিতেছে তৎকালে আমরা সকলেই সত্বর হইয়া বাটী পরিত্যাগ করত এক গরিব ব্যক্তির গাভীশালে প্রবেশ করিলাম, ও ভৃত্যদিগকে সময়ে সময়ে সমাচার দিতে কহিলাম। এক ঘণ্টার পরেই শ্রবণ করিলাম যে দুর্জ্জনেরা আমারদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করণানন্তর ভৃত্য দিগকে কহিয়াছে " এ বাহিন্‌চোৎ লোক কাঁহা গিয়া, ভাগা হ্যায়,, তাহা শ্রবণমাত্রই রোদন বদনে তথা হইতে কি প্রকারে পলায়ন করিব, এই ভাবনা করিতেছি, ক্রমে ক্রমে দিবাবসান হইলে চারিজন সিপাহী লুঠের মাল লইয়া যাইবার কারণ বলদের অন্বেষণে আমারদিগের সম্মুখে আসিয়া বক্ষস্থলে গুলি পুরিত বন্দুক ধরিয়া কহিল, " মাল্ মারকে ভাগ্‌কে বৈঠাহ্যায় ,, আমরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলাম, আমারদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ হইয়াছে, আর কিছুই নাই। দুরাত্মারা তাহা না শুনিয়া আমারদিগের হস্ত বন্ধন করত সুবেদারের নিকট আনয়ন করিল। জগদীশ্বরের অপার কৃপার মহিমায় ঐ ব্যক্তি আমারদিগের পূর্ব্বে পরম বন্ধু ছিলেন, তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার জিম্মায় কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে রাত্রিকালে আমারদিগকে অরণ্যের নিকটে আনিয়া কহিলেন "বাবুলোক হাম্ ক্যাকরে, খোদানে জান্ বাঁচায়া, এই বহুৎ হ্যায়, আপ্‌লোক্‌নে এহি জঙ্গল হোকে ভাগ্ যাও, ক্যাজানে সবলোক খাপা হুয়া,, আমরা ইহা শ্রবণমাত্র পরম পুলকিত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করণানন্তর রজনী প্রভাতা না হইতে হইতেই ১০। ১২ ক্রোশ পথ অতিশয় বেগে গমন করিয়া পরদিন প্রাতে ক্ষুৎ পিপাসায় অতিশয় কাতর হওয়াতে এক গড়ুরস্থিত বারি পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম, পরে ক্রমাগত বিংশতি দিবস এপ্রকার যন্ত্রণা সহ্য করত ৺ বারাণসীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সমূহ বিপদ হইতেও জগদীশ্বর এই প্রকারে রক্ষা করিয়াছেন।

মোং সীতাপুরে আমরা বঙ্গদেশীয় ১০ ব্যক্তি ছিলাম, তাহার মধ্যে দুই স্ত্রীলোক (আমার এক আত্মীয়

বন্ধুর দারা ও ভগিনী) ইহার মধ্যে আমরা ৯ জন একত্র হইয়া জগদীশ্বরেচ্ছায় স্বদেশে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। মোং কলাছড়া নিবাসী শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মিত্র, কালেক্টরীতে কর্ম্ম করিতেন, তিনি অনুদ্দেশ হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! ঐ ব্যক্তি আমার পরম বন্ধু ছিলেন, আমি তাঁহার অভাবে যে ভাবে কাল গত করিতেছি তাহা বর্ণনাতীত। যে প্রকারে দুইজন রমণীকে সমভিব্যাহারে আনা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে বর্ণময়ী দেবী বিবর্ণা হয়েন। আমরা যোগি সাজিয়া তাহারদিগকে যোগিনী সাজাইয়াছিলাম। আহা, কি দুঃখের বিষয়! এত সাজ সাজিয়া অদ্যাবধি আমারদিগের বরাৎ রাজী নহে। সম্পাদক মহাশয়! দয়াময় গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের প্রতি রাজী হইয়া অক্টোবর মাসপর্য্যন্ত বেতন দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ও আমরাও গবর্ণমেণ্টের চাকর ছিলাম সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু পুনঃ এক বিষম পণ করত আমারদিগকে বিদ্রোহি সহযোগি বোধে স্ব স্ব মনিবের নিকট হইতে এপ্রকার সর্টিফিকট লইতে আদেশ করিয়াছেন, যে বিদ্রোহিদিগের সহিত আমারদিগের কোনরূপ যোগাযোগ ছিলনা, ইহা অল্প কঠিন নহে, আমরা কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিব? তন্মধ্যে অনেকেই জীবন-যাত্রা সাঙ্গ করিয়াছেন, যাহা হউক, এইক্ষণে জগদীশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে ইদমধিকং।

নিয়ত কুশলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়।
সীতাপুরের এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র আফিসের হেড রাইটর।,,

আহা! উপরোক্ত পত্রখানি পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত কাতর হইতেছি তাহা লেখনীয় নহে। প্রার্থনা করি এতদ্রূপ দারুণতর দুর্দ্দশান্বিত হৃতসর্ব্বস্ব চিরাশ্রিত অনন্যগতি প্রভুভক্ত রাজভৃত্যদিগের প্রতি বিশেষরূপেই দয়া-দৃষ্টি করা গবর্ণমেণ্টের অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

প্রভাকর সম্পাদক।

বিলাত হইতে যে সংবাদ আইসে তদ্দ্বারা অবগতি হইল, যে, সমুদ্র মধ্যে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপের লণ্ডন ও পেরিস নগরের সহিত এফ্রিকার এলজিলা নগরের এই সুযোগে পরস্পর সংবাদের গতিবিধি হইতেছে। ইউরোপ এবং এমিরিকার সহিত যখন এতদ্রূপ বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের সংযোগ হইল তখন ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সহিত তদ্রূপ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্রূপ সুঘটনা হইলে, যে, কিরূপ সুখের বিষয় হইবে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

রাজশাসন ও ধর্ম্ম এই উভয়বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া আয়রলেণ্ড দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয় সৈন্য বিদ্রোহিতায় দুঃখিত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়াছে, মধ্যে তথাকার সমাচার পত্রে এরূপ লিখিয়াছিল, যে, নানা সাহেব দীর্ঘজীবী হউন।

ইংলণ্ড রাজ্য অধঃপাতে যাউক, কিন্তু যিনি তাহারদিগের প্রধান ধর্ম্মোপদেশক, তিনি এবিষয়ে অতিশয় ক্ষুব্ধ আছেন, এবং দুর্দ্দশান্বিত ইংরাজ পরিবারের উপকারার্থ সাধ্যমত ধন সাহায্য করিয়াছেন।

বিলাতের থিয়েটরে এক দিবস একজন কেলিকিল নানা সাহেবের সং সাজিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পক্ষে প্রমোদে ঘোরতর প্রমাদ ঘটিয়াছিল, নানা মূর্ত্তি দেখিয়া নানা লোক নানাপ্রকারেই তিরস্কার ও প্রহার করে, পরিশেষ পুলিসের প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে।

পেরিসনগরের কোনো সমাচার পত্রে লিখিত হইয়াছে, সংপ্রতি কোনো সেনাপতি সাহেবের বিবী আগ্রা হইতে পেরিস নগরে গমন পূর্ব্বক এমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি নানা সাহেবের অনুগ্রহে সতীত্ব ও প্রাণ রক্ষা করত আগ্রায় গমন করি, স্ত্রী ও বালক বালিকা হত্যাকরণ বিষয়ে নানা সাহেবের কোনো অপরাধ নাই। বিদ্রোহি সেনারা অবাধ্য হইয়াই এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে, তাহারা আমার স্বামী, পুত্র হনন করিয়াছে, কন্যার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করত নষ্ট করিয়াছে, আমি নানার শরণ লওয়াতে নিস্তার পাইয়াছি।

পাটনার পূর্ব্বতন কমিস্যনর মেং টেলর সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের দ্বারা মানচ্যুত হইয়া গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট যে আবেদন করেন, শ্রীশ্রীযুত তাহাতে মনোযোগ না করাতে তিনি কোর্ট আব ডাইরেক্টর্সদিগের নিকট আপিল করিবেন।

চাণক এবং গাজীপুরের নিরস্ত্র সেনারা চীনদেশে গমনে সম্মত হইয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০০৩ সংখ্যা] বুধবার ৯ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২৩ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.

JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.
জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার
সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা।
১৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

৯ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, জেনরল এসেম্বিলিস্ ইনিষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা গত সোমবার দিবসে বিদ্যালয়ের গৃহে প্রকাশ্যরূপ সভা করত এমত স্থির করিয়াছেন, স্কুল তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হয়না, আর ১২ বৎসরকাল উত্তমরূপে তাহার চলিত কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক বিদ্যার্থি বৃন্দকে যথা রীতিক্রমে বিদ্যাবিতরণ করা যাইবেক। তাঁহারা বাটী মেরামতের জন্য ২৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ছাত্রগণের প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য অবিলম্বেই উত্তমরূপে সমাধা হইবেক।

আমরা হাস্য পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, কোনো বাঙ্গালা পত্রের সম্পাদক সংপ্রতি নূতন সমাচার সংগ্রহ করণে অক্ষম হইয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রের বহুকালের উচ্ছিষ্ট প্রসাদি সংবাদগুলীন নূতন করিয়া গড়িয়া গড়িয়া আপন পত্রে প্রকাশ করিতেছেন। কি কৌতুক? যাঁহারা নিরন্তর সমুদয় সংবাদ পত্র পাঠ করেন এবং বাঙ্গালা পত্রের সংবাদ সকল অনুবাদ পূর্ব্বক ইংরাজী পত্রে প্রকাশ করেন, তাঁহারা তৎপাঠে উপহাস রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হন না।

রঙ্গপুর হইতে কোনো বন্ধু লেখেন "এবৎসর অজন্মা হওয়াতে নবান্নের দিবসে ৭৷৷০ সাড়ে সাত টা-

কায় একমোন নূতন আতপতণ্ডুল বিক্রীত হইয়াছে। নূতন চাউল বাজারে প্রায় পাওয়া যায়না, পুরাতন চেলের মন ২৵০। এখানে কখনই এরূপ অগ্নিমূল্য হয় নাই।,,

"শুনিতেছি এখানে অস্ত্রধারি জাহাজি গোরা আসিতেছে, তাহারা আইলে আমরা নির্ভয় হইব, এবং বিদ্রোহি পলাতক সেনাদিগ্যে শাসন করিতেও পারিব, বাগয়া নামক স্থানে প্রহরি রহিয়াছে, দুষ্টেরা তথা হইতে যে দিগে যাউক নদী পার হইবার সময়েই মারা পড়িবে, তাহার আয়োজন হইয়াছে।,,

মালদহ হইতে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোনো এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী আপনার চাণকস্থ কোনো প্রামাণ্য বন্ধুকে সংপ্রতি যে এক পত্র লেখেন তাহার মর্ম্মার্থ যথা।

"ঢাকা প্রভৃতি কয়েক স্থানের বিদ্রোহি সেনাদিগের আগমন সংবাদ "এক্সপ্রেস,, ডাকে শ্রবণ করত দিনাজপুরের সমুদয় সাহেবলোক ৮ ডিসেম্বর দিবসে আপনাপন স্ত্রী পুত্রাদিগ্যে জলপথে ও স্থলপথে এমত সকল স্থানে প্রেরণ করিলেন যথায় হঠাৎ বিপদঘটনার কোনো সম্ভাবনাই নাই, এবং আপনারা সকলে বন্দুক, গুলি, বারুদ ও অপরাপর অস্ত্র সহিত কালেক্টর সাহেবের বাটীর দোতালার উপর উঠিয়া দুই দিগের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং সহরে এরূপ ঢোল মারিয়াছিলেন, "কেহ যেন পলায়ন না করে,, কিন্তু তাঁহারদিগের নিজের ভয় ও অবস্থা দৃষ্টে দোকানি পশারি ও প্রজা সকল কোনো মতেই সাহস করিতে পারিলনা, হাট বাজার ঘর দ্বার বন্দ করত তাবতেই সাবধান ও সতর্ক হইল, আর যে ব্যক্তি যে দিগে রাত্রে দণ্ডায় বিবেচনা করিল সেই ব্যক্তিই সেই দিগে প্রস্থান করিল, এখনো পর্য্যন্ত লোকের মন হইতে ত্রাস নিবারণ হয় নাই, স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক বাজার হাট বসে নাই, কিন্তু ধর্ম্মে ধর্ম্মে নগরটি রক্ষা পাইয়াছে, কারণ বিদ্রোহিরা অন্য পথে নেকমর্দ্দনের মেলারদিগে গিয়া হরিপুরের জমীদারের নিকট ৪০০০ টাকা লয়। আমারদিগের এই মালদহে আপাততঃ যদি কোনো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কেহই সাহসী নহেন, তাবতেই আশঙ্কাকে মনের রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন।,,

বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মজুমদারের লিখিত পত্রে অবগতি হইল, ত্রিবেণীর পশ্চিম বাঁগাটী গ্রামে একটি অভিনব বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হওনের উদ্যোগ হইতেছে, তজ্জন্য গ্রামস্থ জনেরা প্রকাশ্যরূপে সভা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত পত্রে অবগতি হইল, মুরশিদাবাদের বহরমপুর নিবাসী গুণরাশি ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু পুলিনবিহারি সেন মহাশয় গত ২৮ অগ্রহায়ণ দিবসে অতি সমারোহ পূর্ব্বক স্বীয় জননীর আদ্য শ্রাদ্ধ কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়, কাঙ্গালি ভোজ ও বিদায়, ব্রাহ্মণাদি ভোজ ও আর আর সকল প্রকার ব্যাপার অতি উৎকৃষ্টরূপেই হইয়াছিল।

নেপালের প্রধান রাজ মন্ত্রী এবং প্রধানসেনাপতি মহারাজ জং বাহাদুর আপনার দুই জন সহকারি সেনাপতি ও বৃহদ্দল সৈন্য সমভিব্যাহারে ব্রিটিস সৈন্যের সহিত সংযুক্ত হওনার্থ হিন্দুস্থানের সমর ক্ষেত্রে আগতপ্রায় হইয়াছেন, এজন্য শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এমত অনুমতি করিয়াছেন, যে, তিনি যখন যে স্থানে আগমন করিবেন তখন সেই স্থানের শিবিল মিলেটরি প্রভৃতি সকলেই যথাযোগ্য সম্মান সহযোগে তত্ত্বাবধারণ পূর্ব্বক আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয়ের পরিচর্য্যা করিবেন, এবং সৈন্য সংক্রান্ত প্রত্যেক প্রধান স্থানে তাঁহার সম্মানার্থ ১৭ তোপ ও তাঁহার প্রধান সহকারি সেনাপতি রণদেব সিংহের মর্য্যাদার জন্য ১৩ এবং দ্বিতীয় সহকারি সেনাপতি ভক্ত জং ও খড়্গ বাহাদুরের মানের নিমিত্ত ১১ তোপ হইবেক।

নিম্ন লিখিত সংবাদ পাঠে ধীমান পাঠকগণ দেখিবেন যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ স্থানে স্থানে বিদ্রোহিতাচরণ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহা আশু দমন হইতেছে।

ডিসেম্বর মাসের ৯ দিবসীয় মান্দ্রাজ স্পেক্টেটর পত্রে লিখিত যথা, ৬ দিবসে কোলাপুর নগরে রাজদ্রোহিতাচরণ প্রচার হয়, বিদ্রোহিরা অকস্মাৎ নগরাধিকার পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করত কারাগার হইতে বন্দিগণকে বিমুক্ত করে। কর্ণেল জেকব সাহেব এতদ্বার্ত্তা প্রাপ্তিমাত্র তাহারদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজয় করেন, এই সংগ্রামে বিপক্ষদিগের ৮ জন হত ও ৫০ জন ধৃত হয়। তদ্দিনের দ্বিতীয় প্রহর কালে সেনাপতি মহাশয় বিদ্রোহিতাচরণ এককালে দমন করত নগর সংপূর্ণরূপে অধিকৃত করেন, এবং বিদ্রোহিদিগের মধ্যে ৩৬ জনের প্রাণ দণ্ড বিধান হওয়াতে রাজসদনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দেওয়া যায়, অত্রত্য রাজা ব্রিটিসানুগত্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং কোলাপুরের পদাতিকদল এবং দেশীয় অপর সৈন্য সামন্তেরাও সদাচরণ করে। বিদ্রোহিরা বহির্ভাগ হইতে আগত হইয়া নগরাধিকার করিয়া লইয়াছিল, দুই জন সরদারকে ধৃত করিয়া গুলির আঘাতে প্রাণ দণ্ড করিয়াছে।

দ্বিতীয় সংবাদে বিদিত হয়, যে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় লোকেরা তত্রত্য প্রজামাত্রকে নিরস্ত্র করিয়া ব্রিটিস-বিধানের প্রতিকুলে প্রবর্ত্ত হইয়া প্রায় এক সহস্র দুষ্ট লোক ডেসাইজ জাতীয় কতকগুলীন প্রজা সহ সংযুক্ত হইয়া হাউলি নামক গ্রামে এক সুরক্ষিত স্থানে অস্ত্রশস্ত্র সহ সমরসাজে প্রস্তুত হওয়াতে লেপ্টেনাণ্ট কার সাহেব দুইশত যোদ্ধা লইয়া তাহারদিগকে ৩০ নবেম্বর দিবসে পরাভূত করেন, এতৎরণে বৈরিপক্ষীয় শতাবধি লোক হত ও তৎসংখ্যক লোক বন্দি হয় এবং কথিত গ্রাম আমারদিগের সৈন্য কর্ত্তৃক এককালে দগ্ধ করা হয়।

ইতিপূর্ব্বে প্রচার হইয়াছিল যে অযোধ্যার বাদশাহের সঙ্গি লোকেরা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন, সম্প্রতি বিলাতী পত্রে দৃষ্ট হইল যে তৎ প্রেরিত বিলাতস্থ এজেণ্ট সাহেবও তদ্রূপ কষ্টে পতিত হইয়া অক্ষমঋণির পরিত্রাণার্থ আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাকার রাজবিধানমতে ছয়মাস কাল ইংলণ্ডে বাস না করিলে আদালতের সাহায্য প্রাপ্ত হওন যোগ্য হইতে পারা যায়না, এই কারণ বাদশাহের এজেণ্ট মেজর রিচার্ড ঔসলী সাহেব নিজ প্রার্থনানুরূপ অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর মহাজনগণের অভিযোগে বন্দী না হইলে রক্ষা হয়, ব্রিটিস মহদাশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক হীনসেবা স্বীকার বশতঃ মেজর সাহেব কষ্ট পাইবেন বিচিত্র কি? হতভাগ্য বাদশাহ নিজে দুর্গম দুর্গ মধ্যে এক প্রকার বন্দিভাবে আছেন, তাঁহার দ্বারা কোন উপকার দর্শে এমত ভরসা নাই, আমরা এই বিষয়ে সর্ব্বশেষে এই মাত্র বলিতে বাসনা করি যে অতি উচ্চতম ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যার বাদশাহের দোষ গুণ বিচার করিয়া তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড বা পুরস্কার প্রদান করুন, তাঁহাকে অকারণ কষ্টে রাখা দয়ালু গবর্ণমেণ্টের যোগ্য ও উচিত কার্য্য হয়না।

লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লী জয়ের বিবরণ যাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয় তাহাতে রণজেতা সেনাপতি মহাশয়েরা আপনাপন অধীন সেনাপতিদিগের মধ্যে সমরে যিনি যেরূপ ধীরতা ও বীরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্বিশেষ বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু সৈন্য দলভুক্ত নানকমিসনও অথবা অচিহ্নিত সেনাপতিদিগের পক্ষে তাদৃশ বর্ণনা না থাকায় তৎশ্রেণীস্থ বীর পুরুষেরা মহা খিন্ন হইয়াছেন, কেননা এতদ্দ্বারা অতঃপর তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কার বা পদোন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না! তাঁহারা যথার্থ রূপেই এপ্রকার খেদ করিতে পারেন।

আমরা অনুরোধ করি প্রধান মহাশয়েরা আপনারদিগের ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক উক্ত ব্যক্তিদিগ্যে যথাযোগ্য রূপে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সারমর্ম্ম।

মফস্বলাইট পত্রে দৃষ্ট হইল দিল্লী নগরে যুদ্ধ জয়ে সে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার মূল্য বড় অধিক নহে, তাহার অধিকাংশই বিলাতি দ্রব্য ও পিকেলাদি, প্রাইজ এজেণ্ট সাহেবেরা জয় লব্ধ জাহরাৎ সকল বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় প্রেরণ করিবেন।

উক্ত সাহেবেরা যদি যথাযোগ্য শ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক জয় লব্ধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন তবে দিল্লী জয়কারী সেনাপতি জেনরল উইলসন সাহেব নিজাংশে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন যে তদ্দ্বারা তিনি অতঃপর অতি সম্ভ্রান্ত ধনির ন্যায় সুখে ও মানে জীবন যাত্রা যাপন করিতে পারিবেন।

কাশীর সংবাদে লেখে, তথাকার লেপ্টেনাণ্ট গবরনর স্বদল সহিত এলাহাবাদে গমন করিবেন, তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর হইবেন, বোধ হয় তন্মধ্যে দিল্লী প্রভৃতি কয়েক স্থানে আধিপত্য কর্ম্মে মিলেটরি কমিসনর নিযুক্ত হইবেন। এলাহাবাদের অধীন হইবে এবং এলাহাবাদেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রধান রাজধানী ও সমুদয় প্রধান কর্ম্মালয় মিলেটরি কমিসনরের অধীনে স্থাপিত হইবেক।

এলাহাবাদের পত্রে লেখে, ৬০০ পীড়িত ও আঘাতি প্রভৃতি শীঘ্রই কলিকাতায় প্রেরিত হইবে।

গাজীপুর হইতে ১৬ ডিসেম্বর দিবসে ফিনিক্স পত্রের কোনো সংবাদ দাতা লেখেন "এখান হইতে মহারাণীর ৬৭ গণিত গোলেন্দাজ সেনারা দুই তোপ সহ প্রদেশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহারা কোথায় যাইতেছে তাহা ব্যক্ত হয় নাই, বোধ হয় যেসকল বিদ্রোহিগণ সাহাবাদ এবং ভোজপুর অঞ্চলে পলাইয়া আসিতেছে, তাহারদিগের আগমন রোধার্থই ইহারদিগ্যে পাঠানো হইয়া থাকিবে।

এপ্রদেশে ক্রমে শান্তি স্থাপিত হইতেছে। কাপ্তেন গর্ডন সাহেব সপরিবারে সংপ্রতি নিরুদ্বেগে এলাহাবাদে উপনীত হইয়াছেন, কর্ণেল ফ্রাঙ্ক সাহেবের অধীন সেনারা শীঘ্রই

জোয়ানপুরে উপস্থিত হইবে। এমত জনরব যে তিন পল্টন গোরা সেনা ও কয়েকদল গোলেন্দাজ উক্ত দলে ভুক্ত হইবে, তাহা হইলেই সমুদয় উৎপাত শান্তি হইবেক।

২১ তারিখে জং বাহাদুর সসৈন্যে সিউগলি নামক স্থানে উপনীত হইবেন, তিনি যখন যে অঞ্চলে যাইবেন তাহা জ্ঞাত হইয়া লিখিয়া পাঠাইব। আমরা সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করিতেছি, আমারদিগের কোনো আশঙ্কাই নাই। জনরব যে জং বাহাদুর নেপালের রাজজামাতা অযোধ্যার অন্তঃপাতি তুলসীপুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন।

বিদ্রোহিগণ যখন শেষকালে প্রবল হয় তখন কাণপুরে অনেক লুঠ করিয়াছে, কমিসোর গোমস্তা লালাদিগের প্রায় ৫০০০০০ টাকা এবং অন্যান্য ধনিদিগের বিপুলার্থ হরণ করিয়াছে।

ফিনিক্স পত্রের রঙ্গপুরস্থ কোনো সংবাদদাতা ১৬ ডিসেম্বর দিবসে লেখেন যে কথিত হয় ঢাকার বিদ্রোহি সিপাহিরা ভোটানস্থ কোন এক সুবার অধীনে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা যুবাবাদর নামক স্থানে উপনীত হইয়া তৎস্থানস্থিত ৭৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলস্থ কতকগুলীন সিপাহিকে ক্ষমতাবলম্বি করণে চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু ৭৩ সংখ্যক দলস্থেরা তাহারদিগের কুপরামর্শে সম্মত না হইয়া আপনারদিগের প্রধান ছাউনী জলপাইকুঁড়িতে প্রত্যাগত হইয়াছে।

১১ সংখ্যক ইরেগুলর অশ্বারোহি সেনাদলের ৮০ জন মাদারগঞ্জ হইতে চম্পট করিয়াছে এবং উক্ত দলের অপর ৫০ জন জলপাইকুঁড়ি হইতে চলিয়া গিয়াছে, ইহারা গমনকালে কোন উৎপাত করে নাই কিন্তু ৭৩ সংখ্যক পদাতিক দলের সম্মুখস্থ হইলে উক্ত পদাতিক সিপাহিরা কথিত অশ্বারোহিগণকে রাজদ্রোহিতা ভাবাপন্ন দৃষ্ট করিয়া তাহারদিগের উপর গুলিক্ষেপণ করাতে অশ্বারোহি দলের দুই জন হত হয়।

গোরা খালাসী সৈন্যেরা অত্র উপনীত হইবায় এখানকার লোকেরদের আশঙ্কা দূর হইয়াছে, এবং যে সকল বিবি ও বালক বালিকা স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহারা পুনরানীত হইয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

স্যার চারল্স জেকসন সাহেব বোম্বে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন।

সুন্দরবনের কমিসনর মেং রেলি সাহেব ভূমি বিক্রয় পূর্ব্বক ১৫০০০ টাকা তহবিল রাখিয়াছিলেন. সেই টাকা গুলী চোরের দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট এই হানি সহ্য করিবেন কি মেং রেলি সাহেব ইহার দায়ী হইবেন আমরা তাহা নিশ্চয় কহিতে পারিলাম না।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর কিছু দিনের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রদেশে ভ্রমণ করিবেন।

হরকরা সম্পাদক লেখেন, সদর দেওয়ানী আদালতের বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত উকীল মুন্সি আমির আলির কোনো আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহার নিকট কহিয়াছেন, যে, উক্ত আমিরআলি সুপ্রিম কোর্টের আগামি সেশনে ইংলিসম্যান সম্পাদকের উপর নালিস করিবেন।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি এমত অনুমতি প্রকাশ করিয়াছেন অচিহ্নিত এবং ক্ষুদ্রপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এক দিবসের জন্য অনাগত হইলেও তাঁহারদিগের সেই দিবসের বেতন কর্ত্তন করা যাইবেক, আর যদি ডাক্তারের সর্টিফিকিট্ দিয়া পীড়াপ্রযুক্ত অনাগত হন, তবে অর্দ্ধেক বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

কৃপণতা বিষয়ক।

পদ্য।

সাক্ষাতে যে জন ধন ব্যয়েতে বঞ্চিত।
কৃপণ নামেতে হয় সে জন বিদিত॥
দাঁত পড়া কুকুর যদ্যপি হাড় পায়।
অন্যেরে না দিতে পারে, আপনি না খায়॥
বার বার যে প্রকার, সে করে লেহন।
ধন নিয়ে নাড়ে চাড়ে, সেরূপ কৃপণ॥
আপনার ধন কভু, করে নাকো ভোগ।
হাতা হাতি করি শুধু করে কর্ম্ম ভোগ॥
পাখি সব ছানা গুলি, রাখিয়া বাসায়।
আহারের আহরণে স্থানান্তরে যায়॥
যেমন তাদের মন, হয় উচ টন।
ধনের কারণে হয়, সেরূপ কৃপণ॥
যদ্যপি কৃপণ কভু, কোন খানে যায়।
নিরন্তর ব্যাকুলিত, ধনের মায়ায়॥
সে ধনেতে দেখি বটে, সে কৃপণ বরে।
কিন্তু তার মন আছে, বাক্সের ভিতরে॥
বাতাসেতে যদি তার গবাক্ষ নড়িল।
ভাবে মনে ঘরে বুঝি, চোর প্রবেশিল॥
অমনি উঠিয়া যায়, সশঙ্কিত চিতে।
হাতাড়িয়া দেখে টাকা, আছে কোন ভিতে
যদ্যপি দেখিতে পায়, আছে সেই ঠাই।
তবে আর আহ্লাদের, পরিসীমা নাই॥
অতএব মন দিয়া, শুন ভাই সবে।
এই ভবে চিরদিন, থাকিতে কি হবে?॥
তবে কেন মিছে এই, মায়াতে পড়িয়া।
অনর্থক কাল হর, কৃপণ হইয়া?॥
মোরো নাকো আর ভাই, টাকার কারণ।
মরিলে কি পরকালে, সাক্ষ্য দেবে ধন?।
দরিদ্রে করহ দান, সাধ্য যত পার।
ঈশ্বরের কাছে তুমি, তবে পাবে পার॥
এমন টাকার লাগি. করোনাকো পাপ।
কৃপণতা মহাপাপ বাপ বাপ বাপ॥

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।
সাং কাঞ্চন পল্লী।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিত্ত্বামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০০৪ সংখ্যা] গুরুবার ১০ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২৪ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

কমিস্যরিয়েটের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রাণীগঞ্জের এক্সকিউটিব কমিস্যরিয়েট আফিসে উক্ত ডিবিজনের বারিক এবং হাস্পিটালের এবং সৈন্য কমণ্ডের ব্যবহারযোগ্য রন্ধনের বাসন কসনের কলাই করিবার নিমিত্ত আগামি ১ জানুয়ারি তারিখ অবধি ১৮৫৮ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত এই চারি মাসের জন্য চুক্তিকারকদিগের নিকট হইতে মোহরকরা দরখাস্ত সকল বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের আগামি ২২ তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবেক।

প্রত্যেক পট অর্থাৎ রন্ধনের বাসনের মূল্য ভিন্ন ভিন্নরূপে লিখিতে হইবেক এবং প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত বায়নাস্বরূপ ২৫ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবেক। যে নিয়মে উল্লেখিত বায়নাপত্র সকল লিখিতে হইবেক, উক্ত আফিসে আগমন করিলে প্রার্থনাকারি ব্যক্তিরা তাহার "ফার্ম" অর্থাৎ আদর্শ দেখিতে পাইবেন।

W. H. I. LOWE.
S. A C. General.
ডবলিউ, এইচ. আই, লো।
সব-আসিষ্টাণ্ট কমিস্যরি জেনরল।

রাণীগঞ্জ।
এক্সকিউটিব কমিস্যরিয়েট আফিস।
১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

১০ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত দিবস "ফ্রিচর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন" নামক সুবিখ্যাত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য বিশেষ সমারোহ পূর্ব্বক অতি উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। পরীক্ষা সমাজে অনেক সম্ভ্রান্তলোকের সমাগম হইয়াছিল। আমরা ইহার আমূল বৃত্তান্ত পরে প্রকাশ করিব।

আমরা গত দিবস প্রাতে রঙ্গপুরস্থ কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ১০ ডিসেম্বর দিবসের লিখিত পত্র ডাকযোগে প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে তিনি লেখেন "বর্ত্তমান বিদ্রোহিতা জন্য কয়েক দিন রঙ্গপুর জিলার কাছারী বন্দ থাকাতে হুণ্ডিযোগে আপনার প্রভাকর পত্রের মূল্য প্রেরণ করিতে পারি নাই; গোলযোগ নিবারণ হইলেই যেরূপে হউক টাকা পাঠাইয়া দিব।"

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট বড় দিন উপলক্ষে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ট্রেজরি প্রভৃতি কতিপয় আফিসের প্রধান ও অধীন কর্ম্মচারিদিগ্যে শুক্র শনি দুই দিবসের ছুটী দিয়াছেন, পল্লীগ্রামস্থ লোকের পক্ষে এই ছুটী অত্যন্ত কল্যাণকর হইবেক, কেননা শুক্র, শনি, রবি, তাঁহারা এই ছুটীতে তিন দিন ছুটাছুটি করিতে পারিবেন। শুনিতেছি সদর রেবিনিউবোড ৭ দিবস বন্দ থাকিবেক, ছোট আদালত এক পক্ষের জন্য বন্দ হইয়া-

ছে। সদর দেওয়ানী দুই দিবস বন্দ থাকিবে।

আমরা অদ্য বাসরীয় প্রভাকরে সমর সংক্রান্ত সংবাদশ্রেণী মধ্যে অযোধ্যার বাণিজ্য বাজারের অবস্থা যাহা লিখিলাম, পাঠকগণ তৎ পাঠে চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন এবং দারুণ দুঃখিত হইবেন, ঐ অঞ্চলে যুদ্ধে যত প্রাণির হানি না হউক দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে তাহার চতুর্গুণ লোক নষ্ট হইবেক, যত দিন শান্তি স্থাপিত না হইবে তত দিন ক্রমে আরো অধিক অনিষ্ট হইতে থাকিবে, আপনারা একাগ্রচিত্তে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, যেন ঐ দুর্ভিক্ষ এদেশকে স্পর্শ না করে, এবং শান্তি-সলিলে শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হউক।

সুবিখ্যাত সব-আসিস্টাণ্ট সারজন বাবু তারাচাঁদ সেন, যিনি আপনার নিজ গ্রাম চাণকে "তারিণী" নামে বিখ্যাত, এবং যিনি বহু দিবস পর্য্যন্ত কলিকাতা নগরে গোবীজে টীকা প্রদানের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষে তিনি এতন্নগর হইতে এলাহাবাদে গমন পূর্ব্বক কয়েক মাস অবস্থান করত পরিশেষ "বিজনুর" নামক জিলায় গিয়া তথাকার সব-আসিস্টাণ্ট সারজনের পদে অভিষিক্ত হয়েন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার ভগিনী, বালিকা একটী কন্যা, একটী ব্রাহ্মণ, একটী বৈদ্য এবং একজন উড়ে-চাকর আছে, তথায় বিদ্রোহ ঘটনা হইলে তাহার দুই চারি দিবস পরেই উক্ত ডাক্তর বাবুর সমভিব্যাহারী শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরাজ আপনার চাণকের বাটীতে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এইমাত্র লিখিত আছে "পরমেশ্বরেচ্ছায় আমরা এইক্ষণে সকলেই একটী ব্রাহ্মণের বাটীতে বাস করিতেছি, ব্রাহ্মণ বিশেষ যত্ন এবং অনুগ্রহ করিয়া আমারদিগে রক্ষা করিতেছেন, আমরা প্রাণভয়ে পথে ঘাটে বাহির হইতে পারিনা, এ বিপদে যদিস্যাৎ জগদীশ্বর রক্ষা করেন তবেই রক্ষা পাইব" ঐ পত্র বোম্বে হইয়া গত শ্রাবণ মাসে আইসে, তাহার পর আরো কোনো পত্র বা সমাচার আইসে নাই।

৭ ডিসেম্বর দিবসে জেনরল পোষ্ট আফিস হইতে যে সকল বাঙ্গিডাক প্রেরিত হয় তাহা বারাসতের এক ক্রোশ দূরে দস্যু দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! কলিকাতার নিকটেই এইরূপ অত্যাচার হইতে লাগিল, বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উচিত, এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দস্যুদিগ্যে ধৃত করেন।

কটক হইতে আগত পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল, তথাকার সিপাহিরা যদিও প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহিতাচরণ করে নাই, কিন্তু তাহারদের ভাব ভক্তি দ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে অবিলম্বেই একটা উপদ্রব উপস্থিত হইবে। সিবিল ও মিলিটরী কর্ম্মচারিরা সর্ব্বদা সতর্কভাবে কর্ম্ম করিতেছেন, বাঙ্গালিরা অনেকে পরিবারগণকে দেশে পাঠাইবার কল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মধুসূদন চক্রবর্ত্তী জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি মহানন্দা তীরস্থ নবাবগঞ্জ নামক স্থান হইতে ২৫ অগ্রহায়ণে যে এক পত্র লেখেন তাহার মর্ম্মার্থ।

"এখানকার মুন্সেফ শ্রীযুত কাজী মুন্সি ফকির আহাম্মদ অতি যোগ্য পাত্র, নিরপেক্ষ, ও সুবিচারক, তাঁহার বিচারে রাজা প্রজা উভয়েই সমান সন্তুষ্ট, এখানে বিদ্যালয় না থাকাতে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ ছিলেন, সংপ্রতি তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট রূপেই মনোযোগী হইয়াছেন, তিনি প্রশংসিত জজ বাহাদুরের অনুমতি লইয়া "সর্ব্বশুভকরী" নাম্নী এক সভা সংস্থাপন করেন, সেই সভায় সভা সকল সমাগত হইলে প্রথমে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সর্ব্বত্রই জয় হউক, শত্রু সকল ত্বরায় সমূলে নির্ম্মূল হউক। পরে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করত চাঁদার অনুষ্ঠান করিলেন, সেই চাঁদায় আপাততঃ ব্যয় উপযোগি ধন সংগৃহীত হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৫৮ সালের ২ জানুআরি দিবসে "নবাব গঞ্জ স্কুল" এই আখ্যায় উক্ত প্রস্তাবিত দিব্যালয় প্রস্থাপিত হইবেক, তথায় বালকেরা ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং পারস্য এই তিন ভাষার উপদেশ প্রাপ্ত হইবেক, অধ্যক্ষেরা ভবিষ্যতে ঐ স্কুলকে গবর্ণমেণ্টের অধীন করণে চেষ্টা করিবেন। ঐ সভায় চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপ বক্তৃতা করেন, তৎ প্রকাশে প্রয়োজনাভাব।"

"নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা সভা এবং বিদ্যালয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

"শ্রীযুত মুন্সী ফকির আহম্মদ। সভাপতি।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন সেন তথা
শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ অধিকারী সম্পাদক।

শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকার।
" " শ্রীরাম বিশ্বাস।
" গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
" বাবু রমানাথ হালদার।
" " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" কাজী মুন্সি আবজলালি।
" মুন্সি আবদুলালি।
" " যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
" " কৃষ্ণমোহন মিত্র।
" " রামনারায়ণ দাস।

শ্রীযুত বাবু রাইমোহন রায় এবং
" " গয়ানাথ দাস।

সভ্যগণ।

এই শিবকর সংবাদে আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম।

প্রভাকর সম্পাদক।

বিলাতের সমাচারে ব্যক্ত করে, আমারদিগের রাজনন্দিনী আগামি জানুয়ারি মাসে পরিণীতা হইবেন। কথিত হইয়াছে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট কতকগুলীন ফরাঁসি সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রেরণ করণের উদ্যোগ করিতেছেন, এই সংবাদের প্রতি আমরা আস্থা করিতে পারিনা।

জেনরল কেবেনক সাহেব, যিনি বর্ত্তমান ফ্রেঞ্চাধিপতির সিংহাসনারূঢ় হওনের পূর্ব্বে ফ্রান্স রাজ্যের কর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সংপ্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু জন্য রাজ্যময় তাবতেই অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন।

রুসিয়ার যুদ্ধকালে টাইম্‌স সম্পাদক মহাশয় যে মহাশয় লেখককে ক্রিমায়াতে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সুলেখক রসল সাহেব ভারতবর্ষীয় সামরিক সমাচার সংগ্রহ করণার্থ এতদ্দেশে প্রেরিত হইবেন। এই সংবাদটি সত্য হইলে সুখের বিষয় বটে।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সারমর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

১৫ ডিসেম্বর দিবসে ইন্দোর হইতে লিখিত হয়, ১৬ তারিখে মৌ হইয়া বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে কলিকাতায় আইসে।

কর্ণেল ডিউরণ্ড সাহেব গবরনর জেনরল বাহাদুরকে লেখেন।

অদ্য বৈকালে হলকরের দুই রেজিমেণ্ট ইরিগিউলর পদাতিক দলকে নিরস্ত্র করা গেল। গত জুলাই মাসের প্রথম দিবসে রিগিউলর কেবেলরি দল যে প্রকারে রেসিডেন্সি আক্রমণ করিতে আইসে ইহারাও সেইরূপ করিয়াছিল। এই ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

কলিকাতা।
ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট।
২১ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

রাণীগঞ্জের ২১ ডিসেম্বর দিবসের পত্রে লেখে, "গত দিবস মহারাণীর ২ গণিত ড্রাগুন গার্ড এখান হইতে এলাহাবাদে যাত্রা করিয়াছে, মান্দ্রাজী দেশীয় রাইফেল দলের চারি কোম্পানি, মহারাণীর ৩ গণিত বেটেলিয়ান রাইফেল ব্রিগেডের সহিত এই স্থানে অবস্থান করিতেছে।

মহারাণীর বেটেলিয়ান রাইফেল ব্রিগেড দলের ৩৮৫ জন গত বৈকালে কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যাকালে সেনারা রণশিক্ষা করিতেছে, যত সেনা আসিয়াছে তাহারা আগামি কল্য রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইবে।

এইক্ষণে এখানে চেলের বাজার নরম। আলু ভিন্ন আর সকল তরকারি সস্তা।

মেজর হুইলর সাহেবের অধীনে মহারাণীর ২৯ দলের সেনারা পূর্ব্বগত দিবসে রেঙ্গুনে প্রেরিত হইয়াছে।

২৬ ডিসেম্বর দিবসীয় কাশীর পত্রে ব্যক্ত করে; এখানে আর উপদ্রব সম্ভাবনা নাই, বিলক্ষণরূপেই সকল বিষয়ে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, একদল অশ্বারোহি শীক সৈন্যের সহিত একদল ইংরাজসেনা ও দুইদল অশ্বারোহি গোলেন্দাজ। এখানে নিয়ত থাকিবে। গাজীপুরে আর একদল ইংরাজ সেনা থাকিবে, তথায় বারিক নির্ম্মাণের কার্য্য প্রায় শেষ হইল।

আলমবাগের পত্রে লেখে, নূতন সংবাদ কিছুই নাই, সেনাপতি ঔটরামের সেনারা লক্ষ্ণৌয়ের দেড়ক্রোশ দূরে ছাউনি করিয়াছে। শত্রুরা সর্ব্বদাই শত্রুতা করিতেছে, অধিক সৈন্য ব্যতীত তাহারদিগ্যে শাসন করা যাইবেকনা।

লক্ষ্ণৌ মধ্যে ভিন্নভিন্ন তিনদল বিদ্রোহি পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, ১৪ তারিখে গুরুতর তোপের ধ্বনি শুনা গিয়াছে।

বক্সরের নিকট বাষ্পীয় জাহাজ চরে বদ্ধ হওয়াতে ১২০০০০০ টাকা জাহাজ হইতে গাজীপুরে তোলা হইয়াছে, যুদ্ধকার্য্যের জন্য ঐ টাকা প্রেরিত হইবেক।

কাণপুরের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে লেখে, এখান হইতে খাদ্যাদি নানা দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আলমবাগে প্রেরিত হইয়াছে। ঔটরাম সাহেব ঐ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।

শেষাগত সংবাদে ব্যক্ত করে, রিমা ও বান্দার বিদ্রোহিগণ চিলাতারা অতিক্রম পূর্ব্বক ফতেপুরেরদিগে আগমন করিতেছে। এবং ৫০০০ গোয়ালিয়ার বিপক্ষ সেনা ১৪ টা তোপ লইয়া কালপি, ঘাটমপুর, সাহি, এবং সিরসুল এই কয়েক স্থানের মধ্যেই রহিয়াছে, কাপ্তেন পিল সাহেব কতগুলীন বড় তোপ এবং ব্রিগেডিয়ার কারথিউস্ সাহেব পদাতিক ও গোলেন্দাজ সেনা লইয়া ফতেপুরে গমন করিতেছেন।

জনরব, কুমারসিংহ বহু সৈন্য সহ মুজাপুর ও বারাণসী আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন, আমরা শেষোক্ত স্থানে অশ্বারোহি সেনা প্রেরণ করিয়াছি, বিথুরে মহারাণীর ৪২ দল। এবং ৯১ গণিত হাইলণ্ডর, একদল অশ্বারোহি গোলেন্দাজ, পঞ্জাবীয় অশ্বারোহি ও পদাতিক দল এবং কতকগুলীন দুর্গভঞ্জকারি ও শূড়ঙ্গকারি সেনা রহিয়াছে। শেষোক্ত জনেরা এস্থান চূরমার ও ছারখার করিতেছে। অনুমান করি নানা সাহেব যে সকল ধন ও রত্নাদি পুঁতিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা তৎসমুদয় বাহির করিবে।

আমারদিগের লোক কালপি হইতে আগমন পূর্ব্বক কহিল গোয়ালিয়ার দলের প্রধান ব্যক্তি এরূপ আস্ফালন করিতেছে, যে আমরা ব্রিটিস সেনাপতিদিগ্যে হতাহত করিয়াছি। আকবরপুরের ৪ ক্রোশ দূরে বারা নামক স্থানে তাহারা সমর সামগ্রী ও তোপ এবং খাদ্যাদি সহিত ছাউনি করিয়াছে, জয়লাভের আনন্দ ঘোষণার্থ তোপ করিতেছে। ২৫ তারিখে ঐ স্থানের গ্রাম্য লোকেরা আমারদিগের সহিত এক যুদ্ধ করণের উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেনাই।

সুরির পত্রে লেখে, দুই জন দেশীয় ডাক্তার চিকিৎসাকল্পে গোরা সেনাদিগ্যে বিষ প্রদানে উদ্যত ছিল, এরূপ প্রমাণ হওয়াতে তাহারদিগের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তত্রস্থ দুই জন কম্পৌণ্ডর এপর্য্যন্ত বিচারাধীনে রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌস্থ মার্টিনিয়ার কালেজের ছাত্রেরা নিরাপদে রহিয়াছে।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সিপাহিদিগের কতকগুলীন লোক ছড়িভঙ্গ হওয়াতে কমিল্যার পুলিস-প্রহরি দ্বারা ধৃত হইয়াছে।

রঙ্গপুরের সংবাদে লেখে "২ তারিখে চিলমারি থানা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ঢাকার বিদ্রোহি দল ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া চিলমারি লুঠ ও দুই তিন জনকে খুন করিয়া রঙ্গপুরে আগমন করিতেছে,,

নগরে জনরব উঠিয়াছে, যুদ্ধের জন্য এফ্রিকা হইতে কাফ্রি সেনা আসিতেছে।

বিদ্রোহকালে হিসারে তিনজন চাপড়াসি অন্যায়রূপে ধন হরণ করে এজন্য তাহারদের ফাঁসি হইয়াছে।

ইংরাজী পত্রে কোনো সংবাদদাতা লেখেন, "দিল্লীর বিদ্রোহি সিপাহিদিগের এক সম্প্রদায় প্রভুহত্যা পূর্ব্বক স্থানান্তর গমনকালীন দুইটি শ্বেতবালক এবং একটি খঞ্জকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, দয়া পূর্ব্বক তাহারদের হত করে নাই।

আগ্রার সংবাদে লেখে যোধপুরের বিদ্রোহিরা বিনা আঘাতে যমুনা পার হইয়াছে। তাহারা মথুরার নিকটে আসিয়াছে, তাহারদের সঙ্গে তোপ নাই, কেবল বস্ত্রাদি দ্রব্য আছে, ঐ দুষ্টেরা রহিলখণ্ড লুঠ করিতে পারে নাই। তাহারা ব্রিটিস সেনার দ্বারা তাড়িত ও শাসিত হইবেক।

১১ ডিসেম্বর দিবসীয় পূর্ণিয়ার পত্রে দৃষ্ট হইল, জলপাইকুঁড়ির পলাতক ৩০। ৪০ জন সোয়ার তথায় হত ও আহত হইয়াছে, তাহারা ব্রিটিসপক্ষের একটি প্রাণিকেও আহত করিতে পারে নাই।

জলপাইকুঁড়ির পত্রে দৃষ্ট হইল, ঢাকার বিদ্রোহিরা ভোটানেরদিগে গিয়াছে, তাহারদিগের শাসনার্থ সৈন্য গিয়াছিল, দুর্গম পথ, বন, নালা নদী অধিক, এজন্য কৃতকার্য্য হইয়া আসিতে পারে নাই। ঐ দুষ্টদিগের সহিত কয়েকজন বদমাইস ও কয়েক ভোটানি একত্র হইয়াছে। তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০ ব্যক্তি, তন্মধ্যে সিপাহি ১৫০ জন। অবশিষ্ট ১০০ জন দুষ্ট লোক।

এমত জনরব কচ নামক স্থানে রেওয়াকান্টিজেন্ট সেনারা বিদ্রোহি হওয়াতে তাহারদিগের শাসনার্থ মহারাণীর ৯৪ গণিত দলের সেনাপতি মেজর রেনিস সাহেবের সহিত তাঁহার নিজের দল, গোলেন্দাজ দলের এক বেটেরি, এবং রায়েল ইঞ্জিনিয়র দলের ১১ গণিত কোম্পানি কচের অন্তঃপাতি "মাদারি" নামক স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

গত ৩০ জুন হইতে অযোধ্যার শেষ যুদ্ধ পর্য্যন্ত মৃত সেনাপতি হেবলক সাহেবের অধীনে থাকিয়া যে সকল ব্রিটিস সেনাপতি ও কর্ম্মাধ্যক্ষ হতাহত হন, গবর্ণমেণ্ট তৎসংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন, পরন্তু ইংলিসম্যানে দৃষ্ট হইল, পূর্ব্বোক্ত কালের মধ্যে উল্লেখিত স্থলের সমরক্ষেত্রে ৪০ কিম্বা ৪১ জন প্রধান লোক হত হয়েন, তন্মধ্যে কয়েকজন রোগে, কয়েকজন আহত ও আত্মঘাতি হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ২৫। ২৬ জন আহত হয়েন, তন্মধ্যে কয়েকজন অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে লক্ষ্ণৌ মধ্যে ৬ টাকা করিয়া এক সের ঘৃত, কখনো কখনো ১০। ১২ টাকায় এক সের ঘৃত পাওয়া যায়না। চিনি ১৬ টাকা করিয়া সের, কখনো কখনো ৪০ হইতে ৫০ টাকা। তামাক ১ টাকায় দুই পাতা, (যাহার মূল্য অর্দ্ধ পয়সা নহে,) একটী চুরাট ২ টাকা। এক বোতল ব্রাণ্ডি ২০ টাকা, বিয়ার সরাপের ডজন ৭০ টাকা। একটা শূকরের মাংস ৭০ টাকা। তণ্ডুল ৮ টাকা সের। গম ৩ হইতে ৪ টাকা সের। চা ২০ টাকা সের। আস্তছোলা ও দাউল ৩ টাকা সের। আটা ১।০ সিকা সের, মোটাগোমাংস ২।।০ টাকা সের। এক হম্প ২।।০ টাকা, একখানি সাবান ৫ টাকা, কখনো কখনো ১০ টাকা হয়। একখানি চিনের বাসন ২।।০ টাকা, ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যখন ডিসেম্বর মাসেই এইরূপ অবস্থা হইল তখন ভবিষ্যতে যে লোকের কিরূপ সর্ব্বনাশ ও আহার কষ্টের যাতনা হইবে, হে পরমেশ্বর! তাহা কেবল তুমিই জানিতেছ।

অনুবাদিত সংবাদ।

১৮৫৭ সালের ৬ আইনের বিধিক্রমে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর এবং সরবিয়র মেং হেস্যাম সাহেবকে বালির নিকটস্থ কোতরঙ্গের ইটের খিলানের মূল্য নির্ণয় পূর্ব্বক ক্রয় করণের অনুমতি করিয়াছেন, সেই ইষ্টকাদি কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনরেরা আপনারদিগের কার্য্যে ব্যবহার করিবেন।

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সেরা এমত অনুমতি করিয়াছেন, প্রকাশ্যপদের অধ্যক্ষদিগ্যে সর্ব্বসাধারণের ন্যায় যথানিয়মে পুলিস সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবেক।

লাহোর ক্রোনিকেল পত্রে লেখে, কাবেলাধিপতি দোস্তমহম্মদ মৃতকল্প হইয়াছেন, উক্ত মহাশয় লোকান্তরিত হইলে সংপ্রতি ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের কিছুদিনের জন্য কিঞ্চিৎ উৎপাত হইতে পারে।

উক্ত পত্রে আরো দৃষ্ট হইল, বৃদ্ধ দিল্লীশ্বর কতকগুলীন ইংরাজকে হত্যা করণের অপরাধে অপরাধি হইতেছেন। দুইজন আফগানি অম্বলায় আসিয়া শপথ পূর্ব্বক কহিল, গত মে মাসে দিল্লীনগরে ৪ জন ইংরাজ লুকাইয়া ছিলেন, চরেরা তাঁহারদিগ্যে ধরিয়া বাদশার নিকটে আনিলে বাদশা তাঁহারদিগ্যে ফাঁসি দিতে অনুমতি করিলেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বিলাতের গোপনীয় পত্র প্রমাণে লেখেন, তত্রস্থ জাইণ্ট ষ্টাক ব্যাঙ্কের ইংরাজ অংশিগণ হিসাবপত্র পরিষ্কার করিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য রহিত করণের কল্পনা করিতেছেন।

মৃত সুবিখ্যাত সেনাপতি নীল সাহেবের স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনার্থ মান্দ্রাজে তত্রত্য গবরনর প্রভৃতি প্রধান জনেরা মনোযোগি হইয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্বরূপ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম নতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০০৫ সংখ্যা] শুক্রবার ১১ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

১১ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

ছাপরা-প্রবাসি কোনো পরমাত্মীয় ব্যক্তির লিখিত পত্র গত দিবস ডাকযোগে প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকটন করিলাম।

"সমুদয় সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, যে, মহারাজ জং বাহাদুর বেতিয়ায় আগত হইয়াছেন, কিন্তু সিওগলি মোকামে ১৯ ডিসেম্বর দিবসে তাঁহার আগমনের কল্পনা ছিল, বোধ হয় এপর্য্যন্ত তথায় আগত হইয়া থাকিবেন। এ জিলার কালেক্টর শ্রীযুত আর. জি, রিচার্ডসন সাহেব উক্ত মহারাজের আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ এবং অন্যান্য কর্ম্ম জন্য অদ্য কথিত স্থলে গমন করিবেন। মহারাজের জন্য হস্তী, শকট এবং ছাগাদি অনেক এস্থল হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

ময়রওয়া নামক স্থলের সৈন্যদিগের দ্বারা এপর্য্যন্ত কোনো বিশেষ কর্ম্ম হয় নাই, বোধ করি, মহারাজ জং বাহাদুর উপস্থিত হইলেই সকলে গোরক্ষপুর আক্রমণের চেষ্টা করিবেন।

চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং জলপাইকুঁড়ির বিদ্রোহি সেনাগণের আগমন আশঙ্কায় এ জিলার লোক অতিশয় ভীত হইয়াছিল, এবং তদুপলক্ষে বাজারে প্রতিদিন নূতন নূতন গল্পের সৃষ্টি হইত, কিন্তু এইক্ষণে তাহার অনেক শমতা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মানুরোধে এ স্থান হইতে অনেক গরুর-গাড়ী নানা স্থানে প্রেরিত হওয়াতে এস্থলে গোযান দুষ্প্রাপ্য-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য মফঃসলে আহারীয় দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানির নিরতিশয় অসুবিধা হওয়াতে সমুদয় দ্রব্যই অতিশয় দুর্ম্মূল হইয়াছে।

এবৎসর এজিলায় রবি বা হরিৎখন্দ বিলক্ষণ হইবার সম্ভাবনা।

যে সময়ে আরায় এবং শিওয়ানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তৎকালে এস্থলের সমুদয় ইংরাজ দানাপুর অথবা পাটনায় গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় অনেকেই উপরোক্ত স্থলে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাটনা, দানাপুর এবং ছাপরা প্রবাসি যে যে বাঙ্গালির দেশে মাথা রাখিবার স্থান ছিল, তাঁহারা তাবতেই স্বীয় পরিবারাদি দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, অনেকে বিদায় লইয়া স্বয়ংও গমন করেন।,,

(ইহার শেষ পরে হইবে।)

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট মিলেটরি ডিপার্টমেণ্ট হইতে এমত ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে যে স্থানে সিবিল কিম্বা মিলেটরি কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের অধীনে ধনাগার আছে, জং বাহাদুর সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই তাঁহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সকল প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত টাকা সহিত প্রস্তুত থাকিবেন।

মিডিকেল কালেজের সেকাণ্ডরি ক্লাসের হিন্দুস্থানি ছাত্র, যাহারা ডাক্তরী পদে নিযুক্ত হইয়া সৈন্য শ্রেণীতে চিকিৎসা করিতেছে, তাহারদিগের মধ্যে কয়েকজন লাহোরের হাস্পিটালে গোরা সেনাদিগ্যে ঔষধে বিষ মিশ্রিত করিয়া সেবনার্থ প্রদান করিয়াছিল, সেই অপরাধে তাহারদিগের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, এ-

জন্য সংপ্রতি লাহোরের রাজপুরুষেরা তাহারদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া মিডিকেল বোর্ডে এমত পত্র লিখিয়াছেন যে ভবিষ্যতে তাঁহারা সাবধান হইয়া ইংরাজী রেজিমেণ্টের নিমিত্ত নেটিব ডাক্তর নিযুক্ত করিবেন।

হরকরা পত্রে লেখে গবর্ণমেণ্টের ১৮৬০ সমর সম্বন্ধীয় বলদের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক বসন্তরোগে মরিয়াছে, এইক্ষণে প্রায় ৫০০ জীবিত আছে। গবর্ণমেণ্টের গাড়ী ও পশ্বাদির সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট জকসন সাহেব ব্রিটিস সৈন্যদিগ্যে সমরক্ষেত্রে ও হিন্দুস্থানে প্রেরণার্থ বিষমতর ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহার অধীনে গবর্ণমেণ্টের ১৮০০ পশু রহিয়াছে, বলদাদির নিমিত্ত প্রতি দিন ২০০০ টাকা তাঁহার দ্বারাই ব্যয় হইতেছে, উক্ত সাহেব গবর্ণমেণ্টের ব্যয় লাঘব করণার্থ আপাততঃ কতকগুলীন ঠিকে গাড়ির ভাড়া রহিত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি রাণীগঞ্জ হইতে পশ্চিমে সেনা প্রেরণ সময়ে আবশ্যকমতে ডাকিলেই তাহারা আসিয়া কর্ম্মের আঞ্জাম করিবে।

উক্ত পত্রে লেখে, গত শনিবার পরাহ্ন ২ ঘণ্টার সময়ে, যৎকালে মহারাণীর ১৫ সৈন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিতেছিল, তৎকালে তদ্দেশীয় জনেক যবন কহিয়াছিল, "আওর কোম্পানিকা রাজ হ্যায় নৈ,, এই কথা শুনিয়া তদ্দলের প্রধান মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করত একটা বৃক্ষের ডালে ফাঁসি দিয়া তাহার প্রাণনাশ করিলেন।

উক্ত পত্রের কোনো সংবাদদাতা "মৌরাওয়া,, নামক স্থান হইতে ১৭ ডিসেম্বর দিবসে যে এক পত্র প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্মার্থ' আমারদিগের এই দিগে গত ১৩ তারিখে রাত্রি দুই প্রহর তিনটার সময়ে গুটনির নিকটে হঠাৎ গোরক্ষপুরের ২০০ দুই শত বিদ্রোহি আইসে, ৫৫ শিক ও একজন জমাদার তাহারদিগ্যে দূরীভব করত সমর সামগ্রী পুর্ণ একটা বাক্স কাড়িয়া লয়, এবং তাহারদিগের পর্ণকুটীর, বস্ত্রাদি ও ঘাটের তীরস্থগোল সকল দগ্ধ করিয়া দেয়।

আসামের পত্রে দৃষ্ট হইল ৩৪ গণিত দলের বিদ্রোহি সেনারা এই স্থানের দক্ষিণ পরগণায় আগমন করিতেছে, মহারাণীর ৫৪ গণিত পদাতিক সেনারা তথাকার নিকটেই রহিয়াছে, দুষ্টেরা তাহারদিগের দ্বারাই শাসিত হইবেক।

ইংলিসম্যানের আলাহাবাদের সংবাদদাতা ১৪ ডিসেম্বরে লেখেন, এখান হইতে কিঞ্চিৎদূর যখন বাষ্পরথ গমন করিতেছিল, তখন "কিচপুরা,, নামক স্থানের নিকট পাঁচ ছয় শত বিদ্রোহি একখানা গ্রাম লুট করিয়া আগমনকালে ঐ গাড়ির প্রতি কুঁলে গুলি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে কোনো প্রাণির হানি হয় নাই, কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতায় গাড়ী শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ প্রদান করাতে এক দল ইংরাজ অশ্বারোহি দ্রুত গমন করত যুদ্ধজয় পূর্ব্বক উক্ত দুষ্টদিগের কয়েকজনকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে।

বড়দিন

শোকতরঙ্গিণী ছন্দ।

বিশ্বজয়ি ব্রিটিসের, অধীনেতে রোয়ে।
লিখিতেছি বড়দিন, বড়দীন হোয়ে॥
এবারের বড়দিন, বড়দিন নয়।
এই দিন ছোটো দিন,দীন অতিশয়॥
কিছু মাত্র নাহি আর, সুখের ব্যাপার।
চারিদিগে কেবল, উঠেছে হাহাকার॥
এসুখের আকর, "বিলাত" যারে বলে।
সে বিলাত ভাসিতেছে, নয়নের জলে॥
শোকে তাপে, সবাই, কাতর নিরন্তর।
দুঃখানলে পুড়িতেছে, সবারি অন্তর॥
স্থির হোয়ে কেহ আর, ধৈর্য্য নাহি ধরে।
পড়িয়াছে কান্নাকাটি, প্রতি ঘরে ঘরে॥
মূল স্থান হয় যথা, সুখ নাই তথা।
অধিক কি কব আর, এদেশের কথা?॥
কেমনে ভারতভূমে, সুখে যায় রাখা?।
মূলেতে আঘাত হোলে, কোথা থাকে শাখা
জলনিধি জলহীন, হইল যখন।
কিরূপেতে থাকে তবে, নদীর জীবন?॥
দিন দিন, দীনতাই, হতেছে প্রবল।
লোকের মনেতে জ্বলে, শোকের অনল॥
নিরানন্দ নিজে করি, বিশ্ব অধিকার।
ভূলোক পুলকহীন, করে দুরাচার।
বিপদ, আপদ, আদি, অনুচর নিয়া।
মানসের সিংহাসনে, বসিল আসিয়া॥
"আনন্দ,, না পায় আর, বসিবার স্থল।
কাজেই, সে, একেবারে, হইল বিরল॥
দৈব-হেতু অকালেতে, কত পরিবার।
একেবারে হোয়ে গেল, সমূলে সংহার॥
কত পতি সতীশোকে, তেজিল জীবন।
কত সতী পতিশোকে, করিছে রোদন।
কত পিতা পুত্র-শোকে, ধরণী লুটায়।
কত পুত্র পিতৃ-শোকে, করে হায় হায়॥
কত ভ্রাতা ভ্রাতৃ-শোকে, দহিছে অন্তরে।
কত বন্ধু বন্ধু-শোকে, করাঘাত করে॥
জ্ঞাতি জ্ঞাতি বান্ধবাদি, বিয়োগের দায়।
অনেকেই জ্বর জ্বর, মর মর প্রায়॥
সকলেরি একদশা, ভেদাভেদ নাই।
সমান যাতনা ভোগ, করিছে সবাই॥
কারো মুখে নাহি আর, হাস্য খলখল।
যার পানে ফিরে চাই, তারি চোখে জল॥
কালের কুটিল ধর্ম্মে, কেবলি অহিত।
হাসির হয়েছে ফাঁসি, সুখের সহিত॥
বল, বুদ্ধি হারা হোয়ে, বিপদের কালে।
আপনিই মারি চড়, আপনার গালে॥
ধৈর্য্য, বোধ, রবি শশী, না হয় উদয়।
দিবা নিশি হেরি শুধু, অন্ধকারময়॥
হাত নাহি সরে আর, লিখিতে বসিয়া।
নয়নের জলে যায়, অক্ষর ভাসিয়া॥
সিপাহি-বিদ্রোহ বোলে, শুধু কিছু নয়।
স্বতাবত এবছর, কুবছর হয়॥
এমিরিকা, ফ্রান্স, রুস, যত যত দেশ।
খ্রীষ্টানের সব দেশে, বিপদ বিশেষ॥
সেখানে বিদ্রোহি নাই, কিন্তু দৈবাধীন।
রাজা প্রজা মারা যায়, হোয়ে ধনহীন॥
রাজার মঙ্গল হয়, প্রজার মঙ্গল।
রাজের নিদে মরে, বাঙালি সকল॥
কাঙালি বাঙালি যত, ব্রিরাজপ্রজানেত।
প্রভুভক্ত অনুরক্ত, চির-অনুগত॥
বড় বড় প্রভুদের, অধীন হইয়া।
পশ্চিমেতে ছিল যারা, পরিবার নিয়া॥
তার মধ্যে অনেকেরি, সংবাদ না পাই।
কি হইল, কোথা গেল, অন্বেষণ নাই॥
নিগূঢ় বৃত্তান্ত তার, পাব কার কাছে?।
কেমনে নিশ্চয় হবে, মরেছে কি আছে?॥
বিদ্রোহিরা অধিকন্তু, বাঙ্গালির দ্বেষি।
রাগভরে অত্যাচার, করিয়াছে বেশী॥
করিল যে সব কর্ম্ম, হইয়া নিদয়।
সে সকল কথা কিছু, ফুটিবার নয়॥
বেঁচে থেকে ক্ষণমাত্র, নাহি হই সুখী।
পৃথিবী দোফাক্ হোলে, ভিতরেতে ঢুকি॥
কি করিব চারা নাই, দৈবের ঘটনে।
তাই হোলো যাহা ছিল, ঈশ্বরের মনে॥
যদিও আমরা হই, হিঁদুর সন্তান।
বড়দিনে সুখি তবু, খ্রীষ্টান সমান॥
সাহেবেরা করিতেন, আমোদ যেরূপ।
আমরাও করিতাম, তার অনুরূপ॥
দেবদারু পাতা দিয়া, সাজাতেম দ্বার।
কিনিয়া গাঁদার ফুল, গাঁথিতাম হার॥
বাড়ী আর বাগানেতে, ধূম ধাম নানা।
রুচিমত কতরূপ, করিতাম খানা॥
এবার সে হার আর, নাহি গাঁথে কেউ।
অশ্রুধার হার হোয়ে, বুকে খেলে ঢেউ॥
কে কিনিবে কলা আর, কে কেনে কমলা।
কমলার কোপে পোড়ে, সবে খায় কলা॥
কে করিবে উপভোগ, উপবনে গিয়া?।
ভবন ছাড়িয়া আদ্য, রবে শেষ নিয়া॥
কোন মুখে হাসিব, সুখের খানা খেয়ে?।
কহিব সুখের কথা, কার মুখ চেয়ে?॥
সম দুখি দুই দল, শাদা আর কালো।
কারো মনে নাহি জ্বলে, আনন্দের আলো॥
বছরের পরে আজ, বড়দিন ভাই।
তারি মুখ কাঁদো কাঁদো, যার পানে চাই॥
গির্জা-ঘরে গিয়া দেখ, যত শ্বেত-দল।
বাহিরেতে জলময়, ভিতরে অনল॥
হোটেলাদি স্থানে স্থানে, আছে বটে জাঁক।
যে দেখে দেখুক জাঁক, আমি দেখি ফাক॥
কোথায় রয়েছ প্রভু, কৃপার আধার?।
এই কিহে ছিল নাথ, মনেতে তোমার?॥
তুমি হও সর্ব্বগত, কি কহিব আর?।
এই কি, বিচার, নাথ, এই কি বিচার?॥
যা হবার হইয়াছে, উপায় কি তার।
এখন যে বিধি হয়, কর প্রতীকার॥
তোমা বিনা এ তুলের, পথ আর নাই।
দোহাই দোহাই নাথ, তোমারি দোহাই॥
শুন শুন, রাঙা কালো, সভ্য আছ যত।
কালের বিচিত্র গতি, হও অবগত॥
ঈশ্বরে স্মরণ করি, প্রেমে হোয়ে রত।
আমোদ প্রমোদ কর, পূর্ব্বকার মত॥
বড়দিনে ভজ তাঁরে, যে হয় বিপদ।
রবেনা রবেনা আর, রবেনা বিপদ॥
ঈশ্বরের নাম অস্ত্রে, কেটে যাবে দায়।
সমরে চালাও সেনা, অমরের প্রায়॥
এই শীতে হোয়ে যাবে, শত্রু সব ক্ষয়।
কি ভয়, কি ভয়, রণে, কি ভয় কি ভয়?॥

শ্বেত সেনা আছ ভাই, যে খানেতে যত।
বড়দিনে, মেরিপুত্র, পদে হও নত॥
সাহসে বিক্রম করি, অস্ত্র সব ধর।
কুজন বিপক্ষ দলে, কচু কাটা কর॥
বিশ্বজয়ি গোরাগণ, দেশ ব্যক্ত আছে।
কার সাধ্য মাথা তোলে, তোমাদের কাছে॥

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

সাজ সাজ সাজ যত, শ্বেত সেনাদল।
ভীম ভীম [illegible] পুরী, গিয়ে রণস্থল॥
তুলে দিয়ে জয়ধ্বজ, চালো রথ অশ্ব গজ,
মজ মজ, ভজ ভজ, প্রভুপদতল। ১।
পর পর বস্ত্র পর, ধর ধর অস্ত্র ধর,
কর কর দম্ভ কর, হর শত্রু-বল। ২।
ঘোর ভাষ ভাষ ভাষ, দুষ্টদলে নাশ নাশ,
সাহসেতে শাস শাস, হাস খল খল। ৩
করে করি পানপাত্র, নিয়ে ত্রাণ পান মাত্র,
হবে সব মহাপাত্র, গাত্র ঢল ঢল॥ ৪॥
শ্রেণীগেঁথে থরে থরে, সমরে নাচিলে পরে,
করিবে চরণভরে, ধরা টলমল। ৫॥
জোর জোর শোর শোর, মেরে কর চুরমার,
হোয়ে সব ছারখার, যাক্ রসাতল॥ ৬॥
যত সব দুরাচার, করিতেছে অত্যাচার,
সমুচিত দেহ তার, হাতে হাতে ফল। ৭॥
পশ্চিমে মঙ্গল যত, অমঙ্গল করে কত,
সে মঙ্গল হোলে হত, তবেতো মঙ্গল॥ ৮
ঘোরঘটা মূর্ত্তি কটা, সুচারু সাজের ছটা,
ব্রিটিস বিজয় ভটা, স্বভাবে প্রবল॥ ৯॥
যখন ছুড়িবে গুলি, পুড়িবে বিপক্ষগুলি,
উড়িবে মাথার খুলি, আকাশ মণ্ডল॥ ১০
তোমাদের নাহি ভয়, অনুকূল সর্ব্বময়,
ব্রিটিসের জয় জয়, মুখে বল বল॥ ১১।

দুঃখিত জনস্য।

মহাশয়! এই দুঃখের বর্ণনা, সকলে পাঠ করুন, এবং পূর্ব্বকার প্রভাকরের প্রকাশিত পুরাতন একটী বর্ণনা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতেই সকলে সময়ভেদে রচনা এবং আমোদের ভেদাভেদ জানিতে পারিবেন।

পদ্য।

খ্রীষ্টের জনম-দিন বড়দিন নাম।
বহু সুখে পরিপুর্ণ কলিকাতা-ধাম।
কেরাণি, দেওয়ান আদি, বড় বড় সেট্।
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট্॥
ভেট্ক কমলা আদি, মিছরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম॥
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে, সুখি অতিশয়।
বাঙালির বিদিতার্থে, লিখি সমুদয়॥
"কেথলিক" দল সব, প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গোড়ে দেয়, মেরী মার কোলে।
বিশ্ব মাঝে চারুরূপ, দৃশ্য মনলোভা।
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা॥
স্বপ্নযোগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে॥
ও গাড্ ও গাড্, গাড্, লেখে বাইবেলে।
ঈশু কি, তোমার শিশু, ঔরসের ছেলে?॥
এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে।
স্বপন্ করেছে বীজ, স্বপন্ দেখায়ে?॥
নিজের বীজের ফল, ঈশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয়॥
গোকুলে গোপাল খান্, ননি সর ক্ষীর।
খান্ কি মেরির সুত, মাখম্ পনির॥
দিশি-কৃষ্ণ, রিসি-কৃষ্ণ, এ দেশ, ও দেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে, বিশেষ বিশেষ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি মেরী মার যাদু।
এদেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাদু॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা, ভাবে ঢোলে ঢোলে।
কব, তার সব গুণ, অবতার বোলে॥
কুমারীর গর্ভে শিশু, হোয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর, পাতকি উদ্ধার॥
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে।
ভুলালেন রোমদেশ, কুহকের বলে॥
ধর্ম্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ।
ভূতরূপী ভগবান্, ঘুঘু আর মেষ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, বুগি জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে॥
নাম জারী করিলেক, চেলা সব ঠাঁই।
শিষ্ট বেশে দেশে দেশে, ফেরেন গোঁসাই॥
পাপিপরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান।
ক্রুশের ক্রুশের ঘায়ে, তেজিলেন প্রাণ।
তদবধি শিষ্যদের ভক্তির প্রভাব।
প্রভু প্রেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব॥
সেরূপ খ্রীষ্টান-গণ, ভাবে ঢল ঢল।
গোরা-প্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী দল॥
প্রভুর শোণিত, মাংস, কাল্পনিক ক্ষীর।
আহারে আহ্লাদ খান, যত মিসনরি॥
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদ গদ।
মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ।
ভুবন করেছে বদ্ধ, কুহকের ডোরে।
হায়রে "কুমারীসুত্র" বলিহারি তোরে॥
যেপ্রকার খ্রীষ্টানের, পূর্ব্ব-প্রকরণ।
কেথলিক চর্চ গিয়া, দেখে এসো মন॥
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয় বঙ্গবাসি লোকে॥
ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট, গোল্ড তায় বাঁধা।

কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া ধাঁধা ॥
রিফারম প্রটেষ্টেন্ট, বিশাপের বাধ্য ।
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্য খলখল ॥
মিলেটরী, সিবিল, বণিক আদি যত ।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি, অস্ফালন কত ॥
জমকে পোসাক করি, গাড়ী আরোহণে ।
চর্চ্চে যান সুরূপসী, শ্রীপতীর সনে ॥
বিশাপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি ।
ক্ষণমাত্র অবস্থান, টেক্টমেণ্ট ধরি ।
সেখানেতে আঁখাআঁখি, তাকাতাকি ঘটে
ঝাঁকাঝাঁকি নাহি হয়, ফাকাফাকি বটে ॥
বাঁকাবাঁকি আঁকি দৃষ্টে, মাখামাখি নয় ।
পথে এসে পাকাপাকি, চাকাচাকি হয় ॥
চর্চ্চ বোলে শুদু নয়, পুণ্যধাম যথা ।
অবিচ্ছেদে রতি,কাম, বিরাজিত তথা ॥
ও বিষয়ে কেহ নাহি, থাকে উপবাসী ।
সাক্ষি তার, ক্ষেত্র আর, বৃন্দাবন, কাশী ॥
ভজনা হইলে পর, উঠে দেন্ ছুট ।
সহিস্,বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম্ ছুট্ ॥
আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে ।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষতে চুষিতে ॥
অনঙ্গ-সম্পদ-সুখ, লুসিতে লুসিতে ।
প্রেমালাপে শ্রীমতীরে তুষিতে তুষিতে ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা ।
টেবিলের উপরেতে, কারিগুরি নানা ॥
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ-জালে ।
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে ॥
শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব লাভে ।
হোয়ে প্রীত,নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ॥
রণবেশি মিলেন্টরি, যত সব গোরা ।
মাটে,ঘাটে,হাটে,বাটে,মারিতেছে হোরা
হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া ।
বিবির লিবির জাঁক, শিবির গাড়িয়া ॥
চোট্ পাট্ জোট্ পাট্, আয়োজন কোরে ।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, আগে দেন্ ধোরে ॥
বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে ।
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে ॥
ইচ্ছা করে ধয়া পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে ।
লুক্ হোয়ে মুখ্ খানি, লুক্ করি সুখে ॥
কাজ নাই বুড়ী মেম, বেছে বেছে মিস্ ।
করি ডিম্,আলু ভোরে,ধোরে দেই ডিস্ ॥
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্ ।
আগেভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্ ॥
সাজিয়া কউচ্ম্যান, উপরে উঠিয়া ।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া ॥
নাবিতে উঠিতে যদি, ঘেঁস লাগে গায় ।
তবে আর এ সংসারে,আমায় কে পায় ? ॥
গোউনের সাপ্ যার, টৌনের মাজে ।
তার কাছে কার আর, জারি জুরি সাজে ॥
কিনিবার কালে কত, হাসি খুসি কথা ।
বিবিজান লোয়ে যান, নিজে যান তথা ॥
দস্তা জোড়া দস্তে রেখে, শস্তা হয় যাতে ।
কোরে দর, সমাদর, হাত দিয়া হাতে ॥
আন্দ্রস্, পিন্দ্রস্, আদি, [illegible], মেণ্ডিস্ ।
ডিফোক্টা,ডিরোজা,জোনা,ডিসোজা গমিস্
জেন্স্, নেস্স্, কেস্স্ আদি, টেঁস্গণ যত ।
ঝাঁকে ঝাঁকে, মহা জাঁকে, চলে শত শত ॥
পোরে ড্রেস্,হন ফ্রেস্, দেখা যায় বেড়ে ।
বাঁকা ভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে ॥
পুঁইখাড়া চিঙিড়ির,কোরে, ভুস্টিনাশ ।
ম্যাম্ রঙ্গে নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ ॥
চূণাগলি অধিবাস, খোলার আলয় ।
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥
ছাড়েন্ বাঙালি দেখি, বিলাতের বুলি ।
লিচু যাও, কেলামান্, নেটিব্ বেঙালি ॥
জুতা-গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই ।
রূপি বিনা রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই ॥
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই ।
জাহাজ হইতে যেন,নামিলেন এই ॥
তেঁতুলে-বাগ্দি যত, ফিরিঙ্গির ঝাঁক ।
বাঁচিনেকো দেখিয়া,তাদের ফোতো জাঁক ॥
আনাক্যাষ্ট কানবর্ট, গৃহত্যাগি যারা ।
কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা ॥
নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, ছলু, ছিরু ।
গন্থ, ঘন্থ, হন্থ, তনু, হারু আর ছিরু ॥
এদিগে দুঃখের দায়, মনে ঝোঁলে ফাঁসি ।
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়ুকীর হাসি ॥
ছেঁড়া পচা কামেজ্, তাহার নাই হাতা ।
তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা
ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্ সাজাইয়া ।
ঈশুভাবে খানা খান্, বাহু বাজাইয়া ॥
মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে ।
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে ॥
যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যাসন্ ।
বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেবি-ধরণ্ ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের সঞ্চার ।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার ।
বাবুগণ কাবু মন, নাহি যায় ফালা ।
চুপি চুপি, বহুরূপি, লুকাচুরি খ্যালা ॥
দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা ।
কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা ॥
ফ্লেস্ ফিস্ ভরা ডিস্, মধ্যে ভাতেভাত ।
সেপাত সুপাত নয়, নিপাতের পাত ॥
অখিল ভরিয়া সুখে, করে জলসেবা ।
যেতে যেতে, যেতে উঠে,খেতে পারে কেবা
ডবল্ "ডব্লিউ,, যোগে, রসের ব্যাপার ।
খানার ব্যাপারে শেষ, খানার ব্যাপার ॥
একাকারে একাকার, কিছু নহে কমি ।
কারো'ডোরা'কারো'চেক্তা'বাহার আর বমি
উরি মধ্যে ছুইথির, রঙ্গি সব ভেয়ে ।
ভত্তহত, মত্ত যত, বড়দিন পেয়ে ॥
তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে
গোচে গাচে বাবু হয়, [illegible] শাল চেয়ে ॥
কোনোরূপে পিত্তি রক্ষা,এটেঁ কাঁটা খেয়ে
শুদ্ধ হন ধেনোগাওে, বেনোজলে নেয়ে ।
"এ, বি,,পড়,ডবি-ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে
সাজায়েছে গাঁদা গাদা, ডেক্কের উপরে ॥
পড়েনিকো উচ্চপাঠ, অল্পে মারে তুড়ি ।
তাকায় ওদিগে বটে,পাকায় খিচুড়ি ॥
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে ।
পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে ॥
ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয় ।
বড় দিন পেয়ে আজ্ বড় দীন নয় ॥
সাহেবের ছড়াছড়ি, জাহ্নবীর জলে ।
করিতেছে "বোট্রেস্, সেলর্ সকলে ।
হায়রে সুখের দিন, শোভা কব কায় ? ।
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায় ॥
প্রতি গেটে গাঁদা হার, কারিগুরি তাতে ।
বিরচিত ছটা চারু, দেবদারু পাতে ॥
হোটেল্ মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার ।
ইচ্ছা হয়, হিঁদুয়ানি, রাখিবনা আর ॥
জেতে আর কাজ নাই. ঈশুগুণ গাই ।
খানা সহ নানা সুখে, বিবি যদি পাই ॥
চারিদিগে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে ।
তাতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানি ছেড়ে ॥
ছোঁড়ানা ছোড়োনা আর, বিপরীত বাণী ।
থাকো থাকো থাকো বাপু,রাখো হিঁদুয়ানি ॥
এবার কি বড়দিন, বড়দিন আছে ? ।
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে ? ॥
কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই ।
পূর্ব্বকার লেখা ছেপে, সকলে দেখাই ॥
পরিহাসছলে ইথে, কাব্য আছে যত ।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত ॥
অতএব কেহ তার, ধরিবেনা দোষ ।
কবিরে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ ॥

Half Old Benggal.

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃদিবাকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুণ্ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রি টে ৬২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভাসংভ্রাম মতন্দ্রলীয়মৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তীতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০০৬ সংখ্যা] শনিবার ১২ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২৬ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.

JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।
জান.ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত আমরা ছোট আদালতে ও মফঃসল কাছারিতে ও কালতি পদে নিযুক্ত হইয়াছি ১৮৫৮ সালের প্রথম দিবসাবধি আমাদিগের কার্য্যারম্ভ হইবেক, যে মহোদয়দিগের উক্ত আদালতে মোকদ্দমার কার্য্যার্থ প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা ধর্ম্মতলাস্থ ব্রাউন অণ্ডার টেকরের ভবনে নিম্ন লিখিত সাহেবের নিকট গমন করিলে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবেক।

জে, এ, মণ্ড্রেল।
শ্রীমণিমোহন সরকার।
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

সংবাদপ্রভাকর

১২ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

বিলাতের শেষাগত সংবাদ পাঠে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, বিলাতের প্রধান মহাশয়েরা আমারদিগের ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুরের কার্য্য পরিচালনের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রকাশ্যরূপে তাঁহাকে প্রচুর প্রশংসা প্রদান করিয়াছেন। যখন তত্রস্থ সর্ব্বাগ্রগণ্য চূড়ামণি মহোদয়েরা এতদ্রূপ সন্তোষ ও সাধুবাদ প্রচার করিতেছেন তখন অপরাপর ব্যক্তি বৃন্দের দ্বেষভাব, মিথ্যা বাগাড়ম্বর ও অলীক আস্ফালনে কি হইতে পারে?।

ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় আপনার বিলাতবাসি কোনো আত্মীয় ব্যক্তির পত্রদ্বারা অবগত হইয়া লেখেন, যে, "আমরা প্রামাণ্যরূপে প্রকাশ করিতে পারি যে ভারতবর্ষে ইষ্টইণ্ডিয় কোম্পানির রাজত্বের ও প্রভুত্বের অবসান পার্লিয়ামেণ্টের আগামি বৈঠকেই হইবেক। ভারতবর্ষের রাজকার্য্য পরিচালনার্থ মহারাণীর পক্ষ হইতে একজন সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার অধীনে আপাততঃ কোর্ট অফ ডৈরেকষ্টর্সের সভ্য শ্রেণী হইতে ছয় জন উপযুক্ত ব্যক্তি সহকারি সম্পাদক রূপে মনোনীত হইবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুত্ব কালে ভারতবর্ষ বাসি প্রজাপুঞ্জ মনের সুখে কি দুঃখে কাল যাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা ত্বরায় স্বাবকাশ মতে স্বাভিমত প্রকাশ করিব। কিন্তু এই স্থলে এইমাত্র বলিতে বাসনা করি, যে, ফ্রেণ্ড সহযোগির প্রকাশিত উল্লেখিত সংবাদ "একেবারেই সত্য,, মিথ্যাই নহে,, অধুনা তৎপ্রতি একেবারেই স্থিররূপে এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কেননা ইহা সত্য হইলে অপরাপর ইংরাজ সম্পাদক এবং ইংলণ্ড নিবাসি এতদ্দেশ প্রবাসি আর আর সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা অবশ্যই এতদিনে ছন্দাংশে ইহার কিছু না কিছু জানিতে পারিতেন।

ভারতবর্ষে সিপাইদিগের অত্যাচার ঘটনার পর বিলাতে যে সমাচার প্রেরিত হয়, তাহাতে তদ্রাজ্যস্থ সমস্ত লোক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ গবর্ণমেণ্টের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপরে দিল্লী নগর ব্রিটিস সেনার দ্বারা পুনর্ব্বার অধিকৃত হওন এবং লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অনেক স্থানে বৈরিমর্দ্দন করণ, এই শুভ সমাচার প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ হইতে পূর্ব্বকার সেই অসন্তোষভাব বিনাশ হইয়া তদ্বিনিময়ে সহস্রগুণে সন্তোষভাবের সঞ্চার হইয়াছে। অতএব এমত স্থলে হঠাৎ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুত্ব সংহরণ বিষয়ক সংবাদের প্রতি কাজেই অনেকের মনে সংশয়ের উদয় হইতে পারে। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থে শ্রীরামপুরের গঙ্গাবাসি গুণরাশি বুড়াশিবের অনুরক্ত ভক্ত সম্পাদকের লিখিত ইংরাজী কয়েক ছত্রের মর্ম্ম উপরিভাগে অনুবাদ করিলাম।

গত বৃহস্পতিবার দিবসে পাণিহাটি নিবাসী ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় আপনার জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য অত্যন্ত সমারোহ ও গুরুতর প্রশংসা সহকারে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

চাণক অঞ্চলে এরূপ এক জনরব উঠিয়াছে, যে, বড় দিন উপলক্ষে তথাকার গোরা সেনারা তিন দিবস ছুটি পাইয়াছে, ইহাতে তাহারা স্বাধীনরূপে ইচ্ছামতে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে পারিবে। এই আশঙ্কাক্রমে ছাউনির উত্তর ও পূর্ব্বভাগের ভদ্রাভদ্র অনেক প্রজা পরিবার সহিত স্থানান্তর গমনে উদ্যত হন, বারাসতের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অনরবিল ইডন্ সাহেব,যিনি এইক্ষণে সরকুট উপলক্ষে টিটেগড়িয়ায় অবস্থান করিতেছেন, তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গত বৃহস্পতিবার দিবসে আপনার সেরেস্তাদার এবং অপর কয়েক জন আমলাকে নবাবগঞ্জ, ইচ্ছাপুর, ধিতাড়া ও নিকটস্থ আর আর স্থানে প্রেরণ করত এরূপ সাহস প্রদান করেন, যে, "স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেব এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, অতএব তোমারদিগের ভয়ের বিষয় কিছুই নাই, কেহই স্থানান্তর গমন করিওনা। স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে বাস কর, গোরারা কিছু মাত্র অত্যাচার করিবেনা,, আমলারা রাত্রি ১১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া এইরূপে দুর্ব্বল প্রজাদিগে প্রবোধ ও সাহস প্রদান করেন। আমরা শুনিলাম, এই অভয় দানের পূর্ব্বে কয়েক ঘর প্রজা স্থানান্তরিত হয়।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব টিটেগড়িয়ায় আর একপক্ষ কাল অবস্থান করিবেন।

উক্ত মহাত্মার উদ্যোগে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে এবৎসর টাকির রাস্তা পাকা হওনের উদ্যোগ হইতেছে,তজ্জন্য আনরপুর পরগণার কয়েক স্থানে ৯০০০০০, নয়লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করণের অনুমতি হইয়াছে। আমরা আহ্লাদিত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ছাপরা প্রবাসির পত্র।

[গতবারের শেষ]

এজিলার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ উক্ত সময়ে সপরিবারে পাটনায় গমন করেন, এবং দেশে পরিবার প্রেরণ করা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে, এজন্য বেহার প্রদেশের বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত হারিসন সাহেবের নিকট এক মাসের বিদায়ের প্রার্থনা করেন, কিন্তু সাহেব কহিলেন, যে "৫০ টাকা পর্য্যন্ত যাহার বেতন, তাহাকে বিদায় দিবার আমার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তোমার ৫০ টাকার অধিক বেতন, তোমাকে আমি বিদায় দিতে পারিনা,, নবীনবাবু কহিলেন, যে "আমার বিদায়ের আবেদন পত্র ডাইরেক্টর জেনরল সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে আজ্ঞা হউক, আমার পরিবার দেশে প্রেরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমার যাওয়া না হইলে তাহারদের কোনোক্রমেই যাওয়া হইতে পারেনা, কারণ আমার এরূপ কেহ আত্মীয় এস্থলে নাই, যাহার সহিত পরিবার প্রেরণ করিতে পারি,, সম্পাদক মহাশয়, নবীনবাবু এবং হারিসন সাহেব এতদুভয়ে পরস্পর কি কথা হয় তদ্বিষয় লিখিতে অক্ষম,কারণ আমি তখন উপস্থিত ছিলামনা, যাহা হউক,অবশেষে তিনি পরিবার লইয়া দেশে গমন করেন, এবং এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল, যে তজ্জন্য তিনি ছাপরায় কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। নবীন বাবু যে সময়ে গমন করিয়াছেন, সে সময়ের বিদায় অগ্রাহ্য করা বিচারসিদ্ধ নহে, এবং নবীন বাবুর মত সুযোগ্য ব্যক্তি বেহার অঞ্চলের বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই,ইহা বলাও অসঙ্গত নহে, বলিতে কি, শিক্ষকের যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজনীয় সে সমুদায়ই তাঁহাতে বিদ্যমান আছে। তাঁহার জন্য বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্র এবং ছাপারাস্থ সমুদয় ব্যক্তি যাঁহার সহিত একবার তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে তিনিই দুঃখিত আছেন। নবীনবাবু বিবিধ গুণে বিভূষিত বটেন, কিন্তু এইক্ষণে যে গুণের নিতান্ত আদর তাহা তাঁহাতে নাই, অর্থাৎ তোষামোদ জানেননা, আমার বিবেচনায় এরূপ ব্যক্তি বেহার অঞ্চলে কর্ম্ম করণের অযোগ্যও বটে।

আপাততঃ ছাপরায় চৌর্য্যবৃত্তি কার্য্য অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, কয়েক দিবস হইল মথুরামগঞ্জ নামক স্থলে এক ডাকাইতি হইয়াছে বোধ হয় আহারাভাবে অনেকে এসকল দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

জনশ্রুতিতে অবগত হইলাম, কাপ্তেন ব্যাটার সাহেবের পুলিস ব্যাটেলিয়ন নামক শীকসৈন্য দলের যে এক অংশ এ জিলায় গুটনি নামক স্থানে অবস্থিত আছে,তাহারদের জমাদার যে ব্যক্তি শীক নহে,অর্থাৎ হিন্দুস্থানী, সে, হাজতে আছে, তাহার দোষের বিবরণ বিশেষরূপে অবগত আছি,এজন্য লিখিতে অসক্ত। ছাপরা। ২০ডিসেম্বর ১৮৫৭ খ্রী,আ।

[ছাপরা প্রবাসির দ্বিতীয় পত্র।

ছাপরা। ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

অদ্য কয়েক দিবসাবধি আমরা জনশ্রুতিতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমারদের বিশ্বাস ভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু এইক্ষণে নিশ্চিত বিদিত হইলাম যে আমারদের রাজপুরুষদিগের ময়রওয়া স্থিত সৈন্যের অগ্রগামি কতিপয় শীক সেনা যাহারা গুঠনি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল তাহারা তথা হইতে প্রথমোক্ত স্থলে প্রত্যাগত হইলে পরে তথাকার সমুদয় সৈন্য যাহারা ঝরহি নদীর পর পারে অবস্থান করিতেছিল তাহারা এ পারে আসিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছে। এরূপ ঘটনার হেতু শ্রুত হওয়া গেল যে বিপক্ষদিগের কতক অগ্রগামি সৈন্য গুঠনি পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছে, এবং বোধ হয় শত্রুগণের সংখ্যা অধিক হইবেক, এজন্য আপাততঃ তথায় থাকা সুবিহিত বোধ না হইয়া থাকিবেক, এবং উক্ত নদীর অপর পারে অনেক বন আছে, অতএব যুদ্ধক্ষেত্র জন্য এ পারে মাঠময় ভূমি যে উৎকৃষ্ট স্থল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই,আপাততঃ তাহারা ঝরহি তটিনীর এতটে কদাচ আগমন করিতে পারিবেক না। মৃত্যুকালীন পিপীলিকার যেরূপ পক্ষোদ্ভেদ হয়, ইহারদের ছাপরা জিলা আক্রমণ করিবার দুরাশাও অবিকল তদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা ছাপরা জিলার নানা স্থানে অনেক সৈন্য এবং তোপ রহিয়াছে, এবং জং বাহাদুর নয় সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন, তাঁহার অগ্রগামি সৈন্য শ্রেণী পূর্ব্বেই ছাপরা জিলায় আগত হইয়াছে, বোধ হয় এপর্য্যন্ত তিনি স্বয়ংও আসিয়া থাকিবেন।

জলপাইকুঁড়ি ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহি সৈন্যগণ গণ্ডক নদী পার হইয়া ছাপরা জিলায় যাহাতে পদার্পণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে আমারদিগের রাজপুরুষগণ নানা প্রকার সদুপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, ফলতঃ ত্রিহুত জিলায় ইউমেনরি কেবেলরি প্রভৃতি যে সকল সৈন্য আছে তাহারদের ভয়ে বিদ্রোহিরা ত্রিহুত বা ছাপরার নিকট আগমন করিতে সাহসিক হইবেক না।

সিওয়ানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গালায় গড়বন্দি হইতেছে। আরায় কাপ্তেন বয়লো সাহেবের বাঙ্গালায় যেরূপ গড়বন্দি হইয়াছিল, সিওয়ানেও তদ্রূপ হইতেছে, নিবেদন মিতি ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

অযোধ্যার বিদ্রোহিরা তথায় জাঁক জমক করিতেছে।

গোবিন্দপুরের সংবাদদাতা লেখেন, প্রতি দিবস বুলকট্রেনে সেনা যাইতেছে, কিন্তু সময়ের বড় গোল

যোগ হইতেছে, বন্দবস্ত ভাল হয় না। মানভূম থানার মুহুরি, জমাদার ও কয়েক জন বরকন্দাজ পদচ্যুত হইয়াছে।

৭০ গণিত দেশীয় পদাতিকদল আগামি সোমবারে জাহাজযোগে চীনদেশের সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইবেক।

মহারাণীর ৮০ গণিত পদাতিকদল, যাহারদিগের কেপ হইতে আগমনের কল্পনা আছে, তাহারদিগের আনয়নার্থ ঐ দিবসে আর এক খানা জাহাজ কলম্বু এবং গেলিতে গমন করিবেক।—আর দুই খানা জাহাজ গবর্ণমেণ্টের ক্রীত হস্তি আনিবার জন্য রেঙ্গুণে যাইবেক।

সম্বলপুরে গোলযোগ হওয়াতে সিকাবটি সৈন্যদল মেদিনীপুর হইতে তথায় প্রেরিত হইবেক, একারণ মেরিণ ব্রিগেডদল মেদিনীপুর গমনার্থ একখানা জাহাজে তোমলুকে যাত্রা করিবেক।

১৯ ডিসেম্বর দিবসের শ্রীহট্টের পত্রে লেখে "চট্টগ্রামের বিদ্রোহিরা ত্রিপুরারদিগে গমন করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার শ্রীহট্টেরদিগেই আসিতেছে, তাহারা পথে পথে বিস্তর গ্রাম লুট করিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি লইতেছে। তাহারদিগের প্রতিফল প্রদানার্থ গত দিবস এখান হইতে "ছিলেট লাইট ইন্‌ফেণ্টেরিদল এবং আমিরিগঞ্জ হইতে মহারাণীর ৫৪ গণিত দলের তিন কোম্পানি সেনা গমন করিয়াছে।

নওয়াগাঁর পত্রে লেখে জনেক সন্তাল পর্ব্বতীয় রাজাদিগ্যে বিদ্রোহি হওনের উৎসাহ দিতেছিল, সে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে।

জলপাইকুঁড়ির ১৮ ডিসেম্বরের পত্রে লেখে, পুর্ণিয়া অথবা রঙ্গপুর হইতে এখানে এপর্য্যন্ত একটি সেলর আগমন করে নাই। আমারদিগের এখানে ১০০ ইংরাজ সেনা, ৩ টা তোপ এবং ১৩০ গুর্খাসেনা ও সিবণ্ডি সেপর ডারজিলিং হইতে আসিয়াছে, তদ্ভিন্ন সেনা দলে, ২০০ গোর্খা আছে, এই মাসের শেষে আবার ২০০ দুই শত গোর্খা আসিবে, এখানকার সোয়ারদিগ্যে যদি নিরস্ত্র করা আবশ্যক হয়, তবে ইহারদিগের দ্বারাই অনায়াসে তৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

ঢাকার বিদ্রোহিরা জঙ্গলের প্রায় ১২ ক্রোশ দূর ভোটানের অধিকারে রহিয়াছে। ৫গণিত ফিউসিলিয়র এখানে আইলে তাহারদিগ্যে ঝাঁট দিয়া বাহির করা যাইবেক।

পঞ্চকোটির রাজা বর্দ্ধমানে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার বিচার নিষ্পন্ন হয় নাই। আমারদিগের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট গয়ায় চলিলেন, তিনি মানভূম এবং হাজারিবাগের বিদ্রোহ ঘটনার কালে উত্তমরূপে এই শাখা জিলাটি রক্ষা করিয়াছেন।

বিলাতের শেষাগত সংবাদে অবগতি হইল, ইংলণ্ড ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষরা সম্প্রতি সুদের বিষয় ন্যূন করিয়া অধিক পরিমাণে নোট প্রচলিত করণে সম্মত হইয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তাহার ঝুঁকি লইয়াছেন।

হুগলী কালেজের ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

ভয়ানক স্বপ্ন।

চৌপদী।

শিব শিবাগণ, হোয়ে হৃষ্ট মন,
করিছে ভ্রমণ, বিজন পেয়ে।
হুয়া হুয়া রবে, পালে পালে সবে,
অন্বেষিছে শবে, বেগেতে ধেয়ে॥
দেহ অস্থিময়, সংখ্যা নাহি হয়,
পোড়ে প্রান্ত ময়, রয়েছে শব।
দেখিলে নয়নে, হেন লয় মনে,
এ তিন ভুবনে, বৃথায় সব॥
যে দিকেতে চাই, দেখিবারে পাই,
জীবনের নাই, কিঞ্চিৎ আশা।
যেমন শমন, ভীষ্ণ নিকেতন,
করেছে এখন, শ্মশানে বাসা॥
যত সব ভূত, দেখিতে অদ্ভুত,
যেন যমদূত, হৃদয় কাঁপে।
ঘন দীর্ঘ লম্ফে, ঘোর ঘটা দম্ফে,
বসুমতী কম্পে, চরণ চাপে॥
দন্ত কড় মড়, তৃণ চড় চড়,
যেন বহে ঝড়, প্রলয় কালে।
চলে থপ্ থপ্, শব্দ হপ্ হপ্,
মুখে ধপ্ ধপ্, আগুণ জ্বালে॥
মহা ভয়ঙ্কর, জিনি গিরি বর,
দেখি কলেবর, ভীষণ অতি।
ভয়ে কলেবর, কাঁপে থর থর,
উপায় অন্তর, বিহীন গতি॥
নিশ্বাস পবন, বহে ঘন ঘন,
ভয়াকুল মন, জীবন লাগি।
এমন সময়, আদিত্য উদয়,
বিহঙ্গম চয়, উঠিল জাগি॥
নিশি অবসান, পিকে গায় গান,
মেরে কুহুতান, মধুর স্বরে।
জগমনোলোভা, ধরণীর শোভা,
প্রভাকর প্রভা, তিমির হরে॥
হরি নাম স্মরি, শয্যা পরিহরি,
নিরীক্ষণ করি, শয্যার পাশ।
হইল চেতন, স্থির হোলো মন,
বৃথায় স্বপন, মায়ার পাশ॥

শ্রীঅ, চ, পা,
চুঁচুড়া চৌমাথা।

Printed and published by Issurchunder Ghotto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রতিহিংসা

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীনমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০০৭ সংখ্যা] সোমবার ১৪ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২৮ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১১ জানুয়ারি সোমবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের প্রথম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭০৫ সিন্ধুক আফিম বিক্রয় হইবেক, তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ১৮১৫
বানারসের পয়দায়শী আফিম ৮৯০

জুমলা সিন্ধুক ২৭০৫

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে. তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগির টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিম্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৬ এবং ২৬ জানুআরি এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল, অতএব নীলামী খরিদারান যে সকল প্রমিসরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৬ জানুআরি শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না, এবং ঐ আফিমের লাটখালাসি সবরে কিম্মতের পূরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২৬ জানুআরি মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় সন ১৮৫৮ সালে নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক, আর যদিস্যাৎ কোন হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

	বেহারের সিন্ধুক।	বানারসের সিন্ধুক।	জুমলা সিন্ধুক
সন ১৮৫৮ সালের ৮ ফিব্রুআরি সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৩	৮৯০	২৭০৫
ঐ ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭০৫

ঐ ১৪ আপ্রিল বুধবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র প-শ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭০৫
ঐ ১০ মে সোম-বার অথবাকিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭০৫
ঐ ৭ জুন সোম-বার অথবাকিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭০৫
ঐ ৮ জুলাই বৃহ-স্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র প-শ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭০৫
ঐ ৯ আগষ্ট সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র প-শ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭৫০
ঐ ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অ-থবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭০৫
ঐ ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অ-থবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭০৫
ঐ ৮ নবেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র প-শ্চাৎ	১৮১৫	৮৯০	২৭০৫
ঐ ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র প-শ্চাৎ	১৮৩৭,	৮৭৬,	২৭১৩

১৯৯৮৭, ৯৭৭৬, ১৯৬৭৩

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আ-লিসান বোড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ১৬ ডিসেম্বর।

Wm. GREY,
Offg. Junior Secretary.

সংবাদপ্রভাকর

১৪ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

পাঠকগণ! দৃষ্টি করুন, আমরা নিম্নস্থ সংবাদ আহ্লাদ পুর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

"বেতিয়া। ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

আশীর্ব্বাদানন্তর সমাবেদন মেতৎ। এখানকার সমাচার সমস্ত মঙ্গল,আত্ম শিব সম্বাদে চিন্তা দূর করিবেন।,,

"সংপ্রতি কোং ১৫ পোলের টাকার একখণ্ড হুণ্ডী তথায় বড়বাজারে গোপাল চন্দ ছোটেলালের কুটীতে প্রেরণ করিলাম। প্রাপ্তমাত্র পঁহুছন সম্বাদে উদ্বেগ শান্তি করিবেন।,,

"নেপাল হইতে যে দশ সহস্র সৈন্য আসিতেছে তন্মধ্যে ১৫০০শত সৈন্য অদ্য ৩ দিবস হইল সুগঔলিতে পঁহুছিয়াছে এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমান্ মহারাজ জং বাহাদুরের কনিষ্ঠ শ্রীমান্ কৃষ্ণ বাহাদুরও শুভাগমন করিয়াছেন। আর বক্রী সৈন্য সহ শ্রীমান্ মহারাজ জং বাহাদুর অদ্য কোনো সময়ে শুভাগমন করিবেন।

"পাটনার শ্রীযুক্ত কমিস্যনর সাহেব প্রভৃতি বিচারপতিরা প্রাপ্তক্ত প্রসংশিত বীরবর ভ্রাতা দ্বয়ের সম্মান সংরক্ষণার্থে অগ্রগামী হওত সুগঔলিতে আসিয়াছেন। অত্রত্য মহামতি ভূপতি বাহাদুরের সুশাসনে জিলা চমপারণের প্রজাবর্গ বিদ্রোহি হইতে পারে নাই, বরং সর্ব্বপ্রকারেই অধীনত্ব স্বীকার করিতেছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

নিয়স্থ পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"জিলা হুগলির অন্তঃপাতি থানা ধনিয়াখালির অধীন গোপীনগরের নিকটস্থ গোপীনাথপুর গ্রামের কাশীনাথ ও কালাচাঁদ দত্তের ভবনে গত ৫ পৌষ রজনীযোগে অনুমান ৫০। ৬০ জন দস্যু প্রবেশ করিয়া গৃহস্থদিগের যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে। একটিমাত্র জলপাত্রও রাখে নাই, স্ত্রীলোকদিগের নাক কাণ ছিঁড়িয়া অলঙ্কারাদি লইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! সংপ্রতি আমরা দস্যুর জ্বালায় অত্যন্তই জ্বলাতন হইয়াছি, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ে আশু বিহিত মনোযোগ না করিলে এ অঞ্চলের প্রজাদিগের আর নিস্তার দেখিতে পাই না।"

আমরা শ্রবণ করিলাম, জলপাইকুঁড়ির অবশিষ্ট সমস্ত দেশীয় অশ্বারোহি সৈন্য অস্ত্রাদি সহিত পলাইয়াছে, তাহারা কোন্‌দিকে গমন করিয়াছে, তাহার নিশ্চয় সমাচার এ পর্য্যন্ত ব্যক্ত হয় নাই। বোধ হয় তাহারা ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিদ্রোহি দলের সহিত মিলিত হইবে।

আসামের রাজার একজন কর্ম্মকারক যে ব্যক্তি তথায় বিদ্রোহ-ঘটনার ষড়যন্ত্র করণের অপরাধে ধৃত হইয়া কলিকাতায় আইসে, আমরা শ্রুত হইলাম বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পুনর্ব্বার আসাম-রাজ্যে প্রেরণ করণের অনুমতি করিয়াছেন। তথাকার বিচারকেরা সেই খানেই তাহার দোষাদোষের বিচার করিবেন।

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট জং বাহাদুরের সৈন্য শ্রেণীর চিকিৎসার্থ কয়েক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং বেহার ও ভোজপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানের সিবিল মিলেটরি কর্ম্মচারিদিগে সকল প্রকার আবশ্যকীয় বিষয় প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

এমত জনরব, যে, বর্দ্ধমানের কারাগারে পঞ্চকোটির রাজা এরূপ অবস্থায় আবদ্ধ রহিয়াছেন, যে, তাঁহার উকিল, মোক্তার, ও আমলা প্রভৃতি কেহই তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না, বর্দ্ধমানের কমিস্যনর সাহেব উক্ত রাজার দোষাদোষের বিচার করণেরক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই স্থলে আমারদি-

গের কোনো একটি কথা কহিবার ক্ষমতা এবং আবশ্যকতাই নাই, কেবল এইমাত্র কহিতেছি, কোনো ব্যক্তি দোষিই হউক, বা, নির্দ্দোষিই হউক, কিন্তু বিচার নিষ্পন্ন করণকালে কাহারো মনে কোনোরূপ ক্ষোভ রাখা বিচারধর্ম্ম হয় না।

বন্ধুর লিখিত পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"পাণিহাটি নিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় স্বীয় ৺ মাতাঠাকুরাণীর আদ্যশ্রাদ্ধে অতিশয় সমারোহ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপ, নৈহাটি, কালনা প্রভৃতি স্থান হইতে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ আগমন করিয়া বিদায় লইয়া গিয়াছেন এবং কলিকাতাস্থ প্রায় যাবদীয় প্রধান মনুষ্যেরা সভারোহণ করিয়াছিলেন। রজত ষোড়শে ও দানসাগরে প্রাঙ্গনে পদার্পণের স্থান ছিলনা, এতদ্ভিন্ন শাল, বনাত ও গরদবস্ত্র কত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

প্রায় ১৬ হাজার দীন দুঃখি কত গ্রাম গ্রামান্তর হইতে কেহ এক দিন কেহ দুইদিনের পথ হইতে প্রত্যাশান্বিত সকল দান প্রাপণার্থ আগমন করিয়া সিধা-বাটী হইতে সিধা ও নগদ বিদায় উপযুক্ত পাত্রভেদে প্রাপ্ত হইয়া কালীকৃষ্ণ বাবুকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় হইয়াছে। দেড়হাজার ব্রাহ্মণের অধিক জলপান করিয়াছিলেন, গৃহ বহির্গমন কালে সকলকে ৵৫ সের ওজনের মিষ্টান্ন সহিত এক একহাঁড়ি দেওয়া হয়। সকলেই কহিয়াছেন পাণিহাটি গ্রামে কি অন্যান্য স্থানেও এপ্রকার আদ্যশ্রাদ্ধ অতি অল্প হইয়াছে। উক্ত মহোদয়ের বিষয় অতি অল্প থাকিলেও সমস্ত আয়ই সদ্ব্যয়ে ব্যয় করিয়া থাকেন। অবৈতনিক বিদ্যালয় ও অতিথিশালা স্বগ্রাম মধ্যে সংস্থাপন পুর্ব্বক বহুদীন পর্য্যন্ত তাহার ব্যয়কার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছেন। অতএব বদান্যবর মনুষ্যেরা কালীকৃষ্ণ বাবুকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করুন।,,

যাহারা অধর্ম্মাচরণ পুর্ব্বক বিশ্বাসঘাতিতা, রাজবিদ্রোহিতা, প্রজাপীড়ন, স্ত্রীহত্যা, শিশু হত্যা, নিরপরাধি ব্যক্তির প্রাণহত্যা প্রভৃতি অশেষ প্রকার মহাপাপকর কার্য্য করে, ক্রিয়াসাক্ষি অন্তরাত্মা পরমেশ্বর শাস্তা হইয়া পরকালে তাহারদিগ্যে কি প্রকার শাস্তি প্রদান করেন তাহা অনির্ব্বচনীয়, কেননা ইহলোকে থাকিয়া কেহই তাহা দেখিতে পাননা। ফলতঃ ঐ নীচ নিষ্ঠুর নিকৃষ্ট নিন্দিত নরাধমেরা ঘোরতর নরক নীরধি নীরে নিমগ্ন হইয়া নিদারুণ যাতনানিকর সম্ভোগ করে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রই নাই। অপিচ তাহারা যে ইহলোকে কেবল জনসমাজে ঘৃণিত ও উপহাসাস্পদ হইয়াই নিস্তার পায় এমত নহে, সর্ব্বদোষের দণ্ডদাতা ভগবান তাহাদের দল নাশ, বল নাশ, ধন নাশ, মান নাশ এবং প্রাণনাশ প্রভৃতি সর্ব্বনাশ করিতে কখনই ত্রুটি করেননা। অপিচ যাঁহারা সদাচরণ ধর্ম্মপালন, সত্য সাধনপুর্ব্বক বিবাদ, কলহ, বিদ্রোহিতা বিষয়ে বিরত হইয়া রাজানুগত্য ব্যবহার করেন, করুণাকর পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া ইহকাল পরকাল দুইকালেই তাহারদের মঙ্গল বিধান করেন, তাঁহারা পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রচুরানন্দ ভোগ করেন, এবং ইহলোকে রাজদ্বারে ও সর্ব্বজন সমাজে অতিশয় মান্য গণ্য হইয়া ধন্যধনি সহযোগে সমূহ সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতে থাকেন, ইহার শতশত দৃষ্টান্ত সকলেই শতশত শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইতেছেন এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেক বিষয়ে প্রচুররূপে প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন, অতএব এইস্থলে অপরাপর দৃষ্টান্ত দর্শাইবার প্রয়োজন করেনা, আমরা কেবল বর্ত্তমান বিদ্রোহিদিগের কার্য্যের উপমাদ্বারা একপক্ষ এবং প্রভুভক্ত রাজানুগত প্রজা ও মিত্রভাবাপন্ন রাজারদিগের কার্য্যের দ্বারা দ্বিতীয়পক্ষ সপ্রমাণ করিব। শ্রীমান্ ধীমান পাঠকবর্গ একে একে দর্শন করুন। প্রথমতঃ দেখুন, দিল্লীশ্বর, যিনি এই ভারতভুমিতে জগদীশ্বর বলিয়া বাচ্য হইতেন, যথা, "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা", আমারদিগের বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাংশে প্রধান হইয়াও এপর্য্যন্ত তাঁহার এই পদ ও পদবির উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতে এক দিবসের জন্য ত্রুটি করেন নাই, তিনি আপনার কর্ম্মের দোষে ধর্ম্মের মর্ম্মে বেদনা দিয়া বিশ্বাসঘাতিতা, কৃতঘ্নতা পুর্ব্বক রাজবিদ্রোহিতা ব্যবহার করাতেই এইক্ষণে দারুণতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, গবর্ণর জেনরল বাহাদুর যাঁহার সিংহাসনাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া টুপি খুলিয়া সেলাম করিতেন, অধুনা তিনি একটা অপকৃষ্ট পশুর ন্যায় পিঞ্জর মধ্যে বদ্ধ হইয়া যে প্রকারে কালক্ষয় করিতেছেন তাহা মনে করিতে হইলে আমারদিগের দেহে আর চৈতন্য থাকে না, ভবিষ্যতে যে তাঁহার কপালে আরো কি ঘটনা হইবে তাহা কোনোমতেই বক্তব্য নহে।

নানা পাপের পাপি নানার নানাকেলে বিষয় বিভব সকলি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই নানা এইক্ষণে বিথুর ছাড়িয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আর তাঁহার নাম গন্ধ সাড়াশব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়না।

ভোজপুরের পাপিশ্রেষ্ট জ্যেষ্ঠ কুমার সিংহ এবং তাঁহার অনিষ্টপ্রিয় কনিষ্ট অমর সিংহ, এই উভয় অগ্রজ এবং অনুজ কেবল নামে মাত্র মনুজ, দনুজবৎ ব্যবহার দ্বারা মানবজাতির মহিমায় কলঙ্ক কজ্জল প্রদান করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহারদিগের সেই ভোজপুরের অধিকার

বা কোথায়? জগদীশপুরের সেই রাজ বাটীই বা কোথায়? পূর্ব্বকার সেই সকল প্রজা ও ঐশ্বর্য্যই বা কোথায়? গবর্ণমেণ্ট তৎসমুদয় রাজ সরকারভুক্ত করিয়াছেন, যেমন সিংহ দেখিয়া গ্রামসিংহগণ পুচ্ছ উচ্চ করিয়া প্রাণভয়ে উঠে ছুটে প্রস্থান করে, সেইরূপ শ্বেত-সেনা-রূপ সিংহের ভয়ে সেই অমর সিংহ, কুমার সিংহ এইক্ষণে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়না, তাঁহারদিগের যথা সর্ব্বস্বই বিনষ্ট হইয়াছে, ইহার পর ধৃত হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীবনযজ্ঞ যাপন করিতে হইবেক।

পাঠক মহাশয়েরা বিশিষ্টরূপেই অবগত আছেন, যে, ইতি মধ্যেই বিদ্রোহিদলভুক্ত অশেষ পাপযুক্ত অন্যূন চারি পাঁচ সহস্র ব্যক্তি ধনে প্রাণে মারা গিয়াছে, অধর্ম্ম সঞ্চয় জন্য যাহারা কোপে পড়িতেছে, তাহারাই তোপে উড়িতেছে, ফাঁসি যাইতেছে। অপর যে সকল সজ্জন ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় সাধ্য সম্বন্ধীয় সম্ভাবিত সাহায্য দ্বারা রাজপুরুষদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা পরিপূর্ণরূপে পুরস্কৃত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ প্রকারেই সুখ, সম্মান, সম্পদ এবং সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতেছেন, তাঁহারা আপনারা যেমন যাবজ্জীন সম্ভ্রম সহযোগে সমূহ সুখ সম্ভোগ করিবেন, আপনাপন পুত্র পৌত্রাদিকেও সেই প্রকার সমস্ত সুখে সুখি করিয়া যাইবেন, অনুমান করি এই সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে প্রায় দুই শত জন সদাচারি গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় সদাচরণের পারিতোষিক স্বরূপ "জায়গিরাদি,, বিপুল-বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এইস্থলে বাহুল্যরূপে তদ্বিস্তারিত বর্ণনা করণের প্রয়োজন করেনা।

নিম্নভাগে যে কয়েকটি সংবাদ প্রকটিত হইল, সকলে তৎপ্রতি নয়নান্তপাত করুন।

রাজা মান সিংহ এবং মধু সিংহ, যাঁহারা প্রকাশ্যরূপে রাজবিরোধি হইয়া বিদ্রোহিতাচরণ পূর্ব্বক অযোধ্যার রণক্ষেত্রে অস্ত্রচালনা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের সমুদয় সম্পত্তি রাজ সরকার ভুক্ত করিয়া লওনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, এই মান সিংহ প্রভৃতি যদিস্যাৎ ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আনুগত্য ব্যবহার করিতেন তবে ভবিষ্যতে তাঁহারদিগের সুখ সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না, অধুনা পাপের ফল এই হইল, পুরুষ পুরুষানুক্রমের সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইবেন, ইহার পর কপালে করাঘাত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মধ্য প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর জেনরল শ্রীযুত জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব সংপ্রতি এক ঘোষণাপত্র দ্বারা নিজাধীন কমিস্যনর সাহেব দিগের প্রতি এরূপ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, যে, "যে সকল জমীদার বিদ্রোহি ষড়জালে সংলিপ্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহারদিগের বিষয় বিভব রাজ সরকারভুক্ত করিয়া লওনের সময়ে যেন বিশেষরূপ বিবেচনা করা হয়, কারণ যাহারা দোষি, কেবল তাহারদিগেরি বিষয় লইতে হইবে, যাঁহারা নির্দ্দোষি, তাঁহারা যেন নিরপরাধে স্ব স্ব সম্পদ সম্ভোগে বঞ্চিত নাহন। বিশেষতঃ ভূমি-সম্পত্তির তদন্ত করণ সময়েই বিশেষ বিবেচনা এবং সতর্কতার আবশ্যক করে।,,

মেং গ্রাণ্ট সাহেবের এতদ্রূপ ঘোষণায় সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

জোয়ানপুরে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইলে হিঙ্গুনলাল নামক এক মহাত্মা মনুষ্য বহুতর যত্ন এবং আয়াস সহকারে কতিপয় ইংরাজ সেনাপতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সুসাধু কার্য্যে আমারদিগের সুসাধু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এই সম্ভ্রমসূচক উপাধি সম্বলিত যাবজ্জীবনের জন্য তাঁহাকে ১০০ এক শত মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদানে অনুমতি করিয়াছেন।

ঝাঁসিবাসি বিদ্রোহি সৈন্যের রেসেলদার কালাখাঁ, যাহার কুচক্রদ্বারা তথাকার সেনাপতি এবং অপরাপর ইংরাজ প্রবাসিগণ হত হয়েন, এবং আজিমগড়ের বিদ্রোহ স্ফুলিঙ্গের প্রধান ফুৎকারকারি বেণীমাধব, এই উভয় দুরাত্মাকে যে ব্যক্তি ধৃত করিয়া দিবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে এক হাজার করিয়া দুই হাজার টাকা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, যিনি কেবল এক ব্যক্তিকে ধরিয়া দিবেন, তিনি ১০০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

আমরা অনুমান করি উক্ত উভয় দুর্জ্জন নির্জ্জন হইয়া অধিক কাল অবস্থান করিতে পারিবেনা, শীঘ্রই ধৃত হইয়া সমুচিত শাস্তি সম্ভোগ করিবে।

কুজনের সংহার তিরস্কার এবং সুজনের পুরস্কার এই উভয় প্রকার রাজনীতি সম্মত কর্ম্মদ্বারা রাজপুরুষেরা অত্যন্ত যশস্বি হইতেছেন।

সংপ্রতি বিথুরে নানা সাহেবের বাটীর চিহ্নও নাই, ব্রিটিস সেনারা তাহার বোনেদপর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছে

কুমারসিংহও ধনে প্রাণে নষ্ট হইলেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOTTO, at the *Probhakar Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০০৮ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৫ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২৯ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.
JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

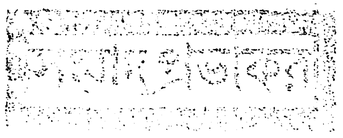

১৫ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

ভ্রম সংশোধন।

আমারদিগের গত সংখ্যক পত্রে লিখিত হয়, জলপাইকুঁড়ির অবশিষ্ট সমস্ত দেশীয় অশ্বারোহি সেনা অস্ত্র সহিত পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ মিথ্যা বোধ হইতেছে, কারণ আমরা গত দিবস তথাকার যে একপত্র পাইলাম তাহাতে তদ্বিষয়ের কোনো কথাই উল্লেখ নাই, এবং ইংরাজী পত্রেও তাহার কোনো প্রমাণ প্রাপ্ত হইলামনা।

গত দিবসীয় প্রভাকরের চতুর্থ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভের ২১ ও ২২ পঁক্তিতে লেখা আছে "মধ্যদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর জেনরল,, ইহার পরিবর্ত্তে শুদ্ধ "লেপ্টেনাণ্ট গনরনর,, এই শব্দ পাঠ করিতে হইবেক।

কোনো বিশেষ বন্ধুর লিখিত পত্র আমরা সাতিশয় সমাদরে প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! আমারদিগের জিলা বারাসতের অন্তঃপাতি আনরপুর পরগণার বামুনমুড়া গ্রাম নিবাসি বাবু শ্যামাচরণ সিংহ নামক একজন যুবাপুরুষ, অযোধ্যা রাজ্যে "ওউড ফাষ্ট লোকেল ইন্‌ফেণ্টরি" নামক অযোধ্যার প্রথম গণিত দেশীয় পদাতিক দলের কেরাণিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পরম সুখে ও সম্মানে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, স্থানে স্থানে সিপাহি সেনারা বিদ্রোহ ঘটনা করিলেও উক্ত দল অনেক দিন পর্য্যন্তই বাধ্য থাকিয়া বিশ্বাসের কর্ম্ম করে, তদ্দলের সেনাপতিগণ কয়েকবার বিশেষ রূপ পরীক্ষা দ্বারা তাহারদিগের অবাধ্যতার কোনো প্রকার চিহ্ন দেখিতে পান নাই, পরন্তু আশ্চর্য্য দেখুন, এক দিবস প্রাতে ঐ শ্রেণীর হিন্দু সেনারা গঙ্গাজল ও যবনেরা কোরাণের নাম পূর্ব্বক শপথ করিয়া কহিল, আমরা কখনই বিদ্রোহি হইব না, চিরকাল কোম্পানি বাহাদুরের বাধ্য থাকিব। কি বিচিত্র! সেই দিবসেই বেলা দুই প্রহরের সময়ে তাহারা হঠাৎ অবাধ্য ও বিরোধি হইয়া উঠিল, কিন্তু তন্মধ্যে সুখের বিষয় এই যে, উহারা শপথ ভঙ্গ করিয়াও শোণিতঘাতকি মহাপাতকির ন্যায় নিতান্ত নিষ্ঠুর আচরণ

করে নাই, অনেকাংশেই ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতার আচরণ করিয়াছে। তাহারদিগের প্রধানেরা কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবদিগের নিকটে আসিয়া কহিল "তোম্ লোগ্ সব্ জান্ লেকে হিঁয়াসে জল্‌দি ভাগো, নৈতো জান্ জাগা, ভাগ্ যাও, ভাগ্ যাও, সিপাহি লোগ্ সব্ বেগড়্ গিয়া, হাম্ লোগ্ কুচ্ কর্ শেক্তা নহি,, এই কথায় সাহেবেরা তটস্থ ও অত্যন্ত কাতর এবং চঞ্চল হইয়া কহিলেন, আমরা কি উপায়ে প্রাণ লইয়া গমন করিব? চতুর্দ্দিগেই সিপাহিলোক রহিয়াছে, আর আমারদিগের নিকট পথের সম্বল কিছুই নাই। এতদ্রূপ কাতরতা দৃষ্টে সুবেদার প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি পরামর্শ পূর্ব্বক দয়া করিয়া ও আপনারাই উদ্যোগি হইয়া নৌকা ও পাথেয় প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারদিগ্যে বিদায় দেয়, ইহাতে তাঁহারা স্ত্রী পুত্রাদি সহ সজীবনে জীবনের পথে কোথায় আসিয়া কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন তাহা আমার উল্লেখিত বন্ধু জানিতে পারেন নাই, পরন্তু পরমেশ্বরেচ্ছায় তিনিও উক্ত সুবেদার প্রভৃতির পদানত হওয়াতে ঐ প্রকারে রক্ষা পাইয়া সপরিবারে স্বদেশে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধা জননী, পঞ্চম মাস সসত্ত্বা স্ত্রী ও দুই তিনটী শিশু কন্যা সন্তান, কাহারো শরীরে আঘাত হয় নাই, অপিচ ঐ সিপাহিরা কোনো প্রাণির শরীর স্পর্শ করে নাই, শুদ্ধ সরকারী সম্পত্তি ও সাহেব এবং বাঙ্গালিদিগের বিভব দ্রব্যাদি লইয়াছে, কিন্তু তেমন আবার নৌকা ভাড়া, পথখরচ ও সম্ভবমত পরিধেয় বস্ত্রাদি দিয়াছে।

হাঁ, বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যদিও কথিত সেনারা অন্যায় কার্য্য করত বিদ্রোহিদলে মিলিত হইয়াছে, তথাচ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তির তাদৃশ ত্রুটি করে নাই, সুতরাং এই স্থলে প্রধনাংশে ইহারদিগের মনুষ্যত্বই স্বীকার করিতে হইবেক।,,

---

আমরা কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা অবগত হইলাম, স্কাটলেণ্ড দেশীয় "জেনরল এসেম্বিলি" সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কলিকাতাস্থ জেনরল "এসেম্বিলিস্ ইনিষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণকে সংপ্রতি বিলাত হইতে যে এক পত্র প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্মার্থ যথা।

"কলিকাতার বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়া কোনো মতেই কর্ত্তব্য হয় না, যাহাতে তাহার উন্নতি হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, ইহাতে যত অর্থ ব্যয় হইবে, আমরা তাহা আনন্দ পূর্ব্বক প্রদান করিব, আপনারা তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না, মিসেনরি শিক্ষকেরা কেবল ধর্ম্ম পুস্তকের শিক্ষা প্রদান করিবেন, আমরা বিলাত হইতে দুইজন সুযোগ্য শিক্ষক প্রেরণ করিতেছি, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিবেন।

বিলাত হইতে সংপ্রতি যে সংবাদ প্রেরিত হয় তাহা বোম্বের বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ যোগে এতন্নগরে আসিয়াছে, আমরা তাহার সার ভাগ সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সহ প্রকটন করিলাম।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধ্যক্ষদিগ্যে ৩ ডিসেম্বর দিবসে ঘোষণা দ্বারা আহ্বান করা হয়।

নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ উপাধি পদ ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তন্মধ্যে কেহ কেহ এই সময়ে পরলোক গমন করাতে সেই পদ সম্পদ এবং সুখ ও সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পারিলেন না।

স্যার জান লারন্স সাহেব সিবিল গ্রাণ্ড নাইট অফ বাথ উপাধি পাইয়াছেন। সেনাপতি হেবলক সাহেব এবং উইলসন সাহেব নাইটস্ কমেণ্ডর উপাধি পাইয়াছেন। চেম্বরলেইন সাহেব এবং বান ক্রার্টলেণ্ড সাহেব কোম্পানিয়ন অফ বাথ উপাধি পাইয়াছেন। পরন্তু একপ ব্যক্ত করা হইয়াছে যে স্যার হেনরি হেবলক লক্ষ্ণৌরাজ্যে যুদ্ধ জয় করাতে লক্ষ্ণৌরাজ্যের বেরনেট উপাধি পাইয়াছেন।

উক্ত রীত্যানুসারে উইলসন সাহেব দিল্লী জয়কারি স্যার আর্চেল, উইলসন অফ দিল্লী, এই উপাধি পাইবেন।

পরন্তু কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সগণ জেনরল উইলসন সাহেবের স্ত্রীকে বার্ষিক ১০০০০ টাকা বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

ইংরাজীপত্রে মহাবীর উইলসন সাহেবের বিধবা স্ত্রীর কথা লিখিত হইবায় আমরা সন্দিগ্ধ হইলাম, কারণ উক্ত মহাত্মা এপর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছেন, বোধ হয় (সেনাপতি উইলবি সাহেব) যিনি প্রথমে দিল্লী নগরে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক পরিশেষ লোকান্তরিত হয়েন, বিলতের প্রধানেরা তাঁহার দুর্ভাগা স্ত্রীকেই ঐ বৃত্তি প্রদান করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকিবেন।

পরন্তু মৃত সেনাপতি নীল সাহেবের স্ত্রী লেডী নীল উপাধি সহ বার্ষিক ৫০০০ টাকা বৃত্তি পাইবেন। এবং মৃত সেনাপতি নিকলসন সাহেবের মাতার বার্ষিক ৫০০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইবেক।

পূর্ব্বেই বিলাতের কয়েকটা ব্যাঙ্কের কার্য্য রহিত হওনের সংবাদ আইসে, এবারে ঐ প্রকার আর কয়েকটা ব্যাঙ্ক পতন হওনের সংবাদ আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী উইণ্ড স্যার কেষ্টল নামক রাজসদনে সেইমের মহারাজের প্রতিনিধি মহাশয়কে এক ভোজ প্রদান করিয়াছেন।

এডমিরেলেটি পদশূন্য হওয়াতে অনরবিল ফ্রেডিরিক পেলহ্যাম সাহেব তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ব্যাঙ্কের ডিস্কৌণ্ট পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

বাণিজ্য।

নীলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার বাজার নিস্তব্ধ। চিনির দর দুই সিলিং অর্থাৎ এক টাকা ন্যূন হইয়াছে। চাউলের দর এক সিলিং অর্থাৎ ।৷০ আনা ন্যূন। সোরার দর আট সিলিং ন্যূন। তিসি ও সর্ষার দর অনেক নরম অর্থাৎ ছয় সিলিং ন্যূন। রেসমের দর দুই সিলিং ন্যূন এবং ক্রয় বিক্রয় রহিত। কোরার বাজার নিঃশব্দ। পাট বড় নরম। শোণের দর কম হয় নাই। চর্ম্ম বিক্রয় রহিত।

সেললাক। কুসুমফুল। কেষ্টরাইল। গম। তুলা ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যেরি বাজার গরম নহে, ক্রমেই নরম হইয়া আসিতেছে।

অনেক টাকার স্বর্ণ ও রজত বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

দানাপুর হইতে ২২ ডিসেম্বর দিবসে যে পত্র আইসে তাহার মর্ম্মার্থ।

"মহারাণীর ৩৭ গণিত পদাতিক দলের প্রধানাংশ গত কল্য এখানে আসিয়াছে।

২৩ তারিখের লিখিত পত্রের মর্ম্মার্থ।

মহারাণীর ১০ গণিত পদাতিক দলের কতকগুলীন লোক অদ্য বাষ্পীয় তরিযোগে ছাপরায় গমন করিবে।

উক্ত দলের অবশিষ্ট সেনারা দুই টা পর্ব্বতীয় তোপসহ আগামি কল্য পদব্রজে উক্ত স্থানে গমন করিবে।

ঢাকার পত্রে লেখে "মেজর বায়িং সাহেব ছিলেট লাইট পদাতিক দলের কতকগুলীন সেনা ও কতকগুলীন গোরখা সেনা লইয়া চিরাপুঞ্জি হইতে ১৯ ক্রোশ দূরে লাটু নামক স্থানে চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সিপাহিদিগের প্রতি আক্রমণ করাতে যে এক যুদ্ধ হয় তাহাতে উক্ত দুষ্টদিগের ৩০ জন হত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, উক্ত সেনাপতি পরিশেষ স্বয়ং হত হইয়াছেন, এবং তাঁহার দলের ৬।৭ জন গোরখা সেনার প্রাণ নাশ হইয়াছে। উক্ত বিদ্রোহিগণ গোয়ালপাড়ার নিকটে ডব্রি নামক স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। জনরব, কাপ্তেন এগনু সাহেব স্ত্রী সহিত বিপক্ষ হস্তে পতিত হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

এলাহাবাদের পত্রে লেখে যে ২০ ডিসেম্বর প্রাতে প্রায় ৬০০ গোরা পদাতিক সেনা কয়েকটা তোপ সহ কৌ নামক গ্রাম আক্রমণে প্রেরিত হয়, তাহারা তথায় উপনীত হইয়া এক সুরক্ষিত বাটী আক্রমণ করে, কিয়ৎ কাল গোলা বৃষ্টি করত পরে সেই বাটির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ও সমর সামগ্রী জয়লাভ করিয়াছে। ঐ গৃহ মধ্যে কেবল তিনজন লোক ধৃত হয়,তাহারদের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে। ঐ গ্রামে অপর একজন প্রাণিও না থাকায় আমারদিগের সেনারা আক্রোশ ভরে যত পাইয়াছে, ততই পশু পক্ষি বিনাশ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

মৈমনসিংহের পত্রে লেখে, তথাকার লোকেরা চট্টগ্রামের বিদ্রোহি বৃন্দের আগমনাশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন। এমত জনরব "গারো,, জাতিরা পর্ব্বতীয় প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহারদিগের শাসনার্থ সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক হইয়াছে।

জলপাইকুঁড়ির ২২ ডিসেম্বর দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, ঢাকার বিদ্রোহিরা এখান হইতে ১০ ক্রোশ দূরে রহিয়াছে, তাহারদের নিতান্তই ইচ্ছা, যে, এখানকার সেনাদিগের সহিত একত্র হয়। তাহারা উত্তর পশ্চিমভাগে ভোটানাধিকারে ত্রিস্রোতা নদীর তীরে আসিতেছে। তাহারদের অভিপ্রায়,নদী পার হইয়া গোরক্ষপুরে গমন করে। কতকগুলী ন গোরা ও গোরখা সেনা এবং ৭৩ দ-

লের বাছা বাছা কতকগুলীন তাহারদিগের প্রতিফল প্রদানার্থ গমন করিয়াছে। যদি ঐ দুষ্টেরা নদীপার হইতে আইসে তবে নিশ্চিতরূপেই শিক্ষা পাইবে, নচেৎ জঙ্গলে জঙ্গলে যাইলে কিছু করা দুষ্কর বটে। মেং ইউল সাহেব তিলিগুড়ি নামক স্থানে রহিয়াছেন। ৭৩ গণিত সেনারা এপর্য্যন্ত সন্তোষ-জনক কার্য্য করিতেছে।

এক ব্যক্তি নৈনেতাল হইতে গত ৩১ আক্টোবর তারিখে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র ১১ নবেম্বরের লাহোর ক্রোনিকেলে প্রকাশ হয়, যথা।

"আমরা তাবতেই প্রায় বন্দির ন্যায় সহস্র সহস্র বিপক্ষজালে বেষ্টিত হই, দুইবার তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ করি, তাহারা পর্ব্বতের নিম্নস্থ ভূমি সকল ব্যাপিয়াছিল। এই মাত্র সংবাদ আইল, খাঁ বাহাদুর আমারদিগের সংহার করণের অভিপ্রায়ে ৮০০ সেনা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা হালদেওয়ানী হইতে তিন আড্ডা দূর বিরালিরদিগে পর্ব্বতমূলে উপস্থিত হইয়াছে, উহারদিগে যথাযোগ্য ব্যবহারে গ্রহণ করিবার জন্য আমরাও উত্তমরূপেই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি, দেখি পরে কি হয়?

আমারদিগের এখানকার কমিসানর মেজর রামসে সাহেব, যাঁহার তুল্য ভদ্র ও যোগ্যলোক আমি প্রায় কখনই দৃষ্টি করি নাই, তিনি প্রাতঃকালে আপন বন্দুকের গুলির দ্বারা আপনার বামহস্তে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভরসা করি জগদীশ্বর তাঁহাকে আরোগ্য প্রদান করিবেন।

দুই দিবস গত হইল ক্রমশঃ দেড় ঘণ্টা কাল এখানে গুরুতর ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়, তাহাতে মৃত্তিকা ও জল এবং বৃক্ষাদি সমুদয় ধবলাকার হইয়াছিল, শীতকালে হঠাৎ এরূপ ঘটনা হওয়াতে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এখানে এইক্ষণে এমত কিছু নূতন দেখিতে পাইনা যে, আপনাকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিব। তবে সংপ্রতি দেখিবার মত সুখের বিষয় এই একটী হইয়াছে যে পূর্ব্বে মুসুরী হইডাক যাইত, আগামি কল্য পর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তে মিরাট হইতে ঢাকা গমনের কার্য্যারম্ভ হইবেক। আহা! আর কতদিনে দর্শন করিব যে ইংরাজগণ নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে এই পথ দিয়া গমনাগমন করিতেছেন।,,

---

হরকরা পত্র হইতে নিম্নস্থ কয়েকটী সংবাদ অনুবাদ পূর্ব্বক গৃহীত হইল।

স্যার এন নেসলি সাহেবকে যাহারা হত করে তাহারদিগে যে ৫ ব্যক্তি ধৃত করিয়া দেয়, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের প্রত্যেককে ৩০০ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রদানের অনুমতি করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট তথাকার বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত অতিরিক্ত ২৫০০ টাকা প্রদান করণে অনুমতি করিয়াছেন, ইহার কারণ সম্প্রতি তৎকর্ম্মের অতিশয় বাহুল্য হইয়াছে।

কলিকাতা কষ্টম ডিপার্টমেণ্টের পূর্ব্বতন ইনিস্পেক্টর মেং সি. পি, উইলিস্টর সাহেবকে বার্ষিক ১৩৩ টাকা এবং ১ ডিবিজনের সব এশিষ্টাণ্ট রিবিনিউ সরবেয়ার মেং মলিন্স সাহেবকে মাসিক ৫০ টাকা পেন্সন প্রদানে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন।

লাহোরের রাজ্যচ্যুত মহারাজা দলিপসিংহের জননী মহারাণী চন্দ্রাবতীর যে সকল অলঙ্কার গবর্ণমেণ্ট চণ্ডালগড়ের দুর্গ হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আনয়ন করেন, উক্তা রাণী গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই সকল অলঙ্কার চাহিয়াছেন।

মৈমনসিংহের সেশন জজ, মেং বরি সাহেবের নীলকুটি দগ্ধ ও লুট করণের অপরাধে যাহারদিগে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তাহারদিগে নির্দ্দোষি জানিয়া নিষ্কৃতি প্রদানের প্রার্থনায় ঢাকা, সিরাজগঞ্জ এবং অপরাপর কয়েক স্থানের মহাজনেরা বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করণের অভিপ্রায় করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল ষ্টেসনরি ডিপার্টমেণ্টের অধীনে গবর্ণমেণ্টের যে "লিথগ্রাপি,, স্থাপিত আছে, তাহা এখান হইতে উঠিয়া গিয়া ডাং মৌয়েট সাহেবের অধীনে আলীপুরের কারাগারে স্থাপিত হইবেক, কারাবাসি বন্দিগের দ্বারা তাহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক। তাহারা যদি ছাপাখানার কর্ম্মে যোগ্য হয় তবে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য যন্ত্রালয়ের কর্ম্ম করিতে পারিবে।

১৮৫৭। ৫৮ সালে বঙ্গদেশে রাজস্ব উৎপন্ন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ১৮১৮২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

দাতাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদনতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০০৯ সংখ্যা] বুধবার ১৬ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.

জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা।
১৬ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

অদ্য ইংরাজী ১৮৫৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর, আগামি কল্যই এই বৎসরের শেষ দিন হইবে। ঐ দিবসের রজনী প্রভাতা হইলেই নূতন বর্ষের নূতন দিবসের রাজ্যের অভিষেক হইবেক, অতএব আমরা বিদ্যানুরাগি রচনাকাঙ্ক্ষি কবিকদম্বের স্মরণার্থ লিখিতেছি, আমারদিগের কোনো সদ্বিদ্বান্ সুসভ্রান্ত বন্ধু, যিনি এদেশের সমুদয় হিতকর বিষয়ের এবং কবিতা বিষয়ের একজন প্রধান বন্ধু, তাঁহার প্রকাশিত বিজ্ঞাপনানুসারে যাঁহারা সুন্দররূপে "Gray's Elegy written in a coountry-churchyard" এবং "Goldsmith's Hermit" নামক ইংরাজী সুবিখ্যাত কবিতার বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা এই দুই দিবসের মধ্যেই আপনাপন অনুবাদিত প্ররচিত প্রবন্ধপুঞ্জ প্রেরণ করিবেন, আর বিলম্ব না হয়, পরীক্ষক মহাশয় অবিলম্বেই তৎসদুদয় পরীক্ষা করিবেন, পারিতোষিক প্রদাতা মহোদয় প্রথমোক্ত প্রবন্ধের পারিতোষিক ৫০ টাকা এবং শেষোক্ত বিষয়ের পুরস্কার ২৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যাঁহার রচনা সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইবে তিনিই পুরস্কৃত হইবেন।

আমারদিগের সুযোগ্য সহযোগি "হিন্দু পেট্রিয়াট" নামক ইংরাজী পত্রের বাঙ্গালি সম্পাদক ভ্রাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ ও প্রচুরানন্দ সহযোগে আমরা মনের সহিত নমস্কার করিতেছি, যেহেতু বর্ত্তমান ঘোরতর গোলযোগের সময়ে যে প্রকার লেখা কর্ত্তব্য এবং যে বিষয়ে যেরূপে অভিপ্রায় প্রকাশ করা উচিত হয়, তাহা তিনি সর্ব্বতোভাবেই করিতেছেন, তাঁহার উক্তি সকল পাঠ করিতে করিতে অন্তঃকরণ আহ্লাদরসে আর্দ্র হইতে থাকে।

কিন্তু কি করি, অধুনা আমি একাকী মাত্র সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে বাধ্য হইয়াছি, সম্পাদকীয় আসনে দ্বিতীয় সহকারী আর কেহই নাই, ইহাতে সময় ও স্বাবকাশের অভাব এবং তাহার উপর আবার পত্রের কলেবর অতি ক্ষুদ্র, এই কয়েকটী প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত তাঁহার রচিত কোনো কোনো উত্তম বিষয়ের অনুবাদ প্রভাকরে প্রকটন করিতে পারি না, এজন্য সর্ব্বদাই দুঃখিত হইয়া থাকি। আমরা প্রার্থনা করি, জগদীশ্বরের অনুকম্পায় উক্ত সম্পাদক ক্রমেই উত্তর উত্তর অধিক কৃতকার্য্য ও উন্নত হইতে থাকুন, কোনো সুলেখক মহাশয় যদিস্যাৎ অনুগ্রহ দ্বারা কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করত তাঁহার লিখিত দুই একটী বিষয়ের অবিকল অনুবাদ অথবা মর্ম্মানুবাদ করিয়া প্রেরণ করেন, তবে আমরা তাহা প্রকাশ করণের সময়ে তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার "জেনরল এসেম্বিলিস্ ইনিষ্টিটিউসন্,, নামক মিসেনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা এবং পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য আগামি কল্য বৃহস্পতিবার দিবসে বিদ্যালয়ের গৃহেই নির্ব্বাহ হইবেক, অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এবারে কিরূপ সমারোহ করিবেন আমরা তাহা এপর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। "ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন্,, নামক বিদ্যালয়ের প্রধানাধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত ডাক্তর ডফ সাহেব বর্ত্তমান বর্ষে কিছুমাত্রই হর্ষের ব্যাপার করেন নাই, ব্রত রক্ষার ন্যায় চুপি চুপি "তিল কাঞ্চন,, করিয়াই শুদ্ধ হইয়াছেন, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই, অধিক কি লিখিব, "প্রোগ্রাম,, পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই। যখন ফ্রিচর্চ্চের কর্ত্তারা তিলকাঞ্চন করিয়াছেন, তখন এসেম্বিলির অধ্যক্ষেরা বা ডুব শুদ্ধ হন, ফলে এবৎসর যেরূপ দুর্ব্বৎসর হইয়াছে, তাহাতে অধিক ধুমধাম না করিয়া মৌনভাবে কার্য্য সমাপন করাতে কেহই তদ্বিষয়ে দোষার্পণ করিতে পারিবেন না।

এদেশের মহাশয়েরা এই শীতকালে কাবেলজাত নানা প্রকার মেয়াফল আহারে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেন, এবারে বিষমতর বিদ্রোহ ঘটনা হওয়াতে উল্লেখিত ফল সকল এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে না আসিবায় অনেকে বেদানা বেদানা করিয়া বিশেষ বেদনা পাইতেছিলেন, সংপ্রতি হরকরা সম্পাদক বেদানা আগমনের একটী শুভ সমাচার প্রচার পূর্ব্বক তাঁহারদিগের অন্তঃকরণের সেই আন্তরিক বেদনা নিবারণ করিলেন। পাঠকপুঞ্জ অদ্যকার প্রভাকরের সমর সম্বন্ধীয় সংবাদ শ্রেণী মধ্যে সেই সংবাদটী অবলোকন করিয়া সুখি হউন। প্রায় ২৫০ উষ্ট্রের উপর আরোহণ পূর্ব্বক বেদানা, আঙুর, পেস্তা, কিস্‌মিস্ খোবানি, সহরা, আলুবখেরা এবং অন্যান্য নানা প্রকার মেয়াফল এতন্নগরে আগমন করিতেছে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই দুর্ব্বৎসরে পোস্তার বাজার হইতে সস্তা দরে বস্তা বস্তা কিনিয়া খাইবেন, তাহা যেন মনে করেন না, চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবেক, যাহা হউক, বাঙ্গালা সম্পাদকের মধ্যে আমরা যখন সর্ব্বাগ্রেই এই শুভসংবাদ প্রদান করিলাম তখন ধনি মহাশয়েরা আমারদিগের প্রতি একটুখানি শুভদৃষ্টি রাখিবেন, দুঃখি দুষ্টে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবেন, যদিস্যাৎ মায়া বশতঃ নিতান্তই দান করিতে না পারেন, তবে যেন আহারের সময়ে এক একবার আমারদিগে স্মরণ করেন।

আমারদিগের ছাপরা-প্রবাসি কোনো পরমাত্মীয়ব্যক্তির পত্র প্রাপ্ত হইয়া সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

'ছাপরা। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

২১ ডিসেম্বর দিবসে মহারাজ জং বাহাদুর সুগউলি নামক স্থানে আগমন করিয়াছেন,এরূপ কিম্বদন্তী। পাটনার কমিস্যনর ই, এ, সেমুএল সাহেবও তথায় উপস্থিত আছেন।

মহারাণীর ১০ গণিত পদাতিক সৈন্য দলের ১৬০ জন গত তৃতীয় দিবস রাত্রিতে এখানে আগত হইয়াছে,আরো সৈন্য এবং তোপ শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনা।

ময়রওয়ায় শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা বোধ হয়।

অদ্য আর ১৬০ জন গোরা এবং ৪ টা তোপ এখানে আসিয়া পঁহুছিবেক।,,

মেদিনীপুরস্থ বন্ধুর লিখিত পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ। অত্রস্থ জঙ্গল মহল সম্বলপুরের পশ্চিম ৪। ৫ ক্রোশ দূরে বিদ্রোহি সিপাহিরা ওবরলেণ্ডের ডাক বন্দ ও নানা প্রকার অত্যাচার করাতে শ্রীযুত কর্ণেল ফাক্টর সাহেবের অধীন শিকায়টি নামক বিশ্বাসি হিন্দুস্থানি পল্‌টন অদ্য ৬ দিবস এখান হইতে রাহি হইয়া উক্ত স্থানে গমন করিয়াছে, এবং এখানকার রাজকোষ প্রভৃতি রক্ষা জন্য এক শত জাহাজি শ্বেত সৈন্য গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে আগমন করিয়াছে। তদ্দর্শনার্থ এই নগরের অনেক লোক গমন করিয়াছিলেন।

২ দফা। গত কল্য ৫ ঘণ্টা সন্ধ্যার সময় অত্র স্থানের ডাকঘরে গমন করত শ্রুত হইলাম যে উক্ত সম্বলপুরের ডাকের ওবরসিয়র রামজয় চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণকে তথাকার বিদ্রোহি জমীদার সুন্দরসিংহ ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে, আরো শুনিলাম, সরকারি তহবিল মং ২০০ টাকা যাহা ঐ ওবরসিয়র হরকরা লোকের বেতন দিবার জন্য আপন নিকটে রাখিয়াছিলেন তাহাও ঐ দুষ্ট সুন্দরসিংহ লুটিয়া লইয়া গিয়াছে, পরে যেরূপ হয় তাহা নিবেদন করিব।

৩ দফা। অদ্য ৪ দিবস হইল এই মেদিনীপুরের দক্ষিণ প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে জগন্নাথের রাস্তায় বেনাপুরা চটীর ডাকঘর হইতে বাঙ্গির ডাক চুরি হইয়া গিয়াছে, এই বৎসরে আরো দুই দফা বাঙ্গির ডাক দেশের দস্যুগণ লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তাহারা কেহই ধৃত না হইবায় তাহারা আরো সাহসি হইয়া পুনঃপুনঃ অত্যাচার করিতেছে।

৪ দফা। সন ১৮৫৬ সালের ২০ আইন অনুসারে চৌকীদারি টেক্স পূর্ব্বাপেক্ষা ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি করায় পঞ্চাইতগণের অন্যায় কর্ম্মের প্রতিকূলে অত্র সহরস্থ প্রায় ২০০০ দুই সহস্র প্রজা শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে আপীল করায় সাহেব মহোদয় আজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং প্রজার অবস্থা অবলোকন করিয়া চৌকীদারী টেক্সের প্রতি বিহিত আজ্ঞা প্রদান করিবেন। এতদ্বিষয়ের প্রতি পুনরায় লেখনী সঞ্চালন করিব, যেহেতু অত্রস্থ প্রজা মাত্রেই অতিশয় কাতর হইয়াছে।

৫ দফা। এবৎসর এপ্রদেশে ধান্য ফসল প্রায় বারোআনা রকম হইয়াছে, তথাচ চাউলের দর এক টাকায় ছাব্বিশ সেরের অধিক হয় নাই, এবং আমি এমত দৃষ্ট করিতেছি, কি অশুভক্ষণে রুসিয়ার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অবধি এদেশে সকল দ্রব্যই মাহার্ঘ হইয়াছে। আমার লেখা বাহুল্য, বাঙ্গালা গেজেটে প্রকাশ হওয়া মাসিক নিরিখ নামা দৃষ্টি করিলে প্রমাণ হইবেক, ইহা নিবেদন ইতি সন ১৮৫৭ সাল তাং ২৭ ডিসেম্বর।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
মেদিনীপুর।,,

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কটকের পত্রে লেখে কমিস্যনর সাহেবের সহিত আর কতকগুলীন অধিক সৈন্য এবং তোপ এই সপ্তাহের মধ্যে সম্বলপুরে প্রেরিত হইবেক। সিকাবটি সৈন্যদল মেদিনীপুর হইতে যাত্রা করিয়াছে। রসিলকুণ্ডা হইতে দুই কোম্পানি সিবেণ্ডিস্‌সেনা এবং রাইজুরি হইতে আর একদল সেনা উক্ত স্থানে যাইতেছে, এই সমুদয় সেনা সম্বলপুরে গিয়া সমবেত হইবেক।

দমদমা,চুঁচুড়া এবং বারাকপুরে যে সকল রিক্রুট অর্থাৎ নূতন সেনা রহিয়াছে, তাহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের যে সকল অশ্ব বিদ্রোহিদিগের দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, তাহা যে ব্যক্তি সন্ধান করিয়া আনিয়া দিতে পারিবেক, সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অশ্বের প্রতি ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেক।

যে সকল সেনাপতিরা সেনাদিগের আবশ্যকীয় গাড়ী ও বলদাদি সংগ্রহ করণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন,তাঁহারা তাবতেই নিয়মিত বেতন অপেক্ষা প্রতি মাসে ভাতা স্বরূপ অতিরিক্ত ১৫০ টাকা করিয়া পাইবেন।

কলিকাতা বলণ্টিয়ার গর্ডের পদাতিক সেনারা স্বদলের প্রধানাধ্যক্ষ মেজর ডেবিস সাহেবকে ১০০০ মুদ্রা মূল্যের এক অসি উপঢৌকন প্রদানার্থ আপনারদিগের মধ্যে এক চাঁদার অনুষ্ঠান করিতেছেন।

বহরমপুর হইতে ২৬ ডিসেম্বর দিবসে ফিনিক্স পত্রের কোনো সংবাদদাতা লেখেন, এখানে ২০ জন গোরা নাবিক সেনা আসিতেছে, ইহাতেই আমরা সাহসি হইয়াছি। ঐ সেনারা অতি ধীর।

দমদমায় যে দুর্ভাগা ইংরাজদিগের স্ত্রী বালক বালিকা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারদিগের ইংরাজী নববর্ষের আগমনীয় উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা নগরীয় ইংরাজ সম্পাদকেরা যে এক চাঁদার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন সেই চাঁদার ব্যয় নির্ব্বাহ হওনের অপেক্ষা অধিক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

হরকরার বরহি নামক স্থানের লেখক ২৪ ডিসেম্বর দিবসে লেখেন, সেনাপতি কাপ্তেন ইয়ং সাহেবের সহিত মান্দ্রাজ রাইফেল দলের কতকগুলী সেনা গত দিবস এখানে আসিয়াছে, তাহারা শীঘ্রই হাজারিবাগে যাত্রা করিয়া তথায় অবস্থান করিবে, আমি অনুমান করি ওবরসিয়ার স্মিথ থাহেব সেনাদিগের অবস্থানার্থ বারিক নির্ম্মাণের নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছেন। অনুমান হয় সংপূর্ণ একটা রেজিমেণ্ট তথায় থাকিবেক।

কাপ্তেন রেটি সাহেব কতকগুলীন শীকসেনা লইয়া পালমৌ নামক স্থানে যাত্রা করিবেন। তাহা হইলে লেপ্টেনাণ্ট গ্রেহাম সাহেব অবসর প্রাপ্ত হইবেন। জনরব, অমরসিংহ আপনার দলবল সহ পালমৌ নামক স্থলে রহিয়াছেন।

গ্রাণ্ট ট্রাঙ্ক রোডের কমিসরিয়েটি বন্দবস্ত অতি উত্তমরূপে হইয়াছে। কাবেল হইতে বেদানা আদি মেয়া সকল আসিতেছে। কাবেলের মহাজনের ২৫০ উষ্ট্র বোঝাই মেয়াফল ও বস্ত্রাদি লইয়া ঐ পথে আসিতেছে, তাহারা কহে কাণপুর, ও এলাহাবাদ মধ্যে বিদ্রোহিগণ তাহারদের ৪০।৫০ খান দ্রব্য পুর্ণ গাড়ি লুঠ করিয়াছে।

এই ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনা উপলক্ষে এতদ্দেশ প্রবাসি কতকগুলীন ইংরাজ লেখক বিলাতের পত্রে প্রকাশার্থ যে সকল সামরিক সমাচার প্রেরণ করেন, তাহার অধিকাংশই প্রকৃত নহে। অনেক অলীক বর্ণনা প্রকাশ পাইয়াছে।

বোম্বে টাইম্‌স পত্রে লিখিত হয় কমিসরিয়েট ডিপার্টমেণ্ট সংক্রান্ত জনেক রজপুৎ কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের উষ্ট্র ও বলদ পরিচালকদিগ্যে কুমন্ত্রণা প্রদানের অপরাধে ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রাণ দণ্ড হওনের সম্ভাবনা।

বোম্বে গেজেটের আহামাদাবাদস্থ পত্রপ্রেরক লেখেন "কিম্বদন্তী এই, যে, কোম্ব নামক স্থানের নবাব অস্থিরভাবে রহিয়াছেন। তিনি নিজে তোপাদি অস্ত্রশস্ত্র পরিস্কার করিতেছেন।

হায়দ্রাবাদের পত্রে লেখে, তথায় বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ উত্তরভাগে গমন করিতেছে, এবং উক্ত স্থানে আরো অধিক সৈন্য সমাগমের সম্ভাবনা আছে।

ব্রজাপুরের ২৩ ডিসেম্বর দিবসের পত্রে লেখে, এখানকার ৪৭ গণিত সৈন্যদল চীনদেশে গমনার্থ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত দলের যে কয়েক জনের তুণের ঘরে কতকগুলীন অস্ত্র ও আর আর সমর সামগ্রী ধৃত হয় তাহারা বিচারার্থে বানারসে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এইক্ষণে এখানে যেরূপ উত্তম অবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতে কুমারসিংহ এবং অন্যান্য দুষ্টদিগ্যে তৃণজ্ঞানও করিনা।

ত্রিহুতের ২২ ডিসেম্বরের পত্রে লেখে "পলাতক সোয়ারেরা এ পর্য্যন্ত কুশী নদী পার হইতে পারে নাই। তাহারা ভয় দেখাইয়া নেপালের একজন সুবার নিকট ৭ টা ঘোড়া, কিছু সমর সামগ্রী এবং খাদ্য দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের মুর্শিদাবাদস্থ এজেণ্টের পদ শূন্য হইবায় কর্ণেল হেনিংটন সাহেব তথা ব্রিগেডিয়ার সাণ্ডর সাহেব উভয়েই ঐ পদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত উভয়ের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার সাণ্ডর সাহেব ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুত নবাব নিজামের শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

আসাম দেশ প্রবাসি চীন জাতিরদিগের ব্যবহার জন্য জাহাজ যোগে তথায় কয়েক সিন্দুক আফিং প্রেরিত হইয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goorro, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আদিকল্প

এই প্রভাকর পত্র রবিবার বাতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি গোলোক ডিয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০১০ সংখ্যা। শুক্রবার ১৭ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ৩১ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.

JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি। নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট। সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদপ্রভাকর

১৭ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা বেতিয়ার পত্রে নিশ্চয়রূপে অবগত হইলাম, গত ২২ ডিসেম্বর রাত্রি শেষে মহারাজ জং বাহাদুর বেতিয়ায় শুভাগমন পূর্ব্বক দুই তিন দিবস অবস্থান করেন, তথাকার রাজভবনে আসিয়া নৃত্য গীত শ্রবণ দর্শন ও অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন। তিনি এইক্ষণে স্বয়ং সৈন্যশ্রেণীর প্রধানাধ্যক্ষ হইয়া সমর-ক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তিনী এক তটিনীতটে শিবির স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিশেষ আমরা আগামি কল্য প্রকাশ করিব।

আমরা পরমানন্দ পূর্ব্বক ছাপ্‌রা-প্রবাসি পরমাত্মীয় ব্যক্তির পত্র নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"ছাপ্‌রা। ২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

গত দিবস বেলা ৮ ঘটিকার সময়াবধি ময়রওয়া নামক স্থলে যুদ্ধোপস্থিত হয়।

জনশ্রুতিতে অবগত হওয়া গেল, যে আমারদের মহারথি রাজপুরুষেরা সংপূর্ণরূপে জয়ি হইয়াছেন, এবং বিপক্ষদিগের ২টা তোপ বলের দ্বারা কাড়িয়া লইয়াছেন। অন্যান্য সম্বাদ এবং হতাহতের সংখ্যা বিদিত হইয়া ২।৩ দিনের মধ্যেই বিস্তার-ক্রমে নিবেদন করিব।

মহারাণীর ১০ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের ৩২৫ জন সেনা,২টা তোপ সমভিব্যাহারে আপাততঃ ছাপরায় অবস্থান করিতেছে। যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহারা ময়রওয়ায় যাইবেক, নচেৎ কাশী হইয়া জোয়ানপুরে গমন করিবেক, কিন্তু তাহারদের ময়রওয়ায় যাইবার আর প্রয়োজন হইবেকনা, কারণ তথায় ব্রিটিসসেনাপতিগণ সর্ব্বতোভাবেই জয়ি হইয়াছেন, বিপক্ষেরা (যাহারা জীবিত আছে) প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং মহারাজ জং বাহাদুর শীঘ্রই তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইবেন, তাঁ-

হার সহিত অনেক সৈন্য আছে, অতএব আমারদের এ জিলায় আর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন নাই।

গত দিবস বেলা ১১ ঘণ্টার সময়ে দুই জন মদোন্মত্ত গোরা সিমুলার হেদুয়ার ধারে গোঁসাইদাস নামক একজন কাপড়ওয়ালার দোকানে পড়িয়া কয়েকখান বস্ত্র লয়, দোকানি নিষেধ করাতে তাহাকে দুই একটা থাব্‌ড়া মারে, পরে সে ব্যক্তি পাহারাওয়ালাকে সংবাদ দেওয়াতে সেই প্রহরি হিন্দিভাষায় নিষেধ করিবায় তাহাকে বিলক্ষণরূপেই মুষ্ট্যাঘাত করিল, সেই প্রহারে প্রহরী পলায়ন পূর্ব্বক থানায় গিয়া সংবাদ প্রদান করিল, পরে থানা হইতে এক জন সারজন, ৩০।৩৫ জন, পাহারাওয়ালা, নায়েব ও জমাদার আসিয়া যৎকালে উক্ত গৌরাঙ্গদ্বয়কে ধৃত করণে উদ্যত হয়, তৎকালে একজন গোরা একটা মদ্যপূর্ণ বোতল ফেলিয়া সারজনের মুখে প্রহার করাতে সারজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন, রক্তে সর্ব্বশরীর ভাসিয়াছিল, এবং পাহারাওয়ালারাও কয়েক জন প্রহারিত হয়। তৎপরে পুলিসের সমস্ত লোক পড়িয়া গোরাবাবাজিদিগ্যে ভূতগত প্রহার দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক বমাল সহিত পুলিসে চালান করিয়া দিয়াছে।

আমারদিগের গত দিবসীয় পত্রে "জেনরল এসেম্বিলিস ইনিষ্টিটিউসন", নামক বিদ্যালয়ের প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রদানের যে সংবাদ লিখিত হয়, তাহাতে (বুধবারে বৃহস্পতিবার) এই একটা ভ্রম হইয়াছিল, উক্ত কার্য্য গত দিবস নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়াছে, কিন্তু সমারোহ কিছুই হয় নাই "ডুবে শুদ্ধ,, হওনের ন্যায় সমাধা হইয়াছে। সংপ্রতি ঐ বিদ্যালয়ে হিন্দুর মধ্যে ২২৯ জন ব্রাহ্মণ, ৩১৩ জন কায়স্থ, ও ২৪৫ জন অপরজাতি, এবং ২৫ জন মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে।

সংপ্রতি সামরিক ব্যাপারে ব্যয় বাহুল্য এবং নানা বিষয়ে আয়ের লাঘব হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট এমত অনুমতি করিয়াছেন, যে সিবিল সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যে অতিরেক ব্যয় হইয়া থাকে তাহা রহিত করা এবং নিতান্ত যাহা না করিলেই নয়, এতদ্রূপ ন্যায্য ব্যয় ভিন্ন অপরিমিত ব্যয় না করাই অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। যাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য।

অবশ্যই এ সময়ে ব্যয় সংক্ষেপ করাই বিধেয়। নচেৎ কোনোমতেই সকল দিগ্‌ রক্ষা হইতে পারেনা।

ফ্রান্স দেশের লোকেরা এইক্ষণে ভারতবর্ষের বিদ্রোহ বিষয়ক কথা লইয়াই অধিক আন্দোলন করিতেছেন। তথাকার কোনো কোনো সম্পাদক লেখেন, মুসলমান মাত্রেই খ্রীষ্টানদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। যখন এদেশের লোকেরা যুদ্ধ বিষয়ে নানা প্রকার আকাশভেদি গল্প লইয়া অনর্থক কাল হরণ করিয়া থাকেন, তখন বিলাতের লোকেরা এইরূপ দুই একটা পাতালফোঁড়া গল্প তুলিবেন ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্য নহে।

আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর রাণীগঞ্জ ও পুরণিয়া অঞ্চল দর্শন করত প্রত্যাগত হইয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, হুগলির ডাকাতি কমিস্যনরের কারাগার হইতে কতকগুলীন দস্যু পলায়ন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহারদিগ্যে ধৃত করিয়া দিতে পারিবেক, ডাকাইতি কমিস্যনর তাহারদিগের সম্ভবমত পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে "জিয়ালাজিষ্ট,, অর্থাৎ ভূমিতত্ত্ব-নির্ণায়ক বিদ্যার উপদেশ রহিত হইবেক। অপিচ যে পর্য্যন্ত মান্দ্রাসা কালেজে গোরা দেনারা অবস্থান করিবে, তদবধি মাসিক ২৩০ টাকা ভাড়ায় অপর ২ দুটা বাড়ী লইয়া ছাত্রদিগ্যে শিক্ষা প্রদান করা হইবেক।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত সংবাদ।
কাণপুর হইতে পুসা হইয়া আগত।
২৬ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘণ্টা।
প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকট হইতে আগত।
কলিকাতা।
শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

কর্ণেল সিটন সাহেব পট্‌লিয়া হইতে ১৯ ডিসেম্বর দিবসে আমার ক্যাম্পের প্রধানাধ্যক্ষকে এক পত্র প্রেরণ করেন, যথা।—

মহাশয়! আমি প্রধান সেনাপতি সাহেবের সুগোচরার্থ মহাশয়কে নিবেদন করিতেছি, আমি গত পূর্ব্ব দিবসে এখানে আগমন করিয়াছি, দেখিলাম শত্রুগণ নগরের সম্মুখেই অবস্থিত হইয়াছে, আমি তাহারদিগ্যে সংপূর্ণরূপে পরাজয় করত ৩।০ সাড়ে-তিন ক্রোশপর্য্যন্ত দূর করিয়া দিই, প্রায় ৩০০ শত্রুকে নষ্ট করিয়া তাহারদিগের ১২টা তোপ জয়লব্ধ করিয়াছি। বিপক্ষদল একেবারেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমারদিগের পক্ষীয় কেবল এক ব্যক্তি হত এবং ৪ জন মাত্র আহত হইয়াছে।

এই মাত্র সমাচার পাইলাম, যে সকল বিদ্রোহিগণ নদী পার হইয়া আসিয়াছিল তাহারা অতিশীঘ্রই নদীর পর পারে পুনর্ব্বার প্রস্থান করিয়াছে।

ইংলিসম্যান পত্রের কাশীবাসী লেখক ২৬ ডিসেম্বর দিবসে লেখেন "এখানকার সমস্তই কুশল, কর্ণেল ফ্রাঙ্কস্ সাহেব জোয়ানপুরে আছেন, দুই এক দিবসের মধ্যেই তাঁহার সেনারা ঘোরতররূপে সংগ্রাম করণে প্রবৃত্ত হওনের যোগ্য হইবেক, কারণ মহারাণীর ৯৭ গণিত পদাতিকেরা এখানে আসিয়াছে, এবং ৭৯ গণিত হাইলেণ্ডর দল আগত প্রায়।

চারি পাঁচটী পথ দিয়া আমারদিগের সেনারা লক্ষ্ণৌ আক্রমণার্থ প্রেরিত হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিবেন, দুষ্টদিগের আর কোনোমতেই রক্ষা নাই। দুই তিন দিন গত হইল একজন বিদ্রোহিকে তোপে এবং অপর একজনকে ফাঁসির দ্বারা নষ্ট করা হইয়াছে।

সাগর প্রদেশীয় সাগড়া স্থানীয় রাজা কতকগুলীন ব্রিটিস সেনাপতিকে বিদ্রোহিতাচরণের প্রারম্ভে নিজাধীনে এক প্রকার রুদ্ধ রাখাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দোষাদোষের বিচার করণের অনুমতি করিয়াছেন। তদনুসারে বিচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

সাগর প্রদেশীয় বিদ্রোহাচরণের মূলীভূত কারণ দৌলত সিংহকে যে ব্যক্তি ধৃত করিয়া দিবেক, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১০০০ টাকা পারিতোষিক প্রদানের ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোচবেহারের যুবরাজের সরবরাহকারের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ঐ অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজের দুই মাতাকে তৎপদে নিযুক্তা করিয়াছেন।

কৌচবেহার অঞ্চলে উপদ্রবের আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট তথায় কিঞ্চিৎ অধিক সৈন্য নিযোজিত করিয়াছেন।

এলাহাবাদের ২৫ ডিসেম্বর দিবসের পত্রে লেখে, রায়েল আর্টিলরি সৈন্যের একদল এইমাত্র কাণপুর হইতে আগমন করিল, লক্ষ্ণৌ হইতে যে সকল বিদ্রোহি এদিগে আসিয়াছে, তাহারদিগ্যে সংহারার্থ কোনো এক বাঁকাপথ দিয়া উক্ত ব্রিটিস সেনারা গমন করিবে।

এক ব্যক্তি অযোধ্যা হইতে আসিয়া কহিল, যে, দুষ্ট সিপাহিরা ফয়জাবাদের দিগে গমন করিতেছে, তথায় অতি দৃঢ় এক মৃত্তিকার দুর্গ আছে, দুষ্টেরা সেই দুর্গ আশ্রয় করিলেই আমারদিগের সাহসি সেনারা অনায়াসেই তাহারদিগ্যে উচিতমত প্রতিফল প্রদান করিবে।

এখানে বাসের উপযুক্ত অধিক ঘর বাড়ী নাই, আমারদিগের পক্ষে ইহাই মহাকষ্টের বিষয় হইয়াছে, আমরা এপর্য্যন্ত তিন মাসের বেতন না পাওয়াতে অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছি।

দমদমা এবং বারাকপুর হইতে রাণীগঞ্জে সেনা প্রেরিত হইয়াছে।

রায়েল আর্টিলরি দলের ১০ জন সেনাপতি এবং ২২৫ জন সেনা অদ্য প্রাতে জাহাজ হইতে স্থলে উঠিবে।

হেডকোয়াটর এবং ৭০ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের ৬০০ সিপাহি গত দিবস কলের জাহাজে হংকঙে প্রেরিত হইয়াছে। ঐ দলের অবশিষ্ট ২০০ ব্যক্তি অতিশীঘ্রই গমন করিবে।

খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, আগ্রার কমেণ্ডেণ্ট ব্রিগেডিয়ার হেনেরি কাটন সাহেব পরলোকগত হইয়াছেন।

চিরাপুঞ্জির ২১ ডিসেম্বরের পত্রে দৃষ্ট হইল, লাটু নামক স্থানে চট্টগ্রামের বিদ্রোহি পলাতক সেনাদিগের সহিত যে এক যুদ্ধ হয় তাহাতে দুষ্টদিগের ২৫ জন হত এবং অনেকেই আহত হইয়াছে। ব্রিটিস পক্ষের ৫।৭ জন হত ও ৫।৭ জন

আহত হয়, কাপ্তেন বং এবং ডক্তর ডাড তাহেব হত হইয়াছেন, ইহাই দুঃখের বিষয়।

গত পরশ্বঃ মহারাণীর সেনারা বাষ্পীয় জাহাজে এলাহাবাদে গমন করিয়াছে।

কলিকাতায় এমত জনরব উঠিয়াছে, কর্ণেল সিটন সাহেব দিল্লী হইতে আগমন পূর্ব্বক ফরেক্কাবাদ ও ফতেগড়ের বিদ্রোহিদিগ্যে পরাভব করত তাহারদিগের নিকট হইতে ৮ টা তোপ গ্রহণ করিয়াছেন। একদল পাঞ্জাবি সেনা রহিলখণ্ডে আগমন করিয়াছে।

হরকরা সম্পাদক রঙ্গপুরের পত্র প্রমাণে লেখেন, মুরশিদাবাদের এক জন প্রধান জমীদারের জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি চিলমারি নামক স্থানের জমীদারী কাছারী লুটকরত চট্টগ্রামের বিদ্রোহিগণ ৬০০ টাকা হরণ করিয়াছে। তথায় প্রায় ২০০ নাবিক সেনা পঁহুছিয়াছে, পরগণার নায়েব তাহারদিগের রসদাদির উত্তমরূপ আঞ্জাম করিয়াছেন।

এলাহাবাদের দ্বিতীয় পত্রে লেখে, পশ্চিম দিগে প্রতিদিন বাষ্প রথে সেনা প্রেরিত হইতেছে।

এমত জনরব, প্রায় ৭০০ দেশীয় লোক তোপাদি অস্ত্র সহিত একটা গ্রামের মধ্যে রহিয়াছে। ঐ স্থান রেইলওয়ের ধারেই। শুনিলাম তাহারদিগের অভিপ্রায় মন্দ নহে, তাহারা অযোধ্যা হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়া ভয়ে আমারদের শরণ লইতে আসিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ পীড়িত ও আহত, তাহারা আমারদিগের হস্তে অস্ত্রাদি প্রদানে ও আজ্ঞানুরূপ কর্ম্ম করণে সম্মত হইয়াছে। কাণপুরের পত্রে জ্ঞাত হইলাম, প্রধান সেনাপতি সাহেব বিদ্রোহি নবাবকে শাসনার্থ এবং দিল্লী ও আগ্রার পথ নিরাপদ করণার্থ ফরেক্কাবাদ কিম্বা ফতেগড়ে গমন করিয়াছেন। কতকগুলীন দুষ্ট লোক চিমি নামক স্থানে বাষ্পীয়-রথ আসিবার পূর্ব্বে রেইলরোডে একখানা বড় কাষ্ঠ রাখিয়াছিল।

কাশীর দ্বিতীয় পত্রে লেখে, তথায় সর্ব্বদাই দুষ্টদিগ্যে তোপে ও ফাঁসির দ্বারা বিনাশ করা হইতেছে।

জং বাহাদুর এবং তাঁহার অধীন সেনাপতি ও সেনাদিগের সমরক্ষেত্রে আগমন উপলক্ষে বস্ত্র ও আহারাদি প্রস্তুত করণ বিষয়ে ইতিমধ্যেই ১০৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, ঐ টাকা আপাততঃ জং বাহাদুর স্বয়ং দিয়াছেন, কাটমুণ্ডের রেসিডেণ্ট সাহেব তাহার বিল ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার সবট্রেজর সাহেবকে সেই বিলের অর্দ্ধাংশ টাকা এবং পাটনার কালেক্টর সাহেবকে অপরার্দ্ধাংশ টাকা প্রদানের অনুমতি করিয়াছেন।

হুগলি কালেজের ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

আহা কিবে মনোলোভা, আকাশ ধরেছে শোভা,
নেত্রে হেরে জুড়ায় জীবন।
যেন নিরমল-ধারা, তাহে তরী শশী-তারা,
ভাসিতেছে অকূলে যেমন॥

কিম্বা পরি নীলবাস, হইয়াছে সুপ্রকাশ,
সবে মেলি নাচিছে প্রমোদে।
যেন জল সহিবারে, নারীগণ সারে সারে,
যাইতেছে পরম আমোদে॥
হেরিয়া নির্ম্মলাকাশে, সংযোগিনীঃ প্রমোল্লাসে
বিভাবরী বক্ষে পতি সহ।
যোগিগণ যোগাসনে, বিকার-বিহীনমনে,
ভাবে বিভু-ভাব অহরহ॥
আর যত বিরহিণী, হোয়ে অতি বিষাদিনী,
মনাগুণে নিরন্তর দহে।
নিশি যত হয় ঘোর, বাড়ে অনঙ্গের জোর,
যাতনায় নেত্রে নীর বহে॥
নিশি হোলে অবসান, পিকগণে গায় গান,
ললিত ধরিয়া মারে তান।
জাপক ব্রাহ্মণ যাঁরা, উটস্থ হইয়া তাঁরা
তটিনীর তটে ত্বরা যান॥
তথা স্নান পূজা করি, মুখে হরিবোল হরি
এইমাত্র রব ঘন ঘন।
হরিনাম মালা ধোরে, হরিনাম জপ কোরে
ভক্তিরসে আর্দ্র করি মন॥
বিধবা কামিনীগণ, হোয়ে অতি দুঃখ মন
বক্ষ ভাসে নয়নের জলে।
তাহে কোকিলের স্বর, হৃদি করে খর জর
দ্বিগুণ বিরহানল জ্বলে॥
হেরি দিবা আগমন, নায়ক নায়িকাগণ
পরস্পরে লইছে বিদায়।
প্রাণেশে বিদায় দিতে, নায়িকা বিষাদিতে
মনে ভাবে একি হোলো দায়॥
বিস্তারিয়া খর কর, নববেশে প্রভাকর
করে অবনীর ধ্বান্ত নাশ।
নানাদিগ-দিগন্তরে, বিহঙ্গম সুখান্তরে
যায় যথা যায় অভিলাষ॥
গোপাল গোপাল সনে, গোষ্ঠে যায় হৃষ্টমনে
সে সব বর্ণিব আর কত।
সংসারের জীবগণ, স্বীয় কার্য্যে সেই ক্ষণ
আলস্য ত্যজিয়ে হয় রত॥

চুঁচুড়া চৌমাথা। } নিতান্ত অনুগত
৭ পৌষ ১২৬৪ সাল। } শ্রীঅঃ চঃ গু

Printed and published by Issurchunder Gooptu, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আতাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রনীযদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০১১ সংখ্যা] শুক্রবার ১৮ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ১ জানুয়ারি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদপ্রভাকর

১৮ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

অদ্য ইংরাজী নূতন বৎসরের নূতন দিবস। ১৮৫৭ মহাশয় সদলে শূন্যে শূন্যে কোন্ এক অপরিচিত অজ্ঞাতস্থলে প্রস্থান করিলেন, তাহার স্থিরতা নাই, ১৮৫৮ মহাশয় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র আগমন করিয়া কালরাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন.এইদিন অতি সুখের সুদিন,খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মমতে এইদিবসকে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের পুণ্য দিবস অর্থাৎ পুণ্যাহ কহে। কিন্তু কি দুঃখ! রাজা প্রজা উভয়েরি দুর্ভাগ্য-বশতঃ এবারে এই নূতন কালকে প্রকৃত একটি নূতন কাল-স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছে। সুখের সাল সাল না হইয়া শাল হইয়াছে। যাহাহউক, সকলি ঈশ্বরেচ্ছাধীন, অতএব অনর্থক অনুতাপ করিলে কি হইবে? হে প্রভুভক্ত অনুরক্ত ভারতবর্ষীয় প্রজাপুঞ্জ! এই নববর্ষের এই নব দিবসেরি নিকট শুভ প্রার্থনা কর। এই দিন,এই দিন, যেন এই দিন আর না থাকে।-এই দিনেই এই দীনেরদের এই দীনতা দূর হয়। যিনি এই দিনের এবং এই দিনের প্রকাশকারির প্রকাশকারি, সেই দীনদয়াময় দাতারামের নিকট একতান ভক্তিভরে রোদনবদনে এই ভিক্ষা কর, যেন তাঁহার কৃপাস্পর্শে এই বর্ষে এই বর্ষে পূর্ব্ববৎ হর্ষের সঞ্চার হয়। আপদ বিপদ আর কিছুই না থাকে। সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া শান্তিসমুদ্রে প্রতিনিয়তই কেবল সন্তোষের স্রোত প্রবাহিত হয়। তিনি বাঞ্ছাফলপ্রদ করুণাময়। আমারদিগের কাতরতা দৃষ্টে অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া কৃপাকটাক্ষ বিস্তার করিবেন। শত্রুসমূহের সর্ব্বস্ব হরিবেন। শাসনের আসনে উপবিষ্ট হইয়া দণ্ডধারণ পূর্ব্বক অবশ্যই শত্রুসমূহকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন তাহাতে সংশয় নাই, সংশয় নাই, সংশয় নাই।

আমরা এই নূতন বর্ষের নূতন দিবসে পাঠকগণকে যুদ্ধ জয়ের কয়েকটি শিবসংবাদ প্রদান করিলাম, তৎপাঠে সকলে সুখি হইয়া নির্ভয়ে আনন্দচিত্তে রাজপুরুষদিগের প্রতুল প্রার্থনায় জগদীশ্বরের নিকট শুভস্বস্ত্যয়ন কর, যখন সম্যক্প্রকারেই সুমঙ্গলের সূত্র সঞ্চার হইয়াছে, তখন আর ভাবনার বিষয় কি?।

পদ্য।

কোথায় রোয়েছ নাথ, করুণানিধান।
করুন করুণ হোয়ে, বিহিত বিধান॥
বিলিতি সাতান্ন সাল, হোলেন্ বিদায়।
আটান্নের অভিষেক, কালের সভায়॥
কি কব দুঃখের কথা, ও, যে, কাল, কাল।
আমাদের ভাগ্যদোষে, সাল হোলো সাল॥
সকল কালের কাল তুমি মহাকাল।
তোমার নিকটে নাই, একাল, সেকাল।
সকল কালের পতি, তুমি কালপাল।
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, দেহ শুভকাল॥
তোমার পুণ্যাহ আজ, শুভনব দিন।
চরণ স্মরণ করি, হোয়ে অতি দীন॥
দীনহীন প্রজা যত, তোমার অধীন।
দিন দিন, দিননাথ, শুভদিন দিন॥
অরির শরীর দিয়া, হরির নিবাসে।
রাখ পদে, রাখ পদে, পদানত দাসে॥
আপদ বিপদ যত, করিয়া সংহার।
করুন ভারতভূমে, শান্তির সঞ্চার॥

ভারতের প্রজা যত, যে আছ যেখানে।
সকলেই রত হও, বিভুগুণ গানে॥
গদ গদ ভাবভরে, চোখে ফেলো জল।
ঈশ্বরের কাছে চাও, রাজ্যের মঙ্গল॥
তোমাদের স্তবে সেই, দীন দয়াময়।
অবশ্যই হইবেন, সদয়-হৃদয়॥
একেবারে, ঘুচে যাবে, সমুদয় ভয়।
সুখে বল, জয় জয়, ব্রিটিসের জয়॥

রাজ্যের পতির কাছে, নিবেদন এই॥
সকল রাজার রাজা, উপরেতে যেই॥

এইবেলা নত হোয়ে, ডাকুন তাঁহায়।
তাহে আর রহিবেনা, কোনোরূপ দায়॥
রাজজাতি রাজজাতি, যত বুধগণ।
করুন মনের সহ, ঈশ্বর স্মরণ॥
কটাক্ষে করিলে কৃপা, সেই কৃপাময়।
দুরাচার শত্রু যত, সব হবে ক্ষয়॥

বেতিয়ার পত্র পরমানন্দে প্রকটন করিলাম।

" বেতিয়া ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৭।,,

" প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

২২ ডিসেম্বরে এক লিপি কোং ১৫ পোনেরো টাকার এক খণ্ড হুণ্ডী সম্বলিত রেজিষ্টরী পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছি, এবং অত্রত্য বিস্তারিত সংবাদও লিখিয়াছি জ্ঞাত হইতে পারিবেন।,

"পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছি যেশ্রীমান্ কুয়ঃ বাহাদুর আগমন করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে, এক্ষণে বিশেষ অনুসন্ধান করাতে অবগত হইলাম, যে শ্রীমান্ মহারাজ জং বাহাদুর আর তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতা শুভাগমন করিয়াছেন, ... বাহাদুর নেপালে আছেন, এবং তত্রত্য কর্ম্ম-কার্য্য অধুনা তিনিই নিষ্পাদন করিবেন।,,

"২২ ডিসেম্বরে রাত্রি ২ দণ্ড থাকিতে জং বাহাদুর এখানে পঁহুছেন, ২৩।২৪ দুইদিন অবস্থিতি করেন। আর অত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক নৃত্য গীতাদি দর্শন পূর্ব্বক পরম পুলকিত হইয়াছেন এবং সমূহ সভ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত মহাশয় অদ্য প্রাতে এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন অর্থাৎ পিপরাঘাটের ওপার কিম্বা এপার (যাহা এখান হইতে ৭ ক্রোশ ব্যবধান) তথায় থাকিবেন। এহাঁর সহিত ৩০ তোপ ও ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য, এতদ্ভিন্ন কুল ও মজুর ইত্যাদি, তাহাও সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০০ সহস্র হইবেক এবং হস্তিও প্রায় ৬০০, আর শকটও প্রায় ৮০০, ইহার ন্যূন নহে। ঘোটকও প্রায় ৪০০, হে সম্পাদক মহাশয়! হস্তি ও শকট ও ঘোটক আমি সংপূর্ণরূপে গণনা করিতে পারি নাই, অনুমান পূর্ব্বক লিখিলাম, এতন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইতে পারে,।

"ভরসা করি শ্রীমান্ মহারাজ জং বাহাদুরের দ্বারা গোরক্ষপুরের বিদ্রোহিরা সংপূর্ণরূপে প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে, তাহার কোনে সন্দেহ নাই।,,

" পাটনার কমিস্যনর ও ছাপরার কালেক্টর ও মাজিষ্টরির জএণ্ট মাজিষ্ট্রেট, আলিগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং কমিসরিএট জেনরল, এবং জেনরল মেগরিগর ইত্যাদি ইংরাজেরা সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন মিলেটরি সাহেবেরা সৈন্যের সহিত গমন করিয়াছেন, অন্যান্য সকলে আপনাপন কর্ম্মস্থানে যাইবেন, এপর্য্যন্ত এখানেই আছেন ,,।

শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

আমরা সুধারাম প্রবাসি বন্ধুর পত্র সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"সুধারাম। ১১ পৌষ ১২৬৪।,,

" নিম্ন লিখিত আনন্দ-সূচক সংবাদটী প্রাপ্তিমাত্র মহাশয়কে গোচর করিতে বাধ্য হইলাম।,

" জিলা সেলেট প্রবাসি বন্ধুর এক পত্র এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে লেখেন যে জিলা চট্টগ্রামের অসৎ বিদ্রোহি-সিপাহিদিগকে তথাকার বাধ্য মণিপুরি ও গোরখা এবং কিয়দংশ শ্বেত সৈন্যগণ ১৯ ডিসেম্বর দিবসে লাটুর নিকট আক্রমণ করাতে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ৩৮ ব্যক্তি বিদ্রোহি নিহত হইয়া অবশিষ্ট পলায়নপর হইয়াছে ও রাজসেনারা তাহারদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, বিদ্রোহিরা যে সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।,,

" এতদ্ব্যাপারের বন্ধু আর কোনো বিশেষ না লেখাতে গবর্ণমেণ্টের অপহৃত মুদ্রার বিষয়ে আর কোনো সংবাদ লিখিতে পারিলামনা, সাহস করি, যে, পুনশ্চ ত্বরাতেই অপর পত্র প্রাপ্ত হইব, তাহা হইলে যাহা জানিতে পারিব তৎক্ষণাৎ মহাশয়কে গোচর করিব।,,

---

নিম্নস্থ পত্র অতি সমাদরে সানন্দে প্রকটন করিলাম।

"শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়!

গত কল্য ডাকযোগে আমার কাণপুরস্থ পরমাত্মীয় ব্যক্তির ২২ ডিসেম্বর তারিখের লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মানুবাদ করত আপনকার নিকট প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর আপনকার জগন্মান্য প্রভাকর পত্রে স্থান দান করিবেন।

কাণপুর ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

বোধ করি আমার গত ১০ তারিখের পত্র আপনকার নিকট পূর্ব্বেই পঁহুছিয়াছে, আমি তাহাতে যে শুভ সমাচার লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্টই হইয়াছেন, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই, উক্ত পত্রে আমি এরূপ ব্যক্ত করিয়াছি, যে জগদীশ্বর প্রসাদাৎ আমরা সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে এই স্থানে বাস করিতেছি, কারণ দুর্দ্দান্ত শত্রুকুল শেষ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়নপর হইয়াছে, তাহারা বিশ্বজয়ি শ্বেত সেনাদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়া অদ্যাবধি আর কোনে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং হইতেও পারিবেকনা।

প্রধান সেনাপতি সাহেব আগামি খ্রীষ্টীয়ান পর্ব্বাহের পর আগ্রা নগর অভিমুখে গমন করিবেন, এবং তৎস্থান হইতে পুনরাগমন করিয়া যথাযোগ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া অযোধ্যা নগর সমভূমি করিবা

মানসে উক্ত স্থানে যাত্রা করিবেন। প্রত্যহ এই স্থানে কলিকাতা নগর হইতে রণধীর মহাবীর শ্বেতসেনারা আগমন করিতেছে, এবং আর শুনিতেছি অনতিবিলম্বেই জং বাহাদুরের অধীনস্থ ১০,০০০ গুরখা সেনা নেপাল রাজ্য হইতে আগমন করিবেক। ইহারা এই স্থানে একত্রীভূত হইয়া অযোধ্যা নগরাভিমুখি হইবেক, পূর্ব্ববৎ আমারদিগের কার্য্যালয় গড়ের বাহিরে আসিয়াছে, এবং আমরা তাহার অনতিদূরস্থ শিবিরে বাস করিতেছি, আমার সমস্ত শারীরিক কুশল জানিবেন ইতি।

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র!

সিমুলিয়া।,,

গত দিবস প্রাতে বাগবাজারের লালবাগান হইতে পুলিস প্রহরিগণ দুইজন মদোন্মত্ত গোরা সেনাকে শেক্লাশিক্লি করিয়া লইয়া গিয়াছে। গোরাদিগের এতদ্রূপ দুরবস্থার সংবাদ আমরা প্রায় সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

সংপ্রতি বিলাত হইতে স্থলপথগামি ডাকযোগে যে সকল সমাচার আগত হইয়াছে, আমরা আগামি দিবসে তাহার সারাংশ প্রকাশ করিব, অদ্য স্থানাভাব।

হে পাঠকগণ! আমারদিগের পরমপ্রিয়তম পরমাত্মীয় পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা এই সময়ে উপস্থিত সমরসংক্রান্ত সমাচার সকল শ্রবণ, দর্শন অথবা ঘটনা হওনমাত্রেই যেরূপ বিশেষ যত্ন ও ব্যগ্রতা পূর্ব্বক লিখিয়া প্রেরণ করিতেছেন, তাহার উপকাররূপ বৃক্ষের সুফল সম্ভোগ আপনারা অনায়াসেই করিতেছেন, যেহেতু ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে সেই সমস্ত সমাচার পাঠ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে যে যুদ্ধজয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজ সম্পাদকেরা গত দিবসে প্রকাশ করিয়াছেন, ছাপরা এবং বেতিয়ার বন্ধুবৃন্দের কৃপায় আমরাও তৎ সংবাদ তদ্দিনেই তাঁহারদিগের সহিত তুল্য এবং নূতনরূপে প্রকাশ করিয়াছি, যদিও গ্রাহক ও পাঠকপুঞ্জ অগ্রেই প্রভাকর পাঠে সেই সমাচার অবগত হইয়াছেন, তথাচ আমরা অদ্য এইস্থলে সর্ব্বসাধারণের সুগোচরার্থ উল্লেখিত রাজদত্ত সংবাদের অনুবাদ প্রকটন করিলাম। সকলে অবলোকন করুন।

লেখনী পরিত্যাগকালে আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে সমুদয় বিদ্যানুরাগি দেশহিতার্থি লেখক ও সংবাদদাতা বন্ধুদিগ্যে একবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক নিবেদন করি, তাঁহারা—অধুনা এই প্রভাকরের প্রভা বৃদ্ধি বিষয়ে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, সেই যত্ন-রত্ন বিতরণ বিষয়ে ঘটিত কৃপাদানে যেন কৃপণতা না করেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত যুদ্ধ জয়ের সংবাদ।

বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে পাটনা হইতে আগত।

২৮ ডিসেম্বর পরাহ্ণ ৪ ঘণ্টা।

কমিস্যনর সাহেবের নিকট হইতে আইসে।

শ্রীযুত বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেব সমীপেষু।

কলিকাতা।

২৬ ডিসেম্বর প্রাতে গোরক্ষপুর জিলার অন্তঃপাতি "মজকৌলি,, নামক স্থানের ২৷৷০ ক্রোশ দূর দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে সাহানপুরে বিদ্রোহিদিগ্যে সংপূর্ণরূপে পরাজয় করত তাহারদিগের ২ টা তোপ সমুদয় তাম্বু, বস্ত্রাদির পুঁটুলি এবং গোলা গুলি বারুদাদি হস্তগত করা হইয়াছে, ১১০০ এগার শত বিদ্রোহি সিপাহি সহিত শত্রুকুলের সংখ্যা প্রায় ৫০০০ পাঁচ সহস্র হইবেক। কাপ্তেন রৌক্রাফ্ট সাহেবের অধীন নেবেল ব্রিগেডদল এবং দুইদল গোরখা শ্রেণীর অল্প সেনা লইয়াই জয় করা যায়।

এই যুদ্ধে অস্মৎ পক্ষে কেবল একজনমাত্র ডুলির বেহারা হত এবং গোরখাদলের একজন সুবেদার আহত হয়।

শত্রুদিগের আহত সংখ্যা অধিক, তদ্ভিন্ন তাহারা সমরক্ষেত্রে ৩০ কিম্বা ৪০ টি মৃতদেহ ফেলিয়া গিয়াছে।—রৌক্রাফ্ট সাহেবের লিখিত বিবরণ এপর্য্যন্ত আইসে নাই, তিনি সিলিপুরে গমন করিয়াছেন। মেং লাঞ্চ সাহেব লেখেন এই জয়লাভে ঐ প্রদেশটি সংপূর্ণরূপে নিরাপদ ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। আলি করিম যিনি বিদ্রোহিদলে সংযুক্ত হইয়াছিলেন, এমত কথিত হয়, তিনি হত হইয়াছেন, কিন্তু ইহা নিশ্চিত কি, না, বলা যায়না।

রাজকীয় সংবাদ।

২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পরাহ্ণ ২।২ দুই ঘণ্টা দুই মিনিটের সময়ে এলাহাবাদ হইতে প্রেরিত হয়।

মধ্যদেশের গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরির নিকট হইতে আগত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত কর্ণেল আর, জে, এচ, বর্চ্চ। সি, বি, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের মিলেটরি ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেব সমীপেষু।

বারাণসীর কমিস্যনর সাহেব লেখেন, যে, হেমিল্টন সাহেবের রিপোর্টে বিদিত হইল, ২৭ ডিসেম্বর দিবসে রৌক্রাফ্ট সাহেব এবং বাই সাহেবের সৈন্য দল সাহরপুরে বিদ্রোহিদিগ্যে আক্রমণ করে, এক ঘণ্টা কাল আমারদিগের গোলাবৃষ্টি সহ্য করিয়া বিপক্ষেরা মজ-

হলি নামক স্থানে পলায়ন করে, তাহারদিগের নিকট যে ৪ টা কামান ছিল, তাহার ৩ টা এবং সমস্ত বারুদ ও গোলা গুলি ঐ যুদ্ধে জয়লব্ধ হইয়াছে, কথিত হয়, তাহারা পুনর্ব্বার গোরক্ষপুরে প্রস্থান করিতেছে। দুষ্টদিগের গোলা গুলি বা কোনোরূপ অস্ত্র আমারদিগের কোনো সেনাপতির শরীর স্পর্শ করিতে পারে নাই।

" দানাপুর ,, নামক জাহাজযোগে গাজীপুর হইতে বারাণসী নগরে ৯০০০০০ নয় লক্ষ মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে।

" মেঘনা ,, নামক বাষ্পীয় তরী এবং তাহার বোঝায়ের নৌকা চরে বদ্ধ হইবায় তাহা হইতে দ্রব্যাদি সকল স্থলস্থ করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ দুই নৌকা এইক্ষণে জলে ভাসিয়াছে।

মান্দ্রাজ নামক তরি এখান হইতে নিম্নদেশে গমন করিতেছে, হরিণঘাটা নৌকা এখনো উচ্চ ও শুষ্ক জলীয় ভূমিতে রহিয়াছে।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সারমর্ম্ম।

দিল্লী হইতে ২৯ ডিসেম্বর তারিখের লিখিত এক পত্র বোম্বে টাইম্‌সপত্রে প্রকাশ হয়, তাহার মর্ম্মার্থ যথা।

প্রধান সেনাপতি মহাশয় হস্তি, উষ্ট্র, বলদ এবং শকটাদি অভাবে নানা স্থানে সৈন্যাদি সহ শীঘ্র শীঘ্র সময়মত গমনাগমনে অপারগ হওয়াতে দিল্লী হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল যানাদি পশু কাণপুরে বহু পরিমাণে পাঠানো যাইতেছে।

লক্ষ্ণৌ রাজ্যে বিদ্রোহিরা এপর্য্যন্ত দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারদিগের শাসনার্থ নানা স্থান হইতে সেনা প্রেরিত হইতেছে। কষ্ট কল্প এই যে, উপযুক্তরূপ যানাদি পাইবার ব্যাঘাত হইতেছে, এবং অযোধ্যায় আমারদের যে সকল সেনা রহিয়াছে, তাহারদিগেরো রসদাদির অস্বচ্ছলতা হইয়াছে।

দিল্লী নগরস্থ রাজদ্রোহিদিগের বিচারার্থ দুইটি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। যদিও এখানে " মার্সেল লা ,, অনুসারে বিচার হইতেছে, তথাপি তাহাতে কোনোরূপ অন্যায় বা রাগের কার্য্য হয় নাই, সুবিচার হইতেছে। বাঙ্গালা সেনাসংক্রান্ত দুষ্ট বন্দি লোকেরা প্রাণ দণ্ড পাইতেছে। জেনরল উইলসন সাহেব বাদশাহকে প্রাণ রক্ষা বিষয়ে অভয় প্রদান করাতে তাঁহার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাঁহার উপস্থিত উপদ্রবে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক লিপ্ত থাকা না থাকার বিচার হইতেছে।

ঐ সমাচার পত্রের ফিরোজপুরস্থ সংবাদদাতার লিখিত পত্রের সারাংশ।

দিল্লী নগরীয় সংগ্রামে যে সকল সেনাপতি ও সেনা আঘাত পাইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে এইক্ষণে অনেকেই পীড়িত ও লোকান্তরগত হইতেছেন। মহারাণীর ৬১ দলের পেমাষ্টর কাপ্তেন গ্রাণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্ত কারণে সংপ্রতি নিধন হওয়াতে সকলেই বিশেষ অনুতাপিত হইয়াছেন। ১ মে অবধি এপর্য্যন্ত দিল্লী নগর হইতে প্রত্যাগত ৮ জন সেনাপতি এবং ১৮০ জন সেনার শব সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, পরন্তু ৭ জন সেনাপতি অকর্ম্মণ্য হইয়া বিলাতে গমন করণের উদ্যোগ করিতেছেন।

ফিরোজপুরে সংপ্রতি সংপূর্ণরূপেই শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, আর কোনো আশঙ্কা নাই।

উপদ্রবকালে যাঁহারা আপনাপন গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার বসবাস করিতেছেন।

পঞ্জাব হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত পথিমধ্যে এইক্ষণে কোনোরূপ উৎপাতের আশঙ্কা নাই। লোক সকল নির্ভয়ে একাকী গমনাগমন করিতে পারে।

পূর্ণিয়ার পত্রে লেখে জং বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে নেপালের লোকেরা বিদ্রোহি পলাতক সেনাদিগে কোনোমতেই কুশী নদী পার হইতে দিবেনা।

৪৭ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দল, যাহারা এইক্ষণে ম্রজাপুরে রহিয়াছে, তাহারা যুদ্ধার্থ চীনদেশ গমনে উৎসুক হইয়াছে।

ম্রজাপুরে বিলাতি সেনাদিগের নিমিত্ত একটা বারিক নির্ম্মাণের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা হইলে দেশীয় সেনাদের আবাসস্থল বিনষ্ট হইবেক।

রেঙ্গুণে অনেক মান্দ্রাজি সেনা পীড়িত হইতেছে।

কাচারের ২৩ তারিখের পত্রে পত্রপ্রেরক লেখেন, গত কল্য রজনীতে আমি এখানে পঁহুছিয়াই শুনিলাম ঐ দিবসে কাচারদেশীয় হিলাকাঁদি পরগণায় কাপ্তেন বসের অধীনস্থ সেনারা চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সেনাদিগের সহিত যে এক যুদ্ধ করে, তাহাতে বিপক্ষদিগের ৩১ জন হত হয়। তাহারা মণিপুরেদিগে গিয়া অন্যায়াচার করণেরচেষ্টা করিবে। আমরা সাধ্যমতে তাহারদিগ্যে একেবারে বিনষ্ট করিব। এইক্ষণে তাহারা বনের মধ্যে রহিয়াছে আমরা তাহারদের অন্বেষণ করিতেছি।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতরিকতার

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০১২ সংখ্যা] শনিবার ১৯ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ২ জানুয়ারি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

১৯ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

জ্ঞানিবর দেশহিতার্থি সর্ব্বত্রবিখ্যাত শ্রীমান বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমুলাপর্ব্বত হইতে এতন্নগরে পুনর্ব্বার আর একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তথায় স্বচ্ছন্দ-শরীরে আছেন। বিদ্রোহিতা সমূলে নিবারণ ও পথ সকল নিরাপদ এবং পরিষ্কৃত না হওয়াতে তাঁহার আগমনের ব্যাঘাত হইতেছে। সংপ্রতি অর্থাভাবে উক্ত বাবুর ব্যয়ের কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াছে, এজন্য এখান হইতে ১০০০ মুদ্রা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবেক।

আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত হইলাম, মান্যবর সদ্গুণান্বিত শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়দিগের মথুরা জেলা-ভুক্ত অনুপসহর নামক পরগণা যাহা অত্যাচারের প্রারম্ভে বিদ্রোহিগণ হস্তগত করিয়াছিল, ব্রিটিস-সেনারা জয়লাভ পূর্ব্বক দিল্লীনগর পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলে দুর্জ্জনেরা তথা হইতে প্রস্থান করে, তাহাতে সেই জমিদারি পুনরায় উক্ত রাজারদিগের অধিকৃত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার আদায় উসুল আরম্ভ হয় নাই, এজন্য বৃন্দাবনের সেবার অনেক লঘুতা হইয়াছে, সেবাকর্ম্মে নিযোজিত জনেরা তথা হইতে জোয়ে জায়ে গোছে গাছে কোনোরূপে তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

কতিপয় বিশ্বাসি লোকের প্রমুখাৎ অবগতি হইল, কলিকাতার গরাণহাটা-নিবাসি একজন ধনি বসাকের স্ত্রী, তাঁহার নাম " হরসুন্দরী ,, তিনি বিদ্রোহি ও দুষ্টদিগ্যে প্রায় ৫০০০০ টাকা উৎকোচ দিয়া প্রাণ মান এবং ধর্ম্ম রক্ষা করত অনেক উপায়ে ৺ বৃন্দাবনধাম হইতে কাশীপর্য্যন্ত জলপথে আগমন করত তথা হইতে স্থলপথে রাণীগঞ্জে আসিয়াছেন, বোধ হয়, এতদিনে কলিকাতায় পঁহুছিয়া থাকিবেন, অথবা দুই এক দিবসের মধ্যেই আসিবেন।

বিমানারোহি বিখ্যাত কাইট সাহেব, যিনি বেলুন যন্ত্রযোগে এতন্নগরে কয়েকবার আকাশে উড়িয়াছিলেন, তিনি অযোধ্যার বিদ্রোহ ঘটনার সময়ে লক্ষ্ণৌস্থ শত্রুদিগের দ্বারা কয়েক মাস আবদ্ধ থাকেন, কয়েক দিন হইল নিষ্কৃতি পাইয়া এতন্নগরে আসিয়া কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করত পুনর্ব্বার আবার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন।

আমরা প্রামাণিক বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, বারাসতের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডিপুটি কালেক্টর শ্রীযুত অনরেবিল ইডন সাহেব, যিনি এইক্ষণে অধিকারের অবস্থা দর্শনার্থ সরকুট্ উপলক্ষে ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি গত দিবস টিটেগড়িয়া হইতে নবাবগঞ্জে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। দমদমাপ্রবাসি অনাথ ইংরাজ বালক বালিকাব্যূহের নূতন বর্ষের নূতন দিবসের খানার আমোদ দ-

শনার্থ ঐ মহাশয় গত দিবসে দমদমায় গমন করিয়াছিলেন।

আমরা বিশেষরূপে অবগত হইয়া লিখিতেছি,গত পরশ্বদিবস কলিকাতা হইতে অর্থ ও আর আর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহিত প্রায় ১৮০ জন সেলর সেনা " কেলজাইন ,, নামক জাহাজে ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহারা তথা হইতে ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রেরিত হইবেক।

আলিগঞ্জের অন্তঃপাতি " সিয়ান ,, নামক স্থান হইতে কোনো মান্য ব্যক্তি আমারদিগের কোনো দেশহিতৈষি মহামান্য মহাত্মা মহোদয়কে যুদ্ধজয়ের যে এক সংবাদ প্রেরণ করেন, আমরা পরমানন্দ পূর্ব্বক তাহার সারাংশ নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

" সিয়ান। ২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৭।,,

" মহাশয় ! এই স্থান হইতে ৫ ক্রোশ অন্তর সিহানপুর নামক স্থানে আমারদিগের সরকার বাহাদুরের সেনারা বিদ্রোহিব্যূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গত দিবস সংপুর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছেন, ব্রিটিসবাহিনী " মওরওয়া ,, নামক স্থানের শিবির হইতে তথায় গমন করত শত্রুদিগের সিহান হইতে ৭ ক্রোশ দূর সলেমপুর, ও মাঝালি পর্য্যন্ত দূর করিয়া দেয়। শত্রুরা যত পলায়ন করে, ইংরাজসেনারা ততই তাহারদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া হত ও আহত করে, এইরূপে সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম করাতেই বিদ্রোহিদলের অধিক হানি হইয়াছে। তাহারদের দুইটা তোপ আমারদের হস্তগত হইয়াছে।,,

---

আমারদিগের বিরেলি প্রবাসি দুর্দ্দশাপন্নিত বন্ধুর ৫ নবেম্বরের লিখিত পত্র দুই মাসের পর প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করিলাম, মনোযোগ পূর্ব্বক সকলে দৃষ্টি করুন।

"মহাশয়ের উন্নতি অহরহ শ্রীশ্রী৺ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতেই মমানন্দ পরং, শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসুর লিখিত পত্র ১ ও ১২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইয়া তদুত্তর প্রেরণের সময় সৈন্যগণের বিশেষ গোলযোগ হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলাম, এবং আমরা যে প্রকারে মান সম্ভ্রম ও জীবন রক্ষা করিয়াছি, তদ্বিস্তারিত শুভ দিন উদয় হইলেই লিখিব। অদ্য কয়েক দিবস হইল, বেরেলি পরিত্যাগ করিয়া স্বপরিবার লইয়া মোৎ শহর মোরাদাবাদে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি, এ স্থান রামপুরের নবাব গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে আপন অধীনে রাখিয়াছেন এপর্য্যন্ত হিন্দু ও যবন জাতির মধ্যে বিশেষ কোনো গোলযোগ হয় নাই, কিন্তু যবনেরা সকলেই নবাবের বিপক্ষ, এজন্য কখন কি হয় বলা যায়না, যাহা হউক, বহু দিবসাবধি প্রভাকরের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে তিমিরাবৃত আছি, এজন্য নিবেদন নিয়মমত প্রভাকর আমার নিকট নিম্ন লিখিতমত ঠিকানায় অবশ্য অবশ্য পাঠাইবেন, এখান কার সমাচার এপর্য্যন্ত প্রাণগতিক মঙ্গল, অবিলম্বে মহাশয়ের শারীরিক কুশল সংবাদ প্রেরণ দ্বারা পরমাপ্যায়িত করিবেন। অধুনা ডাক টিকিট কোনোমতে প্রাপ্ত হওয়া যায়না, সুতরাং রেয়ারিং ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই, কলিকাতায় এবং অন্যান্য জিলাতে দুরাত্মা সিপাহিরা কি প্রকার অত্যাচার করিয়াছে এবং সরকারি সৈন্য কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে কিনা? যদিন্যাৎ পঁহুছিয়া থাকে তবে তাহার সংখ্যা লিখিয়া পরম বাধিত করিবেন,কিমধিকং তাং ৫ নবেম্বর বৃহস্পতিবার।

শুভানুধ্যায়ি শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণঃ চতুর্দ্ধুরিণঃ।
মোৎ মোরাদাবাদ।

আমাকে যে পত্রাদি লিখিবেন কিম্বা প্রভাকর আমার নিকট পাঠাইবেন তাহার ঠিকানা নিম্ন লিখিত মত লিখিলে আমি প্রাপ্ত হইব যথা।

Mudhoosodun Chowdhry, Bareilly, Magistrate's head Clerk at Moradabad Care of Moonshi Gungapershad Tehseeldar of Meerut."

Mudhoosoodun.

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

জগদীশ্বরেচ্ছায় উক্ত পত্রপ্রেরক মহাশয়ের শারীরিক শুভসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সীমাশূন্য সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইলাম, প্রার্থনা করি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আমারদিগের যে সকল অনুগ্রাহক গ্রাহক ও বন্ধু বান্ধব অবস্থান করিতেছেন, এবং যাঁহারদিগের পত্রাদি সমাচার না পাইয়া আমরা প্রতিনিয়তই দুঃসহ বিরহ বেদনায় কাতর হইতেছি, জগদীশ্বর করুন, তাঁহারা তাবতে স্বচ্ছন্দ শরীরে থাকিয়া এইরূপ পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক চিন্তার্ণব সলিল হইতে আহ্লাদ তটে উত্তীর্ণ করুন। সংপ্রতি ঐ প্রদেশে বাঙ্গি ডাকের গমনাগমন রহিত হইয়াছে, এজন্য প্রভাকর প্রেরণে বঞ্চিত হইতেছি, যদি সকলে কিঞ্চিৎ অতিরেক ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক লেটর ডাকে পত্র লয়েন, তবে অনায়াসেই পাঠাইতে পারি।

হে মহাশয়গণ। আপনারা আর কিছু মাত্র শঙ্কা করিবেননা, সর্ব্বত্রই ব্রিটিসপক্ষের জয় হইতেছে।

এই প্রভাকর পত্রের যেখানে যত পাঠক আছেন, তাবৎ মহাশয়কেই বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, সকলে অনুগ্রহ করিয়া এই সময়ে নিজ নিজ স্থানের উপস্থিত ঘটনা সকল লিখিয়া প্রেরণ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত যুদ্ধে বিব্রত হইয়া রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহের অপরিসীম ব্যয় লাঘব করণে বাধ্য হইয়া সর্ব্বত্রেই অনুমতি প্রচার করিবায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তদ্রাজ্যের বেহার প্রদেশীয় জল-সংক্রান্ত দেশহিতজনক মহান্ ব্যাপার স্থগিত রাখা না রাখার পক্ষে উপদেশ প্রার্থনা করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তথায় এরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যে, ঐ ব্যাপার রাজ্যের মহামঙ্গল-জনক, এবং সম্পন্ন হইবার উপক্রমও হইয়া আসিয়াছে, আর উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বিলাত হইতে অনেক গুণীন লোক তথায় উপনীত হইয়া কার্য্যের চুক্তি করিয়া লইয়াছেন, এই সমস্ত কারণে উক্ত কার্য্য

স্থগিত না রাখিয়া সমাধা করাই কর্ত্তব্য।

এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুরকে প্রচুর প্রতিষ্ঠা সহযোগে প্রণিপাতরূপ উপহার প্রদান করিতেছি, যেহেতু এতদ্রূপ গুরুতর বিপদ, অস্বচ্ছলতা এবং ধনতৃষ্ণার সময়ে তিনি দেশ ও প্রজাহিতজনক বিষয়ে বহুল ব্যয় রহিত না করিয়া বরং প্রয়োজনবোধে অনায়াসেই স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং শ্রীশ্রীযুত এই মহদভিপ্রায় ও কারুণিক স্বভাব এবং শিবকর কর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনসূচক নিগূঢ়ানুরাগ জন্য অবশ্যই সর্ব্বপ্রিয় ও সর্ব্বপুজ্য হইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি এরূপ নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন, যে, পঞ্জাব রাজ্যের সিবিল আডিটর এবং একৌণ্টেণ্ট সাহেব ইতিপূর্ব্বে আগ্রা রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক যে প্রকারে পঞ্জাব রাজ্যের কার্য্য পরিচালনা করিতেন, ভবিষ্যতে তদ্রূপ না করিয়া পঞ্জাবরাজ্যেই অধিবাস পূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবেন।

অতঃপর পঞ্জাবীয় সিবিল আডিটর মাসিক ২০০০ টাকা এবং একৌণ্টেণ্ট সাহেব মাসিক ১৮০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

আমারদিগের বিবেচনায় এই নিয়ম অতি সুনিয়ম হইয়াছে, কারণ যেখানকার যে কর্ম্ম,তাহা সেইখানেই নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য।

কোনো বিশেষ বন্ধুর পত্র প্রমাণে আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, সগ্র নামক স্থানে রেইলরোডের নিকট একটা নূতন " ডিস্পেন্সরি ,, অর্থাৎ ঔষধালয় স্থাপিত হইবেক, তাহা হইলে তদঞ্চলীয় সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ অক্ষম দীনহীন ব্যক্তিব্যূহের পক্ষে বিশেষ উপকারের বিষয় হইবেক।

বিলাত হইতে ২৬ নবেম্বর দিবস পর্য্যন্তের যে সকল সমাচার আগত হইয়াছে, তাহার সারভাগ স্বাভিপ্রায় সম্বলিত প্রকটিত হইল।

৩ ডিসেম্বর দিবসে পার্লিয়ামেণ্টের অধ্যক্ষদিগের সভাহ্বানের যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ হয়, প্রধান রাজসচিব মহাশয় তদতিরিক্ত গোপনীয় পত্র দ্বারা রাজসভাসদগণকে এমত বিদিত করিয়াছেন,যে, উপস্থিত বৈঠকে অনেক গুরুতর কার্য্য নিষ্পাদিত হইবেক, কিন্তু ঐ বৈঠক অল্প দিনের মধ্যে ভঙ্গ হওনের সম্ভাবনা।

বিলাতে অর্থের বাজারে গোলযোগ হওয়াতে মন্ত্রিগণ প্রথমতই তাহার প্রতীকারের মন্ত্রণা করিবেন, ভারতবর্ষ শাসনের সুনিয়ম অবধারণ করিবেন। তদনন্তর অপরাপর কার্য্য বিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুরের বিপক্ষে এখানকার যে সকল সাহেবেরা যে এক আবেদনপত্র পার্লিয়ামেণ্টে অর্পণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, যদিও তাহা লইয়া তথায় যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে লার্ড কেনিং সাহেবের যশের ও মহিমার হানি হইবার সম্ভাবনা মাত্রই নাই। রাজসচিবাগ্রগণ্য মহাশয় স্বদল সহ উক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সাপক্ষতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষে সৈন্য পাঠাইবার জন্য বিলাতে এপর্য্যন্ত সমানরূপে যত্ন ও আয়াস রহিয়াছে, এবং দিন দিন অধিক সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে।

তত্রস্থ লোকেরা বারম্বার এরূপ কহিতেছেন, যে, এই বিদ্রোহঘটনায় ভারতবর্ষ রক্ষার্থ বিলাতের যে প্রচুরার্থ ব্যয় হইতেছে, পরে যেরূপে হউক ভারতবর্ষ হইতেই সেই টাকা আদায় করিয়া লইতে হইবেক।

বিলাতে বাণিজ্যব্যবসার প্রায় একপ্রকার বন্দ হইয়া রহিয়াছে।

সংপ্রতি কতকগুলীন বিবীলোক ইংলণ্ড হইতে এতদ্দেশে আগমনে উৎসাহিনী হওয়াতে তত্রস্থ লোকেরা ভয় পাইয়া এমত কহিতেছেন, যে, এসময়ে স্ত্রীলোকদিগের ভারত ভূমিতে গমন করা উচিত হয়না। কি আশ্চর্য্য ! তাঁহারা অকারণ কেন এত আশঙ্কা করিতেছেন? এইক্ষণে এখানে আর কোনো ভয়ের বিষয় নাই।

জেনরল হ্যাবলক এবং উইলসন প্রভৃতি মহারথি সাহেবদিগো যুদ্ধ জয়ের পুরস্কারস্বরূপে বিলাতে যে পদোন্নতি ও বৃত্তি প্রদত্ত হয় তাহাতে তত্রত্য জনেরা সংপূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন নাই,তাঁহারা কহেন ইহার অপেক্ষা আরো অধিক বৃত্তি ও অধিক উচ্চপদ প্রদান করিলে ভাল হইত।

হ্যাবলক সাহেবের পদোন্নতি ও বৃত্তি বিষয়ে ফ্রান্সাধিপতি উৎসাহ ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

রিলিফফণ্ডে তথায় এখনো টাকা সংগৃহীত হইতেছে।

বিলাতে অত্যন্ত মারীভয় হইয়াছে।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সরাজ্যের মধ্যভাগে যে সমুদ্র আছে, সেই সমুদ্র মধ্যে এরূপ একটি আশ্চর্য্য সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে, যে, সেতুর উপর দিয়া রেইলরোডে বাষ্পীয়-রথ এবং নীচে দিয়া বড়বড় জাহাজের গমনাগমন অনায়াসেই হইতে পারে। এই প্রস্তাব পূর্ব্বে একবার হইয়াছিল, বোধ হয় রুসিয়ার যুদ্ধ জন্যই এতদিন স্থগিত ছিল, এইক্ষণে শান্তিস্থাপিত হওয়াতে তাহার পুনরনুষ্ঠান হইতেছে। যাহাহউক, ঐ কীর্ত্তিটি কি এক অনির্ব্বচনীয় উপমারহিত দেশহিতজনক মহতী-

কীর্ত্তি হইবে। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর সদয় হইয়া শীঘ্রই ইহা সুসম্পন্ন করুন।

মহারাণীর যে সকল সেনাপতি বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষ হইতে বিলাত গমন করিয়াছেন, তাঁহারা তথা হইতে এতদ্দেশে আশু প্রত্যাগমনে আদিষ্ট হইয়াছেন।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের
সারমর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদের
মর্ম্মানুবাদ।

বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে ৩০ ডিসেম্বর বুধবার পরাহ্ন বেলা ৪ ঘটিকার সময়ে কাশী হইতে আগত।

শ্রীযুত এচ, টকর সাহেবের
নিকট হইতে।

কলিকাতা।

শ্রীযুত সি, বিডন সাহেব
সমীপেষু।

২৯ তারিখে আসব্রোণ সাহেব লেখেন, আমরা গুরুতরব্বপে হল্লা করিয়া গত রজনীতে "ময়হিরি,, নামক নগর অধিকার পূর্ব্বক ২ দুইটা তোপ জয়লাভ করিয়াছি, আমরা দুর্গের একভাগের গেটেরদিগে শূড়ঙ্গ খনন করিয়া দুই দিবসের ভিতরেই ঐ দুর্গ হস্তগত করিব। দুর্গ অধিকার হইলে পরেই "গুমওয়ারা,, স্থিত আমার অগ্রগামি দল ১৮ ক্রোশ পথ নিরাপদ করত "জোখারি,, নামক স্থলে গমন করিবে, এবং আমার প্রধান সেনাদল বিজরুয়া গড়ে গমন করিবে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত দ্বিতীয় সংবাদটি অত্যন্ত বাহুল্য, অথচ তাহাতে বিশেষ নূতন কিছুই নাই, এজন্য তদনুবাদে ক্ষান্ত হইলাম।

গবর্ণমেণ্টের ক্রীত বিস্তর ঘোড়া প্রতিদিন খোরাচি নামক স্থানে আগত হইতেছে, সেই সকল অশ্ব সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইবেক।

প্রধান সেনাপতির সাহায্যার্থ দিল্লী হইতে কতকগুলী সেনা শকট ও আর আর দ্রব্যাদি লইয়া ফতেগড়ে আসিয়াছে।

১৮ গণিত রায়েল আইরিস সেনাদলের প্রথম সম্প্রদায় বোম্বে হইয়া পুনায় যাত্রা করিয়াছে। পুনায় আর আর অনেক সেনা একত্র হইতেছে।

কতকগুলীন চিহ্নিত সেনাপতি ও রাজকর্ম্মচারি, তাঁহারদিগের বিবী এবং কতকগুলীন এতদ্দেশীয় পদাতিক ও গোলেন্দাজাদি শ্রেণীর নানা দলভুক্ত সেনাপতি ও সেনা নিরাপদে নসিরাবাদ হইতে আগ্রায় গত ৩ তারিখে উপনীত হইয়াছেন, ভরতপুর এবং জয়পুরের রাজা পথিমধ্যে তাঁহারদিগের নানাপ্রকার সাহায্য পূর্ব্বক দয়ার কার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সিডনিস্থ পত্রে দৃষ্ট হইল, ভারত বর্ষের যুদ্ধকার্য্যের সাহায্যার্থ "আষ্ট্রিয়া বাসি প্রজারা ২৫০০ অশ্ব প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ১৮০ অশ্ব জাহাজযোগে আসিতেছে, এবং অতি শীঘ্রই আর সকল ঘোড়া আসিবে। এই সংবাদে সকলেই সুখি হইবেন, কারণ এতদ্দ্বারা অশ্বের অভাবতা একেবারেই দূর হইবে।

লক্ষ্ণৌ গেরিসন হইতে যে সকল স্ত্রী বালক ও আহত এবং পীড়িতাদি এলাহাবাদে আসিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কিয়দংশ জাহাজাভাবে অদ্যাপি তথায় রহিয়াছেন। প্রধান সেনাপতির দলে প্রতিদিন সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বিদ্রোহিরা অযোধ্যায় প্রধানরূপে দল বদ্ধ হইয়াছে।

২৬ তারিখের এলাহাবাদের পত্রে লেখে, লেপ্টেনাণ্ট গবরনর গত দিবস তথায় উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সম্মানার্থ তোপধ্বনি হইয়াছিল।

সাগরের কমিস্যনর সাহেব আপন ক্ষমতায় সৈন্য প্রস্তুত করাতে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

জলপাইকুঁড়ির পলাতক সোয়ার সেনারা গোরক্ষপুরেরদিগে গমন করণের চেষ্টা করাতে বাঙ্গাল ইউমেনারি অশ্বারোহি দল নেপালাধিকার হইতে দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া তাহারদিগের গতিরোধ করণার্থ পুসায় গমন করিতেছে, এই সংবাদের সত্যতার প্রতি সন্দেহ আছে।

নেপালের সেনারা কেবল গোরক্ষপুর অঞ্চলে যুদ্ধ করিবে, অযোধ্যার যুদ্ধের জন্য তাহারদিগের সাহায্যের প্রয়োজন হইবেনা।

সিমুলার পত্রে দৃষ্ট হইল নানা সাহেব কতকগুলীন পদাতিক এবং অশ্বারোহি সেনা লইয়া গড়মুক্তেশ্বরের ঘাটে অবস্থান করিতেছেন!

ফিনিক্স পত্রের ভাগলপুরস্থ সংবাদদাতা ২৭ ডিসেম্বরে লেখেন,, জনপাইকুঁড়ির যে কয়েকজন সোয়ার পলায়ন করে, তাহারা মোরঙ্গের অন্তঃপাতি চত্রা নামক স্থানে এক জন নেপালীয় মহন্তের আশ্রমে উপস্থিত হইবায় তিনি তাহারদের আপন নিকটে রাখিয়া নেপালেশ্বরকে এমত পত্র লিখিয়াছেন, যে, আমি ইহারদিগে ছাড়িয়া দিব, অথবা ধৃত করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিব?।

নেপালেশ্বর যদি জং বাহাদুরের ন্যায় ব্রিটিসপক্ষের সপক্ষ হন তবে অবিলম্বেই ঐ সমস্ত বিদ্রোহিদিগের বিনষ্ট হওনের বিশেষ সম্ভাবনা।

Printed and published by Issurchunder Goorro, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফাঃসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০১৩ সংখ্যা] সোমবার ২১ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ৪ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.

Builders and House Decorators

No. 68 Dhurrumtollah.

Charges moderate.

JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদপ্রভাকর

২১ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা গভীর-শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার লার্ড বিশাপ মহামান্য সর্ব্বপূজ্য রেবরেণ্ড ডেনিয়েল উইলসন সাহেব গত শনিবার প্রাতে এতন্মায়াময়-সংসার বিনিময় করত যোগধামে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর অতিশয় কাতর ও শোকাকুল হইয়া কলিকাতা গেজেট নামক রাজকীয় বিজ্ঞাপন পত্রের অতিরেক পত্র দ্বারা উক্ত মহাত্মার মৃত্যু সংবাদ সর্ব্ব সাধারণের সুগোচর করিয়াছেন। অদ্য প্রাতে যথারীতি ক্রমে তাঁহার মৃত দেহের সৎকার্য্য সমাধা হইবেক। বড় বড় সম্ভ্রান্ত সিবিল ও মিলেটরি সাহেবেরা সকলেই সমাধিস্থলে গমন করিবেন, ইনি যদিও অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত দেশহিতার্থি ধর্ম্মোপদেশক দ্বিতীয় প্রায় বিদ্যমানাভাব, সুতরাং বয়সের ধর্ম্মে তাঁহার লোকান্তর গমনে তাদৃশ শোকের বিষয় নাই বটে, ফলে তাঁহার অভাবে পৃথিবী দেবী একটী অমূল্য ও অতুল্য রত্নভুষণ হারা হইলেন, ইহাই পরম পরিতাপের বিষয়।

ইংরাজী ১৮৫৮সাল কাল রাজ্যে আরুঢ় হইয়া একটী দিবসও অপেক্ষা করিলেন না, খ্রীষ্টধর্ম্মরূপ কল্পতরু সর্ব্ব গুরু প্রথম পুরুষকে প্রথম দিনেই স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় দিবসের রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই গ্রাস করিয়া বসিলেন, তাঁহাকে নূতন বর্ষের নূতন দিবসে ভজনা-ঘরের পুলপিটের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া একটীবারো পরমেশ্বরের ভজনা করিতে দিলেন না। হে নববর্ষ! তোমার পদার্পণ-মাত্রেই আমরা বিনয় পূর্ব্বক তোমার নিকট যে সকল আশা ভরসা করিয়াছিলাম, সে সকলি মিথ্যা হইল, এখন জানিলাম, তুমি কাল নও, কাল। তুমি সাল নও, শাল। যাহা হউক, আর অধিক বাড়াবাড়ি করিবেন না, বশ্ করুন। ভরপেট্ হইয়াছে, এইক্ষণে জল নিয়ে আঁচান্, আমারদের বাঁচান্।

দোহাই দোহাই তুমি প্রসন্ন হও যদি নিতান্তই কাতর হইয়া জঠরানল সহ্য করিতে না পার, তবে রাশি রাশি পর্ব্বতাকারে যে সকল অমঙ্গল ও অনিষ্ট রহিয়াছে, তাহারদের লইয়া গোগ্রাসে অনায়াসেই উদরায় স্বাহা কর। তাহা পরিপাক করিতে করিতে স্বচ্ছন্দেই তোমার সময় অবসান হইবেক।

কাণপুরের কমিস্যারি জেনরল আফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুত বাবু কালীকৃষ্ণ দে গত ২৩ ডিসেম্বর দিবসে তথা হইতে আপনার কলিকাতাস্থ কোনো সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে ডাকযোগে যে এক পত্র প্রেরণ করেন, কোনো বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তির নিকট আমরা সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহার সারভাগ সঙ্কলন পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করুন।

হে মহাশয়! আত্ম-বিবরণ আর অধিক কি নিবেদন করিব? এখানকার বর্ত্তমান সমাচার পূর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল জানিবেন। কাজকর্ম্ম রীতিমত নির্ব্বাহ করিতেছি, তবে মনের কষ্ট অতি কষ্ট, কারণ জগদীশ্বর, যে, আর কতদিনে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ এই প্রদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন, নিয়ত কেবল তাহাই ভাবিতেছি। বিশেষতঃ দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হওয়াতে সাধারণ লোকের পক্ষে অত্যন্তই কষ্ট হইয়াছে, আমরাও সেই কষ্টের অংশ যে রূপে ভোগ করিতে হয় তাহাও করিয়াছি, এক্ষণেও করিতেছি। হে মহাশয়! বিপদের কথা কি জানাইব?—২৭ নবেম্বর দিবসে বিদ্রোহি-সিপাহি ও আর আর দুষ্ট লোক সকল (তাহারদিগের সংখ্যা বিস্তর হইবেক) একত্র হইয়া সংপূর্ণরূপ সমর-সজ্জায় এই কাণপুর নগর আক্রমণ পূর্ব্বক বেষ্টন করত প্রায় এক প্রকার অধিকার করিয়া লয়, ঐ দিবস তৎকালে আমি কুটি আসিয়াছিলাম, এই মহাবিপদ ঘটনায় আর কেহই আফিস হইতে বাসায় যাইবার সুযোগ পাইলাম না, হা ঈশ্বর! জো ঈশ্বর! জয় দুর্গে! শ্রীদুর্গে! রক্ষা কর, রক্ষা কর, একান্ত মনে কাতর হইয়া শুদ্ধ এই কথা বলিতে বলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ইংরাজ বাহাদুরের নব-নির্ম্মিত মৃত্তিকার দুর্গ মধ্যে তাবতেই প্রাণ ভয়ে প্রবেশ করিলাম, প্রায় সমস্ত বাঙ্গালি বাবুই ঘোর দুর্গে, সেই দুর্গে, জয় দুর্গে, ত্রাহি দুর্গে বলিয়া শমন-সদন-গমনোন্মুখ-প্রায় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবস্থান করেন। একাদিক্রমে দশদিবস অনবরতই কেবল গোলাবৃষ্টি হইয়াছে, ঘোরতর ভয়ঙ্কর গভীর শব্দে স্তব্ধে আমরা কূর্ম্ম-শরীর-সঙ্কোচ করণের ন্যায় হস্ত পদাদি সমুদয় সঙ্কোচ করণ পুরঃসর নিরন্তর কেবল থর থর করিয়া কাঁপিয়াছিলাম। আমারদের মস্তকের উপর দিয়া কত গোলা গুলি ভোঁ ভোঁ সাঁই সাঁই শব্দ করিয়া গঙ্গার জলে পতিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয়না, যেমন দুর্দ্দৈব দাবানলে পরিবেষ্টিত কোনো কোনো কুরঙ্গ কুমার করুণাময় পরমেশ্বরের বিশেষ করুণায় দৈবাধীন বারিদবদন-বিনির্গত বারিধারার আশ্রয় পাইয়া রক্ষা পায়, আমারদিগের এই রক্ষা অবিকল সেই প্রকার হইয়াছে। গোলাবৃষ্টির স্থষ্টিতে বিশ্ব-স্থষ্টির দৃষ্টিপথ প্রায় রুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাতেই রিষ্টির কথা আর কি লিখিব? ক্ষণার্দ্ধকালও তোপ-ধ্বনির বিশ্রাম হয় নাই। হে মহাশয়! এইস্থলে একবার জগদীশ্বরকে প্রণিপাত করি। দৈব যাহাকে অনুকূল হন সে ব্যক্তির জলে, স্থলে, অনলে, গগণমণ্ডলে, তলাতলে, রসাতলে, পর্ব্বতশিখরে, নিবিড়ারণ্যে সর্প ব্যাঘ্রাদি বিশাল-হিংস্রজন্তুর নিকট বিনাশ নাই। কিন্তু এই রক্ষাকে আমারদিগের সৌভাগ্যের ফল বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারিনা, এতদ্দ্বারা কেবল সর্ব্বশক্তিমান ব্রিটিস-শক্তির সমূহ শ্রীবৃদ্ধিসূচক সৌভাগ্য ও পরাক্রমের গৌরব গরিমাই প্রকাশ করিতে হইবেক।

পরন্তু এইরূপে নয় দিবস গত হইলে দশম দিবসীয় প্রাতে সূর্য্যদেব আপনার উদয়াচল হইতে জয় এবং মঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বভাগে স্বকর প্রকটন পূর্ব্বক সুদিন প্রদান করিলেন। আমারদিগের সুবিখ্যাত সর্ব্বজয়ী মহামতি মহারথি প্রধান সেনাপতি বাহাদুর অযোধ্যা হইতে আগমন পূর্ব্বক অসম সাহসে বিশেষ বীরত্ব বিধান পূর্ব্বক সৈন্য সঞ্চালন করত চতুর্দ্দিগ হইতে শত্রু পক্ষের বক্ষে কক্ষে মস্তকের উপর বিপর্য্যয়শব্দে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এইরূপে পাঁচ ঘণ্টাকাল ভীষণ-বজ্র নিনাদের ন্যায় তোপধ্বনি হয়, কটা বর্ণের ব্রিটিস ভটার যুদ্ধের ছটা ঘটা দেখিয়া ও নানারূপে প্রহারিত হইয়া সন্ধ্যার সময়ে উক্ত দুষ্ট দুর্জ্জনেরা প্রাণভয়ে ভীরু ফেরু শৃগালের ন্যায় উচ্চ পুচ্ছে ফেউ ফেউ শব্দে ছড়িভঙ্গ হইয়া উঠে ছুটে গেলেম্, মলেম্, খোল্লে, মাল্লে, সাল্লে, যাই রে, ভাই রে, বাপ্ রে, মা রে, করিতে করিতে চম্পট করে। শ্বেতসেনারা তৎকালে তাহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাল্লা করত ধর্ ধর্, মার্ মার্, সার্ সার্, কাট্ কাট্ করিয়া ছয় ক্রোশ পথপর্য্যন্ত কাটা কাটা করিতে করিতে গমন করে, তাহাতে হতভাগা বিপক্ষদল হতবল হইয়া পরিশেষে আপনাদিগের ঝুলি কাঁথা, ধুচুনি, কুলা, প্রভৃতি যথা সর্ব্বস্ব ফেলিয়া কোন্ দিগে পলায়ন করিল তাহার নির্ণয় হইলনা।

এই যুদ্ধে আমরা শত্রুদিগের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য জয়লব্ধ করিয়াছি তদ্বিবরণ।

ম্যাক্‌জিন গাড়ি অর্থাৎ সমরীয় শকট অনুমান ২০০।

বলদ অনুমান ৪।৫০০০।

কামান অনুমান ৫২ কিম্বা ৫৫।

গন্ নামক বড় বড় বন্দুক, বিস্তর অগণ্য।

বেলি, থাল, লোটা, বাঁটুল, তাওয়া, লোহার উনন, কড়া, হাতা, বেড়ি, দড়া, দড়ি, বস্ত্রাদি, ঘৃত, চিনি, আটা, গম, ছোলা, ডাইল ইত্যাদি কত পাওয়া গিয়াছে তাহার নিরূপণ করা যায়না, তাহার অধিকাংশই অদ্যাপি সহরের বাহিরে রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে আনা যাইতেছে।

দুঃখের কথা কি নিবেদন করিব? আমরা সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছি, ঐ কয়েক দিন ভয়ঙ্করূপে লুঠ হয়, তাহাতে হিন্দুস্থানিদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালিদিগের অধিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমরা এক আফিসের কয়েকজন বাঙ্গালি পূর্ব্বাবধি একত্র ছিলাম, এখনো আছি, আমারদিগের এইক্ষণকার সম্বল কেবল পরিধেয় এক এক স্যুট বস্ত্রমাত্র, জলপাত্র, ভোজনপাত্র প্রভৃতি আর কিছুই নাই, কেবল ভাঙ্গা সিন্ধুক পড়িয়া আছে, দুষ্টেরা কেবল মৃত্তিকা মাত্র রাখিয়া গামোছাখানিও লইয়া গিয়াছে, এই মৃত্তিকা যদি সঙ্গে লইয়া যাইবার হইত তবে তাহাতেও ত্রুটি করিতনা। আমারদিগের দেশস্থ বাবু হলধর মুখোপাধ্যায় ঐ সময় বাটীতে ছিলেন, একারণ তাঁহার অধিক হানি হয় নাই, যৎকিঞ্চিৎমাত্র গিয়াছে। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্রের এক খেই সুতাও নাই, আর আর সকল বাঙ্গালির ঐ রূপ দুর্দ্দশা জানিবেন। বাবু বিশ্বম্ভর ঘোষের দুঃখের কথা বর্ণনা করা যায়না, তাঁহারা প্রায় তাবতেই "পরেশনাথের" ন্যায় হাঁসা-দিগম্বর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই, যে, আমরা সমস্ত বাঙ্গালি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছি, কাহারো জীবনের হানি হয় নাই. ইহাই পরম সৌভাগ্য। যেরূপ কষ্টে ঐ কয়েক দিন গত করিয়াছি, হে পরমেশ্বর! কেবল তুমিই তাহার একামাত্র সাক্ষী। আমারদিগের নিরাহারেই জীবন যাইত, কেবল নীরাহারেই জীবন রহিয়াছে, মা গঙ্গা সিয়রের উপরেই ছিলেন, তিনিই আমারদিগকে কোলে না টানিয়া পিপাসা কালে অকাতরে জীবন দিয়া জীবন রাখিয়াছেন, এইক্ষণে আর আর সকলি কষ্ট জানিবেন, কিন্তু বর্ত্তমানে কোনোরূপ ভয়ের আশঙ্কা দেখিতে পাইনা, তবে বিধাতার মনে কি আছে তাহা তিনিই জানেন।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

হে পাঠকগণ! আপনারা পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। আমারদিগের ইংরাজ সহযোগি এবং সুসভ্য ইংরাজ পাঠকমহাশয়েরা বর্ত্তমান বিপদ-বিঘটিত-বিষম-বিদ্রোহে বাঙ্গালিব্যূহের এতদ্রূপ দারুণতর দুর্দ্দশা সকল দর্শন করত আপনাপন মহত্মনের ধর্ম্মে সদভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে।

যে কোনো স্বদেশের দুঃখে দুঃখী স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী বিদ্যানুরাগি ব্যক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্র খানি ইংরাজীভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক ইংরাজীপত্রে প্রকাশ করিবেন, আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিব।

রাণীগঞ্জ প্রবাসি বন্ধুর পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"রাণীগঞ্জের অন্তঃপাতি মেজে।
দামোদরের পশ্চিম পার।
১৬ পৌষ ১২৬৪।,,

"অদ্য প্রাতে মেদিনীপুর হইতে সিকাবটি রেজিমেণ্ট দামোদর পার হইয়া রাণীগঞ্জে পঁহুছিয়াছে। তাহারদের সঙ্গে যে সকল হস্তি আছে, তাহার মধ্যে একটা হাতি ক্ষিপ্ত হইয়া আপনার মাহুতের স্ত্রীকে দন্তাঘাতে হত করে, মাহুতকে বিনষ্ট করণের চেষ্টা করিয়াছিল, ঈশ্বরানুগ্রহে সে ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছে। ঐ ক্ষিপ্ত হস্তিকে মারিবার জন্য সিপাহিরা অনেক চেষ্টা করিতেছে। সে দক্ষিণদিগে ছুটিয়া অনেক গৃহাদি নষ্ট করিয়াছে। এপর্য্যন্ত মারা পড়ে নাই,,।

"৩২ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের কাপ্তেন রে সাহেব রাণীগঞ্জের কাণ্টেনমেণ্টের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও আবকারি সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন,,।

"উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাতায়াত জন্য এখানে গবর্ণমেণ্টের অধীনে "বুলাক্‌ট্রেন,, খোলা হইয়াছে।,,

"মেক্টর জক্‌সন্ সাহেবের আফিস রাণীগঞ্জের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইবার কল্পনা হইতেছে,।

"১৮ পৌষ ১২৬৪।,,

"অদ্য হাবড়া হইতে আগত বাষ্পরথ যাহাতে রিক্রুটসেনা বোঝাই ছিল, তাহা বিস্তর বিলম্বে আসিয়াছে। ইহার কারণ মেমারিতে অগ্নির কলে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মে, ইহাতেই ঐ গাড়ী বর্দ্ধমান পঁহুছিতে এক ঘণ্টার অধিক কাল বিলম্ব হয়।,,

"ঢাকা নিউস,, একবার লিপিদোষে গবর্ণমেণ্টের নিকট কানুটি খাইয়াছিলেন, তাহাতে কয়েক দিন প্রেস বন্ধ থাকে, সংপ্রতি সেই কা-

ণের বেদনা থাকিতে থাকিতেই আবার রাজবিরুদ্ধে অতি এক বিরস কর্কশ-ভাষ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর তাঁহার প্রতি রোষপরবশ হইয়া লাইসেন্স হরণ কারণ গবরনর জেনরলের অভিমত প্রার্থনা করাতে প্রধান মহাশয় তাহার এরূপ উত্তর দিয়াছেন, যে " আমার বিবেচনায় এই লেখায় তাদৃশ দোষানুভব হয়না। তবে আপনার প্রতি যেরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত আছে, আপনি সেই ক্ষমতাক্রমে ঢাকা নিউসের লাইসেন্স কাড়িয়া লইলে তদ্বিষয়ে আমরা কোনোরূপ আপত্তিই উল্লেখ করিতামনা ,,।

ইংরাজী সম্পাদকেরা এই সময়ে বিবেচনা করিয়া লিপিকার্য্য নিষ্পন্ন করুন, পুনঃপুনঃ পত্র বন্দ হওয়া, ধাক্কা খাওয়া, ধমক্ খাওয়া ভাল দেখায়না। বড় লজ্জার বিষয়। "স্প্রিট,, "Spirit ,, পেটেই রাখুন, এইক্ষণে বাহিরে প্রকাশ করা ভাল হয়না।

আগামি সোমবার পরাহ্ণ সাত ঘণ্টার সময়ে হিন্দু মেট্রপলিটেন কালেজের গৃহে কলুটোলার ইব্‌নিং স্কুলের ছাত্রদিগের তৃতীয় গণিত সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরিত হইবেক।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

আমরা নিশ্চয়রূপে অবগত হইলাম, যুদ্ধ কার্য্যের নিমিত্ত কেপে ২৫০০ অশ্ব ক্রয় করা হইয়াছে, ঐ সকল ঘোটক বাষ্পীয় তরি-যোগে শীঘ্র এখানে আসিবেক।

বরাহির ২৯ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে লেখে শীকসেনা অদ্য প্রাতে হাজারিবাগ হইতে এখানে আসিয়াছে, তাহারা শীঘ্রই আপনাদিগের প্রধান দলের সহিত যুক্ত হইবেক।

বাগ্‌দাচটি হইতে ড্রাগুন গার্ড সেনারা এখানে আসিবেক। আহ্লাদ পূর্ব্বক লিখিতেছি, রাণীগঞ্জ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত রাজপথে আর কোনো উপদ্রব নাই। ভ্রামক ও পথিকেরা নির্ভয়ে একাকিই অনায়াসে গমনাগমন করিতেছে। কলিকাতার ডাক আমরা নিয়মমত পাইতেছি। ইহাতে বাঙ্গালার পোষ্ট মেষ্টর জেনরলকে প্রশংসা করিতে হইবেক। মেইল ও বুলক ট্রেনের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেষ্টর ব্যানেট সাহেব এক্ষণে সহরঘাটিতে রহিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই এখানে আসিবেন।

তদারক করণের উপযুক্ত লোকাভাবে অনেক কর্ম্মেই বিলম্ব হইতেছে কর্ম্মাধ্যক্ষ মেষ্টর ইষ্টিয়ার্ড সাহেব সংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়াছেন, ডাক্তর ডিলেপ্রাট সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন, প্রার্থনা করি উক্ত উপযুক্ত গুণযুক্ত মহাশয় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করুন। বলদ এবং শকটাদি সংগ্রহবিষয়ে সর্ব্বদাই অসন্তোষ জন্মিতেছে, কারণ কেহই তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক দিতে চাহেননা।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বিদ্রোহ এবং বিপদ ঘটনার সংবাদ শুনিয়া ফ্রান্সবাসি আপামর সাধারণ সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

সুবিখ্যাত মহারথি মৃত নীল সাহেবের স্মরণসূচক কীর্ত্তি স্থাপনের অনুষ্ঠানার্থ শীঘ্র এক প্রকাশ্য সভা হইবেক।

দিনাজপুরের পত্রে লেখে, সেলার সেনারা তথায় নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়া স্কুলের বাটীতে অবস্থান করিতেছে।

এলাহাবাদের ২৯ডিসেম্বরের পত্রে লেখে এখানে আর কোনো উৎপাত নাই, প্রতিদিন বাষ্পরথে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। হাইলেণ্ডর দলের বাদ্য অত্যন্ত উত্তম।

অদ্য সন্ধ্যার সময় এক সুখের সংবাদ আসিয়াছে, কর্ণেল সিটেন্ সাহেব, যিনি ৩৩ গণিত সৈন্যশ্রেণী সহিত খাদ্য ও আর আর দ্রব্যাদি লইয়া প্রধান সেনাপতি সাহেবের শিবিরে গমন করিতেছিলেন, তিনি বিদ্রোহিদিগের ৭০০ ব্যক্তিকে হত করত তাহারদিগের ১২ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছেন। আমি অনুমান করি, প্রধান সেনাপতি ফতেগড় আক্রমণার্থ গমন করিয়াছেন।

দৈবাৎ বাষ্পীয় শকটে আগুণ লাগিয়াছিল।

২৪ নবেম্বরের সিমলার পত্রে লেখে, এই স্থান নিরাপদে রহিয়াছে, এই মাত্র সমাচার পাইলাম, রুসিয়ান, খামিন টারটরিয়ান এবং বখেরার এক বৃহৎ দল সৈন্য সমবেত হইয়া সিমুলা হইতে ২০ ক্রোশ দূর হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক ইয়ারকান্দ নামক স্থানে আসিয়াছে, ঐ স্থান ত্রির্ব্বত এবং চীন রাজ্যের অধিকারের নিকটাবর্ত্তি।

কিছু দিন পূর্ব্বে বহু সংখ্যক রুসিয়া সৈন্যের আগমনের কথা যাহা প্রকাশ হয়, ইংরাজী পত্রের সম্পাদকেরা তাহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন।

যদি এই সংবাদ সত্য হয় তবে তাহারা কাস্মির অধিকার করত আমাদিগের নবনির্ম্মিত বর্ত্ম দিয়া অনায়াসেই সিমুলায় আসিতে পারে।

সিমুলার পত্রপ্রেরক আরো লেখেন, এই শীতকালে এখানে একটা মহাভয়ঙ্কর কাণ্ড হইবেক।

তিতা নামক স্থানের সব-ডেপুটি আকিমএজেণ্ট দস্যুদিগের হস্ত হইতে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০১৫ সংখ্যা] বুধবার ২৩ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ৬ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজ।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ব্রাহ্ম সমাজের গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ ব্রাহ্মদিগকে অবগত করিবার নিমিত্ত আগামী ২৭ পৌষ রবিবার, অপরাহ্ন তিনঘণ্টার সময় স্থির হইয়াছে, অতএব ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে আগমন পূর্ব্বক তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া যথা কর্ত্তব্য বিধান করিবেন এবং আগামী বৎসরের জন্য ধন সংস্থান ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
সম্পাদক।

কলিকাতা।
ব্রাহ্ম সমাজ।
২১ পৌষ ১৭৭৯।

সংবাদ প্রভাকর

২৩পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

বিশেষ তথ্যানুসন্ধান না করিয়া অকারণে হরকরা সম্পাদক মহাশয় আপনার গত দিবসীয় পত্রে কিঞ্চিৎ কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমারদিগের পত্রের গাত্রে কুটুস্ করিয়া একটী কামোড় মারিয়াছেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে প্রভাকরের পত্রপ্রেরকের ও প্রভাকর সম্পাদকের কিছুমাত্র অপরাধ নাই, তিনি আপনার পত্র প্রেরকের লিপি উপলক্ষে বাঙ্গালা পত্রের প্রতি দোষোল্লেখে যদ্রূপ অত্যুক্তি করিয়াছেন, বাঙ্গালা পত্রের শরীরকে এপর্য্যন্ত তাহার শতাংশের একাংশ দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই, বরং যে কোনো কারণেই হউক, ইংরাজী পত্রে সময়ে সময়ে ও প্রায় সর্ব্বদাই একটা না একটা আকাশভেদি অমূলক কথা প্রকাশ হইয়া থাকে, আমরা সেই সকল দৃষ্টি করিয়া প্রায় এক প্রকার অন্ধবৎ আচরণ করিয়া থাকি, কিন্তু কি পরিতাপ! আমারদিগের সুবিজ্ঞ শ্বেত সংযোগী বিনা দোষেই বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রতি অনর্থক অন্যায়রূপে দোষারোপ পূর্ব্বক স্বকীয় সম্পাদকীয় ধর্ম্মে ও উচ্চ নামের মহিমায় আপনিই ইচ্ছা পূর্ব্বক কলঙ্ককজ্জল অর্পণ করিতেছেন, ইহা সাধারণ দুঃখের বিষয় নহে। আমরা তাঁহাকে অতি শ্রেষ্ঠ, প্রধান ও সমদর্শি জ্ঞানে যে সকল মর্য্যাদা দানে অনুরত হই, তিনি সমাদর পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ না করিয়া বিপরীত করিবেন, ইহাতে আমারদিগের অপরাধ কি? আমরা আগামি দিবসে সর্ব্বসাধারণের সুগোচরার্থ হরকরার উক্তিটী প্রকটন করিব, সকলে দৃষ্টি করিয়া সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনা পূর্ব্বক বিচার করিবেন।

গত ১ ভাদ্রের মাসিক পত্রিকা বালম ৪। নং ১। প্রাপ্ত হইয়া আমরা অতি যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু সেই পত্রখানি অতি সুন্দর, সহজ ভাষায় কয়েকটি উত্তম প্রস্তাবে পরিপূরিত

হইয়াছে। উক্ত ভাষা বালক বালিকা দিগের সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবেক।

" কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা " নাম্নী সমাচার পত্রিকা কোনো কারণ-বশতঃ কয়েক মাস অপ্রকটিতা থাকিয়া গত ১ জানুয়ারি দিবসে পুনর্ব্বার প্রকাশিতা হইয়াছে, আমরা তৎপাঠে পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম, প্রার্থনা করি, জগদীশ্বরেচ্ছায় তৎপত্রের সম্পাদক মহাশয় সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হউন, বিদ্যানুরাগি দেশহিতৈষি মহাশয়েরা যথাযোগ্য আনুকূল্য দ্বারা তাঁহাকে উন্নত করুন।

উক্ত সম্পাদক লেখেন যে বালকেরা যেমন নির্ভয়ে মহানন্দে ও মাতৃক্রোড়ে বাস করে, কাশীবাসি জনেরা সংপ্রতি ব্রিটিস-শক্তির ক্রোড়ে থাকিয়া সেইরূপ নির্ভয়ে ও মনের আহ্লাদে বাস করিতেছেন, সহস্র সহস্র বিদ্রোহি সমবেত হইয়া আগমন করিলে সহস্র বর্ষেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেনা।

বাবু শিবনারায়ণ দেবের আত্মঘাতি হওনের সংবাদ আমরা গত দিবস অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলাম, শুনিতেছি কয়েক দিবস পূর্ব্বাবধি তাঁহার চিত্তে কিঞ্চিৎ চাপল্য জন্মিয়াছিল, পরিবারদিগের নিকট দুই একটা ভুল কথা কহিতেন। মৃত্যুর দিবস কাহারো সহিত তাদৃশ আলাপ করেন নাই। কুঠি যাইবার সময়ে চাবি গুলি চাকরের জিম্মা করিয়া দেন। এবং মরণের তাবৎ বিবরণ একখানা কাগজে লিখিয়া রাখেন।

বিলাতের এক নাট্যশালায় সংপ্রতি কাণপুর ও লক্ষ্ণৌজেতা মৃত মহারথি হেবলক সাহেবের পত্নী নাট্যক্রীড়া কালীন উপস্থিত থাকায় তাঁহাকে উপলক্ষ করত বারম্বার সমস্ত দর্শক ও ক্রীড়কগণ জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন, এবং উক্তা শ্রীমতী যৎকালীন নাট্যশালা হইতে নিজ শকটে আরোহণ করেন, তৎকালেও ঐ সকল লোক তাঁহার যানের নিকট আসিয়া ঐ প্রকারে যথেষ্ট সম্মান ও তুষ্টি বৃদ্ধি করেন।

আহা! মৃত মহাত্মা মহারথি হেবলক সাহেব যদিস্যাৎ জীবিত থাকিতেন তবে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের ব্যাপার হইত, তিনি জীবিত থাকিয়া এক দিবসের জন্যও যদি আপনার জন্মভূমিতে অবস্থান করিতে পারিতেন তবে তাঁহার, তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনীর, স্নেহান্বিত পরিজন, স্বজন, সজ্জন বন্ধু বান্ধব ও স্বদেশস্থ সমস্ত লোক এবং ভারতবর্ষস্থ প্রজাপুঞ্জ সকলেরি পক্ষে সমান আনন্দ ও সমান গৌরবের ঘটনা হইত।

তিনি স্বজাতির স্বাধীনতা সংরক্ষণে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিলাতের রাজপুরুষেরা অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া সময়ানুযায়ি তাঁহার সম্মান ও পারিতোষিক প্রদানে ত্রুটি করেন নাই, তিনি পদবী, পদোন্নতি এবং বৃত্তি, এই তিন বিষয়েই পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। আহা, কি পরিতাপ! জগদীশ্বরেচ্ছায় একটী দিনের নিমিত্তও তাহা সম্ভোগ করিতে পারিলেন না, তিনি নব উপাধি ও নবপদধারি হইয়া জন্মক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক যে দিবস প্রকাশ্য সভায় আরূঢ় হইতেন, সেই দিবসটী তাঁহার ও তাঁহার স্বদেশস্থ সমস্ত লোকের পক্ষে কি সুখের সুদিবস হইত।

জেনরল হেবলক সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষে শ্রীশ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেব ঐ মৃত মহাত্মার রণনৈপুণ্য ও সাহস এবং সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় অনুস্মরণ পূর্ব্বক এক শোকসূচক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রধান মহারথি মহোদয় ব্যক্ত করেন, জেনরল হেবলক ভারতবর্ষে আগমনাবধি ব্রহ্ম দেশ, আফগানস্থান, গোয়ালিয়র, এবং সতলেজ অর্থাৎ শতদ্রু নদী তীরস্থ শীকরাজ্য, এই কয়েক স্থানের ঘোরসংগ্রামে সর্ব্বত্রই জয়ী হইয়া প্রচুর প্রশংসা লাভ করত পরিশেষ বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহিতায় কাণপুর ও লক্ষ্ণৌরাজ্য যেরূপ বীরত্ব ও অসমসাহসে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে মহারাণী এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই উভয়ের গবর্ণমেণ্টের সৈন্যশ্রেণী মধ্যে তাঁহার নাম ও গৌরবাদি চিরকাল উজ্জ্বলরূপে প্রদীপ্ত থাকিবেক, এবং এই পৃথিবী মণ্ডলে যেপর্য্যন্ত ইংলণ্ডদেশীয় ইতিহাস গ্রন্থ প্রচারিত থাকিবে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত কেহই উক্ত মৃত মহাত্মার নাম ও গুণ গরিমাদি কখনই বিস্মৃত হইবেন না। ওলাউঠা পীড়া বৃদ্ধিকর ভয়ঙ্কর ঘোরতর গ্রীষ্মকালে প্রখরতর অসহ্য রবি কর সহ্য করিয়া তিনি যখন অযোধ্যার সমর ক্ষেত্রে ঘোরতর তোপাগ্নি বৃষ্টি সমীপে স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে, জেনরল হেবলক স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা এবং স্বদেশস্থ দুর্দশান্বিত শত্রু বেষ্টিত বন্দিবৎ ব্যক্তিদিগ্যে উদ্ধার করণার্থ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াই প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার জন্ম সার্থক, তাঁহার কার্য্য সার্থক, এবং তাঁহার মৃত্যুও সার্থক, অতএব আমি গবরনবর জেনরলের সহিত সংপূর্ণরূপে ঐক্য হইয়া গুণগান করিতেছি।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

হরৌলি স্থানের শিবির।

৩ জানুআরি ১৮৫৮।

প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকট হইতে আগত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

দেলী নদী নামক স্থানে যে সেতু ভাগ্যক্রমে প্রায় মেরামৎ হওয়া শেষ হইয়া উঠিয়াছে. বিদ্রোহিগণ গত দিবস তাহার কার্য্যকারিদিগের কার্য্যের ব্যাঘাত করণার্থ আগমন করিয়াছিল.তাহাতে কিয়ৎকাল হাতাহাতি যুদ্ধের পরেই তাহারা গুরুতর আহত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, তাহারদিগের পশ্চাদ্ভাগে ধাবিত হওয়াতে সমুদয় তোপ জয়লব্ধ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৭ কিম্বা ৮ হইবে। তন্মধ্যে ২ টা ১৮ পোনি তোপ পাওয়া গিয়াছে। ৫ গণিত পঞ্জাব কেবেলরি দলের লেপ্টেনাণ্ট ইয়ং হজবেণ্ড সাহেব ভয়ানকরূপে আহত এবং বাঙ্গাল আর্টিলরি দলের কাপ্তেন মেক্সয়েল গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। আমি অদ্য ফরেক্কাবাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, এবং কর্ণেল সিটন সাহেবের দলের সহিত সংবাদ প্রেরণাদির সুযোগ করিয়াছি।

সমরসম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, পঞ্চকোটির রাজা নীলমণি সিংহের দেওয়ান দেবদ্দিন গোয়াল রাণীগঞ্জে ধৃত হইয়াছেন।

ইংলিসমেনের মুজাপুরস্থ সংবাদদাতা ১ জানুয়ারি তারিখে লেখেন ৪৭ সংখ্যক সিপাহিদলের বাসা সকল অনুসন্ধান করাতে কোনোরূপ অস্ত্রাদি পাওয়া যায় নাই। ঐ দলের জনেক সিপাহি কয়েকটা বারুদের টোটা অপহরণের অপরাধ জন্য কয়েক দিন হইল কাশীধামে ফাঁসিদ্বারা হত হইয়াছে। সে ব্যক্তি চোর ছিল। কারণ তাহার নিকট হইতে অপরাপর সিপাহিদিগের অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়।

ঐ দিবস এলাহাবাদ হইতে যে সংবাদ আইসে তাহার সারাংশ। " বিদ্রোহিতার পূর্ব্বে যে সকল সিপাহি ছুটি লইয়া গমন করে তাহারদিগের মধ্যে সংপ্রতি ৭০০ ব্যক্তি এখানে প্রত্যাগত হইয়াছে। নদীপারে প্রায় ১০০০০ বিদ্রোহি দল কামান এবং অপরাপর অস্ত্রাদি সহিত অবস্থান করিতেছে। প্রতিদিন প্রাতেই তাহারা কাওয়াজ করে ও তোপ ছোড়ে। শুনা গেল অযোধ্যার কোনো রাজা তাহারদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতেই ঐ দুষ্টেরা এলাহাবাদ আক্রমণে সচেষ্ট হইয়াছে। গত রাত্রিতে ১০ জন দুষ্টলোককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, অদ্য আর কয়েকজনের ঐরূপ শাস্তি হইবেক। এখানে কতকগুলীন রাইফেল এবং হাইলেণ্ডর সেনা আছে, তাহারদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০ হইবেক।

ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন ইম্পি সাহেব গোরা সেনাদিগের বাসার্থ বারিক নির্ম্মাণ করণের কার্য্যে রাত্রি দিন পরিশ্রম করিতেছেন।

কাণপুরের সংবাদদাতা গত ৩০ ডিসেম্বর দিবসে লেখেন " ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল সাহেব নানা সাহেব এবং তাঁহার অধীনস্থ ২০ সেনাপতিকে সংগ্রামে ধৃত করত তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দিয়াছেন।

গত ২৩ ডিসেম্বর দিবসে আগ্রার দুর্গ হইতে পত্র প্রেরক লেখেন, অতি দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি দিল্লীর নিকটবর্ত্তি হিন্দনের সাঁকোর নিকট এডওয়ার্ড, লাং, মার্সেল সাহেব মারা পড়িয়াছেন। তিনি মিরাট নগর হইতে একপত্র আনিবার উপক্রমেই হত হয়েন।

আলমবাগের শিবির হইতে ২৬ ডিসেম্বর দিবসে যে পত্র আইসে তাহার একাংশ " ভারতবর্ষে " এইক্ষণে কি হইতেছে তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারিনা।

ডাক গমনাগমন বিষয়ে বড়ই উৎপাত হইয়াছে, অশ্বারোহি সৈন্য যোগে সমাচার পাঠাইতে হয়।

লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় দুই ক্রোশ দূর এক প্রশস্ত ক্ষেত্র মধ্যে জেনরল ওটরামের শিবির স্থাপিত আছে। বিপক্ষদলের কতকগুলী আমারদিগের সম্মুখে এবং তিন চারি সহস্র লোক আমারদিগের দক্ষিণ পার্শ্বে আছে। তাহারা আলমবাগের রক্ষিত স্থান এবং আমারদিগের তোপের সকল বুরুজের উপর সমস্ত দিবস গোলাবর্ষণ করে, তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয় নাই, প্রাতে, বৈকালে, এবং কখনো কখনো মধ্যাহ্ন কালে আমারদিগের বড় বড় তোপ দ্বারা তাহারদিগের তোপের বুরুজের উপরে গোলাবৃষ্টি করা যাইতেছে।

গ্রাম্য লোকেরা এখন এরূপ বুঝিয়াছে, যে, ব্রিটিসপক্ষ ক্রমেই প্রবল হইতেছে। কেননা তাহারা মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আমারদিগের শিবিরে আসিতেছে, যে সকল গ্রামে খাদ্য সামগ্রী আছে বলিয়া শুনা গিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে সেই সকল গ্রাম আক্রমণার্থ আমরা কতকগুলীন গোলেন্দাজ, পদাতিক এবং অশ্বারোহি সেনা প্রেরণ করি, তাহাতেই এই সুফল ফলিয়াছে।

এক দিবস প্রাতে সূর্য্যোদয় কালে আমরা দক্ষিণভাগের তিন চারি হাজার বিদ্রোহি যোদ্ধাদিগ্যে অকস্মাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক ৪ টা তোপ এবং কতকগুলীন গোলা বারুদের শকট জয় লাভ করিয়াছি।

দিল্লী হইতে গত ১৮ ডিসেম্বর তারিখে যে পত্র আইসে, তাহার সারমর্ম্ম, অদ্যাবধি জাজরের রাজার দোষাদোষের বিচার হইতেছে,বোধ হয় তিনি নিষ্কৃতি পাইবেননা। রুড্ সাহেবকে তিনি রক্ষা করেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সাহেবের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, কথিত বিচার সমাধা হইলেই আলমগড়ের রাজার বিচারারম্ভ হইবেক। গত দিবস আলমগড়ের রাজার উকীল এবং অপর ৩৪ জন দুষ্ট লোককে ধৃত করিয়া আনা গিয়াছে।

কয়েক দিবস হইল দিল্লী হইতে যে সেনারা শত্রুদমনে গমন করে তাহারদিগের মধ্যে ৬ গণিত কোম্পানিয়ার সৈন্যের কতকগুলীন যোদ্ধা দলভঙ্গ পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়াতে আলিগড়ের কিঞ্চিৎ দূরে বিদ্রোহিদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ৩ জন সেনাপতি এবং ৬০ জন সেনা হতাহত হয়েন। এবং শুনা গেল আমারদিগের উক্ত সম্প্রদায় পুনর্ব্বার আলিগড়ে আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঐ যুদ্ধে বিপক্ষব্যূহের অনেকেই হত এবং আহত হয়।

এখানে প্রতিদিন দুষ্টদিগ্যে ফাঁসি দেওয়া যাইতেছে। অদ্য প্রাতেও ঐ রূপে নয়জনের প্রাণ দণ্ড হইল। তাহার মধ্যে ২ জন সিপাহি ছিল।

এমত ব্যক্ত হয়, স্যার জান, লারন্স সাহেব পুনর্ব্বার দিল্লীনগর লুঠ করণে নিষেধ করিয়াছেন। প্রাইজএজেণ্ট সাহেবেরা যত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা শীঘ্রই বণ্টন হইতে পারে।

দিল্লী নগরে শীঘ্র শীঘ্রই পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ লোকালয় হইতেছে। এবং দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বানুরূপ নানাবিধ দোকান পশার খুলিতেছে, অদ্যাপি লুণ্ঠিত দ্রব্যের নীলাম হইতেছে। এখনো আরো কয়েক দিন নীলাম হইতে পারে। অশ্ব সকল অতি উচ্চমূল্যেই বিক্রীত হইতেছে। বস্তুতঃ তাহা দুষ্প্রাপ্যই হইয়াছে।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল যবন বিদ্রোহিরা মথুরা ও বৃন্দাবনে অনেক অত্যাচার করিয়াছে, দেবালয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তথায় ইংরাজ সেনারা গমন করাতে দুষ্টেরা শাসিত হইবায় এইক্ষণে পথ নিরাপদ হইয়া আসিতেছে।

হাবড়ার রেইল ষ্টেসনে এক ব্যক্তি গোরা-সেনাদিগকে গোপনে মদ্য বিক্রয় করাতে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ২০০ টাকা দণ্ড প্রদান অথবা দুই মাস কারাবাসের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে সদর রিবিনিউ বোর্ডের কর্ত্তারা হাবড়ার আবকারি কর্ম্মচারিকে এমত অনুমতি করিয়াছেন যে, তথায় কেহ যেন সেনাদিগ্যে মদ্য বিক্রয় করিতে না পারে।

১৮৫৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর হইতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুয়ারি অবধি রাণীগঞ্জ হইতে বিস্তর সেনাপাত ও সেনা পশ্চিম দেশে প্রেরিত হইয়াছে। জং বাহাদুরের মৈত্রিভাব জন্য গোরখা সেনারা অতি বাধ্য হইয়া সদ্ব্যবহার করিতেছে।

পঞ্চকোটির রাজার বিচার অদ্যাপি শেষ হয় নাই।

কটকের ৩০ ডিসেম্বর দিবসের পত্রে লেখে, "সম্বলপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ঐ স্থল অদ্যাপি দুর্ব্বলাবস্থায় রহিয়াছে। মেজর বেট্স সাহেব আপনার দল, ৪০ গণিত মান্দ্রাজি দলের হেড কোয়াটর এবং কতকগুলীন গোলেন্দাজ সেনা আর ২ টা ১২ পোনি হাইটজর নামক তোপ সহিত পথেই আটক রহিয়াছেন, কারণ কুলি সকল পলায়ন করিয়াছে, যে স্থানে ডাক্তার মুরি সাহেব হত হয়েন,তাহার ৩ক্রোশ নিকটে তাঁহারা অবস্থিত হইয়াছেন, বিপক্ষেরা দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণের ভয় দেখাইতেছে। কমিস্যনর এবং অন্যান্য সাহেবেরা বিদ্রোহি দমনে ও শান্তি স্থাপনে সংপূর্ণরূপে মনোযোগ যত্ন এবং পরিশ্রম করিতেছেন, কমিস্যনর সাহেব দুই মাসের মধ্যে প্রত্যাগত হইতে পারেন, যে ব্যক্তি সান্তালদিগ্যে বিদ্রোহি হওনে উপদেশ দিয়াছিল তাহাকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণ করা গিয়াছে। পেসকসি মহলের রাজার ১৬০০ পাইক কমিস্যনর সাহেবের সঙ্গে যাইবেক।

এতন্নগরে এমত জনরব উঠিয়াছে, স্যার জেম্স কালবিল এবং স্যার আর্থর বুলার, উভয়েই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কার্য্য হইতে অবসৃত হওনে সংপূর্ণরূপেই উদ্যা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলাত গম করিলে এডবোকেট জেনরল মে রিচি সাহেব একজন বিচারকে পদে বিচারাসনে আরূঢ় হইবেন।

হরকরা

জোহারা নামক স্থানের বিধ রাণী গোবিন্দপুরের মাজিষ্ট্রেটে নিকট এমত আবেদন করিয়াছে যে "আমার নাবালগ পুত্রটীকে পুরুলিয়ার বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদা করাই ভাল হয়।

লক্ষ্মীপুরের খাজাঞ্চি আফিদে তহবিল ভঙ্গ করণের অপরাধে স নিজামতের আজ্ঞাক্রমে সাত ব সরের জন্য দেশান্তরিত হইয়া কা বদ্ধ থাকনের এবং অপহরণের দ ১০২৭৯ টাকা দণ্ড প্রদানের আ মতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকাল

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নং এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম মতন্দ্রীনদমুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

৬০১৬ সংখ্যা] গুরুবার ২৪ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ৭ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজ।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ব্রাহ্ম সমাজের গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ ব্রাহ্মদিগকে অবগত করিবার নিমিত্ত আগামী ২৭ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ তিনঘণ্টার সময় স্থির হইয়াছে,অতএব ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে আগমন পূর্ব্বক তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া যথা কর্ত্তব্য বিধান করিবেন এবং আগামী বৎসরের জন্য ধন সংস্থান ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
সম্পাদক।

কলিকাতা।
ব্রাহ্ম সমাজ।
২১ পৌষ ১৭৭৯।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ পীড়িত হইয়া মাসাবধি বাটীতে ছিলেন, সংপ্রতি পরমেশ্বরেচ্ছায় আরোগ্য হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন, অতএব দেশ বিদেশীয় যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছিলেন অথবা করাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই যন্ত্রালয়ে উপস্থিত হইবেন কিম্বা পত্র লিখিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

২৪পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমারদিগের কটকস্থ কোন বন্ধুর লিখন প্রমাণে আমরা গত ১০ পৌষ দিবসীয় প্রভাকরে লিখি যথা।

"কটক হইতে আগত পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল, তথাকার সিপাহিরা যদিও প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহিতাচরণ করে নাই, কিন্তু তাহারদের ভাব ভক্তি দ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে অবিলম্বেই একটা উপদ্রব উপস্থিত হইবে। সিবিল ও মিলেটারি কর্ম্মচারিরা সর্ব্বদা সতর্কভাবে কর্ম্ম করিতেছেন, বাঙ্গালিরা অনেকে পরিবারগণকে দেশে পাঠাইবার কল্পনা করিয়াছেন।,,

এই লেখার অনুবাদ, যাহা ২৮ ডিসেম্বরের হরকরায় প্রকাশ হয়। যথা।

The *Probhakur* of yesterday states, on the authority of a letter from Cuttack, that though the Sepoys stationed at that place had not yet shown their disaffection by any overt acts of mutiny, it was apprehended they would sooner or later cause some disturbance. The Civil and the Military Officers at the station, were accordingly told to be allways on their guard; while the Bengalee officials and residents took steps to remove their families.

গত ২৮ ডিসেম্বর দিবসীয় বাঙ্গাল হরকরা পত্রে উল্লেখিত অনুবাদটি গৃহীত হইবায় উক্ত মান্য পত্রের কোন বিশ্বস্ত বন্ধু আমারদিগের

পত্রোদিত সংবাদ উপলক্ষে লেখেন প্রভাকরের প্রকাশিত সংবাদটী আদ্যোপান্ত অলীক, আমারদিগের মান্য সহযোগী মহাশয় নিজ বন্ধুর লিপি প্রকাশ পূর্ব্বক সেই সূত্রে স্বাভিপ্রায় লেখেন, যথা।

এই সূত্রে হরকরা সম্পাদক গত বুধবারে বাঙ্গালা পত্রের প্রতি কটাক্ষ করেন।

যথা।

A correspondent, who writes upon the best authority, informs us that the statement contained in a letter from Cuttack, translated from the *Probhakur*, and published in the *Hurkaru* of the 28th ultimo, "is a foul lie from beginning to end." He adds, "The very fact of our having the whole of the regularly stationed regiment (the 40 M. N. I.) away from here, disproves the assertion of the *Probhakur*. Depend upon it Madras troops will not begin to swerve from their allegiance at Cuttack. Nothing could be quieter than Cuttack is, and ever has been since the mutinies."

Our readers are aware that we make it a practice to translate any items of news or notable remarks from the Native papers, that promise to repay the trouble. We do so because we are unwilling to ignore the existence of publications which Government consider sufficiently important to place under restraint, and because we are enabled by the means to make our "intelligence department" more efficient, besides giving the public an opportunity of judging of the tone and character of the publications which are most read by, and exercise the largest influence upon, the Natives of Bengal. We consider also that an examination of these journals, and the occasional quotation of their contents is useful as a check upon their conductors, who are likely to be more guarded in making statements and remarks affecting Europeans if they know that they are liable to be contradicted when wrong. We are sorry to see that these journals are not as yet conducted with such care as to be generally reliable, and that wilful misstatements—such as this concernning Cuttack—find their way into their columns. For the present is by no means the first complaint of the kind we have received, though we have not hitherto thought it necessary to notice the fact.

বিজ্ঞ সহযোগি মহাশয়ের এতল্লেখায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, আমারদিগের কটকস্থ বন্ধু ভয়প্রযুক্ত তথাকার সিপাহিদিগের প্রতি যে সন্দেহ কল্পনা করিয়াছেন তাহা জল্পনা মাত্রই হউক, ইহা আমারদিগের নিতান্তই প্রার্থনীয় বিষয়। উপস্থিত রাজদ্রোহিতাচরণে বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে যে মহান অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহাতে ইংরাজজাতীয় মহাশয়দিগের অপেক্ষা আমরা কিছু অল্প পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই। রাজ্যের সুখ দুঃখে প্রবাসি লোকাপেক্ষা রাজ্যবাসি লোকেরা যে অধিকতর যাতনাযুক্ত হইয়া থাকেন একথা বলিবার আর অপেক্ষাই নাই।

পরন্তু ইহাও সত্য বটে, যে, দুষ্ট সিপাহিরা শ্বেতাঙ্গদিগের প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, এবং বিদ্রোহিতাচরণের প্রারম্ভে তাঁহারদিগের অনেকেই সপরিবারে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু এই উপদ্রবে কি এতদ্রাজ্যবাসি বহুল লোক সপরিবারে তদ্রূপ হতসর্ব্বস্ব ও ধনে প্রাণে বিনষ্ট হয়েন নাই? ইহার সংখ্যা করিতে পারিলে অবশ্যই এমত প্রমাণ হইতে পারে, যে, যত বিবি ও ইংরাজ বালক বালিকা নিষ্ঠুর দুরাশয় সিপাহি ও আর আর দুষ্টলোক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় নিরপরাধি অবলা ও দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকাগণ তদপেক্ষা অধিক সংখ্যা পরিমাণে বর্ত্তমান উপদ্রবে অকালে কালভবনে গমন করিয়াছেন। অপিচ ইহা সত্য বটে, এতদ্দেশীয় দুর্জ্জন জ্ঞানান্ধ অকৃতজ্ঞ সিপাহিরাই এই সকল অনিষ্টকে অপনারাই আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে শ্বেতপুরুষদিগের কিছু মাত্রই দোষ নাই, কিন্তু একের অপরাধে অপরে যে দণ্ড পায় ইহা অতি দুঃখের কথা! কোন্ বিচক্ষণলোক ইহা অস্বীকার করিতে পারেন? তবে অগত্যা যাহা অপরিহার্য্য তাহাতে আমরা রাজার প্রতি কিছুমাত্রই ক্ষোভ করিনা। সকলে আপনআপন প্রারব্ধানুসারে ফলভোগ করিতেছেন, সে যাহা হউক, এইক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধান করি।

আমারদিগের সহযোগি মহাশয় লিখিয়াছেন, যে "দেশীয় সমাচার পত্র সকল এপর্য্যন্ত এরূপ সতর্কতা সহকারে সম্পাদন হয় না, যে, তল্লেখার প্রতি সাধারণমতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে, এবং কটকের সম্বাদের ন্যায় স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অলীক লেখা মধ্যে মধ্যে উল্লেখিত সকল পত্রে উদিত হইয়া থাকে, ইত্যাদি" আমারদিগের প্রিয় মহাশয়, ভুক্তভোগী হইয়া কি প্রকারে এবম্ভূত উক্তি উক্ত করিয়াছেন আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না! সম্পাদক মহাশয়েরা সম্বাদদাতাগণের লেখার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া কোনমতেই আপনাপন পত্র নিষ্পাদন করিতে পারেননা, তাঁহারা কিছু পরমেশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ দৃষ্টি ও গতিশক্তি রাখেন না, সুতরাং বন্ধু বান্ধব এবং গ্রাহক পাঠকদিগের অনুগ্রহেই সর্ব্বত্রের সমাচার সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতে অসম্ভব-কথন ভিন্ন অন্যান্য বিষয়কে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ না করিলে কিরূপে সমাচার সংগ্রহ হইতে পারে? প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমারদিগকে ইহার সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

কটকস্থ আমারদিগের পত্রপ্রেরক মহাশয় নিশ্চিতরূপে তথাকার সিপাহিদিগের প্রতি দোষারোপ করেন নাই, এমত গোলযোগের কালে স্বভাবতঃ যে আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতেই কি দেশীয় সমাচার পত্র সকল এতই অবিশ্বাসি হইয়া উঠিল? ভাল তাহাই যেন হইল, আমারদিগের গৌরাঙ্গ ভ্রাতা মহাশয় বলুন্ দেখি, মেদিনীপুরস্থ, সিপাহিদিগের প্রতি ইতিপূর্ব্বে কোন ইংরাজীপত্রে এতদ্রূপ সন্দেহকল্পনা করা হইয়াছিল, কি না? ভূজস্থ লিজিয়নসিপাহিদলের প্রতি এরূপ কটাক্ষপাত হইয়া পুনরায় সেই দোষারোপের কথা অলীক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কি না! চাণকস্থ ৭০ সংখ্যক সিপাহিদলস্থ সেনাগণ, যাহারদিগকে গবর্ণমেণ্ট নানামতে পরীক্ষাপূর্ব্বক রাজানুগত জানিয়া চীনদেশীয় সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন সেই রাজানুরক্ত, প্রভুভক্ত দলের প্রতি ইংরাজীপত্রে পুনঃপুনঃ বাঙ্গোক্তি প্রকাশ হইয়াছে, কি না? এইরূপ অপরাপর প্রভুভক্ত সিপাহিদলের প্রতিও অনেকবার অনেক প্রকার অলীক সন্দেহ কল্পনা করাতেও ইংরাজী সমাচার পত্রের যদি গৌরবের হানি হইতে না পারে? এবং সেই সকল লেখাকে যদি "wilful misstatements." অর্থাৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা রচনা বলিয়া বর্ণনা না করা যায়, তবে আমারদিগের দেশীয় সমাচার পত্র কেনই এত তিরস্কৃত হয়?

বিলাতস্থ সমাচার পত্রে মধ্যরাজ্যের সুযোগ্য লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মান্যবর শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেবের প্রতি অকারণ অনৃত দোষারোপণ করা হইয়াছে, কি না?।

নানা সাহেব এবং দিল্লীশ্বর প্রভৃতির বিষয়ে ইংরাজী পত্রে বারম্বার কতই অলীক সংবাদ প্রকাশ হইতেছে, কোনো দিন দেখি, ফাঁসি দিয়াছেন, কোনো দিন দেখি কয়েদ করিয়া পিঞ্জরে পুরিয়াছেন।

আমরা এক বিষয়ে এত দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিলাম, কিন্তু যখন তাঁহারা বুঝিবেন, যে, স্বদেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি অন্যায় কলঙ্ক মোচনার্থ এই প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আমারদিগের প্রতি অতিশয় তুষ্ট ভিন্ন রুষ্ট হইতে পারিবেন না।

সর্ব্বশেষে ইংরাজ সহযোগি মহাশয়গণকে আমরা বিনয়ভাবে নিবেদন করি, যে, জাতি ও ধর্ম্ম ভেদের ভাব পরিহার পূর্ব্বক সম্পাদকীয়-ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ অনুস্মরণ পূর্ব্বক আমারদিগের যে দোষাদোষ দর্শাইবেন, তাহা আমরা তাঁহারদিগের নিকট হইতে সম্ভ্রমসূচক উপহারের ন্যায় গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিব, নচেৎ ব্যবসায়ের প্রতি হিংসাভাব প্রদর্শন করাতে না তাঁহারদিগেরি উচ্চ মান ও গৌরব রক্ষা পায়, না তদ্দ্বারা আমারদিগেরি কোনোরূপ উপকার হয়? যথারীতিক্রমে যথাযোগ্য উক্তি ও ব্যবহার করিলে তাঁহারা অবশ্যই মান্য ও নমস্য হইবেন, এবং আমরা ভরসা করি, যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে আর আমারদিগকে এরূপ অকারণ ক্লেশ দিবেন না, পরস্পর প্রণয়ভাবে কার্য্য নিষ্পাদন হইলে উভয় পক্ষের সুখ আছে, তাহাই আমরা এইক্ষণে প্রার্থনা করি।

এই স্থলে আমারদিগের সর্ব্ব সাধারণ সর্ব্বজাতীয় পাঠকগণ উভয়ের লেখা দৃষ্টি করত উভয় পক্ষের দোষ গুণের ডিক্রী ডিস্‌মিস্ প্রদান করিবেন ইহাই মিনতি করি।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

ফরেক্কাবাদের শিবির। ৪ জানুআরি।

প্রধান সেনাপতি সাহেবের প্রেরিত।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

বিদ্রোহিরা পরাজিত হইয়া ২জানুআরি দিবসে ফরেক্কাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এবং আমি পরদিবস অবাদে তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছি। জনরব, তাহারা, ৩ টা কামান লইয়া গিয়াছে, তাহারদিগের বড় বড় কামান যেখানে যে ভাবে ছিল আমি সেইখানেই সেই ভাবে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছি, পরন্তু এমত প্রকাশ পাইল যে আমারদিগের গন ও ক্লোথিং এজেন্সি সম্পর্কীয় বিস্তর জিনিস রক্ষা পাইয়াছে।

সমরসম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

চিরাপুঞ্জির ৩০ ডিসেম্বর দিব-

সীয় পত্রে লেখে, ৩৪ গণিত বিদ্রোহি সিপাহি রেজিমেণ্টের ৩৭ জন লাটু হিঙ্গাগিয়া ও মানা নামক কসিয়া পাহাড়ের উপত্যকা স্থানে ধৃত হইয়াছে, তাহারদিগকে সিলেটে আনিয়া বিচারান্তে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, তাহারদিগের আরো ৭০। ৮০ জন পৈটাকুকি পাহাড়ের স্থানে ছড়িয়া পড়িয়াছে। পরন্তু এই সংবাদ শুনা গিয়াছে যে ত্রিপুরার রাজার আদেশানুসারে কুকিজাতীয় লোকেরা তাহারদিগের বিনাশের চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

কমিস্যানর মেং এলেন সাহেব এই ব্যাপারে সংপূর্ণ প্রশংসা পাইতে পারেন, যেহেতু তাঁহারি চেষ্টাতে এই বিদ্রোহিদল ছিন্ন ভিন্ন ও নষ্ট হইতেছে।

ফতেপুরের কোনো পত্রের একাংশে লেখে 'এলাহাবাদের ৩২ গণিত বিদ্রোহি সেনাদিগের স্ত্রী ও পরিবারেরা শকটারোহণে চলিয়া যাইতেছে, তাহারদের সঙ্গে অসংখ্য পরিমিত লুণ্ঠিত অলঙ্কারাদি আছে এমত প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সাহেব তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে দেন নাই, সুতরাং ব্রিটিস সেনারা প্রাপ্য পুরস্কারে বঞ্চিত হইল।,,

দানাপুরের নিকট হুগলি ষ্টিমর হইতে ৩১ ডিসেম্বর দিবসে একজন পত্রপ্রেরক লেখেন "মুঙ্গেরে আসিয়া শুনিলাম, কুমার সিংহের দুই জন চর কারাবাসিদিগে মুক্ত করিয়া তাহারদিগের দ্বারা ইংরাজগণকে হত করণের চেষ্টা করাতে ধৃত হইয়া ভাগলপুরে প্রেরিত হইয়াছে, তথায় তাহারদিগের প্রাণদণ্ড হইবেক।,,

সাগরের ১৭ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে লেখে "আমরা এখনপর্য্যন্ত সাগরের দুর্গে নিরাপদে আছি, ৩১ গণিত দেশীয় পদাতিক দল উত্তমরূপে বাধ্য হইয়া কার্য্য করিতেছে, এখান হইতে ৩ ক্রোশ দূর আমারদের ২০০ সেনা ৩ টা তোপ সহিত ১৬ তারিখে বপালে বিদ্রোহিদিগের সহ যুদ্ধ করে, তাহাতে ব্রিটিস পক্ষে ১০ ব্যক্তি হতাহত এবং এক জন গোলেন্দাজ অনুদ্দেশ হইয়াছেন, বিপক্ষদিগের প্রায় ১০০ সেনা এবং সেনাপতি ও ৪ জন সরদার হত হইয়াছে, এইক্ষণে আমরাই নগর অধিকার করিয়া রহিয়াছি।,,

লক্ষ্ণৌ হইতে যে সকল দুর্দশান্বিত বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক কলিকাতায় আসিতেছেন, আগত হইলে গবরনর জেনরল বাহাদুর স্বয়ং গিয়া তাঁহারদিগের অবস্থা দর্শন করিবেন।

ভুজনামক স্থানের ১৫ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে লেখে "কচ প্রদেশে সংপূর্ণরূপে শান্তি সংস্থাপিত আছে। এখানকার লিজিয়ং সৈন্যদল বিদ্রোহিতাচরণে উদ্যত হইয়াছে, এই সংবাদ সপূর্ণ অমূলক। মেজর রেঞ্জ সাহেবের সেনারা মান্দেবাই নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া ভুজ নামক স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক দিশাতে গমন করে, পথিমধ্যে তাহারা সর্ব্বত্রই রাজকর্ম্মচারিদিগের দ্বারা সমাদর প্রাপ্ত হয়, এবং ভুজ নগরে শ্রীযুত রায় সাহেব উক্ত দলের সেনাপতিগণকে সাতিশয় সম্মানসহ গ্রহণ করেন।

আজিমগড়ের সংবাদদাতা ১জানুআরি তারিখে লেখেন "ব্রিগেডিয়ার জেনরল ফ্রাঙ্ক সাহেবের অধীন সেনারা সংপ্রতি জোয়ানপুর এবং আজিমগড় প্রদেশে অবস্থান করিবেক।,,

পিপরাঘাট হইতে গত ২৯ ডিসেম্বর দিবসে পত্রপ্রেরক লেখেন, গত ২৬ তারিখে গোরখা সেনারা অনেক কষ্টে ২০০০ গাড়ী, তোপ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহিত গণ্ডক নদ পার হইয়াছে। ঐ রাত্রিতে সাহেবগঞ্জ নামক স্থানের নিকটে একদল বিদ্রোহি গোরখা সেনাদিগ্যে আক্রমণ করাতে তাহারদিগের ৬ জনকে হতাহত করা যায়, আমারদিগের শিবিরে এইক্ষণে ১৪। ১৫ জন শ্বেত সেনাপতি আছেন।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টরেরা প্রতি স্যারের বার্ষিক ১৪ পরসেণ্ট ডেবিডেণ্ট প্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আপাততঃ গত ছয় মাসের ডেবিডেণ্ট দেওয়া হইবেক।

ইংলিসম্যান।

রেঙ্গুণের অন্তঃপাতি টাঙ্গু নামক স্থানে রোমানকেথলিকদিগের গির্জা নির্ম্মাণ জন্য গবর্ণমেণ্ট ৭০০০ হাজার টাকা প্রদানে স্বীকার করিয়াছেন, এবং টাঙ্গু, থায়েট মউ এবং রেঙ্গুণ এই তিন স্থানের রোমান কেথলিকদিগের ভজনালয়ের ব্যয় জন্য প্রতি মাসে ২০ টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইবেক।

হরকরা।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬,টাকামাত্র।

৬০১৭ সংখ্যা | শুক্রবার ২৫ পৌষ ১২৬৩ সাল। ইং ৮ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজ।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ব্রাহ্ম সমাজের গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ ব্রাহ্মদিগকে অবগত করিবার নিমিত্ত আগামী ২৭ পৌষ রবিবার অপরাহ্ন তিনঘণ্টার সময় স্থির হইয়াছে, অতএব ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে আগমন পূর্ব্বক তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া যথা কর্ত্তব্য বিধান করিবেন এবং আগামী বৎসরের জন্য ধন সংস্থান ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
সম্পাদক।

কলিকাতা।
ব্রাহ্ম সমাজ।
২১ পৌষ ১৭৭৯।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ পীড়িত হইয়া মাসাবধি বাটীতে ছিলেন, সংপ্রতি পরমেশ্বরেচ্ছায় আরোগ্য হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন, অতএব দেশ বিদেশীয় যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছিলেন অথবা করাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই যন্ত্রালয়ে উপস্থিত হইবেন কিম্বা পত্র লিখিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

২৫পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কতিপয় এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহি সুলেখক যুবাপুরুষ "কলিকাতা মান্থলি রিবিউ" নামে ইংরাজী ভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকটন করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করত সাতিশয় সন্তোষিত হইলাম, কারণ উক্ত পত্রে যে কয়েকটি বিষয় প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর, তৎপাঠে পাঠকপুঞ্জ প্রীত, আহ্লাদিত এবং উপকৃত হইবেন, অতএব আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করি, দেশস্থ মহাশয়েরা যথা যোগ্য সারল্য এবং আনুকূল্য দ্বারা উল্লেখিত নবীন সহযোগিগণের শ্রম সাকল্য সাফল্য করুন।

এই পত্রের মূল্য কিছু বাহুল্য নয়, প্রকাশ্য পত্রাদি যে কোনো দেশহিতজনক বিষয়ক হউক, তাহার উন্নতি ও চিরস্থায়িত্বকল্পে দেশীয় লোকের বিশেষ সাহায্যের আবশ্যক করে, নচেৎ কোনোমতেই সুমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কৃতবিদ্য বাঙ্গালিগণ ইংরাজী পত্র প্রকাশের প্রাচুর্য্য করিয়া যতই কৃতকার্য্য হইবেন ততই অধিক সুখের ঘটনা হইবেক।

ছাপাযন্ত্রের নূতন আইনের গুরুতর নিয়ম প্রতিপালনে সশঙ্কিত হইয়া "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর" স্বীয় শরীর সংগোপন করিয়াছেন। "এক

স্ফটিকের স্তম্ভের ভিতর ৭০০সাতশত রাক্ষসীর প্রাণস্বরূপ ,, কেবল একা মাত্র ''হিন্দু প্রেটিয়াট ,, খানিই যথা উচিত কার্য্য সাধন করিতেছেন,এত দিন হেদুয়ার এক পার্শ্বে '' হিন্দু ইন্টেলিজেন্সরখানি শিবরাত্রের শলিতার ন্যায় টিম্‌টিম্‌ করিয়া জ্বলিতেছিলেন, তাহাতেও আমারদিগের আশা ভরসা অনেক ছিল, যাহা হউক, এ সময়ে আর দুই একখানা ইংরাজী পত্র প্রকাশ হওয়া অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে।

রায় রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের সর্ব্বানুজ বাবু শিবনারায়ণ দেব, যিনি চঞ্চলচিত্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট হৌসে আত্মনাশ করিয়াছেন, করণর সাহেবের বিচারে এমত প্রমাণ হইল, যে, ইনি আপন ইচ্ছাতেই আপনি আত্মঘাতী হইলেন। আফিসের রেজেষ্টর এবং আর আর সমস্ত কর্ম্মকারকেরা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একখানি কাগজে যে কয়েকটী কথা লিখিয়া যান, তাহা কথার মত কথা নহে, প্রকৃত প্রলাপ, অর্থাৎ খেয়াল দেখার ন্যায়, উক্ত দুর্ভাগ্য যাঁহারদের দ্বারা আপন অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া [সময়ে সময়ে ভ্রম বশতঃ দুর্ভাবনা করিতেন, ব্যক্ত হইল, তাঁহারা কস্মিন্‌কালে মিত্রতা ভিন্ন শত্রবতা করেন নাই, সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য এবং অনুসন্ধান দ্বারা এমত কিছুই প্রকাশ পাইল না, যে, তাঁহার নিজ নাশের কোনো রূপ হেতু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল, এই সমস্ত কারণে করণর সাহেব '' হীনাভিপ্রায় ও দুর্বুদ্ধি দোষে ইচ্ছা পূর্ব্বক নিজ নাশ ,, এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করত তাঁহার অবস্থার নিজ সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করণের বিধি বিধান করিয়াছেন, এই আইনের নাম '' ফিলোডিসি ,, যাহা হউক, কি পরিতাপের বিষয়! এই ঘটনাটী তাঁহার অনাথা স্ত্রী এবং দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকার পক্ষে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের লোকেরা মৃত শিবনারায়ণের দ্রব্যাদি দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন।

এলাহাবাদস্থ কোনো ইংরাজ বণিক কলিকাতাস্থ আমারদিগের কোনো আত্মীয় বাঙ্গালি বণিককে গত ২ জানুআরি দিবসে এক পত্র প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম, যথা—

''এখানে বিদ্রোহিদিগের আর কোনো আশঙ্কা নাই, গোরা-সেনা যথেষ্টই উপস্থিত রহিয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যা দিন দিন আরো বৃদ্ধিই হইবেক। এই স্থলে মোজা, কোর্ত্তা, বস্ত্রাদি এবং চা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল অধিক নাই, যাহা আছে তাহাও উত্তম নহে, অথচ তাহাই অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে,পরিমিত লাভে পরিতোষশালি কোনো সুজন বণিক যদিস াৎ এ সময়ে এই এলাহাবাদে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে পারেন তবে তিনি অনায়াসেই সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন।,,

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমারদিগের উক্ত ব্যবসায়ি বন্ধু প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা মূল্যের ঐ সমস্ত দ্রব্য লইয়া এলাহাবাদে গমনের উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়টী লিখিতে লিখিতে আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইলাম, এলাহাবাদ হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত রেইল রোডে আর কোনো প্রকার উপদ্রব নাই, আরোহিগণ স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক বাষ্পরথে গমনাগমন করিতেছে, অতএব এই সময়ে যিনি বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া তথায় গমন করিবেন, রেইলরোডের কৃপায় প্রয়াগ এবং কাণপুর এই উভয় স্থানেই ব্যবসা দ্বারা সম্যক্‌ প্রকারেই উন্নত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমরা রাজকীয় বিজ্ঞাপন পত্র দৃষ্টে আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে, বর্ত্তমান বিদ্রোহিতায় যে সকল অচিহ্নিত যোদ্ধা অথবা সমর সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদিগের জীবনরত্ন বিনষ্ট হইয়াছে, গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহারদিগের অনাথা স্ত্রী এবং অনাথ বালক বালিকাদিগের অশন বসন বিধানার্থ সম্ভবমত পেন্সন অর্থাৎ বৃত্তি প্রদানে অনুমতি প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য একটী স্বতন্ত্র কণ্ড অর্থাৎ কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে। আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীযুতকে নমস্কার সহযোগে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু তিনি এই বিপদে শাদা কালো উভয় জাতিকেই সমতুল্য কৃপা-কটাক্ষে দর্শন করিয়া যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছেন।

রাজকীয় ঘোষণাপত্রে দৃষ্ট হই-

ল, অসীমসাহসে যুদ্ধজয় পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ গেরিসন হইতে যে সকল আবদ্ধ ইংরাজ বালক বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, আহত ও পীড়িতগণকে মুক্ত করা যায়, তাঁহারা মান্দ্রাজ নামক তরি-যোগে চাঁদপালের ঘাটে উত্তীর্ণ হইলে দুর্গ হইতে আনন্দসূচক তোপধ্বনি হইবেক। তাঁহারা আগত প্রায়, আমরা শুনিতেছি তাঁহারদিগ্যে দেখিবার নিমিত্ত শ্রীযুত গবরনর জেরনল বাহাদুর স্বয়ং শুভ গমন করিবেন, এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বাঙ্গালি তৎকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তদ্দর্শনজনিত সুখ লাভ করিবেন।

বিলাত হইতে ১০ ডিসেম্বর দিবস পর্য্যন্তের যে সমাচার আগত হয়, তদ্দ্বারা অবগতি হইল, ৩ ডিসেম্বর দিবসে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং সাগতা হইয়া কুলীন সভার কার্য্যারম্ভ করেন, তাহাতে প্রথমতই ইংলণ্ডরাজ্যের বাণিজ্যের অবস্থাবিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহাতে শ্রীশ্রীমতী ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীমুখে এমত ব্যক্ত করেন, যে, আপাততঃ বাণিজ্য বাজারের দুর্দশা দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু রাজ্যে উত্তমরূপ শস্য জন্মিবাতে দুরবস্থা অধিক দিন স্থায়ি হইবে না।

পরন্তু ভারতবর্ষীয় উপদ্রবে মহারাণী অপর্য্যাপ্ত আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক এমত কহেন,যে,ব্রিটিসসেনাপতি এবং সেনা সমূহের ধীরতা, বীরতা, রণনিপুণতা এবং অসহ্য ক্লেশ সহিষ্ণুতা, তথা সিবিলদিগের তদ্বিষয়ে সমতুল্য পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করণ এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রজা বিদ্রোহিদলে সংলিপ্ত না হওন, এই সকল কারণে আমি অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছি। অপিচ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য সকলকে ভারতরাজ্যের বিষয়ে অধিক মনোযোগি হইতে অনুরোধ করিতেছি।

আরল অফ গ্রানবিল সাহেব রাজমন্ত্রিদলের পক্ষ হইয়া হৌস অফ লার্ডস্‌ নামক সভা মধ্যে এমত বিজ্ঞাপন করেন, যে, মন্ত্রিগণ ভারতবর্ষের পক্ষে যে সকল বিষয় স্থির করিয়াছেন, ক্রাইষ্টমস দিবসের উৎসবের পরে সেই সকল ব্যক্ত হইবেক।

প্রধান মন্ত্রী লার্ড পামরষ্টন সাহেব হৌস অফ কামান্স নামক সভায় উল্লেখিত বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন।

ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে '' ইণ্ডেমনিটি বিল ,, বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস সৈন্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইবেক,প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সভা মধ্যে সমাগতহইয়া কহেন,মহারাণী সন্তুষ্ট হইয়া জেনরল হেবলকসাহেবকে সমুচিত সাধুবাদ সহকারে ১০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ ১০০০০ টাকা বৃত্তি দানের আজ্ঞা করিয়াছেন,এবং সেনাপতি উইলসন সাহেব, ঔটরাম সাহেব, লারন্স সাহেব, নিকিলসন্‌ সাহেব, নীল সাহেব, হুইলর সাহেব, চেম্বরলেন সাহেব, কাটন সাহেব, গ্রিথেড্‌ সাহেব, সাল্‌ফেল্‌ড সাহেব এবং হোম সাহেবকে যথোচিত প্রশংসা প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

এলাহাবাদ। ৫ জানুয়ারি।

মধ্যদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকট হইতে আগত।

শ্রীযুত সিসিল বিডন সাহেব সমীপেষু।

গোবিন্স সাহেব কাণপুর হইতে ৪তারিখে লেখেন,যে,জেনরল ম্যান্সফিল্‌ড সাহেবের দ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে, সংপ্রতি এক সংগ্রাম গুরুতররূপে জয় করা হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি মহাশয় ৭ টা তোপ জয়লাভ পূর্ব্বক তদ্দিনেই ফতেগড়ে উপনীত হইবার মানস করেন।

সেরার সাহেব এবংকাপ্তেন তামসন সাহেব শনিবার রাত্রিতে লাল পুর নামক এক গ্রাম আক্রমণ পূর্ব্বক নানা সাহেব এক বেশ্যার নিকট যে সকল সম্পত্তি গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বল পূর্ব্বক গ্রহণ করত ১২ জনকে বন্দি করিয়া আনিয়াছেন। পথের পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম্য লোকেরা আমারদিগ্যে আনুগত্য ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুচিত সাহায্য করিয়াছে।

৪ টা বড় সিন্ধুক পূর্ণ স্বর্ণ এবং রূপার বাসন নানা সাহেবের বিথুরের ভবনস্থ একটী কূপ হইতে পাওয়া গিয়াছে। আরো পাওয়া যাইতে পারে।

বারাণসী। ১ জানুয়ারি।

এইচ, টকর সাহেবের নিকট হইতে আগত।

শ্রীযুত সিসিল বিডন সাহেব সমীপেষু।

কাপ্তেন আস্‌ত্রোণ সাহেব ৩জানুয়ারি রজনীকালে মিহিরের দুর্গ

অধিকার করিয়াছেন, মহানন্দ সিংহ বন্দী হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন অশ্বারোহি সেনাদলের কতকগুলীন যোদ্ধা ৫ ডিসেম্বর দিবসে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, আর কতকগুলীন যোদ্ধা ২০ ডিসেম্বরে যাত্রা করিবেন। মহারাণীর ৯৪ গণিত দল ৮ ডিসেম্বরে যাত্রা করিয়াছে।

লণ্ডন এবং ইষ্ট্রন ব্যাঙ্ক এবং স্কাট্‌লণ্ডের ওয়েষ্ট্রন্ ব্যাঙ্ক আপনাপন কার্য্য তুলিয়া দিবেন।

আমারদিগের মহারাণীর প্রথমা কন্যার শুভবিবাহ জানুয়ারি মাসেই সমাধা হইবেক।

স্পেনের মহারাণী সংপ্রতি এক নবকুমার প্রসব করিয়াছেন।

সমরসম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল নানা সাহেব বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে নাগদের নিকটে অবস্থান করিয়া সাগর আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন, উপযুক্তরূপ সমরসজ্জা যে পর্য্যন্ত না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে দূরীভব করা দুষ্কর হইবে।

বিদ্রোহিগণ ফরেক্কাবাদ হইতে পরাভূত এবং তাড়িত হওয়াতে অযোধ্যা প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছে এমত জনরব শুনা যাইতেছে।

কাণপুরের সমরক্ষেত্রের চিকিৎসালয় হইতে গত ৩০ ডিসেম্বর দিবসে ইংলিসম্যানের কোনো সেনাপতি পত্রপ্রেরক লেখেন জগদীশ্বরেচ্ছায় আমি আহত অবস্থা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছি, শীঘ্রই এখান হইতে বহির্গত হইয়া প্রতিহিংসা প্রকাশার্থ লক্ষ্ণৌরাজ্যে যাত্রা করিব।

প্রধান সেনাপতি ফতেগড়ে গিয়া জয়লাভ করিয়াছেন এই সংবাদটি অতি সত্য।

এইক্ষণে সামরিক চিকিৎসালয়ে ৭০০ ব্যক্তি আরোগ্য লাভার্থ অবস্থান করিতেছেন। আগামি মাসে আমরা অযোধ্যার তিন স্থানে ভিন্ন ভিন্নরূপে গমন করিব, প্রধান সেনাপতি আলমবাগে আগমন করণের পূর্ব্বেই আমি আপন দলে সংযুক্ত হইব, আমি কলিকাতা হইতে আগমন পূর্ব্বক অনেক গুরুতর যুদ্ধ সমাধা করিয়াছি। আমি সর্ব্বদাই কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট হৌস ও আর আর প্রিয় স্থান সকল ধ্যান করিতেছি।

পাটনার ৩ জানুআরি তারিখের পত্রের মর্ম্মার্থ। এখানে যে বারিক নির্ম্মাণের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার স্থানের গোলযোগ এখনো শেষ হয় নাই, কারণ বাটী ও ভূমির অধ্যক্ষদিগের সহিত এপর্য্যন্ত মূল্য নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতে তাঁহারা সন্দিগ্ধ আছেন, এখনো এমত জনরব যে পলাতক সমস্ত বোয়ার গোরখা সেনাদিগের দ্বারা হত হইয়াছে। গোরখাদিগের জন্য প্রত্যহই বলদ ও গাড়ি প্রভৃতি প্রেরিত হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য সকলি অগ্নিমূল্য হওয়াতে দুঃখিলোকেরা হাহাকার করিতেছে।

মহারাণীর ১৭ সংখ্যক লেন্সর দল পুনায় পঁহুছিয়াছে।

কলিকাতার ১১ জানুয়ারি দিবসে বলণ্টর গার্ডদলের অস্ত্র শিক্ষা বিষয়ের অনুরূপ প্রদর্শন হইবে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থানের রাজপথ ক্রমেই উপদ্রবশূন্য হইয়া আসিতেছে।

ময়নপুরীর পথে আর উৎপাত নাই।

মান্দ্রাজ এথেম পত্রে লেখে আগ্রা এবং ইন্দোর অতিক্রম পূর্ব্বক সংবাদ আসিয়াছে, সিটন্ সাহেবের অধীনস্থ দিল্লীস্থিত সেনারা নিমনন্দী নামক স্থানে বিদ্রোহিদিগের ১৫০০ ব্যক্তিকে হত করত ৩টা তোপ জয়লব্ধ করিয়াছে। আমারদিগের ৩ জন সেনাপতি হত ও আহত হইয়াছেন। স্যার রবর্ট হেমিল্টন ইন্দোরে আজিবার রাজা, তাঁহার মন্ত্রিএবং অপর তিনজন কর্ম্মচারিকে দোষিরূপে সাব্যস্ত করত প্রাণদণ্ডের অনুমতি করিয়াছেন, ঐ দিবস ঐ স্থানে ১জন বিদ্রোহিকে ফাঁসি দেওয়া এবং ৮ জনকে তোপে ওড়ানো হইয়াছে।

জোয়ানপুরের ১ জানুয়ারি দিবসের পত্রে লেখে "এখান হইতে ক্রোশ দূর বাদলাপুর নামক গ্রামের জমীদার সংগ্রামসিংহ আপনার গ্রামে অনেক বিদ্রোহি সিপাহি সংগ্রহ করিয়াছেন, এই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। মহারাণীর ২০ গণিত দলের সমুদয় সেনা ও কতকগুলীন গোলেন্দাজ, কর্ণেল ফ্রাঙ্কস্ সাহেবের অধীনস্থ কতকগুলীন সেনা এবং দুই রেজিমেণ্ট গোরখা সেনা ২টা তোপ সহিত আজিমগড়ে যাত্রা করিয়াছে। এইক্ষণে এখানে কেবল ১৫০ গোরখা সেনা রহিয়াছে

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলীয়ার অন্তঃপাতি তেলিগোলক ডিয়ার তুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রিনী নদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০১৮ সংখ্যা] শনিবার ২৬ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ৯ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজ।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ব্রাহ্ম সমাজের গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ ব্রাহ্মদিগকে অবগত করিবার নিমিত্ত আগামী ২৭ পৌষ রবিবার অপরাহ্ন তিনঘণ্টার সময় স্থির হইয়াছে, অতএব ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে আগমন পূর্ব্বক তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া যথা কর্ত্তব্য বিধান করিবেন এবং আগামী বৎসরের জন্য ধন সংস্থান ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
সম্পাদক।

কলিকাতা।
ব্রাহ্ম সমাজ।
২১ পৌষ ১৭৭৯।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators

No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

২৬পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা ৫ সংখ্যক "সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা" মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম, তাহাতে ঈশ্বর স্তোত্র, নীতিমালা, মহাভারতীয় কচ ও দেবজানীর উপাখ্যান, কাদম্বরী, বিশ্বরাজ্যের সকল প্রজাই সুখে আছে, শরদ্ বর্ণন, রিপু, ঈশ্বরস্তোত্র, আত্মতত্ত্ব, এই কয়েকটী বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে "বিশ্বরাজ্যের সকল প্রজাই সুখে আছে" এই রচনাটী সর্ব্বতোভাবেই উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলে সুখি হওয়া যায়। পরন্তু অপরাপর গদ্য পদ্য সকলগুলিই অনেকাংশে উত্তম হইয়াছে, কোন্ কোন্ মহাশয় এই পত্রের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, আমরা তদ্বিশেষ অবগত নহি, তাঁহারা যাঁহারা হউন, ফলতঃ তাঁহারাই তাঁহারা, যাঁহারা "আমরা" শব্দে বাচ্য হইয়া এতৎকার্য্য নির্ব্বাহ করণের যথার্থই যোগ্যপাত্র হইবেন। এই স্থলে গুটী দুই কথা উল্লেখ করিয়া লেখনী পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহার একটী কথা এই, নবানুরাগি নবব্রতি

সম্পাদকেরা প্রথমে যেরূপ উৎসাহ, যত্ন, অনুরাগ, এবং একাগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার অন্যথা যেন না হয়, ইহার পর যেন আলস্য, অযত্ন এবং অনুৎসাহ পরতন্ত্র হইয়া এইক্ষণকার উৎসাহ, যত্ন, অনুরাগ, পরিশ্রম, প্রতিজ্ঞা এবং উদ্যমকে অপহত্যা না করেন, অর্থাৎ স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হউন, তাহা হইলে এই ব্রত পালনে প্রায় বিব্রত হইবেন না। দ্বিতীয় একটী কথা এই, যে, দেশীয় জন সমূহের সংপূর্ণরূপ সাহায্য, যাহার অভাবে এই কার্য্য কোনো রূপেই সুপ্রতুলরূপে সুনির্ব্বাহ হওনের সম্ভাবনাই নাই, কিন্তু উত্তম রচনা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণ গুলিই পাঠকগণের সাহায্য প্রাপ্তের প্রধান মূল যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, যেমন চুম্বক-প্রস্তর সকল লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ উত্তম উত্তম রচনা সকল পাঠার্থিদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে, অতএব লেখার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবেন। আমরা এইক্ষণে যেমন আনন্দ প্রকাশ করিয়া সুখি হইতেছি, ইহার বিনিময়ে পরে যেন দুঃখে আক্ষেপ প্রকাশ না করিতে হয়।

মফঃসলাইট পত্র সম্পাদক লেখেন, তিনি কোনো প্রামাণিক লোক দ্বারা অবগত হইয়াছেন, দিল্লীর রাজসদনে একখানি হিসাবের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এমত লিখিত আছে, বাঙ্গাল সিপাহি রেজিমেণ্ট সকল সময়ে সময়ে বাদশাহের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। উক্ত পুস্তকে কতকগুলীন দেশীয় লোক, যাহারা গবর্ণমেণ্টের সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগের নামেও খরচ লেখা আছে। বাদশাহ ভবিষ্যতের উপকারের আশাতেই ঐ সমস্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক কোথা হইতে কাহার নিকট উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রামাণিক বলিয়া লিখিয়া বসিলেন তাহার নিশ্চয় করিতে পারিলাম না, আমরা পূর্ব্বাবধি শুনিতেছি, পরম্পরায় জানিতেছি, দিল্লীশ্বর গবর্ণমেণ্ট হইতে যে বৃত্তি পাইয়া থাকেন তদ্দ্বারা কোনোমতেই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য তিনি বৃত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত মৃত রাজা রামমোহন রায়কে প্রতিনিধিরূপে বিলাতে প্রেরণ করেন, এবং বঙ্গাধিকারি মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার উজিরি পদে নিযুক্ত হইয়া অর্থের জন্যান্তই অনাটন দেখিয়া আসেন, এমত অবস্থায় তিনি যে সমুদয় বাঙ্গালা রেজিমেণ্টের সমস্ত সেনাকে বহুকাল পর্য্যন্ত অর্থের দ্বারা পুরস্কৃত করত বশীভূত করিয়া আসিয়াছেন, এই কথাটী কেমন কেমন বোধ হইতেছে, তবে বলিতে পারিনা পরমেশ্বর জানেন, যদি যক্ষের ন্যায় অপরিমিত সঞ্চিত ধন ভাণ্ডারে সঞ্চয় থাকে তবেই এক দিন সম্ভব হইতে পারে।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিম অঞ্চলীয় উপদ্রবঘটিত জিলা সকলের সদর আমীন আলা, সদর আমীন, এবং মুন্সেফদিগের কার্য্য আপাততঃস্থগিত রাখনের অনুমতি করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক মহাশয় এতৎ সমাচার সূত্রে লেখেন, যে, "আগ্রার প্রধান সদর আমীন মহম্মদ কাসিম খাঁ মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গমন করত এপর্য্যন্ত পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইয়া আপন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন নাই, ইহাতে এমত জনরব হইয়াছে, যে উল্লেখিত আলা বাহাদুর বিদায়ের ছল পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া বিদ্রোহিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, এই জনরব শ্রবণে গবর্ণমেণ্ট রাগত হইয়া ঐ অঞ্চলে ঐ সকল পদ রহিত করিলেন।,,

আমারদিগের শ্বেত সহযোগী "নাচেন্ ভাল, পাক্‌দেন এলো,, ইহার কারণ, তাঁহার এই কথাটি অত্যন্ত এলো হইয়াছে, প্রথমতঃ এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যেস্থান অদ্যাপি বিদ্রোহিজালে বেষ্টিত রহিয়াছে এবং যেখানে এপর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে শান্তি স্থাপিত হয় নাই, এইক্ষণে সেই সকল স্থানে বিচারকার্য্য কিরূপে প্রচলিত হইতে পারে? অতএব গবর্ণমেণ্টের মনের নিগূঢ়াভিপ্রায় না বুঝিয়া একখানাকে আর একখানা করিয়া তুলেন?

পরন্তু যে সদর আমীন আলার বিদ্রোহি দলভুক্ত হওনের জনরব প্রকাশ করেন, তাহাই আদৌ সত্য কি মিথ্যা, ইহাও নিশ্চয় হয় নাই, অপিচ যদিইবা তাহা সত্য হয়, তাহাতেই কি আমারদিগের বিবেচক সুনীতিজ্ঞ নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্ট একজনের দোষেই এককালে সকলকে পদচ্যুত করিবেন? এবং একটা বৃহৎ

দ্রাজ্যের সমস্ত প্রজাকেই চিরকাল বিচার বিতরণে বঞ্চিত রাখিবেন! একরূপ কখনই সম্ভব হইতে পারেনা। তাহা হইলে অপক্ষপাতি সমদর্শি গবর্ণমেণ্টের নামে কলঙ্ক হইবে। অতএব সকলেই একরূপ বিবেচনা করিবেন, যে যত দিন উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সংপূর্ণরূপে উপদ্রব-শূন্য না হয়, ততদিনের জন্যই তদ্দেশে উল্লেখিত বিচারপ্রণালী স্থগিত থাকিবে।

আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর যশোহর এবং কৃষ্ণনগরের নীলকুটি সকল ভ্রমণ করত কুটিয়াল মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য সকল দর্শন করিবেন, এই সংবাদ সুসংবাদ বটে, কিন্তু এই দর্শন যেন সুদর্শন হইয়া শীঘ্রই তাহার নিদর্শন প্রদর্শন হয়। কুটিয়ালদিগের লুটিয়াল নামটি দূর করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে, আমরা হাকিমের নাম করিবনা এবং সাকিমের নাম করিবনা, শান্তি স্থাপনের পক্ষে যাহা প্রধান উদ্দেশ্য জগদীশ্বর তাহা করিলেই প্রজারা রক্ষা পাইবে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

এলাহাবাদ।

৬ জানুয়ারি ১৮৫৮।

ব্রিগেডিয়ার কেয়েল সাহেবের নিকট হইতে আগত।

শ্রীযুত লার্ড ডফিন্‌লিন্।

"সিকন্দ্রা,, নামক স্থানের নিকটে নিজামের সেনাদিগের সহিত আমি এক যুদ্ধ করি, তাহাতে শত্রুদিগের ৩৫০ ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিয়াছি, আমারদিগের পক্ষে এক জন প্রাইবেট হত এবং একজন সিপাহি আহত আর ১৫ টা অশ্ব হতাহত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কনজের শিবির হইতে আগত পত্রে লেখে, আমরা কালপিতে একত্র হইয়া বিদ্রোহি রাজাকে আক্রমণ করিব। ফতেগড়ের নবাবের লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহারদিগ্যে শাসন করা যাইবে।

ত্রিহুতে আর কোনো প্রকার আশঙ্কা নাই।

মান্দ্রাজ ষ্টিমর রাজশাহীতে উত্তীর্ণ হইলে বিবি ও বালক বালিকা ও আহত পীড়িতদিগ্যে তথাকার সাহেব লোকেরা অত্যন্ত সমাদর করেন।

ইংলিসম্যান পত্রের ত্রিহুতস্থ পত্রপ্রেরক লেখেন "গোরক্ষপুর ভয়ানকরূপে অরাজকাবস্থায় পতিত হইয়াছে। লুট, দৌরাত্ম্য ও খুন জিলার মধ্যে নিত্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। মহম্মদ হুসেন "Prince of the Stars." এই এক অদ্ভুত উপাধি ধারণ করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেছে এবং কেহ কর দানে অস্বীকার করিলে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে। বহু সংখ্যক বিদ্রোহি লোক অযোধ্যা হইতে কামান ও অস্ত্রাদি বহুবিধ দ্রব্য সমভিব্যাহারে আসিয়া এই স্থানে সমবেত হইতেছে, মেজর হোম সাহেবের বিদ্রোহি ইরেগুলর কেবেলরির কিয়দংশ মহম্মদ হুসেনের শরীররক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং তাহারা অন্যান্য বদমাইস লোকের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এই ষ্টেসনকে দগ্ধ ও অন্যান্য অত্যাচারে ছারখার করিয়া ফেলিতেছে। পরন্তু ইহাও শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে জজের আফিসের ব্রৌন সাহেব সপরিবারে এবং মেং মোরেজ ও অন্যান্য দেশীয় খ্রীষ্টান যাঁহারা ষ্টেসন ত্যাগকালে আর আর সকলের সঙ্গে আইসেন নাই তাঁহারদিগকে দুরাত্মারা হত করিয়াছে।,,

দিল্লী হইতে আগত ২৯ ডিসেম্বরের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, "বল্লভগড়ের রাজার দোষাদোষের বিচার এখনো চলিতেছে, বোধ হয় অদ্য শেষ হইতে পারে। মিরাটের হোটেলের অধ্যক্ষ মেং কোটনি তাঁহার উকিল হইয়াছেন।

জুজুরের নবাবের উকিলকে গত কল্য আনিয়া কারাবদ্ধ করা হইয়াছে কিন্তু তাহার কি দোষ তাহা অজ্ঞাত আছি।

অদ্য প্রাতে ১৪ জন দোষির প্রাণ দণ্ড হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩ জন জমিদার, অপর এক ব্যক্তি বাদশাহের অধীনে সোয়ার ছিল।

অদ্য প্রাতে পাতিয়ালা রাজার প্রায় ২০০০ হাজার সৈন্য দুই জন ইংরাজের অধীনে দিল্লী হইতে ঢোলপুরাভিমুখে গিয়াছে। আলিগড় এবং আগ্রার রাস্তা এক্ষণে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছে।

৮০০০ আট হাজার গোরা সৈন্যের উপযুক্ত খাদ্যাদি সকল দ্রব্য

শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত রাখিতে দিল্লীর ও মিরাটের কমিস্যারিএটের প্রতি আজ্ঞা আসিয়াছে। অতএব বোধ হইতেছে আমরা উক্ত সংখ্যক সেনা অবিলম্বে প্রাপ্ত হইব, ফলতঃ তাহাদিগের আগমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে হেতু উপস্থিত অল্প সংখ্যক সৈন্যের উপর গুরুতর কার্য্যের ভার রহিয়াছে,।

পটনার পত্রে ব্যক্ত করে,"কতিপয় শীক এক কসাইয়ের দোকানে কিঞ্চিৎ মেষ-মাংস লইয়া তাহার মূল্য না দেওয়াতে উভয় দলে বিবাদ হয়, তাহাতে শীকেরা জয়ি হইয়া ঐ মাংস লইয়া চলিয়া যায়, পর দিবস দমুদয় কসাই দোকান বন্ধ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে যাওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধান্ধ কসাইদিগকে কৌশলে প্রবুদ্ধ করত শান্ত করিয়াছেন,।

আগ্রা হইতে পলায়ন কালে যে সকল তহশিলদার ও থানাদার কাপ্তেন আলেক্জান্দরকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত হইয়াছে।

সিবিলদিগের বেতনবিষয়ক নিয়ম সংশোধনার্থ যে কমিস্যনর নিযুক্ত আছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যবিষয় কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য কোর্ট আব ডৈরেক্টরেরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বিবরণ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে একবার ঐ কমিস্যনরের রিপোর্ট পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এপর্য্যন্ত পাঠান হয় নাই, এজন্য উক্ত ডিরেক্টর মহাশয়েরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

হরকরা।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

ছোটদিন অর্থাৎ ইংরাজি অব্দের প্রথম দিন।

পদ্য।

অষ্টাদশ শত পঞ্চাশৎ সপ্ত সাল।
নিরূপিত কালাগতে, প্রাপ্ত হলো কাল॥
প্রাচীন নৃপতি যদি, ত্যজিলেন দেহ।
পঞ্চাশৎ বসু আশু, প্রবেশিল গেহ॥
জানুয়ারি প্রভৃতি, দ্বাদশ সেনাপতি।
দাঁড়াইল সসম্ভ্রমে, করিয়া প্রণতি।
কাহারো পশ্চাতে, একত্রিশ সেনা ধায়।
কাহারো অধীনে ত্রিশ, জন শোভা পায়॥
জনেক সেনানী মাত্র, অষ্টবিংশ পতি।
তাহার কারণ সদা, বিষাদিত মতি॥
হেরিয়া তাহার ভাব, নব দণ্ডধর।
কহিছে করুণ স্বরে, ওহে যোগ্যবর॥
বিষণ্ন না হও বাপু, কর প্রণিধান।
তব পক্ষে অবশ্য, হইবে সুবিধান॥
দুইবর্ষ কাল বাপু, ধৈর্য্য ধর মনে।
তার পর প্রাপ্ত হবে, সৈন্য একজনে॥
এইরূপে ফিত্রজার, সেনার ঈশ্বরে।
দেখাইয়া আশাতরু, সন্তোষিত করে॥
তদন্তর সিংহাসনে, হোয়ে অধ্যাসীন।
ক্রমে ক্রমে প্রজাপুঞ্জে, করিছে অধীন।
দেশে দেশে ঘোষণা, হইল অতঃপর।
খ্রীষ্ট প্রসাদাৎ হলো, আটায় ঈশ্বর॥
প্রজাবর্গ সুখে কাল, করিছে হরণ।
বিশেষতঃ খ্রীষ্ট পরায়ণ জনগণ।
লিখন পঠনে সাতায়ের বিনিময়ে।
আটায় উল্লেখ করে, সকল বিষয়ে॥
খাতা পত্র যত কিছু, নূতন হইল।
সাতায়ের নাম গন্ধ, তাহে না রহিল॥
আটায় কেবল দেখি, যত নিউ বুকে।
আটায় আটায় শুনি, সকলের মুখে॥
সংবাদ পত্রের মাথে, আট য় বিরাজে।
যেখানে সেখানে, আটায়র ঢোল বাজে॥
কিন্তু কিবা অপরূপ, অভ্যাসের ভাব।
সহজে না হয় সেই, ভাবের অভাব॥
অভ্যাস কারণ কেহ, অদ্যাপি ভুলিয়া।
খাতার মাতায় বসে, সাতায় খুলিয়া॥
লিপির শেষেতে কেহ, ভোলে সেইমত।
আটায় না লিখে, লেখে সাতায় সম্বৎ॥
হেন ভ্রম কিছু বড়, দূষণীয় নয়।
যে লেখে সে ভোলে, লোকে সামান্যত কয়॥
অধিকন্তু অভ্যাস, হইলে এক বার।
আপনি বাহির হয়, নিবারণ ভার॥
যাহউক অদ্য বড়, শুভ দিন বটে।
হের নব নৃপবরে, সবে অকপটে॥
হৃষ্টমনে বন্ধুসনে, কর আলাপন।
সুখেতে করহ অদ্য, বাসর যাপন।
আজি যাহা করিবেহে, নিশ্চয় জানিবে।
বর্ষাবধি সেইরূপ, করিতে হইবে॥
অতএব ত্যাগ কর, সকল বিষাদ।
পুরাও পুরাও মনে, যত থাকে সাধ॥
ইংরাজেরা বুঝিয়াছে, একথার সার।
ভুঞ্জিছে সকলে অদ্য, আনন্দ অপার॥
ভাল খায় ভাল পরে, ভাল ঘরে বসে।
ভাল চায়, ভাল পায়, ভাল রসে রসে॥
ভাল গাড়ী, ভাল ঘোড়া, ভাল ভাল য
আরোহিয়া ভালভাল, উদ্যানেতে যান॥
ভাল ভাল সুরা আর, ভাল ভাল মাস
ভাল ভাল ফল খেয়ে, বাড়ায় উল্লাস॥
ভাল বটে সব দেখি, কিছু মন্দ নয়।
কিন্তু এক বিষয়েতে, মনে ক্ষোভ হয়॥
অব্দের প্রথম দিন, শুভ অতিশয়।
বাঙ্গালি ভায়ারা তারে ছোট দিন কয়
বিষম সমস্যা এর অর্থ বোঝা ভার।
বড়দিনে ছোট দিন এ কোন্ বিচার॥
অতএব যোড় করে করি নিবেদন।
হেন দিনে ছোট নাহি বল কোন জন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকালীন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড্রিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০১৯ সংখ্যা] সোমবার ২৮ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ১১ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

যে মোকদ্দমায় রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাদী এবং রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়, কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও কুমার কালীকুমার মল্লিক রায় প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের ২১ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে প্রাগুক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ৬ ফিব্রুআরি শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল নিশ্চয়রূপে বিক্রীত হইবেক!

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার ২ নম্বর বনফিল্ডলেনে যে এক এক তালা বসতি-বাটী এবং যে এক খণ্ড বা বন্দ ভূমি,যাহার উপর উক্ত বাটী নির্ম্মিত আছে ভূমি অনুমান ।৪।৶ নয়কাঠা সাত ছটাক তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা এইক্ষণে কালিদাস বসু এণ্ড কোম্পানির অধিকারে আছে। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, যথা, উত্তরদিগে মেং এম ডিসোজা সাহেবের বাটী যাহা উক্ত কালিদাস কোম্পানির অধিকারে আছে এবং যাহা বিক্রীত বিষয় হইতে প্রাচীর দ্বারা বিভাগ করা হইয়াছে। পূর্ব্বদিগে কলিকাতার আরমানি চর্চ্চ-বাটী যাহা মেং মানক হোরস সাহেবের অধিকারে আছে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিগে প্রকাশ্য রাস্তা যাহা বনফিল্ড লেন নামে বিখ্যাত।

এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত ও বিক্রয়ের তালিকা সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর আফিসে অথবা মিসুয়ার্স ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ বাদি পক্ষের উকিলদিগের কলিকাতাস্থ ওণ্ড পোষ্টআফিস ষ্ট্রীটে ১১ নম্বর ভবনে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complainants Attornies.
ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ,
বাদিপক্ষের উকিল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৭জানুআরি১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে

উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.

জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

সংবাদপ্রভাকর

২৮পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

✓ শিবনারায়ণ দেবের আত্মঘাতী হওনের বিষয় আমরা ক্রমশঃ কয়েক দিবসের প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, পাঠক মহাশয়েরা তৎপাঠে তদ্বিষয় বিশিষ্টরূপেই জ্ঞাত হইয়াছেন, একারণ বারম্বার শোকাভিভূত হইয়া আর তাহার উল্লেখ করিতেই ইচ্ছা হয়না, কিন্তু কি করি, এই বঙ্গভূমির রঙ্গপ্রিয় স্বল্পবুদ্ধি কল্পকারি গল্পগ্রাহি ব্যক্তি-ব্রজের গল্পের জ্বালায় নিতান্তই জ্বলাতন হইয়াছি, তাঁহারা পাতালফোঁড়া আকাশজোড়া সৃষ্টিছাড়া কত কথারি আন্দোলন করিতেছেন, যেখানে সেখানে ছেলে বুড়ো প্রভৃতি তাবতেই একটা না একটা মিছে কথার সূত্র তুলিতেছেন, যাহা হউক, তথাচ আমরা মনকে এক-প্রকার প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক সে সমস্ত কথা উপেক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলাম, কিন্তু তাহার উপর আবার ইংলিস্‌ম্যান সম্পাদক গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় একটি লঙ্কাপোড়া ঝাল ঝালিয়াছেন, সুতরাং স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত জনের অসম্মানের দায়ের জ্বালায় গায়ের জ্বালায় নাচারে পড়িয়া পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিতে হইল।

উক্ত সম্পাদকের উক্তি যথা।

It is stated that Sibnarain Deb who shot himself in the Foreign Office the other day, had been detected in some improper correspondence with a certain Nawab, from the consequences of which he did not see how to extricate himself. Suicide is not a common solution of such difficulties among natives of Bengal, and we think our rulers might safely report this event as a proof of advancing civilization caused by their own generous exertions in spreading education among the people.

ইহার মর্ম্মার্থ, এই, "শিবনারায়ণ দেব অতি অপকৃষ্ট অভিপ্রায়ে কোনো বিদ্রোহি নবাবের সহিত পত্রাদি আদান প্রদানের সংযোগ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ হওয়াতে বিচারের পূর্ব্বেই আত্মনাশ করিলেন, সেই সকল যোগাযোগের পত্র গোপন না রাখিয়া প্রকাশ করাই রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য হইতেছে, বাঙ্গালি-জাতিকে উত্তমরূপে বিদ্যা দান করাই মন্দ হইয়াছে, কারণ তদ্দ্বারাই এই কুফল ফলিতেছে ইত্যাদি"।

ইংলিস্‌ম্যান সম্পাদক মহোদয় কোথা হইতে কোন্ প্রামাণিক লোকের নিকট এই সংবাদটি জ্ঞাত হইলেন? কে আসিয়া চুপি চুপি তাঁহার কাণে কাণে কহিয়া গেল শিবনারায়ণ দেব ব্রিটিস্ বিপক্ষ রাজদ্বেষি নবাবের সহিত পত্র-লেখা লেখি করিয়াছেন? আমরা শ্বেতসহযোগির এই লেখাতে আশ্চর্য্য হইলাম।—তিনি কি সূত্রে এই একটুখানি পেনকলমের খোঁচা মারিয়া একেবারে সকল বাঙালির গায়ের রক্ত জল করিয়া দিলেন!—সম্পাদকের শরীরটি শুক্লপক্ষ, লেখনীটিও শুক্লপক্ষ, অতএব জিজ্ঞাসা করি, সেই শুক্লপক্ষের লেখনী কেন অস্মৎ পক্ষে কৃষ্ণপক্ষের কার্য্যগুলীন প্রসব করে? সেই কলমটি পক্ষ, তাহাই পাত করেন, কিন্তু এতো—পক্ষপাত নয়, পক্ষপাত।—পক্ষঘাত নয়—পক্ষঘাত।—চিরভক্ত রাজানুগত দুর্ব্বল ভেতো বাঙালিরা স্বপ্নেও বিদ্রোহিতার ধ্যান করেনা। তাহা হইলে পশ্চিম রাজ্যে সহস্র সহস্র বৃদ্ধ, যুবা বাঙালি ও বাঙালিনী বালক বালিকা সহিত রাজবিরোধি দুরাত্মাদিগের হস্তে পড়িয়া দারুণতর দুর্দ্দশান্বিত এবং অকস্মাৎ সকলে একালে অকালে কাল কর্ত্তৃক কবলিত হইতেননা। যাহারদের সহিত বিদ্রোহিতার যোগাযোগ হইবে বাঙালির উপর তাহারদের আন্তরিক দ্বেষ, "উকুণ" হই-তো "উঁ" বলিয়া নখে তুলে মারে। কথায় কথায় কহে, "বহিন্‌চোৎ বাঙালি কাফের, ক্রিষ্টান্, শুশুরা, গেধড্। বাঙালি ফেরাঙ্গিকো গুরু হ্যায়্।—টুপি-ওয়ালে কামাতা হ্যায়, ধুতিওয়ালে সব্ ওড়াতা হ্যায়,, হ্যাদে দুঃখের কথা কি নিবেদন করিব? উড়ে মেড়ারাও সময়ে সময়ে এরূপ কহে, "জগন্নাথো করে, মহারাষ্ট মুলুকো-পাই-তো—গেঁহাড়িপো বাঙাড়ি শাড়াকো হানি পকাই,, উৎকলের দুই জন বেশ্যার মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইলে এক জন কহে "তো ঘরে-তো পঠান্ পসিলা,, আর একজন তাহার উত্তর করে, পঠান্ তো ভলো, তো ঘরে যে, বঙাড়ি পসিলা,,—দেখুন্ উড়ের বেশ্যারাও বাঙালির প্রতি এতদ্রূপ ঘৃণা করে।—কোথাকার ঘোর অসভ্য অজ্‌বাঙাল আধা মগ আধা হিন্দু আসামের লোকেরাও দ্বেষ করিয়া কহে, 'বগা বাঙাল্ কলা বাঙাল দুই ভাই, অর্থাৎ ইংরাজ বাঙালি এরা দুই ভাই,,—মিস্‌কালো চুণাগলি-রূপ বিলাতের খোলাঘরবাসি (ফিরিঙ্গি) যাঁহারা এদেশে টঁ্যাস্ নামে বিখ্যাত, তাঁহারাও মর্ম্মান্তিক দ্বেষবশতঃ কহেন, "কেলাম্যান্ বেঙালি, তোরা লীচু যা,—মোদের্ সাহেব্‌গার সতে বস্‌তে কর্ত্তে পার্ব্বিনা,,—এই প্রকারে বাঙালির আত্মীয় কেহই নাই, ইহার কারণ আমরা পরমেশ্বরেচ্ছায় কতকগুলীন প্রধান প্রধান গুণে রাজার প্রিয় হইয়াছি, বিদ্যা শিখিয়া উত্তম কার্য্যে জীবন যাত্রা যাপন করত মানবজাতির উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতেছি।

সুসভ্য ইংরাজেরা একাল পর্য্যন্ত আমারদিগ্যে এক প্রকার অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি কি কারণে অকারণে নিরপরাধে তাঁহারদিগের বিষনয়নে পড়িয়াছি তাহা কেবল তিনিই জানেন, যিনি সকলের মাথার উপরে বিরাজ করিতেছেন। সাহেবেরা যেন এইক্ষণে আর সেই সাহেবি নহেন, জাতি ও ধর্ম্ম-ভেদের জন্যই কি এত ভেদ হইল? ধর্ম্ম এবং সত্যের যন্ত্র স্বরূপ যে সংবাদপত্র, সেই সংবাদ পত্রের ইংরাজী সম্পাদকেরাও অধুনা আমারদিগের কপালদোষে সম্পাদকীয় নামে কলঙ্ক গ্রহণ করিতেছেন। বুড়ো হরকরা ক্রমে যেন শিশু হইয়া দিন দিন এক একটা আব্দার করিতেছেন।-'ইংলিসম্যান্" "Englishman" এইক্ষণে নূতন ইংলিসম্যান্ হইয়া আর বাঙালি-ঘেঁসা হননা, এইস্থলে আমরা একবার কৃতজ্ঞতাচিত্তে পরমেশ্বরকে এবং দয়াময় নিরক্ষেপ ধর্ম্মশীল গবর্ণমেণ্টকে প্রণিপাত করি, কারণ "নদেবঃসৃষ্টিনাশকঃ" "নিরাখেলের খোদাই রাখাল" তথা "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" এই অনন্যগতি দীন হীন বাঙালিগণকে বিশ্বপতি এবং রাজ্যপতি রক্ষা করিবেন।—যেমন ইংরাজ এবং ইংরাজ সম্পাদকগণ এতদ্দেশীয় কৃত বিদ্য যুবক বাঙালিদিগকে উপহাস ছলে "young Bengal,, এই শ্লেষের শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সম্প্রতি আমরাও পরিতাপ ছলে বুড়া যুবা সমুদয় ইংলিসকে "young English,, এইরূপ বিলাপের বাক্য ব্যক্ত করিব।

আর প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করেনা, এইস্থলে এইমাত্র প্রস্তাব করি, শিবনারায়ণের নিজনাশ বিষয়ে কর্ণর সাহেব যে তদন্ত করিয়াছেন ইহা কি ইংলিসম্যান্ সম্পাদক দৃষ্টি করেন নাই?।

ফরিণ ডিপার্টমেণ্টে গবর্ণমেণ্টের অধীনে তিনি প্রথমাবধি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচুর প্রতিষ্ঠা ও সাতিশয় সম্মান সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ক্ষণকালের জন্যও অযশ সঞ্চয় করেন নাই. আমরা জন্মদিন ও মরণের দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার শরীরে বা মনে অনেক-রূপ দোষ স্পর্শিত হয়নাই। যথার্থ ভদ্র ও প্রশংসিত মনুষ্য ছিলেন, তিনি গবর্ণমেণ্ট, বন্ধু বান্ধব,ও অপরাপর সকলের নিকট নির্দ্দোষি ও প্রিয়রূপে গণ্য ছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের ফরিণ আফিসের গবরনর জেনরলের তোসাখানার এবং ধনাগারের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সুধার্ম্মিক সত্যপ্রিয় রায় শ্রীনারায়ণ বসাক বাহাদুর মৃত শিবনারায়ণ দেবের চরিত্র বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন,তাহার শেষভাগের কয়েক পঁক্তি ইংরাজী উক্তি আমরা হরকরা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

I have no iden why the deceased destroyed himself. There were no disputes or difficulties in the office.

"আমি নিশ্চয়রূপে কহিতে পারিনা, মৃত ব্যক্তি কেন আত্মঘাতী হইলেন? আফিসের কাহারো সহিত কোনোপ্রকার বিবাদ কলহ অথবা প্রাণত্যাগের বিপদঘটিত কোনো বিষয়েরি সূত্র সঞ্চার ছিলনা।,,

উক্ত আফিসের রেজিষ্টর বিজ্ঞবর মহামান্য মেং চারল্‌স্, মেক্‌লিউড্ সাহেব যে সাক্ষ্য প্রদান করেন,তদবিকল নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল।

Charles Mocleod—I am Registrar of the Foreign office. I recollect the day on which the deceased shot himself. I sent for him because some information was required. When he came, I spoke to him, I merely told him to refer to the books for the information required. I thonght he appeared a little duller than usual. I never at any time saw him strange, or had any suspicion of any insanity about him. There were no accusation in the office against him before me. There was no investigation going on by the Secretary. Deceased was much liked. I never knew of any fault being found with him. I recognize the paper now shewn. It is in the handwriting of the deceased.

ইহাঁর সাক্ষ্য দ্বারাই শিবনারায়ণের নিতান্তই নির্দ্দোষিতার বিষয় পরিপূর্ণরূপে প্রমাণ হইয়াছে, কারণ তিনি কহেন।

"আমি ফরিণ আফিসের রেজিষ্টর, মৃত ব্যক্তি আপনিই আত্মনাশ করিয়াছেন। একখানা খাতার প্রয়োজন হওয়াতে আমি তাঁহাকে ডাকি, এবং প্রিয়বাক্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতে বলি,আমার অনুমান হয় অন্যান্য দিবসের অপেক্ষা সে দিবস তিনি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক অথবা ঈষৎ চিন্তিত, কিম্বা বিমর্ষ ছিলেন, আমি কোনোকালে কোনোসময়েই তাঁহার কোনোপ্রকার ব্যতিক্রম দেখি নাই। আর কোনোবিষয়েই তাঁহার প্রতি কিছু মাত্র সন্দিগ্ধ হই নাই, আফসের মধ্যে কস্মিন্‌কালেই তাঁহার প্রতিকূলে আমার নিকট কোনোপ্রকার সন্দেহের সূত্র উত্থাপিত হয় নাই, এবং সেক্রেটরির নিকটেও কখনো এবম্‌প্রকার ব্যাপারের প্রসঙ্গই হয় নাই,মৃত ব্যক্তি অতি প্রিয় ও সুজন ছিলেন, আমি কখনই তাঁহার কোনোপ্রকার দোষ দর্শন করি নাই।,,

Mr Macleod said he had heard of the deceased having stated that he (Mr Macleod) and the first witness had conspired to oust him out of his place in the Office, but that there was no truth in the statement.

"মৃত ব্যক্তি কখনো কখনো এমত সন্দেহ করিতেন,যে, আমি এবং রায় শ্রীনারায়ণ বাহাদুর তাঁহাকে পদচ্যুত করণের অভিসন্ধি করিয়া থাকি,ফলতঃ ইহা সংপূর্ণরূপেই অমূলক, আমরা কখনই এরূপ অভিপ্রায় করি নাই।,,

এই সকল দৃষ্টি করিয়া এখনো কি ইংলিসম্যান সম্পাদকের সংশয়

সংচ্ছেদন হইবেনা? তবে বলিতে পারিনা, তিনি কোথা হইতে সেই সংবাদটি সংগ্রহ করিয়াছেন?।

মৃত শিবনারায়ণের সর্ব্বাগ্রজ শ্রীমান্ রায় রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া উপস্থিত বিদ্রোহে আবশ্যক মতে সময়ে সময়ে রাজানুগত্য ব্যবহার দ্বারা নানা প্রকারে গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করাতে রাজপুরুষেরা অধুনা প্রসন্নতা সহকারে নবাব বাহাদুরের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ-সহ নমস্কার প্রদান করিয়াছেন, উক্ত মহাত্মা কিছু দিন পূর্ব্বে সঙ্গ ও কার্য দোষে গবর্ণমেণ্টের নিকটে সম্ভ্রমবিষয়ে কিঞ্চিৎ লঘু হইয়াছিলেন,এইক্ষণে রাজপুরুষেরা পুনর্ব্বার তাঁহাকে পূর্ব্বানুরূপ স্নেহ ও মান প্রদান করিবেন।

নবাব বাহাদুরের দ্বারা ইদানীং এতদ্রূপ যে কিছু হওয়া তাহার মূল উক্ত প্রসন্ননারায়ণ দেব, অতএব উক্ত শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠ কি এতই অনিষ্টপ্রিয় হইয়া বিদ্রোহি নবাবের সহিত সংযুক্ত হইবেন? ইহাই কি নিতান্ত সম্ভব হইতে পারে? এবং এই সূত্রেই কি বাঙ্গালিজাতির বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এত আক্রোশ প্রকাশ করিতে হয়? হে ইংলিস্‌ম্যান! আমি জিজ্ঞাসা করি, ইংলিস্‌ম্যানের এইরূপ ধর্ম্ম হওয়াই কি উচিত? I ask the Editor of Englishman. Is this the virtue of an Englishman?

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

ডবলিউ মায়র সাহেব, জে সরর সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহার স্থূল ভাগ।

আগ্রা।২৮ ডিসেম্বর ১৮৫৭

গত দিবস বৈকালে কর্ণেল সিটন সাহেব ময়নপুরী হইতে লেখেন তাহা আলিগড় দিয়া বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ-যোগে এইমাত্র আগত হইল।

ময়নপুরীতে পঁহুছিয়া দেখিলাম প্রায় এক পোয়া পথ দূরে পশ্চিমদিগে বিপক্ষেরা কতকগুলীন গাছের আড়ালে রহিয়াছে, আমরা অগ্রসর হইলেই তাহারা চারিটা তোপ লইয়া গোলা বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, ইহাতে কর্ণেল সিটন সাহেব অশ্বারোহি গোলেন্দাজ এবং অশ্বারোহি অপর সকল সৈন্যকে এক পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণদিগে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং পদাতিক সেনাদল এবং বড় তোপ সমভিব্যাহারে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।

আমারদিগের এতদ্রূপ সৈন্য চালনা দৃষ্টে বিদ্রোহিরা বুঝিতে পারিল, যে,ইহাতে তাহারদিগের নগর মধ্যে পলায়নের পথ রোধ হইতেছে, একারণে তাহারা শীঘ্রই পশ্চাৎ ভাগে নগরে গমন করিল।

আমরা তাহারদের সমস্ত তোপ অর্থাৎ ৬ টা তোপ জয়লব্ধ করিয়াছি, এই সংগ্রামে বিপক্ষদিগের ২৫০ ব্যক্তি হত হইয়াছে, আমারদিগের পক্ষীয় কোনো ব্যক্তিরি প্রাণ নাশের সমাচার পাওয়া যায় নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ফিনিক্সের এলাহাবাদস্থ পত্রপ্রেরক ৫ জানুয়ারি দিবসের পত্রে লেখেন, এখান হইতে ৩ ক্রোশ দূর এক স্থানে বিপক্ষেরা উত্তমরূপে দল বদ্ধ হইয়াছিল, এই সংবাদ পাইয়া গত দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে ৭৯ গণিত হাইলণ্ডর দল, কতকগুলীন রাইফেল সেনা এবং দুই দল ড্রাগুণ কয়েকটা তোপ লইয়া তাহারদিগের প্রতিকূলে অতি দ্রুত-গতিতে ধাবিত হয়, এক দল সিবিলিয়ান অদ্য প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময় সেনা সহিত তথায় গমন করিলেন, গুরুতর তোপের শব্দ শুনা গিয়াছে। পাপমৌ হইতে ঐ কাণ্ড দেখিয়া লোক আসিয়াছে, হাইলণ্ডরদিগের পঁহুছিবার পূর্ব্বে বিদ্রোহিরা পলায়ন করে, যে গ্রাম তাহারা অধিকার করিয়াছিল তাহা আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত অপর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই। গত দিন সন্ধ্যাকালে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর হাইলণ্ডরদিগের রিবিউ দেখিয়াছিলেন, ত হারা ১০০০যোদ্ধা অতি সুদৃশ্য। অদ্য প্রাতে কাশী হইতে অনেক পদাতিক ও অশ্বারোহি শ্বেত সেনা এখানে আসিয়াছে। তাহারা এক দিন পূর্ব্বে আইলেই উক্ত দুষ্ট দিগ্যে বিলক্ষণ রূপেই প্রতিফল দিতে পারিত। এইক্ষণে বিস্তর সেনা ও অস্ত্রাদি যাইতেছে। নদী পারের বিপক্ষেরা কি পরিমাণে দলবদ্ধ হইয়াছে তাহা আমি জ্ঞাত হইতে পারি নাই। কয়েক জন ভদ্র লোক ওপারে তাহারদিগ্যে দেখিতে যাওয়ায় তাহারা গুরুতর গোলা নিক্ষেপ করে, সেই গোলা তাঁহারদের কাছো কাছো হইয়াছিল, এক জন ইংলিসম্যানের উক্ত স্থানের পত্র প্রেরক লেখেন'গঙ্গাপারে অযোধ্যার দিগে একজন চাকলাদার রাজস্ব না দেওয়াতেই হাইলণ্ডর প্রভৃতি সৈন্য শ্রেণী তাহার শাসনার্থ গমন করিয়াছে, ৫ গণিত দেশীয় পদাতি দলের একজন জমাদার এবং ১০জন বালককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

আতহিকসূত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২০ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৯ পৌষ ১২৬৪ সাল। ইং ১২ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজা বরদাকণ্ঠ রায় এবং মাধবচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা যশোহর পরগণে সয়েদপুরের সামিল নিজ যশোহরে যে তালুক ও কাছারিবাটী আছে, এবং যাহার সদর মালগুজারী কোং ৪৬১৮২৷৷৵২, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত রাজা বরদাকণ্ঠ রায়ের ইকুইটী অফ রিডেম্পসন দ্বারা যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা বারাসতের অন্তঃপাতি পরগণে সয়েদপুরের শামিল আথপুর নামক যে তালুক আছে এবং যাহার সদর মাল্ গুজারি কোং ৪২৫ টাকা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত রাজা বরদাকণ্ঠ রায়ের ইকুইটী অফ রিডেম্পসন দ্বারা যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফ দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
Sheriff.
সরিফ

কলিকাতা।
৮জানুআরি ১৮৫৮

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কুদ্দুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান, বিবি নসমননেসা এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার বিরুদ্ধে ফাইরাইফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি ফ্রিস্কুল ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১৫ নম্বরী যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ⁄২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কুদ্দুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান, বিবি নসমননেসা এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি হালতু নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে

এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বসতি বাটী ও দুইটা পুষ্করিণী সমুদয় প্রাচীরে বেষ্টিত ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী কদুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান, বিবি নস্‌মন নেসা এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পুর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান তাহাতে অনেক বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ৭/ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী কুদুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান, বিবি নস্‌মননেসা এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পুর্ব্বোক্ত জিলার অন্তঃপাতি নস্করহাতি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ধান্য ভূমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী কদুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান, বিবি নস্‌মননেসা এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৮ জানুআরি ১৮৫৮

সংবাদপ্রভাকর

২৯ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

ইংলিসম্যান সম্পাদককে হাতে পাইয়াছি, তিনি এখন পথে আসুন। উক্ত মহাশয় গত শুক্রবাসরে মৃত শিবনারায়ণ দেবের মৃত্যু বিষয়ে যে কদভিপ্রায় ব্যক্ত করেন আমরা গত দিবসীয় প্রভাকরে তাহার অলীকত্ব প্রমাণ করিয়াছি, যিনি শুক্রবারে এক মহাপুরুষ হইয়াছিলেন, সোমবারে আবার যেন সেই তিনি সেই তিনিই নহেন। পূর্ব্বে ভূত হইয়া ঘাড়ে চাপিয়াছিলেন, শেষে ওঝা হইয়া আবার ঝাড়াইতেছেন, চমৎকার! চমৎকার! এই বিষধর। এই সুধাধর। যে হাতে সোণার গন্ধেশ্বরী পূজিয়াছিলেন, সেই হাতে আবার কাণী চ্যাংমুড়ীর পুজা করিতে হইল। এখন লিখিলেন, "শিবনারায়ণের কোনো দোষ নাই, অতি ভাল, সচ্চরিত্র, ফরিণের কর্ত্তারা তাঁহার প্রতি অত্যন্তই সন্তুষ্ট ছিলেন"। যথা।

It appears that Baboo Sibnarain Deb, who committed suicide at the Foreign Office last week was not under any accusation nor had any reason to apprehend the displeasure of his superiors; but he had been for some time affected with groundless apprehensions, indicating approaching insanity, and his friends say that he had meditated suicide some time before the fatal event,

এই সূত্রে আর অধিক কি কহিব? সেই-তো মল্‌ খসালি, দেশটা কেন হাসালি।

আহা! ইংরাজী পত্রে কিছুই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ হয় না। বাঙ্গালা পত্রপ্রেরকেরা কুচিৎ কখনো ভ্রান্তিক্রমে দুই একটা মিথ্যা সমাচার লেখেন, কিন্তু ইংরাজী সম্পাদকেরা সর্ব্বদাই আপনারা মিথ্যা সমাচার মন হইতে প্রসব করিয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে পাটনা হইতে আগত।

১০ জানুআরি ১৮৫৮ পরাহ্ণ ১ ঘণ্টা।

কমিস্যনর সাহেবের নিকট হইতে।

শ্রীযুত ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মহাশয় সমীপেষু।

ফরিণ ডিপার্টমেণ্ট।

মহারাজ জং বাহাদুরের সৈন্য দ্বারা ৬ তারিখে গোরক্ষপুর অধিকার করা হইয়াছে। গোরক্ষপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর এক নালার ধারে শত্রুগণ প্রথমেই গোলাবৃষ্টি করে, গোরখা সেনাদিগের বিশেষ বীরত্ব দ্বারাই তাহারদিগের অধিকৃত স্থান অধিকার করা হয়। বিপক্ষেরা গোরক্ষপুর মধ্যে যথায় আপনারদিগের সুরক্ষিত স্থান দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, গোরখারা তাহারদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থান পর্য্যন্ত গমন করে, দুষ্টেরা অধিক কাল তিষ্ঠিয়া যুদ্ধ করিতে পারে নাই, গোরখারা অবিলম্বেই তাহারদিগে রেবতী নদীর পর পারে দূরীভব করিয়া দিয়াছে। ৭ টা তোপ জয়লব্ধ হইয়াছে, শত্রু পক্ষের ২০০ লোক হত হইয়াছে, গোরখাদলের ২ জন হত এবং ৭ জন মাত্র আহত হয়। ব্রিটিস সেনাপতিদিগের গায়ে একটী আঁচো লাগে নাই, দেশীয় লোকেরা আমারদিগের সহিত বন্ধুত্বভাবে সকল প্রকার সদ্ব্যবহার এবং সমুচিত সাহায্য করিতেছেন।

বানারস। ১০ জানুআরি।

এচ, সি, টকর সাহেবের নিকট হইতে আগত।

মেং সিসিল বীডন।

গোসিব তসিলদার বিজ্ঞাপন করেন, ৬ তারিখে জং বাহাদুর নাজিম ঘোষকে হত করত গোরক্ষপুর অধিকার করেন, শত্রু সকলকে হয় সংহার করা, নয় রেবতী নদীর পারে দুর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদল বিদ্রোহি, যাহারা পলায়ন পুর্ব্বক অযোধ্যার দিগে গমন করিতেছিল, বৌসির রাজা তাহারদের গমনের পথ রোধ করিয়াছেন। উক্ত তসিলদার বরহল নদী পার হইয়া দেখিয়াছেন বিদ্রোহিরা তৎস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

হে পাঠকগণ! আপনারা এই স্থলে প্রথমতঃ একবার করুণাময় পরমেশ্বরকে প্রণিপাত সহযোগে সাধুবাদ প্রদান পুর্ব্বক পরিশেষ জং বাহাদুরকে যথাযোগ্য নমস্কার এবং ধন্যবাদ দান করুন।—যদিও জং বাহাদুরের পুণ্যবল ও বাহুবলের দ্বারা এই আনন্দজনক জয়লাভ হইয়াছে তথাচ জগদীশ্বরের করুণাকেই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে।—আমরা গোরক্ষপুরের বিষয়েই অত্যন্ত ভীত ছিলাম, যখন সেই স্থান পুনর্ব্বার হস্তগত করা হইল তখন জোয়ানপুর এবং আজিমগড় প্রভৃতি কয়েকটি জিলার জন্য আর ক্ষণকালমাত্রই চিন্তা করিনা।—কাণপুর, ফতেগড় ও তন্নিকটস্থ সমস্ত স্থল বিপদবিহীন হইয়াছে, আগ্রা এবং দিল্লী অঞ্চলে আর কোনোই গোলযোগ নাই, কেবল এক অযোধ্যারাজ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ জঞ্জাল আছে, সেই জঞ্জাল অবিলম্বেই উপযুক্তরূপ ঝাঁটার দ্বারা পরিষ্কৃত হইবে তাহাতে সন্দেহই নাই।—অতএব আপনারা এই সময়ে বিশেষ রূপে মনের সাধে আনন্দ প্রকাশ করুন।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, পাতুরেঘাটা নিবাসি সুবিজ্ঞোত্তম শ্রীযুত বাবু নীলমণি বশাক মহাশয়ের ভবনে "পাতুরেঘাটা মার্ণিং স্কুল" নামে এক অভিনব ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বালকেরা প্রাতে ৬ ঘণ্টা অবধি ৮।০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অতি সুনিয়মে সুন্দররূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ছাত্রদিগের নিকট হইতে এক টাকা ও আট আনা করিয়া বেতন গৃহীত হইতেছে। বালকেরা প্রাতে তথায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক ১০ টার পর অপর স্কুলে গিয়া শিক্ষা করে। প্রার্থনা করি, উক্ত পাঠালয়ের অধ্যক্ষগণ সাধারণের সাহায্য পাইয়া কৃতকার্য্য হউন।

বালেশ্বরবাসি বন্ধুর লিখিত পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"বালেশ্বর। ২৩ পৌষ ১২৬৪।

১। সম্বলপুরের গোলযোগে আমরা অত্যন্ত সশঙ্কিত অবস্থায় আছি কারণ প্রধান বিদ্রোহি সুন্দরসার সহিত প্রায় ৪০০০ হাজার সিপাহি এতদ্ব্যতিরিক্ত এমত জনরব, যে অসংখ্য সাঁওতাল অথবা বন্যলোক একত্র হইয়াছে, ইহাতে সহজেই শঙ্কার বিষয় বটে। আমাদিগের এস্থানে রাজসৈন্য রাখা অত্যন্ত আবশ্যক বর্ত্তমানে কেবল ২০ জন পাইকের দ্বারায় গবর্ণমেণ্টের ধনাগার রক্ষা হইতেছে, তাহাদিগের যেপর্য্যন্ত শক্তি তাহা পরমেশ্বর জানেন।"

"২। জলেশ্বরের পাদ্রি মেং স্মিথ সাহেব সপরিবারে সাঁওতালদিগের ভয়ে এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়া বাস করিতেছেন।"

"৩। অত্রস্থ কালেক্টরি সেরেস্তাদারি বৃদ্ধ হইবায় এবং তাঁহার বহু সংখ্যক জমীদারি থাকায় শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব পেন্সন দেওনের নিমিত্ত রিপোর্ট করিয়াছেন, ফলে শুনিতেছি তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আপিল করিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! এতদ্দেশীয় লোক বহু ধনাধিকারি হইয়াও দাসত্ব শৃঙ্খল কি পর্য্যন্ত প্রিয়তম বোধ করেন, ইহাতেই পাঠকগণ তাহা বিলক্ষণরূপেই অনুমান করিবেন।"

"৪। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের আনুকুল্যে এবং অত্রস্থ কতিপয় বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সাহায্যে বারবাটী গ্রামে একটী বঙ্গ ও উৎকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে মাত্র, দুঃখের বিষয়, যে, এখানকার প্রজাপুঞ্জের কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগ দেখিতে পাইনা। অপর সংবাদ পরে লিখিব ইতি।"

গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটে যে নিম্ন লিখিত তিনটী বিষয় প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে বিস্তর ধন ন্যস্ত হইবেক।

প্রথম। সৈনপুরী নিবাসী তেজ সিংহ উপাধিহীন হইবেন, এবং তাঁহার বিভবাদি সকল রাজসরকার ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয়। বান্দা জিলার অন্তঃ-

পাতি কারউইবাসী ৺ বিনক রাওয়ের পোষ্যপুত্র নারায়ণ রাও এবং মধু রাও রাজবিদ্রোহিতাচরণ করণ জন্য অপরাধি হওয়াতে তাঁহারদিগের ২৬,৫৫,০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ রাজকোষ ভুক্ত হইবেক।

তৃতীয়। বিজরুগড় নিবাসী সূর্য্য প্রসাদ ঠাকুরের ১,১৮,৮০০ টাকার কোম্পানির কাগজ আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরলের খাতায় জব্দ থাকিবে।

এই সকল বিষয় পূর্ব্বের ক্রোকী এবং যেসকল বৃত্তি বন্ধ করা হইয়াছে তাহার সহিত একত্রিত করিলে রাজবিদ্রোহিদিগের কর্ত্তৃক যে সকল রাজভাণ্ডারের টাকা অপহৃত হইয়াছে তাহার এক অংশ মাত্র ক্ষতি পুরণ হইবেক।

উক্ত দিবসের কলিকাতা গেজেটে দৃষ্ট হইল যে, আগ্রার প্রধান সদর আমীন মৌলবি মহম্মদ খাঁ বিনা অনুমতিতে আপনার কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করায় পদচ্যুত হইয়াছিলেন, তিনি পুনরায় গবর্ণমেণ্ট হইতে আপনার নিরপরাধিতার প্রমাণ প্রদানার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে ৪০ দিবস সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদ্যপি নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে আপনার নির্দ্দোষিতার কারণ না দেখাইতে পারেন তবে যাবজ্জীবন সরকারি পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

লাহর-ক্রোণিকেল লেখেন আট দল গোরা রেজিমেণ্ট যাহারা পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছে তাহারদিগের মধ্যে ২০দুই শ্রেণী সলন নামক স্থানে নুতন রাস্তার ধারে অবস্থিত হইবে, তথায় উত্তম জল এবং অনেক তৃণকুটীর আছে, তাহার প্রত্যেক ঘরে ১৫ জন মানুষ অনায়াসেই বাস করিতে পারে। এই সুযোগে সেখানে আর পাকা বারিক নির্ম্মাণ করিতে হইবেনা।

বর্দ্ধমানের কমিস্যনর সাহেব এমত ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পুরাঘাটের রাজা ও তাঁহার সহোদরকে ধৃত করিয়া দিবেন তাঁহাকে ১০০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। ঐ রাজা এইক্ষণে ক্রমেই দল বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহার কয়েক জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

দুই খানা বাষ্পীয় তরি অশ্ব আনয়নার্থ অবিলম্বেই কেপে গমন করিবে, এই কার্য্যের জন্য আর এক খানা জাহাজ ভাড়া করা হইয়াছে। ৬।৭০০০ অশ্ব জাহাজযোগে এখানে শীঘ্রই আসিয়া পঁহুছিবে,

৩২ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের বিদ্রোহি সেনারা সান্তাল পরগণার দিওগড়ের ধনাগার হইতে ৫০০০ টাকা হরণ করিয়াছে।

হরকরা পত্রের কোনো সংবাদদাতা রাণীগঞ্জ হইতে ৬ জানুআরি তারিখে লেখেন। যথা।

"জনরব এইরূপ, ২॥০ ক্রোশ দূরে পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে ৫০০০ বিদ্রোহি লোক সমবেত হইয়াছে।—কিন্তু যে সকল মান্দ্রাজী রাইফেল সেনাদল কয়েকদিন হইল এখানে আইসে, তাহারা ঐ দুষ্টদিগ্যে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ৫০০ পদাতিক ও ৬০০ গোলেন্দাজ, যাহারা সম্প্রতি এখানে অবস্থান করিতেছে তাহারা অতি সতর্কভাবে ঐ বিপক্ষব্যূহের আগমনপথ নিরীক্ষণ করিতেছে। যে রামগড় বেটেলিয়ান সেনারা দুর্জ্জনদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া "দুরন্দা" এবং ঘহরঘাটিতে গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল অনুমান হয় সম্প্রতি তাহারাই এই আশঙ্কার কারণ হইয়াছে।—উক্ত মান্দ্রাজী সেনা কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিতে থাকিতেই তাহারা যদি হয়, তবে ভবিষ্যতে আর কোনোরূপ শঙ্কাই থাকিবেনা।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সেনারা যে টাকা হরণ করিয়া পলায়ন করে তাহার কিয়দংশ পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। কারামুক্ত চোরেরদের নিকট হইতেই তাহা পাওয়া যাইতেছে।

দিল্লী নগরে জজরের নবাবের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। তাঁহার বার্ষিক ৩০০০০০ টাকা উৎপন্নের জায়গির গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে।—এইরূপে অনেক বিদ্রোহিদিগের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট পাইতেছেন।

মহারাণীর সেনাদিগের বাসের জন্য গাজিপুরে বারিক নির্ম্মিত হইতেছে।

Printed and published by IssurchunderGoopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্র ঈষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২২ সংখ্যা। গুরুবার ২ মাঘ ১২৬৩ সাল। ইং ১৪ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

২ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কুমারখালি হইতে আগত পত্র আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রকাশ করিতেছি, পাঠকগণ পাঠ কারলে নয়নজল নিবারণ করিতে পারিবেননা।

"মহাশয়! বহুকালাবধি এই কুমারখালিতে ইষ্টিমারের ষ্টেসন আছে। কিন্তু কখনই লোকের প্রতি কোনোরূপ দৌরাত্ম্য হয় নাই, সংপ্রতি কয়েক দিবস হইল, একখান ষ্টিমর আইসে; তাহা হইতে কয়েক জন ভদ্র ইংরাজ অবরোহণ করিয়া নিরীহ প্রজাপুঞ্জের প্রতি বিস্তর অভদ্রাচরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা এক ধনি ভদ্রের ভদ্রাসনে প্রবেশ পুর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়েন, তাহাতে তাঁহারা বাদি হয়েন, এজন্য শ্বেত পুরুষেরা সেই বাটীর কর্ত্তা এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে সজোরে ধৃত করিয়া বাটীর বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে গুলীপুর্ণ বন্দুক ধরিয়া ভয়প্রদর্শন করেন।—সম্পাদক মহাশয়! একে বাঙ্গালি সহজে ভীরু, তাহাতে আবার তাঁহারা মহাজন মানুষ অতি নিরীহ, সুতরাং প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া শ্বেত পুরুষদিগের পদানত হইলেন, পরে সাহেবেরা তাঁহাদিগকে বিশেষ অপমানের পর নিষ্কৃতি দেন, এইরূপ অপর সাধারণ অনেক লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া পরে যে এক বিষম গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান রাজ পুরুষদিগের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত ও কলঙ্ককর তাহার সন্দেহ নাই।—এই অত্যাচারের কথা লিখা দূরে থাকুক, মনে করিতেই আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বহিতেছে, সেই শ্বেত পুরুষেরা মনোবৃত্তি বিশেষের বশবর্ত্তি হইয়া দয়া শূন্য হৃদয়ে এক দুঃখি ভদ্রলোকের বাটী প্রবেশ করেন এবং ব্যভিচার মানসে স্ত্রী-লোকদিগকে বিস্তর যাতনা দেন ও পরিশেষে অভিলাষ পুর্ণ করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে গুরুতর প্রহার করেন, বোধ হয়, জগদীশ্বর কেবল তাহাদিগের সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। এই ঘোর বিপদের সময় সেই অনাথা অবলামণ্ডলীর আশ্রয় দিতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কারণ, শ্বেত পুরুষেরা ঘন ঘন বন্দুকের গুলী ও ভগ্ন ইষ্টকাদি চালাইয়াছিলেন, সুতরাং অনেকেই বাটীর অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই নিরাশ্রয়া অবলাগণের চীৎকার ও ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রবণ করত ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। পরে শুনা গেল সবল ধবল-জনেরা এক যুবতীকে কণ্ঠদেশে বঁটী বিদ্ধ করিতে দেখিয়া বাটী হইতে প্রস্থান করেন।

সম্পাদক মহাশয়! দুর্ব্বৎসরবশতঃ কোনোরূপে লোকের দিন পাত হওয়াই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, অতএব বাটীর আগড় প্রস্তুত করিয়া দিতে দুঃখি লোকে নিতা-

স্তই অসমর্থ, তাহাতে এরূপ দৌরাত্ম্য হইলে দুঃখি প্রজাপুঞ্জের আর উপায়ান্তর নাই।—বাষ্পীয় পোতচালক কর্ত্তাদিগের বিশেষরূপ শাসন না থাকাতেই এরূপ অত্যাচার হইতেছে সন্দেহ নাই। আমারদিগের এই দুঃখের সমাচার আর কাহাকে অবগত করিব? আপনি কৃপাবলোকনে এই পত্রখানি সংশোধন করত বিশেষ মন্তব্যের সহিত পত্রস্থ করিলে রাজপুরুষেরা কৃপাদৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতে এরূপ অত্যাচার না হয় পোত চালক-কর্ত্তাদিগের প্রতি এরূপ আদেশ করিতে পারেন। ইতি।

কুমারখালি।
১২৬৪ সাল ২৮ পৌষ

এই বিষয় অত্যন্তই দুঃখের বিষয় হইয়াছে, যাঁহারা রক্ষক তাঁহারা ভক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলে কে আর প্রজার ধন, প্রাণ, মান, জাতি ও ধর্ম্ম প্রভৃতি রক্ষা করিবে? অতএব এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের আশু বিবেচনা ও বিহিত সদুপায় নির্ণয় করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

আমরা অবগত হইয়া শোকাকুলচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, মেছুয়াবাজার নিবাসি পরমাত্মীয় সুবিজ্ঞ বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় যিনি ২৪ পরগণার ডেপুটী কালেক্টরি পদে অতিষিক্ত ছিলেন তিনি গত শনিবার রাত্রি অনুমান দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে এতন্মায়াময় দেহ বিনিময় পুর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। অদ্য স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা তাঁহার বিষয়ে অধিক লিখিতে পারিলামনা।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট যশোহর ফরিদপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর মধ্যে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের তার সংস্থাপন করণাবধারণ করিয়াছেন, বাঙ্গাল রাজ্যের পূর্ব্ব প্রদেশে নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য জন্মে. সেই প্রদেশজাত তণ্ডুলাদি দ্বারাই এই রাজধানী ও সন্নিহিত বহুল প্রদেশবাসি লোকের জীবন ধারণ হইতেছে, অতএব সেই প্রদেশ মধ্যে বিদ্যুতীয় তার সংস্থাপন এবং রেইলওয়ে প্রচালন হইলে বাণিজ্যের উন্নতি ও রাজ্যের যথেষ্ট উপকার দর্শিবেক, গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবাতে প্রকৃত রাজব্যবহার করিয়াছেন, অতএব তজ্জন্য প্রধান রাজপুরুষদিগকে নমস্কার প্রদান করিতেছি, এইক্ষণে ভরসা করি যে প্রস্তাবিত শুভজনক ব্যাপারদ্বয় আশু সুসম্পন্ন হয়।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ইংলিসম্যান পত্রের সমরস্থলস্থ শিবিরবাসি কোনো সংবাদদাতা ৮ তারিখে লেখেন "আমরা মইহিরি নগর অধিকার পূর্ব্বক নগর মধ্যে ২ টা এবং দুর্গের বাহিরে গেটের দিগে ৬ টা তোপ জয়লাভ করিয়াছি, আমারদিগের গুরুতর গোলাবৃষ্টিতে তাহারা তিষ্ঠিতে পারে নাই, ভরসা করি, শীঘ্রই দুর্গ অধিকার করিব। খোসাল সিংহকে যে ব্যক্তি হত বা ধৃত করিয়া দিবে তাহাকে ২০০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। ভুপাল সিংহকে ধরিবার জন্য ২০০০ টাকা এবং পুনার মধু সিংহকে ধরিবার জন্য ২০০ টাকা পারিতোষিক স্বীকার করা হইয়াছে,—বোধ হয় তাঁহারা সকলে এইক্ষণে দুর্গের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।—জহি খাইনের বিদ্রোহিদিগের নাশার্থ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।—ঐ স্থানের ৪ তারিখের পত্রে লেখে মইহিরির দুর্গ গত রজনীতে অধিকার পূর্ব্বক মকুন্দ সিংহ এবং নাজিমের কতকগুলীন বরকন্দাজকে বন্দি করা হইয়াছে। জহি খাইনের বিদ্রোহিরা শাসিত হইলেই পথ সকল নিরাপদ হইবে, তখন আমরা বিজনাগড় আক্রমণ করিতে পারিব।

তিন জন চট্টগ্রামের বিদ্রোহি ধৃত হইয়া বন্দিভাবে বারাকপুরে আসিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম দেশে বিদ্রোহিতা সময়ে যাহারা সিবিল ও মিলেটরি কর্ম্মচারিদিগ্যে সাহায্য করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগ্যে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

যে পর্য্যন্ত পঞ্চকোটির রাজা এবং পারঘাটের জমিদারদিগের মোকদ্দমা নিষ্পন্ন না হয় সে পর্য্যন্ত মেং লসিংটন সাহেব প্রতিনিধিরূপে মানভূম ও সিংহভূমের কমিস্যনরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

চিরাপুঞ্জিতে ১৭ জন বিদ্রোহি সিপাহি ধৃত হইয়াছে।

সাগরের দুর্গ নিরাপদে রহিয়াছে, ব্রিটিস সেনারা ১৬ ডিসেম্বর দিবসে বিদ্রোহিদিগের পরাভব করত ১০০ ব্যক্তি হত করে, ঐ যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষে ১০ জন হত হইয়াছে।

এলাহাবাদের গঙ্গাপারে ৪ জানুয়ারি তারিখে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিন শতের অধিক বিদ্রোহি হতাহত হয়, তাহাদের প্রচুর সমর সামগ্রী হস্তগত করা হইয়াছে।

নারায়ণ রাও বান্দার নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রাজাপুরে রাজার ন্যায় রাজস্ব ও শস্যাদি গ্রহণ করিতেছে।

ইংলিসম্যান পত্রের কাণপুরস্থ কোন সংবাদদাতা ৮ জানুআরি দিবসে লেখেন, যথা—বাজারে পুনরায় এই এক আশঙ্কার সমাচার প্রচার হইয়াছে যে ৫০০ শত বিদ্রোহি অশ্বারোহি গৌতমপুর আক্রমণার্থ আসিতেছে, এবং অযোধ্যা হইতে চল্লিশ সহস্র বিদ্রোহি বাহিনী তোপাদি লইয়া বিঠুর পুনরাক্রমণে প্রয়াণ করিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণে দেশীয় বণিকেরা মহা ভটস্থ হইয়া আছেন। সত্য মিথ্যা যাহা হউক এরূপ সমাচারে বাজারে স্বভাবতঃ গোলযোগ হইতে পারে। কথিত হয়, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি সাহেব ১৫ দিবসে এখানে প্রত্যাগত হইয়া অযোধ্যা আক্রমণে প্রস্থান করিবেন। আমারদিগের সৈন্য সংক্রান্ত আহত পীড়িত ও সমরে অশক্ত ব্যক্তি সকলকে উপযুক্ত প্রহরি সহযোগে এলাহাবাদে পাঠান হইয়াছে, এবং সেই সমভিব্যাহারে জয়লব্ধ ২০ টা তোপও তথায় প্রেরণ করা গিয়াছে।

আলামবাগস্থ সৈন্য শিবির হইতে ৬ জানুআরি তারিখের লিখিত পত্রানুবাদ, যথা—মৈনপুরীর রাজা এবং ফতেগড়ের নবাব সসৈন্যে লক্ষ্ণৌ নগরে উপনীত হইয়াছেন, তথায় বিদ্রোহিরা পুনর্ব্বার অধিক দলে বলে সমবেত হইতেছে। কথিত হয় আমরা ঐ নগর পরিত্যাগ করিবার পর বিদ্রোহিরা উত্তমরূপে সুদৃঢ় করিয়াছে, অতএব এবারে তন্নগর গ্রহণকল্পে ভয়ানক যুদ্ধ হইবেক। আমারদিগের প্রধান মহাশয় যেরূপ রণপাণ্ডিত্য মতে এবারে ঐ নগর আক্রমণ করণাবধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ সমর সাধন হইলে বিপক্ষদিগের পলায়নের পথ থাকিবেক না। ২০ তারিখপর্য্যন্ত প্রধান মহাশয় লক্ষ্ণৌ নগর সম্মুখে আগত হইতে পারেন, এবং আমি প্রত্যাশা করি, এতন্মাস অতীত হইবার পুর্ব্বেই এই নগর এককালে অধিকৃত করিয়া ছারখার করণ বার্ত্তা প্রেরণ করিতে পারিব। এখানে আমরা সুস্থির আছি, বিপক্ষেরা গতবারে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে আর পুর্ব্ববৎ বিক্রমভাব দেখা যায় না।

আমারদিগের কতিপয় কাব্য প্রিয় পাঠক পৌষ পার্ব্বণ প্রকাশার্থ বিশেষরূপ অনুরোধ করাতে আমরা এরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পুরাতন কবিতা অপেক্ষা নূতন রচনা কোনোরূপেই উত্তম হইতে পারে না, একারণ স্থানে স্থানে কয়েক ছত্র নূতন সংযোগ করত অস্মৎ রচিত পুর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধটী নিম্ন ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

পৌষ পার্ব্বণ।

পদ্য।

সুখের শিশিরকাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা॥
ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহাসুখ ভোগ॥
মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাফল।
মকর, মিতিন সই, চল্ চল্ চল্॥
সারানিশি জাগিয়াছি, আছে সব বাসি।
গঙ্গাজলে, গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি॥
অতি ভোরে ফুল নিয়ে, গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লোয়ে দাসী
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে
রান্না পাড়া হবে সব, আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর জাঁক্, বাজে শাঁক্, যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে, কত ধামা ধামা॥
বাউনি, আউনি ঝাড়া, পোড়া, আখ্যা, আর
মেয়েদের নব-শাস্ত্র, অশেষ প্রকার।
তুক্তাক্ মন্ত্রমন্ত্র, কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফলেছে শ্যাল, শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্
খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দ হয়, ঢাকা দেন্ মুচি॥
উহুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে, কাঁদুনি কাঁদিয়া॥
চেয়ে দেখ সংসারেতে, কতগুলি ছেলে।
বলদেখি কি হইবে? নয় রেখ্ ছেলে॥
ক্ষুদ কুঁড়া গুঁড়া করি, কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব, তুমি হোলে ঢেঁকি?॥
আড্ করি পাড্ দিতে, সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয়, আদ্ পোয়া গড়ে॥
ছাঁই কোরে রাখিলাম, অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেটে॥
ঝোলাগুড়, তোলা ছিল, শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়ে, ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা, কি করিবে? নহে একমন।
বাড়ীর লোকের তাহে, নহে এক মন॥
এক মনে খায় যদি, আধ্মনে সারি।
এক মনে না খাইলে, দশ মনে হারি॥
ভাঙামনে পুরোমন, মন যদি খোলে।
পুরোমনে কি হইবে, ভাঙামন হোলে?॥
তুমি ভাব ঘরে আছে, কত মন তোলা।
জাননা কি ঘরে আছে, কত মনতোলা?
কারেবা কহিব আর, বোঝা হোলো দায়।
খুলে দিলে, মন কি হে, তুলে রাখা যায়?
বিষম দুরন্ত ওটা, মেজোবোর ব্যাটা।
কোনোমতে শুনেনাকো, ছোঁড়া বড় ঠ্যাটা।
না দিলে ধমক্ দেয়, দুই চক্ষু রেঙে।
ঘটি, বাটী, হাঁড়িকুঁড়ি, সব্ ফেলে ভেঙে॥
পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল, তেল, গুড়, ফের্ সব চাই॥
কপালের দোষ সব, মিছে দেই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল, পার্ব্বণের চালি॥
আমি লই, মোটা চাল্, সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্ চেলে॥
ওবাড়ীর মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ্ আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে, কিছু নাই টান॥
হাবাতের হাতে যায়, অভাগীর প্রাণ॥
কি বলব বাপ্ মায়, কেন দিলে বিয়ে।
এক দিন সুখ নাই, ঘরকান্না নিয়ে॥
কোনোদিন না করিলে, সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফেরো শুধু, গোঁপে তেল দিয়ে॥

সবে মাত্র দুইগাছা, খাড়ু ছিল হাতে ।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা মেয়েটির ভাতে ॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল কে করে খালাস ?।
বাঁচিবার সাদ নাই, মলেই খালাস ॥
রাত্রিদিন খেটে মরি একসন্ধ্যা খেয়ে ।
এত জ্বালা সহ্য করি, আমি জাই মেয়ে ॥
এইরূপ প্রতিঘরে, দৃশ্য মনোহর ।
গিন্নীর কাঁড়ুনী হয়, কর্ত্তার উপর ॥
মাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুম ।
গড়াগড়ি, ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধূম ॥
স্বাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে ।
ডাল্, ঝোল্, মাচ, ভাত, রাশি রাশি রাঁধে
কত তার, কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে ।
সাদে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে ॥
বধূর রন্ধনে যদি, যায় তাহা এঁকে ।
শ্বাশুড়ী, ননদ্ কত, কথা কয় বেঁকে ॥
হালো বৌ ! কি করিলি ? দেখে মন চটে ।
এই রান্না শিখেছিস্, মায়ের নিকটে ॥
সাতজন্ম ভাত বিনা, যদি মরি দুখে ।
তথাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে ॥
বধূর মধুরখনি, মুখ শতদল ।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল ॥
আহা তার, হাহাকার, বুঝিবার নয় ।
ফুটিতে না পারে কিছু, মনে মনে রয় ॥
কবি কয়, ননদের, কেমন ব্যাভার ?
বউটীকে বাক্যজ্বালা দিয়োনাকো আর ॥
শ্বশুরের ঘরে গেলে, হবে ঝালাপালা ।
তখন ভুগিতে হবে, ননদের জ্বালা ॥
এতই " ননদপানা,, কর কার কাছে ? ।
জাননা, কি, ননদের, ননদিনী আছে ? ॥
চিরকাল থাকিবে কি, মা বাপের ভাতে ?।
পড়িতে কি হবেনাকো, ননদের হাতে ? ।
ননদিনী তোমার, যদ্যপি করে চোপা ।
ফোঁপায়ে কাঁদিতে হবে, এলাইয়ে খোঁপা
ভেজের নদন হওয়া, শক্ত অতিশয় ।
একালের বউ, এরা, সেকালের নয় ।
বউ যদি মুখ ধরে, ভেঙে যাবে ঘর ।
আর তুমি পাবেনাকো, ভেয়ের আদর ॥
জটিলে-জঠর ছেড়ে, হোয়ে ধরাগত ।
ননদ হয়োনা কেই, কুটিলের মত ॥
ভাগ্যফলে রান্না সব, ভাল হয় যাঁর ।
ঠ্যাকারেতে, মাটিতে পা, নাহি পড়ে তার
হাসি হাসি, মুখখানি, অপরূপ আড়া ।
বেঁকে বেঁকে, যান গিন্নী, দিয়ে নং নাড়া ॥
হাঁগো দিদি ! এই শাক, রাঁধিয়াছি রেতে ।
মাথা খাই, সত্তি বল্, ভাল লাগে খেতে ?
দিব্বি দিস্ কেন বোন, হেন কথা কোয়ে ?।
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক, জ[illegible]য়া হোয়ে ॥

পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে ।
ভাল রান্না, রেঁধেছিস্, ধন্য তুই মেয়ে ॥
এইরূপ ধূমধাম, প্রতি ঘরে ঘরে ।
নানামত অনুষ্ঠান, আহারের তরে ॥
তাজা তাজা, ভাজাপুলি, ভেজে ভেজে তোলে
সারি সারি, হাঁড়ি হাঁড়ি, কাঁড়ি করে কোলে
কেহ বা পিটুলি মাখে, কেহ কাই গোলে
তার আশা, নাহি ফস্কে, আস্কে যার ফোলে
আলু, তিল, গুড়, ক্ষীর, নারিকেল আর ।
গড়িতেছে, পিটে পুলি, অশেষ প্রকার ॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা ।
হায় হায় দেশাচার, ধন্য তোর খেলা ॥
কামিনী যামিনীযোগে, শয়নের ঘরে ।
স্বামির খাবার দ্রব্য আয়োজন করে ॥
আদরে খায়াবে সব, মনে সাধ আছে ।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিয়া, আসনের কাছে ॥
মাথা খাও, খাও বলি, পাতে দেয় পিটে ।
না খাইলে, বাঁকামুখে, পিটে দেয় পিটে ॥
আকুলি বিকুলি কত, চকুলির লাগি ।
চুকুলি গড়িয়া হন, চকুলির ভাগী ॥
প্রাণে আর নাহি সয়, ননদের জ্বালা ।
বিষমাখা বাক্যবাণে, কাণ হলো কালা ॥
মেজো বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড়্ ।
কুমারের পণে যেন, পোড়ে পোড়ে পোড়্
মনোদুখে প্রাতে আজ্ কুটি নাই থোড়্ ।
এখনো রয়েছে তাই, কোঁদলের তোড়্ ॥
শ্বাশুড়ী আলাদ রেখে, ছাঁই তিন হাঁড়ি ।
চুপি চুপি পাঠালেন, কন্যাটির বাড়ী ॥
টাকুঝ্ঝির ছেলেগুলো, খায় ঠেসে ঠেসে ।
আমার গোপাল যেন, আসিয়াছে ভেসে ?
মরি মরি ষাট্ ষাট্, কেঁদেছিল রেতে ।
বাছা মোর পেটপূরে, নাহি পায় খেতে ॥
ওমা ওমা, কত কব, লাজ লজ্জা খেয়ে ?
বাবা বাবা, বাবা হোয়ে, দেখনাকো চেয়ে
শক্তি ভক্তিপরায়ণ, হন্ যেই নর ।
এখনি এসব্ বাক্যে, ভেঙে দেন ঘর ॥
উপাদেয় দ্রব্য সব, গড়িয়াছে চেলে ।
সদ্য হয় কর্ম্মশেষ, গোটা দুই খেলে ॥
পরস্পর অনুরাগে, খোলা আছে জ্বেলে ।
ভাবাপুলি খেয়ে দেয়, হাবাপতি পেলে ॥
কামিনী কুহকে ভুলে, খায় যেই ভাবা ।
নিজে সেই হাবা নয়, হাবা তার বাবা ॥
বুকে পিটে, গুড়পিটে, গুড়পিটে গড়ে ।
হিঁদুর দেবতা সম, ঠাট তার ধড়ে ॥
ভিতরে পূরিয়া ছাঁই, আলু দেয় ঢাকা ।
সে যে আলু, আলু নয়, দোষ তাহে মাখা
লোভ নাহি থেমে থাকে, খাই তাই চোটে
পিটেপুলি, পেটে যেন, ছিটেগুলি ফোটে
পায়েসে পিটুলি দিয়া, করিয়াছে চুষি ।
গৃহিণীর অনুরাগে, শুদ্ধ তাই চুষি ॥

চুষি পেয়ে, খুসি বুড়ো, শক্তি নাই আর ।
বৃদ্ধকালে কোশাকুশী, চোষাচুষি সার ।
যুবো সব, সুবোপ্রায়, থুবো না হ নড়ে ।
কাছে বোসে, খায় কোসে, বোসে নাহি পা[illegible]
ধন্য ধন্য, পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক ।
কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোঁক ॥
প্রবাসি পুরুষ যত, পোষড়ার রবে ।
ছুটি নিয়া, ছুটি ছুটি, বাড়ী এসে সবে ॥
শহরের কেনা দ্রব্যে, বেড়ে যায় জাঁক ।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক ॥
কর্ত্তাদের গালগল্প, গুড়ুক টানিয়া ।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া ।
দুই পাশে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে ।
চিটেগুড়ে, ছিটে দিয়ে, পিটে খায় কো[illegible]
কতমত রঙ্গরস, হাত দিয়া ভাতে ।
উহুঁ উহুঁ, শাক দেও, জামায়ের পাতে ॥
জামায়ের রসিকতা পাড়াগেঁয়ে গাল্ ।
হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ কর্ত্তাটির, পাতে দেও ডাল্
শ্বশুর কশুর নাই, করে কত ছল ।
জামাই কামাই নাই, শামাই সকল ॥
তরুণী রমণী যত, একত্র হইয়া ।
তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া ॥
আহারের দ্রব্য লোয়ে, কৌশল কৌতুক ।
মাজে মাজে, হাস্যরবে, সুখের যৌতুক ।
খেজুরের রসে হয়, অপরূপ গুড় ।
কে বুঝিবে তার মাঝে, মর্ম্ম এত গূঢ় ॥
নাগরী করিছে শোভা, নাগরীর কোলে
নাগরী নাগর-ভাবে, প্রেমানন্দে দোলে
নাগরী করিয়া কোলে, নাগর দোলায় ।
নাগরী দুলিছে যেন, নাগরদোলায় ॥
ধন্যরে নাগরী তুই, ধন্য তোর বোল ।
মাটী হোয়ে পেলি তুই, নাগরীর কোল ।
টাকা যায়, কড়ি যায়, যদি যায় ভিটে ।
তবু আমি তোরে মেখে, খাব আজ্ পিটে
প্রাণে যদি মোরে যাই, পেট মুখ ফুলে ।
নাগরীতে হাতপূরে, গুড় লব তুলে ॥
মাখামাখি কাজ নাই, চাকাচাকি নিয়া ।
ফাকে থেকে লব স্বাদ, ফাকে হাত দিয়া
তাত্রসী মাত্রসী, কেবা জানে সার ।
কর্ম্মের সুসার যাহে, সেই মাত্র সার ॥
কি সার অসার সার, যদি পাই মাৎ ।
মাৎ হোয়ে মেতে উঠে, বাজি করি মাৎ
কবি কহে আচ্ছা বাপ্, যত থাকে তোড়
কোসে কোসে খাও আস্কে, গুণে গুণে [illegible]
সারে নাহি সারবোধ, অসারেতে সার ।
ইচ্ছায় মাতের ঘরে, যেওনারে আর ॥
এ গুড় চটার গুড়, এ মাতে কি মাতে ।
তাই বলি ওরে বাপ্, থাক সারে মাতে
অহং পিটে পাগলা পেটুক

Printed and published by IssurchunderGoofto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২৩ সংখ্যা] শুক্রবার ৩ মাঘ ১২৬৩ সাল। ইং ১৫ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন ।

নং ৩২৩১

মোমজামা ।
মোম ।
রজন অর্থাৎ ধুনা ।
গালা-বাতী ।
জ্বালানী কাষ্ঠ ।
শর্ষিয়া তৈল ।
মোটা গজিকাপড় ।
রসি ।
সুতালী ।
পেটো দড়ী ।
পিচ ।
ডামর ।
ডালখুলী ।
বুরুষ ।
গোচর্ম্ম ।
থলিয়া ও চট ।
মাটীর হাঁড়ী ।
পেরেক ।
ছোট কাঁটা ।
কেম্বিশ ।

এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতা জেনরল পোষ্ট আফিসের ব্যবহারার্থে পার্শ্ব লিখিত দ্রব্যাদি এক বৎসরের নিমিত্ত প্রদান করিতে হইবেক, তদ্বিষয়ের মোহর করা দরখাস্ত সকল সন ১৮৫৮ সালের ১৫ ফিব্রুআরি মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত গৃহীত হইবেক।

প্রাগুক্ত বিষয়ে চুক্তিকারি ব্যক্তিরা নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইলে তাঁহারদের সম্মুখে দরখাস্ত সকল খোলা যাইবেক।

যে ব্যক্তির দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক তাঁহাকে কোম্পানির এক হাজার টাকা ডিপাজিট অর্থাৎ আমানৎ রাখিতে হইবেক।

এ বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ জেনরল পোষ্ট আফিসে আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

T. GARRETT.
Offg. Post Master General of Bengal.
টি, গেরেট।
বাঙ্গালার আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টর জেনরল।

কলিকাতা।
জেনরল পোষ্ট আফিস
১৩ জানুআরি ১৮৫৮।

সংবাদ প্রভাকর

৩ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমারদিগের শ্বেত-সহযোগি ইংলিসম্যান সম্পাদক লেখেন "১৮৫৬ সালে প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে আফিম বিক্রয় করেন, তাহার মূল্য ২৭১৩৭২১০ টাকা, এবং ১৮৫৭ সালে যাহা বিক্রয় করেন, তাহার মূল্য ৩৫১৫৩৩৭৯ টাকা হইয়াছে, সুতরাং সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে এমত স্বীকার করিতে হইবে, যে, আফিম বাণিজ্যে গবর্ণমেণ্টের এতদ্রূপ অধিক লাভ পূর্ব্বে প্রায় আর কখনই হয় নাই, এজন্য কহিতেছি, যাঁহারা একাল পর্য্যন্ত এই বাণিজ্য কার্য্য রহিত করণার্থ নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া আসিতেছেন, এবম্ভূত প্রচুরতর লাভদৃষ্টে তাঁহারা আর কেহই এইক্ষণে তদ্বিষয় রহিত করণ কারণ রাজপুরুষদিগ্যে অনুরোধ করিতে পারিবেন না।

ইংলিসম্যান সম্পাদক যে কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মে আর কোনো কথারি প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিনা, তবে এই মাত্র বলিতে পারি সহযোগী যদি এই আফিম বিক্রয়কে গবর্ণমেণ্টের "রেবিনিউ,, অর্থাৎ রাজস্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তবে আমরা একেবারেই নীরব হইলাম, মুখ ফুটিবার ও কলম ছুটিবার প্রয়োজন করেনা, কিন্তু ইহাকে যদিস্যাৎ "ট্রেড,, অর্থাৎ বাণিজ্য কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন তবে অবশ্যই সময়ক্রমে মুখ ফুটিয়া সম্ভবমত সুস-

জ্ঞত স্বাভিপ্রায় ব ক্ত করিতে ও লেখনী ধরিতে হইবেই হইবে।

ছাপরা প্রবাসি কোনো আত্মীয় ব্যক্তির লিখিত সংবাদ সাদরে নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"ছাপরা। ১১ জানুআরি ১৮৫৮

এস্থলে মহারাণীর ১০ গণিত সেনাদলের যে অংশ ছিল, তাহারা আজিমগড়ঁ গমন কারণ গত ৫ তারিখে এস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছে।

মহারাজ জং বাহাদুরের শিবির গত ৫ তারিখে গোরক্ষপুর হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে পিপরইব নামক স্থলে অবস্থিত ছিল, এবং তৎপর দিবস গোরক্ষপুর যাইবার কল্পনা ছিল।

গত দিবস অবগত হইলাম যে শেষোক্ত স্থান আমারদিগের রাজপুরুষগণের দ্বারা পুনরধিকৃত হইয়াছে।

বিস্তারিত সম্বাদ অবগত হইয়া পরে নিবেদন করিব।

কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম যে জলপাইকুঁড়ির বিদ্রোহি সৈন্যগণ, যাহারা তরিয়ানী হইয়া গোরক্ষপুরে গমন করিতেছিল, তাহারদিগের অধিকাংশই গোরক্ষপুর রক্ষকদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছে।

আমরা এইক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া কাল হরণ করিতেছি, আর কোনো প্রকার ভাবনা নাই, চতুর্দ্দিগের শত্রুগণই পরাজিত, সংহারিত এবং বিমর্দ্দিত হইতেছে।

এইক্ষণে আর সময় নাই, এবং পত্রেও স্থান নাই, এজন্য অধিক লিখিতে বিরত হইলাম, নিবেদন মিতি।"

১ মাঘ বুধবার দিবসে উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নার্থ যাঁহারা ত্রিবেণীর মেলায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন জলে স্থলে প্রায় ৬০০০০ ষাষ্ট সহস্র লোকের সমারোহ হইয়াছিল, তথাচ এবৎসর বেগারের ভয়ে অনেক ছোটোলোক আসিতে পারে নাই। বাঁশবেড়ে অবধি নসরাই পর্য্যন্ত চরের উপর ভদ্র সন্তানেরা নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন, রুটি, পুরি প্রস্তুত করিয়া আহার করেন, তাহার দর্শনটী নয়নের পক্ষে অতিশয় সুখজনক হইয়াছিল।

গত বুধবার দিবসে বেলঘরিয়ার উত্তর পশ্চিম রাজারহাটের নিকট তাড়াপুকুরের মাঠে যবনজাতিদিগের সাম্বৎসরিক নিয়মিত মেলা গুরুতর সমারোহ সহকারে নির্ব্বাহ হইয়াছে। ঐ মেলায় প্রায় চল্লিশ হাজার মুসলমান ও মুসলমানী একত্র হইয়াছিলেন, ঘোড়ার-গাড়ী ও গরুর-গাড়ী কত গিয়াছিল তাহার সংখ্যা হয়না, দোকান পসার বিস্তর বসিয়াছিল, শুনিলাম, মেলার কর্ত্তা মোল্লা সাহেব প্রণামি স্বরূপ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা পাইয়াছেন, অন্যবার তিনি নগদ ৩০ হাজার টাকার ন্যূন পাইতেন না, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যাদি ও পর্ব্বতাকারে যেরূপ অন্ন পাইতেন, তাহার মূল্যও নিতান্ত অল্প নহে, পূর্ব্বে লোকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইত, এবারে তদ্রূপ লোকারণ্য হয় নাই, একারণ যাত্রির স্বল্পতা জন্য মিয়া সাহেবের লাভেরও লঘুতা হইয়াছে।

আমরা কোনো বিশ্বাসিলোকের মুখে অবগত হইলাম, হাবড়ার অন্তঃপাতি রাজাপুর হইতে থানা উঠিয়া অন্যত্র স্থাপিত হইয়াছে।

কয়েক দিবস হইল কতকগুলীন ভদ্রবংশজ ষণ্ডাপুরুষ প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সেয়াখালার হাটে এরূপ জনরব করে, খুন করিবার জন্য গোরা সকল বন্দুক ও অস্ত্রাদি লইয়া আসিতেছে। এ কথা শুনিবামাত্রই হাটুরে মাত্রেই দ্রব্যাদি ফেলিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, ধূর্ত্তেরা সেই সময়ে তাহারদিগের দ্রব্যাদি সকল লুট করিয়া প্রস্থান পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিল, এই সময়টী দুর্জ্জনদিগের মনোরথ পূর্ণ হওনের পক্ষে বিলক্ষণ সুসময় হইয়াছে। যাহা হউক, পুলিস প্রহরিদিগের পক্ষে আশু এ বিষয়ের শাসন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

দারজিলিংস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, গত ১২ জানুআরি তারিখ দুই প্রহরের সময়ে একজন রাজবিদ্রোহি সিপাহিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, লেপ্টেনাণ্ট মরে আপন অধীনস্থ সিবন্দিরা সৈন্য সহিত গত সোমবার এস্থলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দিল্লী হইতে আগত ২৪ ডিসেম্বর দিবসীয় পত্র দ্বারা বিদিত হয় যে ২৩ তারিখ জাজ্জরের নবাব আহমদ আলী খাঁ, তথা মীর নবাব এবং আর কতিপয় ব্যক্তি রাজদ্রোহিতাচরণে সংসৃষ্ট থাকাপরাধে ফাঁসি দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

বালামগড়ের রাজার দোষাদোষের বিচার এপর্য্যন্ত সমাধা হয় নাই, যদিচ তিনি নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করত দিল্লীর বাদশাহের অধীন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আসিবায় ব্রিটিস বৈরিতাভাব প্রকাশ পাইবাতে সংপূর্ণ দোষী হইয়াছেন, তথাপি ১৮ জন ইংরাজের প্রাণ রক্ষা করণ জন্য তাঁহার প্রাণ দণ্ড বিধান হইবেক না ইহাই বিবেচনা হয়।

জলপাইকুঁড়ির পত্রে লেখে ঢাকার বিদ্রোহিরা ভোটানের স্বাধীন হাতিওয়ালা রাজার আশ্রয় লইবার জন্য যাইতেছে ত্রিস্রোতা নদী পার হইবার সময়ে তাহারদিগে বিনষ্ট করণ কারণ এখান হইতে উপযুক্তরূপ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, ইউল সাহেব সালিগুড়ি স্থানে পথ রোধ করিয়া রহিয়াছেন, চারি জন সিপাহিকে হত এবং একজনকে ধৃত করিয়া ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

সিলেটের পত্রে ব্যক্ত করে যে তত্রস্থ একজন যবন জমীদার ঢাকার রাজবিদ্রোহি সিপাহি সৈন্যদিগকে গুপ্তভাবে রসদ প্রদান করণাপরাধে ধৃত হইয়া উচিতমত ফল পাইবার জন্য বিচারালয়ে নীত হইয়াছে।

জলেশ্বর এবং বালেশ্বর প্রদেশের সাঁওতালগণ কোনো কুপরামর্শির কুহকে পতিত হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যত হইতে না হইতেই তাহারদিগের ষড়যন্ত্র সকল প্রকাশ পাইয়াছে, এবং ঐ নিষ্ঠুর কুপরামর্শদায়ককেও ধৃত করা হইয়াছে।

শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের তাঁবু হইতে ৩ জানুআরি তারিখে যে পত্র আইসে, তাহার সার মর্ম্ম, যথা—ফরেক্কাবাদে ২ জানুআরি তারিখে শত্রুদিগের সহিত প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ঘোরতররূপে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বিপক্ষেরা অবশেষে সংপূর্ণরূপে পরাভব হইয়া বেড়িলা নামক প্রদেশাভিমুখে পলায়ন করে। এই যুদ্ধে শত্রুদিগের মধ্যে বিস্তর লোক হত হইয়াছে, কিন্তু আমারদিগের কিছুই হানি হয় নাই, তাহার পর দিবস আমরা সহসা তথাকার রাজবিদ্রোহি নবাবের বাটী আক্রমণ করি, তাহাতে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আমারদিগের বিপক্ষে একটা তোপ চালনা করে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহার গুলি আমারদিগের গাত্রে স্পর্শিত না হওয়ায় আমরা বাটীর মধ্যে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া উক্ত দুরাত্মা মন্ত্রিকে ধৃত করত দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিয়া শিবিরে আনয়ন করিয়াছি।

মৈনপুরস্থ পত্রপ্রেরক ৭ জানুআরি দিবসে লেখেন যে ২ ও ৩ গণিত বাঙ্গাল রাইফেল সৈন্য এবং ৭৯ গণিত লেন্সর দল এবং কতকগুলি শীক অশ্বারোহি ২ টা কামান সহিত এস্থানে আসিয়াছে, তাহারা ফতেগড়ের বিদ্রোহিদিগের আগমন সতর্কতা পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করণ জন্য কিছুদিন এখানে অবস্থান করিবেক।

ইটোয়া স্থলের শত্রুদলকে আক্রমণ করায় তাহারা আমারদিগের কয়েকজনকে হত করিয়াছে, অযোধ্যা মধ্যে রাজবিদ্রোহিরা একত্রিত হইতেছে।

এইক্ষণে উক্ত স্থানের রাজদ্রোহিদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেই পুনরায় তদ্রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপনের আর কোনো বিড়ম্বনা থাকিবেক না।

৭ জানুআরি তারিখে গোরক্ষপুরস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন যে, গোরখা দলের কতকগুলীন সৈন্য পুনরায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে তথায় মহম্মদ হোঁসেন নিথগ্রেফি অক্ষরে একখানি ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "আমি এইক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম, যে, আমার সৌভাগ্য রূপ সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছে, অতএব সকলে আমার সহিত মিলিত হইয়া ফিরিঙ্গী লোককে চল এককালীন ধ্বংস করত রাজ্যাধিকার করি,, উক্ত নরাধমের তিন জন বরকন্দাজ ধৃত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, "পিপিরিয়ার,, ১ ক্রোশ পুর্ব্বে উক্ত গোরখাদল কর্ত্তৃক শত্রুগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, তাহাতে বিপক্ষদলের ৬০ জন হত হইয়াছে এবং তাহারদিগের অনেক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বোম্বে গেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল যে বিলাত হইতে একখানি বৃহৎ বাষ্পীয়তরী ভারতবর্ষে আসিতেছে তাহাতে শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর ৮ গণিত হেসর নামক শ্বেত সৈন্যদলের কিয়দংশ ও ১০ গণিত লেনসর দলের কিয়দংশ এবং ৩৩ গণিত পদাতিক ও লাইট ড্রাগুণ, এই চারি দলের প্রায় ১৬৫০ জন সেনা এবং

সেনাপতি অনুমান ৫৩ জন আরোহিরূপে অবস্থিত আছেন, এ জাহাজ ত্বরায় আসিয়া পঁহুছিবে।

শ্রীমতী লেডী কেনিং বিলাত যাইবেন এমত জনরব উঠিয়াছে।

হরকরা সম্পাদক লেখেন "গবর্ণমেণ্ট ৩০০ টাকা মাসিক বেতনে একজন সহকারি কমিস্যনর নিযুক্ত করিবেন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

সম্পাদক মহাশয়।

কোনো কুলকামিনী প্রণয়িনীর প্রথম প্রসবার্থ পিত্রালয়ে গমনকালে পতির নিকট বিদায় গ্রহণ।

পয়ার।

যা মিনী হইল, শেষ, দেখিতে দেখিতে।
দু খিনী কামিনী দুখ,কে পারে লেখিতে?
ম নোদুখে পতিমুখ, করে নিরীক্ষণ।
নী রধারা নেত্রমেঘে, বহে অনুক্ষণ॥
ক হিতে মনের ভাব, পতিপানে চায়।
হে রিলে সে শশিমুখ, বুকফেটে যায়॥
না পারে দারুণ কথা, কহিতে পতিরে।
থ র থর, কাঁপে হৃদি,ভাসে প্রেমনীরে॥
ক নক জিনিয়া কান্তি, গর্ভের কারণ।
র মণীর শিরোমণি, করেছে ধারণ॥
অ মল কমল মুখ, হয়েছে মলিন।
ব ঙ্কিম হতেছে ক্রমে, নয়ন নলিন॥
ধা রণ করিয়া করে, স্বামি করদ্বয়।
ন বীনা ললনা শেষে, ধীরে ধীরে কয়॥

প্রণয়িনীর উক্তি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

উঠ নাথ অসময়, দেখ দেখ রসময়,
যামিনী প্রভাত বুঝি হোলো হে।
পাখি সব করে গান,শশি যায় নিজ স্থান.
নয়নের দ্বার দুটি খোলো হে॥
যতক্ষণ আছে শশি, এসোহে উভয়ে বসি,
দুই অঙ্গে এক হোয়ে থাকি হে।
ফিরে যদি ফিরে আসি,হেরিবে ওমুখে হাসি,
অভাগিনী দুখনীর আঁখি হে॥
আমিহে অবলা বালা,জানিনে-তো কোনো জ্বালা, সহসা হইল কেন দায় হে?।
প্রথম প্রসবকাল, কামিনীর পক্ষে কাল,
লোক মুখে শুনে প্রাণ যায় হে।
পরিপূর্ণ আটমাস, গর্ভ তায় সুপ্রকাশ,
কোনো দ্রব্যে রুচি নাহি হয় হে।
ক্রমে ক্রমে কত ভার, উঠিতে বসিতে নারি,
মাটি খেয়ে দেহ মাটিময় হে॥
থাকিতে শ্বশুর-ঘরে,সদাই বাসনা করে,
কিবা করে লোকের কথায় হে।
নিয়ত মনের সাধে, হেরিতে ও মুখচাঁদে,
না পারিব থাকিলে তথায় হে॥
শশি হোলে অস্তবাসি,আমার বাপের দাসী,
আসিবেহে লইতে আমায় হে।
তিলো আধো অদর্শনে,বিষম বেদনা মনে,
বাঁচিব না ছাড়িয়া তোমায় হে॥
আচম্বিতে কেন বল, নয়নে আসিছে জল,
ভয় করে প্রাণের ভিতরে হে।
যেন পুন দরশন, হইবেনা প্রাণ ধন,
এইরূপ হতেছে অন্তরে হে।
মম দেহে দিয়ে হাত, দিব্বি কর প্রাণনাথ,
পিত্রালয়ে করিলে গমন হে।
বল কিছু দিন পরে, অধীনীরে দয়া করে,
দিবে নাথ পুন দরশন হে॥
নহিলে জন্মের মত, হইলাম দূরগত,
এই দেখা শেষ দেখা হোলো হে।
এ দাসী মরিলে পরে,যে ধনী আসিবে ঘরে,
অধীনীর কথা তায় বোলো হে॥

প্রণয়িপতির উক্তি।

কেন কেন বিনোদিনি,হইতেছ বিষাদিনী,
ভাবনা কি প্রসব কারণ লো।
সুধাময় আস্য তব, হাসাহীন অসম্ভব,
ভয়-ভার কেন অকারণ লো॥
কর ধনি নিরীক্ষণ, জগতের জীবগণ,
মাতৃগর্ভে জন্মেছে সকল লো।
প্রসব-বেদনা যাহা, সকলে ভুগেছে তাহা,
কেবা হয় ভাবিয়া বিকল লো॥
প্রণয় বিটপি প্রায়, যতনে রোপণে তায়,
যদি বিধি দিয়েছে মুকুল লো।
কেন তায় অযতন, করিতেছ অকারণ,
বল ইথে কি হইবে ফল লো॥
পূর্ব্বকার পুণ্য ফলে, যেঁহার সুকৃতি বলে,
যদি হোলো গর্ভের সঞ্চার লো।
সুকুমার জন্মাইলে, সব জ্বালা যাবে ভুলে,
বিধুমুখি ভাবনা কি তার লো॥
পাবে ধনি যত দুখ-শশি যিনি পুত্রমুখ,
বিলোকনে সব হবে ক্ষয় লো।
সুতের জননী হোয়ে,কুমার কোলেতে লোয়ে
আসিবে যে আমার আলয় লো॥
তোমার গমন পরে, থাকিব বিরহান্তরে,
আশাপথ করি নিরীক্ষণ লো।
কত দিনে পুত্র সনে, দেখা দিবে বরাননে,
নিরখিয়া জুড়াবে নয়ন লো॥
তোমায় হেরিবে যেই, আনন্দে কহিবে সেই
এসো এসো পুত্রবতী সতী লো।
তনয় পাইলে পরে, রত্নগর্ভা ধরাপরে,
তব সম কেবা ভাগ্যবতী লো॥
এ ভাব না ভাবি মনে, মৃত্যুভাব অকারণে,
বরাননে কি তব বিচার লো?।
বিচ্ছেদে যদ্যপি ভয়, অন্তরে এতই হয়,
দেখা হবে ভাবনা কি তার লো॥

প্রণয়িনীর উক্তি।

গীত।

রাগিণী ললিত।

তাল আড়াঠেকা।

দেখো রসরায়, ধরি দুটি পায়,
রেখো অধীনী বচন।
পিতৃ ঘরে গেলে পরে,
দিয়ো নাথ, দরশন॥
বিরহ বেদনা যত, কভু নই অবগত,
একারণে তোমা ছেড়ে,
যেতে নাহি স্বরে মন॥

ম।

ঈশ্বরেচ্ছায় কুলবতী তরুণী সতী পুত্রবতী হইয়া সেই কুমাররূপ কুলদীপ দ্বারা ত্রিকুল উজ্জ্বল করুন।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীসদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২৪ সংখ্যা] শনিবার ৪ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ১৬ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.
জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা
২৬ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

NOTICE.
JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম সমাজ।

আগামি ১১ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা।
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ
২ মাঘ ১৭৭৯।

সংবাদ প্রভাকর

৪ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

এতন্নগরে এমত জনবর যে প্রধান সেনাপতি সাহেব লক্ষ্ণৌ সংপূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদটী সত্য কি না বিশেষ অবগত হইতে পারি নাই, যাহা হউক, খোস খবরের ঝুটাও ভাল।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

সেণ্ট জর্জ নামক দুর্গ হইতে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে আগত।

১৩ জানুআরি। পরাহ্ন ৪ ঘণ্টা।

গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী।
শ্রীযুত জে, পেইস্‌ক্রাপ্ট সাহেবের লিখিত।

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট।
ফরিণ ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব সমীপেষু।

নাগপুরের কমিস্যনর জর্জ প্লোডিন সাহেব ১০ জানুআরি অপরাহ্ন ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের সময়ে নিম্ন লিখিত সমাচার প্রেরণ করেন।

সম্বলপুর পুনর্ব্বার গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ স্থান হইতে রাইপুর-পর্য্যন্ত পথ নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ করা হইয়াছে,

কাপ্তেন উড সাহেব নাগপুর ইরেগুলর অশ্বারোহিদলের কিয়দংশ সেনা সহিত নাগপুর হইতে ২৯ ডিসেম্বর দিবসে সম্বলপুরে উপস্থিত হন, রাত্রি দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে তিনি নাগপুর ইরেগুলর কেবেলরিদলের ৭০।৪০ গণিত মান্দ্রাজি পদাতিকদলের ১৫০ এবং রামগড় ইন্‌ফেণ্টেরিদলের ৫০ জন সেনা লইয়া বিদ্রোহিপক্ষের বিপক্ষে ধাবিত হয়েন।—রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই অশ্বারোহিগণ অগ্রসর হইয়া দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইল, যে, ৫০০ কিম্বা ৬০০ বিদ্রোহি একটা তৃণময় ভূমিতে ছাউনি করিয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে তাহারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাপ্তেন উড আপন হস্তে তিন জনকে হত করেন।—পদাতিক সেনারা আগমন করিলেই বিপক্ষেরা তখনি অমনি পলায়ন করিল। তাহারদিগের ৫৩ জন হত হইয়াছে। আমরা তাহারদের কতকগুলীন পলিতার বন্দুক ও আর আর অস্ত্র জয়লাভ করিয়াছি। অস্মৎপক্ষীয় কাপ্তেন উড সাহেব স্কন্ধদেশে তীরের অল্প আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ডাক্তার উইণ্ডোয়েস প্রভৃতি ৯ ব্যক্তি তীরের আঘাতে আঘাতি হইয়াছেন।

এমত শুনা যায়, সুন্দররাজ বিদ্রোহিদলের সহিত আসিয়াছিলেন, তিনি পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু তিন জন প্রধান পথ প্রদর্শক তন্মধ্যে সুন্দররাজের ভ্রাতা হত হইয়াছেন। নাগপুরের অশ্বারোহিগণ সুন্দররূপে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে। ৪০ গণিত মান্দ্রাজি পদাতিকদলের জন্য কটক হইতে সমরসামগ্রী এপর্য্যন্ত এখানে আসিয়া পঁহুছে নাই।—সম্বলপুর শীঘ্র শীঘ্র পুনরধিকৃত হওয়াতে বোধ হয় সুন্দররাজের লোকেরা একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছে।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

হে পাঠকগণ! সম্বলপুর অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটনা হওয়াতে আমরা উৎকলরাজ্যের বিষয়ে অত্যন্তই চিন্তিত ছিলাম, সম্প্রতি জয়লাভ হইবায় সেই চিন্তা এককালেই অন্তর হইতে অন্তর হইল। অতএব সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে জগদীশ্বরকে প্রণিপাতরূপ উপহার প্রদান করুন।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, বাবু শ্যামনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নৈনিতাল নামক স্থানে সপরিবারে স্বচ্ছন্দ-শরীরে এক ধনবান ব্যক্তির আশ্রয়ে ও আনুকূল্যে অবস্থান করিতেছেন। কোনো বিশেষ বন্ধু কহিলেন কয়েক দিবস হইল তিনি কাশীপুরস্থ ভবনে আপনার সর্ব্বাগ্রজ পরমধার্ম্মিক দেশহিতৈষি শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়কে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন, "আমারদিগের নিমিত্ত আপনারা কিছুমাত্র চিন্তা করিবেননা। আমরা এইক্ষণে এখানে নিরাপদে রহিয়াছি, দুর্জ্জনেরা আর কিছুমাত্র হানি করিতে পারিবেনা, তাহারা সকল প্রকারেই দুর্ব্বল হইয়াছে। পাতিওয়ালার মহারাজ অতি মহৎ। বোধ করি আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করিব।"

আমারদিগের কোনো আত্মীয় ব্যক্তি লেখেন "গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময়ে হাবড়ার অন্তঃপাতি খোলাডাঙার বুড়োবিবির বাগান নামক স্থানে লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। পুলিস প্রহরিরা গিয়া গুরুতর শ্রম ও সাহস পূর্ব্বক সেই প্রবল অনল কেবল জল, বল ও কৌশল দ্বারা নির্ব্বাণ করিল, এরূপে নির্ব্বাণ না হইলে রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রাম ছার খার হইত।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সম্প্রতি ১ এক পরসেণ্ট সুদ ন্যূন করিয়াছেন, ইহা যদিও কিঞ্চিৎ সুখের বিষয় বটে, কিন্তু কোম্পানির কাগজের মার্জ্জিন পূর্ব্ববৎ থাকাতে ব্যবসায়িদিগের পক্ষে তাদৃশ উপকারজনক হয় নাই। পরন্তু শুনিতেছি সম্প্রতি বাণিজ্য বাজারের দুরবস্থা হওয়াতে ওরিএণ্টেলব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা "নালপিটে,,বিলাতি ছণ্ডি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে বিরত হইবেন। এরূপ হইলে সমুদ্র পথে রপ্তানিকারি বণিকব্যূহের বাণিজ্যের পক্ষে অনেক ব্যাঘাত হওনের সম্ভাবনা। কিন্তু যেপ্রকার ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমরা ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি তাদৃশ দোষার্পণ করিতে পারিনা।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

৫ জানুআরি তারিখে ফতেগড়স্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, "২ জানুআরি দিবসে প্রাতঃকালে শত্রুদিগের সহিত ঘোরতররূপে সংগ্রাম হয়, তাহাতে কেবলি অশ্বারোহি সৈন্যরা প্রচুর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে সংপূর্ণরূপে পরাজয় করে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহিদিগের ২০০ ব্যক্তি হত হয় এবং তাহারদিগের সমুদয় ৮ টা তোপ তন্মধ্যে ১ টা ১৮ পৌনি তোপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পরে প্রকাশ হইল যে, এপক্ষেরো প্রায় ৩০ জন হত হইয়াছে। দুরাত্মা নাজীর খাঁ বেগ, তক্ত নানা সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া অভাগা স্ত্রী পুত্রগণকে বিনষ্ট করে. সেই পাপাত্মা নিষ্ঠুর যবন ৪ জানুআরি তারিখে উচিতমত ফল প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যখন তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিকটে লইয়া যাওয়া হয় তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল "হে ভারতবর্ষীয় মনুষ্যগণ! আপনাদিগের স্বাধীনতা পুনরায় প্রাপ্ত হইবার জন্য সকলে একত্রিত হইয়া গুরুতর সাহসে অস্ত্রাদি ধারণ কর।,,

৪৭ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিকদল, যাহারদিগের ৪০০ ব্যক্তি ব্রহ্মদেশে প্রাণত্যাগ করে, এবং যাহারা বারাকপুরে আসিয়া অবস্থান করিতেছিল, শুনিতেছি তাহারা ভিন্নাধিকারে যুদ্ধার্থ সমুদ্র পথে গমনজন্য দিশি নৌকায় কলিকাতায় আসিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব সীমার পত্রে লেখে চট্টগ্রামের বিদ্রোহিগণ ছড়িভঙ্গ হইয়াছে, এইক্ষণে নিশ্চিতরূপে তাহারদিগের সকলকে হত ও ধৃত করা যাইবেক। তাহারদিগের অনেককে হত করা হইয়াছে। শ্রীহট্টের ১৫ জনকে ইন্‌ফেণ্টেরি সেনা ঐ দুষ্টদিগের ৮ জনকে হত এবং ৪ জনকে ধৃত করিয়াছে, তাহারদিগের একদল বন্দি সিপাহিদিগকে মুক্ত করণে চেষ্টা করিতেছে, অপর দল লুটের দ্রব্যাদি ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে।

১১ জানুআরি তারিখে এলাহাবাদ হইতে ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা লেখেন, মহারাণীর ৭৯ গণিত দলের একজন সেনা দুর্গের দ্বারে কয়েদিদিগের প্রহরি কার্য্য নিষ্পাদন করিতেছিল, শেষ রাত্রিতে হঠাৎ সে ব্যক্তি বক্ষঃস্থলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার কারণ কিছুই ব্যক্ত হয় নাই। এখানে প্রত্যহই সকল প্রকার সৈন্য আসিতেছে, বাষ্পরথে প্রতিদিন প্রধান সেনাপতির নিকট সেনা প্রেরিত হইতেছে। অযোধ্যার সংগ্রাম জন্য সকল প্রকার আয়োজন হইতেছে।

নদী পার হইয়ে যে সকল দুষ্ট লোক প্রতিবন্ধক হইয়াছিল তাহারা সংপূর্ণরূপে শাসিত হইয়াছে। বন্দিদিগের ২০ জনকে ফাঁসি দেওয়া এবং কয়েকজনকে তোপে ওড়ানো হইয়াছে।

কয়েকজন সুবেদার, হাওলদার, নয়ক এবং প্রাইবেট প্রতারণা দোষে যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ হইয়াছে।

যুদ্ধ জয় পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ গেরিসন হইতে যাঁহারদিগকে মুক্ত করিয়া আনা হয় তাঁহারদিগের অবশিষ্ট দল অদ্য প্রাতে কতকগুলীন দেশি নৌকায় এখান হইতে প্রেরিত হইলেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ দূরে বাষ্পীয় নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক কলিকাতায় যাত্রা করিবেন। আমারদিগের সুযোগ্য ব্রিগেডিয়ার এখানে ওখানে সেখানে সর্ব্বত্রই গমনাগমন পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অনেক ব্যক্তি বহুমূল্যের রত্ন লইয়া নিম্নদেশে যাইতেছে, তাহারদিগের ধরা দুঃসাধ্য, কেবল দুইখানি জিনিস বেনের দোকানে বিক্রয় হয়, তাহাই পাওয়া গিয়াছে, একখান "পেষকবজ,, যাহার মূল্য ২৪০০০ টাকা তাহাই ১২০০ টাকায় বেচিয়াছিল, তাহার মুক্তার কণ্ঠমালার মূল্য ৩০০০০ টাকা, একখানা হীরা, যাহা "ছোটো কহিনুর,, নামে বিখ্যাত, তাহা একজন অজ্ঞাত কপালেপুরুষের হস্তে পড়িয়াছে। একটা আতার মত বড় একখানা হীরা জনেক বণিককে ১২০০০ টাকায় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিল, সে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করে নাই।

৭ জানুআরি তারিখে আগ্রার দুর্গ হইতে যে পত্র আইসে তাহার মর্ম্ম যথা—প্রধান সেনাপতি পুনর্ব্বার ফতেগড় অধিকার করিয়াছেন, ব্রিটিস সেনারা চারি দিগ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আগ্রার দুর্গবাসি লোকেরা বাহিরে আসিয়া বাস করণে অভিলাষ করেন, কিন্তু তাঁহারদিগের বাসের উপযুক্ত বাটী নাই, কারণ প্রায় সমুদয় বাটী নষ্ট হইয়াছে, মেরামৎ হইতে বিলম্ব আছে, ঐ সকল ব্যক্তিদিগের দুর্গ মধ্যে গ্রীষ্মকালে অতিশয় যাতনা হইবেক, বারিকাদি যাহা শ্বেত সেনাদিগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহা মার্চ্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইংরাজেরা কেবল বারিক বারিক শব্দ করিতেছেন, যে সকল লোক সেকন্দরা জুম্মা-মসিদ এবং অন্যান্য যবন দেবালয়ে বাস করিতেছে, গ্রীষ্মকালে তাহারা পচা ভেড়ার ন্যায় পচিয়া মরিবে, গত দিন এক জন পদাতিক দলের সেনাপতি সেনাদিগের বারিকের স্থান মনোনীত করণার্থ মথুরায় গমন করিয়াছেন, নিকটস্থ গ্রাম সকল হইতে ইষ্টক কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হইবেক, আর পরিশ্রমের দ্বারা যত প্রস্তুত করিতে পারা যায় করা যাইবেক, পরমেশ্বরের মনে কি আছে বলা যায় না, ঐ সকল বারিক নির্ম্মিত না হইলেই তরুতলে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, ৬০০ শত পদাতিক, ১৬০ গোলেন্দাজ এবং কতকগুলীন গোরখা সৈন্য বারাণসী হইতে অতি ত্বরায় জোয়ানপুরে শত্রু দমনার্থ প্রেরণ করা হইবেক।

গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত স্কুলের ইনিস্পেক্টর বিজ্ঞতম শ্রীযুত মেং হডসন প্রাট সাহেব সম্প্রতি বাঙ্গালা ও ইংরাজী নূতন যে সকল পুস্তক প্রকাশ হইবেক তাহা বিনামূল্যে সর্ব্বাগ্রেই কোনো প্রকাশ্য পুস্তকালয়ে দুই কাপি করিয়া রক্ষিত করিবার নিয়ম প্রচলিতকরণ মানসে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

প্রিয় মহাশয়!

পূর্ণেন্দু দর্শনে দম্পতির রসালাপ।
নায়িকা কর্ত্তৃক প্রথম প্রশ্ন।
দীর্ঘ ত্রিপদী।

বলদেখি প্রাণপতি, কেন আজ নিশা সতী,
শোভাবতী সহাস্য বদন।
যেমন কুলের বালা, প্রফুল্ল ফুলের মালা,
পরিয়াছে কিবা সুচিকণ॥
নায়ক কর্ত্তৃক কৌশল পরিপূরিত
রসালাপে প্রথম উত্তর।
পয়ার।

শুন প্রাণ সুধামুখি, যাহার কারণ।
কেন নিশি পরিয়াছে, চিকণ ভূষণ॥
বিধুমুখি দেখ চারু, সরোজ নয়নে।
উঠিয়াছে শশধর, গগণ ভুবনে॥
যামিনী আপন পতি, দরশন ছলে।
পরিয়াছে সুচিকণ, আভরণ গলে॥
দেখিয়া হৃদয়কান্ত, উদিত গগণে।
প্রেমালাপ করে নিশি, প্রফুল্ল বদনে॥
দ্বিতীয় প্রশ্ন।

বলদেখি প্রাণনাথ, কিসের কারণে?।
সমুদিত নিশানাথ, আকাশ আসনে?॥
দ্বিতীয় উত্তর।

তাহার কারণ শুন, ওলো রসবতি।
কুরূপ কুরঙ্গধর, কদাকার অতি॥
এক দিন তবু মুখ, করি দরশন।
দহিল হৃদয়ে তার, হিংসা হুতাশন॥
জিনিতে তোমার মুখে, করিয়া মনন।
অঙ্গীকার করিল, করিতে প্রাণপণ॥
উপায় করিতে তাই, সহচর সনে।
উঠিয়াছে নিশাকর আকাশ ভুবনে॥
অকলঙ্ক তব মুখ, নীরজ নয়ন।
সিঁতি আভরণ তায়, কনক চিকণ॥
হাসিতে দামিনী খেলে, বদনে তোমার।
সুধার আধার হয়, সুধার আধার॥
এমন আনন তব, দেখিবার আশে।
সমুদিত শশধর, বিমল আকাশে॥
নায়িকা কর্ত্তৃক তৃতীয় প্রশ্ন।
দীর্ঘ ত্রিপদী।

বলদেখি প্রিয়বর, কেন ওই শশধর,
শশধর দোষাকর হয়।
হরিণ কোলেতে ধরি, মলিন বদন করি,
বিলীন দিবসে কেন রয়॥
কোমল কিরণ ধর, ঢাকিয়া চিকণ কর,
সমভাবে সমুদিত নয়।
কেন কোনো কোনো দিন, সুধাকর কর হীন,
অতি দীন ম্রিয়মাণ রয়॥
কখনো বা পূর্ণমাসী, আকাশ আসনে আসি,
তমোরাশি করিছে হরণ।
কখনো মলিনবেশে, বিলীন আকাশদেশে,
বিহীন কিরণ সুচিকণ॥
ইহার কারণ যাহা, বল বল প্রাণ তাহা,
সবিশেষ করিব শ্রবণ।
সংশয় করিব নাশ, পুরাইব অভিলাষ,
উপদেশ করিব গ্রহণ॥
উত্তর।

পয়ার।

জাননাকি প্রাণ তুমি, তাহার কারণ।
শশি কেন করিয়াছে, কুরঙ্গ ভূষণ॥
শুনলো ললনা প্রাণ, মরালগামিনি।
অপরূপ তব রূপ, ভুবনমোহিনী॥
মলিন না হয় তব, নলিন বদন।
শোভিত ভূষণ তায়, কুরঙ্গ-নয়ন॥
জিনিতে প্রফুল্ল চারু, যুগল লোচন।
করিয়াছে প্রাণপণ, জীবন পতন॥
প্রফুল্ল জলজ সম, লোচন তোমার।
কোথা পাবে কদাকার, কলঙ্ক আধার॥
ভাবিয়া না পেয়ে কিছু, উচিত উপায়।
বিরলে বসিয়া একা, হরিণ চরায়॥
কোলেতে করিয়া শিশু, কুরঙ্গনন্দন।
গোপনেতে তার আঁখি, করে দরশন॥
সুধামুখি বলি প্রাণ, তোমারি নয়ন।
করিয়াছে মৃগধরে, কলঙ্কভাজন॥
মৃগধর মৃগ ধরে, যাহার কারণে।
মুখে মসী করি শশী, লুকায় গগনে॥
দিবসে বিলীন রহে, মুদিয়া নয়ন।
পারেনা খুলিতে আঁখি, তুলিতে বদন॥
পাছে কেউ দোষাকরে, দোষারোপ করে।
এই ভাবি শশধর, দিবসেতে মরে॥
কে বলে গগন-শশী, তোমার সমান।
তবে কেন প্রতিদিন, বিলীন বয়ান॥
তোমার বদনশশী, কিবা সুললিত।
প্রতিদিন সমভাবে, রহে প্রকাশিত॥
করিতেছে কিবা তায়, শোভা ঝলমল।
কোথা আছে তার কাছে, চাঁদের মণ্ডল॥
নিরমল চাঁদমুখ, দেখিয়া চিকণ।
নভোপরে নিশাকর, লুকায় বদন॥
যেই দিন তারে তুমি, সুধা কর দান।
পুনরায় পায় সেই, আপনায় প্রাণ॥
সেই কন্দর্পদারা দর্পহারিণী কামিনী
নায়িকা স্বীয় পতিকর্ত্তৃক পরম
রসালাপে প্রত্যুত্তর শ্রবণ
করত কুতূহলাক্রান্তা হইয়া
দিবসমুখ আশঙ্কায় যামিনীর
তৃতীয় প্রহর-কাল বর্ণন।
দীর্ঘ ত্রিপদী।

চল চল প্রাণপতি, বিগতা যামিনী সতী,
ত্রিযামা অতীত বোধ হয়।
আকাশে তারকা যত, প্রফুল্ল ফুলের মত,
বিকসিত আর নাহি রয়॥
মলিন কিরণমালা, পরিয়া তারকা বালা,
কুমেরুতে করিছে গমন।
কোমল কিরণধর, ঢাকিয়া চিকণ কর,
কলেবর করিছে গোপন॥
ঘোরাল করাল বেশ, যামিনীর হৃদয়েশ,
শোভিত নাহিক দৃশ্যমান।
উষা সতী মূর্ত্তিমতী, সহিত আপন পতি,
উপনীত সতিনী সমান॥
তাই বলি প্রাণপতি, অধীনী জনার গতি,
চল চল ঘরে চলে যাই।
বিফলে রজনী গত, কামিনী হইয়া কত,
সাধিব তোমারে প্রাণ তাই॥
যুগল শ্রীফল প্রাণ, তোমারে করিয়া দান,
পুরাইব মনের বাসনা।
দোহাই হৃদয়নাথ, ধরি তব দুটি হাত,
পূর্ণ কর আমার কামনা॥
উত্তর।

পয়ার।

মরি কি সুখের খনি, রচনা তোমার।
রসায় ঋষির মন, পুলকে অপার॥
নিশার হইল শেষ, উষার উদয়।
অলসে পুরিত তনু, চল চল হয়॥

মহাশয়ের নিতান্তানুগত
শ্রী বিহারিলাল রায়।
সাং কাপাষ্টিকরি।

২৯ পৌষ ১২৬৪।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তঞ্চ চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাংসংভ্রাম মতন্দ্রশীলদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২৫ সংখ্যা] সোমবার ৬ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ১৮ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে ইংরাজী ১৮৫৮ এক হাজার আট শত আটান্ন সালের জানুআরি মাসের ১৬ তারিখে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে, যে মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত শোভাবাজার নিবাসী হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মৃত শিবনারায়ণ দেবের উইল পত্র প্রমাণে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং দেনা পাওনা প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত স্থান নিবাসী হিন্দু প্রজা উপেন্দ্র নারায়ণ দেবের প্রতি কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইবে, যিনি উল্লেখিত মৃত শিবনারায়ণ দেবের ভ্রাতা।

ANLEY & SIMS,
Proctors.
এনলি এণ্ড সিম্‌স।
ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের
উকীল।

NOTICE.
JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

দ্রাহ্ম সমাজ।

আগামি ১১ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা।
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ
২ মাঘ ১৭৭৯।

বিজ্ঞাপন।

একখানি উত্তম কারগোবোট বিক্রয়ার্থ আছে, প্রয়োজন হইলে পরমিটঘাটে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বোট সরকারের নিকট তত্ত্ব করিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৬ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা পরমানন্দচিত্তে নিম্নস্থ পত্র খানি অবিকল প্রকটন করিলাম। এতৎ শিবকর সংবাদ পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

"কান্দি মোকামে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনের বৃত্তান্ত।

সম্পাদক মহাশয়েষু।"

"সাধারণ কল্যাণকর বিষয়ে উৎসাহ দান করা ও তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ করা আপনকার পত্রের

প্রধান উদ্দেশ্য কর্ম্ম, অতএব সম্প্রতি আমারদের এই পল্লীগ্রাম মধ্যে যে একটি সর্ব্বসাধারণ হিতকর ব্যাপার ঘটনা হইয়াছে, তাহা আপনকার পত্রৈক প্রান্তে প্রকাশিত হইবার কামনায় নিম্নে নিবেদন করিতেছি স্থান দানে অনুগৃহীত করিবেন।,,

" আমারদের এদেশে রীতিমত চিকিৎসার প্রণালী নাই এবং চিকিৎসকও নাই, চিকিৎসকের অভাবে আমরা যে পরিমাণে কষ্টভোগ করি তাহার সবিস্তার পরিচয় কি নিবেদন করিব? আপনি এক কথাতেই সমুদয় অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, যে, রোগমাত্রেই আমারদের পক্ষে ভয়ানক ও পরিনামে প্রাণ সংহারক হইয়া পড়ে, এদেশের কত লোক যে সামান্য সামান্য রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়, এবং যদি ভাগ্য-গুণে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পায় তবে কত কালই যে সেই রোগ ভোগ করে তাহার সংখ্যার আর সীমা নাই, তবে যে আমরা একালপর্য্যন্ত জীবদ্দশায় আছি, ইহার কারণ কেবল আমারদের দেশের জল বায়ুর গুণ ও আমারদের পিতৃ-পুরুষের পুণ্যবল মাত্র।,,

" চিকিৎসা বিষয়ে এদেশের এইরূপ দুর্গতি দর্শন করিয়া শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কারুণিক হৃদয় শ্রীমান ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইতে যখন যখন বাটী আগমন করেন, দুর্ভাগ্য রোগাতুর ব্যক্তিদিগের হিতার্থে সঙ্গে করিয়া নানাবিধ ঔষধ আনয়ন করিয়া থাকেন, আমরা দেখিয়াছি যুবরাজের ইংরাজী আয়ুর্বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ও পটুতা জন্মিয়াছে, তিনি যে কালপর্য্যন্ত এস্থানে অবস্থিতি করেন, প্রত্যহ ৫০।৬০ জন পীড়িত তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থে আগত হয় এবং তিনিও নিজ নৈসর্গিক অসামান্য কারুণ্য গুণে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে সকলের চিকিৎসা করেন, অবস্থা বিশেষে আহার পথ্যাদি সমস্ত বিষয়েরি আনুকূল্য করিয়া দেন, এবৎসর গত কার্ত্তিক মাসে ভগবান রাধাবল্লভের রাসযাত্রা উপলক্ষে আমারদের উক্ত যুবরাজ অত্রস্থলে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সঙ্গে অনেক বিধ ঔষধ আনিয়াছিলেন, আর যথা নিয়মে তাহা বিতরণ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।,,

" বোধ করি আপনি জ্ঞাত থাকিতে পারেন, এদেশের সৌভাগ্যক্রমে কয়েক মাস হইল এই স্থলে এক ফৌজদারি মহকমা স্থাপিত হওয়ায় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তথায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বভাবতই সাধারণ হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বদা অনুরাগী ও উৎসাহী মনুষ্য, তাঁহার আগমনে আমরা সকল বিষয়েই সুখে ও স্বচ্ছন্দে আছি, সম্প্রতি তিনি যুবরাজ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উক্ত রূপ পরহিতানুষ্ঠান প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে এই পরামর্শ দান করেন, যে, এই মহকমায় গবর্ণমেণ্ট হইতে জনেক বাঙ্গালা ক্লাসের নেটিব ডাক্তার ও কম্পৌণ্ডর নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, বিনা বেতনে তাঁহারা দরিদ্র জনের চিকিৎসা করিতে সম্মত আছেন, এক্ষণে কেবল ঔষধের সংস্থান হইলেই চিরদিনের জন্যে এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া তাহার কার্য্য সুচারুরূপ চলিতে পারে, স্বদেশহিতৈষি যুবরাজ তৎক্ষণাৎ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবিত পরামর্শে যথেষ্ট পরিতোষ প্রকাশ করত ঔষধের আনুকূল্য করণে সম্মত হইলেন ও এককালেই প্রায় ৩০০ তিন শত টাকা মূল্যের ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপনয়ন অর্পণ করিলেন।,,

" যুবরাজের স্থানে এইরূপ চিকিৎসালয়ের উপযোগি সমুদয় সামগ্রী এককালে প্রাপ্ত হইয়া সেই দিবস হইতেই, অর্থাৎ গত নম্বেবর মাসের ৯ তারিখ হইতে আমারদের এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, ও নিয়মিতরূপে তাঁহার কার্য্য উত্তম চলিতেছে। আমারদের মহানুভব তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রতিদিন প্রাতে উপস্থিত থাকিয়া চিকিৎসালয়ের সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ ও পরিদর্শন করিতেছেন।,,

" এই কল্যাণকর বিষয়ের অনুষ্ঠানে অত্রত্য শ্রীযুত মহানন্দ রায় চৌধুরী শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন ঘোষ শ্রীযুত বাবু মনোহন ঘোষ শ্রীযুত বাবু ব্রজসুন্দর ত্রিদেবী শ্রীযুত বাবু শ্রীকান্ত ঘোষ শ্রীযুত বাবু হরিদয়াল সিংহ এবং এখানকার মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রামগোপাল সোম এই কতিপয় মহানুভব ব্যক্তিরা যথোচিত আনুকূল্য ও সাহায্য দানে প্রবৃত্ত আছেন।,,

" সম্পাদক মহাশয়! সন্তোষের বিষয় কি নিবেদন করিব! আমারদের এই চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হইতে না হইতেই এই বৃত্তান্ত সর্ব্বত্রে রাষ্ট্র হওয়ায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে ২৫।৩০ জন পরিমাণে নানা প্রকার রোগে অভিভূত ব্যক্তিরা আসিয়া আমারদের নূতন চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হইতেছে ও যথা নিয়মে চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে আরোগ্যলাভ করিতেছে।,,

পরিশেষে আমরা শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র সেন ডাক্তার মহাশয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করত পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেমন অসাধারণ দয়াগুণে এই সাধারণের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া বিনা বেতনে চিকিৎসা দান করিতেছেন ও চিকিৎসালয়টী চালাইতেছেন, পরমেশ্বর তাঁহাকে তেমনি দীর্ঘজীবী ও প্রতিষ্ঠাভাজন করুন ইতি।,,

৩০ ডিসেম্বর } জেময়া কান্দিনিবাসী
সন ১৮৫৭। } প্রজাবর্গানাং।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

কোনো পত্র প্রেরক অতুল সম্পদ সুখভোগ বিষয়ে গদ্য পদ্য পরিপূরিত যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সমুদয়াংশ পাঠ করিয়া বিবেচনাসিদ্ধ হইলে সেই পত্র প্রকাশ করা যাইবেক। আমরা কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম তন্মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনেক কটাক্ষ আছে। এজন্য আপাততঃ পত্রস্থ করণে ক্ষান্ত হইলাম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে আগত।

ব্রিগেডিয়ার ইংলিস সাহেবের নিকট হইতে।

কাণপুর। ১৪ জানুআরি।

বৃহস্পতিবার।

৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট প্রাতঃকাল।

কলিকাতা।

শ্রীযুত লার্ড ডল্কলিন সাহেব গবরনর জেনরলের মিলটরি সেক্রেটরি সমীপেষু।

সেনাপতি ঔটরাম সাহেবের নিকট হইতে।

নিশ্চিতরূপে সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল, যে, ১২ জানুআরি মঙ্গলবার প্রাতে তিনি প্রায় ৩০০০০ বিদ্রোহি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে শত্রুপক্ষের ৪০০ ব্যক্তিকে হত করত একেবারে দূরীভব করিয়া দেন। এই যুদ্ধে আমারদিগের পক্ষে কেবল ৬ ছয়জন মাত্র আহত হইয়াছে।

(যথার্থ প্রতিলিপি)
(স্বাক্ষরিত) ডল্কলিন।
উইলিএম, মেগ্রেগর।
ইনিস্পেক্টর ইঞ্চার্জ।

কলিকাতা।
ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট।
১৪ জানুয়ারি ১৮৫৮।

আমরা শ্রুত হইলাম ডাক্তর ফার্সেল সাহেব আগামি সোম কিম্বা মঙ্গলবারে এতন্নগরে সমাগত হইয়া মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের প্রধানের পদে অভিষিক্ত হইবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

২৯ ডিসেম্বর দিবসীয় জবলপুরের পত্রে ব্যক্ত করে এখানে এবং সাগরে এইক্ষণে আর কোনো উৎপাৎ নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত সৈন্য আসে নাই, কিন্তু সাগরে অধিক সেনার প্রয়োজন করে, গোয়ালিয়ায় বিদ্রোহিগণ ঝান্সি হইতে তথায় বহু সংখ্যক দুষ্টলোক ও তোপ লইয়া গমন করিবে এমত শুন, যাইতেছে।

বিলাতের শেষাগত পত্রে ব্যক্ত করে "ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহিতা দ্বারা বিশৃঙ্খলা হওয়াতে আরো অধিক বিলিতি সেনা এদেশে আগমন করিতেছে। সৈন্য সংক্রান্ত ধর্ম্মোপদেশকেরা সেই সঙ্গে আশু আসিতে অনুমতি পাইয়াছেন।

৭ তারিখের দিল্লীর পত্রে ব্যক্ত করে, রাজবিচারে বলাগড়ের রাজার ফাঁসি হইয়াছে।

দিল্লীশ্বর পীড়িত হওয়াতে আপাততঃ তাঁহার বিচার স্থকিত রহিয়াছে।

কাপ্তেন টাইটেলর সাহেবের শিবিরের সিন্ধুক হইতে ২৮০০০ টাকা চুরি গিয়াছে, চোরের অনুসন্ধান করা হইতেছে।

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সগণ গবরনর জেনরল বাহাদুরকে লেখেন 'সেনা সম্পর্কীয় পুরোহিতেরা বিলাত হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবেন, এবং রোমেন কেথলিক পুরোহিতেরা উচ্চবেতন পাইবেন, তাঁহারদিগের

মাসিক বেতন ১৫০ টাকা হইবেক, মহারাণীর সমর সম্বন্ধীয় সেক্রেটরি লার্ড পেনমিউর সাহেব তাঁহারদিগ্যে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত ও প্রেরণ করিবেন।

আগ্রার ৮ জানুআরি তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে "নৈনেতাল হইতে আগত ২ জানুআরির পত্রে লেখে, প্রায় বিরালির ১০০০ বিদ্রোহি ২ টা ছোটে তোপ লইয়া হাল দেওয়ানী নামক স্থানে আসিয়া আক্রমণ করে, তাহারা আমারদের সমর সম্বন্ধীয় সামগ্রীর ভাণ্ডার নষ্ট করণের চেষ্টা করিয়াছিল, গোরখা সেনারা তাহা রক্ষা করিয়াছে। শত্রুগণ আমারদিগের ২৫০ গজ দূরে আসিয়া চারিটা গোলা ছাড়িয়াছিল, কাপ্তেন বগ সাহেব তৎক্ষণাৎ গোরখাদিগ্যে যুদ্ধ চালনা করাতে বিরালির দুষ্টেরা এতশীঘ্র পলায়ন করিল, যে, তাহারদিগ্যে ধরিতে পারাগেল না, এই যুদ্ধে বিপক্ষদের ২০ জন হত হইয়াছে।

আগ্রাতে জুলাই হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত বিচার দ্বারা ৭৬ জনের প্রাণ দণ্ড করা হইয়াছে, দুই জন কারারুদ্ধ আছে, তন্মধ্যে ৪২ যবন এবং ৩৬ জন হিন্দু।

নেপালস্থ সেনাদিগের মধ্যে যাঁহারা সম্প্রতি তিন জন রাজবিদ্রোহিকে ধৃত করিয়া দিয়াছেন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেণ্টে ১০০০ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিতে অনুমতি করিয়াছেন, উক্ত রাজ বিদ্রোহিরা তত্রস্থ ব্যক্তিবৃন্দকে ও সেনাদিগকে রাজার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করণে প্রবৃত্ত দিয়াছেন।

রিচর দোয়েবের অন্তঃপাতি কিতুর এবং সিরিপুরি নামক স্থানের জমীদার বেঙ্কেট কেস্তুয়ারেডি নামক ব্যক্তি লোকান্তর গমন করাতে হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার বিধবা স্ত্রীকে উক্ত জমীদারির উপস্বত্ব হইতে মাসিক ৬০০ টাকা বৃত্তি প্রদানে অনুরোধ করিবায় গবরনর জেনরল সাহেব তদ্বিষয় গ্রাহ্য করত যাবজ্জীবনের জন্য তাঁহাকে ৬০০ টাকা পেন্সন দানে অনুমতি করিয়াছেন।

পূর্ব্বে শিঙাপুরের মাজিষ্ট্রেটেরা প্রতিমাসে ৭০০ টাকা বেতন পাইতেন, এইক্ষণে ৬০০ ঠাকা পাইবেন, মেং ডেনম্যান সাহেব ১০০০ টাকা মাসিক বেতনে তথাকার কমিস্যনর হইয়াছেন।

হরকরা সম্পাদক লেখেন "এমত জনরব যে সিবিল আডিটর আফিসের কোনো কর্ম্মচারি গবর্ণমেণ্টে এরূপ আবেদন করেন, সহকারী সিবিল আডিটর কেবল পক্ষপাতিতা পূর্ব্বক এই আফিসের মধ্যে আপনার আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্বদিগ্যে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিতেছেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ঐ সহকারি সিবিল আডিটরের নিকট এ বিষয়ের কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন।

সিবিল সংক্রান্ত সাহেবেরা ভবিষ্যতে বিলাত গমনের সময়ে অতিরিক্ত বিদায় প্রাপ্ত হইবেন না।

প্রেরিত পত্র

নানা গুণমন্দির সুধীবর শ্রীশ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পয়ার।

তরুণ তরুণী সুখ, তরি আরোহণে।
প্রেম পারাবার পারে, যেতে যত্র মনে॥
হেনকালে মানবায়ু, হয়ে প্রতিকূল।
বিচ্ছেদ কুলেতে চ.ল, করিল আকুল॥
তরণী রক্ষারহেতু, তরুণ চঞ্চল।
স্তুতিকরে ছল হাল্, ধরে করে বল॥
বলে একি কি আশ্চর্য্য, বিধি বিড়ম্বন।
বিধি বাম হোলে সব, অবিধি ঘটন॥
যিন মেষ রাশি যবে, সূর্য্য ভোগ করে।
কুসুম সময় তাঁরে, বলে কবিবরে॥
এসময় সুখময়, বসন্ত উদয়।
এই ধ্বনি ঘরে ঘরে, শুনিয়া বিস্ময়॥
সত্য মিথ্যা তথ্য কথা, ঈশ্বর বিদিত।
আমি কহি তাহা নয়, তার বিপরীত।
যদি সে সময় হতো, ভ্রমর গাইত।
তবে কি নূপুর তব নিরব রহিত॥
কোকিল কাকলী তুল, তোমার বচন।
কিকারণ না হইছে, আমার শ্রবণ॥
কুসুম সময় যদি, এসময় হয়।
মম মন কলিকেন, বিকশিত নয়॥
সে সময় শীতকর, সর্ব্বসুখ রূপ।
তব মুখ চন্দ্রহয়, তাহার বিরূপ॥
কিরূপে এরূপ ভাবে, সে রূপবা ভাবি।
ভাবি কি ঘটিবে তাহা, এইমাত্র ভাবি॥

সপ্তক্ষীরা সমাজাধীন বিদ্যালয়
কস্যচিৎ ছাত্রস্য।

অতি উত্তম হইয়াছে।
প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রবীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২৬ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৭ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ১৯ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম সমাজ।

আগামি ১১মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা।
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ
২ মাঘ ১৭৭৯।

সংবাদ প্রভাকর

৭ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

শহরঘাটি অঞ্চলের পত্রে এবং কতিপয় বিশ্বাসি লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, অনেকগুলীন বিদ্রোহি সেনা ও দুষ্টলোক ম্রজাপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আগমন পুর্ব্বক অতি নিকটেই রোটাসের দুর্গ ও পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অমর-সিংহ তাহারদিগের দলের প্রধান হইয়া তন্নিকটস্থ স্থানে অত্যাচার করণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। রোটাসের দুর্গে অমর সিংহ অনেক গুলীন বিদ্রোহি সৈন্য লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্তই অবস্থান করিতেছেন, এই জনরব আমরা অনেকের লিখিত পত্রে ও অনেকের মুখে অনেক দিন হইতে শুনিতেছি, অধুনা তাহারদিগের দল-বল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে ইহা কিছু নিতান্তই অসম্ভব নহে। যাহা হউক, ঐ দুষ্টদিগ্যে সমূলে সংহারার্থ আশু সুবিহিত উপায় করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি, গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে তাহারদিগের প্রতিকূলে রাণীগঞ্জ হইতে উপযুক্তরূপ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, জগদীশ্বরের অনুকম্পায় আমরা অতি ত্বরায় বিপক্ষ বিনাশের শুভসমাচার প্রাপ্ত হইব তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তাহা হইলে সমুদয় বঙ্গদেশটী এককালেই সংপুর্ণরূপে শত্রুশূন্য ও শঙ্কাশূন্য হইবে, চট্টগ্রামের ও ঢাকার বিদ্রোহি দেশীয়-পদাতিক পলাতক সিপাহিরা এবং জলপাইকুঁড়ির পলাতক সোয়ারেরা প্রায় তাবতেই নিপাত হইয়াছে, অবশিষ্ট যে দুই চারিজন স্থান বিশেষে গোপনে গোপনে ছদ্মবেশে বাস করিতেছে, তাহারদিগের আর গোখুরার ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্নি নাই, তাহারা বিষহারা ঢোঁড়ার ন্যায় পোড়া পেটের জ্বালায় অন্নাভাবে আপনারাই মারা পড়িতেছে. বোধ হয়, এতদিনে উক্ত দুরাত্মাদলের জনপ্রাণিও জীবিত নাই, আমারদিগের চট্টগ্রাম, সুধারাম এবং ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, রঙ্গপুর, কোচবেহার এবং আসাম অঞ্চলীয় পত্রপ্রেরক বন্ধুবর্গ তাহারদিগের শাড়া শব্দ আর কিছুই পান না, তাঁহারা প্রায় সকলেই লিখিতেছেন, উল্লেখিত দুর্জ্জনেরা স্থানে স্থানে কতক গোলাঘাতে, কতক খড়্গাঘাতে, কতক মুষ্টাঘাতে, কতক ফাঁসাঘাতে এবং কতক অংশ জঠরানলের উত্তাপের আঘাতেই হত হইয়াছে, তাহারদিগের গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীবনদণ্ড হইতে আর বাকী নাই।

অধুনা অস্মদাদির উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বন্ধু ব্যূহের পত্রে তথাকার সর্ব্বত্রের সুসমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কেবল দুই একখানি পত্রে এরূপ সংবাদ দৃষ্টি করা যাইতেছে, যে, রহিলখণ্ড প্রদেশ শত্রুজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, নানা সাহেব ও কুমার সিংহ (গোয়ালিয়ার বিদ্রোহি কাণ্টিজেণ্ট দল, যাহারা

কাণপুরের শেষ যুদ্ধে সংপূর্ণমতে পরাজিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করে, তাহারদিগে ও আর কতকগুলীন অশিক্ষিত দুষ্ট দুরাত্মা-লোক লইয়া কখনো গড়-মুক্তেশ্বর) কখনো ঘাটমপুর এবং কখনো কখনো তন্নিকটস্থ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন। এইক্ষণে তাঁহারদিগের আর সেই বিষদাঁত নাই, কারণ তোপ, গোলা, গুলি, বারুদ, রসদ, সরঞ্জাম, শকট তৈজস, উষ্ট্র, হস্তি, গো, বাজী এবং আর আর সমস্তই নষ্ট হইয়াছে, আর প্রধান সেনাপতি যবনটিরো প্রাণ দণ্ড হইয়াছে। নানা সাহেব এইক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া অযোধ্যা-রাজ্যে গমনের উদ্যোগ দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেননা, কারণ তেঁহ ধনে জনে, মনে, বলে ও সাহসে সকল প্রকারেই খর্ব্ব হইয়াছেন, কিন্তু নীতিশাস্ত্র মতে ক্ষুদ্র শত্রুকেও বড় জ্ঞান করিতে হইবে, তাহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া হেয়জ্ঞানে উপেক্ষা করা উচিত হয়না, যেমন নদীর ফাট্, কর্ম্মের ঘাট্, তেলের কাট্ এবং পাগলের ছাট্‌কে বিশ্বাস করিতে নাই, সেইরূপ ঋণের শেষ, অশ্বত্থ-বৃক্ষের শেষ ও শত্রুর শেষ, রাখিতে নাই, কেননা জড় থাকাতেই আবার প্রমাদ ঘটনার সম্ভাবনা, ফলতঃ তাহার মূল নাশ বিষয়ে আর শঙ্কা নাই, শঙ্কা নাই।

৩ মাঘ দিবসে বালেশ্বরবাসি বন্ধু যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহা সাতিশয় সমাদরে নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়!—২৩ পৌষে আমি ভ্রমক্রমে জলেশ্বরের পাদ্রির নাম স্মিথ লিখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম রেবরেণ্ড হলেণ্ড।,,

"আনন্দ পূর্ব্বক লিখিতেছি সম্বলপুরে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, কটকের কমিস্যনর মেং জে, এফ, কত্রণ সাহেব গোলযোগ নিবারণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে শান্তি স্থাপন করিয়াই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আবশ্যকীয় উপস্থিত সমুদয় কর্ম্মে মনোযোগ করিবেন। উক্ত যুদ্ধ জয় জন্য সেনাপতি ও সনা সমূহের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে অধিক ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবেক।,,

"এখানকার তাবতেই মৌরভঞ্জের সান্তালদিগের উপর অত্যন্ত আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ পোড়াহাটির রাজা মৌরভঞ্জের রাজার জামাতা।—তিনি বর্ত্তমান বিদ্রোহিতায় লিপ্ত থাকাতেই এতদ্রূপ ত্রাস জন্মিয়াছিল, এমন কি,—পর্ব্বতের নিকটস্থ অনেকে প্রাণ হাতে করিয়া বেড়াইতেন। সম্প্রতি গবরনর জেনরল বাহাদুরের ছোটনাগপুরের এজেণ্ট সাহেব এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে এক পত্র লেখেন তাহাতে মৌরভঞ্জের শ্রীযুত রাজা বাহাদুরের বিস্তর সুখ্যাতি লিখিয়াছেন, কারণ উক্ত রাজানুগত প্রশংসিত রাজা আপনার জামাতাকে বিদ্রোহি হওনে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহার নিদর্শন বিশিষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে, কেননা মৌরভঞ্জেশ্বর স্বীয় জামাতাকে বিদ্রোহিতাচরণে নিষেধ করণার্থ স্বাক্ষর পূর্ব্বক যে পত্র লেখেন পোড়াহাটির রাজবাটী হইতে সেই পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।—অধুনা উক্ত এজেণ্ট বাহাদুরের অনুমতিক্রমে আমারদিগের সুযোগ্য শান্তিরক্ষক মহাশয় কথিত রাজার নিকট এমত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, যে, তাঁহার জামাতা বিদ্রোহিতার সূত্রে তাঁহাকে যে কয়েকখানা পত্র লেখেন তিনি তৎসমুদয় অবিলম্বেই উপস্থিত করিয়া দেন। রাজা এপর্য্যন্ত পত্র প্রদান করেন নাই, পরে যাহা হয় বিদিত করিব।,,

"বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের কর্ম্ম ঝটিতি নিষ্পন্ন হইয়া অধুনা উত্তর দক্ষিণ দুইদিগ্ হইতেই নিয়মিতরূপে সংবাদের গতিবিধি হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, এখানে অদ্যাপি তাহার কার্য্যালয় স্থাপিত হয় নাই, ইহার জন্য সুনিপুণ কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন, কি হয় বলা যায়না। এই উৎকল একটি বিশেষ রাজ্য, বাণিজ্যের প্রধান স্থল, গবর্ণমেণ্টের অধীন পুরী, খোরদা, কটক এবং বালেশ্বরে বিস্তর লবণ উৎপন্ন হয়, স্থলের বাণিজ্য ভিন্ন জলপথে এই উড়িষ্যা মহাসমুদ্রযোগে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি নানাস্থানের সহিত বাণিজ্য-কার্য্যের যোগাযোগ সম্বন্ধ রাখে। বিশেষতঃ শ্রীশ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে কত যাত্রি গমন করে তাহার সংখ্যা হয়না। অতএব এতদ্দেশে রেইলরোড ও ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ স্থাপিত করাই অতি কর্ত্তব্য।,,

"সম্প্রতি নগুয়া থানার অধীনে জান, মেডন নামক এক জন সুসভ্য ইংরাজ "হরসুন্দরী" নাম্নী বারবিলাসিনীকে হত করেন, তথাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাঁহার দোষ সাব্যস্ত করত বরকন্দাজের পাহারায় তাঁহাকে মেদিনীপুরে চালান দেওয়াতে তিনি পথি হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কটকাভিমুখে চম্পট করিতেছিলেন, বালেশ্বরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, ই, ওয়াটরফিল্ড সাহেব কতিপয় পাইক ও পুলিস-বরকন্দাজের সাহায্যে উক্ত হন্তা শ্বেত যুবাকে শোরো নামক স্থানে ধৃত করিয়াছেন। ধবল অবতারটিকে এইরূপে ধৃত করাতে উক্ত সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উল্লেখিত পাইক প্রভৃতিকে ৫০০ টাকা পারিতোষিক প্রদানার্থ অনুরোধ করিয়াছেন।—অপর বিষয় পরে লিখিব।,,

বেতিয়া প্রবাসি বন্ধুর পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"এখানকার মহামতি ভূপতি বাহাদুর সপরিবারে শারীরিক স্বচ্ছন্দে আছেন, এবং তিনি ধনে জনে মনে ও প্রাণপণে গবর্ণমেণ্টের যথা যোগ্য আনুকূল্য করিতেছেন, তাহাতে সাধ্যের ত্রুটি মাত্রই করেন না।

বোধ হয় অদ্যই এখানে বহু সংখ্যক গোরা-সৈন্য আসিবেক, তাহারদের সংখ্যা ঊর্দ্ধ ৫০০০ হইবে। আপাততঃ তাহারা এখানে থাকিবে কি গোরক্ষপুরে গমন করিবে তাহা ব্যক্ত হয় নাই।

৩ এবং ৫ জানুয়ারিতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, গোরক্ষপুর হইতে ৮।৯ ক্রোশ ব্যবধান পিপিয়াঘাটে মহারাজ জং বাহাদুর অবস্থিতি করিয়াছিলেন; ঐ তারিখের মধ্যে বিশেষ যুদ্ধ ঘটনা হয় নাই, তাহার পরেই তিনি গোরক্ষপুরে জয় লাভ করেন।,,

"কলিকাতা বার্ত্তাবহ" নামক অভিনব বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রথম সংখ্যা আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইলাম, ইহার কলেবর ভাস্করের ন্যায়, প্রতি সোমবার এবং শুক্রবাসরে প্রকটিত হইবেক, মাসিক মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র। প্রথম সংখ্যায় কয়েকটি বিষয় কেবল গদ্যে লিখিত হইয়াছে, রচনা অতি উত্তম, প্রার্থনা করি পরমেশ্বরের কৃপায় সম্পাদক কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণের প্রিয় হউন।

বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসে আমরা একটী সহযোগী রত্ন লাভ করিয়াছি, তাঁহার নাম শ্রীমান্ রামচন্দ্র দিচ্ছিত, নিবাস চুঁচুড়া, তিনি উক্ত দিবসে "সুবোধিনী পত্রিকা" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকটিতা করিয়াছেন, তাহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠ পূর্ব্বক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম, যেহেতু তাহার গদ্য পদ্য উভয় রচনাই পাঠোপযোগি বটে, প্রার্থনা করি, আমারদিগের নবীন সম্পাদক জগদীশ্বরেচ্ছায় কৃতকার্য্য হউন।

বাৎসরিক বুলবুল পক্ষির সংগ্রাম।

প্রতি বৎসর বুলবুল পক্ষির আমোদকার সুশৌখিন বাবুদিগের দুই সম্প্রদায় পরস্পর নিজ পক্ষের পক্ষির পক্ষে পক্ষি হইয়া এক প্রকাশ্য স্থলে আহ্বান করত সকলের সমক্ষে যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন করেন, এবারে গত রবিবারে ভিন্ন ভিন্ন চারি সম্প্রদায়ের পক্ষি সংগ্রাম দুই স্থানে এক দিবসেই সম্পন্ন হইয়াছে, ইহার এক পক্ষে রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়, রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়, এবং বাবু শ্যামচাঁদ মল্লিক প্রভৃতি কয়েক মহাশয়, তাঁহারদিগের প্রতিপক্ষ কেবল একাকী বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র, মিত্র মহাশয় বিপক্ষব্যূহের স্থাপিত ক্রীড়াক্ষেত্রে গমন করত সংপূর্ণরূপে জয় লাভ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের লোকেরা পাখি নাবাইতে না পারিয়া পক্ষপাত ও অন্যায় সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সুবিজ্ঞোত্তম দয়ালচাঁদ বাবু তাহাতে কোনো কথাই উল্লেখ না করিয়া বিস্তর সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক প্রিয়ালাপে বিদায় লইয়া আগমন করেন।

বাবু শুভলদাস মল্লিক মহাশয়ের পক্ষি ঐ দিবস বশাক বাবুদিগের পক্ষির পক্ষভেদ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে জয়ি হইয়াছে।

কোনো কোনো বিশ্বাসি সম্ভ্রান্ত মহাশয় এমত কহিতেছেন, আগ্রা-রাজধানীর পরিবর্ত্তে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এলাহাবাদে স্থাপিত হইবেক। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের করিণ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরি তথাকার লেপ্টেনাণ্ট গবরনরের পদে অভিষিক্ত হইবেন।—এই সংবাদ আমরা পূর্ব্বে একবার প্রকাশ করিয়াছি,—এরূপ হইলে অনেকাংশে ভাল হওনের সম্ভাবনা বটে।

আমরা শুনিতেছি অদ্য হিন্দু স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

ধনিবর শ্রীযুত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ কাণপুর হইতে সম্প্রতি এতন্নগরে আগমন করিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মহারাণীর ১০ গণিত দলের কিয়দংশ সেনা ৫ জানুয়ারি তারিখে আজিমগড়ে গিয়াছে।

জং বাহাদুরের সেনারা গোরক্ষপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিপিরাই নামক স্থানে আসিয়াছে বিদ্রোহি সিপাহিরা যখন টাইরাণী হইতে গোরক্ষপুরে গমন করে তখন গোরখাদিগের হস্তে তাহারদিগের অধিকাংশ হত হইয়াছে।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহিদিগের মধ্যে কয়েকজন কাচার নামক স্থানে ধৃত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারদের প্রাণ দণ্ড হইবেক।

আগ্রার পত্রে লেখে কিয়দ্দিবস হইল কাণপুরের ব্রিটিস সেনারা বিদ্রোহিবৃন্দের নিকট হইতে ৯ টা বড় এবং ২ টা ক্ষুদ্র তোপ হরণ করিয়াছে।

উক্ত স্থানের দ্বিতীয় পত্রে লেখে "এখান হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত যে প্রকাশ্য রাজপথ আছে, সেই পথে পথিকেরা নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতেছেন। অতি সুনিয়মে ডাকের গমনাগমন হইতেছে। ময়নপুরী এবং ইটয়া প্রদেশের প্রজা মাত্রেই নিঃশঙ্কায় অবস্থান করিতেছেন। অধুনা বিদ্রোহিগণ রহিলখণ্ডের চারিদিগের জিলা মধ্যে একত্র হইয়াছে। তাহারদিগে পরা-

জয় করিতে পারিলেই উত্তর-পশ্চিম-রাজ্য শত্রুশূন্য হইবেক।

হরকরার গোরক্ষপুরের সংবাদদাতা লেখেন মহারাজা জং বাহাদুর অযোধ্যার উত্তরভাগের কিয়দংশ ভূমি একেবারে পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বটে।

ফতেপুরের পত্রে লেখে, মহারাজ জং বাহাদুর এতদ্দেশীয় সমস্ত সৈন্যশ্রেণীর প্রধান সেনাপতি হইবেন।

৮ জানুআরি দিবস দুইশত পীড়িত ও আহত ব্যক্তি বাষ্পরথে প্রেরিত হইয়াছে।

৫ তারিখে কয়েক দল ব্রিটিস সেনা যমুনার পরপারে ৭ ক্রোশ দূরে গিয়া বিপক্ষদিগ্যে সংপূর্ণরূপে পরাজয় করত ৪০০ ব্যক্তিকে হত ও দুই ব্যক্তিকে ধৃত করে, ঐ বন্দি দুই জনের ফাঁসি হইয়াছে।

বিদ্রোহিতার অপরাধে আমজিরার রাজা, রাজমন্ত্রি এবং আর তিন জন কর্ম্মচারির ফাঁসি হইয়াছে।

রিওয়াকাণ্ডার নিকটবর্ত্তি তিনটি গ্রাম ভিল জাতিরা লুঠ করিয়াছে।

যাহারা হিসারে কতিপয় বিবির প্রাণ নাশ করে, তাহারদের তিনজনকে ধৃত করিয়া পঞ্জাবে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পদ্য।

জয় জয় জয়ঙ্করি, জগতের মাতা।
তোমার কৃপায় সৃষ্টি, করিলেন ধাতা॥
কৃপা কটাক্ষেতে যারে, চাও ব্রহ্মময়ী।
রণে বনে, জীবনে, তাহারে কর জয়ী॥
যে জনার প্রতি মাগো, তব দৃষ্টি নাই।
মাগিলে না মিলে তার, উনুনের ছাই॥
ধন মান বৃদ্ধি শিবে, তব পদ বলে।
সক্ষম অক্ষম কথা, মিছে লোকে বলে॥
সেই হেতু মনানলে, মম বপু দহে।
আমাকে অক্ষম বলি, সবে মন্দ কহে॥
শুন মা দুঃখের কথা, বলি বার বার।
তোমা বিনা গতি নাই, নির্গুণ জনার॥

অকৃতি অধম আমি, তাহে ধনহীন।
দিন দিন গেল দিন, হোয়ে পরাধীন॥
ধন বিনা জ্ঞান হয়, সংসার অসার।
সতত অপ্রিয় ভাষে, প্রেয়সী আমার॥
আভরণ বসনাদি, মনোমত চায়।
কোথায় পাইব ভেবে, না পাই উপায়?॥
একবার চাও মাগো, করুণা-নয়নে।
দয়াময়ী নাম তব, শুনেছি শ্রবণে॥
দয়া করি এ দাসের, কর দুঃখ নাশ।
অচলা-রূপেতে গৃহে, হও মা প্রকাশ॥
তব দৃষ্টি হোলে শিবে, ভাবনা কি আর।
তোমা বিনা গতি নাই, নির্গুণ জনার॥

মরি মরি শুভকরি, সহেনা যন্ত্রণা।
এত কষ্ট পাই বিনা, তোমার করুণা॥
ধন-লাভ আশে দেশে, বিদেশে ভ্রমিয়ে।
গত কত দিন দিন, গেল যে বহিয়ে॥
কবে দুর্গে দুর্ভাগার, যাবে গো দুর্গতি?।
শুভদিন কবে হবে, বল ভগবতি?॥
কোথা পোতা, আছে ধন, দেহ মা বলিয়া?
অতি সংগোপন করি, আনিব তুলিয়া॥
কিম্বা দেহ বর দীনে, বরদা অম্বিকা।
বাঁশ খড় ঘুচে হোক্, স্বর্ণ অট্টালিকা॥
নির্দ্ধন দুর্ণাম আর, সহেনা আমার।
তোমা বিনা গতি নাই, নির্গুণ জনার॥

ওগো রাজরাজেশ্বরি, দীনে কৃপা কর।
কৃতাঞ্জলি পুটে বলি, দরিদ্রতা হর।
তোমার করুণা কণা, প্রাপ্ত যেবা হয়।
ঐহিকে পরম সুখী, ঘোচে যম ভয়॥
নিজ গুণে দীনে তারো, হরের ঘরণী।
মনের মানস পূর্ণ, করগো জননী॥
ব্যাকুল হয়েছে মন, ধনের লাগিয়া।
তোষো-মা অশান্ত মন, কিছু ধন দিয়া॥
দেখিছি শুনেছি কত, কত দেখিতেছি।
অর্থ বিনে বন্ধু নাই, নিশ্চয় জেনিছি॥
ধনেতে উত্তম মাগো, করেছ সংসার।
তোমা বিনা গতি নাই, নির্গুণ জনার॥

যে কারণে দিবানিশি, খেদে কাঁদে মন।
শুনগো শঙ্করি করি, তাই নিবেদন॥
প্রাণেশ্বরী প্রণয়িনী, রমণী আমার।
অবোধ হইয়া চাহে, স্বর্ণ-অলঙ্কার॥
অসমর্থ দেখি মোরে, বাঁকাইয়া মুখ।
ভৎর্সনা করিল কত, প্রকাশিয়া দুখ॥
তদবধি নিরবধি, ভ্রমিয়া বেড়াই।
প্রিয়ের প্রার্থিত ধন, কোথাও না পাই॥
তোমা বিনা ত্রিভুবনে, আর কেহ নাই।
তাই শ্রীচরণে কিছু, ধন ভিক্ষা চাই॥
দেখ তারা লজ্জা রক্ষে, করমা এবার।
তোমা বিনা গতি তাই, নির্গুণ জনার॥

শ্রী মা, চ. ব।

মোং খামার দেয়াড়।

পত্রপ্রেরক কবির অবস্থাঘটিত দুঃখ বর্ণনার কবিতা পাঠে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একান্তচিত্তে প্রার্থনা করি, হে সর্ব্বসুখ-সৌভাগ্যদাত্রি ধনেশ্বরি! মা, তুমি অনুকূলা হইয়া শীঘ্রই এই ধনহীন স্ত্রীবাক্যপীড়িত কবিপুরুষের মনোরথ পূর্ণ কর। ইনি নিতান্তই মনের দুঃখে আপনার আন্তরিক যাতনা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি যেন সদ্য সদ্য আপনার ঘরের পোতার ভিতরে পোতা ধন প্রাপ্ত হন, ইঁহাকে "আর্ব্বিয়ান নাইটের" অদ্ভুত ভূতের গল্পের প্রদীপটী প্রদান কর, অথবা মহাদেবের সেই ঝুলিটী দেও, যথা "গোদা-বাড়ী ছাঁদন্-দড়ি এখন তুমি কার,—আমি যখন যার, তখন তার," ইঁহার সাধারণ বাঁশ ও তৃণের ঘর ঘুচিয়া রূপার বাঁশ, স্বোণার খড় এবং মুক্তার বেড়ার ঘর হউক। কবির প্রণয়িনী স্বোণার শাঁখা পরিয়া স্বোণার পাতর-বাটীতে হীরার মাচের মুড়িঘণ্ট আহার করুন। ইনি স্ত্রীর বাক্যজ্বালায় কাতর হইয়া ধনের জন্য যেরূপ লোলুপ হইয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে না হউক, নিদানপক্ষে একখানি জহর না হইলেও দুঃখ নিবারণের দ্বিতীয় উপায় দেখিতে পাইনা।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্র ঈষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২৭ সংখ্যা] বুধবার ৮ মাঘ ১২৬৩ সাল। ইং ২০ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম সমাজ।

আগামি ১১মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা।
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ
২ মাঘ ১৭৭৯।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি, যে জিলা বঙ্গপুরের নৈঋত কোনস্থ বদরগঞ্জের নিকট ও যমুনেশ্বরী নদীর উপর রঙ্গপুর এবং দিনাজপুর গমনাগমনের সরে রাস্তার নিম্নে কাশীগঞ্জ নামক বিখ্যাত স্থানে কয়েক বর্ষ যাবৎ মাঘ মাহার ৩০ অবধি সপ্তাহ পর্য্যন্ত একটা মেলা হইয়া থাকে, উক্ত মেলায় নানা বিধ দ্রব্যাদি আগত হইলে অবহেহায় ক্রয় বিক্রয় হয় এবং ঐ মেলা শেষ করিয়া তেতুলিয়ার মেলায় গমন করণের পরম সুযোগ হইয়াছে, ইতি সন১২৬৪ সাল তারিখ ২ মাঘ।

সংবাদ প্রভাকর

৮ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সুধারাম প্রবাসি বন্ধুর পত্রের মর্ম্মার্থ অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

"শ্রীহট্ট বাসি আমার কোনো বিশেষ বন্ধু ১৬ পৌষে লেখেন, চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সিপাহিরা সর্ব্বতোভাবেই শাসিত হইয়াছে।—তাহারদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অপহৃত ৭০০০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সর্ব্বশেষে আবার ৩০০১ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০১ টাকা পুনর্ব্বার রাজকোষে ন্যস্ত হইল।,,

"ফুলঘরিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহিরা গবর্ণমেণ্টের সেনার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাতে সামান্য এক যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে দুষ্টদিগের ৮।৯ জন হত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সংগ্রামে রাজপক্ষীয় কুকি ও খানিয়া জাতীয় সেনারা ভীরুতা অথবা অপর কোনো কারণ বশতঃ ক্ষণকাল যুদ্ধের পরেই সশস্ত্রে পাপনাপন বাসস্থানে পলায়ন করে, এই হেতু বিদ্রোহিরা পথ পাওয়াতে ছড়ীভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল এবং ব্রিটিস সেনারা জিলাতে ফিরিয়া আইল।,,

"পুলিসের দারোগাদিগের দ্বারা ১০ ব্যক্তি ধৃত হয়, তাহারদিগের ফাঁসি দেওয়া গিয়াছে। এই জিলাতে আর ১২ জন ধৃত হইয়া উচিত দণ্ড পাইয়াছে। অবশিষ্ট দুর্জ্জনেরা ফুলঘরিয়ার পর্ব্বতের উপর উঠিয়াছে।—কাপ্তেন ষ্টিপিন সাহেব ১০০ হিন্দুস্থানি সেনা লইয়া তাহারদিগের প্রতিকূলে তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অনুবল আর ৫০ জন পদাতিক আছে, বোধ হয় এতদিনে তিনি সংপূর্ণরূপে শত্রুক্ষয় করিয়া থাকিবেন।,,

"মণিপুরের রাজা এখানকার রাজপুরুষদিগ্যে এরূপ এক পত্র লেখেন যে "আমার নিকট ১০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত আছে, অনু-

মতি করিবা মাত্রই আমি তাহারদিগ্যে প্রেরণ করিব।, কর্ত্তা সাহেবেরা তাঁহার পত্রের এমত উত্তর দিয়াছেন, যে " আপাততঃ আপনার সেনাদিগের এই অঞ্চলে আসিবার প্রয়োজন নাই,—কিন্তু আপনি সর্ব্বতোভাবেই সতর্ক থাকিবেন, বিদ্রোহিরা যেন আপনার অধিকারে গিয়া অত্যাচার করিতে না পায়, এবং গমনমাত্রেই যেন প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।,,

" পরন্তু উক্ত বন্ধু ২১ পৌষ দিবসে দ্বিতীয় পত্রে লেখেন। যথ।

" প্রথমাবধি অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্রোহি-দলের সহিত চারিবার সাক্ষাৎ হইল,—সর্ব্বশেষে তাহারদিগের অবশিষ্ট সকলে পর্ব্বতের এক টিলের উপর ক্ষুধার জ্বালায় নিতান্ত কাতর হইয়া অস্ত্রাদি ফেলিয়া কেহ নিদ্রিত কেহবা জাগ্রতাবস্থায় মৃতকল্প হইয়া অবস্থান করিতেছিল; এমত সময়ে ইংরাজ সেনারা গুলি বর্ষণ পূর্ব্বক তাহারদিগের সকলটিকেই বিনষ্ট করিয়াছে, একটিও যে, রক্ষা পাইয়াছে, এমত বোধ হয়না, যদিও কেহ কেহ পলায়ন করিয়া থাকে, কিন্তু মণিপুরের পথ ভিন্ন গতি করণের অন্য গতি আর নাই, সুতরাং সে পথে গতি করিবামাত্রেই দারুণ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে,,।

" পূজ্য মহাশয়।"

' চট্টগ্রামের সিপাহিরা এরূপ ইতর ও কৃতঘ্ন হইবে, আমরা স্বপ্নেও তাহা চিন্তা করি নাই; যাহাহউক, তাহারা যেমন বিশ্বাসঘাতক হইয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছিল, জগদীশ্বর অচিরাৎ তাহার উচিত প্রতিফল প্রদান করিলেন।—এইক্ষণে এ অঞ্চলটি রক্ষা পাইল, আর আশঙ্কা মাত্রই নাই, অতএব সকলে জগদীশ্বরকে ভক্তি সহ স্মরণ করুন।,,

" নিবেদক।
য, ন, প,

২৮ পৌষ ১২৬৪।
জিলা নওয়াখালী।
মোং দেওয়ানগঞ্জ।
পরগণে বেদারাবাদ।,,

☞ পাঠক মহাশয়েরা আমারদিগের উপরোক্ত সংবাদদাতা ভ্রাতাকে একবার সাধুবাদ প্রদান করুন। যেহেতু তিনি চট্টগ্রামের বিদ্রোহিব্যূহের সমূলে নির্ম্মূল হওনের শুভ-সমাচার সর্ব্বাগ্রেই প্রদান করিলেন; আমরা গত দিবসীয় প্রভাকরে এবিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম অদ্য প্রকৃষ্ট রূপেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইল।

প্রভাকর সম্পাদক।

মুরাদাবাদ প্রবাসি বন্ধুর দ্বিতীয় পত্র অতি যত্ন পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"পরম কল্যাণাস্পদেষু।

মহাশয়ের উন্নতি অহরহ শ্রীশ্রী জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই মমানন্দ পরং, ইদানীং কিয়দ্দবস হইল এক লিপি মহাশয়কে লিখিয়াছি, তদুত্তর বিরহে চিন্তিত আছি, বোধ করি সে লিপি মহাশয় প্রাপ্ত না হইয়া থাকিবেন, কারণ অধুনা ডাকের গোলযোগ অত্যন্ত, যাহা হউক, সংপ্রতি ২৪ ডিসেম্বর তারিখের দিল্লী গেজেট পত্রে এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ হইয়াছে, যে, এক্ষণে আগ্রা হইতে কলিকাতার ডাক পূর্ব্বমত কাণপুর হইয়া যাইতেছে, এজন্য এ লিপি প্রেরণ করিতেছি, পঁহুছন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পর বেরেলি, সাজাহানপুর, মুরাদাবাদ, বিজনোর ও পিলিভিত প্রভৃতির দুর্ঘটনা ও যবন প্রজাদিগের অত্যাচার, হাকিমদিগের প্রাণ নাশ, অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি খান বাহাদুর (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইংরাজদিগের রাজ্যচ্যুতিতে স্বয়ং সুবা অর্থাৎ নবাব হইয়া এপর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছেন) তাঁহার অত্যাচার, সাহেব লোকদিগের নৈনিতালে গমন এবং নৈনিতালের বিবরণ, যাহা আমি অতিশয় যত্নে ও বিশেষ পরিশ্রমে প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা মহাশয়ের নিকট পাঠাইব, যদিচ উক্ত বিষয় এককালীন প্রভাকর পত্রে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবেক না; কিন্তু ক্রমশঃ অর্থাৎ প্রতি পত্রে স্থানদান করিবেন, আমরা যে প্রকারে দুরাত্মা যবনদিগের হস্তে ত্রাণ পাইয়া মোং মুরাদাবাদে নবাব রামপুরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অধুনা বর্ণন বাহুল্য, যাহা হউক, এই পত্রের উত্তর অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন, এবং বহু দিবসাবধি মহাশয়ের প্রভাকরের সহিত সাক্ষাৎ নাই, এজন্য নিবেদন, পূর্ব্ব নিয়মমত উক্ত পত্র প্রেরণে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না, এখানকার সমাচার এপর্য্যন্ত মঙ্গল, অবিলম্বে আপনকার কুশল বার্ত্তা প্রেরণ দ্বারা চিন্তান্তর করিবেন, এখানে ডাকের ষ্টাম্প অপ্রাপ্ত বিধায় বেরিং পোষ্টে এ লিপি প্রেরিত হইল কিমধিকং তাং, ৩০ ডিসেম্বর।
মোং মুরাদাবাদ।

আমাকে যে লিপি লিখিবেন, মোং মুরাদাবাদের ঠিকানা দিলেই প্রাপ্ত হইব, কিন্তু লেফাফায় অর্থাৎ শিরোণামায় ইংরাজীতে নাম ও ধাম লিখিবেন।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণঃ।

পুঃ নিঃ বঙ্গদেশের বিস্তারিত সংবাদ জানিতে প্রার্থনা ইতি।

Mudhoosoodun Choudhrey."

চৌধুরী মহাশয়! আমার সংখ্যাতীত প্রণতি গ্রহণ করুন, ১৮৫৭ সালের ৫ নবেম্বর দিবসে আপনি যে এক অনুগ্রহ পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্র ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরিতে ডাকযোগে প্রাপ্ত হইয়া ২ জানুআরি ১৯ পৌষ দিবসীয় প্রভাকরে স্বাভিপ্রায় সম্বলিত তদবিকল প্রকটন পূর্ব্বক আপনার নিকট প্রেরণ করি, বোধ করি, আপনি এত দিনে উক্ত প্রভাকর পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, এইক্ষণে যথারীতিক্রমে পাঠাইতেছি, কিন্তু পথের গোলযোগে ডাক গমনের বিড়ম্বনা বশতঃ মহাশয় প্রেরিত পুলিন্দাগুলীন প্রাপ্ত হইবেন কি না, তাহা বলিতে পারিনা, অধুনা আপনি যে প্রদেশে বাস করিতেছেন সেই প্রদেশ হইতে এতকালের পর কেবল আপনার লিখিত দুইখানিমাত্র পত্র প্রাপ্ত হইলাম, অপরাপর মহাশয়দিগের কোনো সংবাদ না পাইয়া দিবারাত্রি শুদ্ধ চিন্তাজ্বরে জরজর হইতেছি। যাহা হউক, জগদীশ্বর আপনাকে প্রাণে প্রাণে রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতেই কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ সহকারে প্রণাম পুরঃসর সমূহ সৌভাগ্য স্বীকার করিতেছি, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা, বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসি তদ্দেশ-প্রবাসি বন্ধু ব্যূহের শিব-সংবাদ প্রদান দ্বারা আমারদিগ্যে দুঃসহ বিরহবেদনা এবং দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত করিবেন। আমরা তাবতেই উত্তম অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, চতুর্দ্দিগেই শত্রু ক্ষয় হইয়াছে ও হইতেছে, আপনি আপনার গৃহীত প্রভাকর পাঠে তত্তাবৎ অবগত হইবেন। বোধ করি, এইক্ষণে বাঙ্গি ডাক চলিবেনা, অতএব লেটর ডাকে প্রত্যহই পত্র গ্রহণ করিতে হইবেক।

প্রভাকর সম্পাদক।

ছাপরা প্রবাসি বন্ধুর পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটন করিলাম।

" গত ১১ দিবসের পত্রে গোরক্ষপুর পুনরধিকৃত হওনের সংবাদ সংক্ষেপে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু এইক্ষণে তদ্বিস্তার যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা মহাশয়ের পাঠকগণের সুগোচর করিতে রত হইলাম।,,

' গত ৬ দিবসে গোরক্ষপুরে মহারাজ জং বাহাদুরের সৈন্যের সহিত বিদ্রোহিগণের যুদ্ধোপস্থিত হয়, তাহাতে বিপক্ষদলের প্রায় পাঁচশত ব্যক্তি হত, এবং গোরখাদিগের কেবল একজন সুবেদার নিহত এবং তিন চারি জন আহত হইয়াছে। অবশিষ্ট বিপক্ষ সেনা প্রাণভয়ে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে।,,

' মহারাজ জং বাহাদুর ১৫।১৬ দিন তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক সে জিলার সমুদয় দুষ্ট লোককে উচিতমত শাস্তি প্রদানানন্তর ফয়জাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইবেন।,,

" উপস্থিত রাজবিদ্রোহোপলক্ষে গোরখা সেনারা অনেক স্থলে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে,এবং মহারাজ জং বাহাদুরের সদ্ব্যবহার জন্য তাঁহার নিকট ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এবং তদধীন রাজভক্ত প্রজাগণের বিশেষ বাধ্যতা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অতি উচিত এবং সুবিহিত।,,

" ছাপরা জিলাস্থবর্ত্তি বেতিয়া এবং হাথুয়ার মহারাজেরা বিশেষরূপে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতেছেন।,,

"১৪ জানুয়ারি ১৮৫৮ খ্রী, আ।
ছাপরা।,,

গত দিবস হিন্দু স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।
বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে প্রাপ্ত।
আলমবাগ হইতে কাণপুর।
অতিক্রম পূর্ব্বক আগত।
১৮ জানুয়ারি। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘণ্টা
৪৭ মিনিট।
মেজর জেনরল স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেবের নিকট হইতে আগত।
কলিকাতা।
শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

শত্রুগণ বিধিকি দাস হনুমান নামক এক জন অসম্ভব-লোভ-পরবশ ক্ষিপ্ত হিন্দুর দ্বারা চালিত হইয়া গত দিবস আমার অধীকৃত স্থল আক্রমণ করিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত ও ধৃত হইয়াছে, তাহারা নানাদিগ্ হইতে আক্রমণ করে, কিছু কাল বিশ্রামের পর পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘণ্টা হইতে রাত্রি ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্রমশই যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমারদিগের অত্যল্পমাত্র হানি হইয়াছে।—বিপক্ষদিগের বিস্তর হানি হইয়াছে। গত তিন দিবসের মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ।

কলিকাতা।
ইলেক্ট্রিক্ টেলিগ্রাফ আফিস।
১৮ জানুয়ারি ১৮৫৮।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

এই যুদ্ধ রণনিপুণ মহারথি ঔটরাম সাহেবকে প্রচুর প্রতিষ্ঠা প্রদান করিতে হইবেক। যেহেতু তিনি অসংখ্যক শত্রুষড়জালে বেষ্টিত হইয়া কেবল আপনার ধীরতা, বীরতা, সাহস, কৌশল ও সদ্বিবেচনা-দ্বারা অতি অল্প সৈন্যের সাহায্যে দীর্ঘকালপর্য্যন্ত আত্মরক্ষা ও বৈরি মর্দ্দন করিতেছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

রুড়কির ৯ জানুআরি দিবসের পত্রে

লেখে "রহিলখণ্ডের বিদ্রোহিরা ভাগীরথী পার হইয়া হরিদ্রারের নিকটস্থ মায়াপুরের অনেক বাঙ্গালা দগ্ধ করিয়া দিয়াছে। এবং অনেক স্থানের টেলিগ্রাপের তার খণ্ডখণ্ড করিয়াছে। প্রজার প্রতি বিস্তর অত্যাচার করিতেছে। একজন ইংরাজ বালককে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কাণপুরের ১৩ তারিখের পত্রে লেখে, প্রধান সেনাপতি ফতেগড়ে রহিয়াছেন।

বোম্বে ও সাগরের পথ এইক্ষণে পরিষ্কৃত হইয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত সাহেব বিদায় লইয়া নাগপুর হইতে ডাকযোগে সাগর আসিয়া এই সংবাদ লেখেন।

ফতেপুরের ১২ জানুয়ারির পত্রে লেখে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল মাকডলেণ্ড এবং ব্রিগেডিয়ার কার্থ সাহেব বিস্তর পদাতিক ও অশ্বারোহি সেনা এবং ২ টা তোপ লইয়া অতি ত্বরায় জাহানাবাদ ও অন্যান্য স্থানে বৈরি মর্দ্দনার্থ গমন করিবেন।

প্রধান সেনাপতির সেনারা এইক্ষণে ফতেগড়ের নিকটে অবস্থান করিতেছে।

আগ্রার পত্রে লেখে "দুইজন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারি মথুরাবাসি প্রজাপুঞ্জকে বিদ্রোহি হওনে প্রবৃত্তি প্রদানের অপরাধে প্রত্যেকে ১০০ করিয়া কোড়া খাইয়াছে।

সহরঘাটির ১৪ তারিখের পত্রে লেখে "রোটাস পর্ব্বতে পুনর্ব্বার অনেক বিদ্রোহি সেনা একত্র হওয়াতে সসারামের মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টে এমত পত্র লিখিয়াছেন যে, অতি শীঘ্র সসারামে ও উক্ত পর্ব্বতে উপযুক্তরূপ সৈন্য প্রেরণ না করিলে এই প্রদেশ মধ্যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা।

এলাহাবাদের পত্রে লেখে "বহু সংখ্যক বিদ্রোহি পুনর্ব্বার গঙ্গার পরপারে সমবেত হইয়াছে। তাহারদিগের প্রতিকূলে সেনা প্রেরিত হইবে। এইক্ষণে এখান হইতে কাণপুর আগ্রা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দে ডাকের গমনাগমন হইতেছে।

নানা এইক্ষণে ফতেপুর চৌবাসিতে অবস্থান করিতেছেন, সংপ্রতি তাঁহার সঙ্গে কেবল ১২০ জন মাত্র অনুচর আছে, তিনি একটী ঘোড়ার ডাক বসাইয়া সর্ব্বদাই সংবাদ লইতেছেন, ক্রমে তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে।

দিল্লীর ১০ তারিখের পত্রে লেখে, দিল্লীশ্বরের বিচার আগামি কল্য আরম্ভ হইবেক।

এমত জনরব ৪০০০ সেনার জন্য নগরে বারিক নির্ম্মিত হইবেক, তাহারদিগের ২০০০ ব্যক্তি ডিউরিয়াগঞ্জে অবস্থান করিবেক।

ফয়জাবাদের বিদ্রোহিদিগের দ্বারা স্যার এম জকসন, কাপ্তেন পেটিক, আর, লেপ্টেনাণ্ট বার্ণিস, সারজেণ্ট মেজর মর্টন হত হইয়াছেন। আর সাহেবের স্ত্রী এবং জকসন সাহেবের কন্যা বেগমের নিকট কারাবদ্ধ আছেন। বিবিদের সঙ্গে একটি বালক ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

অগ্রার পত্রে লেখে, গোরখা সেনারা অতুল পরাক্রমের সহিত শত্রু দমন করিতেছে, বেরিনা নামক স্থানের যুদ্ধের ভাণ্ডার বিপক্ষ হইতে রক্ষা করায় অনেক গোরখা সৈন্য উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছে।

এক্ষণে ঢাকা জিলা বিদ্রোহি এবং দুষ্টলোক হইতে মুক্ত হইয়াছে, খড়্গ সিংহ নামক কোনো জমিদার ঢাকার বিদ্রোহি দিগকে রসদ দেওয়ার ব্রিটিস সেনারা তাহার বাটী জ্বলাইয়া দিয়াছে।

গত শনিবার সন্ধ্যার সময় একজন রাজবিদ্রোহি সিপাহিকে লালদীঘির নিকটে ধৃত করত পুলিসে প্রেরণ করা হইয়াছে, উক্ত পাঁড়ে কহে যে আমি ফতেগড় হইতে কলিকাতা দেখিতে আসিয়াছি, তাহার গাত্রে গুলির দাগ আছে।

চাইবাসার পত্রে লেখে, কাপ্তেন হেল এবং ডাক্তার হেজ সসৈন্যে বিদ্রোহি রাজা অর্জ্জুনসিংহকে ধৃত করণাভিলাষে তত্রস্থ জঙ্গল মধ্যে গমন করিয়াছেন।

গত ৫ জানুয়ারি তারিখে এখানে তিন জন বিদ্রোহিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

দানাপুরের পত্রে লেখে, দুইজন সিপাহি রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে বিচারালয়ে নীত হইলে একজন যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর গমনের এবং অপর ১ জন ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগের অনুমতি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু প্রহরিগণ ভ্রমে দুইজনকেই ফাঁসি দিয়াছে, শুনিলাম, যে ব্যক্তিকে দ্বীপান্তর করিবার আজ্ঞা দেওয়া হয় সে মরণকালে আত্মমুখে এমত ব্যক্ত করে, যে "আমি স্বহস্তে ১ জন জজ তাঁহার স্ত্রী এবং দুইটি সন্তানকে নাশ করিয়াছি।

এলাহাবাদস্থ কোনো পত্র প্রেরক ১৫ জানুয়ারিতে লেখেন, ২ গর্ণিত ড্রাগুণ গর্ণি ১০০০ পদাতিক এবং ৭ গর্ণিত হিসার দর এদিগ্ দিয়া কাণপুরাভিমুখে গমন করিয়াছে, বোধ করি তাহারা লক্ষ্ণৌস্থ বিদ্রোহিদিগের ধ্বংসের নিমিত্ত তথায় যাইতেছে।

গোরক্ষপুরের ১২ তারিখের পত্রে লেখে, যে প্রায় সপ্তাহ হইল আমরা স্থান পুনর্ব্বার শত্রুহস্ত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং শান্তি স্থাপনের নূতন নিয়ম সকল স্থাপিত করা হইতেছে।

অনুবাদিত।

শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বন্টিয়ার দলকে ভোজ ও নৃত্যগীতে আমোদে আমোদি করণের অভি প্রায় করাতে তাঁহারা তদ্বিষয় অস্বীকার করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট এমত অনুমতি করিয়াছেন যে কোনো ধনরক্ষক যেন বিদ্রোহি সেনা বা রাজদ্বেষি কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে হুণ্ডি লইয়া টাকা না দেন।

মেজর, জে. স্লেডন সাহেব উর্দ্দু ভাষায় এবং ডবলিউ, এম, মণ্টিত সাহেব হিন্দিভাষায় উত্তমরূপে পরীক্ষা প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া উভয়কেই ৮০০ শত টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রদেশের কমিসনর সাহেবের প্রার্থনায় বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টে এমত লিখিয়াছেন, যে, কুমার বনওয়ারি গোবিন্দকে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি দিলে ভাল হয়।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সাতাহিক পত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্র ষীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২৮ সংখ্যা] গুরুবার ৯ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ২১ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.
JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম সমাজ।

আগামি ১১ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা।
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ
২ মাঘ ১৭৭৯।

সংবাদ প্রভাকর

৯ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কোচবেহারের মহারাজ শ্রীশ্রী৺ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, যিনি এইক্ষণে এতন্নগরে গবর্ণমেণ্টের অধীনে হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন, আমরা শুনিলাম, তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হইয়াছে, স্বাধীন রাজ্য কোচবেহারের রাজকীয় নিয়মানুসারে ইনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিসশক্তির অধীন থাকাতে ১৭।।০ সতেরো বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্করূপে গণ্য থাকিতে হইবে। আমরা শুনিলাম, উক্ত মহারাজ বিদ্যাভ্যাসে অতিশয় যত্নশীল ও সুধীর এবং সমুদয় অংশে রাজবংশের উচ্চ গৌরব রক্ষার পক্ষে যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র হইতেছেন; প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া এই বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন স্বাধীন রাজবংশীয় তরুণ মহারাজকে দীর্ঘজীবী এবং সর্ব্বতোভাবে সুখী করুন।

শুনিতেছি, ইঁহার পিতা বৃদ্ধ মহারাজ স্বর্গারোহণ করণাবধি কোচবেহারের টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত হওয়া এবং অপরাধি হন্তাদিগ্যে ফাঁসি দেওয়া রহিত হইয়াছে। বোধ করি, ইনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া যৎকালে সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন তৎকালে আমারদিগের সদ্বিবেচক করুণাময় গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সকল প্রকার শক্তি প্রদান করিবেন, কেননা, চিরানুগত আশ্রিত মিত্রভাবাপন্ন রাজাদিগ্যে সকল প্রকারে উন্নত এবং সম্মানান্বিত করা ইঁহারদিগের ধর্ম্ম।

৺ শিবপ্রসাদ রাজমন্ত্রী মহাশয়, যিনি অতি সুধার্ম্মিক ও সুযোগ্য পুরুষ ছিলেন, তিনি মহারাজের সঙ্গেই এখানে আসিয়া কয়েক বৎসরের পর লোকান্তরিত হয়েন, তাঁহার পদ শূন্য হওয়াতে রাজমন্ত্রির

পদে এপর্য্যন্ত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েন নাই, ইহাতে বোধ হয়, এ পদ বুঝি আপাততঃ রহিত হইল।

জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি নলডাঙ্গার বিখ্যাত জমীদার ৺ বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়, যিনি উল্লেখিত রাজপরিবারের তিন পুরুষের দেওয়ান, এবং রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই সুযোগ্য ছিলেন, সংপ্রতি সেই মহাত্মা মায়িক সংসার পরিহার পূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিয়াছেন; ইঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র বাবু কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী যিনি পূর্ব্বে কোচবেহারের রাজদরবারের জজ ছিলেন, তিনি একটী পুত্র রাখিয়া অকালে কালকবলে পতিত হওয়াতে দেওয়ানজী সেই পৌত্র রত্নের মুখাবলোকন পূর্ব্বক পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। আহা, কি পরিতাপ! তাঁহার সেই পৌত্রটীও অকালে কালদন্তের অন্তর্গত হইল, ইহাতে বংশধরাভাবে বংশ রক্ষা হয় না, এবম্ভূত চিন্তাকুল হইয়া বৃদ্ধ কালে আর একটী বিবাহ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ তরুণী ব্রাহ্মণীর গর্ভেও সন্তান হইল না। অনন্তর তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী তথা শ্রীমতী গুণমণি দেবী, আপনার এই দুই স্ত্রীকে দুইটী পুষ্যপুত্র লওনের অনুমতি দিয়া শ্রীমন্মহারাজের নিকট এক আবেদন পত্রে এরূপ প্রার্থনা প্রকাশ করেন, যে "আমার দুইটী দত্তকপুত্র যে পর্য্যন্ত বয়স্ক ও কর্ম্মের যোগ্য না হয় সেপর্য্যন্ত আমার ভাগিনেয় শ্রীযুত নীলকমল শান্যাল আমার পদে অভিষিক্ত থাকেন," শ্রুত হইলাম, মহারাজ উক্ত মৃত দেওয়ানের উক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করত প্রথমতঃ উল্লেখিত শান্যালকে একেবারে তৎপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা লোকে নানা প্রকার কথার সঞ্চার করাতে গত ৪ মাঘ দিবসে এরূপ "ওয়াক্কা" অর্থাৎ সনন্দ প্রদান করিয়াছেন যে আমি আপাততঃ নীলকমল শান্যালকে পরীক্ষা স্বরূপ তিন মাসের জন্য নিযুক্ত করিলাম, কর্ম্মে সুযোগ্য হইলে মৃত দেওয়ানের প্রার্থনামতে ইনি তৎপদে অভিষিক্ত হইবেন।—ঐ দেওয়ানী পদের জন্য রঙ্গপুরের অনেক জমীদার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শুনিতেছি, নীলকমল বাবু যোগ্যলোক, এবং দেওয়ানের ভাগিনেয়, একারণ ঐ পদ তাঁহাকেই অর্শে, মহারাজের এ বিবেচনা অতি সুবিবেচনা হইয়াছে।

উক্ত দেওয়ানের মরণের পরে গবর্ণমেণ্ট মহারাজের জননীদ্বয়কে বিষয়ের তত্ত্বাবধারিণীর পদে অভিষিক্তা করিয়াছেন।

৺ দেওয়ানজীর দুই স্ত্রী অতি সমারোহ পূর্ব্বক পতির আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

জিলার সিবিল-সংক্রান্ত মাজিষ্ট্রেটেরা "সরকুট" অর্থাৎ অধিকারের অবস্থা দর্শন ও অপরাপর বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গমন করিলে যেরূপ প্রতিদিন ৫ টাকা এবং অর্দ্ধ ক্রোশে ।০ আট আনা করিয়া ভাতা পাইয়া থাকেন, অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরাও সেই প্রথানুক্রমে কেবল ৩ টাকা করিয়া ভাড়া প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহাতে তাঁহারদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ না হওয়াতে সম্প্রতি বাঙ্গাল-গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে এমত অনুরোধ করিয়াছেন যে "উক্ত অচিহ্নিত শান্তিরক্ষক দিগ্যে ঐ নির্দ্দিষ্ট ৩ টাকা ভাতার অতিরিক্ত প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশে ।০ চারি আনা করিয়া দিলে ভাল হয়, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ রক্ষা পূর্ব্বক প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মাজিষ্ট্রেট এবং কমিস্যনরদিগের প্রতি এরূপ অনুমতি করিয়াছেন, যে, তাঁহারা আপনাপন অধীনস্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের "সরকুট" সম্বন্ধীয় বিল গ্রাহ্য করত তাহাতে যেন নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করেন।

আমরা শাদা কালো ভেদ করিয়া কোনো কথাই উল্লেখ করণের ইচ্ছা করিনা।—কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমত শুনিতে পাই, কোনো কোনো শান্তিরক্ষক সরকুট-সূত্রে হাতার বাহিরে তাম্বু ফেলিয়াই ভাতা মারিতে থাকেন, এরূপে দশ বারো দিন গত হয়, তাঁহারা সে সময়ে কি নিয়মে বিল করেন যদিও তাহা আমরা জ্ঞাত নহি,—ফলে সংপ্রতি সাময়িক-ধর্ম্মে কর্ম্মের গতিকে উচ্চ অধো সমস্ত রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারিগণকে ব্যয় বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা ও সুদৃষ্টি করিতে হইবে। নিতান্তই না করিলে নয়, এমত যে ন্যায্য ব্যয় তাহাই ধার্য্য ও গ্রাহ্য করিতে হইবে, নচেৎ কোনোরূপেই কিছুমাত্র বাহুল্য না হয়, আমারদিগের এই অভিপ্রায়কে কেহ যেন ক্ষুদ্র মনের অভিপ্রায় বলিয়া বিবেচনা না করেন,—কারণ আমরা কেবল এই একটি প্রসঙ্গমাত্র উপলক্ষ করিয়াছি।—আমারদিগের এই অভিমত, যে, রাজ্যের অবস্থানুসারে সকল বিষয়েই ব্যয়ের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অধুনা ভূপতির ভাণ্ডার যেন অনর্থক ব্যয়রূপে মুক্তদ্বার না হয়।—জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া সমুদয় আপদ বিপদ নষ্ট করুন, তখন আবার এই আমরাই কোনো কোনো হিতকর কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন-সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগ্যে কল্পতরু হইতে অনুরোধ করিব।

কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্সেরা তুলা অর্থাৎ কার্পাসের চাস বিষয়ে পুনর্ব্বার মনোযোগি হইয়াছেন, জনেক কৃষিকার্য্য নিপুণ বিজ্ঞ সাহেব উক্ত সভায় এমত রিপোর্ট করেন, যে "শুষ্কভূমিতে কার্পাসের বীজবপন করাতে ফলোৎপাদনে বিস্তর ব্যাঘাত হইতেছে, এই রিপোর্ট প্রমাণে তাঁহারা এমত অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে যাহারা এই বিষয়ে নিপুণ, তাহারদিগের নিকটে এই চাসের পরামর্শ এবং উপদেশ লইয়া তদনুরূপ কার্য্য করা আবশ্যক হইতেছে।

আমারদিগের বিবেচনায় ঐরূপে উপদেশ গ্রহণ করাতে উপকার ভিন্ন হানির সম্ভাবনাই নাই, কারণ যে যে বিষয়ে যাহারদিগের পারদর্শিতা এবং নিপুণতা আছে, তাহারা সেই সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদানের যথার্থই যোগ্য পাত্র বটে, কিন্তু মৃত্তিকার স্বভাবের উপরেই এই ফসলের উত্তমতা ও অধমতা সংপূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে, বান্দা এবং কাম্পি প্রভৃতি প্রদেশের মৃত্তিকার উর্ব্বরতা গুণেই তত্তদ্দেশে তুলা প্রচুর ও উত্তম জন্মে। চীন-দেশের ভূমিতে "চা,, যেমন উত্তম জন্মে তেমত আর কুত্রাপিই জন্মেনা, ভারতবর্ষের মধ্যদেশে কতকগুলীন শস্য ও ফলমূলাদি যেরূপ জন্মে বঙ্গ দেশে সেরূপ জন্মেনা, আবার এই বঙ্গ দেশের মাটিতে যে যে দ্রব্য উৎকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য প্রায় অন্যত্রই হয়না। রঙ্গপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে নীল প্রায় জন্মেনা, কিন্তু তদঞ্চলের ভূমিতে যেমন ধান্য, কলাই, সর্ষা, তিসি, পাট ও ইক্ষু প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয় সেইরূপ অহিফেন উদ্ভব হইয়া থাকে, ত্রিপুরার পর্ব্বতের নিম্ন ভূমিতে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে "চা,, জন্মিবার সম্ভাবনা, কৃষিবিদ্যাবিশারদ কতিপয় মহাশয়ের নিকট আমরা এমত কথা শ্রবণ করিয়াছি, সে যাহা হউক, তুলা, যে, উচ্চ এবং শুষ্ক ভূমিতে ভাল জন্মেনা একথা কথাই নহে, বান্দা প্রভৃতি দেশের ভূমি স্বভাবতঃ উচ্চ ও নীরস। কৃষিবিদ্যা নিপুণ কোনো কোনো মহাশয় পুস্তক মধ্যেও এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, উচ্চ ভূমিতেই তুলা ভাল জন্মে, তবে দেশভেদে ও মৃত্তিকাভেদে উত্তম অধম ও অধিক এবং অল্প জন্মিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সদর রিবিনিউ বোর্ডের হিন্দু ও যবন কর্ম্মকারকেরা প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে ৺ সরস্বতী পূজার নিমিত্ত "ওয়াস্তির,, কলমের ছড়ি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবৎসর সেক্রেটরি সাহেব তৎ প্রদানে বিরত হওয়াতে সমুদয় বাঙ্গালি আমলা একত্র হইয়া বোর্ডে এক আবেদন পত্র অর্পণ করাতে সুবিজ্ঞোত্তম মেম্বর ডেম্পিয়ার এবং ষ্টেনিফোর্থ সাহেব তৎপাঠে এরূপ অনুমতি প্রদান করিলেন, যে, হিন্দু কর্ম্মকারকেরা প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে কমল পাইয়া আনন্দ পূর্ব্বক সেই কলমে সরস্বতীর পূজা করেন, এবং সেই কলম প্রকাশ্য কর্ম্মালয়ে আনয়ন করত তদ্দ্বারাই সম্বৎসর লিপিকার্য্য সমাধা করেন, অতএব অবশ্যই তাঁহারদিগ্যে যথারীতিক্রমে পূর্ব্ববৎ কলম প্রদান করিতে হইবেক, এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইলে অপরাহ্ণ বেলা ৪।০ ঘণ্টার সময়ে বাজার হইতে কলম কিনিয়া আনা হইল, আমলা মহাশয়েরা তৎকালে বার্ষিকী কলম প্রাপ্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে আপনাপন ভবনে আগমন করিলেন।

আমরা এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া বোর্ডের মেম্বর মহাশয়দিগ্যে নমস্কার প্রদান করিতেছি।

বিলাত হইতে ১০ ডিসেম্বর দিবস পর্য্যন্তের সমাচার আগত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্যক্ত হয় যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসনভার ঘুচিবার প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টের সভা মধ্যে উপস্থিত হইলেও হইতে পারে, এবিষয়ে মন্ত্রিদলের মধ্যে মতের একতা নাই, কেহ কোম্পানির সাপক্ষে কেহ বিপক্ষে আছেন, এই কারণেই সমাচার পত্র

সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ পাইতেছে।

কলিকাতাস্থ কতিপয় ইংরাজ জাতীয় মহাপুরুষেরা আমারদিগের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিপক্ষে শ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণীর সমীপে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা রীতিমত গবরনর জেনরল বাহাদুরের যোগে প্রেরিত না হওয়াতে প্রধান-মন্ত্রী মহাশয় তাহা আবেদনকারিদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

বিলাতের অর্থের ও বাণিজ্য বাজারের প্রতুলতা নাই, কিঞ্চিৎ মঙ্গল এই যে এবারে অনেক বাণিজ্যালয়ের কার্য্য রোধের সংবাদ আইসে নাই।

বিলাতে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রেরণের উদ্যোগ এপর্য্যন্ত শেষ হয় নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

দিল্লী নগর ও লক্ষ্ণৌরাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করণ ও দিল্লীশ্বরকে কারারুদ্ধ করণ বিষয়ক সংবাদ গবরনর জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষের সমুদয় নবাব ও রাজাদিগ্যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।

কাণপুরের ১১ জানুআরির পত্রে লেখে "কর্ণেল সিটনের অধীনস্থ সেনারা বিদ্রোহিদিগের সহিত গঙ্গিরি, পতিয়ালি এবং ময়নপুরিতে যে যুদ্ধ করে, তাহাতে শত্রুদিগের ১৪০২ জন হত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই জন সরদার ছিল, এবং তাহারদিগের ৫ টা তোপ পাওয়া গিয়াছে। এপক্ষে ৫০ জন হতাহত হইয়াছে। ২ জানুআরিতে প্রধান সেনাপতি সাহেবের সেনারা কানা নদীর অপর পারে বিদ্রোহিদিগের সহিত যে রণ করে, তাহাতে বিপক্ষদিগের ৭ টা তোপ পাওয়া হইয়াছে এবং তাহারদিগের ৩০০ শত ব্যক্তি হত হইয়াছে। গত ৩ তারিখে ব্রিটিস সেনারা ফতেগড় উপনীত হইয়া দেখিল যে বিপক্ষেরা তথাকার দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, তখন ব্রিটিস সেনারা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে বিদ্রোহিদিগের যুদ্ধসংক্রান্ত বিস্তর দ্রব্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে, যথা। ৬ টা বৃহৎ তোপ, ২৫০০০ টাকার রৌপ্য এবং সোণার অলঙ্কার এবং বিস্তর কোদাল, খোন্তা, গজাল?

মহারাজ জং বাহাদুর সসৈন্যে বিদ্রোহি নাজিম মহম্মদ হোঁসেনকে সংপূর্ণরূপে পরাভব করত গোরক্ষপুর পুনর্ব্বার অধিকার করাতে গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহাকে ও তাঁহার অধীনস্থ ব্রিগেডিয়ার ডাঙ্গাদোজ, কর্ণেল লাল সিংহ এবং কাপ্তেন সাআন সিংহ প্রভৃতিকে অগণ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-সহযোগে নমস্কার প্রদান করিয়াছেন।

কর্ণেল সিটন সসৈন্যে প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে ১০০০ গোশকট, বিস্তর হস্তি এবং অনেক সমরসংক্রান্ত দ্রব্যাদি আছে। গত ১০ তারিখে আলমবাগ হইতে ৪ টা তোপ, ৪০০ শত পদাতিক সৈন্য, এবং বিস্তর যুদ্ধের দ্রব্যাদি প্রধান সেনাপতির নিকটে আসিয়াছে। উক্ত সেনারা কহে যে ঔটরাম সাহেব বিপক্ষদিগের ৫টা তোপ লইয়াছেন, এবং অনেককে হত করায় শত্রুরা ভীত হইয়া আলমবাগ হইতে পলায়ন করিয়াছে।

শাহাবাদস্থ কোন পত্রপ্রেরক লেখেন, সংপ্রতি এস্থল সম্পূর্ণরূপে স্থিরভাবে আছে অর্থাৎ কোনোরূপ গোলযোগ নাই, আমারদিগের বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি এমত অনুমতি দিয়াছেন যে শাহাবাদে শান্তি সংস্থাপন নিমিত্ত ১০ টাকা মাসিক বেতনে অশ্বারোহি সেনাদিগ্যে পোলিসপ্রহরি কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ইহাতে তিনি ইতিমধ্যেই প্রজাশ্রেণী হইতে অনেক "সোয়ার" সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা ক্রোমটাটি আস্তাবল হইতে অনেক ঘোটকী প্রাপ্ত হইয়াছে।

মেং আর, বি. চ্যাপমেন সাহেব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের হোম এবং ফিনেন্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটরি হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল যে রেঙ্গুণ প্রদেশে ডাকাইতেরা অত্যন্ত উৎপাত করিতেছে।

চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা এবং হুগলি অঞ্চলে ইতি মধ্যে উলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সুপ্রেম গবর্ণমেণ্টে এমত প্রস্তাব করেন, যে, যুদ্ধ কার্য্যের জন্য আষ্ট্রিয়ায় একজন যোগ্য লোক প্রেরণ করিলে ভাল হয়, প্রধান গবর্ণমেণ্ট ইহার উত্তর করেন উক্ত স্থানে অশ্বের অভাব হইয়াছে, এজন্য পার্সিয়া হইতে ক্রয় করা যাইবেক। ইংলিসম্যান সম্পাদক লেখেন দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোড়া অতি সস্তা, তথা হইতে আনা কর্ত্তব্য।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০২৯ সংখ্যা। শুক্রবার ১০ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ২২ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি, যে জিলা বঙ্গপুরের নৈঋত কোনস্থ বদরগঞ্জের নিকট ও যমুনেশ্বরী নদীর উপর রঙ্গপুর এবং দিনাজপুর গমনাগমনের সরে রাস্তার নিম্নে কাশীগঞ্জ নামক বিখ্যাত স্থানে কয়েক বর্ষ যাবৎ মাঘ মাহার ৩০ অবধি সপ্তাহ পর্য্যন্ত একটা মেলা হইয়া থাকে, উক্ত মেলায় নানা বিধ দ্রব্যাদি আগত হইলে অবহেহায় ক্রয় বিক্রয় হয় এবং ঐ মেলা শেষ করিয়া তেতুলিয়ার মেলায় গমন করণের পরম সুযোগ হইয়াছে, ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ২ মাঘ।

বিজ্ঞাপন।

একখানি উত্তম কারগোবোট বিক্রয়ার্থ আছে, প্রয়োজন হইলে পরমিটঘাটে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বোট সরকারের নিকট তত্ত্ব করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম সমাজ।

আগামি ১১ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা।
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ
২ মাঘ ১৭৭৯।

সংবাদ প্রভাকর

১০ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

হরকরা সম্পাদক লেখেন "কোনো প্রামাণিক বন্ধু দ্বারা অবগতি হইল, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিম্ন লিখিত তিন বিষয়ের তদন্ত করণ জন্য "কমিস্যন" অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করণার্থ এখানকার গবর্ণমেণ্টকে অনুমতি প্রেরণ করিয়াছেন।

যথা।

প্রথমতঃ—উপস্থিত বিদ্রোহিতাচরণের আমুল হেতু নির্ণয় করণ।

দ্বিতীয়তঃ—কি নিয়মে ও কি উপায়ে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষীয় লোক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিলে ভাল হয়।

তৃতীয়তঃ—বিদ্রোহিতাচরণে সাধারণ প্রজাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কত পরিমাণে হানিগ্রস্ত হইয়াছেন।

আমরা এই বিষয় উপলক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, গুণজ্ঞ পাঠকগণ অবলোকন করুন।

রাজ্য মধ্যে কোনোরূপ বিঘটিত ঘটনা সংঘটিত হইলে তদ্বিষয়ে রাজার হেতুবাদ অন্বেষণ করা অতি কর্ত্তব্য, প্রকৃত কারণ প্রকাশ না পাইলে ভবিষ্যতে তন্নিবারণের সদুপায় কোনোক্রমেই হইতে পারেনা, অতএব মহামান্য কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা প্রস্তাবিত কল্পে মনো-

যোগি হওয়াতে উচিত কার্য্যই সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যক্তিকে এই কর্ম্মে ভারাক্রান্ত করিবেন, তাঁহারা যেন ধীরতা, বিচক্ষণতা, নীতিনিপুণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা গুণসম্পন্ন হয়েন, অথচ কোনো ধর্ম্মের দ্বেষ এবং আক্রোশপরবশ না হয়েন, কেননা উপস্থিত বিষয়ের কারণানুসন্ধান করা বড় সামান্য ব্যাপার নহে, তদন্তকারকেরা দুষ্ট অকৃতজ্ঞ সিপাহি ও অন্যান্য দুর্জ্জনদিগের কৃত নিষ্ঠুরাচরণ স্মরণ করণ পূর্ব্বক রাগান্ধ হইলে কোনোমতেই প্রকৃত বিষয় সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন না, সুতরাং ভবিষ্যতে তন্নিবারণের জন্য যে যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর হইবেনা, বরং তদ্দ্বারা বিপরীত অনিষ্টকর ফলোৎপাদনের সম্ভাবনাই হইবেক।

ভারতবর্ষীয় লোক হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করা উচিত, তদ্ভিন্ন অন্যত্র হইতে সৈন্য সঞ্চয় করিলে রাজ্যশাসনে বিস্তর ব্যয় বাহুল্য হইবে। আর কেবল ভিন্ন-দেশীয় সেনার দ্বারাই এদেশ শাসনে রাখা বিধেয় হইলে প্রজাপুঞ্জের মন হইতে যথাযোগ্য রাজানুগত্য, প্রভুভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা-ভাবের অভাব হওনের সম্ভাবনা। এই প্রকারে একটা বৃহৎ রাজ্যের প্রজাগণকে সর্ব্বদা শঙ্কাকুল করিয়া রাখাতে ভাবি উপদ্রবের এক প্রকার বীজ বপন করিয়া রাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ আন্তরিক-ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম জন্মিলে তাহারা অনায়াসেই গোপনে গোপনে অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র দ্বারা ভিন্নাধিকারস্থ রাজাদিগের সহিত সংমিলিত হইয়া অনর্থ উৎপাদন করিলেও করিতে পারে, এই প্রমাণে আমরা বিশেষ রূপে বলিতেছি, যে, এতদ্দেশীয় সিপাহিরা যাহাতে পুনরায় দলবদ্ধ হইয়া প্রবল হইতে না পারে তৎপ্রতি অগ্রেই দৃষ্টিপাত করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। হীনবুদ্ধি লোকেরা প্রশ্রয় পাইলেই আত্মহিতাহিত-বোধরহিত ও ধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া উঠে, ডাকের কথা "সাবধানের বিনাশ নাই,, সুতরাং সৈন্য সঞ্চালন সূত্রে উপযুক্ত নীতিজ্ঞ লোক নিযুক্ত হইলে তদ্বিষয়ে আর কোনো আশঙ্কাই থাকিবেনা।

অকৃতাপরাধি সাধারণ লোক আকস্মিক উপদ্রবে যেরূপ মহাক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার প্রতীকার করণে চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই উচিত, তাহা হইলে রাজ্যময় আপামর সাধারণ প্রজা মাত্রেই চিরবাধিত হইয়া এতদ্রূপ দৃঢ়বিশ্বাস করিতে পারেন, যে, ব্রিটিস-রাজ্যে কস্মিন্‌কালেই কোনো প্রজার কোনোরূপ অন্যায় অনিষ্ট হইতে পারিবেনা, আর দৈবাধীন যদিই হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট সেই হানি পুরণ করিয়া দিতে কোনোমতেই ত্রুটি করেন না, এবং প্রজার ধন, প্রাণ, জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে ইঁহারা আপনারদিগের যথা সর্ব্বস্ব এবং প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকেন, এইরূপে চিরাধীন প্রভুভক্ত প্রজাপুঞ্জকে যতই স্নেহ, করুণা এবং উপকার-ঋণে বদ্ধ করিবেন ততই তাঁহারদের বাধ্যতা এবং কৃতজ্ঞতার আধিক্য হইতে থাকিবে। যখন প্রধান কর্ত্তৃপক্ষেরা এই কল্যাণকর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তখন ইহার সুসিদ্ধি বিষয়ে আর কোনোরূপ ভাবনাই করিতে পারিনা।

সংপ্রতি এই কয়েকটি বিষয়ের জন্য যথা যোগ্য পাত্র মনোনীত করাই সর্ব্বমূলাধার হইয়াছে। ফলতঃ যখন বড় মহাশয় লার্ড কেণিং বাহাদুর ও ছোটো মহাশয় শ্রীযুত হেলিডে বাহাদুর এবং সম্পাদক মহাশয় বিডন সাহেব প্রভৃতি বড় বড় মহাশয় উচ্চ আসনে আরুঢ় হইয়া বিবেচনার আলোচনা করিতেছেন তখন অবশ্যই নিরপেক্ষ সুদক্ষ মহানুভব ব্যক্তিরাই তৎকার্য্যে ব্রতি হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু আমরা এই স্থলে মনের কিন্তু না রাখিয়া এই মাত্র উল্লেখ করিতেছি, যে, রাজপুরুষেরা যেমন সুনিপুণ সূক্ষ্মদর্শি বিলিতি লোককে নিযুক্ত করিবেন, সেইরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এতদ্দেশীয় কতিপয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁহারদিগের সহকারির পদে বরণ করিবেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহরূপেই সকল বিষয়ের নিগূঢ় তদন্ত হইবেক।

আমারদিগের এতদ্রূপ বাগাড়ম্বর ও প্রস্তাব বাহুল্য করণের তাৎপর্য্য এই, যে, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সেরা ভিন্ন ভিন্ন যে তিনটি বিষয়ের তদন্ত করণের অনুমতি করিয়াছেন, তাহার স্থিরতা করা কিছু সাধারণ ব্যাপার নহে, অত্যন্তই কঠিন, ইহাতে প্রায় সর্ব্বজ্ঞ-পুরুষের ন্যায় অলৌকিক শক্তির আবশ্যক করে।

আমারদিগের পরমবন্ধু বহুগুণজ্ঞ ২৪ পরগণার প্রধান সদরআমিন রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর সংপ্রতি "রাজভক্তি-প্রদায়িকা,, নাম্নী যে একখানি পুস্তক প্রদাশ করিতেছেন, তন্মধ্যে এতদ্বিষয়ের অনেক কথা লিখিত আছে। অপিচ উক্ত মহাশয় গত আগষ্ট মাসে ছোটোনাগপুর প্রদেশ হইতে কয়েক প্রকার লোক বাছনী পূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত করণ বিষয়ে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; লেপ্টেনাণ্ট গবরনর তাহা অতি সমাদরে গ্রাহ্য করিয়া রীতিমত পত্র দ্বারা আমারদিগের রায় বাহাদুরকে "Thanks" অর্থাৎ নমস্কার প্রদান করেন।

সেন বাহাদুর সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।

"জঙ্গলা ভূমির চোয়াড় জাতীয় বলবান্ লোক, নবদ্বীপ জিলার গোড়ো গোয়ালা, অন্যান্য জিলার লাটিয়াল, ইহারদিগ্যে পদাতিক সেনাদলে ভুক্ত করা, আর পঞ্চকোটি, ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি প্রদেশের রাজপুত এবং রাজগোষ্ঠি বাবুগণকে অশ্বারোহি সৈন্যদলে গণ্য করা হইলেই ভাল হয়, যেহেতু ইহারা তাবতেই অতিদীর্ঘ ও স্থূলকায়, বীরপুরুষ। তীর, ধনু, বরষা, ও তলবারাদি অস্ত্র বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ এবং ইহারা প্রায় সকলেই একর্ম্মে সম্মত আছে, অতএব এই সদুপায়ে সৈন্য সংগ্রহ করিলে অতি অল্প দিবসের মধ্যে অনায়াসেই ২৫ টা রেজিমেণ্ট প্রস্তুত হইতে পারে। পরন্তু এতদ্দ্বারা এই রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হওনের সম্ভাবনা; কেননা ঐ সমস্ত চোয়াড়লোক অতিশয় দীন, তাহারদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো রূপ উপায় নাই, এই প্রযুক্ত চৌর্য্যাদি ইতর কার্য্যে অনুরত হইয়া অনবরতই অশেষবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা রাজার অধীনে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইলে আর কখনই কুপ্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া প্রজার ধননাশ প্রাণনাশ প্রভৃতি সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবেনা। পদের ও সংসর্গের গুণে শুদ্ধ তাহারাই নহে, তাহারদিগের বংশ পরম্পরা পরস্পর সকলে পদের ও মানের উৎসাহে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে ভদ্র হইয়া আসিবেক।,,

"ইহাতে শুদ্ধ উল্লেখিত উপকারটি বলিয়াই নহে, আরো কয়েকটি মহোপকারের সম্ভাবনা, কেবল ইংরাজ সৈন্য ও অন্যান্য ভিন্নদেশীয় সৈন্য দ্বারা এদেশ শাসনে রাখিতে হইলে অত্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, আমার অভিমত গ্রহণ করিলে ব্যয়ের অনেক লঘুতা হইবেক। কেননা তাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট হইয়া সৈন্য দলে গণ্য হওনের পথ দেখিতে পাইবেনা, আমার বিবেচনায় প্রথমতঃ ইহারদিগ্যে এতদ্দেশীয় সেনাশ্রেণী ভুক্ত করত তাহার উপরে ইংরাজ ও অন্য দেশীয় লোকদিগ্যে নিযুক্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে,,।

রায় বাহাদুরের উক্ত অভিপ্রায়ে বোধ করি সকলেই সম্মত হইবেন, কারণ এই অভিপ্রায় মহদভিপ্রায়।

পরন্তু প্রথম প্রস্তাব, বিদ্রোহিতার কারণ কি? এই কারণ কেবল সর্ব্বকারণের কারণ যিনি, তিনিই জানেন, তথাচ যিনি যেরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন, আনুসঙ্গিক-ক্রমে সেইগুলিও এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে, বিবেচনা করিলে ইহার প্রধান কারণ কেবল বিদ্রোহিদিগের দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্যজনিত আত্মনাশ ও সর্ব্বনাশের সূত্র মাত্র। বোধ করি শাদা কালো সমুদয় সহযোগি আমারদিগের এই অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়া পোষকতা করিবেন।

লাহোর ক্রোণিকেল পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, অতঃপর পশ্চিম প্রদেশীয় রাজধানী এলাহাবাদে সংস্থাপিত হইবে, এবং ঐ প্রদেশের কিয়দংশ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে সংযুক্ত হইবে। তথাকার শাসনকর্ত্তা "লেপ্টেনাণ্ট গবরনর,, এই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন, আর অযোধ্যা রাজ্য একজন লেপ্টেনাণ্ট গবরনরের অধীন হইবে। সাগর প্রদেশ মান্দ্রাজ রাজ্যভুক্ত এবং সিন্ধু প্রদেশ পঞ্জাব রাজ্যভুক্ত হইবেক।

বোধ করি রাজপুরুষেরা এরূপ পরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকার বোধ করিয়া থাকিবেন, ফলে ইহা সম্ভবপরও বটে, এলাহাবাদে রাজধানী স্থাপন এবং যে প্রদেশ যে রাজধানীর নিকট সেই প্রদেশকে সেই রাজধানীর অধীন করাই কর্ত্তব্য। অপিচ লেপ্টেনাণ্ট গবরনরের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে ততই শাসনের পক্ষেও সুমঙ্গলের সম্ভাবনা।

গত পরশ্বঃ ৺ শ্রীপঞ্চমীর রজনীতে কলুটোলা নিবাসি প্রিয়ভাষি ধনরাশি সুসম্ভ্রান্ত শ্রীমান্ বাবু গুরুদাস দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্যামপুকুর ও ষোড়াসাঁকো, এই উভয় স্থানের সুসভ্য নব্য সম্প্রদায়দিগের "হাফ-আখড়াই,,নামক সংগীত যুদ্ধের আমোদ হইয়াছিল, তদ্দর্শনার্থ সংগীত সমাজে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমারোহ হয়। রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টার পর গাহনা আরম্ভ হইয়া পর দিবস বেলা একাদশ ঘণ্টার পর সমাধা হইল, এই সংগীত সংগ্রামে গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর কোন্‌পক্ষে কিরূপ হইয়াছে তদ্বিশেষ এবং জয় পরাজয়ের কথা আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা, কেননা "দশমুখে ধর্ম্ম,, যাঁহারা সভাস্থ ছিলেন তাঁহারাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বিদেশীয় পাঠকপুঞ্জের বিদিতার্থ লিখিতেছি, যে, গত দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে এতন্নগরে অল্প পরিমাণে শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। এই জলে শস্যের পক্ষে উপকার সম্ভাবনা বটে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মিরাটের ১১ তারিখের পত্রে লেখে "মিরাট লাইটহার্স,, সৈন্যশ্রেণী রহিলখণ্ডে গমনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, এমত জনরব যে, গোরক্ষপুর হইতে১২ ক্রোশ দূরে বল্সির রাজার লোকের দ্বারা মহম্মদ হোঁসেন্ এবং মন্সরফ খাঁ ধৃত ও বন্দি হইয়াছেন, এবং বিদ্রোহিদলের প্রধান কুমারসিংহের বংশীয় অমরসিংহ হত হইয়াছেন।

এলাহাবাদের ১৫ জানুয়ারি তারিখের পত্রে লেখে "নানা স্থানের জয়লব্ধ ২৫ টা তোপ কতকগুলীন ইংরাজ সেনার দ্বারা গত দিবস প্রাতে কাণপুর হইতে এখানে আসিয়াছে। শত্রুদিগের নিকট হইতে মৃত মহারথি হেবলক সাহেব ঐ সকল তোপ বলের দ্বারা হরণ করিয়া লয়েন। অদ্য গঙ্গাপারে গুরুতর তোপের শব্দ শুনা গিয়াছে, বোধ হয় বিপক্ষেরদের শিবির হইতে সেই তোপ হইয়াছে। তাহারা এদিগে ৪ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া কালীকঙ্করের দুর্গে আসিয়াছে। এখান হইতে ১২॥০ ক্রোশ দূর গঙ্গাতীরে, যথায় কিছু দিন হইল একখানা বাষ্পতরী দগ্ধ হয়, ১০০০ সিপাহি কয়েকটা তোপ সহিত সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এতদ্দেশীয় কোনো বিশ্বাসি লোকের মুখে শুনিলাম অযোধ্যা রাজ্যে কিছু দিন যুদ্ধ করিতে হইবেক। যে পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ নগর এবং অযোধ্যা রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করা না হইবে সে পর্য্যন্ত সমরানল নির্ব্বাণ হইবেনা। অনেক ভ্রমণকারি আগ্রা, মিরাট ও উচ্চ প্রদেশের আর আর স্থান হইতে এখানে পঁহুছিয়াছেন।

দিল্লীর ১৩ জানুয়ারি দিবসের পত্রে লেখে যে, দিল্লীশ্বর গত দিবস পুনর্ব্বার পীড়ার সংবাদ প্রকাশ করাতে তাঁহার বিচার স্থগিত রহিয়াছে।

ফরকনগরের নবাবের বিচার আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার বিপক্ষে বিস্তর সাক্ষি পাওয়া যাইতেছে। এই মোকর্দ্দমা নিষ্পন্ন হইলে পরেই বাদশাহের বিচার হইবে, তিনি ভালই থাকুন, আর পীড়িত হউন, তদ্বিষয়ে আর অপেক্ষা করা যাইবেনা।

অদ্য প্রাতে অনেককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। প্রতিদিবসেই ঐ ধানের আগমন প্রতীক্ষা করা যাইতেছে।

দানাপুরের ১৪ জানুয়ারির পত্রে লেখে কয়েকজন দুষ্টকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণের অনুমতি হইয়াছে।

মহারাণীর ১৩ গণিত পদাতি দলের ৯ জন সেনাপতি এবং ২৫ জন সেনা ফিস্কুলে অবস্থিত এবং কোম্পানির রায়েল আর্টিলরি দলের কাপ্তেন রেডক্রাইস সাহেব কতগুলীন সৈন্য সহিত দমদম য় প্রেরিত হইয়াছেন। মহারাণীর ৮০ গণিত দলের প্রধান শাখার ৪৭০ জন সৈন্য নহালে রহিয়াছেন। সিডনি হইতে আগত ৬ গণিত রেজিমেণ্টের ৫ জন সেনাপতি ১২৭ জন সেনা ডাকইয়র্ডে। ১৩ গণিত দলের ৩ জন সেনাপতি ১১০ জন সেনা ফিস্কুলে। ৮০ গণিত দলের ৬ জন সেনাপতি ১১ জন সেনা দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

Printed and published by Issurchun. nGoopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

প্রতি এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তেলিগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

৺ সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ৺
৺ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ৺

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু রুচিং ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রনীমদমুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

প্রতি এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৩১ সংখ্যা] সোমবার ১৩ মাঘ ১২৬৩ সাল। ইং ২৫ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

নং ৩২৩১

মোমজামা। মোম। রজন অর্থাৎ ধুনা। গালা-বাতী। জ্বালানী কাষ্ঠ। শর্ষিয়া তৈল। মোটা গজিকাপড়। রসি। সুতালী। পেটো দড়ী। পিচ। ডামর। ভাল খুলী। বুরুষ। গোচর্ম্ম। থলিয়া ও চট। মাটীর হাঁড়ী। পেরেক। ছোট কাঁটা। কেম্বিশ।

এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে কলিকাতা জেনরল পোষ্ট আফিসের ব্যবহারার্থে পার্শ্বলিখিত দ্রব্যাদি এক বৎসরের নিমিত্ত প্রদান করিতে হইবেক, তদ্বিষয়ের মোহর করা দরখাস্ত সকল সন ১৮৫৮ সালের ১৫ ফিব্রুআরি মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত গৃহীত হইবেক।

প্রাগুক্ত বিষয়ে চুক্তিকারি ব্যক্তিরা নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইলে তাঁহারদের সম্মুখে দরখাস্ত সকল খোলা যাইবেক।

যে ব্যক্তির দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক তাঁহাকে কোম্পানির এক হাজার টাকা ডিপাজিট অর্থাৎ আমানৎ রাখিতে হইবেক।

এ বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ জেনরল পোষ্ট আফিসে আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

T. GARRETT.
Offg. Post Master General of Bengal,
টি, গেরেট।
বাঙ্গালার আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টর জেনরল।

কলিকাতা।
জেনরল পোষ্ট আফিস
১৩ জানুআরি ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে ইংরাজী ১৮৫৮ এক হাজার আট শত আটান্ন সালের জানুআরি মাসের ১৬ তারিখে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে, যে মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত শোভাবাজার নিবাসী হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মৃত শিবনারায়ণ দেবের উইল পত্র প্রমাণে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং দেনা পাওনা প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর পুর্ব্বোক্ত স্থান নিবাসী হিন্দু প্রজা উপেন্দ্র নারায়ণ দেবের প্রতি কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইবে, যিনি উল্লেখিত মৃত শিবনারায়ণ দেবের ভ্রাতা।

ANLEY & SIMS,
Proctors.
এনলি এণ্ড সিম্‌স।
ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীল।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে

উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd, Genl. of Vaccination.

জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা
২৬ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদপ্রভাকর

১৩ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কয়েক দিবস হইল, হরকরা সম্পাদক আপনার সম্পাদকীয় উক্তি স্থলে লিখিয়াছিলেন "সিবিল আডিটর আফিসের কোনো কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টে এমত আবেদন করেন, সহকারি সিবিল আডিটর কেবল পক্ষপাতিতা পূর্ব্বক এই আফিসের মধ্যে আপনার আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্বদিগ্যে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিতেছেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ঐ সহকারি সিবিল আডিটরের নিকট এই বিষয়ের কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন।,,

আমরা যৎকালে হরকরা হইতে এই সংবাদ অনুবাদ পূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকটন করি, তৎকালে ইহার সত্যতার প্রতি সংপূর্ণরূপেই অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিন্তু একখানা সর্ব্ব প্রধান সম্ভ্রান্ত ইংরাজী দৈনিক পত্রে এতদ্রূপ অমূলক মিথ্যা সমাচার প্রচার হওয়া অসম্ভব বোধে তদ্বিষয়ে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং মনের দুঃখেই নীরব ছিলাম, কেমন করিয়া এতই নিশ্চয় করিব, যে, ইংরাজ সম্পাদকদিগের "রেতে ভাগ, দিনে ঠিকে" সংবাদ সংগ্রহে ঠিক্ থাকিতে ও ঠিক্ রাখিতে পারেন না। এতদ্দেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি ও এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি তাঁহারা অকারণ সময়ে সময়ে যদ্রূপ মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাহা পাঠক পুঞ্জের অবিদিত নাই। অন্যান্য বিষয়ে যাহা করুন, তাহা আমরা ধর্ত্তব্য করিনা, কিন্তু গুটিকত বিষয়ে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছি, তন্মধ্যে এই স্থলে কেবল দুটী প্রসঙ্গের প্রসঙ্গ করিতেছি, প্রথম বিষয় ৺ শিবনারায়ণ দেবের নিজ নাশ বিষয়ে ইংলিসম্যান সম্পাদকের এক "ঠোকর,, দ্বিতীয়, সহকারি সিবিল আডিটর বাবুক্ষেত্র মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিকূলে হরকরার এই "কুটুস্ কামোড়্,, আমরা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছি, উক্ত বাবু অতি যোগ্য ও সজ্জন, তিনি কখনই পক্ষপাত করেন না, তবে তাঁহার পদোন্নতি ও সম্মান দৃষ্টে দ্বেষধর্ম্মে যিনি যাহা বলেন বলুন্, সে স্বতন্ত্র কথা, দ্বেষি জনেরা দ্বেষানলে জ্বলিতাঙ্গ হইয়া সকল কথাই কহিতে পারেন, যাহা হউক, অধুনা আহ্লাদের বিষয় এই, যে, বাঙ্গালা পত্রে মিথ্যা সমাচার প্রচার হয় বলিয়া যে হরকরা সম্পাদক সে দিনে "মুরুব্বিয়ানা, পূর্ব্বক বৃথা বাগাড়ম্বর করিতে ত্রুটি করেন নাই, সেই হরকরা এই ক্ষেত্রমোহন বাবুর বিষয়ে প্রথমে কি লিখিয়াছিলেন, এইক্ষণে পুনর্ব্বার স্বমুখে স্বদোষ স্বীকার করত আবার গত দিবস কি লিখিয়াছেন? এখন্ তো বলিতে হইল "এই নেও তোমার তুলসী মালা, বম্ বম্ শাক্ত হলাম,, হে পাঠকগণ! আপনারা এই সংবাদে হরকরার প্রথম লেখা দৃষ্টি করিয়াছেন, আবার শেষের লেখা দর্শন করুন।

যথা।

গত ২৩ জানুআরি শনিবাসরীয় হরকরা সম্পাদকের উক্তি।

"We have been requested by the native assistant Civil Auditor to contradict a statement which appeared in the *Hurkaru* of Wednesday last, on the authority of one of our correspondents, relative to that official, which statement, he assures us, is entirely untrue."

নবদ্বীপাধিপতি রাজা সতীশচন্দ্র রায় আপনার পৈতৃক সম্ভ্রম স্বরূপ মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়ে 'নজরানা,, স্বরূপ গবর্ণমেণ্টে ৩০৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেও লিখিয়াছি এবং এইক্ষণেও লিখিতেছি হিন্দুকুল তিলক নবদ্বীপাধিপতিকে সম্ভ্রম সূচক পৈতৃক উপাধি প্রদান করা অতি কর্ত্তব্য। ইহাতে এতদ্দেশের হিন্দুগণত্রেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে সমূহ সন্তোষ প্রকাশ করিবেন।

কলিকাতার নিমতলা নিবাসি গুণরাশি প্রিয়ভাসি, সুবিখ্যাত দত্ত বংশীয় মহামান্য মহামতি গোষ্ঠীপতি দলপতি শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্রদত্ত এবং তদনুজ মহাশয়েরা গত দিবস আপনারদিগের রত্নগর্ভা জননীর আদ্য শ্রাদ্ধ কার্য্য অত্যন্তই সমারোহ পূর্ব্বক সুনির্ব্বাহ করিয়াছেন, সভার শোভা বর্ণনা করা যায়না, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, গুপ্তিপল্লী, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, আন্দুল, মজিলপুর, খানাকুল কৃষ্ণনগর, টাকি, পুঁড়া, যশোহর, কলিকাতা এবং তন্নিকটস্থ নানা স্থানের অধ্যাপক পণ্ডিত এবং তদ্ভিন্ন এতন্নগরস্থ ও তন্নিকটস্থ দূরস্থ পল্লীগ্রামস্থ সমাজস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও আর আর শ্রেণীস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরা সভাস্থ হইয়াছিলেন, রজতের দানসাগর প্রকৃত দানসাগর বৎ হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা দাতাদিগের দান তরঙ্গে সুচারু কীর্ত্তিরূপ লহরী লীলা বিস্তার করিয়াছেন, এই দানসাগরের শ্রাদ্ধ সমাজে কত কত গুণসাগর, জ্ঞানসাগর, ধর্ম্মসাগর, কর্ম্মসাগর, কুলসাগর, মানসাগর এবং বিদ্যাসাগর দেখিতে পাইলাম, কিন্তু বিদ্যাসাগরের দলভুক্ত, ফলভুক্ত, ছলযুক্ত বলযুক্ত উপযুক্ত, অভিযুক্ত ভুক্তভোগি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি অপরাপর সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তিই সভায় সমাগত হয়েন নাই। তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক সভাস্থ হয়েন নাই তাহা নহে ক্রিয়াধ্যক্ষ মরোদয়েরা অকূল সাগর কূলস্থ ব্যক্তিব্যূহকে কূলবান সাগর কূলস্থ কুলস্থ কুলের নিকটস্থ করণে তটস্থ হইয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার দিগের পদার্পণ হয় নাই।

পরন্তু দানসাগরের দানে সর্ব্বাই অতি সুন্দর হইয়াছিল। দীন দুঃখি কাঙালি যত আসিয়াছিল তাহারা কেহই বঞ্চিত হয় নাই, সকলেই বিনা কষ্টে যথাযোগ্য দান পাইয়া সাতিশয় সুখ্যাতি সহকারে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। বাবুদিগের সৌজন্য, সদালাপ, সুসম্ভাষণ বিনয়াদি সাধু ব্যবহারে সভাগত সভ্য মহাশয় মাত্রেই যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় এবং ভোজাদির ব্যাপার পরে প্রকাশ করিব।

চমৎকার বানরাকার সন্তান প্রসব।

আমরা ডাক যোগে পত্র পাইলাম যথা।

"জিলা বারাসতের অন্তঃপাতি সর্পরাজপুর পরগণার মৌজে সরিপ নগর গ্রামে গৌরচন্দ্র পোদের স্ত্রী বর্ত্তমান মাঘ মাসের দ্বিতীয় দিবসে দিবা দুই প্রহরের সময়ে এক লোমহীন লাঙ্গুল বিশিষ্ট বানরাকৃতি সন্তান প্রসব করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, সেই সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইয়া বিস্তরক্ষণ জীবিত ছিল না।

তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোকের সমারোহ হইয়াছিল ইতি।

গত শনিবার সন্ধ্যার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের সাম্বৎসরিক সভার কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ক্রমাগত ৭ মাস কাল টেলিগ্রাপের তারের যেরূপ গোলযোগ ছিল সম্প্রতি তাহা প্রায় সংশোধিত হইয়াছে, কেননা কলিকাতা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সকল স্থানেই বিদ্যুতীয় তারযোগে সংবাদসকলের অধুনা উত্তমরূপে গতায়াত হইতেছে, শনিবারাবধি কলিকাতা হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এবং আগ্রা হইতে পেসোয়ার পর্য্যন্ত তার সুন্দররূপে গতায়াত করিতেছে। পরন্তু আগ্রা এবং বোম্বের মধ্যে তার গতায়াতের সুন্দরতা হইলেই বিশেষ সুখের বিষয় হইবেক।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

সমর-কার্য্যের জন্য কেপ হইতে ৬৫০ টা অশ্ব আসিতেছে।

ফতেপুরের ১৫ জানুআরি তারিখের পত্রে লেখে, যে, অযোধ্যার নিকটবর্ত্তি "রায়বেরিলী,, নামক স্থানে নাজীর আলি খাঁ নামক কোনো নিষ্ঠুর যবন বিস্তর সিপাহি বিদ্রোহি সেনা এবং ৮ টা বৃহৎ তোপ সমভিব্যাহারে উপনীত হয়, বোধ করি গত কল্য তাহারা তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে।—ফতেপুরের ৮ ক্রোশ দূরে "পেপামো,, নামক স্থানে অনেক রাজবিদ্রোহি সিপাহিরা একত্রিত হইয়াছে, শুনিলাম যে তাহারা তথায় রসদ অন্বেষণে আসিয়াছে।—জনরব, ৪০০ শত পদাতিক এবং ১০০ শত অশ্বারোহি বিদ্রোহি সেনা বান্দার নিকটবর্ত্তি "চিলাতারাঘাটে,, আসিয়াছে। এস্থানের বর্ত্তমান জজ মেং মণি সাহেব ফতেগড়ের জজের পদে অভিষিক্ত হইবেন এবং আলাহাবাদের জজ মেং এডমনেষ্টন তাঁহার পরিবর্ত্তে এখানকার জজ হইবেন। দুষ্টলোক এবং বিদ্রোহি-সিপাহি প্রায় প্রত্যহ ফতেপুর, বারাণসী এবং আলাহাবাদে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিতেছে।

আলাহাবাদের কোনো পত্র প্রেরক ১৬ তারিখে লেখেন, সম্প্রতি এখানে আর প্রায় কোনোরূপ গোলযোগ নাই, ৭৯ সংখ্যক হাইলণ্ডর কতকগুলীন রায়েল অশ্বারোহি গোলেন্দাজ এবং মহারাণীর ড্রাগুণ গার্ড এস্থানে অবস্থান করাতে আমরা নির্ভয়ে বাস করিতেছি। এক্ষণে এস্থান হইতে আগ্রাপর্য্যন্ত ডাক উত্তমরূপে গতায়াত করিতেছে।

মহম্মদ হোসেন ৫০ জন অনুচর সমভিব্যাহারে ফায়জাবাদে আগমন করিয়াছে।

৬ জন গোরখা সেনা ৬ তারিখের সমরে অত্যন্ত বল ও সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষ দমন করায় প্রত্যেকে ৫০ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাণীগঞ্জের পত্রে লেখে, জঙ্গল বাসি "কোল্,, জাতিরা রাজবিদ্রোহিতাচরণ করণ মানসে চাইবাসের নিকটে দুই দলে বিভক্ত হইয়া সমবেত হইতেছে, যদিও তাহারা এখন পর্য্যন্ত কোনো উপদ্রব করে নাই, তথাপি এস্থানের সমর সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদিগের সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকা কর্ত্তব্য।

লঙ্কাদ্বীপের রেলরোডের কর্ম্ম সম্প্রতি মজুরাভাবে স্থগিত রহিয়াছে, তথায় মানব জাতির বসবাসের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক্সিকিউটিব কৌন্সেলের হস্তে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

"মান্দ্রাজে, পেট্রিক ডলোম্ভান সাহেব আপনার মিত্র ব্রাডন সাহেবকে কোনো কারণবশতঃ বিনষ্ট করণে উদ্যত হওনকালীন ধৃত হইয়া বিচারানুসারে দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন।

গত ১৫ ডিসেম্বরে মরিচোপদ্বীপে ভয়ঙ্কর ঝটিকা হয়, তাহাতে অনেক ব্যক্তির বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

ইংলিসম্যানের পত্র প্রেরক লেখেন, ২৮ গণিত এতদ্দেশীয় সেনার মধ্যে ৪ জন সেনা রাজবিদ্রোহিতা দোষে কোর্টমার্সেল বিচারানুসারে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটে লেখেন, ফতেগড় হইতে অতি ত্বরায় এক রেজিমেণ্ট পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করা হইবেক, কাপ্তেন এস, সেজ তাঁহারদিগের সেনাপতি হইবেন।

১১ গণিত ইরেগুলর বিদ্রোহি সেনা নাগপুরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছে। উক্ত স্থানে মেং ইউল সাহেব শিবির স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন।

যে সকল বিজনোরস্থ বিদ্রোহি সেনারা সেহারামপুর এবং মজঃফর নগর আক্রমণ করণের মানস করিয়াছিল, তাহারা ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া মায়াপুরে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে।

মেজর বিনসেণ্ট আয়ার সাহেব ইচ্ছাপুরের বারুদসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের এজেণ্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

মুঙ্গেরের কোনো সংবাদদাতা ১৩ জানুয়ারিতে লেখেন, যে, সম্প্রতি এস্থলে কোনোরূপ গোলযোগ নাই। রঘুবর দায়েল নামা কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহ-ঘটিত কোনো কথা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বলায় এক বৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছেন। পুনর্ব্বার এস্থানে রেইলরোডের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। রেইলওয়ের চিরপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার মেং টরম্বুল সাহেব দেশ ভ্রমণ করিয়া এস্থানে আসিয়াছেন।

এমত কিম্বদন্তি যে, দিল্লী এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানের ভূমির নিম্নদেশে বিস্তর ধন পোতা আছে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট তৎস্থানীয় লোকদিগকে এরূপ অনুমতি করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ সকল ধন অন্বেষণ করত মৃত্তিকার ভিতর হইতে খুঁড়িয়া দিতে পারিবেক তাহাকে শৎকরা ৫ টাকার হিসাবে কমিস্যন দিবেন।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, যে, এখনও অনেক বিবী নানা সাহেবের ও অন্যান্য বিদ্রোহি নবাবদিগের অন্তঃপুরে দাসিবৃত্তি করিতেছেন।

বোম্বের কোনো পত্রে দৃষ্ট হইল যে ইন্দোর রাজ্যে প্রায় প্রতি দিবস রাজবিদ্রোহিদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইতেছে তথাকার হোলকর বংশীয় রাজা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজানুগত্য প্রদর্শন পুর্ব্বক শত্রু দমনে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। জনরব ঐ রাজাকে দিল্লীস্থ অপরাধি ব্যক্তিদিগের বিচারার্থে প্রধান বিচারপতিত্ব পদে নিযুক্ত করণ জন্য গবর্ণমেণ্টে পরামর্শ হইতেছে।

বোম্বের পত্রেলেখে স্যার, জান লারন্স সাহেব তথায় এমত লিখিয়াছেন, পঞ্জাবের নিমিত্ত বোম্বে হইতে যত সৈন্য পাঠাইতে পারেন শীঘ্রই পাঠাইবেন, এতদ্রূপ পত্র লেখনের কোনো কারণ ব্যক্ত হয় নাই, বোধ হয় সীমা ঘটিত কোনোরূপ বিবাদ ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া থাকিবেক।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

পুনা হইতে আগত।

২১ ফিব্রুয়ারি দিবা ২ প্রহর ৫০ মিনিট

বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের লিখিত।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব সমীপেষু।

অদ্য প্রাতে "কাচীন .. হইতে যে গোপনীয় সংবাদ আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অবগতি হইল, যে, গত ৩০ ডিসেম্বর দিবসে কাণ্টন নগর অধিকার করা হইয়াছে।

কোৎরঙের জমিদার গবর্ণমেণ্টে এমত আবেদন করিয়াছেন, যে, রেল ওয়ের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বল পুর্ব্বক তাঁহার জমিদারির মধ্যে কোনো স্থান অধিকার করত তথায় ইষ্টক নির্ম্মাণ করণের প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনার সুযোগ বলিয়া অন্যের সম্পত্তি বিনা সম্মতিতে গ্রহণাভিলাষ করা অতিশয় গর্হিত দুষ্কর্ম্ম বলিয়া অবশ্য গণ্য করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট ডাক্তর মৌয়েট সাহেবকে কারাগারের এবং ঔষধালয়ের ইনেস্পক্টর জেনরল পদাভিষিক্ত করণে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ডাক্তার কেণ্টর সাহেব পাগলা গারদের তত্ত্বাবধারণের কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর সন্তোষ পুর্ব্বক তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

হত্যা করণাপরাধে মেদিনীপুরে এক জন স্ত্রীলোকের ফাঁসি হইয়াছে।

Printed and published by Issurchunn Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা নিমুলার অন্তঃপাতি কোঃ গোলক ড়িয়ার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমতন্দ্রনীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৩২ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৪ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ২৬ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল!

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কুদ্দুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান,বিবি নসমননেসা এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার বিরুদ্ধে ফাইরাইফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হালতু নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত এক তালা পরিবারের বসতি বাটী ও দুই টা পুষ্করিণী তাহার চতুর্দ্দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কুদ্দুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান, বিবি নসমননেসা, এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান তাহাতে অনেক বৃক্ষ আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান-৭/ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কুদ্দুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান, বিবি নসমননেসা এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলার অন্তঃপাতি নস্করহাটী নামক স্থানে যে এক ধান্যভুমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কুদ্দুরুৎউল্লা হবিবুর রহমান, বিবি নসমননেসা এবং বিবি মিয়রন্‌নেসার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা
২১জানুআরি ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি, যে জিলা রঙ্গপুরের নৈর্ঋৎ কোণস্থ বদরগঞ্জের নিকট ও যমুনেশ্বরী নদীর উপর রঙ্গপুর এবং দিনাজপুর গমনাগমনের সরে রাস্তার নিম্নে কাশীগঞ্জ নামক বিখ্যাত স্থানে কয়েক বর্ষ যাবৎ মাঘ মাহার ৩০ অবধি সপ্তাহ পর্য্যন্ত একটা মেলা হইয়া থাকে,উক্ত মেলায় নানা বিধ দ্রব্যাদি আগত হইলে অবহেহায় ক্রয় বিক্রয় হয় এবং ঐ মেলা শেষ করিয়া তেতুলিয়ার মেলায় গমন করণের পরম সুযোগ হইয়াছে, ইতি সন১২৬৪ সাল তারিখ ২ মাঘ।

সংবাদ পুষ্পাকর

১৪ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সদর দেওয়ানী নামক বিচারালয়ে বিস্তর বাঁকি কর্ম্ম নিষ্পন্ন জন্য রাজপুরুষেরা ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে পাঁচ জন জজের স্থলে অতিরিক্ত আর পাঁচজন জজ নিযুক্ত করেন। সেই দশজন বিচারপতি এপর্য্যন্ত যথা নিয়মে সুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, তৎকালে এতদ্রূপ বিবেচ্য হইয়াছিল,যে ঐ সকল বাঁকী কর্ম্ম ১৮ মাসের মধ্যেই সমাধা হইবেক। কিন্তু সংপ্রতি ১৮ মাসের স্থলে ২৪ মাস গত হইল তথাচ দুই বৎসরের ভিতরে কার্য্য সমাধা হওয়া দূরে থাকুক বরং আরো অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই অধিক মোকদ্দমা বিচারার্থ অর্পিত হইতেছে। সুতরাং কাজেকাজেই কাজের ভিড় বৃদ্ধি হইতেছে, উল্লেখিত অতিরিক্ত পাঁচ জনের মধ্যে বিজ্ঞবর মেং সেমুয়েল সাহেব কিছু দিন হইল বিদ্রোহ বিনাশ পূর্ব্বক প্রজা বশীভূত করণ কারণ স্পিসিয়েল কমিস্যনরের পদে অভিষিক্ত হইয়া স্থানান্তর গমন করিয়াছেন, অবশিষ্ট ৪ জন নিজ পদে নিযুক্ত থাকিয়া সদরের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। সংপ্রতি বিষমতর বিদ্রোহবিঘটিত বিড়ম্বনাবশতঃ ও ব্যয় বাহুল্য এবং আয়ের গুরুতর হানি হওয়াতে ব্যয় সংক্ষেপ করণের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট ঐ চারিজনকে পদান্তরে নিযোজিত করিয়া সদরের বিচারপতির সংখ্যার স্বল্পতা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বানুরূপ কেবল ৫ জন মাত্র বিচারক রাখিবার প্রস্তাব করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষের এতদ্রূপ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া এতদ্দেশীয় সুসম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্টে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদান করণের অভিপ্রায় করিতেছেন, যে, "সদর হইতে অতিরিক্ত চারিজন বিচারকের পদ রহিত করা হইলে বিচারে বিস্তর বিলম্ব ও বিশৃঙ্খলা হইবে,,।

আমারদিগের বিবেচনায় ভূম্যধিকারি আবেদকদিগের আবেদিত বিষয় শ্রবণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে, কারণ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য স্বীকার না করিলে কোনোক্রমেই সুদীর্ঘ বহুরাজ্যের বিচারকার্য্য সুপ্রতুলরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেনা,বিচারপতির সংখ্যা অল্প হইলে বিচারবিধানে বিলম্ব হওয়াতে বাদি প্রতিবাদির পক্ষে বিস্তর হানি সম্ভাবনা,অতি সূক্ষ্মরূপে শীঘ্র শীঘ্র বিচার বিতরণ করাই যথার্থ রাজধর্ম্ম হইতেছে। সংপ্রতি সময়ের ধর্ম্মে যদিও রাজপুরুষদিগ্যে অধিক ব্যয় স্বীকার করণে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য হয় না, তথাচ এই উচিত কার্য্য সাধনে ন্যায্য ব্যয় স্বীকার করণে অনুরোধ করিতে হইবেই হইবে। কর্ত্তারা কখনই কার্পণ্য পূর্ব্বক এই প্রস্তাবে পরাঙ্মুখ হইবেননা।যে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে প্রজাপুঞ্জের পরম উপকার অথচ প্রকৃত রাজধর্ম্ম প্রতিপালন, তাঁহারা সে পক্ষের অন্যথা কেন করিবেন ?

এই সংবাদ সমাধাকালীন আমরা শ্রবণ করিলাম, গবর্ণমেণ্ট সদরের জজ সাহেবদিগ্যে এমত জিজ্ঞাস করিয়াছেন,যে,"অধুনা বিচারপতির সংখ্যা ন্যূন করিলে উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না ?,, এই প্রস্তাবে জজ সাহেবেরা এমত উত্তর প্রদান করিয়াছেন, "যৎকালে কার্য্যের বাহুল্য দেখিয়া বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এইক্ষণে সেই সময়ের অপেক্ষা আরো অধিক কর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব জজের সংখ্যার হ্রাস হইলে কোনোক্রমেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক না, কতগুলীন কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলে এই প্রস্তাবানুযায়ি কার্য্য নিষ্পাদন হইতে পারেনা,,।

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে বিচারপতি মহাশয়েরা যে সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আবেদনপ্রার্থি মহোদয়গণের পক্ষে বিলক্ষণ পোষক হইয়াছে।

আমরা আরো শুনিলাম, সদর দেওয়ানির জজ সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন "কতকগুলীন খাস আপিলের মোকদ্দমা, যাহাতে কিছুমাত্র বিচারের কারণ দেখা যায়না, তাহাই নিষ্পন্ন করণার্থ আমারদিগের অধিক সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া থাকে, জিলার জজ সাহেবদিগের নিকট খাস-আপিলের দরখাস্ত প্রদান করণের নিয়ম-বদ্ধ থাকাতেই সদরে তাহার বিচারের বাহুল্য ব্যাপার বইতেছে, অতএব এরূপ এক নীতি নির্দ্দিষ্ট হয়, আপিলাণ্ট-জনেরা জিলার জজের নিকট আর এবিষয়ের দরখাস্ত করিতে না পান, একেবারে সদরে আসিয়াই আবেদন দ্বারা বিচার প্রার্থনা করেন, এখানে আসিবার বিধি প্রচলিত হইলে অনেকে বাহুল্য ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সদরে আসিতে সম্মত হইবেন না এবং যে সকল ব্যক্তি জিলায় পরাজয় হইয়া রাগবশতঃ জজের নিকট শীঘ্র শীঘ্রই খাস আপিলের দরখাস্ত করেন, এই নব-বিধানমতে তাঁহারা এমত বিবেচনা করিতে পারিবেন, যে, টাকা খরচ, ও শারীরিক শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া কলিকাতা যাইব, সেখানে গিয়া দরখাস্ত করিলে গ্রাহ্য হইবে কি না ! দূর কর, রাগ ও "জেদ,, পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই কর্ত্তব্য,,।

জজ সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টে যেরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অবিধি নহে, কেননা অনেকেই রাগান্ধ হইয়া জেদ রক্ষার নিমিত্ত এমত কহেন, যে,হেরেছি তো, তথাচ মোল্লার দৌর মসিদ্ পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আপিল করিয়া আপনি হানিগ্রস্ত হয়েন এবং আপনার প্রতিবাদিকে মিছামিছি ক্লেশ প্রদান করেন। সে সকল মোকদ্দমার বিষয়ে এমত উক্তি যুক্তিমূলক বটে, কিন্তু এখান হইতে বহুদূরে যাঁহারদিগের নিবাস, অথচ জিলার বিচার-দোষে যাঁহারা যথার্থ উপকারে বঞ্চিত হয়েন, তাঁহারদিগের বিষয়ে এই নিয়ম নিতান্তই অনিয়ম হইবেক, বিশেষতঃ তন্মধ্যে যাঁহারা আবার একান্তই ধনে জনে দুর্ব্বল, তাঁহারা এককালেই সূক্ষ্ম বিচারে বঞ্চিত হইবেন, অতএব আমারদিগের বিবেচনায় জজ সাহেবদিগের প্রার্থনা মতে নূতন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট না করিয়া জিলার জজেরদিগের প্রতি এরূপ অনুমতি প্রদান করা হয়, যে, তাঁহারা কারণহীন বিচারের অযোগ্য খাস-আপিলের দরখাস্ত সকল যেন গ্রহণ না করেন, যাহা যথার্থ বিচার-যোগ্য তাহাই গ্রহণ করিবেন।

এইক্ষণে হরকরার অনুবাদকেরা প্রভাকরের উচ্ছিষ্ট প্রকাশিত সংবাদ নূতন বলিয়া প্রায় প্রত্যহ হরকরায় প্রকাশ করিতেছেন.সম্পাদক আবার শ্লাঘা পূর্ব্বক তাহাতেই নবসংবাদ প্রকাশকরূপে অভিমান করেন। বালেশ্বর বেতিয়া এবং সুধারামের সংবাদ তাঁহারা কোথায় পাইলেন?বাঙ্গালা পত্রের নাম স্বীকারে কলঙ্ক ও লজ্জা বোধ করিয়াই কি এইরূপ চাতুর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করিলেন ? অথবা অনুবাদকেরা পরস্পর অনুরোধে সম্পাদকের চক্ষে ধূলি দিয়া চুরী করা সংবাদ দিয়া সরফরাজ হইতেছেন ?।

ক্রুক্ কোম্পানির হৌসের সুবুদ্ধি মুচ্ছুদ্দি বিজ্ঞতম বহুজন প্রতিপালক শ্রীযুত বাবু গোরাচাঁদ দত্ত মহাশয় গত রবিবার দিবসে বহুব্যয় দ্বারা অতি সমারোহ পূর্ব্বক কালীঘাটে পূজা দিয়াছেন। ১১৫ খানা গাড়িতে ৫০০ ভদ্র সন্তানকে লইয়া যান, তাঁহারদিগ্যে সমাদরে প্রিয়বাক্যে এবং উত্তমরূপ আহার প্রদানে সর্ব্বতোভাবেই সমানরূপ সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

বোম্বে হইয়া বিলাতের সংবাদ যাহা গত দিবস এতন্নগরে আগত হইয়াছে তদ্দ্বারা অবগতি হইল যে, গত ২৩ ডিসেম্বর দিবসে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশিদারদিগের যে এক ত্রৈমাসিক প্রকাশ্য সভা হয়, তাহাতে মেং মেঙ্গেল্স সাহেব এমত ব্যক্ত করেন, যে, মহারাণীর প্রধান মন্ত্রি মান্যবর লার্ড পামরষ্টন সাহেবের নিকট শ্রবণ করিলাম যে, ভারতবর্ষকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে রাখনের পরিবর্ত্তে মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের অধীন করণের "বিল,, পার্লিয়ামেণ্টের আগামি বৈঠকে প্রদত্ত হইবেক।

প্রধান সেনাপতি সাহেব বিশেষ বীরত্ব পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ হইতে ব্রিটিস বন্দি দিগ্যে মুক্ত করিয়া আনেন, এই সংবাদ বিলাতে শীঘ্রই প্রচার হইয়াছে।

হৌস আব কামান্স সভায় মেং বরাস স্মিথ সাহেব এমত ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, দিল্লীশ্বরের প্রাণ দণ্ড হইবেনা, তাঁহাকে দিল্লী হইতে এলাহাবাদে আনিয়া রাখা হইবে, কারণ তাঁহাকে ধৃত করণ কালে কাপ্তেন হডসন সাহেব এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবেন

ব্যাঙ্কের জামিন বিষয়ক বিল গ্রাহ্য হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের শিবির হইতে এমত এক সম্বাদ আসিয়াছে, যে, লক্ষ্ণৌস্থ বিদ্রোহি সরদারগণ আপনাদিগের হীনবলতা-বোধে সঙ্কুচিত চিত্তে এরূপ ব্যক্ত করিয়াছে, যে, আমরা সকলেই বিশ্বজয়ি ব্রিটিস-হস্তে নিপতিত হইতে স্বীকৃত আছি, যদ্যপি তাঁহারা আমারদিগের জীবন দান করেন, কিন্তু সেনাপতি বাহাদুর এরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি কোনমতেই সম্মত হইবেননা, কেননা অতি স্বল্পকালের মধ্যেই শত্রু দমনের বিশেষ সম্ভাবনা।

বোম্বের সম্ভ্রান্ত জনেরা তথাকার বলন্টিয়ার সেনাদিগ্যে একটা আমোদ-জনক ভোজ প্রদান করিবেন।

হরকরা পত্রে লেখে, নানা সাহেব বান্দা অথবা হামিরপুরের নিকট অবস্থান করিতেছেন, তিনি ফতেগড়ের নিকটে নাই।

মধ্যে মধ্যে এমত প্রচার হইতেছে যে স্যার জেম্স ঔটরাম সাহেব লক্ষ্ণৌনগর অধিকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তিনি যেরূপ অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া আলমবাগে রহিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তৎস্থান অধিকার করা সম্ভবপর নহে, যে পর্য্যন্ত প্রধান সেনাপতি স্বয়ং সসৈন্যে গমন না করেন তাবৎকাল লক্ষ্ণৌনগর বিদ্রোহিদিগের হস্তগত থাকিবে, ইহাই বিশ্বাস্য।

জেনরল নীল, জেনরল হেবলক এবং জেনরল নিকলসন সাহেব অসমসাহসে বিশেষ বীরত্ব পূর্ব্বক বিবিধ যুদ্ধে বহু সংখ্যক বৈরি বিনাশানন্তর অবশেষ সমরশয্যাশায়ি হওয়াতে অনেকেই উক্ত মৃত মহাত্মাদিগের গুণানুবাদ করণ কারণ ভিন্ন ভিন্নরূপে তিনটী প্রকাশ্য সভা আহ্বানার্থ কলিকাতার সরিফ সাহেবকে ভিন্ন ভিন্ন তিনখানি অনুরোধ পত্র প্রদান করাতে সরিফ সাহেব আগামি ৩ ফিব্রুয়ারি বুধবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ঘণ্টার সময়ে

"বণ্ডেডওয়ের হৌসে" সভা স্থাপনের স্থান ও সময় নির্ণয় করিয়াছেন।

উল্লেখিত মৃত সেনাপতিদিগের ধীরতা বীরতা ও আর উত্তম গুণের বিষয় প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা ও স্মরণসূচক কোনোরূপ চিহ্ন স্থাপন করা অতি কর্ত্তব্য বটে।

হরকরার কমিস্যার সংবাদদাতা ১৩ তারিখে লেখেন, "ব্রিটিস সেনারা কুসিয়া পর্ব্বতে চট্টগ্রামের বিদ্রোহিগনকে চতুর্দ্দিগ হইতে আক্রমণ করিয়াছে।"

এই সংবাদ পচা সংবাদ, সুধারামের সংবাদদাতার কৃপায় বিদ্রোহি বৃন্দের সমূলে নির্ম্মূল হওনের বিষয় প্রভাকর পাঠকগণ অগ্রেই জ্ঞাত হইয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতার পত্রে কেবল এই একটী নূতন কথা লিখিত আছে যে ত্রিপুরার এক জন সিপাহিকে ধরিয়া জিলায় প্রেরণ করিয়াছেন।

রাণীগঞ্জে কতকগুলীন বিলাতি সেনা প্রেরিত হইয়াছে।

ঐ স্থান হইতে মহারাণীর ১১ গণিত দলের ১১০ জন, ৮০ সংখ্যক দলের ২০০ ব্যক্তি পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ হইতে সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হয়, তাহার পর ১৩ তারিখে কতকগুলীন সেনা গমন করে, অদ্য প্রাতে অবশিষ্ট সেনা প্রেরিত হইবেক।

দমদমায় প্রায় ১৬০০ সংখ্যক বিলাতি সেনাদিগের স্ত্রী বালক অবস্থান করিতেছে, তাহারদের নিমিত্ত বাটী নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।

মহারাণীর ৯৮ গণিত দলের অধিকাংশ সেনা খোরাচিতে পঁহুছিয়াছে।

মন্দেশ্বরের পত্রে ব্যক্ত করে, তথায় সংপ্রতি কোনো গোলযোগ নাই, বাবা আত্মা বিদ্রোহিতার অপরাধে চারিজন কর্ম্মচারিকে ফাঁসি দিয়াছেন।

অবগতি হইল, স্যার হিউজ রোজ সাহেব ভারতবর্ষের মধ্যভাগস্থ ফিল্ড কোর্সের সেনাপতি হইবেন।

বোম্বে হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংপ্রতি এতন্নগরে এমত সংবাদ আসিয়াছে যে হোল্‌কার বংশীয় মহারাজ ৯০ জন বিদ্রোহি ধৃত করিয়া তন্মধ্যে ৩০ জনকে ফাঁসি দিয়াছেন, অবশিষ্ট ৬০ জনকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কারাবদ্ধ করিয়াছেন।

রাণীগঞ্জের ছাউনি-মধ্যে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব আর সেরূপ নাই।

এমত জনরব, যে, জেনরল উইলসন সাহেব স্বীয় হেড কোয়ার্টর এবং দানাপুর ডিবিজানের সৈন্য লইয়া বারাণসীতে গমন করিবেন।

দানাপুরস্থ সংবাদদাতার ১৯ তারিখের পত্রের মর্ম্ম।

জলপাইকুঁড়ির সোয়ারেরা এইক্ষণে কুসি নদী পার হইয়া অযোধ্যার বিদ্রোহিদিগের শিবিরে গমন করিতে মনস্থ করিয়াছে।

গত ১৬ তারিখে স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেবের সহিত অযোধ্যার বিদ্রোহিদিগের যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে বিপক্ষেরা হীনবল হইয়াছে।—এখানকার ১ জন দারোগা ও কয়েক জন বরকন্দাজ সাত বৎসরের জন্য কারাবাসের অনুমতি পাইয়াছে।—শুনিলাম কয়েক জন বিদ্রোহি সিপাহি থানার সম্মুখে দিয়া অনায়াসে গমন করে, দারোগা তাহাদিগের কোনো সংবাদ জ্ঞাত করান নাই।

ফরক্কনগরস্থ নবাব রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ডেড্রুর নবাবের বিচার অতি ত্বরায় আরম্ভ হইবেক।

হরকরার কোনো পত্র প্রেরক লেখেন "পোড়াহাটার রাজার অনুগত অসভ্য সাঁওতালেরা সিংভূম প্রদেশে রাজবিদ্রোহিতাচরণে উদ্যোগ হইতেছে, এজন্য অতি ত্বরায় একজন বহুদর্শি রণনিপুণ যোগ্য ব্যক্তি যিনি তাহাদিগের রীতি ব্যবহার বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন, এমত কোনো মহাত্মাকে তথায় প্রেরণ না করিলে সেই গোলযোগ নিবারণ হওয়া সুকঠিন হইবে। উক্ত পত্র প্রেরক আরো লেখেন "যে এতদ্ব্যাপার নিবারণার্থ মেজর টিকেল অথবা সিমসন সাহেব কিম্বা জিলা ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমিন শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ সেন বাহাদুরকে প্রেরণ করিলেই ভাল হয়।"

আমারদিগের বিবেচনায় হয় এতন্মধ্যে রায় বাহাদুর তৎ প্রদেশের সমস্ত লোকের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন, কারণ তিনি বহু দিবসাবধি মানভূমের প্রধান সদর আমিন পদে নিযুক্ত ছিলেন, অতএব প্রস্তাবিত পদে তাঁহাকেই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

এই বিষয় লিখিতে লিখিতেই আমরা শুনিলাম শ্রীযুক্ত কমিসানর লসিংটন সাহেব এবং তাঁহার চারিজন কর্ম্মচারি চাইবাসার কোলেরদিগের বিষাক্ততীরে আহত হইয়াছেন।

৪৭ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্যেরা চীনরাজ্যে যুদ্ধার্থে গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

লার্ড ডনকেলিন্ সাহেব বিলাত গমন করাতে কর্ণেল চারল্‌স ষ্টুয়ার্ট সাহেব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের মিলেটরি সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত হইয়াছে।

দিল্লীস্থ কোনো পত্র প্রেরক ১৭ জানুআরিতে লেখেন, কয়েক দিবসাবধি দিল্লীর পদচ্যুত বৃদ্ধ বাদসাহা উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন, শুনিলাম গত রবি তাঁহার পীড়া এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, সকলেই বিবেচনা করিলেন তিনি অদ্যই প্রাণত্যাগ করিবেন।

জজরের নবাবের বাটীর সমস্ত তৈজসাদি দিল্লীতে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে।

অবগতি হইল যে অতি স্বল্প দিবসের মধ্যে "Regatta" অর্থাৎ নৌকার বাচ খেলা হইবেক, ইহাতে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার জেম্‌স কলবি ও স্যার অরথর বুলার প্রভৃতি কতিপয় সুবিজ্ঞ সাহেবেরা বিশেষ উদ্যোগি হইয়াছেন।

Printed and published by Issurchunn Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

আদিকাল

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলের অন্তঃপাতি গোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রদীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ৷৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৩৩ সংখ্যা] বুধবার ১৫ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ২৭ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জান, কেমারিন সাহেবের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

জান, কেমারিন এণ্ড কোম্পানি নামে যে কারবার চলিতেছে তাহার বাটীর ইমারৎ, কারবারের দ্রব্যাদি, বাকী অনাদায়ী টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর উক্ত আসামী জান, কেমারিন সাহেবের যে অংশ ও স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ

কলিকাতা।
২১ জানুআরি ১৮৫৮

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বাহির ব্রজাপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩২ বত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এচ, ফারগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২১ জানুআরি ১৮৫৮

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

১৫ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা গত সোমবাসরীয় প্রভাকরে লিখিয়াছি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে। অদ্য এই মহামঙ্গলময়ী মহতী সভার বিশেষ একটি সুখের সংবাদ ব্যক্ত করি, পাঠক মহাশয়েরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

এই সভার সর্ব্বপ্রধান বিশ্বপূজ্য শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মা এইক্ষণে সিমুলা পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, এৎসর তিনি এখানে স্বয়ং উপস্থিত না থাকাতে এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ভ্রাতা পীড়িত থাকাতে আমরা ভাবতেই চিন্তিত হইয়া এমত বিবেচনা করিয়াছিলাম,যে, এবারে বার্ষিক কার্য্য পূর্ব্বানুরূপ গৌরব সহকারে সুসম্পাদিত হইবে না, কিন্তু কি সন্তোষের বিষয়! করুণাময় পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আশার অতীত অধিক আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ লোক সমাগমের ত্রুটি হয় নাই। উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কয়েক জন সদ্বক্তৃতা দ্বারা প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন, বিশেষতঃ উক্ত প্রাতঃস্মরণীয় সাধু সদাশয় দেবেন্দ্রবাবুর প্রাণ প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁহার বয়স ১৭ সপ্তদশ বর্ষের ঊর্দ্ধ হইবেনা, তিনি সেই দিবস লোকারণ্যময় প্রকাশ্য সভায় দণ্ডায়মান হইয়া অকুতোভয়ে অম্লানবদনে সাহস পূর্ব্বক অতি সহজেই সুসাধু ভাষায় সদভিপ্রায় সম্বলিত সুবক্তৃতা দ্বারা সুধাবর্ষণ করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন,তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই "সাধু সাধু,, বারম্বার এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। না-হবে কেন? সুবৃক্ষ হইতে সুফল ফলিয়াই থাকে। রত্নের আকর হইতে কেবল রত্নই উদ্ভব হয়। অদ্বিতীয় জগন্মান্য সকল বাঙালির অগ্রগণ্য এতদ্দেশের প্রধান হিতৈষি মহারত্ন ৺ বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহারি তনুজ,এবং সেই দেবেন্দ্রনাথ বাবুর আত্মজ এই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাবু,সুতরাং রত্নখনিতে রত্নই জন্মিয়াছে। আমরা সেই বক্তৃতাটি প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক পত্রস্থ করিয়া সমস্ত লোকের সুগোচর করিব।

অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, আমারদিগের প্রাণাধিক অদ্বিতীয় লেখক সুসাধু বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্প্রতি অনেক আরোগ্যাভ করত চারি পাঁচ দিবসের জন্য বাটী হইতে একবার এতন্নগরে আগমন করিয়াছেন, তিনি এককালেই সুস্থ হয়েন নাই, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল বটে। তিনি অতিরিক্ত আর ছয় মাসের বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থলীতে গমন করিবেন। প্রার্থনা করি, সর্ব্বশিবময় সদাশিব সদয় হইয়া শীঘ্রই তাঁহাকে অরোগী করুন।

সদ্বিদ্বান বিদ্যানুরাগি সুযোগ্য শ্রীষ্টধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত রেবেরেণ্ড লালবিহারি দে প্রচুর প্রযত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক গুপ্তিপাড়া গ্রামে এক ইংরাজী ও বাঙালা পাঠশালা প্রস্থাপিতা করিয়াছেন, তাহার কার্য্য অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। শিক্ষকগণ অতি সুনিয়মে ছাত্রদিগে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, গত সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষায় পরীক্ষক এবং দর্শকগণ বিদ্যার্থি ও বিদ্যার্থিতরক উপদেশকদিগের প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত গ্রাম নিবাসি দেশহিতৈষি মান্যবর শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর সেন মহাশয় এ বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই সংযত্নশীল। তাঁহাকে ইহার প্রধান সাহায্যকারি বন্ধু বলিতেই হইবে, কেননা তিনি বেঞ্চ, টেবিল, কেদারা, টুল, বোর্ড ও ঘড়ি প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য তদ্ব্যতীত ১০৭ টাকা এককালীন দান করেন, এবং প্রতি মাসে ২৫ টাকা করিয়া ব্যয়ের আনুকূল্য করিতেছেন। আর আর অনেকেই কিছু কিছু দিয়াছেন ও দিতেছেন, সে সমস্ত বিষয় স্বাবকাশমতে এক দিবস প্রকাশ করিব। অদ্য সঙ্ক্ষেপমাত্র লিখিয়া লালবিহারি বাবু এবং যজ্ঞেশ্বর বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

"এলাহাবাদ হইতে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ-যোগে ২৪ জানুআরি পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সময়ে আগত।

লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ষ্ট্রাচি সাহেবের নিকট হইতে।

কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি শ্রীযুত কর্ণেল বর্চ্চ সাহেব সমীপেষু।

জেনরেল ফ্রাঙ্কস সাহেব গত দিবস সিকন্দরায় গমন পূর্ব্বক শত্রুদিগ্যে নসন্তপুরের দৃঢ় বদ্ধ স্থান হইতে দূর করিয়া দিয়া তাহারদিগের দুইটা তোপ এবং শিবির অধিকার করিয়া লইয়াছেন, এই যুদ্ধে আমারদিগের অত্যল্প ব্যক্তি আহত হইয়াছে, প্রায় ৫০০০ বিদ্রোহি ৩০ টা তোপ সহিত সমর সজ্জায় অবস্থিত ছিল, অনুমান হয় তাহারদিগের ১ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত প্রাণির হানি হইয়া থাকিবেক, আর কিছুই অধিক সংবাদ নাই।

কলিকাতা।
ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাপ আফিস
২৪ জানুআরি ১৮৫৮,,

পাঠকগণ এই শুভ-সংবাদ পাঠে জগদীশ্বরকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করুন।

প্রামাণ্য লোকের মধ্যেও এমত জনরব উঠিয়াছে, যে, বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব এই ভারতবর্ষ

মধ্যে যত ভাষার যত প্রকার সমাচার পত্র প্রচার হইয়া থাকে কোনো সুযোগে তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন।—এই বিষয়টি সম্ভব কি অসম্ভব তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

মথুরা এবং বৃন্দাবন হইতে সংপ্রতি আট দিবসে এতন্নগরে ডাকযোগে পত্র আসিয়াছে, তথায় সংপূর্ণরূপে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ব্রিটিস শক্তি স্থাপিত হইয়াছে। এবং রাজপথে আর কোনোরূপ উপদ্রব নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কাণপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, এইক্ষণে রাজবিদ্রোহিরা ফতেপুরের নিকটবর্ত্তি যমুনা ও ভাগীরথীর মধ্যস্থিত স্থানে দলবদ্ধ হইতেছে, এ বিধায় কামতি নামক স্থানের লোকেরা প্রধান সেনাপতির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। বোন্দেলখণ্ড এবং অযোধ্যা মধ্যে গোয়ালিয়র রাজবিদ্রোহি দলের অবশিষ্ট এবং অন্যান্য বিদ্রোহিরা সমবেত হইয়াছে।

হরকরার গাজিপুরস্থ কোনো বাঙ্গালি সংবাদদাতা লেখেন, অমর সিংহ বিস্তর সেনা এবং কতকগুলীন তোপ, রোটাস নামক পর্ব্বতের নিকটে সংগ্রহ করিয়াছে, উক্ত সেনাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত, তাহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তলবার এবং বর্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আরা জিলা অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ, নিয়মিতরূপে বন্দবস্ত হয় নাই।

জগদীশ্বরপুরের অনেক প্রজা আপনাপন গৃহ পরিত্যাগ করত অমর সিংহের অধীনস্থ রোটাস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি গৃহ সকলের মধ্যে বাস করিতেছে।

দিল্লীর কোনো পত্রপ্রেরক ১৫ জানুআরি তারিখে লেখেন, এইক্ষণে লক্ষ্ণৌ মধ্যে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার রাজবিদ্রোহি সেনা প্রায় ৬০ টা তোপ সহিত অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া তাহারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। শুনিলাম ঐ বিদ্রোহিরা সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে উক্ত স্থানের সমস্ত গলির মধ্যে মৃত্তিকার দুর্গ নির্ম্মাণ ও বেড়া দিতেছে। রোহিলাখণ্ডস্থ রাজবিদ্রোহিরা তথায় গমন করিয়াছে।

কাণপুর হইতে দিল্লীপর্য্যন্ত প্রকাশ্য পথের স্থানে স্থানে পুলিস স্থাপন হইয়াছে, গত কল্য একজন কর্ম্মচারী কাণপুর হইতে আসিয়া কহিলেন "পথিমধ্যে কোনোরূপ গোলযোগ নাই। বোধ করি, দিল্লীর পদচ্যুত বাদশাহের বিচার এই অবনী মধ্যে সমাধা হইল না, কারণ এরূপ উৎকট পীড়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা পাইবার কোনোরূপ সম্ভাবনা নাই, যদ্যপি এ সময় তাঁহার মৃত্যু হয়, তথাপি যবনেরা কহিবেক যে বাদশাহকে আমরা বিষ পানে হত্যা করিলাম।

উক্ত বাদশাহের সকল সন্তান গুলীনকে শমন ভবনে প্রেরণ করা হইয়াছে, আর প্রত্যহই তদ্বংশীয় রাজকুমার ও অন্যান্য নরাবদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইতেছে।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণমণ্ডিত পণ্ডিতপ্রবর কবিশেখর শ্রীযুক্ত প্রভাকরকর মহাশয় কৃপাকরেষু।

নমস্কার নিবেদন মিদং।

হে সম্পাদকপ্রবর! মল্লিখিত এই দ্বিতীয় পত্রখানী অনুগ্রহ পুর্ব্বক সংশোধিত করিয়া প্রভাকরপ্রান্তে স্থান দানে এ অজ্ঞান লেখককে জ্ঞান দান করিবেন নিবেদনেতি।

মনের প্রতি উপদেশ।

পদ্য।

ওহে মন, একেমন, তব ব্যবহার।
দিয়ে মন, তোর মন, মন মেলা ভার॥
নিরবধি, মম হৃদি, পুরে তুমি রও।
একি বাদ, তিল আধ, মম বশ নও॥
আমি যারে, স্মরিবারে, দেই সুমন্ত্রণা।
আহা আহা! তুমি তাহা, ভাবিছ যন্ত্রণা॥
মম মতে, জ্ঞান পথে, নাহি কর গতি।
ভ্রম পথে, ভ্রম রথে, হইয়াছ রথী॥
সুখভ্রমে, দুখে ভ্রমে, শ্রমে হও সারা।
মোহ বিষে, বিমরিষে, হলে দিশে হারা॥
বলি হিত, বিপরীত, তুমি বুঝ তায়।
আমার হইয়া মন, মজালে আমায়॥

ইন্দ্রিয় সকল মম, তব অনুগত।
তব অভিমত মতে, অবিরত রত॥
আমার নয়ন নয়, আমার নয়ন।
নাহি করে মম মতে, দুর্ল্লভ দর্শন॥
কামিনীর বিধুমুখে, মৃদু মৃদু হাস।
হেরিতে সতত তাই, তোমার প্রয়াস॥
রমণীর রূপ কূপ, নিরখি নয়ন।
অনিমিষে এক কালে, করে নিরীক্ষণ॥
যত দেখে তত দেখিবারে, সাধ যায়।
মদে আঁখি সপনেতে, দেখ তুমি তায়॥
নীতি ধর্ম্ম শাস্ত্র পরে, যদি রাখি আঁখি।
তুমি ছলে বলে কলে তাহে দাও ফাকি॥
দেখিতে দেখিতে তাহা, দেখিতে দেখিতে।
তোমার জ্বালায় আর, পারিনে টিকিতে॥
অমনি রমণী রূপ, হেরিবারে ধায়।
আমার হইয়ে মন, মজালে আমায়॥

আমার শ্রবণ নয়, আমার শ্রবণ।
সাধু উপদেশ কথা, না করে শ্রবণ॥
আছে বটে কাণ নাই, শুনিবার জ্বালা।
তব প্রতিকূলে ভুলে, হোয়ে যায় কালা॥
বুঝাইয়া দিলে কেহ, বিহিত বচন।
শুনেও সে কথা যেন, না শুনে শ্রবণ॥
তুমি যেন দাও গিয়ে, হাত দিয়ে ঢাকা।
খলের ছলের বাকা, লাগে মধু মাখা॥
যথা হয় কামিনীর, মৃদু মৃদু কথা।
একেকালে কাণ যেন, উপনীত তথা॥
কাণের কি দোষ তায়, তারে কিবা কব।
মহিলার মৃদু ভাষা, ভালবাসা তব॥
কাজেই কাণের কাণ, পোড়ে থাকে তায়।
আমার হইয়া মন, মজালে আমায়॥

আমার রসনা নয়, আমার রসনা।
তুমি যাহা বল তাই, করে সে বাসনা॥
"কফের আধার" মাত্র, রমণী বদন।
তুমি ভ্রমে ভাব তাহা, সুধার সদন॥
সেই সুধাপানে তব, ক্ষুধা অতিশয়।
সুধা সেই নয় কিসে, হবে ক্ষুধা লয়॥
রসনা রস না বুঝে, তোমার কারণ।
জানিতে না পারে মিষ্ট, কটু কষায়ন॥
তব বশে মিষ্টরসে, তিক্ত করে জ্ঞান।
সুধাভ্রমে, করে ভ্রমে, হলাহল পান॥
একেকালে ক্ষুধা হরে, যেই সুধা পানে।
ভ্রমেও না চায় ফিরে, সেই সুধাপানে॥
বিরসেতে রসেছে সে, বিরসের তারে।
কি রসে সরস আমি, করি আর তারে॥
রসনা বশ না মম, তোমারি জ্বালায়।
আমার হইয়া মন, মজালে আমায়॥

আমার চরণ নয়, আমার চরণ।
মমমতে জ্ঞানপথে, না করে চরণ॥
সুজন সমাজে যেতে, চালাইলে পদ।
তুমি মনে মনে ভাব, বালাই আপদ॥
সদা তারে যুক্তি দিয়ে, নিজ অভিমতে।
ভ্রমেতে ভ্রমাও নিয়ে, ভ্রমণের পথে॥
যেতে যেতে যেতে আর, নাহি হয় মতি।
পাপের মন্দিরে করে, আগে ভাগে গতি॥
পদে পদে হয় তাহে, বিপদে পতন।
তথাপিও পদ করে, সে পথে গমন॥
তোমারি জ্বালায় পদ, বিপদ ঘটায়।
আমার হইয়া মন, মজালে আমায়॥

অসার সংসার এই, অসার সংসার।
কিছু প্রশংসার নহে, কিছু প্রশংসার।
দুখের নিলয় দেহ রোগের নিলয়।
সুখোদয় নয় কভু, সুখোদয় নয়॥
পরিজনচয় যত, পরিজনচয়।
পথ-পরিচয় সব, পথ-পরিচয়॥
ধন-সুখ কূপ নয়, ধন-সুখ কূপ।
চিন্তাচক্ররূপ তাহা, চিন্তাচক্ররূপ॥
বায়ুর বিশেষ আয়ু, বায়ুর বিশেষ।
প্রতিক্ষণে শেষ হয়, প্রতিক্ষণে শেষ॥
নারী সুখ মই নহে, নারী সুখ মই।
দুখময়ী বই নয়, দুখময়ী বই॥
বিচ্ছেদ জ্বালায় তার, বিচ্ছেদ জ্বালায়।
যায় যায় যায় প্রাণ, যায় যায় যায়॥
আগে মন চুরি করি, আগে মন চুরি।
শেষেতে চাতুরী করে, শেষেতে চাতুরী॥
নারীপ্রেমে সুখ নহে, নারীপ্রেমে সুখ।
কেবল অসুখ তাহে, কেবল অসুখ॥

তাই বলি।

মোরমতে কেন মন, চলনা হে চলনা।
ছলনা ললনাগণে, ছলনা হে ছলনা॥
বিষম রিপুর দলে, দলনা হে দলনা॥
পরম প্রণয় রসে, গলনা হে গলনা।
প্রেমাসব পান করি, টলনা হে টলনা॥
পরম পাবক প্রেমে, জ্বলনা হে জ্বলনা।
প্রেমকের প্রেমগুণ, বলনা হে বলনা॥
পরম প্রেমিকপুরে, চলনা হে চলনা॥

প্রাণনাথ নাথে বলি, ডাকনা হে ডাকনা॥
প্রণয়পীযূষ কেন, চাকনা হে চাকনা॥
প্রেমপঙ্ক সর্ব্বাঙ্গেতে মাখনা হে মাখনা।
হৃদিকোষে প্রেমধনে, রাখনা হে রাখনা।
ভাব আবরণে তাহা, ঢাকনা হে ঢাকনা।
কারে ভয় সচেতনে, থাকনা হে থাকনা॥

বিনোদ বিবেক বস্ত্র, পরনা হে পরনা।
ভাবিকের ভাব ভাবে, ধরনা হে ধরনা॥
বিরহ বারিধি নীরে, তরনা হে তরনা।
প্রেমিকের প্রেমজ্বরে, জ্বরনা হে জ্বরনা॥
প্রেমদার প্রেম ত্যাগ, করনা হে করনা।
প্রেমি প্রেমে কেন কাল, হরনা হে হরনা॥

আপনার একান্ত অনুগত
শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
সাং ঢাকা বাবুর-বাজার।
বঙ্গাব্দ ১২৬৪। ১৮ পৌষ।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, সাধু,সাধু
প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNR GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আতিরিক্ত

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলক ভিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমরসংভ্রমন্মতচন্দ্রীনদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৩৪ সংখ্যা] শুক্রবার ১৬ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ২৮ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

দিল্লীনগরে অধুনা বিদ্রোহি সরদারগণের বিচার হইতেছে, তাহাতে অনেক নবাব ও রাজার দোষ সপ্রমাণ হইবায় তাঁহারদিগের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল দোষি প্রধানদিগের জায়গির ও বিভবাদি রাজবিধানক্রমে সরকারের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতেছেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট লভ্য দৃষ্ট হইতেছে। বিদ্রোহি সিপাহি ও দুষ্টলোকেরা ইতিপূর্ব্বে রাজকোষাদি লুণ্ঠনে গবর্ণমেণ্টের যত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, এতদ্রূপ লাভে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিপূরণ হওন সম্ভব দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মের জয় সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র হইয়াই থাকে, আমারদিগের প্রতাপান্বিত সদ্বিবেচক গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হয় ইহাতো কোনোক্রমেই হইতে পারেনা, কেননা রাজশাসনে তাঁহারদিগের ধর্ম্মদৃষ্টিই বলবতী।

বিদ্রোহিদলে সংমিলিত সরদারদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হওনে নিরীক্ষণ করিয়া ভবিষ্যতে ভারতরাজ্যের অপর কোনো প্রধান লোক রাজদ্রোহিতাচরণে বিলিপ্ত না হয়েন গবর্ণমেণ্টের এই উদ্দেশই বলবৎ, ক্ষতিপূরণ বা অকারণ রাগ প্রকাশ করা তাঁহারদিগের অভিসন্ধি নহে, তাহা হইলে বিচারের পারিপাট্য হইতনা, সে যাহা হউক, অধুনা দিল্লীর হতভাগ্য বৃদ্ধ বাদশাহের দোষ গুণের বিচার নিষ্পত্তির প্রসঙ্গ সমাচার পত্র মধ্যে পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত হইতেছে, আমরা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, পাঠকগণ প্রনিধান করুন।

দিল্লীর বাদশাহ প্রথমতঃ বিদ্রোহিতাচরণে আকাঙ্ক্ষী ছিলেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, অবশেষে যে তিনি তাহাতে সংপূর্ণরূপে সহায়তা করিয়াছেন,

বোধ হয়, এতদ্দোষ হইতে তাঁহার পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ, আমাত্যবর্গ এবং অনুচরেরা সংপূর্ণরূপে বিদ্রোহি দলে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এমত প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং সেই অপরাধে যখন তাঁহারদিগের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তখন তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র ছিলেন ইহা কোনোক্রমেই সাব্যস্ত করিতে পারিবেননা, প্রত্যুত অন্য নানা প্রকরণে দোষি থাকা অপর বিদ্রোহি নবাব সুবা ও রাজাদিগের বিচারকল্পে প্রকাশ হইয়াছে, অতএব তাঁহার দোষি নির্দোষিতার বিচার করিবার প্রয়োজনাভাব দেখা যায়, তবে তাঁহার কি দণ্ড বিধান হইবেক এই বিষয় স্থির হইলেই হয়। বৃদ্ধ বাদশাহ দুষ্ট সিপাহিগণের কুমন্ত্রণায় নিজ কুবুদ্ধি বশতঃ বিলিপ্ত থাকিয়া হতমান হত বৃত্তি, হতপুত্রপরিজন এবং হতসর্ব্বস্ব হইয়া যে অধিক কাল জীবিত থাকেন এমত প্রত্যাশা হয় না, বরং মর্ব্বদা শুনা যাইতেছে যে তিনি মৃত প্রায় হইয়াছেন, এই দুরবস্থাগ্রস্ত বাদশাহের পুর্ব্বাপর অবস্থা অনুস্মরণ করিয়া প্রবলতম গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রাণদণ্ড করিবেন ইহা আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি না, অধিকন্তু ব্রিটিস সেনাপতি যখন তাঁহাকে প্রাণে অভয় প্রদান করিয়াছেন এবং সেই আশ্বাস বিলাতীয় রাজসচিববর গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন, তখন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ করা যাইতে পারেনা, তবে দ্বীপান্তর প্রেরিত বা অন্য যে কোনো দণ্ড তাঁহার প্রতি বিধান হয় তাহাই প্রচার হওন অপেক্ষা মাত্র আছে।

——

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা গত ১৭ অগ্রহায়ণ দিবসীয় প্রভাকরে লিখিয়াছিলাম, রাজবিদ্রোহি দুরাত্মাগণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইংরাজজাতির উপর যেরূপ নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরাচরণ পুর্ব্বক ইংরাজ বালক বালিকা, পুরুষ ও স্ত্রী হত্যা করিয়াছে, বাঙ্গালির উপর সেইরূপ সমান অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে নাই।

আমরা পৃথক পৃথকরূপে তাহার প্রমাণ প্রকটন করিলাম। পরন্তু লিখিয়াছিলাম "কুমারহট্ট নিবাসি কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে কেরাণিগিরি কর্ম্ম করিতেন, বিদ্রোহিতা ঘটনা হইলে তিনি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গোপনে রেসিডেন্টের আয়ার ঘরে বাস করিতেছিলেন,, কয়েক দিবস হইল ঐ মহাশয় সপরিবারে এলাহাবাদে আসিয়া আপন বাটীতে এমত পত্র লিলিখিয়াছেন, যে "১৫ পৌষ দিবসে আমি কোনো বিশেষ উপায়ে লক্ষ্ণৌ হইতে সপরিবারে পলায়ন পূর্ব্বক ঈশ্বরানুগ্রহে এলাহাবাদে পঁহুছিয়াছি, দুই চারি দিবসের মধ্যেই এখান হইতে বাটীতে যাত্রা করিব, এইক্ষণে পত্র দ্বারা অধিক কি ব্যক্ত করিব, পঁহুছিলে পরেই আমার মুখে সমুদয় ঘটনা ও দুঃখের অবস্থা শুনিতে পাইবেন।,,

আমারদিগের কোনো বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, বেহালা নিবাসি শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়, যিনি কার্য্যোপলক্ষে ফরেক্কাবাদে বাস করিতেছেন, তিনি প্রায় ১০ দিবস হইল আপনার স্বাক্ষরিত এক পত্র বাটীতে প্রেরণ পুরঃসর শোকাভিভূত পরিবারগণকে সুখসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন, সেই পত্রের মর্ম্মার্থ, যথা—"অশেষ যন্ত্রণা সহকারে সংপ্রতি জগদীশ্বরেচ্ছায় অতি দীনাবস্থায় এক প্রকার শারীরিক কুশলে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু প্রাণ ভয়ের যে আশঙ্কা ছিল তাহা আর নাই, কারণ বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনাদিগের পরাক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অংশে শান্তি স্থাপন হইয়াছে। আমি সাত মাস-কাল দিবা রাত্রি ছদ্মবেশে ইতর-লোকেরদের বাটীতে দুর্গানাম জপিতে জপিতে প্রাণ ধারণ করিয়াছি, কষ্ট ও দুঃখের কথা বর্ণনা করা যায়না, আমারদিগের সংহারের নিমিত্ত দুর্জ্জনেরা অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করে নাই, এখানে অনেক ইংরাজ ও বাঙ্গালি মারা পড়িয়াছেন, জগদীশ্বর অনুকুল হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমার জিনিষপত্র ও সাহেবদিগের ২০০০ টাকা ভাগ্যক্রমে অপহৃত হয় নাই।,,

ঐ মহাশয় কলিকাতা ফেরনি পেলেসের জান, বার্ডডেল কোম্পানির এজেণ্ট-রূপে ফরেক্কাবাদে অবস্থান করিতেছেন।

কোনো গ্রামাণ্য বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম, এতন্নগরের নিকটস্থ কোনো বিখ্যাত গ্রামবাসি দুইজন যুবা বাঙ্গালি কোনো এক কর্ম্মের উপলক্ষে হাজারিবাগ নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তথায় পর্ব্বতীয়

এবং বন্য অসভ্য লোকেরা রাজবিদ্রোহিচরণের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহারা উভয়েই প্রাণভয়ে পলায়ন পুর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

"রায়োলপিণ্ডি,, নামক স্থানের ছাউনি হইতে তথাকার রোড ডিপার্টমেণ্টের হেডকেরাণী শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় আনরপুরের মহেশ্বরপুরে আপনার শ্বশুর সদনে এরূপ এক পত্র লিখিয়াছেন, যথা। "সংপ্রতি সাতমাসের পর গ্রাণ্ডট্রঙ্করোডে পুর্ব্বানুরূপ নির্ব্বিঘ্নে ডাকের গমনাগমন হইতেছে।,,

পাঠকগণ! আপনারা আনন্দ প্রকাশ করুন। দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, রায়োলপিণ্ডি প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সকল স্থল এইক্ষণে নিরাপদ হওয়াতেই ডাক গমনাগমনের এরূপ সুযোগ হইয়াছে, পুর্ব্বে ঐ সকল স্থানের পত্র বোম্বে অতিক্রম পুর্ব্বক দুই মাসে এখানে আসিত, এইক্ষণে পুনর্ব্বার যথাক্রমে নিয়মিত সময়ে এলাহাবাদ হইয়া কলিকাতায় আসিতেছে, ইহাতেই আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, যে, বিদ্রোহিগণ সর্ব্বত্রেই সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল হইয়াছে, এবং উক্ত সমুদয় স্থানেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ব্রিটিসজাতির প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

এলাহাবাদস্থ কোনো পত্রপ্রেরক ২২ জানুআরি দিবসে লেখেন, বাদসাপুরের ১২ ক্রোশ পশ্চিমে ব্রিগেডিয়ার জেনরল ফ্রাঙ্ক সাহেব অবস্থিতি করিতেছেন, এস্থান হইতে ২ সংখ্যক ড্রাগুণ গার্ড এবং কতকগুলীন রায়েল অশ্বারোহি গোলেন্দাজ সেনা, উক্ত সেনাপতির অধীনস্থ সেনাদিগের সহিত মিলিত হইবেক, ইহারা অতি ত্বরায় বিদ্রোহি নাজীম পাপিষ্ঠকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত গমন করিবে, শুনিলাম উক্ত দুরাচারির অধীনে ৪।৫০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য, কতকগুলীন অশ্বারোহি সেনা এবং ১৮ টা তোপ আছে, এস্থান হইতে গত কল্য প্রধান সেনাপতি সাহেবের গমনকালীন দুর্গ হইতে সম্মানসূচক তোপ হইয়াছিল।

১৭ তারিখের এলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে, প্রধান সেনাপতির আদেশানুসারে ৭৯ সংখ্যক হাইলণ্ডরেরা এবং মহারাণীর ৭ গণিত অশ্বারোহি গোলেন্দাজ সেনারা ফতেপুরাভিমুখে গমন করিয়াছে, যে সকল বিদ্রোহিরা নদী পার হইয়া ফতেপুর আক্রমণাভিলাষে গমন করিয়াছে, তাহারা উক্ত শ্বেতসেনা কর্ত্তৃক উচিতমত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু এমত ধার্য্য হইয়াছে, যে, লক্ষ্ণৌ নগরকে শত্রুহস্ত হইতে মোচন করিবার নিমিত্ত সকল ব্রিটিস সেনারা কাণপুরে প্রথমে একত্রিত হইবে।

আলাহাবাদে সম্প্রতি আর কোনো গোলযোগ নাই, কতকগুলীন হাইলণ্ডর এবং অশ্বারোহি গোলেন্দাজ সেনা তথায় অবস্থিতি করিতেছে, তত্রস্থ প্রজারা শত্রু আগমনের চিন্তা পরিত্যাগ করত স্বচ্ছন্দচিত্তে বসবাস করিতেছেন। সম্প্রতি আলাহাবাদ হইতে আগ্রাপর্য্যন্ত নিরাপদে ডাক চলিতেছে।

হরকরার কোনো পত্র প্রেরক লেখেন, অমর সিংহ অদ্যাপি শসারাম লুণ্ঠন করণের প্রতীক্ষা করিতেছে, রাজানুগত সাহেব কুবার উদ্দীন উক্ত দুরাচারির সহিত মিলিত না হওয়ায় তাহাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিতেছে, মহারাণীর ৯৭ গণিত রেজিমেণ্টের দুইদল শ্বেত সেনা এবং ২ টা তোপ তথায় থাকায় দুষ্ট লোকেরা সহসা আগমনের ভয় করিতেছে, কতকগুলীন বিদ্রোহি সেনা ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগের ফাঁসি দিবার নিমিত্ত আয়োজন হইতেছে।

মেদিনীপুরস্থ ২১ জানুআরির পত্রে লেখে, চাইবাস্যায় এক্ষণে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কমিস্যনর মেং লসিংটন সাহেব কোলকর্ত্তৃক ভয়ানকরূপে আহত হইয়াছেন। শুনিলাম ব্রিটিস সেনাদিগের সহিত কোলদিগের যে হাতাহাতি সমর হয় তাহাতে ব্রিটিসপক্ষের ২০ জন হত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০ জন নাবিক সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, কালপির বিদ্রোহি সেনারা দোয়ের নামক স্থানের অনেক থানা লুণ্ঠন করত প্রহরিগণকে ভয়ানক রূপে আহত এবং ৪০ জনকে হত করিয়াছে।

মিরাটের ১২ আনুআরির পত্রে ব্যক্ত করে, মেং ফিলিপস সাহেব শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন, একদল কারবিনার, ১৫০ জন রাইফেল, কতকগুলীন লাইট অশ্বারোহি, এবং ৫০ জন সুশিক্ষিত

পুলিস প্রহরি সেনা দুই টা তোপ সমভিব্যাহারে মজঃফর নগরে গমন করিয়াছে।

প্রধান সেনাপতির ফতেগড়স্থ শিবির হইতে ১৩ জানুআরি দিবসে লেখে, মেং ওয়ালপোল সাহেবের অধীনস্থ সেনারা রামগঙ্গার সেতু মেরামতার্থে গমন করিয়াছে। ৬৪ গণিত পদাতিক সেনারা আলিগড়ে গমন করিয়াছে। প্রধান সেনাপতি বাহাদুর সেই দিবস প্রাতে অশ্বারোহি সেনাদিগের রিবিউ অর্থাৎ যুদ্ধের অনুরূপ দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, রাজবিদ্রোহিরা লক্ষ্ণৌ রাজ্য আপনাদিগের অধিকারে রাখিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ চেষ্টা পাইতেছে, তাহারা উক্ত নগরের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ৬০০ শত তোপ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক দৃঢ় রূপে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

হরকরার এলাহাবাদস্থ কোনো পত্র প্রেরক লেখেন, ফতিয়াবাদের প্রজারা রাজবিদ্রোহিতা করণ মানসে প্রায় ১০০০ হাজার ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু মেজর হেনেস সাহেবের অধীনস্থ ১০০ শত শ্বেত সেনা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া তাহারদিগের বিস্তর লোক হত ও আহত হয়, অবশিষ্ট গুলীন ভয়ে জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

জব্বল পুরের ৬ জানুআরি তারিখের পত্রে লেখে, এখানে অতি স্বল্প সংখ্যক সেনা অবস্থিতি করায় শত্রুদিগের সহিত কোনোরূপ প্রকাশ্য সমর এপর্য্যন্ত হয় নাই, কেবল সুযোগ মতে মধ্যে মধ্যে অল্প সংখ্যক বিদ্রোহিকে ধ্বংস করা হইতেছে ১ গণিত মান্দ্রাজি পদাতিক সেনা এবং কতক দল গৌরাঙ্গ সৈন্যের আগমনের প্রতীক্ষা করা যাইতেছে, বোধ করি তাহারা আগত হইলেই "বিজরা জঘর,, স্থানের বিদ্রোহি রাজার দুর্গ আক্রমণ করা যাইবে, জগদীশ্বরের কৃপায় যদ্যপি উক্ত রাজাকে পরাজিত করা যায়, তবে এস্থান হইতে মৃজাপুর পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থল এক প্রকার শত্রুশূন্য হইবেক, কেননা উক্ত বিখ্যাত দুরাচারি বিদ্রোহী এই মধ্য ভাগের কুশল নাশের এক প্রকার মূলীভূত কারণ হইয়াছে।

কাণপুরস্থ ২১ জানুআরির পত্রে ব্যক্ত করে, আলমবাগ নামক স্থানে সার জেম্‌স ঔটরাম সাহেব বিদ্রোহিদিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, মহারাণীর ৩৪ গণিত এক রেজিমেণ্ট শ্বেত সেনা আলমবাগের দুর্গস্থ সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে, মিরাটের কোনো সমর সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী ১৯ তারিখে লেখেন, অদ্য প্রাতে করলাল নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি রাস্তায় অনবরত তোপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ কিছুই অবগত হই নাই, ২২ জানুআরি তারিখে এলাহাবাদস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, ২সংখ্যক ড্রাগুনের কতকগুলীন সেনা এবং কতকগুলীন অশ্বারোহি গোলেন্দাজ সৈন্য অদ্য এস্থান হইতে ফ্রাঙ্ক সাহেবের অধীনস্থ সেনার সহিত মিলিত হওনাভিপ্রায় গমন করিয়াছে।

বীরবর মৃত মহাত্মা জেনরল হেবলক সাহেবের পুত্র মেজর হেবলক সাহেব রাজধানীস্থ মহারাজ্ঞীর সেনাগণের ব্রিগেড মেজর পদ প্রাপ্ত হইবেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

গত সোমবারাবধি সদরআমীন এবং মুন্সেফদিগের আদালতে মোক্তার নিযুক্ত করণের বাৎসরিক পরীক্ষা জিলা চব্বিশ পরগণার জজ সাহেবের বিচারালয়ে সমাধা হইতেছে। সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ জজ শ্রীযুক্ত মেং লাটোর সাহেব এবং প্রধান সদর আমিন শ্রীমান রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে সাগরবাসি গুণ্ডজাতি হইতে অনেক দল সেনা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহারা সমর সম্বন্ধীয় পোলিস কার্য্যে নিযুক্ত হইবেক। জোয়ানপুরের রাজানুগত প্রতিপন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবৃন্দকে গবর্ণমেণ্ট এমত অনুমতি করিয়াছেন যে তাঁহারা আপন আপন প্রজা হইতে সেই প্রকার সৈন্য সংগ্রহ করুন।

গবরনর জেনরলের মুরশিদাবাদের পূর্ব্বতন এজেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল মেগ্রেগর সাহেব কোম্পানির কর্ম্ম পরিত্যাগ করণের প্রার্থনায় বিদায় লইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

Printed and published by IssurchunrGoopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতিহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগেলিক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিত্ত্রাসংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৩৬ সংখ্যা]শনিবার ১৮ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ৩০ জানুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

নং ৩২৩১

মোমজামা।
মোম।
রজন অর্থাৎ ধুনা।
গালা-বাতী।
জ্বালানী কাষ্ঠ।
শর্ষিয়া তৈল।
মোটা গজিকাপড়।
রসি।
সুতালী।
পেটো দড়ী।
পিচ।
ডামর।
ভাল খুলী।
বুরুষ।
গোচর্ম্ম।
খলিয়া ও চট।
মাটীর হাঁড়ী।
পেরেক।
ছোট কাঁটা।
কেম্বিশ।

এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতা জেনরল পোষ্ট আফিসের ব্যবহারার্থে পার্শ্ব লিখিত দ্রব্যাদি এক বৎসরের নিমিত্ত প্রদান করিতে হইবেক, তদ্বিষয়ের মোহর করা দরখাস্ত সকল সন ১৮৫৮ সালের ১৫ ফিব্রুআরি মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত গৃহীত হইবেক।

প্রাগুক্ত বিষয়ে চুক্তিকারি ব্যক্তিরা নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইলে তাঁহারদের সম্মুখে দরখাস্ত সকল খোলা যাইবেক।

যে ব্যক্তির দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক তাঁহাকে কোম্পানির এক হাজার টাকা ডিপাজিট অর্থাৎ আমানৎ রাখিতে হইবেক।

এ বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ জেনরল পোষ্ট আফিসে আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

T. GARRETT.
Offg. Post Master General of Bengal.
টি, গেরেট।
বাঙ্গালার আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টর জেনরল।

কলিকাতা।
জেনরল পোষ্ট আফিস
১৩ জানুআরি ১৮৫৮।

সংবাদ প্রভাকর

১৮ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমারদিগের এলাহাবাদস্থ বন্ধু ২৪ জানুআরি দিবসে লেখেন, "এইক্ষণে এস্থানে কোনো গোলযোগ নাই, কিন্তু এই জেলার অন্তঃপাতি অনেক স্থানে এপর্য্যন্ত কোনো রূপ বিশেষ বন্দবস্ত হয় নাই. বোধ করি, ত্বরায় গোলযোগ নিবারণ হইয়া শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। আমি উপস্থিত মত সমস্ত সংবাদ লিখিয়া প্রেরণ করিব।,,

আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসি সুবিখ্যাত নবরঙ্গ কুলবিশিষ্ট কায়স্থবংশীয় মহাকুলীন শ্রীযুত বাবু বিশ্বচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রথম পুত্র বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র গত দিবস প্রাতে আত্মভবনে আত্মহস্তে গুলি করিয়া আত্মনাশ করিয়াছেন। এই আত্মঘাতী ঢাকার সব-এসিষ্টাণ্ট সারজনের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, অতি যোগ্য, কৃতবিদ্য ও সর্ব্বপ্রিয় এবং বহুগুণজ্ঞ ছিলেন, ইঁহার নিজ নাশের কারণ এইমাত্র ব্যক্ত হইয়াছে, অর্শ, জ্বর এবং কাশরোগে গুরুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, অসহ্য যাতনা সহ্য করণে অক্ষম হইয়া মধ্যে মধ্যে বন্ধু বান্ধবাদি পরিজনগণের নিকট মৃত্যু প্রার্থনা করিতেন, পরিশেষ দুর্বুদ্ধি দোষে বোধান্ধ হইয়া তাহাই করিয়া বসিলেন। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরেই পুলিসের লোকেরা আসিয়া করনর সাহেবের পরীক্ষা এবং তদন্ত করণ কারণ মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে। আহা! আত্মনাশ কি সর্ব্বনাশ।—

যখন জীবমাত্রেই মৃত্যুর নাম শুনিলেই তটস্থ হয়, অন্যের মরণাবস্থা দর্শন করিলেই হৃৎকম্প হইতে থাকে, তখন ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার প্রাণ আপনি বিনাশ করা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বোধ করি, আত্মঘাতিদিগের চিত্ত ঐ সময়ে প্রকৃত অবস্থায় থাকেনা, চিত্তের চাপল্য জন্যই উন্মত্ত হইয়া এতদ্রূপ অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় অচিন্তনীয় নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হয়। যাহা হউক, এবম্ভূত মরণের প্রতি যিনি যেরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন, করুন, ফলে যিনি সর্ব্বকারণ, কেবল তিনিই ইহার কারণ জানিতেছেন। অনেক পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা প্রাণিতত্ত্ব-নিরূপণে এমত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে, জীবের জন্ম, স্থিতি এবং বিনাশ প্রাক্তনজনিত-কর্ম্মের অধীন।

পদ্য।

কার কাছে এই কথা, করিব প্রকাশ?।
নিজ হস্তে, নিজ-নাশ, একি সর্ব্বনাশ!॥
আহা আহা! আত্মঘাতি, হাঁরেরে, নিদয়।
কেন তোর হেন বুদ্ধি, হইল উদয়?॥
আপনিই ইচ্ছা করি, ডাকিলি মরণ।
পরমায়ু, মহাধন, করিলি হরণ॥
আপনার করে নর, আপনিই মরে।
বিষাদে বিদরে বুক, মনে হোলে পরে॥
আপনি আপন প্রাণ, করিতে সংহার।
কিছু কি হোলোনা মনে, দয়ার সঞ্চার?॥
শিখিয়া বৈদ্যের বিদ্যা, এই কি করিলে।
আপনার মহাবৈদ্য, আপনি হইলে?॥
জনক কনক সম, দেখিত তোমায়।
পেয়েছিলে কলেবর, যাহার কৃপায়॥
এমন পিতার প্রতি, পাষাণ হইয়া।
জিয়ন্তে মারিলে তারে, আপনি মরিয়া॥
সন্তানের শোকশেলে, হারাইয়া জ্ঞান।
মনোময়-পুত্ররূপ, করিতেছে ধ্যান॥
দশমাস জঠরেতে, ধরিয়া জননী।
প্রসব করিল সতী, পুত্ররূপ মণি॥
সময়ে সময়ে করি, শরীর পতন।
কত দুখে করিয়াছে, লালন পালন॥
যশোদার যাদুমণি, যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ ছিলে তার, প্রাণের কুমার॥
এমন মায়ের প্রাণ, করিয়া বিদার।
হোয়ে পুত্র, পাপস্পর্শ, আপন সংহার॥
প্রণয়িনী প্রিয়তমা, প্রেয়সী তোমার।
করিলে তাহার সহ, নিদয় ব্যাভার॥
অনাথিনী হোলো ধনী, দহিছে হৃদয়।
আহা, তার, হাহাকার, ঘুচিবার নয়॥
ভাই, বন্ধু যেখানেতে, আছে যতজন।
সবাই মনের দুখে, করিছে রোদন॥
অভিযোগ, অনুতাপ, করিলে কি হবে।
নিজ নিজ কর্ম্মফল, ভোগ করে সবে॥
অবোধ ছিলেনা তুমি, বিদ্যা, বোধ ছিল।
এমন পাপেতে কেন, প্রবৃত্তি হইল?॥
ইহাতে কারণ আছে, নাহিক সংশয়।
ফলে তাহা মানুষের, জ্ঞানগম্য নয়॥
এ জগতে পাপ আছে, অশেষ প্রকার।
আত্মনাশ মহাপাপ, প্রধান সবার॥
দেহিরূপে ধরাধামে, যে পেয়েছ বাসা।
কোরোনা, কোরোনা কেহ, মরণের আশা॥
গোলে গোলে, খোসে খোসে, দেহ যদি যায়
তথাপিও আত্মনাশ, বিধি নয় তায়?॥
বহু পুণ্যফলে ভাই, বহু পুণ্যফলে।
এসেছ মানবরূপে, এই ধরাতলে॥
জীবের প্রধান নর, সকলেই কয়।
এমন জনম ভবে, আর নাকি হয়?॥
দেহ পেয়ে দেখাদেখি, তোমায় আমায়।
দেহ যাহে ভাল থাকে, যত্ন কর তায়॥
ধন, জন, দারা, সুত, গৃহ পরিবার।
সহায় সম্পদ আদি, যত আর আর॥
এ সব বিভব ভাই, হোলে পরে ক্ষয়।
পুন হয়, সমুদয়, দেহ যদি রয়॥
যাবে যাহা, তুমি তাহা, পাবে বার বার।
পতন হইলে দেহ, নাহি হয় আর॥
পেয়েছ অমূল্য এই, শরীর রতন।
সুকার্য্য সাধনে কর, বিশেষ যতন॥
ব্যাধির-মন্দির বটে, শরীর তোমার।
জরা আসি করিয়াছে, দেহ অধিকার॥
মহারোগ, কর ভোগ, তাহে নাহি খেদ।
তবু হোতে নাহি হে ক্ষ, প্রাণের বিচ্ছেদ॥
চোক্ যাক্, কাণ যাক্, খোসে যক্ নাসা।
তথাচ কোরোনা মনে, মরণের আশা॥
চরমে পরম পদ, দেহ থাকে যদি।
অনায়াসে পার হবে, ভীম ভবনদী॥
স্থির কথা, যথাকালে, যাবে যোগাধাম।
মন খুলে জপ কর, ঈশ্বরের নাম॥

রাজবিদ্রোহিতার নিমিত্ত সংপ্রতি একটি জিলার স্থান পরিবর্ত্তন হওনের কল্পনা হইতেছে, আরা হইতে জিলা উঠিয়া বক্সরে স্থাপিত হইবে. বক্সর গঙ্গাতীরস্থ অতি মনোহর স্থান, তথায় উত্তম বাজার ও হাট আছে, এবং মিলেটরি সংক্রান্ত কয়েকটা কার্য্যালয়ো আছে, তাহার পরপারে ক্রোমটাটী; যথায় গবর্ণমেণ্টের সমরসম্বন্ধীয় অশ্বশালা, বক্সরে জেলা আইলে ভোজপুরের জলে স্থলে বিশিষ্টরূপে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা, আরা গঙ্গাতীর হইতে তিন চারি ক্রোশ দূর, সেখানে যে এক নদী আছে, তাহা অতি ক্ষুদ্র অথচ ১২ বারোমাস বহতা নহে, সজলা-নদীর তটে জেলা প্রতিষ্ঠা করাই কর্ত্তব্য। জেলার স্থলটিকে নগর বলিয়াই বর্ণনা করা যায়, সুতরাং তথায় নৌকার গমনাগমন না হইলে সেই স্থল বাণিজ্যের স্থল বলিয়া বিশেষরূপে বিখ্যাত হইতে পারেনা, অতএব আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতেছি, যে, আরা হইতে জেলা উঠিয়া বক্সরে আইলে রাজা প্রজা, বণিক, ব্যবসায়ি, বাদি প্রতিবাদি, উকিল, মোক্তার এবং আমলা প্রভৃতি সকলেরি পক্ষে মহোপকারের সম্ভাবনা, কিন্তু এই স্থলে একটী কথা কহিতে হইল, যে, সাহাবাদটি ভোজপুরের মধ্য স্থান, তাহা বিদ্রোহি-প্রধান রাজা কুমার সিংহ এবং অমর সিংহের অধিকার অর্থাৎ জমিদারি, অমর সিংহ ঐ জিলার অন্তঃপাতি "রোটাসের" দুর্গে কতকগুলীন বিদ্রোহি-সেনা এবং দুষ্টলোক লইয়া অবস্থান করিতেছে, একারণ আরা হইতে এককালেই জেলা তুলিয়া আনা বিবেচনাসিদ্ধ হয়না। বক্সরে জেলার প্রধানভাগ স্থাপিত হওয়া বিধেয় বটে, কিন্তু সাহাবাদে তাহার সহকারি একটি মহকুমা এবং একশ্রেণী সৈন্য রাখা অত্যন্তই আবশ্যক হইতেছে। তাহা হইলে দুরাশয় দুষ্টলোকেরা মাথা তুলিয়া প্রবল হইতে পারিবেনা।

অদ্য প্রাতে আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর সম্প্রদায় সহিত বাষ্পরথে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথা হইতে ডাকের গাড়িতে আরোহণ পূর্ব্বক এলাহাবাদে গমন করিবেন, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সমূলে শত্রু ক্ষয় করত স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করুন।

আমর কোনো বিশ্বাসি লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, কলিকাতাস্থ "জেনরল এসেম্বিলিস্ ইনিষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন সুপণ্ডিত উপদেশক রেবরেণ্ড এণ্ড্রুসন সাহেব পুনর্ব্বার শীঘ্রই এতন্নগরে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বকার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবেন।

এতন্নগরে এমত জনরব হইয়াছে, যে, গবরনর জেনরল বাহাদুর যে পর্য্যন্ত এলাহাবাদে অবস্থান করিবেন সে পর্য্যন্ত হয় স্যার জান, লারন্স সাহেব, নয় জান, পিটর, গ্রাণ্ট সাহেব কলিকাতায় আসিয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এই জনরব সত্য কি, না, তাহা অবিলম্বেই জ্ঞাত হওয়া যাইবেক, ফলতঃ এই সময়ে মেং গ্রাণ্ট সাহেবের কলিকাতায় আসাই সম্ভব বটে।

চারি পাঁচ দিবস গত হইল, কলিকাতার লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত হেলিডে বাহাদুর যশোহর হইতে প্রত্যাগত হওনকালীন ঘোড়া বদলের কালে দত্তপুকুরে নাবিয়া কয়েক জন দোকানদারকে এমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, "তোমরা কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছ" এই প্রস্তাবে তাহারা এরূপ উত্তর করিল "সমুদয় খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে দুর্ভিক্ষ জন্য আমরা অতিশয় ক্লেশ পাইতেছি।

গত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘণ্টার সময়ে "আকলেণ্ড গার্ডন" নামক মনোহর উপবনে মেলার ন্যায় ফল, ফুল, মুলাদির প্রথম গণিত বাজার বসিয়াছিল, তদ্দর্শন ও ক্রয়ার্থ বহু সংখ্যক সাহেব বিবী এবং এতদ্দেশীয় ভাগ্যধর লোকের সমাগম হয়, মহারাণীর ১৯ গণিত দলের এবং কলিকাতা ইনফেণ্টরি বলণ্টিয়ার দলের বাদ্যকরেরা তৎকালে তথায় সুমধুর বাদ্য দ্বারা সকলের কর্ণে সুধাবর্ষন করিয়াছেন।

বিলাত হইতে ২৬ ডিসেম্বর পর্য্যন্তের যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে এমত নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে, এই ভারতবর্ষ আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে থাকিবেনা। কুলীন সভার অধ্যক্ষেরা তদ্বিষয় আপনারাই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

বিলাতে বাণিজ্য বাজার উত্তম নহে, ক্রমেই দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় রহিত হইয়া আসিতেছে।

নূতন আইন।

গত শনিবার ব্যবস্থাপক সভা হইতে এককালে তিনটী আইন প্রচলিত হইয়াছে।

যথা।

প্রথম। এই ভারতবর্ষ মধ্যে ইউরোপীয় যে সকল শ্বেত সেনা আগত হইয়াছে তাহারদিগের নিমিত্ত বারিক এবং অন্যান্য সমর সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়াদি অতি ত্বরায় নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি কারিকর ও মজুরাদি যে সকল লোকের প্রয়োজন হইবেক তাহারদিগকে বিনা সম্মতিতে বল পূর্ব্বক ধৃত করত উল্লেখিত সমুদয় কার্য্যে নিয়োগ করা যাইবেক, কিন্তু তাহারা পরিশ্রমের উপযুক্তরূপ বেতন পাইবেক।

দ্বিতীয়। এই উপস্থিত রাজবিদ্রোহ ঘটনার সুযোগে যে সকল দস্যু তস্কর, বিদ্রোহিদিগের দ্বারা কারামুক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে তাহারা এক মাসের মধ্যে উপস্থিত না হইলে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইবেক।

তৃতীয়। যে সকল স্বাধীন রাজাগণ অধুনা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগি হইয়া স্বচ্ছন্দে কালক্ষয় করিতেছেন, তাঁহারদিগকে দূরস্থ জিলায় না রাখিয়া রাজধানীর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিচারালয়ের অধীনে আনিয়া রাখা যাইবে, এবং তাঁহারা কোনো দৌরাত্ম্য করিলে সুপ্রিম কোর্টে তাহার বিচার নিষ্পন্ন হইবেক।

ঐ দিবস আরো দুইটী আইনের পাণ্ডুলিপি উক্ত সভায় পঠিত হয়, তাহা এই যে।

১। যে সকল গ্রামের প্রজাগণ রাজবিদ্রোহিদিগের স্বপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে তাহারদিগকে বিদ্রোহি বলিয়া গণ্য করত রাজবিচারানুসারে তাহারদিগের সম্পত্তি সকল রাজকোষভুক্ত করা যাইবেক।

২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের নামাঙ্কিত যে সকল বন্দুক, তলবারাদি সমর সম্বন্ধীয় অস্ত্র শস্ত্র বিদ্রোহিরা কিম্বা অন্য কেহ আপনার গৃহ মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া থাকেন তাহা অনুসন্ধান দ্বারা ধরা পড়িলে তাহাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া যাইবেক।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদের সারমর্ম্ম।

সেকেন্দরার শিবির। ২৬ জানুআরি।

ব্রিগেডিয়ার ফ্রাঙ্কস্ সাহেবের নিকট হইতে আগত।

কলিকাতা।

মিলেটরী ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব সমীপেষু।

রাজবিদ্রোহি নাজিম ফেজেল

আজিম ৮০০০ সেনা এবং ১৪ টা তোপ সমভিব্যাহারে নসিৎপুরের তালুকদার বেণী বাহাদুর সিংহের সহিত মিলিত হওয়ায় বীরবর ফ্রাঙ্ক সাহেব ২৩ জানুআরিতে উক্ত স্থানে তাহারদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করায় শত্রুগণ সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই সংগ্রামে বিপক্ষ পক্ষের ৫০০ ব্যক্তি হতাহত হয়, এবং তাহারদিগের বিস্তর দ্রব্যাদি ও ৩ টা তোপ আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে এ পক্ষের কেবল ৬ জন সামান্যরূপে আহত এবং ৩ টা অশ্ব হতাহত হইয়াছে। এতৎ সমরে নেপালের কর্ণেল যাদ্ধ সিংহকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

আমারদিগের রণনিপুণ বহুদর্শি প্রধান সেনাপতি বাহাদুর অতি ত্বরায় ফতেগড় পরিত্যাগ করত লক্ষ্ণৌ অভিমুখে শত্রু দমনার্থ গমন করিবেন, শুনিলাম তাঁহার সমভিব্যাহারে বহুপ্রকার দলের বিস্তর সেনা এবং তোপ ও অন্যান্য নানা প্রকার সমর সজ্জা প্রেরিত হইবেক।

আলাহাবাদস্থ কোনো পত্র প্রেরক ২৩ জানুআরি তারিখে লেখেন, যে গত বুধবাসরে বিস্তর পদাতিক ও অশ্বারোহি এবং গোলেন্দাজ সেনা এস্থান পরিত্যাগ করত কানপুর হইয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে গমন করিয়াছে, বোধ করি তাহারা লক্ষ্ণৌস্থ শত্রুদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিবার মানসে তথায় গমন করিতেছে, ফতেপুর এবং কালপির নিকটবর্ত্তি স্থানে স্থানে অদ্যাপি শত্রুগণ দলবদ্ধ হওত ভ্রমণ করিতেছে।

আলমরাগস্থ কোনো পত্র প্রেরক লেখেন, গত ১৬ জানুআরি দিবসে স্যার, জেম্‌স ঔটরাম সাহেব সহসা শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হওয়ায় সাতিশয় বীরত্ব সহকারে তৎক্ষণাৎ আপন অধীনস্থ পদাতিক ও অশ্বারোহি সেনাগণকে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক শত্রুদিগের বিপক্ষে প্রেরণ করেন, শত্রুকুল, বিশ্ব বিজয়ি ব্রিটিস সেনাদিগের পরাক্রম দর্শন করত রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করায় এপক্ষের সেনারা তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তি হইয়া ঘোরতররূপে সমর করে তাহাতে শত্রুদিগের বিস্তর মারা পড়িয়াছে, এপক্ষের একজন গোলেন্দাজ গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ৯০ গণিত দলের একজন সারজন এবং ৫ সংখ্যক কেউসিয়ার দলের ৩ জন আহত হইয়াছে। এই যুদ্ধে মেজর ব্রিসিয়ার এবং তাঁহার অধীনস্থ শীক সেনাগণকে বিশেষরূপে প্রশংসা দেওয়া কর্ত্তব্য উক্ত সেনা কর্ত্তৃক নরাধম বিডিখান হনুমান ধৃত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ গেরিজন হইতে যে সকল শ্বেতাঙ্গনা এবং বালক বালিকা দিগ্যে মুক্ত করিয়া আনা হয়, তাহারদিগের অবশিষ্ট দল গত বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহরের পর এতন্নগরে সমাগত হইয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়ের সম্মানার্থ বিশেষ সমারোহ হয় নাই।

অনুবাদিত সংবাদ।

এমত জনরব, বিলাতের প্রধান রাজমন্ত্রি লার্ড পামরষ্টন সাহেব মধ্যদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর গ্রাণ্ট সাহেবকে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আগমনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপেল মেং সাটক্লিফ পীড়াবশতঃ ১৫ মাসের বিদায় লইয়া পুনরায় বিলাত গমন করণের আবেদন করিয়াছেন, শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলের ইন্সপেক্টর মেং এস, হেরিসন সাহেবকে তাঁহার পরিবর্ত্তে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন।

হরকরার কোন পত্রপ্রেরক লেখেন "কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট মেং হিউম সাহেবকে এতন্নগরের বিচারপতির পদ হইতে অন্যত্রে প্রেরণ করা অতি আবশ্যক, কারণ তিনি ইংরাজদিগের প্রতি সাতিশয় কুব্যবহার করেন।,,

ইনি নিরপেক্ষ, সূক্ষ্মদর্শী, যথার্থ বিচার করিয়া থাকেন, এজন্যই সাহেবেরা ইহাঁর প্রতি রাগ করিতে পারেন।

মেজর টরনার সাহেব যুদ্ধোপযোগী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি শকটারোহণে স্থানে স্থানে লইয়া যাওনের এজেণ্ট হইবেন।

মথুরার ডেপুটী কালেক্টর এবং মাজিষ্ট্রেট, মিয়া ইমদেদ আলী সাহেব উপস্থিত রাজবিদ্রোহের সময় সাতিশয় পরিশ্রম এবং রাজভক্তি সহকারে রাজার অনুকূলে সাধ্যমত চেষ্টা করায় ১৫০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অবগতি হইল, শতকরা ৫ টাকা করিয়া লোন খোলায় ইতিমধ্যে ৬ ক্রোর মুদ্রা জেনরল ট্রেজরিতে ন্যস্ত হইয়াছে, উক্ত নিয়মে লোন অদ্যাপি চালতেছে।

Printed and published by Issurchunn Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক

সতাংগনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাব্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্র মীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৩৭ সংখ্যা] সোমবার ২০ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ২ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে ইংরাজী ১৮৫৮ এক হাজার আট শত আটান্ন সালের জানুআরি মাসের ১৬ তারিখে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে, যে মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত শোভাবাজার নিবাসী হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মৃত শিবনারায়ণ দেবের উইল পত্র প্রমাণে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং দেনা পাওনা প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত স্থান নিবাসী হিন্দু প্রজা উপেন্দ্র নারায়ণ দেবের প্রতি কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইবে, যিনি উল্লেখিত মৃত শিবনারায়ণ দেবের ভ্রাতা।

ANLEY & SIMS,
Proctors.
এনলি এণ্ড সিম্‌স।
ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের
উকীল।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তি স্থানাদির মূল্যবান ভূমি সম্পত্তি বিক্রয়ের বিবরণ।

অতি ত্বরায় বিক্রীত হইবেক।

মেকেঞ্জি লায়েল কোম্পানিরা নিম্নলিখিত মূল্যবান ভূমি সম্পত্তি ও তাহার ইমারত সকল এক্সচেঞ্জ কমর্সেল ঘরে অবিলম্বে প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণের অনুমতি পাইয়াছেন।

১। নিমতলা ঘাট ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা ৩৬।৩ নম্বরে বিখ্যাত ভূমি অনুমান ১৴ এক বিঘা তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, যথা দক্ষিণ দিগে রামকান্ত সরকার ও ভীমমালার বসতি বাটী। পূর্ব্ব দিগে রাধারাম বসু ও ভীম মালার বসতি বাটী। এবং উত্তর ও পশ্চিম দিগে কালীকুমারী দাসীর বাটী।

এবাটীর নীচে এবং উপরে প্রত্যেকে ২০ টা ছোট বড় ঘর আছে, ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত অর্থাৎ সদর ও অন্দর এবং পূজার দালান আছে, সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিদিগের সপরিবারে বাসোপযোগী। ইহার মাসিকভাড়া ১৫০ টাকা, বর্ত্তমান ভাড়াটিয়া দিগের মেয়াদ আগামী ৩০ তারিখ আপ্রিলে শেষ হইবেক।

২। ফৌজদারি বালাখানার নিকট দক্ষিণ চীৎপুর রাস্তার মধ্যে যে এক খণ্ড রাইয়তি ভূমি অনুমান ।১৵ ছয় কাঠা দুই ছটাক, যাহা ২২ (১ ও ২২) ২ নম্বরে বিখ্যাত এবং যাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, যথা দক্ষিণ দিগে মিসুয়ার্স লেকাষ্টিন কোম্পানির ভাড়াটিয়া বাটী। উত্তরদিগে গোপনীয় গলি। পশ্চিম দিগে বাবু মতিলাল মল্লিকের রাইয়তি ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে অপ্রকাশ্য লেন অর্থাৎ গলি।

৩। পার্ক ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মস্থিত যে এক খণ্ড রাইয়তি ভূমি অনুমান ৩৴ তিন বিঘা, যাহা ৩২ নম্বরে বিখ্যাত এবং এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, যথা দক্ষিণ দিগে পার্কষ্ট্রিট, পূর্ব্বদিগে কাশীনাথ মল্লিকের ভূমি। উত্তর দিগে প্রকাশ্য লেন ও

মঙ্গুলু জমাদ্দারের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে আদ্দিলালা ও মৌলবি তাবজল হোসেনের বাগান।

৪। জোড়াতোলা ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড রাইয়তি ভূমি অনুমান ।২।৶ সাত কাঠা সাত ছটাক, এবং যাহা ৬ নম্বরে বিখ্যাত এবং এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, উত্তর দিগে জোড়াতোলা লেন। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে স্যার রবর্ট বারলো সাহেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে কাশীনাথ পালিতের একতালা বাটী।

ক্রেতারা এই সকল বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে নীলামকারিদিগের নিকট আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, বর্ত্তমান ফিব্রুআরি মাসের ১৫ তারিখ অবধি বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং এলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আরোহিদিগের গমনাগমনের নিমিত্ত ডাকের গাড়ী পরিচালনের কর্ম্ম আরম্ভ হইবেক।

ডাক-কোম্পানিরা বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমুদয় গাড়ী অর্থাৎ যাহার ভিতরে চারিজন এবং বাহিরে একজন আরোহি বসিতে পারিবেন এবং তাহাতে ।।০ কুড়ি সের অর্থাৎ অর্দ্ধ মোন দ্রব্য বোঝাই লইতে পারিবেন, তাহার ভাড়া কোম্পানির ৩৬ ছত্রিশ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কেবল একজন লোক গমন করিলে তাহার নিকট প্রত্যেক অর্দ্ধ ক্রোশে ।।০ আট আনা হিসাবে ভাড়া লওয়া যাইবেক।

নদীর পারানী।—অথবা খাজানা ডাক-কোম্পানিরা দিবেননা, তাহা আরোহিদিগ্যে দিতে হইবেক।

যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ডাক কোম্পানির গাড়ী ভাড়া লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বারাণসী ধামের "হিন্দুস্থান হর্স ডাক-কোম্পানির ,, আফিসে "পেসেঞ্জর ক্যারেজ ডাক-কোম্পানির এজেন্ট অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার নিকট গমন করিয়া ভাড়া স্থির করিবেন।

আরোহিদিগের কোনো প্রকার ক্লেশ না হয়।—ডাক কোম্পানিরা তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপেই যত্ন করিবেন।

১ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

২০ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

গত গুরুবাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তৎ সম্পাদক লেখেন "১৮৪৯ সালের ১৮ আগষ্ট দিবসের প্রভাকরে পুরানন্দ মিত্রের লিখিত যে একখানি পত্র প্রকাশ হয় সেই পত্র সর্ব্বদেশীয় রাজ বিদ্রোহের মূল স্বরূপ।,,

এই বিষয়টি সংপূর্ণরূপে মিথ্যা, যেহেতু ঐ সালের ঐ মাসের ঐ দিবসের প্রভাকরে পুরানন্দ নামক কোনো ব্যক্তির লিখিত পত্র প্রকটিত হয় নাই, আমরা আগামিতে স্বাভিপ্রায় সম্বলিত তদ্বিশেষ সর্ব্বসাধারণের সুগোচর করিব।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ পত্র ৬ দিবসে সিমুলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে, ইহাতেই বিশিষ্টরূপ বিবেচ্য হইতেছে, যে ঐদিগের পথি মধ্যে বিদ্রোহিদিগের আর কোনো রূপ গোলযোগ নাই, তাহারা এককালে শাসিত হইয়াছে।

আমরা নিম্নস্থ পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়ের কৃপাতে আমরা এ যাত্রা যেরূপে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি তদ্বিশেষ পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিতে অক্ষম হইলাম, পরন্ত শারীরিক নিতান্ত অসুস্থতা জন্য বিদায় লইয়া সংপ্রতি পাটনায় আসিয়াছি, মহাশয় অনুকম্পা পূর্ব্বক আপাততঃ সংবাদ প্রভাকর এই স্থানে প্রেরণ করিবেন। মহাশয়। "আরা,, আর সে আরা নাই, আরা সকল শোভা হারা হইয়াছে, সারা হইয়াছে, প্রায় মারা পড়িয়াছে। বিদ্রোহিরা আমার দিগের যথা সর্ব্বস্ব লুটিয়া প্রায় পথের ভিখারি করিয়া গিয়াছে, এইক্ষণে গোলযোগের জন্য আমারদের আরার কালেক্টরি কাছারী বক্সরে স্থাপিত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত সকল উপদ্রব শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত এখানে উঠিয়া আসে এমত অনুমান হয় না, কেহ কেহ বলেন বক্সরেই জিলা হইবেক, সকল কাছারির কাগজ পত্র কিছু মাত্রই নাই, কারণ ছুটেরা কাছারির ঘর দ্বার পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে, পুনরায় প্রায় নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। অধুনা এখান হইতে বক্সর পর্য্যন্ত কোনো প্রকার গোলযোগ নাই, সকলে নির্ভয়ে আনন্দে বাস করিতেছেন, কিন্তু বসন্তরোগের বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে, সংপ্রতি আমি দুর্ব্বল জন্য স্বহস্তে পত্র লিখিতে অশক্ত, এজন্য একটি বালক এই পত্র খানি লিখিল, আমি কেবল ইংরাজীতে নাম স্বাক্ষর করিলাম, আমি সুন্দররূপে সুস্থ হই, তখন আরোগ্য ও শুভ সমাচার প্রকারে প্রকাশ করিবেন, ভরসা করি, আপনারা উত্তমরূপে কালযাপন করিতেছেন।

আমার নিবাস সাং কলিকাতা, বাগবাজার বসুপাড়া, ৺শিবচন্দ্র বসুর বাটী, আমার পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। আমি ৺নীলমণি ঘোষের পুত্র ইতি।

Juddoonauth Ghose,
Mooradpoor,
Patna."

২৬ জানুআরি ১৮৫৮।

আমারদিগের এই অতি আত্মীয় বিদ্যোৎসাহি পত্রপ্রেরকটিকে পরমকারুণিক পরমেশ্বর যখন নিষ্ঠুর বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন তখন অবশ্যই অবিলম্বে রোগ হইতে মুক্ত করিয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রভাকর সম্পাদক।

ফতেগড়স্থ কোনো সংবাদদাতা ২০ জানুআরির দিবসে লেখেন, ব্রিটিস সেনারা যৎকালীন নদী পার হওত বিরিলি নামক স্থানে গমন করে, তখন তাহারা বিদ্রোহিদিগের কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, তথায় সেই দিবস প্রায় সমস্ত দিনাবধি কেবল তোপ ধ্বনি শ্রবণ করা গিয়াছে, কিন্তু তাহার

কারণ অদ্যাপি শ্রুত হই নাই, প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ফতেগড়ের ১।।০ ক্রোশ দূরে ছাউনি মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, ফতেগড়ের নবাবের ভ্রাতা সুখৎ হোঁসেন খাঁ ও এক জন সুবেদার এবং একজন হাওলদারকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

ফতেগড় ২৭ জানুআরি ১৮৫৮।

টেলিগ্রাফ সহযোগে শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকট হইতে আগত।

"প্রায় ৪,০০০ রাজ বিদ্রোহি নদী পার হইয়া সনিহাবাদে একত্রিত হওয়ায় আমি ব্রিগেডিয়ার হোপ সাহেবকে গত পরশ্বঃরজনীতে তথায় প্রেরণ করি, তিনি তৎক্ষণাৎ শত্রুগণকে আক্রমণ করেন, তাহাতে তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধে বিপক্ষদিগের বিস্তর হত হইয়াছে, তাহাদিগের ৮ পোনি ৪ চারিটা পিতলের তোপ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এ পক্ষের নিম্ন লিখিত রাজকর্ম্মচারিগণ আহত হইয়াছেন। যথা—লেপ্টেনাণ্ট মেকডোলেণ্ড সাহেব সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন, এবং কাপ্তেন হডসন, কাপ্তেন ফিল, লেপ্টেনাণ্ট গফ, এবং ৪ সংখ্যক পাঞ্জাবিদলের সারজন, ইঁহারা সকলে গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন, এই যুদ্ধে অশ্বারোহি শ্বেত সেনা এবং অশ্বারোহি গোলন্দাজ দগকে বিশেষরূপে প্রশংসা করা কর্ত্তব্য।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ধলিয়া জেল্‌নার পত্র প্রেরক ১৭ জানুআরিতে লেখেন, মুরার ২০০০ বিদ্রোহি সেনা এক্ষণে কালপিতে রহিয়াছে, তাহাদিগের সরদার টেটিটোপে, তথা হইতে ১৫০০ সেনা সংগ্রহ করিয়াছে।

গুরসেরেস্থ সরদার অদ্যাপি তেবে নামক স্থানের কারাগারে আবদ্ধ আছেন, রাজধান গোসেনেরা ৪। ৫০০ লাক-দরে নামক স্থানে বাস করিতেছে, সার আর হেমিলটন সাহেব ১৫ তারিখে ইন্দুরে উপনীত হইয়া কর্ম্মে বসিয়াই বিস্তর বিদ্রোহিকে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বধের অনুমতি দিয়াছেন, তিনি মালওয়ায় শান্তি স্থাপন করত বোন্দেল খণ্ড অভিমুখে গমন করিয়াছেন, বালিপিয়ারস্থ সরদার টেলবোহেট নামক স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করত তথায় বিস্তর রসদ রক্ষিত করিয়াছেন শুনিলাম তিনি সাগরস্থ কোনো সরদারের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন, ঝানসির রাণী এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের হস্তে পতিত হইবেন, কি না তাহার বিবেচনা অদ্যাপি করিতেছেন।

লক্ষ্ণৌস্থ রাজ বিদ্রোহিরা তিনাংশে বিভক্ত হইয়া নিম্ন লিখিত অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত করিতেছে। যথা, প্রথম দলের লোকেরা কহে যে, গত পদচ্যুত বাদসাহের উপপত্নীকে সিংহাসনারূঢ়া করিলে ভাল হয়। দ্বিতীয় দলেরা বলে, উক্ত রাজার কন্যাকে রাজেশ্বরী করাই উচিত। তৃতীয় সম্প্রদায় কহে বিদ্রোহি মানসিংহকে উক্ত পদাভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য।

পুনা আবজারভার পত্রে দৃষ্ট হইল, বোম্বে পদাতিক দলের দুই জন দিশি সেনাপতি এবং ২ জন সেনাকে কোলাহাপুরে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বে ষ্টানডার্ড পত্রে লিখিত হয়, যে, ওদিপুরের অন্তঃপাতি রাণা নামক স্থানের সৈন্যগণ রাজপ্রতি-

কূলে হস্তোত্তোলন করণের মানস প্রকাশ করিতেছে, এবিধায় আমেদাবাদ হইতে কিছু সৈন্য তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তথায় পাঠান হইয়াছে। কোতাস্থ রাজবিদ্রোহিদিগকে তথা হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেকমনু নামক কোনো ব্যক্তি রাজারবিপক্ষে ঘোষণা পত্র প্রচার করণাপরাধে মান্দ্রাজ সুপ্রিম কোর্ট বিচারালয়ের বিচারে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দেশান্তরিত হইয়াছে।

ফিনিক্স পত্রের সম্পাদক লেখেন, যে, দীল্লিজয়ি সেনাদিগকে পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

পঞ্জাবরাজ্যের প্রধান কমিস্যনর সাহেব গবর্ণমেণ্ট গেজেটের বিজ্ঞাপন দ্বারা আপনার অধীন কর্ম্মচারিদিগকে এমত সতর্ক করিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহি সিপাহি দলভুক্ত যে সকল পঞ্জাবি লোক ছুটী লইয়া বাটী গিয়াছে তাহারা প্রত্যাগত হইলে তাহারদিগ্যে যেন কোনো সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত করা না হয়।

ইহাতে হরকরা সম্পাদক লেখেন, যে, বারাণসী কাণপুর আলাহাবাদ প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বিদ্রোহি দলভুক্ত যে সকল সিপাহি বিদ্রোহ ঘটনার পূর্ব্বে বিদায় লইয়া বাটী গিয়াছিল, এইক্ষণে তাহারা প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার পদস্থ হইতেছে।

বান্দার নিকট হইতে কোনো পত্র প্রেরক ২৩ জানুআরি দিবসে লেখেন, "প্রায় ১২০০ বিদ্রোহি এপর্য্যন্ত এঅঞ্চলে অবস্থান করিতেছে. অদ্যাপি কোনো ইংরাজ অথবা কোনো প্রকার ইংরাজ সেনা যমুনা পার হইয়া এদিগে আইসে নাই।

৮গণিত হিসার সেনারা অতি শীঘ্রই বোম্বে হইতে পঞ্জাবে গমন করিয়াছে, তাহারদিগের সঙ্গে এপর্য্যন্ত অশ্ব নাই, বোধ হয় স্যার জান লারন্স সাহেব পঞ্জাবে তৎসমুদয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

সসারামের ২৬ তারিখের পত্রে লেখে মান্দ্রাজি পদাতিক দল ২৩ তারিখে সকল প্রকার সমর সজ্জা সহিত এখানে আসিয়া একদল ইংরাজ সেনার অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা আগমন করিলেই বোধ হয় উভয় দল একত্র হইয়া অমর সিংহের বিদ্রোহি সেনারদিগের উপর আক্রমণ করিবেক।

বোম্বে টাইমস পত্রে দৃষ্ট হইল, ৯ জানুআরি তারিখে ভূপাল কাণ্টিঞ্জেণ্টর ৮০০ সেনাকে সংপূর্ণ রূপে নিরস্ত্র করা হইয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে ১০০ ব্যক্তিকে বিচারাধীনে আনিয়া কারাবদ্ধ করা হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

কলিকাতা গেজেটের অতিরেক পত্রে দৃষ্ট হইল, যে, গত শনিবার আমারদিগের মহামান্য গবরনর জেনরল শ্রীল শ্রীযুক্ত বাইকৌণ্ট কেনিং বাহাদুর রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর পশ্চিম রাজ্যে গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে অনরেবেল জে, এ, ডোরিণ সাহেব গত ৩০ তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের প্রেসিডেন্সি এবং ডেপুটী গবরনরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, একারণ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত সিসিল বিডন সাহেবের অনুমত্যনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে সম্মান-সূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল।

ফরিণ আফিসের সেক্রেটরি মেং এডমনষ্টন এবং রেজিষ্টর মেং মেক্লিয়াড সাহেব গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত আলাহাবাদে গমন করিয়াছেন, শুনিতেছি শ্রীশ্রীযুতের প্রতি মাসের ভ্রমণে যানাদি অন্যান্য বিষয়ে ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে এই বিষয়টি অর্পিত হইয়াছে, যে, মিলেটরি সম্পর্কীয় সেনাপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মের কোনো হানি না হয় অথচ অতি আবশ্যকীয় কর্ম্ম উপলক্ষে প্রতি বৎসরে ৬০ দিবস এবং সিবিল সংক্রান্ত ডাক্তার সাহেবেরা ঐ নিয়মে বৎসরে ৩০ দিবস বিদায় প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা শুনিতেছি মেং গ্রাণ্ট সাহেবের পরিবর্ত্তে মেং এডমনষ্টন সাহেব মধ্যদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর হইবেন।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, ডাক্তার মুর সাহেবের হত্যাকারিদিগের প্রধান ব্যক্তিকে ধৃত করা হইয়াছে।

নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমান সতীশচন্দ্র রায় গবর্ণমেণ্ট হইতে "মহারাজা বাহাদুর,, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই ভারত ভূমি ভবিষ্যতে মহারাণীর অধীনে হওনের প্রস্তাব হওয়ায় ওরিএণ্টেল ব্যাঙ্কের বিলাতীয় অংশিদারেরা এতদ্দেশে আপনারদিগের ব্যাঙ্ক লোট চালাইবার নিমিত্তে তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়দিগের নিকটে আবেদন করিয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNE GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৩৮ সংখ্যা। মঙ্গলবার ২১ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ২ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে. বর্ত্তমান ফিব্রুআরি মাসের ১৫ তারিখ অবধি বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং এলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আরোহিদিগের গমনাগমনের নিমিত্ত ডাকের গাড়ী পরিচালনের কর্ম্ম আরম্ভ হইবেক।

ডাক-কোম্পানিরা বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমুদয় গাড়ী অর্থাৎ যাহার ভিতরে চারিজন এবং বাহিরে একজন আরোহি বসিতে পারিবেন এবং তাহাতে ।৷০ কুড়ি সের অর্থাৎ অর্দ্ধ মোন দ্রব্য বোঝাই লইতে পারিবেন, তাহার ভাড়া কোম্পানির ৩৬ ছত্রিশ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কেবল একজন লোক গমন করিলে তাহার নিকট প্রত্যেক অর্দ্ধ ক্রোশে ।৷০ আট আনা হিসাবে ভাড়া লওয়া যাইবেক।

নদীর পারানী।—অথবা খাজানা ডাক-কোম্পানিরা দিবেননা, তাহা আরোহিদিগ্যে দিতে হইবেক।

যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ডাক কোম্পানির গাড়ী ভাড়া লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বারাণসী ধামের "হিন্দুস্থান হর্স ডাক-কোম্পানির ,, আফিসে "পেসেঞ্জর ক্যারেজ ডাক-কোম্পানির এজেণ্ট অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার নিকট গমন করিয়া ভাড়া স্থির করিবেন।

আরোহিদিগের কোনো প্রকার ক্লেশ না হয়।—ডাক কোম্পানিরা তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপেই যত্ন করিবেন।

১ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

সংবাদ প্রভাকর

২১ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

গত ২৮ জানুআরি দিবসীয় "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তৎ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন।

যথা।

"NATIVE OPINIONS.—We have received two papers of very considerable interest connected with this mutiny, both native, but one written by a traitor and something more, and the other by a gentleman disposed to uphold British rule. The first and more important is a letter signed "Pooranundo Mitter," and published in the *Probhakur* of 18th August 1849."

অস্যার্থ।

"এতদ্দেশীয় অভিপ্রায়।,,

"উপস্থিত বিদ্রোহিতাচরণ—সংক্রান্ত দুই খানি গুরুতর প্রয়োজনীয় পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ঐ দুই খানি পত্রই এতদ্দেশীয় লোকের লিখিত, তন্মধ্যে এক খানি পত্র রাজদ্রোহি অথবা তদপেক্ষা অধিক দোষগ্রস্ত ব্যক্তির লিখিত, অপর পত্রখানি ব্রিটিসরাজ্য সংরক্ষণাভিলাষি ভদ্র লোকের দ্বারা লিখিত। প্রথমোক্ত গুরুতর বিষয়ের পত্র পূরানন্দ মিত্রের স্বাক্ষরিত, ১৮৪৯ সালের ১৮ আগষ্ট দিবসের প্রভাকরে প্রকটিত হয়।"

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় উল্লেখিত পূরানন্দ মিত্রের লিখিত পত্রের স্থানের স্থানের লেখা অনুবাদ পূর্ব্বক আপনার পত্রস্থ করিয়া নিজাভিপ্রায়ে এরূপ ব্যক্ত করেন, "ঐ পত্র পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় রাজদ্রোহি-লিপি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

ফ্রেণ্ড সম্পাদক মহাশয়ের এতদুক্তি পাঠে আমরা চমৎকৃত হইলাম, যতদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে হয় তাহাই করিয়া দেখিলাম, ১৮৪৯ সালের ১৮ আগষ্ট অথবা ঐ মাসের কোনো দিবসের প্রভাকরেই "পুরানন্দ মিত্র স্বাক্ষরিত" কোনো পত্র প্রকাশিত হয় নাই। সহযোগি ভায়া কোথা হইতে কাহার নিকট এই গুরুতর প্রয়োজনীয়—পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন আমরা তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমারদিগের এই প্রভাকর পত্রের বয়স প্রায় ২৮ বৎসর গত হইল, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা একটি দিবসের নিমিত্তও আন্তরিক রাজভক্তির অন্যথা করি নাই, তবে আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয়েই প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সুবিচার, দয়া, উপকার, বিদ্যা ও আর আর দেশহিতকর উচিত বিষয়ের প্রার্থনা করিয়াছি। আমরা কস্মিন্‌কালেই কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রকার কুপরামর্শ প্রদান করি নাই, বরং রাজার নামে রাজার নিকটেই আর্দ্দাস করিয়াছি, এবং আমারদিগের অনুপস্থিত কালে আমারদিগের সহকারি সম্পাদকেরাও তদনুরূপে কার্য্য পরিচালন করিয়াছেন, এবং আমারদিগের জ্ঞাতসারে কোনো বিরুদ্ধ পত্রও প্রভাকরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই প্রভাকর পত্র আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, এবং শ্বেত-সহযোগিগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার, ফ্রেণ্ড ফ্রেণ্ড সম্পাদক আমারদিগের চরিত্র ও ব্যবহার এবং অভিপ্রায় বিশিষ্টরূপেই অবগত থাকিতে পারেন, তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় সমুদয় পাঠকবর্গ প্রতি দিবস অবাদে প্রভাকর নয়নগোচর করিতেছেন, তাঁহারা কেহই কখনো এমত কথা বলিতে পারেন নাই ও পারিবেননা।

পরন্তু ফ্রেণ্ড-অফ-ইণ্ডিয়া-পত্র চিরকাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন।—সম্পাদকদিগের রাজানুগত-ব্যবহার করাই উচিত বটে, কিন্তু প্রজার পক্ষ হইয়া আবার ন্যায়-উক্তি উক্ত করাও কর্ত্তব্য হইতেছে, অর্থাৎ ন্যায়পক্ষ অবলম্বন করাই সম্পাদকীয়-ধর্ম্ম। ফ্রেণ্ড মহাশয় কতদূরপর্য্যন্ত তদনুরূপ ধর্ম্মব্যবহার প্রতিপালন করিয়াছেন, আমরা এইস্থলে তাহার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা। কারণ সময়ে সময়ে তাঁহার স্বদেশীয় স্বজাতীয় সম্পাদক ভ্রাতারাও তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ কটাক্ষপাত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা যেপ্রকার ব্যাখ্যা করিলাম, বোধ করি এই বঙ্গদেশস্থ সমস্ত সম্পাদক এবং সুবিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তদ্বিষয়ে যথার্থরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

সেই ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্র সময়ক্রমে আবার সেই গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলেও লেখনী সঞ্চালন করিয়া যথাযোগ্য তিরস্কার-রূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।—উক্ত পত্রের এরূপ ভাবান্তর হইবে যদিও ইহা স্বপ্নের অগোচর, আর যদও তাঁহার মতান্তর হওয়ায় কথান্তর করা উচিত নহে, তথাচ এই বিষয়টি কখনই অপ্রচুর হইবার নহে, এতদ্রূপ উক্তি করিয়া যুক্তির সম্মান-রক্ষার্থ এইস্থলে এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিতে হইল।

যথা।

"কৃতস্য করণং নাস্তি" অর্থাৎ যাহা হইয়াছে তাহাতে আর কোনো উপায় নাই, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখে প্রয়োজনাভাব।—উক্ত পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় অনা সেই দোষ নিবারণার্থ পুনর্ব্বার আবার আয়াস প্রকাশ করিতেছেন।—তিনি পূর্ব্ববৎ গবর্ণমেণ্টের অনুগত হইয়াছেন, হউন, তাহাতে আমারদিগের কেবল আনন্দই জন্মিবে, কিন্তু বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দেশীয় চিরাধীন রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জের প্রতি অকারণ অনর্থক কেন বৈরিভাব ধারণ করিতেছেন?—দোষি নির্দ্দোষ প্রভেদ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়াও কি তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন?

ইহা সত্য বটে, উপস্থিত বিদ্রোহিতাচরণে দুর্ম্মদান্ধ দুরন্ত সিপাহিরা এবং ভারতবর্ষীয় কতকগুলীন দুষ্ট প্রজা মানব হইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা এবং অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক দানববৎ ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য কি এই সুবিস্তৃত বৃহদ্রাজ্যের সমস্ত প্রজাই একেবারে দোষি হইবে? এমত কখনই হইতে পারেনা।—অপিচ এই কথাটি যে কেবল আমরাই কহিতেছি, এরূপ নহে, পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী অমুনবদনে প্রসন্নচিত্তে পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাসভা মধ্যে এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, ভারত রাজ্যের বিস্তর প্রধান লোকেরা উপস্থিত বিদ্রোহ-সময়ে ব্রিটিশ পক্ষে রাজানুগত্য ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ব্বক যথাসাধ্য সাহায্য করণে কিছুমাত্রই ত্রুটি করেন নাই, এবং ভারতবর্ষের বিদ্রোহিগণাপেক্ষা রাজভক্ত মিত্রতাপন্ন মনুষ্যের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক, অপিচ আমারদিগের বর্ত্তমান সুধীবর সূক্ষ্মদর্শি রাজনীতিজ্ঞ শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুর "বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর তথা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্র রায়বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের ভিন্নভিন্নরূপ দুইখানি আবেদনপত্রের যে দুই ভিন্নভিন্ন উত্তর প্রদান করেন, যাহাতে শ্রীশ্রীযুত স্পষ্টরূপেই লেখেন, যে, বিদ্রোহিসংখ্যা যদ্যপি সহস্র সহস্রই হয়, তথাচ রাজানুগত প্রজার সংখ্যাকল্প দশগুণ দশলক্ষকরিয়া গণ্য করিতে হইবে, অধিকন্তু বহু রাজ্যের প্রজাদিগের রাজভক্তি পক্ষে শ্রীশ্রীযুত বিশেষরূপেই লিখিয়াছেন, যে, প্রকৃত বঙ্গদেশের মধ্যে বিদ্রোহিতাচরণ হয় নাই, অতএব যখন সর্ব্বেশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী এবং ভারতরাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তা এতদ্দেশীয় নির্ব্বিরোধি মানবমণ্ডলির প্রতি এতদ্রূপ স্নেহ পূরিত করুণা-উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইংরাজ সম্পাদকেরা বারম্বার কেন এক একটা মিথ্যা সূত্র ধরিয়া অকারণে আমারদিগ্যে এবম্প্রকার ক্ষুব্ধ ও তাক্ত বিরক্ত করেন?—ইংরাজ জাতীয় লোকেরা নানা প্রকারে অনিষ্টগ্রস্ত হইয়া স্বভাবতই বিদ্রোহি ব্যূহের প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন, অবশ্য হইতে পারেন, এবং হওয়াও উচিত বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহারা পরিমিত আক্রোশের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক মহত্ব বিষয়ের ব্যতিক্রম কেন করিতেছেন? একের দোষে অপরের উপর প্রকোপ করা কখনই কর্ত্তব্য হয়না, এই উক্তিটী আমারদিগের মনের কল্পিত নহে, ইংরাজ মহাশয়েরা এইক্ষণে বাক্য ও কার্য্য দ্বারা আপনারাই তদ্বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন, পরন্তু কেবল আমরা বলিয়াই নহি, গবরনর জেনরল।-কৌন্সেলের মেম্বরগণ।-লেপ্‌টেনাণ্ট গবরনর এবং সেক্রেটরি প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ ধীরতা বিজ্ঞতা এবং নীতিনিপুণতা পূর্ব্বক যথার্থরূপে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াও উল্লেখিত শ্বেতপুরুষদিগের বিষনেত্রে পতিত হইয়াছেন।—দুঃখের কথা অধিক কি নিবেদন করিব? শ্বেত—সহযোগিগণ যে এক নিশে

অভিনব রাজনিয়মের অধীন হইয়া ছাপাযন্ত্রের ও প্রকাশ্যপত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, সংপ্রতি সেই নিয়ম ও অঙ্গীকার বারম্বার ভঙ্গ করত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করাতে কেহ কেহ তিরস্কৃত হইয়াছেন, এবং কেহ কেহ পত্র প্রকাশে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোনো সম্পাদক এই নবীন নিয়মের অধীন হইয়া তাহার অতিক্রম করত গবর্ণমেণ্টের কোপকটাক্ষে পতিত হয়েন নাই, আমারদিগের প্রণীত ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গালা কোনো সমাচার পত্রের প্রতি কেহই তদনুরূপ দোষ প্রদর্শন করিতে পারিবেননা।-অনন্তর একথা আমার দিগের দ্বারা ব্যক্ত হওয়া ভাল দেখায়না। কিন্তু দেখুন, বিলাতের প্রধান প্রধান রাজসভাসদ সুবক্তাগণ প্রকাশ্য-সভায় দণ্ডায়মান হইয়া এতদ্দেশীয় সমাচারপত্রের নির্দ্দোষিতা-বিষয় আপনারা মুক্তকণ্ঠে ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করিয়াছেন, শাদা সম্পাদকেরা কি বিলাতি সমাচার পত্রে সেই সমুদয় বক্তৃতা পাঠ করেন নাই।

এতদ্দেশীয় সম্পাদকেরা রাজানুগতা রাজ্ঞা রাজকীয় নিয়ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া এবং কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট রাজার প্রতুল প্রার্থনা করিয়াও কি রাজদ্বেষি হইবেন! ইংরাজদিগের এতদ্রূপ ভ্রান্তিক দ্বেষভাব ও বিপরীত বিবেচনা নিতান্তই গর্হিত হইতেছে।

নবদ্বীপস্থ মহারাজা তথা রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর প্রভৃতিকে মহানুভব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে যে উত্তর লেখেন, তাহাতে ভারতবর্ষ-প্রবাসি ইংরাজদিগের মনে এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যে দ্বেষভাব জন্মিয়াছে তৎপ্রসঙ্গে যে সদুপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন শাদা এবং কালো বর্ণের মানবেরা যদ্যস্যাৎ তদনুরূপ কার্য্যসাধন করেন তবে কোনো পক্ষেরি মনে ক্ষোভ থাকিতে পারেনা, আমরা প্রার্থনা করি শ্বেত—পুরুষেরা এবং সহযোগিগণ শ্রীশ্রীযুতের সেই সদনিপ্রায় ঘটিত সদুপদেশের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

সর্ব্বশেষে আমরা ইংরাজ সহযোগি মহাশয়দিগ্যে এই অনুরোধ করি, তাঁহারা যেমন ফ্রেণ্ড মহাশয়ের লেখা আপনাপন পত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইরূপ আমার দিগের লিখিত এই উত্তরটি প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় ভ্রাতৃভাবের সৌহৃদ্য বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীরামপুরের ভ্রাতাকে অধিক কি নিবেদন করিব? তিনি অতি বিজ্ঞ, অতএব নামানুরূপকার্য্য করিয়া অবশ্যই অস্মদাদির মনের মালিন্য মোচন করিবেন।

প্রস্তাব সমাধাকালে লিখিতেছি, হে পাঠকগণ!—অধুনা সবল খবল সম্পাদক ও পত্রপ্রেরকেরা অতি সামান্য সামান্য সূত্র ও ছল ধরিয়া বল করিয়া এতদ্দেশীয় লোকের মনে কেবল বেদনা প্রদান করিতেছেন, এতদ্দেশীয় জনের যে সমস্ত প্রধান প্রধান গুণ আছে তৎপ্রতি ভ্রমেও একবার দৃষ্টিপাত করিবেননা, অথচ দোষের কথা করিয়া বিরাগ করিবেন। অতএব দেশস্থ গণ পূজ্যপাদ-রাজপুরুষদিগ্যে প্রণিপাত পুরঃসর জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, তিনি শাদা পুরুষদিগের শরীর যেমন শাদা করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ যেন মনের ভিতরটা শাদা ধপ্ ধপ্ করিয়া দেন।

ফ্রেণ্ড অফ-ইণ্ডিয়া পত্রের উল্লেখিত উক্তিতে আমারদিগের বিশেষ দুঃখিতও তাপিত হওনের তাৎপর্য্য এই, যে, এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তি ব্যূহের প্রতি বিলাতের এবং ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তা প্রভুদিগের যে এক অবিচলিত স্নেহ এবং দয়া আছে, এতদ্দ্বারা সেই সম্বন্ধ সূত্র—সংছেদন করা হইতেছে, আমারদিগের ধন প্রাণ যথা সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষণকালের জন্য কিছু মাত্রই ক্ষুব্ধ হইবনা, কিন্তু আমারদিগের এই সুনাম ও নির্ম্মল সম্ভ্রম সংহারিত হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক দুঃখ ও অধিক পরিতাপ আর কিছুই নাই।

হে শ্বেতপুরুষেরা! আপনারা যেরূপ ছল ও সূত্র সূচনা পূর্ব্বক আমারদিগের প্রতি এতদ্রূপ কূটিল—কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন, আমরা সেই সম্বন্ধের গন্ধ রাখি কি, না, তাহার সাক্ষী কেবল একমাত্র পরমেশ্বর, কিন্তু তোমরা যে সেই দ্বেষ ও আর আর কারণ সম্বন্ধ সম্বন্ধি তাহার শত শত প্রমাণ আমরা অনায়াসেই প্রদান করিতে পারি।

রাজপুরুষ ও সর্ব্বসাধারণ ইংরাজ এবং ইংরাজ সম্পাদকদিগের বিদিতার্থ আমারদিগের অদ্যকার উক্তির তাৎপর্য্যার্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

The Editor of the Friend of India, in his issue of the 28th Jany. last, states thus;—

"The Friend in commenting on this letter, of which he has given translations of several passages in his Paper, says "The letter undoubtedly would in any country on earth, England not excepted, be considered a treasonable production,,.

We are quite startled [illegible] read this statement in the Friend of India. As far as we could, we made inquiry into the matter by referring to our files, but were unable to find any letter with the signature of "Poorannnd Mitter" either in the Probhakur of 18th August, 1849 or in any number of the said month. Whence and from whom our contemporary has come by this important production, we are totally at a loss to conjecture.

The age of our Probhakur is 28 years. During this long period we have never showed any lack of sincere loyalty to the Government. We have, however, as representatives of the people prayed for the cause of justice, mercy, amelioration, education, and other matters relating to the welfare of the Country. We have never given ill advice to any person, Whenever we have had a complaint to make against our Rulers, we have brought it before them; and during our absence, our Sub-editors have conducted the paper in the same tone and spirit. To the best of our knowledge we have never inserted in our Probhakur any correspondence of a mischievous character. Many of our Rulers take a pleasure to read our paper, and our white contemporaries, particularly the Editor of the Friend of India, who is well versed in Bengalee, might have well known our principles and views. Besides, the whole of our native readers who daily peruse our papers have never brought such a charge against us, and we trust we shall never allow them an opportunity of doing so. The Friend of India has all along advocated the cause of Government.- This is as it should be. But it is also his duty to plead the cause of the people when justice is on their side. We do not like to mention how far the Friend has followed this course, since at times his brethren of the English Press have had cause to animadvert sharply on this point. We trust that the whole body of Editors in this country and our wise readers will bear witness to the truth of our statement.

The Friend of India which was at one time a staunch supporter of Govern-

ment measures, subsequently turned an apostate, and deservedly received his due meed of censure from the authorities. We never dreamt that the paper would so suddenly change its tone, and though we refrain from making any observation, it is a matter never to be effaced from the memory of our readers. But as the Sanscrit Proverb says "what is done, can not be undone" so we shall say no more on the subject.

The present editor of the Friend of India in his anxiety to free the paper from the opprobrium to which it is now exposed, has become a follower of Government. We are not a little gratified to see this reconversion but let us humbly ask the Friend why he should show such hostile feelings towards the whole body of the submissive and loyal subjects, who live throughout the length and breadth of this land. Has our Contemporary who sits in high judgment in his editorial chair, forgotten to distinguish the guilty from the innocent?

It is true that in the present mutiny some demons of sepoys in human shape have committed the most atrocious and diabolical acts, but is that a reason that the verdict of guilty should be pronounced against the whole body of people inhabiting this wide land? No, this can never be.

This is not our individual assertion. Our most illustrious and Gracious Queen, in her Speech to Parliament, declared that in the present rebellion many princes, chiefs and nobles of India have not failed to evince their loyalty and give their utmost aid to uphold her majesty's Government, and that her loyal subjects and allies were comparatively numerous.

Moreover the present Governor General Lord Canning in his two replies to the couple of addresses presented by Moha-Raja Mahatap Chunder Bahadoor of Burdwan, Raja Radhakant Bahadoor, Raja Kallykissen Bahadoor, Moha-Raja Suttish-chunder Bahadoor of Nuddea, Raja Pertap-Chunder Sing Bahadoor, Baboo Joy-kissen Mookerjee &c &c &c, distinctly stated that if the rebellious subjects be counted by thousands the loyal ones should be counted by millions: that in Bengal Proper there pervades an unbroken loyalty. While our gracious Queen of England and the Noble Governor General of India made such kind and affectionate observations touching the peaceful people of this land, why should our English contemporaries repeatedly wound the feelings of our countrymen on false and groundless causes? It is natural that the English should bear an antipathy against the Sepoys owing to the shameful atrocities committed by them; but they ought not to exceed the bounds of justice and humanity, and wreak their vengeance on the innocent.

That we ought not be enraged with one for the fault of another, is a maxim the truthfulness of which is admitted by all Englishmen, and we are very sorry to see our contemporaries infringe this sacred rule.

The malignant looks of our contemporaries have not only been directed against us but also against the Governor General, the members of the Council, the Lieutenant Governor, the Secretaries & other high officials, though all of them in the present crisis have been ruling the country with strict integrity, humanity and equanimity. It is indeed a sad thing to relate that one of our white contemporaries received *a thundering from* the Government and the Press of another was stopped for some days owing to their violating the provisions contained in the recent Legislative Enactment in respect of the Indian Press. We are glad to state that none of the native Editors met with like treatment from the Authorities, and no body can charge us with publishing any inflamatory article. Our contemporaries cannot but be aware that the high states-men in England expressed their satisfaction with the conduct of the native Press during this critical juncture.

How can the Editors of our country who always act up to the orders of the Government and pray the Deity for their prosperity, be styled *traitors*? It is really a folly and madness to call them so.

Should the sound advice contained in the reply of the Governor General in Council to the address of Raja Pretap Chunder Sing Bahadoor, the Maha Raja of Nuddea and other native gentlemen, be followed by Blacks and Whites, then all party-feelings will be at an end. We recommend our white contemporaries to pay their especial attention to the wise maxim inculcated by the noble Lord.

We request our brethern of the English Press will be pleased to do us justice by giving a place in their columns to this contradiction of the tissue of false allegations of the Friend. What shall we ask of the wise Editor of Serampore? We hope he will henceforward act according *to* his *name* and immediately recant the infamy which his gross negligence hath imprudently heaped upon us.

In conclusion let us remind our readers that at present the powerful white Editors and correspondents are inflicting unnecessary pains on the minds of our countrymen on false, trivial and visionary grounds. They are determined not to cast a glance on our good qualities. They only rebuke us for things which have no existence. Therefore, gentle Readers! having made your obeisance to our Rulers, you should pray the King of the Universe to make the hearts of the English Editors of Calcutta as perfectly white as their body.

We are really very sorry for the groundless and uncalled for remark of the Friend, since his writings have a tendency to estrange us from the unfeigned affection and kindness which the Ruling class, bear towards the peaceful people of India. We care not a whit if we lose our life or property; but we deem our good name and character dearer than the ruddy drops that run through our veins, and any attempt to deprive us of them is more painful than the pangs of death.

Ye White Editors! We are in no way liable to the charge which you have ingloriously and maliciously brought against us. The Omniscient is our only witness as to the sanctity and purity of our heart. We can adduce numberless evidence that our Calcutta English Editors are abusing us only through malice, hatred and other similar causes.

We publish the English Translation of our to-day's remak for the edification of our Rulers, the English Community and the English Editors.—

Printed and published by Issurchunr Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আতিরিক্তম্

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড্রিয়াব দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমরস্বনেন মৃদুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেকারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৩৯ সংখ্যা] বুধবার ২২ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ৩ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে বর্ত্তমান ফিব্রুআরি মাসের ১৫ তারিখ অবধি বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং এলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আরোহিদিগের গমনাগমনের নিমিত্ত ডাকের গাড়ী পরিচালনের কর্ম্ম আরম্ভ হইবেক।

ডাক-কোম্পানিরা বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমুদয় গাড়ী অর্থাৎ যাহার ভিতরে চারিজন এবং বাহিরে একজন আরোহি বসিতে পারিবেন এবং তাহাতে ।৷০ কুড়ি সের অর্থাৎ অর্দ্ধ মোন দ্রব্য বোঝাই লইতে পারিবেন, তাহার ভাড়া কোম্পানির ৩৬ ছত্রিশ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কেবল একজন লোক গমন করিলে তাহার নিকট প্রত্যেক অর্দ্ধ ক্রোশে ।৷০ আট আনা হিসাবে ভাড়া লওয়া যাইবেক।

নদীর পারানী।—অথবা খাজানা ডাক-কোম্পানিরা দিবেননা, তাহা আরোহিদিগ্যে দিতে হইবেক।

যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ডাক কোম্পানির গাড়ী ভাড়া লইতে ইচ্ছা করিবেন,, তাঁহারা বারাণসী ধামের " হিন্দুস্থান হর্স ডাক-কোম্পানির ., আফিসে " পেসেঞ্জর ক্যারেজ ডাক-কোম্পানির এজেণ্ট অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার নিকট গমন করিয়া ভাড়া স্থির করিবেন।

আরোহিদিগের কোনো প্রকার ক্লেশ না হয়।—ডাক কোম্পানিরা তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপেই যত্ন করিবেন।

১ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ৮ ফিব্রুআরি সোমবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের দ্বিতীয় নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭০৫ সিন্ধুক আফিম বিক্রয় হইবেক, তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ১৮১৫
বানারসের পয়দায়শী আফিম ৮৯০

জুমলা সিন্ধুক ২৭০৫

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগির টাকা দাখিলের

শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৫ এবং ২৩ ফিব্রুআরি এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল, অতএব নীলামী খরিদারান যে সকল প্রমিসরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৫ ফিব্রুআরি সোমবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর, আর লওয়া যাইবেক না, এবং ঐ আফিমের লাটখালাসি সববে কিস্মতের পুরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২৩ ফিব্রুআরি মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক, আর যদিস্যাৎ কোন হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

বেহারের বানারসের জুমলা
সিন্ধুক। সিন্ধুক। সিন্ধুক

সন ১৮৫৮ সালের	১১ মার্চ	গুরুবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	১৪ আপ্রিল	বুধবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	১০ মে	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	৭ জুন	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	৮ জুলাই	বৃহস্পতিবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	৯ আগষ্ট	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	৯ সেপ্টেম্বর	বৃহস্পতিবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	৭ অক্টোবর	বৃহস্পতিবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	৮ নবেম্বর	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ	৬ ডিসেম্বর	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮৩৭, ৮৭৬, ২৭১৩

১৮১৭২, ৮৮৮৬, ২৭০৫৮

বিমৌজীর হুকুম সাহেবান আলিসান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২৭ জানুআরি।

Wm. GREY,
Offy Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে একটী গাভী ছুটিয়া আসিয়া শোভারাম বশাকের দ্বিতীয় গলির ২৫ নং ভবনে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং অদ্যাবধি সেই স্থানে আছে, অতএব যাঁহার ঐ গাভী তিনি তাহার দাওয়া সপ্রমাণ পূর্ব্বক এই বিজ্ঞাপনের মূল্য এবং তাহাকে রাখিবার খরচা প্রভৃতি দিলে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। তারিখ ২১ মাঘ ১২৬৪।

সংবাদপ্রভাকর

২২ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

রঙ্গপুরের বোদা থানার দ্বিতীয় শ্রেণীর দারোগা বাবু বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় অতি সুযোগ্য, তাঁহার সুশাসনে চোর ডাকাইৎ প্রভৃতি দুষ্টলোকেরা বিলক্ষণরূপে শাসিত হওয়াতে প্রজারা নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে সুখে বাস করিতেছে। পত্রপ্রেরক লেখেন, উক্ত মহাশয় বহুগুণে ভূষিত ও বহুলোকের প্রিয়। বর্ত্তমান বর্ষে জেলা দিনাজপুরের অধীন কোনো স্থানে দস্যুগণ রাহাজানি

দ্বারা ১১০০০ টাকা অপহরণ করে, দিনাজপুরের দারোগারা তাহারদিগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই, পরে ইনি বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক সেই দুরাত্মাদিগ্যে ধৃত করিয়া দেন, তাহারা উচিতমত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

জঙ্গীপুরের পত্রে অবগতি হইল, এবৎসর তদঞ্চলে চৈতালি ফসল অধিক জন্মিয়াছে, কিন্তু ১৩ মাঘ হইতে মেঘাড়ম্বর হইয়া বৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে পোকা লাগিয়া অর্দ্ধেক শস্য নষ্ট হইয়াছে, যদিস্যাৎ বাদলা ছাড়িয়া পশ্চিম-বায়ু প্রবাহিত হয় তবেই মঙ্গল, নচেৎ সমুদয় ফসল বিনষ্ট হইবেক। আম্রের মুকুল বিলক্ষণ হইয়াছে, পরে কি হয় বলা যায়না।

বেহালা গ্রামের বাঙ্গালা পাঠশালার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহহইতেছে, বাবু ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

কুমারহট্ট নিবাসি বন্ধুর পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"বারাসতের মাজিষ্ট্রেট অনরবিল ইডন সাহেব মফঃসল ভ্রমণে আসিয়া থানায় থানায় কিয়দ্দিবসাবধি অবস্থিতি করত প্রজাপুঞ্জের প্রচুর ইষ্টসাধন করিতেছেন, মধ্যে নৈহাটির থানার অধীন কাঁটালপাড়া গ্রামে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক প্রায় পক্ষাবধি স্থিতি করিয়া দীন হীন নিরীহ লোকদিগের আবেদন ও আর্দ্দাশ শ্রবণ করণানন্তর তদ্বিষয়ে যথা যোগ্য বিচার প্রদানে সকলকে আপ্যায়িত ও বাধিত করিয়াছেন। গ্রাম্য চৌকীদারদিগকে সমীপস্থ করাইয়া তাহারদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করত কাহাকে পুরস্কার ও কাহাকে তিরস্কার করিয়াছে এবং ঐ প্রহরিগণের নিয়মমত বেতন প্রাপণ বিষয়ে দারোগা বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। অপর নবাবগঞ্জ হইতে হালিশহর পর্য্যন্ত একটী উৎকৃষ্ট বর্ত্ম প্রস্তুতের জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, এবং নিকটস্থ জমীদার ও অন্যান্য ভাগ্যধর মনুষ্যদিগকে কথিত হিতকর কার্য্যে আনুকূল্য প্রদানে উপরোধ করিয়াছেন, এবং জিলাস্থ যাবতীয় অকর্ম্মণ্য বৃক্ষ ও কানন উৎপাটন হয় এরূপ আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত বিচার দ্বারা দরিদ্র প্রজাবর্গের দুঃখ মোচন, উপযুক্ত প্রহরি দ্বারা শান্তি কার্য্য সাধন, উৎকৃষ্ট বর্ত্মাদি নির্ম্মাণ সহকারে গতায়াতের সুযোগ স্থাপন, বন ও অকর্ম্মণ্য বৃক্ষাদি ছেদন সম্বন্ধে দেশের শোভা সংস্থাপন এবং হিংস্রপশু ও তত্তুল্য তস্করাদির আলয় ধ্বংস করা যাহা বিচারকের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা মহাত্মা ইডন সাহেব প্রতিনিয়ত করাতে সকলের অর্থাৎ জিলাস্থ প্রজাপুঞ্জের যশের পাত্র হইয়াছেন। অধুনা জগদীশ্বরের সমীপে অখল অন্তঃকরণে কামনা করি যে অনরবিল ইডন সাহেব উত্তরোত্তর উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হউন ও তাঁহার কল্পিত বিষয় অচিরাৎ সুসম্পন্ন হউক।"

আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিম্নস্থ পত্র প্রকাশ করিলাম। কিন্তু এই পত্রে শেষের দুইটি সংবাদ আনন্দজনক বটে।

"মুরশিদাবাদ নিবাসী গুণরাশি রায় মহাশয় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বঙ্গাধিকারী ৪ মাঘ বাসরে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এতন্নগরে বিদ্যা, ধন, মান, এই তিন প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত তৎসদৃশ মনুষ্য অতি দুর্লভ, বিশেষতঃ বিদ্যাবুদ্ধি পারদর্শিতা জন্যেই অনেকে তাঁহার নিমিত্ত বিসাদিত হইয়াছেন।,,

"৯ মাঘ বৃহস্পতিবাসরে নবাব বাহাদুরের পরিবার মধ্যে দুলীন বেগমের মৃত্যু হইয়াছে, শারীরিক অসুস্থতা নিবারণার্থ রাজমহল পর্ব্বতে বায়ু সেবনার্থে গমনকালে মুরশিদাবাদের অনতিদূরে আলাতুলী নামক স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহার অধীনে ন্যূনাধিক ২০০০ সহস্র মনুষ্য প্রতিপালন হইতেছিল, কর্ত্রী বিরহ উপায় বিরহ ভাবিয়া তাঁহারা হাহাকার করিতেছেন।,,

"জিলা পাবনার মালঞ্চ গ্রাম নিবাসী বহু-গুণরাশি শ্রীযুত বাবু আনন্দলাল সরকার জিলার কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থিতি করিয়া একবৎসর হইল মৃত আনন্দ চৌধুরীর অভিনব ভবনের উত্তরাংশে একটি দেবালয় স্থাপন করিয়া নিত্য নিত্য কানা, খোঁড়া, অনাথ, দুঃখি, উপায় হীন বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি অনেকের উপকার করিতেছেন, অনেকানেক বিদ্যার্থিগণকে নিজালয়ে রাখিয়া অন্নদান করত বিদ্যাদান করিতেছেন, বিশেষতঃ সরকার বাবুর চরিত্রের কথা লেখা বাহুল্য এমন কোনো সৎকর্ম্মই নাই, যে, তাহাতে তিনি উৎসাহ প্রদান না করিয়াছেন, অতএব উক্ত মহোদয় উন্নত ও দীর্ঘায়ু হউন।,,

"শ্রীপঞ্চমী অতি সুখে নির্ব্বাহ হইয়াছে, ঘাটবন্দরের রাম বাবু ও নিতাই বাবু নানা প্রকার নৃত্য গীতাদিতে দর্শক ও নিমন্ত্রিতগণকে অতীব তুষ্ট করিয়াছেন। বহরমপুর নিবাসী নিমাই বাবুর বাটীতে শারদা দেবীর আগমন হইবায় তদুপলক্ষে বাবু ললিতমোহন রায় অত্যন্ত আমোদ করিয়াছেন।

মুরশিদাবাদ।
২৫ জানুআরি ১৮৫৮।,,

নিম্নস্থ পত্র অবিকল পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

সন ১২৬৪ সাল ৪ মাঘ।
রামগোপালপুর।

হে মহাশয়!

অদ্য এক চমৎকার রোগী দৃষ্ট হইল, এই ময়মনসিংহ পরগণার অন্তর্গত মুখোরিয়া গ্রামস্থ "সেখ আজম-, নামক একটি যবন সন্তান বয়ঃক্রম অনুমান ৮।৯ বৎসর হইবেক, কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে তাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিবা মাত্রই ঐ রুগ্ন ব্যক্তি কম্পান্বিতকলেবর হইয়া স্বহস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অমনি মূর্চ্ছাপন্ন হয়, কিন্তু জ্ঞাতসারে হস্ত প্রদান করিলে কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হয়না, এখানকার ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু কাশীকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্ট করিয়া স্বয়ং অত্যন্ত পীড়াবোধ করিয়া অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যয় আনুকূল্য পূর্ব্বক লিপি দ্বারা ময়মনসিংহস্থ প্রকাশিত চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিলেন। বোধ করি পাঠক মহাশয়েরা এই সংবাদকে নূতন সংবাদ বলিয়া গণ্য করিবেন, কেননা এপ্রকার রোগের কথা কস্মিন্ কালে দৃষ্টি করা দূরে থাকুক কর্ণবিবরে একবার শ্রবণো করি নাই, আর প্রশংসিত ভূম্যধিকারী মহাশয় যে এই অনাশ্রিত দীন হীন বালকটির চিকিৎসার্থে মনোযোগী হইয়াছেন ইহাতেই তিনি সর্ব্বত্র যশস্বী হইবেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্ম চৌধুরী।
নিবাস নাটোরেরনিকট হাসনা।,,

আমরা কোনো প্রামাণিক লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, মেং কাওই সাহেব পীড়াবশতঃ স্বদেশে যাত্রা করণে বাধ্য হওয়ায় মেং মনটিও সাহেব উক্ত কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

২৪ জানুআরি তারিখে দিল্লীর কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন যে গত কল্য ফরেক্কানগরস্থ নবাব বিদ্রোহিতা অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহারাণীর ১৯ সংখ্যক রেজিমেণ্ট বারাকপুরে অবস্থিতি করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনিলাম ৫৪ গণিত মহারাণীর পদাতিক সেনার মধ্যে যে কয়েকদল এস্থানে রহিয়াছে অতি ত্বরায় তাহারা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিবেক।

গত শনিবাসরে ব্যবস্থাপক সভায় যে এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়, তাহার মর্ম্মার্থ যথা,—যে কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্ত্র শস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন অথবা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাঁহারা তদপরাধে ধৃত হইলে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দেশান্তরিত কিম্বা ১৪ বৎসর কারারুদ্ধ হইবেন।

২১ জানুআরি দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে যে রাজ ওয়াবাজেরা বিরক্ত হইয়া সিপাহিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছে, কতকগুলীন শীক সেনা আপন ইচ্ছায় ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়াছে।

এলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে, অদ্যাপি প্রকাশ্য পথ দিয়া সমর সজ্জায় সজ্জীভূত ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গতায়াত করিতেছে। ইনিস্পেক্টর মেং রাইবসো সাহেব উক্ত দলের কোনো ব্যক্তিকে মারিতে উদ্যত হওয়ায় ঐ দুরাত্মা তাঁহাকে গুরুতররূপে আহত করিয়াছে। অতএব এস্থান হইতে কাণপু অবধি প্রকাশ্য রাস্তা নিরাপদে আছে কিরূপে বলা যাইতে পারে।

পাটনার ২৪ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে যে সংপ্রতি বিদ্রোহিরা কুশি নামক স্থানের ৪ ক্রোশ দূরে মৌজাসিমু নামক স্থানের নিকট বহু নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

মালতা এবং জিবরেলটার নামক স্থানের ৭১ এবং ৯২ সংখ্যক সেনাদিগ্যে অতি ত্বরায় ভারতবর্ষে আগমনের অনুমতি হইয়াছে।

ইটালির অন্তঃপাতি নিপাল নামক স্থানে কিয়দ্দিন গত হইল ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। উক্ত ঘটনায় প্রায় ২০,০০০ মানবের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট সম্পাদক মেং এফ, ডবলিউ, প্লেশ সাহেব, যিনি কিয়দ্দিন গত হইল বিলাত গমন করিয়াছিলেন, তিনি সংপ্রতি অগ্রায় উপনীত হইয়া পূর্ব্ব বেতনে সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মুঙ্গেরে দেশীয় এবং বিলাতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়াতে তথাকার প্রজাদিগের সাতিশয় কষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দুঃখি প্রাণিগণের আহারাভাবে প্রাণ বিয়োগ হওন সম্ভব হইয়াছে।

বিলাতীয় সংবাদ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর দুহিতার শুভ বিবাহ চ্যাপেল রায়েন নামক ধর্ম্মালয়ে গত ২৫ জানুআরি তারিখে সাতিশয় সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা হইয়া গিয়াছে।

Printed and published by Issurchundro Gooptu, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যাৎসুনৃতামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি গোপীকৃষ্ণ ভিষার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৵০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকা দিতে

নক্তং চক্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিৎ
ভৃংগস্ত্রাসনতন্ত্রনীবরনৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

৬০৪০ সংখ্যা। গুরুবার ২৩ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ৪ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল। মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, বর্ত্তমান ফিব্রুআরি মাসের ১৫ তারিখ অবধি বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং এলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আরোহিদিগের গমনাগমনের নিমিত্ত ডাকের গাড়ী পরিচালনের কর্ম্ম আরম্ভ হইবেক।

ডাক-কোম্পানিরা বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমুদয় গাড়ী অর্থাৎ যাহার ভিতরে চারিজন এবং বাহিরে একজন আরোহি বসিতে পারিবেন এবং তাহাতে ।৵০ কুড়ি সের অর্থাৎ অর্দ্ধ মোন দ্রব্য বোঝাই লইতে পারিবেন, তাহার ভাড়া কোম্পানির ৩৬ ছত্রিশ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কেবল একজন লোক গমন করিলে তাহার নিকট প্রত্যেক অর্দ্ধ ক্রোশে ।৵০ আট আনা হিসাবে ভাড়া লওয়া যাইবেক।

নদীর পারানী।—অথবা খাজানা ডাক-কোম্পানিরা দিবেননা, তাহা আরোহিদিগ্যে দিতে হইবেক।

যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ডাক কোম্পানির গাড়ী ভাড়া লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বারাণসী ধামের "হিন্দুস্থান হর্স ডাক-কোম্পানির ., আফিসে "পেসেঞ্জর ক্যারেজ ডাক-কোম্পানির এজেণ্ট অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার নিকট গমন করিয়া ভাড়া স্থির করিবেন।

আরোহিদিগের কোনো প্রকার ক্লেশ না হয়।—ডাক কোম্পানিরা তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপেই যত্ন করিবেন।

১ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে একটা গাভী ছুটিয়া আসিয়া শোভারাম বশাকের দ্বিতীয় গলির ২৫ নং ভবনে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং অদ্যাবধি সেই স্থানে আছে, অতএব যাঁহার ঐ গাভী তিনি তাহার দাওয়া সপ্রমাণ পূর্ব্বক এই বিজ্ঞাপনের মূল্য এবং তাহাকে রাখিবার খরচা প্রভৃতি দিলে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। তারিখ ২১ মাঘ ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা দেশ বিদেশীয় সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যকৃষ্ণ হালদার বয়ঃক্রম অনুমান ২.৫ বৎসর, গৌরবর্ণ, দক্ষিণ নয়নের নিম্নভাগে একটী আঁচিল আছে। প্রায় তিন মাসাবধি বাটী হইতে কোথায় গমন করিয়াছেন এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই নির্দ্দেশ হয় নাই, অতএব কোনো মহাশয়ের নিকট উক্ত সত্যকৃষ্ণ হালদার যদ্যপি গমন করেন, তবে তাঁহাকে আ-

পন নিকটে স্থিত করিয়া প্রভাকর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহার তাপিত জনক জননীর শোকানল শীতল করিবেন।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিস্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.

জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা
২৬ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদপ্রভাকর

২৩ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

ভারতবর্ষ প্রবাসি কতকগুলীন ইংরাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এমত আবেদন করিয়াছিলেন, যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুরের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় এক জন গবরনর জেনরল প্রেরণ করা হয়, ঐ আবেদন পত্র যথা রীতিক্রমে প্রেরিত না হওয়াতে বিলাতীয় প্রধান রাজমন্ত্রী লার্ড পামরষ্টন্ সাহেব তাহা গ্রহণ না করিয়া একখানি পত্র সহিত প্রত্যর্পণ করাতে আগামি কল্য শুক্রবারে কলিকাতা নগরীয় পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ আবেদকেরা লার্ড পামরষ্টন সাহেবের উক্ত পত্রের কিরূপ উত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য তাহার বিবেচনা করণার্থ এক সভা করিবেন।

বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "যদিও এতদ্বিষয়ে আর অধিক আন্দোলন করণের প্রয়োজন করেনা, তথাচ রাজসচিবরের এ বিষয়ে কি অভিপ্রায় তাহা অবগত হওয়াতে হানি নাই, অতএব ঐ আবেদন পত্র পুনর্ব্বার যথা নিয়মে প্রেরণ করিয়া দেখুন, শেষ কি ফল দর্শে।,,

এই প্রসঙ্গে আমারদিগের এই মাত্র বক্তব্য, যে, অধুনা এবিষয় আর উত্থাপন করণের প্রয়োজন করেনা, কারণ আবেদক মহাত্মারা যে এক রাগপরবশ হইয়া আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, লার্ড কেনিং বাহাদুর তদনুরূপ ক্রোধের কার্য্য কিছুই করেন নাই, বর্ত্তমান বিপদে তিনি সর্ব্ব প্রকারেই সুবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছেন বিলাতে বিশিষ্ট রূপেই তাহা প্রামাণ্য হইয়াছে, এই সুদীর্ঘ ভারতরাজ্যের মিত্র-ভাবাপন্ন সমুদয় রাজা ও আপামর সাধারণ রাজানুগত সমস্ত প্রজা এবং বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ ও সাধারণ পক্ষ যখন অপক্ষপাতে পক্ষ হইয়া তাঁহাকে নিরপেক্ষ সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা বলিয়াই উল্লেখ করিতেছেন, তখন ইঁহারা কেন অনর্থক ইঁহার প্রতিকূলে মিথ্যা জল পেড়াপিড়ি করিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বি স্বজাতীয়দিগের মধ্যে পরস্পর মনান্তর ও ভাবান্তর করিয়া দেন।

বিলাত হইতে সর্ব্বশেষে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মঙ্গলজনক, এবার

কোনো বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়ের পতনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইংলণ্ড ব্যাঙ্কের ডিস্কৌণ্ট ৮ পরসেণ্ট এবং ফ্রাঙ্ক ব্যাঙ্কের ডিস্কৌণ্ট ৬ পরসেণ্ট ছিল, নানাদেশ হইতে ইংলণ্ডে টাকার আমদানি হইবায়, বিশেষতঃ এমিরিকা হইতে অধিক অর্থ আসিবায় এমত ভরসা হইতেছে, যে, জানুআরি মাসের শেষে ব্যাঙ্কের সুদ ন্যূন হইয়া ৬ পরসেণ্ট এবং মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বেই ৪ পরসেণ্ট হইবেক।

যে সকল ব্যক্তি বিলাতীয় বাণিজ্য কার্য্যে সংযুক্ত আছেন, তাঁহারদিগের পক্ষে এই সংবাদ অত্যন্ত সুখের সংবাদ হইবেক, বোধ করি, আগামি স্থলপথগামি ডাকযোগে আমরা এমত শিব সংবাদ প্রাপ্ত হইব, যে, বিলাতের বাণিজ্য বাজারে ধনাগম তৃষ্ণায় আর কোনো বণিক হাহাকার শব্দ নির্গত করেননা।

নেপালের ব্রিটিস রেসিডেন্সি প্রবাসি গুণরাশি সদ্বিদ্বান্ বন্ধু কাট্টমুণ্ড হইতে ২৬ জানুআরি দিবসে লেখেন "সংপ্রতি যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সুখের বিষয় কিছুই নাই, কোনো বিষয়েই আর উৎসাহ জন্মেনা, বিশেষতঃ আমারদিগের সহিত অন্য লোকের অবস্থার তুলনা করিলে দেবতা ও মানব, সুস্থ বলিষ্ঠ এবং অন্ধ খঞ্জ, এতদূর পর্য্যন্ত ভেদ। জগদীশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।,,

"সুখের শ্রীপঞ্চমী দিবস বৈকালে "বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ,, এই শ্লোকাংশ স্মরণে আমরা কয়েকজন বন্ধু ভ্রমণছলে পাষাণময়ী সরস্বতী দর্শনার্থ গমন করি, পথিমধ্যে অতি সুদৃশ্য নয়নানন্দকর বরফবৃষ্টি হইল, তদ্দর্শনে অত্যন্তই সুখি হইলাম, তৎকালে স্বভাবের শোভা অতি মনোলোভা হইয়াছিল, ঐ দিবস এখানে বিলক্ষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে।,

নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়! আমারদিগের এই অঞ্চলের মঙ্গল মানসে আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং মুন্সেফ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর প্রযত্ন পূর্ব্বক ২৫ জানুআরি ১৩ মাঘ সোমবার দিবসে জঙ্গীপুরে এক ইংরাজী এবং বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। ১৮৫৬ সালের জুন মাসে এই বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া সাহায্য প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা যায়, কিন্তু তাহাতে কোনো ফলোদয় হয় নাই, এইক্ষণে বিচারপতিদিগের বিশেষ মনোযোগ এবং গ্রাম্য জনেরদের যথাযোগ্য আনুকূল্য ও উৎসাহে সেই দুঃখ নিবারণ হইয়াছে। নাটর নিবাসি সুশিক্ষিত বাবু কালীপ্রসাদ শান্যাল, যিনি বোয়ালিয়ার স্কুলের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি আমারদিগের এই নূতন স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক, এবং শ্রীযুত ভগবতীচরণ ন্যায়রত্ন, যিনি মৃত মহাত্মা লারুলতা সাহেবের সময়ে এখানকার গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা পাঠশালার পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বঙ্গ ভাষার উপদেশক হইয়াছেন, ইঁহারা উভয়েই উভয় ভাষায় সুযোগ্য।

এই পাঠালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল মহাশয় মাসিক এবং এককালীন দান করিয়াছেন তাঁহারদিগের নাম নিম্নভাগে লিখিতেছি।

দাতা।	মাসিক	এককালীন।
মেং ডবলিউ, আই. হরসেল সাহেব।	১০	১০০
,, এচ, টি, ষ্টুয়ার্ট	১০	৫০
,, জে, ডবলিউ, মেসক	৫	০
,, সি, বি, মেসক	২৷৷০	২৫
,, জান, লারুলতা	৫	২৫
,, জে, এম, রিজিয়েল	১	১০
,, কারলেক	০	৫
,, রাইস	০	৫
,, এ, এল, ষ্টুয়ার্ট	৫	২৫
রায় মহেশনারায়ণ রায়	০	২০০
বাবু বিজয়গোবিন্দ ও যদুলাল বড়াল	৮	১০০
বাবু রামলাল সিংহ	৬	৭৫
,, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী	৭	৭৫
,, কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।	১	১০
,, গুরুপ্রসাদ সরকার	১	১০
,, মহানন্দ রায়	১	১০
,, সুধাকৃষ্ণ বাবু	১	১০
,, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।	০	৫
,, গদাধর এবং বনয়ারিলাল মণ্ডল।	২	২০
,, রামদয়াল মণ্ডল	১	০
,, রুদ্রনারায়ণ পাঁড়ে	০	২৫
রাজাগোপালচন্দ্র সিংহ	০	১০০
,, কালিদাস ধর	৫	৫০
	৭১৷৷০	৯৩৫

ছাত্রদগের প্রতি ।৷০ এবং ।৹ আনা বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ছাত্রের সংখ্যা আপাততঃ ৩৫ জন। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে পরে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

শ্রীনীলকণ্ঠ সরকার।
জঙ্গীপুর। ১৬ মাঘ ১২৬৪।"

মাণিকগঞ্জ নিবাসি বন্ধুর পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! কয়েক দিবস গত হইল, বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতি বারতারা গ্রাম নিবাসি শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র মজুমদার থাকবস্তার ডেপুটী কালেক্টর বাহাদুর এখানে আসিয়া কাছারী করিতেছেন। আমরা উক্ত বাবুর পীযূষ পরিপূরিত মধুর আলাপনে নিয়ত তৃপ্ত হইতেছি, ইনি অতি মহন্মনুষ্য, অহঙ্কারাদি মদ ইঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই, এবং স্বয়ং যেমন গুণজ্ঞ তেমনি গুণবান্ মাত্রকে যথাযোগ্য সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিদ্যা বিষয়েও নিতান্ত অনুরাগ রাখেন। স্বীয় থাকবস্তার কর্ম্মে তিনি অত্যন্ত যশোলাভ করিয়াছেন, ইঁহার অতি অল্প দিবসের কার্য্য নির্ব্বাহের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া অপর্য্যাপ্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি, অধিক কি নিবেদন করিব, জমীদার, তালুকদার ও মোক্তারকারগণ সকলেই ইঁহার গুণ যশ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, ও আমিও তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতেছি, পরমেশ্বর এমত উত্তম বিচারককে দীর্ঘজীবী করুন। দয়াবান গবর্ণমেণ্ট পদ দিতে যেন এমত সুপাত্রকেই দেন, যদ্দ্বারা রাজা প্রজা উভয়ের কুশলের সম্ভাবনা। সময়ের স্বল্পতা বিধায় অধিক লিখিতে পারিলাম না ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ২৬ পৌষ।

শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
মোং মাণিকগঞ্জ।,,

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি সর্ব্বপ্রিয় সাধুবর শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমুলা পর্ব্বত হইতে লাহোরে আগমন করিয়াছেন।

যবন জাতির কবর স্থান বাহির রাস্তার ধার হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে স্থাপিত হওনের প্রস্তাব হইয়াছে।

ইংরাজী পত্রে লেখেন "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ষ্টেণ্ডিং কৌন্সেল শ্রীযুত কোরি সাহেব পীড়িত হইয়া বিলাতে গমন করণে বাধিত হইবায় কৌন্সেলি মষ্টিরো সাহেব তৎপদে অভিষিক্ত হইবেন। এই মহাশয় ঐ পদের যথার্থ যোগ্য পাত্র বটেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কাণপুরের পত্রে দৃষ্ট হইল মহারাজ জং বাহাদুরের সৈন্যদিগের মধ্যে জ্বররোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

প্রধান সেনাপতির প্রস্তাবে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এলাহাবাদে এক হৈসনরি ডিপার্টমেণ্ট স্থাপনের অনুমতি করিয়াছেন।

সিংভূমের ২৫ জানুআরি তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, কাপ্তেন ফাক্টর এবং মেং লসিংটন সাহেব ছয় কোম্পানি সিকাবটি বেটিলয়ন সৈন্য সমভিব্যাহারে ২৩ জানুআরি দিবসে খাইবাসা হইতে চকরদরপুরে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহারা তথা হইতে বিরোধি কোলজাতিদিগের শাসনার্থ মগ্রা নামক স্থানে গমন করিবেন।

কাণপুরের গত ২৬ জানুআরি পত্রে লেখে, অদ্য প্রাতে ব্রিগেডিয়ার কেম্পবেল সাহেবের অধীনস্থ ৭ সংখ্যক হাসার, ৭৯ গণিত হাইলণ্ডর এবং কতকগুলীন রায়েল আর্টিলারি, গোলেন্দাজ সেনা এলাহাবাদ হইতে তথায় উপনীত হইয়াছে। মহারাণী ৩৩ গণিত শ্বেত সেনাদিগকে মৈনপুরী হইতে কাণপুরে গমনের অনুমতি হইয়াছে।

কতেগড়স্থ ২১ জানুআরির পত্রে দৃষ্ট হইল যে প্রধান সেনাপতি অদ্যাপি তথাকার ছাউনি মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। শুনিলাম তিনি রহিলখণ্ড এবং অযোধ্যা মধ্যে গমনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

Printed and published by Issurchunr Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীসদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৪১ সংখ্যা। শুক্রবার ২৪ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল। মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে. বর্ত্তমান ফিব্রুআরি মাসের ১৫ তারিখ অবধি বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং এলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আরোহিদিগের গমনাগমনের নিমিত্ত ডাকের গাড়ী পরিচালনের কর্ম্ম আরম্ভ হইবেক।

ডাক-কোম্পানিরা বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমুদয় গাড়ী অর্থাৎ যাহার ভিতরে চারিজন এবং বাহিরে একজন আরোহি বসিতে পারিবেন এবং তাহাতে ।।০ কুড়ি সের অর্থাৎ অর্দ্ধ মোন দ্রব্য বোঝাই লইতে পারিবেন, তাহার ভাড়া কোম্পানির ৩৬ ছত্রিশ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কেবল একজন লোক গমন করিলে তাহার নিকট প্রত্যেক অর্দ্ধ ক্রোশে ।।০ আট আনা হিসাবে ভাড়া লওয়া যাইবেক।

নদীর পারানী।—অথবা খাজানা ডাক-কোম্পানিরা দিবেননা, তাহা আরোহিদিগ্যে দিতে হইবেক।

যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ডাক কোম্পানির গাড়ী ভাড়া লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বারাণসী ধামের "হিন্দুস্থান হর্স ডাক-কোম্পানির ., আফিসে "পেসেঞ্জর ক্যারেজ ডাক-কোম্পানির এজেণ্ট অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার নিকট গমন করিয়া ভাড়া স্থির করিবেন।

আরোহিদিগের কোনো প্রকার ক্লেশ না হয়।—ডাক কোম্পানিরা তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপেই যত্ন করিবেন।

১ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে একটা গাভী ছুটিয়া আসিয়া শোভারাম বশাকের দ্বিতীয় গলির ২৫ নং ভবনে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং অদ্যাবধি সেই স্থানে আছে, অতএব যাঁহার ঐ গাভী তিনি তাহার দাওয়া সপ্রমাণ পূর্ব্বক এই বিজ্ঞাপনের মূল্য এবং তাহাকে রাখিবার খরচা প্রভৃতি দিলে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।

তারিখ ২১ মাঘ ১২৬৪।

সংবাদ প্রভাকর

২৪ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

নিম্নস্থ পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"নাটোর।

১২ মাঘ ১২৬৩।

মহারাণী ভবানী ঠাকুরাণীর গুণ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতিভক্তি ও কৃতজ্ঞতারসে মন আর্দ্র হইল, কিরূপে কি প্রকারে

তাঁহার গুণানুবাদ করিব স্থির করিতে পারিনা। তাঁহার গুণ সমুদয় অসাধারণ ও আশ্চর্য্য, তিনি যে কেবল দেশীয় লোকদিগের হিত সাধন করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এমত নহে, শত শত ভিন্ন দেশীয় লোকেরাও তাঁহার গুরুতর ঋণ পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা কি সেই সমুদয় ঋণ হইতে কখন পরমুক্ত হইতে পারিবে? কখনই নহে। তিনি লোকদিগের মানসিক উন্নতি সাধনার্থ যে কত পরিশ্রম ও কত ব্যয় করিয়া গিয়াছেন তাহা কত কত গ্রন্থকারকেরা পুস্তক নিবদ্ধ করিয়া আপনার গুণ প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে আমিও কেবল আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিতেছি মাত্র, এ দেশের পূর্ব্বতন অবস্থা স্মরণ করিলে সেই হিতৈষিণী স্মৃতিপথারূঢ়া হয়েন। কি বিদ্যা বিষয়ে, কি জ্ঞান বিষয়ে, কি ধর্ম্ম বিষয়ে যে কোনো প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকুক তাহার অদ্বিতীয়া সেই হিতৈষিণী হইয়া ছিলেন। রাণী ভবানীর প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণ লোকেরা যে কোনো ব্যক্তি তাঁহার কিঞ্চিৎ লাভ না করিয়াছেন তিনি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কখনই নহেন। এই নাটোর নগরে ইতস্ততঃ অবলোকন করিলে কেবল তাঁহার বিচিত্র কীর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি হয় না, তাঁহার গুণ সমুদয় লিখিতে হইলে চিরদিন কেবল লেখনী ধারণ করিয়াই থাকিতে হয়। সেই হিতৈষিণীর প্রপৌত্র শ্রীযুত রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর পূর্ব্বকৃত শিব মন্দির দেবালয় এবং অন্যান্য বিগ্রহের যে সকল গৃহ ক্রমশঃ বিনাশ পাইবার সম্ভব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকেরা আনন্দনাথের আনন্দ রস পান করিতে অনেকেই আন্তরিক যত্ন, শ্রদ্ধা, আগ্রহ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। রাজা বাহাদুর যে কেবল দেশীয় লোকদিগেরই মনোরঞ্জন করিতেছেন এমত নহে, রাজা বাহাদুর রাজকোষ পরিপূরিত অর্থ প্রদান করিয়া রামপুর বোয়ালিয়াতে যে পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে রাজপুরুষেরা এবং অন্যান্য পাঠার্থিদিগের যে কত সন্তোষের আলয় পুস্তকালয় হইয়াছে তাহা পাঠকেরাই সময়ে সময়ে অনুমান করিয়া থাকেন, বিদ্রোহিতা নিবারণ জন্য শ্বেতপুরুষেরা যখন যে আজ্ঞা করিতেছেন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিয়া যতদূর মনোরঞ্জন করিতে হয় তাহাতে শ্রীযুত বাহাদুর কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না, উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপারে একটী হস্তিও শ্বেতপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। আমারদিগের শ্বেত সৈন্যেরা রঙ্গড়া মোকামে সংস্থান হইবার কল্পনা হওয়াতে রাজা বাহাদুর তাহারদিগের আহারীয় দ্রব্য যে কত প্রকার স্থানে স্থানে আয়োজন করিয়াছিলেন, যদি সেই সকল দ্রব্য তাহারা দেখিত তাহা হইলে রাজা বাহাদুরকে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করিত, ঘটনাক্রমে সৈন্যগণ অন্য পথের পথিক হওয়াতে রাশীকৃত দ্রব্য অনেক বিতরণে সন্তোষ লাভ করিলেন। বর্ত্তমান বিদ্রোহি তা ব্যাপারে যতদূর সুবিবেচন করিয়া উপকার করিতে হয়, বিজ্ঞ বর বাহাদুর তাহার কিঞ্চিন্মাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন না। এই নাটোর নগরে যে বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুত বাহাদুর বিশেষ তত্ত্বাবধারণ পূর্ব্বক মাসিক ব্যয় প্রদান করিতেছেন। এই উত্তরায়ণ দিবসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্য দুঃখি লোকও অনেক হইয়াছিল, সকলকেই যথোচিত আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন। ঐ দিবস আনন্দকালী, জয়কালী, বৃন্দাবনচন্দ্র, রামচন্দ্র, সর্ব্বমঙ্গলা, দশভুজা, এই সমুদয় দেবতার ভোগের যে কত প্রকার প্রত্যেক বাড়ীতে পারিপাট্য হইয়াছিল তাহা ব্রাহ্মণ সকলেই অধিক বলিতে পারেন। উক্ত দিবস দুই প্রহর ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার পাখি, মেষ, মনুষ্য মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হওয়াতে যাহার পাখি এবং যাহার মেষ এবং যে মনুষ্য রাজ সমীপে জয় লাভ করিয়াছে তাহারাই রাজপ্রদত্ত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দিবস পক্ষিপালক লোকেরাও রাজ সমীপে স্ব স্ব পরিচ্ছদ লাভ করিয়াছে। সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় কালোয়াৎ লোকেরা এবং বাদকেরা সভাস্থ ব্যক্তিদিগের যথোচিত মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! হা কি দুঃখের বিষয় যে বাড়ীর চতুর্দ্দিগস্থ চৌকী দোখয়া কর্ম্মকেরা নদী কল্পনা করিলেন, এবং যে সকল গৃহ দেখিয়া ইন্দ্রালয় কহিতেন, এবং অর্দ্ধাগমের

ধূমে বাওয়ান্ন লাকে কত কত কোটী স্থির করিতেন। সেই সমুদয় প্রায় অনেক অংশেই বিনাশ হইয়াছে, সেই বাওয়ান্ন লাক রাজবাটীতে প্রায় নির্লাক হইয়া স্থানে স্থানে দুই তিন লাক হইয়া আছেন। এইক্ষণে রাজা বাহাদুরের সদ্গুণে অনেকেই তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকেন। রাজা বাহাদুর দীর্ঘজীবী হইলে বোধ করি অনেক অংশেই শ্রীবৃদ্ধি হইবেক নিবেদন মিতি।"

আমরা নিম্নস্থ বিষয়টি অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়!

বাহির মৃজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে আগামী বৎসরের যে পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা আমার গণিত, তাহাতে যে কালাশুদ্ধির বিষয় গণিয়া দিয়াছি, সেণ্ডর্স প্রভৃতির পঞ্জিকাতে তাহার বিপরীত গণনা দর্শন করিলাম, অতএব সন্দেহ হওয়াতে, আমি জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি পণ্ডিতবর্গের নিকট এক ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া আপনার নিকট তাহার অনুবাদ অর্পণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার সংবাদ পত্রের এক প্রান্তে প্রকটিত করিয়া সর্ব্ব সাধারণের গোচর করিবেন, তাহা হইলে আমার গণনা যে শুদ্ধ এবং ইহার বিপরীত গণনা যে অশুদ্ধ, তাহা সকল লোকেই জানিতে পারিবেন, জানিয়া কালের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বিবেচনা পূর্ব্বক ক্রিয় কর্ম্ম সকল বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থার অনুবাদ।

শ্রীযুত পণ্ডিতমণ্ডলী সমীপে

বালিনিবাসী শ্রীশ্রীচন্দ্র শর্ম্মার সবিনয় নিবেদন।

প্রশ্ন। গুর্ব্বাদিত্য যোগ জন্য যে সময়াশুদ্ধি হয়, তাহা গুরু ও আদিত্যের একরাশিতে অবস্থিতি হইলেই হয়, কিম্বা একরাশি ও এক নক্ষত্রে অবস্থিতি হইলে হয় ইহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর। এক রাশির ব্যাপ্য এক নক্ষত্রে বৃহস্পতি ও আদিত্যের যোগ হইলে দশ দিন অশুদ্ধ হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকার এবং নব্য শাস্ত্রকার সকলেরই এই সিদ্ধান্ত, অতএব যে সময়ে এক রাশিতে এক নক্ষত্রে উভয়ের যোগ আরম্ভ হয় অদ্যাবধিই অশুদ্ধি, কেবল এক রাশিতে উভয়ের যোগ হইলে কালাশুদ্ধি হয়, ইহা স্থূলবুদ্ধিরা যে বিবেচনা করেন তাহা অশুদ্ধ, যেহেতু কাশ্যপাদি শাস্ত্রের বিরোধ হয়।

প্রমাণ। মলমাস তত্ত্ব ধৃত কাশ্যপ বচনের অর্থ,—যদি গুরু আদিত্য এক রাশিতে এক নক্ষত্রে গমন করেন, শুক্র অস্তগত হন, এবং সিংহ রাশিতে সুরগুরু গমন করেন, তাহা হইলে বিবাহ গৃহ প্রতিষ্ঠাদিকর্ম্ম করিবেকনা, এবং এই বচনের ব্যাখ্যাস্থলে মলমাস তত্ত্বেও ঐরূপ লিখিত আছে, আর বিদ্যাপতিকৃত বর্ষকৃত্যে ধৃত গার্গ্যবচনে এরূপ আছে, ইত্যাদি।

শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মণাম।
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণাম।
শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মণাম।
শ্রীভরতচন্দ্র শর্ম্মণাম।
শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম।
শ্রীচন্দ্রমোহন শর্ম্মণাম।
শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাম।
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম।
শ্রীসনাতন শর্ম্মণাম।
শ্রীসীতানাথ শর্ম্মণাম।
শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম।
শ্রীরামানন্দ শর্ম্মণাম।,,

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ব্রিগেডিয়ার জেনরল ফ্রাঙ্কস সাহেবের ফুলপুরস্থ শিবির হইতে ২৮ তারিখে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম।

"আমরা দুই এক দিবসের মধ্যে খুদিপুর অথবা বাদলাপুরে গমন করিব, কারণ উক্ত প্রদেশের কোনো স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি সমবেত হইয়াছে। গত পরশ্বঃ এবং কল্য এস্থানে সাতিশয় বৃষ্টি হওয়ায় শীত ঋতুর বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে,,

দিল্লীর ১৯ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে যে জেনরল উইণ্ডহেম সাহেব দুই দিবস হইল এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তিনি অতি ত্বরায় শিরহিন্দ ডিবিজনের সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহার অধীনস্থ হেড কোয়াটর অম্বলায় অবস্থিতি করিবেক। ৩৮ সংখ্যক পদাতিক সেনা বৃহৎ বৃহৎ তোপ সমভিব্যাহারে আগ্রা হইতে ক্রতেগড়ে থাকিবেক। শুনি-

Plastic Covered Document

লাম, তাহারদিগের সহিত অনেক শীক সেনা আছে। এস্থানে এমত জনরব যে বেরিলি নামক স্থান পুনর্ব্বার ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস করেনা।

২৫ জানুআরি দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, জোয়ানপুর এবং আজিমগড়ের সম্মুখবর্ত্তি কোনো স্থানে ব্রিগেডিয়ার ফ্রাঙ্কস সাহেবের সহিত বিদ্রোহিদিগের যে সমর হয়, তাহাতে যদিও শত্রুদিগের অধিক অংশ ধ্বংস হয় নাই, তথাচ তাহারা পরাজিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করায় ক্রমে ক্রমে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সসারামস্থ কোনো পত্র প্রেরক লেখেন, জনরব যে. ১৫০ কুলি ১৫০০ মুদ্রা সমভিব্যাহারে অযোধ্যা হইতে বেহারাভিমুখে গমন কালীন ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হওত কারাবদ্ধ হইয়াছে, শুনিলাম ঐ দুরাত্মাদিগের নিকটে বিদ্রোহিদিগের কয়েক খানি লিপি ছিল, তাহার মর্ম্ম যথা "বোধ করি আমারদিগের বাঞ্ছিত ফল সুসিদ্ধ হইল না, কারণ ব্রিটিস সেনাগণ সাতিশয় বীরত্ব সহকারে আমারদিগকে সাহস বিহীন এবং ক্ষীণবল করিয়া ক্রমে ক্রমে ভরসা হীন করিয়া আনিতেছে।,,

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থ ৩৫ সংখ্যক শ্বেত সেনাদিগকে দানাপুরে গমন করণের অনুমতি হইয়াছে।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত আর তিন রেজিমেণ্ট এতদ্দেশীয় সেনা চীনদেশে প্রেরণ করণের অভিপ্রায় করিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে এক কোম্পানি গোলেন্দাজ সেনা এক বিরুজ তোপ সহিত তথায় প্রেরিত হইবেক, ভারতবর্ষীয় সেনার দ্বারা যদিস্যাৎ চীনদেশ জয়লাভ করা হয়, তবে তদপেক্ষা ইংলণ্ডের অধিক সুখের বিষয় আর কি আছে।

উক্ত পত্রে লেখে, "কিছু দিন গত হইল এমত লিখিত হয় যে, "সরজেণ্ট মেজর গারডন নামক ব্যক্তি দিল্লীর বিদ্রোহি সেনাদলে সংযুক্ত হইয়াছিল, এইক্ষণে নিশ্চিতরূপে অবগতি হইল সে ব্যক্তি ইংরাজ বটে কিন্তু তাহার নাম গর্ডন নহে।,,

দিল্লীর পত্রে লেখে বৃদ্ধ বাদশাহ মৃতকল্প হইয়াছিলেন, এইক্ষণে অনেক আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, সংপূর্ণরূপে সুস্থ হইলে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইবেক, তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবেনা, কিন্তু স্থানান্তরিত হইবেন।

প্রধান সেনাপতির শিবির হইতে ২৬ জানুআরি দিবসে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম।

স্যার হিউজ রোজ সাহেব আপনার অধীনস্থ সেনার সহিত গত ১৫ তারিখে বোম্বে হইতে সিহোর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি ত্বরায় বান্দেল খণ্ডে আগমন করিবেন। জেনরল রবার্টস সাহেব নিম্ন লিখিত সেনার সেনাপতি হইয়াছেন। মহারাণীর ৮৩ এবং ৯৫ সংখ্যক শ্বেতসেনা ও ৩ রেজিমেণ্ট নেটিব সেনা এবং তাহার অধীনে ১২ টা সিজ এবং ১৮ ছোট তোপ থাকিবে।

লক্ষ্ণৌ নগরের নিকটাবর্ত্তি স্যার জেম্‌স ওটরাম সাহেবের শিবির হইতে যে লিপি আগত হয় তাহার সার মর্ম্ম।

বাসপরাট গঞ্জস্থ পুলিসের কর্ম্মচারিগণ, কিয়দ্দিন গত হইল একদল বিদ্রোহি সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওত প্রায় ৫০০ হত হইয়াছে এবং কয়েক দিনাবধি তাহারা আমারদিগের ডাক গতায়াতের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সংপ্রতি আর সেরূপ নাই, অর্থাৎ নিয়মিতরূপে ডাক চলিতেছে। মহারাণীর ৩৪ সংখ্যক গৌরাঙ্গ সেনারা বোধ করি অদ্যই এস্থানে ১০ টা তোপ সহিত আগমন করিবেক। গত কল্যচারি জন বিদ্রোহি সেনার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধরা দিয়াছে, অতএব তাহাদিগের ভাগ্যে কি ফল ফলিবে তাহার স্থিরতা কিছুই হয় নাই। গ্রামবাসি কয়েক জন ব্যক্তি আমারদিগের শিবির মধ্যে আসিয়া কহিল "যে বিদ্রোহিগণ সংপূর্ণরূপে ভরসাহীন হইয়াছে।,,

মৃত মহাত্মা মাধবচন্দ্র দত্তের দুই জন হত্যাকারিকে গত ১ ফিব্রুআরি তারিখে হুগলিতে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

অনরবেল জে, সি, টেলবট সাহেব বিলাত গমনে উদ্যত হওয়ায় শুনিলাম মেং বাউবিং সাহেব গবর্ণর জেনরলের প্রাইবেট সেক্রেটারির পদে অভিষিক্ত হইবেন।

Printed and published by Issurchunr Gooptto, at the Probhakar Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৪২ সংখ্যা] শনিবার ২৫ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ৬ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টরসেল।

যে মোকদ্দমায় রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাদী এবং রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়, কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও কুমার কালীকুমার মল্লিক রায় প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২১ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে প্রাগুক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ৬ ফিব্রুআরি শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল নিশ্চয়রূপে বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার ২ নম্বর বনফিল্‌ডলেনে যে এক এক তালা বসতি-বাটী এবং যে এক খণ্ড বা বন্দ ভূমি, যাহার উপর উক্ত বাটী নির্ম্মিত আছে ভূমি অনুমান ।৪।৶ নয়কাঠা সাত ছটাক তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা এইক্ষণে কালিদাস বসু এণ্ড কোম্পানির অধিকারে আছে। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ, যথা, উত্তরদিগে মেং এম ডিসোজা সাহেবের বাটী যাহা উক্ত কালিদাস কোম্পানির অধিকারে আছে এবং যাহা বিক্রীত বিষয় হইতে প্রাচীর দ্বারা বিভাগ করা হইয়াছে। পূর্ব্বদিগে কলিকাতার আরমানি চর্চ্চ বাটী যাহা মেং মানক হো সাহেবের অধিকারে আছে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিগে প্রকাশ্য রাস্তা যাহা বনফিল্‌ড লেন নামে বিখ্যাত।

এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত ও বিক্রয়ের তালিকা সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর আফিসে অথবা মিস্যুয়ার্স ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ বাদি পক্ষের উকিলদিগের কলিকাতাস্থ ওল্‌ড পোষ্টআফিস ষ্ট্রীটে ১১ নম্বর ভবনে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complainants Attornies.
ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ,
বাদিপক্ষের উকিল।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৭জানুআরি১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, বর্ত্তমান ফিব্রুআরি মাসের ১৫ তারিখ অবধি বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং এলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আরোহিদি-

Plastic Covered Document

গের গমনাগমনের নিমিত্ত ডাকের গাড়ী পরিচালনের কর্ম্ম আরম্ভ হইবেক।

ডাক-কোম্পানিরা বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমুদয় গাড়ী অর্থাৎ যাহার ভিতরে চারিজন এবং বাহিরে একজন আরোহি বসিতে পারিবেন এবং তাহাতে ॥০ কুড়ি সের অর্থাৎ অর্দ্ধ মোন দ্রব্য বোঝাই লইতে পারিবেন, তাহার ভাড়া কোম্পানির ৩৬ ছত্রিশ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কেবল একজন লোক গমন করিলে তাহার নিকট প্রত্যেক অর্দ্ধ ক্রোশে ॥০ আট আনা হিসাবে ভাড়া লওয়া যাইবেক।

নদীর পারানী।—অথবা খাজানা ডাক-কোম্পানিরা দিবেননা, তাহা আরোহিদিগে দিতে হইবেক।

যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ডাক কোম্পানির গাড়ী ভাড়া লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বারাণসী ধামের "হিন্দুস্থান হর্স ডাক-কোম্পানির ,, আফিসে "পেসেঞ্জর ক্যারেজ ডাক-কোম্পানির এজেন্ট অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার নিকট গমন করিয়া ভাড়া স্থির করিবেন।

আরোহিদিগের কোনো প্রকার ক্লেশ না হয়।—ডাক কোম্পানিরা তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপেই যত্ন করিবেন।

১ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

সংবাদপ্রভাকর

২৫ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা অতি প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, মুরশিদাবাদের শ্রীযুত নবাব বাহাদুর বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনায় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বদাই ব্রিটিস পক্ষের জয় প্রার্থনা করিতেছেন, ব্রিটিস সেনারা যখন যে স্থানে যুদ্ধে জয়ি হইতেছে, তিনি সেই সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। দিল্লীজয়ের সমাচার পাইয়া তিনি মহানন্দে মহামহোৎসবের ন্যায় মহাব্যাপার করিয়াছিলেন, তাঁহার এই সমস্ত সদাচরণ এবং রাজানুগত্য ব্যবহার জন্য আমারদিগের দয়াময় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া বিশেষ অনুগ্রহ ও বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন. এতকাল খোজাদিগের কর্ত্তৃত্ব থাকাতেই তাহারদিগের কার্য্য-দোষে শ্রীশ্রীযুত সর্ব্বতোভাবে সুখ্যাতি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, বরং অনেক বিষয়ে তাঁহার যশঃ শশাঙ্ক কলঙ্করূপ অঙ্ক ধারণের লক্ষণ করিয়াছিল. এইক্ষণে খোজা স্বরূপ রাহু ও আর আর দুষ্ট-লোকরূপ মেঘের বিনাশ হওয়াতেই তাঁহার সুখ্যাতি সুধাকর অতি পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়াছে, বর্ত্তমান দেওয়ান রায় রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব অতি সুনিয়মে সদনুরাগ সহযোগে কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা কর্ম্মের অনেক সুপ্রণালী এবং সুশৃঙ্খলা হইয়াছে ক্রমে আরো হইবে।

নিজাম বাহাদুর পূর্ব্বে বিষয় কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ ও সুদৃষ্টি না করাতে খোজা এবং এক জন শাদা কর্ম্মচারী ছলে কলে ও কৌশলে সুন্দরবনাদি কয়েক স্থানের বহুমূল্য বিশিষ্ট ভূমি সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছেন।

নবাব বাহাদুরের সন্তান সন্ততির সংখ্যা হয় না, ২১।২২ টি ছেলে মেয়ে লোকান্তরিত হইয়াছে এবং এইক্ষণে কুড়ি একুশটি জীবিত আছে, তন্মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যা অত্যল্প, অধিকাংশই দাসী-গর্ভজাত. শ্রীশ্রীযুত বিবাহের পূর্ব্বে একটি পুত্রের জন্ম দান করেন, মুসলমান জাতির নিয়ম অতি ভয়ঙ্কর, ইঁহারদিগের রায় রাঁড়ী সকলি সমান, বাঁদির বাচ্ছা যদি বয়সে বড় হয় তবে সেই ব্যক্তিই প্রধান হইয়া বসে, বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানেরা তাহার নিকট বিষয়ের স্বত্বাধিকারি হয়না, যাহা হউক ভাগ্যধর লোকের অধিক সন্তান হওয়া এক প্রকার পাপ ও অধর্ম্মের বিষয়।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল যে, গত ২৭ তারিখে দিল্লীর পদচ্যুত বাদশাহের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। নিম্ন লিখিত কয়েক জন সমর সম্বন্ধীয় মহোদয় বিচার করণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা "কর্ণেল ডয়েস, এইচ, এ, সাহেব, মেজর পামর সাহেব, মেজর রেডমান সাহেব, মেজর সয়আরসে সাহেব, কাপ্তেন হথর্ন সাহেব, মেজর আরফি সাহেব, এবং প্রসিকিউটার মেজর হেরিয়ট সাহেব ইণ্টরপিটর হইয়াছেন।

৩১ জানুআরি দিবসে এলাহাবাদস্থ কোনো পত্র-প্রেরক লেখেন যথা। প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ফতেগড় পরিত্যাগ করত কাণপুরে গমন করিয়াছেন। জনরব এই, যে, লক্ষ্ণৌস্থ বিদ্রোহিগণ আমারদিগের সহিত কোনোরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া রণে ক্ষান্ত হওনের মানস প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু কোলিন ক্যাম্পবেল সাহেব তাহাতে সম্মত নহেন, শুনিলাম মান সিংহ বিস্তর সেনা লইয়া, গোরখা সেনাদিগের আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। রামগদার নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে বিপক্ষদিগের সহিত যে সমর হয়, তাহাতে শত্রুদিগের বিস্তর অশ্বারোহি সেনা আহত হয়। প্রত্যহ এস্থানে ফাঁসি দিবার বড় সমারোহ হইতেছে। গোরক্ষপুরের উজির মন্সুরফ মিয়ার ফাঁসি হইয়াছে। কলিকাতার ডাক এক্ষণে বড় বিলম্বে আগত হইতেছে।

২৭ জানুআরি তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে যে, ফাইজাবাদে অনেক রেজিমেণ্ট পদাতিক অশ্বারোহি সিপাহিদিগের সহ সমবেত হইয়াছে।

পঞ্জাবের পদি নামক স্থানের শিবির হইতে ২৩ জানুআরি তারিখে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম যথা। এইক্ষণে এস্থানে কোনো প্রকার গোলযোগ নাই, এস্থানের অস্ত্রবর্জ্জিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনাগণ, তাহারদিগের ভ্রাতৃদিগের অনুবর্ত্তি হওনের মানস করিতেছে বটে, কিন্তু তাহা শীঘ্র করণে সক্ষম হইবেক না, কেননা সকলেই সতর্কতা পূর্ব্বক তাহাদিগের গতি অবলোকন করিতেছেন।

পাণ্ডদলস্থ কোনো বন্ধু ২৯ তারিখে লেখেন, যে, মহারাজ জং বাহাদুর সমর সজ্জা ও আহারীয় দ্রব্যাদি অভাবে গোরক্ষপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। শুনিলাম তাঁহার নিমিত্ত দ্রব্যাদি সকল শীঘ্রই বারাণসী হইতে প্রেরিত হইবে।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল যে ২৮ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক রেজিমেণ্টের সারজন মেজর গোওণ্ড কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তি রাজবিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহারদিগের প্রতি সাধ্যমত সাহায্য করায় সংপ্রতি ঐ দুরাচারী ধৃত হইয়া কারাগারে হস্ত পদে লৌহময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওত উচিত কর্ম্মের ফল ভোগের প্রত্যাশার প্রতীক্ষা করিতেছে। শুনিলাম, ঐ নিষ্ঠুর ইংরাজ উপস্থিত বিদ্রোহি ঘটনার পূর্ব্বে যবন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল যে দিল্লীর সমর সম্বন্ধীয় গবরনর জেনর বরণ সাহেব উক্ত নগর পরিত্যাগকালীন অত্রস্থ প্রজাগণ কর্ত্তৃক সাতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত পত্রের কোনো বিলাতীয় পত্রপ্রেরক লেখেন যে উপস্থিত দুর্ঘটনাতে সিপাহিগণকে. সাতিশয় দোষি করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ এই সকল হৃদয় বিদীর্ণকর নিষ্ঠুরতাচরণ কেবল কারামুক্ত তস্কর ও অন্যান্য দুষ্টলোকদিগের কর্ত্তৃক হইয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে দৃষ্ট হইল যে এইক্ষণে অযোধ্যাভিমুখে কেবল বিদ্রোহির সমবেত হইতেছে, কতকগুলীন রহিলখণ্ডস্থ বিদ্রোহি সময়ে সময়ে হতনদাওয়ালী নামক স্থানে আক্রমণ করিত, কিন্তু তাহারা এইক্ষণে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছে। বেহারের উত্তর ভাগে অদ্যাপি অমর সিংহ থাকিয়া থাকিয়া দর্শন দিতেছেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে উক্ত প্রদেশে অদ্যাপি বিদ্রোহি সংখ্যা নিবারণ হয় নাই। আমারদিগের প্রধান সেনাপতি ফতেগড় হইতে অযোধ্যায় শীঘ্রই গমন করিবেন, এলাহাবাদস্থ কতকগুলীন সেনা সার জেম্‌স ঔটরাম সাহেবের অধীন সেনা সহিত আলমাগে মিলিত হইয়াছে।

আগ্রার কোনো সংবাদদাতা ২৯ জানুআরিতে লেখেন যে আগ্রার ৭ ক্রোশ দুরে প্রকাশ্য রাস্তার নিকটবর্ত্তি কোনো গ্রামে প্রায় ৭০০০ বিদ্রোহি সমবেত হইয়াছে, এবং এস্থান ও কাণপুরের মধ্যবর্ত্তি কুল্‌না নামক স্থানে বিস্তর শত্রু একত্রিত হওয়ায় সকলেই সঙ্কুচিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। এস্থানে আমারদিগের এমত সেনা নাই যে তাহারদিগের বিপক্ষে গমন করে।

মহারাজ জং বাহাদুরের অধীন কোনো কর্ম্মচারী লেখেন যে হেড কোয়াটর হইতে একদল সেনা অতি ত্বরায় বিদ্রোহিবৃন্দের অধিকৃত কোনো গ্রাম অধিকার করণার্থ গমন করিবেক। শুনিলাম ঐ গ্রামে গত জুলাই মাসে আমারদিগের কতকগুলীন রাজকর্ম্মচারি বিদ্রোহিদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল যে লেপ্টেনাণ্ট ডাটগেলাস সাহেব কিয়দ্দিন গত হইল আত্মঘাতী হইয়াছেন।

বোম্বে টাইম্‌স পত্রে দৃষ্ট হইল যে খানদেশ নামক স্থানে সংপ্রতি রাজবিদ্রোহ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্রই নিবারণ হইবার সম্ভাবনা, কারণ তাহারদিগের সরদারকে ধৃত করা হইয়াছে।

বারাণসীর কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল মান্যবর শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর আগামি কল্য দিবসে এস্থানে উপনীত হইতে পারেন। ৩৫০ জন গৌরাঙ্গ সেনা অতিশীঘ্রই এস্থানে আগমন করিবেক, তাহা হইলে আমারদিগের আর কোনো ভয়ই থাকিবেক না। এইক্ষণে জং বাহাদুর

Plastic Covered Document

ফাইজাবাদ নামক স্থানের ও পারে অবস্থিতি করিতেছেন। শুনিলাম, মানসিংহ জং বাহাদুরের সহিত মিলিত হইবার মানস প্রকাশ করিতেছেন।

আলমবাগস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, সংপ্রতি রণনিপুন জেনরল স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেবের অধীনে ৫০০০ সেনার অধিক আছে।

২০ জানুআরি তারিখে লুকিস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, উক্ত দিবসেই এই প্রদেশের চতুষ্পার্শ্ব হইতে সমর সম্বন্ধীয় রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি এমত সংবাদ আগত হইতে লাগিল যে রহিলখণ্ডের বিদ্রোহিগণ মায়াপুর এবং তাহার নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানের গবর্ণমেণ্ট ষ্টোর লুণ্ঠন করিতেছে, ইহা শ্রবণ মাত্রেই লেপ্টেনাণ্ট টি. বয়সরেগন সাহেব আপনার অধীনস্থ সেনার সহিত তথায় গমন করিয়া লেখেন যে শত্রুগণ একত্রিত হইয়াছে, তাঁহার সহিত রণে প্রবৃত্ত হয় এমত সময়ে তিনি সাতিশয় সাহস ও পরাক্রম সহকারে বিপক্ষগণকে সংপূর্ণরূপে পরাজয় করত ৩০০ ব্যক্তিকে হতাহত করেন, পরে শত্রুগণ সঙ্কুচিতচিত্তে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্রে পলায়ন করিয়াছে।

সিলাটের ২৫ জানুআরি দিবসের পত্রে দৃষ্ট হইল যে কাপ্তেন ষ্টিবেন্সন সাহেব একদল লাইট পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে বিনাকান্দি নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো নিবিড় অরণ্য মধ্যে বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে শত্রুগণ রন্ধন করিতেছিল, ব্রিটিস সেনাগণ সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া সহসা তাহারদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতে বিপক্ষগণ পরাজয় মানিয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়। এই সংগ্রামে বিপক্ষপক্ষের ১০ জন হত এবং বিস্তর আহত হয়। এই সমরে কেবল সিলটবেটেলিয়ন সেনাদিগকে প্রচুর প্রশংসা করা আবশ্যক।

মেনজিহাউ নামক একজন কুকি দিগের সরদার আপনার অধীনস্থ সেনাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া জঙ্গল মধ্যে শত্রু বিনাশার্থ ভ্রমণ করিতেছেন।

২৫ জানুআরি দিবসের বিজনাগুগড়স্থ কোনো পত্র প্রেরক লেখেন আমরা গত কল্য উক্ত নগর অধিকার করিয়াছি, এবং তথাকার দুর্গ অধিকার করণের অনেক সম্ভাবনা হইয়াছে।

জোকহান এবং কমরারার দুর্গ শত্রু হস্ত হইতে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক সংপ্রতি অধিকার করা হইয়াছে। শুনিলাম কুমবারার দুর্গ মধ্যে বিপক্ষদিগের তিনটি তোপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এইক্ষণে এস্থান অবধি প্রায় ২৯॥ ক্রোশ ব্যবধান রাস্তায় আর কোনোরূপ গোলযোগ নাই।

ফতেগড়স্থ শিবির হইতে কোনো পত্র প্রেরক ২৫ জানুআরি দিবসে লেখেন, গত ১১ তারিখে সামসাবাদ অথবা মৌতে বিপক্ষদিগের সহিত ঘোরতর সমর হয়, তাহাতে শত্রুদল সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই সমরে বিদ্রোহিদিগের প্রায় ৩০০ ব্যক্তি হত হয় এবং তাহাদিগের ৪ চারটা পিত্তলের তোপ আমাদিগের হস্ত গত হইয়াছে, এপক্ষের কেবল ৪ জন আফিসর আহত হইয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে "সৈন্যসংক্রান্ত রোমেনকেথলিক পুরোহিতেরা যৎকালে মৃত সেনার সৎকার্য্য জন্য সমাধি স্থলে গমন করেন তৎকালে তাঁহারা নিজ হইতে পাথেয়াদি ব্যয় করিয়া থাকেন, অতএব গবর্ণমেণ্ট হইতে সেই ব্যয় প্রদান করিলে ভাল হয়,, গবরনর জেনরল বাহাদুর এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই।

বল পূর্ব্বক রাজমজুরদিগকে বারিকাদি নির্ম্মাণার্থ নিয়োগ করণের যে আইন প্রচলিত হওনের উদ্যোগ হইয়াছে, আমারদিগের রাজনীতিজ্ঞ লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে "এই আইন প্রচলিত হইলে বঙ্গরাজ্যের প্রজাদিগের পক্ষে হানি ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয়না।,,

মান্দ্রাজ রাইজিংসন পত্রে দৃষ্ট হইল যে মান্দ্রাজ প্রদেশ মধ্যে চালের দর অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে দুঃখি প্রজাগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক লেখেন যে কেবল বঙ্গদেশে ক্রমাগত রপ্তানি হওয়াতে এ দেশের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

অবগত হইলাম আমারদিগের ছোটো কর্ত্তা মহাশয় বাঙ্গাল আফিসের কেরাণিদিগকে প্রিণ্টরি কর্ম্ম শিক্ষা করণের অনুরোধ করিয়াছেন, এজন্য যিনি এতৎকর্ম্ম করিতে মানস করেন, তিনি প্রত্যহ হোম আফিসে উক্ত বিষয় শিক্ষা করিতে যাইবেন, কিন্তু কোনো কেরাণি ইহাতে সম্মত হন নাই।

Printed and published by Issurchunr Goopto, at the Probhakar Press.

Plastic Covered Document

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রমীদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোরেলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০৪৩ সংখ্যা] সোমবার ২৭ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ৮ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল!

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ দরস্তুল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। জিলা হুগলির অন্তঃপাতি ভুরসুট পরগণার রাধানগরের মধ্যে খোল নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।১ এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তুল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখরাজ ভূমি ও তাহাতে খড়ুয়া ঘর, একটা গোলাঘর, এক পুষ্করিণী ও বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ৮৴ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তুল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল যে এক পত্তনিয়া তালুক আছে তাহা তিন মৌজায় বিভক্ত, বিশেষতঃ মৌজা কুড়কুড়ী, মৌজা দুর্গাপুর এবং মৌজা কনকপুর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তুল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল বাইলীপুর নামক স্থানে যে এক পত্তনিয়া তালুক আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তুল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি নাওটা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক লাখরাজ ভূমি এবং তাহাতে এক পুষ্করিণী ও বাঁশঝাড় আছে ভূমি অনুমান ২৫৴ পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তুল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার উদুনা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড লাখরাজ ভূমি ও তাহাতে এক পুষ্করিণী ও বাঁশঝাড় আছে ভূমি অনুমান ৭৲ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল যে এক খণ্ড লাখরাজ ভূমি ও তাহাতে পুষ্করিণী ও বাঁশঝাড় আছে ভূমি অনুমান ৫৲ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল যে এক খণ্ড লাখরাজ ভূমি ও তাহাতে এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ১২৲ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক!

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার কুরকুরি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড লাখরাজ ভূমি অনুমান ১২৲ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার গোলদিগরুই নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড লাখরাজ ভূমি অনুমান ১৬৲ ষোল বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ দরস্তল্লা সরকার, সেখ আকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালী সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ

কলিকাতা।
২১ জানুআরি ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য গৃহে অদ্য তারিখে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মহানগর কলিকাতার বাবুরাম ঘোষের লেন নিবাসি মৃত স্বরূপচন্দ্র শীলের সকল বিষয় বিভবাদি ও দেন পাওনার লেটর্স অফ এডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণের ভার শ্রীমতী গোপীমণি দাসীর প্রতি সমর্পিত হইবেক, যেহেতু তিনি মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং বিষয়াধিকারিণী হয়েন।

W. H. GILLANDERS,
Proctor.

ডবলিউ, এচ, গিলেণ্ডর্স,
উকীল।

কলিকাতা।
৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

সংবাদপ্রভাকর

২৭ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১৬

কোনো কুলকন্যা আপনার পতি বিয়োগজনিত শোক-সূচক একটী গদ্য রচনা প্রেরণ করিয়াছেন, সেই লেখাটি যে কতদূর পর্য্যন্ত উত্তম হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলেই জানিতে পারিতেন, লিপিকারিণী তৎ পত্রে আপনার নাম দিয়াছেন, সি মুলিয়া বলিয়া ধাম দিয়াছেন, কিন্তু তিনি কে? যথার্থ কুলবালা কিনা আমরা তদ্বিশেষ জানিতে পারি নাই, এজন্য প্রকাশ করিতে পারি লামনা, যদি কোনো বিশ্বাসি ব্যক্তি র নিকট অদ্য কিম্বা কল্যপ্রাতে এ মত প্রমাণ পাই, যে, সেই রচনাটি স্ত্রীলোকের রচনা তাহাতে সংশয় নাই, তবে ১ ফাল্গুন দিবসীয় প্রভা করে সমাদরে প্রকটন পূর্ব্বক তদুপ লক্ষে যথাযোগ্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারি, নচেৎ অবিশ্বাস জন্য অপ্রকাশ রাখিতে বাধ্য হইব।

হরকরার কোনো অজ্ঞাত পত্র-প্রেরক লেখেন, এমত জনরব যে "আমারদিগের গবরনর সাহেব যে কালে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি যে এস্থানে আর প্রত্যাগমন করেন এমত বোধ হয় না, মেং ডনক্লিন সাহেব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মেং টেলবট সাহেব, মেং ডোরিন সাহেব, জেনরল লো সাহেব, স্যার আরথর বুলার সাহেব, মেং হালিডে সাহেব, স্যার চারল্‌স জ্যাক্সন সাহেব, স্যার জেম্‌স কলবিল সাহেব, ইঁহারা সকলেই রাজধানী পরিত্যাগ করণে উদ্যোগ করিয়াছেন" এতৎপাঠে সকলেই বিবেচনা করিবেন যে উক্ত পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখনকালীন কিরূপ অবস্থায় ছিলেন।

"কাশীবার্ত্তাবহ,, পত্র পুনর্ব্বার প্রকটিত হইয়া অতি উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হইতেছে, ঐ পত্রের সম্পাদক মহাশয় লেখেন এইক্ষণে কাশীধামে কোনোরূপ আশঙ্কা নাই, বর্ত্তমান বিদ্রোহ বশতঃ গুণ্ডারা লম্ফ ঝম্ফ করিলেও করিতে পারে, মেং গোবিন্স সাহেব এলাহাবাদে গমন করিয়াছেন, তিনি অতি ধীরতা ও বীরতা পূর্ব্বক বারাণসীতে শান্তি রক্ষা করিয়াছেন।

সিবিল ইঞ্জিনিআরি কালেজের ছাত্র সকল রাণীগঞ্জ হইতে এতন্নগরে প্রত্যাগত হইয়াছেন, জনরবে অবগতি হইল কোনো কয়লার খনির অধ্যক্ষবাবুর সহিত তথায় তাঁহারদিগের একটা বিবাদ হইয়াছিল, সেই বিবাদের সূত্রে ইঁহারা নির্দ্দোষি।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

পারেল। মঙ্গলবার, ২ ফিব্রুআরি।
লার্ড এলফিনিষ্টন সাহেবের নিকট হইতে।

৩ ফিব্রুআরি দিবস পর্য্যন্ত।

বারাণসী অথবা এলাহাবাদে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপে নীচের লিখিত সংবাদ আগত হয়।

রাজপুতনার অন্তঃপাতি আওয়া নামক স্থানের দুর্গ এবং সাগরের নিকটবর্ত্তি রাটগড়ের দুর্গ আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে। স্যার হিউজ রোজ সাহেব গত ৩১ তারিখে সাগরে আগত হইয়াছেন, মেজর ওর সাহেব কতকগুলীন হায়দ্রাবাদ কণ্টিনজেণ্ট সেনা সমভিব্যাহারে ২২ তারিখে গুণা নামক স্থানে উপনীত হইয়া এমত রিপোর্ট করিয়াছেন যে এপ্রদেশে কোনো প্রকার গোলযোগ নাই, এবং পথ পরিষ্কার হইয়াছে। গোয়ালিয়র এবং আগ্রার ডাক এইক্ষণে এই রাস্তা দিয়া প্রেরিত হইবে।

চীনের সংবাদ কেডগ্রি হইয়া গত ৫ তারিখে বিদ্যুতীয় তারযোগে আগত হয়।

গত ২৯ তারিখে কেপ্টন অধিকার করা হইয়াছে, এবং ৭ জানুআরিতে ইয়াকে ধৃত করত কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

এজ, জি, টিল।
টেলিগ্রাপের ইনিস্পেক্টর।

কলিকাতা।
টেলিগ্রাপ আফিস।
৩ ফিব্রুআরি ১৮৫৮

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

রামগঙ্গারতীরস্থ শিবির হইতে ২২ জানুআরি দিবসে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম যথা—নদীর অপর পারে শত্রুগণ ১ টি দুর্গ নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে অবস্থিতি করায়, আমরা একপক্ষ অবধি ক্রমাগত বিপক্ষব্যূহের বিপক্ষে গোলাবৃষ্টি করিতেছি, তাহারা এস্থানের সেতু ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে, এজন্য আমরা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া অপর পারে গমন করত বিদ্রোহিদিগের সহিত সমর করিতেছি, কিন্তু অদ্যাপি তাহার কিছুই শেষ হয় নাই।

এমত জনরব যে, এস্থান হইতে ১৷৷ ক্রোশ দূরে ৩০,০০০ বিদ্রোহি সিপাহি একত্রিত হইয়াছে। এস্থানে কতকগুলীন রাইফেল সেনা, একদল শীক অশ্বারোহি এবং অতি অল্প সংখ্যক নেবেল ব্রিগেড অবস্থান করিতেছে, কিয়দ্দিবস বিগত হইল তিতিয়া নামক স্থানের দুর্গ তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং পরপারস্থ শত্রুগণের সহিত সংপ্রতি যে সমর হয় তাহাতে তাহাদিগের ৫০০, ব্যক্তি হত হইয়াছে।

ফতেগড়ের নবাব, যিনি নির্দ্দোষি স্ত্রী বালকগণকে অকারণে প্রকাশ্য স্থলে আনয়ন করিয়া অপমান পূর্ব্বক প্রাণবধের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১ ফিব্রুআরি দিবসে ভ্রজাপুরস্থ কোনো পত্র প্রেরক লেখেন, এস্থানে সকলেই নিশ্চিন্তে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে মনোযোগি হইয়াছেন। পূর্ব্বমত বিদ্রোহির আর বড় আশঙ্কা নাই, উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় ৪৭ সংখ্যক এতদ্দেশীয় সেনা চীন রাজ্যে যুদ্ধার্থে গমন করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে, তাহারা গবর্ণমেণ্ট ক্লোথিং এজেন্সি হইতে সমর সংক্রান্ত বস্ত্রাদি এবং আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া চীন রাজ্যে গমন করিবেক।

গত তারিখের বারাকপুরের পত্রে ব্যক্ত করে যে, মহারাণীর ৩৫ গণিত দলের ৪ কোম্পানি গৌরাঙ্গ সেনা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করত রাণীগঞ্জে গমন করিয়াছে, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে মহারাণীর ১৯ সংখ্যক রেজিমেন্টের ৪ দল সেনা তথাকার প্রহরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

বোম্বের পত্রে ব্যক্ত করে যে, তত্রস্থ কোনো ধনাঢ্য বাণিজ্যকারির ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি, "কেনদেশ., নামক স্থানের সম্মুখবর্ত্তি কোনো স্থানে দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে, ঐ সকল অপকারিদিগকে ধৃত করণার্থ রাজকর্ম্মচারিগণ বিশেষরূপে উদ্যোগি হইয়াছেন।

চুঁচুড়ার কোনো পত্র প্রেরক গত ৪ তারিখে লেখেন, যে প্রত্যহ প্রকাশ্য পথ দিয়া বিস্তর হিন্দুস্থানি লোক এক এক কম্বল স্কন্ধে করিয়া গমন করিতেছে, বোধ হয় তাহারা কোলদিগের সহিত মিলিত হইবেক, অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এবিষয়ে মনোযোগ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত হইতেছে।

২৫ জানুআরি দিবসে ফতেগড়ের শিবির হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম যথা—কর্ণেল সিটন সাহেব এস্থানের এবং মৈনপুরীস্থ সেনার ব্রিগেডিয়ার হইয়াছেন, ৮ সংখ্যক পদাতিক সেনারা এস্থান হইতে মৈনপুরীতে যাত্রা করিয়াছে। আমরা বিশেষরূপে অবগত হইলাম যে প্রায় ১০,০০০ বিদ্রোহি নদী পার হইয়া লিংগস নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে। শুনিলাম, তাহারদিগের সমভিব্যাহারে ৬ অথবা ৮ টা তোপ আছে, অতএব অযোধ্যা অধিকার করিবার পূর্ব্বেই তাহারদিগকে বিনষ্ট করা আবশ্যক হইতেছে। অযোধ্যায় যুদ্ধ করণকালীন আমারদিগের পক্ষে নিম্ন লিখিত সেনা এবং তোপ প্রস্তুত থাকিবেক, যথা—মহারথি, রণনিপুণ প্রধান সেনাপতির অধীনে ২৫ সহস্র শ্বেত ও অন্যান্য সেনা থাকিবেক, মহারাজ জং বাহাদুর আপনার অধীনস্থ গোরখা সেনার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং ১৫০ টা তোপ শ্রেণী পূর্ব্বক সাজাইয়া রাখা যাইবেক।

উক্ত স্থানের ৩০ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে যে একজন ব্রিগেড, এক দল গোলন্দাজ এবং কতকগুলীন অন্যান্য সেনা সমভিব্যাহারে গোমসাবাদে বিদ্রোহিদিগের সহিত যে যুদ্ধ করেন তাহাতে এপক্ষের ৪০ জন হত হইয়াছে, কিন্তু ওপক্ষের বিস্তর নিহত হইয়াছে।

৩০ জানুআরি দিবসে ফতেপুরস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন যে বিস্তর নির্ব্বোধ দুরাচারি যবন বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনাব্যূহকে পরাজয় করিয়া ভারতবর্ষ এককালীন অধিকার করিবার মানসে এস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কোনো মসজিদের সন্নিধানে সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ব্রিগেডিয়া হোপ সাহেবের দ্বারা সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। শুনিলাম যে এই যুদ্ধে উক্ত যবনদিগের প্রায় অধিক অংশেই ধ্বংস হইয়াছে, তৎপরে অবশিষ্ট যাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিল তাহারা জনেকেই ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়াছে, এবং অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ভয়ে পলায়ন করিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

পাটনার পত্রে ব্যক্ত করে যে এস্থানে তস্করের উপদ্রবে বাস করা দুষ্কর হইল, প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই শ্রবণ করা যায় যে গত রজনীতে বিস্তর লোকের গৃহে চুরি গিয়াছে।

অবগতি হইল যে ভারতবর্ষের পোষ্ট আফিসের ডৈরেক্টর জেনরল মেং রিডেল সাহেব বিদায় লইয়া শীঘ্রই স্বদেশে যাত্রা করিবেন। শুনিলাম, সেই কর্ম্মে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন সেক্রেটারী ডবলিউ, গ্রে সাহেব নিযুক্ত হইবেন।

কর্ণেল কোলিন মেকিঞ্জি, মুরশিদাবাদ গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইবেন।

অবগতি হইল, মেং ডেলিয়ার সাহেব সিবিল সারবিস হইতে অবসর হওনের উদ্যোগ প্রকাশ করায় জনরব, যে, মেং প্যাটন সাহেব রিবিনিউ বোর্ডে তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন।

সাঁওতাল পরগণার কমিস্যনর সাহেবের উপরোধে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব সাঁওতালদিগের সন্তানগণকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বরহাট নামক স্থানে একটি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবারে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ ৪ পরসেণ্ট সুদের কোম্পানির কাগজের ৪ টাকা মারজিন কমাইবার আদেশ দিয়াছেন।

Printed and published by Issurchunr Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

দৈনিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি গোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎ মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচি-
দ্ভ্রাম্যন্ভৃঙ্গ নিরীক্ষ্য চন্দ্রবিরহাদ্ভীতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৪৪ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৮ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ৯ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যেকোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট মারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd. Genl. of Vaccination.

জে ম্যাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা
২৬ ডিসেম্বর ১৮৫৭।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ প্রস্তুনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমুল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

NOTICE

With a view to facilitate the classical studies of the students engaged in the public and private Institutions of Calcutta, we the undersigned have recently located a "Morning Preparatory Shool" in the residence of Baboo Nilmoney Bysack at Puttoreaghatta. Guardians may do well to send in their boys to this novel Institution, where due care shall be taken to secure the wholesome instruction and improvement of the pupils. The schooling fee is varied from 8 ans to 1 rupee per month.

WOOMESH CHUNDER GOOPTOO,
DENONATH HOLDER.
MANAGERS.

সংবাদ প্রভাকর

২৮ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

পাঠকবৃন্দের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক দিন হইল আমরা প্রভাকরে লিখিয়াছিলাম, 'ভারতবর্ষপ্রবাসি কতকগুলীন ইংরাজ আমারদিগের রাজনীতিজ্ঞ সুবিজ্ঞ শ্রীযুত গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুরের পরিবর্ত্তে অন্য এক জন গবরনর জেনরল এতদ্রাজ্যে প্রেরণার্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর সমীপে যে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহা রীতিমত তথায় প্রেরিত না হওয়ায় শ্রীশ্রীমতীর প্রধান সচিব লার্ড পামরষ্টন সাহেব সেই আবেদন পত্র গ্রহণ না করিয়া পুনর্ব্বার নিয়মিতরূপে পাঠাইবার জন্য প্রত্যর্পণ করেন, তজ্জন্য গত শুক্রবার দিবসে উক্ত আবেদনকারি সাহেবেরা এতন্নগর মধ্যে তা-

হার এক সভা করত পরিশেষে এই স্থির করিয়াছেন, যে, মন্ত্রিবরের আদেশমতে উক্ত প্রার্থনাপত্র পুনরায় নিয়মিতরূপে মহা সভা পার্লিয়ামেণ্টে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। অপিচ এই ভারতবর্ষের কার্য্য ভবিষ্যতে কিরূপ নিয়মে নিষ্পাদন করিলে ভাল হয় অতিশীঘ্রই তদ্বিষয়ের বিবেচনা জন্য উক্ত সাহেবেরা অবিলম্বে আর একটি সভা করিবেন।

—০৩০—

মহামান্য গুণজ্ঞ কমিস্যনর শ্রীযুত রিকেট সাহেব গবর্ণমেণ্টে এমত প্রস্তাব করিয়াছেন, যে ষ্টাম্প ও ষ্টেসনারী আফিসের কর্ম্মে এবং লিথোগ্রাফি প্রেশের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে ১০০০ টাকা বেতনে অচিহ্নিত কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিলে ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৬০০০ টাকা ব্যয় লাঘব হইতে পারে।

আমারদিগের বিবেচনায় এই যুক্তিটি সুযুক্তি বটে, যাহাতে কর্ম্মের হানি না হয় অথচ ব্যয় সংক্ষেপ হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

জেলাবাসি ভূম্যধিকারি ও ধনাঢ্য ব্যক্তগণ ইংরাজীমতে টীকা দেওনের যে কত উপকার তাহা এতদিনের পর বিশেষরূপে অবগত হইয়া এইক্ষণে আপনাপন সন্তান সন্ততিগণকে গোবীজের টীকা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ ইংরাজী মতের টীকায় কোনোরূপ আশঙ্কা নাই, এবং কুরূপ ও কুৎসিত হইতে হয়না. এই মতে কেবল অধিকরূপে দুই তিনবার টীকা লওনের প্রয়োজন করে।

—০৩০—

কিয়দ্দিবস গত হইল আগ্রার এবং মধ্যভাগের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট এমত আবেদন করিয়াছিলেন যে "ঐ দুই স্থানের রেবিনিউ সরবেয়ার কার্য্যালয় উঠাইয়া দিলে ভাল হয়, কারণ উক্ত আফিসের কর্ম্ম সকল উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনা প্রযুক্ত একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে।, উক্ত আবেদন পত্র শ্রীশ্রীযুত অগ্রাহ্য করিয়া এপ্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন যে, "বহুদর্শি দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ মনুষ্যকে আবশ্যকমতে প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর. অতএব কথিত আফিস রহিত করা উচিত হয় না।

শ্রীশ্রীযুতের এই বিবেচনা অতি সুবিবেচনা হইয়াছে।

বালেশ্বর বাসি সম্ভ্রান্ত বন্ধুর পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"জান, মেডন নামক জনেক শ্বেতপুরুষ, যিনি এক জন বেশ্যাকে হত করণাপরাধে ধৃত হইয়া মেদিনীপুরে আগমন কালীন পথি হইতে পলায়ন করেন, আমারদিগের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট যে কয়েক জনের সাহায্যে তাঁহাকে ধৃত করেন, রাজপুরুষেরা সেই ৪ জন পাইক ও দুই জন পুলিস প্রহরিকে ১০০ টাকা পারিতোষিক প্রদালের অনুমতি করিয়াছেন।,

"৮ মাঘ সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে অল্প ঝড় এবং শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া রাত্রি নয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তৎপর দিবসে এ অঞ্চলের সর্ব্বত্রই সুবৃষ্টি হয়,কিন্তু শোরো নামক স্থানে যে প্রকার শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল এরূপ অনেকে অনেক দিন দৃষ্টি করেন নাই, অকালের এই বৃষ্টিতে নিম্ন ভূমিতে ২।৩ দিবস পর্য্যন্ত জল ছিল।,,

"সম্বলপুরের বিদ্রোহিতার আর কোনোরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, শুনিতেছি বিদ্রোহি দলের সরদার সুন্দর সিংহ অদ্যাপি ধৃত হয় নাই।,,

"কটকের জন্য অস্ত্রাদি সমর সামগ্রী আনয়নার্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির "উড়িষ্যা,, নামক ষ্টুনর কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে।,

"সংপ্রতি এদেশের স্থানে স্থানে বঙ্গ ও উৎকল ভাষার পাঠশালা স্থাপিত হওনের বিবিধ উপায় হইতেছে, বোধ করি তদ্বিষয়ে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইবেন।,

মতিহারি প্রবাসি আত্মীয় ব্যক্তির পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"ছাপরা হইতে এস্থানে আগমনের গোলযোগ এবং শারীরিক পীড়া প্রযুক্ত কয়েক দিবস পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে পূর্ব্বমত পত্রাদি প্রেরিত হইবেক।

এইক্ষণে এ স্থলের সংবাদ সংক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।,

"জলপাই কুঁড়ির পলায়িত অশ্বারোহিগণ এস্থানের উত্তর দিকে প্রায় ১৫ ক্রোশ দূরে মুরলী নামক স্থলে উপস্থিত হইয়াছে।,,

"আরার বয়লো সাহেবের বাঙ্গালায় যেরূপ গড়বন্দি হইয়াছিল, এস্থানের সরকুট বাঙ্গালাতেও তদ্রূপ হইতেছে, সতর্কের মার্ নাই,, অতএব যত সতর্ক হওয়া যায় ততই ভাল বটে, কিন্তু হতভাগা অশ্বারোহিরা কদাচ এস্থলে আগমন করিবার মানসও করিবেক না, এবং দুর্বুদ্ধিবশাৎ যদি নিতান্ত আগমনই করে, তবে বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেক। এস্থলে এক শত গোরক্ষা সৈন্য আছে, এবং মোজফরপুর জিলায় যে ইউম্যানরি সৈন্য দল আছে, তাহারাও আগত মাসের ৪ দিবসে এস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইবেক।,

"গত ২৫ এবং ২৬ দিবস দ্বয় পরিমিত বৃষ্টি হইয়াছিল, এ সময়ের বৃষ্টি সৃষ্টির পক্ষে যে রিষ্টিনাশক তাহা বলাই বাহুল্য "ধন্য রাজার পুণ্যদেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ।,,

"ছাপরার ন্যায় এ স্থলেও আহারীয় দ্রব্যাদি অতিশয় দুর্মূল্য।

মোতিহারী।

৩১ জানুআরি ১৮৫৮।,

—০৩০—

জেনরল এসেম্বলিস ইনিষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গত দিবস অতিরিক্ত আর এক সপ্তাহের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক মাস কয়েক দিনের পর গত দিবস ডব সাহেবের বিদ্যালয়ের কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কাণপুরের কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন যে "আমি গত ২৮ তারিখে ফতেগড়স্থ শিবির হইতে যে এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার সারমর্ম্ম মহাশয়ের বিদিতার্থ লিখিলাম "সামসাবাদ নামক স্থানে প্রায় ৫০০০ ষরন ৬ টা তোপ সহিত একত্রিত হইয়াছে, ব্রিটিস সেনারা তাহা শ্রবণ মাত্রেই গত পরশ্বঃ রজনীযোগে তাহাদিগের বিপক্ষে গমন করে, শ্বেতসেনাগণ তাহার পর দিবস তথায় উপনীত হইয়া শত্রুদিগের সহিত রণে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ শত্রুগণ সাতিশয় পরাক্রম সহিত সমর করে, অবশেষে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে বিপক্ষ দিগের ৮০০ ব্যক্তি হত হইয়াছে এবং তাহাদিগের বড় বড় ৪ টা তোপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এপক্ষের অতিস্বল্প সংখ্যই আহত এবং এক জন তোপে উড়িয়া গিয়াছে।

মজফ্ফর নামক স্থানের কোনো সংবাদদাতা ২৮ জানুয়ারি দিবসে লেখেন, যে, বাঙ্গাল ইউমিনারি দলের অশ্বারোহি সেনারা পুনর্ব্বার ত্রিহুতে আগত হইয়াছে, তাহারা মেং ইউল সাহেবের অধীনস্থ সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলপাইকুড়ির সোয়ারদিগকে এবং ঢাকার রাজবিদ্রোহিদিগকে চতুঃপার্শ্বে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাতে দুষ্টেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে সোয়ারদিগের ২৬ টা অশ্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদ্দেশীয় ৭৩ সংখ্যক রেজিমেণ্টের ৭ জন সিপাহিকে ধৃত করত কারাবদ্ধ করা হইয়াছে। শুনিলাম তাহারা অতি শীঘ্রই উচিতমত ফল প্রাপ্ত হইবেক।

২৬ জানুআরিতে মুলতানের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, মহারাণীর ৭ সংখ্যক ফসিলিয়ার রেজিমেণ্টের কয়েক দল সেনা এস্থানে উপনীত হইয়াছে। সমরসম্বন্ধীয় কোনো প্রকার গোলোযোগ নাথাকায় প্রজাগণ সুখে অবস্থিতি করিতেছেন।

গোরক্ষপুরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ৩০ ক্রোশ অন্তরে নিউরাগ্রাণ্ট নামক স্থান হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম যথা, এখানে আর বড় গোলোযোগ নাই। পেপি সাহেব মাজিষ্ট্রেটি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার অধীনে ১০ সোয়ার, এবং ৫০ পেয়াদা নিযুক্ত হইয়াছে, আমরা সকলে শারীরিক সুস্থ থাকিয়া পূর্ব্বমত কার্য্য করিতেছি।

গত ৩১ তারিখের ভাগলপুরস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন যে তথায় এক্ষণে বিদ্রোহিঘটিত কোনোপ্রকার গোলোযোগ নাই, এস্থানের রাজকর্ম্মচারিরা বঙ্গরাজ্যের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মান্যবর শ্রীযুক্ত হালিডে সাহেবকে এমত অনুরোধ করিয়াছেন যে, এখানকার পোলিসের এবং ধনাগারের অতিরেক প্রহরি যাহারা কয়েক মাসাবধি নিযুক্ত আছে, তাহারদিগকে আরো ছয় মাস কাল রাখিলে প্রজাগণ চিন্তা শূন্য হইয়া কালযাপন করিতে পারেন, শুনিলাম আমারদিগের সুবিবেচক ছোটকর্ত্তা মহাশয় এই অনু-

রোধ রক্ষা করিয়াছেন। আমারদিগের বিজ্ঞতম কমিস্যনর সাহেব প্রজাবৃন্দের অবস্থা সন্দর্শনার্থ প্রদেশ মধ্যে সরকুট করিতে গিয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

কিয়দ্দিবসাবধি এমত জনরব হইতেছে, যে. অযোধ্যার এক্কৌণ্টাণ্ট আফিসের শাখা,যাহা এই রাজধানী মধ্যে এক্ষণে আছে, তাহা মধ্যপ্রদেশ মধ্যে উঠিয়া যাইবেক।

হুগলির মাজিস্ট্রেট মেং লার্ড ইউলিক ব্রাডন সাহেব,মান্যবর মেং ডোরিন সাহেবের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইবেন, যত দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত উত্তর পশ্চিম রাজ্য হইতে প্রত্যাগত না হন, শুনিলাম সে পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলের ইনিস্পেক্টর মেং হডসন প্রাট সাহেব হুগলির আফিসিএটিং মাজিস্ট্রেটি পদাভিষিক্ত হইবেন।

৪ ফিব্রুয়ারি তারিখের কলিকাতা গেজেটে দৃষ্ট হইল যে, আগ্রা হইতে আলিগড় পর্য্যন্ত বিদ্যুতীয় তারের আবার গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে পাটনা অবধি তারের সংবাদ উত্তমরূপে গতায়াত করিতেছে।

Regatta রিগেটা অর্থাৎ নৌকার বাচখেলা আগামি ১০ তারিখে আরম্ভ হইবেক। শুনিলাম ঐ দিবসে খেলা বাবুর ঘাট হইতে প্রিন্সেপ-ঘাট পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ডেকানের অন্তঃপাতি বফরদল নামক কোনো স্থানের প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব প্রায় ৫০ জন রোহিলাস দস্যুগণ কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, ঐ সময় উক্ত স্থানবাসি প্রজারা তাহারদিগের হস্ত হইতে আপনারদিগের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিমুক্ত করণের অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছুই রক্ষা করিতে পারে নাই, বরং ঐ দুরাচারিরা যাওনকালীন গ্রামস্থ লোকের মধ্যে ৩ জনকে হত ও ৫ জনকে আহত করিয়া গিয়াছে, উক্ত স্থানের নাজিম বাহাদুর এইক্ষণে এরূপ সাবধান ও সতর্ক হউন যাহাতে দস্যুগণ ভবিষ্যতে তাঁহার অধিকারে আর এপ্রকার অত্যাচার করিতে না পারে। এই ঘটনায় দুক্টেরা দশ সহস্র টাকার দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

চীনরাজ্যের হং কং নামক স্থানে পাটনার এবং বারাণসীর আফীম মোনকরা ৬৯০ টাকা করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে, কিন্তু মালোয়া নামক স্থানের আফিম ৬৫০ টাকা দরে বিক্রীত হইতেছে।

ইডিনবরাস্থ ইউনিবারসিটির আলেকজাণ্ডর গ্রেহাম সাহেব, ডবটন-কালেজের ইংরাজী লিটারেচার এবং জেনরল হিষ্ট্রির অধ্যক্ষ পদাভিষিক্ত হওন মানসে গত মেলে বিলাত হইতে এই রাজধানী মধ্যে আগত হইয়াছেন।

লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জে. জি. ও, রাইস সাহেব ভারতবর্ষীয় প্রেসিডেণ্টের সমরসম্বন্ধীয় সেক্রেটারির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

অবগত হইলাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতে লোকালয় করণার্থ ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট এমিগ্রেসন এজেণ্টের নিকটে ৫০,০০০ টাকা অর্পিত করিয়াছেন।

অবগতি হইল, আমারদিগের ছোটকর্ত্তা মহাশয়, দার্জিলিং ও অন্যান্য প্রদেশ মধ্যে কিয়দ্দিবস হইল ভ্রমণ ও প্রজাগণের অবস্থা দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পাথেয় জন্য ৩৪,০০০ টাকা ব্যয় হিসাব হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ডেপুটি কানমল্‌টিং ইঞ্জিনিয়ার লেপ্টেনাণ্ট ডবলিউ এইচ গ্রেথেড্ সাহেব আপন ভারার্পিত কর্ম্ম সাতিশয় মনোযোগ ও কায়িক পরিশ্রম সহকারে উত্তমরূপে সমাধা করায় সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ৮০০ টাকা মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

সুযোগ্য কর্ম্মতৎপর ব্যক্তিকে উন্নত ও পুরস্কৃত করাই যথার্থ রাজধর্ম্ম।

Printed and published by Issurchunr Goorro, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

আতাহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৪৫ সংখ্যা] বুধবার ২৯ মাঘ ১২৬৪ সাল। ইং ১০ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

With a view to facilitate the classical studies of the students engaged in the public and private Institutions of Calcutta, we the undersigned have recently located a "Morning Preparatory Shool" in the residence of Baboo Nilmoney Bysack at Puttoreaghatta. Guardians may do well to send in their boys to this novel Institution, where due care shall be taken to secure the wholesome instruction and improvement of the pupils. The schooling fee is varied from 8 ans to 1 rupee per month.

WOOMESH CHUNDER GOOPTOO.
DENONATH HOLDER.
MANAGERS.

সংবাদ প্রভাকর

২৯ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা সীমাশূন্য শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার নিমতলা নিবাসি গুণরাশি ধনরাশি কায়স্থ কুলতিলক মহামান্য সুবিখ্যাত দত্তবংশীয় অমূল্য অতুল্য রত্নস্বরূপ ৺ কালীচরণ দত্ত চৌধুরী মহাশয় গত ১১ পৌষ দিবসে এতন্মায়াময় অনিত্য সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন, এই মহাত্মা যেরূপ মহাবংশোদ্ভব, সেই প্রকার সমুদয় মহদ্গুণেই ভূষিত ছিলেন, এতদ্রূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন সাধুপুরুষ প্রাপ্ত হওয়া অতি সুদুর্লভ, সুতরাং তাঁহার লোকান্তর গমন জন্য তাবতেই অতিশয় ক্ষুব্ধ ও শোকাকুল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? যদিও তিনি নিতান্ত অল্পবয়সে লোকান্তরিত হয়েন নাই যথা বয়সে ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র, পুত্র, পৌত্র দৌহিত্রাদি স্বজন পরিজন এবং বিপুল বিষয় বিভব রাখিয়া জীবনযাত্রা যাপন করিয়াছেন, তথাচ প্রচুর পরিতাপের এই একটি বিষয় হইয়াছে, যে, আর ১০।১২ দিবস জীবিত থাকিলে তাঁহার রত্নগর্ভা জননীকে সন্তান-শোকরূপ শেলাঘাতের যাতনা সম্ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইতনা। যাহাহউক, উল্লেখিতা ধর্ম্মশীলা গুণবতী শ্রীমতী, যে, যথার্থই পুণ্যবতী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছে, কেননা একে অতি প্রাচীনা, তাহাতে আবার পুত্রশোকের বেদনা, তথাচ ক্ষণকাল মাত্র কাতরা কিম্বা অচৈতন্যা হন নাই, শ্রীশ্রী৺ ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে শরীর সমর্পণ করিয়া সজ্ঞানে ও ধ্যানে ইষ্টরূপ স্মরণ এবং উচ্চৈঃস্বরে মুক্তকণ্ঠে জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যলোকে গমন করিলেন। অপিচ তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছি, সেইরূপ আবার শ্রাদ্ধ-বিষয়েও কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল, এই আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।—সভার শোভা যেরূপ সুচারু হইয়াছিল, সেইরূপ এই বঙ্গদেশের বিবিধ সমাজের, নগরের এবং গ্রামের নিমন্ত্রিত ও উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগ্যে যথা যোগ্য সম্মান-সহকারে বিদায়, কাঙালি বিদায়, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় স্বজন বন্ধু এবং জ্ঞাতি কুটুম্বাদি ভোজন প্রভৃতি যে কিছু কর্ম্ম সমস্তই সুখ্যাতির সহিত সুসম্পাদিত হইয়াছে।

এমত জনরব হইয়াছে, চীৎপুর, কাশীপুর, বরাহনগর, পালপাড়া, পাকপাড়া, বেলগেছিয়া প্রভৃতি এতন্নগরের পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামে গ্রামে পুলিসসংক্রান্ত প্রহরিগণ পথিক ও প্রজাপুঞ্জের উপর পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইতে দেয়না, রাস্তার পার্শ্বের নর্দ্দমায় কেহ প্রস্রাব পরিত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে অপমান পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়, এই জনরব যদি সত্য হয় তবে তন্নিবারণার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশিষ্টরূপ মনোযোগ করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। রাস্তায় সম্ভাবিত পরিমিত কাল গাড়ি দাঁড়াইতে না পারিলে কোনোপ্রকার অবস্থান্বিত মনুষ্যেরি কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। আর যদিস্যাৎ পল্লীগ্রামের রাস্তার নর্দ্দমায় পথিকাদি ও ঐ সকল লোকপ্রস্রাব পরিত্যাগ করিতে না পায় তবে তাহারদিগের যেপ্রকার প্রাণান্তিক যাতনা ও মহা অনিষ্ট তাহাতো বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয়। সকলে কি কোমরে ভাঁড় বাঁধিয়া পথে চলিবে?।

আমরা নিম্নস্থ পত্র খানি অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"কিয়দ্দিবস অতীত হইল জিলা যশোহরের অন্তর্গত রাঁড়ুলিগ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এবং অন্যান্য কতিপয় মহোদয়গণের প্রযত্নে প্রোক্ত রাঁড়ুলি পল্লীতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত একটী স্বদেশীয় ভাষার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াবধি বালক বালিকারা যথা বিধিক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং সুশিক্ষার প্রভাবে তাহারা স্ব স্ব পঠিত বিষয়ে এক প্রকার ব্যুৎপন্নও হইয়াছে বটে, ফলতঃ অতি অল্পকালের মধ্যে এই রাড়ুলি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অন্যত্রে প্রায় সেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়না।—বিগত পৌষ মাসে জিলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব তথা খুলনিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং অন্যান্য কতিপয় সদ্বিদ্যাশালী মহাত্মাগণ অত্র বিদ্যালয়ে শুভাগমন পুরঃসর বালক বালিকাকুলের পরীক্ষা গ্রহণে যথোচিত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।—এস্থলে বিদ্যালয়ের সমুন্নতির বিস্তারিত বিবরণ করিতে হইলে এই বলা উচিত, যে, বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সুনিয়মে শিক্ষা প্রদান ও প্রস্তাবিত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অবিচলিত অধ্যবসায় এবং গাঢ়তর উৎসাহই তাহার প্রধান কারণ।

এইক্ষণে অস্মদাদির বক্তব্য যে বর্ত্তমান পৌষ মাসীয় অষ্টাদশ দিবসে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শকুন্তলা নামক নাটকের যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সংপূর্ণ সিদ্ধকামও হইয়াছেন, কিন্তু প্রথমতঃ আমারদিগের এমত আশা ছিলনা, যে, ঈদৃশ স্থানে এতদ্রূপ মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইবেন। যখন রঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়া তাঁহারদিগের বাক্‌কৌশলের চাতুর্য্য শ্রবণ, অভিনয়ের প্রণালী, নাট্যশালার শোভা, অবলোকন করিলাম, তখন জানিলাম ছাত্রেরা এই মহৎ কার্য্যে কৃতিকুশল হইলেন। এস্থলে ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন ও তাহারদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করা যেমন কর্ত্তব্য তেমনি ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক অর্থাৎ যদি কোনোস্থানে একটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তিস্তম্ভ কিম্বা অন্য কোনো স্থানে কোনো শিল্পকরের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের স্পষ্টচিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অন্তঃকরণে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব আহ্লাদের সঞ্চার হইয়া তদীয় নির্ম্মাতাকে শত শত বার ধন্যবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়, তদ্রূপ অথবা অভিনয়ের উত্তমরূপ পারিপাট্য দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ের প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তক ও উৎসাহদাতা মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা।—এতৎকার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন করণার্থ অত্রস্থ সুবিজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় ও বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ফলতঃ উপস্থিত বিষয়ে তাঁহারদিগের পরিশ্রম ও উৎসাহদানে সংপূর্ণ সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। অভিনয় কার্য্য এই নিয়মে নির্ব্বাহ হইয়াছে। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জ্ঞানপ্রদ সুললিত মধুর ভাষায় একটী মনোহর সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করেন, তৎপরে ছাত্রেরা ক্রমাগত

অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং প্রবৃত্ত হইয়া অতি সুন্দররূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন।—রঙ্গভূমিতে ন্যূনাধিক শত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। ছাত্রেরা সর্ব্বতোভাবে দর্শকগণের যে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা ইত্যগ্রে প্রভাকরাদি পত্রে পাঠ করিয়াছি, যে, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ভবনে ও অপরাপর ধনি মহোদয়দিগের ভবনে অনেক অনেক নাটকের অভিনয় উপলক্ষে বিস্তর অর্থ ব্যয় ও অভিনয় কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অধুনা পল্লীগ্রামে যদিচ সেই প্রকার বহু অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু নাটকপ্রক্রিয়ায় কোনো অংশই নিন্দার যোগ্য নহে ইতি।

রাড়ুলিগ্রামস্থ কস্যচিৎ দর্শকস্য।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

সিঙ্গাপুরের ১৪ জানুআরি দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, মরিসিয়স নামক জাহাজারোহণে ৭০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক শ্রেণীর ৮ কোম্পানি সেনা গত পরশ্বঃ এস্থানে আগমন করিয়াছে, শুনিলাম পথিমধ্যে তাহারদিগের অল্প ব্যক্তির পীড়া হইয়াছিল, কেবল ওলাউটা রোগে কতকগুলীন সেনা মারা পড়িয়াছে। এস্থানের সকল দ্রব্যাদি অতিশয় দুর্ম্মূল্যপ্রযুক্ত লোকের বড়ই কষ্ট হইতেছে।

চীনদেশীয় লোকেরা প্রায় ৮৫,০০০ ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছে, তাহারা কহে যে, "অদ্যাপি ক্যাণ্টন নগর ব্রিটিস হস্তগত হয় নাই, মালোয়া নামক স্থানীয় ৫০,০০০ লোক কি অভিপ্রায়ে একত্রিত হইয়াছে, তাহার কারণ জ্ঞাত হওয়া যায় নাই।

হরকরার কোনো প্রমাণিক সংবাদদাতা লেখেন, যে, সহরঘাটির নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি ও দুষ্টলোক সমবেত হইতেছে, বিদ্রোহি কুমারসিংহের ভ্রাতা অমরসিংহ রোটসের দুর্গে অদ্যাপি সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব তিনি প্রকাশ্যপথে কোনোপ্রকার গোলযোগ করিলেও করিতে পারেন। শুনিলাম সহরঘাটি হইতে বারাণসী অবধি টেলিগ্রাপের তারের সংবাদ গতায়াতের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, বোধ হয় বিদ্রোহিকর্ত্তৃক কোনো স্থানের তার ছিন্ন করা হইয়াছে।

গত ২৮ তারিখের গোরক্ষপুরের পত্রে লেখে যে. দানাপুরের অন্তঃপাতি কোনো কোনো জমীদারের বিভবাদি প্রায় ৫ মাস কাল অতীত হইল বিদ্রোহিকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাহারা তথাকার রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকটে আবেদন করাতে তাঁহারা উক্ত আবেদন পত্র প্রত্যর্পণ করিয়া এমত উত্তর প্রদান করিয়াছেন, যে, এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোনোমতে দায়ী হইতে পারেননা।

দিল্লীর ৩১ জানুআরি দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহের বিচার অদ্যাপি শেষ হয় নাই। কর্ণেল সোয়ার্স সাহেব আগ্রায় সেনাদিগের সেনাপতি হইয়াছেন, এবং কর্ণেল বরণ সাহেব আলিগড়ে গমন করিয়াছেন।

প্রধান সেনাপতি এতদিনে এলাহাবাদে আসিয়া গবরনর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবেন। বড় মহাশয় ৩ জানুআরি দিবসে বারাণসীধামে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তথা হইতে ঐ দিবস অথবা তৎপর দিবস এলাহাবাদে গমন করিয়াছেন।

সৈন্য পার করণার্থ যে দুইটা সেতু কাণপুরের নিকটবর্ত্তি নদীর মধ্যে নির্ম্মিত হইতেছিল তাহার কার্য্য শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই।

২৭ জানুআরি দিবসে বারাণসীস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, যে, গত ২৪ তারিখে বিদ্রোহির হস্ত হইতে আওয়া নামক স্থান বিমুক্ত করা হইয়াছে। বিদ্রোহি ঠাকুর এবং তাহার পরিবারগণ পলায়ন করিয়া নিকটস্থ কোনো পর্ব্বত মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। কর্ণেল হোম সাহেবের অধীনে সংপ্রতি নিম্ন লিখিত সকল সেনা রহিয়াছে, যথা, ১২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় সেনা, বোম্বেদেশীয় কতকগুলীন সেনা, এবং বিলাতীয় বিস্তর পদাতিক ও অশ্বারোহি সৈন্য; আর ছোট বড় ৪,৫ টা তোপ। শুনিলাম কোতোয়াস্থ বিদ্রোহি দুষ্টলোকেরা আপনাআপনি কাটাকাটি করিয়া মারা পড়িতেছে। জেনরল রবর্ট সাহেব বিস্তর সৈন্য সমভিব্যাহারে

রাজপুতনায় যাত্রা করণাভিপ্রায়ে প্রস্তুত হইতেছেন।

গত ২৮ তারিখের লাহোরের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, ৭ সংখ্যক ড্রাগুণ সিলকুটে গমন করিবেক। ২৭ গণিত পদাতিক সেনা ডকসেইতে থাকিবেক। ৮১ সংখ্যক এবং ৫২ গণিত সেনা পেসোয়ারে যাইবেক, ৮৭ সংখ্যক সেনা রাহলপিণ্ডিতে অবস্থিতি করিবেক, এবং ২৪ সংখ্যক সৈন্য লাহোরে থাকিবেক।

চাইবাসাস্থ কোলদিগের দ্বারা যে সকল ব্যক্তি মারা পড়িয়াছে এবং আহত হইয়াছে, তাহারদিগের নাম নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

যথা।

১ জন সোয়ার। ১ জন প্রাইবেট এবং ১ জন শীক বলণ্টিয়ার হত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের কমিস্তনর ই, লসিংটন সাহেব, লেপ্টেনাণ্ট বর্চ এস, এ, এবং কাপ্তেন হন, ইঁহারা গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

আসিস্টাণ্ট সারজন মেং হেজ, ২ জন হাওলদার, এবং ৪ জন ইউরোপিয়ান, ৩ জন সোয়ার, ৫ জন হাওলদার, ৪ জন নায়েব এবং ৩৯ জন প্রাইবেট সামান্যরূপে আঘাতি হইয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, যে, এলাহাবাদ হইতে কাণপুর অবধি ডাকবাঙ্গলা সকল বিদ্রোহি কর্ত্তৃক নষ্ট হওয়ায় পথিকদিগের আহারোপযোগি দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওনের বড়ই কষ্ট হইতেছে।

আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, অযোধ্যার শত্রুহস্ত হইতে মোচন কালীন যে বীরবর সাহসিক কাপ্তেন হডসন সাহেব সাতিশয় উদ্যোগী ছিলেন, তিনি ফতেগড়ের বিদ্রোহিদিগের সহিত সমর করণ কালীন ভয়ানকরূপে আহত হইয়াছেন। শুনিলাম, যে, অশ্বোপরি উক্ত বীরপুরুষ সেই সময় আরূঢ় ছিলেন, সেই অশ্বটিও গুরুতর আহত হইয়াছে।

গত ৪ তারিখে এলাহাবাদস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, যে, ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল মান্যবর লার্ড কেনিং বাহাদুর অদ্য প্রাতে এস্থানে শুভাগমন করিয়াছেন, শ্রীশ্রীযুতের আগমনের নিমিত্ত দুর্গ হইতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল। সম্প্রতি সমর সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সংবাদ আর কিছুই নাই।

গত ১ তারিখের দিল্লীর পত্রে লেখে, যে, এডজুটাণ্ট জেনরল মেজর জেনরল পেনি, সি, বি, এবং মেজর ওয়াটর ফিণ্ড সাহেব, অদ্য প্রাতে মিরাটে যাত্রা করিয়াছেন।

অবগতি হইল, যে, জেনরল, স্যার, আরচোডেল উইলসন সাহেব, রহিলখণ্ডস্থ ব্রিগেডের সেনাপতি হইবেন। এস্থান হইতে কাণপুর এবং শীগরাম নামক স্থানে ডাক এক্ষণে অতি উত্তমরূপে চলিতেছে।

প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের ফতেগড়স্থ শিবির হইতে গত ২৯ তারিখের যে পত্র আইসে তাহার সারমর্ম্ম যথা। বিরিলিতে ৬০০০ বিদ্রোহি সমবেত সংবাদ শ্রবণ করত হডসন সাহেব, ৫০০ শত অশ্বারোহি সেনা, এবং বিস্তর অন্যান্য সৈন্য সমভিব্যাহারে গত ২৬ তারিখে শত্রু দলনার্থ উক্ত স্থানে গমন করিয়া তাহারদিগ্যে সংপূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

দিল্লীর সিবিলসম্পর্কীয় ধনাগার অতি স্বল্পকালের মধ্যেই খোলা হইবেক, অতএব ভারতবর্ষীয় ট্রেজরিসংক্রান্ত আফিসরদিগকে উক্ত ট্রেজরিসম্বন্ধীয় হিসাবাদির নকল রাখিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে।

গত শনিবাসরে চারল্‌স এলেন নামক কোনো বাষ্পতরির মালিম সুরাপানে মত্ত হইয়া বারিমধ্যে ঝম্প প্রদান পুরঃসর জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, শুনিলাম তাহার মৃত্যুদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কমিল্যার দেওয়ানী আদালতে একজন অনুবাদকের আবশ্যক হইয়াছে, বেতন ১০০ টাকা, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষায় যাঁহার অনুবাদে ক্ষমতা আছে, এমত ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইবেন।

Printed and published by Issurchunr Goopto, at the *Prolhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকৃত্য

এই প্রভাকর-পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক্ ড্রিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ৷৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৪৭ সংখ্যা] শুক্রবার ২ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১২ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

NOTICE.

Puttoreaghatta Morning School.

With a view to facilitate the classical studies of the students engaged in the public and private Institutions of Calcutta, we the undersigned have recently located a "Morning Preparatory School" in the residence of Baboo Nilmoney Bysack at Puttoreaghatta. Guardians may do well to send in their boys to this novel Institution, where due care shall be taken to secure the wholesome instruction and improvement of the pupils. The schooling fee is varied from 8 ans to 1 rupee per month.

WOOMESH CHUNDER GOOPTOO.
DENONATH HOLDER.
MANAGERS.

সংবাদপ্রভাকর

২ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা কোনো বিশেষ বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ পুর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, চাণকনিবাসি শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারি চট্টোপাধ্যায় যিনি ফরেক্কাবাদের সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনের পদে নিযুক্ত থাকিয়া এতদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন, তিনি উক্ত স্থানের একজন প্রধান ব্যক্তির আশ্রয়ে ধনে প্রাণে রক্ষা পান, তত্রস্থ রাজপুরুষেরা তাঁহাকে বিদ্রোহি ব্যূহের অনুগত বলিয়া সন্দেহক্রমে কিছুদিন আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন. এইক্ষণে বিচারে নির্দোষিতা প্রমাণ হওয়াতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া সমরক্ষেত্রের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিতেছি, তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি বাটীতে আগমন করিতেছেন।

আমরা শুনিলাম, সংপ্রতি কয়েক জন চিত্রবিদ্যানিপুণ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে দিল্লীনগরের গৃহ, বাজার, ভজনালয়াদি আর আর সকল বিষয়ের বর্ত্তমান অবস্থার অনুরূপ নক্সা চিত্র করিতেছেন, সেই নক্সা শীঘ্রই এতন্নগরে আসিবে, তাহা হইলেই দিল্লীপুরীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতে পাইবেন। বোধ করি, বিলাতে প্রেরণার্থ উক্ত চিত্রপট প্রস্তুত হইতেছে।

যাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করিয়া রাজবিদ্রোহি হয়েন, সর্ব্বশাস্তা ক্রিয়াসাক্ষি জগদীশ্বর অচিরাৎ তাঁহারদিগের সেই পাপের উপযুক্তরূপ শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন, কয়েক দিবস হইল, আমরা বাহুল্যরূপে তাহার প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র লিখিতেছি, পাঠকগণ অবলোকন করুন।

এই ভারতবর্ষ মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েক ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে রাজবিরোধি হইয়া সমরক্ষেত্রে অস্ত্র সঞ্চালন এবং গোপনে গোপনে বিদ্রোহিদিগ্যে আনুকুল্য করেন।

যথা।

১ বিথুরের ঢুঁঢুপান্থ নানা সাহেব।
২ ফতেপুরের ডেপুটী কালেক্টর হিক্‌মতুল্লা।
৩ শাহাগড়ের রাজা ভকৎবলি।
৪ ঝান্সির রাণী লক্ষ্মী বাই।
৫ রাহিলখণ্ডের খাঁন বাহাদুর খান।
৬ জগদীশপুরের কুমার সিংহ।
৭ জজরের সরদার আবদুর রহমন খাঁন।
৮ আহিরের সরদার তোলারাম।
৯ ফতেবাহাদুর নামধারী রাজা নরসৎজৎ।
১০ বেণীমাধু।
১১ রাজা মানসিংহ।
১২ হনুমন্ত সিংহ।
১৩ বিশ্বনাথ বক্স।
১৩ বেয়েসপারির শিলানাথ বনস্।
১৫ বিজি বাহাদুর এবং তাঁহার করেন্দাজ।
১৬ ফরজাবাদের মৌলবী।
১৭ গোলাপ সিংহ।
১৮ আছুলিদ্দীন।
১৯ হলকরের বিদ্রোহি সেনাদিগের পথদর্শক সদৎ খাঁন।
২০ রঘুগড়ের দৌলৎ সিংহ ঠাকুর।
২১ আম্বাপানির আদিৎ মহম্মদ খাঁন।
২২ রাণী জিজি বাই।
২৩ বেগম জিন্নৎ মহল।
২৪ ভূপালের নবাব সদৎ খাঁন।
২৫ বালমগড়ের নবাব।
২৬ ময়নপুরীর রাজা।
২৭ বিরালি নিবাসি শোভারামকান্ত
২৮ ফরেক্কাবাদের নবাব তফজ্জল হোসেন খাঁন।
২৯ ভূপালের ওয়ারিস্ মহম্মদ খাঁন।
৩০ বামপুর চণ্ডিরির রাজা, রাজা মর্দ্দন সিংহ।
৩১ রহিলখণ্ডের ওবেদাদ খাঁন।
৩২ বান্দার নবাব, নবাব আলী বাহাদুর।
৩৩ কুমারসিংহের ভ্রাতা অমরসিংহ।
৩৪ আবদুর রহমন খাঁর শ্বশুর সমন্দ খাঁন।
৩৫ অযোধ্যার রাজা জয়লাল সিংহ।
৩৬ অযোধ্যার বাদশাহের জারজপুত্র বরজিস্‌কুদ।
৩৭ মানসিংহের ভ্রাতা রামধন সিংহ।
৩৮ বেণীমাধু বক্স।
৩৯ এলাহাবাদের সংগ্রাম সিংহের পুত্র!
৪০ দানিপারির হনুমান বনস্।
৪১ রামদয়াল।
৪২ আমিতির রাজা মাধসিংহ।
৪৩ মিদি হোঁসেন।
৪৪ মাড়য়ারের অধীন আওয়ার ঠাকুর।
৪৫ পিণ্ডারির সুজাৎ খাঁন।
৪৬ আম্বাপানির আদিৎমহম্মদ খাঁর ভ্রাতা বিসুলাবাসি ফজিল মহম্মদ খাঁন।
৪৭ নরসিংপুরের সরদারের প্রথম পুত্র কুমার ভবানী সিংহ।
৪৮ বিওরাও বাস্সালা।
৪৯ নবাব ওলয়েৎ আলী খাঁন।
৫০ হীরা সিংহ।
৫১ গোরক্ষপুরের নাজিম মহম্মদ হোঁসেন।
৫২ রঘুবর দয়ালসিংহ।

এই সকল বিদ্রোহিদিগের মধ্যে অনেকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, যাঁহারা জীবিত থাকিয়া এপর্য্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন তাঁহারদিগের প্রাণনাশের আর বড় বিলম্ব নাই। আহা কি পরিতাপ! "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" অবিকল তাহাই হইয়াছে, ইঁহারা একালপর্য্যন্ত পরমধার্ম্মিক প্রজাবৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কৃপাবৃক্ষের ছায়াশ্রিত হইয়া সমূহ সুখ ও সম্মান পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে স্বাধীন রাজার ন্যায় সময় সম্বরণ করিতেছিলেন, হঠাৎ এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল! আপনারাতো ধনে প্রাণে গেলেন, যান, চুলাই যাউন, কিন্তু বিশেষ দুঃখ এই যে, আপনারদিগের পুত্র পৌত্রাদিকে এককালে পথের-ভিখারি করিয়া গেলেন, কারণ এই সমুদয় দুর্ম্মদান্ধ দুর্ব্বোধদিগের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি সকল গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডার ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে শুদ্ধ তাঁহারদিগের বংশধরবলিয়াই নহে, ঐ সকল সম্পত্তির অধীনে পরস্পর

সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য প্রতিপালিত হইতেছিল, তাঁহারা তাবতেই উক্ত সম্ভোগসূচক উপজীবিকা হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হইল।

উল্লেখিত বিদ্রোহিবৃন্দের কোম্পানি কাগজ সকল এই গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইয়াছে, যে কেহ কোনো ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিবেন তিনি তাহার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন।

বান্দার অন্তঃপাতি কুরিয়ি নামক স্থানের সুবিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ মহামান্য মৃত বিনক রাওয়ের পোষ্যপুত্র নারায়ণ রাও এবং মধু রাও বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহারদিগের নিজ সম্পত্তি স্বরূপ কোম্পানির কাগজগুলীন রাজ সরকারে আবদ্ধ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট এমত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ যেন ঐ সমস্ত কাগজ ক্রয় না করেন।

যথা।

নম্বর।	যে সালের লোন।	টাকা।
১১২৯৪	১৮৫৪। ৫৫	১০০০০০
১১২৯৫	ঐ	১০০০০০
১১২৯৬	ঐ	১০০০০০
১১২৯৭	ঐ	১০০০০০
১১২৯৮	ঐ	১০০০০০
১১২৯৯	ঐ	১০০০০০
১১৩০০	ঐ	১০০০০০
১১৩০১	ঐ	১০০০০০
১১৩০২	ঐ	১০০০০০
১১৩০৩	ঐ	১০০০০০
১১৩০৪	ঐ	১০০০০০
১১৩০৫	ঐ	১০০০০০
১১৩০৬	ঐ	১০০০০০
১১৩০৭	ঐ	১০০০০০
১১৩০৮	ঐ	১০০০০০
১১৩০৯	ঐ	৫০০০০
১১৩১০	ঐ	৫০০০০
১১৩১১	ঐ	৫০০০০
১১৩১২	ঐ	৫০০০০
১১৩১৩	ঐ	৫০০০০
১১৩১৪	ঐ	৫০০০০
১১৩১৫	ঐ	৫০০০০
১১৩১৬	ঐ	৫০০০০
১১৩১৭	ঐ	৫০০০০
১১৩১৮	ঐ	৫০০০০
১১৩১৯	ঐ	৫০০০০
১১৩২০	ঐ	৫০০০০
১১৩২১	ঐ	৫০০০০
১১৩২২	ঐ	৫০০০০
১১৩২৩	ঐ	৫০০০০
১১৩২৪	ঐ	৫০০০০
১১৩২৫	ঐ	৫০০০০
১১৩২৬	ঐ	৫০০০০
১১৩২৭	ঐ	৫০০০০
১১৩২৮	ঐ	৫০০০০
৩৮৭৭।২৩৫০	১৮৪২।৪৩	২০০০০
৩৮৮০।২৩৫০	ঐ	২০০০০
২৪১৭১	১৮৫৪।৫৫	৫০০০
২৪১৭২	ঐ	৪০০০
২৪১৭৪	ঐ	৫০০০
২৪১৭৫	ঐ	১০০০
সর্ব্বশুদ্ধ		২৫৫৫০০০

উক্ত নারায়ণ রাও ও মধু রাও, নানা সাহেবের জ্ঞাতি বোধ করি নানা নানাপ্রকার অভিসন্ধি দ্বারা তাঁহারদিগ্যে বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। যাহাহউক, এইক্ষণে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করুন। যাঁহারা সর্ব্ববিষয়েই এই ভারতবর্ষের গৌরবের গুণনিধি ও চূড়ামণি-স্বরূপ, তাঁহারাই দানবৎ ব্যবহার দ্বারা মানব নামে কলঙ্ক গ্রহণ করিলেন, ইহার অপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? এই বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিতে দুঃখে আমারদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

বেরিলি নিবাসি ধনাঢ্য সবরাম কান্ত রাজপ্রতিকুলে হস্তোত্তোলন করেন, এজন্য তাঁহার নিজ সম্পত্তি স্বরূপ কোম্পানির কাগজ গুলীন রাজ সরকারে আবদ্ধ হইয়াছে।

যথা।

নম্বর।	সাল।	টাকা
২১৬০৬	১৮৪২। ৪৩	৫০০০
২১৬০৭	ঐ	৫০০০
২১৬০৪	ঐ	৪০০০
১৮৮২০	১৮৫৪। ৫৫	৫০০০
সর্ব্বশুদ্ধ		১৯০০০

উপরোক্ত কোম্পানির কাগজ ভিন্ন বিদ্রোহি ব্যাহের নগদ টাকা, ভূমি সম্পত্তি এবং বসন ভূষণাদি ব্যবহার্য্য ও সাংসারিক জিনিসপত্রে গবর্ণমেণ্টের কত লভ্য হইবে তাহার সংখ্যা হয়না। রাজকীয় বিজ্ঞাপন পত্রে ইতিমধ্যে যে সকল বিদ্রোহি প্রধানদিগের নাম প্রকাশ হইয়াছে, অনুমান করি তাঁহারদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া থাকিবেন, এবং যাঁহারা ধৃত না হইয়া অদ্যাপি পাপাচার করিতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে বুঝি নানা সাহেব সকলের অগ্রগণ্য হইবেন।

বাবু নৃসিংহচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের সেসনে যে এক জালখতি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল সেই অভিযোগে তিনি নির্দ্দোষী হইয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এই সংবাদে অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ভৈরবচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তি এক বেশ্যাকে প্রহারের দ্বারা হত্যাকরণের অপরাধে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

সাগর। ৩ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুক্ত স্যার আর, হেমিলটন সাহেব যে পত্র লেখেন, তাহা বিদ্যুতীয় তার সহযোগে ইন্দুর হইয়া গত ৫ ফিব্রুআরি শুক্রবার রাত্রি ৭।৩৮ মিনিটের সময়ে কলিকাতায় আইসে।

শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর সমীপেষু

স্যার হিউজরোজ সাহেবের অধীন সেনাগণ অদ্য সাগরে আগমন করিয়াছে, উক্ত স্থানের দুর্গ অধিকার করা হইয়াছে। আমি অতি শীঘ্রই এস্থানীয় ইংরাজদিগের এবং ১৫০ জন স্ত্রীলোক ও বালকের লিষ্টী প্রেরিত করিব। এক্ষণে রাজবিদ্রোহিগণ হরকাট নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা গমন কালীন রাটগড় এবং সাগর মধ্যস্থিত কোনোস্থানেই বিদ্রোহিকর্ত্তৃক কোনোরূপ বাধা পাই নাই, আমার নিকটে ২৮ জন বিদ্রোহির বিচার হওয়ায় তাহারদিগের ফাঁসি হইয়াছে, ইহা ব্যতীত ২০০ বিদ্রোহি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ব্রিটিস সেনারা শারীরিক কুশলে আছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গত ১ তারিখে দানাপুরস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, যে, এক দল সেনা বক্সার হইতে রোটক পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিয়াছে, শুনিলাম উক্ত পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি স্থানে বিস্তর বিদ্রোহিরা একত্রিত হইয়াছে, কতকগুলীন সৈন্য এস্থানের প্রকাশ্য রাস্তার সন্নিধানের পথ রুদ্ধ করণার্থ প্রেরিত হইয়াছে, কারণ শীঘ্রই উক্ত বিদ্রোহিরা স্থানান্তর গমন করিলেও করিতে পারে।

গত ২৯ তারিখের মলমেনস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, যে, সম্প্রতি এস্থানে কোনোপ্রকার গোলযোগ নাই।

বস্তি নামক স্থানের আফিমসংক্রান্ত আফিসের সবডেপুটী এজেণ্ট, মেং আসবরণ সাহেব যে পত্র লেখেন তাহার সারমর্ম্ম যথা।—মান সিংহের বিশেষ প্রযত্নে কয়েক দিন গত হইল, কতকগুলীন খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মাবলম্বি মনুষ্য লক্ষ্ণৌ শত্রু হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন। অদ্য প্রাতঃকালে ডিউহেন নামক এক জন ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোক গোরক্ষপুর হইয়া আমার বাটীতে ৩ তিনটি সন্তান সহিত আগমন করিয়াছেন। তিনি কহেন, যে, "মানসিংহ আমারদিগের প্রতি সাতিশয় দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক অত্যন্ত যত্নসহকারে বিপক্ষ হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া নিরাপদে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। যে সকল ইংরাজেরা মানসিংহ কর্ত্তৃক উদ্ধার হইয়াছেন, তাঁহারদিগের নাম নিম্নে প্রকটন করিলাম। যথা।—মেং হেয়ার সাহেবের ৫ জন পরিবার। মেং রটন্স সাহেবের ৮ অথবা ১০ জন পারিবার। মেং ফ্রান্সিসের ৭ জন পরিবার এবং আরো অনেক জন, কিন্তু তাহারদিগের নাম আমার এক্ষণে স্মরণ নাই। টান্ডার বিদ্রোহিগণ আপনাপনি বিবাদ করত নষ্ট হইতেছে, তথাকার বণিকেরা শত্রু ভয়ে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্রে পলায়ন করিয়াছে, এবং বিদ্রোহিগণ আহারার্থ চৈতালি ফসলাদি ক্ষেত্র হইতে বল পূর্ব্বক কাটিয়া লইতেছে।

লাহোর-ক্রোনিকেল পত্রে দৃষ্ট হইল, যে, মহারাণীর ৮১ সংখ্যক দলের লেপ্টেনাণ্ট নেবলি সাহেবের হত্যাকারিদিগের মধ্যে ৫১ জনকে ধৃত করত ৬ জনকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, ৯ জনকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দেশান্তরিত করা হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট গুলীনকে ১৪ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

বোম্বের পত্রে ব্যক্ত হয়, যে, ২৩ গণিত দেশীয় পদাতিক সেনারা এস্থানে আগত হইয়াছে।

কাম্‌তির ১৯ জানুআরির পত্রে লেখে, যে, নাগপুর ইরেগুলর অশ্বারোহি সেনারা গত ২৪ তারিখে সম্বলপুরে গমন করিয়াছে।

Printed and published by Issurchunr Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৪৮ সংখ্যা] শনিবার ৩ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১৩ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

Puttoreaghatta Morning School.

With a view to facilitate the classical studies of the students engaged in the public and private Institutions of Calcutta, we the undersigned have recently located a "Morning Preparatory School" in the residence of Baboo Nilmoney Bysack at Puttoreaghatta. Guardians may do well to send in their boys to this novel Institution, where due care shall be taken to secure the wholesome instruction and improvement of the pupils. The schooling fee is varied from 8 ans to 1 rupee per month.

WOOMESH CHUNDER GOOPTOO.
DENONATH HOLDER.
MANAGERS.

সংবাদ প্রভাকর

৩ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

বরাহনগর, বনহুগলি, কাশীপুর, পাইকপাড়া এবং তন্নিকটস্থ স্থানে স্থানে থানার লোকেরা সমুদয় ইটখোলায় গমন পূর্ব্বক পাজা পোড়ানো রহিত করিতেছে, কহিতেছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি বিনা কেহ পাজায় আগুন দিতে পারিবেন না, যদি দেন তবে ২০০ টাকা দণ্ড প্রদান করিতে হইবেক। শুনিতেছি, ডিহি পঞ্চান্নগ্রামে টেক্স স্থাপিত হওনের অনুষ্ঠানেই এতদ্রূপ গোলযোগ হইতেছে।

মিডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষার কার্য্য আগামি সোমবার দিবসে আরম্ভ হইবেক। এবারে বড় শক্তাশক্তি, সমুদয় বিষয়ই সুকঠিন, ছাত্রেরা পরীক্ষা প্রদানার্থ প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লেখেন "অযোধ্যার বাদশাহের পুত্র বিলাত হইতে কলিকাতায় আপনার পিতাকে এমত এক পত্র লিখিয়াছেন, যে, আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না, আপনি পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্বতন সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন, এইক্ষণে মহাশয় আমারদিগের অভিমত ভিন্ন কোম্পানির অধিকার পরিহার পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিবেন না। বোধ হয়, উক্ত রাজপুত্র আপনার পিতার বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাত নহেন।"

ইংলিসম্যান সম্পাদক কাহার নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন তাহা আমরা বলিতে পারিনা, বোধ হয়, তাঁহার শাদাবর্ণের কোনো সংবাদদাতা এতৎসমাচার বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

শহরঘাটির পত্রে বিদিত হইল, তথাকার একজন দারোগা এবং এক জন ওবর্সিয়ার বিদ্রোহ ঘটনার সময়ে বিশেষ সাহস, যত্ন এবং পরিশ্রম দ্বারা অভয় প্রদান পূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের ধন প্রাণ রক্ষা করেন, ইহাতে তাঁহারদিগের কর্ম্মের নৈপুণ্য ও প্রভু ভক্তি গবর্ণমেণ্টে বিশিষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে, গবরনর জেনরল বাহাদুর যৎকালে এলাহাবাদে গমন করেন তৎকালে তাঁহারা উভয়ে শকট সমীপে আসিয়া তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করাতে শ্রীশ্রীযুত সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে দারোগাকে একখানি "তলবার" এবং ওবর্সিয়ারকে এক যোড়া শাল পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

অতি ক্ষুদ্র পদস্থ সুকৃতজ্ঞ কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তিদ্বয়কে শ্রীশ্রীযুত স্বয়ং এরূপে পারিতোষিক প্রদান করাতে অত্যন্তই মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্রে প্রজামাত্রেরি অন্তঃকরণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার আধিক্য হইতে থাকিবেক, এবং এতদ্দেশীয় সমুদয় কর্ম্মচারিগণ প্রসাদ প্রত্যাশায় সুকার্য্য সাধনে বিশেষরূপে বাধ্য হইবেন।

লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাঙ্গাল আফিসে যেরূপ নিয়মে কম্পাজিটর নিযুক্ত করণের অভিমত করিয়াছেন, কেরাণিগণ সে নিয়মে সম্মত নহেন, তাঁহারা অন্যত্র গমনে স্বীকৃত আছেন তথাচ তৎকর্ম্ম করিবেন না। শুনিতেছি, উচ্চ বেতনে কেবল চারি জন মাত্র কম্পাজিটর নিযুক্ত হইয়াছে। ছোটো মহাশয় কেরাণিদিগের প্রতি যেন ছোটো দৃষ্টি না করেন, তাঁহার পদটী যেমন বড়, সেইরূপ দৃষ্টিও বড় হইলে ভাল হয়। আমারদিগের বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে, যে ব্যক্তি যেমন পাত্র তাহার সেই রূপ মান ও পদ এবং উচিত বিষয়ে ন্যায্যরূপ ব্যয়ের বিধান করাই প্রকৃত রাজধর্ম্ম হইতেছে।

সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ মেং রিকেট সাহেব গবর্ণমেণ্টে এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, আসামরাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়া দুইজন কমিস্তনরের অধীন হইলে ভাল হয়। বোধ করি, লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর উক্ত সাহেবের এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, কেননা কথিত রাজ্যের সীমা নিতান্ত ন্যূন নহে, সুতরাং তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে সুনিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ হওনের সম্ভাবনা বটে।

মহামান্য বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমুলা হইতে লাহোরে আসিয়াছেন। আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, তিনি তথা হইতে অবিলম্বে এতন্নগরে প্রত্যাগমন করিবেন।

গত শনিবার রাত্রিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের এবং রবিবার রাত্রিতে ভ্রাতৃপুত্রের শুভবিবাহকার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্ব্বগুণজ্ঞ ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় তথা বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বাবু এতৎকর্ম্মে স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে আরো অধিক সুখের বিষয় হইত।

আদ্যশ্রাদ্ধ।

কলিকাতার কাশারিপাড়া নিবাসি সুধার্ম্মিক বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু মুরলীমোহন মল্লিকমহাশয় আপনার গর্ভধারিণী জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, সকল দিগেই সুখ্যাতি হইয়াছে, তাঁহার মাতার বয়স ১০৪ বৎসর অতীত হইয়াছিল।

মতিহারি প্রবাসি আত্মীয় ব্যক্তির পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"গত ৩১ জানুআরি দিবসে যে বিপক্ষ অশ্বারোহিদিগের বিবরণ নিবেদন করিয়াছিলাম, তাহারা প্রাণের ভয়ে কোন্ দিক্ দিয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

গত দিবস বেঙ্গাল ইউমানরি সৈন্যদলের ২৫০ দুইশত পঞ্চাশ জন কর্ণেল রিচার্ডসন সাহেবের অধীনে এস্থানে আগমন করত অদ্য প্রাতেই গোরক্ষপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, পথিমধ্যে পলায়িত অশ্বারোহিদিগের সহিত ইহারদের সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহারা প্রাণভয়ে অতি বেগে পলায়ন করিতেছে।

মহারাজ জং বাহাদুরের অগ্রগামি সৈন্য, ফয়জাবাদের নিম্নস্থ নদীর এপার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে, এবং নদী পার হইবার জন্য সেতু ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এইক্ষণে ছাপরা মতিহারি এবং মোজফরপুরে কোন আশঙ্কার বিষয় নাই নিবেদন মিতি।

৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ খ্রী, আ।
মতিহারি।

নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে প্রকটন করিলাম। কবিরত্ন সুপণ্ডিত সুলেখক, এবং সুকবি কবিরত্ন বটেন, তিনি আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি

যদিও তাঁহার রচনা অতি উত্তম হইয়াছে, তথাচ আমার বিবেচনায় যেরূপ হইলে ভাল হয় সেইরূপ শোধন করিলাম, অপরাধ লইবেননা।

শ্রীযুত দুর্গানন্দ কবিরত্ন মহাশয়ের বিরচিত নিম্নোদিত পদ্য প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বসন্ত বর্ণন।

রূপক।

ঋতুরাজ বসন্তের, হয়েছে উদয়।
বিশ্বময়, দৃশ্য হয়, নব সমুদয়॥

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

প্রং সং।

উপবন, সুশোভন, নব নব ভাবে।
মহির মহিমা বৃদ্ধি, ঋতুর প্রভাবে॥

এই দুই চরণ এইরূপ হইলে ভাল হয়।

যথা।

উপবন সুশোভন, সুন্দর স্বভাবে।
মহীর মহিমা বাড়ে, ঋতুর প্রভাবে॥

প্রং সং।

বসন্তে ভ্রমণ বিধি, বিধির বিধান।
তাই বলি জীবগণ, কর প্রণিধান॥

কোনোরূপ দোষ নাই।

প্রং সং।

অবিলম্বে পরিহরি, অলসের বাস।
ভ্রমণের জন্য কর, পরিধান বাস॥

এই দুই পদ এরূপ হইলে ভাল হয়।

যথা।

ধর ধর বাক্য ধর, হয় হয় বাস।
কর কর সজ্জা কর, গর পর বাস॥

প্রং সং।

ভবে আছে সত্যরূপ, মনোহর পথ।
চল তথা আরোহণ, করি জ্ঞানরথ॥

অতি উত্তম।

প্রং সং।

বিজ্ঞান, নামেতে তথা, আছে সরোবর।
একবার দেখ যদি তার কলেবর॥

বিজ্ঞান সরোবর না হইয়া জ্ঞান সরোবর হইলে ভাল হইত।

প্রং সং।

মোহিত হইবে তুমি, আহ্লাদ সহিত।
অনায়াসে লভ্য হবে, আপনার হিত॥

এই দুই পদ মধ্যম।

প্রং সং।

নিরন্তর বহিতেছে বিবেক পবন।
সেবনে সুস্থির হবে, জুড়াবে জীবন॥

ইহার বিনিময়ে এরূপ হইলে ভাল হয়।

যথা।

সে বনে বহিছে সদা, বিবেক পবন।
সেবনে শীতল হবে, জুড়াবে জীবন॥

প্রং সং।

বিদ্যা নামে বিনোদিনী, কমলিনী ফুল।
মন অলি বিলোকনে, হইবে ব্যাকুল॥
পেলে তার সুমধুর, সুমধুর তার।
ভাবনা কি আর তবে, ভাবনা কি আর॥
বেদান্ত কোকিলকুল, করি কলরব।
প্রকাশ করিছে সদা, ঈশ্বর গৌরব॥
শুনিলে সে রব, তুমি, হইবে নীরব।
কে তুমি তখন তবে, হবে অনুভব॥
কোনোদিকে কোনোমতে রবেনা অভাব।
তখন পাইবে তুমি, স্বভাব স্বভাব॥
তাই বলি মুখে বলে, জগদীশ জয়।
এখনি ভ্রমণ কর, সত্যপথ ময়॥

শেষ কয়েক চরণ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

প্রং সং।

শ্রী দু, ন, ক।

চুচুড়া-প্রবাসী গোবিন্দপুর বাসী।

উক্ত পদ্যগুলীন প্রকটন পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণ কবিগণকে এই মাত্র কহিতেছি। কবিতা রচনায় সকলে তাঁতির ন্যায় হইতে পারেন বড়ই ভাল, না হয় দর্জি হউন, কিন্তু গর্জি হইবেননা, দর্জি হইতে না পারেন, রিপুকর হউন, কিন্তু বেমালুম সেলাই করিতে হইবে। সর্ব্বদাই রাজমিস্ত্রির কার্য্য দেখিবেন, তাহারা নূতন ইটকাট মসলায় কিরূপ গাঁথুনি এবং পুরাণা ইট কাট মস্‌লাতেই বা কিরূপ গাঁথুনিকরিয়া থাকে, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক তদনুকরণ করিলেই রচনাচতুর হইবেন। আমরা প্রকাশ করিয়া লিখিলামনা, অতএব সকলে ভাব এবং অভিপ্রায় বুঝিয়া লইবেন। ময়রা-বাড়ী মোণ্ডা কেনা ও কামার-বাড়ী শূচ কেনাই ভাল, বেচা ভাল নয়।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

শ্রীচরণ কমলেষু।

মহাশয়ের গত পৌষ ও মাঘ মাসের মাসিক পত্রিকার "হিতহার" দর্শনে যে কিপর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত।

আহা! কি সুধাময় পদ্যাবলী! যাহা শ্রবণে ও দর্শনে অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, বিবেক বৈরাগ্য আপনারাই আসিয়া প্রকাশ পায়, সংসারঘটিত মহান্ধকার নাশ করত আমার দেহ-গেহে আনন্দ-জ্যোতি বিকাশ হইতেছে।—অধুনা আমার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছে, তাহা লেখনীর দ্বারা কিরূপে প্রকাশ করিব? সেই ভাবটি কেবল সেই নিত্য নিরঞ্জন সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানই জানিতেছেন; যাহা হউক, কিঞ্চিৎ না লিখিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারিলামনা, হে মহাশয়! সংশোধনান্তে প্রভাকর পত্রে প্রকটন পূর্ব্বক উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হইবেক।

পদ্য।

মরি কিবা মহাশয়, লেখা সুধাময়।
শ্রবণে, শ্রবণে, মন, পুলকিত হয়॥
আহা তাহা একমুখে, কি কহিব হায়।
শতমুখ হোলে তবু, বলা নাহি যায়॥
মরি সে লেখার গুণ, কহিব কাহারে!।
বিরাজিছে সদা মম, হৃদয় আগারে॥
ভুলিবনা তাহা আমি, রব যত কাল।
সাধিব সাধিব সাধ, কেটে মায়াজাল॥
অহরহ একমনে, ঈশ্বরে ডাকিব।
বিষয়ের বিষ পান, আর না করিব॥

যতনে গহনে আমি, যাইব এবার।
অসার সংসার বাসে, রহিবনা আর ॥
দেখিব দেখিব সেই, দীন দয়াময়।
অধমের প্রতি দয়া, হয় কি না হয় ॥
বনবাসে ঋষিপাশে, রোয়ে চিরদিন।
সুখেতে স্বভাবে শেষ, দেহ হবে লীন ॥
এর চেয়ে সুখ কিবা, আছে কোনোখানে।
জীবন করিব শেষ, বিভুগুণ গানে ॥
হরিনাম ছাপা দিয়া, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিব।
বিষয়ের বিষ পান, আর না করিব ॥

রিপুচয় করি জয়, সদানন্দময়।
হরি বোলে যাব চোলে, আর কারে ভয় ॥
সাধিব সাধন যাহা, আছে মনে মনে।
ধরিব কৌপিন ডোর, চলিব সেবনে ॥
আহা, সে সুখের দিন, হবে আর কবে ?।
পরনিন্দা, পরদ্বেষ, না শুনিব যবে ॥
পরবশে, পরবাসে, না হবে রহিতে।
কুলোকের কটুকথা, না হবে সহিতে ॥
বিভুর বিনোদ ভূষা, বিভূতি মাখিব।
বিষয়ের বিষ পান, আর না করিব ॥

সেইখানে চলচল, মানস আমার।
যেখানে সমূলে হবে, দুখের সংহার ॥
সদা হব অনুরত, প্রেমানন্দ রসে।
আপনি থাকিব আমি, আপনার বশে ॥
এ হেন সুখের স্থানে, কবে যাবে মন।
উঠ উঠ, বিলম্বেতে, নাহি প্রয়োজন ॥
হর হর, বম বম, বলরে বদনে।
কিছুর অভাব নাই, তাপসের বনে ॥
মনের মতন তথা, রতন পাইব।
বিষয়ের বিষ পান, আর না করিব ॥

প্রার্থনা।

কোথা নাথ, প্রণিপাত, করি হে তোমায়।
দয়া করি, ওহে হরি, স্থান দেহ পায় ॥
এরূপে কতই আর, যাতনা সহিব ?।
ভবের অধীন হোয়ে, কতই রহিব ? ॥
দয়া কর, প্রভু হর, হর দুখচয়।
বার বার যেন আর, ডাকিতে না হয় ॥
আত্ম সমর্পণ করি, উপহার লহ।
তোমা প্রতি, যেন মতি, রহে অহরহ ॥

২৭ মাঘ সন ১২৬৪ সাল।

সেবক—
শ্রীশশিভূষণ রায়।

হাঁ, এই রচনাটি পথে আসিয়াছে। অনুশীলনের যত আধিক্য হইবে ততই ক্রমে ক্রমে উত্তম হইবেক। যিনি যেরূপ যত্ন করিবেন, তিনি সেইরূপ রত্ন পাইবেন, তরুণ কবির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ আমরা এই প্রবন্ধটি প্রকটন করিয়া এই মাত্র অনুরোধ করি তাঁহার রচিত কবিতা যাহা আমরা সংশোধন করিয়া দিলাম তৎপ্রতি বিশেষদৃষ্টি করিবেন। এইসূত্রে রচনার্থি সমুদয় ছাত্রকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, গত ১১, ১৭ মাঘ এবং ১ ফাল্গুনের প্রভাকরে আমরা গদ্য পদ্য রচনাবিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি সকলে সেই পদ্ধতিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক রচনায় প্রবৃত্ত হইলে অনায়াসে অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মহারাণীর ৮০ গণিত সেনারা টৌনহাল হইতে রাণীগঞ্জ হইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিয়াছে।

মেদিনীপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেং এচ, টি, প্রিন্সেপ সাহেব কিঞ্চিৎ সমর সামগ্রী এবং ৫০ জন নাবিক সেনা এবং ২ টা তোপ সহিত বোধ হয় ৫ ফিব্রুআরি দিবসে খাইবাসে পঁহুছিয়া থাকিবেন।

কাপ্তেন মণ্টেগুমরি সাহেবের সেনারা এপর্য্যন্ত ভিল জাতীয় দুষ্টদিগে সংপূর্ণরূপে শাসন করিতে পারে নাই।

পুরুলিয়ার ৩ তারিখের পত্রে লেখে, ২০০০ অসভ্য কোল মগরার সান্নিধ্য খেরিকিলা নামক স্থানের নিকট একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকারি জমীদারদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হওয়াতে সিকাবটি সেনারা তাহারদিগের শাসনার্থ ধাবিত হইলে দুর্জ্জনেরা শীঘ্রই বনে প্রবেশ করিল, ইহাতে যে এক সামান্য যুদ্ধ হয় তাহাতে এপক্ষের কিছুমাত্র হানি হয় নাই, বিপক্ষদিগের দুই কিম্বা তিনজন হত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে।

বোলন্দ শহরে এইক্ষণে আর কোনো প্রকার গোলযোগ নাই, বিদ্রোহিরা নিকটে নিকটে আছে বটে কিন্তু তাহারা শীঘ্রই শাসিত হইবে।

প্রধান সেনাপতি দ্রুতগামি তার যোগে এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, যে, আজুটেণ্ট জেনরল, কোম্পানির সেনা, এবং মহারাণীর সেনারা শীঘ্রই হেডকোয়াটরের সহিত সংযুক্ত হয়েন। এই অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতিগণ স্ব স্ব সেনা সহিত গমন করণে বাধ্য হইয়াছেন, বোধ হয়, ইঁহারা তাবতেই অযোধ্যার সমরক্ষেত্রে গমন করিবেন।

রাজকীয় ইঞ্জিনিয়র সাহেবের ভবিষ্যতে ৬০০ টাকা মাসিক বেতন এবং বোম্বে ও মান্দ্রাজের কমেণ্ডিং আফিসরেরা ৩০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৪৯ সংখ্যা] সোমবার ৫ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য গৃহে অদ্য তারিখে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মহানগর কলিকাতার বাবুরাম ঘোষের লেন-নিবাসি মৃত স্বরূপচন্দ্র শীলের সকল বিষয় বিভবাদি ও দেনা পাওনার লেটার্স অফ এডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণের ভার শ্রীমতী গোপামণি দাসীর প্রতি সমর্পিত হইবেক, যেহেতু তিনি মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং বিষয়াধিকারিণী হয়েন।

W. H. GILLANDERS,
Proctor.
ডবলিউ, এচ, গিলেণ্ডর্স।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীল।

কলিকাতা।
৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, অদ্য দিবসে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে, যে, মহানগর-কলিকাতার মধ্যস্থিত চূণাগলি-নিবাসি হিন্দুপ্রজা মৃত দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের শেষ উইল অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্রের ক্ষমতাক্রমে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং দেনা পাওনা প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের প্রতি কর্ত্তৃত্বভার উল্লেখিত চূণাগলি নিবাসিনী শ্রীমতী মোক্ষদাদেবীর প্রতি অর্পিত হইবেক। যিনি পূর্ব্বোক্ত লোকান্তরগত ব্যক্তির একাকিনী মাত্র বিধবা স্ত্রী।

SWINHOE &. BEEBY.
Proctors.
সুইনহো এবং বিবী।
ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীল।

কলিকাতা।
(নং ১)
স্পেপ্লেণ্ডেড রোড।
১২ ফিব্রুআরি ১৮৫৮

NOTICE.

Puttoreaghatta Morning School.

With a view to facilitate the classical studies of the students engaged in the public and private Institutions of Calcutta, we the undersigned have recently located a "Morning Preparatory School" in the residence of Baboo Nilmoney Bysack at Puttoreaghatta. Guardians may do well to send in their boys to this novel Institution, where due care shall be taken to secure the wholesome instruction and improvement of the pupils. The schooling fee is varied from 8 ans to 1 rupee per month.

WOOMESH CHUNDER GOOPTOO.
DENONATH HOLDER.
MANAGERS.

সংবাদ প্রভাকর

৫ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

ফ্রেণ্ডআফইণ্ডিয়া পত্রে প্রভাকরের প্রতি অনৃত অযোগ্য কটাক্ষপাত হওয়াতে বিশেষতঃ ৯ বৎসরা-

ভীত কালের পুরানন্দ মিত্র স্বাক্ষরিত এক প্রস্তাব বর্ত্তমান রাজদ্রোহিতাচরণ-মুলক বলিয়া উল্লেখিত হইবায় আমরা গত ২১ মাঘ দিবসীয় প্রভাকরে তদুত্তরে যে প্রস্তাব বাঙ্গালা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় প্রকাশ করি, তাহা ধীমান পাঠকগণের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াছে, পরন্তু আমারদিগের উক্ত উত্তর পাঠে বাঙ্গাল হরকরা পত্রের সম্পাদক মহাশয়, তথা ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া-প্রকাশিত-কথিত প্রস্তাবপ্রেরক মহাশয় এবং ফ্রেণ্ড সম্পাদক ভায়া, যিনি যাহা লিখিয়াছেন, প্রভাকর-পাঠক ও মান্যবর গ্রাহকগণের সন্তোষার্থ তত্তাবৎ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতেই দেখিবেন, যে, শ্রীরামপুরস্থ সহযোগি মহাশয় অবশেষে আত্মদোষ স্বীকার পূর্ব্বক আমারদিগের নিকট কিরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাঙ্গাল হরকরার বিজ্ঞবর সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের উত্তর দর্শন-মাত্রই প্রভাকরের নির্দ্দোষিতা স্বীকার করিয়া লইয়া ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় সম্পাদকদিগের মধ্যে প্রণয়-বর্দ্ধনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, সংপ্রতি ফ্রেণ্ড-প্রকাশিত প্রস্তাব-অনুবাদক আপনার গুরুতর ভ্রম দর্শন পূর্ব্বক ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ পাইবার দিন অপেক্ষা না করিয়াও বাঙ্গাল হরকরা পত্রে নিজ ভ্রম অঙ্গীকার পূর্ব্বক আমারদিগের নিকট দোষ-পরিহার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহাতেই আমরা অনুবাদক ও ফ্রেণ্ড সম্পাদক মহাশয়কে ক্ষমা করিয়া এই প্রার্থনা করি, যে, ইংরাজ সম্পাদক মহাশয়েরা ভবিষ্যতে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে অসাবধানতা-পূর্ব্বক অকারণ দোষি না করেন, রাজজাতি বলিয়া তাঁহারা পদে পদে অভিমান করেন, তাহাতে আমারদিগের কোনো কথাই নাই, কিন্তু রাজানুগত নিরপরাধি প্রজাকুলও, যে, দুষ্টচরিত্র রাজজাতি হইতে রাজপ্রিয় হয়েন ইহা যেন তাঁহারা অপহ্নব না করেন। যেব্যক্তি নিজে দোষি, সে সর্ব্ব লোকেরি অপ্রিয় হইবে, এবং যেব্যক্তি নির্দ্দোষি সে সর্ব্বলোকেরি প্রিয় হইবে।

অপিচ আমরা আর এক কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা ব্যক্ত না করিয়াও থাকিতে পারিনা, বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় যেরূপ আমারদিগের উত্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্যান্য ইংরাজ সম্পাদকেরা তদ্রূপ করেন নাই, তাঁহারা যদ্রূপ উল্লেখিত ফ্রেণ্ডের লিখিত প্রস্তাবটী আপনাপন পত্রে স্থান দান করিয়াছিলেন, কেন আমারদিগের লিখিত তদুত্তরটী সেইরূপে গ্রহণ করিলেননা? ইহাতে কি আমরা পক্ষপাতি বলিতে পারিনা? এবং এতদ্ব্যবহার দর্শনে কি আমরা বলিবনা, যে, শ্বেতপুরুষেরা এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি অকারণ দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছেন? হে সভ্য ভব্য মহানুভব ধবল সবলগণ! এতদ্ব্যবহার আপনারদিগের উচিত নহে, এবং ইহা কোনোমতেই শোভনীয় হয়না। উচ্চ হইতে হইলে নম্রতাগুণ ধারণ করিতে হয়, ফলবান বৃক্ষইতো নত হইয়া থাকে। অতএব আমরা প্রত্যাশা করি, যে, অতঃপর কুটিলভাব পরিহার পূর্ব্বক সরলভাবে উভয়জাতির মধ্যে বন্ধুতা বৃদ্ধি হইলেই অধিক সুখ সৌভাগ্যের বিষয় হইবেক। অলমতি বিস্তরেণ।

আমারদিগের প্রকাশিত উত্তর উদ্ধৃত করিয়া হরকরা সম্পাদক মহাশয় লেখেন।

যথা।

"The *Probhakur*, in an article which appears with an English translation, denies that the treasonable letter quoted last week by the *Friend of India* ever appeared in the columns of the former Journal. The following are the most important portions of the Native Editor's disclaimer:—"

"It appears from the above that there has been some mistake in the matter which the *Friend* will doubtless be able to set right. The letter in question probably appeared in some other native paper.

With regard to the animus which the *Probhakur* conceives to exist among "white Editors" against the natives and the Native Press, we can assure our contemporary that he is in error. The opposition of the English Journals is directed against rebels only, and natives who are offended by their strictures, lay themsleves open to be included in the category. Loyal men need have no fears. Our remarks, and those of our English contemporaries, can do them no harm."

Hurkaru. 3rd February 1858.

যে মহাশয় পুরানন্দ মিত্রের পত্র অনুবাদ পূর্ব্বক ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ করেন তাঁহার স্বদোষ উদ্ধার।

যথা।

AN EXPLATION.

TO THE EDITOR OF THE BENGAL HURKARU.

SIR,—By the insertion in your issue of this morning of an article from the *Probhakur*, disclaiming the native letter, extracts from which appeared in the *Friend of India* of last Thursday, I have been made conscious of the injustice which I have inadvertently done the *Probhakur*, in ascribing the article to that paper. On looking again to the paper from which I translated the letter, I find it is the *Sungbad Poornochundrodoy*. I hasten, therefore, to rectify the mistake, and to express my regret to the proprietor of the *Probhakur* for the pain given to him thereby. I hope, however, that the mistake which has occurred will have the effect of bringing the loyal character of the *Probhakur* into more public notice, and so prove eventually to it an advantage rather than an injury.

THE PARTY WHO SENT THE ARTICLE IN QUESTION TO THE *FRIEND*.

Calcutta. February 3. 1858.

Hurkaru 4th February. 1858.

ফ্রেণ্ড সম্পাদক প্রথম লেখেন।

যথা।

"The *Probhakur* denies that any letter signed "Pooranundo Mittro" appeared in his columns during August 1849. Our contemporary shall have full justice next week."

Friend of India, 4th February, 1858.

ফ্রেণ্ড সম্পাদকের "এপালজি" অর্থাৎ স্বদোষ মার্জ্জনা।

যথা।

The *Probhakur*—We have to apologise to the Editor of the Probhakur for an accidental error. The gentleman who translated and sent to us the letter of "Pooranundo Mittro" wrote *Probhakur* for *Poornochundrodoy*. The error will do the *Probhakur* little harm—*Friend of India* 11 Feby, 1858.

হে পাঠকগণ! এবিষয়ে আমরা আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করিনা, ইহাই যথেষ্ট হইল, কারণ রোগির মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে, আপনারা চিন্তা করিবেননা, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া দুর্ব্বল নির্দ্দোষিকে আপনিই রক্ষা করেন। আর নিষ্কলঙ্কলোক কখনই কলঙ্কসঙ্কে অঙ্কিত হননা।

আমারদিগের মোরদাবাদ প্রবাসি বন্ধু তথা হইতে ৩ ফিব্রুআরি দিবসে যে এক পত্র প্রেরণ করেন আমরা গত পরশ্বঃ সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহার মর্ম্মার্থ প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়ের ২ জানুআরি তারিখের লিখিত পত্র আমি ২ ফিব্রুআরি দিবসে প্রাপ্ত হইয়া এতদ্রূপ বিলম্বজন্য চমৎকৃত হইলাম। ঐ দিবসের প্রেরিত প্রভাকর ঐ মাসের ১৪ তারিখে প্রাপ্ত হইয়াছি, গত ২৭ তারিখের দিল্লীগেজেটে দৃষ্ট হইল, কলিকাতার বাঙ্গি ডাক এ অঞ্চলে আসিতেছে, অতএব পূর্ব্ববৎ রীতিমত এই মোরদাবাদে প্রভাকর পাঠাইবেন, এখানে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে নবাব রামপুরে ডাক বসাইয়াছেন। এখানকার সমাচার এপর্য্যন্ত মঙ্গল।—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ি রচনার দ্বিতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, এতদ্রূপ সুমধুর রচনা কখনই অস্মদাদির নয়নগোচর হয় নাই। অতএব সেই নাটকের পরিশিষ্ট এবং ১২৬৪ সালের ২৭ বৈশাখ হইতে সমুদয় দিবসের প্রভাকর অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীমধুসূদন চৌধুরী।"

মোরাদাবাদ।
৩ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ }"

আমারদিগের ছাপরা প্রবাসি বন্ধুর লিখিত ৩ ফিব্রুআরি দিবসের পত্রের মর্ম্মার্থ সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"এখানে এমত জনরব, মহারাজ জং বাহাদুরের সেনারা ৫ ফিব্রুআরি দিবসে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিবে, ছাপরায় আর কোনো আশঙ্কাই নাই।"

"সম্প্রতি এই জিলায় মুন্সেফি ও ওকালতি পদাকাঙ্ক্ষিদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে ৬৪ জন প্রার্থির মধ্যে কেবল ৪ জনমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন।—পাটনা জিলাতেও এইরূপ পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু তাহার সবিশেষ কিছুই জানিতে পারিনাই।"

"এখানকার মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর এবং সবডিপুটী আফিম এজেণ্ট জিলার অবস্থা দর্শনার্থ সরকুটে গমন করিয়াছেন, উপস্থিত সংবাদ সময়ে সময়ে লিখিয়া প্রেরণ করিব।"

"গোরক্ষপুর পুনর্ব্বার ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ রীতিমত সর্ব্বত্র রাজস্ব আদায় হইতেছে, এবং শুনিতেছি, অনেক বিদ্রোহি সিপাহি প্রাণভয়ে অযোধ্যা হইতে পলায়ন করিতেছে।"

অত্যাশ্চর্য্য গোরৎস।

বিদ্যোৎসাহি বাবু গঙ্গাধর বসু মহাশয় বালেশ্বর হইতে ২৮ মাঘ দিবসে নূতন আশ্চর্য্য সংবাদ-পূরিত যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা আমরা সমাদরে প্রকটন করিলাম।

"গত রবিবাসরে এই বালেশ্বরের বারোবাটি পল্লীতে এক ব্যক্তির ভবনে দিবা দুই প্রহরের সময়ে একটি গাভি এক অত্যাশ্চর্য্য বৎস প্রসব করিয়াছে। তাহার ললাটে একটি মাত্র চক্ষু, মুখখানি হস্তিশুণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধভাগে বক্র হইয়াছে, আমরা এমত অত্যাশ্চর্য্য কখনো দর্শন করি নাই, ঐ বাছুরটি এপর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে।"

"ভদরক খণ্ডের "বলি সাহু" নামক এক ব্যক্তি সামান্য বিবাদ উপলক্ষে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র "সদাই সাহুকে" হত করে, এই অপরাধে সদর নেজামত হইতে তাহার প্রাণদণ্ডের অনুমতি আসিয়াছে। আগামি বুধবারে তাহার ফাঁসি হইবেক।"

শুনা যাইতেছে, মেং মোয়ার সাহেব উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সেক্রেটরি হইবেন। এই মহাশয় অতি যোগ্যপাত্র।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

৫ তারিখের পত্রে লেখে, যে, ফরেক্কাবাদের ৯ ক্রোশ দূরে আকবারপুর নামক স্থানে প্রায় ৫০০০ বিদ্রোহি একটা মৃত্তিকার দুর্গ নি-

র্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল; তাহা ব্রিটিস সেনারা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিয়া প্রায় ৬ ঘণ্টাকাল ঘোরতররূপে সংগ্রাম করে, তাহাতে বিপক্ষদল পরাজিত হইয়া উক্ত দুর্গ পরিত্যাগ করত উত্তরদিগে পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষের প্রায় ৪০০ ব্যক্তি হত হইয়াছে, এবং তাহারদিগের ৩৫০০০ টাকা আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে।

মিরণকার সরাই মধ্যে ৭ গণিত পঞ্জাবি সেনা বিদ্রোহিদিগের আগগমনের পথরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে।

মহারাণীর ৮২ সংখ্যকদল ফতেগড়ের দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, প্রধান সেনাপতি বাহাদুর এস্থানে উপনীত হইয়াছেন, তিনি অতি শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ অভিমুখে বিদ্রোহিদলনার্থ গমন করিবেন।

ব্রিগেডিয়ার সিটন সি, বি, সম্প্রতি ফতেগড়ে থাকিয়া মৈনপুরি, এটওয়া ও মিরণ জিলামধ্যে বিদ্রোহিগণ সহসা আর না আগমন করে, তদর্থে নানাবিধ উপায় করিতেছেন। উক্ত পত্রে আরো ব্যক্ত করে, যে, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের এলাহাবাদে গমন করণের যে সংবাদ,সকল সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সকলি মিথ্যা, কারণ তিনি অযোধ্যা মধ্যে গমন করিবার নিমিত্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন।

৫ ফিব্রুআরি তারিখের বিলাল বাজারস্থ গোরখা সেনাদিগের শিবির হইতে যে পত্র আইসে তাহার সারমর্ম্ম!—যথা।—" এস্থান হইতে ১ ক্রোশ দূরে বিদ্রোহি গুণ্ডারাজার অধীন সেনাদিগের সহিত যে, সংগ্রাম হয় তাহাতে শত্রুদলের বিস্তর সেনা নিহত হইয়াছে।

ফ্রাঙ্ক সাহেবের বদিপুরের শিবির হইতে যে পত্র ৭ তারিখে আগত হয় তাহার মর্ম্ম এই যে, 'ব্রিগেডিয়ার ফ্রাঙ্ক সাহেব সসৈন্যে অদ্য প্রাতে অযোধ্যায় গমন করিবেন।

মহারাজ জং বাহাদুর ফৈজাবাদের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ফৈজাবাদ বিদ্রোহির হস্ত হইতে বিমুক্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তিনি উপযুক্তরূপ আহারীয় ও সমরসংক্রান্ত দ্রব্যাদির অভাবে অযোধ্যায় গমন করণের বিলম্ব করিতেছেন, বোধ করি বারাণসী হইতে শীঘ্রই তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসিতে পারে।,,

বোম্বে পত্রে দৃষ্ট হইল যে, টিমবাক নামক স্থানের বিখ্যাত দেবালয়ের পুরোহিত, নাম ধর্ম্মধর রাওজী, কিয়দ্দিন গত হইল যে ব্যক্তির বিশেষ উদ্যোগে ডেকানে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল সংপ্রতি তাহাকে ধৃত করত ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

গত ৫ তারিখের কাণপুরস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, গত কল্য প্রাতে এস্থান হইতে ৭৯ সংখ্যক হাইলণ্ডর, ৭ গণিত হাসার এবং এক দল রায়েল অশ্বারোহি সেনা আলমবাগে গমন করিয়াছে। ৪ ফিব্রুআরি তারিখে গোয়ালিয়র বিদ্রোহিগণ, কাপ্তেন টমসন সাহেবের অধীন পুলিস সোয়ার এবং ৮৮ সংখ্যক দলের সহিত কালপির ৭॥০ ক্রোশ অন্তরে আকবারপুর নামকস্থানে যে সমর করে তাহাতেবি পক্ষেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে কাপ্তেন টমসন এবং ৮৬ গণিত দলের তিনব্যক্তি আহত হন, তন্মধ্যে এক জন সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, গত পরশ্বঃ দিবসে এলাহাবাদে শ্রীযুত গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুরের সহিত প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে মহারথি মহোদয় সমরসংক্রান্ত অনেক কথা কহিয়া ফতেগড়াভিমুখে গমন করিয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

৭ ফিব্রুআরি তারিখের পাটনার পত্রে ব্যক্ত করে, যে, এ অঞ্চলে চোরের বড়ই দৌরাত্ম্য হইয়াছে, দিন দিন আরো বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, কারণ তস্করের দমনার্থ কিছুই চেষ্টা ও উপায় হয়না, অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হউন।

কর্ণেল জেম্‌স রামসে সাহেব জাহাজ হইতে নাবিয়া স্থলস্থ হইবা মাত্রই কমিসেরি জেনরলের পদে অভিষিক্ত হইবেন, কর্ণেল নেথেল, যিনি এইক্ষণে প্রতিনিধিরূপে তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তিনি বিলাত গমনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন।

ইস্পেক্টর পত্রে ব্যক্ত করে,যে, মান্দ্রাজে গ্যাসের আলোক দিবার নানাবিধ অনুষ্ঠান হইতেছে।

কন্সারবেন্সি ডিপার্টমেণ্টের একজন বিলসরকার আপনার বন্ধুর সহিত যোগাযোগ করিয়া ১০৩ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, সম্প্রতি সেই দুই ব্যক্তি ধৃত হইয়া সুপ্রিম কোর্টের শেসনে অর্পিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহারদিগের বিচার শেষ হয় নাই।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র

এই প্রভাকর পত্র [illegible]বার ব্যতীত প্রতি [illegible]বস কলিকাতা, সিমু-[illegible]র অন্তঃপাতি হো-[illegible]লক ডিয়ার দুর্গা-[illegible] মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ [illegible]র ভবনে সম্পাদক [illegible]যুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [illegible]ক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০, আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৫১ সংখ্যা। বুধবার ৭ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১৭ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।



[illegible]বর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible]কা এবং অপর আসামে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন।

"তামস" নামক বাষ্পীয় জাহাজ "কালীগঙ্গা" নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে উপরোক্ত স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের বোঝায়ের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

By Order of the Actg. Supdt. of Marine.

মেরিণের একটিং সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. WOODLEY.

জে, উড্‌লি।

Clerk of the Govt. Boat Office.

গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসের ক্লার্ক।

১৬ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

সংবাদ প্রভাকর

৭ ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

পাঠকগণ বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিম্ন প্রকাশিত বিষয়ে নেত্রনিক্ষেপ করিরেন।

মানভঞ্জন।

লঘুত্রিপদী।

কেন ওরে প্রাণ, করিয়াছ মান,
তেজেছ ভূষণ বেশ?।
বসিয়া ধরায়, অনাথিনী প্রায়,
এলায়ে পড়েছে কেশ॥

"অনাথিনী প্রায়,, ইহার পরিবর্ত্তে "পাগলিনী প্রায়,, হইলেই ভাল হয়।

প্রং সং।

বল বল ধনি, ওলো বিনোদিনি,
কিসের লাগিয়ে মান?।

"বল বল ধনি, ওলো বিনোদিনি,, মিলের দোষ হইল, ইহার পরিবর্ত্তে।

'বল বল ধনি, মুখে নাই ধ্বনি,
কিসের লাগিয়ে মান?।,,

এরূপ হইলে কত উত্তম হয়।

প্রং সং।

কে, কি, বলিয়াছে, কার সাধ্য আছে,
তোমারে বলিবে প্রাণ॥
জীবনে তাহার, হয়েছে কি ভার,
এখনি বধিব প্রাণ।

"জীবন তাহার, হয়েছে কি ভার,, ইহাতে অর্থ সংগ্রহ হয়না, অতএব এরূপ হইলে ভাল হয়, যথা।

"জীবনে কি তার, ভয় নাই আর,
এখনি বধিব প্রাণ।,,

প্রং সং।

জানেনা সেজন, আমি, যে কেমন,
করে তোর অপমান॥

ইহার পরিবর্ত্তে,

"আমি, যে, কেমন, জানেনা সেজন,
করে তব অপমান॥,,

এইরূপ হইলে ভাল হয়।

প্রং সং।

নায়িকার উক্তি।

ধনী কহে শুন, কেন পুনপুন,
হান সোহাগের শর?।
যাও আর মিছে, কেন মম কাছে,
বসিয়া রয়েছ বর?॥

এই শেষ চরণটি অনেকদিগেই দোষাশ্রিত হইয়াছে, ইহার বিনিময়ে,

"যাও যাও বঁধু, মুখে শুধু মধু,
কাজে নও মধুকর?॥,,

এইরূপ হইলে বোধ করি কিঞ্চিৎ ভাল হইত।

প্রং সং।

রসিকা যে নারী, সেই সে তোমারি,
তুমি তার হও স্বামী।
আমাতে কি কাজ, যাও রসরাজ,
অরসিকা হই আমি॥
আমি অভাগিনী, চিরবিরহিণী,
কপালেতে নাহি সুখ।
বিধি মোরে বাম, না পুরিল কাম,
সদাই পেতেছি দুখ॥

এই কয়েকটি পদ উত্তম হইয়াছে।

প্রং সং।

শুন বলি সার, রাখিবনা আর,
জীবনে দিব জীবন।
এত বলি ধনী, অশ্রুতে অমনি,
ভেসে গেল দুনয়ন॥

"জীবনে তেজি জীবন ,, যতিভঙ্গ দোষ হইয়াছে, কারণ প্রথমে তিন, মধ্যে দুই এবং শেষে তিন অক্ষর হইলে লঘু ত্রিপদীর ছন্দ থাকিবেনা, অতএব ইহার পরিবর্ত্তে এরূপ হইলে ভাল হয়।

'শুন বলি সার, জীবন আমার,
তেজিব করেছি পণ।,,

তথা।

" অশ্রুতে অমনি ,, ইহার পরিবর্ত্তে " কাঁদিল অমনি ,, হইলে ভাল হয়।

প্রং সং।

শুনিয়া এসব, কান্ত যেন শব,
না স্ফরে মুখের বাণী।
বলে শুন প্রাণ, এত অপমান,
কেন কর বিনোদিনি?॥

ইহাতে 'বাণী,, ও"দিনি,, মিলে দোষ পড়িল।

প্রং সং।

তোমার অন্তর, আছে নিরন্তর,
না জানি অন্য কাহায়।
শয়নে স্বপনে, অনুক্ষণ মনে,
ভাবি আমি হে তোমায়॥

এই দুটি পদ, উচ্চারণে যতিভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু গীতছলে স্বর করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয়না, প্রাচীন কবিগণ এইরূপ যতিযুক্ত রাশি রাশি কবিতা করিয়াছেন, কিন্তু নব্যকবিরা এবিষয়ে সাবধানতাপূর্ব্বক যত দোষ সংশোধন করিবেন, ততই সুখের বিষয় হইবে।

প্রং সং।

অন্য নারী সনে, কদাচ স্বপনে,
না হয় মনের ভিন্ন।
মিথ্যা যদি কই, শুন রসময়ি,
নাহি যোড়ে যেন অন্ন॥

ইহার প্রথম পদের শেষ " না হয় মনের ভিন্ন ,, অর্থ সংগ্রহ হয়না, এবং অন্ন ভিন্ন, মিল দোষ। পরন্তু " নাহি জোড়ে যেন অন্ন ,, ইহা চাকর মনিবের কথা, অর্থাৎ দাস আপনার প্রভুকে এবং সকলেই আপনার গুরুজনকে কহিতে পারেন, নায়ক আপনার নায়িকাকে এমত উক্তি করিলে ভাব ও রসের কিরূপ ব্যাঘাত হয়, তাহা ভাবুক ও রসিকেরা বিবেচনা করুন।

প্রং সং।

ক্ষম অপরাধ, ছার এ বিবাদ,
ধরি হে তোমার পায়।
যুগল চরণ, অমনি তখন,
হৃদিপদ্মে তুলে লয়॥

এই দুটি পদের অপর যে দোষ আছে তাহা না বলিয়া কেবল "পায়,, "লয়,, এই দুটি মিলের দোষ উল্লেখ করিলাম।

প্রং সং।

আহা কিবা শোভা, অতি মনোলোভা,
হৃদে যেন কোকনদ।
ঘুঙ্ঘুর পাঁজরে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
অতুল তুলনা পদ॥

" ঝঙ্কারের ,, বিনিময়ে গুঞ্জরে হইলে মিলের দোষ থাকিবেনা, কিন্তু কবি নায়িকার পদ বর্ণন যেরূপে করিয়াছেন তাহার দোষ গুণ কবিগণ বিবেচনা করিবেন।

প্রং সং।

নাগর হরিষে, নাগরীরে ভাষে,
বলে দেখ রসময়ি।
হৃদি সরোবরে প্রফুল্ল অন্তরে,
কমলিনী শোভে ওই॥
রোষ অস্ত গেল, রস প্রকাশিল,
সুখে দোঁহে করে ঘর।
এরূপে দুজন, প্রফুল্লিত মন,
প্রেমামোদে রহে নাগর॥

কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য।"

শেষ কয়েক চরণের দোষ গুণের বিচারের ভার পাঠকগণের প্রতি অর্পণ করিলাম!

কবিতা রচনা বিষয়ে কয়েক টি বসের প্রভাকরে আমরা যেরূপ অ ভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি, বোধ করি এই কবি তাহা দৃষ্টি করেন নাই, তাহা হইলে রচনায় এতদ্রূপ দোষ প্রমাদ কখনই সংঘটিত হইতনা। যাহা হউক, এতদ্রূপ গুরুতর অ স্বীকার করিয়া সংশোধন ও পথ প্রদর্শন পুরঃসর এই পত্রখানি প্রক টন করণের এই মাত্র তাৎপর্য্য, যে ইনি এবং ইঁহার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তি ভবিষ্যতে সাবধান ও সতর্ক হইয়া উৎসাহ, যত্ন এবং পরিশ্র সহকারে যতই রচনার অধিক আ লোচনা করিবেন ততই কৃতকার্য্য হইয়া মনোরাজ্যকে চরিতার্থ করি তে পারিবেন। এক একখানি রচনা সংশোধন করিতে বসিলে গায়ের রক্ত জল করিতে হয়, ইহাতে ভা বনা, চিন্তা এবং পরিশ্রম করি যেরূপে সময় সংহার করিতে হয় তাহা সুবোধের অবোধের বিষয় কি? ঐ সময়ের মধ্যে বিস্তর নূতন রচনা হইতে পারে, তথাচ আমরা সেই কষ্টকে কষ্টই জ্ঞান করিনা, এবং সময়ের সার্থকতাই হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করি, কারণ একটী গদ্য লেখক কিম্বা একটী পদ্য লেখক প্রাপ্ত হওয়া অতি দুষ্কর। অপর সকলে যেরূপ বিবেচনা করেন, করুন, কিন্তু আমরা লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াকেই দেশের সৌভাগ্য এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রধান একটী সোপান বলিয়া গণনা করি। এত দিবস গুরুতর পীড়ার অধীন হইয়া আমি দীর্ঘকাল যন্ত্রালয়ে স্বয়ং উপস্থিত ছিলামনা, যাঁহারা সহকারি সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, জগদীশ্বর তাঁহারদিগে কবিতাশক্তি প্রদান করেন নাই, এবং তাঁহারা পত্রপ্রেরকদিগের প্রেরিত পত্রের

প্রতি তাদৃশ সমাদর করেন নাই, এই কয়েক কারণে এতকাল অনেক গুলীন গদ্য পদ্য-রচনা প্রকাশ হয় নাই, এজন্য লেখক-ভ্রাতারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, যে হউক, অধুনা আর সেরূপ হইবার নহে, আমি যথ স্বয়ং সম্পাদকীয়-আসনে আরূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ পূর্ব্বক একাকী সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, তখন স্বরচিত ও অপরাপর বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ না করিয়া বরং গদ্যপদ্য-লেখকদিগের প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতি অধিক অনুরতই হইব, তবে যে বিষয়গুলীন সংবাদ পত্রের প্রধান-অঙ্গ তাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবনা, ইহাতে প্রকাশে বিলম্ব জন্য যে দোষ হইবে তাহা যেন কেহ গ্রহণ না করেন। কিন্তু সকলে যত নির্দ্দোষ করিয়া লিখিতে পারেন তদ্বিষয়ে যেন যত্নের ত্রুটি না করেন, এবং যাঁহারা আপনারদিগের অপেক্ষা সুলেখক, সদ্বিদ্বান্ এবং উচ্চ মনুষ্য, তাঁহারদিগের নিকট একবার সংশোধন করিয়া লইলে আরো অধিক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। তাবতেই অভিমান পরিত্যাগ করিবেন, কেহ যেন নামের জন্য পাগল না হন, রচনা যখন স্বভাবত আপনিই উত্তম হইয়া আসিবেক, তখন আর নামের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতে হইবেনা, জগদীশ্বর আপনি অনুকূল হইয়া জগন্ময় নামের গৌরব বিস্তার করিবেন। সর্ব্বশেষে আর একটী কথা লিখিতেছি, আদিরসের কবিতাকে কেহ যেন বিবস্ত্র অর্থাৎ উলঙ্গ না করেন, তাহার অঙ্গে যত আবরণ থাকিবে ততই প্রশংসার হইবেক।

প্রভাকর সম্পাদক।

মতিহারি প্রবাসি পরমাত্মীয় ব্যক্তির লিখিত পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

মতিহারি। ১০ ফিব্রুআরি।

" বাঙ্গাল ইউমানরি কেবেলরি দল গত ৪ দিবস আগমন করিয়া ৫ দিবস জেনরল রাইক্রপ্ট সাহেবের শিবিরাভিমুখে গমন করিয়াছে।

অদ্য দিবস গোরক্ষপুর হইতে একজন আত্মীয় ব্যক্তির পত্র প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে তথাকার প্রসিদ্ধ স্থান সকলের বিবরণ লিখিত আছে, মহাশয়ের পাঠকগণের বিদিতার্থে তাহা নিম্নে সঙ্কলন করিলাম।

প্রথম।

গোরক্ষনাথ নামক প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের সমাধিস্থল যে স্থলে প্রতি বৎসর মাঘী-পূর্ণিমাতে মেলা হয়, এবং তদুপলক্ষে বহুসংখ্যক হিন্দু একত্রিত হইয়া খেচড়ান্ন নিবেদন করে।—উক্ত স্থল দৃষ্টি সুখকর এবং মনোরম।

দ্বিতীয়।

মনুলাল নামক ধনাঢ্যের প্রতিষ্ঠিত মান-সরোবর, উক্ত সরসীর চতুর্দ্দিক ইষ্টক নির্ম্মিত সোপান এবং দেবালয়ে সুশোভিত।

তৃতীয়।

মির সাহেবের এমামবাড়ি, তথায় রচিত একটি " তাজিয়া " সংরক্ষিত আছে।

চতুর্থ।

বিড সাহেবের " ধরমশালা " অর্থাৎ ধর্ম্মশালা।

গত ৮ দিবসের পত্রে জ্ঞাত হইলাম, যে, তৎপর দিবস শ্রীযুক্ত মহারাজা জং বাহাদুর সসৈন্যে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিবেন। অতএব গত কল্য গমন করিয়া থাকিবেন।

গত কয়েক দিবস এস্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব এবৎসর আফিম উত্তম জন্মিবার সম্ভাবনা। অন্যান্য ফসল অত্যুত্তম হইবেক।,,

গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত কোনো আফিসের ষ্টাবিলিসমেণ্ট বৃদ্ধি হইবেকনা, তবে যে সকল আফিসে বিস্তর কর্ম্ম বাকি পড়িয়া আছে, তাহার নিমিত্ত অতিরেক লোক নিযুক্ত করা যাইবেক।

বর্ত্তমান সময়ে এরূপ কার্য্য করা অতি কর্ত্তব্য বটে, এইক্ষণে ব্যয় বাহুল্য করা উচিত হয়না।

বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বতন সহর দারোগা রোহিলির দস্যুগণকে ধৃত করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে একখানি কিম্মতীয় তলবার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আরো এমত আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে, উপযুক্তরূপ কোনো পদ উপস্থিত হইলেই তৎপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন।

কর্ম্মনিপুণ ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাই যথার্থ রাজধর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদের সারমর্ম্ম।

কিয়দ্দিন গত হইল ফুলপুরে বিপক্ষদিগের সহিত যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে শত্রুপক্ষের ১২৫ জন হত হইয়াছে, এবং তাহারদিগের কয়েকটি তোপ আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে।—ব্রিটিসপক্ষের ১২ জন হত এবং ২০ জন আহত হয়। রোহিল খণ্ডের কতকগুলীন সেনা মৌ নামক স্থান পার হইয়াছে। কাপ্তেন হেয়ার্স ছদ্মবেশে লোহাঘাটে উপনীত হইয়াছেন।—ফজিহক সাহেব এক্ষণে সীতাগঞ্জে ২০০০ সেনা এবং ৪ টা তোপ সহিত অবস্থান করিতেছেন।

বোহেরিতে ১৫০০ অথবা ২০০০ ইতর লোক সমবেত হওয়ায় কমিস্যনর সাহেব তাহারদিগের প্রতীক্ষায় তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে রহিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গোরখা সেনাদিগের মধ্য হইতে ১০ তারিখে যেপত্র আইসে তাহার সারমর্ম্ম।

যথা।

সম্প্রতি ফৈজাবাদের নিকটবর্ত্তি আপনার দুর্গমধ্যে মানসিংহ নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন, যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জীবন বিনষ্ট না করেন তবে তিনি ব্রিটিসপক্ষে মিলিত হইতে স্বীকৃত আছেন, এই বীরপুরুষ প্রথমাবস্থায় ব্রিটিসপক্ষ হইয়া সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, গত আগষ্ট মাসে তিনি সহসা বিপক্ষগণের কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবায় তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সেনাগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, তখন তিনি অগত্যা বিপক্ষদিগের পক্ষ হওনে বাধ্য হন, কিন্তু একালপর্য্যন্ত তিনি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে এত কোনো গুরুতর অপরাধ করেননাই যাহাতে তাঁহার জীবন বিনষ্ট হইতেপারে, অতএব এমত ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সামান্য দোষ সকল মার্জ্জনা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইতেছে।

ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহঘটনার বিস্তর সাহায্য করেন, তাঁহার কৃপায় অনেক সাহেব, বিবি, বালক, বালিকা রক্ষা পাইয়াছেন,—সম্প্রতি বিবি ডিউহেম ও তাঁহার তিনটি সন্তান এবং অপর ৪০ জনকে অশন বসন ও পাথেয়াদি প্রদান পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে ব্রিটিস হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

১০ তারিখের জবলপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, হোয়াইটলক সাহেবের অধীনস্থ কতকগুলীন সেনা এস্থানে আগত হইয়াছে, কিন্তু অতিত্বরায় তাহারা সাগরে যাত্রা করিবেক।

দিল্লীর ৮ তারিখের পত্রে লেখে গত চারিদিবসের মধ্যে প্রায় ৪১ জনের ফাঁসি হইয়াছে, তন্মধ্যে বাদসাহের সম্পর্কীয় প্রায় ১২ জন ছিল, মহারাণীর ৮ সংখ্যক দলের সেনারা মৈনপুরি হইতে আগ্রায় গমন করিয়াছে।

১১ ফিব্রুআরি দিবসে মুঙ্গেরের পত্রে ব্যক্ত করে, যে বিদ্রোহিরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশে সাহসবিহীন হইয়াছে, এস্থানের সেসন জজ মেং স্যাণ্ডিস সাতিশয় পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিস্তর মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এবং মেং ও, টুণ্ডড সাহেব এস্থানের মাজিষ্ট্রেটি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বড় উপযুক্ত এবং কর্ম্মক্ষম।

সাগরের ৭ ফিব্রুআরির পত্রে লেখে, যে, স্যার এচ রোজ সাহেব সসৈন্যে গত তারিখে এস্থানে আগত হইয়াছেন, যে সকল ইংরাজেরা ৭ মাসকাল বিদ্রোহিদিগের ভয়ে দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত বীরবরের আগমনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, ৫২ গণিত দেশীয় সেনারা গারহাকুটার দুর্গ রক্ষণার্থ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিজনগরের শিবির হইতে যে পত্র আগত হয়, তাহার সারমর্ম্ম।

যথা।

এস্থানের সেনারা রেওয়া নামক স্থানে গমন করিয়াছে। কিয়দ্দিন গত হইল, ১০৭ জন অপরাধিকে ফাঁসি দিবার নিমিত্ত সলিমাবাদে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

জলপাইকুঁড়ি অঞ্চলের প্রজারা এইক্ষণে নির্ভয়ে রহিয়াছে।

শাহাবাদের পত্রে লেখে যে অমর সিংহ, আকবরপুরের কয়েক জন জমীদারের প্রতি সহসা আক্রমণ করেন, তাহাতে তিনি ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। শুনিলাম, তাঁহার অধীনে এরূপ অধিক সেনা নাই, যাহাতে তিনি একটা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে পারেন। এবং যৎকিঞ্চিৎ যে সৈন্য আছে তাহারাও ক্রমেক্রমে অন্যত্র গমন করিতেছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মচারী মেং ডি, জি, নিল সাহেব বাঙ্গালা ভাষার উত্তমরূপে পরীক্ষা প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৮০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সম্বলপুরে চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন অচিহ্নিত ইংরাজকে ৪০০ টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করণার্থ সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে।

মৃত সেনাপতি হেবলক, নীল এবং নিকলসন সাহেবের স্মরণার্থ মনিউমেণ্ট স্থাপিত হইবে।

কলিকাতা গেজেটে দৃষ্ট হইল, যে মধ্যভাগের গবর্ণমেণ্ট উঠিয়াগিয়াছেন, এবং তথাকার পূর্ব্বতন লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মান্যবর জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব, পুনর্ব্বার ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের মেম্বর হইয়াছেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৫২ সংখ্যা] গুরুবার ৮ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১৮ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।



গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং অপর আসামে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন।

"তামস" নামক বাষ্পীয় জাহাজ "কালীগঙ্গা" নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে উপরোক্ত স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ শুদ্ধ ছোট ছোট পারসেল। পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের বোঝায়ের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

By Order of the Actg. Supdt. of Marine.

মেরিণের একটিং সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. WOODLEY.

জে, উড্‌লি।

Clerk of the Govt. Boat Office.

গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসের ক্লার্ক।

১৬ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি।

নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।

সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

৮ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া অত্যন্ত খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, সম্প্রতি কোচবাহারের মহারাজ পাণিবসন্ত রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন, এই দুঃখদায়ক রোগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার কোনো কোনো স্নেহান্বিত বিশ্বাসপাত্র কর্ম্মচারি স্বীয় প্রভু মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট গমন পূর্ব্বক বিস্তর অনুনয় বিনয় সাধ্য সাধনা ও উপাসনা করিয়াছিলেন, মিত্র বাবু তথায় ক্ষণকালের নিমিত্ত ও তাঁহারদিগ্যে মহারাজের নিকট গমন করিতে দেন নাই। আমরা শুনিতে পাই, উক্ত রাজার আমলারা কোনো সময়েই রাজদর্শন প্রাপ্ত হননা। ভাল যেন সহজ সময়ে দেখিতে না পাইলেন, হানি নাই। পীড়ার সময়ে দেখিতে পাইবেননা, এ, যে, বড় আশ্চর্য্য কথা! আমরা জিজ্ঞাসা করি. রাজেন্দ্র বাবু আপন ইচ্ছায় না, রাজপুরুষদিগের আজ্ঞায় এরূপ শক্তাশক্তি করিতেছেন? তিনি যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে

এমত অনুমতি পাইয়া থাকেন তবে আমারদিগের কোনো কথাই নাই, কিন্তু সুনীতিশালি দয়াময় গবর্ণমেণ্ট এতদ্রূপ আজ্ঞা কেন করিলেন বুঝিতে পারিলামনা, কেননা রাজা অতি প্রধান স্বাধীন রাজবংশীয় বংশধর, একে বালক, তাহাতে বিদেশীয়, এমত অবস্থায় পীড়ার কালে যদিস্যাৎ নিজাধীন আত্মীয় লোককে দেখিতে না পান তবে তাঁহার মনের মধ্যে কিরূপ দুঃখের উদয় হইতে পারে? এবং সেই দুঃখে ও ভাবনায় তাঁহার পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা কি না? আর এতদ্ঘটনায় তাঁহার চিরাশ্রিত অনুগত অনন্য গতি জনের মনেইবা কতদূরপর্য্যন্ত সন্তাপের সঞ্চার হইতে পারে?—বিশেষতঃ উক্ত মহারাজের জননী এই সংবাদ শ্রবণ করিলে কিরূপ দুঃখিনী ও ব্যাকুলা হইবেন তাহাওতো বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু কেবল এই পুত্ররত্নটিই তাঁহারদিগের বংশের মধ্যে আলালের ঘরের দুলাল, সর্ব্বস্বধন নীলরতন, এবং সবে ঘরের নীলমণিমাত্র। অতএব আমারদিগের বিবেচনায় ইহাঁর প্রতি এতদ্রূপ কঠিন নিয়ম করা ভাল হয়না।

সুধারাম প্রবাসি বন্ধুর পত্র প্রচুর প্রযত্ন পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়!

এক্ষণকার বিদ্রোহঘটিত ব্যাপার ন্যূনাতিরেকে এই ভারতভূমির প্রায় সর্ব্বত্রেই ঘটনা হওয়াতে চট্টগ্রামের ৩৪ গণিত হিন্দুস্থানীয় পদাতিকদিগের আশঙ্কায় অত্র জিলা নওয়াখালিস্থ কি প্রবাসি কি স্বদেশি সকল লোকই মহাভয়যুক্ত ছিলেন, কিন্তু আমারদিগের বিচক্ষণ মহাসাহসী জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত এফ, বি, সিমসন সাহেব এবং ভুলুয়াপরগণাপ্রভৃতির বিখ্যাত জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়দ্বয়ের পক্ষে প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু যশোদাকুমার পাইন মহাশয় সর্ব্বদাই একপরামর্শ ও একবাক্য হইয়া নানাকৌশলে আমারদিগের এই দেশটীকে যেপ্রকারে শান্তভাবে রাখেন তাহাতে প্রশংসিত সাহসি সাহেব ও রাজা বাহাদুরদিগের নিকট আমরা যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞপাশে বদ্ধ আছি, চট্টগ্রামের মহাপাপপরায়ণ সিপাহিরা যৎকালে বিদ্রোহি হয়, তৎকালে অত্রজিলাস্থ প্রজাবর্গ প্রভৃতিতাবল্লোকই মহাভয়ে ভীত ও বিকলিত হওয়াতে মহাপুরুষ মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং রাজা বাহাদুরদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ যেরূপ অসীম সাহসের সহিত এই জিলাটিকে স্থিরভাবে রাখেন, তত্তাবৎ বৃত্তান্ত তৎকালেই মহাশয়কে গোচর করিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব, ফলতঃ আমরা নিশ্চয়রূপে অবগত আছি, যে, এই বিদ্রোহ উপস্থিত হওনাবধি মহাত্মা দয়ারাম রাজা বাহাদুরেরা প্রশংসিত কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি এমত আদেশ প্রদান করেন, যে, জিলার প্রজাবর্গ রক্ষণার্থে যত পরিমাণে পদাতিকাদি নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয়, তাহা মাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত ঐক্যভাবে এবং তদর্থে অর্থ ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়, মহাশয় এই অনুজ্ঞাটির ভাবেই মহাত্মা রাজা বাহাদুরদিগের দয়া ও রাজভক্তি বিষয়ের পরিসীমা বিবেচনা করিবেন, এবং উক্ত আদেশানুসারে তদ্বিষয়ের সম্যককার্য্য যে সুচারুরূপে নিষ্পাদন হইয়াছে, প্রশংসিত সাহেব অধুনা কথিত কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়কে যে একখানি প্রকাশ্য প্রশংসা লিপি প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাহার প্রমাণ প্রচুর করিবেক, অতএব ইউরোপীয় ভাষায় উক্ত প্রশংসাপত্রের অনুলিপি বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি যে মহাশয়ের অভিপ্রায় সহিত জগদ্দীপক প্রভাকর দ্বারা ইহা জনগণের নয়নগোচর করত চিরবাধিত করিবেন।

কিমধিকং নিবেদনমিতি।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

নওয়াখালি।
১২৬৪ সাল ১৮ মাঘ।

No 13 of 1858.

To Baboo Joshoda Koomar Paeen
Naib of Bhullooa.

Sir,

You requested from me some notice of your conduct with reference to the mutinies and some expression of my opinion of your behaviour.

2. I have much pleasure in certifying that your conduct during all the troublous year—1857, was beyond my expectation excellent.

3. The manner, in which you behaved towards your ryots and Talookdars when uneasiness was felt in the district, showed much tact and loyalty to the State and demands the expression of my approval. But as Magistrate of this district, when the 34th N. I. mutinied at Chittagong. I called upon you to assemble what force you could and to exert yourself to get the Rajbari put into a proper state of defence and provisioned, you answered my requisition with alacrity and good will and I consider that the community of Noacully European and native is much indebted to you for the way in which you cordially tendered the assistance which your influence as the head representative of the largest landed Proprietors in this district enabled you to command and I return you sincere thanks.

I am

Sir,

Your obedient servant
(Sd) F. B. SIMSON.
Offg. Joint Magistrate.

Noacully.
Magistrate's Office.
The 20th Jany. 1858.

নম্বর ১৩। ১৮৫৮ সাল ইংরেজি।

বং শ্রীযুক্তবাবু যশোদাকুমার পাইন
পং ভুলুয়ার নায়েব
সমীপেষু।

মহাশয়,

এই রাজবিদ্রোহ-সম্বন্ধে আপনকার ব্যবহার-বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবধারণ করিতে এবং আপনকার আচরণবিষয়ে আমার মত প্রকাশ করিতে আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে দুর্ঘটনা পরিপূর্ণ ১৮৫৭ সালের সমুদয় বৎসরই আপনকার ব্যবহার আমার আশাতীত অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

যৎকালে এই জিলাতে দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়, তখন আপনি আপনার প্রজা এবং তালুকদারগণের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা অতিশয় কৌশল ও রাজভক্তি প্রতীয়মান হইয়াছে, এবং তাহা আমার প্রশংসা প্রকাশের যোগ্য, কিন্তু যখন ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদল চট্টগ্রামে বিদ্রোহি হইয়াছিল, এবং আমি অত্র জিলার মাজিস্ট্রেট থাকায়, আপনাকে যথাসাধ্য সৈন্যসংগ্রহ ও এই রাজবাটী যথোচিত রক্ষোপযোগী, এবং খাদ্য সামগ্রী পরিপূরিত করিবার চেষ্টা করিতে আদেশ করিয়াছিলাম তখন আপনি ঔৎসুক্য ও অনুগ্রহ সহকারে আমার প্রার্থনার উত্তরপ্রদ হইয়াছিলেন এবং আমি বোধ করি যে নওয়াখালিস্থ ইউরোপীয় এবং দেশীয় সমস্ত জনগণই আপনকার নিকট এই অন্তঃকরণের সহিত সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত ঋণি আছেন, যাহা আপনি অত্র জিলার বিশেষ বিশেষ ভুম্যধিকারির প্রতিনিধিগণের মধ্যে প্রধান হওয়াতে স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং আমি আপনাকে অকপট ধন্যবাদ পুনঃ প্রদান করিলাম ইতি।

আমি আছি মহাশয়ের
আজ্ঞাকারীভৃত্য
(স্বাক্ষরিত) এফ, বি, সিমসন।
আফিসিএটিং জাইণ্ট
মাজিস্ট্রেট।

নওয়াখালি।
জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট আফিস।
২০ জানুয়ারি ১৮৫৮ সাল।

নওয়াখালির জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট বিজ্ঞবর সিমসন্ সাহেব যে প্রকার মহত্ত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক রাজানুগত সাহায্যকারি প্রভুভক্ত জনকে এই প্রশংসাপত্র প্রদান দ্বারা পুরস্কৃত করিলেন, প্রার্থনা করি অন্যান্য জিলার সাহেবেরা বর্ত্তমান বিদ্রোহঘটনার সময়ে যে সকল রাজভক্ত আনুকূল্যকারি ব্যক্তিদিগের দ্বারা বিশেষরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগে তদনুরূপ সুখ্যাতি পত্রে সন্তোষিত ও সম্মানান্বিত করিয়া নিজ নিজ নামের মহিমা এবং গুণগরিমা বৃদ্ধি করুন। প্রভাকর সম্পাদক।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

কালের মাহাত্ম্য।
দীর্ঘত্রিপদী।

কালের বিচিত্র গতি, স্বভাবে কুটিল অতি,
পলকেতে প্রলয় ঘটন।
কিছু বুঝিবার নয়, ক্ষণেকে উদ্ভব হয়,
হয় পুন ক্ষণেকে পতন ॥
আজি যারে হেরি সুখি, কাল সেই মহাদুখি,
অন্ন বিনা করে হাহাকার।
পুন অতি দীনজন, পেয়ে নানা রাজ্যধন,
কালে করে দীনতা সংহার ॥
দিন হয় বিভাবরী, বসিয়ে আকাশোপরি,
শশি করে কিরণ প্রকাশ।
প্রকাশিয়া নবছবি, প্রভাতে উদয় রবি,
অন্ধকার করে করে নাশ ॥
গভীর জলধি জল, শুখাইয়া হয় স্থল,
সময়ের প্রভাব ভীষণ।
অট্টালিকা প্রকটিত, চারুদেশ সুশোভিত,
কালে হয় সাগর জীবন ॥
সময়ের গুণ যত, সে সব কহিব কত,
বর্ণিবার বর্ণ নাই তার।
বনের বানর যত, সবে হোয়ে একমত,
বেঁধে ফেলে সাগর অপার ॥
বাজাইয়া জোর ডঙ্কা, পাড়ালে সোণারলঙ্কা,
সবংশে বধিল লঙ্কেশ্বরে।
মরেছিল রণে যারা, পুন দেহ পেয়ে তারা,
উঠে শেষ মার মার স্বরে ॥
রাজ্য অধিকার করি, লোয়ে রাণী মন্দোদরী,
বিভীষণ ভুঞ্জে নানা সুখ।
এসব কালের কর্ম্ম, নাহি আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মনস্তাপে ফেটে যায় বুক ॥
হায় একি অবিচার, পাপে পূর্ণ এ সংসার,
অধর্ম্মের বাড়িল প্রতাপ।
ধরা পাপে টলটল, নেত্রে মেঘে বহে জল,
মনে হয় অশেষ সন্তাপ ॥

Plastic Covered Document

বর্ণিতে কালের গুণ, জ্বোলে উঠে দুখাগুণ,
বল নাহি কি বলির আর।
ভারতে বিদ্রোহাচার, হয় সব ছারখার,
এতো সব কালের ব্যাভার॥
প্রায় প্রজাশূন্য দেশ, হয় বুঝি অবশেষ,
এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
করি শত প্রণিপাত, কৃপা করি ভবতাত,
শঙ্কটে অভয় কর দান॥
বিদ্রোহির বল হর, ইংরাজের জয় কর,
স্থির হোক ভারত তোমার।
অকালেতে শত শত,মরিতেছে প্রাণি কত,
সহেনা সহেনা প্রাণে আর॥

নিতান্ত অনুগত।

শ্রী অ, চ, পা।

হুগলি কালেজের ছাত্র।

চুঁচুড়া চৌমাথা।
সন ১২৬৪ সাল।
তাং ১ ফাল্গুন।

এই কবিতা অনেকাংশেই উত্তম হইয়াছে, যে যে স্থান সংশোধিত হইল কবি তদ্বিশেষ দৃষ্টি করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

চাঁদনীচকের গোবিন্দচন্দ্র পোদ্দার, কয়েকজন দস্যু যাঁহাকে গুরুতররূপে আহত করত বহুমূল্য স্বর্ণাদি লইয়া যায়, সোমবার দিবসে সেই ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার পুত্র পুলিসে এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন, যেব্যক্তি তাঁহার পিতার হন্তাদিগ্যে ধৃত করিয়া দিবে তিনি তাহাকে ২০০০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কাণপুরের ১০ তারিখের পত্রে লেখে "বহু সংখ্যক ইংরাজী পদাতিক ও অশ্বারোহি ও এতদ্দেশীয় এবং পঞ্জাবি পদাতিক ও অশ্বারোহি সেনা গত দিবস এখানে আসিয়া নদী পার পূর্ব্বক অযোধ্যায় যাত্রা করিয়াছে। এইক্ষণে সেখানে ১৬ রেজিমেণ্ট বিলাতি পদাতিক ও ৩ রেজিমেণ্ট বিলাতি অশ্বারোহি সেনা তদ্ভিন্ন বিস্তর দিশি সেনা, ৮০ টা বড় তোপ ও মার্টর এবং ৮০ টা সমরক্ষেত্রের তোপ আছে। কেহ কেহ কহে বিদ্রোহি সিপাহিরা পলায়ন করিবেনা, তাহারা যথা নিয়মে সংগ্রাম করিবে।—বগ্রাম সাহেব কহেন গোরখা সেনারা জং বাহাদুরের অবাধ্য হইয়া আমারদিগের বিপক্ষ হইয়াছে।—নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র কাল্পি হইতে পুনর্ব্বার এই অঞ্চল আক্রমণার্থ আগমন করিতেছেন।

খাইবাসের ৯ তারিখের পত্রের মর্ম্মার্থ—"কর্ণেল ফাষ্টর ৫০ জন নাবিক সেনা এবং ২ টা তোপ সহিত মেদিনীপুর হইতে ৬ তারিখে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারা ৮ তারিখে সিংরাঘাটের দক্ষিণভাগে গমন করিয়াছেন। কাপ্তেন হেল সাহেব বলণ্টিয়র শীক সেনা সহিত এখান হইতে চকরদারপুরে যাত্রা করিয়াছেন। আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ঐ সকল বিষয়ের সুবিবেচনা ও বন্দবস্ত এবং থানা স্থাপনার্থ স্থান মনোনীত করণ কারণ গমন করিয়াছেন।

ইন্দোরের পত্রে দৃষ্ট হইল, এখানে ক্রমেই উত্তম বন্দবস্ত হইতেছে, অনেক দুষ্ট দণ্ড পাইয়াছে। এইক্ষণে ডাক গমনাগমনের গোলযোগ নাই।—হলকর এমত মনন করিয়াছেন, তিনি মুসলমান ও হিন্দুস্থানি সকলকে পদচ্যুত করিয়া স্বদেশীয় ডিকানি লোককে সকল প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

সম্বলপুরের পত্রে লেখে এখানে আর কোনোপ্রকার গোলযোগ নাই, অনেক বড় জামদার যিনি ধনে জনে সুন্দর সাকে সাহায্য করেন, তাঁহাকে এবং সুন্দর সার ৪ জন সহচরকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

আলাহাবাদ হইতে যুদ্ধের বিশেষ সংবাদ আসে নাই। মেং ময়ের এবং বেলি সাহেব গবরনর জেনরল বাহাদুরের নূতন সেক্রেটরি হইয়াছেন।

গজনির পত্রে ব্যক্ত করে, আমির সাহেব ব্রিটিসপক্ষেই আছেন।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল "ফরিণ আফিসের তিন জন আসিষ্টাণ্ট এবং একজন পণ্ডিত গোপীগঞ্জে গাড়ী সহিত যদমাইসদিগের হস্তে পতিত হইয়াছেন।—পণ্ডিত কহিতেছেন আমি পারিবার সহিত ভ্রমণে আসিয়াছি।

আনয়ার সিংহ ১০০০ সেনা ও ১৬ টা তোপ লইয়া যুদ্ধ সজ্জায় আছেন।—গ্রীষ্ম আইলেই তিনি গাঁওয়াল লোকদিগ্যে দলভুক্ত করিয়া যুদ্ধ করিবেন।

দিল্লীশ্বরের মোকদ্দমা এপর্য্যন্ত শেষ হয়নাই।

Printed and published by Issurchunder Ooorto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রতিকৃতি

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম যতন্ত্র নীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৫৩ সংখ্যা] শুক্রবার ৯ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১৯ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।



গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং অপর আসামে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন।

"তামস" নামক বাষ্পীয় জাহাজ "কালীগঙ্গা" নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে উপরোক্ত স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ শুদ্ধ ছোট ছোট পারসেল। পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের বোঝায়ের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

By Order of the Actg. Supdt. of Marine.

মেরিনের একটিং সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. WOODLEY.

জে, উড্‌লি।

Clerk of the Govt. Boat Office.

গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসের ক্লার্ক।

১৬ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বটতলাস্থ "কলিকাতা সেমিনেরি" নামক ইংরাজী বিদ্যালয়ে দুই জন উপযুক্ত শিক্ষক আবশ্যক হইয়াছে পদাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা উক্ত বিদ্যালয়ে গমন করিলেই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

G. C. Ghose.
Proprietor.

কলিকাতা।
সন ১৮৫৮।
১৮ ফিব্রুআরি।

সংবাদ প্রভাকর

৯ ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

অনেক শ্বেতপুরুষেরা সন্দেহক্রমে এমত কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, যে, বর্ত্তমান বিদ্রোহে পশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে, যে অত্যল্প হিন্দু বিরোধি হইয়াছেন তাঁহারদিগের নাম প্রকাশ্যরূপেই সকলে জ্ঞাত আছেন, অতএব এ স্থলে তদুল্লেখের প্রয়োজনাভাব, আমরা শুনিতেছি, অধন সধন বহু সংখ্যক হিন্দুই আন্তরিক ভক্তিভাবে রাজানুগত্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ যদিও রাজকীয় ঘোষণা পত্রে বারম্বার প্রকটিত হইয়াছে ও হইতেছে. তথাচ আমরা নিম্ন ভাগে আর একটি প্রভুভক্ত মহম্মনুষ্যের নাম ব্যক্ত করণে বাধ্য হইলাম, পাঠকগণ অবলোকন করুন।

যৎকালে সিপাহিরা বিদ্রোহি হইয়া কাণপুরে লুট ও ইংরাজ জাতির সহিত যুদ্ধ করণের ষড়যন্ত্র করে, তৎকালে উক্ত দুর্জ্জনেরা উক্ত স্থান নিবাসি সুবিখ্যাত ভাগ্যধর শ্রীযুত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাবুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহিতা-

Plastic Covered

চরণে প্রবৃত্ত হইতে প্রচুররূপেই প্রবৃত্তি প্রদান করে, ঐ মহোদয় সেই অধর্ম্ম ব্যবহারে সম্মত না হইবায় দুষ্টেরা নানা সাহেবের আজ্ঞাক্রমে নগদে ও দ্রব্যাদিতে তাঁহার অন্যূন চারি লক্ষ টাকা হরণ করত প্রাণ নাশ করণে উদ্যত হইবায় ইনি জগদীশ্বরের অনুকম্পায় বুদ্ধিবলে ও কৌশলে পলায়ন করত আত্মরক্ষা করেন, এবং এতদ্রূপ গুরুতর হানিগ্রস্ত হইয়াও ইংরাজদিগ্যে যথা যোগ্য রসদাদি প্রদানে সাধ্যের ত্রুটি করেন নাই। অপিচ দুরাত্মারা যে সময়ে যে কিছু কুপরামর্শ স্থির করিত, নিজ অর্থ ব্যয় দ্বারা বিবিধ উপায়ে তিনি তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া রাজপুরুষদিগের সুগোচর করিয়াছেন। এতদ্রূপ সদ্ব্যবহারে লালা সাহেব কেবল যে জনসমাজে ও রাজসমীপে মনুষ্যত্ব ও সুনাম সঞ্চয় করিলেন এমত নহে, ইহাতে তিনি পরমেশ্বরের নিকটও প্রিয় হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, কারণ যাহারা রাজবিরোধি তাহারাই ঘোরতর পাপাত্মা, আর যাঁহারা রাজার অনুগত হইয়া কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক সাধ্যমত রাজ্যেশ্বরের হিত সাধন করেন, তাঁহারাই সাধু ও ইহ লোকে এবং পরলোকে পূজ্য হয়েন, যাহা হউক, লালা সাহেব যেরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মসাধন করিয়াছেন তাহাতে রাজপুরুষদিগের নিকট উপযুক্ত ধন্যবাদ ও পারিতোষিক প্রাপণের যোগ্য বটেন।

আমরা শ্রুত হইলাম, মহামান্য শ্রীমান্ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লাহোর হইতে পুনর্ব্বার সিমুলা পর্ব্বতে আগমন করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক প্রতিদিবস রজনীতে আহারান্তে এক একটি "খেয়াল" দেখিয়া তৎপরদিবস এক একটি নূতন নূতন অতি অদ্ভুত পাতালফোঁড়া আকালজোড়া সৃষ্টি ছাড়া সংবাদ লিখিয়া বসেন। যুদ্ধ ও আর আর বিষয়ে কতদিন কত প্রকার ঘর-গড়া সমাচার প্রচার করিতেছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই,—নানা সাহেবকে মানসিংহকে এবং কুমারসিংহ প্রভৃতিকে ইতিমধ্যে দুই তিন শতবার হাফফাঁসি ও কোয়ার্টরফাঁসি দিয়াছেন, এবং এক একবার রাজা করিয়াও তুলিয়াছেন,—সে যাহা হউক, সে যেন দূরের সংবাদ, সুতরাং "খেয়াল" দেখিলে ও দেখিতে পারেন, কিন্তু এই কলিকাতার সংবাদেতো "দেয়াল" দেখা ভাল দেখায়না।—তাঁহার পূর্ব্বকার ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা সংবাদের প্রসঙ্গ করণে প্রয়োজনাভাব, এস্থলে নিতান্তই একটি কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলামনা। এজন্য কেবল তাহাই লিখিতেছি।

উক্ত সম্পাদক সোমবারে লিখিয়াছিলেন, সুপ্রিমকোর্ট এককালেই বিচারপতি শূন্য হইলেন, যেহেতু তিনজন বিচারপতিই কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একে একে গমন করিবেন। আবার গত দিবস বুধবারের পত্রে লিখিয়াছেন "না, বালাই, সুপ্রিমকোর্ট কেন বিচারপতি শূন্য হইবেন?—জজ সাহেবেরা কেন গমন করিবেন?—কেহই কোনোখানে যাইবেননা।"

ভাল ভাল, এই শ্বেত সম্পাদকেরা বাঙ্গালা পত্রে মিথ্যা সমাচার প্রচার হয় বলিয়া আবার অহঙ্কার করেন, আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য!!

উক্ত সম্পাদকের সংবাদ সংগ্রহে দোষ হইয়া থাকে, তাহা বড় ধর্ত্তব্য করিনা, কেননা তাঁহার এই একখানি বিশেষ গুণ আছে, যে তিনি চুরি করিয়া অপর পত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেননা।—ইদানীং হরকরা পত্রের সে রোগটি বিলক্ষণ হইয়াছে।—অনুবাদকেরা অনুখাদক হউক, আর অপর যে কোনো কারণ থাকুক,—কিন্তু পরিতাপ এই, যে, আমরা বারম্বার লিখিয়াও সেই মুখটান রোগটি নিবারণ করিতে পারিলামনা।

বঙ্গরাজ্যের কারাগার সকলের তত্ত্বাবধারক ডাক্তর মৌয়েট সাহেব ১১ ফিব্রুআরি তারিখে ৩৫ জেলার বিবরণ ঘটিত যে রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে প্রদান করেন, তাহার মর্ম্মার্থ যথা—"১৮৫৬। ৫৭ সালে আলীপুরের কারাকুটীরের বন্দিবৃন্দের কার্য্য দ্বারা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা বিক্রয় করিয়া ২৪০৬১৷৷৵৯ টাকা এবং হুগলির কারাবাসিদিগের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ১২০০৩ টাকা উৎপন্ন হইয়াছে। চব্বিটা জেলার কারাগারে কিছুই হয় নাই। পাঁচটা জেলাতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এপর্য্যন্ত কেবল ব্যয় হইতেছে, লাভ হয় নাই।

পরন্তু অপর ১৮ টী জেলখানার হিসাব অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই।"

আমরা শুনিয়াছি, পুর্ব্ব এবং উত্তর অঞ্চলের কয়েক জেলার তস্করেরা শিল্পকর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ, অপিচ পাটনার বন্দিরা সতরঞ্চি, গালিচা, দূলিচা ইত্যাদি দ্রব্য উত্তম রূপেই প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক লাভ হয়।

গত পরশ্বঃ রজনী অনুমান দুই প্রহরের সময় পাতুরিয়াঘাটার সান্নিধ্য যোড়াবাগান নামক স্থানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, বিস্তর গৃহস্থের গৃহ ও মহাজনদিগের আড়ৎ ভস্মীভূত হইয়াছে, এই অগ্নি প্রথমতঃ কোনো বারবনিতার গৃহে সংলগ্ন হয়, সেই অনল প্রবল হইয়া অসংখ্য গৃহ 'উদরায়স্বাহা" করিল। শুনিলাম এই ঘটনাতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে।

আরো শুনা গেল, উক্ত দিবস বেলা দুই প্রহরের সময়ে বেলেঘাটার সন্নিকটস্থ স্থানে অনল সংযোগে অনেক গৃহাদি দাহ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

বোম্বে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

"মেজর আর সাহেবের লিখিত।
শ্রীযুত লার্ড এলিফিন্টন গবরনর সাহেব সমীপেষু।
২৮ জানুআরি।

আমি অদ্য প্রাতে "গুণা" নামক স্থানে পঁহুছিয়াছি, আহ্লাদ পূর্ব্বক লিখিতেছি, গোয়ালিয়া এবং আগ্রা হইতে ইন্দোরে নিরাপদে ডাক আসিতেছে। সাহাজানপুর অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। আমারদিগের আগমন সংবাদ শুনিয়া বিদ্রোহিগণ পলায়ন করিতেছে।"

বোম্বে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত এতৎ সংবাদ প্রকাশ পুর্ব্বক বোম্বাই ফ্রাণ্ডর পত্রের উক্তি প্রমাণে ফিনিক্স সম্পাদক লেখেন, যে, বিদ্রোহিরা "কোটানগর" পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছে।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, রিমার রাজা ফলাহাবাদে আসিয়া গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

আমরা শুনিতেছি উক্ত রাজা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগত অথচ হিতার্থি বন্ধু!

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদের সারমর্ম্ম।

১১ ফিব্রুআরি দিবসে বিদ্যুতীয় তার সহযোগে হায়দ্রাবাদ হইতে যে পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি সাহেবের সমীপে আগত হয়, তাহাতে ব্যক্ত করে, যে, সোরাপুরের রাজা আপনার অধীনস্থ সেনার সহিত গত ৮ তারিখে রজনীযোগে হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এবং কর্ণেল মেল্কলম সাহেব নিরাপদে এস্থান অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ২-উক্ত স্থানের ১২ ফিব্রুআরি দিবসের পত্রে লেখে "সোরাপুরের রাজা ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন।

১৪ ফিব্রুআরি তারিখে, আলাহাবাদস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, যে "আগামি ১৮ তারিখে লক্ষ্ণৌ এবং ফৈজবাদ আক্রমণ করা হইবেক, প্রথমোক্ত স্থান প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক এবং শেষোক্ত স্থান জেনরল ফ্রাঙ্ক এবং ম্যাগ্রেগার সাহেবদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইবেক। ইহাঁরা যে প্রকার রণসজ্জা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া মনোমধ্যে এমত ভরসা হইতেছে, যে, অযোধ্যা অধিকার করিতে আর বড় বিলম্ব হইবেকনা।"

উক্ত স্থানের আর এক পত্রে ব্যক্ত করে "এই উপস্থিত বিদ্রোহিতা আরম্ভ হওনাবধি একালপর্য্যন্ত ভাগীরথী ও যমুনা মধ্যস্থিত নৌকা সকল বিদ্রোহি ও দুষ্টলোক কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হইতেছিল, কিন্তু কিয়দ্দিনাবধি অল্প নৌকা উক্ত নদীদ্বয় মধ্যে থাকায় সে প্রকার দুর্ঘটনা আর হয়না। শুনিলাম, যে, আলাহাবাদের সমীপবর্ত্তি নদীর মধ্যে প্রত্যহ দুই চারি খানা নৌকা মারা পড়িতেছে।"

সম্বলপুরের ৮ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, যে "এক্ষণে এস্থান এবং ইহার চতুঃপার্শ্বের দেশ সকল নিরাপদে আছে, কটক, রামপুর, এবং ছোটো নাগপুরের ডাক নির্ব্বিঘ্নে গতায়াত করিতেছে এবং এস্থানের প্রকাশ্য পথ ও জঙ্গল মধ্যে কোনোপ্রকার বিদ্রোহিতার আশঙ্কা নাই।—গত ৫ তারিখে ১২ জন অপরাধির ফাঁসি হইয়াছে, কিয়দ্দিন গত হইল ইহার নিকট বর্ত্তি কোনো স্থানে শত্রুদিগের স-

Plastic Covered

হিত সামান্য এক যুদ্ধ হয় তাহাতে বিপক্ষগণ সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

আলামবাগের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, "এস্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে বিদ্রোহিদলের ৪০০০০ পদাতিক এবং ৪০০ অশ্বারোহি সেনা একত্র হইয়া আমারদিগের বিপক্ষে আগমন করিলে, আমরা তাহারদিগের বিপক্ষে ঘোরতররূপে তোপ চালনা করিতে আরম্ভ করিলাম, দুষ্টেরা তাহার বেগ সহ্য করণে অশক্ত হইয়া পলায়ন করিল।

ইটোয়া নামক স্থানের নিকট বিদ্রোহিদিগের সহিত যেএক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রিটিস সেনারা জয়ি হইয়া তাহারদিগের অধিকৃত স্থান এবং তোপাদি অধিকার করিয়াছে।"

নীচের লিখিত সাহাজাদাগুলীন গত ৪ তারিখে স্যার টি, মেটকাফ সাহেবের বিচারে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

১ মুজা নবাব বক্স।
২ ঐ করিম বক্স।
৩ ঐ আবু।
৪ ঐ মহম্মদ সেখ।
৫ ঐ হোঁসেন বক্স।
৬ ঐ আহম্মদ বক্স।
৭ ঐ আবুদ্দিন।
৮ ঐ নসীর উদ্দিন।
৯ ঐ মাই উদ্দিন।
১০ ঐ কেদার বক্স।
১১ ঐ কুতব উদ্দিন।
১২ ঐ মহম্মদ মুর উদ্দিন।
১৩ ঐ মায়াজ উদ্দিন।
১৪ ঐ ইনিয়ত হোঁসেন।
১৫ ঐ মহম্মদ হোঁসেন।
১৬ ঐ গোলাম মহম্মদি।
১৭ ঐ গোলাম ফকির উদ্দিন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

কবিকদম্ব তিলক শ্রীযুত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক সমীপেষু।

বিনয় সহকারে সম্প্রতি নিবেদন, মহাশয়ের অজ্ঞান তিমির প্রভঞ্জন, হৃদয় কমলরঞ্জন, প্রভাকর পত্রে কোনো কোনো বিষয় লিখিতে বাসনা করিয়া দুইখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার একখানিও প্রকটন না হওয়াতে আমার অন্তরস্থ আশার বাসা এককালে নিরাশা-রূপ ঝটিকাঘাতে বিনষ্ট হইল। অতএব হে পরগুণগ্রাহক! হে কবিতা কৌস্তুভমণি বিভূষণ! হে ভঙ্গ অঙ্গ বঙ্গভাষার জীবনদাতা! এইবার আর একখানি পত্র প্রেরণ করিতেছি। মহাশয় এইখানির প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া শোধনানন্তর, প্রকটন করিতে আজ্ঞা করিয়া চির বাধিত করিবেন।

পদ্য।

ভাল নয় ভাল নয়, ভালনয় দেশ।
তাই বলি কর মন, দেশ প্রতি দ্বেষ।
দেশের ভিতর সুখ, দেশের অভাব।
দেশের ভিতর মাত্র, দ্বেষের প্রভাব॥
সবিনয়ে তোরে আমি, তাই বলি মন।
দেশে দিয়া দ্বেষানল, চল যাই বন।
বাসে বাস আশা নাশ, বনবাস চল।
বিরল বিপিনে খাব, পাদপের ফল॥
করিয়া তৃণের শয্যা, করিব শয়ন।
সুপ্তি সহ তৃপ্তিকেও, মুদিয়া নয়ন॥
বনের ঔষধি দিয়া, বিনাশিব রোগ।
বিরলে করিব সুখে, সমীরণ ভোগ॥
হরির শরীর করে, তৃষা হোলে বারি।
পর্ব্বতে যাইয়া খাব নির্ঝরের বারি।
হেরিব কাননে, কুঞ্জ বন ফুলে শোভা।
হেরিব নির্জ্জন স্থান, মনি মনোলোভা॥
শুনিব অলির মুখে, গুণ গুণ গান।
কোকিলের কলরবে, জুড়াইবে প্রাণ॥
হেরিব শিখির নতা, শিখরে শিখরে।
হেরিব পাখির নীড়, শাখির ভিতরে।
হেক্রম রবির কর, করিয়া ধারণ।
পান্থের শ্রান্তের ভার, করিবে বারণ।
এমন সরল অর, বল কেবা আছে।
ভ্রাতাজ্ঞান করিয়া, রহিব তার কাছে।
তরু হোলে সহজাত, লতা হবে স্বসা।
ক্ষুধাপেলে দিবে তারা, আম জাম শসা।
সে সব খাইয়া সুখে, কাটাইব কাল।
কালের কবলে দিব, যত ভ্রম জাল॥
বিনোদ বেণুর গানে, মৃগে নাচাইব।
দেশের ভিতরে তবু, যেতে না চাহিব॥
না করিব কভু খল, মুখ দরশন।
না করিব অপ্রেমির, অঙ্গ পরশন।
না করিব কভু ধনি, জন উপাসনা।
না করিব অভিলাষ, পেতে রূপা সোনা॥
না চাব কাহার কাছে, বাস-পরিবার।
না ভাবিব কিসে রক্ষে, হয় পরিবার॥
দুষ্কর তস্কর ভয়, নাহি হবে মনে।
বিষয় বাসনা ভুলে, রবে বনে॥
মহাসুখ দূরে যাবে, মহা সুখ পাব।
মহাশিব নাশি, মহা শিব পথে যাব॥
রবি রবি করে করি, চিত্ত নিরাধার।
ভাবিব মনেতে সুখে, নিত্য নিরাধার॥
জয় প্রভু জগদীশ, বদনে স্ফুরিব।
বিনা শোকে বিনা দুখে, কাননে মরিব॥
দুখে নাশি সুখে ভাসি, কাটাইব দিন।
হইব হইব আমি, রিপু রোগ হীন।
হরিব হরিব আমি, সংসারের ভয়।
করিব করিব আমি, ইন্দ্রিয়ের জয়॥
যোগ সেধে যোগী হব, জনমের মত
চিদানন্দ ধ্যানে রব, সদানন্দে রত॥

ভবদীয় নিতান্ত শরণাগত।
নিবাস মাদরালি।

এই রচনায় ছন্দ, মিল, যতি প্রভৃতি কোনো অংশেই দোষ হয় নাই, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

Plastic Covered

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকাল

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা, সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি তোপখোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রাম মতন্দ্রনীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৵০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৫৪ সংখ্যা | শনিবার ১০ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ২০ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।



গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

নীকা এবং অপর আসামে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন।

"কালীগঙ্গা" নামক বোঝায়ের নৌকা "তামস" নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া আগামি ২৩ তারিখে বেলা ১০ ঘটার সময়ে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ কেবল ছোট ছোট পারসেল, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের বোঝায়ের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের একটিং সুপ্রণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে।
W. H. HAMPTON,
For
Clerk of the Govt. Boat Office.
ডবলিউ, এচ, হেম্পটন।
গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসের ক্লার্ক।
১৮ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

সংবাদপ্রভাকর।

১০ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা সম্পাদকীয় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক একাল পর্য্যন্ত এতৎ প্রভাকরপত্রকে কেবল বঙ্গভাষায় ভূষিত করিয়া প্রতিনিয়ত যথানিয়মে প্রকটন করিতেছি, তবে প্রয়োজনমতে কখনো কখনো মধ্যে মধ্যে দুই এক দিবস দুই একটি বিষয় ইংরাজীভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা এতদিন উক্ত ভাষায় স্বাভিপ্রায় প্রকটন করি নাই ইহার তাৎপর্য্য, শ্বেতসহযোগিগণ সময়ে সময়ে গৌরব-পূর্ব্বক অস্মদাদির অভিপ্রেত-আবশ্যকীয় বিষয়ের অনুবাদ গুলীন আপনাপন পত্রে উদিত করিয়া তাহার-পোষকতা করিতেন। কিন্তু কি পরিতাপ! অধুনা দিন দিন যত কালের পরিবর্ত্তন হইতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারদিগের সেই মতের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য হইয়া আসিতেছে, ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মে আমরা কাজেকাজেই প্রয়োজনমতে এক একটি বিষয় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমারদিগের ইংরাজী-রচনা যদিও সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ নহে, কিন্তু এতদ্দ্বারা মানস সফল হওনের সংপূর্ণরূপ সম্ভাবনা আছে।

এই উপস্থিত সময়টি ভারতভূমি-নিবাসি নিরীহ নির্ব্বিরোধি-নির্দ্দোষি বাঙ্গালিবর্গের পক্ষে গুরুতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কেননা দুষ্টচিত্ত দুর্ম্মদান্ধ রাজবিদ্রোহিগণের নিষ্ঠুর অত্যাচারে একে একে এতদ্দেশের এক একস্থান একেবারে ছারখার হইতেছে।—তাহার উপর আবার ভারতবর্ষ প্রবাসি বিলাতবাসি কতকগুলীন সবল ধবল এবং চট্টগ্রাম, আমড়াতলা ও চূণাগলিরূপ বিলাতবাসি ফিরিঙ্গি মহাপুরুষেরা মাতামাতি ও লাথালাথি করিয়া পৃথিবীকে টলটলায়মান্ করিতেছেন

সুতরাং এই পদাঘাতে নিতান্তই অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

টেঁসুভায়ারা অভিমান করেন, আমরা "টুপিওয়ালা" যেমন "গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়োল" এইরূপে বিষমত্তর এক "আকাল্‌কেঁড়ে" অভিমান মন্দিরের চূড়ায় চড়িয়া প্রথমোক্ত শাদাদলের সহিত মিলিত হইয়া অকারণে ঘোরতর আক্রোশ করত অস্মদাদির অনিষ্ট-সাধনার্থ নানামতেই চেষ্টা করিতেছেন। আমরা ইহার প্রতীকার ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত শুদ্ধ সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নিকট করুণা প্রার্থনা করিতেছি, কারণ তিনি অন্তরাত্মা, অন্তরে থাকিয়া ও বাহিরে বিরাজ করিয়া আমারদিগের ভিতরের ও বাহিরের সকল ভাব ও সকল অবস্থাই অবগত হইতেছেন।—এতদ্ভিন্ন আমারদিগের আচার ব্যবহার স্বভাব চরিত্র-পরিজ্ঞাত সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ সুযোগ্য সুধার্ম্মিক নিরপেক্ষ শ্রীযুত হেলিডে, শ্রীযুত বিডন, এবং শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব প্রভৃতি শাসন ও পালন সংক্রান্ত সুসম্ভ্রান্ত মহামান্য মহাত্মা রাজপুরুষদিগের নিকট উচিতমত স্নেহ ও দয়া ভিক্ষা করিতেছি, এবং তাঁহারদিগের উপরেই ভরসা করিতেছি।

আহা! আবার কি চমৎকার! কতকগুলীন বাজে ইংরাজ ও তাঁহারদিগের "পাশখোর্দ্দা,, অনুচর সাহেবেরা সর্ব্বদাই এরূপ গর্ব্ব করিয়া থাকেন, যে, বর্ত্তমান বিদ্রোহ-ঘটনায় তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে নানামতে সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বহুসংখ্যক বাঙ্গালি এবং হিন্দুস্থানি লোকেরা এই সূত্রে অনেকবার অনেক প্রকারেই যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়া যথার্থরূপ রাজানুগত্য ভাব ও প্রকৃত প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এই জাজ্বল্যমান বিষয়টি কি তাঁহারা এককালেই অপহ্নব করিতে পারিবেন? যাহাহউক, আমরা যাহা করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা ঈশ্বর জানেন এবং রাজপুরুষেরাই জানেন। উল্লেখিত অভিমানরূপ-মদোন্মত্ত-সাহেবদিগের গৌরবের ন্যায় আমরা আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের শ্লাঘা এবং অহঙ্কার করিতে লজ্জা সজ্জা প্রাপ্ত হই। পূর্ব্বতন সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকগণ এমত উক্তি উক্ত করিয়াছেন,যে, "যেব্যক্তি কর্ত্তব্য ও সৎকর্ম্মসাধন করিয়া আত্মমুখে তাহার গৌরব ব্যাখ্যা করে সেই নর অতি নীচ" ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এই রাজ্যের ঈশ্বর হইয়া প্রসন্নতাভাবে আমারদিগের প্রতি যেরূপ অবিচলিত-দয়া ও অশেষ প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে আমারা যতদূর পর্য্যন্ত সাধ্য আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা সহকারে মহোপকাররূপ ঋণের পাশে চিরকাল বদ্ধ থাকিতেই বাধ্য হইব! এবং কাষ্ঠবিড়ালের সাগরবন্ধনের ন্যায় আনুকূল্য করণে কায়মনো বাক্যেই যত্ন করিব।

অপিচ ইহা সত্য বটে, বাঙ্গালিরা ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি জাতির ন্যায় "বলণ্টিয়ার,, সৈন্যদলে নিযুক্ত হন নাই,পুরো শাদা? এবং কতক শাদা ও মিশ্‌মিশ্‌ কালো সাহেবদিগেরএই একটি গুরুতর অভিমান বটে, কিন্তু আমরা যে বলণ্টিয়ার সেনা কেন হই নাই, তাঁহারাতো তাহার কারণ কিছু মাত্রই অবগত নহেন।—নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত আছি, অতি মান্য গণ্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত এতদ্দেশীয় বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তথা বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত,এবং রায় তারকনাথ সেন প্রভৃতি অনেক অনেক মহাশয়ও বলণ্টিয়ার হইতে অত্যন্তই উৎসুক হইয়াছিলেন, আর ইতিমধ্যে কোনো প্রধান ব্যক্তি অনেক রাজপুরুষকে এবিষয়ের জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজানুমতি না পাইলে তাঁহারা কিপ্রকারে বলণ্টিয়ার হইতে পারেন?—রাজার আজ্ঞা না পাইয়া একত্রে জমা হইয়া ও কাওয়াজ করিতে আরম্ভ করিলে ঐ সাহেবেরা "জমিয়াৎ বন্তি" অর্থাৎ অপর কোনোরূপ বলিয়া পুলিসে ধরিয়া দিতেন।—পরন্তু এবিষয়ে বক্তব্য এই, যে, মুন্সি আমিরআলি এবং রায় তারকনাথ সেন, একজন মুসলমান, একজন হিন্দু, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে বলণ্টিয়ার অর্থাৎ ইচ্ছানুরাগি হইয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি পাটনা শেষোক্তব্যক্তি দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন,তাঁহারা উভয়েই ভারার্পিত কর্ম্ম অতি উত্তমরূপেই নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় অপরাপর অনেকেই তদনুরূপ কার্য্যের অনুবর্ত্তি হওনে বিলক্ষণ-রূপেই উদ্যত ছিলেন, কিন্তু ছল গ্রাহি খলেরা ফোঁস ফাঁস শব্দে মাথার উপর কটুবাক্যের বজ্র চক্র ধারণ করাতেই তাঁহারা বিরক্ত হইয়া তৎকর্ম্ম করণে বিরত হইতেছেন। সাহেবেরা প্রকাশ্য সভায় ও প্রকাশ্য পত্রে এতদ্দেশীয় বিচারপতি ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারি এবং এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রতি সর্ব্বদাই অতিশয় ঘৃণিত উক্তি করিতেছেন। ভাল যেন আমারদিগের প্রতিই লঙ্কাপোড়া ঝাল ঝালিয়াই ক্ষান্ত এবং সন্তুষ্ট থাকুন, আমারদিগের অনুকূলপক্ষ ইংরাজকুলের প্রতিও প্রতিকূল হইয়া ঢিপ্‌ ঢাপ্‌ করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছেন, আবার আমারদিগের অশেষ গুণপূজ্যপাদ গবরনর জেনেরল বাহাদুরকে পদচ্যুত করণার্থ বিলাতে প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে।—আমরা প্রধান মহাশয়ের কিছুমাত্রই দোষ দেখিতে পাই না, বরং গৌরব করিয়া এমন কথাও কহিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ গবরনর জেনেরল আমরা দ্বিতীয় প্রায় কাহাকেই প্রাপ্ত হইনাই।—উক্ত বিজাতীয় রোষপরতন্ত্র সাহেবেরা তবে বুঝি লার্ড কেনিং সাহেবের এই একখানি মহদ্দোষ দেখিয়াছেন, যে, তিনি তাঁহারদিগের মনোরথ-রথের রথা হইয়া এতদ্দেশীয় প্রজারদিগের সর্ব্বনাশ করেন নাই, খ্রীষ্টান করেন নাই।—তিনি কেন প্রজাদিগের স্ব স্ব জাতীয়ধর্ম্ম সমানরূপে রক্ষা করিতে বাধ্য হয়েন?—এরূপে যদি তাঁহার প্রতি এতদ্রূপ বিরক্ত হইয়া থাকেন তবে ভালরূপেই মহৎমনের ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন।—হেলিডে এবং বিডন সাহেবকে ইঁহারা হরকরা ও আর আর ইংরাজী পত্রে নিয়তই কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন। ইহার কারণ এই মাত্রই হইতে পারে, যে, ইঁহারা কেন ভারতবর্ষবাসি সমুদয় প্রজাকে এককালে সমুদ্র সলিলে নিক্ষেপ করিতে,সর্ব্বস্ব হরিতে এবং পদচ্যুত করিতে গবরনর জেনেরল বাহাদুরকে কুপরামর্শ প্রদান না করেন? হায়! বঙ্গদেশীয় লোকদিগের এতই কি অপরাধ হইয়াছে? কতকগুলীন সেপাই ও দুষ্টলোক অবাধ্য হইয়া রাজদ্রোহি হওয়াতেই কি সমস্ত নির্দ্দোষি বঙ্গদেশি লোক দোষি হইলেন? ইহাতো কদাচই হইতে পারে না। এবিষয়ে আর আর যাহা বক্তব্য আছে তাহা ব্যক্ত করণার্থ আমরা স্বাবকাশ মতেই লেখনী ধারণ করিব, অদ্য স্থানাভাব জন্যই ক্ষান্ত রহিলাম।

লেখনী পরিত্যাগ করিয়াও আর একটি কথার জন্য পুনর্ব্বার ধারণ করিতে হইল, আমরা তেঁতুলেবাগদি পেণ্টুলুন্‌পরা টেঁসু সম্পাদকদিগের নাম উল্লেখ করিতে চাহিনা, হরকরা ও ইংলিসম্যানাদি পত্রে ইদানীং দুই এক দিন দৈবাৎ এমত কথা লিখিত হয় যে, দোষিলোকেরাই দণ্ডনীয়। এই উক্তিটি আমারদিগের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দজনক বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্বদেশীয় দ্বেষান্ধ ব্যক্তিদিগের অনুরোধে আবার এই নিরপেক্ষ স্বভাবটি রক্ষা করিতে না পারিয়া পাছে সম্পাদকীয় ধর্ম্মে ও কর্ম্মে কলঙ্ককজ্জল অর্পণ করেন।

তপন তাতে শরীর তাতে, তাতে তত কষ্ট বোধ হয়না, কিন্তু তার তাতে যে বালি তাতে, সেই তাতে চরণ তাতে, তাহা আর কোনোমতেই সহ্য হইবার নহে।

আমরা যাঁহারদিগে লক্ষ্য করিতেছি, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদটী পাঠ করিবেন।

We had hitherto been content with conducting th *Probhakur* only in the Bengallee Language, because Organs were not wanting in English, which were always ready to do full justice to every public cause—but the change of times and the spirits of the English Journals oblige us now to depart from our usual course and to give the public now and then a Leader in the English Language which though it might not be free from defects would surely and sufficiently answer all intents and purposes.

The present is a very critical time for our country and innocent countrymen—our country has been suffering from the devastation and plunder of the mutineers and our innocent countrymen from the kickings of the adventurers and the black "Feringees" who because they wear hats have assumed the title of "Topeewallahs" and "sahiebologues" and are doing every thing in their power, in common with our out of the service white brethren of the west, to injure the poor innocent and meek Bengallees in the eyes of the public and our Rulers. Now whom are we to look to for help at such a critical time? To that omniscient, omnific and omnipresent Being who knoweth our hearts and to the experienced and impartial officers of the Govt. such as Messrs Halliday, Beadon, Grant and others who know full well how innocent a race the Bengallees are and how very willing we are to prove useful to the Govt. in any thing we can.

The adventurers and the East Indians are proud of having rendered services to the state during the present mutiny. The Bengallees and some of the Hindoostannees have also rendered equally good services in several instances but they naturally blush to howl about their doings, for it is considered mean for any body to applaud his own acts being conscious that they owe it to

the British Government, which has so long protected them, to assist it in its stability, and any thing they have done is nothing more than what they are in duty bound to do.

True it is that the Bengallees have not become Volunteers like some of the adventurers and the Eurasians—but why ?—because they were not permitted to enlist themselves as Volunteers.—We know that several respectable native Gentlemen such as Baboos Chunder Mohun Chatterjea, Kylash Chunder Dutt, Govind Chunder Dutt, Hurro Chunder Dutt, Raj Chunder Dutt, Greesh Chunder Dutt, Taruck Nath Sen and others were willing to become Volunteers, and some one of them, perhaps the latter named Gentleman urged on the Authorities to extend the privilege of Volunteeri g to the natives. They could not of course collect and drill themselves without the permission of the Authorities, which if they should have done the adventurers and the East Indians should have been the first to hand them over to the Police. On the other hand Moonshee Ameerally, a Mahomedian, and Roy Taruck Nath Sen, a Hindoo went out as volunteers in the service of the Government, the former to Patna and the latter to the South West Frontier, and both rendered good services to the State ; others should have gladly followed their example had not malice threatened the new volunteers by heaping abuse on the poor heads of the above Gentlemen.—The Bengalees are not the only persons that are now abused in the English meetings and the English News-papers—their supposed supporters have been rigorously assailed in these meetings and newspapers—Petitions have been sent in by the Adventurers to the Home Authorities for the recall of Lord Canning our present much esteemed Governnor General than whom a better Governnor General perhaps never stepped on the shores of India—perhaps for his not cutting the throats of all the inhabitants of India or his not proselytizing them all.

Messrs Halliday and Beadon have been very unjustly and unceremoniously abused in the papers perhaps for their not advising the Gorvernor General to root out India of all its aborigines or not depriving the children of the soil of the crumbs which thy now get from European Table i. e. not throwing out every native out of employ-tuis, because some rude Hindoostanee mahomedean and other Sepoys have unfortunately and ungratefully risen against our Government.

We shall fully dwell on this and other important subjects in some of our future numbers, want of space obliges us to pause here today.

By the bye it came to our recollection after having penned the above article that the Hurkaru was pleased the other day to promise protection to the loyal without distinction of creed or color.

If our contemporary proves as good as his word there will be no necessity of our writing English Editorials often.

It is rather bearable to have our heads beaten upon by the rays of a tropical Sun, but if the sand on the seashore, be heated by the same solar rays, our feet can hardly stand it.

We trust the parties who have obliged us to pen the preceding article, will favor us with a perusal of it.

হিতার্থি বন্ধুর প্রেরিত নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে প্রকটন করিলাম।

"অপর আসাম।"

দেবারুগড়। ৫ ফিব্রুয়ারি ১৮৫৮।

গত ৩১ ডিসেম্বর দিবসে এই দেবারুগড় জিলার সান্নিধ্য "চোঙলিজান" নামক স্থান অতি প্রত্যুষে "আবর" নামক পর্ব্বতীয় কতকগুলীন অসভ্য লোক হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক ৬ জন পুরুষ এবং ২১জন স্ত্রীলোককে হত ও তাহারদিগের দ্রব্যাদি যথা সর্ব্বস্ব হরণ এবং গৃহাদি দগ্ধ করণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটশ্রীযুত কাপ্তেন বিবর সাহেব এই সমাচার প্রাপ্ত হইবা মাত্রই অনুসন্ধান ও তদন্ত করণ কারণ পুলিস দারোগাকে উক্ত ঘটনার স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং এখানকার কমিশ্ণ্ডিং মহাত্মা শ্রীযুত হোল সাহেব ১৬ জন সিপাহি এবং ১ জন হাওলদারের গারোদ তথায় স্থাপন করিয়াছেন, এবং তিনি উল্লেখিত পাপাত্মাদিগ্যে ধৃত করণার্থ বিশেষরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। শুনিতেছি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তোপ ও সিপাহি সমভিব্যাহারে দুই এক দিবসের মধ্যেই দুষ্ট দমনার্থ তৎস্থানে স্বয়ং গমন করিবেন, ইহাতে পাপাত্মারা পাপের উচিত ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেক। এবিষয়ের আর আর বৃত্তান্ত লিখিয়া শীঘ্রই প্রেরণ করিব।"

"সংপ্রতি ১৫। ২০ দিবস হইতে এখানে ধান্য ও চাউল অতিশয় দুর্ম্মূল্য বাজারের এরূপ অবস্থা থাকিলে দীন দুঃখি প্রজারা অত্যন্ত ক্লেশ পাইবে।"

এই সংবাদে এমত উপলব্ধি হইতেছে অপর আসাম অঞ্চলীয় পর্ব্বতীয় ও বন্য জনেরা বিদ্রোহি হওনের ষড়যন্ত্র করিতেছে, অতএব এই সময়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া তাহারদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও দুষ্টদিগে উচিতমত দণ্ড দেওয়া অতি কর্ত্তব্য হইতেছে।

প্রভাকর সম্পাদক।

অত্যাশ্চর্য্য হঠাৎ মৃত্যু।

গত দিবস প্রাতে যোড়াসাঁকো চাসাধোপাপাড়াতে একটি যুবককায়স্থ কোনো রোগ নাই, কোনো ঘটনাই নাই, কিছুই নাই, তামাক খাইয়া যেমন হুঁকাটি রাখিলেন অমনি ভূতলে পড়িয়াই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

ইহা সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ইহা
ইহা উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ইহা

প্রতি সোমবার বাতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি তোপখানার নিকটবর্ত্তি ভবানীপুরের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভাসংভ্রান্ত মত্তদ্বন্দীমদমূতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রাপ্তিপ্রমোদোদয়ে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরা স্তদ্বিরেফারসং॥

ইহা এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৵ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৫৫ সংখ্যা। সোমবার ১২ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ২২ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।



গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং অপর আসামে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন।

"কালীগঙ্গা" নামক বোঝায়ের নৌকা "তামস" নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া আগামি ২৩ তারিখে বেলা ১০ ঘণ্টার সময়ে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ কেবল ছোট ছোট পারসেল. পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের বোঝায়ের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের একটিং সুপ্রণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে।
W. H. HAMPTON,
For
Clerk of the Gort. Boat Office.
ডবলিউ, এচ, হেম্পটন।
গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসের ক্লার্ক।
১৮ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় দুর্গাচরণ সিংহ বাদী এবং শ্রীমতী নবকুমারী দাসী, যদুনাথ সিংহ এবং শ্রীমতী রামমণি দাসী প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত ছাপঞ্চান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ৮ ফিব্রুআরি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত রামনারায়ণ সিংহ, যিনি হুগলিতে বাস করিতেন এবং এক হাজার আট শত চুয়ান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সমীপে সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদ্যপি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

SWINHOE & LAW,
Plaintiff's Attorney.
সুইনহো এবং লা।
প্রতিবাদিপক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৬ ফিব্রুআরি ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, অদ্য দিবসে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে, যে, মহানগর-কলিকাতার মধ্যস্থিত চুণাগলি-নিবাসি হিন্দুপ্রজা মৃত দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের শেষ উ-

ইল অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্রের ক্রমতাক্রমে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং দেনা পাওনা প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের প্রতি কর্ত্তৃত্বভার উল্লেখিত চুণাগলি নিবাসিনী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীর প্রতি অর্পিত হইবেক। যিনি পূর্ব্বোক্ত লোকান্তরগত ব্যক্তির একাকিনী মাত্র বিধবা স্ত্রী।

SWINHOE &. BEEBY.
Proctors.
সুইনহো এবং বিবী।
ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীল।

কলিকাতা। (নং ১) স্পেপ্লেণ্ডেড রোড। ১২ ফিব্রুআরি ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য গৃহে অদ্য তারিখে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মহানগর কলিকাতার বাবুরাম ঘোষের লেন-নিবাসি মৃত স্বরূপচন্দ্র শীলের সকল বিষয় বিভবাদি ও দেনা পাওনার লেটার্স অফ এডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণের ভার শ্রীমতী গোপামণি দাসীর প্রতি সমর্পিত হইবেক, যেহেতু তিনি মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং বিষয়াধিকারিণী হয়েন।

W. H. GILLANDERS,
Proctor.
ডবলিউ. এচ, গিলেণ্ডর্স।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীল।
কলিকাতা। ৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

"প্রার্ণেল,, নামক বিখ্যাত কবির "হার্মিট,, অভিধেয় ইংরাজী কবিতা যিনি এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় প্রচলিত পয়ার কিম্বা ত্রিপদীছন্দে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর তর্জ্জমা করিতে পারিবেন তাঁহাকে গুণানুসারে ২৫ অবধি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক, পারিতোষিকাকাঙ্ক্ষিরা ১৫ মার্চ অথবা তৎপূর্ব্বে আপন আপন তর্জ্জমা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিবেন, তন্মধ্যে যিনি পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার কৃত তর্জ্জমা খানি পারিতোষিকদাতার সম্পত্তি স্বরূপ গণ্য হইবেক ইতি তাং ১৯ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৫ ফিব্রুআরি।

মেং এন, জে, গ্রাণ্ট সাহেব ত্রিপুরার দলিলাদি ও বিবাহ সম্বন্ধীয় রেজিষ্টর হইয়াছেন।

মালদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর মেং জে, জানসন্ সাহেব ঐ জেলার এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৬ ফিব্রুআরি।

মেং ডবলিউ টেলর সাহেব ময়মনসিংহের একটিং সিবিল ও শেসন জজ হইয়াছেন।

মেং জে, ডি, ওয়ার্ড সাহেব মালদহের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরের এসিষ্টাণ্ট হইয়াছেন।

১৭ ফিব্রুআরি।

এইচ, এ, কাক্রেল সাহেব ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের এসিষ্টাণ্ট হইয়াছেন এবং ঐ জিলার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১২ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ

অতি মান্যবংশ্য বিদ্যানুরাগি সুশিক্ষিত সুলেখক শ্রীমান বাবু প্রাণনাথ দত্ত, বৈদ্যনাথ চন্দ্র এবং অপরাপর কতিপয় সুপথগামি যুবজন যুবকের প্রণীত "রচনা-রত্নাবলি,, নাম্নী একখানি বিনামূল্যের মাসিক পত্রিকার ১ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠ পূর্ব্বক পরমানন্দলাভ করিলাম। ইহার গদ্য পদ্য উভয় রচনাই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং অতি সুমধুর হইয়াছে।—আমারদিগের নবীন সহযোগি নবীন ভ্রাতারা এতদ্রূপ অমূল্যধন বিনামূল্যে বিতরণ করণে উৎসাহ এবং কারুণিক-স্বভাব প্রকাশ করাতে আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রার্থনা করি,—পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাঁহারদিগের সর্ব্ব মনোরথ পুর্ণ করুন। আমরা সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় উক্তিটি নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

"বর্ত্তমানে বঙ্গভাষায় নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক, পত্রিকা ও সমাচার পত্রাদি প্রকাশিত হওয়াতে এতদ্দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে বটে; কিন্তু অপর সাধারণ লোকের উপকারার্থ বিনামূল্যে কোনো মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয়না। অতএব আমরা কয়েক বন্ধু একত্র হইয়া বিনামূল্যে এই মাসিক পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে নানাবিষয়ণী গদ্য পদ্যময়ী রচনা প্রকাশিত হইবেক, অর্থাৎ যে কোনো রূপে এতদ্দেশীয় লোকের উপকার ও মনোরঞ্জন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া যাইবেক। অনন্তর যদি আমারদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কোনো প্রকার ভ্রান্তি থাকে, তবে সারগ্রাহী ধীমাত্রেই স্বীয় স্বীয় মহত্ত্বগুণের দ্বারা তাহা অবশ্য ক্ষমা করিয়া গুণভাগ গ্রহণে আগ্রহ হইবেন।,,

"বিচারক,, নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে। প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহকে স্থিররূপে রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলামনা।

মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া পাঠপূর্ব্বক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম।

আমরা বিশেষ প্রামাণ্য বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, রেবেরেণ্ড ডল সাহেব বালিনিবাসি জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপধ্যায় নামক একজন যুবা ব্যক্তিকে আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি তথায় বিদ্যাশিক্ষা করত ব্যাপ্টাইজ হইয়া এখানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উক্ত সাহেবের সহকারী হইবেন।

কিয়ৎকাল হইল, গোলড্স্মিথের "হার্ম্মিট" ও গ্রের "এলিজি" এই দুই ইংরাজী কবিতার তর্জ্জমা উপলক্ষে পারিতোষিক প্রদানের এক বিজ্ঞাপন প্রভাকর পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, পরে ঐ বিজ্ঞাপনানুসারে নিয়মিতকালের মধ্যে আমরা "হার্ম্মিটের" তর্জ্জমা ৭ খানি ও "এলিজির" তর্জ্জমা ৪ খানি প্রাপ্ত হইয়া পারিতোষিকপ্রদাতা বন্ধুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত পারিতোষিক বিতরণ না হইবায় লেখকেরা অবশ্যই কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া থাকিবেন, অতএব তাঁহারদিগের সন্তোষার্থে প্রকাশ করিতেছি, যে, পরীক্ষকদিগের মতামতের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা প্রযুক্ত কাহাকে পারিতোষিক দেওয়া যায়, ইহার মীমাংসা না হওয়ায় তাহা এপর্য্যন্ত অপ্রদত্ত রহিয়াছে। যে দুই ব্যক্তি পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের একের সহিত অন্যের অভিপ্রায়ের সমূহ অনৈক্য থাকায় পারিতোষিকদাতা এক্ষণে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহারি অভিপ্রায়ের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, বোধ করি, দুই চারি দিবসের মধ্যেই চূড়ান্ত "ফয়সলা,, পাইয়া "ডিক্রি ডিসমিস কিম্বা নন-সুট" যাহা স্থির হয় তাহার সমুদয় বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের বিশেষতঃ লেখকদিগের গোচরার্থে আমরা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব। এক্ষণে তাঁহারা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, আমারদিগের বন্ধু মহাশয় পুনরায় উক্ত মত আর এক পারিতোষিক প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন। গ্রের কবিতা অপেক্ষা পার্ণেলের রচনা অনেকাংশে সরল ও সহজ, অতএব ইতিপুর্ব্বে তর্জ্জমা বিষয়ে যাঁহারদিগের পরিশ্রম সফল হয় নাই তাঁহারা পুনর্ব্বার আপনাদিগের গুণের পরিচয় দিবার এই সদুপায় পাইলেন, একবার কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখিত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ সহিত এক্ষণে পার্ণেলের "হার্ম্মিট,, অনুবাদে তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে প্রবৃত্ত হউন, এবং প্রথম সমরে যাঁহারা জয়পত্র পাইবেন, তাঁহারদিগকেও নিজ নিজ পদরক্ষার্থে এই দ্বিতীয় সংগ্রামে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইবেক, ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা উপস্থিত যুদ্ধ নিরীক্ষক ও পরীক্ষকদিগের পক্ষে অধিক মনোরম্য হইবার সম্ভাবনা, এবং ভরসা করি এবার আরো অনেক যোদ্ধা এই বিচিত্র রণভূমিতে আসিয়া তাঁহারদিগের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ বিক্রমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইবেন।

প্রস্তাবিত পারিতোষিকের সবিশেষ নিয়মাদি বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

আলাহাবাদ ১৮ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার।

জি, এফ এডমনষ্টন সাহেবের নিকট হইতে আগত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সিসিল, বিডন সাহেব সমীপেষু।

কর্ণেল মিচেল সাহেব ব্রোটাস গড় হইতে এমত সংবাদ প্রেরণ করেন যে তিনি তথাকার দুর্গ বিদ্রোহির হস্ত হইতে ১৮ তারিখে বিমুক্ত করত অধিকার করিয়াছেন, বোহিরি নামক স্থানে প্রায় ৪০০০ বিদ্রোহি সেনা সমবেত হইয়াছে, ইহা শ্রবণকরত কাপ্তেন মেক্‌লেওড সাহেব ৮০০ পদাতিক এবং ২০০ শত অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে গত ১৮ তারিখে তথায় উপনীত হইয়া ঘোরতর রূপে সংগ্রাম করত তাহারদিগের সরদার কালা খালিকে ধৃত করিয়াছেন। এই সমরে বিপক্ষপক্ষের ২৫ জন হত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মান্দ্রাজের পত্রে ব্যক্ত করে, যে মহারাণীর ৪৩ সংখ্যক লাইট পদাতিক সেনা সেকন্দ্রাবাদ পরিত্যাগ করত মোসাপেটে অবস্থিতি করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেং এনড্রোয়েল সাহেব জগদীশ্বরের কৃপায় নিরাপদে মিরাট হইতে দিল্লীতে আপনার স্ত্রীর নিকটে আগত হইয়াছেন।

বোম্বের পত্রে ব্যক্ত করে, যে মহারাণীর ৫১ সংখ্যক দলের ২৫০জন সেনা করাচিতে অবস্থান করিতেছে।

ইংলিসম্যানের পাটনাস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, যে এই উপস্থিত রাজবিদ্রোহের সময় চোর এবং দুষ্ট লোককে ফাঁসি অথবা তোপে উড়াইয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহারা সুযোগ বুঝিয়া দেশের সর্ব্বনাশের অভিসন্ধি করিয়া সকলের সর্ব্বস্ব হরণ করত বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছে।

পাঠনার কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন যে এস্থানের দারোগা, উপস্থিত বিদ্রোহিতা সময়ে গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যমত সাহায্য করায় উপযুক্ত রূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এস্থানীয় ইণ্ডষ্ট্রিএল বিদ্যাগার, গবর্ণমেণ্ট ৮৫০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া উক্ত ইমারত অশ্বারোহি সেনাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

কিয়দ্দিবস গত হইল দিল্লীর মধ্যস্থিত চাঁদনিচক নামক স্থানে ৮জন বিদ্রোহির ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন বিদ্রোহিকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিকটে লইয়া যাওন কালীন সে উচ্চৈঃস্বরে এমত কহিল, যে আমি দুইজন আফিসরের স্বহস্তে শিরশ্ছেদ করিয়াছি।

টুয়সাহেবের অশ্বারোহি শ্বেতসেনারা এবং ৮ সংখ্যক ইরেগুলার অশ্বারোহি দলের সেনাগণ আলিগড় পরিত্যাগ করিয়া কাণপুরে যাত্রা করিয়াছে, শুনিলাম এই সেনাগণ সমভিব্যাহারে মেং রেক্স এবং তাঁহার পরিবারগণ গমন করিয়াছেন।

ফতেপুরের অন্তঃপাতি ভূপালি নামক স্থানের জমিদার লাল রামিপ্রসাদ, যিনি কিয়দ্দিন গত হইল, আপনার জমিদারি মধ্যে কয়েক জন ইংরাজকে অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক আশ্রয় দেন, মান্যবর মেং জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

আলাহাবাদের নিকটবর্ত্তি বেলিয়া নামক স্থানের জমিদারগণ রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে প্রাণবিয়োগ করিয়াছেন এবং তৎস্থানীয় বাসিন্দারা আপনাপন গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্রে পলায়ন করাতে তাহারদিগের সকল সম্পত্তি রাজকোষে ন্যস্ত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

অবগতি হইল, যে, ষ্ট্যাম্প এবং ষ্টেসনরি আফিসের কার্য্য সকল বিষয়তে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, কারণ সুবিজ্ঞ কমিস্যনর মেং রিকেট সাহেব অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগকে ন্যূন বেতনে উক্ত আফিসে নিযুক্ত করণে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করেন তাহা হইলে প্রায় ১৮০০ টাকা ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে।

ফিনিক্সের দারজিলিংস্থ পত্রপ্রেরক লেখেন, সদর দেওয়ানি আদালতের জুরিসডিক্সন মধ্যে এস্থান ভুক্ত করিলে অধিকাংশ প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল হওনের সম্ভাবনা।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakar Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃদিবাকর

ইহা এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রি টে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রানংভ্রাম মতদ্রকীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৫৭ সংখ্যা] বুধবার ১৪ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ২৪ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল!

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৫ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব প্যারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভৈরবী দেবীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পব্লিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ হাওড়ার অন্তঃপাতি বোরো পরগণার অধীন শালিখার সামিল ও তন্মধ্যস্থিত বড় বাগান নামক যে এক খণ্ড বাগান আছে তাহাতে (অনেক বৃক্ষ ও রাইয়ত আছে) ভূমি অনুমান ১৩৲ তের বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্যারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভৈরবী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ

কলিকাতা।
২২ ফিব্রুআরি ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

গুরুচরণ সেনের মহাজনদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

আগামি ২৬ ফিব্রুআরি শুক্রবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে "ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের,, ১০ নম্বর ভবনে এসাইনির, আফিসে গুরুচরণসেনের ইন্সালবেণ্ট বিষয়ে তাঁহার মহাজনদিগের এক বিশেষ সভা হইবেক।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

"পার্ণেল" নামক বিখ্যাত কবির "হার্মিট" অভিধেয় ইংরাজী কবিতা যিনি এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় প্রচলিত পয়ার কিম্বা ত্রিপদীছন্দে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর তর্জ্জমা করিতে পারিবেন তাঁহাকে গুণানুসারে ২৫ অবধি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক, পারিতোষিকাকাঙ্ক্ষিরা ১৫ মার্চ অথবা তৎপূর্ব্বে আপন আপন তর্জ্জমা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিবেন, তন্মধ্যে যিনি পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার কৃত তর্জ্জমা খানি পারিতোষিকদাতার সম্পত্তি স্বরূপ গণ্য হইবেক ইতি তাং ১৯ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

সংবাদ প্রভাকর

১৪ফাল্গুন শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

এতদ্দেশীয় সমস্ত পূজ্যবর ব্রাহ্মণ এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি মহামান্য সুধার্ম্মিক ক্ষত্রি, ও বৈদ্য এবং কায়স্থ মহাশয়দিগের জ্ঞাপনার্থ বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন।

আমরা কয়েক জন বৈদ্য, বৈদ্যের নিমন্ত্রণে অতি সম্ভ্রান্ত এক কায়স্থ ভবনে সনাতন শাস্ত্রসম্মত এক বৈধপ্রীতিভোজন করাতে শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র মজুমদার নামক এক জন বৈদ্য আপনার নামাঙ্কিত এবং সুবিখ্যাত সদভিপ্রায়শালি সরলচিত্ত বাবু হরিমোহন সেন মহাশয়ের নামীয়-মোহরাঙ্কিত প্রকাশ্য পত্র প্রদান-দ্বারা এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া আমারদিগের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ উপস্থিত করেন, ইহাতে দুঃখ এই যে, অনেকগুলীন শিরোভূষণ স্বরূপ বৈদ্য মহাশয়েরা গোপনে কোনো অনুসন্ধান না লইয়া এবং গোপনীয় সভায় তদন্ত না করিয়া সেই প্রকাশ্য সভায় গমন করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারদিগের প্রতি আমরা তাদৃশ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে পারিনা, কেননা তাঁহারা এবিষয়ের কিছুই জানেননা, অভিযোগকর্ত্তারা যে কোনোভাবে অথবা যে কোনোকারণেই হউক, যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই শুনিয়াছেন, আমরা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ও শাস্ত্রের অতীত কোনোকর্ম্মই করিনাই, জগদীশ্বর তাহার সাক্ষী আছেন, আমারদিগের সেই কার্য্যে জগদীশ্বরের জগতের ধার্ম্মিক জনেরা কখনই দোষার্পণ করিতে পারিবেননা, তবে অভিযোগকারি জগতের ধার্ম্মিক লোকেরা দোষার্পণ করিতেছেন ইহা সামান্য পরিতাপ নহে। অতএব হে সমস্ত সুবিচারক হিন্দু নিরপরাধিকে অবিচারে অপরাধি করা কিরূপ মহৎ-মনের কর্ম্ম ও কিরূপ ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন, আমরা ইহার বিচারের নিমিত্ত আপনারদিগের নিকট আর্দ্দাস করিলাম, অবিলম্বেই সমুদয় বিবরণ মহাশয়দিগের নিকট অর্পণ করিব।

এইস্থলে সর্ব্ব-সমাজস্থ বৈদ্যমহাশয়দিগের প্রতি অত্যন্ত কাতর হইয়া নিবেদন করিতেছি, আমরা যে রূপ ভোজন করিয়াছি, তাহাতে কোনোপ্রকার দোষসম্বন্ধ-গন্ধ নাই, অভিযোগকারি জগচ্চন্দ্রবাবু ঐকায়স্থ মহাত্মাদিগের ভবনে কিরূপ ভোজন্য করিয়া পরিশেষ এরূপ সৌজন্য করিতেছেন তাহা আপনারা অবগত নহেন, অতএব সেই বিষয়ে আর আর অনেক বিষয় অবিদিত আপনারদিগের জ্ঞাতসার করি এজন্য এক প্রকাশ্য সভা করিয়া (যদি আপনারা আমারদিগের আহ্বান করুন) নয় অনুমতি করুন, আমরা সভা-আহ্বান করি, বোধ করি পক্ষের মধ্যেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন, এইক্ষণে মহাশয়েরা কেবল আমারদিগের জাতির কর্ত্তা রাজা নহেন, আবার স্বজাতি ও ধর্ম্ম স্বন্ধে বিচারের কর্ত্তা রাজা হইয়েন, প্রতিপক্ষ মহাশয়দিগের মধ্যেকেহ অত্যন্ত ধনি, সুতরাং সবল, আমরা কয়েক জন নিতান্ত দুঃখি, এবং দারুণ দুর্ব্বল, কিন্তু ভরসা আছে "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা"। অতএব দোহাই দোহাই, মহাশয়েরা যেমন সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান, আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সেইরূপ সুবিচার করিয়া প্রাধান্য রক্ষা করিবেন।

সুপ্রিমকোর্টের বিখ্যাত সুবিজ্ঞ মান্য কৌন্সেলি মেং পিটরসন সাহেব যিনি নীলগঞ্জে এক কুটি করিয়া বাগান এবং কৃষিকার্য্যের বহুল্য করিতেছেন, তিনি নবাবগঞ্জের খালের শেষসীমা বরতির বীল হইতে বারাসত পর্য্যন্ত আপন ব্যয়ে একটি খালখননার্থ বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন, বর্ষাকালে নবাবগঞ্জের খাল দিয়া বরতির বিলে পড়িয়া নীলগঞ্জে নৌকা গিয়া থাকে, ইহাতে নীলগঞ্জের পশ্চিমভাগে অল্প স্থান খাৎ করিতে অল্প ব্যয় হইবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বভাগ হইতে বারাসত পর্য্যন্ত আড়াই ক্রোশ পথের উপর খনন করণে বিস্তর ব্যয় সম্ভাবনা, মেং পিটরসন সাহেবের এই প্রস্তাবে যদি গবর্ণমেণ্ট সম্মত হন তবে রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা, জলপথ হইলে নৌকার যাতায়াত জন্য বাণিজ্য কার্য্যের বিস্তর উন্নতি হইবে, স্থানে স্থানে হাট, গঞ্জ ও গোলা বসিতে পারে, এবং বারাসত জিলার অধীন গঙ্গাতীরস্থ বাদি প্রতিবাদি প্রভৃতির গমনাগমন পক্ষে অনেক সুযোগ হয়।

আমারদিগের পাটনাস্থ কোনো বিশ্বাসি বন্ধুর ১৯ ফিব্রুআরি তারিখের পত্র প্রাপ্তে অবগত হইলাম যে সংপ্রতি তথায় কোনোরূপ গোলযোগ নাই, সকলেই নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন।

চিরাপুঞ্জিস্থ কোনো মান্যবর ইংরাজ আমারদিগের কোনো দেশহিতৈষি মহাত্মা মান্য মহোদয়কে সমর ঘটিত যে এক সংবাদ প্রেরণ করেন, আমরা পরমানন্দ পূর্ব্বক তাহার সারাংশ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"চিরাপুঞ্জি।

১৪ ফিব্রুআরি ১৮৫৮।

মহাশয়! এস্থান এক্ষণে সংপূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়াছে, কাচারাস্থ এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের ৩৪ সংখ্যক বিদ্রোহিগণ ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বোদলপুরের শিবির হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম।—যথা।—"সেনাপতি ফ্রাঙ্ক সি, বি, সাহেব এবং পালোয়ান সিংহের অধীনে নিম্নের লিখিত সেনাগণ আছে।—যথা।—'মহারাণীর ১০, ২০ ও ৯৭ সংখ্যকদল এবং ৬ রেজিমেণ্ট গোরখা সেনা। শুনিলাম উক্ত বীরবরদিগের নিকটে ২০ টা তোপ আছে। রণনিপুণ গোরখা সেনার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার পাঁচ শত হইবেক, ইহাঁরদিগের নিকটে প্রায় ১ মাসের আহার উপস্থিত রহিয়াছে। অতএব প্রধান সেনাপতির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেই ইহাঁরা অযোধ্যাস্থিত বিদ্রোহিব্যূহের দলনার্থ তথায় গমন করিবেন।

পরমপিতা পরমেশ্বরেচ্ছায় আমারদিগের শিবির মধ্যে সম্প্রতি কোনোরূপ পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল যে মহারাজ জং বাহাদুরের অধীনস্থ গোরখা সেনাদিগকে বন্দুক বিতরণ করা হইয়াছে, সাগর, নাগপুর এবং নর্ম্মদার প্রজাপুঞ্জ হইতে পদাতিক সেনা সংগ্রহ করা গিয়াছে, শুনাগেল যে উক্ত সেনাদিগের মধ্যে ১ রেজিমেণ্ট সেনা উত্তর পশ্চিম রাজ্যে সমর করণার্থ শীঘ্রই প্রেরিত হইবেক।

কেপ অফ গুডহোপ হইতে মহারাণীর ৬ সংখ্যক দলভুক্ত প্রায় ৮০০ সেনা রাজধানী মধ্যে আগত হইয়াছে।

মেং মেসি সাহেব, গবর্ণমেণ্টে এমত অনুরোধ করিয়াছেন, এদেশীয় যে সকল রেজিমেণ্ট হইতে সিপাহিরা বিদ্রোহি হইয়াছে সেই সকল দলের মধ্যে যাহারা ব্রিটিসপক্ষ থাকিয়া বিদায় লইয়া নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আগমন করে নাই, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সৈন্যশ্রেণী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারিবেক না।

সিংভুমবাসি বল্লভ সিংহ, তৎস্থানীয় সিনিয়র আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর লেপ্টেনাণ্ট আর, সি, বার্চ্চ সাহেবকে বিদ্রোহি হস্ত হইতে বিমুক্ত করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত বাৎসরিক ৩০০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিল্লীর ১৩ ফিব্রুআরি তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে যে, লাহোর হইতে কতকগুলীন পদাতিক এবং অশ্বারোহি সেনা এস্থানে আগত হইয়াছে এবং এস্থানীয় কতকগুলীন সেনা মিরাটে যাত্রা করিয়াছে, কোতায়ালি নামক স্থানে যে একটি কারাগার

আছে তাহাতে সম্প্রতি ৫০০ বিদ্রোহি বন্দিভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তন্মধ্যে এক জন যবন সদরআমীন তাঁহার নাম, নবাব আলি খাঁ এবং ৪ অথবা ৫ জন সামান্য নবাব আছে, ইহাদিগের বিচার শীঘ্রই হইবেক, এই চলিত মাসের মধ্যে প্রায় ৫০ জন বিদ্রোহির ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

রুড়কির ৬ ফিব্রুআরি তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, এমত জনরব যে, কোনো নবাব ৫০০০ সেনা সংগ্রহ করত এস্থান অধিকার করণ মানসে আগমন করিতেছেন, অতএব ঐ দুরাচারির হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমরা নানা বিধ উপায় করিতেছি।

দিল্লীর পত্রে ব্যক্ত করে যে, স্যার টি, মেটকাফ সাহেব কর্ত্তৃক ১৭ জন যবন ধৃত হইয়াছে, শুনিলাম তাহারা বিদ্রোহিদিগের প্রতি গোপনীয় ভাবে সাহায্য করিতেছিল, হোঁসেন আসকাহারি যে ব্যক্তি দিল্লীর বাদশাহের পক্ষ হইয়া ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি সংপ্রতি ধৃত হইয়াছে।

গত ৯ তারিখের বারাণসীরপত্রে ব্যক্ত করে, যে ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল বাহাদুর আলাহাবাদস্থ দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, মহারাণীর ৮০ সংখ্যক দলের সেনারা গবরনর জেনরল বাহাদুরের শরীর রক্ষার্থ আলাহাবাদে থাকিবেক।

অনুবাদিত সংবাদ।

আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে আলাহাবাদে নূতন একখানি গেজেট মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গত শনিবারে রাজধানী মধ্যে প্রেরিত হয়, তাহার পরিসর প্রায় কলিকাতা গেজেটের ন্যায় হইয়াছে।

মালাবারের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, এস্থানে ওলাউঠা রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আমাদিগের সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব নিজ তহবিল হইতে বিস্তর ঔষধি ক্রয় করত পীড়াক্রান্ত প্রজাবৃন্দকে বিতরণ করিতেছেন, এবং স্বয়ং রোগিদিগের সমীপে গমন করিয়া তাহারদিগের আরোগ্য নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টিত আছেন।

বেহারের কোনো সংবাদদাতা লেখেন যে, এস্থানের রাজনীতিজ্ঞ পক্ষপাত-শূন্য জজ অনরেবল রবার্ট ফরবেশ সাহেবের অন্যত্র গমনের সংবাদ প্রাপ্তে এখানকার প্রজাপুঞ্জ সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, শুনিলাম তৎপদে মেং মারটিন সাহেব অভিষিক্ত হইবেন।

চন্দননকনার সান্নিধ্য পথি মধ্যে কিয়দ্দিন গত হইল এক জন যবন কাপড় ব্যবসায়ি রজনীযোগে দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হন।

আমরা এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতা রচনাটি সমাদর পুর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

দুঃখ ভিন্ন সুখ হয় না।

পয়ার।

নলিনী মলিনী অতি, যামিনী প্রকাশে।
মুদিয়া নয়ন দুটি, দুখনীরে ভাসে॥
প্রভাতে রবির চারু, প্রভাতে বিকাসে।
প্রেমরসে ঢল ঢল, খল খল হাসে।
কুমুদিনী বিরহিনী, প্রভাত সময়।
সুখের সংসার চোখে, হেরে দুখময়॥
দিবা অবসানে, হোলে, যামিনী উদয়।
নভসে দয়িতে হেরি, প্রফুল্ল হৃদয়।
হেমন্তে আকুল চিত্ত, অতি বৃহুরব।
নীরবে সর্ব্বদা রহে, ছেড়ে বৃহুরব॥
সুখদ বসন্ত হয়, উদয় যে কালে।
কুহুস্বরে মনোহরে, বসিয়া তমালে॥
মুদিত কমল-কলি, নিরখি নয়নে।
ভ্রমর নিকর রহে, মলিন বদনে।
সময়ে বিকাস হয়, যখন সে কলি।
গুঞ্জরবে কুঞ্জবনে, মধু পিয়ে অলি॥
শরদ শিশির আর, নিদাঘ সময়।
অধীর পিপাসানলে, চাতক নিচয়॥
প্রাবৃটে নীরদ-নীর,-বিন্দু বরিষণে।
তৃষা কৃশা করে সবে, আনন্দিত মনে॥
অশন শয়ন ছেড়ে, পরম যতনে।
অবিরত পাঠে রত, যত ছাত্রগণে।
শোভিত হইল শেষ, ধী, বিদ্যা-রতনে।
ধনে, মানে, যশে হয়, বিখ্যাত ভুবনে॥
গর্ভিণী কাতরা অতি, প্রসব সময়।
দারুণ যাতনানলে, দেহ দগ্ধ হয়॥
প্রসবান্তে সন্তানের, সুধাংশু বদন।
নয়নে নিরখি হয়, আনন্দিত মন॥
প্রিয়তম জীবনের, আশা পরিহরি।
(ডুবুরি) জলধি গর্ভে, দিবস সর্ব্বরী॥
যখন করেতে পায়, অমূল্য রতন।
সকল যাতনা তার, লুকায় তখন॥
অসুখ বিহনে সুখ, মিলে নাকো ভবে।
ভেবে নর দিবানিশি, কেন মন ভবে॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সাং সেনহাটী।

মোং ঢাকা।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকালীন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক্ ভিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতল্লনীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৫৮ সংখ্যা] গুরুবার ১৫ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ২৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

গুরুচরণ সেনের মহাজনদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

আগামি ২৬ ফিব্রুআরি শুক্রবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে "ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের,, ১০ নম্বর ভবনে এসাইনির আফিসে গুরুচরণসেনের ইন্সালবেণ্টি বিষয়ে তাঁহার মহাজনদিগের এক বিশেষ সভা হইবেক।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৭ ফিব্রুআরি।

মেং এক, জে, আর, ওয়াকার সাহেব পুর্ণিয়া জিলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, এবং ঐ জিলার চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ পর্ব্বতিবড়ুয়া শিবসাগরের অন্তঃপাতি গোলাঘাটের সদর আমীন হইয়াছেন।

১৯ ফিব্রুআরি।

মেং এচ, ডি, সুইণ্টিং সাহেব রঙ্গপুর জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের আসিষ্টাণ্ট হইয়াছেন।

২০ ফিব্রুআরি।

মেং আর, এফ, টমসন সাহেব মালদহের সিবিল ষ্টেসনারির চিকিৎসাকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্মীপুরের আফিসিএটিং প্রিন্সিপেল আসিষ্টাণ্ট, লেপ্টেনাণ্ট, এচ, এস, বিভার সাহেব তথাকার বিবাহ সম্বন্ধীয় রেজিষ্টর হইয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর।

১৫ফাল্গুন শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা কতিপয় ছাত্ররচিত নিম্নস্থ পত্রখানি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়! পিতা মাতা আপন আপন শিশু সন্তান সমূহকে তাহারদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্ত নানাবিধ সুস্বাদু সুরস-মিষ্টান্ন সামগ্রীর আশা দিয়া যেরূপ বিদ্যানুশীলনে অনুরত করিয়াথাকেন, সেইরূপ পারিতোষিকপ্রদাতা বিচক্ষণ মহাত্মা মহাশয় পারিতোষিক প্রদানের প্রলোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভবিষ্যতে যাহাতে আমারদিগের মহামঙ্গল হইবে তাহা করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, ইহাতে আমরা যে সেই দেশহিতৈষি বাবুর নিকটে যাবজ্জীবনের জন্য এক অপরিশোধ্য-ঋণজালে বদ্ধ রহিলাম অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে ও অকপটে একথা স্বীকার করিতে হইবেক। বরং পিতা মাতা অপেক্ষাও তাঁহাকে মহামঙ্গলেচ্ছুক বলা বিধেয় হইতেছে,যেহেতু তাঁহারা সন্তানদিগের সন্নিধানে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ-মঙ্গল প্রত্যাশা করিয়াথাকেন, কিন্তু ইনি স্বীয় মঙ্গলের প্রত্যাশা না রাখিয়া নিরাশ্রয় বিদ্যার্থি নিচয়ের আশ্রয় হইয়া কেবল

কার করণের মানসেই এই শুভ-
ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অ-
তএব বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের নিকটে
প্রতিক্ষণেই প্রার্থনা, যে, তিনি এই
ধনরাশি গুণরাশি উৎসাহক মহাশয়-
কে দীর্ঘায়ুঃকরুন,তাহা হইলেই অ-
স্মদ্দেশের অপরিসীম কল্যাণের স-
ম্ভাবনা, এইক্ষণে পারিতোষিকদাতা
মহাশয়ের নিকটে আমাদের নিবে-
দন এই যে, তিনি যদি করুণা বিতরণ
পূর্ব্বক পার্ণেল নামক বিখ্যাত ইং-
রাজী কবির " হার্ম্মিট ., অভিধেয়
কবিতা বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ ক-
রিবার জন্য সমস্ত মার্চ্চ মাস সময়
দেন তাহা হইলে আমরা চিরবাধি-
ত থাকিব, কেননা নির্দ্দিষ্ট সংক্ষেপ
সময়ের মধ্যে অনুবাদ সম্পাদন করা
অতি দুরুহ হইয়াছে, তিনি যদ্যপি
আমাদের প্রর্থনায় সম্মত হয়েন তবে
আমরা কতিপয় ছাত্র পরস্পর প্রতি-
যোগিতাপূর্ব্বক লেখনী-শরাসন ধারণ
করত কবিতাযুদ্ধের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্র-
বেশ করিতে সাহসি হইতে পারি,.।

আপনার চিরবাধ্য
কতিপয় ছাত্রানাং। ,,

পারিতোষিকপ্রদাতা, যে কি প-
র্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ও মহৎ তাহা
সর্ব্বসাধারণের অবিদিত নাই, অত-
এব লেখনী দ্বারা তদ্বিশেষ উল্লেখ
করাই বাহুল্য মাত্র। তিনি এবং তাঁ-
হার পরিবারস্থ সমস্ত মহাত্মাই সর্ব্ব-
প্রকার দেশহিতজনক ব্যাপারে যথা
সাধ্য আনুকূল্য করিয়া থাকেন, অ-
শেষবিধ সৎকর্ম্মে ধনের, জীবনের
এবং সময়ের সার্থকতা করণে ত্রুটি
করেননা, বরং কোনো কোনো মঙ্গ-
লময়-কার্য্যে সর্ব্বস্বান্ত করিতেও স্থির-
প্রতিজ্ঞ হয়েন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত
" হিন্দুমেট্রপলিটন কালেজ ,, ঐ বৃ-
হদ্বিদ্যালয় স্থাপনে ও সংরক্ষণে তাঁ-
হারা পূর্ব্বে কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপার
করিয়াছেন এবং এইক্ষণেও কি পর্য্যন্ত
করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্তস্থল আ-
মরা দেখিতে পাইনা। নিশ্চিতরূপে
জানিয়াছি, উক্ত পাঠাগারকে সজীব
রাখিবার জন্য দত্তবাবুরা (কয়েক
বৎসরে শরীরগত শ্রম, ক্লেশ ও ত-
দনুসাঙ্গিক মনোগত ব্যাপারের তো
কথাই নাই) তদ্ব্যতীত আপনারদি-
গের ভাণ্ডার হইতে একলক্ষ কয়েক
হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন,আরো
কত করিবেন তাহার সংখ্যা নাই,অ-
পিচ এই সম্বন্ধে যে কত টাকা বাজে
খরচ পড়িয়াছে, খাতায় তাহার অ-
ঙ্কপাত হয় নাই। কি পরিতাপ! এ-
তদ্রূপ স্বদেশের গৌরববর্দ্ধক মহাহি-
তকর ব্যাপারে দেশস্থ মহাশয়েরা
উচিতমত অনুরাগ ও আনুকূল্য ক-
রিলেননা, তাঁহারা কেহই ধনের দ্বারা
সাহায্য করণে ভারগ্রস্ত হননাই,কে-
বল মনের উৎসাহে আপনাপন গৃ-
হের বালকগুলিকে পাঠাইলেই কর্ত্ত-
ব্য কর্ম্ম সাধন করা হইত। বিদ্যাল-
য়কে সর্ব্বতোভাবে যে অবধি উন্নত
এবং উৎকৃষ্ট করিতে হয় তাহাই
করা হইয়াছে। তবেযে তাঁহারা কেন
স্বসন্তানগণকে প্রেরণ করেননা এই
কথা উল্লেখ করিতেই কেবল অন্তঃ-
করণে অপর্য্যাপ্ত আক্ষেপের উদয়
হয়। সুতরাং এপ্রসঙ্গ পরিহার পু-
র্ব্বক প্রস্তাবিত বিষয় লিখিতেছি।
ছাত্রেরা যে প্রার্থনা করিয়াছে-
ন, তাঁহারদিগের সেই মনোরথ
পূর্ণ করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে,
কেননা ১৫ মার্চ্চ দিবসের মধ্যে পা-
র্ণেলের হার্ম্মিটের অনুবাদ বাঙ্গালা
কবিতায় সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর
নহে, এবং যে সকল ছাত্র দূরস্থ বি-
দ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, এবিষয়ের
বিজ্ঞাপন এপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের
দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সুতরাং অনু-
বাদক-ছাত্রদিগ্যে সংপূর্ণ মার্চ্চ মা-
সটি সময় প্রদানার্থ আমরা অনু-
রোধ করণে কাজেই বাধ্য হইলাম।

সর্ব্বশেষে লেখনী পরিত্যাগকা-
লীন আমারদিগের পরম হিতার্থি
বিশেষ সাহায্যকারি দত্ত বাবুদিগে
বিশেষতঃ বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে
এই একটি অনুরোধ করি, কোনো
বিষয়ের অনুবাদ না হয়, তিনি এমত
একটি মূল-প্রবন্ধপ্ররচনা-বিষয়ক
প্রস্তাব প্রদান করুন, যাহাতে স
দয় রচনানুরাগি-যুবক-লেখকে
স্বাধীনচিত্তে আপনাপন ক্ষমতা
সারে ভাব, অর্থ, অভিপ্রায়াদি সং-
কারে গদ্য পদ্যময়ী রচনা প্রদান
করিতে পারেন।

ইংরাজী কবিতার বাঙ্গালা অ-
নুবাদ একে অত্যন্ত কঠিন, তাহাতে
আবার সকল ছাত্রের ইংরাজী ভা-
ষায় কিছু সমান সংস্কার নাই
কোনো ব্যক্তি বিলিতি পদ্যের যথার্থ
মর্ম্ম বিলক্ষণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারেন, —কিন্তু তাঁহার রচনাশক্তি
তাদৃশ নাই, কোনো ব্যক্তি তাহার
স্বরূপার্থ বোধে অক্ষম, অথচ তাঁহার
রচনাশক্তি ভালই আছে।—এই উ-
ভয় কারণে এতদ্রূপ বিষয়ে লেখক
ও কবিদিগের স্বীয় স্বীয় শক্তির যথা-
র্থরূপ পরীক্ষা করা হয়না। ফলতঃ
আমি ইহাও অবশ্য স্বীকার করিব,

যাঁহার ইংরাজীতে উত্তম অধিকার
ও বঙ্গভাষায় অনুবাদের বিশিষ্টরূপ
ক্ষমতা আছে, সেই ব্যক্তিই প্রচুর-
তম প্রশংসা প্রাপণের পাত্র বটেন,
কিন্তু একথাটি স্বীকার করিয়াও এ-
রূপ উল্লেখ করিতে হইবে, যে, এ-
তদ্দ্বারা তাঁহার স্বকীয় মানসিকশক্তি
ও অভিপ্রায়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়না,
অতএব বিদ্যাবিষয়ের এবং কবি-
তার উৎসাহদাতা পারিতোষিক-
প্রদাতা স্বভাবদাতা মহাশয় আমার
এই উপরোধটি রক্ষা করুন, এবং
আর একটি ভিক্ষা দিন, এরূপ প্র-
কারে যাঁহার রচিত সন্দর্ভ সর্ব্বমূল-
লক্ষণ-সুসম্পন্ন হইবে, আমি সেই প্র-
বন্ধটি আগামি ১২৬৫ সালের বৈ-
শাখ মাসের প্রথম দিবসের প্রভা-
করে প্রকটন পূর্ব্বক যথা সমাদরে
প্রকাশ্যসভায় পাঠ করিব, উমেশ
বাবু সেই সভায় সভাপতি হইয়া
সেই লেখককে স্বহস্তে পারিতোষিক
প্রদান করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

নিম্নস্থ পত্রখানি বহুকালের পর
প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকটন করিলা-
ম,পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ
করুন, এইস্থলে পত্রপ্রেরক মহাশয়-
কে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি
যে তিনি স্বাবকাশানুসারে সমস্ত বি-
ষয়ের সমাচারাদি বিশেষ করিয়া লি
খিয়া বাধিত করিবেন।

" আমরা ৬ জুলাই তারিখে
কি পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম
তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে প্রকটন
করিতেছি এতদ্দ্বারা অবগত হইতে
পারিবেন ৫ জুলাই তারিখে নিমচ ও
ও অন্য আর আর স্থানের বিদ্রোহি
সৈন্য প্রায় পঞ্চ সহস্র একত্র হইয়া
আগ্রার দুর্গ গ্রহণ করিবে এমত ক-
ল্পনা করিয়া আগ্রার এক ক্রোশ অ-
ন্তর আসিয়া উত্তীর্ণ হওয়াতে ইংরাজ
বাহাদুরেরা সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রে পঞ্চ
শত শ্বেতপদাতিক সৈন্য এবং ৬ টা
তোপ লইয়া বিপক্ষ সমীপে অগ্রসর
হইলে পরস্পর ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তো-
পের দ্বারা সম্ভাষণ হইতে লাগিল,
ইংরাজ বাহাদুরেরা অতুল সাহসের
সহিত গোলাবৃষ্টি করাতে বিপক্ষেরা
সংগ্রামে অস্থির হইয়া পলায়ন করি-
বে এমত মানস করিতেছিল,সেই স-
ময়ে বাহাদুরেরা যুদ্ধের দ্রব্যাদি অ-
র্থাৎ গোলা ও বারুদের স্বল্পতা ও
সন্ধ্যা কাল আগত দেখিয়া বিউগুল
দ্বারা পশ্চাতে গমন করিবার আদেশ
করাতে বিপক্ষেরা জানিল বাহাদু-
রেরা গুপ্তস্থানে প্রবেশ করিবেন,বি-
উগুল দ্বারা আদেশ করিতেছেন,ইহা
বিবেচনা করিয়া চারিশত অশ্বারোহি
সৈন্য বাহাদুরদিগের পশ্চাৎপশ্চাৎ
ধাবমান হওয়াতে বাহাদুরেরা অতি
বেগে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি-
য়া দুই ভয়ঙ্কর তোপধ্বনি করাতে বি-
পক্ষেরা অগ্রসর না হইয়া আপনার
দিগের শিবিরে প্রত্যাগমন করিল,
বিপক্ষদিগের গোলা ও বারুদ অ-
ত্যল্প থাকা প্রযুক্ত ঐ রজনীতেই
এস্থান পরিত্যাগ পুরঃসর মথুরাভি-
মুখে গমন করিল, সহরের যবনেরা
ও অপরাপর অসভ্য লোক সকল
ইংরাজেরা বৈরী কর্ত্তৃক নিঃশেষ হ-
ইয়াছে বিবেচনা করিয়া সাহেবদি-
গের অবস্থানের বাটী অগ্নির দ্বারা দগ্ধ
ও দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আপন
আপন বাটীতে আগমন করিতে
গিল, ৬ তারিখে ঐ অসভ্যেরা এ
হইয়া এই ঘোষণা করিতে লাগিল,
"রাজ্য দিল্লীর বাদশাহের,হুকুম সি-
পাহির ,, ইহাদিগের মধ্যে এখান-
কার পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারি,তিনি
সকলের প্রধান হইয়া অনুচরদি-
গকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে যে
ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাহাদিগের
অগ্রে মস্তকচ্ছেদন করিয়া পরিশেষে
যাহারা ম্লেচ্ছভাষা অধ্যয়ন করিয়াছে
তাহারদিগেরও প্রাণ সংহার করহ,
এই আদেশ অনুচরেরা পাইবা মাত্র
নিরপরাধি ব্যক্তিদিগকে স্ত্রীপুত্র স-
হিত ধ্বংস করিতে লাগিল,এই নিষ্ঠু-
রতা সংবাদ বাহাদুরেরা প্রাপ্ত হই-
য়া ৭ তারিখে কতিপয় শ্বেত পদাতি-
ক সৈন্য এবং দুইটা তোপ সহিত
দুর্গ হইতে সহরে আগমন করাতে
নিষ্ঠুরেরা কোথায় প্রস্থান করিল
আর তাহারদিগের কায় দর্শন হ-
ইলনা,স্বর্গীয় কাপ্তেবিন সাহেব অত্য-
ন্ত দয়াবান ছিলেন,তিনি এই অনুম-
তি প্রচার করিলেন, যে, যে ব্যক্তি
সাহেবদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ ক-
রিয়াছে তাহারা ৩ দিবসের মধ্যে
সেই সকল দ্রব্য রাজমার্গে কিম্বা
অন্য অন্য উত্তম স্থানে নিজ নিজ
বাটী হইতে রাখিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে
কালযাপন করহ, এই আজ্ঞা প্রচার
হওয়াতে অসভ্য ব্যক্তিরা অপহৃত
দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে না পারিয়া
ভগ্নমনে দ্রব্যাদি ভগ্ন করিয়া কেহবা
রাজমার্গে কেহবা যমুনানীরে রজ-
নীযোগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল,
এবপ্রকার চূর্ণ করিয়া ক্ষেপণ করি-
তে লাগিল, যে, তাহা আর পুন-

কার করণের মানসেই এই শুভ-
ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অ-
তএব বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের নিকটে
প্রতিক্ষণেই প্রার্থনা, যে, তিনি এই
ধনরাশি গুণরাশি উৎসাহক মহাশয়-
কে দীর্ঘায়ুঃকরুন,তাহা হইলেই অ-
স্মদ্দেশের অপরিসীম কল্যাণের স-
ম্ভাবনা, এইক্ষণে পারিতোষিকদাতা
মহাশয়ের নিকটে আমাদের নিবে-
দন এই যে, তিনি যদি করুণা বিতরণ
পূর্ব্বক পার্ণেল নামক বিখ্যাত ইং-
রাজী কবির " হার্ম্মিট ,, অভিধেয়
কবিতা বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ ক-
রিবার জন্য সমস্ত মার্চ্চ মাস সময়
দেন তাহা হইলে আমরা চিরবাধি-
ত থাকিব, কেননা নির্দ্দিষ্ট সংক্ষেপ
সময়ের মধ্যে অনুবাদ সম্পাদন করা
অতি দুরুহ হইয়াছে, তিনি যদ্যপি
আমাদের প্রর্থনায় সম্মত হয়েন তবে
আমরা কতিপয় ছাত্র পরস্পর প্রতি-
যোগিতাপূর্ব্বক লেখনী-শরাসন ধারণ
করত কবিতাযুদ্ধের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্র-
বেশ করিতে সাহসি হইতে পারি,,।

আপনার চিরবাধ্য
কতিপয় ছাত্রানাং। ,,

পারিতোষিকপ্রদাতা, যে কি প-
র্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ও মহৎ তাহা
সর্ব্বসাধারণের অবিদিত নাই, অত-
এব লেখনী দ্বারা তদ্বিশেষ উল্লেখ
করাই বাহুল্য মাত্র। তিনি এবং তাঁ-
হার পরিবারস্থ সমস্ত মহাত্মাই সর্ব্ব-
প্রকার দেশহিতজনক ব্যাপারে যথা
সাধ্য আনুকুল্য করিয়া থাকেন, অ-
শেষবিধ সৎকর্ম্মে ধনের, জীবনের
এবং সময়ের সার্থকতা করণে ত্রুটি
করেননা, বরং কোনো কোনো মঙ্গ-
লময়-কার্য্যে সর্ব্বস্বান্ত করিতেও স্থির-
প্রতিজ্ঞ হয়েন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত
" হিন্দুমেট্রপলিটন কালেজ ,, ঐ বৃ-
হদ্বিদ্যালয় স্থাপনে ও সংরক্ষণে তাঁ-
হারা পূর্ব্বে কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপার
করিয়াছেন এবং এইক্ষণেও কি পর্য্যন্ত
করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্তস্থল আ-
মরা দেখিতে পাইনা। নিশ্চিতরূপে
জানিয়াছি, উক্ত পাঠাগারকে সজীব
রাখিবার জন্য দত্তবাবুরা (কয়েক
বৎসরে শরীরগত শ্রম, ক্লেশ ও ত-
দনুসাঙ্গিক মনোগত ব্যাপারের তো
কথাই নাই) তদ্ব্যতীত আপনারদি-
গের ভাণ্ডার হইতে একলক্ষ কয়েক
হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন,আরো
কত করিবেন তাহার সংখ্যা নাই,অ-
পিচ এই সম্বন্ধে যে কত টাকা বাজে
খরচ পড়িয়াছে, খাতায় তাহার অ-
ঙ্কপাত হয় নাই। কি পরিতাপ! এ-
তদ্রূপ স্বদেশের গৌরববর্দ্ধক মহাহি-
তকর ব্যাপারে দেশস্থ মহাশয়েরা
উচিতমত অনুরাগ ও আনুকুল্য ক-
রিলেননা, তাঁহারা কেহই ধনের দ্বারা
সাহায্য করণে ভারগ্রস্ত হননাই,কে-
বল মনের উৎসাহে আপনাপন গৃ-
হের বালকগুলিকে পাঠাইলেই কর্ত্ত-
ব্য কর্ম্ম সাধন করা হইত। বিদ্যাল-
য়কে সর্ব্বতোভাবে যে অবধি উন্নত
এবং উৎকৃষ্ট করিতে হয় তাহাই
করা হইয়াছে। তবেযে তাঁহারা কেন
স্বসন্তানগণকে প্রেরণ করেননা এই
কথা উল্লেখ করিতেই কেবল অন্তঃ-
করণে অপর্য্যাপ্ত আক্ষেপের উদয়
হয়। সুতরাং এপ্রসঙ্গ পরিহার পূ-
র্ব্বক প্রস্তাবিত বিষয় লিখিতেছি।
ছাত্রেরা যে প্রার্থনা করিয়াছে-
ন, তাঁহারদিগের সেই মনোরথ
পূর্ণ করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে,
কেননা ১৫ মার্চ্চ দিবসের মধ্যে পা-
র্ণেলের হার্ম্মিটের অনুবাদ বাঙ্গালা
কবিতায় সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর
নহে, এবং যে সকল ছাত্র দূরস্থ বি-
দ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, এবিষয়ের
বিজ্ঞাপন এপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের
দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সুতরাং অনু-
বাদক-ছাত্রদিগ্যে সংপূর্ণ মার্চ্চ মা-
সটি সময় প্রদানার্থ আমরা অনু-
রোধ করণে কাজেই বাধ্য হইলাম।

সর্ব্বশেষে লেখনী পরিত্যাগকা-
লীন আমারদিগের পরম হিতার্থি-
বিশেষ সাহায্যকারি দত্ত বাবুদিগ্যে
বিশেষতঃ বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে
এই একটি অনুরোধ করি, কোনো
বিষয়ের অনুবাদ না হয়, তিনি এমত
একটি মুল-প্রবন্ধপ্ররচনা-বিষয়ক
প্রস্তাব প্রদান করুন, যাহাতে সমু-
দয় রচনানুরাগি-যুবক-লেখকেরা
স্বাধীনচিত্তে আপনাপন ক্ষমতানু-
সারে ভাব, অর্থ, অভিপ্রায়াদি সহ-
কারে গদ্য পদ্যময়ী রচনা প্রদান
করিতে পারেন।

ইংরাজী কবিতার বাঙ্গালা অ-
নুবাদ একে অত্যন্ত কঠিন, তাহাতে
আবার সকল ছাত্রের ইংরাজী ভা-
ষায় কিছু সমান সংস্কার নাই,
কোনো ব্যক্তি বিলিতি পদ্যের যথার্থ
মর্ম্ম বিলক্ষণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারেন, —কিন্তু তাঁহার রচনাশক্তি
তাদৃশ নাই, কোনো ব্যক্তি তাহার
স্বরূপার্থ বোধে অক্ষম, অথচ তাঁহার
রচনাশক্তি ভালই আছে।—এই উ-
ভয় কারণে এতদ্রূপ বিষয়ে লেখক
ও কবিদিগের স্বীয় স্বীয় শক্তির যথা-
র্থরূপ পরীক্ষা করা হয়না। ফলতঃ
আমি ইহাও অবশ্য স্বীকার করিব,

যাঁহার ইংরাজীতে উত্তম অধিকার
ও বঙ্গভাষায় অনুবাদের বিশিষ্টরূপ
ক্ষমতা আছে, সেই ব্যক্তিই প্রচুর-
তম প্রশংসা প্রাপণের পাত্র বটেন,
কিন্তু একথাটি স্বীকার করিয়াও এ-
রূপ উল্লেখ করিতে হইবে, যে, এ-
তদ্দ্বারা তাঁহার স্বকীয় মানসিকশক্তি
ও অভিপ্রায়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়না,
অতএব বিদ্যাবিষয়ের এবং কবি-
তার উৎসাহদাতা পারিতোষিক-
প্রদাতা স্বভাবদাতা মহাশয় আমার
এই উপরোধটি রক্ষা করুন, এবং
আর একটি ভিক্ষা দিন, এরূপ প্র-
কারে যাঁহার রচিত সন্দর্ভ সর্ব্বসুল-
ক্ষণ-সুসম্পন্ন হইবে, আমি সেই প্র-
বন্ধটি আগামি ১২৬৫ সালের বৈ-
শাখ মাসের প্রথম দিবসের প্রভা-
করে প্রকটন পূর্ব্বক যথা সমাদরে
প্রকাশ্যসভায় পাঠ করিব, উমেশ
বাবু সেই সভায় সভাপতি হইয়া
সেই লেখককে স্বহস্তে পারিতোষিক
প্রদান করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

নিম্নস্থ পত্রখানি বহুকালের পর
প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকটন করিলা-
ম,পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ
করুন, এইস্থলে পত্রপ্রেরক মহাশয়-
কে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি
যে তিনি স্বাবকাশানুসারে সমস্ত বি-
ষয়ের সমাচারাদি বিশেষ করিয়া লি
খিয়া বাধিত করিবেন।

" আমরা ৬ জুলাই তারিখে
কি পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম
তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে প্রকটন
করিতেছি এতদ্দ্বারা অবগত হইতে
পারিবেন ৫ জুলাই তারিখে নিমচ ও
ও অন্য আর আর স্থানের বিদ্রোহি
সৈন্য প্রায় পঞ্চ সহস্র একত্র হইয়া
আগ্রার দুর্গ গ্রহণ করিবে এমত ক-
ল্পনা করিয়া আগ্রার এক ক্রোশ অ-
ন্তর আসিয়া উত্তীর্ণ হওয়াতে ইংরাজ
বাহাদুরেরা সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রে পঞ্চ
শত শ্বেতপদাতিক সৈন্য এবং ৬ টা
তোপ লইয়া বিপক্ষ সমীপে অগ্রসর
হইলে পরস্পর ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তো-
পের দ্বারা সম্ভাষণ হইতে লাগিল,
ইংরাজ বাহাদুরেরা অতুল সাহসের
সহিত গোলাবৃষ্টি করাতে বিপক্ষেরা
সংগ্রামে অস্থির হইয়া পলায়ন করি-
বে এমত মানস করিতেছিল,সেই স-
ময়ে বাহাদুরেরা যুদ্ধের দ্রব্যাদি অ-
র্থাৎ গোলা ও বারুদের স্বল্পতা ও
সন্ধ্যা কাল আগত দেখিয়া বিউগুল
দ্বারা পশ্চাতে গমন করিবার আদেশ
করাতে বিপক্ষেরা জানিল বাহাদু-
রেরা গুপ্তস্থানে প্রবেশ করিবেন,বি-
উগুল দ্বারা আদেশ করিতেছেন,ইহা
বিবেচনা করিয়া চারিশত অশ্বারোহি
সৈন্য বাহাদুরদিগের পশ্চাৎপশ্চাৎ
ধাবমান হওয়াতে বাহাদুরেরা অতি
বেগে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি-
য়া দুই ভয়ঙ্কর তোপধ্বনি করাতে বি-
পক্ষেরা অগ্রসর না হইয়া আপনার
দিগের শিবিরে প্রত্যাগমন করিল,
বিপক্ষদিগের গোলা ও বারুদ অ-
ত্যল্প থাকা প্রযুক্ত ঐ রজনীতেই
এস্থান পরিত্যাগ পুরঃসর মথুরাভি-
মুখে গমন করিল, সহরের যবনেরা
ও অপরাপর অসভ্য লোক সকল
ইংরাজেরা বৈরী কর্ত্তৃক নিঃশেষ হ-
ইয়াছে বিবেচনা করিয়া সাহেবদি-
গের অবস্থানের বাটী অগ্নির দ্বারা দগ্ধ
ও দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আপন
আপন বাটীতে আগমন করিতে
গিল, ৬ তারিখে ঐ অসভ্যেরা এ
হইয়া এই ঘোষণা করিতে লাগিল,
"রাজ্য দিল্লীর বাদশাহের,হুকুম সি-
পাহির ,, ইহাদিগের মধ্যে এখান-
কার পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারি,তিনি
সকলের প্রধান হইয়া অনুচরদি-
গকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে যে
ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাহাদিগের
অগ্রে মস্তকচ্ছেদন করিয়া পরিশেষে
যাহারা ম্লেচ্ছভাষা অধ্যয়ন করিয়াছে
তাহারদিগেরও প্রাণ সংহার করহ,
এই আদেশ অনুচরেরা পাইবা মাত্র
নিরপরাধি ব্যক্তিদিগকে স্ত্রীপুত্র স-
হিত ধ্বংস করিতে লাগিল,এই নিষ্ঠু-
রতা সংবাদ বাহাদুরেরা প্রাপ্ত হই-
য়া ৭ তারিখে কতিপয় শ্বেত পদাতি-
ক সৈন্য এবং দুইটা তোপ সহিত
দুর্গ হইতে সহরে আগমন করাতে
নিষ্ঠুরেরা কোথায় প্রস্থান করিল
আর তাহারদিগের কায় দর্শন হ-
ইলনা,স্বর্গীয় কালবিন সাহেব অত্য-
ন্ত দয়াবান ছিলেন,তিনি এই অনুম-
তি প্রচার করিলেন, যে, যে ব্যক্তি
সাহেবদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ ক-
রিয়াছে তাহারা ৩ দিবসের মধ্যে
সেই সকল দ্রব্য রাজমার্গে কিম্বা
অন্য অন্য উত্তম স্থানে নিজ নিজ
বাটী হইতে রাখিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে
কালযাপন করহ, এই আজ্ঞা প্রচার
হওয়াতে অসভ্য ব্যক্তিরা অপহৃত
দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে না পারিয়া
ভগ্নমনে দ্রব্যাদি ভগ্ন করিয়া কেহবা
রাজমার্গে কেহবা যমুনানীরে রজ-
নীযোগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল,
এবপ্রকার চূর্ণ করিয়া ক্ষেপণ করি-
তে লাগিল, যে, তাহা আর পুন-

র ব্যবহার করিবার যোগ্য রহিলা, যাহাহউক, যে প্রকার অধম পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারি সঙ্গিগণকে আদেশ করিয়াছিল, যদ্যপি বাহাদুরেরা দুর্গ হইতে বিলম্বে বাহির হইতেন, তবে আমারদিগের প্রাণ পশ্চাৎ সংহার করিত, ইহার সন্দেহমাত্র ছিলনা।—জগদীশ্বরের দণ্ড দেখুন, উক্ত যবন ব্যক্তি অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া স্বদেশে গমন করিতেছিলেন, যমুনা পার হইবামাত্র দস্যুকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া যোগিবেশে স্ত্রী-পুত্র লইয়া দেশে গমন করিয়াছেন।—ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা, এমত কোনো স্থান দেখিতে পাইনা, অবশ্য ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইবেক, অধিক অবকাশ না থাকাপ্রযুক্ত সকল বিষয় আপনাকে বিদিত করিতে পারিলামনা, কিঞ্চিৎ অবকাশ প্রাপ্ত হইলে, পুনর্লেখনী ধারণ করিয়া সমুদয় লিখিয়া পাঠাইব।—এইক্ষণে জগদীশ্বরের অনুকম্পাতে আমরা ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পূর্ব্ববৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নিরূপদ্রবে কালযাপন করিতেছি, অধুনা শ্রুত হইলাম, শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেব ফতেগড় হইতে ৭ ফিব্রুআরি তারিখে আলাহাবাদে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুত লার্ড কেনিং সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত দিবসেই সন্ধ্যার সময়ে আলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয়শিবিরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি অতি শীঘ্র লক্ষ্ণৌনগরে বহু সৈন্য সমভিব্যবহারে প্রবেশ করিবেন, এমত কথোপকথন শ্রীযুতের সহিত করিয়া ত্বরায় পুনরাগমন করিয়াছেন।—যদ্যপি আপনকার প্রভাকরে প্রকাশ করা যোগ্য বোধ হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার নাম প্রকাশ করিবেননা ইতি।

আগ্রা।
১৩ ফিব্রুআরি।

অনুবাদক ছাত্রদিগের বিষয় আগামিতে প্রকাশ করিব।

চাঁদনিচকের গোবিন্দচন্দ্র ধর এবং তাহার কনিষ্ট-পুত্রের মৃত্যুর বিষয়ে গত কল্য কর্ণর সাহেবের তদন্ত শেষ হয় নাই, কারণ ঐ মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের কয়েকখানা অলঙ্কার লালবাজারের সান্নিধ্য কোনো পাতকুয়ামধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব ইহার বিশেষ তদন্ত আগামিতে হইবেক।

বিলাতের সংবাদে দৃষ্ট হইল সংপ্রতি বানিজ্যের বাজারের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশেই মঙ্গল, রেসম, চা, মসিনা, চিনি, কার্ফ, চাউল, মসলা, তুলা, চামড়া, সোরা এবং তিসি, এই সকল দ্রব্যের দর কিঞ্চিৎ গরম হইয়াছে, এবং বাজারে উত্তমরূপে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, ভবিষ্যতে এই ভারত ভূমি কোম্পানির হস্ত হইতে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনে হইবায় নানা কথার আন্দোলন হইতেছে।

কাণপুরের সমর সম্বন্ধীয় সংবাদ বিলাতে প্রেরিত হওয়ায় সকলেই কিঞ্চিন্মাত্র ভাবনাযুক্ত হইয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গত ১৫ তারিখে লক্ষ্ণৌর অন্তঃপাতি কোনো স্থান হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার মর্ম্ম এস্থান হইতে আলমবাগ অবধি পথমধ্যে কোনোরূপ গোলোযোগ নাই, এস্থান দিয়া প্রত্যহ বিস্তর সেনা শত্রুদলনার্থ গমন করিতেছে, গত কল্য ১৫ ৮৮ উষ্ট্র এবং ৮৫০ খানা মালের গাড়ী বিবিধ সমরসংক্রান্ত গোলা গুলি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া রণস্থলে গমন করিয়াছে।

গোরক্ষপুরের ১৭ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে ফৈজাবাদ হইতে বিস্তর বিদ্রোহি সেনা গোগরা নদী পার হইয়া এস্থানে আগমন করনার্থ উদ্যোগ করিতেছে, শুনাগেল যে অতি শীঘ্রই কতক গুলীন ইউমিনরি কেবেলরি সেনা ঐ দুরাত্মাদিগের আগমনের পথ রোধ করনার্থ প্রেরিত হইবেক।

গত কল্য প্রত্যূষে মহারাণীর ৬ সংখ্যক দলের কতকগুলীন সেনা রাজধানী পরিত্যাগ পুরঃসর রাণিগঞ্জে যাত্রা করিয়াছেন, তথাইতে তাহারা শীঘ্রই উত্তর পশ্চিম রাজ্য শত্রুবিনাশার্থে গমন করিবেক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

ক্রোড়পত্র।

সন ১২৬৪ সাল ১৫ ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন

প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বহুমূল্য ভূমি-সম্পত্তি বিক্রয়।

মিস্থুয়ার্স মেকেঞ্জি লাএল এণ্ড কোম্পানিরা এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে কলিকাতার অন্তঃপাতি এবং মফঃসলস্থিত নীচের লিখিত বহুমূল্য ভূমি-সম্পত্তি সকল ১৮৫৮ সালের আগামি ৬ মার্চ্চ শনিবারে এক্সচেঞ্জ হৌসের কমর্সিয়েল সেল রুম অর্থাৎ নীলাম ঘরে বিক্রয় হইবেক।

কলিকাতার অন্তঃপাতি সুতানুটির শামিল।

লাটের নম্বর।	বাটী এবং বাটীর নম্বর।	রাস্তা।	ভূমির পরিমাণ কমবেশ।	বার্ষিক রাজস্ব যাহা সুতানুটির তালুকদারকে দিতে হয়।	ভূমি-সম্পত্তির বিবরণ এবং সীমানা।
			ভূমি।	টাকা।	
১	৮৬	চীৎপুর রোড।	।৩।৶	১।৵৮৬	গরাণহাটায় এক খণ্ড ভাড়াটিয়া জমী মায় এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী, তাহার চতুঃসীমা, উত্তর হরমোহন মুখোপাধ্যায়ের ভূমি। দক্ষিণ এক নরদমা সংযুক্ত গলি। পূর্ব্ব গোপাল মিত্র এবং গোবিন্দ মিত্রের বাটী। এবং পশ্চিম চীৎপুর রোড।
২	১৮	ইমামবক্স খানাদারের গলি।	৵২৸০	।৶	সোনাগাজিতে এক খণ্ড ভূমি ও এক ভাঙ্গা বাটী, তাহার চতুঃসীমা, উত্তর উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী। দক্ষিণ অনন্ত রাঁড়ের বাটী। পূর্ব্ব গলি। এবং পশ্চিম শ্যামা রাঁড় ও তারা রাঁড়ের জমী।
৩	১৭	মসজিদ বাটী ষ্ট্রিট	৩৸৩	১২।৵১৫	দর্জিপাড়ায় এক খণ্ড ভাড়াটিয়া জমী মায় এক পুষ্করিণী, তাহার চতুঃসীমা, উত্তর মসজিদ বাটী ষ্ট্রিট। দক্ষিণ রূপচাঁদ তাঁতি ও বলাই শীল ও পঞ্চু শীলের জমী। পূর্ব্ব তনু ওস্তাগরের বাটী। পশ্চিম মসজিদবাটী ষ্ট্রিট ও লাল ওস্তাগরের মসজিদ।
৪	৮৩	ঐ	।১৵০	১।৵৬০	দর্জিপাড়ায় এক খণ্ড ভাড়াটিয়া জমী, তাহার চতুঃসীমা উত্তর ধনমণি দাসীর বাটী। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব মসজিদবাটী ষ্ট্রিট এবং পশ্চিম রূপচাঁদ কর্ম্মকারের বাটী।

মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বহুমূল্যযুক্ত ভূমি-সম্পত্তি সকল।

লাটের নম্বর।	বাটী এবং বাটীর নম্বর।	রাস্তা।	ভূমির পরিমাণ কমবেশ।	কলিকাতার কালেক্টরিতে যে রাজস্ব দিতে হয়।	সম্পত্তির বিবরণ এবং সীমানা।

ଜାତ୍ୟୁଦ୍ଭିତ୍ତେ ମଦ୍ରେଷ୍ଟଗଉ ଜାନାକ ଏକ ସେ ତାଡ଼ାଉଆ
ଉଜାଣି, ତାଡ଼ୋର ତନ୍ତୁ ଗାଁମା, ଉତ୍ତର ମ୍ଚ୍ଛୁ ବାଡ଼ାର ଡ଼ିଉ ତ ।
ମଜିଷ୍ଟ ମଜଟାରୀ ଜାନମା ଏବଂ ସ୍ୱବଦାଁଚିର ତ ଜ୍ୟ । ପୂର୍ବ
ଜଜାଁଚ ମିଟ୍ଟିଲ୍ଲ ବାଡ଼ି ଓ ଟ୍ୟ ଏବଂ ଏଜଡ଼ଯକ ଡ଼ି ଜ୍ୟ । ଏବଂ
ପୂର୍ବଓ ମଜଟାରୀ ଜାନମା ଓ ସଜିମାନ ମିଜେରର ଟ୍ୟ ।
ଏକ ସେ ତାଡ଼ାଉଆ ଉଜାଣି, ତାଡ଼ୋର ତନ୍ତୁ ଗାଁମା, ଉତ୍ତର
ମଜଟାରୀ ଜାନମା ଏବଂ ଟ୍ୟୁଜମାଁମାର ଉଜାଣି । ମଜିଷ୍ଟ ମଜଟାରୀ
ଜାନମା । ପୂର୍ବ ମଜଟାରୀ ଜାନମା ଓ ମାଡ଼ାଉମା ଜାଁମର
ସାଡ଼ାଁ । ଏବଂ ପାଜିମ ମ୍ଚ୍ଛୁଟ୍ଟ ମିଜେରର ଟ୍ୟ ।
ଟିମାଡ଼ାଉମାର ଏକ ସ ତାଡ଼ାଉଆ ଉଜାଣି ଆର ଏକ ପୂର୍ବ-
ମିଜେ, ତାଡ଼ାର ତନ୍ତୁ ଗାଁମା, ଉତ୍ତର ଗାଡ଼ାଉଆ ମେଜାଜର ଗାଁମ ଓ
ଜଜାଁଚମ ସ୍ୱବାଡ଼ାର ଓ ଟ୍ୟ ଏଟ୍ଟେର ବାଁ । ମଜିଷ୍ଟ ଏକ
ମ୍ଚ୍ଛୁମ । ପୂର୍ବ ଏକ ଗାଁଲ ଏବ ମିଜେରର ମ ଗାଁଜେଜ ବାଁ । ଏବଂ
ପାଜିମ ସ୍ୱବାଡ଼ାର ଜାନମା ଏବଂ ଜାଁମାଡ଼ ମ ସ୍ୱବାଜ ଓ
ମିଜେରର ସ୍ୱବାଁଚେର ବାଁ ।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

মহানগর কলিকাতার শাখানগর অর্থাৎ নিকটস্থ স্থানের অন্তঃপাতি বহুমূল্য ভূমি সম্পত্তি সকল।

লাটের নম্বর।	সম্পত্তির স্থান নির্দ্দেশ।	ভূমির পরিমাণ কমবেশ	জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে যে রাজস্ব দিতে হয়।	সম্পত্তির বিবরণ এবং সীমানা।
৮	উলটাডিঙ্গির শামিল বেনেবাগান	৪৩।৩৸১০	৯২৲	একখণ্ড বাগান মায় এক বৈঠকখানা ও এক বাঙ্গালা ঘর এবং পুষ্করিণী। তাহার চতুঃসীমা উত্তর গবর্ণমেন্টের ভূমি। দক্ষিণ হরলাল মল্লিক ও নবকৃষ্ণ মল্লিকের বাগান। পূর্ব্ব এক গলি এবং মাধবচন্দ্র দত্ত এবং রাজকিশোর দত্তের বাগান। পশ্চিম রায় প্রসন্ননারায়ণ দেব এবং রামজয় ঘোষের বাগান ও তেলিঙ্গাবাগ।
৯	উল্‌টাডিঙ্গির শামিল মুরুলিবাগান	৫৩।১	৫৮৸১৫	এক খণ্ড ভাড়াটিয়া জমী মায় এক পুষ্করিণী এবং বৃক্ষাদি, কিন্তু তন্মধ্যস্থিত ইট ও সুরকি ছাড়া। তাহার চতুঃসীমা, উত্তর মৃত কৃষ্ণমোহন বশাখের বাগান। দক্ষিণ এক গলি এবং কৃষ্ণমোহন বশাখ ও মধুসূদন রায়ের বাগান। পূর্ব্ব এক গলি ও মদনমোহন ঘোষাল ও বলাই দত্ত ও গোকুলচন্দ্র দেবের বাগান। এবং পশ্চিম হারু সেখদিগর এবং তনু সেখ ও বানুবিবি ও মৃত রামকমল সেনের বাগান।
১০	উলটাডিঙ্গির শামিল শ্যামমণ্ডলের ছোটবাগান	৫।৷০।১০	১০।৵১৫	এক খণ্ড ভাড়াটিয়া জমী, মায় এক পুষ্করিণী তাহার চতুঃসীমা, উত্তর ভোলানাথ দত্তের জমী। দক্ষিণ আইন সাহেবের পুষ্করিণী। পূর্ব্ব আইন সাহেব ও আমর সাহেবের বাগান। এবং পশ্চিম গবর্ণমেণ্টের জমী।
১১	শ্যামবাজারের শামিল নিকারিপাড়ার ভূমি।	৸১০	২।৵০	ডিহি পঞ্চান্নগ্রামের শামিল এক খণ্ড ভাড়াটিয়া জমী তাহার চতুঃসীমা, উত্তর গৌরদাসীর বাটী। দক্ষিণ মহেন্দ্রনারায়ণ বসুর জমী। পূর্ব্ব মহেন্দ্রনারায়ণ বসুর জমী। এবং পশ্চিম মহেন্দ্রনারায়ণ বসু এবং ৺রাজা রাজকৃষ্টের জমী।
১২	ইটালিখালের পার্শ্বস্থ জমী।	।০	৷৷১৫	এক খণ্ড ভাড়াটিয়া জমী তাহার চতুঃসীমা, উত্তর ইটিলিখালের তীরস্থ রাস্তা। দক্ষিণ মুন্সি হানিফের বাটী এবং পুষ্করিণী। পূর্ব্ব ক্ষেত্রমণি দাসীর জমী। এবং পশ্চিম দোলগোবিন্দ রায়ের চুনের আড়ৎ।

মফঃসলস্থ বহুমূল্য তালুক।

লাটের নম্বর	সম্পত্তির স্থান নির্দ্দেশ।	তালুকের নম্বর।	বার্ষিক মুনফা	সম্পত্তির বিবরণ।
১৩	কিসমৎ হাওড়া চর হাওড়া।	নং ৪৭৫ নং ১০৮৯	৬৪১৷৷৵১১	হাওড়া তালুকের ৵০ আনা অংশ সদর মালগুজারী ৮৬৪৸১৫

এ বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ মিসুয়ার্স মেকিঞ্জি লায়েল এণ্ড কোম্পানিদিগের নিকট জানিতে পারিবেন।

তাবৎ বিষয়ের খরচ ক্রেতাদিগকে দিতে হইবেক।

সংবাদপ্রভাকর

আতিবন্দ্য

প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রামরকাতরীয়মধুরং গুঞ্জদ্গুণং ধাবতি।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তান্তদ্বিরেফাবরাঃ॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৵০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৫৯ সংখ্যা] শুক্রবার ১৬ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ২৬ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল [মাসিক মুল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

গুরুচরণ সেনের মহাজনদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

আগামি ২৬ ফিব্রুআরি শুক্রবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের ১০ নম্বর ভবনে এসাইনির আফিসে গুরুচরণসেনের ইন্সালবেণ্ট বিষয়ে তাঁহার মহাজনদিগের এক বিশেষ সভা হইবেক।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ফাল্গুন শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমারদিগের ফতেগড়স্থ বন্ধু বিদ্রোহ ঘটনার সমস্ত বিবরণ যাহা কবিতায় রচনা পুর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই যে, সেই কবিতা গুলির অক্ষর এরূপ অস্পষ্ট যে আমরা তাহা পাঠ পুর্ব্বক কোনো রূপেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলামনা, আর ছন্দাদিতেও দোষ হইয়াছে, অতএব বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি পত্র প্রেরক মহাশয় পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সেই বিষয়টি গদ্যে লিখিয়া প্রেরণ করিবেন, তাহা করিলে আমরা তাঁহার নিকট চিরোপকৃত ও বিশেষ বাধ্য হইব, পদ্য রচনায় তাঁহার পরিশ্রম বিফল হওয়াতে তিনি যেন ক্ষুব্ধ না হন, এতদ্রূপ সকল বিষয়ে গদ্য রচনা যেমন উত্তম হয়, পদ্য রচনা সেরূপ হয় না, তিনি কবিতা রচনায় নিতান্তই উৎসুক হন, সে বড় সুখের বিষয়, কিন্তু গত ১১ ও ১৭ মাঘ এবং ১ ও ৭ ফাল্গুনের প্রভাকরে আমরা পদ্য প্ররচনার যে কয়েকটি পদ্ধতিপথ প্রকাশ করিয়াছি, তিনি সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক রচনায় প্রবৃত্ত হউন, তাহাতে আর কোনো প্রকার দোষ ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবেক না, যতই চালনা করিবেন ততই সুখী হইতে থাকিবেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে,ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত কবি গোল্ডস্মিথের "হার্মিট,, নামক কাব্যের অনুবাদ বিষয়ে গত নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের প্রভাকরে মধ্যে মধ্যে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইত, সংপ্রতি সেই অনুবাদ সমাপ্ত হইবাতে পরীক্ষক মহাশয়েরা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক যাহা নিষ্পত্তি করিয়াছেন সাধারণের সুগোচরার্থ তাহা পত্রস্থ করিতেছি। অন্যান্য অনুবাদকদিগের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু, বাবু রাধামাধব মিত্র আর (দ) স্বাক্ষরকারির রচনা অপেক্ষাকৃত অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবাতে সেই তিন খানিই সর্ব্বাগ্রেই মনোনীত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে কোন্‌খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তজ্জন্য পারিতোষিক পাইবার যোগ্য তাহা নির্ব্বাচন করা তত সহজ হয় নাই, পুরস্কার প্রদাতা যে দুই জনকে পরীক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক জন প্রথমোক্ত অনুবাদককে অন্য

জন শেষোক্ত লেখককে অঙ্গীকৃত পারিতোষিকের যোগ্য বলিয়া স্থির করেন, মতের এমত অনৈক্য স্থলে সুবিজ্ঞ এবং ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সমতুল্য ব্যুৎপন্ন তৃতীয় ব্যক্তির বিবেচনার অধীনে অর্পণ করা অত্যাবশ্যক হইল, তাহাতেও পারিতোষিক প্রদাতা যত্নের ত্রুটি করেন নাই এবং তাঁহার সেই চেষ্টাও বিফল হয় নাই। পরন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষক এবং শেষোক্ত মীমাংসক উভয়েই প্রধানতঃ একরূপে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, অর্থাৎ (দ) স্বাক্ষরকারী অনুবাদকই মূল কাব্যের অর্থ রক্ষা তথা ভাষার পারিপাট্য প্রভৃতি অনেকগুলীন গুণের জন্য প্রস্তাবিত পঞ্চ বিংশতি মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। অপিচ তাঁহারা পারিতোষিক প্রদাতাকে এই এক অনুরোধ করিয়াছেন, যে শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু ও রাধামাধব মিত্রের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলেও নিতান্ত নিন্দনীয় নহে, অতএব নবানুরাগি অনুবাদক বাবুদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে অঙ্গীকৃত পুরস্কারের অতিরেক কিছু কিছু পারিতোষিক দিলে ভাল হয়, আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম, কবিতার বান্ধব বদান্যবর পুরস্কার প্রদাতা সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া প্রাগুক্ত দুই লেখক ভ্রাতাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ মুদ্রা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যে যে অনুবাদকেরা পুরস্কারের যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সপ্তাহে আপনাপন সুবিধামতে যে কোনো দিন [illegible] পাঁচ ঘটিকার সময় [illegible] বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ প্রাপ্য পারিতোষিক লইয়া আসিবেন, প্রতিনিধি পাঠাইবেননা, বিশেষতঃ [দ] স্বাক্ষরকারী যিনি সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিকের যোগ্য হইয়াছেন এবং যাঁহার লেখা শীঘ্রই পাঠকবর্গের নয়নপথে উদিত হইবেক তাঁহার নিজের উপস্থিতির সবিশেষ প্রয়োজন আছে, মুদ্রাঙ্কন ঘটিত দুই একটী বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে হইবেক।

পূর্ব্ব প্রকাশিত বিজ্ঞাপনানুসারে পুরস্কারার্হ অনুবাদকেরা স্বীয় স্বীয় লেখার স্বত্বে বঞ্চিত হইলেন, অপর যাঁহারদের রচনা পুরস্কারের অযোগ্য হইয়াছে, যদি তাঁহারা তত্তাবৎ পুনঃপ্রাপ্তির অভিলাষ রাখেন, বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে লোক পাঠাইবেন।

অপিচ "হার্মিটের,, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই "গ্রের এলিজির,, তর্জ্জমার বিজ্ঞাপন দেওয়া গিয়াছিল, সেই অনুবাদের পুরস্কার প্রদানের বিষয় অদ্যাপি স্থিররূপে মীমাংসা হয় নাই, নিষ্পত্তি হইলেই পাঠকবর্গের বিদিত করণে বিলম্ব করিবনা।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

সিঙ্গারামাউ নামক স্থানের ১৮ ফিব্রুআরি দিবসের পত্রে লেখে, কয়েক ক্রোশ দূর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কোনো স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি সমবেত হইয়াছে, তাহারা সে স্থান হইতে গত কল্য একাদশবার তোপ ধ্বনি করিয়াছিল, তাহার পরক্ষণেই শুনিলাম যে, আমারদিগের স্থলতানপুর গমনের পথ রুদ্ধ করণার্থ কুরিপুর নামক স্থানে গমন করিয়াছে।

আলামবাগ হইতে যে কয়েকখানা পত্র আগত হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে যে "অযোধ্যার বিপক্ষেরা সময়ে সময়ে বিপক্ষে অস্ত্র চালনা করিতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহারদিগের সহিত কোনোপ্রকার ঘোরতর সমর হয় নাই, তবে সম্প্রতি প্রায় ১৫,০০০ বিদ্রোহি দল বদ্ধ হইয়া আমারদিগের বিপক্ষে রণ করণ মানসে অগ্রসর হয়, কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা হইয়াছে। এই সমরে শত্রুপক্ষের প্রায় ৩০০ শত ব্যক্তি হত হয়, এপক্ষে প্রায় কিছুই হানি হয় নাই।—সম্প্রতি আলামবাগের দুর্গমধ্যে বিস্তর আহারোপযোগি দ্রব্যাদি প্রস্তুত আছে।,,

দানাপুরের ২ ফিব্রুআরি দিবসের পত্রে লেখে "৬৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনা এস্থানে আগত হইয়াছে, তাহারা মার্চ্চ মাসের শেষে কলিকাতায় গমন করিবেক।,,

গত ১৮ দিবসের আলামবাগস্থ কোনো পত্রপ্রেরকের পত্রে ব্যক্ত করে, "ফতেপুরের অন্তঃপাতি চৌরাসাই নামক স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি সমবেত হওয়া শ্রবণ করত প্রধান সেনাপতি বাহাদুর তথায় তাহারদিগের প্রতিকূলে গমন করিয়াছেন, শুনিলাম, ঐ দুরাচারিরা সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই কাণপুর অধিকার করণের মানসে তথায় উপনীত হইবে, কয়েক দিবস বিগত হইল, কাণপুর এবং অযোধ্যার মধ্যবর্ত্তি কোনো স্থানে শত্রুদিগের বিপক্ষে যে এক সমর হয়, তাহাতে তাহারদিগের প্রায় ২০০ ব্যক্তি ধৃত হয়, আমারদিগের মধ্যে কেবল ৩ জন হত হইয়াছে।

সিলাটের ২৬ ফিব্রুআরি দিবসীয় পত্রে লেখে "প্রতাপগড় পরগণার অন্তঃপাতি দুই তিন খানা পল্লীগ্রাম কটচক নামক কুকিদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছে, ঐ গ্রামের বিস্তর বাসিন্দাকে হত এবং কতকগুলীন যুবা পুরুষ ও স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিলাম, যে, এই ভয়ানক ঘটনায় অনেকেই হতসর্ব্বস্ব হইয়া হাহাকার করিতেছে।

উক্ত পত্রে আরো ব্যক্ত করে, "তরফ উৎসবরাম পাল নামক জনেক ধনাঢ্য বণিক অথচ জমিদার, যাঁহার বাটীতে কিয়দ্দিন হইল, প্রায় ১২০০ দস্যু হঠাৎ প্রবেশ করত যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, অদ্যাপি দুরাত্মাদিগের কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই. সিলাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট উক্ত স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া তদন্ত করণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কাণপুরের ১৮ জানুআরি দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে "জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব ৩০০০ তিন সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এস্থানের নিকটবর্ত্তি ভাগীরথীর অপর পারে শত্রুদলনার্থ গমন করিয়াছেন।

কতকগুলীন বিবিকে শকটারোহণে আগ্রায় প্রেরণ করা হইয়াছে। মহারাণীর ২ গণিত ব্যাটেলিয়ন রাইফেল সেনা, ৪৪ সংখ্যক পদাতিক সেনা এবং দুইদল গোলেন্দাজ সৈন্য পুরায় অবস্থিতি করিতেছে।

মানসিংহ বিদ্রোহিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করত ব্রিটিসপক্ষে আগমনের নানাবিধ উপায় করিতেছেন।

দিল্লীর পত্রে দৃষ্ট হইল, যে, "দিল্লীর বাদসাহার সেক্রেটারী মুকুন্দলাল ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, তাহাকে পীড়ন করায় সে আত্মমুখে এমত ব্যক্ত করিয়াছে, যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট অনুকম্পা পূর্ব্বক আমাকে জীবনদান করেন, তবে আমি বিদ্রোহিতার আদিকারণ বলিতে পারক হই।

বারাণসী হইতে ১৪ ফিব্রুআরি তারিখে যে পত্র আগত হয়, তাহার মর্ম্মার্থ।—যথা।—"যে সকল স্থানে সমরসংক্রান্ত প্রহরিগণ বিশেষরূপে সতর্কতা পূর্ব্বক সুচারুরূপে পাহারার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, সে সকল স্থানেও বিদ্রোহিতা আশঙ্কা অদ্যাপি নিবারণ হয় নাই, জনরব, যে, ইহার নিকটবর্ত্তি কোনোস্থানে বিদ্রোহি-প্রধান নানা সাহেব বিস্তর সেনা সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছেন, শুনিলাম, যে, অমরসিংহ নানা সাহেবের সহিত মিলিত হইলেও হইতে পারেন, কারণ তিনি নিকটস্থ কোনো পর্ব্বত মধ্যে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন।—চণ্ডাল জাতিরা পুনর্ব্বার বিপক্ষদিগের কুপরামর্শে ব্রিটিস বিপক্ষে হস্তোত্তোলন করিয়াছে, ঐ দুরাচারিরা কতকগুলীন সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিস্তর গ্রাম লুণ্ঠিত করিয়াছে।

হরকরার ইন্দুরস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, যে, হোলকারের রাজার অধীনে যে সকল হিন্দু এবং যবন সিপাহি সেনা ছিল, তিনি তাহারদিগকে কর্ম্মচ্যুত করত তৎপরিবর্ত্তে আপনার দেশীয় ঢেকানি প্রজাদিগকে সৈন্যশ্রেণী মধ্যে ভুক্ত করিয়াছেন।

পুনাআক্ষারবার পত্রে দৃষ্ট হইল, যে, ২২ গণিত বোম্বে দেশীয় পদাতিকদলের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল রবর্ট জেকর সাহেব সেতারা দেশের বিদ্রোহি বিপক্ষে সমরকালীন কোনোরূপ গুরুতর বিদ্রোহঘটিত অপরাধ করায় কোর্টমার্সেল বিচারাধীনে নীত হইয়াছেন।

আলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, নানা সাহেব ভাগীরথী পার হওত সিক্রিগোলি নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন, শুনিতেছি, তাঁহার সমভিব্যাহারে বিস্তর সুশিক্ষিত অশ্বারোহি ও পদাতিক সেনা আছে।

হরকরার আলাহাবাদস্থ কোনো বন্ধু লেখেন, মানসিংহের বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে বিবি জ্যাক্সন ও ৫০ জন ইংরাজ বিদ্রোহি হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

গোরক্ষপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, বিদ্রোহি মহম্মদ হোঁসেন এক্ষণে অযোধ্যা কিম্বা সাহাগঞ্জে উপনীত হইয়াছেন, মানসিংহ ব্রিটিসপক্ষে সহায়তা করণ মানস প্রকাশ করায় শত্রুগণ তাহার প্রতি সাতিশয় রাগান্বিত হইয়াছে।—বারকনাথ এবং

গোরক্ষনাথস্থ রেজিমেণ্ট গোরক্ষপুরের দুর্গে অবস্থান করিতেছে।

গাজিপুরের ৯ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, বিবি ডিউহেন আপনার সহিত এস্থান হইতে গত কল্য সন্ধ্যার সময় গোরক্ষপুরে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এবং অন্যান্য কয়েকজন ইংরাজ ওয়াজিদ দারোগা এবং তলিত খাঁ নামক একজন নবাব কর্ত্তৃক অযোধ্যার বিদ্রোহি হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা গেজেটে দৃষ্ট হইল যে, নিঃস্থ বেগম ও ধনাঢ্য ব্যক্তি বিদ্রোহিতাচরণে সংলিপ্ত থাকনাপরাধে তাহাদিগের নামাঙ্কিত কোম্পানির কাগজ সকল কোনো ব্যক্তি ক্রয় করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

নাম	কাগজের মূল্য
ওমরাও বেগম	২,৩৭ ৫০০
সমশুনিসা বেগম	২৫০০০
জীনতুনিসা বেগম	২৫০০০
মুবারুকুনিসা বেগম	২৫০০০
বেরেলিস্থ শিবনারায়ণ কান্ত	১২০০০
	৩৩১,৫০০

কাণপুরস্থ শিবির হইতে ১৬ ফিব্রুআরি দিবসের যে পত্র আগত হয় তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকটন করিলাম, যথা মহারাণীর ২ সংখ্যক ড্রাগুণ গার্ড এবং কর্ণেল ডি অগিলিয়ার্স সাহেবের অধীনস্থ সেনারা আলাহাবাদ হইতে এস্থানে আগত হইয়াই রণস্থলে গমনার্থ প্রস্তুত হওনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে জেনেরল ওয়ালপুল সাহেব বিস্তর পদাতিক ও অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে পুরানামক স্থানের নিকটবর্ত্তি প্রকাশ্য পথমধ্যে বিদ্রোহিদিগের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, শুনিলাম, বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব নিকটাবর্ত্তি কোনো স্থানে অতিঅল্প সেনা সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছেন।

উলাপুর, নবাবগঞ্জ এবং বনিতে সেনাদিগের আহারার্থ বিস্তর দ্রব্যাদি প্রস্তুত আছে, এবং ক্রমাগত অন্যত্র হইতে আগত হইতেছে, আলামবাগে ও বিস্তর দ্রব্যাদি আছে, ইহাতে সেনাদিগের আহারোপযোগি দ্রব্যাদি নিমিত্ত আর বড় চেষ্টা করিতে হইবেকনা, তবে কেবল কতকগুলীন আফসার, ডাক্তর এবং নেটিব এজেণ্ট যাহারা ইংরাজি ভাষা বুঝিতে এবং কহিতে পারক হয়, এমত কয়েকজনকে নিযুক্ত করিতে পারিলেই অযোধ্যাস্থ শত্রু বিনাশের নিমিত্ত আর কোনোরূপ উদ্যোগ করিতে হইবেকনা।

লাহোর ক্রোণিকেল পত্রে দৃষ্ট হইল যে, কৌশলি নামক স্থানের মিয়া বাহাদুর সিংহ নামক জনেক গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্টরি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া এই উপস্থিত বিদ্রোহিতাকালে গবর্ণমেণ্টে সাধ্যমত সাহায্য করায়, তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্যার জন লরেন্স সাহেব গত ১৫ তারিখে দিল্লীতে আগমন করিয়াছেন।

মুলতানের ১৩ ফিব্রুআরি তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, সংপ্রতি এস্থানে কোনো প্রকার গোলোযোগ নাই. কিয়দ্দিন সেপাহিদিগের মধ্যে একটি বিবাদ হয় তাহাতে তাহাদিগের উভয় দলেই বিস্তর হতাহত হইয়াছে।

অবগতি হইল যে, ৩১ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিকদলের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল ডবলিউ আর কারফিণ্ড সাহেব চীনরাজ্যে প্রেরিত সেনাদিগের সেনাপতি হইয়াছেন।

মুজাপুরস্থ সিবিল জজ সাহেব শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেম আমরা সময়মতে বিদ্রোহিগণকে ধৃত করিয়া ব্রিটিশ হস্তে সমর্পণ করিব গবরনর জেনেরল বাহাদুর তাহাতে সম্মত হন নাই।

অনুবাদিত সংবাদ।

কিয়দ্দিন হইল, দুই জন যবন প্রকাশ্য পথে গমনকালীন অকথ্য ভাষায় গান করায় পুলিসের বিচারানুসারে উভয়কে ৫ টাকা করিয়া দণ্ড করা হইয়াছে।

পুর্ণিয়া জিলার বিচারালয়ে ৩ জন আসীনের আবশ্যক হইয়াছে, অতএব পদাকাঙ্ক্ষিব্যক্তিরা তথাকার জজ সাহেবের নিকটে আবেদন করিলেই ইহার তদন্ত জ্ঞাত হইবেন।

অবগতি হইল যে, কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ, মিণ্ট মাষ্টারীপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোলোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্র মীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৬২ সংখ্যা। মঙ্গলবার ২০ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ২ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

জানানো যাইতেছে যে খাসমহাল ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের মধ্যে নীচের বাকীপড়া হোলডিং সন ১৮৩৫ সালের ৮ আইনমতে সন ১৮৫৮ সালের ১৫ মার্চ তারিখে মোং আলিপুর জেলা চব্বিষপরগণার ডেপুটী কালেক্টরী কাছারিতে নীলামে বিক্রয় হইবেক।

হোলডিং নম্বর	বাকীদারের নাম।	সালিয়ানা জমা।	সরকারীবাকী। নাং ১২৬৩ সাল
১ ডিবিজন	১২ সব-ডিবিজন।		
১০৭	বিশ্বম্ভর বসু	১৸০	১৸০
ঐ ডিবিজন	১৩ সব-ডিবিজন।		
৬২	বিশ্বম্ভর বসু	২৲৯	২৲৯
৫৩	ঐ	৸৵৯	৸৵৯
ঐ ডিবিজন	১৬ সব ডিবিজন।		
৬৪	বিশ্বম্ভর বসু	৫।৶০	৫।৶০
৪ ডিবিজন	এ, সব-ডিবিজন।		
২৭০	কাশিনাথ মুখোপাধ্যায়দিং	২॥৶৮	২॥৶৮
ঐ ডিবিজন	সি, সব-ডিবিজন।		
৫১	গুরুচরণ পাত্র	১॥৪	১॥৩
ঐ ডিবিজন	ই, সব-ডিবিজন।		
১৮৫	মেং আর মেনলী	৮৲	৮৲
ঐ ডিবিজন	আই, সব-ডিবিজন।		
১৬	রামতনু প্রধান	২৶৬	২৶৬
ঐ ডিবিজন	১ কে, সব-ডিবিজন।		
৩৫	দুর্গাপ্রসন্ন রায়	।৵৩	।৵৩
৯৪	রাধাকিশোর চট্টোপাধ্যায়	১।/০	১/০
১০৩	শিবচন্দ্র মণ্ডল	১৲৩	১৲৩
ঐ ডিবিজন	এল, সব-ডিবিজন।		
১৫৭	দিগাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়	১।৬	১।৬
১৬২	ঐ	২৲৮	২৲৮
ঐ ডিবিজন	এম, সব-ডিবিজন।		
৯১	মকিম সরকার	৫।৩	৫।৩
১১৯	বাবু মণ্ডল	১৲৫	১৲৫
১২০	মকিম সরকার	।/৩	।/৩
১২৯	ঐ	২।/১১	২।/১১
ঐ জিবিজন	এন, সব-ডিবিজন।		
৭	নিলমণি দত্ত	২।০	২।০
৮২	ঐ	৸৵০	৸৵০
১৬৭	চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৸/১০	৸/১০
১৭৫	ঐ	১৵৫	১৵৫
২৩৫	বিশ্বম্ভর সাহা	১॥৶৬	১॥৶৬
২৭৩ বি,	ঐ	৸/৯	৸/৯
২৮১	ঐ	॥/০	॥/০
ঐ ডিবিজন	ও, সব-ডিবিজন।		
১০৪	রামকুমার সরকার	৪৵১০	৪৵১০
২০৭	আমীর মণ্ডল	।৵১	।৵১
১২১			
১২২ সি,	কৃষ্ণকিশোর ঘোষ	৬॥/৭	৬॥/৭

হোল ডিঃ নম্বর।	বাকীদারের নাম।	সালিআনা জমা।	সরকারী বাকী নাংসন১২৬৩
৫ ডিবিজন	এইচ, সব-ডিবিজন।		
৯৯	রহমত মিস্ত্রী ও জয় নন্দী	৪৲৯	৪৲৯
২১৬	জহীরদ্দীন মিস্ত্রী	২৷৷৶৯	২৷৷৶৯
২৬০	গোলাম মকযুদ খাঁ	৩৲৬	৩৲৬
২৮২	ঐ	১৷৷৶০	১৷৷৶০
ঐ ডিবিজন	কে, সব-ডিবিজন।		
৫	পৈনু বিবী	৸৶১১	৸৶১১
২৬২ ২৫৫	ভুবনেশ্বরী দেবী	৯৶২	৯৶২
২৯৭ সি, ২৮১	মদনমোহন মণ্ডল দিং	১৸৭	১৸৭
২৭১ সি, ২৬২	ঐ	৶৫	৶৫
২৯৩ সি, ২৭৬	ঐ	।৶১০	।৶১০
২৪৯ সি, ২৫৪	ঐ	।৩	।৩
২৯৭ এ, ২৭৯	মহাদেব মণ্ডল	১৶০	১৶০
২৯৭ ২৭৮	কালু মণ্ডল	২।৶১০	২।৶১০
৩০০ ২৮৩	খোসালচন্দ্র বসু	৩।৶২	৩।৶২
৩০১ ২৮৪	ঐ	১৲২	১৲২
৩০৩ ২৮৬	ঐ	৪৸৶৫	৪৸৶৫
২৯৬	কমলমণি বেওয়া	৶৩	৶৩
২৯৮	হরমণি বেওয়া দিং	১৲৯	১৲৯
২৯৯	বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ	১৲৯	১৲৯
৩০১	হরমণি বেওয়া দিং	৫।৯	৫।৯
৩০২	উত্তমচন্দ্র সাধু	৬৲৬	৬৲৬
৩০৩	কমলমণি বেওয়া	॥৶০	॥৶০
৩০৪	বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ দিং	১৷৷৶৬	১৷৷৶৬
৩০৫	হরমণি বেওয়া	১৲৬	১৲৬
৩০৬	ভূতনাথ ঘোষ	॥৶০	॥৶০
৩০৮	মকিম সরকার	৸৩	৸৩
৩০৯	তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩।৶৮	৩।৶৮
৩১০	ফকিরচাঁদ মণ্ডল দিং	৩৸৶০	৩৸৶০
৩১২	তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫।৫	৫।৫
৩১৩	মকিম সরকার	৸৶০	৸৶০
ঐ ডিবিজন	এল, সব-ডিবিজন।		
১৩	শিবু ঘোষ	২৸০	২৸০
১৫	ঐ	১৲৭	১৲৭
২৩	মোহন ঘোষ	২৶৬	২৶৬
৮৮ ৭৬	মহেশচন্দ্র নস্কর	।৲৩	॥৶৮
৮৯ ৭৭	ঐ	২৶৮	২৶৮
৭৮ ৬৭	কালীমোহন সরকার	৸৶৩	৸৶৩
১১৬	রামচাঁদ মণ্ডল দিং	৩৲	৩৲
১১৮	তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১।৶০	১।৶০
১২০	প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ	৩।৶৩	৩।৶৩
১২১	শিবনারায়ন চট্টোপাধ্যায়	৪৲৯	৪৲৯
ঐ ডিবিজন	এম, সব-ডিবিজন।		
৫৩	রামগোপাল রায়	।৶৩	৶০
ঐ ডিবিজন	এন, সব-ডিবিজন।		
১১	হরিশ্চন্দ্র ঘোষ দিং	১৲৭	১৲৭
১৬৪ ডি,	অদ্বৈত্য তরফদার	২৶২	২৶২
১৭৬	মকিম সরকার	৸৬	১৷৷৶০
ঐ ডিবিজন	ও, সব-ডিবিজন।		
১১	রামধন তরফদার	॥২	॥২
ঐ ডিবিজন	কিউ, সব-ডিবিজন।		
৯	লুই মুন্সী	২৲২	২৲২
১০	বৈদ্যনাথ দত্ত	২৲৩	২৲৩
৩১	মদনমোহন বসু	৬৸৶৬	৩।৶৯
৮৬	লুই মুন্সী	।০	।০
১০৯	মকিম সরকার	৸৶০	১৷৷৶০
ঐ ডিবিজন	আর, সব-ডিবিজন।		
৬৮	নফর নস্কর	১৶০	১৶০
ঐ ডিবিজন	এস, সব-ডিবিজন।		
৩	সর্ব্বেশ্বর ঘোষ দিং	৫।০	৫।০
৪১	মকিম সরকার	৸৶৬	১৸৶০
১৩৩ ১১৪	কালু নস্কর	১।৶৯	১।৶৯
৯৩	মকিম সরকার	৩৲৬	৩৲৬
৭৭ সি, ৮০	শোভানি মোল্লা	১৷৷৶২	১৷৷৶২
৭৭ এন, ১৩৯	মকিম সরকার	৸৶৩	৸৶৩
৭৭ এন, ১৪০	ঐ	।৩	।৩
৭৭ কিউ, ১৪৪	ঐ	।৲৩	।৲৩
৭৭ ও, ১৪২	ঐ	১।৶০	১।৶০
৭৭ পি, ১৪৩	ঐ	৪৶০	৪৶০
৭৭ টি, ৮৮	কালু নস্কর	১৶৩	১।৶৩
৭৭ এস, ১৪১	মকিম সরকার	৶৯	৶৯
৭৭ এক্স, ৯১	সেখ আবদুলহাদি	৸৶১০	৸৶১০
৭৭ ওয়াই, ১৪৬	ঐ	১।৶০	১৶০
১০৪ ১৪৭	মকিম সরকার	।৶৫	।৶৫
১০৫ ১৪৮	মকিম সরকার	৪৸০	৪৸০
১০৬ ১৪৯	ঐ	৩৲২	৩৲২
১০৭ ১৫০	ঐ	।৶৩	।৶৩
১০৮ ১৫১	ঐ	২৲৪	২৲৪
১০৯ ১৫২	ঐ	৬।২	৬।২

১১০ ১৫৩	ঐ	১৲০	১।৲০
১১১ ১৫৩	ঐ	৭৶২	৭৶২
১১২ ১৫৫	ঐ	২৶১০	২৶১০
১১৩ ১৫৬	ঐ	১।৲১১	১৲১১
১১৪ ১৫৭	ঐ	১৷৷৶৭	১৷৷৶৭
১১৫ ১৫৮	ঐ	১৷৷৶	১৷৷৶
১১৬ ১৫৯	ঐ	২৲৭	২৲৭
১১৭ ১৬০	ঐ	৷৷৶	৷৷৶
১১৮	ঐ	২৷৷৶	২৷৷৶
১১৯	ঐ	৮৲৲	৮।৲
১২০	মকিম সরকার	১৲২	১৲২
১২১	ঐ	১।৯	১।৯
১২২	ঐ	৬৲৫	৬।৫
১২৩	ঐ	১৲৮	১৲৮
১২৪	ঐ	৩	৩
১২৫	ঐ	১৲৮	১৲৮
৫৮	তপছীরদ্দী	১৲৯	১৲৯
১৩৬	সেখ কটু	২।৲৯	২।৲৯
ঐ ডিবিজন	টি, সব-ডিবিজন।		
১৫৭	মকিম সরকার	৸৶০	৸৶০
ঐ ডিবিজন	ইউ, সব-ডিবিজন।		
১৬	বীরেশ্বর বসু	২৷৶৬	৪৸৶০
১৯ বি,	মকিম সরকার	।৲৩	৷৷৶৬
২০ এ,	ঐ	৷৷৩	১৲
২৬ ডি,	লুই মুন্সী	।৯	।৯
৩০	মকিম সরকার	১৷৷৶৬	৩।৲
৪২	ঐ	৶০	৷৶
৪৩	রামজী মণ্ডল	১৷৷৶৬	৩।৶
৪৯	নন্দ মিস্ত্রি দিং	৸৲৩	১৷৷৶৬
৬১	মকিম সরকার	৸৶৬	৸৶৬
১১৯	ঐ	৩৶৯	৬৸৲৬
৯১	রামজী মণ্ডল	১৸৬	৩৷৷৲০
ঐ ডিবিজন	ভি, সব-ডিবিজন।		
১৫	বীরেশ্বর বসু	৩৲৯	৬৷৷৶৬
২৬	মকিম সরকার	।৶২	৸৪
৫৪	ঐ	১৸৶৬	৩৸৲০
ঐ ডিবিজন	ভি, সব-ডিবিজন।		
৮৪	গোলাম আকবর খলিফা	॥৲১	।৬
ঐ ডিবিজন	এস, সব-ডিবিজন।		
১০০	শ্রীশ্রী৺ধর ঠাকুর সেবাত কানাই চক্রবর্ত্তী	৩	৩৷৷৲৩
ঐ ডিবিজন	এম, সব-ডিবিজন।		
৩৮	নরহরি হালদার দিং	১৶১০	১৷৷৶৩
ঐ ডিবিজন	পি, সব-ডিবিজন।		
১৭ এ,	গোবিন্দ দেব্যা	৸৶৮	১৲৫

হোলডিং নম্বর।	বাকীদারের নাম	সালিআনা জমা।	সরকারী বাকী নাং সন ১২৬৩
৬ ডিবিজন	জি, সব ডিবিজন।		
৭৮	রামকুমার চক্রবর্ত্তী দিং	২৶০	২।৶২
ঐ ডিবিজন	জে, সব-ডিবিজন।		
৬২	বিশ্বম্ভর সাহা	৩৶৭	৪৶১
৯৩	মধুসূদন মুখোপাধ্যায় দিং	৩৸১০	৩৸১০
ঐ ডিবিজন	এল, সব ডিবিজন।		
২২	বিশ্বম্ভর সাহা	২৲৭	২৲৭
ঐ ডিবিজন	এম, সব-ডিবিজন।		
১৬৩	শ্রীশ্রী৺শ্রীধর ঠাকুর সে টরণিআন কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় দিং।	৭৲৭	৭৲৭
ঐ ডিবিজন	এন, সব-ডিবিজন।		
১০	গোপালচন্দ্র দাস	১৸০	১৸০
ঐ ডিবিজন	ও, সব-ডিবিজন।		
৫২	রবট আর মেওী সাহেব	১৷৷২	১৷৷২
ঐ ডিবিজন	পি, সব-ডিবিজন।		
২২	কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭৲৯	৭৲৯
২২২	কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় দিং	৩৸৶৬	৩৸৶৬
ঐ ডিবিজন	কিউ, সব-ডিবিজন।		
২৯৩	রামকুমার চক্রবর্ত্তী দিং	১।০	১।০
ঐ ডিবিজন	আর, সব-ডিবিজন।		
১০	যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী দিং	৷৷৶০	৷৷৶০
১১	ঐ	৷৷৬	৷৷৬
ঐ ডিবিজন	এস, সব-ডিবিজন।		
৯	মধুসূদন মুখোপাধ্যায় দিং	২৷৷১০	২৷৷১০
১১	যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী দিং	।৯	৷৷৶৬
ঐ ডিবিজন	টি, সব-ডিবিজন।		
৩৫.৩৬	দেবীচরণ কবিরাজ	৪৲	৪৲
৭০	রামকুমার চক্রবর্ত্তী দিং	৲৬	৲৬
১৪৩	ঐ	৷৷৶৩	৷৷৶৩
১৫৪	ঐ	।৶৩	।৶৩
ঐ ডিবিজন	ইউ, সব-ডিবিজন।		
২৭	বিশ্বম্ভর সাহা	৸৶০	৸৶০
৪৬	রামকুমার চক্রবর্ত্তী দিং	৸৶৭	১৸৶২
৪৮	ঐ	৶৩	।৶৬
ঐ ডিবিজন	পি, সব-ডিবিজন।		
৩০২	বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ	৸৶৬	২।৲০
ঐ ডিবিজন	জি, সব-ডিবিজন।		
১৪	দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং	৷৷০	১।৶০
ঐ ডিবিজন	আর, সব-ডিবিজন।		
৬০ এ,	রামকুমার চক্রবর্ত্তী দিং	।৶০	।৶২

W. HUSSHUM,
Deputy Colector.

সংবাদপ্রভাকর

২০ ফাল্গুন শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

বিলাতের সংবাদে দৃষ্ট হইল, সংপ্রতি বাণিজ্যবাজারের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ মন্দ বলিতে হইবেক, চিনি, চাউল, সোরা, মসিনা, সরিসা, রেসম, রমসরাপ, চামড়া, পাট, শোন, কেষ্টরাইল, তুলা, গম, মহিষের শৃঙ্গ প্রভৃতি কয়েক প্রকার দ্রব্যের দর কিঞ্চিৎ নরম হইয়াছে, এবং বাজারে ক্রয় বিক্রয় বড় উত্তমরূপ হইতেছেনা।

ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার ন্যূন হইয়া ৪ পরসেণ্ট নির্দ্ধারিত হইয়াছে।—বিলাতে টাকার হাহাকার আর বড় নাই।

সেনাপতি হেবিলক সাহেবের চিরস্মরণার্থ বিলাতে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ হইবেক।

ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন হইবার নিমিত্ত ইণ্ডিয়ান হৌসে যে এক প্রকাশ্য সভা হয়, তাহাতে স্যার হেনেরি বলিন্সন সাহেব এমত বক্তৃতা করিয়াছেন, যে, ভারতভূমি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন হওয়াই সর্ব্ববিধায়ে বিধেয় হইতেছে, এবং একজন রাজপুত্র ইণ্ডিয়ার গবরনর জেনরলি পদে অভিষিক্ত হইলে ভাল হয়।—গত ২ তারিখে ফ্রসিয়া সম্রাটের কন্যা উইলিয়, লণ্ডননগর পরিত্যাগ পুরঃসর বারলিনে শুভযাত্রা করিয়াছেন।—৭০০ ইউরোপীয়ান সেনা স্বদেশ পরিত্যাগ পুর্ব্বক কলিকাতা বোম্বে ও করাচিতে আগমন করণার্থ জাহাজে আরোহণ করিয়াছে, এবং ৪৯০ জন পদাতিক ও অশ্বারোহি শ্বেত সেনা ইণ্ডিয়ায় আগমন করণ জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

পিরুর রাজদূত মেং সলিভান সাহেবের হত্যাকারিরা লিমা নামক স্থানে ধৃত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

আলাহাবাদ ২৬ ফিব্রুআরি।

মিলেটরি ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি সাহেবের নিকট হইতে কলিকাতা মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টের আফিসিএটিং সেক্রেটারি সাহেব সমীপেষু।

সুলতানপুরের ১ ক্রোশ দূর বাদসাগঞ্জ নামক স্থানে বিদ্রোহি নাজীম মহানন্দী হোঁসেন ২৫০০০ সেনা এবং ২৫ টা তোপ সমভিব্যাহারে আগমন করে, তাহা ব্রিটিস সেনারা শ্রবণ করত তথায় উপস্থিত হইয়া ঘোরতররূপে সংগ্রাম করায় শত্রুরা সংপুর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, এই যুদ্ধে বিপক্ষব্যূহের প্রায় ১৮০০ ব্যক্তি হতাহত হয়।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

অস্মৎ ময়মনসিংহস্থ রচনাপ্রার্থি পত্রপ্রেরকের ন্যায় প্রার্থনাপথের পথিক হইয়া সবিনয়ে আবেদন করিতেছি, যে, মহাশয় কিঞ্চিৎ অনুকম্পা পুরঃসর নিম্নস্থ পদ্য পঁক্তিচয় ভবদীয় জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্রের প্রান্তভাগে প্রকটন তথা সংশোধন করিয়া অজ্ঞান নবলেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন ও চিরবাধিত করিবেন, নিবেদনেতি।

মনের প্রতি উক্তি।

পদ্য।

শুন হে চঞ্চল মন, মম নিবেদন।
করহে সুসার চিন্তা, হোয়ে সচেতন॥
যদ্যপি আমার হও, ধর তবে বাণী।
স্থির হোয়ে যান তারে, যারে আনি যদি॥
অনেকে অনেকরূপ, করে নিরূপণ।
তাহা তুমি সত্য জ্ঞান, কোরোনা কখন॥
যদি তায় লোকমাজে, হওহে নিন্দিত।
তথাচ করিয়া তুচ্ছ, হও, আনন্দিত॥
লৌকিক অলীক জ্ঞানে, ভাব সেই একে।
পাইবে পরম সুখ, লোকমাজে থেকে॥
এসব অনিত্য সুখ, জানিবে তখন।
যখন জানিবে মন, এক নিত্যধন॥
তাই বলি মন তুমি, বল বার বার।
একমেবাদ্বিতীয়ম্, জগতের সার॥

অনুগত
শ্রীমাধবচন্দ্র লাহিড়ী।
দিনাজপুর।
তাং ২৬ মাঘ ১২৬৪।

উক্ত রচনায় ছন্দ এবং যতিভঙ্গ দোষ হয় নাই, তবে যে যে চরণ সংশোধন করিয়া দিলাম, কবি ভ্রাতা তাহা দৃষ্টিমাত্রেই জানিতে পারিবেন, ইনি যত চালনা করিবেন, ততই সুকবি হইবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

অতিরিক্তপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোলোক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমরসংঘাত মত্তস্বনাসীদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তবিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৬৩ সংখ্যা। বুধবার ২১ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ৩ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল!

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সরো বিবী যিনি মহানগর কলিকাতার বড়বাজারে মাণিকচাঁদ নামে ও কারমে বাণিজ্য কার্য্য চালাইতেছেন তাঁহার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে নীচে লিখিত ভূমি সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার শামিল কটনষ্ট্রিট অর্থাৎ তুলাপটীতে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা বসতিবাটী নং ১১৬ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী সরো বিবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানে যে আর এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা বসতি বাটী নং ১১৭ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী সরো বিবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে,এইচ,ফারগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২২ ফিব্রুআরি ১৮৫৮

সংবাদপ্রভাকর

২১ফাল্গুন শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা গত ২ ফাল্গুন দিবসীয় প্রভাকরে যে সকল ধনাঢ্য রাজবিদ্রোহিদিগের নাম প্রকাশ করিয়াছি তাহার মধ্যে অদ্য কয়েক ব্যক্তির নামাঙ্কিত কোম্পানির কাগজের তালিকা নিম্নভাগে প্রকটন করিতেছি, কেহ যেন ঐ সকল কাগজ ক্রয় না করেন, কেননা গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিবেননা।

নাম।	কাগজের সংখ্যা।		মূল্য।
ফতে বাহাদুর	৩৫	কেতা	১৫৬৯৩৫
মুন্সী বর্জিসকোরদার	৭	ঐ	১৭০০০০
জয়লাল সিংহ	১৫	ঐ	৬৭২০
রঘুবরদয়াল	১১	ঐ	৪৫০০০
বেণিমাধু	২১	ঐ	৩৫০০০
ওয়ালিত খাঁ	১	ঐ	১৫০০

সর্ব্বশুদ্ধ ৪,৭৫,৫৫৫

পূর্ব্বে মহামান্য বিনক রাওয়ের

পোষ্যপুত্র নারায়ণ রাও এবং মধু রাওয়ের যে ৪১ কেতা কাগজ বাজেয়াপ্ত হয় তাহার মূল্য

কোং ২৫৫৫০০০ টাকা।

বিরেলিবাসি সবরাম কান্তের ৪ কেতা কাগজ রাজভাণ্ডারভুক্ত হয় তাহার মূল্য কোং ১৯০০০ টাকা।

ঐ ওমরাবেগম	ঐ ঐ	কোং ২৩৭৫০০
ঐ সমমিসাবেগম	ঐ ঐ	কোং ২৫০০০
ঐ জিন্তুনিসাবেগম	ঐ ঐ	কোং ২৫০০০
ঐ মবারকনেসাবেগম	ঐ ঐ	কোং ২৫০০০
ঐ শিবনারায়ণ কান্ত	ঐ ঐ	কোং ১৯০০০

সর্ব্বশুদ্ধ কোং ৩৩,৮১০,৫৫

উল্লেখিত কোম্পানির কাগজ ভিন্ন বিদ্রোহিদিগের অপরাপর বহুমূল্যের কত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট হস্তগত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয়না।

চৌপারণ নামক স্থান হইতে কোনো আত্মীয় ব্যক্তি যে এক পত্র প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্মার্থ।

যথা।

কিয়দ্দিন হইল, আমি গবর্ণমেণ্ট **বুলকট্রেন হালটিং** ষ্টেজ চৌকিতে চৌপারণে **উপনীত** হইয়াছি, পথিমধ্যে **কোনোপ্রকার** ব্যাঘাত **উপস্থিত হয় নাই, এস্থানে** আগত হইয়া দেখিলাম, যে, আসিষ্টাণ্ট কমিস্যারিএট এজেণ্ট বীরবর কাপ্তেন ই, ইস্‌মাইট সাহেব এস্থানীয় জঙ্গল মধ্যে ৪ টা প্রকাণ্ড ভল্লুক শিকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটা অত্যন্তই দীর্ঘাকার।

উল্লেখিত নিবিড় অরণ্য মধ্যে দস্যুগণ সদা-সর্ব্বদা বাস করে, এবং সময়ে সময়ে পথিকদিগকে প্রাণে বিনাশ করত যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়।—কিয়দ্দিবস হইল, ঐ দুরাত্মারা একজন হিন্দুস্থানি জমাদারকে হত এবং তিন চারিজন পথিককে আহত করিয়া জঙ্গল মধ্যে পলায়ন করিয়াছে, শুনিলাম ২০।৩০ জন দুষ্ট লোক উক্ত জঙ্গল মধ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে, কিন্তু অদ্যাপি তাহারদিগের অন্বেষণ কিছুই হয় নাই, এস্থানের গবর্ণমেণ্ট বুলকট্রেন আফিসের কর্ম্মচারি শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি সজ্জন, তাঁহার সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি।

শ্রীশশিভূষণ দাসদত্ত।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

গবরনর জেনরল বাহাদুরের শিবির হইতে আগত।

আলাহাবাদ ২৬ ফিব্রুআরি।

গত ২৫ তারিখে আলমবাগের নিকটবর্ত্তি কোনোস্থানে, স্যার, জেম্‌স ওটরাম সাহেব বিস্তর বিদ্রোহি সেনা কর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হন, কিন্তু পরিশেষে শত্রুরাই সংপূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে বিপক্ষের বিস্তর সেনা হতাহত হয়, এবং তাহারদিগের ৪ টা তোপ ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়াছে, এপক্ষের কেবল দুই জন হত এবং ৬ অথবা ৮ জন আহত হয় তন্মধ্যে কর্ণেল বার্কলে এবং কাপ্তেন মুরসম সাহেব সামান্যরূপে আহত হইয়াছেন।

রাজপুতনাস্থ কোনো সংবাদদাতা ১৮ ফিব্রুয়ারি দিবসে যে একখানি লিপি প্রেরণ করেন তাহার সারমর্ম্ম।—যথা,—কোটার—রাজা বিদ্রোহি সেনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আজমিরে পলায়ন করিয়াছেন, শুনিলাম তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া সপরিবারে বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুগত হওনের নানাবিধ উপায় দেখিতেছেন, কোটার বিদ্রোহিদিগের বিনাশার্থ মহারাণীর ৭২,৪৩ এবং ৯৫ সংখ্যক রেজিমেণ্ট ৮ গণিত হাস্কর সেনা,২ সংখ্যক লাইট অশ্বারোহি সেনা, এবং কএকটা তোপ তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

কাণপুরের ২৫ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, যে অদ্য প্রাতে প্রধান সেনাপতি বাহাদুর এস্থান পরিত্যাগ পুরঃসর লক্ষ্ণৌ মধ্যে গমন করিয়াছেন, যমুনা নদীর দক্ষিণ পারস্থ কোনোস্থানে বিদ্রোহি বাবারথ, এবং নানা সাহেবের ভ্রাতুপুত্রেরাও অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ কতকগুলীন পদাতিক ও অশ্বারোহি সেনা তথায় প্রেরণ করা হইয়াছে কিন্তু তাহার কোনো বিশেষ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

উক্ত স্থানের ২৩তারিখের পত্রে লেখে, এক্ষণে বিদ্রোহিপ্রধান সাহেব রোহিলখণ্ডে অবস্থান করিতেছেন, আগ্রা হইতে বিস্তর বিবি এবং অন্যান্য ইংরাজ শকটারোহণে স্থানে আগমন করিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

অযোধ্যাস্থিত সেনাদিগের নিকট হইতে সমরসংক্রান্ত যে সংবাদ গত শনিবারে আগত হয় তাহাতে ব্যক্ত করে, "রাজবিদ্রোহি সেনারা প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সহিত সম্মুখ সমরে সাহস পূর্ব্বক আর দণ্ডায়মান হয় এমত বোধ হয়না, কারণ দিন দিন তাহারা ক্ষীণবল ও সাহস বিহীন হইয়া আসিতেছে।—নাজীম মহম্মদ আলি যদিও অদ্যাপি সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রিটিস সেনার প্রতিকুলে অস্ত্রচালনা করণের বিধিমত চেষ্টা পাইতেছে, তথাপি পূর্ব্বমত তাহার সাহস আর দৃষ্টিগোচর হয়না, এই বিদ্রোহিতা হওনাবধি একালপর্য্যন্ত যে স্থানে যে প্রকার সমর হইতেছে, তাহাতে বিপক্ষ দল অধিকাংশই ধ্বংস হইতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

এমত জনরব, যে, মানসিংহ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়াছেন, এবং প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সাপক্ষে বিধিমত সাহায্য করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার ও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন।

ফৈজাবাদের ১০ ক্রোশ অন্তর গাগ্রানদীর কোনো জাহাজ হইতে ২২ তারিখে যে পত্র আগত হয় তাহার মর্ম্মার্থ।

যথা।

গত কল্য সন্ধ্যার সময় শুনা গেল, এস্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে বিদ্রোহিরা দুইটা দুর্গ নির্ম্মাণ পুরঃসর তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, কর্ণেল রোক্রাফ্‌ট সাহেব ২০০০ গোরখা সেনা এবং কাপ্তেন সদিবি সাহেব আপনার অধীনস্থ সেনা সমভিব্যাহারে উক্ত স্থানে উপনীত হইয়া শত্রু প্রতিকুলে ঘোরতররূপে সমর করেন, তাহাতে বিদ্রোহিরা সংপূর্ণরূপে পরাজয় মানিয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে বিপক্ষপক্ষের বিস্তর হত হইয়াছে।—শুনিলাম, মহারাজা জংবাহাদুর ঐ পলাতক সেনাগণকে উচিতমত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

আলমবাগের ১৬ ফিব্রুআরি দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, যে লক্ষ্ণৌস্থ শত্রু বিনাশার্থে যে প্রকার সমর সজ্জা করা হইতেছে তাহাতে বোধ করি সমর ক্ষেত্রে বিপক্ষগণের মধ্যে একজনও রক্ষা পাইবেকনা, অতএব হে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ! এক্ষণে আপনারা সকলেই ব্রিটিসের মঙ্গলার্থ কায়মন বাক্যে পরম পিতা পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করুন।

চাইবাসের কোনো পত্রপ্রেরক ২০ তারিখে লেখেন, বিস্তর বিদ্রোহি কোল জাতীরা আপনাপন ইচ্ছায় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার মানসে কর্ণেল ফ্রাসটার সাহেবের নিকটে আসিতেছে, কিন্তু উক্ত বীরবর কর্ণেল সাহেব তাহারদিগের প্রতি কি প্রকার বিবেচনা করেন, তাহা আমি কহনে অশক্ত হইলাম।—কিয়দ্দিবস হইল, তাহারদিগের যুদ্ধে যে সকল শীক বলণ্টিয়র সেনারা নিহত হয়, এবং তাহারদিগের অস্ত্র শস্ত্রাদি যাহা কোলেরা কাড়িয়া লয়, শুনিলাম, সেই সকল বন্দুকাদি তাহারা গবর্ণমেণ্টে প্রত্যর্পণ করিতেছে, কাপ্তেন হেল সাহেব অদ্যাপি চকরদারপুরে অবস্থিতি করিতেছেন।—কতকগুলী-

ন শ্বেত সেনা অতিত্বরায় ধনভুম হইতে এস্থানে আগমন করিবেক।

সিকাওয়াটি সেনাদিগের মধ্যে পীড়ার আতিশর্য্য হইয়াছে।

বোম্বের পত্রে দৃষ্ট হইল, মহারাণীর ৯৫ সংখ্যক পদাতিকদলের সেনাপতি সারজন আর, ফরগিউসন সাহেব মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নালিটালস্থ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি স্থানের পত্রে ব্যক্ত করে, যে, এস্থান হইতে ১০ ক্রোশ দূরে বিসারি নামক স্থানে খাঁ বাহাদুরের অধীনস্থ প্রায় ৮০০০ সহস্র বিদ্রোহি সেনা বাস করিতেছে।—ঐ সকল দুরাত্মাদিগের বিনাশার্থ নানাবিধ উপায় করা যাইতেছে। মেং ওয়ালপুল সাহেবের অধীনস্থ সেনারা তথায় অবস্থিতি করিতেছে, ফজেলহক নামক একজন বিদ্রোহি ৩০০০ পদাতিক এবং ৭।৮০০ অশ্বারোহি সেনা ও ১০ দশ টা তোপ সমভিব্যাহারে এস্থান হইতে ৭ ক্রোশ অন্তরে কোনো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অবগতি হইল, যে সকল স্থান হইতে সরকারি সম্পত্তি বিদ্রোহিকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানের বাসিন্দাদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি পূরণ করা যাইবেক।

আলমবাগের ২১ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, আমারদিগের শিবিরের দুই পার্শ্ব হইতে বিস্তর বিদ্রোহি সেনা সহসা আসিয়া আক্রমণ করে, তাহাতে তাহারদিগের সহিত তিন ঘণ্টাকালাবধি ঘোরতররূপে সমর হয়, অবশেষে বিপক্ষগণ সংপূর্ণরূপে

পরাভব স্বীকার করত পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সময়ে আমারদিগের বড় কিছু হানি হয় নাই, কিন্তু শত্রুদিগের বিস্তর আহারীয় দ্রব্যাদি আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লেখেন, আসামের নিকটবর্ত্তি সুদিয়া নামক স্থানের অন্তঃপাতি কোনো পল্লীগ্রামে মেসমেরা নামক জাতীয়েরা বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছে, ঐ দুরাচারিদিগকে উচিতমত শাস্তি দেওন জন্য লেপ্টেনাণ্ট বিভার সাহেব তথায় গমন করিয়াছেন।

গোরক্ষপুরের ২১ তারিখের পত্রে লেখে, মহারাজা জংবাহাদুরের অধীনস্থ লেবেন ব্রিগেডিয়ার সেনারা গাগ্রানদীর অপর পারস্থ বিদ্রোহিগণের প্রতিকূলে যে এক সমর করে, তাহাতে বিদ্রোহিরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করায় তাহারদিগের মাটির কেল্লা অধিকার করত তন্মধ্যস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি ব্রিটিস সেনারা জয়লাভ করিয়াছে। এস্থানে ইংরাজ বাসের উপযুক্ত প্রায় কোনোপ্রকার বাটী দৃষ্টিগোচর হয়না, বিদ্রোহিরা সকল গৃহই বিনষ্ট করিয়াছে।

নওয়াখালিস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, সম্প্রতি এস্থানে কোনোরূপ বিদ্রোহঘটিত আশঙ্কা নাই, আমারদিগের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে এস্থানে জঙ্গল সকল পরিষ্কার হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল বঙ্গভাষার গুণজ্ঞ জে, হেমিরি এথারটন সাহেব ত্রিহুতের আফিসিএটিং জজ হওয়াতে তথাকার প্রজাগণের পক্ষে এতদ্দেশীয় এবং ইংরাজী উভয় ভাষার অনেক আলোচনা হওনের সম্ভাবনা, কারণ তিনি সংপ্রতি বিদ্যা উপার্জ্জনের নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় বারিক নির্ম্মাণ হইতেছে এবং দিন দিন চোরের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

আভা নামক জাহাজটি নকমালি নামক স্থানে হঠাৎ বানচাল হওয়ায় অনেক মহাজনের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।—শুনিলাম, ২,৫৫,০৩০ দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ত্রিশ টাকা নগদ এবং ১৮১ সিন্দুক নীল, ৬১১ বস্তা রেসম ও অন্যান্য বহু মূল্যের দ্রব্যাদি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দশ লক্ষ টাকা হইবেক, জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বর ইচ্ছায় আরোহিগণ রক্ষা পাইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শুনিলাম মা ভগবতী বেঙারোগে উচ্চ-পুচ্ছে গাঁ গাঁ স্বরে এ-গাঁ, ও-গাঁ, সে-গাঁ করিয়া বৈদ্যের শরণ লইতেছেন, আমরা বৈদ্য বটি, কেবল মানব জাতির শারীরিক রোগের চিকিৎসা করি, অতএব আমারদিগের দ্বারা গো-চিকিৎসা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—তাঁহার চিকিৎসক এবৈদ্য নহে, তাহারা স্বতন্ত্র এক জাতি গো-বৈদ্য, ঘেঙামন্ত্রে ঠেঙার বাড়ী বেঙারোগের প্রতীকার করে, গোপালক কোনো হিন্দু অবশ্যই সে বিষয়ের উপায় করিয়া দিবেন।

পদ্য।

মাত্রাগত ছন্দ!

শুনোগো মা ভগবতি।
এখনিই হবে গতি॥
এ রোগ তো নহে বেঙা।
মিছেমিছি কর ঘেঙা॥
বাড়াবাড়ি মাতানি।
ভাবে বুঝি বাতানি॥
আর কোরোনা মিছে গোল্।
খাও বিচিলি ভুসি খোল্॥
হাম্বা হাম্বা ছাড় বোল্।
ষাঁড় ডেকে দিই, হুড়ুল্ হোল্॥
সাত বিয়নী বুড়ো গাই।
অন্ত দন্ত কিছু নাই॥
বক্না সম পেক্না বাই।
ল্যাজ্ নেড়োনা মুখে ছাই॥
বোসে তুমি কবরে।
যা করেছ সবরে॥
এলে পরে খবরে।
হবে ল্যাজে গোবরে॥
কিছুতেই নাহি দয়া।
বোসে আছি ধোরে বোমা॥
পেটে তোর্ খুবুরি।
নাক্সে তায় ডুবুরি॥
ব্যক্ত হোলে সর্ব্বঠাই।
শেষে আর রক্ষা নাই॥
বৈদ্য জেতে পরস্পরে।
আচার বিচার করে॥
তুমি কেন হোয়ে হট্।
বৈদ্য-জেতে কহ কট্॥
তোমার কি লাফানি।
গালাগালি ছাপানি॥
ছাপা যদি কর ফের্।
ভালরূপে পাবে টের্॥

বৈদ্যস্য।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

আত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড্রিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রামরমন্ত্রগীতমধুরং তদ্বন্দ্যমীষদ্মুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা ॥

৬০৬৪ সংখ্যা] গুরুবার ২২ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ৪ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

সংবাদপ্রভাকর

২২ফাল্গুন শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

দৈববিড়ম্বনা ও আর আর বহু প্রকার ব্যাপারবশতঃ এই বর্ত্তমান কালটি আমারদিগের পক্ষে ভয়ঙ্কর কালস্বরূপ হইয়াছে, তদ্বিশেষ আমরা গত ১০ ফাল্গুনের প্রভাকরে প্রমাণ পুর্ব্বক প্রচুররূপেই প্রচার করিয়াছি।—সম্প্রতি তদতীত আর কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা বিধেয় বোধে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণে বাধ্য হইলাম।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যাঁহারা প্রথমতঃ এই দেশে রাজ্য স্থাপন করেন এবং যাঁহারদিগের নাম এদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি তাবতেই অনবরত অবারিত-কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।—যথা।—কোম্পানির-রাজ্য, কোম্পানির-কার্য্য, কোম্পানির-বিচারালয়, কোম্পানির-বিচারপতি, কোম্পানির-কাগজ, এবং কোম্পানি-বাহাদুরের দোহাই ইত্যাদি।—এই কোম্পানি-বাহাদুরের নিকট আমরা উত্তম পথ, উত্তম বিচার, উত্তম বিদ্যালাভ, সদ্ব্যবহার, সুশাসন, সুনিয়ম, দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন প্রভৃতি সকল প্রকার গুণের ঋণেই বদ্ধ আছি, অধুনা এই ভারতবর্ষে এই কোম্পানির প্রভুত্ব ও রাজশক্তি রহিত হওনের প্রস্তাব হইতেছে, সুতরাং এই সময়ে স্বাধীন মনের অভিপ্রায়কে পরাধীন করিয়া রাখা কোনোমতেই উচিত হয়না, যথার্থ বটে, শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরী আমারদিগের সর্ব্বেশ্বরী, আমরা তাঁহার চিরানুগত নিরপরাধি প্রজা, এখানে ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজশক্তি সংহৃত হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মন্ত্রী ও আর আর প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ শাসন ও পালন সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করিবেন, যদিও আমারদিগের মনে এতদ্রূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারা কোনোপ্রকারেই অবিচার ও অন্যায় ব্যবহার করিবেননা, যথার্থ রাজধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রকাশ করিবেন, এবং আমরাও যথাবিধি রাজভক্তি আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতাধর্ম্মই ধারণ করিব, তথাচ স্বভাবতঃ এমন একখানা অপ্রকাশিত অপরিচিত আশঙ্কার উদয় হইতেছে, যে, তাঁহারা আমারদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও স্বভাব, চরিত্র এবং দেশের অবস্থা কিছুমাত্রই জ্ঞাত নহেন, কারণ তাঁহারা কস্মিন্‌কালে এতদ্দেশে আগমন করেন নাই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার থাকাতে কখনই সেই আশঙ্কা সঞ্চারের সম্ভাবনা হয় নাই। কারণ মেজর উইলিএম, বটরওয়ার্থ বেলি, হেনরি টুবি প্রিন্সেপ, এলিয়াট মেগনাটন, স্যার জেম্‌স ওয়ার হাগ, স্যার ডি, ম্যাক্সেলেস, স্যার ফ্যাডরিক করি, এবং আর আর অনেক সুধার্ম্মিক বিচক্ষণ সাহেব, যাঁহারা বহুকালাবধি এতদ্দেশে থাকিয়া অধুনা বিলাতে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশিরূপে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত থাকিয়া সমুদয় কার্য্য ধার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা অস্মদাদির ও অস্মদ্দেশের সমস্ত ব্যাপার বিশিষ্টরূপেই অবগত আছেন, এজন্য কাজেই কিছুতেই ভয় ঘটনার আশঙ্কা নাই।—শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরী একেশ্বরী কর্ত্রী, তাঁহার হস্তে আমারদিগের ধন, প্রাণ, মন প্রভৃতি পুর্ব্বাবধি একালপর্য্যন্তই সমর্পিত রহিয়াছে, তিনি যাহা করিতেছেন, তাহাই হইতেছে এবং যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, কেননা তাঁহার উপর অপর কাহারই কর্ত্তৃত্ব নাই, তবে এই রাজকীয়শক্তি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রসঙ্গে এতদ্রূপ আশঙ্কা ও মোহ প্রকাশের প্রধান কারণ এই, যে, যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই বহুপ্রকার পশু ও পক্ষি ইতর প্রাণি হইয়াও আশ্রয়দাতা স্নেহকারি প্রতিপালক মনুষ্যের আশ্রয়পাশচ্যুত হইয়া অপরের অধীন হওনের ও অপর স্থানে গমন করণের সময়ে নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গিমা ও নেত্রনীর নিক্ষেপ দ্বারা অন্তঃকরণের নিগূঢ় দুঃখ প্রকাশ করে, তখন আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণি মানব হইয়া এতদ্রূপ মহোপকারি সর্ব্বগুণজ্ঞ প্রজাবৎসল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য পরিবর্ত্তনে যদি এবম্প্রকার কাতর ও দুঃখিত হইয়া মনের যথার্থ ভাবপ্রকাশ না করি, তবে আমারদিগের এইমনুষ্য জন্ম মনুষ্যধর্ম্ম, মনুষ্যকর্ম্ম ও মনুষ্য শরীর বৃথা হইবে।

এইক্ষণে স্বদেশীয় মহাশয়দিগ্যে বিশেষ বিনয় পূর্ব্বক এইমাত্র নিবেদন করি, আর বিলম্ব করা বিধেয় হয়না।—শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট অবিলম্বেই সকল বিষয় নিবেদন করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।—এদেশ প্রবাসি নীলকর সাহেবেরা সুপ্রিমকোর্টের সুবিখ্যাত কৌন্সেল মেং থিয়োবোল্ড সাহেবকে আপনারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছেন।—এবং "ইণ্ডিয়ান রিফারমলি" নামক সভার অধ্যক্ষেরা ঐ রূপে অপর একজনকে আমারদিগের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। অতএব এমত কালে অস্মদ্দেশীয় একজন সর্ব্বগুণজ্ঞ সুযোগ্য ব্যক্তিকে তথায় অচিরাৎ প্রেরণ করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে, যিনি সেখানে গিয়া সর্ব্বেশ্বরীর নিকটে অনায়াসেই সকল অবস্থা ব্যক্ত করিয়া উচিতমত অনুগ্রহলাভ করিতে পারেন।—অধুনা এই প্রস্তাবে মনোযোগ না করিয়া অকারণ সময় সংহার করিলে ভবিষ্যতে ঘোরতর দুঃখে পতিত হইয়া অবিশ্রান্ত কেবল বিষময় বিলাপ পূর্ব্বক কালক্ষয় করিতে হইবে।

এই সময় যদিও অস্মৎপক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর সময় হইয়াছে, আর যদিও উদ্বেগরূপ মেঘ আমারদিগের চতুর্দ্দিগেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন করত দুর্দ্দিন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এই ঝটিকা শীঘ্রই শেষ হইয়া দুর্দ্দিন দূর হইবে, সৌভাগ্যস্বরূপ সূর্য্যের উদয়ে এমত একটি সুখের সুদিন প্রাপ্ত হইব, সেরূপ সুবিমল দিবসের তৃপ্তিকরী দীপ্তি পূর্ব্বে আর কখনই দৃষ্টি করি নাই। তজ্জন্য এইক্ষণে ভরসা ও মানসিক সাহস এবং ধীরতার বিশেষ আবশ্যক করে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ বিপৎ কালে যদি ভবিষ্যৎ আশা বলবতী না থাকে, তবে মনুষ্যের প্রাণ কোনোমতেই রক্ষা পাইতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ দুঃখ এবং চিন্তার সময়ে মানসিক সাহস প্রধান এক অস্ত্র বা যন্ত্র স্বরূপ হইয়া মনুষ্যকে রক্ষা করিয়া থাকে। এবং তৃতীয়তঃ,—নানারূপ দুর্ঘটনা ও আপদের আঘাতে অবনী আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎসময়ে কেবল ধৈর্য্যই মানবের মনকে সুস্থির করিয়া রাখে কোনোমতেই নিরুৎসাহি ও ভগ্নোদ্যম হইতে দেয় না, আমরা মধ্যে এক দিবস ইংরাজী ভাষায় যে এক সম্পাদকীয় উক্তি প্রকাশ করিয়াছি এবং অদ্যও এই সূত্রে ঐ স্থলে যাহা ব্যক্ত করিতেছি, এবং পাঠে এতদ্দেশীয় পাঠকগণের অন্ত করণে অসন্তোষের সঞ্চার হইবে পারে এমত আশঙ্কা হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা যদি অধুনা আমারদিগের অভিমতের পোষক হইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সময়ানুরূপ কার্য্য এবং উপায়পথ অবলম্বন করেন, তবে কখনই ভীত, ভগ্নোদ্যম এবং নিরুৎসাহি হইবেন না, বরং আশার অতীত সুফল প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকারে সুখি হইবেন। এখনি একজন উপযুক্ত হিন্দুকে বিলাতে প্রেরণ করুন যে কেহ এবিষয়ের যথার্থরূপ যোগ্য পাত্র, তিনি এই দণ্ডেই স্বয়ং কোমর বান্ধিয়া প্রস্তুত হউন, স্বদেশের ও স্ব জাতির সুখ সম্মানবর্দ্ধন এবং দুঃখ নিবারণের সদভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছভূমিতে রাজসভায় গমন করিলে তিনি কখনই জাতি এবং ধর্ম্মবিষয়ে লঘু

বেননা, বরঞ্চ গুরু হইয়াই সকলের পূজ্য হইবেন। রাজ্যেশ্বর সাক্ষাৎ জগদীশ্বর, যিনি সমস্ত প্রজার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া যথাবিধিপুর্ব্বক সেই রাজ্যেশ্বরের সভা মধ্যে গমন করিবেন, তাঁহাকে পরম পবিত্র না বলিয়া কোন ব্যক্তি পতিত বলিতে পারেন? আমরা এপর্য্যন্ত যথা যোগ্য উচ্চপদাদি প্রাপ্ত হই নাই, এবং আর আর বিবিধ বিষয়েই অভাবের অধীন হইয়া রহিয়াছি। সেই সমস্ত বিষয় সাক্ষাৎকারে প্রধান স্থানের প্রধান পক্ষের সুগোচর করিতে পারিলে আমারদিগের সেই অভাব এবং সেই আক্ষেপ কখনই থাকিবেনা।

সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ পক্ষপাত পরিশূন্য মেং রিকেট সাহেব, যিনি দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশের অবস্থা দর্শন ও তত্ত্বাবধারণ করণ কারণ গমন পূর্ব্বক সিংহভূম জেলার কার্য্য নির্ব্বাহনিমিত্ত একজন এতদ্দেশীয় উপযুক্তপাত্র নিযুক্ত করণের অভিপ্রায় এবং তত্রস্ত এজেন্সির কয়েকজন অচিহ্নিত কর্ম্মচারির সদভিপ্রায়সূচক প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, সেই মহাশয় সম্প্রতি আবার চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের কর্ম্ম অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগ্যে প্রদানার্থ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। আমারদিগের বিচক্ষণ ছোটোকর্ত্তা আমারদিগের পদোন্নতি জন্য এপর্য্যন্ত সমানরূপ যত্ন ও মনোযোগ করিতেছেন। মান্যবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবরনর জেনয়ল লার্ড কেনিং বাহাদুর এবং সিসিল বিডন সাহেব সর্ব্বতোভাবেই আমারদিগের প্রতি অনুকূল, কিছুতেই প্রতিকূল নহেন। এবং যে সকল শ্বেতপুরুষ অনর্থক অকারণে বৈরিভাব ধারণ করত আমারদিগের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের মিথ্যা দ্বেষ ও শাত্রবতা সপ্রমাণ পূর্ব্বক আপনারদিগের নির্দ্দোষিতা, চিরকালের রাজানুগত্য, এবং প্রভুভক্তি প্রভৃতি গুণগ্রাম জাগরূক করিবেন। এবং ঐ মহাত্মা আমারদিগের উচ্চপদের উপযুক্ততা বিলাতে বিজ্ঞাত করিলে আমারদিগের কৃতকার্য্য হইবার আর কোনো ভাবনা থাকিবেকনা।

We mentioned in our English Leader the other day, that this is a very critical time for us—the innocent people of Bengal—and we gave some of our reasons for considering it as such.—We have now to add further reasons on the subject, and to offer a protest to our Countrymen against their remaining lethargetic any longer.

The East India company, which laid the foundation of the British Empire in the East, and with whose name we are so much familiar from our Courts, Regulations, Judges, Papers &c being all denominated after it, such as company's Courts, company's Regulations, company's Judges, company's Papers &c— and to which we are so much indebted for Schools, Colleges, Roads, Justice &c is said to be on the eve of being defunct.—Though faithful and loyal subjects to our sovereign, and though, we entertain the highest respect and regard for the ministers of Her Gracious Majesty the Queen—we are naturally afraid of the change—not because we are so mean as to think that the ministers will intentionally inflict any piece of injustice on us, but because they might not be so well acquainted with our national character &c as the company, which consists of eminent men of Indian training and experience such as Messrs William Butterworth Bayley— Ross Donnelly Mangles—Henry Thoby Prinsep—Elliot—Mcnaghten—Sir James Weir Hogg— Sir Frederick Currie &c &c.—Change of masters besides is a very undesirable thing and it is a thing which even the beasts of the wood would not like.

We shall however, as loyal and obedient Subjects to Her Majesty, patiently submit to Her will whatever it may be—but will respectfully appeal to our own Countrymen to adopt the best means in their power to lay our poor case before the foot of the throne.—The Indigo planters have sent in Mr Theobold an able member of the Calcutta Bar to England, and the Reform League have also sent a representative of their body, and it is we and we alone that have remained dormant on the occasion. It is high time for us to rise from our lethargy and to discharge the sacred duty we owe to our Country and Countrymen.—Men of learning and men of wealth are not wanting among us and it is the inclination to proceed to the regions of the West that might be wanting—But we have still in our city native Patriots of reformed notions that will set aside all worldly considerations to serve their Country.—now is the time for them to aid us in any way they think fit—and if the present opportunity be allowed to pass, they will, we predict, have cause to repine, in common with us for negligence.-Now though we consider the present time as critical and though dark clouds have gathered around our heads—the storm may soon be over and we may see clearer and far better days than that we have hitherto enjoyed.—Let us therefore have Hope, Fortitude and Patience. The first, the preserver of mankind from perishing—the second the Shield and Buckler in times of trouble and anxiety—and the third, the maintainer of a steady and unbroken mind amidst the shocks of the world.—

We have, we are afraid, raised an unpleasant feeling in the minds of our native readers by describing, in our former and present English Editorials, the gloomy aspects of the present time; we shall therefore give them a glimpse

of hope in the conclusion, by pointing them out that their long-felt grievances of not having been allowed a good share in the loaves and fishes, which the public service yields, is likely to be removed if they take on themselves to represent matters to England as suggested by us —

Mr. Henry Ricketts, our much respected and truly impartial Commissioner for the revision of Civil salaries, whose examplary disinterestedness has become proverbial since his proceeding to the South West Frontier on tour of inspection; for his having proposed the appointment, of an uncovenanted officer to the sole charge of the district of Singbhoom, his having listened to the suggestions of some of the experienced uncovenanted officers in the agency and his having brought them prominently to the notice of the Government, has suggested the expediency of throwing-open several appointments now held by the covenanted Servants to the uncovenanted, and as our present Lieutenant Governor of Bengal the Honble Frederick James Halliday has always been the foremost in elevating natives to situations of trust and emolument and as Lord Canning and Mr. Cecil Beadon have never shewn unwillingness to help us, there is every hope of success provided we get the false clamour raised against us in England stopped by making fair representations and by shewing that we deserve the lift which some of the Heads of the civil service here intend giving us even at the prejudice of the interest of their own service and of there own countrymen.—

বারাসতবাসি কোনো বন্ধুর দ্বারা অবগতি হইল, একজন সিপাহি বারাসতে গিয়া তথাকার মাজিষ্ট্রেটী সম্বন্ধীয় কয়েকজন সিপাহিকে বিদ্রোহিতাচরণের প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছিল, গোয়েন্দা দ্বারা তদ্বিশেষ প্রকাশ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহাকে ধৃত করেন, ঐ দুরাত্মা কহিতেছে, আমি গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মোক্তারের পরামর্শে এই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম, মুখোপাধ্যায় এইক্ষণে হাজতে আছেন, কিন্তু শুনিতেছি, তিনি তৎকালে বারাসতে ছিলেন না।

এতন্নগরে এমত জনরব উঠিয়াছে, গত পরশ্বঃ রজনীতে চাণকের কতকগুলীন নিরস্ত্র সিপাহি সিন্ধু দেশের আমীরদিগের কয়েকজন লোকের সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্রাদি লইয়া অত্যাচার করণের অনুষ্ঠান করিতেছিল, এমত কালে তদ্বিষয় প্রকাশ হওয়াতে সকলেই ধৃত হইয়াছে। এই সংবাদ সত্য কি না নিশ্চয় বলিতে পারিলামনা।

পরন্তু এমত জনরব, চাণক হইতে ৩০০০ নিরস্ত্র সেনা কোথায় প্রস্থান করিয়াছে তাহা নিশ্চয় হয় নাই। বোধ হয় এই সংবাদ সত্য নয়, কারণ চাণকের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি গত দিবস আমারদিগের যন্ত্রালয়ে আসিয়াছিলেন, তিনি ইহার কিছুই কহিলেন না।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মুঙ্গেরের ২৭ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে এস্থানে সম্প্রতি কোনো প্রকার গোলযোগ নাই, গত কল্য উত্তর পশ্চিম রাজ্য হইতে জাহাজারোহণে কতকগুলীন পীড়িত বিবি ও বালক এস্থানে উপনীত হইয়াছেন, এতদ্দেশীয় ৬৫ সংখ্যক পদাতিক সেনা গত ২৫ তারিখে আগত হইয়াছে, এস্থানীয় বোটানিকেল উদ্যানের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিকাংশে উত্তম বলিতে হইবেক।

গত ২৫ তারিখের কাণপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, নবাবগঞ্জের সেনারা আলমবাগে গমন করিয়াছে, যে কয়েক জন বিবি আগ্রা হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা আলাহাবাদে গমন করিয়াছেন, টুম্ব সাহেবের অধীনস্থ সেনারা মিরাট হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছে, শুনিলাম আলমবাগের নিকটবর্ত্তি টেলিগ্রাফের তার বিদ্রোহিরা ছেদন করিয়া দিয়াছে এবং আলমবাগস্থ ব্রিটিস সেনাদিগকে বিদ্রোহিরা সাহসা আক্রমণ করিয়া তাহারদিগের বিপক্ষে অনবরত গোলাবৃষ্টি করিতে থাকে, কিন্তু পরিশেষে শ্বেত সেনা কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়, এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিস্তর হানি হইয়াছে, এবং তাহারদিগের ২ টা বৃহৎ তোপ আমারদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ

চ্যারিটেবল সোসাইটি নামক সমাজে গবর্ণমেণ্ট প্রতি মাসে ১২০০ টাকা করিয়া দান করেন, অধুনা কোনো কারণবশতঃ তাঁহারা ভবিষ্যতে তদ্দানে বিরত হইবায় বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট উক্ত নিয়মটি বজায় রাখিবার জন্য সুপ্রিল গবর্ণমেণ্টে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

কুমার জগদীন্দ্র বনওয়ারি গোবিন্দ গবর্ণমেণ্টকে ২২১ স্বর্ণমুদ্রা নজর দেওয়ায় গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৬৫ সংখ্যা। শুক্রবার ২৩ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ৫ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

"মহাশ্বেতা,, নামক নাটক যাহা কলিকাতা নিউপ্রেশ যন্ত্রালয়ে উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে তাহা আগামি ১ বৈশাখে প্রকাশ হইবে। উক্ত পুস্তকের স্বাক্ষর ।।০ করিয়া পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এক্ষণে পুস্তক বৃদ্ধি হওয়াতে স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে বাধ্য হইলাম। আমারদিগের দেশীয়েরা বিনা স্বাক্ষরকারি অপেক্ষা স্বাক্ষরকারির প্রতি অল্প মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন কিন্তু বিক্রয়স্থলে তাহার সংপূর্ণ বিপরীত হয়। আমি পূর্ণ ক্ষতি স্বীকার করিলেও প্রতিজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিবনা, অতএব স্বাক্ষর করণেচ্ছু মহাশয়েরা ২৫ চৈত্রের মধ্যে উক্ত যন্ত্রালয়ে আমার নামে পত্র লিখিবেন।

শ্রীমণিমোহন সরকার।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

২৪ ফিব্রুআরি।

বর্দ্ধমানের কমিস্যনর মেং ডবলিউ এচ এলিয়ট সাহেব তাঁহার অধীনস্থ সকল জিলার দোষিলোকদিগের বিচার ও শাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৫ ফিব্রুআরি।

সবআসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু দুর্গাদাস কর ঢাকা জিলার দাতব্য ঔষধালয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সবআসিষ্টাণ্ট সারজন আমীন উদ্দীন বরিশালের দাতব্য ঔষধালয়ের তত্ত্বাবধারণ করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৭ ফিব্রুআরি মেং সি, জে, ব্রাউন সাহেব আরাকাণের অন্তঃপাতি আকায়েব নামক স্থানের আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

১ মার্চ্চ।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বর্দ্ধমান জিলার ডেপুটি কালেক্টর এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের পূর্ব্বতন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর উক্ত জিলার উত্তরাংশের উল্লেখিত উভয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং এফ, বি, ঔটরাম সাহেব উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জুনিয়ার আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং এফ,বি, পিয়ারসন সাহেব, সাগরের, আফিসিএটিং সিবিল এবং শেসন জজ হইয়াছেন।

মেং জে, এ, এল, ব্রানড্রেড সাহেব,গাজিপুরের আফিসিএটিংমাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইয়াছেন।

বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়েরা মেং জন, গ্রিফ রেডি সাহেবকে কলিকাতার মাষ্টর এটেণ্ডেণ্ট পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

বিদায়।

সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মচারি মেং হেনিরি লসিংটন সাহেব পীড়া বশতঃ ৩ বৎসরের নিমিত্ত স্বদেশ যাত্রা করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর

২৩ ফাল্গুনশকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

চাগকের নিরস্ত্র-সিপাহিদিগের বিদ্রোহিতাচরণ বিষয়ক যে সংবাদ এতন্নগরে বাহুল্যরূপে জনরব হইয়াছে, আমরা তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইতেছি, যাহাহউক, এই সংবাদ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, কিন্তু এজন্য গবর্ণমেণ্টের সতর্ক হওয়া ও সাবধানে নগরাদি রক্ষা করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে।

আমারদিগের শ্বেত-সহযোগি ইংলিসম্যান সাহেব লেখেন "গবর্ণমেণ্ট কেন ইহারদিগ্যে বসিয়া বসিয়া অনর্থক আহার দিতেছেন? ছাড়িয়া দিন, এই সিপাহিরা আপনাপন দেশে গিয়া কৃষিকার্য্য এবং অপরাপর উপায় দ্বারা দিনপাত করুক"।

রাজপুরুষেরা ঐ নিরস্ত্র-সিপাহিদিগ্যে কি জন্য বসিয়া বসিয়া আহার দিতেছেন, ও বহু ব্যয় স্বীকার পুর্ব্বক গোরার পাহারার অধীন করিয়াছেন, ইংলিসম্যান কি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই! ইহারা রাজভক্ত বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ রণনিপুণ মহাযোদ্ধা বীরপুরুষদিগ্যে এইক্ষণে এ ভাবে বেতন ও স্নেহসূত্রে বদ্ধ না করিয়া ছাড়িয়া দেন, তবে তাহারা দেশে গমন করিতে পারিলে আর একরূপে প্রভুভক্তি-পাশে বদ্ধ থাকিতে পারিবে না, স্বদেশীয় স্বজাতীয় বিদ্রোহিব্যূহের অনুরোধপরবশ হইয়া তাহারদিগের দলভুক্ত হইলে কতদূর পর্য্যন্ত প্রমাদ ঘটনার সম্ভাবনা, এই অস্ত্রহীন সেনার সংখ্যা অন্যূন ৫০০০ পাঁচ সহস্র, অতএব শ্বেত-সহযোগির এই উক্তি অত্যাচারিদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর বলিতে হইবেক।

Yesterday an alarming report was spread in the town, concerning the intended rise of the disarmed Sepoys at Barrackpore. Although we doubt this matter, yet it is the duty of Government to be always watchful, and make active preparations for the defence of the City. Our white contemporary the *English-man*, in allusion to this circumstance, says.—

"Why the Government continues to pay men who cannot be trusted with arms, and who even unarmed are conspiring for mischief. It is time that these loyal and faithful soldiers should be permitted to earn their bread by ploughing their own fields, instead of putting the State to the expense of paying them wages, and keeping British soldiers employed to guard them."

It is strange, that the Englishman cannot see the wisdom and policy of our Government in keeping these 4 or 5000 well disciplined men still under pay, for, if the Government would discontinue to favour them and thus throw them into greater despondency,—they once set at liberty will positively be incueed by their rebellious countrymen to join them in their diabolical depredations, so that the advice of our wise white Contemporory is favorable to the mutineres only.

কাসিমবাজারস্থা মহামান্যা পুণ্যশীলা দেশহিতৈষিণী শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহিতা নিতান্ত রাজানুগত্য এবং রাজভক্তি ব্যবহার দ্বারা জিলা মুরশিদাবাদে, রঙ্গপুরে এবং মানভূমে রাজানুকূলে নানা প্রকার আনুকূল্য করাতে গবর্ণমেণ্ট এবং জিলার রাজপুরুষেরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আন্তরিক বাধ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক সাধুবাদ সহকারে তাঁহাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন, আগামিতে আমরা তদ্বিশেষ প্রকাশ করিব।

আমরা শ্রুত হইলাম, কোচবেহারের মহারাজ বাহাদুর হিন্দু স্কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক "পেরিণ্টিকেল একাডিমি" নামক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ ছাত্ররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

সসারামের কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, রোটাসের দুর্গ হইতে আমাদিগের রণনিপুণ শীকসেনারা বিদ্রোহি অমরসিংহকে দূর করিয়া দিয়াছে।

মহারাণীর ৩৫ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সেনাদিগের মধ্যে ওলাউঠা রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ভবিষ্যতে পঞ্জাব রাজ্য মধ্যে১৮ টা রেজিমেণ্ট ব্রিটিসসেনা সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিবেক।

ইংলিসম্যান পত্র দৃষ্টে অবগতি হইল, যে, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর লক্ষ্ণৌ অভিমুখে অগ্রসর হওনের কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিতেছেন, কারণ কাণপুর এবং আগ্রা রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।

কিয়দ্দিন হইল, এমত জনরব হইয়াছিল, যে গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিদিগকে সমূলে বিনষ্ট করা হইয়াছে, তাহা এইক্ষণে কোনোরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারেনা, কারণ বিশেষ প্রামাণ্য লোকের পত্রে বিদিত হইল, যে, ঐ দলের বিস্তর সেনা একত্রিত হইয়া পুনর্ব্বার কাণপুর অধিকার করণে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছে। শুনিলাম কয়েকজন দূত ধৃত হইয়াছে, এবং তাহারদিগের নিকটে কয়েকখানা লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে এমত ব্যক্ত করে, যে সকল ব্যক্তি রাজভক্ত বলিয়া এতদিন পর্য্যন্ত গণ্য ছিল তাহারাও বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কাণপুরের ২৬ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, ব্রিগেডিয়ারওয়ালপোল সাহেব এস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু কালিন কেম্বেল বাহাদুর অদ্যাপি এখানেই অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি তিনি আলমবাগের নিকটবর্ত্তি বস্ত্রি নামক স্থানের শিবিরে আগামি কল্য রজনীতে গমন করিলেও করিতে পারেন, এবং আমারদিগের অযোধ্যা অধিকার করণের যে প্রকার আয়োজন হইতেছে, তাহাতে বোধ করি, আগামি সপ্তাহের মধ্যেই উক্ত স্থান আমারদিগের অধিকারভুক্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

উক্ত স্থানের অপর এক পত্রে লেখে, মহারাজ জং বাহাদুর আপনার অধীনস্থ ৯০০০ গোরখা সেনা এবং ৩০০০ দেশীয় রণনিপুণ সেনা সমভিব্যাহারে শীঘ্রই অযোধ্যা অভিমুখে গমন করিবেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

সিবিল সংক্রান্ত মেং জে, ডবলিউ,ড্যালিরেম্পেল সাহেব সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে, তিনি সমস্ত ভারত বর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করত আগামি মেল-ষ্টিমরে, কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্সদিগের বিদিতার্থ প্রেরণ করিবেন শুনিলাম, বাঙ্গাল, ও ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সকল ডিপার্টমেণ্ট হইতে সমস্ত বিবরণ একত্রিত করিয়া উক্ত মহাত্মার জ্ঞাপনার্থ প্রেরিত হইবেক, তিনি তদ্দৃষ্টে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বিলাতে প্রেরণ করিবেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কোনো প্রজা যদ্যপি কোনো স্বাধীন রাজ্য মধ্যে কোনো প্রকার গুরুতর অপরাধ করে, তবে তাহার বিচার তৎস্থানীয় প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃক না হইয়া ভবিষ্যতে ব্রিটিস সংক্রান্ত আফিসরদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইবেক।

১ মার্চ্চ দিবসাবধি হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রবিবার দিবসে বাষ্পরথ গতায়াত করিতেছে।

দিল্লী গেজেটে দৃষ্ট হইল, মেজর বিনসেণ্ট আইয়ার সাহেব, ইছাপুরের বারুদখানায় এজেণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

অযোধ্যার রাজমাতা, যিনি পেরিস নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন তিনি তথায় ২৪ জানুআরি দিবসে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করত যোগ্য ধামে যাত্রা করিয়াছেন।

ফ্রান্সের রাজ্যেশ্বরকে বিনষ্ট করিবার জন্য যে সকল নরাধমেরা উদ্যোগি হইয়াছিল, তাহাদিগকে ধৃত করা হইয়াছে, এই কুচক্র ইংলণ্ড হইতেই আরম্ভ হয়।

সংপ্রতি আলিপুরস্থ কারাগার মধ্যে ১৩৭ জন দোষি দ্বীপান্তর গম-

নার্থে অবস্থিতি করিতেছে, শুনিলাম তাহারা শীঘ্রই তথা হইতে শিঙ্গাপুর উপদ্বীপে গমন করিবেক।

ব্রহ্মপুত্র নামক বাষ্পীয় তরির মালিম ও অন্যান্য কর্ম্মচারিরা আলাহাবাদ অবধি কাণপুর পর্য্যন্ত সতর্কতা পূর্ব্বক প্রহরির কার্য্য সুসম্পন্ন করায় আমাদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে ছয় মাসের বেতন পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

পাটনার ২৮ ফিব্রুআরি দিবসের পত্রে লেখে, মেং টেলর সাহেব ময়মনসিংহে গমন করিয়াছেন, এস্থানে ইতিমধ্যেই গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

লেডি কেনিং অতি শীঘ্রই জাহাজারোহণে মান্দ্রাজ রাজধানী মধ্যে শুভযাত্রা করিবেন।

মিলেটরি ডিপার্টমেণ্টের হেড আসিস্টাণ্ট মেং জি, ডবলিউ, কেল্‌নার সাহেব আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরলের তৃতীয় আপিসিএটিং আসিস্টাণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

দীর্ঘত্রিপদী।

আজ কিবা শুভ দিন, তব লাগি অনুদিন,
থাকিতাম দিন হীন মত।
বহিত নয়ন জল, ভাসিত হৃদয় স্থল,
দুখানল দহিত সতত॥
বিচ্ছেদে করিতে ত্রাণ, এলে প্রণাধিকা প্রাণ
এসো এসো বসো হৃদাসনে।
বহু দিবসের পর, তোমার মধুর স্বর,
মুগ্ধ হব শুনিয়া শ্রবণে॥
তুমি প্রাণাধিক ধন, তোমা বিনে বল মন,
কিরূপেতে ধৈর্য্য আর ধরে।
জিনি শত শশধর, তব মুখ মনোহর,
প্রণয় আকাশ দীপ্ত করে।
প্রাণ সম করি স্নেহ, তুমি প্রাণ আমি দেহ,
ইহা ছাড়া আর কিছু নই।
তব দরশন সুধা, পানে হরে ক্ষোভ ক্ষুধা,
কিছু নাহি জানি তোমা বই।
বিরহেতে হই ক্ষীণ, ভেবে ভেবে দিন দিন,
দেহ যেন শবের আকার।
না হেরিলে তব মুখ, মনে মনে মহা দুখ,
দিবসেতে হেরি অন্ধকার।
তোমারে সদাই স্মরি, তুমি মন প্রাণেশ্বরি,
মম রাজ্য করহ পালন।
করি যথা সুবিচার, রাণীর যে ব্যবহার,
কর তাই যাহে লয় মন॥
মন তব অনুগত, তুমি ভাব অন্যমত,
ছিছি এই কেমন বিচার?।
হিতে ভাব বিপরীত, একি প্রিয়ে তব রীত,
অনুচিত কোরোনাকো আর॥
হায় হায় একি দায়, রাজ্য কোথা রক্ষাপায়
সুবিচার না করিলে পরে।
অবিচার দেখে মন, হোয়ে অতি উচাটন,
দিবানিশি হাহাকার করে॥
তুমি হোয়ে রাজ্যেশ্বরী, রাজকার্য্য পরিহরি,
হেলা করি বোসে আছ প্রাণ।
অভাবের ভাবধর, প্রমোদে প্রমাদ করা,
নয় নয়, এ নয়, বিধান॥
ধর ধর বাক্য ধর, এই ভাব হর হর,
অধিকার কর অধিকার।
লোয়ে সব প্রজাগণ, রাজ্যকর সুশাসন,
অপযশ কর পরিহার॥

নিতান্ত অনুগত
শ্রীঅঃ চঃ পাঁড়ে।
হুগলি কালেজের ছাত্র।

চুঁচুড়া চৌমাথা।
২৯ মাঘ ১২৬৪।

যদিও আমরা উক্ত কবিতার অধিকাংশ সংশোধন করিয়া দিলাম, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই, যে, ইহাতে ছন্দের, যতির এবং মিলের কোনোরূপ দোষ হয় নাই, এই কবি অতি শীঘ্রই রচনাচতুর রসজ্ঞ হইয়া সুরচনা দ্বারা সকলের চিত্ত রঞ্জন করিতে অবশ্য পারিবেন। এই সূত্রে আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগ্যে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা তরঙ্গ বয়সে ভাবে গড়াগড়ি দিয়া আদিরসের এত ছড়াছড়ি করিবেন না, এই রস অতি সুন্দররস, এই রসের অনুগত আর কয়েকটী রস আছে, এ রস লিখিবার বয়স এখনো হয় নাই। এ রসের রস রক্ষা করা সহজ নহে, এত কঠিন, যে, বাক্যবিন্যাসে ও ভাব প্রকাশে সাবধানতার কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হইলে একেবারে হিতে বিপরীত ও রসে বিরস হইয়া উঠে, রচক সেই রচনা অস্ত্রে অগ্রেই আপনি আপনার লজ্জার মাথায় আঘাত করিয়া পরিশেষ আবার তদ্দ্বারা পাঠক পুঞ্জের লজ্জালতা-ছেদন করেন। যে সকল প্রাচীন কবির প্রণীত কবিতা-পুস্তক পাঠ করা যায় তাহাতেই আদিরসকে উলঙ্গ দেখিতে পাই, গোস্বামি মতের শৃঙ্গাররসের দুই একখানি গ্রন্থে যদিও কবিতার তাদৃশ পারিপাট্য নাই, কিন্তু রসের মাধুর্য্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় না। যাহা হউক, কবিমাত্রেই স্বাধীন, যাঁহার মনে যখন যে রসের ও ভাবের উদয় হইবে তিনি তখন সেই রসের ও সেই ভাবের বর্ণনা করিবেন, ইহাতে আমারদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, আদিরস বর্ণনায় যত সতর্ক হইতে পারেন ততই উত্তম হইবে।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আতঃদিনপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যন্ভ্রামরকীদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তাস্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৬৬ সংখ্যা] শনিবার ২৩ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ৬ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲টঙ্কামাত্র ।

সংবাদপ্রভাকর

২৪ ফাল্গুনশকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

কাসিমবাজারস্থা মহামান্যা পুণ্যশীলা দেশহিতৈষিণী শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহিতায় নিতান্ত রাজানুগত্য এবং রাজভক্তি ব্যবহার দ্বারা জিলা মুরশিদাবাদে, রঙ্গপুরে এবং মানভূমে রাজানুকূলে সাধ্যমত যে সকল সাহায্য করিয়াছেন, তদ্বিশেষ নিম্নভাগে লিখিত হইল।—জিলা মানভূমের অন্তঃপাতি তরফ চটী ও বালিয়াপুর নামক জমিদারির অধীন বেগুনিয়া এবং তৎ সন্নিহিত নেয়ামতপুর চটী দিয়া যে সকল ব্রিটিস সেনা অশ্ব, গো, হস্তি প্রভৃতি শত্রু দমনার্থ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিতেছে, সেই সমস্ত সেনার ও পশ্বাদির খাদ্য সামগ্রী ও গো-শকটাদি আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয় শ্রীমতী রাণীর আদেশানুসারে উক্ত জমীদারির কর্ম্মচারিগণ সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সাহায্য করণে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, একারণ ব্রিটিস সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবেরা তাঁহারদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ঐ জমীদারির প্রধান কর্ম্মচারি শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায় মহাশয়কে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

জেলা মুরসিদাবাদের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে হস্তি ক্রয় করণার্থ তত্রস্থ সমস্ত ভূম্যধিকারিদিগকে সংবাদ দেন, তচ্ছ্রবণে শ্রীশ্রীমতী রাণী সন্তোষচিত্তে একটি হস্তি গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছেন। এজন্য কালেক্টর সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা সূচক এক পত্র লিখিয়াছেন।

ঢাকার বিদ্রোহি সেনাগণ রঙ্গপুর প্রদেশ দিয়া গমনকালীন গুরুতর অত্যাচার পূর্ব্বক অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করে।—বাষ্পীয় জাহাজযোগে গবর্ণমেণ্টের দুই শত গোরা সেনা ঐ দুরাচারিদিগের বিনাশার্থ উক্তা গুণযুক্তা মহামান্যা রাণীর জিলা রঙ্গপুরের অধীন পরগণে "বাহারবন্দর" নামক জমীদারির অন্তঃপাতি বাগুয়া নামক স্থানে উত্তীর্ণ হয়, তাহা শ্রবণে ঐ জিলার মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মচারি উল্লেখিত শ্বেত সেনাদিগকে রসদ ও আর আর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে কোনোমতে ত্রুটি করেন নাই, সর্ব্বতোভাবেই আজ্ঞা পালন করিয়া রাণীর উচ্চ মহিমা রক্ষা করেন, তাহাতে তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব রাণীকে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য দিতে চান, কিন্তু তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই, তাহাতে সাহেব প্রশংসাপত্র প্রদানে গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করাতে আমারদিগের রাজনীতিজ্ঞ পক্ষপাত পরিশূন্য ছোট কর্ত্তা মহাশয় সন্তোষচিত্তে যে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন, তাহা আমরা সাদরে নিম্নে প্রকটন করিলাম।

No. 519.

From

A. R. Young Esquire,
Secretary to the Government of Bengal
To The offg. Magistrate of
Rungpore,

Dated Fort William, 8th Feby. 1858.

Sir.

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 47 dated the 30th ultimo, and in reply to request that you will be so good as to convey to the Zeminder of Baharbund the acknowledgement of the Lieutenant Governor for the assistance rendered by her to the European seamen sent on service to your District, in procuring carriage and supplies on their arrival at Bugwah Ghaut, and in providing transport for crossing the Berhampootra,—

I have &c,
(Signed) A. R. Young,
Secretary to the Government of Bengal.

(True Copy)
(Sd.) W. J. Lingham,
Offg. Magistrate.

এ, আর, ইয়ং সাহেব রঙ্গপুরের আফিসিএটিং মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লেখেন।

মহাশয়! আমি আপনার ৩০তারিখের ৪৭ নং পত্র প্রাপ্ত হইয়া সম্মতি পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর পত্রে নিবেদন করিতেছি, এই যে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাহারবন্দরের ভূম্যধিকারিনীকে জানাইবেন, যে, তিনি লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের সম্মতিক্রমে তাঁহার অধিকারের মধ্যে যে সকল রাজকর্ম্মচারিগণ যাইতেছেন, তাঁহারদিগের রসদ শকট এবং ব্রহ্মপুত্র নদী পারাপারের নৌকা প্রভৃতি সরবরাহ করেন।

(স্বাক্ষরিত) এ, আর, ইয়ং।
বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী গবর্ণমেণ্টকে যে এপ্রকার সাহায্য করিবেন তাহা বড় আশ্চর্য্য নহে, কারণ লার্ড হেষ্টিং যে সময় এই ভারতবর্ষের গবরনর জেনরলি পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তৎকালে মৃত মহারাজ কৃষ্ণনাথের পূর্ব্বপুরুষ ৺ কৃষ্ণকান্ত বাবু উক্ত বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন, তিনি তৎকালে গবর্ণমেণ্টকে নানাবিধ সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই অবধি একালপর্য্যন্ত ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকার আনুকুল্য করিতেছেন। অতএব এস্থানে শাদা কালো দ্বেষিদিগকে লিখিতেছি যে তাঁহারা রাজভক্ত বাঙ্গালিদিগের প্রতি অকারণে দ্বেষ প্রকাশ না করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিবেন, যে, এই প্রকার শত শত বাঙ্গালি গবর্ণমেণ্টকে এই সময়ে সাধ্যমত সাহায্য করণে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

সর্ব্ব সমাজস্থ সুসম্ভ্রান্ত সুধার্ম্মিক মহামান্য বৈদ্য মহাশয়দিগের প্রতি কতিপয় দুর্ব্বল দীন বৈদ্যের সবিনয় নিবেদন।

আমরা গত ১৪ ফাল্গুন বুধবাসরীয় প্রভাকরে আপনারদিগের নিকট এমত এক আর্দ্দাস করিয়াছি, যে, আমরা কয়েক জন বৈদ্য বৈদ্যের নিমন্ত্রণে এক ধর্ম্মপরায়ণ কায়স্থ বাবুর ভবনে শাস্ত্রসম্মত এক বৈধ প্রীতি ভোজন করাতে শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র মজুমদার নামক কোনো বৈদ্যসন্তান আপনার স্বাক্ষরিত এবং সুবিখ্যাত ধনাঢ্য মহাত্মা বাবু হরিমোহন সেন, আপনার নামীয় মোহরাঙ্কিত পত্র বিতরণ দ্বারা গত ১১ ফাল্গুন রবিবাসরে এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান পূর্ব্বক সভাস্থ সমস্ত বৈদ্য মহাশয়দিগের সমীপে অস্মদাদির বিরুদ্ধে এক অজ্ঞাত অলীক অভিযোগ উপস্থিত করেন। কিন্তু আমরা এমত কি এক কার্য্য করিয়াছি, যদ্দ্বারা দোষি অথবা অভিযোজ্য হইতে পারি, তদ্বিশেষ, না, উক্ত অভিযোগ কর্ত্তারাই জানেন, না, আপনারাই কেহ জানেন, অথচ আশ্চর্য্য এই, যে অকারণে বিনাদোষে দোষার্পণ পূর্ব্বক একটি প্রকাশ্য সভায় গুরুতররূপে আন্দোলন দ্বারা অপবাদ করা হইল, যাহাহউক, আমরা দোষি কি নির্দ্দোষি, তাহার প্রমাণ প্রদান করা অতি আবশ্যক বোধ হইতেছে। অতএব সকলে আমারদিগের নিবেদিত বিষয়ে কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ সুবিচার করুন।

গত ১৩ ফাল্গুন দিবসে আমরা কতিপয় ব্যক্তি নিমতলা নিবাসি নরাশি সর্ব্বমান্য শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বর দত্ত, তথা শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে একখানি পত্র লেখাতে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই পত্রের যে উত্তর প্রদান করেন, তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটিত করিতেছি।

যথা।

" ঈশ্বরোজয়তি।

কলিকাতা।
নিমতলা।
১৪ ফাল্গুন ১২৬৩।

যথাবিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং।

আপনারা আমারদিগের নিকট যে কয়েকটি প্রস্তাবের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিশেষ লিখিতেছি।

যথা।

গত ১৯ মাঘ রবিবাসরে আপনারা যে প্রীতিভোজন করেন, বৈদ্য কুলোদ্ভব শ্রীযুত বরদাকিঙ্কর মল্লিক তথা শ্রীযুত নবকৃষ্ণ সেন আপনাদিগের সেই প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ করেন, আর তাঁহারাই সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী ও নূতন রন্ধন পাত্রাদি লইয়া স্বতন্ত্ররূপ এক খণ্ডে স্বতন্ত্র এক গৃহে পরমপূজ্য এক ব্রাহ্মণ দ্বারা রন্ধন করাইয়া সর্ব্বাগ্রেই স্বতন্ত্র এক পঁক্তিতে ভোজন করান, আর ঐ প্রীতিভোজ প্রকাশ্য ক্রিয়ার সপ্তাহ পরে হইয়াছিল।

শ্রীযুত বরদাকিঙ্কর মল্লিক এবং শ্রীযুত নবকৃষ্ণ সেনের সহিত মনান্তর থাকাতে বোধ হয় শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র মজুমদার এতদ্রূপ দ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, কারণ উক্ত মজুমদার দীর্ঘকাল দুই সন্ধ্যা অবাদে অবিবাদে কায়স্থের রন্ধনশালার ব্রাহ্মণের রাঁধাভাত কায়স্থের সঙ্গে একত্রে বসিয়া ভোজন করিয়াছেন এবং অন্যান্য অনেক বৈদ্য এবম্প্রকার প্রীতিভোজন অনেকবার করিয়াছেন ও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন।

আপনারদিগের নিতান্ত বাধ্য।
শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত।
শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।
শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র।,,

হে নিরপেক্ষগণ! দেখুন, আমরা যেরূপে ভোজন করিয়াছি তাহাতে কোনো প্রকার দোষ সম্বন্ধ-গন্ধ আছে কি না? অকপট প্রণয় ও বিশেষ আত্মীয়তা প্রভৃতি বহুবিধ কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থাদি জাতি মধ্যে পরস্পর পরস্পরের বাটীতে, বাসাতে, উদ্যানে এবং নানা স্থানে এরূপ প্রীতিভোজন কোনোমতেই দোষ্য নহে, অথচ অনিবার্য্য, কেননা এই ভোজ ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। ভগবান স্বয়ং এ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন. ফলতঃ অবৈধ ভোজ স্বতন্ত্র. যাহা হউক, আমারদিগের বিষয় শ্রীযুত দত্ত বাবু দিগের ঐ পত্র পাঠে অবগত হউন, আমরা জগদীশ্বরের শরণাগত ও ধার্ম্মিক এবং সাধুগণের আশ্রিত হইয়া সত্যই কহিতেছি, আমারদিগেরি নিমন্ত্রণে, এবং আমারদিগেরি আহরণে ব্রাহ্মণের রন্ধন ও পরিবেশন করা অন্ন ব্যঞ্জন স্বতন্ত্র এক স্থানে কেবল আমরাই কয়েক জন বৈদ্য এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অভিযোগকারি বাবু জগচ্চন্দ্র মজুমদার কায়স্থের বাটীতে কার্ সঙ্গে বোসে কি খেয়েছেন? এই কথাটি আপনারাও তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করুন, তিনি ইহার কি উত্তর করেন, বরদাকিঙ্কর মল্লিক ও নবকৃষ্ণ সেনের সহিত কোনো বিষয়ে বিবাদ থাকাতে কি তাঁহারদিগের উপর তাঁহার এতদ্রূপ অন্যায় দ্বেষ ও রাগ প্রকাশ করাই সাধু ব্যবহার হইয়াছে? পতিত করা, জাতি মারা, ইহাই কি মহতের ধর্ম্ম? আর তাঁহারদের অপরাধই বা কি হইয়াছে? অপিচ আমারদিগের কয়েকজনের সহিত এপর্য্যন্ত তাঁহার আলাপ পরিচয় কিছুই হয় নাই, অতএব আমরা তাঁহার বিষনেত্রে কেন পড়িলাম? এরূপ অন্যায় অভিযোগ কেন করিলেন?

অনন্তর আমরা অত্যন্ত কাতর ও ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করিতেছি, আপনারা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন।—আমরা দুঃখি ও দুর্ব্বল, অভিযোগকারির অনুরোধরক্ষক সহযোগি সভ-আহ্বানকারি মহাশয় ধনি ও সবল কিন্তু তিনি ও তাঁহার অনুরোধ-পরবশ মহাত্মারা সত্যাসত্যের বিশেষ কি সন্ধান করিয়াছেন? তাঁহারা গোপনে তদন্ত না করিয়া এক পক্ষের বিপক্ষের বিচক্ষতাসূচক বাক্যের উপরে ভর করত এরূপ প্রকাশ্য সভায় নিরপরাধি স্বজাতিকে পতিত বলিয়া অমর্য্যাদা করিয়া কি মহতের ন্যায় কর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের ন্যায় ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন? ইহাই কি তাঁহারদিগের উচিত হইয়াছে?—সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যের প্রকাশ না করিয়া কেবলই একজনের অলীক অপবাদে বিশ্বাস করিয়া কতকগুলীন দোষহীন বৈদ্যকে প্রকাশ্যে দণ্ড করণে দণ্ড ধরা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে, যেখানে কে দণ্ডী ও কে দণ্ডী তাহার নিশ্চয় হয় নাই, সেখানে যিনি ও যাঁহারা এক দণ্ডেই ও এক দণ্ডেই অদণ্ডিকে দণ্ডী করেন, সে দণ্ডিদের দণ্ডী কে হইবেন? তাহার বিচার এক গণ্ডী ছাড়া দণ্ডীই করিতে পারেন। আমারদিগের লিখিত দুইখানি পত্র সভাস্থ মহাশয়েরদের দৃষ্টিগোচর হইলনা, আমারদিগের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ হইল, বারম্বার প্রার্থনা করিয়াও অদ্যাপি তাহা জানিতে পারিলাম না।—কোনো কোনো মহাশয় কত স্থলে কত অন্যায় দোষারোপ করি-

তেছেন, জাতি মারিতেছেন, নিমন্ত্রণ বারণ করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, আমরা তাঁহারদিগের নিকট ও জগদীশ্বরের নিকট তদ্বিষয়ে কিছুমাত্রই অপরাধ করি নাই। কেহ কেহ বৈদ্য হইয়া সংবাদ পত্রে এমত অকথ্য কথা উল্লেখ করিতেছেন, যাহা উচ্চারণ করিলে মহাপাপ সঞ্চার হয়।

হে জগদীশ্বর! তুমিই সাক্ষী! হে ধার্ম্মিক বৈদ্যগণ! আপনারা বিচারকর্ত্তা বিচার করুন। আমরা বিশেষ কি অপরাধ করিয়াছি, যে, সভা করিয়া দোষি করিতেছেন, এবং সমাচার পত্রে অকথ্য কথা প্রকাশ করিতেছেন। আমারদিগ্যে দুঃখি দেখিয়া যদি মহাশয়েরা যথার্থ সুবিচার না করেন, কি করিব? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যেখানে আর্দ্দাস করিতে হয়, সেই খানেই করিব।

আহা! এক জগতের অভিযোগে একবার সমস্ত জগৎ হাসিতেছে, আবার একবার সমস্ত জগৎ কাঁদিতেছে। আমরা আপনারদিগের উপর বিচারের ভারার্পণ করিয়া আপাততঃ প্রকাশ্য সভা আহ্বান করা রহিত করিলাম, ভরসা করি—মহাশয়েরা কৃপা বিতরণে কৃপণতা করিবেননা। ধর্ম্ম ও সত্য প্রকাশ, এবিষয়টি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এই বিচার অতি শ্লাঘার বিষয়।

আমারদিগের পত্রের শরীর অতি ক্ষুদ্র, এজন্য পুস্তক শরাসন ধারণ করিতে হইল, পূজ্যপাদ ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা এবিষয়ে যেব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, ও করিতেছেন, তাহা, এবং আর আর সমুদয় বিষয় আমরা অবিলম্বেই পুস্তকে একটন করিব, বড় অধিক বিলম্ব হইবেনা।

এইক্ষণে আমরা সমুদয় ধার্ম্মিক সাধুজনের নিকট প্রস্তাবিত বিষয়ের বিচার প্রার্থনা করিতেছি আপনারা সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করিয়া যাহা বলিতে হয় তাহাই বলুন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

হরকরা সম্পাদক লেখেন, যে আগামী ৮ মার্চ্চ তারিখের মধ্যে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করা হইবেকনা।

গত ১৩ ফিব্রুআরি দিবসে জেনরল বিটসন সাহেব হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হইয়া ইরেগুলার অশ্বারোহি সেনা সকল সংগ্রহ করণে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, শুনিলাম মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন আফিসর তাঁহার সাহায্যার্থ তথায় প্রেরণ করিয়াছেন।

বোম্বের পত্রে দৃষ্ট হইল, ইণ্ডিয়া নেবির প্রধান সেনাপতি সাহেব করাচি নামক স্থানে গমন করিয়াছেন, মহারাণীর ৭১ সংখ্যক হাইলণ্ডর লাইট পদাতিক সেনা মৌ নামক স্থানে গমন করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ২২ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনাদলের লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল হারবার্ট জেকব সাহেব কোনো গুরুতর অপরাধ করায় কোর্ট মার্সেল বিচারাধীনে নীত হইয়াছেন।

রুরকির কোনো সংবাদদাতা ২৪ তারিখের পত্রে লেখেন, লক্ষ্ণৌস্থ বিদ্রোহিদিগের বিনাশে নানাবিধ আয়োজন হইতেছে, তাহারা পাছে তথা হইতে রোহিলখণ্ডাভিমুখে পলায়ন করে, এই নিমিত্ত মিরাট হইতে ১০০০ সেনা, হরিদ্বার হইতে ১০০০ এবং মুলতান হইতে বিস্তর সেনা, রোহিলখণ্ডের স্থানে স্থানে বিদ্রোহিদিগের আগমনের পথরুদ্ধ করণার্থ অবস্থিতি করিবেক।

দিল্লীর ২৪ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, অম্বলা হইতে স্যার জন লরেন্স সাহেব এস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার শুভ আগমনে দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল।—বল্লভগড়ের রাজার সমস্ত বিভবাদি তাঁহার ভবন হইতে ক্রোক করত এস্থানে নীত হইয়াছে, শুনিতেছি অতিস্বল্প দিবসের মধ্যে এ কাশ্য নীলামে ঐ সকল বিভবাদি বিক্রয় হইবেক।—এস্থানীয় প্রায় সমস্ত বাটী ব্রিটিসকর্ত্তৃক ভগ্ন করা হইতেছে এবং চাঁদনি হইতে কোয়য়াল অবধি কাশ্মির দ্বারা এপর্য্যন্ত একটি বড় পথ প্রস্তুত হইতেছে।

ভ্রম সংশোধন।

২২ এবং ২৩ ফাল্গুনের প্রভাকরে যে দুইটী ইংরাজী বিষয় লিখিত হয়, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটী কথার বানান অশুদ্ধ হওয়ায় সংশোধন করা গেল।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
Grievances	Grievance.
Incueed.	Induced.
Contemporory.	Contemporary.
Mutineres.....	Mutineers.

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোপালকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচি-
দ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। ভদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷৹ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৬৭ সংখ্যা] সোমবার ২৬ ফাল্গুন ১২৬৩ সাল। ইং ৮ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

NOTICE TO RATE PAYERS.

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা নগরের মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের অনুমতানুসারে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইং সন ১৮৫৮ সালের নিমিত্ত সহর কলিকাতার নার্থ ডিবিজন অর্থাৎ উত্তরভাগের টেক্স কর পরিবর্ত্তন এবং গৃহস্বামির নাম পরিবর্ত্তন ইত্যাদি জন্য অদ্য ৮ মার্চ্চ সোমবার বেলা দুই প্রহরের সময়াবধি ও ক্রমিক কয়েক দিবস তাহার পরিশেষ পর্য্যন্ত মোং কসাইটোলার ফ্রিমেসন হাল নামক গৃহেতে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ টেক্স সম্পর্কীয় মোকদ্দমা করিতে বসিবেন ইতি।

By Order of the Municipal Commrs.
ROBT. D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commissioners.

মিউসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে
রবট, ডি, টরণবুল।
মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta, 4th March 1858.

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাণী সুখমণি দাসীর বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন সাত মোকদ্দমার ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বাহির-সিমুলিয়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৬৲ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি চক্রবেড় নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ১৸২৷৷৹ এক বিঘা সতেরো কাঠা দশ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানা জাতীয় বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বালিগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৸৩ এক বিঘা আঠারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক

তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৪ মার্চ্চ ১৮৫৮।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাণী সুখমণি দাসী এবং লাডলী মোহন সিংহের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বাহির-সিমুলিয়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৬/ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসী ও লাডলীমোহন সিংহের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি চক্রবেড় নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ১৸২৷৷৵ এক বিঘা সতেরো কাঠা দশ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানা জাতীয় বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসী ও লাডলীমোহন সিংহের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বালিগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৸৩ এক বিঘা আঠারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসী ও লাডলীমোহন সিংহের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৪ মার্চ্চ ১৮৫৮।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব, বেণী মাধব সেনের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন দুই মোকদ্দমার ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি শিমুলিয়ার মানিকতলা ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতবাটী নং ১০৫, ১০৬ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ।১ ছয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমাধব সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি শিমুলিয়ার কৃষ্ণসিংহ লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা পরিবারের বসতবাটী নং ১৪ এবং তাহার সঙ্গে যেএক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ।৷৪ চৌদ্দকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমাধব সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা
৪ মার্চ্চ ১৮৫৮।

সংবাদপ্রভাকর

২৬ ফাল্গুনশকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

বন্ধুর লিখিত নিম্নস্থ পত্র আমরা অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটন করিলাম, পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

" লক্ষ্ণৌনগরে বিদ্রোহকালীন কিরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি এবং তৎপরে কিপ্রকার উপায়ে স্বদেশে আগত হইয়াছি তাহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ।

আমি লক্ষ্ণৌস্থ চিফ্ ইঞ্জিনিয়র আফিসে এক কেরাণীগিরিপদে নিযুক্ত থাকিয়া বহু-সুখে বৎসরাবধি তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলাম, পরে দুরদৃষ্টবশতঃ বিগত ৩০ জুন বাসরে উক্ত স্থানে রাজবিদ্রোহিতা প্রারব্ধ হয়।—প্রথমে বিদ্রোহি দুরাত্মারা আনুমানিক ১০।১১ দশ এগার সহস্র ব্যক্তি নগর মধ্যে প্রবেশ করত এমত এক হুকুম ডুব-ডুবী দ্বারা প্রচার করিল, যে কোনো ব্যক্তি বাঙ্গালি ও ফিরিঙ্গি অথবা সরকারি চাপরাসি ইত্যাদির মস্তক আমারদিগের হস্তে অর্পণ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারদিগকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ফলতঃ ঐ দুষ্টেরা পাহারাওয়ালা চাপরাসিদিগের প্রাণদণ্ড এত অধিক করিয়াছিল, তাহার কথা ব্যক্ত কি করিব? তৎপরে কোতোয়াল থানাদার ও জমাদার ও থানার অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে বিস্তর হত্যা করিয়াছিল, সুতরাং আমরা ঐ সাঙ্ঘাতিক ও ভয়ানক সম্বাদ শ্রবণ করিয়া জগদীশ্বরকে একান্তচিত্তে চিন্তা করত বাটীর মধ্যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিলাম, কিন্তু কিয়ৎকাল গতে প্রতিবাসির দ্বারা শ্রুত হইলাম, যে, বিদ্রোহিরা আমারদিগকে ৩।৪ তিন চারি দিবস অন্বেষণ করিয়াছিল। পরন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই ঐ দুষ্টদিগের সম্প্রদায় ৫০০০০ সহস্রের অধিক দলবদ্ধ হইল।

দ্বিতীয়তঃ। রাজ-সৈন্য এবং বিপক্ষদলের গোলা-গুলিতে আমারদিগের প্রাণসংশয় হইতে থাকিল, গুলি শিলাবৃষ্টিবৎ আমার বাটীতে পতন হইতে লাগিল, অর্থাৎ অহর্নিশিতে ছাদে ও অঙ্গণে দুই পণ কিম্বা আড়াই পণ একত্রিত হইয়াছিল, যেহেতু মন্ডবন রণস্থল অর্থাৎ রেসিডেন্সি হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্য, সুতরাং ইহাতে অস্মদের প্রাণনাশের বিশেষ সম্ভাবনাই ছিল। বিদ্রোহিতার তৃতীয় দিবসে যৎকালীন ঐ বিপক্ষ সেনারা নগর লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আমার আলয়ে আগত হইল, প্রায় ছয় জন অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করত অগ্রে আমাকে ধৃত করিয়া গলদেশে তরবার, উদরের উপর অপর একখানি তরবারি সংলগ্ন করিয়া ভুতলে পতিত করাইয়া আরো দুই ব্যক্তি ২ দুইটা বন্দুক ধারণ পুর্ব্বক প্রাণবধের ভয় দর্শাইতে লাগিল এবং কহিল "জমা-বাতাও, জমা-বাতাও, আউর তোমারি ফিরিঙ্গি বাপ্‌দাদা আবি কাঁহা হ্যায়, ওস্ক ব্লোয়াও, নেহিতো গুলিসে তোমারি জান আবি লেগা" অতএব মহাশয় তাহারদিগের ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে ও নীরস বাক্য শ্রবণে অস্মদের প্রাণ এককালে ব্যাকুল হইল, কি করি! সাহসে নির্ভর করিয়া ঐ দুষ্ট সিপাহিদিগের পদদ্বয় ধরিয়া কহিলাম, আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রাণদণ্ড করিলে তোমারদিগের কিফল দর্শাইবে? তাহাতে ঐ দুষ্টেরা উত্তর করিল,—"বাঞ্চৎ বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ হ্যায়, নেহি এলোক আধা খ্রীস্তান, সাহেব লোক্কা সাৎ খানা খাতা হ্যায়, দারু পিতা হ্যায়, আউর পেঁণ্টুলুন্ পিন্দা হ্যায়, এলোক্কা জান লেনেসে কুচ্ গুণা নেহি হ্যায়"—মহাশয়! মুল্যবান যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল, তাহা সমুদয় গ্রহণান্তর প্রস্থান করিল, অনুমান ২ দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় অন্য একদল আসিয়া ঠিক ঐ রূপ ব্যবহার না করিয়া থাব্‌ড়া থুব্‌ড়াই শেষ করিল, পরে অবশিষ্ট বস্তু এবং বস্ত্রাদি যাহা যৎ কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা লইয়া তাহারা গমন করিল। অপিচ ঐ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালীন ঐ প-

তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা। ৪ মার্চ্চ ১৮৫৮।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাণী সুখমণি দাসী এবং লাডলী মোহন সিংহের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বাহির-সিমুলিয়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৬৶ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসী ও লাডলীমোহন সিংহের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি চক্রবেড় নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ১৸২৷৷৶ এক বিঘা সতেরো কাঠা দশ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানা জাতীয় বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসী ও লাডলীমোহন সিংহের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বালিগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৸৩ এক বিঘা আঠারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে বৃক্ষাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসী ও লাডলীমোহন সিংহের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা। ৪ মার্চ্চ ১৮৫৮।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব, বেণী মাধব সেনের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন দুই মোকদ্দমার ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি শিমুলিয়ার মাণিকতলা ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতবাটী নং ১০৫, ১০৬ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমাধব সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি শিমুলিয়ার কৃষ্ণসিংহ লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা পরিবারের বসতবাটী নং ১৪ এবং তাহার সঙ্গে যেএক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ।৷৪ চৌদ্দকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমাধব সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা। ৪ মার্চ্চ ১৮৫৮।

সংবাদপ্রভাকর

২৬ ফাল্গুনশকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

বন্ধুর লিখিত নিম্নস্থ পত্র আমরা অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটন করিলাম, পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"লক্ষ্ণৌনগরে বিদ্রোহকালীন কিরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি এবং তৎপরে কিপ্রকার উপায়ে স্বদেশে আগত হইয়াছি তাহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ।

আমি লক্ষ্ণৌস্থ চিফ্ ইঞ্জিনিয়র আফিসে এক কেরাণীগিরিপদে নিযুক্ত থাকিয়া বহু-সুখে বৎসরাবধি তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলাম, পরে দুরদৃষ্টবশতঃ বিগত ৩০ জুন বাসরে উক্ত স্থানে রাজবিদ্রোহিতা প্রারব্ধ হয়।—প্রথমে বিদ্রোহি দুরাত্মারা আনুমানিক ১০।১১ দশ এগার সহস্র ব্যক্তি নগর মধ্যে প্রবেশ করত এমত এক হুকুম ডুব-ডুবী দ্বারা প্রচার করিল, যে কোনো ব্যক্তি বাঙ্গালি ও ফিরিঙ্গি অথবা সরকারি চাপরাসি ইত্যাদির মস্তক আমারদিগের হস্তে অর্পণ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারদিগকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ফলতঃ ঐ দুষ্টেরা পাহারাওয়ালা চাপরাসিদিগের প্রাণদণ্ড এত অধিক করিয়াছিল, তাহার কথা ব্যক্ত কি করিব? তৎপরে কোতোয়াল থানাদার ও জমাদার ও থানার অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে বিস্তর হত্যা করিয়াছিল, সুতরাং আমরা ঐ সাঙ্ঘাতিক ও ভয়ানক সম্বাদ শ্রবণ করিয়া জগদীশ্বরকে একান্তচিত্তে চিন্তা করত বাটীর মধ্যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিলাম, কিন্তু কিয়ৎকাল গতে প্রতিবাসির দ্বারা শ্রুত হইলাম, যে, বিদ্রোহিরা আমারদিগকে ৩।৪ তিন চারি দিবস অন্বেষণ করিয়াছিল। পরন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই ঐ দুষ্টদিগের সম্প্রদায় ৫০০০০ সহস্রের অধিক দলবদ্ধ হইল।

দ্বিতীয়তঃ। রাজ-সৈন্য এবং বিপক্ষদলের গোলা-গুলিতে আমারদিগের প্রাণসংশয় হইতে থাকিল, গুলি শিলাবৃষ্টিবৎ আমার বাটীতে পতন হইতে লাগিল, অর্থাৎ অহর্নিশিতে ছাদে ও অঙ্গণে দুই পণ কিম্বা আড়াই পণ একত্রিত হইয়াছিল, যেহেতু মস্তবন রণস্থল অর্থাৎ রেসিডেন্সি হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্য, সুতরাং ইহাতে অস্মদের প্রাণনাশের বিশেষ সম্ভাবনাই ছিল। বিদ্রোহিতার তৃতীয় দিবসে যৎকালীন ঐ বিপক্ষ সেনারা নগর লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আমার আলয়ে আগত হইল, প্রায় ছয় জন অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করত অগ্রে আমাকে ধৃত করিয়া গলদেশে তরবার, উদরের উপর অপর একখানি তরবারি সংলগ্ন করিয়া ভূতলে পতিত করাইয়া আরো দুই ব্যক্তি ২ দুইটা বন্দুক ধারণ পূর্ব্বক প্রাণবধের ভয় দর্শাইতে লাগিল এবং কহিল "জমা-বাতাও, জমা-বাতাও, আউর তোমারি ফিরিঙ্গি বাপ্‌দাদা আবি কাঁহা হ্যায়, ওস্ক ব্লোয়াও, নেহিতো গুলিসে তোমারি জান আবি লেগা" অতএব মহাশয় তাহারদিগের ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে ও নীরস বাক্য শ্রবণে অস্মদের প্রাণ এককালে ব্যাকুল হইল, কি করি! সাহসে নির্ভর করিয়া ঐ দুষ্ট সিপাহিদিগের পদদ্বয় ধরিয়া কহিলাম, আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রাণদণ্ড করিলে তোমারদিগের কিফল দর্শাইবে? তাহাতে ঐ দুষ্টেরা উত্তর করিল,—"বাঞ্চৎ বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ হ্যায়, নেহি এলোক আধা খ্রীস্তান, সাহেব লোক্কা সাৎ খানা খাতা হ্যায়, দারু পিতা হ্যায়, আউর পেণ্টুলুন্ পিন্দা হ্যায়, এলোক্কা জান লেনেসে কুচ্ গুণা নেহি হ্যায়"—মহাশয়! মূল্যবান যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল, তাহা সমুদয় গ্রহণান্তর প্রস্থান করিল, অনুমান ২ দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় অন্য একদল আসিয়া ঠিক ঐ রূপ ব্যবহার না করিয়া থাব্‌ড়া থুব্‌ড়ীই শেষ করিল, পরে অবশিষ্ট বস্তু এবং বস্ত্রাদি যাহা যৎ কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা লইয়া তাহারা গমন করিল। অপিচ ঐ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালীন ঐ প-

ল্লীর কতকগুলীন গুণ্ড লোচ্চা সোহাদা অর্থাৎ বদমাইস পুনরায় আসিয়া আহারীয় দ্রব্য যাহা আমি এই গোলযোগের পুর্ব্বে দুই মাসের কারণ এককালীন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা সমুদয় ঐ দুরাত্মারা অপহরণ করিল। পরে এমন কোনো বস্তু কিম্বা একটী পয়সাও রাখিয়া গেলনা, যে, তদ্দ্বারা প্রাণ ধারণ করি, শুদ্ধমাত্র কেবল পরিধেয় বস্ত্রখানি ও দুই আনা পয়সা যাহা আমার সমভিব্যাহারে ছিল, তাহাতেই ৩।৪ দিবস যথাকথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম, তৎপরে কি করি? কোথায় যাই? ভাবিয়া অস্থির, অস্মদারির প্রধান ভরসা, যে, ব্রিটিস জাতি, তাঁহারা তৎকালীন রণোন্মত্ত, এবং গোলা-গুলি চতুর্দ্দিক হইতে এত বর্ষণ হইতেছে, যে, সেখানে গিয়া তাঁহারদিগের আশ্রয় অবলম্বন করা সুকঠিন হইল, কাহার সাধ্য তৎকালে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। বিশেষতঃ শত্রুদলে লক্ষ্ণৌনগর এককালীন পরিবেষ্টিত হইয়াছে, আর বাঙ্গালিদিগের উপর তাহারদিগের বিজাতীয় দ্বেষ ও ক্রোধ, কারণ বাবু লোকেরা সাহেব লোকের কর্ম্মচারি এবং উহারা আরো কহে, যে, বাঙ্গালিরা ফিরিঙ্গিদিগের গুরু, বাঙ্গালিগণ যেমন যেমন কহে সাহেব লোকেরা সেই সেই মত কর্ম্ম করেন।—দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্ণৌনগর যবন দ্বারা বেষ্টিত, কোনো আশাই ছিলনা, যে, এস্থানে আমারদিগের প্রাণরক্ষা হইবে, তবে কেবলমাত্র জগদীশ্বর ভরসা ও সহায় ছিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

আগ্রা প্রবাসি বন্ধুর পত্রের কিয়দংশ অতি সমাদরপূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়! শুনিতেছি নানা সাহেব সমর সম্বন্ধীয় অনেক সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রায় ৮০০০ আটসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কাল্পির দুর্গে অবস্থান করিতেছেন, ঐ দুর্গে "ইটোয়া" নামক স্থানের শিকটে যমুনা নদীর তটে আমারদিগের শাসনকর্ত্তা বাহাদুরেরা এখন পর্য্যন্ত উক্ত স্থানে গমন করেন নাই। অনুমান করি, যে পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার না করিবেন সে পর্য্যন্ত উল্লেখিত অঞ্চলে গমন করিবেননা। আমরা এখানে সকলেই নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিতেছি, আমি পুর্ব্বানুরূপ বিষয় কর্ম্ম করিয়া এক প্রকার দিনক্ষয় করিতেছি। আগ্রা। ১ মার্চ্চ ১৮৫৮।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগতি হইল প্রধান সেনাপতি বাহাদুর বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দেলকোসা অধিকার করিয়াছেন।

ইংরাজী পত্রে দৃষ্ট হইল, বিদ্রোহিগণ একপ্রকার নূতন যুদ্ধ করিতেছে, ব্রিটিসপক্ষ হইতে যৎকালে গোলাবৃষ্টি হয় তৎকালে সকলেই শয়ন করে এবং সেই শয়নাবস্থাতেই তলবার চালনা করে।

একজন সিপাহি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ সময়ে কহিয়াছিল, আমি অনেক দূরে আছি, এজন্য আমাকে বিনষ্ট করিলে, কিন্তু লক্ষ্ণৌ গমন করিলে তোমারদিগের সকলের পায়ে শৃঙ্খলবদ্ধ করিবে।

রণস্থল হইতে যে সকল পীড়িত এবং আহত সৈন্য আগত হইয়াছে তাহারদের ব্যবহারার্থে প্রেসিডেন্সি কালেজস্থিত অনেক শয্যা প্রভৃতি দ্রব্য প্রদত্ত হইয়াছে প্রাগুক্ত বীরপুরুষেরা ডাক্তর লিণ্টন, সাহেবের অধীনে চিকিৎসিত হইতেছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

যে সকল দোষি দ্বীপান্তর গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া আলিপুরের কারাগার মধ্যে বন্দি ছিল, তাহারা গত ৩ মার্চ্চ জাহাজারোহণে আনাদেমন উপদ্বীপে গমন করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এমত অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে উত্তর পশ্চিম রাজ্যে যে সমস্ত আহারীয় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইবেক তাহা ডাকের গাড়িতে প্রেরণ করা যাইবেক।

শনিবাসরী প্রাতঃকালের জাহাজ-রিপোর্ট দর্শনে অবগতি হইল, শ্রীশ্রীমতী লেডী কেনিং চিপসেক নামক বাষ্পীয় তরণিযোগে সমুদ্রে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, এমত জনরব, তিনি মান্দ্রাজে অবতরণ পূর্ব্বক হয়তো নীলগিরি পর্ব্বতে গমন করিবেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড্রিগার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৬৮ সংখ্যা। মঙ্গলবার ২৭ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ৯ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

NOTICE TO RATE PAYERS.

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা নগরের মিউনিসিপেল কমিস্যানর সাহেবদিগের অনুমতানুসারে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইং সন ১৮৫৮ সালের নিমিত্ত সহর কলিকাতার নার্থ ডিবিজন অর্থাৎ উত্তরভাগের টেক্স কর পরিবর্ত্তন এবং গৃহস্বামির নাম পরিবর্ত্তন ইত্যাদি জন্য অদ্য ৮ মার্চ্চ সোমবার বেলা দুই প্রহরের সময়াবধি ও ক্রমিক কয়েক দিবস তাহার পরিশেষ পর্য্যন্ত মোং কসাইটোলার ফ্রিমেসন হাল নামক গৃহেতে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ টেক্স সম্পর্কীয় মোকদ্দমা করিতে বসিবেন ইতি।

By Order of the Municipal Commrs.
ROBT. D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commissioners.

মিউসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে
রবট, ডি, টরণবুল।
মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta,
9th March 1858.

MUNICIPAL COMMISSIONERS

NOTICE TO RATE PAYERS.

অদ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশ মতে নথরেন ডিবিজন অর্থাৎ শহরের উত্তর পল্লীসংক্রান্ত যে সকল এসেসমেণ্ট অর্থাৎ টেক্সের কর বিষয়ক মোকদ্দমা সন ১৮৫৮ সালের নিমিত্ত যাহা গত ৮ মার্চ্চ তারিখে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অদ্য ৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার অবধি হইবেক। আগত ১০ মার্চ্চ বুধবার দিবস বন্দ থাকিয়া পুনর্ব্বার তাহার পর দিবস ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময়াবধি আরম্ভ হইবেক, তাহার পরিশেষ পর্য্যন্ত কয়েক দিবস ক্রমিক হইবেক ইতি।

By Order of the Board of Municipal Commissioners.
ROBT. D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Comrs.

বোর্ডের মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
রবট, ডি, টরণবুল।
মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta.
9th March 1858.

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগারো ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের তৃতীয় নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭০৫ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়সী আফিম ১৮১৫
বানারসের পয়দায়সী আফিম ৮৯০

জুমলা সিন্দুক—২৭০৫

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা লইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৬ এবং ২৬ মার্চ্চ এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামী খরিদারান যে সকল প্রমিস্বরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সবত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোনো রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা দুইপ্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা, এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিস্মতের পূরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২৬ মার্চ্চ শুক্রবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেকনা।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক, আর যদিস্যাৎ কোনো হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

বেহারের বানারসের অমলা
সিন্ধুক। সিন্ধুক। সিন্ধুক

সন ১৮৫৮ সালের ১৪ এপ্রেল বুধবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ ১০ মে সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ ৭ জুন সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ ৯ আগষ্ট সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ ৮ নবেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮১৫ ৮৯০ ২৭০৫
ঐ ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৩৭, ৮৭৬, ২৭১৩

১৬৩৫৭, ৭৯৯৬, ২৪৩৫৩

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিসান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২৫ ফিব্রুআরি।

Wm. GREY,
Offg. Junior Secretary.

২৭ ফাল্গুনশকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

রঙ্গুর পত্র।

(গত বারের শেষ।)

মহাশয় গো! ৭।৮ সাত আট দিবস পরে যৎকালীন দেখিলাম, আহারাভাবে জীবন নাশ হইবার বিশেষ উপক্রম হইয়াছে, তখন মনে মনে এই স্থির করিলাম, যে, ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবেই হইবে, অতএব ছদ্মবেশ দ্বারা স্থানান্তরে পলায়ন করা কর্ত্তব্য. এই স্থির করিয়া আমরা তিন ব্যক্তি কেহবা ব্রহ্মচারী কেহবা দণ্ডী কেহবা হিন্দুস্থানী বেশ ধারণ পুরঃসর রাজবত্ম দিয়া কাণপুরাভিমুখে গমন করিলাম। মহাশয় দুখের কথা আর কি লিখিব? ঠিক যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হইয়াছে, অর্থাৎ যদ্যপি আমরা আর অতিরিক্ত দুই দিবস তথায় বাস করিতাম, তবে কি হইত বলা যায়না, আমারদিগের পলায়নের কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে এক অত্যাশ্চর্য্য আদেশ বিদ্রোহিদিগের বাদাসায়ী হইতে প্রচার হইল।—জনেক লোক আসিয়া আমারদিগকে কহিল, যে, বাদসাহার হুকুম হইয়াছে, এস্থান হইতে সত্বর পলায়ন কর, নচেৎ তোমারদিগের প্রাণদণ্ড অথবা কারারুদ্ধ করা হইবে। বিশেষতঃ বাটীওয়ালা এই কথা লইয়া আমারদিগকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল।—"জল্‌দি ভাগো, জল্‌দি ভাগো, নেহিতো তোম্‌লোক্কো লিয়ে হামারা বাল-বাচ্ছা একথাদ্‌মে গাড়া যাগা" মহাশয় "জল্‌দি ভাগো," এই আকস্মিক সম্বাদ শ্রবণে আমারদিগের অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত বিচলিত হইল?—হে ধীমান পাঠক বৃন্দ! তাহা শুদ্ধমাত্র পরম কারুণিক পরমেশ্বর জ্ঞাত আছেন। যদিবা দুই এক দিবস অধিক থাকিতাম, তাহাতে বঞ্চিত হইয়া এককালীন তাড়িত হইলাম।

সম্পাদক মহাশয়! আমি লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুর যাত্রা করণকালীন আমার নিকট তিন পয়সামাত্র সম্বল ছিল, তাহাতেই তিন দিবস এক এক পয়সা করিয়া চাব্‌না অর্থাৎ ছোলা ভাজা আহারে জীবন ধারণ পূর্ব্বক কাণপুর আসিয়া পঁহুছিলাম, পঁহুছিবামাত্র কোনো সদাত্মা বাঙ্গালি বাবুর বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলাম, পর দিবস শুদ্ধমাত্র স্নিগ্ধ-জীবনে জীবন স্নিগ্ধ করিলাম, পরে ২।৩ দুই তিন দিবস এরূপে অর্থাৎ কোনো দিবসে কিছু আহার কোনো দিবসে নিরাহার, পরন্তু আমারদিগের শুভাদৃষ্টবশতঃ ৬।৭ ছয় সাত জন ধর্ম্মাত্মা বাবু লোক আমারদিগের দুঃখে কাতর হইয়া কহিলেন, যে তোমরা প্রায় ১০।১২ দশ বারো ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে পলায়ন করিয়া জীবন লইয়া আসিয়াছ, এইক্ষণে অস্মদাদির দ্বারা এইমাত্র উপকার হইতে পারে, যে, তোমরা যতদিনপর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করিবে, প্রতি ব্যক্তিকে প্রত্যহ এক আনা এবং স্থানান্তরে যাত্রাকালীন রাস্তার ব্যয় কারণ অর্দ্ধ টাকা প্রদান করিতে শক্য হই, অনন্তর ঐ এক আনা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ১০।১২ দশ বারো দিবস যাপন করিতেছি এমত সময়ে শুনিলাম যে আমারদিগের বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস জাতির বহু সৈন্য আলাহাবাদ হইতে যাত্রা করত কৃতঘ্ন পাপাত্মা নানা সাহেবের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ব্বক ফতেপুরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। ইহা শুনিয়া মহাহৃষ্টচিত্ত হইলাম, এবং তৎকালীন পরমেশ্বর সমীপে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিলাম, যে, তিনি অতিত্বরায় ব্রিটিস জাতিকে জয়ী করুন, তাহা হইলে অস্মদাদির মান প্রাণ রক্ষা হয়, তৎপরে মহাবিখ্যাত সেনাপতি সাহেবের সৈন্য পথিমধ্যে নানার সহিত আরো দুইবার সমর করত ক্রমশঃ কাণপুর পুনরধিকার করিল, কিন্তু কি বিলাপের বিষয়! ব্রিটিস জাতির আসিবার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালীন যে কয়েক জন বিবি ও বাবা লোককে ঐ দুরাত্মা নানা বন্দিভাবে কারাবদ্ধ করিয়াছিল, সমুদয় গুলিকে গোলা-গুলি ও অস্ত্র দ্বারা হত করিল, আহা নিষ্ঠুর কর্ম্ম! কবে জগদীশ্বর ঐ পাষণ্ড সিপাহিদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিবেন? এতদ্ব্যতিরিক্ত ঐ দুরাচারেরা কহিল, যে, বাঙ্গালিদিগকে একবার ক্ষমা করা গিয়াছে, কিন্তু আগত কল্য বেলা ১০ দশ ঘণ্টার সময় উহারা এবং উহারদিগের স্ত্রী পুত্র সকলকে একত্র করিয়া সংহার করা যাইবে, কারণ ইহারাই পত্রের দ্বারা ইংরাজদিগকে পুনরায় আনয়ন করিয়াছে, সুতরাং বিশ্বাসঘাতকদিগকে রক্ষা করাতে আমারদিগের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। অতএব মহাশয় সাঙ্ঘাতিক সম্বাদ পরম্পরায় শ্রুত হওত সারা যামিনী কিরূপে যাপন করিয়াছিলাম, তাহাই কেবল অন্তরাত্মা জানেন, কারণ রজনী প্রভাতা হইলেই আমারদিগকে করাল কালগ্রাসে গ্রস্ত হইতে হইবে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরানুকম্পায় ঐ দিবস আনুমানিক বেলা ৮।০ সাড়ে আট ঘণ্টার সময় উক্ত মহারথি মহোদয়ের সেনা সকল আসিয়া কাণপুর পুনরধিকার করিল, তদ্দ্বারাই আমরা শমনবদনের গ্রাস হইতে উত্তীর্ণ হইলাম।

অপরন্তু ব্রিটিস জাতির দ্বারা কাণপুর পুনর্গৃহীত হইলে আমরা আরো ৮।১০ আট দশ দিবস তথায় অবস্থান করিয়া যৎকালীন রাজপথ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার বোধ করিলাম, তৎকালে আলাহাবাদে প্রস্থান করিলাম, উক্ত স্থানে পঁহুছিবামাত্র গোমস্তা শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর রায় চতুর্ধুরী মহাশয় এক সপ্তাহকাল বহু সমাদরে নিজালয়ে রাখিয়াছিলাম, পরে সুযোগমতে উক্ত স্থান হইতে বারাণসীধামে গমন করিলাম, আগমনকালীন উক্ত বাবু ৫ পঞ্চ মুদ্রা ও আবশ্যকীয় বসনাদি এবং এস্থানে বুলষ্ট্রেন এজেণ্ট "রামচন্দ্র ডু", নামে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দে মহাশয়ের নিকটে আমার নাতুল পুত্রের হিসাবে ১০ দশ টাকা অতএব এককালীন ১৫ পঞ্চদশ মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়াতে ঐ অনাটন সময়ে আমার পক্ষে যথেষ্টজ্ঞান হইল, পরে ঐ মুদ্রায় প্রয়োজনোপযোগি দ্রব্য ক্রয় করিয়া সপ্তাহকাল তথায়

অবস্থিতি করত সুবিধামতে যাত্রিক নৌকায় স্বদেশাভিমুখে সমাগত হইলাম।

সম্পাদক মহাশয়! নিজালয়ে আগমনের কিয়দ্দিবসানন্তর গবর্ণমেণ্ট গেজেট পত্রদৃষ্টে অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, যে, দয়াময় গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের প্রতি অনুকম্পা পুরঃসর অক্টোবর মাহাপর্য্যন্ত বেতন দিবেন, উক্ত পত্রে এমত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এবং আমিও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলাম, ইহা সম্যক প্রকারে সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! আমারদিগের রাজপুরুষেরা ঠিক্ যেন ধনুক ভাঙ্গা পণ করিয়া বসিয়াছেন, অর্থাৎ উক্ত স্থানে বিদ্রোহিতাকালে বিদ্রোহিদিগের সহিত আমারদিগের কোনো সংশ্রব ছিল কি না ইহার সারটিফিকেট স্ব স্ব প্রভু হইতে আনয়ন করিতে হইবে।—হে ধীমান পাঠকবৃন্দ! আপনারা বিবেচনা করিবেন, ইহা সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে, কারণ আমরা কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হইব? যেহেতু অস্মধো অনেকেই মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

হে মহাশয়! আমি স্বগৃহে আগমন করিয়া পীড়িতাবস্থায় ছিলাম তজ্জন্য উল্লেখিত বিষয় পত্রস্থ করিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব স্বগুণে ক্ষমা করিবেন কিমধিকমিতি।

শ্রীব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাইটর চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারস্ আফিস।
লক্ষ্ণৌ।"

বেহালা।
১৮ মাঘ।
শকাব্দা ১৭৭৯।,,

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বান্দাশিবির হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোনো পত্র প্রেরক ১ মার্চ্চ দিবসে লেখেন, "আমরা পূর্ব্বাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে নবাবগঞ্জ হইতে যাত্রা করিয়া আলমবাগের ৫ মাইল অন্তরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছি, এখানে কোনো অপ্রতুল নাই, সকলি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, শিবিরের সন্নিকটে না হইলেও প্রচুর পরিমাণে পশ্বাদির খাদ্য পাওয়া যাইতেছে। এক সপ্তাহকাল নিকটের শস্যক্ষেত্র হইতেই আমাদের সমুদয় প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতে পারিবে, আর আমরাও এখানে অধিক দিন অবস্থান করি এরূপ সম্ভাবনা নাই, অর্দ্ধ ঘণ্টা গত হইল শিবির মধ্যে একটা আকস্মিক আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল তন্নিরাকরণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ২৩ গণিত সৈন্য দল আর কতকগুলীন অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জীভূত হইতে আদিষ্ট হইয়াছিল, গাড়োয়ানেরা মিথ্যা ভয় পাইবাতেই এই আতঙ্ক ঘটে, অগ্রসর হইবার আজ্ঞা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, এই স্থল হইতে অর্দ্ধেক সৈন্য লক্ষ্ণৌয়ের নিকটে অবস্থান জন্য আগামি কল্য যাত্রা করিবে, পরশ্ব দিবসে দুর্গ ভেদকারী তোপাদি সিজট্রেন সঙ্গে লইয়া অবশিষ্ট বাহিনীকুল গমন করিবে। জেনরল গ্রাণ্ট সাহেবের অধীনস্থ সেনা সকল অদ্য রজনীতে আমাদের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, আমরা সকলেই অত্যন্ত উৎসাহান্বিত আছি।,,

ইংলিসম্যান পত্র পাঠে অবগতি হইল, সুবিখ্যাত শিক সরদার শ্রীযুত শেরসিংহের ভ্রাতা শ্রীযুত গোলাবসিংহ যাঁহাকে আমাদের গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে সৈনিক সম্প্রদায় সংক্রান্ত পদবিশেষে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি একাদশশত শিক সেনা সংগ্রহ করণে সমর্থ হইয়াছেন শীঘ্রই সেই সংগৃহীত বাহিনীবর্গ পঞ্জাব হইতে আলাহাবাদে উপস্থিত হইবে।

গাগ্রা নদীর বামপার্শ্ব স্থিত কুনপুর নামক স্থানের শিবির হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম। যথা, ব্রিটিস সেনাদিগের নদী পার হওন জন্য নৌকাসেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, প্রত্যহ বিস্তর সেনা উক্ত নদী পার হইয়া অযোধ্যা অভিমুখে গমন করিতেছে, ইহার নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক উচিতমত ফলপ্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, ৬ নিলাম এই যুদ্ধে শত্রুদিগের ৬ তোপ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থ সিমাকোর বার্ত্তাবহ আফিস হইতে পার্কষ্টিটের ৫৩ সংখ্যক ভবনস্থিত সরবেয়র জেনরলের আফিস পর্য্যন্ত যে দূরত্ব তন্মধ্যে ৪০৭৫ পদে পরিমিত স্থান তত্ত্বাবধারক ও মার সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইলেক্ট্রিক তারে পরিপাটীরূপে আবৃত হইয়াছে। বারম্বার পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে প্রাপ্তক্ত তারশ্রেণী কার্য্য সাধন পক্ষে সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত, এই তারশ্রেণী সংপূর্ণ করণার্থে আর যে ১৭৪৮ পাদস্থান অবশিষ্ট আছে তাহাও খনন করা হইয়াছে, ত্বরায় নল ও তারের কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতর্দিনিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভৃঙ্গাংজ্ঞাম মত্তস্ত্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৬৯ সংখ্যা। বুধবার ২৮ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১০ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

MUNICIPAL COMMISIONERS
NOTICE TO RATE PAYERS.

অদ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশ মতে নর্থরেন ডিবিজন অর্থাৎ শহরের উত্তর পল্লীসংক্রান্ত যে সকল এসেসমেণ্ট অর্থাৎ টেক্সের কর বিষয়ক মোকদ্দমা সন ১৮৫৮ সালের নিমিত্ত যাহা গত ৮ মার্চ্চ তারিখে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অদ্য ৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার অবধি হইবেক। আগত ১০ মার্চ্চ বুধবার দিবস বন্দ থাকিয়া পুনর্ব্বার তাহার পর দিবস ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময়াবধি আরম্ভ হইবেক, তাহার পরিশেষ পর্য্যন্ত কয়েক দিবস ক্রমিক হইবেক ইতি।

By Order of the Board of Municipal Commissioners.
ROBT. D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Comrs.

বোর্ডের মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
রবট, ডি, টরণবুল।
মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta.
9th March 1858.

NOTICE.

I have revoked the Power of Attorney which I executed jointly with my brother Lollbehary Chatterje, in favour of Jointee Chunder Sen of Nundoram Sain's Street Calcutta so far as I am concerned. The public is therefore cautioned against dealing with him, Jointee Chunder Sen, as my Agent.

শ্রীযদুবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

5th March 1858.

সংবাদপ্রভাকর

২৮ ফাল্গুনশকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ৯১০

আমরা কতিপয় ছাত্রের লিখিত নিম্নস্থ পত্রখানি প্রকাশ করিতে বিশেষ বাধ্য হইলাম, এবং অত্যন্তই যত্ন পুর্ব্বক অনুরোধ করিতেছি, সকলে কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া দৃষ্টিপাত করুন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

অবোধ শিশু ছাত্রগণকর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কয়েকটি পঁক্তি অনুকম্পাপুরঃসর সংশোধন পূর্ব্বক আপনার জগদুজ্জ্বলকর প্রভাকর পত্রৈকপার্শ্বে স্থানদান করিলে আমরা পরম অপ্যায়িত হইব।

সম্পাদক মহাশয়! গত মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "ধর্ম্ম শিক্ষা" শিরোভূষণযুক্ত যে একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।—উক্ত পত্রিকার ১১৬ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে দ্বাবিংশ পঁক্তির পরে লিখিত হইয়াছে "ইহা কি আক্ষেপের বিষয়! যে বিদ্যালয় ও পাঠমন্দির সকল বালকদিগের স্বভাব শোধন ও গৌরব বর্দ্ধনের নিদানভূত, ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে সেই সকল বিদ্যালয় ও পাঠশালা তাহারদিগের অধঃপতনের কারণ হয়। আমরা দেখিতেছি, যে, ছাত্রগণ যেমন কোনো বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ

করে, অমনি কুসংসর্গে লিপ্ত হইয়া ক্রমে অধর্ম্ম অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হয়।—যে সকল পাপাচরণ দ্বারা মনুষ্যকুল একবারে অধঃপতন প্রাপ্ত হয়, এবং যে সমস্ত অধর্ম্ম ও অপকর্ম্ম জন্য সংসারের উৎসেদদশা উৎপন্ন হইবার নিতান্ত সম্ভব, ধর্ম্মোপদেশাভাবে ছাত্রগণ বিদ্যালয় প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তৎসমুদায়েরই দৃষ্টান্তাবলোকন করে এবং ক্রমে অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।—আমরা যদি একে একে এদেশীয় সমস্ত বিদ্যালয় অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বালককেই অধর্ম্ম পক্ষে লিপ্ত দেখিতে পাই।—বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরা যে সকল অধর্ম্ম অভ্যাস করে, তাহা কোনোমতেই উল্লেখের যোগ্য নহে, তৎ সমুদয় স্মরণ করিলে হৃদয়ে বেদনা বোধ ও নিদারুণ লজ্জার উদয় হয়।—হায়! ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! যে বিদ্যালয় ধর্ম্মোন্নতির একমাত্র প্রধান স্থল, কেবল এক শিক্ষার অভাবে সেই বিদ্যামন্দিরেতেই বালকদিগের মনে গুরুতর অধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। শিক্ষকগণ বালকদিগের জ্ঞানশিক্ষা বিষয়ে যে প্রকার মনঃসংযোগ করেন, যদি তাহারদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তদনুরূপ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে ছাত্রগণ কখনই স্বেচ্ছাচারি হইয়া উক্ত প্রকারে আপনারদিগের স্বভাবকে মলিন করিতে সমর্থ হয়না। কেবল শিক্ষার ত্রুটি ও শিক্ষকের অনবধানতা জন্য বালকগণ নানাপ্রকার অধর্ম্মপক্ষে লিপ্ত হয়। যদি এতদ্দেশীয় প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে দৃষ্ট হয়, যে, এক একটি বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার বিগর্হিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হয়, এবং প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়,ইত্যাদি।,,

হে মান্যবর সম্পাদক! বিদ্যালয় কি অধর্ম্মভাবে পরিপূরিত হইয়া বালকদিগের অধঃপতনের কারণ হইতেছে? এবং ছাত্রগণ বিদ্যা শিক্ষার আরম্ভকালে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াই কোন্ অসৎ অসম্প্রদায়ের কুসংসর্গে লিপ্ত হইয়া অধর্ম্ম অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়! বিদ্যা শিক্ষার আরম্ভকাল অতি শৈশবকাল এবং বিদ্যামন্দির মধ্যেও কোনো দুশ্চরিত্র দুঃশীল ব্যক্তির গাঁজা ভাঙ, সিদ্ধি, সুরার আড্ডা নাই, যে সরল স্বভাব বালকেরা সেই কুচক্র অবলম্বন দ্বারা বর্ব্বরভাব ধারণ করিবে। তাহারা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া এমত কি পাপাচরণ করিতেছে,যে,তদ্দ্বারা একেবারে মনুষ্যকুলের অধঃপতন ও সংসারের উৎসেদদশা উৎপন্ন হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা? সুশীল ছাত্রেরা এমত কি পাপকর্ম্ম অভ্যাসে অনুরক্ত যে তাহা এককালে উল্লেখের অযোগ্য, এবং তৎসমুদায় স্মরণপথের পথিক হইলে পত্রিকালেখক মহাশয়ের সুকোমল হৃদয়ে বেদনা ও বিমল মনে লজ্জা উপস্থিত হয়? বিদ্যামন্দির, যে, বালকবৃন্দের অধর্ম্মরূপ কুসংস্কার অভ্যাসের প্রধানস্থান বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, প্রত্যেক বিদ্যালয়, যে প্রতিদিনের বিবিধপ্রকার পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠানের মুখ্যস্থান বলিয়া লেখনী সঞ্চালিত হইয়াছে এবং ছাত্রগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পাপরাশি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তে সমুদায় বিদ্যালয়স্থ শিক্ষকগণ যে সাক্ষীরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, আমরা সেই অধর্ম্মোৎপাদক দুষ্কৃতিয়া সকল অবগত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। অতএব ছাত্রগণ কৃত কি কি অপকর্ম্ম দ্বারা পাপ পুঞ্জের সঞ্চার হইতেছে এবং তাহারা পঠদ্দশায় হত্যা, অপহরণ,ব্যাভিচার প্রভৃতি কি কি প্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে কলঙ্কি করিতেছে? পত্রিকালেখক মহাশয় তাহা সঠিক সবিস্তার লিখিলে আমরা পরম বাধিত হইব। যদি তিনি তাঁহার মনোকল্পিত দুষ্কর্ম্ম ও অধর্ম্মানুষ্ঠান সবিশেষ ব্যক্ত না করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সাধুনিন্দক ও গুণিগণ বিরোধির মধ্যে গণ্য করিব। নিরীহশিশু ছাত্রগণকে দূষিত ক্রিয়া-তৎপর বলিয়া যে অকারণ নিন্দা করিয়াছেন, সেই সকল দুষ্কর্ম্ম স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে নিরপেক্ষ সজ্জনগণ সমীপে তিনি স্বয়ং অসদ্বাদী বলিয়া নিন্দাভাজন হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি,যে নিষ্কলঙ্ক সৎস্বভাব বিশিষ্ট বালকবৃন্দের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করত ভদ্র সমাজে স্বীয় বক্তৃতার প্রশংসা প্রত্যাশা করিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য! কোথায় স্নেহবাক্য ও সৎভারতীদ্বারা জ্ঞানোন্নতি ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে বালকগণকে উৎসাহ প্রদানে যত্নশীল হইবেন, না, তদ্বিপরীত গ্লানিসূচক ম্লানিজনক বাক্য প্রয়োগদ্বারা তাহারদিগকে ভগ্নোদ্যম করত বিদ্যা উপার্জ্জনের পথে কণ্টক প্রক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি স্বয়ং অবশ্য কোনো প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, তাহার আর কথা কি? অতএব তিনি শ্রেষ্ঠ ও বয়ঃজ্যেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইয়া সরলচিত্ত বালকগণের প্রতি এতদ্রূপ স্নেহবিরুদ্ধ ব্যবহার প্রকাশ করিলে তাঁহার নিষ্ঠাচার ও বিজ্ঞতার প্রতি দোষস্পর্শে। "ধর্ম্ম শিক্ষা" উল্লেখ করত কেবল অনর্থক পাপোক্তি দ্বারা পত্রিকা পরিপূর্ণ করাই কি ধর্ম্ম শিক্ষার আদর্শ? হা! কি পরিতাপ! যে পত্রিকা বিবিধপ্রকার সদালোচনার আধাররূপে পরিগণিত হইয়া লোকসমাজে সমাদৃত হইয়াছে, অধুনা সেই সুবিখ্যাত পবিত্র পত্রিকা আবর্জ্জনা পরিপূরিত শকট (স্কাপেঞ্জর) সম জনপদে ঘৃণাস্পদের যোগ্য হইল? তিনি সমুদয় বিদ্যালয়কে অধর্ম্ম অভ্যাসের স্থল উল্লেখ করত পাঠার্থিগণের বিরুদ্ধে যেরূপ লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, পাঠমন্দিরই পাপের আকর স্বরূপ, বিদ্যালয়ই অধর্ম্মোৎপাদনের স্থান, বিদ্যামন্দিরই অপকর্ম্ম সাধনের কর্ম্মভূমি এবং ছাত্রগণ দুষ্ক্রিয়া অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়েরই অনুশীলন করিতে অনুরক্ত নহে।

এক্ষণে যে সকল বিদ্যালয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎ সমুদয়কে যদি পাপাগার ও তথাকার বিদ্যাবিশারদ শিক্ষকগণকে কুনীতিদক্ষ এবং ছাত্রগণকে অসৎকার্য্যে শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে দেশহিতৈষিগণ বিদ্যালয় স্থাপনে অনুরাগি না হইয়া বরং ঐ মহতী কীর্ত্তির উচ্ছেদকল্পেই যত্নশীল হইবার সম্ভাবনা। তিনি লিখিয়াছেন "শিক্ষকগণ বালকদিগের জ্ঞানশিক্ষা বিষয়ে যে প্রকার মনঃসংযোগ করেন, যদি তাহারদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তদনুরূপ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে ছাত্রগণ কখনই স্বেচ্ছাচারি হইয়া উক্ত প্রকারে আপনারদিগের স্বভাবকে মলিন করিতে সমর্থ হয়না।,,—মহাশয় গো! জ্ঞানশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষানুশীলন দ্বারা যদি জ্ঞানের উন্নতি সাধনই হইতে থাকে, তবে সে স্থলে অধর্ম্ম পিশাচের আবির্ভূত হইবার কি সম্ভাবনা? ইহাতে বোধ হইতেছে যে পত্রিকালেখক মহাশয়ের দৃষ্টিতে প্রদীপ্ত আলোক দ্বারা ঘন তিমিরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যাহাহউক আমরা আর অধিক লিখিতে উৎসুক নহি, আমারদিগের যাহা লিখিতব্য তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিব।—এক্ষণে তাঁহার সদুত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কেষাঞ্চিৎ ছাত্রানাং।

২৫ ফাল্গুন ১৭৭৯ শকঃ।

"ইঞ্জিনিয়র্স জর্ণেল এণ্ড রেলওয়ে ক্রোনিকেল" পত্রে লিখিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় লৌহবর্ত্মের গতি পরিবর্ত্তনে প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদের মানস নাই দিল্লী বাষ্পীয়রথের সাহায্যে সমৃদ্ধিশালি হয়, বরং তৎপরিবর্ত্তে মিরাটকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বাণিজ্য সম্পর্কীয় রাজধানী করেন এরূপ অভিপ্রায়।

"কাণপুর ছাড়িয়া এক্ষণে যেরূপ মতস্থির আছে তদনুসারে শিকোবাদ পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম যাইবে, তদনন্তর উত্তরযুখে বক্রগামী হইবে এবং আলিগড়ের পথদিয়া মিরাটে যাইবে। মেং জর্জ্জ টরণবুল এইরূপ প্রণালী প্রথমে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিছু কালান্তে ইতিহাস পুস্তক ব্যতীত দিল্লীর নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। আহা! যে বিশাল নগর এক সময়ে প্রবল প্রতাপশালী হিন্দু এবং মুসলমানদের রাজপাট ছিল, ইদানীন্তন অধার্ম্মিক বিদ্রোহিদিগের সামরিক ক্রিয়াত্মক নাটকের রঙ্গভূমি হইবাতে তাহাকে ভূমিশায়ী হইতে হইল। এইরূপেই কুলাঙ্গারদিগের দোষে কীর্ত্তিকুশল পরিবারের ভদ্রাসন সমভূম হইয়া থাকে এবং পাষণ্ড অধর্ম্মপরায়ণ প্রজার অপরাধে গৌরবধাম রাজধানী উচ্ছন্ন যায়।

মান্দ্রাজীয় সমাচারপত্রে তত্রত্য কাপ্তেন কুষ্টফর বিডেন সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। এই মহাশয় অতি সদাত্মা পুরুষ ছিলেন তিনি দুঃখি এবং শোকার্ত্ত ব্যক্তি সমূহের জন্য যে পর্য্যন্ত হিতচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করা বাহুল্য মাত্র, ইনি উপায়হীনের উপকারার্থে সহস্রশ্মী দিনকরের ন্যায় মুক্ত হস্তে দান করিতেন বলিলে অত্যুক্তি দোষ স্পর্শিবেনা। এতৎ প্রাচীন সাধুপুরুষ ২৫ ফিব্রুআরি দিবসে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার পূর্ব্বক যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি যে শুদ্ধ করুণাপূর্ণ হৃদয় ছিলেন এমন নহে, কোনো বিষয়ে মানবজাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারে তাহাতেই সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতেন ইহার স্মরণার্থে কোনোরূপ কীর্ত্তিচিহ্ন স্থাপন করা মান্দ্রাজবাসিদের অতি কর্ত্তব্য, পরন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দুঃখী ইউরোপীয়ান এবং ফিরিঙ্গি সন্তানদিগকে নাবিকবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিদ্যার্ণবের চিরস্থায়িত্বের কারণ ধন সংগ্রহ করাই তাঁহাকে সম্মানিত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

কিয়াদ্দন হইল আমরা প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলাম, যে, চ্যারিটেবেল সোসাইটি নামক সভায় গবর্ণমেণ্ট যে মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন তাহা এক্ষণে দেওনে অসম্মতি প্রকাশ করায় সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা হয়, এক্ষণে শুনিলাম এবৃত্তি আর ১ বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে দিবার অনুমতি হইয়াছে।

কোনো বিশ্বস্ত লোক প্রমুখাৎ অবগত হওয়াগেল যে ত্রিবেণী নিবাসী এক ব্রাহ্মণতনয় ঈশুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার বাসনায় ভবানীপুরস্থ ইস্কুলে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ হয় এই সপ্তাহ মধ্যেই স্বাভীষ্ট লাভ করিবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গোরক্ষপুরের পত্রে ব্যক্ত করে তৎপ্রদেশ নিবাসিরা শান্তভাবে আছে, ভূম্যধিকারিরা রাজানুগত এবং প্রজারা রাজবিরোধির ক্ষতিকর সংবাদ প্রদানে সম্যক্ আগ্রহ। যোয়ানপুরের বিপদাপন্ন পলাতক ব্যক্তিবৃন্দের সমূহ সাহায্য করিবাতে শ্রীযুত রামপ্রকাশ সিংহ এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন।

ইংলিসম্যানপত্র পাঠে অবগতি হইল, কেলো হইতে গত কল্য যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে, মানসিংহ ব্রিটিস সেনাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, তিনি আপনার সহচর সমূহের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন কি না তাহার উল্লেখ নাই।

শিঙ্গাপুর নিবাসিরা আমারদিগের শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুরের নিকট এক আবেদন পত্র প্রদান পুর্ব্বক এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে বিদ্রোহি সিপাহিগণ যেন তথায় দ্বিপান্তরিত না হয় কারণ ঐ দুরাত্মারা উপস্থিত হইলে বিবিধ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা পরন্তু শিঙ্গাপুরে এক্ষণে একাদশ কোটী মুদ্রার বাণিজ্যব্যাবসা প্রতি বৎসর হইয়া থাকে অতএব সেই স্থলকে দোষীনিবাস করিলে ভাল দেখায়না।

এলাহাবাদের কোনো পত্র প্রেরক লেখেন যে লার্ড কেনিং বাহাদুর সেখানে পঁহুছিয়াই যে সকল লোকেরা ইংরাজ বনিতা এবং বালক বালিকা দিগকে বিদ্রোহ সময়ে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রদান জন্য পঞ্চাশত মুদ্রা প্রদানে অনুমতি করিয়াছেন।

যাবজ্জীবন জন্য দ্বীপান্তরিত হইবার দণ্ডার্হ ভোলাবাইএও কোং নিষ্কৃতি পাওন প্রত্যাশায় সর্ব্বোচ্চ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাতে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেননা এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, বর্ত্তমান মাসের ৮ ই দিবসে লক্ষ্ণৌ প্রদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে আক্রান্ত হইবে।

অনুবাদিত সংবাদ।

চাঁদনিচকের পোদ্দারের হত্যার অনুসন্ধান গত পরশ্বঃ দিবস শেষ হইয়াছে, যদিও এই অন্বেষণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে অবশ্যই কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণ ইচ্ছাপুর্ব্বক এই ভয়ানক হত্যা সম্পন্ন করিয়াছে তথাপি এই ভয়াবহব্যাপারে যাহারা লিপ্ত ছিল ছয়দিন সবিশেষ অন্বেষণেও তাহারদিগের কিছু মাত্রও নির্দ্দেশ করাযায়না।

সর্ব্বোচ্চ গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে যে সকল সিবিল কর্ম্মচারিরা বিগত মেমাসের বিদ্রোহিতার পর স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, আবশ্যকমত শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তনানুসারে তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে।

শ্রুতি হইল ইন্দোরের রেসিডেণ্ট বিংশতি সহস্র ত্রিঞ্জারী বলদ বোঝাই করিয়া শস্য প্রেরণার্থ এই কার্য্যের ভারান্বিত কর্ম্মচারির নিকট প্রার্থনা করিবাতে তিনি তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, কারণ রাজকোষ হইতে আবশ্যকীয় অগ্রিম মুল্য পাওয়া যাইতে পারে নাই!

এক্ষণে প্রত্যহ বাষ্পীয় রথ সকল এলাহাবাদ হইতে পুর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় ছাড়িয়া থাকে, এবং অপরাহ্ণ ৩ টার সময় ফিরিয়া আইসে।

সেমিরেমিস বাষ্পীয় পোতারহণে কতক গুলি দোষী লোক আন্দামানদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছে ঐ জাহাজ আন্দামানদ্বীপ মালামধ্যবর্ত্তী দোষি নিবাসে ডাং ওয়াকর সাহেবের নিকট পঁহুছিবার কারণ নানাবিধ দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ আছে।

মান্দ্রাজীয় সেনাবৃন্দের সেনানী বর্ত্তমান ঋতু অতিবাহনার্থ পর্ব্বতীয় প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। অধুনা যেরূপ দুঃসময়, ইহাতে প্রাগুক্ত মহামতি মহারথির প্রেসিডেন্সির সমীপবর্ত্তী থাকাই উচিত।

হরকরা পত্রপাঠে অবগতি হইল, ম্যাঞ্চেষ্টর নামক বাষ্পীয় তরী তুতিকোরিণ স্থানের নিকটে জলমগ্ন হইয়াছে, "ডেবিল অন্তরীপ" আখ্যাতস্থান সমীপে এই জাহাজ প্রথমত চরে প্রোথিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ইহার কোন গুরুতর হানি হয়মাই।

চীনদেশ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তৎপাঠে জানা গেল ১০ ফিব্রুআরিতে কাণ্টন নগরের সম্মুখস্থিত নদীর অবরোধ স্থগিত হইয়াছে এবং এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে শীঘ্রই পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য কলাপ অবাধে শান্তভাবে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

নুতন ঘটনা সকলের মধ্যে দুর্দ্দৈব বশতঃ ৭২ গণিত বাঙ্গালদেশীয় পদাতিক সিপাহিদিগের সহিত কাণ্টন নগরের ফরাসিস্ পুলিসের কতিপয় লোকেরা যে একটা বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল তাহা উল্লিখিত হইতে পারে। সিপাহিরা কহে ইন্ধন সংগ্রহজন্য তাহারা একটা ভগ্নাট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল এমত সময়ে লুঠকারী বোধে একদল পুলিসের ফরাসিস কর্ম্মচারিরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তজ্জন্য যে বিতণ্ডা ঘটে তাহা দুই বিবাদী দল পরস্পর কেহ কাহার ভাষা বুঝিতে না পারিবাতে ক্রমশই প্রচণ্ড হইয়াছিল। অবশেষে ফরাসিরা উগ্রভাব বশতঃ অধিকক্ষণ সহ্য না করিয়া নিরস্ত্র সিপাহিদিগের প্রতি গুলি বর্ষণ করে, এই গুলির আঘাতে একজন জমাদার হত ও অন্য দুইজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। এই বিবাদ হইবাতে সিপাহিরা বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং সেই অসন্তোষ আরো অধিক অমঙ্গলের আমূল হইতে পারে।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃদিনপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৭০ সংখ্যা] শুক্রবার ২৯ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১১ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲টঙ্কামাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3d November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড.কোং।

NOTICE.

I have revoked the Power of Attorney which I executed jointly with my brother Lollbehary Chatterje, in favour of Jointee Chunder Sen of Doram Sain's Street Calcutta so far as I am concerned. The public is therefore cautioned against dealing with him, Jointee Chunder Sen, as my Agent.

শ্রীযদুবিহারী চট্টোপাধ্যায়।
5th March 1858.

সংবাদপ্রভাকর

২৯ ফাল্গুন শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ৯১০

গত পরশ্বঃ বোম্বায়ের ডাকযোগে বিলাতের ২ ফিব্রুআরি পর্য্যন্তের যে সমাচার আসিয়াছে, তাহাতে এমত কোনো বিশেষ সংবাদ নাই, তবে পূর্ব্বে প্রকাশিত টেলিগ্রাফের সংবাদনিচয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। এতৎ পাঠে অবগতি হইল ফরাসিসাধিপতি লুইনেপোলিয়নের হত্যা করণের ষড়যন্ত্র আদৌ ইংলণ্ডে জল্পিত হইবাতে ফরাসিস রাজানুগত সেনাপতিরা ইংলণ্ডের উপর কুপিত হইয়া অনেক কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, পরন্তু যখন ফ্রেঞ্চসম্রাটের অনভিমতে তাঁহাকে কোনোরূপ প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হয় নাই এবং ধন্যবাদ পত্রের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত রোষের কথা উক্ত হইয়াছে তখন ঐ বাক্য সমূহে "মৌনী থাকা সম্মতির লক্ষণ" এই প্রসিদ্ধ নীতিবাক্যের মর্ম্মানুসারে তাঁহার ঐকমত্য আছে এরূপ অনুভব করা যাইতে পারে। অনেকে এরূপ অনুমান করিতেছেন ফ্রেঞ্চসম্রাট ইংলণ্ডের সচিব সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কোনো একটা স্বাভিপ্রেত অনায়াসেই সম্পন্ন করিয়া লইবার কারণ তাঁহারদিগকে এইরূপে ভয় দেখাইতেছেন। পরন্তু এরূপ আচরণ করা তাঁহার যে নিতান্ত অযৌক্তিক কার্য্য হইতেছে একথা বলাই বাহুল্য। তিনি এক্ষণে যে ইংলণ্ডকে দোষির আশ্রম আখ্যায় কলুষিত করিতেছেন, তাঁহার স্মরণ করা উচিত, সেই আশ্রমের কৃপায় তাঁহার নিজের কত উপকার হইয়াছিল। যাহা হ-

উক ফ্রেঞ্চ সম্রাট মহাশয় আপনার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া অকপট বন্ধু ইংলণ্ডের সহিত বিবাদ না করেন, ইহাই শান্তিপ্রিয় জনগণের জগদীশ্বরের সমীপে ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে প্রভুত্বের শেষ হইয়া তথায় শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিজের শাসন প্রচলিত হয় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোর্ট অফ ডৈরেক্টরেরা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রদান জন্য এক আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই আবেদনের বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন হইতেছে।

গত ২ ফিব্রুয়ারি দিবসে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রথমা নন্দিনী স্বীয় নববিবাহিত স্বামির সমভিব্যাহারে ঘোর ঘটাপুর্ব্বক ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয় প্রুসিয়া প্রদেশে গমন জন্য জাহাজারোহণ করেন। বর কন্যার গমনকালে দর্শকপুর্ণ পথ সকলের আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল, প্রুসিয়ার রাজতনয় শ্রীশ্রীযুত মহামান্য কুমার ফ্রেড্রিক উইলম যখন সস্ত্রীক হইয়া স্বদেশে অবতীর্ণ হন তাঁহারদিগের গ্রহণজন্য প্রুসিয়ার রাজানুগত প্রজারাও সমারোহের কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করেন নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল নাগদ বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব স্বদেশে কাল্পিস্থ বিদ্রোহিদিগের সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছেন, শুনিলাম তিনি মারহাট্টাদিগকে আপনার সৈন্য মধ্যে ভুক্তকরণাশায় শীঘ্রই ডেকানে গমন করিবেন।

সম্প্রতি ফতেগড়ে প্রায় ১৮০ বিদ্রোহি কারারুদ্ধ রহিয়াছে তন্মধ্যে তত্রস্থ নবাবের একজন প্রধান কর্ম্মচারী আছে, ঐ সকল দুরাচারিদিগকে মহারাণীর ৮২ সংখ্যক দলের কয়েক জন সেনা পাহারা দিতেছে। মহারাণীর ৮২ সংখ্যক দলের লেপ্টেনাণ্ট ডগল্যাস সাহেব আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কাণপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, যে সময় নানা সাহেবের অনুমত্যনুসারে বিদ্রোহি কর্ত্তৃক এস্থানীয় সাহেব বিবিগণ হত হন এবং সেইকালে যে ব্যক্তি উক্ত ইংরাজদিগকে অনুসন্ধান করত নানা সাহেবের নিকটে আসিয়া তাহারদিগের প্রাণ দণ্ডের কুপরামর্শ দেয়, সেই দুরাত্মা সম্প্রতি কাণপুরে ধৃত হওত কারাবদ্ধ হইয়াছে, অবিলম্বেই ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক শমন সদনে প্রেরিত হইবেক।

বোম্বে ষ্ট্যাণ্টার্ড পত্রে অবগতি হইল, কোটার দুর্গ মধ্যে প্রায় ৭। ৮০০০ সহস বিদ্রোহি সেনা ১৮৮ টা তোপ সংগ্রহ করত অবস্থিতি করিতেছে, উক্ত স্থানের রাজা সাতিশয় পরিশ্রম ও রাজভক্তি সহকারে বিদ্রোহি বিনাশের নানাপ্রকার উপায় করিয়াও কিছুমাত্র ফল প্রাপ্ত হয় নাই বরং দিন দিন বিদ্রোহিরা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। শুনিলাম ঐ দুরাচারিদিগকে দমন করণ মানসে বিস্তর ব্রিটিস সেনা তথায় প্রেরিত হইতেছে।

নাগপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, কোল জাতিদিগের উপদ্রব অনেকাংশে উপশম হইবায় কর্ণেল ফ্রান্সটার সাহেব আপনার অধীন ৬ কোম্পানির সেকাওয়াটি ব্যাটেলিয়ন সেনাদিগের সহিত সম্বলপুরে গমন করিয়াছেন।

আলামবাগের গত ৩ মার্চ দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, এস্থানের কিয়দ্দূরে বিস্তর বিদ্রোহি সেনা সমবেত হইয়াছে। ফতেগড়ের নিকটবর্ত্তি বাগগঙ্গা এবং মেন্দিঘাটের ও অপর পারে অসংখ্য বিদ্রোহি আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এবং পার হওনের বিধিমত চেষ্টা করিতেছে।

বিদ্রোহিদিগের নিকট যে সমস্ত অস্থামিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তত্তাবৎ বিদ্রোহিপরাভবকারি বীরপুরুষদিগের অন্যান্য প্রাপ্য পারিতোষিকের অতিরিক্ত পুরস্কার স্বরূপ গণিত হইবে, এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচার পাইয়াছে।

নগরে গতপরশ্বঃ এরূপ সমাচার আসিয়াছে, যে, মান্দ্রাজ কমিস্যারিয়েট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে অসমর্থ হইবাতে স্যার এচ, রোজের সৈন্যশ্রেণীসাগরে প্রত্যাবৃত্ত হওনে বাধ্য হইয়াছে। সাগরের সৈন্য সকল প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের শিবিরে উপস্থিত হইবে এসংবাদ পুর্ব্বেই জানিতে পারিয়াও রাজপুরুষেরা কি কারণ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত রাখেন নাই বলিতে পারিনা।

অনুবাদিত সংবাদ।

আলাহাবাদের ডেপুটি কমিস্যরর এস্থানের কমিসরিএট আফিসে এমত পত্র লিখিয়াছিলেন "যে অতি ত্বরায় ৫০ জন বাঙ্গালি কেরাণিকে এস্থানে না প্রেরণ করিলে অনেক কর্ম্মের ব্যাঘাৎ হইবেক,, ইহাতে উক্ত আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় ইতিমধ্যেই ৫০ জন কেণ্ডিডেট নির্ণয় করিয়াছেন, অবিলম্বেই তাহারা তথায় প্রেরিত হইবেক।

২৬ ফিব্রুয়ারি তারিখে বিলাত হইতে মহারাণীর ৯২ সংখ্যক দলের হাইলণ্ডর সেনাদিগের বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে আগমনের যে কল্পনা ছিল, বিদ্যুতীয় তার সহযোগে এমত সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে উক্ত দিবসে তাহারা তথায় উপনীত হয় নাই।

কিয়দ্দিবস গত হইল, বারাসতে রামসিংহ নামক একজন হিন্দুস্থানি পোলিস প্রহরিদিগকে রাজপ্রতিকুলে অস্ত্রধারণ করণের অনেক কুমন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহা প্রকাশ হওয়ায় সেই দুরাত্মা ধৃত হইয়া চব্বিশ-পরগণার জজ মেং লাটোর সাহেবের বিচারে অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিয়োগ করিয়াছে।

আলাহাবাদে মহারাণীর অধীন কোনো সৈন্যদলের একজন আফিসার অকারণে একজন নির্দ্দোষি যবনকে তীরের দ্বারায় গুরুতর রূপে আঘাতি করিয়াছেন।

অবগতি হইল, যে মেডিকেল বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ গবর্ণমেণ্টকে এমত অনুরোধ করিয়াছেন, এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি নেত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া মেডিকেল কালেজে অবস্থিতি করিতেছেন ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের নিমিত্ত ঐ চিকিৎসালয়ের স্বতন্ত্র এক খণ্ড অথবা অন্য কোনো বাটী নির্দ্দিষ্ট করিলে চিকিৎসা বিষয়ে বড় সুবিধা হইতে পারে, এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট গ্রহ করিয়াছেন।

"ব্লু জ্যাকেট" নামক অর্ণবপোতে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে দুই শত এক বিংশতি অশ্ব আনীত হইয়াছে, ঐ সকল ঘোটক আনয়ন কালে পথিমধ্যে শুদ্ধ চারিটামাত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখানে যে ২২১ টা পঁহুছিয়াছে, তাহারা সকলেই বিশেষ সুস্থ আছে। অতএব নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, অন্যান্য স্থান হইতে যে সমস্ত ঘোটক আইসে তাহার মধ্যে যে মহামারী হয়, তাহার কারণ কেবল মনোযোগ এবং সেবার অভাব, আর কিছুই নহে।

গত কল্য পুর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় আকলাণ্ড উদ্যানে হর্টিকলচুরাল সমাজাধীন ফল মূলের প্রদর্শন মেলা বসিয়াছিল, কলিকাতা বলণ্টিয়র পদাতিকদলের বাদ্যকরেরা তথায় উপস্থিত থাকিয়া দর্শকদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিল।

অযোধ্যাধিপতি বৃত্তি প্রাপণাশায় কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভায় আবেদন করিবাতে উক্ত মান্যবর সমাজাধ্যক্ষেরা তদ্বিষয়ে গবরনর জেনরল বাহাদুরের মত জানিবার জন্য তাঁহাকে লিখিয়াছেন, আর এই রিপোর্ট পাইলেই অযোধ্যারাজের প্রস্তাবে উত্তর দিবেন ইহাই তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

বসন্ত বর্ণন।

পদ্য।

উদয় বসন্তকাল, কালান্তের প্রায়।
প্রণয় পীযুষ হোলো, গরল আমায়॥
লোকে কয়, পিক করে, সুধা বরিষণ।
সে স্বরে, আমার করে, অস্থির জীবন॥
সুশীতল সমীরণ, বহিছে সঘন।
বিয়োগির প্রাণ মন, করে উচাটন॥
বিবিধ কুসুম চারু, হোলো বিকসিত।
দশ দিক বায়ুভরে, গন্ধে আমোদিত॥
বায়ুমুখে বার্ত্তা পেয়ে, মধুকরগণ।
ছুটে ছুটে যায় তথা, যথা উপবন॥
বৃক্ষোপরি বসি, কাল-বউ কথা কহ।
বউ কথা কহ স্বরে, ডাকে অহরহ॥
তথাপি না স্বরে মুখ, হায় একি দায়।
প্রণয়-পীযুষ হোলো, গরল আমায়॥

বসন ভূষণে সখি, নাহি প্রয়োজন।
প্রয়োজন মাত্র সেই, রসনীরঞ্জন॥
কে বলে চন্দন হয়, স্বভাবে শীতল।
পরশেতে বোধ হয়, জ্বলন্ত অনল॥
তাম্বুল গুবাক আদি, গরল সমান।
বাঁচিতে বাসনা নাই, ব্যাকুলিত প্রাণ॥
নিদয় হৃদয় নাথ, নাহি কৃপা লেশ।
হায় হায় প্রেমদায়, প্রাণ যায় শেষ॥
আগে যদি জানিতাম, করিবে এমন।
তবে কি তাহারে সখি, সঁপিতাম মন?॥
না বুঝে করেছি কর্ম্ম, ঠেকিয়াছি দায়।
কাহারে কহিব ফুট, হায় হায় হায়॥
মরি মরি সহচরি, কি হবে উপায়।
প্রণয়-পীযুষ হোলো, গরল আমায়॥

মনে করি, ভুলে থাকি, ভাবিবনা আর।
পোড়া মন, মনে মনে, ভাবে বার বার॥
হাঁরে, ও অবোধ মন, এই কি বিচার?।
আপনিই আপনারে, করিছ সংহার॥
চেয়ে দেখ প্রাণসখি, অনিবার ধার।

আসিতেছে শর ধরি, করি মার্ মার্ ॥
ওরে রে নিদয় মার, সব ভুলে গেলে।
মোরে গিয়ে নারী হোতে, পুন প্রাণ পেলে ॥
তথাপি নারীর বধে, ভয় নাহি কর।
সর সর, ওহে স্মর, শর লোয়ে সর ॥
অবলা সরলা আমি, বিষম ব্যাকুল।
অনাথিনী দুঃখিনীরে, হও অনুকূল ॥
প্রবাসে প্রাণেশ আছে, যাও হে তথায়।
প্রণয়-পীযূষ হোলো, গরল আমায় ॥

মনে আশা ছিল যত, সব হোলো হত।
এখন নয়নে নীর, ঝরিছে নিয়ত ॥
ওহে নাথ, কোথা তুমি, রহিলে এখন।
দুর্জ্জয় বসন্ত সেনা, করিছে দলন ॥
করুণা কটাক্ষ করি, এ দাসীর প্রতি।
এসো এসো এসো নাথ, দেশে শীঘ্রগতি ॥
কি দোষ হয়েছে মম, বলহ এখন।
দারুণ বিচ্ছেদানলে, দহিছে জীবন ॥
কোন দোষে দোষী নই, নাহি জানি ছল।
কেন তবে জ্বেলে দিলে, বিরহ অনল ? ॥
সহেনা সহেনা দেহে, যাতনা সহেনা।
বুঝি প্রাণ, প্রাণ আর, রহেনা রহেনা ॥
তথাপি তোমার দয়া, না হইল হায়।
প্রণয়-পীযূষ হোলো, গরল আমায় ॥

পুরুষ শঠের সার, অন্তরে গরল।
কেমনে কহিব সখি, সে জন সরল ? ॥
আগে নানা প্রেমরাগ, করিয়া প্রকাশ।
পশ্চাতে এরূপে করে, বনিতা বিনাশ ॥
না জেনে যেমন কর্ম্ম, করিয়াছি আমি।
তাহার উচিত ফল, দিয়াছেন স্বামী ॥
হায় হায় ওহে নাথ, এই কি বিচার ?।
প্রেমদায় প্রমদায়, করিলে সংহার ॥
তিলেক বিচ্ছেদে যার, হারাইতে জ্ঞান।
এখন কি সে সকল, ভুলে গেলে প্রাণ ? ॥
এমন যে হবে কভু, না জানি স্বপনে।
উভয়ে মিলন হোতো, স্বপনে গোপনে ॥
এখন সে সব দেখি, স্বপনের প্রায়।
প্রণয়-পীযূষ হোলো, গরল আমায় ॥

আরতো বাঁচিনে সই, উহু মরি মরি।
বল বল বল সখি, কিসে প্রাণ ধরি ? ॥
বিরহ অনল দেখ, হইল প্রবল।
কলেবর থর থর, আঁখি ছল ছল ॥
বুঝি গো সজনি গেল, প্রাণ এইবার।
উদয় হইল ঘোর, বিরহ বিকার ॥
বলিতে বলিতে ধনী, হোলো অচেতন।
ভূমে যেন স্বর্ণলতা, করিল শয়ন ॥
কিঞ্চিৎ চেতনা পেয়ে, কাতরে তখন।
কহিছে সখীর প্রতি, করিয়া রোদন।
লোয়ে চল প্রাণ সখি, সাগরের তীরে।
এখনি তেজিব প্রাণ, ঝাঁপ দিয়ে নীরে ॥
আহা আহা, মরি মরি, কি করি উপায় ?।
প্রণয়-পীযূষ হোলো, গরল আমায় ॥

বিধিপাশে বদ্ধ হোয়ে, বাধ্য আমি যার।
তথাপি সেজন সই, হোলোনা আমার ॥
যে কর সতত চায়, সেবিতে সে পদ।
হায় কেন সে করে, সে করের বিপদ ? ॥
যে আঁখি দেখিত সদা, শ্রীমুখ তাহার।
সে আঁখি এখন শুধু, দেখে অন্ধকার ॥
অধর অমৃত তার, না হয় আহার।
অধরের রাগ ভাগ, কোথায় আমার ? ॥
অধিক কি কব সখি, তাহার কারণ।
অকালে আমার দেহ, হইল পতন ॥
ধর ধর ধর সখি, ধরলো আমায়।
পড়িলাম মজিলাম, দশম দশায় ॥
এখন হে প্রাণনাথ, রহিলে কোথায় ?।
প্রণয়-পীযূষ হোলো, গরল আমায় ॥

এক জ্বালা নহে সই, বাঁচে কি জীবন ?।
দশদিকে দশ অরি, সাক্ষাৎ শমন ॥
প্রথমে প্রাণের পতি, হইয়ে বিগুণ।
হয়েছে প্রবাসী সখি, করিবারে খুন ॥
দ্বিতীয় যৌবনকাল, কালের সমান।
তৃতীয় অনঙ্গ অরি, হানে পঞ্চবাণ ॥
চতুর্থ বসন্তকাল, অতি ভয়ঙ্কর।
পঞ্চমে কোকিল কাল, ষষ্ঠেতে ভ্রমর ॥
সপ্তমে মলয়া বায়ু, হোলো আয়ুহর।
নিরন্তর কলেবর, কাঁপে থর থর ॥
অষ্টমে ভূষণ আদি, তূষানল প্রায়।
নবমে কলঙ্কবারি, তরঙ্গ দেখায় ॥
আমি তিনি ঘুচেগ্যাল, দশমদশায়।
প্রণয়-পীযূষ হোলো, গরল আমায় ॥

চিরবাধিত শ্রীমতিলাল বসু।
সাং মহেশ্বরপুর।
জিলা বারাসত পরগণে আনরপুর।

এই সুপাত্র ছাত্র প্রণীত দ্বিতীয় পদ্য অদ্য সানন্দে সংশোধন করিয়া প্রকটন পুর্ব্বক কহিতেছি, অতি মধুর হইয়াছে, ইনি প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আসিয়া প্রথমবার সাক্ষাৎ করিলে কবিত্বশক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত পাদপূরণার্থে আমি এক চরণ কবিতা প্রদান করি, যথা।
"ভুলোনা ভুলোনা তাঁরে,ভুলোনারে মন।,,
ছাত্রকবি আমার সাক্ষাতেই এক ঘণ্টা কালের পরেই ৮ চরণের চারিটি পরিচ্ছদে তাহা পরিপূরণ পুর্ব্বক একটি প্রকৃষ্ট প্রবন্ধ প্ররচনা করিলেন, তৎপাঠে আমরা আশার অতীত ফল লাভে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া সংশোধন পূর্ব্বক সুদীর্ঘ স্বাভিপ্রায় সম্বলিত সেই বিষয়টি গত ১৭ মাঘ শুক্রবাসরীয় প্রভাকরে প্রকটন করি, বোধ হয় তৎপাঠে পাঠকমাত্রেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকিবেন। উক্ত সময়ে উক্ত গুণযুক্ত কবি ছাত্রকে কবিতা রচনা বিষয়ে আমি যে-প্রকার মৌখিক উপদেশ করিয়াছিলাম, ইনি বিশেষ অভিনিবেশ ও প্রযত্ন পুরঃসর সেই পদ্ধতি পথ অবলম্বন করত যথা সাধ্য পরিশ্রমে এবং আন্তরিক উৎসাহে এতৎ দ্বিতীয় রচনাটি প্রদান করিয়াছেন। এই রচনা অতি সুরচনা বলিতে হইবে, ইহাতে বিশেষ একটি গুণ দেখিতেছি যে " আদিরসকে ,, উলঙ্গ এবং বিরহ বর্ণনা বিঘটিত কবিতাকে কুরীতির আধার করেন নাই। অতএব এই মতিলাল-বসু,যথার্থ মতি—লাল বসু। এমতি এমতি সুমতি এবং এ মতির এমতি সুমতি, যে, ভবিষ্যতে মহামতি পদবাচ্য হইলেও হইতে পারিবেন। যেন অনুশীলনের লঘুতা না হয়। প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগালকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৭১ সংখ্যা] শুক্রবার ৩০ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ১২ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

MUNICIPAL COMMISIONERS
NOTICE TO RATE PAYERS.

অদ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের ৯ মার্চ্চ তারিখের বিজ্ঞাপনানুযায়িক ১১ মার্চ্চ তারিখের সন ১৮৫৮ সালের নিমিত্ত সহর কলিকাতার উত্তরপল্লী সংক্রান্ত এসেসমেণ্ট মোকর্দ্দমার বিচারার্থে বৈঠক হইবে, অদ্যকার এবং কল্যকার তারিখ জন্য স্থগিত রাখিয়া পুনরায় আগত সোমবার ১৫ মার্চ্চ তারিখে মোং কসাইটোলার ফিমেসন হালে বেলা দুই প্রহরের সময় আরম্ভ হইবেক ইতি।

By Order of the Municipal Commissioners.

ROBT. D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Comrs.

মিউসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে
রবট, ডি, টরণবুল।
মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta.
12th March 1858.

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

NOTICE.

I have revoked the Power of Attorney which I executed jointly with my brother Lollbehary Chatterje, in favour of Jointee Chunder Sen of Nundoram Sain's Street Calcutta so far as I am concerned. The public is therefore cautioned against dealing with him, Jointee Chunder Sen, as my Agent.

শ্রীযদুবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

5th March 1858.

সংবাদ প্রভাকর

৩০ ফাল্গুন শকাব্দাঃ১৭৭৯।দানিশাব্দাঃ৯১০

আমরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, চাণকনিবাসি সব আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারি চট্টোপাধ্যায়, যিনি বিদ্রোহঘটনার সময়ে ফরেক্কাবাদে থাকিয়া তত্রস্থ কোনো প্রধান ব্যক্তির আশ্রয়ে সপরিবারে ধনে প্রাণে রক্ষা পান, তিনি এইক্ষণে তথাকার ব্রিটিস সৈন্যশিবিরে আবদ্ধভাবে রহিয়াছেন। বিদ্রোহিব্যূহের সহিত কোনোপ্রকারেই লিপ্ত ছিলেননা, এরূপ প্রমাণ করিতে পারিলেই অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন।

উক্ত গ্রাম নিবাসি উক্ত পদস্থ বাবু তারিণীচরণ সেন, যিনি বিজনোরে ছিলেন, তিনি বিদ্রোহঘটনায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া সম্প্রতি সপরিবারে মিরাটে আগমন করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত কোনো পদে অভিষিক্ত হন নাই। আমারদিগের দেশহিতৈষি পরোপকারি কারুণিক বন্ধু মিরাট প্রবাসি বাবু দিগম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহারদিগ্যে আশ্রয় প্রদান করিয়া সর্ব্ববিষয়েই আনুকূল্য করিতেছেন।

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের পূর্ব্বতন সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত স্যার লারন্স, পিল সাহেব সম্প্রতি বিলাতে থাকিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুকূলে বিস্তর সাহায্য যত্ন এবং পরিশ্রম করিতেছেন, যাহাতে এই ভারতবর্ষে কোম্পানির প্রভুত্ব পূর্ব্ববৎ স্থিরতর থাকে, তৎপক্ষে তাঁহার নিতান্তই মানস ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তিনি এতদ্বিষয়ে যে সকল সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা বিলিতিপত্রে তৎ সমুদয় পাঠ করত সন্তুষ্ট হইলাম, তিনি যেমন সর্ব্ব বিধায়ে উচ্চ ও মহৎ সেইরূপ মহৎ মনের কার্য্য সাধন করিতেছেন, স্যার লারন্স মহোদয় এখানকার সমস্ত বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত আছেন। তিনি কহিতেছেন, ভারতরাজ্য হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজশক্তি হরণ করিলে উপকার মাত্র না হইয়া বরং অশেষ প্রকারেই অপকার হওনের সম্ভাবনা, আমরা অনুমান করি, উক্ত মহাত্মার এই অনুরোধ ও অভিপ্রেত উক্তিতে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষরূপ বিবেচনা করণে বাধ্য হইবেন।

পাঞ্জাবী পত্রের সম্পাদক ব্যক্ত করেন, দিল্লীশ্বর জীবন ধারণের জন্য প্রত্যহ এক টাকা করিয়া পাইবেন। এই সংবাদ উপলক্ষে আমাদিগের শ্রীরামপুরের সহযোগী লেখেন, দেওয়ানী কয়েদিরা প্রত্যহ আহারের নিমিত্ত দুই আনা করিয়া প্রাপ্ত হয়, এবং ফৌজদারী কয়েদিরা সরকার হইতে প্রতিদিন আহার পায়। সুতরাং এইরূপ অনুভব হইতেছে, দিল্লীর অধিপতি যেপর্য্যন্ত সংপূর্ণ দোষি রূপে নির্দ্দিষ্ট না হইয়া কারারুদ্ধ থাকিবেন, ততদিনের জন্যই এই উক্তি উক্ত হইয়া থাকিবে। এ কথা বলা বাহুল্য, দোষ সপ্রমাণ হইলে তাঁহাকে অন্যান্য কয়েদিদিগের ন্যায় কালযাপন করিতে হইবেক।

অবগতি হইল "হিন্দুপেট্রিয়ট,, পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষীয় সমাজ আপনারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন। ঐ মহাশয়কে গবর্ণমেণ্ট অধীন কার্য্য বিশেষ হইতে অবসর লইতে প্রবৃত্ত করণ জন্য এবং তাঁহার পাথেয় ব্যয় নির্ব্বাহ কারণ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা চাঁদার দ্বারা সংগৃহীত হইতেছে।

ইংলিসম্যান পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, কলিকাতার মেডিকেল কালেজের পূর্ব্বতন ছা বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, যিনি চিকিৎসা বিদ্যায় সবিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন, গত ১৯ জানুআরি দিবসে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টাধীন চিকিৎসকের পদ প্রাপণাভিলাষি ব্যক্তিবৃন্দের লণ্ডনের ইউনিবর্ষিটি কালেজে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সম্যক সম্ভ্রমের সহিত উত্তীর্ণ য়াছেন। এই পরীক্ষায় অনুমা চল্লিশ জন পদপ্রার্থি উপস্থিত ছি লেন, তাঁহারদিগের মধ্যে যোড়শ বা বিংশতি এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এস, ডি, আখ্যাত্ত ভ্রান্ত উপাধি ধারণ করেন। সর্ব্বশু পঞ্চদশটী চিকিৎসকের পদ খা আছে। রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র বাবু রূপ সুপরীক্ষা প্রদান করিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতে এখানকার মেডিকেল কালেজে রূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তা বিলাতীয় শিক্ষা হইতে কোনে অংশে হীনকল্প নহে।

আমারদিগের উত্তর পশ্চি প্রদেশের পত্রপ্রেরক লেখেন "প্র ধান সেনাপতির সহিত জং বাহা একত্র হইয়া লক্ষ্ণৌ অধিকার ক ণের উদ্যোগ করিতেছেন; এম শুনা যাইতেছে, নানা সাহেব কা অঞ্চলে আছেন, তাঁহাকে শীঘ্রই করা যাইবেক।

বিলাতের শেষাগত সংবাদ শুভকর নহে, ফরাসির বর্ত্তমান ম

রাজ ইংলণ্ডের সহিত অপ্রণয় করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন।

আমরা শ্রুত হইলাম, গবরনর জেনরল বাহাদুর শারীরিক অসুস্থ হইয়াছেন, এজন্য আলাহাবাদ হইতে শীঘ্রই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগতি হইল, ব্রিগেডিয়ার জেনরল লেখেন "মহারাজ জং বাহাদুরের গোরখা সেনার প্রথম দল ২ তারিখে গোমতী পার হইয়া ৫॥০ ক্রোশ দূর দ্রুদপুরের নিকট গমন করিয়াছে। ঐ দিবস ঐ সেনার দ্বিতীয় দল ৪ ক্রোশ অগ্রসর হইয়াছে। বিলোয়া হইতে ৪॥০ ক্রোশ দূর আলমোরা হইতে কর্ণেল-রফোর্ড সাহেব লেখেন "বিপক্ষদলের ৪০০০ সহস্র সিপাহি, ১০০০ ইরেগুলর এবং ৩০০ সোয়ার সেনা ৯ টা তোপ সহিত অবস্থান করে। আমি তাহারদিগ্যে পরাভব করি, ৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ১২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে শেষ হয়। বিপক্ষেরা সংপূর্ণরূপে পরাভব হইয়া ৩॥০ ক্রোশ দূরে পলায়ন করে, এই যুদ্ধে ৪০০ কিম্বা ৫০০ বিদ্রোহি হতাহত হয়, আমরা তাহারদিগের ৮ টা তোপ ও সমর সামগ্রী জয়লাভ করিয়াছি। ইউমেনরি অশ্বারোহিদল এক যুদ্ধে ৯৩ জনকে হত করে, আমারদিগের পক্ষে কিরূপ হানি হইয়াছে, তাহা শুনা যায় নাই, নাজিম মহম্মদ হোসেন, গণ্ডির রাজা দেবী বক্স। তরদহের রাজা এবং মেহেন্দি আলি হোঁসেন সমরক্ষেত্রে বিরাজমান ছিলেন। স্যার জেম্‌স ঔটরাম ৬০০ সেনা এবং ৩০ টা তোপ সহিত গোমতী পার হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্নস্থ সমাচার প্রচার পাইয়াছে, গণেশগঞ্জের নিকটস্থ শিবির হইতে ব্রিগেডিয়ার জেনরল ম্যাগ্রিগর সাহেব কলিকাতায় সিসিল বিডন সাহেবকে ৯ মার্চ্চ দিবসে বিদিত করেন "মহারাজা জং বাহাদুরের অধীনস্থ সৈন্য সকল অদ্য লক্ষ্ণৌয়ের এত নিকটস্থ হইয়াছে, যে, আর বারদ্বয় কুচ করিলেই তথায় উপনীত হইতে পারিবে, সমুদয় সেনাপতিগণ সংপূর্ণরূপে সুস্থ আছেন, কিয়দ্দিনাবধি সকল ডাক বন্দ হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংবাদটী সমাচার পত্রে প্রকাশ জন্য পাঠাইয়া দিবেন।

মান্দ্রাজে জনরব হইয়াছে দিল্লীর সম্রাটকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। টেলিগ্রাফের সহযোগে এই সংবাদ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ২৪ ফিব্রুআরির স্পেকটেটর পত্রে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে যে ২৭ ফিব্রুআরিতেও দিল্লীশ্বরের বিচার শেষ হয় নাই সুতরাং এই সংবাদ সটীক।

আলিমগড়ের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট এরূপ প্রস্তাব করেন, যে সকল গ্রামের প্রজারা বর্ত্তমান বিদ্রোহকালীন বিদ্রোহিদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল, সেই সকল গ্রাম সমূলে অগ্নিদ্বারা ভস্ম করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের এইরূপ উত্তর দেন যে, যে সকল গ্রামের অধিকাংশ প্রজারা বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছে, সেইসেই গ্রামে অগ্নি সংলগ্ন করা যুক্তিসিদ্ধ। নচেৎ যে পল্লির অধিকাংশ প্রজারা রাজানুগত ছিল, তথায় শুদ্ধ যাহারা নিশ্চিতরূপে বিদ্রোহি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদিগকেই দণ্ড দেওয়া বিধেয়।

বারাণসীর পত্রে লেখে "তথায় আর কোনোরূপ আশঙ্কা নাই।— বেলিয়া প্রবাসি মেং ফারগিউসন সাহেব বিদ্রোহ সময়ে বিশেষ সাহায্য করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

গত গুরুবাসরে বীটন সোসাইটী সমাজের অধিবেশন রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় হইয়াছিল। সমাজাধিপতি হিউম সাহেব স্কট নামক প্রসিদ্ধ কবির কাব্যদ্বয়ের কতিপয়াংশ আবৃত্তি করিবায় শ্রোতৃবর্গের "কর্ণপুরে বর্ণমেঘ সুধাবৃষ্টি,, করিয়াছিল।

ফেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পাঠে অবগতি হইল বোম্বাই ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রে ব্যক্ত করে, রামপুর জিলার কতিপয় গ্রামের প্রজারা রাজকর দিতে অস্বীকার করিবায় কর্ণেল স্যাকলিন সাহেব ছয়শত সিপাহি এবং একশত ইংলণ্ডীয় সেনা লইয়া তাহাদিগকে বশীভূত করণার্থ তথায় শীঘ্রই যাত্রা করিবেন।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার পার্লিয়ামেণ্টের প্রধান বর্গের সমাজে সাধারণ সম্মতিক্রমে অধ্যক্ষবর্গ নিযুক্ত, এতদভিপ্রায়ে এক নিয়মের পাণ্ডুলিপি হইয়াছে। এই রীত্যনুসারে এক্ষণে সামান্য সভার কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

গত পরশ্বঃ দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট-গেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে গবর্ণমেণ্ট স্মিত কোম্পানির সহিত মুদ্রাকার্য্য বিষয়ে যে যুক্তি করিয়াছিলেন আগামি ১ জুলাই দিবসেই তাহার শেষ হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা তদবধি ছাপাকার্য্যের সমস্ত অনুমতি আলিপুরের কারাগারে প্রেরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

শ্যামদেশের দূতদিগকে স্বদেশে প্রত্যানয়নার্থে শ্রীমতী মহারাণীর "পাইলেডিস" বাষ্পীয় জাহাজ সুএজে গমনে আদেশিত হইয়াছে।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

কবিবরাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরকারক মহাশয় মহিমার্ণবেষু।

সম্পাদক মহাশয়! মাঘ মাসের একাদশ দিবসীয় প্রভাকরে মদ্রচিত কতিপয় পঁক্তি সদুপদেশের সহিত প্রাপ্ত হইয়া মহাশয়ের নৈপুণ্য কারুণ্য ও অন্যান্য গুণের প্রাধান্য এবং ব্যবহারের সাধুতা দয়াপরতা প্রভৃতি গুণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি এবং তদুপদেশানুসারে নিম্নাঙ্কিত কতিপয়পঁক্তি প্রেরণানন্তর ভরসা করি কৃপাবলোকনে প্রকাশ করিয়া তদ্রূপ বাধ্য করিবেন কিমধিক নিবেদন মিতি।

"মানস মহেশ ভাবেতে মজ।
মরণ হরণ চরণ ভজ॥"
ভবের ভাবের ভাবক হও।
সুসার বিচার করিয়া লও॥
পালক নাশক কারক শিব।
শিবের সদন কেবল শিব॥
ভজন কারণ ইন্দ্রিয়ে বল।
যাহাতে পাইবে বিবেক বল॥
যেমন জীবন কমল দলে।
তেমন জীবন দেহ কমলে॥
দিনেতে দিনেতে যাইছে দিন।
ক্ষণেতে ক্ষণেতে হইছ ক্ষীণ॥
সংসার অসার সুসার হীন।
কালের কবলে হইবে লীন॥
অসার বিচার হইবে সব।
তখন যখন হইবে শব॥
এভাব প্রভাব হইবে যবে।
সকল বিফল হইবে তবে॥
একান্ত শ্রীকান্ত ভজন কর।
দুরন্ত কৃতান্ত পাইবে ডর॥

মহাশয়ের চিরবাধ্য
কস্যচিৎ প্রভাকর গ্রাহকস্য।
Mymensing.

১২৬৪ সাল ১৫ ফাল্গুন।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। এই কবিভ্রাতা যথার্থই সুসাধু রচনানুসারী। দুঃখের বিষয়, ইনি আমারদিগের নিকট আপনার নাম গোপন রাখিয়াছেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

প্রেরিত পত্র

কবিকেশরি শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধনানন্তর তবদীয় অজ্ঞান তিমিরনাশক প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে নবানুরাগির উৎসাহবর্দ্ধন করিবেন।

পয়ার।

কিবা ভদ্র কিবাভদ্র, দেখি যত জন।
সকলে পাগল প্রায়, ধনের কারণ॥
ধন ধন মাত্র রব, শুনি নিশি দিন।
প্রভেদ করিতে নারি, কেবা ধনি দীন॥
বরণ সুস্থির দেখি, দীনের অন্তর।
ধনির ঐশ্বর্য্য লোভ, না হয় অন্তর॥
হায় ধন, কোথা ধন, ধ্বনি মাত্র মুখে।
কখন ধনির মন, থাকেনাতো সুখে॥
কিরূপে পাইব ধন, ভাবেন সদাই।
চিন্তানলে দহে দেহ, সুখলেশ নাই॥
যত বাড়ে ধন তত, আরো বাড় আশ।
কিরূপে হইবে তার, দুঃখের বিনাশ?॥
আশা-তৃষা বলবতী, হোয়ে তার পরে।
কুকর্ম্ম পথের পথি, অনাসেই করে॥
কাজেই থাকেনা আর, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ।
হিতাহিত জ্ঞান হয়, একেবারে রোধ॥
যদি নাহি পান আশা, উপযুক্ত ধন।
করেন লোভের বশে, পরের পীড়ন॥
ধেনু বধে, ব্রহ্ম বধে, থাকেনাকো ভয়।
যে কোনো উপায়ে হোক, ধন পেলে হয়॥
ভ্রমেও ভাবেনা ধন-মদে পরিণাম।
রজনী দিবসে নাহি, লয় হরি নাম॥
কাজ নাই হেন ধনে, মেগে খাব ভিক্।
কি কব অধিক আর, কি কব অধিক্॥
নাহি জানি ধনে জীব, পেয়েছ কি রস।
আগে ভাগে হও গিয়ে, তুমি তার বশ॥
জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হয় ধর্ম্মধন।
এক মনে কর সদা, তার অন্বেষণ॥
দীনে দানে যেই ধন, নাহি হয় ক্ষয়।
ইহ কাল পরকাল, সদা সঙ্গে রয়॥
যাহার কৃপায় পার, হবে এই ভবে।
দেহান্তে পরম সুখে, নিরন্তর রবে॥
ভবের ভিতর কিছু, চিরস্থায়ি নয়।
একবার বল জয়, জগদীশ জয়॥

নিতান্ত অনুগত
শ্রী অ, চ, পাঁ।
হুগলিকালেজের ছাত্র।
চুচুড়া চৌমাথা
২২ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the Pr[illegible] Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০৭৩ সংখ্যা] সোমবার ৩ চৈত্র ১২৬৪ সাল। ইং ১৫ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মাগুরার অধীন মৌজা বড়াল এবং রাজারামপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটী ও পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ নিষ্কর ভূমি অনুমান ২/২ এক বিঘ দুইকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নিষ্কর বাগান (যাহা বড়ালবাটী বাগান নামে বিখ্যাত এবং যাহাতে নানাবিধ বৃক্ষ ও বাঁশঝাড় আছে) ভূমি অনুমান ৩।০ তিন বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মৌজা ব্রহ্মপুর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ নিষ্কর ধান্যভূমি অনুমান ২।।০ দুই বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক (যাহা মহেশ পালের দ্বারা খাজানা করিয়া গৃহীত হইয়াছে) তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর এক ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ নিষ্কর ধান্য ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক (যাহা শ্রীরাম পালের

Plastic Covered Document

দ্বারা খাজানা করিয়া গৃহীত হইয়াছে) তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মৌজা কামার হরি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক (যাহা শ্রীরাম পালের দ্বারা খাজানা করিয়া গৃহীত হইয়াছে) তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার মৌজা জয়কৃষ্ণপুর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক (যাহা মুচি করাতির দ্বারা খাজানা করিয়া গৃহীত হইয়াছে) তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ নিষ্কর ভূমি অনুমান ৸১ ষোল কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক (যাহা উজির মল দ্বারা খাজানা করিয়া গৃহীত হইয়াছে) তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার বড়াল ও রাজারামপুর মৌজার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত রুক্মিনীকান্তপুর নামক স্থানে যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্যভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক (যাহা মধু মল্লিক দ্বারা খাজানা করিয়া গৃহীত হইয়াছে) তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ধান্যভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা মধু মল্লিকের দ্বারা খাজানা করিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার বড়াল নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ নিষ্কর ধান্যভূমি অনুমান ৩৲ তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা ইছুপ মালার দ্বারা খাজানা করিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৪ মার্চ্চ ১৮৫৮

MUNICIPAL COMMISIONERS
NOTICE TO RATE PAYERS.

অদ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিসনর সাহেবদিগের ৯ মার্চ্চ তারিখের বিজ্ঞাপনানুযায়িক ১১ মার্চ্চ তারিখের সন ১৮৫৮ সালের নিমিত্ত সহর কলিকাতার উত্তরপল্লী সংক্রান্ত এসেসমেণ্ট মোকর্দ্দমার বিচারার্থে বৈঠক হইবে, অদ্যকার এবং কল্যকার তারিখ জন্য স্থগিত রাখিয়া পুনরায় আগত সোমবার ১৫ মার্চ্চ তারিখে মোং কসাইটোলা ফ্রিমেসন হালে বেলা দুই প্রহরের সময় আরম্ভ হইবেক ইতি।

By Order of the Municipal Commissioners.
ROBT. D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Comrs.

মিউসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে
রবট, ডি, টরণবুল।
মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta.
12th March 1858.

সংবাদপ্রভাকর

৩ চৈত্রশকাব্দাঃ১৭৭৯ দানিশাব্দাঃ৯১০

চট্টগ্রাম প্রবাসি বন্ধুর পত্রের মর্ম্মার্থ সাদরে প্রকটন করিলাম।

" চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সিপাহি সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে, মেং ফ্রিয়র সাহেব কেপ হইতে আগমন পুর্ব্বক পুনর্ব্বার আপন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বেশ্যাগণের উপর গোরা সেনারা অত্যাচার করিতেছিল, উক্ত সাহেব শাসন পূর্ব্বক তাহা একেবারেই নিবারণ করিয়াছেন।,,

"এখানকার মাজিষ্ট্রেট হেণ্ডর্সন সাহেব পীড়াপ্রযুক্ত বিলাত গমন করাতে মেং লার্কিন্স সাহেব তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।,,

" মহাতীর্থ ৺ শম্ভুনাথ এবং চন্দ্রনাথ দেবের পুর্ব্বতন মহান্ত ৺ রামরত্ন বল মহাশয় সমাধি গ্রহণ করাতে তাঁহার বালক চেলা কিশোর বল মহান্ত হয়েন, এবং দেবালয়ের কার্য্য কিছু দিন সরকারের অধীন হয়, সংপ্রতি তাঁহার প্রধান শিষ্য কিজন বল মহন্ত তীর্থ হইতে আসিয়া গদিতে বসাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারি হস্তে কার্য্যের ভার অর্পন করিয়াছেন।,,

" এই নগরের তিন ক্রোশ ব্যবধান "বাকলিয়া,, নামক পল্লীগ্রামে এক যবনের একটি সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার পুরুষাঙ্গের নিম্নভাগে একটি স্ত্রীঅঙ্গ হইয়াছে, এমন আশ্চর্য্য কেহ কখনই দর্শন করে নাই, কারণ এক শরীরে স্ত্রীপুরুষ।,,

" এখানকার হালিশহরের বেশ্যাসক্ত এক যবন ধনের নিমিত্ত আপন জননীকে হত করাতে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।,,

---

গত কল্য শালিখাস্থ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের তৃতীয়বর্ষীয় বাৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে, ঐ সময় রেবরেণ্ড মেং ডল সাহেব তথায় উপস্থিত থাকিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে নানা বিধ পুস্তকাদি বিতরণ ও ইস্কুল বিষয়ক এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতাদিগকে পরম সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

গত কল্য বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে ঠণ্ঠনিয়ার মৃত কালীকিঙ্কর পালিতের বাটীর পশ্চিমে ভয়ঙ্কর অগ্নি সংলগ্ন হইয়া অনেক গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে পুলিস কর্ম্মচারিরা একটা দমকল আনিয়া জল সেচন দ্বারা বল প্রকাশ করেন, সময়ে কেহই অগ্রসর হয়েন নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কাণপুরের ৭ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, অযোধ্যারদিগ্ হইতে বিদ্রোহিরা ঘাটনামক স্থানে পার হইতেছে এজন্য যে সকল ব্যক্তি ফতেগড় অভিমুখে যাত্রা করিতেছিল তাহারদিগকে সেদিগে সম্প্রতি গমন করণে নিষেধ করা হইয়াছে।

জলনদারের পত্রে বিদিত হইল, যে ভবিষ্যতে পঞ্জাবে ১৮ রেজিমেণ্ট সেনা নিয়ত অবস্থিতি করিবেক।

গত ৫ তারিখে লক্ষ্ণৌ হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম, " আমরা অযোধ্যা মধ্যে আগমন করিয়াছি, এস্থানে দিবারাত্রি কেবল তোপধ্বনি শুনা যাইতেছে, আগামি তিন সপ্তাহের মধ্যে সামরিক ব্যাপার সমুহ সংপুর্ণরূপে সম্পন্ন হইবে এমত বোধ হয়না।

শুনিতেছি, বিদ্রোহিপক্ষীয় প্রায় ৩৲৪০,০০০ সহস্র সিপাহি, ১৫,০০০ সহস্র সোয়ার, এবং ১৩০ টা তোপ এস্থানে রহিয়াছে, এখানে আগমন কালীন পথিমধ্যে বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা সামান্য যুদ্ধ হয়,তাহাতে বিপক্ষদিগের ২০০ ব্যক্তি হত হয়, এবং তাহারদিগের কয়েকটা তোপ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, এপক্ষের ৪ জন হত, এবং ৬ জন মাত্র আহত হয়, তন্মধ্যে এক জন উচ্চ পদস্থ সেনাপতি সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে।

অযোধ্যা নগরের সম্মুখবর্ত্তি "দেলকোষা,, নামক স্থানের শিবির হইতে গত ৫ দিবসে যে পত্র আগত

Plastic Covered Document

হয়,তাহাতে ব্যক্ত করে, "গোমতী,, নদী পার হইবার নিমিত্ত দুইটা নৌকার সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, জেনরল ফ্রাঙ্ক সাহেব আমারদিগের অর্দ্ধক্রোশ দূরে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি মহারাজা জং বাহাদুর আগামি কল্য এস্থানে আগমন করিতে পারেন। প্রধানসেনাপতির অনুমত্যনুসারে নিম্ন লিখিত সেনাগণ অদ্য রজনীযোগে নদীপার হইয়া রণক্ষেত্রে গমন করিবে, যথা।

এস্থানে আহারীয় দ্রব্যাদি অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছে কানরাজিলা মধ্যে বিদ্রোহ ঘটনার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, এবং এই স্থানের উত্তর ডারওয়ার নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি স্থানে, বিদ্রোহ ঘটনা আরম্ভ হওয়ায় বিস্তর ব্রিটিস সেনা তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

পোষ্ট আফিসের সংবাদে দৃষ্ট হইল যে উপস্থিত বিদ্রোহিতা উপলক্ষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থানে ডাকের গমনাগমন ছিলনা, সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ ব্যতীত সেই সকল স্থানে পুনর্ব্বার ডাকের গতায়াত হইতেছে।

যথা।

আগ্রা ডিবিজন। এলাহাবাদ ডিবিজন। ফতেপুর, আলিগড়, আজিমগড়। খাসগঞ্জ। বিতুর। দিল্লী। জেলালাবাদ। ঝঝর। এটোয়া। ফতেগড়। আলিগঞ্জ। গোরক্ষপুর। গোয়ালিয়ার। ঝান্সি। ফুসি। জোয়ানপুর। মজফ্ফর নগর। মিরাট ডিবিজন। মৃজাপুর ডিবিজন। মৈনপুরি। সেকোয়াবাদ। ফিরোজপুর, এবং আর আর অনেক স্থানে ডাক নিরাপদে চলিতেছে।

কিয়দ্দিবস হইল রামপুরের নবাব এই রাজধানী মধ্যে আগমন করেন এবং যাঁহাকে বিলাতের অনুমত্যনুসারে গবর্ণমেণ্ট কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, শুনিলাম সংপ্রতি এমত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, যে, তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক কলিকাতার সকল স্থানে গমনাগমন করিতে পারিবেন কিন্তু এই স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে গমন করণের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই,ইহাঁর রক্ষার্থ মেজর হারবার্ট সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

কবিকুলাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সদাশয়েষু।

নমস্কার নিবেদন মিদং।

হে কবিকুল শেখর সম্পাদকপ্রবর! মদ্রচিত এই তৃতীয় পত্রখানির যমকাবলী পদ্যগুলান সংশোধন পূর্ব্বক উপদেশ সহকারে প্রভাকর পত্রৈক প্রান্তে প্রকটিত করিয়া এ নবীনলেখকের সংশয়মর্দ্দন ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে আজ্ঞা হইবেক।

আদি অন্ত উভয় যমক।

পয়ার।

দীনকান্ত, দয়াময়, বিশ্বনাথ হর।
দিনকান্ত, রূপে মম, মনোধ্বান্ত হর॥
দয়াকর, দীননাথ, আমি অতি দীন।
দয়া কর, দুখ হর, দেহ শুভ দিন।
স্বভাবে, যেভারি অতি দীনতার ভার।
সভাবে কেমনে সহে, দীন তার ভার॥
তার, ভার আর প্রভু, পারিনে সহিতে।
তার, নাথ এ অনাথে, অহিত, সহিতে॥
ভবভার, বার বার, হর, তুমি হর।
ভব, ভার, এ আমার, দুখ ভার হর॥
ভাবি কালে, দুখ যদি, পাই সদা কালী।
ভাবিকালে, তবে তব নামে রবে কালী॥
মহাশিব, হরে যেই, স্মরে শিব পদ।
মহাশিব হর তারে, দেহ শিব পদ॥
অগতির গতি, ভবপতি গতি নাথ।
অগতির গতি করি, দেহ গতি নাথ॥
কৃপানিধি করুণা নিধান কৃপাকর।
কৃপানিধি দানে, দীনজনে কৃপা কর॥
কৃপাসিন্ধু নাম তব, বিখ্যাত এ ভব।
কৃপাসিন্ধু বিন্দু দানে, শুকাবেনা ভব॥
"হরিশে" কালের নাম, বলে লয় কালে।
হরিষে হরিষে যেন নাহি লয় কালে॥

তত্ত্ব উপদেশ।

পদাদি যমক।

তারা, তারানাথ রূপ, কর দরশন।
শ্রবণ, শ্রবণ কর, শিব সংকীর্ত্তন॥
রসনা, রসনা, প্রেমরসে এ সময়।
কবে, কবে, আর "জয় জগদীশ জয়"॥
বল, বল, হবে ভবে, নাহি রবে ভয়।
রবে, রবে, ভীত হোয়ে, রিপু সমুদয়॥
কালে, কালে, নারিবে, কখনো দিতে দুখ।
কালে, কালে, মহাকাল, হরিবে অসুখ॥
কর, কর, শূলকর, নাম অনুক্ষণ।
দিবাকর, দিবা কর, সুতে সেই ধন॥
পদ, পদ বাড়াইতে, যদি থাকে সাধ।
মহাশিব, পদ মহাশিব পদ সাধ॥
স্বান্ত, শান্ত হোয়ে ভবকান্ত ধ্যান ধর।
হর, হর ধ্যানে কাল, হর হর হর॥
ভাব, ভাবভরে ভব, ধর মহেশ্বর।
ভাবনা ভাবনা সব, হইবে অন্তর॥
স্বভাবে স্বভাবে ভাবি, স্বভাব স্বভাব।
অভাব অভাব কর, অভাব অভাব॥

আপনার একান্ত অনুগত
শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
সাং ঢাকা বাবুর বাজার।
২৮ ফাল্গুন বঙ্গাব্দা ১২৬৪।

Printed and published by Issurchunder Gooptoo at the *Probhakur Press*.

Plastic Covered Document

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতরিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০৭৪ সংখ্যা। মঙ্গলবার ৪ চৈত্র ১২৬৪ সাল। ইং ১৬ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

MUNICIPAL COMMISIONER'S
NOTICE TO THE RATE PAYERS.

শহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশমতে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে অদ্য ১৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার ও ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ও ১৯ মার্চ্চ শুক্রবার এবং ২২ মার্চ্চ সোমবার এই সকল দিবসে শহরে উত্তরপল্লী সংক্রান্ত এসেসমেণ্ট মোকর্দ্দমার বিচার করণ জন্য মোং কসাইটোলার ৪৮ নং বাটী ফ্রিমেসন হালেতে তাঁহারদিগের বৈঠক হইবেক ইতি।

By Order of the Municipal Commissioners.
ROBT. D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Comrs.

মিউসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে
রবট, ডি, টরণবুল।
মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta.
16th March 1858.

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.

Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

২৪ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল।

মেং এ, পিগিউ সাহেব সারণের কালেক্টর হইয়াছেন, কিন্তু যেপর্য্যন্ত অপর আজ্ঞা না প্রাপ্ত হন তদবধি প্রতিনিধিরূপে মুরশিদাবাদের সিবিল ও সেসন জজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

মেং এচ, নেলসন সাহেব মালদহের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন, কিন্তু যত দিবসাবধি গবর্ণমেণ্ট হইতে অপর অনুমতি না প্রদত্ত হয়, তত দিবস তিনি সিলাটের আফিসিয়েটিং কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৪ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭৯ দানিশাব্দাঃ৯১০

কোনো বিশেষ বন্ধুর এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া অবিকল নিম্নে প্রকটন করিলাম।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

আপনকার গত বুধবাসরীর পত্রে কতিপয় ছাত্রের লিখিত একখানি সুবিস্তীর্ণ লিপি পাঠ করিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলাম। শান্তশীল বালকগণ যে কি নিমিত্ত এত

সাক্ষ্য ব্যয় ও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলামনা। বোধ হয় তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের মর্ম্মাবধারণ করিতে না পারিয়াই এপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে তাঁহারা কখনই নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেননা। যাহাতে তাঁহারদিগের অবস্থামত ধর্ম্ম শিক্ষা সম্পাদিত হইয়া নিত্য কল্যাণ সঞ্চিত হয়, যাহাতে তাঁহারা যথাবিধি ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল পরম সুখ লাভ করেন এবং যাহাতে ভূমণ্ডল মধ্যে তাঁহারদিগের খ্যাতি কীর্ত্তি ও গৌরব বিস্তৃত হয় কেবল এই মহৎ উদ্দেশ্য ও এই বিশুদ্ধ তাৎপর্য্য ধর্ম্ম শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, উক্ত প্রস্তাবে তাঁহারা তাহারদিগের কলঙ্ক বিস্তার, গ্লানি রটনা ও দুর্নাম ঘোষণা প্রভৃতি আর যে সকল অসদভিসন্ধির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। সংসারের উন্নতি সাধন ও স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবেও এ উদ্দেশ্যের কিছু মাত্র অন্যথা দৃষ্ট হয়না, বিদ্যালয়স্থ সকল ছাত্রই যে অধর্ম্মকুপ লিপ্ত থাকে এবং সকল বালকই যে বিদ্যালয় প্রবেশ করিয়া অধর্ম্ম অভ্যাস করিতে আরম্ভ করে ইহা কেহই বলেনা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের কোনোস্থলেই এরূপ কথা লিখিত হয় নাই। এদেশীয় বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে যে অনেক সচ্চরিত্র ধর্ম্মশীল বালক বিদ্যমান আছে এবং অনেকেই যে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা করিয়া থাকেন একথা সকলেই স্বীকার করে এবং পত্রিকা সম্পাদকও একথা বিলক্ষন অঙ্গীকার করেন, কিন্তু এদেশীয় বিদ্যালয় সমূহে যে যথাবিধি ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হয়না এবং পাঠশালায় বালকগণকে জ্ঞান শিক্ষা সত্ত্বে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান না করিলে যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সংপূর্ণ সম্ভাবনা তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল ধর্ম্মশীল সুমতি শিশু ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিয়া অসুরতা প্রকাশ করিয়াছেন বোধ হয় একথা তাঁহারাও স্বীকার করেন। পত্রিকা সম্পাদক ধর্ম্মশিক্ষার অভাবজনিত অত্যাচার বর্ণন ও তাহার নিদর্শন প্রদর্শনস্থলে সংক্ষেপক্রমে এদেশীয় বিদ্যালয়ের যে সকল যথার্থ দোষের আভাস প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তৎসমুদায় কেবল দূষিত ছাত্রদিগের স্বভাব শোধন ও হিত সাধন উদ্দেশেই লিখিতে হইয়াছে, নির্ম্মলস্বভাব বালকগণের তৎপাঠে উদাত্ত হইবার কোন কারণই দৃষ্ট হয়না। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই, যে, তাঁহারা আবার ঐ সকল দোষ পত্রিকা সম্পাদককে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে ও ব্যক্তি বিশেষে সপ্রমান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা কি জানেননা যে লেখনী দ্বারা পবিত্র পত্রিকা সম্পাদিত হয়? তদগ্রভাগ হইতে কখনই কলুষিত কথা নির্গত হইবার নহে,—ঐ সকল গুপ্ত দোষ যদি তাঁহারদিগের সুস্পষ্ট জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহারা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্তৃপক্ষীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, যে, কত প্রকার দোষে কোন্ কোন্ বিদ্যালয় হইতে কত বালকের নাম বহিষ্কৃত হইয়াছে, এবং কোন্ শকের কোন্ দিবসে কোন্ বিদ্যালয়ে বিবরণ পত্র মধ্যে দূষিত ও অধর্ম্মী বালকের নাম লিখিত আছে কি না? তাহা হইলেই তাহারদিগের ভ্রম দূর হইবে। তাঁহারা এবিষয় লইয়া কেন আন্দোলন করিতেছেন।—মলিন বিষয় লইয়া যত অধিক আন্দোলন করিবেন, ততই অধিক দুর্গন্ধ উত্থিত হইতে থাকিবেক। তাঁহারা স্ব স্ব মনকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি, যে, যাবতীয় বিদ্যালয়ের বালক মাত্রই কি সচ্চরিত্র? কোনো বিদ্যালয়ে কি কখনো কোনোপ্রকার অত্যাচার ঘটেনা? এবং সেই সকল অত্যাচার কি ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান দ্বারা দূর করা নিতান্ত কর্ত্তব্য নহে?—হায়! কুকর্ম্মের আক্রমণে শিক্ষকদিগের কর্ণকুহর প্রতিক্ষণে পরিপূর্ণ হয়। অবকাশ পাইলে কত মন্দ বালক কত প্রকার দোষ অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহা কেহ সংশোধনের চেষ্টা করিলে অপরাধি হইবে আমাদের এমনিই শত্রু বটে, উহা মনমধ্যে অনেক সময় অঙ্ক করিয়া থাকে, সত্যাসত্য কিছুই দেখিতে দেননা, যাহাতে আপনি নিশ্চিন্ত আছি, তাহাতে একেবারে দোষশূন্য জ্ঞানানুরাগি লোকের এত বিবেচনা করা উচিত নহে। অপ্রিয় সত্য বলা নীতি বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু এই নীতি সর্ব্বদা পালন করিলে হিতসাধন সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন করিতে হয়। ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিয়া কোনো কোনো দুষ্কর্ম্মি বালকের পত্রিকা সম্পাদকের প্রতি বিরক্ত হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি যেন দোষিদিগের দোষ সংশোধনে কোনোক্রমেই ক্ষান্ত হয়েন না। মহৎ কথা সংসাধনের জন্য সামান্য কষ্ট স্বীকার করা কিছু অবিধি নহে, বহুজন হিতোপযোগি সরল ও প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিতে যদি কোনো বৃক্ষাদি ছেদন বা গৃহাদি ভগ্ন করিতে হয়, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য তাহা কখনই নিন্দনীয় হইতে পারেনা, অতএব দু চার লোকের হিতসাধন করিতে যদিও কোনো কোনো লোকের বৈরক্তি সহ্য করিতে হয় তাহাতেও হানি নাই। যে প্রস্তাব পাঠ করিয়া সাধুবালকেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তৎপাঠ দ্বারা যদি কোনো একটি দুশ্চরিত্র বালকও কুকর্ম্ম হইতে সাবধান হয়, তাহা হইলেই পত্রিকা সম্পাদকের পরম লাভ ও পত্রিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ বলিতে হইবে।—চঞ্চলচিত্ত বালকেরা স্বপ্রণীত পত্রের পরিশেষে লিখিয়াছেন যে "জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষানুশীলন দ্বারা যদি জ্ঞানের উন্নতি সাধনই হইতে থাকে, তবে সে স্থলে অধর্ম্ম পিশাচের আবির্ভূত হইবার কি সম্ভাবনা?" একথা তাঁহারদিগের অবস্থানুগত কথা বটে, কিন্তু তাঁহারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ও সমোচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উত্তমরূপে মানব প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন, তখন আর এপ্রকার কথা উল্লেখ করিবেননা, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে পরস্পর কত পৃথক ইহা তাঁহারা অদ্যাপি সুন্দররূপে অবগত হইতে পারেন নাই। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইলেই যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হয় না, বিদ্বান হইলেই যে ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেনা, এবং জ্ঞানও [illegible] ভিন্ন পদার্থ তাঁহারা ইহার কত প্রকার প্রমাণ দেখিতে চান, তাঁহারা যদি বহুমান লোক আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে এবিষয়ের বহুতর প্রমাণ পাইতে পারেন, এবং [illegible] ভূমিষ্ঠ প্রসিদ্ধ গুরুবৃত্তের পত্রোল্লেখ করিয়া দেখেন, তাহা হইলেও অনেক [illegible] প্রাপ্ত হন, কত কত প্রসিদ্ধ বিদ্বান লোক যে কত কত প্রকার ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও ভয়ঙ্কর করিয়া বসিয়াছেন, তাহা বলা যায় না, তাঁহারা পাপভারে প্রপীড়িত করিয়াছে, এবং কত শত জ্ঞানহীন লোক যে কত শত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মনুষ্যকুলকে পাতিত করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন, মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির জন্য বাল্যকাল হইতে যে মত জ্ঞানশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত ও সেইরূপ প্রথমাবস্থা হইতে ধর্ম্ম শিক্ষালাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা Brown, Dick. Abor cron bie. Horn Watt Smith প্রভৃতি নানা পণ্ডিত নানাপ্রকারে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, বালকেরা ঐ সমস্ত গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্ব স্ব ভ্রম দূর করুন।—যাহাহউক অবশেষে আমরা পর হিতৈষি সম্পাদক মহাশয়কে এই অনুরোধ করি, যে, তিনি কেন ক্ষুদ্র বালকদিগের অনর্থক বাক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে বিরত না হয়েন, যেহেতু "অমৃতং বালভাষিতং।"

কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য।

নিম্নস্থ পত্র আমরা অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"মতিহারী। ১১ মার্চ্চ ১৮৫৮।

আমার একজন আত্মীয় মহারাজ জং বাহাদুরের শিবিরের সহিত আছেন, তাঁহার ২২ ফিব্রুআরি দিবসীয় লিপির সারমর্ম্ম নীচে সংগৃহীত হইল, বোধ হয়, তৎপাঠে পাঠকগণের বৈরক্তি জন্মিতে না পারে।,,

"আমরা এইক্ষণে সরজু নদী তীরে স্থায়ি আছি, নৌকার সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, ২। ৩ দিবস মধ্যে পর পারে গমন করিতে পারিব।,,

"কর্ণেল রৌক্রাফ্ট সাহেবের গমভিব্যাহারি নেবেল ব্রিগেড, গোরখা এবং সিক সৈন্যগণ কথিত নদী উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। সাগঞ্জ নামক স্থলে তাহারদের এবং বিদ্রোহিগণের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে বিপক্ষেরা সংপূর্ণ পরাজিত এবং তাড়িত হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে কাপ্তেন ওয়েষ্টরণ সাহেব এবং দুই তিনজন গোরখা আহত হয়, কিন্তু বিপক্ষ পক্ষে বহু ব্যক্তি হত এবং আহত হইয়াছে।,,

"ফুলপুর নামক স্থলেও প্রোক্ত কর্ণেল সাহেবের সৈন্যদলের সহিত এক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতেও বিশ্বাসঘাতক সিপাহিগণ পরাজিত এবং দূরীভূত হইয়াছে, সেপক্ষে অধিক এবং আমারদের পক্ষে দুই জন হত হইয়াছে। তাহারদের একটা তোপ এবং পাঁচটা তাঁবু আমারদের রাজপুরুষগণের হস্তগত হইয়াছে।,,

"অন্য পত্রে ব্যক্ত হয়, মহারাজ জং বাহাদুরের ফয়জাবাদ আক্রমণ করিবার মানস ছিল, কিন্তু প্রধান সেনাপতি মহাশয় লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিবেন, এজন্য মহারাজ জং বাহাদুরকেও তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লিখিয়াছেন।,,

"আমি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তর গমন করিয়াছিলাম, এজন্য এ সংবাদ প্রেরণ করিতে বিলম্ব হইয়াছে।,,

---

আগ্রা প্রবাসি সম্ভ্রান্ত বন্ধুর ৮ মার্চ্চ দিবসীয় লিখিত পত্রের মর্ম্মার্থ সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"এখানকার হিন্দুস্থানি ব্যক্তিদিগের অসভ্যতা দৃষ্টে গত ৩ মার্চ্চ দিবসে কমেণ্ডিং আফিসরের আজ্ঞানুসারে পারস্যভাষায় এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ পায়, তাহাতে এরূপ লিখিত আছে যে "যে কোনো হিন্দুস্থানি লোক সাহেব-লোককে দৃষ্টি করিয়া সেলাম না করিবে, তাহাকে বিদ্রোহিরূপে গণ্য করিয়া দণ্ড করা যাইবেক।,,

"এই ঘোষণা প্রকাশ হওনাবধি হিন্দুস্থানি মাত্রেই টুপিওয়ালাকে দেখিবামাত্রই নত মস্তকে দুই হস্তে সেলাম করিতেছে, তাহারা এমত ভীত হইয়াছে, যে, পাত্রাপাত্র ভেদ করিতে পারেনা, পেণ্টুলন পরা টেঁসুদিগ্যে দেখিয়াও ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহারা দোকানে বসিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় ও প্রস্তুত করিতেছে, জেকেট পেণ্টুলন টুপিধারি দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া ঘাড় নোঁয়াইয়া সেলাম করে।,,

"উক্ত ঘোষণাপত্রে আরো লিখিত আছে, যে, যৎকালে সাহেব লোকেরা গাড়ী অথবা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রাজবর্ত্মে গমন করিবেন, তৎকালে পাল্কী, গাড়ী এবং অশ্বারোহি হিন্দুস্থানিদিগ্যে রাস্তার এক পার্শ্বে আপনাপন যান খাড়া করিয়া রাখিতে হইবেক।,,

---

আমরা বিশেষ বন্ধুর লিখিত পত্রার্থ আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি।

"গত ১১ মার্চ্চ দিবসাবধি "গুক্করা" ষ্টেসন্ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে সংবাদের গমনাগমন হইতেছে। আর দুই দিবসের মধ্যেই "অজয়" ষ্টেসনের সহিত পূর্ব্বোক্ত ষ্টেসনের ঐরূপ সংবাদের সংযোগ সম্বন্ধ আরম্ভ হইবেক।,,

---

Plastic Covered Document

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে বিদিত হইল, গত ৬ তারিখে স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেবের অধীনস্থ সেনারা গোমতী পার হইয়া ফৈজাবাদের প্রকাশ্য পথের নিকটবর্ত্তি স্থানে বিদ্রোহিদিগকে পরাভব ও দূরীভূত করিয়া সেই স্থান অধিকার করেন, কিন্তু ৭ তারিখে পুনর্ব্বার শত্রুগণ তথায় অগ্রসর হইয়া সমর করে, তাহাতেও তাহারা পরিশেষে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, এই যুদ্ধে ব্রিটিসপক্ষের ১জন সেনাপতি হত হইয়াছে। ৮ মার্চ্চ তারিখে ঔটরাম সাহেব বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া চকারওয়ালা কুঠি অধিকার করত তাহার পরে বাদসাবাগ হস্তগত করিয়াছেন, এক্ষণে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর, লক্ষ্ণৌস্থ বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে দিনদিন অগ্রসর হইতেছেন, এবং তাহাদিগের চতুঃপার্শ্বের বন্ধু বান্ধবকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছেন। গত ১০ দিবসে একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রিটিসপক্ষে অনেক মঙ্গল বলিতে হইবে। জংবাহাদুর সমস্ত সেনাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক চালনা করিতেছেন, গত ৩ তারিখে স্যার, হিউজ রোজ সাহেব মিদনপুরে বিপক্ষদিগের প্রতিকূলে যে সংগ্রাম করেন তাহাতে বিদ্রোহিদিগের অনেক প্রাণি হত হইয়াছে, মেজর ওর সাহেব কর্ত্তৃক প্রায় ৬০ জন বিদ্রোহি নিহত হয়। সিরাজ নামক স্থানের সাগররাজার দুর্গ হইতে শত্রুদিগকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেব গত ১১ তারিখে বল পূর্ব্বক গোমতী নদীর বাম তীরে উপনীত হইয়া বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে অনবরত তোপচালনা করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে সংপূর্ণরূপে পরাজিত করত বেগমবাটী অধিকার করিয়াছেন, এই সমরে ১০০০ গোরখা ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডর দলের সেনা, এবং ৪ গণিত পঞ্জাব পদাতিক সেনাদিগকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাহারা সমানরূপে সাতিশয় পরিশ্রম ও বীরত্ব সহকারে শত্রুগণকে পরাজয় করে। শুনা গেল গত ১২ তারিখে মহারাজা জং বাহাদুর ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে একটা সমর করেন তাহাতে বিপক্ষদলের অনেক সেনা হতাহত হইয়াছে, কাণপুরের অধীনস্থ জিলা সকলের মধ্যে বিদ্রোহিদিগের আর বড় প্রাদুর্ভাব নাই, ভাগীরথীর প্রায় সকল ঘাট উপদ্রব শূন্য হইয়াছে এবং কাণ্পে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় আছে।

বিলাতের সংবাদে জানা গেল, যে গত ৪ তারিখে পার্লিয়ামেণ্ট খোলা হইয়াছে, ঐ মহাসভার মেম্বরগণ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল লার্ড কেনিং এলফিন্সিটন হ্যারিস, স্যার জান লরেন্স এবং আর আর প্রধান প্রধান ব্যক্তি যাঁহারা এই উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনা নিবারণার্থ বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

২ রেজিমেণ্ট অশ্বারোহি সেনা অতি ত্বরায় তথায় সংগ্রহ করা হইবেক।

বাণিজ্যবাজারের বিষয় বড় মঙ্গল বলিতে হইবেক।

টাকার বাজার বড় উত্তম, কোম্পানির কাগজের সুদ শতকরা ৩৷৷০ টাকা করিয়া হইয়াছে।

যে যে স্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে ডাকের গমনাগমন হইতেছে তদ্বিশেষ, যথা—

অনুপশহর	হইতে	সেকেন্দ্রাবাদ।
জলেশ্বর	ঐ	সেকন্দ্রারাও।
আজিমগড়	ঐ	বারাণসী।
দিওগঞ্জ	ঐ	জোয়ানপুর।
বারাণসী	ঐ	জবলপুর।
আগ্রা	ঐ	আলীগড়।
কাণপুর	ঐ	দিল্লী।
আগ্রা	ঐ	মিরাট।
দিল্লী	ঐ	মথুরা।
দিল্লী	ঐ	রেওয়ারি।
দিল্লী	ঐ	ঝাঁন্সি।
রটক	ঐ	বিওয়ান্সি।
গুরগাঁও	ঐ	ফরক্কানগর।
ইটোয়া	ঐ	নারনল।
ইটোয়া	ঐ	মৈনপুর।
ফতেগড়	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	গুরুসয়গঞ্জ।
গাজিপুর	ঐ	আজিমগড়।
আজিমগড়	ঐ	ডারকুলি।
গোরক্ষপুর	ঐ	আজিমগড়।
জোয়ানপুর	ঐ	বারাণসী।
মথুরা	ঐ	খাসগঞ্জ।
মথুরা	ঐ	ভরতপুর।
সারসা	ঐ	ঝাঁন্সি।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ধ্যানং জাম যচন্দ্রনীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্কাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদয়ে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৭৬ সংখ্যা] শুক্রবার ৬ চৈত্র ১২৬৪ সাল। ইং ১৮ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় চন্দ্রনাথ বিশ্বাস বাদী এবং বিশ্বনাথ বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বিশ্বাস, কাশীনাথ বিশ্বাস এবং তারকনাথ বিশ্বাস প্রতিবাদিগণ সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আটশত বায়ান্ন খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুলাই তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস যাঁহার ১৮৩৬ এক হাজার আটশত ছত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফিব্রুআরি তারিখে অথবা তৎসমকালে মৃত্যু হয় এবং হরেন্দ্রনারায়ন বিশ্বাস যাহার ১৮৩৭ এক হাজার আটশত সাঁইত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আক্টোবর তারিখে অথবা তৎসমকালে মৃত্যু হয় এবং যাঁহারা উভয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ২৪ পরগণার খড়দহ নামক স্থানের জমীদার, তাহাদিগের মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাহারা উক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফর্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে উল্লেখিতডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগম-সূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

OWEN & BANERJEA.
Solicitors for the defendant
TARRUCKNATH BISWAS.
ওএন বানুর্জী।
তারকনাথ বিশ্বাস।
প্রতিবাদী পক্ষীয় উকীল।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস
৯ মার্চ্চ ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সভা।

আগামি ১৬ চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, ঐ সভায় সভার কোন কোন কার্য্যের বিশেষ বিবেচনা করা হইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রী অমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

৬ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭৯ দানিশাব্দাঃ৯১০

গত মঙ্গলবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে তৎ সম্পাদক মহাশয় বিলাতীয় সংবাদ অনুশীলন পূর্ব্বক যে প্রিয় শ্রুতকুশল সংবাদটী প্রকটন

করিয়াছেন, পাঠকগণের সুগোচারার্থ তাহা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

ইয়ং বেঙ্গাল নাম ধারি ব্যক্তিরা শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, যে, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা তাঁহারদিগের প্রেরিত গত আদেশ পত্রে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিধবা-বিবাহ আইন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করণের ভারার্পণ করিয়াছেন তাঁহারা অবিলম্বে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করেন। ভূম্যধিকারি এবং মিলিটরি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ অভিপ্রায় এবং যে সকল বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ হইয়াছে, তাহারদিগের নাম ও তাহারা কিরূপ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ তাহারা জনসমাজ হইতে একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে, কি এপর্য্যন্ত চলিত হইতেছে এই সমস্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা জানিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন। তাঁহারা আরো জানিতে চাহেন, প্রধান প্রধান সিবিল মিলিটরি এবং দেশীয় আফিসরদিগের উক্ত আইন প্রচলিত হওনের আবশ্যকতা বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায়। লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর সরকিটের যাবতীয় কমিস্যনরদিগের অভিপ্রায় ও পরমার্শ প্রার্থনা করিয়া তাঁহারদিগের নিকট সরকিউলর পাঠাইয়াছেন।

বিলাতীয় এক পত্রে বিদিত করে যে, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা এমত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে যে সকল আইন ও নিয়ম সাধারণের অপ্রিয় অথবা কোনোপ্রকারে তাহারদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বোধ হইবে, অথচ যাহাতে জীবনের হানি না হয়, তাহা উঠাইয়া দিবেন, সতী বিষয়ের আইন রহিত হইবেনা, কিন্তু নেক্সলোসাই এবং বিধবা-বিবাহ আইন অচিরেই রহিত করা হইবে। কারাগারে আহারের বর্ত্তমান নিয়ম রহিত হইবে। বাটীর টেক্স যন্নিমিত্ত অযোধ্যারাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের সকল স্থানে রহিত করা হইবে।—হিন্দুধর্ম্মঘটিত কর্ম্মোপলক্ষে রাজপথে বাদ্য সহযোগে সমারোহ পূর্ব্বক গমনাগমনের বিষয়ে পুলিসের হস্তক্ষেপন করা হইবেনা।—প্রকাশ্য কর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষদিগকে আদেশ করা যাইবে, তাঁহারা দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে কোনো হিন্দুপর্ব্বাহ দিনে কর্ম্ম করিতে বাধ্য না করেন।—সঙ্ক্ষেপে ইংরাজদিগের রাজত্বের প্রারম্ভে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহাই সম্যক্‌প্রকারে প্রচলিত হইবে।

পরন্তু আমারদিগের যে সকল গ্রাহক মহাশয়েরা ইংরাজী ভাষা জানেন তাঁহারদিগের পাঠার্থ ইংলিসম্যানে প্রকাশিত পত্রখানি উদ্ধৃত করা গেল।

"YOUNG BENGAL will be grieved to learn, that in their last despatch, the Court of Directors desired the Government of India to institute full enquiries upon the subject of the Widow Marriage Act, and to report the result without loss of time. The Court required to know the feelings and opinions of the landed gentry and of the military classes, and the names and position of the widows who remarried, and whether they have been altogether thrown out of society, or continue to be associated with. The Court further required to know the opinions of the principal civil, military and native officers, on the expediency of continuing the Act. The Lieut. Governor has issued a circular to the Commissioners of Circuit, for their opinion and advice.

A London letter mentions that the Court of Directors have determined to abolish all Laws and Regulations which are distasteful to the people, or which in any way, militate against their Religion, without causing loss of life. The Suttee Act will not be repeated but the *Lex Loci* and the Widow Act, will be immediately abolished. The messing system in the Jails. will be done away with. The House tax, which caused the mutiny in Lucknow will be abandoned in every part of India, and Hindoo Religious processions with tom tom in the NATIVE part of the Town, will not be interfered with by the Police. The Heads of Departments will be instructed not to require the attendence of native servants on Hindoo Holidays, and in short the system of Government which prevailed in the earlier part of the British Rule, will be restored in its full force."

আমারদিগের কোনো বন্ধু হইতে নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

তাঁতিবন্দের দোলের সংবাদ।

মহকুমা পাবনার অন্তঃপাতি তাঁতিবন্দ গ্রামের শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী জমীদার মহাশয়দের বাটীতে বহ্বাড়ম্বরের সহিত দোলযাত্রা আরম্ভের কথা শ্রবণে তদ্দর্শনার্থ দূরদেশবাসি রাশি রাশি লোকের ও পাবনাস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক দিবস যাবৎ পুঞ্জপুঞ্জ লোকের মহোৎসবময় কোলাহলে, ও সংখ্যাতীত ঢোল কাড়া দামামা দগড়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মনোহর বাদ্য বোলে ও স্থানে স্থানে ঢা-

কাই কলিকাতাই নর্ত্তক নর্ত্তকী গায়ক গায়কীর সুমধুর নৃত্য গীতে ও স্তূপে স্তূপে আবির কুম্‌কুম্‌ ছিটানের ধূমধামে তাঁতিবন্দ পূর্ণানন্দ ধাম হইয়াছিল এবং এই ব্যাপার সম্বন্ধে বাটীর কর্ত্তাপক্ষেরা ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশের এক শেষ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীযুত বিজয়বাবু বিজয়স্বভাবের অনুগামী হইয়া বিনয়গর্ভ সম্ভাষণ ও আপ্যায়িত দ্বারা তাবৎ লোককে তুষিয়াছেন, অন্নদাবাবু সাক্ষাৎ অন্নদাবতার হইয়া নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা সকলের আহার যোগাইয়াছেন এবং প্রাগুক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের সহিত সুরসাল আলাপ কলাপ দ্বারা পরমামোদ করিয়াছেন,ফলতঃ এই বাবুটী নবীন বয়েসে প্রবীণ হইয়াছেন, বিদ্যা বদান্যতা মহত্ত্বরূপ ধনদ্বারা হৃদয় কোষ পূর্ণ করিয়াছেন ইঁহার পবিত্র চরিত্র দেখিয়া কেনা চরিতার্থ হইয়াছে? পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি এই বাবু দীর্ঘায়ু হইয়া দুষ্ট দলন ও শিষ্টপালন পুর্ব্বক যশঃপতাকা উড্ডীয়মান করেন ইতি সন ১২৬৪ তাং ২৩ ফাল্গুন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগত হওয়া গেল, ১৫ মার্চ্চ দিবসে জেনরল পেনি সাহেবের খাসখঞ্জে উপনীত হওনের কল্পনা আছে শত্রুগণ পুনর্ব্বার ভাগীরথী পার হইয়াছে, এবং এটা নামক স্থানে বিদ্রোহি শূন্য হইয়াছে, অসংখ্য বিদ্রোহিরা হামিরপুর পার হওত ঘাতিমপুর পরগণায় আসিয়া মিলিত হইতেছে, গত ১৪ দিবসে খেসরবাগস্থ বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করা হয়, তাহাতে শত্রুগণ শঙ্কুচিতচিত্তে ছড়ভঙ্গ হইয়া "সাণ্ডারলা" অভিমুখে পলায়ন করিয়াছে, ব্রিগেডিয়ার কেম্পবেল যিনি আলমবাগের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি উক্ত বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ ও বিনষ্ট করণাশয়ে আপনার অধীনস্থ সেনাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন, এবং ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্রাণ্ট সীতাপুরের অভিমুখে বিদ্রোহিদিগকে শমন-ভবনে প্রেরণার্থ গমন করিয়াছেন।—মহারাণীর ৭২ সংখ্যক দলের সেনারা আগামি কল্য দিবসে কাণপুর পরিত্যাগ পুর্ব্বক নিরাটাভিমুখে গমন করণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কাণপুরের ৯ মার্চ্চ দিবসের পত্রে লেখে, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর "মারটিনিয়ার" নামক স্থান বিদ্রোহি হস্ত হইতে অধিকার করিয়াছেন, এইক্ষণে অযোধ্যা নগরের চারিপার্শ্বে তোপ ও বিস্তর সেনা অবস্থিতি করিতেছে, শুনিলাম অযোধ্যাস্থ শত্রুগণ আহারীয় দ্রব্যাদি অভাবে বড়ই কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে, কারণ তাহাদিগের বাহিরে আগমনের পথ সকল ব্রিটিসসেনাকর্ত্তৃক রুদ্ধ করা হইয়াছে।

আলাহাবাদের পত্রে লেখে,এই উপস্থিত বিদ্রোহিতাচরণ শীঘ্রই নিবারণ হইয়া পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপনের নানা প্রকার উপায় হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর পশ্চিমের সমস্ত বিদ্রোহ ঘটনা নিবারণ করত দুই মাসের মধ্যেই কলিকাতায় আগমন করিবেন তথা হইতে তাঁহার আগমন করণ কালীন মেং এডমনষ্টন সাহেবকে মধ্যভাগের নেপ্টেনাণ্ট গবরনরি পদে অভিষক্ত করিবেন।

অবগতি হইল, যে দিল্লীর পদচ্যুত বাদশাহের বিচার গত ৯ তারিখে সমাধা হইয়াছে, কিন্তু এবিচারে তাঁহার প্রতি কি প্রকার হুকুম জারি হইয়াছে তদ্বিবরণ অদ্যাপি বিদিত হওয়া যায় নাই।

আলমবাগের শিবির হইতে ২ মার্চ্চ দিবসে যে পত্র আগত হয় তাহার সার মর্ম্ম যথা। প্রধান সেনাপতি বাহাদুর বিস্তর সৈন্য সমভিব্যাহারে দেলকোষায় অবস্থিতি করিতেছেন।

বোম্বের পত্রে দৃষ্ট হইল, কোলাপুরে সেনাদিগের বাসের নিমিত্ত যে এক প্রকাণ্ডবারিক নির্ম্মাণ করা হইতেছিল তাহাতে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং পুনর্ব্বার তাহা শীঘ্রই নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কিয়দ্দিন হইল ৫।৬ জন বিদ্রোহিকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং জামখণ্ডি নামক স্থান হইতে কতকগুলীন বিদ্রোহিকে ধৃত করত এস্থানে আনা হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকজন সরদার আছে।

বর্ম্মার অন্তঃপাতি টংগু নামক

স্থানের ১৭ ফিব্রুআরি দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, আবা প্রদেশের রাজা গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্র-ধারণ করণের উদ্যোগ করিতেছেন, কিন্তু মহারাণীর ৬৯ সংখ্যক রেজিমেণ্ট এস্থানে অবস্থিতি করায় আমারিদিগের বড় আশঙ্কা নাই, শুনিতেছি, অতিস্বল্প কালের মধ্যেই ইঁহাদিগকে উক্ত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করা হইবেক, এবং এস্থানের মান্দ্রাজি ২ রেজিমেণ্ট পদাতিক সেনা, এবং কতকগুলীন অশ্বারোহি সেনা বিপক্ষদিগের আগমনের পথ রুদ্ধ করণ জন্য দেশের চতুঃপার্শ্বে থাকিবেক।

বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনা সময়ে শাহাবাদের অন্তঃপাতি নানসাগরস্থ কুঠির মেং ড্রামণ্ড সাহেবের প্রায় ২০০০ সহস্র টাকার দ্রব্যাদি দুষ্টলোক কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তিনি তাহার মূল্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, বাঙ্গালোর নামক স্থানের জনেক ধনাঢ্য ও বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বারাণসী-তীর্থ দর্শন করিবার ছলনায় আপনার বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সোরাপুরের বিদ্রোহি রাজার সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে হস্তোত্তলন করেন, এই অপরাধে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইয়াছে, শুনিলাম মহীশূরে তাঁহার বিস্তর ভূমি সম্পত্তি ছিল, তাহাও সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

আগামি ২০ মার্চ্চ দিবসে আলাহাবাদ হইতে ফতেপুর অবধি বাষ্পীয় রথ চলিবেক, ঐ দিবসে তথায় গবরনর জেনরল বাহাদুর স্বয়ং গমন করিবেন।

সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মচারি মেং গ্রে সাহেব পোষ্ট আফিসের ডৈরেক্টর জেনরলি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়া ষ্টিম নেবিগেসন কোম্পানিদিগের জনেক কর্ম্মচারি কাপ্তেন নগেণ্ট সাহেব সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রশংসিতরূপে সমাধা করায় ১০০০ মুদ্রা পারিতোষিক এবং ১০০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চাইবাসার কোনো সংবাদদাতা গত ৭ দিবসে যে পত্র লেখেন তাহার সার মর্ম্ম যথা।

লেপ্টেনাণ্ট এ, পি, জে, মনক্রিফ সাহেব রাঁচী হইতে এস্থানে আগমন করত আফিসিএটিং সিনিয়র আসিস্টাণ্ট কমিসনরি পদে অভিষিক্ত হইয়া কার্য্য কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন, কমিস্যনর মেং লসিংটন সাহেব অতি স্বল্পকালের মধ্যে এস্থান পরিত্যাগ করিবেন। এস্থান সম্প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়াছে, এবং তপনতাপের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

পদ্য।

ধর ধর ধর সখি আমার বচন।
পর পর আভরণ পরহো বসন॥
কর কর কর দেহে চন্দন লেপন।
সতত স্মরণ কর পতির চরণ॥
মুছো মুছো মুছো সখি কমল নয়ান।
খঞ্জন নয়নে কর অঞ্জন প্রদান॥
ত্যজ ত্যজ ত্যজ সখি ত্যজ ধরাসন।
হও শান্ত, পাবে কান্ত, কোরোনা রোদন॥

আহা আহা মরি মরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
দুটি আঁখি ছল ছল উঠেছে ফুলিয়া॥
আমরি আমরি মরি সখার লাগিয়া।
মলিন নলিন মুখ ভাবিয়া ভাবিয়া॥
বিষম বিরহ ব্যথা ব্যাকুল হইয়া।
তনু তনু কাঁপিতেছে থাকিয়া থাকিয়া॥
ধীরতা ধরিতে সখি করলো যতন।
হও শান্ত, পাবে কান্ত, কোরোনা রোদন॥

কেনই ভাবিছ সখি বলনা বলনা।
রসিকে কি ভোলে কভু রসিকা ললনা॥
নিরাশা বৃক্ষের শাখা ধোরোনা ধোরোনা॥
ভাবনা ভুজঙ্গ বিষে ছোরোনা ছোরোনা॥
হুতাসের পথে আর যেওনা যেওনা।
এমন পাপের পথে চেওনা চেওনা॥
সন্তাপের শয্যা আর শুওনা শুওনা।
ছুঁওনা ছুঁওনা আর ছুঁওনা ছুঁওনা॥
অধৈর্য্যের কূপে আর হওনা পতন।
হও শান্ত, পাবে কান্ত, কোরোনা রোদন॥

সকলের ভাগ্যে নয় সমান সুযোগ।
ঘরে ঘরে সবে করে এ যাতনা ভোগ॥
সকলের পতি করে প্রবাসে গমন।
এমন আকুল কেবা তোমার মতন॥
প্রবাসেতো চিরকাল রবেনা সে জন।
আসিবে সুখের ক্রোড়ে আসিবে যখন॥
প্রণয়ী আসিয়া পুনঃ হবে প্রেমাধীন।
সযতনেতে সুবচনী দিবেন সুদিন॥
বিনা দুঃখে সুখভোগ হয় কি কখন।
হও শান্ত, পাবে কান্ত, কোরোনা রোদন॥

শ্রীনবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং যোড়াসাঁকো।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোমোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০৭৮ সংখ্যা। শনিবার ৮ চৈত্র ১২৬৪ সাল। ইং ২০ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় দুর্গাচরণ সিংহ বাদী এবং শ্রীমতী নবকুমারী দাসী, যদুনাথ সিংহ ও শ্রীমতী রণমণী দাসী প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৬ এক হাজার আটশত ছাপ্পন্ন খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফিব্রুআরি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত রামনারায়ণ সিংহ যিনি হুগলিতে বাস করিতেন এবং ১৮৫৪ একহাজার আটশত চুয়ান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা আগামি ১৭ এপ্রেল অথবা তাহার পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদ্যপি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপন আপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

SWINHOE & LAW,
Plaintiff's Attorney.
সুইনহো এবং লা।
বাদিপক্ষীয় উকীল।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস
১৭মার্চ্চ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সভা।

আগামি ১৬ চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, ঐ সভায় সভার কোন কোন কার্য্যের বিশেষ বিবেচনা করা হইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রী অমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

সংবাদপ্রভাকর

৮ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭৯ দানিশাব্দাঃ৯১০

বিলাতীয় সংবাদে অবগতি হইল, তথাকার প্রধান রাজমন্ত্রি লার্ড পামষ্টন সাহেব, গত ১২ ফিব্রুআরি দিবসে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীন করণের প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, যথা।

ভারতবর্ষে হঠাৎ কোনো নূতন নিয়ম প্রচার করণের আবশ্যক নাই, যৎকিঞ্চিৎ যাহা পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য তাহা এই স্থান হইতেই করা হইল। কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কার্য্য সমাধা জন্য পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধীনে নূতন এক সভা স্থাপন করা হইবে.তাহাতে ৮ জন মেম্বর এবং ১জন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা ক্রমাগত ৮ বৎসর ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সদিগের যে ক্ষমতা ছিল অবিকল সেই ক্ষমতা ঐ সভার প্রতি অর্পিত হইবে, অপিচ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কেবল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সংপূর্ণরূপ কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক,ভারতবর্ষের রাজস্ব সকল ঐ দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে, ইত্যাদি।

পালিয়ামেণ্ট মহাসভার মেম্বরগণ আমারদিগের বর্ত্তমান সুবিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, কিয়দ্দিবস হইল, ভারতবর্ষ প্রবাসি কতকগুলীন ইংরাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় একজন গবরনর জেনরল এদেশে প্রেরণ করণের যে এক আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ শ্রবণ করেন নাই, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা এতদ্দেশীয় ইংরাজি সংবাদ পত্রে পুনঃপুনঃ শ্রীশ্রীযুতের বিপক্ষে অকারণে যে সকল নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহা তত্রস্থ কেহই গ্রাহ্য করেন নাই, তাঁহারা কহেন, কলিকাতার ইংরাজী পত্রে বারম্বার অনেক অলীক বিষয়ের আন্দোলন হওয়াতে তৎপ্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়াছে।

মেডিকেল কালেজের "ফাইনেল", অর্থাৎ শেষ পরীক্ষায় সাতজন ছাত্রের মধ্যে পাঁচজন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যথা, নীলমাধব হালদার, দীনবন্ধু দত্ত, করুণাকুমার সেন রহিম খাঁ এবং কাশীচন্দ্র দত্ত, ইহাঁদিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা প্রদান জন্য মেডেল পাইবেন তাহা এপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই জুনিয়ার ছাত্রদিগের পরীক্ষা শেষ হয় নাই, শুনা যাইতেছে এবার অত্যল্প সংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

আমরা অবগত হইয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়দিগের গোচরার্থে প্রকাশ করিতেছি, যে, গত গুরুবাসরীয় অপরাহ্ন অনুমান দুই ঘটিকা সময়ে এতন্নগরান্তঃপাতি কুলিবাজারে এক ভয়ঙ্কর অগ্নি সংযোগ হইয়া অনেক তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, ঐ ভয়ানক অনলযোগে তত্রস্থ মহাজনদিগের অধিক পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। অপিচ ইষ্টক ও খোলা-বিনির্ম্মিত ঘর সকলও অগ্নি দ্বারা বিনষ্ট হইতে বিরত হয় নাই। অতএব অগ্নির উৎপাতে দুঃখি প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বস্বহীন নিঃস্ব হইলে অতিশয় খেদের বিষয় সন্দেহমাত্রই নাই, আরো অবগত হওয়া গেল, যে, উক্ত দিবস বেলা অনুমান ৩ তিন টার সময় খিদিরপুরে ভয়ানক অগ্নিসংযোগে অনেক মহাজনের এবং অন্যান্য লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

১৭ মার্চ্চ দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে বিদিত হইল, ফতেগড়ের ১৫ তারিখের লিপিতে ব্যক্ত করে, জনরব, যে বিদ্রোহিপ্রধান নানা সাহেব সম্প্রতি সাহাজানপুরে বিস্তর সরদার সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছে, এজিলা মধ্যে বিদ্রোহিরা প্রবেশ করত "কেনওয়াল" নামক স্থান আক্রমণ করিয়াছে এবং তৎস্থানীয় পোলিস প্রহরিগণকে দূরীভূত করিয়াছে, জেনরল পেনি সাহেব এস্থানে আগমন করিতেছেন। যে সকল বিদ্রোহিরা আতমপুর পরগণায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা যমুনা পার হওত হামিরপুরাভিমুখে গমন করিয়াছে, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর উক্ত দিবসে নিম্নস্থ সংবাদ লক্ষ্ণৌ নগর হইতে প্রেরণ করিয়াছেন, যথা, গত কল্য ব্রিটিস সেনারা বিশেষ পরিশ্রম এবং বীরত্ব সহকারে "মাচভান", এবং ইমামবাড়ী অধিকার করিয়াছে, অসংখ্যক বিদ্রোহিরা লৌহময়সেতু পার হওয়ায় স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেব কর্ত্তৃক উচিতমত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে. গত রজনীযোগে গোরখা সেনারা আলমবাগের সম্মুখবর্ত্তি বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতে শত্রুরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, আলমবাগ হইতে বিস্তর বিপক্ষেরা পলায়ন করিতেছে, এবং ব্রিটিস সেনারা ক্রমেক্রমে "গয়াঘাট" এবং "মুসাবাগ", অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে,কিন্তু তাহারা কোন্ স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিবেক তাহার কিছুই নিশ্চিত নিরাকরণ হয় নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গোরক্ষপুরের ১৩ মার্চ্চ দিবসীয় পত্রে ব্যক্ত করে "সম্প্রতি এস্থানে বিদ্রোহি-শঙ্কা বড় নাই।—টাণ্ডা নামক স্থানে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু তাহারা এদিগে অথবা আজিমগড় অভিমুখে গমন করিবে তাহার কিছুই নিশ্চিত বলা যায়না, এস্থানে ব্রিটিস পক্ষীয় সেনারা আগমন করিবে কি না তাহা কথনে অশক্ত হইলাম।

গাজিপুরের ৯ মার্চ্চ তারিখের পত্রে লেখে, গত ৫ দিবসে গোরক্ষপুরের অন্তঃপাতি "আমরা" নামক স্থানে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে একটি ঘোরতর সমর হয়, তাহাতে শত্রুদিগের ৮ টা তোপ আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে, তৎপরে ঐ রাজবিদ্রোহিরা পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক "বেলয়াতে" পলায়ন করে, শুনিলাম গোন্দার রাজা তাহারদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছে, এস্থানে প্রত্যহ অগ্নি সংলগ্ন হইয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইতেছে।

১৪ তারিখের অযোধ্যা নগরস্থ ব্রিটিস শিবির হইতে যে পত্র আগত হয় তাহাতে ব্যক্ত করে, যে, এস্থানীয় সকল সেনারা সকলে শারীরিক কুশলে আছে।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, মলমেনের অন্তঃপাতি ইয়নজালুন জিলা মধ্যে দস্যুগণের বড়ই উৎপাত হইয়াছে, অনেকে সর্ব্বস্বান্ত এবং কয়েক ব্যক্তি উক্ত দুরাচারিদিগেরদ্বারা নিহত হওয়ায় মলমেনের ডেপুটী কমিস্যনর কাপ্তেন ব্রিগ সাহেব কতকগুলীন সেনা সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়া দুরাত্মাদিগকে আক্রমণ করণের বিশেষ যত্ন পাইতেছেন।

এই উপস্থিত বিদ্রোহিতা ঘটনায় কাণপুরের ডেপুটী কালেক্টর এবং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেং এস, এন, মারটিন সাহেব বহু মুল্যের তৈজসাদি অপহৃত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে ২৮০০ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন. শুনিলাম উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট মেং উইলিয়ম্‌স সাহেবও ১০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

খেসারবাগের পত্রে লেখে 'এস্থান আক্রমণকালীন কাপ্তেন পিল, ইঞ্জিনিয়ার লেপ্টেনাণ্ট টেলার এবং আর ৪ জন সাহেব ভয়ানকরূপে আহত হইয়াছেন, এবং একজন হত হইয়াছে।

ত্রিহুতের পত্রে ব্যক্ত করে, আরার মুন্সেফ মেং ডেকটা সাহেব কতকগুলীন বিদ্রোহি সিপাহিকে ধৃত করত প্রাণ বধ এবং অনেক দুষ্টলোক ও বিদ্রোহিকে ধৃত করত কারারুদ্ধ করায় গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ জিলার আফিসিএটিং সদর আমিনি পদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন, অত্র জিলার সদর আমিনদিগের উকীলগণ গবর্ণমেণ্টে এমত আবেদন করিয়াছেন, ভবিষ্যতে সকল সদর আমিনদিগের বিচারালয়স্থ উকীলদিগকে জজ ও প্রধান সদর আমিনেরা পরীক্ষা করত সকল জিলার উচ্চ আদালতে কর্ম্ম করিতে দিলে ভাল হয়, কিন্তু এবিষয়টি অদ্যাপি গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীনে রহিয়াছে, এস্থান সম্প্রতি সংপূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়াছে, এবং দিন দিন রৌদ্র বৃদ্ধি হইতেছে।

গত ৪ দিবসে কিউনেন নামক স্থান হইতে যে পত্র আগত হয় তাহাতে ব্যক্ত করে, এস্থানের ১৫ক্রোশ অন্তরে বিদ্রোহি ফর্জ্জিলহক প্রায় ৩০০০০ সেনা এবং ৮ টা তোপ সমভিব্যাহারে ব্রিটিস বিপক্ষে আগমন করিতেছেন, শুনিলাম, পথি মধ্যে ঐ দুরাচারি গোরখা সেনাদিগের

দ্বারা উপযুক্তরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার অধীনে অনেক গুলীন সেনা হত হইয়াছে, অবশেষে তিনিও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, উক্ত দুরাত্মা এস্থানের অন্তঃপাতি কোনো পরগণায় আপনার অধীন ২০০ ব্যক্তিকে তথাকার প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করণ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

হরকরার এলাহাবাদস্থ কোনো পত্রপ্রেরক ৯ মার্চ্চ দিবসে যে এক পত্র লেখেন তাহার সার মর্ম্ম।

যথা।

অবগতি হইল, এস্থানে কমিস্যনর মেং থরণহিল সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত আপনার ভারার্পিত কর্ম্মব্যতীত উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের কারাগারের ইন্‌স্পেক্টরি কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিবেন।—ভারতবর্ষীয় গবরনর জেনরল বাহাদুর এমত আদেশ প্রদান করিয়াছেন, ৬০০০ শ্বেত সেনা এস্থানে নিয়ত অবাস্থতি করিবেক, তাহারদিগের নিমিত্ত কয়েকটা বারিক নির্ম্মিত হইতেছে, আগামি শীতকালে আগ্রাস্থ নিম্ন লিখিত কয়েকটা আফিস তথা হইতে উঠিয়া এস্থানে আসিবার কল্পনা হইতেছে, সিবিল এডিটার, আক্কৌন্টেন্ট: বোর্ড অফ রেবিনিউ, নেজামত আদালত, উপরোক্ত আফিস গুলীন অতি অল্পকালের মধ্যেই এস্থানে আসিত, কেবল উপযুক্ত ইমারত অভাবে সংপ্রতি স্থগিত রহিল, গবরনর জেনরল, লেপ্টেনাণ্ট গবরনর এবং কারাগারের ইন্‌স্পেক্টরের কাচারি এক্ষণে শিবির মধ্যে হইতেছে।—অযোধ্যা নগর হইতে ডাকের গতায়াতের বিলম্ব হেতু তথাকার সামরিক সমাচার প্রাপ্তের বড়ই ব্যাঘাৎ হইতেছে, সে যাহাহউক, এবারে অযোধ্যা মধ্যে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে যে কয়েকটা সমর আমরা করিয়াছি, তাহা প্রায় সকল গুলীন জয়লাভ করা গিয়াছে!

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, মনিরামপুরে ইউরোপীয় সেনাদিগের বাসের নিমিত্ত এক প্রকাণ্ড বারিক নির্ম্মাণ হইবেক, এজন্য তত্রস্থ বাসিন্দাদিগকে আপনাপন গৃহ পরিত্যাগ করত অন্যত্র উঠিয়া যাওনের অনুমতি হইয়াছে, শুনিলাম আমারদিগের সুবিজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যক্তি উঠিয়া যাইবেক, তাহাদিগকে বাটীর মুল্য প্রদান করিবেন।

প্রেরিত পত্র

সর্ব্বজন সমাদৃত শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, আমি কোনো কার্য্যবশতঃ জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি দোরো ডুমনান্‌ পরগণায় গমন করিয়া দেখিলাম সেস্থানে আর উৎকলীয় পীচাশীভাষা নাই এক্ষণে বালকেরা সুস্বাদু সাধুভাষাভ্যাস করত দেশের প্রেতত্ব বিমুক্তি করিয়াছে তৎকারণ শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ গিরি এবং শ্রীযুত বাবু সুরথরাম প্রধান নায়েব এই উভয় মহাত্মা দেশহিতৈষি হইয়া ইং ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে দেভোগ গ্রামে জ্ঞানোদয় নামে এক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন, দীন হীন সহায় বিহীন বালকবৃন্দকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করত স্বস্ব স্থাপিত বিদ্যামন্দিরে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছিলেন এক্ষণে গবর্ণমেণ্টেরও কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে অধুনা বালকগণের যে কি পর্য্যন্ত উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে এবং বিদ্যালোচনায় মনোভিনিবেশ হইয়াছে বোধ করি বন্ধ্যার পুত্র এবং অন্ধের নেত্র ও দরিদ্রের ধন লাভে যাদৃশ সন্তোষ হয় তাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছে, গত ২৬ ফাল্গুন সোমবারে উক্ত বিদ্যালয়ের মাসিক পরীক্ষা হয় তদুপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ধনিলোক আহূত হইয়াছিল বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত বালকেরা স্বস্ব পাঠ্যপুস্তকের পরীক্ষা প্রদানে প্রশংসিত হইয়াছে বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত পণ্ডিত শ্রীযুত ত্রিলোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে সকলেই ধন্যবাদ করিয়াছেন তিনি সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে উৎকলীয় ভাষা পরিত্যাগ করাইয়া সাধুভাষাভ্যাস করাইতেছেন, আমি তাঁহার প্রযত্ন দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি এনিমিত্ত আপনকার নিকটে এই কয়েকপঁক্তি প্রেরণ করিতেছি আপনি সংশোধনান্তে সর্ব্বজন মান্য প্রভাকরের পার্শ্বে স্থান প্রদান করত বাধিত করিবেন।

শ্রীরাধানাথ ন্যায়ালঙ্কারস্য
লিপিকরিয়ং।

Printed and published by Issurchunder Gooptoo at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

ভ্রাতৃহিতৈষী

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রনীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০৭৯ সংখ্যা] সোমবার ১০ চৈত্র ১২৬৪ সাল। ইং ২২ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সভা।

আগামি ১৬ চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, ঐ সভায় সভার কোন কোন কার্য্যের বিশেষ বিবেচনা করা হইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রী অমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

"মহাশ্বেতা" নামক নাটক যাহা কলিকাতা নিউপ্রেশ যন্ত্রালয়ে উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহা আগামি বৈশাখে প্রকাশ হইবে। উক্ত পুস্তকের স্বাক্ষর ।।০ করিয়া পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এক্ষণে পুস্তক বৃদ্ধি হওয়াতে স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে বাধ্য হইলাম। আমারদিগের দেশীয়েরা বিনা স্বাক্ষরকারি অপেক্ষা স্বাক্ষরকারির প্রতি অল্প মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন কিন্তু বিক্রয়স্থলে তাহার সংপূর্ণ বিপরীত হয়। আমি পূর্ণ ক্ষতি স্বীকার করিলেও প্রতিজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিবনা, অতএব স্বাক্ষর করণেচ্ছু মহাশয়েরা ২৫ চৈত্রের মধ্যে উক্ত যন্ত্রালয়ে আমার নামে পত্র লিখিবেন।

শ্রীমণিমোহন সরকার।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

১৫ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল।

মেং এস লসিংটন সাহেব চাম্পারণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

১৬ মার্চ্চ।

২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ বসু, বারাসতের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন, এবং তিনি তথাকার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৭ মার্চ্চ।

কর্ণেল এইচ ফ্রাষ্টার সাহেব সম্বলপুরের কমিস্যনর হইয়াছেন তিনি তথাকার সমস্ত দোষি লোকে-

র বিচার করণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেং ই, ডি, লক উড সাহেব, মুর্শিবাদের আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, এবং কালেক্টর হইয়াছেন।

মেং ডবলিউ, কর্ণেল সাহেব ঢাকার আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং হইয়াছেন।

মৌলবি আমিদ উদ্দীন আহাম্মদ, হুগলি জিলার যবনদিগের আইনানুযায়িক ব্যবস্থা দেওনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর

১৩ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ৯১০

আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে পরমেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণিপাত পুর্ব্বক নিম্ন প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট দত্ত যুদ্ধজয়ের শুভ সংবাদ প্রকাশ করিতেছি, পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করিয়া আনন্দ করিতে থাকুন।—নিদারুণ নিদাঘ সময়ের সমাগমের পুর্ব্বে লক্ষ্ণৌনগর ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হওয়াতে কি মহাসুখের ব্যাপার হইয়াছে ?—দুরাশয় বিদ্রোহি বিপক্ষগণ পুনর্ব্বার আর কখনই প্রবল হইতে পারিবেনা, কেননা তাহারদিগের বিষদন্ত একেবারেই ভঙ্গ হইয়াছে।

The following has been supplied by Government :—

"Intelligence has been received from Lucknow under date the 19th instant, to the effect that the last post held by the enemy fell on that day, and that the cavalry had a most successful pursuit capturing his remaining guns. Mrs Orr and Miss Jackson have been saved. The city is now completely in possession of our troops, 117 guns have been already collected, and the enemy is in flight towards the North West."

লক্ষ্ণৌনগর অধিকার।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

"লক্ষ্ণৌ হইতে ১৯ মার্চ্চ দিবসীয় যে সংবাদ আসিয়াছে, তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, শত্রুদিগের ধনাগার ঐ দিবসে ব্রিটিস সেনাদিগের হস্তগত হয়। অশ্বারোহি সেনা দল তাহারদিগের অবশিষ্ট সকল তোপ অধিকার করিয়াছে।

বিবী অর ও বিবী জেক্সনের প্রাণ রক্ষা করা গিয়াছে।—নগর সংপূর্ণরূপে আমারদিগের সৈন্য দলের অধিকারে আছে। ইতিমধ্যেই ১১৭ টা কামান সংগ্রহ হইয়াছে। বিপক্ষেরা উত্তর পশ্চিমে পলাইতেছে।"

এই শুভ সংবাদ শীঘ্রই বিলাতে প্রেরিত হইবে।

কাণপুরের বন্ধু লেখেন, কাল্পীর বিদ্রোহিগণ পলায়ন করিয়াছে।

সেওয়ানের অন্তঃপাতি প্রতাপপুর প্রবাসি বন্ধু লেখেন "সিমিরিয়া ,, গ্রামে অনলের অত্যাচারে অনেকের অনিষ্ট হইয়াছে।

আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নস্থ পত্রখানি অবিকল প্রকাশ করিলাম।

"সবিনয় নিবেদন মেতৎ বিশেষঃ বিগত রবিবার চাণক নিবাসি সুবিখ্যাত শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারি চট্টোপাধ্যায় সবআসিস্টাণ্ট সারজন মহাশয়ের ফরাক্কাবাদ হইতে ৭ মার্চ্চ দিবসীয় এক হস্তাক্ষর লিপি প্রাপ্তানন্তর সানন্দে জ্ঞাত হইলাম যে বাবুজী মহাশয় কারামুক্ত হইয়া উল্লিখিত স্থানে সপরিবারে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন শ্রীযুত কুঞ্জবাবু অস্মদের পরমাত্মীয়, উপস্থিত বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হওনাবধি বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার কর্ণ নাসিকা ছেদ হওনপ্রভৃতি নানা বিধ অমূলক এবং অকল্যাণকর কিম্বদন্তি শ্রবণে যে প্রকার কষ্টে কালযাপন করিয়াছি অন্তরাত্মাই তাহার এক মাত্র সাক্ষী, এইক্ষণে ত্রাণকর্ত্তার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত পুর্ব্বক এই প্রার্থনা করি যে তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগের কুঞ্জবাবুকে অনতি বিলম্বে আমাদিগের নিকট প্রেরণ করুন যে আমরা তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া একেবারে সকল দুঃখের শেষ করিতে পারি ইতি তারিখ ৭ চৈত্র সন ১২৬৪ সাল।

ভবদীয়

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

তমলুক।,,

আমরা নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়েষু।

মহাশয়ের বিগত ফাল্গুন মাহার ১৬ তারিখের পত্রে লিখিত হইয়াছে, যে, শ্রীহট্ট জিলা মোতালকে উৎসব পালের বাটীর ডাকাতি মোকদ্দমার তদারকার্থে ঐ জিলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, হাঁ সত্য বটে, আমারদিগের বিজ্ঞতম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় উক্ত তদারকে নিযুক্ত হইয়া সপ্তাহ মধ্যে সমাধা করিয়া ২০০০ টাকার মাল সমেৎ ৩০ জন ডাকাইত গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছেন। এই ডাকাতি দ্বারা ৮৪০০০ টাকার সম্পত্তি হরণ ও ১৮ খানা গৃহ দাহ হয়। তদারকার্থে প্রথমতঃ যে পুলিস আমলা নিযুক্ত হয়, তাহারা যেমত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, তদ্দ্বারা প্রায় তদ্দেশ উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু তথায় যাইয়া পুলিসের দৌরাত্ম্য নিবারণ ও শান্তভাবে তদারক করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এজন্য তৎপ্রদেশের লোক সুখে কালযাপন করিতেছে, ও সকলেই বাবুকে ধন্য ধন্য বলিতেছে, এদেশের লোক ডেপুটী বাবুর সদ্বিচারে ও সদ্গুণে নিতান্ত আহ্লাদিত আছেন।—খচাক জাতি কুকি কৃত লুটতরাজের ও হত্যার বিষয় যাহা মহাশয়ের ঐ দিবসীয় কাগজে লিখিত হইয়াছে, তাহার তদারক জন্য শ্রীযুত কমিসানর মেং এলেন সাহেবের আজ্ঞামতে আমারদিগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ খচাক লোক সম্প্রতি জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ত্রিপুরার রাজার অধিকার মধ্যে বাস করে, কিন্তু তাঁহাকে কর দেয় না, মধ্যে মধ্যে এই প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে।

তদ্দেশবাসিনাম্।,,

গত শনিবার দিবসে মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেবের ভবনে অনরেবল ই, ডমণ্ড, এবং রেবরেণ্ড পুরি সাহেবের স্ত্রী এবং আর কতিপয় সম্ভ্রান্ত গুণবতী বিদ্যাবতী ইংরাজকামিনী আগমন করত উক্ত ভবনস্থ বালিকাদিগের বিদ্যানুশীলনের পরীক্ষা করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহারদিগের শিল্পনৈপুণ্যের আশ্চর্য্যক্ষমতা দৃষ্টে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অবস্থান করিয়া তাঁহারদিগের শিক্ষক নিস টুগুড বিবীকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

আলমোরা নামক স্থানের ব্রিটিস শিবির হইতে ৬ মার্চ্চ তারিখে যে পত্র আগত হয় তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটন করা গেল, যথা।

"এস্থানের চারি ক্রোশ অন্তরে ফৈজাবাদের নিকটবর্ত্তি গগরা নদীর অপর পারে প্রায় ২৫০০০ বিদ্রোহি সেনা ১৪ টা বৃহৎ বৃহৎ তোপ সমভিব্যাহারে উপনীত হইবায় ব্রিটিস সেনারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করণ জন্য তথায় গমন করে, কিন্তু প্রথমতঃ উক্ত বিদ্রোহিগণ সাতিশয় পরাক্রম প্রদর্শন পুরঃসর তাহাদিগের বিপক্ষে তোপ ও নানা প্রকার সমর সংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি চালনা করে, অবশেষে জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ব্রিটিস সেনারা অতুল পরিশ্রম ও বীরত্ব সহকারে প্রায় ৭ ঘণ্টা কাল ঘোরতররূপে সমর করে তাহাতে শত্রুগণ সাহস বিহীন ও হীনবল হইয়া পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে বিদ্রোহিদিগের ১০।১২০০০ সহস্র সেনা হত হইয়াছে এবং তাহাদিগের দশটা তোপ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, শুনিলাম ব্রিটিসপক্ষে অতি অল্প সংখ্যক সেনার প্রাণ নাশ হইয়াছে।

বাঙ্গাল ইউমেনেরি কেবেলরিদিগের কাপ্তেনগঞ্জস্থ শিবির হইতে ৩ মার্চ্চ তারিখে যে পত্র আগত হয় তাহাতে ব্যক্ত করে, এস্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো জঙ্গল মধ্যে বিস্তর বিদ্রোহি সেনা একত্রিত হইয়া বৃহৎ একটি মৃত্তিকার দুর্গ নির্ম্মাণ পুরঃসর তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রায় ১১ টী তোপ সাজাইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, কিন্তু তাহারা গত কল্য গোরখা, শীক ও নেবেল ব্রিগেড সেনারদিগের দ্বারা সংপূর্ণরূপে পরাজিত হওত উক্ত দুর্গ পরিত্যাগ পুর্ব্বক পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে ব্রিটিস পক্ষীয় ১ এক জন করপারল, ৩ তিন জন গোরখা এবং ২ দুই টা অশ্ব আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শত্রুপক্ষের ৫০০ পাঁচ শত ব্যক্তি হতাহত হয়, তাহারদিগের আহারীয় ও সমরসংক্রান্ত প্রায় সমস্ত দ্রব্যাদি ও ৯ টা তোপ আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে।

অবগতি হইল, এই উপস্থিত বিদ্রোহিতা উপলক্ষে যে সকল সেনা হত হইয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে ৩০০ তিন শত জনের বিধবা পত্নী এই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করত স্ব-

দেশ যাত্রা করণ জন্য জাহারোহন করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শাওড়াপুলিস্থ মহামান্য শূদ্রমণি রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর তথা শ্রীলশ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর মহোদয়দ্বয়ের আদেশে আমি ১৭৮০ শকের যে পঞ্জিকা গণনা করি তাহা বাহির মৃজাপুরস্থ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং আড়পুলিস্থ বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পঞ্জিকাতে যে কালাশুদ্ধির বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা দর্শনানন্তর এতদ্দেশস্থ প্রধানপ্রধান অধ্যাপকেরা শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যে ব্যবস্থা পত্রে তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বে তাহাও আপনার প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য পঞ্জিকায় যে সকল ভুল থাকাতে বৈদিক কর্ম্ম সকল অকালে ও অতিথিতে হইবার সম্ভাবনা তাহা আমি কতিপয় ভুল অত্র পত্রের নিম্নে লিখিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহাশয়ের প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠায়িদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে আজ্ঞা হয় ইতি ৬ চৈত্র।

বালি নিবাসিনঃ
শ্রীশ্রী চন্দ্র শর্ম্মণঃ।

অশুদ্ধ।

১ বৈশাখ অবধি কালাশুদ্ধি লিখন।
৮ বৈশাখ বৃহস্পতির সঞ্চার গণনা।
১৬ বৈশাখ বৈশাখী চন্দনযাত্রা লিখন।
৩১ আষাঢ় সংক্রান্তির সঞ্চার গণনা।
৫ শ্রাবণ শ্রীহরির শয়ন ২৬ দণ্ডের পর লিখন
৩১ ভাদ্র সায়ং সন্ধ্যা করণ লিখন।
৮ আশ্বিন ভাদ্রী পূর্ণিমা ও উপবাস লিখন।
২১ কার্ত্তিক নক্ষত্রে ২০ দণ্ড ভুল।
২২ কার্ত্তিক নক্ষত্রে ৮ দণ্ড ভুল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়ের সুগোচারার্থে নিবেদন এই, যে, বর্ণযোজকের অসাবধানতায় গত কল্য অর্থাৎ ১৯ মার্চ্চ তারিখের প্রভাকরে একটা বিষম ভ্রম প্রকাশ হইয়াছে।—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ কয়েক ছাত্রের নাম যাহা প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "রত্নলাল সরকার" না হইয়া "রত্নলাল ঘোষ" হইবেক।—এই ভ্রম অতি অন্যায়, সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে এতাদৃশ আবশ্যকীয় বিষয়ে লিখিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন করে, যেহেতুক কিঞ্চিৎ মনোযোগের অভাব জন্য সমুদয় বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রকে ঘৃণাস্পদ করা হয়, অতএব এতদ্বিষয়ে কতদূরপর্য্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, তাহা মহাশয়কে অনুভব করিতে দিলাম, যদিও ভ্রান্ত মনুষ্যের ভ্রম বিচিত্রের বিষয় নহে। এক্ষণে প্রার্থনা এই, যে, অবিলম্বে ঐ ভ্রম সংশোধন করিতে যত্নবান হইবেন ইতি।

শ্রীরত্নলাল ঘোষ।

২০ মার্চ্চ ১৮৫৮।

পুঃ নিবেদন।

মহাশয়ের বর্ণযোজক কিম্বা যাহার দ্বারা ঐ ভুল হইয়াছে, তাঁহাকে এই পত্রের মাসুল দিতে অনুরোধ করিবেন।

"ঘোষে" "সরকার" হওয়াতে বাবু রত্নলাল ক্রোধে লাল হইয়া বিয়ারিং পোষ্টে উপরোক্ত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন, সকলে পাঠ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপাত্র ছাত্রের শীলতাসূচক সুধাভাষে সাধুবাদ প্রদান করুন, অনুবাদকের অথবা বর্ণসংযোজকের, যাহার হউক, এক জনের ভ্রমেই এরূপ হইয়াছে, এই দোষ আমরা আপনারাই স্বীকারপূর্ব্বক কহিতেছি, রত্নলাল, সরকার নন, সরকার নন, ইনি, ঘোষ, ঘোষ, ঘোষ, সকলে আমারদের দোষ গাহিয়া ঘোষ শব্দ পাট করুন। অপিচ অধিক আনন্দের বিষয় এই, যে, ইনি আইন শিক্ষায় যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে, কারণ সেই আইন বিদ্যার বলে পত্রে আইন জারি করিয়া আমারদিগের ।০ চারিটী পয়সা ফাইন করিলেন। আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াই কহিতেছি, যে বৃক্ষের অঙ্কুরে অর্থাৎ চারায় অধিকতর ফুর ফুরাণি হয়, সে বৃক্ষ উন্নত হইয়া শাখাপল্লবে বর্দ্ধিতহইলে তাহার ঝন ঝন ঝন ঝন সাঁই সাঁই শব্দে কেহই নিকটে অবস্থান করিতে পারেনা। আম্রাদি তরু যতই ফলবান হয়, ততই ফলভারে নত হইতে থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, ঝাউ গাচ বায়ুভরে ভাঙিয়া পড়ে তথাচ কদাচই নত হয়না।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Gooptoo at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিতপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোয়ালক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০৮০ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১১ চৈত্র ১২৬৪ সাল। ইং ২৩ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৫ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রঘুনাথ শূর, রামকৃষ্ণ শূর, এবং জগবন্ধু শূরের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি পরগণে জাঙ্গিনগরের অধীন নিজ ঢাকার শাঁখারি বাজার নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা তিন মহলে বিভক্ত পরিবারের বসতিবাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২।।০ দুই বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূক্ত আসামী রঘুনাথ শূর, রামকৃষ্ণ শূর এবং জগবন্ধু শূরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রঘুনাথ শূর, রামকৃষ্ণ শূর এবং জগবন্ধু শূরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অধীন নিজ ঢাকার বাবুর-বাজারের মধ্যে জয়নারায়ণ বাবুর বাজার নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গুদাম ঘর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রঘুনাথ শূর, রামকৃষ্ণ শূর এবং জগবন্ধু শূরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২০মার্চ্চ ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

আবশ্যক।

দমদমার সরকারী ইমারতাদির কর্ম্মের নিমিত্ত দুই তিন জন কর্ম্মক্ষম সব-ওবারসিয়ার আবশ্যক হইয়াছে, দমদমা ডিবিজনের শ্রীযুত এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেব উক্ত

কর্ম্মের নিমিত্ত দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন, যাঁহারা ইংরাজী ভাষা না জানেন ও উক্ত প্রকার কর্ম্ম কখন না করিয়াছেন তাঁহারদিগের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না।

G. T. DODD,
Excc. Egr. Dumdum.

Dumdum.
20th March 1858.
দমদমা।
২০ মার্চ্চ ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সভা।

আগামি ১৬ চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, ঐ সভায় সভার কোন কোন কার্য্যের বিশেষ বিবেচনা করা হইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রী অমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

১১ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭৯; দানিশাব্দাঃ৯১০

আমরা অবগত হইলাম, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্টে এমত এক আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধীনস্থ নরম্যাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত আদালতে কর্ম্ম প্রদান করা হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে এবিষয়ে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে।

বালেশ্বরবাসি বন্ধুর ৮ চৈত্রের লিখিত পত্রের কয়েকটি সংবাদ সাদরে প্রকটন করিলাম।

"গত শুক্রবার সক্রমণ দিবসে দিবা সার্দ্ধ এক ঘটিকার সময় দক্ষিণ দিগ হইতে ভয়ানক শব্দের সহিত ভূমিকম্প হয়, এতদ্রূপ শব্দ ও কম্প আমরা বহুকাল শ্রবণ ও দর্শন করি নাই, অন্য অন্য স্থলেও বোধ করি হইয়া থাকিবে, তাহার কোনো সংবাদ পাই নাই।,,

[এখানে কিছুই নাই।]

প্রভাকর সম্পাদক।

"গত শনিবাসরে মহাবারুণী যোগে স্নানার্থে সমুদ্রে পঞ্চপাণ্ডবের ঘাটে মহামেলা হইয়াছিল, কোনো প্রিয় বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি প্রায় লক্ষ সংখ্যক যাত্রির সমাগম হইয়াছিল, এবং বিবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়, মধ্যে এস্থান হইতে ত্রিদশ-তরঙ্গিণী-নীরে অবগাহনার্থে বহুসংখ্যক লোক গমন করিয়াছেন।,,

"শোর নামক স্থানে ইতিপূর্ব্বে এক উৎকল ও বঙ্গভাষার পাঠশালা স্থাপন হইয়াছিল, অধুনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলাম, প্রসংশিত গবর্ণমেণ্ট উক্ত পাঠশালায় মাসিক ১০ দশ টাকা সাহায্য করিয়াছেন, অতএব তত্রস্থ প্রজাপুঞ্জের অত্যন্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবেক।,,

"সম্পাদক মহাশয়! অবশেষ একটী গুরুতর বিষয় লিখিলাম অনুমান করি, বিরক্ত হইবেননা, বরং অনুগ্রহ পুরঃসর সচেষ্টিত হইবেন, এবং যেপর্য্যন্ত সকল না হয়, সেপর্য্যন্ত মহাশয়কে বিরক্ত করিব।—নিত্য নিত্য হুতাশন ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দীনহীন প্রজাগণের অসংখ্যক গৃহ জঠরানলে প্রদান করিতেছেন, এমত কোনো সদুপায় নাই যে তদ্দ্বারা নির্ব্বাণ করা যায়। কলসির দ্বারা যত উপকার সম্ভাবনা, তাহা ধীমান মিত্র বিবেচনা করিবেন। তৎকালীন কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন এমত কোনো বন্ধু প্রাপ্ত হওয়া দুরুহ, বরং দস্যুর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অন্য অন্য স্থলে দমকল নামক বারি সেচন যন্ত্র পুলিস কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। অগ্নির উদয় মাত্রে উক্ত যন্ত্রের দ্বারা নির্ব্বাণ করেন।—এস্থানে তদুপায় বিরহ, বিশেষ যাঁহারা দৈনিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবন যাপন করেন, তাঁহারদিগের মধ্যে হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া কোনো উপায় স্থির করা কোনো প্রকারেই সম্ভব নহে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। দেশীয় প্রধান বিচারক মহাশয় যিনি হর্ত্তা ও কর্ত্তা স্বরূপে আসনাধিরূঢ় হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি কিছুই বিবেচনা করেননা।—আহা!—যৎকালীন দীন হীনগণ গৃহে অগ্নি দর্শন করিয়া একেবারে নৈরাশ্য সাগরে মগ্ন হইয়া ক্রন্দনে অশ্রু বারি দ্বারা বক্ষঃস্থলে দুঃখ-নদী প্রবাহিতা করেন, কেহ বা মস্তকে করাঘাত করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করেন, তৎকালীন তাহারদিগের অবস্থা অবলোকন করিলে কি পর্য্যন্ত হৃদয় বিদীর্ণকর শোকের উদয় হয়, বোধ করি, দয়াময় গবর্ণমেণ্ট কিছুই তাহা অবগত নহেন, নচেৎ ইহার অবশ্য সদুপায় হইত, অতএব আমি মহাশয়কে ও অন্য অন্য বঙ্গ কি ইংরাজী হরকরা প্রভৃতি বিজ্ঞবর সম্পাদক মহাশয়দিগকে বিনতি পূর্ব্বক অনুরোধ করিতেছি, যে, বিজ্ঞবর দেশহিতৈষি মহাশয়েরা স্ব স্ব পত্রে এবিষয় উদিত করিয়া যাহাতে দুঃখিগণের দুঃখ মোচন হয়, তাহাতে ত্রুটি করিবেননা, কারণ আপনারা যৎকালীন সাধারণের উপকারার্থে সম্পাদকীয় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তৎকালীন দীন জনেরদের আত্মনাদ কে শ্রবণ করিবে? আর তাহারাইবা এতদ্রূপ উৎকৃষ্ট স্থল কোথায় প্রাপ্ত হইবে, তবে মহাশয়েরা বলিতে পারেন, যে, অধুনা গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দিগে বিদ্রোহিতা ব্যাপারে অত্যন্ত বিব্রত আছেন। দেশহিতকর বিষয়ে মনোযোগ করিবার সময় নহে, এবং আমরাইবা কি প্রকারে অনুরোধ করি, সত্য, ফলে তাঁহারদিগের পক্ষে ইহা কিঞ্চিৎকর বোধ হইবেক, মনে করিলে অক্লেশে দুঃখনদী হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারেন, অতএব অন্য উপায় চিন্তা করা অরুণ্যে রোদন মাত্র, এতদ্বিবেচনায় মহাশয়কে নিবেদন করিলাম, যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় প্রধান বিচারক মহাশয়ের কিঞ্চিৎ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, কিমধিক মিতি।

---

১৭ মার্চ্চ দিবসে আমারদিগের কোনো বিশেষ বন্ধু এলাহাবাদ হইতে যে এক পত্র লেখেন তাহার মর্ম্মার্থ।

যথা।

"আমারদিগের গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুর সুস্থশরীরে অবস্থান করিতেছেন ২৫ মার্চ্চ দিবসে এস্থান হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত রেইলরোডে বাষ্পরথ গমনাগমনের কার্য্যারম্ভ হইবেক, শ্রীশ্রীযুত স্বয়ং গমন পূর্ব্বক তৎকর্ম্মে উৎসাহ এবং আনন্দ প্রকাশ করিবেন, লক্ষ্ণৌ নগরে সংপূর্ণরূপে জয় লাভ হইয়াছে, আমারদিগের এ অঞ্চলে আর কিছু মাত্রই গোলযোগ নাই।,,

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কিয়দ্দিবস হইল সহযোগী ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, আসামের রাজা, রাজবিদ্রোহিতা করণাপরাধে ধৃত হইয়া বিচারাধীনে নীত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি শুনা গেল, তিনি বিচারে অপরাধী হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কি প্রকার শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন তাহার কিছুই নিশ্চিত সংবাদ অবগত হওয়া যায় নাই।

জলপাইকুঁড়ির ১১ মার্চ্চ দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, সংপ্রতি এস্থান নিরাপদ হইয়াছে, ৭৩ সংখ্যক দলের ৫ ব্যক্তি রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে গুলির আঘাতে শমন সদনে গমন করিয়াছে, এবং ৩ জন সেনা যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হওনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩৫ সংখ্যক মান্দ্রাজ দেশীয় পদাতিক সেনাদলের লেপ্টেনাণ্ট এইচ, পি. পাওয়ার সাহেব, কিয়দ্দিবস হইল ব্যাঘ্র শিকার করণাভিলাষে কেনারা নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন তিনি তথায় উপনীত হইবামাত্র একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তাঁহার নয়নগোচর হয় তাহাতে তিনি ঐ জন্তুকে গুলি করেন, সে গুলি আঘাতে ক্ষণেক কাল মৃত্যুবৎ হওত ভূতলে পতিত হয়, তাহাতে উক্ত বীরবর আহ্লাদিত চিত্তে উক্ত ব্যাঘ্রের নিকটবর্ত্তি হইবা মাত্র সেই ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়াই তাঁহাকে শমন সমনে প্রেরণ করিয়াছে।

দিল্লী গেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, গত ৫ দিবসে কাপ্তেন ওর সাহেবের দুহিতা বিদ্রোহি হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ব্রিটিস শিবিরে নিরাপদে আগমন করিয়াছেন। শুনিলাম উক্ত কাপ্তেনের স্ত্রীকে বিদ্রোহিরা ধৃত করত আপনাদিগের শিবির মধ্যে লইয়া গিয়াছে।

হরকরার কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, জেনরল পেনি সাহেবের অধীনে প্রায় ৩০০০ সেনা সমর সজ্জীভূত হইয়া গত ১৪ তারিখে আলীগড় দিয়া খাসগঞ্জে যাত্রা করিয়াছে, মেজর এলডোবিং সসৈন্যে আলীগড়ের নিকট থাকিয়া শত্রুদিগের আগমনের প্রতীক্ষা করণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অবগতি হইল, পিয়ার বেগ নামক একজন সোয়ার সৈন্য সাতিশয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক গত ৩ জুলাই তারিখ রজনীযোগে বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

মেডিকেল কালেজের পরীক্ষো-

ত্তীর্ণ সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, যিনি চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত গমন করিয়াছিলেন, শুনিলাম তিনি গত ১৯ জানুআরি দিবসে তথাকার বিশ্ব বিদ্যালয়ে উক্ত বিষয়ের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অবিলম্বেই একটা উত্তম পদ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে আগমন করিবেন।

ফিদিন্স পত্রে দৃষ্ট হইল, হাবড়া এবং হুগলি জিল মধ্যে দস্যুদিগের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব এবিষয়ে উভয় স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ মনোযোগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে।

আমোদাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে, কিয়দ্দিন হইল এস্থানের প্রকাশ্য রাজপথে কয়েকখান ডাকের গাড়ি দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, এজন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে যে ভবিষ্যতে প্রত্যেক গাড়িতে এক একজন প্রহরী নিযুক্ত হইবেক।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

রাবণের প্রতি সীতার উক্তি!

পদ্য।

এ ঘোর রজনী কালে, সহ রামাগণ।
কি আশে এখানে আনা, কহ দশানন?॥
বারবার কেন আর, জ্বালাও আমায়।
ভুলিনে ভুলিনে আমি, তোমার মায়ায়॥
দেখায়ে সোনার লঙ্কা, ভুলাবে আমারে।
যে নারী অসতী হয়, ভুলাও তাহারে॥
আছে আছে বটে তব, বহুরূপ ধন।
রামধন এলে মম, হইবে মিলন।
ধনে শর ধন লয়ে, হোলে ধনবান।
আমার বলিয়া কেন, কর অভিমান॥
লইয়া পরের ধন, বাড়াবাড়ি এতো।
পৈতৃক বিষয় হোলে, না জানি কি হতো॥
আমার শ্রীরাম তিনি, নিত্য ধনময়।
কেমনে ভুলিব সেতো, ভুলিবার নয়॥ ১

কি বলেতে বল কর, বল নৃপমণি।
আমারে করিতে চাও, তোমার ঘরণী॥
বটে বটে আছে তব, বহু সেনাগণ।
বটে বটে আছে তব, অস্ত্র অগণন॥
বটে বটে আছে তব, বীর সেনাপতি।
বটে বটে তব দাপে, কাঁপে বসুমতি॥
বটে বটে আছে তব, জোর বাহুবল।
বটে বটে করে ভয়, দেবতা সকল॥
বটে বটে শশধর, তব ছত্রধর।
বটে বটে পুরন্দর, তব মালাকর॥
বটে বটে তব রণে, যম পরাজয়।
বটে বটে বহু জনে, করিয়াছ জয়॥
শ্রীরাম করেন সব, কটাক্ষেতে লয়।
কেমনে ভুলিব সেতো, ভুলিবার নয়॥ ২

যদ্যপি কোরেছ তুমি, ত্রিলোক বিজয়।
তবে কেন স্মর শরে, হতেছ বিস্ময়॥
হিত বাঞ্ছা কর যদি, হিত কথা ধর।
শ্রীরাম সহিতে শীঘ্র, মিত্রভাব কর॥
তাহাতে মানের হানি, নাহিক তোমার।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, শ্রীরাম আমার॥
ভক্তের অধীন রাম, ভক্তের অধীন।
দীননাথ নাম তাঁর দীনে দেন দিন॥
নিদয় হৃদয় নয়, নিদয় হৃদয়।
যে ডাকে শ্রীরাম বোলে, তাহারে সদয়॥
পবিত্র হইবে তুমি, তাঁহারে ভজিলে।
নহিলে মজিলে তুমি, মজিলে মজিলে॥
যেরূপ সতত মম, হৃদয়ে উদয়।
কেমনে ভুলিব সেতো, ভুলিবার নয়॥ ৩

হরধনু ভঙ্গকারি, শ্রীরাম ধানকী।
আমি তাঁর দাসী হই, দুখিনী জানকী॥
জনক, জনক মম, রাজঋষিবর।
রঘুপতি প্রাণপতি, লক্ষ্মণ দেবর॥
জান কি, জানকী আমি, কি দেখাও শঙ্কা।
কটাক্ষেতে ভস্ম করি, স্বর্ণপুরি লঙ্কা॥
দিবা নিশি করি ধ্যান, জলদ বরণে।
রতি, মতি, গতি সেই, পতির চরণে॥
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম সর্ব্বময়।
রাম নাম অস্ত্র ধরি, কারে করি ভয়॥
রাক্ষসের রাজা তুমি, আর কেহ নও।
যাও যাও, যাও তুমি, যে হও সে হও॥
রামের বামেতে বসি, পুজি পদদ্বয়।
কেমনে ভুলিব, সেতো, ভুলিবার নয়॥ ৪

শ্রীবৃক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাং ঘোড়াসাঁকো।

এই কবিতা গুণীন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, যদিও আমরা কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম, কিন্তু আহ্লাদ পূর্ব্বক এমত কহিতে পারি যে, ইঁনি অবিলম্বেই অতি সুকবি হইবেন, কিছু দিন পরে ইহাঁর প্রণীত পদ্য সংশোধনার্থ আর লেখনী ধারণ করিতে হইবেনা, তৎকালে সেই সকল পদ সপক্ষ-পক্ষে সুখের সম্পদ এবং বিপক্ষ পক্ষে বিষম বিপদ হইবেক।

প্রভাকর সম্পাদক।

গোবৎস রক্ষা।

হে সম্পাদক মহাশয়! আমারদিগের সিমুলা পল্লির সর্ব্বপ্রধান সদ্গুণান্বিত সুজনবর শ্রীমান বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ তথা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সংপ্রতি কয়েক জন কসায়ের হস্ত হইতে কয়েকটি গোবৎস উদ্ধার করত আপনারদিগের বাগানে রাখিয়া যথা রীতিক্রমে প্রতিপালন করিতেছেন, ইহাতে সামান্য ব্যয় হয় নাই, গোনাশকদিগ্যে অধিক মূল্য প্রদান করিতে হইয়াছে, এবং তাহারদিগের আহারাদিতেও অল্প ব্যয় হইবেনা, যাহা হউক, এই এবং সাধু কার্য্য দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ সম্মান রক্ষা হইয়াছে, প্রার্থনা করি ভগবান বিশ্বেশ্বর আশুতোষ আশুতোষের উত্তরাধিকারিদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, এবং ব্রহ্মময়ী সর্ব্বমঙ্গলা বিশ্বেশ্বরী পরমা সাধ্বী সর্ব্বগুণ সম্পন্না বিশ্বেশ্বরীর সন্তানাদি সকলের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল বিধান করুন। গ

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অ[illegible] মূল্য ১০টাকা। বৈ[illegible]খের প্রথম দিবসে[illegible] পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০৮১ সংখ্যা] বুধবার ১২ চৈত্র ১২৬৪ সাল। ইং ২৪ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

আবশ্যক।

দমদমার সরকারী ইমারতাদির কর্ম্মের নিমিত্ত দুই তিন জন কর্ম্মক্ষম সব-ওবারসিয়ার আবশ্যক হইয়াছে, দমদমা ডিবিজনের শ্রীযুত এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেব উক্ত কর্ম্মের নিমিত্ত দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন, যাঁহারা ইংরাজী ভাষা না জানেন ও উক্ত প্রকার কর্ম্ম কখন না করিয়াছেন তাঁহারদিগের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না।

G. T. DODD,
Exc. Engr. Dumdum.

Dumdum.
20th March 1858.

দমদমা।
২০ মার্চ্চ ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সভা।

আগামি ১৬ চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, ঐ সভায় সভার কোন কোন কার্য্যের বিশেষ বিবেচনা করা হইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রী অমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

১২ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ৯১০

নিম্নস্থ পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"কুমারখানি। ২৪ ফাল্গুন।

পূর্ব্ব বৎসর এপ্রদেশে ওলাউঠা রোগে অনেক ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।—উপস্থিত বর্ষে উক্ত রোগের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, কিন্তু এক নূতন ব্যাধি আরম্ভ হওয়ায় অনেক মনুষ্য নষ্ট হইতেছে। ডাক্তার এবং বৈদ্য মহাশয়েরা উপস্থিত ব্যাধিকে ধনুষ্টঙ্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। রোগারম্ভ হওয়ার দুই তিন দিন পূর্ব্বে মলবদ্ধ হয়, পরে ক্রমে মুখব্যাদানের শক্তি রহিত হইয়া আইসে, তাহাতে এরূপ ঘটনাও হইয়া থাকে, যে, দন্তের ঘর্ষণে অনেকের জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, পরিশেষে দুই একবার কম্প হইয়া হস্ত পদাদি ক্রমশঃ ধনুকাকার হইতে থাকে।—শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন গুপ্ত নেটিব ডাক্তার মহাশয় উক্ত রোগগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে চিকিৎসা করেন, তাহাতে সে উত্তমরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছে, প্যারীমোহন বাবুর অদ্ভুত চিকিৎসা দর্শনে অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, এবং আমরাও তাঁহাকে এই অনুরোধ করি, তিনি চিকিৎসা বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিশ্রমী হইলে আরো যশোলাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতরিক্ষপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অ[illegible] মূল্য ১০টাকা। বৈ[illegible]খের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৬০৮১ সংখ্যা] বুধবার ১২ চৈত্র ১২৬৪ সাল। ইং ২৪ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

আবশ্যক।

দমদমার সরকারী ইমারতাদির কর্ম্মের নিমিত্ত দুই তিন জন কর্ম্মক্ষম সব-ওবারসিয়ার আবশ্যক হইয়াছে, দমদমা ডিবিজনের শ্রীযুত এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেব উক্ত কর্ম্মের নিমিত্ত দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন, যাঁহারা ইংরাজী ভাষা না জানেন ও উক্ত প্রকার কর্ম্ম কখন না করিয়াছেন তাঁহারদিগের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না।

G. T. DODD,
Exc. Engr. Dumdum.

Dumdum.
20th March 1858.

দমদমা।
২০ মার্চ্চ ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সভা।

আগামি ১৬ চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, ঐ সভায় সভার কোন কোন কার্য্যের বিশেষ বিবেচনা করা হইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রী অমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

১২ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ৯১০

নিম্নস্থ পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"কুমারখানি। ২৪ ফাল্গুন।

পূর্ব্ব বৎসর এপ্রদেশে ওলাউঠা রোগে অনেক ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।—উপস্থিত বর্ষে উক্ত রোগের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, কিন্তু এক নূতন ব্যাধি আরম্ভ হওয়ায় অনেক মনুষ্য নষ্ট হইতেছে। ডাক্তার এবং বৈদ্য মহাশয়েরা উপস্থিত ব্যাধিকে ধনুষ্টঙ্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। রোগারম্ভ হওয়ার দুই তিন দিন পূর্ব্বে মলবদ্ধ হয়, পরে ক্রমে মুখব্যাদানের শক্তি রহিত হইয়া আইসে, তাহাতে এরূপ ঘটনাও হইয়া থাকে, যে, দন্তের ঘর্ষণে অনেকের জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, পরিশেষে দুই একবার কম্প হইয়া হস্ত পদাদি ক্রমশঃ ধনুকাকার হইতে থাকে।—শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন গুপ্ত নেটিব ডাক্তার মহাশয় উক্ত রোগগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে চিকিৎসা করেন, তাহাতে সে উত্তমরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছে, প্যারীমোহন বাবুর অদ্ভুত চিকিৎসা দর্শনে অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, এবং আমরাও তাঁহাকে এই অনুরোধ করি, তিনি চিকিৎসা বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিশ্রমী হইলে আরো যশোলাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

বাষ্পীয়তরী আরোহি "শ্বেতাঙ্গদি-
দোরাত্ম্য পূর্ব্বে একবার প্রভা-
লিখিত হয়, এপ্রদেশের হত-
ত্যাবশতঃ রাজপুরুষেরা তদ্বি-
দৃষ্টিপাত করেননা।—সম্প্রতি
খানা ফিনার আইসে, তাহা হ-
তে কয়েক জন সবল ধবল পুরুষ
এক গণিকা গৃহে গমন করিয়া অক-
থ্য কুক্রিয়াদি অশেষ প্রকারে অত্যা-
চার করে, এই ঘটনার দুই এক দিন
পরে উক্ত হতভাগিনীর গৃহে আগুন
লাগিয়া তাহার এবং অন্যান্য বারা-
ঙ্গনাগণের ১০।১২ খানা বাটী ভস্মী-
ভূত হয়, ইহাকেই বলে মরার উপর
খাড়ার ঘা।

এই স্থানের বালিকা পাঠশালা
গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীন করণ কারণ
বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগের স্কুল ইন্স্পে-
ক্টর শ্রীযুক্ত এইচ, উড্ সাহেব তদধ্য-
ক্ষদিগকে এক পত্র লিখেন, তাঁহারা
সত্বরেই তাহার উত্তর লিখিবেন, উক্ত
পাঠশালার নিমিত্ত শ্রীযুক্তা লেডী
এড্ডসই ২৫, শ্রীমুক্ত বাবু মথুরা-
নাথ কুণ্ডু মহাশয় ২৫ এবং শ্রীযুক্ত
কমলাকান্ত কর কোনো করে পড়ি-
য়া ১৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন,
ইহাকেই বলে বেগারের দৌলাতে
গঙ্গাস্নান।,

আমরা নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে
প্রকটন করিলাম।

" টাকির সান্নিধ্য দেবহাটা
নামক গ্রামস্থ কতিপয় মহানুভব
ব্যক্তিবৃন্দ স্বীয় গ্রামে একটী বিদ্যা-
লয় সংস্থাপন জন্য বিশিষ্টরূপে
যত্ন করিতেছেন, তাবি বিদ্যালয়ের
ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহারা চাঁদাদ্বারা
অর্থ সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,
অধুনা একজন ইংরাজ একজন পণ্ডি-
ত ও একজন গুরুমহাশয় হইলেই
কর্ম্ম চলিতে পারিবেক, ইহার ব্য়
প্রতি মাসে ত্রিংশত্ মুদ্রা স্থির করা
গিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক তাঁহারা
দিতে স্বীকৃত আছেন ও অপরার্দ্ধ
জন্য দ্বরায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন
করিবেন।

" জেলা যসহরের অন্তঃপাতি
রাঁড়ুলি গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্র-
দিগের পরীক্ষায় তাহারা উত্তমরূপে
বিদ্যার পরিচয় দেওয়াতে শ্রীযুক্ত
হরিশ্চন্দ্র বসু প্রভৃতি কতিপয় ছাত্র
প্রসংসা পত্র প্রাপ্ত হইয়া কলিকা-
তাস্থ মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন
জন্য আদেশিত হইয়াছে।,,

"টাকির চতুষ্পার্শে দুই দিবসের
পথ ব্যাপিয়া কোন স্থানে সুকিৎ-
সক না থাকায় উৎকট রোগের
আরোগ্য সম্ভাবনা নাই সংপ্রতি
শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সেন ডাক্তর
মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া সাংঘা-
তিক রোগ হইতে কয়েক ব্যক্তিকে
মুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি য-
থেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, অ-
নন্তর রূপামর গবর্ণমেণ্ট রাণীগঞ্জে
১ জন সুশিক্ষিত ডাক্তর নিযুক্ত
করাতে এমত ভরসা হইতেছে যে
বুঝি এতদঞ্চলের ব্যক্তি সমূহ আর
বিনা চিকিৎসায় কালের করাল
কবলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেননা।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে বিদিত
হইল, কতেগড়ের ১৯ মার্চ্চ দিবসের
পত্রে জ্ঞাত করে।—বিদ্রোহিকর্ত্তৃক
রামগঙ্গার উপর যে সেতু নির্ম্মিত
হইয়াছে, তাহা দিয়া বিস্তর বিদ্রোহি
সেনা অপর পারে গমন করিতেছে
শুনিলাম তাহারা "বাঙ্গাওন" না-
মক স্থানে মিলিত হইতেছে, এ
শত্রুদিগের সহিত ৪ চারিটা তোপ
আছে।—কাণপুরের জজ সাহেব
গোতমপুরের তসিলদার কর্ত্তৃক যে
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে
ব্যক্ত করে "হানিরপুরের রাজদ্রো-
হিগণ সেই স্থান পরিত্যাগ করত
অন্যত্র পলায়ন করায় এক্ষণে বিনা
ব্যাঘাতে তথাকার খাজনা আদায়
হইতেছে।—"গুণ্ডা" নামক স্থানে
র পত্রে লেখে, "চন্দ্রারি" নামক
স্থানের দুর্গ হইতে বিদ্রোহিদিগকে
দূরীকৃত করা হইয়াছে, ইহাতে যে
সমর হয়, তাহাতে কাপ্তেন কেটিং
সাহেব আহত হইয়াছেন।—লক্ষ্ণৌ
নগর মধ্যে সৈন্যগণের শিবির নি-
র্ম্মাণের নানাপ্রকার উপায় ও উপ-
যুক্তরূপও স্থান নির্ণয় করা হইতেছে,
এবং অতিত্বরায় যাহাতে উক্ত স্থানে
পূর্ব্বমত কুশল সংস্থাপনা হয়, তা-
হাতে আমারদিগের মহারথি প্র-
ধান সেনাপতি বাহাদুর বিশেষ উ-
দ্যোগী আছেন।

সময় সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

এলাহাবাদস্থ ১৭ মার্চ্চ দিবসের
পত্রে ব্যক্ত করে "ফতেপুরে কাণ্টিন-
স্থ বিস্তর বিদ্রোহি আসিয়া মিলিত
হইতেছে, কিন্তু তথায় এক্ষণে এত
অধিক ব্রিটিস সেনা আছে যে তা-
হারা অনায়াসেই শত্রুগণকে বিনষ্ট
করণে সক্ষম হইতে পারে, এস্থান
এবং বারাণসীর মধ্যস্থিত সারসা
নামক স্থানে অযোধ্যা নগরস্থ তা-
ড়িত বিদ্রোহিরা পলায়ন করত এক-
ত্রিত হইতেছে, এ বিষয়ে অনেক
ব্রিটিস সেনা তাহারদিগকে আক্রম-
ণ করণার্থ তথায় গমন করিয়াছে।
অবগত হওয়া গেল, বিদ্রোহির প্র-
ধান নানা সাহেব কাণপুর এবং
আগ্রার মধ্যবর্ত্তি কোনো স্থানে অ-
বস্থিতি করিতেছেন। আগ্রা হইতে
এস্থানে বহু লোকের সমাগম হইয়া-
ছে, ইহাতে বসতের স্থানাভাব হই-
য়া উঠিয়াছে, দিন দিন রেইলওয়ে
নির্ম্মাণ করণের বিশেষ যত্ন দেখা
যাইতেছে। এখানে কোনো প্রকার
গোলযোগ দৃষ্টিগোচর হয়না, বড়
কর্ত্তা মহাশয় প্রভৃতি সকল রাজ-
কর্ম্মচারিরা শারীরিক সুস্থাবস্থায়
থাকিয়া রাজকার্য্য সুচারুরূপে প-
র্য্যালোচনা করিতেছেন।

আলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে
লক্ষ্ণৌ নগর সংপূর্ণরূপে ব্রিটিস অ-
ধিকারভুক্ত হইয়াছে, জনরব এই যে,
উক্ত নগরে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক চারি
দিগ হইতে আক্রমণ না করায়, বি-
দ্রোহিরা সংপূর্ণরূপে বিনষ্ট না হই-
য়া নগর প্রবেশের কোনোদিগ দিয়া
প্রায় সকলগুলীন পলায়ন করিয়াছে,
অতএব তাহাদিগকে একেবারে শ-
মনসদনে প্রেরণ করিতে না পারিলে
কিছু মাত্র ভয়ের উপশম নাই, কারণ
ঐ সকল বিদ্রোহিরা তথা হইতে প-
লায়ন করত দেশের চারিদিগে ক্ষি-
প্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে, এবং
যে স্থানে যে প্রকার আহারীয় দ্রব্যা-
দি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বল পূর্ব্বক
কাড়িয়া লইয়া অনেক প্রজালোকের
সর্ব্বনাশ করিতেছে, এস্থানে রৌদ্রের
আতিশয্য হওয়ায় ওলাউঠা রোগের
প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কিয়দ্দিবস হইল, দুইজন ধনাঢ্য
যবন, মৌলবি ফাত্র আলী খাঁন এবং
কেকু মিয়ার এই উভয় ব্যক্তি ৩৪সং-
খ্যক দেশীয় বিদ্রোহিদিগকে সাহায্য
করণের অপরাধে ধৃত হওত বিচা-
রাধীনে অর্পিত হইয়াছিলেন, শুনি-
লাম বিচারে তাহারদিগের নির্দ্দো-
ষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় মুক্ত হইয়া-
ছেন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

এই ভীষণ বৎসরে এতন্মহা-
নগরী কলিকাতা মধ্যে ভয়ঙ্কর অন-
লোৎপাতের বিলক্ষণ লক্ষণ ঈক্ষণ
হইতেছে, সুতরাং ভীষ্ম গ্রীষ্ম যত
প্রবল হইয়া দেহিদিগের দেহ দাহ
করিতেছে, ততোধিক অগ্নি ভয়ে
দীনহীন ব্যক্তিব্রজের মানসাগুণ দ্বিগু-
ণ বিগুণ হইতেছে। অগ্নি সংলগ্ন এক
প্রকার দৈবদুর্ঘটন বলিয়া সাধারণ
সমাজে প্রকাশ আছে, এবং ঐ দু-
র্দ্দৈব সহযোগে মনুষ্যদিগের অধিক
পরিমাণে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে।
ইহা চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই
সবিশেষরূপে অবগত আছেন।—
অধুনা আমারদিগের নগরী মধ্যে
অগ্নিশঙ্কা যেরূপ লোকদিগের হৃদয়
ক্ষেত্রে বলবতী হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে
এতদ্রূপ আশঙ্কা কাহারো মনে অনু-
ভূত হয় নাই, ইহার কারণ এই, যে,
কালের কুটিল গতি অনুসারেই হ-
ক, অথবা অপর কোনো হেতুবশতঃ
হউক, এই অগ্নি এই ও শাখায়
এবং আর আর সর্ব্বত্রই দীনজ-
গকে অসীম দুঃখসাগরে প্রেরণ ক-
রিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে,
যদিও করালকাল বস্তু সকলকে
হণ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে,
থাচ অনল একবার প্রবল হই
পারিলেই তৎক্ষণাৎ অগনি সম
পদার্থকে ভস্মাবশেষ করিতে নিতা-
ন্ত ক্ষান্ত হয়না। ফলতঃ অগ্নিকাণ্ড
কি মহাভয়ঙ্কর ব্যাপার? কেননা ইহা
যে কেবল দিগদাহ করিয়া ক্ষান্ত হয়,
এমত নহে, বরং জীবদিগের চিত্তদাহের
চিতা স্বরূপ হইয়া চিরকাল দগ্ধ ক-
রিতে থাকে।—যাহাহউক, ইহাই
অতিশয় আক্ষেপের বিষয়-সন্দেহ
মাত্র নাই, এই বিপদ বিমোচন ক-
রিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হয়েন?
কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে, 'করুণানিধান
বিশ্বনিয়ন্তার অনুকম্পায় এই দৈবা-
নলে অল্প অসংখ্যক মানব দগ্ধীভূত
হইয়া শমন সদনে আতিথ্য স্বীকার
করেন। ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের
বিষয় আর কি আছে? অপিচ এই
দুঃসময়ে দুঃখি প্রজাপুঞ্জের যথাস-
র্ব্বস্ব হত হইয়া নিঃস্ব না হয়, এমত
কোনো মহদুপায় করা সর্ব্বতোভাবে
আবশ্যকীয়।—দেশহিতৈষি গুণরাশি
মহাশয়েরা এবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযো-
গ করিলে অগ্নিজ্বালা নিবারিত হই-
বার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অনেক
মহাশয় যে কেবল নাম মাত্র দেশ-
হিতৈষি, তাহা আমরা তাঁহারদিগের
বার্য্য দ্বারা বিলক্ষণরূপে জানিতে
পারিলাম। অর্থাৎ যাহাতে অনল-
ব্যাপার নির্ব্ব্যাপিত হয়, তাহাতে
তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত ক-
রেননা। যদিও আমারদিগের সুনী-

Plastic Covered
Document

পুরায়ণ গবর্ণমেণ্ট অগ্নিকাণ্ডের ও ক্ষতিকে মন্দীভূত করিবার উপায় করিয়াছেন, তথাপি সেই পায় দ্বারা বহ্নিব্যাপার যে শীঘ্র প্রশম হইবে, তাহার আশা করা যায় না। কেননা এক পল্লীতে অগ্নি সংলগ্ন হইলে অন্য দূরবর্ত্তি পল্লী হইতে দমকল আসিতে বিলম্ব হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে অনল যে পল্লীতে সূত্রপাত মাত্র করিয়াছিল, সেই পল্লী তৎকর্ত্তৃক বিধ্বস্থলী সদৃশী হইয়া দৃশ্যমানা হয়। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টকে এমত অনুরোধ করিতেছি, যে, প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী দমকল সংস্থাপন করিলে এ জ্বালা নিবারণের এক মাত্র উপায় হয়।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার এমত এক দৃঢ় সংস্কার ছিল, যে পদ্য রচনা করা অতি কঠিন কর্ম্ম, কেননা ভাবার্থ রক্ষা করিয়া চরণে চরণে মিলন করা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন কিন্তু তাহা সর্ব্বস্থানে সুসম্পন্ন করা দুরুহ, এপ্রযুক্ত আমি পদ্য রচনা বিষয়ে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া কখনো কখনো কেবল সামান্য গদ্য লিখিয়া মনের আক্ষেপ নিবারণ করিতাম, ভয় প্রযুক্ত পদ্যের নিকটেও গমন করিতামনা, কিন্তু অধুনা আপনকার বর্ত্তমান মাসের পঞ্চম দিবসীয় প্রভাকর পাঠে আমার সেই অলীক আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে, যেহেতু কেদারনাথ দত্ত নামক জনৈক মহাত্মা অনুকম্পা পূর্ব্বক পদ্য লিখিবার পথ একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুগামী হইয়া কবিতা রচনা করা অত্যন্ত সহজ বোধ হইতেছে, কারণ তিনি বলেন "চলি, ভুলি ,, "হয়, যায় ,, এরূপ মিলে কোনো দোষ নাই। অতএব পশ্চাল্লিখিত কতিপয়পঙ্ক্তি যথাসাধ্য রচনা করিয়া প্রেরণ করিলাম, তাহা সংশোধনের জন্য আপনাকে অনুরোধ করিনা, কেবল ত্বরায় আপনকার সর্ব্বব্যাপি প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়া বাধিত করিবেন এবং বোধ করি তাহা পাঠ করিয়া আমার অভিনব গুরু মহাশয় কেদারনাথ বাবু ও যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইবেন।

যথা।

পয়ার।

মেঠায়ের ঠোঙা লোয়ে যায় ব্রজলাল।
"ছোমেরে," জিলিপি তুলে, উড়ে গেল চিল্॥
জলধর, বলে ভাই, শুন হলধর।
ওবাড়ীর সুরনর, কেন সুধীর॥
পিপাসায় চাহিলাম, এক ঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে, আদখানা বেল॥
বাবুদের বলরাম, বড় বলবান।
দেবীদাস দুঃখ পেয়ে, দিন দিন দীন॥
বিদেশে যাইলে দেবী, নাহি হয় স্থির।
কেমন করিয়া তার, দুঃখ হবে দূর॥
রোপণ করিয়া তরু, না ফুটিতে ফুল।
আগেভাগে বোলে বসে, পেড়ে দেও ফল॥
ডেকে যদি বলি তারে, বুদ্ধি নাই তোর।
ঘর দ্বার ভেঙে ফেলে, করে চুর মার॥
গুরুজন দেখে সেটা, নাহি করে ভয়।
এ খেদ কহিব কারে, হায় হায় হায়॥

আর এক প্রকার ১৫ অক্ষরের কবিতা।

যথা।

দনুজদলনী দুর্গা, ধরি তব পদে গো।
দীন হীন জনে মাগো, কিছু দয়া কর গো॥
পরমায়ু যত যায়, তত করি ভয় গো।
শমন নিকট এলো, বলনা কি হবে গো॥

আমি আর এক প্রকার যতি ও মিলের কবিতা স্থির করিয়াছি ইহাতে কেদার বাবুর কিরূপ অভিমত হয় জানিতে অভিলাষ করি।

যথা।

সেখানে, যেতে হইলে, এখনি যাও।
উঠিছে, রৌদ্র, প্রখর, আর কেন রও॥
নিতান্ত, নহে, নিকট, তাদের সেই গাঁ।
তিন দণ্ড, আসিয়াছিল, হারাণের মা॥

ইহাতে চৌদ্দ অক্ষরের কোনো বৈলক্ষণ্য হয় নাই, অতএব ছন্দ অবশ্যই রক্ষা হইবে।

পু. চ, ব।
হিন্দুস্কুল।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর শ্রীযুত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতন্নগরের কোনো কোনো প্রধান ধনির নিকট আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিতেছেন, সংপ্রতি মহামতি মহিষাদলাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর অতি সুনিয়মে রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন, দেওয়ান এবং নায়েব দেওয়ান অতি ধার্ম্মিক, কর্ম্ম নিপুণ, বিজ্ঞ আর আর কর্ম্মচারি অনেকেই সচ্চরিত্র, এরূপ সুপ্রণালী পূর্ব্বক কর্ম্ম চলিলে ভবিষ্যতে অতিশয় মঙ্গল হইবেক। রাজা, রাজকর্ম্মচারি এবং প্রজা সকলেই সর্ব্বতোভাবে সুখি হইবেন।

কস্যচিৎ বিপ্রস্য।

Printed and published by Issurchunder Gooptoo at the *Probhakur Press.*

Plastic Covered Document

মান এই দেহে আমি আমি করিতেছি, তবে ইহার পরেই বা ভবিষ্যতে আর কতবার এবম্প্রকার "আমার আমার,, "আমি আমি,, করিতে হইবে?—আহা!—এই আমি কি এই ভাবেই আমি থাকিব?—আমার এই "আমিত্ব", আর কতকাল রাখিব? মোহ-জালে নিজবোধরূপ জ্যোতিঃ আর কতকাল ঢাকিব?—আর তোমাকে এই ভাবেই বা কতকাল ডাকিব?—হে তুমি! তুমিই কি আমাকে এই "আমিত্ব,, প্রদান করিয়াছ? অথবা আমি স্বয়ং "আমিত্ব, পাইয়া আমি হইয়াছি?—যদি তুমিই আমাকে আমার "আমিত্ব, প্রদান করিয়া থাক, তবে আমি কখনই আমি নহি, যেহেতু তোমার প্রদত্ত এতৎ "আমিত্ব-ধনে,, কিছুতেই আমার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারেনা, অপিচ যদিস্যাৎ আমিই আমার এই "আমিত্ব,, স্বয়ং সঞ্চয় করিয়া থাকি, তথাচ আমি স্বয়ং শব্দের অভিমানে আমিত্বলাভে আমার কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাইনা।—কারণ আমি আমার "আমিত্ব,, দানের কর্ত্তা হইতে পারিনা।—গৃহীতা হইলেও হইতে পারি।—তুমি দিয়াছ, আমি পাইয়াছি, কিন্তু হে প্রভো! —এ বিষয়ের কে দাতা? কে গৃহীতা? এই সংশয়চ্ছেদন কর।—তুমিই দাতা? তুমিই গৃহীতা? না, আমিই দাতা, আমিই গৃহীতা?—তুমি আদি? কি আমি আদি?—আগে আমি "তুমি,, বলিব? না, আগে আমি "আমি,, বলিব?—স্থিররূপে প্রণিধান করিলে যদিও তুমিই তুমি, আমিই আমি, এবং তুমিই আমি, আমিই তুমি, তথাচ তুমিই আদি, আমি কখনই আদি নহি।—তুমিই "আমি,, আমি কখনই "তুমি,, নহ!—তোমার "তুমিত্ব,, তোমাতেই আছে, তোমার দত্ত আমার "আমিত্ব,, আমাতেই রহিয়াছে। যদিও তোমায় আমায় চৈতন্যরূপে অভেদ পদার্থ, তথাচ তোমার সম্বন্ধেই আমি হইব, আমার সম্বন্ধে তুমি হইবেনা, যেমত চন্দ্রের জ্যোৎস্না তাবতেই কহে, জ্যোৎস্নার চন্দ্র কেহই কহেনা, অনলের দাহিকা তাবতেই কহে, দাহিকার অনল কেহই কহেনা, জলের শীতলতা সকলেই কহে, শীতলতার জল কেহই কহেনা, এবং যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সকলেই কহে, তরঙ্গের সমুদ্র কেহই কহেনা, সেইরূপ তোমারি "আমি,, সকলেই কহিবে, আমার 'তুমি,, কেহই কহিবেনা।

হে নাথ! যদিও আমি, তোমার, অর্থাৎ "তুমিরূপ,, বিশুদ্ধ বিম্বের "প্রতিবিম্ব,, কিন্তু তুমি আমাকে দেহেন্দ্রিয় সংসর্গের অধীন করিয়া এরূপ মলিন ও ক্ষীণ করিয়াছ, যে, আমি "অহং অভিমানে,, অন্ধ হইয়া আপনাকেই আপনি দেখিতে পাইনা, আপনাকেই আপনি জানিতে পারিনা, অতএব তোমাকে কি উপায়ে জানিতে পারিব? এবং কি উপায়ে দেখিতে পাইব? করুণাময়! তুমি করুণা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আত্মতত্ত্বজ্ঞান বিতরণ কর, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইয়া আপনাকে জানিতে পারিব।-আমায় আমি জানিতে পারিলে তোমায় জানিবার আর অপেক্ষা থাকিবেনা। কিন্তু তোমার পরিপূর্ণ প্রসন্নতা ভিন্ন কিছুই হইতে পারেনা। যে পর্য্যন্ত আমি, আমি অভিমান করিব এবং অহঙ্কারের অধীন থাকিব, সে পর্য্যন্ত কিছুই হইবেনা, কেবল ঘোরতর অজ্ঞানময়-অন্ধকারে আবৃত থাকিয়া অনবরতই হাহাকার করিব।

তুমি স্বরূপ-বিরূপ।-আমি সেই স্বরূপে-বিরূপে বিরূপ করত অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এতকাল পর্য্যন্ত ভজনা সাধনা উপাসনা বিষয়ে তোমার নিকট যে সকল অপরাধ করিয়াছি, হে অপরাধ-ভঞ্জন ক্ষমাকর!—অনুকম্পা পূর্ব্বক আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর।—যেরূপে তোমার দ্বারা ধনা করিতে হয়, আমি তাহার কিছুই করিনাই, একাগ্রচিত্তে তোমায় কখনই স্মরিনাই, —যথার্থরূপে তোমার ধ্যান ধারণা কখনই ধরিনাই। তোমার ভক্তিক্ষেত্রে কখনই চরিনাই,—বিষয়বাসনাবারিধি হইতে ক্ষণকালের জন্য কখনই তরিনাই। "অহং-ভ্রম" ভ্রমেও কখনই হরিনাই।—বৈরাগ্যের বস্ত্র কখনই পরিনাই।—যাহা করিতে হয়, তাহারতো কিছুই করা হয়নাই।—হে নাথ!—কিছুই করা হয়নাই।—হায় কি আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য! এই ভৌতিক-ভবরাজ্য-ঘটিত-কার্য্য-তাৎপর্য্য মিথ্যারূপে অবধার্য্য হইতেছে, তথাচ মন তাহা গ্রাহ্যই করেনা।—আহা মায়ার প্রভাব কি অনিবার্য্য!—হে নাথ মায়ার প্রভাব কি অনিবার্য্য!—হে কান্ত!—আশান্তসান্ত্বনিতান্তই ভ্রান্ত।-এই সান্ত্বক্ষণ-কাল শান্ত হয়না।-ধ্বান্তময়-পাপ-পথের পান্থ হইয়া ভ্রমণে আর শ্রান্ত হয়না,—ক্লান্ত হয়না,—ক্ষান্ত হয়না। নিবৃত্তির-নিকেতনে আর ক্ষণকাল রয়না।—"বিরতি,, বালাবধূর অঙ্গ সঙ্গ আর লয়না।—সত্যের ভার একবারো আর মস্তকে বয়না।—অবিনাশি নিত্যসুখ সঞ্চয় বিষয়ে আর কোনো কথাই কয়না; বারম্বার ত্রিতাপের যাতনা আর সয়না।—হে নাথ যাতনা আর সয়না।

সংগীত।

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল মধ্যমান

হে নাথ! আমি আমি,আমি,কেন,কই হে।
জেনেছি,জেনেছি,সখা,আমি,আমি,নই হে॥
আমি,কভু নই,আমি, এ আমির,তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে আমি,আমি হোয়ে রই হে।
আমি আমি,এই ভাষ,এ,যে,আমি,চিরাভাস,
ভ্রান্তিতে মিশালে ভাস,আমি তবে কই হে॥
মায়াজেলে পড়েছি কাঁদে,ছাঁদিয়াছে ঘোর-ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে?।
হোয়ে গেল, যা হবার, উপায় ছিলনা তার,
বারবার কেন আর, করি হই হই হে।
লেগেছে বিষম ফাঁস,নিজ-অস্ত্রে কাটে পাশ,
আশাবাস, কর নাশি, বলি পই পই হে।

এমন কে আর আছে, বলিব কাহার কাছে,
আপনি তুলিয়া গাছে,কেড়ে নিলে নই হে॥
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিনধার, জল তই তই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও, দেও কূল,
অকূল-পাথারে পোড়ে, পাবনাকো থই হে॥
সকলিতো গেল বোঝা,থাকিতে সুপথ-সোজা,
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে॥
এদিগে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
এখনিই দিন দিন, হোলো দিন-সই হে॥
মিটে গেল আশাবাই,থেকে আর কাজ নাই,
আপনার দেশে যাই, হোয়ে রিপুজই হে।
সমুদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,
মাটির নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটি বই হে॥
রাখিবনা "আমি নাম"ছেড়ে এই "পঞ্চগ্রাম,
আমার,যে,"নিজধাম,, তাই আমি লই হে।
"তুমি বিম্ব,, প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভা হর,
তোমার"তোমাতে,,নাথ,লয় আমি হই হে॥

পদ্য।

তুমি কেবা, আমি কেবা, না পাই সন্ধান।
তোমাছাড়া"আমি"হোয়ে"আমি"অভিমান
এই তুমি, এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি, আমি আমি, ভেদ নাহি রয়॥
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
অহং-কার, বোধ হোলে, অহঙ্কার যায়॥
বল বল,তত্ত্ব কথা, শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ॥
তুমি, আমি, এই যদি, হোলো নিরূপণ।
তুমি আমি, দুই ছাড়া, কারে বলি মন?।
কে-মন?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ?।
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ?॥
হায় হায়, কারে আমি, সুধাইব আর?।
বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার॥
তুমি, আমি, এক ঘরে, থাকি দুই জন।
কোথা হতে এ আবার,আসিয়াছে মন?॥
এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা।
শুপ্তভাবে থাক তুমি,নাহি দেও দেখা॥
তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল।
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল॥
না দেখি, না দেখি, নাথ, না দেখি তোমায়।
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায়॥
কোনোমতে নাহি হয়, বাধ্য সে আমার।
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর॥
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা যায় উড়ে?।
কার সাধ্য ধরে তারে, ত্রিভুবন চুঁড়ে।
কবে বা, এ মন হবে, মনের মতন?।
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ?॥
যতদিন এই মন, না হইবে বশ।
ততদিন পাইবনা, তত্ত্ব-সুধারস॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয়।
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয়॥
তখন একরূপভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে॥
কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার।
হর হর হর সব, মনের বিকার॥
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ।
রহিবেনা, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, দ্বেষ।
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাবে স্থান॥
ভ্রম-তম নাশ কর, তাপন হইয়া।
রেখনা আপন ভাব, গোপন করিয়া॥

গীত।

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল মধ্যমান

হে নাথ! মন, আমার, বশ কেন হয়না?।
এ মন, কেন এমন হোলো হে?।
মন, আমার, বশ কেন হয়না?॥
চঞ্চল চপল প্রায়, কোথা থাকে কোথা যায়,
ক্ষণমাত্র স্থির হোয়ে, ঘরে কভু রয়না।
আমিই সকলি হই, আমা ছাড়া বস্তু কই,
আমি আমি,"আমি,,বই,কোনো কথা কয়না॥
ভবভারে ভারি হোয়ে,মরিতেছে ভার বোয়ে,
একবার ভ্রমে কভু, তত্ত্ব-ভার বয়না।
স্বদেশে করিয়া দ্বেষ, ভ্রমিতেছে দেশ দেশ,
নিজ-হিত-উপদেশ, কখনই লয়না॥
মনের না পেয়ে দেখা,ঘরে পোড়ে কাঁদি একা,
বার বার,কারাগার, বন্ধ আর সয়না॥

হে ভক্তাধীন ভগবন্—শরণাগতবৎসল! আমি নিরতিশয়—আনন্দ লাভের সাধন—সামগ্রী কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই, সেই অমূল্য মহানিধি আমার নিকটেই রহিয়াছে, আমি দুর্ভাগ্য—বশতঃ তাহা দেখিতে পাইনা। হে নাথ! আমায় দেখাও দেখাও। আমি সেই ঘরের সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইয়া পরের নিকট অন্বেষণ করিতেছি, হে নাথ! কৃপা পূর্ব্বক ঘরের কপাট খুলিয়া দেও, আমি প্রবেশ করিয়া মহারত্ন গ্রহণ করি,—গ্রহণ করি।—হে সর্ব্বকালেশ্বর-মহাকাল! আমার সেই শৈশবকাল এখন গত হইয়াছে, যে কালে, কাল কাহাকে বলে, তাহাই জানিতামনা।—তোমাকেও জানিতামনা,—কিছুই মানিতামনা। মনের মধ্যে কোনো বিষয়ের চিন্তাই আনিতামনা।—বাসনার-রথ কখনই টানিতামনা।—অভিমানের বাণ কখনই হানিতামনা।—শঠতারূপ-শানে কখনই হিংসা-অস্ত্র শাণিতামনা।—হে নাথ! হিংসা-অস্ত্র শাণিতামনা।—তখন জলে ভয় করিনাই, অনলে ভয় করি নাই, সর্পে ভয় করি নাই, কিছুতেই ভয় করিনাই, যমকেও ভয় করিনাই, হে নাথ! তোমাকেও ভয় করিনাই।—সদা ধূলায় চরিতাম—কেবল খেলাই করিতাম,—পথের একটি ঢেলা ধরিতাম, তাহাই লইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে হেলা করিতাম।—ছাই ভস্ম উদরে ভরিতাম,—কটির কাপড় মাথায় পরিতাম,-কেবল ইচ্ছা-সুখেই কাল হরিতাম, হে নাথ কেবল ইচ্ছা-সুখেই কাল হরিতাম।—তখন কেবল মাত্র আহার চাইতাম,—যা পাইতাম, তাই খাইতাম,—যে স্নেহ করিত তাহারি কোলে যাইতাম,—কেবল স্নেহকারির গুণ-গাইতাম, হে নাথ! কেবল স্নেহকারির গুণ-গাইতাম।—চাঁদের উদয় দেখিয়া আহ্লাদে গলিতাম,—"আয় চাঁদ্, আয় চাঁদ্, চি, দিয়ে, যারে, এই কথা বলিতাম। মুখের সকল কথা ফুটিতনা,—মনের সকল ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিতনা। আমার মনে কি আছে?—কেহই তাহা বুঝিতনা,—আমি সেই মনের দুঃখে কেঁদে উঠিতাম,—ধূলায় লুটিতাম,—মাথা কুটিতাম, পথে ছুটিতাম।—আমার সেই সে কালের অজ্ঞাত-অভিমানে আপনিই ফাটিতাম।—দাঁতে করিয়া আপনার হাত আপনিই কাটিতাম।—হিতাহিত কিছুই বুঝিতামনা, হে নাথ! কিছুই বুঝিতামনা।

হে নাথ! এখন আমার সেই যৌবনকাল আর কি আছে? যে যৌবন মধ্যাহ্নকালের প্রভাকরের ন্যায় প্রভা-ধারণ করিয়াছিল,-যাহার অভিমানে আমি মরণকে স্মরণ করি-

Plastic Covered Document

নাই,-তোমার শরণ লই নাই,-আপনাকে আপনি অমর এবং এই ক্ষণ-বিধ্বংসি মল-মূত্র-মাংসময়-অনিত্য ভৌতিক-দেহকে নিত্য ভাবিয়া যথেচ্ছাচারে অশেষবিধ অপকৃষ্ট কর্ম্মে কেবল ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়াছি। না করিয়াছি, এমত কুকর্ম্মই নাই,-অসৎ সঙ্গে বসৎ করিয়া সাধু-সমাজের সমীপস্থ হই নাই, নিত্য-সুখের নিকেতনে এক দিনো রই নাই।—তোমার নাম কখনই লই নাই,—কোথা অধমতারণ-অনাথ-বন্ধো, এই মধুর "ধ্বনি,, একবারো কই নাই, হে নাথ! একবারো কই নাই।—আমার অজ্ঞান-মানস মদমত্ত মাতাল মাতঙ্গ-বৎ কেবল পরমার্থ পঙ্কজবন দলন করিয়াছে,—এই পদে কখনই সুপথে সুজন সমীপে গমন করিনাই। পদ, শুদ্ধ বিপদ এবং দুর্গতির পথেই গতি করিয়াছে।—এই কর কেবল অনর্থকর কুকার্য্যই করিয়াছে,—মহামঙ্গলকর, কোনো কর্ম্মই কর নাই। তোমার গুণ-সংগীত রচনা করে নাই, সে বিষয়ে লেখনী ধরে নাই।—এই নাসিকা সুগন্ধি-কুসুমের সুবাস লইয়া কেবল অশেষ-প্রকার অলীক আমোদেই আমোদ করিয়াছে, কিন্তু সেই আঘ্রাণ গ্রহণ-সময়ে মনকে এমন কথাটি একবারো বলে নাই—" রে মন! যে, পরম-প্রেমিক-পরমপূজ্য পরম-পুরুষ এই প্রফুল্ল-পুষ্পটিকে সুবাসে বাসিত করিয়া তোমাকে এতদ্রূপ আমোদ প্রদান করিতেছেন, এই আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই পরম-পুরুষের পরমপবিত্র-প্রেম-পুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নে-রে—একবার নে-রে,।—এই নেত্র-ক্ষেত্র নিরন্তর কেবল কুদৃষ্টি-রূপ কুশস্য প্রসব করিয়াছে, তাহাতে কোনো সুফল ফলে নাই। জ্ঞান-গর্ভগ্রন্থে কখনই কটাক্ষ করে নাই, তোমার পরম প্রসঙ্গে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে নাই, এই নেত্র যখন কোনো বিচিত্র বিনোদ-ব্যাপার বিলোকনে প্রফুল্লিত হইয়াছে, তখন মনকে এমত উপদেশ কদাচই করে নাই, "ওরে মন! এই অনিত্য ভূতের ব্যাপারে জড়িভূত হইয়া কেন অভিভূত হোস্? সেই নিত্য অতি অদ্ভুত ভূতাতীত ভূতের কর্ত্তা ভূতনাথকে একবার দেখ্-রে, একবার দেখ্-রে,, আমার এই শ্রবণ সতত শুদ্ধ অসাধু-শব্দই শ্রবণ করিয়াছে, তাহাতেই উৎসুক হইয়াছে। সুধাময়-সাধু-শব্দ বিষ-বোধ করিয়াছে,—যখন কোনো সাধু-ভক্ত অনুরক্ত-পুরুষ বাহ্যজ্ঞানবিহীন হইয়া প্রেমাশ্রু-পাত করিতে করিতে তোমার গুণ-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন তচ্ছ্রবণে পুলকিত হইয়া এমত বলে নাই।—"মন্ রে, মন্ রে, শোন্ রে-শোন্ রে, এই সাধু কি মধুর গীত গাহিতেছেন?—ও মন! এই সাধক সাধুর সঙ্গি হইয়া ব্রহ্মকথা বল্ রে, বল্ রে। ও মন! ব্রহ্মরসে গল্ রে, গল্ রে, গল্ রে,,'—এই রসনা তোমার গুণ কখনই গান করে নাই, তোমার নামামৃত কখনই পান করে নাই। রসনা কখনই পীযূষ-বচন ঘোষণা করে নাই,-যখন কোনো সুমিষ্ট-মধুর-রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়াছে, তখন মনকে অনুরোধ করে নাই, "ও চিত্ত! এই লৌকিক সামান্য রস রাখ্ রে, রাখ্-রে, রাখ্-রে! যিনি এই রসদাতা-রসাতীত সর্ব্বরসের রসিক রসময়, তাঁর প্রেমরস চাক্ রে, চাক্ রে, চাক্ রে। তাঁর ভক্তিরস মাখ্ রে, মাখ্ রে, মাখ্ রে। ও মন! তাঁরে ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে। ওরে কি খাস্ রে।—ইথে কি তোর ক্ষুধা যাবে? রাম নামামৃত পান কর্ রে। ওরে এমন সুধা হবেনা হবেনা,—একবার পান করিলে আর ভব-ক্ষুধা রবেনা রবেনা,।—হে নাথ! যৌবন সময়ে মন আমার বশ হয় নাই, মন আপন-বশে ইন্দ্রিয় চালিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়-বশে আপনি চলিয়াছে।

হে ত্রাণনাথ! অধুনা আমি বার্দ্ধক্যকূপে পতিত হইয়াছি, চরমকাল উপস্থিত। আমার সেই দেহ, এই দেহ,—কিন্তু, হে অশরীর!—জরা অরির হস্তে পড়িয়া প্রহারে শরীর শীর্ণ জীর্ণ চূর্ণ হইতেছে।—আমার সেই পদ এই পদ কিন্তু, হে নাথ! এখন এই পদে দুই পদ গমন করিতে হইলেই বিষমতর বিপদ ঘটিয়া উঠে।—আমার সেই কর, এই কর, কিন্তু, হে সর্ব্বকরকর! এই কর এখন আর কার্য্যকর নহে। অধুনা এই করে, এই করে,—কার্য্য সাধনে অশক্ত হইয়া কেবল কপালেই আঘাত করে।—আমার সেই নাসা, এই নাসা। কিন্তু, হে ঘ্রাণহীন-ঘ্রাণদাতা! এই নাসা এখন আর আঘ্রাণের বাসা নহে। কেবল আপনার গাত্র গলিত দুর্গন্ধের আমোদেই মত্ত হইয়া রহিয়াছে।—আমার সেই নয়ন, এই নয়ন। কিন্তু, হে নয়ন-নয়ন, সর্ব্বনয়ন! এই নয়ন আর দৃষ্টি-বৃষ্টির সৃষ্টি করিতে পারেনা। লোচনের জ্যোতিঃ গিয়াছে, তথাচ বার্দ্ধক্যধর্ম্মে আর একখানি চমৎকার নূতন জ্যোতিঃ হইয়াছে। বস্তু কিছুইতো দেখিতে পায়না। কাহারো গুণ কিছুইতো দেখিতে পায়না। কিন্তু দৃষ্টিহীন হইয়াও লোকের দোষ-দর্শনে বিলক্ষণ পটু হইতেছে।—আমার সেই শ্রবণ, এই শ্রবণ, হে শ্রুতির শ্রুতি! এখন এই শ্রুতি তোমার গুণ-সংকীর্ত্তন শুনিতে পায়না, বজ্রনাদ শুনিতে পায়না। কিন্তু পরনিন্দা ও পরকুৎসা শুনিবার জন্য বিলক্ষণরূপেই ব্যাকুল ও তৎপর হইতেছে। আমার সেই মুখ, এই মুখ, কিন্তু, হে সর্ব্বমুখ! মুখের সে শোভা নাই, শ্রী নাই, দন্ত নাই, মুখে কথা স্বরো না। আশ্চর্য্য এই, যে, মুখ বাক্য ব্যয়নে বিমুখ হইয়াও দিন দিন কেবল দারুণতর দুর্ম্মুখ হইতেছে। কর্ণ আর শব্দ শুনিতে পায়না। বৃদ্ধ হওয়াতে কেহই আর আদর পুরুক

আমার কথা শুনিতে চাহেনা, এই দুঃখে আমার "মুখের বাক্য" কোথায় প্রবেশ করিবে, এই জন্য নিরন্তর কেবল ছিদ্রই অন্বেষণ করিতেছে।—হে নাথ! আমার স্বরূপ অবস্থা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, এ অবস্থায় যাহা করিতে হয় তাহাই কর। আমার মরণের দিন যদি নিকট হইয়া না আসিত, তবে কদাচই তোমার নিকট এতদ্রূপ কাতরতা প্রকাশ করিতামনা, কি চমৎকার! এখনো আমার চৈতন্য হইলনা,—যতই মৃত্যুর সমীপবর্ত্তি হইতেছি, ততই আমাকে অধিক মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে,-দেহের প্রতি এবং প্রাণের প্রতি ততই অধিক মায়া জন্মিতেছে। হে মায়াতীত মহাদেব! এই সময়ে আমার প্রতি মায়া করিয়া এই মায়ার গ্রন্থি ছেদন কর। এখন যেন আর অজ্ঞান না হই।—মরিলে পর কি হইব? একেবারেই কি শেষ হইব? না, আবার আর একটা নূতন দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মভোগ ভোগ করিব? হে নাথ কি করিব?।

সংগীত।

রাগিণী পরজ। তাল কাওয়ালি।

মোলে কি হে, সকলি ফুরায়?।
বল বল, নাথ।
মোলে কি হে, সকলি ফুরায়?।
এই জীব আর নাহি, আসে পুনরায়।

ধুয়া।

এই দেহ একপ্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে, সব ঘচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই, সেই সেই, শুনি পরস্পায়॥
এই সব, এই শব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে' কে বেঁচে থাকে, বোঝা বড় দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচ পাঁচ পায়॥
অনিমাশি চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ নাশে কেন লোক, করে হায় হায়?।
কে,মরে,কে পায় মুক্তি,বুঝিতে না পারি যুক্তি,
নানা জনে নানা উক্তি, শুনে হাসি পায়॥
এইবলে,হোলোহোলো,এইবলেমোলোমোলো,
কেবা হোলো,কেবা মোলো,সুধাইব কায়?।

যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সন্ত্রাষণ, কালায় কালায়।
কেহ কয়, এই হয়, কেহ কয়, নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন, কাণায় কাণায়॥
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে, হাসিয়া উড়ায়।
ডাকুছাড়ে চোটে চোটে,মুখে যেন খই ফোটে,
কার সাধ্য এঁটে ওঠে, কথার ছটায়॥
কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদি হোয়ে তুলে বাদ,
যুক্তিহীন তর্কবাদ, কতই ঘটায়।
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি বল,
মোলে পর জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়॥
আছে তোলা,গাছেঝোলা,বাতাসে খেতেছে দোলা, গগণে ঘুরিয়া সব, এখন খেলায়।
ভবিষ্যতে একদিন, হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায়॥
পুণ্যবান লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপ রবে চিরকাল, নরক বাসায়॥
জন্ম এই হোলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এ কথাটি স্থির কোরে, কে এসে শুনায়?।
কবে কোন্ নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন, পুরাতন কায়?॥
পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের, সংশয় কাটায়?।
স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছু মাত্র প্রয়োজন, নাহি জিজ্ঞাসায়॥
জন্ম আর স্থিতি, নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বারবার সাক্ষ্য দিয়ে, প্রমাণ দেখায়।
ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ,
সমবেত হোয়ে ভূত, শরীর গড়ায়॥
জড়দেহ ভূতময়, ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত, ভূতের খেলায়।
যদি বলি দেহ "জড়,, "চার্ব্বাকেতে মারে চড়,,
তখনি চেতন বোলে, লাঠি নিয়ে ধায়॥
ভক্তি-রথ টানেনাকো, পরকাল মানেনাকো,
তব-তত্ত্ব জানেনাকো, আসিয়া ধরায়।
তবতত্ত্বি যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায়, তৃণের শাখায়॥
তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে,
নাস্তিক বলিয়া বসে, গায়ের জ্বালায়।
আয়ার শরীর ধরা, বস্ত্রছেড়ে বস্ত্র পরা,
জোঁক সব, তৃণে তৃণে, যেমন বেড়ায়॥
প্রবৃত্তির বশ হোয়ে,প্রাক্তনের ক্রিয়া লোয়ে,
দেহ ঘরে ঢোকে জীব, তোমার ইচ্ছায়॥
দেহ ঘটে আয়া রন্, কিন্তু তিনি দেহ নন্,
সচেতন অচেতন, মায়ার মায়ায়॥
স্থিতি নাশ, নাশ স্থিতি,সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তবে, মোলেই ফুরায়।
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ, সম্ভোগ বাড়ায়॥
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে,কর্ম্মেতেই কর্ম্ম বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের মলা, ধুলা মাখে গায়।

ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে,
কুপথ্যে রোগের নাশ, হয়েছে কোথায়?॥
বিনা আলোকের ভান, কিসে হবে তম নাশ,
অন্ধকার অন্ধকার, কেমনে ঘুচায়?।
কাটিতে দড়ির ফাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
সূতা দিয়ে সেই "গেরো,, কেবল জড়ায়॥
মিছে করি পরিক্রম, কিছুই হোলোনা ক্রম,
ঘোচেনা মনের ভ্রম, অজ্ঞান-দশায়?॥
মিথ্যায় সত্যের ভান, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্ব-নিরূপণ হয়, জ্ঞান-অবস্থায়।
"আমি,,যদি"তুমি,,হই,আমার বিনাশ কই,
এ কথাটি কারে কই, কে বলে আমায়?॥
ছিল শিব,হোলো জীব,আছি জীব,হব শিব,
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায়।
পাশভুক্ত হোলে জীব,পাশমুক্ত হোলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব, কোথা সদুপায়॥
যখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্মঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব, সন্দেহ কি তায়।
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয়, শিবত্ব না পায়॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে, শিব হোয়ে যায়।
ফলত তোমার তাত, কিছুমাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ, করে সমুদায়॥
কর্ম্ম যার, যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার, ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা-সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি, আকাশের প্রায়॥
নিজকর্ম্ম উপসর্গ, তাতেই নরক স্বর্গ,
পুণ্য পাপে সুখ দুখ, ভোগায় ভোগায়।
তব তত্ত্বহত যত, প্রবৃত্তির পথে-রত,
দুঃখ সুখে অবিরত, দোষ গুণ গায়॥
মরি মরি,আহা আহা, তোমার বিচার যাহা,
কেহই জানেনা তাহা, হায় হায় হায়।
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানি,
কেবল অধর্ম্ম করে, মানব সভায়॥
রিপু-পিশাচের মতে, পাপাচার নানামতে,
তোমার পবিত্রপথে, ভ্রমে নাহি ধায়।
এমন, যে, মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ্ বুজে, তোমা পানে চায়॥
মনে মুখে এই কয়, হর মম পাপ-চয়,
দীনদয়াময় তুমি, রয়েছ কোথায়?।
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকেনা আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার, তোমার কৃপায়॥
কিন্তু ওহে কৃপাময়, এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি, কেবা দেয় তায়?।
ভিতরের ভাব তার, সাধ্যাকার, বুঝিবার,
তবেই বুঝিতে পারি, বুঝালে আমায়॥
এ বোঝাতো সোজা নয়,বক্তা ছোয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে, কে বুঝিবে, তব অভিপ্রায়।
বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুজি,
এই বুঝি, সোজাসুজি, স্থান দেহ পায়॥
তুমি প্রভু, আমি দাস, পদ মাত্র অভিলাষ,
ফিরিনেকো আর কোনো, পদের আশায়।

এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও, কি কাজ দেখায়॥
এখন রয়েছি একা, পাবই পাবই দেখা,
চাতকেরে জলধর, কদিন ভাঁড়ায়?।
পূর্ণিমার নিশি হোলে,আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা, প্রভাতে কি পায়?॥
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে, বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে সবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা, বৃথায় বৃথায়॥
শুন ওহে মর্ম-মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল, দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো হয় বেলা,এখন কোরোনা হেলা,
যায় যায় যায় বেলা, খেলা হোলো সায়॥
পার যেন হই অল্পে,আর যেন কোনো কল্পে,
মায়ার মাতালে-গল্পে, নাহি পাড়ি সায়।
পূজা,হোম,জপ,মন্ত্র, নাহি জানি, বেদ,তন্ত্র,
স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পুঁতি, প্রকৃতি পড়ায়॥
কখনো পোড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি
শ্রুতির অধীন স্মৃতি, স্মৃতি কেবা চায়?।
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
"জয় জগদীশ জয়,, মধুর ভাষায়॥
এই ধ্বনি-প্রতিক্ষণ, ধ্বনি ধ্বনে ধ্বনি মন,
আপনি আপন ভাবে, হাসায় কাঁদায়।
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শন দ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময়, নিয়ত দেখায়॥
কাজ-নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন, তব মহিমায়।
ধরা,জল,বহ্নি, বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা,প্রাত,
সকলেই প্রতিভাত, তোমার প্রভায়॥
যত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়,
সকলিই শোভনীয়, তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভাকর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি ছবি, কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর, রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেকে কয়, নিত্য নয়, নিত্য নয়,
সমুচয় ভূতময়, ভূতের মেলায়॥
ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত, কর হে আমায়।
তোমায় চিনেছে যেই,তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর, তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়, কোনো কথা নাহি কয়,
সে কি, আর ভবঘোরে, ঘুরিয়া বেড়ায়?।
কিছু আর নাহি চায়,কোনোখানে নাহি যায়,
বোসে থাকে, তবতত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে, মগ্ন হোয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা, শান্তিসুধা খায়।
সদানন্দ ভাব ধরে, নিত্যসুখে কাল হরে,
কর্ণপাত নাহি করে, কাহারো কথায়॥
নিজভাবে নিজে গলে,নিজবোধ-পথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার, বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব সব ঠাঁই,
সতত সমান সুখ, যথায় তথায়॥

বিকারবিহীন-মনে, তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে, ফিরে নাহি চায়।
মুচি নাই, শুচি নাই,তুল্য দেখে স্বোণা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, পড়িয়া ধূলায়॥
সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অধিকার,
রাজা হোয়ে বোসো গিয়ে, মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ কর, ধীরাজের ধর্ম্ম ধর,
যত সব, দুষ্ট চোর, ভয়েতে পলায়॥
অভেদে হইয়া এক, কর আত্ম-অভিষেক,
উপসর্গ আদি ভেক, আসিতে না পায়।
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা,
প্রবোধ প্রহরি হোয়ে, বোসে প্রহরায়॥

ত্রিপদী।

তুমি ধাতা,তুমি পাতা, ফলদাতা,তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্ব-মূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত,
চলাচল অখিল-সংসার॥
তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।
আহা, কিবা, মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥
জলে, স্থলে, শূন্য পরে,পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস-অন্তর।
অহঙ্কার সুরাপানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখি যত নর॥
বাসনার হোয়ে বশ, খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত দুখ।
আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
কেহ নাহি পায় সত্য-সুখ॥
যত ভোগ বাড়ে যার,তত রোগ বাড়ে তার,
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।
কিবা দীন, কিবা ভূপ, সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময়॥
যার যত বাড়ে পদ, তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত, লক্ষ, কোটীশ্বর, সম্রাট ভূপতিবর,
তার পর ব্রহ্মপদ চায়॥
কতই কল্পনা জানে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ, মর্ত্য আদি স্থল, সব দ্বেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী॥
কখনো, এ, ভাব ধরে, তোমার "তুমিত্ব,,হরে,
একেবারে মানেনা তোমায়।
যে বলে"ঈশ্বরো নাস্তি,,কেবা তার দেয় শাস্তি
তুমি কিছু বলনাতো তায়॥
এখন, না, বল বল, পরে দিবে প্রতিফল,
এ, কথাটি, বুঝাইব কারে?।
এই দেহ অন্তে তার, দণ্ড হবে কি প্রকার,
তথ্য তার কে কহিতে পারে?॥
দুরাচার বলী যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ॥

এমন্ নিদয় নয়, তাদেরি উন্নত কর,
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুখে তাই কই, দণ্ডদাতা বিভু কই,
নাই নাই নাই, "তুমি,, নাই॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার,
তোমার কৃপার উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের "ভরা,,
ডোবেই ডোবেই, ডোবে, শেষে॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
মুখফুটে কিছু কবনাকো।
"ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাকো॥,,
আত্মনাদ শুনে তার, না করিয়া সুবিচার,
তুমি আর কিরূপেতে বাঁচো?।
সোয়ে সোয়ে বারে বারে দণ্ড দেও একেবারে,
আছ আছ, আছ, তুমি, আছো॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষি-জনে দণ্ড কর,
হর হর, হর পাপভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার॥
" কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ, এ সংসার,
নিজে হয়, নিজে পায় নাশ।"
এ কথা-তো, শুনিবনা,"যুক্তি,,বোলে গুণিবনা
এখনি করিব উপহাস॥
"স্বভাবে,,যদ্যপি হয়, সে "স্বভাব,, অন্য নয়,
সে "স্বভাব,, তুমিইতো হও।
স্ব-ভাবে স্বভাব লোয়ে, ধাতা, পাতা,ত্রাতা,
হোয়ে, "কারণ-রূপেতে,, সদা রও॥
আমারে,এ সব লোক, আস্তিক,নাস্তিক, কোক,
যে প্রকার ইচ্ছা যার হয়।
অস্তি, নাস্তি, নাহি জানি কেবল তোমায় মানি,
তোমাতেই মন যেন রয়॥
প্রাণাধিক, প্রিয়তম! হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা বিতরণ।
গুরু বোলে কারে ধরি,কার কাছে শিক্ষা করি
মানবের ধর্ম্ম-আচরণ?॥
অনেকেরি কাছে যাই,গুরু না দেখিতে পাই,
মিছেমিছি, তর্কবাদ করা।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু একি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমান ভরা॥
বিদ্যার, যে, সার মর্ম্ম,নাহি দেখি তার মর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই শর্ম্মের সঞ্চার।
আমি "স্বামি"বড়, কত, চলিবে আমার মত,
বিদ্বানের এই অহঙ্কার॥
পথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেখ দেখ, দেখ, পিতে, ধর্ম্ম, মত, চালাইতে,
দলাদলি করে "তোমা" নিয়া॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত ছলে ছলিতেছে কত।
এইরূপ দ্বেষাদ্বেষি, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগর্ব্বে সবে অনুরত॥
একের সন্তান হোয়ে,একের "দোহাই" লোয়ে,
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।

তবতত্ত্ব ছোবেনাকো,ভিতরেতে ডোবেনাকো,
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায়॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি, এতে, ওতে, তোতে।
প্রকৃতিরে,হাসাতেছে,পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে॥
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা, এইতো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম-আচরণে।
দেখে শুনে সাধু যত, বিরলে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছ মনে মনে॥
সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তায়।
অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান,
ততক্ষণ তোমায় কি পায়?॥
শিখে; "বিদ্যা অর্থকরী", গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালিব সংসার।
কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সেতো নয়, সহজ ব্যাপার?॥
জানে উপার্জ্জন ধারা, বিষয়ি-পুরুষ যারা,
"অর্থকরী" বিদ্যা শিখিয়াছে।
বড় বোলে নিজে জানে,নিজে থাকে নিজমানে
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে॥
সভ্য-অভিমানি যারা, মরি কিবে সভ্য তারা,
সভ্যতার কি কব ব্যাভার?।
কার্য্য কোরে দেখিয়াছি,পরীক্ষায় জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার॥
কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয়॥
যাঁরা কিছু সভ্য হন, অনায়েসে এই কন,
উহু উহু, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
আড়ালে যা কর ভাই,তাহে কোনো পাপ নাই,
প্রকাশ হোলেই বড় পাপ্॥
কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।
পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ॥
দেখিতেছি এই "ধরা", ছলনা চাতুরি ভরা,
ন্যায়পথে ধন নাহি আসে।
ন্যায়েতে, যে, ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে॥
বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ?।
যাই আমি যার বাসে,দুখি বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কস॥
কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে সদা রয়।
নম্র হোয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয়॥
কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু না হন সদয়।
যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয়॥

ব্যবসা বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত, সহজ সে নয়।
ভেবে করিলাম স্থির, কোনোমতে সংসারির,
কিছুতেই সুখ নাহি হয়॥
পাইতে রাজার প্রীতি,যদি শিখি রাজনীতি,
রাজরীতি অতি সুকঠিন।
রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে,
আমি নিজে দীনহীন ক্ষীণ॥
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।
রাজাদের রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন॥
ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণাগেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্টি, তুষ্টি, পারিনে বুঝিতে।
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে॥
লোচন, যাঁহার কাণ,চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।
ইতে যত হোতে পারে, সে কথা কহিব কারে,
মন্ত্রির চরণে নমস্কার॥
বচনেতে কার্য্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার।
"মান,, আর "অপমান,, দ্বারি দুই বলবান,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার॥
এই কথা কহে "মান,,থাকে মান, পাবে মান,
এসো এসো, খোলা আছে পুর।
"অপমান,, ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসোনারে দূর দূর দূর॥
মানবের অভিমান, কত তার, পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।
কিসেই, বা, বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি ভয়॥
ধনি আর রাজাগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।
মানময়-সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন,
"বিশেষণ,, খুঁজে নাহি পাই॥
যখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজই,,
'তুমি' বোলে 'তুই' বোলে ডাকি।
যা বলি, তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি॥
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই,, সাধ্য কার কয়?।
"মহামান্য গুণমণি,, শিরোমণি, নৃপমণি,,
মহারাজ "বাবু,, মহাশয়॥
যত কর সম্বোধন, তবু নাহি উঠে মন,
কি বলিব, ভেবেমরি দুখে।
তোমারে-হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়,,
বাধো বাধো যেন হয় মুখে॥
যেখানে দ্বিপদ যত, প্রায় সব এই মত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।
স্বজাতির দেখে গতি, হোয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা॥
বান্ধব, কুটুম্ব-গণ, আর আর নিজ জন,
সুখে রব সকলের সহ।

নাহি সুখ একটুক, দিন দিন ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতি-প্রথা-ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস॥
সমাজেতে যদি রই, সত্য-সভা ছাড়া হই,
তোমা ছাড়া হোতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয়?॥
যদ্যপি তোমায় স্মরি, সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারি নিজে যারা, অনাচারি বলে তারা,
হরি হরি ভেবে জ্ঞান হত॥
স্বভাবে বিকারে, মরে, হরি-বলে ভাস ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ অসৎ।
আপনি অসৎ হয়, সতেরে অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে, জগৎ॥
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু-যত, তপস্যায় হোয়ে রত,
সাধ কোরে গিয়েছেন বনে॥
রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান, পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর-সঙ্গি হোয়ে, কেবল সাধনা লোয়ে,
নিত্য-সুখে রয়েছেন তথা॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ,কপালে হোলোনা ভোগ
মিছে কেন নরদেহ ধরি?।
যথা যোগি যোগাসনে,গিয়ে আমি সেই বনে,
পশু কিম্বা পাখি হোয়ে চরি॥
ওহে পশু, পক্ষিগণ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহেনা প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কররে আমার উপকার॥
সাধু-রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু, সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোনো জ্বালা॥
কুল,মান, জাতি ধর্ম্ম, নাহি জান কোনো কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো,
তাই খাও যখন যা জোটে॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু, চেলা,
নাহি জান শস্ত্র পূজা স্তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারি অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ-রব॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
এক ভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন॥
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেকনিকো রাজনীতি দায়।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয়॥

নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া নাহি পর জামাজোড়া,
নাহি পর বস্ত্র, অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও "যে আজ্ঞার ,, ভার॥
কিছুই বালাই নাই, সম সুখে আছ ভাই,
নাহি চাও বালিস, মাজুর।
স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আর রাজা সাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর॥,,
কেহ নও হাড়ি, মুচি, সবাই সমান শুচি,
কখনই না হও মলিন্।
ধূলা, কাদা, কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গাত্র ঘিন্ ঘিন্॥
নাহি-দান, প্রতিগ্রহ, ভোগ-কর শুভগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে।
স্থিতি,নাশ,কি প্রকারে,কি হতেছে এ সংসারে
একবার দেখনাকো চেয়ে॥
নাহি চাও রাজ্য দেশ, মনে নাই দ্বেষাদ্বেষ,
পরধন করনা হরণ।
ভাণ্ডার উদর-মাত্র, পূর্ণ কর সেই পাত্র,
নাহি জান সঞ্চয় কেমন?।
পর কুচ্ছা নাহি কর, পরিবাদ নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয়-হৃদয়॥
সদাই মনেতে খুসি, নাহি ছোঁও কোশা কুশি,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোনো দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ্ মোলে কাচা নাহি পর॥
রবি আর ক্ষিতি গোল,শাস্ত্রেশাস্ত্রে কত গোল,
সে গোলের গোলে নাহি থাকো।
কিছুর সংশয় নাই, সীমাংসার হেতু তাই,
গুরু বোলে কারে নাহি ডাকো॥
এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু যোগি সহ, বিভু-ধ্যানে অহরহ,
বিরল-বিপিনে কর বাস॥
লোকালয়ে এসোনাই, ভাল করিয়াছ ভাই,
এলেপরে প্রমাদ ঘটিতো।
মানুষের ব্যবহারে, অভিমান অহঙ্কারে,
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিতো॥
কিন্তু ভাই স্তুতি করি, সরল স্বভাব ধরি,
সরলতা দেখাও দেখাও।
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহা,
মানবেরে শেখাও শেখাও॥
তোমাদের আচরণ, সদালাপ সুবচন,
জানেনা অজ্ঞান নর যত।
হোয়ে ঘোর অভিমানি,তাই বলে নীচপ্রাণি,
হাসিব কাঁদিব আর কত?॥
দম্ভ যার নাহি রয়, মহাপ্রাণি তারে কয়,
অভিমানি মহাপ্রাণি নহে?।
মত্ত হোয়ে অহঙ্কারে, এই নর কিপ্রকারে,
আপনারে মহাপ্রাণি কহে?॥
তোমাদের ভগবান, করেছেন "যাহা" দান,
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ।

ভাব সেই পরপ্রভু, শিখনা শিখনা কভু,
মানবের অভিমান-রোগ॥
দেখিয়া স্বভাব ভাব, করিতেছি অনুভাব,
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে।
ওহে ভাই বনচর, যদিও না হও নর,
মহৎ তোমরা বটে বটে॥
ঈশ্বরের "আজ্ঞা" যাহা,তোমরা পালিছ তাহা,
কখনই করনা লঙ্ঘন।
যথাচারি নর যত, হিতাহিত জ্ঞান হত,
নাহি করে নিয়ম পালন॥
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোনো দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নর দেহ, নেরে, নেরে. তোর দেহ, দেরে দেরে.
নেরে, নেরে, ঘর, দ্বার, ছাপা।
বিনয় বচন ধর, দায় হোতে মুক্ত কর,
ক্ষীণ দেখে হোস্‌নে রে খাপা॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমিতো মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর?।
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার?॥
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার॥
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে মহাপ্রাণি,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে?।
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারে, লোভে নায় ছারেখারে
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে॥
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়,
হয় তায় অভাব মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,
বস্তুতত্ত্ব করে নিরূপণ॥
ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য, আর,
আয়ুর্ব্বেদ, নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি শত শত, বিষয়ের বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ॥
জ্ঞানেতে তোমায় জানে,ভক্তি করি তাই মানে
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বার বার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা॥
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া।
পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া॥
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে, জলে ভরি চলে,
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ।
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখি লোক শত শত,
দূর নহে, ছমাসের পথ॥

বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে আহা,
তারে তার আগে সমাচার।
ঘটিকাদি ছাপাকল, সকলি বুদ্ধির কল,
বিশেষ কহিব কত আর!॥
এত গুণে গুণি নর, হোয়ে এত কার্য্যকর,
এত সব করি প্রকরণ।
দ্বেষ, দম্ভ, কার্য্য-দোষে নাহি থাকে পরিতোষে,
না পায় সুখের আস্বাদন॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু,
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসার সাগর পার, কেহ নাহি হয় আর,
অকূলে পুড়িয়া যায় প্রাণ॥
হায় হায়, হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার সঞ্চার কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবন যাপন॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ হই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যবহার॥

হে পরমপূজ্য পরমাত্মন্! অদ্য তোমার কৃপায় এই প্রভাকর পত্রের বয়ঃক্রম ২৮ অষ্টবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমরা তোমাকে স্মরণ করিয়া বাঙ্গালা ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ শুক্রবার দিবসে ইহার জন্ম প্রদান করি, তৎকালে সপ্তাহে শুদ্ধ একবার করিয়া প্রকাশ হইত। ১২৪৩ অব্দের ২৭ শ্রাবণ বুধবার অবধি ১২৪৬ হায়নের ৩০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ হইয়া তৎপর দিবসেই অর্থাৎ ঐ সম্বতের ১ আষাঢ় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যথা-নিয়মে ক্রমশই দৈনিকরূপে প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। এই সময়ে একবার কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণিপাত পূর্ব্বক তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করি; যেহেতু কেবল তোমারি প্রসাদে এই প্রভাকর প্রভাকরের উদয়ানুসারে উদয় হইয়া ক্রমেই প্রচুর প্রভা প্রাপ্ত হইতেছে; কেবল তোমারি অনুকম্পায় অদ্যাপি সজীব থাকিয়া সজ্জন-সমাজে সম্যক্‌রূপেই সমাদৃত হইতেছে। ইহার যে কিছু উন্নতি ও কল্যাণ এবং এতদ্দ্বারা আমারদিগের যে কিছু সুখ ও সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, তজ্জন্য শুদ্ধ

তোমারি গুণের-ঋণে বদ্ধ থাকিতে হইবে, কারণ তোমার করুণা-কটাক্ষ ব্যতীত কোনোমতেই শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও সুখ-সম্পাদন হইতে পারেনা।

হে বিশ্বনাথ!—অদ্য ১ বৈশাখ তোমার বিশ্বরাজ্যের পুণ্যাহ, তুমি ভবকর, সর্ব্বকর, স্বয়ং অকর হইয়াও আমাকে কর দিয়াছ, অতএব তোমার করে কর প্রদান করা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইতেছে,কিন্তু হে দয়ানিকরগুণাকর! আমি নিষ্করের করে কি কর দান করিব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, আমার সম্ভাবনাই বা কি! তোমায় আর কি উপহার দিব? তুমি আমাকে যে কর দান করিয়াছ, সেই করে আমার সর্ব্বস্ব-ধন প্রভাকরে যথা-সাধ্যানুসারে তোমার বিশ্ব রচনা রচনা করত পরম-পূজনীয় পবিত্র-পদে অর্পণ করিলাম, এই পদার্থহীন কাতর কিঙ্কর ক্ষুদ্র প্রজার এই উপহার গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হও, আমার মস্তকে আশীর্ব্বাদরূপ কৃপাফুলটী প্রদান কর।

হে দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তা!—তোমার দয়াময় "নামের নৌকা,, কেন কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন কর? তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা হইয়া কেন আপনার সৃষ্টি আপনিই সংহার করিতেছ? আহা ভয়ঙ্কর রাজবিদ্রোহে এই ভারতবর্ষে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে! চতুর্দ্দিগে কেবল হাহাকার উঠিয়াছে, কত মনুষ্য অকালে কাল-কর্ত্তৃক কবলিত হইতেছে। রোদনের ধ্বনি, শোকের নিনাদ, দুঃখের চিৎকার আর শুনা যায়না, ঘোরতর পাপাচারে, অকল্যাণে অবনীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই পুণ্যদেশের অধিক ভূমি কেবল রুধির-তরঙ্গেই প্লাবিত হইতেছে।—অত্যাচারি অপকারি পাপাচারি ব্যক্তি-ব্যূহের দুর্ব্ব্যবহারে অত্যাচারে শত শত নির্দ্দোষি লোকের যেরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে তাহা মনে করিতে হইলে দুঃখে অমনি হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে মহামঙ্গলময় মহেশ্বর! তুমি রাজ্যের সমুদয় অমঙ্গল বিনাশ পূর্ব্বক শীঘ্রই মঙ্গল বিধান কর। হে নাথ! রাজার মঙ্গলেই প্রজার মঙ্গল, রাজার অমঙ্গলেই প্রজার অমঙ্গল। হে সর্ব্ব শক্তিমান্! অনুকম্পা পূর্ব্বক স্বীয় অসীম শক্তি সঞ্চার দ্বারা নিদারুণ নিষ্ঠুর রাজবিদ্রোহিতা নিবারণ কর।—হে প্রজাপতি! প্রজা সকলের ভয় নিবারণ কর। হে সৃষ্টিকর—রক্ষাকর! এই সৃষ্টি রক্ষা কর,রক্ষা কর। আর আমারদের এবম্প্রকার ব্যাকুল করা কাতর করা চঞ্চল করা উচিত হয়না।—ধরাকে আর অধরা করা অস্থিরা করা বিধেয় হয়না, শীঘ্রই শান্তি স্থাপন কর, সন্ধি স্থাপন কর, মেদিনীমণ্ডল পূর্ব্ববৎ মহামঙ্গলে পরিপূর্ণ কর।—হে নাথ! দুর্জ্জন দুর্ব্বোধদিগ্যে সুবুদ্ধি প্রদান কর, দুরাত্মা দুর্মতিদিগ্যে সুমতি প্রদান কর, কুজন কদম্বের সমুদয় কুবৃত্তি কুপ্রবৃত্তি হরণ কর।—এই (১২৬৪) নামক দুর্ব্বৎসরকে যথাবিধি দণ্ডদানে দূরীভব কর।—এই সমাগত নূতন বৎসরকে সুবৎসর কর।

হে শিবময় সদাশিব! এই রাজ্যে এমন অশিব-আর কখনই ঘটনা হয়নাই, তুমি কি অভিপ্রায়ে এতদ্রূপ অনর্থ উৎপাদন করিতেছ, তাহা তুমিই জান, আমরা অতি অজ্ঞান অদূরদর্শি, কি প্রকারে তাহা জানিতে পারিব? তোমার কার্য্য, তোমার কৌশল, তোমার অভিপ্রায় কখনই অনর্থক হয়না, অতএব কেন এমন হইল? পরিণামে ইহার ফল কিরূপ ফলিবে তাহা কোনোমতেই স্থির করিতে পারিনা, কেবল অস্থির হইয়া তোমারি নিকট রোদন করিতেছি। বোধ করি আমরা হিতাহিত বিবেচনা-বিহীন হইয়া অশেষ-প্রকার পাপাচারে রত হইয়াছি, পৃথিবী পাপভারে পরিপূর্ণা হইয়াছেন, ইহাতেই তুমি বিমুখ হইয়া শাসনের আসনে বসিয়া দণ্ডধারণ পূর্ব্বক বিহিত দণ্ড দান করিতেছ, পাপভার হরিতেছ। এতদ্রূপ কার্য্য ও কৌশল দ্বারা নীতিশিক্ষা—ধর্ম্মশিক্ষা এবং ব্যবহার-শিক্ষার উপদেশ প্রদান করিতেছ। হে দণ্ডদাতা শাস্তা! আমারদিগের পাপের দণ্ড অধিক হইয়াছে, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর গুরুদণ্ড সহ্য করিতে পারিনা, আমারদিগের ঘাট্ হইয়াছে, দন্তে তৃণ ধারণ করত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া মনের সহিত শপথ করিয়া কহিতেছি আমরা আর কখনই জ্ঞাতসারে ইচ্ছা পূর্ব্বক এমত অপরাধ করিবনা, অতএব হে বপ্র! এবারকার এই অপরাধ মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর, রাজপুরুষদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, শুভদৃষ্টি দ্বারা তাঁহারদিগের সকল সন্তাপ হরণ কর।—হে প্রজাপতির প্রজাপতি। আমারদিগের এই বর্ত্তমান প্রজাপতি সকলকে দুর্ভাবনা এবং দুর্ঘটনা হইতে সুস্থির কর, নিরুদ্বেগ কর, সুখি কর, পূর্ব্ববৎ সুনিয়মে সুশাসনে রাজকার্য্য পরিচালনে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত কর। অদ্যকার এই নূতন বৎসরের নূতন প্রভাত সুপ্রভাত এবং সুপ্রভাত হইয়া সমস্ত বিঘ্নরূপ অন্ধকার সংহার করুক, এই অদ্যকার রজনী প্রভাতা হইয়া যখন "অদ্য,, নামে আর একটি পুত্র প্রসব করিবেন, তখন যেন আমরা আর অকল্যাণের মুখ দেখিতে না পাই, কেবল কল্যাণকেই ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিব, সমাদর করিব।

হে পিতঃ! অদ্য এই সভাস্থ সমস্ত লোকের প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষ বিস্তার কর, সকলকে আন্তরিক যন্ত্রণা হইতে নিস্তার কর।—আমারদিগের হিতকারি বন্ধু বান্ধব গ্রাহক পাঠক সকলের মঙ্গল কর। রাজা প্রজা তাবল্লোককে সুখি কর,

জগতের সকল অশুভ হরণ কর। মনুষ্য সকলকে পরস্পর পরস্পরের প্রণয়পাশে বদ্ধ কর। দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হরণ কর, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে দেশের যেন অনিষ্ট না হয়। বসুমতী শস্যশালিনী হইয়া জীবের জীবিকা বিধান করুন। জলধর যথা-যোগ্য জল বিতরণ পূর্ব্বক বসুধাকে শীতল করিয়া আমারদিগকে তৃপ্ত করুন। কোনো ঋতুই যেন আমারদিগের ক্লেশ প্রদান না করে। ছয় ঋতুতেই আমরা যেন সমান সুখ সম্ভোগ করিয়া তোমার মহিমা মন্দিরের দ্বারে গিয়া আনন্দধ্বনিনাদে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করি। হে পরমপিতঃ! তোমার অনুগ্রহে অদ্যারম্ভ অদ্যকার এই সভার কর্ম্ম অতি সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্ন হইল, এইক্ষণে ভাবি ভাবি, তোমার ইচ্ছা, তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে, আমার প্রার্থনা প্রকাশের কোনো প্রয়োজন করেনা, তুমি বাঞ্ছাময় বাঞ্ছাফলপ্রদ, আমারদিগের মনের শিবকরী-বাঞ্ছা সকল অবশ্যই পূর্ণ করিবে। আমরা আগামি বর্ষের প্রথম দিবসে পুনর্ব্বার যেন এই প্রকার সভা করিয়া তোমার গুণগানে আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

পদ্য।

অমঙ্গলে ভরা 'ধরা,' কারো সুখ নাই।
ত্রাহি ত্রাহি, ত্রাহি ত্রাহি, করিছে সবাই॥
শোক তাপ, বিলাপের, বেদনা কেমন?।
কাতরে ডাকিছে সবে, করিয়া রোদন॥
তাদের সে রবে তুমি, নাহি দেও কাণ।
শুননাকো কোনো কথা, হয়েছ পাষাণ॥
তোমারে ডাকিছে তবু, জ্বোলে পুড়ে মরে।
অভিমানে দুখে তাই, নাই নাই করে॥
নাস্তিক, নাস্তিক আছে, নাহি মানে বেদ।
আস্তিকে নাস্তিক হয়, এই বড় খেদ॥
করনা কুশল দান, বিহিত বিচারে।
তুমিই নাস্তিক কোরে, তুলেছ সবারে॥
নাস্তিকেরা সেরেফ্যালে, বোলে, নাই নাই
আছ, আছ, আছ, বোলে, আমরা বাঁচাই
'নাই'হোলে মর তুমি, 'আছ'হোলে বাঁচো
বার বার বলি ভাই, আছো আছো আছো।
কিছুইতো হইতনা, তুমি নাহি হোলে।
আমরা সবাই আছি, তুমি আছো বোলে॥
মনেতে না দেখা পাই, নাহি পাই 'পাঁচে'।
পাঁচের অতীত ধনে, দেখি আঁচে আঁচে॥
পাঁচ ছাড়া, আঁচ ছাড়া, এমন যে ধন।
সহজে কি হয় তার, তত্ত্ব নিরূপণ?॥
অস্থির পঞ্চকে পোড়ে, স্থির নাহি পাই।
মনে যদি তর্ক করি, নাই, বুঝি 'নাই'॥
শরীর আড়ষ্ট হয়, নাহি স্বরে ধ্বনি।
ফোঁপাইয়া কেঁদে উঠি, তখনি অমনি॥
ভয়ঙ্কর, সেই ভাব, না হয়, গোচর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
সে সময়ে 'কেটা' যেন, ভিতরে ঢুকিয়া।
ঘোরতর অন্ধকারে, আলো প্রকাশিয়া॥
বলে 'ওরে, দেখ্ দেখ্,' কেন হোস্ জড়?।
ঠাস্ কোরে, মনের, গালেতে মারে চড়॥
চড় মেরে নাহি থাকে, কোথা চোলে যায়।
সে চড়ে চেতন পেয়ে, করি হায় হায়॥
বাহিরে, ভিতরে আর, নাহি দেখি তারে।
কেমনে, সে, এসেছিল, গেল কি প্রকারে?॥
যখন প্রকাশ পায়, সে জ্যোতির ছটা।
তখন ভিতরে আর, থাকেনাকো ছটা॥
সসাগরা সপ্তদ্বীপ, তব অধিকার।
ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে, করিছ বিহার॥
পরম-পীযূষ তথা, করিতেছ পান।
আপনি আপন স্বরে, ধরিতেছ গান॥
ছয় দ্বীপে ছয় থাকে, সদা যায় দেখা।
তোমার, সে, নবদ্বীপে, তুমি থাকো একা॥
সেখানেতে নাহি হয়, ছয়ের গমন।
কাজেই সহজে তাই, না হয় মিলন॥
অগ্নি, জল, বায়ু আছে, আছে চাকা, কল।
চালাতে জানিনে আমি, হয়েছে অচল॥
অক্ষরে অক্ষরে যোগ, সন্ধান না হয়।
কলের-কুলুপ খোলা, শক্ত অতিশয়॥
শেখালে না, শিখি নাই, কে শেখাবে আর?
মিছি মিছি ডাক্ ছাড়া, হোলো যা হবার
অধিক ভাবিতে গেলে, বেড়ে যায় বাই।
এখানেও 'তুমি, আমি' সেখানেও তাই॥
পিতা, বলি, মাতা, বলি, বন্ধু আর ভাই।
যখন, যা, বোলে ডাকি, তুমি নাথ তাই॥
ভাবের অন্যথা যেন, কিছুতে না হয়।
যে ভাবে, সে ভাবে, তুমি আছই সদয়॥
তুমি, আমি, উভয়েতে, যে, সুপাদ হয়।
সে সুপাদ, কখনই, ঘুচিবার নয়॥
কাণাপেতে, শুন শুন, দোহাই দোহাই।
নূতন সম্পর্ক এক, ঘটাইতে চাই॥
"নাস্তিকেরা, নাস্তি" বোলে, করিছে নিধন।
"অস্তি,, বোলে. আমি করি তোমায় স্থাপন।
তোমার "অস্তিত্ববাদ,, করেছি যখন।
পাকাপাকি, এক খানা, করিব তখন॥
জন্ম দিয়ে "বাপ,, তুমি, হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া, আমি তবে, কে হব তোমার?॥
যদ্যপি আদর কর, মনেতে বিচারি।
এ সুপাদে, তোমার, তো, বাবা হোতে পারি॥
বারবার "বাবা বোলে, ডেকেছি তোমায়।
একবার "বাবা বোলে,, ডাকনা আমায়॥
ছেলের এ আব্দারে, আদর-তো চাই।
বাপ্ বোলে, ডাকিলেতো, লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে বাপ্, লজ্জা যদি হয়।
যা, বলিবে, তাই বল, বিলম্ব না সয়॥
ছেলে, বল, দাস, বল, বলা, কিন্তু চাই।
না বলিলে, কোনোমতে, ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পারি, ভঙ্গি কোরে কও।
"ওরে বাবা আত্মারাম,, হাবা কেন হও?॥
যেরূপে জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয়, সেরূপে মানাও॥
ওহে শিব, শিবমূর্ত্তি, করিয়া ধারণ।
অবনীর অমঙ্গল, কর নিবারণ॥
রাজার বিপদ যত, করিয়া ভঞ্জন।
কর কর, প্রজাদের, শিব বিতরণ॥
বিদ্রোহের মূল নাশ, করি একেবারে।
কুশল বিধান কর, সকল প্রকারে॥
কোরোনা, কোরেনো, আর কোরোনা সংহার।
রাখ রাখ রাখ নাথ, সৃষ্টি আপনার॥
সকলে প্রণত হোয়ে, ধরি তব পায়।
"অমঙ্গলে,, বর্ষরাজে, করহ বিদায়॥
এখন এলেন্ যিনি "নূতন,, আবার।
তাঁরে কর সমুদয়, শিবের ভাণ্ডার।

১২৬৪ সালের বিদায়।

হে অভদ্র অব্দরাজ।—এই রত্নময়ী ভারতভূমির বয়সে এবৎসরের ন্যায় দুর্ব্বৎসর কখনই হয় নাই, এই দেশ কি। বোধ করি পৃথিবীর কোনো খণ্ডের প্রজারাই এতদ্রূপ দুর্ব্বৎসরের দুর্ঘটনা কস্মিন্কালে সম্ভোগ করেন নাই, কোনো জাতীয় কোনো প্রকার গ্রন্থেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইনা, তুমি এক ভয়ঙ্কর রাজবিদ্রোহ ঘটনা করিয়া কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছ, শুদ্ধ এখানে নয়, বিলাত শুদ্ধ ঘোরতর হাহাকার পাড়িয়াছ, তোমার সময়ের ঘটনা সকল মনে করিতে হইলে ইহলোক হইতে এখনিই অবসৃত হইতেই ইচ্ছা হয়। এই রাজবিদ্রোহ কি মহা-অমঙ্গল কর, কি ভয়ানক শোককর! কি ভীষণ বক্ষস্থলবিদীর্ণকর! এতদ্দ্বারা

ইতিমধ্যেই যে অসীম অনিষ্ট উৎপাদন হইয়াছে যখন ইহাই নিতান্ত অসহ্য হইতেছে, তখন, যে, ভবিষ্যতে আরো কতই হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়। হে কাল! তুমি কি আগমন কালে স্থির-প্রতিজ্ঞায় শপথ পূর্ব্বক এরূপ সংকল্প করিয়াই আসিয়াছিলে, যে, অবনীকে কেবল অকল্যাণের জালেই আচ্ছন্ন করিবে, লোকের মানস-সমুদ্র কেবল শোকের সলিলেই পূর্ণ করিবে? হাহাকার ধ্বনিতেই দিগ্ সকল ভরিবে? অকুশল ভিন্ন কুশলের কার্য্য একটিও করিবেনা? যাহা হউক, সাধু সাধু! তুমি দৃঢ়সংকল্পে বট, কারণ প্রতিজ্ঞা পালনে কিছুমাত্রই অন্যথা কর নাই, যতদূর ইচ্ছা এবং যতদূর সাধ্য তাহাই করিয়াছ। কিছু আর অপেক্ষা কর নাই, কিছু আর বাঁকী রাখ নাই। তোমার পদার্পণ মাত্রেই "মালক্ষ্মী,, পেচকে আরোহণ পূর্ব্বক অমনি প্রস্থান করিলেন। তুমি "আলক্ষ্মীকে,, মস্তকে করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইলে। কমলার সঙ্গে সঙ্গেই কুশল, শান্তি, সন্ধি, স্বচ্ছন্দতা, সুস্থতা, দয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ এবং আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি সকলেই প্রস্থান করিল, কিছুই রহিলনা, যাহা যৎকিঞ্চিৎ ছিল, তাহাও তোমার বাতাসে এবং নিশ্বাসে উড়িয়া পুড়িয়া গেল। তুমি যখন আগমন কর, তখন আমরা তোমার অভিষেকার্থ মঙ্গলাচরণের কিছু মাত্রই ত্রুটি করি নাই, যতদূর পর্য্যন্ত সমাদর, সম্মান, পূজা করিতে হয়, এবং স্তব ও বিনয় করিতে হয়, আর প্রণত হইয়া যেরূপ প্রার্থনা করিতে হয় তাহাও করিয়াছি, কি না করিয়াছি, সকলিতো করা হইয়াছে, কিন্তু তুমি তাহার কি করিলে? তোমার দুরাচরণ, নিষ্ঠুরতা এবং দুষ্কার্য্য সকল দর্শন করিয়া এইক্ষণে আমরা তটস্থ ও চমৎকৃত হইয়াছি, আমারদিগের সেই সমুদয় সদাচরণ ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় অনর্থক হইয়াছে। তুমি যা করিয়াছ, করিয়াছ, এখন-তো আর তাহার কোনো উপায় নাই, সংপ্রতি তোমার সময় পরিপূর্ণ হইয়াছে, তুমি আপনার কুলদেবতা অমঙ্গল এবং কুলেশ্বরী "আলক্ষ্মী,, আর মহামারি, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি অনুচর সহচর সকলকে লইয়া প্রস্থান কর। আমরা তোমার সম্মান-সূচক বিদায়ের নিমিত্ত যে সকল উপঢৌকন উপহার আয়োজন করিয়াছি তাহা গ্রহণ কুর।

See.

রঙ্গিণীছন্দ।

মাত্রাগত।

ওরে ও চৌষট্টি সাল্। সাল নোস্ তুই সাল্॥
তোরে কেটা বলে কাল্। কাল নোস্ তুই কাল
দেখ্ দেখ্ এই বর্ষে। কি হয়েছে এই বর্ষে॥
রাজা প্রজা তোর পর্শে। কেহ আর নাহি হর্ষে
সম দশা সবাকার। ঘরে ঘরে হাহাকার॥
হোয়ে গেল ছার খার। সবে দেখে অন্ধকার॥
যত সব দুরাচার। করে যত অত্যাচার॥
কাট্ কাট্ মার্ মার্। মুখে রব যার্ তার্॥
বলহীন পরিবার। কারো নাই ঘর দ্বার॥
বৃক্ষতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার॥
শত শত সধবার। শাঁকা খাড়ু নাহি আর॥
পতিহীন হোয়ে সবে। কাঁদিতেছে হাহারবে॥
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। কিসে বাঁচে ভাঁবি তাই॥
কত কষ্টে কাটে কাল। তাহাতে বসন্তকাল॥
কেমনে বাঁচিবে প্রাণে? মদনের পঞ্চবাণে॥
বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা?॥
বিয়েহোলে বেঁচে যেতো। সাধ্পুরে খেতে পেতো
গহনা উঠিত গায়। এড়াতো মদন-দায়॥
কি করে কপাল পোড়া। বিধাতা নষ্টের গোড়া
যায় সব যমপুরে। সাগর অনেক দূরে॥
উজানেতে থাকে তারা। সে জলের ভাঁটি ধারা
সাগরের লোণাজল। বাণ ডাকে কল কল॥
তত দূর নাহি যায়। ত্রিবেণীতে লয় পায়॥
মুক্তবেণী এ ত্রিধারা। যুক্তবেণী পারে তারা॥
ভবিষ্যতেহোতোভালো। জ্বলিত ভাগ্যেরআলো
হস্তুপায়ে হোলে গতি। পুনরায় পেতো পতি॥
দুষ্ট লোকে করে পাপ। শিষ্ট লোকে পায় তাপ
কার ঘাড়ে কার বোঝা। কিছু নাহি যায় বোঝা
বিধবায় পতি পায়। আবার কি শুনি তায়॥
অনুকূলা নন কালী। সে গুড়ে, বা, পড়ে বালি॥
বিলেতের অভিপ্রায়। আইন, বা, উঠে যায়॥
ওরে কাল দুরাচার। তোর এই অত্যাচার॥
প্রথমে আইন্ খুলে। ফের্ তাহা দিস্ তুলে॥
সাগর ডাগর হোয়ে। নাগর নাগরী লোয়ে॥
দেখায়ে নূতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে॥
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়। ফিরে যাবে সমুদয়॥
রেতে ভাগ, দিনে টিকে। সেবিয়ে কি হবে নিকে
শক্ত লোক হাসালি। আঁখি জলে ভাসালি॥
রাগ কোরে যত বাঁড়ে। সাঁপ দেবে হাড়ে হাড়ে
জাননা সতীর সাঁপে। ত্রিভুবন ভয়ে কাঁপে॥
পেয়ে সাবিত্রীর সাঁপ। যম বলে বাপ্ বাপ্॥
সব দিগে নষ্ট তুই। ঘাড় ভেঙে পুঁথে থুই॥
তোর দৃষ্টে শনি ওড়ে। রাহু আর কেতু পোড়ে
চিরজীবি জীব যারা। এখনিই মরে তারা॥
তোরে দেখে পেয়ে ভয়। যম ছাড়ে যমালয়॥
ভাল ভাল ভাল পয়। সৃষ্টি আর নাহি রয়॥
লক্ষ্মী গিয়েছেন উড়ে। অমঙ্গল দেশ জুড়ে॥
আলক্ষ্মীর আগমনে। সবাই প্রমাদ গণে॥
জিনিষের অগ্নিদর। বাঁচে কিসে দুখি নর?॥
কি হইল হায় হায়। অনাহারে মারা যায়॥
অকাল হইল শেষে। মহামারি দেশে দেশে॥
বিদ্রোহিরা করে পাপ। ভূপতির মনস্তাপ॥
যারে যারে মর মর। নরকে প্রবেশ কর॥
মন্ত্র পোড়ে ভস্ম ছাই। তোমার বিদায়গাই॥

পাদুকাছন্দ।

জড় কোরে পৃথিবীর, যত ছেঁড়াচুল।
জড় কোরে পৃথিবীর, যত কেশেফুল॥
তাহাতে মাখানোগেল, ছাই আর কাদা
ঠাঁই ঠাঁই, ডাঁই ডাঁই, গোবরের গাদা
কড়ি পেয়ে নাপিত, ফিরিয়া বাড়ি বাড়ি
কাটিয়া পায়ের নখ, করিয়াছে কাঁড়ি॥
পুকুরের পানা আছে, কুকুরের লোম।
শূকরের ল্যাজ কেটে, আনিয়াছে ডোম
ছেলে বুড়ো আদি করি, আয় সবে আয়
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায়॥
রাম্ বল, বাঁচিলাম, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায়॥

হাবাতে বছর, ওই, যায় যায় যায়।
আলক্ষ্মীপিশাচী তার, পাছে পাছে ধায়
ছুঁওনা, ছুঁওনা 'ওরে, পালাও পালাও।
পাকাটির আটি সব, জ্বালাও জ্বালাও॥
উড়ায়ে তুষের ধূম, নৃত্য কর সুখে।
"আলাই, বালাই, দূর,, মন্ত্র পড় মুখে॥
কাপাশে-তুলার বিচি, দেও ছড়াইয়া।
শতমুখি রজ্জে দেও, হার গড়াইয়া॥
কাণাকড়ি যত দেও, মানা নাই তায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায়॥
রামবল বাঁচিলাম, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর্ বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায়॥

ও পাড়াতে গাধা আছে মরে চেঁচাইয়া
এক পাশে দেও তারে, নজর ধরিয়া ॥
সে গাধার ডাক্ আর, শুনা নাহি যায়।
জ্বালাতন সব লোক, গাধার জ্বালায় ॥
মস্তক মুড়ায়ে দেও, কিছু নাই গোল্।
আন্ আন্, ছেঁদামালা, ঢাল্ ঢাল্ ঘোল্
বিদায়ি দানেতে ভাই, হওনা কাতর।
রাস্তায় নালায়, আছে, গোলাপ আতর
বগল বাজাও সবে, হোগোল্-কুঁড়ায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥
রাম্ বল, বাঁচিলাম, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায় ॥

নিন্দকের দাঁত্ঘসা, জিব্ঘসা জল।
খলের খলতারূপ, আধারীয় স্থল ॥
বিছুটির খেৎ দেও, বিছানা করিয়া।
আল্কুশি, দেও তায় বালিস ধরিয়া ॥
মশারি খাটাতে আর, হবেনা জঞ্জাল।
ঝুলের ঝালর দেয়া, মাকড়্সার জাল ॥
বস্ত্র দেও, জুতো দেও, দেও অলঙ্কার।
আঁস্তাকুড় ধোরে দেও, করুক আহার ॥
পড়িয়ে এড্রেস, খানি, ফেলে দেও পায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥
রাম্ বল, বাঁচিলাম্, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর্ বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায় ॥

১২৬৫ সালের রাজ্যাভিষেক।

অদ্য ১২৬৫ সালের জন্ম হইল, কি উৎসবের দিবস! এই উৎসবের নাম "বর্ষোৎসব,,। ইনি স্বয়ম্ভু, স্বয়ং প্রসূত হইয়া "নববর্ষ" নামে নাম ধারণ করিলেন; জন্ম-গ্রহণ মাত্রেই মেষের উপর আরোহণ করিয়া প্রভাকরকে প্রথম কুটীরের অধ্যক্ষ করিলেন। একেবারেই সমুদয় পুরাতন বিষয়ের শেষ করিলেন, সমুদয় নূতন হইল; এই নূতনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমারদিগের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। বোধ হইতেছে, আমরা এতক্ষণ শুদ্ধ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এই মাত্র নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। এই নূতনাব্দের প্রারম্ভেই সমস্ত ব্যাপার নূতন দেখিতেছি। আনন্দ প্রকাশার্থ সমুদয় নূতন অনুষ্ঠান করিতেছি; একেবারে সকল পুরাতন পরিহার করিলাম। অদ্যকার বর্ষের নাম নূতন বৎসর, দিবসের নাম নূতন দিবস। এই পত্রের নাম নূতন পত্র এবং খাতার নাম নূতন খাতা বলিয়া উল্লেখ করিব। অধুনা দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, প্রভাত, প্রহর, দণ্ড, পল, অনুপল প্রভৃতি তাবতেই ইঁহার অধীন হইল। এই উপস্থিত পরিপূর্ণ দ্বাদশ মাসের মধ্যে যে সমুদয় হিতাহিত ঘটনা হইবে, ইঁহার নামেই তাহারদিগের পরিচয় প্রকাশ পাইবেক। আহা! কি আশ্চর্য্য মায়ার-প্রভাব। আমরা নববর্ষ বলিয়া হর্ষ পূর্ব্বক উৎসব করিতেছি, কিন্তু ভ্রমেও একবার বিবেচনা করিনা, যে, এই বৎসরটী কি! প্রতিদিন দিনপতির উদয়ানুসারে দিন গণনা করিতে করিতে এই নূতন পুনরায় পুরাতন হইবেক, যেহেতু অদ্য কল্য, কল্য অদ্য, এইরূপ অদ্য অদ্য, কল্য কল্য, করিতে করিতে ভবিষ্যৎ ক্রমেই ভূত হইয়া আসিতেছে। আমরা কতই ভাবি, কতই ভাবি। ফলে সে ভাবি, মিছা ভাবি, কেননা ভাবি যত ভূত হইতেছে, ততই আমারদিগেরো শেষ হইয়া আসিতেছে। উক্ত কালরূপ বৎসর কাল রূপ ধারণ করত অস্মদাদির দেহঘট হইতে জীবন-রূপ-জীবন হরণার্থ আগমন করিতেছে।

হে নববর্ষ! আসিতে আজ্ঞা হউক, আসুন্ আসুন্, আসনে উপবেশন করুন। আপনার অভিষেকের নিমিত্ত আমরা সমস্ত মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এইক্ষণে আমরা সর্ব্বতোভাবেই আপনার অধীন হইলাম; হর্ষ, বিষাদ, মঙ্গলামঙ্গল প্রভৃতি যে কিছু ব্যাপার, তৎসমুদয় কেবল আপনার উপরেই সংপূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে, আপনার নাম "কাল" এবং "সাল" অতএব আর কি নিবেদন করিব? আমারদিগের উপর নামানুযায়ি পরাক্রম প্রকাশ না করিলেই রক্ষা পাইব। আপনি কাল হইয়া কাল হইবেননা, এবং সাল হইয়া শাল হইবেননা। আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। মনে করিলে সাল দিতে পারেন, অথচ শাল দিতে পারেন। আমরা নিতান্তই আশ্রিত হইয়াছি, চিরকালই কালের অধীন, কালে যাহা করিবে তাহাই হইবে। দোহাই, দোহাই আমরা পুনঃ পুনঃ অমঙ্গল-জনিত-ক্লেশ কলাপ ভোগ করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছি, সংপ্রতি আর সহ্য করিতে পারিনা, আপনি মঙ্গলময় হইয়া আমারদিগের মঙ্গল করুন। গত বৎসরের ন্যায় ধর্ম্ম ধারণ করিবেননা।

লঘুত্রিপদী।

এসো নবরায়, কালের সভায়,
সভাপতি হও তুমি।
তোমারি সকল, অনিল অনল,
সলিল, আকাশ, ভূমি ॥
তোমারি স্বভাব, কিসের অভাব,
স্বভাবে সকলি খাটে।
আসুন্, আসুন্, সকল শাসুন্,
বসুন্ বসুন্ পাটে ॥
বছর বছর, করি সমাদর,
নূতন উপাধি দিয়া।
সেই তুমি সেই, কেবা বুঝে এই,
কালের বিশেষ ক্রিয়া ॥
গত বার মাস, খেয়ে বার মাস,
জীবের জীবন খেলে।
নাহি পাই টের, কোথা হোতে ফের,
নূতন হইয়া এলে ॥
কেমনে নূতন, হোলে পুরাতন,
কহ কহ সমাচার?।
নত হোয়ে অতি, করিহে প্রণতি;
লহ লহ উপহার ॥
কে তোমায় পালে, কে তোমায় চালে,
চল তুমি কার বশে?।
অশেষ প্রকার, দেখায়ে আকার,
ভুবন ভোরেছে যশে ॥

তুমি কি হে স্থূল, কিবা, তুমি মূল,
অনুকূল হোয়ে কও।
তুমি কি স্বরূপ, স্বরূপে একপ,
বিরূপ কভু কি নও ॥
স্বভাবে এ ভাব, করি অনুভাব,
পুন হয় ভাবে ভুল।
ভাবে হই ভাবী, ভাবি ভেবে ভাবি,
আছে এক তব মূল ॥
ভাবে পুনরায়, ঘটে ঘোর দায়,
কিছুই না হয় স্থির।
স্বভাবে তোমার, হোয়েছে সঞ্চার,
অনুমানে কহে ধীর ॥
যে হও, সে হও, নিজ ভাবে রও,
বৃথায় বিচার করি।
নহে স্থির গতি, ভয় তাই অতি,
কেমনে তোমারে ধরি? ॥
করি আবেদন, মম নিবেদন,
অবধান কর মনে।
নাহি ঘটে দুখ, দান কর সুখ,
ভারতের প্রজাগণে ॥
তুমি নিজে কাল, কাল মহাকাল,
কাল হওনাকো কালে।
রসাল বিশাল, নাম ধর সাল,
শাল দিওনাকো সালে ॥

সভা মধ্যে সম্পাদকের নিবেদন।

বহুবাজারস্থ মহামান্য দত্ত বংশীয় সদ্বিদ্বান্ দেশহিতৈষি শ্রীমান্ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রচনার্থি কবি ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পূর্ব্বে ইংরাজী কবিতা হইতে দুইটি বিষয় অনুবাদ করিতে দেন। যথা, "Goldsmith's Hermit,, গোল্ড স্মিথ্স হারমিট, তথা "Gray's Elegy" গ্রেস্এলিজি,, ইহাতে শেষোক্ত বিষয়ের যে কয়েকখানি অনুবাদ আইসে তৎ সমুদয় যথার্থরূপে অনুবাদিত না হওয়াতে অনুবাদকের মধ্যে কেহই পুরস্কৃত হয়েন নাই, অপিচ যে কয়েক-জন গোল্ডস্মিথের হারমিট বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করেন, অধিকাংশ পরীক্ষকের মতে তাঁহার দিগের মধ্যে "দ,, স্বাক্ষরকারির রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিবেচনা হওয়াতে তিনি অঙ্গীকৃত ২৫ পঞ্চ বিংশতি মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন, ইহার অন্যান্য কারণ মধ্যে প্রধান এই যে 'দ' কবির রচনায় মূল অর্থাৎ ইংরাজী কবিতার ভাব "দ,, পড়ে নাই এবং মূল অপেক্ষা তজ্জ্ঞ মাত্রে কবিতার চরণ বৃদ্ধি অর্থবা আকৃতির বিকৃতি হয় নাই।—বাবু রাধামাধব মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র কুণ্ডুর রচনায় স্থানে স্থানে মূলের সহিত অনৈক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহারদিগের উভয়েরি কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছিল, এজন্য উৎসাহদাতা কবিতাবান্ধব কাব্যপ্রিয়-উমেশ বাবু তৎপাঠে অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত উভয় ছাত্রকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান দ্বারা আনন্দিত করিয়া আপনার মহত্ব প্রকাশ করেন।

'দ' স্বাক্ষরকারির অনুবাদিত কবিতা ইংরাজী মূলের সহিত অদ্য দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটিত হইল, তিনি যদি এই সময়ে এখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার দ্বারা এই বিষয়টি এই প্রকাশ্য সভা মধ্যে পাঠ করিয়া সভাস্থ সমস্ত মহাত্মা মহাশয়ের মনোরঞ্জন করুন।

পরন্তু উমেশ বাবু আপনার মহৎমনের ধর্ম্মে দ্বিতীয়বার ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করণার্থ এবং অস্মদাদির অনুরোধ-ক্রমে "মূল প্রবন্ধ,, রচনার্থ যে কয়েকটি প্রস্তাব বিজ্ঞাপন করেন, সেই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে যে সকল ব্যক্তি রচনা প্রেরণ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নস্থ কয়েক ব্যক্তি পুরস্কার পাইবার পাত্র হইয়াছেন।

যথা।

"অ' স্বাক্ষরকারী—অনুবাদক,, পার্ণেলের হার্ম্মিট এবং কেম্বেলের "প্লেজর্স অব হোপের,, কতিপয় চরণের অনুবাদের উত্তমতা জন্য ৩৫ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

জিরেট বলাগড়ি নিবাসি শ্রীযুত বাবু হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের "জীবন চরিত্র,, অতি সুন্দর বাঙ্গালা কবিতায় রচনা করিয়াছেন, একারণ তিনি ২০ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব মিত্র, করুণা এবং বীররসে তরণীসেনের বিষয়ে যে পদ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অতি মনোহর হওয়াতে ২০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

ইংরাজী কবিদিগের আদর্শানুসারে ঋতুবর্ণনাকারী শ্রীযুত বাবু শ, চ, মুখোপাধ্যায় অভিপ্রায়াদি ভাবের উত্তমতা জন্য ২৫ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর মিসেনরি বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুত আবজেল হোঁসেন পার্ণেলের হার্ম্মিটের অনুবাদে অতিরিক্ত পারিতোষিক ১০ টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

পারিতোষিক-প্রদাতা মহাশয় উপস্থিত সভামধ্যে পাঠার্থ সেই সমস্ত রচনাগুলীন আমারদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। স্থলেখক কবি ভ্রাতারা যিনি যিনি সভাস্থ হইয়াছেন, তিনি তিনি স্ব স্ব বিরচিত বিষয় স্বয়ং স্বয়ং পাঠ পূর্ব্বক বিদ্যা, কবিত্বশক্তি এবং পরিশ্রমের সার্থকতা করিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করুন।—যেমন আপনারা পুরস্কৃত হইলেন সেইরূপ বাধ্যতা এবং কৃতজ্ঞতা-রূপ ধনদান দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধক-পুরস্কারদাতার সদভিপ্রায় এবং সদনুরাগকে পুরস্কৃত ও চরিতার্থ করুন। সভাস্থ সমস্ত সুসম্ভ্রান্ত সভ্য মহোদয়কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারদিগের বদনবিনির্গত ধন্যধ্বনিরূপ ধনের ধনি হউন।—এই বৎসর এই সভাতে আপনারা কেবল এই কয়েক-জন ছাত্র মাত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন, ভরসা করি আগামি বর্ষে জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ইহার অপেক্ষা দশগুণ ছাত্র এই সভাতে এইরূপে পুরস্কৃত হইয়া অস্মদাদিকে আরো অধিক পরিমাণে সুখি করিবেন, এবং উপস্থিত এই সকল

মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই, ও অপরাপর স্থানের আর আর বহু সংখ্যক সদাশয় ব্যক্তি আমারদিগের এই পরম প্রিয়তম হিতৈষি বিদ্যারিস্তরক বন্ধুর মহৎকার্য্যের উপমার অনুগামি হইয়া গদ্য পদ্য রচনানুরাগি বালক ও যুবকদিগের চিত্তকে উৎসাহরূপ নাট্যশালায় নিরন্তর নৃত্য করাইতে থাকিবেন।

যাঁহারদিগের রচনা পারিতোষিক প্রদানের যোগ্য হয় নাই, আমরা বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন কেহই ক্ষুব্ধ হইয়া নিরুৎসাহি ও ভগ্নোদ্যম না হয়েন, পরিশ্রম কখনই ব্যর্থ হইবেনা, সুবৃক্ষ অবশ্যই সুফল প্রদান করিবে, যত্নবৃক্ষে রত্নফল ফলিয়াই থাকে। সৎ প্রসঙ্গ এবং সদনুষ্ঠান কখনই দুঃখের জন্য হয় না, তাহাতে মহোপকার ভিন্ন কিছুমাত্রই অপকার নাই, অতএব আপনাপন সহযোগি বয়স্য ও সতীর্থ লেখক কবিদিগে রচনা-যুদ্ধে পরাজয় করণার্থে পরস্পর সমান যত্নে, সমান পরিশ্রমে, সমান অনুরাগে এবং সমান প্রতিজ্ঞায় লেখনী শরাসন ধারণ করুন। আমরা অনেকগুলীন বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সর্ব্বদাই এই প্রকারে আপনারদিগের সাধু সংগ্রাম সন্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইব।

যে সকল ছাত্র সর্ব্বদাই উৎসাহ পূর্ব্বক কবিতা লিখিয়া প্রভাকরে প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগের প্রতি আমরা আন্তরিক-স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিয়া থাকি, যাঁহার যাঁহার রচনা সর্ব্বাংশেই উত্তম হয় সেই গুলীন স্বাভিপ্রায় সম্বলিত প্রকাশ করিতে কিছুমাত্রই বিলম্ব করিনা, কিন্তু সকল লেখায় দোষ থাকে, সেই সমস্ত লেখা প্রকাশ করিয়া সাধারণ সমাজে তাঁহারদিগকে তিরস্কারূপ পুরস্কার প্রদানে ইচ্ছা করিনা, এজন্য গোপন রাখি।—কিন্তু তন্মধ্যে আবার অধিকাংশই সংশোধন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করি, যে গুলীন নিতান্তই ত্যজ্য সে গুলীন কিরূপেইবা গ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক রচনা পদ্ধতির সুরীতির সুসংস্কার সংহার পূর্ব্বক কুরীতির কুসংস্কার প্রচার করিয়া জনসমাজে হাস্যাস্পদের আস্পদ হইতে পারি! আমারদিগের পত্রের শরীর অতি ক্ষুদ্র, এজন্য আবার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলীন অগ্রে পত্রস্থ না করিলে নয়, সুতরাং ইহাতেও অনেকের লেখা প্রকটন করিতে বিলম্ব হয়। বিদেশীয় লেখকদিগের সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হওনের কোনোরূপ সদুপায় নাই, ইহা সাধারণ সন্তাপের বিষয় নহে, কেননা তাঁহারদিগের নিকট মুখে কোনো কথা প্রকাশ করিয়া মনের মালিন্য মোচন করিতে পারিনা, যাঁহারদিগের সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হওনের সদুপায় আছে, তাঁহারাও সাক্ষাৎ না করিয়া কেবল "পত্র-বাজী,, করেন, সে দুঃখ কাহার নিকট প্রকাশ করিব! এবম্প্রকার নানা কারণে আমরা সর্ব্বদাই অনেক লেখকের ও অনেক ছাত্রের বিষনেত্রে পড়িয়া থাকি, কি করি, উপায়াভাব। কোনো কোনো মহাশয় কোনো কোনো রচনা প্রেরণ করিয়া তত্তদ্বিষয় মাসিক ও বার্ষিক প্রভাকরে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহারদিগের প্রার্থনামতে আমরা সেই গুলীন কেন প্রকাশ করিনা তাহা তাঁহারা না জানিয়াই অনর্থক ক্রোধ এবং অভিমান করেন।—মাসিক এবং বার্ষিক পত্রে অন্যের লিখিত উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশ করিতে কি আমারদের অনিচ্ছা? বরং অধিক আহ্লাদের সম্ভাবনাই আছে। তবে,যে,কোনো কোনো লেখা প্রকাশ হয়না তাহা লেখকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ভিন্ন ব্যক্ত হইবার নহে।—তাঁহারা আপনারদের রচনার দোষ আপনারা দেখিতে পাননা।—যাহা হউক, অদ্য বৎসর নূতন হইল অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বৎসরে নূতনরূপে আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নূতন অনুরাগ প্রকাশ করুন।—সুপ্রণালীক্রমে রচনা করিয়া প্রেরণ করুন, আমরা তদ্বিষয়ে উচিত-রূপ যত্নের কখনই ত্রুটি করিবনা।

এইস্থলে রঙ্গপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত বিদ্যানুরাগি দেশহিতার্থি মৃত মহাত্মা কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং সুপাত্র কবিছাত্র মৃত দ্বারকানাথ অধিকারিকে স্মরণ করিয়া নয়ন-নীরে নিমগ্ন হইতেছি! রঙ্গপুরের তুষভাণ্ডারের জমিদার বিদ্যা বন্ধু কাব্যপ্রিয় বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরী প্রভৃতি অন্যান্য সদাত্মাদিগে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।—যেহেতু তাঁহারা কারুণ্য-স্বভাবে সময়ে সময়ে এ বিষয়ে বিশেষ আমোদ ও আনুকূল্য করিয়া থাকেন।—এইস্থলে পারিতোষিকদাতা এবং পরীক্ষকদ্বয়ের মতের পারিতোষিক যোগ্য এই "দ"য়ের লেখা প্রকটিত হইল, সকলে দৃষ্টি করুন।

"শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।,,

"গোল্ডস্মিথের"হারমিট"তজ্জমা সম্বন্ধে প্রভাকরে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে ছন্দের বিষয় কোনো নিয়ম বদ্ধ হয় নাই, অতএব যে স্থলে কেবল অনুবাদের কথা উল্লেখ হইয়াছে সে স্থলে ছন্দের বিষয়েও (যতদূর সাধ্য) ইংরাজীর অনুরূপ রক্ষা করা পারিতোষিকদাতার অভিপ্রায় অনুভবে আমি উক্ত কবিতা ইংরাজী মূলের ন্যায় গৌণ-পয়ারে অনুবাদ করিলাম, অর্থাৎ প্রচলিত পয়ার ছন্দকে মুখ্য পয়ার বলা যায়, কিন্তু প্রস্তাবিত কবিতায় এক চরণ অন্তর, অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল আছে, অতএব ইহার

নাম গৌণ-পয়ার বলা যাইতে পারে, এইরূপ ছন্দ সচরাচর ব্যবহার না থাকায়, প্রথমতঃ কর্ণের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ক্রমে সেই দ্বন্দ্ব অবশ্যই বন্ধ হইয়া কেবল আনন্দের হেতু হইবেক। যখন ইংরাজীতে এই গৌণ-পয়ার সম্যক্‌রূপে প্রচলিত ও সুশ্রাব্য বলিয়া অন্যান্য ভাষাতে ও সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তখন কেবল বঙ্গভাষাতেই এই ছন্দ কিজন্য মন্দ হইবেক? যেমত,অপরিচিত ব্যক্তিকে কেহ হঠাৎ বিশ্বাস করেননা, কিন্তু তাঁহার শরীরে গুণ থাকিলে তিনি অবিলম্বে সকলের কাছে মান্য হয়েন, সেই মত, গৌণ পয়ারও লোকে অগৌণে আমোদের সহিত পাঠ করিবেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, এইরূপ অভিনব ছন্দ ব্যবহার করা চলিত পয়ার অপেক্ষা অনেকাংশে সুকঠিন ইহা পাঠক মাত্রেই দৃষ্টি মাত্র বুঝিতে পারিবেন, অতএব যেমত, উদাসীন ব্যক্তি কোনো নবীন রাজ্যে গমন করিলে তাহার অনেক দোষ মার্জ্জনা হইয়া থাকে, সেইমত এতদ্দেশীয় কাব্য সমাজ মধ্যে বিদেশীয় গৌণ-পয়ার প্রবিষ্ট হইয়া যে সকল দোষে অনিচ্ছায় অজ্ঞানতা বশতঃ অপরাধী হইল তাহা সুবিজ্ঞ পরীক্ষক মহাশয়েরা দয়ালু ভূপালের ন্যায় ক্ষমা করিয়া এই নূতন ছন্দকে বৃহৎকাব্য রাজ্যের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটী "পতিত পলাণ্ডক, বা, ফৌতী,, ভিটায় স্থাপিত পূর্ব্বক আমাকে চির বাধিত করিবেন। তাঁহাদিগের প্রজাপতি স্বরূপ মুখ হইতে বসতির অনুমতি একবার নির্গত হইলেই এই বিদেশীয় নবাগত গৌণ-পয়ার প্রজার পক্ষে সেই বাক্যই মৌরসি পাট্টার স্বরূপ গণ্য হইবেক, ইতি তারিখ ২১ ডিসেম্বর সন ১৮৫৭।

কস্যচিৎ কলিকাতা নিবাসী।
[দ]

পুং। বিজাতীয় কল্পিত নামের পরিবর্ত্তে এতদ্দেশ প্রচলিত নাম ব্যবহার করা যে সকল পাঠকের মনোগত নহে তাঁহাদিগের সন্তোষার্থে পারিতোষিক প্রদাতার আদেশানুসারে যে যে স্থানে দেবতা কিম্বা নদ নদী কিম্বা মনুষ্যাদির ইংরাজী নাম প্রয়োগ আছে সেই সেই স্থান দুই প্রকারেই তর্জ্জমা করিলাম ইতি।

[দ]

THE HERMIT.

তপস্বির বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ

মাধব-মালতির উপাখ্যান।

"Turn, gentle hermit of the dale,
And guide my lonely way,
To where yon taper cheers the vale
With hospitable ray:

ফেরো শৈলতল বাসী তাপস সুধীর,
বিজন সে পথ মোর দেখাইয়া চল,
যথা ঐ দীপ দ্যুতি, মন অতিথির
আকর্ষণ করে, সুশোভিয়া গিরিতল। (১)

"For here forlorn and lost I tread,
With fainting steps and slow;
Where wilds, immeasurably spread,
Seem lengthening as I go."

হোয়ে পরিত্যক্ত, আর ভুলে পথ ছেড়ে,
এলাম এখানে শ্রান্ত মন্দ মন্দ পায়;
অসীম তরণ্য আছে চারিদিক বেড়ে,
যত আমি বাড়ি, যেন তত বেড়ে যায়।

"Forbear, my son," the hermit cries,
"To tempt the dang'rous gloom;
For yonder faithless phantom flies
To lure thee to thy doom.

দাস্ত বলে, "ক্ষান্ত হও বাছারে আমার
অসম সাহসে যেতে ভীষণ আঁধারে;
উড়িতেছে অই প্রবঞ্চক দীপাকার
তব কালগ্রাসে দিতে ভুলায়ে তোমারে। (২)

(১) রূপান্তর।
ফিরে, শৈলতলবাসী তাপস সুজন।
বিয়োগী ভ্রমণে মোর আগুয়ান চল
তথায় যথায় ধরি, আতিথ্য কিরণ,
ঐ দীপ আমোদিত করে গিরিতল।

(২) রূপান্তর।
লইতে নিয়তি হাতে ভুলায়ে তোমারে।

"Here, to the houseless child of want,
My door is open still:
And though my portion is but scant,
I give it with good will.

"এইখানে, অনাশ্রয় দৈন্যসুত প্রতি
আমার কুটীর দ্বার মুক্ত সদাতন;
বিদুরের খুদ বটে আমার সঙ্গতি
সুমনে তাহাই কিন্তু করি বিতরণ।

"Then turn to-night, and freely share
Whate'er my cell bestows;
My rushy couch and frugal fare,
My blessing and repose.

"ফেরো তবে অদ্য রাতি কুটীরে আমার
যেই কিছু প্রাপ্য তাহা ভুঞ্জিবে অবাধ,
মম কুশাসন, মম সুমিত আহার
শ্রান্তির সুশান্তি আর মম আশীর্ব্বাদ।

"No flocks that range the valley free,
To slaughter I condemn:
Taught by that Pow'r who pities me,
I learn to pity them:

"গিরিতলে চরে সুখে যেই পশুচয়,
তাহাদের প্রাণদণ্ড নাহি মোর মতি;
দেখি, মোর প্রতি পশুপতিরে সদয়,
শিখেছি দেখাতে প্রীতি পশুপাল প্রতি (৩)

"But from the mountain's grassy side,
A guiltless feast I bring:
A scrip with herbs and fruits supplied,
And water from the spring.

"ঘাসময় গিরিপাশ থেকে আনি তুলে
আহারের দ্রব্য হিংসাবিহীন সকল;
ঝুলি আনি পূর্ণ করি ফল আর মূলে,
আর আনি নির্ঝর হইতে ধরি জল।

"Then, pilgrim, turn, thy cares forego;
All earth-born cares are wrong:
Man wants but little here below,
Nor wants that little long."

"ফেরো তবে, ত্যজ তব ভাবনা পথিক,
লৌকীক ভাবনাচয় অলীক নিশ্চয়;
মহীজ অভাব মনুজের অনধিক,
যে কিঞ্চিৎ, তাও নাহি বহুদিন রয়।,,

Soft as the dew from heav'n descends,
His gentle accents fell:
The modest stranger lowly bends,
And follows to the cell.

(৩) রূপান্তর।
গিরিতলে কুতূহলে চরে পশুকুল;
কভু আমি তা-দের জীবন নাহি হরি;
যেই মহাশক্তি মোর প্রতি অনুকূল,
তাঁর শিক্ষা পেয়ে পশুকুলে দয়া করি।

সুধীর যেমত পড়ে স্বর্গের শিশির,
ক্ষরিল সেমত তাঁর মধুর বচন;
লাজুক অতিথি তায়, হোয়ে নত শীর,
পিছু পিছু পর্ণশালে করিল গমন।

Far, in a wilderness obscure,
The lonely mansion lay;
A refuge to the neighbouring poor,
And strangers led astray.

নিগূঢ় গহন মাঝে, অতি দুরন্তর,
এক মাত্র বাস সেই তাপস আলয়,
নিকটস্থ যত দুস্থ দীনহীন নর
আর দিশাহারা উদাসীনের আশ্রয়।

No stores beneath it's humble thatch
Requir'd a master's care:
The wicket, opening with a latch,
Receiv'd the harmless pair.

রামকুঁড়ে চালতলে নাহি সে ভাণ্ডার,
যার তরে প্রয়োজন কর্ত্তার যতন;
খুচ্ করি খিল-খেলি খোলা কুঁড়ে দ্বার
আনন্দে সে সাধ দ্বন্দ্বে করিল গ্রহণ।

And now, when busy crowds retire,
To take their ev'ning rest,
The hermit trim'd his little fire,
And cheer'd his pensive guest;

যে সময় কর্ম্মী লোক, কর্ম্মে খাটি খুটি,
সাঁঝহু আরাম লইবারে যায় ফিরে,
সে কাল আগতে, কতগুলি কুটাকুটী
জ্বালিয়া তাপস তুষে ক্ষুণ্ণ অতিথিরে।

And spread his vegetable store,
And gaily prest, and smil'd;
And, skill'd in legendary lore,
The ling'ring hours beguil'd.

সাজায়ে সম্মুখে তার, ফলাদি সঞ্চিত,
খেতে চাপিধরে হাস্যাধরে কুতুহলে;
উপকথা বিদ্যায় তাপস সুপণ্ডিত,
মন্দ চল দীর্ঘকাল টালিল কৌশলে। (৪)

Around, in sympathetic mirth,
Its tricks the kitten tries;
The cricket chirrups in the hearth,
The crackling faggot flies.

আনন্দের গন্ধ পেয়ে, সমানন্দ ভরে,
ওতুমুত চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়ায়;
উচ্ছ্বা অঙ্গারাধারে চুক্ চুক্ করে,
ফুটফাট ফেটে পোড়াকাট ছুটে যায়।

(৪) রূপান্তর।
বিছাইয়া পরে নিজ ফলের ভাণ্ডার
খেতে তারে চাপিধরি কুতুহলে হাসে:
উপন্যাসে তাপসের ভাল অধিকার,
খাট গতি মাঠোকাল কাটে অনায়াসে।

But nothing could a charm impart,
To soothe the stranger's woe;
For grief was heavy at his heart,
And tears began to flow.

কিছুতেই কিন্তু নাহি করে শান্তিদান,
উপশম নাহি হয় আধি অতিথির;
ঝুলিছে অন্তরে গুরু শোকের পাষাণ,
বহিতে লাগিল ক্রমে নয়নের নীর।

His rising cares the hermit spy'd,
With answ'ring care opprest:
"And whence, unhappy youth," he cri'd,
"The sorrows of thy breast?

হেরি তার ক্রমে মনোব্যথা উত্থলন,
তুল্যতাপে তাপসের পীড়িত হৃদয়;
জিজ্ঞাসিল, "অহে, নিরানন্দ যুবাজন!
কোথা হোতে তবচিত্তে শোকের উদয়?

"From better habitations spurn'd,
Reluctant dost thou rove;
Or grieve for friendship unreturn'd,
Or unregarded love?

"ত্যজ্য হোয়ে এর চেয়ে অতি রম্যপুরে,
অনিচ্ছা ভ্রমণ কিহে, দেশ দেশান্তরে?
সখার অসখ্য, কিবা সুখ গেল দূরে?
শোকান্বিত, কিবা, প্রেমদার অনাদরে?

"Alas! the joys that fortune brings
Are trifling, and decay;
And those who prize the paltry things,
More trifling still than they.

"হায়, হায়! ধনে হয় যে সুখ উদ্ভব,
ক্ষয়বান সকলি সে অসার অলীক;
সে অসার বস্তু যার সার অনুভব,
ধিক্ ধিক্ তার চেয়ে তাহারে অধিক।

"And what is friendship but a name,
A charm that lulls to sleep;
A shade that follows wealth or fame,
And leaves the wretch to weep?

"বন্ধুতা অসার,-বাস কেবল সংজ্ঞায়,
কুহক স্বরূপ করে ঘুম আকর্ষণ;
সুখ্যাতি সম্পত্তি পিছু ছায়ারূপে ধায়,
লক্ষ্মীছাড়া জনে ছাড়ি করায় রোদন।

"And love is still an emptier sound,
The modern fair one's jest:
On earth unseen, or only found
To warm the turtle's nest.

"সখ্যাপেক্ষা প্রেমআখ্যা আরো শূন্যাকার,
এ কালের অঙ্গণার রঙ্গ উপহাস;
ধরায় না ধরা যায়, যদি দেয় ধরা,
তবেত, সে, তোষে মাত্র হারিত নিবাস।

"For shame, fond youth, thy sorrows hush,
And spurn the sex," he said:
But while he spoke, a rising blush
His love lorn guest betray'd.

"লাজ লাগি, কর ভোলা শোক সম্বরণ,
নারীকুল মুখে ছাই দিয়া কর দূর,,
শুনিতে শুনিতে, লাজ-লোহিত বদন
ভাঙ্গিল বিয়োগী সেই অতিথির ভুর।

Surpris'd he sees new beauties rise
Swift mantling to the view;
Like colours o'er the morning skies,
As bright as transient too.

চমকিয়া দেখে যোগী নবরূপাভাস
পান্থ আস্যে আসি আশু ছড়াইয়া যায়;
অরুণ প্রকাশে যেন রঞ্জিত আকাশ
ক্ষণেক চমক ধরি বিলীন ত্বরায়।

The bashful look, the rising breast,
Alternate spread alarms:
The lovely stranger stands confess'd
A maid in all her charms.

"লাজুক সে মুখ আর উচ্চতর কুচে
একে একে সংশয় সঞ্চারে পরে পরে;
মনোহর অতিথির ঘোর গিয়া ঘুচে,
দাঁড়ায় যুবতী রূপবতী রূপভরে।

And, "ah! forgive a stranger rude,
A wretch forlorn" she cried;
"Whose feet unhallow'd thus intrude
Where heav'n and you reside.

বলে "ক্ষমা কর এই উদাসীন জনে,
অভাগিনী অনাথিনী আমি মূঢ় মতি
অনাহুতা গতা তথা পামর চরণে,
অমরের সঙ্গে যথা তোমার বসতি।

"But let a maid thy pity share,
Whom love has taught to stray;
Who seeks for rest, but finds despair
Companion of her way:

"করুন এ কুমারীরে করুণা প্রকাশ,
ঘুরাতেছে মদন চাপিয়া মোর ঘাড়ে;
শান্তিতত্ত্বে ফিরি, দেখি তথাচ নিরাশ
পথের সঙ্গিনী চলে, সঙ্গ নাহি ছাড়ে।

"My father liv'd beside the Tyne,
A wealthy lord was he;
And all his wealth was mark'd as mine,
He had but only me.

"ত্রিবেণীর তীরে মোর পিতার ভবন, (৫)
ছিলেন জনক ধনবান কুলপতি;
চিহ্নিত আমারি ছিল যত তাঁর ধন,
আমা বই নাহি ছিল তাঁহার সন্ততি।

"To win me from his tender arms
Unnumber'd suitors came,
Who prais'd me for imputed charms,
And felt or feign'd a flame.

(৫) রূপান্তর।
তৈননদী, তটে মোর পিতার ভবন,

"Each hour a mercenary crowd
With richest proffers strove:
Among the rest young Edwin bow'd,
But never talk'd of love.

"তাঁর স্নেহ ভাজন হইতে অন্তর
করিতে আমারে, আসি পাত্র অগণন,
কল্পিত রূপানুবাদ করিত বিস্তর,
মনে সত্য, কিবা, ছল প্রেম হুতাশন।

"In humble, simplest habit clad,
No wealth or pow'r had he:
Wisdom and worth were all he had;
But these were all to me.

"পরনে নিচোল নীচ নিতান্ত সরল,
ধন, পদ বল তাঁর কিছু ছিল নাই;
সম্বল—যোগ্যতা আর বিজ্ঞতা কেবল,
আমিও তাহাই বই কিছু নাহি চাই।

"And when, beside me in the dale,
He carol'd lays of love,
His breath lent fragrance to the gale,
And music to the grove.

"অনঙ্গ কীর্ত্তন গান, তিনি, যে সময়,
গাহি তেন মোর কাছে অচল চরণে,
সে সময়ে তখন বায়ু বহিত মলয়, (৭)
গুঞ্জিত হইত কুঞ্জ মধুর গুঞ্জনে।*

"The blossom op'ning to the day,
The dews of heav'n refin'd,
Could nought of purity display
To emulate his mind.

"সুশোধিত নিরমল নভের নীহারে,
প্রফুল্ল মুকুলকুল উষা আগমনে,
বিমলতা কিছুই দেখাতে নাহি পারে
তুলনা তুলিতে তাঁর অন্তরের সনে।

(৬) রূপান্তর।
ঘড়ি ঘড়ি, ভিড় করি কড়ির গোলাম
ভুলায় কবুলি মোরে বিপুল রতন;
যুবা এডুইন করে, সে গোলে সেলাম,
কিন্তু কভু নাহি করে প্রেম আলাপন।

(৭) রূপান্তর।
সুরব সৌরভে বায়ু বহিত মলয়,

* এই চারি চরণ প্রায় সকল গ্রন্থ প্রকাশকেরাই অত্র কাব্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বোধ করি পূর্ব্বাংশের সহিত কিঞ্চিৎ অসংলগ্ন বিবেচনায় তাঁহারা এই বিচিত্র চরণ চতুষ্টয় হরণ করিয়া থাকেন ইতি।

"The dew, the blossom on the tree,
With charms inconstant shine;
Their charms were his, but, woe to me!
Their constancy was mine.

"তরু পরি কলি, আর নভের নীহার
অস্থির শোভায় মনোলোভা শোভা পায়;
শোভার সৌন্দর্য্য গুণ সকলি তাঁহার,
শোভা স্থৈর্য্য গুণ, হায়! বর্ত্তিল আমায়।

"For still I try'd each fickle art,
Importunate and vain;
And while his passion touch'd my heart,
I triumph'd in his pain:

"দাম্ভিক প্রত্যেক খেল খেলিয়া অশেষ,
কভু দয়ে পুরি, কভু ধৈর্য্য নাহি ধরি;
মোর হৃদে তাঁর প্রেম করিছে প্রবেশ,
তাঁর দুঃখে তবু, মুখে আস্ফালন করি।

"Till, quite dejected with my scorn,
He left me to my pride;
And sought a solitude forlorn,
In secret, where he died:

মম দ্বেষে, হয়ে শেষ আশা হত মন,
মোর দর্পে, মোরে অর্পে, ছাড়িয়া আমায়,
বর্জ্জিত নিভৃত বন করি অন্বেষণ,
গোপনে সেখানে তিনি ত্যজিলেন কায়।

"But mine the sorrow, mine the fault,
And well my life shall pay:
I'll seek the solitude he sought,
And stretch me where he lay.

"আমারি সে পাপ, আমি তাঁপেরো ভাগিনী,
প্রতিশোধ প্রাণ মোর দিবে সমুচিত;
গিয়া সে কাননে যথা যাইলেন তিনি,
তাহার পতন ভূমে হইব পতিত।

"And there forlorn, despairing, hid,
I'll lay me down and die;
'Twas so for me that Edwin did,
And so for him will I"

"সেইখানে, অনাথিনী, নিরাশ অন্তরে,
লুকায়ে শরীর ঢালি তাজিব জীবন;
করিলেন এরূপ মাধব মোর তরে, (৮)
আমিও করিব তাই তাঁহার কারণ।"

"Forbid it, Heaven!" the hermit cry'd,
And clasp'd her to his breast:
The wond'ring fair one turn'd to chide;
'Twas Edwin's self that prest.

তাপস বলিয়া, "রক্ষা কর শ্রীমুরারি"
জাপটিয়া বুকে টানি ধরিল রমণী;

(৮) রূপান্তর।
করেছেন এডুইন যাহা মোর তরে,

"Turn, Angelina, ever dear,
My charmer, turn to see
Thy own, thy long-lost Edwin here,
Restor'd to love and thee.

"ধনকাতে ফিরে চায় চমকিতা নারী,
কিন্তু আছে চাপি ধরি মাধব আপনি। (৯)

"Thus let me hold thee to my heart,
And ev'ry care resign:
And shall we never, never part,
My life—my all that's mine:

"চির প্রিয়া মালতী, লো! ফিরাও বদন, (১০)
ফিরে চেয়ে দেখ মনমোহিনী আমার,
তোমারি মাধব তব পুরা হারাধন, (১১)
তব আর প্রেমের অধীন পুনর্ব্বার।

"No, never, from this hour to part,
We'll live and love so true,
The sigh that rends thy constant heart,
Shall break thy Edwin's too."

"এরূপে তোমায় বুকে রেখে চিরদিন,
চিত্ত থেকে চিন্তা চিরু দিব বিসর্জ্জন;
হবনা, হবনা, কভু তব সঙ্গহীন,
এলো প্রাণ, এলো মোর সর্ব্বস্ব ধন!

"এ অবধি, অবিচ্ছেদি হইয়া উভয়
এরূপ স্বরূপ প্রেমে যাপিব জীবন,
ফাটিবে যে শোকে তব অটল হৃদয়,
চূর্ণ তাহে তব মাধবেরো দৃঢ় মন" (১২)

প্রভাকরের হিতার্থিগণের নিকট প্রভাকর সম্পাদকের নিবেদন।

গদ্য-পদ্য-রচনাকারি-বন্ধু ও ছাত্র ভিন্ন যে যে মহাশয় বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহ সময়ে সমর-সংক্রান্ত সমাচার সমূহ সংঘটনা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ লিখিয়া প্রেরণ পূর্ব্বক প্রভা-

(৯) রূপান্তর।
"এ ঘটনা নিবারণ কর বিশ্ব পিতা"
বলি, যোগী করে তারে হৃদয়ে ধারণ:
ধনকাতে ফিরে চায় নারী চমকিতা,
দেখে নিজে এডুইন দেয় আলিঙ্গন।

(১০) রূপান্তর।
চিরপ্রিয়া এঞ্জেলিনা, ফিরাও বদন!

(১১) রূপান্তর।
তব এডুইন তব পুরা হারাধন,

(১২) রূপান্তর।
এ অবধি অভেদি হইতে দুইজন
এরূপ অকাট্য প্রেমে কাটাইব দিন,
ফাটিবে যে শোকশ্বাসে তব দৃঢ়মন
তাহাতেই চিত্ত চূর্ণ তব এডুইন।

করের প্রভাবৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিদেশ হইতে অতি যত্ন পূর্ব্বক নানা-বিষয়ক নূতন নূতন সমাচার প্রেরণ-দ্বারা সর্ব্বতোভাবেই আমারদিগের গৌরবের উন্নতি করিয়াছেন, যে সকল বিষয় আমরা সর্ব্বাগ্রেই প্রকাশ পুরঃসর রাজপুরুষদিগের এবং পাঠকপুঞ্জের সুগোচর করিয়াছি, যে সকল সংবাদে ইংরাজ বাঙ্গালি কোনো সম্পাদক আমারদিগের উপর শ্লাঘা করিতে পারেন নাই, যেহেতু তাঁহারা তাবতেই সেই সমুদয় নূতন সমাচার ঋণ-প্রদানে অক্ষম হইয়া কেবল অস্মদাদির নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত সম্মান, সুখ্যাতি, সুরাগ, গৌরব, উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধিকর-ব্যাপার বৃক্ষের নিমিত্ত আমরা উল্লেখিত সংবাদ-লেখক মহোপকারি বন্ধুবর্গের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-সহকারে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিতেছি।—এই নূতন বৎসরের নূতন দিবসে পরমপূজ্য পরমেশ্বরের সমীপে তাঁহারদিগের প্রতুল প্রার্থনা পূর্ব্বক এই মাত্র প্রার্থনা করি।—হে প্রভাকরের হিতকারি মহাশয়গণ?—আপনারা আমার প্রতি এবং মৎপ্রণীত প্রভাকরের প্রতি একাল-পর্য্যন্ত যেরূপ সমান সমাদর সমান যত্ন এবং সমান দয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।—এই সমাগত নববর্ষের অধীন হইয়া যেন তাহার অন্যথা না করেন, বরং নবানুরাগ ও নব-উৎসাহের আধিক্য করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।—বৎসর যত নূতন হইতেছে।—আমরা ততই পুরাতন হইতেছি এবং আমারদিগের এই পত্রও ততই পুরাতন হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আমারদিগের উভয়পক্ষের মধ্যে পরস্পর যে, প্রণয় সদ্ভাব এবং সংযোগ-সম্বন্ধ তাহা অত্যন্ত পুরাতন হইয়াও নূতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গেই যেন নূতন হইয়া আসিতেছে।—অতএব অধিক নিবেদন বাহুল্য মাত্র,—আপনারা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে কখনই বিমুখ হইবেননা।—

নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা,—নানা দেশীয় সামায়িক সমাচার, নানা দেশীয় লোকের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, প্রথা,—তত্তৎ স্থানের নূতন ও পুরাতন অবস্থা অর্থাৎ হ্রাস ও উন্নতির বিষয়।—কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকার্য্য।—বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজকীয়, নীতি, ইতিহাস।—কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, এবং পদার্থ-তত্ত্ব নির্ণয় প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় প্রকাশ না হইলে কোনোমতেই প্রকাশ্যপত্রের সুনাম, সম্মান, যশ, এবং মঙ্গলবিধান হইতে পারেনা।—আমারা ভিন্ন ভিন্নরূপ এই সমস্ত বিষয়ের কোনো বিষয়েই দরিদ্র নহি, একারণ কস্মিন্‌কালেই ক্ষোভ প্রকাশ করিতে হয়না।—আমরা প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বহুব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্থলপথে ও জলপথে চতুর্দ্দিগের বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি, ও করিতেছি, ইহাতেই সেই সেই স্থানের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি ও হইতেছি। পৃথক২ স্থানেই বহুবিধ বন্ধুরত্ন-লাভ করিয়াছি এবং করিতেছি, তাঁহারা আপনারা এই প্রভাকরের গ্রাহক ও পাঠক হইয়া আবার গ্রাহক ও পাঠক শ্রেণীর বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত পৃথক২ সমুদয় বিষয় নিজং ক্ষমতা ও উৎসাহানুসারে লিখিয়া প্রেরণ করিতেছেন।—ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরাজাধিকারে ও ভিন্নাধিকারে, ব্রহ্মদেশে, নেপালে, কাশ্মিরে এবং আর আর বহুদূরে গ্রাহকেরা বিরাজ করিতেছেন।—আমরা বাঙ্গালি, আমারদিগের পত্রও বাঙ্গালাপত্র, ইহাতে বাঙ্গালি গ্রাহকের সংখ্যাই অধিক হইবে সন্দেহ কি?—কিন্তু সুখ এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই, যে, অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, ফরাসি, আরমানি, ইহুদি, ইষ্টইণ্ডিয়ান, মুসলমান, মগ, মান্যবর হিন্দুস্থানীয় রাজা, বণিক, এবং উৎকল দেশীয় মহাশয়েরা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, রাজপুরুষেরাও যথাযোগ্য কৃপা বিতরণে কৃপণতা করেননা।—অপিচ এই কলিকাতা মহানগর ও তন্নিকটস্থ অনেক স্থানের মহাশয়েরা নানা বিষয়ের রচনা দ্বারা নিয়তই অস্মদাদিকে অতিশয় উপকৃত করিতেছেন। সকল স্থানের সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পণ্ডিত এবং ছাত্রেরাই লেখনী ধারণ করিয়াছেন।—সুতরাং এই সমস্ত কারণেই আমারদিগের লিপিঘটিত দরিদ্রতা দূর হইয়াছে।——নানা—শাস্ত্র বিশারদ-জ্ঞানগুরু মহাশয়েরা এবং অনেকানেক বিশ্বমান্য-ভাগ্যধর মহোদয়েরা সর্ব্বদাই যত্ন-সহকারে বিশেষ বিশেষ বিষয় লিখিয়া যথোচিত সাহায্য করেন, এতন্মহাত্মাপুরুষপুঞ্জের এতদ্রূপ অবিচলিত স্নেহে ও অনুগ্রহে আমরা আপনারাই আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া গণ্য করি, দর্প করি। ইংরাজ সম্পাদকেরা বিপুল বিত্ত ব্যয় ব্যসন দ্বারা রচনা সকল সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পত্রকে উন্নত করেন, এবিষয়ে আমারদিগের এক ক্রান্তি মাত্র ব্যয় করিতে হয়না,—আমরা বিনা দানে 'মথুরা পারের,, ন্যায় আশ্রয়দাতা সহায়, সাহায্যকারি, হিতকারি, বন্ধু বান্ধব, গ্রাহক পাঠক, আচার্য্য এবং ছাত্রদিগের দ্বারা বিনা মূল্যেই প্রভাকরকে প্রভান্বিত করিতেছি।—আমারদিগের এমত কোনো ক্ষমতাই নাই, এমত কোনো সম্ভাবনাই নাই, যদ্দ্বারা এতদ্রূপ বহু স্থানবাসি বহু সংখ্যক গ্রাহক পাঠক এবং লেখকদিগের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি, তবে এইমাত্রই বলিতে পারি, যে, কেবল এক মাত্র পরমপুরুষের করুণায় ইঁহারদিগের নিকট এবম্প্রকার করুণালাভ করিতেছি, কোনো

বস্তু বা কোনো ব্যক্তি কখনই আপনি বড় হইতে পারেনা, দশজনে অনুগ্রহ করিয়া যাহাকে বড় করে, সেই ব্যক্তিই বড় হয়।—সুতরাং লোকেরা আমার এই প্রভাকরকে বড় না করিলে কদাচই বড় হইতনা, তাঁহারা বড় করিয়া থাকেন, বড় হইয়াছে, ইহার পর বড় না করেন, কিছুতেই বড় হইবেনা, যে ছোটো সেই ছোটোই হইবেক।—মহাকর জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেব যে পর্য্যন্ত যে কোনো পদার্থে আপনার প্রভা প্রকটন করেন, সেই পর্য্যন্তই সেই পদার্থ প্রভান্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রভাকর সেই প্রভা হরণ করিলে আর সেই পদার্থে কোনো পদার্থই থাকেনা। যেমন অঙ্গার স্বভাবতঃ অতি মলিন, তাহার ভিতর যতক্ষণ অগ্নি প্রবেশ করে, ততক্ষণ আর সেই কয়লার ময়লা থাকেনা, উজ্জ্বলতা ও দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়।—কিন্তু সেই অগ্নি প্রস্থান করিলেই পুনর্ব্বার আবার যে কয়লা সেই কয়লা।—যে ময়লা সেই ময়লা, তদ্রূপ অস্মদাদির অদৃষ্ট আকাশে এই সমস্ত গণ্য, মান্য, গুণি, ধনি, বিজ্ঞ, পণ্ডিত, লেখক, কবি, অনুকূল ও সহায় প্রভৃতির সকল প্রকার সাহায্যস্বরূপ মহাকর সহস্রকরের করপ্রভা যতদিন পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমারদিগের সুখ, স্বচ্ছন্দতা, মান, সম্ভ্রমাদি বিস্তীর্ণ থাকিবেই, তাহার অন্যথা হওন মাত্রেই আবার যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার।—যে হাহাকার, সেই হাহাকার।—যে দুঃখ, সেই দুঃখ। এবং যে অপযশ সেই অপযশ।—অতএব এই স্থলে সর্ব্বমূলাধার পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া ইঁহারদিগের মধ্যে যিনি পূজ্যপাদ, তাঁহাকে প্রণাম।—যিনি নমস্য, তাঁহাকে নমস্কার।—যিনি যথাযোগ্য-সম্বোধন-পাত্র, তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্বোধন, এবং যিনি আশীর্ব্বাদ-পাত্র তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতেছি, হে জগদীশ্বর! তোমার অনুকম্পায় আমি যেন এই সঞ্চিত সুখসম্পদে বঞ্চিত না হই, শেষের এই কয়েকটা দিন আর যেন কিছুতেই ক্ষুব্ধ ও তাপিত না হই।

উপকারি স্নেহকারি ও সাহায্যকারিগণের উপকারঋণে স্নেহঋণে এবং সাহায্যঋণে আবদ্ধ থাকিয়াই যেন পরমসুখে জীবনযাত্রা যাপন করি।—তুমি ইঁহারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রতুল প্রদান কর। ইঁহারা যেন কেহই প্রভাকরের প্রতি প্রতিকূল না হয়েন।

কোনো কোনো সম্পাদক সর্ব্বদাই অহঙ্কার করিয়া আপনাপন পত্রের গ্রাহক সংখ্যার আধিক্যই প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে বড় হউন, বড়ই সুখের বিষয়, আমরা সাহস পূর্ব্বক সহসা এমত অভিমান করিতে পারিনা, যে, আমারদিগের এই প্রভাকর পত্রের সকলের অপেক্ষাই অধিক গ্রাহক, কিন্তু সহযোগি মহাশয়েরা যদি সাহসি হইয়া এতন্নগরস্থ, নিকটস্থ, দূরস্থ সমস্ত গ্রাহক পাঠকের নাম ধাম প্রকাশ করিতে পারেন, তবে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া আমারদিগের সমুদয় গ্রাহক পাঠকের নাম ধাম এখনিই প্রকাশ করি, তাহা হইলে দেশের রাজা প্রজা তাবতেই নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন, কোন্ পত্রের কত গ্রাহক, কত পাঠক এবং সেই সকল গ্রাহকেরাই বা কিরূপ অবস্থার মনুষ্য। কোন্ পত্রইবা পত্র বাহকের দ্বারা কত স্থানে বিতরিত হয় এবং কোন্ পত্রইবা ডাকযোগে কতলোকের নিকট প্রেরিত হয়।—কোন্ পত্রের কার্য্য কিরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে, আর কোন্ পত্রে কি কি উত্তম উত্তম বিষয় প্রকটিত হইয়া থাকে, সংবাদ পত্রের লেখার বিষয় প্রায় সর্ব্বসাধারণেই পাঠ ও দৃষ্টি করিয়া অবগত আছেন, সুতরাং এই স্থলে সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ করণের প্রয়োজনাভাব, কিন্তু কাহার কত গ্রাহক পাঠক, সেই বিষয়টি রাজপুরুষদিগের ও অপর সকলকে জ্ঞাত করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে, যে পত্রের যত অধিক গ্রাহক পাঠক এবং লেখক, সেই পত্রই ততই অধিক মান্য গণ্য ও গ্রাহ্য হইবে ইহাতে আর সংশয় কি? ডাকযোগে কাহার পত্র অধিক গণনায় অধিক লোকের নিকট প্রেরিত হয়, এবং কোন্ সম্পাদক ডাকটিকিটের অধিক কর গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন, তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য "পোষ্টমাষ্টর জেনরল,, এবং ডাকঘরের সমুদয় কর্ম্মচারিরাই প্রদান করিবেন, শুদ্ধ কলিকাতার "জেনরল পোষ্ট আফিস, বলিয়াই নহে; যেখানে যত ডাকঘর আছে, সেইখানকার কর্ম্মচারিরাই সাক্ষ্য দিতে পারেন, এবং কোন্ যন্ত্রালয়ে প্রতিদিন কখানি করিয়া ডাকের চিটি আইসে, তাহাও তাঁহারদিগের দ্বারাই প্রমাণ হইবে।—আমারদিগের শ্রীরামপুরস্থ ফ্রেণ্ড সহযোগী সময়ে সময়ে বাঙ্গালা সমাচার পত্র-ঘটিত এই সকল কথার আন্দোলন করিয়া থাকেন, বোধ করি তিনি এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইবেন, দুঃখের বিষয় এই, যে, শাদা সম্পাদক দাদা সাহেবেরা বাঙ্গালা পত্রের প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, মস্তপেট, ও আকার বড় দেখিয়াই মুগ্ধ হয়েন, বড় ভাবেন, কাহাতে কি গুণ ও কি পদার্থ, তাহা জানেননা, এবং দোষ গুণের অনুসন্ধান লয়েননা। যাহাহউক, কোনো সম্পাদক আমারদিগের এই প্রস্তাবানুসারে গ্রাহক পাঠকের সংখ্যা প্রকাশ করিলে আমরা তাঁহার অনুকরণে ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব করিবনা।

কি পরিতাপ! বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহে আমারদিগের গুরুতর অনিষ্ট হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বহু স্থানে, মুলতান, কাশ্মির, পেসয়ারাদি অঞ্চলে, গ্রাহক পাঠক,

পত্রপ্রেরক অন্যূন ২০০ ব্যক্তি, যে, কি হইলেন, কোথায় রহিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার সংবাদ মাত্রই পাইলামনা, ইহাতে যেপর্য্যন্ত কাতর ও চিন্তিত হইয়াছি, তাহার সাক্ষি কেবল একমাত্র অন্তরাত্মা।—এই বিপদে আমারদিগের ধনাগমের ও কল্যাণের যে কত হানি হইয়াছে তাহার বর্ণনা আর কি করিব? কি করা যায়.নিতান্তই নিরুপায়,দৈব্যের বিড়ম্বনা হইলে সেই দৈব ভিন্ন অন্য কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারেননা, সুতরাং এই দৈব যখন অনুকূল হইবেন তখন পুনর্ব্বার শিবসঙ্কার হইবে।

এই দুর্ব্বৎসরে বিজ্ঞাপনের আয়ের অনেক লঘুতা হইয়াছে, সে বিষয়ের আর "নাই," বলিলেই হয়, বিজ্ঞাপন ভিন্ন সংবাদপত্র কখনই জীবিত থাকিতে পারেনা, তাহার দশা এই হইল, আবার বিদ্রোহ-স্থানের গ্রাহকগণের অবস্থা অনির্ব্বচনীয় হইয়াছে, এই ভয়ঙ্কর সময়ে ভয়ঙ্কর অবস্থার অধীন হইয়া ভবিষ্যতে কিরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিব? আয়ের লাঘব ব্যয়ের বৃদ্ধি, দুই দিগেই বিষম হইতেছে।

হে গুণগ্রাহক গ্রাহক! হে অনুগ্রাহক! হে দেশস্থ সমস্ত মহাশয়! আপনারা এই সময়ে আমারদিগের প্রণীত-সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি বিষয়ে উচিত অনুগ্রহ বিতরণ করুন, আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নিয়মিতরূপে নিয়মিত-সময়ে মূল্য প্রদান করিবেন, এইক্ষণে কেবল আপনারদিগের উপরেই অধিক নির্ভর করিতে হইল।

আমারদিগের এই প্রভাকর পত্রের প্রতি কেবল যে বালক, যুবক, এবং প্রাচীন-পুরুষেরাই আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করেন, সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করেন, এবং স্ব স্ব সাধ্যানুসারে লিপিরূপ ভূষণের দ্বারা ইহাকে ভূষিত করেন, এমত নহে, এই বঙ্গদেশের বহু স্থানের বহু পরিবারের বহু সংখ্যক কুলকন্যা, কুলবধূ, এবং প্রাচীনা কুলাঙ্গনাগণ পুরুষদিগের ন্যায় সমভাবেই ইহার প্রতি স্নেহ করেন;—সমাদর করেন;—এবং নিজ নিজ বিরচিত রচনা দ্বারা ইহার অঙ্গসৌষ্টব করেন,—কিছুতেই ত্রুটি করেননা। আমরা প্রথমোক্ত পুরুষ পুঞ্জের প্রবন্ধ সকল যে প্রকার প্রযত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সানন্দে প্রকটন করি, শেষোক্তা স্ত্রীজাতি-প্রণীত গদ্য-পদময়ী রচনাগুলীন তদপেক্ষা অধিক উৎসাহে গ্রহণ করিয়া বরং অধিক আনন্দের সহিত পত্রস্থ করিয়া থাকি। স্ত্রীলোকের একখানি রচনা পাইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আহ্লাদের উদয় হয়, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণযোগে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম। ইহার কারণ পুং-জাতির বিদ্যানুশীলনের দ্বার সর্ব্বত্রই মুক্ত রহিয়াছে, তাহারা স্বাধীন, সুতরাং এই সদভিপ্রায়সূচক মনোরথ পরিপূর্ণ করণার্থ সদুপায়ের অভাব মাত্রই নাই, কুলাঙ্গনারা নিতান্তই পরাধীনী, পিঞ্জররুদ্ধা কোকিলার ন্যায় গৃহরুদ্ধা হইয়া অধীনাবস্থায় দিনপাত করেন, গৃহকার্য্যেই সমস্ত সময় ক্ষয় করিতে হয়, কুলাচারধর্ম্মে অন্তঃপুরের উঠান ভিন্ন কস্মিন্‌কালেই বাটীর বাহির হইতে পারেন না, পরিবারস্থ সমস্ত লোকের নিকট উপদেশ লইবার সম্ভাবনা নাই, ইঁহারদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও রচনাকার্য্য সাধারণ কঠিন ব্যাপার নহে, যেমন কোনো কোনো উড্ডীয়মান পক্ষি উড়িতে উড়িতে কচিৎ একবার পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক শূন্য মধ্যে ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া "বিরতির" সুখাস্বাদ গ্রহণ করে,—যেমন চাক্রিকের বলী অর্থাৎ কলুর বলদ তৈলযন্ত্র নামক ঘানিচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে সৌভাগ্যক্রমে সুযোগ পাইলেই এক আদ্‌খাব্‌লা আহার করিয়া তৃপ্ত হয়;—সেই প্রকার স্ত্রীলোকেরা প্রচুরতর প্রতিবন্ধকে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও কোনো সুযোগে বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইয়া শ্রুতিসুখকর, চিত্তহর কল্যাণকর সাধুসন্দর্ভ সকল সংরচনা করিতেছেন, ইহাতে পুরুষের অপেক্ষা তাঁহারদিগকে যদি অধিক ধন্যবাদ প্রদান না করি তবে কোনোমতেই আমারদিগের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়না।—আমরা মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের লিখিত বিষয় প্রকাশ করিয়াথাকি, তাহাতে অনেকের নাম এবং কুলপরিচয়াদি গোপন রাখিতে হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে দুই একজনের রচনা সহিত নাম ধামাদি প্রকাশ করি, সেই সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গদ্য পদ্য পাঠ মাত্রেই পাঠকের হৃদয়-প্রফুল্ল হইতে থাকে। অনেক বালক ও যুবকের অপেক্ষা তাঁহারদিগের রচনা অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট। এইক্ষণে বহু পরিবারের কামিনীকলাপ বিশেষরূপ যত্নযোগে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন।—পুস্তক এবং সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া রচনার আলোচনা পূর্ব্বক সাতিশয় সৎকার্য্যে সাধু-স্বভাবে সময়ের সার্থকতা করিতেছেন, পূর্ব্বকালে কুলবালারা কুলবালকের ন্যায় সমানভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এই সুপ্রথা ও সুপ্রণালী চিরকালই সমভাবে প্রচলিত ছিল, স্ত্রীলোকেরা শাস্ত্র-বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, এবং সংগীতবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যায় নিপুণা ছিলেন,এবং বোধ হয় এইক্ষণকার ন্যায় অন্তঃপুরে এ-ভাবে এত আবদ্ধ থাকিতেননা, অথচ শ্বেতাঙ্গনাগণের ন্যায় এতদ্রূপ তুল্যরূপে স্বাধিনীও ছিলেননা। অপিচ হিন্দু স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের পদ্ধতি-পথ বড় অধিককাল রোধ হয়নাই, এবং এই আক্ষেপো আর বড় অধিককাল করিতে হইবেনা, কারণ রজনী যত শেষ হয়, ততই যেমন দিবসের দীপ্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রতিবন্ধক বিনাশ হইয়া যতই আলোচনার আতিশয্য হইতেছে, ততই আমারদিগের সুখের সুদিন নিকট হইয়া আসিতেছে।—অদ্য, কল্য, পরশ্বঃ, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, অয়ন, বর্ষ এবং যুগ, এইরূপে ক্রমশই অভীষ্টবৃক্ষ সুফলে ফলিত হইতে থাকিবে।

এইস্থলে পরিতাপের বিষয় এই, যে, অঙ্গনা-কর্ত্তৃক কোনো উত্তম প্রবন্ধ প্ররচিত হইয়া প্রকাশিত হইলে অনেক পুরুষ তাহাতে বিশ্বাস করেননা, কিন্তু তাঁহারা কেন বিশ্বাস করেননা? বলিতে পারিনা, রমণী হইতে রমণীয় রচনা কি সম্ভবপর নহে? দৈবশক্তিদেবী অথবা সরস্বতীর কৃপায় কি তাঁহারা কবিত্ব ও রচনাশক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেননা?—বাক্যবাদিনী-শক্তিদেবী কি কেবল পুরুষের হৃদয়ে, পুরুষের কণ্ঠে এবং পুরুষের মনেই বিহার করেন! ওহে, ও পুরুষ সকল! তোমরা কি নিশ্চয়রূপেই এমত স্থির করিয়াছ, যে, স্ত্রীরূপক্ষেত্রে পরমকারুণিক পরমেশ্বর এতদ্রূপ করুণাবীজ বপন করেন নাই?—তিনি স্ত্রীজাতিতে স্বতন্ত্ররূপ যে কয়েকটি গুণ প্রদান করিয়াছেন, পুরুষে সেরূপ সঙ্ঘটন অতি দুর্ল্লভ।—ও পুমান্! তোমরা এরূপ সংশয় কখনই কোরোনা কোরোনা,—কোরোনা—এরূপ দ্বেষভাব কখনই ধোরোনা, ধোরোনা,—ধোরোনা, অভিমানে তাহারদিগের অপরিচিত অজ্ঞাত-গুণ হোরোনা, হোরোনা, হোরোনা।—ও সুপণ্ডিত, সুবিদ্বান, সুলেখক, সুকবি ও সুবক্তা সকল! তোমরা যে, এই স্ত্রীলোকের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইঁহারা "মা,, তোমরা "ছাঁ,, মা—তে গুণের সম্ভাবনা না থাকিলে ছাঁ-তে কি প্রকারে তাহার সঞ্চার হইতে পারে? তোমরা বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী বলিয়া যাঁহার আরাধনা কর, তিনি, যে, নিজে শক্তিরূপা স্ত্রীজাতি।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বে অতিশয় সুপণ্ডিতা বিদ্যাবতী শাস্ত্রকারিণী ছিলেন।—ভাস্করাচার্য্যের প্রণয়িনী সাধ্বীসতী বিদ্যাবতী গুণবতী লীলাবতী "বীজগণিত,, অঙ্ক শাস্ত্র রচনা করেন, অধুনা তাহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন তিনি একখানি "ন্যায়শাস্ত্র,, রচনা করেন।

কর্ণাট-রাজের প্রিয়তমা পট্টমহিষী কবিতা-শ্লোক ও বিচারযুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি কালিদাসকে প্রকাশ্য-সভায় পরাভব করেন, ইহাতো লোক প্রসিদ্ধ, অমান্য করিবার নহে।

অদ্যাপি "খনার,, গণনায় সমুদয় পঞ্জিকাই সংশয়ভঞ্জিকা ও রঞ্জিকা হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন আরো বিস্তর প্রমাণ আছে।

শ্রীশ্রীমতী রুক্মিণী দেবী স্বহস্তে পত্র লিখিয়া জনেক ব্রাহ্মণের দ্বারা দ্বারকানগরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেন।—ঐ রুক্মিণীর বিবাহ ব্যাপারে বর্ণিত আছে, "রাজা রুক্মি স্বীয় সহোদরার মনের ভাব জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট একটি শ্লোক প্রেরণ করেন, রুক্মিণী তাহাতে অসম্মতা হইয়া সেই শ্লোক হইতে বর্ণ উত্তোলন পূর্ব্বক যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা হয় এমত করিয়া দিলেন।,,

যথা।

[ম] [প] [দ্রু]

প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে শিশুপালে সুতশ্রবসো হৃদয়ানন্দকরে নরদেববরে মনো বিজুস্ততাং॥

রুক্মিণী-কর্ত্তৃক ইহার বর্ণান্তরে অর্থান্তর উপরেই "ম" "প" "দ্রু" এই তিন অক্ষরে ব্যক্ত হইল।

যথা অর্থ।

"দমঘোষের নন্দন এবং সুতশ্রবার হৃদয়ের আনন্দকর সকল রাজার শ্রেষ্ঠ, যে, শিশুপাল তাহাতে তোমার প্রণয় থাকুক এবং তোমার মন তাহাতেই নিমগ্ন হউক,, রুক্মি প্রেরিত এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া রুক্মিণী ঐ শ্লোকেই বর্ণ-বৈপরিত্য-দ্বারা মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন, যথা "দমঘোষনন্দনে, "মমঘোষ নন্দনে,, শিশুপালে "পশুপালে,, সুতশ্রবসো "দ্রুতশ্রবসঃ,, অর্থাৎ ঘোষনন্দন এবং পশুপালক ও কবিগণের হৃদয়ের আনন্দকর যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই আমার প্রণয় থাকুক এবং মন নিমগ্ন হউক।

এই স্থলে আমরা অতিশয় কাতর হইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিতেছি,হে সুভ্য গণ!—আপনারা যেমন বালক ও যুবক বিদ্যার্থি এবং রচনার্থিদিগ্যে প্রশংসা ও পারিতোষিকাদি অশেষপ্রকার উৎসাহ দান-দ্বারা উন্নত করিয়া থাকেন, বালিকা ও তরুণী বিদ্যার্থিনী এবং রচনার্থিনী কুলকামিনীদিগ্যে সেই প্রকার সর্ব্ববিধ উৎসাহে উন্নতা ও সুখিনী করুন।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে বিশেষ বিশেষ দিবসে সুরাগ-সূচক-স্বাভিপ্রায়-সম্বলিত বিশেষ বিশেষ কুলকন্যার গদ্য পদ্যময়-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, অদ্য নূতন বৎসরের নূতন দিবসের অধীন হইয়া "ঠাকুরাণী,, নাম্নী নূতন-রচনাপ্রেরিকা কবিতাকারিণী এক ভদ্র কুলবালার কবিতা অবিকল পশ্চাদ্ভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে পাঠ করিয়া যথাযোগ্য সাধুবাদ প্রদান করুন।—কারণ এই কবিতা সর্ব্বপ্রকার সুগুণসম্পন্ন হইয়াছে, যতি, মিল, ছন্দ, রস, ভাব, অর্থ, সকলদিগ্ সমানরূপে রক্ষা হইয়াছে।—এবং সকল গুণের প্রধান গুণ, যে, প্রসাদ গুণ,—তাহাতেই পরিপূর্ণ। এই কবিতার প্রথম চরণে "নম প্রভাকর,,সম্বোধনসূচক-পদ-জন্য এই শব্দে কেহ কেহ দোষার্পণ করিতে পারেন, কিন্তু ভাষা-কবিতায় ইহা কখনই দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। যখন পূর্ব্বতন অনেক পণ্ডিত কবি-কদম্বের এতদ্রূপ

রচনার কেহই এপর্য্যন্ত দোষ দর্শন করেন নাই, তখন ব্যাকরণাদি-বোধ-বিহীনা এক কুলবালা অবলার এই রচনায় দোষ দৃষ্টি করিবেন, এমন অবিবেকি ছলগ্রাহী কে আছেন? তথাচ আমরা এতদ্দোষ খণ্ডনার্থ প্রাচীন বিখ্যাত কবি "রামেশ্বরী,, গ্রন্থ হইতে এক চরণার্দ্ধ উদ্ধৃত করিলাম।

যথা।

"নম দেব নারায়ণ, নিত্যরূপ নিরঞ্জন,,

আমরা অভিমানশূন্য ছাত্রগণকে অনুরোধ করি, হে বাপ্! তোমরা 'ঠাকুরাণী,, প্রণীত এই রুচির রচনার অনুকরণ কর, তাহা হইলেই সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইবে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতার কি পুরস্কার প্রদান করিব? তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুরাণী দাসীকে "ঠাকুরাণী মাসী,, অথবা "মা,, বলিয়া সম্বোধন করিলাম। দুঃখের বিষয় এই, যে, জগদীশ্বর ইঁহাকে বিধবা করিয়াছেন। যাহাহউক, এই রচনা বিষয়ে কেহই আর সন্দেহ করিয়া কোনো কথা কহিতে পারিবেননা। কেননা আমারদিগের বিশেষ বিশ্বাসি-সত্যপ্রিয় প্রিয়তম সদ্বিদ্বান বন্ধু "মেটাপলিটন্ কালেজের শিক্ষক,, শ্রীযুত বাবু নন্দলাল দাস আপনার হস্তাক্ষরিত পত্র সমভিব্যাহারে কবিতাটি প্রেরণ করেন। আমরা সাধারণের সুগোচরার্থ সেই পত্রখানিকে সাক্ষিস্বরূপ করিয়া এই পদ্যটি পত্রস্থ করিলাম।

"To
Baboo Issur Chunder Goopto.

MY DEAR SIR,

I beg at present to enclose herewith for publication in an early issue a paper containing a few verses written by a lady of a respectable family—she is a widow, and is occupied with nothing but reading and writing. The hand writing is hers. You can depend upon my word that the verses are the actual production of a Bengalee female. I hope therefore you will have no objection to insert it. I can assure you, my dear sir, that I would not have taken the trouble of sending it to you; had it not been the composition of a lady of respectable connections. Hoping you are well.

I am, dear Sir.
Your's truly,
NUND LOLL DOSS.

Nimtollah,
29th March, 1858."

[শ্রীমতী ঠাকুরাণী দাসীর বিরচিত গদ্য পদ্য।]

"গুণিগণাগ্রগণ্য ধন্য মান্য শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"এ দেশের অভিনব বিদ্যাভিলাষিণী কামিনীগণের রচিত দুই একটি প্রবন্ধ কৃপা করিয়া স্বীয় দৈনিক প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সাহস পূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদিতেছি, মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধন পূর্ব্বক মহাশয়ের ভুবনোজ্জ্বল পত্রৈক পার্শ্বে যৎসামান্য স্থান দান করিয়া এ হীনমতি অবলার উৎসাহ বর্দ্ধনে বাধিত করিবেন।,,

লঘু ত্রিপদী।

"নম প্রভাকর, নম শঙ্কা হর,
কিঙ্করীরে কৃপা কর।
যে তব মহিমা, কে জানিবে সীমা,
তুমি সর্ব্বগুণাকর॥
তোমার বর্ণনা, করিতে রচনা,
ইচ্ছুক পামর মন।
কিন্তু আমি নারী, প্রকাশিতে নারি,
সাহস না করে পণ॥
পুরাণাদি যত, সর্ব্ব শাস্ত্রমত,
তুমি ব্রহ্ম তেজোময়।
স্থূল সূক্ষ্ম অতি, তুমি গ্রহপতি,
তোমাতে সকলি হয়॥
জগৎ রক্ষণ, তুমি সে কারণ,
তুমিতো জগৎ সার।
সর্ব্ব জীবোপর, ওহে দিবাকর,
আছে তব সুবিচার॥
অচলে প্রকাশ, সদা শূন্যে বাস,
এক চক্র-রথে গতি।
যাও অস্তাচল, তেজি ধরাতল,
প্রিয়-জায়া ছায়াপতি॥
বেদের বচন, জ্যোতির গঠন,
মস্তকে মাণিক ধরা।
আহা কিবা রূপ, না দেখি স্বরূপ,
লোহিত-বসন-পরা॥
জগৎ নয়ন, সত্য সনাতন,
স্মরণে কলুষ নাশ।
যুগ যুগান্তর, আছ নিরন্তর,
কভু নাহি বুদ্ধি হ্রাস॥
জগৎ পালক, দিবা প্রকাশক,
সুরলোক সহ স্থিতি।
তিমিরনাশক, সলিল শোষক,
নলিনী তোষণে প্রীতি॥
অতি খরকর, পোড়ে কলেবর,
জর জর জীব তাপে।
ধরণী বিদরে, অসহ্য অন্তরে,
কুমুদিনী ভয়ে কাঁপে॥
হেরে তব ভাত, কার সুপ্রভাত,
কেহবা অকূলে ভাসে।
লয়েছি স্মরণ, অনল বরণ,
চরণ কমল আশে॥

ঠাকুরাণী দাসী।,

আহা!—এই গদ্য পদ্য কি চমৎকার হইয়াছে!—যতদূর পর্য্যন্ত উত্তম হইবার তাহাই হইয়াছে।—আমরা পূর্ব্বেই ইঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছি, এইক্ষণে ধন্যবাদ ভিন্ন আর কি অধিক অমূল্য রত্ন প্রদান করিতে পারি? যে পুরুষ এবং যে স্ত্রীলোক এই রচনা পাঠ করিবেন তাঁহারাই ইহাতে মনের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ পুনই প্রতিষ্ঠা করিবেন।

সকলেই বিদ্যা শিক্ষা কর, বিদ্যার্থিদিগ্যে বিদ্যা শিক্ষায়, সংবাদপত্র, পুস্তক, এবং প্রবন্ধ-পাঠে অনুরত কর, সর্ব্বদাই প্ররচনার প্রবৃত্তি প্রদান কর।—এই কল্যাণকর বিষয়ে যাহার যেমন সম্ভব, যেমন শক্তি, এবং যেমন সাধ্য-সেইরূপ উৎসাহ কর, আনুকূল্য কর এবং যত্ন কর।—যতপ্রকার দান আছে, তাহার মধ্যে বিদ্যাদান সকল দানের প্রধান দান। পূর্ব্বতন মুনি, ঋষি, আচার্য্য সকল অরণ্যবাসি, ভিক্ষাজীবি, ফলাহারি হইয়াও বহুকষ্ট স্বীকার করত শিষ্য সকলকে অশন বসন প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন।—পাছে বিদ্যাদানে ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কাক্রমে তৎকালের নৃপতি সকল শস্ত্রপাণি হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহারদিগের আশ্রম রক্ষা করিতেন।—রাক্ষসাদি হিংস্রজীব সমস্ত বিনাশ করিয়া সকলপ্রকার বিঘ্ন হরিতেন।—গুরুগণ সশিষ্যে রাজসভায় আগমন করিয়া যখন যাহা চাহিতেন রাজারা চরণপূজা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিতেন।—তদ্ভিন্ন অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত চিরবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন।—পুরাতন প্রধান লোকেরদের এই প্রকার সুনিয়মে ও সুকার্য্যে পূর্ব্বে বিদ্যাদানের এবং বিদ্যাশিক্ষার কোনো প্রকার ব্যাঘাত হইতনা।

ইদানীং মৃত রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা বিদ্যা বিতরণ ব্যাপারে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া চিরযশস্বি হইয়াছেন।—মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেব বিদেশী হইয়া এদেশের বালকবৃন্দকে বিদ্যাদানে আপনার সর্ব্বস্বান্ত ও জীবনান্ত করিয়াছেন, ইহাতে তিনি আমারদিগের চিরপুজ্য হইয়াছেন, তাঁহার দত্ত উপকার ঋণ আমরা কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিবনা, তিনি পূর্ব্বকার বিদ্যাদাতা ব্যক্তিদিগের নাম ঢাকিয়া দিয়াছেন, তিনি বিবাহ করেননাই, তাঁহার সন্তান হয়নাই, অথচ কেবল মাত্র এক বিদ্যাদানের গুণে তিনি এই বঙ্গদেশস্থ সমস্ত বিদ্যার্থির "পিতা,,নাম ধারণ করিয়াছেন, মৃত মহাত্মা বেথুন সাহেবকে সকলে একবার এই সময়ে স্মরণ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। বিদ্যালয় করিলেই বিদ্যাদান হয় এমত নহে। বিদ্যাদানের নানাপ্রকার উপায় ও পথ আছে।—যে প্রকারে হয় বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি কর। ছাত্রদিগ্যে পুরস্কৃত কর,—তাহাতে বিদ্যাদানের ফল হইবেই হইবে।

যথা দেবীপুরাণ।

বিদ্যার্থিনে সদা দেয়ং বস্ত্র মন্যত্তভোজনং।
ছত্রিকা পুস্তক দীপং যদ্যত্তদুপকারকং॥
লেখনীঘটনং তীক্ষ্ণং মসী পত্রঞ্চ লেখনীং।
দত্ত্বাতু লভতে বৎস বিদ্যাদান মনুত্তমং॥

অর্থাৎ বস্ত্র, তৈল, ভোজনদ্রব্য, ছত্র, পুস্তক, দীপ, ও যে যে বস্তু উপকারক এবং আবশ্যকীয় হইবে সেই সকল বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যার্থিকে প্রদান করিবে এবং যাহার দ্বারা লেখনী নির্ম্মাণ করা যায় এমন তীক্ষ্ণঅস্ত্র, অর্থাৎ ছুরী, ও মসী অর্থাৎ কালী, পত্র অর্থাৎ কাগজ, এবং লেখনী অর্থাৎ কলম, বিদ্যার্থিকে এই সকল দ্রব্য দান করিলে বিদ্যাদানের তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়।

রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা

আমরা যে পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়াছি তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ন্যায় দুর্ব্বৎসরের ব্যাপার কখনই বর্ণনা করিনাই।—আমারদিগের বহুকাল পূর্ব্বে যাঁহারা সম্পাদকীয়-ব্রতে ব্রতি হইয়াছেন তাঁহারাও কস্মিন্‌কালে এতদ্রূপ ভীষণ-ঘটনা রটনা করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি কোনো দেশীয় কোনো ইতিহাস লেখকের লেখনী হইতেও এবম্প্রকার মহা-অমঙ্গলময় বিষয় লিখিত হয়নাই।—কেবল এই ভারতরাজ্য বলিয়া নহে, অবনীমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন যত রাজ্য আছে তাহার কোনো রাজ্যে এরূপ অনিষ্ট ও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত কেহই দর্শাইতে পারিবেননা। যখন যেদিগে যে বিষয়ে দৃষ্টি করা যায় তখন সেই দিগে সেই বিষয়েই অমঙ্গল দেখিতে পাই।—কুত্রাপি কাহারো নিকট কোনো বিষয়েরি সুখের নাম গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়না।

আমরা কিছুর মধ্যেই কিছু নহি, অথচ সংবাদ পত্রের "সম্পাদক,, নাম ধারণ করিয়া সকল বিষয়েরি সকল হইয়াছি,—আমরা রাজা নহি, অথচ রাজ্যের অমঙ্গলে যেন অগ্রেই আমারদিগের সর্ব্বনাশ হয়, এবং রাজ্যের মঙ্গলে আগে ভাগেই যেন আমরা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াথাকি, আমরা ভূমি-সম্বন্ধের গন্ধমাত্রই রাখিনা, অথচ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ও পরিমিত-বৃষ্টিতে অগ্রেই যেন আমরা দারুণতর-দুর্ভাগ্য ও সমূহ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াথাকি,—পৃথিবী শস্যশালিনী হইলে বোধ করি, যেন আমারদিগেরি গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইল,—অজন্মা হইলে বোধ হয় যেন আমরা এইবারেই অনাহারে কষ্ট পাইয়া মারা পড়িলাম।—মারিভয় হইলে বোধ হয় যেন আমারদিগেরি সকল পরিবার অকালে কালকরে পতিত হইতেছে, ইহাতে বিনা ঘটনায় সকল প্রকার শোকে অভিভূত হইয়া কতই হাহাকার করিতে থাকি।—চৌর্য্যাদি দস্যুভয়ের আধিক্য হইলে বোধ হয় তুর্জ্জনেরা যেন যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমারদিগকেই নিঃস্ব করিতেছে।—অগ্নিদাহে অনুমান হয় যেন আমারদিগেরি সমস্ত ঘর দ্বার, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের স্থল ভস্মীভূত হইল, সর্ব্বস্বই গেল।—রাজপুরুষেরা রাজ্য মধ্যে কোনো প্রকার কুশলকর কর্ম্ম করিলে বোধ হয়, উক্ত শিবকরকার্য্য কেবল আমারদিগের উদ্যোগেই ও কেবল আমারদিগের নিমিত্তেই হইয়াছে। একারণ কতই আনন্দ প্রকাশ করি। আর প্রজাপীড়াকর কোনো প্রকার নিয়ম প্রচার করিলে তাহাতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়া তন্নিবারণার্থ কাতরতা সহকারে কত প্রকার যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াথাকি; কোনো কোনো বিষয়ে আমরা প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিতেও ত্রুটি করিনা। স্বজাতীয়-ধর্ম্মের উন্নতি ও হানিতে, স্বদেশীয় লোকের সুখ-সৌভাগ্যে এবং

দুঃখ দৌর্ভাগ্যে আমরা উভয় পক্ষেই অর্থাৎ সুখ সৌভাগ্য এবং দুঃখ দুর্ভাগ্যের সমান অংশ সম্ভোগ করিয়া থাকি। দেশীয় লোকেরা সদ্বিদ্বান্, সুসভ্য, সুলেখক এবং সুবক্তা হইলে তৎসংক্রান্ত সমুদয় সন্তোষ সম্ভোগের কর্ত্তা যেন আমরাই হই,—তাহাতে আর আমারদিগের আনন্দের পরিসীমা থাকেনা। অপিচ তাহার বিপরীত হইলে আবার সংপূর্ণরূপেই সমুদয় বিপরীত হইয়া উঠে। তখন আর দুঃখ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইনা। ইহার বিশিষ্ট কারণ এই, যে, সংবাদপত্র, "সাধারণ পত্র", এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ সর্ব্বসাধারণের "প্রতিনিধি স্বরূপ", আমারদিগ্যে রাজা প্রজা উভয় পক্ষের সহিত সমান সংযোগ রাখিতে হয়, বরং প্রজাপক্ষে অধিকতর সুদৃষ্টি রাখাই সম্পাদকীয় ধর্ম্মের প্রধান অভিপ্রায় হইয়াছে।

যত প্রকার বিদ্রোহ আছে তাহার মধ্যে রাজবিদ্রোহই অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষতঃ সৈন্য বিদ্রোহ যাহারা রক্ষক তাহারাই নাশক হইলে তাহার অপেক্ষা আর অধিক বিপদ কি আছে?।

কি পরিতাপ! জগদীশ্বর কেন এমন করিলেন? যে সকল সিপাহি-সৈন্য চিরকাল বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছে তাহারা হঠাৎ কেনই দুর্ব্বুদ্ধি দোষে এতদ্রূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল? তাহারদিগের পূর্ব্বকার কৃতজ্ঞতা-সূচক প্রভুভক্তি সাধারণ ব্যাপার নহে। ঐ সেনারা ব্রিটিস-শক্তির অধীন হইয়া এই ভারতভূমিতে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজাজ্ঞায় অনায়াসেই তৎক্ষণাৎ কেহ আপন ভ্রাতার, কেহ আপন পিতার, কেহ আপন পুত্রের এবং কেহ কেহ আপনার জ্ঞাতি কুটুম্বের মস্তক ছেদন করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র দয়ামায়া প্রকাশ করে নাই, একটিবারো আহা উহু শব্দ করিয়া চক্ষের জল নিক্ষেপ করে নাই, সেই প্রভুভক্ত সেনারাই আবার প্রভু-বিনাশে অস্ত্র ধরিয়াছে। ইহা তাহারদিগের মতিচ্ছন্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তি এতদিন কল্পতরুতুল্য বিটিস-রাজের কৃপাছায়ার আশ্রিত হইয়া স্বচ্ছন্দে সমূহ সম্মান-সহযোগে সুখসম্পদ সম্ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারাই আবার বিপক্ষ হইয়া বিষমতর বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছেন, লোক কথায় কহে, "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়, ইঁহারদিগের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। পর্ব্বতে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করিতে গিয়া পরিশেষ তদাঘাতে আপনারাই আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তৃণের অনলে সমুদ্রকে তপ্ত-করা, পাখার বাতাসে পর্ব্বতকে চঞ্চল করা, গোষ্পদের জলে হস্তিকে মগ্ন করা, শৃগালের শব্দে সিংহকে ভীত করা, বালির বন্ধনে জলধির বেগকে বদ্ধ করা যেমন কখনই সম্ভবপর নহে, সেইরূপ হীনবল অবোধ বিদ্রোহিদলের বলের দ্বারা বিশ্ববিজয়ি বিটিস বিক্রমকে খর্ব্ব করা কোনোমতেই বিশ্বাসের স্থল হইতে পারেনা।

হে দেশস্থ সমস্ত সাধুগণ! আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, ঐ দুর্জ্জন জনগণকে তর্জ্জন গর্জ্জনের বিসর্জ্জন করিয়া নির্জ্জন-নিকেতন গমন করিতে হইবেই হইবে। যিনি মাথার উপরে অতি উচ্চে বিরাজ করিতেছেন, তিনি স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, প্রভুহত্যা, নির্দ্দোষিজনহত্যা, এই সকল হত্যার পাপ কস্মিনকালেই সহ্য করিবেননা, উচিত প্রতিফল দিবেনি দিবেন, কিন্তু ঐ সমুদয় প্রতিকূল শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া জয়লাভে যে পরিমাণে সুখলাভ হইবে তাহা দুঃখ পরিমাণের অপেক্ষা অত্যন্তই লঘু, কেননা যে সকল ইংরাজের বালক বালিকা, গুণবতী স্ত্রীলোক, যোদ্ধা যোদ্ধা বীরবর রণপণ্ডিত শিল্পনিপুণ সেনাপতি ও সর্ব্বগুণান্বিত সুবিচারক সিবিল সাহেব হত হইয়াছেন, তাঁহারদিগ্যে আর প্রাপ্ত হইবনা, যাঁহারা জীবিত থাকিয়া জগতের অশেষবিধ উপকার করিয়াছেন এবং আর কিছুকাল সজীব থাকিলে ভবিষ্যতে আরো কত শিবকর-কার্য্যসাধন করিতেন, তাঁহারদিগের সহিত একেবারে বিচ্ছেদ হইল,—শত শত নির্ব্বিরোধি বহুগুণজ্ঞ এতদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারি সপরিবারে ও অধন সধন প্রজা এবং সাধু-বণিক একেবারে ধনে প্রাণে নষ্ট হইল.—শত শত মহানগর, নগর, উপনগর, গ্রাম, গঞ্জ, গোলা, হট্ট, বাজার, সেতু অট্টালিকা, উপবন এবং দুর্গ প্রভৃতি যাহা বহুকালে বহু আয়াসে বহু যত্নে বহু কষ্টে, বহু শ্রমে, বহু ব্যয়ে, বহু ব্যক্তির দ্বারা বিরচিত ও সুশোভিত হইয়াছিল, তাহা এককালে উচ্ছন্ন গেল। কত কালে কত প্রকার প্রকরণ দ্বারা সেই সকল স্থান পুনর্ব্বার আবার সেই প্রকার শোভারভাণ্ডার হইবে তাহা বচনীয় নহে। স্থানে স্থানে রাজকোষ হইতে যে বিপুলার্থ ব্যয় হইয়াছে পুনর্ব্বার তাহা কি আর হস্তগত হইবে? এই দুর্দ্দৈব-ঘটনায় কত স্থলে কত নির্দ্দোষি লোক শাঁকের করাতের ফাকে পড়িয়াছে, যেতে কাটে, আসিতে কাটে, রামে মারে, রাবণে মারে। যদিও আমারদিগের সুধার্ম্মিক রাজপুরুষদিগের দ্বারা কখনই অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন, তিনি স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, প্রভুহত্যা, নির্দ্দোষিজনহত্যা, এই সকল হত্যার পাপ কস্মিনকালেই সহ্য করিবেননা, উচিত প্রতিফল দিবেনি দিবেন, কিন্তু ঐ সমুদয় প্রতিকূল শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া জয়লাভে যে পরিমাণে সুখলাভ হইবে তাহা দুঃখ পরিমাণের অপেক্ষা অত্যন্তই লঘু, কেননা যে সকল ইংরাজের বালক বালিকা, গুণবতী স্ত্রীলোক, যোদ্ধা যোদ্ধা বীরবর রণপণ্ডিত শিল্পনিপুণ সেনাপতি ও সর্ব্বগুণান্বিত সুবিচারক সিবিল সাহেব হত হইয়াছেন, তাঁহারদিগ্যে আর প্রাপ্ত হইবনা, যাঁহারা জীবিত থাকিয়া জগতের অশেষবিধ উপকার করিয়াছেন এবং আর কিছুকাল সজীব থাকিলে ভবিষ্যতে আরো কত শিবকর-কার্য্যসাধন করিতেন, তাঁহারদিগের সহিত একেবারে বিচ্ছেদ হইল,—শত শত নির্ব্বিরোধি বহুগুণজ্ঞ এতদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারি সপরিবারে ও অধন সধন প্রজা এবং সাধু-বণিক একেবারে ধনে প্রাণে নষ্ট হইল.—শত শত মহানগর, নগর, উপনগর, গ্রাম, গঞ্জ, গোলা, হট্ট, বাজার, সেতু অট্টালিকা, উপবন এবং দুর্গ প্রভৃতি যাহা বহুকালে বহু আয়াসে বহু যত্নে বহু কষ্টে, বহু শ্রমে, বহু ব্যয়ে, বহু ব্যক্তির দ্বারা বিরচিত ও সুশোভিত হইয়াছিল, তাহা এককালে উচ্ছন্ন গেল। কত কালে কত প্রকার প্রকরণ দ্বারা সেই সকল স্থান পুনর্ব্বার আবার সেই প্রকার শোভারভাণ্ডার হইবে তাহা বচনীয় নহে। স্থানে স্থানে রাজকোষ হইতে যে বিপুলার্থ ব্যয় হইয়াছে পুনর্ব্বার তাহা কি আর হস্তগত হইবে? এই দুর্দ্দৈব-ঘটনায় কত স্থলে কত নির্দ্দোষি লোক শাঁকের করাতের ফাকে পড়িয়াছে, যেতে কাটে, আসিতে কাটে, রামে মারে, রাবণে মারে। যদিও আমারদিগের সুধার্ম্মিক রাজপুরুষদিগের দ্বারা কখনই অন্যায় অত্যাচার হইবেনা, হইবারো নহে, তথাচ এই ভয়ঙ্কর সাময়িক ব্যাপারে রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন এবং সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্টের ন্যায় কতকগুলীন নিরপরাধির হানি হইলেও হইতে পারে, কারণ প্রকৃতই তাহা ঘটিয়া উঠে, দুষ্ট স্থানের দোষি নির্দ্দোষি

বাছুনি করা দুষ্কর হয়, যেমন রোহিত-মৎস্যের জালে দুই একটা চুণা-পুঁটি মারা পড়ে, যেমন বৃহদ্বৃক্ষ-চ্ছেদন করিলে তাহার পতনাঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু ও তৃণ-লতা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাতেও সেইরূপ মাত্র সম্ভাবনা আছে, ফলে তাহাতে দোষাভাব এবং উপায়াভাব। যাহা হউক, যে হানি হইয়াছে তাহারতো কথাই নাই, আবার চারিদিগেই শুদ্ধ টাকার শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল, সংপ্রতি বিলাত হইতে টাকা আনাইয়া সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রায় সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে, ইহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। হে হৃদয়বাসি অন্তরান্তন্! তুমি শীঘ্রই সদয় হইয়া রাজপুরুষদিগ্যে ধনে জনে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সমান আনুকূল্য কর।

কতকগুলিন ইংরাজ ও ইংরাজ সম্পাদক অকারণে রাগান্ধ হইয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ববৎ স্নেহভাব প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন, তাঁহারদিগের মতে এতদ্দেশীয় যাবতীয় লোক একেবারে সমান দোষি হইয়াছেন, তাবতেই সম্মানসূচক বিশ্বাস্য রাজকর্ম্মে নিযোজিত হইবার অযোগ্য হইয়াছেন, তাবতের প্রতি সমভাবে খড়্গহস্ত হইয়া নাথাকিলে ভারতবর্ষে আর ব্রিটিস রাজ্য যেন সুস্থিরা হইয়া থাকিতে পারিবেনা। হা, কি বিষম আক্রোশ! কি বিপুল দ্বেষ! কি স্বার্থপরতা! শাদা সম্পাদক দাদাভায়ারা শাদা মনে কাদা মাখিয়া যেরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ যুক্তিহীন উক্তি উক্ত করিতেছেন, করুন, কিন্তু আমারদিগের সদ্বিবেচক দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কোনো কার্য্যেই পূর্ব্বভাবের অভাব করিয়া এতদ্রূপ অসদ্ভাব ভাব ব্যক্ত করেন নাই, বরং তদ্বিপরীতে পূর্ব্ববৎ সমভাবে সমান দয়ার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা গবর্ণমেণ্ট সমীপে কৃতজ্ঞতা সূচক নমস্কার প্রদান করিতেছি, অনুকম্পা পূর্ব্বক এই উপহার গ্রহণ করিবেন। কি এখানকার গবর্ণমেণ্ট, কি বিলাতের মহারাণী ও মন্ত্রিগণ, সকলেই আমারদিগ্যে যথার্থ রাজভক্ত প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং দ্বেষাভাবাপন্ন সাহেবদিগের অপেক্ষা রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জকে অনেকাংশেই ভাল বলিয়াছেন। শ্বেত সম্পাদকেরা অতি বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করুন, সাবধান হইয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, রাজপুরুষদিগ্যে যেন কুপরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক কলঙ্কগ্রাহি ও পাপভাগি না হয়েন, অতি সূক্ষ্ম ও প্রকৃত নীতিদর্শি হইয়া যাহা সত্য ও সঙ্গত শুদ্ধ তাহারি উপদেশ করুন, রাজাকে কোনো বিষয়ের পরামর্শ প্রদান করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনার আলোচনা করিতে হয়, পক্ষপাত, ও ক্রোধহীন হইয়া ন্যায় কথাই কহিতে হইবেক, আপনারা অন্যায় উপদেশ প্রদান করিলে হঠাৎ যদি রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যের আচরণ করেন, তবে উপদেশদাতা ও উপদেশ গৃহীতা উভয়েরি কতদূর পর্য্যন্ত পাপ সম্ভাবনা। হে সহযোগিগণ! আপনারাই তাহা বিবেচনা করুন। এতদ্দেশীয় দুই এক ব্যক্তির অপরাধে আপনারা অক্লেশে অনায়াসেই এরূপ অনুরোধ করিতেছেন, যে, গবর্ণমেণ্ট এই অবধি এই দেশের সমুদয় লোকের উপরেই খড়্গহস্ত হউন। ধন্য, ধন্য, আপনারদিগের উক্তিকে ধন্যবাদ প্রদানি করি, এবং আপনারদিগের মহৎ মনের অভিপ্রায়ের পায়ে শত শতবার নমস্কার করি।

পদ্য।

এদেশেতে আছ যত, সম্পাদক শাদা।
সকলেই আমাদের, বড়ভাই দাদা॥
তোমরা সকল মতে, সবাই প্রধান।
রাজজাতি, রাজপ্রিয়, রাজবৎ মান॥
ধীর বট, বীর বট দুদিগেই দড়।
আমাদের চেয়ে হও, সর্ব্বমতে বড়॥
দেখে শুনে, জেনে সব, তোমাদের ক্রিয়া।
ধরেছি লেখনী শেষ, সম্পাদকী নিয়া॥
কিছুতেই তোমাদের, তুল্য কভু নই।
বল, বীর্য্য, সাহস, সহায়হীন হই॥
আগেই তোমরা আছ, উপরেতে চোড়ে।
আমরা রয়েছি নীচে, একপাশে পোড়ে॥
তুলেতে হয়েছি নীচু, খেদ কিছু নাই।
ওজনে হইলে উঁচু, হেসে মরি তাই॥
আপনারা বড় বড়, কি তায় সংশয়!
বড় বোলে প্রকাশিত, বড় পরিচয়॥
কিন্তু কিসে খেদ যায়, কিসে করি স্থির?।
সমান দেখিনে কেন, ভিতর বাহির?॥
বাহিরেতে ধোপদাস্ত, ধপ্ ধপ্ শাদা।
ভিতরেতে ঘিন্ ঘিন্, পাঁকভরা কাদা॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, নহে অন্যমত।
দুদিগ্ সমান হোলে, সুখ হোতো কত॥
যাহোক্ তাহোক্, ফলে, বৃথায় বচন।
গোটাদুই কথা বলি, কথার মতন॥
যখন বসেছ ভাই, সম্পাদকী পদে।
মত্ত যেন হওনাকো, অভিমান মদে॥
রাগ, দ্বেষ, অভিমান, আর অহঙ্কার।
পাপ্কর পক্ষপাত, কর পরিহার॥
নিয়ত বিরাজ করি, তোমাদের করে।
পক্ষের লেখনী কেন, পক্ষপাত করে?॥
এডিটরি কর্ম্মে শুদ্ধ, ধর্ম্মের সঞ্চার।
তাহাতে না হয় যেন, কলঙ্ক প্রচার॥
ধর্ম্মের আসনে বোসে, সেই ধর্ম্ম ধর।
নৃপতির ন্যায় মত উপদেশ কর॥
এদেশের বর্ত্তমান, যত যত ভূপ।
ব্রিটিসের আনুগত্য, করিছে কিরূপ॥
দরশন করিতেছ, যে সব ব্যাপার।
সে সব স্মরণ ভাই, কর একবার?।
তোমাদের কেন হয়, এমন ব্যাপার।
হিতে ভেবে বিপরীত, একে ভাবো আর॥
ন্যায়বান নীতিশীল, জ্ঞানের আধার।
তাদের তো ধর্ম্ম নয়, এরূপ প্রকার॥
একজন কর্ম্মফলে, করিয়াছে দোষ।
এ বোলে কি জাতি মাত্রে, বিধি হয় রোষ?॥
শরীরের একভাগে, দোষ যদি হয়।
এ বোলেতো সব দেহ, কাটা বিধি নয়॥
এক দন্ত দুঃখকর, হোলে পরে সবে।
নোড়া দিয়ে সব দাঁত, কে ভেঙেছে কবে?॥
নানা পাপে পাপী নানা, দণ্ড তার লবে।
এ বোলে কি হিঁদুমাত্রে, দোষি হোয়ে রবে?॥
বিশেষ বাঙালি ভেতো, আমরা সবাই।
কোনোকালে কোনোরূপ, দেষমাত্র নাই॥
রাজভক্ত অনুরক্ত, সমান সকলে।
চরিতার্থ হই সদা, রাজার মঙ্গলে॥
গবর্ণরে কহিতেছ, কেমন করিয়া।
থাকুন, হিঁদুর শিরে, খাঁড়া ওঁচাইয়া॥
হায় হায়, কার কাছে, করিব রোদন?।
তোমাদের এ কথাকি, কথার মতন॥

বল্ আছে, বোলে লও, ইচ্ছা যে প্রকার।
সে বলেনা, হেন কথা, ধর্ম্মবল যার॥
শাসনের আসনেতে, বসে ছেন যাঁরা।
অতিশয় ন্যায়শীল, নিরপেক্ষ তাঁরা॥
যারা হন সুবিচারি, ধর্ম্মপরায়ণ।
তাঁরা কি অন্যায় কথা, করেন শ্রবণ?॥
জয় হোক্ ব্রিটিসের, ব্রিটিসের জয়।
রাজ্য অনুগত যারা, তাদের কি ভয়?॥

হে দ্বেষকারি শ্বেতপুরুষগণ!—আপনারা এই বিদ্রোহ ঘটনার যে যে কারণ উল্লেখ করিতেছেন, করুন, কিন্তু ইহাও একবার বিবেচনা করিবেন, যে, আপনারা দ্বেষ ও ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন, ইহাও এক প্রকার বিদ্রোহ বৃদ্ধির কারণ হইতেছে, কেননা আপনারা রাজজাতি হইয়া দোষি নির্দোষি বাছনি না করিয়া সমস্ত প্রজার উপর নিষ্ঠুরাচরণের উপদেশ করিতেছেন, এতচ্ছ্রবণে নিরপরাধিদিগের অন্তঃকরণে কিরূপ দুঃখের উদয় হইতে পারে। অপিচ আমরা দুর্ব্বল বাঙ্গালি, অস্ত্র দ্বারা রাজাকে কোনো প্রকার সাহায্য করিতে পারিনে বটে, কিন্তু আমারদিগের যে এক পরম বল আছে, তদ্দ্বারাই আমরা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সকল প্রকার জয় সঞ্চার করিয়া দিতেছি ও দিব। আমারদিগের বল নাই, কিন্তু মঙ্গল প্রার্থনাই আমারদিগের বল হইয়াছে,—আমারদিগের অস্ত্র নাই, সত্যই আমারদের অস্ত্র হইয়াছে,—আমারদিগের দুর্গ নাই, দুর্গাই আমারদিগের দুর্গ হইয়াছেন,—আমারদিগের তোপ নাই, দুর্গানামই আমারদিগের তোপ হইয়াছে, অতএব বিদ্রোহি বিপক্ষবর্গকে বিনাশ করণার্থ ইহার অপেক্ষা আর কি কি অস্ত্রের, কি কি বলের এবং কি কি উপায়ের আবশ্যক করে, আমরা এতদ্দ্বারাই গবর্ণমেণ্টের সেনা স্বরূপ হইয়া মঙ্গল করিতেছি ও করিব। তোমরা তোপ ধর, অসি কর, যাহা কর, কিন্তু আমারদিগের এই যুদ্ধানুষ্ঠান তোমারদিগের অপেক্ষা সহস্র গুণে প্রবল এবং প্রধান হইবে।

আমরা এই দেশের প্রজা, অতএব এই দেশের বিপদে এই দেশবাসিদিগের যত হানি হইয়াছে ও হইতেছে প্রবাসিদিগের কখনই তত হয় নাই ও হইবেনা।—ধনে প্রাণে তোমারদিগের যে পরিমাণে হানি হইয়াছে, আমারদিগের তাহা হইতে অধিক পরিমাণেই হানি হইয়াছে। তোমারদিগের দুঃখ নাশের নানা প্রকার উপায় হইতেছে, আমারদিগের সে বিষয়ের নামমাত্রও হইলনা।

চিরভক্ত রাজানুগত দুর্ব্বল ভেতো বাঙালিরা স্বপ্নেও বিদ্রোহিতার ধ্যান করেনা। তাহা হইলে পশ্চিম রাজ্যে সহস্র সহস্র বৃদ্ধ যুবা বাঙালি ও বাঙালিনী বালক বালিকা সহিত রাজবিরোধি দুরাত্মাদিগের হস্তে পড়িয়া দারুণতর দুর্দ্দশান্বিত এবং অকস্মাৎ সকলে এককালে অকালে কাল কর্ত্তৃক কবলিত হইতেননা। যাহারদের সহিত বিদ্রোহিতার যোগাযোগ হইবে বাঙালির উপর তাহারদের আন্তরিক দ্বেষ, "উকুণ" হই-তো "উঁ" বলিয়া নখে তুলে মারে। কথায় কথায় কহে, "বহিন্-চোৎ বাঙালি কাফের্, ক্রিস্টান্, শ্বশুরা, গেধড্। বাঙালি ফেরাঙ্গিকো গুরু হ্যায়।—টুপি ওয়ালে কামাতা হ্যায়, ধুতিওয়ালে সব্ ওড়াতা হ্যায়" হাদে দুঃখের কথা কি নিবেদন করিব? উড়ে মেড়ারাও সময়ে সময়ে এরূপ কহে, "জগন্নাথো করে, মহারাষ্ট্র মুলুকোপাই-তো গেহাড়িপো বাঙ্গালি শাঁড়াকো হানি পকাই,. উৎকলের দুই জন বেশ্যার মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইলে এক জন কহে "তো ঘরে-তো পঠান্ পসিলা., আর একজন তাহার উত্তর করে, পঠান্ তো ভলো, তো ঘরে যে, বঙাড়ি পসিলা.,—দেখুন্ উড়ের বেশ্যারও বাঙালির প্রতি এতদ্রূপ ঘৃণা করে।—কোথাকার ঘোর অসভ্য অজ্ বাঙাল আধামগ আধা হিন্দু আসামের লোকেরাও দ্বেষ করিয়া কহে "বগা বাঙাল্, কলা বাঙাল দুই ভাই, অর্থাৎ ইংরাজ বাঙালি এরা দুই ভাই, —মিস্কালো চুণাগলি-রূপ বিলাতের খোলাঘরবাসি (ফিরিঙ্গি) যাঁহারা এদেশে ট্যাঁস নামে বিখ্যাত, তাঁহারাও মর্ম্মান্তিক দ্বেষবশতঃ কহেন, "কেলামান্ বেঙ্গালি, তোরা লীচুযা,—মোদের্ সাহেব্গার সতে বস্তে কর্ত্তে পার্ব্বিনা.,—এই প্রকারে বাঙালির আত্মীয় কেহই নাই, ইহার কারণ আমরা পরমেশ্বরেচ্ছায় কতকগুলীন প্রধান প্রধান গুণে রাজার প্রিয় হইয়াছি, বিদ্যা শিখিয়া উত্তম কার্য্যে জীবন যাত্রা যাপন করত মানবজাতির উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতেছি।

সুসভ্য ইংরাজেরা একালপর্য্যন্ত আমারদিগের এক প্রকার অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি কি কারণে অকারণে নিরপরাধে তাঁহারদিগের বিষনয়নে পড়িয়াছি তাহা কেবল তিনিই জানেন, যিনি সকলের মাথার উপরে বিরাজ করিতেছেন। সাহেবেরা যেন এইক্ষণে আর সেই সাহেবি নহেন, জাতি ও ধর্ম্ম-ভেদের জন্যই কি এত ভেদ হইল? ধর্ম্ম এবং সত্যের যন্ত্র স্বরূপ যে সংবাদ পত্র, সেই সংবাদ পত্রের ইংরাজী সম্পাদকেরাও অধুনা আমারদিগের কপালদোষে সম্পাদকীয় নামে কলঙ্কগ্রহন করিতেছেন। বুড়ো হরকরা ক্রমে যেন শিশু হইয়া দিন দিন এক একটা আব্দার করিতেছেন। 'ইংলিসম্যান্,, Englishman" এইক্ষণে নূতন ইংলিসম্যান্ হইয়া আর বাঙ্গালি-ঘেঁসা হননা, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া, তিনি কেবল নামে মাত্র ফ্রেণ্ড; কিন্তু ইণ্ডিয়ার প্রতি তাঁহার ন্যায় শত্রুতা আর কেহই করেননা।

হ্যাদে,—'ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ার" নামক একখানি নূতন পত্র, এখনো তাঁহার আটকৌড়ে হয় নাই, গায়ে আঁতুড়ে গন্ধ ভর্ ভর্ করিতেছে, ইনি ভূমে পড়িয়া "ট্যাঁ" করিতে শিখিয়াই আমারদিগের বিরুদ্ধে বিলক্ষণ আস্ফালন করিতেছেন।

প্রেস্ সম্পাদক প্রতিবারেই কামড় মারিতে ত্রুটি করেন না। এই স্থলে আমরা একবার কৃতজ্ঞতাচিত্তে পরমেশ্বরকে এবং দয়াময় নিরপেক্ষ ধর্ম্মশীল গবর্ণমেণ্টকে প্রণিপাত করি, কারণ "নদেবঃস্বষ্টিনাশকঃ,, "নিরাখালের খোদাই রাখাল,, তথা "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা,, এই অনন্যগতি দীন হীন বাঙালিগণকে বিশ্বপতি এবং রাজ্যপতি রক্ষা করিবেন।—যেমন ইংরাজ এবং ইংরাজ সম্পাদকগণ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবক বাঙালিদিগকে উপহাস ছলে "young Beugal,, এই শ্লেষের শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সম্প্রতি আমরাও পরিতাপ ছলে বুড়া যুবা সমুদয় ইংলিসকে "young English,, এইরূপ বিলাপের বাক্য ব্যক্ত করিব।

হে শ্বেত সহযোগিগণ! আপনারা এই নূতন বর্ষে নূতন ভাব ধারণ করুন, পুরাতন দ্বেষভাব পরিহার পূর্ব্বক আমারদিগের সহিত সম্পাদকীয় ভাতৃভাবের সদ্ভাব স্থাপন করুন। ইহাতে উভয় পক্ষেরি সুখ সম্মানের সম্ভাবনা।

সর্ব্বশেষে আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিশেষতঃ গবরনর জেনরলকে বিনয় পূর্ব্বক এই মাত্র অনুরোধ করি, যে, যতদূর পর্য্যন্ত রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয় তাহাই করিতেছেন, কোনো অংশেই ত্রুটি হয় নাই, তথাচ এইক্ষণে তদ্বিষয়ে আরো অধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়াছে, আমারদিগের বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে, পশ্চিম প্রদেশে "মার্সেল লা,, প্রচলিত হইবায় সর্ব্বদাই অপরাধিদিগের প্রাণদণ্ড করা হইতেছে, কিন্তু সেই অপরাধিদিগের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিরপরাধিদিগের প্রাণদণ্ড ও ধনদণ্ড না হয়, বিনা দোষে কোনো ব্যক্তির উপর ঐ প্রকার অত্যাচার হইলে একেতো কলঙ্ক ও ন্যায়াতীত, তাহার উপর আবার তদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ জনের মনে বৈরক্তি, রাগ এবং দ্বেষ জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহাতে রামে মারে, রাবণে মারে, এরূপ ভাবিয়া বিদ্রোহিদলেই সংযুক্ত হইতে পারে, আর তাহারা সদাচার করিয়া যত সুবিচার এবং স্নেহ প্রাপ্ত হইবে ততই আনুগত্য, বাধ্যতা ও প্রভুভক্তি প্রকাশ করিবেক।

এই দুর্ব্বৎসরে দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হওয়াতে দারুণতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, আহারাভাবে চতুর্দ্দিগেই হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। সরু চেলের মানুষেরা সরু চাল্ আর কত চালিবেন? মোটা চেলের লোকেরা আর মোটা চেলে চলিতে পারেননা। সকলকেই ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়িতে হইয়াছে; তণ্ডুলের দর ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে,—মুগ, মুসুর, কলাই, মটর, ছোলা, খেঁসারি প্রভৃতি সকল প্রকার ডেলেই আগুন লাগিয়াছে। গম, যব, ওট, সর্ষা, তিসি, তিল প্রভৃতির অধিক কাঁটা চলাতে আমারদিগের বুকে কাঁটা বিঁধিতেছে। পেটের জ্বালাই নিবৃত্তি হয়না, ইহাতে তেল জ্বালা দূরে থাকুক্, মাথাই দুষ্কর হইল, শুধু ভাত জোটেনা, ঘি-ভাত কোথায় পাইব্? ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, তৈল, কাষ্ঠ, তরি-তরকারি, বাসন, বসন, হাঁড়ি, মালসা, কলসী, শরা, খড়, বিচালি, মসলা, তামাক, হুঁকা, কলিকা, পান, সুপারি, চুণ, ইট, কাট, সুর্কি, বাঁশ, দড়ি, দম্মা ইত্যাদি খড়িকা গাছটী পর্য্যন্ত দ্বিগুণ, তিনগুণ দর হইয়াছে, ইহাতে আহার্য্য, ব্যবহার্য্য ও গৃহস্থালির আর আর কার্য্য কিরূপেই বা রক্ষা হইবে? রাজ-মিস্ত্রি, জন-মজুর, ঘরামি, জলের ভারি, বাজারের মুটে, ইহারাও দ্বিগুণ বেতন লইতেছে, পাল্কী, গাড়ী এবং নৌকার ভাড়া অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। গুড়, চিনি, মেঠাই, মণ্ডা, ফল, মূল, পত্রাদিও মহামূল্য হইয়াছে, ইহাতে দৈনিক আহারই নির্ব্বাহ হয়না, ক্রিয়া কর্ম্ম কিরূপে চলিবে? সকল ব্যক্তিরি দ্বিগুণের উপর ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দুস্থানের লোকেরাতো অনাহারেই মারাগেল, সে দেশের ভূমি এবারে কেবল বিপদবাহিনী অগ্নিশালিনী হইয়াছে, শস্যশালিনী হয় নাই, যে দেশের লোকেরা পূর্ব্বে আময়দা ময়দা খাইত, সংপ্রতি সেই দেশের সেই লোকেরা এক মুটা চাবনার অভাবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে।

পোড়া বছরটা আবার যাবার সময়ে ঘরপোড়ামূর্ত্তি ধরিয়া সৃষ্টির ঘর পোড়াইতেছে, একে রাজ্যে আগুন, জিনিষে আগুন, বাণিজ্যে আগুন, তাহার উপর আবার ঘরে আগুন, কি সর্ব্বনাশ! এই ঘরপোড়ার কাণ্ড শুদ্ধ কলিকাতা বলিয়া নহে, সর্ব্বত্রই সমান হইয়াছে।

ইউরোপ, এমিরিকা, বিলাতের উভয় খণ্ডেই বাণিজ্যকার্য্যের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেই ধাক্কায় এই ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়াছে, কত হৌস পতন হইল তাহার সংখ্যা হয়না।

এই দুর্ব্বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুত্ব রহিত হওনের অভিপ্রায় প্রায় স্থির হইয়াছে, তজ্জন্য বিলাতে পরস্পর মহাগণ্ডগোল ও বিবাদ হইয়া প্রধান সভার প্রধান মন্ত্রি প্রভৃতি কর্ম্মচারিদিগের পদের পরিবর্ত্তন হইল, কি না হইল? সকলি হইল। এ সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শক্তি সংহার করা বিচারসিদ্ধ হয় নাই, এই

বিদ্রোহতায় ইঁহারদিগের কোনো অপরাধ নাই, ইঁহারা কিছু সর্ব্বজ্ঞ নহেন, যে, গণনা দ্বারা অগ্রে জানিতে পারিয়া আত্মসার করিবেন।—এই সময়ে এই রাজ্য যদি মহারাণীর খাসে থাকিত, তথাচ এই বিপদ ঘটিতই ঘটিত। কি কারণে বিদ্রোহিতা হইল, তাহার কারণ কেবল এক মাত্রসর্ব্বকারণ জ্ঞাত আছেন,অতএব বিশেষ কারণের অনুসন্ধান না করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর হঠাৎ এরূপ নির্দয়তা করা উচিত হয়না। লার্ড কেনিং প্রভৃতি এখানকার কর্ম্মকারকেরা অতি বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, স্থির, ধীর, ইঁহারা আকস্মিক বিপদ বিনাশার্থ বিহিত সদুপায় করিতেছেন, কোনো অংশেই তাহার অন্যথা করেন নাই ও করিবেন না, এ সময়ে ইঁহারা এখানে আছেন বলিয়া আপদের আশু প্রতীকার হইতেছে ও হইবে। রাজধর্ম্ম রক্ষা পাইতেছে ও পাইবে।—অপিচ ইহাঁরাই আছেন বলিয়াই আমরা আছি, নচেৎ নির্দোষি প্রজারা কখনই রক্ষা পাইতনা।—অসূক্ষ্মদর্শি দ্বেষপরবশ দোষ-গুণ-বিচারবিহীন কতকগুলীন রাগান্ধ শাদা পুরুষ আমারদিগের গাত্রের মাংস সকল কুক্কুর দিয়া ভক্ষণ করাইতেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব না থাকিলে পরে আমারদিগের অবস্থা কি হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়। কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা এখানকার প্রজাদিগ্যে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছেন। আমারদিগ্যে আপনার বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, ইহাতেই আমরা পরম সুখে নির্ভাবনায় বাস করিতেছি।—সকল প্রকার অভাব মোচন হইতেছে, বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিবিধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি। কোনো বিষয়েরি আশঙ্কা ও চিন্তাই নাই।

এই শাসন-প্রণালির পরিবর্ত্তন হইলে কি হইবে? যদিও ভালই হইবে? তথাচ আমারদিগের এই ভালই ভাল. যাহারা "কালো ভালবাসে তাহারদের আর অন্যরূপ মনে ধরেনা, আমরা প্রথমাবধি কোম্পানির অধীন হইয়াছি সুতরাং এই অধীনতাই অভিলাষ করি, যখন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি, পশু পক্ষি প্রভৃতি ইতর প্রাণিরাও পুরাতন প্রভুর পোষণ-পাশ হইতে অপরের অধীনতা ইচ্ছা করেনা, তখন আমরা জ্ঞানবান মহাপ্রাণি মানব হইয়া যদি কোম্পানির অধীনে থাকিয়া অন্যের অধীনতার প্রার্থনা করি তবে আমারদিগের অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ নরাধম আর কে আছে?

আবার ফরাসির সহিত ইংরাজ জাতির বিবাদ হওনের সূত্র উঠিয়াছে এই সময় অস্মদাদির পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সময় হইয়াছে, যখন রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন সমস্ত প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া একজন বাঙ্গালির বিলাত গমন করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে। তাহা হইলেই সম্যকপ্রকার সুমঙ্গলের সম্ভাবনা! নচেৎ কি হয় বলিতে পারিনা। শুনিয়া ছিলাম, বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গমন করিবেন, এইক্ষণে তাহার আর কোনো উচ্চ বাচ্চা শুনা যায় না, যাহাহউক, দুর্ভাগ্য দুর্ব্বল বাঙ্গালির কপালে সেরূপ সুখের সংঘটনা হইবে এমত বোধ হয়না।

এই বৎসরে ভালোর মধ্যে গ্যাসের আলো একটি কার্য্য দেখিতেছি কিন্তু রাজ্যের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্ত যাওয়াতে সে আলো ঘোর কালো অন্ধকার দেখিতেছি, এই গ্যাস এক পাড়ায় আলো দিয়া আবার অন্য পাড়ায় সর্ব্বনাশ করিতেছে, যেখানে কস্মিন্‌কালেও গ্যাসের আলো হইবেনা, সেখানকার লোকেরদের নিকট হইতে আইন জারী করিয়া ট্যাক্স লওয়া হইতেছে। তাহা না দিলে আর রক্ষা থাকেনা।

এ দারুণ দুর্ব্বৎসর হইয়াছে, তাহার উপর আবার বাটির ট্যাক্স দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।—প্রজারদিগের বড়ই বিপদ হইতেছে।—শাখানগরের প্রজারাও চৌকিদারি ট্যাক্সে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন।

এবারে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বিশ্ব অবিদ্যায় পরিপূর্ণ হওয়াতে তাহার ফল কি হইবে বলিতে পারিনা।

আমরা ভাবিয়া ছিলাম শীত কালের মধ্যেই বিদ্রোহ বিপদ আর থাকিবেনা লক্ষ্ণৌ অধিকার হইলেই বিপক্ষেরা বিনাশ হইবে আর কোনো শঙ্কাই রহিবেনা, কিন্তু তাহা হইয়াও হইলনা, দুষ্টেরা স্থানে স্থানে আবার প্রবল হইতেছে, অতএব আগামি শীতকাল ব্যতীত তাহারদিগ্যে সংপূর্ণরূপে প্রতিফল প্রদান করা কঠিন দেখিতেছি।—হে জগদীশ্বর! প্রসন্ন হও, শত্রু ক্ষয় কর।

বিজ্ঞাপন।

অদ্যকার প্রভাকরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত আমারদিগের এবং কর্ম্মচারিদিগের গুরুতর পরিশ্রম হইয়াছে, এজন্য আগামি ২ বৈশাখ বুধবার দিবস পত্র প্রকাশ রহিত করিয়া অদ্য ১ বৈশাখ আমরা বিশ্রামার্থ অবসর লইলাম এবং কর্ম্মচারিদিগ্যে অবসর দিলাম।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

মঙ্গলবার ১ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১৩ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল।

সন ১২৬৪ সালের

সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।

বৈশাখ।

সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সেপেল শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রার্থনানুসারে শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষগণ উক্ত কালেজে কয়েকজন অতিরিক্ত ইংরাজী শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি করেন।—শিঙ্গাপুরের অন্তর্গত সারায়ক নামক স্থানে প্রায় ৪০০ চীনদেশীয় লোক দলবদ্ধ হইয়া তথাকার গবরনর জেম্‌স ব্রুক ও অপর কয়েকজন ইংরাজের গৃহদাহ করত অনেক দ্রব্যাদি হরণ ও কয়েক জন সাহেবকে হত ও আহত করে, ব্রুস সাহেব অনেক কষ্টে নদী সন্তরণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন।—৩৪ গণিত দেশীয় পদাতিক দলের মঙ্গলপাণ্ডা নামক সিপাহি বারাকপুরে সারজেণ্ট মেজর সাহেবের প্রতি অস্ত্রাঘাত করাতে কোর্ট মার্সিয়েলের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।—২ সংখ্যক গ্রিনেডিয়ার পল্টনের যে দুই জন সিপাহি টাকশাল ও ট্রেজুরির সিপাহিদিগকে কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছিল কোর্ট মার্সিয়েলের বিচারে তাহারা উভয়েই চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হয়।—ডাকাইৎ ধৃত করণীয় কমিসানর সাহেবের প্রার্থনানুসারে গবরনর জেনরল বাহাদুর গোয়েন্দাদিগের বালকবৃন্দকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদানার্থ হুগলি জিলাতে এক বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ করেন।—দুই জন সেনা-সম্পর্কীয় সাহেব চৌড়কের দিবসে শ্রীরামপুরে দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিনা দোষে আঘাত এবং এক স্ত্রীলোককে হত করেন।—কলিকাতা রাজধানীতে হিন্দুস্থান হর্সডাক কোম্পানি, নামে এক নূতন কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়।—২৪ পরগণার মাজিস্ট্রেট মেং ফরগিউসন সাহেব নদীয়া জিলার কমিসানরের পদে অভিষিক্ত হয়েন।—মহারাজ রণজিৎ সিংহের মহিষী মহারাণী চন্দ্রবতী বারাণসীতে যে সমস্ত বহুমূল্যের অলঙ্কারাদি রাখিয়া যান উত্তর পশ্চিম রাজ্যের গবরনর সাহেব তত্তাবৎ কলিকাতায় প্রেরণ করণার্থ কাশীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি আদেশ করেন।—শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রালয় হইতে বৈশাখের প্রথমাবধি "বিজ্ঞানমিহিরোদয়," নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশারম্ভ হয়।—লালাগড় রাজের মহারাজের সন্তান না থাকাতে গবর্ণমেণ্ট ঐ রাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত করণের অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়া মহারাণীকে মাসিক বৃত্তি প্রদানে সম্মত হয়েন। আলীপুরে যে সকল সাঁওতাল কারাবদ্ধ আছে গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে মাতলা নগর পরিষ্কার করণার্থ প্রেরণ করণের আদেশ করেন।—কর্ণাটের রাজা আপন রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির মানসে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বৃত্তি গ্রহণে অসম্মত হয়েন।—শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু গুপ্ত "অজেন্দুমতী চরিত্র," নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন।—ফিনিক্স পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত ই পি মুর সাহেব কোম্‌স নামক এক পাক্ষিকী সমাচার পত্র প্রকাশারম্ভ করেন।—মৃত বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের সহধর্ম্মিণী রাজকুমারী দাসী পরলোক গত হইলে শ্রীযুত বাবু শ্যামচাঁদ মল্লিক মহাশয় তাঁহার বিষয়ের স্বত্বাধিকারী হয়েন।—কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভার আদেশানুসারে কোর্টের ইণ্টরপ্রিটর অর্থাৎ দ্বিভাষী মেং এবিএট সাহেব ২০০ টাকা মাসিক পেন্সিয়ান প্রাপ্ত হয়েন।—কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেবের বন্ধুরা প্রকাশ্যরূপে সভা করত তাঁহাকে এক এড্রেস ও রজতময় আহারোপযুক্ত তৈজস প্রদান করেন, এবং মেট্রাপলিটন কালেজের ছাত্রেরাও তাঁহাকে এক কৃতজ্ঞতা স্বীকার-সূচক আবেদন পত্র এবং এক উৎকৃষ্ট রূপার মস্যাধার দিয়াছেন।—পারস্য-দেশের সমরানল নির্ব্বাণ করণার্থ যে এক সন্ধি পত্র নির্দ্ধারিত হয়। পারস্য অধিরাজ অথবা মহারাণী বিক্টোরিয়া এপর্য্যন্ত তাহাতে স্বাক্ষর করেন নাই —পারস্য-দেশে ব্রিটিস সেনারা মহমিরা নামক স্থান অধিকার করে।—হিন্দু ও যাবনিক পর্ব্বাহোপলক্ষে সদর দেওয়ানী আদালত যে কয়েক দিবস বন্ধ হইয়া থাকে, আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব তাহা ন্যূন করণের প্রস্তাব করেন, কিন্তু গবরনর জেনরল সাহেব তাহাতে সম্মত হয়েন নাই।—কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর শ্রীযুত উইলিয়ম ব্রাকেন সাহেব বিলাত গমন পূর্ব্বক পেন্সিয়ান গ্রহণ করেন।—পঞ্জাব হইতে এরূপ সংবাদ আসিয়াছে,যে, জম্মুনগরীয় মহারাজ গোলাব সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন।—টাকি নিবাসি বিখ্যাত জমীদার হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করেন।—গোয়ালিয়র রাজ্যের মহারাজ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজশাসনের সুশৃঙ্খলা সন্দর্শন করিয়া স্বদেশ মধ্যে গিয়া তদ্রূপ নিয়ম স্থাপনের অনুষ্ঠান করেন।—মহামান্য মৃত ডিউকঅফ ওয়ালিংটনের ভ্রাতুষ্পুত্র ভারতবর্ষ সমুদ্রে মহারাণীর রণতরী সকলের প্রধানাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়া বোম্বাই রাজধানীতে আগমন করেন। বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব ডাকাইৎ ধৃতকরণীয় কমিসানর মেং ওয়ার্ড সাহেবের কর্ম্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উক্ত পদের পূর্ণ বেতন প্রদানের অনুমতি করেন।—বারাকপুরস্থ দেশীয় পদাতিক সেনাদলের জনেক নেটিব আফিসর রিমা দেশের রাজাকে ব্রিটিস বিপক্ষ হইবার যে পত্র লেখে তাহা ধরাপড়ে।—লাহরের প্রধান কমিসানর স্যার হেনরি লারেন্স হোঁসেনাবাদ প্রদেশের ডেপুটী কমিসানর আফিসের আমলাদিগের কার্য্যপটুতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে ৫০০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।—জিলা হুগলির জজ সাহেবের প্রার্থনামতে গবর্ণমেণ্ট পেঁড়ো গ্রামে একমুন্সেফী চৌকী স্থাপনের আদেশ করেন —মুরশিদাবাদের নবাব পরিবারের কোনো বেগম অতিরিক্ত মাসহারা পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করেন।—সাঁওতালীয় হেঙ্গামায় অতিরিক্ত যে সকল ডাকঘর স্থাপিত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়।—বাগব জারের কুৎঘাটে ইতিপূর্ব্বে বার্ষিক ৯৫ টাকা মাসুল আদায় হইত গত বর্ষে তাহা অপেক্ষা ৩৮০০০ টাকা অধিক উৎপন্ন হয়।—অযোধ্যার অন্তর্গত গাগ্রা নদীর উপর এক নৌকা-সেতু নির্ম্মাণের আদেশ হয়।—পলতার বারুদখানায় এক

জন সারজেণ্ট অলক্ষিতরূপে হত হয়।—দানাপুরের দেশীয় পদাতিক সৈন্যশিবিরে আগুন লাগিয়া অনেক তৃণাচ্ছাদিত গৃহ দগ্ধ হয়।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের পাঠার্থিদিগের পরীক্ষা হয়।—গবর্ণমেণ্ট বৈদ্যবাটী ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামাদির প্রজাদিগের উপকারার্থ এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের অনুমতি করেন।—রেঙ্গুণ নগরের অগ্নিদাহে কতিপয় আমেরিকান মিসনরির সর্ব্বস্বান্ত হয়।—অযোধ্যাবাসিনী এক ভ্রষ্টারমণী তাহার একটী ৩০ বর্ষ বয়স্ক পুত্রের প্রাণ নাশ করে।—ঢাকা প্রদেশের বিখ্যাত দস্যু ফিরাজী দুদুমিয়া ধৃত হইয়া সেশনের বিচারে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য কারাবদ্ধ হয়। নদীয়ার অন্তঃপাতি দেবগ্রামের প্রান্তে গবর্ণমেণ্টের বাহ্নি ডাকে দস্যু দ্বারা হৃত হয়।

জ্যৈষ্ঠ।

বিদ্যাসাগর শ্রীযুত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব বিলাত গমন করেন।—রেইলওয়ে কোম্পানির দ্বারা রঙ্গনীযোগে এক অতিরিক্ত ট্রেন চালাইবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়।—বোম্বাই নগরের সাহায্যার্থ তথাকার ধনাঢ্য পার্সি মহাজন স্যার জেমসেটজি জিজিভাই এক লক্ষ টাকা দান করেন।—জঙ্গীপুরে এক ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়।—মিরাটে সিপাহি সেনাদিগের দ্বারা ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহারা সেনাপতিদিগকে সংহার পূর্ব্বক দিল্লী নগরে আসিয়া তত্রস্থ দেশীয় সেনাবলীর সহিত সংযুক্ত হইয়া গুরুতর অত্যাচার প্রচার করত বহু ইংরাজ ও বিবি, বালক এবং বালিকাগণের প্রাণ বিনাশ করে।—৩৪ গণিত সিপাহি সেনারা রাণীগঞ্জ লুঠ করে। দিল্লীস্থ বিদ্রোহিরা তথাকার বৃদ্ধ বাদশাহের কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া নিকটস্থ সকল গ্রাম লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়।—কলিকাতার টৌনমেজর সাহেব দুর্গ দ্বারে দ্বিগুণ প্রহরী নিযুক্ত করেন।—আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর সেনাদলের ও প্রজামণ্ডলীর বিজ্ঞাপনার্থ এমত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন যে ষড়যন্ত্রকারি লোকেরা মিথ্যা জনরব উপস্থিত করিয়াছে, যে, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করণে উদ্যত হইয়াছেন, ঐ জনরব কিছুই সত্য নহে।—কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ৩৫০ টাকা প্রদান করণের অনুমতি প্রেরণ করেন।—রাণীগঞ্জ হইতে পদচ্যুত সিপাহিগণ সাঁওতাল দলের অধ্যক্ষদিগকে ব্রিটিস বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি প্রদান নিমিত্ত পত্র লেখে।—সিপাহি সেনাদিগের দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও সাহায্য প্রদান নিমিত্ত নগরবাসি হিন্দু মহাশয়গণ ও ফরাসি এবং আমেরিকান প্রজারা প্রকাশ্যরূপে সভা করত বিবিধ প্রস্তাব ধার্য্য করেন।—কলিকাতা রাজধানী মধ্যে বিদ্রোহানল উপস্থিত হইবার জনরব হয়।—সাহেবেরা পিস্তল বন্দুক ক্রয় করত রণসজ্জায় সজ্জিত হন।—পাতিয়ালা ও গোয়ালিয়র মহারাজা বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাহায্যার্থ কয়েকদল সৈন্য প্রেরণ করেন।—যোধপুর রাজ্যের গাঙ্গুর নামক স্থানের গড়ের মহন্ত রীতিমত রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত হওয়াতে যোধপুরাধীশ্বর তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহাতে মহন্ত ভীত না হইয়া দুর্গ আশ্রয় পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন।—কলিকাতা নগরস্থ ফ্রিমেসন সাহেবেরা বিদ্রোহ নিবারণার্থ বলন্টিয়ার দলভুক্ত হন।—ফিরোজপুর, কাণপুর, অম্বালা, সিনমিয়ার, লক্ষ্ণৌ, আলাহাবাদ, বারাণসী ইত্যাদি সকল স্থানেই অযোধ সিপাহি সেনারা বিদ্রোহ উপস্থিত করে।—স্যার জান, লারেন্স সাহেব অতুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক দুরাত্মাকে হত করেন, স্যার হেনরি লারেন্স সাহেব পূর্ব্বাহ্ণেই সতর্ক হইয়া আপনার অধীনস্থ সিপাহি সেনাদিগকে নিরস্ত্র করেন।—নগরবাসিনী বেশ্যাদিগের স্বতন্ত্র বাসস্থান নিরূপণের উদ্যোগ হয়।—৯ গণিত দেশীয় সেনারা আলীগড়ের দুর্গ অধিকার করে।—দৈনপুরের উক্ত দলের অবশিষ্ট সেনারা বিদ্রোহ উপস্থিত করে।—বাষ্পীয় জাহাজারোহণে অনেক গোরা সৈন্য কলিকাতায় আসিয়া বাষ্পীয় শকট আরোহণে উত্তর পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে গমন করে।—বিদ্রোহ নিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা সাহায্য প্রদানাভিপ্রায়ে যে আবেদন পত্র প্রদান করেন, গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বাধ্যতা স্বীকার করেন।—আগ্রার সেনারা অর্থ হরণ করত মথুরায় গমন করিয়া সেনাপতি সাহেবকে সংহার পূর্ব্বক তিন লক্ষ টাকা অপহরণ করে।—কৌশুলি পর্ব্বতে গোরখা সেনারা বল দ্বারা ধনাগার ভঙ্গ করত আপনারদিগের বেতনের টাকা গ্রহণ করে, এবং সেনাপতি সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া অন্য সেনাপতি সাহেবের অধীনে নিযুক্ত হয়, তাহারা সিপাহিদিগের ন্যায় বিদ্রোহি হয় নাই।—হায়দ্রাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর আপনার অধিকার মধ্যে ভৃত্য বাণিজ্য রহিত করণের উদ্যোগ করেন।—বারাকপুরস্থ ৭০ গণিত দেশীয় সেনারা বিপক্ষ দমনে গমনার্থ উদ্যত হওয়াতে গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহারদিগকে অনেক আশ্বাস বাক্য প্রদান পূর্ব্বক পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন।—বর্দ্ধমানস্থ প্রজাদিগের প্রতি অতিরিক্ত টেক্স নিরূপিত হয়।—ঢাকা নগরবাসি যবনেরা অতিশয় গর্ব্বিত হওয়াতে তথায় সৈন্য প্রেরিত হয়।—অযোধ্যা রাজধানীতে সিপাহি সেনারা বিদ্রোহি হওয়াতে স্যার লারেন্স সাহেব তাহারদিগকে বিলক্ষণ সুশাসন করেন।—রাজবিদ্রোহি সেনা ও অপরাপর রাজবিদ্রোহি ব্যক্তিদিগের যাহারা সাহায্য করিবেক, তাহারদিগের দমনার্থ ও দণ্ড বিধান নিমিত্ত এক নূতন আইন প্রকাশ হয়।—গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর পশ্চিম রাজ্যের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবকে সংস্পণ্ড করিয়া তাঁহার পদে আপাততঃ হুইলিয়র সাহেবকে নিযুক্ত করেন।—প্রধান সেনাপতি জেনরল আনসন সাহেব ওলাউঠা রোগাক্রমণ পরলোক গমন করেন, জেনরল বোনার্ড সাহেব প্রতিনিধিরূপে তৎপদাভিষিক্ত হন।—ফ্রিচর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চূড়ামণি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ বাঙ্গালা অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়া [illegible]র প্রথমভাগ প্রকাশ করেন।—বারাণসী নগরে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহিদিগকে বিশেষরূপে শাসন করে।—কলিকাতা নগরবাসি সাহেবেরা অস্ত্র ধরিয়া বলন্টিয়ার দলভুক্ত হয়েন।—গবর্ণমেণ্ট বারাকপুর ও কলিকাতাস্থ সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করেন।—গবর্ণমেণ্ট ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা এক বৎসরের জন্য নিবারণ করণার্থ এক নূতন নিয়ম প্রকাশ করেন।

আষাঢ়।

জঙ্গীপুরের অন্তঃপাতি রাঙ্গাবাড়ি নামক গ্রামে মথুর হালদারের ভবনে একদল দস্যু প্রবিষ্ট হইয়া ৯৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি হরণ করণানন্তর গমনকালীন তন্নিকটস্থ অপর এক গৃহস্থের বাটী প্রবেশ করিয়া প্রায় ৩০০ টাকার মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে, পরিশেষে বিশেষ অনুসন্ধানে ধৃত হয়। সিমুলিয়া নিবাসি মৃত মহাত্মা স্বর্গীয় রামতনু মুখোপাধ্যায়ের ঘরিতা এক ধাতুময়ী অন্নপূর্ণা প্রতিমা অতি সমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল হইতে এরূপ অনুমতি করেন, যে, কলিকাতা হইতে বণিকেরা এইক্ষণে জাহাজযোগে তণ্ডুল প্রেরণ করিতে পারিবেননা। শ্রীরামপুরের রেইলওয়ে ষ্টেসনে ৭৮ গণিত দেশীয় পদাতিক সেনা দলের লেপ্টেনাণ্ট সাহেবের সহিত শকটস্থ অপর এক ইংরাজের বিবাদ হইলে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারি মেং বেকর সাহেব তাহা নিবারণার্থ চেষ্টা করেন, তাহাতে ক্রোধান্ত লেপ্টেনাণ্ট আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার জেব হইতে এক পিস্তল বাহির করিয়া মেং বেকর সাহেবের মস্তকে গুরুতর গুলির আঘাত করেন। মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি স্যার পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেব ওতনগরে উপনীত হইলে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে তাঁহার সম্ভ্রমসূচক তোপধ্বনি হয়। এক জন সামান্য যবন বারাকপুরের সিপাহিদিগকে রাজবিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্তি প্রদান করায় উক্ত স্থানে তাহার ফাঁসি হয়। বারাসতে প্রহরি সৈন্য নিযুক্ত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩৫৬ টাকা ব্যয় করণের অনুমতি করেন। গবর্ণমেণ্ট ২৪ পরগণা ও হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অনুমতি করেন যে তাঁহারা কলিকাতা পুলিসের প্রচলিত নিয়মানুসারে নগরের নিকটস্থ স্থানাদিতে ইংরাজ সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইনিস্পেক্টর নিযুক্ত করেন। পাটনার মফঃসল পুলিস আমলারা এক দল দস্যু ধরাতে ৬০০ টাকা পুরস্কার পায়। ৭১ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনারা টাকা অঞ্চলে উপদ্রবারম্ভ করে। জিলা ২৪ পরগণার ও বেলিয়াঘাটার কানেক্টেবেল দ্বারা ৫৯।৬০ জন অস্ত্রহীন সিপাহি ধরা পড়ে। মদরসাকালেজে গোরা সেনাদিগের পাহারা হয়। জেম্‌স হিউম নামক ষ্টিমরে ১৪ লক্ষ টাকা এবং কয়েক জন ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আগমন করে। মাকসা নামক একজন রেইলরোড ইঞ্জিনিয়র শকটচক্রে হত হয়েন। মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি স্যার পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেব ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদে এবং জেনরল বিরেস মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েন। কালীঘাট, চিৎপুর, ভবানীপুর ইত্যাদি উপনগরের সুরার দোকান সকল অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে বন্ধ হইবার অনুমতি প্রদত্ত হয়। ৫ জুন তারিখে বারাণসীতে ভয়ঙ্কর রক্তারক্তি হয়, ৫০ জন বিদ্রোহি সিপাহি এবং ১৫০ জন শীক সেনা অন্যূন ৩২ জন সাহেব বিবি বালক বালিকার প্রাণ নিষ্ঠুররূপ সংহার করিয়া ধনাগার হইতে তিন লক্ষ টাকা লইয়া যায়। গত মাসে সিপাহিদিগের বিদ্রোহের ব্যাপারই ভয়ঙ্কর এবং সকলেই তাহা বিশেষরূপে জানেন. এসময়ে অবাধ যবনেরা অত্যন্ত কুব্যবহার করিয়াছে, গবর্ণমেণ্টকে কোনো প্রকার সাহায্যের দ্বারা রাজভক্তি প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, কোনো কোনো স্থানে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিয়া হেয় হইয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্যাদান ভস্মে ঘৃতহুতি জ্ঞানে গবর্ণমেণ্টে তত্তাবৎ রহিত করিবার মানস করেন। মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেব আশঙ্কা ক্রমে খাজনার ভাণ্ডার কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। রেইলওয়ে লোকোমোটিব ডিপার্টমেণ্টের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সার্জ্জন মেং হজসন সাহেব আলাহাবাদে ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তৎপর দিবস উক্ত রোগে সংগামিনী হইয়াছেন। ত্রিহুৎ জিলায় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়, নীলকর সাহেবেরাও ভীত হইয়া হাতোস্নি করিয়াছেন। শাহার স্থানের কারাগারে এক হাসপিটাল ও ডিস্পেন্সরি স্থাপিত হইয়া মাসিক এক সহস্র টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়। গত মাসে কয়েক দিন ব্যাপিয়া দিল্লী নগরে ভয়ানক অত্যাচার হয়, ধন প্রাণ কত নষ্ট হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের কত কষ্ট ও ক্ষতি হইয়াছে তাহা কথনাতীত, শেষ সহস্তে আপন অমঙ্গল করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিস্তার পান এমত জনশ্রুতি। ইংলণ্ড হইতে অনেক সেনা ভারতবর্ষে আগমন করে, তাহাদিগের বাসোপযোগি স্থান না থাকাতে, বিদ্যাগার বাণিজ্যাগার এবং কয়েকটা বৃহৎ বৃহৎ বাটী ভাড়া লইয়া রক্ষিত হয়। রাজবিরোধি সিপাহিসেনাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে বারাণসী, মথুরা, নাগদ, নসিরাবাদ, নিমচ, মিহিদপুর, অযোধ্যা, নাগপুর, পঞ্জাব, পেশোয়ার, যুধিয়ানা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে শান্তি স্থাপনের সমাচার পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সিপাহিরা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে নাই। হাবড়ার বাঁধা ঘাট মেরামত জন্য ৮৭৪০ টাকা প্রদানাহুতি হইয়াছে। রেঙ্গুণের রাজ্য চ্যুত রাজা জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দক্ষিণাঞ্চলে ঝড় হইয়া কয়েক খান জাহাজ মারা পড়ে। ঝান্সি প্রদেশবাসি প্রধান প্রধান যবনেরা বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিয়া তথাকার ইউরোপীয়ান স্ত্রী পুরুষদিগকে নির্দ্দয়রূপে হনন করে।

শ্রাবণ।

সেনাপতি হেবিলক সাহেব ফতেপুরের নিকট বিদ্রোহি সেনাদিগকে পরাভব করিয়া একাদশটা তোপ কাড়িয়া লন।—সুখসাগর গ্রামে এক মাসের মধ্যে তিন স্থানে ডাকাইতি হয়।—পাটনা নগরে ৩৫ জন বিদ্রোহি ও তাহারদের সরদার পীর আলী যবন ধরা পড়ে।—শীক সরদার সের সিংহ বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ করণের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে পত্র লেখন।—টুঙ্গরী রক্ষক সেনারা একজন ফকীরবেশি বিদ্রোহিকে ধৃত করে।—অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর ২ জুলাই দিবসে অনেক হিদ্রোহির প্রাণনাশ করেন।—রিমা দেশের মহারাজ সুজাপুর রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে অনেক সেনা পাঠান।—গবরনর জেনরল বাহাদুর অযোধ্যা রাজ্যের নিকটে একজন চিকিৎসক থাকিবার আজ্ঞা প্রচার করেন।—বিদ্রোহিদিগের দ্বারা হৃত সর্ব্বস্ব ইংরাজদিগের ও পতিহীনা শ্বেতকামিনীগণের এবং নিরাশ্রয় বালক বালিকাবলীর ভরণপোষণার্থ কলিকাতা নগরবাসি ইংরাজেরা চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহারম্ভ করেন।—৯ জুলাই দিবসে নাগপুরে একজন রেসেলাদারের প্রাণদণ্ড হয়।—১৪ জুলাই দিবসে পাটনা নগরে ১৪ জন বিদ্রোহির ও ত্রিহুতের বি-

দ্রোহি জমিদারের এবং জমদারের প্রাণদণ্ড আর ৩০,৩২ জন ১০ বর্ষের জন্য কারাবদ্ধ হয়।—নাগপুরে তিনজন দেশীয় সেনাপতির প্রাণদণ্ড হয়।—জগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রায় একলক্ষ যাত্রির সমাগম হয়।—ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাশক আইন প্রচার হইবায় রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্র এবং হিন্দুইণ্টেলিজেন্সর প্রভৃতি কয়েকখানা পত্র উঠিয়া যায়।—মুঙ্গেরের যবনেরা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারেনাই।—মেজর টরন্স সাহেব দিল্লীর নিকট বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে একটা তোপ কাড়িয়া লন।—কোর্ট আব ডাইরেক্টর্স সভা হইতে মেডিকেল বোর্ড উঠিয়া দিবার আজ্ঞা আইসে।—টাকা কালেজের ৫ জন ছাত্র সিনিয়র ছাত্রীয়বৃত্তি এবং ১৪ জন ছাত্র জুনিয়র ছাত্রীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হন।—কলিকাতায় মেটপাইলট জেম্‌জেফ তামস সাহেব আত্মঘাতী হন।—মহারাজ হোলকরের সেনারা বিদ্রোহিভাব ধারণ করে।—সান্তাল প্রদেশে ৫,৬ টি বিদ্যালয় স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্রচার হয়।—কমিস্যার কোতোয়ালি থানার নিকট এক ডাকাইতি হয়।—হিমালয়া ফ্লিমরে মহারাণীর ৯ সংখ্যক দলের সেনারা কলিকাতায় উপনীত হয়।—পঞ্জাবের প্রধান কমিস্যনর সর হেনিরি লরেন্স সাহেব বিদ্রোহিদিগের গোলার আঘাতে নিহত হন।—মান্দ্রাজ হইতে অনেক বন্দুক তলবারাদি কলিকাতায় আইসে।—নাগরের ডাকমুন্সি বিদ্রোহিদিগকে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়াছিল সেই অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।—কলিকাতাবাসি নীলমণিদত্ত নামক ব্যক্তি১৮ মাস কারাবদ্ধ হইবায় আত্মনাশ করে।—সুধাবর্ষণ দূরবীণ এবং সুলভ নল আখবরপত্র সম্পাদকদিগের বিরুদ্ধে ইণ্ডাইটী বিল গ্রাহ্য হয়।—২১ জুলাই দিবসে গবর্ণমেণ্ট সেনারা বিথুর নগরাধিকার করে, ও নানা সাহেব পলাইয়া যান।—জেনরল হেবিলক সাহেবের সঙ্গি সেনারা বিথুর নগর হইতে ত্রয়োদশ তোপ ও অনেক যুদ্ধদ্রব্য কাড়িয়া লয়।—বর্দ্ধমানের রাজধনাগারে সেপাহির পরিবর্ত্তে চাপরাসী নিযুক্ত হয়।—মান্দ্রাজ নগরে বলণ্টর সেনাদল স্থাপিত হয়।—নেপালের গোরখা সেনারা অযোধ্যা নগরে উপনীত হয়।—সান্তাল প্রদেশের মধ্যে ৩।৪টী ডাকঘর স্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করেন।-বোম্বাই হইতে পণ্ডিচারি নগরে অনেক গুলি বন্দুকাদি প্রেরিত হয়।—দামোদরের জল প্লাবনে ভারকেশ্বরের নিকটে কয়েকখান গ্রামের শস্য নাশ হয়।—মান্দ্রাজের বলণ্টিয়ার সেনাদিগ্যে কলিকাতায় আনয়নার্থ দুইখান ফ্লিমর প্রেরিত হয়।—১৫ জুলাই দিবসে মান্দ্রাজ ফিউসিলিয়র দলের মেজর রেলড সাহেব যুদ্ধে নিহত হন।—বারাণসী নগরে এক বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়।—মুর্শিদাবাদের বন্দুকবিক্রেতারা ইচ্ছা পূর্ব্বক কলিকাতার পোলিস কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ৬০০। ৭০০ বন্দুক অর্পণ করে। দিল্লীর সম্মুখে গবর্ণমেণ্ট অধীনেপ্রায় ১৩ সহস্র সেনা সংগ্রহ হয়।—২৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একজন বিদ্রোহি সেনার প্রাণদণ্ড হয়।—সমাচার সুধাবর্ষণ সম্পাদক ইণ্ডাইটী মোকদ্দমায় নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন এবং দূরবীণ ও সুলতানল আখবার সম্পাদকেরা দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহাতে উভয়ের ১,টাকা করিয়া দণ্ড হয়।—কোয়রজি জাহাঙ্গির নামক পারসি সুরাট নগরে এক দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপনার্থে ৩০০০০ টাকা দান করেন।—গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কলিকাতার স্থানে স্থানে গোরা সেনা রাখিবার জন্য টৌন মেজর সাহেবকে আদেশ করেন।—লাটরী দ্বারা ২৩০০০০ মোন পাঙ্গা লবণ বিক্রয় হয়।—২৭ জুলাই দিবসে দিল্লীর নিকটে ১৫০ জন বিদ্রোহি সেনার প্রাণনাশ হয়।—জলপাইগুঁড়ির ৭৩ সংখ্যক দলের ৫।৬ জন সেনা কুমন্ত্রণার অপরাধে ধৃত হয়।—৩৫০ জন গোরা সেনা টৌনহল গৃহে অবস্থিত হয়।—২৯ জুলাই দিবসে জেনরল হেবিলক সাহেব বিদ্রোহিদিগের উপর জয় লাভ করেন।—দিল্লীর রাজার একজন চর ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গমধ্যে ধৃত হয়।—কানানোর নগরে কতিপয় গুপ্তচর ধরা পড়ে।—৪২ সংখ্যক বিদ্রোহি দলের সমস্ত সেনারা নিহত হয়।—৩০ জুলাই দিবসীয় কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ পায় শাহাবাদ,পাটনা,বেহার, সারণ, চম্পারণ, ত্রিহুত প্রভৃতি জিলায় মার্সেল আইন প্রচার হয়।—ইওমানরি কাবেলরি নামক এক দল নূতন অশ্বারোহিসেনা প্রস্তুত হয়।—হায়দ্রাবাদ নগরের ৪০০-৫০০ রোহিলা ও যবন রোসডেন্সি আফিস আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু তাহারা পরিশেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়।—বলণ্টিয়ার সেনারা নগরের স্থানে স্থানে প্রহরি কার্য্যে নিযুক্ত হয়।—সিমলা পাহাড় এলাদ্দিবক্স নামক ধনি যবনের প্রাণদণ্ড হয়।—হিরাটের পারস্য গবর্ণর তথাকার প্রজাদিগের উপর অনেক প্রকার অত্যাচার করিবায় ৫,৭০০ ঘর প্রজা দেশান্তরে পলাইয়া যায়।—আগ্রার কারাবাসিরা মুক্তি পায়।—সানন নামক ব্রহ্মতরীতে ১৭০০ গোরা এবং লার্ড এলজিন সাহেব কলিকাতায় আইসেন।—গবর্ণমেণ্ট সেনারা ঝাসির নিকটে এক যুদ্ধ জয় করে।—হেবিলক সাহেবের সেনারা নানা সাহেবের বাটীতে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা পায়।—বিদ্রোহি সেনারা আগ্রা নগর দাহ করিয়া দেয়,ইংরাজেরা দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।-অযোধ্যা নগরে কোম্পানির কাগজের উপর ৮৫টাকা ডিসকৌণ্ট হয়।—লাহোর এবং আসাম প্রদেশে কয়েক দল নূতন সেনা প্রস্তুত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা প্রদান করেন।—কৌঞ্চল ফ্লিমরে ২০০০ পিপা বারুদ আলাহাবাদে প্রেরিত হয়।—চিথোরের রাজা গবর্ণমেণ্টকে সেনা সাহায্য প্রদানে উদ্যত হয়েন।—বিদ্রোহি সেনারা হাজারিবাগের কারাবাসিদিগের মুক্ত দেয়।—সর জেনস ঔটরাম, সেং জি পি গ্রাণ্ট সাহেব উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন।—হাজারীবাগ, মানভূম, সম্বলপুর, এবং সিংহভূম জিলায় মার্সিয়েল লা প্রচার হয়।—রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর প্রজা বশীভূত করণার্থ মানভূম অঞ্চলে গমন করেন।

ভাদ্র।

সালন ফ্লিমরের কাপ্তেন পিল সাহেব ৪০০০ ইউরোপীয় নাবিক এবং ৬৪ পৌণ্ড ও ২৪ পৌণ্ড গোলাধারি কয়েকটা তোপ সহিত আলাহাবাদ গমন করেন। গয়ার কালেক্টর সাহেব ৭॥ লক্ষ টাকা রক্ষা করিয়া কলিকাতায় আনেন। শ্রীযুত স্যার কলিন কেম্বল সাহেব প্রধান সেনাপতিত্ব কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ এবং মহারাণী অসুস্থ হইয়া রাজমহলে অবস্থান করাতে তত্রস্থ সকলেই অসুখি হয়েন। কাণপুরে বিদ্রোহ ব্যাপার অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, ছুরাত্মারা অত্যাচার করিয়া দেশটা একেবারে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধারক মেং উডরো সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম পরীক্ষা প্রদান করাতে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হয়। কুমারখালিতে দস্যু ভয় হয়। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কতকগুলিন অতিরিক্ত চাপরাসি নিযুক্ত করেন। পেনিনসুলর ওরিএণ্টেল ষ্টিম নেবিগেসন কোম্পানিরা শালিখার ইউনিয়ান ডক ইয়ার্ড সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। জেনরল হেবিলক এবং নিল সাহেব উপস্থিত বিদ্রোহে বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অনেক স্থানে শান্তি স্থাপন করেন। ব্রিটিস তোপারিতে দিল্লী নগরস্থ এক বারুদালয় দাহ হইয়া ৫। ৬০০ লোক নিহত হয়। মহরম পর্ব্বোপলক্ষে কলিকাতার স্থানে স্থানে বহু সেন, রক্ষিত হয়, কিন্তু কোনো প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়নাই। বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় ২৪ পরগণায় গমন করাতে তৎকর্ম্মে শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ নিযুক্ত হয়েন। নেপালের রাজমন্ত্রী জং বাহাদুর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নিমিত্ত তিন সহস্র গোরখা সেনা প্রেরণ করেন। পেসোয়ার রাজ্যস্থ দেশীয়

সেনাদলের প্রায় ৭০ জন সিপাহি বিদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এই অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তোপ দ্বারা সকলে নিহত হয়। কাশীবাসি এক মৌলবির বাটী হইতে নানা সাহেবের স্বাক্ষরিত কয়েকখানা পত্র প্রকাশ হইবায় তাহার প্রাণদণ্ড হয়। তমলুকের গোলা হইতে তিন সহস্র মোন লবণ চুরি হয়। আলাহাবাদের শীক ও মান্দ্রাজি সেনারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া উক্ত স্থানের পশ্চিম ৩।৪ খান গ্রাম এবং ৭। ৮ খান বিদ্রোহি সেন পূর্ণ নৌকা দাহ করে। পাটনা দেশীয় যবনদিগকে বশীভূত করণ জন্য আমাদিগের নেপেটনাণ্ট গবরনর সাহেব সদর দেওয়ানির উকীল আমীর আলীকে আসিস্টাণ্ট কমিস্যনর করিয়া পাঠান। পোষ্ট মাষ্টর জেনরল সাহেব সমস্ত যবন কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া অন্য লোক নিযুক্ত করিবার মানস করেন। হিন্দুস্কুল ৺ শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীতে উঠিয়া আইসে। কালেজ বাটীতে গোরা স্থাপিত হয়। মান্দ্রাজে কতকগুলি লোক বিদ্রোহিতাচরণ অপরাধে ধৃত হইয়া মেইডেন জাহাজে আবদ্ধ থাকে। বারাণসীর আফিম এজেণ্ট সাহেব তথাকার আফিম কৃষিদিগকে দাদন দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট ৪০ লক্ষ টাকা চাহেন। কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সভাপতিরা তিন রেজিমেণ্ট সেনা ভারতবর্ষে পাঠান। ইম্বমস্ অফ সোয়েজ মহাখাল কাটিবার যে প্রস্তাব করেন লার্ড পামরষ্টন সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করেন।—পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে ইহুদীদিগকে গ্রহণের যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা লার্ড হৌসে অগ্রাহ্য হয়। ইটালি রাজ্যে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হয়। ফ্রান্স বাদশাহের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়। মধ্য ভারতবর্ষের লেপ্টেনেণ্ট গবরনর মান্যবর শ্রীযুক্ত মেং জি, পি গ্রাণ্ট সাহেব কাশীতে গমন করেন। গোরখা সেনারা গাজিপুর ও জোয়ানপুর পুনরধিকার করে। আলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তথাকার সমস্ত শ্বেতাঙ্গণাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইবার আজ্ঞা দেন। দামোদরের উদর অতিশয় বৃদ্ধি হয়। বর্দ্ধমানে ওলাওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। পোষ্ট আফিসে যে সকল হিন্দু, খ্রীষ্টান কর্ম্মচারি নূতন নিযুক্ত হইবেক তাহারা যবন পেয়াদাদিগের অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক বেতন এবং পেয়াদার পরিবর্ত্তে সরকার আখ্যা পাইবেক। বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রার্থনা মতে গবরনর বাহাদুর বারাসতে কতিপয় ইউরোপীয় সেনা পাঠাইয়া দেন। পাটনার আফিম গুদাম রক্ষার্থে ১০০ গোরা ৫০ জন শীক ও চর্চ্চে ১০০ গোরা এবং দানাপুরে ৪০০ গোরা সেনা নিযুক্ত হয়। রামপুরের নবাব মোরাদাবাদএবং বডন জিলার শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ১ সেপ্টেম্বর অবধি কুমারহট্ট গ্রামে নূতন ডাকঘর স্থাপিত হয়। এ দেশের যে সমস্ত মিলেটরি আফিসরেরা ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা তাঁহারদিগকে অতি শীঘ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের অনুমতি করেন। আলাহাবাদে গঙ্গা ও যমুনায় এত জল বৃদ্ধি হয়, যে কস্মিন্ কালে কেহ তদ্রূপ দর্শন করেন নাই। বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব ৬০ মোন ঘৃত, ১৬০ মোন ময়দা এবং চাউল যত পাওয়া যায় ততই খরিদ করণার্থ নাজিরের উপর পরওয়ানা প্রকাশ করেন। বিদ্রোহি সরদার কুমার সিংহ জগদীশপুরে পরাভব পাইয়া রোটাস স্থানাভিমুখে প্রস্থান করেন। অযোধ্যার বিদ্রোহি সেনারা দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিবার মানসে এক স্থানে প্রাচীরের নিম্নে শুড়ঙ্গ কাটিয়া তন্মধ্যে বারুদ দেয়, সৌভাগ্যক্রমে দুর্গবাসি ইংরাজেরা তাহা অবগত হইয়া সাহস পূর্ব্বক বিদ্রোহিদিগকে দূর করিয়া দিয়া দুর্গ রক্ষা করেন। পিথরের স্বাধীন রাজা লাগোডের মধ্যে আসিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি আনুরক্তি প্রকাশ করেন।—স্বর্গগত বাবু আশুতোষ দেবের ভবনে "সাহস্বেতা" নামক নাটকের অভিনয় হয়। বিদ্রোহিরা সসারাম জিলা লুট করে। মেং বুলার্স সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের সরকারি আইনাধ্যাপক হইয়াছেন। কাশ্মীর রাজ্যাধিপতি মহারাজ রণবীর সিংহ গবর্ণমেণ্টকে ৭৫ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দেন। এবং ৪০০০ সহস্র সৈন্য প্রদান করেন। কলিকাতা নগর রক্ষক বলণ্টিয়ার অশ্বারোহি সেনারা রাণীগঞ্জে প্রেরিত হয়। বারাকপুরস্থ ৪৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনাপতি লেপটেনাণ্ট বিচর সাহেব স্ত্রী পুত্র বিয়োগ শোকে গুলির আঘাতে আত্মনাশ করেন। রেইরোড কোম্পানিরা পশ্চিম দেশীয় নৌকাযোগে যে সকল লৌহরেল ও কাষ্ঠাদি দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহার প্রায় অধিকাংশ বিদ্রোহি দ্বারা জলমগ্ন হয়।

আশ্বিন।

রাজ্যের দুর্ঘটনা ও দুর্দ্দশা জন্য এবৎসর দুর্গোৎসব প্রকৃত দুর্গোৎসবই হইয়াছিল, বর্দ্ধমানের মহারাজ এবং কলিকাতার রাজা ও ধনাঢ্য বাবুরা কেহই পূজায় উৎসাহ করেন নাই, কোনোখানেই নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ হয় নাই।—দুর্গাপূজার পর দিবস দ্রব্যবাহক বাষ্পরথ বর্দ্ধমানের পূর্ব্বভাগে বামের মাঠে রেইল ছাড়া হইয়া আটক হওয়াতে, ঐ দিবস অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে রাণীগঞ্জের গাড়ী বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় এবং কলিকাতার গাড়ী বর্দ্ধমান হইতে রাণীগঞ্জে গমন করে।—শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতি মস্তকের এবং পায়ের ঘায়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য-লাভ করেন।—সিন্ধুদেশের মৃত আমীর মীর আব্বাস আলী খাঁর পুত্র ও পত্নীর প্রতি গবর্ণমেণ্ট সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দেন, আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাসিক ৩০০ টাকা এবং তাঁহার মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাসিক৩০০টাকা বৃত্তি পাইবেন।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মান্যবর মেং জান কলবিন সাহেব মৃগীরোগে নিহত হন।-তাঁহার মৃত্যুতে গবরনর জেনরল সাহেব অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া ঘোষণাপত্রে খেদ প্রকাশ করেন, এবং প্রতি রেসিডেন্সির দুর্গ হইতে ১৭ টা তোপ করিতে আদেশ করেন।—শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাকবি কালীদাস বিরচিত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করেন।-দিল্লী নগর পুনর্ব্বার সংপূর্ণরূপে ব্রিটিস অধিকার ভুক্ত হয়।—এই যুদ্ধে শ্বেত সেনাপতি ও সেনাগণ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন।—বিলাত হইতে সংবাদ আইসে এই ভারতবর্ষে রাজবিদ্রোহিতা ঘটনা হইবায় ইতিমধ্যে কোর্ট অফ ডৈরেক্টরেরা সমরসংক্রান্ত সমূহ বিষয়ের অনুষ্ঠানার্থ ১০০০০০০০০ দশ ক্রোর মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন, এ বিষয়ের এপর্য্যন্ত তাঁহারা তত্রস্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করেননাই, এবং যতদিন আপনারা ব্যয় নির্ব্বাহ করণে সমর্থ হইবেন, ততদিন সাহায্য লইবেন না, এই বিষয়ে উভয়পক্ষে মতের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, তথাকার রাজপরিবার অবধি দীন দুঃখি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বানুরূপ শাসনাধীন করণ কারণ ধন প্রাণ সর্ব্বস্বই পণ করিয়াছেন।—কাণপুর, আলাহাবাদ ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানের ভয়ানক দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিলাতের আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রভৃতি অদ্যাপি কেবল হাহাকার শব্দ উল্লেখ করিতেছেন।—মানভূমে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হয়, কয়েক জন দেশওয়াল দুষ্টের প্রাণদণ্ড হওয়াতে সকলেই বিলক্ষণ শাসিত হইয়াছে, তাহারা আমলা ও অন্যান্য লোকের যে সকল অর্থ হরণ করিয়াছিল তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।—পঞ্চকোটির রাজা নীলমণি সিংহ দেও গবর্ণমেণ্টের দত্ত রাজসনন্দ ও খেলয়াৎ গ্রহণ ও আজ্ঞা পালন করেন নাই।—রামগড়ের বিদ্রোহিরা চাতরা নামক স্থানে ইংরাজ সেনাদিগের দ্বারা সংপূর্ণরূপে পরাভব হইয়া অনেকেই হতাহত হয়। তাহারদিগের নিকট হইতে ২৩ গাড়ী যুদ্ধসামগ্রী খাদ্যদ্রব্য এবং ২০০০০ দুইলক্ষ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ দুরাত্মারা প্রজা-

দিগের বাটী হইতে ২০০ দুই শত স্ত্রীলোক হরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিল, রাজসেনারা তাহারদিগের জাতি, প্রাণ, ও সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে।—গবর্ণমেণ্ট সৈন্য, খাদ্য ও যুদ্ধসামগ্রী প্রেরণার্থ অনেকগুলিন গরুরগাড়ী প্রস্তুত করেন।—বরদা রাজ্যেশ্বরের একজন জ্ঞাতির ক্ষুদ্র অধিকার ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হয়।—এসত প্রকাশ পায়, বর্ত্তমান বিদ্রোহিতায় গবর্ণমেণ্টের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা প্রদেশ এবং বঙ্গদেশের কয়েক স্থানের রাজকোষ হইতে দুর্জ্জনেরা দশ কোটি মুদ্রা হরণ করে।—৫ সংখ্যক ইরেগুলর অশ্বারোহিদলের ৮০০ বিদ্রোহি সেনা কাপ্তেন রাটি সাহেবের অধীন সেনাদিগকে পরাভব করিয়া গায়াধাম লুট করে।—আলাহাবাদের নিকট প্রায় সাত সহস্র বিদ্রোহি সেনা একত্র হইয়া অত্যাচারারম্ভ করে।—বিজনোরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার প্রারম্ভেই তাহা নিবারণ হইয়া যায়।—মেজর বিসেণ্ট সাহেব কুন্দনপত্তির নিকট একদল বিদ্রোহিদিগকে পরাভব করেন। কিন্তু তথাকার ধনাগার লুট হয়।—ইউমেনরি অশ্বারোহি সৈন্যশ্রেণী পশ্চিমভাগে গমন করে।—এতন্নগরে এমত সমাচার আসে, যে ৩২ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য শ্রেণীর দুই কোম্পানি "গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড" অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনার্থ যে বিখ্যাত বড় রাস্তা আছে, তাহার মধ্যে কোনো স্থানে বিদ্রোহাচরণ পূর্ব্বক আপনারদিগের দুইজন সেনাপতি এবং অপর দুই জন অচিহ্নিত কর্ম্মকারকের প্রাণনাশ করিয়াছে।—৫১ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্যশ্রেণী বিদ্রোহিতা আচরণের উপক্রম করাতে এক রেজিমেণ্ট শীক সেনা তাহারদিগের অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ এবং শাসনার্থ প্রেরিত হয় এবং কতকগুলীন ইংরাজ তাহারদিগের অনুবল হইয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন, ইহাতেই উক্ত দুর্জ্জনেরা বিশিষ্টরূপে পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়া গুলির আঘাতে অনেকেই হত এবং কতকগুলীন কারাবদ্ধ হয়, সমুদয় রেজিমেণ্টের মধ্যে অনুমান কেবল ৫০ জন দুরাত্মা পলায়ন পূর্ব্বক রক্ষা পায়।—মান্দ্রাজ একজামিনর সম্পাদক লেখেন মান্দ্রাজের ফিউসীলর সৈন্যদল পূর্ব্বে বীরত্ব বিষয়ে যেরূপ বিখ্যাত ও প্রশংসা পাত্র ছিল, সংপ্রতি তাহারা বঙ্গদেশে আসিয়া সেই সুনামে ও বীরত্বে কলঙ্কার্পণ করিয়াছে, কেননা বারাণসী ধামে থাকিয়া তত্রস্থ ও তন্নিকটস্থ বিপক্ষ বিদ্রোহিদিগের নিকট বিক্রম বিস্তার পূর্ব্বক প্রবল হইতে পারে নাই।—নেপালের প্রধান সেনাপতি জং বাহাদুর আমারদিগের গবর্ণমেণ্টকে পুনর্ব্বার বহুসংখ্যক সৈন্য প্রদান দ্বারা বিশেষ সাহায্য করেন।—ইংরাজী পত্রে দৃষ্ট হয় কয়েক জন ইউরোপীয় শ্বেতাকার মনুষ্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় বিদ্রোহিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এ বড় চমৎকার কথা।—২৬ সেপ্টেম্বর দিবসে সাগর হইতে কোনো সম্বাদদাতা লেখেন, যে গত ২৪ তারিখে আমরা এখানকার দুর্গাশ্রয় করিয়া এক কিম্বা দুই দিবস মাত্র স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক নিদ্রায় সুখ ভোগ করিয়াছি, আমরা অতি অল্প সংখ্যক ইংরাজ এখানে আছি, ইহাতেই রাত্রি দিন গুরুতর পরিশ্রম পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে। আমরা অল্প পরিমিত মান্দ্রাজী সৈন্যের সংযোগ লাভ করিয়াছি তাহারা আগমন মাত্রেই শ্রবণ করিল ৫২ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনাবলী জবলপুরে বিদ্রোহি হইয়াছে, এজন্য তথায় তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ গমন করিল। সাগরের দুর্গে সর্ব্বদাই যুদ্ধ হওনের কল্পনা হইতেছে, এখান হইতে ৩ ক্রোশ পথ নর গোলী নামক এক গ্রামে বর্ত্তমান মাসের ১৭ এবং ১৮ দিবসে আমরা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, তথায় আমরা দুই দিবস ও দুই রাত্রি থাকিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, কারণ বিপক্ষেরা আমারদিগের অপেক্ষা অত্যন্ত বলবান, তাহারদিগের সংখ্যা ৮০০০। অস্মৎ সংখ্যা ৩৬ জন ইংরাজ ও তিন কোম্পানি লায়েল সিপাহি আর আমারদিগের সঙ্গে তিনটি মাত্র তোপ দুষ্টেরা এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর আশ্রয় লইয়াছে। সেই উচ্চে গোলার গতি না হওয়াতে তোপের দ্বারা কোনো উপকার হয় নাই, আমরা তাহারদিগের একটি প্রাণিকেও হত করিতে পারি নাই, আমারদের অল্প হানি হইয়াছে।—৪২ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্যের কর্ণেল ডেলওয়াল সাহেব হত এবং অপর দুই জন সেনাপতি আহত হয়েন।—রিসার রাজার সেনারা বিদ্রোহি হওয়াতে উক্ত মহারাজ ব্রিটিস পক্ষের কিছু মাত্রই আনুকূল্য করিতে পারেন নাই, তাঁহার বিদ্রোহি সেনারা কুমার সিংহের অধীন হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করে। রাজা তাহারদিগের ভয়ে রাজধানী হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক নানা স্থানে দুর্গ সুসর্জ্জিত করেন।—কতকগুলীন মণিপুরী সেনা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে চিরাপুঞ্জিতে অবস্থান করে।—দানাপুরের অনতিদূরে চান্দোয়া নামক স্থানে ৫ গণিত রাজবিদ্রোহি অশ্বারোহি সিপাহিরা সংপূর্ণরূপে পরাভব হয়, ইংরাজদিগের গোলার দ্বারা প্রায় তাহারদের অধিকাংশের প্রাণ নষ্ট হয়।—জেনরল ঔটরাম এবং হেবলক সাহেব উভয়েই লক্ষ্ণৌ রাজ্যে আঘাতি হয়েন।—শীক সৈন্যেরা সসারাম বেক্টন করিয়া থাকে, দানাপুরের বিদ্রোহিদলের কতিপয় সিপাহি ও কয়েক জন বন্দি উক্ত স্থানে ধৃত হইয়া আনীত হয়।

কার্ত্তিক।

সিপাহিদিগের অত্যাচারে আহারীয় দ্রব্যাদি অতি দুর্ম্মূল্য হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের কষ্টের সীমা নাই, এবং ইহাতে যে কত লোকের প্রাণ নষ্ট হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। উক্ত বিদ্রোহে যে সকল সেনাপতি ও সেনা হতাহত হয়েন তাঁহারদিগের পরিবারের প্রতিপালনার্থ চাঁদার পুস্তক বহিষ্কৃত হয়। মেজর সিমন সাহেব আজমির রেসিডেন্সিতে বিদ্রোহিদিগের দ্বারা হত হয়েন। আওয়া নামক স্থানের ঠাকুর যোধপুরের বিদ্রোহিদিগের কর্ত্তা হইয়া উৎসাহ প্রদান করেন। চম্বল নদীতে যে সকল খেয়া-নৌকা ছিল সিন্ধিয়া মহারাজ তৎসমুদয় স্থানান্তরে প্রেরণের অনুমতি করেন। ১০ অক্টোবর তারিখে আগ্রা মোকামে গ্রিথেড সাহেব দ্বার, এক দল বিদ্রোহি সেনা পরাভূত হয়, তাহারদিগের ১১ টা তোপ ইংরাজ সেনার হস্তগত হয়। বারাকপুরের আবকারি দারোগা বাবু অভয়াচরণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বীয় কার্য্যদক্ষতার জন্য তত্রত্য সেনাপতি সাহেবের নিকট হইতে এক প্রতিষ্ঠাপত্র প্রাপ্ত হয়েন। আসামের রাজার কর্ম্মাধ্যক্ষ বিদ্রোহিদিগকে উৎসাহ প্রদান করণাপরাধে কলিকাতায় আনীত হয়েন। অম্বালার নিরস্ত্র সিপাহিরা স্বেচ্ছানুরূপ পলায়ন-পর হওয়াতে তথাকার চিফ-মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে কারাবাসের অনুমতি করেন, তাহারা সে আজ্ঞা অগ্রাহ্য করাতে গোরা সেনারা গুলিরদ্বারা সকলকে হত করে। রাজপুরুষেরা মধ্যদেশ হইতে পরওয়ানার দ্বারা যুদ্ধের নিমিত্ত হস্তি আনয়ন করেন। গোপীগঞ্জে মহারাণীর ৯৩ গণিত দলের ৯ জন সেনাপতি এবং ১৭০ জন সেনা গমন করিয়া শান্তি স্থাপন করে। জৌয়ানপুরের নিকট গোরখা সেনারা বিদ্রোহিদিগের সহিত এক যুদ্ধ করিয়া তাহাদের ৫০০ ব্যক্তিকে হত করে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মৃত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর কলবিল সাহেবের স্ত্রী ৯ অক্টোবর দিবসে আগ্রার দুর্গে প্রাণ ত্যাগ করেন। ১৮ অক্টোবর দিবসে বিদ্রোহি সেনারা কুপর এবং রণেল্ড সাহেবকে ভাগলপুরে নির্দ্দয়রূপে হত করে। ভৈরবপ্রসাদ নামক একজন কাশীবাসি মহাজন অযোধ্যার বিদ্রোহিদিগের সহিত পত্রাদি চালনা করাতে তাঁহার এবং তাঁহার অনুচর সাত আট জনের ফাঁসি হয়। কর্ণেল গ্রিথেড সাহেব ৯৩ গণিত হাইল্যাণ্ড দলের ৯০০, ৩ গণিত ইংরাজ দলের ৫০০, ৯ গণিত ল্যান্সর দলের ৩০০, গোলেন্দাজ দলের ১৫০০, তদ্ভিন্ন শীক এবং গোরখা দলের সমস্ত সেনা এবং ২৩ গণিত পদাতিক দলের ৬ কোম্পানি, ৮২ গণিত দলের ৬০০ ছয় শত ৫০ গণিত পদাতিক দলের ৬০০, এবং কোম্পানির ২৫০

সেনা সঙ্গে লইয়া কাণপুর হইতে লক্ষ্ণৌ গমন করেন। রামগড়ের বিদ্রোহি সেনারা চাতরা নামক স্থানে মেজর ইংলিস সাহেবের দ্বারা সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হয়, তাহাতে তাহাদিগের অনেক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা নগদ ৫০০৩৭ টাকা, আফিম এক সিন্দুক, ৬ পৌণ্ড পিত্তলের তোপ ৪ টা, যুদ্ধাস্ত্র ১১২ বাক্স, গাড়ী ও তোপের শকট, ৫৫ পিপা বারুদ, ২০৪ টা বন্দুক, ১০ টা হাতী, ৬০ টা বলদ এবং অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি। অগ্নি সংযোগ দ্বারা রেঙুনের অন্তঃপাতি চিনিস, পেণ্ডয়ার্স এবং অন্যান্য স্থান এককালীন ভস্মীভূত হয়। হুগলির ডেপুটি কালেক্টর মেং হ্যাম্পটন সাহেব কমিস্যনরি এট আফিসে নিযুক্ত হয়েন এবং তথাকার আবকারি কর্ম্মের ভার কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টর মহাশয়ের উপর অর্পিত হওয়াতে তাঁহার ২০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। নারিকেলডাঙ্গার গ্যাস হৌসের বাহির ভাগের একটা গুদামে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া উড়িয়া যায়, বাটীর অপরাপর ঘর সকল আঘাত পায় এবং দুইজন লোক বিশেষরূপে আহত হয়। বিদ্রোহি সেনারা সাহারণপুরের যুদ্ধে সংপূর্ণরূপে পরাভব হয়। বিদ্রোহিরা দুইবার গয়া লুট করে, কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কর্ম্ম দক্ষতায় কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইতে পারেনাই। অম্বালার ৫ এবং ৬০ গণিত পদাতিক দল বিদ্রোহি হইয়া পলাইবার চেষ্টা করাতে পাতিয়ালের মহারাজের সোয়ার ও গোরা সেনাদিগের দ্বারা তাহারদের অধিকাংশই নিহত হয়।—দিল্লী, আগ্রা, রটক, পানিপাত, গুরুগোল, সাহারণপুর, আলিগড়, মিরাট, মজঃফর নগর, বুলেন্দার, হিসার, মৈনপুর প্রভৃতি জিলার বিদ্রোহিতা অনেক নিবারণ হয়।—অল্প জলে ও শীঘ্র গমন জন্য ৬ খান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টিমর প্রস্তুতারম্ভ হয়।—চীনদেশে যুদ্ধ হইবার আয়োজন হয়।—ইয়া সাহেব তিন শত রণতরি সর্জ্জিত করিতে আজ্ঞা দেন, ও ফুচু নগর হইতে অনেক বন্দুক আনীত হয়।—উত্তর চীনে বিদ্রোহিতা ঘটনার জনরব হয়, তথায় ট্যাক্স বৃদ্ধি করাতে প্রজারা অসন্তোষ পূর্ব্বক অস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত হয়।—প্রায় ৮০০০ বিদ্রোহি ৪ টা তোপ লইয়া নৈনিতাল নামক স্থানে গমনোদ্যোগ করে।—কাণপুরে মধ্যে মধ্যে গোলযোগ হয়।—জেনরল ঔটরাম সাহেব অযোধ্যা রেসিডেন্সি রক্ষা করিয়া সেনা সাহায্য প্রাপ্তি প্রত্যাশায় পত্র লেখেন।—বিলাত হইতে কয়েকবার অনেক সৈন্য আসিয়াই সমর ক্ষেত্রে যাত্রা করে।

অগ্রহায়ণ।

বাঙ্গালসেক্রেটরি আফিসে এক বাটী নির্ম্মিত হইতেছে, তথায় গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানা স্থাপিত হইয়া রাজকীয় সকল বিষয় ছাপা হইবে।—রাণীগঞ্জের কমিস্যরিএটের ব্যয় সংক্ষেপের অনুমতি হয়।—বারাকপুর অঞ্চলে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ডাক্তর হমিং বর্জর সাহেব টীকা প্রদান দ্বারা চিকিৎসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন।—লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল গোড সাহেব উত্তমাশা অন্তঃরীপ হইতে এক শত অশ্ব ক্রয় করিয়া পাঠান।—স্যার কলিনকেম্বেল সাহেব ৭৮০০০ সহস্র সেনা লইয়া আলমবাগে পঁহুছেন।—পঞ্জাবরাজ্য মধ্যে লাহোর এবং মূলতানের মধ্যবর্ত্তি "গুগেরা" নামক স্থানে বড়াল জাতীয় লোকেরা অত্যাচার আরম্ভ করে।—জারঘাটি নামক স্থানে বিদ্রোহিগণ অত্যন্ত অত্যাচার করাতে কাপ্তেন লকর সাহেব কতকগুলীন মান্দ্রাজি সেনা, কতকগুলীন পাক এবং রামগড়ের ১৫০ জন রাজানুগত সেনা এবং ১৪ জন অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া তাহারদিগের দমনার্থ গমন করেন।—পাটনার শাখাপথ সংক্রান্ত কর্ম্মালয়ের ব্যয় লাঘব হয়।—হাজারিবাগে সৈন্যদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য ইঞ্জিনিয়র প্রেরিত হয়।—শোননদীতীরে ট্রাঙ্করোডের পার্শ্ববর্ত্তি এক গ্রামে ৩২ গণিত বিদ্রোহি দলের সহিত কাপ্তেন রেটি সাহেবের এক যুদ্ধ হয় তাহাতে বিপক্ষের ৪০ জন হত এবং দুই টা হস্তি রাজপুরুষদিগের হস্তগত হয়।—প্রধান সেনাপতি সাহেব বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক জেলেলাবাদের দুর্গ অধিকার করিয়া বারুদ দ্বারা তাহা উড়াইয়া দেন, এবং বিপক্ষেরদের ২ টা তোপ গ্রহণ করেন।—২৮৬ জন রিক্রুট গোলেন্দাজ সেনা ও ১৪ জন সেনাপতি বিলাত হইতে আগমন করেন।—মহারাণীর ৯৬ সংখ্যক দলের সেনারা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শান্তিভঙ্গকর ব্যাপার নিবারণার্থ গমন করে।—সুপ্রেম গবর্ণমেণ্ট কুমার সিংহের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি রাজসরকারভুক্ত করেন।—২৪ অক্টোবর তারিখে নিমচের যে এক যুদ্ধ হয় তাহাতে বিদ্রোহিরা পরাভূত হয়।—আগ্রার দুর্গ মধুমক্ষিকার চাকের ন্যায় লোকচক্রে পরিপূর্ণ হয়।—২ নবেম্বর তারিখে মালাগড় এবং মৈনপুরী পুনরায় বিদ্রোহিদের হস্তগত হয়।—কর্ণেল কটন সাহেব ফতেপুর সিক্রি নামক স্থানে বৈরিদিগকে পরাভব করেন।—১৬ নবেম্বর তারিখে কাণপুর হইতে গবর্ণমেণ্টে যে সংবাদ আইসে তাহাতে ব্রস সাহেব লেখেন গত দিবস দুই প্রহরের সময়ে প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ক্রমশঃ দুই ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া দেলকোষা এবং মার্টিনিয়র সাহেবের আবাস স্থান অধিকার করেন, শত্রুরা পুনরাগমন পূর্ব্বক উক্ত স্থানদ্বয় আক্রমণ করে কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, এই যুদ্ধে লেপ্টেনাণ্ট মেইল সাহেব এবং লেপ্টেনাণ্ট হুউট্‌ক্রাপ্ট সাহেব হত হয়েন।—আজিমগড়ের অন্তঃপাতি আলিয়া এবং মহারাজগঞ্জ বিদ্রোহিদিগের হস্তগত হয়।—পালমৌ নামক স্থানে কোল এবং অরণ্যবাসি অন্যান্য লোকেরা একত্র হইয়া অত্যাচার করে, কয়লার কুঠীর অধ্যক্ষেরা বাঙ্গালি কর্ম্মচারিদিগের বিশেষানুকূল্য-পরায়ণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন।—পঞ্চকোটির রাজা নীলমণি সিংহ দেও বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে বদ্ধমানে কারাবদ্ধ হয়েন।—রাজমহলের পথে বহুদূর পর্য্যন্ত রেইলরোড প্রস্তুত হয়।-অপর আসামদেশীয় একজিকিটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টে এসত এক পত্র লেখেন, যে, বর্ত্তমান বিপদের সময়ে রাজপুরুষেরা বিবেচনা পূর্ব্বক আমার বেতন কর্ত্তন করত সেই ধন যদি রাজকোষে ন্যস্ত করেন তবে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তৎপ্রদানে স্বীকৃত আছি।—গয়ানগরের বিদ্রোহিতা সময়ে তথাকার কালেক্টর মেং মণি এবং সরডেপুটী ওপিয়ম এজেণ্ট মেং হিথিংস সাহেব অত্যন্ত সাহস এবং সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি রক্ষা করাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর মণি সাহেবকে বার্ষিক ২৪০০০ টাকা বেতনে কালেক্টর এবং মাজিষ্ট্রেটের পদে এবং মেং হিথিংস সাহেবকে বার্ষিক ১২০০০ টাকা বেতনে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর এবং সব ডেপুটী ওপিয়ম এজেণ্টের পদে নিযুক্ত করণাজ্ঞা করেন।—বোম্বের বিদ্রোহি সেনারা দণ্ড পায়।—ভারতবর্ষে কত ভূমিতে তুলা, চা, তিসি, ইক্ষু, নীল, পাট এবং তুতের চাস হয় এবং ঐ সকল পৃথক পৃথক দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহার প্রত্যেকের মূল্যই বা কত হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিবার নিমিত্ত বিলাতের কুলীন সভার অধ্যক্ষগণ গবর্ণমেণ্টে পত্র লেখেন।—শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি বাহাদুর বহুসংখ্যক সেনা ও অস্ত্রাদি লইয়া অযোধ্যায় যাত্রা করেন।—বিদ্রোহিতা উপদ্রবে যে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন তাঁহারদিগের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে আজ্ঞা আইসে।—বাঙ্গাল সেক্রেটরি আফিসে একজন প্রধান সেক্রেটরি ও দুইজন অধীন সেক্রেটরি পরিবর্ত্তে একজন সিনিয়র ও এক জন জুনিয়র সেক্রেটরি নিযুক্ত হয়েন।—১৯ নবেম্বর তারিখে কাল্পিতে ৩০০০ গোয়ালিয়রের সেনা, ১২০০ শকট, ৯০০ বলদ, ৬০০ উষ্ট্র, পূর্ণ সমর সামগ্রী সহিত আইসে, এবং ৩৭০ অশ্বারোহি ও নানাবিধ ছোট বড় তোপ লইয়া কুমার সিংহ তথায় অবস্থান করেন।—সিরাটের অকর্ম্মণ্য লোক সকল ঘোষণাপত্র দ্বারা দূরীভূত হয়েন।—ডানকুয়া নামক স্থানে কাপ্তেন রাটি

সাহেবের দ্বারা বিদ্রোহিরা পরাজয় হয়।—১৩ নবেম্বর তারিখে প্রধান সেনাপতি সাহেব লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে গমন করেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে যে শত্রুদল আক্রমণ করে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়।—কর্ণেল গ্রিথেড সাহেব ঢোলপুরের বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে বহু মূল্যের দ্রব্য কাড়িয়া লয়েন, তাহার মধ্যে এক ছড়া হারের মূল্য ৪০০০০ টাকা।—মেং ফ্রয়াট সাহেব সেকেন্দরাবাদ নগরে আত্মঘাতী হয়েন।—নিমচের দক্ষিণ জীরণ পর্ব্বতে ২৩ অকটোবর তারিখে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে বিদ্রোহিরা পরাজয় স্বীকার করিয়া উক্ত দুর্গ ত্যাগ করে ইহাতে উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হয়।—নেপাল রাজমন্ত্রী সারণ জিলা রক্ষার জন্য তিন দল গোরখা সৈন্য প্রদান করেন।—মেজর মরিসন সাহেব যোধপুরের পোলিটিকেল এজেণ্ট হয়েন।—২০ নবেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্ট দত্ত সংবাদে লেখে প্রধান সেনাপতি সাহেব ১৬ নবেম্বর দিবসে খালপার হইয়া অতিশয় ভয়ঙ্করূপে সংগ্রাম করত সেকন্দরাবাদ অধিকার করেন, তদনন্তর আর এক তুমুল যুদ্ধে সহমক নামক স্থান এবং তৎপর দিবস মেসহৌস ও মতিমহল অধিকার করেন।—কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর সাহেব আপন অধীন কর্ম্মচারিদিগকে এক বর্ষ পর্য্যন্ত ছুটি দিতে পারিবেন, এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ১০০ টাকার অধিক বেতন ধারি কর্ম্মচারিকে বিদায় দিতে হইলে গবরনর জেনরল বাহাদুরকে জানাইতে হইবে।—কাশী নগরের গঙ্গার উপর ৪৫০ হস্ত দীর্ঘ এক নৌকা সেতু প্রস্তুত হয়।—উত্তর পশ্চিম দেশে ১০০ বিদ্রোহি সেনা অস্ত্র সহিত ধৃত হইয়া কলিকাতায় আনীত হয়।—কলিকাতার প্রধান মাজিস্ট্রেট সাহেব ৫০ টাকা বেতনে ৫০০ ইউরোপীয় খালাসী ও নাবিকদিগকে নেবেল পুলিস দল ভুক্ত করণের অনুমতি পান।—বিদ্রোহিতা উপলক্ষে যে যে সিবিল কর্ম্মচারিরা অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগে পুরা বেতন দানে অঙ্গীকার করেন।—বিদ্যুতীয় বার্ত্তা।—বহু শ্রেণীর কর্ম্মচারি মেং ডি,বি,রিড্ সাহেব এবং তাঁহার অধীন দুই জন কর্ম্মচারি বিদ্রোহি দ্বারা নিহত হয়েন।—রামগড়, ভুলুয়া, কর্ণোয়ার মহাশিবি, কল্যাণপুর, ইটোয়া, মহারাজগঞ্জ, গোরখাই, মেস্থক, শাকপুর, এবং রিবিলগঞ্জে এক একটা অতিরিক্ত পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত স্থিত থাকিবার অনুমতি হয়।—মৃত স্যার হেনেরি লরেন্স সাহেবের দ্বারা কৌশলি পর্ব্বতে সৈন্য সংক্রান্ত দীন হীন অনাথদিগের প্রতিপালনার্থ যে এক আশ্রয় স্থান স্থাপিত হয়, তাহা চিরস্থায়ি করণ জন্য এক চাঁদা পুস্তক বাহির হইয়া এক লক্ষ মুদ্রা গৃহীত হয়।—১০ অগ্রহায়ণ দিবসে যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুরূপ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়।—১৮ নবেম্বর তারিখে চট্টগ্রামে বিদ্রোহিতা হয়, সেপাহিরা রাজভাণ্ডার লুট করিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকা লয়, বন্দিদিগ্যে খালাস করিয়া দেয় কয়েক জনকে হতাহত করে।—দারজিলিং পর্ব্বতে এক তাম্রখনি প্রকাশ পায়।—১৭ নবেম্বরের যুদ্ধে সেকেন্দারবাগে ১৫০০ বিদ্রোহি হত হয়।—দক্ষিণ ভারতবর্ষের সমুদয় সেনা মৌরাজ্যে গমন করে।—ফতেপুরে যুদ্ধে ৫০ গণিত বিদ্রোহি দলের প্রধান অধ্যক্ষ লাল তেওয়ারি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।—দিল্লীর যুদ্ধে ১৫০০ ব্যক্তি ব্রিটিস পক্ষে হত ও আহত হয়।—দারোগা আজিম আলী এবং দেওয়ান ফতেচাঁদ নামক দুই ব্যক্তি বিদ্রোহি কাণপুরে ধৃত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের নিকট হইতে নগদে ও দ্রব্যাদিতে প্রায় দশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন।—নাগপুরের অশ্বারোহিদলের জমাদার হীরা সিংহ মিহিদপুরে অনেক ইংরাজের প্রাণ নষ্ট করে।—বিদ্রোহিরা ফরাক্কাবাদের দুর্গ অধিকার করে।—"ব্লাক আক্ট" এইক্ষণে প্রচার না হয় কোর্ট অফ ডৈরেক্টর হইতে এমত আজ্ঞা আইসে।—এলাহাবাদ দুর্গের চতুর্দ্দিগে গড়খাই নির্ম্মাণ করণার্থ প্রায় দশ সহস্র ছোট বড় বাড়ী ভগ্ন হয় তাহাতে অনেক লোক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন।—গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সমাচার দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, মেং আর সাহেব মিহিদপুরের বিদ্রোহিদিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কয়েকটা তোপ পাইয়াছেন, বিপক্ষদিগের ১০০ লোক হত ও ৭৪ জন ধৃত হইয়া বন্দিভাবে থাকে।—কাণপুরের অনতিদূরে পাণ্ডু নদীতীরে জেনরল ইউওহ্যাম সাহেব জয়লাভ করেন।—২৩ নবেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্টদত্ত সংবাদ, প্রধান সেনাপতি সাহেব লেখেন, "গত রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির গেরিসন এবং তৎসহকারি সেনাদিগকে অযোধ্যার সৈন্য সমূহের মস্তক হইতে হটাইয়া লইয়া দেলকোষায় আনয়ন করিয়াছি, শ্বেতাঙ্গণা, আহত ব্যক্তি, বন্দিয়ান রাজভাণ্ডার, নগদ ২৩ লক্ষ টাকা এবং মূল্যবান কয়েক টা তোপ, বহু কন্টে আমার শিবিরে আনীত হইয়াছে।—জেনরল হেবলক সাহেব আলমবাগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।—চট্টগ্রামের বিদ্রোহিতার সমাচার শুনিয়া ঢাকার সেপাহিরা ক্ষেপিয়া উঠে, তাহারদিগকে নিরস্ত্র করিবার সময়ে তাহারা আপত্তি করায় ঐ দুষ্টদিগের অনেক প্রাণি হত ও আহত হয়, অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ পলায়নপর হয়।—রাওতলি রায় ও ভৈরব প্রসাদ নামক দুই জন ভাগ্যধর-বিদ্রোহির সকল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এবং তাহারা কয়েকজন ফাঁসী যায়।—চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সেনারা সুধারাম দিয়া গমন করিবে বলিয়া, তথাকার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের অনুমতিক্রমে জেলার প্রধান জমীদারের সুযোগ্য সদর নায়েব যশোদাকুমার পাইন মহাশয় বহুসংখ্যক লাঠিয়াল সমবেত এবং নানাপ্রকারেই রাজানুগত্য ব্যবহার করেন।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রাজবিরোধ উপস্থিত হওয়াতে বঙ্গবাসি অনেক লোক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন।—ঢাকায় ছয়জন বিদ্রোহিরা ফাঁসি হয়।—ব্রিটিস সেনারা আজিমগড় হইতে হটিয়া বারাণসীতে আগমন করে।—বল্লি নামক স্থানের সেতুরক্ষক থানাদার ও পুলিস আমলাগণ বিপক্ষ কর্ত্তৃক হত হয়।—মৃত স্যাল মহস্মদের স্ত্রী রাজবিরোধি হইবার জন্য চিলকার ধারে ৫ টা তোপ পুতিয়া রাখে, কমিস্যনর সাহেব তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন।—জোয়ানপুর বাসী কুঞ্জলাল নামক ব্যক্তি কতিপয় সেনাপতিকে রক্ষা করাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের জন্য মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি ও সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রদান করেন।—২৮ নবেম্বর দিবসে প্রধান সেনাপতি সাহেব শ্বেতাঙ্গণা ও আহত ব্যক্তিদিগকে লইয়া কাণপুরে পঁহুছেন—চট্টগ্রামের বিদ্রোহিরা কমিল্যাভিমুখে আসিতেছে শুনিয়া, গঙ্গামণ্ডলের সুবিখ্যাত কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বংশীলোচন মিত্র মহাশয় তাহারদিগের গমন রোধ জন্য অনেক আয়োজন করেন, এবং তথাকার বিবি ও শ্বেতবালক বালিকাদিগ্যে রক্ষক সঙ্গে দিয়া ঢাকায় পাঠাইয়া দেন, এবং নানাপ্রকারেই রাজাজ্ঞাপালন ও রসদাদি প্রদান করেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন।—গোয়ালিয়ার বিদ্রোহি সেনারা ৩২।৮২ এবং ৮৮ গণিত রেজিমেণ্টের শিবির অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে।—আলাহাবাদের সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কলিকাতা হইতে দশলক্ষ মুদ্রা প্রেরিত হয়।—২৫ নবেম্বর দিবসে বিদ্রোহিব্যূহের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ব্রিটিসপক্ষে দুই চারি জন হত ও ১২ জন আহত হয়, বিপক্ষেরা প্রবলরূপে দলবদ্ধ হওয়াতে পরাজয় হয় নাই।—জোয়ানপুর ও আজিমগড়ে বিদ্রোহিদিগের আক্রমণে গোরখা সেনারা হটিয়া আসে।—২৭ নবেম্বর তারিখে বিদ্রোহিরা নবাবগঞ্জে বিস্তর উপদ্রব করে।—হায়দ্রাবাদ এবং মঙ্গলপাটন নগরের মধ্যবর্ত্তি 'জাগিয়াফেৎ, নামক গ্রাম ৭ নবেম্বর দিবসে ৫০০ রোহিলা দ্বারা বিলুণ্ঠিত হয়।—বিলাতের সংবাদের সারমর্ম্ম আমেরিকা এবং ফ্রান্স রাজ্যে বাণিজ্যবাজার অতি মন্দ, ইংলণ্ডের অবস্থাও তদ্রূপ।—রেইলরোড বিস্তৃত হওয়ায় টাকার অত্যন্ত অনাটন হইয়াছে।—মুর্শিদাবাদ হইতে গাজীপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে এবৎসর প্রচুর শস্য জন্মে জাপানের রাজা আমেরিকার সহিত সন্ধি করত তাহারদিগে আপন রাজ্যে বাস ও বাণিজ্য করণের অনুমতি করেন।—নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী জং বাহাদুর ৯০০০ সেনা লইয়া ব্রিটিস অনুকূলে আগমন করাতে তাঁহার সেনাদের রসদ প্রদানার্থ কতিপয় কমিসরিএট নিযুক্ত হন।—অযোধ্যার যুদ্ধে দুই পক্ষেই বিস্তর হানি হয়।—অযোধ্যায় বিদ্রোহ হইলে সুলতানপুরে ১২ জন বাঙ্গালি এক যবন জমিদারের গৃহে ২২ দিন কয়েদ থাকিয়া অনেক কষ্টে মুক্তি প্রাপ্ত হন।—সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার লোকান্তরিত হওয়াতে উক্ত কোর্টের পণ্ডিতী পদ এককালে রহিত হয়।—মুচ্ছুদ্দি হরিশ্চন্দ্র বসু লোকান্তর গমন করেন।—ভূকৈলাসস্থ একটি রাজকুমার লোকান্তর গমন করাতে অতিশয় দুঃখের ঘটনা হইয়াছে।—ইংলণ্ডের ভিন্নাধিকারস্থ জনেরা পাসব্যতীত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকেরা এরূপ নিয়ম প্রকাশ করেন।—বিপক্ষগণ যৎকালে সিরাজঘাট পার হয় তৎকালে ৯ গণিত লেনসর দলের সেনাপতি জেনরল গ্রাই সাহেব যুদ্ধ করিয়া তাহারদের প্রায় ১০০ জনকে হতাহত করত বলপূর্ব্বক ১৫ টা তোপ ও আর আর সমর সামগ্রী হস্তগত করেন।—ফতেপুরের নিকট কতকগুলীন বিদ্রোহি গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করে।—নানা সাহেব এবং ঝান্সির রাণী গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিদিগ্যে চালনা করিতেছেন।—পুর্ণিয়াতে ১০০ নাবিক সেনা ও ১০০ পর্ব্বতীয় মজুর-সেনা অবস্থান করে. অযোধ্যায় ১১ দিন দিবারাত্রি যুদ্ধ হয়।—কাশীতে বিস্তর সেনা, সমরসজ্জা ও খাদ্যাদি প্রেরিত হয়।—এদীয়া

জিলার স্থানে স্থানে জ্বর বিকারের প্রাদুর্ভাব হয়।—মহারাণীর ও কোম্পানির সেনারা সিবিল ইঞ্জিনিয়রি কালেজে শিক্ষা করিতে পাইবে এমত অনুমতি হয়।—মগ্রার পুলের উপর গত শনিবার সন্ধ্যার পর বাষ্পরথ আবদ্ধ হওয়াতে অনেক হানি হয়।—কটক অঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয় করেন। মলঙ্গিরা কেনা দরে তাহা প্রাপ্ত হইবে।—ঢাকার বিদ্রোহিদিগের আক্রমণাশঙ্কায় রঙ্গপুরের সিবিলেরা রাজকোষ স্থানান্তরিত করেন। তাহারা ঐ জিলার কয়েকস্থান লুট করে।—তাহাদের ভয়ে মৈমনসিংহের লোকেরা অত্যন্ত ভীত হয়েন।—২৪ পরগণার নিমক এজেন্সি উঠিয়া যাইবার আজ্ঞা হয়।—পাটনাবাসী মিরব্বক্স আলী যিনি সন্দেহক্রমে ২৪ পরগণায় আবদ্ধ ছিলেন তিনি নিষ্কৃতি পান।—পাটনা অঞ্চলে পুনর্ব্বার বাণ্ডিডাকের গমনাগমন আরম্ভ হয়।—মদনেশ্বরের যুদ্ধে ব্রিটিস সেনারা জয় লাভ করে।—আমরপুরে টেক্স হওনের অনুষ্ঠান হয়।—রাণীগঞ্জে একটা প্রধান জিলা হইবার প্রস্তাব হয়।—৪৮ গণিত দেশীয় পদাতিক দলের কর্ণেল পামর সাহেব কোনো দোষে কাণপুরে বিচারাধীনে অর্পিত হন।—জেনরল ওয়াণ্ডহ্যাম সাহেব আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগ করণের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে পত্র লেখেন।—কলিকাতার বলণ্টিয়ার পদাতিক দলের প্রত্যেক লোককে গবর্ণমেণ্ট ৪।৵ আনা মূল্যের পোষাক দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারা তাহা গ্রহণ করে নাই।—ফরাসি কান্সেল যিনি কলিকাতায় থাকিয়া বাটীর টেক্স প্রদানে সম্মত হয়েন নাই, তিনি বলেন বিলাতে এমত নিয়ম আছে, ভিন্নাধিকারস্থ মৈত্রিভাবাপন্ন রাজাধীন ব্যক্তি পরাধিকারে থাকিলে তাঁহাকে টেক্স দিতে হয়না।—মেরিণ আফিসের রেজিষ্টর সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে হিসাব নিকাশ কালীন তাঁহার তহবিল ভাঙ্গার ব্যাপার প্রকাশ পায় ইহাতে তত্রস্থ সেক্রেটরি সাহেব গবর্ণমেণ্টে এরূপ পত্র লেখেন "যে ভবিষ্যতে যে ব্যক্তি ঐ পদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার নিকট হয় জামিন স্বরূপ ২০০০০ টাকা, নয় উক্ত টাকার সম্পত্তিশালি মনুষ্যকে জামিন লওয়া যাইবেক।—মেং বেলাইচণ্ডী সাহেব মাসিক ১০০০ টাকা অধিক বেতন পাওয়াতে আপনার পূর্ব্বকার এগ্রিকলচুরাল ও হর্টিকলচুরাল সোসাইটির সেক্রেটরির কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আরফ্যান সোসাইটির কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না।—রাজসাহীতে কতকগুলীন বিদ্রোহি সেনা আসিবার জনরব হওয়ায় তথাকার ও তন্নিকটের সাহেব বিবী সকলেই ভীত হয়েন, এবং বিবীগণ ভয়ে বহরমপুরে আসেন।—ছোট নাগপুর প্রদেশে বিদ্রোহি সিপাহিরা গবর্ণমেণ্টের ১৭০০০ টাকার আফিং লুট করিয়া লয়।—বারাসতের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব তথায় এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় গবর্ণমেণ্টে দিবেন, এবং তাঁহার দ্বারা অর্দ্ধেক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।—দক্ষিণ মহারাষ্ট্রীয় দেশের সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অস্ত্রাদি গ্রহণ করা হয়।—ঐ দেশের গমকুণ্ডি নামক স্থানের রাজার দুর্গমধ্যে ৮০০ পদাতিক ও ২০০ অশ্বারোহি সেনা ছিল, আর তথায় ১১ টা তোপ, ৫০০০০০ গোলা প্রাপ্ত হওয়া যায়।—একজন ভ্রমণকারী কহেন এক ব্যক্তি মেদিনীপুর অঞ্চলীয় সান্তালদিগের বনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহারদিগ্যে বিদ্রোহি হওনে উপদেশ করিতেছে।—মেং এচ, ডবলিউ ডেণ্ট সাহেব বঙ্গভাষায় সুশিক্ষিত হওয়াতে সুপ্রেম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এককালীন ৮০০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।

পৌষ।

৬ ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে নাবিক সেনারা জাহাজ হইতে নামিবার সময় আনন্দসূচক তোপধ্বনি হয় তথায় রাত্রি দিন বাঙ্গালি এবং খ্রীষ্টানেরা অস্ত্রধারি হইয়া প্রহরি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।—উক্ত স্থলে দুইজন সিপাহি ধৃত হয় তাহার একজন ফাঁসি যায় এবং এক জন চিরকালের জন্য দ্বীপান্তরিত হয়।—কয়েকজন বন্দি চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সেনাদিগের সহিত গমন সময়ে পথ হইতে টাকা লইয়া পলায়ন করে, তন্মধ্যে ১০।১২ ব্যক্তি ৫৬০০০ টাকা সহিত ধৃত হয় সেই টাকা রাজকোষে ন্যস্ত হইয়াছে।—সুধারামে মগ ফিরিঙ্গি ও বাঙ্গালি নূতন সেনা ৭০ ৭৫ জন প্রস্তুত হয়, পেন্সনভোগী জনেক নায়ক তাহারদিগ্যে শিক্ষা প্রদান করেন।—ঢাকা ও শ্রীহট্টে নাবিক গোরা সেনা প্রেরিত হয়।—মৈমন সিংহের অনেক

প্রজা ভয়ে পলায়ন করে, তৈজসাদি ধন কড়ি পুঁতিয়া রাখে।—আন্দুলগ্রামে একটি কন্যা বাসরে বিধবা হয়।—বিদ্রোহিরা প্রবল হইয়া জোয়ানপুর, গোরক্ষপুর এবং আজিমগড় হস্তগত করিয়া রাখে।—জং বাহাদুরের সেনাদিগের নিমিত্ত পাটনা হইতে তণ্ডুল, ছোলা, আটা প্রভৃতি বিস্তর টাকার রসদ সংগৃহীত এবং প্রেরিত হয়।—ইউই সাহেব ১০। ১১ ডিসেম্বর দিবসে পূর্ণিয়াতে জলপাই কুঁড়ির কয়েক জন পলাতক সোয়ারকে হতাহত করেন, স্থানে স্থানে তাহারদের আর কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হয়।—বিদ্রোহিতার আশঙ্কায় দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরায় কয়েক দিন রীতিমত কাছারি হয় নাই, দোকান হাট বন্দ হয়।—অনেক প্রজা ও বিবি লোক সুরক্ষিত স্থানে পলায়ন করেন।—রণক্ষেত্রে প্রেরণার্থ ব্রহ্মদেশ হইতে ৫০ ট, হাতি আইসে।—১ পৌষ জোড়াবাগানে অগ্নিকাণ্ডে বিস্তর হানি হয়। এবং একটি ব্রাহ্মণী দগ্ধা হন।—মদনেশ্বরে ও যোধপুরে ব্রিটিসপক্ষে সংপূর্ণরূপে জয়লাভ হয়।—তাহাতে অনেক শত্রু বিনষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়াছে, এপক্ষের অতাল্প সেনাপতি হতাহত হয়েন।—লালা জ্যোতিঃপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের নিকট হইতে নানা সাহেব নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রায় ২০০০০০ টাকা গ্রহণ করেন।—ফরেক্কাবাদের বিদ্রোহে এক জন খ্রীষ্টান শিক্ষক বিনষ্ট হয়েন, এবং অপর একজন পলায়ন পর হইয়া প্রাণ রক্ষা করেন।—৬ ডিসেম্বর তারিখে কাণপুরে গোয়ালিয়র ও অন্যান্য রাজ-বিদ্রোহিদিগের সহিত শ্বেত সেনাদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতেই উক্ত স্থানে এক প্রকার শান্তি সংস্থাপিত হয়।—বোম্বে রাজ্যের অন্তঃপাতি বেলগাম নামক স্থানে একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন হইবেক, কোর্টঅফ ডৈরেক্টর্স হইতে তাহার অনুমতি আইসে।—১৮৫৭ সালের আফিম বিক্রয়ের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ৩৫১৫ ৩৩৭৯ টাকা লাভ করেন।—দিল্লীনগরে পুনর্ব্বার হিন্দু প্রজারা বাস করণের অনুমতি পান, কিন্তু যবনদিগের প্রতি নগর প্রবেশের আজ্ঞা হয় নাই।—আলিদাদ খাঁ নামক দিল্লীর বাদশাহের কোনো আত্মীয় ব্যক্তি, যিনি আলিগড়ে অত্যাচার করেন, তিনি পুনর্ব্বার কতকগুলী বিদ্রোহি সংগ্রহ করত বোলন্দ শহরের রাজস্ব আদায় করেন—শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি অযোধ্যায় শত্রু-ষড়জাল হইতে অনেক বালক বালিকা ও বিবি ও আহত এবং পীড়িত ব্যক্তিকে উদ্ধার পূর্ব্বক কাণপুর হইতে আলাহাবাদে উপস্থিত হন।—দিল্লীর রাজ পরিবারস্থ ২৪ জনকে বিচার দ্বারা ফাঁসি দেওয়া হয়, এবং আকিম আবদুল হক্ক যিনি বিদ্রোহিদলের এক জন প্রধান হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও ফাঁসি দেওয়া হয়।—ডিহাটার রাজার মৃত্যু হয়, তাঁহার রাণী ও পুত্র এবং ঝাঁসির রাণী বিপক্ষদিগকে ১০০০ সোয়ার দেন।—সম্বলপুরে বিদ্রোহ করিয়া প্রায় ৪০০০ সিপাহি ও কতকগুলীন পার্ব্বতীয় লোক জারঘাটি পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক সমর সজ্জায় অবস্থান করে।—সম্বলপুরের পদচ্যুত রাজাসুন্দর শাহা এবং তাঁহার ভ্রাতা যাঁহারা হাজারিবাগের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, এবং রামগড়ের বিদ্রোহি সেনার দ্বারা মুক্ত হয়েন, তাঁহারাই উক্ত দলের প্রধান হইয়া রণক্ষেত্রে চালনা করেন।—১০ ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে বিদ্রোহি সেনা কটি নামক স্থানে তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে পরাস্ত হয়, তাহাদিগের ১৫ টা তোপ এবং অপরিমিত গোলা, গুলী বারুদ ও খাদ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।—বঙ্গবাসি প্রধান মহাশয়েরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে "এড্রেস" প্রদান করেন, গবরনর জেনরল বাহাদুরও কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক সম্ভ্রম-সূচক পত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।—১৮৫৮ সালের জন্য মেং ফরগুসন সাহেব সরিফ কলিকাতার প্রধান এবং উকিল সেণ্ডিস সাহেব ডপুটি সরিফ হয়েন।—আগ্রার নিকটবর্ত্তি যে সকল স্থান বদমাইস ও বিদ্রোহি সেনারা দগ্ধ করিয়াছিল তত্তাবৎ স্থানে পুনর্ব্বার নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং পূর্ব্বতন নির্দোষি লোক সকল আসিয়া বসবাস করে।—কাণপুরে ক্রমশঃ দশ দিন যে যুদ্ধ হয় তাহাতে বিদ্রোহিদিগের ১৫০ টা তোপ ও অন্যান্য অনেক সামগ্রী এবং নগদ টাকা গৃহীত হয়, এই যুদ্ধের পর প্রধান সেনাপতি সাহেব ফরাক্কাবাদে গমন করেন।—কলিকাতার মদ্যালয় সকল অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে বন্দ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়।—বিলাত হইতে কলিকাতায় চারি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকার রূপা, বোম্বাই নগরে তিন লক্ষ পঞ্চাস হাজার টাকার রূপা, এবং মান্দ্রাজে চল্লিশ হাজার টাকার রূপা, ও কলিকাতায় দুই হাজার টাকার স্বর্ণ এবং মান্দ্রাজে চারি হাজার টাকার স্বর্ণ আইসে।—ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে শতকরা ১০ টাকা হিসাবে সুদ গৃহীত হয়। বিলাতের বাণিজ্য বাজার অতি নরম হয়। স্কটলাণ্ডের ওয়েষ্টব্যাঙ্ক এবং লিবর পুলের বরোব্যাঙ্কের কার্য্য রহিত হয়। আমেরিকার বণিকদিগের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ রাখিয়া যে সকল বণিক বাণিজ্য কার্য্য করিতেছিলেন তাঁহারা বিশিষ্টরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন—সার্ডিনিয়া ও গ্রীস রাজ্যের মহারাজা প্রত্যেক দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক মুদ্রা রিলিফফণ্ডে প্রদান করেন। ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে রুসিয়া ভিন্ন অন্য সকলেই যথাযোগ্য সহায়তা করিয়াছেন। কলিকাতার সবজেক্টরর মেং হার্ব্বি সাহেব হিন্দু-পর্ব্বাহের ছুটী রহিত করিবার জন্য যে অভিপ্রায় পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রদান করেন তাহা অগ্রাহ্য হয়। সুন্দরবনের কমিস্যনর মেং রেলি সাহেব ভূমি বিক্রয় পূর্ব্বক ১৫০০০ টাকা তহবিল রাখিয়াছিলেন সেই টাকাগুলি চোরের দ্বারা অপহৃত হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীন কোলাপুর নগরে ৬ ডিসেম্বর তারিখে রাজবিদ্রোহিতাচরণ প্রচার হয়। বিদ্রোহিরা অকস্মাৎ নগরাধিকার পূর্ব্বক কারাবাসিদিগকে বিমুক্ত করে, কিন্তু কর্ণেল জেকব সাহেব তদ্বার্ত্তাবগত হইবামাত্র সৈন্যসহ আগমন পূর্ব্বক শত্রুদিগকে পরাজয় করেন, এই সূত্রে কতিপয় বিদ্রোহির ফাঁসি হয়। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় লোকেরা কতিপয় ডেসাইজ জাতীয় প্রজার সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিস বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, কিন্তু অনতিকাল বিলম্বেই তাহারা লেপ্টেনাণ্ট কার সাহেবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়।—রঙ্গপুরে নবাবের দিন ৭৷৷০ টাকায় এক মন নূতন আতপ তণ্ডুল বিক্রীত হয়।—কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সেরা এমত অনুমতি করেন, প্রকাশ্য পদের অধ্যক্ষেরা সর্ব্বসাধারণের ন্যায় পুলিস মোকদ্দমায় সাক্ষ প্রদান করিবেন।—কচ নামক স্থানে রেওয়া কাণ্টিজেণ্ট সেনারা বিদ্রোহি হওয়াতে তাহারদিগের শাসনার্থ সেনা প্রেরিত হয়।—রিমা ও বান্দার বিদ্রোহিগণ চিলাতারা অতিক্রম পূর্ব্বক ফতেপুরে আইসে, বক্সরের নিকট বাষ্পীয় জাহাজ চরে বদ্ধ হওয়াতে ১২০৬০০০ টাকা জাহাজ হইতে গাজীপুরে তোলা হয়।—গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে ব্যক্ত করে ১৫ ডিসেম্বর তারিখে হলকরের দুই রেজিমেণ্ট ইরেগুলর পদাতিকদল নিরস্ত্র হয়।—৭ ডিসেম্বর দিবসে কলিকাতার বাঙ্গিডাক বারাসতের এক ক্রোশ দূরে দস্যু দ্বারা অপহৃত হয়।—১৪ ডিসেম্বর তারিখে এলাহাবাদের কিঞ্চিদ্দূর যখন বাষ্পীয় রথ গমন করিতেছিল তখন ফিচপুরা নামক স্থানের নিকট পাঁচ ছয় শত বিদ্রোহি এক খানা গ্রাম লুট করিয়া আগমন কালে ঐ গাড়ীর প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে তাহাতে কোনো প্রাণির হানি হয় নাই, গাড়ী শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তদ্বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিল।—গবর্ণমেণ্টের সমর সম্বন্ধীয় বলদের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক বসন্তরোগে মরিয়া যায়।—বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উদ্যোগে টাকির রাস্তা পাকা হওনের অনুষ্ঠান হয়।—বিথুরে নানা সাহেবের বাটী সমভূম হয়।—জোয়ানপুরের বিদ্রোহিতা সময়ে হিঙ্গুললাল নামক এক জন বহু আয়াস সহকারে কতিপয় ইংরাজ সেনাপতির প্রাণরক্ষা করে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট উপাধি দিয়া মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

তোজপুরের কুমার সিংহ এবং অমর সিংহ এই উভয় ভ্রাতার যথা সর্ব্বস্ব রাজকোষভুক্ত হয়।—১৮৫৭ ৫৮ সালে বঙ্গদেশে লবণ উৎপন্ন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ১৮১৮২৯৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করেন।—জং বাহাদুর আপনার সেনাপতি ও সেনাদিগকে সমর ক্ষেত্রে আনয়ন জন্য কোং ১০৫০০০ টাকা নিজ হইতে ব্যয় করেন, উক্ত টাকা তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হন। ২২ ডিসেম্বর তারিখে জং বাহাদুর বেতিয়ার রাজভবনে নৃত্য গীত দর্শন শ্রবণ পূর্ব্বক যামিনীযাপন করেন। ২ জানুআরি শনিবার প্রাতে কলিকাতার লার্ডবিশপ মহামান্য রেবরেণ্ড ডেনিয়েল উইলসন সাহেব মায়াময়সংসার বিনময় পূর্ব্বক যোগধামে যাত্রা করেন। শোভাবাজার নিবাসি রায় রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব বাহাদুরের সর্ব্বানুজবাবু শিবনারায়ণ দেব গবর্ণমেণ্টের তোষাখানার আফিসঘরে আপন হস্তে গুলি মারিয়া আপন প্রাণ আপনি নাশ করেন। পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহের দাওয়ান রাণীগঞ্জে মৃত হয়।

মাঘ।

২৪ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় লোকান্তরিত হয়েন।—এলাহাবাদের গঙ্গাপারে বিদ্রোহিদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ৩০০০ শত্রু হত হয় এবং তাহারদের প্রচুর সামগ্রী ব্রিটস সেনাদিগের হস্তগত হয়।—উত্তর পশ্চিম দেশে বিদ্রোহিতা সময়ে যাঁহারা সিবিল ও মিলেটরি কর্ম্মচারিদিগ্যে সাহায্য করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগ্যে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদান করেন।—১৮৫৬ সালে প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে আফিম এবং ১৮৫৭ সালে ৩৫১৫৩৩৭৯ টাকা বিক্রয় করেন, তাহার মূল্য ২৭১৩৭২১০ টাকা মূল্যের আফিম বিক্রয় হয়।—১ মাঘ বুধবার দিবসে শিবনীতে গঙ্গাস্নানার্থ প্রায় ৬০০-০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।—২৩ ডিসেম্বর দিবসে জেজুরে বিদ্রোহি নবাবের প্রাণদণ্ড হয়—বাঙ্গালব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সংপ্রতি ১ পরসেণ্ট সুদ ন্যূন করেন—পূর্ব্বে শিঙাপুরের মাজিষ্ট্রেটের প্রতিমাসে ৭০০ টাকা বেতন পাইতেন, এক্ষণে ৬০০ টাকা করিয়া প্রাপ্ত হইবেন—কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সগণ গবরনর জেনরল বাহাদুরকে লেখেন, "সেনাসম্পর্কীয় পুরোহিতেরা বিলাত হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবেন।—রাজবিচারে বলাগড়ের রাজার ফাঁসি হয়। দিল্লীশ্বরের বিচার আরম্ভ হয়।—আগ্রাতে জুলাই হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত বিচার দ্বারা ৭৬ জন রাজবিদ্রোহির ফাঁসি হয়।—৬ মাঘ দিবসে "কলিকাতাবার্ত্তা বহ" নামে এক খানি নূতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।—চুঁচুড়া নিবাসি শ্রীমান রামচন্দ্র দিচ্ছিত কর্ত্তৃক "সুবোধিনী পত্রিকা নাম্নী এক খানী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিতা হয়।—মেং আর, চ্যাপমেন সাহেব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের রেগু ও ফিনেন্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টে অণ্ডর সেক্রেটরির পদাভিষিক্ত হয়েন।—কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সগণ নিম্নস্থ তিন বিষয়ের তদন্ত জন্য কমিস্যনর নিযুক্ত করণে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুমতি প্রদান করেন। যথা—উপস্থিত বিদ্রোহিতার আমূল হেতু নির্ণয় করণ (১)। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ হইতে কি নিয়মে সৈন্য সংগ্রহ করিলে ভাল হয় (২)। এবং উপস্থিত বিদ্রোহে প্রজার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কি পরিমাণে হানিগ্রস্ত হইয়াছেন (৩)।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে স্থাপিত এবং ঐ প্রদেশের কিয়দংশ ও সিন্ধুদেশ পঞ্জাবরাজ্যভুক্ত আর সাগর প্রদেশ মান্দ্রাজরাজ্যভুক্ত হওনের প্রস্তাব হয়। কোচবেহারের মহারাজার পূর্ব্বতন দেওয়ান ৺কালীচন্দ্র লাহিড়ির মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার ভাগিনেয় নীলকমল শ্যামাল তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।—অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরা সরকুট গমন করিলে ৩ টাকা ভাতা এবং প্রতি অর্দ্ধক্রোশে অতিরিক্ত ।০ চারি আনা করিয়া পাইবেন।—কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সগণ ভারতবর্ষে তুলা উৎপাদনের বিষয়ে পুনর্ব্বার মনোযোগি হয়েন।—ভারতরাজ্য প্রবাসি ইংরাজেরা লার্ডকেনিং বাহাদুরের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় এক জন গবরনর জেনরল প্রেরণের প্রার্থনায় পার্লিয়ামেণ্টে যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন তাহা যথানিয়মে প্রেরিত না হওয়াতে ফিরিয়া আইসে, একারণ তাঁহারা সেই পত্র পুনর্ব্বার যথানিয়মে প্রেরণ করণে সম্মত হয়েন।ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণীর কন্যার শুভবিবাহ উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয়। প্রকাশ এমত নিদ্ধারিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে ভারতরাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীতে না থাকিয়া মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবেক।—দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার এবং দিল্লীশ্বরকে কারারুদ্ধ করণের সংবাদ গবরনর জেনরল ভারতবর্ষের সমুদয় রাজা ও নবাবদিগ্যে বিজ্ঞাপন করেন।—ব্রিটিস সেনারা গঞ্জরি, পতিয়ালি এবং নয়নপুরিতে বিদ্রোহিদিগের সহিত যে যুদ্ধ করে তাহাতে ১৪০১ বিপক্ষ হত হয়, তাহারদের ৫ টা তোপ পাওয়া যায়। ২ জানুআরিতে প্রধান সেনাপতির সেনারা কাণানদীর পারে বিদ্রোহিদিগ্যে পরাভব করত ৭ টা তোপ লয় ও ৩০০ ব্যক্তিকে হত করে, ৩ তারিখে ঐ সেনারা ফতেগড় গিয়া দেখে বিপক্ষেরা ৬ টা বৃহৎ তোপ ও আর আর বিস্তর সমর সামগ্রী, ২৫০০০ টাকার রজত, কতকগুলীন স্বর্ণ অলঙ্কার এবং বহু সংখ্যক খোস্তা, কোঁদাল ও গজাল ফেলিয়া দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, তৎসমুদয় বস্তু রাজভাণ্ডারভুক্ত হয়।—জং বাহাদুর নাজিম মহম্মদ হোসেনকে সংপূর্ণরূপে পরাজয় করত গোরক্ষপুর পুনর্ব্বার অধিকার করাতে গবরনর জেনরল হজুর কৌন্সেল হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সাধুবাদ যোগে তাঁহাকে ও তাঁহার অধীন সেনাপতিদিগ্যে নমস্কারি প্রদান করেন।—১০ টাকা মাসিক বেতনে শাহাবাদে কতকগুলীন অশ্বারোহি পুলিস প্রহরি নিযুক্ত হয়।—চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা অঞ্চলে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়।—চট্টগ্রামের বিদ্রোহিগণ পর্ব্বতের এক টিলের উপরে ব্রিটস সেনা কর্ত্তৃক সকলেই হত হয়, ঐ দুষ্টদিগের নিকট হইতে ১০০৩

টাকা পাওয়া যায়।—মণিপুরের মহারাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ ১০০০ সুশিক্ষিত সেনা প্রস্তুত রাখেন।—৩০ ডিসেম্বর তারিখে আমারদিগের কোনো বন্ধু মুরাদাবাদ হইতে লেখেন "আমরা বহুকষ্টে দুরাত্মা নবনজাতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া বিরেলি হইতে মুরাদাবাদে আসিয়া নবাব রামপুরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি,।—ছাপরা জিলার অন্তঃপাতি বেতিয়া এবং হাথুয়ার মহারাজেরা নানা প্রকারেই গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করেন।—সেনাপতি ঔটরাম সাহেব ১৭ জানুআরি দিবসে আলমবাগে যুদ্ধ দ্বারা বিস্তর বিপক্ষ বিনাশ পূর্ব্বক তাহারদিগের প্রধান বিদ্রিকিদার হনুমান নামক ক্রিশ্চ্যানকে ধৃত করেন।—ময়ূরভঞ্জের রাজা ব্রিটিসপক্ষে আছেন, এজন্য কমিস্যনর সাহেব তাঁহার অনুরাগ করেন, তিনি আপন জামাতা পোড়াহাটির রাজাকে বিদ্রোহি হইতে নিষেধ করেন।—উইকল দেশে জান মেতন সাহেব একজন বেশ্যাকে হত করেন।—বৈকালে তাঁদের দোকান বন্দ হওয়াতে বিক্রয়ের হানি জন্য রাধাবাজারের দোকানদারেরা পুলিস কমিস্যনরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করেন।—১৪ জানুআরি দিবসে সালট ডিপার্টমেণ্টে দরখাস্তের ষ্টাম্প কাগজে গবর্ণমেণ্টের ১০০০০ টাকা লাভ হয়।—দিল্লীশ্বরের উপর তিন প্রকার অভিযোগ উপস্থিত হয়, যথা।— বিদ্রোহিদিগের প্রধান সেনাপতি ভকৎখাঁকে সাহায্য করণ (১)। উক্ত সর্দারের দুষ্ট পুত্রকে আশ্র। প্রদান (২)। এমত ঘোষণা করেন যে আমি এইক্ষণে হিন্দুস্থানের স্বাধীন রাজা (৩) —ফরেক্কাবাদের দুইজন নবাব কারারুদ্ধ হয়েন।—দিল্লীশ্বরের উকীলের পুত্র অথচ বিদ্রোহি সেনাপতির নবাব ও অপর ৯ জনকে জয়পুর হইতে ধৃত করিয়া আনা হয়, ইঁহারা রটক, হিস্সার এবং গুরগাঁও প্রদেশে অত্যাচার করেন।—একজন সম্ভ্রান্ত সাহেবের বিবি দিল্লীর বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, বেগম অতি কাতর হইয়া তাঁহার নিকট এরূপ কহেন, দুষ্ট সিপাহিরা অন্যায় পূর্ব্বক স্ত্রী বালক হত্যাকরত পাপ সঞ্চয় করিয়াছে, আমরা ইহার কিছুই জানিনা।—৩ ডিসেম্বর দিবসে কাউনপুর ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হয়।—জান, লারন্স সাহেব বোম্বে এমত পত্র লেখেন, যে পঞ্জাবের নিমিত্ত যত সেনা পাঠাইতে পারেন ত হা শীঘ্রই পাঠা বেন, ইহাতে বোধ হয় সীমা লইয়া গোলযোগ হইয়া থাকিবেক।—ইংরাজী পত্রে লেখে, এপর্য্যন্ত অনেক বিবি নানা সাহেব ও আর আর বিদ্রোহি নবাবদিগের দাসীবৃত্তি করিতেছেন।—দিল্লীতে অনেক বিদ্রোহির ফাঁসি হয়।—জনরব, হিন্দুস্থানের নানা স্থানে ভূমির ভিতর ধন সকল পোতা আছে, যাহারা তাহা বাহির করিয়া দিবে গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগে শৎকরা ৫ টাকা কমিসন দিবেন।—মুগেরের ধনাঢ্য রঘুবর দাস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোনো কথা কহিবায় এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হয়েন।—১৫ ডিসেম্বরে মরিচ উপদ্বীপে ভয়ঙ্কর ঝড়ে অনেক হানি হয়।—মান্দ্রাজে পেটিক সাহেব বন্ধ, বধের অনুষ্ঠান করাতে চিরকালের জন্য দ্বীপান্তরিত হয়েন।—লঙ্কাদ্বীপে প্রজা পত্তনার্থ গবর্ণমেণ্ট এক লক্ষ টাকা গচ্ছিত করেন।—জিলা বারাসতের সরিপনগর গ্রামের গৌরচন্দ্র পোদের স্ত্রী ৩ মাঘ দিবসে একটী লোমহীন লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানরাকার পুত্র প্রসব করে।—ঐ সন্তানটি ভূমিষ্ট হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল।—নবদ্বীপস্থ সতীশচন্দ্র রায় "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।—গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় সাগর দেশের গুদাদল হইতে সেনা সংগৃহীত হয়।—ঢাকার মুন্সেফি এবং ওকালতি পদাকাঙ্ক্ষিদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়।—সদর আমীন ও মুন্সেফি আদালতের উকীলদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা জিলা ২৪ পরগণার গৃহীত হয় —বিদ্রোহিগণ লক্ষ্ণৌ নগর আপনারদিগের অধীনে রাখিবারজন্য চারিদিগে ৬০০ তোপ দড় বদ্ধ করিয়া রাখে।—অমর সিংহ এপর্য্যন্ত সসারাম অঞ্চল লুট করণের চেষ্টা করিতেছে, তাহার অধীনে অনেক দুষ্টলোক রোটাসে রহিয়াছে।—কাল্পির বিদ্রোহিরা দোয়েব নামক স্থানে বিস্তর অত্যাচারপূর্ব্বক ধনাদি হরণ এবং প্রায় ৪০ জনকে হত করে।—মিরাটের সংবাদে লেখে, ফিলিপ্স সাহেব শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হয়েন।—বৃন্দাবন, দিল্লী, মিরাট, আগ্রা এবং রায়লপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানের পথ সংপ্রতি নিরাপদ হওয়াতে পূর্ব্বৎ স্থনিয়মে ডাকের গমনাগমন হইতেছে।— ফরেক্কাবাদ পুনর্ব্বার ব্রিটিস হস্তগত হইয়াছে।—বিদ্রোহি রাজা, নবাব ও সরদারদিগের বিস্তর স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রাজকোষে ন্যস্ত হইয়াছে।—গবনর জেনরল এলাহাবাদে গমন করেন।—জালালপুর অঞ্চলে বিস্তর বিদ্রোহি সিপাহি ও দুষ্টলোক সমবেত হয়।—রাজপুতনার রাজা বিদ্রোহি হওনের অনুষ্ঠানেই সমূলে বিনষ্ট হয়েন।—সিহিদপুর পুনর্ব্বার ব্রিটিস হস্তগত হয় মিডিকেল বোর্ড উঠিয়া গিয়াছে।—১৭ মাঘ দিবসে ঢাকার সব আসিস্টাণ্ট, সারজন সিমুলানিবাসি বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র আত্মঘাতি হয়েন।—রাজবিদ্রোহিতা জন্য আরার বিচারালয় সকল বন্ধরে স্থাপিত হয়।—ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে এমত নিয়ম প্রকাশ হইয়াছে, সরকারি বারিক ও আর আর ইমারত নির্ম্মাণ জন্য বল পূর্ব্বক রাজ মজুরদিগে লওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহারা পরিশ্রমের উপযুক্তরূপ বেতন পাইবে।—দ্বিতীয় নিয়ম, উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনায় যে সকল বন্দি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা একমাসের মধ্যে আগত না হইলে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইবেক।—তৃতীয় নিয়ম, যে সকল স্বাধীন রাজা এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগ করিতেছেন তাঁহারদিগে দূরে না রাখিয়া সুপ্রিমকোর্টের বিচারাধীন স্থানে রাখা যাইবেক, কারণ তাঁহারদিগের দোষের বিচার সুপ্রিমকোর্টেই হইবে।—চতুর্থ নিয়ম, যে সকল প্রজা বিদ্রোহিদিগে সাহায্য করিয়াছে তাহারদিগের সমুদয় সম্পত্তি রাজভাণ্ডারন্যস্ত হইবে।—নিয়মের পাণ্ডুলিপি "কোম্পানির অস্ত্রাদি যাঁহার বাটীতে ধরা পড়িবে তিনি উচিতমত দণ্ড পাইবেন।—গবর্ণমেণ্ট দত্ত সংবাদ "রাজবিদ্রোহি নালিম ফেজেল আজিম ৮০০০ সেনা ও ১৪ টা তোপ লইয়া সহিতপুরের তালুকদার বেণীবাহাদুরের সহ মিলিত হয়, সেনাপতি ফ্রাঙ্ক সাহেব তাহারদিগের ৫০০ ব্যক্তিকে হতাহত করত বিস্তর সামগ্রী ও ৩ টা তোপ জয়লাভ করেন।—এপক্ষের ৩ জন মাত্র অল্পঘাতি হয়, এই যুদ্ধে নেপালের কর্ণেল যাদু বাহাদুরকেই ধন্যবাদদিতে হইবেক।—আলমবাগে ঔটরাম সাহেব দ্বিতীয়বার বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন।—লক্ষ্ণৌ গেরিসনের কারামুক্ত স্ত্রী বালকাদি তাবতেই কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন।— মথুরার ডেপুটী কাল্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট উমদেদআলি বর্ত্তমান বিদ্রোহে প্রাণপণে গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করাতে ১৫০ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।—৫ পরসেণ্টের লোন খোলায় ইতিমধ্যে ৬ ক্রোর মুদ্রা জেনরল ট্রেজরিতে ন্যস্ত হইয়াছে।—গবর্ণমেণ্ট বিনাক রাওয়ের পোষ্যপুত্র নারায়ণ রাও এবং মাধু রাওয়ের ২৫৫৫০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ এবং বিরেলির সবরামকাণ্ডের ১৯০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ রাজকোষভুক্ত করিয়াছেন।—এই ভারতবর্ষ মহারাণীর অধীন হওনের প্রস্তাব হওয়ায় ওরিএণ্টেল ব্যাঙ্কের বিলাতীয় অংশিদারেরা এতদ্দেশে আপনারদিগের ব্যাঙ্ক নোট চালাইবার নিমিত্ত তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়দিগের নিকটে আবেদন করেন।—শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর পশ্চিম রাজ্যে গমন করায় মান্যবর জে, এ, ডোরিন সাহেব ডেপুটী গবরনর এবং কৌন্সেলের প্রেসিডেন্সির পদে অতিষিক্ত হইয়াছেন।—সহিনাবাদে ২৬ জানুআরি তারিখে বিদ্রোহিদিগের সহিত যে সমর হয় তাহাতে ব্রিগেডিয়ার হোপ সাহেবের অধীন সেনারা সাতিশয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সমর বিদ্রোহিগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের বহুলোককে শমন ভবনে প্রেরণ করেন, এই যুদ্ধে রাজপক্ষের কয়েকজন সেনাপতি হতাহত হন, তাহারদের ৪ টা আটপৌনি পিত্তলের তোপ জয়লাভ হইয়াছে।—গত ২৮ জানুআরি দিবসীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে লিখিত হয় "১৮৪৯ সালের প্রভাকরে পুরানন্দ মিত্র যে পত্র প্রকাশ করেন, তাহা সর্ব্বদেশীয় রাজবিদ্রোহ মূলক,, এই সংবাদটি সংপূর্ণরূপেই মিথ্যা, কেননা প্রভাকরে কস্মিন্‌কালেই রাজবিরোধি পত্র প্রকাশ হয় নাই —মুরশিদাবাদ নিবাসি গুণরাশি সর্ব্বপ্রিয় বঙ্গাধিকারি মহারাজ রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ গত ৪ মাঘ দিবসে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—প্রধান সেনাপতির প্রস্তাবে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এলাহাবাদে এক ষ্টেসনরি ডিপার্টমেণ্ট স্থাপনের অনুমতি দেন।—ভূপাল কাণ্টিজেণ্টের ৮০০ সেনাকে নিরস্ত্র করা হয়।—গবরনর জেনরল প্রতি-মাসের ভ্রমণে কেবল যানাদির বিষয়ে ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে।—বোম্বের অদিতপুরের অধীন রাণার সেনারা রাজবিরোধি হইবার উপক্রম করাতে তাহারদিগের শাসনার্থ আমদাবাদ হইতে সেনা প্রেরিত হয়।—মেং কোয়ি সাহেব বিলাত গমনে বাধ্য হওয়ায় মেং মেণ্টগোমরি সাহেব সুপ্রিমকোর্টের ষ্টাণ্ডিংকৌন্সেল হইয়াছেন।—মুরশিদাবাদের নবাব-পরিবারের তুলিম বেগমের মৃত্যু হইয়াছে, ইঁহার অধীনে বিস্তর লোক প্রতিপালিত হইত।—জঙ্গীপুরে এক বিদ্যালয় দ্বিতীয়বার স্থাপিত হওয়ায় ছাত্রেরা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় উপদেশ পাইতেছে।—বিলাতের কোনো লেখক ফিনিক্স পক্ষে লেখেন, উপস্থিত বিদ্রোহে সিপাহিদিগের প্রতি বিশেষ দোষার্পণ করা উচিত হয়না, কারণ হৃদয়বিদীর্ণকর নিষ্ঠুরাচরণের মূলাধার কেবল কারামুক্ত দুষ্টগণ।—খান দেশে বিদ্রোহ হইয়াই নিবারণ হয়।—মান্দ্রাজে তণ্ডুল অতি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। কলিকাতার লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাঙ্গাল আফিসের কেরাণিদিগে কম্পজিটরি শিখাইবার জন্য যত্ন করিতেছেন।—বিজনগড় ব্রিটিস সেনার হস্তগত হইয়াছে।—গবর্ণমেণ্ট দত্ত সংবাদে লেখে, আওয়ার দুর্গ এবং সাগরের নিকটস্থ রাটগড়ের দুর্গ অধিকার করা হইয়াছে।—গুণা নামক স্থানে আর কোনোরূপ উপদ্রব নাই, গোয়ালিয়া এবং আগ্রার ডাক এইক্ষণে এই রাস্তাদিয়া প্রেরিত হইতেছে।—রামগঙ্গার পত্রে লেখে নদীর পর পারে শত্রুগণ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে, আমরা ক্রমশঃ এক পক্ষ তাহারদের বিরুদ্ধে গোলাবৃষ্টি করিয়াছি, তাহারা সেতু ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে, এপর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখানকার ১০ ক্রোশ দূরে ৩০০০০ বিদ্রোহি সমবেত হইয়াছে।—ভিতিয়ার দুর্গ তোপে উড়িয়া গিয়াছে, পর পারের শত্রুদিগের সহিত শেষ যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তাহারদিগের ৫০০ জন হত হইয়াছে।—নির্দ্দোষি স্ত্রী বালক হত্যাকারি ফতেগড়ের নবাবের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।—বোম্বের কোনো ভাগ্যধর বণিকের ৭ লক্ষ টাকা কোন্ দেশের নিকট দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে।— সেমাদাবাদের যুদ্ধে ব্রিটিসপক্ষে ৪০ জন হত এবং বিপক্ষদিগের বহু ব্যক্তি হত হয়।—ফতেপুরে বিস্তর দুষ্ট যবন স্বাধীন হওনের মানসে এক মসজিদের নিকটে একত্র হইয়া বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়াছে।—পাটনায় অত্যন্ত চৌর্য্য ভয় হইয়াছে।—সাঁওতাল-সন্তানদিগে বিদ্যাদানার্থ গবর্ণমেণ্ট বরহাটে এক বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি করেন। বাঙ্গাল-ব্যাঙ্কে কোম্পানি কাগজ বন্ধকে সুদের হার হ্রাস হয়।—এবৎসর পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে ইংরাজীমতে টীকা দেওয়া হইতেছে।—৮।৯ মাঘে বালেশ্বর, ছাপরা, মতিহারি, মেপাল প্রভৃতি স্থানে সুবৃষ্টি হইয়াছে!—সামসাবাদে ৫ হাজার যবন ৬ টা তোপ সহিত একত্র হওয়াতে তৎপ্রতিকূলে রাজসেনারা গমন পূর্ব্বক ৮ শত ব্যক্তিকে হতাহত করত ৪ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছে, ঐ যুদ্ধে এপক্ষের অল্পমাত্র হানি হইয়াছে।—ভাগলপুরের সিবিল সাহেবেরা ছোটকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করেন, এইক্ষণে এখানকার পুলিসে ও ধনাগারে যে অতিরিক্ত প্রহরি নিযুক্ত আছে তাহারা আর ছয় মাস থাকিলে প্রজারা সাহসি হয়।—আগ্রা হইতে আলিগড় পর্য্যন্ত বিদ্যুতীয় তারে পুনর্ব্বার গোলযোগ হয়।—ডেকানের অধীন বফর দলের প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব রহিলার দস্যুগণ হরণ করিতেছে।—টীনরাজ্যে আফিম অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়।—লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জে, জি, [illegible] সাহেব ভারতবর্ষীয় প্রসিডেন্সির [illegible] সংক্রান্ত সেক্রেটরি হয়েন।—ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ায় লোকালয় করণার্থ গবর্ণমেণ্ট ৫০০০০ টাকা গচ্ছিত করিয়াছেন।—উত্তর পশ্চিম দেশের ডেপুটী কান্সমলটিং ইঞ্জিনিয়ার গ্রেথেড সাহেব অতি উত্তমরূপে আপন কর্ম্ম-নির্ব্বাহ করাতে গবর্ণমেণ্ট তুষ্ট হইয়া তাঁহার ৮০০ টাকা বেতন বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।—ব্রিটিস সেনারা বিরেলিতে ৬০,০০ বিদ্রোহিকে সংপূর্ণরূপে পরাজয় করে।—মহারথি বীরবর হডসন সাহেব শত্রুহস্তে গুরুতর আহত হয়েন।—গবর্নর জেনরল বাহাদুর ৪ ফিব্রুআরি দিবসে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন, প্রধান সেনাপতি তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।—চাইবাসের বনবাসি অসভ্য কোলেরা এক জন অস্থারোহি, এক জন প্রাইবেট, একজন শীকসেনাকে হত করে, বর্দ্ধমানের কমিস্যনর লসিংটন সাহেবকে ও কাপ্তেন হজ সাহেবকে অত্যন্ত আহত করে, এবং ডাক্তার হেজ, দুইজন হাওলদার, চারিজন ইংরাজ, তিনজন সোয়ার, পাঁচজন হাওলদার, চারিজন নায়েব এবং ৩৯ জন প্রাইবেটকে সামান্যরূপে আহত করে।—আওয়া ব্রিটিস হস্তগত হওয়াতে তথাকার বিদ্রোহিরা ঠাকর পরিবার সহিত পলায়ন পূর্ব্বক পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছে।—শিক্ষাপুরে সকল প্রকার দ্রব্য অগ্নিমূল্য হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।—সহরঘাটি হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত বিদ্যুতীয় তারে পুনর্ব্বার গোলযোগ হয়, এই গোলযোগের মূল কারণ কেবল অমরসিংহ।—জেলা যশোহরের অধীন রাঁড়ুলিগ্রামের রাজকীয় বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রেরা অতি উৎকৃষ্টরূপে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অনেকের মন মুগ্ধ করে।—এলাহাবাদ হইতে ৪ ফিব্রুআরি দিবসে যে সংবাদ সিসিল বিডন সাহেবের নিকট আগত হয় তাহাতে ব্যক্ত করে, গোরখা সেনারা গান্দার রাজার অধীনস্থ ১০০০০ সেনার প্রতিকূলে ধাবিত হইয়া ৫০ জনকে হত ও সকলকে সংপূর্ণরূপে দূরীকৃত করত তাহারদের একখানা তোপের গাড় জয়লাভ করিয়াছে।—গবর্ণমেণ্ট বলণ্টিয়ার সেনাদিগের সকল অভাব মোচন না করা-

এডওয়ার্ড সাহেব এমত অনুমতি করিয়াছেন, পেসোয়ার নগরের প্রধান প্রধান পথের নিকট বেশ্যারা বাস করিতে পারিবেনা।—গবর্ণমেণ্ট দত্ত সংবাদে লেখে "জং বাহাদুরের সেনারা গোমতী পার হইয়াছে, তাঁহার সেনারা ছুরদপুরের নিকটে বহু সংখ্যক বিদ্রোহিকে পরাভব করিয়া ৮ টা তোপ ও কতকগুলীন সমরসজ্জা জয়লাভ করে, ঐ যুদ্ধে ৫০০ বিপক্ষ হতাহত হয়।—ফতেপুরের নিকটে গাগ্রা নদীতে নৌকার সেতু নির্ম্মিত হয়।—চাণক নিবাসি সব আসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু তারিণীচরণ সেন, যিনি বিদ্রোহি ঘটনার সময়ে বিজনোরে ছিলেন, তিনি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া এইক্ষণে তথা হইতে সপরিবারে মিরাটে আসিয়াছেন।—কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের পূর্ব্বতন প্রধান সেনাপতি স্যার, লারন্স পিল সাহেব, সংপ্রতি বিলাতে থাকিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুকূলে বিস্তর সাহায্য করিতেছেন, উক্ত কোম্পানির রাজশক্তি যাহাতে ভারতবর্ষে পূর্ব্ববৎ চিরস্থায়ি হয় তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ যত্ন, অন্যান্য অনেকেই তাঁহার পোষক হইয়াছেন। কথিত কোম্পানিরা পার্লিয়ামেণ্টে যে আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে অনেক উত্তম উত্তম প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এমত জনরব নানা সাহেব অনেক সৈন্য ও সমরসামগ্রী সহিত কাল্পির দুর্গে অবস্থান করিতেছেন।—তাঁহার অনুগত এক ব্যক্তি ব্রিটিস পক্ষে আগমনে উদ্যত হইবায় তিনি তাহাকে ও তাঁহার পরিবার সকলকে ফাঁসি দিয়াছেন।—ভারতবর্ষর সমস্ত প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিলাত গমন করিবেন, এমত শুনা যাইতেছে।—কলিকাতার মেডিকেল কালেজের পূর্ব্বতন ছাত্র বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র বিলাতে চিকিৎসাবিদ্যার পরীক্ষায় প্রশংসিত হইয়াছেন। এমত জনরব নানা সিংহ ব্রিটিস পক্ষে আনুকূল্য করণার্থ ব্রিটিস সেনাপতিদিগের সহিত সংমিলিত হইয়াছেন—আলিগড় জিলার যে সকল গ্রামের প্রজারা বিদ্রোহিতা করিয়াছে, তাহারদিগের গ্রাম সকল নষ্ট করিবার অনুমতি হইয়াছে।—বোম্বের অধীন রামপুর জিলার প্রজারা রাজস্ব দানে অসম্মত হওয়াতে ন্যাকলিন সাহেব তাহারদিগের বশীভূত করণার্থ গমন করিয়াছেন।—কেপ হইতে যুদ্ধের জন্য ২২১ টা অশ্ব আসিয়াছে। অযোধ্যাপতি বৃত্তির জন্য বিলাতে আবেদন করেন, তথাকার কর্ত্তারা লিখিয়াছেন, লার্ড কেনিং বাহাদুর এবিষয়ে যেরূপ কহিবেন, সেইরূপ করা যাইবেক।—নেত্র রোগিদিগের জন্য মেডিকেল কালেজে স্বতন্ত্র এক খণ্ড অথবা স্বতন্ত্র এক বাটী নির্ম্মিত হইবেক।—এলাহাবাদের ডিপুটি কমিসানরের প্রার্থনাক্রমে তথায় ৫০ জন কেরাণী প্রেরিত হইয়াছে।—এলাহাবাদে মহারাণীর সেনাদলের একজন সেনাপতি বিনাদোষে একজন যবনকে তীরের দ্বারা গুরুতর আহত করেন।—একজন সেপাহী বারাসতের প্রহরিদিগে কুমন্ত্রণা দেওয়াতে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।—নবাব গঞ্জে একজন বিদ্রোহির প্রাণদণ্ড হয়, সেব্যক্তি মৃত্যুকালে কহে আমি অনেক দূরে আসিয়াছি, এজন্য ফাঁসি দিতে পারিলে, কিন্তু লক্ষ্ণৌ গমন করিলেই তোমারদিগের সকলের পায়ে শৃঙ্খল বদ্ধ হইবেক।—নাগপুর অঞ্চলে কোল জাতিদিগের উপদ্রব অনেক নিবারণ হইয়াছে।—আলমবাগের নিকটে এবং ফতেগড়ের নিকট কর্ত্তি বাগগঙ্গা এবং মেন্দিঘাটের অপর পারে বিস্তর বিদ্রোহি সমবেত হইয়াছে।—কোটার দুর্গে ৮০০০ বিদ্রোহি ১৮৮ টা তোপ সহিত অবস্থান করিতেছে, ঐ স্থানের রাজা তাহারদের কিছুই করিতে পারেন নাই।—ফতেগড়ে ১৮০ জন বিদ্রোহি আবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে তত্রস্থ নবাবের একজন প্রধান কর্ম্মচারী;—যে ব্যক্তি নানা সাহেবকে সাহেব বিবি ও বালকদিগের প্রাণনাশের পরামর্শ দেয় সেই ব্যক্তি কাণপুরে ধৃত হইয়াছে।—ত্রিবেণীর একটি বিপ্রনন্দন ঈশুমন্ত্রে দীক্ষিতপ্রায় হইয়াছেন। শেরসিংহের ভ্রাতা গোলাপসিংহ ব্রিটিস অনুকূলে ১১০০ শীকসেনা সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি সাহেব দেলকোষা পুনর্ব্বার অধিকার করেন, গবর্ণমেণ্ট দত্ত সংবাদে এমত ব্যক্ত হয়। বিদ্রোহিগণ একপ্রকার নূতন যুদ্ধ করিতেছে, ব্রিটিস সেনারা গোলাবৃষ্টি করিলেই তাহারা শয়ন করে, এবং সেই অবস্থাতেই অস্ত্র চালনা করিয়া থাকে। একখানি জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে গবর্ণমেণ্টে ২৫ লক্ষ টাকা হানি হইয়াছে। শ্রীমতি লেডি কেনিং মান্দ্রাজে গিয়াছেন, তিনি তথা হইতে নীলগিরিতে বাস করিবেন। কাসিমবাজারস্থা শ্রীশ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী বিদ্রোহ সময়ে মানভূমে, মুরশিদাবাদে এবং রঙ্গপুরে রাজপক্ষে বিস্তর আনুকূল্য করাতে গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন।—মেং ডেলিরেম্পল সাহেব ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় লিখিয়া বিলাতে প্রেরণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হন।—কোনো ব্রিটিস প্রজা ভিয়াধিকারে অপরাধ করিলে তাহার বিচার ব্রিটিস অধিকারেই হইবে গবর্ণমেণ্ট এমত অভিপ্রায় করিয়াছেন।—অযোধ্যার রাজমাতা বিলাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।—কুমার জগদিন্দ্র গোবিন্দ ২২১ স্বর্ণমুদ্রা নজরে দিয়া মহারাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন।—বিদ্রোহিবৃন্দের কোম্পানির কাগজে গবর্ণমেণ্টের ৩৩,৮১০,৫৫ টাকা লাভ হইয়াছে।—কোটার রাজা বিদ্রোহির ভয়ে আজমিরে পলায়ন করিয়াছেন।—ঔটরাম সাহেব এবং জং বাহাদুর কয়েকবার জয়লাভ করেন।—চীৎপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট, ইটালি এবং খিদিরপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে সংপ্রতি টেক্স স্থাপিত হইয়াছে, আপাততঃ তাহাতে ৭০০০ টাকা উৎপন্ন হইবে।—ধার্ম্মিকবর বাবু রামমোহন মল্লিক প্রায় ৬০ হাজার টাকা ব্যয় পূর্ব্বক মহাভারত দিয়াছেন।—বোম্বাইরাজ্যে কোম্পানির কাগজের সুদ এক টাকা ন্যূন হইয়াছে।—হলকরের রাজা পূর্ব্বকার যবন ও হিন্দু সেনাদিগে পদচ্যুত করত তদ্বিনিময়ে স্বদেশীয় ডিকানিদিগে নিযুক্ত করিয়াছেন।—মানসিংহ অনেক সাহেব বিবির প্রাণ রক্ষা করেন, এমত প্রকাশ হয়।—মিয়া বাহাদুর সিংহ কৌশলিপূর্ব্বক রাজানুগত ব্যবহার করাতে রাজা উপাধি পাইয়াছেন।—কৌন্সেলি পিটরসন সাহেব নবাবগঞ্জ হইতে বারাসত পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিবার প্রার্থনা করিয়াছেন।—সিংহভূমের বল্লভসিংহ বিদ্রোহি হস্ত হইতে বর্চ্চ সাহেবকে রক্ষা করাতে বার্ষিক ৩০০ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন।—গবরনর জেনরল বাহাদুর এলাহাবাদে নূতন একখানি গেজেট প্রকাশ করিয়াছেন।—"রচনা রত্নাবলী" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ হয়।—"বিচারক" নামে একখানি সপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হয়।—বিদ্যা শিক্ষার্থ জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পাদ্রি ডল সাহেবের দ্বারা এমিরিকায় গমন করেন।—অপর আসামের গররু দেবরু গড়ের নিকটস্থ চণ্ডালজানে অসভ্য আবরজাতিরা বিদ্রোহি হইয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছে।—বালেশ্বরের বারোবাটীতে এক গাভী আশ্চয্য এক বৎস প্রসব করে, তাহার ললাটে একটা মাত্র চক্ষু, এবং মুখখানি হস্তি শুণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধভাগে বক্র।

র আশন ব্যয়ে তদ্নিবারণে ক্লেশ
প্ত হয়।—

ফাল্গুন।

চাণকনিবাসি শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারি চট্টোপাধ্যায় যিনি ফরেক্কাবাদের সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনের পদে নিযুক্ত থাকিয়া এতদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন, তিনি উক্ত স্থলের একজন প্রধান ব্যক্তির আশ্রয়ে মনে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু রাজপুরুষেরা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করাতে কয়েক দিন তিনি শিবিরে আবদ্ধ ভাবে থাকেন, সংপ্রতি নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।—ভৈরবচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তি এক বেশ্যাকে প্রহারের দ্বারা হত্যা করণের অপরাধে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হয়।—মনিসিংহের বিশেষ প্রযত্নে কতকগুলীন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বি মনুষ্য লক্ষ্ণৌতে শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হয়।—বিদ্রোহি ঘটনার সময়ে প্রজাপুঞ্জের ধন প্রাণ রক্ষা করিবায় শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর স্বহস্তে সহরঘাটির একজন দারোগাকে এক খানি তলবার এবং একজন ওবরসিয়ারকে এক যোড়া শাল পারিতোষিক প্রদান করেন।—শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিমুলা হইতে লাহোরে আগমন করেন, তিনি আবার লাহোর হইতে পুনরায় সিমুলায় যাত্রা করিয়াছেন।—মগরার সান্নিধ্য খেরিকিলা নামক স্থানে ২০০০ অসভ্য কোলদিগের সহিত শিকাটি সেনাদিগের এক সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে এপক্ষের কিছু মাত্র হানি হয় নাই, বিপক্ষদিগের দুই কিম্বা তিন জন হত, এবং কয়েকজন আহত হয়।—রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবেরা ভবিষ্যতে ৬০০ টাকা বেতন এবং বোম্বে ও মান্দ্রাজের কমেণ্ডিং আফিসরের ৩০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।—ছাপরা জিলার মুন্সেফি ও ওকালতি পদাকাঙ্ক্ষিদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে ৬৪ জন প্রার্থির মধ্যে কেবল ৪ জন মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন।—গোরক্ষপুর পুনর্ব্বার ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ রীতিমত সর্ব্বত্র রাজস্ব আদায় হইতেছে।—এলাহাবাদে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের সহিত প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সাক্ষাৎ হয়।—কর্ণেল জেম্‌স্ রামসে কমিসরি জেনেরেলের পদে অভিষিক্ত হয়েন।—মান্দ্রাজে গ্যাসের আলোক দিবার অনুষ্ঠান হইতেছে।—রিবিনিউ বোর্ড এমত আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে সকল স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দেবালয়াদি আছে সেই সেই স্থানের কর গ্রহণ করা যাইবেকনা।—বিলাতের সংবাদে দৃষ্ট হইল সংপ্রতি তথায় বাণিজ্য ব্যাপারের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মঙ্গল। ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে সুদের হার ন্যূন হইয়া ৫ পরসেণ্ট নির্দ্ধারিত হইয়াছে।—সেনাপতি হেবলক সাহেবের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে বিলাতে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অতিশয় কাতরা হইয়াছেন।—ফ্রান্সাধিপ লুইস্ নেপোলিয়ান্ শকটারোহণে বায়ু সেবনে রাজপথে ভ্রমণ করিবেন, এমত সময়ে কতকগুলীন দুষ্টলোক তাঁহার প্রতিকূলে গুলি নিক্ষেপ করে তাহাতে শ্রীশ্রীযুতের কিছু মাত্র হানি হয় নাই, কিন্তু অনেক পথিকের প্রাণনাশ হইয়াছে এবং দুর্জ্জনদিগের তিনজন ধৃত হইয়াছে, ইংলণ্ড হইতে এই বিষয়ের ষড়যন্ত্র হয়, এরূপ প্রকাশ হওয়াতে ফ্রান্সাধিপতি ও তাঁহার রাজ্যবাসি সকলে ইংলণ্ডের উপর কুপিত হইয়াছেন, ইহাতে উভয় রাজ্যের মধ্যে মনান্তর হইয়া একটা বিবাদ ঘটনা হইতে পারে, জগদীশ্বর করুন, তাহা না হয়।—লার্ড জর্জ পেগেট সাহেব ভারতবর্ষের অশ্বারোহি সেনাদিগের ইনিস্পেক্টর জেনেরল হইয়াছেন।—বিলাতের দুই গবর্ণমেণ্ট উঠিয়া একজন মাত্র সেক্রেটরি অথবা ৮ কিম্বা ৬ জন মেম্বর দ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য হার্স গার্ড নামক সমাজের অধীন হইবে।—সংপ্রতি এখান হইতে বিলাতে এবং বিলাত হইতে এখানে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে সপ্তাহে সংবাদের যাতায়াত হইতেছে।—অলাহাবাদে রাজবিদ্রোহি ঘটনাকালীন মেং সি, ডবলিউ পিট সাহেব বিস্তর ষ্ট্যাম্প কাগজ ক্ষমা করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন।—গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব সেনাদিগকে উত্তর পশ্চিম দেশে প্রেরণার্থ তাহের গাড়ির কর্ম্মচারিদিগে অগ্রিম এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন।—দিল্লী নগর পুনর্ব্বার ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হওনের সংবাদ তুর্কিরাজ্য মধ্যে প্রচার হইবায় তথাকার মান্যবর উজীর ও যবনেরা সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করেন।—বহরমপুরে মেং এস, এম, গার্ডেন সাহেবের একখানি বাটী ছিল, কিয়দ্দিন হইল সমর সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা তাহা বল পূর্ব্বক ভগ করিয়া লওয়ায় উক্ত সাহেব গবর্ণমেণ্টে আবেদন করাতে তাহার মূল্য স্বরূপ ১৩০০০ টাকা প্রাপ্ত হয়েন।—বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বতন সহরদারোগা রোহিণির দস্যুগণকে ধৃত করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে একখানি কির্ম্মচীয় তলবার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন।—ফুলপুরে বিপক্ষদিগের সহিত যে সংগ্রাম হয় তাহাতে শত্রুপক্ষের ১২৫ জন হত হইয়াছে এবং তাহাদিগের কয়েকটা তোপ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, ব্রিটিস পক্ষের ১২ জন হত এবং ২০ জন আহত হয়।—দিল্লী নগরে ৪ দিবসের মধ্যে প্রায় ৪১ জনের ফাঁসি হইয়াছে, তন্মধ্যে বাদসাহের সম্পর্কীয় প্রায় ১২ জন ছিল।—অমর সিংহ আকবরপুরের কয়েকজন জমীদারের প্রতি সহসা আক্রমণ করেন, তাহাতে তিনি ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।—সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মচারি মেং জি, নিল সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৮০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন।—তাঁয় প্রস্তুত করণে বারাণসীর জজ মেং গোবিন্দ সাহেব গুরুতর পরিশ্রম করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে নমস্কার পাইয়াছেন, উক্ত সাহেব এরূপ প্রস্তাব করেন, যাঁহারা বিদ্রোহিবৃন্দের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্যাদি আনিয়া দিতে পারিবেন, সেই সেই দ্রব্যের মূল্যানুসারে তাঁহারদিগে শতকরা ৫ টাকা করিয়া কমিসন দেওয়া যাইবেক, অচিহ্নিত কর্ম্মকারকেরা ঐরূপে হৃতদ্রব্য দিতে পারিলে কিছু কিছু পাইবেন, গবরনর জেনরেলের এমত অভিমত, কিন্তু তিনি চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে কোনো কথা উল্লেখ করেন নাই।—গবরনর জেনরল বাহাদুর শারীরিক অসুস্থ হওয়াতে অতি শীঘ্রই এলাহাবাদ হইতে এডনগরে প্রত্যাগমন করিবেন এমত সংবাদ প্রকাশ হয়। বিদ্রোহিরা ৩৩০ ক্রোশ পথের টেলিগ্রাপের তার নষ্ট করে, তন্মধ্যে ২২৫ ক্রোশের তার পুনর্ব্বার প্রস্তুত হয়।—

Plastic Covered
Document

চৈত্র।

চট্ট গ্রামের তিন ক্রোশ ব্যবধান "বাকনিয়া" নামক স্থানে এক যবনের একটি আশ্চর্য্য সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহার পুরুষাঙ্গের নিম্নদেশে একটি স্ত্রী অঙ্গ হয়।—তথায় একজন বেশ্যাশক্ত যবন, ধনের লালসায় স্বীয় জননীকে হতকরার অপরাধে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হয়।—এই উপস্থিত বিদ্রোহিতা উপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল স্থানাদিতে ডাকের গমনাগমন ছিলনা লক্ষ্ণৌ ব্যতীত সকল স্থানেই এইক্ষণে সুন্দররূপ ডাকের গতায়াত হইতেছে।—রামপুরের নবাব এই রাজধানীর মধ্যে কারাগারে অবস্থিতি করিতেছেন।—আগ্রাস্থ হিন্দুস্থানি লোকদিগের অসভ্যতা দৃষ্টে তথাকার কামণ্ডিং আফিসরের আজ্ঞাক্রমে পারস্য ভাষায় এমত এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ পায়, যে, যে সকল হিন্দুস্থানি লোক সাহেব লোকদিগকে দেখিয়া সেলাম না করিবে তাহাদিগকে বিদ্রোহিরূপ গণ্য করিয়া সমুচিত দণ্ড দেওয়া যাইবেক, এবং যৎকালে সাহেব লোকেরা গাড়ী অথবা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রাজবর্ত্মে গমন করিবেন তৎকালে হিন্দুস্থানিদিগকে আপন আপন আরোহিত যানাদিও অশ্বপ্রভৃতি হইয়া রাস্তার একপার্শে খাড়া হইয়া থাকিতে হইবেক।—পুনক। ষ্টেসন্ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বিদ্যুতীয় তারযোগে সংবাদের গমনাগমন আরম্ভ হয়।—স্যার জেমস্ ওটরাম সাহেবের অধীনস্থ সেনারা ফৈজাবাদের বিদ্রোহিদিগকে পরাভব ও দূরীকৃত করিয়া তৎস্থানাধিকার করে।—কিন্তু এই যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষের একজন সেনাপতি হত হয়েন।—উক্ত রণ পুন সাহেব বিপক্ষব্যূহকে পরাজিত করিয়া চকারওয়াল কুঠি অধিকার করত পরিশেষ বাদসাহাবাগ হস্তগত করেন।—স্যার হিউজ রোজ সাহেব মিদনপুরের শত্রুগণ সহ তুমুল সংগ্রাম করিয়া বিদ্রোহিদিগের অনেক প্রাণি নিহত করেন।—মেজর ওব সাহেব কর্ত্তৃক ৬০ জন বিদ্রোহি বিনষ্ট হয়।—বিরাজস্থ সাগর রাজার দুর্গ হইতে শত্রুগণকে দূরীকৃত করা হয়।—গোমতী নদীর বামতীরস্থ কোনো স্থানে মহারাজ জং বাহাদুর শত্রুগণ প্রতিকূলে একটা যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগের অনেক সৈন্য হতাহত করেন।—বিলাতের কুলীন সভার কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা আমারদিগের বিচক্ষণ গবরনর জেনরল বাহাদুরকে, ওএনফিসিটন হ্যারিস, ও স্যার জান লারেন্স, এবং আর আর প্রধান প্রধান সাহেব যাঁহারা এই উপস্থিত বিদ্রোহি ঘটনা নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।—সাগঞ্জ নামক স্থানে গোরখা ও শীক সেনাগণের সহিত বিদ্রোহিদিগের যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় তাহাতে বিপক্ষ কুল সম্যকরূপ পরাজিত ও তাড়িত হয় ঐ যুদ্ধে কাপ্তেন ওয়েষ্টরণ সাহেব এবং দুই তিন জন গোরখা সেনা আহত হয়, কিন্তু শত্রুপক্ষে বহুল ব্যক্তি হতাহত হয়। বিলাতের কর্ত্তারা আমারদিগের রাজ পুরুষ দিগের এমত আদেশ করেন যে, ভারতবর্ষের প্রজারা কর্ম্মসংক্রান্ত কোন উৎসবে বা অন্যান্য ব্যাপারে যেন কোনরূপ মনস্তাপ না পায়, এবং ধর্ম্মের সংক্রান্তের উপর যদ্যপি কোনোরূপ আইন প্রচলিত থাকে তবে তাহা অবিলম্বে রহিত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে জানা গেল অস্মদাদির প্রধান সেনাপতি বাহাদুর লক্ষ্ণৌস্থ ইমামবাড়ীর সেনাদিগকে যুদ্ধে পরাভব করত উক্ত স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছেন। এলাহাবাদের পত্র লেখে, এই উপস্থিত বিদ্রোহিতা শীঘ্র নিবারণ জন্য নানা প্রকার সদুপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে। কোলপুরে সেনাদিগের বাসের করণ যে এক বড় বারিক নির্ম্মাণ করা হইতেছিল তাহাতে দৈবাৎ অনল সংলগ্ন হইয়া পুড়িয়া জাওয়াতে পুনর্ব্বার তাহা নির্ম্মাণার্থ বিস্তর লোক নিযুক্ত হয়। বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনা সময়ে সাহাবাদের অন্তঃপাতি নামসাগরস্থ কঠির মেং ড্রমণ্ড সাহেবের প্রায় ২০০০ সহস্র টাকার দ্রব্যাদি দুষ্ট লোককর্ত্তৃক অপহৃত হওয়া তে তিনি তাহার মূল্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলোর নামক স্থানের জনৈক বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বারাণসী তীর্থ দর্শনচ্ছলে সোরাপুরের বিদ্রোহি রাজার সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে হস্তোত্তলন করণাপরাধে তাঁহার সমস্ত ভূমি সম্পত্তি ও সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মচারি মেং গ্রে সাহেব পোষ্ট আফিসের ডৈরেক্টর জেনরলী পদ প্রাপ্ত হন। ইণ্ডিয়া ষ্টিম নেবিগেসন কোম্পানির জনৈক কর্ম্মচারি কাপ্তেন নগেট সাহেব বিশেষ পরিশ্রমের সহ স্বীয় কর্ম্ম সমাধা করায় ১০০০ মুদ্রা পারিতোষিক এবং ১০০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন।—গত ৫ চৈত্র তারিখে বর্দ্ধমানের সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সোভাবাজারস্থ আপন নিকেতনে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হন।—গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগতি হইল পুনরায় ডেপুটি কালেক্টর মেং কারলি সাহেব এমত এক পত্র প্রেরণ করেন যে তিনি ৭ মাঘ তারিখে বিদ্রোহি কর্ত্তৃক চারকারি দুর্গমধ্যে রুদ্ধ হইয়া ঘোর বিপদে পতিত হন, কিন্তু তত্রস্থ রাজার বিশেষ আনুকূল্যে উদুর্গ [illegible] হইতে মুক্ত হয়েন।—ঐ বিদ্রোহিরা তৎস্থান প্রথমতঃ লুট করত পরিশেষে অনল সংলগ্ন করত একেবারে ছারখার করিয়া দেয় এবং রাজাকে অতীব পীড়ন করত তাঁহার নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়।—রামপুরস্থ বিদ্রোহি রাজাদিগের জমিদারি সকল বাজেয়প্ত হয়, এবং জেনাল রবট সাহেবের কিয়দংশ সেনা নসীরাবাদে ও কোটা নামক স্থানে যায়।—সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নরম্যাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত আদালতে কর্ম্ম প্রদান করণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করায়, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হয়েন।—বালেশ্বরে ভয়ানক শব্দের সহিত ভূমিকম্প হয়।—সোর নামক স্থানে একটি বাঙ্গালা ও উৎকল ভাষার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রতি মাসে ১০ টাকা করিয়া সাহায্য করেন।— আলাহাবাদ হইতে ফতেগড় পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হয়।—আসামের রাজা রাজবিদ্রোহিতা করণাপরাধে কারা বদ্ধ হয়েন।—কাপ্তেন ওর সাহেবের বিবিকে বিদ্রোহিরা ধৃত করত আপনাদিগের শিবির মধ্যে লইয়া যায়।—মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র যিনি চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত গমন করিয়াছিলেন তিনি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিষয়ে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—হাবড়া এবং হুগলি জিলা মধ্যে দস্যুগণের বড় দৌরাত্ম হয়।—আমোদাবাদে দস্যু কর্ত্তৃক কয়েকখানা ডাকের গাড়ি লুণ্ঠিত হয়।—কুমারখালিতে উলাউঠা রোগে বিস্তর লোকের জীবন বিনষ্ট হয়।—চন্দারি নামক স্থান বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে অধিকার করা হয়।—ইংরাজ ১৮৫৭ সালের জুন মাহাতে জোয়ানপুরের সরকারি ধনাগার হইতে বিদ্রোহিরা ২৮০০০০ টাকা লুণ্ঠন করিয়া যায় এবং কয়েকজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিকে নিহত করে।—টাণ্ডা নামক স্থান হইতে বিদ্রোহ মহম্মদ হোসেন, দরালি, মেন্দি হোসেন এবং জনৈক গুপ্ত প্রায় ১৩০০০ সেনা সহিত আলমারায় আসিয়া উপনীত হইলে পর ব্রিটিস সেনারা তথায় যাইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করায় শত্রুগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, এই রণে বিস্তর বিদ্রোহির প্রাণ বিনষ্ট হয়, এপক্ষের কেবল দুইজন হত এবং দশ জন নিহত হয় অপিচ বিদ্রোহিদিগের ৭টা তোপ পুঁতিয়া যায়।—এই বর্ত্তমান বিদ্রোহোপলক্ষে উত্তর পশ্চিম রাজ্য হইতে যে সকল সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ এই রাজধানীতে আগমন করেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহারদিগের কাশী অবধি যাওনের অনুমতি হয়। অনুপশহরের রাজা হিয়ানফট সিংহ বিদ্রোহিতা করণাপরাধে বোলন্দশহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ধৃত হন। বোম্বে ষ্ট্যানডার্ড পত্রে ব্যক্ত করে ব্রিগেডিয়ার সেণ্ট জন সাহেব আমেদাবাদস্থ ব্রিটিস সেনাপতি হন।—কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এন, উপাধি সূচক আইনের পরীক্ষা গত ১ মার্চ্চ দিবসে সমাধা হয়, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইলে অবিলম্বে বি এল উপাধি পাইবেন।—কেন্দিনের জজ মেং রিচার্ডসন সাহেব সম্যক্ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অনেক স্থানের গোলযোগ নিবারণ করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হন —বেলগন, ডারতয়া, সোলাপুর ও অন্যান্য স্থানের প্রজা শ্রেণী হইতে লোক সংগ্রহ করত পুলিস প্রহরির কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়।—আসামের অন্তঃপাতি নেগাস নামক স্থানে দস্যু ও দুষ্ট লোকের দৌরাত্ম নিবারণ হেতু তৎস্থানীয় প্রজা নিচয়কে রাজপুরুষেরা বন্দুক বিতরণ করেন, এবং তাহারদিগের মধ্যে পরিশ্রমিদিগকে কিছু কিছু বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।—মুর্শিদাবাদের সিবিল এবং সেসন জজ সাহেব গবর্ণমেণ্টে এমত অনুরোধ করেন, যে তত্রস্থ কোনো অভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে কোনো মোকদ্দমা উপলক্ষে ভাবিকালে স্বয়ং বিচারালয়ে আসিতে না দেওয়া উচিত কিন্তু এই বিষয়টি অদ্যাপি গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীনে আছে।—দারজিলিংস্থ যে কয়েকজন দস্যু লেপ্টেনাণ্ট হুইস সাহেবকে হত করে তাহারা ধৃত হইয়া বিচারাধীনে অর্পিত হয়।—বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়েরা এরূপ অনুমতি করেন, ভবিষ্যতে কারাগারের মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগকে একত্রে বাস করিতে দেওয়া না হয় তাহারা পরস্পরে জেলের স্বতন্ত্র খণ্ডে অবস্থিতি করিবেক —এবং এইক্ষণে কয়েদিগণকে রাত্রিকালে শিখলাশিখিলি করিয়া আবদ্ধ রাখনের যে নিয়ম আছে তাহা না করিয়া অন্য কোনো সামান্যরূপ শাস্তি দিলে ভাল হয়।—অপিচ তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি এমত আদেশ করিয়াছেন, এই উপস্থিত বিদ্রোহিতা সময়ে যে সকল রাজকর্ম্মচারিরা সাতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের সকলকে উপযুক্ত রূপ পুরস্কার করা হয়।—মেডিকেল কালেজের "ফাইনেল" অর্থাৎ শেষ পরীক্ষায় শাত জন ছাত্রের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র উত্তীর্ণ হন, যথা নীলমাধব হালদার, দীনবন্ধু দত্ত। করুণাকুমার সেন, রহিম খাঁ, কাশীচন্দ্র দত্ত। ৭ চৈত্র তারিখে কুলিবাজার নামক স্থানে ভয়ানক অগ্নি লাগায় অনেক তৃণাচ্ছাদিত, খোলা ও ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ সকল ভস্মীভূত হইয়া যায়, এবং ঐ ভয়ঙ্কর অনলে তত্রস্থ মহাজনদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়।—আরো উক্ত দিবসে খিদিরপুরে ঐ রূপ ভয়ঙ্কর পাবক সংযোগে বিস্তর মহাজন ও অন্যান্য লোকদিগের সর্ব্বনাশ হয়।—গোরক্ষপুরের অন্তঃপাতি "আমরা" নামক স্থানে শত্রুদিগের প্রতিকূলে একটি তুমুল সংগ্রাম হয় তাহাতে বিপক্ষগণের ৮টা তোপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিদ্রোহিরা পরাজিত হইয়া "বেলয়াতে" পলায়ন করে, গোন্দার রাজা তাহারদিগের সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত থাকেন —এই উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনায় কাণপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেং এস, এন, মার্টিন সাহেবের বহুমূল্যের তৈজসাদি অপহৃত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে ২৮০০ মুদ্রা প্রদান করেন, উক্ত সাহেবের আসিষ্টাণ্ট মেং উইলসন্ সাহেবও ১০০০ টাকা প্রাপ্ত হন।—খেসারবাগ আক্রমণ কালীন কাপ্তেন পিল, ইঞ্জিনিয়ার লেপ্টেনাণ্ট টেলার, এবং আর ৪ জন সাহেব ভয়ানক রূপে আহত ও একজন হত হন।—আরার মুন্সেফ মেং ডেকষ্টা সাহেব কতকগুলীন বিদ্রোহ সেপাহির প্রাণ বধ এবং অনেক দুষ্ট লোককে ধৃত করত কারাবদ্ধ করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ জিলার আফিসিএটিং সদর আমীনি পদে নিযুক্ত করেন।—আলাহাবাদের কমিস্যনর মেং থরনহিল সাহেব কিছু দিনের জন্য স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম ব্যতিত উত্তর পশ্চিম রাজ্যের কারাগারের ইন্স্পেক্টরি কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিবেন —আমারদিগের বড় কর্ত্তা মহাশয় এমত আদেশ করিয়াছেন ৬০০০ শ্বেত সেনা উক্ত স্থানে নিয়ত অবস্থিতি করিবে।—চুঁচুড়ায় একটা প্রকাণ্ড বারিক নির্ম্মাণ হইতেছে।—চীন রাজ্যের পূর্ব্বতন কমিস্যনর ইয়াকে ধৃত করিয়া এখানকার দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বাসের জন্য টালিগঞ্জে একটা বাটী প্রস্তুত হইবেক।—অযোধ্যায় বেগম বাটী অধিকারকালীন ৬ জন বিদ্রোহি সেপাহি আত্ম রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ১৩ জন সেনাপতি ও কয়েকজন সেনাকে শমন সদনে প্রেরণ করে, ও মহারাণীর ৯৩ গণিত মেজর ম্যাকডলেণ্ড ও কাপ্তেন মুরসম সাহেব তাহারদিগের হস্তে বিনষ্ট হন।—আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর এমত এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন, যে, যে কোনো ব্যক্তি নানা সাহেবকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিয়া দিতে পারিবেক তাহাকে এক লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিবেন, আর যে কোনো বিদ্রোহি উক্ত দুরাত্মাকে ধৃত করিয়া দিবেক তাহাকে বিদ্রোহিতাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইবেক —সম্প্রতি কোনো সুলেখক ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গভাষায় কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত ঘটিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হয়।—আগ্রায় ২২ জন বিদ্রোহির ফাঁসি হয় —বর্দ্ধমানে প্রকাশ্য পথ সকল মেরামত আরম্ভ হয়, তাহাতে মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বিস্তর টাকা ব্যয় করিতেছেন।—গোরক্ষপুর, জোয়ানপুর, আজিমগড় মধ্যে বড়ই গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে।—বারোয়া নামক স্থানে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে একটা ঘোর [illegible] রদিগের ১২ [illegible] মহারাজা [illegible] বাহাদুর [illegible] বিশ্রামার্থ কিছু দিবসের নিমিত্ত "সিউগলি" নামক স্থানে গমন করণ জন্য অভিলাষ প্রকাশ করেন।—কাণপুরের ৬০০ বিদ্রোহি যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হয়।—উত্তর পশ্চিম হইতে ৬৯ জন বিদ্রোহি বন্দীভাবে আলিপুর জেলা মধ্যে আনীত হয় —বিটিস সেনারা গোরক্ষপুরের নিকটাবর্ত্তি কোনো স্থানে বিদ্রোহিদিগের ১০০ খানা মালের গাড়ি কাড়িয়া লয় —লক্ষ্ণৌ নগরনিবাসিনী অনেক গুলীন রমণী ইচ্ছা পূর্ব্বক সতীত্ব রক্ষা কিয়া অপর হেতুতে কূপমধ্যে ঝম্পপ্রদান পুরঃসর মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয় —গবর্ণমেণ্ট এমত আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে কিছু সম্পত্তি বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবেক, তাহা জয়-

Plastic Covered Document

অন্ধ কারিদিগকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা যাইবেক।—লক্ষ্ণৌ নগরের শিবির-স্থিত বিস্তর সেনাপতি অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।—জনরব, বিস্তর বিদ্রোহি সেনারা নানা স্থান হইতে পাটনায় আসিতেছে।—চাইবামার কোল জাতিরা বিদ্রোহিতাচরণে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইয়াছে, এজন্য "কোমসের" সম্পাদক মেং মুর সাহেব কয়েকদল নাবিক সেনা সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছেন।—আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর বিদ্রোহিদিগের প্রতি সানুকূল হইয়া Amnesty order অর্থাৎ রাজদ্রোহি অপরাধিদিগের প্রতি ক্ষমা বিষয়ক আজ্ঞা প্রচার করেন।—ব্রিটিস সেনারা ঝান্সি নগর বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে অধিকার করেন।—গোরক্ষপুরে শত্রুদিগের প্রতিকূলে যে একটি সংগ্রাম হয়, তাহাতে, কয়েকজন সেনাপতি নিহত হয়েন।—আমরা নামক স্থানে ৫০০০০ বিদ্রোহিরা এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।—স্যার জেমস্ ঔটরাম সাহেব, শরণাগত বিদ্রোহিগণকে ক্ষমা করত, তাহাদিগকে পুনরায় স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিয়োগ করণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করেন।—পোড়াহাটের পদচ্যুত রাজা অর্জ্জুন সিংহ বিস্তর কোল জমা করিয়া ব্রিটিস প্রতিকূলে শস্ত্রপাণি হইয়াছেন।—কোটা নামক [illegible] অধিকার [illegible] করিয়া [illegible] বিদ্রোহি সে[illegible] [illegible]নপুরের [illegible]ষ্ট্রট, ডেপুটি কালেক্টর ও সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে হত করত সকল কাছারির কাগজাদি দগ্ধ করে। কোনো পত্রে লেখে ২০০ বিদ্রোহি পদাতিক ৮০০ অশ্বারোহি এবং ১০০০ অন্যান্য বিদ্রোহি সেনা কাচলাঘাট হইতে ভাগীরথী পার হইয়া বিস্তর পল্লীগ্রাম অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া দেয়, উক্ত স্থানের কিঞ্চিদ্দূরে ধনাঢ্য জমীদার দারা সিংহকে প্রোক্ত দরাত্মারা ধৃত করত যথেষ্ট পীড়ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ১ টা তোপ কাড়িয়া লয়।—পাতিয়ালা রাজার রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহি ঘটনা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা কোতোয়াল জাতিদিগের দ্বারা অনেক নিবারণ হইয়াছে।

ছাত্র এবং পারিতোষিক।

প্রস্তাব। ১

বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহিতা বিঘটিত বিপদ বিনাশের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

প্রস্তাব। ২

বিদ্যা বিষয়ের উৎসাহদাতার নিকট আন্তরিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম এই উভয় বিষয় ছাত্রগণ পদ্যে অথবা গদ্যে পদ্যে অতি সঙ্ক্ষেপে রচনা করিয়া ২৯ চৈত্র শনিবাসরে প্রেরণ করিবেন।—তন্মধ্যে যাঁহার যাঁহার রচনা উত্তম হইবে, তাঁহারা সেই সেই বিষয় সভা মধ্যে পাঠ করিলে সভাস্থ মহাশয়েরা তাঁহারদিগ্যে সাধুবাদ প্রদান করিবেন এবং আমরাও যথা-সাধ্য যৎকিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিব।-এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টি করিয়া সর্ব্বপ্রিয় সর্ব্বমান্য সর্ব্বগুণান্বিত সদ্বিদ্বান বিদ্যোৎসাহি শ্রীমান রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর তথা রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক প্রদান নিমিত্ত উভয়ে ১০ দশ টাকা করিয়া ২০ বিংশতি মুদ্রা প্রেরণ করেন।

উক্ত উভয় প্রস্তাবের কেবল ৭ সাত জন রচকের মাত্র রচনা আইসে।

যথা।

কালীকৃষ্ণ শর্ম্মা	১
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১
নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
গোপালচন্দ্র রায়	১
অবিনাশচন্দ্র রায়	১
রাধামাধব মিত্র	১
গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু	১
	৭

এই সাত জন ছাত্রের মধ্যে যাঁহার লেখা যেরূপ হউক, কিন্তু আমরা পারিতোষিক প্রদানে কাহাকেই বঞ্চিত করিবনা, যাঁহার যেরূপ গুণ তিনি সেই অনুসারে পুরস্কৃত হইবেন। উৎসাহ প্রদান করাই আমারদিগের মুখ্য-অভিপ্রায় হইয়াছে।

শ্রীযুত রাধামাধব মিত্র উক্ত রাজা বাহাদুর এবং রায় বাহাদুরের প্রদত্ত ৪ চারি টাকা করিয়া ৮ আট টাকা এবং আমারদিগের প্রদত্ত প্রথম খণ্ড "প্রবোধ প্রভাকর" নামক এক খানি পুস্তক, মস্যাধার। কাগজ, লেখনী এবং কলমদান, একটি পেন্সিল, এক খানি ছুরি, পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ শর্ম্মা পূর্ব্বোক্ত পারিতোষিক প্রদাতাদ্বয়ের প্রদত্ত পারিতোষিক ৩ তিন টাকা করিয়া ৬ ছয় টাকা এবং আমারদিগের দত্ত পারিতোষিক ভারতচন্দ্র রায়ের "জীবনচরিত্র" নামক পুস্তক ও ছুরি, পেন্সিল, কাগজ, কলম, মস্যাধার প্রভৃতি।

শ্রীযুত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বোক্ত পারিতোষিক প্রদাতাদ্বয়ের প্রদত্ত ২ দুই টাকা, আমারদিগের দত্ত ভারতচন্দ্র রায়ের "জীবনচরিত্র" ও কাগজ, কলম, ছুরি, পেন্সিল প্রভৃতি।

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু। উক্ত পারিতোষিক প্রদাতাদ্বয়ের প্রদত্ত ১ এক টাকা এবং আমার প্রদত্ত ঐ ঐ।

শ্রীযুত নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত পারিতোষিক প্রদাতাদ্বয়ের দত্ত ১ এক টাকা এবং আমারদিগের দত্ত সুধীরঞ্জন আর ঐ ঐ।

শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র রায় ঐ ঐ।

শ্রীযুত গোপালচন্দ্র রায়। ঐ।

শুতেহিতাস এবং ঐ।

Printed and published by Is-URCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

Plastic Covered Document

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৬০৯৯ সংখ্যা। গুরুবার ৩ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১৫ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

রিসিবর আফিস।

ইজারা।

ভোলানাথ কুণ্ডু চৌধুরী দিগর বাদি।

অন্নদাপ্রসাদ রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দিগর প্রতিবাদি।

ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সালের ২৪ আপ্রিল শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারলস সুইণ্টান হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে জিলা হুগলির অন্তর্গত মৌজে বৈকুণ্ঠপুরের ছয় আনির শামিল কাষ্ঠগোলা নামক পান্সীঘাটার ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন তাঁহারা উক্ত আফিসে ঐ সময়ে উপস্থিত হইবেন ইতি।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

রিসিবর আফিস।

কোর্ট হৌস।

৫ আপ্রিল ১৮৫৮।

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি।

নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।

সুলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ।।৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫ আপ্রিল ১৮৫৮।

আসিষ্টাণ্ট সারজন, এন সি, ম্যাকনামারা সাহেব হিহুতের সিবি-

ন আসিষ্টাণ্ট সারজনের পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

সব-আসিষ্টাণ্ট স্যার শ্রীযুত বাবু দীননাথ দাস আলাহাবাদস্থ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রেবরেণ্ড উইলিয়ম প্রাই সিসিলেটের রিবার সম্বন্ধীয় রেজিষ্টরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

৩ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

গত সোমবার প্রাতঃকালে কৌন্সেলের মেম্বর মেজর জেনরল লো সাহেব আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী হইতে গমন করিয়াছেন, এবং অনরেবেল মেং ডোরিণ সাহেব এই মাসের শেষ কর্ম্ম হইতে অবসর হইবেন। মেং রিকেট সাহেব কৌন্সেলের মেম্বর হইবেন, অবগতি হইল, সুবিজ্ঞ রণপণ্ডিত স্যার জেম্‌স ওটরাম সাহেব মেজর জেনরল লো সাহেবের পদে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত রণক্ষেত্র হইতে এই রাজধানী মধ্যে আগমন করিতেছেন, এসময় উক্ত বীরবরের উত্তর পশ্চিম হইতে আগগমন করা কোনোমতে যুক্তি সিদ্ধ বোধ হইতেছেনা, কারণ একালপর্য্যন্ত তিনি তথায় থাকিয়া যে প্রকারে বুদ্ধিবলে, ও রণকৌশলে বিদ্রোহিদিগকে দমন করিয়াছেন, তাহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন, অতএব আর কিছুকাল প্রধানসেনাপতি বাহাদুরের সহিত তথায় থাকিয়া শত্রুগণকে একেবারে সমূলে বিনষ্ট করিয়া এস্থানে আগমন করিলে কত দূর পর্য্যন্ত যে উত্তম হইত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

১২ আপ্রিল দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগত হওয়া গেল, ফতেগড়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১১ তারিখে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সমীপে যে সমাচার প্রেরণ করেন তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, নদ্‌সা নামক বিদ্রোহির এক জন ব্রাহ্মণ অনুচর ৪ রেজিমেণ্ট বিদ্রোহি সেনা এবং ৪ টা তোপ সমভিব্যাহারে জোয়ানপুর ঘাটের অপর পারে বিদ্রোহিদিগের শিবির মধ্যে অবস্থান করিতেছে।—হরদিও বক্স নামক জনেক ব্যক্তি ঝান্সি অধিকার করিয়া ২ টা তোপ বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।—মৈনপুরীয় বিদ্রোহি রাজা তেজসিংহ এটোয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই দুরাচারি শীঘ্রই মেং কক্‌স সাহেব কর্ত্তৃক ধৃত হওনের বিশেষ সম্ভাবনা আছে।—ঝান্সির রাণী গত ৯ দিবসে কাল্পিতে উপনীত হইয়া অতিকষ্টে তথা হইতে ২০০০ বিদ্রোহি সেনা এবং ২ টা তোপ একত্রিত করত সার, হিউজ, রোজ, সাহেবের আগমন পথ রুদ্ধ করণ মানসে ঝান্সির প্রকাশ্য পথি মধ্যে শিবির নির্ম্মাণ পুরঃসর অবস্থিতি করিতেছে। হয়াইট সাহেবের সেনাগণ বান্দার নগরে আগমন করিতেছে, বান্দারের নবাব শঙ্কুচিত হইয়া আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ এবং লুক্কায়িত করিতেছে, কাল্পিতে প্রায় ১২০০০ বিদ্রোহি সেনা রহিয়াছে। সম্প্রতি ম্যাক্‌সওয়েল সাহেবের অধীনস্থ সেনাগণ আক্‌বারপুর এবং সেকেন্দ্রাবাদে অবস্থান করিতেছে। গত ৬ তারিখে ১৩ সংখ্যক সেনারা বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে ১ একটা তুমুল সংগ্রামে জয়লাভ করত আজিমগড়ে আসিয়াছে।—এই সমরে বিদ্রোহিদিগের বিস্তর হানি হইয়াছে, এপক্ষের কেবল ১ জন আফিশর হত এবং ৭ জন সেনা হতাহত হইয়াছে।

১৭ মার্চ্চ দিবসের বিলাতীয় সংবাদে অবগতি হইল, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা পুনর্ব্বার বসিয়াছে।—ফ্রান্সরাজ্য মধ্যে কতকগুলা দুষ্টলোককর্ত্তৃক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারদিগের অনেকেই ধৃত হইয়াছে।—টাকার বাজার সমভাব আছে।—বাণিজ্যের বাজার বড় উত্তম নহে।—নীল বড় সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।—চিনির দর ৬ পেন্স কমী আছে।—চাউলের বাজার বড় ভাল নহে।—সোরা সমভাবে আছে।—মসিনার বাজার গড় গরম।—রেসম প্রায় বিক্রয় হইতেছেনা।—চামড়ার বাজার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিতে হইবে।—পাট, শোণ নরম হইয়াছে।—তুলার বাজার কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে।

মমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ইংলিসম্যানের কাণপুরস্থ কোন সংবাদদাতা লেখেন যে, বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব ১৭,০০০ পদাতিক এবং অশ্বারোহি সেনাদিগের সমভিব্যাহারে একস্থানের সমীপবর্ত্তি বারুলি নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, অবগতি হইল, আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুরের মস্তকচ্ছেদন করত যে ব্যক্তি উক্ত বিদ্রোহির নিকট আনিয়া দিতে পারিবেক, তাহাকে তিনি উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল যে বিদ্রোহি মহম্মদ হোঁসেন খাঁ ৩০০০ সেনা সমভিব্যাহারে যখন আজীমগড়ের নিকটবর্ত্তি নদী পার হইতেছিল সেই সময় অপর একদল বিদ্রোহি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সৈন্য ভ্রমে তাহার প্রতিকূলে অনবরত গুলি করে, শুনিলাম তাহাতে উক্ত হোঁসেন খাঁ এবং তাঁহার বিস্তর অধীন সেনা শমন সদনে গমন করিয়াছে।

কোটা হইতে প্রায় ১০,০০০ বিদ্রোহি সেনা ৩ টা হস্তি এবং ১০ টা তোপ সমভিব্যাহারে পার্ব্বতী পার হইয়া গোয়ালিয়ার অন্তঃপাতি সর্ব্বলগড় নামক স্থানে গমন করিয়াছে, সিওপুরের বিদ্রোহি রাজা সিন্দিয়ানদিগের দ্বারা পরাভব হওত কোটায় পলায়ন করিয়াছে, ফতেগড়ের সংবাদে ব্যক্ত করে, বারণ নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি কামরুরে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে একটা ঘোরতর সংগ্রাম হয় তাহাতে শত্রুগণ সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে তাহাদিগের বিস্তর পদাতিক সেনা নিহত হয়, এবং আমরা ২ টা তোপ প্রাপ্ত হইয়াছি, শুনিলাম, ইসমেল খাঁ, এবং মোসর আলি নামক দুই ব্যক্তি উক্ত বিদ্রোহিদিগের সরদার হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

অবগতি হইল ষ্টাম্প এবং ষ্টিসনারি আফিসের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেং আর, এইচ, এস্‌নেল সি, এস সাহেব বিলাত গমন করিবেন।

ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফের ডেপুটী সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট পি, ষ্টুয়ার্ট সাহেব সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করায় অধুনা শারীরিক অসুস্থতা বিধায় স্বদেশ যাত্রা করণাভিলাষে কয়েক মাসের নিমিত্ত বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

অবগতি হইল, গোয়ালিয়রের রাজা আপনার অধীন সেনাগণ কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা তাঁহার আহারার্থ যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য প্রত্যহ প্রদান করে, এবং তাঁহাকে সর্ব্বদা এমত ভয় দেখাইয়া থাকে যে "যদ্যপি ব্রিটিস সম্পর্কীয় সেনারা তোমার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করে তবে আমরা তোমাকে কালের কবলে প্রেরণ করিব।

হায়দ্রাবাদের কোনো গোপনীয় পত্রে জ্ঞাত করে, যে "সম্প্রতি এস্থান সংপূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়াছে, নাজীম গবর্ণমেণ্টে এমত প্রার্থনা করিয়াছেন, যে টাঁকশাল হইতে আমাকে টাকার মোহর অর্থাৎ ছাপ যদ্যপি প্রদান করেন তবে আমি হালি সিক্কা নামে কোম্পানি বাহাদুরের নামাঙ্কিত টাকার পরিমাণে এক প্রকার নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিতে উদ্যোগি আছে!

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ত্রিপদী।

বিদ্যার উন্নতি বই, দেশের কল্যাণ কই,
কোন্‌কালে কোথা হইয়াছে।
বিদ্যার প্রভাব যথা, কিসের অভাব তথা,
বিদ্যা সম কিবা ধন আছে॥
নানাগুণ প্রসবিনী, সদাশিব প্রদায়িনী,
যশ মান প্রদা বিদ্যাদেবী।
কত দেশে কত জন, ধনী মানী গুণী হন,
তাঁহার কমল পদ সেবী॥
তাঁর মন্দিরের দ্বার, মুক্ত আছে অনিবার,
কিছুতে বিকার নাই তাঁর।
যেজন যাইতে চায়, অনায়সে সে যেতে পায়,
না করেন জাতির বিচার॥
কিবা হাড়ি কিবা মুচি, কিবা দ্বিজ কিবা শুচি,
কিবা দীন কিবা ধনবান্‌।
সদাই নিকটে তাঁর, সকলেই একাকার,
সবে তিনি ভাবেন সমান॥
এইমাত্র আছে খেদ, কেবল করেন ভেদ,
বুঝিয়া মনের আচরণ।
যেভাবে যে তাঁরে ভাবে, তিনি তাঁরে সেই ভাবে
যোগাফল করেন অর্পণ॥

Plastic Covered
Document

যেবা তাঁরে ভক্তি করে, তারে তিনি সমাদরে,
কোলে করি বসেন তখন।
যশফুল দিয়া গায়, করেন ভূষিত তায়,
সহ নানাগুণ আভরণ॥
করিয়া বিদ্যার সেবা, বিদ্যাদত্ত ফল যেবা,
কলেবরে করেছে ধারণ।
চারিদিগে বাস তার,সকলে জানিতে পায়,
লুকাতে না পারে একারণ॥
হইলে বিদ্যার দাস, পূর্ণ হয় অভিলাষ,
অবিদ্যায় নাহি থাকে মতি।
মহাভাগ্যধর সেই, অবিরত করে যেই,
নত হোয়ে বিদ্যাপদে নতি॥
অধীর চঞ্চল মন, বিদ্যাপথে বিচরণ,
কোনোমতে করিতে না চায়।
যাতে হবে ভাবী হিত, করে তার বিপরীত,
স্বভাবত অন্য পথে ধায়॥
যেতে বিদ্যা নিকেতনে, এমন অবোধমনে,
সদা যিনি দেন উপদেশ।
সুকৌশলে করি নানা, কুপথে যাইতে মানা,
দিবা নিশি করেন বিশেষ॥
ধন্য ধন্য তিনি ধন্য, মহোদয় মান্য গণ্য,
তারমত উপকারী কেবা।
কৃতজ্ঞতা রসে গলি, তাঁরেই সুজন বলি,
চিত্ত যেন করে তাঁর সেবা॥
যাতে বিদ্যাভক্ত হোয়ে, বিদ্যার সদনে রোয়ে,
শিশুগণ বিদ্যাপূজা করে।
এমন উপায় কত, এক নয় নানামত,
দেখা যায় ধরণী ভিতরে॥
কেহ বা গাইয়া যশ, শিশুকে করয়ে বশ,
কেহ তুষে মধুর বচনে।
কেহবা পুস্তক দানে, বিদ্যার আগারে আনে,
কেহ তুষে ধন বিতরণে॥
ভাবি শিশু আশা দিয়া, নানাগ্রন্থ প্রকাশিয়া,
কেহ করে উৎসাহ বর্দ্ধন।
কেহ বাড়াইয়া মান, উচ্চপদ করে দান,
পুরস্কার করেন অর্পণ।
এইরূপে এ সংসারে, নিজ সাধ্য অনুসারে,
বিদ্যায় উৎসাহ দেন যিনি।
দেশের মঙ্গলকর, সুধীবর গুণাকর,
পুণ্যধর মান্যবর তিনি॥
তাঁরেই মানুষ কই, জনমের মত রই,
বদ্ধ হোয়ে ঋণে তাঁর।
পরমেশ প্রিয়সুত, নানাবিধ গুণযুত,
তাঁর মত কেবা হয় আর।
ধরিলে শমন তাঁরে,কিছু না করিতেপারে,
মহীতলে তিনিই অমর।
যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে, সব তাঁর যায় বটে,
নাম তাঁর থাকে নিরন্তর॥
তাঁর গুণ এই লোকে, গান করে সর্ব্বলোকে
পরলোকে সুরপুরী পান।
পরমেশ শিবময়, সর্ব্বসার কপালয়,
করেন অসীম সুখ দান॥
রাজা রায় মহাশয়, বুধবর মহোদয়,
হোয়ে যত্নশীল অতিশয়।
বিদ্যা উন্নতির তরে, অকপটে অকাতরে,
কোরেছেন কত ধন ব্যয়॥
বহু দিন কোলো গত, কাল করে হন হত,
তারে করি নাই দরশন।
তবুশুনে তাঁর গুণ, জ্বলে উঠে মনাগুণ,
তাঁর মত ধরায় কজন॥
আহা মরি হায় হায়, কি কহিব বিধাতায়,
কেমনে লইল তাঁরে হরি।
যে হেরেছে একবার, ভুলতে কি পারে আর,
কেমনে সে আছে প্রাণ ধরি॥
স্বদেশের হিতকারী, নানা গুণ অধিকারী,
কেন হয় তাঁহার মরণ।
শুন অরে পোড়াকাল, নাহি তোর কালাকাল,
কেন হোস্ নিন্দার ভাজন॥
সাহেবের শিরোমণি, দয়াময় গুণমণি,
ডেভিড্ হেয়ার মহাশয়।
যাঁহার করুণাতরি, সুখে আরোহণ করি,
বিদ্যা পায় দীন শিশুচয়॥
পিতৃ মাতৃ হীন যত,ছোয়েছিল বিদ্যা রত,
শুধু ধরি যাঁহার আশ্রয়।
অনাথ সুদীন ছেলে, নয়নে দেখিতে পেলে
যিনি পেতে দিতেন হৃদয়॥
পরিবার পরিধান, কত কোরেছেন দান,
এক মুখে না হয় বর্ণন।
বালকের কাছে গিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া
কহিতেন মধুর বচন॥
আপনি পুস্তক কিনি, দীনসুতে ডাকি যিনি,
হাসা আসো করিতেন দান।
শুনিলে পরের দুখ, ফাটিত যাঁহার বুক,
হৃদয়ে বাজিত যেন বাণ॥
এমন সুজন নিধি, কোথা নিয়ে গেলি বিধি,
কেনরে করিলি অবিচার।
এই কিরে তোর ধর্ম্ম, সেবা করে পুণ্যকর্ম্ম
তাঁরে হেথা না রাখিস আর॥
শুন শুন বঙ্গ দেশ, তব ভাগ্যে কত ক্লেশ,
আছে তাহা না পারি বলিতে।
নিদয় হৃদয় যম, কিছুতেই নয় নরম,
তব ভালা না পারে দেখিতে॥
কেন সে এমন করে, তা দুখ দুরে হরে
তব মনে আছে কি বিবাদ।
থাকিতে না পাও পদে, দেখিতেছি পদে পদে
পদে ঘটাতেছে কেবল প্রমাদ॥

পয়ার।

বিদ্যায় উৎসাহ দিলে, ঘটে সুমঙ্গল।
অবিরত হয় শুধু, দেশের কুশল॥
উৎসাহ বিহনে ভালো কি হোয়েছে কোথা
উৎসাহ বিহনে সব, পাঁকে যায় পোঁতা॥
উৎসাহ বিহনে সব, হোয়ে যায় ম্লান।
কবির কবিত্ব শক্তি, থাকে অপ্রকাশ॥
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, গুণের আধার।
ভারত বিখ্যাত ইন, উৎসাহে তাঁহার॥
নরেশ বিক্রমাদিত্য, অতি সদাশয়।
তাঁর সম সুধীবর, আর নাহি হয়।
তাঁর উৎসাহেতে কালিদাস কবিবর।
একেবারে হইলেন গুণের সাগর।
আমাদের শুভকর প্রভাকর কর।
জ্ঞানাকর বর্ত্তমান, মহা কবিবর।
একমনে করিবারে, দেশের কল্যাণ।
নিয়ত করেন তিনি, উৎসাহ প্রদান।
তাঁহার গুণের কথা, যত আনি মুখে।
আমরা সুদীন ছাত্র, তত থাকি সুখে॥
দীনের যে মান দেখ, থাকিতে দশন।
ভালরূপে জানিবারে, না পারি কখন॥
দেশের মঙ্গল শুধু করিতে সাধন।
আপনার হিত না করিয়া অন্বেষণ॥
এখন উৎসাহ সদা দিতেছেন যাঁরা।
গুণালয় কৃপাময়, সদাশয় তাঁরা॥
কে না করে তাঁহাদের যশের কীর্ত্তন।
কে না বলে তাঁহাদের সফল জীবন।
কেনা দেয় তাঁহাদিগে সদা ধন্যবাদ।
কোন্ দ্বিজ না করে, তাঁদিগে আশীর্ব্বাদ॥
উৎসাহদাতার ধার শোধে সাধ্যকার।
কি দিয়া শোধিব আমি কি আছে আমার।
সকে মেলি কৃতজ্ঞতা করিব প্রচার।
কৃতজ্ঞতা বিনা কি সম্বল আছে আর॥
শিবময় পরমেশ, হইয়া করুণ।
তাঁহাদিগে দীর্ঘ আয়ু করুণ করুণ॥
তাঁহাদের মনস্তাপ হরুণ হরুণ।
তাঁহাদের কোষে ধন ভরুণ ভরুণ॥
তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখুন রাখুন।
কল্যাণ করিতে সদা থাকুন থাকুন॥

অতিবাদক
শ্রীবিশ্বনাথায় মিত্রস্য।

Printed and published by Issurchunder Gooptoat the *Probhakur* Press.

Plastic Covered Document

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকালীন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমন্তন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্দিমল প্রভাকর কৃ প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০০ সংখ্যা। শুক্রবার ৪ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১৬ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ।৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দুর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৪ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

অবগতি হইল, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুর আগামি মে মাহার প্রথমেই আলাহাবাদ হইতে এই মহানগর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন, তিনি এস্থানে আগমন করিলেই কৌন্সেলের প্রেসিডেণ্ট এবং ডেপুটি গবর্ণর অনরেবল ডোরিন সাহেব আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন "যে বড়কর্ত্তা মহাশয়ের প্রতিকূলে ঝান্সির রাণী, গোয়ালিয়ারের রাজার বিমাতা বাজাবাই, এবং অযোধ্যার রাজার রাণী নুর বেগম অস্ত্র ধারণ করিবায় বড়ই আশঙ্কার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, অতএব প্রথমেই ইহাদিগকে পরাভব করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে।

১১ আপ্রিল দিবসের বারাণসীস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, "সম্প্রতি অযোধ্যাস্থ ব্রিটিস সেনারা তথা হইতে স্থানে স্থানে গমন করিতেছে এই কাল সম বিদ্রোহ ঘটনা আগামি শীত ঋতুর মধ্যে যে উপশম হয় এমত কোনো প্রকারে বোধ হয় না, কারণ অযোধ্যা নগরের বিদ্রোহিরা ছড়ভঙ্গ হইয়া নানাস্থানে বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিতেছে, এস্থানের ৩২॥ ক্রোশ অন্তর আজিমগড় নামক স্থানে প্রায় একপক্ষ হইল বিদ্রোহিরা আক্রমণ করিয়াছে, এবং জোয়ানপুর যাহা এস্থান হইতে ১৯ ক্রোশ অন্তর সেস্থান উক্ত দুরাচারিদিগের কর্ত্তৃক বহ্নি সংযোগে প্রায় ছারখার হইয়া গিয়াছে, পাছে দুরাত্মারা এস্থানে আগমন করে ইহা সকলেরি মনে উদিত হইয়াছে, উক্ত-

র পশ্চিম হইতে এস্থানে এত অধিক স্ত্রী, বালক বালিকা আগমন করিয়াছে যে বাসস্থান প্রাপ্ত হওয়া বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

গয়ার কালেক্টরি আফিসের কোনো কর্ম্মচারি যে সময় উক্ত স্থানে বিদ্রোহিতাচরণ ঘটনা উপস্থিত হয়, তৎকালীন সাতিশয় পরিশ্রম ও সাবধান পুরঃসর বিদ্রোহি হায়দার আলি খাঁকে ধৃত করেন, সেই নিমিত্ত তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, অবগতি হইল, উক্ত বিদ্রোহি, ৫ সংখ্যক ইরেগুলার অশ্বারোহি সেনাদিগের দ্বারা কারামুক্ত হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট পত্রে বিদিত হইল অযোধ্যানগরস্থ বেগম, খাইরাবাদ নামক স্থানে প্রায় ১০০০০ সহস্র বিদ্রোহিদিগের সমভিব্যাহারে একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।

হরকরা পাঠে অবগত হওয়া গেল ৩০ মার্চ্চ দিবসে অযোধ্যাস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তৃক এমত এক ঘোষণাপত্র প্রচার হয় এস্থানবাসি যে কোনো লোক বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করণ কালীন আপনার বসতবাটী পরিত্যাগ পুরঃসর অন্যত্র পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা দশ দিবসের মধ্যে যদ্যপি আপন বাটী মধ্যে প্রত্যাগত না করে, তবে তাহার সমস্ত বিভবাদি রাজকোষ ভুক্ত করা যাইবেক।

দানাপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, আজিমগড়ে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে একটা ঘোরতর সংগ্রাম হয় তাহাতে বিদ্রোহিদিগের ৩০০ ব্যক্তি হত হয়, আমাদিগের ১৬ অথবা ১৮জন লোক নিহত হয়, তন্মধ্যে দুই জন আফিসর ছিল, কিন্তু ইহাতে উক্ত দুরাচারিরা কিছু মাত্র শঙ্কুচিত হয় নাই বরং দিন দিন নানা স্থান হইতে আজিমগড়ে আসিয়া মিলিত হইতেছে, এবং বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছে, সংপ্রতি এস্থান এবং পাটনাস্থ সমস্ত লোক বড়ই শঙ্কাযুক্ত হইয়াছে, কারণ বিস্তর বিদ্রোহি ইহার নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

ইংলিসম্যানের কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "তানজিয়াবাদের রাজার উকীল ৩০ মার্চ্চ দিবসে প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করণ মানসে অযোধ্যা নগরস্থ শিবির মধ্যে আগমন করেন, তিনি তথায় আসিয়া দেখিলেন বিস্তর বিদ্রোহি শস্ত্রপানি হইয়া স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কিয়দ্দিবস হইল, নবাবগঞ্জের শিবির ১৫০০ বিদ্রোহি অশ্বারোহি এবং ৬ রেজিমেণ্ট পদাতিক সেনা কর্ত্তৃক আক্রমণ করা হয়, তাহাতে অনেক ব্রিটিস সেনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

আমাদিগের বিচক্ষণ গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষীয় নেতিসংক্রান্ত আফিসর এবং সেনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সূচক অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, কেননা তাহারা ঢাকার এতদ্দেশীয় পদাতিক বিদ্রোহিদিগকে সাতিশয় সাবধানতা সহকারে নিরস্ত্র করিয়াছিল।

ইংলিসম্যান পাঠে বিদিত হইল বোম্বে হইতে কারাচি অবধি পথিক ও সেনাদিগের গমনাগমন নিমিত্ত ৮০০ শত অশ্বের ক্ষমতানুসারে একখানি বাষ্পীয় অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করণার্থ কোর্ট অফ ডৈরেক্টরে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আগ্রার পত্রে জ্ঞাত করে, গুডফ্রাইডে রজনী দুই প্রহর সময়ে উক্ত স্থানে সহসা অগ্নি সংযোগ হইয়া বিস্তর কুঠি, গুদাম, ইমারত, পাট, ও বিস্তর নগদ টাকা ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যাদি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত কতিপয় গদ্য পঁক্তি সংশোধনান্তর আপনকার জগন্মান্য প্রভাকর পত্রিকার পার্শ্বে স্থানদানরূপ প্রভাকরের প্রভাকরে মদীয় মানসান্ধকার বিনাশে চিরবাধিত করিবেন!

একদা চিত্তবিনোদার্থ কতিপয় সুহৃদ সমভিব্যাহারে কাননভ্রমণে যাত্রা করিয়া বিপীনস্থ তরুগহন ও কুঞ্জ নিকুঞ্জের অনির্ব্বচনীয় শোভাবলোকন করিতে করিতে সন্ধ্যামুখ সমাগত হইল, তৎসময়ে যে স্থানে উপস্থিত ছিলাম সে স্থান অতি ভয়ঙ্কর এবং আমরাও সকলই অল্প বয়স্ক,

সহসা এমত স্থানে অবস্থিতি করা অবিবেচনায় ভীত হইয়া বন্ধুবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, হে মিত্রগণ! এস্থান অতি ভয়ঙ্কর, ও রজনীও সমাগত প্রায়, চল শীঘ্র বাটীতে যাই। কিন্তু বন্ধুবর্গের মনোগত ভাব জানিতামনা, পরম সুহৃদই জ্ঞান ছিল, ফলতঃ তাঁহারা যে আমার প্রাণ বিনাশে নিয়ত রত ছিলেন তাহাই পশ্চাৎ বিদিত হইল। আমি প্রত্যাগমনের কথা উল্লেখ করিলে পর তাঁহারা কহিলেন হাঁ! অন্ধকার হইয়াছে চল বিলম্বে কাজ নাই এই কথা বলিয়া শঠতা পূর্ব্বক আমাকে একাকী সেই ভীষণ অরণ্য মধ্যে রাখিয়া পলায়ন পরায়ণ হইলেন। আমার বয়স অল্প ঘোর রজনী বাটী হইতেও অনেকদূর আসিয়াছিলাম এবং সে স্থানে কখন যাইনাই সুতরাং তাঁহারা গমন করিলে এক পাও চলিতে পারিলাম না, অতএব সেই স্থানেই থাকিতে হইল। আঃ কি বিপদোপস্থিতাক্রমশঃ সর্ব্বরী বনাক্রম করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিগে সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক জন্তুগণ ভয়ঙ্কর রব করিতে আরম্ভ করিল, নিকটবর্ত্তি জনমানব নাই, অন্তঃকরণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করি কোথায় যাই কি প্রকারেই বা অদ্য জীবন রক্ষা করি, বনমধ্যে কিয়ৎমুহূর্ত্ত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোনো উপায় দেখিলাম না। অবশেষে বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিলাম, কোনো এক প্রকাণ্ড বৃক্ষোপরি আরহণ করিলেই প্রাণ রক্ষা হয়, এতদ্ব্যতীত হিংস্রজন্তু হইতে আত্ম পরিত্রাণের উপায় দেখিনা, এই বিবেচনা করিয়া এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলাম, পরে এক শাখা উপরি উপবেশনানন্তর কিঞ্চিৎ স্থির হইলে ভাবিলাম এই সুখাস্পদ অবনীমণ্ডলে মানবজন্ম অতি দুর্ল্লভ, ও মনুষ্যরাই অশেষ প্রকার সুখভোগ করিতে পারে। কিন্তু দেখিলাম আপন কেহ আশ্রয় না থাকিলে সুখাস্পদ সংসার, ধন, মান, জ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই ফলদায়ক বা সুখের কারণ হয়না। যে বিদ্যাদ্বারা মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়, মনের তিমির এককালে বিলীন হয়, এবং যে বিদ্যাধন অত্যুৎকৃষ্ট, অন্যান্য ধনসম্পত্তির ন্যায় নানাপ্রকারে অপায় শঙ্কা নাই, বরং একবার উপার্জ্জন করিলে তাহার আর প্রায় অপচয় হয়না, অন্য ধন দান করিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বিদ্যাধন বিতরণে পরিক্ষীণ না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হয়, পাণ্ডিত্য রাজত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কেননা যাঁহার রাজত্ব থাকে তিনি কেবল আপনার রাজ্যমধ্যেই মান্য, কিন্তু বিদ্যাবান্ পুরুষ কি স্বদেশ কি বিদেশ সর্ব্বত্রই আদরণীয় হন। অতএব এমত যে সর্ব্বত্র পূজিতা বিদ্যা তাহাও নিঃসহায় হইলে কোনো ফলোদয় হয়না। তাহার দৃষ্টান্ত আমাতেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আর যে অর্থ দ্বারা সংসারের অসীম সুখোভোগ হয়, ও অর্থ থাকিলে মান সম্ভ্রম ইত্যাদি সকলই থাকে, অর্থের দ্বারাই পুরুষের পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব হয়, বিপুল ধনবান্ ব্যক্তি যদিস্যাৎ মহাপাতকাদি সংযুক্ত হয়, তথাপি লোকে তাহাকে পূজা করে, চন্দ্রবৎ স্বচ্ছ ব্যক্তিও ধনবিরহে সর্ব্বত্র পরিভূত হয়। অতএব শাস্ত্রে ধনকে লক্ষ্মীশব্দে কহিয়াছেন, বিষ্ণু সেই লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া লোকত্রয়ের অধিপতি হইয়াছেন। ঐ লক্ষ্মী সমুদ্র মন্থনে উৎপন্না হন একারণ যদুঃপতিও রত্নাকর বলিয়া বিখ্যাত অতএব সকল সৌভাগ্যের নিদান যে ধন তাহাও নিরাশ্রয় হইলে কোনো উপকার দর্শেনা, আমি অতুল ধনের অধিকারী তথাপি আপন বিরহে এই ঘোর অরণ্যমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইল। যদ্যপি আপন কেহ থাকিত তবে কখনই এ প্রকার দুর্দ্দশা হইতনা, কখনই এই বিজন কাননে একাকী থাকিতাম না, আমি সৎকুলোদ্ভব মান্যমান ব্যক্তির সন্তান, অর্থ বিদ্যা ও বুদ্ধিও আছে, কিন্তু আপন কেহ না থাকায় সেই অমূল্যবিদ্যা হিতৈষী ধন ও অগ্রগণ্য মান কিছুতেই কিছু করিতে পারিলনা, অতএব নিশ্চয় জানিলাম সহায় না থাকিলে ধন, মান, কুল, শীল, বিদ্যা বুদ্ধি কেবল নাম মাত্র, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুচ্ছাক্রান্ত হইয়া সেই বৃক্ষোপরিঅচৈতন্য থাকিলাম, পরে কি হইয়াছে কি বলিয়াছি কিছুই স্মরণ হয়না কিন্তু চৈতন্য হইয়া দেখিলাম পূর্ব্বদিগে অরুণোদয় তদ্দর্শনে অত্যন্ত হর্ষ হইয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। অতএব এস্থলে স্থূল এই সহায় থাকিলেই মনুষ্যেরা অশেষ প্রকার সুখভোগ করিতে পারেন, কিন্তু নিঃসহায় হইলে বিদ্যা বা অর্থেও সুখী করিতে

Plastic Covered Document

পারেনা তৎসন্দেহাভাব ইতি সন ১৮৫৮ ইং তারিখ ৭ আপ্রেল।

সম্পাদক মহাশয় বিবিধ বিনতি মিনতি পুরঃসর এই প্রার্থনা করিতেছি অনুগ্রহ বিতরণ পূর্ব্বক এই বিষয়টি ছাপা করিলে আপনার গুণানুবাদ অহরহঃ কীর্ত্তন করিব এবং আপনিও ছাপা করিয়া আমারও উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিবেন নিবেদন মিতি।

পাবনা ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র।

শ্রীরামসুন্দর রায়।

—০—

পরম মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় মল্লিখিত কয়েক পঁক্তি সংশোধনানন্তর মহাশয়ের প্রভাকরৈক পার্শ্বে স্থান দানে চরিতার্থ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

অত্র জিলার অন্তঃপাতি তুষভাণ্ডার নিবাসী দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী গুণরাশি সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরি মহাশয়কে বিশ্বনিয়ন্তা যেরূপ নানা গুণে বিভূষিত করিয়াছেন এতদ্দেশে এমত সুসভ্য সুশীল ন্যায়বান বিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তি অদ্বিতীয় তাঁহার শরীরস্থ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল মন্দীভূত হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অধীন হইয়া তাঁহারি মনরাজ্যে বিচরণ করিতেছে ও শান্তিদেবী সহকারিণী হইয়া নিয়তই নব নব রস প্রদান করিতেছেন, প্রশংসিত মহাশয় বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতাতে যেজন সমাজের নিকট যশস্বী হইয়াছেন এমত নহে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দয়ার্দ্র চিত্ত প্রযুক্তই অত্র দেশস্থ সাধারণগণের যে কি পর্য্যন্ত বিদ্যার্জ্জনের সদুপায় হইয়াছে তাহা বর্ণন করা অস্মদ্দিগের সাধ্যাতীত, মৃত মহাত্মা দ্বারিকানাথ অধিকারি মহাশয় স্বীয় রচিত গ্রন্থে যাঁহার গুণ গৌরব বর্ণন করিয়াছিলেন অপিচ বিগত বর্ষে শ্রীলশ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর জলপাইগুড়ি গমনকালীন রঙ্গপুর মোকামে তুষভাণ্ডারের অধিপতি মহাশয়ের সহিত কিঞ্চিৎ কাল আলাপ করিয়া তৎপর দিবস টেঙ্গরমারি মোকামে উত্তরাংশের থাকবস্তার ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র রায় বাহাদুর সমীপে লেপ্টেনাণ্ট বাহাদুর আপনমুখে পুনঃপুনঃ পূর্ব্বোক্ত মহাশয়ের প্রশংসা অকপট চিত্তে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিবেন যে যখন আমারদিগের ছোটকর্ত্তা মহাশয় স্বয়ং যাঁহার ধন্যবাদ করিলেন তখন সেই অদ্বিতীয় গুণের বর্ণন করিবার উপযুক্ত পাত্র কিমতে হইতে পারি সুতরাং তাহা সুচারুরূপে বর্ণন করিতে অক্ষম হইলাম, অত্র জিলাতে যে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত আছে যদিও তাহা অনেক ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের সাহায্যে নির্ব্বাহ হইতেছে কিন্তু অধিকাংশের ভার গ্রহণ ও সময়ে সময়ে বিদ্যালয়ের সুনিয়ম স্থাপন করা স্কুল সম্বন্ধের সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্যের উন্নতি সাধনে অদ্বিতীয় কারণ কেবল উল্লেখিত দেশহিতৈষি মহাশয়, যেহেতুক তাঁহারি প্রযত্নের উপর অধিক নির্ভর করিয়া প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি এপর্য্যন্ত জীবিত আছেন, অপিচ বদান্যবর বাবু আপন ভবনে অতীত শ্রাবণ মাসে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে অন্যূন ৭০ জন ছাত্র শিক্ষা করিতেছে, সম্পাদক মহাশয় আমি ফল্গুৎসব সময়ে তুষভাণ্ডার পঁহুছিয়া স্বচক্ষে দৃষ্টি করত অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হইলাম যেহেতুক বালকচয় অদ্য নবম মাসের মধ্যেই তাহারা স্বায়স্বীয় পাঠের ও ইতিহাসাদির মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, অধিপতি মহাশয় নিয়তই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের সদুপায় করিতেছেন, আহা! গুণজ্ঞ মহাশয়ের যে কত গুণ তাহা স্মরণ হইলেই আমারদিগের ভক্তিভাবে তরঙ্গলহরি বিস্তারিত না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেনা, আমি এমত মহন্মনুষ্য চক্ষে দেখি নাই ইহাঁকে মদ মাৎসর্য্য স্পর্শ করিতে পারে নাই, সকলকে অতি সুমধুর বচনে সম্বোধন করিয়া বাধিত করেন তাঁহার শত্রু কেহই হইতে সমর্থ হয়েননা, যদি জগদীশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘজীবী করেন তবে এদেশে সকলি বিদ্যাধন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবেন কিমধিক নিবেদন মিতি সন ১২৬৪ সাল তাং ২০ চৈত্র।

শ্রীহরিমোহন কুণ্ড।

জিলা রঙ্গপুর।

Printed and published by Issurchunder Gupta at the Probhakar Press.

Plastic Covered Document

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০১ সংখ্যা] শনিবার ৫ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১৭ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২২ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি সুজামুটী পরগণায় সুজামুটির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কাজোলীগড় নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী এবং কতিপয় পর্ণকুটির তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান একশত বিঘা, তাহা গড় অর্থাৎ জলের নালা দ্বারা বেষ্টিত, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা কাছারিবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি, তাহা মাটির প্রাচীর ও পুষ্পবৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও মৌতবী পুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণী ও বাঁধাঘাট আছে ভূমি অনুমান ৮৴ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ আগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগান ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি এবং একখানি পর্ণকুটির ও ডিগি পুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান বত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি মেদিনীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাজার সুজাগঞ্জ নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পক আছে তাহা উ-

পরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি পরগণে সুজামুটীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত মহল রাজকুল চাকলা হিজলী নামক নং ১৭০৯ যে এক তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোং ৩৭১৫০ ৸৮ পাই তাহার মধ্যে কালেক্টর সাহেব এক শত বাষট্টী টাকা পাঁচ আনা আট পাই ফেরৎ জমা দেন এবং যাহাতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে অর্থাৎ নরেন্দ্রপুর, ব্রজাপুর, হিঞ্চাগাড়ী, নরন্দ্রাড়ি, রসল, গোমতা, ধুশীয়া, বোরো, ঈশ্বরপুর, ছোট ঈশ্বরপুর, বাঁমুনারা, গোপালপুর, বাবুয়াজা, সরবরিণ, জগোমোহনপুর, বৌলোনিয়া, খোলাবারিয়া, কিশবার নোমকবার, শরিবার, দফরার, নইন্দাচক, কিসমত বাহাদাপুর, বাহাদুরপুর, শ্যামাচক, সিনদপুর, মহাদলপুর, মোনোহরপুর, রাধাপুর, পুর্ব্বরাধাপুর, দয়ালচক, বলরামচক, আশুতিয়া, চৌদানিয়া বৃন্দাবনপুর, নৌলিয়া, দীরিবার, শুক্রলাপুর, গরিনিয়া, সাদুলাচক, কিসমত চক কাজি, চক ইক্ষুপত্রিকা, মাধাখালী, বামুনিয়া, কিসমত বামুনিয়া, ঈশ্বরপুর, ভৈরব, চক আজরা, চক বড়বাড়ী, মাকলাসী, পুরাচিঙ্গড়া, বাঁকাবুলিয়া, হাতিবাড়ী, কপতহোয়ারি, বাজকুল, বিভীষণপুর, শঙ্করপুর তাতানালা, নীলপুর, কুতবঙ্গিপুর, রাজেন্দ্র, চক ইন্দ্রজিৎ, চক কুমার, চক রাম, চক উত্তর বড়বাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কিসমত বাজকুল নামে নং ১৭১০ যে এক তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোং ৩৩৬১।৵৮ এবং যে জমীদারিতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা, গড়বাড়ী, ত্বারিসবাড়ী, কাঁকুড়বাড়ী, ঝিনুকাকালী, ও শিয়ারকালী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে নং ২০৫৮ এক তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির ১০৬২৵৪, উক্ত জমীদারির মধ্যে নিম্নলিখিত মৌজা সকল আছে যথা গৌরাঙ্গচক, পূর্ব্বচক, পশ্চিমচক, তরকালী এবং গড়বাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত দুর্গাচক নামে নং ২০৮৯, যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ১০৩৭৸১।। কড়া তাহাতে নীচে লিখিত মৌজা সকল আছে যথা, দুর্গাচক, গড়বাড়ী, খারিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ঝিনুখালী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাশুলিয়া চক নামে ২৯০ নম্বরের যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬৫৪৸৮, তাহাতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা বাশুলিয়া চক, গড়বাড়ী, খিরিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ঝিনুখালী, ও পুরুচক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্র নারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২০৯১ নম্বরের যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬০৮৸/৩ তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা গড়বাড়ী, শ্যামাচক, খিরিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, কপোতবাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্র নারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নং ২৬২০, যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬০৭৲ ৯।। কড়া, তাহাতে নিম্নস্থ মৌজা সকল আছে যথা, বিভীষণপুর, বৃন্দাপুর, ইক্ষুপত্রিকা, চৌদানিয়া, নারায়ণদাড়ী, কোয়ারচক, মুজাপুর, নরেন্দ্রপুর, এবং পূর্ব্বরাধাপুর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এইসকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন,
সরিফ।

কলিকাতা।
৭ আপ্রিল ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ।৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৫ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

এই উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনা সময়ে এতদ্দেশীয় যে সকল নৃপতিগণ সাতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে অর্থ ও সামর্থদ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যমত সাহায্য করত রাজানুগত্য ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন, সংপ্রতি অস্মদাদির সুবিচক্ষণ প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এবিধায় তাঁহারদিগের প্রতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদানে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, পাতিয়ালা রাজ্যের সম্যক রাজভক্ততা দৃষ্টে রাজপুরুষেরা সন্তুষ্ট হইয়া রুগরের বিদ্রোহি রাজার রাজ্যের কিয়দংশ তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, ও ঝিন্দের রাজাও৪০,০০০টাকার কীর্ম্মতীয় একখানি জায়গীর পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পরন্তু এই সূত্রে আমারদিগের দৈনিক সহযোগী ভ্রাতা ইংলিসম্যান সম্পাদক, এমত স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "এই দুর্ঘটনায় ইংরাজগণ আন্তরিক ও দৈহিক পরিশ্রমে ও নানাবিধ কৌশলক্রমে শত্রু দমন ও শান্তিস্থাপন করিয়াছেন তবে তাঁহারা কি নিমিত্ত পুরস্কৃত হননা? এবং এই বিদ্রোহ উপলক্ষে যে সকল ইংরাজগণের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারদিগের ক্ষতি পুরণ করা ও গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে., ফলে সহযোগি ভ্রাতার এই অভিপ্রায়টি সদভিপ্রায় বটে, কিন্তু এস্থলে অস্মাদাদির এই বক্তব্য, উত্তর পশ্চিম ও অন্যান্য যে সকল স্থানে বিদ্রোহিতা হইয়াছে, সেই সেই স্থান বাসি ও প্রবাসি যে কতশত প্রভু ভক্ত দুর্ভাগা ভীরু বাঙ্গালিগণ ধনে প্রাণে এককালে উচ্ছিন্ন হইয়াগিয়াছে তাহার সংখ্যা হয়না অতএব আমারদিগের রাজনীতিদর্শী দয়াদ্রচিত্ত ভক্তাধীন প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি তাহারদিগের প্রতি একবার করুণা কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন তাহা হইলেই যথার্থ রাজকর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়।

আমারদিগের কোনো ইংরাজ সহযোগী ভ্রাতা লিখিয়াছেন, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান সচীব "লার্ড ডার্বি সাহেবের তনয় লার্ড ষ্ট্যানলি ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষের গবরনর জেনরলি পদে অভিষিক্ত হইবেন, এই মহাত্মা বড় উপযুক্ত এবং সদ্বিদ্বান।"

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিবিধ বিনয়োপেত নিবেদন মিদং

মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বিষয়টি আপনকার জগদুজ্জ্বলকর প্রভাকর পত্রে স্থান দান করত মদীয় শ্রমসাফল্য এবং চিরবাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

সম্পাদক মহাশয়! এবৎসর এই কোচবেহার নগরের প্রতি পাবক দেবের কিছু বিশেষ মনোযোগের ব্যাপার দৃষ্টকরা যাইতেছে, অগ্নি দেবতাটি কিকারণ রাজা প্রজা এবং রাজামাত্যবর্গ সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া মহারাজার নগরটিকে সমভূম করিতেছেন, তাহা উপলব্ধি করা অতি সুকঠিন কার্য্য, কিন্তু সামান্যতঃ এমত বিবেচনা সকলেই করিতে পারেন যে এস্থলে কোনো গুরুতর দোষ সংঘটন না হইলে গো-হত্যা নৃহত্যা ও রাজা প্রজা প্রভৃতির অপর্য্যাপ্ত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা কিঃ সুতরাং একথা নিতান্ত অনোপযোগিও নহে, যেহেতু স্থান বিশেষে পাপকর কার্য্যের উদ্ভব হইলেই এরূপ উপপ্লবও উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন, সে যাহা হউক তদালোচনায় কোনো ফল নাই, অধুনা বৈশ্যানর মহাশয়ের ভোজন ব্যাপার কিছু বর্ণনা করাই অস্মদুদ্দেশ্য।

গত ১২ চৈত্র রাত্রি ৯ নয় ঘটীকার সময় রাজান্তঃপুরের পার্শ্ববর্ত্তি কোনো প্রধানার আবাসে অনলদেব প্রথমতঃ সমুদ্ভূত হইয়া স্বমিত্র মারুতের বিশেষ সাহায্যে তদাবাস ও তন্নিকটস্থ যাবতীয় তৃণাদি বিনির্ম্মিত গৃহ উদরস্থ করত পরে দক্ষিণাভিমুখে গমন পূর্ব্বক অনেক রাজগণের ও প্রজাগণের অন্ততঃ পঞ্চাশত গেহ ভস্মসাৎ করিয়া তোয়েরসা নাম্নী নদীজলে আচমন করিলেন, এতদ্ঘটনায় মহারাজের নিকৃষ্টকল্পে লক্ষাধিক মুদ্রা মূল্যের নানাবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নামকরণ করা মদীয় ক্ষমতাও নহে, সুতরাং তাহাতে ক্ষান্ত থাকিতেই হইল।—অপিচ হব্যবাহন মহাশয় যে প্রকার ভীষণ কলেবরান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে অদ্যাপি হৃৎকম্প হইয়া উঠে, পুরবাসিনী মহারাজ্ঞীরা তৎকালে পলায়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তটিনী তট সমাশ্রয়ে স্ব স্ব প্রাণ মাত্র রক্ষা করিয়াছিলেন।

পরন্তু উপরোক্ত প্রকারে বহুতর নিকেতন ও রাজব্যবহৃত প্রভূত সামগ্রী, হব্যবাহনদেব ভোজন করিয়াও তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই, অপর গত ২৫ চৈত্র দিবা অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় যখন সহস্রাংশু অতীব খরতরাংশু মেদিনী মণ্ডলে বিকীর্ণ করিতেছিলেন, এমত সময় রাজধানীর সিংহদ্বারের অনতিদূর স্থিত খাশকোম্পানি ও পুরাণা কোম্পানির সৈন্যেরদিগের তৃণাদি নির্ম্মিত বারিকের সন্নিহিত কোনো এক সামান্য গৃহে আচম্বিত অগ্নি উদ্দীপন হইয়া উক্ত বারিকে সংলগ্ন হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রাজকীয় উপাদেয় দ্রব্য সম্ভোগাভিলাষে আশু অগ্নি পুনর্মূর্ত্তিমন্ত হয়েন, কিন্তু তৎ সখা আশুগ, রাজপুরে স্বমিত্রের পূর্ব্বানুরূপ ভক্ষ্য প্রাপণের সংপূর্ণ অসম্ভাবনা জানিয়া তাহাকে তদভিমুখে নীয়মান না করিয়া পণ্য বীথীরদিকে সঞ্চালিত করিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণরূপ ফলও দর্শিল।

প্রভঞ্জনের সংপূর্ণরূপ সহায়তা তো ছিলই, তদতিরিক্ত বারিকের মধ্যে কতকগুলীন টোটা ও বারুদ পুর্ণ কয়েকটা মৃত্তাজন ছিল, তৎসাহায্যে নিমেষার্দ্ধকাল মধ্যে পণ্য জীবিদিগের ও অন্যান্য ব্যক্তিব্যূহের অন্ততঃ সহস্রাধিক গৃহ দগ্ধ করিতে সামর্থ্য হইলেন, এবং অচিরাৎ ছার খার করিয়াও ফেলিলেন, তৎকাল যেরূপ ভয়াবহ ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল, তাহাতে লোক সকল আপন আপন সামগ্রী রক্ষণের উপায় কি করিবেক?—প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতেই পথ পাইয়াছিলনা, তথাচ অনেক গো মনুষ্য দগ্ধ এবং মহাজনদিগের ষষ্ঠী সপ্ততি সহস্র মুদ্রা মূল্যের বস্তু ভস্মীভূত হইয়াছে।

নিবেদনীয়ং।

কস্যচিৎ বেহার প্রবাসিনঃ।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিক তা সিমুলীয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মৃতন্ত্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফাঃ সং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২ সংখ্যা। সোমবার ৭ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১৯ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১০ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২২ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি সুজামুটী পরগণায় সুজামুটির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কাজোলীগড় নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী কতিপয় পর্ণকুটির এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান একশত বিঘা, তাহা গড় অর্থাৎ জলের নালা দ্বারা বেষ্টিত, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা কাছারিবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি, তাহা মাটির প্রাচীর ও পুষ্পবৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও মৌতবী পুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণী ও বাঁধাঘাট আছে ভূমি অনুমান৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগান, ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি এবং একখানি পর্ণকুটির ও দিগি পুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান বত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি মেদিনীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাজার সুজাগঞ্জ নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উ-

পরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি পরগণে সুং জামুটীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত মহল বাজকুল চাকলা হিজলী নামক নং ১৭০৯ যে এক তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোং ৩৭১৫০ ৸৮ পাই তাহার মধ্যে কালেক্টর সাহেব এক শত বাষট্টী টাকা পাঁচ আনা আট পাই ফেরৎ জমা দেন এবং যাহাতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে অর্থাৎ নরেন্দ্রপুর, ব্রজাপুর, হিঞ্চাগাড়ী, নরেন্দ্রাড়ি, রসল, গোমতা, ধুশীয়া, বোরো, ঈশ্বরপুর, ছোট ঈশ্বরপুর, বামুনারা, গোপালপুর, বাবুয়াজা, সরবরিণ, জগোমোহনপুর, বৌলোনিয়া, খোলাবারিয়া, কিশরারনোমকবার, শরিবার, ডকবার, নইন্দাচক, কিসমত বাহাদাপুর, বাহাদুরপুর, শ্যামাচক, সিনদপুর, মহাদলপুর, মোনোহরপুর, রাধাপুর, পুর্ব্বরাধাপুর, দয়ালচক, বলরামচক, আশুতিয়া, চৌদানিয়া বৃন্দাবনপুর, নৌলিয়া, দীরিবার, শুক্লাপুর, গরিনিয়া, সাদুলাচক, কিসমত চক কাজি, চক ইক্ষুপত্রিকা, মাধাখালী, বামুনিয়া, কিসমত বামুনিয়া, ঈশ্বরপুর, ভৈরব, চক আজরা, চক বড়বাড়ী, মাকলাসী, পুরাচিঙ্গড়া, বাঁকাবুলিয়া, হাতিবাড়ী, কপতহোয়ারি, বাজকুল, বিভীষণপুর, শঙ্করপুর তাতানালা, নীলপুর, কুতবাদিপুর, রাজেন্দ্র, চক ইন্দ্রজিৎ, চক কুমার, চক রাম, চক উত্তর বড়বাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কিসমত বাজকুল নামে নং ১৭১০ যে এক তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোং ৩৩৬১।৵৮ এবং যে জমীদারিতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা, গড়বাড়ী, খারিসবাড়ী, কাঁকুড়বাড়ী, ঝিনুকাকালী, ও শিয়ারকালী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২০৫৮ নম্বরের গৌরাঙ্গচক নামে যে এক তালুক আছে, তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির ১০৬২৵৩, উক্ত জমীদারির মধ্যে নিম্নলিখিত মৌজা সকল আছে যথা গৌরাঙ্গচক, পুর্ব্বচক, পশ্চিমচক, তরকালী এবং গড়বাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত দুর্গাচক নামে নং ২০৮৯, যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ১০৩৭৸১। কড়া তাহাতে নীচে লিখিত মৌজা সকল আছে যথা, দুর্গাচক, গড়বাড়ী, খারিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ঝিনুখালী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাশুলিয়া চক নামে ২৯০ নম্বরের যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬৫৪৸৮, তাহাতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা বাশুলিয়া চক, গড়বাড়ী, খিরিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ঝিনুখালী, ও পুরুচক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্র নারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত শ্যামাচক নামে ২০৯১ নম্বরের যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬০৮৸৩ তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা গড়বাড়ী, শ্যামাচক, খিরিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ও কপোতবাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত রাধাপুর নামে নং ২৬২০, যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬০৭৲৯।। কড়া, তাহাতে নিম্নস্থ মৌজা সকল আছে যথা, বিভীষণপুর, বৃন্দাপুর, ইক্ষুপত্রিকা, চৌদানিয়া, নারায়ণদাড়ী, কোয়ারচক, ব্রজাপুর, নরেন্দ্রপুর, এবং পুর্ব্বরাধাপুর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এইসকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৭ আপ্রিল ১৮৫৮।

৭ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমারদিগের বর্দ্ধমানস্থ কোনো বন্ধুর এক পত্র প্রাপ্ত হইয়া সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়! সম্প্রতি এস্থানে গ্রীষ্মের আতিশয্য হওয়ায় নিদারুণ ওলাউঠা ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইতিমধ্যেই অনেককেই কালের করাল-গ্রাসে নিপাতিত করিয়াছে, এবং দিন দিন আপনার স্বভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করিতেছেনা, এস্থানীয় সমস্ত কার্য্যালয়াদির কর্ম্ম তপন তাপের প্রবলতা প্রযুক্ত প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা অবধি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইতেছে, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানেশ্বরের স্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে, এবং এস্থানীয় প্রকাশ্য পথাদি উত্তমরূপে মেরামত হইতেছে।"

বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দুস্কুল, এবং কলুটোলা শাখা ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ গ্রীষ্মের আতিশয্য হেতুক ১৫ আপ্রিল অবধি ডেড় মাসের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে, উক্ত বিদ্যালয় সকল জুন মাহার প্রথম দিবসে খোলা হইবেক।—এবৎসর হিন্দু এবং শাখা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা বড় কঠিনতর হইয়াছিল, এজন্য অনেক বালক উত্তমরূপে পরীক্ষা দানে অপারগ হইয়াছে।

অবগতি হইল, আগামি ১৬ দিবসে এই মহানগর কলিকাতার মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করাহইবেক, তাহার পর উক্ত বিদ্যালয় প্রায় দুই মাসের নিমিত্ত বন্দ থাকিবেক।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগতি হইল, ঝান্সির রাণী, বীরবর স্যার হিউজ রোজ সাহেবকে প্রতিরোধ করণার্থ জেলনের অন্তঃপাতি টুরাই নামক স্থানে গমন করেন। কাল্পিতে বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, একদল বিদ্রোহি সিপাহি পুনর্ব্বার ঘাতমপুর পার হইয়াছে, বিদ্রোহি গোলাম হোসেনের অধীনস্থ সেনারা সেনাদাপুর গ্রাম ১১ দিবসে লুঠ ও অগ্নি সংযোগে একেবারে ভস্মীভূত করিয়া জোয়ানপুর আক্রমণ-করণ মানসে অগ্রসর হওয়ায় স্যার ই, লিউগার্ড সাহেব তাহারদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়া দেখিলেন, যে,প্রায় ৩,০০০ বিদ্রোহি সেনা ২ টা তোপ সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে, তাহাতে তিনি সাতিশয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত দুরাচারিদিগকে পরাজিত করিয়া তাহারদিগের ৮০ জনকে হত এবং ২ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছেন, এই সমরে ব্রিটিস পক্ষে লেপ্টেনাণ্ট চারল্‌স হেবিলক কালের করাল গ্রাসে পতিত হন, এবং ৬ জন সোয়ার আহত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

দিল্লী গেজেট সম্পাদক নাইনিতাল নামক স্থানের পোষ্ট মাষ্টরের দ্বারা বিদিত হইয়া লিখিয়াছেন, বেরিলির বিদ্রোহি খাঁ বাহাদুরের অ-

খীনস্থ সেনাদিগের বড়ই দুরবস্থা হইয়াছে, তাহারদিগের সমরসংক্রান্ত প্রায় কোনোপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি নাই,কেবল কতকগুলীন ভোঁতা তরবারি মাত্র আছে,এবং তাহারা প্রায় সকলেই ক্ষীণবল এবং ভরসাহীন হইতেছে। উক্ত সেনারা বেতন প্রাপ্ত না হওয়ায় বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগের সরদারকে যমালয় প্রেরণ করণের উদ্যোগ করিতেছে।

ইংলিসম্যানে দৃষ্ট হইল, নিম্নস্থ রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহিদিগকে যে ব্যক্তি ধৃত করিয়া দিবে তাহাকে নীচের লিখিত পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

যথা।

মধু রাও	৫,০০০
ভিমারুদ্দীন	৫,০০০
মুজা রোহিম	১,০০০
সামসির খাঁন	১,০০০
ইষ্ঠা সিংহ	১,০০০
মহম্মদ আইজাক	১,০০০

গত ৮ তারিখের সিলাটের পত্রে ব্যক্ত করে,—"মৈনপুরি হইতে যে এক রেজিমেণ্ট সেনা সংগ্রহ করা হইতেছিল, তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, শুনিলাম উক্ত সেনারা তথা হইতে গত ১১ দিবসে জমালপুরে যাত্রা করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।"

গত বুধবাসরে উত্তর পশ্চিম রাজ্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেণ্ট হইতে প্রায় ৩০০ শ্বেত সেনা এই রাজধানী মধ্যে আগত হইয়াছে।

গত ৭ দিবসে আগ্রা হইতে যে পত্র আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, কিয়দ্দিবস হইল কালেক্টরি এবং মাজিষ্ট্রেটি কাছারি এস্থানীয় দুর্গ মধ্যে উঠিয়া আসিয়াছিল, সম্প্রতি সেই আফিসদ্বয় তথা হইতে সাবেক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু ধনাগার অদ্যাপি উক্ত দুর্গ মধ্যেই রহিয়াছে, এবং এস্থানের সমস্ত কার্য্যালয়াদি পূর্ব্ববৎ নিয়মিতরূপে চলিতেছে।—শুনিলাম বিদ্রোহি হীরাসিংহ বিস্তর বিরোধি সেনা সমভিব্যাহারে এস্থান আক্রমণ করণের বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু ঐ দুরাচারিকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান নিমিত্ত কয়েকদল বলিষ্ঠ ব্রিটিস সেনা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

১০ আপ্রিল দিবসে মৃজাপুর হইতে যে লিপি আগত হয় তাহাতে বিদিত করে, সম্প্রতি এস্থানে বিদ্রোহ ঘটিত কোনোপ্রকার গোলোযোগ নাই, কিন্তু বৃষ্টি না হইবায় বসন্ত এবং জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া বিস্তর লোক শমনভবনে গমন করিয়াছে ও করিতেছে, বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোক সকল উক্ত পীড়াদ্বয়ে পীড়িত হইয়া দিন দিন শতশত সংখ্যক লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

সদর দেওয়ানি আদালতের অতিরেক বিচারপতিদিগকে পদচ্যুত করণে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে উক্ত বিচারালয়ে অপরিবর্ত্তনীয় ৭জন বিচারপতি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থ থাকিবেন, কেবল মেং ট্রেবর এবং সেমুয়েল সাহেব অতিরেক বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইবেন মেং টরেন্স সাহেব বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিলে মেং মণি সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইবেন।

বোম্বে ষ্টানডার্ড পত্রে দৃষ্ট হইল, মৌ নামক স্থানে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া বিস্তর ইউরোপীয় সেনা কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে এবং অন্যান্য ৭০০ ব্যক্তি উক্ত পীড়ায় পীড়িত হইয়া শমন ভবনে গমন করিয়াছে।

ষ্ট্যাটেসনারি এবং ষ্ট্যাম্প আফিসের অচিহ্নিত প্রধান আসিষ্টাণ্ট মেং হোম্‌স সাহেব আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় তৎপদে মেং সুইনি সাহেব অভিষিক্ত হইয়াছেন, পূর্ব্বে ইনি ট্রেজরিতে কর্ম্ম করিতেন।

১১ আপ্রিল দিবসে জিলা যশোহর হইতে যে পত্র আগত হয়, তদ্দ্বারা জানা গেল,—"সম্প্রতি এস্থানে ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নীলের পক্ষে কত যে সুমঙ্গল তাহা লিখনাভাব, কিন্তু বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এতাধিক ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছিল, যে, তাহাতে অনেক মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহাদি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবসকলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মত্তভ্রমীমদমূতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩ সংখ্যা। মঙ্গলবার ৮ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২০ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

পুলিসের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের বিধানানুসারে বাটীর যে ভাড়া বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আপিল শুনিবার জন্য আগামি ২২ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময় মহানগর কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাঁহারদিগের আফিসে এক সভা করিবেন।

আপিলাণ্টেরা স্বয়ং অথবা তাঁহাদিগের উকীল কিম্বা কর্ম্মচারি আপিলের পোষকতা জন্য দলিল দস্তাবেজদিগর লইয়া উপস্থিত হইবেন।

W. L. HARWOOD.
Clerk to the Justices.

ডবলিউ, এল, হারউড।
ক্লার্ক।

কলিকাতা
১৭ আপ্রিল ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব।

শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য।
নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৹
সুধীরঞ্জন	১৲
নবনারী	১।৹
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।৹

বিজ্ঞাপন।

কাচরাপাড়ানিবাসি ৺ রামকান্ত রায় কবিরাজের

এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

৮ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ১০৮

যাঁহারা কোনো রচনাদি প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে "Bearing" বিয়ারিং পোষ্টে পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন, ইহাতে আমরা অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হই।—বিশেষতঃ কলিকাতা-বাসি অনেক মহাশয় বিয়ারিং ডাকে পত্র পাঠান, তাঁহারা অনায়াসেই দূত দ্বারা পাঠাইতে পারেন তাহা না করিয়া মিছা মিছি আমারদিগের মাসুল দণ্ড করিতেছেন, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। আমরা বিনয় পুর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, ভবিষ্যতে যেন কেহ এবম্প্রকার না করেন, আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ পুর্ব্বক মাসুল দিয়া পত্র পাঠাইবেন।—বিদেশীয় যে পত্র মহাশয় এমত স্থানে বাস করেন টিকিট সত্বে বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া টিকিটের অভাবে যদিস্যাৎ বিয়ারিং পাঠাইতে নিতান্তই বাধ্য হয়েন, তবে খামের এক পৃষ্ঠে আপনার "নাম,,—"ধাম,, লিখিয়া প্রেরণ করিবেন, আমরা তদ্দৃষ্টে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পত্র গ্রহণ করিব। বিদেশস্থ যাঁহার প্রেরিত "বিয়ারিং,, পত্রে এরূপ নাম ধাম না থাকিবে, আমরা তাঁহার পত্র কখনই গ্রহণ করিবনা। যে স্থলে টিকিটের নিতান্তই অভাব, কেবল সেই স্থলের দুই এক ব্যক্তির আবশ্যকীয় পত্রের প্রতি এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলাম, অপর স্থলের প্রতি নহে। অপিচ এতন্নগর হইতে যে সকল পত্র "বিয়ারিং,, আসিবে তাহার একখানিও আমরা লইবন।

এই মহানগর প্রবাসী আমারদিগের কোনো পরম বন্ধুকে তাঁহার আলাহাবাদস্থ আত্মীয় ব্যক্তি এক খানী পত্র লেখেন, তাহা তিনি আমাদিগের সমীপে প্রেরণ করায় আমরা তাহার স্থূলমর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া সাধারণের গোচরার্থে সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"ভারতবর্ষীয় গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুর আগামি মে মাসের ৯ দিবসে এস্থান পরিত্যাগ পুরঃসর কলিকাতায় শুভযাত্রা করণের মানস প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীযুত গমনকালীন মেং জি, এফ, এডমনস্টন সাহেবকে উত্তর পশ্চিম রাজ্যের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরি পদ প্রদান করণের কল্পনা করিয়াছেন, যদ্যপি এই মহাত্মা উক্ত পদে অভিষিক্ত হন তবে তাঁহার কর্ম্মে মেং ডি এফ ম্যাকলিয়ড সাহেব, নিযুক্ত হওনের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। দুই এক দিনের মধ্যে আমাদিগের প্রধান সেনাপতি কোলন কেম্বেল বাহাদুর, গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে এস্থানে আগমন করিবেন। মেংগবিন্স সাহেব রজপুত এবং উত্তর পশ্চিমবাসি ব্রাহ্মণদিগকে ভবিষ্যতে এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনা-শ্রেণী মধ্যে সংগ্রহ করণের প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে মেং গ্রাণ্ট সাহেব অনেক আপত্তি উপস্থিত করিতেছেন, তিনি কহেন "এতদ্দেশীয় হিন্দুস্থানি প্রজা মাত্রকেই পুনর্ব্বার সৈন্যশ্রেণী মধ্যে ভুক্ত করিলে ভবিষ্যতে অনেক অনিষ্টের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে,অতএব ভারতবর্ষীয় নীচজাতিদিগের মধ্যে যাহারা বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘাকার হইবেক তাহারদিগকে এতৎকর্ম্মে নিযুক্ত করা যুক্তি ও বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইতেছে।,,

"শুনিলাম ১ আপ্রিল শুক্রবাসরে আগ্রার দুর্গ মধ্যে সহসা অগ্নি যোগ হয়,তাহাতে গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত ৩,০০০ ডুলি এবং অন্যান্য প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রার দ্রব্যাদি বহ্নি স্বীয় উদরস্থাহা করেন, দুরাত্মা বিদ্রোহি নানা সাহেব প্রায় ১,৭০০ অশ্বারোহি ও পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে বেরিলি নামক স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, অবগতি হইল শীকদিগের সরদার সেয়ারসিংহ বারাণসী ধামে অনিত্য দেহ পরিত্যাগপুর্ব্বঃসর নিত্যধামে গমন করিয়াছেন, তিনি শারীরিক অসুস্থতা বিধায় তথাকার জল বায়ু উত্তম বিবেচনা করত উক্ত নগরে কয়েক মাসাবধি বাস করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুই ফল দর্শিলনা।,,

শুভ কর্ণবেধ।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি সুবিখ্যাত মান্যবর সর্ব্বপ্রিয় শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভ কর্ণবেধ কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুনির্ব্বাহ করিয়াছেন। বড় বড় ঘড়া, থালা, ঢাকাইশাটী সিন্দুরচুপড়ি এবং সন্দেশাদি সামাজিক দান অতি পারিপাট্য বাহুল্যরূপেই হইয়াছিল।—২ বৈশাখ বুধবার রজনীতে নৃত্যগীতের সভা হয়; সেই সভার শোভা বিশেষ কি বর্ণনা করিব,যাবতীয় প্রধানলোকেরাই সংগীতসভায় সমাগত হইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং রাজবাটীস্থ আর আর মহাশয়দিগের সমাদরে সুসম্ভাষণে ও সাধুসরল সদ্ব্যবহারে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই ক্রিয়ার সকল অঙ্গই, সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হওয়াতে সর্ব্ববিধায়ে সুখ্যাতি হইয়াছে।—না হবে কেন, জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া যাঁহারদিগ্যে প্রধান করেন তাঁহারদিগের ক্রিয়া কলাপাদি সকল বিষয় প্রধান হইবে তাহাতে আর সংশয় কি।

ধান্যমেরু।

ইটালি নিবাসী গুণরাশি ধার্ম্মিকবর সৎক্রিয়াশীল শ্রীযুক্ত বাবু দেবনারায়ণ দেব মহাশয় গত ৩১ চৈত্র সোমবার মহাবিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে গুরুতর সমারোহ পূর্ব্বক "ধান্যমেরু,,ক্রিয়ায় বিপুলবিত্ত ব্যয় করেন, এই কর্ম্মে নবদ্বীপাদি নানা স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিয়াছেন, এই মুক্তহস্ত মহাদাতা মহাত্মা যখন যে ক্রিয়া করেন তখন তাহাতেই মহাদান করিয়া থাকেন, অতএব ইহাঁর দানের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন, আমরা বিস্তারিত করিয়া অধিক কি উল্লেখ করিব। তবে এই মাত্র কহিতেছি, পুর্ব্বপূর্ব্ব কর্ম্মে এরূপ ব্যয় দ্বারা সুরাগ সঞ্চয় করিয়াছেন, এতৎ কর্ম্ম তাহার অপেক্ষা বাহুল্য পরিমাণেই হইয়াছে,সুতরাং যশের অংশও বাহুল্যরূপেই হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি!।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

অযোধ্যার শিবির হইতে যে এক পত্র ১২ আপ্রিল দিবসে আগত হয়, তাহাতে ব্যক্ত করে "বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে সমর করণকালীন নগরবাসি যে সকল লোক স্বীয় স্বীয় গৃহাদি পরিত্যাগ পুরঃসর অন্যত্র পলায়ন করণে বাধ্য হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহারা আপনাপন আলয় মধ্যে পুনর্ব্বার আগমন করিতেছে, আবশ্যকীয় আহারীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, গত শুক্রবাসরে জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব হডসন সাহেবের একদল অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেবকে অন্বেষণ করত ধৃত করণার্থ গমন করিয়াছেন,জেনরল ওয়ালপোল সাহেবের কয়েক দল সেনা ফৈজাবাদে যাত্রা করিয়াছে, শুনা গেল, আলাহাবাদ হইতে কয়েক দল সেনা আজিমগড়ে বদ্‌লি হওনকালীন পথিমধ্যে বিদ্রোহিদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাতে লেপ্টেনাণ্ট অরম্‌সবাই সাহেবের অধীন সেনাদিগের মধ্যে ৬ জন আহত হয়, তন্মধ্যে দুই জন সাঙ্ঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ৮ টা অশ্বের মৃত্যু হয়, তৎপরে তাহারা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, সম্প্রতি হেড কোয়ার্টর আলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছে, মহারাজা জং বাহাদুর বোধ করি, উক্ত স্থানে গমন করিয়া থাকিবেন, জনরব যে কতকগুলীন গোরখা বিপক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এস্থানীয় সমরসংক্রান্ত বিস্তর আফিসর কর্ম্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করণেচ্ছায় প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই।

গোয়ালিয়রের পত্রে ব্যক্ত করে, "কোলারিচ নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি "গণেশখিয়া" বাসি বিদ্রোহি নুরুরেণ্ট কতকগুলীন সেনা সংগ্রহ করত এস্থান অধিকার করণের আশায় আগমন করিতেছে, এমত সময় মহারাজা জং বাহাদুরের অধীনস্থ সেনারা পথিমধ্যে তাহার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবায় উক্ত দুরাত্মা স্কোসৈন্যে সংপুর্ণরূপে পরাং ৭, ভবনে ঝান্সিতে পুরানাথ রায় কবিরাজের সাম

সকলেই কালের ভীষণগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে।

হরকরার জোয়ানপুরস্থ কোনো বন্ধু ১৪ আপ্রিল দিবসে যে এক লিপি প্রেরণ করেন, তৎপাঠে অবগতি হইল, উক্তস্থান অদ্যাপি বড় গোলোযোগ অবস্থায় আছে, এবং দিন দিন আরো ও ভয়ানক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা অতএব যাহাতে এস্থলে উপযুক্তরূপ ব্রিটিস সেনা শীঘ্র প্রেরিত হয় এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হওয়া অত্যাবশ্যক হইতেছে রাজবিদ্রোহিতা উপলক্ষে এস্থানীয় নীলকর সাহেব দিগের প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রার অধিক দ্রব্যাদি ক্ষতি হইয়াছে।

বিগত ১৮ নবেম্বর রজনীযোগে একজন গাড়োয়ান চট্টোগ্রামের বিদ্রোহ ঘটনার সংবাদ, উক্ত স্থানের আফিসিএটিং কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে, ত্রিপুরা নামক স্থানে লইয়া যাওয়ায় আমাদিগের বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

দানাপুর হইতে যমুনা নামক জাহাজ কতকগুলীন সেনা লইয় রাজদ্রোহি দিগকে পার হইতে না দিবার নিমিত্ত গগরা নদী মধ্যে গমন করিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

১৫ আপ্রিল দিবসে পাটনা যে সমস্ত ডাকে একপত্র আগত হয় তদ্দ্বারা এস্থানে বসন্ত রোগ ভীষণাকার ধারণ পুরঃসর, দিন দিন অনেক আবাল বৃদ্ধকে মৃতগ্রাসে নিপাতিত করিতেছে, উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বিস্তর এতদ্দেশীয় ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছে, এস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয় গ্রীষ্মের প্রবলতা হেতু গত ৬ তারিখে বন্ধ হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের গবরনর জেনরল বাহাদুরের আফিসিএটিং এজেণ্ট ব্রিগেডিয়ার সি, মেকেঞ্জি সাহেব ভবিষ্যতে ২,০০০ টাকা করিয়া মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

কুকি-জাতি হইতে যে সেনা সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহারদিগের নিমিত্ত "সেলাবার" নামক স্থানে একটি চিকিৎসালয় এবং পথিকদিগের সুবিধার জন্য সদর ষ্ট্যাসনে একটি ছাউনি নির্ম্মাণার্থ কাচারের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট ষ্টুয়ার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন।

সসারামবাসি সাকুবির উদ্দিম আহম্মদ এই উপস্থিত বিপদ সময় দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যমত সাহায্য করায় আমারদিগের ছোট কর্ত্তা মহাশয় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উক্ত স্থানের অনরেরি মাজিষ্ট্রেটি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত যশোভূষিত শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অনুনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং অস্মদের প্রণীত নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি সংশোধনানন্তর ভবদীয় সুবিখ্যাত প্রভাকর পত্রের প্রান্তভাগে স্থানদানে মান দান করিবেন নিবেদনমিতি।

প্রবোধ বচন।
একাবলি ছন্দ।
লঘুত্রিপদি।

শুন শুন জীব, হওহে সজীব,
বৃথ আয়ু বয়ে যায়।
দেখ দেখ মন, কররে যতন,
ডাকো ডাকো সদা তায়॥
আপন আপন, বল যারে মন,
তারাকি আপন হবে।
যখন তপন* হইবে গোপন,
তখন কি আর রবে॥
মনে মনে মন, দেখিছ স্বপন,
ভবেরভবে চিরদিন।
মিছে আশা মন, কর অকারণ,
ত্বরায় হইবে লীন॥
কোথায় তখন, রবে ধনজন,
যখন জীবন যাবে।
বন্ধুগণ সবে, রবে এই ভবে,
আরকি তাদের পাবে।
ভাই বলি মন, ডাকো সর্ব্বক্ষণ,
যে তব আপন হয়।
কেহনা আপন, হবে ওরে মন,
সত্য সত্য মিথ্যা নয়॥
পরব্রহ্ম যিনি, যারে আমি মানি,
নাজানি তাহার নাম।
হইবেন তিনি, সদয় আপনি,
দিবেন আপন ধাম॥

তাং ২৮ চৈত্র ১২৬৪।

শ্রীমাধবচন্দ্র লাহিড়ী।
জিলা দিনাজপুর।

*এথাতে তপন শব্দে জীবন কে বুঝায়।

Printed and published by Issurchunder Gooptoo at the *Probhakur Press*.

Torn Pages

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

সত্যাৎ মনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম সমস্তরাত্রিষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাভরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

৭০০৪ সংখ্যা। বুধবার ৯ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২১ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

পুলিসের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের বিধানানুসারে বাটীর যে ভাড়া বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আপিল শুনিবার জন্য আগামি ২২ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময় মহানগর কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাঁহারদিগের আফিসে এক সভা করিবেন।

আপিলাণ্টেরা স্বয়ং অথবা তাঁহাদিগের উকীল কিম্বা কর্ম্মচারি আপিলের পোষকতা জন্য দলিল দস্তাবেজদিগর লইয়া উপস্থিত হইবেন।

W. L. HARWOOD.
Clerk to the Justices.

ডবলিউ, এল, হারউড।
ক্লার্ক।

কলিকাতা
১৭ আপ্রিল ১৮৫৮

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

বিজ্ঞাপন।

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
সুলভমুল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন

আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব।

শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য।
নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের

নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুখীরঞ্জন	১৲
নবনারী	১।০
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

৯ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

লক্ষ্ণৌ রাজধানী যথায় বিদ্রোহি সিপাহিরা গুরুতর দলবদ্ধ হইয়া ব্রিটিসবাহিনীকে দুর্ব্বল বোধে বহুদিন উপহাস করিয়াছিল, তদ্রাজ্য তাহারদিগের বহুলাংশ জন্মভূমি বিধায় তাহারা বাক্‌মানসি নানা আস্ফালন পুর্ব্বক কতই বা বীরত্বের দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেছিল সেই রাজধানী হইতে বিদ্রোহিদল এককালে পরাজিত ও তাড়িত হইয়া নানা দিগ্‌দেশে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ রাজ্যে ব্রিটিস শাসন প্রচার করণার্থ আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহামতি সাহেব বহু আয়োজন করিয়া বহু সংখ্যক সৈন্যসহ তদধিকার করণ উপলক্ষে বৈরীকুলকে এককালে নির্ম্মূল করিতে না পারাতে ইংরাজলোকেরা কত প্রকারেই প্রস্তাব প্রচারিত করিতেছেন, কেহবা প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন, কেহবা তাঁহার পক্ষে লেখনী চালন পুর্ব্বক লক্ষ্ণৌ রাজধানীস্থ যাবতীয় সিপাহিকে উপস্থিত ব্রিটিসবাহিনী দ্বারা বেষ্টন করত ধ্বংস করা অসম্ভব সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, এতদুভয় পক্ষেই নানা যুক্তিযুক্ত উক্তি উক্ত হইতেছে, আমরা তাহার কোনো পক্ষাপক্ষের স্বাপক্ষতা না করিয়াও এসময়ে এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা উচিত বোধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বিজ্ঞ পাঠকগণ প্রণিধান করিবেন।

লক্ষ্ণৌ রাজধানীস্থ ব্রিটিস সেনাগণ তথা ইংরাজজাতীয় অপর রাজপুরুষেরা সস্ত্রীক ও বালক বালিকাকুল সহ বিপক্ষ দল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবাতে তদ্দ্বারে প্রথমতঃ জেনরল হেবলক সাহেব অল্প যোদ্ধাসহ বারম্বার মহাসাহস ও বীরত্ব পুর্ব্বক লক্ষ্ণৌ নগর প্রবিষ্ট হইয়াও কৃতকার্য্য না হইবাতে প্রধান সেনাপতি সাহেব ততোধিক যোদ্ধা লইয়া কথিত পরিবেষ্টিত স্ত্রী বালকগণকে পরিত্রাণ পুর্ব্বক এ মহারাজ্যে প্রেরণ পুরঃসর দেখিলেন যে তদধীন সৈন্য লইয়া তিনি কাণপুর সংরক্ষা পুর্ব্বক লক্ষ্ণৌ অধিকার করত তাহা সুশাসন করিতে পারিবেননা, সুতরাং অযোধ্যা হইতে প্রত্যাগমন পুর্ব্বক কাণপুরে অবস্থান করত আর কতকগুলীন সৈন্য সমবেত হইয়া অযোধ্যা পুনরাক্রমণ করিয়া একপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন বৈরীকুল নির্ম্মূল হয় নাই, তবে বিদ্রোহিগণ অনেকে ভিন্নভিন্ন স্থানে পলায়ন পুর্ব্বক পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা পাইবেক এবং তদ্দমনে ব্রিটিস সেনাগণকে স্থানে স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইবেক ইহারো ভুল নাই, কিন্তু যখন অযোধ্যা রাজ্য চতুর্দ্দিগহইতে পরিবেষ্টিত হয় নাই এবংযখন তন্নগরাধিকারে ভীষণ সংগ্রাম হওন সংপুর্ণ সম্ভাবনা বিধায় ছিন্নভিন্ন করিয়া নিজসেনাগণকে স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যায় সংস্থাপন করা যুক্তিমূলক হয় নাই, তখন প্রধান মহাশয় কিরূপে পলায়নপর বিপক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিতে পারেন, এবং তাহারদিগকে এককালে আবদ্ধ করিতে না পারাতেও তাদৃশ ভাবী অনিষ্টও দৃষ্ট হইতেছেনা।

ইহা সত্য বটে, বিপক্ষকুল প্রাণের আশায় নৈরাশ হইয়া কিছু দিন

স্থানে স্থানে উৎপাত ঘটাইবে কিন্তু যেরূপে ব্রিটিসবাহিনী সকল এক্ষণে নানা প্রদেশ রক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছে তাহাতে দুষ্টদিগের অধিক কাল পাইয়া বেড়াইবারও দ্বারাবরোধ হইতেছে, এবং ইহাও সত্য বটে যে উপস্থিত গ্রীষ্মকালে গৌরাঙ্গ সেনারা তাদৃশ পরিশ্রম করিতে কাতর হয়, আর পক্ষান্তরে এসময়ে বিপক্ষগণ অকাতরে যুদ্ধ করিতে পারে কিন্তু হতরথি হতাস্ত্র হতোৎসাহি হইয়া চতুর্দ্দিগে বিশ্ববিজয়ি সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওনাশঙ্কায় সতত সশঙ্কিত থাকিয়া বীরত্ব প্রকাশের উৎসাহে উৎসাহান্বিত থাকিবেক, এবং অসীমসাহসি হইয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হইলেও তাহারদিগকে কে চালনা করিবেক কোথা হইতে তাহাদিগের আর রসদ আসিবেক এবং কোথায় বা বড় তাপ ও গোলাগুলি সকল পাইবেক বিপুল যুদ্ধাস্ত্র ও তদুপযোগী সামগ্রীও আহার্য্য দ্রব্য পরিপুরিত নগর সকল হইতে যখন তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছে তখন তাহারদিগের দ্বারা আর তাদৃশ উৎপাত ঘটিতে পারেনা তজ্জন্য কেহ ভীত হইবেননা তবে আর কিছুদিন আমারদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে যে সংপূর্ণ সমরসাজে সজ্জীভূত হইয়া থাকিতে হইবেক তাহার অন্যথাও নাই।

অযোধ্যা রাজধানী ব্রিটিসাধিকার হওয়াতে তদ্রাজ্যের অনেক সরদার ও জমীদারগণ পলায়নপর হইয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা সকলেই কিছু বিদ্রোহিভাবাপন্ন নহেন অনেকে প্রথমতঃ ব্রিটিসানুগত্য প্রকাশ করিয়া বিদ্রোহিদিগের প্রাবল্য কালে অনিচ্ছাতেও একপ্রকার উজ্জ্বলযুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ইহাতেই এক্ষণে প্রাণভয়ে ব্রিটিস অধীনে আসিয়া আত্ম সমর্পণ করিতে সহসা সাহসি হইতে পারিতেছেননা কিন্তু তাঁহারা যে অতঃপর প্রবলতম ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন এমত সম্ভবেনা, অতএব এমতেও বিপক্ষপক্ষ ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, অনেক সরদার সময় বুঝিয়া হয়তো ঐ বিদ্রোহিদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া বিনষ্ট করিয়া ব্রিটিসপ্রিয় হইতে আয়াস প্রকাশ করিবেন, এবম্ভূত নানা কারণে ও নানা ঘটনাক্রমে দিনদিন অধুনা বৈরীকুল অবসন্ন হইয়া পড়িবেক তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, অতএব রোহিলখণ্ড প্রদেশে দুষ্ট সিপাহিরা পলাইয়াই যে রক্ষা পাইবেক, কি ব্রিটিস অনিষ্ট সাধন করিতে পারগ হইবেক ইহা চিন্তনীয় নহে।

আমারদিগের প্রধান রথী মহাশয় সমর বিজয়পুর্ব্বক এলাহাবাদে শ্রীশ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুরের সহিত সন্দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন, উভয় মহাশয় একত্র সুমন্ত্রণা পুর্ব্বক বৈরী দমন করিয়া রাজ্য শাসনের সদুপায় চিন্তা করিবেন, অতএব এই শুভ সন্দর্শনে শুভ মন্ত্রণায় যেন রাজা প্রজা উভয়পক্ষের শুভসংঘটন ঘটে ইহাই আমরা সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বহিতকর পরম-পিতার নিকট একান্ত মনে প্রার্থনায় নিবিষ্ট হইয়া অদ্য এই স্থলেই লেখনীকে বিরাম দিলাম।

গত শুক্রবাসরে সুবিজ্ঞ বহুদর্শী রণপণ্ডিত মেজর জেনরল স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেব সামরিক কার্য্য পরিত্যাগ পুরঃসর উত্তর পশ্চিমস্থ রণক্ষেত্র হইতে এই রাজধানী মধ্যে শুভাগমন করিয়া কৌন্সেলের তৃতীয় মেম্বর, পুর্ব্বতন মেজর জেনরলো সাহেবের ভারার্পিত কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই মহাত্মা এস্থানে উপনীত হইলে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে সম্মানসূচক কয়েকটা তোপধ্বনি হইয়াছিল। ইনি যে প্রকার উপযুক্ত তদুপযুক্তই কর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, এই ভয়ানক সময়ে তিনি সমরস্থল হইতে আগমন করায়, দুরাচারি বিদ্রোহিদিগের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল, অতএব যদ্যপি প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সমভিব্যাহারে আর কিছুকাল তথায় থাকিয়া দুরাত্মা মহাপাপকারিদিগকে সমূলে বিনষ্ট করত এস্থানে আগমন করিতেন, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত।

আমারদিগের ইংরাজী সহযোগি সম্পাদক ভ্রাতারা সর্ব্বদা এমত অভিমান করিয়া থাকেন যে "আমরা সমর ঘটিত যে সকল সংবাদ প্রকাশ করি তাহা কখনই অলীক হয় না" তাঁহারদিগের মধ্যে বিশেষতঃ হরকরা সম্পাদক মহাশয়ের কথা যে কিরূপ সত্য তাহা আমারদিগের বন্ধু দ্বয়ের লিখিত নিম্নস্থ পত্র খানি পাঠ করিলে সকলেই বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবেন।

" কিয়দ্দিবস গত হইল, হরকরা পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে "অযোধ্যা নগরস্থ বিদ্রোহিরা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আরা নামক স্থানে মিলিত হইতেছে,, এই অশুভকর সংবাদটি হরকরা সম্পাদক কোথা হইতে পাইয়াছেন? এমত অলীক সংবাদ লিখিয়া কেবল আমারদিগের দেশস্থ বন্ধুবর্গকে চিন্তাযুক্ত করা মাত্র, যেহেতু আমরা উক্ত স্থানে থাকিয়া নিরুদ্বেগে রেলরোডের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতেছি, এবং অন্যান্য সরকারি কর্ম্ম নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, মোং ফয়জাবাদের কতকগুলি বিপক্ষ একত্র হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের দমনার্থ অন্যান্য স্থান হইতে শীক ও গৌরাঙ্গ সেনা আনয়ন করিতেছেন, অদ্য এখানে ৩৫ গণিত ২০০ দুই শত শ্বেত সেনা ২০ টা তোপ সমভিব্যাহারে পঁহুছিয়াছেন এবংএখানে একটি সামান্য দুর্গ নির্ম্মাণ হইতেছে সংপ্রতি কোনো গোলোযোগ নাই, তাং ১১ আপ্রিল।

শ্রীনীলকমল হালদার।
রেলওয়ে ইনিস্পেক্টর।
নিবাস নৈহাটি।
শ্রীরসিকলাল মিত্র।
মাজিষ্ট্রেটের হেড কেরাণি।
নিবাস ভবানীপুর।

আমরা মিথ্যার বিদ্রোহি হই।,,

১৭ মার্চ্চ দিবসীয় বিলাতীয় সংবাদ গত কল্য এতন্নগরে আগত হয়, তৎপাঠে অবগতি হইল, এই উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনায় আমারদিগের সুবিজ্ঞ বিচারদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মেং হেলিডে সাহেব সাতিশয় যত্ন ও বিবেচনা সহকারে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করণের নানামত প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট করায় বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবান সহকারে নমস্কার প্রদান করিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগতি হইল, " অযোধ্যা, এটোয়া, ঝান্সি, আজিমগড়, এবং বাবুল নামক স্থানে বিদ্রোহ ঘটনা উপলক্ষে ইংরাজ লোকদিগের অধীন কর্ম্মচারি বিস্তর হিন্দু এবং কতকগুলীন যবন শত্রুহস্তে পতিত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছে।

লেপ্টেনাণ্ট ফ্যুয়ার্ট সাহেবের বিশেষ যত্নে, কাচার নামক স্থানে কুকি জাতি হইতে যে এক রেজিমেণ্ট সেনা সংগ্রহ করা হইতেছিল, তাহা প্রস্তুত হইবায়, তাহারদিগকে সমরসংক্রান্ত পরিচ্ছদাদি দেওনে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

তত্ত্ব প্রকরণ।
একাবলীচ্ছন্দ।

কি ভাবে এভাবে ভ্রমিছ জীব।
স্বভাবে অভাব করিলে শিব॥
মায়ার আধার সংসার ময়।
মোহিত বিহিত উচিত নয়॥
ভবের সৃজিত বিনোদ ভব।
কেবলি অসার জানিবে সব॥
তথাপি চেতন হোলোনা তব।
আমার আমার সঘনে রব॥
জনক জননী কুমার জায়া।
সেশুধু মায়ার কায়ার ছায়া॥
ভবন বিভব ভূষণ বাস।
সকলি বৃথার হইলে নাশ॥
কিছার মিছার ইন্দ্রিয় সুখ।
যখনি তখনি কেবলি দুখ॥
যখন শয়ন হবে ভূতলে।
কিহবে তখন সম্পদ বলে॥
বদন ব্যাদন করি সঘনে।
ভ্রমিছে শমন তব ভবনে॥
কি হবে কখন বলিব কিসে।
ক্ষণেকে ক্ষণেকে লাগিছে দিশে॥
এহেতু বিধান শুনহে জীব।
যাইবে অশিব ভজহে শিব॥
স্বহিত সাধন যদ্যপি হবে।
অহিত রহিত করহ তবে॥
কথিত মানব প্রধান ভবে।
বিহিত বিধান উচিত তবে॥
ভুলনা কুহকে ললনা মদে।
ডুবোনা ডুবোনা মায়ার হ্রদে॥
অসার ভুবনে যেজন সার।
করহে সঘনে সাধানা তাঁর॥
অশিব হবেনা রবেনা দুখ।
রবেনা ভাবনা পাইবে সুখ॥
নিয়ত সুপথে চরণ কর।
মরণ হরণ চরণ স্মর॥

চিরবাধিত শ্রীমতিলাল বসু।
সাং মহেশ্বরপুর।
জিলা বারাসত পরগণে আনরপুর।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৺ সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ৺
৺ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ৺

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম যতদ্ভ্রনীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

৭০০৫ সংখ্যা। শুক্রবার ১০ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২২ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল। মাসিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ২২ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি সুজামুটী পরগণায় সুজামুটির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কাজোলীগড় নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী কতিপয় পর্ণকুটির এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান একশত বিঘা, তাহা গড় অর্থাৎ জলের নালা দ্বারা বেষ্টিত, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা কাছারিবাটী এবং তাঁহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি, তাহা মাটির প্রাচীর ও পুষ্পবৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও মৌতবী পুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণী ও বাঁধাঘাট আছে ভূমি অনুমান৮৵ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগান ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি এবং একখানি পর্ণকুটির ও দিগি পুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান বত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি মেদিনীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাজার সুজাগঞ্জ নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি পরগণে সুজামুটীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত মহল বাজকুল চাকলা হিজলী নামক নং ১৭০৯ যে এক তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোং ৩৭১৫০ ৸৵৮ পাই তাহার মধ্যে কালেক্টর সাহেব এক শত বাষট্টী টাকা পাঁচ আনা আট পাই ফেরৎ জমা দেন এবং যাহাতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে অর্থাৎ নরেন্দ্রপুর, ব্রজাপুর, হিঞ্চাগাড়ী, নরন্দ্রাড়ি, রসল, গোমতা, ধুশীয়া, বোরো, ঈশ্বরপুর, ছোট ঈশ্বরপুর, বামুনারা, গোপালপুর, বাবুয়াজা, সরবরিণ, জগোমোহনপুর, বৌলোনিয়া, খোলাবারিয়া, কিশবার নোমকবার, শরিবার, ডকবার, নইন্দাচক, কিসমত বাহাদাপুর, বাহাদুরপুর, শ্যামাচক, সিনদপুর, মহাদলপুর, মোনোহরপুর, রাধাপুর, পুর্ব্বরাধাপুর, দয়ালচক, বলরামচক, আশুতিয়া, চৌদানিয়া বৃন্দাবনপুর, নৌলিয়া, দীরিবার, শুক্রলাপুর, গরিনিয়া, সাদুলাচক, কিসমত চক কাজি, চক ইক্ষুপত্রিকা, মাধাখালী, বামুনিয়া, কিসমত বামুনিয়া, ঈশ্বরপুর, ভৈরব, চক আজরা, চক বড়বাড়ী, মাকলাসী, পুরাচিঙ্গড়া, বাঁকাবুলিয়া, হাতিবাড়ী, কপতহোয়ারি, বাজকুল, বিভীষণপুর, শঙ্করপুর তাতানালা, নীলপুর, কুতবাদিপুর, রাজেন্দ্র, চক ইন্দ্রজিৎ, চক কুমার, চক রাম, চক উত্তর বড়বাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কিসমত বাজকুল নামে নং ১৭১০ যে এক তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোং ৩৩৬১।৵৮ এবং যে জমীদারিতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা, গড়বাড়ী, খারিসবাড়ী, কাঁকুড়বাড়ী, ঝিনুকাকালী, ও শিয়ারকালী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২০৫৮ নম্বরের গৌরাঙ্গচক নামে যে এক তালুক আছে, তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির ১০৬২৵৩, উক্ত জমীদারির মধ্যে নিম্নলিখিত মৌজা সকল আছে যথা গৌরাঙ্গচক, পুর্ব্বচক, পশ্চিমচক, তরকালী এবং গড়বাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত দুর্গাচক নামে নং ২০৮৯, যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ১০৩৭৸১।। কড়া তাহাতে নীচে লিখিত মৌজা সকল আছে যথা, দুর্গাচক, গড়বাড়ী, খারিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ঝিনুখালী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাশুলিয়া চক নামে ২৯০ নম্বরের যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬৫৪৸৮, তাহাতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা বাশুলিয়া চক, গড়বাড়ী, খিরিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ঝিনুখালী, ও পুরুচক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্র নারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রী ত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত শ্যামাচক নামে ২০৯১ নম্বরের যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬০৮৸৩ তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা গড়বাড়ী, শ্যামাচক, খিরিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ও কপোতবাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্র নারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্তজিলা ধাপুর নামে নং ২৬২০, যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিতরা কোং ৬০৭৲ ৯।। কড়া, তাহাতে নিম্নস্থ মৌজা সকল আছে যথা, বিভীষণপুর, বৃন্দাপুর, ইক্ষুপত্রিকা, চৌদানিয়া, নারায়ণদাড়ী, কোয়ারচক, মুজাপুর, নরেন্দ্রপুর, এবং পুর্ব্বরাধাপুর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এইসকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৭ আপ্রিল ১৮৫৮

পুলিসের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের বিধানানুসারে বাটীর যে ভাড়া বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আপিল শুনিবার জন্য অদ্য ২২ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময় মহানগর কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাঁহারদিগের আফিসে এক সভা করিবেন।

আপিলাণ্টেরা স্বয়ং অথবা তাঁহাদিগের উকীল কিম্বা কর্ম্মচারি আপিলের পোষকতা জন্য দলিল দস্তাবেজদিগর লইয়া উপস্থিত হইবেন।

W. L. HARWOOD.
Clerk to the Justices.
ডবলিউ, এল, হারউড।
ক্লার্ক।

কলিকাতা
১৭ আপ্রিল ১৮৫৮

সংবাদ প্রভাকর

১০ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা পরমেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক পরমানন্দে প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার কলুটোলা নিবাসি ধনরাশি গুণরাশি ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু গুরুদাস দত্ত মহাশয় গত পরশ্বঃ মঙ্গলবার দিবসে রাজ বিচারে নির্দ্দোষী হইয়া হুগলি হইতে আপনার ভবনে আগমন করিয়াছেন, সেই শুভ সমাচার যিনি শ্রবণ করিবেন তিনিই আনন্দনীরে নিমগ্ন হইবেন। গুরুদাস বাবু অতি সুজন, সাধু তাঁহার বিপদে সজ্জন মাত্রেই নিজ বিপদ জ্ঞান করিয়া অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। এক মিথ্যা জনাপবাদ-জনিত সন্দেহক্রমে রাজপুরুষেরা তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলে আমরা মর্ম্মান্তিক কষ্টে এপর্য্যন্ত কেবল নীরব ছিলাম, একটিবারো লেখনী ধারণ করি নাই মুখফুটিয়া কাহারো নিকট এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিনাই ইংরাজী পত্রে কত ব্যক্তি কতরূপ লিখিয়াছেন। কত স্থানে কত ব্যক্তি কল্পনা পূর্ব্বক কত কথা কহিয়াছেন, আমরা পাষাণ হইয়া কেবল তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছি, সকলি সহ্য করিয়াছি, কোনো লেখকের কোনো লেখারি ও কোনো ব্যক্তির কোনো কথারি কোনো প্রকার উত্তর করি নাই। প্রস্তাবনাক্রমে কখনো কখনো এই মাত্র কহিয়াছি, যে, আমার দোষ কেবল আমিই জানি, ও জগদীশ্বর জানেন আমার দোষ আমি ভিন্ন কখনই পরে জানিতে পারেনা, আর যেপর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তির দোষ প্রকাশ্যরূপে সপ্রমাণ নাহয়, সেপর্য্যন্ত দোষি বলিয়া অপবাদ করা কর্ত্তব্য হয়না, ইহাতে শুদ্ধ অধর্ম্ম সঞ্চার হইয়া থাকে। অপিচ নিয়তই মনে মনে এমত প্রার্থনা করিয়াছি, হে জগদীশ্বর! আমারদিগের পরম সুহৃৎ গুরুদাস বাবু যদি নিরপরাধী হয়েন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আশুই তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান কর। হে সত্য! তুমি এখনিই প্রকাশ হও। হে ধর্ম্ম! তুমিতো আছ, অতএব ধর্ম্মের কর্ম্ম করিয়া ধার্ম্মিককে রক্ষা কর। ক্রিয়া সাক্ষি সর্ব্বজ্ঞ অন্তরাত্মা করুণাময় পরমপুরুষ তাহাই করিলেন, অর্থাৎ বিচারপতিদিগের হৃদয়ে উদয় হইয়া কহিলেন "গুরুদাস, নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষী। সত্য আপনিই প্রকাশ হইলেন, এবং ধর্ম্ম আপনার

কার্য্য আপনিই করিলেন। একারণ আমরা এই স্থলে পুনর্ব্বার ঈশ্বরকে সত্যকে এবং ধর্ম্মকে আর একবার প্রণতি করি। সাধুবাদ করি। আর যাঁহারা এই দোষ হীন সাধু ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছেন, কোনোরূপ ঘটনা করিয়াছেন, এবং এই বিপদে আমোদ করিয়াছেন, তাঁহাদিগ্যেও নমস্কার। —এতৎ শিব সমাচার লিখিতে লিখিতে আমারদিগের অন্তঃকরণে কি এক অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দজ্যোতিঃ প্রকটিত হইতেছে তাহা ব্যক্ত করিবার নহে।

আমারদিগের অযোধ্যানগর প্রবাসী বন্ধুর লিখিত পত্র সমাদর পূর্ব্বক অবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! আমরা বিগত ফিব্রুআরি মাসের ২৭ তারিখে মোং কাণপুর হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সহিত সংমিলিত হইয়া ৩ মার্চ্চ তারিখে সসৈন্যে অযোধ্যার সন্নিকটস্থ—"দেলকোষা"—নামক রাজোদ্যানে উপস্থিত হই, তথায় এক সপ্তাহ বাস করত অনেক গোলা গুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ১০ তারিখে মৃত মহাত্মা লা-মার্টিনিয়র সাহেবের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে আসি।—প্রধান সেনাপতি মহাশয় তথায় দুই দিবস বাস করণানন্তর সেনাদিগকে অগ্রসর হইবার আজ্ঞা প্রদান করেন, বিশ্ব-বিজয়ি ব্রিটিস সেনানিকরের প্রবল প্রতাপে অসহিষ্ণু বিপক্ষদল যত পলায়ন তৎপর হইল, আমরা ততই অগ্রসর হইতে হইতে একেবারে কেযসরবাগ নামক সুরম্য রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলাম এখন সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছি, এতাবৎ কাল যে জীবিত আছি, ইহাতে সেই এক জগন্নাথের মহিমা ব্যতীত আর কিছুই কারণরূপে প্রতীয়মান হয়না, অতএব তাঁহাকে দিবারাত্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, তাঁহার কৃপায় মহাশয়দিগের সহিত বিশেষতঃ মহাশয়ের চিত্ত প্রমোদকর, ধ্বান্তহর, প্রথম দিবসীয় মাসিক প্রভাকর পত্র পত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে পাঠ করিয়া জীবন সার্থক ও শীতল করিতে পারগ হইতেছি।—যখন ঘোরতর সমরতরঙ্গে গৌরাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে হতাহত হইতেছে, অশ্ব, হস্তি, উষ্ট্রের আর্ত্তনাদে দিগ-বিদীর্ণ হইতেছে, অনবরত নানাপ্রকার কামানের আকাশভেদী ধ্বনিতে জননিকরের কর্ণকূহর ভেদ হইয়া গিয়াছে, তখনও মাসিক প্রভাকর প্রাপ্তে আমি আহ্লাদ রাখিবার স্থান পাই নাই, মহাশয়!—অন্যে যখন প্রাণ রক্ষার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত ভীত ও কাতর হইয়া 'হা হতোহস্মি,,কোথায় যাব, কোথায় প্রাণ রক্ষা হবে, ইত্যাদি রবে কোলাহল করিতে করিতে কোথায় যান, কি করেন, জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, আমি মহাশয়ের মাসিক প্রভাকর লইয়া সেই সময় অনায়াসে অকুতোভয়ে মনের সুখে বিশ্রাম করিয়াছি, কোনোপ্রকার ভয়ের উদ্রেক হয় নাই।—অতএব পরমেশ্বরের নিকট কায় মনোবাক্যে আমার এই প্রার্থনা যে তিনি যেমন বিগত যুদ্ধে অস্মদাদির জীবন রক্ষা করিয়াছেন, প্রভাকরের প্রভা সেইরূপে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করত প্রভাকরকারককেও চিরজীবী করুন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল।
FIELD PAY OFFICE.
At Lucknow."
১১ আপ্রিল ১৮৫৮।

"আলালের ঘরের দুলাল" নামক এক খান চিত্ত সন্তোষকর নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সমুদয়াংশ এপর্য্যন্ত পাঠ করা হয় নাই এজন্য অদ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করণে অক্ষম হইলাম।

অনুবাদিত সংবাদ।

আমারদিগের সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ দয়াবান গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুর আলাহাবাদে উপনীত হইয়া এমত অনুমতি প্রদান করেন, ব্রিটিস সেনাদিগের দ্বারা যে সকল প্রজার শস্যাদি নষ্ট করা হইয়াছে, তাহারদিগের ক্ষতিপূরণ করা যাইবেক।

গত ৮ তারিখের রোয়ালপিণ্ডির পত্রে লেখে "অদ্যাপি এস্থানে গ্রামের কিছুমাত্র প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়না, তবে মধ্যাহ্ন সময়ে তপন, পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু প্রতাপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।—কিয়দ্দিবস হইল, এস্থানে কয়েকদল ব্রিটিসসেনা আগত হইয়াছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃদিবাকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড্রিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা। অগ্রিম ৬টাকামাত্র

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যৎভ্রমমত্তভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফকারসং॥

৭০০৬ সংখ্যা] শুক্রবার ১১ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২৩ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

রিসিবর আফিস।

ইজারা।

ভোলানাথ কুণ্ডু চৌধুরী দিগর বাদি।

অন্নদাপ্রসাদ রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দিগর প্রতিবাদি।

ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সালের ২৪ আপ্রিল শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারলস সুইণ্টান হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে জিলা হুগলির অন্তর্গত মৌজে বৈকুণ্ঠপুরের ছয় আনির শামিল কাষ্ঠগোলা নামক পান্সীঘাটার ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন তাঁহারা উক্ত আফিসে ঐ সময়ে উপস্থিত হইবেন ইতি।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস।
৫ আপ্রিল ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব।

শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য।
নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধি

ক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
নবনারী .... ১।০
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

সংবাদ প্রভাকর

১১ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

চট্ট গ্রাম প্রবাসি বন্ধুর প্রেরিত সংবাদ সাদরে প্রকটন করিলাম।

"এখানে চাউলের বাজার নিতান্তই মহার্ঘ্য হইয়াছে। এমত কখনই হয় নাই, প্রতিমোন দুই টাকার অধিক হইয়াছে। দুঃখি লোকেরা আর বাঁচেনা। চাকুরে লোকেরাও মারা পড়িতেছেন,,।

"সংপ্রতি জ্বররোগের কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু এখানকার "সবএসিস্টাণ্ট সারজন,, শ্রীযুত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় করুণাগুণে বিনা অর্থে চিকিৎসা দ্বারা বিস্তর অক্ষম দীন লোকের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, এমত দয়ালু লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়না, ইঁহার গুণ ও মহত্ত্ববিষয় বর্ণনাতীত, আহ্বান না করিলেও দুই বেলা স্বয়ং গিয়া দুঃখিদিগের চিকিৎসা করেন, কিঞ্চিদ্দূরে গমনাগমনে ক্লেশ হয়, দীনজনেরা পাল্‌কিভাড়া দিতে অশক্ত, এই কারণ একটি ঘোটক আরোহণে সর্ব্বত্রই যাতায়াত করেন। অপূর্ব্ব বাবুর অপূর্ব্ব চরিত্র, এখানে এমত পরোপকারী ধার্ম্মিক দয়াশীল ডাক্তার আর কেহই আসেন নাই,,।

"এসিস্টাণ্ট কমিস্যনর বাবু অভয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসাতে এই নগরস্থ সমস্ত ভদ্র ও বিজ্ঞলোক "কানুন,, পাঠের ও তাহার অর্থ করণের এক সভা করিয়াছেন, বিচারপতি শ্রীযুত রায় নবীনকৃষ্ণ পালিত মহোদয় তাহার সভাপতি হইয়াছেন প্রতি রবিবার দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে সভা হইয়া থাকে সভা-ভঙ্গ হইলে পর এক এক দিবস এক এক সভ্যের ভবনে মিষ্টান্ন ভোজনের আমোদ হইয়া থাকে। এই সভা চিরস্থায়িনী হইলে আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ জনগণের পক্ষে বিস্তর উপকার হইবে।,

"এবৎসর এই সহরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পরীক্ষা অতি উত্তমরূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে, ইহাতে শিক্ষক মহাশয়েরা যথোচিত প্রশংসা পাইবার পাত্র হইয়াছেন। হেড মাষ্টর বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি যোগ্য, সদ্বিদ্বান্, পরিশ্রমী এবং অধ্যাপনার কর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ, ইহাতেই এত দূর পর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছে।,,

"এবৎসর এপর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে খরতর দিনকর তাপে তাপিত হইয়া তাবতেই হাহাকার করিতেছে।,,

আদর পূর্ব্বক নিম্নস্থ বিষয় প্রকাশ করিতেছি।

"টাকীর নিকট দেবহাটা।
৩ বৈশাখ ১২৬৫ সাল।

"এই দেবহাটায় বিদ্যালয় স্থাপনের অভিলাষে বাবু বেণীমাধব ঘোষের ভবনে এক সভা আহ্বান করা যায়, সেই সভায় বাবু প্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জন উত্তমরূপ বক্তৃতা করেন। এমত নির্দ্ধারিত হইল, গ্রাম্য চাঁদায় অর্দ্ধেক এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্দ্ধেক টাকার সাহায্য লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে, ডাক্তার এই বিষয় এবং আর আর হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন।,,

"২৪ পরগণার নিমক পোক্তান রহিত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে দেবহাটার নিমকের কাছারী বাটী বিক্রীত হইবেক, ঐ বাটী ক্রয় করিয়া তাহাতে বিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা হইতেছে।,,

"কালীগঞ্জে উত্তম পুষ্করিণী না থাকাতে জলাভাব জন্য জনসমূহের কষ্টের কথা ব্যক্ত করা যায়না। এই দুঃখ দূরীকরণার্থ সুধার্ম্মিক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী টাকী নিবাসী বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী মহাশয় বৃহৎ এক দীর্ঘিকা খনন করিতেছেন, এই শিবকর ব্যাপারে এদেশের তাবতেই তাঁহারদিগে অনবরতই সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।,,

"গত চৈত্র মাসে টাকী গ্রামে ওলাউঠা রোগের এতদ্রূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, অনেক ব্যক্তিই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহা নিবারণ হওয়াতে পুনর্ব্বার সকলে গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন।,,

"আমার নিতান্ত প্রার্থনা, এ অঞ্চলের যে যে স্থানে ডাক্তার আছেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের নিকট ওলাউঠা নিবারণার্থ "হনিক বর্জ্জর,, সাহেবের বিখ্যাত ঔষধ অর্পণ করেন, তাহা হইলে বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা।,,

আমারদিগের ফতেগড়স্থ বন্ধু, যিনি ইতিপূর্ব্বে উক্ত স্থানের বিদ্রোহ ঘটনা বিষয়ক সমুদয় বিবরণ পত্যে লিখিয়া প্রেরণ করেন, তাহা দীর্ঘাকার ও কবিতার অনেক স্থানে মিল ও ছন্দের দোষ থাকাপ্রযুক্ত পত্রস্থ করিতে বিরত হইলাম, অতএব এই স্থলে আমরা তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক কহিতেছি, যে, তিনি ইহাতে ক্রোধান্বিত না হইয়া অনুগ্রহ পুরঃসর ভবিষ্যতে সমরঘটিত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সংবাদাদি গদ্যে লিখিয়া আমারদিগকে বাধিত করিবেন, পরন্তু বীর করুণা রসাদিঘটিত সৎসন্দর্ভ যাহা যখন মনে উদয় হইবে, তাহা পত্যে সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া প্রেরণ করিলে, আমরা সাদরে প্রভাকরে প্রকটন করিব।

চট্টোপাধ্যায়, মিত্র, এবং ঘোষ নামক কায়স্থের প্রধান তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তি, হিন্দুধর্ম্মত্যাগী রেবরেণ্ড শ্রীযুত লালবেহারী দে কর্ত্তৃক এতদিনের পর অন্ধকার হইতে আলোকে পদার্পণ করত স্বর্গে যাইবার পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

নবাবগঞ্জস্থ ব্রিটিস সিবির হইতে বিগত ১২ তারিখে যে এক লিপি আগত হয়, তাহাতে ব্যক্ত করে, "বক্‌ত জংয়ের অধীন ১৬ রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং অন্যান্য কতকগুলীন গোরখা সেনা প্রায় পঞ্চদশ দিবস হইল, এস্থানে কোনো কার্য্যব্যতীত আলস্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, ফৈজাবাদ গমনকরণের পথে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে সম্প্রতি নানা স্থান হইতে আহারীয় দ্রব্যাদি এস্থানে আমদানি হওয়ায় প্রায় সকল দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, বিস্তর বিদ্রোহি সেনা প্রকাশ্য পথি মধ্যে থাকিয়া গোরখা সেনাদিগকে আক্রমণ করণের উদ্যোগে আছে, কারণ ইহারা নেপাল হইতে সমরক্ষেত্রে আগমন করণাবধি একাল পর্য্যন্ত অসংখ্য বিপক্ষের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে ও করিতেছে, লক্ষ্ণৌ নগরস্থ বৃদ্ধা বেগম বিপুলবিত্ত ও কীর্ম্মতীয় বিস্তর অলঙ্কারাদি সমভিব্যাহারে সংপ্রতি বোটাওলি নামক স্থানের দুর্গ মধ্যে কালাতিপাত করিতেছেন, শুনিলাম, তাঁহার অধীনে ৩,০০০বিদ্রোহি সেপাহি আছে, আমাদিগের গগরানদী পার হইবার নিমিত্ত মানসিংহ কয়েকখানা তরী পাঠাইবেন লিখিয়াছেন, সম্প্রতি গোরক্ষপুর, আজিমগড়, জোয়ানপুর এবং আরআর কয়েকস্থানে বিদ্রোহি সঙ্খ্যা বিলক্ষণরূপে দৃষ্টি করা যাইতেছে, অতএব এই সকল স্থানে শান্তিস্থাপন হইলে আর বড় ভয়ের বিষয় থাকিবেনা।

১৫ আপ্রিল দিবসে আলাহাবাদ হইতে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে এস্থানের ৭॥ ক্রোশ অন্তর অযোধ্যার সান্নিধ্য "মৌ,, নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি স্থানে কতকগুলী দুর্গ আছে, বিদ্রোহিরা সেই সকল দুর্গ অধিকার করত অবস্থিতি করিতেছে, এনিমিত্ত আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, ব্রিগেডিয়ার ব্রাডফিল্‌ড সাহেবকে তথায় গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহাতে উক্ত বীরবর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সংখ্যা অধিক অবলোকন করত, পুনর্ব্বার শ্রীশ্রীযুতের সমীপে আসিয়া এমত আবেদন করেন যে, বিস্তর বিদ্রোহি ১৪ টা দুর্গ অধিকার করত আমাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করণার্থ বিশেষ উদ্যোগি হইতেছে, অতএব আমার অধীন সেনারা তাহাদিগের অগ্রে গমনকরণে পারগ হইল ইহা শ্রবণ করত শ্রীশ্রীযুত বিস্তর ব্রিটিসবাহিনীকে বড় বড় তোপ সহিত উক্ত দুরাত্মাদিগকে উচিতমত শাস্তি প্রদানার্থ শীঘ্রই ভাগীরথী পার হওনে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, ইহারা যদ্যপি শত্রুদিগের সহিত সমর করণে অক্ষম হয়, তবে আলাহাবাদ রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে, আমা-

দিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর বেরিনস্থ বিদ্রোহিদিগকে শমন-সদনে প্রেরণার্থ তথায় যাত্রা করিয়াছেন, শুনিলাম উক্ত মহারথী তথা হইতে, এস্থানে আগমন করিয়া গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করণের মানস প্রকাশ করিয়াছেন।

হাজারিবাগের পত্র পাঠে অবগতি হইল, "এস্থানে বারিক নির্ম্মাণ করণার্থ ইঞ্জিনিয়র সাহেব বড়ই মনোযোগী হইয়াছেন ইতিমধ্যেই তিনটি বারিক প্রায় নির্ম্মিত হইয়াছে সম্প্রতি এস্থানে কোনোরূপ গোলো যোগ নাই, কিন্তু সিংহভূমে অদ্যাপি বিদ্রোহ শঙ্কা কিছু মাত্র উপশম হয় নাই।

অনুবাদিত সংবাদ।

দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহা এবং তাঁহার অন্যান্য পরিবারদিগের সম্বন্ধীয় যে কয়েক খানা জাইগির রাজকোষভুক্ত হইয়াছে, তাহার বাৎসরিক আয় পাঁচ লক্ষ মুদ্রা হইবেক।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার পূর্ব্বতন মেম্বর মেং এলিয়াট সাহেব স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবায়, তৎপদে মেং ফরবস্ সাহেব অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিবেদন মিদং আমার এই কতিপয় পঁক্তি পদ্য রচনা করিয়া মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনকার প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়া বাধিত করিবেন।

মনকে চৈতন্য দান।

পদ্য।

দুরাচার মনামার একি ভ্রান্ত হলি।
মায়াবশে রসোল্লাসে হারালি সকলি ॥
তুমি কার কে তোমার দেখ মন ভেবে
ফাঁকী দিয়ে সবে কবে আঁখি যে মুদিবে
হায় হায় একি দায় দেখেও দেখনা।
বলিয়া বুঝাব কত বুঝেও বুঝনা ॥
চিরজীবি নহে জীব জান তুমি মন।
দিন যায় নাহি হয় মরণ স্মরণ ॥
খেলা করে বেল আর না ঘুচাও ভাই
হেলায় ডুবালি ভেলা ভাবি আমি তাই
তব দোষে অবশেষে না জানি কি হয়
এখনো সময় আছে কর সদুপায় ॥

অসার সংসার মন সার করিয়াছ।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয় ভুলিয়া রয়েছ ॥
নয়ন মুদিলে মন অন্ধকারময়।
বার বার কত আর বুঝাব তোমায় ॥
ঐশ্বর্য্য বৈভব মন সব অকারণ।
মরণান্তে সঙ্গে কারো নাহি যায় ধন ॥
বৃথা কেন উপার্জ্জন হেতু দেশে দেশে
ভ্রমে কেন ভ্রমণ কররে ধন আশে ॥
সব্ ফাকিজুকী মন শব হয়ে যাবি।
একুল ওকুল মন দুকুল হারাবি ॥
অকুল পাথারে নাই কুলের নির্ণয়।
এখনো সময় আছে কর সদুপায়।

একবার মনামার চিন্তা কর মনে।
কি ঘটনা ঘটিবেরে শেষের সে দিনে।
সঙ্কল্প সহিত দূরে যাইবে গৌরব।
স্পন্দ শূন্য অচৈতন্য হইবি নীরব ॥
প্রযত্নে যে দেহ মন করিছ ধারণ।
ধূলিধূষরিত হবে হইলে পতন ॥
পরিবারে করিবেক হাহাকার রব।
বিভব তেজিবে সব হলে পরে শব ॥
প্রাণ তুল্য প্রণয়িনী কোথায় রহিবে।
প্রাণাধিক পুত্রগণে বল কি করিবে ॥
দিনান্তে না চিন্ত ইহা হায় হায় হায়।
এখনো সময় আছে কর সদুপায় ॥

জাননারে এদেহের অধিকার কালে।
বিলম্ব সবেনা কাল নিয়মান্ত হলে ॥
পঞ্চত্ব প্রাপ্তের দিনে যাবে বুদ্ধি বল।
ভবভীষিকা প্রলাপাদি দেখিবে প্রবল ॥
ধন জন হোতে নাহি হবে তদুপায়।
শঙ্কটে পড়িয়া শেষে কবে হায় হায়।
চরমে পরমপদ আছে নিরূপণ।
সচেতন হও ওরে অচেতন মন ॥
দিনে দিনে লহ চিনে আপন আলয়।
পথ হারা হোয়ে যেন প্রমাদ না হয় ॥
বিষম সঙ্কট ভাই শমনের দায়।
এখনো সময় আছে কর সদুপায় ॥

আশাবায়ু ক্ষান্ত কর ওরে মূঢ় মন।
জাননা রে শীয়রেতে এসেছে শমন ॥
মন দিয়া শুন মন বচন আমার।
পাপাগার হতে যাতে হইবি উদ্ধার ॥
হইবে অনন্ত সুখ যাবে হাহাকার।
কালের করাল গ্রাসে পাইবি নিস্তার
তিন দুনা যার বক্ত্র ব্যক্ত পৃথিবীতে।
তার জন্মদাতার ভূষণ যে অঙ্গেতে ॥
তাহার মস্তকে আছে চিহ্ন পদদ্বয়।
তার ঐরি যেই জন শাস্ত্রমত হয় ॥
সে যার বাহন কর সে পদ আশ্রয়।
এখনো সময় আছে কর সদুপায় ॥

শ্রীমা, চ, ব।
মোং খামারদেয়াড়।

Printed and published by Issurchunder Gooptо at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০০৭ সংখ্যা। শনিবার ১২ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২৪ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
নবনারী	১।০
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

১২ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা ঢাকা নগরস্থ কোনো বন্ধুর লিখিত পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে তথায় তণ্ডুল পনেরোশের টাকায় দিদালি এবং অন্যান্য আহারীয় দ্রব্য সমস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ম্মূল্য হওয়াতে তত্রস্থ প্রজা সমূহের ও তন্নিকটস্থ শাখা প্রশাখা নগরবাসি প্রজাপুঞ্জের কোন মত প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত ভার হইয়া উঠিয়াছে, অন্নচিন্তায় প্রায় সকল লোকেই হাহাকার শব্দ করিতেছে, কেহই স্বীয় চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করিতে সমর্থ হইতেছেনা।

পূর্ব্বে যখন এখানে বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে তণ্ডুল, দিদালি, গোধূম প্রভৃতি দ্রব্য সমুদয়ের আমদানি হইত তখন প্রজারা অক্লেশে অতি সুলভ মূল্যে এসকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বস্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, অধুনা সেই সকল স্থান হইতে আমদানি প্রায় রহিত হইয়াছে অথচ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইতেছে, তাহাতে আবার এখানে অনেক প্রজারদের বাসস্থান, যেখানে যে সকল

আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী নগরবাসিদিগেরি সম্পোষ্য যোগ্য, সেখানে অন্যান্য দেশে শস্য সঞ্চারিত হইলে প্রজাদিগের দিনদিন দুঃখসাগর উথ লত হইবে তাহার কথা কি ?।

আমারদিগের যশোহর জিলাস্থ বন্ধুর পত্রখানি সমাদর পুর্ব্বক অবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

" হে প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! এত দিবসের পর বিধি আমাদিগের প্রতি সানুকুল হইয়াছেন বিগত সপ্তাহে এস্থানে সহসা ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অনবরত বারি বরিষণ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকা এবং বড় বড় শীল পতন হইয়াছিল, ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা সম্প্রতি এস্থান অনেকাংশে শীতল হইয়াছে, বৃষ্টি বিহনে নীলকর সাহেবেরা নীল চাস বিষয়ে একেবারে ভরসা বিহীন হইয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহাদিগের আর আনন্দের পরিসীমা নাই, গ্রীষ্মের প্রবলতা হেতু ওলাউঠা রোগ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করত বড়ই দৌরাত্ম্য উপস্থিত করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহার আর পূর্ব্বমত প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়না, এক্ষণে আমরা সকলে জগদীশ্বর কৃপায় সুস্থাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছি।

বিগত ১৯ আপ্রিল দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগতি হইল, আজিমগড়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেব, এমত সংবাদ দেন, যে গত ১৭ তারিখে লেথা নামক পল্লিগ্রামে, ব্রিটিস সেনারা বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করত সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন শত্রুগণ আপনাদিগের আহারীয় ও সমর সংক্রান্ত দ্রব্যাদি এবং ২ টা তোপ সমভিব্যাহারে নগরা নামক স্থানে গমন করণের পথাভিমুখে পলায়ন করে, পরে সেই স্থান হইতেও তাহারা তাড়িত হয়, বিদ্রোহি কুমার সিংহ, " গগরা" দিয়া বলিয়াঘাট ভাগীরথী পার হওনের মানস করিতেছেন, কারণ উক্ত স্থানে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার নিমিত্ত কয়েকখানা নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। কাণপুরের সমাচারে বিদিত করে, ওয়ালপোল সাহেবের অধীন সেনারা, বিদ্রোহি নরপুত সিংহের অধীনস্থ সৈন্যদিগকে কুরি নামক স্থানে আক্রমণ করে, তাহাতে বিপক্ষেরা তথাকার দুর্গ পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্যত্র পলায়ন করণে বাধ্য হয়, নিরাটের কমিস্যনর সাহেব জ্ঞাত করেন, নজীরাবাদ নামক স্থানের ৪ ক্রোশান্তর কোনো জঙ্গল মধ্যে২০০০রাজবিদ্রোহি ৬টা তোপ সমভিব্যাহারে আসিয়া মিলিত হয়, পরে তাহারা ব্রিগেডিয়ার জোন্স সাহেবের ৬০ গণিত রাইফেল সেনা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, এই সমরে বিদ্রোহিদিগের বিস্তর লোক পরলোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের ৪ টা তোপ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট শত্রুদিগের মধ্যে কতকগুলীন ছোড়ভঙ্গ হইয়া স্বীয় স্বীয় বাটীরদিগে পলায়ন করে, এবং আর কতকগুলীন ২ টা তোপ লইয়া নজিবাবাদের অভিমুখে গমন করিয়াছে।

কোটার ৪০০০ বিদ্রোহি সেনা ৬ টা তোপ সমভিব্যাহারে কেলারস নামক স্থানে, নারওয়ারের বিদ্রোহি অধীনস্থ সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

আজিমগড়স্থ বিস্তর বিদ্রোহি সেনা ২ টা তোপ লইয়া গাজিপুরা ভিমুখে গমন করিয়াছে, শুনাগেল গর্ডন সাহেব তাহাদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়াছেন।

স্যার ইলিউগার্ড সাহেব ১৭ আপ্রিল দিবসে লেখেন, ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেবের অধীনস্থ সেনারা আজিমগড় হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরকরিয়া দিয়াছে ইহাতে যে সমর হয় তাহাতে ব্রিটিস পক্ষে ১ জন হত এবং ১২ জন আহত হইয়াছে।

২১ আপ্রিল দিবসে বারাণসীর কমিন্যর এমত সংবাদ দেন, যে বিদ্রোহিরা গত রজনীযোগে গাজীপুরের অন্তঃপাতি দল্লডিয়ার নামক স্থানে গিয়া মিলিত হইতেছে, তাহাদিগের প্রতিকূলে, ডাওলাস সাহেব ধাবিত হইয়াছেন, মাগ্রা নামক বাষ্পীয় জাহাজ মহারাণীর ৫৪ সংখ্যক দলের ২ কোম্প নি সেনা লইয়া শত্রুদিগকে প্রতিবন্ধক করিতে গিয়াছে, যমুনা,গগরা নদী মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে, গত ১৮ তারিখে জোন্স সাহেবের অধীন সেনারা নজীরাবাদের দুর্গ বিপক্ষ হস্ত হইতে বিমোচন করিয়াছে,তাহারা বিদ্রোহিদিগের দুইটা তোপ উক্ত সহর মধ্যেই কাড়িয়া লয়, এবং একটা তোপ পথিমধ্যে প্রাপ্ত হয়, এতদ্ভিন্ন ছয়টা কামান দুর্গ মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছে, বিদ্রোহিরা নিরাপদে দুর্গ পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে, নবাব এবং তাঁহার পরিবারগণ গত সন্ধ্যার সময় বেরিলি অভিমুখে গমন করিয়াছেন, বিপক্ষদিগের সহিত তোপ আছে, কি না তাহার কিছুই নিশ্চিত হয় নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

হরকরা পাঠে অবগতি হইল, বিদ্রোহি মুসল আলিখাঁন,ফতেগড়ে কর্ণেল সিটন সাহেব কর্ত্তৃক শমন ভবনে গমন করিয়াছে।

১২ আপ্রিলে আরার পত্র পাঠে অবগতি হওয়া গেল " সম্প্রতি এস্থানে বিদ্রোহির শঙ্কা বড় নাই, কিয়দ্দিবস হইল প্রায় সকল ইংরাজী পত্রে এমত লিখিত হয়, যে, বিস্তর বিদ্রোহিরা এস্থান আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছে, ইহা কেবল জনরব মাত্র, বিগত ১১ দিবসে মহারাণীর ৩৫ সংখ্যক দলের ২০০ শ্বেত সেনা কয়েকটা কামান সমভিব্যাহারে এস্থানে উপনীত হইয়াছে, এবং একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।" উক্ত পত্রে আরো ব্যক্ত করে " এস্থানীয় শীক এবং শ্বেত সেনা যাহা আছে, তাহারদিগের মধ্যে বলিষ্ট এবং দীর্ঘাকার দেখিয়া বাচাই করত রেজিমেণ্ট প্রস্তুত করা হইতেছে, তাহারা অতি স্বল্পকালের মধ্যে ফৈজাবাদ এবং তন্নিকটবর্ত্তি বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিবেক।

দিল্লী গেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, সংপ্রতি দিল্লীর মেগজিনে দেড়লক্ষ মোন বারুদ প্রস্তুত আছে,এবং নানা বিধ প্রকারের বিস্তর অস্ত্রশস্ত্রাদি রহিয়াছে, তাহা ২০ জন প্রহরি কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইতেছে, এক্ষণে তথায় এক সহস্র ব্রিটিসসেনা অবস্থিতি করিতেছে। শুনিলাম উক্ত মেগজিন অবিলম্বেই আলিগড়ে উঠিয়া যাইবে।

অনুবাদিত সংবাদ।

কিয়দ্দিবস হইল গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে লিখিত হয় যে লেপ্টেনাণ্ট চার্ল্স হেবিলক সাহেব রণক্ষেত্রে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত গুরুবাসরের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে দৃষ্ট হইল উক্ত মৃতমহাত্মা স্যার হেনিরি হেবিলক সাহেবের ভ্রাতুপুত্র।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগতি হইল, মহারাজা জং বাহাদুর শীঘ্রই নেপালে যাত্রা করিবেন, তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগের কতকগুলীন সেনা প্রধানসেনাপতি বাহাদুরের সমীপে রাখিয়া যাইবেন।

প্রভাকরের বর্ষোৎসব সভা।

৩১ চৈত্র ১২৬৪ সাল।

বর্ত্তমান রাজ বিদ্রোহিতা বিঘটিত বিপদ বিনাশের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যথা হে সর্ব্বশক্তিমান্ মহামঙ্গলময় মহানন্দকর মহেশ্বর! হে জগদীশ্বর! তোমার অপার কৃপারকণা বিস্তার করিয়া এই বর্ত্তমান বিদ্রোহিব্যুহ বিঘটিত বিপদ হইতে উদ্ধার কর। এই ভারত ভূমে শান্তি স্থাপন কর। দেখ ইহাদিগের অত্যাচারে নিরীহ প্রজা বর্গের ধন জন মান প্রাণ বংশ ধ্বংস হইতেছে। হে করুণাকর করুণা কর! তোমার চরণ স্মরণ করিয়া এবং চরণে শরণ লইয়া বিদ্রোহিদিগের মরণ বরণ করিতেছি শীঘ্র দুরন্তদিগের অন্ত কর। সৃষ্টিপ্রতি দৃষ্টি রাখ। বৃটিসের জয় হউক,রিপুদিগের ভয় হউক শত্রুকুল ক্ষয় হউক।

পদ্য।

জয় জয় জগীশ, হইয়ে সদয়।
হর হর হর-সব, ব্রিটিসের ভয়॥
কোথাহে করুণাকর, ব্রহ্ম সনাতন।
কর কর কর শান্তি, ভারতে স্থাপন॥
তোমার চরণে প্রভু, কোটি নমস্কার।
এপ্রকার অত্যাচার, না হয় আবার॥
নিবেদন সনাতন, চরণে তোমার।
দোষ দেখে রোষ প্রভু, নাকরিহ আর
ওহে নাথ প্রণিপাত, করি তব পায়।
শত্রু বংশ কর ধ্বংস, রাজ হংস প্রায়॥
কেনহে বিলম্ব আর, কর এত হরি।
দেও জয় সমুদয়, শত্রু ভয় হরি॥

প্রণত শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়।

প্রভাকরের বর্ষোৎসব সভা।
৩১ চৈত্র। ১২৬৪।
উৎসাহ চম্পূ।

হে সভ্য মহাশয়গণ!

আহা! উৎসাহের কি মহীয়সী-শক্তি?—সে শক্তি আবার কি অনির্ব্বচনীয় গুণকরী?—ভাবিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

পদ্য।

" উৎসাহ " কথাটি আহা! শুনিতে কি মিষ্ট
কাহার নিমিত্তে ইহা, হইয়াছে সৃষ্ট? ॥

এমন গুণের বন্ধু, নাহি ত্রিভুবনে।
অসাধ্য সাধন করে, শুধু নিজগুণে ॥
কোথায় "উৎসাহ" আছে, কোথা আমি যাবে।
"উৎসাহ" বাতাস আমি, কোথা গেলে পাবে
বিদ্যারসে সুরসিক, হয়েছে যেজন।
কি দিয়া তুষিব আমি, সে জনের মন ॥
তিনিই জানেন শুধু, তাহার আস্বাদ।
তিনিই কেবল পান, তাহার প্রসাদ ॥
নরত্ব দুর্ল্লভ লোকে, তাও যদি পায়।
বিদ্যারসে সুরসিক, হওয়া বড় দায় ॥
যদিও অনেক কষ্টে, পায় বিদ্যাধন।
কবিত্ব কষ্টেতে কারো, না হয় কখন ॥
তাহাও হইতে পারে, সামান্য প্রকার।
কবিত্বের শক্তি কিন্তু, হয়না সবার ॥
বিদ্যারসে রসিক হয়েছে যাঁর মন।
বিদ্যাধনে ধনিক হয়েছে যেই জন ॥
বিদ্যামদে মত্ত যিনি, হয়েছেন সুখে।
বিদ্যামধু মধুর লেগেছে যাঁর মুখে ॥
বিদ্যাগন্ধে গন্ধি যিনি, হয়েছেন অন্ধ।
বিদ্যাপাশে সাধে যিনি, হয়েছেন বন্ধ ॥
বিদ্যাবলে বলী যিনি, হয়েছেন বীর।
বিদ্যারত্নে বিভূষিত যাঁহার শরীর ॥
তিনি ধন্য, তিনি ধন্য, তিনি পুণ্যবান।
ভুবন ভরিয়া তাঁর, হয় যশোগান ॥
খুঁজে খুঁজে মরিতেছিলাম, এতক্ষণ।
"উৎসাহ" কোথায় থাকে, কোথায় ভবন
কাহার সন্তান তিনি, জন্ম কোন্ স্থান।
এতক্ষণে পাইলাম, তাহায় সন্ধান।
"জ্ঞান" তার জ্ঞানী পিতা, "বিদ্যা,, তার মাতা
দেখিলে বুকের হয়, দুই গুণ ছাতা ॥
সজ্জনের হৃদয়েতে, তাঁহার আবাস।
সাবাস্ সাবাস্ তাঁরে, সাবাস্ সাবাস্ ॥
বাতাস লাগিলে হয়, যাহার প্রভাব।
অভাব না থাকে কিছু, এমনি স্বভাব ॥
কবির "উৎসাহ,, হলে, জোটে কত ভাব
অভাব না থাকে কিছু, এমনি স্বভাব ॥
যৌবন উৎসাহে নারী, ধরে হাব ভাব।
অভাব না থাকে কিছু, এমনি স্বভাব ॥
কেনবা না হবে তাঁর, এতবড় গুণ।
যার খাই, তার গাই, যার খাই নুন ॥
কেমন বাপের বেটা, বংশজ কেমন।
যেমন তেমন নহে, যেমন তেমন ॥
কেমন মায়ের গর্ভে, উৎপত্তি ইহার।
অনুরূপ পুত্র বটে, সন্তান যাহার ॥
পরোয়া লোকের ছেলে, পরোয়া কি রাখে ?।
সেরয়া করিয়া তুলে, যাহাকেই দেখে ॥

হাজার থাকুক বুদ্ধি, হাজার প্রতিভা।
"উৎসাহ,, নহিলে স্ফূর্ত্তি, না হয় বা প্রভা
এমন বিদ্যার হেতু "উৎসাহ,, এমন।
যেমন তেমন নহে, যেমন তেমন ॥
কেমন করিয়া বিদ্যা, হবে ইহা বিনা।
বলদেখি সুধীগণ, সত্যকথা কিনা ? ॥
জনক জননী যথা, বালকেরে কন।
কেঁদনা বাড়িবে ব্যামো, ওরে যাদু ধন ॥
ঔষধ খাইলে পরে, ঘুড়ি লক পাবে।
কাল্ নেয়ো পরস্বদিন, দুধিভাতি খাবে ॥
"উৎসাহদাতারও,, হয় সেইরূপ ছল।
গোপনে গোপনে সব, করেন মঙ্গল ॥
"উৎসাহের দাতা,, আর মহাধনদাতা।
তাঁহাকে বলিতে পারি, জগতের পিতা ॥
তাঁহার হৃদয় ঠিক্, শরদ আকাশ।
ছাত্রের হৃদয় পায়, দেখিয়া প্রকাশ ॥
তাঁহার হৃদয় ঠিক্, প্রফুল্ল সুমন।
দেখিয়া প্রফুল্ল হয়, ছাত্রের সুমন ॥
তাঁহার হৃদয় ঠিক, সুনির্ম্মল জল।
তাঁহার হৃদয় ঠিক, উৎসাহের কল।
তাঁহার হৃদয় ঠিক, প্রফুল্ল কমল।
দেখিয়া সবার মন, হয় সুনির্ম্মল।
তাঁহার হৃদয় যেন, আকাশের চাঁদ।
কৌশল শিক্ষার যেন রমণীয় ফাঁদ ॥
তাঁহার হৃদয় যেন, অমূল্য রতন।
যে পায় সে চায় নিতে, করিয়া যতন ॥
তাঁহার হৃদয় যেন, আকাশের ফুল।
লব লব করে সব, লাগায় তুমূল।
তাঁহার মুখের কথা, যেন বীণা বাণী।
কুপথ হইতে সবে, আনে গিয়া টানি ॥
তাঁহার মুখের কথা, রোলম্বের রোল।
ছাত্রেরা তাঁহার যশ, কোরে তোলে গোল
তাঁহার মুখের কথা, হৃদয়গ্রাহিণী।
আপনা আপনি হয়, হৃদয়বাসিনী ॥
এমন গুণের লোক, আছে অতি কম।
পোড়ে শুনে গুটিকত, হন যেন যম ॥
কোথায় "উৎসাহ" আছে, কোথা আছে তারা
তাদের চক্রেতে পোড়ে, সব যায় মারা ॥
"উৎসাহ" কাহাকে বলে, নাহি জানে নাম
বৃথা পড়া শুনা তার, বৃথা ধূম ধাম ॥
না রাম, না গঙ্গা কিছু, বলে ভাল দেখে।
বরং বলেন হেঁসে, এমন্ লেখা লেখে ? ॥
তাঁদের চরণে কোটি, কোটি নমস্কার।
ছাত্রেরাও ধারেনাকো, তাঁহাদের ধার।
বাঁচিয়া থাকুন্ সুখে, শুন গ্রাহিগণ।

উৎসাহি করুন্ সদা, সকলের মন ॥
যেমন শারদ শশী, খুসি করে লোকে।
যেমন প্রফুল্ল করে, জ্যোৎসার আলোকে ॥
যেমন মলয়া-নীল, শরীর যুড়ায়।
যেমন লোকের কাছে, প্রশংসা কুড়ায় ॥
তেমন হইয়া তিনি, থাকুন সুস্থির।
বহে যেন তাঁর মনে, উৎসাহ সমীর ॥
তাঁহার উৎসাহে সব, হোক আনন্দিত।
তাঁহার উৎসাহে হোক, সকলের হিত।
তাঁহার উৎসাহ বায়ু শরীর যুড়াক্।
তাঁহার উৎসাহ বুদ্ধি, প্রশংসা কুড়াক্ ॥
এমন মহানে আমি, কি দিয়া তুষিব।
সহস্র সহস্রবার, প্রণাম করিব ॥
"উৎসাহ" শুনিলে মন, হয় পুলকিত।
শুনিলে সুখের কথা, বুদ্ধি উদ্দীপিত ॥
জগতের বন্ধু তিনি, জগতের শোভা।
উৎসাহের জন্মদাতা অতি মনোলোভা ॥
এমন মহাত্মা জনে, কোথায় রাখিব।
পদে পদে তাঁর পদে, প্রণাম করিব ॥

হে সভ্যগণ! উৎসাহদাতার নিকটে কোন্ সহৃদয় ছাত্র ভক্তিভাবে অবনত না হইবেন? কোন্ সচেতাইবা দূরপণেয় কৃতজ্ঞতা পার্শে বদ্ধ না হইবেন?—এমন অসহৃদয় অকৃতজ্ঞ বোধ হয় জগতে কেহই নাই।

অতএব

পরের উন্নতি হেতু, স্বয়ং হইয়া সেতু,
যিনি দেন বিদ্যা-নদী পার।
অপার করুণা তাঁর, কি বলিব বার বার,
নমস্কার শত শতবার ॥

শ্রীকালীকৃষ্ণ শর্ম্মা।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ।
২৭ চৈত্র ১৯১৪।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০০৮ সংখ্যা। সোমবার ১৪ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২৬ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল। মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সুবে বাঙ্গলার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে অদ্য তারিখে মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত হিন্দু প্রজা মৃত ত্রিলোচন প্রামাণিকের উইল পত্র প্রমাণে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং দেনা পাওনা প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত স্থান নিবাসী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নবকৃষ্ণ কারফরমার প্রতি কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পিত হইয়াছে, জিনি উক্ত উইলের একজন এক্সিকিউটর, অতএব পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির উপর যে কোনো ব্যক্তির যে কোনোরূপ আপত্তি থাকে তাঁহারা অবিলম্বেই তদ্বিশেষ প্রাগুক্ত এক্সিকিউটরের নিকট জ্ঞাত করিবেন, এবং যাঁহারা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে ঋণগ্রস্থ আছেন, তাঁহারা অগৌণেই আপন আপন নিশ্চিত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন ইতি।

REMFRY & ROGERS.
Proctors.
রেম্‌ফ্রি এণ্ড রজার্স।
উকীল।

কলিকাতা।
১৯ আপ্রিল ১৮৫৮

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Bronzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন।

বিজ্ঞাপন

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
নবনারী	১।০
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদপ্রভাকর

১৪ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০: দানিশাব্দাঃ ১০৮

গত শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে মাণিকতলার বাজারে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে তাহা শ্রবণ মাত্রেই পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও চিত্ত দুঃখে পরিপূর্ণ হয়। প্রথমতঃ উক্ত বাজার দগ্ধ হওয়াতে একেবারে সকল ব্যবসায়ির সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। পরে ঐ ভীষণ হুতাশন প্রবল পবনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণবাগান, পেয়ারাবাগান, হাল্‌সির বাগান শঙ্কর দত্তের বাগান ইত্যাদি সমুদয় স্থলের দীনদুঃখি লোকদিগের তৃণ ও খোলা নির্ম্মিত সহস্র সহস্র গৃহ ছারখার করণান্তর শ্যামবাজারে উপস্থিত হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। এমন প্রবল অনল বহুকাল দেখা যায়নাই। আহা! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এই ভয়ানক ব্যাপারে কত কপোত ও গাভী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

একটি চল্লিশ বর্ষ বয়স্ক মানব খাতা করে ধারণ করিয়া চারিদিগে অগ্নিদ্বারা বেষ্টিত হইয়া অকালে কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এক জন গৃহস্থের বধূও কোনোমতে জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই। আর আর কত জন মরিয়াছে তাহা বলা যায়না। গৃহ সর্ব্বস্ব বিহীন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের রোদনধ্বনি শ্রবণে আমরা যে কি পর্য্যন্ত সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি তাহা ব্যক্ত করা যায়না। আহা! আরো অবগত হওয়া গিয়াছে যে এক গৃহস্থের গৃহস্বামি কর্ত্তাটিকে গঙ্গাযাত্রা করান হইবার পর তাহাদের গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে একে দ্রব্যাদি অতিশয় মহামূল্য হওয়াতে দরিদ্র লোকেরা একেবারে শূন্যাকার দেখিতেছে তাহাতে আবার এই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সহ্য করিয়া তাহারা রূপ প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারে।

আমারদিগের কুমারখালির বন্ধুর পত্রখানি সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

আমি পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে পাবনার ইংরেজি স্কুলের পরীক্ষা ১৫ এপ্রিলে আরম্ভ হইবে, তাহা না হইয়া তাহার অনেক পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এক্ষণে অবগতি হইল পরীক্ষা শেষ হইয়া ছাত্রগণ বিশ্রামের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে, বাঙ্গালা প্রদেশের পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনিস্পেক্টর শ্রীযুত এইচ উড্ সাহেব পাবনায় শুভাগমন করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান মাসের ২ তারিখে কুমারখালিতে উপনীত হইয়া তথাকার ইংরেজি স্কুলের ছাত্রগণকে পরীক্ষা করত তৎপরে উক্ত স্থানের বাঙ্গালা পাঠশালার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এখানকার ডিস্পেন্সরিতে একজন লোক একটা সদ্যঃপ্রসূত গোবৎস লইয়া আইসে, আমরা দেখিলাম তাহার গুহ্যদ্বার নাই।

এস্থানের অন্তঃপাতি এলঙ্গী নিবাসী জনৈক নরসুন্দর তিন বৎসর নিদ্রা যায় না, আমরা তাহাকে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, নরসুন্দর তাবৎ দিন কর্ম্মকায় করে, রাত্রিকালে আহারান্তে তমাক হুঁকা কলিকাদি লইয়া বসিয়া রাত্রি জাগরণ করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল, নিদ্রা যাইলে যেরূপ সুখোৎপত্তি হয়, আমি তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু আমি যে তিন বৎসর কাল অনিদ্রাবস্থায় আছি, তাহাতে উদরস্ফীত ইত্যাদি অন্য কোনরূপ উৎপাত নাই, কেবল দুইটী চক্ষু জ্বালা করিয়া থাকে, স্নান করিলে তাহাও নিবারণ হয়।

ওলাউঠা রাক্ষসীর উদরানল এপর্য্যন্ত শীতল হয় নাই। বরং দিন দিন প্রজ্বলিত হইতেছে। নেটিব ডাক্তার শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন গুপ্ত মহাশয়ের সুচিকিৎসায় এই নর খাদুকার ভীষণ দশন হইতে অনেক পরিত্রাণ পাইতেছে।

চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, অত্র স্থানীয় মহাজনেরা যে চাউল স্থিতি করিয়া রাখিয়াছেন, শুনিলাম সেই সমস্ত চাউল শীঘ্রই কলিকাতায় প্রেরিত হইবেক, তাহা হইলে দেশের সমূহ অমঙ্গল, এবং দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই, অতএব সবিনয়ে অত্র স্থানের মহাজনদিগের নিকট আমার এই প্রার্থনা, তাঁহারা এই দুঃসময়ে দূরদেশে চাউল প্রেরণ না করিয়া দেশে রাখিলেও দ্বিগুণ লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ফতেগড়ের ১০ আপ্রিল দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, "দুই জন যবন ইস্মাল খাঁ এবং মসমন আলী ৮০০ অশ্বারোহি এবং বিস্তর পদাতিক সেনা সংগ্রহ করত ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্রধারণ মানসে ব্যাঙ্গুলের নিকট বর্ত্তি কামরোর নামক স্থানে আসিয়া মিলিত হয়, তাহা শ্রবণ করত ব্রিগেডিয়ার সিটন সাহেব ৬০০ শীক ৫ টা তোপ এবং ৩০০ অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়া শত্রুদিগের প্রতিকুলে ঘোরতর সমর করে, তাহাতে বিদ্রোহিরা সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে বিপক্ষদিগের বিস্তর পদাতিক সেনা পরলোক গমন করে, এপক্ষে অতি অল্প সংখ্যক সেনার নাশ হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত ব্রিটিস আফিসর এবং অন্যান্য সাহেব বিবি আলাহাবাদ এবং তন্নিকটবর্ত্তি কয়েকটী ষ্টেসনে বিদ্রোহি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। যথা ৬ সংখ্যক রেজিমেণ্টের এন্সাইন বেলিফ, টমাসএল, এন্সাইন চিক, আরথর এম, এইচ, এবং কুড ফিলিপ এস, উক্ত দলের মেজর সারজেণ্ট ফলি টমাস, এন্সাইন মন্‌রো জর্জ এল, পিস্তেগল জর্জ এস, এস্কট আরথর জে, স্মিথ মারসেল ডি, স্মিথ এডওয়ার্ড এম, বিউমণ্ট এডওয়ার্ড ই, এবং ওয়েচারল্‌স জি, এতদ্দেশীয় ৬ গণিত দলের সারজেণ্ট ওয়াটকিন্স জর্জ, লেপ্টেনাণ্ট এবং আজুটাণ্ট ফুয়ার্ট রবার্ট সাহেব ৬৮ গণিত ইরেগুলর অশ্বারোহি লেপ্টেনাণ্ট আলেকজাণ্ডার আগমটস এইচ, সদাগর আরচার হেনিরি, বয়েলার্ড, জোলিএল, ফলো কলিন্স সাহেবের স্ত্রী, টমাস মেরি সাহেবের বিধবা স্ত্রী রেলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারি জর্জ রবার্ট সাহেব, কাণ্ট্রাক্টর ল্যাংকেসটরে ড্রমার ডবলিউ, ডিভিয়ারের দুহিতা জন জোন্সের তনয় জোন্স ডিকেসটা একজন সরকারি পেন্সবভোগী, ডটি সেমুএল, মেজর রাইব সাহেবের স্ত্রী রাইবস জুলিয়া এল, এই প্রকার আর প্রায় ৫০ জন ভিন্ন ভিন্ন সাহেব ও বিবি হইবেক।

অনুবাদিত সংবাদ।

গত ১৬ তারিখে নাগপুর হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার সারাংশ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, যথা। বকড়াগড়ের বিদ্রোহি ঠাকুর বিশ্বনাথ সাহা এ প্রদেশের ডেপুটী কমিস্যনর মেজর ওক্স সাহেব কর্ত্তৃক বিদ্রোহ অপরাধে অপরাধি হইয়া উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সময় উক্ত স্থানে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিদ্রোহি গণোপতিরাও উল্লেখিত মৃত দুরাচারির অনুগামি হওনের নানা প্রকার আয়োজন হইতেছে, সম্প্রতি সিংহ ভূম ব্যতীত এপ্রদেশ মধ্যে শান্তি স্থাপনা হইয়াছে, পোড়াহাটের পদচ্যুত রাজাকে অদ্যাপি ধৃত করা হয় নাই।

গত মঙ্গলবাসরে জেনরল ব্রিগেড সেনারা উত্তর পশ্চিম হইতে সহরঘাটিতে উপনীত হইয়াছে, শীঘ্রই এই রাজধানী মধ্যে আগত হইবেক।

প্রেরিত পত্র

পরম মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

বিনয় পুর্ব্বক নিবেদন মিদং। বৈশাখ মাসের বর্ণনায় নিম্ন লিখিত কতিপয় পয়ার রচনা করিয়া প্রেরণ করিতেছি কৃপাবলোকনে সংশোধনানন্তর সংবাদ প্রভাকর পত্রে স্থান দানত বাধিত করিবেন সংবাদ প্রভাকর পত্রে শিক্ষকের প্রতি উপদেশ হইয়া থাকে, উপদেষ্টা উপদিষ্ট সম্বন্ধে আমাতে ছাত্রত্ব আছে, সুতরাং সংশোধন জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়।

পদ্য।

অদ্য শুভ বৈশাখের, হোলো শুভাগম।
কিবা মনোরম আহা! কিবা মনোরম॥
আগমন মাত্রে হয়, মঙ্গলাচরণ।
দান-ছলে পূর্ণ-কুম্ভ, করিছে স্থাপন॥
স্থানে স্থানে উপবনে, পাইতেছে ভাতি।
গন্ধরাজ মল্লিকা মালতি যূতি যাঁতি॥
হইল রজনীগন্ধ, স্বভাবে সুবাসি।
ভ্রমর বাজায় শাঁক, তার কাছে আসি॥
কুটিল বকুল চম্পকাদি নানাফুল।
সৌরভেতে অলিকুল, হইল ব্যাকুল॥
ঋতুরাজ পেলো লাজ, দেখে পরাক্রম।
দ্বাদশ মাসের মধ্যে, বৈশাখ উত্তম॥

মুকুলিত সুফলিত, যত তরুবর।
ছজুরে হাজির হোয়ে, ধরিল নজর॥
ফল ফুল নব-শাখা, নবীন পল্লব।
দিয়া বলে তুমি বট, দ্বিটপী বল্লভ॥
তোমাকেই পুণ্যমাস, সর্ব্ব-শাস্ত্রে বলে।
তোমার প্রসাদে সবে, তৃপ্ত হই জলে॥
সুললিত সুশোভিত, গিরি আদি বন।
সদা বহে মন্দ মন্দ, সুগন্ধ পবন॥
পাখি সব কলরব, করিছে স্বস্বরে।
কি বিদগ্ধ কিবা মুগ্ধ, সর্ব্ব মন হরে॥
কাজে বুঝি ইতর বিশেষ তরতম।
দ্বাদশ মাসের মধ্যে, বৈশাখ উত্তম॥

বন উপবন হোলো, সুন্দর সুঠাম।
জ্ঞান হয় বন নয়, আনন্দের ধাম॥
হয়ে চিত আমোদিত, সকল আরাম।
কোকিল সাধিছে সপ্ত, সুর তিন গ্রাম॥
কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে, হয় ধূম ধাম।
ঝড়ে প্রপতিত হয়, বাগানের আম॥
এক দোষ বহু গুণ, নাহি করে নষ্ট।
অনেক বচনে পাই, প্রমাণ সুস্পষ্ট॥
জ্বলন্ত আঙার যদি, ফেলে দেয় জলে।
অঙ্গার শীতল হয়, জল নহে জ্বলে॥
বিবেচিলে বহু গুণ দোষ অতি কম।
দ্বাদশ মাসের মধ্যে, বৈশাখ উত্তম॥

কখন বা নবজলধর দেয় দেখা।
তাহাতে যতেক শোভা, নাহি যায় লেখা॥
উদ্যোগ পাইয়া মেঘে, এনে দেয় জল।
পৃথিবী করিয়া স্নান, দান করে ফল॥
সকল সুখাদ্য ফল, ফলে এই মাসে।
স্বর্গের শীতল জল, মেলে অনায়াসে॥
প্রাতে যারা স্নান করে, তাদের সুগম।
নিদাঘে শীতের কিছু, থাকেনা বিক্রম॥
অতি দীন বস্ত্রহীন, পেতো বড় শীত।
বৈশাখের আগমনে, হইল অতীত॥
নহে শীত, নহে গ্রীষ্ম, স্বভাব মধ্যম।
দ্বাদশ মাসের মধ্যে বৈশাখ উত্তম॥

নানা ফুল ফল সহ, করিল প্রবেশ।
মধুর আদর গেল, ছাড়িলেন দেশ।
অদ্যাবধি মধুমাস, হইল নিরাশ।
যাহার প্রভাবে পশু, না পাইতো ঘাস।
ক্ষমতা প্রকাশ মাত্র, ঘাস শুখাইতে।
প্রবৃত্তি দিতেন লোকে, গয়ায় যাইতে॥
শুখাইতো তড়াগ, পুকুর কূপ, বাপি।
গোগ্রাস দিতেন কভু, এতবড় পাপি॥
ওলাউঠা নিয়োজিত, বড় অগ্রগণ্য।
বসন্ত বিস্ফোট আদি, ইঁহারই সৈন্য।
বৈশাখের পরাক্রম, ঘুচিল সম্ভ্রম।
দ্বাদশ মাসের মধ্যে বৈশাখ উত্তম॥

নিজরাজ্য শাসন, করিতে গ্রহগণ।
প্রথম বৈশাখমাসে, করেন প্রেরণ॥
রজনীর মান ক্ষয়, দিবামান বৃদ্ধি।
করিল দুষ্টের ঋদ্ধি, না হইতে সিদ্ধি।
রাত্রিমান ঘাটে ঘাটে, চোরের সমান।
দিবামান বাড়ে বাড়ে, সুজনের মান॥
মাস গণনাতে হয়, যে মাস প্রথম।
যার আগমনে তুষ্ট, স্থাবর জঙ্গম।
নদনদী আনন্দিত, যাহার দর্শনে।
নিত্য নিত্য বাড়িতেছে, প্রফুল্লিত মনে॥
সময়ে প্রদান করে, বৃষ্টি ঝম ঝম।
দ্বাদশ মাসের মধ্যে, বৈশাখ উত্তম।

শ্রীচন্দ্রকিশোর বসু।
হাল সাং ভাগলপুর।
তারিখ ৩১ চৈত্র।

পত্র প্রেরক কবি মহাশয় কাগজ খরচে কার্পণ্য পুর্ব্বক অতিশয় ঘেঁ করিয়া পঁক্তি লিখিবেননা, যেহে ঘেঁস লেখাতে আমরা সংশোধ করিবার স্থান প্রাপ্ত হই না।—এ পুনরুক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখি বেন, অপিচ কবিতায় যত ললি চলিত সহজ শব্দ ব্যবহার করি পারিবেন, ততই উত্তম হইবে এই পদ্যে যতি ও ছন্দে কোনো দোষ না হওয়াতে তাঁহাকে সাধুবা প্রদান করিলাম।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Gooptoat the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র, রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভাসংভাস মতন্দ্রনীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা, অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০০৯ সংখ্যা। মঙ্গলবার ১৫ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২৭ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Bronzers, &c &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta, Cossitolah, Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা কসাইটোলা জিগজ্যাগ লেন।

বিজ্ঞাপন

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
নবনারী .... ১।০
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

সংবাদপ্রভাকর

১৫ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

বিগত ১৯ আপ্রিল দিবসে মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের প্রতিষ্ঠাপত্র ও পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য অতি সমারোহ পুর্ব্বক সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে, আমাদিগের ছোটকর্ত্তা মহাশয় উক্ত পরীক্ষাসমাজে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন,শিক্ষাবিষয়ের প্রধান অধ্যক্ষ মেং গার্ডন ইয়ং সাহেব, রেবরেণ্ড ডফ সাহেব,ডাক্তর মাওয়েট সাহেব ডাক্তর হরসিথ সাহেব,ডাক্তর গুইব, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং অন্যান্য ১২।১৩জন অতি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তি তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন, প্রোফেসর ইটোএল সাহেব গত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করিয়া এমত এক বক্তৃতা করেন, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আপন হস্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রতিষ্ঠাপত্র, মেডল এবং পারিতোষিক পুস্তকাদি প্রদান করাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা কি আর ব্যক্ত করিব। উক্ত সমাজে আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মেং হেলিডে সাহেব যে সুদীর্ঘ ন্যায়যুক্ত সদ্বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা আমাদিগের পাঠকবৃন্দের সুগোচরার্থ আগামিপত্রে প্রকাশ করিব।

এই পত্র খানি অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।

হে জগদীশ্বর! তোমার সৃজিত মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। যাহার নাম শ্রবণে ভূমণ্ডলস্থ সমস্তমানব এক কালে বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় কম্পিত কলেবর হয়, আহা! মৃত্যু না থাকিলে এই জগৎ কি এক সর্ব্বসুখের আকর স্বরূপ হইয়া উঠিত; যাহার একাংশের সহিত তুলনা করিলে স্বর্গভোগ জনিত আনন্দ অতি তুচ্ছ বোধ হইত, কিন্তু মৃত্যুই সে সমস্ত সুখ হরণ করিয়াছে "কেহ কেহ বলেন যে মৃত্যুই সর্ব্বসুখের নিদানস্বরূপ; কারণ মৃত্যুর সৃষ্টি না হইলে এ জগতে জীব আর অবস্থিতি করিবার স্থান প্রাপ্ত হইতনা। তখন কি এক অসুখের কারণ হইত,আর চিরজীবি বিবেচনা করিয়া প্রাণি মাত্রেই কুক্রিয়াতে রত হইত,, কিন্তু সে শুদ্ধ তাহাদিগের ভ্রমমাত্র, কারণ ঈশ্বর তখন এমন এক উপায় করিয়া দিতেন যাহাতে জীবমাত্রেই ধর্ম্মে রত থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিত। আহা! কত শতবার কত পরিবারকে স্নেহসুখে আবদ্ধ হইয়া পরম সুখে সময় সম্বরণ করিতে দেখিয়াছি, আর অহর্নিশি তাহাদিগের আনন্দধ্বনি শ্রবণে শ্রবণ করিয়াছি, আবার পরক্ষণে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্নাবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়াও তাহাদিগের বক্ষ বিদীর্ণকারক শোকসূচক ধ্বনিতে নয়ন নীরে প্লাবিত হইয়াছি, কতবার কত যুবককে অকপট চিত্তে পরস্পর প্রণয় করিতে দর্শন করিয়াছি সময়ে তাহাদিগের মধ্যে একজনকে আবার প্রিয়পুত্রহীন পিতার ন্যায় বন্ধু হীন ব্যক্তির ন্যায় প্রিয়তমা হীন প্রিয়তমের ন্যায় অকুল দুঃখার্ণবে অবলম্বন বিহীন হইয়া নিমগ্ন হইতে নিরীক্ষণ করিয়াছি, মৃত্যুর সৃষ্টি না হইলে এই সকল দুঃখের কদাপি উৎপত্তি হইতনা। আহা! বলিতে বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মৃত্যুর বিষয় বিবেচনা করিলে সাংসারিক সুখ কিঞ্চিৎকাল ভোগ করিতে আর ইচ্ছা হয়না। তৎক্ষণাৎ বল্কল বসন, ফল মূল অশন, রিপুদিগের দমন, বনবাসে গমন, নিজ মন করি, নিজে দমন করি, মদন অরি গুণ বদন ভরি, শীলাসনোপরি, সুখে কাল হরি, এই বাসনা মন মধ্যে জাগরূক হইতে থাকে, তখন এই লোকাকীর্ণ জগত এককালে জনশূন্য অরণ্যের ন্যায় বোধ হয় বায়ুর দ্বারা বৃক্ষের পত্র চঞ্চল হওয়াতে ও তৎকালে তদুপরি পক্ষিগণ শব্দ করাতে অনুমান হয় যেন মানব নিকরের ঘোরতর ভ্রম দৃষ্টে অজ্ঞান জড় পদার্থ বৃক্ষেরাও ভৎর্সনা করত অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে নির্জ্জন নিলয়ে নিবাস নিমিত্ত আবাহন করিতেছে। এই সর্ব্বনাশজনক নাশ অবনীতে বাস না করিলে নিত্য সুখ মনুষ্যের দাস স্বরূপ হইয়া বিচরণ করিত। হায় হায়! আর বলিতে পারিনা, নয়নজলে পত্র আর্দ্র হওয়াতে লেখনী দ্বারা ছিন্ন হইয়া যায়। যাহার গুণভার গন্ধবহ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত স্থানে বহন করিয়াছিল। যাহার ভার স্বরূপ তরঙ্গ সমূহ দৃষ্টে চিরকাল সমভাবে বেগবান মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মীমালা স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছিল। যাহার মহত্ত্বগুণে

কবিত্ব স্বয়ং দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল, যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় জনক জননী পরিবার ও বন্ধুবর্গকে ধন্য করিয়াছিলেন।—তাঁহার আত্মীয় স্বজন দূরে থাকুক যে ব্যক্তি তাঁহাকে একবার নয়নগোচর করিয়াছেন, তিনি তাঁহার দর্শন জন্য অন্য হইতে আপনাকে ধন্য মানিয়া কৃতার্থমন্য হইয়াছেন।—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ দূরে থাকুক, যিনি তাঁহার মনোমুগ্ধকর রচনা একবার পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার বদন তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে কখনই বিরত হয় নাই।—স্বীয় প্রিয় দর্শনে সরস্বতী যাহার কণ্ঠরূপ নাট্য শালায় নৃত্য করিয়া জগতীয় যাবতীয় জীবগণকে মোহিত করিয়াছিলেন।—যাহার কবিতাবলোকনে বোধ হয়, ব্রহ্মা কোনো দোষজনিত কর্ম্মে সাপগ্রস্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।—যাহার সরল গুণে পর-স্ত্রী কাতর দ্বেষি ব্যক্তিরা গরলভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যার পর নাই নম্র স্বভাব ধারণ করিয়াছিল, যিনি অন্যান্য কবিদিগকে স্বীয় কবিতা শক্তিতে পরাস্ত করিয়া সুখ্যাতি সৌরভে জগৎ আমোদিত করিয়াছিলেন।—যাহার যশঃশশাঙ্কের শুভ্র অথচ মনোহর শীতলতাতিতে কটু কবিতা স্বরূপ প্রখর দিনকরের কিরণে উত্তপ্ত জীবগণকে স্নিগ্ধ করিয়াছিল।—এমত যে সুকবি গুণরাশি, মিষ্টভাষি, পাংসানদীতীর-বাসি, সর্ব্বগুণাধিকারি, শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারী, কবিশেখর, সদাত্মা, মহাশয় কালকর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছেন।—তিনি এই তরঙ্গ-বয়সে যে প্রকার ভাব সমুদ্রের তরঙ্গ উত্থিত করিয়া ভাবুকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।—যদ্যপি আর কিঞ্চিৎ কাল ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জীবের পক্ষে কি এক শিবকর ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইত?—তাঁহার মৃত্যুতে তাহার জনক জননী কলত্র মিত্রেরা যে কি পর্য্যন্ত শোক সন্তাপ করিতেছেন, তাহা বর্ণদ্বারা বর্ণনা হয়না। তাহার পরিজনের কথা দূরে থাকুক,যাহারা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য ক্লেশে পতিত করিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিলে প্রভাকর পাঠক মহাশয়েরা অসীম দুঃখনীরে নিমগ্ন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।—হে বুধবর্গ! এক একবার মনোমধ্যে চিন্তা করি, যে, জীবের ঘটাকাশ নাশ-জনিত শোকে মোহিত হইলে কখনো আর মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত হইবেনা, কিন্তু প্রাণাধিক প্রিয়তম কবি মহাশয়ের মৃত্যু স্মরণ করিলে আর মনে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারা যায়না, তখনি মুক্ত কণ্ঠে শোক সন্তাপ করিতে থাকি, অধিক আর কি লিখিব লেখনী শোকে আড়ষ্ট হইল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
নিবাস চন্দ্রভাগ।

৪ আপ্রিল ঝান্সির শিবির হইতে সমর সংক্রান্ত যে এক দীর্ঘলিপী আগত হয়, তাহার সারাংশ সাধারণের গোচরার্থে নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।

"এত দিবসাবধি এস্থানীয় রাজ বাটী এবং দুর্গ ঝান্সিররাণীর অধিকারে ছিল,, উল্লেখিত স্থান দ্বয় রাণীর অধীনস্থ ৪০০০ সেনা কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইত, কিয়দ্দিবস হইল বিদ্রোহি নানা সাহেবের ভ্রাতা ২০০০০০ সেনা লইয়া এস্থানের দুর্গ আশ্রয় লয় এবং তাহার কিছুকাল পরে গোয়ালিয়রের কণ্টিনজেণ্ট ৪০০০ বিদ্রোহি সেনা তাহারদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হয়, এইরূপে অষ্টবিংশতি বিদ্রোহি সেনা একত্রিত হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে শস্ত্রপানি হওনের বিশেষ উদ্যোগ আরম্ভ করে, শত্রুদিগের এতাধিক সমবেত সংবাদ শ্রবণ করত বিশ্ববিজয়ি মহাবল পরাক্রমশালী ব্রিটিস সেনারা ৩ আপ্রিল দিবসে রিপক্ষদিগের সমীপবর্ত্তি হইয়া সহসা ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ১৮ ঘণ্টাকাল অনবরত বড় বড় পরিমাণে গোলা সকল শত্রুকুল বিনাশার্থে নক্ষত্রগতিতে লক্ষ্যভেদ করিতে লাগিল পরে বিদ্রোহিগণ সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই ঘোরতর সমরে বিপক্ষ পক্ষের ৪০০০ সেনা হত হয়, এবং তাহাদিগের ১৫ টা পিতলের তোপ ও বিস্তর অশ্ব, গো, শকট বাহক বলদ এবং অন্যান্য সমর সংক্রান্ত ও আহারীয় দ্রব্যাদি ব্রিটিস সেনাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাহার পর দিবস প্রত্যূষে সহসা বিস্তর বিদ্রোহিরা শ্বেতসেনাদিগকে আক্রমণ করে তাহাতেও তাহারা পরাজয় স্বীকার পুরঃসর অন্যত্র পলায়ন করায় আমাদিগের সেনারা ঝান্সির দুর্গ এককালীন অধিকার করিয়া বসি-

য়াছে, উক্ত দুর্গে প্রবেশান্তর তাহারা দেখিল যে বিদ্রোহিদিগের ৯০০০ মোন বারুদ স্তূপাকারে কোনো গৃহ মধ্যে রহিয়াছে, শুনা গেল ঝান্সির রাণী কেবল ৫ টি অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে আপনার রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথে পথে হাহাকার রবে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং তাঁহার অধীন সেনারা কাল্পিতে গিয়া মিলিত হইতেছে।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণাকর মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় চিরজীবেষু।

অস্মদ লিখিত নিম্নস্থ কয়েক পঁক্তি আক্ষেপোক্তি সংশোধন করিয়া আপনকার জগৎবিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে মান দান করিবেন।

বন্ধুর মৃত্যু, আহা! এই সংবাদটি কি ভয়ানক, কি হৃদয়-বিদীর্ণকর, বিগত বন্ধুহীন ব্যক্তিরাই তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। পরম কারুণিক করুণাময়ের কৃপায় আমি কখন বন্ধু বিয়োগ যাতনা না পাওয়াতে সে, যন্ত্রণা আমাকে সম্ভোগ করিতে হয় নাই, কিন্তু কি পরিতাপ! এইক্ষণে এক প্রিয়তম প্রাণাধিক অতুল্য অমূল্য বন্ধুরত্ন হারা হইয়া যেরূপ কাতর হইয়াছি তাহা লিখিয়া কি বর্ণনা করিব? লিখিতে হইলে হস্তস্থিত কাষ্ঠের লেখনী আড়ষ্ট হয়, ও চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে থাকে, শোকে শরীর অবশ হইয়া যায়, এইক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ আক্ষেপ উক্তি প্রকাশ না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

গত মঙ্গলবার দিবসে কোনো এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে কহিল, তোমার পরমবন্ধু আন্দুলের অন্তঃপাতি দুইল্যা গ্রাম নিবাসি শ্রীহরিনারায়ণ দাসের মৃত্যু হইয়াছে। কি পরিতাপ! যখন এই ভয়ানক নিষ্ঠুর শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল বোধ হইল যেন বজ্র আমার মস্তকোপরি পতিত হইল, চতুর্দ্দিগ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল, বাক্‌শক্তি রহিত হইল, তাহার কিঞ্চিৎ পরে এতদ্রূপাবস্থা পরিত্যাগ হইলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বোধ হইল যে হরি মরে নাই, এব্যক্তি আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে, ইহাই ভাবিতে ছিলাম, পুনর্ব্বার আর এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া ঐ রূপ হৃদয় বিদীর্ণকর বাক্য বলিল তখন আমার নিশ্চয় বোধ হইল, যে আমি এতদিনের পর এক অমূল্য বন্ধু রত্ন হারা হইলাম, এবং বন্ধু বিচ্ছেদানলে আমাকে যাবজ্জীবন দগ্ধ হইতে হইবে।

ওরে নির্দয়হৃদয় কাল! তোমার মনে কি এই ছিল? তুমি কালাকাল কিছু বিবেচনা করিলেনা।—হে যমরাজ! তোমারে ধর্ম্মরাজ কে বলে? ধর্ম্মের কি এই কর্ম্ম?—হে হরি পুত্র হরি! আমার পরমবন্ধু হরির জীবনধন অকালে হরণ করিতে তোমার মনে কি কিছু দয়ার সঞ্চার হইল না? আহা! মরি মরি, তাহার পরিবারের হাহাকার ধ্বনিতে দুইল্যা গ্রাম স্তব্ধ হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। হরির গুণের কথা কি ব্যক্ত করিব? তাঁহার শরীরে কোনো দোষের লেশ মাত্র ছিল না, সদ্গুণ দ্বারা তাঁহার শরীর ভূষিত ছিল, এই ধরাধামে যে অবধি জীবীত ছিলেন সে পর্য্যন্ত কখন কাহারো সহিত শত্রুতা ব্যবহার করেন নাই, সকলের সহিত সমভাবে মিত্রতাচরণ করিয়াছিলেন। হায়! আক্ষেপের বিষয় এই যে, অকালে মিত্রের সহিত মিত্র পুত্র এত শত্রুতা করিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই, এইক্ষণে বৃথা আক্ষেপ করিয়া আর কি করি, হরি হারাইয়া দিবস রজনী হরিরে স্মরি।

পয়ার।

কোথা গেল প্রিয় বন্ধু, তেজিয়া আমায়।
ব্যাকুল হতেছে প্রাণ, নাদেখে তোমায়॥
বারেক আসিয়া সখা, দেখা তুমি দেহ।
নতুবা আমার ভার, হবে রাখা দেহ॥
সদউপদেশ হেতু, কোথা আমি যাব?।
কোথাগেলে বল ভাই, তোর দেখা পাব!
প্রাণমন জুড়াইতে, কার কাছে যাব।
তোর্ সম বন্ধু আর, দেখিতেনা পাব॥
কোথাও যাইলে নিতে, সঙ্গেতে করিয়া।
কি দোষ পাইয়া গেলে, এখন ছাড়িয়া॥
শীঘ্রকরি লহ হরি, ডাকিয়া আমায়।
একবার গিয়া আমি, দেখিব তোমায়॥
তোমার বিহনে ভাই, তব পরিবার।
দিবা নিশি কাঁদিতেছে, সবে অনিবার॥
চক্ষে জল ফেলে আর, করে হাহাকার।
যে প্রকার হইয়াছে, কি কহিব তার॥
অকালেতে নিলে হরি, হরি-সুত হরি।
কি রূপেতে সেই শোক, করি পরিহরি॥

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সাং যোড়াসাঁকো।

Printed andpublished by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রনীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০০১০ সংখ্যা। বুধবার ১৬ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২৮ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ২৯ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানার প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কার্ত্তিকচরণ রায় এবং কালীচরণ রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার শামিল বড়বাজারের মধ্যে বাবু রূপরায়ের লেনে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা পরিবারের বসত বাটী নং ১৬-৩, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা বসত বাটী নং ১৬-২, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান সাত কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কার্ত্তিকচকণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার শামিল বড়বাজারের মধ্যে কটন-ষ্ট্রিট নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা বসত বাটী নং ১১২, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার শামিল বটতলা ষ্ট্রিট নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসত বাটী নং ৩৮, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার শামিল মেছুয়াবাজার নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসত বাট নং ১০২, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ষোলো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তা-

হাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এইসকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ আপ্রিল ১৮৫৮

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders. decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Bronzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন

কাচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নং ৭, ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মুল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
নবনারী ..... ১।০
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

বিজ্ঞাপন।

হালিসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী৺ কালীবাটীর সম্মুখে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক কিম্বা পত্র প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে সুবিখ্যাত ওলাউঠা রোগ বিনাশক ডাক্তর হনিংবরজার সাহেব এই মহানগর কলিকাতার কয়েক জন সম্ভ্রান্ত দেশহিতৈষি পরমোপকারি মহাত্মাদিগের বিশেষ সাহায্যে সংপ্রতি নিমতলার ৺ মথুরামোহন সেনের ১২ নং ভবনে এক অভিনব দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, তথায় ওলাউঠা রোগাক্রান্ত দীনহীন ও অপর ব্যক্তিবৃন্দ বিনা ব্যয়ে অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রাপ্তক্ত দয়ার্দ্রচিত্ত ডাক্তর সাহেবের সুচিকিৎসায় অনায়াসেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেক, অতএব যে কোনো ব্যক্তি উক্ত নিষ্ঠুর রোগে রুগ্ন হইবেন, তিনি কিছু মাত্র কালব্যয় না করিয়া প্রথমেই উক্ত স্থানে গমন করিতে কোনোমতে অন্যমত করিবেননা, কারণ এমত সদুপায় আর নাই, যাঁহারদিগের প্রযত্নে এই শুভকর ও হিতকর কার্য্য সংঘটিত হইল এই স্থলে আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান পুরঃসর পরাৎপর পরমেশ্বরের সমীপে এই মাত্র প্রার্থনা করি যে তিনি এমত সকল মহৎ গুণবিশিষ্ট মহাত্মাদিগকে সকল বিষয়ে সুখী ও উক্ত চিকিৎসালয় চিরস্থায়ী করুন।

বিদেশীয় পাঠকবৃন্দের বিদিতার্থ লিখিতেছি, যে গত সোমবার সন্ধ্যার পর সহসা ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন করিয়া এই রাজধানী, এবং ইহার নিকটবর্ত্তি চতুঃপার্শ্বস্থিত স্থানে উত্তম রূপে বারিবর্ষণ হইয়া গিয়াছে, অবগতি হইল ঐ সময় বড়িশা গ্রামে একটা বড় ঝটিকা উপস্থিত হয়, তাহার পর প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল, এই সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় এক প্রকার সৃষ্টি রক্ষা হইল।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ অবগতি হইল, মহারথি স্যার আর হেমিলটন সাহেব এমত সমাচার প্রেরণ করেন, ধিতিয়া নামক স্থানের রাজকর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ঝান্সির রাণীর পিতা ধৃত হইয়া ১৯ আপ্রিল দিবসে ফাঁসি কাষ্টে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রোক্রাপ্টস্ সাহেবের অধীন সেনারা গত ১৭ তারিখে টিগা নামক স্থানে, ২০০০ বিদ্রোহি সেপাহি এবং ১০০০ অন্যান্য বিদ্রোহি সেনাদিগের প্রতিকূলে এক ঘোরতর সংগ্রাম করে, তাহাতে শত্রুগণ পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক অন্যত্র পলায়ন পরায়ণ হয়, এই সমরে বিপক্ষদিগের ১০০ ব্যক্তি হত এবং ১ টা কামান ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়াছে, এই যুদ্ধে ইউমিনারি অশ্বারোহি সেনারা সাতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন করে, মেজর রিচার্ডসুন সাহেবের অধীন কতকগুলীন সেনা ৫০০ বিদ্রোহি সেপাহিদিগের সহিত এক সামান্য যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষের ৬০ জনকে শমন সদনে প্রেরণ করে, কিন্তু ইহাতে এপক্ষের ২ জন আফিসর হত এবং ৪ জন আফিসর ও ৭ জন সেনা আহত হয়। বিদ্রোহি কুমার সিংহ ২০ আপ্রিল বনসিদা নামক স্থানে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বসন্যে ভাগীরথীর উপরিভাগ সিস্তপুর নামক স্থানে অগ্রসর হওন কালীন কর্ণেল ডাউলাস সাহেবের অধীনস্থ সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু মাত্র হানি নাহইয়া অবাদে ২০০০ বিদ্রোহি সেনা সমভিব্যাহারে অনায়াসে ভাগীরথী পার হওত জগদীশপুর অভিমুখে গমন করেন, এই অশুভকর সংবাদ শ্রবণ করত বিগত ২২ তারিখে আরার দুর্গ হইতে কয়েক দল ব্রিটিস সেনা শত্রুদিগের জীবন বিনাশান্তের জগদীশপুর আক্রমণ করণ মানসে তথায় গমন করেন, কিন্তু তাহাতে তাহারা নৈরাশ ও নিষ্ফল প্রাপ্ত হয়েন, তাহারা অবশেষে বিদ্রোহি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে মহারাণীর ৩৫ সংখ্যক দলের কমানডিং কাপ্তেন লেগ্রাণ্ড, লেপ্টেনাণ্ট ম্যাসে, এবং ডাক্তর ক্লেয়ার্ক, মারাপড়িয়াছে এবং র‍্যাট্রিস সাহেবের অধীন শীক সেনা দলের লেপ্টেনাণ্ট ওয়ালার সাহেব আহতহইয়াছেন, পরে উল্লেখিত ব্রিটিস সেনার মধ্যে ২৫০ জন তথাহইতে পলায়ন পূর্ব্বক আরায় উপনীত হয়, সম্প্রতি বিদ্রোহিরা জগদীশপুরে অবস্থিতি করিতেছে, বোধ করি ডাউল্যাস সাহেব নদী পার হইয়া থাকিবেন।

প্রেরিত পত্র

কবিকুল কেশরী শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে সুধীবর মান্যবর পাঠক মহোদয়বর্গ দেখুন, এই উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপারে দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতকী অবিশ্বাসী দুষ্ট দুরাত্মা পশু প্রকৃতি সিপাহিগণের কুকর্ম্মে ভারতবর্ষের যে কত ক্ষতি এবং দুর্দ্দশা

হইল তাহা বর্ণনে বর্ণাবলি বর্ণেবর্ণে বিবর্ণা, আহা! কত সুপ্রশস্থ সুবিখ্যাত দৃশ্য মনোহর নয়নানন্দকর প্রাচীন অর্ব্বাচীন নগর নগরী রাজধানী রাজপুরী কীর্ত্তিস্তম্ভ, কীর্ত্তিশালা ইত্যাদি চিরস্মরণীয় বিখ্যাত শোভাকর বস্তু সমূহ যে একেবারে ধ্বংস বিধ্বংস উচ্ছিন্ন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায়না, পশ্চিমাদি প্রদেশ সমূহ যে কি পর্য্যন্ত এককালীন শোভাহীন ঐশ্বর্য্য বিহীন হইয়া গিয়াছে তাহা লেখনীদ্বারা বিস্তার করা সুকঠিন? হায়! ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা পশ্চিমাদি দেশ সমূহ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নানা নগর নগরী রাজপুরী অট্টালিকা উদ্যান পুষ্পবাটীকা বিপীন কার্য্যালয় বাণিজ্যালয় শিবির এবং কীর্ত্তিকুশল স্মরণীয় চিহ্নাদি ধর্ম্মশালা পান্থশালা বিদ্যালয় ঔষধালয় প্রভৃতি লোচনানন্দদায়িনী চিত্তবিলাসিনী শোভাশালী সৌভাগ্যময়ী, বস্তু সকল সন্দর্শন করত চিত্ত চরিতার্থ এবং নয়ন কৃতার্থ করিয়াছিলেন? এক্ষণে তাঁহারা জরা জীর্ণ ছিন্নভিন্ন উচ্ছিন্ন মনুজ শূন্য দেশ দেশাদি নগর নগরী এবং সুখ সৌভাগ্য বিহীন জনগণ এবং রোরুদ্যমানা ম্রিয়মাণা বিগলিত বেশা এলায়িত কেশা পুরনারী বালবনিতা প্রভৃতির ম্লান মুদিত মুখপদ্ম নয়ননীরে প্লাবিত এবং ঔদাস্য পরিপূরিত কার্য্যালয় ও উৎসব জনিত ধর্ম্মালয় প্রভৃতি এবং বিলুপ্ত বিক্ষিপ্ত কীর্ত্তিকুশল স্মরণীয় চিহ্নাদি সমূহ ঈক্ষণ এবং দর্শনে কেবল হাহাকার করিতে থাকিবেন? হায়! ইতিপূর্ব্বে যে জনপদ সমূহ ধন ধান্যে জনে মানে পরিপূর্ণ, এবং যে সকল নগর নগরী নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা সৌভাগ্যশালী চিত্তহারী চমৎকারী নয়ন প্রফুল্লকারী ছিল, এক্ষণে সেই সকল প্রদেশ মরুভূমিবৎ দৈন্যদশাপন্ন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন উচ্ছিন্নদশায় পতিত হইয়া রহিয়াছে? শোভার আকর নিকর একেবারে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কেবল ধূধূ ধূধূ করিতেছে? হায়! পূর্ব্বে যে সকল অট্টালিকা রম্য হম্য পুষ্পবাটীকাদি এবং মন প্রফুল্লকারি দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা অনুরঞ্জিত থাকিয়া দর্শকগণের মন হরণ করিত, এক্ষণে সে সকল বিলাপজনক ও নিরানন্দদায়ক হইয়া কেবল মন জ্বালাতন এবং প্রাণ উচ্চাটন করিতেছে? হায়! পূর্ব্বে যে সকল প্রশস্থ দেশাদি নানা দেশীয় জন সমাজে পরিপূরিত এবং নানা প্রকার দৃশ্য মনোহর, নরনিকরে খচিত থাকিত, এক্ষণে সেই সকল দেশ মৃতদেহে ছিন্নমস্তকে খণ্ডকলেবরে শ্মশান মশানবৎ হইয়া রহিয়াছে? হায়! আর কতই আক্ষেপ নিক্ষেপ করিব, কেননা যেমন কর্ম্ম তেননি ফল, প্রসিদ্ধ কথা, দেখ, পূর্ব্বে যে সকল স্থানে নানা প্রকার কীর্ত্তিস্তম্ভাদি স্থাপিত থাকিত, এক্ষণে কালোপযুক্ত যথা তথা ফাঁসিকাষ্ঠরূপ দুষ্টদমনীয় দণ্ডাদি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, হা! পূর্ব্বে যথা তথায় নানা প্রকার চিত্তোৎকর্ষ দুন্দভী বীণা বেণু ইত্যাদি সুমধুর বাদ্যোদ্যমে সর্ব্বসাধারণের শ্রবণবিবরে মধুরধ্বনি ধ্বনিত হইত, এক্ষণে সময়ানুসারে কেবল উদ্বিগ্নচিত্ত প্রজা প্রদেশে ডিণ্ডিম দ্বারা প্রজাপুঞ্জের ভয়নাশক, স্থিরকারক রাজাজ্ঞাব্যূহ প্রচার হইতেছে, অতএব আক্ষেপের আর স্থান নাই, হায়রে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড নির্দ্দয় কৃতঘ্ন বিদ্রোহি সমূহ! এ বিদ্রোহিতাচরণে তোদের মাথা মুণ্ড কি ফল হইল, আমিতো কিছুই বুঝিতে পারিনা, কেননা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তোদের ধন গেল, প্রাণ গেল, স্থান গেল, আত্ম পরিবার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলই গেল, বরং তোদের কুকর্ম্মে সোণার ভারতবর্ষ ছারখার এবং সেই ভারতবাসিগণ একেবারে ধনে প্রাণে মানে জনে অগাধ দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন, অতএব তোদের এ দুর্ব্বুদ্ধিতে ধিক্কার, এবং তোদের জন্মেও ধিক্কার, তোদের জন্মস্থানকেও ধিক্কার, এবং তোদের জাতিকেও ধিক্কার। হায়! তোরা জগৎ পূজ্য ভারতবর্ষে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া বসুন্ধরা জননী ভারতভূমিতে একেবারে কলঙ্ককজ্জলে কলুষিত, এবং পাপপঙ্কে পঙ্কিত করিলি? তোদের আচরণে অকারণে এদেশের চিরবর্দ্ধমান গৌরব, মান, সম্ভ্রম সমুদায়িক একেবারে বিলুপ্ত হইল, অতএব যদি তোরা শূকরীর জঘন্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতিস তাহা হইলে জননী ভারত ভূমির এ দুর্দ্দশা হইতনা।

সেই নেপালী বাঙ্গালি।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকাল

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যন্ভ্রামরতন্ত্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০০১১ সংখ্যা] গুরুবার ১৭ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ২৯ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE,

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Bronzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক। সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

হালিসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী৺ কালীবাটীর সম্মুখে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক কিম্বা পত্র প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৹
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
নবনারী ..... ১।৹
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।৹

সংবাদপ্রভাকর

১৭বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

নিম্নস্থ পত্রখানি অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটন করিলাম পাঠকগণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

" বর্ত্তমান শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার "ধর্ম্মশিক্ষা,, প্রস্তাব লইয়া প্রভাকর পত্রে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণ ও প্রভাকর পাঠকের যে তুমুল বিচার সংগ্রাম চলিতেছে, আনুপূর্ব্বিক আমি তাহা পাঠ করিয়া আসিতেছি এবং এই গুরুতর বিষয়ে কথঞ্চিৎ কোনো পক্ষের ভ্রমবশতঃ পাছে লোকের মনে কোনো কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়, এই ভাবিয়া উপস্থিত যুদ্ধে সমরক্ষেত্রে আমি অগ্রসর হইলাম। সম্পাদক মহাশয় ও আপনার বিজ্ঞ পাঠকগণ পক্ষপাত বিরহিত চিত্তে উপযুক্ত বিবেচনা পূর্ব্বক উভয়পক্ষের উক্তিগুলীন অপক্ষপাত করিবেন এই প্রার্থনা।

প্রস্তাবের মুখ বন্ধ স্বরূপ সজ্জনগণকে বিজ্ঞাত করা আবশ্যক যে আমি শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যে অন্যূন আট নয় বৎসর হইল নিযুক্ত আছি। শিক্ষকতা ব্যবসা-বোধে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তক পাঠ করিয়াছি এবং এই দীর্ঘকাল এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বালক স্বভাব, তাহারা উপদেশ বিরহে যে যে দোষে পতিত হইতে পারে এবং ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানের আবশ্যকতা ও সুফল সমস্তই বিশেষাবগত হইয়াছি। অহংকার দোষারোপ ভয়েও কহিতে হইল যে বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই ভুক্তভোগী ব্যক্তির কথাগুলীন নিতান্ত অগ্রাহ্য হইতে পারেনা।

বিবাদের মূল প্রস্তাবই এই যে এতদ্দেশে ধর্ম্মশিক্ষা বিরহে বালকেরা অকথ্য ও অসাধু যোগ্য নানা বিধ কুৎসিত দোষে লিপ্ত আছে। ইহার সত্যাসত্য নিরূপণই আমারদিগের উদ্দেশ্য।' সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্য মপ্রিয়ং।,, দীর্ঘদর্শি শাস্ত্রকারদিগের এই বচন হেলা করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক এই বিপদে পড়িয়াছেন, কিন্তু কি করা যায়,অপ্রিয় সত্য হইলেও বোধ নেত্র বিরহিত মানবদিগের মন-ক্ষেত্র হইতে কোনো কুসংস্কার দূরীকৃত ও ধর্ম্মতত্ত্ব নিবেশিত করিতে হইলে সুতরাং ইহা লিখিতে হইল।"প্রভাকর পাঠক,, যাঁহারা " মোক্তার ,, পদে ছাত্রেরা পরিগণিত করিয়াছেন তিনি স্বীয় কর্ম্মের উপযুক্ত নহেন; যেহেতু আপনার ওকালতী-দোষে তিনি আপন মক্কেলের যথার্থ পক্ষ গোলযোগে ফেলিয়াছেন। তিনি কি প্রাপ্ত হইতে পারেননা, যাহা হউক পরিহাস দূরে থাকুক প্রকৃত কথা কহি। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের লিখিত কথার সারাংশ এই যে এতদ্দেশস্থ বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়না, তাহাতে তত্রস্থ ছাত্রেরা নানাবিধ অধর্ম্মাচারি হইয়া উঠে। কি বেদবৎ বাক্যগুলীন! জিজ্ঞাসা করি কোনো ব্যক্তি ইহার সত্যতা অপহ্নব করিতে পারেন? শিক্ষাদোষে যে কি পর্য্যন্ত গরলময় ফল উৎপন্ন হইতেছে একবার পাঠকবর্গ মনে অনুধাবন কর,প্রবঞ্চনা, লাম্পট্য, বেশ্যাসক্তি, মদ্যপান, ও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-দোষ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাপাচার অনুষ্ঠানে লোলমতি বালকেরা বিদ্যালয়েই প্রথমে প্রবৃত্ত হয়, বিদ্যালয়ই তাহাদের পাপাচার অভ্যাসের অগ্রগণ্য গুরুস্বরূপ, শিক্ষাপ্রণালী-দোষে এই পুণ্যতীর্থ বিদ্যালয় নরকভূমি হইয়া উঠিয়াছে। হা! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়, অনেক সাধুস্বভাব বালকগণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাসের এক শেষ করিয়া উঠিয়াছে। এমন কি অনেক বিজ্ঞ ভদ্র পিতা মাতা শিক্ষাপ্রণালীর উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আপন সন্তানগণকে গৃহ মধ্যে শিক্ষা দিতেছেন।

সংসর্গের অপ্রতিহত প্রভাব। মনুষ্যের চরিত্র সংসর্গের গুণে কু ও সু হইয়া উঠে। বিশেষ বাল্যাবস্থায় মনের গতি অতি তরল। যৌবন অতি বিষম কাল, তৎকালে ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হয়, সুখেচ্ছা বৃদ্ধি হয় মনের বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পায়, তখন উপযুক্ত ধর্ম্মবন্ধন না থাকিলে মনুষ্য পশুবৎ আচরণ করিতে থাকে। তখন হিতাহিত জ্ঞান নাই, চরিত্র গাঢ় হয় নাই। এই কালে বিদ্যালয় নানা প্রকৃতির বালকের সহিত সংমিলিত হইয়া উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা অভাবে বালকেরা যে কুকার্য্য অনুষ্ঠান করে বিচিত্র কি? দৃষ্টান্তস্থলে এবিষয়ের তথ্য পাঠকবর্গের চিত্তে অভিনিবেশ করিতেছে। হিতাহিত বিবেচনা বিরহিত পঞ্চম বর্ষীয় একটী বালক কোনো সহাধ্যায়ি ছাত্রের কোনো প্রিয় পদার্থ শোভনতম একখানি ছুরিকা দৃষ্ট করিল এবং অপহরণ যে দুষ্ক্রিয়া না জানিয়া সেই দ্রব্য আত্মসাৎ করিল। আপন দোষ লুকাইবার জন্য আমি লই নাই বলিয়া মিথ্যা কথাও কহিল। দেখ, পঞ্চমবর্ষ অবধি সে বালক এক শিক্ষা প্রণালীর দোষে কত কুচরিত্র হইয়া উঠিল। যৌবন ও পরিণত বয়সে সে যে কত দুঃশীল হইবে তাহা ভাবিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। হয়তো তাহার এই চৌর্য্য কথা শিক্ষকের কর্ণগোচর আদৌ হয়না, আর যদিও সৌভাগ্যক্রমে হয় তিনি ঐ বালককে তিরস্কার করিলেন বা একটী থাবড়া মাড়িয়া বলিলেন " আর এমন ধর্ম্ম করিওনা ,, হা কি ভ্রম! চুরী করা যে নিষিদ্ধ ও ধর্ম্ম বিরহিত, মিথ্যাবাদী যে মনুষ্যের ও জগদীশ্বরের ঘৃণার্হ, এতত্ত্ব সে বালক মূলেই জানিলনা। আপাততঃ সে এক ছোকরার গুণে স্তব্ধ হইয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার আন্তরিক ব্যাধি উপশম হইলনা, সে ভবিষ্যতে দুঃশীল হইবেক সন্দেহ কি? শিক্ষকেরা বালকের নীতিবর্দ্ধন ও ধর্ম্ম শাসন জন্য কিছুই করেননা। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অবকাশকালে কোনো কোনো বিদ্যালয়ের বালকেরা বিদ্যালয় হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক কুৎসিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হয়,বা ক্রীড়াস্থলে ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে থাকে, শিক্ষকেরা তৎকালে গৃহ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া তাম্রকুট সেবা ও শ্রম দূর করেন। ভ্রমেও আপন অধীনস্থ বালকেরা কি করিতেছে অনুধাবন করেননা, অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় দোষের কথা যাহা লিখিয়াছি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দর্শন করাইতে পারি। হা! ধর্ম্মশাসন ব্যতিরেকে কি কখনো মন পবিত্র হয়, না চরিত্র সুশীল হয়।

জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়েই এক পদার্থ নহে। জ্ঞানানুযায়ী আচরণের নাম ধর্ম্ম। সত্য কথা কহা ভাল অনেকের এরূপ জ্ঞান আছে লাম্পট্য অধর্ম্ম সকলেই এরূপ উপদেশ পায়, কিন্তু এই ধর্ম্মাচরণ কত ব্যক্তি করিয়া থাকে, এরূপ অনেক বালক দেখিতেছি প্রতি দিন বেশ্যালাপ না করিয়া বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেনা, বাস্তবিক ধর্ম্ম যে জ্ঞানের মূলীভূত তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যেমন অন্যান্য বস্তু শিক্ষনীয়, ধর্ম্মও তদ্রূপ। ধর্ম্মও অভ্যাস সাধ্য, নীতি-নীতিজ্ঞান ধর্ম্মের অভেদ অন্তরঙ্গ, কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীর দোষে নীতি-শিক্ষার বালকদিগের ধর্ম্মশিক্ষা হইতেছেনা। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক এই সকল বালকেরা যে কি পর্য্যন্ত কুচরিত্রশালি হইয়া উঠে তাহা বলা বাহুল্য। অদ্যকার সুশিক্ষিত যুবকদিগের অনেকের চরিত্র দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবেক।

অবশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিতেছে যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অনেকাংশে দোষাশ্রিত। বিদ্যালয়ে বালকদিগের চরিত্রের শাসন উত্তম রূপে হয়না। ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান হীনাবস্থায় আছে এবং ইহার আবশ্যতাবি ফলস্বরূপ পাপ ও অধর্ম্ম বিদ্যালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যদবধি শিক্ষাপ্রণালীর দোষ দূরীকৃত না হইবে, যদবধি শিক্ষকেরা ঐকান্তিকি মনে পঠনকালীন ও ক্রীড়াকালীন স্বস্ব বালকগণকে ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ প্রদান না করিবেন,যদবধি তাহারদিগের চরিত্রের শাসন না হইবেক, তদবধি বিদ্যালয় ধর্ম্মালয় হইয়া উঠিবেকনা। শিক্ষকদিগের এই সত্যে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য "সচ্চরিত্র ও ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ বিদ্যার সার ও মুখ্য তাৎপর্য্য,, অদ্য এই পর্য্যন্ত রহিল। ইহাতেও যদি কাহার মনে সংশয় দূরীকৃত না হয় তবে নির্লজ্জকে আহ্বান করিয়া গুপ্ত কথা সকল প্রকাশ করিব করিব।

কস্যচিৎ শিক্ষকস্য।

ওলাউঠা রোগ নিবারণার্থ সংপ্রতি যে এক দাতব্য চিকিৎসালয় এতন্নগরে স্থাপিত হয়, তদ্বিশেষ আমরা গত কল্য প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, শুনিলাম সেই চিকিৎসালয়ে ইতি মধ্যেই কয়েকজন পীড়িত ব্যক্তি সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শি ডাক্তর হনিংবরজর সাহেবের বিশেষযত্নে ও পরিশ্রমে আরোগ্যলাভ করিয়াছে. গত সোমবার প্রাতঃকালে এক জন বালক প্রায় মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হওনকালীন উক্ত চিকিৎসালয়ে আনীত হয়, তৎপরে উক্ত সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় অতি স্বল্পকালের মধ্যে সংপূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করত নিজালয়ে গমন করিয়াছে। এই শুভ সংবাদটি শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হওয়া গেল।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

এই উপস্থিত বিদ্রোহঘটনা কালীন কয়েক জন চাপরাসি আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ সময় বিদ্রোহি কর্ত্তৃক নিহত হয়, সম্প্রতি শুনাগেল আমারদিগের বড় কর্ত্তা মহাশয় তাহাদিগের বিধবা স্ত্রী ও অনাথা সন্তানগণের প্রতি সদয় হইয়া যাবজ্জীবনের জন্য পেন্সন দেওনে অনুমতি করিয়াছেন।

গত ১৯ তারিখে আজিমগড়ের পত্রে ব্যক্ত করে, মেং ভেল্‌এরেল্‌স সাহেব সাতিশয় পরাক্রম সহকারে নানা স্থানে বিদ্রোহি হতাহত করিয়া একজন বিখ্যাত হইয়া ছিলেন, সম্প্রতি শ্রবণ করত বড়ই দুঃখিত হইলাম যে সেই মহাপুরুষ শত্রু হস্তে সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অদ্য প্রাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজা জংবাহাদুর ৩ রেজিমেণ্ট সেনা সমভিব্যাহারে পথ হইতে আজিমগড়ে পুনর্গমন করিয়াছেন, তিনি কুরগের রাজার দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন।

প্রভাকরের বর্ষোৎসব সভা।

৩১ চৈত্র ১২৬৪।

বর্ত্তমান বিদ্রোহ নিবারণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

ত্রিপদী।

একাথাহে অখিল নাথ, প্রণিপাত লও তাত
নেত্র পাত কর একবার।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপাকণা দান কর,
হর হর দুর্গতি এবার॥

যতেক সিপাইগণ, বিদ্রোহের হুতাশন,
জ্বালিয়াছে ভারত ভিতরে।
ইংরাজে অমান্য কোরে, ভিক্ষুঅসি করেধোরে
বধিছেজোরে মেতেছে সমরে॥
করি অতি অবিচার, রাজ্য করে ছার খার,
ধনাগার লুটিছে সকল।
রক্ষা আর নাহি কার, ভীত সবে অনিবার,
হাহাকার হোতেছে কেবল॥
নরনারী শত শত, অবিরত করে হত,
করকত যত অত্যাচার।
বালকে সঙ্গীন পরে, তুলিয়ে সংহার করে,
পেট চিরে ফেলে বালিকার॥
গর্ভবতী যত সতী, তাহাদের যে দুর্গতি,
মম কি শকতি বর্ণিবারে।
পেটে করি পদাঘাত, করিতেছে গর্ভপাত,
ধোরে হাত ঘুরাইয়া মারে।
আগুণ লাগায়ে ঘরে, সমুদয় দগ্ধ করে,
কেবা পারে করিতে বারণ।
ইতিহাসে এপ্রকার, ভয়ঙ্কর অত্যাচার,
কেহ কভু করেনি শ্রবণ॥
প্রাণে বেঁচে আছে যারা, তারা শুধু ডাকে তারা
শতধারা বহে দুনয়নে।
পতির বিরহে সতী, কাঁদিয়ে ব্যাকুল অতি,
প্রবোধ না মানে আর মনে॥
কেহ কাঁদে প্রিয়তমা, মনোরমা নিরুপমা,
প্রাণ সমা প্রেয়সী কারণ।
সকলেই পায় তাপ, কার গেছে ভ্রাতা বাপ,
কার গেছে প্রাণের নন্দন॥
সবাকার সবাকার, মুখে শুধু হাহাকার,
বিনে কিছু শুনিতে না পাই।
এইরূপ কত কব, জান সব ভব ধব,
তব অগোচর কিছু নাই॥
তুমি নিত্য নিরঞ্জন, সর্ব্ব দুঃখ বিভঞ্জন,
সনাতন বিশ্বের প্রধান।
নিরাময় নির্ব্বিকার, সকলের মূলাধার,
নিরুপম কৃপার নিধান॥
অগতির হও গতি, অনাথ জনার পতি,
কে বুঝিবে তোমার মহিমা।
জানিবারে আদি অন্ত, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত,
হোয়ে তা দিতে নারে সীমা।
অপূর্ব্ব তোমার কর্ম্ম, কে বুঝে তাহার মর্ম্ম,
বর্ণাভাব করিতে বর্ণন।
সৃজন পালন লয়, সকলি কটাক্ষে হয়,
তুমি হও কারণ কারণ॥
পুরাণে শুনিতে পাই, সত্য মিথ্যে জানি নাই,
নাশিবারে পৃথিবীর ভার।
তুমি নাকি নর রূপ, ধরি অপরূপ রূপ,
হয়েছিলে নয় অবতার।
দশানন নরপতি, প্রবল প্রচণ্ড অতি,
যম যার কাটিতেন ঘাস।
রাখিবারে নিজ পদ, বাসব সেবিত পদ,
করিতেন বাতাস বাতাস।
কিবা নর কিবা সুর, যার দাপে তিন পুর,
সশঙ্কিত থাকিত সতত।
তুমি রামরূপ ধরি, গর্ব্ব তার খর্ব্ব করি,
সমূলেতে করেছিলে হত।
একেবারে যদুবংশ, করেছিলে সব ধ্বংস,
করি এক মুষল সৃজন।
এইরূপে বার বার, হোয়ে ছিলে অবতার,
পাপ ভার করিতে হরণ।
বিনোদ ভারত ভূমি, সৃজন কোরেছ তুমি,
তাহা আর না রয় না রয়।
বিদ্রোহিরা বেঁদে দল, প্রকাশ করিয়ে বল,
নাশ করিতেছে সমুদয়॥
কেহ আর নাহি সুখে, সকলে ভাসিছে দুঃখে,
মুখে শুধু করিছে বিলাপ।
করুণা কটাক্ষে হরি, কৃপাকণা দান করি,
হর হর মনের সন্তাপ।
ইংরাজেরে দিয়ে বল, দাও দাও রসাতল,
বিপক্ষের দল সমুদয়।
শ্বেতাকার সেনাগণে, বিজয়ি হউক রণে,
সুখে প্রজা হরুন সময়॥
তোমাবিনে ভগবান, কে আর করিবে ত্রাণ,
যায় প্রাণ কি কব বিশেষ।
এবিপদে তব পদে, চাই প্রভু পদে পদে,
নিরাপদে রাখ বঙ্গ দেশ॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র কুণ্ডু।
সাং নেড়াগির্জ্জা।

Printed andpublished by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

আতাহিকগত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতঙ্গজীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা, অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০০১২ সংখ্যা] শুক্রবার ১৮ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ৩০ আপ্রিল ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য১৲তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta, Cossitolah, Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক। সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুল ও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

হালিসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী৺ কালীবাটীর সম্মুখে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক কিম্বা পত্র প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।৹
সুধীরঞ্জন ....১৲
নবনারী .... ১।৹
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।৹

সংবাদপ্রভাকর

১৮বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০।সাদিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি,—গত ১১ বৈশাখ শনিবারদিবসে"সেওড়াপুলি স্কুলের" সুপাত্র ছাত্রদিগের সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা এবং পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য অতি সমারোহ সহকারে নির্ব্বাহ হইয়াছে।—শ্রীরামপুরের মহামান্য বিদ্যানুরাগী মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আসিয়া তৎকার্য্য সমাধা করত স্বহস্তে পারিতোষিক প্রদান পুরঃসর সানন্দে সন্তোষচিত্তে পাঠার্থিপুঞ্জের উৎসাহবর্দ্ধক সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বাস্তবিক আমরাও প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম, অতি অল্প দিবসের মধ্যেই বালকেরা উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছে। ইহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং বিদ্যার্থিবৃন্দের বিশেষ অনুরাগ না করিয়া লেখনী পরিত্যাগ করিতে পারিলামনা। দশ আনির বিখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুত রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় তথা শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যাঁহারা বংশ মর্য্যাদায় বহুকালাবধি "শূদ্রমণি" নামে প্রসিদ্ধ,—ইহাঁরদিগের উভয় মহাত্মাকেই এইস্থলে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবেক, যেহেতু জ্যেষ্ঠের সাহায্যে এই বিদ্যালয় এবং কনিষ্ঠের আনুকূল্যে ঔষধালয় প্রস্থাপিত হইয়াছে।—বড় রাজা বিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক মাসিক ব্যয় দেন, এবং গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক দিতেছেন।—তদ্ভিন্ন উক্ত মহাশয় দুঃখি বালকদিগের বেতন, পুস্তক, ও আহারাদি আর আর বিষয়ের বিস্তর সাহায্য করিয়া থাকেন।—স্বয়ং সর্ব্বদাই গিয়া তত্ত্বাবধারণ করেন, যাহাতে স্কুলের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন,—নিজ ব্যয়ে উত্তম স্থানে উত্তম এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, সেই গৃহে বালকেরা অতি সুরীতিক্রমে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

ছোটোরাজা ডাক্তার খানার স্থাপন-কর্ত্তা,—তিনি গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য লইয়া নিজ ভাণ্ডার হইতে বিপুল-বিত্ত ব্যয় পূর্ব্বক চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন।—যিনি চিকিৎসক তিনি অতি সুযোগ্য, যশস্বী, পরিশ্রমী, ঔষধ সকল অতি উত্তম,—রাজা আপনি প্রচুর প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিনিয়তিই তত্ত্বাবধারণ করেন, ইহাতে কোনো অংশেই ত্রুটি হয় নাই।—ঐ সুকার্য্য সাধন জন্য রাজার সুখ্যাতি ধ্বনিতে চারিদিক আচ্ছন্ন হইতেছে, দীন-হীন রোগি সকল উৎকটরোগে রক্ষা পাইয়া গুণ-গান করিতেছে। দূরস্থ অক্ষমেরা পথ্য ও বাসস্থান পাইতেছে।—ইহাতে রাজা পূর্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল জ্যোতিঃ ধারণ করিতেছে।—এইক্ষণে যে স্থানে "ডিস্পেন্সরি" স্থাপিত আছে, সে স্থান অতি সংকীর্ণ,—এজন্য উত্তম স্থানে এক প্রশস্ত বাটী নির্ম্মিত হইবেক।—মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং পদব্রজে গতি করিয়া স্থান মনোনীত করিতেছেন, আমারদিগের বিবেচনায় বৈদ্যবাটীর মধ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেই উত্তম হয়,—কারণ তাহাতে স্থলপথগামি, জলপথগামি, দূরস্থ, নিকটস্থ, গ্রামস্থ, সমস্ত লোকের সমূহ প্রকার উপকার সম্ভাবনা।—বোধ করি, রাজা আমারদিগের এই অভিমতে সম্মত হইবেন।

বিদ্যাদান ও ঔষধ পথ্যাদিদান, ইহার ফল আমরা বিশেষ কি ব্যাখ্যা করিব?—কার্য্য যত আছে, ইহার ন্যায় সৎকার্য্য আর কিছুই নাই।—অতএব এই স্থলে প্রার্থনা করি, পরম কারুণিক পরমেশ্বর উক্ত উভয় ভ্রাতার সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল বিধান করুন।—এইস্থলে আমরা শ্রীযুত চন্দ্রশিখর গুপ্ত ভায়াকে একান্ত চিত্তে আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহার সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল হউক।—যেহেতু তিনি উল্লেখিত উভয় বিষয়েই শরীর পতন করিতেছেন,—তাঁহারও তাঁহার কয়েক জন বন্ধুর বিশেষ পরিশ্রমে, বিশেষ যত্নে, এবং বিশেষ উৎসাহেই পাঠালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—গুপ্ত ভায়া বার্ষিক ৭০ টাকা উৎপন্নের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া ডাক্তার খানার বাটী নির্ম্মাণার্থ এক খণ্ড উত্তম ভূমি দান করিয়াছেন।

লেখনী পরিত্যাগ করণকালীন আমরা এতদ্দেশস্থ সমস্ত সদাশয় মহাশয়গণ, যাঁহারা বিদ্যাদান,ঔষধপথ্যদান, জলদান এবং অন্নদান প্রভৃতি প্রধান প্রধান কল্যাণকর কার্য্য করিতেছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তাঁহারদিগের সর্ব্ববিধায়ে কুশল করুন।

আমাদিগের ছোট নাগপুরস্থ বন্ধুর ২৫ তারিখের পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।

অদ্যাপি এ স্থানে বৃষ্টি না হওয়ায় গ্রীষ্মঋতু স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, এবং তাহার প্রাদুর্ভাব অবলোকন করত ওলাউঠা রোগ কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে, অতএব আর কিছু দিবসের মধ্যে যদ্যপি বরুণদেব আমাদিগের প্রতি সানুকূল না হয়েন তবে অনেককেই অকালে কালের করালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে সম্প্রতি এ প্রদেশ মধ্যে বিদ্রোহ শঙ্কা এক প্রকার নিবারণ হইয়াছে, কেবল সিংভূমে কোল জাতিরা, বিদ্রোহি, পোড়াহাটের রাজার কুপরামর্শে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বৈরিভাব প্রদর্শনে সম্যকরূপ যত্নবান হইয়াছে, কিন্তু তাহা শীঘ্রই নিবারণ হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, কারণ মহানগর কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বিস্তর ব্রিটিস সেনা আগমন করিয়াছে, বিদ্রোহি ঠাকুর বিশ্বনাথ সাহা এবং গণপতি রায় ফাঁসিকাষ্ঠে নিজ নিজ উচিতমত ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, পোড়াহাটের পদচ্যুত রাজা অদ্যাপ ধরা পড়ে নাই।

নিম্নস্থ বিষয়টি সাদরে প্রকটন করিলাম।

"আগজগড়ের অবস্থা জ্ঞাত

আছেন, এইক্ষণে ছাপরার বিবরণ নিবেদন করি. গত একবিংশতি তম দিবসে অনুমান চারি সহস্র রাজবিদ্রোহি সৈন্য ছাপরা হইতে ছয় ক্রোশ পশ্চিম মাঝি নামক স্থলে সরজু নদী পার হইতে ছিল কিন্তু তাহারা তিন ক্রোশ পূর্ব্বে সম্‌সতিপুর নামক স্থলে গঙ্গানদী পার হইয়া, আরা জিলায় যাইবেক কি ছাপরায় আসিবেক, ইহার বিশেষ কিছুই জানা যায়নাই, ছাপরা সদৃশ পুণ্য স্থল যাহা এ পর্য্যন্ত বিপক্ষদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়নাই, অথচ যে স্থলে বহুল ধনি ব্যক্তিদিগের বাস, তাহার তিন ক্রোশ পশ্চিমে সুভাগমন করণান্তর, সে স্থল দর্শন করিবার যে চেষ্টা করিবেক না, এরূপ বিশ্বাস হয় না। পরন্তু ছাপরাস্থিত গোরা এবং শীক সৈন্যগণ ২ টা তোপ সমভিব্যাহারে ছাপরার পশ্চিম এক ক্রোশ তেল নামক নদীর পর পারে শিবির স্থাপন করিয়া, বিপক্ষগণের অপেক্ষায় ব্যাঘ্রবৎ "ওৎ" করিয়া বসিয়াছে। পরন্তু যদি ইংরাজেরা আপনাদিগকে সবল বোধনা করিতেন, তবে গড়বন্দি ত্যাগ করিয়া কদাচ প্রশস্ত মাঠে গমন করিতেন না, অতএব যদি যুদ্ধের ঘটনা হয়,তবে বিশ্বাসঘাতক বিপক্ষেরা বিলক্ষণ শিক্ষা পাইবেক।

গণ্ডক নদীর পশ্চিম পারের সমুদয় নৌকা রাজপুরুষদিগের অনুমত্যনুসারে পূর্ব্ব পারে আনা হইয়াছে।

শ্রুত হইলাম, যে, অশিতিপর কুমার সিংহ, এই শত্রুদলকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে (আরায়) গমন করিবে।—"বৃদ্ধ পাগল হোলে বুদ্ধি লোপ হয়।"—একথা বড় মিথ্যা নহে, কারণ এইক্ষণে পশ্চিম অঞ্চলে থাকিলে. পিণ্ডারি—[Pindary]—দিগের ন্যায় কিছু দিন পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু একেবারে ইংরাজদিগে "খপ্পরে" আসিয়া পতিতায় আর রক্ষা নাই।

শারীরিক পীড়িত প্রযুক্ত অধিক লিখিতে অশক্ত, কিন্তু যদি আমারদের উপরে ইতিমধ্যে কিছু না ঘটে এবং দৈহিক কুশলে থাকি, তবে অন্যান্য সম্বাদ শীঘ্রই প্রেরণ করিব।

মতিহারি। ২৩ আপ্রিল ১৮৫৮।"

"নিম্নস্থ সংবাদটি সাদরে প্রকটন করিলাম।

গত সোমবার ১৫ বৈশাখ সন্ধ্যার সময়ে কাচরাপাড়া, হালিশহর প্রভৃতি স্থানে ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়া অমৃতফল একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে, কয়েক দিবস অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে প্রাণি মাত্রেই হাহাকার করিতেছিল, ঝড় বৃষ্টি দ্বারা তাহা নিবারণ হওয়াতে এই ক্ষতি আপাতত ক্ষতি বোধ হইতেছেনা, কিন্তু দেশের অবস্থা অবলোকন করিলে বোধ হয় এবৎসর আহারীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির ন্যায় আম্র ফলও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইবেক। অনেক তৃণাচ্ছাদিত ঘর এবং বড় বড় বৃক্ষ ভূমিশায়ী হইয়াছে।,

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

গত সোমবারের ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন, যে "উডমো নামক স্থানে,, জেনরল ওয়ালপোল সাহেবের অধীন সেনাদিগের সহিত

বিদ্রোহিদিগের এক সমর হয়, তাহাতে ব্রিটিসপক্ষের ১২০ জন হতাহত হইয়াছে, ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার দলের বীরবর কর্ণেল অনরেবল, এ, হোপ সাহেব উক্ত সংগ্রামে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিদ্রোহি কুমার সিংহের অধীন কতকগুলীন সেনা কর্ত্তৃক মহারাণীর ৩৫ সংখ্যক দলের দুই কোম্পানি সেনার মধ্যে অধিকাংশই পরলোক গমন করিয়াছে, এই যুদ্ধে শত্রুরা তাহাদিগের দুইটা তোপ কাড়িয়া লইয়াছে, মহারাণীর ৬ গণিত পদাতিক সেনারা রাণীগঞ্জ যাত্রা করণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিয়নগড়ের রাজা গদাধর নারায়ণ ভাং বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কতকগুলীন অস্ত্রধারি লোক সংগ্রহ করেন, তাহারা চাইবাসা বিদ্রোহি হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং উক্ত রাজার রাজ্য দিয়া কোনো রাজদ্রোহি সেনা গতায়াত করণের প্রতিবন্দক করিতে বিশেষ যত্ন পায়। বিদ্রোহ ঘটনা সময় গবর্ণমেণ্টকে এরূপ সাহায্য করায় আমাদিগের বড়কর্ত্তা মহাশয় প্রাগুক্ত রাজানুগত রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

গত ২১ তারিখে আলাহাবাদের পত্রে বিদিত করে "গোরখা সেনাদিগের মধ্যে বসন্ত রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, নাজীরাবাদ ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

নিম্নস্থ পদ্য রচনা অতি সমাদর পুর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

পদ্য।

"গদ্য পদ্য রচিবার, ইচ্ছা হয় মনে।
ইচ্ছাময় না চাহিলে, হইবে কেমনে॥
কিছুই না জানি আমি, কিছুই না জানি।
তথাপি লেখনী ধোরে, করি টানা টানি॥
কতবা অনর্থ চিন্তা, করি বোসে বোসে।
অবশেষে করের, কলম পড়ে খোসে॥
বেগোচ হইয়া যায়, কাগজ ধরিতে।
কি লিখিব স্থির কিছু, না পারি করিতে॥
প্রাণ পণে যদি হয়, প্রথম চরণ।
অঙ্গময় ঘর্ম্ম বয়, করিতে মিলন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে, বুদ্ধি হয় স্থূল।
স্বভাবের ও ভাবের, নাহি রয় মূল॥
ঘৃণা রোষ পরবশ, হোয়ে তদন্তরে।
আপনি কামড় মারি, আপনার করে॥
বার বার তিরস্কার, করি নিজ মনে।
কতই বুঝাই তারে, বিহিত বচনে॥
তাতেও না তাতে মন, মাতে যাতে তাতে।
শিখাই এখনি তারে, পাই যদি হাতে॥
কেমনে ধরিব এক, দণ্ড নহে স্থির।
হতভাগা হোয়ে গেল, কাযের বাহির॥
সাধ্য কি যে বাধ্য করি, অবাধ্য পামরে।
শট হোল থেকে ষট, রিপুর ভিতরে॥
তাদের মতের অনুগামী, অনুক্ষণ।
বাড়িতেছে দিন দিন, বুদ্ধি বিলক্ষণ॥
ঈশ্বর যদ্যপি দেন, জ্ঞান তীক্ষ্ণ খাঁড়া।
নিশ্চয় মনের মুণ্ড, কাটি খাড়া খাড়া॥
এইরূপে কয় ছত্র, লিখিলাম যাহা।
দেখিলাম যোগে যাগে, মিলিয়াছে তাহা॥
ভাবের ব্যাত্যয় যদি, না হইয়া থাকে।
লাভের বিষয় তবে, কহিব কাহাকে॥
বিশুদ্ধ মিলন করা, সুকঠিন বড়।
দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে, হই জড়সড়॥
পড়া শুনা আছে যার, অনেক পুস্তক।
সেইতো বাঁচাতে পারে, পদ্যের মস্তক॥
এইস্থলে ঈশ্বর গুপ্তের গুণ গাই।
তাঁর কবিতার তুল্য, মিল আর নাই॥
শুভক্ষণে লেখনীটি, ধরেছেন করে।
প্রভাকর পত্রিকায়, কর প্রভাকরে॥
সার্থক জনম তাঁর, সার্থক জীবন।
জগতে যাঁহার গুণ, গায় গুণী গণ॥
চিরজীবী হোয়ে তিনি, থাকুন জগতে।
চলুক দেশের লোক, উপদেশ মতে॥
কি সুরস গদ্য পদ্য, লেখে বৈদ্যরাজ।
চমৎকার মধ্যে তার, কাচ্চুরির কাজ॥
ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি, ঈশ্বর যেমন।
করেছেন কৃপা যদি, করেন তেমন॥
তাহইলে এখনি, লেখনী করে ধরি।
লিখিয়া মনের বাঞ্ছা, পরিপূর্ণ করি॥
আমার এমন দিন, হবে আর কবে।
রচনার দোষ গুণ, কবিগণ কবে।
যাহোক এবার আমি, হয়েছি নাছোড়।
ঈশ্বর সমীপে দুইকর, করি যোড়॥
হে শক্তি প্রদাতা ধাতা, সর্ব্বমূলাধার।
কাতর কিঙ্করে কৃপা, কর একবার॥
বহুদিন হোতে মনে, করিতেছি আশা।
ক্ষমতা হইবে লিখিবারে সাধু ভাষা॥
পয়ার প্রবন্ধে আমি, বন্দিব তোমারে।
সত্বর কবিতা শক্তি, বিতর আমারে॥
তুমি নিরখিলে এ অখিলে, হই গণ্য।
একান্ত অন্তরে নাথ, ডাকি সেই জন্য॥
দোহাই তোমার বিভু, দোহাই তোমার।
পূর্ণ অভিলাষ পূর্ণ, করহে আমার॥

বিনয় পুর্ব্বক নিবেদন মিদং। সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ প্রকা পূর্ব্বক মল্লিখিত উপরের পদ্যটী স শোধন করণানন্তর ভবদীয় ভুবন বি খ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থা দানে চিরবাধিত আহ্লাদিত ও উ সাহান্বিত করিবেন ইতি।

শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।
নিবাস নবদ্বীপের অন্তঃপাতি
মুড়াগাছা।

Printed andpublished by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০১৩ সংখ্যা। শনিবার ১৯ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১ মে ১৮৫৮ সাল। মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৬ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানার প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শম্ভুনাথ দের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি টালা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ভূমি আছে, তাহার মধ্যে ১ একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে এবং তাহাতে প্রজাগণ বসবাস করে, ভূমি অনুমান ৭ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী শম্ভুনাথ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬আপ্রিল১৮৫৮

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৬ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রমিকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাণী সুখমণি দাসীর বিরুদ্ধে বেণ্ডি সিওনৈ এক্সোপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি বাহির সিমুলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে খণ্ড রাইয়তি ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান ৬ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রিত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি চক্রবেরিয় নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড রাইয়তি ভূমি আছে তাহার মধ্যে ১ একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান ১৸২।।৵ এক বিঘা সাতেরো কাঠা দশ ছটাক, তাহা

কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি বালিগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড জমী আছে তাহার মধ্যে কতকগুলীন বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান ১৮৩ এক বিঘা আঠারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাণী সুখমণি দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬আপ্রিল ১৮৫৮।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters, Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন।
১ নং।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মুল্যের সহিত ডাক মাসুলও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিক মাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

ওরিএণ্টেল সিমিনরি।

৩ মে সোমবার দিবসে বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের বাটীতে ছাত্রদিগের[২৯ গণিত] সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক। মান্যবর শ্রীযুত অনরেবিল পি, ডবলিউ, লিগেট সাহেব স্বয়ং আসিয়া পরীক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। অতএব বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, বিদ্যালয়ের হিতার্থি উৎসাহদাতা বন্ধু সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরীক্ষা সভায় আগমন করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲

প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
নবনারী .... ১।০
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

সংবাদ প্রভাকর

১৯বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

কুমারখালিস্থ বন্ধুর লিখিত বিষয়টি অবিকল সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"হে করুণালয় পরমেশ্বর! তোমার করুণাবলম্বনে আমরা যে কয়েক মাস এপ্রদেশীয় সংবাদ, সংবাদ প্রভাকর পত্রৈকপার্শ্বে প্রকটন করিয়াছি, তদ্দ্বারা প্রদেশবাসির সন্তোষাস্পদ ভিন্ন কাহারো ঘৃণাস্পদ বা দুঃখদায়ক হই নাই। হে পরম পাতা! এই আমাদিগের পরম লাভ, এই লাভের পরম কারণ যে পরমকারণ, আমরা তাঁহাকে মনের সহিত নমস্কার করি যে তিনি এই উপস্থিতবর্ষে উপস্থিত থাকিয়া আমারদিগের মনোবাসনা পুর্ণ করুন। যেন আমরা কোনো মহাত্মার কোনো রূপ অসঙ্গত ক্লেশভুক্ত ক্লেশযুক্ত ত্যক্তজনক বাক্য ব্যক্ত করিয়া লোকের অনুরক্ত হইতে ত্যক্ত না হই। হে শিষ্টের ইষ্টকারী দুষ্টের নষ্টকারী দর্পহারি হরি! শিষ্টতার সহিত শিষ্টের ইষ্টপুরণ কর। দুষ্টের দুষ্টতা হরণ কর এবং দর্পকারির দর্প চুর্ণকর।

হে ন্যায়বান! তোমার সাক্ষাতে অন্যায়কারিরা এত অন্যায় করিতেছে। তুমি কিরূপে তাহা সহ্য করিতেছে। নরাকৃতি নরঘাতক নৃশংস সিপাহিগণ অবিচার করত চিরপালক ব্রিটিসের অবাধ্য হইয়া কত শত ধবল কমলকায় আবাল অবলাদিগকে করাল করবলে খরতর তরবার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিল। শান্ত বাঙ্গালি কাঙ্গালিদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া জীবনান্ত করিল। হে শান্ত নিকেতন! লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইল, তথাচ এখনও তুমি ক্ষান্ত দিয়া শান্তভাবেই রহিয়াছ। দুরন্ত সিপাহিগণ কৃতান্ত সমান দুর্দ্দান্ত হইয়া ক্রমশঃ কত মনোহর ভুবন দাহন করিতেছে। তরুমূল উচ্ছিন্ন করিয়া নগরের শোভা হরণ করিতেছে। কত শত রাজভবন গমন করত রাজার জীবন হরণ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে। হে দুর্দ্দান্ত দনুজ দময়ন্তা! দনুজকুল দলন কর, সর্ব্ব প্রদেশে শান্তিস্থাপন কর, ব্রিটিসের জয় কর, বাঙ্গালি কাঙ্গালিদিগকে রক্ষা কর।"

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

দানাপুরের সংবাদদাতার পত্র পাঠে অবগত হওয়াগেল, সাহাবাদ জিলা মধ্যে পুনর্ব্বার রাজবিদ্রোহ আশঙ্কা বিলক্ষণরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্রোহিকুমার সিংহ, বিস্তর রাজদ্রোহি সেনা সমভিব্যাহারে জগদীশপুরে উপনীত হইয়াছেন, শুনিলাম তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকদল ব্রিটিস সেনা ধাবিত হইয়াছে, গত ২২ তারিখে এস্থলের পশ্চিমাংশে অনবরত মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গোলার শব্দ শুনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায় নাই, বোধ করি বিদ্রোহিরা ভাগীরথী পার হওনকালীন ইংলণ্ডীয় বিজয়ী সেনাদিগের সহিত একটা সমর হইয়া থাকিবেক। বেহার অঞ্চলের বাসিন্দাদিগের মনোমধ্যে বড় একটা ভয়ের সঞ্চার উপস্থিত হইয়াছে, কারণ এইক্ষণে উক্ত স্থানের চারিদিগের শত্রুগণ দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, অতএব কুমার সিংহ, যদ্যপি বিদ্রোহি সেনা বর্জ্জিত হন তবেই মঙ্গল। পাটনায় পূর্ব্বমত কুশল আর বড় দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাকার কমিস্যনর সাহেব কিরূপে শান্তি স্থাপনা করেন তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত হইয়াছেন।"

আমাদিগের রাজপুরুষেরা সাধারণের গোচরার্থ যে এক সময় সংক্রান্ত বিষয় ইংরাজী পত্রে প্রেরণ করেন তাহা আমরা অনুবাদ করত প্রকাশ করিলাম, যথা মেজর এলিস এমত সংবাদ দেন বিদ্রোহি হস্ত হইতে বান্দা নামক স্থান পুনর্ব্বার অধিকার করণ কালীন, জেনেরল হোয়াইট লক্ষ সাহেবের অধীনে সেনাগণের সহিত বিদ্রোহিদিগের যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে শত্রুদিগের ৪ টা তোপ এবং কয়েকটা হস্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ব্রিটিস পক্ষের দুই এক জন লেপ্টেনাণ্ট সাংঘাতিক রূপে আহত এবং অপর কয়েকজন আফিসর গুরুতর ও সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বহুবিধ বিনয় পুরঃসর নমস্কারা নিবেদন মেতৎ।

মহাশয় মল্লিখিত কতিপয় গদ্য পঁক্তি সংশোধন পূর্ব্বক ভবদীয় জগদুজ্জ্বল প্রভাকর পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দানে চির-বাধিত করিতে অনুমতি হইবেক।

হায় কি পরিতাপ! অপার আনন্দ উপাদিকা অসীম সুখ দায়িকা বিদ্যাগার রূপিণী যে জননীর স্নিগ্ধকর ক্রোড়ে অবস্থিতিভাবে বিদ্যারূপ জ্ঞানময় বিভার সমৃদ্ধি হইতেছিল এবং যিনি সন্তানগণ প্রতি যথোচিত স্নেহ বিতরণ উষ্ণ সময়ে সহস্র জ্যোতিধারির অসহ্য প্রচণ্ড কিরণ সহ্য করিয়াও তদুত্তাপ হইতে অস্মদাদিকে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছায়ায় স্বচ্ছলে স্বচ্ছন্দ সুসমীরণে স্নিগ্ধ করিতেন এবং যিনি প্রভূত দয়া প্রকাশে প্রাবৃট্ সময়ে অবিরত বারি বহের অবিরল বারি বর্ষণ ধারণ ও অত্যুৎকট কুজ্ঝটিকাতে অন্তরের অন্তর না করিয়া অভ্যান্তরে স্থান দানে ত্রাণ করিয়াছেন যাঁহার গর্ভান্তরে বহুবিধ ভাতৃগণ সম্মিলনে স্থিরতরভাবে নির্ব্বিবাদে বিদ্যারূপ পীযূষে প্রমত্ত হইয়া গুণগুণ স্বরে তদগুণ গান করিতেছিলাম যিনি চতুঃপার্শ্বে আবৃতা হইয়া সামান্যতঃ অর্থাৎ উত্তমাধম নানা বর্ণাশ্রমি শিশুদিগকে তুল্যরূপে স্থানার্পণ করিয়াছিলেন অদ্য তিনি প্রকাণ্ড প্রচণ্ড পাবক গ্রাসে গ্রাসিত হইয়া অদৃশ্যা হইলেন।

তাঁহার অভাবে আমরা যদ্রূপ মাতৃহীন বালকগণ নিরবচ্ছিন্ন মা মা শব্দে শোকাকুলচিত্তে রোদন করত দিগ দিগান্তর পরিভ্রমণ করে তদ্রূপ গেহ জননীর দাহ সময়ে আমরা চতুঃপার্শ্বে শোকার্ণবে বিচরণ করিয়া বহুবিধ আক্ষেপ বিলাপ করত নিরূপায়ে ম্লান বদনে আছি।

যখন এই অভাবনীয় দুর্দ্দশার অনুষ্ঠান, তৎকালীন অতি ঘোরতর পরাক্রমশালী ঝঞ্ঝা বায়ু প্রতিপক্ষের সাহায্যে প্রবর্ত্ত হইয়া ক্রমশঃ তৎসংলগ্নে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হন। হায় কি দুঃসময়! আত্ম পর কাহাকেও বিশ্বাস নাহি যে অনিল গেহ দেহে অহরহ দৌবারিক স্বরূপ দ্বারে দ্বারে ও অভ্যন্তরে নির্ব্বিবাদে বিচরণ করিতে ছিলেন এবং যে সমীরণ নিদাঘ সময়ে সমভাবে দ্বাবাদিতে বহন করিয়া অভ্যন্তর স্নিগ্ধ করিতেন এতাদৃশ সংযত কমনীয় যে বায়ু তিনিও আসন্ন,বিপদ দৃষ্টে দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিপক্ষ হিতৈষি হইলেন সুতরাং আত্ম পর কাহাকেও বিশ্বাস নাহি এই দুরবস্থা উপক্রম সময়ে বিদ্যালয় উৎপাদক অর্থাৎজন্মদাতা সৎকুলোদ্ভব অশেষ মান্য অত্র স্থলাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুক্ত উলিয়ম আগনিউ প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর সাহেব যিনি অপার করুণা প্রকাশিয়া এই বিদ্যালয় বলময় রাজ্যবাসি প্রজাকুলের দুরূহ তিমিরাবৃত দেহ গেহের বিদ্যারূপ বিভাদ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া বিজ্ঞান রত্ন পরিপূর্ণার্থে যত্নবান হওত সংস্থাপন করিয়াছেন যিনি পরম ধার্ম্মিক পদে অধ্যাসীন হইয়া ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করত ব্যাধিরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে রোগোপেত জনগণকে মুক্ত করিতেছেন, এবং যিনি নিরন্তর দয়ার্ণব বারি সিঞ্চন দ্বারা স্বাধিকারের শিষ্ট সামন্তদিগকে শান্ত ও প্রগাঢ় দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ দ্বারা অকৃতি দুর্নীতি জনগণকে ক্ষান্ত করিতেছেন। তিনি প্রজাকুলের বিঘোর বিপন্ন দৃষ্টে বিমর্শ হইয়া প্রতিকারের সম্যক্ প্রকার চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু অজয়ী অনলপক্ষের বিজয়ী হওয়া সম্ভাবনায় নানাপ্রকার কৌশল অবধারণ করিয়াও নিবারণের অযোগ্য দৃষ্টে পরিশেষ বিদ্যালয় জননীর সমীপে আগত হইয়া বহুবিধ সুকৌশল ও সদুপায় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা গুণদায়ক হইলনা, যেহেতুক যখন যাহার আসন্ন উপস্থিত হয়, তখন স্বয়ং পরমেশ্বরেরও তাহা অখণ্ডনীয়, সুতরাং প্রতি পক্ষানল চরম দিগ হইতে প্রদীপ্ত হওত শিখা স্বরূপ জিহ্বা বিস্তারে ক্রমে একোত্তর দ্বিশতাগার ভস্মসাৎ করিয়া পরিশেষ গেহজননীকে আকর্ষণ করণে উপরোক্ত প্রশংসিত শ্রীযুত নিরাশ্বাস হইয়া আক্ষেপরূপ নিশ্বাস নিরসণ পূর্ব্বক সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, তদুত্তর স্থানাভাবে কয়েকদিবস পাঠ বদ্ধরূপ অবাক আছি, নিবেদন ইতি।

শ্রীহরচন্দ্র সেন গুপ্ত।

জিলা গোয়ালপাড়ার বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

ঐ প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১৪টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০০১৩ সংখ্যা] সেমবার ২১ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ৩ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সুবে বাঙ্গলার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে অদ্য তারিখে মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত হিন্দু প্রজা মৃত ত্রিলোচন প্রামাণিকের উইল পত্র প্রমাণে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং দেনা পাওনা প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত স্থান নিবাসী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নবকৃষ্ণ কারফরমার প্রতি কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পিত হইয়াছে, জিনি উক্ত উইলের একজন এক্সিকিউটর, অতএব পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির উপর যে কোনো ব্যক্তির যে কোনোরূপ আপত্তি থাকে তাঁহারা অবিলম্বেই তদ্বিশেষ প্রাগুক্ত এক্সিকিউটরের নিকট জ্ঞাত করিবেন, এবং যাঁহারা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে ঋণগ্রস্থ আছেন, তাঁহারা অগৌণেই আপন আপন নিশ্চিত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন ইতি।

REMFRY & ROGERS.
Proctors.
রেম্‌ফ্রি এণ্ড রজার্স।
উকীল।

কলিকাতা।
১৯ আপ্রিল ১৮৮৫।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন

খাস মহাল ডিহি ৫৫ গ্রামের মধ্যস্থিত তপশীলের লিখিত হৌলডিঙ্গের জমি সন ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার মর্ম্মানুসারে মহামান্য শ্রীলশ্রীযুত রেবিনিউ কমিস্যনর সাহেবের হুকুমমতে সন ১৮৫৮ সালের ১৭ মে মোতাবক সন ১২৬৫ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ সোমবার জেলা ২৪ পরগণা মোং আলিপুরের ডিপুটী কালেক্টরির কাছারিতে ডাক জমায় ইজারা বিলি হইবেক।

সবডিবিজন	হৌলডিঙ্গ নম্বর	কি প্রকারের ভূমি	মালিকানের নাম।	জমির পরিমাণ বিঘা	কাঠা	ছটাক	কাচ্চা	সবডিবিজন	হৌলডিঙ্গ নম্বর	কি প্রকারের ভূমি	মালিকানের নাম।	জমির পরিমাণ বিঘা	কাঠা	ছটাক	কাচ্চা
		ডিবিজন ১						ইউ	১০৫	মাল	সর্ব্বেশ্বর ঘোষ	১	।৪	।৶	০
১০	৭৪	খামার	গবর্ণমেণ্ট	১	⁄১	০	০		১০৭	ঐ	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৩	⁄১	০	০
১২	১৫	ঐ	ঐ	২	⁄২	৮	০		১০৯	ঐ	তিলক ঘোষ	২	।৪	।৶	০
		ডিবিজন ৩							১১৮	ঐ	প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ	২	।০	০	০
২	৪৮	খামার	গবর্ণমেণ্ট	২	।০	০	০		১২৪	ঐ	গঙ্গানারায়ণ ঘোষ	৩	⁄২	৸	০
		ডিবিজন ৫							৩	ঐ	রামলাল ঢালি	১	।২	।৶	০
জে	৫১	৫২ খামার	ঐ	০	৸৩	৸	০		৭	খামার	গবর্ণমেণ্ট	০	৸০	।৶	০
এল	৬	মাল	গুরুচরণঘোষাল	০	।২	০	০		১৮।১	মাল	সেখ কালু দিং	০	।।১	০	০
	২৩	ঐ	মোহন ঘোষ	০	।।৪	৸	০		১৯ এ	ঐ	পরাণ ঘোষ	০	।।১	।।৶	০
এম	৩২	ঐ	পীতাম্বর পোদ	০	।২	।৶	০		১৭	ঐ	গুরুদাসি দাসী	০	।।০	।।৶	০
	৫১	খামার	গবর্ণমেণ্ট	০	⁄২	০	০				ডিবিজন ৬				
এস	১	মাল	সেখ দাধা	০	।০	০	০	এল	১৪	মাল	বিরু বিবী	০	⁄২	।৶	০
	৫	ঐ	নজীম নস্কর	১	।০	০	০	কিউ	২৭৪	ঐ	ভগবতী মুখোপাধ্যায়	০	৸০	৶	০
ইউ	৩২	ঐ	পঞ্চাননচট্টোপাধ্যায়দিং	১	⁄২	।৶	০	এস	৩৬	ঐ	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	০	।১	।৶	০
	৪৪	ঐ	তোরাপ ওস্তাগর	০	⁄৪	।।৶	০		৫৯।এ	ঐ	পদ্মমণি দেব্যা	০	⁄২	০	০
	৭৮	ঐ	রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দিং	১	⁄২	।৶	০	ইউ	১১২	ঐ	দুর্গাকুমার হালদার	০	⁄১	।৶	০
	৮৪	ঐ	মহেশচন্দ্র বসু	০	।২	৶	০		১৪৩	ঐ	ঐ	০	।২	৸	০

W. HUSSHUM,
Deputy Colector.
ডবলিউ, হচ্চম।
ডেপুটী কালেক্টর।

জিলা চব্বিসপরগণা।
ডেপুটী কালেক্টরিরকাছারি।
৩০ আপ্রিল ১৮৫৮।

NOTICE.

In cholera Quassite inoculation is of all others the most agreable and most efficacious remedy and little more is wanted if we ecept the unrestrained use of cold water which is eagerly desired by the patient and which may be repeated in any quantity to quench the fire of destroying thirst. Nobin Chunder Paul the late subassistant surjeon of Benares has successfully followed this plan of treatment in about 25 desperate cases of cholera. The average duration of treatment has, been 24 hours. He is now prepared to attend any number of cholera cases free of charge in his residence at Baneatola Lane (College Street.)

NOBIN CHUNDER PAUL.

Baneatola lane.
No 5 9 5
Ist May 1858

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, ওলাউঠা রোগ নিবারণ নিমিত্ত যত প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে "কোয়াজিট" নামক ঔষধ যাহা শরীরছেদন করত ব্যবহার করিতে হয় তাহা অত্যন্ত উপকারক এবং আশুপ্রতীকারজনক এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা উপরোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে অন্যান্য দ্রব্যাপেক্ষা শীতল জল যত অধিক পরিমাণে ব্যবহার ও পান করিতে পারিবেন তত অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।—বারাণসীর পূর্ব্বতন সব আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীনবীনচন্দ্র পাল উপরোক্ত চিকিৎসার নিয়মানুসারে প্রায় পঁচিসজন মৃত্যুকল্প ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিয়াছেন, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইলে আরোগ্য হইতে ২৪ চব্বিশ ঘণ্টাকাল মাত্র আবশ্যক করে। তিনি এইক্ষণে উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবেন অতএব যে কেহ উক্তরূপ চিকিৎসা করিতে বাসনা করেন তিনি মহানগর কলিকাতার কালেজ ষ্ট্রিটের মধ্যস্থিত বেণেটোলায় তাঁহার ৫।৯।৫ নম্বর নিজ ভবনে গমন করিলে অনায়াসে ও বিনা ব্যয়ে আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল।

বিজ্ঞাপন

ওরিএণ্টেল সিমিনরি।

অদ্য বেলা পূর্ব্বাহ্ন ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের বাটীতে ছাত্রদিগের [২৯ গণিত] সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক। মান্যবর শ্রীযুত অনরেবিল পি, ডবলিউ, লিগেট সাহেব স্বয়ং আসিয়া পরীক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। অতএব বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, বিদ্যালয়ের হিতার্থি উৎসাহদাতা বন্ধু সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরীক্ষা সভায় আগমন করিয়া বাধিত করিবেন।

২১বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০.দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা বিশেষ বন্ধুর পত্রে অবগত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, শেষ যুদ্ধে কুমার সিংহ দুইটি গুলির আঘাতে আহত হইয়াছেন, ব্রিটিস সেনারা তাঁহার পাল্কি কাড়িয়া লইয়াছে। আশ্চর্য্য এই, যে, তিনি আহত হইয়াও পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহার শিবির হইতে প্রায় তিনলক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিস্তারিত কল্য প্রকাশ করিব।

বিলাতীয় সংবাদে অবগতি হইল, এই ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে মহারাণীর শাসনাধীনে হইবার নিমিত্তে এক বিল ২৬ মার্চ্চ তারিখে মেং ডিসরেলি সাহেব হৌস অফ কমন্সের মেম্বরদিগের সমীপে পাঠ করেন, তাহা পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রিবর পামরষ্টন সাহেবের কৃত বিলের সহিত অধিক বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। ভারতরাজ্য শাসন জন্য বিলাতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সদিগের পরিবর্ত্তে ১৮ জন মেম্বর নিযুক্ত হওনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাঁহারদিগের মধ্যে ৯ জন মেম্বর মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইবেন। যিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অবিচ্ছেদে দশ বৎসরকাল বাস করত রাজকীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তিনি প্রথম মেম্বরীপদে অভিষিক্ত হইবেন। আর যিনি লোয়ার বেঙ্গাল প্রদেশে সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া দশ বৎসরকাল যাপন করিয়াছেন, তিনি দ্বিতীয় মেম্বর হইবেন, ও যাঁহারা বোম্বে এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া রাজকীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া-

ছেন তাঁহারা তৃতীয় এবং চতুর্থ মেম্বরীপদে ও যিনি বাণিজ্য কার্য্যে অতি সুনিপুণ হইয়াছেন অথবা রাজকীয় কোনো কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া এই ভারতবর্ষে দশ বৎসরকাল বাস করত তিনি পঞ্চম স্থানীয় মেম্বরীপদে ও যিনি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রেরিত কোনো সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ও পাঁচ বৎসরকাল রাজকীয় কর্ম্ম করিয়াছেন, তিনি ষষ্ঠ স্থানীয় মেম্বরীপদে, এবং যাঁহারা মান্দ্রাজ বোম্বে বেঙ্গল এই তিন প্রেসিডেন্সিতে দশ বৎসরকাল কোনো সৈন্য সংক্রান্ত অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত ছিছেন, তাঁহারা সপ্তম অষ্টম ও নবম স্থানীয় মেম্বরীপদে অভিষিক্ত হইবেন।

আর অবশিষ্ট নয় জনের মধ্যে চারিজন, যাঁহারা দশ বৎসরকাল সৈন্যসংক্রান্ত কোনো উচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন অথবা পোনের বৎসর এই ভারতবর্ষ মধ্যে বাণিজ্য অথবা কৃষিকর্ম্ম করিয়াছিলেন, ও পাঁচ জন যাঁহারা বাণিজ্য ইত্যাদি কার্য্য করিয়াছিলেন অথবা দশ বৎসরকাল ভারতবর্ষ মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথাক্রমে মেম্বরী পদাভিষিক্ত হইবেন। মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী যে ক্ষমতানুসারে প্রথমোক্ত নয় জন নিযোজিত হইবেন এবং তাঁহার ক্ষমতানুসারে পরিবর্ত্তিতও হইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবরনর জেনরল ও কৌন্সেলের চতুর্থ মেম্বর এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির গবরনর ইহাঁরা মহারাণীর আদেশানুসারে নিযুক্ত হইবেন, ও ভারতবর্ষীয় উপরোক্ত কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারি ব্যতীত আর আর রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্বমত নিময়ানুসারে নিযুক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইবেন।

ইংলিসম্যানের দানাপুরস্থ পত্র প্রেরকের ২৪ আপ্রিল দিবসীয় পত্রের সারাংশ নিম্নভাগে একটন করা গেল।

"সম্প্রতি এস্থানে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এস্থানীয় সকল লোক বিশেষতঃ নেটিবেরা সদাসর্ব্বক্ষণ শঙ্কুচিতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছে।—অবগতি হইল পাটনা পূর্ব্বমত আর স্থিরভাবে নাই।—বিদ্রোহি কুমার সিংহ বিস্তর বিদ্রোহি সেনা সমভিব্যাহারে আরা জিলামধ্যে গমন করায় এপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সকলের মনোমধ্যে আশঙ্কার লাঘব হইতে পারিত, যদ্যপি উক্ত বিদ্রোহিরা ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক পরাজিত হইত।—বিদ্রোহি কুমার সিংহ বিস্তর সেনা লইয়া জগদীশপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, এই সংবাদ আরায় যাইলে প্রায় ৪৫০ জন ব্রিটিস সেনা তাহারদিগের বিপক্ষে সমর করণার্থ গত ২২ তারিখে গমন করিয়া দেখিল, যে, তাহারদিগের অপেক্ষা শত্রুরা অধিক সংখ্যক হইবেক, তখন তাহারা পলায়ন না করিয়া বিপক্ষদিগের সহিত সমরে প্রবর্ত্ত হয়, কিন্তু অবশেষে সম্পূর্ণরূপে শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হয়, এই যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষীয় ৪০০ সেনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, উক্ত সেনাদিগের অনুবর্ত্তি কাপ্তেন লেগ্রাণ্ড, লেপ্টেনাণ্ট ম্যাসে, ডাক্তর ক্লেয়ার্ক সাহেব এবং লেপ্টেনাণ্ট ওয়ালার সাহেব হত হইয়াছেন। অবশিষ্ট প্রায় ৫০ জন সেনা জীবিতাবস্থায় নিরাপদে আবার দুর্গ মধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, এবং শত্রুগণ এপক্ষের ২ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছে। এই সংবাদটী অতিশয় অশুভকর বলিতে হইবেক।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

গত ২১ তারিখের বক্সারস্থ সংবাদদাতার সংবাদে অবগতি হইল বিদ্রোহি কুমার সিংহ বিস্তর সেনা সমভিব্যাহারে জিলামধ্যে প্রবেশ করত বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেন, এবং বিস্তর এতদ্দেশীয় লোকের প্রাণ বিয়োগ করিতেছেন।

ইংলিসম্যান পাঠে জানাগেল যে কয়েক দল বিদ্রোহি সেনা বিগত ২১ আপ্রিল দিবসে ছাপরার নিকটাবর্ত্তি রিয়ালগঞ্জ নামক স্থানে ভাগীরথী পার হইয়াছে এবং আর আর কয়েক স্থানে শত্রুগণ পার হইয়াছে, ও হইতেছে, রোটাস গড়ের সান্নিধ্য বাইমর পাহাড়ে বিদ্রোহি অমর সিংহ বিস্তর সেনা সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিবায় দানাপুরের লোকেরা বড়ই শঙ্কুচিত হইতেছে, শুনাগেল তাহারা আরায় উপস্থিত হওনের চেষ্টা পাইতেছে।

Printed andpublished by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

প্রভাকরএ পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০০১৫ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২২ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ৪ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আরফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুলও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিকমাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
নবনারী ..... ১।০
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

বিজ্ঞাপন

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ প্রভাকর

২২ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ১০৮

আমারদিগের মতিহারি প্রবাসি পরমাত্মীয় ব্যক্তির পত্রখানি অদ্য অবিকল প্রকটন করিলাম, পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই বিদ্রোহি কুমার সিংহ স্বসৈন্যে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহা অনায়াসেই জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

"হে প্রভাকর পাঠকগণ! অদ্য দিবসীয় মদীয় লিপি পাঠে মহাশয়েরা সুখনীরে স্নান করুন।—দুষ্ট কুমার সিংহ প্রায় হত হইয়াছে, অথবা এতদিনে হতইবা হইয়া থাকিবেক, তদ্বিবরণ নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ আরায় কুমার সিংহের সহিত আমারদিগের রাজপুরুষ পক্ষীয় শীক এবং গোরা সৈন্যের সংগ্রাম হয়, তাহাতে উভয় পক্ষের কতকগুলীন লোক হতাহত হওয়াতে বিপক্ষেরা জগদীশপুর নামক স্থলে [যে স্থানে পূর্ব্বে কুমার সিংহের বাটী ছিল, এবং এইক্ষণে কেবল এক বৃহদ্বন মাত্র বর্ত্তমান আছে] পলায়ন করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে। তৎপরে ব্রিটিস সেনাগণ তাহারদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া উক্ত স্থলে গমন করিলে যুদ্ধোপস্থিত হয়, অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া সিংহসুত রজপুত গ্রাম্য সিংহবৎ প্রাণভয়ে উচ্চ পুচ্ছ করত পলায়নপর হয়। তাহারদিগের সমুদয় খাদ্য এবং যুদ্ধদ্রব্য দুইটা তোপ এবং ছয়টা হস্তি আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে। কুমার সিংহ যে পাল্কিতে ছিলেন, সে পাল্কি গোরা সৈন্যগণ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিয়াছে, এবং সিংহের ছানার হস্ত এবং জঙ্ঘায় দুই গুলির কঠিন আঘাত লাগিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, সে অবস্থাতেও পলায়ন করিয়াছে। পলায়ন করুন, আর যাহাই করুন, কিন্তু তিনি যেরূপ আঘাতী হইয়াছেন, এবং যেরূপ ভয়ানক গ্রীষ্মকাল, তাহাতে তাঁহাকে অধিক দিন আর দুষ্কর্ম্ম করিতে হইবেকনা, অগৌণেই চিরদিনের বাসস্থলে গমন করিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কুকার মতি কুমার সিংহ যদি তাহার নানাকে ছাড়িয়া না আসিত, তাহা হইলেও আর কিছুদিন জীবিত থাকিত। পতঙ্গেরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যেরূপ জ্বলন্ত অনলে প্রাণ সমর্পণ করে, ইহারদিগেরও অবিকল তদ্রূপ ঘটিতেছে। এইক্ষণে নানা কাণা হইলেন, অতঃপর তাঁহার সঙ্গী যে পথের "পেশওয়া *" হইলেন, তিনিও সেই পথের পথিক হইলে আপদ শান্তি হয়। এ যবনদিগের দুর্ব্বলরাজ্য নহে, যে মারহাট্ট নানা দ্বিতীয় শিবা হইবেন, অতএব এইক্ষণে তাঁহার শিবা হইয়া থাকাই শ্রেয়ঃ ছিল। যখন মারহাট্টারা প্রবল ছিল, এবং তাহার পিতামহ বর্ত্তমান ছিলেন, তখন ইংরাজদিগের দ্বারা যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহা বুঝি নানা শ্রবণ করেন নাই।

হায়!—"বড় কল্লেন্ পেটের পোত সব কর্ব্বেন্ নাতি।" নানার বাবাটির কাল ব্রিটিস রাজপুরুষগণের পদানত ছিলেন, এইক্ষণে ইনি তাঁহারদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন. এ আশাও বড় খর্ব্ব নহে, "শাবস্ জী নানা জী।" নানা পাপের পাপী নানার নাম শ্রবণে কে না রাগত হয়?

* পেশওয়া, যে অগ্রে গমন করে, এবং নানার পূর্ব্বপুরুষ উপাধি।

রাগ পরবশ হইয়া বৃথা কথায় পত্রের অনেক কলেবর পরিপূর্ণ করিয়াছি যাহাহউক, এইক্ষণে প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিতে রত হইলাম।

কুমার সিংহের শিবির হইতে গোরাগণ ক্রোরাধ্বনি করত এত অধিক ধন লুঠিয়াছে, যে, এক এক জন গোরা এক গ্লাশ ব্র্যাণ্ডির জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল। সকলে অনুমান করে যে তিনলক্ষের ন্যূন না হইবেক। অনেকে কহে যে বিপক্ষেরা পলায়নকালে অনেক টাকা কূপে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে, তাহারও অনুসন্ধান হইবার সম্ভাবনা।

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আর আর সমাচার অবগত হইয়া প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিবনা, কুমার সিংহ ছাপরার নিকটে আগমন করিলে, তথাকার অবস্থা যেরূপ ঘটিয়াছিল তাহা লিখিতে রত হইলাম।

গত ২১ দিবসে ছাপরায় এরূপ প্রকাশ হয়, যে, ছাপরার পশ্চিম ছয় ক্রোশ মাঁঝি নামক স্থলে কুমার সিংহ আসিয়াছে, এতৎ সম্বাদ শ্রবণ করত ইংরাজেরা স্বীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তর করত গঙ্গাতীরে তেপো নামক ঘাটে মৃত্তিকার দুর্গ নির্ম্মাণ করত গোরা এবং শীক সৈন্য (যাহা তথায় উপস্থিত ছিল) লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিলেন, উক্ত দুর্গে দুইটি তোপ এবং তাহার নিকট একখান বাষ্পীয়তরী বদ্ধ ছিল। এদেশীয় লোকদিগের মনে এরূপ এক ভ্রম আছে, যে, কুমার সিংহ এক প্রধান বীর পুরুষ, এজন্য ধনিমানিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে "হোলার" ভয়ে বিড়ালেরা যেরূপ স্বীয় শাবকদিগকে লুক্কায়িত করে, ইহাঁরদের সেরূপ দুর্দ্দশা আর ঘটিতনা।

এস্থানে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত হইয়াছিল, এইক্ষণে প্রায় আর নাই, ওলাউঠা দেবী নিজ বাহনে আরোহণ করত মন্দমন্দ গতিতে আগমন করিয়া মন্দ করিতে ত্রুটি করিতেছেননা, এস্থানের সমুদয় গৃহই তৃণাচ্ছাদিত, তাহাতে আবার পবনদেব স্বীয়পুত্রের অনুকরণ করিতে রত হইয়াছেন, ইহাতে রক্ষা পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে, এবং এস্থানে ইহার কোনো সদুপায় হয়, এরূপও বোধ হয়না, চোরের দৌরাত্ম্য এরূপ কোনোস্থলেই দৃষ্টি হয়না, তাহারদের ভয়ে রাত্রে অনেকেই সুখে নিদ্রা যাইতে পারেনা, এবং সামান্য চুরি হইলে পোলিসের আমলারাও তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করেনা, ইহাও চৌর্য্যকার্য্য বৃদ্ধি হইবার এক প্রধান হেতুর মধ্যে গণ্য হইতে পারে। এপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই, গ্রীষ্মের দৌরাত্ম্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে।

এ জিলায় ঘৃত এবং তিশি দানা ইত্যাদি (Oil seed) বিলক্ষণ সুলভ, অন্যান্য সমুদয় বিষয় সময়ক্রমে নিবেদন করিব।

ছাপরার খাপরা।
২৭ আপ্রিল ১৮৫৮।"

গত শনিবাসরের কলিকাতা গেজেট অতিরেক পত্রে দৃষ্ট হইল, যে ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের প্রেসিডেন্ট অনরেবেল জোজেফ এলেক্জাণ্ডার ডোরিণ সাহেব স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় রাইট অনরেবেল গবরনর জেনেরল বাহাদুরের আদেশানুসারে অনরেবেল জন পিটর গবরনরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সেরদিগের অনুমত্যনুসারে অনরেবেল হেনিরি রিকেট সাহেব উক্ত দিবসে ভারতবর্ষের কৌন্সলের মেম্বরি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যদ্দিবসাবধি অনরেবল ডোরিণ সাহেব স্বদেশ যাত্রা না করিবেন, তদ্দিন পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্বমত সম্যক সম্মান প্রাধান্যতা সহকারে কালাতিপাত করিতে পারিবেন]

গ্রীষ্মের প্রবলতা প্রযুক্ত মেট্রাপলিটেন কালেজের ছাত্রেরা গত সোমবারাবধি পঞ্চদশ দিবসের নিমিত্ত বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে]

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ পাঠে অবগত হওয়া গেল, ব্রিগেডিয়ার জেনেরল ওয়ালপোল সাহেব, গত ২২ তারিখে অযোধ্যার অন্তঃপাতি সুরসা নামক স্থানে রোহিল খণ্ডস্থ বিদ্রোহিদিগের প্রতিকুলে এক তুমুল সংগ্রাম করেন, তাহাতে শত্রু পক্ষের ৫। ৬০০ ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছে এবং তাহাদিগের ৪ টা তোপ ব্রিটিস হস্তগত হইয়াছে রুড়কিস্থ ব্রিটিস সেনারা বিজনুর নামক স্থানের বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের সকল কামান গুলী ও বিস্তর লোককে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছে, এপক্ষের কয়েক জন আফিসার এবং সেনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। জেনেরল হোয়াইটলক্স সাহেবের অধীন সেনারা বিগত ১৯ দিবসে বান্দা নামক স্থান বিদ্রোহি হস্ত হইতে আক্রমণ করিয়াছে; তথাকার নবাব ধরাপড়ে নাই, মেং সেক্সপিয়ার সাহেব এমত সংবাদ দেন, যে নজীরাবাদের নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জলালুদ্দিন এবং তাহার আনুসঙ্গিক আর কয়েক জন ব্যক্তি ও ২ টা হস্তি ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

গুণিগণাগ্রগণ্য ধন্য মান্য সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমার এই নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি আপনার জগদ্বিস্তৃত বিশ্বমান্য প্রভাকর পত্র পার্শ্বে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

পদ্য।

কি করিব কোথা যাব, কারে সুধাইব ?।
কারে কোয়ে মনোব্যথা, ব্যথা নিবারিব ॥
সুখে দুখে সুখি দুখি, সদা থাকে কাছে।
এমন সুলোক এই, ভূলোকে কি আছে ॥
প্রাণ তুল্য প্রিয়তম, মিত্র যারা ছিল।
দুখার্ণবে ফেলি তারা, সবে পাসরিল ॥
সকলে নিদয় যদি, হইল আমায়।
কি সাধে বিষাদে তবু, প্রাণ নাহি যায় ॥

পরাধীন হোয়ে রই, সই কত জ্বালা।
কারে কই মোরে রই, কর্ণে দিয়ে তালা ॥
বলে বলে কত লোকে, ছলে কলে বলে।
শুনেও না শুনি যেন,কে,কারে, কি বলে ॥
হাতনাড়া, চোক নাড়া, ঝালঝাড়া কত।
মুখনাড়া খেতে খেতে, প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥
সকলে নিদয় যদি, হইল আমায়।
কি সাধে বিষাদে তবু, প্রাণ নাহি যায় ॥

আপন ভাবিয়া যারে, সদা প্রাণ গণে।
পূজিতাম বসাইয়ে, ভক্তি সিংহাসনে ॥
এখন সে মায়াবিনী, কথায় কথায়।
কতই বলেন মোরে, যথায় তথায় ॥
পেটের ভিতরে বিষ, মুখে মধু পুরা।
মারেন হৃদয়ে মম " মিচ্চিরির ছুরী "॥
সকলে নির্দ্দয় যদি, হইল আমায়।
কি সাধে বিষাদে তবু, প্রাণ নাহি যায়॥

ভাগ্যফলে দেখা হোলে, যত বন্ধু গন।
কথা নাহি কয় ছলে, ফিরায় বদন ॥
যার সনে হোলে দেখা, দিন দুই পরে।
কতই তুষিত মোরে, আদরে আদরে ॥
এখন তাহার মনে, ভাব দেখি ফকা।
ভুলে নাহি বলে ভাল, আছত হে সখা ॥
সকলে নির্দ্দয় যদি, হইল আমায় ॥
কি সাধে বিষাদে তবু, প্রাণ নাহি যায় ॥

মান গেল ধন গেল, কুল হোলো হত।
আজ কাল কোরে কাল, হইতেছে গত ॥
গেল বন্ধু সুখসিন্ধু, উথলি উঠিল।
ভালবাসা প্রেম আশা, কোথায় রহিল ॥
তবু কিহে দীনবন্ধু, দীন দয়াময়।
নাহি হবে এ দীনের, সুদিন উদয় ॥
সকলে নির্দ্দয় যদি, হইল আমায়।
কি সাধে বিষাদে তবু, প্রাণ নাহি যায় ॥

মায়ারস সার এই, মুগ্ধরসে ভরা।
অজ্ঞান তিমিরাবৃত, মায়ারূপী ধরা ॥
কেহ নহে কার, সার জেনেছি এবার।
বিনে সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব মূলাধার ॥
যাঁহার কটাক্ষে হয়, ত্রিলোক উদ্ধার।
জীবের জীবন যিনি, সকলের সার ॥
তিনি না হরিলে দুখ, না রাখিলে দীনে।
জীবন ত্যজিব ভবে, প্রবেশি জীবনে ॥

কস্যচিৎ বিবাগিনঃ
শ্রী হা, চ, মি।

ভবানীপুর।

যতি ও মিলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

প্রং সং।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

প্রভাকরএই পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তেঁতোলিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

নং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মত্তভ্রমীষদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সং।

৭০০১৬ সংখ্যা। বুধবার ২৩ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ৫ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ছয়ানা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

যে মোকদ্দমায় বিবী মিহার আজ্জুন বাদি এবং মৃত সেখ আনিস বারবারের পুত্র ও উত্তরাধিকারি সেখ জুরন বারবার ও কন্যা এবং উত্তরাধিকারিণী বিবী জান প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে ডিক্রি অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতি ক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

১ দফা। বিশেষতঃ এই মহানগর কলিকাতার কলিঙ্গার মধ্যস্থিত আনিস বারবারের লেনের ২ নম্বর যে একতালা বাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড বা বন্দ ভূমি আছে, ভূমি অনুমান ২ দুই কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা মৃত আনিস বারবারের সম্পত্তি ছিল।

২ দফা। বিশেষতঃ এই মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত ৩ তিন নম্বর টেরিটী বাজার স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি এবং বাটী ভূমি অনুমান ৬৩৷৷/৯ পোনের কাঠা নয় ছটাক নয় কাঁচ্ছা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা মৃত আনিস বারবারের সম্পত্তি ছিল।

এই বিষয় সকল বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত সুপ্রিকোর্টের মাষ্টর আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

বিক্রয়ের তারিখ ইহার পর প্রকাশ হইবেক।

W.MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ABBOT &. POE.
Plaintiff's Solicitors.
এবট এণ্ড পো।
বাদিপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

আর্ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষি-

ণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চার্‌ল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah.
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিঁপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মুল্যের সহিত ডাক মাস্থলও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধি কমাস্থুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
নবনারী	১।০
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

বিজ্ঞাপন।

হালিসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীশ্রী৺ কালীবাটীর সম্মুখে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক কিম্বা পত্র প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

২৩ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ১০৮

বিজ্ঞাপন।

মহেশপুরস্থ বিদ্যালয়ের প্রথম

শ্রেণীর ছাত্রের রচিত বিষয়টি সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়! এস্থানীয় জমীদার মণ্ডলির মধ্যে শ্রীযুত বিষ্ণুচন্দ্র রায় চৌধুরী এক্ষণে আমারদিগের বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এই মহাশয় গত চৈত্র মাসে কয়েক দিবস বিদ্যালয়ে আসিয়া সমুদয় শ্রেণীর বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ ও ছাত্রদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রায় আড়াইবৎসর হইল এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এই কালের মধ্যে যদৃচ্ছা ক্রমে ভিন্ন অতি অল্প সংখ্যক অত্রত্য মহাশয়েরা পাঠগৃহে আসিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে এই মহাশয়ের দ্বারা বিদ্যালয়ের অনেক আনুকুল্য হইবে বলিয়া যথেষ্ট প্রত্যাশা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ ইহাঁর বিশেষ সাহায্যে ও গ্রামস্থ অন্যান্য মহাশয়দিগের আনুকুল্যে বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মিত হয়। কিন্তু প্রথমতঃ সকলের যাদৃশ মনোযোগ হইয়াছিল তদ্রূপ মনোযোগ দীর্ঘকাল না থাকায় পাঠগৃহ যেরূপে প্রস্তুত হওয়া উচিত তদ্রূপ হয় নাই। এক্ষণে এই মহাশয় আন্তরিক যত্ন প্রকাশ করিয়া এই পাঠগৃহ যথোচিত রূপে প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ভরসা করি ইহাঁর দ্বারা অতি শীঘ্রই তৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবেক ইঁহার সৎকর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ আছে। অনেক সাধারণ হিতকর কর্ম্মে ইনি সাধ্যানুসারে অর্থব্যয় ও যত্ন করিয়া থাকেন। নিত্যক্রিয়া কলাপে ও দেবকর্ম্মে ইনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন এবং দেবভক্তি ইঁহার অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং এতাদৃশ মহাশয় ব্যক্তি দ্বারা যে এবম্বিধ মহোপকারক বিষয়ে আনুকুল্য হইবে ইহাতে আর সংশয় কি? আপাততঃ ইঁহার যত্নের প্রারম্ভেই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ইঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে ইঁহার এই যত্ন চিরস্থায়ী হউক ও গ্রামস্থ অন্যান্য মহাশয়েরা ইঁহার অনুগামি হউন।"

আমারদিগের রঙ্গপুরস্থ বন্ধুর বিগত ১৭ বৈশাখের পত্র প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়! সংপ্রতি এদেশে যে প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহা লেখনী দ্বারা কোনো মতে ব্যক্ত করা যায়না, অন্যান্য বিষয় আর কি লিখিব অতি সামান্য চাউল ইতিপূর্ব্বে ৯০ ওজনের ৪ টাকা মোন বিক্রয় হইতেছিল, কিন্তু সুবৃষ্টি হওয়ায় অধুনা মোটা চাউল ৩ টাকা মোন বিক্রয় হইতেছে, ইহলে কি হয়, নিশ্ব লোকেরতো কথাই নাই, মধ্যবিত জনগণেরই এবম্প্রকার অবস্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।"

আমাদিগের ফতেগড় প্রবাসি গ্রাহক ও বন্ধু শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন বসু মহাশয়ের বিদিতার্থ পুনর্ব্বার লিখিতেছি যে তিনি অনুগ্রহ পুর্ব্বক সমর ঘটিত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়াদি গদ্যে লিখিয়া প্রেরণ করিলে আমরা তাহা অতি সমাদর পুর্ব্বক প্রভাকরে প্রকটন করিব। উল্লেখিত বিষয় সকল পদ্যে লেখনে প্রয়োজন নাই জানিবেন।

উক্ত মহাশয়ের প্রেরিত পত্রের সারাংশ সাদরে নিম্নভাগে প্রকাশ কয়া গেল, যথা।

"এস্থানীয় দুর্গের দেওয়ান শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র দেব মহাশয় বিগত ১৫ বৈশাখ তারিখে স্বজ্ঞান পুর্ব্বক ভাগীরথী তীর নীরে জগদীশ্বর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অনিত্য দেহ পরিহার যোগ্য ধামে গমন করিয়াছেন। এই মহাত্মা সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট থাকায় সকলেই ইঁহার মৃত্যুর জন্য হাহাকার করিতেছেন।"

আমারদিগের সহরঘাটী প্রবাসি কোনো পরম আত্মীয় ব্যক্তি বিগত ২৮ আপ্রিল দিবসে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠে বিশেষরূপে অবগত হওয়া গেল, যে আরা এবং তন্নিকটবর্ত্তি কয়েক স্থানে বিদ্রোহানল বিলক্ষণরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্রোহি কুমারসিংহ জগদীশপুরে বিস্তর সেনা লইয়া অবস্থিতি করিতেছে, উল্লেখিত সকল স্থানে এপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় এস্থানের সকলেই সদা সর্ব্বক্ষণ শঙ্কাকুচিত চিত্তে বাস করিতেছেন।

কুমারখালিস্থ বন্ধু লেখেন শ্রীযুত এডিস সাহেবের পত্রে ব্যক্ত করে যে বাঙ্গালার পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত এইচ, উড্র সাহেব তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। কুমারখালির বালিকা পাঠ-

শালার নিমিত্ত ২৫ টাকা বেতনে একজন আচার্য্য কলিকাতা হইতে প্রেরণ করিবেন, তাহা হইলে সর্ব্বাংশে উত্তম হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এস্থানের ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বুদ্ধি ও যত্নবলে স্কুলের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি যেরূপ উপযুক্ত তদ্রূপ উৎকৃষ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট স্থানে প্রস্থান করুন।

কিয়দ্দিবস হইল হাওড়া জিলার অন্তঃপাতি গোয়াবারা নামক স্থানের কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের যথা সর্ব্বস্ব কয়েকজন দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, সংপ্রতি শ্রবণ করত বড়ই আহ্লাদিত হওয়া গেল, যে উক্ত দুরাচারিরা, শালখিয়া থানার সুবিজ্ঞ দারোগার বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোনো পল্লীগ্রাম মধ্যে ধৃত হইয়াছে, অবিলম্বেই তাহারা শেসনে অর্পিত হইবেক।

২৬ আপ্রিল দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগতি হইল "চিলাটার ঘাট হইতে গত ২৫ তারিখে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, যে, এপ্রদেশের প্রায় অধিকাংশ স্থানের বিদ্রোহিরা কাল্পিতে পলায়ন করায় তাহারদিগের ১২ টা তোপ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, পল্লীগ্রামস্থ সমস্ত লোক আমারদিগকে আহারোপযোগি দ্রব্যাদি নিয়মিতরূপে যোগাইতেছে, বান্দার বিদ্রোহি সেনারা হমিরপুরের ৭। ক্রোশ অন্তর মারদা নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছে, বিদ্রোহি ডেপুটী কালেক্টর সিন্দাদ আলি এবং পাইলানির তসিলদার বিদ্রোহি মহম্মদ মাসাল বিগত ২৪ তারিখে বান্দার ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।—কতেপুর হইতে বান্দা অবধি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ডাক বসিয়াছে, চিলাটারা ঘাট এবং বপ্রিন্দার ষ্টেসনে পুলিস গার্ড স্থাপিত হইয়াছে।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

ইংলিসম্যানের গোরক্ষপুরের সংবাদদাতার ২৮ তারিখের পত্রে বিদিত করে, যে কডহো নামক স্থানের যে বিদ্রোহি সেনা গোলামসিংহ মেং জে, আগসটিন সাহেবকে সহসা আক্রমণ করত মস্তকচ্ছেদন করিয়া দেয়, সেই দুরাত্মা সম্প্রতি বস্তি নামক স্থানীয় ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।

বিগত ২৬ দিবসে আমরার শিবির হইতে যে পত্র আগত হয় তাহাতে জ্ঞাত করে; সংপ্রতি ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা সামান্য সমর হয় তাহাতে আমরা জয়লাভ করিয়াছি, সংপ্রতি আমারদিগের শিবির হইতে বসন্ত রোগ স্বীয় দলবল সহিত অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছেন।

মফঃসলিএট পত্রে বিদিত করে, যে, প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ফতেগড়ের শিবির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার শরীর রক্ষার্থ মহারাণীর ৮০ সংখ্যক দলের সেনা এবং পঞ্জাবি ৫ গণিত অশ্বারোহি সেনারা নিযুক্ত হইয়াছে।

এটোয়ার পত্রে ব্যক্ত করে "এস্থানের চারিদিকে অদ্যাপি বিদ্রোহি সেনারা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই এস্থান অধিকার করণের বিলক্ষণ সম্ভাবনা দৃষ্ট করা হইয়াছে।

২৭ আপ্রিল দিবসে গাজিপুরস্থ শিবির হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার মর্ম্ম।—যথা।—" জেনরল লির্ডগার্ড সাহেবের অধীন সেনারা বিদ্রোহি কুমার সিংহকে পরাজয় করণ নিমিত্ত আরায় গমন করিয়াছে, গোরক্ষপুরে ব্রিগেডিয়ার রোক্রাফ্ট সাহেব স্বীয় ৬০০ সেনার সহিত বিস্তর রাজদ্রোহি সেনা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছেন।

অনুবাদিত।

আমরা শ্রবণ করত সাতিশয় পরিতাপিত হইলাম যে স্যার, ডগলিউ, পিল সাহেব বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া কাণপুরের শিবির মধ্যে এনিত্য সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিয়াছেন, এই মহাত্মা অযোধ্যা শত্রু হস্ত হইতে বিমুক্ত করণ কালীন আহত হইয়াছিলেন তাহার পর উক্ত রোগে পীড়িত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

আহ্নিকপত্র

প্রভাকরএ পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমসঙ্গসীদমমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০১৭ সংখ্যা] গুরুবার ২৪ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ৬ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টকা মাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১০ মে সোমবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগারো ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের পঞ্চম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭৩০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ১৮৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম ৮৯০

জুমলা সিন্দুক ২৭৩০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৫ এবং ২৫ মে এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারান যে সকল প্রমিশ্বরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সবত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরী রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৫ মে শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিস্মতের পুরা টাকার দরুণ কোনো ত্রেজুরী রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২৫ মে মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক, আর যদিস্যাৎ কোনো হেতুপ্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

বেহারের বানারসের জুমলা
সিক্কা। সিক্কা। সিক্কা

সন১৮৫৮সালের৯জুন বুধবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৯ জুলাই শুক্রবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ১২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৮ নবেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৬৩,৮৭৬,২৭৩৯

১২৯০৩,৬২১৬,১৯১১৯

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২১ এপ্রেল।

E. H. LUSHINGTON,
Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন

আরক্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আরক্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আরক্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআরক্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আরক্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আরক্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

"প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরিতে মূল্য সহ লোক পাঠাইলে

পাইবেন। বিদেশীয় মহাশয়েরা মূল্যের সহিত ডাক মাসুলও পাঠাইবেন, নচেৎ বিয়ারিং ডাকে অধিকমাসুল দিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ৷৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
নবনারী ১৷০
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷০

সংবাদপ্রভাকর

২৪ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

বলাগড়িয়াস্থ বন্ধুর লিখিত পত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।

"সম্পাদক মহাশয়! গ্রাম্য লোকের চাঁদা এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দ্বারা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে দেশের যে প্রকার উপকার হইয়াছে, তাহা অত্র স্থানীয় বিদ্যালয়ের দ্বারাই বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে, এই গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত হইয়া এবং বর্ষাকালে নীরদ নির্গত নীরধারায় নিয়ত ভিজিয়া পাঠালয়ে গমনাগমন করাতে বালকবৃন্দ সর্ব্বদা যেরূপ পীড়িত হইত তাহা সকলেই জানেন, পরন্তু যে প্রণালীতে পাঠাগারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাও সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।—১৮৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় এই বলাগড়িয়া গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং ৫৭ সালের মে মাসে এক সাধারণ পরীক্ষা হয়, উক্ত পরীক্ষায় ছাত্রেরা যে প্রকার প্রতিষ্ঠার পাত্র হয় তাহা লিখিয়া কি জানাইব? পরীক্ষক মহাশয়েরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত পদক এবং উত্তমোত্তম পুস্তক সকল পারিতোষিক প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত বাবু মথুরমোহন চক্রবর্ত্তি এক স্বর্ণ মেডেল, এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামানন্দ গোস্বামি ও শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় অপর এক স্বর্ণ মেডেল প্রদান করেন। রৌপ্য মেডেল দুইটী শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্ত বাবু বেণীকুমার চক্রবর্ত্তি মহাশয়দিগের দ্বারা অর্পিত হয়।

উক্ত মহানুভব মহাত্মা মহাপুরুষদিগের যত্ন ও অনুরাগের কথা কি লিখিব? বিদ্যাগারের উন্নতি কল্পে ধন মন সমর্পণ করিয়াছেন ও প্রতিনিয়তই প্রয়োজনমতে যথা সাধ্য সাহায্য করিতে বিরত হয়েননা। স্কুল-ঘর গঙ্গানদীর তীরে অতি রমণীয় স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে বাটী নির্ম্মাণের ব্যয় শ্রীযুক্ত বাবু মথুরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ আনুকুল্য করেন।

বলাগড়িয়া স্কুলের দ্বিতীয় পরীক্ষাকার্য্যও অতি সুচারুরূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। হিন্দু স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র নন্দি, হুগলি ব্রাঞ্চস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ সেন, নাড়িচা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া বিগত আপ্রিল মাসে ৬ ছয়দিনকালপর্য্যন্ত উক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষার পর ২১ দিনের জন্য স্কুল বন্দ হইয়াছে, অনুমান করি ইহার পর পারিতোষিক প্রদত্ত হইবেক।

উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্নে যে স্কুলের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হইতেছে ইহা বলা বাহুল্য, তিনি মাসিক বেতনে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন বটে, কিন্তু যেরূপ অনুরাগ-সহ কায় মনোবাক্যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিক্ষক মহাশয় হুগলি কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন সুপাত্র ছাত্র অতি সচ্চরিত্র ও সজ্জন ব্যক্তি ইহার গুণে গ্রামের মহৎ মনুষ্য মাত্রেই বাধ্য আছেন। অপিচ অপর তিন জন ইংরাজী শিক্ষক ও এক জন পণ্ডিত আছেন, ইহারাও উপযুক্ত এবং সভ্রান্ত ব্যক্তি। স্কুলে এইক্ষণে ১৪৫

এক শত চুয়ান্ন জন ছাত্র ৬ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অধ্যয়ন করিতেছে। ইতিমধ্যে রেবেরেণ্ড ডল সাহেব স্কুলে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনিও শিক্ষাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

অবগতি হইল গত পরশ্ব সন্ধ্যার সময় ৪।৫ চারি পাঁচ জন সবল মদমত্ত গোরা নিবারণ না শুনিয়া জানবাজার নিবাসিনী ধনশালিনী শ্রীমত্যা রাসমণি দাসীর সিংহ দ্বারে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছিল, ইতিমধ্যে কতিপয় দ্বারপাল একত্র মিলিত হইয়া তাহারদিগ্যে প্রহার করিয়া বিদায় করিয়া দেয়। পরে, অনুমান রাত্রি দশ ঘটিকার সময় উক্ত প্রহারিত গোরারা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া আপনারদিগের দলস্থ অপর প্রায় এক শত গোরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করত ঐ বাটীতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে, তাহাতে সমুদয় দ্বারপাল অতিশয় কোপান্বিত হইয়া প্রভুর ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব রক্ষা করণার্থে যত্নশীল হয়, কিন্তু তাহারা গৃহস্বামিনীর অনুমতি না পাওয়াতে পলায়ন পরায়ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। গোরাগণ দুইজন দ্বারপালকে অসিদ্বারা হত্যা ও ৫।৬ পাঁচ ছয় জনকে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত করে, এবং বহু মূল্যের নানাবিধ সামগ্রী অপচয় করিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক পুলিস প্রহরি উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই।—নগরের মধ্যে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছি তাহা বাক্যাতীত। আহা! মৃত দ্বারপাল দ্বয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে গিয়াই জীবন হারাইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে গোরার দৌরাত্মে সধন অধন সমস্ত প্রজাগণ সদাসর্ব্বক্ষণ সসব্যস্ত হইয়াছিলেন, তবে মধ্যে কিয়দ্দিবসাবধি তাহারদিগের উৎপাত কিঞ্চিৎ উপশম দৃষ্টে সকলেই এক প্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছিল, পুনর্ব্বার এ প্রকার ভয়ানক দৌরাত্ম উপস্থিত হওয়ায় সকলের মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। অতএব ইহা নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষরূপে মনোযোগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক অবগত হইয়া লিখিয়াছেন, যে বিদ্রোহি কুমার সিংহ ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া শমন ভবনে গমন করিয়াছেন, জগদীশ্বর করুন যেন এই সংবাদটি সত্য সংবাদ হউক, কিন্তু এ কথার প্রতি সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস হইতেছে না, কারণ আমারদিগের মোতিহারি ছাপরা এবং সহরঘাটী প্রবাসি বন্ধুগণের সংবাদে আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলাম, যে বিদ্রোহি কুমারসিংহ আহত হইয়াছেন বটে কিন্তু অদ্যাপি জগদীশপুরে বিস্তর রাজবিদ্রোহি সেনাগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করত প্রজাগণের প্রতি অনিষ্ট করণে সংপূর্ণরূপে মনোযোগী হইয়াছেন।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে গত সোমবাসরে বিখ্যাত ওরিএণ্টেল সেমিনরির ছাত্রদিগের বাৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।

ভ্রম শোধন।

গত মঙ্গলবাসরীয় প্রভাকরের দ্বিতীয় এডিটোরিএলের অষ্টম পংক্তিতে "পিটর গবর্ণরি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন" তাহা বর্ণযোজকদিগের ভ্রমক্রমে অশুদ্ধ হওয়ায় সাধারণের গোচরার্থ অদ্য লিখিতেছি, যে "অনরেবল পিটর গ্রাণ্ট সাহেব ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের প্রেসিডেণ্ট এবং ডেপুটি গবর্ণরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

ইংলিসম্যান পত্র পাঠে অবগতি হইল যে দিল্লীর পদচ্যুত বাদশাহকে এই মহানগর কলিকাতায় আনয়নার্থ অনুমতি হইয়াছে, উক্ত বাদশাহ বিচারে অপরাধী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপর কি প্রকার দণ্ড হইবেক তাহা কোর্ট অফ ডৈরেক্টরদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি হওনজন্য মোকদ্দমার কাগজপত্রাদি বিলাতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

আগ্রার সকল গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত পবলিক আফিস আলাহাবাদে উঠিয়া আনিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এ প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০১৮ সংখ্যা] শুক্রবার ২৫ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ৭ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

যে মোকদ্দমায় ব্রহ্মময়ী দাসী বাদি এবং বৈদ্যনাথ দাস ও অন্যান্য ব্যক্তি প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা এবং অপর এক মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত তিপান্ন খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ্চ তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত মুক্তারাম দাস, যিনি মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি শিমুলিয়ায় বাস করিতেন, এবং এক হাজার আটশত চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজনদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা আগামি ২৬ মে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.
ডলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

P. J. PAUL.
Plaintiff's Attorney.
পি, জে, পাল।
বাদিপক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৬ আপ্রিল ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করা যাইতেছে যে জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি পাইলপাড়া নামক স্থানে যে এক খণ্ড বাগান ভূমি তাহাতে দুইটা পুষ্করিণী ও নানা বিধ বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা কেহ না ক্রয় করেন, যেহেতু উক্ত ভূমির অধিকারি দিননাথ সেন ১৮৫৭ একহাজার আটশত সাতান্ন সালের ২৮ ফিব্রুআরি তারিখের লিখিত কোয়ালা দ্বারা উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া শ্রীমতী মণিময়ী দাসীর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়াছেন।

SWINHOE & BEEBY.
Attorneys for Sreemutty Moneymoye Dosse.
সুইনহো ও বিবি।
শ্রীমতী মণিময়ী দাসীর পক্ষীয় উকীল।

Explanade Row.
এসপেলেনেড রো,
৬ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আগামি ৯ মে দিবসে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যাধীনে রসাবঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বিতীয় বার্ষিকী পরীক্ষান্তে সুপাত্র ছাত্রদিগের পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক

অতএব বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন এই যে উক্ত বিদ্যালয়ের আনুকুল্য প্রদাতা সুদাতা এতদ্দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহি মহাত্মারা ঐ দিবসে বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করত বালকবৃন্দের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

নবাব আহাম্মদালী খাঁ।

[সম্পাদক।

ইতি সন ১৮৫৮ সাল ৬ মে।

NOTICE.

In cholera Quassite inoculation is of all others the most agreable and most effecacious remedy and little more is wanted if we ecept the unrestrained-use of cold water which is eagerly desired by the patient and which may be repeated in any quantity to quench the fire of destroying thirst. Nobin Chunder Paul the late subassistant surjeon of Benares has successfully followed this plan of treatment in about 25 desperate cases of cholera. The average duration of treatment has, been 24-hours. He is now prepared to attend any number of cholera cases free of charge in his residence at Baneatola Lane (College Street.)

NOBIN CHUNDER PAUL.

Baneatola lane.
No 5 9 5
1st May 1858

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, ওলাউঠা রোগ নিবারণ নিমিত্ত- যত প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে "কোয়াজিট" নামক ঔষধ যাহা শরীরছেদন করত ব্যবহার করিতে হয় তাহা অত্যন্ত উপকারক এবং আশুপ্রতীকারজনক এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা উপরোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে অন্যান্য দ্রব্যাপেক্ষা শীতল জল যত অধিক পরিমাণে ব্যবহার ও পান করিতে পারিবেন তত অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।—বারাণসীর পূর্ব্বতন সব আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীনবীনচন্দ্র পাল উপরোক্ত চিকিৎসার নিয়মসারে প্রায় পঁচিসজন মৃত্যুকল্প ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিয়াছেন, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইলে আরোগ্য হইতে ২৪ চব্বিশ ঘণ্টাকাল মাত্র আবশ্যক করে। তিনি এইক্ষণে উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবেন অতএব যে কেহ উক্তরূপ চিকিৎসা করিতে বাসনা করেন তিনি মহানগর কলিকাতার কালেজ ষ্ট্রিটের মধ্যস্থিত বেণেটোলায় তাঁহার ৫।৯।৫ নম্বর নিজ ভবনে গমন করিলে অনায়াসে ও বিনা ব্যয়ে আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল।

বিজ্ঞাপন

আর্ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।

সেক্রেটারি মিলেটরি আর্ফ্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ৷৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
নবনারী .... ১।০
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২০ আপ্রিল ১৮৫৮।

শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জিলা পুর্ণিয়ার আফিসিএটিং সদর আমীন এবং উক্ত জিলার সদর ষ্টেসনের মুন্সেফি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত কয়েক ব্যক্তি সহর নসীরাবাদ এবং ময়মনসিংহের শোভা বৃদ্ধি করণার্থ কমিস্যনরি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন,যথা, ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট মেং পি, এফ বেলু সাহেব, শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চৌধুরি। শ্রীযুত বাবু কাশীকিশোর রায় চোধুরি।

২৮ আপ্রিল।

মেং ডবলিউ, এফ মেকডোনেল সাহেব শাহাবাদ জিলার দোষি লোকদিগের বিচার ও শাসন করণার্থ কমিস্যনরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং আর, জে, রিচার্ডসন সাহেব জিলা সারণের আফিসিএটিং কালেক্টর এবং মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

২৫ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

নিম্নস্থ পত্রখানি আমরা আনন্দ পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! নিম্নে লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধনান্তর মহাশয়ের অসীম গুণালঙ্কৃত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

নড়াইল মোকামে শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় জমীদার মহাশয় যে ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও উত্তম মধ্যমাধম এই ত্রিবিধ লোকেরই অতিশয় উপকার হইতেছে ও তৎপ্রদেশের মধ্যে উত্তম চিকিৎসকের অভাবে অনেক লোক বহুতর রোগগ্রস্থ হইয়া বিস্তর ক্লেশভোগ করিত এবং যে সকল ব্যক্তি চিকিৎসক নামে বিখ্যাত হইয়া রোগের ঔষধ প্রদান করিত, তাহাতে রোগি সকলকে বহুদিবস রোগের পীড়ন সহ্য করিতে হইতনা, তৎ প্রীতিকারণ একটা কথাচ্ছলে লোকে বলিয়া থাকে, মুর্খ বৈদ্য যম স্বরূপ তাহাই রোগিদিগের প্রতি ঘটিত ঐ প্রকার মন্দ ঘটনায় অনেকানেক ব্যক্তি দুরন্ত রোগ হইতে ক্লেশ পাইয়া অবশেষে কালগ্রাসে গ্রাসিত হইত, কিন্তুও তৎ প্রদেশে উত্তম মধ্যমাধম ত্রিবিধ প্রকার লোক অনেক আছেন, তাঁহারাও জনগণের উপকারজনক বিষয় প্রকাশ করেননা, এমত ব্যক্তিও আছেন, যে, তাঁহারাও কোনো উপকারজনক বিষয় প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন তাহাও করেননা, কেবল স্বীয় স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রবল করণাশয়ে বিশেষানুসন্ধান করিয়া কালহরণ করেন, আমি কোনো কারণবশতঃ প্রায় ২।৩ দুই তিন মাস অবিরত তত্রস্থানে স্থায়ী হইয়া বিশেষরূপে দেখিয়া আসিয়াছি, যে, দীনহীন উপায় বিহীন লোক সকলের উপ-

কারার্থে কাহারো অর্থ বিষয়ে এক পাইও ব্যয় নাই, এই সমস্ত ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া আসিয়াছি এবং ঈশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক কহিতেছি, যে, এমত ব্যক্তিদিগকে কেন ধন প্রদান করিয়াছেন? কারণ যে ধনে কোনো উপকার নাই তদ্ধন নিধন হইলেই ভাল, কিন্তু উক্ত জমীদার মহাশয় ও তৎ প্রদেশের ঐ সমস্ত কদর্য্য নীতি প্রচলিত দেখিয়া তাঁহার স্বীয় দেশ নড়াইল স্থানে জনগণের উপকারার্থে বহুতর অর্থ ব্যয় দ্বারা স্থানে স্থানে সৎকার্য্য সকল প্রকাশ করিয়াছেন, বিদ্যালয় ও আতিথ্যালয় ও চিকিৎসালয় ও বহুতর ঔষধি পরিপূর্ণ ঔষধালয় প্রস্তুত করিয়া বহুতর লোকের উপকার করিতেছেন, এবং রোগ নিরূপণ জন্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বাবু নামক একজন উত্তম ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসক পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, উক্ত ডাক্তার মহাশয় ও বহুতর পীড়া আরোগ্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, আর ঐ যে ঔষধালয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও এক ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন, কেবল অনবরত রোগিদিগের ঔষধ প্রদান করেন, ঔষধ প্রদান বিষয়ে কালাকাল বিবেচনা নাই, যখন যে ব্যক্তি যে ঔষধার্থে উপস্থিত হন, তাঁহাকে তৎকালেই ঔষধ অর্পণ করেন ইহাতেই পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন, যে, ঔষধ দানার্থে উক্ত জমীদার মহাশয়ের কত অর্থ ব্যয় হয় এবং দীনহীন উপায় বিহীন এতদ্রূপ ব্যক্তিরা পীড়িত হইয়া আইলে, তাহারদিগের শুশ্রূষার্থে অর্থ প্রদান করাও আছে, তাহার পর রোগিরা নিরোগি হইয়া হর্ষচিত্তে শ্রীযুক্ত জমীদার মহাশয়কে যে কত প্রকার ধন্যবাদ করিয়া গৃহে গমন করে তাহা পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এইক্ষণে প্রার্থনা করি যে উক্ত জমীদার মহাশয়ের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হউক, তাহা হইলে অনেকানেক লোকের উপকার হইবেক।

শ্রীব্রজনাথ ঘোষদাস।
জিলা হুগলি সাং ধসা।
তারিখ ১৬ বৈশাখ।"

শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় প্রকৃত এক জন মহারত্ন মহাত্মা পুরুষ। তাঁহার ন্যায় সৎক্রিয়ান্বিত মনুষ্য অতি অল্প দেখিতে পাই, তিনি যখন যে ক্রিয়া করেন, তাহাই অতি উচ্চ ও তাঁহার দান, মহাদান, দান ও বৃত্তি বিষয়ে তাঁহার প্রশংসা সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে। রায় বাবুর দবান্যতায় বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ছাত্রগণ স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক পরম সুখে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন। অতএব লেখক মহাশয় সেই সকল বিষয় বর্ণনা না করিয়া কেবল চিকিৎসালয়ের বিষয় বাহুল্যরূপে লিখিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। তাঁহার আতিথ্য ক্রিয়া পুষ্করিণী দান, এবং বিদ্যালয় প্রভৃতি দেশহিতকর ব্যাপারব্যূহ বিশেষ শিবকর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বিদ্যাদান, জীবনদান, অন্নদান, বস্ত্রদান ইত্যাদি সকল প্রকার মহাদান কর্ত্তাই মহাপুরুষ, মহাত্মা, রামরত্ন বাবুর আর একটি বিশেষ গুণ আছে, ইনি শরণাগত-বৎসল, যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া ইহাঁর শরণ লয়েন, তাঁহার বিপদ উদ্ধারের নিমিত্ত ইনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। মনুষ্যের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ধনের যে সার্থকতা ইনি তাহাই করিতেছেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

ছোট নাগপুরের পত্র পাঠে অবগতি হইল, এপ্রদেশের বিদ্রোহিরা ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক নানা স্থানে পরাজিত হইতেছে, কিন্তু জীবন ধারণ জন্য উক্ত দুরাচারিরা দস্যু কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছে, বিগত ২৩ আগ্রিল তারিখে চকরপুর লার্কা কোলের প্রজার অনিষ্ট করণ মানসে জমাইত হয় তাহা সিংহভূমের সিনিয়র অ সিষ্টাণ্ট কাপ্তেন মনক্রিপ সাহেব শ্র বণ করত তথায় লোক প্রেরণ করে তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দু রাত্মাদিগকে সংপূর্ণরূপে পরাজ করিয়া তথা হইতে দূরীভূত করি দিবেন। অদ্যাপি পোড়াহাটের বি দ্রোহি পদচ্যুত রাজা ধৃত হয় নাই।

জনরবে শ্রুত হওয়া গেল, যে জ গদীশপুর প্রবাসি কয়েকজন বাঙ্গ লি, বিদ্রোহি কুমারসিংহের অধী সেনাগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এব উক্ত স্থানের প্রজারা প্রাণ ভয়ে অ ন্যত্র পলায়ন করণে বাধ্য হইয়াছে

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আতিরিক্ত পত্র

এ প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি গোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রনীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্কাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা. তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০১৯ সংখ্যা] শনিবার ২৬ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ৮ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

যে মোকদ্দমায় বিবী মিহার আজুন বাদি এবং মৃত সেখ আনিস বারবারের পুত্র ও উত্তরাধিকারি সেখ জুরন বারবার ও তাঁহার কন্যা এবং উত্তরাধিকারিণী বিবী জান প্রতিবাদি,সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে ডিক্রি অর্থাৎ চুড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে পুর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতি ক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

১ দফা। বিশেষতঃ এই মহানগর কলিকাতার কলিঙ্গার মধ্যস্থিত আনিস বারবারের লেনের ২ নম্বর যে একতালা বাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড বা বন্দ ভুমি আছে, ভুমি অনুমান ২ দুই কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা মৃত আনিস বারবারের সম্পত্তি ছিল।

২ দফা। বিশেষতঃ এই মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত ৩ তিন নম্বর টেরিটী বাজার স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি এবং বাটী, ভুমি অনুমান ৸৩৷৷/৯ পোনের কাঠা নয় ছটাক নয় কাঁচ্ছা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা মৃত আনিস বারবারের সম্পত্তি ছিল।

এই বিষয় সকল বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত সুপ্রিকোর্টের মাষ্টর আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

বিক্রয়ের তারিখ ইহার পর প্রকাশ হইবেক।

W.MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ABBOT &. POE.
Plaintiff's Solicitors.
এবট এণ্ড পো।
বাদিপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১ম ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আগামি ৯ মে দিবসে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যাধীনে রসাবঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বিতীয় বার্ষিকী পরীক্ষান্তে সুপাত্র ছাত্রদিগের পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। অতএব বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন এই যে উক্ত বিদ্যালয়ের আনুকুল্য প্রদাতা সুদাতা এতদ্দেশহিতৈষি বি-

দ্যোৎসাহি মহাত্মারা ঐ দিবসে বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করত বালকবৃন্দের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

নবাব আহাম্মদালী খাঁ।
সম্পাদক।

ইতি সন ১৮৫৮ সাল ৬ মে।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চার্‌লস জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters,

Modellers, Moulders, Engravers and Bronzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta, Cossitolah, Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের তৈজসাদি গঠনকারী।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা কসাইটোলা জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন

আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে ৮ আট জন বাঙ্গালি কম্পজিটর ও ২ দুই জন ইংরাজী ডিষ্ট্রিবিউটরের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা উত্তমরূপে কম্পজ এবং মেকআপ করিতে পারেন, এমত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে তাহারদিগের কার্য্যদক্ষতা ও নিপুণতা দেখিয়া বেতন নির্দ্ধারিত পূর্ব্বক নিযুক্ত করা যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

কারিগর ও মিস্ত্রিদিগের প্রতি।

নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি রিবেটা অর্থাৎ একপ্রকার প্রেক এবং পাকসাঁড়াসি নির্ম্মাণকারক উত্তম কারিগরদিগকে উত্তম বেতন ও অনেক কর্ম্ম দিতে প্রস্তুত আছেন। আইরনব্রিজ ইয়ার্ড অর্থাৎ লোহার সাকো নির্ম্মাণের কারখানার কারিগরদিগকে এক্ষণে যে বেতন দেওয়া যায় তাহা অল্প কেননা তাহারা কলিকাতা নগরের মধ্যে অতি অপকৃষ্ট কারিগর নিম্ন স্বাক্ষরকারি ব্যক্তির স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কোনো কোনো ব্যক্তি আপন লভ্যের নিমিত্ত এই ইয়ার্ডে উত্তম কারিগর আসিতে দেয় না, যে কেহ এইরূপ দোষিব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের সন্ধান দিতে পারিবেক, যদ্দ্বারা দোষিব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ধৃত হয় ও দণ্ড পায়, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

R. S. STERLING.
Superintendent of the Iron Bridge Yard Alliporc

আর, এস, ষ্টারলিং।
আইরনব্রিজ ইয়ার্ডের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আলীপুর। ৪ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....॥০
সুধীরঞ্জন ....১৲
নবনারী .... ১।০
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৯ আপ্রিল ১৮৫৮।

মেং ই, ডি, লকউড সাহেব ত্রিহুতের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, এবং কালেক্টর হইয়াছেন।

৩০ আপ্রিল।

লার্ড এইচ, ইউ, ব্রাউন সাহেব জিলা চব্বিশপরগণার দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি কালেক্টর এবং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

২৬ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০.দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা পত্র প্রেরক মহাশয়কে প্রণিপাত পুর্ব্বক সাদরে নিম্নস্থ পত্রখানি প্রকটন করিলাম।

"ময়মনসিংহে বিনা মূল্যে সংবাদ পত্র পাঠের অথবা পার্ব্বনী গ্রহণের সদুপায়।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক বিজ্ঞবরেষু।

পরম শুভাশীর্ব্বাদানন্তর বিবোধনীয় মিদং। জিলা ময়মনসিংহের ডাক কেরাণি আপনার প্রেরিত অস্মদ নামিক প্রভাকর সকল কখনো মাসান্তে কখনো পক্ষান্তে কখনো সদর স্থানের আমার হাবেলিতে ও কখনো শিরোবেষ্টনে নাসিকাস্পর্শের ন্যায় থানার ডাকে মফঃসল এপক্ষের বাসস্থানে প্রেরণ করিয়া থাকে, তদ্বিষয় আমি বারম্বার ঐ ডাক কেরাণিকে সতর্ক করিয়াছি,তথাপি সতর্কতা গ্রহণ করিতেছেনা, ইহাতে এই মাত্র উপলব্ধি হইতেছে ঐ ডাক কেরাণি ও তাহার বন্ধু বান্ধবের পাঠান্তে অথবা পার্ব্বণী গ্রহণাকাঙ্ক্ষায় এমত অনিয়ম করিতেছে, অতএব আপনি এপক্ষের নামিক প্রভাকর পত্র সপ্তাহের কোনো দিবস ডাকঘরে অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন এবং এইপত্র প্রভাকরে উদিত করিয়া জেনরল পোষ্ট মাষ্টর সাহেবকে গোচর করিবেন ও প্রেরিত পত্রোত্তর প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ ময়মনসিংহের ডাকাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট প্রতীকারাকাঙ্ক্ষায় আমি দরখাস্ত করিব, অপর প্রভাকরের শিরোনামাতে ভবিষ্যতে অস্মদ নামান্তে ভবানীপুর না লিখিয়া কেবল মাত্র ময়মনসিংহ লিখিবেন।

পুনশ্চ ইংলণ্ডীয় মহাশয়গণের দর্শনীয় পত্র যথা কালে যথা নিয়মে পাঠোপযুক্ত কালে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন কি আক্ষেপ কি পরিতাপ! বাঙ্গালিরা একতা এবংসাহসি না থাকা হেতু কি দুর্ভাগ্য এই পত্র পঁহুছিবার সংশয় প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য মাসুল ব্যতীত দণ্ডস্বরূপ ।০ চারি আনা বিতরণ পুর্ব্বক রেজিষ্টরি ডাকে প্রেরণ করাতে বাধ্য হইলাম আর আবশ্যকীয় সাধারণ পত্রাদি যে যে কাল মহাশয়ই প্রেরণ করেন,তিনিই এবম্বিধ দণ্ড স্বীকার করিয়া থাকেন, ইতি ১২৬৫ সাল ১২ বৈশাখ।

শ্রী ভৈরবচন্দ্র চতুর্দ্ধুরী।
ময়মনসিংহ।

নানা স্থানেই ডাকের এইরূপ অনিয়ম হইয়া থাকে, আমরা সর্ব্বদাই এবম্প্রকার গোলযোগের এক একখানা পত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি,এজন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া এপর্য্যন্ত বিশেষ কোনোরূপ সদুপায় স্থির করিতে পারি নাই,এই অনিয়ম শোধনার্থ পুনর্ব্বার আর একবার বিহিত চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ ইহাতে কেবল গ্রাহক মহাশয়দিগের নহে, সময়ে সময়ে আমারদিগেরো বিস্তর হানি হইয়া থাকে এবংবিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

প্রভাকর সম্পাদক।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

বম্বারস্থ কোনো সংবাদদাতা ২৯ আপ্রিলে যে পত্র লেখেন তদ্দ্বারা ব্যক্তকরে, যে, বিডোহি কুমার সিংহের অধীনস্থ সেনারা এস্থানীয় কোনো কোনো বাসিন্দার সহিত মিলিত হইয়া প্রথনতঃ আমার বাঙ্গালা লুঠ তৎপরে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করত একবারে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে, উক্ত দুরাচারিরা বিধিমতে সরকারের এবং প্রজার

অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইয়াছে।—আরা প্রভৃতি কয়েকটা স্থান শত্রুরা একবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে, শুনিলাম বিদ্রোহি কুমার সিংহ বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক শমন সদনে গমন করিয়াছেন, কিন্তু একথার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হইতেছেনা।

ফিনিক্স পাঠে অবগত হওয়া গেল, যে, বিদ্রোহি কুমার সিংহের ভ্রাতা অমর সিংহ কুমার সিংহের সহিত জগদীশপুরে বাস করিতেছে, সম্প্রতি তাহারদিগের অধীনে ৪,৫ এবং ৮ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক এবং বিস্তর অশ্বারোহি বিদ্রোহিসেনা আছে, কিন্তু তোপ স্বল্প সংখ্যক আছে, কেননা ইতি পূর্ব্বে তাহারদিগের সহিত যে একটা সমর হইয়াছিল, তাহাতে ব্রিটিস সেনারা শত্রুদিগের কয়েকটা বড় বড় তোপ কাড়িয়া লইয়াছে।

কাল্পি হইতে যে লিপি আগত হয় তাহাতে ব্যক্ত করে,—"ট্যান্সিয়াটোপী, ঝান্সির রাণী, সাঘর এবং রানপুরের রাজাদিগের অধীনে সম্প্রতি ৭০০০ সেনা এবং ৫ পাঁচটা তোপ আছে, তাহারা স্যার হিউজ রোজ সাহেবের পথ রুদ্ধ করণার্থ কুরণা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।

কাপ্তেনগঞ্জের শিবির হইতেগত ২৯ তারিখে যে পত্র আগত হয়, তাহাতে জ্ঞাত করে যে ব্রিটিস পক্ষীয় মান সিংহ, ফৈজাবাদ হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করত তাহা অধিকার করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বেলওয়ার দুর্গ্যশত্রু হইতে বিমুক্ত করণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন, তবে তিনি কেবল কমিস্যনর সাহেবের অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছেন, এস্থানের কিঞ্চিৎ দূরে একটা পল্লীগ্রাম মধ্যে কতকগুলা দুষ্টলোক আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করায় বাঙ্গাল ইউমিনারি অশ্বারোহি সেনাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে তথায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

আলমবাগ হইতে গত ৩০ তারিখে যে পত্র আগত হয়, তাহা পাঠ করত জানা গেল;—"যে উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় তোপধ্বনি শুনা গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিশেষ সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

অনুবাদিত সংবাদ।

গত ৩০ তারিখের ব্রজাপুরের সংবাদদাতা লেখেন, যে, উক্ত দিবসের কলিকাতা ডাক এস্থানে আগত হয় নাই, সূর্য্যদেব প্রখররূপে এস্থানে কিরণ বিস্তার করিতেছেন। এই নগর মধ্যে বিস্তর সমর সজ্জীভূত লোক আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু সমর সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা এ বিষয়ে কিছুই মনোযোগি হননাই, ইহা বড় অন্যায়, অতএব তাঁহারদিগের ইহাতে সতর্ক হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।

চীনরাজ্যের পদচ্যুত কমিস্যনর ইয়ার তত্ত্বাবধারক মেজর হারবর্ট সাহেব আপনার নির্দ্দিষ্ট মাসিক বেতন ব্যতীত ২৫০ টাকা করিয়া মাস মাস প্রাপ্ত হইবেন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

মনের প্রতি উপদেশ।

পদ্য।

মোহ-অন্ধকারে আর, কত দিন রবে?।
জ্ঞানচন্দ্র কত দিনে, প্রকটিত হবে?।
বিষয় বিষের স্বাদ, নিয়তই লবে।
পরম পীযূষ পান, করিবেরে কবে?।
মনোমত ধনে কবে, পূরাইবে আশা।
কত দিনে মনে হবে, কেন ভবে আশা?।
সংসার অসার বোধ, কবে হবে মনে?।
একেবারে মগ্ন হবে, সত্যের সাধনে॥
আমি আমি অভিমান, কবে হবে ক্ষয়?।
পরম পঙ্কজ পদে, কবে হবে লয়?॥
তাই বহি হও মন, মনের মতন।
যতন করিলে পাবে, অক্ষয় রতন॥

দিন দিন যায় দিন, নাহি থাকে আর।
এই বেলা দেখ মন, পথ আপনার॥
গেলে দিন আর তাহা, নাহি পাবে ফিরে।
হাহাকার হবে সার, ভব-নদী-তীরে॥
কেহ আর আপনার, হবেনা তখন।
আপনি আপন দুখে, করিবে রোদন।
কোনোমতে পার নাই, এপারে থাকিয়া।
ব্যাকুল হইবে শুধু, অকূলে পড়িয়া॥
অতএব কর সার, হরিপদ তরি।
পারে যাবে যদি তবে, উঠ ত্বরা করি॥
সে তরির আরোহণে, আর নাহি ভয়।
ছেড়ে শঙ্কা, মার ডঙ্কা, বোলে জয় জয়॥

শ্রীবিপিনবিহারি শর্ম্ম সরকার।
সাং জিলা ফরিদপুর।

সম্প্রতি কলিকাতা প্রবাসী।

এই কবিতা গুলীন সর্ব্বাংশেই উত্তম হইয়াছে, এজন্য কবি-ছাত্রকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২০ সংখ্যা] সোমবার ২৮ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১০ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৩ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি সুজামুটী পরগণায় সুজামুটির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কাজোলীগড় নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী কতিপয় পর্ণকুটির এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান এক শত বিঘা, তাহা গড় অর্থাৎ জলের নালা দ্বারা বেষ্টিত, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা কাছারিবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি, তাহা মাটির প্রাচীর ও পুষ্পবৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও মৌতবী পুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণী ও বাঁধাঘাট আছে ভূমি অনুমান৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়েরযে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগান ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি এবং একখানি পর্ণকুটির ও দিঘী পুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী আছে,ভূমি অনুমান ৩২ বত্রিশবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও ধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি মেদিনীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাজার সুজাগঞ্জ নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।৪ নয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও

অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি পরগণে সুজামুটীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত মহল বাজকুল চাকলা হিজলী নামক নং ১৭০৯ যে ১ তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোং ৩৭১৫০ ৸৵৮ পাই তাহার মধ্যে কালেক্টর সাহেব এক শত বাষট্টী টাকা পাঁচ আনা আট পাই ফেরৎ জমা দেন এবং যাহাতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে অর্থাৎ নরেন্দ্রপুর, ব্রজাপুর, হিঞ্চাগাড়ী, নরন্দ্রাড়ি, রসল, গোমতা, ধুশীয়া বোরো, ঈশ্বরপুর, ছোট ঈশ্বরপুর, বামুনারা, গোপালপুর, বাবুয়াজা, সরবরিন, জগমোহনপুর, বৌলোনিয়া, খোলাবারিয়া, কিশবার, নোমকবার, শরিবার, ডকবার, নইন্দাচক, কিসমত বাহাদাপুর, বাহাদুরপুর, শ্যামাচক, সিনদপুর, মহাদলপুর, মনোহরপুর, রাধাপুর, পূর্ব্বরাধাপুর, দয়ালচক, বলরামচক, আশুতিয়া, চৌদানিয়া, বৃন্দাবনপুর, নৌলিয়া, দীরিবার, শুক্রলাপুর, গরিনিয়া, সাদুলাচক, কিসমত চক কাজি, চক ইক্ষুপত্রিকা, মাধাখালী বামুনিয়া, কিসমত বামুনিয়া, ঈশ্বরপুর, ভৈরবচক, আজরা, চক বড়বাড়ী, মাকলাসী, পুরাচিঙ্গড়া, বাঁকাবুলিয়া, হাতিবাড়ী, কপত হোয়ারি, রাজকুল, বিভীষণপুর, শঙ্করপুর, তাতানালা, নীলপুর, কুতবাদিপুর, রাজেন্দ্র, চক ইন্দ্রজিৎ, চক কুমার, চক রাস, চক উত্তর বড়বাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কিসমত বাজকুল নামে নং ১৭১০ যে এক তালুক আছে তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোং ৩৩৬১৷৵৮ এবং যে জমীদারিতে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা, গড়বাড়ী, খারিসবাড়ী, কাঁকুড়বাড়ী, ঝিনুকাকালী, ও শিয়ারকালী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২০৫৮ নম্বরের গৌরাঙ্গচক নামে যে এক তালুক আছে, তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির ১০৬২৯/৪, উক্ত জমীদারির মধ্যে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে। যথা, গৌরাঙ্গচক, পূর্ব্বচক, পশ্চিমচক, তরকালী এবং গড়বাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত দুর্গাচক নামে নং ২০৮৯, যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ১০৩৭৸১৷৷ কড়া তাহাতে নীচের লিখিত মৌজা সকল আছে যথা, দুর্গাচক, গড়বাড়ী, খরিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী, ঝিনুকখালী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাশুলিয়া চক নামে ২৯০ নম্বরের যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ৬৫৪৸৮ ছয় শত চুয়ান্ন টাকা বারো আনা আট গণ্ডা তাহাতে নীচের লিখিত মৌজা সকল আছে যথা বাশুলিয়া চক, গড়বাড়ী, খিরিসবাড়ী, কুকুরিয়া-বাড়ী, ঝিনুকখালী, ও পুরুচক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত পরগণা ও জিলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত শ্যামাচক নামে ২০৯১ নম্বরের যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোং ৬০৮৸/৩ তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত মৌজা সকল আছে, যথা গড়বাড়ী, শ্যামাচক, খিরিসবাড়ী, কুকুরিয়াবাড়ী ও কপোতবাড়ী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত রাধাপুর নামে নং ২৬২০ যে এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ৬০৭৲৯৷৷ কড়া, তাহাতে নিম্নস্থ মৌজা সকল আছে যথা, বিভীষণপুর, বৃন্দাপুর, ইক্ষুপত্রিকা, চৌদানিয়া, নারায়ণদাড়ী, কোয়ারচক, ব্রজাপুর, নরেন্দ্রপুর, এবং পূর্ব্বরাধাপুর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সুবে বাঙ্গলার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে অদ্য তারিখে মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত হিন্দু প্রজা মৃত ত্রিলোচন প্রামাণিকের উইল পত্র প্রমাণে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং দেনা পাওনা প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত স্থান নিবাসী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নবকৃষ্ণ কারফরমার প্রতি কর্তৃত্ব ভার অর্পিত হইয়াছে, যিনি উক্ত উইলের একজন এক্সিকিউটর, অতএব পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির উপর যে কোনো ব্যক্তির যে কোনোরূপ আপত্তি থাকে তাঁহারা অবিলম্বেই তদ্বিশেষ প্রাগুক্ত এক্সিকিউটরের নিকট জ্ঞাত করিবেন, এবং যাঁহারা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে ঋণগ্রস্থ আছেন, তাঁহারা অগৌণেই আপন আপন নিশ্চিত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন ইতি।

REMFRY & ROGERS.
Proctors.
রেম্‌ফ্রি এণ্ড রজার্স।
উকীলগণ।

কলিকাতা।
১৯ আপ্রিল ১৮৮৫।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃ আর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চার্লস্ জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House Builders, decorators and Painters,

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। } ১ নং।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৩০ আপ্রিল ১৮৫৮।

মেং এইচ, এইচ, রবিন্সন সাহেব, পাঠনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইয়াছেন, তিনি উক্ত জিলার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১ মে।

মেং ডবলিউ,এম, বকোর্ট সাহেব দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন. কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদের কালেক্টর থাকিবেন যদ্দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি আর অনুমতি প্রদান না হয়।

সংবাদপ্রভাকর

২৮ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০.দানিশাব্দাঃ ১০৮

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন যে "আরা প্রদেশের সমর সংক্রান্ত কোনো কর্ম্মচারির পত্রে এমত লিখিত হইয়াছে, বিদ্রোহি কুমারসিংহ বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন,ইহাতে উক্ত সহযোগি ভ্রাতা এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, একথার প্রতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি, কারণ উক্ত দুরাচারির মৃত্যু বিষয়ক কয়েকখান প্রামাণ্য লিপি আরা প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা ইতিপুর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" আমারদিগেরও কোনো সংবাদদাতা দুই তিন দিবস গত হইল লিখিয়াছিলেন, "যে কুমার সিংহ সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন" বোধ করি সেই আঘাতেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সংবাদে তাঁহার পরলোক গমনের কথা যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকাশ হয়, ততদিন আমারদিগের সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস হইতে পারেনা, যদ্যপি ইহা সত্যই হইত, তাহা হইলে অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ পাইত।

অনুবাদিত সংবাদ।

দিল্লী গেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি বিদ্রোহিপ্রধান নানা সাহেব, বেরিলিতে আপনার প্রভুত্ব সংপূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছেন,বিদ্রোহি খান বাহাদুরের অধীন যে সকল সেনারা তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই অক্ষম জ্ঞানে কর্ম্ম হইতে পদচ্যুত করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই সকল সেনার পরিবর্ত্তে লক্ষ্ণৌ হইতে পলাতক বিদ্রোহি সেনাদিগকে নিযুক্ত করিতেছেন।

সমরসংক্রান্ত কর্ম্মচারি মেং লিড্‌স্ সাহেব বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে সমর করণ কালীন পরলোক গমন করেন, এজন্য ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের প্রেসিডেণ্ট উক্ত মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে পঁয়তাল্লিশ মুদ্রা করিয়া মাসহারা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি পুনর্ব্বার পরিণয় গ্রহণ করিলে উক্ত মাসহারা প্রাপ্তে বঞ্চিত হইবেন, এবং তাঁহার তিনটি সন্তানকে ১৮ টাকা করিয়া মাসমাস দিবেন, যদ্দিবসাবধি তাহারা নাবালকাবস্থায় থাকিবেক।

ফিনিক্স সম্পাদক লিখিয়াছেন, যে, মহারাণীর ৪০ সংখ্যক পদাতিক সেনারা আষ্ট্রেলিয়া হইতে শীঘ্রই বঙ্গদেশ মধ্যে আগমন করিবেক।

ইংলিসম্যানের দানাপুরের সংবাদদাতা লেখেন, সাহাবাদস্থ বাণিজ্য-কার্য্যালয় ও অন্যান্য কয়েকখানা কার-খানাবাটী বিদ্রোহিরা অনল সংযোগে ছারখার করিয়া দিয়াছে।—বক্সারের নিকটবর্ত্তি স্থানে একজন রেলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারি শত্রুহস্তে পতিত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২১ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৯ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১১ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

যে মোকদ্দমায় মৃত জন এডলফস উইলিয়ম সাহেবের উইল প্রমাণের উত্তরাধিকারি সেরা উইলিয়ম্‌স ও মেটিলডা উইলিয়ম্‌স বাদীগণ এবং জুলিএন লাউইস কেরণ ও লুইস মেণ্ডিস প্রতিবাদিগণ সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে-বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত শাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে উপরোল্লেখিত মৃত এডলফস উইলিয়ম্‌, যিনি এই মহানগর কলিকাতায় বাস করিতেন এবং ১৮৪২ এক হাজার আট শত বেয়াল্লিস খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজনদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.

ডলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

PAUL & CARRUTHERS.
Attorneys.

পাল এণ্ড কারুথর্স।
উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৪ মে ১৮৫৮।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব দীননাথ সেন এবং কার্ত্তিকচরণ রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি পটোলডাঙ্গার মধ্যস্থিত মেডিকেল কালেজ লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা বাটী নম্বর ৪, এবং তাহার সঙ্গে একটা ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম ঘর, এবং চাঁদনি আছে, ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহা ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে, ভূমি অনুমান ।২ বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী দীননাথ সেন এবং কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে

লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি কলুটোলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটী নম্বর ৪, এবং তাহার সঙ্গে এক খণ্ড ভূমি আছে, ভূমি অনুমান ।০ পাঁচকাঠা, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী দীনদাথ সেন এবং কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পালপাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বাগান ভূমি তাহাতে দুইটা পুষ্করিণী এবং অনেক প্রকার বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান দশ বিঘা, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী দীননাথ সেন এবং কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৭ আপ্রিল ১৮৫৮।

NOTICE.

In cholera Quassite inoculation is of all others the most agreable and most effecacious remedy and little more is wanted if we ecept the unrestrained-use of cold water which is eagerly desired by the patient and which may be repeated in any quantity to quench the fire of destroying thirst. Nobin Chunder Paul the late subassistant surjeon of Benares has successfully followed this plan of treatment in about 25 desperate cases of cholera. The average duration of treatment has, been 24 hours. He is now prepared to attend any number of cholera cases free of charge in his residence at Baneatola Lane (College Street.)

NOBIN CHUNDER PAUL.

Baneatola lane.
No 5 9 5
Ist May 1858

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, ওলাউঠা রোগ নিবারণ নিমিত্ত-যত প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে "কোয়াজিট" নামক ঔষধ যাহা শরীরছেদন করত ব্যবহার করিতে হয় তাহা অত্যন্ত উপকারক এবং আশুপ্রতীকারজনক এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা উপরোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে অন্যান্য দ্রব্যাপেক্ষা শীতল জল যত অধিক পরিমাণে ব্যবহার ও পান করিতে পারিবেন তত অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।—বারাণসীর পূর্ব্বতন সব আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীনবীনচন্দ্র পাল উপরোক্ত চিকিৎসার নিয়মানুসারে প্রায় পঁচিসজন মৃত্যুকল্প ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিয়াছেন, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইলে আরোগ্য হইতে ২৪ চব্বিশ ঘণ্টাকাল মাত্র আবশ্যক করে। তিনি এইক্ষণে উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবেন অতএব যে কেহ উক্তরূপ চিকিৎসা করিতে বাসনা করেন তিনি মহানগর কলিকাতার কালেজ ষ্ট্রিটের মধ্যস্থিত বেণেটোলায় তাঁহার ৫।৯।৫ নম্বর নিজ ভবনে গমন করিলে অনায়াসে ও বিনা ব্যয়ে আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters,

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
নবনারী .... ১।০
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

বিজ্ঞাপন

আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে ৮ আট জন বাঙ্গালি কম্পজিটর ও ২ দুই জন ইংরাজী ডিষ্ট্রিবিউটরের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা উত্তমরূপে কম্পজ এবং মেকঅপ করিতে পারেন, এমত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে তাহারদিগের কার্য্যদক্ষতা ও নিপুণতা দেখিয়া বেতন নির্দ্ধারিত পুর্ব্বক নিযুক্ত করা যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

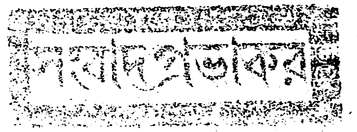

২৯ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০,দানিশাব্দাঃ ১০৮

নিম্নস্থ বিষয় গুলীন সাদরে প্রকটন করিলাম।

বর্দ্ধমান।
২৭ আপ্রিল।

মহাশয়! জগদীশ্বরের কৃপায় আমি এখানে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়াছি। সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মহাশয়ের সুগোচরার্থ লিখিতেছি, যে গত ২২ আপ্রিল তারিখে সুবিখ্যাত সুযোগ্য ডিপুটি কালেক্টর শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন ও গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ি তাঁহার বেতন উক্ত দিবস হইতে ৬০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদিনের পরিশ্রমের যথার্থ পুরস্কার হইল। এই সুসংবাদে তাবতেই সুখি হইবেন।

ইতিপুর্ব্বে এখানে যে প্রকার সূর্য্যের প্রখরতর উত্তাপ হইতেছিল তাহাতে এতৎ প্রদেশে বিশেষ অনিষ্ট হয়, ও ক্রমে আরো অধিক অমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা ছিল,কিন্তু সম্প্রতি জলধারা বর্ষিত হইবায় এতন্নগর শীতল হইয়াছে। এবং সকলের প্রাণ বাঁচিয়াছে।

কিয়দ্দিবস হইল, এখানকার সুযোগ্য সুবিখ্যাত ও সুসম্ভ্রান্ত অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রামাণ্য ব্যক্তির নিকট শ্রুত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহার সহিত ও আলাপ দ্বারা বিশেষরূপে অবগত হইলাম যে ইনি যেমত রাজনীতিজ্ঞ নিরপেক্ষপাতী ও বিচার তৎপর তেমনই সচ্চরিত্রশালী কৃপা পূর্ব্বক আমার গৃহীত সংবাদ পত্র নিয়মিত সময়ে এখানে প্রেরণ করিবেন। এখানকার সর্ব্ব মঙ্গল ইতি।

নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে প্রকটন করিলাম।

"মান্যবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়! ৮।১০ দিবস গত হইল অত্রত্য কোনো গুঁড়িজাতীয় অর্থাৎ মৎস্য বিক্রেতার পত্নী স্বীয় উদর হইতে ২ ঘণ্টা কাল মধ্যে তিনটি সন্তান প্রসব করে, প্রথম সন্তানাপেক্ষা দ্বিতীয়ের মস্তক ক্ষুদ্র ও তদাপেক্ষা কনিষ্ট তনয়ের মস্তক ক্ষুদ্র কিন্তু আক্ষেপের-বিষয় এই যে পর দিবসেই সন্তান ত্রয় শমন ভবনে গমন করে। যদিচ সংবাদটী সুখাবহ নহে তত্রাচ আশ্চর্য্যজনক বিধায় আপনকার পাঠক বৃন্দের বিদিতার্থ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না নিবেদন ইতি।

একান্ত বাধ্য শ্রীশিবচন্দ্র রায়।
সাং রঙ্গপুরস্থ থানা বোদা।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

নসীরাবাদস্থ পত্রপ্রেরকের পত্রপাঠে অবগতি হইল "মেজর জেনরল রবর্ট সাহেব, আপনার অধীনস্থ সেনারদিগের মধ্যে অধিকাংশ সেনা স্যার হিউজ রোজ সাহেবের সেনাগণের সহিত মিলিত হওনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হামিরপুর যে সময় শত্রু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয় সেই সময় তথায় এক জন বাঙ্গালি বাবু ছিলেন তিনি লেখেন যে নিম্ন লিখিত ইংরাজ ও বিবিগণ বিদ্রোহি কর্ত্তৃক নিহত হন। যথা মেং লয়েড সাহেব, মেং গ্রাণ্ট সাহেব, মেং মরে মালর সাহেব, মেং ক্রাফার্ড সাহেব, বণ্টার সাহেব, এন্তারসন সাহেব, ও তাঁহার দুইটি দুহিতা এবং একটি পুত্র, বিবি বণ্টার এক জন নেটিব খ্রীষ্টান তাঁহার বণিতা এবং ২। ৩ টি সন্তান।

মুরাদাবাদস্থ শিবির হইতে গত ২৭ তারিখে যে এক লিপি আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, 'ব্রিগেডিয়ার জেনেরল, জোন্স সি, বি, সাহেবের অধীনস্থ সেনারা, "কঙ্কল" এবং নজীরাবাদ নামক স্থানের মধ্যস্থিত নিবিড় অরণ্য মধ্য হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করত নজীরাবাদে উপনীত হইয়া দেখিল যে, পাতরগড়ের দুর্গ হইতেও বিদ্রোহিরা পলায়ন করিয়াছে, উক্ত দুর্গ মধ্যে শত্রুদিগের ৭ টা তোপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিওরটন্ সাহেবের অধীন মূলতানি ইরেগুলরি অশ্বারোহি সেনাদিগের সহিত শত্রুগণের একটা সমর হয়, তাহাতে বিস্তর বিদ্রোহিরা মারাপড়ে, এবং তাহাদিগের দুইটা তোপ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

লাহোরস্থ কোনো সংবাদদাতা বিগত ২৮ তারিখে যে, এক পত্র লেখেন তাহার সার মর্ম্ম যথা, "এস্থানীয় কমিস্যনর কর্ণেল ক্লোর্ক সাহেব, অযোধ্যায় পরিবর্ত্তন হওয়ায় তৎপদে মেং কষ্ট সাহেব অভিষিক্ত হইয়াছেন, এস্থানে তপনতাপের আতিশায্য প্রযুক্ত প্রাণিগণের প্রাণ বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে, "কাস্মিরস্থ কোনো বন্ধুর পত্র পাঠে অবগতি হইল, যে, "তথায় এবং ইস্লামেবাদ নামক স্থানে ওলাউঠা দেবী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করত অনেককেই অকালে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত করিতেছে, বিশেষতঃ শোষোক্ত স্থানে উক্ত রোগের এতাধিক প্রবলতা হইয়াছে, যে প্রত্যহ ৪০।৫০ জন করিয়া পরলোক গমন করিতেছে, বীরবর স্যারজন সাহেবের জলনদরে উপনীত হওনের সংবাদ, কুপ্রুথালা নামক স্থানের রাজানুগত রাজা শ্রবণ করত গত ১৫ তারিখে উক্ত মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তৎপরে উক্ত ব্রিটিশ পক্ষীয় রাজা লক্ষ্ণৌনগরস্থ বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে সমর করণের নিমিত্ত প্রধান কমিস্যনর সাহেবের অনুমতি প্রার্থনা করেন, শুনিলাম তাঁহার এই সংপ্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, তিনি শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ নগর অভিমুখে যাত্রা করিবেন।"

বোম্বের ইঞ্জিনিয়র লেপ্টেনাণ্ট চারলস্ হ্যানকক্ সাহেব কোটা নামক স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইঁহার বয়ঃক্রম অল্প হইয়াছিল কিন্তু স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এ প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০।২২ সংখ্যা] বুধবার ৩০ বৈশাখ ১২৬৫ সাল। ইং ১২ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী বাদী এবং মহেশচন্দ্র আচ এবং অন্যান্য প্রতিবাদিগণ সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে-বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৪ এক হাজার আট শত চুআন্ন খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত কান্তিচন্দ্র আচ যিনি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি কাতুরুয়া নামক স্থানে বাস করিতেন এবং ১৮৪৬ এক হাজার আট শত ছচল্লিস খ্রীষ্টাব্দে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজনদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপন আপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.

ডলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

E. B GOODALL.
Plaintiff's Attorney.

ই, বি, গুডঅল।
বাদিপক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৫ মে ১৮৫৮।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers, and Brouzers, &c &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷০

৩০ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৮০ সানিশাব্দাঃ ১০৮

নিম্নস্থ পত্রখানি অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটন করিলাম।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! আপনকার জগদ্ধান্তহর প্রভাকর পত্রে এই বিস্তীর্ণ ধরাতলের প্রায় সর্ব্বস্থানেরই অভিনব সম্বাদপুঞ্জ প্রকটিত হইয়া থাকে। আক্ষেপের বিষয় এই যে এই ঢাকানগরের সাময়িক ঘটনাবলী প্রায় কখন কিছুই প্রকাশ হয়না। ভরসা ছিল, অধুনা এস্থলে যে সকল কৃতবিদ্য মহাশয়েরা ভূলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সময়ে সময়ে স্থানীয় সমাচারাদি প্রভাকর অথবা তাদৃশ কোনো সম্ভ্রান্ত সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া আমাদিগের চিত্তক্ষোভ দূরীভূত করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ (তুচ্ছ করিয়াই হউক, অথবা আলস্যক্রমেই হউক) ভ্রমেও তাঁহারা অস্মদাদির মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগি হইলেননা। বোধ করি এবম্বিধ সদনুষ্ঠানে তাঁহারদিগের তাদৃশ অনুরাগ না থাকিতে পারে। যাহা হউক, আমি আর চিত্ততাপ সহ্য করিতে পারিনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, এই অবধি এখানে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইবে যথা সাধ্য আপনকার নিকট লিখিয়া পাঠাইব, আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহা শুদ্ধ করত স্বীয় পত্রৈক পার্শ্বে উদিত করিলে চিরবাধিত হইব। যদিচ মদ্বিধ রচনাশক্তি পরিশূন্য জনের এবম্বিধ গুরুতর কার্য্য নিষ্পাদন করা, পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনবৎ, নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু কেবল ভবদীয় অসাধারণ করুণার প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ঈদৃশ অসমসাহসিকাবলম্বন করিয়াছি।

মহাশয়! অদ্য যে কয়েকটি সম্বাদ নিম্নভাগে লেখা গেল প্রকাশ যোগ্য হইলে প্রকাশ করিবেন।

তণ্ডুলের বাজার পূর্ব্বে যেরূপ গরম ছিল তদপেক্ষা এক্ষণে অনেক নরম হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে টাকায় ১৫। ১৬ সেরের অধিক তণ্ডুল পাওয়া যাইতনা, এক্ষণে কিঞ্চিৎ মোটা রকমের ২০ সের পাওয়া যায়।

কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত এস্থানে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হইতেছে! আর কিছুদিন এই প্রকার থাকিলে শস্যাদির বিঘ্ন জন্মিতে পারে। অত্রস্থ আদালতের কতিপয় কর্ম্মচারি একত্রিত হইয়া "ব্যবস্থার্ণব" নামক একটি স্কুল স্থাপনা করিয়াছেন। চিরস্থায়ী হইলে এতদ্দ্বারা এ প্রদেশের ভূরি উপকারের সম্ভাবনা।

নবাবপুর পুলের ধারে চিত্তোৎকর্ষ বিধায়িনী নাম্নী একটি অভিনব সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে।

কতিপয় হিতৈষি ব্যক্তি এখানে একটি দাতব্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান করিতেছেন। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তাঁহাদিগের করুণাময়ী আশা শীঘ্রই সফলা করুন।

সম্প্রতি এখানে রোগের, অথবা অন্য বিধ উৎপাতের প্রাদুর্ভাব নাই।

একান্ত ভবদীয়।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

এই মহাত্মার লেখার প্রতি এতাদৃশ যত্ন ও উৎসাহ দৃষ্টে আমারদিগের এমত বোধ হইতেছে যে ইনি অতি স্বল্পকালের মধ্যেই এক জন সুলেখক হইতে পারিবেন এক্ষণে আমরা তাঁহাকে বিনিতভাবে কহিতেছি, যদ্যপি তিনি ভবিষ্যতে নিয়মিতরূপে তৎস্থানীয় সংবাদাদি প্রেরণ করেন, তাহা আমরা প্রভাকরে প্রকটন করত তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করণে কিছুমাত্র অন্যমত করিবনা।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে অবগতি হইল, প্রধান সেনাপতি সার, কলিন কেম্বেল বাহাদুরের অধীন সেনারা সাজাহানপুর পরিত্যাগ করত অন্যত্র গমন করায়, অযোধ্যার অন্তঃপাতি মেহোদি নামক স্থানের বিদ্রোহিরা, উক্ত নগর মধ্যে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ এবং অনেকের শিরশ্ছেদন করে, এবং ডি, কে, টজের

কতকগুলীন অশ্বারোহি সেনাকে নিহত করত তথাকার দুর্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বিদ্রোহি প্রহরিগণ নদী মধ্যে অবস্থিতি করিবায় সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে, আমাদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর বেরিলির নিকটবর্ত্তি করিদপুর নামক স্থানে বিগত ৪ তারিখে ছিলেন, সম্প্রতি তিনি তথা হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছেন। পেসায়ারের ডেপুটী কমিসানর সাহেব গত ৭ তারিখে এমত সংবাদ দেন যে, জেনরল কটন সাহেবের অধীন সেনাগণ কর্ত্তৃক সুলতান ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই সময়ে বিস্তর হিন্দুস্থানী পরলোক গমন করিয়াছে, আমাদিগের অতি স্বল্প সংখ্যক সেনা হতাহত হইয়াছে।

সমর সংক্রান্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

অযোধ্যা নগরের নিকটবর্ত্তি বিতাপুর নামক স্থান হইতে, ইংলিসম্যানের কোনো সংবাদদাতা ৫ মে তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম অনুবাদ করত নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম যথা। ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল সাহেবের অধীন ৯ সংখ্যক সেনারা বিদ্রোহিদিগের সহিত তিনটা সমর করে, কিন্তু অবশেষে কোনোমতে জয়লাভ করিতে না পারিয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, উক্ত লেখক আরো লিখিয়াছেন যে "এই সমরে ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল সাহেব ও অন্যান্য ৭ জন আফিসর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিস্তর সেনা পরলোক গমন করিয়াছে., কি নিমিত্ত সংবাদদাতা সমরের স্থান এবং তারিখ দেন নাই তাহা বলিতে পারিলাম না, বোধ করি তিনি জনরবে শ্রবণ করত এপ্রকার লিখিয়াছেন, সে যাহাহউক, যদ্যপি ইহা সত্য সংবাদ হয়, তবে বড় পরিতাপের বিষয় হইল, কারণ এ সময় এ প্রকার রণ নিপুণ কর্ম্মচারিদিগের মৃত্যু হওয়া বড়ই অমঙ্গলের কথা বলিতে হইবেক।

গত কল্য দিবসের ইংলিসম্যান পত্র পাঠে অবগতি হইল, যে গত ৩। ৪ তারিখে কাণপুর হইতে কতকগুলীন তোপ চালন দ্বারা কাল্পিতে প্রেরিত হয়, তাহারা উক্ত স্থানে উপনীত হইলেই বিদ্রোহিদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইবেক।

প্রেরিত পত্র

বিদ্বদ্বর প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক হিতপ্রেরকেষু।

যজ্জগদ্ধিত মাহাত্ম্যং প্রাপিতং তারকেশ্বরী।
তৎকথং নাভিগন্তব্যং কৃতকৃত্যেন মানসা?॥
তারকেশ্বরী মহিমা পেয়ে যেই হিত।
অনুগতি বিনা কি সে নহে অবিহিত?॥

হে প্রিয় সুহৃদ্বর সম্পাদক মহোদয়! আপনি আমার প্রকৃতি বিশিষ্টত অবগত আছেন, স্বদেশের মঙ্গল জন্য অনন্যমানস বলিয়া সামান্য বৃত্তে কাহারো বশীভূত নহি। সত্য কথা সকলের সম্মুখেই ব্যক্ত করিয়া থাকি, তজ্জন্য আমাকে অনেকেই চটা বলিয়া থাকে, যাহা হউক, আমার কার্য্যের পরীক্ষা লইলে লোকের মনের বিরুদ্ধভাব অন্তরিত হইবে অন্যথা কি? আমি প্রাক্তন-সাধনবলে সকলপ্রকার অসাধ্য রোগের সুচিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছি। এবিষয় পূর্ব্বে প্রভাকরপত্রে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার বাসা কাঁশারীপাড়া হেলেটোলা ষ্ট্রীট ৭ নং বাটীতে অনেকানেক রোগী আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমার বাসাবাটীর স্বামী বেচারাম পাল নামক তেলি-জাতীয় একব্যক্তি বেচারাম পাল অতি দুষ্টপ্রকৃতির লোক, উহার বাটীর পরিবারাদিরও কর্ত্তার কার্য্যানুসারী, বেচারামের গোকুল নাম্নী কন্যা ধবল রোগে আক্রান্তা বলিয়া তাহার ভর্ত্তা তাহাকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করেনা। বেচারাম সে জন্য আমাকে বলিয়াছিল, তুমি এই রোগ আরাম করিয়া দেও, আমি তোমাকে পাঁচশত টাকা দিব, আমি বলিলাম, বেচারাম বাবু! যাহা ঔষধের ব্যয় পড়িবে তুমি সেই মূল্য দেও, আরাম হইলে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা দিবে তাহাতেই আমার উদ্দিষ্টা দেবতা তারকেশ্বরীর সম্ভাব হইবে, আর অমনি কথায় পাঁচশত টাকা দিবে বলিয়া আমি মূল্যবান ঔষধ কি প্রকারে কোথা হইতে দিতে পারিব? বেচারাম পাল ঐ কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত পল্লীস্থ জাতিভাইদিগের সহিত একবাক্য হইয়া বিধিবোধিতমতেই আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আমি অদৃষ্টের পরীক্ষার্থে বেচারামের দুশ্চেষ্টায় হঠাৎ উ-

হার বাটী হইতে উঠিয়া যাই নাই, কারণ ঐ বাটীতে আমি থাকি এক-থা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, লোকেরা অনেকে জানিয়াছে, অতএব উঠিতে হইলে আবার ঘোষণাদি করিতে হইবে, সুতরাং কাদায় গুণ ফেলিয়াছিলাম, বেচারাম সামান্য কথার প্রতিবন্ধকে আর আমার কার্য্য হানি করিতে পারিলনা; দেখিল দুই একজন ক্রমে আত্মীয় স্বজন রোগিরা ঔষধ বারাদি দ্বারা আরোগ্য পাইতেছে, আমিও উহার বাটী হইতে উঠিয়া যাইব তাহার উপায় হইল, অতএব বজ্জাতি করিয়া গত ১২ বৈশাখ শনিবার মিছামিছি ছোট-আদালতের ওয়ারিণ সহিত প্রায় জন পঁচিশ লোক লইয়া একেবারে একজন মানুষের উপরে ডাকাতের মত পড়াতে আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া পড়িলাম, এজন্য তাহার বিশেষ তদন্ত কিছু না জানিয়াও দ্বারবানকে বসিতে বলিয়া এবং আদালতের লোকদিগকে বলিলাম, তোমারদিগের দুই এক দিন মধ্যে পাইলেই হইল, অতএব ৩৮৷৶১০ আটত্রিশ টাকা সাড়ে এগারো আনার জন্য আমার দ্রব্যাদি নষ্ট করিওনা, এই বলিয়া আমার যথা সর্ব্বস্ব রাখিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম, দ্বারবানকে নানা প্রকারে কারাগারে দিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া ভাগাইয়া দিয়াছে, এবং দ্বারবানের চক্ষের উপরেই আমার বাক্স সিন্দুক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া টাকা-কড়ি কাগজপত্র ও মূল্যবান পুস্তকাদি সকল কতক লুঠিত ও কতক অপচিত ও কতক কতক ছোট-আদালতে ডিষ্ট্রিং করিয়া লইয়া গিয়াছে, বেচারামের অত্যাচারের অনুপূর্ব্ব সকল ঘটনা পরে একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইবে, আপাতত ঐ দিন হইতে দ্বারবান দ্বারা পরিচিত ও স্বাপচিত হইয়া অনেক স্থানে বিপত্রাণের প্রার্থনা করিয়াও কোনো ফল প্রত্যক্ষ হয় নাই, শুক্রবার ১৮ বৈশাখে টাকা জমা না দিলে বেচারাম নীলাম বলিয়া সকল প্রকার দ্রব্যাদি নীলাম করিয়া লইবে। ঐ দিনেই মাতা তারকেশ্বরী "ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিতঃ" এই প্রবাদ স্মরণে মলঙ্গা নিবাসী ধার্ম্মিকবর দত্ত বাবুদিগের বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় আমার দুরবস্থা শ্রবণ দর্শনে দয়ার্দ্র হৃদয়ে আপনারদিগের কর্ম্মচারী স্বজাতীয় প্রসন্নকুমার দত্তকে সঙ্গে দিয়া ৪০ চল্লিশটাকা পাঠিয়া দিয়া যথার্থই ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, আমরা টাকা জমা দিয়া দ্রব্যাদি আনিতে গিয়া বাক্স সিন্দুক ভাঙা ও অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদির অভাব দেখিয়া কেবল রোদন করিয়াছি, যাহা হউক, সেখানে শীলসরকার আমাকে ধমক দিয়া বলিল, তুমি পলাইয়া গেলে বলিয়া তোমার বাক্সপ্রভৃতি ভাঙিয়াছি, আর ও তোমার প্রতি দয়া করিয়া কতক দ্রব্যাদি সেই বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছি, আমি "পথে হাগিয়া চক্ষু রাঙ্গান" দেখিয়া আরো চমৎকৃত হইলাম, এইক্ষণে একথা আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। উমেশ ধার্ম্মিকতায় আমার কথঞ্চিৎ দ্রব্যাদি উদ্ধার পাইয়াছে। ঐ দ্রব্যাদি বাবুদিগের বাটীতেই আনিয়া রাখিয়াছি এবং ইহার সদুপায় জন্য বাবুদিগের অনুগত্য করিতেছি। ঐ বাবুরা কয়টী সহোদরই ধর্ম্মার্থে আমার অনুকূলে কয়েকটী অসাধ্য রোগের চিকিৎসা পরীক্ষা দেখিতেছেন। আমি মাতা তারকেশ্বরীর মহায় উমেশ বাবু কারুণ্য স্বভাব ও অপরাপর ভ্রাতা বন্ধুদিগের আন্তরিক সদ্ভায় যাদৃশ উপকৃত বাধ্য হইয়া থাকিলাম, ভরসা করি আমার প্রয়োজনার্থী লোকেরাও আমার ন্যায় দত্ত বাবুদিগের নিকট কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া থাকিবেন। অবশেষে হে সুহৃদ্বিদ্বর সম্পাদক মহোদয়! উমেশ বাবুদিগের সচ্চরিত্তের উদাহারণ একটী মহাকবি প্রযুক্ত কবিতা স্মরণ করিয়াই প্রস্তাব সাঙ্গ করি।

কথয়তি নবনীতং কোমলং বস্তু লোকে, যদিহি ভবতি নসচ্চেতসোয়াতি তুল্যং।

দ্রবতিহি নবনীতং স্বীয় পাত্রাভিতাপাৎ, সত ইতর বিতাপাৎ স্বান্তমেতি দ্রবত্বং॥

নবনীত সুকোমল বস্তু লোকে কয়।
যদি হয় সতের মতের তুল্য নয়॥
স্বীয় পত্রে তপ্ততায় নবনীত গলে।
পরদুঃখ সাধুর মানসে প্রতিফলে॥

সর্ব্বমঙ্গল বশম্বদ ধর্ম্মার্থী
শ্রীতারকনাথ দত্ত।
ধর্ম্মরাজ সম্পাদক প্রভৃতি।

Printed and pubpaisu by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২৩ সংখ্যা। গুরুবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১৩ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

হে সর্ব্বজ্ঞ অন্তরাত্মন্! তুমি প্রসন্ন হও।—হে রক্ষাকর! সৃষ্টি রক্ষাকর। হে সর্ব্বেশ্বর! তুমি অনুকূল হইয়া রাজ্যেশ্বরদিগের মঙ্গলবিধান পূর্ব্বক রাজবিদ্রোহিতা বিনাশ কর। হে মঙ্গলময়! এমন অমঙ্গল কেন হইল? দয়াকর, দয়াকর। ঘোরতর বিপদজালে দিগ্ সকল আচ্ছন্ন ক্রমেই হইতেছে, একে বিদ্রোহানল প্রবল হইয়া রাজা প্রজা উভয়পক্ষের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার উপর আবার দারুণতর দুর্দৈব দুর্ভিক্ষানল বলবৎ হইয়া অকালে প্রজাকুলকে কালের গ্রাসে নিক্ষেপ করিতেছে, অন্নাভাবে সর্ব্বত্রই হাহাকার উঠিয়াছে, দীন হীন লোকেরা অনাহারে মারা পড়িতেছে। হে নাথ! আমরা শুনিয়াছি "নদেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ,, তুমি দেবদেব মহাদেব হইয়া কেন আপনার সৃষ্টি আপনি নাশ করিতেছ? আমারদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। রাজশত্রুদিগ্যে দমন করিয়া এতদ্রাজ্যে শান্তি-স্থাপন কর, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারি নিবারণ কর। এই বর্ষকে এই বর্ষের হর্ষপ্রদ কর। বর্ত্তমান বর্ষের আগমন সময়ে আমরা তোমার নিকট যে সমস্ত শুভ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেই সমুদয় ব্যর্থ হইল। হে করুণাময়! আর যন্ত্রণা সহ্য হয়না। তুমি অবনীর সকল আপদ ও সকল বিপদ বিনাশ কর।

নূতন বৎসরের প্রথম-রাশি বৈশাখে জীবের পক্ষে শিবের ঘটনা কিছুই হইলনা, দিন দিন কেবল অশিবের আধিক্যই হইতেছে, হে সদাশিব! সদয় হইয়া সদা শিব সম্পাদন কর।

পদ্য।

দয়াময় দয়া করি, নিজ ধর্ম্ম ধর হে।
আপদ, বিপদ যত, সমুদয় হর হে॥
যেখানে সেখানে যত, ভারতের নর হে।
কেহ আর সুখি নয়, দুখি পরস্পর হে।
অকালে গমন করে, শমনের ঘর হে।
শোকে তাপে শববৎ, সবে জ্বর জ্বর হে॥
কারো পুত্র, কারো পিতা, কারো সহোদর হে।
চারিদিগে শুনি সুধু, হাহা হাহা স্বর হে॥
বিদ্রোহের বার্ত্তা শুনে, ভয়ে থর থর হে।
কদলী-বৃক্ষের প্রায়, কাঁপে কলেবর হে॥
দিন দিন অগ্নি মূল, দ্রব্য বহুতর হে।
অনাহারে দুখি দীন, প্রায় মর মর হে॥
কালের কুটিল গতি, অতি ভয়ঙ্কর হে।
মানুষে মানুষ ধোরে, খাবে অতঃপর হে॥
বিনা বসু, যায় অসু, পশুপতি হর হে।
ওহে শিব, শিবরূপে, শিবক্ষেত্রে চর হে॥
কৃপা কর নাম তব, কৃপা কর কর হে।
সৃষ্টি নাশ কেন কর, হোয়ে সৃষ্টিকর হে॥

হে মানব! ভাই তুমি এই সংসারকে অসার জ্ঞান কর।—যেহেতু ইহা নিত্য নহে, কেবল একমাত্র জগদীশ্বর নিত্য, আর সকলি অনিত্য, অতএব সেই নিত্যধনে ধনি হইবার নিমিত্ত রত্নলাভে যত্ন কর। তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবেনা, তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কেবল তাঁহাতেই চিত্তার্পণ কর, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইবে, আর ভববন্ধনের যাতনা ভোগ করিতে হইবেনা।

চম্পকলতিকাচ্ছন্দঃ।

এই এই, সেই সেই, সেই সেই, এই এই,
এপ্রকার, বার বার, কত আর করিব?।
যে আশায় হোলো আসা, পূরিলনা সেই আশা
কত আর ছেড়ে বাসা, আশাক্ষেত্রে চরিব!॥
দেখিয়া কালের ধারা, হই সারা, নাই চারা,
ফেলে কত অশ্রুধারা, ধরা আর ভরিব?।
আমার যে প্রিয়বর, সে ছাড়িছে কলেবর
করি তারে ধর ধর, কিরূপেতে ধরিব?।
এই আছে, এই গত, এই হোলো, এই হত,
এই এই কোরে কত, শোক-জ্বরে জ্বরিব?।
এই আমি, তুমি এই, আমি সেই, তুমি সেই,
এই এই, নেই নেই, একে একে সরিব॥
নিতেছি ফুলের বাস, কোথা বাস, কোথা বাস,
যাবে বাস, ছেড়ে বাস, বহির্বাস পরিব।
এখনো বিষয়ে ক্রোধ, কিছু নাহি হয় বোধ,
হইলে নিশ্বাস-রোধ, এখনিতো মরিব।
কাটো মহামোহ-জাল, তাব কাল, মহাকাল,
কোরে আর কাল কাল, কত কাল হরিব?।

পরমেশ কর্ণধার, কর তাঁর, পদ সার,
ভীমভব-পারাবার, অনায়াসে তরিব ॥

হে জীব! একবার স্থির হইয়া দর্শন কর। তোমার চতুর্দ্দিগে এবং অধঃ-ঊর্দ্ধে কি সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে! দেখিতে দেখিতে কতই দেখিতেছ। তুমি এই সূর্য্যদেবের ভূষাস্বরূপ ঊষাকালের মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই এই ভূষণের ভৎর্সনাকর আর এক অদ্ভুত কাল আসিয়া উপস্থিত হইবেক, তখন দিবসের এই তৃপ্তিকারিণী দীপ্তি আর থাকিবেকনা, অতি দুঃসহ দুর্নিরীক্ষ্য দেদীপ্যমান-অগ্নি-চক্র উদয় হইয়া জীব সকলকে সন্তাপিত করিবেক। তৎকালে-তপনের তপ্ততনু নিরীক্ষণে এমত বোধ হইবে, যে, এই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাবৎ কিরণ ভানুতনুজ নহে, ভানুতনুজই বটে, অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালের তপন, তপনত নয়, সাক্ষাৎ তপনতনয়। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই স্বভাবের সে ভাবের অভাব হইয়া আবার এক মনোহর ভাবের আবির্ভব হইবেক। তখন পবন তোমার প্রতি অনুকূল হইয়া শীতল-স্বভাবে প্রবাহিত হইবেক, পুনর্ব্বার দৃষ্টির দ্বার মুক্ত হইয়া সৃষ্টির শোভা অবলোকন করিবে, কিন্তু ইহাও ক্ষণিকমাত্র, অবিলম্বেই প্রকৃতির আকৃতির বিকৃতি হইবে। এইরূপ মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন জন্য আকাশমণ্ডল নবনব শোভায় শোভিত হওয়াতে তুমি পুনঃ পুনঃ ভূতের ব্যাপারে অভিভূত হইতেছ, এই কৌতুককারি পরম কুহকি পরমেশ্বর কোথায় থাকিয়া কিরূপে কৌতুক করিতেছেন, জ্ঞাননেত্রে একবার তাহা দৃষ্টি কর।

পয়ার।

হায়রে ভবের কার্য্য, বলিহারি যাই।
কুহকির কুহকেতে মোহিত সবাই ॥
দেখিয়া কৌতুক কাণ্ড, নাহি মিটে খাঁই।
যত দেখি তত আরো, বাড়ে আশাবাই ॥
যখন যে দিগে আমি, নয়ন ফিরাই।
সৃষ্টির দৃষ্টির জলে, নাহি মেলে থাই ॥
কোথায় কৌতুক করে, কৌতুকী গোঁসাই।
নাচে সব ভূত-চেলা, কোথা সেই চাঁই ॥
কোথা গেলে, দেখা পাব, কোন্ পথে ধাই ?
একবার যারে মন, ভিক্ষা এই চাই ॥
মন বলে সে যে, বড়, ভয়ানক ঠাঁই।
কেমনে দুর্গমপথে, একা আমি যাই ? ॥
প্রাণাধিক প্রাণ মম, সহোদর ভাই।
পারি যেতে, যদি তারে, সঙ্গে আমি পাই ॥
ক্ষুধাহরা সুধা আছে, পেট্ভোরে খাই।
দুজনে সুজন হোয়ে, বিভুগুণ গাই ॥
প্রাণ বলে, কি বলিলে, ফিরে বল ভাই।
শুনিয়া তোমার কথা, উল্লসিতেছে হাই ॥
দেখ দেখ, যা দেখিছ, কি দেখিবে ছাই।
দেখিতেছ সমুদয়, আমি আছি যাই ॥
আমি গেলে, যাব একা, দেখা দেখি নাই।
আর্ কিরে, পাবি খেতে, জননীর মাই ? ॥
আমি বটে, যেতে পারি, কিন্তু যদি যাই।
পুনর্ব্বার, আসিবার, আজ্ঞা আর নাই ॥

হে ভাই মানব! তুমি তাঁহাকে কোথায় অন্বেষণ করিতেছ? তিনি তোমার হৃদয়ের ধন, হৃদয়েই রহিয়াছেন। তুমি আপনার নয়ন আপনি মুদ্রিত করিয়া গদগদ ভাবভরে একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান ধারণা কর। ওরে, সে, যে, বাহিরের বস্তু নয়-রে, ভিতরের বস্তু ভিতরে থাকিয়া ভিতরে ভিতরেই আলো করিতেছে, তুমি মৃগতৃষ্ণা পরিহার পূর্ব্বক ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর, তাহা হইলেই সেই আলোকে পুলকে এই ভূলোকে জীব হইয়া শিব হইবে।

ত্রিপদী।

বলি সার, এসংসার, হয় যার, অধিকার,
একবার, ভাবে ভাব তারে।
স্বভাব রোয়েছে কাছে, কিসের অভাব আছে,
ভাব ভরা ভবের-ভাণ্ডারে ॥
কিবা জল, কিবা স্থল, আকাশ অনিলানল,
এ সকল প্রকৃতির খেলা।
কর্ম্ম দেখে মর্ম্ম লও, ধর্ম্মধামে স্থিত হও,
শর্ম্ম লোভে কোরোনাকো হেলা ॥
দেখিয়া এ সব কার্য্য, কিছুই না হোলো ধার্য্য,
মনোরাজ্য কত কর আর।
চিনিলেনা এই সৃষ্টি, নয়নে করিয়া দৃষ্টি,
কেবল দেখিছ অন্ধকার ॥
ভ্রমে কেন ভব ঘুরে, হইতেছ ভবঘুরে,
ভব ঘুরে, কত দূরে যাবে।
মহারত্ন নহে দূরে, তোমারি হৃদয়পুরে,
ঘরে বোসে আত্মারাম পাবে ॥
আত্মহিতে জ্ঞান লও, আত্মতত্ত্ব-পথে রও,
আত্মার আত্মীয় হও মন।
আত্মারাম, এই নাম, পড় বাবা, আত্মারাম,
আত্মাই তোমার আত্ম-ধন ॥
আত্মারূপে ভবধব, দেহে বিরাজিত তব,
সে তোমার, তুমি হও তার।
যেমন ফুলের বাস, ফুলেতেই করে বাস,
দেহ দেহী সেরূপ প্রকার।
দিন যত হয় গত, মরণ নিকট তত,
স্মরণ না হয় একবার।
সার করি ভ্রান্তিভূমি, জাগিয়া ঘুমালে তুমি,
কারে আমি জাগাইব আর ?।
দেহমাত্র বায়ুভরা, ঘোর জরা আয়ু হরা,
প্রতিক্ষণ-আয়ু বায়ু টানে।
কিসের আশ্বাস হয়, নিশ্বাস হোতেছে ক্ষয়,
বিশ্বাস কি আছে আর প্রাণে ?।
যতক্ষণ বেঁচে আছ, মিছে কেন কাচ্ কাচ,
মিছে কেন আঁচ আঁচ আর ?
পাঁচের অতীত যেই, আঁচের অতীত সেই,
এঁচে কর তার পদ সার ॥
শক্তি নাই চলিবার বল নাই, বলিবার,
ছলিবার সাধ কেন তবে ?
সময়তো শেষ হয়, জগদীশ জয় জয়,
প্রেমভাবে কবে আর কবে ?।
দূর করি সব দুখ, লইতে অনন্ত সুখ,
সন্তোষ-সদনে যাবে যদি।
জ্ঞান-তরি যত্নে লও, দিনে দিনে পার হও,
মিছে আশা কর্ম্মনাশা নদী ॥

প্রেম।

"হেম," এই বাক্যটী স্বভাবতঃ প্রেমপূর্ণ বটে, কিন্তু অগ্নি-সংস্কার ব্যতিরেকে হেমের প্রতিভা প্রদীপ্তা হয়না, প্রেমের প্রতিভা সেরূপ নহে, প্রণয়ের অগ্নি সংস্কার করিতে হয়না, প্রেমকে জলে ধৌত করিতে হয়না, তুলে তুলে পরীক্ষা করিতে হয়না, যেহেতু প্রেম অতুল্য, ইহার তুল্য নাই, ইহার মূল্য নাই, প্রণয়ের বিনিময়ের বস্তুই কেবল প্রণয়। যেমন গঙ্গার জলেই গঙ্গার পূজা, সেই প্রকার প্রেমপুষ্পের দ্বারাই প্রেমদেবতার পূজা এবং প্রেমরত্নের দ্বারাই প্রেমরত্নের ক্রয় বিক্রয় হইয়াথাকে।

প্রেমের নিকট দেশ ভেদ নাই, পাত্র ভেদ নাই, এবং কাল ভেদ নাই, প্রণয় জনের বশ্য নহে, ধনের বশ্য নহে, এবং পণের বশ্যও নহে, অথচ মনের বাধ্য হইয়া বনের ভিতরেও নন্দনবনে বিহার করিতেছে। কখনো পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইতেছে, কখনো বিরাটমূর্ত্তি-ধারণ করিতেছে, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি শিশু এবং কি পশু, সকলেই সমভাবে সমসুখে প্রেমেরপথে বিচরণ করিতেছে। অদ্য প্রসূত শিশুও জননীক্রোড়ে শয়ন করিয়া হাস্যবদনে সম্ভাবিত স্বাভাবিক ক্রীড়া দ্বারা কি এক অত্যাশ্চর্য্য প্রেমভাস প্রকাশ করিতেছে। এই প্রেম শুদ্ধ মনুষ্যেতেই নহে। ইতর প্রাণিদিগের মধ্যেও তুল্যরূপে দৃষ্ট হইতেছে।

পয়ার।

প্রেমের শরীর যার, তার এক ভাব।
ত্রিভুবনে নাহি তার, কিছুর অভাব।
পরমেশ-প্রিয়পাত্র, পরিহতদোষ।
পরিতোষে পরিপূর্ণ, হৃদয়ের কোষ।
ধনে তার কি করিবে, মনের সুসার।
বনের ভিতরে পায়, ইন্দ্রের আগার ॥
সুখময় ভাব সদা, অন্তরে উদয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়।
অনেকেই মুখে শুধু, প্রেম প্রেম কয়।
মুখের বচন নয়, সুখের প্রণয় ॥
প্রেমরূপ-হেমহার, শোভে যার গলে।
তার মন, কখনো কি, অন্য রসে গলে ?।
আত্মপর ভেদ নাই, সম সমুদয়।
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, প্রভু-প্রেমময় ॥
স্থিরভাবে, সার-রসে, মন মজে যার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর ?।
যার মনে সার প্রেম, না হয় উদয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয় ?।
প্রভায় প্রদীপ্ত করে, সেই মণি, মণি।
পর-উপকারে রত, সেই ধনী, ধনী।
সুশীতল শুভকর, সেই বারি, বারি।
পতিপ্রেমপরায়ণা, সেই নারী, নারী ॥
সহজে সন্তোষমনে, সেই ধীর, ধীর।
রিপু বশ করে যেই, সেই বীর, বীর।
অকলঙ্ক গুণময়, সেই কুল, কুল।
ভ্রমর আমোদী যাতে, সেই ফুল, ফুল ॥
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, সেই ছবি, ছবি।
বাক্যে করে সুধাবৃষ্টি, সেই কবি, কবি ॥
সুবিমল, সুধাজল, সেই নদ, নদ।
ভাবে রসে পরিপূর্ণ, সেই পদ, পদ ॥
অনুরাগে অনুরঞ্জ, সেই রাগ, রাগ।
অন্তরে আত্মার যাগ, সেই যাগ, যাগ ॥
সুধা সম স্বাদ যার, সেই ফল, ফল।
সর্ব্বজয়ী, দৈববল, সেই বল, বল ॥
স্বভাবে সুন্দর শোভা, সেই রূপ, রূপ।
প্রজার পালনে রত, সেই ভূপ, ভূপ।
দশদিগে যশ ধায়, সেই যশ, যশ।
রসনা রসিক রসে, সেই রস, রস ॥
দুখের নাহিক লেশ, সেই সুখ, সুখ।
বচনে অমৃত ক্ষরে, সেই মুখ, মুখ।
ঈশ্বরের কৃপা আশা, সেই আশা, আশা।
সুমধুর সত্য-ভাষ, সেই ভাষা, ভাষা ॥
অভিমান নাহি যাতে, সেই মান, মান।
পরব্রহ্ম-গুণ-গান, সেই গান, গান ॥
একান্তে অচল লক্ষ্য, সেই ধ্যান, ধ্যান।
সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, সেই জ্ঞান, জ্ঞান ॥
সুমতির মতে মতি, সেই মতি, মতি।
সুগতির পথে গতি, সেই গতি, গতি ॥
স্বভাবে উদয় হয়, সেই ভাব, ভাব।
সুজনের স্নেহ লাভ, সেই লাভ, লাভ ॥
ফুলের সৌরভ যথা, সেই বন, বন।
ধর্ম্মরূপ মহাধন, সেই ধন, ধন ॥
ধর্ম্ম হেতু প্রাণপণ, সেই পণ পণ।
প্রেমপূর্ণ আছে যায়, সেই মন, মন ॥
মলিন না হয় কভু, সেই হেম, হেম।
ঈশ্বরে অচল প্রেম, সেই প্রেম, প্রেম ॥
অতএব বলি ভাই, যাতে, পাবে, শিব।
পরব্রহ্ম প্রেমরসে, মুগ্ধ হও জীব ॥

মাতৃভাষা।

স্বজাতীয় ভাষার অপেক্ষা অপর কোনো ভাষাই আমারদিগের পক্ষে অধিক কল্যাণীয়া নহেন, অতএব সকলেই আপনাপন জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন-কল্পে বিশেষ যত্নশীল হও।

আমরা বঙ্গবাসি "বাঙ্গালি", বাঙ্গালা-ভাষাতেই আমারদিগের সাংসারিক তাবদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে হয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, দাস, দাসী, প্রভৃতি সকলের সহিত সকল বিষয়ের কথোপকথনে এই ভাষাই ব্যবহৃত হইতেছে, আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন ও পিতৃ-ক্রোড়ে বিহার পূর্ব্বক কৌমারকালে যে ভাষার অতি সুমধুর সুধাধিক সুমিষ্ট অস্ফুটিত আধো আধো শব্দে "মা—ম্মা—মা", বা—ব্বা—বা; দা—দ্দা—দা, দি—দ্দী—দি, করিয়া কখনো হাস্যমুখে এবং কখনো রোদনবদনে মনের অব্যক্ত-ভাব অজ্ঞাত-কৌশলে ব্যক্ত করত আত্মরক্ষা করিয়াছি। কে জনক, কে জননী, কে সহোদর, কে সহোদরা, কে জ্ঞাতি, কে কুটুম্ব, এই সকল পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাই করিতেছি, এবং কৈশরাবধি বার্দ্ধক্যকাল-পর্য্যন্ত যে ভাষার কল্যাণে বহির্ব্যাপার ও মানসিক-সঙ্কল্প সকল সম্পন্ন করত সময়ে সময়ে "জয় জগদীশ্বর, এই সুধাময় নাম পবিত্রকণ্ঠে উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম সংগীত-স্বরূপ-সুতীক্ষ্ণ-অস্ত্র দ্বারা ভীমতর ভববন্ধন বিমোচন করিতেছি, হে মানব! সে ভাষার প্রতি প্রীতিশূন্য হইলে আমরা কি পরম প্রীতিকর প্রাণাধিক প্রিয়তম পরমেশ্বরের প্রিয় হইতে পারিব?

ত্রিপদী।

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য-বদন।
অধরে অমৃত ক্ষর, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচন রচন ॥
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি ফুটে ভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়।
মা-ম্মা মা মা বা-ব্বা, বা, বা, আবো আবো
আবা আবা, সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥
ক্রমেতে কুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো পিসে খুড়া বাপ, জুজু ভূত, ছুঁচো সাপ,
স্থল জল আকাশ অনল।
ভালমন্দ জানিতেনা, মল মূত্র মানিতেনা,
উপদেশ শিক্ষা হোলো যত।
পঞ্চমেতে হাতে-খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত ॥

যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার ॥
যে ভাষায় হোয়ে প্রীত, পরমেশ গুণ গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥

স্বদেশ।

হে জীব! শিব স্বরূপ পরমপ্রেমাকর পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া একবার স্নেহের সহিত পৃথিবীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। স্বদেশকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান কর। স্বদেশীয় মনুষ্য মাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে সমাদর কর। এবং পরস্পর প্রণয়-ভাবে সমাজবদ্ধ হইয়া স্বদেশের কল্যাণার্থ সাধ্যমতে চেষ্টা কর।

ত্রিপদী।

জাননা কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে, তোমায় হৃদয়ে রেখেছে?।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে? ॥
ভূমেতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলেনা দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি ॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ ॥
প্রসূতি তোমারে যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার।
কত শস্য ফল মূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, রাখিতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণী-রাণী করে।
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ, নদী নদ,
জীবনে জীবন-রক্ষা করে।
মোহিনী-মহীর মোহে, বদ্ধ বারি বদ্ধ দোঁহে
প্রেমভাবে চরে চরাচরে ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাস ধাম, শিবপুর বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়-প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ-সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসি-গণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন-মেলিয়া।
কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাবতুলি ধ্যানে ধরে, চিত্ত পটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার।
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য-ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা-বিতরণ।
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান?।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণ-গান ॥
উপদেশ-বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখআশা।
তোমার যে ভালবাসা, সে হোলোনা ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভালবাসা?।
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে, আশা রবে,
প্রাপ্ত হবে আশানাশা-বাসা।
কেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা ॥

হিতহার

আপনারে, বড় বলে, বড় সেই নয়।
লোকে যারে, বড় বলে, বড় সেই হয় ॥
বড় হবে, সে, যে, বড়, কঠিন ব্যাপার।
সমাজে, সে, বড় হয়, বড় গুণ যার ॥
হিতাহিত না জানিয়া, মরে অহঙ্কারে।
নিজে যেই বড় হয়, ছোটো বলি তারে ॥
গুণেতে হইলে বড়, বড় কবে সবে।
বড় যদি হোতে চাও, ছোটো হও তবে ॥

করিয়া পরের দ্বেষ, পরদোষ গায়।
নিজ ছিদ্রে, ঘোর নিদ্রে, দেখিতে না পায়।
আপনার যত দোষ ঢাকে বাক্যজালে।
ধোরে বসে শতমুখ, পরনিন্দা কালে।
কেহ যদি দোষে তারে, দিয়ে বাক্যজ্বালা।
সে সময়ে একেবারে, হোয়ে বসে কালা ॥
না রাম, গোবিন্দ, কিছু, ফুটে নাহি কয়।
যেন কিছু জানেনাকো, নেকা, হোয়ে রয়।
চুপি চুপি, ছুরি রাখে, পেটের ভিতরে।
গোপনে গোপনে শেষ, সর্ব্বনাশ করে ॥
নিজ হোতে বড় বোলে, কারে নাহি মানে।
কিসে ভাল, কিসে মন্দ কিছু নাহি জানে।
আত্মপর ভেদাভেদ, বিচার না করে।
স্বভাবের দোষে সদা, অহঙ্কারে মরে ॥
পেলে হিত, বিপরীত করে ব্যবহার।
তার চেয়ে নরাধম, নীচ নাই আর ॥

পার পার যত পার, গালি দেও রোচে।
বোকে বোকে, পোকা পোড়ে, মুখ যাক্ পোড়ে
পাষাণের মত হোয়ে, করিব শ্রবণ।
কিছুতেই খুলিবনা, মুখের বচন ॥
লক্ লক্ নাড়ো জিব, উত্তর উত্তর।
সাধুজনে, কভু তার, দেবেনা উত্তর ॥
খল খল হাস তুমি, অখ্যাতি করিয়া।
চুপি চুপি হাসি আমি, বিরলে বসিয়া ॥
হাসা? হাসাও তুমি, জগৎ হাসাও।
নিন্দানীরে, জগতেরে, ভাসাও ভাসাও।
যে ভাবে কেঁদেছি আমি আর নাহি হাসি।
ডুবেছি অগাধ জলে, সহজে কি ভাসি?।

তোমাদের ভাল মন্দ, মান অপমান।
আমাদের পক্ষে হয়, উভয় সমান ॥
আদান প্রদান নাই, নাই বিনিময়।
সমরূপ ব্যবহারে, সদা করি ভয় ॥
স্বভাবেতে অতি ক্ষীণ দীন আমি হই।
বিনিময় ব্যাপারেতে, সমযোগ্য নই ॥
হারি মেনে, রহিলাম নীরব হইয়া।
জয়ী হোয়ে দেও তুমি, নিশান তুলিয়া ॥

গুণি বিনা কেবা করে, গুণের বিচার।
সে রাখে মানির মান, মান আছে যার ॥
নিগুণি কেমনে করে, গুণির গৌরব?।
সিন্ধুলের ফুলে কভু না হয় সৌরভ ॥
মান নাহি স্থান পায়, যাহার ভবনে।
সে জন মানির মান, রাখিবে কেমনে? ॥
রতনের কত গুণ, নিজে জানে সেই।
রত্নাকরে ডুব দিয়ে, রত্ন আনে সেই ॥
চাসায় মাণিক পেলে দলে ছুই পায়।
ভূপতি ভূষণ করি, ধরেন মাথায় ॥
বানরের গলে দিলে, মুকুতার হার।
ফল বোলে দাঁতে কেটে, করে চুর মার।
অসাধু সাধুর সদা, করে পরিহাস।
মহতের মহিমা কি, তাহে হয় নাশ? ॥
অপমানি অপমানে, করে অনাদর।
রাখেন মানির মান, আপনি ঈশ্বর ॥

সদনুশীলন।

এতদ্বর্ষীয় বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে লিখিত হয়, "ভাস্করাচার্য্যের প্রণয়িনী সাধ্বীসতী বিদ্যাবতী গুণবতী লীলাবতী বীজগণিত-অঙ্কশাস্ত্র রচনা করেন, অধুনা তাহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, এতদ্ভিন্ন তিনি এক খানি ন্যায়শাস্ত্র রচনা করেন ইত্যাদি।,—

আমারদিগের এই রচনায় আপত্তি উৎপত্তি করিয়া বাবু সুরতনাথ দত্ত এক খানি পত্রপ্রেরণ করেন, যথা।

'পূজ্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।,,

"সম্পাদক মহাশয়! আপনার ১লা বৈশাখের প্রভাকর পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ হইল, মহাশয় উক্ত দিবসীয় পত্রে বিদ্যাবিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রশংসা করিতে করিতে লিখিয়াছেন "ভাস্করাচার্য্যের প্রণয়িনী সাধ্বী-সতী বিদ্যাবতী গুণবতী লীলাবতী "বীজগণিত,, অঙ্কশাস্ত্র রচনা করেন, অধুনা তাহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।—তদ্ভিন্ন তিনি এক খানি "ন্যায়শাস্ত্র,, রচনা করেন,,। বোধ হয় তাহা নহে, ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বোধ হয় তিনি তাঁহার ঔরসজাতকন্যা ছিলেন। তাহার প্রমাণ এই ভাস্করাচার্য্য "লীলাবতী,, নামে অঙ্ক-পুস্তক রচনা করেন, তাহা প্রায় সকল লোকেই বিদিত আছেন। তাহাতে তিনি অঙ্কচ্ছলে লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। "অয়ে বালে লীলাবতি,, এই সম্বোধন বাক্য দ্বারা তিনি তাঁহার কন্যা অথবা স্ত্রী তাহার কি বোধ হয়? ইহা মহাশয়ই বিবেচনা করুন। আর মহাশয় লিখিয়াছেন লীলাবতী "বীজগণিত,,ও "ন্যায়শাস্ত্র,, করেন। কিন্তু ঐ সকল পুস্তক লীলাবতী-কৃত নহে। ভাস্করাচার্য্য-কৃত,—তাহার প্রমাণ নবনারী-গ্রন্থ মধ্যে "লীলাবতীচরিত্রে,, আছে। লীলাবতী পতি পুত্র-বিহীনা হইলে ভাস্করাচার্য্য তাঁহাকে বিদ্যাবতী ও যশস্বিনী করিবার নিমিত্ত "লীলাবতী,, "বীজগণিত,, "গোলাধ্যায়,, প্রভৃতি "গণিত,, "জ্যোতিষ,, ও "ন্যায়শাস্ত্র,, সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিদ্যাবতী হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। নতুবা কোনো গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশস্বিনী হয়েন নাই। এবং তিনি কোনো গ্রন্থাদিও রচনা করেন নাই।

পরিশেষে প্রার্থনা মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবিষয়ের যথার্থ লিখিয়া বাধিত করিবেন।

সাং মজিলপুর
সম্বৎ ১৯১৫ } শ্রীসুরতনাথ দত্ত।,,
তাং৬ বৈশাখ

সুরত বাবু আপত্তি করেন, যে, "লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের পত্নী নহেন, তিনি তাঁহার ঔরসজাত-কন্যা, যেহেতু ঐ লীলাবতী গ্রন্থেতে ভাস্করাচার্য্য তাঁহাকে "বালে,, এই সম্বোধন করিয়াছেন, যথা "অয়ে বালে লীলাবতি,, ইত্যাদি, এই সম্বোধন দ্বারা তিনি তাঁহার কন্যা অথবা স্ত্রী, তাহার কি বোধ হয় মহাশয়ই বিবেচনা করুন।,,

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই, যে, অপূর্ব্ব-সংশয়শীল প্রশ্নকর্ত্তা বাললেখক "বালে,, এই সম্বোধন দেখিয়াই, যে, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা, তাহা কি প্রকারে স্থিররূপে বোধ করিলেন? হায় হায়! কি আশ্চর্য্য,—কি আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য বটে, অথচ দুঃখ এই, যে, শব্দার্থ না জানিয়া লেখকেরা কেন গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবল উপহাসের আস্পদ হয়েন, ইহাতে আর কিছুইতো হয়না। দত্তবাবু যাঁহার দত্ত উপদেশে এরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন, তিনিই পরমাশ্চর্য্য উপদেশক, ইনি বিদ্যালয়ের ছাত্র সুতরাং সন্দিগ্ধ হইতে পারেন।—সে যাহাহউক, এক্ষণে অপূর্ব্ব-সন্দিগ্ধদিগের হৃদয়াকাশস্থিত ভ্রমান্ধকার দূরীকরণ কারণ "বালা শব্দের,, যথার্থ অর্থ লিখিতে বাধ্য হইলাম সকলে দৃষ্টিপাত করুন।

হে বালক! বালা শব্দে "বালিকা,, কখনো বোঝায়না, পঞ্চদশ বর্ষীয়া প্রণয়িনী স্ত্রীকেই "বালা,, বোঝায়, ইহা স্মরদীপিকা গ্রন্থে মীননাথোপাধ্যায় কহিয়াছেন, যথা।

(আষোড়শী ভবেদ্বালা যুবতী ত্রিংশদব্দিকা।)

অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্কা যে স্ত্রী, তাহার নাম বালা, ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্কা স্ত্রী যুবতি, কিন্তু প্রণয়রসে কোনো কোনো স্থানে যুবতি স্ত্রীর প্রতিও বালা শব্দ প্রয়োগ আছে। যথা। কোনো বেশ্যার প্রতি কালিদাসের উক্তি।

(বালে তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ং।)

এবং সাহিত্যদর্পণ অলঙ্কারে।

(বালে নাথ বিমুঞ্চমানিনি রুষা রোষাময়া কিং কৃতং।)

এই শ্লোকে মানিনী স্ত্রীর প্রতি বালা শব্দ প্রয়োগ দেখিতেছি। পরন্তু হে সজ্জন! এক মাত্র বালে সম্বোধন দেখিয়া সমান বর্ণ ভ্রমে বালিকা বোধ তোমার জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ পরে দেখ।—

যথা।

(কান্তে কেতক মালতীপরিমল প্রাপ্তৈক-কালপ্রিয়া।)

এই শ্লোকে কন্যার প্রতি "কান্তে,, এই সম্বোধন কি প্রকারে স্থাপন করিবে? বস্তুতস্তু এতদ্দেশীয় বিজ্ঞতম রাজা শ্রীরাধাকান্ত বাহাদুর প্রসিদ্ধ "শব্দকল্পদ্রুম,, গ্রন্থে ইহাই লিখিয়াছেন, যথা।

(লীলাবতী। ভাস্করাচার্য্যস্য পত্নী, তৎকৃতগ্রন্থঃ।)

এই গ্রন্থে প্রশ্নের শ্লোক সকল যদ্যপি ভাস্করাচার্য্য বিরচিত, তথাপি তাহার উত্তর লীলাবতী যাহা করিয়াছিলেন, অবিকল ভাস্করাচার্য্য তাহাই লিখিয়াছেন, অতএব বিশেষ বিবেচনা করিলে এই গ্রন্থ লীলাবতী-বিরচিত অবশ্য কহিতে হইবে। এবং পদার্থ সংগ্রহ নামক ন্যায়শাস্ত্র এইরূপে লীলাবতী প্রণীত সকলে জানিবেন।

বাবু নীলমণি বসাকের প্রণীত "নবনারী,, পুস্তকের রচনা অতি উত্তম হইয়াছে, তাহার প্রশংসা লিখিয়া পাঠার্থ আমরা অনেক ব্যক্তিকেই অনুরোধ করিয়াছি এবং এইক্ষণেও করিতেছি। কিন্তু লীলাবতীর বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কোনোমতেই গ্রাহ্য ও প্রামাণ্য হইতে পারেনা, কেননা "শব্দকল্পদ্রুম,, এবংঅন্যান্য সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ সকল তাঁহার নবপুস্তক নবনারীর অপেক্ষা সহস্রাংশেই পূজ্য ও গ্রাহ্য হইবে,ফলতঃ এবিষয়ে আমরা উক্ত গুণযুক্ত দেশহিতার্থি পরমসুহৃৎ বসাক বাবুর প্রতি তাদৃশ দোষারোপ করিতে পারিনা, কেননা তিনি স্বয়ং সংস্কৃত জানেননা অথচ শাস্ত্রনিপুণ কোনো সুপণ্ডিত মহাত্মার নিকট উপদেশ লয়েননাই, পল্লবগ্রাহি কোনো পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াই এরূপ লিখিয়া থাকিবেন। অপিচ তিনি সর্ব্বশেষে "ভারতবর্ষের ইতিহাস,, যাহা রচনা করিয়াছেন,তাহাতেও কোনো কোনো স্থানে ঐরূপ প্রমাদ ঘটিয়াছে, ফলতঃ সে দোষ তাঁহার দোষ নহে, সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ কোনো নব্য সভ্য কাব্য-লেখক পণ্ডিত মহাশয় সেই গ্রন্থে অতি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাহউক যিনি লিখুন, আর যিনিই উপদেশ প্রদান করুন, কিন্তু "গ্রন্থকর্ত্তা,, এই নামধারি ব্যক্তির উপরেই দোষ গুণ অর্পিত হইয়া থাকে। অতএব আমরা বিনয়পুর্ব্বক অনুরোধ করি, যে, বিশেষরূপ না জানিয়া এবং সংপুর্ণরূপে সংশয়চ্ছেদন না করিয়া কেহ যেন গ্রন্থমধ্যে কোনো বিশেষ বিষয় প্রকাশ না করেন। তাহাতে অত্যন্তই দোষ ঘটিয়া থাকে, সত্যের অপহ্নব হইয়া মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়, "লীলাবতী,, যিনি ভাস্করাচার্য্যের প্রিয়তমা প্রণয়িনী, তাঁহাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করা, ইহা সাধারণ পরিতাপের বিষয় নহে। শব্দবোধাভাব এবং অদূরদর্শিতা এতদুভয় কারণেই প্রমাদি-জনেরা অনর্থক ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়া ঘোরতর প্রমাদ করিয়া তুলেন, এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই,কি করিব? দেশ, কাল পাত্র সকলি নূতন হইতেছে, সুতরাং নূতন নূতন কাণ্ড দেখিয়াই দুঃখে নীরব থাকি, কোনো কথাই কহিনা,—আমারদিগের কথাই বা কে শুনিবে? ইহাতে কেবল কতকগুলীন নব্য সম্প্রদায়কে চিরকালের জন্য ভ্রমরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইতেছে। হে কাল! তোমার চরণে নমস্কার করি। এইক্ষণে বেদের মত উচ্ছন্ন গিয়া বেদের মত প্রচলিত হইতেছে। অধুনা যেমন রাজবিদ্রোহি ব্যূহের হস্তে পড়িয়া এই রত্নময়-ভারতরাজ্য ছারখার যাইতেছে, সেইরূপ কতিপয় শাস্ত্রবিদ্রোহির হস্তে পড়িয়া প্রাচীন ধর্ম্ম ও কাব্যাদি শাস্ত্র সকল আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইতেছেন। ইহার পরেইবা আরো কত হইবে? যাঁহার মনে যাহা আইসে তিনি তাহাই করিতেছেন, কহিতেছেন, এবং পুস্তকে লিখিতেছেন। করুন, বলুন, এবং লিখুন, কিন্তু আমারদিগের মতে এরূপ করা কর্ত্তব্য হয়না। পূর্ব্বতন মহাপুরুষেরা যাহা করিয়াছেন তাহা নির্দ্দোষ, নির্ম্মল এবং গুণময়। আমরা অজ্ঞানতা ও অজ্ঞতা এবং অল্পজ্ঞতা জন্য তাহাতে দোষ দর্শন করিতেছি, তাহার সমুদয় গুণ হরিতেছি, অভিমান এবং অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া হিতে বিপরীত করত সুপণ্ডিত সাধুসমাজে উপহাস্য হইতেছি,—আমারদিগের এবম্প্রকার প্রকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি হাস্য করিতেছেন। যেমন পিপীলিকা মণিময়-মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার রচনা পারিপাট্য কিছুই বিবেচনা করেনা, স্বকীয়-স্বভাবদোষে শুদ্ধ ছিদ্রই অন্বেষণ করিতে থাকে, আমারদিগের এইক্ষণকার ব্যবহার অবিকল সেই প্রকার হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞকল্প পুর্ব্বতন পণ্ডিতেরা যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম মাত্র অবধারণ করিতে পারিনা, অথচ দোষান্বেষণে ত্রুটি মাত্রই করিনা, যাহাহউক, আর লিপি বাহুল্য করা উচিত হয়না। যখন প্রসঙ্গাধীনে এ কথার আন্দোলন হইবে তখন পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করা যাইবেক।

সুরত বাবু এই সাধু বিষয়ের সদনুশীলনে অবিরত সুরত থাকুন, বিরত না হন।—এতদ্রূপ আলোচনার যত আধিক্য করিবেন ততই উপকৃত প্রীত এবং পুলকিত হইবেন।

পরন্তু ঐ দিবসীয় প্রভাকরে "আমিত্ব,, শব্দ দর্শন করিয়া কোনো মহাশয় ডাকযোগে একখানি পত্র প্রেরণ করেন।

"মান্যবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি ১ বৈশাখ দিবসীয় প্রভাকরের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "আমিত্ব,, শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন, এই "আমিত্ব-পদ,, কোন্ ব্যাকরণের কোন্ সূত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা আপনার জগৎ ব্যাপক প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া আমাদের-সংশয়োচ্ছেদ করিবেন, যদি প্রকাশ না করেন তবে আমাদিগকে অগত্যা এই সন্দেহ নিরসন নিমিত্ত আপনার সহযোগী সম্পাদকদিগকে প্রশ্ন করিতে হইবেক অলমতি ৫ চৈত্র।

কেষাঞ্চিৎ বুভুৎ-সুজনানাং।,,

উক্ত লেখক সর্ব্বশেষে লেখেন 'অলমতি ৫ চৈত্র,, ১ বৈশাখের প্রকাশিত "আমিত্ব,, শব্দের সংশয় ছেদনার্থ প্রস্তাব লেখায় "৫ চৈত্র,, এই তারিখ কি রূপে লিখিলেন? ঐ দিবসটির ভূত ভবিষ্যৎ উভয় বৎসরের ১ বৈশাখের সহিত সম্বন্ধগন্ধ দেখিতে পাইনা, বোধ হয় ভ্রম হইয়া থাকিবে, যাহাহউক, তাঁহারদিগের ভ্রম রক্ষা হউক, অভ্রম না হয়।

পরন্তু ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই, যে আপামর সাধারণ জনগণের যাদৃশ শব্দ প্রয়োগ আশুবোধ হইয়া সুখজনক হয়, আমরা প্রায় তাদৃশ শব্দই প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ দোষরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষের মধ্যে গণিত কদাচ হইতে পারেনা। ইহার বিবরণ এই যে, "অহন্তা,, শব্দ প্রয়োগ করিলেই উত্তম হইত, ইহা আমারদের বিলক্ষণ বোধ আছে, কিন্তু ঐ শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায় বিষয়িব্যক্তি মাত্রেরি কদাচ বোধ হইতে পারেনা, তাহা না হইলে লেখার সুরস কখনই হইলনা, অতএব "অহন্তা,, শব্দ পরিত্যাগ করিয়া আমরা "অহং,, শব্দের অনুযায়ী এতদ্দেশ-প্রচলিত, যে "আমি শব্দ,, তাহার সহিত "ত্ব,, প্রত্যয়ের যোগ করিয়া লিখিয়াছি, ইহাতেঅনায়াসে সকলেরি বোধ হইবে। যদি বল "ব্যাকরণে এমত কোন্ সূত্র আছে' যে, ভাব-শব্দের উত্তর প্রত্যয় হয়,।—উত্তর, একথা সত্য বটে, কিন্তু যেমন অনুকরণ শব্দ ঝম ঝম, ঘুরঘুর, মকমক, ইহারা সংস্কৃত শব্দ কদাচ নহে, তথাপি ইহাতে দেখুন

(পশ্চাৎ ঝমঝমায়তে, কণ্ঠো ঘুরঘুরায়তে, ভেকো মকমকায়তে)

ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যাইতেছে, সেইরূপ অস্মদ্বোধক অনুকরণ একটি "আমি,, শব্দ আছে, তাহার উত্তর "ত্বপ্রত্যয়,, করিয়া "আমিত্ব পদ, অবশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, অতএব সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ সূত্রং।

(সর্ব্ব মনুকরণে বা অনুকরণে সর্ব্বং বাস্যাৎ)

অর্থাৎ অনুকরণে সকল প্রত্যয় বিকল্পে হয়—। বস্তুতস্তু পুর্ব্ব প্রাচীন ইদানীন্তন কিঞ্চিৎ-পুর্ব্ব-পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে আমরাও সেইরূপ লিখিয়াছি, তাহাতে দোষোল্লেখ কদাচ হইতে পারেনা। পরন্তু আশুবোধ হেতুক প্রসাদ গুণই প্রামাণ্য হইতে পারে, পুর্ব্বপূর্ব্ব পণ্ডিতেরাও এই অভিপ্রায়ে ভাষা শব্দের সহিত ব্যাকরণ প্রত্যয়ের যোগ করিয়াছেন, যথা—কালিদাস কৃত গৌড়ীয় ভাষা মিশ্র সংস্কৃত শব্দদ্বারা বিরচিত কোকিলাষ্টক, যথা।

(গতে গোপীনাথে মধুপুরমগো বুকবিদরে কদম্বানাং বৃন্দং মরি মরমভেদং জনয়তি। পুরস্তাং বাসন্তী যমবহিন, বাদী দহতিমাং-বুহুকণ্ঠীনাদঃ কি হলো পরমাদঃ প্রিয়সখি)

এই স্থলে 'মরমভেদ,শব্দ সংস্কৃত নহে,তাহাতে'অম্প্রত্যয়,কি প্রকারে হইল—এবং যৎকিঞ্চিৎ প্রাচীন কবিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ দৃষ্টান্তে কলিকাতা বর্ণনে লেখেন, যথা।

(আয়না লণ্ঠন ভূরি ভূষিত বালাখানাভিরাভূষিতে)

এই স্থলে বালাখানা শব্দের উত্তর ভিস্ প্রত্যয় কি প্রকারে হইল? অতএব সর্ব্ব সাধারণ গণের সুখবোধের কারণ এরূপ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বাচার্য্যেরা করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আমরাও করিয়াছি, তাহাতে দোষের উদ্ভাবন কদাচ হইতে পারেনা।

অপরন্তু "লী,, স্বাক্ষরকারী কোনো পত্র প্রেরক অস্মৎপ্রণীত "প্রবোধ প্রভাকর,, পুস্তকের প্রথম খণ্ড পাঠ করত সন্দিগ্ধ হইয়া সংশয়ছেদনার্থ একখানি পত্র প্রেরণ করেন।

যথা অবিকল।

"গুণসাগর শ্রীলশ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহিমাশয়েষু।,,

"সম্পাদক মহাশয়! আমি মহাশয়ের আশ্বিন মাহার মাসিক পত্রিকা ও প্রবোধ প্রভাকরে প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক পাঠ করিয়া দেখিলাম,লিখিয়াছেন, যে জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রাণি পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া কামাদি-রিপুপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজাদি কামাদিরিপু পাশে বদ্ধ আছে বটে, উদ্ভিজ কামাদির অধীন কি প্রকার হইল!ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলামনাই, বিশেষতঃ যে স্থলে উহাকে অচেতন ভিন্ন সচেতন বলিয়া উল্লেখ করা যায়না, তবে অচেতন পদার্থ কি প্রকার কামাদি রিপুপাশে বদ্ধ হইতে পারে? ইহার মর্ম্ম মহাশয় মহাশয়ের প্রভাকরে প্রকাশ করিলে জ্ঞাত হইতে পারিব, এ অধীনের প্রতি কোনো ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করিবেননা, কি করি অজ্ঞান প্রযুক্ত সকলি হইতে পারে ইতি।,,

(লী)

এই অপরিচিত সুপাত্রজাত্রের প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া সীমাশূন্য সন্তোষলাভ করিলাম, ইনি যেরূপ মনোভিনিবেশ ও সূক্ষ্মানুসন্ধান পূর্ব্বক 'প্রবোধ প্রভাকর, পাঠ করিয়াছেন, যদি অনুগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা সকলেই এইরূপ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ পুস্তকখানি পাঠ করেন, তাহা হইলে আমার পুস্তকরচনা-ঘটিত গুরুতর পরিশ্রম সংপূর্ণরূপেই সার্থক হয়, অনায়াসেই আমি তাঁহাদিগের কৃপাভাজন হইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। ক্রমেই আমার উৎসাহবৃক্ষ সমুন্নত হইয়া অমৃতময়-পুষ্প ফল সুশোভিত হইতে পারে। হে প্রিয়তম পত্রপ্রেরক মহাশয়! আমি আপনার সংশয়ভঞ্জন করি-

তে প্রবৃত্ত হইয়া, যে, এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ ভোগ করিতেছি তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। জগদীশ্বর আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন, আপনার মঙ্গলময় উৎসাহ যেন কখনই কোনো বিঘ্ন-কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয়। আপনি যে উদ্ভিজ্জগণকে অচেতন ও কামাদি শূন্য বিবেচনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক নহে, যদি উহারা অচেতন হইত তবে কখনই প্রাণী বা স্থাবর জীব বলিয়া গণ্য হইতনা, জীব মাত্রেই কেহ অচেতন নহে, সকলেই চেতন, যেমত আমাদিগের অচেতন শরীর চেতন-আত্মার সংযোগে চেতন বৎব্যবহার করিতেছে, জীবের সহিত দেহের বিচ্ছেদ হইলেই দেহ একেবারে অচেতন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তদ্রূপ তরুলতাদির শরীর অচেতন হইয়াও যতক্ষণ জীবযোগে জীবিত থাকে ততক্ষণ ঐ শরীর চেতনবদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ উহারা ভূরস সংশোষণাদি জীবিকা-সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় পুষ্টিসাধন, ছিন্ন-ভাগের পুনঃ পুনরুৎপাদন, এবং ফলোৎপাদনাদি অশেষ প্রকার হিতকর-ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারে।—যখন জীব-বিমুক্ত হয় তখন আর উহাদিগের কোনো সামর্থই থাকেনা, একেবারে কাষ্ঠভাবাপন্ন হইয়া জড়-পদার্থ মধ্যে গণ্য হইয়া যায়, অতএব যখন উদ্ভিজ্জগণকে জীব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হইল তখন, যে, তাহারা কামাদির অধীন হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তবে যেমত সকল মনুষ্যেই কামাদি থাকিলেও কেহ কামী, কেহ ক্রোধী, কেহ বা লোভী বলিয়া বিখ্যাত হয়, তদ্রূপ স্থাবরজীবে কামাদির অন্তর্গত মোহের এতই আধিক্য আছে, যে, উহাদিগের মোহ ব্যতীত কামাদি পাঁচটি রিপু একেবারেই অভিভূত হইয়া রহিয়াছে, বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত অনায়াসে তাহাদিগের অনুভব করা যায়না, সুতরাং উহারা মোহাধিক্য বশতঃ সাধারণ দৃষ্টিতে জড়বদ্ভাসমান হয়, কিন্তু তত্ত্বদর্শি মহাত্মাগণ বহু যত্নে উহাদিগের যথার্থ-ভাব অনুভাব করিয়া যে সকল সূক্ষ্ম বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন তৎসমুদয় লিখিতে হইলে পত্রে স্থান সমাবেশ হয়না, প্রবোধ-প্রভাকরের দ্বিতীয় খণ্ডে যে স্থলে চতুর্ব্বিধ প্রাণিবর্গের স্বরূপ বাহুল্যরূপে নিরূপিত হইবে সেই অংশ পাঠ করিলে আপনার সকল সংশয় দূর হইবে, পরে শেষে আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া লেখনী পরিত্যাগ করিলাম, আপনি আমার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশে বিরত হইবেননা।

প্রভাকর সম্পাদক।

আমরা অদ্য বাসরীয় পত্রের নিম্নভাগে বিক্রমপুর নিবাসি সুপণ্ডিত সুলেখক বন্ধুর বিরচিত একটি সাধু সন্দর্ভ প্রকটন করিতেছি, সকলে কৃপা পূর্ব্বক এতদ্বিষয়ে নয়নান্তপাত করুন।

"পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্ত গতি বিষয়ক প্রবন্ধ।

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে যে সকল নবনব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জনগণের চিত্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু তৎকালাবধি এপর্য্যন্ত যদি সেইরূপ আলোচনা থাকিত তবে বিদ্যালোকে ভারতবর্ষের মুখশ্রী কি পর্য্যন্ত সুশোভিত হইত বর্ণে কি তাহা বর্ণন করা যায়? হায়! কেবল অস্মৎপ্রতি বিভু-সদয় না থাকাতেই ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। যৎকালে যে দেশে যে জাতি রাজা হয় তৎকালে সে দেশে প্রায় রাজকীয় বিদ্যারই অধিক উন্নতি হইয়া থাকে, মুসলমান রাজাদিগের দীর্ঘকাল ব্যাপিত শাসনকালে সংস্কৃত-বিদ্যার বিশেষ আলোচনা না থাকা প্রযুক্ত পূর্ব্বপ্রাপ্ত যে উন্নতি তাহাও তৎকালে প্রায় হ্রাস হইয়াছিল। এক্ষণে যদিচ প্রবল-প্রতাপশালি অসামান্য ধীসম্পন্ন ইংরাজ বাহাদুরেরা বিদ্যার জ্যোতিতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত লোকের চিত্তাকাশ দেদীপ্যমান করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্থানে স্থানে নানা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন তথাচ আমারদিগের আদ্যা মাতা সংস্কৃতবিদ্যা যে মৃতকল্পা হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাকে উদ্ধারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগি হইতে দেখা যায়না। হায়! এমন সুপ্রসবিনী-বিদ্যা কাপুরুষ-উৎপাদিনী কামিনীর ন্যায় আত্মজাত ফলে বঞ্চিতা রহিয়াছেন! যেমন প্রভাকরের প্রভা নিরাভা হইলে চন্দ্রালোক চকোরের চিত্তরঞ্জক হয়, সেইরূপ, সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্যোতিঃ নির্দ্যুতি হইয়া ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্যোতিঃ অস্মদ্দেশ বাসিগণের মনোমোদক হইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপীয় লোকেরা বাষ্পাস্ফোটন পূর্ব্বক আত্মমত অভ্রান্ত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। হে ভারতবর্ষীয় পুরাতন জ্যোতির্জ্জ্ঞ মহাশয়েরা!-তোমরা এক্ষণে কোথায় আছ? তোমাদের মূলধনের বৃদ্ধি দ্বারা যাহারা ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে তাহারাও তোমাদের অর্থ ব্যর্থ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই, যে, অধুনা আমাদিগকে স্তন্যার্থি হইয়া পরের মাকে মা বলিতে হইল, কি করি, কাতরে কা বিচারণা।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহেন "পৃথিবী শকটাদি চক্রের ন্যায় অহোরাত্রে একবার পূর্ব্বাভিমুখে যে আবর্ত্তন করে তাহার নাম "আহ্নিকগতি,, আর ঐ প্রকার আবর্ত্তন করিতে করিতে ৩৬৫।১৫।৩১ তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ১৫ পনেরো দণ্ড একত্রিশ পলে যে সূর্য্য মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে, তাহার নাম "বার্ষিকগতি,,। এবিষয়ে তাঁহারা প্রচুর প্রমাণ দর্শাইয়া জনগণ সন্নিধানে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়া বিপুল যশোরাশি লাভ করিয়াছেন এস্থলে তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

হে বিজ্ঞবর মহাশয়েরা! আমি "অতিরিক্ত বর্ষগতি,, নামা পৃথিবীর অন্য এক প্রকার গতি আবিষ্কার করিতে বাঞ্ছিত হইয়া এই লিখিতেছি, আমাদের অধিষ্ঠানভূত ভূমণ্ডল যে

রূপে চলিয়া বর্ষগতি নিষ্পাদন করিতেছে তাহাতে প্রতিবর্ষেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দক্ষিণাভিমুখে (১) অপসৃত হইতেছে। অর্থাৎ যদ্দ্বারা আমরা উত্তর দক্ষিণায়ন দর্শন করি তাহা হইতে উত্তরায়ণ ক্রমে ক্রমে পরিহার পূর্ব্বক দক্ষিণায়নের গতি বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতেছে, তৎপ্রমাণ নিম্নে লিখিতেছি।

প্রথমতঃ সূর্য্য কিরণ সরলভাবে পতিত হওয়াতে ধরাতলে অধিক গ্রীষ্ম হয়। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, যে, আফ্রিকা-খণ্ড বিষুব রেখার মধ্যে থাকাতে সূর্য্য কিরণের সরলত্ব প্রযুক্ত তথায় গ্রীষ্মাধিক্য হইয়া থাকে এবং এই হেতুতেই আমরা পূর্ব্বাহ্ণ এবং অপরাহ্ণ অপেক্ষা মধ্যাহ্ণ কালে অধিক উত্তাপ প্রাপ্ত হই, কারণ কুটিল কিরণের পরমাণু ত্রস রেণু প্রভৃতি যেরূপ প্রতিবন্ধক হয় সরল কিরণের তদ্রূপ হয়না। বিষুবদ্ রেখা হইতে উত্তরে ২৪ চতুর্ব্বিংশ অক্ষাংশে কলিকাতা হইতে পূর্ব্বে ৩ তৃতীয় ধ্রুবাংশে (২) উত্তর অশীতোষ্ণ কটিবন্ধে ঢাকা প্রদেশ স্থাপিত আছে, তাহাতে সূর্য্য কিরণের যে বক্রতা ছিল বর্ষাতিরিক্তগতি দ্বারা তাহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরলভাবে পতিত হওয়া প্রযুক্ত এপ্রদেশে শীতের অনেক ন্যূনতা দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্দেশীয় প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার বিশেষ জানিতে পারা যায়, প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও শিশিরের পূর্ণ যৌবনকালে প্রভাতসময়ে নীহারে (বরফে) তৃণ রাশি এবং দুর্ব্বাক্ষেত্র নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রাকার দৃষ্ট হইত, প্রায় ১৮।১৯ বৎসর হইল আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি উল্লেখিত সময়ে কোনো কোনো দিবস উপরোক্ত ভাব ঘটিত। এক্ষণে সেই নীহার পতিত হওয়া দূরে থাকুক, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রকার শীত ছিল তাহার ষোড়শাংশের দ্বাদশাংশও বোধ হয়না। নীহার সংগ্রাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও এবিষয়ের একপ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এতদঞ্চলে যে প্রকার গ্রীষ্ম ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, অধুনা যে প্রকার গ্রীষ্মানুভব হয় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার ষোড়শাংশের দশাংশও বোধ হইতনা। বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাপমানযন্ত্রেও ইহার এক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া শ্রীযুক্ত ডাক্তর ডবলিউ, এ গ্রীন সাহেবের নিকট কেবল মাত্র ইংরেজি ১৮৫১ সন হইতে ১৮৫৬ সন পর্য্যন্ত ফেরেন্‌হাইড্ সাহেব কৃত তাপমানযন্ত্রের দ্বারা এনগরের শীত গ্রীষ্মের পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অধিক সংখ্যক বৎসরের তৎপরিমাণ না হইলে তাহার তারতম্য দেখান যায়না, এপ্রযুক্ত তাহা লিখিতে ক্ষান্ত রহিলাম। এ নগরের জেনরল ডাক্তর সাহেবের নিকট ১৮২৭ সন হইতে কয়েক বৎসরের তাপমানযন্ত্রের পরিমাণাঙ্কিত দুই খণ্ড পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে দুই পুস্তকে দুই প্রকার পরিমাণ সংখ্যা লিখিত থাকা প্রযুক্ত তাহার যথার্থতা নির্ণয়ে অশক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, বিজ্ঞ মহাশয়েরা এক স্থানের অধিক বৎসরের তাপমানযন্ত্রের পরিমাণের প্রতি বিশেষ প্রকার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই বোধ করি তাহা জানিতে পারিবেন।

এই বর্ষাতিরিক্ত গতি দ্বারা অনেকানেক দেশে উত্তরীয় বায়ুর সঞ্চার অতিগতা এবং ন্যূনতা ও স্থান বিশেষে তাহার অসদ্ভাবও হইয়াছে, কত কত স্থানে দাক্ষিণ্য-সমীরণেরও ঐরূপ ভাব ঘটিয়াছে। শ্রুত হওয়া যায় এতদ্দেশে ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভাদ্র মাস হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উত্তরীয় বায়ুর সঞ্চার আরম্ভ হইয়া যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে হইতে প্রায় ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকিত, ইদানীং আশ্বিন মাসের শেষ কিম্বা কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ হইয়া মাঘ মাসের পর আর প্রায় সেরূপ বোধ হয়না, কেবল দাক্ষিণ্য-বায়ুর উত্তরোত্তর অতি প্রবলতা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং দাক্ষিণ্য-বায়ু ও বাত-প্রবাহের বর্ষে বর্ষে যে প্রকার প্রবলতা দৃষ্ট হয়, উত্তরীয় বায়ুর তাহার চতুর্থাংশও দেখা যায়না।

বায়ু সঞ্চারের কারণ গ্রীষ্ম। কোনো স্থানে গ্রীষ্ম হইলে তথাকার বায়ু অতি লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, পরে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু আসিয়া সেই স্থান পরিপূর্ণ করে, যে পরিমাণে গ্রীষ্ম হয় তদনুসারে বায়ু প্রবল হয়, তাহা আমরা ত্বগিন্দ্রিয় ও বৃক্ষাদির আন্দোলন দ্বারা অনুভব করিতে পারি। আমরা যে স্থানে থাকি যদি সেই স্থানে গ্রীষ্ম হয়, তবে আমরা তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু প্রাপ্ত হই, এবং আমাদের কোনো পার্শ্বদিকে গ্রীষ্ম হইলে তৎকালে আমরা তাহার বিরুদ্ধদিকের বায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যদি পৃথিবী অতিরিক্ত বর্ষগতি দ্বারা দক্ষিণাভিমুখে বর্ষে বর্ষে অপসৃত না হইত তবে আমরা উত্তরোত্তর অধিক গ্রীষ্ম প্রাপ্ত হইতামনা এবং দাক্ষিণ্য বায়ুর এ প্রকার প্রবলতা ও শীতের এরূপ ন্যূনতা বোধ হইতনা। আমরা পৃথিবীর উত্তর অশীতোষ্ণ কটিবন্ধে ২৪ চতুর্ব্বিংশ অক্ষাংশে বাস করি তাহাতে উত্তরীয় বায়ু অধিক পাইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু দক্ষিণে-বাতাসই অতিরিক্ত ও অধিককাল ব্যাপিয়া প্রাপ্ত হই। বিষুবদরেখা হইতে উত্তরে ষড়্বিংশ অক্ষাংশে পূর্ব্বপাদ ধ্রুবাংশে দিনাজপুর প্রদেশে বিশেষ প্রকারে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, যে, তথায় পূর্ব্বে কেবল ভাদ্র আশ্বিন মাসে কচিৎ কোনো২ দিবস অতি মন্দ মন্দ গতিতে

---

(১) আমাদের দৃষ্টিতে যাহা দক্ষিণ বোধ হয়।

(২) যেহেতুক বর্ত্তমান রাজার অধিকার কালে কলিকাতা রাজধানী ভারতবর্ষের প্রধান তজ্জন্য কলিকাতা যমোত্তর রেখায় গণ্য করিয়া তথা হইতে বিংশ গ্রহণ করা গেল।

দক্ষিণের বাতাস বহিত, সন্ধ্যার পরে ধূমের গতি ও দক্ষিণস্থ দ্রব্যের গন্ধ প্রভৃতি নিদর্শন দ্বারা এমত জানা যাইত যে দক্ষিণে-বাতাস বহিয়াছে, তদতিরিক্ত তথায় দাক্ষিণ্য-বায়ু প্রাপ্ত হওয়া যাইতনা। প্রায় ৭।৮ বৎসর অবধি আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অনতি-প্রবলরূপে দক্ষিণা-বাতাস বহিয়া থাকে। ইহাও বিদিত হইয়াছে যে তৎপ্রদেশের নিকটস্থ কি দূরস্থ কোনো মহারণ্যের উচ্ছেদ অথবা পর্ব্বতাদির ভগ্নতা প্রযুক্ত এরূপ কারণ ঘটে নাই। আদৌ তাহার নিকটবর্ত্তী কোনো পর্ব্বতও দৃষ্ট হয়না, কেবল উত্তর দিকে প্রায় ৫২ বায়ান্ন ক্রোশ অন্তরে খয়রা নামক এক পর্ব্বত এবং একষট্টি ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ডারজিলিং পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত স্থানে পূর্ব্বে যেরূপ শীতাধিক্য ছিল, এক্ষণে তাহার চতুরাংশের একাংশও বোধ হয়না। তথায় পূর্ব্বে জল বায়ু অতি অস্বাস্থ্যকর থাকাতে অনেক লোকের পীড়া হইত, কিন্তু দাক্ষিণ্য-বায়ুর অভিগতা প্রযুক্ত তদবধি আর সেরূপ ঘটনা হয়না।

এই বর্ষাতিরিক্ত গতিদ্বারা অনেকানেক স্থানের জল বায়ুর উত্তমতা ও অধমতা হইয়াছে। কি ইংলণ্ডবাসি কি বঙ্গবাসি অনেক মহাত্মারা জ্ঞাত আছেন, উত্তরে ২৩ ত্রয়োবিংশ অক্ষাংশে পঞ্চম ধ্রুবাংশে চট্টগ্রামের জল বায়ু অনধিককাল ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেও অপকৃষ্ট ছিলনা, ইদানীং তথায় অনেক লোককে পীড়িত ও কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখা যাইতেছে। ষড়্‌বিংশ (২৬) উত্তর অক্ষাংশে পূর্ব্ব চতুর্থ ধ্রুবাংশে চরাপুঞ্জি পর্ব্বতে রাজকার্য্যোপলক্ষে এবং বায়ু সেবনার্থে যাঁহারা গিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হওয়া যায় ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বেও তথায় শীতের এমত প্রাদুর্ভাব ছিল যে বারমাস কার্পাসান্তরিত বসন ব্যবহার না করিলে কেহ কেহ প্রাণধারণ করিতে পারিতেননা। নবনীত এরূপ কঠিন হইয়া যাইত যে বলপূর্ব্বক তাহাতে অঙ্গুলি প্রবেশ করান যাইতনা। পর্ব্বতের নিম্নভাগ হইতে দুর্গন্ধি গলিতাঙ্গি যে সকল মৎস্য নীত হইত তাহা কিঞ্চিৎকাল জলে রাখিলেই তাহার দুর্গন্ধ গিয়া কঠিন হইয়া উঠিত। প্রভাত সময়ে বাহিরে জল রাখিলে কিঞ্চিৎকাল পরে শীত প্রযুক্ত তাহার উপরিভাগ এমত কঠিন হইয়া উঠিত, যে বল পূর্ব্বক তাহাতে আঘাত নাকরিলে জল বহির্গত হইতনা। পাকায় প্রস্তুত হইলে চল্লীর উপর রাখিয়া পরিবেশন করিতে হইত। অতিরিক্ত উত্তাপেও বিদল বিকশিত হইতনা। এক্ষণে তাহার বৈপরীত্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীষ্মের পূর্ণযৌবনকালে তদ্রূপ শীতবস্ত্রের আবশ্যক হয়না। পূর্ব্বে যে প্রকার শীত ছিল অধুনা তাহার ষোড়শাংশের দ্বাদশাংশও উপলব্ধ হয়না। এই ঢাকানগরে জল বায়ু পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। ইত্যাদি উপযুক্ত কারণে আসি পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্ত গতি স্বীকার করি, আমি অদূরদর্শী প্রযুক্ত অন্যান্য স্থানের বিবরণ লিখিতে অশক্ত হইলাম, বিশেষ প্রকারে অনুসন্ধান করিলে বিবেচনা করি আমার উল্লেখিত বিষয় কল্পিত বোধ হইবেকনা।

এই বর্ষাতিরিক্ত গতি দ্বারা শীত গ্রীষ্মের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত এঅঞ্চলের জল বায়ুর গুণ অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া নানা প্রকার রোগের হ্রাস বৃদ্ধি বিশেষতঃ বাতরোগের অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, গ্রীষ্মের প্রবলতা হেতুক যৎকালে আকাশ-বায়ুর ভার লঘু হয় তৎকালে আমাদের শরীর যে পরিমাণে বায়ু ভারাক্রান্ত হয়, তদপেক্ষা ভারের ন্যূনতা হইয়া শরীরস্থ বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে, তাহাতেই আমরা বাতোল্বণতা বোধ করি। যদি বাতরোগের উত্তরোত্তর প্রবলতা দেখিতে পাই তবে গ্রীষ্মাধিক্যের প্রমাণ তাহাই এক প্রকার গণ্য হইতে পারে, এবিষয় রাজকীয় বৈদ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ প্রতীতি হইবে যে উন্মাদকারালয়ে অতি পূর্ব্ব হইতে বৎসর বৎসর যে সংখ্যক লোক আগত হইত তাহার সংখ্যা পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তর অধিক কি না?

বর্ত্তমান কালে এ অঞ্চলে প্রায় অধিক লোকদিগকে বাতরোগে ও নানা প্রকার বাতজরোগে আক্রান্ত দেখা যায়, কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তি ইহার অর্দ্ধাংশও দৃষ্ট হইতনা। এইক্ষণে এতদ্দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা বসন্ত, শূল কুষ্ঠ ও রক্তদুষ্টজনিত নানা রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে জ্বররোগাক্রান্ত যত সংখ্যক ব্যক্তি দৃষ্ট হইত এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশও দেখিতে পাওয়া যায়না। পূর্ব্বে অধিকাংশ লোকই উক্তরোগে প্রাণত্যাগ করিত, জ্বর রোগ শান্তির নিমিত্ত কত প্রকার নিয়মপালন ও কতইবা ঔষধ সেবন করিত তথাচ তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতনা, এক্ষণে জ্বররোগ হইলে প্রায় ঔষধসেবন করিতেও দেখা যায়না।

প্রায় ৪৬ ষট্ চত্বারিংশৎ বৎসর গত হইল প্রবল প্রতাপশালী বিশূচী অর্থাৎ অতিসার রোগ, যাহার নাম শ্রবণে সকলের রোমাঞ্চ ও হৃৎকম্প হইয়া আতঙ্কে অঙ্গ অবশ হয়, সেই আশু-প্রাণসংহারক ভয়ানক রোগ এতদ্দেশে প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল সংস্কৃত গ্রন্থে এই রোগের বর্ণনামাত্র দৃষ্ট হইত, অধুনা এই রোগ সর্ব্বত্র-ব্যাপক হইয়া অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ করিতেছে। অধিকন্তু সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থে যে সকল রোগের যে ঔষধাদি ও পথ্য লিখিত আছে এক্ষণে তাহা সেবন দ্বারা তাদৃশ ফলোপধায়ক হয়না।

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে পৃথিবীর অতিরিক্ত বর্ষগতি দ্বারা দিবাকর করের সরলত্ব প্রযুক্তই জল বায়ুর গুণ বিকৃত হইয়া উত্তরোত্তর এই ব্যতিক্রম ঘটিয়া আসিতেছে। এবং ভবিষ্যতেই বা কি প্রকার বিপর্য্যয় ঘটে তাহা বলা যায়না। যদি পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে বর্ষে গমন করিত তবে এপ্রকার বৈপরীত্য ঘটন সম্ভব হইতনা।

হিউ সাহেব প্রণীত প্রাকৃতিকভূগোল বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে "রেখাভূমি হইতে দূরত্ব, সমুদ্র হইতে উচ্চতা ও অন্তরত্ব, স্থানের উচ্চতা ও সমতলতা, পর্ব্বতের স্থিতিক্রম, মৃত্তিকার স্বভাব, কর্ষণ, নির্ব্বলতা, দেশের উন্নতি, বায়ুরগতি, বৃষ্টির পরিমাণ, ইত্যাদির তারতম্যক্রমে দেশের জল বায়ু ভাল অথবা মন্দ হইয়া থাকে।" ইহা যথার্থ হইলেও আদিকারণ সূর্য্য কিরণই অবশ্য বলিতে হইবেক, তাহা বিশেষরূপে লিখিতে লিপি বাহুল্য হয়। পাঠক মহাশয়দিগের প্রয়োজন জানিতে পারিলে পশ্চাৎ লেখা যাইবেক। আমি যে কয়েক স্থলের জল বায়ুর গুণ পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিয়াছি তাহা কেবল বর্ষাতিরিক্ত গতি দ্বারা দিবাকরের কর নিকরের বক্রতার ন্যূনতা প্রযুক্তই ঘটিয়াছে, নতুবা

চট্টগ্রাম হইতে সমুদ্রও দূরে যায় নাই, চরাপুঞ্জির পর্ব্বতও বক্র হয় নাই, ঢাকার মৃত্তিকাও বালুকাময় হয় নাই, অথবা বিষুবৎরেখাও সম্মুখগত হয় নাই, কেবল উক্ত কারণ বশতই শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু ও বর্ষার এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই ব্যতিক্রম উষ্ণকটিবন্ধে ও অশীতোষ্ণকটিবন্ধ দ্বয়ে যে প্রকার ঘটিয়াছে বোধ হয় শীতকটিবন্ধ দ্বয়ে তদ্রূপ ঘটে নাই, যেহেতুক তত্তৎস্থানে সূর্য্যকিরণ যে অতিশয় বক্র ভাবে পতিত হয় তাহার কিঞ্চিৎ সরলতাতে অধিক ভাবান্তর কি ঘটিতে পারে।

পরন্তু ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে পৃথিবীর অয়নগতিতে বিষুবদ্ রেখায় উত্তর ও দক্ষিণে ২৩॥ সার্দ্ধত্রয়োবিংশ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত সূর্য্যকে সমসূত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইদানীং তাহার অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আমরা বিষুবদ্ রেখা হইতে উত্তরে ২৩।৪৩ ত্রয়োবিংশতি অক্ষাংশ ত্রিচত্বারিংশ কলীতে ঢাকানগরে বাস করি, অতএব আমাদিগের এস্থানে সূর্য্যকে সমসূত্রে দর্শন করা কোনোরূপেই সম্ভবেনা, এক্ষণে সমসূত্রে সূর্য্যকে দর্শনের কথা কি বলিব বরঞ্চ এমত স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে, যে সূর্য্য আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া উত্তরে গমন করিয়াছিলেন। আমি প্রায় ৫ পাঁচ বৎসরাবধি এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইয়া দর্শন করিয়াছি যে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ হইতে প্রায় আষাঢ় মাসের চারি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে সূর্য্য আমাদের সমসূত্রে দৃশ্য হইয়াছেন, এবং ঐ সময়ে কুপের ঠিক মধ্যভাগে তৎপ্রতিবিম্ব দেখা গিয়াছে তৎপরে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য আমাদিগকে অতিক্রান্ত করিয়া আমাদের উত্তর দিগ্‌বাসি জনগণের প্রতি কৃপাবলোকনে তাহাদিগকে পূর্ণ কিরণাশ্রিত করত চলিয়াছেন, পরে আষাঢ়ের ১০ ১১ দিবস পর্য্যন্ত সুন্দররূপে দৃষ্ট হইয়াছে যে সূর্য্য আমাদের কিঞ্চিৎ উত্তরে গিয়াছেন এবং দিবার্দ্ধ সময়ে কুপ মধ্যে দৃষ্টি করিয়াও এমত উপলব্ধ হইয়াছে যে তন্মধ্যে উত্তর পার্শ্বের ছায়ার হ্রাসতা ঘটিয়াছে। পরে ক্রমেই সূর্য্য ঐরূপে দক্ষিণ পথাবলম্বী হইয়াছেন, এবিষয় জনসমাজে প্রামাণ্য করিবার নিমিত্ত আমি ঢাকাকালেজের ও নগরবাসি অন্যান্য কতিপয় বন্ধুদিগকে দর্শন করাইয়াছি।

এই বর্ষাতিরিক্ত গতি দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা ঋতুর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি নেত্রপাত করিলে তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ পৌষ এই দুই মাস হেমন্ত, মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, এবং আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ গণ্য ছিল (১) এক্ষণে তাহার অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানকালে কার্ত্তিকাদিক্রমে দুই দুই মাস হেমন্তাদি ছয় ঋতু বোধ হইলেও প্রত্যুত গ্রীষ্ম ও বর্ষাঋতুর পরিমাণ অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা অধিক বোধ হয়, বসন্ত ও শরৎকালের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়াছে (২) এক সংখ্যক লিখিত প্রমাণানুসারে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে যৎকালে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে অগ্রহায়ণাদি ক্রমে দুই দুই মাস হেমন্তাদি ঋতু থাকিয়া পরে ক্রমশঃ ব্যতিক্রম হইয়া আসিয়াছে।

"আচারত্নাকর" নামক গ্রন্থ সন্দর্ভে কার্ত্তিক মাসের শেষ পঞ্চদশ দিবসাবধি পৌষ মাসের আদ্য পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত দুই মাস হেমন্তকাল, পরে ক্রমে ঐরূপে দুই দুই মাস শিশিরাদি ঋতু নিরূপিত আছে, ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত অমরকোষাভিধানের বহুকাল পরে এই সন্দর্ভগ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

পূর্ব্বে চৈত্র এবং আশ্বিন মাসান্ত সংক্রান্তি দিবসে সূর্য্যবিষুব রেখার উপর সমসূত্রে অবস্থিতি করিত, তাহাতেই দিবা রাত্র সম পরিমাণ হইয়া তত্তদ্দিবস বিষুব সংক্রান্তি বলিয়া গণ্য হইত, (১) বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে যে প্রকার কৌলিন্য শব্দ নাম মাত্র আছে, সেইরূপ এক্ষণে বিষুব সংক্রান্তির কেবল বিষুবদ্ আখ্যামাত্র রহিয়াছে। অধুনা সূর্য্য চৈত্র এবং আশ্বিন মাসের ১০ দশম দিবসে বিষুবদ্ রেখার উপরে সমসূত্রে অবস্থিতি করিয়া সম পরিমাণে দিবারাত্র সম্পাদন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে মাঘের প্রথম দিবস হইতে উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণের প্রথম দিবস হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত; এপ্রযুক্ত মাঘাদি দুই দুই মাস বিশিষ্ট তিন ঋতুতে একায়ন (২) এবং এই দুই অয়নারম্ভ পূর্ব্ব দিবস উত্তর ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলিয়া এপর্য্যন্ত গণ্য হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে ১১ই পৌষ হইতে উত্তরায়ণ ও ১১ই আষাঢ় হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়; উত্তরায়ণে দিবা বৃদ্ধি ও দক্ষিণায়নে তাহার হ্রাস হয়। মাঘের প্রথম দিবস এবং শ্রাবণের প্রথম দিবস হইতে যে দিবা বৃদ্ধি ও হ্রাস হইত সূর্য্য সিদ্ধান্তে ছায়াধিকারে ও তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যথা "এক মন্টৌ দ্ব্যব্ধিবেদৌ কৃষ্ণপক্ষৌ ক্রমোৎক্রমাৎ। শ্রাবণাদৌ দিবা হানি র্মাঘাদৌ বর্দ্ধতে দিবা"॥ অস্যার্থ ১ পল ৮ বিপল, ২ পল ৪৪ বিপল, ৩ পল ২৮ বিপল, ক্রমে এবং বিপরীত ক্রমে শ্রাবণের আদি হইতে দিবার হানি ও মাঘের আদি (৩) হইতে দিবার বৃদ্ধি হয়। ইত্যাদি ব্যতিক্রম ঘটনা বর্ষাতিরিক্ত গতিব্যতীত সম্ভবেনা।

আমি এই বর্ষাতিরিক্ত গতি বিষয়ে এতদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বঙ্গভূমির শিরোভূষণ ফতেজঙ্গপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম, তিনি বলিলেন "দিনচন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখিত আছে যে রাশিচক্রের ঊর্দ্ধাতিরিক্ত গমন প্রযুক্ত এ প্রকার ভাব ঘটিয়াছে। প্রতিবর্ষে ৫৪ চতুঃপঞ্চাশৎ

(১) হেমন্তঃ শিশিরোঽস্ত্রিয়াং বসন্তে পুষ্প। সময়ঃ সুরভিগ্রীষ্ম উষ্মকঃ॥ সিদাঘ উষ্ণোপগম উষ্ণউষ্মাগমস্তপঃ। স্ত্রিয়াং প্রাবৃট স্ত্রিয়াং ভূম্নি বর্ষা অথ শরৎ স্ত্রিয়াং ষড়মী ঋতবঃ পুংসি মার্গা দীনাং যুগৈঃ ক্রমাৎ॥ ইত্যমরকোষ॥

(১) সমরাত্রিন্দিবেকালে বিষুবদ বিষুবঞ্চতৎ। ইত্যমরকোষ॥

(২) দ্বৌ দ্বৌ মাঘাদি মাসৌ স্যাদৃতু স্তৈরয়নস্ত্রিভিঃ। ইত্যমরকোষ॥

(৩) এক্ষণে পৌষ ও আষাঢ় মাস হইতে দিবা বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে, এপ্রযুক্ত কোন কোন পণ্ডিতাভিমানি মহাশয়েরা যথার্থ অর্থ লোপ করিয়া আত্মভ্রমাত্মক মত দৃঢ় করিবার নিমিত্ত বলিয়া থাকেন, "মাঘস্য আদি ইতি মাঘাদি" অত্র ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ঘটাইয়া মাঘের আদি পৌষ গ্রহণ করেন। বস্তুত তাঁহাদের এ প্রকার অর্থ কদাচ সুসিদ্ধ হইতে পারেনা। যদি তাঁহারা এস্থলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ঘটান তবে অনেক স্থলে যথার্থ অর্থের অন্যথা হয়।—মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে "হেমন্ত প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীং। প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে"। অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস হেমন্ত, যদি এস্থলে ঐ প্রকার হেমন্তের প্রথম মাস কার্ত্তিক গণনা করেন তবে কোন প্রকারে অর্থ সংলগ্ন হয়না, যেহেতুক ভীষ্মদেব দশ দিবস যুদ্ধ করণানন্তর শরশয্যাতে এক মাস থাকিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন মাঘী পূর্ণিমার পূর্ব্ব অষ্টমীকে ভীষ্মাষ্টমী বলে। ভীষ্মাষ্টমী কখন পৌষ মাসে হইতে পারেনা। যদি মাঘ মাসে

বিকলা (৪) ঊর্দ্ধাতিরিক্ত গতি হয় তাহাতেই পূর্ব্ব হইতে গণনাদ্বারা ২০ বিংশতি অংশ ২২ দ্বাবিংশতি কলা ১২ দ্বাদশ বিকলা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধাতিরিক্ত গতি হইয়াছে। ইহাকেই অয়নাংশ কহে, এই গতিতে ২৪ চতুর্ব্বিংশত্যংশ পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্রমে অধোগতি হইবে।,, তাঁহাদের পক্ষে এই মত যদিচ অভ্রান্ত, কিন্তু আমি বিবেচনা করি রাশিচক্র আমাদের দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে থাকায় বর্ষাতিরিক্ত গতিদ্বারা ব্যবধানতা হেতুক ঊত্তরোত্তর ঊর্দ্ধগতি যে দৃষ্ট হয় ইহা রাশিচক্রে গণিত নহে, কেননা রাশিচক্রের ঊর্দ্ধগতি হইলে শীত গ্রীষ্মাদির এপ্রকার ভাবান্তরতা ঘটিতনা। অয়নাংশ দ্বারা গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ১৩৫৮ ত্রয়োদশশত অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসরাবধি এই বর্ষাতিরিক্ত গতি আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বর্ষে পৃথিবী ৫৪ চতুঃপঞ্চাশৎ বিকলা দক্ষিণে অতিরিক্ত গমন করে, তাহাতে ৬৬।৮ ষট্‌ষষ্টি বৎসর অষ্ট মাসে একাংশ অতিরিক্ত গতি হয়; ইহার একাংশ গমনে অয়নারম্ভের এবং বিষুবের একদিন ব্যতিক্রম হইয়া থাকে; এইরূপে এপর্য্যন্ত বিংশতিদিবস পরিমাণে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, কিন্তু উল্লেখিত সময়ের পূর্ব্বে এই প্রকার অতিরিক্ত গতি ছিল কিনা তাহা এক্ষণ পর্য্যন্ত কৃতানুসন্ধানে জানিতে শক্য হই নাই।

অপরন্তু যদি কেহ কহেন যে "সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রে পৃথিবীর গতি স্বীকার করে নাই, তবে কি প্রকারে তৎপ্রমাণ এস্থলে সংলগ্ন হইতে পারে? ইহার উত্তর এই, যে, সূর্য্যেরগতি অথবা পৃথিবীর গতি দ্বারাই হউক, অয়ন, অয়নাংশ, ঋতু ও রেখাভূমির সমসূত্রে সূর্য্যের অবস্থান প্রভৃতির প্রভেদ উভয় মতেই প্রায় তুল্যরূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে.এ প্রযুক্ত আবশ্যকীয় কয়েকটি প্রমাণমাত্র সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিলাম।

আমি যে অতিরিক্ত বর্ষগতির বিষয় লিখিলাম তদ্দ্বারা দেশে দেশে শীত গ্রীষ্ম এবং বায়ু বর্ষা ও তজ্জনিত নানা বিষয়ের যে প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহা প্রায় কাহার অবিদিত নহে। লোকে প্রাকৃতিক অনেক বিষয়েই বলিয়া থাকে পূর্ব্বে এই প্রকার ছিল, এইক্ষণে তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে, বিচক্ষণগণ এতদ্বিষয়ে অনেকেই অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে বর্ষাতিরিক্ত গতি ব্যতীত অন্য কোনো কারণ উপলব্ধ হয়না, এই গতি দ্বারা অনেকানেক ভাবিব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা, দেশ বিশেষে শীত গ্রীষ্ম বায়ু বর্ষাদির হ্রাস বৃদ্ধি উত্তরোত্তর অধিকই দৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে সবিনয় নিবেদন, আমি যদিও অতাল্প কারণ ও কতিপয় স্থানের উদাহরণ মাত্র দর্শাইলাম, কিন্তু দূরদর্শি মহাশয়েরা এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বানুসন্ধান করিলে অবশ্যই চমৎকৃত হইবেন।

এই বর্ষাতিরিক্ত গতি উল্লেখ করা আমার পক্ষে অতি অযোগ্য এবং ইহাতে যশোলাভ করা দূরে থাকুক নিতান্ত অপত্রপা প্রাপ্ত এবং জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইব সন্দেহ নাই, যেহেতুক অদূরদর্শী হইয়া এরূপ দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করা অতি মূর্খের কর্ম্ম। বিশেষতঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রে আমি অতি অনভিজ্ঞ, তাহাতে এ ব্রতে ব্রতী হওয়া কেবল ঊর্ণনাভির হস্তী বন্ধনের ন্যায়, কিন্তু নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে "সংশয়ের শিরে পদার্পণ না করিলে মঙ্গল দেখা যায়না,, অতএব এই বাক্যে নির্ভর করিয়া সংশয়ারূঢ় হইলাম। অধিকন্তু অন্তঃকরণে যে সংশয় আছে তাহা ওত অপনোদিত হইতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যৎকালে এবিষয় উত্থাপন করেন নাই তখন আমার ইহা আন্দোলন করা ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু উক্ত হইতে পারেনা, যাহা হউক, যৎকালে এপন্থায় পদক্ষেপণ করিয়াছি তখন যৎসামান্য যে কয়েকটি প্রাপ্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া পুনরায় অধিক অনুসন্ধানে রহিলাম, প্রমাণান্তর যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারি তাহা পশ্চাৎ দর্শাইতে কৃতসাধ্যে ত্রুটি করিবনা ইতি।

বিক্রমপুর নিবাসী
শ্রীচন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায়।
ঢাকা পোগোস বিদ্যালয় পণ্ডিতস্য।"

ভীষ্মাষ্টমী হয় তবে গণনায় এক মাস দশ দিবস পূর্ব্বে কিপ্রকারে কার্ত্তিক মাস প্রাপ্ত হইতে পারে? ভারত-যুদ্ধের প্রথমেই ভীষ্মদেবের যুদ্ধ হয়,অতএব অগ্রহায়ণের শেষ ভারত যুদ্ধ যে আরম্ভ হইয়াছিল অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে লিখিত আছে। "হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ কুমারিকাঃ। চরুহবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যার্চ্চনব্রতং"। এই শ্লোকার্থ স্বামীকৃত টীকাতে স্পষ্ট লিখিত আছে "প্রথমে মাসি মার্গশীর্ষে"। অতএব মাঘ আদি র্য্যস্য অত্র অতদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসে মাঘাদৌ ইত্যাদি স্থলে মাঘ আদি অবয়ব যাহার বলিয়া তত্তন্মাস গ্রহণ ব্যতীত হইতে পারেনা।

(৪) ৬০ ষষ্টি বিকলাতে এক কলা ৬০ ষষ্টি কলায় এক অংশ ৩০ ত্রিংশৎ অংশে এক রাশি।

সম্পাদকীয় উক্তি।

পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন, অদ্য বাসরীয় পত্রে ভিন্ন ভিন্নরূপে যে কয়েকটি বিষয় প্রকটিত হইল, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহাতে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, ঢাকার স্কুলেখক পণ্ডিত মহাশয় যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবিষয় অতি উত্তম বিষয়, এতদ্রূপ সাধুসন্দর্ভের সদনুশীলনের যতই আধিক্য হইবে ততই দেশের মঙ্গল হইবে, অতএব বিশেষরূপে অনুরোধ করি, লেখক ভ্রাতাগণ এমত সকল বিষয়ে লেখনীধারণ করুন, যাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবের পর্য্যালোচনা হইয়া কেবল বিদ্যা বুদ্ধির বৃদ্ধি হওনের সম্ভাবনা হয়, যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠকপুঞ্জের অন্তঃকরণে প্রীতির উদয় না হয়, কল্যাণ বোধ না হয়, এমত সকল বিষয়ের রচনার্থ অনর্থক সময় সংহার করা কর্ত্তব্য হয়না, কারণ তাহাতে উপকার না হইয়া কেবল অপকার ঘটিয়াই থাকে, শুদ্ধ উপহাসের জন্যই হয়। কি গদ্য, কি পদ্য, যিনি যাহা রচনা করিবেন, তাঁহার প্রসঙ্গটি যেন উত্তম হয়, যিনি অতি উত্তম লেখক, তিনি যদি কোনো ঘৃণিত বিষয়ে অনুরত হইয়া লেখনী সঞ্চালন করেন, তবে তাঁহার রচনা কোনো প্রকার দোষাশ্রিত না হউক, কিন্তু কুৎসিত-প্রসঙ্গের প্রেমাধীন হওয়াতে তিনি সাধুসমাজ হইতে সম্ভাবিত সুখ্যাতি সঞ্চয় কখনই করিতে পারিবেননা। অনেকেই পাঠ করিবেননা, এবং যিনি যিনি পাঠ করিবেন, তাঁহারাই কহিবেন "এই লেখকের রচনাশক্তি ভাল আছে, ইনি কেন কদর্য্য বিষয়ে পণ্ডশ্রম করিয়াছেন? ইহা পরম পরিতাপের বিষয়,,—অপিচ যাঁহার তাদৃশ লিপিশক্তি নাই, তিনি কোনো প্রকার প্রবন্ধ প্ররচনা করিলে, পাঠকেরা হৃষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিয়া ইহাই কহিবেন "এই ব্যক্তি রচনাপথের সুপথিক বটে, যদ্যপিও অদ্যাপি বিশেষরূপ লিপিনিপুণ হন নাই, কিন্তু অনুশীলনে যতই রত হইবেন ততই কৃতকার্য্য হইতে থাকিবেন। যেমন উত্তমক্ষেত্রে বীজ-বপন করিলে ফলোৎপাদনে কখনই বিড়ম্বনা হয়না, সময়ে সুফল ফলেই ফলে, সেইরূপ উত্তম বিষয়ের আলোচনা-ক্ষেত্রে শ্রমের বীজ-বপন করিলে সুরাগের বৃক্ষে কুশলফল ফলিত হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?—যেমন অঙ্গনা অঙ্গের অলঙ্কার দ্বারা অঙ্গনাসুতকে অলঙ্কৃত করিলে সেই অলঙ্কারের অহঙ্কার চূর্ণকরা হয়, অর্থাৎ ভূষণের ভর্ৎসনা করা হয়, সেই প্রকার একটা কদর্য্য প্রসঙ্গে উৎকৃষ্টরূপ রচনা-ঘটিত শব্দ বিন্যাস এবং ভাব, অর্থ অভিপ্রায়াদিকে একেকালে কলঙ্ককূপেই নিক্ষেপ করা হয়। এইস্থলে আর লিপি বাহুল্যের প্রয়োজন করেনা, অতিশয় বিনত ও ব্যাকুল হইয়া এইমাত্র কহিতেছি, হে পরমসুহৃৎ লেখকগণ! হে পরমপ্রিয়তম কবি সকল! আপনারা এই অবধি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও কৃতসংকল্প হইয়া লেখনীকে করধামে স্থাপন করত নিয়ত শুদ্ধ সুন্দর সুন্দর সৎসন্দর্ভের সদালোচন করুন। বাণী আপনারদিগের কণ্ঠ ও রসনাবাসিনী হইয়া সুধাময় শব্দ-সৃষ্টির সৃষ্টি করুন। শক্তি আপনারদিগের মানসমন্দির অধিকার করিয়া প্রতিনিয়তই কেবল সুভাব, সদভিপ্রায় এবং তদনুসাঙ্গিক আর আর সমস্ত অভিলষিত-বস্তু বিতরণ করুন। আপনারদিগের বর্ণহারে যেন স্বর্ণ হারে। অর্থাৎ আপনারদিগের বর্ণহার স্বর্ণহারের শোভাকে মলিন করুক, প্রার্থনা করি, মানবেরা মণি মুক্তাদি রত্নলাভে যে প্রকার যত্ন করিয়া থাকেন আপনারদিগের রচনারত্ন-লাভার্থ যেন তাহার অপেক্ষা সহস্র অংশে যত্নতৎপর হয়েন।

রাগ, দ্বেষ, অভিমানাদির ক্রীতদাস হইয়া যাঁহারা লেখনী সঞ্চালন করেন, তাঁহারা ধীরতা, স্থিরতা, বিজ্ঞতা, শীলতা, সাধুতা, সৌজন্য, বৈচক্ষণ্য এবং কারুণ্য প্রভৃতি গুণকে যেন অগ্রেই বিসর্জ্জন করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা সুকবি, সুপণ্ডিত এবং চারুচতুর সুরচক হইলেও রাগ দ্বেষ, অহঙ্কারাদির অধীনতা জন্য কখনই স্বাধীনচিত্তে সরলভাবে কোনো কুশলকর মনোহর ব্যাপার বর্ণনা করিতে পারেননা, কেননা তাঁহারদিগের হাতে পড়িয়া সুধা-প্রসবিনী কলমের-কাটি প্রকৃত এক লাঠি হইয়া লেঠেলের কার্য্য প্রসব করে। সুতরাং সুরাগের সহিত সেই লেখার সম্বন্ধ-সংযোগ কদাচই হইতে পারেনা, কেবল দুর্নামের দুর্গন্ধে আত্মীয় জনেরা জ্বলাতন হন। পরদ্বেষ পরনিন্দা এবং পরগ্লানি অপেক্ষা এই জগতে অধিক পাপকর ব্যাপার আর কিছুই নাই, যেব্যক্তি লোকের সুখ্যাতি সূচক সুরাগ সৌরব গোপন করিয়া কেবল কুৎসাবাদে রত হয় সাধুলোকেরা তাহাকে নরাধম বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহার মুখদর্শন করা দূরে থাকুক, নাম শুনিলেই দুই কর্ণে হস্ত প্রদান করেন। বিশ্বনিন্দক লেখকেরা কখনই সত্য ব্যবহার রক্ষা করিতে পারেনা, কার্য্যদোষে ও স্বভাবদোষে মিথ্যার ভাণ্ডার হইয়া দাম্ভিকতা, চাতুরী এবং ছলনা ষড়যন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ বাক্‌জাল বিস্তার করিতেই থাকে। নিন্দাকারি যথাচারি পাপাচারি পত্রধারি কুটিল জনেরা গুণির গুণ দর্শনে অন্ধ হয়, কেবল খলের ন্যায় দোষ অন্বেষণ করে। মধুকরের ন্যায় মধুপানের ইচ্ছা করেনা, শুদ্ধ মক্ষিকার ন্যায় আঁস্তাকুড়ের অভিলাষ করে, অর্থাৎ সতের সুখ্যাতি না করিয়া মিথ্যারূপে অপবাদ কল্পনায় অনুরাগি হয়।

অপিচ আশ্চর্য্য! এই, ভঙ্গভাবাপন্ন বঙ্গদেশীয় কতিপয় রঙ্গদর্শি মহাশয়, যে সকল পত্র পরনিন্দা ও পরদ্বেষে পরিপূর্ণ তাহাই পাঠ করিতে অত্যন্ত লোলুপ হয়েন, আপনারা আমোদ করিয়া গদগদ-ভাবে পাঠ করেন, আবার আদর পূর্ব্বক দশজনকে ডাকিয়া কহেন "দেখ দেখ, এই কাগজে অমুকের উপর কেমন লিখিয়াছে।—কেমন মজার মজার কথা ছাপিয়া জব্দ করিয়াছে,,—কোনো বিষয়ে কাহার সহিত কোনো প্রকার বিবাদ হইলে অমনি অর্থ ব্যয়-দ্বারা তাহার কুৎসা ছাপিয়া বসেন। ইহাতেই বিশ্বনিন্দকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে, কাজেই ক্রমে ক্রমে কুপ্রবৃত্তি-পরবশ হইয়া অধিকরূপে অনর্থ উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। দেখে, অমুক, অমুকের ব্যাটা, কলনা,—কলনার ছেলে, তুস্ক এবং তুস্কর পুত্র-এতদ্রূপ কুৎসাবাদে আমার উপর তুষ্ট আছেন।—বড় বড় লোকে আমাকে ভয় করেন, টাকা দেন, স্বর্ণ দেন, আমি যাহার উপর গ্লানি লিখি, সেই ব্যক্তিই আবার আমার হাতে ধরিয়া পায়ে ধরিয়া আদর করিয়া টাকা দিয়া বন্দ করিয়া দেয়, অতএব ইহার চেয়ে লাভের ব্যবসা আর কি আছে? আহা কি পরিতাপ! এদেশের বড় বড় লোকের অবস্থাই যখন এরূপ হইল, তখন কি প্রকারে উপকার সাধন হইতে পারে? যাঁহারা ধনে মানে সর্ব্বাংশেই প্রধান, তাঁহারাই আমোদ করিয়া জঘন্য বিষয় পাঠ করেন।—ঘৃণিত-বিষয়ে উৎসাহ দেন, নিন্দককে ভয় করেন, অর্থ দেন, ইহাতে কাজেই দেশকে উচ্ছন্ন দেওয়া হইতেছে।—সুরীতিকে সংহার করিয়া কেবল কুরীতির প্রাবল্য করা হইতেছে। ইচ্ছা পূর্ব্বক সভ্যজাতীয় লোকের নিকট উপহাসের আস্পদ

হইতেছেন। খল নিন্দক অসতের আনুকূল্য করাতে শুদ্ধ সতের সর্ব্ব নাশ করা হয়। মঙ্গলকে প্রহার করিয়া অমঙ্গলকে আহ্বান করা হয়। নিন্দককে ভয় করা, সাহায্য করা, অর্থ দেওয়া, এবং আঘাতকারি কুক্কুরকে রুটি মাংস দেওয়া এই দুই তুল্য হইয়াছে, কারণ কুকুর যদি জানিতে পারে মানুষকে কামোড় মারিলে অনায়াসেই আহার পাওয়া যায় তবে যখন তখন যেখানে সেখানে গমন পূর্ব্বক যারে পাইবে তারেই কামোড় মারিবে।—সেইরূপ পরনিন্দা-তৎপর দুষ্টেরা দেখিতেছে, নিন্দা লিখিয়া আদর পাই, টাকা পাই, অতএব প্রাণান্তেও এই ব্যবসা ছাড়িতে পারিবনা।—কুকুরকে যত নাই দিবে, ততই সে কাঁদে চড়িবে। কিন্তু মুগুর ধরিলে আর সে ভয়ে নিকটে আসিবেনা। তদ্রূপ নিন্দক জনকে লইয়া যত আমোদ করিবে ততই তাহার কুক্রিয়ার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। আর যতই তাহাকে তাচ্ছিল্য এবং অনাদর করিবে ততই তাহার অহঙ্কার চূর্ণ, সাহসের লঘুতা এবং উৎসাহের খর্ব্বতা হইবে।—কুকুর যত পারে "খেউ খেউ ঘেউ ঘেউ করিতে থাকুক। নিন্দক যত পারে, নিন্দা লিখিতে থাকুক, তাহাতে কর্ণপাত করা উচিত হয়না। নিন্দকের সঙ্গ করণে সকলে ভয় করুন। নিন্দকের লেখা দৃষ্টি করিতে সকলে বিরত হউন। তাহা হইলেই তাহার রোগের প্রতীকার হইবে।—আর নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবেনা।—আমরা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, খল-লেখকেরা কোনোমতেই হিতাহিত এবং আত্মপর বিবেচনা করিতে পারেনা, যে ব্যক্তি নানাপ্রকারে উপকার করেন অগ্রেই যেন তাঁহারি অনিষ্ট করিয়া অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছে। ইহার প্রমাণ প্রদান কি করিব,—অনেক মহাত্মাই তাহার ভুক্তভোগি হইয়াছেন, ও হইতেছেন।—তাহার প্রধান কারণ এই, যে, ঝাঁপানিরা ঝাঁপানে উঠিলে আপনার বাপকেও শালা বলিতে ত্রুটি করেনা।—এবং যেমন শেকরা স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর অলঙ্কার গড়িতে আরম্ভ করিলে স্বভাবদোষে তাহা হইতেও স্বর্ণ চুরি করিতে ক্ষান্ত হয়না, সেইরূপ বিশ্বনিন্দকেরা দ্বেষ-লোভাদির কিঙ্কর হইয়া একেবারে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা-বিহীন হইয়া পড়ে,—সুতরাং কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেনা, মান অপমান ভেদ করেনা, জনাপবাদে ভয় করেনা, ধর্ম্মভয় রাখেনা, প্রহারে ভয় করেনা, এবং বারম্বার কারাবাসেও লজ্জা করেনা।—কিছুতেই ভয় করেনা, যেরূপে হউক, কেবল অন্যায়ার্জ্জিত ধনে উদরপূর্ণ করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। মিথ্যাসংসারে মিথ্যাসংসারী হইয়া সততই অসার ভোগ করে।—সে মনে মনে বিশিষ্টরূপেই জানিতেছে, জগতে কেহই আমার মিত্র নহে, সকলেই শত্রু, সকলে কেবল ভয়ে ভয়ে মুখে সমাদর করে, কিন্তু মনে মনে ৫৬ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, চমৎকার, এই, যে, এরূপ জানিয়া শুনিয়াও কুসংস্কার পরিহার করিতে পারেনা।

হে লেখক বন্ধুগণ! আপনারা নিন্দাবাদে বিরত হউন।—লেখনীর প্রসাদে কেবল জগতের প্রিয় হউন, কিন্তু নিন্দককে হিতকারী বলিয়া নমস্কার করুন,—কেননা এই নিন্দক জননী অপেক্ষা উপকারী।—জননী কেবল কর কমলের দ্বারা গায়ের ময়লা মোচন করেন, নিন্দক আপনার রসনাকে ঝাঁটা করিয়া নিয়তই মনের সমুদয় ময়লা পরিস্কার করিতেছে, নিন্দককে অর্থ দানে বাধ্য করিতে হয়না, সে নিন্দা দ্বারা যদি আপনিই সন্তুষ্ট থাকে, তবে তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?

সকলে সকলকে প্রিয়-জ্ঞান কর, সকলে সকলের প্রিয় হও। হে জীব! তুমি যখন এই জন্মভূমিতে আগমন কর, তখন তোমাকে দেখিয়াই সকলে হাস্য করিয়াছে, কেবল তুমি একাকিই রোদন করিয়াছ, কিন্তু তুমি যখন গমন করিবে তখন তোমায় দেখিয়া সকলেই যেন রোদন করে, কেহ যেন হাস্য করেনা, অতএব একাগ্রচিত্তে ভগবানে ভক্তি রাখিয়া ভাবতে মঙ্গলময় রচনার সূচনায় সমূহ সুখে কালাতিপাত কর।

৩০ বৎসর হইল আমরা এই সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়াছি, এপর্য্যন্ত আমারদিগের কার্য্যে কোনো প্রকার বিঘ্ন হয় নাই, বিড়ম্বনা ঘটে নাই, আমরা যেরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতেছি তাহা পাঠক মহাশয়েরা প্রত্যক্ষই দর্শন করিতেছেন, দিন দিন আমারদিগের গ্রাহকের লেখকের এবং সাহায্যকারি বন্ধুর সংখ্যাই বৃদ্ধি হইতেছে।—আমরা যদি কুৎসিত-বিষয়ে পত্রকে অপবিত্র করিতাম, তবে কস্মিন্‌কালেই প্রভাকরের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতামনা, এই পত্র সকলেরি ত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য হইত। কেহই আমারদিগের প্রতি এতদ্রূপ স্নেহ ও দয়া করিতেননা, এতদিনে কতবার কারাগার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। আমরা বিশ্বনিন্দকের বিষদন্ত অনেকবার ভঙ্গ করিয়াছি, এবং এইক্ষণেও বিলক্ষণরূপে তাহাকে শিক্ষা দিতে পারি, সে অস্ত্র আমারদিগের নিকটে এখনো রহিয়াছে, কিন্তু আর নীচের সহিত নীচত্ব করণে প্রবৃত্তি হয়না, ঘৃণা-করে, লজ্জা-বোধ হয়, কারণ জীবনের শেষ হইয়া আসিয়াছে, এইক্ষণে কেবল শরীরের ও সময়ের সার্থকতা করাই উচিত, আমরা বিলক্ষণরূপে এক উপায়ান্তর অবলম্বন

করিয়াছিলাম, তাহাতে সর্পের দর্পের শেষ হইত, কিন্তু কতিপয় সুসম্ভ্রান্ত সদাত্মার সদুপদেশে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম, বিশেষতঃ তাহাতে গৃহবিচ্ছেদ আত্মীয় বিচ্ছেদের বিশেষ সম্ভাবনা, একারণ ক্ষান্তির চরণ শরণ লইলাম।

এইক্ষণে প্রার্থনা এই, আমরা যেমন পরপরীবাদ প্রকাশ করণে পরাঙ্মুখ হই, অনুরোধ করি, আমারদিগের লেখক মহাশয়েরা সকলেই সেইরূপ হউন।

বাবু সুরতনাথ দত্তকে আমরা এইস্থলে পুনর্ব্বার সাধুবাদ প্রদান করি।—যেহেতু তিনি যথোচিত শীলতা এবং সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ আমরা বহুকাল বিলম্বে তাঁহার পত্র প্রকাশ করাতে তিনি রোষপরবশ হইয়া দ্বিতীয় কোনো সংবাদ পত্রের আশ্রয় অবলম্বন করেন নাই।—আমারদিগের নিন্দাবাদে রত হন নাই।—সুতরাং তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিলে আমারদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম রক্ষা হয়না।

অপিচ "আমিত্ব" শব্দের আপত্তিকারি পত্রপ্রেরক, যিনি আমারদিগের নিকট হিন্দু নামে পরিচয় দিয়া দ্বিতীয় কোনো পত্রে "জরম্যান" নাম ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর প্রদান পূর্ব্বক এইমাত্র কহিতেছি। তিনি, যিনি, হউন, আমারদিগের যথা-যোগ্য বিনয় ও সম্বোধন গ্রহণ করুন।—এই আপত্তি করাতে আমরা তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।—কারণ এতদ্রূপ বিষয়ের আলোচনা করা অতি কর্ত্তব্যই হইয়াছে, ইহাতে উপকার ভিন্ন অপকার মাত্রই নাই, অনুশীলনের দ্বারা ভাষার যত উন্নতি হইবে ততই মঙ্গলের সম্ভাবনা।—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, তিনি অদ্য দিবসীয় প্রভাকরের প্রতি প্রতীক্ষা কেন করিলেননা? কোনো এক বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে দৈনিকপত্রে তাহার স্থান সম্পন্ন হয়না, এজন্য আমরা মাসিক পত্রেই তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিয়া থাকি।—অতএব কিঞ্চিৎ বিলম্ব সহ্য করাই উচিত ছিল, তাহা না করিয়া অপর পত্রে সেই প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়া আপন মহিমার হানি করিলেন। যাহাহউক, যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আর কোনো উপায় নাই। তাঁহার লেখার আমরা যে উত্তর প্রদান করিলাম, সদয়-চিত্তে তাহা দর্শন করুন। এবং আমারদিগের প্রতি এতদ্রূপ কৃপাবিতরণে যেন কৃপণতা না করেন। আমরা উক্ত লেখকের প্রতি আর কোনো কথাই উল্লেখ করিতে চাহিনা, যেহেতু তিনি আত্মীয়তার কর্ম্মই করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে লেঠেল লেখকেরা যে লাটির প্রহার করিতেছে, তাহা আর সহ্য করিতে পারিনা।—হে পরম সুহৃৎ সাধু-রচনাকারি বিদ্যানুরাগি সকল! আপনারা লেঠেলের হস্ত হইতে আমারদিগকে পরিত্রাণ করুন। কটুকাটব্য উল্লেখ মাত্র না করিয়া সদাচরণ পূর্ব্বক সুরীতিক্রমে সুনীতি ও সুশিক্ষা প্রদান করুন। কুটিলের কুটিল উপদেশ ও কদর্য্য লেখায় যেন কাহারো মনে কুসংস্কার না জন্মে।—যথাযোগ্য অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত কণ্টককানন ছেদন করিয়া দিন। আহা, কি আক্ষেপ!—"কবিতা" কাহাকে বলে, যাহারা তাহার কিছুই জানেনা, যাহারদিগের ভাষায় কিছুমাত্রই লালিত্য ও মধুরত্ব নাই, যাহারদিগের স্তব ও বিনয় বচন কঠোর-ভাবি কাকের ন্যায় কর্কশ ও নীরস, অথচ শ্রোতার কর্ণে লাঠি বাজে, তাহারাই আবার কবিতার দোষ ধরিতে চায়? তাহারাই আবার অভিমান করিয়া গদ্য পদ্য রচনার শ্লাঘা করে, চমৎকার, চমৎকার। যে দেশে অপর বৃক্ষ নাই, সেই দেশে ভেরাণ্ডা বৃক্ষই বৃক্ষ। যে দেশে অপর পক্ষি নাই, সেই দেশে কাকই পক্ষি, যে দেশে বক্তা নাই, সেই দেশে কটু-ভাষিই বক্তা, এবং যে দেশে লেখক নাই, সেই দেশে নিন্দকেরাই লেখক। কেননা যে বনে পশু নাই, সেই বনে গর্দ্দভকেই পশু-শ্রেষ্ঠ কহিতে হইবে।

পরন্তু যে কোনো মহাশয় যে কোনো বিষয় লিখিয়া প্রেরণ করিবেন, তাহাতে যেন আপনাপন নাম ধাম প্রকাশ করেন, যদি কেহ প্রকাশ্য-পত্রে প্রকাশ হইতে ইচ্ছা না করেন, তবে আমরা তাঁহার নাম ধাম গোপন রাখিব, কিন্তু গোপনীয় পত্রে যাঁহার পরিচয় না পাইব তাঁহার পত্র পত্রস্থ করিবনা।

অধুনা ক্রমেই আমারদিগের লেখক বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, কারণ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই গদ্য পদ্য রচনায় অনুরাগি হইয়াছেন, কি এতন্নগর, কি অন্যত্র, সকল স্থানের বিদ্যার্থিবৃন্দ সমান যত্নে ও সমান পরিশ্রমে নিয়তই লেখনী ধারণ করিয়া মনের ভাব সকল লিপিবদ্ধ করিতেছেন, যাঁহার যেরূপ শক্তি ও যেরূপ চালনা এবং যেরূপ যত্ন, তিনি সেইরূপেই কৃতকার্য্য হইতেছেন, ফলতঃ সুখের বিষয় এই, যে, অনেকের লেখাই উৎকৃষ্ট হইতেছে, এই বাঙ্গাল-গবর্ণমেণ্টের চতুঃসীমায় যেখানে যত জিলা ও প্রকাশ্যস্থল এবং তদধীন প্রধান স্থান, গঞ্জ, গ্রাম ও কুটি প্রভৃতি আছে, তথাকার লোকেরাই ইদানীং আদর পূর্ব্বক আমারদিগের পত্র গ্রহণ করিতেছেন, এবং নানাবিধ উপস্থিত সংবাদ ও প্রচুর প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেরণ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকারে ও ভিন্নাধিকারে যেখানে যত বাঙ্গালি আছেন, তাঁহারা প্রায় তাবতেই প্রভাকরের গ্রাহক এবং লেখক ভ্রাতা। অপিচ উৎকল দেশীয় ভদ্র সন্তানেরা, বিদেশোৎসাহি সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানি এবং

এতদ্দেশীয় যবনেরাও অস্মদাদিকে সমানভাবে ঐরূপ অনুগ্রহপাশে বদ্ধ করিতেছেন, অতএব ইহা আমারদিগের পক্ষে সাধারণ আনন্দকর ব্যাপার নহে, পরন্তু সাহেবেরা যদ্রূপ সমাদর সহকারে পত্র গ্রহণ করেন, স্বাবকাশাভাবে অথবা অপরাপর কারণে তাঁহারা তদ্রূপ লিপি-সাহায্য করিতে পারেননা, যাহা হউক, তাঁহারা উৎসাহ পূর্ব্বক বাঙ্গালা-পত্র পাঠ করেন, ইহাই সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

আমারদিগের মাসিক পত্রের শরীর অতি ক্ষুদ্র, বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয় উক্তি, এবং সংবাদাদি প্রকাশ করিতেই স্থান শেষ হইয়া যায়। ইহাতে সর্ব্ব-প্রকার অবস্থান্বিত পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগের প্রেরিত গদ্য পদ্য রচনা সকল যথা সময়ে প্রকাশ করিতে পারিনা। বরং কোনো কোনো দীর্ঘ প্রস্তাব বহুকাল পর্য্যন্তই অপ্রকাশ থাকে এবং কতিপয় কারণে কোনো কোনো রচনা এককালেই পরিত্যাগ করিতে হয়। এই প্রবলতর প্রতিবন্ধকতার নিগূঢ় কারণ না জানিয়া অনেকেই আমারদিগের উপর আন্তরিক অভিমান করেন, রাগ করেন। বিরক্ত হয়েন। কিন্তু কি করি, নিতান্তই উপায়াভাব, স্থানের সুসার না হইলে কাজেই অপ্রকাশ রাখিতে হয়। বিশেষতঃ যে সমস্ত পত্র সর্ব্বাগ্রেই প্রাপ্ত হই, তাহা অগ্রেই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য,—যাহা পরে আইসে তাহা পরেই প্রকাশ করিতে হয়, এই কারণেও বিশেষ বিলম্বের সম্ভাবনা, এই সমুদয় ব্যাঘাত দেদীপ্যমান থাকাতেও আমরা নিয়মিতরূপে প্রেরিতপত্র প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিনা, এজন্য কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় উক্তি প্রকটন করা রহিত করিয়াছি, তথাচ স্থান প্রাপ্ত হইনা। কোনো কোনো ছাত্র লেখক তাহা বিবেচনা না করিয়া অনর্থক আক্রোশ করেন, একজন আমারদিগের অতি আত্মীয় আশীর্ব্বাদপাত্র ছাত্র কয়েকটি রচনা প্রেরণ করেন, স্থানের বিরহে তৎপ্রকাশে বিলম্ব হয়, এই প্রযুক্তই রাগত হইয়া তিনি অনায়াসেই এরূপ এক খানি পত্র লিখিলেন, যে 'পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম, মহাশয় আমারদিগের পরমাত্মীয়, কিন্তু লেখাগুলীন না ছাপাতে এইক্ষণে জানিলাম আপনি ঘোরতর শত্রু,, এইরূপ কত পত্র প্রাপ্ত হই তাহার সংখ্যাই হয় না। কোনো কারণে যাঁহার পত্র প্রকাশ না হয়, অথবা প্রকাশে বিলম্ব ঘটে তিনিই যেন বিরক্ত হয়েন। কোনো কোনো লেখকের লিখিত গদ্য পদ্য, যাহা সম্পূর্ণরূপে দোষান্বিত তাহাও আমরা গুরুতর পরিশ্রমে শোধন করিয়া সময়ে সময়ে পত্রস্থ করিয়া থাকি, কিন্তু যে গুলীন নিতান্তই দূষ্য, সাধারণ-সমাজে উপহাস-যোগ্য, তাহা কি প্রকারে প্রকাশ করিতে পারি? যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তাঁহাকে বলি "ভাই এই এই দোষগুলীন সংশোধন কর, এরূপ না লিখিয়া এইরূপ লিখিলেই ভাল হয়,, তচ্ছ্রবণে যিনি তদনুরূপ করেন, তাঁহার প্রতি কত সন্তুষ্ট হই তাহা কথনীয় নহে, আর যিনি তাহার বিপরীত করেন, তাঁহার প্রতি কোনো কথাই কহিতে পারিনা। অপরন্তু যাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়না, তাঁহারদিগের দোষময় রচনা কাজেই পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ মৌখিক কোনো কথাই চলেনা।

অপরঞ্চ। দুঃখের বিষয় এই,যে, যাঁহারা লিপিকার্য্যে আমারদিগের নিকট বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের লেখার দোষ সংশোধনার্থ উচিতমত উপদেশ করিলে এইক্ষণে রাগান্ধ হইয়া পরের নিকট গ্লানি করেন, দ্বেষ করেন, আপন প্রভুত্ব স্থাপনার্থ অপরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার কারণ অনেকেই নামের নিমিত্ত নিতান্তই ব্যাকুল, "নাম পাগলা,, হওয়াতেই এতদ্রূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। কিসে দুর্নাম, কিসে সুনাম, তাহা বিবেচনা করেননা। কদর্য্য রচনায় দুর্নাম ভিন্ন কখনই সুনামের সম্ভাবনা নাই। আমারদিগের মনের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই, যে, সকলে দোষহীন প্রবন্ধ প্রকটন পূর্ব্বক শুদ্ধ সুনাম সঞ্চয় করেন, কিছুতেই যেন দুর্নাম না হয়। কেননা কুরচনা প্রকাশে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অপেক্ষা অপ্রকাশ রাখাই ভাল।

যাঁহারা পরিশ্রম পূর্ব্বক রচনা করিয়া পত্র সকল প্রেরণ করেন, সেই সমুদয় প্রকাশ না হইলে সুতরাং তাঁহারা দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে পারেন, এবং ইহাতে আমরাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকি, কিন্তু তাহার কোনো সদুপায় দেখিতে পাইনা, পত্রের মূল্য ১ এক টাকা মাত্র এই অল্প মূল্যেই দৈনিক, মাসিক এবং বার্ষিক প্রভাকরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, একে সহজেই ব্যয় বাহুল্য, তাহার উপর আবার অতিরেক ব্যয় স্বীকার করিতে হইলে যন্ত্রালয় বিক্রয় করিতে হয়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে অতিরিক্ত আর এক খণ্ড প্রকাশ না করিলে কোনোমতেই সকলদিগ্ রক্ষা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিনা, যদি রচনার্থি পত্রপ্রেরক ও গ্রাহক মহাশয়েরা প্রতি মাসে অতিরিক্ত।০ চারি আনা মূল্য অঙ্গীকার করেন, তবে আমরা অনায়াসেই অতিরেক পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রতি শনিবার অতিরেক আর এক খণ্ড পত্র প্রকাশ করি, তাহাতে আর কোনো ব্যক্তিরি কোনো রচনা গোপন থাকিবেনা, সংশোধনে প্রাণান্ত হইলেও তাহা করিব, যাঁহারা উক্ত অতিরেক মূল্য প্রদান করিবেন, কেবল তাঁহারাই সেই অতিরেক পত্র প্রাপ্ত হইবেন, অন্যূন ২০০ গ্রাহকের অঙ্গীকারপত্র না পাইলে আমরা এতৎ শুভকর-ব্যাপারে কখনই প্রবৃত্ত হইতে পারিবনা,ইহাতে আমরা দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক প্রভাকরের প্রভা কত বৃদ্ধি করিব তাহা পশ্চাৎ সকলেই জানিতে পারিবেন, এবং আমারদিগের মনে মনে যে সকল শিব-সংকল্প সঞ্চারিত আছে এতদ্দ্বারা তাহা অতি সহজেই পূর্ণ করিতে পারিব।

হর্ষোৎসব।

জগদীশ্বরকে স্মরণ এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক লিখিতেছি গত ১২৬৪ সাল ৩১ চৈত্র সোমবার দিবসে এই প্রভাকরের বর্ষবৃদ্ধিবিষয়ক আনন্দ-প্রকাশক বার্ষিক সভার নিয়মিত কার্য্য অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, সাধু সমূহের সমাগমে সমারোহে সভার শোভা অতি সুন্দর হইয়াছিল।—সেই সভায় মহামঙ্গলময় মহেশ্বর সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, অনেকগুলীন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অধ্যাপক-পণ্ডিত ও তাঁহারদিগের ছাত্র পূজ্যপাদ ঠাকুরবংশ্য প্রধান প্রধান ঠাকুর মহাশয়েরা এবং শিরোভূষণ স্বরূপ বহু সংখ্যক পূজ্যবর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা, সভায় পদার্পণ পূর্ব্বক আমারদিগে কৃতার্থ করিয়াছেন।—পরমপূজ্য শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তথা পরমহিতার্থি শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা সর্ব্বাগ্রেই সভাকে সুসজ্জীভূত করেন। মহামান্য ক্ষত্রিয় মহাশয়দিগের সংখ্যা অতি অল্প, দশজনের অধিক নহে। বৈদ্য মহাশয়দিগের সংখ্যা ৩০০ তিনশতের ঊর্দ্ধ হইবে, কায়স্থ মহাশয়দিগের সংখ্যা ৪০০ চারিশতের ন্যূন নহে, এবং অপর বর্ণের বহু মহাশয় আমারদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশে কার্পণ্য করেননাই। যাঁহারা সংবাদ পত্রের বিশেষ বন্ধু,বিদ্যাবিষয়ে অত্যন্তই অনুরাগি এবং আমারদিগের অনুগ্রাহক গুণগ্রাহক, তাঁহারা তাবতেই প্রতি বৎসর যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবৎসরেও সেইরূপ করিছেন, বিশেষতঃ অধিক আনন্দের বিষয় এই, যে, অনেকগুলীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র এবং সুবিখ্যাত সদ্বিদ্বানগণ সভাস্থ হইয়া অতিশয় উৎসাহ এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এইস্থলে আমরা উল্লেখিত সমুদয় মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, প্রার্থনা করি, করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহারদিগের সকলেরি সকল প্রকার শিব-সম্পাদন করিয়া বর্ষে বর্ষে এইরূপে হর্ষের সঞ্চার করুন।

শ্রীযুত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত নকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তথা

শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
,, বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।
,, বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
,, বাবু গুরুদাস লাহিড়ী॥
,, বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন।
,, বাবু মাধবচন্দ্র সেন।
,, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর।
,, রাজা উদয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
,, রাজা আনন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
,, রাজা সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
,, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।
,, বাবু শিবচন্দ্র দত্ত।
২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীন
,, রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর।
বর্দ্ধমানের আসিস্টাণ্ট কমিস্যনর
,, বাবু নীলমণি বশাখ।
ঢাকার বিখ্যাত রায় বংশীয়
,, বাবু বংশিলোচন মিত্র।
,, বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।
,, বাবু জয়নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী।
,, বাবু মতিলাল দত্ত।
,, বাবু উপেন্দ্রমোহন মিত্র।
,, বাবু ব্রজমোহন সিংহ।
,, বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।
,, বাবু গুরুদাস রায়।
,, বাবু জয়চাঁদ পালচৌধুরী।
,, বাবু দীনবন্ধু দে।
,, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত।
,, বাবু গুরুচরণ সেন।
,, বাবু গঙ্গাচরণ সেন।
,, বাবু জগচ্চন্দ্র রায়।
,, বাবু গুরুচরণ দত্ত।
,, বাবু অমৃতলাল মিত্র।
,, বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, বাবু শিবচন্দ্র গুহ।
,, বাবু ভোলানাথ বসু।
,, বাবু বেণীমাধব ঘোষ।
,, বাবু কাশীশ্বর মল্লিক।
,, বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
,, বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবং বাবু মহেশচন্দ্র নান প্রভৃতি মহামান্য মহোদয়েরা আমাকে বিশেষরূপে সন্তোষিত ও চিরবাধিত করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে আমরা অনেক মহাত্মার নাম প্রকাশ করিতে পারিলামনা। তাঁহারা আমারদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহ যথাযোগ্য সম্বোধন গ্রহণ করুন।

অপরাহ্ণ দিবা চারি ঘণ্টার সময়ে সভা আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৯ ঘণ্টার পরে ভঙ্গ হয়, আমরা প্রথমে জগদীশ্বরের স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক রাজ্যের মঙ্গল প্রার্থনা করি, তৎপরে পারিতোষিকপ্রাপ্ত সুপাত্র ছাত্রদিগের প্ররচিত-প্রবন্ধ সকল পঠিত হয়, বাবু যদুনাথ ঘোষ গোল্ডস্মিথের হার্মিটের অনুবাদ পাঠ করেন, তিনি ঐ রচনায় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত দত্ত ২৫ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন, বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গোল্ডস্মিথ এবং পার্নেল উভয়ের হার্মিটের অনুবাদ পাঠ করত সভাস্থ সমস্ত লোকের চিত্তরঞ্জন করেন, সেই দুটি অনুবাদ সর্ব্বতোভাবেই উত্তম হইয়াছে, তিনি প্রথমোক্ত বিষয়ের অনুবাদে বাবু জয়নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক১০ টাকা এবং শেষোক্ত বিষয়ের অনুবাদে ও অন্যান্য বিষয়ে

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩৫ টাকা পারিতোষিক পাইলেন।—আবজেল হোঁসেন নামক কৃষ্ণনগর মিসেনরি স্কুলের জনেক যবন ছাত্র পার্ণেলের হার্মিটে উমেশ বাবুর দত্ত ১০ টাকা প্রাপ্ত হন। ইংরাজী-কবিদিগের রীত্যনুসারে ঋতু-বর্ণনা করাতে বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় উক্ত দত্ত বাবুর দত্ত ২৫ টাকা পারিতোষিক পান। বাবু হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত্র,, উত্তমরূপে বর্ণনা করেন, তিনি সেই দিবস সভাস্থ হইতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহার প্রবন্ধ সভায় পঠিত হইতে পারে নাই, তিনি উমেশ বাবুর দত্ত ২০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাবু রাধামাধব মিত্র বীর এবং করুণারসে তরণি-সেনের বিষয় অতি মধুর কবিতায় রচনা করত পাঠ করিয়া সকলকে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিলেন, তিনি উমেশ বাবু কর্ত্তৃক ২০ টাকা পুরস্কৃত হইলেন।

কবিবর বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয় সুলেখক ছাত্রদিগ্যে ১৫ খানি স্বরচিত পদ্যপুস্তক পারিতোষিক দেন। তদনন্তর রাধামাধব মিত্র, কালীকৃষ্ণ শর্ম্মা, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু, নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র রায় এবং গোপালচন্দ্র রায়, এই কতিপয় ছাত্র শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, এবং শ্রীযুত রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর, আমারদিগের দত্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

সভা সমাধা হইলে রাত্রি দুই প্রহর একঘণ্টা পর্য্যন্ত আহারাদির ব্যাপার সম্পন্ন হইল।

এবারে সভা মধ্যে পারিতোষিক প্রদানের পদ্ধতি নূতন পদ্ধতি হইয়াছে, এই কার্য্য অতিকল্যাণকর, এজন্য উমেশ বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে, যেহেতু ঐ মহাত্মাই ইহাঁর প্রধান-পথপ্রদর্শক, প্রার্থনা করি ভবিষ্যতে অনেকেই এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হইবেন।

সন ১২ ৬৫ সাল।

বৈশাখ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।

গ্রীষ্মাতিশয্য জন্য বর্দ্ধমান এবং আর আর স্থানে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং রৌদ্রের প্রবলতা প্রযুক্ত বর্দ্ধমানের সমস্ত কাছারির কর্ম্ম প্রাতে ৭ ঘটিকা অবধি ১০টা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইতেছে।—এবৎসর হিন্দু ও শাখা স্কুলের ছাত্রদিগের পরীক্ষা বড় কঠিন হওয়াতে অনেক বালক উত্তমরূপে পরীক্ষা দিতে অক্ষম হয়।—ঝান্সির রাণী বীরবর স্যার হিউজ রোজ সাহেবকে প্রতিরোধার্থ টুরাই নামক স্থানে গমন করেন।—বিদ্রোহি গোলাম হোঁসেনের অধীনস্থ সেনারা সেনাদপুর প্রথমতঃ লুঠ ও অনল দ্বারা একেবারে ভস্মীভূত করত জোয়ানপুর আক্রমণার্থে অগ্রসর হয়, কিন্তু তাহাদিগের প্রতিকূলে ই, লিউগার্ড সাহেব ধাবিত হইয়া সাতিশয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত দুরাচারিদিগকে পরাজিত করিয়া ৮০ জনকে হত করত ২ টা তোপ কাড়িয়া লন,এই যুদ্ধে এপক্ষের লেপ্টেনাণ্ট চারল্স হেবিলক সাহেবের মৃত্যু, ও ৬ জন সোয়ার আহত হয়।—আগ্রার ধনাগার অদ্যাবধি দুর্গমধ্যে আছে এবং অন্যান্য কার্য্যালয় সকল দুর্গ হইতে পূর্ব্ব স্থানে উঠিয়া গিয়াছে।—গ্রীষ্ম জন্য মুজাপুরে মারিভয় হয়।—মৌ নামক স্থানে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া বিস্তর শ্বেতসেনা কালের করাল কবলে কবলিত হয় এবং অন্যান্য ৭০০ ব্যক্তি উক্ত পীড়ায় পীড়িত হইয়া শমন ভবনে গমন করে।—ইটালিবাসী ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেব মহাশয় গত ৩১ চৈত্র দিবসে ধান্যমেরু ক্রিয়া উপলক্ষে বিপুল বিত্ত ব্যয় করেন।—১ আপ্রেল আগ্রার দুর্গ মধ্যে সহসা অগ্নি লাগাতে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ৩০০০ ডুলি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি পুড়িয়া যায়।—আলাহাবাদ হইতে কয়েকদল সৈন্য বদ্‌লি হইয়া যাওনকালীন পথিমধ্যে বিদ্রোহিদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাতে ৬ জন সেনা অল্পরূপে আহত ও ২ জন সাংঘাতিকরূপে আঘাতি হয়, এবং ৮ টা অশ্বের মৃত্যু হয়।—কুকিজাতি হইতে যে সেনা সংগ্রহ করা হইতেছে তাহারদিগের জন্যে "সেলাবার,, নামক স্থানে একটি চিকিৎসালয় এবং পথিকদিগের সুবিধার জন্য সদর ষ্টেসনে কয়েকটি ছাউনি নির্ম্মিত হয়।—বিদ্রোহি মুসলআলি খাঁ, ফতেগড়ে কর্ণেল সিটন সাহেব কর্ত্তৃক নিহত হয়।—দিল্লীর মেগজিনে দেড়লক্ষ মোন বারুদ প্রস্তুত আছে এবং নানাবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্রাদি রহিয়াছে।—গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে জ্ঞাত করে, লেখা নামক পল্লীগ্রামে বিস্তর বিদ্রোহি সমবেত হয়, কিন্তু তাহারা বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, এই সমরে তাহাদিগের ২ টা তোপ কাড়িয়া লওয়া যায়।—যশোহর জিলা মধ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।—লেপ্টেনাণ্ট ট্যুয়াট্য সাহেব কুকি জাতি হইতে কয়েকটা রেজিমেণ্ট প্রস্তুত করেন।—সুবিজ্ঞ, বহুদর্শী, রণনিপুণ মেজর জেনেরল স্যার জেম্‌স, ঔটরাম সাহেব ভারতবর্ষীয় কোন্সেলের তৃতীয় মেম্বরি পদে অভিষিক্ত হয়েন।—আমাদিগের অযোধ্যা প্রবাসি বন্ধু লেখেন, যে লক্ষ্ণৌ অধিকার করণ কালীন বিস্তর বিদ্রোহি হত হয়।—"আলালের ঘরের দুলাল,, নামক একখান চিত্ত-সন্তোষকর পুস্তক প্রকাশ হয়।—আমাদিগের দয়াবান গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর আলাহাবাদে গমন করত এমত অনুমতি প্রদান করেন; যে, ব্রিটিস সেনাদিগের দ্বারা যে সকল প্রজার শস্যাদি নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাদিগের ক্ষতি পুরণ করা যাইবেক।—দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহ এবং অন্যান্য পরিবার সম্বন্ধীয় যে কয়েক খানা জাইগির রাজকোষ ভুক্ত হয়, তাহার বাৎসরিক আয় পাঁচলক্ষ মুদ্রা হইবেক, তারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর মেং এলিএট সাহেব স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় তৎপদে মেং ফরবস্ সাহেব অভিষিক্ত হন।—হাজারিবাগে কয়েকটা বারিক আরম্ভ হয়, তন্মধ্যে তিনটা ইহার মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।—চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতে সর্ব্বত্রই হাহাকার উঠিয়াছে।—চট্টোপাধ্যায় মিত্র এবং কেং নামক ফারমের প্রধান তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী হিন্দুধর্ম্মত্যাগী রেবেরেণ্ড শ্রীযুত লালবিহারী দে কর্ত্তৃক অন্ধকার হইতে আলোকে গমন করেন।

লক্ষ্ণৌ নগরের বৃদ্ধা বেগম বিপুল বিত্ত ও বিস্তর অলঙ্কার লইয়া বোটাওনি নামক স্থানের দুর্গমধ্যে বহুসংখ্যক বিদ্রোহি সেনাগণের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন।—ঢাকা প্রদেশে পোনেরোসের করিয়া তণ্ডুল বিক্রী হয় এবং অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যাদি নিতান্তই মহার্ঘ্য হওয়ায় তৎস্থানীয় সমস্ত প্রজাগণের বড়ই কষ্ট হইয়াছে।—বকড়া গড়ের বিদ্রোহি চাকুর বিশ্বনাথ সাহা ফাঁসি কাষ্টে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।—পোড়াহাটের বিদ্রোহি রাজা অদ্যাপি ধৃত হয় নাই।—দুই জন যবন ইস্মাইলখাঁ এবং মসমন আলি কতক গুলা সেনা সংগ্রহ করত ব্রিটিসের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে, কিন্তু তাহারা লিটন সাহেবের অধীন সেনা কর্ত্তৃক উচিতমত ফল প্রাপ্ত হয়।—ঝান্সি রাণীর প্রতিকূলে একটা ঘোরতর সমর হয় তাহাতে উভয় পক্ষের বিস্তর সেনা হতাহত হয়।—ঐ যুদ্ধে শত্রুদিগের ১৫ টা পিত্তলের কামান কাড়িয়া লওয়া হয়।—ওলা উঠা রোগ বিনাশক সুচিকিৎসক শ্রীযুত হনিং বারজার এই মহানগরস্থ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার নিমিত্ত ৺ মথুরামোহন সেনের নিমতলার বাটীতে একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন।—বিদ্রোহি কুমার সিংহ বক্সর প্রদেশে প্রবেশ করত দারুণ দৌরাত্ম্য করিতেছেন।—এবং অনেক এতদ্দেশীয় লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন।—রোটাসগড়ের সন্নিধ্য বাইগর পাহাড়ে বিদ্রোহি অমর সিংহ বাস করেন, ইংলিসম্যানের কোনোপত্রপ্রেরক লেখেন উক্ত দুরাচারি শীঘ্রই আরায় আগমন করিবেন।—দানাপুর, পাঠনা, ছাপরা জগদীশপুর, আরা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহি কুমার সিংহ পুনর্ব্বার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন।—বিদ্রোহি-কুমার সিংহের বিস্তর সেনা সমভিব্যাহারে জগদীশপুরে আগমন করণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আরার দুর্গ হইতে৪৫১জন সেনা তথায় প্রেরিত হয়, তাহাতে উল্লেখিত সেনাদিগের মধ্যে সমুদয় সেনা এবং কয়েকজন সেনাপতি শত্রু কর্ত্তৃক হত হয়, কেবল অবশিষ্ট ৫০ জন পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই যুদ্ধে বিপক্ষেরা ব্রিটিসের২টা তোপ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কয়েকজন চাপরাসি আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ সময় বিদ্রোহি কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহাতে বড় কর্ত্তা মহাশয় তাহাদিগের বিধবা স্ত্রী এবং সন্তানগণকে যাবজ্জীবনের জন্য পেন্সন অর্থাৎ মাসিক বৃত্তি প্রদানে অনুমতি দেন।—সিংহভূমে কোল জাতিরা পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করায়, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করণার্থ কতকগুলীন নাবিক সেনা এই রাজধানী হইতে প্রেরিত হয়। কাঁচড়াপাড়া,হালিসহর প্রভৃতি স্থানে ভয়ঙ্কর ঝড় হওয়ায় অনেকের অনেক অনিষ্ঠ হয়।—"উউমে" নামক স্থানে জেনেরল ওয়ালপোল সাহেবের অধীন সেনাগণের সহিত বিদ্রোহিদিগের একটা তুমুল সংগ্রাম হয়, তাহাতে ব্রিটিসপক্ষের ১২০ জন সেনা হত হয়, এবং ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার দলের বীরবর কর্ণেল আনরেবিল এ, হোপ সাহের নিহত হন। এই সমরে শত্রুগণ এপক্ষের ২টা তোপ কাড়িয়া লয়, গোরখা সেনাদিগের মধ্যে অনেকেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত পাইয়াছে।—নাজীরাবাদ শত্রু হস্ত হইতে বিমুক্ত করা হয়।—বান্দা নামক স্থান বিদ্রোহি হস্ত হইতে অধিকার করণ কালীন একটা ঘোরতর সমর হয়, তাহাতে বিদ্রোহিদিগের বিস্তর লোক হতাহত হয়, এবং তাহাদিগের ৪টা তোপ এবং কয়েকটা হস্তি ব্রিটিস সেনাদের হস্তগত হয়।—গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে লেখে, ব্রিগেডিয়ার জেনেরল ওয়ালপোল সাহেব অযোধ্যার অন্তঃপাতি সুরক নামক স্থানে, রোহিলখণ্ডস্থ বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে একটা তুমুল সংগ্রাম করেন, তাহাতে শত্রুপক্ষের ৫।৬০০ সেনা পরলোক গমন করে, এবং তাহাদিগের ৪টা তোপ ব্রিটিস হস্তগত হয়।—রুড়কির ব্রিটিস সেনারা বিজনোর নামক স্থানের বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া তাহাদিগের বিস্তর লোককে হত করে,কয়েকটা বড় তোপ কাড়িয়া লয়।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট এবং ডেপুটি গবর্ণর আনারেবিল জোজেব্ এলেক্‌জাণ্ডার ডোরিণসাহেব স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করায়, জন পিটর গ্রাণ্ট সাহেব তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।—আরার শেষ যুদ্ধে বিদ্রোহি কুমার সিংহ দুইটি গুলির আঘাতে আহত হইয়াছেন, ব্রিটিস সেনারা তাঁহার পাল্কি কাড়িয়া লয়, তিনি পলায়ন করায়, তাঁহার শিবির হইতে তিনি লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। রঙ্গপুর প্রদেশে আহারীয় দ্রব্য মাত্রই অগ্নি মূল্য হইয়াছে।—সামান্য তণ্ডুল ৪ টাকা করিয়া মোন প্রাপ্ত হওয়া যায়না।—আরা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওয়ায় সহর ঘাটির প্রজারা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন।—চিলা ঘাট হইতে বিদ্রোহিরা পলায়ন করণ কালীন ব্রিটিস সেনারা তাহাদিগের ১২ টা তোপ প্রাপ্ত হয়।—হামিরপুরের বিদ্রোহি ডেপুটি কালেক্টর মিন্দাদ-আলি এবং পাইলালির তসিলদার বিদ্রোহি মহম্মদ মসান ফাঁসি কাষ্টে জীবন পরিত্যাগ করে।—ফতেগড় হইতে বান্দা পর্য্যন্ত ডাক বসিয়াছে।—ফড়গো নামক স্থানে যে বিদ্রোহি গোলাম সিংহ, মেং জে আগস্টিন সাহেবকে ধৃত করত শিরশ্ছেদন করে সেই দুরাত্মা বসতি নামক স্থানে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক নিহত হয়।—আমাদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ফতেগড়ের শিবির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।—তাঁহার শরীর রক্ষার্থ মহারাণীর ৮০ সংখ্যক দলের সেনা এবং ৫ গণিত পঞ্জাবি অশ্বারোহি সেনারা নিযুক্ত আছে।—ত্রটোয়ার চারিদিগে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।—দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহাকে এই রাজধানী মধ্যে আনয়নের আদেশ হয়, তিনি বিচারে অপরাধী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কি দণ্ড হইবেক, তাহা নিষ্পত্তির জন্য মোকদ্দমার কাগজ পত্রাদিকোর্ট অফ ডৌরকটরসদিগের বিচারাধীনে অর্পিত হইয়াছে।—আগ্রার সকল গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত পবলিক আফিস আলাহাবাদে উঠাইয়া আনিবার অনুমতি হয়।—এমত জনরব যে জগদীশপুরে বিদ্রোহি কর্ত্তৃক কয়েক জন বাঙ্গালি কাটা পড়িয়াছে।—বক্সরের বিদ্রোহিরা অনেক গুলা বাঙ্গালা, অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেয়।—বিদ্রোহি কুমারসিংহের কনিষ্ঠ অমর সিংহ আপনার ভ্রাতার নিকট আসিয়া মিলিত হইয়াছে।—এমত জনরব ব্রিটিস পক্ষীয় মানসিংহ শত্রুহস্ত হইতে ফেজাবাদ অধিকার করেন, এ সংবাদ সত্য কিনা, সন্দেহ আছে।—গোয়ালিয়রের রাজা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করাতে আপন সেনা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে আহারার্থ কেবল যৎকিঞ্চিৎ চিঁড়ে প্রদান করিতেছে।—নবাবগঞ্জের শিবির সহসা বিদ্রোহিরা আক্রমণ করত অনেক ব্রিটিস সেনাকে নিহত করে।—আজিমগড়ে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে একটা ঘোরতর সমর হয়, তাহাতে তাহারদিগের ৩০০ ব্যক্তি হত হয়।—ঝান্সির রাণীর পিতা ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হন।—হরকরা পত্রে লেখে বিদ্রোহি কুমারসিংহের অধীনে ৬০০০ সেনা ও ১২ টা বড় বড় তোপ আছে।—আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর অযোধ্যার পূর্ব্বতন কমিস্যনর গোবিন্স সাহেবকে লেখেন, যে আপনার আলস্য প্রযুক্ত অযোধ্যানগরে বিদ্রোহি ঘটনা উপস্থিত হয়।—শাহাবাদস্থ কয়েকখানা বাণিজ্য কার্য্যালয় বিদ্রোহিরা অনল সংযোগে

একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, মহারাজা জং বাহাদুর গোরক্ষপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেপাল অভিমুখে গমন করিয়াছেন।—জোন্সের অধীন সেনারা সাতিশয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মোরাদাবাদ শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছে।—বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব বেরিলিস্থ প্রজাদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব সম্যকরূপে দেখাইতেছেন, তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে সেই প্রদেশের কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।—বডকর্ত্তা মহাশয় গোরখা সেনাদিগের পুরস্কারের নিমিত্ত ১০০০০টাকা জং বাহাদুরকে প্রদান করেন।—নসিরাবাদের বনের রণে ব্রিটিস সেনারা জয়ি হইয়া বিদ্রোহিদিগের ৭ টা তোপ কাড়িয়া লয়।—গবর্ণমেণ্ট সংবাদে ব্যক্ত করে "বিদ্রোহিরা সাজাহানপুর অধিকার করণকালীন প্রজাগণের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং অনেকের প্রাণ নাশ করে, এই সময় যে একটা সমর হয়,তাহাতে অনেক ব্রিটিসপক্ষীয় সেনা হতাহত হয়।—ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল সাহেবের অধীন সেনারা লক্ষ্ণৌনগরের নিকটবর্ত্তি কোনোস্থানে শত্রুদিগের সহিত তিনবার যুদ্ধে পরাজিত হয়, এই সমরে ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল সাহেব এবং অন্যান্য ৭ জন সেনাপতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।—পাটনার কমিস্যনর সাহেব নিম্ন লিখিত কয়েকটি সামরিক সংবাদ প্রেরণ করেন, যথা, "এক ব্যক্তি জগদীশপুর হইতে আমার নিকট আসিয়া কহিল যে "বিদ্রোহি কুমারসিংহ নিশ্চিতরূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিদ্রোহিদিগের শিবির মধ্যে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের সামরিক এবং আহারীয় দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই, পাটনায় সংপ্রতি কোনোরূপ গোলযোগ নাই।—হতমপুরে বিদ্রোহিদিগের সহিত যে এক সংগ্রাম হয় তাহাতে বিস্তর বিদ্রোহির প্রাণ বিয়োগ হয়,অবশিষ্ট যারা কিম্বা ধরা পড়িয়াছে।—জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব লেখেন যে, বেরিলি অধিকার করা হইয়াছে, বিলাতীয় সংবাদে জানা গেল যে তথায় টাকার বাজার উত্তম নহে, বাণিজ্যের বাজারের গতিক বড় ভাল নহে।

ইস্তাহার।

বনারসকে বীচমেঁ স্থিত যাবত সম্পত্তি প্রকাশ্য যানে জাহরী নীলামেঁ বিকরী হোবেগী।

বন্ধক দেনেবালা বন্ধকি তমস্সুকমেঁ বন্ধক লেনেবালা যানে মহাজন জো বেচনেকা হকদার হোবে তো বেচনেকা জো হক্‌তিয়ার লিখ দিয়া হৈঁ বহী হক্‌তিয়ার মোতাবক মিস্যুয়ার্স মেকেঞ্জি লায়েল কম্পনী সাহেবান্ লোগ অপনে লাগোঁকে কলকত্তেকে এক্সচেন্জ নামক নীলামকে কমরসিয়ল রুম নামক বিক্রয়স্থলে নীচে কী লিখহুয় তমাম সম্পত্তি নীলাম করকে বেচেঁগে।

বিশেষতঃ জাহিজী মহরকে দর্মিয়ান্ দেবনাথপুরকে গ্রামিল জো উস্কে বীচমেঁ স্থিত জো এক মকান্ অথবা রৈয়তী ছবেলী জিস্কা কুছ ইঁটকা জোঁ কুছ পত্থরসে বনা হুআ হৈঁ জোঁ উস্কে সাথ জো এক খড্ড জো বন্দ জিমীন্ হৈঁ অন্দাজ দীর্ঘমেঁ এক সৌ উন্নাসী গজ জো প্রস্থমেঁ এক সৌ তিরষঠ গজ জোঁ তেরগীরা জিস্কে এক তরফ উপরকী লিখী হুই ছবেলী বগৈরা বনী হুই হৈ উস্কা অবিভাগকিয়া।—পাচ আনা হিস্সা জো রকমকে উপর বাবু নবীনচন্দ দত্তকা জো সত্ব জো অধিকার হৈ সোভী বিকেগা।

বিশেষতঃ উপরকে লিখে হুয় মহর বনা রসকে মহল্লে চৌষট্টি নামক জামাকে গ্রামিল জো উস্কে বীচমেঁ স্থিত জো এক খপরেলকা বনা ঘর জো উস্কে সাথ জো এক খড্ড জো বন্দ জিমীন হৈ অন্দাজ চার সৌ ঘাইট গজ জিস্কে এক তরফ উপরকা লিখা হুবা ঘর লিখা গয়া হৈ উস্কা অবিভাগ কৃত।—পাঁচ আনা হিস্সে মে জো উস্কে উপর উপরকা লিখা হুবা নবীনচন্দ দত্তকা জো সত্ব জো অধিকার হৈ সো বিকেগা।

জিস্ নিয়মমেঁ যিহ সম্পত্তি বিকেগী সো বিক্রীকা বখত দেখায়া জাবেগা জোর খরীদ করনেবালে দেখনে পাবেঁগে জোর অগর্চে কোই পেস্তর দেখনেকা ইরাদা রখে তো বে লোগ উপরকী লিখি হুই সম্পত্তি জো বিক্রীকে পেস্তর এক পক্ষকে দর্মিয়ান্ জিস্‌বখত হোবে ন কাহে নীচে কে সহী করনেবালে লোগোঁকে কারবারী জগহমেঁ অজ্‌র্ণ করকেসে ভী দেখনে পাবেঁগে। জোর সমাচার ইস্কা বাকিব হোনেকা হরাদা করকেসে ভী জানে সকেঁগে।

জজ, জজ, ঘোটকিন্স।
বন্ধক গৃহীতাকে পক্ষীয়
উকীলগণ।

নং ২ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। ২২ মে ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন

বারাণসীস্থিত স্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয়।

বন্ধকদাতা বন্ধকিখতে বন্ধকগৃহীতা অর্থাৎ মহাজনকে বিক্রয় করণের যে ক্ষমতা লিখিয়া দিয়াছেন সেই ক্ষমতানুসারে মিস্যুয়ার্স মেকেঞ্জি লায়েল কোম্পানি সাহেবানেরা তাঁহারদিগের কলিকাতাস্থ এক্সচেঞ্জ নামক নীলামের কমরসিএল রুম নামক বিক্রয়স্থলে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল নীলাম দ্বারা অতি শীঘ্রই দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ বারাণসী নগরের অন্তঃপাতি মহাল্লা দেবনাথপুর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ভাড়াটিয়া গৃহ অথবা বসতি বাটী যাহার কিয়দংশ ইষ্টক ও কিয়দংশ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দীর্ঘে একশত ঊনআশি গজ ও প্রস্থে একশত তেষট্টী গজ এবং তেরোগিরা যাহার একাংশে উল্লেখিত গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অংশীকৃত পাঁচ আনা অংশ ও রকমের উপর বাবু নবীনচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাই বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ উল্লেখিত শহর বারাণসীর মহাল্লা চতুঃষট্টী নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খাপরেলের বাঙ্গালা ঘর ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারিশত ষাট গজ, যাহার এক ভাগে উল্লেখিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে,তাহার অবিভাগীকৃত পাঁচআনা অংশে ও পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও পাঁচআনা অংশের উপর উল্লেখিত নবীনচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাই বিক্রীত হইবেক।

যে নিয়মে এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক, তাহা বিক্রয়ের সময়ে দেখান যাইবেক এবং ক্রয় করণার্থিগণ তাহা দেখিতে পাইবেন এবং যদ্যপি কেহ পূর্ব্বে দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহারা উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্ব্বে এক পক্ষের মধ্যে যে সময়ে হউক,নিম্ন স্বাক্ষরকারিদিগের কার্য্যালয়ে আবেদন করিলেই দৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং অন্যান্য বিবরণ জানিবার মানস করিলেও জানিতে পারিবেন।

JUDGE JUDGE & WATKINS.
Solicitor's for the Mortogage.

জজ, জজ, এণ্ড ওয়েটকিন্স।
বন্ধকগৃহীতার পক্ষীয়
উকীলগণ।

নং ২ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। ১১ মে ১৮৫৮ সাল।



গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আশাম অঞ্চলে
বাষ্পীয় জাহাজের
গমন।

শ্রীযুত জনরেবিল কোম্পানির বাহাদুরের "কালীগঙ্গা" নামক বোধায়ের নৌকা "তামস" নামক বাষ্পীয় তরির দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখ শনিবার প্রাতে উল্লেখিত স্থানাদিতে গমন করিবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের
আজ্ঞানুসারে।
J. WOODLEY.
Clerk of the Govt. Boat Office.
জে, উড্‌লি।
গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসের
ক্লার্ক।

গবর্ণমেণ্টের বোট আফিস
১২ মে ১২৫৮।

বিজ্ঞাপন।

মৃত হিন্দু প্রজা মদনমোহন মল্লিক, যিনি সর্ব্বাগ্রে বড়বাজারে বাস করিতেন, এবং সর্ব্বশেষে ঢাকা-নিবাসী হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র মল্লিক, যিনি বাঙ্গালা ১২৪৪ বারশত চুয়াল্লিশ সালের ১৭ সতরুই ফাল্গুন দিবসে উল্লেখিত মৃত মদনমোহন মল্লিকের এক উইলপত্র প্রমাণে তাঁহার বিষয়ের এক্সিকিউটর হইয়া "প্রবেট" গ্রহণ করেন। উক্ত মৃত মদনমোহন মল্লিক পরে শেষ যে এক উইল করেন, সেই উইলের বিধানানুসারে পূর্ব্বোক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের প্রবেট গ্রহণ করা প্রথম উইল অগ্রাহ্য, অপ্রামাণ্য এবং ত্যাজ্য করা হইয়াছে, অতএব এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক এবং সাবধান করা যাইতেছে. যে, কেহ যেন পূর্ব্বোক্ত মদনমোহন মল্লিকের বিষয় বিভবের কোনোরূপ অংশ ক্রয় না করেন, এবং উল্লেখিত ওছি শিবচন্দ্র মল্লিকের সহিত ক্রয় বিক্রয়াদি কোনো বিষয়েরি সংযোগ সম্বন্ধ না রাখেন ইতি।

COLLY DOSS DHUR.
কালিদাস ধর।
OWEN &. BANNERJE
ওয়েন এণ্ড বানরজি।
বাবু কালিদাস ধরের উকিল।

বিজ্ঞাপন

আরক্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আরক্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আরক্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআরক্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আরক্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চার্লস জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আরক্যান
শোসাইটী।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

দৈনিক পত্রিকা

এ প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

ঞ্জ সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ঞ্জ
ঞ্জ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ঞ্জ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচি
দ্ভ্রাম্যন্ভ্রামরমত্তভ্রমরীগীতং পঠন্তি স্ফুটং।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

এই প্রভাকর পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২৪ সংখ্যা] শুক্রবার ২ জৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১৪ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিংকালেজে আগামী ১ জুন দিবসাবধি ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি করিবার নিমিত্ত উক্ত কালেজ গৃহে আগামী ২৫ মে মঙ্গলবার দিবসে ছাত্রদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবেক, এই পরীক্ষার কার্য্য ২৬।২৭ এবং ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত সমাধা হইতে পারিবেক, বেলা ঠিক দশ ঘটিকার সময় উক্ত কয়েক দিবসেই পরীক্ষা আরম্ভ হইবেক।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশাকাঙ্ক্ষি ছাত্রগণ গত মার্চ্চ মাসে যে সকল পুস্তক এবং বিষয়ের পরীক্ষা দিয়াছিলেন এস্থানেও সেইরূপ পুস্তকাদি নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। প্রথম দিবসে ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবেক, দ্বিতীয় দিবসে হিষ্ট্রি এবং জিওগ্রাফি, তৃতীয় দিবসে লিটারেচার এবং চতুর্থ দিবসে নেচারেল হিষ্ট্রির পরীক্ষা হইবেক।

E. C. S. WILLIAMS
PRINCIPAL.
Civil Engineering Colledge.

ই, সি, এস, উইলিয়ম্‌স।
সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজের
প্রিন্সিপেল।

সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজ।
ফোর্ট উইলিয়ম। ৫মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

হালিসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোলোগকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters,

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং পিত্তলের নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মুল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন।১ নং।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন

আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে ৮ আট জন বাঙ্গালি কম্পাজিটর ও ২ দুই জন ইংরাজী ডিষ্ট্রিবিউটরের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা উত্তমরূপে কম্পজ এবং মেকঅপ করিতে পারেন, এমত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে তাহারদিগের কার্য্যদক্ষতা ও নিপুণতা দেখিয়া বেতন নির্দ্ধারিত পুর্ব্বক নিযুক্ত করা যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ মে ১৮৫৮।

মেং ডবলিউ, জে, এলেন সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়াছেন।

কাপ্তেন ই, টি, ডেলটন সাহেব ছোটনাগপুরের কমিস্যনর হইয়াছেন।

মে এ, লিটিলডেল সাহেব নদীয়া জিলার সিবিল এবং শেসন জজ হইয়াছেন।

মেং ডবলিউ বেল সাহাবাদের সিবিল এবং শেসন জজ হইয়াছেন।

১৩ মে।

লার্ড এইচ, ইউ, ব্রাউন সাহেব হুগলির আফিসিএটিং মাজিষ্ট্রেটিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেং আর, জে, উইগ্রাম সাহেব জিলা চব্বিশ পরগণার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি উক্ত জিলার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

২ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

৺ বাবু হরকুমার ঠাকুর।

আমরা গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি। এতন্নগরীয় পাতুরে ঘাটা নিবাসি ধন রাশি সুবিখ্যাত ঠাকুর বংশীয় মহামান্য পূজ্যপাদ ৺ বাবু হরকুমার ঠাকুর মহাশয় গত ৩০ বৈশাখ বুধবার রজনী শেষ প্রহরে শ্রীশ্রী ৺ ত্রিদশ তরঙ্গিণী তীরে নীরে সজ্ঞানে উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় অনিত্য সংসার পরিহার পুর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।—নিদারুণ নিষ্ঠুর ওলাউঠা রোগ এই মহাত্মা-পুরুষের দেহ সংহার করিল, ইনি সর্ব্বগুণান্বিত সুধার্ম্মিক সুপণ্ডিত নির্দ্দোষ পুরুষ ছিলেন। নিরন্তর কেবল পণ্ডিত মণ্ডিত হইয়া সাধু ধর্ম্মে সময়ের ও শরীরের সার্থকতা করিতেন।—উক্ত মহাশয় সর্ব্বাংশেই প্রধান এবং ধনির মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং ইহার অভাবে রত্নময়ী বসুধা এক অমূল্য মহারত্ন বিহীন হইলেন। এই হৃদয় বিদীর্ণকর নির্দ্দয় সংবাদ যিনি শ্রবণ করিবেন, তিনিই শোকাভিভূত হইয়া কেবল হাহাকার করিতে থাকিবেন। ঠাকুর বাবুর দুইটি পুত্র, পিতার ন্যায় নির্ম্মল এবং সর্ব্বতো ভাবেই শ্রেষ্ঠ।—প্রার্থনা করি, তাঁহারা সর্ব্ববিঘ্ন-বিহীন হইয়া যথা নিয়মে বহুলোক প্রতিপালন পূর্ব্বক সমূহরূপ সৎকার্য্য দ্বারা পিতৃ পিতামহের নামের উচ্চ গৌরব এবং বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করুন। বাবুর বয়স বোধ হয় ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

আমরা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা অবগত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ পুর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি বিশ্বমান্য পুজ্যবর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। প্রার্থনা করি তিনি শীঘ্রই সংম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া সকলের সুখসন্তোষ বর্দ্ধক হউন। যাঁহারা বহু লোকের প্রতিপালক এবং সর্ব্বগুণজ্ঞ। তাঁহারদিগের শরীরে কোনোরূপ বিড়ম্বনা হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই নাই।—আহা! উক্ত মহাত্মা সংপ্রতি ভাতৃ বিয়োগ জনিত শোকে যেরূপ কাতর হইয়াছেন তাহা অনির্ব্বচনীয়।

শুভ বিবাহ!

আমরা আহ্লাদ পুর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি তেলিনী-পাড়া নিবাসি সদ্গুণান্বিত মহামান্য ভুম্যধিকারি শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত ২২ বৈশাখ আপনার জে,ষ্ঠ-পুত্র এবং ২৭ বৈশাখে কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহ পুর্ব্বক সুনির্ব্বাহ করিয়াছেন।—এতৎ মাঙ্গলিক কার্য্যে উক্ত বাবুর সর্ব্ববিষয়েই সুখ্যাতি হইয়াছে। সামাজিক দান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘটক কুলীন বিদায় এবং ভোজাদি সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর হইয়াছিল।

ফলাহারী পূজা।

ধার্ম্মিকবর সুভক্ত অনুরক্ত শিবপ্রিয় শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয় গত ৩০ বৈশাখ বুধবার রজনীতে শ্রীশ্রীবিশ্বজননী ত্রিতাপ-হারিণী ত্রিগুণ-ধারিণী ত্রিলোক-তারিণী নিস্তারিণী মহেশ্বরী মাতার পূজা অতি পবিত্ররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। নানাবিধ উপাদেয় ফল এবং মিষ্টান্নাদিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পর দিবস প্রসাদীয় দ্রব্য সকল সর্ব্বত্রই বিতরণ করিয়াছেন। শিবের ভক্তি শ্রদ্ধায় নিতান্তই বোধ হইল, শিব শিবের হৃদয়ে শিবরূপেই বিরাজ করিতেছেন। এবং শিবের কালী শিবের মনের কালী মোচন করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ পাঠে অবগতি হইল যে, আরা নিকটবর্ত্তিস্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বিস্তর বিদ্রোহিরা পরলোক গমন করিয়াছে, আরা হইতে কয়েকখানি পত্র আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, যে বিদ্রোহি কুমারসিংহ এবং তাহার ভ্রাতা অমর সিংহ বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎপরে বিপক্ষেরা পরাজয় স্বীকার পুর্ব্বক দক্ষিণ ভাগে পলায়ন পরায়ণ হয়, তাহারা কর্ণেল কর ফিল্ড সাহেবের কর্ত্তৃক উপযুক্তরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে তাহার কোনো সন্দেহ নাই। নিম্নস্থ বিষয়টি ব্রিগেডিয়ার জেনেরল লিউগার্ড সাহেব গত ১১ দিবসে জগদীশপুর হইতে প্রেরণ করেন যথা গত ৯ তারিখে জগদীশপুরস্থ বিদ্রোহিদিগের প্রতিকুলে একটা ঘোরতর সমর হয়, তাহাতে তাহাদিগের অনেকেই শমন ভবনে প্রেরণ করত উক্ত সহর এবং বিদ্রোহিকুমার সিংহের বাটী অধিকার করিয়াছি এপক্ষের কয়েকজন কেবল আহত হইয়াছে কিন্তু কেহই মারা পড়ে নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ফিনিক্স পত্রের ভাগলপুরস্থ কোনো সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি সাহাবাদে বিস্তর বিদ্রোহির সমবেত হইয়াছে, শত্রুগণ উক্ত স্থানের প্রত্যেক ঘাঁটি এবং লেন মধ্যে শ্রেণী বদ্ধ পুর্ব্বক কামান সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

গত ৬ তারিখের আলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে পূর্ব্বে এমত সংবাদ প্রচার হইয়াছিল, যে গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর ৯মে তারিখে এস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, কিন্তু এক্ষণে শুনা গেল যে বাহাদুর আর কিছু দিবস এস্থানে অবস্থিতি করিবেন, এই স্থানীয় পুরাতন কারাগার ভগ্নাবস্থা হওয়ায় একটা নূতন কারাগার নির্ম্মাণার্থ আদেশ হইয়াছে, শুনিলাম এস্থানের ৬ ক্রোশ অন্তরে তিন চারি সহস্র বিদ্রোহির সমবেত হইয়াছে, তাহারা একটা মৃত্তিকার দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া সময়ে

সময়ে নিকটবর্ত্তি স্থানের প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে ত্রুটি করেনা, উক্ত দুরাচারিরা তৎস্থানীয় পল্লীগ্রামবাসিদিগের যথা সর্ব্বস্ব লুঠ এবং তাহাদিগের গৃহাদি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে।

ইংলিসম্যান পত্রপাঠে অবগতি হইল, যে দিল্লীস্থ যবনেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর তথায় অবস্থিতি করিতে পারেনা। সমস্ত রজনী অন্যত্র অবস্থান করত তাহার পর দিবস প্রাতঃকালে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় এপ্রকার শক্তাশক্তি অনুমতি যবনদিগের প্রতি হওনের হেতু এইযে তাহারা ব্রিটিস বিপক্ষে কোনোরূপ মন্দ অভিসন্ধি করণের উদ্যোগ করিয়াছিল।

মহারাজা জংবাহাদুরের অধীন যে সকল সেনা নবাবগঞ্জে বাস করিতেছিল, গত ২৯ তারিখে সেই সকল সেনা অযোধ্যায় আগমন করিয়াছে, বিস্তর বিদ্রোহি নদীর অপর পারে অবস্থিতি করিতেছে, গোরখা সেনারা উক্ত শত্রুদিগের প্রতি ২ মে তারিখে সমর করণার্থে নদী পার হইয়াছে, শুনিলাম মানসিংহ তাহারদিগের কমেণ্ডার হইয়াছে।

এয়োটাস্থ ব্রিটিস সেনারা, দিয়লি এবং দলিপ নগরে বিস্তর বিদ্রোহির শিরশ্ছেদন করিয়াছে।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল গোরক্ষপুরস্থ যে সকল বিদ্রোহিরা মেং আগষ্টিন সাহেবের মৃত্যু সাধনে তৎপর হইয়াছিল, তাহারা কাপ্তেন ক্লার্ক সাহেবের অধীন সেনাগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করণে বাধ্য হইয়াছে, এই সময়ে ৬০ জন বিদ্রোহি পরলোক গমন করে, এপক্ষের দুই জন হত এবং চারিজন আহত হইয়াছে।

পাঠনার ৬ মে দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, সংপ্রতি এস্থানে কিঞ্চিৎ নিরাপদ হইয়াছে, বাজারে এমত একটা গল্প উঠিয়াছে যে, আরার অন্তঃপাতি ডুমরলের রাজা যিনি বিদ্রোহি কুমার সিংহের আত্মীয়, তিনি স্বীয় গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা গাঢাকা দিয়াছেন, ইহার কারণ কিছুই উপলব্ধি হয়নাই।

অনুবাদিত সংবাদ।

হরকরার কোনো সংবাদদাতা লেখেন, লেপ্টেনাণ্ট ভগহাল সাহেবের অধীন নেবেল ব্রিগেড সেনারা গয়ায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, যাহাতে এপ্রদেশ ভবিষ্যতে নিরাপদ হয় এমত বিষয়ে এস্থানের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর সাহেব মনোযোগী হইয়াছেন, সম্প্রতি এস্থানে ডাক নিয়মিতরূপে আসিতেছে।

ফ্রি স্কুলের সেক্রেটরী রেবেরেণ্ড জে, উমসন সাহেব বিলাত গমন করায় তৎপদে মৃজাপুরের স্কুলের পূর্ব্বতন শিক্ষক মেজর রেম্প থরপি সাহেব অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন, যে "উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যালয়াদি ভবিষ্যতে আলাহাবাদে স্থাপিত করণে গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তথায় শ্বেত সেনাদিগের আবাস রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তি কিয়দংশ স্থান হোটেল এবং দোকান পশার নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট ৫০ বৎসরের নিমিত্ত পাট্টা করিয়া দিবেন ইহার মধ্যে এবিষয়ের ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মদ্রচিত কতিপয় পদ্য পঁক্তি সংশোধনপূর্ব্বক স্বদীয় প্রভাকর পত্র পার্শ্বে উদিত করত বাধিত করিবেন।

ত্রিপদী।

দেখনা দেখনা প্রিয়ে, কাঁচা মুখে মুখ দিয়ে
কোকিল করিছে কুহু রব।
শত শতদল দলি, গুণ গুণ গুঞ্জে অলি,
এক মাত্র আমিই নিরব॥
সারি সারি শুকশারি, হায় হায় বলিহারি,
সুধাস্বরে করিতেছে গান।
নিজ নিজ ভাবভরে, সহ হংসী হংস চরে,
কভু মুখামৃত করে পান॥
ফুটিছে কুসুম বন, জুটিছে মধুপগণ,
ছুটিছে সুবাস কিবা তার।
মন্দমন্দ সমীরণ, দেখ বহে অনুক্ষণ,
চল যাই মানস কাসার॥
বিমল তরল জল, করিতেছে টলটল,
কলকল শব্দ নাহি যথা।
"কেন আর ছল ছলে,, পরিধান করি গলে
প্রেমহার চল যাই তথা।
সরোরুহ করে করি, সাজাব মানসোপরি,
মৃনালেতে বলয় করিব।
দেখিব সে হীর ভাব, কটাক্ষে কৃতার্থ লাভ,
আর নাহি বিচ্ছেদ স্মরিব॥
"কর কর কৃপাকর,, থরথর কলেবর,
মরমর হইয়াছি প্রায়।
নেত্র করে ছলছল, দরদর বহে জল,
হরহর অনঙ্গের দায়॥
নবীনা ললনা কেন, প্রেমস দেখিয়া হেন,
শাসিতেছে নিরুপায় জনে।
ধরি করে ক্ষম রোষ, কটাক্ষেতে পরিশোষ
কর চাহি কুরঙ্গ নয়নে॥

শ্রী হ, প্র, রা, চৌ।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

আগরতলা

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ভিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১৲টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১৲টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিৎ
সংজাতেন তজ্জলীয়মদমুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তাস্তদ্বিরেফাবলীঃ॥

৭০২৫ সংখ্যা। শনিবার ৩ জৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১৫ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

আরফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আরফ্যান শোসাইটীর সেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আরফ্যানগঞ্জ নাম্ন ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃ আরফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আরফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আরফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন

কারিগর ও মিস্ত্রিদিগের প্রতি।

নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি রিবেটা অর্থাৎ একপ্রকার প্রেক এবং পাকসাঁড়াসি নির্ম্মাণকারক উত্তম কারিগরদিগকে উত্তম বেতন ও অনেক কর্ম্ম দিতে প্রস্তুত আছেন। আইরণব্রিজ ইয়ার্ড অর্থাৎ লোহার সাঁকো নির্ম্মাণের কারখানার কারিগরদিগকে এক্ষণে যে বেতন দেওয়া যায় তাহা অল্প কেননা তাহারা কলিকাতা নগরের মধ্যে অতি অপকৃষ্ট কারিগর নিম্ন স্বাক্ষরকারি ব্যক্তির স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কোনো কোনো ব্যক্তি আপন লভ্যের নিমিত্ত এই ইয়ার্ডে উত্তম কারিগর আসিতে দেয় না, যে কেহ এইরূপ দোষিব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের সন্ধান দিতে পারিবেক, যদ্দ্বারা দোষিব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ধৃত হয় ও দণ্ড পায়, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

R. S. STERLING.
Superintendent of the Iron Bridge Yard Allipore.

আর, এস, ষ্টারলিং।
আইরণব্রিজ ইয়ার্ডের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আলীপুর।
৪ মে ১৮৫৮।

হস्তাক্ষর।

बनारसके बीचमें स्थित घरकर सम्पत्ति प्रकाश्य यानें जाहरी नीलामें बिकरी होवेगी।

बन्धक देनेवाला बन्धकि तमस्सुकमें बन्धक लेनेवाला यानें महाजन को बेचनेका जो रख्तियार लिख दिया है वही रख्ति यानें नोतावेक मिसुवार्स मेकेन्जि खायेल कम्पनी साहेबान् लोग आने खरीदके वास्ते रखसचेन्ज नामक नीलामके कमरे सिथल रूम नामक बिकनेके जागामें नीचे की लिखिहुइ तमाम सम्पत्ति नीलाम करके बेचेंगे।

बिशेषतः काग्रिजी मुहरके हर्मियान् देवनाथपुरके ग्रामिल जो उस्के बीचमें सथित जो एक मकान् अथवा रैय्यती हवेली जिस्का कुछ इंटका और कुछ पत्थरसे बना हुआ है और उस्के साथ जो एक खण्ड जो बन्द जिमीन् है अन्दाज दीर्घमें एक सौ उन्नासी गज और प्रस्थमें एक सौ तिरसठ गज और तेरगीरा जिस्के एक तरफ उसरकी लिखी हुइ हवेली बगैरा बनी हुइ है उस्का अबिभागकिया।—मार्च ७ई पाँर दा.सी

कारखाना मध्ये बाक्स प्रस्तुत

রকমকে ওপর বাবু নবীনচন্দ দত্তকা জো সত্ব ও অধিকার হৈ সোভী বিকেগা।

বিশেষতঃ ওপরকে লিখে হুয়ে মকহর বনা রসকে মহল্লেকে চৌঘট্টি নামক জাগাকে শামিল ও উস্কে বীচমেঁ স্থিত জো এক খপরেলকা বনা ঘর ও উস্কে সাথ জো এক খণ্ড ও বন্দ জিমীন হৈ অন্দাজ চার সৌ ষাইট গজ জিস্কে এক তরফ উপরকা লিখা হুবা ঘর লিখা গয়া হৈ উস্কা অ বিভাগ কূত।—পাঁচ আনা হিস্সেমে ও উস্কে ওপর ওপরকা লিখা হুবা নবীনচন্দ দত্তকা জো সত্ব ও অধিকার হৈ সো বিকেগা।

জিস্ নিয়মমেঁ উহ সম্পত্তি বিকেগী সো বিকনেকা বখত দেখায়া জাবেগা ঔর খরীদ করনেবালে দেখনে পাবেঁগে ঔর অগর্চে কোই খরীদ দেখনেকা ইরাদা রখে তৌ বে লোগ ওপরকী লিখি হুই সম্পত্তি ও বিক্রীকে খরীদ এক পক্ষকে দর্মিয়ান্ জিস্বখত হোবে না কাহে নীলে কে সহী করনেবালে লোগোঁকে কারবারী জমহমেঁ অন্তর্ভূক্ত কারজেঁ হী দেখনে পাবেঁগে। ঔর২ সমাচার ইস্কে বাকিব হোনেকা ইরাদা করজেঁসে ভী জানলে সকেঁগে।

জজ, জজ, ঔটকিন্স।
বন্ধক গৃহীতাকে পক্ষীয়
উকীলগণ।

নং ২ ঔল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। ১১ মে ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন

বারাণসীস্থিত স্থাবর সম্পত্তি
প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা
বিক্রয়।

বন্ধকদাতা বন্ধকিখতে বন্ধকগৃহীতা অর্থাৎ মহাজনকে বিক্রয় [illegible] Printed

ন সেই ক্ষমতানুসারে মিস্থয়ার্স মেকেঞ্জি লায়েল কোম্পানি সাহেবানেরা তাঁহারদিগের কলিকাতাস্থ এক্রচেঞ্জ নামক নীলামের কমরসিএল রুম নামক বিক্রয়স্থলে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল নীলাম দ্বারা অতি শীঘ্রই দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ বারাণসী নগরের অন্তঃপাতি মহাল্লা দেবনাথপুর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ভাড়াটিয়া গৃহ অথবা বসতি বাটী যাহার কিয়দংশ ইষ্টক ও কিয়দংশ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনমান দীর্ঘে একশত ঊনআশি গজ ও প্রস্থে একশত তেষট্টী গজ এবং তেরোগিরা যাহার একাংশে উল্লেখিত গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অনংশীকৃত পাঁচ আনা অংশ ও রকমের উপর বাবু নবীনচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাই বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ উল্লেখিত শহর বারাণসীর মহাল্লা চতুঃষষ্টী নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খাপরেলের বাঙ্গালা ঘর ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারিশত ষাটি গজ, যাহার এক ভাগে উল্লেখিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অবিভাগীকৃত পাঁচআনা অংশে ও পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও পাঁচআনা অংশের উপর উল্লেখিত নবীনচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাই বিক্রীত হইবেক।

যে নিয়মে এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক, তাহা বিক্রয়ের সময়ে দেখান যাইবেক এবং ক্রয় করণার্থিগণ তাহা দেখিতে পাইবেন এবং যদ্যপি কেহ পূর্ব্বে দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহারা উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্ব্বে এক পক্ষের মধ্যে যে সময়ে হউক, নিম্ন স্বাক্ষরকারিদিগের কার্য্যালয়ে আবেদন করিলেই দৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং অন্যান্য বিবরণ জানিবার মানস করিলেও জানিতে পারিবেন।

JUDGE JUDGE & WATKINS,
Solicitor's for the Mortogage.

জজ, জজ, এণ্ড ওয়েটকিন্স।
বন্ধকগৃহীতার পক্ষীয়
উকীলগণ।

নং ২ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। ১১ মে ১৮৫৮ সাল।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।
গৃহ প্রস্তুনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।
নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি ব্রঞ্জকারক।
উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।
সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।
কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে। যে গুপ্ত নান এণ্ড কোম্পানির দ্বিতীয় বকরাদার ৺ মহেশচন্দ্র নান ১৮৫৮ ৪মে তারিখে ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হওয়ায় ঐ তারিখ অবধি তাঁহার উপরোক্ত কোম্পানির ডিস্পেন্সরির লাভ লোকশানের কোনো স্বত্ব রহিলনা ইতি।

গুপ্ত নান এণ্ড কোং।

৩ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ১০৮

বিলাতীয় সমাচারে অবগত হওয়া গেল, সম্প্রতি মহামতি কর্ণেল উইলকিনসন সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের কোন বিশেষ প্রকাশ্য সমাজে এরূপ সদভিপ্রায় সম্বলিত বক্তৃতা করিয়াছেন, যে এই সভার সভ্য মহোদয়গণ কোর্ট অব ডৈরেক্টরসের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিমত গ্রাহ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ লার্ড পামরষ্টন ও মেং ডিস্রেলি সদাশয় দ্বয়ের অর্পিত-পত্রে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ভারি কার্য্যাদি নির্ব্বাহ বিষয় যেরূপ উল্লিখিত হয় সেই নিয়মে রাজকর্ম্ম সমাধা করিলে ভারত বর্ষের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক না। তন্নিমিত্তে উপরোক্ত প্রকাশ্য সভাস্থ সজ্জনেরা কোর্ট অব ডৈরেক্টরসকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন যাহাতে ভারতবর্ষীয় জনগণের উপকার সাধন হইতে পারে, এমত কোন মহদুপায় ধার্য্য করা সম্যক প্রকারে বিহিত। পরন্তু তাঁহারা এই সর্ব্ব মঙ্গলজনক সদ্বিষয়ের বাদানুবাদ করিয়া ইহাই ধার্য্য করিয়াছেন।

মেং বেলি, মেং আর ইলিস্, ও মেং প্রিন্সেপ মহোদয়েরা ডৈরেক্টরী পদে পুনর্নিবেশিত হইয়াছেন, স্যার ফ্রেডেরিক করি, ও কাপ্তেন ইষ্টউইক মহোদয় দ্বয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সভাপতি ও সহকারি সভাপতি হইয়াছেন, মেং ডবলিউ, ফ্রিয়ার সাহেব প্রবেন সিএল কৌন্সেলে মেম্বর হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের রাজবিদ্রোহানল নির্ব্বাণার্থ বিলাত হইতে ৯০০০ সেনা এবং কয়েকজন রণ নিপুণ আফিসর জাহাজারোহণ করণে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রুষ্টিনিয়া নামক সহর অগ্নি সংযোগে প্রায় সমুদয় অংশ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বিলাতীয় বাণিজ্য বাজারের বিবরণ, নীল উত্তমরূপ বিক্রীত হইতেছে, চিনীর দর নরম হইয়াছে, তণ্ডুলের দর তিন পেন্স বৃদ্ধি হইয়াছে, সোরা এক সিলিং উচ্চদরে বিক্রীত হইতেছে, মস্নের ও ঐ দর, রেসমের বাজার বড ভাল নহে, পাঠ, শোনের বাজার বড় ভাল। টাকার বাজার বড় ভাল নহে।

আমরা সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে সুবিখ্যাত ওলাউঠা রোগ বিনাশক মেং হনিং বারজার সাহেবের অভিনয় দাতব্য চিকিৎসালয় ৺ মথুরামোহন সেনের বাটী হইতে উঠিয়া সম্প্রতি কদম্বতলার কুমার ব্রজেন্দ্র রায়ের ভবনে স্থাপিত হইয়াছে।

সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার-পতিরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সমীপে এমত অনুরোধ করেন যে উক্ত বিচারালয়ের ইংরাজি প্রধান অনুবাদকের মাসিক বেতন যাহা ৪০০ টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত আছে, তাহা ভবিষ্যতে ৩০০০ মুদ্রা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক হয়, শুনিলাম ছোটকর্ত্তা মহাশয় এবিষয় গ্রাহ্য করিয়াছেন।

সমরসংক্রান্ত সমাচার।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন, যে নাগপুর প্রদেশে রাজবিদ্রোহিরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এবিষয়ের বিস্তারিত সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইনাই। বোধ করি গবর্ণমেণ্ট এসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ কয়েকটা পল্লিগ্রামের লোকেরা পরস্পরে পরস্পরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করণে প্রবৃত্ত হইয়া এপ্রকার অনিষ্ঠ কর কর্ম্ম ভবিষ্যতে আর না হয় এজন্য জমিদারেরা গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের, সমীপে আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছে।

বেরিলি জিলামধ্যে, ইউরোপিও এবং শীক সেনাদিগের দৌরাত্মে প্রজাগণ ক্ষণেক কালের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না সেনারা অকারণে নির্দ্দোষি প্রজাগণের উপর এপ্রকার অনিষ্ট সাধনে প্রবর্ত্ত হইলে তাহাদিগের ধন ও মান কি প্রকারে রক্ষা হইতে পারে?।

ইংলিসম্যানের সাসিরামস্থ কোনো বন্ধু লেখেন, যে বিদ্রোহি বাবু কুমার সিংহের কি প্রকার অবস্থায় আরা জেলা মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করণজন্য একজন চর ছদ্মবেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল, সে ব্যক্তি আসিয়া কহিল, যে সম্প্রতি বাবু কুমার সিংহের অধীনে দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহি সেনা প্রস্তুত আছে, এবং ২০০০ পদাতিক সেনা তন্মধ্যে ১০০০ সেনা রণ কার্য্যে বড়ই পার দর্শি এবং কারখানা মধ্যে বারুদ প্রস্তুত

হইতেছে, দেখিলাম তোপ ও অনেক গুলী স্থানে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক রহিয়াছে।

হর করা পাঠে অবগত হওয়া গেল, যে জেনেরল সিড্‌নে কটঅন সাহেব সয়াটি আবগান জাতিদিগের প্রতিকূলে একটা সমর করেন, তাহাতে শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়. ব্রিটিসসেনারা তাহাদিগের দুইটা গ্রাম অনল সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

আরা জিলা হইতে এমত সংবাদ আগত হয় যে বিদ্রোহি-কুমার সিংহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার ন্যায় আকৃতি এবং নামে ১৭ জন কুমার সিংহ আছে, তাহারা তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতেছে, অতএব কে যে যথার্থ বিদ্রোহি-কুমার সিংহ তাহার নিশ্চিত নিরাকরণ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

মেং পিডিংটন সাহেবের পরিবর্ত্তে, মেং গ্রাহেম সাহেব, মেরিন কোর্টের প্রেসিডেন্সি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, ওলা উঠা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ব্যূহের প্রতিকারার্থ বিখ্যাত হনিং বারজার সাহেব কর্ত্তৃক যে এক অভিনব চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন তথায় গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ৪৯ জন রোগি গমন করে তন্মধ্যে ৩৫ জন আরগ্য লাভ করত স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছে এবং ৮ জন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আর ৬ জন উক্ত চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিতেছে।

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের রিপোর্ট পাঠে অবগতি হইল, যে তাঁহারা ইংরাজ টোলার মধ্যে কয়েকটা নর্দ্দামা মেরামতার্থে ১০০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের চণ্ডীতলার থানার দারোগা শ্রীযুত বাবু রামশরণ সিংহ মহাশয় যে প্রকারে স্বীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন. তাহা লিপি দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিনা, এই চণ্ডীতলাতে ৺ শান্তিদেবী যেন স্বয়ং বিরাজমান রহিয়াছেন। চুরি ডাকাইতি হওয়া দূরে থাকুক গৃহ বিবাদও আর শ্রবণ করিতে পাইনা, বাবু প্রতি রজনীতে রোঁদগস্ত করায় প্রজারা গৃহদ্বার মোচন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, চৌকিদারেরা প্রজার দ্বারে দ্বারে সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিতেছে. রামশরণ বাবু যে উৎকোচ গ্রহণ করেনা ইহা তাহার পক্ষে প্রশংসা নাই কিন্তু তাঁহার শাসনে তদধীনস্থ আমলাও উৎকোচ গ্রহণের নাম শ্রবণ করেনা। হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব দারোগা বাবুকে বিশেষরূপেই অবগত আছেন এইক্ষণে প্রার্থনা করি অনতিবিলম্বে তাঁহাকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করুন।

চণ্ডীতলা নিবাসি জনানাং।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত লীলা বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করা সাধ্যাতীত, তুমি সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান আছ, তোমার লীলা ক্রমে ঘোর মোহ পাশে সমস্ত জীব বদ্ধ হইয়া এই জগতী পুরে ঐহিক আনন্দে অনুক্ষণ বিচরণ করিতেছে. সেই ধন্য, সেই মান্য সেই সর্ব্বাগ্রগণ্য যে তোমার তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ সারজ্ঞান লাভ করিয়াছে। হে দয়াময়! এ দীনের প্রতি দয়া দানপূর্ব্বক এই ঘোর মোহ তিমির হইতে মুক্ত কর। হে পরমাত্মন্! এই মূঢ়ের যেন তোমার শ্রীচরণে ভক্তি থাকে। হে দীননাথ! এই দীনের যেন দিন দিন দীনতার ক্ষীণতা হয়। হে সর্ব্বশক্তিমান! এই পূজকের সতত যেন গুরুজনের প্রতি ভক্তি থাকে। হে পরমেশ! এই সেবকের গ্রামবাসিরা অর্থাৎ শ্রীধরপুর বাসি জনেরা অজ্ঞান তিমির হইতে মুক্ত হইয়া স্কুলইত্যাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যেন সর্ব্বক্ষণ প্রবৃত্ত হয়। রাজ্যের উপস্থিত বিপদ যেন অনতিবিলম্বে বিমোচন হয়।

পদ্য।

জয় জয় জয় বিভু, সর্ব্ব মূলাধার।
কে পারে বুঝিতে প্রভু, মহিমা তোমার॥
নিরাকার নির্ব্বকার, নিত্য নিরঞ্জন।
সব স্থানে আবির্ভাব, হও অনুক্ষণ॥
দয়ার সাগর তুমি, দীন দয়াময়।
এদীনে সুদিন দিন, হইয়া সদয়॥
মায়াতে মোহিত জীব, কিছু নাহি জানে।
মায়াপাশে মুগ্ধ হোয়ে, মারা পড়ে প্রাণে॥
সেই সাধু, সেই ধন্য, সেই সে প্রধান।
পেয়েছেন যেই সাধু, নিজ তত্ত্বজ্ঞান॥
মরণ হরণ পদে, এই নিবেদন।
রাজ্যের আপদ নাথ, কর বিমোচন॥
রাজার হউক জয়, প্রজার কুশল।
নির্ম্মূল হউক যত, রাজদ্রোহি দল॥
দোষির ফাঁসির বার্ত্তা, আগে যেন পাই।
এমত পাপির নামে "ফাই, ফাই, ফাই"॥
কুমার কুমার দুটা, অতি দুরাচার।
কামানের চোটে যেন, হয় ছারখার॥

কস্যচিৎ যশোহরবাসি
পাঠকস্য।
B. B. Bose.

রবিশাল ২৪ পৌষ ১৮৫৮।

Printed and pubpaqsij by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতরুত্থায়

এ প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎ ন মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নকুং চন্দ্রকরেণ তিমিরকুলৈর্যদ্বিদীর্য্যতে কচিদ্যাসংজ্ঞাসি মচন্দ্রমীয়মমৃতং পীত্বা সুখাকাঙ্ক্ষিতাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তবিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা ভদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২৬ সংখ্যা। সোমবার ৫ জৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১৭ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে মৃত দয়ালচাঁদ রায়, যিনি মহানগর কলিকাতাবাসি হিন্দু প্রজা ছিলেন, এবং যিনি পূর্ব্বোক্ত মহানগর কলিকাতার অধীন পুরাতন চীনাবাজারে দোকানদারের কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার শেষ উইল পত্রের প্রমাণানুসারে অদ্য দিবসে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয় হইতে উল্লেখিত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি কলুটোলা নিবাসি দুর্গাচরণ নন্দী যিনি উল্লেখিত মৃতব্যক্তির শেষ উইলপত্রের অনুমতিক্রমে নিযোজিত এক্সিকিউটরদিগের মধ্যে একজন এক্সিকিউটর তাঁহার প্রতি কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইয়াছে, অতএব পূর্ব্বোক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো প্রকার আপত্তি থাকে, তদ্বিশেষ উক্ত ওছির নিকট জ্ঞাত করিবেন; এবং যাঁহারা কথিত বিষয় সম্বন্ধে ঋণগ্রস্ত আছেন; তাঁহারা অবিলম্বেই আপনাপন নিশ্চিত ঋণ উক্ত এক্সিকিউটরের নিকট পরিশোধ করিয়া দিবেন।

THOMAS & DOW
Proctors.
তামস এণ্ড ডো।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীলগণ।

কলিকাতা।
১৫ মে ১৮৫৮ সাল।

সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিংকালেজে আগামী ১ জুন দিবসাবধি ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি করিবার নিমিত্ত উক্ত কালেজ গৃহে আগামী ২৫ মে মঙ্গলবার দিবসে ছাত্রদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবেক, এই পরীক্ষার কার্য্য ২৬।২৭ এবং ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত সমাধা হইতে লাগিবেক, বেলা ঠিক দশ ঘটিকার সময় উক্ত কয়েক দিবসেই পরীক্ষা আরম্ভ হইবেক।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশাকাঙ্ক্ষি ছাত্রগণ গত মার্চ্চ মাসে যে সকল পুস্তক এবং বিষয়ের পরীক্ষা দিয়াছিলেন এস্থানেও সেইরূপ পুস্তকাদি নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। প্রথম দিবসে ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবেক, দ্বিতীয় দিবসে হিষ্ট্রি এবং জিওগ্রাফি, তৃতীয় দিবসে লিটারেচার এবং চতুর্থ দিবসে নেচারেল হিষ্ট্রির পরীক্ষা হইবেক।

E. C. S. WILLIAMS
PRINCIPAL.
Civil Engineering College.

ই, সি, এস, উইলিয়ম্‌স।
সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজের প্রিন্সিপেল।

সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজ।
ফোর্ট উইলিয়ম। ৫মে ১৮৫৮।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta, Cossitolah, Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ প্রস্তুনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি ব্রঞ্জকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা কসাইটোলা জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

শালিখা ডায়ামণ্ড ডক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে শালিখাস্থ মেক্‌নিকেল ব্রাউন সাহেবের ডকের উত্তরাংশে ডায়ামণ্ড নামক একটি নূতন ডক স্থাপিত করা হইয়াছে, উক্ত ডকে ৭০০ টন পরিমাণের দ্রব্যাদি বোঝায়ের জাহাজ উঠিতে পারিবেক ও অন্যান্য ভাসা জাহাজের কর্ম্ম অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবেক, ইহাতে কার্য্যদক্ষ গোরা-মিস্ত্রি নিযুক্ত আছে, ও উত্তমোত্তম মেটিরিএল প্রস্তুত আছে, অতি স্থলভমূল্যে কার্য্য নিষ্পাদন হইবেক, অতএব যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট গমন করিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ নাগ চৌধুরী।
ডক অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ॥০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে শ্রীরাম পুরের ভালো ইংলিস-বডী হরফ ৬/ ছয় মন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাহার লইবার ইচ্ছা হইবেক তিনি হাড়কাটার গলিতে শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট কিম্বা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসুর নিকট এবিষয়ের সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৫ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

অধুনা কুমার সিংহের কথা লইয়াই গুরুতর আন্দোলন হইতেছে। কখনো শুনা যায়, তিনি হত হইয়াছেন, কখনো শুনা যায়, তিনি হত হন নাই, আহত হইয়াছেন, এক সময়ে এক রূপ সংবাদ পাওয়া যায়না, গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে দৃষ্ট হইল, কুমার তপন কুমারের ভবনে গমন করিয়াছেন, অমর সিংহ হয় মৃত নয় ধৃত হইয়াছেন, এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, কারণ রাজবিদ্রোহি দুষ্টদিগের প্রধানেরা নিপাত হইলেই একেবারে সকল উৎপাত শেষ হইয়া যায়। পরে ইংরাজী পত্রে পাঠ করিলাম, কুমার অমর উভয়েই জীবিত থাকিয়া আপনারদিগের জন্মস্থান জগদীশপুরে এবং আরা জেলার অনেক স্থানেই সংপূর্ণরূপ সমরসজ্জা প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তির মুখে শুনিতেছি, অমর সিংহ যে রোটাসের দুর্গ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দুর্গ অতি প্রাচীন, বৃহৎ এবং দৃঢ়বদ্ধ, তথায় নিবিড় বন, পথ অতি দুর্গম। তাহার কয়েকদিগে পর্ব্বত আছে, সেই বনবাসি ও পর্ব্বতবাসি লোকেরদিগের দ্বারা আহারাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত ঐ অরণ্য উচ্ছেদ পূর্ব্বক রোটাসের দুর্গ অধিকার করা না যাইবে সে পর্য্যন্ত বেহার এবং তন্নিকটস্থ আর আর স্থানের আশঙ্কা একেকালে নিবারণ হইবেনা। যাহা হউক, অশীতিপর বৃদ্ধ কুমার মৃত্যুকালে কেন কুমারের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, জানিয়া শুনিয়া কেন প্রজ্বলিত অনলে ঝম্প প্রদান করিতেছেন? সর্পের মুখে কেন হস্ত প্রদান করিতেছেন, তাঁহার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল? হাঁ, আমরা শুনিয়াছি, তিনি বীরপুরুষ বটেন, এইক্ষণে ষষ্টি হাতে ষষ্ঠির ন্যায় হাঁটি হাঁটি পা পা করেন, কিন্তু অশ্বের উপর আরোহণ করিলে কুমার যেন প্রকৃত কুমার হইয়া বসেন। ফলতঃ চরমকালে এরূপ পরম পাপের কার্য্য করা ভাল হয় নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রথমতঃ ঘর দ্বার, অলঙ্কার তৈজসাদি যথা সর্ব্বস্ব ছারখার হইয়াছে, ইহার পর সপরিবারে একেবারে অস্ত্রাঘাতে কালাগারে প্রস্থান করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? এমত জনরব উঠিয়াছে, কুমার সিংহ আপন বয়স্ক এক শত ব্যক্তিকে সমান সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়াছেন। সমান বসন, সমান ভূষণ, সমান শয্যা সমান সমারোহ, দর্শকেরা দর্শন পূর্ব্বক এমত নিশ্চয় করিতে পারেনা, যে, ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কুমার সিংহ, কিন্তু নিশ্চিত জানিবেনযে, এই সজ্জাই তাঁহার শেষ সজ্জা, কারণ লঙ্কেশ্বর রাবণ অঙ্গদকে দেখিয়া সবংশে নির্ব্বংশ হওনের পূর্ব্বেই শত রাবণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, ইনিও যখন অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ইঁহার মরণের আর অধিক বিলম্ব নাই, তাহার অন্যথা কখনই হইবেনা।

কয়েক দিন হইতে আমরা বেহার অঞ্চলের কোনো পত্র প্রাপ্ত হই নাই, এজন্য কুমার সিংহের স্বরূপাবস্থা প্রকাশ করিতে পারিলামনা, যেমন পাইব, অমনিই পাঠকপুঞ্জের সুগোচর করিব। পরন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহার পূর্ব্বে এতদিন কুমারসিংহ কোন্‌ভাবে কোথায় ছিলেন? এবং মহাবল পরাক্রম ব্রিটিস সেনাদিগের অতিক্রমপূর্ব্বক কিপ্রকারেই বা আপনার পৈতৃক স্থান জন্মভূমি জগদীশপুরে পুনরাক্রমণ করিলেন? এবিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত এপর্য্যন্ত গোপন রহিয়াছে, কিছু মাত্রই প্রকাশ পায় নাই। এই কুমার যখন সাহস পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আসিয়াছেন, তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞায় মরিয়া হইয়াই আসিয়াছেন, সে পক্ষে সন্দেহ কি? অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত দেহে জীবনের সঞ্চার থাকিবে, সে পর্য্যন্ত জগদীশপুরের মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবনা, ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যাহা হউক, এইক্ষণে এই শত্রুকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া তাচ্ছিল্য এবং বিলম্ব করা উচিত হয় না। উক্ত দুষ্টদিগের দুর্ম্মতি রোগের আশু প্রতীকার করাই কর্ত্তব্য হইয়াছে। কুমার এবং অমর প্রভৃতিকে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান না করিলে এই বঙ্গদেশীয় লোকেরদিগের অন্তঃকরণ কিছুতেই স্থির হইতে পারেনা।

ময়ূরভঞ্জের রাজজামাতা পোড়াহাটের রাজা এবং তৎসঙ্গি বন ও পর্ব্বতবাসি বিদ্রোহিরা এইক্ষণে কি অবস্থায় কোথায় রহিয়াছেন, এবং "কোম্‌স" পত্রের সম্পাদক কাপ্তেন মুরসাহেব যিনি কতক গুলীন নাবিক সৈন্য লইয়া তাহারদিগের প্রতিকূলে বাধিত হইয়াছেন, তাঁহার সঠীক সমাচার কয়েক দিন কিছুমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ঐ সকল বিদ্রোহি বন্য রাজারা যদিস্যাৎ সাঁতাল ও কোল জাতীয় অসভ্যদিগের সংগ্রহ করিয়া কুমারসিংহের সহিত কোনো সুযোগে সংযুক্ত হইতে পারে, তবে বড় সহজ ব্যাপার হইবেনা। যেহেতু দুর্জ্জনদিগের দল অত্যন্তই প্রবল হইয়া উঠিবে। আমারদিগের মনে পূর্ব্বে এরূপ দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল, বিদ্রোহি প্রধান কুমার সিংহ বারাণসী।—মুজাপুর, অথবা জোয়ানপুর, গাজীপুর ও ছাপরা প্রদেশ উত্তীর্ণ হইয়া কোনো ক্রমেই পুনর্ব্বার বেহারে আসিতে পারিবেনা কিন্তু তাহার অন্যথা হইল। বিনা আঘাতে ও বিনা ব্যাঘাতে অনায়াসেই আগমন করিয়াছে। চমৎকার ব্যাপার। মহাবল ব্রিটিসসেনাধ্যক্ষেরা কি ইহার কিছুই অনুসন্ধান লন নাই, কিছুই কি জানিতে পারেন নাই।

অধুনা বিশেষ বিবেচনা ও সাবধান পূর্ব্বক রণকার্য্য নির্ব্বাহ করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা স্থানে নানা

সাহেব সম্যক প্রকার শত্রুতা ষড়জাল পাতিয়া রহিয়াছেন। এদিগে কুমার অমর বঙ্গ রাজ্যের বক্ষের উপর বসিয়া বিশেষ বীরত্ব ও বিষম বিক্রম বিস্তার করিতেছেন। অতএব সংপ্রতি যাহাতে সকল দিগ রক্ষা হয় প্রধান পুরুষেরা তাহাই করুন।

লক্ষ্ণৌ বিরালী বোন্দেল খণ্ড। কাল্পি, প্রভৃতি প্রদেশ সকল অদ্যাপিও বিদ্রোহিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হে জগদীশ্বর! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, শীঘ্রই বিদ্রোহিতা বিনাশ কর। হে রাজভক্ত প্রজা সকল। আপনারা সকলেই একাগ্রচিত্তে জগদীশ্বরের নিকট রাজ্যের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।

১২, ১৩ এবং ১৪ মে তারিখে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সংবাদ প্রকাশ হয়, তাহার স্থূলমর্ম্ম নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।

"স্যার হিউজ রোজ সাহেবের অধীন সেনারা সাতিশয় বীরত্ব সহকারে কুঞ্চ নামক সহর হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছে, শত্রুদিগের বিস্তর লোক লোকান্তরিত হয়, এবং তাহাদিগের ৮টা তোপ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, কাণপুরের জজ সাহেবের পত্রে এমত সংবাদ দেন, যে গত ৮ তারিখে এই ঘটনাটি উপস্থিত হয়। বিগত ১১ মে তারিখে সাজাহানপুর বিদ্রোহি হস্ত হইতে বিমোচন করা হয়, পঞ্জাবের প্রধান কমিস্যনর সাহেবের রিপোর্টে ব্যক্ত করে যে ৪ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনা দলের মধ্যে কয়েক জন গবর্ণমেণ্টের কোনো প্রকার অনিষ্ট করণ অভিপ্রায়ে দলবদ্ধ হয়, কিন্তু হসিয়াপুরের ডেপুটি কমিস্যনর মেং ডি, রিক্‌সন সাহেব কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশ হয়, এবং কুচক্রিদিগের মধ্যে ১০ জনকে ধৃত করা হয়, তন্মধ্যে ৬ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়, এবং চারি জনকে যাবজ্জীবনের জন্য দীপান্তরিত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট দুরাচারিরা জলন্দার অভিমুখে পলায়ন করিয়াছে। জিত্‌পরা এবং বারহুন নামক স্থানদ্বয় হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করা হইয়াছে।

আমরা কোনো বিশেষ বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, যে রাজবিদ্রোহ ঘটনার প্রথমাবধি বিগত ৩ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আলাহাবাদে ১৪০০০ বিদ্রোহি এবং দুষ্ট লোকের ফাঁসি হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

হরকরার ছাপরাস্থ কোনো পত্রপ্রেরক লেখেন, যে মতি হারির নিকটবর্ত্তি স্থানে ডাক পুলিন্দা কয়েকজন দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়, কিন্তু উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো জমীদারের অনুচরেরা ঐ দুরাচারিদিগের মধ্যে ৩ জনকে ধৃত করত একজনের শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, এবং আর দুই জনকে রাজকর্ম্মচারিদিগের হস্তে সমর্পণ করায় তাহারা যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দীপান্তরিত হইয়াছে পুলিন্দা গুলীন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

পয়ার।

শুন মন।

অসার সকলি হয়, ভব মাঝে যত।
বার বার বল মন, বুঝাইব কত॥
কেন এতে রত হোয়ে, কর ধুম ধাম?।
স্মর স্মর স্মর মন, জগদীশ নাম॥
হর হর হর তাহে, হরিসুত ভয়।
কর কর কর মন, ব্রহ্মে কর লয়॥
ধর ধর ধর মন, জ্ঞানের বচন।
সে ধন পাইতে কর, বিশেষ যতন॥
ভব মাঝে ভব ধব, এক মাত্র সার।
আর আর যত কিছু, সকলি অসার॥
অসারে সুসার জ্ঞানে, না ভজিলে তাঁরে।
কিছুতেই নাহি পার, ভব পারাবারে।
এই বেলা না করিলে, উপায় তাহার।
অবশেষে হবে শুধু, হাহাকার সার॥
হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে, হারালে সে ধন।
চরমে পাবেনা আর, পরম রতন॥
কি ধ্যান করিবে মন, কর তাঁরে ধ্যান।
তাহাতে অবশ্য হবে, সুখের বিধান॥
মোহরূপ ব্যাধ লোয়ে, যন্ত্রণার জাল।
ঘেরিছে তাহার মাঝে, প্রাণি পাল পাল॥
দেখো মন তুমি যেন, পোড়োনা সে ফাঁদে।
কঠিন ব্যাপার সে যে, বাঁধে নানা ছাঁদে॥
যে অস্ত্রের ধারে হয়, সে জাল মোচন।
সে অসি ধরিতে কর, বিশেষ যতন॥
সাধকোরে মন আমি বলি বারবার।
এই বেলা তাঁর পদ, কর তুমি সার॥
যাহার কৃপায় বলে, নাহি কিছু ভয়।
অনায়াসে জয় হয়, তপন তনয়॥
যার যশ গুণে হয়, ত্রিভুবন বশ।
সতত যতন করি, গাও তাঁর যশ॥
যিনি একা সত্যময়, নিত্য নিরঞ্জন।
সে ধন পাইতে কর, বিশেষ যতন॥

অহং বিভু ভক্তস্য।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সাং মহেশ্বরপুর!

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২৭ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১৮ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

মৃত হিন্দু প্রজা মদনমোহন মল্লিক, যিনি সর্ব্বাগ্রে বড়বাজারে বাস করিতেন, এবং সর্ব্বশেষে ঢাকা-নিবাসী হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র মল্লিক, যিনি বাঙ্গালা ১২৪৪ বারশত চুয়াল্লিশ সালের ১৭ সতরুই ফাল্গুন দিবসে উল্লেখিত মৃত মদনমোহন মল্লিকের এক উইলপত্র প্রমাণে তাঁহার বিষয়ের এক্‌সিকিউটর হইয়া "প্রবেট,, গ্রহণ করেন। উক্ত মৃত মদনমোহন মল্লিক পরে শেষ যে এক উইল করেন, সেই উইলের বিধানানুসারে পূর্ব্বোক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের প্রবেট গ্রহণ করা প্রথম উইল অগ্রাহ্য, অপ্রামাণ্য এবং ত্যাজ্য করা হইয়াছে, অতএব এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক এবং সাবধান করা যাইতেছে, যে, কেহ যেন পূর্ব্বোক্ত মদনমোহন মল্লিকের বিষয় বিভবের কোনোরূপ অংশ ক্রয় না করেন, এবং উল্লেখিত ওছি শিবচন্দ্র মল্লিকের সহিত ক্রয়বিক্রয়াদি কোনো বিষয়েরি সংযোগ সম্বন্ধ না রাখেন ইতি।

COLLY DOSS DHUR.
কালিদাস ধর।
OWEN & BANNERJE
ওয়েন এণ্ড বানরজি।
বাবু কালিদাস ধরের উকিল।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

इस्ताहार।

बनारसके बीचमें स्थित थावर सम्पत्ति प्रकास्य याने जाहरी नीलामें बिकरी होवेगी।

बन्धक देनेवाला बन्धकि तमस्सुकमें बन्धक लेनेवाला याने महाजन को बेचनेका जो एख्तियार लिख दिया हैं वही एख्तियार मोताबक मिसुयार्स मेकेञ्जि लायेल कम्पनी साहेबान् लोग अपने लागोंके कलकत्तेके एक्सचेन्ज नामक नीलामके कमरसिएल रुम नामक बिकनेके जागामे नीचे की लिखिहुइ तमाम सम्पत्ति नीलाम करके बेचेंगे।

बिशेषतः काशिजी शहरके दर्मियान् देवनाथपुरके शामिल औ उस्के बीचमें स्थित जो एक मकान् अथवा रैय्यती हवे

ली जिस्का कुछ इंटका औं कुछ पत्थरसे बना हुआ हैं औं उस्के साथ जो एक खण्ड ओ बन्द जिमीन् हैं अन्दाज दीर्घमें एक सौ. उन्नासी गज औ प्रस्तमें एक सौ तिरषठ गज औं तेरगीरा जिस्के एक तरफ उपरकी लिखी हुई हवेली वगैरा बनी हुइ है उस्का अविभागकिया। — पाच आना हिस्सा ओ रकमके उपर बाबू नवीनचन्द दत्तका जो सत्व ओ अधिकार है सोही बिकेगा।

विशेषतः उपरके लिखे हुये शहर बना रसके महल्ले चौषष्टि नामक जागाके शामिल औ उस्के बीचमें स्थित जो एक खपरेलका बना घर ओ उस्के साथ जो एक खण्ड ओ बन्द जिमीन है अन्दाज चार सौ षाइट गज जिस्के एक तरफ उरपका लिखा हुवा घर लिखा गया हैं उस्का अविभाग कृत। — पांच आना हिस्सेमे ओ उस्के उपर उपरका लिखा हुवा नवीनचन्द दत्तका जो सत्व ओ अधिकार है सो बिकेगा।

जिस् नियममें यिह सम्पत्ति बिकेगी सो बिकनेका बखत देखाया जावेगा और खरीद करनेवाले देखने पावेंगे और अगर्चे कोई पेस्तर देखनेका इरादा रखे तौ वे लोग उपरकी लिखि हुइ सम्पत्ति ओ बिकरीके पेस्तर एक पक्षके दर्मियान् जिस्वख्त होवे न काहे नीचे के सही करनेवाले लोगोंके कारबारी जगहमें अज्जर्ी करणेसें ही देखने पावेंगे। और२ समाचार इस्का वाकिब होनेका इरादा करणेसें भी जानने सकेंगे।

जज, जज, ओटकिन्स।
बन्धक गृहीताके पक्षीय
उकीलगण।

नं० २ ओल्ड पोष्ट आफिस ष्ट्रीट।
कलिकाता। ११ मे १८५८ साल।

বিজ্ঞাপন

বারাণসীস্থিত স্থাবর সম্পত্তি
প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা
বিক্রয়।

বন্ধকদাতা বন্ধকিখতে বন্ধকগৃহীতা অর্থাৎ মহাজনকে বিক্রয় করণের যে ক্ষমতা লিখিয়া দিয়াছেন সেই ক্ষমতানুসারে মিস্যুয়ার্স মেকেঞ্জি লায়েল কোম্পানি সাহেবানেরা তাঁহারদিগের কলিকাতাস্থ এক্সচেঞ্জ নামক নীলামের কমরসিএল রুম নামক বিক্রয়স্থলে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল নীলাম দ্বারা অতি শীঘ্রই দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ বারাণসী নগরের অন্তঃপাতি মহাল্লা দেবনাথপুর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ভাড়াটিয়া গৃহ অথবা বসতি বাটী যাহার কিয়দংশ ইষ্টক ও কিয়দংশ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনমান দীর্ঘে একশত ঊনআশি গজ ও প্রস্থে একশত তেষট্টী গজ এবং তেরোগিরা যাহার একাংশে উল্লেখিত গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অনংশীকৃত পাঁচ আনা অংশ ও রকমের উপর বাবু নবীনচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাই বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ উল্লেখিত শহর বারাণসীর মহাল্লা চতুঃষষ্টী নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খাপরেলের বাঙ্গালা ঘর ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারিশত ষাটি গজ, যাহার এক ভাগে উল্লেখিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অবিভাগীকৃত পাঁচআনা অংশে ও পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও পাঁচআনা অংশের উপর উল্লেখিত নবীনচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাই বিক্রীত হইবেক।

যে নিয়মে এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক, তাহা বিক্রয়ের সময়ে দেখান যাইবেক এবং ক্রয় করণার্থিগণ তাহা দেখিতে পাইবেন এবং যদ্যপি কেহ পূর্ব্বে দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহারা উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্ব্বে এক পক্ষের মধ্যে যে সময়ে হউক, নিম্ন স্বাক্ষরকারিদিগের কার্য্যালয়ে আবেদন করিলেই দৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং অন্যান্য বিবরণ জানিবার মানস করিলেও জানিতে পারিবেন।

JUDGE JUDGE & WATKINS.
Solicitor's for the Mortogage.
জজ, জজ, এণ্ড ওয়েটকিন্স।
বন্ধকগৃহীতার পক্ষীয়
উকীলগণ।

নং ২ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। ১১ মে ১৮৫৮ সাল।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters,

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি ব্রঞ্জকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

শালিখা ডায়ামণ্ড ডক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে শালিখাস্থ মেক্‌নিকেল ব্রাউন সাহেবের ডকের উত্তরাংশে ডায়ামণ্ড নামক একটি নূতন ডক স্থাপিত করা হইয়াছে, উক্ত ডকে ৭০০ টন পরিমাণের দ্রব্যাদি বোঝায়ের জাহাজ উঠিতে পারিবেক ও অন্যান্য ভাসা জাহাজের কর্ম্ম অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবেক, ইহাতে কার্য্যদক্ষ গোরা-মিস্ত্রি নিযুক্ত আছে, ও উত্তমোত্তম মেটিরিএল প্রস্তুত আছে, অতি সুলভমূল্যে কার্য্য নিষ্পাদন হইবেক, অতএব যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট গমন করিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ নাগ চৌধুরী।
ডক অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গুণিগণাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীলশ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমার পিতা ৺ নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রীমদ্বাল্মীক রামায়ণ পাঠের কারণ রাজস্থান স্থাপিত ধন সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু উক্ত পাঠ মলমাসে কর্ত্তব্য কি না এবিষয়ে নিচের লিখিত মহাত্মা পণ্ডিত মহাশয়দিগের নাম স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পাইয়া ঐ পাঠনা কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতেছি ইহাতে কাহার কোন আপত্য থাকে তাহা অদ্য অবধি ৫ পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল প্রকাশ্যপত্রে প্রকাশ করিবেন ইতি

ব্যবস্থাপত্রমিদম্।

রামায়ণস্য প্রতিদিনপাঠ্যত্বেন তত্রৈবাভিহিততয়া তৎপাঠস্য পঞ্চযজ্ঞান্তর্গতত্বেনাভিহিত তযাচ প্রতিদিন কর্ত্তব্যকর্ম্মোণো নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রযতঃসন্ মলিম্লুচে ইতিমলমাসতত্ত্বধৃত বচনেন প্রতিপ্রসূতত্বাৎ মলমাসেঽপি আরভ্যতৎপাঠঃ কর্ত্তব্য এবেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্।
শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামতনু শর্ম্মণাম্।
শ্রীভৈরবচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামমোহন শর্ম্মণাম্।
শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্।
শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্।
শ্রীউপেন্দ্রমোহন গোস্বামিণাম্।
শ্রীতিনকড়ি শর্ম্মণাম্।
শ্রীকালীচরণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্।
শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাম্।
শ্রীরাম শর্ম্মণাম্।
শ্রীমহেশ শর্ম্মণাম্।
শ্রীরূপচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীগোপাল শর্ম্মণাম্।
শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মণাম্।
শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামগোবিন্দ শর্ম্ম গোস্বামিনাম্।
শ্রীরামমোহন লল্লিকঃ।

৬ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত সোমবার দিবসে শিমলা নিবাসি স্বর্গবাসি ৺ আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে সুবিখ্যাত সর্ব্বমান্য শ্রীযুত রেবারেণ্ড ডব সাহেবের স্থাপিত অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিনীবৃন্দের প্রথম বাৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট এবং সমারোহ পূর্ব্বক সুনির্ব্বাহ হইয়াছে, ঐ পরীক্ষা সমাজে কতিপয় সম্ভ্রান্ত সাহেব এবং অনেকগুলীন সম্ভ্রান্তা গুণবতী বিদ্যাবতী বিবি, আর এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল, বেলা পূর্ব্বাহ্ন এগারো ঘটিকার সময়ে সভা আরম্ভ হইয়া বেলা দুই প্রহর একঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থিত ছিল, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বালিকারা অতি উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা করিয়াছে, অঙ্ক বানান, এবং শব্দার্থ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সুন্দররূপ পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক পরীক্ষক ও পরীক্ষাদর্শক সকল ব্যক্তিকেই আশাতীত সীমা-শূন্য সন্তোষ সাগরে ভাসমান করিয়াছে, অপিচ তাহারা যেসকল শূচের কার্য্য করিয়াছে, তদ্দৃষ্টে তাবতেরি নয়ন প্রফুল্ল হইল, এতৎ বিষয়ের জন্য আমরা প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত ডাক্তর ডব সাহেবকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরিশেষ শ্রীমতী গুণশালিনী বিবিধ বিদ্যানিপুণা উপদেশদায়িনী মিস্ টুগুড, এবং সদ্বিদ্বান সুশীল সদুপদেশক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ সেন মহাশয়কে মহানন্দে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু ইঁহাদিগের পরিশ্রম ও শিক্ষা দানের সুপ্রনালী ও সুযত্নে অতি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে সুফল উৎপাদন করিয়াছে, বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা পাদ্রি সাহেব যৎকালে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সুমধুর সদ্বক্তৃতার দ্বারা সকলের মন মোহিত করেন তৎকালীন স্বীয় মুক্তকণ্ঠেই এবিষয়টি স্বী-

কার করিয়াছেন, পরন্তু তিনি ৺আশুতোষ দেব বাবুর পরিবার এবং সমুদয় পারিতোষিকদাতাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা পারিতোষিক প্রদান করেন।

যথা।

শ্রীযুত বাবু ত্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে শ্রীযুত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাবু ৭৫ টাকা। শ্রীযুত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ রৌপ্যপদক,কোনো সম্ভ্রান্তাহিন্দুকামিনী রৌপ্য পদক,শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক ও একখানা শাটী, শ্রীযুত বাবু মণিমোহন সরকার লেডিস কম্পেনিয়ন বাক্স এবং দ্বাদশখানা পুস্তক। শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক ১০ দশ মুদ্রা। শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ গুপ্ত পঞ্চমুদ্রা। শ্রীযুত বাবু নবকুমার মিত্র চারি মুদ্রা। দুইজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজকামিনী কতকগুলীন বিলাতি পুতুলিকা। শ্রীযুত বাবু রসিকলাল গুপ্ত একটাকা। শ্রীযুত রাজমোহন গুপ্ত দুই খানা পুস্তক। আর অন্যান্য অনেকেই কিছু কিছু পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন,তদ্বিশেষ বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিব।

উক্ত পাঠাগারেই ভদ্রকুলের বালিকারাই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অধ্যয়ন করিতেছে।

গত দিবস এতন্নগর এবং ইহার চতুঃপার্শ্বস্থিত স্থানে সুবৃষ্টির সৃষ্টি হওয়াতে সৃষ্টির সকল ঋষ্টি নাশ হইয়া জগতজনের মনে তুষ্টির সঞ্চার হইয়াছে, ঐ জল কৃষি কার্য্যের পক্ষে অতিশয় কল্যাণকর হইল।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব বিগত ১৪ মে দিবসে যে সমাচার প্রেরণ করেন তাহার স্থূলমর্ম্ম নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম,“ বিদ্রোহি রাহেম আলি গত ১২ তারিখে ১০০০ সেনা এবং তিনটা তোপ সমভিব্যাহারে ভাগীরথী পার হইয়া আলিগড় জিলা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, মৈনপুরির কতেগড়ের মথুরার ভরতপুরের এবং এটোয়াস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি এমত আদেশ হইয়াছে যে তাঁহারা সকলে সতর্কতা পূর্ব্বক আপনাপন জিলা বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে যেন রক্ষণাবেক্ষন করেন, কুঞ্জ, নামক স্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত সমর করণ কালীন স্যার হিউজরোজ সাহেবের অধীন তিন জন আফিসার এবং ৫৯ জন সেনা হতাহত হইয়াছে, সমরে প্রবর্ত্ত হওনকালীন ঝান্সির রাণী রামরাও গোবিন্দ রণে ভঙ্গদিয়া স্থানান্তরে পলায়ন পরায়ণ হয়; স্যার হিউজ রোজের অধীন সেনা গত ১১ তারিখে কাল্পি হইতে ওটা নামক স্থানে গমন করিয়াছে, বানপুর, সাহাগড়স্থ রাজারা কতকগুলীন অনুচর এবং দুইটা তোপ লইয়া দর্শন নদীর অপরপার মউরাণীপুরের ৭ ক্রোশ অন্তর চান্তায়ন জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে, গত ৪ তারিখে কোটাস্থসেতু আক্রমণ এবং পারণ নামক স্থানের দুর্গ অধিকার করা হইয়াছে, ৯ তারিখে দেবরগড়ে পারণের রাণী ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনয়পুরঃসর নিবেদন মিদং।

পদ্য।

ওরেরে দুর্দৈব তুই, এই ভেবেছিলি।
সুহৃৎ বিচ্ছেদ শর আমারে হানিলি॥
কত শত যতনের প্রাণের রতন।
মন মনোরথ রথে, রোয়েছে স্থাপন॥
পাসরিতে নারি সেতো, সাধনের ধন।
শয়নে স্বপনে যারে করি দরশন॥
কত সাধ ছিল মনে কতই মনন।
পরিণামে হোলো সব নিশির স্বপন।
নাহোলো,নাহোলো সুখ,না হোলোরে আর
রহিল মনের দুখ, মনেই আমার॥

কেমন এমনে আমি হব বিস্মরণ।
সুহৃৎ সৌহৃদে বাঁধা আমার জীবন॥
ধরেনা ধরেনা আজ্ঞা, কি করি কি করি।
বিচ্ছেদে উচ্ছেদ করে উহুঁ মরি মরি॥
মানসে,মানস যত মনেই সে লয়।
দরিদ্রের আশা যেন মনেই সে লয়॥
যথা বৃথা বালা বিধবার কুচদ্বয়।
হৃদয়ে উদ্ভব পুন:হৃদয়ে বিলয়॥
এইতো পিরীতি রাজ্য হোতে অবসর।
রহিল মনের দুঃখ মনেই আমার।

না পূরিল মন সাধ মনেই রহিল।
সুহৃৎ সুহৃদ আহা প্রকাশ নহিল।
সাধের প্রতিমা যত, সাধে রেখেছিনু।
বিচ্ছেদ উদধি নীরে বুঝি বিসর্জ্জিনু॥
যেসুখ সম্ভোগে ছিনু নিয়ে সখা সব।
সে সুখ উৎসব শব আর কিসে সব॥
হায়রে সুখের কাল হায় হায় হায়।
এত অল্প দিনে কেন হলিরে বিদায়?॥
ফেররে ফেররে হেরি বদন তোমার।
রহিল মনের দুখ মনেই আমার॥

বঁধুর মধুর ধ্বনি আর কি শুনিব।
সুখের শাখায় ফিরে আর কি বসিব॥
আর কি প্রমদ মদে এ দেহ মজিবে।
আর কি প্রণয়ময়ী বৈভব ভজিবে॥
আর কি মিলন হবে নয়নে নয়ন।
আর কি শুনিব কাণে মধুর বচন॥
আর কি হেরিব ফিরে সে মনোরঞ্জন।
নয়ন শ্রবণ দ্বন্দ হবে বিভঞ্জন॥
আর কি ঘুচিবে ব্যাধি বিচ্ছেদ বিকার।
রহিল মনের দুখ মনেই আমার॥

শ্রী প্রসন্নকুমার রায়।
হাল সাকিম ফরিদপুর।
১২৬৫। ২৮ বৈশাখ।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২৮ সংখ্যা] বুধবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১৯ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিংকালেজে আগামী ১ জুন দিবসাবধি ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি করিবার নিমিত্ত উক্ত কালেজ গৃহে আগামী ২৫ মে মঙ্গলবার দিবসে ছাত্রদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবেক, এই পরীক্ষার কার্য্য ২৬।২৭ এবং ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত সমাধা হইতে লাগিবেক, বেলা ঠিক দশ ঘটিকার সময় উক্ত কয়েক দিবসেই পরীক্ষা আরম্ভ হইবেক।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশাকাঙ্ক্ষি ছাত্রগণ গত মার্চ্চ মাসে যে সকল পুস্তক এবং বিষয়ের পরীক্ষা দিয়াছিলেন এস্থানেও সেইরূপ পুস্তকাদি নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। প্রথম দিবসে ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবেক, দ্বিতীয় দিবসে হিষ্ট্রি এবং জিওগ্রাফি, তৃতীয় দিবসে লিটারেচার এবং চতুর্থ দিবসে নেচারেল হিষ্ট্রির পরীক্ষা হইবেক।

E. C. S. WILLIAMS
PRINCIPAL.
Civil Engineering College.

ই, সি, এস. উইলিয়ম্‌স।
সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজের
প্রিন্সিপেল।

সিবিল ইঞ্জিনিয়র কালেজ।
ফোর্ট উইলিয়ম। ৫মে ১৮৫৮।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers, and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি ব্রঞ্জকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

শালিখা ডায়ামণ্ড ডক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে শালিখাস্থ মেক্‌নিকেল ব্রাউন সাহে-

বের ডকের উত্তরাংশে ডায়ামণ্ড নামক একটি নূতন ডক স্থাপিত করা হইয়াছে, উক্ত ডকে ৭০০ টন পরিমাণের দ্রব্যাদি বোঝায়ের জাহাজ উঠিতে পারিবেক ও অন্যান্য ভাসা জাহাজের কর্ম্ম অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবেক, ইহাতে কার্য্যদক্ষ গোরা-মিস্ত্রি নিযুক্ত আছে, ও উত্তমোত্তম মেটিরিএল প্রস্তুত আছে,অতি সুলভমূল্যে কার্য্য নিষ্পাদন হইবেক, অতএব যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট গমন করিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ নাগ চৌধুরী।
ডক অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গুণিগণাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীলশ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমার পিতা ৺ নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রীমদ্বাল্মীক রামায়ণ পাঠের কারণ রাজস্থান স্থাপিত ধন সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু উক্ত পাঠ মলমাসে কর্ত্তব্য কি না এবিষয়ে নীচের লিখিত মহাত্মা পণ্ডিত মহাশয়দিগের নাম স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পাইয়া ঐ পাঠনা কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতেছি ইহাতে কাহার কোন আপত্য থাকে তাহা অদ্য অবধি ৫ পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল প্রকাশ্যপত্রে প্রকাশ করিবেন ইতি।

ব্যবস্থাপত্রমিদম্।

রামায়ণস্য প্রতিদিনপাঠ্যত্বেন তত্রৈবাভিহিততয়া তৎপাঠস্য পঞ্চযজ্ঞান্তর্গতত্বেনাভিহিত তথাচ প্রতিদিন কর্ত্তব্যকর্ম্মোণো নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রযতঃসন্ মলিম্লুচে ইতিমলমাসতত্ত্বধৃত বচনেন প্রতিপ্রসূতত্বাৎ মলমাসেঽপি আরভ্যতৎপাঠঃ কর্ত্তব্য এবেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্।
শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামতনু শর্ম্মণাম্।
শ্রীভৈরবচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামমোহন শর্ম্মণাম্।
শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্।
শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্।
শ্রীউপেন্দ্রমোহন গোস্বামিনাম্।
শ্রীতিনকড়ি শর্ম্মণাম্।
শ্রীকালীচরণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্।
শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাম্।
শ্রীরাম শর্ম্মণাম্।
শ্রীমহেশ শর্ম্মণাম্।
শ্রীরূপচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীগোপাল শর্ম্মণাম্।
শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মণাম্।
শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামগোবিন্দ শর্ম্ম গোস্বামিনাম্।
শ্রীরামমোহন মল্লিকঃ।

সংবাদপ্রভাকর

৭ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০।দানিশাব্দাঃ ১০৮

মতিহারিস্থ বন্ধুর লিখিত পত্র সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এইক্ষণে এপ্রদেশের লোকের অন্য ভাবনা নাই, কেবল দুষ্ট কুমার সিংহের ভাবনাতেই সকলে ব্যাকুল, নিরীহ মহাজন সকল এবং লালা কায়স্থ ইত্যাদি দুর্ব্বল প্রকৃতি মনুষ্যেরা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের জয় জয়কার দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু রাজপুতর ভুমিহার ব্রাহ্মণ এবং যবনদিগের মধ্যে অনেকেরই মনের ভাব অন্যরূপ। ফলতঃ বিষয়াপন্ন লোকের মধ্যে অনেকেই বিটিস পক্ষের শুভাকাঙ্ক্ষি, কিন্তু বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরের রাজ্যকালে লুটপাট আর হয়না, এজন্য রাজপুতের এবং টোঙ্গর বাবাজীরা কিঞ্চিৎক্ষুব্ধ থাকেন। কাঙ্গালি বাঙ্গালিদিগের অবস্থা অতিশয় আক্ষেপ জনক! বিদেশীয় লোকেরা তাঁহারদিগকে হিন্দুস্থানি হিন্দুর মধ্যেই গণ্য করেন, মেড়ুয়াবাদী বেটারা "ক্রিস্তান,, বলিয়া থাকে। কথায় কথায়"বাঙ্গালি শুশুর সব্ ক্রিস্তান হাঁয়,, বলে। যাহা হউক, আমারদিগেরই ক্ষতির জন্য দুরাত্মা সিপাহীরা এবিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে, কারণ আমাদের স্বদেশে সভ্যতা এবং জ্ঞানবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সদুপায় হইতেছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহাতে অনেক ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা, ফলতঃ বঙ্গদেশীয়দিগের মনে স্বাধীনরূপে সদসৎ বিবেচনা করিবার যে লালসা জন্মিয়াছে, তাহা আর অপহৃব হইবার নহে, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, যে তদ্বিষয়ে রাজপুরুষগণের সাহায্য হইলে শীঘ্র সুফল হইবার সম্ভাবনা, এইক্ষণে এবিষয় পরিত্যাগ করিতে হইল, সময়ান্তরে পুনর্ব্বার দেখা যাইবেক।

এইক্ষণে কুমারসিংহ ঘটিত সমুদ সকল এ প্রকার প্রকাশ হইতেছে, যে, তাহার মধ্যে সত্য কি এবং মিথ্যা কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার, একবার শ্রবণ করিলাম, যে আরা জিলার সম্মুখে পার হওন কালীন যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কুমার সিংহের বাহুনষ্ট হয়, তৎপরে শুনিলাম, না আগমগড়ের যুদ্ধে তাহার উক্ত দশা ঘটিয়াছে, একবার শুনাগেল কুমার সিংহ মরিয়াছে, আবার শুনিলাম এপর্য্যন্ত জীবিত আছেন, কুমার সিংহের সহিত যে দুই যুদ্ধ হয়, তদ্বিবরণ ইংরাজী সংবাদ পত্র সকলে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ হইয়াছে, শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত আমার পত্র প্রেরণ করিতে বিলম্ব হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে প্রেরণ করিবার কোনো ফল নাই।

কুমার সিংহ, অমর সিংহ এবং নিশান সিংহ বনে বসিয়া সিংহনাদ করিতেছে, কিন্তু তাহারদিগকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রিগেডিয়ার ডগলেস আজিমগড় হইতে কুমারসিংহের পশ্চাৎধাবিত হইয়া সসৈন্যে আরায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং অন্যান্য সেনা সকলও আসিয়াছে, শীঘ্রই সবিশেষ জানা যাইবেক।

কুমার সিংহকে শীঘ্র জিলা আরা হইতে দূর না করিলে বেহার প্রদেশের কোনো জিলার লোকেই সুস্থির থাকিতে পারিবেক না। লক্ষ্ণৌ হইতে অনেক বিদ্রোহীসেনা নানাদিকে গমন করিয়াছে, এবং তাহারা যে দিকে যাইবেক সেই দিকেই গোলযোগ উপস্থিত হইবেক, যখন শীতঋতুর মধ্যে বিদ্রোহানল শীতল না হইল, তখন আর এক বৎসর এই ভাবেই থাকিবেক, কারণ এ ভয়ানক গ্রীষ্মকালে গোরা সৈন্য দল কোনোরূপেই বল প্রকাশ করিতে পারিবেকনা, এবং বর্ষাকালও যুদ্ধের সময় নহে, সুতরাং আগত শীত ভিন্ন আর কিছু হইবার সম্ভাবনা নহে।

মহারাজা জং বাহাদুর বুটওল হইয়া নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ডে গমন করিয়াছেন, তাঁহার তিন দল সৈন্য বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য সহকারে সুগোউলি হইয়া স্বদেশে গমন করিয়াছে, আর সকল সৈন্য পশ্চাৎ আছে, দুই তিন দিবসের মধ্যেই সুগোউলিতে পঁহুছিবার সম্ভাবনা। আর আর বিবরণ শীঘ্র প্রেরণ করিব।,,

"এস্থলে দুই দিবস কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হওয়াতে নিলের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে, এবং আমরাও কিঞ্চিৎ শীতল হইয়াছি। যাত্র এবৎসর যথেষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা, এবং এই জলে সুস্বাদু ও হইতে পারে। বসন্ত রোগ পুনর্ব্বার প্রবল হইয়াছে।
১২ মে ১৮৫৮ খ্রীঅ।,,

গত শনিবার গবর্ণমেণ্ট জেনরল ট্রেজুরির অন্তঃবর্ত্তী লোন আফিস অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের দপ্তর খানায় ৩ খানা বেলাঙ্ক ফারম অর্থাৎ কর্ম্মকারিদিগের বিনা স্বাক্ষরিত কোম্পানির কাগজ খোয়া যায় তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবেরা সেই দপ্তরখানায় যাবতীয় কেরাণিদিগের ডেস্ক অনুলন্ধান ও বস্ত্রাদি ঝাড়া লইয়া সে দিবস সকলকে বিদায় দেন, পরে সোমবার সকলে যথা কালে উপস্থিত হইলে এক জন সাহেব ও দুই জন কেরাণি, যাহারদিগের নিকটে উক্ত প্রকার কাগজ

জিম্মা থাকিত তাহারদিগকে সসপেণ্ড করিয়া বাঙ্গালি কেরানি দুই জনের খানা তল্লাসির কারণ পুলিসের সহায়তা লইয়া তৎকার্য্য সমাধা হইয়াছে, তাহার ফল কি হইয়াছে এপর্য্যন্ত আমরা জানিতে পারি নাই।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ পাঠে অবগতি হইল শাসিরামের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যে সমাচার ১২ মে তারিখে প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল, ছিউথন নামক স্থান হইতে বিদ্রোহিদিগকে জেনরল লিউগার্ডসাহেবের অধীন সেনারা সাতিশয় পরাক্রম প্রদর্শন পুর্ব্বক দূরীভূত করিয়া দিয়াছে এবং কর্ণেল করফিল্ড সাহেবের অধীন সেনারা ডোরণের নিকটবর্ত্তি স্থানের শত্রুদিগকে সংপূর্ণরূপে পরাজিত এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছে, শত্রুগণ হীনবল হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আলাহাবাদ হইতে এডমনষ্টন সাহেব লেখেন যে "গোয়ালিয়ারের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন স্যার হিউজ রোজ সাহেবের অধীন সেনারা ওটা নগরের নিকট সানন্দিতে এবং ১১ মে তারিখে তাহারা তথা হইতে কাল্পি হইতে ৫ ক্রোশ অন্তর কোনো স্থানে পঁহুছিয়াছে। তায়ুতে তিনটা গোয়েন্দাকে ধৃত করত তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে! বিস্তর বিদ্রোহিরা বন জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে, এবং কাল্পির বিদ্রোহিরা পলায়ন করণের নিমিত্ত যমুনা মধ্যে এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে।

সমরসংক্রান্ত সমাচার।

লক্ষ্ণৌ নগরের দুই ক্রোশান্তর বটিয়াপুর নামক স্থান হইতে ১০ মে তারিখে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, যে, "বহুসংখ্যক গোলেন্দাজ, অশ্বারোহি, এবং পদাতিক বিদ্রোহি সেনারা লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তাহারা লক্ষ্ণৌ মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবেকনা কারণ উক্ত নগর মধ্যে সম্প্রতি ২০০০ রণনিপুণ ব্রিটিস সেনা অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা শত্রু দিগকে অনায়াসেই উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেক।"

গত ১১ তারিখে পাটনা হইতে যে পত্র আগত হয় তাহা পাঠে জানাগেল, যে ৯ তারিখে জগদীশপুরে ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় একঘণ্টাকাল অনবরত তোপ ধ্বনি শুনা গিয়াছিল, কিন্তু ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, ৬ সংখ্যক পদাতিক দলের কর্ণেল সাহেব স্বীয় শয্যোপরি মরিয়া পড়িয়া ছিলেন, ডাক্তরেরা কহেন তপনের তাপেই ইঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

আলাহাবাদের কোনো পত্র প্রেরক ১১ মে তারিখে লেখেন বিদ্রোহি কুমার সিংহের অধীন সম্প্রতি ১২০০০ বিদ্রোহিসেনা বারাণসীর ৫ ক্রোশান্তরে অবস্থান করিতেছে, আর জগদীশপুর প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহিদিগের দৌরাত্ম্য দিন দিন প্রবল হওয়ায় তৎস্থানবাসিরা স্ব স্ব গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল প্রাণ লইয়া দানাপুরের অঞ্চলে পলায়ন করণে বাধ্য হইয়াছে।

গয়া হইতে ১৪ মে দিবসে যে পত্র আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, এস্থানে এমত জনরব উঠিয়াছে, আরল পরগণাস্থ বিদ্রোহি জদর সিংহ জগদীশপুরের শেষযুদ্ধে মৃত্যু বিদ্রোহি কুমারের অনুগামী হইয়াছে। অবগতি হইল যে বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনারা জগদীশপুর অনল সংযোগে ছারখার করিয়া দিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

দারজিলিংস্থ ৭ মে তারিখের পত্রে অবগতি হইল যে এস্থানে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় এপ্রদেশ শীতল হইয়া গিয়াছে।

কানপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, যে ৫০০ যবন কোনোরূপ গুরুতর অপরাধে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দীপান্তরিত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! এই অন্তযমক কবিতাটি সংশোধন পূর্ব্বক প্রভাকর পত্রস্থ করিয়া এ জনের সন্দেহ মর্দ্দন ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

মনের প্রতি উপদেশ।
অন্তযমক পয়ার।

ওরে মন কথা শোন্ ধরি তোর পায়।
আর না যাতনা মোরে সহে পায় পায়॥
তোমারি জ্বালায় নারি থাকিতে স্বপদে।
বিপদ ঘটাও তুমি পদে পদে পদে॥
কথা রাখ, পদে থাক রে অশান্ত স্বান্ত।
শান্তিরসে রসে হও একেকালে শান্ত॥
মনমসী ধুয়ে ফেলে বিবেকের জলে।
দ্বেষানল আর যেন হৃদয়ে না জ্বলে॥
মোহমদে মত্ত হোয়ে শুধু মনো ভ্রমে।
ধৈর্য্য ধর কেন মর মিছে আর ভ্রমে॥
এভব বিভব সব মায়ার আপন।
কে তোমার তুমি কারে ভাবরে আপন॥
ভাবময় ভাবিকের এই ভব হাটে।
করাল কালের দূত অনুক্ষণ হাঁটে॥
বিষয় বিভব নিয়ে কেন বাড়াবাড়ী।
শমনের হাতে আছে দমনের বাড়ী॥
এখন তখন নাই করে কোন্ দণ্ডে।
কালের কিঙ্কর কুল কাল দণ্ডে দণ্ডে॥
মোহনেশা পান তুমি নিশা দিবা কর।
দিবাকর সুত দূতে কিবা দিবাকর॥
মুদিয়ে নয়ন দুটি হোলে পরে শব।
কোথায় রহিবে এই বিভবাদি সব॥
প্রাণ সমা যে প্রিয়সী আছে ভালবাসা।
কোথায় রহিবে আর তার ভালবাসা॥
বারেক মলিন মুখ নিরখিলে যায়।
বিষম বিষাদে তব বুক ফেটে যায়॥
কোনোমতে করিলে যে প্রণয়িনী মান।
পায়ে ধোরে কত কোরে ভাঙি তার মান।
প্রাণপণে পূর্ণ কর যার প্রয়োজন।
কোথায় রহিবে আর সেই প্রিয়জন॥
সাধের শরীর সদা যারে ভালবাস।
বাড়াইতে শোভাপর ভাল ভালবাস॥
কত না বড়াই কর বসন ভূষার।
জাননা যে এই দেহ হইবে ভূ-সার।
হেরিতে শোভার শেষ টেড়ী কর কেশে।
কেশে ধোরে আছে কাল জাননাকো কে॥
কোনোরূপে রোগ ভোগ করিলে এ দেহ।
চিকিৎসা করিতে তার ধন মন দেহ॥
বিনাশের পাশখানী করি নিজ করে।
কালরোগ ডোর দেহে ঘোর ভোগ করে॥
দিন দিন বল হীন ক্ষীণ হয় দেহ।
কেন তার প্রতি মন মন নাহি দেহ॥
এ রোগে হইতে মুক্ত কেনরে ভাবনা।
দেও দেও দেও মন বিবেক ভাবনা॥
ভাবভরে ভবনাথে করনা ভাবনা।
রবেনা রবেনা তোর রবেনা ভাবনা॥

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
সাং ঢাকা বাবুর বাজার।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি ভোগোলক ভিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম যতস্ত্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০২৯ সংখ্যা। গুরুবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২০ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

আর্ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেন্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চার্লস্ জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্ফ্যান শোসাইটী।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers and Brouzers, &c &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta, Cossitolah, Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি ব্রঞ্জকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা কসাইটোলা জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন।

গুণিগণাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীলশ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমার পিতা ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাল্মীক রামায়ণ পাঠের কারণ রাজস্থান স্থাপিত ধন সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু উক্ত পাঠ মলমাসে কর্ত্তব্য কি না এবিষয়ে নীচের লিখিত মহাত্মা পণ্ডিত মহাশয়দিগের নাম স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পাইয়া ঐ পাঠনা কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতেছি

ইহাতে কাহার কোন আপত্য থাকে তাহা অদ্য অবধি ৫ পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল প্রকাশ্যপত্রে প্রকাশ করিবেন ইতি।

ব্যবস্থাপত্রমিদম্।

রামায়ণস্য প্রতিদিনপাঠ্যত্বেন তত্রৈবাভিহিততয়া তৎপাঠস্য পঞ্চযজ্ঞান্তর্গতত্বেনাভিহিত তথাচ প্রতিদিন কর্ত্তব্যকর্ম্মণো নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রযতঃসন্ মলিম্লুচে ইতিমলমাসতত্ত্বধৃত বচনেন প্রতিপ্রসূতত্বাৎ মলমাসেঽপি আরভ্যতৎপাঠঃ কর্ত্তব্য এবেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্।
শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামতনু শর্ম্মণাম্।
শ্রীভৈরবচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামমোহন শর্ম্মণাম্।
শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্।
শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্।
শ্রীউপেন্দ্রমোহন গোস্বামিণাম্।
শ্রীতিনকড়ি শর্ম্মণাম্।
শ্রীকালীচরণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্।
শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাম্।
শ্রীরাম শর্ম্মণাম্।
শ্রীমহেশ শর্ম্মণাম্।
শ্রীরূপচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীগোপাল শর্ম্মণাম্।
শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মণাম্।
শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামগোবিন্দ শর্ম্ম গোস্বামিনাম্।

শ্রীরামমোহন মল্লিকঃ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে। যে গুপ্ত নান এণ্ড কোম্পানির দ্বিতীয় বকরাদার ৺ মহেশচন্দ্র নান ১৮৫৮ ৪মে তারিখে ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হওয়ায় ঐ তারিখ অবধি তাঁহার উপরোক্ত কোম্পানির ডিস্পেন্সরির লাভ লোকশানের কোনো স্বত্ব রহিলনা ইতি।

গুপ্ত নান এণ্ড কোং।

সংবাদ প্রভাকর

৮ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

বালেশ্বরস্থ বন্ধুর পত্র সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।

"বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি মহাশয়ের সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া সংশোধন করত তদীয় জগন্মান্য প্রভাকর পত্রিকার প্রান্তে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদানার্থ গত কল্য বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে উক্ত বিদ্যামন্দির মধ্যে এক মহাসভা হইয়াছিল, সভার শোভা কি বর্ণনা করিব, প্রশংসিত শ্রীযুত মেং সক, শ্রীযুত মেং ওয়াটর কিল্ড প্রভৃতি সাহেবগণ, ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত শ্রীযুত বাবু পদ্মলোকন মণ্ডল শ্রীযুত বাবু শ্যামানন্দ দে ইত্যাদি আর গুণরাশী শ্রীযুতবাবু গোপীনাথ দাস সদর আমীন, শ্রীযুত সেখ আবদুল্লা খাঁ বাহাদুর ডেপুটীকালেক্টর, দেওয়ান, পেশকার প্রভৃতি প্রধান প্রধান উকীল আমলা সকলে উপস্থিত হইয়া সভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শীলতায় তাঁহাদের সৌজন্যতায় সকলেই সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা পাত্র বিশেষে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিয়াছিলেন, লাল বসনে টেবিলখানি আবৃত করিয়াছিলেন, অল্পবয়স্ক বালকদিগকে উচ্চস্থানে বসাইয়াছিলেন, কোন রকমে অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই।

সভারম্ভে সভাপতি মেং সক বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া যথাযোগ্য বালকবৃন্দকে স্বহস্তে পুস্তক সকল বিতরণ করিয়া আনন্দচিত্তে কহিলেন "এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছাত্রদিগের প্রতি যে প্রকার গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে উত্তম ফলোৎপত্তি হইয়াছে তন্নিমিত্তে তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ করি, দেশস্থ উপস্থিত মান্য মান ব্যক্তিবৃন্দকে ধন্যবাদ করি আর যে সকল বালক বিলক্ষণ উপযুক্ত হইবেক তাহাদিগেকে ব্যতীত অন্য কাহাকে নূতন পদ প্রদান করা যাইবেক নাই, এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, সভা ভঙ্গ হইলে পর সভাপতি মহাশয় সমস্ত সভ্য সমভিব্যাহারে বিদ্যালয়ের ব্যায়ামশালায় উপস্থিত হইয়া "স্যুঁই ইং পোল,, আর "পেরালালবার,, দৃষ্টি করত কহিলেন যে বালক উত্তমরূপে ঘুরিতে পারিবেক, তাঁহাকে পাঁচ টঙ্কা পুরস্কার দিব এই কথা কহিবা মাত্র বালক সকল একাগ্রচিত্ত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল তন্মধ্যে যদুনাথ দাস নামক একটী দশমবর্ষ বয়স্ক বালক উত্তম পারদর্শিতা দর্শন করাইবার নিমিত্তে সভাপতি মহাশয় সহাস্যবদনে তাঁহাকেই পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পরে "পেরালাল বারের,, নিকট গমন করিবাতে বালকেরাও তথায় ধাবমান হইল এবং ইহাতে যে যে বালক উত্তম "ব্যায়াম,, করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেককে কাহাকে ২ টাকা, কাহাকে ১ টাকা ইত্যাদি পারিতোষিক প্রদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করত শকটারোহণ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় বিদ্যালয় শব্দটি এদেশস্থ উৎকল ভায়ারা জানিতেন নাই তাঁহারা কেবল "শুকুয়া, কাঁজি, পিকা, আর বুইতাড়ু জানিতেন, এক্ষণে যে তাঁহরা সভ্য হইবার চেষ্টা করেন আর বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ অনুরাগ প্রকাশ করেন তাহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবেক।

আপনকার নিতান্ত বশম্বদ ভৃত্য।

দর্শকঃ।

বালেশ্বর।
সন১৮৫৮। ১১ মে।

নিম্নস্থ পত্রখানি অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটন করিলাম।

গুণিগণাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মদুক্তি কয়েক পঁক্তি প্রকাশার্থে প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় পত্রৈক প্রান্তে স্থান দানে মান দান করিবেন, কস্যচিৎ জিজ্ঞাসমানস্য স্বাক্ষরিত মলমাসাঙ্কিত পত্র অদ্য প্রাতে প্রাপ্ত হইয়াছি, লিখিয়াছেন যে বৈকুণ্ঠবাসি মৎপিতামহ ৺ নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের পুণ্য কর্ম্মার্থ স্থাপিত ধন দ্বারা পূজনীয় মৎপিতা ঠাকুর শ্রীযুক্ত রামমোহন মল্লিক মহাশয় শ্রীশ্রী ৺ বাল্মীকি রামায়ণ পাঠনার্থে প্রবর্ত্ত হইতেছেন তাহাতে মলমাস বিধায়ে বহুসংখ্যক বুধবর মহাশয়দিগেরদ্বারা বিধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অধুনা উক্ত স্বাক্ষরকারি মহাশয়ের কর্ত্তব্য এই যে শারদীয় ভাস্করের ন্যায় সুপ্রকাশ হইয়া স্বাক্ষরিত বুধগণের সহিত অত্র বিচারে প্রবর্ত্ত হউন নচেৎ দশাস্যজবৎ ঘণআড়ে সঙ্কোচ সংগ্রাম সুশোভিত হয়না, অস্মদাদির এতৎ শাস্ত্রবিষয়ে অনধিকারতা, তজ্জন্য প্রত্যুত্তর প্রকাশ্যপত্রে প্রকাশ করিতে পারিলামনা, অতএব প্রার্থনা জিজ্ঞাসু মহাশয়ের নাম ধাম এবং বিচারস্থান প্রকাশ ও নিরূপণ পূর্ব্বক উক্ত ব্যবস্থাপক বুধবরগণের সহিত এতদ্বিষয়ক বিচার পূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপন করিতে আজ্ঞা হয় ইতি।

শ্রী ভোলানাথ মল্লিকঃ।

বিলাতীয় সংবাদ পাঠে অবগতি হইল যে, ফ্রেঞ্চ রাজ্যেশ্বর মহামতি লুইস নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, রুষিয়ার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, অতি স্বল্প কালের মধ্যেই ইঁহাদিগের পরস্পরে সাক্ষাৎ হওনের সম্ভাবনা আছে, যে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত ফ্রেঞ্চেশ্বরের প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওনের কল্পনা হইতেছে, যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবেক।

সমরসংক্রান্ত সমাচার।

আলাহাবাদের পত্রে জ্ঞাত করে যে বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে বেরিলি নামক স্থান অধিকার করণ কালীন বিস্তর শত্রুর প্রাণ বিয়োগ হয়, কিন্তু এপক্ষের কিছুমাত্র হানির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যায় নাই।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল যে অরিয়া নামক স্থানে বিস্তর বিদ্রোহিও দুষ্ট লোকের সমবেত হইয়াছে, ইহাতে এটোয়া প্রদেশ মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, শুনিলাম মৈনপুরির পদচ্যুত বিদ্রোহি রাজা ঐ সকল দুরাচারিদিগের সরদার হইয়াছেন।

দানাপুরের গোপনীয় পত্রে ব্যক্ত করে, বিদ্রোহি কুমার সিংহের অধীন সেনারা জেনরল লিউগার্ড সাহেবের সেনাকর্ত্তৃক উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন পরায়ণ হওয়ায় ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে।

আসামে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ ঘটনার উপক্রম হওয়ায় ঢাকা প্রদেশে ১০০ নাবিক সেনা প্রেরিত হইয়াছে।

বিদ্রোহি প্রধান নানা পাপের নানা, বেরিলির নিকটবর্ত্তি স্থানে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুচর সোবে করিয়া একজনকে তোপে উড়াইয়া দিয়াছে।

১০ মে তারিখে অযোধ্যা নগর হইতে যে পত্র আগত হয় তৎপাঠে অবগতি হইল, এমত প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমারদিগকে বিদ্রোহিদিগের সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করিতে হইবেক কারণ এস্থানের কিয়দ্দূরে, সাজাহানপুরের বিদ্রোহিরা বেরিলিস্থ বিদ্রোহিদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হইতেছে. শুনিলাম যে শেষোক্ত স্থানের বিদ্রোহি মৌলবি প্রাগুক্ত বিদ্রোহিদিগের সরদার হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করণার্থ প্রস্তুত হইতেছে, অতএব এসময়ে এস্থানের সমর সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ সতর্ক হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

অবগতি হইল যে চীনরাজ্য হইতে কমিস্তনর ইয়াকে, বিপুলচিত্ত প্রেরণ করা হয় এবং সেই সকল সম্পত্তি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সমর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মৈমুনসিংহ হইতে গত ৮ তারিখে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে যে গত পঞ্চদশ দিবসাবধি এ স্থানে অনবরত ঝর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে গ্রীষ্মের আর কিছু মাত্র প্রাদুর্ভাব নাই।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিষ্টর এবং অধ্যক্ষ মেং গ্রেপেল সাহেব শারীরিক অসুস্থতা বিধায় স্বদেশ গমন করণার্থ ৩ মাসের বিদায় প্রার্থনা করিয়াছে।

ইতা নামক স্থানের পত্রে ব্যক্ত করে, "যে বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে এস্থান অধিকার করণাবধি প্রজারা নিশ্চিন্তে বাস করিতেছে এবং নির্ব্বিঘ্নে রাজকর সংগ্রহ করা যাইতেছে, কিন্তু আহির নামক জাতিরা অদ্যাপি গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনিষ্ট সাধনে বিরত হয় নাই, কয়েক জন ইংরাজ নৌকারোহণে নদী দিয়া গমন করণকালীন তীর হইতে গুলির দ্বারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, শুনিলাম হত্যাকারিদিগের কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কালপ্রভাবে অনেকেই কদাশা কুপ্রথারলম্বি হইতেছে দেখিয়া নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি রচনা করিয়াছি,বঙ্গবিদ্যোৎসাহি মহাশয় কৃপা সহকারে ইহা সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার জগত প্রফুল্লকর প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদান করিলে কৃতার্থ হইব।

পদ্য।

হায় হায় ধর্ম্ম ধনে, ভুলিয়া মানবগণে,
অপবিত্র অধর্ম্মেরে,কোন্ সুখে চাও রে।
সুখাকর ধর্ম্মনিধি, সৃজিল পরম বিধি,
তারে ত্যজি বল নর, কিবা সুখ পাও রে॥
বিষম বিষয় মদ, পানে হোয়ে গদ গদ,
ধর্ম্ম পরায়ণ প্রতি,কোপ মনে চাও রে।
আপনারা কদাচার, লাজ মাত্র নাহি তার,
পরে কদাচার বলি,লোকেরে হাসাও রে॥
কিছু মাত্র নাহি মান, তবু করি অভিমান,
বিজ্ঞ জনে অপমান,করিবারে চাও রে।
চৌর্য্যবৃত্তি অহঙ্কার নিজেদের পরিবার,
বাদ করি সাধু জনে,সদোষ বলাও রে॥
গম্যাগম, নাহি জ্ঞান, আত্ম পর সব স্থান,
প্রেমরস লাভ হেতু, ঘুরিয়া বেড়াও রে।
পরের করিতে মন্দ, কেন হও সদানন্দ,
পাষণ্ড পাপাত্মাগণ, আমারে বুঝাও রে॥
দ্বন্দের শুনিলে নাম,আগে বলি লড়ে হাম,
দৃঢ় মুষ্টি ধরি হস্তে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাও রে।
আপনারা দোষময়, তাহার নাহিক ভয়,
পরদোষ দেশে দেশে হৃষ্ট মনে গাও রে॥
কিন্তু এ নয়ন যবে, মৃত্যুতে মুদ্রিত হবে,
এই ধন জন তবে, থাকিবে কোথায় রে।
অন্যে কদাচার বল, পাবে তার প্রতিফল,
যখন করাল কাল, ধরিবে সবায় রে॥
সে জনায় অপমানে,কি সাধ্য তোদের প্রাণে,
যারে বিশ্ব কর বিধি, সুবিজ্ঞ বলায় রে।
দোষি বল সাধু জনে, তার তরে সর্ব্বক্ষণে,
দুঃখ পাবে পুনঃ জন্ম, লইলে ধরায় রে॥
পরের করিয়া মন্দ, কোথা হবে সদানন্দ,
আনন্দই নিরানন্দ, তোদের জ্বালায় রে।
অগম্য বিহার কর, তদর্থেতে ঘোরতর,
ক্লেশ পাবে যবে যাবে, শমন সভায় রে॥
দ্বন্দে হও আগুয়ান,কিন্তু নাহি কর জ্ঞান,
মুখের মতন বস্তু, বিধাতা যোগায় রে।
ঈশ্বরের ধর্ম্মনাশ, কর হোয়ে রিপু দাস,
যার তরে যাবে যম, যন্ত্রণা যথায় রে॥
অতএব মূঢ় নর, আমার বচন ধর,
অধর্ম্ম ত্যজিয়া সবে, ধর্ম্ম পথে যাও রে।
ষড় রিপু করি বশ, সুধা সম ধর্ম্ম রস,
মানস পূরিয়া সুখে, সদাকাল খাও রে॥

প্রা।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩০ সংখ্যা] শুক্রবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২১ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্ট।

রিসিবর আফিস।
তালুক ইহারা।
শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী।
বাদিনী।
ভৈরবচন্দ্র কুঙার ও
হরিশ্চন্দ্র কুঙারদিগর
প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সনের ৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইণ্টন হগ সাহেব তাঁহার আফিসে নিম্নে লিখিত তালুকাতের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা হুগলী।

মহাল পত্তনি পরগণে পাঁণ্ডুয়া লাট ডহর চাকলাই ৩ মৌজা রামকৃষ্ণপুর, ওরফে চিনে, বসুদেবপুর, পানিপাড়া।

মহাল দরপত্তনি পরগণা ঐ লাট হাতিনি দুই মৌজা নিজ হাতিনি ও পটি মুকুন্দপুর।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্ট হৌস রিসিবর আফিস।
তারিখ ১৯ মে ১৮৫৮ সাল।

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers, and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি ব্রঞ্জকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।
কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

इस्ताहार।

बनारसके बीचमें स्थित थावर सम्पत्ति प्रकास्य याने जाहरी नीलामें बिकरी होवेगी।

बन्धक देनेवाला बन्धकि तमस्सुकमें बन्धक लेनेवाला याने महाजन को बेचनेका जो एख्तियार लिख दिया हैं वही एख्तियार मोताबक मिसुयार्स मेकेञ्जि लायेल कम्पनी साहेबान् लोग अपने लागोंके कलकत्तेके एक्सचेन्ज नामक नीलामके कमरसिएल रुम नामक बिकनेके जागामे नीचे की लिखिहुइ तमाम सम्पत्ति नीलाम करक बेचेंगे।

विशेषतः काशिजी शहरके दर्मियान् देवनाथपुरके शामिल औ उस्के बीचमें स्थित जो एक मकान् अथवा रैंय्यती हवेली जिस्का कुछ इंटका औं कुछ पत्थरसे बना हुआ हैं औं उस्के साथ जो एक खण्ड ओ बन्द जिमीन् हैं अन्दाज दीर्घमें एक सौ उन्नासी गज औ प्रस्तमें एक सौ तिरषठ गज औं तेरगीरा जिस्के एक तरफ उपरकी लिखी हुई हवेली वगैरा बनी हुइ है उस्का अविभागकिया। — पाच आना हिस्सा ओ रकमके उपर बाबू नवीनचन्द दत्तका जो सत्व ओ अधिकार है सोही बिकेगा।

विशेषतः उपरके लिखे हुये शहर बना रसके महल्ले चौषष्टि नामक जागाके शामिल औ उस्के बीचमें स्थित जो एक खपरेलका बना घर ओ उस्के साथ जो एक खण्ड ओ बन्द जिमीन है अन्दाज चार सौ षाइट गज जिस्के एक तरफ उरपका लिखा हुवा घर लिखा गया है उस्का अविभाग कृत। — पांच आना हिस्सेमे ओ उस्के उपर उपरका लिखा हुवा नवीनचन्द दत्तका जो सत्व ओ अधिकार है सो बिकेगा।

जिस् नियममें यिह सम्पत्ति बिकेगी सो बिकनेका बखत देखाया जावेगा और खरीद करनेवाले देखने पावेंगे और अगर्चे कोई पेस्तर देखनेका इरादा रखे तौ वे लोग उपरकी लिखि हुइ सम्पत्ति ओ बिकरीके पेस्तर एक पक्षके दर्मियान् जिस्वख्त होवे न काहे बीचे के सही करनेवाले लोगोंके कारबारी जगहमें अर्ज्जी करणेसें ही देखने पावेंगे। और२ समाचार इस्का वाकिब होनेका इरादा करणेसे भी जानने सकेंगे।

जज, जज, ओटकिन्स।
बन्धक गृहीताके पक्षीय
उकीलगण।

नं० २ ओल्ड पोष्ट आफिस ष्ट्रीट।
कलिकाता। ११ मे १८५८ साल।

বিজ্ঞাপন

বারাণসীস্থিত স্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয়।

বন্ধকদাতা বন্ধকিখতে বন্ধকগৃহীতা অর্থাৎ মহাজনকে বিক্রয় করণের যে ক্ষমতা লিখিয়া দিয়াছেন সেই ক্ষমতানুসারে মিসুয়ার্স মেকেঞ্জি লায়েল কোম্পানি সাহেবানেরা তাঁহারদিগের কলিকাতাস্থ এক্সচেঞ্জ নামক নীলামের কমরসিএল রুম নামক বিক্রয়স্থলে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল নীলাম দ্বারা অতি শীঘ্রই দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ বারাণসী নগরের অন্তঃপাতি মহাল্লা দেবনাথপুর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ভাড়াটিয়া গৃহ অথবা বসতি বাটী যাহার কিয়দংশ ইষ্টক ও কিয়দংশ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনমান দীর্ঘে একশত ঊনআশি গজ ও প্রস্থে একশত তেষট্টী গজ এবং তেরোগিরা যাহার একাংশে উল্লেখিত গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অনংশীকৃত পাঁচ আনা অংশ ও রকমের উপর বাবু নবীনচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাই বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ উল্লেখিত শহর বারাণসীর মহাল্লা চতুঃষষ্টী নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খাপরেলের বাঙ্গালা ঘর ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান চারিশত ষাটি গজ, যাহার এক ভাগে উল্লেখিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অবিভাগীকৃত পাঁচআনা অংশে ও পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও পাঁচআনা অংশের উপর উল্লেখিত নবীনচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহাই বিক্রীত হইবেক।

যে নিয়মে এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক, তাহা বিক্রয়ের সময়ে দেখান যাইবেক এবং ক্রয় করণার্থিগণ তাহা দেখিতে পাইবেন এবং যদ্যপি কেহ পূর্ব্বে দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহারা উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্ব্বে এক পক্ষের মধ্যে যে সময়ে হউক, নিম্ন স্বাক্ষরকারিদিগের কার্য্যালয়ে আবেদন করিলেই দৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং অন্যান্য বিবরণ জানিবার মানস করিলেও জানিতে পারিবেন।

JUDGE JUDGE & WATKINS.
Solicitor's for the Mortogage.
জজ, জজ, এণ্ড ওয়েটকিন্স।
বন্ধকগৃহীতার পক্ষীয়
উকীলগণ।

নং ২ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। ১১ মে ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে শ্রীরাম পুরের ভালো ইংলিসবডী হরফ ৬/ ছয় মন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাহার লইবার ইচ্ছা হইবেক তিনি হাড়কাটার গলিতে শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট কিম্বা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসুর নিকট এবিষয়ের সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৯ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

সমর সংক্রান্ত সমাচার, যাহা আমরা প্রতি দিবস প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা বিশেষরূপ শিবকর নহে, একারণ আমারদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই শঙ্কার সঞ্চার হইতেছে, কিন্তু এরূপ দৃঢ়তর সাহস আছে, যে, দুষ্ট দুর্জ্জনেরা পরিশেষ পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেই হইবে, কিন্তু আপাততঃ গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়াছে, ইহাতেই স্থানে স্থানে নির্ব্বিরোধি দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে. সেই অত্যাচার নিবারণার্থ রাজপুরুষেরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া ব্রিটিসপক্ষের বিষমতর বিপক্ষতা করিতেছেন, ইহাতেই বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহিব্যূহের সাহস ও বল বাড়িয়াছে, বিষকৃমি যেমন বিষে কখনই বিনষ্ট হয়না, সেইরূপ দুষ্টেরা উষ্ণদেশজাত মনুষ্য, সুতরাং মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে তাহারদিগের প্রাণের আশঙ্কা নাই, কাষ্ঠপ্রাণি নিরাহারে অসহ্য সূর্য্যতাপে অনায়াসেই অস্ত্র ধরিতে পারে। যাহা হউক, পাপিদিগের পাপের দণ্ড অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

কুমার সিংহের বিষয় আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন এবং অদ্যকার প্রকাশিত বেতিয়ার পত্রে সকলে তদ্বিশেষ আরো অধিক জানিতে পারিবেন। যুদ্ধঘটিত আর আর বিষয় সংক্ষেপে প্রকটন করিতেছি, এতৎপাঠেই বর্ত্তমান বৃত্তান্ত বিদিত হইবেন।

জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব ১৭ মে দিবসে এলাহাবাদ হইতে গবর্ণমেণ্টে লেখেন।

যথা।

"গোয়ালিয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, স্যার হিউজ, রোজ সাহেব ১২ তারিখে "ওয়াতরের" নিকটবর্ত্তি "সান্ধি" নামক স্থানে সসৈন্যে উপনীত হন। বান্দার নবাব আপনার সৈন্যদিগ্যে সঙ্গে লইয়া কাল্পির বিদ্রোহিদলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন। "ত্যানাসিয়াতোপি" ঝান্সিরুরাণীর সহিত মিলিত হইয়া কাল্পিতে আগমন করিয়াছেন। যে স্থান দিয়া ব্রিটিসপক্ষীয় তোপ সকল লইয়া যাইবার উপায় নির্ণয় হইয়াছিল বিপক্ষেরা সেই পথ রুদ্ধ করিয়াছেন।"

১০ মে দিবসে লক্ষ্ণৌনগর হইতে গোপনীয় সংবাদ আইসে।

যথা।

"এই নগরের নিকটে কোনো গ্রামে বিস্তর বিদ্রোহি সমবেত হইয়াছে, তাহারা আমারদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতেছে, শত্রুদিগের সংখ্যা এত অধিক যে তাহারা অনায়াসেই এই নগর পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে পারে, কারণ এইক্ষণে এখানে আমারদিগের সৈন্য সম্প্রদায় ৩০০০ তিন সহস্রের অধিক না হইবে, অতএব অবিলম্বে যদি বিশ ত্রিশ হাজার সেনা আগমন না করে, তবে প্রবলতর প্রমাদ ঘটনার সম্ভাবনা।"

উক্ত স্থানের দ্বিতীয় পত্রে লেখে "লক্ষ্ণৌ নগরের অতি নিকটস্থ কোনো কোনো পল্লীগ্রাম বিদ্রোহিরা অনল সংযোগ দ্বারা একেবারে ছারখার করত অধিকাংশ প্রজার প্রাণনাশ করিয়াছে।"

বান্দার সৈন্য শিবির হইতে ১৩ মে দিবসে সংবাদ আইসে।

যথা।

"তপনতাপের প্রাবল্য হেতু এখানে ওলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ঐ রোগে বিস্তর গোরা সেনার প্রাণ নাশ হইতেছে প্রতিদিন ৭।৮ জন করিয়া মরিতেছে।"

বেতিয়া প্রবাসি বন্ধুর পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

বেতিয়া ১৪ মে। ১৮৫৮।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! আপনকার প্রেরিত "প্রবোধ প্রভাকর" গত কল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং তাহার কিয়দংশ পাঠ করিবাতে যে প্রকার আনন্দ লাভ হইয়াছে, তাহা নির্জীব লেখনী দ্বারা কি জানাইব? এ "প্রবোধ প্রভাকর" অজ্ঞান তিমিরাবৃত মনুষ্যবর্গের পক্ষে যথার্থতই প্রবোধ প্রভাকর হইয়াছে। তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। মহাশয় সাধারণ উপকারার্থে যে এতাদৃশ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এজন্য মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং মহামঙ্গলময় মহেশ্বর সমীপে প্রার্থনা যে তিনি মহাশয়কে শারীরিক স্বচ্ছন্দতা প্রদান পুরঃসর দীর্ঘজীবী করেন।

মহাশয়ের প্রভাকর পত্রিকার মূল্য শ্রীমান্ মহারাজ বাহাদুরের সমীপে সুগোচর করত সুসংযোগে পশ্চাৎ প্রেরণ করিতেছি, তজ্জন্য ভাবিত অথবা চিন্তিত হইবেননা। আর প্রবোধ প্রভাকরের মূল্যও ঐ সমভিব্যাহারে প্রেরিত হইবেক।

শ্রীমান্ মহারাজ বাহাদুর এবং তদনুজ শ্রীমান্ যুবরাজ বাহাদুর সপরিবারে শারীরিক স্বচ্ছন্দে আছেন এবং সুনিয়মে প্রজাপালন করত রাজানুগত্য প্রকাশ করিতেছেন। বিদ্রোহি কুমারসিংহ স্বদলবল সহিত জগদীশপুরের নিজ ভবনে অবস্থিতি

করিতেছে, এবং বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে স্বীয়দেবমন্দিরাদি "যাহা পূর্ব্বে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ভঙ্গীকৃত হইয়াছিল ,, পুনঃনির্ম্মাণ করিতেছে, এবং স্বীয়াধিকারস্থ ব্যক্তি ব্যূহকে বিদ্রোহিদলভুক্ত করিতেছে, হে সম্পাদক মহাশয়! যে পর্য্যন্ত ব্রিটিসবাহিনী সমধিকরূপে সমবেত না হইবেক সে পর্য্যন্ত প্রাগুক্ত বিদ্রোহি দল প্রকৃত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেক এমত বোধ হয়না।

ছাপরা, পাটনা, দানাপুরের প্রজাবর্গেরা সভীত অন্তঃকরণে কালযাপন করিতেছে। জগদীশ্বর সন্নিধানে করপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক এ বিদ্রোহানল স্বীয় কৃপাজল বরিষণ দ্বারা ঝটিতে সুশীতল করুন।

সম্প্রতি এখানে এক সামান্য বৃষ্টি হইবাতে কৃষি লোকের মহোপকার হইয়াছে, কিমধিকং।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ।,,

কাটামুণ্ড প্রবাসি বন্ধুর পত্র গত দিবস ডাকযোগে প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! 'মহারাজ জং বাহাদুরের সমভিব্যাহারি ৩ রেজিমেণ্ট পদাতিক সৈন্য এবং এক ব্যাটেরি তোপখানা অদ্য কাটামুণ্ডতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। তৎসঙ্গে তাঁহার অনুজ দ্বয় অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি দুই জন এবং আর আর সেনাপতি ও কর্ম্মচারিগণ স্বচ্ছন্দশরীরে পঁহুছিয়াছেন।"

"মহারাজ জং বাহাদুর স্বয়ং গোরকপুর হইতে আপন রাজ্য "পাল্পা,, নামক স্থানে গিয়া তথা হইতে "মুক্তিনাথতীর্থ ,, দর্শনে গমন করিয়াছেন, কিছু দিন পরেই এখানে শুভাগমন করিবেন।,,

গত কল্য দিবা ৯ ঘণ্টার সময় এক ব্যক্তি আহিরিটোলার ঘাটে স্নান করিতে নামিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতেছিল, এমত সময়ে পারাপারের বাষ্পতরি দ্রুতবেগে তাহার উপরে পড়ায় ঐ ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইল, তাহার দেহের অন্বেষণ হইলনা। অপর এক ব্যক্তি একখানা নৌকার সাহায্যে রক্ষা পাইয়াছে।

অল্প দিবস গত হইল উক্ত ষ্টিমরের ধাক্কায় একখানা কুটির পান্সি জলমগ্ন হইবায় অনেকগুলীন লোলের প্রাণনাশ হয়, সংপ্রতি আবার এই এক ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইল, ইহাতে অনুভব হইতেছে, যে, উক্ত ষ্টিমরের মাজি একর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র নহে, এই নিমিত্তই অনর্থ সংঘটন হইতেছে, এইক্ষণে অধ্যক্ষ মহাশয় সাবধান হউন, ভবিষ্যতে আর যেন এমন না হয়।

রোহিল খণ্ডের পত্র প্রেরকের পত্র পাঠে অবগতি হইল, "এস্থানীয় বিদ্রোহিরা পরস্পরে বিদ্রোহি হইয়া উঠিয়াছে, তাহারদিগের সুবেদার যিনি বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন, এক্ষণে তাঁহার অধীন সেনারা কোনোমতেই তাঁহার হুকুম শুনিতেছেনা, তাহারা বলে আমরা বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সেনাদিগের প্রতিকুলে আর সমর করিতে সক্ষম হইবনা; কারণ তাহারা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং নানাস্থান হইতে অসংখ্য প্রমাণে দলবদ্ধহইয়া এই রোহিল খণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিতেছে, শুনিলাম অনেক বিদ্রোহিরা স্থানান্তরে পলায়ন হইয়াছে, বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব টাকা এবং আহারীয় দ্রব্যাদি অভাবে তাঁহার অধীন সেনাদিগের দ্বারা অপমানিত হইতেছেন, এবং তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করত অন্যত্রে পলায়ন করিতেছে।

প্রেরিত পত্র

পূজ্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ।

হে মহাশয়! আপনকার বিশ্ব ব্যাপক প্রভাকর পার্শ্বে সংশোধনানন্তর প্রকটন করিয়া এই নব লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনে চিরবাধিত করিবেন।

অহঙ্কার।

পদ্য।

মানবের শত্রু অতি ক্রোধ অহঙ্কার।
রিপু নামে নানারূপে করে অপকার॥
ধরাধামে যত সুখ প্রাপ্ত হয় নরে।
অহঙ্কার হোলে তাহা সব নাশ করে॥
অহঙ্কারি জন হয় সতত ঘৃণিত।
হীন নামে হয় সেই জগতে বিদিত॥
শুনিলে তাহার নাম সবে তুচ্ছ করে।
প্রিয় কথা কেহ নাহি কহে তার তরে॥
অহঙ্কারি নর সদা এই ইচ্ছা করে।
মকলে তাহার কাছে রবে যোড় করে॥
যেই কর্ম্ম করে সেই যশ নাহি পায়।
কেবল লোকেতে তার অপযশ গায়॥
মনে মনে করে সদা এই অভিমান।
জগতে নাহিক কেহ তাহার সমান॥
এই হেতু বলি মন হও সাবধান।
কদাচ করোনা ভাই দ্বেষ অভিমান॥
অহঙ্কারি জীব সদা সুখ নাহি পায়।
সকল সুখেতে তার অসুখ ঘটায়॥
মান্যমান জনেরে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।
ধরা দেখে শরা সম অভিমান ভরে॥
তমো করি কেহ ভাই রাখিতে না পারে।
অবশেষে একেবারে যায় ছারেখারে॥
অতএব তমোগুণ সবে পরিহরি।
জগতের প্রিয় হও শান্তভাব ধরি॥

তব নিতান্ত বাধ্য ছাত্র
শ্রীআশুতোষ দাস কর।
সাং শিমুলিয়া।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩১ সংখ্যা] শনিবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২২ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উমিক ব্যক্তিরা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেইলওয়ে কোম্পানির সহিত আলাপন অর্থাৎ চিটীপত্র লিখিবার মানস থাকিলে তাহাদিগের ঠিকানা পূর্ণরূপে লিখিয়া দিবেন, কারণ অনেকবার এমত ঘটনা হইয়াছে যে ঠিকানা না থাকায় উক্ত কোম্পানি কোন উমিক ব্যক্তির পত্রের প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই।

EDWARD PALMER.
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেইওয়ে
কোম্পানির এজেণ্ট।

কলিকাতা
১৪ মে ১৮৫৮

NOTICE.

T. CURRIE & Co.

House builders, decorators and Painters.

Modellers, Moulders, Engravers, and Brouzers, &c. &c.

Orders in any of the above branches promptly executed.

Terms moderate.

Calcutta,
Cossitolah,
Zigzag Lane, No. 1.

বিজ্ঞাপন।

টি, করি এণ্ড কোম্পানি।

গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি চিত্র বিচিত্রকারি এবং চিত্রকারক।

নানা প্রকার গঠনকারক, মৃত্তিকার দ্বারা আকৃতি নির্ম্মাণকারী খোদকারক এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি ব্রঞ্জকারক।

উপরে লিখিত যে যে বিষয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইবেক তাহা

অল্প দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সুলভ মূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইবেক।

টি, করি এণ্ড কোং।

কলিকাতা
কসাইটোলা
জিগজ্যাগ লেন। ১ নং।

বিজ্ঞাপন

কারিগর ও মিস্ত্রিদিগের প্রতি।

নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি রিবেটা অর্থাৎ এক প্রকার প্রেক এবং পাকসাঁড়াসি নির্ম্মাণকারক উত্তম কারিগরদিগকে উত্তম বেতন ও অনেক কর্ম্ম দিতে প্রস্তুত আছেন। আইরণব্রিজ ইয়ার্ড অর্থাৎ লোহার সাঁকো নির্ম্মাণের কারখানার কারিগরদিগকে এক্ষণে যে বেতন দেওয়া যায় তাহা অল্প কেননা তাহারা কলিকাতা নগরের মধ্যে অতি অপকৃষ্ট কারিগর নিম্ন স্বাক্ষরকারি ব্যক্তির স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কোনো কোনো ব্যক্তি আপন লভ্যের নিমিত্ত এই ইয়ার্ডে উত্তম কারিগর আসিতে দেয় না, যে কেহ এইরূপ দোষিব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের সন্ধান দিতে পারিবেক, যদ্দ্বারা দোষিব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ধৃত হয় ও দণ্ড পায়, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

R. S. STERLING.
Superintendent of the Iron Bridge Yard Allipore.

আর, এস, ষ্টারলিং।
আইরণব্রিজ ইয়ার্ডের
সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আলীপুর।
৪ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রপট।

স্বাক্ষরকারির প্রতি মূল্য ॥০
অস্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০

কবরডাঙ্গা
কলিকাতা

শ্রীআর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি।

বিজ্ঞাপন।

হালিসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোলোগকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....॥০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

সংবাদপ্রভাকর

১০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, মেং উইলিয়ম জোজেপ এলেন সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে সদ্বিবেচনা করিয়াছেন, কারণ মেং এলেন সাহেবই উক্ত কর্ম্মের যথার্থরূপ উপযুক্ত পাত্র, ইনি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে একজন প্রধান কর্ম্মদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ বহুদর্শী এবং পক্ষপাত শূন্য, সময়ে সময়ে সমূহ প্রকার সুকর্ম্ম দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপেই পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে পারিলামনা। সাঁওতালী বিদ্রোহ সময় দক্ষিণ পশ্চিম রাজ্য এলেন সাহেবের দ্বারাই রক্ষা হইয়াছিল, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। উপস্থিত বিদ্রোহ ব্যাপারে মেং এলেন সাহেব চিরাপুঞ্জিতে অবস্থান করিয়া অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছেন, আমরা তদ্বিশেষ এক দিবস প্রভাকরে প্রকটন করিব, তিনি কস্মিন্‌কালেই তাঁহার অনেকানেক দেশবাসির ন্যায় আমারদিগের প্রতি দ্বেষ করেন না, যথোচিত স্নেহ ও সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, সর্ব্বদাই আমারদিগের কুশল চিন্তা করিয়া থাকেন।

আমরা এক জন এতদ্দেশীয় পরমাত্মীয় বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে মেং রিকেট সাহেব যে প্রকার বঙ্গবাসিগণের পরমবন্ধু ইনিও তদনুরূপ বিশেষতঃ ইনি শাদা কালো উভয় দলের তুল্য রূপে হিত আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাতে কিছুমাত্রই প্রভেদ করেন না, অতএব প্রার্থনা করি জগদীশ্বর এমত পরহিতৈষি ব্যক্তিকে সকল বিষয়ে সুখী করুন।

Mr. William Joseph Allen has been appointed a permanent member of the Board of Revenue. A better selection could not have been made. Mr Allen is not only a clever and experienced gentleman but an officer who has rendered very many valuable services to the Government both at the time of war and peace. Our short space obliges us to be brief or we could have filled pagesin enumerating his services. He kept South West Frontier safe from the Santals while the fire of insurrection burnt the neighbouring districts. He has also done wonders at Chera-Poonjee during the present out-break a succint history of which we shall publish in our columns here-after.

Mr Allen is not a vital enemy to the natives-like many of his countrymen. A distinguished native friend on the veracity of whose statement we can put every reliance assured us sometime ago, that Mr Allen the sucessor of Mr Ricketts is no less a friend to the natives than Mr Ricketts himself and that he is willing to do justice equally to the Europeans and the Natives.

অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নস্থ পত্র খানি প্রকটন করিলাম।

"মহাশয়! প্রায় বর্ষদ্বয় অতীত হইল কলিকাতা সন্নিহিত রসাপাগলা গ্রামে একটী বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, উক্ত পাঠশালীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক পঞ্চবিংশতি মুদ্রা প্রদত্ত হইয়া থাকে। তৎ গ্রামবাসী বঙ্গভাষাভিলাষী মহীমান্য অতি বদান্য ৺ টেঁপুসুলতান বংশীয় শ্রীল শ্রীযুত নবাব আহমদালী খাঁ মহাশয় এতৎ পাঠাগারের উন্নতি নিমিত্ত সতত নিবিষ্টচিত্ত থাকায় এবং তত্রস্থ ভদ্রসন্তান সমূহের বিশেষ উৎসাহ থাকায় দিন দিন অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া শিশু কদম্বের মানসাকাশে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হওত বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বিগত ৯ মে তারিখে বালকগণের বাৎসরিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে, এই ঘোষণা শ্রবণে দর্শনোৎসুক হইয়া গমনানন্তর দেখিলাম শ্রীযুত বাবু মধুসূদন ঘোষ, শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বসু শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ সমভিব্যাহারে অগাধ ধীধর শ্রীলশ্রীযুত নবাব আহমদালী খাঁ মহাশয় পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, বালক সকল অসন্দিগ্ধচিত্তে উত্তমরূপে পরীক্ষা প্রদান করিলে উক্ত নবাব শিশু নিচয়ের উৎসাহলতা বৃদ্ধি জন্য বহুমূল্য পুস্তকাদি পারিতোষিক প্রদান করিলেন, আমি তদ্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া পাঠশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, এইক্ষণে করুণাময় জগদীশ্বরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করি বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় নিরাপদ ও দীর্ঘজীবী হউন তাহা হইলে এই বিদ্যালয়টী চিরস্থায়ী হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসু।
হাং সাং রসা।,,

সুপ্রিমকোর্ট।

অবগতি হইল, সুপ্রিমকোর্টের বিচার কার্য্য গ্রীষ্মের প্রবলতা প্রযুক্ত আগামি ২১ মে তারিখ অবধি ৭ জুন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবেক এই বন্ধে বিচারপতিদিগেরি বন্ধ হইল। কিন্তু আমলাগণকে নিয়মিতরূপে কার্য্যালয়ে গমন করিতে হইবেক।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সার মর্ম্ম।

হিন্দু পেট্রিয়টের আগ্রাস্থ কোনো বন্ধু যে এক অশুভকর সংবাদ প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, যথা—"বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব, স্বীয় পরিবার সমভিব্যাহারে বেরিল হইতে "ভোয়ের অভিমুখে গমন করণার্থ ভাগীরথী পার হওনের উদ্যোগ করিতেছেন, সম্প্রতি বেরিলিতে ১০০০০০ এক লক্ষ বিদ্রোহি সেনা অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদিগের সহিত ৭০ বড় বড় তোপ আছে, দিল্লীর পদচ্যুত রাজার পুত্র, বিদ্রোহি, ফেরোজ সা, "কতিয়ার" নবাব খাঁন বাহাদুর খাঁ, এবং লালাজি, ঐ সকল দুরাচারিদিগের সরদার হইয়াছেন, প্রথমোক্ত দুইজন বিদ্রোহি প্রধান, আমাদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের প্রতিকূলে সমর করণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু নানা স্থানান্তর হওনের নানা উপায় দেখিতেছেন, সাজাহান পুরস্থ ব্রিটিস সেনাদিগকে ৮০০০ বিদ্রোহি সেনা ১২ টা তোপ সহিত আক্রমণ করিয়াছে, অবগতি

হইল প্রধান সেনাপতি বাহাদুর আহারীয় দ্রব্যাদি অভাবে রোহিলখণ্ড হইতে ফরেক্কাবাদে আগমন করিতেছেন।"

"নাগপুরস্থ কোনো সম্ভ্রান্ত জমিদার ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, ইঁহার অধীনে সম্প্রতি ১০০০ সেনা প্রস্তুত আছে, তাহারা শীঘ্রই সমরে প্রবর্ত্ত হইবেক, উক্ত জমিদার আপনার সাধীনতা প্রচার করিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু বীরবর মেং প্লাউডেন সাহেব কর্ত্তৃক তিনি উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন তাহার কোনো সন্দেহ নাই"।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

আলাহাবাদ হইতে ১৭ মে দিবসে, জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রেরণ করেন, যথা। গোয়ালির হইতে এমত সংবাদ আগত হয়, যে স্যার হিউরোড বস্তি নামক স্থানের শিবির হইতে যে পত্র ১১ মে তারিখে আগত হয় তাহা পাঠে জানাগেল যে সংপ্রতি তথায় কোনো প্রকার গোলোযোগ নাই।

অনুবাদিত সংবাদ।

প্রেসিডেন্সি কালেজ, হিন্দু স্কুল এবং কলুটোলা শাখাবিদ্যালয় আগামি ১ জুন মঙ্গলবাসরে খোলা হইবেক, সেই দিবসাবধি উক্ত বিদ্যালয়স্থ কয়েকটি ছাত্রদিগের মাসিক বেতন নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে নির্দ্ধারিত হইবেক। যথা।

প্রেসিডেন্সি কালেজের জেনরল ডিপার্টমেষ্ট ..... ১০ মুদ্রা।

উক্ত কালেজের লা ডিপার্টমেণ্ট ..... ১০ ঐ

যে ছাত্র উক্ত কালেজে কোনো একটা বিষয়ক লেকচার শুনিবেক তাহাকে ২৫ টাকা করিয়া দিতে হইবেক।

হিন্দুস্কুল ..... ৫ মুদ্রা।

কলুটোলা শাখাবিদ্যালয় ৪ ঐ

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণাকর দেশ-হিতৈষিবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিবিধ বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

অনুকম্পাবলোকনে মদ্রচিত নিম্ন লিখিত কয়েক পঁক্তি পদ্য সংশোধন পূর্ব্বক মহাশয়ের অজ্ঞান তিমীর নাশক দিব্য জ্ঞান লোচন জনগণ মান্য প্রভাকর পত্রৈক পার্শে স্বাভিপ্রায় সহ প্রকটন করত এ নবীন লেখকের অনুরাগরূপ তরুমূলে উৎসাহবারি সেচন করিয়া চির বাধিত করিবেন।

হিতজনক পয়ার।

সুখ।

মনের আনন্দ যদি, মনেতেই রয়।
সেই ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হয়॥
ব্রহ্মের আকার আর, কিছুইতো নয়।
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ, ব্রহ্ম বেদে কয়॥
যদি বল রাজ্য অর্থ, লাভে সুখোদয়।
হয় কিন্তু জয়, পরাজয়ে মহা ভয়॥
যদি বল পুত্র কন্যা, সুখের বিষয়।
হয় কিন্তু বিয়োগে, তেমতি দুঃখ চয়॥
যদি বল মদখেলে, আনন্দ উদয়।
হয় বটে কিন্তু শেষে, নিরানন্দ ময়॥
যদি বল রমণী, রমণে সুখোদয়।
হয় কিন্তু সে সুখেরো, তখনি বিলয়॥
যদি বল সজ্জন, সঙ্গেতে সুখ হয়।
হয় কিন্তু বিচ্ছেদে, দুঃখের অভ্যুদয়॥
সুখ সুখ করে মর, বৃথা জগন্ময়।
কোথাও নাহিক সুখ, দুঃখ সমুদয়।
বহু ভাগ্যে মিলে যদি, আত্ম পরিচয়।
তবেতো সে মিলে সুখ, আপন হৃদয়॥
অন্তরেতে আত্মা যিনি, তিনি সুখময়।
আত্মা ছেড়ে বাহিরে, কোথাও সুখ নয়॥
ব্রহ্ম ও আত্মাতে হয়, পদার্থ অদ্বয়।
সেই বস্তু ধ্যান কর, সুখের আশয়।
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যে করে আশ্রয়।
সেই পাবে নিত্য সুখ, নাহিক সংশয়॥

ভয়।

ভয় যদি নাথাকিত, কি দশা হইত।
দিনেই ডাকাতি করে, সর্ব্বস্ব লইত॥
দুষ্টের দমন ভয়, শিষ্টের পালন।
ভয়েই রক্ষিত হয়, প্রাণ আর ধন॥
ইহ লোকে রাজভয়, পরে যম ভয়।
ভয় আছে যাই তাই, লোক সুস্থ হয়॥
রাজদণ্ড যমদণ্ড, দুই দণ্ড ভয়ে।
পৃথিবীর শান্তি হয়, দুঃখ পরাজয়ে॥
ভাগ্যে ভয় ছিল তাই, হরির চরণ।
দায়ে পড়ে করে লোক, বিপদে স্মরণ॥
দয়াকরে শ্রীহরি দিলেন, যারে ভয়।
অধর্ম্মে প্রভৃতি তার, আর নাহি হয়॥
পরস্ব হরণ পর, দারাদি গমন।
ভয় ভীত জন নাহি, করে কদাচন॥
পর হিংসা পর নিন্দা, পরের পীড়ন।
ধর্ম্মভয় যদি থাকে, কেকরে কখন॥
ভয়ের অশেষ গুণ, দোষ কিছু আছে।
কাপুরুষ হয়ে মিথ্যা ভয় হয় পাছে॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া যেবা, মিথ্যা ভয় করে।
ভীরুতা দোষেতে মিথ্যা, সে ভাবিয়া মরে॥
সাহস ছাড়িয়া সদা, করে ভয় ভয়।
সে জন স্বভাব দোষে, চঞ্চল হৃদয়॥
পুরুষ হয়েও সেই, মেয়েমুখ হয়।
হিত কর্ম্মে বিপরীত, সে করে সংশয়॥
অতএব স্বধর্ম্মে, সদাই কর ভয়।
স্বধর্ম্মে থাকিয়া মনে, দেওরে অভয়॥
মন তুমি লহ এই, হিত উপদেশ।
স্বধর্ম্মে থাকিলে পরে, নাহি ভয় ক্লেশ॥

শ্রীদুর্ল্লভচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৩টাকামাত্র।

৭০০৩২ সংখ্যা] সোমবার ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২৪ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অপরিচিত ব্যক্তিরা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেইলওয়ে কোম্পানির সহিত আলাপন অর্থাৎ চিটীপত্র লিখিবার মানস থাকিলে তাহাদিগের ঠিকানা পূর্ব্বরূপে লিখিয়া দিবেন, কারণ অনেকবার এমত ঘটনা হইয়াছে যে ঠিকানা না থাকায় উক্ত কোম্পানি কোন অপরিচিত ব্যক্তির পত্রের প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই।

EDWARD PALMER.
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেইওয়ে কোম্পানির এজেণ্ট।

কলিকাতা
১৪ মে ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে। যে গুপ্ত নান এণ্ড কোম্পানির দ্বিতীয় বকরাদার ৺ মহেশচন্দ্র নান ১৮৫৮ ৪মে তারিখে ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হওয়ায় ঐ তারিখ অবধি তাঁহার উপরোক্ত কোম্পানির ডিস্পেন্সরির লাভ লোকশানের কোনো স্বত্ব রহিলনা ইতি।

গুপ্ত নান এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রমক রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।।০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

বিজ্ঞাপন।

আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে ৮ আট জন বাঙ্গালি কম্পজিটর ও ২ দুই জন ইংরাজী ডিষ্ট্রবিউটরের

Coloured Paper

প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা উত্তমরূপে ক[illegible] এবং মেকআপ্ করিতে পারেন, এমত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে তাহারদিগের কার্য্যদক্ষতা ও নিপুণতা দেখিয়া বেতন নির্দ্ধারিত পূর্ব্বক নিযুক্ত করা যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

১২ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০।দানিশাব্দাঃ ১০৮

সোমড়া নিবাসি কলিকাতার পাতুরেঘাটা প্রবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব সুধার্ম্মিক বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বর রায় মহাশয় কতিপয় গুরুতর রোগের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ কোনো মহাপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ সমস্ত ঔষধ অতিশয় কল্যাণকর তন্মধ্যে আমরা তিন চারিটি ঔষধের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়াছি, অস্মদাদির অতি আত্মীয় কয়েক ব্যক্তি তাহা সেবন করিয়া প্রাণান্তকারি নির্দ্দয় রোগের যন্ত্রণা হইতে আশু মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রাণের প্রত্যাশাই ছিল না বলিতে হইবে আমরা এপর্য্যন্তযেকয়েকটি ঔষধের পরীক্ষা করি নাই তাহার প্রতিও সংশয় নাই, কারণ অতি বিশ্বাসি প্রামাণ্য জনেরা পরীক্ষা দ্বারা তৎপ্রতি বিশ্বাস করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছেন। সুতরাং আমরা সংশয়শূন্য হইয়া সংপূর্ণরূপ সাহাস সহকারে সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি, যে, সকলে উক্ত মহাশয়ের ভেষজ গুলীন ব্যবহার করিয়া দেখুন, তদ্দ্বারা মহোপকার প্রাপ্ত হইবেনি হইবেন, সন্দেহ নাই। একারণ আমরা রোগের নাম এবং প্রতীকারের দিবস নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নভাগে লিখিতেছি। সকলে দৃষ্টি করুন।

রোগ শান্তির দিন নিরূপণ।

পুরাতন জ্বর	৩ দিন হইতে অষ্টাহ
প্রমেহ	২ দিন হইতে সপ্তাহ
রক্তামাশয়	২ দিন হইতে পাঁচদিন
হাঁপানি কাশ	১০ দিন হইতে একমাস
দদ্রু	৫ দিন হইতে একপক্ষ
গ্রহিণী	৭ দিন হইতে একপক্ষ
অম্লপিত্তশূল	৭ দিন হইতে একপক্ষ
রক্তপিত্ত	৪১ দিন হইতে দুই মাস
রক্তপ্রদল	৭ দিন হইতে এক পক্ষ
শ্বেতপ্রদর	৩১ দিন হইতে তিনপক্ষ
ফিক্ বেদনা	১ দিন

এই সমস্ত রোগের প্রতীকারার্থ যাঁহারা প্রার্থনা করেন, তাঁহারা আমারদিগের নিকট অথবা উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে অথবা লোক পাঠাইলে ঔষধ ও চিকিৎসা বিষয়ের সকল কথা শেষ হইতে পারিবে। কোন্ ঔষধে কি ব্যয় তাহা জানিতে পারিবেন, যে সকল ঔষধের অধিক মূল্য অথচ পুরাতন হইলে কার্য্যকর হয়না, সেই সকল ঔষধ নূতন প্রস্তুত করিতে হইবে, যে সকল ঔষধে অল্প ব্যয় অথচ শীঘ্র নষ্ট হয়না, তাহাই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে, প্রত্যেক ঔষধের মূল্য নিরূপণ পূর্ব্বক অবিলম্বেই সকলের সুগোচর করিব, বিশেষ বিশেষ কবিরাজ বৈদ্য মহাশয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিব, তাঁহারা ব্যবহার করিয়া সর্ব্বত্রই চিকিৎসা করিবেন, ইহার বিস্তারিত আর আর বিবরণ আমরা যত শীঘ্র হয় প্রকাশ করিব।

যদিস্যাৎ ভাগ্যধর ও আর আর দেশহিতার্থি মহাশয়েরা অনুরাগি ও অনুকূল হইয়া উচিতমত আনুকূল্য করেন, তবে আমরা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তথায় সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত রাখিয়া দীনহীন উপায় বিহীন ব্যক্তিদিগো অনেক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারি। বাবু তারকনাথ দত্ত কয়েকটি মহৌষধ সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি দুইটি মহারোগিকে রোগ হইতে নিস্তার করিয়াছেন, এবং আর দুই এক জনের কঠিন রোগের প্রতীকার করিয়াছেন, ইহা আমারদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, একারণ অভিলাষ করি, বাবু বিশ্বেশ্বর রায় এবং বাবু তারকনাথ দত্ত এবং অন্যান্য যে কোনো মহাশয়ের নিকট আশ্চর্য্য মহৌষধ আছে তাঁহারা তিন চারি মহাশয় একত্র সংযুক্ত হইয়া এতৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু দেশীয় লোকের সংপূর্ণরূপ সাহায্য ব্যতীত ইহার সুফলসিদ্ধি কখনই হইতে পারেনা, এই কার্য্যের অপেক্ষা জগতের কল্যাণকর কার্য্য আর কিছুই নাই। অতএব এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির বিশেষমনোযোগ করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে, অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন মহাশয়েরা যে মমস্ত মহৌষধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের অভাবেই তাহার অভাব হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পুর্ব্বক যে দুই এক জনকে তদ্বিষয়ের উপদেশ করিয়াছিলেন; সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের দ্বারা যিনি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তিনিই তৎফল লাভে চরিতার্থ হইয়াছেন, দ্রব্যগুণ যে, কি এক মহা পদার্থ তাহার মহিমা কি ব্যাখ্যা করিব? অধুনা যে দুই এক ব্যক্তির নিকট যে দুই একটি মহৌষধ প্রস্তুত আছে তাঁহারদিগের অভাব হইলে একেবারে সেই পরম বস্তুর অভাব হইয়া যাইবে, একারণ আমরা সেই সেই ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া সেই বস্তুর প্রচারার্থ এতদ্রূপ বিষম ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি, কেননা দেশ কাল পাত্র ভেদে এখনো যাহা আছে ইহার পর তাহাও লোপ হইবে।

কাঁচরাপাড়া নিবাসি দ্বারকানাথ রায়ের নিকট শূল রোগের মহৌষধ আছে তাহাতে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৬ দিনে ঐ রোগ নিবারণ হয়, ইহার পরীক্ষা ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নাই, উক্ত ঔষধে শতশত রোগির রোগ নাশ হইয়াছে তদ্ভিন্ন তিনি অতি উত্তমরূপে রসসিন্দূর প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

বাবু বিশ্বেশ্বর রায় সাক্ষাৎ শিব তুল্য, অতি সজ্জন, তিনি হিন্দুস্থানে কোনো মহাত্মার কৃপায় ঐ সকল ঔষধের উপদেশ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে তাঁহার সম্ভাবিত সম্পত্তি ছিল, এজন্য ব্যবসায় করেন নাই, এবং মূল্য লইয়াও ঔষধ বিক্রয় করেন নাই, অতি আত্মীয় লোকের কোনোরূপ কঠিন পীড়া হইলে কিনা বেতনে ঔষধ দিয়া আরোগ্য বিতরণ করিতেন। এইক্ষণে তিনি প্রাচীন হইয়াছেন এবং সেরূপ আর ধন নাই এজন্য দাতব্যরূপে চিকিৎসা করণে ও ভেষজ বিতরণে অক্ষম হওয়াতে ঔষধের মূল্যগ্রহণে বাধিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি স্বকীয় সাধ্যমতে দীন দরিদ্র অক্ষম লোকের উপকার করিতে ত্রুটি করিবেননা।

তারকনাথ দত্তকে অনেকেই পাগল বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহার পরিচ্ছদে ও বাক্যে হঠাৎ পাগল বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি পাগল নহেন, তাঁহার ভিতরে বিশেষ একটি পদার্থ আছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কেবল গ্রহবৈগুণ্য জন্য গুণ থাকিতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, যাহা হউক আমরা নিশ্চয়রূপে কহিতেছি এ ব্যক্তির কয়েকটি ঔষধ মহৌষধ বটে, অতএব ইঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত।

আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে পাতুরেঘাটা নিবাসি বৈকুণ্ঠবাসি বিশ্বপূজ্য ৺ হরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য অতি সমারোহ ও সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে, রূপার দুই দানসাগর ও তদনুসাঙ্গিক আর আর দানের ব্যাপার এবং সভার শোভা বিশেষ কি ব্যক্ত করিব? সকল বিষয়েই সংপূর্ণরূপ সুখ্যাতি হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ভোজন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় তাবদ্বিষয়েই সকলে সাতিশয় সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের [illegible] মর্ম্ম

ইংলিসম্যানের অযোধ্যা নগরস্থ কোনো সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করেন যথা, "আমরা অসংখ্য বিদ্রোহি কর্ত্তৃক চারিদিগ হইতে পরিবেষ্টিত হইতেছি, ইহাতে এমত বোধ হইতেছে যে শীঘ্রই বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা ঘোরতর সমর প্রবর্ত্ত হইতে হইবে, অতএব সর্ব্বমঙ্গল কর জগত্ পাতা যদ্যপি এবারে এই উপস্থিত ঘোর বিপদ হ[illegible] করেন তবেই মঙ্গল নচেৎ আমাদিগের আর কোনোরূপ অন্যগতি দেখিতেছি না কারণ সংপ্রতি এস্থানে ব্রিটিস সেনা অতি অল্প সংখ্যক আছে, তাহারা কোনোরূপেই এতাধিক প্রবলতর শত্রুদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওনে সক্ষম হইবেক না,,।

জগদীশপুর হইতে যে সংবাদ আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, বিদ্রোহিরা দিন দিন জগদীশপুর হইতে পলায়ন করিতেছে, এস্থানের নিকটবর্ত্তি জঙ্গল মধ্যে ৫০০ বিদ্রোহি লুক্কায়িত হয়, শুনিলাম ব্রিটিস সেনারা এই অরণ্য অনল সংযোগে ছারখার করিয়া দিয়াছে, এবং অনেক বিদ্রোহির প্রাণ বিয়োগ করিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত প্রভাকর কারকেষু।

মহাশয় কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর এই পত্রখানিকে আপনার বিশ্বমান্য পত্র প্রান্তে স্থান দানে মহোপকৃত করিবেন। পরে উদ্দেশ্য বিষয় সিদ্ধ হইলে অগ্রেতে আপনাকে অবগত করিব মহাশয়ের ৬০৫৫ সংখ্যক প্রভাকরে দেশহিতৈষি দয়াবান শ্রীমান বাবু প্রাণনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি কর্ত্তৃক "রচনা রত্নাবলি" নাম্নি বিনামূল্যেয় নূতন মাসিক পত্র সাধারণজনগণের উপকারার্থ প্রকটিত আরম্ভ হওনাদি বিষয় পাঠ পূর্ব্বক সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, যে

হেতু আমরা নিম্ন হেতু বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানোন্নতি [redacted] কোনো প্রকাশ্য পত্র গ্রহণে নিতান্ত [redacted] হওয়াতে এক্ষণে উক্ত মাসিক পত্র প্রকাশারম্ভ দ্বারা আমাদের সেই অভিলষিত বিষয় পরিপূরণ পক্ষে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি পথ প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব ঐ বিনামূল্যে মাসিক পত্র পাওন প্রার্থনায় কোনো স্থানে কোনো যন্ত্রালয়ে পত্র প্রেরণ করিতে হইবেক, তাহা অনবগতো থাকা প্রযুক্ত আপনার প্রকাশ্য পত্রে এতৎ পত্র প্রকটিত পূর্ব্বক প্রার্থনাযে প্রশংসিত বাবুগণ সংপ্রতি সদয় হৃদয় হইয়া অপনাদের প্রকাশ্য প্রোক্ত মাসিক পত্রিকা প্রথম খণ্ড হইতে যথা রীতি বিতরণ কারণ [redacted] প্রদান করেন নিবেদনেতি সন ১২৬৫ সাল ৬ বৈশাখ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী।
সাং নবাবগঞ্জ। ডাক বারাকপুর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গ্রীষ্ম বর্ণন।

ত্রিপদী।

বসন্তের অন্ত করি, কৃতান্তের বেশ ধরি,
নিতান্ত নিদাঘ নিরোদয়।
ভয়ঙ্কর বহুতর, লোয়ে স্বীয় সহচর,
ধরা ধামে হলেন উদয় ॥
তপন তপন নয়, তপন তনয় হয়,
অনুমান করি এ প্রকার।
প্রচণ্ড প্রখর কর, প্রকটন পুরঃসর,
কলেবর দহে অনিবার ॥
সংহার করিতে সৃষ্টি, গরল করিছে বৃষ্টি,
বিল বীর্য্য হরিছে বাতাস।
জগতের প্রাণ হোয়ে, অনলের ভার লোয়ে,
জগতের প্রাণ করে নাশ ॥
দিবস হইলে পর, বিশেষত দ্বিপ্রহর,
চরাচর স্তব্ধ হোয়ে রয়।
দগ্ধ হতে থাকে দেহ, সুস্থির না হয় কেহ,
অস্থির সকলে অতিশয় ॥
শয়ন তাতের তাতে, পথ ঘাট মাঠ তাতে,
তাতে পদ ফেলে সাধ্য কার।
পথের পথিক যারা, প্রাণে মারা যায় তারা,
হোয়ে সারা করে হাহাকার ॥
কার মনে নাহি সুখ, মলিন হতেছে মুখ,
ঘোর দুঃখ বুক ফেটে যায়।
শুষ্কটের কি প্রতাপ, বাপ্ বাপ্ লাগে হাপ,
রবি তাপ নাহি সয় কায়॥
অবিশ্রাম বহে ঘাম, পোচে উঠে গাত্র ঘাম,
রাম রাম কিসে পাই ত্রাণ।
একেত দুর্গন্ধ গায়, ঘামাচি হইলে তায়,
চুলকিয়া বাহিরায় প্রাণ ॥
মল মূত্র সমুদয়, একেবারে বন্ধ হয়,
পেট ফেঁপে ঢাক হোয়ে রয়।
পলায়েছে নিদ্রাহার, ঠাণ্ডা দ্রব্য বিনে আর,
কিছুতেই রুচি নাহি হয়॥
উপবনে উপভোগ, সে কেবল কর্ম্ম ভোগ,
গ্রীষ্ম রোগ না হয় বারণ।
লইতে ফুলের বাস, নহে কার অভিলাষ,
তাহে যেন মাখা হুতাশন ॥
যে দিগেতে করি দৃষ্টি, হেরি শুধু ঘোর বিষ্টি,
যায় সৃষ্টি বৃষ্টি নাহি আর।
মনে সুখ নাহি কার, সবাকার শবাকার,
ছার খার হতেছে সংসার ॥
বন বাসি জন্তুগণ, ছুটে গিয়ে অনুক্ষণ,
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সরোবরে।
কুরঙ্গ সুরঙ্গ হত, মাতঙ্গাদি পশু যত,
পূর্ণ মত ভাব নাহি ধরে ॥
হোয়ে শক্তি হীন বল, খরতা ছেড়েছে খল,
মরি কিবা গ্রীষ্মের প্রভাব।
রাগ হত হয় বাগ, তার কাছে নাচে ছাগ,
হরিয়াছে হরি দ্বেষ ভাব ॥
যেখানে রোয়েছে সাপ, সেখানেতে মেরেলাফ
বেঙ্গ ভায়া বেঙ্গ করে কত।
জলাশয় জল হীন, প্রাণে মারা যায় মীন,
শুকাল কমল দল যত ॥
শাখি পরে মুদে আঁখি, বসিয়ে রয়েছে পাখি
চরে গিয়ে কেহ নাহি চরে।
রেখে মান ছেড়ে তান, সুরাগে ধরিয়ে গান
আর প্রাণ মুগ্ধ নাহি করে ॥
ঊর্দ্ধমুখে হাহা রবে, চাতকের দল সবে,
জীবনে জীবন বিনে মরে।
অনুমান হয় হেন, ঈশ্বরের কাছে যেন,
গ্রীষ্ম নামে অভিযোগ করে ॥
অলিকুল দলে দলে, বসি শতদল দলে,
কলি দলিবারে বলি নয়।
নাহি পেয়ে মধুকর, ক্ষুব্ধ হেরে মধুকর,
মনের দুঃখেতে সদা রয় ॥
মাঠ সব কাট প্রায়, পাঠ করা ভার তায়,
জল বিনে হল নাহি চলে।
ছিল যারা অতি সারা, প্রাণে মারা গেল তারা
সশা ভাষে নিরাশার জলে ॥
করে শুধু হাহাকার, নয়নেতে বহে তার,
অনিবার শত ধার নীর।
কিহোল কিহোল হায়, এই বলে ঊর্দ্ধে চায়,
ভাবি ভাবে হইয়ে অস্থির ॥
তরুলতা মোল মোল, সমূলে নির্ম্মূল হোল,
শুখাইয়া গেল শাখি চয়।
মধুফল দিন দিন, হইতেছে মধু হীন,
নারিকেল নীর শূন্য হয় ॥
বিবর্ণ হইল আম, রসের নাহিক নাম,
তাল সাঁসে সাঁস মাত্র সার।
কাঁটালে ধরেছে দোষ, এচড়ে পাকিল কোষ,
জেঠা নাম হইল তাহার ॥
এইরূপ কব কত, নিদাঘের কার্য্য যত,
সকলি বিরূপ অতিশয়।
কিবা পশু কিবা নর, শূন্য চর জলচর,
কেহ আর সুখি নাহি হয় ॥
কোথায় ভবের পতি, কাতর হইয়ে অতি,
তোমারে ডাকিছে বার বার।
কৃপা কর নাম ধর, জীবে কৃপা দান কর,
হর হর দুর্গতি এবার ॥

শ্রী গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু।
সাং নেড়া গির্জ্জা।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০০৩৩ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২৫ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

মৃত হিন্দু প্রজা মদনমোহন মল্লিক, যিনি সর্ব্বাগ্রে বড়বাজারে বাস করিতেন, এবং সর্ব্বশেষে ঢাকা-নিবাসী হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র মল্লিক, যিনি বাঙ্গালা ১২৪৪ বারশত চুয়াল্লিশ সালের ১৭ সতরুই ফাল্গুন দিবস উল্লেখিত মৃত মদনমোহন মল্লিকের এক উইলপত্র প্রমাণে তাঁহার বিষয়ের এক্‌সিকিউটর হইয়া "প্রবেট,, গ্রহণ করেন। উক্ত মৃত মদনমোহন মল্লিক পরে শেষ যে এক উইল করেন, সেই উইলের বিধানানুসারে পূর্ব্বোক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের প্রবেট গ্রহণ করা প্রথম উইল অগ্রাহ্য, অপ্রামাণ্য এবং ত্যাজ্য করা হইয়াছে, অতএব এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক এবং সাবধান করা যাইতেছে, যে, কেহ যেন পূর্ব্বোক্ত মদনমোহন মল্লিকের বিষয় বিভবের কোনোরূপ অংশ ক্রয় না করেন, এবং উল্লেখিত ওছি শিবচন্দ্র মল্লিকের সহিত ক্রয়বিক্রয়াদি কোনো বিষয়েরি সংযোগ সম্বন্ধ না রাখেন ইতি।

COLLY DOSS DHUR.
কালিদাস ধর।

OWEN &. BANNERJE
ওয়েন এণ্ড বানরজি।
বাবু কালিদাস ধরের উকিল।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রপট।

স্বাক্ষরকারির প্রতি মূল্য	।।০
অস্বাক্ষরকারির প্রতি	৸০

কবরডাঙ্গা }
কলিকাতা }

শ্রীআর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, ২৯ মে শনিবার রাত্রি নয়ঘণ্টার সময় জনাঞি গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু পুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে "শকুন্তলা" নাটকের অভিনয় হইবেক, তথায় কলিকাতা ও অন্যান্য দেশের বিদ্যানুরাগি সম্ভ্রান্ত ও সামাজিক ব্যক্তি সমুহের সমাগম হইবেক।

শ্রী অভয়াচরণ গুপ্ত।
অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

বিজ্ঞাপন।

আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে ৮ আট জন বাঙ্গালি কম্পজিটর ও ২ দুই জন ইংরাজী ডিক্রিবিউটরের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা উত্তমরূপে কম্পজ এবং মেকঅপ্ করিতে পারেন, এমত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে তাহারদিগের কার্য্যদক্ষতা ও নিপুণতা দেখিয়া বেতন নির্দ্ধারিত পুর্ব্বক নিযুক্ত করা যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদপ্রভাকর

১৩ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০।দাদিশাব্দাঃ ১০৮

কলুটোলা নিবাসি সুবর্ণবর্ণিক শ্রীযুক্ত দীননাথ দে, ইনি বাল্যকালে চিত্র বিদ্যার অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন পুর্ব্বক গুরুতর পরিশ্রম করেন। প্রথমে কিছু দিন বেনেট সাহেবের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন, পরে মেং রুডস্ সাহেবের চিত্রাগারে যাতায়াত করিয়া শিক্ষা করিতেন, অধুনা তিনি উক্ত চিত্র বিদ্যায় বিচিত্র ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুবিখ্যাত হড়সন্ এবং রুডস্ প্রভৃতি চিত্রকরদিগের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির সহিত ইহার চিত্রের তুলনা করিলে কিছুমাত্রই বিভিন্নতা বোধ হইবেনা। দৃষ্টিমাত্রেই সকলে বোধ করিবেন, যে এতন্মধ্যে এক জনের হস্তেই এই প্রতিমূর্ত্তি লিখিত হইয়াছে। কার্য্য বিষয়ে যথার্থই সমতুল্য, কিন্তু মূল্য বিষয়ে তুল্য নহে। কারণ ইহার উদর অতি ক্ষুদ্র, লম্বোদর নহে। অতি অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া যথাযোগ্য পরিশ্রম করেন সাহেবেরা যেরূপ বেতন গ্রহণ করেন, ইনি তাহার চতুর্থাংশের একাংশ পাইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু কি পরিতাপ! কি আক্ষেপ! এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য জনেরা এই স্বদেশীয় সুযোগ্য ব্যক্তির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কিছুমাত্রই মনোযোগ করেন না। ইং রাজেরা হডসন্ ও রুডস্ ভিন্ন কখনই বাঙালি চিত্রকরদিগ্যে ডাকিবেন না, কারণ স্বজাতির উন্নতি সাধন করা মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই তাঁহারা বিবেচনা করেন। ইহাতে আমরা কদাচ তাঁহারদিগের উপর দোষার্পণ করিতে পারিনা। ফলতঃ উপযুক্ত বাঙালি কারিকর থাকিতেও যে বাঙালি বাবুরা বিজাতীয় চিত্রকরকে আহ্বান পুর্ব্বক বিপুলবিত্ত প্রদান দিয়া বিদায় করেন, ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি আছে? এই স্থলে আর একটি কথা লিখিতে হইল, দীননাথ বাবুর আত্মীয় বন্ধু, বিশেষতঃ স্বজাতীয়েরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কহেন চিত্রবিদ্যা অতি উষ্ণ বিদ্যা, এবিষয়ের বৃত্তি অতি উষ্ণ বৃত্তি। তুমি এই দণ্ডে এই কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া কেরানিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হও, তাহাহইলে আমরা তোমাকে সুপারিস চিটি দিতে পারি। তুমি একর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে আমরা তোমার কোনো উপকারই করিবনা ইত্যাদি, কি চিত্র! এই চিত্র করণীয় কার্য্য হইল, হাঁ। এদেশের ভদ্র জাতিতে পুর্ব্বে একার্য্য করেন নাই বটে, কিন্তু একার্য্য কখনই ইতর কার্য্য নহে। ইহাকে উত্তম কার্য্যই বলিতে হইবে, কেননা চিত্রবিদ্যা বিদ্যার মধ্যে এক প্রধান বিদ্যা পুর্ব্বতন হিন্দু রাজা প্রভৃতি প্রধান লোকেরা যত্ন পুর্ব্বক চিত্র বিদ্যার অনুশীলন করিতেন। এইক্ষণে দেশ কাল পাত্র ভেদে সকল বিষয়েরি ভেদ হইয়াছে যাহাহউক, এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর উপস্থিত অবস্থায় মনুষ্য কোনোরূপ বিজ্ঞান বিদ্যার বলে স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এমত প্রত্যাশা কোনোমতেই করা যাইতে পারেনা।

এইক্ষণে মনুষ্যের পক্ষে উপজীবিকার উপায়ের পথ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। কেবল লেখনী ধরিয়া দাসত্ব করাতে সকলের সুপ্রতুলরূপে দিন পাত হইতে পারেনা, কেননা বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনা বশতঃ আমারদিগের দিন পাতের পক্ষে ক্রমেই ব্যাঘাত হইয়া আসিতেছে। অতএব এই স্থলে স্বাধীন বৃত্তি ও আর আর প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা অর্থ আহরণ করাই বিশেষ বিধেয় হইতেছে। এবং স্বদেশীয় স্বজাতীয় যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বৃত্তি ও ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহার তদ্বিষয়ে সমাদর পুর্ব্ব সংপুর্ণরূপ সাহায্য করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে। আমরা কেবল এই দীননাথের দিনপাতের নিমত্তই লেখনী ধারণ করিয়াছি কেহ যেন একরূপ বিবেচনা না করেন, সকল বাঙালির সকল প্রকার ব্যবসার বিষয়েই লিখিতেছি। ইদানীং অনেক বাঙালির ইমারৎ, চিকিৎসালয়, পুস্তকালয়, ও অন্যান্য অশেষ বিধ কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু দুঃখ এই যে ভাগ্যধর ও অপরাপর বাঙালি বাবুরা তাঁহারদিগ্যে উচিত মত আনুকুল্য করেননা। বড়বড় বড়মানুষের বাটীতে গিয়া দর্শন করি, গোরা মিস্ত্রিতে কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু সেই কর্ম্ম বাঙালিকে প্রদান করিলে তদপেক্ষা কত অল্প ব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ এবং স্বজাতিকে সাহায্য করা হয়, ভ্রমেও একবার তাহা বিবেচনা করেননা, কেমন এক "সাহেবিনেসা" কোনোমতেই তাহা ছাড়িতে পারেননা, সাহেবেরা ছাই করিলেও সোণা কহিবেন, আর বাঙালিদিগের স্বর্ণকে ভস্ম কহিবেন। এইরূপ বাঙালি কৃত পুস্তকালয় প্রভৃতির প্রতিও কোনোপ্রকার উৎসাহ প্রদান করিবেননা। ইহাতেই সকলে পদে পদে মলীন ও ভগ্নোদ্যম হইয়া নিরুৎসাহে মনের দুঃখে অবসন্ন হইতেছেন।

উৎকল দেশীয় যে সকল অসভ্য লোক উপার্জ্জনার্থ এদেশে আগমন করিয়াছে, সেই উড়ে মেড়ারাও স্বদেশীয় ভিন্ন পরদেশীয় লোকের সহিত আহার্য্য ব্যবহার্য্য কোনো কার্য্যেরি সংযোগ সম্বন্ধ কখনই রাখেনা, উড়েরা উড়েধোবার নিকট কাপড় কাচায়, উড়ে নাপিতের নিকট মাতা কামায়, উড়ে গোয়ালার নিকট দুগ্ধ ক্রয় করে, উড়ে মুদি ও উড়ে ময়রার নিকট খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করে। অপিচ খোট্টারাও ঐ প্রকার সকল বিষয়ে খোট্টা ব্যতীত অন্যের সহিত সম্পর্ক রাখেনা।

এইক্ষণে বিনয় পুর্ব্বক এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগ্যে নিবেদন করিতেছি, সকলে দেশস্থ লোককে যথা সম্ভব সাহায্য দ্বারা উন্নত করিতে বিশেষরূপ যত্ন করুন।

উক্ত দীননাথ দত্তের চিত্রকার্য্য আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করত চমৎকৃত হইয়াছি, তিনি সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগি শ্রীমান্ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি অবিকল চিত্র করিয়াছেন, কোনো অঙ্গের কিছু মাত্রই বৈলক্ষণ্য হয় নাই, অথচ বাবুর তদ্বিষয়ে তাদৃশ ব্যয় হয় নাই, অতএব যাহারা অনুরূপ চিত্রপটের প্রার্থনা করেন, তাঁহারা এই ব্যক্তিকে যেন আহ্বান করেন।

সাগরবাসি বন্ধুর পত্রখানি সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! কিয়দ্দিবস হইল সাগরের নিকটবর্ত্তি নগরস্থ তাড়িত বিদ্রোহিরা পুনরায় সেইসেই স্থানে দলবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি হইতেছে এবং দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। সাগর হইতে সাত ক্রোশ অন্তর "বাণ্ডা" নামক স্থান দুরাচারিরদিগের দ্বারা লুটপাট হওয়াতে এখান হইতে কয়েকদল ব্রিটিসসৈন্য শত্রুদিগকে আক্রমণ করণার্থ তথায় গমন করিয়াছে, কিন্তু এস্থানে সৈন্য না থাকায় দিন দিন আরো ভয়ানক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, অতএব যাহাতে এস্থলে উপযুক্তরূপ ব্রিটিস সেনা শীঘ্র প্রেরিত হয় এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগী হ-

ওয়া অত্যাবশ্যক হইতেছে, ললিতপুর নামক স্থানে পুনর্ব্বার গোলোযোগ উপস্থিত হওনের সম্ভাবনা হইতেছে।

শ্রী পি, মো, মি।

১৭ মে ১৮৫৮।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সার মর্ম্ম।

গত ২০।২১ তারিখে, জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব, এলাহাবাদ হইতে যে সংবাদ গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল, কাণপুর হইতে এমত সমাচার আইসে যে বিদ্রোহি মহারাজ সিংহ ডোয়েব পার হইয়াছেন, এবং গত ১৯ তারিখে তিনি ২০০০ সেনা সমভিব্যাহারে সিওরাজপুর ঘাটে উপস্থিত হইয়া জলমগ্ন তরী সকল উপরে তুলিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন; শুনিলাম তিনি শীঘ্রই নদী পার হইয়া অযোধ্যা মধ্যে যাত্রা করিবেন, কাল্পিস্থ বিদ্রোহিদিগকে কয়েকটা সমরে পরাজিত করা হইয়াছে।

ফতেগড়ের সংবাদে ব্যক্ত করে, যে প্রধান সেনাপতি বাহাদুর গত ১৮ তারিখে হাতরা এবং বলি নামক স্থানের বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা ঘোরতর সমর করেন, তাহাতে শত্রুরা সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হয়, এই সমরে বিদ্রোহিদিগের ১টা দুর্গ অধিকার করা হইয়াছে।

গত ১৬ তারিখে বেরিলি হইতে যেপত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে "আমাদিগের প্রধান সেনাপতি কলিন কেম্পেবেল বাহাদুর গত কল্য এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফতেগড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, শুনিলাম তথা হইতে শীঘ্রই অযোধ্যা নগর মধ্যে গমন করিবেন, কারণ তথায় বিস্তর বিদ্রোহির সমবেত হইয়াছে, এবং তাঁহারা উক্ত নগর পুনর্ব্বার আক্রমণ করণে বিশেষ মনোযোগি হইয়াছে।,,

গত সপ্তাহে ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, যে আসাম প্রদেশ মধ্যে পুনর্ব্বার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওনের উপক্রম হইতেছে অতএব কয়েক দল ব্রিটিস সেনা তথায় প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এতৎ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ১০০ নাবিক সেনা তথায় প্রেরণ করেন, গত কল্য তারিখের ইংলিসম্যান পাঠে অবগতি হইল, যে ঢাকা প্রদেশ মধ্যে আবার গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এই অশুভকর সংবাদটি আমাদিগের শ্বেত সহযোগি সম্পাদক মহাশয় বিশেষ প্রামাণ্য স্থল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমাদিগের ঢাকাস্থ বান্ধবগণ এবিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া আমাদিগের চিন্তা দূর করিবেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

পঞ্চকোটীর রাজা, বিচারে নির্দ্দোষি হয়েন, কিন্তু মেং লসিংটন সাহেব তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রতি আপত্য উপস্থিত করিয়া গবর্ণমেণ্টে এমত আবেদন করেন, যে ১৮১৮ সালের ১১১ আইনের ক্ষমতানুসারে উক্ত বন্দী রাজাকে পুনর্ব্বিচারে আনিতে পারা যায়, অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করণার্থ তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিচারালয়ে নীত করাণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে, কারণ কমিস্যনর মেং এলিয়ট সাহেবের বিচারের প্রতি আমার সংপূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, শুনিলাম মে লসিংটন সাহেবের অনুরোধ গবর্ণমেণ্ট শুনিয়াছেন, অতি ত্বরায় রাজার পুনর্ব্বিচার হইবেক।

লসিংটন সাহেব কি নিমিত্ত এপ্রকার আপত্য উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বলিতে পারিনা।

বিগত নবেম্বর মাসে আমারদিগের ছোটকর্ত্তা মহাশয় পাঠনার সহকারি কমিস্যনর আমির আলিকে সম্মানসূচক একটা খেলোয়াৎ প্রদান করণের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আপত্য উপস্থিত করায় তিনি এবিষয়ে ক্ষান্ত পান, সম্প্রতি কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহোদয়গণ এই বিষয় উপলক্ষ করিয়া এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষীয় রাজকুমার ও অন্যান্য উচ্চপদবিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহোদয়দিগকে খেলয়াৎ দেওয়া যাইবেক, এতদ্ভিন্ন আর কাহাকেও দেওয়া হইবেকনা।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩৪ সংখ্যা] বুধবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২৬ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, ২৯ মে শনিবার রাত্রি নয়ঘণ্টার সময় জনাঞি গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে "শকুন্তলা,, নাটকের অভিনয় হইবেক, তথায় কলিকাতা ও অন্যান্য দেশের বিদ্যানুরাগি সম্ভ্রান্ত ও সামাজিক ব্যক্তি সমূহের সমাগম হইবেক।

শ্রী অভয়াচরণ গুপ্ত।
অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।।০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

বিজ্ঞাপন।

আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে ৮ আট জন বাঙ্গালি কম্পজিটর ও ২ দুই জন ইংরাজী ডিষ্ট্রিবিউটরের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা উত্তমরূপে কম্পজ এবং মেকঅপ্ করিতে পারেন, এমত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে তাহারদিগের কার্য্যদক্ষতা ও নিপুণতা দেখিয়া বেতন নির্দ্ধারিত পূর্ব্বক নিযুক্ত করা যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদ।

বিজ্ঞাপন

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রমক রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

হালিসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগোলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক

প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করাযাইতেছে। যে গুপ্ত নান এণ্ড কোম্পানির দ্বিতীয় বকরাদার ৺ মহেশচন্দ্র নান ১৮৫৮ ৪মে তারিখে ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হওয়ায় ঐ তারিখ অবধি তাঁহার উপরোক্ত কোম্পানির ডিস্পেন্সরির লাভ লোকশানের কোনো স্বত্ব রহিলনা ইতি।

গুপ্ত নান এণ্ড কোং।

সংবাদপ্রভাকর

১৪ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

ইংরাজি পত্র পাঠে অবগতি হইল, যে কর্ণেল তমস্ উইলকিন্সন সাহেব অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং অস্মদাদির ভাবি মঙ্গল চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সুখি হয়, সেই চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়া আমাদিগের নৈরাশ মনঃক্ষেত্রে আশাবারি সিঞ্চন করিতেছেন।ইনি যে অস্মদাদির মঙ্গল চেষ্টা করিবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, কারণ যিনি মৃত মহাত্মা মেটকাফ এবং বেণ্টিক সাহেবের সহযোগি তাঁহার দ্বারা বঙ্গবাসি প্রজানিচয়ের সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি হইবেক তাহার সন্দেহ কি, আমরা এই শিবকর সংবাদ শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা, কারণ পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম, বিশেষতঃ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কহেন, (ইংলণ্ডের দেশ ওঁচা) মায়ে মারা বাপে খেদানো সাহেবেরা আসিয়া এদেশের বিচারপতি, সভাপতি এবং সর্ব্বপতি হইয়া বসিবেন সম্ভ্রান্ত সদ্বিদ্বান্ এবং কর্ম্মদক্ষ বাঙালিরা আর ভাল কর্ম্ম কার্য্য পাইবেন না,এইক্ষণে যিনি আমাদিগের হিতআকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, পরমেশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন তাহা হইলে আমাদিগের ভাবি মঙ্গলের অনেক সম্ভাবনা অনেকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কর্ণেল উইলকিন্সন সাহেব কে? এই নিমিত্ত আমরা একজন সম্ভ্রান্ত পরমাত্মীয় বাঙালি যিনি উক্ত সাহেবের অনুগ্রহে ক্রমে ক্রমে উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে মহাত্মা উইলকিন্সন সাহেবের পূর্ব্ববৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, পাঠক মহাশয়গণ দৃষ্টি করুন।

কর্ণেল তমস উইলকিন্সন সাহেব প্রথমতঃ ৬ সংখ্যক লাইট অশ্বারোহি দলের মেজর ছিলেন, পরে নাগপুরের রেসিডেণ্ট মেং জেনকিন্স সাহেবের সহকারী হইয়া উক্ত প্রদেশে অনেক দিবস বাস করেন এবং কর্ম্মদ্বারা বিশেষ যশস্বী হয়েন, ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের পোলিটিকেল এজেণ্ট হইয়া ১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত গৌরবের সহিত উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, যৎকালে রামগড়ে এবং জঙ্গল মহলে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয় কর্ণেল সাহেব স্বীয় বুদ্ধিবলে ও সাতিশয় যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে ঐ সকল উপদ্রব নিবারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর উইলকিন্সন সাহেব জঙ্গল মহল এবং রামগড়, ১৮৩৩ সালের ১৩ আইনের মর্ম্মানুসারে নাগপুর এজেন্সি ভুক্ত করেন, এবং তিনি ১৮৩৯ সালের ফিব্রুআরি মাসে নাগপুরের রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হন, সেই সময় সমাচার দর্পণ নামক সংবাদ পত্রে তাঁহার সচ্চরিত্র, কর্ম্মদক্ষতা রাজনীতিজ্ঞতা বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশ হয়, এই স্থলে তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি, তদ্দ্বারা আমাদিগের অভিলষিত অভিপ্রায় প্রকাশ হইবেক, তাহার আর সন্দেহ নাই " কর্ণেল উইলকিন্সন সাহেবের সময়ে উক্ত প্রদেশ মধ্যে চুার, ডাকাইতি এবং অন্যান্য দুষ্ক্রিয়া সকল একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল, যাঁহার বিষয়ে আমরা এক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছি, তাঁহার ন্যায় স্বেচ্ছাচারি অসভ্য জাতিকে স্বাধীনে রাখিয়া সুশৃঙ্খলা পুর্ব্বক শাসন এবং পালন করিতে কস্মিন্ কালে কোনো রাজপুরুষেরা পারেন নাই এবং পারিবেননা। ঐ অসভ্য দেশে সময়ে সময়ে যে সকল দুর্ঘটনা এবং অসম্ভাবিত ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, কর্ণেল সাহেব আপনার বীরতা ধীরতা, এবং সৌজন্যতাদ্বারা ব্রিটিস শক্তির এবং স্বীয় গৌরবের সৌরভপ্রকাশ করিয়াছেন, যখন বরাভূমের গঙ্গানারায়ণ সিংহ রাজবিদ্রোহি হয়, এবং স্বদেশবাসিদিগকে কুমন্ত্রণা দ্বারা বশীভূত করিয়া ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করণে প্রবৃত্তি দেয়,তৎকালে উক্ত মহাত্মাই ঐ দুষ্টের প্রাণ দণ্ড করিয়া তৎদেশে পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কোচাঙ্গের বিদ্রোহানল শীতল করিয়াছিলেন।

কর্ণেল সাহেব ক্রমাগত ৮ আট বৎসরকাল নাগপুরে অবস্থান করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়িবে, একারণ সে সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দয়া এবং অন্যান্য সদ্গুণের পরিচয় দিতেছি। তিনি কোল জাতীয় বালকগণের পাঠের কারণ একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি পিতৃবৎ স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও অন্যান্য সাহায্য করিতেন। যে সকল সরকারি কর্ম্মচারিরা সামান্য বেতন প্রাপ্ত হইত, তিনি সময়ে সময়ে আপনি অর্থ দান করিয়া তাহারদিগের উপকার করিতেন। কখনো কখনো ঐ দেশে শষ্যাদি না জন্মিয়ায় প্রজাপুঞ্জের অত্যন্ত ক্লেশ হইত, তিনি তৎকালে চাউল দাউল এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য অকাতরে তাহারদিগকে দান করিতেন। এইক্ষণে স্থানের স্বল্পতাপ্রযুক্ত আমরা এই প্রস্তাবটী শেষ করিবার পূর্ব্বে সাহস পূর্ব্বক লিখিতেছি, যেন কর্ণেল উইলকিন্সন সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক সদ্গুণে অস্মদাদির মঙ্গল চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমরা পুরুষানুক্রমে তাঁহার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। আর যে মহাত্মারা ভারতবর্ষে রাজকার্য্য নিষ্পাদন করিয়া এক্ষণে স্বদেশে পরমসুখে বৃত্তিভোগ করিতেছেন। তাঁহারা মহাত্মা উইলকিনসন সাহেবের ন্যায় আমারদিগের প্রতি শুভদৃষ্টি করুন, তাহা হইলে সময়ে সময়ে আমরা তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিতে ত্রুটি করিবনা।

It is with the greatest pleasure that, we learn from the English Papers that Coll Thomas Wilkenson is yet in this world, and that he has once more revived the sinking and drooping spirits of the sons of India by standing a champion for them—and uttering the sweet word that India ought to be governed for the benefit of the people. This is no new word to the warrior and statesman mentioned above, being an associate to Lords Metcalfe and Bentinck and having as he has all along studied the welfare of India—but this is a new and strange word to us—who have been of late repeatedly told that India should in future be governed for the sake of interlopers or in the words of Baboo Rajendro loll Mitter for the " sweepings of England " and not for the sake of its aborigines. Long may Wilkenson live is now the prayer of the day among us. Many have however asked us who this Coll Wilkenson is? We have therefore gathered some information regarding him from a friend who now holds one of the highest offices in the uncovenanted service, but was at first set up in the world by Coll Wilkenson.

Coll Thomas Wilkenson was an officer of the 6th Light Cavalry. He became known to the world from the time of his appointment to the Assistantship of the Nagpore Residency under Mr. Jenkins, the then Resident and of late one of the members of the Court of Directors. He was afterwards appointed Political Agent of the South West Frontier—in which capacity he served upto 1832, when several disturbances broke out in the districts of Ramgur and the Jungle-mehals. These disturbances he suppressed much to the credit of himself and to the satisfaction of the Government. The districts of Junglemehal and Ramgur were abolished and the tracts of the country included in those districts were incorporated in the Agency then under the Coll, vide Regulation 13 of 1833. Coll Wilkenson was appointed Resident at Nagpore in February 1839. About this time a letter appeared in the Sumachar Durpan giving a full account of his services in the South West Frontier and his general kind and philanthropic disposition. We make a short extract from this letter and we hope that it would be sufficient for our present purpose.

"Venality and corruption are far from his district. The vigilent eye of Major Wilkenson is on every man and village under his charge. No man can govern a people so savage, to the satisfaction of all so well, as the warrior and statesman of whom I am now speaking. In many instances of insurrection and in cases of more than ordinary difficulty and importance, he has, as well by his military and political career as by his distinguished fortitude and judgement, essentially contributed to the success of British arms and councils in these savage tracts of the country. It is owing much to his vigorous efforts, that Gunga Narain Sing, a rebel at Burrabhoom, when joined with almost all his countrymen; was subdued and killed and the country again restored to the calm tranquility which it formerly enjoyed. It was through his military efforts that the invasion in Cochang was suppressed."

"To enumerate the specific occasions on which the eminent zeal and abilities of Major Wilkenson have been particularly conspicuous, would require a reference to many of the important transactions and events in this part of India, which have taken place during a period of 8 years successively. I would however state, the mildness and the philanthropy which are visible in his cha

racter;he has for the education of Coles, whose father I may justly call him, planted an English School that has achieved much good. He pays many from his own pocket while they serve Government in the capacity of English writers and moherers. In many instances of scarcity of corn, he has supplied the Coles with rice, dawl, and other necessaries. In a word Mr Editor, I am at a loss to find language sufficiently indicative of the sentiments we are desireous of expressing on the occasion"—Our space obliges us to conclude this article, which we do with sanguine hopes that Coll Wilkenson will, with his usual zeal and firmness, persevere in his attempt to do justice to the people of India. We shall remember his name with the utmost feelings of reverence and gratitude and hand it down to our posterity to be preserved by them, till time itself rifles. We hope the other friends of India who are now enjoying their well earned Indian pensions in the hills and dales of the old merry England, will come forward to assist us and thus oblige us to offer them fresh tributes of our gratitude.

বেরিলিস্থ বন্ধুর পত্র অতি সমাদর পুর্ব্বক অবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

" সম্পাদক মহাশয়!

সম্প্রতি জিলা বেরিলির সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহা আপনকার জগদুজ্জলকর প্রভাকর পত্রে সর্ব্বসাধারণ গোচরার্থে স্থান দান করিবেন, ৩ মে তারিখে সরকারি সৈন্যের সহিত আমি মোকাম মোরাদাবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া ৬ তারিখে মোকাম বেরিলিতে উপনীত হই, সেই দিবস দিবা ১০ ঘটিকার সময় সরকারি সৈন্য নগরের মধ্যে প্রবেশ করত লুট ও স্থানে স্থানে কতকগুলীন প্রজাকে হত্যা করে এবং প্রায় দুই তিন দিবসাবধি কোনো মনুষ্য সহরে প্রবেশ বা বহির্গত হইতে পারে নাই অধুনা ক্রমশঃ প্রজা সকল স্বীয়স্বীয় ভবনে আসিয়া বাস করিতেছে কিন্তু সহর শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে যাহা হউক এখানকার প্রজারা সরকারের সহিত যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল সরকার কৃপা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেননা, তবে প্রধান প্রধান দুরাত্মাদিগকে উচিতমত দণ্ড দিতেছেন মাত্র মহাশয় এখানে এক প্রকার মহা প্রলয় কাণ্ড হইতেছে যাহা হউক অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে দুরাত্মা নানা, রাও ও খান বাহাদুর শোভারাম মাড়ে খাঁ ও ফিরোজ সা, প্রভৃতি সকলে একত্রিত হইয়া বরমদেও পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিয়াছে এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই এখানে গোরা পল্টন প্রায় ৩ টা ওসিক বিলোচি ও মুলতানি পল্টন অনেক আছে শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ও এখানে আছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সার মর্ম্ম।

এস্পেক্টর পত্রে দৃষ্ট হইল যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতি কামতি নামক স্থানের ৬০ ক্রোশ অন্তর কেরিণজা নামক স্থানে বিদ্রোহি নানা সাহেবের স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, " এপ্রদেশ বাসি সকলে ঐক্য হইয়া ফিরেঙ্গি লোকদিগের শিরশ্ছেদন কর এবং যাহাতে ইংরাজদিগের রাজ্য শাসন এসিয়া হইতে একেবারে উঠিয়া যায় তাহাই বিশেষরূপে মনোযোগি হও"।

হরকরার কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে দিল্লীবাসি ৫০০০ পাঞ্জাবি বরন কিয়দ্দিবস হইল যাহাদিগকে কোনো সন্দেহ ক্রমে উক্ত নগর হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সম্প্রতি সেই সকল দুরাচারিরা মিরাট পুনর্ব্বার আক্রমণ করণের কল্পনা করিতেছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

বোম্বে হইতে এমত সংবাদ আগত হয়, "কান্দিস নামক স্থানের পর্ব্বত হইতে প্রায় ২৫০০ জন অসভ্য ভিলজাতি নামিয়া চপরা নামক স্থান লুট এবং তৎস্থানীয় প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে শুনিলাম উক্ত দুরাচারিরা ঐ প্রদেশ মধ্যে বড়ই দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেছে।

——

লাহোর হইতে গত ১১ তারিখে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে " যে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত এস্থানবাসি ব্যক্তিব্যূহের বড়ই কষ্ট হইয়াছে; এস্থান এবং পঞ্জাব মধ্যে কোনোপ্রকার গোলোযোগ নাই। এমত একটা জনরব উঠিয়াছে যে কেনিং বাহাদুর স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পুর্ব্বক বিলাত গমন করিলে বিজ্ঞবর কমিস্যনর স্যার লরেন্স সাহেব ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল হইবেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

দৈনিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩৬ সংখ্যা] শুক্রবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২৮ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রিম কোর্ট।
রিসিবর আফিস।
তালুক ইজারা।
শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী।
বাদিনী।
ভৈরবচন্দ্র কুণ্ডার ও
হরিশ্চন্দ্র কুণ্ডারদিগর
প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সনের ৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইন্টন হগ সাহেব তাঁহার আফিসে নিম্নে লিখিত তালুকাতের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা হুগলী।

মহাল পত্তনি পরগণে পাঁণ্ডুয়া লাট উহর চাকলাই ৩ মৌজা রামকৃষ্ণপুর, ওরফে চিনে, বসুদেবপুর, পানিপাড়া।

মহাল দরপত্তনি পরগণা ঐ লাট হাতিনি দুই মৌজা নিজ হাতিনি ও পটি মুকুন্দপুর।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্ট হৌস রিসিবর আফিস।
তারিখ ১৯ মে ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

বিজ্ঞাপন।

হালসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত রামাচরণ বরাট কবিরাজ

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকাল

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মভদ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাদ্বিরেফীরসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩৬ সংখ্যা] শুক্রবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২৮ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রিম কোর্ট।
রিসিবর আফিস।
তালুক ইজারা।
শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী।
বাদিনী।
ভৈরবচন্দ্র কুণ্ডার ও
হরিশ্চন্দ্র কুণ্ডারদিগর
প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সনের ৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইন্টন হগ সাহেব তাঁহার আফিসে নিম্নে লিখিত তালুকাতের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা হুগলী।

মহাল পত্তনি পরগণে পাঁণ্ডুয়া লাট উহর চাকলাই ৩ মৌজা রামকৃষ্ণপুর, ওরফে চিনে, বসুদেবপুর, পানিপাড়া।

মহাল দরপত্তনি পরগণা ঐ লাট হাতিনি দুই মৌজা নিজ হাতিনি ও পটি মুকুন্দপুর।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্ট হৌস রিসিবর আফিস।
তারিখ ১৯ মে ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

বিজ্ঞাপন।

হালসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত রামাচরণ বরাট কবিরাজ

নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগোলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিতহইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

জনরব এই যে ফ্রান্সাধীশ্বর তৃতীয় নেপোলিয়ন আষ্ট্রিয়া আক্রমণ মানসে রণসজ্জা করিতেছেন, কি সর্ব্বনাশ! আসিয়াখণ্ড লণ্ড ভণ্ড হইতেছে, আবার ইউরোপখণ্ডেও সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার সোপান হইল, যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে এব্যাপার সামান্য ব্যাপার নহে। একবার রুসিয়াধিপতি তুর্কির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করায় ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স একত্রিত হইয়া সিবিষ্টিপুলের দুর্গ আক্রমণ করেন, সেই সময় উভয় পক্ষের যে কত প্রাণি বিনাশ হইয়াছিল পাঠক মহাশয়েরা তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মৃত দেহে নদীর স্রোত বদ্ধ হইয়াছিল, তার দুর্গন্ধে মহামারি হইয়া কত শত রণনিপুণ বীর পুরুষেরা কালভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, ক্রমে যখন ঈশ্বরানুগ্রহে উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপন হইয়া সে মহাপ্রলয় নিবারণ হয়, আমরা তখন ভাবিয়াছিলাম কিছু কালের নিমিত্ত ইউরোপখণ্ডে শান্তি স্থাপন হইল। কি আশ্চর্য্য? চারি পাঁচ বৎসর না যাইতেই ইহাঁরা শান্তিদেবীকে আট লাণ্টিক সাগরে বিসর্জ্জন দিয়া আবার অস্ত্র ধারণ করিলেন? এক্ষণে ইউরোপখণ্ডে তিন জাতিই প্রধান, যথা।—ফ্রান্স রুসিয়া এবং ইংলণ্ড যদ্যপি ফ্রান্স আষ্ট্রিয়া আক্রমণ করেন, তাহা হইলে রুসিয়া এবং ইংলণ্ড কোন্‌দিগে সহায়তা করেন তাহা বলা যায়না। কিয়দ্দিবস হইল ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে ইংলণ্ড এবং নেপোলিয়নের রণসজ্জা শ্রবণে ভীতহইয়া পুর্ব্বে সাবধান হইতেছেন কেন? ইংলণ্ডের ভীত হইবার বিষয় কি? ফ্রান্সতো আমারদিগের বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিসশক্তি চিরকেলে শত্রু, সারলেম্যান সম্রাটের সময়াবধি উভয় পক্ষে বিবাদ হইয়া আসিতেছে, প্রতিবারিতো ইংলণ্ড ফ্রান্সের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। যদি বল যে এক্ষণে ভারতবর্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, আবার যদি ইউরোপে এক্ষণে সমরানল প্রবল হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। যথার্থ, কিন্তু যখন প্রথম নেপোলিয়নের সহিত ইংলণ্ডের সংগ্রাম হয়, তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই ঘোর আকুণ্ডু কুণ্ডু উপস্থিত হইয়াছিল, তথাচ মহাবীর ডিউক অফ ওয়েলিংটন সাহেব ওয়াটার লুর যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইউরোপ খণ্ডে ব্রিটিস শক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন। অতএব ইউরোপখণ্ডে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে হানি হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাচ প্রার্থনা করি এসংবাদ সত্য না হউক কারণ সময়ে সময়ে অসংখ্য প্রাণির প্রাণ নাশ হইবে, তাহাতে পৃথিবীর অমঙ্গল বই সুমঙ্গল হইবেকনা। কয়েক বৎসরাবধি সংগ্রাম হওয়াতেই দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং বাণিজ্য ব্যাপারে বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, এক্ষণে আর অধিককাণ্ড হইলে ভবিষ্যতে যে কি কাণ্ড হইবে তাহা জগদীশ্বরই কেবল বলিতে পারেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সার মর্ম্ম।

গত ২২ তারিখে আলাহাবাদ হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ আগত হয়, "গত ২০ তারিখে কাল্পির বিদ্রোহিরা সাজাহানপুরের নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে ভাগীরথী পার হইয়াছে,ঐ দুরাচারিদিগের একজন সঙ্গি পোলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আত্মমুখে এমত ব্যক্ত করিয়াছে, যে কাল্পিস্থ বিদ্রোহিরা আহারাভাবে অন্যত্র পলায়ন করণে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু বিদ্রোহিপ্রধান নানা তথায় বসিয়া নানামত কুঅভিসন্ধি করিতেছে। নদীর জল দিনদিন বৃদ্ধি হওয়াতে বাষ্পীয় তরির গমনাগমনের সুবিধা হইতেছে,সম্প্রতি এস্থানে তপন তাপের প্রবলতা প্রযুক্ত কার্য্য কর্ম্মের প্রতি বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে, কারণ কর্ম্মচারিরা উত্তমরূপে কর্ম্ম করণে অপারগ হইয়াছে।

ভবিষ্যতে বেরিলি দুর্গ মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্রিটিস সেনা অবস্থান করিবেক, যথা—মহারাণীর ৪২ এবং ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার ২ এবং ১৭ গণিত পঞ্জাব পদাতিক সেনা এবং অন্যান্য কয়েক দল অশ্বারোহি সেনা।

কুপারতালা নামক স্থানের বিদ্রোহি রাজা বিস্তর সেনা সমভিব্যাহারে অযোধ্যা নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে আগমন করিয়াছেন।

দিল্লী গেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, "বিদ্রোহিরা পুনর্ব্বার চন্দ্রিয়া নামক স্থান অধিকার করিয়াছে।

দিল্লী গেজেট পত্রে জ্ঞাত করে, বিদ্রোহি রহিম আলিখাঁ ভাগীরথী পার হইয়া আলিগড় প্রদেশ মধ্যে আগমন করিয়াছে, গত ১৪ তারিখে ঐ দুরাত্মা জলেশ্বরস্থ রাজকোষ লুণ্ঠন পুর্ব্বক নগদ ২০০০০ টাকা অপহরণ করিয়াছে, মেজর ওয়াটার ফোর্ড সাহেব, উক্ত দুষ্ট কর্ত্তৃক গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিল্লীগেজেট সম্পাদক লিখিয়াছেন, এক্ষণে ফতেপুর হইতে বান্দা অবধি রাজপথ মধ্যে কোনো প্রকার গোলযোগ নাই, বিদ্রোহিরা বান্দা প্রদেশটা একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে।

হরকরার জোয়ানপুরস্থ কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে, অযোধ্যা হইতে কিঞ্চিৎ দুরে মচ্‌লি সহর নামক এক প্রসিদ্ধ নগর আছে, সেই নগরস্থিত একটা বাজার বিদ্রোহিরা লুঠ করণান্তর অগ্নিসংযোগে একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে।

২২ তারিখে বক্সার হইতে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, "যে কতকগুলীন বিদ্রোহি সিপাহিরা এস্থানীয় জঙ্গল মধ্যে অদ্যাপি অবস্থান করিতেছে, ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাঠুরের আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু তাহারদিগকে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কারণ তাহারা বিদ্রোহিদিগের ভয়ে অন্যত্র পলায়ন করণে বাধ্য হইয়াছে, পূর্ব্বে রেলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ শত শত মজুর নিযুক্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারা প্রাণ ভয়ে নিজ নিজ কর্ম্ম ও আলয় পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছে। বিদ্রোহিরা এস্থানের সন্নিকট কয়েকটা পল্লীগ্রাম অনল সংলগ্নে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে, প্রাগুক্ত গ্রাম মধ্যে লিউগার্ড সাহেবের অধীন কয়েকদল সেনা ছিল তাহারা জগদীশ্বর কৃপায় রক্ষা পাইয়াছে। যে সকল পল্লীগ্রাম হইতে শত্রুরা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল গ্রাম ব্রিটিস সেনারা একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে, এমতে উভয়পক্ষ হইতে নির্দ্দোষি প্রজারা ধনে প্রাণে মারা পড়িতেছে। সম্প্রতি এস্থানে যে একটা তুমুল সংগ্রাম হয় তাহাতে বিস্তর বিদ্রোহি সিপাহির জীবন বিনষ্ট হয়, ব্রিটিস পক্ষের একজন আফিসর ডসন সাহেবও কতকগুলীন সেনার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

ইউরোপীয়ান বেঙ্গল ফসিলিয়ার দলের কাপ্তেন এইচ,সেণ্ট, জর্জ্জ সাহেব কিয়দ্দিবস হইল লক্ষ্ণৌ নগর হইতে এই রাজধানী মধ্যে আগমন করিয়াছেন, সম্প্রতি তিনি শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত স্বদেশে যাত্রা করণ মানসে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

রেঙ্গুণ ক্রণিকেল নামক একখানি সমাচার পত্র যাহা রেঙ্গুণ প্রদেশে ক্রিয়দ্দিবসাবধি প্রকাশপাইতেছিল সম্প্রতি সেই পত্রখানি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফিনিক্স পত্র পাঠে অবগতি হইল যে আমাদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের এডিকং কাপ্তেন কস্টার সাহেব অযোধ্যা নগরে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া শমন সদনে গমন করিয়াছেন।

প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ১৫ মে তারিখে বেরিলি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হুগলির ডেপুটি কালেক্টর মেং হেম্পটন সাহেব, বিগত বৎসরে উক্ত প্রদেশের আবকারির কার্য্যাদি উত্তমরূপে তত্ত্বাবধারণ করায়,গবর্ণমেণ্ট হইতে চারিসহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহানগর কলিকাতার চিপ কমিস্যনর মেংওয়াকপ সাহেব ছোট কর্ত্তার সমীপে এমত রিপোর্ট করিয়াছেন, যে বিদ্রোহি কুমারসিংহের প্রেরিত তিন জন চরকে রাজধানী মধ্যে ধৃত করা হইয়াছে, সসারামের মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত দুষ্টদিগকে ধৃত করণার্থ পরামর্শ দেন, এবং তাহাদিগের অপরাধ তিনি সপ্রমাণ করিতে পারগ হইবেন।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিপুল বিনয় পুরঃসর নমস্কার নিবেদন মিদং

সম্পাদক মহাশয়! মল্লিখিত নিম্নস্থ লিপি আপনকার জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্র পার্শ্বে প্রকাশ পূর্ব্বক চরিতার্থ করিবেন।

অধুনা এ প্রদেশে ওলাউঠা দেবী প্রবল প্রতাপ বিস্তার পূর্ব্বক অমূল্য মানব-দেহ লয় করিতেছেন মৃত প্রাণিবর্গের স্বজনদিগের রোদনের কোলাহলে দিবস যামিনী মধ্যে ক্ষণকাল মাত্র নেত্র মুদিত করা যায়না, হাহা কি পরিতাপের বিষয়! যে সকল প্রাণী প্রাগুক্ত দেবীর করাল গ্রাসে পতিত হইয়া শমন ভবনে গমন করিয়াছেন তন্মধ্যে অধিকাংশই যুবতী এবং অনেকেরি কান্ত বর্ত্তমান, কিন্তু পতি পুত্র বিরহিতা নারীর প্রায় বিনাশ হয়নাই যুবতীগণের মানবী লীলা নিবারণে শত শত মানবের নিকেতন রিক্ত হইয়াছে এবং মৃতাললনাদিগের কান্তগণের ম্লানমুখ অবলোকনেও আক্ষেপের ধ্বনি শ্রবণে মূঢ়গণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় অঙ্গনা হীন ব্যক্তিগণ মধ্যে সকলের পুনঃ পরিণয় বাসনা পূর্ণ হওয়া দুরুহ, কারণ অত্রাঞ্চলে ব্রাহ্মণ বৈদ্য শূদ্রাদি বর্ণের তনয়া বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া ভার, বিশেষ বয়োধিক কিম্বা দ্বিতীয় পরিণয় স্থলে সকলে তনয়া বিতরণ করেনা, এ সূত্রে অনেকেরি আলয় চিরশূন্য থাকার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, সম্পাদক মহাশয়! এক্ষণে বিদ্যাসাগরের বিধানটী প্রচলিত থাকিলে এ সকল রমণী হীন ব্যক্তিবর্গের মনস্তাপ সম্বরণের সম্ভাবনা হইত, তাহা বিলোপ হওনে এ হীন দিগের চিরকালই হাহাকারে কালাতিপাত করিতে হইল, ইতি সন ১২৬৫ ৷ ৫ জ্যৈষ্ঠ ৷

শ্রীকালীচরণ সেনগুপ্ত ৷
মোং বরিশাল ৷

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

সম্পাদক মহাশয় মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার জগদুজ্জ্বল প্রভাকর পত্রিকা পার্শ্বে স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন।

স্বীয় প্রমদার নিকট হইতে প্রবাসি পতির বিদায় গ্রহণ ৷

পদ্য।

সুখাকর, দিবাকর, হইলে গোপন ৷
শশী সহ নিশি আসি, ব্যাপিল গগণ ৷৷
শোভাময় সুধাকর, সুধাময় করে ৷
তাপে তপ্ত ধরাতল, সুশীতল করে ৷৷
সুধাপানে ক্ষুধা হরে, যত চকোরিণী।
পতি হেরে প্রফুল্লিতা, হলো কুমুদিনী ৷
প্রবাসী প্রেমিক পতি, এমন সময়।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীর, করে ধোরে কয়॥
বলি বলি বলি প্রাণ, নাপারি বলিতে ৷
কিদায় হইল আজি, বিদায় লইতে ৷৷
কহিতে মুখের কথা, ফেটে যায় বুক ৷
বিধাতা করেছে দুঃখি, ঘটে তাই দুঃখ ৷৷
বিধুমুখে মৃদু হাসি, সুধারাশি ক্ষরে।
নিয়ত লোলুপ করে,প্রেমিক চকোরে ৷৷
ভিতরে কাঁদিছে মন, ব্যাকুলহইয়া ৷
কেমনে প্রবাসীহব, তোমায় ছাড়িয়া ৷৷
নিশ্চয় জেনেছি মনে,বিধাতা বিমুখ ৷
পুরুষের ভাগ্যে নাই,সম্ভোগের সুখ ৷৷
লোকে বলে পরাধিন অবলা রমণী ৷
তাহায় তাহায় ওলো সুধাংশু বদনী ৷৷
বাল্যাবধি পরাধীন, হোয়ে কাটি কাল ৷
কাল পেয়ে কালদেখ, ঘটায় জঞ্জাল ৷
যৌবনেতে পরাধীন, তোমার এখন ৷
কেমনে প্রবাসী হব,ব্যাকুলিতমন ৷৷
মায়াময় সংসারেতে হইয়া অধীন।
দিন দিন কাটি দিন হোয়ে অতি দীন ৷
পরাধীনে কত দুঃখ, কি কব অধিক ৷
ধিক ধিক পরাধীনে ধিক ধিক ধিক ॥
জ্বলিতেছে মমান্তর সদা ধিকধিক।
কেমনে প্রবাসী হব,ছাড়ি প্রাণাধিক ৷৷
ওহে নিশাপতি করি, মিনতি তোমায়।
স্থিতি করি গগণেতে বাটাও আমায়।
সুধাকর, কৃপা কর কাতর দেখিয়া ॥
কিছুক্ষণ থাক তুমি ভুবন ব্যাপিয়া ৷
শশধর তুমি মোরে রাখ এসময়।
আজিকার নিশি যেন প্রভাত না হয় ৷৷
প্রবাসের কথা শুনি প্রেয়সী তখন।
আঁচলে ঢাকিল নিজ সে চারু বদন ৷৷
একি নিদারুণ বাণী কহিলেহে নাথ।
অধীনীর বুকেতে হানিবে বজ্রাঘাত ৷৷
শুনিয়া নাগরবর করিতেছে দুঃখ।
আমি কি করিব প্রিয়ে বিধাতা বিমুখ ॥
আমি করি এক তাহে বিধি করে আর ৷
হিতেবিপরীত হোয়ে উঠে আরবার ৷৷
তব সঙ্গে রসরঙ্গে, কাটালেম দিন ।
এখন হোলেম প্রিয়ে দীনের অধীন ৷৷
ভেবোনা প্রিয়সী আর ভাব কিকারণ ৷
অতি ত্বরাতেই হবে পুনরাগমন ৷৷
দেখ দেখ দেখ প্রিয়ে নিশি অবশান।
সুললিত স্বরে পিক করিতেছে গান ৷৷
ধর ধর ওলোধনী, বচন আমার ৷
তোল তোল মুখ তোল কর প্রতীকার ৷৷
হাসিয়া বিদায় দেহ ওলো সুবদনী ৷
যাত্রাকালে কর প্রিয়ে সুমঙ্গল ধ্বনি ৷৷
বাসে আর নাহি রব হইব প্রবাসী ।
বিদায় দেহলো তবে আসি আমি আসি ৷৷

মহাশয়ের নিতান্ত অনুগত
শ্রীচরণে চিরবাধিত
শ্রীশশিভূষণ দাসদত্তস্য।
সাং ইলিপুর

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রাম মত্তভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥ মদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাকারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ৷৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩৭ সংখ্যা] শনিবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২৯ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ডাক্ষা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কার্ত্তিকচরণ রায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে গবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বড় বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাবু রূপরায়ের লেনের মধ্যে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা পরিবারের বসতি বাটী নম্বর ১৬।৩ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮/ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা বসতি বাটী নং ১৬।২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৭৷৷০ সাত কাঠা আটছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বড়বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কটন ষ্ট্রীটের মধ্যে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা বসতি বাটী নং ১১২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বড়তলা ষ্ট্রীটের মধ্যে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি-বাটী নম্বর ৩৮ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২।০ দুই কাঠা চারি ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত মেছুয়াবাজারের মধ্যে যে অপর এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি

বাটী নম্বর ১০২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।/।৶০ দশ কাঠা সাত ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৫ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃ আর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

সংবাদ প্রভাকর

১৭ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

নেপাল প্রবাসী বন্ধুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"মহারাজ জং বাহাদুরের "হেড কোয়াটর ব্রিগেড অর্থাৎ তাঁহার সমভিব্যাহারি রেজিমেণ্ট এবং ব্যাটরি এস্থলে পঁহুছিয়াছে, বক্রি মেলবডি অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তি সৈন্য এবং রিয়র অর্থাৎ শেষভাগ লক্ষ্ণৌ রণক্ষেত্র হইতে ফৈজাবাদের পথ দিয়া নেপাল রাজ্যে আসিতেছিল, এক্ষণে জানাগেল যে তাহারা গোরক্ষপুর হইতে নেপালাভিমুখে আগমন করিতেছে, অর্থাৎ উক্ত সৈন্য সমূহ দুই ডিবিজনান্তর্গত, চারি ব্রিগেডে বিভক্ত আছে এবং এক এক ব্রিগেড এক এক দিনে মার্চ অর্থাৎ চালনা করিতেছে, অর্থাৎ ১৭ মে তারিখে প্রথম ডিবিজন তৎপর দিবসে দ্বিতীয় ডিবিজন তৎপর দিনে তৃতীয় ডিবিজন এইরূপে ২০ তারিখে চতুর্থ ডিবিজন কুচ করিয়াছে, এমাসের শেষে সকল সৈন্য এস্থলে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেক, গোরখারাজ্যান্তর্গত পর্ব্বত এবং অরণ্যানী পথে তাহারদিগের রসদ অর্থাৎ খাদ্য সামগ্রী এবং ভার-বাহি কুলির* আয়োজন দরবারে হইতেছে, বিশেষতঃ কুলির সমধিক প্রয়োজন করে, কেননা গোরখারা অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বিলক্ষণ লুঠ করিয়াছে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিতে শিবির পরিপূর্ণ আছে, হইবেনা কেন? অযোধ্যানগরের সদৃশ ধন কোথায় ছিল? এবং দ্রব্য সামগ্রীতেও পরিপূর্ণ এরূপ নগর বিরল ছিল।

বন্ধুবর্গের পত্রাদিতে ব্যক্ত করে যে বিদ্রোহিব্যূহ জগদীশপুর হইতে তাড়িত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু ছাপরা আরা প্রভৃতি স্থানে স্থানে উপদ্রব শূন্য হয়নাই, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট হইতে সর্ব্বত্র "এমনষ্টি অর্ডর" অর্থাৎ অপরাধ ক্ষমা এবং আশ্রয়দান রাজাজ্ঞা প্রকাশ পাইলেই ভাল হয়, নচেৎ দেশটা গেল, বোধ হয় এতদিনের পরে ভারতবর্ষের দশমদশা আইল।"

২৬ মে দিবসে আলাহাবাদ হইতে জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব যে সংবাদ গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।—"গত ২৩ তারিখে বীরবর স্যার হিউজরোজ সাহেব সাতিশয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক কাল্পিনগর এবং দুর্গ বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে সংপূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছেন। গত ২২ তারিখে স্যার হিউজরোজ সাহেবের অধীন সেনাদিগকে যমুনার পারস্থিত গোগোলি শিবির মধ্যে শত্রুরা আসিয়া আক্রমণ করে, কিন্তু তাহারা ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কাল্পিতে পলায়ন করে, তখন স্যার হিউজরোজের সকল সেনা একত্রিত হইয়া শত্রুদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হয়, পরিশেষে ২৩ তারিখে বিদ্রোহিরা বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করণে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহারদিগের আক্রমণার্থ বিস্তর অশ্বারোহি এবং গোলেন্দাজ সৈন্য ধাবিত হয় এবং বিস্তর বিদ্রোহিকে হতাহত করে ও তাহারদিগের সকল তোপ এবং আহারীয় ও সমর সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া কিছু ক্ষণমধ্যেই তাহারা শিবিরে পুনরাগমন করিয়াছে।

ফতেগড় হইতে এমত বিশেষ সটীক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে, বিদ্রোহি মৌলবি ৫০০ পাঁচশত সোয়ার, কতকগুলীন পদাতিক সেনা এবং ৩ তিনটা ক্ষুদ্র তোপ সমভিব্যাহারে সান্দি নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে। সম্প্রতি পালি নামক স্থানে বিদ্রোহি শূন্য হইয়াছে।—পাটনার কমিস্যনর সাহেব বিগত ২৭ তারিখে এমত সংবাদ দেন, যে, আরার দারোগাকর্ত্তৃক এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে, জগদীশপুরস্থ কয়েকজন বিদ্রোহি সরদার বিস্তর সেনা ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক কালের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে।

* এদেশে ভার-বাহী মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোনো রকম ভার বহনের পন্থা নাই, বলদ বল, অশ্ব বল, গাধা বল, সকলের কর্ম্ম মনুষ্যেই করে, এবং শ্লাঘা পূর্ব্বক বলিয়া থাকে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সার মর্ম্ম।

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন, প্রধান সেনাপতি বাহাদুর বেরিলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তথার দুই রেজিমেণ্ট শ্বেত সেনা আড়াই রেজিমেণ্ট ইরেগুলার শীক, ও মূলতানি লাইট অশ্বারোহি সেনা এবং ৬ কোম্পানি গোলেন্দাজ সেনা অবস্থান করিতেছে। সেনাপতি বাহাদুর প্রথমে ফতেগড়ে আসিবেন, তৎপরে সেস্থান হইতে আলাহাবাদে আগমন করত তথায় গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করণের মানস প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন হইবেক কারণ রোহিল খণ্ড হইতে বিদ্রোহিরা তাড়িত হইয়া দক্ষিণ ভাগে শত শত সংখ্য দলবদ্ধ হইয়া আগমন করিতেছে। বিদ্রোহি মৌলবি এবং অযোধ্যার বেগম প্রায় ২০০০০ সেনা সমভিব্যাহারে সাজাহান-পুরের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন। ইহারা উক্ত নগর একেবারে অধিকার করণে সাহসিক হইবেক না, কিন্তু তাহাদিগকে আশু ভালোরূপে শিক্ষা প্রদান করা প্রধান সেনাপতির অত্যাবশ্যক হইতেছে, কারণ তাহারা সবল থাকিলে উক্ত প্রদেশে শান্তি সংস্থাপনের সম্ভাবনা নাই। আলাহাবাদ গুপীগঞ্জ এবং মুজাপুর মধ্যে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদিগের ন্যূন সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র হইবেক। মিরাট এবং কানপুর মধ্যে স্থিত সকল রাজপথে পুনর্ব্বার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আলিগড় হইতে আগ্রায় আগমন করণ কালীন অনেক রাজকর্ম্ম চারি বিদ্রোহিদিগের হস্তে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সকল স্থানেই এই প্রকার গোলযোগ দেখা যাইতেছে। অতএব এ সকল উপদ্রব যে স্বল্পকালের মধ্যে ক্ষান্ত হইবেক ইহাতো কোনোমতেই বোধ হয়না। সংপ্রতি কাল্পিতে সার হিউজরোজ সাহেব বিদ্রোহিদিগের সহিত যে একটা ঘোরতর সংগ্রাম করেন, তাহাতে প্রায় ২০০০ বিপক্ষের প্রাণ নাশ হয় এবং তাহাদিগের ২২ টা তোপ ব্রিটিস অধিকার ভুক্ত হইয়াছে।

বেহার অঞ্চল ব্যাপিয়া শত্রুরা অবস্থান করিতেছে, তাহারা সময় পাইলেই আপনারদিগের অভিপ্রায় সাধনে যত্নবান হইবে তদপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জগদীশপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বিদ্রোহিদিগকে শমন ভবনে প্রেরণ করণার্থ লিউগার্ড সাহেব বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু সেপাহিরা শীঘ্র যে জগদীশপুর পরিত্যাগ করিবে এমন তো বোধ হয় না কারণ ব্রিটিস সেনাদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের সংখ্যা অতি প্রবল। অতএব তথায় উপযুক্ত সেনা প্রেরণ করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতো ভাবে বিধেয় হইতেছে।

আলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে, সংপ্রতি এস্থানে বড়ই বিদ্রোহ শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ গুপীগঞ্জ মুজাপুরের নিকটবর্ত্তি স্থানে ৫০০০ বিদ্রোহি সেনা আগমন করিয়াছে এবং ২০০০ সেনা ফতেপুর এবং কানপুরের মধ্যে আছে, গবর্ণমেণ্ট এই সকল স্থান দিয়া পথিকদিগকে গমনাগমন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে আলাহাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ অন্তর রেলওয়ে, ২০০০ বিদ্রোহি অশ্বারোহি সেনারা পার হইয়াছে। সারণের নিকটবর্ত্তি স্থানে বিস্তর বিদ্রোহির সমবেত হই-

য়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংবাদ পত্রপাঠ অবগত হওয়া যাইতেছে, যে, দিন দিন কত শত বিদ্রোহির প্রাণ ব্রিটিস সেনারা বিনাশ করিতেছে, কিন্তু শত্রুদিগের দল ন্যূন হইতে দেখা গেল না। বোধ করি সংপ্রতি এ প্রদেশ মধ্যে তাহাদিগের দল পূর্ব্বপেক্ষা প্রবল বলিতে হইবেক।

২২ মে দিবসে ঢাকা হইতে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, "কিয়দ্দিবসাবধি এপ্রদেশ মধ্যে এমত জনরব উঠিয়াছে, প্রায় সকলেরি প্রমুখাৎ শ্রবণ করা যাইতেছে, যে, বিস্তর দুরাচারি নেড়ে মুসলমান রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া এস্থান অভিমুখে আগমন করিতেছে। মহানগর কলিকাতা হইতে অনতি বিলম্বে শতাধিক নাবিক সেনা আসিবার কথা আছে এনিমিত্ত মিটফোর্ড ঔষধালয় পরিষ্কৃত হইতেছে।

এক্ষণে বিদ্রোহিরা বিশিষ্টরূপ শিকারের পন্থায় ফিরিতেছে, সংপ্রতি আমাদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর শত্রু হস্তে পতিত হইতে হইতে জগদীশ্বরের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম রাজ্যের কয়েক জন সরদারকে আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর সাতিশয় প্রশংসার সহিত রাজানুগত প্রজা বলিয়া গণ্য করায় অযোধ্যার অন্তঃপাতি গুন্দা নামক স্থানের রাজা হিংসা পরবশ হইয়া তাহারদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করণের নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিতেছে। তাহারদিগের প্রতি রাজার এপ্রবার বৈরিভাব প্রকাশ করার কারণ কি? তাহা বলা যায়না।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

নিম্ন লিখিত কয়েক পক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করত আপনকার জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে মানদান ও চিরোবাধিত করিবেন।

হে সম্পাদক মহাশয়! একান্ত মানস যে মহাশয় তুল্য মহাজনগণ সহ সদা সদালাপ পূর্ব্বক সাভিপ্রায় সাধন করত সুধাময় সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইয়া শান্তিবারি দ্বারা মলীন মনের ভ্রান্তি দূরীকরণান্তর সভ্য সাধুজন সন্নিধানে সুপ্রশংসাভাজন হই, কিন্তু নিতান্ত নিরবকাশ প্রযুক্ত নিয়ত নীরবে গৌরব বৃদ্ধি করণে বাধ্য হওয়ায় মনোঽগ্নি অনিবার আক্ষেপাহুতি সহকারে প্রখরকর সংযুক্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত অভিলাষকে অহরহ দাহন করিতেছে তন্নিবারণার্থে বাঞ্ছিত নিরুপায় ব্যতীত সম্যক প্রকারে বঞ্চিত হইতেছি।

পদ্য।

রেলওএ রেসিডেণ্ড, ইঞ্জিনিয়ারের।
আফিসেতে কর্ম্ম করি, অদৃষ্টের ফের ॥
হেড এককৌণ্টাণ্টের, এসিষ্টাণ্ট হোয়ে।
সতত চিন্তত মন, এককৌণ্ট লোয়ে ॥
অন্য কোনো কথা নাই, এককৌণ্ট বই।
দিবানিশি ভাবি তাই, বেহেড বা হই ॥
এককৌণ্ট ভিন্ন আরো, অন্য কর্ম্ম আছে।
সন্ধ হয় বন্ধু সনে, দন্দ্ব ঘটে পাছে ॥
প্রিয়জন প্রিয় ভাষে, লেখেন আমায়।
উত্তর প্রদানে তার, ঘটে ঘোর দায় ॥
পরের বোঝায় মাজা, সোজা নাহি হয়।
কি করি চাকরি করি, না করিলে নয় ॥
মনের বাসনা সদা বিফলেতে যায় ॥
বিধি প্রতিবাদি মোরে, হায় হায় হায় ॥
কর্ম্ম উপলক্ষে আসি, বিদেশেতে রই।
এদেশের বিশেষ, বৃত্তান্ত কারে কই ॥
প্রভাকর কর দৃষ্টে, হেন মনে লয়।
প্রভাকর কর ছাড়া, কোনো দেশ নয় ॥
প্রভাকর করস্থ, এ জগৎ মণ্ডল।
নহে বুঝি এই খণ্ড, বলিবে জঙ্গল ॥
যে রাজমহল ছিল, রাজধানী স্থান।
তাহার পশ্চিম চারি, ক্রোশ পরিমাণ ॥
পর্ব্বত বেষ্ঠিত পল্লী, নাম তালঝারি।
সান্তালি পাহাড়ে বুলি, বুঝিতে নাপারি ॥
দক্ষিণা বায়ুর গতি, এদিগে গতি নাহয়।
পুবে আর পশ্চিমেই, চিরকাল বয় ॥
কূপ আর ঝরণায়, জলের সম্বল।
নিয়তই অগ্নি বৃষ্টি, নাহি বর্ষে জল ॥
রোগের ভোগের কথা, নাহি যায় বলা।
কারো ওলাউঠা হয়, কারো শুদ্ধ ওলা ॥
এই রোগে বহুজন, গেল যমালয়।
অবশিষ্ট যারা তারা, জ্বর ছাড়ানয় ॥
পাড়া শুদ্ধ পীড়িত, অধিক কব কত।
নিজে লিখিতেছি কিন্তু, আছি শয্যাগত ॥
মশা মাছি সৃষ্টি বুঝি, এই দেশে আগে।
অস্থির সকল লোক, দিবা নিশাভাগে ॥
কেউ ডাকে কেউ নাহি, বার হর রেতে।
সদা সশঙ্কিত সবে, ব্যাঘ্রের ভয়েতে ॥
হাটেতে বিকায় বাঘ, কভুদিখি নাই।
ললাটে কবেকি ঘটে, সদা ভাবি তাই ॥
ভরসা কেবল মাত্র, শ্রীগুরু চরণ।
যা করেন জগদ্বীশ জগৎজীবন ॥

জেলা ২৪ পরগনার অন্তঃপাতি
সাহাপুর নিবাসী।
শ্রীউমেশচন্দ্র মজুমদার।
এশিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা, সিমুলার অন্তঃপাতি কোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩৮ সংখ্যা] সোমবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ৩১ মে ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ধর্ম্মদাস পানির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি ধর্ম্মতলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান সাড়ে চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, এবং যাহা এইক্ষণে মিসুয়ার্স কুকু কোম্পানির অধিকারে আছে, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী ধর্ম্মদাস পানির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৫ মে ৫৮১৮।

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

যে মোকদ্দমায় হামিদা বিবী, যিনি চাঁদবিবী নামে বিখ্যাতা তিনি বাদি এবং আগা মহম্মদ হোঁসেন, মুন্সি কোর্‌বান্, আলি মিয়া, সুলতান মসমট, কভেনা বেগম, সাহেবা আমিত জাহারা, আগা জেনিএল আলিদিন, আগা আলি মহম্মদ, আগা আব্দুল্লা যিনি মোগল জান নামে বিখ্যাত, আগা মহম্মদ, জাফের সকিনা বিবী যিনি খানম বিবী নামে বিখ্যাতা, আমিত জাহারা যিনি ফুল বিবী নামে বিখ্যাতা, খদিজা বেগম যিনি বেগম বিবী নামে বিখ্যাতা, কলসুন বিবী যিনি সনা বিবী নামে বিখ্যাতা, মেরি আম বিবী যিনি খালান বিবী নামে বিখ্যাতা, খায়রুনিসা বিবী যিনি মণি বিবী নামে বিখ্যাতা, ইহাঁরা সকলে প্রতিবাদিগণ সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টিয়াব্দের ২৪ আপ্রিল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত কারবুলাই মহম্মদ যিনি মহানগর কলিকাতাস্থ এক জন যবন প্রজা এবং মগোল বাণিজ্যকারী ছিলেন এবং ১৮৫৬ এক হাজার আট শত ছাপান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২১ জুলাই তারিখে যাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার মহাজনদিগকে এই

বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তর খানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদি তাহা না করেন তবে তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ,মেক্‌ফার্সন
মাষ্টর।

PAUL & CARRUTHERS.
Attorney's.

পাল এবং কারুথার্স।
উকিলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৯ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

কারিগর ও মিস্ত্রিদিগের প্রতি।

নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি রিবেটা অর্থাৎ এক প্রকার প্রেক এবং পাকসাঁড়াসি নির্ম্মাণকারক উত্তম কারিগরদিগকে উত্তম বেতন ও অনেক কর্ম্ম দিতে প্রস্তুত আছেন। আইরণব্রিজ ইয়ার্ড অর্থাৎ লোহার সাঁকো নির্ম্মাণের কারখানার কারিগরদিগকে এক্ষণে যে বেতন দেওয়া যায় তাহা অল্প কেননা তাহারা কলিকাতা নগরের মধ্যে অতি অপকৃষ্ট কারিগর নিম্ন স্বাক্ষরকারি ব্যক্তির স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কোনো কোনো ব্যক্তি আপন লভ্যের নিমিত্ত এই ইয়ার্ডে উত্তম কারিগর আসিতে দেয় না, যে কেহ এইরূপ দোষিব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের সন্ধান দিতে পারিবেক, যদ্দ্বারা দোষিব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ধৃত হয় ও দণ্ড পায়, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

R. S. STERLING.
Superintendent of the Iron Bridge Yard Allipore.

আর, এস, ষ্টারলিং।
আইরণব্রিজ ইয়ার্ডের
সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আলীপুর।
৪ মে ১৮৫৮।

সংবাদপ্রভাকর

১৯জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

গোরাদিগের অত্যাচার।

চাণকস্থ গোরা দলের মধ্যে কতকগুলিন সেনা গ্রামস্থ দীন দরিদ্রগণের প্রতি মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার অহিতাচরণ করিতেছে, উপস্থিত সময়ে শ্বেত যোদ্ধাদলের যেরূপ আদরাধিক্য হইয়াছে, তাহাতে রাজপুরুষেরা সে সকল অত্যাচার শুনিয়াও শুনেন না, দেখিয়াও দেখেননা, কিন্তু সম্প্রতি ১৯ রেজিমেণ্টের জনেক গোরা সৈন্য উন্মত্ত হইয়া চাণকস্থ গবর্ণমেণ্টের নেমক কাছারী লুঠ করত কয়েকটাকা লইয়া পলায়নপর হওনকালে তৎকাছারীর কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় সাহসপূর্ব্বক আপন অধীন চাপরাশিগণ লইয়া কৌশলক্রমে উক্ত গোরাকে ধৃত করিয়া বামাল সহিত সেনাপতি সাহেবের সমীপে অর্পণ করাতে তাহার বিচার হইতেছে, আমরা ভরসা করি তিনি সুবিচার দ্বারা দোষি ব্যক্তির প্রতি উচিত দণ্ড বিধানপূর্ব্বক বহু প্রজার ধন মান রক্ষা কল্পে কোনো অংশে ত্রুটি করিবেক না, শাস্তাগণ দোষিদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করিলে নিরপরাধি দুর্ব্বল প্রজাকুল কোনোপ্রকারে তিষ্ঠিতে পারেনা, এবং তাহাকেই অরাজকতা কহে।

জয়পুরে. মহারাজা উপস্থিত বিদ্রোহিতাচরণ কল্পে ব্রিটিসানুকূল্যে বিশেষ যত্ন করাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুরাগ ইংরাজ পত্রে সকলে প্রকাশ হইতেছে, ফলে নব বয়স্ক মহারাজা যেরূপ প্রবীণতা প্রকাশনে পূর্ব্বক আপন অমাত্যবর্গ ও অধীন সৈন্যগণকে বশতাপন্ন রাখিয়াছেন তাহাতে তিনি যথার্থ সুপ্রশংসাভাজনই হইয়াছেন,দিল্লী নগরস্থ অনেক প্রধান যবন পরিবার তাঁহার রাজধানীতে অবস্থান করেন, এবং ঐ সকল লোকদিগের অনেকে তাঁহার রাজসরকারে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন, অথচ ঐ সকল যবন পুরুষদিগের আত্মীয় স্বজনেরাই দিল্লী নগরীয় বিদ্রোহিতাচরণে লিপ্ত থাকেন এমত অবস্থায় ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা সংঘটনেরই সংপূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, তাহাতেও যে রাজসচীববর যুব মহারাজের সুবুদ্ধি অনুযায়ী সর্ব্বকার্য্য ব্রিটিসানুগত্য ভাবে পরিচালন করিতে পারিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকেও যথেষ্ট ব্যাখ্যা করিতে হয়, কেননা গোয়ালিয়রের মহারাজ ও প্রধানমন্ত্রিমহাশয় কায়মনোবাক্যে ব্রিটিসপক্ষ থাকিয়াও অধীন সৈন্যগণকে বশতাপন্ন রাখিতে পারেন নাই, তাহারা বিদ্রোহিতাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়া অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, সেই বিদ্রোহ দলই বৃহৎ বৃহৎ তোপ সকল ও সিজট্রেণ হস্তগত করিয়া আগ্রা রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণে সাহসি হয়,এবং তাহারাই পশ্চাতে থাকাতে অযোধ্যা রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও ব্রিটিসবাহিনীর সর্ব্বাধীশ্বর জেনরল কলিন কেম্পবেল সাহেব প্রথমতঃকাণপুরে পুনরাগমন করিতে বাধ্য হয়েন।

পক্ষান্তরে জয়পুরের মহারাজার সৈন্যদলের সাহায্যে অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ ও বালক বালিকা এবং অঙ্গণাগণের প্রাণ রক্ষা হয়, বিদ্রোহি সিপাহিদিগের পারাপারের পথ রোধ করা যায়, সময়মত অনেক স্থানের ট্রেজরী হইতে বিপুলার্থ আগ্রা দুর্গ মধ্যে প্রেরিত পুর্ব্বক রক্ষা পায়।

জয়পুরের মহারাজ সংপুর্ণ বিভ্রাটকালে ব্রিটিস রাজপুরুষগণকে নিজ নিজ নিকেতনে আশ্রয় দিয়া অতি সমাদর ও যত্ন সহকারে রক্ষা করেন, নিজাধীন যে সকল রাজকর্ম্মচারির প্রতি কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহারদিগকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার টাকশালায় দিল্লীর বাদশাহের নামে স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রা সকল প্রস্তুত হইত, বিদ্রোহিতাচরণ উপস্থিত হওনান্তে তৎপরিবর্ত্তে ব্রিটিস রাজ্যেশ্বরীর নাম ব্যবহার করেন, নিজ রাজ্য মধ্যে কোনো স্থানে বিদ্রোহানলস্ফুলিঙ্গ উল্‌কাপাতের ন্যায় পতিত না হইতে পারে তৎসতর্কতার্থ প্রহরী সকল নিয়োগ করেন, এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যকুল ও মহদ্বংশীয় পুরুষদিগকে সভামধ্যে আহ্বানপূর্ব্বক রাজোচিত ধর্ম্ম ব্যবহারের কথাতেই সকলকে ঐকমত্যাবলম্বি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আপন রাজ্য রক্ষা পুর্ব্বক ব্রিটীস সম্রাজ্যের আনুগত্য ব্যবহারে ভাবি মহান মঙ্গলালয়ের সোপান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব এবম্ভূত রাজনীতিমান্ ধর্ম্মতৎপর রাজা ও রাজসচীব ও পারিষদগণের ব্যাখ্যা করা যে সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের অতি কর্ত্তব্য ব্যাপার ইহা বলিবার অপেক্ষা করেনা, এবং এরূপ যশোগানে শ্বেতসম্পাদক ভ্রাতাবর্গ এবং পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা যে উৎসাহান্বিত আছেন, ইহাও অস্মদাদির পরমানন্দের কথা, অতএব সর্ব্বশেষে আমারদিগের তদঞ্চলীয় পত্রপ্রেরক বান্ধব মহাশয়গণকে জয়পুরের মহারাজের গুণোৎকীর্ত্তন কল্পে তাঁহার কীর্ত্তিকদম্ব সকল সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া অদ্য এস্থানে বিরাম করিলাম।

কলিকাতার কলুটোলা নিবাসি ধনরাশি গুণরাশি ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস দত্ত মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্নে পটলডাঙ্গার বাজারে কিয়দ্দিবস হইল, ত্রিতাপহারিণী, মঙ্গলদায়িনী, কালী পূজা অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়, সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চিনির নৈবিদ্য থাল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যাদি বিদায় প্রাপ্ত হন। রজনীযোগে উত্তম উত্তম গায়ক এবং নৃত্যকী আসিয়া নৃত্য গীতের দ্বারা তত্রস্থ সমস্ত লোকেরি মনোরঞ্জন করিয়াছিল, এই প্রকার সৎকার্য্য সন্দর্শনে উক্ত বাজারের লোকেরা একত্রিত হইয়া পুনরায় আর একখানি রক্ষাকালী পূজা করিয়া যথোচিত আমোদ প্রমোদ করিয়াছে।

আমাদিগের আগ্রা প্রবাসি বন্ধু ২২ মে তারিখে লেখেন" এদেশে বিদ্রোহানল একেবারে নির্ব্বাণ হয় নাই, শত্রুরা এ প্রকার অত্যাচার বিস্তর করিয়াছে, যে এক দিক নির্ব্বানোন্মুখ না হইতে হইতে অন্য দিগে সমধিকরূপে প্রজ্বলিত হইতেছে। একদল বিদ্রোহি ফরেস্কাবাদে পরাজিত হইয়া আলিগড়ের সন্নিহিত জলেশ্বর নামক স্থানে গমন করত তথাকার প্রজাপুঞ্জের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ এবং ডাকের গাড়ি হইতে একজন ইংরাজ ও তাঁহার ভৃত্যদিগকে সংহার পূর্ব্বক কাল্পীরদিগে প্রস্থান করে। তাহাদিগের সংখ্যা অনধিক ৬।৭০০ শত তন্মধ্যে দুই শতমাত্র সিপাহি অপর সকল মুসলমান, তাহাদিগের সঙ্গে তোপ নাই, শুদ্ধ বন্দুক ও তরবারি ধারণ করিয়া দিগ্বিজয়ীর ন্যায় আস্ফালন ও বল বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। অদ্য ৩।৪ দিবস হইল অত্র জেলার বাপেনেহাট নামক গ্রামের থানাদারকে নষ্ট করিয়া অনেক দ্রব্যাদি লুট করিয়াছে, তুরাত্মারা ৩।৪ দিবস এক স্থানে অবস্থান করে না, প্রতি নিয়তই ভ্রমণ করিয়া প্রজাবর্গের অনিষ্ট করিতেছে, সুতরাং তাহাদিগকে দমন করা সহজ ব্যাপার বোধ হয়না এবং যে পর্য্যন্ত তাহা-

রাও নির্ম্মূল না হইতেছে সে পর্য্যন্ত আমরা সুস্থির হইতে পারিনা, কখন কোন স্থানে কি করিবেক তাহার স্থিরতা কি।

ব্রিগেডিয়ার জেনেরল লিউগার্ড সাহেব ২৭ মে তারিখে জগদীশপুর হইতে যে সংবাদ গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম যথা—"অদ্য প্রাতে আমি দলিপুরস্থ বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের দুইটা বারোপোনি তোপ কাড়িয়া লইয়াছি প্রাগুক্ত দুইটা তোপ আরাস্থ ব্রিটিস সেনাদিগের হস্ত হইতে উক্ত দুরাচারিরা পূর্ব্বে কাড়িয়া লয় শত্রুদিগের দুইটা হস্তি আমাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, কোনো সম্ভ্রান্ত বিদ্রোহি সরদারের বাটী একেবারে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে এপক্ষের কিছুই হানি হয় নাই।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিম্ন লিখিত কয়েক পক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করত আপনকার জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে মানদান ও চিরোবাধিত করিবেন।

ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল মানব জাতির বুদ্ধির অতীত।

পদ্য।

কি কৌশলে এই বিশ্ব, হোলো বিরচন।
বুঝিতে না পারি ওহে, ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥
কি প্রকারে জীবগণে, করিছ পালন।
হারি মানে বর্ণ বুহ, করিতে বর্ণন॥
মানব জাতির সুখ, করিতে বর্দ্ধন।
কত শত উপায়, কোরেছ নিরূপণ॥
ঘোর পিপাসায় পাছে, হারাই জীবন।
এই হেতু বুদ্ধি বলে, সৃজিলা জীবন॥
আহার অভাবে পাছে, করি হাহাকার।
পৃথ্বীরে করিলে তাই, শস্যের ভাণ্ডার॥
সর্ব্বরূপে সবাকার, সুখের কারণ।
সৃজন করিলে হেন, জগত জীবন॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি, তারা অগণন।
জীবের শিবের হেতু, হোয়েছে সৃজন॥
অতি ক্ষুদ্র জীব যাহা, হোয়েছে সৃজিত।
তাহাতেও দেখি তব, কৌশল বিদিত॥
এসব দেখেও নর, করে অহঙ্কার।
তব গুণ গান নাহি, করে একবার॥
ইংরাজ নির্ম্মিত বাষ্প শকট দেখিয়া।
সকলে প্রশংসা করে, আশ্চর্য্য হইয়া॥
পুনর্ব্বার দেখে যদি ইলেক্ট্রিক কল।
নিস্তব্ধে দাঁড়ায়ে থাকে, হইয়ে বিহ্বল॥
কামানের শব্দ যদি, শুনে একবার।
একেবারে খুলে দেয়, প্রশংসার দ্বার॥
যদি শোনে ইংরাজেরা হইয়া প্রবল।
শত্রুদলে বাহুবলে, কোরেছে অবল॥
অমনি তখনি সবে, হোয়ে কুতুহলি।
যুদ্ধের বৃত্তান্ত সব, করে বলাবলি॥
ক্ষমতা দিয়েছে যেবা, করিতে এসব।
তাঁহার নামের কেন, না কর গৌরব॥
কিহবে তোমার বল, নরে প্রশংসিলে।
মোক্ষপদ পাবে মূঢ়, বিভুরে স্মরিলে॥
তাঁহার কীর্ত্তির সহ, করিতে তুলনা।
নরের তুলনা কভু, তুলোনা তুলোনা॥
যে বুদ্ধি হোয়েছে ব্যয়, কীটের সৃজনে।
হেন বুদ্ধি আছে কিরে, মনুষ্যের মনে॥
বুদ্ধির প্রভাবে বটে, পারে কত নর।
গঠন করিতে মূর্ত্তি অতি মনোহর॥
হটাৎ হেরিলে যাহা, সকলেতে কয়।
জীবিত এ অবয়ব, হোতেছে নিশ্চয়॥
তথাপি কি পারে কেউ, অর্পিতে জীবন।
বিনে সেই জগদাত্মা, জগত জীবন॥
কহে কত শত নর, অহঙ্কার ভরে।
কি প্রকারে দয়াকর, বলিব ঈশ্বরে॥
একবার দেখিলে ধরায় চারি ধার।
কত শত দেখি তাঁর, অন্যায় বিচার॥
কত লোক ভাসিতেছে, সুখের সাগরে।
পুড়িতেছে দুঃখানলে, কত শত নরে॥
কতলোক মহাসুখে, জীবন কাটায়।
কত লোক অন্নাভাবে, করে হায় হায়॥
ঈশ্বরের নিকটেতো, সকলি সমান।
তবে কেন করিলেন, নীচ উচ্চ জ্ঞান॥
মূঢ় নর কিছুমাত্র, নাহি বিবেচনা।
সদা বল ঈশ্বরের, নাহি বিবেচনা॥
সমান হইত যদি, সকল মানব।
সমাধা করিত কেবা, গৃহ কার্য্য সব॥
অতিশয় পরিশ্রম, করিয়া স্বীকার।
কৃষিকর্ম্ম কোরে কেবা, যোগাতো আহার॥
অঙ্গ আবরণ জন্য, পরিবে বসন।
পরিশ্রম কোরে কেবা, বুনিত তখন॥
এইরূপে প্রতিদিন, কার্য্য সমুদয়।
সমাধা করিত কেবা, হইয়া সদয়॥
আচ্ছাদন করিবার, অঙ্গ আপনার।
বসন বুনিতে দেখ, হোতো সবাকার॥
সকলের হোতো শ্রম, করিতে স্বীকার।
প্রতিদিন যোগাইতে, আপন আহার॥
সকল সময় হোতো, এইরূপে গত।
কে করিত আর আর, কার্য্য শত শত॥
পৃথিবীর সর্ব্ব সুখ, হইত সংহার।
থাকিত কিবল মাত্র, দুঃখের ব্যাপার॥
কে করিত পাঠাভ্যাস, কেহতো বিদ্বান্।
কে হইত মহামান্য, কে পেতো সম্মান॥
কোন ব্যক্তি শাস্ত্রালাপ, করিয়া যতনে।
উপদেশ অন্যজনে, দিত সযতনে॥
মানব জাতির হোতো, পশুর আচার।
পৃথিবী হইত শুদ্ধ পশুর আধার॥
ধর ধর বাক্য ধর, শুন ওরে মন।
ইশ্বরের প্রতি দোষ, কোরোনা অর্পণ॥

ইহার শেষ পরে হইবে।

শ্রীদিননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
চুঁচুড়া ফ্রিচর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনের ছাত্র।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃদিনমণি

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যংমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৩৯ সংখ্যা। মঙ্গলবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১ জুন ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রিম কোর্ট।
রিসিবর আফিস।
তালুক ইজারা।
শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী।
বাদিনী।
ভৈরবচন্দ্র কুণ্ডার ও
হরিশ্চন্দ্র কুণ্ডারদিগর
প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সনের ৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইন্টন হগ সাহেব তাঁহার আফিসে নিম্নে লিখিত তালুকাতের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা হুগলী।

মহাল পত্তনি পরগণে পাঁণ্ডুয়া লাট ডহর চাকলাই ৩ মৌজা রামকৃষ্ণপুর, ওরফে চিনে, বসুদেবপুর, পানিপাড়া।

মহাল দরপত্তনি পরগণা ঐ লাট হাতিনি দুই মৌজা নিজ হাতিনি ও পটি মুকুন্দপুর।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্ট হৌস রিসিবর আফিস।
তারিখ ১৯ মে ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাঁহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপ-

চাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

হালসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগোলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিতহইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲

প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲

শুকেতিহাস ..... ।৷০

সুধীরঞ্জন ..... ১৲

বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲

রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷০

সংবাদ প্রভাকর

২০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৮৫ দানিশাব্দাঃ ১০৮

বিগত শনিবার রজনীযোগে জনাঞিগ্রামে তত্রত্য ভূম্যধিকারি মুখোপাধ্যায় পরিবারের বিশেষ উদ্যোগে শ্রীযুত নন্দকুমার রায় প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে জনাঞি, বাক্সা, বলুহাটী, বেগমপুর, গরলগাছা, আধপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমূহস্থ ন্যূনাধিক ৭০০।৮০০ সাত আট শত ভদ্র ব্যক্তির সমাগম হয়। অপিচ কলিকাতাস্থ কতিপয় বিদ্যানুরাগি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সংগীত সমাজে উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আদ্যোপান্ত যে প্রণালীতে অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং নটগণের সমীচিন ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহারদিগকে সকলেই অগণ্য প্রশংসাবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

নাটক সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রভাকরে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করি, তাহা স্পষ্টই এমত লিখিয়াছি যে অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্যচ্ছটা দ্বারা আপন মনোগত ভাব শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে প্রতিভাত করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যে নটবর এবিষয়ে কৃতকার্য্য হন তিনিই যথার্থ নট, নচেৎ অভ্যস্ত গদ্য পদ্য গুলিন মুখ হইতে নির্গত করিলেই নাটকের অভিনয় হইলনা।

এই নিয়মে এই অভিনয় ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। দুষ্মন্ত রাজা ও শকুন্তলা যথার্থই নাটকের মর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, শকুন্তলার রূপ, গুণ, ভাব, ভঙ্গী দর্শনে কে না মোহিত হইয়াছিল? প্রিয়ম্বদা ও অনুসূয়া অবিকল প্রিয় সখীর কার্য্য সাধন করিয়াছিল, রহস্য প্রিয় বয়স্য বিদূষক পরিহাসচ্ছলে কায়বিচেতন দুষ্মন্তকে সান্ত্বনা প্রদানে ত্রুটি করেন নাই। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য নটগণের বিষয় বিশেষ লিখিতে পারিলামনা, তবে এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব ভাব সুস্থ রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। কর্ণ্য মুনির তাপস আশ্রম হইতে শকুন্তলা ভর্ত্তৃগৃহে গমনকালীন আলাপ দর্শনে ভাবুক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন পরন্তু তাহার প্রত্যাগমন দর্শনেও সকলে দয়ার্দ্র হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

পল্লীগ্রামে নাটক অভিনয়ের এই প্রথম অনুষ্ঠান, অতএব মুক্তকণ্ঠে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করি। নটগণ সকলেই গ্রামস্থ ট্রেনীং স্কুলের ছাত্র, অতএব তাহাদিগের বিদ্যাবক্তা সাহস প্রভৃতি গুণেরও প্রশংসা করি অবশেষে এই বলিয়া প্রস্তাব শেষ করি যে এই সাধু বালকদিগের সদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অপর গ্রামস্থ বিদ্যামোদি ছাত্রগণ এই বিশুদ্ধ আমোদে প্রথা প্রচলিত করুন।

আমাদিগের কোনো সংবাদদাতা ফতেগড় হইতে লিখিয়াছেন যে সমসাবাদের নবাব শ্রীযুক্ত ছুনা সাহেব রাজপুরুষদিগের দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার কোনো অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় রহিয়াছে। এখানে সম্প্রতি বিদ্রোহিদিগের উপদ্রব শেষ হইয়াছে।

বিগত ২৫ তারিখে ছাপরা হইতে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে "গাজিপুরের অন্তঃপাতি বরফাগেয়ন নামক স্থানে কয়েক জন দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক ডাকের পুলিন্দা অপহৃত হয়, কিন্তু অদ্যাপি উক্ত দুরাচারিরা ধৃত হয় নাই এ প্রদেশ মধ্যে পুনর্ব্বার গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এস্থানীয় গবর্ণমেণ্টস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ মেং টোইণ্টি ম্যান সাহেব প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রীষ্মের আতিশয্য প্রযুক্ত সকলের বড় কষ্ট হইয়াছে, বসন্ত দেরি আপনার কার্য্য সাধনের উপযুক্ত সময় পাইয়াছেন তাহার দৌরাত্ম্যে অনেকে পিতা পুত্র, কলত্রাদি বিহীন হইয়া হাহাকার রবে দিবা যামিনী অতিবাহিত করিতেছে, অতএব বরুণ দেব এসময়ে কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্ত না করিলে দেশের আর কোনোরূপ মঙ্গল নাই।

২৯ মে দিবসে জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব আলাহাবাদ হইতে যে সংবাদ প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম। যথা।

সাজাহানপুরের নিকটবর্ত্তি স্থানের বিদ্রোহিরা ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মহমদি নামক স্থানে গত ২৪ তারিখে পলায়ন করে এবং তৎপরে সেই স্থান হইতে তাহারা দূরীভূত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন পরায়ণ করিয়াছে। কাল্পি হইতে ২০০ বিদ্রোহি সেনা সিওরাজপুর এবং ভিলোর মধ্যস্থিত স্থানে ভাগীরথী পার হওনকালীন পরগণাবাদের রাজভক্ত জমিদারগণ কর্ত্তৃক উপযুক্ত রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে আলাহাবাদের বিদ্রোহি মেইলরি লায়কট আলি বেলগ্রাম নামক স্থান আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়াছে।

কাল্পিস্থ দুর্গের নিম্নভাগে একটা অস্ত্রাগার প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ মেগজিন মধ্যে ৫০০ পিপে বারুদ এবং বিস্তর নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উক্ত সহর এবং দুর্গ মধ্যে ৪ টা লৌহ নির্ম্মিত এবং ৪ টা পিতলের ছোট বড় তোপ আমাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, ঐ সকল তোপ গুলিন বিদ্রোহিরা নিজে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কর্ণেল রবার্টসন সাহেব, সাগড়ার বিদ্রোহিদিগের প্রতি ধাবিত হইয়াছে, কাল্পিস্থ ব্রিটিস সেনারা শারীরিক কুশলে আছে, কপুরটোলার রাজা ৫০০০ সেনার সহিত অদ্য আরগল নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তথা হইতে লক্ষ্ণৌ নগর মধ্যে আগমন করণের কল্পনা করিয়াছেন, উল্লেখিত সেনার মধ্যে ১২০০ অশ্বারোহি সেনা আছে, ভাগীরথীর উপরস্থিত সিওরাজপুর ঘাটের সন্নিকটে অদ্যাপি ১০০০ অশ্বারোহি এবং পদাতিক সেনা অবস্থান করিতেছে।

বন্ধুর লিখিত।

অদ্য অতীব পুণ্যাহ শুভদিন অর্থাৎ আমাদের সর্ব্বেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শুভ জন্ম দিবস ব্রিটিসানুগত নেপাল দরবারের শিবির হইতে রীতিমত মহারাণীর শুভ বর্ষোৎসব উপলক্ষে "বাএল মেলিউট" অর্থাৎ ২১ তোপের সেলামি ফাএর হইয়াছে।

তাং ২৪ মে।

২২ মে দিবসে ৫ টা পি, এম, সময়ে যেরূপ ভয়ানক ঝড় তুফান হইয়া রাশি রাশি বৃক্ষোৎপাঠন করিয়াছিল, অদ্যও সেই সময় তদ্রূপ লক্ষণ হইয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বরেচ্ছায় তেমন প্রকাণ্ড ঝড় হইলনা, অল্পেই ক্ষান্ত হয়, নচেৎ না জানি কি হইত?

নেপাল।

তাং ২৩ মে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সার মর্ম্ম।

হরকরার কাণপুরস্থ কোনো সংবাদদাতা গত ২৩ তারিখে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠে জানাগেল "প্রায় দুই দিবস গত হইল ২০০০ বিদ্রোহি সেনা ফতেগড় এবং কাণপুর মধ্যবর্ত্তি প্রকাশ্য পথ মধ্যে আগমন করিয়াছে, তাহারা গবর্ণ

মেণ্ট সংক্রান্ত ৫ খানি ডাকের মালশকট এবং ২ টা ডাক চৌকি হইতে কয়েকটা অশ্ব কাড়িয়া লইয়াছে, ঐ সকল বিদ্রোহিরা অযোধ্যা অভিমুখে গমন উদ্যোগ করিতেছে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্রিটিস সেনাদিগের মধ্যে অনেক লোক তপন তাপের প্রবলতা সহ্য করণে অপারগ হইয়া অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে, ও দিন দিন হইতেছে।

গোরক্ষ পুরের পত্র পাঠে অবগতি হইল, মানসরগঞ্জে একজন ডাক বাহক ডুমরি নামক স্থানের কোনো সম্ভ্রান্ত লোক কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, উক্ত মৃত ব্যক্তির সহিত একজন পেয়াদা ছিল তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে, শুনিলাম উক্ত দুরাচারির বিপক্ষে কতকগুলীন শ্বেতসেনা প্রেরিত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়ের ৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখের সম্বাদ প্রভাকর পত্রিকাতে মল্লিক মহাশয়ের রামায়ণ পাঠ বিষয়ক যে ব্যবস্থা প্রকটিতা হয় তদ্বিষয়ে আমার যে আপত্ত তাহা নিম্নভাগে প্রকটিত হইল, মহাশয় অনুগ্রহ প্রকাশে ভবদীয় জগদ্বিখ্যাত পত্রিকাতে সংশোধন পুর্ব্বক প্রকাশ করিলে চরিতার্থ হই বিজ্ঞাপনমিতি।

রামায়ণস্য প্রতিদিন পাঠ্যত্বং কেনচিত্ কুত্রাপি নাভিহিতং কেবলন্তৎ পঠনাধ্যয়নয়োঃ পুণ্যজনকত্ব মিতি। তথাচ তত্রৈব। ইদং পঠন্ সদাধ্যয়ন্ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন সপুত্র পৌত্র স্বজনো নরঃ কৃচ্ছ্রাত্ প্রমুচ্যতে ইত্যাদি॥ কিঞ্চ তস্য প্রতিদিন পাঠ্যত্বে পি ন নিত্যত্বং তস্যৈব যস্যাকরণে প্রত্যবায়ঃ করণেপি তদকরণ জন্য প্রত্যবায়াভাব মাত্রং ফলমিতি ফলিতার্থত্বাৎ মূলএব নিহতঃ কুঠারঃ কুতস্তস্য মলমাসেহ্নি কর্ত্তব্যতেতি। সতাম্মতং।

শ্রীচন্দ্রকুমার শর্ম্মণাম্।

মলমাসে বাল্মীকি রামায়ণ পাঠারম্ভ নিবৃত্তি পত্র মিদং।

অশেষ গুণাশ্রয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় গুণাকরেষু।

ভবতো মুদ্রাঙ্কিত ব্যবস্থাবলোকন পুর্ব্বক ব্যবস্থোত্তর লিখিতেছি বিজ্ঞাপনমিতি।

প্রারব্ধস্যচবেদস্য পুরাণাদেশ্চ সর্ব্বশঃ। সমাপনঞ্চাধ্যয়নং নত্যাজ্যং ভূতিমিচ্ছতা॥ তদেবং বহুদিন সাধ্যস্য কর্ম্মণোবহু বিঘ্নশঙ্কয়া মলমাসাদৌ সমাপন মুচিতং নত্বারব্ধং। ইতিনির্ণয়ামৃত ধৃত কাঠকগৃহ্য বচনাত্ স্বোক্তব্যাখ্যানাচ্চ মলমাসে বাল্মীকি রামায়ণ পাঠারম্ভোন কর্ত্তব্য ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥

আরিয়াদহ নিবাসি

শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মণাম্।

অশেষ গুণসাগর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়েষু।

গত প্রকাশিতের শেষ।

পদ্য।

হলো হলো শুভাদৃষ্ট মনে জ্ঞান হয়।
পুনরায় ভাগ্য দোষে সব হয় লয়।
সাহসে নির্ভর করে রয়েছি সংসারে।
কে আছে মনের দুঃখ বলিব কাহারে॥
ভাই নাই বন্ধু নাই, পিতা নাই যার।
বৃথায় সংসারে জন্ম হইয়াছে তার॥
তিন দিন ঘরে যদি করি উপবাস।
কে আছে সংসারে লবে তাহার তল্লাস॥
তাই বলি আমি আর দোষ দিব কার।
দেখিলাম কেবল অদৃষ্ট আপনার॥

কিন্তু জানি সুখ দুঃখ চিরস্থায়ি নয়।
সময়ে সময়ে তার হ্রাস বৃদ্ধি হয়॥
এই যুক্তি সার করে আর কিছু দিন।
এইরূপ দীনভাবে কাটাইব দিন॥
মুখ ফুটে কারু কাছে কিছু নাহি চাব।
যা দিবেন পরমেশ সুধা বলে খাব॥
ইথে যদি নাহি হয় আশার সুসার।
তখন বলিব পোড়া অদৃষ্ট আমার॥

হস্ত আছে পদ আছে চক্ষু আছে আর।
এসব থাকিতে কিবা অভাব আমার॥
সংসারেতো আছে জীব হস্ত পদ হীন।
অন্ধ হোয়ে অন্ধকারে কাটাতেছে দিন॥
সংসার সবাই ভোগে আপদ বিপদ।
তাদের হইতে আছে আমার সম্পদ॥
আপনি বুঝিতে পেরে ক্ষান্ত হোতে পারি।
কিন্তু পরিবার গণে বুঝাইতে নারি॥
তারা যবে মনোদুখে ফেলে আঁখি নীর।
সেইকালে হোতে হয় বিষম অস্থির॥
আমার অধীনে এসে নাহি পেলে সুখ।
কাহারে বলিব আর এ মনের দুখ॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

চাপ্‌ড়ে কপাল ভেঙ্গে ফেলি।

Printed and published by ISSURCHUDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০০৪০ সংখ্যা] বুধবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ২ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশতেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ৯ জুন বুধবার পুর্ব্বাহ্ন দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের ষষ্ঠ নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭৩০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ১৮৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম ৮৯০

জুমলা সিন্দুক ২৭৩০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তর খানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৪ এবং ২৪ জুন এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামী খরিদারাণ যে সকল প্রমিশরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সবত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৪ জুন সোমবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিস্মতের পুরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোন হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

বেহারের বানারসের জুলমা সিন্ধুক। সিন্ধুক। সিন্ধুক

সন১৮৫৮সালের৯জুলাইশুক্রবারঅথবা কিঞ্চিৎঅগ্রপশ্চাৎ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ১২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৮ নবেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০ ৮৯০ ২৭৩০
ঐ ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৬৩, ৮৭৬, ২৭৩৯

১১০৬৩,৫৩২৬,১৬৩৮৯

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২০ মে।

E. H. LUSHINGTON,
Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

সংবাদ প্রভাকর

২১জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

পঞ্চকোটির রাজা শ্রীযুত নীলমণি সিংহ দেও, যিনি রাজবিদ্রোহি অপরাধে ধৃত হইয়া বর্দ্ধমানের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, সংপ্রতি কমিস্যনর মেং এলিয়ট সাহেবের বিচারে তিনি নিরপরাধী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে স্বদেশ গমনানুমতি করিলে উপস্থিত সময়ে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের হানি হইবার সম্ভাবনা বিবেচনায় আমাদিগের ছোট কর্ত্তা মহাশয় ১৮।১৮ সালের ৩ আইনের ক্ষমতানুসারে রাজা বাহাদুরকে আলিপুরের জেলখানায় নজর বন্দি ভাবে রাখেন কিন্তু তিনি এস্থানের জল বায়ু সহ্য না হইবার আশঙ্কায় বর্দ্ধমানে বাসকরণ মানসে গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন পত্রপ্রেরণ করেন। অবগতি হইল সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য হইয়াছে, অতি বিলম্বেই তিনি বর্দ্ধমানে গমন করিবেন এবং বিদ্রোহানল শীতল না হওনাবধি নজর বন্দি ভাবে তাঁহাকে তথায় বাস করিতে হইবে। যদিচ রাজা বাহাদুরকে বিচারে নির্দ্দোষি হইয়া এমত অবস্থায় বাস করিতে হইল, তথাচ উপস্থিত সময়ে এবিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টকে দোষারোপ করিতে পারিনা, কারণ যাঁহার প্রতি একবার সন্দেহ হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এমত অবস্থায় রাখিতে পারেন, কিন্তু আমরা এই মাত্র উপরোধ করিযে রাজা বাহাদুরের প্রতি কারাবাসি দিগের ন্যায় ব্যবহার যেন না করা হয়।

কি গ্রীষ্ম! কি গ্রীষ্ম! আর যে প্রাণ বাঁচে না, নীরদেরা কি ক্ষীর তুল্য নীর বরিষণ করিয়া ক্ষিতিতল শীতল করিবেন না? ভূধাত্রিদগ্ধ হইবার উপক্রম হইল? নিদাঘের প্রভাবে মনুষ্যের মনে তিলার্দ্ধ কাল মাত্র সুখ নাই। রজনীতে সকলেরি শয্যাকণ্ঠকি হয়, আর দুই তিন দিবস বারিবর্ষণ না হইলে যে কি হইবে তাহা কিছুই বলিতে পারিনা, হে করুণাময় পরমেশ্বর আপনি কৃপা করিয়া বারিদগণকে বারিবর্ষণে অনুমতি করুন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত কল্য বৈকালে দড়জ্জিপাড়ার শ্রীযুত বাবু হরিমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীর

পশ্চিমাংশে অকস্মাৎভয়ঙ্করআকাশ ভেদি এক বজ্র পতন হয়, তাহাতে একজন ভিস্তি ওয়লা নিহত এবং দুইজন মজুর সামান্যতঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। জনরবে শ্রুত হওয়া গেল যে সেই সময় সিংহির বাগানস্থ কোন বাটীর মধ্যে আর একটী বজ্রপাতে একজন ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত কল্য বেলা দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময় দড়জ্জিটোলার কৃষ্ণ কান্ত সেনের বাটীর দক্ষিণে অগ্নি সংলগ্ন হওয়াতে প্রায় ১২।১৪ খানা ঘর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"মহারাজ জং বাহাদুর মহারথির জনেক* মহিষী গত পরশ্ব এতন্মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করত যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন, উক্তা মহারাণী পুত্রবতী হইয়া সুতিকাবস্থাতেই পীড়িতা হইয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে পরলোক গমন করেন, তজ্জন্য রাজপরিবারস্থ সকলে দুঃখিত আছেন।

মহারাজ জং বাহাদুরের পুণ্যবতী জননীঠাকুরাণী অত্যন্ত পীড়িতা আছেন, অতএব অনুমান হয় মহারাজ বাহাদুর অতিত্বরায় এস্থলে শুভাগমন করিতে পারেন, এবং জনরবে জানা যাইতেছে যে সপ্তাহ মধ্যে আসিতে পারেন, মহারাজ বাহাদুর পাল্পা হইতে মুক্তিনাথ নামধেয় তীর্থ দর্শনার্থ গিয়াছেন, অনুমান করি ফিরিয়া থাকিবেন।

বিদ্রোহি নানার সহযোগী কুমারসিংহ ও তদনুজ অমরসিংহ উভয়েই কৃষ্ণ পাইয়াছেন এমত বন্ধুবর্গের দ্বারা অবগত হইয়াছি, এক্ষণে নানা রহিলেন, ফলে নানার সঙ্গি যখন পটল তুলিলেন তখন আর ক দিন।

* মহারাজ বাহাদুরের মহারাণী কয়েক জন আছেন তন্মধ্যে ইনি একজন ছিলেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচার।

গত ২৮ তারিখে আলাহাবাদ হইতে যে পত্র আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, ফতেপুর এবং কাণপুরের মধ্যে বিস্তর বিদ্রোহির সমাগম হইয়াছে ঐ দুরাচারিদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদানার্থ গত কল্য এস্থান হইতে ৩০০ শীক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। এস্থানীয় রাজ কর্ম্মচারিরা গ্রীষ্মের অতিশয্য প্রযুক্ত কর্ম্ম কার্য্য করণে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। বারিক সকল পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইতেছে, মহানগর কলিকাতার জান বাজারের উপদ্রবকারি শ্বেত অশ্বরোহি সেনারা এখানে আসিয়াও প্রজাদিগের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইয়াছে।

অনুবাদিত।

গত ২৫ তারিখে বরিসাল হইতে যে পত্র আগত হয় তৎপাঠে অবগতি হইল, বর্ষাকালে এস্থানে তণ্ডুলের দর ন্যূন হইবার সম্ভাবনা আছে, কেননা ছয়মাসাবধি ইহার উত্তর পশ্চিম স্থান হইতে চালের আমদানি হইয়াছে,সীলাট হইতেও আসিতেছে, এবারে জলাভাবে আউসচাউল জন্মাইবার ব্যাঘাত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণসাগর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়েষু।

এই সংসারে সকলেই জন সমাজে শ্রেষ্ঠ হইতে অভিলাষি, কিন্তু তাহার প্রকৃত পথাবলম্বন না করাতে অনেকেরি ইষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে, এবং সামান্য গুণের কার্য্য নহে। কথায় বলে আগে ছোট হও তবে বড় হবে, কিন্তু ছোট বড় কেহই আপনাকে ছোট জ্ঞান করেন না, আপনার দোষ অনুসন্ধান করিতে পারেননা, ইহাতেই যশ লাভে বঞ্চিত হইতেছেন, কোনো ধনি ব্যক্তি সহস্র দোষ থাকিলেও অর্থাকাঙ্ক্ষি,তোষামোদেরা সাধু সাধু, এবং ধন্য ধন্য করে, তিনি সাধুবাদেই আপনাকে সাধু বোধ করিয়া আপ্যায়িত হন, মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ দানে পরিতুষ্ট করেন। ওগো সুখের পায়রা মোর সাহেবের দল, তোমরা আর ধনি সন্তানদিগকে নষ্ট করিওনা, তাহাদিগকে আর কুপ্রবৃত্তি দিওনা কারণ তাহাদিগের ধন আছে, বল আছে বুদ্ধি আছে, তাহার উপরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইলেই পৃথিবীর অনেক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। আহা! তোমারদিগের গুণ বিস্তার করিয়া লিখিতে হইলে কাষ্ঠের লেখনী পরিহার মানে তোমরা গাছে তোলাইতে যেমন, মই কেড়ে নিতেও তেমনি, তোমরা বাবু মারা ফাঁদ হাতে করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছ, যেদিগে বড় বড় বাবুর বাস তোমাদিগেরও সেই দিগে গতিবিধি, ক্রমে দীনভাবে প্রবেশ করিয়া দিন কিনিয়া বৈসো, তাহার পর আশ্রয় দাতার ধন নাশ, মান নাশ, সর্ব্বনাশ করিয়া প্রস্থান কর, আর প্রাণান্তেও

সে দিগ দিয়া পথ চলনা, ওগো ধনিকুমারেরা, আমি বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছি, আপনারা আর ধনি মারা মোর সাহেবি ফাঁদে পদ প্রদান করিবেননা, ঐ সকল লোক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক, তাহাদিগের দয়া নাই মায়া নাই ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম নাই কেবল পর মেরে আপনাদিগের উদরগর্ত্ত পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প করিয়াছেন, যদ্যপি আপনাদিগের জন সমাজে শ্রেষ্ঠ হইতে অভিলাষ থাকে তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ সকল কুসংসর্গ পরিত্যাগ করুন,নীতিগর্ভ গ্রন্থ সকল পাঠ করুন, দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনদান করুন, সাধুসঙ্গে ভ্রমণ করুন সজ্জন ব্যক্তিকে প্রতিপালন করুন,এবং স্বদেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হউন, তাহা হইলেই আপনাদিগের গৌরবের সৌরভ বৃদ্ধি হইবে এবং ধনের সার্থক হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সংসারে আমরা অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আসিয়াছি, কখন গমন করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই জ্ঞানি ব্যক্তিরা এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পরলোক গমনে প্রস্তুত থাকেন, অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসি শরীর বিবেচনা করিয়া কাহারো ঋণগ্রহণ করেননা,কিম্বা প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ থাকেন না সৎকর্ম্ম করিবার মানস হইলে তদন্তে সমাধা করেন এবং আপনার সাধ্যমত পরোপকারে যত্নবান হন, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখনো মনে করেননা যে এই কর্ম্মটি কল্য সমাধা করিব, কারণ কল্য কি হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, রজনী যোগে শয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করেন যে এই আমার মহাশয়ন অনতি বিলম্বে মহানিদ্রা আকর্শণ হইবে, রজনী প্রভাতে স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিব সে আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন, সুতরাং এমত ব্যক্তিকে সকল কার্য্য সমাধা করিয়া শয়ন করিতে হয়, এই সকল ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি,অদ্য স্থানাভাব প্রযুক্ত এইখানেই শেষ করিয়া এই মাত্র বলিতেছি, যে জনসমাজে শ্রেষ্ঠ হইতে যাঁহারদিগের অভিলাষ আছে তাঁহারা যেন এই বিষয়টি একবার পাঠ করেন।

জনেক ঈশ্বরোভক্ত যথার্থবাদী।

সত্যাশ্রয় সত্য সংবাদদাতা সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক সজ্জনরঞ্জনেষু।

নতি বিনতি পূর্ব্বক নিবেদন।

ইদানিং ইংরাজি পত্র পাঠে কয়েকটি অদ্ভুত সংবাদ পাঠ করত চমৎকৃত হইলাম, ইংরাজি সম্পাদকগণ প্রায় একএকটা এইরূপ অদ্ভুত ন ভুত ন ভবিষ্যতি আকাশভেদী গপ্প সর্ব্বদাই প্রকাশ করিয়া থাকেন তথাচ অভিমানে বাঙ্গালি সম্পাদক গণকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন, যাহা হউক তাঁহারা রাজজাতি তাঁহারদের সহিত আমাদের উপহাসের কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এরূপ মিথ্যা সংবাদ লিখিয়া পত্র পরিপূর্ণ করার আবশ্যক কি? ইংরাজি সংবাদ পত্রে এরূপ লিখিত হইয়াছে, যে মহারাজ জং বাহাদুর আমাদের দয়াবান মান্যমান সদ্বিদ্বান সূক্ষ্মদর্শি শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণরজেনরল বাহাদুরের নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা না পাওয়াতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া আসিতেছেন, কেহ লিখিতেছেন, যে গোরখা সৈন্য সামন্ত আমাদের রাজকর্ম্মচারিগণের মতে শীঘ্র নেপালে প্রেরিত হইতেছে ইত্যাদি নানা প্রকার নূতন নূতন অদ্ভুত সংবাদ দিতেছেন, ফলে তাঁহারা কি রূপে এই অদ্ভুত সংবাদ গুলিন পাইয়াছেন বলা যায় না, বাস্তবিক ইহা নিতান্ত অমূলক, মহারাজ জং বাহাদুর আমারদের বহুদর্শি লার্ড কেনিং বাহাদুরের সৌভাগ্য জনক সুসাক্ষাতে অপরিমিত আনন্দিত এবং সন্তোষিত হইয়াছেন, বরং লার্ড সাহেবের অপরিত সৌজন্যতায় তিনি আশাতীত অনুগ্রহ লাভে কৃত কৃতার্থ হইয়াছেন, এবং গোরখা রেজিমেণ্ট সমূহকে স্বয়ং মহারাজ জং বাহাদুর শীঘ্র নেপালে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন,কেননা লক্ষ্ণৌর কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, আবার দিন দিন গ্রীষ্ম বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং অধিক গ্রীষ্ম হইলে তাহারদের ভয়ানক ক্লেশ হইবেক, এবং নেপাল পঁহুছিবারও বহুবিধ বিঘ্ন সম্ভাবনা, কেননা একে পর্ব্বতীয় প্রদেশে গ্রীষ্ম সময়ে এক প্রকার পীড়া জনক ভাব বহির্গত হইয়া সাংঘাতিক জ্বরে মনুষ্যকে কালের করাল করে নিক্ষেপ করে, দ্বিতীয় একবার বৃষ্টি পতিত হইতে পর্ব্বতের নির্ঝর হইতে অপরিমিত বারি পতনে ভীষণ তরঙ্গে পার্ব্বত্য নদীব্যূহ বেগবতী হইয়া পথ রুদ্ধ করে, তৎকালীন প্রকাণ্ড হস্তি ব্যতীত আগমন সুকঠিন,অতএব এরূপ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণে কেহ ভাবিত হইবেননা, আমরা এরূপ হইলে অগ্রেই জানিতে পারিতাম ইহা সর্ব্বই মিথ্যা মাত্র।

ভবদীয় নিতান্ত অনুগত

শ্রীফেদারনাথ ঘোষ।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

আতাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৫৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৪১ সংখ্যা। গুরুবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ৩ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাঁহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে অবগত করিতেছি যে সভার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন জন্য আগামী ৭ আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দুর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

হালসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতি-

কারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগোলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২২ মার্চ্চ ১৮৫৮ সাল।

ডবলিউ হেসামসাহেব জেলা চব্বিস পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি ডেপুটি কালেক্টরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি ১৮৫৮ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে এই বহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি স্থানের অশ্ব শকটের টেক্স আদায়ের কালেক্টরি কর্ম্মে কিছু দিবসের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিবেন।

মেং জি, এইচ মেয়ার সাহেব হাবড়ার সব এসিষ্টাণ্ট রোড ওভার সিয়ারি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি হাবড়া ষ্টেসনের অশ্ব শকটের টেক্স আদায় করণের নিমিত্ত কিছুদিনের নিমিত্ত কালেক্টরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

২২জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

প্রদেশ মধ্যে এক্ষণে বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনার অনুষ্ঠান দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও গ্রাম্য ভদ্র মহাশয়দিগের যত্নে ও উৎসাহে দেশ মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি এই সমস্ত বিদ্যালয় দীর্ঘজীবি হইয়া প্রদেশ মধ্যে জ্ঞান প্রভা প্রদীপ্ত করুক এবং অজ্ঞান তমোরাশি দূরীকৃত হউক।

আমরা যে সকল বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তন্মধ্যে জিলা হাবড়ার অন্তঃপাতি জনাঞি গ্রামের ট্রেনীং স্কুল সুপ্রসিদ্ধ এবং তথায় যে উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে শিক্ষা প্রদত্ত হয় তদ্দ্বারা বিস্তর সুফল ফলিয়াছে। এই বিদ্যালয় ইংরাজী ১৮৫০ সালে প্রথমতঃ স্থাপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শন করিয়া পূর্ব্বতন শিক্ষা সমাজের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৩ সালে ইহার সাহায্যার্থে কোম্পানির এক শত টাকা মাসিক দান প্রদান করেন এবং তদবধি দিন দিন তাহার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বৃদ্ধি হইতেছে, ট্রেনীং শব্দ শ্রবণ মাত্রেই পাঠকবর্গের মনে সহসা এক প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে এস্থলে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরাও এবিষয়ে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বিগত শনিবারে বিদ্যালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রণালী দৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, আক্ষেপের বিষয় স্বল্প সময় প্রযুক্ত সমস্ত সন্দর্শন করিতে পারি নাই।

যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহার নাম "ডেভিড ষ্টো প্রণীত ট্রেনীং সিষ্টিম"। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুরূপ শব্দ আনুষ্ঠিকী প্রণালী পাঠকবর্গকে তাহার সারাংশ বিদিত করিতেছি। যাঁহারা বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উক্ত ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিবেন এবং কার্য্যও দর্শন করিবেন।

যাহাতে বালকদিগের জ্ঞান বুদ্ধি প্রখর হয়, যাহাতে তাহারদিগের মন নির্ম্মল হয়, এবং চরিত্রের শাসন হয়, যাহাতে শিক্ষা হৃদয়স্থ হয় এবং তাহার ফল কার্য্যগত হয়, তাহাই এই প্রণালীর উদ্দেশ্য। স্বল্প-বয়স্ক বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হয়, এবং জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা হয়, তজ্জন্য প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, বস্তুতত্ত্ব বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে তত্ত্বমুখে তাহারদিগের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা কি উপকারিণী বালকেরা পুস্তক পাঠ ব্যতীত অতি অল্প বয়সে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্থূল স্থূল তত্ত্ব অনায়াসে জানিতে পারে। তাহারদিগের আকার অনুভব, বর্ণজ্ঞাপন অঙ্কতত্ত্ব বস্তু জ্ঞান, প্রভৃতি নানা জ্ঞান জন্মে। যথা, এই বস্তু গোল, ইহা চতুর্ভুজ, এইটি সরল, এইটি বক্র, ইহা রক্তবর্ণ উহা পীতবর্ণ, মূল বর্ণ কি ৭।৮ সর্ব্ব শুদ্ধ ১৫ কিন্তু পনের কি বস্তু? ইহার সত্ত্বা কি? এই সমস্ত সত্য তাহাদিগের হৃদয়গত হয়। শব্দ জ্ঞান বিষয়েও কত দূর চতুরতা আবশ্যক। যথা, নিষ্ঠুর শব্দ সামান্যতঃ অর্থ দয়া-শূন্য, কিন্তু পঞ্চমবর্ষ বালক কি এই শব্দ প্রভেদ মাত্রেই তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হয়? না দয়া কি পদার্থ, তাহার বিরহিতাই বা কি? ইহা জানিতে পারে? ইহার মূলতত্ত্ব বালকমনোজ প্রদীপ্ত করিতে হইলে দয়ার ব্যাখ্যা করিতে হয়। দয়া কি পদার্থ, তাহার লক্ষণ কি, কিরূপে দয়া প্রকাশ করা যায়, দয়ার ফল কি, তাহা না থাকিলেই বা কি কুফল ঘটে দৃষ্টান্ত করা এই সমস্ত বৃত্তান্ত দ্বারা শিশুর মনে প্রদীপ্ত করিলে তবে সে নিষ্ঠুর শব্দার্থ অবগত হইতে পারে।

শারীরিক অঙ্গচালনা এপ্রণালীর আর এক অঙ্গ, ক্রমাগত শিশুরা এক স্থানে থাকিয়া নিয়ত পাঠ করিতে ইচ্ছুক হয়না। এবং এইরূপ ইচ্ছা হওয়াও স্বভাব বিরুদ্ধ হয়, এই নিমিত্তে এ প্রণালীক্রমে বালকেরা শিক্ষকের নিয়ম মত মধ্যে মধ্যে অঙ্গ চালনা করিয়া থাকে। কখন করতালী দেয়, কখন হস্ত উত্তোলন করে, কখন দণ্ডায়মান হয়, কখন মুখে কৃত্রিম ঝটিকা বাতাসের শব্দ করে, কখন কাষ্ঠচ্ছেদনের অনুরূপ প্রদর্শন করে, কখন বা সমবেত হইয়া সকলে একস্বরে কোন নীতি বিষয় গীতিকা পাঠ করে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল এই, মন, পরিষ্কৃত হয়। শিক্ষা শ্রমদায়ক না হইয়া আমোদ জনক হয় এবং শিক্ষককে ব্যাঘ্র বা ভয়ানক শত্রু বোধ না হইয়া বন্ধু বোধে শিক্ষা কার্য্যের উন্নতি হয়।

নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান এবং চরিত্রের শাসন ইহার শেষ অথচ প্রধান অঙ্গ, বোধ হয় সঙ্গ এই অঙ্গ জন্যই এ প্রণালী সর্ব্বপ্রশংসনীয়াও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া সুশিক্ষা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই নিকটে আদরণীয়া হইয়াছে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে আমাদিগের কোন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়না। যাঁহারা যে প্রকারে যে আপত্তি করুন মূল তাৎপর্য্য এইযে কার্য্যতঃ নীতিশিক্ষায় অভাব প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পুস্তক মধ্যে নীতিপাঠ এবং শিক্ষকদিগের উপদেশ ক্রমে নীতি শিক্ষা বিদ্যালয়ে অনেক হইয়া থাকে কিন্তু সেই শিক্ষা যদি কার্য্যে পরিণত হয় তবেই তাহার ফল দর্শে। আনুষ্ঠিকী প্রণালী অনুসারে সেই নীতি যাহাতে ছাত্রেরা কার্য্যে অভ্যাস করে তাহাই শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়। যথা দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইতেছি, সর্ব্বদা সত্য কহিবেক, পরদ্রব্য হরণ করিওনা, দরিদ্রকে দয়া কর, জগদীশরকে ভক্তিও শ্রদ্ধাকর এই নীতি সমূহ বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া গেল, কিন্তু তাহারা ইহা সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যে লক্ষ রাখিয়া চলে কি না এবং যাহাতে চলে তাহার বিধান করা শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শিক্ষকেরা তাহারদিগ্যে ক্রীড়া সময়ে নিকটস্থ দেখিয়া তাহারদিগের আনুষ্ঠিক কার্য্য সকলি দর্শন করেন এবং পরে তাহাদিগের ব্যবহারের দোষগুণ প্রদর্শন করিয়া দোষের নিন্দা ও গুণের প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন, এইরূপে বাল্যকালাবধি জগদীশ্বরে প্রেম মনুষ্যে প্রেম এবং সমস্ত বিষয়ে প্রেম অভ্যাস্ত হইয়া কালক্রমে তাহাদিগের কি রমণীয় ও দেববৎ চরিত্র হইয়া উঠে, হা ধন্য সেই বালক! ধন্য সেই শিক্ষক! যে প্রণালীক্রমে জনাঞী ট্রেনীংস্থ স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিলাম। তদ্দৃষ্টে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য পাঠকমণ্ডলী অবগত হইতে পারিবেন। শিক্ষার এই যথার্থ অভিপ্রায় সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ শিক্ষকও দুর্ল্লভ। আমরা প্রত্যাশা করি এই প্রণালী সকলে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত করুন।

এই গ্রামে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে, সাবকাশ অভাব জন্য আমরা তাহার কার্য্য দেখিতে পারি নাই, অবগত হইলাম তাহার কার্য্যও অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছে, ছাত্রেরা বর্ণপরিচয় অবধি আরম্ভ করিয়া দেড়বৎসর কাল মধ্যে এক্ষণে চারুপাঠ, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস সকল পাঠ করিতেছে।

অবশেষে প্রস্তাব সাঙ্গ কালীন শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৎকীর্ত্তির অগণ্য প্রশংসাবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনিও এই বিদ্যালয়ের আদিকর্ত্তা, তিনিই গ্রামের উন্নতি ও শোভারমূল, এই বিদ্যালয় তাঁ-

হারই যত্ন ও পরহিতৈষিতার প্রত্যক্ষ ফল।

আমাদিগের নেপালস্থ বন্ধুর লিখিত কয়েটি সংবাদ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"এইক্ষণে কেবল ৩ রেজিমেণ্ট এবং ১ ব্যাটরী মাত্র অযোধ্যার রণক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে, তাহারা মহারাজ জং বাহাদুরের সমভিব্যাহারি হেড কোয়াটর মাত্র, ইহাতেই বাজারময় নানা প্রকার অযোধ্যাস্থ বেগমেরদের স্বর্ণ রৌপ্য খচিত পায়জামা, কঞ্চুকি, কোর্ত্তা, উড়ানি, চাদর, জুতা, শাল, দোশালা এবং অন্যান্য লোকের পরিধেয় ও বেশ্যাবর্গের বস্ত্রাদি এবং বাসিন্দাদের থালা ঘটি বাটী ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, টাকার জিনিস, কড়ী দরে বিক্রয় হইতেছে, টাকা পয়সা ইত্যাদি সকলের দর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হা! কি জানি ইহারা কোনো ব্যবসায়ির দোকান লুঠ করিয়াছে, যে বিলাতি ছাতা এখানে ২।৩।৪ টাকায় পাওয়া যাইতনা, তাহা শতশত বাজারে ৸০। ১। ১।০ দরে ছি ছি হইয়াছে? এখনও প্রায় সমুদয় সৈন্য আইসেই নাই, তাহারা আসিলে না জানি কতই জিনিস বাজারে উঠিবেক, যাহা হউক অযোধ্যাটীকে একেবারে মাটীতে মিশাইয়া আসিয়াছে, হায়রে পাষণ্ডগণ! এই কি দুর্ব্বুদ্ধির লাভ হইল, সোণার অযোধ্যাটী পাহাড়ীদের দ্বারা লঙ্কা দগ্ধবৎ ছারখার করিলি, অতএব ধিক, তোদের জন্মেও ধিক, কিন্তু নেপালিদের অদৃষ্টটা ফলিল, ভাল বেচারা সৈনিকেরা প্রাণাহুতি দিয়া ঘরপোড়ার কাষ্ঠ যা পাইয়াছে তা মন্দ নয়, সবিশেষ সকল সৈন্য আইলে বলিতে পারিব, শুনিতেছি যে এত জিনিস তাহারা আনিতেছে যে কুলির অনাটন হইবেক।"

২৪ মে দিবস দুই প্রহর তিন ঘটিকার সময় অযোধ্যা রণক্ষেত্র প্রত্যাগত গোরক্ষপুর এবং পাল্পার পথদিয়া রণদক্ষ মহারথি বীরবরাগ্রগণ্য বহুমান্য শ্রীশ্রীযুত প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মহারাজ জং বাহাদুর মহামতী অত্ররাজ্যস্থ প্রধান সচিব অথচ সর্ব্বাধ্যক্ষ সকুশলে পঁহুছিয়াছেন, তাঁহার সম্মানার্থ সৈন্যশিবির হইতে ১৯ তোপধ্বনি হয়, এবং তাঁহার আগমনে তাঁহার রাজভবনের প্রাসাদাস্থ নিশান আকাশমার্গে উত্তোলিত হয়, এইক্ষণে তাঁহার দর্শনার্থ কি কুলীন, কি রাজকার্ম্মি, কি ধনী, কি নির্ধনী, কি সৈনিক ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকারের মনুষ্য মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়াছে, রাশিরাশি লোক নজর ধরিবার জন্য সসব্যস্তে ধাবিত হইতেছে।

২২ মে দিবস ৫ ঘটিকার সময়ে এরূপ ভয়ানক এবং প্রচণ্ড বেগে পবনদেবের আবির্ভাব এবং ভীষণ শব্দে প্রলয়বৎ ঝটিকা প্রায় ।০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হয়, যে তদ্রূপ এস্থলে কিম্বা এদেশে অনেকে দেখে নাই, বড়বড় বৃক্ষাদি অনেক সমূলে, অনেক ছিন্নভিন্ন হইয়া বিনষ্ট এবং দিগ্বিদিগ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ বড়বড় ধুপ এবং তুত ও বকাইন প্রভৃতি বহুতর এতদ্দেশীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল যাহারা উচ্চে অতিশয় বৃহৎ, তাহারা এককালীন সমূলে পতিত হইয়া বিস্তর স্থান সমাকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে, পক্ষান্তরে আবার বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ স্থান 'মধুবন ভঙ্গবৎ, একেবারে ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে, ফলে ইহাতে বিশেষ কোনো হানি না হইয়া কেবল কোটরস্থ কিম্বা নীড়স্থিত নানা বিধ পক্ষি এবং তাহার অণ্ড শাবকাদি ব্যতাঘাতে কিম্বা বৃক্ষ পতনে প্রাণে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু কালোপযোগি বহুবিধ ফলবান বৃক্ষ সমূহ এককালীন ভগ্ন হওয়াতে অনিষ্টের পরিসীমা নাই, এবম্বিধ ফলবান বৃক্ষ সকল একে ফলভরে অবনত, তাহাতে ব্যাতাতে এককালীন নাম পর্য্যন্ত নাস্তি হইয়াছে, নাশপাতি ক্ষুবাণী, আলুবোখারা, পীচ লেবু কমলা, কলা প্রভৃতির দুর্দ্দশা দেখিলে বুক ফেটে যায়, এবং এখানে এরূপ দুর্দ্দৈব কদাচ হয় নাই, সকলেই বলিতেছে, যাহা হউক "নদেবঃ স্থষ্টিনাশকঃ, এই পদটি মনে পড়াতে কিঞ্চিৎ চিন্তা হ্রাস হইল।

মানভূমের অন্তঃপাতি পোড়া হাটের বিদ্রোহি রাজার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইয়াছে, ঐ দুরাচারি অদ্যাপি ধৃত হয় নাই লুক্কায়িত থাকিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট করণে নানাবিধ প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে, কিন্তু তিনি পরিশেষে বিশ্ব রিজয়ি ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইবেন তদপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই, কেননা তাঁহাকে ধৃত করণার্থে নাবিক সেনারা বিশেষ সচেষ্টিত আছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতরুত্থায়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমদ্ভ্রমীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাস্তরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৪২ সংখ্যা] শুক্রবার ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ৪ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি খিদিরপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬০ ষাট বিঘা তাহা কিছু কমী হইক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবে।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২২ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রিম কোর্ট।
রিসিবর আফিস।
তালুক ইজারা।
শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী।
বাদিনী।
ভৈরবচন্দ্র কুণ্ডার ও
হরিশ্চন্দ্র কুণ্ডারদিগর
প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সনের ৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্স সুইন্টন হগ সাহেব তাঁহার আফিসে নিম্নে লিখিত তালুকাতের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা হুগলী।

মহাল পত্তনি পরগণে পাঁণ্ডুয়া লাট ডহর চাকলাই ৩ মৌজা রামকৃষ্ণপুর, ওরফে চিনে, বসুদেবপুর, পানিপাড়া।

মহাল দরপত্তনি পরগণা ঐ লাট হাতিনি দুই মৌজা নিজ হাতিনি ও পটি মুকুন্দপুর।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্ট হৌস রিসিবর আফিস।
তারিখ ১৯ মে ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন

আভিনয়িক পাঠ।

আগামি শনিবার রাত্রি ৭ ঘটি-

কার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের আভিনয়িক পাঠ হইবেক, সভ্য ও দর্শক মহাশয়েরা উক্ত সময়ে সভামন্দিরে উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের আদেশানুসারে
শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াবাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত ঋণটাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের র জীবন চরিত মূল্য	....১৲
প্রবোধ প্রভাকর	....১৲
শুকেতিহাস	....॥০
সুধীরঞ্জন	....১৲
বত্রিশ সিংহাসন	....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	....১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৭ মে। ১৮৫৮ সাল।

গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরের অনুমতিতে মেং উইলিয়ম ম্যাক্স সাহেব মৈনপুরির আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইয়াছেন।

মেং হেনিরি বেলেক গুড়াল সাহেব মৈনপুরির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছিল!

সংবাদ প্রভাকর

২৩ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

কয়েক দিবসাবধি আমাদিগের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ গ্রাহক মহোদয়গণের অনুকম্পায় আমরা সমর সংক্রান্ত যে সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাপাঠ করত বিশেষরূপে অবগত হওয়া গেল, যে নিষ্ঠুর দুরাচারি ক্রূতঘ্ন বিদ্রোহিরা অদ্যাপিও স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট সাধনে বিশেষ যত্ন শীল আছে, দুরাচারিদিগের দৌরাত্ম্যে অদ্যাপি অনেক স্থানে সম্পূর্ণরূপে শান্তি সংস্থাপন হয় নাই, প্রায় সকল স্থানেই বিদ্রোহানল কিছুনা কিছু প্রজ্জ্বলিত আছে। যদিও প্রধান সেনাপতি বাহাদুর অযোধ্যা নগর শত্রু হস্ত হইতে অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা তথা হইতে তাড়িত হইয়া নানাস্থানে উপদ্রব আরম্ভ করিতেছে, ব্রিটিস সেনারা সাতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে যদি একস্থান অধিকার করিল কিন্তু তথাকার শত্রুরা তাহার পরে আর একস্থানে গমন করত প্রথমতঃ প্রজাগণকে যথেষ্ট পীড়ন ও তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তথায় আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বসিল, এদিগে বেরিলি আমাদিগের রাজপুরুষেরা অধিকার করিলেন তাহার পর ক্ষণেই ৫০০০ বিদ্রোহি একত্রিত হইয়া সান্দিও বেলগ্রাম নামক স্থান লুণ্ঠনকরিয়া আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিল, আমরা কাল্পি অধিকার করিলাম কিন্তু বিদ্রোহ কারিরা চন্দ্রিয়া নামক স্থানে প্রভুত্ব সংস্থাপন করিল। এইরূপে দুষ্টেরা একস্থান হইতে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অন্যস্থান অধিকার করায় আমাদিগের এমত বোধ হইতেছে, যে এই বিদ্রোহানল শীঘ্র নির্ব্বাণ হওনের সম্ভাবনা নাই কিন্তু এরূপ দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে, যে ঐ দুষ্ট দুর্জ্জনেরা পরিশেষে পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেই হইবে, তবে তপন তাপের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত বিশ্ব বিজয়ী ব্রিটিস সেনারা রণে কিঞ্চিৎ শৈথল্য হওয়ায় কঠিন হৃদয় নিষ্ঠুরেরা সময় বুঝিয়া আপনাদিগের শক্তি ও রণদক্ষতা প্রদর্শনার্থ যত্নবান হইয়াছে। গ্রীষ্মের আতিশয্য প্রযুক্ত আমাদিগের রণ পণ্ডিত প্রধান সেনাপতি কোলিন কেম্পবেল বাহাদুর রণক্ষেত্র হইতে আগমন করত আলাহাবাদে কিছুকালের নিমিত্ত অবস্থান করণের মানস করিয়াছেন, কিন্তু এ সময় তাঁহার রণক্ষেত্র হইতে আসিবার বিশেষ কারণ এই যে তিনি গবর্ণজেনেরল বাহাদুরের সহিত সমর সংক্রান্ত কোনো প্রকার সৎপরামর্শ করিবেন। তাহার পর শত্রুকুল একেবারে নির্ম্মূল করণের বিষিষ্ট উপায় অবলম্বন করত এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষকে পুনর্ব্বার শান্তিদেবীর শাসনাধীনে অর্পণ করিবেন তদপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আগামি শনিবার ৭ ঘণ্টার সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের আভিনায়ক পাঠ হইবেক এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গানকরা যাইবেক।

আমাদিগের কাণপুরস্থ বন্ধুর পত্রখানি অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

বেরিলী এবং কাল্পি নগর আমাদিগের বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সেনারা সাতিশয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অধিকার করায় ২৭ মে দিবসে এস্থানীয় সাধারণ প্রজাপুঞ্জ একত্রিত হইয়া এক প্রকাশ্য সভা করিয়া সকলে আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন, নৃত্য গীতাদিও হইয়াছিল, শ্রীযুত জজ ও কালেক্টর সাহেবেরা অনুগ্রহ করিয়া ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আবার একদিবস অত্রসহরের সমুদয় অংশে আলোক প্রদানের অনুষ্ঠান হইতেছে। সম্প্রতি আমরা শারীরিক সুস্থাবস্থায় আছি, লক্ষ্ণৌ নগরে পুনর্ব্বার দুরাত্মারা একত্রিত হওয়ায় প্রজাকুল ভয়াকুল হইয়াছে।

গ্রীষ্মের আতিশয্য প্রযুক্ত পুনর্ব্বার মেট্রপলিটান কালেজের ছাত্রগণ গত মঙ্গলবারাবধি পঞ্চদশ দিবস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচার।

ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, যে নাগপুর প্রদেশে বিদ্রোহানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে, সহযোগী ভ্রাতা এশুভকর সংবাদটি কোথায় পাইয়াছেন ইহা শ্রবণে আপাততঃ তুষ্ট হওয়া গেল।

চন্দ্রিয়া নামকস্থান বিদ্রোহিরা পুনরাক্রমণ করিয়াছে,অতএব তাহাদিগের হস্ত হইতে উক্ত স্থান বিমোচন করিবার নিমিত্ত ব্রিগেডিয়ার স্মিথ সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বোম্বে গেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, বাগপুর এবং সাগরের রাজা ২০ ক্রোশ অন্তরে বিস্তর লোক সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন,ইসাগর নামক বিদ্রোহিরা অধিকার করিয়াছে।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগতি হইল, যে রাজানুগত ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত পাতিয়ালার রাজার সেনারা পরস্পরে রাজবিদ্রোহি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছিল কিন্তু তাহারা পঞ্জাবের চিপ কমিসানর সাহেবের বিশেষ যত্নে পুনর্ব্বার শান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুবাদিত।

হরকরার কোনো সংবাদদাতা লেখেন, বলিনামক স্থানের কয়েকখানা ডাকেরগাড়ি দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়ায় কাণপুর এবং অযোধ্যা নগরের পথ দিয়া আর বুলক্রফ্টেনের গতায়াত হয় না, এবং মেল শকট ও ঐ স্থান দিয়া যায়না। অবগতি হইল, এ প্রদেশের যে সমস্ত লোক প্রজাবৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজানুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাদিগের প্রতি বিদ্রোহিরা বড় উপদ্রব আরম্ভ করিতেছে। যে প্রদেশের চতুঃপার্শ্বে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে. তাহাদিগকে অগ্রে না নিপাত করিয়া সেই স্থানে কর সংগ্রহ করণে যত্নশীল হওয়া কেবল নির্ব্বোধের কার্য্য বলিতে হইবেক, কেননা যখনি তথা হইতে ব্রিটিস সেনারা অন্যত্র গমন করে, তখনি ঐ দুরাচারিরা পুনর্ব্বার সেই স্থানে আগমন করত নির্দ্দোষি দুর্ব্বল প্রজা নিচয়ের প্রাণনাশ এবং সর্ব্বনাশ করণে প্রবর্ত্ত হয়।

আলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে যে, জলনদারে কোর্ট মার্সেল বসিয়াছে, উক্ত বিচারালয়ের বিচারে ৪ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের ৩৫ জন, বিদ্রোহ অপরাধে অপরাধি হইয়াছে, তাহারা সকলে গুলির আঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেক।

লাহোর ক্রণিকেল পত্রে বিদিত করে, "পঞ্জাবের চিপ কমিস্যনর সাহেব রাওলপিণ্ডিতে এক্ষণে বাস করিতেছেন, কর্ণেল লরেন্স সাহেব সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণসাগর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়েষু।

মহাশয় নিম্ন লিখিত মহা শোককর বৃত্তান্তটি ভবদীয় প্রভাকরে সংশোধন পূরঃসর উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

৮ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রভাত অবধি নিরবধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়ু ও বৃষ্টির সৃষ্টি হওত বেলা দশ ঘটিকার পরক্ষণাবধি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রবল ঝটিকার প্রারম্ভ হয় কেবল একদা সহস্র ঘন গর্জ্জনের ন্যায় ঝঞ্ঝাবাত হইয়াছিল, সকলেই সেই ঘোর শব্দ শ্রবণে স্তব্ধ হইয়াছিলেন, কেহ কাহারো কথা বার্ত্তা শুনিতে পান নাই, মধ্যে মধ্যে খড়ুয়াঘর ও বৃক্ষাদি পতনের শব্দ মাত্রই শ্রুতি গোচর হইয়াছিল, সেই রজনীতে কাহারো এমত প্রত্যাশা ছিলনা, যে প্রভাতে আত্ম বান্ধব সহ পুনঃসন্দর্শন হইবে, সকলেই জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, অবশেষে রজনী যত শেষ হইতে লাগিল তত বৃষ্টি ও বাতাসের হ্রাস হইতে লাগিল, আমি অতীব কষ্টসাধ্যে মৃত্যুকল্প হইয়া অত্রস্থ কালেক্টরি কাছারী হইতে সায়ং সময়ে স্বীয়াবাসে আসিয়া মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত সংপূর্ণরূপ ব্যাকুল ছিলাম, পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম, গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া দেখি খড়ুয়া ঘর মাত্রই অবনীগত, যে কয়েকখানা গৃহ আছে তাহাও জীর্ণ, যেদিগে নেত্রপাত করি সেদিগেই ধলাকৃতি অকুলপাথারবৎ বিলোকন করিয়া অবীভূত হইতে লাগিলাম আমরা যেন কোন দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছি এমনি জ্ঞান হইতে লাগিল, নগরীয় রাজপথ পর্য্যন্ত জল মগ্ন হইয়াছে, সেই জল কেবল লবণাক্ত ক্ষণকাল পরে তত্ত্ব পাইলাম, নগর প্রান্তরীয় গ্রামস্থ অনেকানেক গো মহিষ মনুষ্য জলপ্লাবনে ও ঝটিকার গতিকে জীবনযাত্রা সমাধা করিয়াছে, প্রত্যক্ষে জানিলাম ৪ টী মহিষ ভাসিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছে বোধ হয় হাতিয়া সুন্দীপ, বামনী, দক্ষিণসাহা, বাজপুর অঞ্চল জলমগ্ন হইয়া থাকিবেক, অদ্যই তণ্ডুলেরদর ২॥০ টাকা মোন হইয়াছে, ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায়না, অন্যান্য সংবাদ বিশেষরূপে জানিয়া পশ্চাৎ নিবেদিব ইতি সন ১২৬৫। ৯ জ্যৈষ্ঠ।

পুনশ্চ নিবেদন এই পত্র লিখনকালীন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে এতন্নগরে দুই ক্রোশ পশ্চিমে একটী স্ত্রীলোক বৃক্ষের সন্নিকটে দণ্ডায়মান থাকিবাতে বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহার প্রাণ নাশ হইয়াছে। এবং মৃতকায় দুইটিবালক জলে ভাসিতেছে।

শ্রীউমাচরণ রায়।

সাং সুধারাম।

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গ্রীষ্ম বর্ণন।

রূপক।

সহেনা সহেনা আর, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্, একি গুমটের দাপ্॥
অনুক্ষণ হুতাশন, দহে কলেবর।
কিকরিব কোথা যাব, ভাবিয়া কাতর॥
অবিশ্রাম গায়ে ঘাম, পড়িছে বহিয়া।
একটুক্ নাই সুখ, কোথাও রহিয়া।
আর তো বাঁচিনে প্রাণে, হায় হায় হায়।
উহু উহু মরি মরি, প্রাণ যায় যায়॥
কোথায় লুকায়ে আছে, হায়রে বরুণ।
যায় সৃষ্টি কর বৃষ্টি, হইয়ে করুণ।
ধনী দুখি আদি ভাই, কেহ নাই সুখে।
হা জল জো জল রব, সুধু মাত্র মুখে॥
নীরব হইয়ে আছে যত পক্ষী সব।
জল বিনা অঙ্গ যেন, হইয়াছে শব॥
সুখের না হেরি মুখ, কব আর কায়।
উহু উহু মরি মরি প্রাণ বাহিরায়॥
জলাশয় যতেক হোয়েছে, জলহীন।
বল আর কি প্রকার, বাঁচে ভেক মীন॥
চাতকী পাতলী অতি, শুন্যে করি মুখ।
চাহিয়ে চাহিয়ে জল, ফাটে তার বুক॥
ভীষ্মরূপ ধরিয়াছে, গ্রীষ্ম মহাশয়।
ধরাতলে মানবেরে, করিবারে ক্ষয়॥
হায় হায় কব কায়, বুক ফেটে যায়।
উহু উহু মরি মরি, প্রাণ বাহিরায়॥

সেবক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

সাং কাঞ্চনপল্লী।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ॥০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৪৩ সংখ্যা] শনিবার ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ৫ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরর সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি পরগণে শুজামুটির শামিল শুজামুটি নামক স্থানের মধ্যে রাজোলিগড় নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী ও কয়েকখানা খোড়োঘর এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহা গড় অর্থাৎ জলের নালার দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভূমি অনুমান ১০০ এক শত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা কাছারি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহা মৃত্তিকার প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাতে নানা প্রকার পুষ্প বৃক্ষ ও মৌতবী পুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী এবং পাকা ঘাট আছে, ভূমি অনুমান ৮৴ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগান ভূমি, তাহাতে নানা প্রকার পুষ্প বৃক্ষ খোড়োঘর ও দিঘী পুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৩২৴ বত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি মেদিনীপুরের শামিল বাজার শুজাগঞ্জ নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী

রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি পরগণে শুজামুটির শামিল মহল বাজকুল চাকলা হিজলী নামক যে ১৭০৯ এক হাজার সাত শত নয় নম্বরীয় এক তালুক আছে তাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানি ৩৭১৫০৸৶৮ সাঁইত্রিশ হাজার এক শত পঞ্চাশ টাকা পোঁনেরো আনা আট পাই তন্মধ্যে কালেক্টর সাহেব ১৬২।৶৮ এক শত বাষট্টি টাকা পাঁচ আনা আট পাই ফেরত জমা দেন উক্ত তালুকে প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল কিসমত বাজকুল নামক যে অপর এক ১৭১০ এক হাজার সাত শত দশ নম্বরীয় তালুক আছে এবং যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ৩৩৬১।৶৮ তিন হাজার তিন শত একষট্টি টাকা ছয় আনা আট পাই তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল গৌরাঙ্গ চক নামক যে ২০৫৮ দুই হাজার আটান্ন নম্বরীয় এক তালুক আছে এবং যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ১০৬২৶৪ এক হাজার বাষট্টি টাকা দুই আনা চারি পাই তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল দুর্গাচক নামে ২০৮৯ দুই হাজার উনলক্ষ ই নম্বরের যে এক তালুক আছে এবং যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ১০৩৭৸১। এক হাজার সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা তের পাই তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল বাশুলী চক নামক ২০৯০ দুই হাজার লক্ষই নম্বরের যে এক তালুক আছে যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ৬৫৬৸৮ ছয় শত চুয়ান্ন টাকা বারো আনা আট পাই তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল শ্যামাচক নামক ২০৯১ দুই সহস্র একানব্বই নম্বরের যে এক তালুক আছে যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ৬০৮৸৩ ছয় শত আট টাকা তেরো আনা তিন পাই তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যেও তাহার উপরপ্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল রাধাপুর নামক ২৬২০ দুই হাজার ছয় শত বিংশতি নম্বরের যে এক তালুক আছে যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানি ৬০৭৲৯।। ছয় শত সাত টাকা নয় গণ্ডা দুই কড়া তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী রাজা গোলকেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৫ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আরফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাঁহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

২৪ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

বিলাতীয় সংবাদ পাঠে অবগতি হইল, " ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষ শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীন হওন জন্য তথায় বড়ই আন্দোলন হইতেছে। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীবর লার্ড ডার্‌বি সাহেব এবিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার নানা প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে, কেননা তিনি এপ্রকার উচ্চপদে অভিষিক্ত হওনাবধি যে সকল নিয়ম অবধার্য্য করিয়াছেন, তাহা প্রায় সকলের মনোনীত হয় নাই। এই ভারতবর্ষ মহারাণী কর্ত্তৃক শাসিত হইবার নিমিত্ত যে বিল প্রস্তুত হয় তাহা হউস অপ কমন্সে পঠিত হওয়ায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর, প্রায় অধিকাংশ মেম্বর মহোদয়গণ কর্ত্তৃক গ্রহণীয় হইয়াছে।

পরচুগিস দেশীয় রাজমহিষী, মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করণের কথা আছে, বোধকরি তাঁহাদিগের উভয়ে সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবেক। ভারতবর্ষ স্থিত যে সকল সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল উপশম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ সম্মান প্রদান করণ জন্য গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন। ইংলণ্ডের ট্রেজরি, বোর্ড অফ ট্রেড, এবং বোর্ড অফকষ্টম্‌স হইতে একজনকরিয়া ক্রমশঃতিনজন কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়া এই ভারতবর্ষ মধ্যে শীঘ্রই আগমন করিবেন, তাঁহারা বেঙ্গল, মান্দ্রাজ এবং বোম্বে প্রেরিসিডেন্সির গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত হিসাবাদি পরীক্ষা করণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেণ্ট কেথারিনডকে অনল সংযোগে প্রায় ১০০০০০ মুদ্রার দ্রব্যাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্কের ডিস্কৌণ্ট ৩ পারসেণ্ট করিয়াই আছে। প্রিন্স নেপোলিয়ান, আলজিয়ারের গবর্ণরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন! ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলীন আহত শ্বেতসেনা চ্যাথাম নামকস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ২৯ মে তারিখে পরচুগিসের মহিপাল, বারলিন নামক স্থানে, হোহেন জোলারণের রাজকুমারীর পরিণয় গ্রহণ করিয়াছেন।

মিসিসিপাইনদী-প্লাবিতা হইয়া বিস্তর দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়াছে। মান্দ্রাজ প্রেরিসিডেন্সির সুপ্রিমকোর্টের বিচার পতি মেং এড্যাম বিটেলসন সাহেব মহারাণী কর্ত্তৃক কুলীন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাণিজ্যের বাজার পূর্ব্বমত আছে, তবে কোনো কোনো দ্রব্যের কিছু কিছু দর কম বেশী হইয়াছে।

অযোধ্যা নগর শত্রু হস্ত হইতে অধিকার করণের সংবাদ শ্রবণে বিলাত-বাসি সকলে আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং তাহারপর তথাহইতে ব্রিটিস সেনারা বেরিলিতে যাত্রা করে, আজিমগড়স্থ ৩৭ গণিত রেজিমেণ্টকে শত্রু হস্ত হইতে বিমোচনার্থ বিস্তর সেনাগণকে পাঠান হয় ঝান্সী সার হিউজরোজ সাহেবের অধীন সেনারা আক্রমণ এবং অধিকার করণকালীন ৩৫০০০ বিদ্রোহিকে পরাজিত করত তাহাদিগের যথেষ্ট হানি করে, এবং জেনেরল রবট সাহেবের অধীন সেনা কর্ত্তৃক কোটা নামক স্থান অধিকার করা হয়। এই

সকল শুভ সংবাদ বিলাতে পৌঁছিয়াছে।

অনুবাদিত।

ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালি টোলা মধ্যে ৫০০০ গ্যাসের আলোকের লণ্ঠন দেওনে অধ্যক্ষেরা মনন করিয়াছেন, ইহা যদি সত্য হয় তবে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের কম আনন্দের বিষয় নহে, কেননা প্রায় বৎসরাতীত হইল যে বাঙ্গালি মহাশয়েরা অনর্থক গ্যাসের টেক্স যোগাইতেছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গ্রীষ্ম বর্ণন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

বসন্তের অন্ত করি, কৃতান্তের বেশ ধরি,
নিতান্ত নিদাঘ নিরদয়।
ভয়ঙ্কর বহুতর, লোয়ে স্বীয় সহচর,
ধরাধামে হলেন উদয়॥
তপন তপন নয়, তপন তনয় হয়,
অনুমান করি এ প্রকার।
প্রচণ্ড প্রখর কর, প্রকটন পুরঃসর,
কলেবর দহে অনিবার॥
সংহার করিতে সৃষ্টি, গরল করিছে বৃষ্টি,
বল বীর্য্য হরিছে বাতাস।
জগতের প্রাণ হোয়ে, অনলের ভার লোয়ে,
জগতের প্রাণ করে নাশ॥
দিবস হইলে পর বিশেষতঃ দ্বি প্রহর,
চরাচর স্তব্ধ হোয়ে রয়।
দগ্ধ হতে থাকে দেহ, সুস্থির না হয় কেহ,
অস্থির সকলে অতিশয়॥
শমন তাতের তাতে, পথ ঘাট মাঠ তাতে,
তাতে পদ ফেলে সাধ্য কার।
পথের পথিক যারা, প্রাণে মারা যায় তারা,
হোয়ে সারা করে হাহাকার॥
কার মনে নাহি সুখ, মলিন হতেছে মুখ,
ঘোর দুঃখ বুক ফেটে যায়।
ওমটের কি প্রতাপ, বাপ্ বাপ্ লাগে হাঁপ,
রবিতাপ নাহি সয় কায়।
অবিশ্রাম বহে ঘাম, পোচে উঠে গাত্রচাম,
রাম রাম কিসে পাই ত্রাণ।
একেত দুর্গন্ধ গায়, ঘামাচি হইলে তায়,
চুলকিয়া বাহিরায় প্রাণ॥
মূত্রমল সমুদয়, একেবারে বদ্ধ হয়,
পেট ফেঁপে ঢাক হোয়ে রয়।
পলায়েছে নিদ্রাহার, ঠাণ্ডাদ্রব্য বিনে আর,
কিছুতেই রুচি নাহি হয়।
উপবনে উপভোগ, সে কেবল কর্ম্মভোগ,
গ্রীষ্মরোগ না হয় বারণ।
লইতে ফুলের বাস, নাহি হয় অভিলাষ,
তাহে যেন মাখা হুতাশন॥
যেদিগেতে করি দৃষ্টি, হেরি শুধু ঘোররিষ্টি,
যায় সৃষ্টি বুঝি নাহি হয়।
মনে সুখ নাহি কার, সবাকার শবাকার,
ছারখার হতেছে সংসার॥
বনবাসি জন্তুগণ, ছুটে গিয়ে অনুক্ষণ,
ঝাপদিয়ে পড়ে সরোবরে।
কুরঙ্গ সুরঙ্গ হত, মাতঙ্গাদি পশু যত,
পূর্ণমত ভাব নাহি ধরে।
হোয়ে ক্ষীণ হীনবল, খলতা ছেড়েছে খল,
মরি কিবা গ্রীষ্মের প্রভাব।
রাগ হত হয় রাগ, তার কাছে নাচে ছাগ,
হরিয়াছে হরি দ্বেষভাব॥
যেখানে রোয়েছে সাপ, সেখানেতে মেরেলাফ
ব্যাঙ ভায়া ব্যাঙ করে কত।
জলাশয় জল হীন, প্রাণে মারা যায় মীন,
শুকাল কমল দল যত॥
শাখি পরে মুদে আঁখি, বসিয়ে রয়েছে পাখি,
চরে গিয়ে কেহ নাহি চরে।
রেখে মান ছেড়ে তান, সুরাগে ধরিয়ে গান,
আর প্রাণ মুগ্ধ নাহি করে॥
ঊর্দ্ধমুখে হাহারবে, চাতকের দল সবে,
পাতকের করিতেছে ভোগ।
অনুমান হয় হেন, ঈশ্বরের কাছে যেন,
গ্রীষ্ম নামে করে অভিযোগ॥
অলিকুল দলে দলে, বসি শত দলদলে,
কলি দলিবারে বলীনয়।
নাহি পেয়ে মধুকর, ক্ষুব্ধ হোয়ে মধুকর,
মনের দুঃখেতে সদা রয়॥
মাঠ সব কাট প্রায়, পাঠ করা ভার তায়,
জলবিনে হল নাহি চলে।
অতি চারা হয় যারা, প্রাণে মারা যায় তারা
চাষা ভাযে নিরাশার জলে॥
করে শুধু হাহাকার, নয়নেতে বহে ধার,
অনিবার শতধার নীর।
কিহোল কিহোল হায়, এই বোলে ঊর্দ্ধে চায়
ভাবি ভাবে হইয়ে অস্থির॥
তরুলতা মোল মোল, সমূলে নির্ম্মূল হোল,
শুখাইয়ে গেল শাখিচয়।
ফল দিন দিন, হইতেছে মধুহীন
নারিকেল নীর শূন্য হয়॥
বিবর্ণ হইল জাম, নাহিক রসের নাম,
তালশাঁসে শাঁস মাত্র সার।
কাঁটালে ধরেছে দোষ, এঁচোড়ে পাকিল কোষ
জেঠা নাম হইল তাহার॥
এইরূপ কব কত, নিদাঘের কার্য্য যত,
সকলি বিরূপ অতিশয়।
কিবা পশু কিবা নর, শূন্যচর জলচর,
কেহ আর সুখি নাহি হয়।
কোথাহে অখিলনাথ, প্রণিপাত লওতাত,
নেত্র পাত কর একবার।
কৃপাকর নামধর, জীবে কৃপা দান কর,
হর হর দুর্গতি এবার॥
তোমার সৃজিত বিশ্ব, যেরূপ হতেছে দৃশ্য,
বোধ হয় নারয় নারয়।
ভীষ্মসম গ্রীষ্মবেটা, বলে তারে আঁটে কেটা,
নাশ করিতেছে সমুদয়।
তোমাবিনে ভগবান, কে আর করিবে ত্রাণ,
যায় প্রাণ জীবন বিহনে।
এবিপদে পদে পদে, চাই প্রভু তব পদে,
নিরাপদে রাখ জীবগণে।
আজ্ঞা কর ঘনদলে, ঘন ঘন ধরাতলে,
বর্ষে যেন সুধার সুধার।
গ্রীষ্মের যতেক গর্ব্ব, হোয়ে যাক সর্ব্বখর্ব্ব,
স্নিগ্ধ হোক অখিল সংসার।

শ্রীগিরীশচন্দ্র কুণ্ডু।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Pres*

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

৵ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ৵
৵ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ৵

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীমদদৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবলীং॥

৵ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৪৪ সংখ্যা] সোমবার ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ৭ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি চোর বাগানের মধ্যে পদ্ম পুকুরের যে ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী নম্বর ৫৭-১-২-৬ এবং তাহার সঙ্গে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কালওস্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা বিশেষতঃ। মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী তাহার নম্বর ৬৪-৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।১ ছয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী এবং তাহার নম্বর ১৬২১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৪ চারিকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২০ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

হালসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন

হয় তাঁহারা হোগোলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিতহইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত ঋপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

২৬ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

অযোধ্যা রাজধানী ব্রিটিস প্রধান সেনাপতি মহাশয় বিদ্রোহি হস্ত হইতে অধিকার করণপূর্ব্বক পলায়ন পর শত্রুকুলকে নির্ম্মূল করণাভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য দলকে ভিন্ন ভিন্ন দিগে প্রেরণ করেন, তাহাতেই তদ্রাজধানী রক্ষা কল্পে অল্প সংখ্যক ব্রিটিস যোদ্ধা নিযুক্ত থাকাতে মধ্যে ইংলিসম্যান পত্রে কয়েকদিন যাবৎ তন্নগর বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক পুনরাক্রান্ত হওন সমাচার প্রচার হয় তাহাতে আমরাও তৎকালে তাহা সম্ভবপর বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন অনেক দিন গত হইল সে কথায় আর উল্লেখ নাই বিশেষতঃ কাল্পি হইতে বিদ্রোহিগণ পরাজিত ও তাড়িত হইয়াও লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে গমন করে নাই এমত সটীক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তখন লক্ষ্ণৌরাজধানী পুনরাক্রমণের পক্ষে আশঙ্কা করা যাইতে পারে না, অধিকন্তু কাল্পিস্থিত দুর্দ্দম শত্রুগণ যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও রণে একদিনও তিষ্ঠিতে সাহসি হয় নাই, বরং প্রাণ ভয়ে তাহারদিগের অনেকে যুদ্ধসজ্জাদি ফেলিয়া কৃষক বেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তখন বৈরীপ্রভা ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়িতেছে ভুল কি। অধিকন্তু প্রখর গ্রীষ্মকালেই তাহারদিগের পরাক্রম ও বল বুদ্ধি আধিক্য হওন সম্ভব আছে, গ্রীষ্ম অন্তে বর্ষা প্রারম্ভে সেই প্রভা ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেক তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কেননা বর্ষাকালে নদ নদী সকলের জল বৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা এক্ষণে অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যেমন পলাইতে পারগ হইতেছে তাহা আর পারিবেকনা, পথঘাটাদি ক্রমশই দুর্গম হইয়া উঠিবেক এবং পথিমধ্যে খাদ্য দ্রব্যাদিও অজচ্ছল পাইবেকনা, এই সকল কারণে সুতরাং তাহারদিগের মহাবিপদ উপস্থিত হইবেক পক্ষান্তরে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিষ্ঠিয়া যে রীতিমতে সংগ্রাম সাধনে তাহারা সাহসি বা শক্য হইবেক তাহাতো কোনোমতেই সম্ভবেনা, তাহা হইলে দিল্লী লক্ষ্ণৌ ঝাঁন্সি এবং কাল্পি প্রভৃতি সুরক্ষণীয় স্থান সকল যথায় সাংগ্রামিক প্রচুর সামগ্রী ছিল এবং যথায় তাহারা বিশিষ্ট দলবদ্ধ পূর্ব্বক মহা আস্ফালন করিয়াছিল, তাহারা সহজে তত্তৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া প্রাণ লইয়া অল্পঅল্প দলবদ্ধ হইয়া আহারাদি কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক স্থানে স্থানে পলাইয়া বেড়াইতনা। অতএব আগত প্রাবৃটকালেই বিপক্ষকুল অকুল পাথারে পতিত হইবেক, এবং আগামি শীতঋতু কালে যে এককালে নির্ম্মূল হইবেক সংপূর্ণপ্রত্যাশা করা যাইতেছে।

এক্ষণে বৈরিদল অনেকস্থলে হতবল হইলেও কোনোকোনো স্থানে এক এক সময়ে নির্ব্বাণ হইবার পুর্ব্বে প্রদীপ যেমত একবার অধিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তদ্বৎ তাহারা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এবং তদ্দ্বারা প্রজাপুঞ্জ উত্তপ্ত হইতেছেন, অর্থাৎ শত্রুদিগের হস্তে নানামতে অত্যাচারগ্রস্ত হইতেছেন, আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাহাতেই কাতর আছেন এবং সর্ব্বত্র এককালীন অধিক সৈন্য নিয়োগ করিতে না পারাতে ইহার আশু প্রতীকার হইতেছে না, কিন্তু যে নিয়মে সৈন্য বণ্টন ও স্থানে স্থানে প্রেরণ হইতেছে বিশেষতঃ বিলাত হইতে যখন পুনরায় অধিক সৈন্য পাঠান হইয়াছে তখন উল্লেখিত উপদ্রবও ঝটিত শান্ত হইবেক।

সম্প্রতি কোনো পত্রপ্রেরক ইংরাজি পত্রে লিখিয়াছেন যে গত রবিবারে এলাহাবাদে শত্রুভয় এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল যেসকল গোরা সৈন্য এককালে ভজনাগারে যাইতে পারে নাই, আর যাহারাও গিয়াছিল তাহারাও সমরসাজে সজ্জীভূত হইয়া গিয়াছিল, অবশিষ্টেরা তোপাদি সহ স্থান রক্ষণার্থ নিযোজিত থাকেন, এ সমাচারটী অতি ভয়ানক বটে কিন্তু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইতে পারে যে অধিক সতর্কতামূলক এই ব্যবহার করা হইয়া থাকিবেক অথবা পলায়নপর বৈরীদল তদঞ্চলাভিমুখে কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধি পূর্ব্বক আসাতেই প্রজাবর্গের ত্রাস নিবারণার্থ রাজপুরুষেরা এত সাবধান হইয়া থাকিবেন, ফলে বিদ্রোহিরা যে রঙ্গভূমিতে তিষ্ঠিয়া এলাহাবাদ আক্রমণ করিবার মনন করিয়াছে ইহা কদাচ বিশ্বাস যোগ্য বার্ত্তা নহে, এবং যদিচ এলাহাবাদে আপাততঃব্রিটিসবাহিনীর বাহুল্য নাই তথাপি ত্বরায় স্থানান্তর হইতে তৎস্থান রক্ষণোপযোগ্য সৈন্য সামন্ত আসিবেক নিশ্চয় আছে তাহাতেই তো সকল চিন্তা দূর হইতে পারে।

নানা সাহেব আদি বিপক্ষ প্রধানেরা অধিক সৈন্য সংগ্রহ করণার্থ প্রয়াস পাইয়া আর কৃতকার্য্য হইতেছেননা তাঁহারদিগের দলবল ক্রমেক্রমে ছিন্নভিন্ন হইতেছে। কুমার সিংহের পঞ্চত্ব প্রাপ্ত সমাচার প্রচার হইয়াছে। রাজা মানসিংহ ফরজাবাদ অঞ্চলে ব্রিটিসানুগত্য ব্যবহার দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য একান্তভাবে যত্ন করিতেছেন। তদ্ভিন্ন অযোধ্যায় অপরাপর কতিপয় সরদারগণও ঐরূপ অনুগত ভাব ও ভক্তি প্রকাশে ব্রিটিসপক্ষ পুষ্টি করিতেছেন। কাল্পি হইতে পলায়নপর বিদ্রোহিগণ গোয়ালিয়ার রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করাতে গোয়ালিয়রের মহারাজা কতকসৈন্য ও যথেষ্ট তোপাদি লইয়া তৎপথ রোধ করিয়াছেন, এই সকল মঙ্গল সমাচারে আমরা সুতরাং দিন দিন অধিক নির্ভয়ে কহিতে পারিতেছি যে আর অধিক কাল বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত থাকিতে পারিবেকনা, পরমেশ্বরের কৃপায় শান্তিবারি দ্বারা শীঘ্র ভারত ভূমি সুশীতল হইবেক, অতএব রাজা প্রজা উভয় পক্ষের সুমঙ্গল আমরা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে সেই অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বমঙ্গলকর পরমেশ্বরের সমীপে বিনীতভাবে মঙ্গল প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া ত্বরায় শুভসমাচার প্রচার করণক্ষম হওন প্রার্থনায় নিযুক্ত রহিলাম।

কি গ্রীষ্ম! বহু কালাবধি এরূপ অসহনীয় প্রচণ্ড অনল সম তপন তাপ সহ্য করা যায় নাই। রৌদ্রের তাপে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল! হে পরম পিতা পরমেশ্বর! বরুণ দেবকে বারিবর্ষণে আদেশ করুন? আর যে প্রাণ বাঁচেনা। আহা! কি পরিতাপের বিষয়, গত মঙ্গলবার দুই ব্যক্তি জোড়াসাঁকস্থ সিংহ বাবুদিগের বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া গমন করণকালীন অকস্মাৎ নিদারুণ গ্রীষ্মের কোপানলে পতিত হইয়া শমন সদনে গমন করিয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। অবগতি হইল সেই দিবসেই লালদীঘীর পার্শ্বস্থিত প্রকাশ্য রাজপথে এক জন বিল সরকারের ঐ রূপ হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। অতএব দুই এক দিবসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে এই প্রকার অনেক অনিষ্ট হওনের সম্ভাবনা।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

হরকরার আলাহাবাদস্থ কোনো সংবাদদাতা ৩১ মে তারিখে নিম্ন

লিখিত সংবাদ প্রেরণ করেন। যথা, সম্প্রতি এস্থানে মহারাণীর ১৩ সংখ্যক পদাতিক দলের ৩০০ সেনা এবং ১০০ মান্দ্রাজিঅশ্বারোহি সেনা অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের সহিত ২ টা তোপ আছে। বস্তি নামক স্থানে ১২০০ সুশিক্ষিত ব্রিটিস সেনা অবস্থিতি করিতেছে, অবগতি হইল বিদ্রোহি মহম্মদ হোসেন, আমাদিগের উপর আক্রমণ করণাভিলাষে বিস্তর সেনা সমভিব্যাহারে বান্সী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দুরাচারির প্রতিকূলে বস্তিস্থ কয়েক দল সেনা ধাবিত হইয়াছে, এই জিলার উত্তর ভাগের প্রায় অধিকাংশ স্থান বিদ্রোহিরা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে আমরা বাস করিতেছি সে স্থানে কোনো প্রকার গোলোযোগ নাই, সকল প্রকার কর্ম্ম উত্তম চলিতেছে।

গত ২৯ তারিখে মৃজাপুর হইতে যে পত্র আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, "জগদীশপুরের বিদ্রোহিরা ক্রমে ক্রমে এ প্রদেশে আগমন করিতেছে,এনিমিত্ত এ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব, সেনাদিগের আহারীয় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণার্থ যত্নশীল হইয়াছেন, বারাণসী হইতে ১০০ রণ নিপুণ শ্বেত সেনা এ স্থানে আগমন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা শত্রুদমনে পারগ হইবেক না, কারণ বিদ্রোহিদিগের দল অধিকাংশে প্রবল হইবেক।

হরকরার কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "মারহাট্টা দেশের দক্ষিণাংশে বিদ্রোহানল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেই স্থানের একজন সরদার এই গোলযোগের মূলীভূত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার অধীনে বিস্তর বিদ্রোহি সেনা আছে, তাহারা তথাকার পোলিটি-কেল এজেণ্ট মেং ম্যানসন সাহেব কে কালের ভীষণ গ্রাসে নিপতিত করিয়াছে। শুনিলাম ঐ দুরাচারিরা উক্ত প্রদেশেস্থ প্রজা নিচয়ের প্রাণ ও সর্ব্বনাশ করণে যত্ন শীল হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের প্রাদুর্ভাব অধিকাল থাকনের বড় সম্ভাবনা নাই, কেননা বিস্তর ব্রিটিস সেনা তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

গুপীগঞ্জে দুইজন নীল কর সাহেব সপরিবারে বিদ্রোহি কর্ত্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মানসিংহ পুনর্ব্বার ব্রিটিস প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন।

৩০ মে তারিখে বক্সর হইতে যে পত্র আগত হয়, তাহা পাঠ করত অবগতি হইল, বিদ্রোহি বৃদ্ধ কুমার সিংহের ভ্রাতৃপুত্র রিতভঙ্গর সিংহ, গত মঙ্গল বাসরে আরার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শরণ লইয়াছেন, প্রাগুপ্ত ব্রিটিস শরণাগত সিংহের নিতান্ত মানস এই জে দয়ামান গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জমিদারী যেন রাজকোষ ভুক্ত না করেন। কালেক্টরি আফিসের কর্ম্মচারি মেং সেমুয়েল সাহেব কে বিদ্রোহিরা ধৃত করে এবং তৎপরে ফাঁসি দিতেও রত হয়, কিন্তু তিনি উক্ত রিতভঙ্গর সিংহের বিশেষ সাহায্যে বিদ্রোহি হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

গত ৩১ তারিখে আলাহাবাদ হইতে যে সংবাদ আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, বড় কর্ত্তা মহাশয় কম্প জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। বাহাদুরের জ্বর শরীরে আবির্ভাব হওন কালীন শিরঃ পীড়ায় অস্থির হন,কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন।

বিগত বৃহস্পতি বাসরীয় ৩ জুনের ইংলিসম্যান পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "আহ্মদুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের নওয়াব নাজিমের দাওয়ানের চরিত্র ও তাঁহার নেজামতীয় কর্ম্ম পরিচালন প্রণালীর বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের ফরিন্ ডিপার্টমেণ্টের অন্তর সেক্রেটরীর নিকটে এক আবেদন পত্র প্রদান করেন। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট এই আবেদন পত্র লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের সমীপে প্রেরণ করেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর পুনরায় ইহাকে পিগু সাহেবের নিকট রিপোর্টের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া কহিয়াছিলেন, যে আবেদন পত্রের আর অধিক তত্ত্বাবধারণের আবশ্যক নাই। আমরা শ্রবণ করিলাম যে আবেদন কারী পুনরায় সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন"॥

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Pres*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এ প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৪৫ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ৮ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কিশোরীমোহন বসুর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমুলিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী নম্বর ২৩।১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান দশকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী কিশোরীমোহন বসুর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলির অন্তঃপাতি পরগণে জাহানাবাদের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত লাট পাতুলসারা নামে যে এক পত্তনি তালুক আছে এবং তাহার সঙ্গে এক খোড়ুয়া কাছারি বাটী আছে, তাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানির ২,৪০০ দুই হাজার চারি শত টাকা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী কিশোরীমোহন বসুর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত আসামী কিশোরীমোহন বসুর নিজ বাটীর সমস্ত সরঞ্জমাদির উপর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ মে ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে, যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা

যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাঁহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আরফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আরফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন।

হালসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগোলকুঁড়িয়ার অংপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিতহইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দুর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত কথচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াষাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে; যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৸
প্রবোধ প্রভাকর	১৸
শুকেভিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৸
বত্রিশ সিংহাসন	১৸
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৯ মে ১৮৫৮।

মেং জে, ডেকোষ্টা সাহেব মুঙ্গেরের আফিসিএটিং প্রিন্সিপেল সদর আমিনি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

২ জুন।

মেং জে, এইচ, রেভেনসা সাহেব ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

রাইট অনরেবল গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে মেং জর্জ হেমিল্‌টন ফ্রিলিং সাহেব, হমিরপুরের মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর এবং ডেপুটি কমিস্যনর হইয়াছেন।

২৭ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০। দালিশাব্দাঃ১৮

পাঠকগণের বিদিতার্থ অদ্য আমরা সমরঘটিত যে কয়েকটি সংবাদ প্রভাকরে প্রকটন করিলাম তাহা কি শিবকর নহে, বিদ্রোহিরা গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করণে যত্নশীল হইয়াছে। মানসিংহ, পুনর্ব্বার কি কারণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইলেন, তাহা বলা যায়না। সম্প্রতি অযোধ্যা নগরে কয়েকজন যবন সরদার গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করণ মানসে স্থানে স্থানে দুষ্টলোক সংগ্রহ করিতেছে। গোয়ালিয়রের মহারাজের অধীন সেনারা যদ্যপি এসময় ব্রিটিস বিপক্ষে হস্তোত্তলন করে, তবে সহজ ব্যাপার নহে, অতএব এই অনল প্রজ্বলিত হইতে না হইতেই ইহা নিবারণে যত্নবান হওয়া প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে। গ্রীষ্ম ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রিটিসপক্ষের বিষমতর প্রতিকূলতাচরণ করিতে রত হইয়াছেন, ইহাতেই বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহিবৃন্দের সাহস ও বল বাড়িয়াছে। রাজপুরুষেরা এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ মধ্যে পূর্ব্বমত শান্তি সংস্থাপন করণে যেপ্রকার যত্নশীল হইয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের এমত বিশ্বাস হইতেছে যে আগামী শীতঋতুর প্রারম্ভেই তাঁহারা তাহাদিগের এতাধিক যত্নের ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কেননা বিশ্বাসঘাতক মহাপাপকারি বিদ্রোহিরা আর কত কাল এপ্রকার পাপকর্ম্মে অনুরক্ত থাকিবেক, তাহাদিগের পাপের দণ্ড অবশ্য শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবেই হইবে।

আমাদিগের লক্ষ্ণৌ নগর প্রবাসি বন্ধুর ২৯ মে তারিখের পত্রখানি অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, পাঠক মহাশয়গণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

যথা।

"অবগতি হইল, ২৫০০০ বিদ্রোহি সেনা গগরা নদী পার হইয়া রাম নগর ডমারি নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, ঐ সকল দুষ্টদিগের সরদার গুরুবক্স সিংহ হইয়াছেন। বিদ্রোহি মাধুসিংহ ৭০০০ সেনা সমভিব্যাহারে গোসেনগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ৪ টা বড় এবং কয়েকটা ছোট তোপ আছে। মৌলবী ডঙ্কা সা বিস্তর যবন সেনা লইয়া অযোধ্যার নিকটবর্ত্তি স্থানে শিবির নির্ম্মাণ করত বাস করিতেছেন। ঐ সকল দুরাচারিদিগকে উচিত মত ফল প্রদানার্থ বিস্তর বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সেনা ফৈজাবাদ অভিমুখে যাত্রা করণের অভিলাষ করিয়াছে। শুনিলাম মুজাপুরের কমিস্যনর সাহেব উল্লেখিত ব্রিটিসসেনাদিগের সেনাপতি হইয়াছেন, মানসিংহ আবার সময় পাইয়াছে, অর্থাৎ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে শস্ত্রপানি হইয়া নানা প্রকার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় সমরানল স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম শ্রবণ করা যাইতেছে, অতএব ব্রিটিস সেনাদিগের কর্ত্তব্য হইতেছে যে তাহারা এই সময়ে আপনাপন বীরত্ব প্রদর্শন করণে যত্নবান হউক।

আমারদিগের ত্রিপুরাস্থ বন্ধুর পত্র সাদরে গৃহীত হইল।

যথা।

"মহাশয় বিষয়কার্য্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অধিক দিন মহাশয়কে এখানকার কোন সমাচার লিখিতে পারি নাই। বৈশাখ মাসাবধি এতঞ্চলে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ বৃষ্টি ও দুই এক ঝড় হওয়াতে রোগাদির কিঞ্চিৎ ন্যূনতাই বুঝাইতেছে ইহাই মঙ্গল, তবে নিম্ন ভূমি সকল স্থানে জলমগ্ন হওয়াতে কৃষিকর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত দেখা যায় কিন্তু প্রখর রবি তাপে সেই জল শুষ্ক হইবারও চিন্তা নাই। আমি শরীরগতিক ভাল আছি নিবেদন মিতি।

নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে প্রকটন করা গেল।

"সম্পাদক মহাশয়! এস্থানের ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের কতিপয় বিদ্যানুরাগি সচ্চরিত্র ছাত্রেরা অবিদ্যানাশিনী নাম্নী একটি পাক্ষিক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় সভার চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত না ঘটিলে সকল প্রকার আশাই কালে পূর্ণ হইতে পারিবেক, এই শুভ সংবাদটি মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ করিবার কারণ এই যে, মহাশয়ই এতাদৃশ সৎক্রিয়ার উৎসাহ বর্দ্ধনরূপ সুখময় রম্য রাজ্যের বিচারসিদ্ধ প্রকৃত রাজা, সুতরাং দেশীয় ভাষানুরাগি বিদ্যার্থী জন-নিচয়কে আপনকার প্রজাবলিলে কোনো প্রকারেই আপত্তি হইতে পারেনা, অতএব আপনার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ দর্শনে যদ্রূপ অন্যান্য ব্যক্তিরা আহ্লাদিত হইবেন, এবং আপনি অবশ্য ততোধিক আহ্লাদিত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

এস্থানে তণ্ডুলের বাজার অত্যন্ত চড়া হইয়াছে ৩।০ ৩৷৷০ টাকার ন্যূনে কদর্য্য তণ্ডুলের মোনও পাও-

য়া যায় না। ধান্য টাকায় ৩০।৫৩ সের। অন্যান্য জিনিশের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, দেশে এককালীন হাহাকার রব উঠিয়াছে ধনী বা নির্ধনী যিনি হউন কেহই স্থিরচিত্তে নাই, উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস হইতে ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়া খাল খালা বিলমাঠ সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণলাল দাস গুপ্তস্য।
সাং গোয়ালপাড়া।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ইংলিসম্যান পত্র পাঠে অবগতি হইল, "যবনদিগের" ইঁদ,, পর্ব্বে হায়দ্রাবাদে গোলোযোগ উপস্থিত হইবার উপক্রম হয়, কতকগুলীন নির্ব্বোধ যবন রেসিডেন্সি আক্রমণ করণার্থ একত্রিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা আরব্য ইরেগুলার সেনাগণ কর্ত্তৃক তাড়িত এবং তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগতি হইল যে গোয়ালিয়ারের মহারাজের অধীনস্থ সেনারা কাল্পি হইতে তাড়িত বিদ্রোহিদিগের কুপরামর্শে ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করণে মনোযোগি হইয়াছে, এবং আপনাদিগের প্রভুর প্রাণ নাশের অভিসন্ধি করায় উক্ত মহারাজ, স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ পুর্ব্বক ডোলপুর নামক স্থানে পলায়নপরায়ণ হইয়াছেন।

৩০ তারিখে মজঃফরপুর হইতে যে পত্র আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, সংপ্রতি এস্থানে কোনো প্রকার গোলোযোগ নাই। বরাগাউন নামক স্থানে কয়েক জন দুষ্টলোক একত্রিত হইয়া একজন ডাক হরকরাকে হত্যা করে, কিন্তু গাজিপুরস্থ ব্রিটিস্ সেনাগণ কর্ত্তৃক ঐ দুষ্টেরা ধৃত হইয়া উচিতমত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃজাপুরে পুনর্ব্বার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কেননা বিস্তর বিদ্রোহকারি তথায় দিন দিন যমাইত হইতেছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

বীরবর জেনরল হোপ গ্রাণ্ট সাহেব গত ২১ মে তারিখে লক্ষ্ণৌ নগর মধ্যে ছিলেন, তাঁহার অধীন সেনাদিগের মধ্যে বিস্তর লোক নানা প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে, এবং সুর্য্য দেবের কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

পাতিয়ালার রাজা এবং লভার সরদার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মহাত্মা ২৫০০০ এবং শেষোক্ত ৩০০০০ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন, ইহার সুদ শতকরা বাৎসরিক ৬ টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবেক। এ সময় গবর্ণমেণ্টকে এরূপে আনুকুল্য করাতে যথার্থ রাজানুগত্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গ্রীষ্ম বর্ণন।

পদ্য।

সহেনা সহেনা আর, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
গ্রীষ্মের ভীষণ দাপে, বুকে লাগে হাঁপ॥
অনুক্ষণ হুতাশন, দহে কলেবর।
কি করিব কোথা যাব, ভাবিয়া ফাঁফর॥
অবিশ্রাম গায়ে ঘাম, পড়িছে বহিয়া।
রাম রাম গাত্র চাম, যাইল পচিয়া॥
দিন দিন দীন ক্ষীণ, হইতেছে কায়।
গ্রীষ্মের ভীষ্মের দাপে, প্রাণ বাহিরায়॥
কোথায় বরুণ হায়, কোথায় বরুণ।
যায় সৃষ্টি কর বৃষ্টি, হইয়ে করুণ।
ধনী দুঃখি আদি ভাই, কেহ নাই সুখে।
কেবল দে জল রব, শুধু মাত্র মুখে॥
নীরব হইয়া আছে, যতেক খেচর।
সবাকার শবাকার, মত কলেবর॥
অবিরত জ্ঞান হত, হইয়াছি প্রায়।
গ্রীষ্মের ভীষ্মের দাপে, প্রাণ বাহিরায়॥
কোথায় রহিলে নাথ, করুণা নিধান।
কর কর কর এতে, কর পরিত্রাণ॥
প্রণিপাত করি তাত, তাত নাহি সয়।
অরুণ হোয়েছে যেন, অরুণ তনয়॥
দিবা দু প্রহরে যত, পথ সব তাতে।
পদ দুটি পুড়ে যায়, যদি পড়ে তাতে॥
চাষা হোয়ে আশা হীন, কাঁদিয়া বেড়ায়।
গ্রীষ্মের ভীষ্মের দাপে, প্রাণ বাহিরায়॥
জলাশয়ে জলাশয়ে, দেখিলাম গিয়া।
বল হীন হোয়ে মীন, আছেতো পড়িয়া॥
তপন তাপেতে তাহে, নাহি আর বারি।
বাপ্ বাপ্ লাগে হাঁপ, কহিতে না পারি॥
একেবারে মারা গেল, চাতকের দল।
জলদ জলদে ভাই, দে জল দে জল॥
তপন তাজছে তেজ, পড়ি তব পায়।
তোর দাপে বুক কাঁপে, প্রাণ বাহিরায়॥

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।
সাং কাঞ্চন পল্লী।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Pres*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০৪৬ সংখ্যা] বুধবার ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ৯ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

যে মোকদ্দমায় মহেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীনাথ পালিত এবং রমানাথ পালিত বাদিগণ, এবং চন্দ্রকুমার দাস নাইমদক এবং রাজকৃষ্ণ দাস নাইমদক প্রতিবাদিগণ। সেই মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত পঞ্চান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

১ দফা। বিশেষতঃ এই মহানগর কলিকাতার জানবাজারের মধ্যস্থিত ৬৭নম্বর যেএক তেতালা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান এক বিঘা এক কাঠা এবং চৌদ্দ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, যাহার এক অংশে প্রজাগণ বসবাস করে, এবং অপর অংশে বাজারের নিমিত্ত একটা চক নির্ম্মিত আছে, প্রাগুক্ত স্থান নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে চতুঃসীমাবদ্ধ আছে। যথা, উত্তরদিগে দেবনারায়ণ দাস নাইমদকের বাজার, দক্ষিণদিগে জানবাজারের পথ পূর্ব্বদিগে সরকিউলর রোড এবং পশ্চিমদিগে মদন মুন্সি কেতাব্দি সরকারের বাটী ছিল, এবং এক্ষণে মুন্সি আমীর এবং নিমাইচরণ দের বাটী আছে। এই বিষয় সকল বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত সুপ্রিম কোর্ট মাষ্টর আফিসে অথবা বাদি পক্ষীয় উকীল মিসিয়ার্স ডেনম্যান এবং হ্যাচ সাহেবের আফিস, যাহা কলিকাতাস্থ পুরাতন পোষ্ট আফিসের ষ্ট্রীটের মধ্যস্থিত ১১ নম্বর ভবনে হইয়াছে, তথায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। বিক্রয়ের তারিখ ইহার পর প্রকাশ হইবেক।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complainant's Attorneys.
ডেনম্যান এবং হ্যাচ।
বাদিপক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৪ জুন ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

হালসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগোলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের

স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিতহইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দুর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরভিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াসাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদপ্রভাকর

২৮ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

ভারতবর্ষের অবস্থা বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণের বিদিতার্থ মেং থিওবোল্ড সাহেব এস্থান রাসি নীলকর ও অন্যান্য ইংরাজগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিলাতে উপস্থিত মতে যে সকল স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের প্রজানিচয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহার অন্যায্য অভিপ্রায়ের প্রতি আমরা তাদৃশ দোষারোপ করিতে পারিনা, কারণ, তিনি আমাদিগের বিদ্বেষী মহাপুরুষ বর্গের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অভিমতের পোষকতা অবশ্যই তাঁহার কর্ত্তব্য, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তির এরূপ ব্যবহার করা কোনো মতে বিধেয় নহে, তিনি যদ্যপি সকল বিষয় যথার্থরূপে বর্ণনা করিতেন, তবে তাঁহার মহত্ত্ব ও গৌরব প্রকাশিত হইত। থিওবোল্ড সাহেব এদেশের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া কেবল স্বীয় নামে কলঙ্কার্পণ করিলেন। ইংরাজেরা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষীয় প্রজা শ্রেণীতে গণ্য হইয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিবেন বলিয়া বিলাতে সচরাচর তর্ক বিতর্ক হইতেছে, তাহা নিষ্পত্তি করণার্থ কয়েকজন বহুদর্শি সদ্বিবেচক মহাত্মা কর্ত্তৃক এক সভা সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সভার সভ্য মহোদয়দিগের সমীপে মেং থিওবোল্ড সাহেব যে প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম আমরা পাঠকগণের সুগোচরার্থ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ, বাঙ্গালি সকল প্রকার প্রজাদিগের অপরাধের বিষয়ে সাধারণ নিয়মানুসারে বিচার নির্ব্বাহ করণের অভিপ্রায়করায় এবং সুপ্রিমকোর্ট উঠাইয়া দিয়া কলিকাতা প্রধান রাজধানীকে কোম্পানির অধীনস্থ সদর দেওয়ানী আদালত ভুক্ত করণের অভিপ্রায় করিবায় আমি নীলকর ও সভ্রান্ত বণিক্ প্রভৃতি সাহেবদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছি, তাঁহাদিগের প্রার্থনা মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ম্মচারিরা উল্লেখিত পীড়াজনক নিয়ম সকল প্রচার করণে নিষেধ করেন।

থিওবোল্ড সাহেব ভারতবর্ষের অবস্থা ঘটিত এইরূপ নানা প্রকার প্রশ্নের উত্তর উক্ত সমাজে প্রদান করিয়াছেন। তিনি আত্মমুখে এমত ব্যক্ত করিয়াছেন, যে "ভারতবর্ষ বাসিদিগকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রদান করাই বিদ্রোহ ঘটনার আমূল হইয়াছে, অতএব নেটিবদিগকে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত।

আমরা থিওবোল্ড সাহেবের কতুক্তিতে এক প্রকার বিস্ময়ান্বিত হইলাম, কারণ, ঐ মহোদয় অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত হইয়া প্রজাদিগের মধ্যে তারতম্য ব্যবহার নিরূপণ জন্য প্রকারে পক্ষপাতী হইয়াছেন। রাজা, প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় দেখিবেন। নীতিশাস্ত্রে এপ্রকার বহুতর প্রেরণা আছে, থিওবোল্ডসাহেব পণ্ডিত হইয়া প্রজা কল্পে ইংরাজ বাঙ্গালী বলিয়া ইতরবিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্তকরাতে পাণ্ডিত্যের প্রতি কলঙ্ক সংস্থান করিলেন সন্দেহ কি? পণ্ডিতকে শাস্ত্রে "দোষজ্ঞ," বলিয়াছেন, তিনি দোষ জানিয়া ও যখন সেই দুষ্টমত ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাঁহার পাণ্ডিত্যেও নমস্কার করি।

গত রবিবার বৈকালে কালীঘাটে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে ঐ অনল প্রথমে ৺ কালীমাতার মন্দিরের সম্মুখস্থ কোনো দোকানে লাগিয়া প্রায় সহস্রাধিক গৃহাদি ভস্মীভূত করে, শুনিলাম কয়েক ব্যক্তি বহ্নি কর্ত্তৃক অর্দ্ধেক দগ্ধীভূত হইয়াছে কিন্তু জীবন পরিত্যাগকরে নাই, এই ব্যাপারে বিস্তর লোকের ক্ষতি হইয়াছে, বিশেষতঃ দীন দুঃখি সকল সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চারিদিগে হাহাকার করিতেছে, তাহারা এ প্রকার ঘোর বিপদে পতিত হইয়া আপনাপন গৃহাদি হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আনিয়া বাহিরে রাখিয়াছিল, তাহা দুষ্টলোক কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায় তাহারদিগের দুঃখের আর পরিসীমা নাই।

গবর্ণমেণ্ট সাধারণের গোচরার্থ যে কয়েকটা সামরিক সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকটন করিলাম যথা, বিগত ৪ জুন তারিখে খেসাস্থ শিবির হইতে ব্রিগেডিয়ার জেনেরল লিউগার্ড সাহেব এমত সংবাদ দেন গত ৪ তারিখে জঙ্গলের দক্ষিণ ভাগের বিদ্রোহিদিগকে চতুঃপার্শ্ব হইতে আক্রমণ করত তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে ও তাহাদিগের শতাধিক লোকের জীবন বিনাশ করিয়া এবং দুইটা হস্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। শত্রুগণ জঙ্গল হইতে পলায়ন করণ কালীন ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের প্রতি ধাবিত হয়, কিন্তু বিদ্রোহিরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্থানে স্থানে ছড়ি ভঙ্গ হইয়া পড়ায় কোনো ফলোদয় হইল না। অবগতি হইল, ১৫০ জন বিদ্রোহি, আমার আক্রমণ করণের পূর্ব্বে ভাগীরথী পার হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে।

পাটনার কমিস্যনর ৫ জুন দিবসে লেখেন, যে, জিতুরা এবং জমান নামক স্থানের বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা সমর হয়, তাহাতে তাহাদিগের ৯৩ জন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এ পক্ষের দুইজন প্রাইবেট মারা পড়িয়াছে, এবং একজন আফিসায় ও তিনজন প্রাইবেট আহত হইয়াছে। উক্ত দিবসে আলাহাবাদ হইতে এডমনষ্টন সাহেব লেখেন, ৪ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের ১৩ জন নেটিব আফিসারকে ১ জুন দিবসে জলনদারে, তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং ১৫ জন অপরাধি যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। মেজর ওর সাহেব, যিনি সারহিউজ রোজ সাহেবের অনুমত্যনুসারে বাউয়া নামক স্থানের বিদ্রোহি সরদারকে ধৃত করণার্থ গমন করিয়াছিলেন; শুনিলাম তিনি এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তথাকার দুর্গ অধিকার ১৫০ বিদ্রোহিকে হত এবং ৩৮ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছেন। আগ্রা হইতে এমত সংবাদ আসিয়াছে যে, গোয়ালিয়র কারাবাসিদিগকে বিদ্রোহিরা মুক্ত করিয়া দিয়াছে, ট্যানসিয়া তোপি নানাকে লেখেন যে, তথাকার দুর্গ অধিকার করা হয় নাই, কালাদায় নামক স্থান বিদ্রোহিরা আক্রমণ করিয়াছে, গুজার, বিদ্রোহি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে।

দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ হইতে যে পত্র আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, "এ প্রদেশ মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিত কোনোরূপ গোলোযোগ নাই, কর্ণেল চারল্‌স বেচার সাহেবের অধীন অশ্বারোহি ও পদাতিক সেনায়া এবং মেজর উইলসন সাহেবের অধীন ২গণিত ইউরোপীয়ান সেনাগণ বলরাম নামক স্থান হইতে জাল্‌নায় গমন করিয়াছে, তাহারা বর্ষাকালের প্রারম্ভেই তথা হইতে অন্যত্র যাত্রা করিবে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

ঈশ্বরের মহিমা।

বাবুইপক্ষী নীড় নির্ম্মাণে যে প্রকার নিপুণতা প্রকাশ করিয়া থাকে, সকলেই তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা আর একটি আশ্চর্য্য কৌশল বিস্তার করিয়া প্রসবিত অণ্ডগুলিকে রক্ষা করে, বোধ করি অনেকেই তাহা অবগত নহেন, অন্যান্য অনেক নিশাচর পক্ষী এই ক্ষুদ্র পক্ষিদিগের ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে, ইহারা সেই আততায়ীদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য আপন আপন নীড় প্রবেশ দ্বারে গোময় অথবা তাদৃশ কোমল কৃত্তিকা লগ্ন করে এবং দুই চারিটি খদ্যোতিকা তাহাতে বদ্ধ করিয়া রাখে, হিংস্র পক্ষী সকল অগ্ন্যাশঙ্কায় নীড়ের নিকটবর্ত্তি হয়না।

এই ক্ষুদ্র পক্ষিদিগের অপত্য রক্ষার নিমিত্ত যে পরমপুরুষ তাহাদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ইতি।

প্রভাকর পাঠকস্য।

১৭ জ্যৈষ্ঠ।

প্রিয়সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক প্রিয়সুহৃদ্বরেষু।

কথং পদার্থমুদ্ভাব্য, ব্যবহারায় বঞ্চনং। কুরুষে নৈবধর্ম্মায়, শর্ম্মায় তারকেশ্বরী॥

কেনবা পদার্থ, ভাবিয়া যথার্থ,
বঞ্চনায় ব্যবহারে।
কর নাহি কর্ম্ম, তারকে স্বধর্ম্ম,
ঈশ্বরীয় শুভসার॥

হে প্রিয় সুহৃদ্বর সম্পাদক মহোদয়! গত ১২ জ্যৈষ্ঠ দিবসীয় স্বীয়পত্রে আমার প্রতি যে প্রকার সদভিপ্রায় প্রকটন করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে সামান্য পক্ষে যদিও যথেষ্ট মান্য বোধ হয় বটে, কিন্তু বিশেষরূপ বিবেচনা করত শাস্ত্র মর্ম্মে আমি তাহাতে এক প্রকার ক্ষোভপ্রাপ্ত হইতেছি, কারণ আপনি তত্ত্বদর্শী এবং বাস্তবিক হিককারী সন্দেহ নাই। আপনি নিঃসন্দেহে লিখিয়াছেন, আমার "ভিতরে বিশেষ একটি পদার্থ আছে" আমি জানি, আমি কিছুই নহি। প্রকৃতি পুরুষ অথবা মাতৃপিতৃ সংযোগের সত্ত্বে উৎপাদিত গুণে আমি আখ্যাত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছি। আপনার সমীপে এবিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ বাচালতা মাত্র, যাহা হউক, আপনি যখন আমার প্রতি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করত লোকে ব্যবহারার্থে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আপনার গুণগ্রাহকতা গুণেরই সদ্ভাব মানিতে হইবে। আমি গুণকৃত শরীরের অস্তিত্বমাত্র তদ্ভিন্ন কোনো অংশে আমিত্ব সংস্থান সংস্থিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে আপনিই ভূয়োভূয়ঃ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন, তবে লোকে আমার বাক্যও পরিচ্ছদ দৃষ্টে কেহ কেহ আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে যথার্থ বটে। ফলত আমি সে অংশে দুঃখিত না হইয়া বরঞ্চ শ্লাঘাজ্ঞান করি, যে হেতু, জগদ্গুরু সদাশিব যখন সামান্য লোকে পাগল বলিয়া উপহাস্য হইয়াছিলেন, তখন আমিও তাঁহার শিষ্য পক্ষতায় পাগল বলাতে গৌরবান্বিত হইয়াছি সন্দেহ কি? তবে গ্রহ বৈগুণ্যজন্য যে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সেই গ্রহ বৈগুণ্যই বিবেচনীয় হইতেছে, কারণ আমার গ্রহবৈগুণ্য কি? আমি যথার্থই জগদ্গুরুর প্রেরিত হইয়া মঙ্গলের কার্য্য করিয়া থাকি, লোকেরা দুরদৃষ্ট জন্য আমাকে সামান্য ব্যবহারের মধ্যবর্ত্তী করিতে প্রার্থনা করে। আমি সর্ব্বদাই শাস্ত্রমর্ম্মে ধর্ম্ম প্রকটনে প্রকৃত কথা বলি, তাহাতে যে যেমত প্রকৃতির লোক, সে সেই মতই বিবেচনা করিবে অন্যথা কি? যাহা হউক মহোদয় হিতসাধক হইয়া যে গ্রহবৈগুণ্য লিখিয়াছেন, ঐ গ্রহবৈগুণ্য আমার কি জগতের লোক সাধারণের পক্ষে মান্য? এই কথাটি বিশেষ প্রকারে লিখিয়া আমার আন্তরিক ক্ষুব্ধতা নিবারণ করিবেন। পরন্তু শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন।

কুসুমস্তবকস্যেব দ্বেবৃত্তিতু মনঃস্বিনঃ। একস্য মূর্দ্ধিনবাতিষ্ঠেৎ বিশীর্য্যেদথবা বনে॥

ফুলের গুচ্ছার মত দুই বৃত্তিনরে।
বনে শড়ে কিম্বা চড়ে মস্তক উপরে॥

সর্ব্বমঙ্গল বশম্বদ ধর্ম্মার্থী।
শ্রীতারকনাথ দত্ত।
ধর্ম্মরাজ সম্পাদক প্রভৃতি।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Pres*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৪৭ সংখ্যা] গুরুবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১০ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

যে মোকদ্দমায় মহেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীনাথ পালিত এবং রমানাথ পালিত বাদিগণ, এবং চন্দ্রকুমার দাস নাইমদক এবং রাজকৃষ্ণ দাস নাইমদক প্রতিবাদিগণ। সেই মোকদ্দমার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত পঞ্চান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

১ দফা। বিশেষতঃ এই মহানগর কলিকাতার জানবাজারের মধ্যস্থিত ৬৭ নম্বর যে একতোলা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান এক বিঘা এক কাঠা এবং চৌদ্দ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, যাহার এক অংশে প্রজাগণ বসবাস করে, এবং অপর অংশে বাজারের নিমিত্ত একটা চক নির্ম্মিত আছে, প্রাগুক্ত স্থান নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে চতুঃসীমাবদ্ধ আছে। যথা, উত্তরদিগে দেবনারায়ণ দাস নাইমদকের বাজার, দক্ষিণদিগে জানবাজারের পথ পূর্ব্বদিগে সরকিউলর রোড এবং পশ্চিমদিগে মদন মুন্সি কেতাব্দি সরকারের বাটী ছিল, এবং এক্ষণে মুন্সি আমীরআলী এবং নিমাইচরণ দের বাটী আছে, এই বিষয় সকল বিক্রয়ের অন্যান্য বৃতান্ত সুপ্রিম কোর্ট মাষ্টর আফিসে অথবা বাদি পক্ষীয় উকীল মিসিয়ার্স ডেনম্যান এবং হ্যাচ সাহেবের আফিস, যাহা কলিকাতাস্থ পুরাতন পোষ্ট আফিসের ষ্ট্রীটের মধ্যস্থিত ১১ নম্বর ভবনে হইয়াছে, তথায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। বিক্রয়ের তারিখ ইহার পর প্রকাশ হইবেক।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complainant's Attorneys.
ডেনম্যান এবং হ্যাচ।
বাদিপক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৪ জুন ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষি-

ণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত রাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাঁহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চার্‌ল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতি থানা নাছির নগরের শামিল মদীয় জমীদারী পরগণে সরাইন হিস্যা ৮১২ গণ্ডা কোম্পাস দ্বারা জরিব করাণ মনস্থ হইয়া গত পৌষ মাসে ৭ ব্যক্তি কোম্পাস আমীন নিযুক্ত হওনানন্তর একালতক জরিপি কার্য্য চালাইয়া ছুচ্ছিয়া ও অবিস্বস্থতা হেতুক পদচ্যুতের যোগ্য হইয়াছে একারণ এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে, যে উক্ত মত জরিপ করণে পারগ ব্যক্তিরা শতকরা দুই টাকা হারে ঠিকা জরিপ করণে কেহ সম্মত থাকে মেয়াদ ১ মাস মধ্যে আপনাপন প্রশংসা পত্র সম্বলিত দরখাস্ত প্রেরণ করে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় থাকবস্তী মহুকুমায় উক্ত কার্য্য সম্পাদন না করিয়াছে কি উপরোক্ত খ্যাতাপন্ন কি কোনো এক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা প্রদানান্তর কোম্পাস জরিপি কার্য্যে ব্যুৎপন্ন থাকার প্রশংসা পত্র না পাইয়াছে তাহাকে মনোনীত করা যাইবেক না ইতি।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দুর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

হালসহর নিবাসি চিকিৎসক শ্রীযুত বামাচরণ বরাট কবিরাজ নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিকারোপযোগী মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা হোগোলকুঁড়িয়ার অন্তঃপাতি বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীটের মধ্যে শ্রীযত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের স্থাপিতা শ্রীশ্রী ৺ কালীবাটীর সম্মুখবর্ত্তি ২ নম্বর বাটীতে তাঁহার বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হইলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াসাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ॥০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

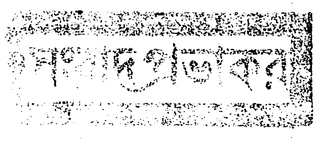

২৯ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা আরা প্রাবাসি কোনো বিশেষ বন্ধুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞাত

হইলাম যে, জগদীশপুরের বিদ্রোহিরা ব্রিগেডিয়ার লিউগার্ড সাহেবের অধীন সেনা কর্ত্তৃক সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সেই স্থানেও তাহারা লুক্কায়িত থাকিতে পারগ হয় নাই, কারণ বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনারা ঐ জঙ্গল অনল সংযোগে প্রায় অধিকাংশ ভস্মীভূত করিয়া দেওয়ায় শত্রুগণ হতাশ হইয়া পলায়ন করণ কালীন অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা আপনাপন প্রাণ লইয়া ছড়ভঙ্গ হইয়া পাটনা অভিমুখে গমন করিয়াছে, উক্ত সংবাদদাতা মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে "বিদ্রোহি বৃদ্ধকুমার সিংহের মৃত্যু বিষয়ে আর কোনোরূপ সংশয় নাই, কারণ দুষ্টের শবদেহ এস্থান বাসি কয়েক জন প্রত্যক্ষ অবলোকন করত আমাকে এমত শুভ সংবাদ দেওয়ায় আমি প্রফুল্লচিত্তে মহাশয় সমীপে লিখিলাম,, কুমার সিংহের মৃত্যু বিষয়ক সংবাদ আমরা ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি তবে সংবাদদাতা মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অদ্যও ঐ বিষয় প্রকাশ করিলাম, এই শুভ সংবাদটির সত্যতা পক্ষে কোনোরূপ সন্দেহ নাই।

নেপালস্থ বন্ধুর লিখিত কয়েকটি সংবাদ সারে অবিকল প্রকঠিত হইল।

অবগতি হইল যে সুগৌলী হইতে গোরখা কোর সব প্রথম ব্রিগেড ২৬ মে দিবসে [illegible] অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে [illegible] কল্য কিম্বা পরশ্ব পর্য্যন্ত তাহারা নেপাল পঁহুছিবেক এবং এবপ্রকারে নিত্য নিত্য এক এক ব্রিগেড মার্চ, করিয়া আসিয়া পঁহুছিবেক, জাহাহউক সমর-ক্ষেত্র প্রত্যাগত বীরগণের মৌখ্য বীর্য্য এবং হর্ষ মনে মনে স্মরণ করিয়া আমরাও সন্তোষ সাগরে ভাসিতেছি, অতএব রণভূমি সমাগত মহাদ্বর্গেরই জীবন ধন্য? তাঁদেরই জন্ম সার্থক? তাঁহাদেরই কীর্য্য কলাপ কীর্ত্তি কুশল? লিখিতে লিখিতেই তোপ ধ্বনি কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তত্ত্ব লওয়াতে জানাগেল, যে গোরখা সেনার উভয় ডিবিজণের অধ্যক্ষগণ (সমগ্রসেনানী দুই ডিবিজনে বিভক্ত হইয়া সমর যাত্রা করিয়াছিল) জেনরেল বখ্‌ত জঙ্গ এবং জেনরেল খড়্‌গ বাহাদুর (মহারাজ জঙ্গ বাহাদুরের খুল্লতাত মহোদয় দ্বয়) রাজধানী প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের সম্ভ্রমার্থ দুর্গ হইতে ১৭ তোপ ধ্বনি হইতেছে।

বন্ধুর পত্রে বিদিত হইল যে গোরখার "মেন্‌বাডি এবং রিয়র,, উভয় কালম সুগৌলী মোকামে পঁহুছিয়াছে, রেজিমেণ্টের সমাগমে এবং সমভিব্যাহারি রেজিমেণ্টেল ইন্‌চার্য্য এবং কমিস্যরি, প্রভৃতি ব্রিটিস মিলেটরি আফিসরে স্থান পরিপূর্ণ এবং চারিদিক ঝক মক করিতেছে, ক্রমে ক্রমে এক এক "ব্রিগেড, করিয়া ',মার্চ,, করিয়া নেপালে পঁহুছিবেক, এবং সপ্তাহ অষ্টাহ আরো তাহাদিগকে পথ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবেক, কেননা ইহার ঊর্দ্ধ নেপালে পঁহুছিতে লাগিলেক না, এবার ব্রিটিস আফিসরেরা সুগৌলী হইতেই স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন, আর তাঁহারদিগকে গোরখা কোরস্‌ মধ্যে থাকিতে হইবেক না।

আমাদের দয়াবান্‌ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট গোরখাদের সত্যাশ্রয়তা ও যথার্থ বন্ধুতা এবং সহায়তা সৌজন্যতা বিশেষতঃ গোরখা রাজ্যের সর্ব্ব মূলাধার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা মহারাজ জঙ্গ বাহাদুরের কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম এবং শ্রদ্ধাভক্তি সৌজন্যতা মহদনুষ্ঠানাদি সদ্গুণে সন্তুষ্ট হইয়া গোরখা রাজ্যের পূর্ব্বাধি কৃত স্থান অর্থাৎ গোরক্ষপুরের পশ্চিম এবং গাগরা নদীর পূর্ব্ব কিয়ত খণ্ড ভূমি বন্ধুতার চিহ্ন চিরস্থাপন করণ কারণ পুনঃ প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু এক্ষণে গ্রীষ্মাতিশয্য জন্য উভয় পক্ষের আমিনগণ দ্বারা উভয় রাজ্যের সীমা সরহদ্দ নিরূপণ সুকঠিন, অতএব আগামী শীতকালে তদনুষ্ঠান হইবেক, ফলে গর্ব্বর্ণমেণ্ট উক্ত ভূমি খণ্ড পুনঃ প্রদান অনুমতি দিয়াছেন।

হে পাঠক বর্গ! এ পাহাড়ে এরূপ গর্ম্মী কদাচ দৃষ্টি গোচর হয় নাই, কিন্তু এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা গর্ম্মীর বাহুল্যই ছিল, কিন্তু অদ্য একেবারে অত্যন্ত গর্ম্মী হইয়াছে। এরূপ যদি আর হইতে আরম্ভ হয় তবে মহা কষ্ট জানিবেন, কেননা এখানকার গর্ম্মী প্রদেশ হইতে কষ্ট দায়ক, প্রদেসের গ্রীষ্মে এরূপ অন্তর্দাহ হয় না। এখানে গর্ম্মীতে পেটের ভিতর যেমন মসাল জালিয়া দেয়, জগদীশ্বর কি করেন, অদ্য তাপ মান যন্ত্রে ৮৭।৮৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত পাবদ উঠিয়াছে, নেপাল তারিখ ১ জুন,,।

সুধা রামস্থ বন্ধুর পত্র খানি সাদরে গৃহীত হইল।

"আমারদিগের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রট সাহেব শ্রীযুত সিমশন বাহাদুর (শূকরের দন্তাঘাত ক্ষত রোগ হইতে) আরোগ্য হইয়াছেন, ৭ সপ্তাহ পর্য্যন্ত কাছারি করিতেছেন। অত্রস্থ পোলিস পল্টনের সহায়তাক্রমে গত কল্য ২২০০০০ দুইলক্ষ বিংশতি সহস্র টাকা সুধারাম কালেক্টরি হইতে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে প্রেরণ হইয়াছে।

আহারীয় ব্যবহারীয় দ্রব্যাদির মূল্য অগ্নিতুল্য হওয়াতে মজুরপেশা লোকের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, অত্রস্থ তাবতেই দুর্ভোগ ভুগিতেছেন, এ দুর্ম্মূল্য দুর হওয়ার গতিক ও নাই, ইহার প্রতীকার কর্ত্তা বিশ্বকর্ত্তা বেতীত কে হইতে পারিবে? জ্ঞাপনার্থ নিবেদন মিতি।

নিতান্ত অনুগত।
শ্রীউমাচরণ রায়।"

অবগতি হইল, গবর্ণমেণ্ট চর্ব্বিস পরগণার নিমক এজেন্সি উঠাইয়া দিতে অনুমতি করিয়াছেন, কারণ উক্ত এজেন্সিতে যেরূপ ব্যয় হয়, তদনুরূপ কিছুই লাভ হয় না।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গোয়ালিয়ারের মহারাজের অধীন শরীর রক্ষক সেনা ব্যতীত, অন্যান্য সকল সেনা বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে, মহারাজ জগদীশ্বর-কৃপায় আগ্রায় পলায়ন পূর্ব্বক স্বীয় জীবন রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্রোহিরা তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তি হইয়া ও কোনোরূপ হানি করিতে পারগ হয় নাই। শত্রুগণ লল্কর নামক স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু দুর্গ আক্রমণ করিতে পারে নাই, কতকগুলীন রাজভক্ত ঠাকুর, ঐ দুর্গ সতর্কতা ভাবে রক্ষা করিতেছেন, কাল্পি এবং গোয়ালিয়ারের মধ্যবর্ত্তি মেহোনা নামক স্থান যথায় সার হিউজরোজের অধীন সেনারা অবস্থান করিতেছে। মেজর মেকফার্সন সাহেবের অধীন সুশিক্ষিত সেনারা ঐ সকল সেনাদিগের সহিত, ২ জুনে, সংমিলিত হইয়াছে, সিবিরস্থ ব্রিগেড সেনারা ও তথায় গমন করিয়াছে, অতএব বিদ্রোহিদিগের বিনাশের আর বড় বিলম্ব নাই, কেননা রণ পণ্ডিত সার হিউজরোজ সাহেব যখন সেই সকল বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সেনাদিগকে রণক্ষেত্রে চালনা করিবেন, তখন শত্রুদিগের পরাজয় হওনের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অবগতি হইল যে বক্সারস্থ কয়েকটা কুঠিকতকগুলীন দস্যু কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার লুণ্ঠন করা হইয়াছে, মেজাস বরণ এবং কোম্পানিদিগের রেলওয়ে সংক্রান্ত কার্য্যালয়াদিও দুষ্টেরা লুণ্ঠন করিয়াছে।

লক্ষ্ণৌস্থ পত্রে ব্যক্ত করে জেনেরল গ্রাণ্ট সাহেব স্বসৈন্যে সম্প্রতি বলি নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

আলাহাবাদ হইতে এমত সংবাদ আসিয়াছে, যে গবর্ণর জেনেরল লার্ড কেনিং বাহাদুর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

লম্পটের প্রতি উপদেশ।

পদ্য।

অবিদ্যা আমোদে কভু, মত্ত নাহি হবে।
মোহিনী মোহিনী জালে, বদ্ধ হোয়ে রবে॥
সেই জালে গাঁথা আছে, কত শত বাবু।
কাঁন গ্রন্থি মাঝে মাঝে, তাহে করে কাবু॥
বেদিয়ার বাজিমত, নানা রঙ্গ বাজি।
সদা মনে ধাঁদা লাগে, দেখে হয় রাজি॥
কর্ম্ম স্থানে থাকে যদি, পুরুষ লম্পট।
কাটা কই মত সদা, করে ছট্ এট॥
সেই বিধুমুখ ভাবে, আছে সুধাভরা।
কতক্ষণে দেখি বসে, মুনি মনো হরা॥
বাবু বিলাসেতে আছে. বিশেষ বর্ণন।
অধিক লিখনে আর, নাহি প্রয়োজন॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ প্রেম জানিবে নিশ্চয়।
জানায় যে ভালবাসা, তা নয় তা নয়॥
পরকীয়া রসে বাট, আগে সুখ ঘটে।
শেষে নানা রোগ ভোগ, লোকে মন্দ রটে॥
পরকীয়া বাসে হোলে, যামিনী যাপন।
কখন কি হয় তাতে, সংশয় জীবন॥
কিন্তু কিছু অবিদ্যারে, অর্থ কর দান।
পুণ্যের সঞ্চয় তাহে, শাস্ত্রের বিধান॥
অতএব শুন ভাই, কহি সারোদ্ধার।
স্বীয়া রসে মগ্ন হও, বলি বার বার॥
তাহাতে জন্মিবে পুত্র, পিণ্ড প্রয়োজন।
ইহ কালে পাবে সুখ, করি আলিঙ্গন॥
পুন্নাম নরকে ত্রাণ, দেখে পুত্র মুখ।
পিতৃগণ তৃপ্ত হন, এই বড় সুখ॥
এইরূপ কর্ম্ম করে, সংসারি মানব।
অন্য যত আছে রীত, কতআর কব॥

পাঠকস্য।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Pres*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃস্মরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম মতন্দ্রমীদদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাস্তরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাসবং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০৪৯ সংখ্যা] শনিবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল। ইং ১২ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

ইকুইটি পক্ষ।

যে মোকদ্দমায় উইলিয়ম পেন ফোল্ড এবং তাহার স্ত্রী জে, সি, মেরিএন।

বাদীগণ।

জন বুলুমফিল্ড রিচার্ডসন

প্রতিবাদী। আদি দাবি।

এবং

উইলিয়ম পেন ফৌল্ড এবং তাহার স্ত্রী জেসি মেরিএন।

বাদীগণ।

মৃত জন বুলুম ফিল্ড রিচার্ডসনের শেষ উইল প্রমাণে উত্তরাধিকারিণী মেরি, যিনি মেকিউ নামে বিখ্যাতা।

প্রতিবাদিনী।

এই সকল মোকদ্দমা বিষয়ে স্থবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত তিপান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১২ আপ্রিল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত উইলিয়ম সারপমোল্ড, যিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ার অন্তঃপাতি জিলা টেনাসেরিয়মের অন্তর্গত মোলমেন নামক স্থানে বাস করিতেন, তিনি জাহাজ নির্ম্মাণকারী ছিলেন এবং এক হাজার আট শত পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজন এবং উত্তরাধিকারি প্রভৃতিদিগকে এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা আগামি ৮ জুলাই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা ও উইল সংজ্ঞক সম্পত্তি সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ,মেক্‌ফার্সন
মাষ্টর।

REMFRY &. ROGERS.
Plaintiff's Solicitors.
রেমফ্রি এণ্ড রজার্স।
বাদিপক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৮ জুন ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি

ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাঁহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্ফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতি থানা নাছির নগরের শামিল মদীয় জমীদারী পরগণে সরাইন হিস্যা ৬১২ গণ্ডা কোম্পাস দ্বারা জরিব করাণ মনস্থ হইয়া গত পৌষ মা ৭ ব্যক্তি কোম্পাস আমীননিযুক্ত হওনানন্তর একালতক জরিপি কার্য্য চালাইয়া দুষ্ক্রিয়া ও অবিস্বস্থতা হেতুক পদচ্যুতের যোগ্য হইয়াছে একারণ এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে, যে উক্ত মত জরিপ করণে পারগ ব্যক্তিরা শতকরা দুই টাকা হারে ঠিকা জরিপ করণে কেহ সম্মত থাকে মেয়াদ১ মাস মধ্যে আপনাপন প্রশংসা পত্র সম্বলিত দরখাস্ত প্রেরণ করে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় থাকবন্তী মহুকুমায় উক্ত কার্য্য সম্পাদন না করিয়াছে কি উপরোক্ত খ্যাতাপন্ন কি কোনো এক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা প্রদানান্তর কোম্পাস জরিপি কার্য্যে ব্যুৎপন্ন থাকার প্রশংসা পত্র না পাইয়াছে তাহাকে মনোনীত করা যাইবেক না ইতি।

সংবাদপ্রভাকর

৩১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

কোর্ট অফডৈরেক্টর্স মহোদয়েরা গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরকে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ করত বিশেষরূপে অবগত হওয়া গেল।

আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লার্ড কেনিং বাহাদুর, কিয়দ্দিবস হইল, অযোধ্যায় এমত ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যে বিদ্রোহি, নিজ অস্ত্রাদি সহজে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শরণ লইবে, তাহাকে বিদ্রোহ অপরাধ হইতে ক্ষমা করা যাইবেক, এই ঘোষণা পত্র পাঠে ভারতবর্ষ প্রবাসি কয়েকজন নীলকর ও অন্যান্য শ্বেতপুরুষ, ঐক্য বাক্য হইয়া গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরের এই প্রস্তাবের উপর দোষারোপ করত তাঁহার বিরুদ্ধে বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণের সমীপে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে বাহাদুর ভীত কিম্বা অন্য কোনো কারণবশতঃ আর একটি নূতন নিয়ম প্রচলিত করিয়া ছিলেন, যথা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ সমস্ত ভূম্যধিকারি ও প্রজাগণের সম্পত্তি সকল সামান্য অপরাধে রাজ কোষ ভুক্ত করা যাইবেক। সম্প্রতি বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ উল্লেখিত দুইটি নূতন নিয়ম পাঠ করত প্রথমোক্ত নিয়ম বিষয়ে গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরকে সুবিবেচক এবং উপযুক্ত জ্ঞান করেন, এবং উল্লেখিত আবেদন কারিদিগের প্রতি মনোযোগ করেন নাই, কিন্তু শেষোক্ত নিয়মটির প্রতি তাঁহারা সম্পূর্ণ দোষ দিয়া এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে এসময়ে এনিয়ম প্রচলিত করা অত্যন্ত অবিবেচকের কার্য্য হইয়াছে, কারণ এনিয়ম অতি কঠিন নিয়ম বলিতে হইবেক, অতএব ইহাতেই তাঁহারা গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে স্বদেশে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি আর এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ মধ্যে শাসন বিস্তার করণের যোগ্য হইবেন না। গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর শরণাগত অপরাধির প্রতি ক্ষমা বিষয়ক যে নিয়ম প্রচলিত করেন, তাহা পাঠে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ছিলেন, কায়ণ ঐরূপ নিয়ম প্রচার না করিলে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হওনের সম্ভাবনা নাই, বিদ্রোহিদিগের মনোমধ্যে এমত আশঙ্কার উদ্ভব হইতে পারে, যৎকালীন বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনাপতি এবং সেনাগণ আমাদিগের প্রতি অস্ত্রধারণ করিয়াছে, তখন আমারদিগের জীবন রক্ষার আর কোনো অন্য উপায় নাই, তবে তাঁহাদিগের হস্তে না মরিয়া যদ্যপি রণক্ষেত্রে প্রাণ বিয়োগ হয় সেও শ্রেয়ঃ. অতএব বড় কর্ত্তা মহাশয় এ প্রকার নিয়ম করায় বিদ্রোহিগণ জীবন রক্ষার্থ অবশ্য ব্রিটিসের আশ্রয় লইতে পারে, এবং এইরূপে বিদ্রোহ অগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তবে বাহাদুর শেষোক্ত কঠিন নিয়ম প্রচার করায় রিলাতবাসি মহোদয়দিগের কোপানলে পতিত হইলেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, গতকল্য বেলা অনুমান সাড়ে দশ ঘটিকার সময় বড়বাজারের নিকট গঙ্গার ঘাটের উপরিভাগে একজন বলিষ্ট যুবা বাঙ্গালি স্নান সমাপন করত গাত্র মার্জ্জনা করণ কালীন অকস্মাৎ ভুতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অবগতি হইল, গত বুধবার বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় হেদুয়া পুষ্করণীর নিকটবর্ত্তি স্থানে একজন গৌরাঙ্গ সেনার ঐরূপ হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

হরকরার ছাপরাস্থ কোনো সংবাদদাতার ৪ জুনের পত্রে ব্যক্ত করে "তাজপুরের দারোগা দুইজন বিদ্রোহিকে ধৃত করে, কিন্তু তন্মধ্যে একজন পলায়ন পূর্ব্বক অন্যান্য বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত দারোগাকে গুলির দ্বারা শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে তৎপরে শব দেহ খণ্ড২ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করত পলায়ন পরায়ণ হয়, ঐ সকল দুরাচারিরা অদ্যাপি ধৃত হয় নাই।

কয়েক দল বিদ্রোহি সেপাই সেনা গাগরার নিকটবর্ত্তি স্থানে মিলিত হইয়াছে।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল বিদ্রোহিরা গোয়ালিয়ার দুর্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার পত্রের কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে "তপন তাপে তাপিত হইয়া অনেক সেনা অকালে কালের করালগ্রাসে পতিত হইতেছে, অতএব ভবিষ্যতে যদ্যপি সেনারা বস্ত্র ভিজাইয়া মস্তকে সদা সর্ব্বক্ষণ জড়াইয়া রাখে তাহা হইলে তাহাদিগের এরূপ হঠাৎ মৃত্যু হওনের সম্ভাবনা নাই।

ইংলিসম্যানের কাণপুরস্থ কোনো সংবাদদাতার পত্রে বিদিত করে, ৬ জুন তারিখে এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং জেনেরল ঔটরাম সাহেব প্রধান সেনাপতি হওনের কথা হইতেছে।

হরকরা পাঠে অবগতি হইল, সম্প্রতি আলাহাবাদে বহুদর্শি সুচিকিৎসক ডাক্তর, একজনও না থাকায়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে ডাক্তর পেকেয়ার এবং মরগ্যান সাহেব দ্বয়কে উক্ত প্রদেশে আনায়নার্থ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অবগতি হইল পঞ্জাব রাজ্যেও ঐরূপ ডাক্তর অভাব হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় মান্যবরেষু।

বিনতি পুরঃসর বহুবিধ নিবেদন মিদং।

জনেক শিক্ষাদ্রুমোৎপাঠক মহতের বিরুদ্ধে বিদ্যাদান অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে, আবার কিঞ্চিৎ সাবকাশ পাওয়াতে পুনঃ কিঞ্চিৎ লিখিতব্য, পাঠকবর্গ পুনরুক্তি বিবেচনা করত পাঠে বিরুক্তি করিবেন না, তাহা হইলেই শ্রমসাকল্য সাফল্য জানিয়া কৃতজ্ঞ থাকিব।

নানা পাপের নানা পাতকি প্রভৃতি কয়েকজন দুষ্ট দুরাত্মা,বিদ্রোহি হওয়াতে, অনেকে ভারতবর্ষবাসি সুশিক্ষিত জনগণকে ও দোষাশ্রিত এবং অবিশ্বাসি অযোগ্য অধার্ম্মিকে, ত্যাদি বলিয়া এতদ্দেশে শিক্ষা দানের কোনো ফল নাই বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ফলে এ বিষয়ে তাঁহারদের সুবিবেচনা এবং বিশেষঃ অনুধাবন হয় নাই, যদি তাঁহারা সুবিচার করিতেন তবে কদাচ এতদ্দেশীয় "এজুকেটেড,, অর্থাৎ সুশিক্ষিতগণকে দোষ মিশ্রিত বলিতেন না, এক্ষণে সুগোচরার্থ নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ স্বরূপ লিখিতেছি পাঠকবর্গ দেখিয়া বিচার করুন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে "নানা সাহেব,, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিল, বরং অন্যান্য ভাষাও জানিত, অর্থাৎ দেশীয় ভাষা ব্যতীত ফরাসি

প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষাও জানিত, এবং চিরকাল ইংরাজদের সহবাসে থাকিত, এবং সর্ব্বদা ইংরাজদিগকে লইয়া আমোদ উৎসব করিত, অতএব যখন এরূপ মনুষ্য এক-কালীন এতদ্রূপ ঘৃণার্হ ব্যাপারে লিপ্ত হইল, তখন আর এতদ্দেশীয় "এজুকেটেড,, মনুষ্য বর্গের কি বিশ্বাস? এবং "এজুকেসনেই., বা কি লভ্য? এক্ষণে আমি এবিষয়ের উত্তর দি, "এজুকেসন,, কেবল দুই চারিটা ইংরাজী কথা বার্ত্তা বলিতে পারিলেই হয় না, "এজুকেসন,, দ্বারা যথার্থ জ্ঞান এবং ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়াকেই "এজুকেসন,, বলা যায়না, কেননা আমি শত শত হিন্দুস্থানীয়গণকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, যে তাঁহারা "জুনিয়ার সিনিয়ার,, পর্য্যন্ত "এক-জামিন,, পাশ করিয়া প্রতিষ্ঠা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রতি বৎসর ক্রমশঃ বিদ্যা মন্দিরে প্রতিষ্ঠার সহিত পারিতোষিক এবং ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু "এজুকেসনের,, যে যথার্থ গুণ তাহা তাঁহাদিগকে বলামাত্র ও স্পর্শ করে নাই? তাঁহারদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি দেখিলে বোধ হয়, যে ইনি "এজুকেসনের,, দিগেও যান নাই, আমি এবিষয়ের বিশেষ প্রমাণ এবং নাম ধাম পর্য্যন্ত ও দিতে পারি।

(ইহার শেষ পরে হইবে।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্মান পুরঃসর নিবেদন মেতৎ ইতপূর্ব্বে দুইখানি পত্রিকা মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করায় অনুগ্রহ প্রকাশিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে পরম বাধিত আছি এক্ষণে সাংসারিকদিগের ধনোপার্জ্জন বিষয়ে নিম্ন লিখিত কয়েক পঁক্তি গদ্য পদ্য ছন্দে বর্ণন করত মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি বাধিত জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সংশোধন দ্বারা আপনকার মহামান্য প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে অস্মদের উৎসোন্নতি করিবেন।

ধনোপার্জ্জন বিষয়ক।

শৈশবে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া যৌবনকালে স্বীয় আয়াস সাধ্য-যত্নের দ্বারা ন্যায়ার্জ্জিত ধনোপার্জ্জন করা সাংসারিক জনগণের পক্ষে বিধেয় কিন্তু এক্ষণকার নব্য জ্ঞানাভিমানিদিগের মধ্যে অনেকেই সংসারে ঔদাস্য প্রকাশিয়া অর্থকে অনর্থ বোধে উপার্জ্জনে বিরত হইয়া নানা বিধ বক্তব্য করিয়া থাকেন সংসারি হইয়া এমত বিবেচনা উচিত নহে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বেত্তারা কহিয়াছেন যে সকল আশ্রম হইতে গার্হস্থ আশ্রম শ্রেষ্ঠ এই আশ্রমকে আশ্রয় করিতে দেবতারাও ইচ্ছা করেন যে হেতু অন্যান্য আশ্রমিদিগের অন্নদান দ্বারা প্রতিদিন গার্হস্থরাই তৎফল প্রাপ্ত হয়েন এই হেতু সকল আশ্রম হইতে গার্হস্থ আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয় যদিচ জ্ঞানিগণে অর্থকে অনর্থ কহিয়াছেন বস্তু বিচারকালে অর্থ অনর্থই বটে কিন্তু সংসারিজনের পক্ষে অর্থ অনর্থ নহে এবিধায়ে গার্হস্থ আশ্রমিদিগের উপায় হেতুক মহামুনি যাগ্যবল্ক্য বিধান যে ন্যায়েতে ধনোপার্জ্জন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানি নিষ্ঠ হইয়া সদা সত্যবাক্য ব্যবহার ও পিতা মাতার সেবা ও আতিথ্য সৎকার এবং ক্ষুধিতজনে অন্নদানাদি এই সকল সাংসারিকদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম এতাবতকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলেই অর্থের আবশ্যক করে অতএব মহাঋষির ব্যবস্থানুযায়িক যে কোন সৎবৃত্তি অবলম্বন দ্বারাই হউক ধনোপার্জ্জন করিলে হানি নাই বিনাধনে সংসার যাত্রা কোনমতে নির্ব্বাহ হইতে পারেনা দাসত্ব করিলেই যে পাপ হয় এ কদাপি যুক্তি সিদ্ধ নহে ন্যায়পথাবলম্বন করিয়া ধনোপার্জ্জন করা অস্মদাদির কর্ত্তব্য।

পদ্য।

শৈশবে শিখেছ বিদ্যা, জ্ঞানের কারণ।
যৌবন কালেতে ধন, কর উপার্জ্জন॥
তবে ভবে সুখে রবে, সংসারি হইয়া।
বসে রবে পরিবার, আপন ভাবিয়া॥
যদিচ অনর্থ অর্থ, সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ন্যায়ার্জ্জিত ধনে বিধি, অন্যায়তো নয়॥
বিনা ধনে সুখ নাহি, অসার সংসারে।
কর ধন উপার্জ্জন, ন্যায় ব্যাবহারে॥
দাসত্ব করিলে পাপ, কভু নাহি হয়।
ধর্ম্মের যে সুক্ষ্মগতি, মনে যেন রয়॥
প্রভুকার্য্য প্রাণপোনে, কর সমর্পণ।
ন্যায় পথে থাকি ধন কর উপার্জ্জন॥
যাগ্যবল্ক মহাঋষি, দিয়াছেন বিধি।
সংসারির পক্ষে ধন, উপার্জ্জনে বিধি॥
বিনা ধনে নাহি সুখ, অসার সংসারে।
কর ধন উপার্জ্জন, ন্যায় ব্যাবহারে॥
শ্রম সাধ্য মতে ধন, কর উপার্জ্জন।
করোনা পরের মন্দ, ধনের কারণ॥
অপকার করোনাকো, কর উপকার।
দীনজনে দান কর, শক্তি অনুসার॥
চিরদিন সুখে দিন, নাহি হয় ক্ষয়।
গেলে দিন সে দিনের, কথা মাত্র রয়॥
বিনা ধনে সুখ নাই, অসার সংসারে।
কর ধন উপার্জ্জন, ন্যায় ব্যাবহারে॥

সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, সংসারির ধর্ম্ম।
জগদীশে সঁপি মন, কর নিজ কর্ম্ম॥
পিতা মাতা গুরুজনে, কর উপাসনা।
মনেতে সন্তোষ থাক, অনিত্য ভেবনা॥
অতিথি পরম গুরু, আশ্রমি জনার।
সাধ্যমত যত পার, সেবা কর তার॥
বিনা ধনে সুখ নাই, অসার সংসারে॥
কর ধন উপার্জ্জন, ন্যায় ব্যাবহারে॥
দানের উচিত পাত্র, দীনহীন জন॥
আয়ু বুঝে ব্যয় কর, উপার্জ্জিত ধন॥
অধিক সঞ্চয় করা, উপযুক্ত নয়।
বস্তু বিচারেতে অর্থ, অনর্থক হয়॥
দারা পুত্র পরিবার, পালনের হেতু।
দুঃখের সাগরে ধন, হয়েছেন সেতু॥
বিনা ধনে নাহি সুখ, অসার সংসারে।
কর ধন উপার্জ্জন, ন্যায় ব্যাবহারে॥

বাধিত জনস্য
শ্রীচন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যস্য।
প্রেরিত আখেরিগঞ্জ হইতে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৫০ সংখ্যা] সোমবার ১ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৪ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

১ আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

হে পরমপূজ্য পরমাত্মন্!—কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত করি।—তোমার অপার কৃপার প্রভাবে বর্ত্তমান ঘোরতর ভীষ্ম গ্রীষ্মঋতুর অধিকারে এ পর্য্যন্ত সজীব থাকিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, এই নিষ্ঠুর নিদাঘে অসহ্য সূর্য্য-কিরণে সময়ে সময়ে জীবন ধারণের উপায় মাত্রই ছিলনা, কেবল তোমার করুণা-বরুণালয়ের করুণা-জীবন প্রাপ্ত হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি। মধ্যাহ্নকালে মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ডপ্রকাশ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রতপ্ত-প্রতাপে দিক্ সকল দগ্ধ হইতেছে।—বিশ্বপ্রাণ-অনিল অনলস্পর্শে উন্মত্ত হইয়া জলে স্থলে আকাশ-মণ্ডলে প্রাণিপুঞ্জকে অস্থির ও অজ্ঞান করিতেছে!—দেহ নিতান্তই অবশ হইয়াছে, কাহারো বদনে বাক্য সরেনা, আই ঢাই করিয়া শুদ্ধ ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে।—মধ্যে মধ্যে বায়ুগ্রস্ত বায়ু এক একবার আপনার গতিরোধ করিতেছে, তাহাতে শোণিত সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, ভিতরের রস জলরূপে ঘর্ম্মচ্ছলে অনর্গল গল গল করিয়া নির্গত হইতেছে; ভূমিতলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছি, নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণ, যাই যাই ডাক ছাড়িতেছে।—হে নাথ! এমত সময়ে অতিশয় কাতর হইয়া, কখনো মনে মনে, কখনো উচ্চৈঃস্বরে।—"হে রক্ষাকর! রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর" এই বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি, সেই সময়ে তুমি সদয়-ভাবে হৃদয়ধামে উদয় হইয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক আমারদিগ্যে রক্ষা করিয়াছ। তৎক্ষণাৎ হয় সুশীতল সমীরণ সঞ্চার, নয় সুবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সমুদয় সন্তাপ সংহার করিয়াছ, সৃষ্টির রিষ্টি হরিয়াছ।—উপস্থিত গ্রীষ্মে আমরা এইক্ষণে মৃতকল্প হইয়া আবার পরক্ষণেই অমৃত পাইয়া অমরবৎ হইয়াছি।—হে নাথ! ধন্য ধন্য, তুমি জলের সঙ্গে অনল এবং অনলের সঙ্গে জলের সংযোগ রাখিয়া জগতের কি এক অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কল্যাণকর কার্য্য সাধন করিতেছ।

এই নিদাঘে তোমার করুণায় বনে উপবনে গৃহস্থ গৃহে, যেখানে সেখানে তরু ও লতা সকল মুকুলিত হইয়া স্বভাবের কি সুন্দর শোভা প্রকাশ করিতেছে! তাহার সুখদ সুবাসে অবনীর আর আমোদের পরিসীমা নাই।—কি প্রাতে, কি সায়াহ্ন সময়, কি রজনীযোগে, যখন সেই সমস্ত প্রফুল্ল ফুলের আঘ্রাণ গ্রহণ করি, তখন ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদ-জালে আচ্ছন্ন হইতে থাকে।—যৎকালে সমীরণ শীতল স্বভাবে তাহার সুগন্ধ বহন করে, তখন আর গ্রীষ্মের দহন-যাতনা মনে থাকেনা।—আহা! এই সময়ে বনের শোভা মনে করিয়া মনের মধ্যে কি এক বিচিত্র ভাবের আবির্ভাব হইতেছে তাহার বর্ণনা করণে বর্ণ বিবর্ণ হইল।—চারু-তরু এবং চিত্তহারিণী-লতা সকল মানব মানবী-বৎ নট ও নটীর ন্যায় প্রকৃতির নাট্যশালায় অবিকল নাটকের অভিনয় দর্শন করাইতেছে।—তাহারা পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে মিলিত হইয়া প্রেমানন্দচিত্তে প্রেমালাপ পূর্ব্বক যেন কতই হাস্য করিতেছে, বাদ্য করিতেছে, নৃত্য করিতেছে, এবং গান করিতেছে, তাহারদিগের ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে সংগীতের সমুদয় লক্ষণি ঈক্ষণ হইতেছে। মরি মরি, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!—হে নাথ! যেমন স্বামিনী ভামিনী কামিনী অনু-

রাগিণী হইয়া স্বীয় হৃদয়বল্লভ-পতির হৃদয়ে হৃদয় সংযোগ করত তোমার আজ্ঞা পালনার্থ প্রজার উৎপাদনে অনুরতা হয়, সেই সকল পতিব্রতা লতাও সেই প্রকারে তোমার নিয়মানুসারেই নিজ নায়ক-বৃক্ষের বক্ষে বক্ষবিস্তার পূর্ব্বক অভেদ-ভাবে মিলিত হইয়া অতি চমৎকারৰূপে ফলের দ্বারা ফলের সঞ্চার করিতেছে, সেই ফলে তোমার সৃষ্টি প্রবাহ ক্রমশই সমভাবে রক্ষা হইয়া আসিতেছে।—আহা!—সাধু সাধু! তুমি ঐ সমুদয় তরু লতার ফুলে, ফলে, গলিতপত্রে কোটি কোটি জীবের জীবিকা বিধান করিতেছ, এবং এতদ্দ্বারাই যে কত পদার্থ প্ররচনা করিতেছ, কোনোমতেই আমরা তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিবনা।'

এই দুঃসহ দারুণ ঋতুতে তুমি জীবের শিবের জন্য যে সমস্ত উপাদেয় ভোগের সৃষ্টি করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।—সুরসাল সুমধুর অমৃতফল আম্র, কাঁটাল, জাম, খেজুর, নারিকেল, তাল, তরমুজ, শসা, কদলী প্রভৃতি অশেষ প্রকার সুস্বাদু-সুমিষ্ট শুভকর ফল এবং বহু প্রকার মূল, ইহার প্রত্যেক বস্তুর রসাস্বাদন যখন গ্রহণ করি, তখন রসনা সরসে রসিকা হইতে থাকে। উত্তমরূপ আহার দ্বারা ক্ষুধানল যতই শীতল হইতে থাকে, ততই তোমার নিকট কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে থাকি। তুমি এই সময়ে জলকে স্বভাবতঃ এরূপ নির্ম্মল ও প্রিয় করিয়াছ, যে, ঘোরতর তৃষ্ণাকালে অঞ্জলি পূরিয়া উদর ভরিয়া যতই জলপান করি, ততই আর তৃপ্তির সীমা থাকেনা।—পীযূষবৎ প্রিয়বারি পান করিতে করিতে তোমার গুণগান করিতে করিতে তান ধরিতে ধরিতে ভাবে অমনি মোহিত হইয়া যাই।

হে দয়াময়! তোমার দয়ার কথা কি প্রকাশ করিব? তোমার আশ্চর্য্য কার্য্য তাৎপর্য্য এবং কীর্ত্তি কৌশল ব্যাখ্যা করিব এমত সাধ্য আমার কিছুই নাই, তোমার সৃজিত এই গ্রীষ্ম এবং বর্ষা, অভিমান এবং শান্তির ন্যায় হইয়াছে।—যেমন ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মে অবনী দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু বর্ষার সমাগমে বৃষ্টির সৃষ্টি হইলে আর সে দাহ উত্তাপ কিছুই থাকেনা, সমুদয় শীতল হইয়া যায়, সেইরূপ অভিমানরূপ নির্দ্দয় নিদাঘে অহঙ্কার দাহে পুরুষের পুরুষার্থ দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু শান্তি স্বরূপ বর্ষার বারি পতিত হইলে অভিমান গ্রীষ্মের আর আবির্ভাব মাত্রই থাকেনা, তখন যে শীতল, সেই শীতল।—হে নাথ! তুমি মানুষের অভিমান এবং অহঙ্কার সংহার করিয়া জ্ঞান এবং বিবেকতা বিতরণার্থ নিদাঘ এবং বর্ষার সৃষ্টি করিয়াছ, আহা কি দুর্ভাগ্য! আমরা এমন অবোধ ও এমন ভ্রান্ত, যে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিনা, কিছুই দেখিতে পাইনা, অন্ধ হইয়া কেবল নিদ্রিতের ন্যায় অজ্ঞানাবস্থায় কাল হরণ করিতেছি। যখন গ্রীষ্ম প্রচুররূপে প্রবল হইয়া আপনার পরিপূর্ণ প্রাদুর্ভাব প্রকাশ করে, তখন তুমি গগন হইতে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক মেঘনাদ এবং বজ্রনাদচ্ছলে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত কর "ওরে জীব সকল! দেখ্ দেখ্।—যাহারা নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক প্রাণির প্রতি পীড়ন করে, এই প্রকারেই তাহারদিগের সর্ব্ব-গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া থাকে।—অতএব "রে মানবগণ! তোরা দম্ভ, অহঙ্কার, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, এবং ধনমদের মত্ততা এখনিই পরিহার কর, নচেৎ নিস্তার নাই, নিস্তার নাই, যেমন বর্ষা কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর নিদাঘ নিপাত হইতেছে, সেইরূপ জরা এবং মৃত্যুর হস্তে তোদের অভিমানাদি চূর্ণ হইবে" তোমার এই উপদেশ, এই ইঙ্গিত এবং এই কৌশল অনুধাবনে অশক্ত হওয়াতে আমরা নিয়তই অপার দুঃখের সাগরে ভাসমান হইতেছি, অজ্ঞানতা বশত আধি ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ হইতে ক্ষণকালমাত্র মুক্ত হইতে পারিনা।

হে আধি ব্যাধি-বিমোচন সনাতন! তুমি অনুকূল হইয়া আমার দেহকে ব্যাধি হইতে বিমুক্ত করত মানসের সমুদয় রোগ হরণ কর। আমি এই বাহ্য-গ্রীষ্মের তাপে যতদূর পর্য্যন্ত তাপিত না হই, আন্তরিক গ্রীষ্মের উত্তাপে তাহার অপেক্ষা সহস্র অংশে কষ্টভোগ করিয়াথাকি, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক করুণ হইয়া অরুণ মূর্ত্তি ধরুন।—আমার মনের গ্রীষ্ম হরুন।—শান্তি সলিল বর্ষিত হইয়া আমার মনকে একেকালে সুশীতল করুক।

হে করুণাময় শরণাগত-বৎসল! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই করাল-নিদাঘে হিংস্র-জন্তু সকল অহিংসা নামক পরম-ধর্ম্ম ধারণ করিয়াছে। ব্যাঘ্র, ঋক্ষ, অহি প্রভৃতি সকলেই বৈষ্ণব হইয়াছে। খাদ্য খাদকের মধ্যে আর দ্বেষাদ্বেষ ও হিংসা দেখিতে পাইনা। হরির মুখাগ্রেই করী শুণ্ড বিস্তার পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছে। ব্যঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া অহির দশনাগ্রেই নৃত্য করিতেছে, পরস্পর আর কাহারো সহিত কাহারো বৈরভাব দেখা যায়না। মহাবলী কেশরী, বৃহদ্বপু বারণ দারুণতর দুর্ব্বল হইয়া ভূমি-সার করিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, তুমি এই সময়ে পক্ষি এবং পশু পুঞ্জকে অহিংসারূপ মহাধর্ম্ম প্রদান পূর্ব্বক অতি সুকৌশলে মানবমণ্ডলিকে এতদ্রূপ সাধু উপদেশ প্রদান করিতেছ "রে মনুষ্য! তোরা সকলে এই সমস্ত ইতরপ্রাণির বর্ত্তমান আচরণ দর্শন কর, দর্শন কর, ইহারদিগের এই ব্যবহার পরীক্ষা পুরঃসর স্বজাতি মধ্যে পরস্পর দ্বেষ, হিংসা, অভিমান, ক্রোধ এবং অহংস্কারাদি পরিহার কর, পরিহার কর। ওরে মহাপ্রাণি নামের মহাধর্ম্ম ধারণ কর, ধারণ কর্।"

হে নাথ! কি অসৌভাগ্য! কি পরিতাপ! আমরা এ পর্য্যন্ত একটিবারো তোমার এই করুণামণ্ডিত সুধাময় সদভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলামনা। ইতর প্রাণির অপেক্ষাও ইতর হইয়া অতি ঘৃণিত ব্যবহারে কালাতিপাত করিতেছি।

হে ভক্তাধীন ভগবন্! আমি কি বাক্যে তোমার গুণগান করিব? এবং কি উপায়ে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? তুমি আমাকে কত কত গুরুতর ভয়ঙ্কর প্রাণান্তকর-রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ। আমি তোমার নিয়ম এবং আজ্ঞা-লঙ্ঘন জনিত-পাপাচারে স্বকীয় কর্ম্মদোষে সাংঘাতিক রোগ ভোগ করত যতই ত্রাহি ত্রাহি পাহি পাহি শব্দে সকাতরে তোমার নাম উচ্চারণ ও মরণ হরণ চরণ স্মরণ করিয়াছি, শরণ লইয়াছি, ততই তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক রোগ তাপ হরণ করিয়াছ। তোমার পরিপূর্ণ করুণা এবং শরণাগতবাৎসল্য ব্যতীত কখনই আমি এতদিন সজীব থাকিয়া এই বিচিত্র-বিনোদ বিশ্ব-বিপিনে বিচরণ পূর্ব্বক তোমার পরম প্রসাদ লাভ করিতে পারিতামনা। অপিচ যে প্রকার অভাবনীয় অচিন্তনীয় মানস-পীড়ায় পীড়িত হইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এবম্প্রকার স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ সহকারে সময় সময়ণ করিব এমত আশা ভরসা কিছুই ছিলনা। হে সর্ব্বান্তর্যামি সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্বজ্ঞ অন্তরাত্মন্! তুমি সেই সমুদয় প্রত্যেক বিষয়ের সাক্ষি রহিয়াছ, সকলি দেখিয়াছ ও সকলি দেখিতেছ, আমরা মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি আমারদিগের মর্ম্মজ্ঞ, এবং যাঁহারা আমারদিগে অকারণে বিনা-দোষে আন্তরিক বেদনা প্রদান করিয়াছেন ও অদ্যাপিও করিতেছেন, তুমি তাঁহারদিগেরো অন্তরজ্ঞ। তোমার অবিদিত, তোমার অগোচর কিছুই নাই। আমরা কোনো অপরাধ করিনাই, কোনো দুষ্কর্ম্ম করিনাই, কাহারো অপমান করিনাই, কাহারো উপর অহঙ্কার প্রকাশ করি নাই, দ্বেষ করিনাই, হিংসা করিনাই, পরশ্ব হরিনাই, পরের মর্য্যাদা হরিনাই, বিবাদ করিনাই, কলহ করিনাই, কিছুই করিনাই, হে নাথ! কিছুই করিনাই। আমরা নিরপরাধি, নির্দ্দোষি, দুর্ব্বল, যাঁহারা অন্যায় পূর্ব্বক, অবিচার পূর্ব্বক, ছল পূর্ব্বক অনর্থক দ্বেষ করিয়া আমারদিগে অপরাধি বলিয়াছেন, দোষি বলিয়াছেন, পতিত বলিয়াছেন, ঘৃণা করিয়াছেন, অপমান করিয়াছেন, কটু কহিয়াছেন, অনিষ্টকর অহিত কর্ম্ম সকলি করিয়াছেন, এখনো করিতেছেন। করুন, করুন। তুমি আমারদিগের পক্ষে করুণ হইলে আমরা আর কোনো বিষয়েরি ভাবনা রাখিনা। তাঁহারা কোনোমতেই আর আমারদিগে মানসপাড়ায় পীড়িত করিতে পারিবেননা।

হে বাঞ্ছাফলপ্রদ দীননাথ! আমরা দারুণতর দুর্ব্বল হইয়া কাহাকে কিছুই বলি নাই। যখন নিতান্ত কাতর ও অধৈর্য্য হইয়াছি, তখন গোপনে বসিয়া মনের দুঃখে চক্ষের জল বক্ষের উপর নিক্ষেপ করত কেবল তোমাকেই ডাকিয়াছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারদিগের সকল দুঃখ হরণ করিয়াছ, আমারদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আশার অতীত অপর্য্যাপ্ত সুখ বিতরণ করিয়াছ।—আপদ বিপদ সমুদয় হরিয়াছ।—হে লজ্জারক্ষক! তুমি সকল লজ্জাই রক্ষা করিয়াছ। যাহারা লজ্জা সজ্জা কখনই ধারণ করে নাই, তাহারাও অনর্থক অশেষবিধ অভিমান দ্বারা অস্মদাদিকে লজ্জা প্রদানের চেষ্টায় ত্রুটি করে নাই, কিন্তু সাধু সাধু।—তোমার অনুকম্পায় এক দিবসের নিমিত্তও আমারদিগের মুখ নত হয় নাই। যেহেতু তুমি দীন দুঃখি ও দুর্ব্বল দেখিয়া ক্রমশই মুখ উজ্জ্বল করিতেছ।—তুমি ভক্তাধীন ভক্তের ভগবান, ভক্তির ধন, তুমিই দুর্ব্বলের বল, দীনের দিনদাতা, ভীতের ভয়ত্রাতা, তুমি প্রপন্নপাতা ধাতা।—কেবল তোমার করুণারলেই আমরা বলি হইতেছি, মান পাইতেছি, মর্য্যাদা পাইতেছি, সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব প্রকার লোকের প্রেম, অনুগ্রহ, স্নেহ, সদ্ভাব ও সুসম্ভাষণাদি প্রাপ্ত হইতেছি।—আহা ধন্য ধন্য! মনুষ্য কুবের তুল্য ধনি হউন, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হউন, স্বর্গের স্বামি দেবরাজ হউন, মহাবল পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় বীরপুরুষ হউন।—কিন্তু তিনি অভিমান, অহঙ্কার, ক্রোধ এবং হিংসা প্রভৃতির অধীন হইয়া ন্যায়াতীত কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হইলে তুমি কখনই তাহা সহ্য করনা। তুমি দর্পহারি হইয়া অচিরাৎ তাঁহার সকল দর্প চূর্ণ কর। তাঁহাকে স্বর্গস্বরূপ উচ্চগৌরবের সোপান হইতে একেকালে রসাতলে পতিত কর। আর যে ব্যক্তি যৎসামান্য, অগণ্য, অতি দীন হীন ক্ষীণ।—সে ব্যক্তি যদি দম্ভাদি অহঙ্কারশূন্য হইয়া সৌজন্য এবং শীলতাগুণ ধারণ করে, তুমি অনুকূল হইয়া তাহাকে পর্ব্বত তুল্য উচ্চ কর। তাহার গৌরব পুষ্পের সৌরভে দিগ্ সকল আমোদিত কর। তাহাকে তুমি সর্ব্ব প্রকারেই চরিতার্থ কর। সে পীপিলিকা হইতে ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহদ্বপু বারণের মত্ততা বারণ করে।

হে নাথ! তুমি বোধের সঞ্চার পূর্ব্বক ক্রোধকে সংহার কর। যদিস্যাৎ বৈরাগ্য বৈদ্যরূপে আমার বপুবাসে বিরাজ করে, তবে আর কোনোরূপ রোগ থাকেনা, শোক থাকেনা, কিছুই থাকেনা, তবে

আমি আর কোনো বৈদ্যের অপেক্ষা রাখিনা, মহাবৈদ্যকেও ভয় করিনা। যদিস্যাৎ বিবেক যথার্থ অন্তরঙ্গ-ভাবে কায়স্থ হন, তবে আর আমি কোনো কায়স্থ রিপুর আশঙ্কা রাখিনা।—যদিস্যাৎ প্রবোধ ব্রাহ্মণরূপে আমার পুরোহিত হইয়া মানসমন্দিরে আত্মদেবের পৌরহিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তবে আর আমার স্বধর্ম্ম যাজনার কোনো ভাবনাই থাকেনা, তাহা হইলে আমি অনায়াসেই হরি হরি বলিয়া জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিব, অথচ এই জগতে বিষহরির ন্যায় হরি অরির দর্প হরিব।

হে করুণাময়! তুমি আমারদিগের ঘোর বিপক্ষ প্রবল শত্রুসমূহের প্রতি করুণা কর, বিশ্ব-নিন্দক কুৎসাকারি ক্রূর, যাঁহারা স্বভাবদোষে মিথ্যারূপ পরীবাদ রটনা দ্বারা আমারদিগের সুরাগ, সুখ্যাতি এবং সুনাম রত্ন হরণ পূর্ব্বক হীনত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তুমি তাঁহারদিগের প্রতিও সদয় হইয়া মঙ্গল বিধান কর, অস্মদাদির অন্তঃকরণে কখনই যেন এমন ভাবের আবির্ভাব না হয়, যে বিপক্ষ, শত্রু, নিন্দকদিগের অনিষ্ট হউক।—তাঁহারা বলের দ্বারা যতই কথা বলিতে পারেন, বলুন, বলুন। ছলে যতই ছলিতে পারেন, ছলুন, ছলুন। রাগানলে যতই জ্বলিতে পারেন, জ্বলুন জ্বলুন। যে দিগে টলিতে হয়, ঢলিতে হয়: টলুন টলুন। ঢলুন ঢলুন।—যে পথে চলিতে হয় চলুন চলুন। নিন্দাবাদ যতই করিতে পারেন, করুন করুন। দ্বেষভাব যতই ধরিতে পারেন, ধরুন ধরুন। আমারদিগের সুনাম যতই হরিতে পারেন; হরুন, হরুন। ক্রোধক্ষেত্রে যতই চরিতে পারেন, চরুন, চরুন চরুন।—আমরা ব্যবহার ও বিনিময় ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবেই তাঁহারদিগের নিকট পরাভব, কারণ তদনুরূপ বিষয় বিভব সম্ভব মাত্রই নাই।—হে পতিতপাবন! আমরা যখন পতিত আছি তখন আর ক্ষণমাত্রই পতনের ভয় করিনা, যাহারা উচ্চ হইয়াছেন, তাঁহারাই পতিত হইতেছেন।—হে নাথ! আমাতে যে সকল দোষ, অপরাধ, ও নিন্দার কার্য্য আছে, তৎসমুদয় কেবল তুমিই জান এবং আমিও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানি। সংপূর্ণ জানিনা, কেননা,ভ্রান্ত, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, তাহা জানিতে পারিলে কখনই অন্যায় কর্ম্মে অনুরত হইতামনা। তোমার ইচ্ছায় অথবা ভাগ্যফলে যখন যেরূপ প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হই তখন সেইরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।—সে যাহাহউক। আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে যে সকল বৃত্তির উদ্ভব হইতেছে দ্বেষকারি নিন্দকেরা তাহার কিছুই অবগত না হইয়া শুদ্ধ মিথ্যাবাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক জনসমাজে হাস্যাস্পদের আস্পদ হইতেছেন, ইহাই পরমাক্ষেপের বিষয়।

সংগীত।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল কাওয়ালি।

যেন হেন বিপদ্ হয়।
ভব-বিপদভঞ্জন-ভব, দীনদয়াময়॥
যেন হেন বিপদ্ হয়।
যে বিপদে তব পদে, মন বাঁধা রয়॥
বিপদে বেষ্টিত থাকি, তথাচ না ভয় রাখি,
শুধু মাত্র মুখে ডাকি, জয় শিব জয়॥
যে হই, সে, হই ইহ, নাহি করি হই হই,
যথা রই, তথা লই, রাঙা-পদাশ্রয়॥
শিব শিব শিবধাম, হরে হরে রাম রাম,
রসনায় অবিশ্রাম, এই নাম লয়॥
দ্বেষভাবে শত্রুগণ, করুক যে, আচরণ,
কেবল হইবে মন, তোমাতেই লয়॥
যে রূপ স্বভাব যার, করুক সে ব্যবহার,
সদা সাধে স্বেচ্ছাচার, নর সমুদয়॥
দেখি যত শত শত, রিপুরাগে অনুরত,
অবিরত ইচ্ছামত, কত কথা কয়॥
যার যত আছে বল, যার যত আছে ছল,
বলুক ছলুক তারা, হোয়ে ছলময়॥
আর না ছাড়িব গলা, বল করি নাহি বলা,
ছল করি আর ছলা, উচিত ত নয়॥
মাটির মানুষ যেই, মাটি নাহি চায় সেই,
খাটি মনে করে যেই, ত্রিভুবন জয়॥

শ্রীপদ সম্পদ যার, বিপদ কোথায় তার,
বনে গিয়ে স্বর্গভোগে, ধর্ম্মের তনয়॥
যে পায় সম্পদ পদ, সে ভাবেনা তব পদ,
পদের মদের ঝোঁকে, মত্ত অতিশয়॥
গতি যার তব পদে, সুখ তার পদে পদে,
পদের মদেতে আর, মত্ত নাহি রয়॥
বিশেষ কি কব আর, হায় কিবা ভাগ্য তার,
বোধরূপে তুমি যার, হৃদয়ে উদয়॥
আনন্দ-কাননে চরে, ক্ষমা শান্তি-গুণ ধরে,
সে কি আর কভু করে, জগতের ভয়॥
কোটি কোটি জগতেরে, তৃণবৎ সদা হেরে,
কি ভয় কি ভয় সে যে, স্বভাবে অভয়॥
কুল, শীল, গৃহ দ্বার, কুটুম্বাদি পরিবার,
রাখিতে না চাহি আর, কোনো পরিচয়॥
দূরে যাক্ বলাবলি, ঘুচে যাক্ দলাদলি,
একেবারে উঠে যাক্, দলের বিষয়॥
অলি যথা দলে দলে, এ দলে, ও দলে, দলে,
সেইরূপ দলে দলে, নর সমুদয়॥
যত যত দল আছে, যাবনা তাদের কাছে,
উঠিয়া সহস্র দলে, লইব আশ্রয়॥
এদিগে হয়েছে শেষ, যেতে হবে নিজ দেশ,
আর নহে দ্বেষাদ্বেষ, ভাল এ সময়॥
হোয়ে গেল, যা, হবার, উপায়-ত নাহি তার,
এখন করেছি সার, রাঙাপদ দ্বয়॥
দীনে দয়া দান কর, ত্রাণ কর ত্রাণকর,
আর যেন নাহি হয়, ভ্রমের উদয়॥
রাগে আর কাজ নাই, অনুরাগ শুধু চাই,
চরমে কেবলি পাই, পরম প্রণয়॥
ওহে তাত প্রণিপাত, করিয়া কটাক্ষপাত,
পাপের প্রপঞ্চ ঘরে, নাশ কর ছয়॥

পদ্য।

জগতের পতি তুমি, কৃপার নিলয়।
জগতের অকুশল, যেন নাহি হয়॥
দ্বেষি, খল, নিন্দাকারি, যে সব পুমাণ।
তাদের কল্যাণ তুমি, কর সুবিধান॥
যে ভাব উদয় হয়, হৃদয়ে আমার।
সে সকল, অবিদিত, নহে-ত তোমার॥
যখন যে কর্ম্ম করি, সাক্ষি তুমি তার।
তোমা বিনা বল তাহা, কে জানিবে আর!॥
মন ছাড়া কিছু নয়, মনে ভাব ধরি।
পাপ করি, পুণ্য করি, যা, করি, তা করি॥
ক্ষণে ক্ষণে যত ভাব, মনেতে সঞ্চার।
তোমা বই, অন্যে তাহা, কে জানিবে আর!॥
তুমি হে মনের মন, তুমি সর্ব্বময়।
ভিতর বাহির নাথ, তোমা ছাড়া নয়॥
যে কিছু বিষয় আছে, আমার অন্তরে।
জগতে কেমন্ কোরে, জানিবে, তা, পরে!॥
তবে কেন দ্বেষ ভাবে, লোকে দোষ গায়!।
মিছামিছি নিন্দা করি, কুরব রটায়॥
আমার, যে, আচরণ, আমাতেই আছে।
তোমা বিনে সবিশেষ, বলি কার কাছে!॥
যারা করে দ্বেষ, নিন্দা, কটু কথা কয়।
তাদের চরিত্র তুমি, জান সমুদয়॥

ক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তা
উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মহম্মদ
বত খাঁর যে স্বত্ব ও অধিকার ও
র্ক আছে তাহা উপরে লিখিত
ল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রী
হইবেক।

২৬ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
নের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক
ও বন্দ নিষ্কর ভূমি অনুমান
তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউ
বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহা
মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত
সামী মহম্মদ মহবত খাঁর যে স্বত্ব
অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা
পরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়
নুসারে বিক্রীত হইবেক।

২৭ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
নের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক
ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩/ তিন
া তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী
ক তাহা চক নামে বিখ্যাত তাহা
ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর
র্ব্বোক্ত আসামী মহম্মদ মহবত
ঁ যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক
ছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও
ন ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হই
ক।

২৮ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
নের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক
ও বন্দ ধান্যভূমি অনুমান ৩/
ন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা
শী হউক তাহা দোবাল নামে বি
ত তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও
াহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মহ
ম মহবত খাঁর যে স্বত্ব ও অধিকার
সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত
াল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রী
হইবেক।

২৯ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
নের অন্তঃপাতি খাপী পাহাড়
মক মাঠের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত
এক খণ্ড ও বন্দ ধান্যভূমি অনু
ন ৩/ তিন বিঘা তাহা কিছু কমী
হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তা
হার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত
আসামী মহম্মদ মহবত খাঁর যে স্বত্ব
ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা
উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়
মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩০ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
জিলা ও পরগণার কামালপুর নাম
ক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে
এক খণ্ড ও বন্দ আয়মা ভূমি অনু
মান ৭/ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী
হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তা
হার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত
তাসামী মহম্মদ মহবত খাঁর যে স্বত্ব
ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা
উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়
মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩১ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
জিলা পরগণার পুকুরমারী নামক
স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে
এক খণ্ড ও বন্দ আয়মা ভূমি অনু
মান ৩/ তিন বিঘা তাহা কিছু কমী
হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তা
হার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত
আসামী মহম্মদ মহবত খাঁর যে স্বত্ব
ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা
উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়
মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩২ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
জিলা ও পরগণার চন্দ্রপুর নামক
স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে
এক মহাপ্রসিদ্ধ দেবোত্তর ভূমি অনু
মান ৭/ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী
হউক বা বেশী হউক তাহা গোরা চাঁদ
রায়ের ঠিকা যোত বিলি আছে
তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার
উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মহম্মদ মহ
বত খাঁর যে স্বত্ব ও অধিকার ও স
ম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত
কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রী
ত হইবেক।

৩৩ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
জিলা ও পরগণার চন্দ্রপুর গ্রামের
শামিল ও তন্মধ্যস্থিত আয়মা চক না
মক যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমিঅনুমা
ন ২০/ কুড়ি বিঘা তাহা গোরাচাঁদ
রায়ের জোতে আছে তাহা কিছু
কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে
ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূ
র্ব্বোক্ত আসামী মহম্মদ মহবত খাঁর
যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে
তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান
ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩৪ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
জিলা ও পরগণা বাজিদপুরের শা
মিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও
বন্দ নিষ্কর ভূমি অনুমান ২/ দুই
বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী
হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও
তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী
মহম্মদ মহবত খাঁর যে স্বত্ব ও অধি
কার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে
লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসা
রে বিক্রীত হইবেক।

৩৫ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্য
স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি
অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু
কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে
ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূ
র্ব্বোক্ত আসামী মহম্মদ মহবত খাঁর
যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে
তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান
ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩৬ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত
জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্য
স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ জমাই
জমী অনুমান ২১/ একুশ বিঘা
তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউ
ক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহা
র উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মহম্মদ
মহবত খাঁর যে স্বত্ব ও অধিকার ও
সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত
কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রী
ত হইবেক।

৩৭ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্য স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ আয়মা ভূমি অনুমান ৩০৲ ত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পর্ব্বোক্ত আসামী মহম্মদ মহবত খাঁর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাঁল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
৭ মার্চ্চ ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত।	..... ১৲
আশুবোধ ব্যাকরণ	.... ॥৹
শুকেতিহাস	.... ॥৹
চিত্তবিলাসিনী	.... ।৹
সীতাবিলাপ লহরি	॥৹

সংবাদপ্রভাকর

১৮চৈত্র শকাব্দাঃ ১৭৭৮। দানিশাব্দাঃ ১০৮

গত রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘণ্টার

সময়ে চানকের সিপাহিদিগের মধ্যে যে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তন্নিকটস্থ প্রজারা অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইয়াছে। আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরল বাহাদুর পচিমেণ্ট ও চরবি সংযুক্ত টোটা ব্যবহার করিবার অনুমতি দিবায় সিপাহিরা সংপূর্ণরূপে বিরোধি হইয়াছিল, আমরা তদ্বিবরণ পূর্ব্বেই প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে। গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহারদিগের মতামত বিবেচনা না করিয়া, ছলে, বলে, কৌশলে, যে কোন প্রকারে হউক উক্ত টোটা ব্যবহার করাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, কয়েক দিবস হইল হাওলদার প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান প্রধান লোককে কৌশলে ডা[illegible] কেল্লায় আটক রাখিয়াছেন, তৎপরে সিপাহিদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অভীষ্টসিদ্ধ করিবেন এমত মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শুভকর না হইয়া মহা অনিষ্টকর ঘটিয়া উঠিল, উক্ত দিবস ষ্টিমরে কত কগুলি গোরা চানকে পঁহুছিয়া সার জন সাহেবের সহিত তথাকার ছোট বারুদখানার চাবি বন্দ করিতে গমন করায়, প্রহরি সিপাহি মধ্যে এক জন গুরুতররূপে আপত্তি করে, সার জন সাহেব তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্বয়ং চাবি বন্দ করিতে যাওয়ায় উক্ত সিপাহি বন্দুক দ্বারা তাঁহার ঘোড়াকে হত করিয়া পরে সাহেবের হস্ত কাটিয়া ফেলে। এই ব্যবধান কালে মধ্যে সার জন সাহেব যে পিস্তল প্র[illegible] ত করেন তদ্দ্বারা সিপাহি কিছুমা[illegible] আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, পরে আ[illegible] জুটেণ্ট প্রভৃতি কয়েকজন আফি[illegible] আসিয়া ধৃত করিতে চেষ্টা করি[illegible] সে বন্দুক দ্বারা আপন প্রাণ নাশে[illegible] উদ্যোগ করে, কিন্তু তাহাতে কৃ[illegible] কার্য্য হইতে পারে নাই, গুলি বগ[illegible] র নিকট দিয়া নির্গত হওয়াতে আঘা[illegible] তিমাত্র হইয়াছে। ঐ রাত্রে ১২ শ[illegible] গোরা, কয়েকটা কামান এবং যুদ্ধ[illegible] র অপরাপর সামগ্রী সকল চানকে[illegible] প্রেরিত হইয়াছে, বহরমপুর হইতে[illegible] ১৯ গণিত সিপাহিরা চানকে আসি[illegible] তেছে, যদ্যপি তাহারা অদ্য পঁহুছে[illegible] তবে নিশ্চয় যুদ্ধ হইবেক। যাহা হ[illegible] অবগত হইয়া পরে প্রকাশ করিব।

লাহোরের অন্তঃপাতি রুরকীর মৃত্তি[illegible] ৭৩ ফিট লম্বা ও ৮ ফিট প্রশস্ত একখা[illegible] ষ্টিমর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার যন্ত্রো[illegible] শ অশ্বের তুল্য শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে[illegible] ঐ ষ্টিমর রুরকীর খালে গমন করিবে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতী[illegible] প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার [illegible] পাতি হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্র[illegible] ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। [illegible] ম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসি[illegible] পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সম[illegible] মাসিক পত্র ॥০ আনা, অগ্রিম ৬ টা[illegible] মাত্র।

Printed and published by HURRINARAIN Doss, at the *Probhakur Press* for the Proprietor

৩৭ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্য স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ আয়মা ভূমি অনুমান ৩০৲ ত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পর্ব্বোক্ত আসামী মহম্মদ মহবত খাঁর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা। ৭ মার্চ্চ ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত।	.....১৲
আশুবোধ ব্যাকরণ	.... ॥০
শুকেতিহাস	.... ॥০
চিত্তবিলাসিনী	.... ।০
সীতাবিলাপ লহরি	॥০

সংবাদপ্রভাকর

১৮চৈত্র শকাব্দাঃ ১৭৭৮। ৺নিশাকাঃ ১০৮

গত রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘণ্টার সময়ে চাণকের সিপাহিদিগের মধ্যে যে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তন্নিকটস্থ প্রজারা অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইয়াছে। আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরল বাহাদুর পচিমেণ্ট ও চরবি সংযুক্ত টোটা ব্যবহার করিবার অনুমতি দিবায় সিপাহিরা সংপূর্ণরূপে বিরোধি হইয়াছিল, আমরা তদ্বিবরণ পূর্ব্বেই প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে। গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহারদিগের মতামত বিবেচনা না করিয়া, ছলে, বলে, কৌশলে, যে কোন প্রকারে হউক উক্ত টোটা ব্যবহার করাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, কয়েক দিবস হইল হাওলদার প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান প্রধান লোককে কৌশলে ডাকাইয়া কেল্লায় আটক রাখিয়াছেন, তৎপরে সিপাহিদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অভীষ্টসিদ্ধ করিবেন এমত মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শুভকর না হইয়া মহা অনিষ্টকর ঘটিয়া উঠিল, উক্ত দিবস ষ্টিমরে কত কগুলি গোরা চানকে পঁহুছিয়া সার জন সাহেবের সহিত তথাকার ছোট বারুদখানার চাবি বন্দু করিতে গমন করায়, প্রহরি সিপাহি মধ্যে এক জন গুরুতররূপে আপত্তি করে, সার জন সাহেব তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্বয়ং চাবি বন্দ করিতে যাওয়ায় উক্ত সিপাহি বন্দুক দ্বারা তাঁহার ঘোড়াকে হত করিয়া পরে সাহেবের হস্ত কাটিয়া ফেলে। এই ব্যবধান কালে মধ্যে সারজন সাহেব যে পিস্তল প্র ত করেন তদ্দ্বারা সিপাহি কিছুমা আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, পরে আ জুটেণ্ট প্রভৃতি কয়েকজন আফিস আসিয়া ধৃত করিতে চেষ্টা করি সে বন্দুক দ্বারা আপন প্রাণ নাশে উদ্যোগ করে, কিন্তু তাহাতে কৃ কার্য্য হইতে পারে নাই, গুলি বগ র নিকট দিয়া নির্গত হওয়াতে আঘ তিমাত্র হইয়াছে। ঐ রাত্রে ১২ শ গোরা, কয়েকটা কামান এবং যু র অপরাপর সামগ্রী সকল চাণকে প্রেরিত হইয়াছে, বহরমপুর হইতে ১৯ গণিত সিপাহিরা চানকে আসি তেছে, যদ্যপি তাহারা অদ্য পঁহুছে তবে নিশ্চয় যুদ্ধ হইবেক। যাহা হয় অবগত হইয়া পরে প্রকাশ করিব।

লাহোরের অন্তঃপাতি রুরকীর মৃত্তিকা ৭৩ ফিট লম্বা ও ৮ ফিট প্রশস্ত একখানি ষ্টিমর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার যন্ত্রে দা শ অশ্বের তুল্য শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে ঐ ষ্টিমর রুরকীর খালে গমন করিবেক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতী প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অ পাতি হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রে ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অ ম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসি পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সক মাসিক পত্র ॥০ আনা, অগ্রিম ৬ টা মাত্র।

Printed and published by HURRINARAIN Doss, at the *Probhakur Press* for the Proprietor

সংবাদ প্রভাকর

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৫১ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৫ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

ইকুইটি পক্ষ।

যে মোকদ্দমায় উইলিয়ম পেন ফোল্ড এবং তাহার স্ত্রী জে, সি, মেরিএম।

বাদীগণ।

জন বুলুমফিল্ড রিচার্ডসন

প্রতিবাদী। আদি দাবি।

এবং

উইলিয়ম পেন ফৌল্ড এবং তাহার স্ত্রী জেসি মেরিএম।

বাদীগণ।

মৃত জন বুলুম ফিল্ড রিচার্ডসনের শেষ উইল প্রমাণে উত্তরাধিকারিণী মেরি, যিনি মেকিউ নামে বিখ্যাতা।

প্রতিবাদিনী।

পুনরুত্থাপনের অনুমতি অনুসারে।

এই সকল মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত তিপান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১২ আপ্রিল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত উইলিয়ম সারপমোল্ড, যিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ার অন্তঃপাতি টেনাসেরিয়ম রাজ্যের অন্তর্গত মোলমেন নামক স্থানে বাস করিতেন, তিনি জাহাজ নির্ম্মাণকারী ছিলেন এবং এক হাজার আট শত পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজন এবং উত্তরাধিকারি প্রভৃতিদিগকে এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা আগামি ৮ জুলাই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা ও উইল সংজ্ঞক সম্পত্তি ও বৃত্তি সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ,মেক্‌ফার্সন
মাষ্টর।

REMFRY &. ROGERS.
Plaintiff's Solicitors.
রেমফ্রি এণ্ড রজার্স।
বাদিপক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৮ জুন ১৮৫৮।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য

নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি পরগণা ওকরার শামিল শান্তিপুর নামক স্থানে ৩৮ আটত্রিশ মৌজায় বিভক্ত যে এক তালুক আছে এবং তাহার সঙ্গে যে একটা ইষ্টকনির্ম্মিত দুইতালা কাছারি বাটী আছে, এবংযাহারগবর্ণমেণ্টবাৎসরিক রাজস্ব ১০,০৯৫ টাকা সেই তালুকের মধ্যে চারি আনা, আটগণ্ডা তিন কড়া এবং পাঁচতিল অংশক্রমে উল্লেখিত আসামী উমেশচন্দ্র রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত অসম্পন্ন দুই তালা বসতি বাটী আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.
জে, এইচ, ফারগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২ জুন ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায় তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাঁহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চার্‌লস জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতি থানা নাছির নগরের শামিল মদীয় জমীদারী পরগণে সরাইন হিস্যা ৬১২ গণ্ডা কোম্পাস দ্বারা জরিব করাণ মনস্থ হইয়া গত পৌষ মাসে ৭ ব্যক্তি কোম্পাস আমীন নিযুক্ত হওনানন্তর একালতক জরিপি কার্য্য চালাইয়া দুষ্ক্রিয়া ও অবিস্বস্থতা হেতুক পদচ্যুতের যোগ্য হইয়াছে একারণ এই রিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে, যে উক্ত মত জরিপ করণে পারগ ব্যক্তিরা শতকরা দুই টাকা হারে ঠিকা জরিপ করণে কেহ সম্মত থাকে মেয়াদ ১ মাস মধ্যে আপনাপন প্রশংসা পত্র সম্বলিত দরখাস্ত প্রেরণ করে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় থাকবন্তী মহুকুমায় উক্ত কার্য্য সম্পাদন না করিয়াছে কি উপরোক্ত খ্যাতাপন্ন কি কোনো এক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা প্রদানান্তর কোম্পাস জরিপি কার্য্যে বুৎপন্ন থাকার প্রশংসা পত্র না পাইয়াছে তাহাকে মনোনীত করা যাইবেক না ইতি।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲

রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷০

সংবাদপ্রভাকর

২ আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিগত ইংরাজি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন দিবসাবধি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন তারিখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করেন, আমরা সেই অবধি যে প্রকার সাবধান এবং বিহিত বিবেচনাসহকারে মানের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, তাহা গুণগ্রাহক পাঠক মহাশয়েরা বিশেষরূপে অবগত আছেন, এক্ষণে ছাপাখানার স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গেল।

আমরা কখনোই রাজেশ্বরের বিপক্ষে লেখনী চালনা করিনাই, ইহাতে ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকা নাথাকা আমাদিগের পক্ষে সমান, তবে কি না গত বৎসর আমরা অত্যন্ত শঙ্কোচিত হইয়া সম্পাদকীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতাম, এক্ষণে সুখের মধ্যে এইযে আর তত ভাবিতে হইবেক না।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ছাপারাস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, তাজপুরের দারোগার হত্যাকারিদিগকে ধৃত করণার্থ, এক দল শীক সেনা প্রেরিত হয়, হত্যাকারিরা, তাহাদিগের আগমন সংবাদ প্রাপ্তে গঙ্গরা পার হইয়া পলায়ন করিয়াছে। কুমারসিংহের অনুজ, বিদ্রোহি অমরসিংহের অধীন সেনারা গত ৪ তারিখে, জেমালন নামক স্থানে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গাজিপুরের অন্তঃপাতি গমনার নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছে। সংপ্রতি ত্রিহুত পাটনা এবং বেহার প্রদেশে বিদ্রোহানল কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে।

কামরূপস্থ ব্রিটিস রেজিমেণ্ট সেনারা ফরিদপুরে অবস্থিতি করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

গত শনিবারের শেষ।

ইংরাজী পড়িলেই "এজুকেসন,, হয়না "এজুকেসন,, দ্বারা বুদ্ধি এবং মন নির্ম্মল, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, সদসদ্ বিচার আচার সৌজন্যতা নম্রতা শীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ বর্ত্তিলে তবে "এজুকেসন,, বলা যায়, অতএব এতদ্রূপ মনুষ্য হিন্দুস্থানী মধ্যে কটা কে দেখিয়াছেন? বাস্তবিক এ বিষয়ে শিক্ষারও অনেক দোষ আছে, কারণ বিদ্যা মন্দিরে কেবল ভাষা শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সুশাসন এবং সদুপদেশ কিছু মাত্র হয়না, যাহাহউক, সে কথান্তর, এক্ষণে এই বক্তব্য, যে হিন্দুস্থানী শত শত সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত মধ্যেও যথার্থ "এজুকেটেড,, দুই একটী পাওয়া ভার, তাহাদের "প্রজুডিস,, এপর্য্যন্ত এতদূর বলবর্ত্তি যে "এজুকেসন, নিকটে ও যাইতে অসমর্থ তাহারা "অর্থডকস" কথার বিনিময়ে অস্মদ্দেশীয় সুশিক্ষিতগণকে ব্যঙ্গচ্ছলে "এন্‌লাইটেণ্ড,, বলিয়া বাক্য ব্যয় করে, যেমন ইংরাজেরা আমারদিগকে শ্লেষ করিয়া ইয়ং বেঙ্গাল,, বলিয়া থাকেন, অতএব হিন্দুস্থানিগণকে ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ হইলেও এ পর্য্যন্ত কদাপি "এজুকেটেড,, বলা যায়না, অতএব একপ্, ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞগণের মূর্খতা দোষে বিদ্রোহিতার মতিচ্ছন্ন হওয়া বিচিত্র কি? আবার তাহাতে নানা বেটা নানা পাপের পাপী, ঘোর নারকী,, একে পশ্চিমে, তাহাতে আবার মারহাট্টা, সুতরাং তাহার দুই চারিটা ইংরাজী কথা শেখাতে সে সুশিক্ষিত হইতে পারেনা, এবং শিক্ষিত হইলেও তাঁর কুকর্ম্মে ভারতবর্ষীয় সমস্ত সুশিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত হইতে পারেনা? অতএব শিক্ষাদানের শৈথিল্যতা করা কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে, বরং বর্ত্তমানাপেক্ষা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদেশে বিশেষতঃ অসভ্য দেশে সমধিক শিক্ষা দেওয়া সুকর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা জ্ঞানান্ধগণের জ্ঞান জ্যোতিঃদ্বারা বোধ নেত্রোন্মিলন হইতে পারে, কিন্তু আর একটী কথাও না বলিলে নয়, অর্থাৎ শিক্ষাপ্রণালী কিঞ্চিৎ শোধন কর্ত্তব্য, এবং রীতি নীতি ধর্ম্ম চরিত্র বিষয়ে বিশেষ সুশাসনএবং সদুপদেশ চাই

তবে কি 'বাইবেল' প্রচার করা চাই
তাহা নয়? তাহা নয়?।
ইহার শেষ পরে হইবে।
শ্রীকেদারনাথ ঘোষস্য।
নেপাল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।
গত প্রকাশের শেষ!
পদ্য।

কোনো দিন শুভদিন হবে ভেবে মনে।
সর্ব্বদা ছিলাম রত,বিদ্যা উপার্জ্জনে॥
তাহাতে পেয়েছি কত কষ্ট বারবার।
সময়েতে কত দিন, হতোনা আহার॥
পুস্তক ক্রয়ের শক্তি, না ছিল যখন।
হাতে লিখে করি আছি পাঠ অধ্যয়ন॥
পরের আশ্রয় থেকে, সুখ যে প্রকার!
সেই জানে যে ভুগেছে সমান আমার॥
তখন সে কষ্টে বড়, নাহি হতো দুঃখ।
ভাবিতাম সময়ে, অবশ্য হবে সুখ॥
এখন মনেতে বড়, হইয়াছে ভয়।
দেখিলাম এ সংসারে,কেহ কারো নয়॥

বিদ্যা হলে কি হবে, মুরুব্বি নাহি যার।
কিরূপে অদৃষ্ট বল ফিরিবে তাহার॥
গণ্ডমূর্খ পার হয়, মুরুব্বির বলে।
তাহার দৃষ্টান্ত কত, দেখিছ সকলে॥
গুণ নিধি কতজন, করে হায় হায়?।
রামকান্ত কামার জুড়িতে চড়ে যায়॥
মুরুব্বি বাবুরা যত, আছেন সহরে।
কার সাধ্য যাবে বল তাঁদের গোচরে॥
জল নিচু উঁচু বলা, স্বভাব যাহার।
সেই জন প্রিয়পাত্র হইবে তাহার॥
তাই বলে পার পেলে ভাবনাকি তবে।
বাবুর সেটিকে গিয়ে, মা বলিতে হবে॥

ভাগ্য ক্রমে তিনি যদি, দেন অনুমতি।
তবেই সে অভাগার, হয়ে যায় গতি॥
দেখে শুনে ক্ষান্ত আছি কি বলিব কায়
দেখিলাম আমাদের, নাহিক উপায়॥

বড় মানুষের কাছে, করিয়া গমন।
জানাইলে কোনোরূপ, মনের বেদন॥
কিছুতেই নাহি হয়, আশার সুসার!
খোষামুদে লোকে দেয় মন ভেঙ্গে তার,
বলে বাবু উটি বড়, সোজা লোক নয়।
আমি জানি উহার, বিশেষ পরিচয়॥
কি হবে বলুন দেখি ওরে দিলে দান।
ও টাকায় এক দিন, হইবে বাগান॥
দাতার দেখিয়া দান, বখিলেরা মরে।
ডাকের একথা শুনি সবার গোচরে?॥
দেখে শুনে ক্ষান্ত আছি কি বলিব কায়
তাই বলি আমাদের নাহিক উপায়॥

মুটের উপায় আছে মোট বয়ে খায়।
ভদ্রের চাকুরি বিনে কি আছে উপায়॥
সকলি হয়েছে মার্ষ, এবার সংসারে।
কেবল কেরানি সস্তা ফেরে দ্বারে দ্বারে
ঘরামি না পাওয়া যায় ঘর ভেঙ্গে গেলে
মাথা কুটে মরিলে চাকর নাহি মেলে॥
কিন্তু যদি কোনোখানে ঝম্ খালি হয়।
হাজার কেরানি হবে, তথায় উদয়॥
ছশিট কাগচ লিখে ছয় টাকা পায়।
তাতেও মুরুব্বি চাই, হায় হায় হায়॥
দেখে শুনে ক্ষান্ত আছি কি বলিব কায়
তাই বলি আমাদের, নাহিক উপায়॥

শ্রেষ্ঠ পদে আছেন বাঙ্গালি যে কজন।
স্বজাতির দ্বেষি তাঁরা দেখি সর্ব্বক্ষণ॥
সাহেবি চাঁদার বই এলে সন্নিধান।
মরেফুটে তাতে কিছু করিবেন দান॥
কিন্তু যদি স্বজাতির, সর্ব্বনাশ হয়।
তার প্রতি হবে নাকো, দয়ার উদয়॥
সভায় বক্তৃতা করে সাধু হতে চান।
কতমত উপদেশ, কাগজে ছাপান॥
মুখে যা বলেন তাই কাজে যদি ফলে।
তবে কি পেতেম কষ্ট আমরা সকলে॥
দেখে শুনে ক্ষান্ত আছি কি বলিব কায়
কোনোমতে আমাদের নাহিক উপায়॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।]

চড়িয়ে কপাল ভেঙ্গে ফেলি।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।
প্রথম প্রস্তাব।
পদ্য।

কোথা হে অখিল পিতা, নিখিল রঞ্জন।
ভারতে বিদ্রোহি ভয়, করহে ভঞ্জন॥
দহিছে বিদ্রোহানল, ভারতে সকলে।
নির্ব্বাণ করহ বহ্নি, করুণার জলে॥
নহিলে ভারতবর্ষ, হইল পতন।
বিপদভঞ্জন কর, বিপদ ভঞ্জন॥
সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময় তুমি।
যেন নাথ নাহি হয়, জন শূন্য ভূমি॥
জনহীন হোলে তব, রবেনা গৌরব।
যেমন পলাস পুষ্প, বিহীনে সৌরভ॥
রাখ রাখ রাখ নাথ, ভারত তোমার।
জাগ জাগ জাগ, নাথ ঘুমাওনা আর॥
জাগিয়ে ঘুমালে নাথ, কে জাগাতে পারে।
নামের মহিমা, নাথ, রাখহে সংসারে॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি, নাহি তব দ্বেষ।
তবে কেন চরে দ্বেষ, এদেশ ওদেশ॥
কর কর কর প্রভু, দ্বেষ কর নাশ।
দ্বেষেইতো সর্ব্বদেশ, করে সর্ব্বনাশ॥
এদ্বেষ যদ্যপি থাকে, কিছুদিন আর।
একেবারে হোয়ে যাবে, সব ছারখার॥
দেও দেও দেও নাথ, বৃটিসের জয়।
তাহোলে হবেনা আর জীব সব ক্ষয়॥

শ্রীনবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

৺ সত্যাংমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ৺
৺ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ৺

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংস্ত্রাস মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তদ্বিরেফারসং ॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৫২ সংখ্যা] বুধবার ৩ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৬ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বেঙ্ক আব বাঙ্গাল।

১৫ জুন ১৮৫৮।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে অদ্যকার তারিখ হইতে বাঙ্গালবেঙ্কের নোট যাহা বিশেষ শিল্পকারি দ্বারা নূতন মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রচলিত হইবেক উক্ত নোট ১০ ২৫ ৫০ ১০০ ৫০০ ১০০০ টাকা এই ছয় প্রকার নোট প্রত্যেক বিভিন্ন রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া প্রভেদ হইয়াছে এবং ঐ সকল নোট কেবল এক এক জন কর্ম্মচারি দ্বারা স্বাক্ষরিত আছে।

এই রঙ্গিন নোটের নম্বরের উপরে বিশেষ বিশেষ অক্ষর দ্বারা সেই সেই টাকা এবং নম্বরের পুরাতন নোট প্রভেদ করা যাইতে পারিবেক অতএব যে সকল ব্যক্তি বাঙ্গাল বেঙ্কে খোওয়া কিম্বা চোরাই নোটের সংবাদ দিবেন তাহারা ঐ নোট নূতন কিম্বা পুরাতন ও নূতন হইলে নম্বরের উপর কোনো অক্ষর আছে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

ডাইরেক্টর সাহেবানের
অনুমতি ক্রমে প্রকাশিত।
আই, বি, পলম্ব।
সেক্রেটরি এণ্ড ত্রেজরর।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতি থানা নাছির নগরের শামিল মদীয় জমীদারী পরগণে সরাইন হিস্যা ৮১২ গণ্ডা কোম্পাস দ্বারা জরিব করাণ মনস্থ হইয়া গত পৌষ মাসে ৭ ব্যক্তি কোম্পাস আমীন নিযুক্ত হওনানন্তর একালতক জরিপি কার্য্য চালাইয়া ছুদ্ধিয়া ও অবিস্বস্থতা হেতুক পদচ্যুতের যোগ্য হইয়াছে একারণ এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে, যে উক্ত মত জরিপ করণে পারগ ব্যক্তিরা শতকরা দুই টাকা হারে ঠিকা জরিপ করণে কেহ সম্মত থাকে মে-
য়াদ ১ মাস মধ্যে আপনাপন প্রশংসা পত্র সম্বলিত দরখাস্ত প্রেরণ করে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় থাকবন্তী মহকুমায় উক্ত কার্য্য সম্পাদন না করিয়াছে কি উপরোক্ত খ্যাতাপন্ন কি কোনো এক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা প্রদানান্তর কোম্পাস জরিপি কার্য্যে বুৎপন্ন থাকার প্রশংসা পত্র না পাইয়াছে তাহাকে মনোনীত করা যাইবেক না ইতি।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দুর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্তরূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় ক

বিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াসাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

৩আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দালিশাব্দাঃ ১০৮

হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইলে কি অসহ্য ক্লেশ জন্মে, হা আমরা অদ্য সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া লেখনী চালনা করিতে বাধ্য হইলাম। ২৬ দিবসীয় প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তি পাঠে পাঠকগণ উপস্থিত বিদ্রোহানল ত্বরায় নির্ব্বাণ হইবে ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন কি না, অহঃ সেই প্রস্তাব লিখিতে আমাদিগের মনে কতই না হর্ষ উদয় হইয়াছিল, পুনরায় বিষমিশ্রিত কি বিষাদিত সম্বাদ আগত হইয়াছে।

গোয়ালিয়রের মহারাজা স্বীয় সৈন্যসহ কাল্পি হইতে পলায়ন পরায়ণ বিদ্রোহিদিগের পথ রোধ করিয়া রহিয়াছেন যে শুভসম্বাদ পূর্ব্বে লেখা হয় এক্ষণে সেই সুখের কথা পরিবর্ত্তে আমারদিগকে প্রকাশ করিতে হইতেছে যে সিন্ধিয়া মহারাজার অনুগত বাহিনী অবশেষে বিদ্রোহি দল মিলিত হইয়াছে, মহারাজা ডোলপুরের দুর্গ মধ্যে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন, এই ব্যাপারে পাঠকগণ অনায়াসে উপলব্ধি করিবেন যে বিদ্রোহিদল কেবল সংখ্যা দৃষ্ট হইল এমত নহে, তাহারা বড়বড় তোপ,যথেষ্ট গোলা গুলি সংগ্রামোপযুক্ত সামগ্রী সকল তথা খাদ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া আরো কিছুকালের জন্য মহাতেজস্বি হইবেক, কোথায় তাহারা অনুৎসাহে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবেক না তদ্বিপরীত তাহারা যথেষ্ট সমৃদ্ধিত হইয়া পুনরায় অধিক উৎপাত উপস্থিত করিতে পারগ হইল। কেবল গোয়ালিয়ার রাজ্যের এই অশুভ সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেও আমরা এত ক্লেশ বোধ করিতাম না, গোরক্ষপুর অঞ্চলের বার্ত্তাতো ততোধিক অমঙ্গলজনক, তদগ্রদেশ পুনরায় বিপক্ষ হস্তগত হইয়াছে, এবং তাহারা লক্ষ্ণৌ হইতে তাড়িত বিপক্ষদল কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া সাহাবাদ ও রাহার প্রদেশ আক্রমণ করণাভিপ্রায়ে সাহসি হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এলাহাবাদ ও কাশী নগর পর্য্যন্ত দিন দিন আশঙ্কাধিক্য জন্মিতেছে, সুপ্রতিষ্ঠিত গবিন্স সাহেব তন্নগরের প্রধান প্রধান ভদ্র নিবাসিগণকে আহ্বান করিয়া এক ভয়ানক বাজারগল্পের মূল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং ইংলিসম্যানের কোনো কোনো সম্বাদদাতা আবার লিখিতেছেন যে কুমারসিংহের মৃত্যু সমাচার সটীক নহে।

লাহোর রাজ্যের মধ্যে কোনো কোনো নিরস্ত্র সৈন্যদলকে সঙ্গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করণে ধৃত করা গিয়াছে তাহারদিগের যদিচ সমুচিত দণ্ড বিধান হইয়াছে তথাপি তাহারদিগের এইরূপ সাবকাশ পাওয়াই আমারদিগের রাজপুরুষদিগের অসাবধনতা বলিতে হইবেক।

পাটিওয়ালার মহারাজা যিনি দিল্লী নগর শত্রুহস্ত হইতে অধিকার করণ কালীন স্বসৈন্য দিয়া ব্রিটিসানুগত্য ব্যবহার করেন তাঁহার অনুগত সৈন্যগণের মানসক্রমে রাজদ্রোহিভাবের বীজ অঙ্কুর হইয়াছিল কিন্তু সময়মত তাহার মূলোৎপাটন হইয়াছে, ব্রিটিস সাহায্যেই তিনি পরিত্রাণ পাইয়াছেন, অল্পে অল্পে যদিচ তদঞ্চলের উপস্থিত সম্ভাবিত উপদ্রব নিবারিত হইয়া গিয়াছে বটে তথাপি কে বলিতে পারে যে তদ্রাজ্যে আর কোনো আশঙ্কা নাই, কিম্বা সুযোগ পাইলে তাঁহার সৈন্যেরা পুনরায় গাত্রোত্থান করিবেক না।

হে পাঠকগণ এই সকল সমাচার শ্রেণীকে অশুভজনক বলিতে হয়, কি না, এবং এসকল আমরা হর্ষে বিষাদিত হইতে পারি কি না, কিন্তু পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি এক্ষণে তাহা বলিতেছি যে দ্বীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার অধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বৈরীকুলের এই প্রভাব বৃদ্ধি, সেই নির্ব্বাণ হইবার প্রাগবস্থা, কেননা তাহারা যদি সহজে সহজে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিত তবে তাহারদিগের প্রাণ বাঁচিবার উপায় হইত, প্রধান প্রধান বিদ্রোহিগণ যাহারা অহিতাচার পূর্ব্বক স্ত্রী বালক ঘাতনাদি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা মানব দেহের অযোগ্য হইয়াছে, তাহারদিগের ও তৎপ্রধান সহকারিগণ ও কুকর্ম্মী সকল ভিন্ন সমুদয় বিদ্রোহি সিপাহিকে বিনাশ করা কিছু আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে, বরং এবম্ভূত আশ্বাসপ্রদ ঘোষণা প্রচার হইয়াছে হতভাগ্য দুর্ম্মদেরা তৎপ্রতি আস্থা করিয়া ক্রমে অহিতাচারে বিলিপ্ত হইয়া শমনকে আবাহন করিতেছে।

মান্য করিলাম তাহারা কিছু দিনের জন্য প্রবল হইল কিন্তু শেষ রক্ষাই যাহা মূল বিষয় তৎকর্ত্তৃক কি তাহা সম্পন্ন হইতে পারিবেক ক্রমে ক্রমে কি তাহারা উচ্ছিন্ন হইতেছে না, কোথা হইতে তাহারা ব্রিটিস রণ নিপুণতা বীরত্ব ও ধীরতা লভ্য করিবেক, কোথা হইতেই বা তাহারদিগের রসদাদি যোগান সামরিক সামগ্রী আয়োজন ও প্রেরণ হইবেক, এবং কতদিনই বা তাহারদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক, অবশেষে নানামত কাতর হইবেকই হইবেক তখন তাহাদিগের আর পরিত্রাণের পথ কই, প্রভুদ্বেষী ধর্ম্মভ্রষ্ট দুর্ম্মদ সিপাহিরা দিনদিন পাপ বৃদ্ধি করিয়া সমূলে নিপাত হইবার জন্য কুয়া খনন করিয়া রাখিতেছে।

আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন বটেন এবং যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছেন কিন্তু বিলাত হইতে যে পরিমাণে অপরিমিত ধন জনের সাহায্য আসিতেছে তাহাতে তাঁহারদিগের আর কত কালের জন্য এরূপ বিপদাপন্ন হইয়া রহিতে হইবেক, শীত ঋতু আগমনে সমস্ত দুঃখ মোচন হইবেকই হইবেক ইহার অন্যথা কি, অতএব চরমে আমরা এই বিলাপ করিতে পারি, যে ততদিনের জন্যে আমরা সম্পূর্ণরূপে বৈরী মর্দ্দনে সমাচার ঘোষণা করিতে বা পারিব না। হে পরম পিত! তোমার পুত্রগণকে তুমি রক্ষা কর,তোমাবিনা আমরা আর কার নিকট রাজা প্রজা উভয় পক্ষের কল্যাণ প্রার্থনা করিব এবং কেবা তদ্দানে পারগ হইবে, আমরা অতি অকৃতি অভাজন, অভাজন বলিয়াই কি আমারদিগের আর্ত্ত নাদের প্রতি কর্ণ পাত হইতেছে না, হে করুণাময়! একবার করুণা-নয়ন ফিরাও, ভারত রাজ্যের মহান্ অমঙ্গল একবার অক্ষিগোচর হইলেতো তাহা আর থাকিবেক না, অতএব এই মিনতি করি যে একবার শুভদৃষ্টি পাত পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ মহা প্রাণীর পরিত্রাণ সাধন করুন,ধীমান্ পাঠকগণ আমারদিগের এই প্রার্থনা ভিন্ন আর কি সাধ্য আছে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে ইংরাজী এবং উর্দ্দূ-ভাষায় সদ্বিদ্বান কয়েকজন বাঙ্গালি এবং যবন বিশেষ যত্ন সহকারে সম্প্রতি উর্দ্দূগাইড নামক একখানি সপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মূল্য মাসিক ১ টাকা এবং অগ্রিম ১০ টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই পত্রের প্রথম কলমে ইংরাজী এবং দ্বিতীয় কলমে, উর্দ্দূভাষায় ঐ ইংরাজী বিষয়টি অনুবাদ করত প্রকাশিত হয়। এই পত্রখানি ইংরাজী এবং উর্দ্দূভাষায় লিখিত হওয়ায়, যবনদিগের পাঠোপ-যোগি হইয়াছে, কারণ যদ্যপি ইংরাজী বাঙ্গালায় হইত তাহা হইলে বাঙ্গালি মণ্ডলে বিশেষরূপে আদরণীয় হইতে পারিত। তাহাতে প্রথমেই যে কয়েকটি বিষয় প্রকাশ হইয়াছে, তাহার ইংরাজী পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। অতএব উল্লেখিত পত্রের সম্পাদক ভ্রাতা সাধারণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কৃত কার্য্য হউন।

আমাদিগের ঢাকাস্থ সংবাদদাতার ২৮ জ্যৈষ্ট তারিখের পত্রখানি সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

মহাশয়! সম্প্রতি কলিকাতা হইতে এতন্নগরে যে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে, তাহাদের অবস্থিতির কারণ, অত্রত্য কালেজ, মিড কোর্ট চিকিৎসালয়, ফৌজদারি বিচারাগার নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কালেজ কোথায় উঠিয়া যাইবে, নিশ্চয় হয় নাই। প্রধান পক্ষীয় মহাশয়েরা কোনো প্রসারিত স্থানের

অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু প্রাপ্ত হইতেছেন না। যত দিন স্থানের স্থিরতা নাহয়, ততদিনের নিমিত্ত বিগতকল্য কালেজ বন্ধ হইয়াছে। এমত শুনা যায়, উক্ত বিদ্যালয় কল ঘর অথবা পোগন্-স্কুলে স্থাপিত হইতে পারে।

ফৌজদারি কাচারি অতি শীঘ্রই নর্ম্মেল বিদ্যালয়ে উঠিয়া আসিবে। নর্ম্মেল বিদ্যালয় কোন স্থানে সংস্থাপিত হইবে, নিশ্চয় শুনিতে পারি নাই॥

নিশ্চয় অবগতি হইল, শ্রীহট্ট হইতে নূতন শিক্ষিত এতদ্দেশীয় ৫০০ শত সৈন্য এই নগরে আসিতেছে। ২।১ দিবস মধ্যেই নগরে উত্তীর্ণ হইবে।

অধুনা এখানে এতাধিক সৈন্যের সমাগম-বার্ত্তা শ্রবণে অত্রত্য হীন বল ভীরু লোকেরা অতীব শঙ্কিত হইয়াছে। এবং অনেকে স্থানান্তর প্রস্থানের ও কল্পনা করিতেছে। এই গোলযোগ ভিন্ন ঐ খানে আর কোনো প্রকার গোলযোগ নাই। ইংলিসম্যান এখানকার যোগাযোগের কথা লিখিয়াছেন, তাহা গগন-কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক জানিবেন, আপনি তন্নিমিত্তে চিন্তা করিবেন না।

যত দিবস গ্রীষ্মের প্রাবল্য খর্ব্ব না হইবে, ততদিবস, আদালত, ফৌজদারি কালেক্টরি প্রভৃতি বিচারালয় সমূহের কার্য্য প্রাতঃকালে সম্পাদিত হইবে।

একান্ত ভবদীয়।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ইংলিসম্যান সম্পাদক থাকিয়া থাকিয়া এক একটা এমত আকাশ ভেদী অমুলক সংবাদ লিখিয়া বসেন, যে প্রজাদিগকে শঙ্কোচিত হইতে হয়, কিয়দ্দিবস হইল তিনি লিখিয়াছিলেন, যে ঢাকা প্রদেশে পুনর্ব্বার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তাঁহার সেই সংবাদটি কিরূপ সত্য, তাহা পাঠক মহাশয়েরা আমাদিগের ঢাকাস্থ বন্ধুর পত্রখানি পাঠ করিলেই অবগত হইতে পারিবেন।

সরল ব্যাকরণ নামক এক খানি বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ভাগ পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আদ্যন্ত অবলোকন করিয়া দেখিলাম রচনা উত্তম হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বালকদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক।

অমাদিগের যশোহরস্থ ২৪ জ্যৈষ্ঠের বন্ধুর পত্রখানি সাদরে গৃহীত হইল।

"সম্পাদক মহাশয়! কিয়দ্দিবস হইল এস্থানে অনবরত মূষলধারায় বৃষ্টি হইয়াগিয়াছে, এরূপ বৃষ্টি বোধকরি এবৎসরে কোনো স্থানেই হয় নাই। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর ঝটিকা হয়, তাহাতে যদিও মানবদিগের কোনোরূপ বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু পক্ষিগণের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কোকিল বকাদি গ্রাম্য পক্ষাদি নাই বলিলেই হয়, বৃষ্টির জলে শস্যক্ষেত্র সকল এক প্রকার প্লাবিত হওয়ায় কৃষকদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই, সম্প্রতি আবার এস্থানে গ্রীষ্ম নিজমুর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণির প্রাণ নাশের উপায় অবলোকন করিতেছে।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

লক্ষ্ণৌ নগরস্থ সংবাদদাতার গত ৭ তারিখের পত্র পাঠে অবগতি হইল, "এমত জনরব যে বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেবকে' জীবিতাবস্থায় ব্রিটিস সেনারা ধৃত করত কাম্পিতে লইয়াগিয়াছে, কিন্তু ইহার সত্যা সত্যের বিষয় আমি কহনে অশক্ত হইলাম, হোপ প্রাণ্ট সাহেব আপনার অধীন সেনা সমভি ব্যাহারে কৈজাবাদে গমন করিয়াছেন, কপুরথলার রাজভক্ত রাজা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করণার্থ বিস্তর সেনা লইয়া বলী নামক স্থানে আগমন করিয়াছেন।

মৈনপুরির কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে, বিদ্রোহি নানা সাহেব, যমুনার অপর পার্শ্বস্থিত দেশের স্থানে স্থানে নিজ ব্যয়ে পুলিস ষ্টেসন স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহার কিছুই নিশ্চিত নাই, এমত জনরব যে তিনি ধৃত হইয়াছেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৫৩ সংখ্যা] গুরুবার ৪ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৭ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আর্‌ফ্যান গঞ্জ।

মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটীর মেনেজর সাহেবানের আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আর্‌ফ্যানগঞ্জ মায় ইমারত ও খড়ুয়া ঘর ও শাদা জমি ইত্যাদি যাহা টালির নালার দক্ষিণাংশে স্থাপিত আছে ও যাহাকে সামান্যতঃআর্‌ফ্যানগঞ্জ বলিয়া কহা যায়, তাহার ইজারা বন্দবস্ত হইবার নিমিত্তে সন হালের ৩০ জুন তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া যাইবেক অতএব যাহারদিগের উক্ত বাজার ইজারা লইবার মানস থাকে তাঁহারা উক্ত মেয়াদ মধ্যে মোকাম খিদিরপুরের আর্‌ফ্যান শোসাইটীর আফিসে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২ দফা। মেনেজমেণ্টের এমত ক্ষমতা রহিল যে কোনো কারণ না দর্শাইয়া দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১ মে।

চারল্‌স জে, গ্রে।
সেক্রেটারি মিলেটরি আর্‌ফ্যান শোসাইটী।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতি থানা নাছির নগরের শামিল মদীয় জমীদারী পরগণে সরাইন হিস্যা ৸১২ গণ্ডা কোম্পাস দ্বারা জরিব করাণ মনস্থ হইয়া গত পৌষ মাসে ৭ ব্যক্তি কোম্পাস আমীন নিযুক্ত হওনানন্তর একালতক জরিপি কার্য্য চালাইয়া দুষ্কিয়া ও অবিস্বস্থতা হেতুক পদচ্যুতের যোগ্য হইয়াছে একারণ এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে, যে উক্ত মত জরিপ করণে পারগ ব্যক্তিরা শতকরা দুই টাকা হারে ঠিকা জরিপ করণে কেহ সম্মত থাকে মেয়াদ ১ মাস মধ্যে আপনাপন প্রশংসা পত্র সম্বলিত দরখাস্ত প্রেরণ করে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় থাকবন্তী মহুকুমায় উক্ত কার্য্য সম্পাদন না করিয়াছে কি উপরোক্ত খ্যাতাপন্ন কি কোনো এক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা প্রদানান্তর কোম্পাস জরিপি কার্য্যে ব্যুৎপন্ন থাকার প্রশংসা পত্র না পাইয়াছে তাহাকে মনোনীত করা যাইবেক না ইতি।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

ভ্রম সংশোধন।

১ আষাঢ়ের প্রভাকরের ১১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ২৯ পঁক্তিতে "ফল হয়" এই শব্দ আছে, ইহার পরিবর্ত্তে "ফল হয়না" এই পাঠ হইবে।

সংবাদপ্রভাকর

৪আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

নিম্নস্থ পত্র খানি সাদরে প্রকটন পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্শন করুন।

গুণি-গণাগ্রগণ্য মান্যবর পরমপ্রিয়। শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহানুভবেষু।

"আকিঞ্চন পুরঃসর নিবেদন করিতেছি আমরা সাহসি হইয়া কয়েক পঁক্তি গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রেরণ করিলাম, অনুকূল হইয়া সংশোধন পূর্ব্বক জগদ্বিখ্যাত প্রভাকরে স্থান দানে চির-বাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

হে সর্ব্বান্তর্যামি সচ্চিদানন্দ পরমাত্মন্! তোমার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণাম। হে বিশ্বস্রষ্টা! তুমি এই বিস্তীর্ণ বিচিত্র বিশ্ববিপিন সৃষ্টি করিয়া কি অপরিসীম মহিমা প্রকাশ করিয়াছ। এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি এক অত্যাশ্চর্য্য নিয়ম পাশে আবদ্ধ হইয়া দিবা, রাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, এবং বার তিথি, প্রভৃতির বারবার সঞ্চালন করিতেছে! গ্রহগণ কিবা সুন্দর নিয়মে রাশিচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। প্রভাকরের প্রভায় সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া কিবা সুচারু শোভার সঞ্চার করিতেছে। হে বিশ্বাধার বিশ্বকর! তোমায় অকৃত্রিম কৃপায় এই জগতে যাবতীয় প্রাণি অপরিমিত ভক্ষ্য ভোজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর প্রণয় ভাবে কি এক অনির্ব্বচনীয় মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হে দয়াময় বিভো! প্রসন্ন হইয়া এই অধমদিগের মনের মালিন্য মোচন পূর্ব্বক চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান বীজ-বপন কর। অজ্ঞানান্ধকার দূর কর। মোহ কূপ হইতে পরিত্রাণ পুরঃসর বিষয় বাসনা বিষপানে বিরত কর।"

"শ্রীচতুর্ভুজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ দাস।
মোং সরদহ। রেসম কুটি।"

উক্ত পত্র প্রেরক মহাশয় দ্বয়ের বিরচিত গদ্য আমরা সংশোধন পূর্ব্বক আনন্দ চিত্তে প্রকটন করিলাম। অনুরোধ করি, ইহারা যত্ন পূর্ব্বক অবিরতই অনুশীলনে অনুরত হইবেন। যতই চালনার আধিক্য হইবে, ততই লিপিকার্য্যে কৃত কার্য্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহাভাব। পরন্তু ইহারদিগের প্রণীত ত্রিপদী পদ্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কারণ তাহাতে, ছন্দ, যতি এবং মিলের দোষ হইয়াছে। যথা, শেষ চরণ।

ভূচর খেচর সর্ব্ব স্থানে।
পালন করহ সত্বগুণে॥

মিল দোষ।

তথা। প্রথম ভাগ।

পুনঃ করহ সংহার। যতি দোষ।

মনুজ দনুজ যত, তাহে লুব্ধ আশান্বিত,

ইত্যাদি দোষ।

আমরা এই স্থলে বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি, এতদ্রূপ উপদেশ করাতে গুণাকর লেখকেরা যেন প্রভাকর করকে দোষাকর বোধে ক্রোধ কর না হন। আমরা ১২৬৪ সালের ১১ মাঘ দিবসীয় প্রভাকরে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা বিষয়ে যে এক পদ্ধতি পথ প্রকাশ করিয়াছি। নবানুরাগিগণ কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবেন, ইদানীং যাহারা সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের কবিতায় আর কোনো প্রকার দোষ দৃষ্ট হয়না।

কবিতার প্রধানাঙ্গ ছন্দ ও মিল। তাহাতেই যদি দোষ হইল, তবে তদপেক্ষা আর অধিক দোষ কি আছে? পূর্ব্বতন মহাকবি মহাশয়েরাও ছন্দানুরোধে সংস্কৃত কবিতার কোনো কোনো চরণে ব্যাকরণ দোষ স্বীকার করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতিও ঐ প্রকার যতি ও ছন্দ এবং মিল রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বাঙালা কবিতায় ইতর ভাষা প্রয়োগ এবং স্বরূপ শব্দে বিরূপ করিয়াছেন।

যথা।

কৈনু, গেনু, খেনু, কৈল, পরণাম, পরকাশ, ভরম, করম, স্বরগ, বরগ, ইত্যাদি।

যাহাহউক, এইক্ষণকার কবিগণ যত সাবধান ও সতর্ক হইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রচনা করিবেন, ততই ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে থাকিবেন। কবিতায় আর কোনো প্রকার দোষ স্পর্শ করিতে পারিবেনা। সর্ব্বপ্রকার গুণেই ভূষিত হইবেক। যেমন জন্তুদিগের দুই খানা চরণ সমান না হইলে গতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারেনা, কেননা পদের দোষে অচল হইয়া পড়ে। সেইরূপ মিল দোষ হইলেই কবিতার পদ খঞ্জ হইয়া যায়। কাজেই সে পদ অচল হইয়া বিপদের কারণ হয়। যেমন কটিদেশ হইতে বক্ষের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সুগঠিত না হইলে হস্ত এবং মুখাদির শোভা কখনই হইতে পারেনা। সেইরূপ যতি ভঙ্গ হইলে ছন্দটিই অপদার্থ হইয়া যায়, তাহাতে ভাব অর্থ, রসাদি হস্ত মুখ প্রভৃতির শোভা কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব সর্ব্বাগ্রেই ছন্দ এবং মিল রক্ষা করা অত্যাবশ্যক হইতেছে। কেহ কেহ এমত কহিতে পারেন, যে, "ছন্দ এবং মিলের অনুরোধ পরবশ হইলে কোনো কোনো স্থানে ভাবের বৈলক্ষণ হওনের সম্ভাবনা,,। উত্তর। একথা কথাই নহে। পুরুষ কিম্বা স্ত্রী সুবর্ণ স্বরূপ সুরূপ গৌরবর্ণ ধারণ করুক, কিন্তু তাহারা খঞ্জ, অন্ধ, কুব্জ, পঙ্গু অথবা অপর কোনোরূপ অঙ্গ বিহীন হইলে যেমন কদাচই শোভার আধার হয় না। সেই প্রকার ভাব অভিপ্রায় উত্তম হইলে কি হইবে, আদৌ ছন্দ এবং মিলে দোষ হইলে কবিতা গুলিন কেবল উপহাসের আধার হইবেক। ফলতঃ আমরা এরূপ উপদেশ কখনই করিনা, যে, ভাব রসকে বিসর্জ্জন দিয়া শুদ্ধ ছন্দ ও মিলের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। কারণ রস কবিতার জীবন, এবং ভাব কবিতার রূপ। যে কবিতায় ভাব নাই, রস নাই, সে কবিতার শ্রীনাই, শোভানাই, এবং প্রাণ নাই, অপিচ যে পদ সব্যঙ্গ পদ নহে। সে পদ কুক্কুরের পদে দলিত হইলেও তাহাতে আক্ষেপ মাত্রই নাই, বরং আনন্দই আছে, কিন্তু কবিত্ব শক্তি যাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তাঁহাকে ভাবের বিষয়ে কিছুমাত্রই ভাবনা করিতে হইবে না। ছন্দ মিলে লক্ষ্য করিয়া তিনি যত রচনার ধ্যান করিবেন, ততই ভাব, রস, স্বয়ং আসিয়া তাঁহার মুখাগ্রে শব্দের হৃদয়ে নৃত্যকরিতে থাকিবেক, কোনো কোনো কীর্ত্তন ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন এবং প্রেমরসের সংগীতে মিলের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজম করেনা, আমরা স্বাবকাশ মতে সময় ভেদে তদ্বিষয়ে একবার লেখনী ধারণ করিব।

প্রভাকর সম্পাদক।

ইংলিসম্যানের আলাহাবাদস্থ কোনো বন্ধুর ১০ জুনের পত্র পাঠে অবগতি হইল, "প্রধান সেনাপতি কোলিন কেম্পবেল বাহাদুর গত কল্য এস্থানে উপনীত হইয়া গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মেং পামর সাহেবের মনোরম্য বাঙ্গালা তাঁহার বাসস্থানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।,, কিয়দ্দিবস হইল, ইংলিসম্যানের কানপুরস্থ কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতি বাহাদুর, পরলোক গমন করিয়াছেন, এ সময়ে এরূপ অশুভকর সংবাদ পাঠে সকলেই দুঃখিত এবং চিন্তিত হইতে পারেন, কিন্তু আলাহাবাদস্থ সংবাদদাতার পত্রপাঠে আমারদিগের এমত বোধ হইতেছে যে প্রধান সেনাপতি বাহাদুর জীবিত আছেন। অতএব আমরা এই স্থলে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বপাতার সমীপে একান্তচিত্তে এই প্রার্থনা করি, যে তিনি রাজ্যেশ্বরদিগের সেনাপতি এবং সেনাদিগের জীবন রক্ষা করত বিদ্রোহিদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করুন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গাজিপুরের সন্নিকট কামারিয়া নামক স্থান হইতে ৭ জুন তারিখে যে পত্র আগত হয়, তাহার সার মর্ম্ম যথা।

"আমারদিগের বাঙ্গালার ২৷৷০ ক্রোশ অন্তর রেলওয়ের একটা বাঙ্গালা, বিদ্রোহিরা অনল সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে, ঐ দুরাচারিরা শ্বেতসেনাদিগের আগমন সংবাদ শ্রবণ করত, এস্থানের ৮ ক্রোশ দূর, গামর নামক স্থানে পলায়ন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। সম্প্রতি এপ্রদেশ মধ্যে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, গোরক্ষপুরের প্রায় তিন অংশ স্থান বিদ্রোহিরা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, আজিমগড়ের অবস্থাও বড় ভাল নহে, ফৈজাবাদে ৩০০০০ বিদ্রোহির সমবেত হইয়াছে, বারাণসীর মধ্যেও বিদ্রোহিদিগের প্রাদুর্ভাব শ্রবণ করা যাইতেছে।"

ইসলাম নগরে বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা সমর হয়, তাহাতে ব্রিটিস সেনারা সম্পূর্ণরূপে জয় লাভ করিয়াছে, উক্ত স্থানের জমি-

দারেরা ঐ সময় ব্রিটিস সেনাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কুমার দৌলত সিংহ বিদ্রোহিদিগের ডোউলপুর আগমন সংবাদ শ্রবণ করত ইন্দুরকি নামক স্থানের দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র পলায়ন করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ষষ্ঠিবাটা।

পয়ার।

বৎসরের পরে আজি, ষষ্ঠিবাটা ভাই।
আমোদে উন্মত্ত যত, নবীন জামাই॥
দুরু দুরু করিতেছে, সবাকার মন।
কতক্ষণে তাদের, আসিবে নিমন্ত্রণ॥
গত কল্য যাদের, হয়েছে আবাহন।
সজ্জাকরে তারা সব, করিছে গমন॥
শান্তিপুরে টিপে ধুতি, করে পরিধান।
জামাই বাবুরা গায়, কামিজ লাগান॥
ট্যাঁকে ঘড়ি হাতে ছড়ি, বুট জুতাপায়।
তারপরে আতর গোলাপ, মেখে গায়॥
হীরার অঙ্গরি হাতে, বাঁকাসিঁতে কাটা।
স্কন্ধেতে কোঁচান ফেলা, সোরু একপাটা॥
দৌড়াদৌড়ি গাড়ি চড়ি,মনে হরষিত।
যাও বলে কৌচম্যানে, করিল ইঙ্গিত॥
দেখে শুনে আমার, কাঁদিয়া উঠে প্রাণ।
আমাটে গাঙ্গলি আমি, শিবের সন্তান॥

ক্রমে সবে উপনীত, শ্বশুর ভবন।
শুনে বার্ত্তা শাশুড়ির,হরষিত মন॥
বৈটকখানায় বাবু, বসিলেন গিয়া।
দেখিছে সবাই আসি, উঁকিঝুকি দিয়া॥
ক্রমে হলো শ্বশুরের, সঙ্গে দরশন।
উঠিয়া জামাই করে, চরণ বন্দন॥
এসোবাবা বসো বাবা, ভাল আছ বাবা।
বাবা বাবা শুনে বাবা, হয়ে জান হারা॥
গাঁই গুঁই আজ্ঞা বলে, দিয়ে যান সায়।
চাকর আসিয়া শেষ, তামাক যোগায়॥
শ্বশুর আপন মান, রাখিবার তরে।
আসি বাবা বলে চলে, যান ত্বরাকরে॥
ক্রমে দাসী হাঁসি হাঁসি, নিকটে আইল।
সঙ্গেকরে পুরি মধ্যে, লইয়া চলিল॥
দেখে শুনে আমার, কাঁদিয়া উঠে প্রাণ।
আমাটে গাঙ্গলি আমি, শিবের সন্তান॥

যে ঘরে জামাই বাবু, খাইবেন জল।
অগ্রে বসেছেন আসি, কামিনী সকল॥
ষোড়শী রূপসী তারা, রসিকার শেষ।
তায় আরো করেছেন, মনোহরা বেশ॥
গৃহরূপ হৃদে যেন, শত শতদল।
দেখে ভৃঙ্গ জামায়ের, মতি সচঞ্চল॥
পরস্পর দেখা দেখি, মন্দ মন্দ হাসি।
আসনে জামাই বাবু, বসিলেন আসি॥
প্রথমে শাশুড়ী এসে, ঘরের ভিতরে।
পাখার বাতাস দেন ঘাট ঘাট করে॥
ধান দূর্ব্বা শিরে দেন, বাটা দেন কোলে।
আশিষ করেন, চিরোজীবি হও বলে॥
দেখে শুনে আমার কাঁদিয়া উঠে প্রাণ।
আমাটে গাঙ্গলি আমি, শিবের সন্তান॥

নাগরির মাঝে বসি, নবীন নাগর।
কতরূপ পরিহাস, হয় পরস্পর॥
কেহ বলে মনোহর, খাও মনোহরা।
তোমার কি সাজে ভাই, এত লজ্জাকরা॥
রসিক নাগর তুমি, রসগোল্লা খাও।
মিটাই মনের খেদ, যদি আর চাও॥
চেয়ে খেতে লজ্জাকরে, শ্বশুরের ঘরে।
আমরা দিবনা ভাই, নাচাহিলে পরে॥
চাহিলে পাইতে পার, নাচাহিলে নাই।
তাই বলি বুঝেসুঝে, কায কর ভাই॥
রসিক নাগর বলে, চেয়ে কায কিবা।
যদি ভালো বেসে থাক, নাচা হতে দিবা॥
মুখ দেখে মন বুঝে, যদি দেও খেতে।
যাদেবে ক্ষুধার বেলা, লব হাতপেতে॥
এইরূপ আঁচাআঁচি, কাছাকাছি হয়।
রসিক যেজন সেই, বুঝে সমুদয়॥
দেখে শুনে আমার কাঁদিয়া উঠে প্রাণ।
আমাটে গাঙ্গলি আমি, শিবের সন্তান॥

সময়ে জামাই বাবু, করিয়া ভোজন।
বাহির বাটীতে গিয়া, দেন দরশন॥
প্রতিবাসি গণের, জামাই যে কজন।
একস্থানে আসি সবে, দিল দরশন॥
তাস পেটাপিটি আর, হাস্য পরিহাস।
আর যত রসিকতা, করেন প্রকাশ॥
ক্রমে গিন্নীরাণী সব, কায সেরে আর।
ধূম পড়েগেল শেষে, মেয়ে সাজাবার॥
বাঁদেন কিরিঙ্গি ঝুটি, ফুল দেয়া তায়।
নানাবিধ আভরণ, পরালেন গায়॥
বিচিত্র বসন ধনী, করে পরিধান।
আপনার গরবে, আপনি গোলে যান॥
যার সঙ্গে ভাব আছে, মন খোলাখুলি।
তারা সবে বলে দিল, তুক্ক কতগুলী॥
ক্রমে হলো সকলের, উচাটন মন।
কতক্ষণে রজনীর পাব দরশন॥
কখন পড়িবে তোপ, এই অনুমান।
সেইদিগে রেখেছেন, খাড়াকরে কাণ॥
ক্রমে ক্রমে হলো আসি, নিশির উদয়।
দেখে যত নায়কের, প্রফুল্ল হৃদয়॥
এদিগের এই অবধি বর্ণিবারে পারি।
রাত্রের সংবাদ জানে নাগর নাগরী॥
দেখেশুনে আমার, কাঁদিয়া উঠে প্রাণ।
আমাটে গাঙ্গলি আমি, শিবের সন্তান॥

অহং বিয়েপাগলা বৎশজ।
মা ষষ্ঠী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

সং প্রং।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসৌপিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৫৪ সংখ্যা] শুক্রবার ৫ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৮ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতি থানা নাছির নগরের শামিল মদীয় জমীদারী পরগণে সরাইন হিস্যা ৸১২ গণ্ডা কোম্পাস দ্বারা জরিব করাণ মনস্থ হইয়া গত পৌষ মাসে ৭ ব্যক্তি কোম্পাস আমীন নিযুক্ত হওনানন্তর একালতক জরিপি কার্য্য চালাইয়া দুষ্কিয়া ও অবিস্বস্থতা হেতুক পদচ্যুতের যোগ্য হইয়াছে একারণ এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে, যে উক্ত মত জরিপ করণে পারগ ব্যক্তিরা শতকরা দুই টাকা হারে ঠিকা জরিপ করণে কেহ সম্মত থাকে মেয়াদ ১ মাস মধ্যে আপনাপন প্রশংসা পত্র সম্বলিত দরখাস্ত প্রেরণ করে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় থাকবস্তী মহুকুমায় উক্ত কার্য্য সম্পাদন না করিয়াছে কি উপরোক্ত খ্যাতাপন্ন কি কোনো এক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা প্রদানান্তর কোম্পাস জরিপি কার্য্যে ব্যুৎপন্ন থাকার প্রশংসা পত্র না পাইয়াছে তাহাকে মনোনীত করা যাইবেক না ইতি।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্তরূপ চাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জোড়াসাঁকো ৪১ নম্বর ভবনে পক্ক তৈল ঘৃত জীর্ণ শোধিত ধাতু দ্রব্য ও নানাবিধ ঔষধী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, উক্ত ভবনে আগমন করিলে অথবা লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।।০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

সংবাদ প্রভাকর

৫ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

এক্ষণে বিদ্রোহানল গোয়ালিয়া-

র রাজ্যে অধিক প্রবল হইয়া রহিয়াছে,বৈরীকুল সেই স্থল হইতে তাড়িত হইলেই তাহারদিগের প্রায় সকল আশা ভরসা ফুরায়। তাহারা তথায় ধনে জনে সামরিক সামগ্রীতে সংপ্রতি সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সম্বর্দ্ধনা কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? সেনাপতি স্যার হিউ রোজ সাহেব যেরূপ বীরতা ও ধীরতা পূর্ব্বক ঝান্সি, কুঞ্চ, এবং কাল্পি জয় করেন, তাহাতে কে না এমত প্রত্যাশা করিতে পারে, যে সেই মহারথী মহাত্মা অনায়াসেই গোয়ালিয়ার অধিকার করিবেন।

ইতিমধ্যে প্রচার হইয়াছিল, যে পীড়াপ্রযুক্ত উক্ত সর্ব্বগুণযুক্ত সেনাপতি মহাশয় কিঞ্চিৎ কালের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে সেনাপতি নেপিয়ার সাহেব তদঞ্চলের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু পুনরায় দৃষ্ট হইল যে মহাবীর রোজ সাহেব গোয়ালিয়রে রাজ্যের বিঘটন ঘটনার সমাচার প্রাপ্ত সমরক্ষেত্রে সৈন্য সঞ্চালনে পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইয়াছেন, বীরপুরুষেরা আত্ম প্রাণ রক্ষা অপেক্ষা শস্ত্রপাণি হইয়া রণভূমিতে প্রাণ পরিত্যাগ করাকেই অধিক গৌরবের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন। প্রত্যুতঃ জনরর নেপিয়ার সাহেবও অতি বিচক্ষণ রণপণ্ডিত, তিনি ইঞ্জিনিয়ারি কার্য্যেও বিশেষ দক্ষ,তাঁহার কৌশলেই মূলতানের দুর্গ বিশিষ্ট দুর্গম দুর্গ অধিকার হয়। তিনিই তদ্রাজ্যে নানা বিধ উত্তমোত্তম গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্ম্মাণের উপদেষ্টা ছিলেন, এবং সকলেই অবগত থাকিতে পারেন যে রণ বিষয়ে নেপিয়ার নামই অতি ভয়ঙ্কর, অতএব আমরা বুঝিতেছি যে,এই দুই মহাবীরের ঐক্য মন্ত্রণা ও কৌশল পূরিত সুসজ্জীভূত সৈন্য সমূহ সমীপে বল বিহীন ভীরু দুর্ব্বল বিদ্রোহিগণ অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবেক না।

গোয়ালিয়ারের নবীন মহারাজা ঢোলপুর হইতে অতি সমাদরে আগ্রা রাজধানীতে আনীত হইয়া আপাততঃ ব্রিটিস আশ্রয়ে নিঃশঙ্কায় আছেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে যদিচ অনেক উৎপাত হওনের সম্ভাবনা আছে, এবং তদ্দ্বারা তিনি বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন বটে, তথাপি মহাপ্রবলতম ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতাদৃশ অনুগত হিতার্থি বন্ধু রাজার হানি পুরণের প্রতি সুদৃষ্টিপাত অবশ্যই করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? পরিণামে তিনি সুখিই হইবেন।

কোনো ইংরাজি পত্রে লেখে, যে, মহারাজা পলায়নকালীন কয়েক কোটি মুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বিদ্রোহিগণ এই বিপুল অর্থ লাভে যথেষ্ট উপকৃত হইবেক, বস্তু কর্ত্তৃক এমত প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিতেই হইবে,কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি গোয়ালিয়ারের রাজকোষে বৎসরাবধি এককালে এত অধিক অর্থ সঞ্চিত হয় নাই, অতএব আমরা সে বিষয়ে ইংরাজ লেখক মহাশয়গণকে প্রবোধ প্রদানে কিছু মাত্র শঙ্কোচিত নহি, তাঁহারদিগের এবম্ভূত ভয়ের কোনো কারণ নাই, তবে সেই রাজ্য হস্তগত করাতে বিপক্ষগণ যে কিছু কালের জন্য আস্ফালন করিবে বটে,ফলে সে কত দিন, বড় অধিক দিন নহে!

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বারাণসীর ৮ জুনের পত্রে ব্যক্ত করে, "গাজিপুরের ৫ ক্রোশ অন্তর গাইসার নামক পল্লীগ্রামস্থ বিদ্রোহিরা, বক্সার এবং গাজিপুরের মধ্য স্থিত মাহামদাবাদ নামক স্থানে গমন করত সেই গ্রাম এবং তৎস্থানীয় গৃহাদি অনল সংযোগে একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে। অমরসিংহ ৩০০০ সুশিক্ষিত সজ্জীভূত অশ্বারোহি সেনা লইয়া গাই সরের নিকটবর্ত্তিস্থানে ভ্রমণ করিতেছে। অবগতি হইল ঐ দুরাচারিরা বক্সর আক্রমণ করণের মনন করিতেছেন।

গাজিপুরের নিকটবর্ত্তি বিদ্রোহিদিগের আহারাভাব হইয়াছে, একারণ তাহারা গাজিপুর, অথবা করণতাদি নামক স্থান লুণ্ঠন করণের চেষ্টা দেখিতেছে। অতএব এই সময় যদ্যপি এপ্রদেশ মধ্যে যথেষ্ট সেনা প্রেরিত নাহয়, তাহা হইলে বারাণসী হইতে দানাপুর পর্য্যন্তের প্রায় সকল স্থান বিদ্রোহিদিগের দ্বারা পরি পুরিত হইবে।"

৪ জুনের বোম্বে টেলিগ্রাফ এবং করিয়ার পত্রে দৃষ্ট হইল, "দর্ম্মিল

মারহাট্টা প্রদেশ, বিগত জুলাই মাসাবধি বড় গোলযোগ অবস্থায় আছে প্রজাদিগকে নিরস্ত্রকরায় প্রায় সমস্ত সরদারেরা রাজ-প্রতিকুলাচরণে প্রবর্ত্ত হইতেছে, নরেগুণ্ড নামক স্থানের সরদারকে অদ্যাপি নিরস্ত্র করা হয় নাই, কারণ তিনি ৮০০ দুষ্টলোকের সেনাপতি হইয়া রাজকর্ম্মচারিদিগের অনুমতি অবজ্ঞা করিয়াছে। বেল জেয়মের পোলিটিকেল ত্রজেণ্ট মেং ম্যানসন সাহেব কতকগুলীন সেনা সমভিব্যাহারে ঐ সরদারকে শাসনাধীনে আনায়নার্থ গমন করেন, কিন্তু তাহাতে তিনি ঐ সরদারের হস্তে পতিত হইয়া আপন অধীন ১৬ জন সেনার সহিত শমন ভবনে গমন করিয়াছেন। এই সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় এস্থান বাসি সকলেই পরিতাপিত হইয়াছেন।"

প্রেরিত পত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

যথা বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং।

যদিও নীতিজ্ঞদিগের মতে অবোধ ব্যক্তিদিগের কোনো কথাই ধর্ত্তব্য নহে তথাপি কোনো অবোধ যদি বারম্বার উত্ত্যক্ত করে তবে সহ্য করাও যায় না। সম্প্রতি এক দিবসের কলিকাতা বার্ত্তাবহ পত্রে দৃষ্ট হইল অবোধ কেদারনাথ দত্ত পুনর্ব্বার গুণাকরের রচনার প্রতি দোষারোপ করিয়া স্বীয় অপূর্ব্ব লেখনের পরিশুদ্ধতা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কি আক্ষেপ? কি আক্ষেপ! যে ব্যক্তি রচনার র জানেনা সে র, ঠ, লিখিয়া কবি হইতে বাঞ্ছা করে। আবার রাগোন্মত্ত হইয়া হিত বাক্য গ্রহণ না করিয়া কেবল স্বকীয় ভ্রম জনিত আচরণ দৃঢ়তররূপে রক্ষা করিবার কারণ অগ্রসর হয়! হা বিধাতা! তুমি সৃষ্টির কর্ত্তা হইয়া এমত সৃষ্টি ছাড়া বালকটীকে কোথা হইতে আনয়ন করিয়া আপন সৃষ্টির পুষ্টি সাধন করিলে? সম্পাদক মহাশয়! গোমুর্খ, হস্তিমুর্খ, গণ্ডমুর্খ ইত্যাদি নানা প্রকার মুর্খ আছে কিন্তু কেদার বাবু ইহার কোনো প্রকার তাহা স্থির করিতে পারিনা, যে হেতু তাঁহার আপনার পায়েই তিনি আপনি কুঠার মারিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং "তাঁহার আপনার কথাই পাঁচ কাহন" করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিতেছেন। অতএব এমত ব্যক্তিকে মুর্খ না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে। যদ্যপি তিনি এক্ষণেও সরল স্বভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রবোধ বচন গ্রহণ করেন তবে প্রকৃত সুবোধ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, এবং কালে কবিত্ব বিষয়ে পূর্ণ মনোরথ হইয়া যশোলাভ করিতে পারেন। কিন্তু যদিস্যাৎ অবাধ্য বালকের ন্যায় সুপথ পরিত্যাগ পুরঃসর কুমার্গে গমন করেন তবে তাঁহার ইহকাল ও নাই, ও পর কাল ও নাই, অর্থাৎ পরিণামে মান্য হওয়া দূরে থাকুক উত্তরোত্তর জন পদে ঘৃণাস্পদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এবিধায় কেদার বাবুর আশু কর্ত্তব্য যে সর্ব্বপ্রকার বিপদোদ্ধার জন্য বিপদ-ভঞ্জন ঈশ্বরের প্রতি অকপটভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করেন এবং তাঁহার দর্শিত নির্ম্মল পথাবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন। ইহাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইব তাহা বলিতে পারিনা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ওহে ও কেদার বাবু, মিছা কেন হোয়ে কাবু,
ভ্রমনীরে হাবুডুবু খাও।
অবোধ শিশুর প্রায়, আপনার অভিপ্রায়,
বড় বোলে পরিচয় দেও॥
ভারতের দোষ ধরি, ভারতে করিছ অরি,
মরি মরি একি দেখি ভ্রম।
গুণাকর গুণাকর, সুপ্রসিদ্ধ কবিবর,
তাঁরে তুমি কর অসম্ভ্রম॥
সাধিতে আপন কার্য্য,মিছা দোষ কর ধার্য্য,
অনিবার্য্য দেখি তব রোষ।
ভারতের বন্ধুগণে, তোমার না ধরে মনে,
সকলেরি উপরে আক্রোশ॥
বঙ্গ মাঝে কবি নাই, কোন্ মুখে বল ভাই,
আমি তাই ভাবি সর্ব্বক্ষণ।
তুমি কি হে রাতারাতি,জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি,
হইয়াছ এত বিচক্ষণ॥
অবতরু গিরিস্থর্ত, মায়ে বলে পড় পুত,
সেইমত কবিতা তোমার।
পড়িতে ঝোরে নয়ন, শুনিলে বিদরে কাণ,
আস্যধামে হাস্য রাখা ভার॥
তবু ভারি আস্ফালন, অপরূপ বিরচণ,
করিয়াছ মনে এই ভান।
এ লানেনা, ও জানেনা, ভঙ্গি করিতেছ নানা,
তুমি মাত্র জেনেছ সন্ধান॥
এ যে অপরূপ ধন্দ, আপনার দোষে অন্ধ,
পরছিদ্র অন্বেষণে রত।
বুঝালে না বুঝ তবু নত নাহি হয় কভু,
হিতবাক্য কব আর কত॥
এ বড় বিষম রোগ, কি করিব মুষ্টিযোগ,
ভাবিয়া সন্ধান নাহি পাই।

বৈদ্য সানে পর ভব, করিবারে অনুভব,
বুঝি এর সুঔষধ নাই ॥
তবে এক যুক্তি আছে,বলি হে তোমার কাছে,
যদি তুমি কর প্রণিধান।
বাল্যবৎ ব্যবহারি, আশু কর পরিহারি,
পরিহর কবি অভিমান॥
সদা নম্রভাব ধর, জ্ঞান অলঙ্কার পর,
ঈশ্বরের কর আরাধনা।
ঈশ্বরের পথে চল, ঈশ্বরের মতে বল,
ঈশ্বরের ধর হে মন্ত্রণা ॥
তিনি হোলে অনুকুল, কর্ম্মে হবে সুপ্রতুল,
অতুল হইবে যশোলাভ।
জনপদে মান পাবে, দশে তব গুণ গাবে,
বন্ধুর না হইবে অভাব॥

কস্যচিৎ যথার্থ বাদিনঃ।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

যথা বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং।

প্রশ্ন।

বাঁচিনা বাঁচিনা আর বাঁচিনারে ভাই
আর বাঁচিনারে ভাই।

গ্রীষ্ম বর্ণন।

পুরণ পয়ার।

কিহেরি বিষম গ্রীষ্ম, ভীষ্ম অবতার।
বাড়িতেছে দিন দিন, পরাক্রম তার ॥
সেনাপতি কভু তার, তপন তনয়।
সমুদয় নাশ করে, তপন তনয়॥
সৃষ্টি আর বৃষ্টি দোঁহে, হয়েছে বিচ্ছেদ।
অনর্গল গলগল, গাত্রে বহে স্বেদ ॥
শাখিপরে পাখি আছে, মুখে রব নাই।
বাঁচিনে বাঁচিনে আর, বাঁচিনেরে ভাই।
আর বাঁচিনেরে ভাই। ১।

অনিল অনলবৎ, হোতেছে সঞ্চার।
সুখদ শীতল গুণ, নাহি আর তার।
বায়ু হোলো আয়ুহর, একি বিপরীত।
দ্বিজ সব, যেন সব, নাহি গায় গীত॥
জীব জন্তু জলবিনা, যায় সব মারা।
উপবনে শুখাইয়, মরে সব তারা ॥
দিবারাত্র সদা গাত্র, পুড়ে হয় ছাই।
বাঁচিনে বাঁচিনে আর, বাঁচিনেরে ভাই ॥
আর বাঁচিনেরে ভাই। ২।

নিদাঘ নিদয় ভাব, করিয়া ধারণ।
এই বিশ্ব চরাচর, করিছে দাহন।
রোগ তাপ আদি যত, তার অনুচর।
নাশিছে সংহার বাণে, ভূচর খেচর ॥
জলের ভিতরে অগ্নি, করিয়া প্রবেশ।
জলচয় যত জন্তু, করিতেছে শেষ॥
জীবন না পেয়ে আর, জীবনত নাই।
বাঁচিনে বাঁচিনে আর, বাঁচিনেরে ভাই॥
আর বাঁচিনেরে ভাই। ৩।

আঁব যেন গাব খাই, গ্রীষ্মের প্রভাবে।
কবিগণ অন্য মন, ভ্রম হয় ভাবে।
অগ্নির নাহিক অগ্নি, খেয়ে সুধু জল।
বিকল হতেছে সদা, শরীরের কল ॥
দম খেয়ে দম মাত্র, রহেছে এখন।
আহার বিহারে কারো, রত নহে মন।
অতি শিশু নাহি খায়, জননীর মাই।
বাঁচিনে বাঁচিনে আর, বাঁচিনেরে ভাই।
আর বাঁচিনেরে ভাই। ৪।

চাতক পাতক করি, প্রাণে যায় মারা।
হাজল যোজল বোলে, ডেকে হয় সারা॥
হরি আর করী সহ, নাহি অরি ভাব।
হরি সনে হরিগণ, করে মৈত্র্য লাভ॥
দিন দিন ক্রমাগত, বাড়িতেছে দিন।
বিভাবরী ক্ষীণ হোয়ে, হইতেছে দিন॥
যত নর নিরন্তর, বলে তুলে হাই।
বাঁচিনে বাঁচিনে আর, বাঁচিনেরে ভাই॥
আর বাঁচিনেরে ভাই। ৫।

সুরস রসাল যত, হোলো রস হত।
আনারস বিরস, হতেছে অবিরত॥
নিচুদের কিছুমাত্র, নাহি রস আর।
বেতার হইল তার, মধুময় তার॥
দিবানিশ ফল ফুল, পড়িছে খসিয়া।
কাঁঠাল হইল জেঠা, এঁড়ে পাকিয়া॥
বসন হয়েছে যেন, আপদ বালাই।
বাঁচিনে বাঁচিনে আর, বাঁচিনেরে ভাই॥
আর বাঁচিনেরে ভাই। ৬।

জলদের বল সব, হয়েছে নিপাত।
ডাক্ ডোক্ নাহি শুনি, নাহি বিন্দুপাত॥
মড়াসম খাড়া গাছ, নাহি নড়ে পাত।
একেবারে হয় বুঝি, সকলি নিপাত।
হে বিভু করুণাময়, কর শ্রুতি পাত।
তাপিত তনয় প্রতি, কৃপাকর তাত॥
তৃষা নাহি কৃষা হয়, যত জল খাই।
বাঁচিনে বাঁচিনে আর, বাঁচিনেরে ভাই॥
আর বাঁচিনেরে ভাই। ৭।

দিন দাতা বিশ্বপাতা, দীন দয়াময়।
জলদের জল দিতে, আজ্ঞা যেন হয়॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সব, তোমার সৃজন।
কটাক্ষেতে সমুদয়, করিছ পালন॥
হের শিব তব জীব, নাপেয়ে জীবন।
অকালে কালের করে, ত্যজিছে জীবন॥
জীবন বিহনে আর, কিছু নাহি চাই।
বাঁচিনে বাঁচিনে আর, বাঁচিনেরে ভাই॥
আর বাঁচিনেরে ভাই। ৮।

শ্রীচন্দ্রকালি দাস ঘোষস্য।
সাং পাণিহাটী।

অতি উত্তম।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মত্তভ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

❀ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৫ সংখ্যা] শনিবার ৬ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৯ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ২৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানার প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শিব নারায়ণ পালের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলির অন্তঃপাতি পরগণা আর সার শামিল সিঙ্গা নামক স্থানে ৮৪ নম্বরের যে এক তালুক আছে, তাহা ছয় মৌজায় বিভক্ত এবং যাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানির ১৫৮৯।।১ এক হাজার চারি শত উনুলবই টাকা আট আনা এক পাই, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুপ্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলার অন্তঃপাতি পরগণে হাত কাদার শামিল বাণেশ্বরপুর নামক স্থানে নিজ বাণেশ্বরপুর নামে যে এক তালুক আছে, তাহার বাৎসরিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কোম্পানির ২৫।৫ পঁচিস টাকা চারি আনা পাঁচ পাই, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলার এবং পরগণার অন্তঃপাতি হাতকাদা নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা পরিবারের বসতিবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক, বা বেশী হউক, এবং উক্ত স্থানের শামিল একটা পাঁজা আছে, যাহাতে ৬০০০০ শাঠ হাজার ইষ্টক মজুত আছে, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল যে এক খণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে, অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল যে এক খণ্ড ভূমি আছে যাহার মধ্যে অনেক বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান ।।৫

পোনেরো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল ঝকুস পুর নামক স্থানে কলু পুষ্করিণী নামক একটি পুষ্করিণী আছে এবং তাহারসঙ্গে যেএকখণ্ড ওবন্দ ভূমি আছে, তাহা অনুমান ২।৫ দুই বিঘা পোনেরো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান ভূমি আছে, তাহাতে অনেক নারিকেল বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ১১॥ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরেলিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে এবং তাহার মধ্যে একটা পাঁজা আছে তাহাতে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার ইষ্টক আছে, ভূমি অনুমান এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত পঞ্চানন তলার মাঠ নামে যে একখণ্ড ব্রহ্মোত্তরভূমিআছে তাহা অনুমান ১।। এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে যাহাতে প্রজাগণের বসতি আছে ভূমি অনুমান এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল যে একখণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে,তাহা অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ওস্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল যে একখণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে যাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমি অনুমান ৮' পোনেরো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিব নারায়ণ পালের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.

জে, এইচ, ফারগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা। }
২জুন ১৮৫৮। }

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ২৪ চব্বিসে জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গয়ারাম মণ্ডল এবং লক্ষ্মীকান্ত সামন্তর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্স পোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলির অন্তঃপাতি পরগণা বুরশুতির অন্তর্গত শিবপুরের দক্ষিণ পাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা পরিবারের বসতি বাটী, এবং ৮ আটখানা খড়ুয়া ঘর আছে, এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি আছে, তাহার মধ্যে দুইটা পুষ্করিণী এবং অনেক বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান ৯॥ নয় বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গয়ারাম মণ্ডল এবং লক্ষ্মীকান্ত সামন্তর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার শামিল যে এক খণ্ড ভূমি আছে, তাহা অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গয়ারাম মণ্ডল এবং লক্ষ্মীকান্ত সামন্তর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার অন্তঃপাতি এতারাই নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একটা পুষ্করিণী আছে এবং তাহার সঙ্গেযে এক খণ্ড ভূমি আছে, তাহার কিনারায় অনেক বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গয়ারাম মণ্ডল এবং লক্ষ্মীকান্ত সামন্তর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.

জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা। }
৫ জুন ১৮৫৮। }

বিজ্ঞাপন

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বাধকৌষধী এবং অম্লপিত্ত শ্বাসকাশ বিনাশকারি উত্তম উত্তম ঔষধী সাং জোড়াষাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রিট ২১ নং বাটীতে প্রস্তুত আছে, যে মহাশয়ের প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং অথবা লোক পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

সংবাদ প্রভাকর

৬আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

দলাদলী কি বিষম ব্যাপার?এই দলাদলিতে লিপ্ত হইলে অতি বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ লোক সকলকেও হিতাহিত বোধ রহিত হইতে দেখা যায়। ইহা কি মহানিষ্ট। উপস্থিত কালে এইঘৃণিত দলাদলি বিষয়ে বিজ্ঞলোকদিগকে তাদৃশ মুগ্ধ হইতে প্রায় দেখা যায় না। কেননা রাজ্যের কল্যাণ তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে গূঢ়ভাবে আবির্ভাব থাকাতে পরস্পরের মধ্যে দ্বেষভাব কিছুকালের জন্য লুক্কায়িত থাকে। ফলতঃ এবম্ভূত আচার ব্যবহারে বিমুখ হইলে মনুষ্যের সভ্যতা পদবী কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? কেনা অবৈধ হিংসা এবং দ্বেষাদির অভাবকেই মনুষ্যত্ব বলা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় প্রধান পুরুষদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার দর্শনে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, এতদ্দেশীয় লোক সকলকে তাঁহারা সতত অসভ্য বলিয়া হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন, সভ্যাসভ্যতার বিচার করণ যদিচ আমারদিগের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, যে, আমারদিগের সভ্যাভিমানি মহাপুরুষেরা অধুনা যে ব্যবহারানুবর্ত্তি হইয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকদিগকে এতদ্রূপ কুকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে প্রায় দেখা যায় না।

ভারতবর্ষে সম্প্রতি যেরূপ রাজদ্রোহিতার ব্যাপার হইয়াছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই,ব্রিটিস রাজ্য যে ভারতবর্ষ হইতে নানামতে উন্নত হইয়াছে তাহাও কেহ অপহ্নব করিতে পারিবেননা, এই ভারতবর্ষ চ্যুত হইলে কি ব্রিটিসজাতীয় বর্ত্তমান উচ্চ মান সম্ভ্রম রক্ষা হইতে পারে? কখনই নহে, অতএব এই কারণে ব্রি-

টিস জাতীয় প্রধান অপ্রধান সাধারণ লোককে ঐক্যমতে উপস্থিত বিদ্রোহানল নির্ব্বাণকল্পে শান্তি বারি সেচন পক্ষে যে অতি যত্নবান হইতে হয় ইহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। অনৈক্য, যত্নের লঘুতা বা অন্য কোনোরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারেনা।

হা, কি পরিতাপের বিষয়! ভারতবর্ষে এই দুর্ঘট ঘটনা কালে ইংলণ্ড রাজ্যে ঘৃণিত দলাদলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোথায় তত্রত্য কুলীন মহাশয়েরা আপনারদিগের মত ভেদ সকল অন্তরে রাখিয়া একমত হইয়া সুপরামর্শ পূর্ব্বক রাজকার্য্যের পরিচালন করিবেন, না, এই সময়ে তাঁহারদিগের পূর্ব্বদ্বেষ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। লার্ড এলেনবরা সাহেব ইতঃপূর্ব্বে এতদ্রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত থাকাতে উপস্থিত গোলযোগের সময়ে অনেকেই তাঁহার মুখাপেক্ষা করিতেন, শ্রীযুত সেই সুযোগ পাইয়া আমারদিগের বর্ত্তমান প্রধান মহাশয় লার্ড কেনিং সাহেবের প্রতি বিলক্ষণ বিপক্ষতা সাধিয়াছেন, লক্ষ্ণৌ নগর ব্রিটিস সৈন্যাধীন হইলে আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর যে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, তাহাতে উক্ত রাজ্য সংপূর্ণরূপে ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত হওনের প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকাতে লার্ড এলেনবরা সাহেব একেবারে অগ্নিবৎ হইয়া বিলাতীয় মন্ত্রিদলকে বিপরীত বুঝাইয়া লার্ড কেনিং সাহেবকে যথেষ্ট ভৎর্সনা পূরিত এক পত্র লেখাইয়াছেন, সেই পত্র পাঠে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর মনের দুঃখে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন।

পক্ষান্তরে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সের মান্যবর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অযোধ্যার জয় উপলক্ষিত ঘোষণাপত্র উপলক্ষে লার্ড কেনিং সাহেবকে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক আপনাদিগের অতি বিশ্বাসপাত্র বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা পত্র লিখিয়াছেন, এই পত্র পাঠে অনেকে, বিশেষতঃ লার্ড এলেনরা সাহেবের দলস্থ মহাশয়েরা ত্বরায় বিলাতীয় মন্ত্রিপদ ভ্রষ্ট হওনের সম্ভাবনা বুঝিয়া শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের প্রথমোক্ত ভৎর্সনা পত্রকে অপেক্ষা করিলেও করিতে পারেন।

ফলে বিলাতস্থ কর্ত্তৃপক্ষ যখন এইরূপ দলাদলিতে লিপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছেন, তখন কতইনা অমঙ্গল সংঘটনা হইতে পারে এবং তদ্দৃষ্টে ভারতবর্ষস্থ রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণে কতইনা রাগ দ্বেষ জন্মিতে পারে আর তাহাতে কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা জন্মিয়া কতই না অনিষ্ট উৎপত্তি হওন সম্ভাবনা হইতেছে। সর্ব্বদা সশঙ্ক ও বিপক্ষ কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া কি কেহ সুধারা ক্রমে কার্য্য পরিচালন করণে সমর্থ হয়েন, তাহাতে এই বিপদ কালে যখন, কখন কি হয়, কোন্ ব্যাপার পরিণামে কোথায় দাঁড়ায়, কেহ পূর্ব্বে নিশ্চয়াবধারণ করিতে পারেননা, এই সময়ে ভারতবর্ষীয় প্রধান শাসনকর্ত্তা মহাশয়কে এরূপে হতপ্রভা করিলে অধীন কর্ম্মচারিদিগের, যে এককালে বুদ্ধিলোপ ও পরস্পরের মতামত লইয়া রাজ্যের মহান্ অকল্যাণ উপস্থিত হইবেক সভ্য জাতীয় মহাপুরুষেরা তাহার কি বিবেচনা করিয়াছেন। অপিচ তাঁহারদিগের এই দুই প্রকার ভিন্নভাব উদয় হওয়াতে আমরা কি সমুচিত ক্ষোভ প্রকাশ করিতে পারিনা? ভারতবর্ষের মঙ্গলে সর্ব্বাগ্রে আমারদিগেরই মঙ্গল, অমঙ্গলে সর্ব্বাগ্রে আমারদিগেরই অমঙ্গল, ভারতবর্ষবাসিগণের ভারতবর্ষ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, আমারদিগের ন্যায় ব্রিটিস জাতীয়েরা ভারতবর্ষের সুখ দুঃখ কদাচ এত ভোগ করিবেন না, হা! সেই বিবেচনায় কি আমারদিগের শাসনকর্ত্তাগণের মধ্যে এত ভেদ বুদ্ধি জন্মিয়াছে কি পরিতাপ কি পরিতাপ।

এই দুঃখের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি করস্থ কাষ্ঠ লেখনী ও তদনুভব করিয়াছে, তাহার ও গতি শক্তি রহিত হইয়া পড়িতেছে, অতএব আমরা অতি ম্লান মনে এই স্থলে বিরাম করিবার পর্ব্বে পরমেশ্বর সন্নিধানে কাতরতা ভাবে এই প্রার্থনা করি, যে, তৎকৃপায় আমারদিগের শাসন কর্ত্তা মহাশয়দিগের মনে সুমতির উদয় হয়। অনিষ্টকর দ্বেষাদ্বেষ তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ হইতে দূরে পলায়ন করুক রাজা প্রজা উভয়ের কল্যাণ সাধন পক্ষেই যেন তাঁহারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি ও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলেই এই ভারতবর্ষের কুদিন গত হইয়া সুদিন উদয় হইবে। হে করুণানিধান তোমার বিশ্বরাজ্য তুমিই রক্ষা কর তুমি প্রার্থনা করিতে আমারদিগ্যে যেরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছ আমরা সেই অনুসারেই প্রার্থনা করিতেছি তাহার অধিক আর কি সাধ্য আছে!

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৫৬ সংখ্যা] সোমবার ৮ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ২১ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ২৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব দিননাথ সেন এবং কার্ত্তিকচরণ রায়ের বিরুদ্ধে তিনখানি পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত বৈঠকখানার মধ্যস্থিত ফারডিস নামক লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতলা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটী নম্বর ১১০, এবং তাহার সঙ্গে রাইয়তি ভূমি, ও অশ্বশালা আছে, ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ভূমি আছে অনুমান।• পাঁচকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী দিননাথ সেন এবং কার্ত্তিকচরণ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ জুন ১৮৫৮।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বাধকৌষধী এবং অম্লপিত্ত শ্বাসকাশ বিনাশকারি উত্তম উত্তম ঔষধী সাং জোড়াষাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রিট ২১ নং বাটীতে প্রস্তুত আছে, যে মহাশয়ের প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং অথবা লোক পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত

পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।
৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ॥০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

সংবাদ প্রভাকর

৮ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

নানা সাহেবের বিষয়ে নানা লোকে অদ্যাপি নানা কথা উল্লেখ করিতেছেন। এক দিবস ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, তিনি কোনো শ্বেত সেনাপতি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ব্রিটিস শিবিরে আবদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাহার পরে এবিষয়ের আর কোনো শাড়া শব্দ ও উচ্চবাচ্চা শুনা যায়না। ইংলিসম্যান কেবল এক দিবস একটি কথা লিখিয়াই নীরব রহিলেন। হরকরা এবং ফিনিক্স পত্রে ইহার প্রসঙ্গ মাত্রই উল্লেখ হয় নাই। ইহাতে অনেকেই নিশ্চয়রূপে অনুমান করিতেছেন। নানা সাহেব ধৃত হন নাই তিনি হয় গোয়ালিয়র, নয় অপর কোনো স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সৈন্য সঞ্চালন করিতেছেন। বিপক্ষেরা গোয়ালিয়ার রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক নানার নামে আধিপত্যের ঘোষণা করিয়াছে বোধ হয় নানা সেই নানা-কেলে রাজ্য পাইয়া তাহার উপরে আপনার যত সাধ্য ততই প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছেন। একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন স্বাধীন রাজ্য হস্তগত করাতে নানা অধুনা ধনে জনে নানা প্রকারেই বলিষ্ঠ হইয়াছেন বটে। সেই রাজ্যের প্রজারা আপাততঃ আশঙ্কা প্রযুক্ত অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহাকে রাজস্ব প্রদান করিলেও করিতে পারে তদ্ভিন্ন একটা প্রধান রাজ্যের উৎপাদিত বহু প্রকার খাদ্য দ্রব্য অতি সহজেই সংগৃহীত হইবে। অপিচ গোয়ালিয়ার রাজ্যে মহারাজপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে বড় ছোট কয়েকটা দুর্গে রোধ হয় সকল প্রকার সমর সামগ্রী প্রস্তুত আছে। দুষ্ট দুর্জ্জনেরা সেই সমস্ত দুর্গ আশ্রয় করিয়া সংপ্রতি কিছুদিন আস্ফালন করিতে পারিবে কিন্তু যেমন আসল ঘরে মুষল নাই ঢেঁকে লে চাঁদোয়া ,, এইক্ষণে তাহার দিগের অবিকল সেইরূপ হইয়াছে আর সে বিষদন্ত নাই। ঝান্সি কাপ্পি বোন্দেলখণ্ড এবং রোহেলখণ্ড নানা সাহেব সর্ব্ব শেষে কেবল এই কয়েকটি প্রদেশ লইয়াই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে ছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। ব্রিটিস সেনারা উপযুক্ত রূপ প্রতিফল প্রদান পূর্ব্বক সেই কয়েকটি স্থান জয় লাভ করিয়াছে পুনর্ব্বার এদিগে আসিয়া আর দন্তস্ফুট করিবার শক্তি মাত্রই নাই। কেবল ,, নাড়ার মার ভাঁড়ার ন্যায় শুদ্ধ এক গোয়ালিয়া ,, নিয়ে দিয়ে কথা। আরতো কিছুই নাই। বীরবর সেনাপতি রোজ সাহেব সম্য কপ্রকার সমরসজ্জা সহকারে সংপূর্ণ সাহসে সসৈন্যে তাহা আক্রমণার্থ সুসজ্জীভূত হইয়াছেন। ঢোলপুরের রাজা প্রভৃতি তাঁহার অনুবল আছেন। ব্যাঘ্র যেমন মেষপাল মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক ভয়ঙ্কর নাদেই সকল মেষকে ছত্রিভঙ্গ করিয়া দেয়, ইনি কোনো সুযোগে একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই সেইরূপে সমুদয় দুর্ব্বল শত্রুকে হতবল করিয়া দিবেন তবে সংপ্রতি বর্ষাকাল; গোয়ালিয়ারের নীচে ,, চম্বল নদী " অতি বৃহৎ বর্ষায় সেই স্রোতস্বতী অতি প্রখর বেগবতী এবং বাহুল্যরূপেই বিস্তৃতা হয়। ইহাতে অধুনা নদী পারের ব্যাঘাত হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক, উপস্থিত বর্ষার কয়েক মাস গত হইয়া শিশিরের সমাগম হইলে শত্রুকুল সংহারের আর সংশয় মাত্রই থাকিবে না। অতএব আর দুই তিন মাস তাহারা যত লম্ফ ঝম্প করিতে পারে করুক। এই প্রস্তাবটি লিখিতে লিখিতে আমরা গবর্ণমেণ্ট দত্ত সংবাদে অবগত হইলাম গোয়ালিয়ারের মহারাজ গত ১৩জুন দিবসে আগ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃহদ্দল সৈন্য সহিত আপন রাজ্য পুনরধিকার করণার্থ যাত্রা করিয়াছেন। ১৩ ও ১৪ জুনের সংবাদ জয়পুর নিরাপদে আছে। ১৪ তারিখে সেনাপতি রোজ সাহেব সসৈন্যে ,, সুপুলুয়ায়" পঁহুছিয়াছেন। বিদ্রোহিরা ভীত হইয়া ছত্রিভঙ্গ হইতেছে। অনেক গুলিন বিদ্রোহি গোয়ালিয়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোটা অঞ্চলে গমন করিতেছে।

এই সংবাদ পূর্ব্বাপক্ষা অনেক সুসংবাদ, প্রার্থনা করি জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া এই বর্ষাতেই শত্রুকুলের সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করুন।

" হিতৈষিনী পত্রিকা" নাম্নী এক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, ইহা কলিকাতাস্থ হিতৈষিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহার পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র আটপেজি ফরমার অর্দ্ধ ফরমা অর্থাৎ ৪ পৃষ্ঠা মাত্র। সাধারণ মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার কথা, এই পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং যাহাতে অধন সধন সকলে ইহা পাঠ করিতে পারে, তজ্জন্য ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ পয়সা মাত্র নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চোপাসনা প্রচার বিষয়ে একটী প্রস্তাব প্রশ্নোত্তর ছলে লিখিত হইয়াছে, ইহার রচনা প্রণালী অতীব সুন্দর। প্রার্থনা এই নবীন পত্রিকা দীর্ঘজীবী হইয়া সাধারণ মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রচার করত আপনার নামানুরূপ কার্য্য করুন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

১১ জুন দিবসে জি,প্লৌডেন সাহেব নাগপুর হইতে এমত সংবাদ লেখেন যে " জিলা চন্দ্রার অন্তঃপাতি আরফেলি নামক স্থানের বিদ্রোহি জমীদার ইয়াকট রাও, আহিরিস্থ লচমিবাই জমীদারির বেতনভোগি কয়েকদল সেনাদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছেন। সমরের বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই, কিন্তু এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক সেনা হতাহত হইয়াছে।

ফিনিক্স পত্র পাঠে অবগতি হইল, কাশ্মীর হইতে কয়েক দল বিদ্রোহি আসিয়া গুরুদাসপুর আক্রমণ করিয়াছে।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, "দক্ষিণ মারহাট্টার অন্তঃপাতি নরগুন্ত নামক স্থানের বিদ্রোহি সরদার ছয় জন অনুচর সহিত ধৃত হইয়াছে।"

আগ্রা হইতে ৮জুন তারিখে বারানসীর কমিসানর সাহেব যে সংবাদ প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম অনুবাদ করত প্রকটন করা গেল। "গত ৪ তারিখে বক্সার হইতে এমত সংবাদ আগত হয়, আমীর সিংহ ২০০০ পদাতিক, এবং ৫০০ অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে জগদীশপুর জঙ্গল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগীরথীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত গারমর নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। কাপ্তেন বালনার সাহেবের অধীন ৭০ জন শীক অশ্বারোহি সেনা বিক্রমগঞ্জ হইতে বক্সার পর্য্যন্ত উল্লেখিত বিদ্রোহি সেনাদিগের বিপক্ষে ধাবিত হইয়াছিল। গত কল্য কয়েক দল বিদ্রোহি সিপাহি এবং সোয়ার সেনা গাজিপুরের ৬ ক্রোশ পূর্ব্বদিগে মালিমদাবাদ নামক স্থানের তসিলদারি গৃহে অনল সংযোগে একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে। কম্বারলেজ সাহেবের অধীন সেনারা গতকল্য রজনীতে ভাগীরথী পার হইয়াছে।"

হরকরা পত্র পাঠে অবগতি হইল, গত ৭ তারিখে গোয়ালিয়ারস্থ বিদ্রোহিরা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। যথা "তেলসিয়াতোপি সসৈন্যে ফুল বাগ নামক স্থানে থাকিবেক।

ঝান্সির বাই, নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অধিকাংশ বিদ্রোহি সেনা ফুলবাগ এবং নাইলক উদ্যানের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। মল্‌কিটেম্পেল নামক স্থানের দুর্গের সম্মুখে ২ টা তোপ এবং কয়েকদল সেনা রহিয়াছে। নদীর সমীপবর্ত্তি দুর্গ মধ্যে ৬ টা তোপ এবং কতক গুলিন সেনা অবস্থিতি করিতেছে।

ফুলবাগ গমন পথের সম্মুখে কয়েক দল সেনা আছে, সেপারি এবং এবং গুপ্তেশ্বর নামক স্থানে বিস্তর সেনা অবস্থিতি করত সতর্কতা ভাবে চৌকী দিতেছে। রাজবাটী মহারাজের কৃতঘ্ন সেনাদিগের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, তেলসিয়াতোপি ঐ সকল দুরাচারিদিগের তত্ত্বাবধারক হইয়াছে, নগরের প্রত্যেক কোন্ এবং প্রধান প্রধান রাজপথ বিদ্রোহিরা বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেছে। এইরূপে গোয়ালিয়ার রাজ্যের বিদ্রোহি কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইতেছে, তাহারা ঐ রাজ্য আপনাদিগের প্রধান রাজধানী করণের মানসে বিশেষ যত্ন করিতেছে।"

দিল্লীগেজেটের কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে নিম্নলিখিত অযোধ্যাস্থ তালুকদার এবং চকলাদার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিকুলে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। রায় বেরিলির ৮ ক্রোশ অন্তর হাজিপুরের তালুকদার রঘুনাথ সিংহের অধীনে ৮ টা তোপ এবং ১৫০০ সুশিক্ষিত সেনা আছে। রায় বেরিলির ২০ ক্রোশ অন্তর ডুণ্ডিয়াকারা নামক স্থানের তালুকদার বাবু রাম বক্স বিস্তর সেনা এবং ৫ টা তোপ লইয়া বেলিমাধ নামক স্থানে গমন করিয়া

ছেন। লালাপ্রসাদ বিরিলির ৫ ক্রোশ দূরে একটা শক্ত মৃত্তিকার দুর্গ নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে ৩৫০০ বিদ্রোহি সেনা এবং ৪ টা তোপ সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছেন। শঙ্করপুরের তালুকদার বেণী মাধু ১৯ টা তোপ এবং ৮০০০ বিদ্রোহি সেনা সমভিব্যাহারে জঙ্গল মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করত অবস্থান করিতেছেন। রাজা আলি বক্সের অধীনে ১৫০০ সেনা এবং ৫ টা তোপ আছে। অযোধ্যা নগরের ২২ ক্রোশ অন্তর সালিবাত মণ্ডের তালুকদার বাবু বাখান ৪০০০ বিদ্রোহির সরদার হইয়াছেন। রাহির নামক স্থানের তালুকদার আবুন খাঁ ৯০০ সেনার সহিত একটা মৃত্তিকার দুর্গ মধ্যে আছেন। অযোধ্যা নগরের ২৫ ক্রোশ অন্তর রাহুয়া নামক স্থানে বিকন খাঁ, ফতে বাহাদুর খাঁ, এবং রসম জমা খাঁন ৮ টা তোপ এবং ৭০০০ সেনা সংগ্রহ করিয়াছেন। বলাবেরিয়ার তালুকদার মিয়ার খাঁন, বনোনার তালুকদার দেবি সিংহ এবং দিননাথ সিংহ বিজাপুরের তালুকদার সুবদান, গঙ্গা সিংহ, বাবু সায় মন সিংহ, রাজা সিহজরাম মোসায়েব আলি, আনন্দ সিংহ, হোঁসেন বক্স, এবং আশুরাই সিংহ, ৮০০০ সুশিক্ষিত বিদ্রোহি সেনা এবং ২০ টা তোপ সংগ্রহ করিয়াছেন। চকলিদার, মহম্মদ হোসেন, মেন্দি হোসেন, এবং সেখ পাদলিমাম, অযোধ্যার অন্তঃপাতি সুলতানপুর নামক স্থানে ১০০০ বিদ্রোহি সেনা এবং ২ টা তোপ লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। রায় বেরিলির ৫ ক্রোশ অন্তর লায়েন নামক স্থানে চারিজন তালুকদার জগন্নাথ বক্স, ভগবান বক্স, বিশ্বনাথ বক্স, এবং জগন্নাথ সিংহ ৮ তোপ এবং ৬০০০ সেনা সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতেছেন, অতএব এই সকল বিদ্রোহিদিগকে শীঘ্রই পরাভব করা প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের কর্ত্তব্য হইতেছে, তাহা না হইলে অযোধ্যা মধ্যে বড় গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

ফিনিক্স পাঠে অবগতি হইল, সাসিরামে যে সকল বারিক অল্প দিবস হইল নির্ম্মাণ হইয়াছিল, বিদ্রোহিরা সেই সকল বারিক অনল সংযোগে ছারখার করিয়া দিয়াছে। গোয়ালিয়ার মহারাজের পাঁচ কোটী টাকা বিদ্রোহিরা লুণ্ঠন করিয়াছে।

১৭ জুন তারিখের দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, "গোয়ালিয়ারস্থ বিদ্রোহিদিগের নিপাতের নিমিত্ত ব্রিটিস সেনাদিগকে আশু প্রস্তুতের অনুমতি হইয়াছে, গত ৫ তারিখে সন্ধ্যার সময় কর্ণেল নেপিয়ার সাহেব বাষ্পীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক কাণপুর যাত্রা করিয়াছেন, তথা হইতে তিনি ডাকের গাড়ি দ্বারা কাল্পিতে গমন করণের মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই উৎসাহ স্যার হিউজরোজ সাহেবের দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে, কারণ উক্ত বীরবর রোজ সাহেব স্বয়ংগোয়ালিয়ারস্থ বিদ্রোহিদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রদানার্থ সেনাপতি হইবেন। কর্ণেল নেপিয়ার, সাহেব সেনা সমভিব্যাহারে থাকিতে পারিবেন। কাণপুর হইতে মহারাণীর ৫গণিতফসিলিয়ার সেনারা হিউজরোজ সাহেবের অধীন সেনাদিগের সহিত মিলিত হইবে।

অনুবাদিত সংবাদ।

ইটোয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সম্প্রতি পুলিস সংক্রান্ত সৈন্য শ্রেণীর অপেক্ষা ন্যূন বেতনে কয়েকদল অশ্বারোহি ও পদাতিক সেনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার পত্রে দৃষ্ট হইল, "যে বর্দ্ধমানের ছদ্মবেশী প্রতাপ চন্দ্র, বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা উক্ত দুরাত্মা বঙ্গদেশের সমস্ত সংবাদাদি সংগ্রহ করিতেছেন।" আমরা এই সংবাদটির উপর বিশ্বাস করিতে পারিনা কারণ প্রতাব চাঁদ ছয়বৎসর বিগত হইল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের কোনো সংবাদদাতার পত্রে ব্যক্ত করে, সম্প্রতি এস্থান সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়াছে। আহারীয় দ্রব্যাদি দুর্মূল্য হওয়ায় সকলের বিশেষতঃ দীনদুঃখীর বড়ই কষ্ট হইয়াছে।,,

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀

❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং-চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভাসংজাস মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

❀ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৩০৫৭ সংখ্যা।] মঙ্গলবার ৯ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ২২ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

ইকুইটি পক্ষ।

যে মোকদ্দমায় উইলিয়ম পেন ফোল্ড এবং তাহার স্ত্রী জেসি মেরিএন।

বাদীগণ।

জন বুলুমফিল্ড রিচার্ডসন

প্রতিবাদী। আদি দাবি।

এবং

উইলিয়ম পেন ফৌল্ড এবং তাহার স্ত্রী জেসি মেরিএন।

বাদীগণ।

মৃত জন বুলুম ফিল্ড রিচার্ডসনের শেষ উইল প্রমাণে উত্তরাধিকারিণী মেরি, যিনি মেকিউ নামে বিখ্যাতা।

প্রতিবাদিনী।

পুনরুত্থাপনের অনুমতি অনুসারে।

এই সকল মোকদ্দমা বিষয়ে স্থবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত তিপান্ন খৃষ্টাব্দের ১২ আপ্রিল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত উইলিয়ম সারপমোল্ড, যিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ার অন্তঃপাতি টেনাসেরিয়ম রাজ্যের অন্তর্গত মোলমেন নামক স্থানে বাস করিতেন, তিনি জাহাজ নির্ম্মাণকারী ছিলেন এবং এক হাজার আট শত পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজন এবং উত্তরাধিকারি প্রভৃতিদিগকে এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা আগামি ৮ জুলাই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা ও উইল সংক্রান্ত সম্পত্তি ও বৃত্তি সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডব্লিউ,মেকফার্সন
মাষ্টর।

REMFRY & ROGERS.
Plaintiff's Solicitors.
রেমফ্রি এণ্ড রজার্স।
বাদিপক্ষীয় উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৮জুন ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বাধকৌষধী এবং অম্লপিত্ত শ্বাসকাশ বিনাশকারি উত্তম উত্তম ঔষধী সাং জোড়াষাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রিটের ২১ নং বাটীতে প্রস্তুত আছে, যে মহাশয়ের প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং অথবা লোক পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের র জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ॥০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

১৪ জুন ১৮৫৮ সাল।

কাপ্তেন ই, পি, লয়েড সাহেব, আসামের আফিসিয়েটিং জুনিয়র আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মুরসিদাবাদের অন্তঃপাতি হররর পাড়ার মুনসেফ বাবু নব কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রথম শ্রেণীর মুন সেফি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

১৫ জুন।

সদর দেওয়ানি এবং নেজামত আদালতের আফিসিয়েটিং জজ মেং সি, বি, ট্রেভর সাহেব, মেং জে টরেন্স সাহেবের ভারার্পিত কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত কয়েক জন ব্যক্তি ত্রিহুতের ফেরিকণ্ড কমিটির, মেম্বরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং সি, ডবলিউ গেল।
জি এল, মারটিন।
এন সি, মেকনে মারা।
জে, ওয়েসটন।

মেং পি, বনড সাহেব কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর সাহেবের সহকারি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং এইচ, এ, ককারেল সাহেব সিলটের আফিসিয়েটিং মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর

৯আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা শুনিতেছি, এতন্নগরে এলাহাবাদে এবং লাহোরে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি কমিসরিয়েট সংক্রান্ত বৃহৎ কার্য্যালয় নির্ম্মিত হওনের অনুষ্ঠান হইতেছে। তাহার অধীনে প্রত্যেক স্থানে প্রতি নিয়ত ১০০০ শ্বেত সৈন্যের আহারের উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকিবে। এই ব্যাপারে বিপুলবিত্ত ব্যয় হইবে তাহাতে সন্দেহাভাব। ফলতঃ এ সময়ে এতদ্বিষয়ে অধিক ব্যয় স্বীকার করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। আমারদিগের বিবেচনায় প্রত্যেক জেলা অথবা প্রত্যেক প্রকাশ্য স্থানে কমিসরিয়েট সংক্রান্ত এক একটা অতিরেক শাখা কার্য্যা-গার স্থাপিত করা বিধেয় বোধ হইতেছে। কেননা যখন বর্ত্তমান গ্রীষ্মে বিপক্ষেরা সমূলে নির্ম্মূল হইল না, তখন তাহারদিগের সংহারার্থ দীর্ঘকাল বিলম্ব হইবে এমত অনুমান হইতেছে। সুতরাং এ অবস্থায় সর্ব্বত্রই সেনা সমুহের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত রাখাই উচিত। বিশেষতঃ যখন কুমার সিংহ পুনর্ব্বার সদলে জগদীশপুরে আগমন পুর্ব্বক এমত প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, "হয় মরিব" নয় মারিব" তখন ভোজপুর এবং তাহার চতুর্দ্দিগস্থ স্থানের মধ্যে মধ্যে এক একটা গুরুতর অথবা সামান্য যুদ্ধ হওনের সম্ভাবনা আছে। অতএব কলিকাতা অবধি গাজীপুর পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ স্থলে এরূপ পরিমাণে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে, যাহাতে শাদা কালো উভয় দলের যোদ্ধাগণের ভোজনের ক্লেশ মাত্রই নাহয়। কেবল আহারীয় দ্রব্য বলিয়াই নহে, সমর সংক্রান্ত সকল প্রকার সামগ্রীই রাখিবার আবশ্যক হইতেছে। অর্থাৎ গোলা, গুলি, তোপ, বন্দুক, বারুদ, তলবার ও শকটাদি, বিশেষতঃ বর্ষাকাল, এইক্ষণে প্রচুর পরিমাণে নৌকা সঞ্চয় রাখিবার আবশ্যক করে। শ্রাবণ মাসে যখন গুরুতররূপে বারিবর্ষিত হইয়া নদ নদী সকল পরিপূর্ণ ও পথ ঘাট সকল জলাকীর্ণ হইবে, তখন শত্রুদিগে্য অতি সহজে অনায়াসেই সংহার করা যাইবেক। কারণ তৎকালে তাহারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে পলায়ন করণের পথ এবং উপায় প্রাপ্ত হইবেনা। বেহার অঞ্চলীয় বিদ্রোহি ব্যূহ বিনষ্ট হইলেই আমারদিগের এই বঙ্গরাজ্যে এককালেই সকল প্রকার শঙ্কা শূন্য হইবেক।

কলিকাতা হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাপের কার্য্য প্রায় এক প্রকার শেষ হইয়াছে। কেবল

বিশেষ হইতে হামার অর্থাৎ কাছিন আসাতে পদ্মাপার করিয়া তারসংযোগ করণে ব্যাঘাত হইতেছে। বাষ্পীয় জাহাজ অবলম্বন পদ্মার গর্ভে উক্ত তার যুক্ত রজ্জু স্থাপন করিতে হইবে। নদীর যে স্থলে তার হার লম্বিত হইবে সেই স্থলের বোড়া ৩৷৷০ ক্রোশ। যাহা হউক "শুভস্য শীঘ্রং,, এই শুভ কর্ম্ম শীঘ্র সমাধা হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

শুভ সংবাদ।

গবর্ণমেণ্ট সাধারণের বিদিতার্থ নিম্নস্থ কয়েকটি সংবাদ প্রকাশ করেন।

যথা।

"১৮ জুন দিবসে স্যাররবার্ট হেমিলটন সাহেব গোয়ালিয়ার হইতে এমত সমাচার প্রেরণ করেন, যে ঝান্সির রাণী নিহত হইয়াছেন, মহারাজা সিন্দিয়া এস্থানে উপনীত হইয়াছেন। গত কল্য বিদ্রোহিদিগের সহিত যে সমর হয়, তাহাতে ব্রিগেডিয়ার স্মিথ সাহেব তাহাদিগের ৪টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছেন।,,

"বিগত ১৯ তারিখে গোয়ালিয়ারস্থ রাজবাটী হইতে স্যারহিউজ রোজ সাহেব সম্বাদ দেন যথা "আমার অধীনস্থ সেনারা সাড়ে পাঁচঘণ্টা কাল শত্রুদিগের বিপক্ষে ঘোরতর সমর করত গোয়ালিয়ার অধিকার করিয়াছে শত্রুগণ দুর্গ পরিত্যাগ পুর্ব্বক পলায়ন করণ কালীন আমার অশ্বারোহি এবং গোলেন্দাজ সেনারা তাহাদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়াছে।,,

১৭ মে দিবসাবধি বিলাতীয় সংবাদ পাঠে অবগতি হইল, ভারত বর্ষীয় বর্ত্তমান গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর অযোধ্যাবাসি জমিদার এবং অন্যান্য প্রজানিচয়ের প্রতি যে নিয়ম প্রচার করেন তাহা অবলোকন করত লার্ড এলেনবরা সাহেব তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বদেশে আহ্বান করায়, বিলাতীয় কয়েক জন কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয় লার্ড এলেনবরা সাহেবের প্রতি দোষার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি রাগান্ধ হইয়া আত্ম-মুখে এমত ব্যক্ত করিয়াছেন, "লার্ড কেনিং বাহাদুরের বিপক্ষে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কাহার ও অপরাধ নাই ইহাতে যদ্যপি কোন দোষ থাকে সে দোষ আমারি হইয়াছে,, এইরূপ বক্তৃতা করত তিনি নিজ ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করণ মানসে শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর সমীপে আবেদন করেন, মহারাণী প্রধান মন্ত্রিবরের উপদেশানুসারে ঐ আবেদন পত্র গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লার্ড এলেনবরা সাহেব আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় প্রধান মন্ত্রিবর লার্ড ডারবি অনেক বিলাপ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া বিলাতে বড়ই আন্দোলন হইতেছে।

এমত জনরব যে লার্ড ষ্টানলি সাহেব বোর্ড আফ কণ্ট্রোলের প্রেসিডেন্সি পদে অভিষিক্ত হইবেন। বোর্ড আফ কণ্ট্রোলের সেক্রেটারি মেং বেলি সাহেব স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। মন্‌টেনিগ্রিনদিগের সহিত তুর্কিদিগের যে সমর হইতেছিল তাহাতে তুর্কিরাই পরাজিত হইয়াছে।

চুঁচড়া বাসি বন্ধুর ১৫ জুন দিবসের পত্র খানি সাদরে গৃহীত হইল।

"এস্থানে বারিক সকল নির্ম্মাণের বড়ই ধুম ধাম হইতেছে, ঐ কর্ম্ম আশু সমাধাকরণার্থ শত শত রাজ মজুর নিযুক্ত হইয়াছে, বারিকের স্থানাভাব হওয়ায় নিকটবর্ত্তি বাসিন্দাদিগকে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। কিয়দ্দিবসাবধি এস্থানে যে এক নূতন রাজপথ নির্ম্মাণ হইতেছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অতি সম্প সংখ্যক শ্বেত সেনা যাহারা এস্থানে আছে, তাহাদের শীঘ্রই মুরসিদাবাদে গমন করণের কথা হইতেছে। দস্যু এবং দুষ্ট লোকদিগের উৎপাত নিবারণার্থ একজন উপযুক্ত সব আসিষ্টাণ্ট সারজন নিযুক্ত হয়েন, শুনিলাম তিনি সম্পকালের মধ্যেই গয়ার সব আসিষ্টাণ্ট হইবেন।,,

---

এলাহাবাদে বিদ্রোহি কর্ত্তৃক যে সকল ষ্টাম্প কাগজ অপহৃত হয় তাহার মূল্য কোং ১৮২৭৯৪৩৶৩ এবং যে আফিম অপহৃত হয় তাহার মূল্য ৪৪০০ টাকা।

যখন কেবল একটি জেলার হানি এরূপ অধিক হইয়াছে, তখন অন্যান্য জেলার হানি একত্র করিলে অত্যন্তই অধিক হইবে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

নবাবগঞ্জ শিবির হইতে গত ১৪ তারিখে নিম্নস্থ সংবাদ আগত হয়, যথা, "অযোধ্যা নগরের কিয়দ্দূরে ২০০০০ বিদ্রোহি সেনা আসিয়া মিলিত হওয়ায়, হোপ গ্রাণ্ট সাহেব ২০০০ অশ্বারোহিএবং ৩০০০ পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে শত্রুদিগের বিপক্ষে ধাবিতা হয়েন, বিদ্রোহিগণ প্রথমতঃ ঘোরতর সমরে প্রবর্ত্ত হয় কিন্তু তাহারা পরিশেষে বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া নবাবগঞ্জ মধ্যে পলায়ন করে। এই সমরে শত্রুপক্ষের ২০০০ সেনা নিহত হয় এবং তাহারদিগের ১৮ টা তোপের মধ্যে ৪ টা তোপ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, এপক্ষের ২০ জন হত এবং ৩০ জন আহত হইয়াছে।"

"পলাতক বিদ্রোহিরা বোধ করি পুনর্ব্বার আমারদিগকে আক্রমণ করিবে কারণ তাহারা এতাধিক ভ্রাতৃগণের মৃত দর্শনে কিছু মাত্র হতাশ কিম্বা সাহস বিহীন হয় নাই, অযোধ্যা নগর শীঘ্র নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে।"

হরকরার জোয়ানপুরস্থ কোনো সংবাদদাতার পত্রে ব্যক্ত করে এস্থানের যে কয়েক জন বিদ্রোহি সরদার প্রজা ও রাজপুরুষগণকে বিশেষরূপ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল সম্প্রতি তাহারা ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগের সমস্ত বিভবাদি রাজকোষভুক্ত হইয়াছে।

জোয়ানপুরের অন্য কোনো সংবাদদাতার ৬ জুনের পত্র পাঠে অবগতি হইল, সম্প্রতি এস্থান সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়াছে, ফৈজাবাদের নিকটে বড়ই গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

বারাণসীর কোনো সংবাদদাতা ১৮ জুনে লেখেন, "এস্থানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে প্রাণিগণ হাহাকার করিতেছে, সম্প্রতি এস্থানে এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় বিপরীত ফল ঘটিয়াছে অর্থাৎ গ্রীষ্ম বিলক্ষণরূপে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

এস্থানের রাজভক্ত রাজা আপনার পান্দিপুরস্থ বাটী, গবর্ণমেণ্টকে এক বৎসরের নিমিত্ত বিনা ভাড়ায় প্রদান করায় আমাদিগের বিজ্ঞবর গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তর চিক এবং অন্যান্য কয়েক জন চিহ্নিত কর্ম্মচারি সাতিশয় পরিশ্রম এবং যত্নসহকারে অনেক বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে বিস্তর সম্পত্তি কাড়িয়া লয়েন, তাহাতে আমাদিগের জজ সাহেব গবর্ণমেণ্টে এরূপ অনুরোধ করেন যে ঐ সকল সম্পত্তি হইতে শতকরা ৫ টাকা করিয়া উল্লেখিত সাহেবদিগকে প্রদান করিলে ভাল হয়, এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এমত উত্তর করিয়াছেন এপ্রকার নিয়ম সামান্য অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের প্রতি করা যাইতে পারে কিন্তু কোনো প্রকার চিহ্নিত কর্ম্মচারির প্রতি করা হইবেনা।"

অনরেবেল কোর্ট আফ ডৈরেক্টরস্ মহোদয়গণ দিল্লীর নিকটবর্ত্তি যমুনার উপর নৌকার সেতু নির্ম্মাণার্থ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। লেপ্টেনাণ্ট প্রাইস সাহেব, ঝড়কির তামসন কালেজ নির্ম্মাণের নিমিত্ত সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধারণ করায় উল্লেখিত বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়েরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ৩০০০ টাকা পারিতোষিক দিতে অনুমতি করিয়াছেন।

আলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে তনসম হসপিটাল, এবং আগ্রাস্থ মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণ এই উপস্থিত গোলযোগের সময় সুন্দররূপে পরীক্ষা প্রদান করায় ঐ সকল স্কুলের তত্ত্বাবধারক ডাক্তর ফারকোহার সাহেব গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

আলাহাবাদ পরগণার বিদ্রোহি সরদার বেনি বাহাদুর এবং সারগেরামকে যে ব্যক্তি ধৃত করিয়া গবর্ণর জেনেরল অথবা অন্য কোনো সামরিক রাজকর্ম্মচারির নিকট অর্পণ করিবে, তাহাকে গবর্ণমেণ্ট ২০০০ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

Printed and published by Issurchunder Gooptp at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৫৮ সংখ্যা] বুধবার ১০ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ২৩ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বাধকৌষধী এবং অম্লপিত্ত শ্বাসকাশ বিনাশকারি উত্তম উত্তম ঔষধী সাং জোড়াষাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রিটের ২১ নং বাটীতে প্রস্তুত আছে, যে মহাশয়ের প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং অথবা লোক পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

১০আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলাম, এইক্ষণে সেই কথাগুলিন যেন দৈববাণীর ন্যায় সত্যরূপে সপ্রমাণ হইল। অস্মৎ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, নানা দোষের দোষি নানা প্রভৃতি বিদ্রোহিগণ প্রথমে যখন কাণপুর অধিকার করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই, আর কাল্পি ঝান্সি, বোন্দেল খণ্ড, রোহেল খণ্ড, নৈনেতাল, মুরাদাবাদ, বিরেলি এবং ফরেক্কাবাদাদি প্রধান প্রধান স্থান সকল হস্ত গত করত ঐরূপে শেষ রক্ষা করিতে না পারিয়া মহাবল পরাক্রান্ত সিংহবৎ শ্বেত সৈন্য সন্দর্শনে ভীরু ফেরু শৃগালের ন্যায় ল্যাজ মুখে করিয়া ফেউ ফেউ শব্দে সর্ব্বত্র হইতেই উঠে ছুটে চম্পট করিতেছে। তখন তাহারা গোয়ালিয়ার রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক কখনই বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে পারিবেনা। এইক্ষণে জগদীশ্বরের অনুকম্পায় তাহাই প্রত্যক্ষ হইল। গোয়ালিয়ার রাজ্য অধিকার করিয়া শত্রুদিগ্যে বাসি হাঁড়িতে রন্ধন করিয়া দুই দিবস কালও স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে হইল না। যে কাটায় মাপ, সেই কাটায় শোধ। যেমন প্রবেশ, অমনিই ধাক্কা। হাতে হাতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপ ফল ফলিয়াছে। হে পাঠকগণ! এইক্ষণে আপনারা সর্ব্বশাস্তা দুষ্কর্ম্মের দণ্ড দাতা পরম পিতাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করুন। অসম সাহসি বীরবর সেনাপতি স্যার, হগ রোজ সাহেব গত ১৮ জুন দিবসে বিপক্ষদিগকে পরিপূর্ণরূপে পরাভব পূর্ব্বক দুর্গ হইতে দূরীভব করত গোয়ালিয়ার অধিকার করিয়াছেন। ইহাতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম হয় তাহাতে ঝান্সির রাণী

সংগ্রাম শায়িনী হইয়াছেন, মহারাজা সিন্ধিয়া তথায় পঁহুছিয়াছেন।

আমরা এমত বিবেচনা করিয়াছিলাম, বর্ষাকালের মধ্যে শত্রু সকলকে পরাভব করা অতি কঠিন হইবে, কারণ তথাকার চম্বল নদী অতি প্রবলা, এবং গোয়ালিয়ার দুর্গ অতিশয় দৃঢ়বদ্ধ। এই ভারতবর্ষ মধ্যে সে প্রকার সুরক্ষনীয় প্রধান দুর্গ অতি অল্প আছে। যাহাহউক, যখন গ্রীষ্মের শেষ না হইতেই দুর্ব্বোধেরা নানারদলে নানা প্রকারেই দুর্ব্বল হইল, তখন আর সংপুর্ণ বর্ষাকাল অতিক্রম করিতে হইবেনা। বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের মধ্যেই সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে, আর তাহাদের কোনোখানেই উঠে ধানে পত্তি করিতে হইবেনা। যখন নানার খানা উঠিয়া গেল। তখন লক্ষ্ণৌ ও গোরক্ষপুর এবং আজিমগড় অঞ্চল শীঘ্রই শত্রু শূন্য করা যাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? আরা প্রদেশে কুমার সিংহ অমর সিংহ গ্রাম সিংহের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতেছে, তাহারা যেমন কুক্কুর, তেমনি মুগুর প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ অমনি কপালে চক্ষু তুলিবে।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

নানাজী তোমার নানী, ছিলেন ঝান্সির রাণী,
সে নানীর লীলা সম্বরণ।
এখন তোমার নানা, কে আর যোগাবে খানা,
কিরূপেতে বাঁচাবে জীবন॥
করেছ যে পাপাচার, উপযুক্ত ফল তার,
ভোগ হবে হবেই নিশ্চয়।
কোথায় পালাবে ভাই, গায়েতে মাখিলে ভাই
যম কভু ছাড়িবার নয়॥
কদিন পাপের বাড়ি, প্রহারে শাসন বাড়ি
শমনের বাড়ী যেতে হবে।
যেখানে বিদ্রোহি যত, এইরূপে হবে হত,
জন প্রাণি বেঁচে নাহি রবে॥
পাখা উঠে পাঁপিড়ার, হোয়েগেল ছারখার
যাহবার সকলি হয়েছে।
কুমার অমর সিংহ, সে ছুটোতো গ্রাম সিংহ
কুকুরের মুগুর রয়েছে॥

"হিন্দুদিগের রাজভক্তি," নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিয়দংশ পাঠ করত সন্তুষ্ট হইলাম, হিন্দুদিগের রাজভক্তি সপ্রমাণ করাই ঐ পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য, অতএব তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে সকলের অন্তঃকরণে রাজভক্তির উদয় হইতে পারিবে। গ্রন্থ কর্ত্তা পুস্তকের মূল্য। চারি আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ইংলিসম্যানে দৃষ্ট হইল ১৩০০ বিদ্রোহি সেনা শোনন্দ পার হইয়া আগমন করাতে গয়া প্রদেশের লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। গত কল্যের উক্ত পত্র পাঠে অবগতি হইল, বিদ্রোহিরা গয়া প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছে।

আসাম অঞ্চলে গুরুতর বৃষ্টি হওয়াতে নাবিক সেনাদিগের মধ্যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ হইতে ১৪ জুন তারিখে সংবাদ আইসে সেনাপতি হোপ গ্রাণ্ট সাহেব ১২ তারিখে ফয়জাবাদ অঞ্চলে বিদ্রোহি মৌলবির অধীনস্থ সেনাগণকে সংগ্রামে পরাজয় পূর্ব্বক ৬ টা তোপ জয় লাভ করিয়াছেন। ঐ যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষে ৫০০ জন হত হয়, ব্রিটিস পক্ষের কেবল ৬ জন হত এবং ৩০ জন মাত্র আহত হইয়াছে।

কাণপুরের সমাচারে জানা গেল, জনেক কমিসরিএট গোমস্তা বিদ্রোহিপক্ষে সাহায্য করণাপরাধে তথাকার সহর কোতয়ালের দ্বারা ধৃত হইয়া কোর্ট মাসেলের বিচারাধীনে অর্পিত হইয়াছে। বোধ হয় তাহার প্রাণ দণ্ড হইতে পারে ও তৎসঙ্গি দুষ্টেরা যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইবেক।

এলাহাবাদের কিঞ্চিৎ দূরে এক দল বিদ্রোহির সহিত ব্রিটিস সেনাদিগের একটা সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এপক্ষের জয় লাভ হয়, বিপক্ষেরা প্রায় ৫ ক্রোশ দূরে পলায়ন করিয়াছে। ঐ দুষ্টদিগের ভয়ে মধ্যে এলাহাবাদের লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন।

প্রধান সেনাপতি মহাশয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত সমুদয় সেনাপতি ও সেনাদিগ্যে এক ঘোষণা পত্র দ্বারা সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য ইহারা সংখ্যায় অল্প হইয়া বহুকষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক বীরতা ও বুদ্ধি কৌশলে রণক্ষেত্রে বারম্বার জয় লাভ করিতেছেন।

ছাপরা প্রদেশে এইক্ষণে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটা হুজুক ওঠাতে প্রজারা অত্যন্ত ভীত হয়, রাজ পুরুষেরা সেই ভয় নিবারণার্থ বিশিষ্টরূপ মনোযোগ করিতেছেন।

বক্সর অঞ্চলে অতিশয় গোলযোগের কথা শুনা যাইতেছে। বিপক্ষেরা স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে হ-

টাৎ আসিয়া অত্যাচার করিতেছে, ব্রিটিস সেনার অগ্রভাগে যদিও তাহারা তিষ্ঠিতে পারেনা, তথাপি ও তদ্দেশ হইতে সংপূর্ণরূপে একেবারে তাড়িত হয়না। অনেক নীল ও সোরা প্রভৃতির কুটি দগ্ধ করিয়া অর্থাদি হরণ করিতেছে। জনরব, যে বক্সর বিদ্রোহি ব্যূহের হস্তগত হইয়াছে।

১৬জুন দিবসে পাটনাস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন "অদ্য যে সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বড় শিবকর নহে, বেলিয়া এবং জামুনিয়া স্থানদ্বয় বিদ্রোহিরা অনল সংযোগে একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে, পুনর্ব্বার গাজিপুর সম্পূর্ণরূপ আপদে পতিত হইয়াছে, বক্সার বিদ্রোহিরা আক্রমণ করিয়াছে, গোরক্ষপুরে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ছাপরা হইতে রিচার্ডসন সাহেব লিখিয়াছেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সারণ প্রদেশ, নয় নিরাপদ কিম্বা বিদ্রোহিদ্বারা অধিকৃত হইবে, ছাপারার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত সংবাদ দেন যে "দানাপুর হইতে১০০ সেনা যদ্যপি ছাপরায় প্রেরিত হয়, তাহা হইলে নেবেল ব্রিগেড সেনারা সাসেরামস্থ শীক সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমরে প্রবর্ত্ত হইতে পারে। বক্সারস্থ সমস্ত পুলিস ষ্টেসন বিদ্রোহিরা নিয়মিতরূপে অধিকার করায় প্রজারা অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় যে ঐসকল প্রজাকে সাহায্য করেন, সারণ প্রদেশ এক্ষণে রক্ষাকরা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্যহইতেছে,কারণ যদ্যপি শত্রুগণ উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।"

গত ১৬ তারিখের বক্সার হইতে যে পত্র আগত হয়, তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে "অমর সিংহ পুনর্ব্বার সসৈন্যে জদগীশপুরের জঙ্গল মধ্যে আগমন করিয়াছেন।

জেনরল লিউগার্ড সাহেব পীড়িত হইয়া আরা প্রদেশে গমন করিয়াছেন তাঁহার অধীন সেনারা দানাপুরে যাত্রা করেন, আরা হইতে দুই তোপ এস্থানে আসিবে, ডাউলস সাহেব সেই তোপ এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে বারাণসী গমন করিবেন। কিন্তু তিনি এ সময় এস্থান পরিত্যাগ করিলে বাসিন্দাদিগের মনো মধ্যে উদ্বেগের উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা।

জয়পুরের কোনো সংবাদদাতা ১৩ জুনে লেখেন "আমরা অদ্যাপি সংপুর্ণরূপে নিরাপদে বাস করিতেছি।"

বেহারের গত ১৬তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে "আরার কোনো বিশেষ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই,বক্সার এবং গাজিপুরের নিকটবর্ত্তি সকল স্থানে সংপুর্ণরূপে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিলাম সারণে সম্প্রতি বড় উপদ্রব নাই, কিন্তু কিয়দ্দিবস হইল একদল বিদ্রোহি সেনা উক্ত জেলা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুলিস দারোগাকে নিহত করিয়া গগরা নদী পার হইয়াছে।

"কোমস" সম্পাদক মেং ই, পি, মুর সাহেব সমর কার্য্যেও বিলক্ষণ নিপুণ, তিনি চাইবাসায় সংপ্রতি কোলজাতিদিগের সহিত সমরে সংপুর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন। বিগত ১১ তারিখে কোলেরা আসিয়া তাঁহার অধীন সেনাদিগের বিপক্ষে অনবরত তীর এবং গুলি নিক্ষেপ করে কিন্তু নেবেল ব্রিগেড সেনারা পরিশেষে সাতিশয় পরাক্রম প্রদর্শন পুর্ব্বক শত্রুদিগকে পরাজিত করে, সমরান্তে শত্রুগণ পলায়নপুর্ব্বক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগের সেনাপতি পোড়াহাটের রাজা, এত দিনের পর সাহস বিহীন হইয়া অরণ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইংলিসম্যানের কোনো সংবাদদাতা আজিমগড় হইতে গত ১৪ তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার সার মর্ম্ম যথা "গত সপ্তাহে ১৩০০ পদাতিক এবং ১০০ অশ্বারোহি বিদ্রোহি সেনা ভাগীরথী পার হইয়াছে, তাহারদিগের সহিত একটাও তোপ নাই, তাহারা উক্ত নদী পার হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে দলবদ্ধ হওত চারিদিগে গমন করিয়াছে, গত ১৩ তারিখে ৫০০ বিদ্রোহি লক্ষ্ণৌ মধ্যে প্রবেশ করে, সেই দিবসেই ৩০০ বিদ্রোহি একত্রিত হইয়া নগরার নিকটবর্ত্তি স্থান লুণ্ঠন করিয়াছে, তথাকার থানাদারের নাসিকাচ্ছেদন, ও অপর ২ জনের হস্তপদ নাসিকাচ্ছেদন এবং অনেকের জীবন বিনাশ করিয়াছে। আজিমগড়ের পার্শ্ববর্ত্তি স্থানে ৩০০ বিদ্রোহি অবস্থান করিতেছে, তাহারদিগের মনে কি আছে তাহা বলিতে পারিনা, শুনিলাম তাহারা গোরক্ষপুর অভিমুখে গমন করিবে"।

বোম্বে ষ্টাণ্ডার্ডপত্রে দৃষ্ট হইল "সংপ্রতি হায়দ্রাবাদ নিরাপদ হইয়াছে, কিন্তু তথায় এমত জনরব উ-

ঠিয়াছে যে নানা সাহেব বিস্তর সেনার সহিত উক্ত প্রদেশে গমন করিতেছেন।"

অনুবাদিত সংবাদ।

মুরশিদাবাদের নবাব গবর্ণমেণ্টে এমত আবেদন করিয়াছিলেন মৃত ধুলিবেগমের বৃত্তি,নবাবের বেগমকে দিলে ভাল হয়, শুনিলাম এই বিষয় গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন, তবে কোর্ট অফ ডৈরেক্টরের অনুমতি অপেক্ষা রহিল।

সিলটের নিকটবর্ত্তি মণিপুর নামক স্থানের রাজা কোনো অপরাধের নিমিত্ত আলিপুরে কারাগার মধ্যে বন্দীভাবে আনা হইয়াছে।

অবগতি হইল, মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের সমস্ত হিসাবাদি তদারক করণার্থ শীঘ্রই দুইজন অডিটার নিযুক্ত হইবে।

প্রেরিত পত্র

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

পদ্য।

অয়ি প্রণয়িনি বিদ্যে, আদরিনি প্রাণ ?।
কথায় কথায় কেন, এত তোর মান ? ॥
মুখে মুখে রেখে প্রিয়ে, বুকে দেই স্থান।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে, চোটে যাও প্রাণ ? ॥
মাতা পিতা ভাই বন্ধু, কিছু মনে নাই।
বিরলে তোমার সহ, সময় কাটাই ॥
ত্যজেছি আহার নিদ্রা, তোমার জ্বালায়।
রাত জেগে জেগে দেখ, ক্ষীণ হোলো কায় ॥
অয়ি গৌরবিনি প্রাণ, প্রাণের আমার।
তুমি সার আর ছার, সংসার অসার ॥
কত ভালবাসি তোরে, দেখে তুষ্ট থাকি।
অন্তরের অন্তঃপুরে, সর্ব্বদাই রাখি ॥
যে সময়ে হও প্রিয়ে, শ্রুতির গোচর।
অমৃতে (১) সংসিক্ত হয়,আমার অন্তর ॥
দর্শনে পাইলে তোরে, কিছুই না চাই।
অনিত্য সংসার চিন্তা, সব ভুলে যাই ॥
"ঘুমচ্ছি ঘুমচ্ছি না না, জেগেছি জেগেছি।
বেঁচে আছি না না, বুঝি মরেছি মরেছি ॥
যথার্থ তথার্থ নারে, স্বপন স্বপন।
এই মন কাহার ? আমার সেই মন ? ॥
এ আমি কি আমি নারে, সেই আমি বটে,,
সেই বেলা এইরূপ, কত ভুল ঘটে ॥
প্রাণপ্রিয়ে ! স্মৃতি পথে, এসো যে সময়।
কর্ম্মকাণ্ড আদি কিছু, মনে নাহি লয় ॥
শ্রুতি প্রিয় মধুর, তোমার বাক্যগুলি।
ভেবে ভেবে তব ভাবে, সব যাই ভুলি ॥
তোমার পুরাণ কথা, স্মরণ পড়িয়া।
নূতন নূতন লাগে, রসাল হইয়া ॥
কাব্যরসে সদালাপ, করি তব সনে।
তোমার স্বরূপ চিন্তা, করি মনে মনে ॥
অলঙ্কার বিভূষিত, তোমার চরণ।
হৃদয়ের ধন তুমি, দেহের জীবন ॥
ছন্দ বন্ধে নেচে নেচে, বেড়াও এমন।
ভোলা মন করে যেন কেমন কেমন ॥
অলঙ্কার-ধ্বনি (২) যেন, শুনি ক্ষণে ক্ষণে।
আহা ! কি আশ্চর্য্য ভাব, ভাবি মনে মনে।
তোমার মাধুর্য্য গুণ, বলিহারি যাই।
তোমার প্রসাদে স্বর্গ, হাতে হাতে পাই ॥
সুখের বাজার পাই, হাজার হাজার।
রসবতী তুমি প্রিয়ে, জ্ঞানের আধার ॥
আমার আমার নহে, কেবল আমার।
সংসারের ধন তুমি, সংসার তোমার ॥
নাগরী স্বরূপা থাক, নগরে নগরে।
অনেক নাগরে ভজে, সপ্রেম অন্তরে ॥
বেশ্যা-সম, সহজেতে, বশ্যা নহ কার।
কিন্তু যার বশ্যা হও, বিশ্ব বশ তার ॥
অর্থ কাঙালিনী নও, নাহি কোনো দোষ।
নানাঅর্থে পরিপূর্ণ, কতশত কোষ (৩) ॥
যে তোমারে ভজে তুমি, কর তারে দান।
তোমার সমান কেবা, তোমার সমান ॥
রমণী অসতী হয়, ভোজে দুই পতি।
অনেকের প্রণয়িণী, তবু তুমি সতী ॥
তোমার অপ্রিয় নাই, প্রিয় নাই কেহ।
যে তোমারে সদা সেবে, তারে কর স্নেহ ॥
প্রাণ না, না, তুমি প্রাণ, প্রাণের অধিক।
যে তোমার স্বামী নহে, তারে ধিক ধিক।
কিন্তু ধনি এই বড়, দোষ দেখিলাম।
তারি বশ হও তুমি, যে হয় গোলাম ॥
একটুকু ব্যতিক্রম, পেলে চোটে যাও।
আর তারপানে তুমি, ফিরে নাহি চাও।
হৃদয়ের ধন তুমি, আদরের ধন।
মনটি তোমার যেন, কেমন কেমন ॥
বুঝেছি বুঝেছি, শ্বেতবর্ণা হয় যারা।
স্বামিরে গোলাম করি, প্রেম করে তারা ॥
ইংলণ্ডীয় শ্বেতবর্ণা-গণেরা প্রমাণ।
গরমের ঘামে অঙ্গ, ঘেমে আটখান ॥
স্বামিরে করিয়া রাখে, খরিদা গোলাম।
শ্বেতের কি এত জোর, প্রণাম প্রণাম ॥
কিন্তু তোর একগুণে, সদা মরি ঝুরে।
তেঁই তোর খোসামোদ, করি ঘুরে ফিরে ॥
তোমার গোলাম,গ্রাবু-খেলার গোলাম।
তোমার গোলামে করে, রাজারা ছেলাল ॥
তোমার গোলাম তুল্য, পৃথিবীতে নাই।
তেঁই প্রিয়ে তোমার, গোলাম হোতে চাই।
পদে পদে ধরি ধরি, চরণে চরণে।
স্নেহ স্নেহ কর কর, এ অধীন জনে ॥

সংস্কৃত কালেজের ছাত্র।
শ্রীআনন্দ নাথ দাস গুপ্ত।
সাং কালীয়া।
অতি উৎকৃষ্ট
প্রভাকর সম্পাদক।

(১) অমৃত—মোক্ষ সুধা।
(২) ধ্বনি—যে কাব্যে ব্যঙ্গের উৎকর্ষ আছে, শব্দ।
(৩) কোষ—অভিধান ধনাগার।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা। অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৫৯ সংখ্যা] গুরুবার ১১ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ২৪ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জনিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।।০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

সংবাদ প্রভাকর

১১আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

কিয়দ্দিবস হইল বেহারপ্রবাসী বন্ধু লেখেন "আমারদিগের এই অঞ্চলে কুমার সিংহের পুনরাগমন জন্য পুনর্ব্বার মহাজন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি এবং দেহাতের লোকেরা কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন, তাঁহারা ভয় করিতে পারেন বটে, কিন্তু জগদীশ্বরেচ্ছায় আমরা তাদৃশ ভয়ের ব্যাপার দেখিতে পাইনা। কারণ দানাপুর, পাটনা,এবং ছাপরা প্রভৃতি প্রদেশে রাজপুরুষেরা যে প্রকার আত্মসার করত সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে দুরাচারেরা এই কয়েক স্থানে আগমন করিলেই তৎক্ষণাৎ অমনি উচিতমত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে,কিন্তু আর কিঞ্চিৎ সৈন্য প্রাপ্ত হইলেই আমরা একেবারে নির্ভয় হইয়া স্থিরচিত্তে বাস করিতে পারি। বোধ হয়, শীঘ্রই অতিরেক সৈন্য আসিতে পারে।

"মহাশয়! গ্রীষ্মের কথা আর বর্ণনা করিতে পারিনা, আমার বয়সেও জ্ঞান চৈতন্যে কখনই এপ্রকার ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের যাতনা সম্ভোগ করি নাই, মধ্যে কয়েকদিন সমস্ত দিনরাত্রি কেবল ত্রাহি ত্রাহি শব্দে কষ্ট ভোগ করিতেছি। শস্যের আশা এপর্য্যন্ত ভঙ্গ হয় নাই,কেননা এ অঞ্চলে বর্ষা নাবি হইয়া থাকে, আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে জল হইলেও হানি নাই।"

"কয়েক দিবস হইল পাটনার ডাক গাজীপুরের পথে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। অপিচ মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটনা হইলেও হইতে পারে।"

বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব।

আহা! এবৎসর কি দুর্ব্বৎসর হইয়াছে! যাঁহারা শত বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া এপর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছেন, তাঁহারাও কস্মিন্ কালে বর্ষাকালের এরূপ অবস্থা অবলোকন করেন নাই। সর্ব্বত্রই সমভাবে জলকষ্ট, যখন বড় বড় ঝিল, বিল, হ্রদ, নদ, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় সকল এককালে শুষ্ক হইয়াছে, তখন কুয়ো সকল শুকাইয়া হইবে, এ কোন্ বিচিত্র কথা!—কি সর্ব্বনাশ! জলাভাবে সমস্ত প্রাণিকেই চাতকের ন্যায় "হা-জল, জো-জল, দে-জল, দে-জল," ডাক ছাড়িতে হইয়াছে। একে তিন বৎসর পর্য্যন্ত দ্রব্য সকল অগ্নিমূল্য, তাহার উপর এবার আবার এরূপপ্রকার অনাবৃষ্টি হইলে আর কি সৃষ্টি রক্ষা পাইবে? হে দয়াময় জগদীশ্বর! তুমি প্রসন্ন হইয়া রাজ্যের এই সমুদয় আপদ বিপদ হরণ কর।

পদ্য।

প্রতিদিন, পোড়া জল, হয় হয় হয়না।
ঘোর রিষ্টি, নাহি বৃষ্টি, সৃষ্টি আরক্ষয়না॥
যাই যাই, বিনা কেহ, কোনো কথা কয়না।
উহু উহু, বাপ্ বাপ্, তাপ্ আর সয়না॥
বরুণ করুণ হোয়ে, কপাতার বয়না।
জলধর চাতকের, তত্ত্ব আর লয়না॥
সধবা বিধবা সাজে, ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীষ্মে হোলো তপস্বিনী, যত সব ময়না॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

মিছে মিছি করে ডাক্, মিছে মিছি ছাড়ে হাঁক্,
মিছে ডাক্, শরদের প্রায়।
কোথায় বৃষ্টিরপতি, কি হবে সৃষ্টির গতি,
চলে না দৃষ্টির গতি হায়॥
কে কহে আষাঢ়মাস, খেতেছে গায়ের মাস,
রস কস কিছু নাই মুখে।
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা রয়,
বরষা বরষা মারে বুকে॥

বরষরি এক ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা,
ভাল ধারা ধরে ধারাধর।
করিতেছে সমীরণ, হুতাশন বরিষণ,
পুড়ে যায় ধরা ধরাধর॥
মরে যত জলচর, নদ নদী সরোবর,
শুখাইল, যত জলাশয়।
হায় একি অপরূপ, অনলে পূরিল কূপ,
পাঁক মাত্র কিছু নাহি রয়॥
ধ্যানকরি জলদেরে, জলদেরে জলদেরে,
হা জল, জোজল, শুকায়।
হোয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগছে কত,
মানবাদি প্রাণি সমুদয়॥
কুটিকাটা হোলো ঘট, চেলাকাট যেন মাঠ,
হাট বাট, সকল সমান।
শমন তাতের তাতে, একেবারে সব তাতে,
তাতে আর নাহি রহে প্রাণ॥
বরষায় খেলে ছলি, পবন উড়ায়ে ধুলি,
দশদিগ্ করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,
এপ্রকার, সাধ্য আছে কার?॥
কিবা ধনি, কিবা দীন, এক ভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।
বল, বুদ্ধি, কারো নাহি করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনোরূপে রক্ষা আর নাই॥
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকীর মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়িছে স্বর্গ, করিছে অমর বর্গ,
মরি মরি হায় একি দায়॥
দিনকর খরতর, অমরেরা মর মর,
জ্বর জ্বর হোলো ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হয়ে বিশ্বের আয়ু,
জীবনদ না দেয় জীবন॥
ভূমে শস্য, ফল গাছে, আহারে জীবন বাঁচে,
জলেরে জীবন সবে কয়।
বল বল শুনি তাই, এ জীবন বিনা ভাই,
জীবের জীবন কিসে রয়?॥
যথা তথা শাখি যত, শুখাতেছে অবিরত,
শাখা পত্র সব হোলো সারা।
ঘোর তৃষ্ণা সোয়ে সোয়ে, ক্রমেতে নীরস হোয়ে,
সমুচয় চারা গেল মারা॥
তাপেতে শুখায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,
ফুলবাসে বহ্নি করে বাসা।
সৌরভে গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই,
ঘ্রাণ নিলে জ্বোলে যায় নাসা॥
কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষ সহ যত লতা,
সখ্যভাবে ছিলো এত দিন।
মুখতুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা,
নত-মুখে হতেছে মলিন॥
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি,
লতার স্তবক রূপ-স্তন।
নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভোগ,
কোরেছিল প্রেম আলাপন॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা রসবতী,
পতি-মুখ-চুম্বন-আশায়।
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন,
ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধমুখে ধায়॥
মরি মরি আহা আহা, এখনি দেখেছি যাহা,
ক্ষণপরে তাহা নাই আর।
পতির অবস্থা ভেদে, সতী লতা মরে খেদে,
কালের কি ভাব চমৎকার?॥
কালের কি ধর্ম্ম হেন, আষাঢ়ে বৈশাখ যেন,
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে।
জ্বোলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কি বাঁচে আর
ঘর্ম্ম আর নয়নের জলে॥
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর,
হোয়ে গেল দারুণ দুর্দ্দশা।
নর নারী এপ্রকারে, কেমনে বাঁচিতে পারে,
কোথা তবে ভোগের ভরসা॥
নিদয়-নিদাঘ রোগে, সংযোগি সংযোগ যোগে
সম্ভোগেতে হইল বঞ্চিত।
দেহের সম্বল বল, রেত রক্ত হয় জল,
কিছু আর থাকেনা সঞ্চিত॥
কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ,
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার।
স্বভাব অভাব ধরে, সৃষ্টি সব নাশ করে,
নিদাঘ নাস্তিক দুরাচার॥
ছট্ ফট্ অবিরত, অম্বর অম্বর-হত,
দেহে আর থাকে না অম্বর।
বুড়ো, যুব, যত ছেলে, পরিধেয় বস্ত্র ফেলে,
সাজিতেছে হাসা দিগম্বর॥
রমণী হয়েছে ভোলা, বুকের বসন খোলা,
পারেনা করিতে কোনো কাজ।
যত নর, যত নারী, দিগম্বর দিগম্বরী,
দেশ ছেড়ে পলায়েছে লাজ॥
এলো থেলো সব চাঁই, বোধ হয় ভগ্নী ভাই,
চেনা ভার নাগর নাগরী।
নাহি আর অঙ্গ সঙ্গ, অনঙ্গ দিয়েছে ভঙ্গ,
সার মাত্র জলের গাগরী॥
পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলে রাজা,
পেটে পুরে জলের সাগর।
ঢক্ ঢক্ গেলে যত, উদরি রোগের মত,
সকলেরি উদর ভাগর॥
পাতে মাত্র দিই হাত, কে, খায় গরম ভাত,
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।
কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তাই,
টম্বল টম্বল ঢালি জল॥
উঁহু উহু, রাম্ রাম্, পচিয়া গায়ের চাম্,
ঘাম্ ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।
দাদ্, কণ্ডু, সব গায়, নাটুরে-মাজির প্রায়,
সাজিলেন বাবু ভেয়ে যত॥

শুদ্ধাচার যাঁরা শুচি, কাল-ভেদে হাড়ি মুচি,
আচার হইল রাখা দায়।
খেতে বোসে চুলকুনি, মেলিয়া নখের কুণি,
এঁটো হাত দিতে হয় গায়॥
পূজা, সন্ধ্যা, নাহি ঘাটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধোরে গালে ঢালে জল॥
সাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,
তপ্ত ভাতে তৃপ্ত না হইয়া।
বলে, বাসি, ভাল বাসি, লেবু রস গন্ধ-বাসি,
পান্ত খান্ আমানী মাখিয়া॥
কারো নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,
রাজভোগে নহে প্রীতি রত।
দেহ হোতে ধোরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর
ঘোল নিয়ে গোল করে কত॥
হোয়ে ভীষ্ম গ্রীষ্মরাজ, সাধিছে আপন কাজ
ঘোরতর করিছে নাকাল।
ছোট বড আদি যত, আহারে উড়ের মত,
খেতেছেন সবাই পাঁকাল॥
যাহারা সকালো খায়, তারা সব বেঁচে যায়,
পরে আর কে করে আহার!।
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, আকাশে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার॥
পশ্চিমের যত খোটা, নাহি খায় চানা ভোটা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।
লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গাত্ত গেয়ে
পোড়ে পোড়ে খ্যাল্ দেখে কত॥
উড়ে, বলে, হোরে, ভাই, সেটি গেলা কাঁই পাঁই
ঝি খেঁয়েটা, গেঁহাঁড়ি পো, শলা।
লুগা পট্টা নেরে নেরে, ঠাণ্ডা জড় আনি দেরে
খরারে-সো, হঁস-উড়ি গলা॥
দিশি পাতি নেড়ে যারা, তেতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম্ মলাম্ মামু কয়।
হ্যাঁদুবারি খেন্থ ব্যাল্, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল্
নাতি তবু নিদ্ নাহি হয়॥
এঁদে দেয়, ফুক্, নানী, কলুই ডেলের পানি,
ক্যাঁচা-কাল, কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাঁচে, বাল্ বাচ্চা কিসে বাঁচে,
কিনে খাতে টেকার্ মরণ॥
আসমানে পাণি নাই, পেঁজিতে কি ন্যাখে ভাই,
বরাক্ষণে পুছ্ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাট্ ভরে,
মোট্ বই ন্যাপ্ বিচায়িয়া॥
আনি-দে, পুঙির বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙাল বলিছে, মরি প্রাণে।
ঢাহা যায়, টাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু
বগবতী রৈবব, কোহানে?॥
হিব হিব, অরি অরি, হুড়ির ছত্তাপে মরি,
গরে যায়, কেম্বাই করিয়া?।
বীমাবর্ত্তা বগবান, আমাগান রাখ জান,
পূজা দিমু ড্যাড্ আনা দিয়া॥

রজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি,
অলসেতে শরীর এলায়।
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস,
বুকে মুখে পবন খেলায়॥
বাতাস হুতাশ পায়, বেগে ধায়, কিন্তু দায়,
গতি-রোধ ঠ্যাকে কুচ দ্বয়ে।
বায়ু খায় বামা যত, বায়ু গ্রস্ত বায়ু তত,
অঞ্জনার গঞ্জনার ভয়ে॥
হাফ্ ক্যাস্ট কালা টাঁস, কলমে না চলে ফ্যাঁস্,
আফিসে খপিসে হোয়ে আছে।
কালীমুখে উঠে হোরা, বেলাক্ বেঙালি তোরা
আসুস্ না কেউ মোর কাছে॥
নেটিব কেরুর সাৎ, বোল্তে কোর্ত্তে নেই বাৎ
কালমিয়ান্ ভ্যাস্ তোরা ভ্যাস্।
গমিস্ ডিকোস্টা, সাং দেঁড়িয়ে কেটেনু রাৎ,
সিলিপ্ করেনি মোর ন্যাস্॥
সাহেবেরা সারা হয়, কামিজ ফেলিয়া কয়,
ও গাড্ড গাড্ড ভ্যাস্ হাট্।
বরফে মিশায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল,
তবু সদা গলা হয় কাট্॥
দ্বারে মোড়া খস্ খস্, জল দেয় ফস্ ফস্,
সে জল অনল বোধ হয়।
নিরন্তর খায় সোদা, জেঁদা-মুখে লাগে বোদা,
বিবিদের বিদরে হৃদয়॥
কেরাণি আমলা, আর, বাজারের সরকার,
যত যত ব্যবসায়ি গণ।
এক দশা সবাকার, শরীর বহেনা আর,
নিজ নিজ কর্ম্মে নাই মন॥
পড়ুয়ার রুদ্ধ পাট, হুটুরে না করে হাট,
ভিখারি না ভিক্ষা নিতে যায়।
পথিকেরা গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন,
পোড়ে থাকে যথায় তথায়॥
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগির ভাঙিল যোগ,
উড়ে যায় তৃণের কুটীর।
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন,
জপে তপে মন নহে স্থির॥
যাহা হোতে জন্ম যার, সেই ধরে ধর্ম্ম তার,
কিসে তবে হইবে নিস্তার?।
সমীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ,
জলে করে অনল বিহার॥
কাননের পশুগণ, এত দূর জ্বালাতন,
সম ভাবে শান্তিগুণ ধরে।
যে যাহার হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
পরস্পর হিংসা নাহি করে॥
কিছু মাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া নাগ,
জর জর হোয়ে পোড়ে আছে।
গ্যাঙর্ গ্যাঙর্ গ্যাঙ্, থপ্ থপ্ নেড়ে ঠ্যাঙ্,
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে॥
ঢুকে গৃহস্থের পুরি, চোরে নাহি করে চুরি,
অলসে অবশ তার দেহ।
বড় বীর যোদ্ধা যত, হোয়ে বল বুদ্ধি-হত,
সমরে সাজেনা আর কেহ॥

ওরে, ও নিদায় কাল, ভাল্ বটে ভাল্ ভাল্,
সংশয় হতেছে বড় মনে।
নিজে হোয়ে হিংসারত, অহিংসার কার্য্য যত,
হিংস্রগণে শিখালি কেমনে?॥
শাখি পরে পাখি সব, অবিরত হতরব,
আহারু বিহার নাহি করে।
নীড় মাঝে ভিড় নাই, যে কিছু শুনিতে পাই,
বিলাপের ব্যথা সেই স্বরে॥
গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়া চাসা,
বোসে আছে কাটে রেখে হল।
বরষায় নাহি ধারা, ধান্য চারা গেল মারা,
দুই চক্ষে শত ধারা জল॥
মিছেমিছি জেঁকে জুঁকে, মাজে মাজে তেকেড়ুকে,
ফোঁটা কত হয় বরিষণ।
বসুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃশা,
আরো তিনি হন জ্বলাতন॥
জলেতে জন্মিয়ে ক্ষিতি, সে জলের এই রীতি,
সন্তানেরে স্বাস্থ্য না করে।
কারে কই পরিতাপ, যারে বাপ্ দেয় তাপ,
আরো তার শত্রু হয় পরে॥
রাখিতে জীবের অস্থি, শস্যরূপ নানা বস্তু,
বসুমতী করেন ধারণ।
ফলে তার পরিচয়, জীবনে জীবিকা হয়,
জীবিকায় বাঁচায় জীবন॥
জীবন "আসলে নাই ফসলে, ব্যাঘাত তাই,
কিসে হবে কৃশলের ক্রিয়া?।
যা হতেছে এই বর্ষে, ভাবে বুঝি এই বর্ষে,
সমুদ্র, বা যায় শুখাইয়া॥
কেটা বলে মিত্র হরি, এ যে, দেখি, শত্রু হরি,
পুত্র ভাব ধরে দিনমণি?।
কিসে বাঁচে এই দ্বীপ, বহুরের জলাধিপ
ভাস্করের প্রিয় পুত্র শনি॥
ভাস্করের মহা রোষ, ক্ষেত্রের ঘটেছে দোষ,
নষ্ট বীজে সুফল কি ফলে?।
সঠীক ফটিক জল, তবে ফলে খাটি ফল,
বহু ভেদ আসলে নকলে॥
ছেঁচা জলে হোলে পাটি, মাটি নাহি হয় খাটি,
বীজ ফেলে ছেড়ে দেয় আশা।
দেখিয়া ক্ষেত্রের গতি ঢাকিয়া নেত্রের জ্যোতি,
চাসি কর্ম্মে চাসা হয় চাসা॥
দিবামান নিশামান, হান ফান করে প্রাণ,
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা।
এমন আঁকষী পাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই,
আকাশেতে জল আছে কি না?॥
মরে জীব সমুদয়, আর না যাতনা সয়,
কোথা নাথ কৃপার আধার।
যায় যায়, যায় সৃষ্টি, হর রিষ্টি দিয়া বৃষ্টি,
কৃপা দৃষ্টি কর একবার॥
ধরুন্ বরুণ বেশ, জ্বলেতে ভরুন্ দেশ,
হরুন্ অরুণ খরকর।
স্বভাবে করুণ তুমি করুন্ সজলা ভূমি,
মরুন পিপাসা দাহ জ্বর॥
বরষায় নাহি বারি, দৈব বিড়ম্বনা ভারি,
নাজানি পাপের কত ভার।

কিসে এত কোপ দৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি,
কেন কর আপনি সংহার ?॥
জল কষ্ট এ প্রকার কখনো ঘটেনি আর,
চারিদিগে হাহাকার রব।
বিষম বিপদ জাল, কুটিল করাল কাল,
অকালেতে হয় সব শব॥
ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, তেবে উঠে ভূমিতল,
গুমটে গুমরে যায় প্রাণ।
পৃথিবীর মুখশোষ, শুষে খেয়ে ফোঁস্ ফোঁস্,
শব্দ করে সাপের সমান॥
দিনমান নিশিমান, দূরে যাক্ পরিমাণ,
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার।
শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাদ করি,
বৃষ্টি হোক্ মুষলের ধার॥
চতুর্ব্বিধ প্রাণি-চয়, [illegible]হারে যেন রয়,
যেন হয় শস্যের সঞ্চার।
কৃপাকর নাম ধর কৃপা কর কৃপা কর,
প্রণিপাত চরণে তোমার॥
আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া কোরে দিলে তাই,
কিছুইতো চাহিবনা আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীষ্ম, মানবের মনে গ্রীষ্ম,
শান্তিজলে করহ সংহার॥
এই শান্তিজল দিয়া, দেখাও কৃপার ক্রিয়া,
বিদ্রোহ অনল করি নাশ।
রিপদ বিনাশ হোক্ রাজা প্রজা সুখে রোক্,
এই মাত্র মনে অভিলাষ॥

আমরা "জ্ঞানরত্নাকর" নাম ধারি একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, পুস্তক মধ্যে পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতিষ বিবরণ প্রভৃতি কয়েকটি উত্তম উত্তম প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, উল্লেখিত বিষয়গুলীন গদ্যে পদ্যে লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা পাঠ করিলে অনেক বিষয়ের কিছু কিছু অবগত হওয়া যাইবে, পুস্তকের মূল্য ২ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

পাটনার ১৭ তারিখের সংবাদে বিদিত করে "বিদ্রোহিরা, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের উপর বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে, অকারণে অনেকের শিরচ্ছেদন করিতেছেন, সম্প্রতি অমরসিংহ জগদীশপুরে আসিয়া পুনর্ব্বার আপনার প্রভুত্ব স্থাপনের উপায় দেখিতেছে, ঐ দুরাচারিকে উচিত মত শিক্ষা প্রদানার্থ রেট্ সাহেব ৪০০ শীক সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন, বোধ করি শীঘ্রই একটা সমর হইতে পারে। গগরা নদীর অপর পারে বিস্তর বিদ্রোহিরা সমবেত হইয়াছে, "হাতেনের" থানা বিদ্রোহিরা অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে, এবং একজন বরকন্দাজের শিরচ্ছেদন করিয়াছে। ৬।৭ দল বিদ্রোহি সেনা আজিমগড় মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, দুষ্টেরা তথাকার রাজকর্ম্মচারিদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে।"

হরকরা সম্পাদক অবগত হইয়া লিখিয়াছেন, "লক্ষ্ণৌস্থ বিদ্রোহি মৌলবি, নবাবগঞ্জ হইতে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিকটাবর্ত্তি কোনো রাজভক্ত জমিদারের প্রতি আক্রমণ করে, তাহাতে ঐ জমিদার সাতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন পুর্ব্বক উক্ত দুষ্টকে শমন নিকেতনে প্রেরণ করিয়াছেন।

যদ্যপি এই সংবাদটি সত্য হয় তবে উল্লেখিত জমিদার ৫০০০০ মুদ্রা গবর্ণমেণ্ট হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

মফঃসিলেট পত্র হইতে ১২, ১৩ এবং ১৫ জুন দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদগুলীন নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল, ঐ সকল সমাচার আলাহাবাদ হইতে আগ্রায় প্রেরিত হয়, যথা "গত ১১ তারিখে মৈনপুরির বিদ্রোহি রাজা তেজসিংহ, ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছেন, গমার নামক পল্লিগ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোক বিদ্রোহিদিগকে সাহায্য প্রদান করাতে ব্রিগেডিয়ার ডগল্যাস সাহেব, সেই গ্রাম অনল সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছেন।

গাজিপুরের মাজিষ্ট্রের সাহেব লেখেন "এস্থানে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, বিদ্রোহিরা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিস্তর অশ্ব এবং ঘোটকী লইয়া পলায়ন করিয়াছে।" বিদ্রোহি আমির সিংহের অধীন সেনারা "কর্ম্মনাশা" পার হইয়া সাহাবাদ জিলা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মিরাটবাসিদিগকে নিরস্ত্র করা হইতেছে।"

বিগত ২২ তারিখে রাজধানী হইতে নিম্ন লিখিত আফিসর সেনা এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিকে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

যথা।

"১৬ জন আফিসার।
৩৫২ জন শ্বেতসেনা।
৩ জন এতদ্দেশীয় সেনা।
৪৩ জন হিন্দু রাজকর্ম্মচারি।
১২ জন যবন ঐ।
৮ জন হিন্দু ভৃত্য।
২৮ জন যবন ঐ।
২৬ জন আফিসারদিগের অনুচর এবং ৭ জন ইংরাজ নাবিক।"

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসেপিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৬০ সংখ্যা] শুক্রবার ১২ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ২৫ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা; বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জনিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বাধকৌষধী এবং অম্লপিত্ত শ্বাসকাশ বিনাশকারি উত্তম উত্তম ঔষধী সাং জোড়াষাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রিটের ২১ নং বাটীতে প্রস্তুত আছে, যে মহাশয়ের প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং অথবা লোক পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

২২ জুন ১৮৫৮।

সি, ই, চ্যাপম্যান সাহেব দীনাজপুরের আফিসিএটিং মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

লেপ্টেনাণ্ট সি, পি, হণ্টার সাহেব আসামের আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

১২আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা সকল স্থানের পত্রে কেবল জলকষ্টের সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি, কেবল অনাবৃষ্টি জন্য এবৎসর এই দেশটা ছারখার হইল, এখানে অনাবৃষ্টিতে আমরা হাহাকার করিতেছি, ওদিকে আসাম অঞ্চলে ইতিমধ্যেই অতিবৃষ্টি হইয়া ধান্যাদি শস্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, যেখানে টাকায় দুই মোন করিয়া তণ্ডুল বিক্রয় হইলেও দুঃখি লোকেরা দুর্ম্মূল্য জ্ঞান করিত, সেখানে চেলের মোন ৩।।০ টাকা হইলে কি প্রকারে দীন জনেরদের দিনপাত হইতে পারে?

ইহাতে ধনবানদিগেরো অবসন্ন হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, সৃষ্টিকর্ত্তা কি নিজ সৃষ্টি-নাশ করিবেন? যিনি সৃজন করিয়াছেন, তিনিই যদি সংহার করেন, তবে আর কি প্রকারে আমারদিগের নিস্তার হইতে পারে? জলাভাবে রাঢ়ে,বঙ্গে এবং গৌড়দেশের সর্ব্বত্রই আউস ধান্য একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল,ইহার পর বীজধান্য বুনানি হইয়া শস্য হওন, এমত ভরসা কখনই করা যাইতে পারেনা, কারণ সময় অতীত হইয়া গেল, সময়ে না হইয়া অসময়ে যাহা হয় তাহার ফল বিপরীত হইয়াই থাকে। আউসের দফা এই হইল, হয়তো শেষ অতিবৃষ্টি হইয়া আমন ধান্যের দফা একেবারেই রফা করিয়া দিবে, তাহা হইতে এক বৎসরের মধ্যেই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুই প্রকার দৈব বিড়ম্বনায় "হাজা, শুখা" উভয়রূপ মহানিষ্ট উৎপাদন করিয়া প্রজাকুলকে সমূলে নির্ম্মূল করিবে, ওদিগে রক্তারক্তির ব্যাপারে লক্ষলক্ষ ব্যক্তি অকালে কাল কর্ত্তৃক কবলিত হইতেছে, এদিগে আমরা অনাহারে শক্তাশক্তির ব্যাপারে পড়িয়াই সকলে এককালে অকালে কাল কুটিরে গমন করিব।

আমারদিগের ঢাকাস্থ বন্ধুর ১৬ জুন দিবসের পত্রখানি সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।

যথা।

"কল্তাবাজার বাসি একজন যবনের স্ত্রী গত ১৩ তারিখে উদ্বন্ধনে আত্ম ঘাতিনী হইয়াছেন ঐ হত ভাগিনীর পতি গোপনে তাহার সমাধি কর্ম্ম সমাধা করে, পরে পুলিস প্রহরি কর্ত্তৃক প্রকাশ পাইলে, সদর থানার সুচতুর দারোগা তথায় গমন করত গোরখনন করাইয়া মৃত দেহ উঠাইয়া আনাইয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর কারণ অদ্যাপি কিছুই নিশ্চিত হয় নাই।,,

বিগত ১৪ তারিখে এস্থান হইতে এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনারা জমালপুর অভিমুখে পলায়ন করিয়াছে, গত সোমবারাবধি ভলন্টিয়ার সকল পুনর্ব্বার কাওয়াত আরম্ভ করিয়াছেন।

"নবাবপুরের" বারিক হইতে কয়েকদল গোরাসেনা এস্থানে আগমন করিয়াছে, তাহারা হাসপিটেলে বাস করিতেছে।,,

চৌকিদারেরা দশ দলে বিভক্ত হইয়া স্থানে স্থানে সতর্ক পুর্ব্বক পাহারা দিতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে চাউল কিঞ্চিৎ শস্তাদরে বিক্রী হইতেছে, বোধ করি ভবিষ্যতে চাউলের বাজার আরও নরম হইতে পারে।,,

---

নেপালস্থ বন্ধুর ১৩ জুনের পত্র খানি সাদরে গৃহীত হইল।

"এস্থানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অদ্যাপি সম্যক প্রকারে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দুই এক দিন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িয়াছিল, কিন্তু গত রাত্র দ্বিপ্রহর হইতে প্রায় বেলা ৮ টা পর্য্যন্ত কুয়াসারূপ তিমিরাবৃত হওয়াতে এককালীন শোল আনা সূর্য্যদেব তেজ বিস্তার করিয়াছেন, অতএব এবৎসর যখন এখানে এত গ্রীষ্ম ও জল কষ্ট, তখন অন্যত্র যে কি হইবেক তাহা ভগবানই জানেন।,,

---

বিদ্যোৎসাহিনী সভার কোনো সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদ হইবে একারণ দশজন পণ্ডিতের আবশ্যক হইয়াছে, বেতন ১০, ১২.১৬ টাকা যাহারা দেবনাগর অক্ষর পড়িতে পারেন তাহারা উক্ত সভার সভাপতি শ্রীযুত বাবু কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করিবেন।

আমাদিগের ফতেগড়স্থ বন্ধুর ২১ জুনের দিবসের পত্র সাদরে নিম্ন ভাগে প্রকটিত হইল।

"পরম্পরায় শুনা যাইতেছে, লক্ষ্ণৌ নগরের বিদ্রোহি মৌলবি আহম্মদ আলির ছিন্ন মস্তক হইয়াছে, এবং জেলা মৈনপুরির রাজা তেজ সিংহ ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন, "স্যার ই, লিউগার্ড সাহেব, আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই বিলাত গমন করিবেন।"

এসময়ে উল্লেখিত রণনিপুণসেনাপতি সমরে অবশর দিয়া স্বদেশে গমন করিলেন, ইহা বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ তিনি একালাবধি যে কয়েকটা সমর করিয়াছেন তাহাতে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব বিদ্রোহানল শীতল হইলে যদ্যপি তিনি সেনাপতির পদ ত্যাগ করিতেন তাহা

হইলে দেশের মঙ্গল এবং তাঁহারও গৌরবের আধিক্য হইতে পারিত।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

গোয়ালিয়ার হইতে স্যার, আর, হেমিলটন সাহেব ২১ জুন দিবসে যে সংবাদ প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম।

যথা।

"গত কল্য মহারাজা সিন্দিয়া আপন রাজধানী মধ্যে শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহার আগমনে প্রজারা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। ব্রিটিস সেনারা দুর্গ অধিকার করত তন্মধ্যে সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছে, এস্থানে আর কোনোরূপ গোলোযোগ নাই, বাজাবাই, মহারাজের পরিবারগণকে সমভিব্যাহারে নিরাপদে রাজ্য মধ্যে প্রত্যাগত হইয়াছেন।"

বিগত ২১ তারিখে আলাহাবাদ হইতে জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব সংবাদ দেন "ধোলপুর হইতে এমত সংবাদ আসিয়াছে, গোয়ালিয়ার অধিপতির বিশ্বাস ঘাতক নরাধম ধনাধ্যক্ষ আমিরচাঁদ, "জোরা" নামক স্থানে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, তেনসিয়া তোপি এবং বান্দার নবাব, গোয়ালিয়ার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সবলগড় এবং জয়পুর অভিমুখে গমন করিয়াছেন। তাহাদিগের সহিত ৭ টা ছোট বড় তোপ আছে, বীরবর ব্রিগেডিয়া নেপিয়ার সাহেব, উল্লেখিত দুরাচারিদ্বয়ের প্রতিকুলে ধাবিত হইয়াছেন।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ বিদ্রোহি সেপাহিদিগের নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে, শুনিলাম যাঁহারা ঐ সকল টাকা সেপাহিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করিয়াছিলেন,আমাদিগের দয়াবান গবর্ণমেণ্ট তাহার অধিকাংশ টাকা সেই সকল ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন।

পাটনার ১৭ জুনের পত্রে ব্যক্ত করে, "গত ১৫ তারিখে বিদ্রোহিরা সাহাবাদ জেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিয়া "বিক্রাম" নামক স্থানের থানা এবং অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করিয়াছে। এমত জনরব যে তাহারা গয়া প্রদেশ হইয়া ৺ জগন্নাথ দেবের মন্দির দর্শনার্থে গমন করিবে।" এই পত্র পাঠে এমত প্রতীত হইতেছে, যে দুরাচারিরা গয়া প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছে।

বিগত ৫ তারিখ হইতে ১২ দিবস পর্য্যন্ত কলিকাতাস্থ দাতব্য ওলাউঠা চিকিৎসালয়ে ২৬ জন পীড়িত ব্যক্তি গমন করে, তন্মধ্যে ১৫ জন আরোগ্য হইয়া স্বস্ব গৃহে গমন করিয়াছে, ৩ জন মারা পড়িয়াছে, এবং ৮ জন পীড়িতাবস্থায় চিকিৎসালয় মধ্যে বাস করিতেছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অনেক দিবসের পর মহাশয়ের প্রভাকর পত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এবং সৌভাগ্যক্রমে একেবারে তিন চারি মাসের পত্র পাওয়াতে অভূতপূর্ব্ব প্রভূত আনন্দ সম্ভোগ করিলাম। শত বৎসর বাবু কেদারনাথ দত্ত সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে আমি মহাশয়ের স্মৃতি পথে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এবারেও উক্ত দত্ত বাবুকে সহায় করিলাম। দত্ত মহাশয় একখানি কাব্য গ্রন্থ প্রকটন করিয়াছেন এবং তাহাতে মিলের দোষ দেখিয়া মহাশয় তাঁহাকে ভবিষ্যতে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এবম্বিধ উপদেশ অতীব প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে মিল দোষ উপলক্ষে আপনার কতকগুলীন ইদানীন্তন ছাত্র কবি কেদারনাথ বাবুর বিস্তর লাঞ্ছনা করিতেছেন, কেদার নাথ বাবু স্বপ্রণীত কাব্যের পোষকতায় ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দর হইতে কতিপয় পঁক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি স্বকীয় ভ্রমে জড়িত হওয়াতে তাঁহাকে নিতান্ত লাঞ্ছনা সহিতে হইতেছে। বিবেচনা করিলে কবিতায় মিলের দোষ তাদৃশ গুরুতর নহে এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্যে ভূরি ভূরি স্থানে উক্ত প্রকার দোষ দৃষ্ট হয়, যদি ভাব শুদ্ধ, উপমান উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য থাকে তথা ছন্দ পতন না হয় তবে শুদ্ধ মিলের দোষ জন্য কবিতা নিন্দনীয় হয় না। যাহা হউক এই উপলক্ষে হিন্দুস্কুলের ছাত্র পূ, চ, ব, মহা আস্ফালন করিয়াছেন দেখিতে পাই! তিনি কতকগুলীন অসম্বদ্ধ পয়ার পঁক্তিতে মি-

লের দোষ ঘটাইয়া কেদার নাথ বাবুকে উপহার দিয়াছেন। ভাল; পূ, চ, ব কবিতায় মিল থাকিলে ও যতি চিহ্ন যথা স্থানে নিবেশিত থাকিলেই বিশুদ্ধ পদ্য বলেন, ভরসা করি নিম্নলিখিত পঁক্তি চয় যেনতাঁহার মতে উপাদেয় কবিতা হয়।

যথা।

পদ্য।

শুনিয়া মধুর স্বর হইল মোহিত।
বসন্তে শিমুল ফুটে বরণ মোহিত ॥
দুষ্মন্ত বারিণ বিভা শকুন্তলা নারী।
শুক মুখে মুখ দিয়া কথা কয় সারি।।
দিবস হইল অন্ত আইল রজনী।
পোকার দেখিয়া জ্যোতি জ্ঞান হয় মণি ॥
সেই ভাবে ভাবিনীর ভাব হলো লেখা।
কাদম্বরী সুনে দিল চন্দ্রাপীড় দেখা ॥
ময়ূর উড়িতে নারে এলাইয়া পাখা।
মৃদুল বহিছে বায়ু, অঙ্গে সর্ব্ব মাখা ॥
দারুণ রবির করে শুখাইছে জল।
সুন্দরের ভাবে বিদ্যা রসে ঢল ঢল ॥
বর্কামির সভা যবে হইল স্থাপিত।
কামাই করিছে বড় ঈশ্বর নাপিত ॥
উর্ব্বসী মেনকা আছে স্বর্গের সুন্দরী।
" চোর ধরি রামাগণ বলে হরি হরি ॥
মানুষ হইলে পাখি কে দেবে সাঁতার।
গগনে উঠিয়া গরু না পায় পাথার ॥
খর্জ্জুর হইলে পাকা খাইতে রসাল।
দুর্গাদাস উপনীত হবে আজ কাল ॥
অনুগ্রাসে অনুমান অনুমাত্র সার।
শুনিতে মধুর বড়, বাজালে সেতার ॥
বুধ যদি বধূ হন মধু পাবে কোথা।
নিয়ত কাটিলে ছুরি হয়ে যাবে ভোঁতা ॥
ভূগোল পড়িয়া তুমি কর কিবা জাঁক।
বানরে উঠায়ে গাছে বাজাইব শাঁক ॥
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ, নাম তার লঙ্কা।
সিপায়ে জিনিয়া যোদ্ধা মারে জয়ডঙ্কা ॥

অপরাধ ক্ষমা কর হয়েছে কসুর।
" আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥,,

তথা এক ছড়া ত্রিপদী।

মিত্র যদি মিত্র হন, তবে পুত্র ষড়ানন,
বল কুত্র করিবে গমন।
গলে নাই যজ্ঞসূত্র, কেমনে ত্যজিবে মূত্র,
পৈতা কোথা পাইবে তখন ॥
দেখিয়া তোমার গতি, বসুমতি হৃষ্টমতি,
কশরায় মড়ক প্রচার।
" তুমি কন্যা এরাজার, তোমারি এ অধিকার,
নৈলে কেন সংসার অসার ॥,,

অহং বকামিনী সভা সম্পাদক।

পূর্ব্বকার কেদার দত্ত, এ কেদার দত্ত নহেন। তিনি মিরাট প্রবাসি কোন্ নগর বাসি, ইনি কলিকাতার হাটখোলা বাসি দত্ত বংশীয় কেদার নাথ দত্ত। নলিনীকান্ত গ্রন্থকার।

প্রভাকর সম্পাদক।

বিবিধ সদ্‌গুণালয় শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধন করত ভবদীয় সুপ্রসিদ্ধ পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে মান দান করিবেন।

কতিপয় দিবসাতীত হইল, সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছে দেখিয়া মন্দমন্দ মলয় সমীরণ সেবনার্থ কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, কতকগুলীন ধবহীনা অবলা এক বিরল স্থানে উপবেশন করত কমনীয় অনুচ্চস্বরে মৃদু মৃদু মধুরালাপ করিতেছে। তাহাদের কথোপকথন শ্রবনার্থ সাতিশয় ব্যগ্র হইয়াও পাছে তাহারা দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় শনৈঃ শনৈঃ পদ চালনা করিয়া এক বৃক্ষ বাটিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিলাম তাহার শেষাংশ মাত্র শ্রুতিতে প্রবিষ্ট হইল, একারণ তাহা এই।

পদ্য।

এক রামা বলে দিদি, শুন তোরে কই।
দিবা রাত্রি অভেদে, জ্বলিয়ে মরি সই ॥
সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম, জনক জননী।
বায়ান্তরে বরে মোরে, সঁপিল অমনি ॥
বিষাদ সাগরে মোরে, করি বিসর্জ্জন।
মুদ্রা লোভে মুগ্ধ হোয়ে, মুদিল নয়ন ॥
শুভরাত্রি যোগে বুড়ো বরের মরণ।
হইলে সকলে বলে, একি অলক্ষণ ॥
নাগিনীর আগমনে, অমঙ্গল কত।
ছুঁইতে ছুঁইতে দেখ পতি হলো হত।
এইরূপে কত জনে কত মত বলে।
ভাবিনু ঘটিল সব, মম কর্ম্মফলে।।
সে সব সহিয়েছিনু প্রবোধিয়ে মন।
এখন বিরহানলে করিছে দাহন।।
শুনেছিনু হইবেক, বিধবার বিয়ে।
হইলে হইত ভাল, বিদরিছে হিয়ে ॥
এক দিন দুই দিন, নহে চারি দিন।
পতি বিনে থাকিতে কি পারে চিরদিন ॥
আরো দেখদেখি সই কত অবিচার।
ঢাকাতে হয়েছে অবলার পাঠাগার ॥
বিদ্যাতে বিরহানল হবে কিগো শান্ত।
যদি সম্মুখেতে নাহি, থাকে প্রাণ কান্ত ॥
রাঁড়ের বিবাহ যদি, আগে চোলে যেতো।
তবে সে বিদ্যার রস নানা মতে পেতো ॥
শিখিয়ে কি সুখ বল, হইল আমার।
বিরহ যাতনা তাতে হবে নাকো আর ॥

শ্রীগৌরহরি সেন।

পল্লাস স্কুল।

তারিখ ৪ মে। ১৮৫৮ সাল।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিগ্যার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀

❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাস্তরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাব্রজাঃ॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৬১ সংখ্যা] শনিবার ১৩ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ২৬ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জনিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বাধকৌষধ এবং অমুপিত্ত শ্বাসকাশ বিনাশকারি উত্তম উত্তম ঔষধ সাং জোড়াসাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রিটের ২১ নং বাটীতে প্রস্তুত আছে, যে মহাশয়ের প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং অথবা লোক পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদপ্রভাকর

১৩আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

গোয়ালিয়ার রাজ্য বিদ্রোহি হস্ত হইতে জেনেরল হিউজ রোজ সাহেব অধিকার করিয়া লইয়াছেন, এতৎ সম্বাদ প্রাপ্ত মাত্রেই আমরা সহর্ষে পাঠকগণকে সুগোচর করিয়াছি, ফলে ঐ রাজ্য ও দুর্গ শত্রু হস্তে পতিত হওয়াতে নানা কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, এইক্ষণে তাহা অতি সহজে অনায়াসেই ব্রিটিসাধিকৃত হইয়াছে, ইহা সামান্য সুখের বিষয় নহে, এবং এই সংগ্রাম জয় করাতে সেনাপতি রোজ সাহেব সামান্য প্রতিষ্ঠাস্পদ হয়েন নাই। ঐ মহামতি সেনাপতি যে স্থলে সৈন্য চালনা করিতেছেন সেই স্থলেই আশু জয় লাভ হইতেছে। উপস্থিত বিদ্রোহিতাচরণের আরম্ভাবধি এপর্য্যন্ত তাঁহার তুল্য প্রায় কোন ব্রিটিস সেনানী শত্রু মর্দ্দনে এতদ্রূপ প্রশংসিতরূপে প্রকাশ পান নাই, অতএব সেই বীর শ্রেষ্ঠ মহাশয়কে আমরা যথা-যোগ্য কৃতজ্ঞতা সূচক নমস্কার প্রদান করি, এবং ভরসা করি তিনি অচিরাৎ গুণগ্রাহক গবর্ণ-

মেণ্ট সমীপে উচিতমত পুরস্কার লাভ করুন।

গোয়ালিয়ার নবীন রাজা ব্রিটিস আনুগত্য ব্যবহার করাতে অতি শীঘ্র স্বীয় রাজ্য লাভ করিলেন, উক্ত শ্রীযুক্ত ব্রিটিস রণজেতা বাহিনীর সঙ্গেই গমন করেন, একারণ আমরা বোধ করি, তিনি অধুনা রীতিমত পূর্ব্ববৎ স্বরাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, পরন্তু তাঁহার রক্ষার্থ ব্রিটিস সেনা নিয়োজিত হইয়া থাকিবেক, ইহাতেই ভাবি ভয়েও তাঁহাকে ভীত হইতে হইবেকনা, নৃপবর অতঃপর যথোচিত সম্মান সহযোগে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরমাত্মীয়রূপে পরিগণিত হইবেন। এবং তাঁহার যে হানি হইয়াছে তাহাও তিনি প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে সিন্ধিয়া মহারাজার শুভাদৃষ্ট, পক্ষান্তরে ঝান্সির রাণী ও অপরাপর হিদ্রোহি রাজা ও নবাবদিগের দুরদৃষ্ট দর্শন করিয়া ভবিষ্যতে কে না ব্রিটিস আনুগত্য আত্ম-শুভকর বলিয়া মানিবেন? এবং এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণে অতঃপর ভারতবর্ষীয় প্রজামাত্র বিদ্রোহিতাচার আর মনেও করিবেন না, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

গবর্ণমেণ্ট উক্ত জয় সম্বন্ধীয় যে সমাচার ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে বিদ্রোহিদল কোথায় পলাইল? বড়বড় তোপাদি লইয়া গেল কি না, দলবদ্ধরূপে পলাইয়াছে কি ভিন্ন ভিন্নরূপে নানাস্থানি হইয়াছে, তাহারদিগের কত সংখ্যক যোদ্ধা যুদ্ধে হতাহত হয়, এবং ব্রিটিস অশ্বারোহি ও গোলেন্দাজ সৈন্যগণ যাহারা তৎপশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়াছে তাহারা শত্রুকুল নির্ম্মূল করণ পক্ষে কিরূপ কৃতকার্য্য হইল? এসকল কথা লিখিত হয় নাই এবং যাবৎ এসকল বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া না যাইবে তাবৎ আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবনা, কেননা বিদ্রোহিরা কাল্পি হইতে পলায়ন পর হইয়াও যখন গোয়ালিয়াররাজ্য হস্তগত করিতে ক্ষমবান হইয়াছিল তখন তাহারদিগের গোয়ালিয়ার রাজ্য পরিত্যাগ করাতেই কিছু বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইল, এমত বলা যাইতে পারেনা। বিশেষতঃ ঐ বিপক্ষদল তথা হইতে বোম্বাইরাজ্যের সীমান্তপারে যাইয়াও পুনর্ব্বার উপদ্রব উপস্থিত করিতে পারে, এবং এক নূতন স্থানে ঐ উল্কাপাত হইলে বরং অধিক ক্লেশের বিষয় বলিয়া মান্য করিতে হইবেক।

সে যাহা হউক, রণস্থল হইতে পুনরায় বিস্তারিত বার্ত্তা যাবৎ প্রাপ্ত না হওয়া যায় তাবৎ আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিনা, বোধ হয় দুই এক দিবসের মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট তদঞ্চলীয় শুভ সমাচারে রাজভক্ত প্রজাকুলকে তৃপ্ত করিবেন। আমরা সেই প্রত্যাশায় রহিলাম, সম্বাদ প্রাপ্তমাত্র ধীমান পাঠকগণকে বিদিত করিতে বিলম্ব করিবনা।

আমরা সর্ব্বশেষে শুনিলাম, উক্ত মহারাজ পুনর্ব্বার সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন।

বেতিয়াস্থ বন্ধুর ১৮ জুনের পত্র খানি সাদরে গৃহীত হইল।!

"অধুনা এ রাজধানীতে কোনো প্রকার বিদ্রোহ, গোলযোগ নাই, শ্রীযুত রাজা বাহাদুরের সুশাসনে প্রজারা নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি পুলিস প্রহরিদিগের অসাবধানতায় এস্থানে চোরের বড়ই উপদ্রব হইয়াছে, থানার নিকটবর্ত্তি বাটীতেও দুষ্টেরা সিঁদ কাটিয়া গৃহস্থের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, অতএব ইহা আশু নিবারণার্থ মৌতিহারির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।"

"বিগত চারি দিবসাবধি এখানে উত্তমরূপ বারিবর্ষণ হইতেছে, ধরা সুশীতল হইয়াছে। কৃষকেরা পরম পুলকিতচিত্তে ক্ষেত্র পরিসেবনে যত্নযুক্ত ও সচেষ্টিত হইতেছে। তপনের আর সে প্রখর কর নাই। প্রাণিগণ সুখে বাস করিতেছে।"

বিলাত হইতে গত ২৫ মে পর্য্যন্তের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহার সারাংশ সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রকটন করিতেছি, পাঠকগণ অবলোকন করুন।

"লিবরেল" দলেরা মন্ত্রি দলের বিপক্ষে ক্রমেই পোষকতা লাভ করিতেছেন। প্রায় ৪০ ব্যক্তিকে তাঁহারা স্বদল ভুক্ত করণে সমর্থ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি সংগ্রামে জয়ী হওয়াতে জেনরল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাণীর ৩২ গণিত পদাতিক দল লক্ষ্ণৌ রাজ্যে অশেষ কষ্ট ভোগ পূর্ব্বক বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করাতে "লাইট ইন্‌ফেণ্টেরি দলাভিধান পাইয়াছে, অতঃপর তাহারদিগের

পতাকায় "লক্ষ্ণৌ" এই শব্দ অঙ্কিত থাকিবে।

কোর্ট আব ডাইরেক্টর্সের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা দিল্লীর বিখ্যাত মৃত লেপ্টেনেণ্ট উইলোবি সাহেবের মাতাকে বার্ষিক ৫০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

বিলাতের "ওয়েষ্ট মিনিষ্টর এবি" নামক ধর্ম্মালয়ে ১৩ মে তারিখে ডাক্তার লিঙ্গ কাটেন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিসাপের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এবারে ভারতবর্ষের উপর কোনোরূপ টাকার বরাৎ অর্থাৎ হুণ্ডি পাঠান নাই।

বাণিজ্য বাজারের অবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। অধিক ক্রয় বিক্রয় হয় নাই।

বিলাতে এইক্ষণে অতিরিক্ত ১৭০০০ সেনা সংগ্রহ করা আবশ্যক হওয়াতে প্রতি দিন প্রায় ২০০ ব্যক্তি সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হইতেছে।

"তুরক; জাতিরা "মাণ্টেনিগ্রিন্স, জাতিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্রে পূর্ব্বোক্ত বিরোধি জাতি দ্বয় মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনের মন্ত্রণায় নিযুক্ত হওনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

এপ্রেল মাসের হিসাবে প্রকাশ হইয়াছে, ফ্রান্স রাজ্যের রাজস্ব প্রায় দুই কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ হইয়াছে। ফ্রান্স নগরের ব্যাঙ্কের মাসিক হিসাবে দৃষ্ট হইল, তথায় সতেরো কোটি সত্তর লক্ষ নগদ টাকা সঞ্চিত আছে।

নেপাল রাজ্যাধিপতি ইংলণ্ডের সহিত কিঞ্চিৎ বিরোধ ভাব প্রকাশ করিতেছেন।

রুসিয়া এবং প্রুসিয়া রাজ্য মধ্যে বাণিজ্যাদি দ্রব্যের শুল্ক অর্থাৎ কর স্বল্প পরিমাণে গ্রহণ করণের প্রস্তাব হইয়াছে।

এমত জনরব, লার্ড পামরষ্টন সাহেব অতি ত্বরায় ইংলণ্ডের মন্ত্রির পদে অভিষিক্ত হইবেন।

যত দিবস পর্য্যন্ত অন্য কোনো ব্যক্তি বোর্ড আব কাণ্ট্রোলের অধিপতির পদে অভিষিক্ত না হয়েন, তত দিবস লার্ড এলেনবরাকে সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে। মনটেগ্রিন্স এবং তুরকি জাতিদিগের সহিত "গরভা" নামক স্থানে যে একটা সমর হয় তাহাতে তুরকি জাতিরা পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। পেরিস এবং ভায়েনা দিগের মধ্যে পুনর্ব্বার সদ্ভাব সংবর্দ্ধিত হইয়াছে।

স্যার, ডবলিউ, ম্যান্সফিল্ড, সাহেব মেজর জেনেরল পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। টাকার বাজার এক ভাবেই আছে।

ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের বিষয় লইয়া বিলাতে বড়ই আন্দোলন হইতেছে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ কিরূপ নিয়মে শাসিত হইবে, তাহার কিছুই নিশ্চিত হয় নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

অবগতি হইল যে ব্যক্তি বান্দার বিদ্রোহি রাজাকে ধৃত করিতে পারিবে, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১০০০০ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

জনেক কণ্ট্রাক্টর কমীরবন্ধ, গোয়ালিয়া হইতে কয়েকজন ইংরাজ কামিনী এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে বিশেষ সতর্কভাবে নিরাপদে আগ্রায় আনয়ন করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যে পল্লীগ্রামের প্রায় সকল ব্যক্তিই বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, সেই গ্রাম একেবারে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য কিন্তু যে গ্রামের মধ্যে অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি এরূপ অকৃতজ্ঞতা ব্যবহারে প্রবর্ত্ত হইয়াছে, সেই গ্রাম একেবারে ছারখার না করিয়া কেবল দোষি ব্যক্তিদিগেরই সম্পত্তি সকল রাজকোষ ভুক্ত এবং তাহাদিগের বাটী ভূমি শায়ী করা উচিত।

বারাণসীর কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "বেহার অঞ্চলে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। ভাগীরথীর বাম পারে বিস্তর বিদ্রোহিরা আসিয়া মিলিত হইয়াছে, অবগতি হইল, তাহারা রাজপথ দিয়া মূঙ্গাপুরে গমন করিবে, ঐ সকল দুরাচারিরা আহারাভাবে একেবারে হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, অতএব এক্ষণে তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্যাদি অন্বেষণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে।"

"এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, "মহম্মদাবাদ" নামক স্থানে

সহসা বিদ্রোহিরা প্রবেশ করত তথাকার তহসিলদারি হইতে ১৫০০ মুদ্রা লুণ্ঠন করিয়া গ্রামটী অনল সংযোগে একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে, এবং কয়েক ব্যক্তিকে সাংঘাতিক রূপে আহত করিয়াছে। উল্লিখিত শত্রুদিগের সংখ্যা বড় অধিক নহে তৎপরে তাহারা নদী পার হইয়া গাজিপুর অভিমুখে গমন করিয়াছে।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, "সংপ্রতি বারাণসী এবং ফতেপুরের মধ্যবর্ত্তি রাজপথ সকল বিদ্রোহি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সেই সকল দুরাচারিরা সাহস বিহীন এবং হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরি চলৎ শক্তি রহিত হইয়াছে, আহারোপযোগী দ্রব্যাদি অভাবে তাহারা বড়ই কষ্ট ভোগ করিতেছে।" পরিশেষে নির্ব্বোধ দুরাচারিদিগের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিবে, তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে?।

অনুবাদিত সংবাদ।

বাঙ্গাল সেক্রেটারি আফিসে ছাপা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, অতএব উক্ত আফিসে যে সকল সেক্সন রাইটার একাদিক্রমে ১৯ বৎসর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।

অবগতি হইল রাজধানীর সমস্ত গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত আফিসে গ্যাসের আলোক দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

প্রেরিত পত্র

জগন্মান্যবর মহিমাসাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মমানুকূলেষু।

মহাশয়! নিম্নস্থ কতিপয় পদ্য পঙ্ক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধনান্তে ভবদীয় জগদ্বিখ্যাত পবিত্র পত্রিক পার্শ্বে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

টাকা টাকা এই বোল, সকলের মুখে।
শুনিলে টাকার কথা, কথা কয় মুকে॥
কোথা টাকা হায় টাকা, কোথা তোরে পাব।
তোমায় পাবার তরে, কোন দেশে যাব॥
কেবা জানে রুস দেশ, কেবা যানে চীন।
কেবাজানে ঢাকা দিল্লী, কেবাজানে ফিন্॥
যথাতথা যেতে রাজি, যদি তোরে পাই।
মরণ জীবন পথে, কেবা বাছে ভাই॥
ভাই বন্ধু সুত দারা, যত কিছু বল।
সবাই টাকার বশ, জানিহ কেবল॥
আদর থাকেনা কভু, টাকার অভাবে।
টাকার অভাবে ভাই, ভিন্ন ভাব ভাবে॥
দরিদ্র জানিয়ে তারে, উপহাস করে।
দুসন্ধ্যা পেটের অন্ন, দেয় রাগভরে॥
দিবানিশি দারা সারা, অর্থের কারণ।
বিভব অভাবে যেন, প্রমত্ত বারণ॥
কেনই এরূপ করে, কিসের কারণ।
টাকাই কি এত ভাই, অধম তারণ॥
অশন বসন আর, বিবিধ বাসন।
বাসনা সতত মনে, পরে আভরণ॥
কিন্তু ভাই কোথা পাই, পূরিতে সে আশ।
কাজেই হইতে হয়, নিরাশার দাস॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ, কেনা ইহা জানে।
দরিদ্র পিতারে পুত্র, কদাচ না মানে॥
বর্ণহারে বর্ণিবারে, মহিমার গুণ।
ইহার প্রভাবে হয়, কত শত খুন॥
পতি প্রাণা কুলবতী, রমণী রতন।
অনর্থ অর্থেতে তার, মোজে যায় মন॥
শুনিলে টাকার বাদ্য সদ্য দুঃখ হরে।
পুত্রশোক দূরে যায়, পিতার অন্তরে॥
টাকায় আগীর হয়, টাকায় অমর।
টাকায় দেখায় সুখ, টাকায় সমর॥
যোগীদের যোগাসনে, টোলে যায় মন।
সুমধুর রব তার, করিলে শ্রবণ॥
এরূপ স্বরূপ রূপ, দেখায় টাকায়।
মাতৃকোল ছেড়ে শিশু, সতত তাকায়॥
মরি মরি হায় হায়, বলিহারি গুণে।
শত ক্রোশ চোলে যাই, রব তোর শুনে॥
সাধে কি রেখেছে লোকে, নাম রূপচাঁদ।
তোরকাছে কোথা আছে, গগনের চাঁদ॥
সকলঙ্ক শশধর, ক্ষয় পায় লাজে।
নিষ্কলঙ্ক তুমি যাদু, জগতে মাঝে॥
সতত থাকেনা কিছু, শশাঙ্কের শোভা।
চিরদিন দেখি তোর, মূর্ত্তি মনোলোভা॥
কতবা বর্ণিব তোর, মহিমার কথা।
সকলেই জানে তুমি, আছ যথাতথা॥
নমস্কার করি আমি, তোমার চরণে।
দীনের দুর্গতি দেখে, রাখহ স্মরণে॥
ওষ্ঠাগত হোলো প্রাণ, বাকী নাহি আর।
হা টাকা জো টাকা বোলে, করি হাহাকার॥
এমনি পোড়েছে কলে, কালের সমান।
তোমার অভাবে লোকে, হয় হতমান॥
জানেনা অদৃষ্ট আছে, ছাই ভস্মে ঢাকা।
যেথাযাক্ কোনো মতে, পাবেনাক টাকা॥
অদৃষ্টে থাকিলে পার, এইখানে বসি।
কাজকি ভ্রমণে ভাই, ঢাকা বারাণসী॥
ধনাকাঙ্ক্ষী যায় যারা, ভ্রমিতেছে মক্কা।
ফক্কা দেখে শেষেলাভ, হোয়ে যায় অক্কা॥
তোয়াক্কা রাখিলে কারো হয় হোক্ ধন।
হইবনা ধন লোভে, আপনি নিধন॥
এধন সামান্য ধন, জানি মনে মনে।
সেধন পরম ধন, পাইব কেমনে॥
কুবেরের তুল্য যদি, হই ধনেশ্বর।
তথাচ ভাবিব মনে, সকলি নশ্বর॥
নিত্যধন চিত্তধন, সেই সত্য ধন।
যে ধন পাবার আশে, ত্যজি প্রাণধন॥
সামান্য জঘন্য ধনে, কিবা প্রয়োজন।
চরমে পরম ধন, সেইধন ধন॥

অহং টাকা কাংলা।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৬২ সংখ্যা] সোমবার ১৫ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ২৮ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী রাধাবিলাসী দেবীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতী সুতানুটির শামিল বাগবাজার নামক স্থানের মধ্যস্থিত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তির লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বসতি বাটী আছে, নম্বর ৩, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ভূমি আছে অনুমান ৴২।।০ আড়াইকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী রাধাবিলাসী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসার বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
১২ জুন ১৮৫৮।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গুরুপ্রসাদ চৌধুরি, বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং লালমোহন বসুর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতী আড়পুলি বাহির শিমুলিয়ার শামিল গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দুইতালা বসতি বাটী আছে, নম্বর ৩০, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি আছে, অনুমান ।।৪ চতুর্দ্দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশীহউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উল্লেখিত আসামী গুরুপ্রসাদ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ১৯ নম্বরের ভূমি আছে তাহার মধ্যে অনেক পুষ্পবৃক্ষ আছে, ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গুরুপ্রসাদ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের শামিল বাগমারি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগান ভূমি আছে, এবং তাহার সঙ্গে দুইটা পুষ্করিণী এবং অনেক বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান আঠারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গুরুপ্রসাদ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন!

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.
জে, এইচ, ফারগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
১১জুন ১৮৫৮

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৮জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী কামিনী দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতী সুতানুটির শামিল হোগোলকুড়ীয়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ভূমি আছে অনুমান দুইকাঠা দুই ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী কামিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.
জে, এইচ, ফারগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২২জুন ১৮৫৮।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বাধকৌষধ এবং অম্লপিত্ত শ্বাসকাশ বিনাশকারি উত্তম উত্তম ঔষধ সাং জোড়াসাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রিটের ২১ নং বাটীতে প্রস্তুত আছে, যে মহাশয়ের প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং অথবা লোক পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ৷৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷৷০

সংবাদপ্রভাকর

১৫আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

সুরত সিংহ নামক একজন এতদ্দেশীয় সুযোগ্য বিশ্বাস পাত্র সেনাপতি উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনায় স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বারাণসী ধামে রাজানুগত্য ব্যবহারে প্রভু ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বিশেষ বীরত্ব দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ধন সম্পত্তি রক্ষা এবং বিপক্ষ বিদ্রোহিদিগ্যে দুরীভব করাতে রাজ পুরুষেরা প্রচুর পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহার যথাযোগ্য সম্মান এবং বৃত্তি বিধান হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাহার উত্তরাধিকারি গণেরা ও ভবিষ্যতে স্বচ্ছন্দে সানন্দে সুখ সম্ভ্রম সহকারে সময় সময়রণ করিতে পারিবে। এতৎ সংবাদ শ্রবণ করিয়া পাঠক মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন। কারণ রাজার নিকট রাজ ভৃত্যের কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন, এবং প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ ভৃত্যের প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া প্রভুর প্রসাদ প্রদান, এই উভয় পক্ষটিই সাধু সমূহের পক্ষে সাতিশয় শ্রুতি-সুখকর, সুরত সিংহ এই ভয়ঙ্কর সময়ে যেরূপ সাধু ব্যবহার করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও তাহার প্রতি সেই প্রকার প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন, অতএব এই সংবাদে আপামর সাধারণ কোন্ ব্যক্তি না আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন। আমারদিগের শ্বেত সহযোগি ইংলিসম্যান সম্পাদক লেখেন "গবর্ণমেণ্ট শ্বেত যোদ্ধাদিগ্যে এরূপে পারিতোষিক দেন না। আর কালা যোদ্ধাদিগ্যে এবম্প্রকারে পারিতোষিক দেওয়াতে সকলে এমত বিবেচনা করিতে পারে, যেগবর্ণমেণ্টের এইপুরস্কার প্রদান যথার্থরূপ অনুরাগের সহিত নহে, কেবল ভীত হইয়া বৃত্তি দিয়া এতদ্দেশীয় বীর পুরুষদিগ্যে বশীভূত করিয়া রাখিতেছেন ইত্যাদি।"

ইংলিসম্যান সম্পাদকের এই কথা প্রকৃত রাত কাণার কথা হইয়াছে। যে সমস্ত শ্বেত সেনাপতি সমরক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন, বিলাতে তাহারদিগের সমোচিত সম্মান ও বৃত্তি বিধানের ত্রুটি মাত্রই হয় নাই, এবং এখানে ও কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহারদিগের গৌরব সৌরভে দিগ সকল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছেন। ইংরাজ যোদ্ধাদিগের কর্ত্তব্য সাধনে তাদৃশ প্রশংসা নাই। এতদ্দেশীয় সেনার মধ্যে যখন অধিকাংশই বিদ্রোহি হইয়াছে, তখন যাহারা রাজানুগত্য ও রাজ ভক্তি প্রকাশ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, তাহারা অবশ্যই সম্মান ও পারিতোষিক পাইবার পাত্র হইবে, তাহারদিগ্যে মান ও বৃত্তি দান কহিলে সকলেই রাজার রাজধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন, কেহই ভয়ের কথা উল্লেখ করিবেননা।

ফরিদপুরস্থ বন্ধুর লিখিত কয়েকটি সংবাদ সাদরে নিম্নে প্রকটিত হইল।

"সম্পাদক মহাশয়! এখানকার বঙ্গ বিদ্যালয়ের কয়েকজন সুপাত্র ছাত্রের বিশেষ প্রযত্নে জ্ঞান প্রদায়িনী নাম্নি একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

বেলগাছির থানার উপযুক্ত নীতিজ্ঞ দারোগা শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত ঘোষ দুই দল দস্যুকে ধৃত করিয়াছেন। একজন যবন আমীন তোজপুর বাসি প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করাতে প্রজারা ফৌজদারিতে আবেদন করে শুনিলাম উক্ত আমীন ধৃত হইয়াছে, শীঘ্রই বিচারে অর্পিত হইবে।"

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

বিগত ২২ জুন দিবসে বীরবর স্যার হিউজরোজ সাহেব নিম্ন লিখিত সংবাদ, আলাহাবাদে জি এফ এডমনষ্টন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, সেই সংবাদটি সাধারণের গোচরার্থ শেষোক্ত মহাত্মা গত ২৪ তারিখে গবর্ণমেণ্ট লেখেন।

যথা।

"বিগত ১৯ তারিখে গোয়ালিয়ারস্থ বিদ্রোহিদিগের সহিত আমার অধীনস্থ সেনারা সমরে জয়লাভ করত সমর ক্ষেত্রেই শত্রুদিগের ১৬ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটা পিতলের তোপ ছিল, বিদ্রোহিদিগের সমরসম্বন্ধীয় ও আহারীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যাদি এবং ৭০ হস্তী আমাদিগের হস্ত গত হইয়াছে। রাজধানী অধিকার করত তৎপরে আমার অধীনস্থ সেনারা দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া দেখিল

যে কতকগুলীন বিদ্রোহি ফটক বন্ধ করিয়া রহিয়াছে, দুষ্টেরা ব্রিটিস সেনাদিগকে অবলোকন করত তাহাদিগের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, তখন আমি দুর্গের চতুপার্শ্ব হইতে বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলাম, তাহার পর দিবস প্রাতে ২৫ সংখ্যক রণনিপুণ বোম্বে পদাতিক সেনারা সাতিশয় পরিশ্রম এবং বীরত্ব সহকারে উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছে। সেই সমরে লেপ্টেনাণ্ট রোজ সাহেব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বিগত ১৯ তারিখে সমরে পরাজিত হইয়া যখন শত্রুগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন পরায়ন হয়, সেই সময় ব্রিগেডিয়ার নেপিয়ার সাহেব কয়েকদল গোলেন্দাজ অশ্বারোহি-সেনা সমভিব্যাহারে উক্ত দুরাচারিদিগের প্রতি ধাবিত হইয়া বিগত ২১ তারিখে "জানাআলাপুর" নামক স্থানে তাহাদিগকে আক্রমণ করত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া বিস্তর লোককে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই যুদ্ধে ২৫ টা তোপ ব্রিটিস সেনারা জয় লাভ করিয়াছে।

"আমি সার আর হেমিলটন, মেজর ম্যাক ফারসন এবং কতকগুলীন সেনা সমভিব্যাহারে রাজবাটী মধ্যে প্রবেশ করি, প্রজাগণ মহারাজা সিন্দিয়াকে রাজ্য মধ্যে প্রত্যাগমন অবলোকন করত সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছে।,,

---

গোয়ালিয়ার মহারাজা সিন্দিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্য বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ায় আমাদিগের রাজনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বর্ত্তমান গবর্ণরজেনেরল লার্ড কেনিং বাহাদুর পরম সন্তুষ্ট হইয়া এমত আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে এই শুভ সংবাদটি সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ ভারতবর্ষ স্থিত সমস্ত প্রধান প্রধান ষ্টেসনে তোপধ্বনি হইবেক। কেননা উল্লেখিত মহারাজ চিরকালাবধি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্যকরূপে রাজানুগত্য ব্যাবহার করিয়া আসিতেছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বিগত শুক্রবার প্রাতে মহারাণীর ৭৭ সংখ্যক রেজিমেণ্ট সেনার মধ্যে ৪০০ সেনা দমদমা হইতে এই রাজধানী মধ্যে আগমন করিয়াছে। উক্ত রেজিমেণ্টের সমস্ত সেনা ভিন্ন ভিন্ন দল ভুক্ত হইয়া টৌন হালে, টাকশালে এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, "আলিগড়ের বিদ্রোহি তহসিলদার, ময়বুব খাঁ যিনি ফতেপুরের জজ মেং টকার সাহেবের শিরচ্ছেদন করেন, তিনি গত তারিখে ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মৃত রণনিপুণ জেনেরল নীল সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় করণার্থ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে ১৭০৮৩ টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আজিমগড়স্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, "সংপ্রতি এ জিলার বড় গোলযোগ নাই, কিন্তু ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানে কয়েকদল বিদ্রোহি আছে, শুনিলাম তাহারা এদিগে না আসিয়া হয় তাণ্ডা নয় গোরক্ষপুর অভিমুখে গমন করিবে।,,

আজিম গড়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেব লেখেন, "লক্ষ্ণৌ নগরের বেগম বিদ্রোহি মেন্দি হোসেনকে বিস্তর সেনা সাহায্য করিয়াছেন, এস্থানের উত্তর এবং দক্ষিণ দিগ ব্যাপিয়া বিস্তর বিদ্রোহি দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, এ নিমিত্ত প্রজারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, গাজিপুরে সাম্প্রতি বড় গোলযোগ নাই।,,

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ রেবিনিউ বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ গবর্ণমেণ্টে এমত অনুরোধ করেন, যে মৈনপুরির বিদ্রোহি রাজার সমস্ত সম্পত্তি রাজানুগত রায় ভবানী সিংহকে প্রদান করিলে ভাল হয়, কিন্তু উল্লেখিত বিদ্রোহি গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহা ঋণগ্রস্ত আছেন, তাহা ভবানী সিংহকে পরিশোধ করিতে হইবে, এ নিমিত্ত তাঁহাকে সময় দেওয়া যাইবে। এই প্রস্তাব আমারদিগের গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর গ্রাহ্য করিয়াছেন, শুনিলাম ভবানী সিংহ রাজা উপাধিও প্রাপ্ত হইবেন।

অবগতি হইল, বাঙ্গালা এবং বেহার প্রদেশে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, এবং ডেপুটি কালেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

BJ-SP-Vol II
1265

BETHUNE COLLEGE LIBRARY
CALL
C.R./D
Serial
Not For Home Is

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাবৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৬৪ সংখ্যা] বুধবার ১৭ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ৩০ জুন ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদ প্রভাকর

১৭আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা অতিশয় আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, কয়েক দিবসাবধি ছাপরা, আরা, পাটনা, মতিহারি, এবং নেপালাদি কয়েক স্থানের ডাক পুনর্ব্বার বন্দ হইয়াছে। আমারদিগের এই প্রভাকর পত্র ঐ কয়েক জেলায় বাণ্ডিডাকে প্রেরিত হইয়া থাকে, গত পরশ্ব দিবস জেনরেল পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারিরা আমারদিগের প্রেরিত পুলিন্দাগুলীন গ্রহণ করেন নাই, ফেরৎ দিয়াছেন, ইহাতেই স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে, উল্লেখিত সমুদয় স্থানের ডাক গমনাগমনের পথ বিদ্রোহিজালে আচ্ছাদিত হইয়াছে, নচেৎ এরূপ কেন হইবে। গত বৎসর এবম্প্রকার ঘটনা হওয়াতে আমরা অত্যন্ত হানিগ্রস্ত হইয়াছিলাম, মধ্যে কিছুদিন সেই বিপদ বিনাশ হইয়াছিল, সংপ্রতি আবার পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অনিষ্ট হইল। অপিচ আমরা অধুনা কয়েক দিবসাবধি উক্ত প্রদেশের কোনো স্থানের পত্র প্রেরক অথবা পাঠক গ্রাহক বন্ধু বান্ধবগণের নিকট হইতে একখানিও পত্র প্রাপ্ত হই নাই, যাঁহারা প্রতিদিবস অবাদে সমাচার লিখিয়া পাঠাইতেন, তাঁহারা কেহই আর লিখিয়া পাঠাইতে পারেন নাই, কি করেন, ডাক না চলিলে কি উপায়ে পত্র প্রেরণ করিবেন? ঐ সমস্ত মহাশয়ের শুভ সংবাদ না পাওয়াতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। হে জগদীশ্বর! তুমি আর কতদিন এরূপ করিয়া অস্মদাদিকে কষ্ট প্রদান করিবে? শীঘ্রই প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। এই রাজ্য মধ্যে অচিরাৎ শান্তি সংস্থাপন করিয়া নিজ নামের মহা মহিমা রক্ষা কর।

হে মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস রাজপুরুষগণ! আপনারা বেহার, ভোজপুর, এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তি গঙ্গাদেবীর উভয় পারস্থ প্রধান প্রধান স্থান সকল রক্ষার নিমিত্ত কি বিশেষ উপায় নির্ণয় করিতেছেন? আমরা এজন্য উচ্চৈঃস্বরে আর কতই চীৎকার করিব, দুষ্ট দৌরাত্ম্যে অশেষ অত্যাচারে নিরপরাধি দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের ধন, প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, জাতি কুল, আর যে রক্ষা হয়না, যতদিন উক্ত প্রদেশ নিষ্কণ্টক না হইবে ততদিন আমরা কোনোমতেই এই বঙ্গদেশের বিষয়ে সংপূর্ণরূপ শঙ্কাশূন্য হইতে পারিবনা, অতএব উপযুক্তরূপ সৈন্য ও অস্ত্রাদি প্রেরণ পূর্ব্বক শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া রাজ্যটিকে উপদ্রবের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের ডাইরেক্টর সাহেবের অনুমতি ক্রমে বর্ত্তমান জুন মাসাবধি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দের বেতনের হার বৃদ্ধি হইয়াছে। এডুকেশন সম্পর্কীয় বিধিমধ্যে এই নূতন বিধি কি নিমিত্ত সৃষ্ট হইল তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না; এবং গবর্ণমেণ্টও তাহার কারণ স্পষ্টরূপে কিছুই প্রকাশ করেন নাই, তবে আভাস মাত্র এই যে তাঁহারা প্রজার শিক্ষার সংপূর্ণরূপ ব্যয়ের ভার লইতে অনিচ্ছুক, প্রজাগণ স্বস্ব সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য আপনারাই উদ্যোগি ও ব্যয়ভাগি হইবেন। ইহা হইলে ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষ, মহাশয়দিগের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয়, এবং দেশের উন্নতিও সম্পাদিত হয়। এই নিয়ম প্রতি সুখকর বটে, এবং এই নিয়মানুসারে লোকের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যা বিষয়ের ঔৎসুক্য হইলে ও ব্যয় রূপে কার্পণ্য পরিহার হইলে অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হয় সন্দেহ কি? কিন্তু সকল নিয়মগুলীন শাস্ত্র এবং যুক্তিসম্মত হইলেও সেরূপ ঘটনা হওয়া কঠিন বোধ হয়, বস্তুতঃ দেশ, কাল, পাত্র, লোকের অবস্থা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নিয়ম নির্দ্ধারণ করাই উচিত। এদেশে সাধারণ জনসমাজ মধ্যে বিদ্যার বিমলজ্যোতিঃ এখনো এতদ্রূপ প্রতিভাত হয় নাই, লোকের অবস্থা এতাদৃশ উন্নত হয় নাই, বিদ্যার মাহাত্ম্য চিত্তমধ্যে এত পরিমাণে অবস্থিত হয় নাই, যে, তাঁহারা এই নূতন নিয়মের নিগূঢ়ার্থ নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে পারেন, সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ নিয়ম উপকারি না হইয়া বরং অতীব অনিষ্টকারি হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে বিদ্যার স্রোতঃ প্রবাহিত না হইয়া প্রতিরুদ্ধই হইবে। দেশের উন্নতি বৃদ্ধি না হইয়া অধোগতি সম্পাদিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট অগ্রে লোকের মন নির্ম্মল করুন, এবং তাহারদিগের অবস্থা উন্নত করুন, তাহা হইলে এই প্রার্থিত হিতাভিপ্রেত বিষয়গুলীন সময়ে সংঘটিত হওনের সম্ভাবনা বটে।

আর ইংলণ্ডস্থ সুভ্যজাতিরমধ্যে বা কত বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে নিরপেক্ষ হইয়া চলিতেছে, ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, অতএব যখন তথায় এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন এই অনুরাগশূন্য দেশে যে, এই নিয়ম বলবতী হইবেক ইহা আশ্চর্য্য বিবেচনা, ইহাতে হিত ভাবিয়া কেবল বিপরীত করা হইবে, ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়দিগের বিদ্যা বিষয়ক লিপির মর্ম্মানুসারে প্রায় তিন বৎসর হইল এদেশে শিক্ষার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এই কালের মধ্যে পরিশ্রমের উপযুক্ত কি ফল লাভ হইয়াছে? যে মহাত্মারা ডেপুটি ইনিস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাই এবিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, তাঁহারাই আমারদিগের দেশীয়দিগের সমস্ত বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন।

হা! স্বদেশীয় বন্ধুদিগের যত্ন ও উৎসাহ থাকিলে কি দেশের এরূপ দুর্গতি হয়?

হা বন্ধুগণ! তোমারদিগের স্থাপিত "হিন্দু মেট্রোপলিটন,, কালেজ এই কালে যেন অকালে কাল কবলে নিপতিত না হয়। তদর্থে তোমরা বিশেষ যত্ন কর, সকলে ঐক্য হইয়া এই সময়ে উচিত সাহায্যপূর্ব্বক স্বস্ব বালককে অধ্যয়নার্থ তথায় নিযুক্ত করিলে তাহার দুরবস্থা এখনিই দূর হইয়া ভবিষ্যতের বিশেষ উপকার সম্ভাবনা।

আহা হিন্দুজাতির কীর্ত্তি পতাকা যে ভূমিশায়ী হইবে তদপেক্ষা লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় আর কি আছে?

হে ভ্রাতৃগণ! তোমারদিগের প্রাথমিক উৎসাহ এইক্ষণে কোথায়, সেই বক্তৃতার তেজই বা কোথায়? আকাশপুষ্পের ন্যায় সকলি মিথ্যা হইল। আহা কি পরিতাপ! কেবল এক দম্ভ পরিবারের দ্বারা তোমারদের কীর্ত্তি এত দিন পর্য্যন্ত স্থায়িনী আছে। প্রথমতঃ বিবেচনা কর, দেশের দুর্নাম দূর করাই বিধেয়; বিদ্যা বিষয়ে রূপণতা পরিহার করাই কর্ত্তব্য। তোমারদিগের স্থাপিত এই কীর্ত্তিটি স্থায়িনী করা অতি প্রয়োজনীয় হইতেছে, তাহা হইলে আপনারদিগের ধনের, মানের, নামের ও কার্য্যের সার্থকতা হইবে।

আর আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টেরো ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে, যে সকল বালকেরা উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে, তাহারা ধনিলোকের সন্তান নহে, সুতরাং তাহারদিগের পক্ষে এই নিয়ম অতীব অকল্যাণকর কি না? ইহাতে তাহারদিগের বিদ্যা শিক্ষার ব্যাঘাত এককালেই হইবে। হিন্দুস্কুলের বেতন যে, কি নিমিত্ত বৃদ্ধি হইল বুঝিতে পারিলাম না। তাহার আয় ব্যয় দৃষ্টি করিলে ব্যয়ের অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ অধিক দেখিতে পাইব।

প্রস্তাব সাঙ্গ কালীন শুনিলাম ভারতবর্ষীয় সভা দ্বারা এই বিষয়ে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার কিরূপ উত্তর প্রদান করেন, তদ্বিষয়ের অপেক্ষায় রহিলাম।

এই সময়ে আমরা আমাদিগ্যে এবং রাজপুরুষগণকে বিশেষরূপে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে বাধ্য হইলাম। প্রজার প্রতি রাজার যত প্রকার কর্ত্তব্যকর্ম্ম আছে তাহার মধ্যে প্রজাকে বিদ্যাদান করাই সকল কর্ম্মের প্রধান কর্ম্ম, কেননা

বিদ্যা ব্যতীত মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সাধনের অপর কোনোরূপ বিশিষ্ট উপায় দ্বিতীয় আর নাই। বিদ্যার প্রভাবেই চরিত্র শোধন এবং নীতি ও জ্ঞান লাভে সম্যক্ প্রকার সৎকার্য্যের সঞ্চারি হয়। আর বিদ্যার অভাবেই মূর্খতা-জন্য অত্যাচারে অনাচারে পাপাচারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া অশেষবিধ অনিষ্ট উৎপাদিত হইয়াথাকে, তাহাতেই রাজাকে কারাকুটীরের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিচারের আসন বিস্তার পূর্ব্বক অধিকাংশ দস্যু তস্করকে শাসন ও পোষণ করিতে হয়। আমারদিগের এই কথাটি কেহই অন্যথা করিতে পারিবেননা। ইহার উপমাস্থল কেবল কারাগার এবং বিচারস্থল, কারাগারে ও বিচারস্থলে যে পরিমানে মূর্খ ও ইতর লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লক্ষাংশের একাংশ পরিমাণেও ভদ্র ও বিদ্বান্ লোককে দেখিতে পাওয়া যায়না। বিশেষতঃ রাজপুরুষেরা এই বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনার স্থলকেই তাহার এক অতি প্রধান প্রমাণ স্থল বলিয়া প্রমাণ করুন। এই প্রকৃত বঙ্গরাজ্য মধ্যে প্রজাপুঞ্জকে যে প্রকারে যথার্থরূপ বিদ্যা বিতরণ করা কর্ত্তব্য, রাজপুরুষেরা অদ্যাপি তাহা করেন নাই, তথাচ এখানকার লোকেরা যে পরিমাণে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, তাহাতেই চরিতার্থ হইয়া হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা সংসারযাত্রা সম্পাদন করিতেছে। বাঙ্গালির মধ্যে একটি প্রাণিও বিদ্রোহি-সংশ্রবে সংযুক্ত হয় নাই। যত দূর অবধি রাজানুগত্য ও প্রভুভক্তি প্রকাশ করিতে হয় তাহাই করিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতেছে। "বিদ্রোহিতা,, কাহাকে বলে কস্মিন্‌কালে স্বপ্নেও তাহার ধ্যান করেনা। বাঙ্গালি জাতীয় ইতর ও মূর্খ লোকেরা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব বিদ্যাশালি বাঙ্গালি বর্গের সংসর্গাধীন হওয়াতে প্রধানদিগের আচার ব্যবহার রীতি চরিত্র ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুকরণ করিয়াই চলিতেছে, এজন্য তাহারদিগের মধ্যে বিদ্রোহাচরণ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। হিন্দু স্থানের লোকদিগ্যে উচিত-মত বিদ্যাদান করেন নাই, কাজেই তাহারা মূর্খতা-দোষে জ্ঞানান্ধ ও ধর্ম্মান্ধ হইয়া রাজবিপক্ষে হস্ত ও মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু উক্ত প্রদেশ মধ্যে যে সমস্ত ভদ্র সন্তান প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যথা রীতিক্রমে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই বিদ্রোহি-দলভুক্ত হন নাই, আমরা বিশিষ্টরূপেই এবিষয় অবগত হইয়াছি। অতএব বিদ্যা দানের এতদ্রূপ প্রত্যক্ষ ফল পরীক্ষা করিয়াও গবর্ণমেণ্ট কেন প্রকারান্তরে প্রজার সন্তানগণকে তাহার সুখাস্বাদনে বঞ্চিত করিতেছেন? ইহাতে প্রকৃত রাজধর্ম্মের অন্যথাচরণ করা হইতেছে। পূর্ব্বতন হিন্দু রাজাগণ বিদ্যা-বিতরণার্থ অনবরতই রাজভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিতেন, আপনারা শস্ত্রপাণি হইয়া বিদ্যাদাতা জ্ঞানগুরু ঋষিদিগের আশ্রম সকল রক্ষা করিতেন। মুনি সকল সশিষ্যে রাজসভায় আগমন করিলে রাজা যথা নিয়মে প্রণত হইয়া চরণ পূজা করিতেন, তাঁহারদিগের প্রার্থিত-বিষয়ে নিয়তই অবারিত ভাণ্ডার করিয়া রাখিতেন। কোনো কোনো মুনির ষষ্টি সহস্র শিষ্য ছিলেন, কাহারো কাহারো ততোধিক, কাহারো কিঞ্চিৎ ন্যূন। তাবতেই রাজারদিগের দ্বারা প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে সানন্দে স্বস্ব অভিপ্রেত সুসিদ্ধ করিতেন। ইহাতে এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বে জ্ঞানের প্রভায় প্রতিনিয়তই প্রতিভাত হইত। এতৎ প্রমাণ দ্বারা দাতব্যরূপে বিদ্যা দান করাই রাজার কর্ত্তব্য। আমারদিগের বর্ত্তমান রাজনিয়োগিগণ ভাল যেন তাহাই না করুন, কিন্তু এবিষয়ে সঙ্গতাসঙ্গত ও সম্ভবাসম্ভব বিবেচনা করাতো কর্ত্তব্য হয়। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা বিধান করিতে হয়। প্রজার মধ্যে অধিক পরিবারই অবসন্ন, অনেকেই আহারীয় ও পরিধেয়াদি বিষয়ের কর্ত্তন করিয়াও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করত ভবিষ্যতের প্রতুল প্রার্থনায় বেতন দান পূর্ব্বক রাজকীয় বিদ্যালয়ে বালক নিযুক্ত করিতেছে। একে এই বেতন প্রদান করিতেই তাহারদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। তাহার উপর আবার এপ্রকার বেতন বৃদ্ধি হইলে কোনোমতেই তাহাতে সমর্থ হইতে পারেনা। হিন্দু স্কুলে এবং ব্রাঞ্চস্কুলে একটি টাকা মাহিয়ানা বাড়াইলেন, কিন্তু সেই একটি টাকাতেই একটি একটি পরিবারের একটি দুইটি তিনটি চারিটি করিয়া বালককে একেবারে জন্মের মত মহারত্ন বিদ্যাধন উপার্জ্জনে বঞ্চিত করা হইতেছে। আমরা ভালরূপেই অনেকের অবস্থা অবগত আছি, এজন্য বাহুল্যরূপে এতদ্রূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি। প্রেসিডেন্সি কালেজেও পাঁচ টাকা হইতে ১০ দশ টাকা বেতন, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ইহা কি গৃহস্থ লোকে দিয়ে উঠিতে পারে? যাহারা এই কয়েক বৎসর ৫ টাকা দিয়া প্রাণপণ পরিশ্রমে শিক্ষা করিল, তাহারদিগের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে, কেন না গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লওয়া হইল। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে, ভোজনে বসিবার সময়েই বিষমতর বিড়ম্বনা হইল। ইহাতে অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর বিদ্যাদানে অভিরুচি নাই, কিন্তু সে কথাটি প্রকাশ করিয়া বলা হইবেনা। সুতরাং "খেদাইনে, তোর উঠান চসি" সেই প্রকার ব্যা-

পারকরিয়া বেতন বৃদ্ধি করা হইল। কারণ ধনি ভিন্ন অপর সাধারণে এত উচ্চ বেতন দিতে পারিবেনা, কাজেই তখন বলা যাইবে, "বোলে ছিলাম হোলোনা, ঘরে গিয়ে খা"। মেটাপলিটন কালেজের প্রথম উন্নতি সময়েই রাজকর্ত্তারা আঁটুনি সাঁটুনি করিয়া অল্প বেতনে প্রেসিডেন্সি কালেজ স্থাপন করেন, এবং "হিন্দুকালেজ, তুলিয়া দিয়া ন্যূন বেতনে, হিন্দুস্কুল, প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিয়ম প্রকাশ করিয়া তাহাতে অনেক প্রকার লোভের কথা উল্লেখ করেন, অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অস্থিরকল্প, অব্যবস্থিতচিত্ত বাঙ্গালিরা সেই লোভে ভুলিয়াই মেট্রাপলিটন কালেজ হইতে সন্তান দিগ্যে উঠাইয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাগারে অর্পণ করিলেন, ইহাতেই আমাদিগের ঐ নূতন কালেজের আয়ে ব্যাঘাত হইল, এবং রাজ বিদ্যালয়ের আশুই উন্নতি হইল। তৎকালে মেটাপলিটনে কাপ্তেন রিচার্ডসন, কাপ্তেন পামর, কাপ্তেন হেরিস, উইলিএম মাষ্টর থোয়েটস্, এবং কার্কপাট্রিক প্রভৃতি মহা মহোপাধ্যায় অদ্বিতীয় শিক্ষক সকল নিয়োজিত ছিলেন, যাঁহারদিগের একজনেই রক্ষা নাই, এমন ধারা দশ বারো জন পণ্ডিত ছিলেন, তখন হিন্দুকালেজে বিশেষ উপযুক্ত শিক্ষক প্রায় কেহই ছিলেন না, ইহাতেও ভাগাধর বাবুরা "ধান্ ভানিলে কুঁড়ো দিব, মাচ কুটিলে মুড়ো দিব" শিক্ষা সমাজের এতদ্রূপ প্রলোভ বচনে ভুলিয়া স্বহস্তে আপনারদিগের গর্দ্দান আপনারাই কাটিলেন, এখন তাহার বিলক্ষনরূপ ফল ভোগ করুন। তখন জানিতে পারেন নাই, "ভাঁড়ের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই" আহা কি পরিতাপ! অধুনা শিক্ষা সমাজের সেই নিমন্ত্রণ পাকতই ভাঁড়ের নিমন্ত্রণ হইয়া উঠিল। হায়! কর্ত্তারা কি এরূপ বিবেচনা করেন না, যে, এই সময় প্রকৃত দুর্ভিক্ষ সময়। চতুর্দ্দিগে আহারাভাবে কেবল ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিয়াছে, কত পরিবার অনাহারে মারা যাইতেছে, পূর্ব্বে যাহার পাঁচ টাকায় সংসার চলিত এইক্ষণে তাহার দশ টাকাতেও নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। এমত ভীষণ সময়ে বিদ্যা বিষয়ে কি বেতন বৃদ্ধি করিতে আছে?

এই সময়ে দেশস্থ সকলকে একটি কথা কহি, দত্ত বাবুরা কি একাই চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছেন? তাঁহারা "মা বাপ মরা" দায়ের অপেক্ষাও অধিক দায়ভোগ করিতেছেন। অধিক কি কহিব, এই কালেজ রক্ষার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের নিজ ভাণ্ডারের লক্ষটাকারও অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কুবের তুল্য ধনি হইলেও কেহ একাকী একটা বৃহৎ বিদ্যালয়ের কর্ম্ম চিরকাল সমান রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। অতএব সকলে এইসময়ে তাহার রক্ষার প্রতি যথা কর্ত্তব্য উপায় করুন। যাহার যেরূপ সম্ভব তিনি সেইরূপ আনুকূল্য করুন, এবং বালক প্রদান করুন, তাহা হইলে অনায়াসেই রক্ষা পাইবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। আর "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" এই কালেজের অধীন করুন তাহা হইলে তাহারও বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

২৭ জুনের আগত সংবাদ।

"আগ্রা হইতে দ্বিতীয় বার্ত্তাবহযোগে এমত সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, গোয়ালিয়ারের সকল পলাতক বিদ্রোহিরা গত ২৪ তারিখে "হিন্দাওন" নামক স্থানে উপস্থিত হয়, তাহারদিগের সংখ্যা সর্ব্ব শুদ্ধ ১৫,০০০ ব্যক্তি হইবেক, ইহাদিগের সহিত কএকটা ছোটো ছোটো তোপ আছে, তৎসমুদয় হস্তিতে বহন করিতেছে, উক্ত শত্রুগণ ভরতপুরে কিম্বা জয়পুরে গমন করিবে তাহার নিশ্চয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কারণ তাহারদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য দেখা যাইতেছে, কাপ্তেন নিকসন সাহেব সতর্কতা পূর্ব্বক ভরতপুর রক্ষা করিতেছেন, ব্রিগেডিয়ার সোয়ার্স সাহেব কয়েক দল সেনা সমভিব্যাহারে গত রজনী যোগে 'ফতেপুরসিক্রি" নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছেন, কতকগুলীন সেনা ঢোলপুরে প্রেরিত হয়, তাহারা তথা হইতে আগ্রায় প্রত্যাগমন করিতেছে, বোধ করি উক্ত সেনারা ব্রিগেডিয়ার সাহেবের অধীনস্থ সেনাগণের সহিত শীঘ্রই মিলিতে পারে"।

অনুবাদিত সংবাদ।

আলাহাবাদস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, "সম্প্রতি গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর নানাবিধ রাজকীয় বিষয়াদি নিষ্পত্তি করণার্থ অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, বাহাদুরের কলিকাতায় যাত্রা করণের বিষয় অদ্যাপি নিশ্চয় হয় নাই, শুনিতেছি তিনি আর কিছুদিন এস্থানে অবস্থিতি করিবেন।,,

"হরপ্রসাদ নামক জনেক বদমাইস, যে ব্যক্তি আলাহাবাদ বাসিদিগের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল, সেই দুরাত্মা অধুনা ধৃত হইয়াছে, যাহারা তাহাকে ধৃত করে তাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০ মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।,,

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৬৫ সংখ্যা] গুরুবার ১৮ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ১ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানার প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব এজিকেল লেভি, এবং নবীনকৃষ্ণ বসুর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি আমড়াতলার ষ্ট্রিটের শামিল ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৩১ যাহা মেং জে, জে, এফ, এইচ আসফার সাহেব কর্ত্তৃক পাট্টা দেওয়া হইয়াছিল সেই পাট্টার মেয়াদ সম্পন্ন হয় নাই, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী এজিকেল লেভির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি উত্তর বরাহনগরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগান ভূমি আছে তাহার মধ্যে অনেক বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান চতুর্দ্দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার চতুঃসীমা যথা পূর্ব্বদিগে অনরেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পথ, পশ্চিমদিগে হরি সরকার এবং লালমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাগান ভূমি, উত্তরদিগে গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগান ভূমি এবং দক্ষিণদিগে মোহন সাঁতরার বাটী, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী নবীনকৃষ্ণ বসুর যে স্বত্ব ও অধিকারও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON,
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৬ জুন ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

মহাব্যাধি প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্তকরা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি সম্ভাবিত সময়মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রাল-

য়ে অথবা শিমুলিয়ার স্কুকিয়েস্ ষ্ট্রীটে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের বাসায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদপ্রভাকর

১৮আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০।দানিশাব্দাঃ১০৮

শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নবাবগঞ্জ হইতে ডাক-যোগে একখানি পত্র প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে যে একটি প্রস্তাব লিখিত আছে। আমরা সমাচার পত্রে তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করিনা, কারণ আমারদিগের পত্রের শরীর অতি ক্ষুদ্র, নানাবিধ উপস্থিত সংবাদ এবং আর আর দেশহিত-কর মনোরঞ্জক বিষয় প্রকাশ করিতেই স্থান সম্পন্ন হয়না। তাহার উপর জাতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লইয়া কি প্রকারে তাহার বাহুল্যরূপ পর্য্যালোচনা করিতে পারি। বিশেষতঃ সেই বিষয়টি সংবাদ পত্রে বাদানুবাদ করণের বিষয় নহে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদিস্যাৎ তৎপ্রসঙ্গ লইয়া তর্ক বিতর্ক ও বিচার করণের নিতান্ত অভিলাষ করেন, তবে আমারদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুস্তকের আশ্রয় অবলম্বন করুন।

আমরা সীমাশূন্য শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি। নবদ্বীপ নিবাসী সুবিখ্যাত পুজ্যবর ৺ শ্রীরাম শিরোমনি মহাশয় এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। এই মহাশয় যদিও বহু-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ইদানীং এতদ্দেশে তাঁহাকে সকলে তর্ক-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিগণ্য করিতেন। অতএব তন্মহাত্মার লোকান্তর গমন সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই ভাবতে ক্ষুব্ধ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উক্ত গুণযুক্ত বিদ্যোৎসাহী নবযুবক ব্যক্তি "হিন্দুদিগের রাজভক্ত,, নামক একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উক্ত পুস্তক পাইয়া গত বুধবার দিবসের প্রভাকরে সংবাদ মাত্র দিয়াছিলাম। পশ্চাৎ সময়ক্রমে পুস্তক খানি পাঠ করত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে হেতু যথার্থ পক্ষে ঐ পুস্তক খানি নিজনামের অর্থ প্রকাশ করিয়াছে। রাজভক্ত প্রজাগণ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে পর তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে স্বরূপ রাজভক্তি উদ্দীপিত হইবে সন্দেহ কি? ঐ পুস্তক খানিতে অনেকানেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের সদভিপ্রায় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে, এজন্য পাঠকগণ কথিত গ্রন্থ পাঠ করিলে রাজভক্তি বিষয়ে বহুবিধ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। পুস্তকের মূল্য।০ চারি আনা মাত্র, অনুরোধ করি, রাজভক্ত প্রজাগণ ঐ পুস্তক ক্রয় করত আপনারা রাজভক্তি বিষয়ে সদুপদেশ গ্রহণ করুন। এবং গ্রন্থ কর্ত্তাকেও সমুচিত উৎসাহ দিন, অধিকন্তু উক্ত গ্রন্থ সমগ্ররূপে প্রচারিত হইলে পর প্রজাগণের প্রতিও সবিশেষ রাজানুগ্রহ প্রকাশ পাইবে তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই। ভরসা করি, কেদার বাবুর ন্যায় অন্যান্য বিদ্যোৎসাহি নবযুবকেরা সাধারণ মঙ্গলানুষ্ঠাপক গ্রন্থাদি প্রচারে যত্নবন্ত হউন, তাহাই প্রার্থনীয়।

হে ইংলিস্‌ম্যান! তুমি ভালরূপেই ইংলিস্‌ম্যানের ধর্ম্ম ধারণ করিতেছ, তোমাতে একটিও আকাশ ভেদি অলীক সংবাদ প্রকাশ হয় না। তুমি পূর্ব্বে নানার বিষয়ে যে নানা কথা লিখিয়াছ, না না আমরা অধুনা তাহা উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু কয়েকদিন গত হইল, তুমি এমত লিখিয়াছিলে যে, নানা সাহেব নিশ্চয়রূপেই ধৃত হইয়াছেন, ফলে সে কথাটিও অমূলক হইল কেননা নানা এপর্য্যন্ত ধৃত হন নাই, তিনি বিদ্রোহিবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গেই বেদের টোল নাড়ার ন্যায় এদিক্ ও দিক্ টহল পাড়িতেছেন। তবে "গঙ্গারাম,, নামক একজন বিদ্রোহি ধরা পড়িয়াছে, সে ব্যক্তি নানা প্রকারেই নানার আকার প্রকার ধারণ করে, এবং নানামতেই নানার মত বটে। উক্ত গঙ্গারামের গঙ্গা লাভের আর বড় বিলম্ব নাই।

বিলাত হইতে বিগত ২ জুন দিবস পর্য্যন্তের যে সংবাদ আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অবগতি হইল, বিজ্ঞবর মেং ডিসরেলি, সাহেব এমত সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ এরূপ নিয়মে শাসন ও রক্ষণ করা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা প্রজাপুঞ্জকে কোনো প্রকার ক্লেশানুভব না করিতে হয়, তথায় এক্ষণে যে প্রকারে কর গৃহীত হইতেছে, সেই প্রকার কঠিন নিয়ম আর কিছু কাল প্রচলিত থাকিলে প্রজাদিগের বিশেষ কষ্ট বৃদ্ধি হইতে পারে, অতএব সে বিষয়ে এখনিই বিহিত মনোযোগ করা বিধেয় হইতেছে" উল্লেখিত মহাত্মার এবম্প্রকার সদুক্তি ও সুযুক্তির প্রতি অনেকেই পোষকতা করিয়াছেন,এবং পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর মহোদয়গণও এই বিষয়টি গ্রাহ্য করিয়া আপনারদিগের বিবেচনাধীনে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে শীঘ্রই সুবিবেচনা করিবেন।

গত ১ জুনে শ্রীযুত আরন্ গ্রানভিল সাহেব প্রধান মন্ত্রিবর লার্ড ডার্ব্বিকে জিজ্ঞাসা করেন, গবর্ণমেণ্ট কি ভারতবর্ষকে লার্ড কেনিং সাহেবের শাসনাধীনে রাখিতে ইচ্ছুক আছেন? ইহাতে প্রধান মন্ত্রিবর মহোদয় উত্তর করিলেন, তাঁহাকে সেই পদে স্থিত রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি এবিষয়ের বিশেষ কিছুমাত্রই নিশ্চয় করা হয় নাই। একারণ অধুনা তৎ প্রকাশে ফলোদয় দেখিতে পাইনা।

হে পাঠকগণ! উল্লেখিত সংবাদ পাঠে আপনারা নিশ্চয়রূপেই বিবেচনা করিবেন, যে, বিলাতের প্রধান প্রধান মহাশয়েরা আমারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কার্য্যের প্রতি সংপূর্ণরূপেই সন্তুষ্ট আছেন।

এই সংবাদ লিখিতে লিখিতে বিলাতের দ্বিতীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম।

যথা।

লার্ড ষ্ট্যানলি সাহেব, ভারতবর্ষীয় বোর্ড আব কাণ্ট্রোলের অধিপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন,স্যার এডওয়ার্ড বুনার লিটন সাহেব তাঁহার কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেব, কুলীন উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। স্কটলাণ্ডের ধর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষগণ এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের লোকের ধর্ম্মের প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে। স্যারডিনিয়া এবং নেপালদিগের সহিত যে বিরোধভাব ছিল, তাহা এক্ষণে রহিত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গগ্রানদীর তীরস্থ নানি গড়ের পত্রে লেখেন "জগদীশপুরের বিদ্রোহিদিগের সহিত যে এক যুদ্ধহয়, তাহাতে তৎপক্ষের ১০০ জন হত ও অনেক গুলীন সেনা আহত হইয়াছে, এই যুদ্ধে দুষ্ট প্রধান অমরসিংহ অনেকাংশেই ভগ্নোদ্যম হইয়া এইক্ষণে সসৈন্যে বনবাসী হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ নগরের চতুর্দ্দিগেই বিদ্রোহিগণ দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা অনেক স্থান লুট করিয়া রাজভক্ত জমিদারদিগের উপর অশেষ প্রকার অত্যাচার করিতেছে।

গুজরাট প্রদেশে যে বিদ্রোহ ঘটনার জনরব উঠিয়াছিল, বোধ হয় তাহা সত্য নহে।

বিদ্রোহিগণ রোহেল খণ্ডে প্রভুত্ব স্থাপনার্থ বিশেষরূপ যত্ন পূর্ব্বক যথা-নিয়মে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছিল, অধুনা উপযুক্তরূপ সাজা পাইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

ছাপরার পত্রে লেখে, অমরসিংহ বিস্তর সেনা লইয়া আরার ৭ ক্রোশ দক্ষিণে এক স্থানে আগমন করিয়াছেন, এই ঘটনায় প্রজা সকল গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে পলায়ন করিতেছে। সেনাপতি ব্যাটি সাহেব কয়েকদল অশ্বারোহি ও পদাতিক সেনা লইয়া তাঁহার প্রতিকূলে ধাবিত হইয়াছেন। জেনরল হোয়াইট সাহেব বোন্দেল খণ্ডের অন্তঃপাতি লোরালের রাজবাটী হস্তগত করিয়াছেন। এই যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষে বিস্তর লাভ হইয়াছে, নগদ এক ক্রোর মুদ্রা, ১০০ তলবার, এবং ৮ টা বড় তোপ হস্তগত হইয়াছে।

"রণবীর সিংহ,, নামক জনেক কাশ্মিরদেশীয় লোক অতি অল্প দিবসের মধ্যে অনেক গুলীন বিদ্রোহিকে ধৃত করত ব্রিটিস হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

কতকগুলীন বিদ্রোহি "সিয়ালকোর্ট,, নামক স্থান লুঠ করাতে গবর্ণমেণ্ট এমত ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন, যাহারা সেই বিদ্রোহিদিগে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে

তাহার দিগ্যে ৫০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এক পর্ব্বতের উপর ৩ জন বিদ্রোহি সেপাহি ধৃত হয়, তাহারদিগের নিকট অনেক টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

গোরক্ষপুরের অন্তঃপাতি বাস্তি নামক স্থানের রাজা এই উপস্থিত সময়ে অত্যন্ত রাজভক্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যমতে সাহায্য করাতে আমাদিগের বিচক্ষণ দয়াবান গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ৫০০০০ টাকার কীর্ত্তীয় এক খেলোয়াত, এবং নগরের বিদ্রোহি রাজার সম্পত্তির কিয়দংশ তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

গঙ্গা সিংহ নামক জনেক দুষ্ট লোক, যে ব্যক্তি আগ্রার অন্তঃপাতি বাপেনাহাটা বাসি একজন থানাদার এবং তহসিলদারের শিরশ্ছেদন করে, সেই দুরাত্মা সম্প্রতি এক জন স্বর্ণকারের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

দিনমণির সহিত কমলিনীর কৌতুকচ্ছলে অভিমান।

পদ্য।

দিন পেয়ে দিনমণি, লোয়ে নিজ কর।
আবেশে প্রবেশে, সরোজিনীর বাসর॥
দেখিয়ে বিনোদে, বিনোদিনী ত্বরান্বিতা।
প্রমোদে প্রমোদময়ী, হোলো বিকশিতা॥
সুচারু বিমল মুখ, বিনোদ বিভাসে।
পতি দেখে সতী অতি, রতি রসে ভাসে॥
সমীর সংযোগ পেয়ে, কমলিনী কয়।
কেনহে প্রাণের বঁধু, কঠিন হৃদয়? ॥
অধিনীর মনে এই, আশা নিরন্তর।
জীবন থাকিতে যেন, নাথাকি অন্তর॥
মধুর প্রণয় আশে, জলে আমি থাকি।
দীনা দেখি দিনমণি, দিনে দেও ফাঁকি॥
দামিনী কামিনী কলা, দুখিনী সদনে।
বলেছে নবীন প্রেম, কাদম্বিনী সনে॥
নরনারী গুণকারী, সর্ব্বলোকে কয়।
সম্ভোগে রোগের নাশ, আয়ু বৃদ্ধি হয়॥
বেঁচেথাকো বহুদিন, বহুসুখ তায়।
আমার এয়োতি চিহ্ন, থাকুক বজায়॥
সতীর পরম গতি, পতি এই বিধি।
উচিত বলিতে নিন্দা, হয় গুণনিধি॥
কিন্তু বঁধু অন্তরে, পেয়েছি বড় দুখ।
বাসনা নাহয় আর, দেখাইতে মুখ॥
দয়িতার দুখ শুনি, দিনমণি কয়।
এমনকি হয় প্রিয়ে, এমনকি হয়? ॥
পদ্মিনী নায়িকা তুমি, অতি মধুমতী।
বিনাদোষে রোষে বোসে, কেন আছ সতি?
অস্থিরা দামিনী সেই, সহজে চঞ্চলা।
দেখিতে পরের দ্বন্দ্ব করিয়াছে ছলা॥
তবে যে মিলন নাই, দুদিন পর্য্যন্ত।
সরোজিনী শুনহে, তাহার আদি অন্ত॥
নীরদের বুহু আর রাহুর শরীর।
উভয়ের সমবর্ণ, গর্জ্জন গভীর॥
যদি বল বর্ষণে, মেঘের পরিচয়।
নিদাঘ ঋতুতে প্রায়, নাহি বরিষয়॥
ত্রাস পেয়ে ত্যজিলেন, আকাশ নিরাশ।
চূর্ণেতে পুড়িলে মুখ, দধি দেখে ত্রাস॥
কামিনীর কমনীয়, মনোহর দেহ।
কমলিনী তুমি তায়, নাহিক সন্দেহ॥
তাই ভেবে আমার অন্তরে খেদ হয়।
কমলিনী হোয়ে কেন, কঠিন হৃদয়? ॥
তোমার মধুর প্রেমে, বাড়াইয়ে আশ।
আকাশে বসিয়ে দেখ, থাকি বারোমাস॥
শুনিয়ে পরের কথা, মাতা খাও মোর।
বিনা দোষে তোমার, নিকটে আমি চোর॥
কাতরা সে, কামিনী, মানিনী মান ভরে।
বুঝিয়ে বঁধুর ভাব কহে মৃদুস্বরে॥
আপনি বলিলে রহু, ঠাট, নাট, বাণী।
সহজে সরোজা, লোকা, কিছুই না জানি॥
নীলবর্ণ দেখে যদি মনে মনে ভীতি।
নীলপদ্ম দলে কেন অধিক পীরিতি? ॥
স্বজাতি সপত্নী সেই, তেঁই তাহা সই।
করিলে নূতন প্রেমে, ক্রমে জল সই॥
নিতম্বিনী কাদম্বিনী নানা রূপ ধরে।
ভুলায়ে লয়েছে মন, সুমধুর স্বরে॥
তব কর, তাঁর স্বর, উভয় যে ঠাঁই।
জনমে জনমে যেন, সেখানেতে যাই॥
নিশা আশে নিরবধি, নীরেতে নিরাশ।
দুখিনীর দুখ দেখি না কর সম্ভাষ॥
নলিনীর কথা শুনি, দিনমণি কয়।
উচিত না হয় প্রিয়ে, উচিত না হয়॥
প্রিয়জনে অপ্রিয় বলিতে ঘটে দায়।
নিতান্ত তোমার আমি, বলেছি তোমায়॥
নীলপদ্মে আমার, না হয় রাহু ভয়।
সরোজিনী সে কথার নাহি জানে ক্রম॥
ভয়াকুল হব যদি, দেখে আত্ম জনে।
চন্দ্র সূর্য্য নিরূপণ, করিলে কেমনে? ॥
অতএব আত্মজনে ভয় নাহি হয়।
আমার প্রেয়সী তুমি, তেঁই তাহা নয়॥
পাষাণ হৃদয় তব, পাষাণ পরাণ।
বিনা দোষে মিছে কেন, কর অপমান॥
লজ্জায় পড়িবে ধনি, ফুটে যদি বলি।
ফুটাইতে বঁধু আমি, মধু খায় অলি॥
কমলিনী বলে নাথ, কহিলে প্রমাণ।
পদে পদে, অধীনীর, কর অপমান॥
তোমার সুচারু করে, প্রফুল্লিতা হই।
সে তুল তুলিলে যদি, তবে আমি কই॥
আমার জীবন যেই, জীবন নিতান্ত।
প্রখর নিকর কর, কর তার অন্ত॥
শুকাইলে জীবন, জীবন নাশ হয়।
কহিতে কি ভয় নাথ, কহিতে কি ভয়॥
প্রসারিত দলে করি, জল আচ্ছাদন।
লোকে বলে পদ্মিনীর, প্রফুল্ল বদন॥
পড়িয়ে তোমার করে, দুখ নিরন্তর।
কাহারে কহিব দুঃখ, কি জানিবে পর? ॥
নলিনীর কথায় বুঝিয়া আরিক্ষার।
প্রণয় বিনয়ে, রবি, মাগে পরিহার॥
বিনয় বচনে বিনোদিনী হোলো বশ।
মধুর মিলনে পিয়ে, কামবধূ রস॥

ইতি ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ সাল।

শ্রী অং চং রং।
সাং শিম্‌লা।

অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Gooptoo at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃ ইকশ্যন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৬৬ সংখ্যা] শুক্রবার ১৯ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ২ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে, যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ৯ জুলাই শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের সপ্তম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭৩০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম	১৮৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম	৮৯০
জুলমা সিন্দুক	২৭৩০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তর খানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিম্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৪ এবং ২৪ জুলাই এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামী খরিদারাণ যে সকল প্রমিস্বরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তা-বেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৪ জুলাই বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিম্মতের পুরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২৪ জুলাই শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোনো হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

	বেহারের বানারসের জুলমা সিন্ধুক। সিন্ধুক। সিন্ধুক
সন ১৮৫৮ সালের ১২ আগষ্ট গুরুবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৮ নবেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮৬৩,৮৭৬,২৭৩৯
	৯২২৩,৪৪৩৬,১৩৬৫৯

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২৪ জুন।

E. H. LUSHINGTON.
Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন

মহাব্যাধি প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্তকরা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি সম্ভাবিত সময়মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা শিমুলিয়ার সুকিয়েস্ ষ্ট্রীটে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের বাসায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥৹
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদপ্রভাকর

১৯ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ ১০৮

নিম্নস্থ পত্রখানি আমরা আদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। বিধবা বিবাহ-পক্ষ দক্ষ মহাশয়েরা লক্ষ্য করিলে জীবিতাবস্থায় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন।

"বিধবা বিবাহ।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ঘাটালের অন্তঃপাতি নিমতলা নিবাসী মদ্বন্ধু শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার গুঁই মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে অবগতি হইল, যে, গত ১২ আষাঢ় শনিবার রজনীতে তত্রস্থ জাহানাবাদ থানার অন্তঃপাতি রাম-জীবনপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ জাতীয় একটি বিধবা কন্যার পাণি-গ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে।

ইহাতে তদ্দেশস্থ অধিকাংশ মনুষ্য হর্ষযুক্ত হইয়াছেন। নিবেদন ইতি তারিখ ১৭ আষাঢ় ১২৬৫।

শ্রী শ্রীরাম পালিত।
মোং কলিকাতা।,,

যে গ্রামে এই শুভ বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামটি

গণ্ডগ্রাম বটে, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর নিকটো বটে। কিন্তু কন্যাকর্ত্তা, বর এবং বরকর্ত্তার নাম ও কুল পরিচয়াদি প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হয়। কারণ তদ্দ্বারা ভাবতেই বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারেন। যে প্রণালীক্রমে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন ঘোষ প্রভৃতির বিবাহ হয়, ইহাও কি সেইরূপ পদ্ধতি-ক্রমে হইয়াছে? কেননা তাঁহারা বিধবা-বিবাহের পুণ্য-প্রতাপে এক একজন এক এক ঘর মানুষ হইয়াছেন। সমাজে আর সমাদরের পরিসীমা নাই। এতদূর পর্য্যন্ত প্রতিভা, গৌরব ও তেজ বাড়িয়াছে, যে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ইত্যাদি কেহই ভয়ে আর নিকটস্থ হইতে পারেন না। তাঁহারদিগের আর সাধ্য কি, যে, বাটীতে আনিয়া অথবা সমীপস্থ হইয়া দেব-দেবীর সেবা করিতে পারেন?

পদ্য।

অক্ষত যোনির বিয়ে বিধি বটে বটে।
কিন্তু ভাই, সব দিগে, শুভ যদি ঘটে॥
সমাজের সাধু যত, সম্মত হইয়া।
করিবেন, সমাধান, এই শুভক্রিয়া॥
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম কর, ধর্ম্ম যাহে রয়।
দেশের দ্বেষেতে যেন, পড়িতে না হয়॥
কেনা কোনে, কেনা বর, কেনা সমুদয়।
জোর কোরে বিয়ে দেয়া, বিধি নয় নয়।
বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা, কুটুম্বাদি জ্ঞাতি।
গুরু আর পুরোহিত, বন্ধু নানা জাতি॥
সকলের মতে হবে, আদান প্রদান।
সমাজে চলিবে এই বিবাহ বিধান॥
জাতি, কুল, ভাসাইয়ে, সাগরের জলে।
যারা গিয়ে ঢুকিতেছে, নূতন এ দলে॥
একুল, ওকুল, গিয়ে, এই হয়, সার।
অকুল সাগরে পোড়ে, না পায় পাঁথার॥
যে সাগরে কুল নাই, তরি নাই, তরি।
বাপ্ বাপ্, সে সাগরে, দণ্ডবৎ করি॥

অনিয়মে চালে মত, পারিনেকো সৈতে।
কাজে কাজে গোটাকত, কথা হোলো কৈতে
পিতা মাতা ঘরে যারে, নাহি পারে লৈতে
সে বিয়ে কি, বিধিমত, বিয়ে পারে হৈতে?
চিরকাল, নিন্দাভার, শিরে হয় বৈতে।
খ্রীষ্টানের মত নাহি, পারে ঘরে রৈতে॥
সকলে সেলাম ঠোকে, কিন্তু গলে পৈতে।
এ, যে, বর, বর নয়, উড়িষ্যার ঘৈঁতে॥

ঢাকাস্থ বন্ধুর পত্রখানি সাদরে গৃহীত হইল।

"সম্পাদক মহাশয়! ২১ জুন দিবসে পালিয়েন সাহেবের গোলিস্থ কোনো বাটীতে ঢাকা কালেজ উঠিয়া আসিয়াছে, এবং এস্থানের নরমেল স্কুলের অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে যে বাটীতে নরমেল স্কুল ছিল, অধুনা সেই বাটীতে ফৌজদারিকাছারি [illegible] এমত জনরব হইয়াছিল, যে [illegible] যবন একত্রিত হইয়া [illegible] করিতে আসিতেছে, [illegible] লীক সংবাদ শ্রবণ করত [illegible] বাসি অনেকেই আপনাপন গৃহাদি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার নিজ নিজ আলয়ে আগমন করিতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে আহারীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

সমর সংক্রান্ত কোনো কার্য্যের নিমিত্ত বহরমপুর, এবং কাসীম বাজারের কিয়দংশ স্থান গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করত তন্মধ্যে যে কয়েক খানা বাটী ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এজন্য সেই সকল বাটীর স্বামীদিগকে ২৫০ ১৫ টাকা মূল্য স্বরূপ প্রদান করিতে হইয়াছে।

হে পাঠকগণ! আপনারা রাজপুরুষদিগ্যে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করুন, যে হেতু তাঁহারা এই বিপদের সময়েও প্রজাপুঞ্জের ক্ষতি পূরণে ত্রুটি করেন না।

"বান্দার,, ভূমির নিম্নভাগ হইতে ৪০০০০০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, বোধ হয়, ঐ সকল টাকা বিদ্রোহিরা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল।

হঠাৎ এই অনিশ্চিত ধন হস্তগত হওয়াতে আমরা গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিব।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

অবগতি হইল গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডারাণ্ড সাহেবকে আপনার বিশেষ কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত ২০০০ টাকা মাসিক বেতনে পদস্থ করিয়াছেন।

দক্ষিণ মারহাট্টা প্রদেশ এক্ষণে নিরাপদ হইয়াছে, সেই স্থান বাসি লোকদিগকে নিরস্ত্র করাতে তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করণের মানস প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু "নরগুণ্ড,, নামক বিদ্রোহি সরদারকে ফাঁসি দেওয়ায় সকলেই ভীত হইয়া করস্থিত তরবার ফেলিয়া এপ্র-

Plastic Covered Document

কার অভিসন্ধি হইতে নিরস্ত হইয়াছে।

বক্সারস্থ ২২ জুন তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, "এস্থানে পুনর্ব্বার বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এনিমিত্ত ব্রিগেডিয়ার ডকলাস সাহেব সসৈন্যে এস্থানে পুনরায় আগমন করিয়াছেন, কর্ম্মনাশা নদীর বামপার্শ্বে বিস্তর বিদ্রোহিরা সমবেত হইয়াছে, পাটনায় পুনর্ব্বার গোলযোগের লক্ষণ ঈক্ষণ করা যাইতেছে।

সম্প্রতি কলিকাতা প্রভৃতি কয়েক স্থানে নিম্ন লিখিত সেনা সকল অবস্থিতি করিতেছে।

যথা।

কলিকাতায়	২৬৭০ সেনা।
বারাকপুরে	৯১১ ঐ।
দমদমায়	১৭৩২ ঐ।
চুঁচুঁড়ায়	৮৪৮ ঐ।
বহরমপুরে	১৯৯ ঐ।
যশোহরে	৬৩ জন নাবিক সেনা।

উপরে লিখিত স্থানের চিকিৎসালয় মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ পীড়িত সেনা আছে।

৭০১৩ জন।

হায়দ্রাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে, "গত ৮ জুন দিবসে নেজাম বাহাদুরের একটি সন্তান হইয়াছে, ঐ সময়ে দুর্গ হইতে আনন্দ-সূচক তোপ ধ্বনি হইয়াছিল। এপ্রদেশে অদ্যাপি বিদ্রোহ-গোলযোগ নিবারণ হয় নাই, ভীম রাও নামক জনেক বিদ্রোহি, "কাপল দুরক,, নামক স্থানের বাসিন্দাদিগকে অশেষবিধ সেনা প্রদান করত অবশেষে সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

গাঙ্গানদীর সন্নিকট কোনো পল্লীগ্রাম, বিদ্রোহিরা অনল সংযোগে একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে ৮০ জনকে ধৃত করিয়া ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

"দানাপুর এবং পাটনার মধ্যে বিস্তর বিদ্রোহি দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, এনিমিত্ত তথাকার লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, কারণ এক্ষণে ঐ স্থানে উপযুক্তরূপ ব্রিটিস সেনা না থাকায় এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্রই সেনা প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক হইতেছে।,,

সারণ প্রদেশ মধ্যে ২০০০ বিদ্রোহি আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত কয়েকটা তোপ আছে, বিদ্রোহি নাজিম ১০০০০ সেনা সমভিব্যাহারে উক্ত প্রদেশ অভি[illegible] গমন করিতেছেন।

[illegible]রিত পত্র

প্রভাকরসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পরমার্থ প্রকরণ।

মনের প্রতি উপদেশ।

পদ্য।

দিন দিন তনু ক্ষীণ, হতেছে মলিন।
ভাবিছ না মনে মনে শেষের সে দিন॥
দেখ এই চরাচরে যত যত জীব।
অনেকে না মনে করে, নিজ নিজ শিব॥
ঐহিক সুখের ইচ্ছা, করিতেছে সবে।
ভাবিতেছে মনে মনে, রবে এই ভবে॥
প্রাণপণে উপার্জ্জন করিতেছে ধন।
মনে মনে জ্ঞান করে, ধন নিত্যধন।
তা নয় তা নয় মন, তা নয় তা নয়।
যত কিছু ধন জন, সব মিথ্যাময়॥
ওরে ও পামর মন, বলি এইবার।
জগতের সার যিনি তাঁরে কর সার॥

আশার অধীন হোয়ে আছ সমভাবে।
ভাবিয়াছ মন তুমি, বহু ধন পাবে॥
ধনেতে পরম পদ, কে পেয়েছে কবে।
বটে বটে তীর্থ আদি করিতেছ সবে॥
সে তীর্থ কি তীর্থ হয়, তীর্থ বলি কারে।
বলুক বলুক যে, [illegible] আমি বলি যারে॥
শমন দমন [illegible]র্থ, আছে যেই স্থানে।
ধনের [illegible]মতা নাই লয় সেইখানে॥
ধনের আশায় মন দেও বিসর্জ্জন।
শমন দমন-পথ কর উপার্জ্জন॥
ওরে ও পামর মন, বলি এইবার।
জগতের সার যিনি, তাঁরে কর সার॥

সাক্ষাতে সাক্ষাতে দেখ কত বন্ধু যায়।
যায় যায় তারা আর ফিরে নাহি চায়॥
কত ধন ভবে রেখে, যায় কত জন।
না করে স্মরণ মন, না হয় স্মরণ॥
যত দিন রবে ভবে, তত দিন ধন।
নিধন হইলে কোথা, রবে ধন জন॥
সুস্থির হইয়া তুমি, ভাব ওরে মন।
অবশ্য মরণ হবে, অবশ্য মরণ॥
তাই বলি ধনে মন দেও বিসর্জ্জন।
শমন দমন পথ, কর উপার্জ্জন॥
ওরে ও পামর মন, বলি এইবার।
জগতের সার যিনি তাঁরে কর সার॥

ইতি সন ১২৬৫ তাং ৯ জ্যৈষ্ঠ।

নিতান্ত বাধ্য

শ্রীমাধবচন্দ্র লাহিড়ী।

জিলা দিনাজপুর।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the Probhakur Press

Plastic Covered Document

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৬৭ সংখ্যা] শনিবার ২০ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ৩ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

মহাব্যাধি প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্তকরা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি সম্ভাবিত সময়মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা শিমুলিয়ার সুকিয়েস্ ষ্ট্রীটে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের বাসায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

২২ জুন ১৮৫৮।

মেং জে, এফ, ক্রেফোর্ড সাহেব, ষ্টাম্প এবং ষ্টেসনারি আফিসে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

লেপ্টেনাণ্ট এইচ, এম এডাম সাহেব মুর্শিদাবাদের ডাকাইতি দমনের জেনরল সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আসিষ্টাণ্ট এবং মুর্শিদাবাদ, রাজসাহি, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ত্রিপুরা, নওয়াখালি, চট্টোগ্রাম, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, যশোহর, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঙ্কুড়া, হুগলি, নদীয়া, হাবড়া, চব্বিশপরগণা এবং বারাসত জিলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেং এ, স্মিথ সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপেল হইয়াছেন।

২৪ জুন।

মেং এস, এইচ, সি, টেলর সাহেব শ্রীরামপুরের সব-ডিবিজনের কার্য্য নিষ্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর

২০আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। বাঙ্গালাব্দাঃ১২৮

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক।

আমরা সানন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, অদ্য রাত্রি ৯ ঘটিকা কালে চুঁচুড়া নগরে ৺ বাবু নরোত্তম পালের বাটীতে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইবেক। অতএব বিদ্যোৎসাহি নাট্যপ্রিয় রসিক দর্শকগণ উক্ত স্থানে নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া কথিত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করত নাট্যরসে আমোদি হইবেন। আমারদিগের শারীরিক অসুস্থতা জন্য উপস্থিত ব্যাপারে উপস্থিত হইতে পারিব না। কিন্তু আমারদিগের বিদ্যোৎসাহি বন্ধুবর্গেরা উক্ত অভিনব অভিনয় দর্শনানন্তর সবিশেষ সংবাদ লিখিয়া পাঠাইবেন। আমরাও পাঠকগণকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই বিদিত করিতে ত্রুটি করিব না। পরন্তু এই ভাবীবিষয় লিখিতে লিখিতে মনে হইল, ইতি মধ্যে কোনো দিন ইংলিস্‌ম্যান সম্পাদক মহাশয় স্বপ্ন দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে।

কি চমৎকার! সামান্য কথায় বলে "জেয়াস্ত মাচে পোকাপাড়ান" ইংলিস্‌ম্যান সম্পাদকও সেইমত ভাবী ঘটনাকে অতীত বার্ত্তায় ফেলিয়াছেন, যাহাহউক, আমরা উক্ত সম্পাদক প্রবরকে নমস্কার পুর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেছি। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভবিতব্য কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় স্বচক্ষে প্রদর্শন করিয়া আসিবেন। তাহা হইলে আমরা যাইতে পারিব না বলিয়া যে ক্ষোভ জন্মিয়াছে। সেই ক্ষোভ সহযোগী মহাত্মার গমন শ্রবণে নিবৃত্তি পাইবে সন্দেহ নাই।

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন, "মানসিংহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন,, এই সংবাদটি সহযোগী ভ্রাতা কোথায় পাইয়াছেন, বোধ করি তাঁহার মনের কল্পিত হইবে।

বন্ধুর লিখিত।

নেপাল ১৬ জুন।

গত রজনীতে এস্থানে আবার একটা ঝটিকা আসিয়াছিল, তাহাতেও কলাদির হানি হইয়াছে, বরং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঝটিকায় যে যে বৃক্ষাদি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল অথবা স্থানচ্যুত হইয়াছিল, তাহারাও এক কালীন ভগ্নমূল অথবা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, ফলে ক্ষণ পরেই ক্ষণপ্রভা ক্ষণপ্রভায় প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষমান হইতে লাগিলেন, এবং তৎপরেই বারিদমালা বারী বর্ষণে রত হইয়া সকলকে সুশীতল করিলেন, প্রায় বেলা ১০টা পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়, অতএব এখানে আর গ্রীষ্ম দেব তিষ্ঠিতে পারিবেন না।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

২৫ জুনের গাজিপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, "এস্থান এবং বারাণসী জিলা মধ্যে দুষ্টলোক সকল দলবদ্ধ হইয়া ইংরাজদিগের ছাউনি এবং কার্য্যালয় সকল অনল সংলগ্নে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, এনিমিত্ত বিস্তর ব্রিটিস সেনা এস্থানে আগমন করিয়াছে ও করিতেছে। 'সকলদিয়া' নামক স্থানের রেলরোড সংক্রান্ত ইমারত এবং দ্রব্যাদি রক্ষার্থ কয়েক দল সেনা প্রেরিত হইয়াছে, গঙ্গা দেবীর দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত প্রায় অধিকাংশ স্থান বিদ্রোহিরা হস্তগত করাতে তৎস্থানে মান্দ্রাজ রাইফেল এবং শ্বেতসেনা পাঠানো হইয়াছে, বোধ হয় গত কল্য তথায় একটা রণ হইয়া থাকিবে, কারণ অনবরত তোপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। মান সিংহ, ব্রিটিস পক্ষ হইয়া সমরে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট বিস্তর বারুদ এবং গোলাগুলি প্রেরণ করা গিয়াছে, বৃষ্টি হওয়ায় এপ্রদেশ শীতল হইয়াছে।,,

লক্ষ্ণৌ নগরের আগত সংবাদ পাঠে অবগতি হইল, বিগত ২৪ তারিখে জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব, তথায় উপনীত হইয়া ব্রিগেডিয়ার সাহেবের ছাউনি মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি যদিও উক্ত নগর মধ্যে বড় গোলযোগ নাই, কিন্তু তাহার আস পাশে বিদ্রোহিরা অত্যন্ত উপদ্রব করিতেছে। বদমাইস লোকেরা সময়ে সময়ে প্রজাগণের বাটী মধ্যে প্রবেশ করত যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ পুর্ব্বক পলায়ন করে, এবং অর্থ লোভে পথিকদিগের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করে, অতএব এরূপ ভয়ানক অত্যাচার আশু নিবারণ করা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে।

আষ্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর সুশিক্ষিত অশ্ব এবং ঘোটকী আসিয়াছে।

পাটনার কিয়দ্দূরে বিস্তর বিদ্রোহি সেপাহি এবং দুষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছে, তাহারা পাটনা অধিকার করিবার যত্ন করিতেছে, ইহাদিগের সহিত কয়েকটা হস্তী আছে, কিন্তু কামান নাই।

গয়া-প্রদেশ লুঠকারিদিগের মধ্যে কয়েকজন ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়াছে, তাহারা শীঘ্রই উচিত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে।

প্রায় ৫০০০ বিদ্রোহি অশ্বারোহি সেনা চম্বল-নদী পার হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত অনেক দুষ্ট লোক এবং ৯ টা হস্তি আছে, কিন্তু একটাও তোপ নাই।

হাজারিবাগ প্রদেশে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, পোড়াহাটের রাজা কোলজাতিদিগের সেনাপতি হইয়া উক্ত দেশ মধ্যে প্রথমে এক প্রকার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বসেন, কিন্তু নাবিক সেনা কর্ত্তৃক তাঁহার প্রভুত্ব তিরোহিত হইয়াছে, তিনি সসৈন্যে বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সময়ে সময়ে তথা হইতে সেনা প্রেরণ করত প্রজার অনিষ্ট সাধনে ত্রুটি করেন না, অতএব উক্ত দুরাত্মাকে ধৃত করিয়া যমালয়ে না পাঠাইতে পারিলে তৎপ্রদেশের মঙ্গল নাই।

গয়ার আগত সংবাদে জানা গেল, বিদ্রোহিরা গয়ার বাজার লুঠ করাতে তৎস্থানীয় লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ সকল প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি অমূল্য হইয়া উঠিয়াছে, ইংরাজদিগের উপযুক্তরূপ দ্রব্যাদি প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, শ্বেত-পুরুষেরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া দুর্গ মধ্যে পলায়ন করিয়াছেন, লেপ্টেনেণ্ট পেলি সাহেব রাজ-কোষের সমস্ত সম্পত্তি এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি সমভিব্যাহারে উক্ত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, কয়েকজন মুক্ত দুষ্টেরা অদ্যাপি স্থানে স্থানে অবস্থিত আছে। তাহারদিগকে ধৃত করণ, বিটিস সেনারা মনোযোগি হইয়াছে, ইতি মধ্যেই অনেকগুলীন ধৃত হইয়া পুনর্ব্বার কারাবদ্ধ হইয়াছে।

২৪ জুন দিবসে কটক হইতে যে পত্র আগত হয়, তৎপাঠে অবগতি হইল, উক্ত স্থান বাসি লোকেরা বিদ্রোহিদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করত প্রথমে সাতিশয় শঙ্কাকুল হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহা অমূলক জানিয়া পুনর্ব্বার সাহসি হইয়াছে।

বেরিলির পত্রে ব্যক্ত করে, "কাপ্তেন ক্রশম্যান এবং লো সাহেবের অধীনস্থ সেনারা কয়েকজন বিদ্রোহির শিরশ্ছেদন করিয়াছে, শুনিলাম ঐ দুরাত্মারা নিকটবর্ত্তি কোনো পল্লীগ্রামে অগ্নি সংযোগ করে।

বারাণসী প্রভৃতি স্থানে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজ কামিনীদিগের ঐ সকল স্থানে গমন করা নিষেধ হইয়াছে।

বিদ্রোহিরা গয়ার কারাগার মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দুষ্ট লোকেরা খালাস পাইয়া তাহারদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

বিদ্রোহিরা গোয়ালিয়ারাধিপতির বিস্তর নগদ টাকা এবং বহু মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে।

ঝান্সির অন্তঃপাতি "এত্রেরা," নামক স্থানের জনেক রমণী ডাক হরকরাদিগের আপনার অনুচর দ্বারা ধৃত করত গৃহ মধ্যে আনিয়া তাহারদিগের শিরশ্ছেদন পুর্ব্বক চিটি পত্রাদি কাড়িয়া লইত, পরে এবিষয় প্রকাশ পাওয়াতে উক্ত দুশ্চরিত্রা কামিনী ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া শমনসদনে গমন করিয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা এরূপ দুঃসাহসিক দুষ্কর্ম্ম নিষ্পাদিত হওন বিদ্রোহ ঘটনার সময়াবধি একাল পর্য্যন্ত অপর একটিও দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কি বিষম সাহস?।

"সারদানা,, নামক স্থানের নবাব জান ফিমান খাঁ বাহাদুরের রাজভক্তি দর্শনে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০,০০০ মুদ্রা বাৎসরিক আয়যোগ্য একখানি তালুক পুরস্কার করিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার

Plastic Covered Document

সন্তান সন্ততিগণ চিরকালাবধি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগি হইবেন। "জানা,, নামক স্থানবাসি ঠাকুর বলদেও সিংহ ১০৫০ টাকা বাৎসরিক আয়ের একটি জায়গীর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহি রাজা এবং নবাবদিগের যে সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হয়, তাহা তৎস্থানের রাজানুগত রাজাদিগকে গবর্ণমেণ্ট পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করণের মানস করিয়াছেন, কারণ ঐ সকল রাজারা সেনা এবং অর্থ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে এই বিপদকালে সাহায্য করিয়াছেন, শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট পাতিওয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিংহ এবং ঝান্সির রাজা স্বরূপ সিংহকে উল্লেখিত বিষয়ের অধিকাংশ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিবেন। পাতিওয়ালার রাজার অধীনস্থ যে সকল শীক সেনা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, উক্ত গুণযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহাদিগের বাটী সকল ভূমিশায়ি করিয়া দিয়াছেন, দুষ্টেরা প্রাণ লইয়া স্থানান্তরে পলায়নপরায়ণ হইয়াছে।

মালাবরকোষ্টে সম্প্রতি কোনো গোলযোগ নাই।

অনুবাদিত সংবাদ।

অবগতি হইল, লক্ষ্ণৌ নগরের সিবিল সংক্রান্ত ধনাগারের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, এবং উক্ত নগরস্থ সমস্ত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয়ের সংবাদাদি বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহযোগে গতায়াত করিতেছে।

রঙ্গপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, "এস্থানে কোঁটাকত বৃষ্টি হওয়াতে শ্রীষ্ম ভীষণ মূর্ত্তি-ধারণ করিয়াছেন। ওলাউঠা রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, প্রত্যহ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হওয়াতে, দেশটা জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথা-রিহিত সম্মান পুর্ব্বক নিবেদন।

দেওয়ান হাফেজের কতিপয় কবিতার মর্ম্মানুবাদ।

পদ্য।

দেশে দেশে প্রিয়তমে, করি অন্বেষণ।
না পেলেম কোনো ঠাঁই, তার দরশন।।
এঘোর অরণ্যে কেন, রই অ[illegible]আর।
হাটুতে রাখিয়া মাথা, করি চীৎকার।।
শুনি তারে সদ[illegible]ই, দয়াময় কয়।
আমায় ডাকিলে কেন, হোলো সে নিদয়?।।
মরুতাপে যত ডাকি, না করে শ্রবণ।
সাধে কি শ্রবণ হীন, বলে যতজন।।
ওরেরে পাষাণচিত্ত, দেহ দরশন।
প্রেম-ধীনে দেহ ফাঁকি, কিসের কারণ?।।
হাফেজ না কর কর, কলঙ্ক তাহার।
কিছু নয় দোষ তার, সকলি তোমার।।

জননী জঠর হোতে, এসে এই ভবে।
হেসে খেলে, ফিরি, শেষ, ভাবিনে কি হবে।।
কখনো না শুনিলাম, সাধুর বচন।
কখনো না চলিলাম, সুপথে চরণ।।
কখনো না করিলাম, সাধু সহবাস।
কখনো না পুরালাম, দীন অভিলাষ।।
কখনো না উলিলাম, প্রণয়ের জলে।
কখনো না প্রেমহার, পরিলাম গলে।।
কখনো না ডাকিলাম, যারে ডাকে সবে।
কখনো না ভাবিলাম, কে আনিল ভবে।।
মিছে কাল হরিলাম, হোয়ে বিচেতন।
কি হবে হাফেজ বল, কাঁদিলে এখন।।

ওরেরে হাটুরোগ, কররে শ্রবণ।
বিষম বিপদে আমি, হোয়েছি পতন।।
কি কব কহিতে নারি, দুখে দহে মন।
ভবহাটে হারালাম, প্রাণের রতন।।
মানসে ছিলেম রেখে, দেখিনে যতনে।
ফাঁকি দিয়া কোথা গেল, না দেখি নয়নে।।
হায় কেন মাটী খেয়ে, গোলে মিশিলাম।
প্রাণনিধি আপনার, দোষে হারালাম।।
তাহার কারণে চিত্ত, হইল বিকল।
দেখেছ কি কেহ তারে, বল বল বল।।
যদি কেহ দেখেথাকো, কহ বিবরণ।
কোন্‌খানে গেলে তার, পাব দরশন।।
কিহেতু হাফেজ তুমি, হও উচাটন।
হৃদয়েই আছে তব, হৃদয়ের ধন।।

যেদিন বিরহ দুখ, হবে অবসান।
করিব মিলন সুধা, সুখে সদা পান।।
বিষয়-তপন তাপে, না জ্বলিব আর।
শান্তির সলিলে সুখে, খেলিব সাঁতার।।
পাপ তাপ শোক দুখ, হইবে মোচন।
হোলে মোরে হাসি কান্না, হবে নিবারণ।
খাঁচা ভেঙে, দাঁতে কেটে, মায়ার বন্ধন।।
পরিহরি ভীমতর, ভবের কানন।
যে বনের পাখী, আমি, ছিলাম যে বনে।
সে বনে উড়িয়া যাব, প্রেমানন্দ মনে।।
মোক্ষফল ভোগে হবে প্রফুল্ল হৃদয়।
কবে সে সুদিন মম, হইবে উদয়।।

একান্ত ভবদীয়
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
ঢাকা। ১২৬৫। ১৯ জ্যৈষ্ঠ।

অতি চমৎকার, চমৎকার।
প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

Plastic Covered Document

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকালীন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতদ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাকারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র।

৭০৬৮ সংখ্যা] সোমবার ২২ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ৫ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲টঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

ইকুইটি পক্ষ।

যে মোকদ্দমায় উইলিয়ম পেন ফোল্‌ড এবং তাহার স্ত্রী জেসি মেরিএন।

বাদীগণ।

জন বুলুমফিল্‌ড রিচার্ডসন

প্রতিবাদী। আদি দাবি।

এবং

উইলিয়ম পেন ফৌল্‌ড এবং তাহার স্ত্রী জেসি মেরিএন।

বাদীগণ।

মৃত জন বুলুম ফিল্‌ড রিচার্ডসনের শেষ উইল প্রমাণে উত্তরাধিকারিণী মেরি, যিনি মেকিউ নামে বিখ্যাতা।

প্রতিবাদিনী।

পুনরুত্থাপনের অনুমতি অনুসারে।

এই সকল মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত তিপান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১২ আপ্রিল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত উইলিয়ম সারপমোল্‌ড, যিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ার অন্তঃপাতি টেনাসেরিয়ম রাজ্যের অন্তর্গত মোলমেন নামক স্থানে বাস করিতেন, তিনি জাহাজ নির্ম্মাণকারী ছিলেন এবং এক হাজার আট শত পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজন এবং উত্তরাধিকারি প্রভৃতিদিগকে এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা আগামি ৮ জুলাই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা ও উইল সংক্রান্ত সম্পত্তি ও বৃত্তি সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ,মেক্‌ফার্সন
মাষ্টর।

REMFRY & ROGERS.
Plaintiff's Solicitors.
রেমফ্রি এণ্ড রজার্স।
বাদিপক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৮ জুন ১৮৫৮।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হই-

তেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন

মহাব্যাধি প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতেমুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি সম্ভাবিত সময়মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা শিমুলিয়ার সুকিয়েস্ ষ্ট্রীটে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের বাসায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধারঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

২২আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০।দানিশাব্দাঃ১০৮

যাঁহাতে মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, দয়া, বিবেচনা, ধর্ম্ম, প্রভৃতি প্রধান প্রধান গুণ সকল বর্ত্তমান থাকে, জগদীশ্বর তাঁহার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল করুন। কিন্তু কি পরিতাপ! যিনি এবম্প্রকার বহুগুণসম্পন্ন ও উচ্চ-পদস্থ হয়েন, তিনিই যেন অগ্রে শত্রু-ষড়জালে বেষ্টিত হয়েন। যেমন সুমিষ্ট সুস্বাদ ফলে কীটের দৌরাত্ম্য হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বপ্রধান সাধু লোকের উপরেই অশেষ প্রকার অত্যাচার ঘটিয়া থাকে। বহুবিধ ইতিহাস পুস্তকে এবং নীতিশাস্ত্রে ইহার প্রচুরতর প্রমাণ প্রকাশমান আছে। পূর্ব্বতন মুনি ঋষি এবং দেব লোকেরাও সর্ব্বদাই দানবাদি দুষ্ট কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেন। এই স্থলে প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া কেবল উদ্দেশ্য বিষয়ে যুক্তিযোগে কয়েক পঁক্তি উক্তি উক্ত করণে বাধ্য হইলাম, পাঠক মহাশয়েরা নয়নান্তপাত পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া প্রতিধান করুন।

আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর যে প্রকার মহৎ, সুধীর, সুনীতিজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, আমরা সাহস পূর্ব্বক সত্যকে সহায় করিয়া নিশ্চয়রূপেই কহিতে পারি, যে, ইহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ, সদ্বিবেচক গবর্ণর জেনরল এতদ্দেশে প্রায় কেহই আগমন করেন নাই। বর্ত্তমান বিদ্রোহ-বিঘটনা কালে যদিস্যাৎ ইনি এদেশে উপস্থিত না থাকিতেন, তবে যে, কি এক বিশৃঙ্খলা ও কি এক অনির্ব্বচনীয় ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত তাহা বর্ণনা পথের অতীত। যাহার অপেক্ষা আর অধিক বিপদ কখনই হইতে পারেনা, এই বিষম বিপদের কালে ক্ষণ-কালের জন্যও ইহার চিত্তে চাপল্য জন্মে নাই, বিদ্রোহ-বিঘটনার প্রথমাবধি এপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত আপনার মন এবং বুদ্ধিকে সমভাবেই সুস্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যথার্থরূপ রাজধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক অন্যায় অনুরোধে পরবশ হইয়া অবিচার করেন নাই, অত্যাচার করেন নাই, রাজনীতি অনুসারে যে প্রকার যুক্তি ও কৌশল এবং সদ্বিবেচনা দ্বারা কার্য্য করা কর্ত্তব্য হয়,কেবল তাহাই করিয়াছেন। ও করিতেছেন, এতজ্জন্যই এতদ্দেশীয় নিরপরাধি প্রজাপুঞ্জের ধন, প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, জাতি, কুল, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় রক্ষা পাইয়াছে ও পাইতেছে, আমরা পূর্ব্বে বারম্বার একথা উল্লেখ করিয়াছি এবং এইক্ষণেও করিব, তরসা করি প্রজা মাত্রেই এই বিষয়টি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞ চিত্তে সানন্দে শ্রীশ্রীযুতকে অগণ্য ধন্যবাদ

প্রদান করিবেন, এবং একাগ্রচিত্তে মহামঙ্গলময় মহাদেবের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন। কারণ যদি আমরা এরূপ না করি, তবে এই অবনীমণ্ডলে আমারদিগের ন্যায় অধার্ম্মিক অকৃতজ্ঞ,এবং অমানুষপদে আর কেহই বাচ্য হইবেনা। আহা কি চমৎকার! এতদ্রূপ নিরপেক্ষ নির্ম্মল-স্বভাব ধারণ এবং ধর্ম্মানুরূপ কর্ম্মসাধন জন্যই ইনি কতকগুলীন অবিবেকি শ্বেত পুরুষদিগের বিষনেত্রে পতিত হইয়াছেন, যে ইনি যদি উকুন্ হন তবে তাহারা নখে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ অমনি বিনষ্ট করেন।

যদিও উক্ত গুণযুক্ত মহামহিম মহাপুরুষের মহত্ত্ব বিষয়ের পুনঃ পুনঃ প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন করেনা, তথাচ একটি প্রকৃষ্ট প্রসঙ্গাধীনে পুনর্ব্বার এই স্থলে লেখনী ধারণে বাধ্য হইলাম।

এলাহাবাদের কমিস্যনর সাহেব সংপ্রতি এরূপ এক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, যে, যে সকল সিপাই ছুটি লইয়া বাটী গমন পূর্ব্বক বিদায়ের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াছে, তাহারদিগের প্রাণদণ্ড করাই কর্ত্তব্য। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাতেই সকলে অতি সহজে বিবেচনা করিতে পারিবেন,যে কমিস্যনর সাহেব এমত স্থির করিয়াছেন, যে, ঐ সকল সিপাই ছুটি লইয়া গমন পূর্ব্বক বিদ্রোহিদলে সংযুক্ত হইয়াছিল, এইক্ষণে ছুটদিগে দুর্ব্বল দৃষ্টে পুনর্ব্বার আসিয়া অধীনতা স্বীকার করিতেছে এই কারণেই তাহারদিগের প্রাণদণ্ড করা বিধেয় হইতেছে। লার্ড কেনিং বাহাদুর এই বলিয়াই তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, যে, সিপাইয়েরা বিদায় লইয়া বাটী গিয়া বিদ্রোহিদলের সহিত মিলিত হইয়াছিল,ইহা কেবল অনুমান সিদ্ধ মাত্র, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। অতএব সংশয়শূন্য সুনিশ্চয় প্রকাশ্য প্রমাণ ভিন্ন শুদ্ধ অনুমানের দ্বারা দোষ বিবেচনা করিয়া অবিচারে লোকের প্রাণ দণ্ড করা কখনই বিচার সিদ্ধ ও ধর্ম্মত হয়না। হে ধার্ম্মিক পাঠকবর্গ! এইক্ষণে আপনারা উক্ত কমিস্যনর সাহেব এবং লার্ড কেনিং বাহাদুর, এই উভয় মহাশয়ের বিবেচনাটি বিবেচনা করুন। আমারদিগের শাদা দাদা ইংলিস্‌ম্যান এই সংবাদে শ্রীযুতের মতে পাষকতা করিয়াছেন।

যথা।

"The Commissioner of Allahabad recommended that the sepoys who have overstayed their leave should be punished with death, the Governor General declined acceding to this—wisely we think,

শ্বেত সম্পাদকেরা গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের এই অভিমতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে আমরা অপর্য্যাপ্ত আনন্দলাভ করিলাম। কেননা যেমন কুটিলের মুখে কৃষ্ণ কথা,ভূতের মুখে রাম নাম এবং সাপের মুখে সুধা, অতি অসম্ভব, সেইরূপ ইদানীং কালগতিকে ইহারদিগের মুখে গবর্ণর সাহেবের কার্য্যের পোষকতা অত্যন্তই অসম্ভব বোধ হইতেছে। যাহাহউক, সুখের বিষয় বটে, যাঁহারা প্রকাশ্য পত্রের কার্য্য পরিচালন করেন, তাঁহারদিগের নিরপেক্ষ হইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক লেখনী ধারণ করাই কর্ত্তব্য, অদ্য আর অধিক লেখনের প্রয়োজন করেনা।

পরন্তু এই স্থলে সকলে ধর্ম্মের এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম দর্শন করুন। "লার্ড এলেনবরা সাহেব, জিনি লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের পূর্ব্বে এতদ্দেশের গবর্ণর জেনরেলি পদে অভিষিক্ত থাকিয়া কাবেল ও গোয়ালিয়ারাদি স্থানের সমর সম্বন্ধীয় কার্য্য ও রাজ্যঘটিত আর আর কার্য্য দোষে পদচ্যুত হইয়া বিলাতি গমন করেন, এই উপস্থিত বিদ্রোহঘটনার বিষয় লইয়া সেই মহাশয় বিলাতে লার্ড কেনিং বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিপক্ষতাচরণের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু জগদীশ্বরের কি সূক্ষ্ম বিবেচনা, তিনি পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া পরিশেষে আপনার কর্ম্মে আপনিই লজ্জিত হইয়া অভিমানে পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথাকার প্রধানেরা কেহই তাহার অভিমত গ্রাহ্য করেন নাই।

আমরা বেরিলির বন্ধুর পত্রখানি সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"এখানকার সংবাদ মহাশয়ের গোচরার্থে সংক্ষেপে নিম্নে লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি।

যথা।

দুরাত্মা রাজবিদ্রোহিগণ ক্রমশঃ গ্রেপ্তার হইয়া আসিতেছে, উচিত রূপ দণ্ড অর্থাৎ ফাঁসী ও বেত খাই-

Plastic Covered Document

তেছে, এখানে এপর্য্যন্ত প্রায় ৫০।৫৫ জন দুরাত্মা ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে অদ্য দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত এখানে শুনা যাইতেছে যে লক্ষ্ণৌর মৌলবী যাহার গ্রেপ্তারির জন্য সরকার ৫০০০০ টাকা ইলাম মঞ্জুর করিয়াছিলেন পোঁয়ায়ের রাজার হস্তে সেই দুরাত্মার শিরশ্ছেদিত হইয়াছে এবং খান বাহাদুর ও ফরেক্কাবাদের নবাব বঙ্গসও গ্রেপ্তার হইয়া এখানে আসিতেছেন, তাঁহারা এখানে পঁহুছিলে আর আর বিস্তারিত লিখিয়া পাঠাইব, এপ্রদেশে পূর্ব্বনিয়মমত রাজশাসন হইতেছে, অস্মদাদির আর কোনো শঙ্কা নাই পথিকদিগের আর ক্লেশ কোনো প্রকারেই নাই, দীন দুঃখি ধনাঢ্য হিন্দুজাতি সকলেই নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছে কিমধিকং তাং ২৫ জুন শুক্রবার।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কিয়দ্দিবস হইল ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে "স্যার, ই, লিউগার্ড সাহেব,সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন শীঘ্রই বিলাত গমন করিবেন" কিন্তু হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, উক্ত বীরবর মহারাণীর ১০ সংখ্যক সেনা এবং অন্যান্য বিস্তর সৈন্য সমভিব্যাহারে ১৯ জুনে দানাপুরে উপনীত হইয়াছেন" অতএব আমরা কোন্ সম্পাদকের লেখার প্রতি বিশ্বাস করিব তাহার নিশ্চয় করিতে পারিলামনা।

গত কল্য বৈকালে এতন্নগর হইতে ৮০০ শ্বেতসেনা রাণীগঞ্জে যাত্রা করিয়াছে। অবগতি হইল, বিলাত হইতে ৯০০সেনা আগমন করিয়াছে তাহারা শীঘ্রই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ রণক্ষেত্রে গমন করিবে, এবং অতি সম্পকালের মধ্যেই আরো ১৭০০০ সেনা এস্থানে আসিবেক।

কাণপুরস্থ কোনো সংবাদদাতার ২৪ জুনের পত্রে ব্যক্ত করে,"প্রায় ৪০,০০০ বিদ্রোহি বিঠুরের সন্নিকট নদীর উপরিভাগে বিশেষ ছাউনি নির্ম্মাণ করত অবস্থিতি করিতেছে, "জান্দিমৌ,, নামক স্থানেও বিস্তর দুষ্টলোক রহিয়াছে,এই সকল লোক কোন দিগে গমন করিবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই।,,

ত্রিহুতের অন্তঃপাতি মজঃফরপুরের ৭ জুনের সংবাদে জ্ঞাত করে, "আমরা বিগত তিন দিবসাবধি কলিকাতার ডাক প্রাপ্ত হই নাই,বোধ করি গয়া প্রদেশে গোলযোগ হওয়ায় এরূপ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। শুনিলাম মতিহারি প্রভৃতি কয়েক স্থানে বিদ্রোহিরা আসিয়া মিলিত হইয়াছে কিন্তু তাহারা অদ্যাপি কোনোপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে নাই,,।

ছাপরাস্থ বিদ্রোহি সেনারা"সিয়ন,, অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, পাটনার স্থানে স্থানে অদ্যাপি বিদ্রোহিরা রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহিরা তিনঅংশে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম দল তেলসিয়া তোপি, এবং নানার ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা চালিত হইতেছে ঐ দলের বিস্তর সুশিক্ষিত অশ্বারোহি সেনা আছে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলে কেবল পদাতিক সেনা, বান্দার নবাব তাহারদিগের সেনাপতি হইয়াছেন, ইহাদিগের সহিত কতকগুলা হস্তি এবং ২০ টা তোপ আছে। এই সকল সেনা ভরতপুর অধিকার করণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু উক্ত স্থান আক্রমণ করিতে পারিবেনা, যেহেতু ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক ঐ স্থান বিশেষরূপে সংরক্ষিত হইতেছে।

বেরিলির পত্রে ব্যক্ত করে "মিথলির রাজভক্ত রাজা, ফতেগড়ের বিদ্রোহি নবাব, খাঁন বাহাদুর এবং সাজাহানপুরের নাজিমকে ধৃত করিয়া ব্রিটিস হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এই সংবাদটী শ্রবণ করত লিখিলাম, কিন্তু ইহার সত্যাসত্যের বিষয় নিশ্চয় করিতে পারিনা।"

ইংলিসম্যানের কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে গয়াপ্রদেশ বিদ্রোহি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয় নাই, তাহারা কেবল কারাবাসিদিগে বিমুক্ত করিয়া স্থানান্তরে পলায়নপরায়ণ হইয়াছে, পত্রপ্রেরক মহাশয়ের কথার প্রতি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিনা, কারণ আমারদিগের বন্ধুর সংবাদে এবং অন্যান্য ইংরাজি পত্র পাঠে বিশেষরূপে অবগত হওয়া গেল, যে বিদ্রোহিরা গয়া লুঠ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! ইংলিস্‌ম্যান সম্পাদক যেরূপ সত্যবাদী তাঁহার সংবাদদাতারাও তদ্রূপ সত্যপ্রতিপালক।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Prabhakar Press*

Plastic Covered Document

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দি[illegible] পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ॥০ আনা অগ্রিম ৬টাকামাত্র

৭০৭০ সংখ্যা] বুধবার ২৪ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ৭ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০,১২,১৬ টাকা, বেলা, ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন

মহাব্যাধি প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতেমুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি সম্ভাবিত সময়মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা শিমুলিয়ার সুকিয়েস্ ষ্ট্রীটে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের বাসায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূল রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানা বিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্তরূপ চাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

২৪আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০।দানিশাব্দাঃ১০৮

গত ৫ জুলাই সোমবাসরীয় হরকরা পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয়

লিখিয়াছেন, বিলাতীয় কর্ত্তৃ পক্ষেরা আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুরকে বিলাতে প্রত্যাহ্বান করিয়াছেন। এবং তাঁহার পদে বোম্বে দেশীয় গবর্ণর মেং এলফিন্‌ষ্টোন্‌ সাহেবকে নিযুক্ত করত তৎপরিবর্ত্তে স্যার জেমস ঔটরাম সাহেবকে বোম্বের গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। হরকরা সম্পাদক মহোদয় আবার এই সংবাদটি কাহার দ্বারা বিশিষ্ট প্রকারে অবগত হইলেন? তাহারতো কোনো প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করেন নাই। বলা যায়না, তাঁহারা বিলাতীয় মনুষ্য, বিলাতের কোনো বন্ধু যদি লিখিয়া থাকেন তাহা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু একবার এই সংবাদ প্রচার হইয়া অমূলক হইয়া গিয়াছিল, আবার কি প্রকারে সত্যরূপে পরিণত হইয়া উঠিল? হরকরা সম্পাদক মহোদয় তাহার কোনো বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শন করেননাই। হেতুবাদ ভিন্ন কোনো গুরুতর সংবাদ বিদ্বন্মণ্ডলীর বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারেনা, অতএব আমরা সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, উক্ত প্রাচীন ও প্রাজ্ঞবর সম্পাদক মহোদয় গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের পুনঃ প্রত্যাহ্বানের বিশিষ্ট কারণ পত্রনিবিষ্ট করত শিষ্ট সমাজের অন্তঃকরণের সংশয় সংচ্ছেদ করিবেন, তাহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

গত দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে তৎসুধীবর সম্পাদক মহোদয় লিখিয়াছেন, "বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব এবং বেরিলির সরদার ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন,, এই সংবাদটী ইংলিসম্যান পত্রে কতবার কত প্রকারে প্রকটিত হইয়া পশ্চাৎ সম্পূর্ণ অমূলকরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা আমরা একমুখে ব্যক্ত করিতে পারিনা, কারণ, প্রতি বাক্যেই মুখ পরিবর্ত্তন করিলেও, মনুষ্যের প্রধানতা কতদূর পর্য্যন্ত সুরক্ষিত হইতে পারে, তাহা পাঠক মহোদয় বর্গেরাই আপনারদিগের বিচক্ষণ বুদ্ধিদ্বারা অনুধাবন করুন। আমরা বারম্বার ইংলিসম্যান সম্পাদকের অস্থির-বাক্য সকল সুস্থিরচিত্তে বিবেচনা করত অবাক্ হইয়াছি! ইংলিসম্যান সম্পাদক সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে করিতে শুক্লকেশ ধারণ করিয়া একপ্রকার মুরীদ হইয়া বসিয়াছেন, তথাচ যেন হতচেতনের ন্যায় যাহা মুখে আইসে তাহাই বলিয়া বসেন। কি অপূর্ব্ব! পূর্ব্বাপর বিবেচনা দ্বারাই মনুষ্য বিচক্ষণাগ্রগণ্য হইয়া থাকেন। ইংলিসম্যান সম্পাদকের পূর্ব্বাপর বিবেচনা এতদূর পরিপক্ক হইয়াছে, প্রাচীনদশায় যে ৭২ বাওয়াত্তুরে দশা বলিয়া থাকে, ইংলিসম্যান সম্পাদক কি প্রকৃতরূপে তাহারই মর্ম্মস্থ হইয়া উঠিতেছেন? যাহা হউক ইংলিসম্যান সম্পাদকের পরিপক্কতা বিষয়ে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহার আত্মীয় জনেরা যেন তাঁহারে শুশ্রূষা জন্য কিছু মনোযোগী হয়েন, নতুবা সম্মুখ বরযায় ভরসা পূর্ব্বক চেষ্টিত হইয়া পবন দমন জন্য কোনো প্রকার প্রতীকার নিরূপণ করেন। তাহা হইলে আর ইংলিসম্যান পত্রে কোনো অমূলক সংবাদ প্রকাশ পাইতে পারিবে না।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বক্সারস্থ ২৭ জুন তারিখের পত্র পাঠে অবগতি হইল যে, অমর সিংহ ৩০০০ সেনা সমভিব্যাহারে বিরামপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। ৩।৪ দিবস হইল তিনি আরার নিকটবর্ত্তি ব্রিটিস সেনাদিগের শিবিরের অনতিদূরে কোনো নিরাপদ স্থানে থাকিয়া পার্শ্বস্থ গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতেছেন। বিগত ২৩ জুন তারিখের রজনীতে কয়েকদল বদমাইস এবং বিদ্রোহি আরার দক্ষিণ পূর্ব্ব একটা গ্রাম লুঠ করত অধিক পরিমাণে শস্য ও দমরুর রাজার বিভবাদি অপচয় করিয়াছেন এবং তৎপশ্চাৎ রজনীতে ২৫০ জন বিদ্রোহি এবং কতকগুলীন বদমাইস ঐ জেলার দশ ক্রোশ দক্ষিণ আর একটা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া দগ্ধ করত পলায়ন পর হইয়াছে, বোধ হয় ঐ সকল বিদ্রোহিরা অমরসিংহের সহিত মিলিত হইবেক, এবং ঘুমার সুবেদার যিনি কর্ম্মনাশার পশ্চিমদিগে ভ্রমণ করিতেছেন, ২৫ জুনে জাহি ঘাটস্থ পুলিস আক্রমণ করত দুইজন পেয়াদাকে এককালে নিহত করিয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তত্রস্থ দারোগা মহাশয় নদী সন্তরণ করিয়া বক্সরে গমন করত প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন এবং বিদ্রোহিরা তাঁহার দুইটা ঘোড়া লইয়া চম্পট দিয়াছে।

গাগ্রানদীর পার্শ্বস্থিত "গরবেয়ার" নামক স্থানে বিস্তর বিদ্রোহিরা একত্রিত হয়, কিন্তু ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক তাহারা তথাহইতে তাড়িত হইয়াছে, "সিসাণ্ড নামক স্থানে বিদ্রোহিদিগের আগমন সংবাদ শ্রবণে কাপ্তেন মাইল্স সাহেব সসৈন্যে তথায় গমন করিয়াছেন।

অবগত হইল, গয়াপ্রভৃতি স্থান কেবল ৪০ জন বিদ্রোহি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়, স্বল্পসংখ্যক দুষ্ট লোকদিগকে অদ্যাপি ধৃত করা হইল না, ইহা কি সাধারণ দুঃখের বিষয়?।

পুরুলিয়াস্থ সংবাদদাতার ৩ জুলাইয়ের সংবাদে জ্ঞাত করে, তথায় উত্তমরূপ বৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়াছে। পবন সিংহ নামক জনেক বিদ্রোহি সরদারকে ধৃত করত শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করণকালীন পথিমধ্যে সেনাদিগের হস্ত হইতে পলায়ন পূর্ব্বক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, শুনিলাম ঐ দুরাত্মা পোড়াহাটের বিদ্রোহি রাজার সহিত মিলিত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

ছাপরার পত্রে ব্যক্ত করে, ২৪ জুন তারিখ অবধি কলিকাতা হইতে ডাক আইসেনা, ডাকবন্ধ হওয়ায় এপ্রদেশ বাসিদিগের মনোমধ্যে বড়ই আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। বিদ্রোহিদিগের উৎপাতে কেহই আর ক্ষণ কালের নিমিত্তে নিশ্চিন্ত নাই, দয়াবান গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি এস্থানে উপযুক্তরূপ সেনা না পাঠান তবে আর আমাদিগের বাঁচিবার অন্য উপায় দেখিনা, কারণ প্রদেশে ও অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

মজফ্‌ফরপুরে ২৪ জুন দিবস পর্য্যন্ত ডাক চলেনা।

প্রেরিত পত্র

সর্ব্বগুণভাজন শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় বহুগুণালঙ্কৃতেষু।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন বক্তৃতাটি ভবদীয় পত্রৈকপার্শ্বে স্থানদানে চিরবাধিত করিবেন।

হালিসহরস্থ সত্যজ্ঞানোৎপাদিনী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বক্তৃতা।

আহা! অদ্য আমাদিগের আনন্দ অকূপার উৎসারিত হইবায় আমরা তন্নীরে শরীর নিমজ্জন করিয়া কতই সুখী হইলাম। আমাদিগের সত্যজ্ঞানোৎপাদিনী সভা দ্বিবর্ষ বয়স্কা হইয়াই যেরূপ আহ্লাদ আসব বরিষণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে যে ইনি অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি প্রদান করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা এই অসীম আনন্দ অবশ্যই তাঁহার দ্বারা প্রাপ্ত হইলাম, যিনি অস্মদাদির জীবনযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পাদন করণ কারণ নানা সুদৃশ্য সুখদ সামগ্রী সমূহ পৃথিবীক্ষেত্রে বপন করিয়া প্রাণিপুঞ্জের প্রচুর পরিতোষ প্রদান করিতেছেন, যিনি প্রভাকরোদয়ের পূর্ব্বে মন্দমন্দ সদ্গন্ধ সম্পন্ন সমীরণ সহকারে আমাদিগের শরীর সুশীতল রাখিতেছেন, যাঁহার আদেশে তিমিরারি বিভাবসু প্রতিদিন নিরূপিত সময়ে নভোমণ্ডলে উদয় হইয়া ঘোরতর তমোময় অবনীমণ্ডলকে নিজকর নিকরে সমুজ্জ্বল পূর্ব্বক আমাদিগের অনির্ব্বচনীয় উপকার সাধন করিতেছে। রজনীকান্ত নিজকান্তি বিকাস পুরঃসর ক্লান্তিযুক্ত মানবগণের হৃদয়ে শান্তিসলিল নিক্ষেপ করিলে প্রচণ্ড পবনোদ্ভূত সাগর ঊর্ম্মি অপেক্ষা হৃদয়ার্ণবে আহ্লাদবীচি আন্দোলিত হইতে থাকে যাঁহার কৃপায় বসন্ত স্বীয় সামন্ত সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক ক্ষৌণীর অপূর্ব্ব শোভাবর্দ্ধন করিলে নানাবিধ প্রসূন বিটপিতে বিপিনব্যূহ সুশোভিত হইয়া গন্ধবহ সহ তাহাদিগের গন্ধভার বহন হইতে থাকে, ও মন্দমন্দ দক্ষিণ সমীরে শরীর সুশীতল করিয়া অমলানন্দে সরোজ রাজী পূরিত পুষ্করে মরাল মরালী কেলি করিতে আরম্ভ করে, যাঁহার কৃপায় গ্রীষ্মকালে বারিদবীথি সায়াহ্নে শীতল বাত্যা সহকারে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া সলিল বর্ষণ করিতে করিতে মানবগণের মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব করিতে থাকে, ও যাঁহার আদেশে এই বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় কার্য্য আশ্চর্য্যরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, তাঁহারই একমাত্র অনুগ্রহে আমরা অদ্য এই বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে-

ছি সন্দেহ নাই। এক্ষণে হে জগদীশ্বর! আমরা এই সুখ সমূহ তোমারই কৃপায় প্রাপ্ত হইতেছি, হে বিশ্বভাণ্ডারি! তুমিই এই অসীম বিশ্বরাজ্যের একমাত্র আনন্দদাতা আমরা যখন যাহা ইচ্ছা করি তখনই তাহা তোমার অপার মহিমায় প্রাপ্ত হই বটে কিন্তু নাথ আজি আমাদিগের অতীব দুঃখের দিন, আজি আহ্লাদামৃত পান করিয়া সকলেই মত্ত হইয়াছি, তথাপি আর কেন নিরানন্দ নীরধি নীরে নিমগ্ন করিবার উপক্রম করিতেছ, হে প্রভো! আমরা সামান্য ধনের আকাঙ্ক্ষী নহি, সুরম্য হর্ম্ম্যে অধিবাস করিতে চাহি না, ঐহিক সুখের কিঞ্চিন্মাত্র অভিলাষ করি না, এক্ষণে প্রার্থনা এই আমাদিগকে যে হিতাহিত জ্ঞান অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছ তাহারই পরিচালনের ক্ষমতা অর্পণ কর, শরীরের অসুস্থতা হর, তোমার প্রতি প্রীতি করিবার শক্তি প্রদান কর, সত্যধর্ম্ম-বিরহি জনগণের হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিক্ষেপ কর, দেশস্থ দ্বেষি জনগণের কুটিল বুদ্ধি সংহর, মন হইতে অসদ্ভাব সকল দূর হইয়া যেন সদ্ভাবের আবির্ভাব হয়, রসনা যেন অনিবার তোমার গুণানুকীর্ত্তনে রত থাকে, অজ্ঞানকৃত পাপ সকল মার্জ্জনা কর, যেন আমাদিগের এই সত্যজ্ঞানোৎপাদিনী ব্রাহ্মসমাজ চিরস্থায়িনী থাকেন ইহাই প্রার্থনা মাত্র।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীকৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়।
সত্যজ্ঞানোৎপাদিনী সভার
সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বাওয়ালির জমীদার ৺ প্যারীলাল মণ্ডল উৎকট শূল রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫ আষাঢ় শাহা নগরের বাটীতে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাহাতে বাওয়ালির অন্যান্য জমীদার মহাশয়েরা হাহাকার করিতেছেন, এবং কাছারী সকল বন্দ হইয়াছে।

খিদিরপুরের পশ্চিম বড়তলা নামক স্থানে পার্ব্বতী মদকের দোকানে বজ্‌বজে নিবাসী পরাণ মদক নামক এক ব্যক্তি চাকরি করিত, ১০ আষাঢ় বেলা ১৷৷০ দেড় প্রহরের সময় উক্ত পরাণ মদক রন্ধন করিবার আয়োজন করিয়া উক্ত দোকানের পাক আলয়ে এক খানা মাজুরি পাতিয়া শয়ন করিল, কিন্তু পার্ব্বতী মদক দেখিতে পাইল। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বের উক্ত পার্ব্বতী মদক পরাণ পরাণ বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু উত্তর পাইল না, পরে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাহার নিকটে গিয়া দেখিল পরাণ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে, একি আশ্চর্য্য মহাশয়! রোগ শোক কিছুই নাই, হঠাৎ এরূপ মৃত্যু হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে॥

শ্রীরামকুমার ঘোষ।

পরম মান্যবর কবীশ্বর-শ্রীযুক্ত
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
ছাত্র বৎসল বরেষু।

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং মদ্রচিত নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি করুণাবলোকন করিয়া যদি যোগ্য বোধ করেন তবে শোধনানন্তর প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

স্বামী ভৎর্সন।

পয়ার।

বোলেছিলে হবে তার, আয়োজন কই।
চেষ্টাহীন দেখে আমি, বার বার কই॥
নহে দেখ দাসদাসী, খাটে কিনা খাটে।
খেয়েদেয়ে সুখে তুমি, শুয়ে আছ খাটে॥
যে জ্বালায় আমার, বরণ হোলো কাল।
সে কথা শুনিতে তুমি, হোয়ে থাক কালা॥
কুঠি হোতে এসে ফিরে, যেথা সেথা ধাও।
ঘরে কিবা আছে নাই, কভু না সুধাও॥
বাড়িঘর হোলো রফা, দফা হোলো সারা।
ছাত চুঁয়ে জলপড়ে, গেলোনা তা সারা॥
অন্ন বস্ত্র বিনে মরে, নিজ পরিবার।
অন্যেকে ঢাকাই সাড়ী, দেহ পরিবার॥
আপনি ভাঁড়াম কোরে, উড়াইছ টাকা।
ছেলে পরে ছেঁড়াজুতা, দিয়া কত টাকা॥
ঘরে নাই তেলবিন্দু, জ্বালাইতে দিয়া।
পরকে খাওয়াও ভাত, সদ্য ঘৃত দিয়া॥
কখনো চাহিলে টাকা, শিকা আনা পাই।
হাতে নাই বিনে আর, উত্তর না পাই॥
নিরর্থ অর্থের ব্যয়, কর পরদারে।
আখেরে করিয়া ভিক্ষা, খাবে দ্বারে দ্বারে॥
দিন দিন আরো কিছু, দেখি বাড়াবাড়ী।
তিন চারি দিন পরে, আসা হয় বাড়ী॥
ঘরকরণার প্রতি, নাই অনুরাগ।
কথায় কথায় মাত্র, দেখাযায় রাগ॥
পাথর ভাঙ্গিলে রেগে, দিয়া রুলবাড়ি।
বলদেখি কাহার, মাথায় ভাত বাড়ি॥
শত টাকা মাসে পাও, প্রধান কেরাণী।
কিছু বিবেচনা নাই, কে দাসীকে রাণী॥
নাবুঝে যতন কোরে, কেনে পালটিয়া।
সেকি উড়েগেলে আর, আশে পাল টিয়া॥
সকলি করিতে হয়, বুঝিয়া সময়।
অসময়ে অমাদিও, হয় বিষময়॥
ঝড়ি বৃষ্টি অন্ধকারে, কর অভিসার।
অপমৃত্যু হবে লাভ, কহিলাম সার॥
হাতে পেলে ধোরে কেহ, কেটে দেবে টিকি।
যাবে মান সত্য সত্য, ঢাকে টিক্‌টিকি॥
তোমার চরিত্র দেখে, হইলাম তিতে।
সতত চোখের জলে, ছেলে থাকে তিতে॥
অধরা হয়েছি দেখে, তোমার এ ধারা।
আর নিবারিতে নারি, নয়নের ধারা॥
কোনো মতে জুড়াইতে, নাই এক পাল।
গুটিদুই ছেলেমাত্র, মেয়ে এক পাল॥
ছেলেটিও পেয়েছেন, আদি রসে তার।
লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে, বাজান সেতার॥
যে হউক যদি তার, হইত বিবাহ।
সংসারের ধর্ম্ম কথা, পাইত নির্ব্বাহ॥
কতদিনে যাবে এই, করম বিপাক।
বউ এসে হাতে হোতে, কেড়ে নিবে পাক॥
এবছর বিষাদের, করেছিন পণ।
কি করিব হাতে নাই, কড়ি একপণ॥
তাহাও বন্ধক দিলে, মেয়েদের ভাতে।
এই বশ আর কিছু, বলিব প্রভাতে॥

শ্রীচন্দ্রকিশোর বসু।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সাং ভাগলপুর।

Printed and published by Issurchunde Go opto at the *Probhakur Press*

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিক সাপ্তাহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাষ্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরৈণ ভিন্নমুকুলৈর্যিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম সতন্ত্রমীদদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তান্তর্বিরেকারসং॥

ইহা এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৭১ সংখ্যা] গুরুবার ২৫ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ৮ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ৮ আটুই জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী পুরসুন্দরীদেবীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সোপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পব্লিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি পাতুরিয়াঘাটার সামিল ও তন্মধ্যস্থিত ইষ্টক নির্ম্মিত যে এক তেতালা বসতি বাটী আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বা বন্দ ভুমি আছে অনুমান তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেসী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতি পুরসুন্দরী দেবীর সে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফারগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ জুন ১৮৫৮

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কামিনী দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পব্লিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার শামিল সুতানুটীর মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ভুমি আছে, অনুমান ৵২৯ দুই কাঠা দুই ছটাক তাহার মধ্যে আটছ টাক তাহার কিছু কমী হউক বা বেসী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর, পূর্ব্বোক্ত আসামী কামিনীদাসীর যে স্বত্ব অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

J. H. FERGUSSON.
Sheriff.
জে, এইচ, ফরগিউসন।
সরিফ।

কলিকাতা।
২২ জুন ১৮৫৮।

সংবাদ প্রভাকর

২৫আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০ দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা গত ৬ জুলাই দিবসীয় ইংলিস্‌ম্যান পত্রে পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলাম। কারণ উক্ত সম্পাদক মহোদয় তাঁহারদিগের বিলাতের গুপ্তপত্রে বিদিত হইয়া সেই প্রকরণটি স্বীয় পত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিলাতের বাজারে চালের আমদানী অধিক হইয়াছে, এজন্য বিলাত হইতে মরিসস প্রভৃতি স্থলে চাল প্রেরিত হইতেছে। যখন বিলাতে চাল আমদানী দ্বারা বাজার পরিপূরিত হইয়া গিয়াছে, তখন সেখানে কতকদিন চাল রপ্তানি রহিত করিলে ভাল হয়। কেন না, ব্যবসায়ের ধর্ম্মই এই প্রকার প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, যখন কোনো স্থানে কোনো দ্রব্যের অসদ্ভাব উপস্থিত হয়, তখন সেই স্থলে সেই দ্রব্য প্রেরিত হইলেই প্রকৃতরূপ ব্যবসায়ের সদ্ভাব জন্মে। আবশ্যক হইলে পর যদি দ্রব্য প্রেরিত হয়, তবেই গৌরবের সহিত সেই বস্তুর ক্রয়বিক্রয় সম্ভাবিত হইতে পারে, নচেৎ অনাবশ্যক পক্ষে দ্রব্যের প্রেষণ কেবল হীনাস্থাও পতনের কারণ হয়। আমরা অনুমান করি, এই চাল রপ্তানি দ্বারা কোনো কোনো বাণিজ্য হৌসের উপর বিলক্ষণ চাপ পড়িয়া বাপ্‌বাপ্‌ডাক ছাড়িতেছে। কোনো কোনো হৌস পৌরুষ বিহীন হইয়া এককালেই ধরাশায়ী হইয়াছে। যাহাই হউক, চাল আহারের আকার সন্দেহ নাই, সেই চালই যদি স্বদেশ হইতে সমুদায়াংশ পরদেশে গিয়া অনাদৃত হইল, তবে স্বদেশের সদুপায় কি প্রকারে সংস্থিত হইতে পারে? আমারদিগের দেশে কোনো কোনো স্থানে চালের অভাবে লোকের চাল বিকৃত এবং চাল্‌ পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া যাইতেছে।

অনেক দিন হইতে অনেকে অনেক প্রকারে অনেক কথার আন্দোলন করিতেছে, আমারদিগের দেশ হইতে কিছু দিনের জন্য চালের রপ্তানি রহিত করিয়া দিলে পর অনেক দুঃখি প্রাণি লোকেরা নিয়মিত চালে চলিয়া যাইতে পারে। একথা কে শোনে, আর কাহাকেই বা বলা যায়? "যে রক্ষক সেই ভক্ষক" যে রাজা প্রজাদিগকে নিজ প্রজনের ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, সেই রাজাই আপনি শস্ত্রপাণি হইয়া নানা প্রকার কর সংগ্রহরূপ বলি ইচ্ছা করিতেছেন,তবে আর জীবন ধারণের উপায় কি? বিশেষতঃ কিয়ৎ কালাতীত হইল, প্রজাপক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্ট সমীপে চালের রপ্তানি রহিত করণার্থে কয়েকবার প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট কালেক্টর সাহেরকে কয়েক বৎসরের চাল রপ্তানির তালিকা প্রদান করিতে আদেশ করেন। কালেক্টর মহোদয় ও সমুচিত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক চাল চালানের রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট নীরব কুরব হইয়া বসিয়া আছেন, যদ্যপি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট চাল রপ্তানির বিষয়ে কোনো প্রকার ঘোষণা বা রাজাজ্ঞা প্রচার করিতেন, তবে অবশ্যই আমারদিগের দেশের আহার্য্য চাল এতদিনে সুলভ-মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যাহাহউক, এক্ষণেও যদি চাল রপ্তানির চালটি ঢিমে পড়ে তবে অতি সহজেই আমারদিগের দেশীয় দুঃখি প্রাণি প্রজাদিগের জীবন ধারণের পক্ষে সদুপায় সংস্থাপিত হইতে পারে। যখন যেখানে কোনো প্রকার অভাব সমুপস্থিত হয়, তখন সেই খানেই সেই প্রকারের অভাব নিবারণ পূর্ব্বক স্বভাবের সদ্ভাব প্রদান করাই প্রকৃত রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবানের শ্রীমুখের সদুপদেশ এই প্রকার কথিত হইয়াছে যে. দরিদ্র লোকদিগকেই ভরণ করা উচিত, ধনিকে ধন দেওয়া উচিত নহে, পীড়িত লোকেরই ঔষধ প্রয়োজন, নীরোগীরপক্ষে ঔষধে কি প্রয়োজন?

"দরিদ্রান্‌ভর কৌন্তেয় মা প্রয়চ্ছেশ্বরে ধনং। ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ"

বিলাতে চাল রপ্তানি হইয়া সেখানকার বাজার চালে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এইক্ষণে তথায় চালের আবশ্যক তাদৃশ বোধ হয়না, যাদৃশ চালের রপ্তানি রহিত করত এদেশে চালের পুঁজী কিছু বাড়ান উচিত। বিলাতে চালের বাজার মন্দা হওয়াতে কথিত বাজারের মন্দাগ্নি সংস্থিত হইয়া উঠিয়াছে, তজ্জন্য বিলাতের বাণিজ্য বাজারে আর চালের আবশ্যক বোধ হয় না, যেমন মন্দাগ্নির উপরে আহার করিলে পর বস্তুত উদরাময় রোগ জন্মে। এবং কাহারো কাহারো উদরাধান হইয়া বমনও হইয়া থাকে, সেইমত বিলাতের বাজারের চালের প্রয়োজনাভাব জন্য বমনের ন্যায় বিলাতের বাজার হইতে মরিসস্‌ প্রভৃতি স্থানে চালের প্রতিরপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বিশেষত ক্ষুধার্ত্তকে আহার না দিয়া যদি ভুক্ত ব্যক্তিকে খাদ্য প্রদান করা হয়, তবে যথার্থপক্ষে ধর্ম্মের অপচয় সংঘটিত হয় কি না? বিলাতে ক্রমাগত চালের চালান প্রেরিত হইতেছে, এজন্য এক প্রকার আমারদিগের ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষুধার্ত্তের খাদ্য হরণ প্রমাণ হইতে পারে। যাহা হউক, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, একে এই রাষ্ট্রবিপ্লব কালে সকলেই বিষমস্থল চিন্তাজন্য আকুল হইয়াছে, তাহাতে আবার অধিক পরিমাণে চালের রপ্তানি হইতেছে, সুতরাং "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" প্রমাণিত হইয়া উঠিতে পারে। আমরা সাধারণের প্রতিনিধির পদে অবস্থিতি করিতেছি, এজন্য সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারেই উচিত কথা ব্যক্ত করিয়া থাকি, রাজপুরুষগণ আমাদিগের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করত যাহাতে কিছুদিনের জন্য বিলাতে চালের রপ্তানি রহিত থাকে, এমত সদুপায় সংস্থান করিয়া দিবেন, তাহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, হে জগদীশ্বর! তুমি অনুকূল হইয়া রাজ পুরুষগণের অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে শুভ প্রবৃত্তি প্রদান কর।

আমরা মোতিহারির বন্ধুর পত্র আদরের সহিত নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

বিগত জুন মাসাবধি এ প্রদেশের মানবেরা যেরূপে কালক্ষয় করিতেছে, তাহা মহাশয়ের এবং প্রভাকর পাঠকগণের কিছুই অবিদিত নাই। এক এক "হুজুগে" শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে। আবার এক এক জন হাটের নেড়া আছে তাহারা কেবল "হুজুগ" অন্বেষণ করত দিনযাপন করিতেছে। যাহা হউক, এইক্ষণে সে সকল পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিতে অগ্রসর হইতেছি।

এইক্ষণে ভারতবর্ষরূপ নাট্যশালায় প্রতিদিন যেরূপ ক্রীড়া হইতেছে তাহার একএকটি অঙ্ক যিনি অবলোকন করিয়াছেন বোধ হয় তাঁহার অঙ্গ ভাবে অবসন্ন হইয়া থাকিবেক। আপাতত জগদীশপুরস্থ নটগণের রঙ্গভূমি, বেহার প্রদেশই হইয়াছে। সুগা বেহারের মধ্যে এরূপ জেলা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, যেস্থলের মানবগণ উক্ত নটগণের ক্রীড়া দেখিতে প্রত্যাশা না করিতেছেন।

গোরক্ষপুর, গাজিপুর, আরা, পাটনা এবং গয়া জেলার অবস্থা সকলেই অবগত আছেন এবং মধ্যে ছাপরা জেলার অন্তঃপাতি 'একমা' নামক স্থলে (যে স্থান ছাপরা হইতে ১০ দশ ক্রোশ হইবেক) রাজবিরোধী এবং আমারদের রাজপুরুষগণের সৈন্যদলের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমারদের রাজসেনারা যে সম্পূর্ণ জয়লাভ করে, তাহা প্রভাকর পাঠকগণ অবগত থাকিতে পারেন, এজন্য তদ্বিষয় লেখনাপেক্ষা ছাপরা জেলার অন্তঃপাতি মোতিহারী নামক সব্‌ডিবিজনের (যথায় এইক্ষণে আমারদিগের অবস্থিতি হইতেছে, তথাকার) উপস্থিত অবস্থা জনসমাজে প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

একমার যুদ্ধে রাজবিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ এবং বিমর্দ্দন করণান্তর বসন্তপুর নামক স্থলে আগমন করে, এইক্ষণে শুনিতেছি বিদ্রোহিরা ছাপরা নামক স্থলে বিরাজ করিতেছে। উক্ত সমুদয় স্থল ছাপরা জেলার অন্তর্গত। সম্পাদক মহাশয়! শোভনবদন বিবিধ গুণনিকেতন পবননন্দন লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক যেরূপ স্থিরভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, ইহারদের ব্যবহারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহারা যেস্থানে গমন করিতেছে সেই স্থানের লোকই ভাবিত, উৎকণ্ঠিত, দুঃখিত এবং পলায়িত হইতেছে। এই গুণযুক্ত বীরপুরুষদিগের বীরতায় এতদ্দেশ উচ্ছিন্ন, কত গ্রাম ভস্মাবশেষ, কত যুবতী-সতী পতিহীন, কত পিতা এবং মাতাকে পুত্রশোকে কাতর হইতে হইয়াছে, কত বিপুল বিত্তশালী ধনবানদিগকে নির্ধন ও দরিদ্রতার অধীনতা প্রদান করিয়াছে। এবং কত বঙ্গদেশীয় যুবকগণকে স্বীয় স্বীয় প্রণয়াধারদিগ-

কে স্থানান্তরিত করিয়া বিরহ যাতনা যে কতই সহ্য করিতে হইতেছে, তাহার সীমা হওয়া কঠিন। নির্দয় বিদ্রোহিদল উত্তর পশ্চিম প্রদেশকে উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছে, বোধ হয় বাহার* ও আর বাহার বিশিষ্ট থাকিবেক না। অহো! আমারদের মনের গতি এরূপ হইয়াছে যে যুদ্ধ বিষয়ে পত্রের ক্ষুদ্র শরীরের অধিকাংশ আবৃত করিয়াছি, যাহা হউক এইক্ষণে তাহা হইতে বিরত হইলাম।

ইহার পরিশেষ আগামিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

৪ এবং ৫ তারিখের আগত সমাচার।

কাপ্তেন ইডেন সাহেব লেখেন বিগত ১ তারিখে বিদ্রোহিরা জয়পুরের ২২ ক্রোশ অন্তরে ছিল, এবং জেনেরল রবার্ট সাহেবের অধীনস্থ সেনারা উক্ত স্থানের ১৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছে।

"কসমা" নামক স্থানে বিদ্রোহি জহর সিংহ ৪০০ চারি শত সেনা লইয়া উপস্থিত হয়েন, কাপ্তেন রেট্রি সাহেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তথায় গমন করত শত্রুদিগের বিপক্ষে সমরে প্রবর্ত্ত হইয়া তৎপরিশেষে তাহাদিগ্যে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন। এই যুদ্ধে ১০০ একশত বিদ্রোহি সেনা হত হয়, ব্রিটিস পক্ষে কেবল দুইজন আহত হইয়াছে।

*বাহার।—বেহারের প্রকৃত নাম, সৌন্দর্য্য, বসন্ত ঋতু ইত্যাদি।

বিদ্রোহী জহর সিংহ ব্রিটিস হস্তে পতিত হইতে হইতে পলায়ন করিয়াছে।

মোজফ্ফর পুরের বাসিন্দাদিগের মধ্যে দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করণের অনুমতি হওয়াতে ইতিমধ্যেই লোক বাচাই হইতেছে।

প্রেরিত পত্র

পরম মান্যবর কবীশ্বর শ্রীযুক্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়

ছাত্রবৎসল-বরেষু।

স্বামি ভর্ৎসন।

(গত বারের শেষ।)

ত্রিপদী।

সোয়ে সোয়ে নানা জ্বালা, শরীর হইল কালা
সহিতে নাপারি তবু সহি।
দুখের পসরা বোয়ে, রোয়েছি অধরা হোয়ে,
বহিতে নাপারি তবু বহি॥
কত সাধে সাধ ধোরে, থাকাযায় চুপ কোরে,
রহিতে নাপারি তবু রহি।
কহিতে মনের কথা, উথলে অনেক ব্যথা,
কহিতে নাপারি তবু কহি॥
হাতে নিয়া সুদর্পণ, কেবা করে দরশন,
আপনার হাতের কঙ্কণ।
সাক্ষাৎ বিরাজমান, উপযুক্ত সুসন্তান,
আপনি করনা নিরীক্ষণ॥
শুনেছি ইংরেজি পাঠে, কেহ তাকে নাহি আটে
রাষ্ট্র আছে ফাষ্ট থাকে নিতি।
কেবল ইংরেজি নয়, সাধুভাষা ভাল কয়,
শিখেছে ভদ্রের যত নীতি॥
তার গায় ফাটা আঙা, কোলে কয় চোখ রাঙা,
সহজেই মন ভাঙা হয়।
অনুভাবে বোঝাযায়, তোমার নাহিক দায়,
সে কেবল আমার তনয়॥
একটি ফুলের লাগী, শতকণ্টকের ভাগী,
হোতে হয় এই আছে বিধি।
তোমার কথার ধার, কত সই অনিবার,
পাইবারে পুত্রবধূ নিধি॥
বিবাহের যোগ্য ছেলে, দেখনাতা চোখ্ মেলে,
নাবোলে বা থাকা যায় কত।
অন্ধের সম্মুখে কূপ, দেখে যদি থাকি চুপ,
যুক্তি নয় লোকত ধর্ম্মত॥
একেতো একেলে শিশু, প্রায় ভজিতেছে ঈশু,
ইংরেজি অভ্যাস তাতে আছে।
পাদরি আদর করে, শুনে শুনে মরি ডরে,
গির্জায় ঢোকে গিয়া পাছে॥
ঈষৎ গোঁপের রেখা, অনঙ্গের হাত লেখা,
সনদ পেয়েছে যুবরাজ।
ধরিলে ভার্য্যার কর, আদায় করিবে কর,
অবাধে সাধিবে রাজকাজ॥
লোকেবলে ছিছি আই, কেনে মনোযোগ নাই,
ছেলের বাপের কিছু মাত্র।
না করেন প্রণিধান, কিসে যায় থাকে মান,
না বোঝেন দেশ কাল পাত্র॥
মানুষের একি ক্রিয়া, থুবড়া হইলে বিয়া,
কাজ্কি এমন বিয়ে দিয়ে।
আইবড় ছেলে ঘরে, কেমন্ চাকরি করে,
কামায় বা কিসের লাগিয়ে?॥
পুঁতিয়া টাকার ভাঁড়, ছেলে করে ধর্ম্ম ষাঁড়,
বিবাহের নাই নাম গন্ধ।
বলে হাত দেয় বুকে, তর্জ্জনী ধরেচি বুকে,
দাঁতে জিহি কেটে ধরে ধন্দ॥
তোর বাড়ী পেতে পাত, খাব কবে বউভাত,
ও বাড়ির মেজো দিদি বলে।
হাসে যত প্রতিবাসি, মনে মনে লজ্জাবাসি,
উঠে আসি কতরূপ ছলে॥
নিত্য কই বাড়ী এলে, তুমি যাও কথা ঠেলে,
অধিক কহিল ওঠ তেতে।
সাধে আমি করি রাগ, দিনে ঠিকে রেতে ভাগ,
সুখ নাই শুতে আর খেতে॥
ঠাকুরুণ বোলে কোয়ে, বোসেছেন হদ্দ হোয়ে
আর তার উচ্চবাচ্চা নাই।
ঠাকুর দিলেন তাড়া, না করিলো কাণ খাড়া,
ক্ষান্ত হোয়ে বসেছেন ভাই॥
শ্বশুর ঠাকুর বুড়া, বেকার ছেলের খুড়া,
হোলো চূড়া তাঁদের উৎসাহে।
তোমার রকম দেখে, সকলে বসেছে বেঁকে,
নৈলে চিন্তা কিছিল বিবাহে॥
ঘটক চটকা দিয়া, চোলে গেল টাকা নিয়া
মাসাধিক গত হোলো তার।
বুঝ তারে ভূতে পেলে, কিবা ধোরে বাঘে খেলে
না পেলেম কিছু সমাচার॥

একান্ত শরণাপন্ন
শ্রীচন্দ্রকিশোর বসু।
সাং ভাগলপুর।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৭২ সংখ্যা।] শুক্রবার ২৬ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ৯ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদ প্রভাকর

২৬আষাঢ়শকাব্দাঃ১৭৮০।দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা চুঁচুড়াস্থ বন্ধুর পত্র সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলাম।

"বিগত শনিবার রজনীযোগে চুঁচুড়া নগরস্থ ৺নরোত্তম পালেরপুত্র শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথপাল মহাশয়ের ভবনে "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব,, নাটকের অভিনয় প্রদর্শন অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, এই উপলক্ষে প্রায় নয় শত দর্শক সমুপস্থিত হইয়া সভাকে শোভায়মান করিয়াছিলেন, যেরূপে অভিনয় প্রদর্শনের কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল তদ্দর্শনে দর্শক মাত্রেই আমোদী হইয়াছিলেন এবং নটগণের অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্য কৌশল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, বিশেষতঃ নবানুরাগি নটগণ এই প্রথমবারেই এতদ্ব্যাপার এবম্প্রকার উত্তমরূপে সুসম্পন্ন করাতে অনেকেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগের প্রশংসিত কর্ম্মের ঘোষণা করিতেছেন, এই নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুত বাবু প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল, ইনি সাতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে নাটকাভিনয়ের নিয়মিত কার্য্যধার্য্য করণ কারণ একটি সভা করিয়া নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগকে অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।
শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ চন্দ্র।
সভাপতি।
শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ লাহা।
রঙ্গভূমির ব্যবস্থাপক।
শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র দিচ্ছিত।
সহকারি ব্যবস্থাপক।
শ্রীযুত বাবু প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল।
কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীযুত বাবু নিমাইচরণ শীল।

অধিকন্তু কোনো বিশেষ কারণে সহকারি ব্যবস্থাপক অবসর গ্রহণ করাতে সভার অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু বনমালী সোম তাঁহার সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়াছেন, পরন্তু শুনিলাম আগামি রবিবার দিবসে আর একবার উক্ত নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইবেক।

কস্যচিৎ চুঁচুড়া নিবাসিদর্শকস্য।"

মোতিহারিস্থ বন্ধুর লিখিত পত্রের অবশিষ্টাংশ।

"ছাপরা, মোতিহারী হইতে ১৩ বা ১৪ক্রোশ পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিগে গণ্ডকনদীর পরপারবর্ত্তী স্থানে বিপক্ষপক্ষের আগমন সংবাদ শ্রবণ করত মোতিহারীস্থ ইংরাজগণ স্বীয় স্বীয় পরিবারদিগকে স্থানান্তরিত

করিতেছেন। তৎপরে একজন ব্রাহ্মণ ২৯সে জুন দিবসে সায়াহ্নে আগমন করত প্রকাশ করিল, যে বিপক্ষদলের তিনজন অশ্বারোহি সৈন্য অদ্য বেলা এক প্রহরের সময়ে সত্বর ঘাটে আসিয়া তিনখান নৌকা ধরিয়াছে, এই সম্বাদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সে ব্যক্তিকে নিজ সমক্ষে ডাকাইয়া উক্ত বিষয় শপথপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করাতে সেস্থলেও তদ্রূপ কহিল শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত লসিংটন সাহেব এস্থানের রাজকোষ রক্ষার কোনো উপায় না দেখিয়া কোং একলক্ষ টাকা যাহা উপস্থিত ছিল শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব সহকারী কালেক্টর এবং মাজিষ্ট্রেটের সহিত "কবরবনা" নামক নেপালাধিকারে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গয়াস্থিত "বেহার ষ্টেসন গার্ড" নামক সৈন্যদল তথাকার কারাবাসিদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়াতে এবং অপর দশজন বিদ্রোহি হওয়াতে উক্ত দলস্থ কাহারো প্রতি আর বিশ্বাস থাকে না, এজন্য সুবা বেহারের যে যে স্থলে তাহারা ছিল, তাহারদিগকে পাটনায় উপস্থিত হইতে আদেশ হইয়াছে, এজন্য এস্থলে সুশিক্ষিত সৈন্য কেহ ছিল না, কেবল বেতিয়ার রোমাণ ক্যাথোলিক চর্চ্চের অধীন দেশীয় একশত খ্রীষ্টিয়ান আগমন করত লাঙ্গল রা প্রাজনবাড়ির পরিবর্ত্তে বন্দুক ধারণ করে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এরূপ হইল যে, কেহ আর সজ্ঞানে থাকিল না। একে কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে বর্ষাকাল, বিল ক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে, সে সময়েও সকলে স্বীয় স্বীয় গৃহ ত্যাগকরত স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। সম্পাদক মহাশয়! ব্যাসাসনে অধ্যাসীন কথক মহাশয়েরা লঙ্কাদগ্ধ কালীন যেরূপ কহিয়া থাকেন, "ঘরপোড়া এলোরে, পলারে পলারে পলারে" এস্থলেও সেইরূপ কেবল পলারে পলারে শব্দ হইতে লাগিল।

৩০ জুন ১৮৫৮। }
সাং মোতিহারী। }

মদীয় ৩০ জুন দিবসীয় লিপি পাঠে পাঠকগণের অন্তঃকরণে পরের ঘটনা জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে, এজন্য তাহা লিখিতেছি।

বালকদিগকে সর্ব্বদা আঘাত করিলে যেমন "কীলদাগ্‌ড়ো" হয়, তদ্রূপ একরূপ বিপদে বারম্বার পতিত হইতে লাগিলে সে বিপদোপস্থিত হইবায় তাদৃশ ভীতি জন্মে না, এজন্য মোতিহারির অনেকেই যখন "পিট্রান" দিলেন, তখন আমি এই মানসে এস্থলে থাকিলাম, যে শত্রুগণ যখন নিকটস্থ হইবেক তখন কোনো গুপ্তস্থলে গোপনভাবে দিনযাপন করিতে পারিব, এবং বিপক্ষপক্ষের সহিত যদি নিতান্তই সাক্ষাৎ হয়, তবে দুই এক জনের প্রাণ না লইয়া কখনই স্বীয় প্রাণ দিব না। এস্থানের চতুর্দ্দিগেই শত্রুভয় ব্যাপিত ছিল, সুতরাং তৎকালে এতদ্ভিন্ন আর কি উপায় সমুদ্ভূত হইতে পারে? শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানান্তরে গমন না করাতে অতিশয় উপকার হইয়াছিল, কারণ তিনি 'গাচাকা' দিলে অনেকেই 'চম্পট মুদ্রা' দেখাইতেন। যে দিবস অনেকে পলায়ন করে, সেই দিবস রাত্রে কিল্যাণপুরের থানার থানাদারের রিপোর্ট আইসে, যে বিপক্ষেরা এপর্য্যন্ত গণ্ডকনদী পার হইতে পারে নাই।— তৎপরে গত দিবস জানাগেল, বিপক্ষেরা জেলা ছাপরার মসরকের থানা, 'ডাকবংলো' এবং পান্থশালা, (সরাই) দগ্ধ করত রামকোলার নীলের কুঠীর দিগে গমন করিয়াছে, তাহারদের কেবল লুঠ করাই অভিপ্রেত হইয়াছে।

এইক্ষণে এস্থল ভয়হীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। দুইশত 'নেবেল্‌ব্রিগেড্' নামক নাবিক সৈন্য আগামী কল্য আগমন করিবেক। ভেকগণ গ্রীষ্মকালে যেরূপ বিরল বিলমধ্যে বাস করে, এবং বর্ষার আগমন মাত্রে বহির্গত হয়, তদ্রূপ যাঁহারা 'গাচাকা' দিয়াছিলেন, তাঁহারা গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতেছেন। অন্যান্য বিবরণ পরে নিবেদন করিব।

পত্রে স্থানাভাব হওয়াতে লেখনীও নির্জ্জন স্থলে গোপন হইতে বাধ্য হইল।

২ জুলাই ১৮৫৮ খ্রী আ। }
সাং মোতিহারী। }

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বেহারস্থ কোনো পত্র প্রেরক লেখেন বিদ্রোহিদিগের উপদ্রবে সকলকেই ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে হইয়াছে। কুঠী এবং থানা আর অবশিষ্ট নাই, দুষ্টেরা অগ্নি দ্বারা কেবল পোড়াইতেছে, ইংরাজদিগের কথাইতো নাই, যে সকল বাঙ্গালী, ইংরাজদিগের অধীনে কর্ম্ম করেন তাঁহারাও বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছেন না, দুর্জ্জনেরা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের শমন হইয়া বসিয়াছে। আহা! দুষ্টদিগের অত্যাচারের বিষয় লিখিতে লিখিতে কার্ষ্ঠের লেখনীও শোকে অভিভূতা হয়েন, হে জগদীশ্বর! বিদ্রোহি দিগ্যে সমূলে বিনষ্ট করিতে কেন বিলম্ব করিতেছেন? তাহারদিগ্যে বিনাশ করিয়া আপনার নির্দ্দোষিসন্তানদিগকে এবং রাজপুরুষদিগকে নিরাপদ করুন।,

ত্রিহুতের পত্রে ব্যক্ত করে ছাপরাস্থ বিদ্রোহিরা মহারাজগঞ্জ নামক স্থানে গমন করিয়াছে, গোপীগঞ্জের ঘাটে কয়েকদল বিদ্রোহিসিপাহি মিলিত হইয়াছে, পাটনাস্থ সমস্ত বিদ্রোহি সেনারা শোণনদ পার হইয়াছে।

গয়া প্রদেশের রাজকর্ম্মচারিগণ এক শত জন পলায়িত কয়েদিকে ধৃত করত এক জন জমাদার এবং ১৮ জন পেয়াদার দ্বারা সহরঘাটিতে প্রেরণ করেন, পথিমধ্যে ঐ দুষ্টেরা জমাদারকে নিহত এবং উক্ত পেয়াদাদিগ্যে গুরুতররূপে আহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

সাহেবগঞ্জের ৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম মসরক থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিন-শত বিদ্রোহি সমবেত হয়, তৎপরে ঐ দুরাচারিরা বালী নামক স্থানের কুঠি অনল সংযোগে একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে।

"বিরেলি"থানার সন্নিকট কতক গুলীন বিদ্রোহি সিপাহি আসিয়া মিলিত হওয়াতে কাপ্তেন মাইল্‌স সাহেব সসৈন্যে তাহারদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়াছেন।

৪ গণিত ইরেগুলর দলের একজন ঘোড়সওয়ার যিনি ব্রিগেডিয়ার সিবেল্ড সাহেবের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, সেই দুরাত্মা সাজেহানপুরে সম্প্রতি ব্রিটিসহস্তে পতিত হইয়াছে।

ফিনিক্সের কোনো পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার ডগলাস সাহেব সাহাবাদ জেলার সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং বিদ্রোহিরা জগদীশপুরে পুনরায় সংমিলিত হইতেছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

সাজাহান-পুরের পত্রে জ্ঞাত করে "এ স্থানের কমিস্যনর সাহেবের প্রতি এমত আদেশ হইয়াছে, যে পাওয়ালির রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা যাঁহারা বিদ্রোহি মৌলবিকে ধৃত করত ব্রিটিসহস্তে অর্পণ করেন, তাঁহাদিগ্যে যেন পারিতোষিকস্বরূপ ৫০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

দিল্লী নগরে বিদ্রোহিতা ঘটিত গোলোযোগ উপস্থিত কালে রামচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যমত সাহায্য করাতে ২,০০০ দুই সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফরেক্কাবাদের মাজিষ্ট্রেট মেং জান পাওয়ার সাহেব তাঁহার উপরিস্থ কর্ত্তাদিগের অজ্ঞাতসারে অপর কোনো ব্যক্তির কয়েকখান জহরত আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্টের কোপানলে পতিত হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদকের বিলাতীয় কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "এই চলিত বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীন হইবেক।,,

১ জুলাই তারিখে মেং চ্যপম্যান সাহেব দিনাজপুরের আফিসিএটিং মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেজর ডেভিস সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ৭ জুলাই দিবসে ঝান্সিতে গমনকরত পুলিসকর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল যে ভরতপুরে ১২ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে ২২ ফিট লম্বা একটা কামান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণসম্পন্ন দেশহিতৈষী সুধীবর শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় অজ্ঞান তিমির নাশকেষু।

সম্পাদক মহাশয়! মদীয় বিরচিত নিম্ন লিখিত কতিপয় পদ্য পঁক্তি সংশোধনান্তর ভবদীয় বিশ্বব্যাপক বিশ্বমান্য প্রভাকর পত্রে স্থান দানে এনর রচকের মানস পরিপূর্ণ করিয়া উৎসাহ প্রদানে চিরক্রীত করিবেন।

লঘু ত্রিপদী।

জয় প্রভাকর, জগৎ ঈশ্বর,
প্রণতি সরোজ পদে।

তব প্রভাকর, ব্যাপ্ত চরাচর,
স্থান দিয়া রাখ পদে ॥
তোমায় যে জন, অনুরত হন,
তাঁরে দয়া বিতরিয়া ।
অজ্ঞান তিমির, হরহে মিহির,
জ্ঞান আলো প্রকাশিয়া ॥
হোয়ে দয়াবান, করুণা প্রদান,
করহে অধীন জনে ।
ত্যজিয়া অলস, পুরাও মানস,
অনুগতে রেখো মনে ॥

স্বপ্ন দর্শন ।

পদ্য ।

একদা নিশীথ কালে, নিদ্রায় আবেশ ।
অপরূপ স্বপ্ন এক, হেরি নিশা শেষ ॥
অটবী অটন আশে, অটবীতে গিয়া ।
যেন বন ভ্রমিতেছি, সঙ্গিদ্বয় নিয়া ॥
কি কব বনের শোভা, অতি মনোহর ।
কতরূপ অপরূপ, বনের ভিতর ॥
তরুলতা নব পত্র, করেছে ধারণ ।
হেরিয়া তাহার শোভা, আনন্দিত মন ॥
নানাজাতি পাখি বোসে, শাখি শাখাপরে ।
তান ছেড়ে গান ধরে, নিজ নিজ স্বরে ॥
পিকবর কুহুস্বরে, করিতেছে গান ।
কুহুরবে হুহু করে, বিরহির প্রাণ ॥
সে রবে কে রবে স্থির, ব্যাকুলিত সবে ।
তেমন কঠিন স্বর, কে সবে কে সবে ? ॥
মদনের সেনাপতি, পিক হোয়ে রথী ।
বিরহি শাসন আগে, আসিয়াছে তথি ॥
তাহার অনতিদূরে, করিয়া গমন ।
মনোহর উপবন, করি নিরীক্ষণ ॥
নানা জাতি পুষ্পযুতে, শোভিত কানন ।
কমনীয় শোভা হেরি, হরষিত মন ॥
জাতি যূথি মল্লিকা, মালতী আদি করি ।
প্রস্ফুটিত পুষ্প দলে, আছে শোভা করি ॥
চম্পক কিংশুক বেলা, পুষ্প মনোহর ।
টগর সেঁওতী আদি, শোভিছে কেশর ॥
গন্ধরাজ করে ঘন, গন্ধ বিতরণ ।
সতত বহিছে তাহে, মলয় পবন ॥
কামিনীর সৌরভেতে, মধুকর-গণ ।
মত্ত হোয়ে ফুলদলে, করিছে ভ্রমণ ॥
রমণীয় শোভা তার, বর্ণনা না যায় ।
হেরিলে তখনি মন, মুগ্ধ করে তায় ॥
তাহার কিঞ্চিৎ দূরে, করিয়া গমন ।
চারু সরোবর এক, দেখিনু তখন ॥
উপরে নির্ম্মিত তার, ঘাট সুশোভন ।
হংস বক চক্রবাক, চয়ে অগণন ॥
চন্দ্রপ্রিয়া কুমুদিনী, সহ কমলিনী ।
ভাসিতেছে সরোবরে, হোয়ে প্রফুল্লিনী ॥
অনিল হিল্লোলে যত, দোলে তার দল ।
ততই বিমল জল, করে ঢল ঢল ॥
ষট্‌পদ মুগ্ধ অতি, মকরন্দ পানে ।
ইতস্তত ভ্রমিতেছে, শতদল পানে ॥
সঙ্গে করি সঙ্গিদ্বয়, তটেতে যাইয়া ।
দেখিতেছি তার ভাব, ভাবুক হইয়া ॥
কমনীয় শোভা তার, কহিব তা কায় ।
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, সন্তোষ বাড়ায় ॥
সুগন্ধ শীতল বায়ু, বহে সর্ব্বক্ষণ ।
হইয়াছে মনোরম, না যায় বর্ণন ॥
ঘাটের উপরিভাগে, মাধবী মণ্ডপ ।
রাজিত রুচির ছ্যুতি, যেন চন্দ্রাতপ ॥
বসিয়া তাহার তলে, সখাদ্বয় সনে ।
স্বভাবের শোভা হেরি, প্রফুল্লিত মনে ॥
এমন সময়ে এক, রমণী রতন ।
পরম রূপসী রামা, নাদেখি এমন ॥
সঙ্গেতে সঙ্গিনী করি, উদ্যান ভিতরে ।
ভ্রমিতেছে সখী সহ, সরস অন্তরে ॥
এক মুখে তার রূপ, বলা নাহি যায় ।
অহিপতি আসি কহে, তবে শোভা পায় ॥
দ্বিআঁখি দিয়াছে বিধি, কি করিব হায় ।
হেরিয়া মনের সাধ, কিছুতে না যায় ॥
আচম্বিতে অপরূপ, রূপ নিরখিয়া ।
মুদিলাম দুনয়ন, তড়িৎ ভাবিয়া ॥
মনে ভাবি সৌদামিনী, সহ কাদম্বিনী ।
উদ্যান ভ্রমিছে বুঝি, সঙ্গেতে সঙ্গিনী ॥
ক্ষণে ভাবি তড়িৎসে, বড়ই চঞ্চলা ।
স্থির হোয়ে নাহি রয়, স্বভাবে চপলা ॥
মুখচন্দ্র হেরি যেন, সুধাংশু সমান ।
সুধাংশু ভ্রমেতে তাই, করি অনুমান ॥
মৃগচিহ্ন হিমাংশুর, অঙ্গেতে শোভয় ।
মনে ভাবি তবে বুঝি, কলানিধি নয় ॥
বনে মনে নানা ভাব, ভাবিয়া না পাই ।
কেবা হয় সেই ধনী, কারেবা সুধাই ॥
উর্ব্বসী মেণকা রম্ভা, কিম্বা তিলোত্তমা ।
স্বর্গ বিদ্যাধরী কভু, রূপে নহে সমা ॥
সুস্থির যৌবনী ধনী, কাঞ্চন বরণ ।
চালায় চরণ যেন, মরাল গমন ॥
হাসিতে বিজলী খেলে, প্রমদা বদনে ।
করে সুধা বরিষণ, মুখের বচনে ॥
মৃণাল জিনিয়া ভুজ, সুন্দর গঠন ।
অঙ্গুলি চম্পক তায়, করেছে শোভন ॥
কটি হেরি কেশরী সে, বিবরে লুকায় ।
গতি হেরি লাজে গজ, বিরলে পলায় ॥
খঞ্জন নয়নে যদি, কটাক্ষেতে চায় ।
অপাঙ্গ ভঙ্গিতে কত, সুজন ভুলায় ॥
তেমতি সুন্দরী আছে, শুনিলে কখন ।
বিধি বুঝি মনে রচি, করিল গঠন ॥
সেহেন কামিনী কান্তি, ভাবিতেছে মন ।
সখীসঙ্গে নানারঙ্গে, করিছে ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে, অদৃশ্য হইল ।
নিদ্রা ভেঙে ঘোরতর, প্রমাদ ঘটিল ॥
শয্যা হোতে চমকিয়া, উঠিনু তখন ।
তিমিরে আচ্ছন্ন গৃহ, না পাই দর্শন ॥
কোথা বা সে মনোরমা, কোথা সখিগণ ?
কোথা সেই সখাদ্বয়, কোথা বা কানন ॥
দেখিতে না পাই সেই, রম্য সরোবর ।
নলিনী কুমদ শোভে, যাহারি উপর ॥
নাপাই ভাবিয়া কিছু, তাহার কারণ ।
পরে জ্ঞানোদয় হোলো, নিশার স্বপন ॥

নিতান্ত অনুগত ছাত্র ।
শ্রীসারদাকুমার রায় ।
সাং কালিকাপুর ।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুণ্ডিয়ার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রগীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদং॥

❀ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৭৩ সংখ্যা] শনিবার ২৭ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১০ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

রাজকৃষ্ণ মিত্র।
সাং গোবিন্দপুর।

তাহার দেনা পরিশোধ করা যায়, ১ সহজ খত ২১০৲

দ্বারকানাথ ঘোষ।
সাং বোড়াল।

২ সহজ খত ২১১৷৷

শ্রীনাথ ঘোষ।
সাং কামডৌরি।

১ খত ৬৫৲

শ্রীস্বরূপচন্দ্র শীকদার।
হাং সাং মাণিকগঞ্জ।

কামডৌরি সাকিনের নীলামের বাগানের বয়নামা ১ খান ১৭০

সরল পুষ্করিণীর পাট্টা ৪ খানা।

মোং বোড়ালের ৵৪ রকমের হিস্যার বয়নামা ১ খান।

সাং ব্রহ্মপুরের উলশ মণ্ডলের কবালা ১ খান।

উক্ত সাং ছলি মণ্ডলের কবালা ১ খান।

উক্ত সাং কলমদ্দি মণ্ডলের কবুলতি ১ খান।

মোং কলিকাতার সাং যোড়াবাগান মধুসূদন মিত্রের ইং ১২৪০ সাল নাং ১২৫০ সাল, ১০ সালের ১ খান হিসাব।

উল্লা মণ্ডলের ইস্তফা ১ খান।

মধুদাসের কবুলতি ১ খান।

শম্ভুনাথ বসু জমীদারের পাট্টা ১ খান।

কালীচরণ নাগ ও শম্ভুচন্দ্র ঘোষের সাং বোড়াল কবুলতি ১ খান।

মধুসূদন মিত্র জমীদারের কবজ ১ খান।

আর উক্ত সাকিনের অন্যান্য দলিল, যাহার কর্জ্জ শোধ।

শ্রীযুত ভগবত আঢ্যের নিকট হইতে ১ এক কেতা বিক্রয় কবালা লিখিয়া দিয়া উভয়ে ৭০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া উক্ত বন্দকী দলিল সকল খালাষ করা যায়।

উক্ত কবালা এবং দলিলপত্র উক্ত দেনার টাকা আদায় না করিবাতে ঐ সকল দস্তাবেজাৎ আমার নিকট রাখিয়া টাকা সন ১২৬৪ সালের ১ ভাদ্রে কোং ৮০০ টাকার কর্জ্জ লয়।

ঐ সকল দলিল খোয়া গিয়াছে, যদ্যপি কোনো ব্যক্তি পাইয়া থাকেন তবে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত হইলে বা সংবাদ করিলে উচিত মতে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। আর যদ্যপি বিক্রয় করেন কিম্বা ছাপাইয়া রাখেন তবে নামঞ্জুর।

জমীদার কেদারনাথ বসু ও অতুলনাথ বসু এবং প্রিয়নাথ বসু।
সাং কলিকাতা সিমুলীয়া।

মোং যোগন মাং ফাল্গুন।
জেলা চাঁব্বশ পরগণা।
রকম হিস্যা খরিদ।
৵৪ বয়নামা ১ খান।

শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার।
সাং শিমুলীয়া।

বিজ্ঞাপন

মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১ লা শ্রাবণ

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভরাত অনুবাদারম্ভ হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদপ্রভাকর

২৭অাষঢ শকাব্দাঃ১৭৮০।দানিশাব্দাঃ১০৮

পত্র প্রেরকদিগের বিজ্ঞাতব্য।

আমরা সম্পাদকীয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, এতদ্দ্বারা লোক সাধারণে আমারদিগকে আপনারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে মান্য করিয়া থাকেন, আমরাও সাধারণের মঙ্গলোদ্ভাবক বিষয় সকল উপলক্ষ করত সাধ্যানুরূপ স্বাভিপ্রায় প্রকটন করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা রাজা প্রজা উভয় পক্ষেরই বিশেষ বিশেষ কার্য্যোদ্ধার হইয়া আসিতেছে, এজন্য রাজপক্ষেরাও আমারদিগকে সর্ব্বসাধারণ ব্যাপারে প্রমাণ করেন, এবং প্রজাগণও আপনারদিগের দেশের শুভাশুভ সকল কার্য্যের পরিচারক ও যথোচিত সম্ভ্রান্ত বলিয়া আমারদিগের প্রতি তাদৃশ মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন। আমরাও আপনারদিগের সম্পাদকিয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যাদৃশ একান্তচিত্তে রাত্রি দিন চিন্তাযুক্ত থাকি, তাহা সাধারণপক্ষে যদ্যপি সাধারণ পক্ষের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারেনা, কিন্তু বিদ্বদ্বর পাঠক মহোদয়েরা অবশ্যই আমারদিগের গুরুতর চিন্তার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন, যাহা হউক, আমরা যে যে কারণে সাধারণের প্রতিনিধি অথবা দৌত্যকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছি, তাহার একাংশও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য, অতএব তাহাই কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম, পাঠকগণ সবিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক অস্মদাদির চিন্তাটা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

রাজ্য সম্বন্ধে কোন্ সময়ে কোন্ প্রকার আচরণ করিলে যথার্থ পক্ষে মঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে? কখনো কোনো প্রকার অমঙ্গল ঘটনা সমুপস্থিত হইলে কি উপায়ে সেই সাময়িক অমঙ্গল নিবারিত হইয়া রাজ্য সুস্থ থাকিবে! যদ্যপি কোনো প্রকার রাজ নিয়মে দোষোত্থান সংস্থিত হয়, তবে যে প্রকারে ঐ রাজকীয় নীতিদোষ সংশোধিত হইবেক, তাহার সদুপায় অন্বেষণ করত তাদৃশ প্রবন্ধ সকল লিখিতে হয়. যদ্যপি প্রজাদিগের কোনো প্রকার ব্যবহার দোষে রাজকীয় বা রাজ্য সম্বন্ধীয় কোনো প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তবে যাহাতে সেই প্রজা পক্ষের ব্যবহার দোষ নিবারিত হইবে, এমত কৌশল নিরূপণ করত উপযুক্তরূপে স্বাভিপ্রায় প্রকটন করিতে হয়, এজন্য অস্মদাদিকে দিবারাত্রি কি শয়ন কি উপবেশন কি আহার কালীন সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতে হয়, ইত্যাকার বিবেচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারিবে, আমরা সম্পাদকীয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া যেমত চিন্তিত ও অনুসন্ধিৎসু ভাবে কালযাপন করিয়া থাকি। যাহা হউক, পত্র প্রেরকেরা যদি আমারদিগের অভিপ্রায়ানুমত কোনো প্রকার সৎসন্দর্ভযুক্ত প্রবন্ধ সকল লিখিয়া প্রেরণ করেন, তবে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকটন করিতে ও অপেক্ষাকৃতরূপে কিঞ্চিৎ কালের জন্যও অবসর গ্রহণ করিতে পারি, আর পত্র প্রেরকেরা যৎকুৎসিত বিষয় সকল লিখিয়া পাঠাইলে আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকটন করা দূরে থাকুক, তাঁহারদিগের পত্র সকল সুস্থির-চিত্তে পাঠ করিতেও যৎপরোনাস্তি বিরক্তি বোধ হয়, অতএব পত্র প্রেরকেরা যদি আমারদিগের অভিপ্রেত বিষয় সমস্ত লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা তাঁহারদিগের দ্বারা উপকৃত হই সন্দেহ কি?

বিচক্ষণবর পাঠকগণ প্রণিধান করুন. আমরা সময়ে সময়ে পত্র প্রেরকদিগের কোনো কোনো পত্র প্রকটন না করিয়া উপেক্ষা করিতে বাধ্য হই, এজন্য কোনো কোনো পত্র প্রেরকেরা আমারদিগের প্রতি যথোচিত আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগের আক্ষেপের মূল বিবেচনা করিলে তাঁহারা আপনারাই আপনারদিগের আক্ষেপ প্রকাশের কারণরূপে পরিণত হয়েন। যেহেতু, সংবাদ পত্রে সাধারণ সমাচার প্রচার হইলেপর দেশের মঙ্গলানুষ্ঠান স্বরূপত এবং ফলত সংঘটিত হইয়া থাকে। কোনো কোনো বিদেশীয় পত্র প্রেরকেরা বিবেচনা করেন, সংবাদপত্রে যাহা তাহা "ক্ষুদের কথা, পাদের কথা" লিখিয়া পাঠাইলেই তাহা ছাপা হইবে এবং

তাঁহারা তাহা লইয়া অভিলষিত আমোদে আমোদী হইবেন। অধুনা বিধবা-বিবাহ-সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ "কাপড়ের ভিতর থাকিয়া ঢেলাগাবা" নাম ধাম কিছুই প্রকাশ না করিয়া গুপ্ত ব্যবহারে আপনারা লিখারেল ভাবে "কস্যচিৎ হিন্দু" "কেষাঞ্চিৎ হিন্দুজনানাং" ইত্যাকার স্বাক্ষরে মাতামুণ্ড ছাইভস্ম যাহা মনে আইসে, তাহাই লিখিয়া পাঠান, তাঁহারদিগের অভিপ্রায় হয়তো বিধবা-বিবাহপক্ষী মহোদয়দিগকে বিদ্রূপ করিবেন, নচেৎ আপনারা বিধবাবিবাহদলের বলবৃদ্ধি জন্য "বামন হইয় চাঁদে হাত,, সামান্য হইয়াও মান্যরূপে পরিগণিত হইতে প্রার্থনা করেন, সংপ্রতি "কস্যচিৎ হিন্দু,, এক ব্যক্তি বিধবা-বিবাহার্থী হইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার লিপি নৈপুণ্য দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়- তিনি ক্ষেত্রী হইয়া পাণ্ডিত্য প্রার্থনা করিয়াছেন। চাষা হইয়া পাণ্ডিত্য চাহিলে আমরা তাহা কিরূপে সম্পাদন করিতে পারিব? সুতরাং "অনধিকার চর্চ্চা,, দুঃসাধ্য ব্যাপার বিবেচনা করত তাঁহার পত্রখানিকে নমস্কারের সহিত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। পরন্তু "কস্যচিৎ দর্শকস্য,, ইতি স্বাক্ষরিত একখানি পত্র দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। কারণ, আমারদিগের দেশীয় পাঠশালার বালকেরাই ঘুড়ী খেলাইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা যদিও বালকগণের পাঠের ব্যাঘাত সম্ভাবনা, তথাচ তাহারদিগের ক্রীড়ার অবস্থা বলিয়া বরঞ্চ একদিন সময়ে সময়ে তাহারদিগকে ঘুড়ী খেলার জন্য ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু দর্শক সহোদয় যে প্রকার ঘুড়ী খেলার বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হয়, তিনি একজন বিলক্ষণ কার্য্যের লোক, ঘুড়ুডী ক্রীড়া উপলক্ষে তাঁহারা ঢাক ঢোল বাজাইয়া জাঁক যমক ও আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন, একথা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইলে তাঁহারদিগের পক্ষেই বিশেষ কৌতূহলজনক হইতে পারে, ফলে বিদ্যানুরাগী পাঠকগণ তদ্দ্বারা আমারদিগের প্রতি উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন, বিশেষত দর্শক মহোদয়েরা আপাতত ঘুড়ী খেলার আমোদে এক প্রকার মত্ত হইয়াছেন, এজন্য ঐ কথা সংবাদ পত্রে ছাপাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারদিগের আন্তরিক আমোদবন্ধন কিছু শিথিল হইলে পর, ঘুড়ী খেলার বিষয় ছাপা দেখিলে তাঁহারা আপনারাই লজ্জিত হইবেন, যাহা হউক, আমরা দর্শক মহোদয়কে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, তাঁহার পত্রখানি মুদ্রিত করিতে পারিলামনা বলিয়া আমারদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন না, এবং পরেও ঈদৃশ কুৎসিত আমোদ বিষয়ক কোনো পত্র লিখিয়া আমারদিগকে ব্যর্থ পণ্ডশ্রমে পরিশ্রান্ত করিবেন না, আমরা রাজকীয়,ধর্ম্ম-নীতি ও ইতিহাস এবং সাধারণ সংবাদাদি লিখিয়া পাঠাইলে পরই অতি সমাদরের সহিত আহ্লাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিতে পারিব, তদ্ভিন্ন সামান্য বাক্যসূচিত পত্র প্রেরণ করিলে পর, আমরা তাহাতে দৃষ্টিপাত মাত্র করিব না, অতএব পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা আমারদিগকে এই বিষয়টি ভিক্ষা দিবেন, যেন আমরা তাঁহারদিগের লিপি পাঠে অনর্থক সময় নষ্ট জন্য ক্ষুব্ধ হইতে না পাই, তাহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনীয়।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

পাটনার কমিস্যনর সাহেব, নিম্ন লিখিত কয়েকটি সম্বাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

"৫ জুলাই দিবসে ছাপরাস্থ বিদ্রোহিরা তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ পশ্চিম অভিমুখে গমন করে, দুষ্টেরা টাইপুরের থানায় অগ্নিসংলগ্ন করত তথা হইতে "চাদরা" নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিল।

৬ তারিখে আরায় অথবা ছাপরায় বিশেষ কোনো সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ৭ তারিখে ছাপরায় বিদ্রোহিরা "দারলির" দারোগাকে ধৃত করত গোরক্ষপুরে প্রবেশ করে। ৫।৬ শত বিদ্রোহি সিপাহি একত্রিত হইয়া আরার নিকটবর্ত্তি "উদন্ত,, নগর অধিকার করিয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছে। ৭ তারিখে সন্ধ্যার সময় এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল, যে, দুরাচারিরা আজিম গড় দিয়া সিকেন্দ্রাপুর অভিমুখে গিয়াছে, শুনিলাম উল্লেখিত দুর্ভাগা দারোগাটিকে বিদ্রোহিরা বিনষ্ট করে নাই, তাহাদিগের নিকটেই রাখিয়াছে।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বোম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে যে, একখানা আগ্নেয় তরি কতকগুলীন সেনা এবং ভালভাল কামানের সহিত সুরাটে গমন করিবেক। মৌএর কেল্লা উপযুক্ত লোকের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে এবং স্যার হিউজ রোজ সাহেব ৩ গণিত হায়দ্রাবাদ ক্যাবেলরী সহিত হায়দ্রাবাদ হইয়া 'পুনায়' গমন করিয়াছেন।

বিস্তর বিদ্রোহি নদী পার হইয়া ত্রিহুত জিলা মধ্যে প্রবেশ করত অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে, গণ্ডক নদীর সন্নিকট "রাজবাটী" এবং "রামওয়ালা" স্থানদ্বয়ের কুঠী সকল দুষ্টেরা বহ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, যে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সকল আফিসে কতগুলীন নেটিব খৃষ্টান আছে, তাহার হিসাব শীঘ্র যেন প্রেরিত হয়, এক্ষণে শুনিলাম যে কমিস্যনর কালেক্টর এবং অন্যান্য কার্য্যালয়ে অতি অল্প সংখ্যক খৃষ্টান কর্ম্ম করেন।

চক্ষুঃপীড়া আরোগ্য করিবার নিমিত্ত কোর্ট অব ডৈরেক্টর্স মহোদয়েরা ডাক্তর আরচার সাহেবকে তত্ত্বাবধারকের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

মহারাণীর ১০ সংখ্যক দলের ৫০ জন সেনা একজন সেনাপতির সহিত শীতলপুর কুঠীতে গমন করিয়াছে, তাহারা তন্নিকটবর্ত্তি স্থানরক্ষা করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর মেং ডবলিউ, জে, এলেন সাহেব, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টে এমত লিখিয়াছেন, যে কর্সিয়া এবং জিণ্ডিয়া পর্ব্বতবাসি লোকদিগের সকল বিষয় তিনি বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন, এতদ্বিষয়ের রিপোর্ট শীঘ্রই প্রেরণ করিবেন, তিনি যত দিবস পর্য্যন্ত উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন সেই অবধি তথায় কোনোরূপ গোলযোগ হয় নাই, এক্ষণে তাঁহার মানস এই যে, তিনি রাজধানী মধ্যে আগমন করেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! ইতঃপূর্ব্বে আমি যে একটি চরনা পাঠাই, বোধ করি তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। অধুনা যে রচনাটি পাঠাইতেছি, মানস যে, তাহা সংশোধনান্তে প্রকটন করিয়া চিরবাধিত ও নব লেখকের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতে আজ্ঞা হইবেক নিবেদনেতি।

মনের প্রতি উপদেশ।

পদ্য।

জগদীশ জয় বলো, জগদীশ জয়।
দেহ হোলো ক্ষয় ক্রমে, তনু হোলো ক্ষয়॥
বিষয় বাসনা সদা করিয়াছ মনে।
করিতেছ উপার্জ্জন, অতীব যতনে॥
ভাবিতেছ মন, ভবে, রবে চিরদিন।
কিন্তু দেখ মন তুমি, নও হে স্বাধীন॥
যখন রবিরসুত, হইবে নিদয়।
তখন তোমায় কেহ, হবে না সদয়॥
জগদীশ জয় বলো, জগদীশ জয়।
দেহ হোলো ক্ষয় ক্রমে, তনু হোলো ক্ষয়॥

অনিত্য ধনের লোভে, হোয়োনা হে রত।
জীবন ধারণমাত্র, কর বিধিমত॥
কায়মনোবাক্যে তুমি, কর উপার্জ্জন।
জীবন যাহাতে শেষে, হবে বিসর্জ্জন॥
পাইবে পরম ধন, মিথ্যা ইহা নয়।
যুক্তিযুক্ত এই কথা, জানিহ নিশ্চয়॥
জগদীশ জয় বলো, জগদীশ জয়।
দেহ হোলো ক্ষয় ক্রমে, তনু হোলো ক্ষয়॥

সংসার অসার জ্ঞানে, ভাব তাঁরে সদা।
অবশ্য সদয় তিনি, হবেন একদা॥
তাই বলি মন তুমি, হও হে সুস্থির।
হোয়োনা অস্থির আর, হোয়োনা অস্থির॥
বলি যাহা শুন তাহা, কর মন তাই।
পাইবে পরম ধন, সংশয়তো নাই॥
জগদীশ জয় বলো, জগদীশ জয়।
দেহ হোলো ক্ষয় ক্রমে, তনু হোলো ক্ষয়॥

যাহার লাগিয়া তুমি, আসিয়াছ ভবে।
তাহার কি হবে মন, করিবে তা কবে॥
ভবিষ্যতে আশা কর, কাহার আদেশে।
দেখদেখি ভেবে মন, কি হইবে শেষে॥
পরমার্থ সুধা পান, কর এ সময়।
কেহ যেন নাহি জানে, মনে যাহা লয়॥
জগদীশ জয় বলো, জগদীশ জয়।
দেহ হোলো ক্ষয় ক্রমে, তনু হোলো ক্ষয়॥

শ্রীমাধবচন্দ্র লাহিড়ী।
সাং দিনাজপুর।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৭৫ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৩০ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৩ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

যে মোকদ্দমায় মৃত জন এডলফস উইলিয়ম সাহেবের উইল প্রমাণের উত্তরাধিকারি সেরা উইলিয়ম্স ও মেটিলডা উইলিয়ম্স বাদীগণ এবং জুলিএন লাউইস কেরণ ও লুইস মেণ্ডিস প্রতিবাদিগণ সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে-বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত শাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চুড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে উপরোল্লেখিত মৃত এডলফর উইলিয়ম্, যিনি এই মহানগর কলিকাতায় বাস করিতেন এবং ১৮৪২ এক হাজার আট শত বেয়াল্লিস খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মহাজনদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেককার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন যে পাওয়ানা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

PAUL &. CARRUTHERS.
Attorney's.
পাল এবং কারুথর্স।
উকীলগণ।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৬ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

যে মোকদ্দমায় হামিদা বিবী, যিনি চাঁদবিবী নামে বিখ্যাতা তিনি বাদি এবং আগা মহম্মদ হোঁসেন, মুন্সি কোর্‌বান্, আলি মিয়া, সুলতান মসমট, ফতেমা বেগম, সাহেবা আমিত জাহারা, আগা জেনিএল আলিদিন, আগা আলি মহম্মদ, আগা আব্দুল্লা যিনি মোগল জান নামে বিখ্যাত, আগা মহম্মদ, জাফের সকিনা বিবী, যিনি খানম বিবী নামে বিখ্যাতা, আমিত জাহারা যিনি ফুল বিবী নামে বিখ্যাতা, খদিজা বেগম, যিনি বেগম বিবী নামে বিখ্যাতা, কলসুন বিবী যিনি সনা বিবী নামে বিখ্যাতা, মেরি আম বিবী, যিনি খালান বিবী নামে বিখ্যাতা, খায়রুণিসা বিবী, যিনি মণি বিবী নামে বিখ্যাতা, ইহাঁরা সকলে প্রতিবাদিগণ সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইলে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত শাতান্ন খ্রীষ্টিয়াব্দের ২৪ আপ্রিল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে

তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত কারবুলাই মহম্মদ যিনি মহানগর কলিকাতাস্থ এক জন যবন প্রজা এবং মগোল বাণিজ্যকারী ছিলেন এবং ১৮৫৬ এক হাজার আট শত ছাপান্ন খ্রীষ্টিয়াব্দের ২১ জুলাই তারিখে যাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার মহাজনদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তর খানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদি তাহা না করেন তবে তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

PAUL & CARRUTHERS.
Attorney's

পাল এবং কারুথার্স।
উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৬ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

আমার পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত-গুপ্ত, অদ্য ১৪।১৫ দিন হইল কোথায় গিয়াছে তাহার কোনো অনুসন্ধান পাইতেছি না। ঐ গোপালের বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর হইবেক। গৌরবর্ণ, কৃষ্ণাঙ্গ, ঈষদ্দীর্ঘাকার, গোঁফের রেখামাত্র হইয়াছে, হাস্য করিলে সম্মুখের দন্ত কিছু উচ্চ দেখায়, নাসিকা খর্ব্ব, দক্ষিণ হস্তে কনুই বাঁকের উপর কিঞ্চিৎ পোড়া চিহ্ন, বাম উরুদেশে স্পষ্ট একটা চিহ্ন আছে। উক্ত নামোপাধিক বালক যদি কাহারো দৃষ্টিতে পতিত হয়, তবে সেই মহাশয় অনুকম্পা পূর্ব্বক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে সংবাদ দিলে আমরা চিরজীবন তাঁহার উপকার ঋণে বাধ্য হইয়া থাকিব।

শ্রীগুরুচরণ দত্ত-গুপ্ত।
অনুগ্রহার্থী।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৫ আষাঢ় বেলা ৭ ঘটিকা কালে ১ একটি হীরামন পাখি বাঁশতলার গলির বাটী হইতে উড়িয়া গিয়াছে। যদি কোনো ব্যক্তি ঐ পাখির অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ৫ পাঁচ টাকা পারিতোষিক দিব।

শ্রীছট্টু লাল বাবু।
শিকদার পাড়ার গলি,
চিৎপুর রোড নং
৩০২ বাটী।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১ লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভরাত অনুবাদারম্ভ হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সংবাদ প্রভাকর

৩০আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮৯ দানিশাদাঃ১০৮

"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।"

আমরা এই প্রসিদ্ধ জনপ্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি, লোক সকল যত্র তত্র অপর-সাধারণ লোকেরদিগের ব্যবহারে কেহ কোনো দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিলে "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" বলিয়া উদাহরণ দেখাইয়া থাকে, কিন্তু অদ্যাপি বাস্তবিক কার্য্য-কারণে কোনো স্বরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় নাই। অধুনা ব্যবহারাদর্শস্বরূপে নিমতলার শবদাহের ঘাটই উক্ত সুযুক্ত জনপ্রবাদের বাচ্যরূপে পরিণত হইতেছে। কথিত ঘাটের দোকানদারগণ পরস্পরে একবাক্যক্রমে শবদাহক লোকদিগের নিকট অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযোগী কাষ্ঠাদির মূল্য বলিয়া ত্রিগুণ চতুর্গুণ টাকা ফুরাণ করিয়া লয়, কার্য্যকালে আবশ্যকীয় দ্রব্যের অর্দ্ধাংশও প্রদান করে না, যদি কেহ ঐ দ্রব্যের জন্য আপত্তি করে, তবে আর তাহার ঘোর বিপত্তির পরিসীমাও থাকেনা। ঐ সকল কৌশলদস্যু দোকানদারেরা নিমতলার ঘাটের পুলিসপ্রহরিদিগের মুখে ভার মারিয়া রাখিয়াছে, এজন্য শবদাহক লোকেরা চীৎকার করিয়া প্রাণান্ত হইলেও পুলিস প্রহরিরা বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্র করেনা। যাহারা শবদাহ করিতে যায়, তাহারা মৃতলোকের আত্মীয়স্বজন ব্যতীত অন্য কেহ নহে, একে আত্মীয়জনের মরণ জন্য তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়াই শবদাহ করিতে যায়, তাহাতে আবার শ্মশানস্থানীয় দোকানদারেরা শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় অর্থ দণ্ড করিতে ত্রুটি করেনা। যাহারা শবদাহ করিতে যায়, তাহারা শব বহন ও দাহন কার্য্যের দ্বারা বিষম ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আবার দোকানদারদিগের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারদিগের সম্ভাবিত সম্পত্তি থাকে, তাঁহারা কথিত কৌশল-তস্করদিগের অত্যাচারের বিষয় স্মরণ না করিয়া কোনোপ্রকারে বাটীতে আসিতে পারিলেই নিস্তার পান, এনিমিত্ত তাহারদিগের কথামাত্র সকল টাকা চুকিয়া দেন। যাহারা দুঃস্থ তাহারা অবস্থার দোষে তাদৃশ অতিরিক্ত টাকা দিতে পারেন, সুতরাং তাহারদিগের পক্ষে দোকানিদিগের অত্যাচার "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা," বাস্তবিক প্রমাণিত হইয়া উঠে।

আমরা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই প্রকার ভয়ানক নিষ্ঠুরাচারের কথা সকল শুনিতে পাই। পুলিসপ্রহরিরা দোকানদারদিগের অত্যাচারি নিবারণার্থে কোনো কথাই কহেনা, তাহারাই বা কিরূপে কোনো কথা কহিতে পারে? যেহেতু, তাহারাও দোকানদারদিগের মধ্যে একজন হইয়া থাকে, দোকানদারেরা তাহারদিগের মুখে ভার মারিয়া বাক্‌রোধ করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং কথা থাকিলেও মুখ হইতে বহির্গত হইতে পারেনা। যাহাহউক, আমরা পুলিস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং ওয়াকহোপ্ সাহেবকে অনুরোধ করি, তিনি কিছু গুপ্তভাবে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া যাহাতে দুঃখি প্রাণি প্রজাপুঞ্জের মহদ্দুঃখ নিবারিত হইয়া বাস্তবিক শান্তি সংস্থাপিত হয়, এমত সদুপায় সংস্থাপন করিয়া দিবেন, তাহা হইলে তিনিও ইহ পরকালে যশস্বী ও পুণ্যবানরূপে পরিগণিত হইবেন, সন্দেহ কি?।

গত শনিবার অপরাহ্নে বিলাত হইতে গত ৯ জুন দিবস পর্য্যন্তের যে সমাচার আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অতিরিক্ত বিশেষ বিবরণ কিছুই দৃষ্ট হয় নাই, কেবল লার্ড ক্যানিং সাহেব, লার্ড এলেনবরার পদাভিষিক্ত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায় প্রকটন করিয়াছেন, আমরা সময়ক্রমে তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম সজ্জন পাঠকগণকে বিদিত করিতে ত্রুটি করিব না।

গত ৮ জুন অবধি বিলাতে বাণিজ্য-বাজারের অবস্থা ক্রমে ন্যূন হইয়াছে ও কোনো২ দ্রব্য পূর্ব্বমত দরেই ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।— পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর বিলাতে সাধারণ বাণিজ্যদ্রব্য ৫,৭৬,০০০ পাঁচ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার মন অধিক প্রেরিত হইয়াছে। নীলের বাজার পূর্ব্বমত চলিতেছে। রেশম কিঞ্চিন্মাত্র ভাল দরে বিক্রীত হইয়াছে। চা অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, তুলার বাজার মধ্যম প্রকার, কিন্তু কিছু তুলার প্রয়োজন হইয়াছে, এ জন্য কিছু দর বৃদ্ধি হইতে পারে, চিনি সাধারণ পক্ষে এক সিলিং কম দরে বিক্রীত হইয়াছে, ফলে কাশীর চিনি উত্তম দরে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, কাফির বাজার পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু গরম হইয়াছে, চালের বাজার অতি মন্দাবস্থায় আছে, শোরার বাজার পূর্ব্বের ন্যায় গরম আছে, অত্যুত্তম শোরা বিশেষ দরে বিক্রীত হইতেছে। এরণ্ডতৈল অনেকাবশ্যক হইয়াছে, এজন্য দরও কিঞ্চিৎ উন্নত হইতে পারে, মৌরির তৈল কমদরে বিক্রীত হইতেছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বান্দার পত্রে ব্যক্ত করে "মেজর জেনেরল হোরাইটলক সাহেবের অধীনস্থ সেনারা দলবদ্ধ হইয়া কাল্পী হইতে 'কারউই' নামক স্থানের স্থানে স্থানে সতর্কতা পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। মেজর ডেলাস সাহেবের অধীনস্থ কয়েকদল সেনা নারায়ণ রাও ও মাধুরাও এবং তাহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি, কামান ও অন্যান্য সামরিক সজ্জা সঙ্গে করিয়া এস্থানে আগমন করিয়াছে। এক্ষণে এস্থান উদ্বেগশূন্য হইয়াছে এবং এমত বোধ হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এস্থান এরূপ মঙ্গলাবস্থায় থাকিতে পারে, কারণ ব্রিটিস সেনায় এদিগটা পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহারদিগের ভয়ে বিদ্রোহিরা এদিগে অগ্রসর হওনে সাহসিক হইতেছে না। 'কারউইর' দক্ষিণ পূর্ব্বে রেওয়া নামক স্থানে দুই এক দল বিদ্রোহি আছে, কিন্তু তাহারা থাকায় না থাকা স্বরূপ

হইয়াছে. দুরাচারিদিগের আহারীয় দ্রব্যাদির অভাব হওয়ায় বলহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।,,

জয়পুরের কোনো গোপনীয় পত্রে ব্যক্ত করে, "২৯ জুনে বিদ্রোহিরা হিন্দুয়ান হইতে অন্যত্র গমন-করণ কালীন আমরা তাহারদিগকে সমাদর-করণ জন্য উত্তমরূপে সজ্জীভূত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহারা কোনো প্রকার গোলযোগ উপস্থিত না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, তাহারা কোন্‌দিগে গিয়া স্থিতি করিবে তাহার কিছু স্থির করিতে না পারায় কেবল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রবার্ট সাহেব, দুষ্টদিগে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদানার্থ ধাবিত হইয়াছেন, এই সংবাদ তাহারা প্রাপ্ত হইলেই দক্ষিণাভিমুখে গমন করিবে, তাহার কোনো সন্দেহ নাই, কারণ সেদিগে ব্রিটিস সেনা অতি বিরল,মহারাজের যে সমস্ত সেনা হিন্দুয়ান নামক স্থানে থাকিয়া বিদ্রোহিদিগের প্রতীক্ষা করিতেছে, মহারাজ তাহারদিগের সদ্ব্যবহার অবলোকন করিয়া তাহারদিগে ১৫০০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।"

অনুবাদিত সংবাদ।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, 'মিরাট জেলাটি সংপূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়াছে'। তথায় এক্ষণে যরূপ বিনাকষ্টে কর সংগ্রহ হইতেছে, বোধ করি পূর্ব্বে এরূপ কখনই হয় নাই। নগরবাসিদিগকে নিরস্ত্র করাতে ২৮,০০০ অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নগর, জেলা, সকল স্থান হইতে একলক্ষ বিংশতি সহস্র অস্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বেরিলি হইতে মিরাট পর্য্যন্ত বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ তারের সংবাদ নির্ব্বিঘ্নে গতায়াত করিতেছে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত প্রভাকর প্রকাশকেষু।

রথযাত্রা।

ত্রিপদী।

কংস আজ্ঞা শিরে ধরি, অক্রূর হরিয়া হরি,
মথুরে চলে ত্বরাকরি।
শুনিয়া গোপিনী গণ, হোয়ে অতি উচ্চাটন,
চলিলেন যেথানে শ্রীহরি ॥
সঙ্গে লোয়ে রাধিকারে, ছিল ভিন্ন বেশ ভারে
দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের রথ।
যত সব গোপনারী, দাঁড়াইয়া সারি সারি,
আগুলিল গমনের পথ ॥
ক্রমে সব গোপিগণ, ধরা শয্যা অচেতন,
বিচ্ছেদ যাতনা মনে গুণি।
বৃন্দেদূতী ধৈর্য্য ধরে, সম্মুখে আসিয়া পরে,
বলে ওহে শুন ক্রূর মুনি ॥
দিনেতে ডাকাতি কোরে,গোপির সর্ব্বস্ব হোরে
লোয়ে যাও বধ কোরে নারী।
ধর্ম্ম ভয় পরিহরি, হরি আচরণ ধরি,
রথেতে তুলেছ বংশিধারী।
বৈষ্ণবের বেশ ধর, নীলমণি চুরি কর,
ধিক্ ধিক্ তোমারে অক্রূর।
নারী বধে নাহি ভয়, তোমারে ধার্ম্মিক কয়'
কেবা আছে তব সম ক্রূর ?॥
বিড়াল তপস্বী যেন, রথেতে বোসেছে হেন,
মরি মরি কি গুণের নিধি।
কঠিন তোমার হিয়ে, যেন কত শৈল দিয়ে,
গঠন কোরেছে বুঝি বিধি ॥
আপন মঙ্গল চাও, কৃষ্ণধনে ফিরে দাও,
ঘরে যাও লয়ে নিজ রথ।
তা নহিলে যত নারী, ফেলিয়া নয়ন বারি,
কাদা কোরে রোধ করি পথ ॥
চলিবেনা রথ আর, উপায় কি হবে তার,
কাজে কাজে ফিরে যেতে হবে।
তাই বলি বাক্য ধর, সব দিক্ রক্ষা কর,
বৃথায় কাঁদাও কেন সবে ॥
সুজনের ধারা ধর, পর উপকার কর,
তাহাতে সুযশ হবে কত।
প্রাণনিধি কর দান, জুড়াও গোপির প্রাণ,
ঘরে যাই কুলনারী যত।
ত্যজিয়া এসেছি কুল,হাসায়োনা শত্রুকুল,
কুল দিলে কুল পাই তবে।
তুমি হোলে প্রতিকুল, মজিবে গোপির কুল,
অকূলে ভাসাব কুল সবে ॥
হোয়ে সবে প্রেমাকুল, মজায়েছি জাতি কুল
মানে মানে তবু ছিল মান।
এবারে হইবে শেষ, কলঙ্কে পুরিবে দেশ,
কাজেই ত্যজিতে হবে প্রাণ ॥
যদি জান শ্যাম ধন, কি বোলে বুঝাব মন,
গোপির কি ধন আছে আর।
মরি মরি হায় হায়, শ্যাম যায় কুল যায়,
দুই দিগ গেল অবলার ॥
আমাদের কমলিনী, সোণার পুথলি জিনি,
ওই দেখ পোড়িয়া ধূলায়।
রাজার নন্দিনী যিনি, হোয়ে কৃষ্ণ প্রেমাধিনী
হইলেন পাগলিনী প্রায় ॥
ওহে-ও নিদয় কালো, প্রণয় করিয়া ভালো
রেখে গেলে সুখ্যাতি সংসারে।
মজায়ে নারীর কুল, হানিয়া বিচ্ছেদ শূল,
এরূপে যাইতে কেবা পারে ? ॥
বাজায়ে মোহন বাঁশী, সবারে করিয়া দাসী
প্রেম ফাঁসি পরাইয়া গলে।
আমরা কুলের নারী, চাতুরী বুঝিতে নারি,
কথায় অবলা যারে বলে ॥
সজল কমল আঁখি, অক্রূরের রথে থাকি,
বলিছেন প্রবোধ বচন।
ত্বরায় আসিব আমি, বলিয়া গোলোক স্বামী
রথে চড়ি করেন গমন ॥
ভাগবতে দৃষ্টি করি, পূর্ণব্রহ্ম রূপ হরি,
অবিচ্ছেদ সদা বৃন্দাবনে।
বিহরে যুগল রূপ, শ্রীরাধিকা বিশ্বরূপ,
দেখিতেছে যত ভক্তগণে।
হরি, হরিবোল হরিবোল, দে টান্ দে টান্।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকথন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাষ্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রমরাঃ মতল্লসীষদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৭৬ সংখ্যা] বুধবার ৩১ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৪ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

রাজকৃষ্ণ মিত্র।
সাং গোবিন্দপুর।

তাঁহার দেনা পরিশোধ করা যায়, ১ সহজ খত ২১০৲

দ্বারকানাথ ঘোষ।
সাং বোড়াল।

২ সহজ খত ২১১৷৷

শ্রীনাথ ঘোষ।
সাং কামডৌরি।

১ খত ৬৫৲

শ্রীস্বরূপচন্দ্র শীকদার।
হাং সাং মাণিকগঞ্জ।

কামডৌরি সাকিনের নীলামের বাগানের বয়নামা ১ খান ১৭০

সরল পুষ্করিণীর পাট্টা ৪ খানা।

মোং বোড়ালের ৵৪ রকমের হিস্যার বয়নামা ১ খান।

সাং ব্রহ্মপুরের উলশ মণ্ডলের কবালা ১ খান।

উক্ত সাং ছলি মণ্ডলের কবালা ১ খান।

উক্ত সাং কলমদ্দি মণ্ডলের কবুলতি ১ খান।

মোং কলিকাতার সাং ঘোড়াবাগান-মধুসূদন মিত্রের ইং ১২৪০ সাল নাং ১২৫০ সাল, ১০ সালের ১ খান হিসাব।

উল্লা মণ্ডলের ইস্তফা ১ খান।

মধুদাসের কবুলতি ১ খান।

শম্ভুনাথ বসু জমীদারের পাট্টা ১ খান।

কালীচরণ নাগ ও শম্ভুচন্দ্র ঘোষের সাং বোড়াল কবুলতি ১ খান।

মধুসূদন মিত্র জমীদারের কবজ ১ খান।

আর উক্ত সাকিনের অন্যান্য দলিল, যাহার কর্জ্জ শোধ।

শ্রীযুত ভগবত আঢ্যের নিকট হইতে ১ এক কেতা বিক্রয় কবালা লিখিয়া দিয়া উভয়ে ৭০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া উক্ত বন্দকী দলিল সকল খালাষ করা যায়।

উক্ত কবালা এবং দলিলপত্র উক্ত দেনার টাকা আদায় না করিবাতে ঐ সকল দস্তাবেজাৎ আমার নিকট রাখিয়া টাকা সন ১২৬৪ সালের ১ ভাদ্রে কোং ৮০০ টাকার কর্জ্জ লয়।

ঐ সকল দলিল খোয়া গিয়াছে, যদাপি কোনো ব্যক্তি পাইয়া থাকেন তবে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে উপস্থিত হইলে বা সংবাদ করিলে উচিত মতে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। আর যদ্যপি বিক্রয় করেন কিম্বা ছাপাইয়া রাখেন তবে নামঞ্জুর।

জমীদার কেদারনাথ বসু ও অতুলনাথ বসু এবং প্রিয়নাথ বসু।
সাং কলিকাতা সিমুলীয়া।

মোং বোড়াল পং মাগুরা।
জেলা চাব্বিশ পরগণা।

রকম হিস্যা খরিদ।
৵৪ বয়নামা ১ খান।

শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার।
সাং শিমুলীয়া।

বিজ্ঞাপন।

আমার পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত-গুপ্ত, অদ্য ১৪।১৫ দিন হইল কোথায় গিয়াছে তাহার কোনো অনুসন্ধান পাইতেছি না। ঐ গোপালের বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর হইবেক। গৌরবর্ণ, কৃশাঙ্গ, ঈষদ্দীর্ঘাকার, গোঁফের রেখামাত্র হইয়াছে, হাস্য করিলে সম্মুখের দন্ত কিছু উচ্চ দেখায়, নাসিকা খর্ব্ব, দক্ষিণ হস্তে কনুই বাঁকের উপর কিঞ্চিৎ পোড়া চিহ্ন, বাম উরুদেশে স্পষ্ট একটা চিহ্ন আছে। উক্ত নামোপাধিক বালক যদি কাহারো দৃষ্টিতে পতিত হয়, তবে সেই মহাশয় অনুকম্পা পূর্ব্বক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে সংবাদ দিলে আমরা চিরজীবন তাঁহার উপকার ঋণে বাধ্য হইয়া থাকিব।

শ্রীগুরুচরণ দত্ত-গুপ্ত।
অনুগ্রহার্থী।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৫ আষাঢ় বেলা ৭ ঘটিকা কালে ১ একটি হীরামন পাখি বাঁশতলার গলির বাটী হইতে উড়িয়া গিয়াছে। যদি কোনো ব্যক্তি ঐ পাখির অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ৫ পাঁচ টাকা পারিতোষিক দিব।

শ্রীছট্টু লাল বাবু।
শিকদার পাড়ার গলি,
চিৎপুর রোড নং
৩০২ বাটী।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১ লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভরাত অনুবাদারম্ভ হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি এবং নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি দৈববলে সম্ভাবিত সময় মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অত এব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ....১।০

সংবাদপ্রভাকর

৩১আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০।দানিশাব্দাঃ১০৮

পরম্পরা শ্রুত হওয়া যাইতেছে, হুগলির বিচক্ষণবর মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন অধিকার মধ্যে এমত ঘোষণা দিয়াছেন, পাঁচফিটের উপর চৌগোঁফ্‌ফাধারি যে সকল খোট্টা দৃষ্ট হইবে, তাহাদিগকে যে কোনো উপায়ে হউক গ্রেপ্তার করত তাঁহার নিকট উপনীত করিবে। এই চৌগোঁফ্‌ফা বিশিষ্ট খোট্টা ধরার অভিপ্রায় যদিও স্পষ্টত কিছুই প্রকাশ পায় নাই, তথাচ আমরা অনুমান করি, এবিষয়ে রাজপুরুষগণের কোনো প্রকার বিশেষ অনুমতি থাকিতে পারে। যেহেতু, বর্ত্তমান রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে নানা স্থানে নানা প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করত অকৃতজ্ঞ সিপাহিরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ভ্রমণ করিতে পারে, এবং তাদৃশ সময় প্রাপ্তি হইলে পর পরস্পরে একবাক্য অনুসারে এক স্থানে মিলিত হইয়া লুঠ ফসাদ কিম্বা ডাকাইতি করিয়া

প্রজাগণকে ব্যতিব্যস্তও করিতে পারে, এমত বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

আমারদিগের রাজপুরুষগণ কি, আমারদিগেরও সম্পূর্ণ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে, এইক্ষণে বিলাত হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসৈন্যের সমাগম হইতেছে। একারণ বিদ্রোহি সিপাহিরাও মনে মনে কিছু ভীত হইয়াছে, এবং গোরা সৈন্যদিগের সহিত সম্মুখ সমরে অনেকানেক বিদ্রোহি সিপাহিরা পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, ও কতক কতক বা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে। যাহারা রণমুখে পলায়িত হইয়া গিয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রও থাকিলে থাকিতে পারে। সেই ষড়যন্ত্রের অনুসারে আমারদিগের এ প্রদেশেও অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। যাহাহউক, পাঁচফিটের উপরি পরিমিত চৌগোঁফ্‌ফাধারি খোট্টারা ধৃত হইলে পর, বোধ হয়, কিয়দংশ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণের সহকারিতা করিতে পারিবে। বিশেষতঃ আমারদিগের দেশীয় প্রজারা স্বাভাবিক ভীরু-স্বভাব-বিশিষ্ট তাদৃশ বিকটাকার মূর্ত্তি সকল অবলোকন করিলে আমারদিগেরও গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। তাহারা ধৃত হইলে পর ঐ ভীতি নিবৃত্তিকে পাইতে পারে, এবং ভবিতব্য সংঘটিত হইলেও হইতে পারে, যে, পলায়নপর চৌগোঁফ্‌ফাধারি সিপাহিরা বিদ্রোহিদিগের দৌত্য কার্য্যার্থে নানা স্থানে নানা প্রকার ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া ঘরের সন্ধান লইয়া বেড়াইতেছে। কোনো সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই সংবাদ করত আপনারদিগের অভিপ্রায়সিদ্ধ করিতে পারিবে।

হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদ্যপি কথিত প্রকার চৌগোঁফ্‌ফাধারি দেশোয়ালীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার অনুমতি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বুদ্ধির-কৌশল বিশিষ্ট প্রকারেই প্রকাশিত হইবে সন্দেহ নাই, প্রার্থনা করি, হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিমতের প্রতি পোষকরূপে অন্যান্য জিলার সুবিজ্ঞ মাজিষ্ট্রেট মহোদয়েরা আপনারদিগের অধিকার মধ্যেও এই প্রকার মঙ্গল-বিধায়ক ঘোষণা প্রচার করিয়া দিন, তাহাহইলে পর বিদ্রোহকারি কৃতঘ্ন সিপাহিদিগের কদভিসন্ধিরপক্ষে অপেক্ষাকৃতরূপে কতক অংশ প্রতিরুদ্ধকতাও করিতে পারিবেক। যেখানে প্রকৃত যুদ্ধের বলে শত্রু মর্দ্দনের উপায়াভাব সেস্থলে ছল বা কৌশল পূর্ব্বক বিপক্ষ দমন কর্ত্তব্য। হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে প্রকার কৌশলক্রমে ঘোষণা দিয়াছেন, এপ্রকার কুশল-বুদ্ধি অবলম্বন করত সকল স্থানের শান্তি রক্ষকেরা কার্য্যানুষ্ঠান করিলে অবশ্যই মঙ্গল সম্ভাবনা। যাহা হউক, আমরা পরম্পরাক্রমে এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম, সামান্য কথায় বলে "খোস্ খবরের ঝুটাও ভাল" মঙ্গল সমাচারের অমূলক কথাও মঙ্গলদায়ক, জগদীশ্বর করুন, যেন এজনরব যথার্থরূপে পরিণত হইয়া সর্ব্বত্রই মঙ্গল সংস্থান করে।

গবর্ণমেণ্ট পুদত্ত সংবাদ।

৯ জুলাই দিবসের আগত সমাচার।

বিগত ৫ তারিখে জেনরল রবার্ট সাহেব সসৈন্যে জয়পুরের দক্ষিণ সাঙ্গিয়ার নামক স্থানে অবস্থান করেন, যে সকল বিদ্রোহিরা "লালসন্ত" পরিত্যাগ পুরঃসর "টঙ্কুতে" গমন করে, তাহারা ভোলপুরে যাত্রা করিয়াছে, জয়পুরের রাজা, ঠাকুর লছমণ সিংহকে আপনার মুনসেফ করিয়াছেন, "চাতসু" অভিমুখে বিদ্রোহিদিগের অগ্রসর হওন বার্ত্তা শ্রবণ করত জেনরল রবার্ট সাহেব শত্রুদিগের পথ রুদ্ধ করণার্থ যত্নশীল হইয়াছেন। কোটাস্থিত বিদ্রোহিরা গোয়ালিয়রে গমন করে, কিন্তু তথায় উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়া সম্প্রতি সাহস-বিহীন ও ছড়িভঙ্গ হইয়া জয়পুরের অন্তঃপাতি মাধুপুরের নিকটবর্ত্তি "কারয়ার" নামক স্থানে আসিয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। সাহাগঞ্জের বিদ্রোহি রাজা আপন ইচ্ছায়, মেং থরন্টন সাহেবের নিকট ধরা দিয়াছেন।

মহারাণীর ৩২ গণিত সেনা ৭ সংখ্যক পঞ্জাবি পদাতিক, লাহোরের কয়েক দল অশ্বারোহি কতকগুলীন রায়েল গোলেন্দাজ সেনা ১৮ পোণি দুইটা কামান সমভিব্যাহারে আলাহাবাদ পার হওত "ট্রান্স গঙ্গা" পরগণায় গমন করিয়াছে।

৬ তারিখে রজনীযোগে কয়েকদল বিদ্রোহি আরা ষ্টেসন মধ্যে

প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্টার সাহেবের বাংলা পোড়াইয়া দেওয়াতে ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে; বিদ্রোহিরা পলায়ন কালীন ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের কয়েক জনকে হত করে, এপক্ষের ১০ সংখ্যক পদাতিক সৈন্য দলের একজন মাত্র হত হইয়াছে।

৯ জুলাই বৈকালে বিদ্রোহিরা আরা পরিত্যাগ করিয়াছে, ১৬ সংখ্যক সেনারা সেই দিবস পরাহ্নে আরা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

মজফ্ফরপুরের ৫ জুলাই দিবসের পত্রপাঠে অবগতি হইল বিদ্রোহি সেনারা উক্ত স্থানের সার্দ্ধদ্বাদশ ক্রোশান্তর গণ্ডকনদের পার্শ্ববর্ত্তি স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহারা অনায়াসেই মজফ্ফরপুরে প্রবেশ করিতে শক্ত হইতে পারে, কেননা তথায় সংপ্রতি অতিঅল্প সংখ্যক ব্রিটিস সেনা অবস্থিতি করিতেছে। কেবল মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডেম্পিয়ার সাহেবের বিশেষ যত্নে ও বুদ্ধিকৌশলে প্রদেশটি রক্ষা পাইয়াছে, তিনি মেং গেল সাহেব এবং তন্নিকটবর্ত্তি জমীদারগণকে বিশেষরূপে সতর্ক হইতে আদেশ করিয়া কয়েকদল সৈন্য সমভিব্যহারে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকুলে ধাবিত হওয়াতে তাহারা চম্পট দেখাইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া গিয়াছে।— সারণ প্রদেশ মধ্যস্থিত থানা কুঠীমধ্যে বিদ্রোহিরা কেবল অগ্নি-সংলগ্ন করিতেছে, তৎস্থানবাসিরা দিন যামিনী প্রাণভয়ে সঙ্কুচিত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে, কি আশ্চর্য্য! গত বৎসর পাটনা প্রভৃতি স্থানে যেরূপ বিদ্রোহানল প্রদীপ্ত হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে কিন্তু তাহা নিবারণার্থে কোনোরূপ বিশেষ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না।

অনুবাদিত সংবাদ।

"আলাহাবাদের কমিস্যনর সাহেব পদচ্যুত সিপাহি সেনাদিগ্যে কিনিয়মে বাটী গমন করা উচিত, তদ্বিষয়ে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের অভিমত অবগত হইতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহাতে আমারদিগের বড়কর্ত্তা মহাশয় এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, যে গ্রামে উক্ত সিপাহিদিগের বাটী সেই স্থানের প্রধান ব্যক্তির উপর তাহারদিগের ভবিষ্যত্ আচরণের তত্ত্বাবধারণের ভার দেওয়া যাইবেক, যদ্যপি তাহারা ভবিষ্যতে কোনো রূপ গোলযোগ করে, তাহার দায়ি উক্ত ব্যক্তিকে হইতে হইবে, এবং তাহারদিগের প্রত্যেক বিষয়ের রিপোর্ট নিকটবর্ত্তি পোলিসকর্ম্মচারিদিগ্যে লইতে হইবে"।

মেং ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব, বেহার প্রদেশে দানাপুর হইতে গাজিপুর অবধি স্থান এবং সাহাবাদ জেলার সামরিক কার্য্য নিষ্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যত দিবস পর্য্যন্ত ঐ সকল স্থানে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ না হইবে, ততদিবসাবধি উক্ত ধীরবর সাহেবকে তৎস্থানের শান্তি সংস্থাপনের নানাবিধ উপায় ঈক্ষণ করিতে হইবে। উক্ত স্থানের সেনা এবং সেনাপতিগণকে ডাউলাস সাহেবের আজ্ঞাধীনে চলিতে হইবেক। সেনারা কয়েক দলে বিভক্ত হইয়া নিকটবর্ত্তি স্থানে স্থানে সতর্কতা পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবে, এইরূপ স্থনিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া যদ্যপি উক্ত গুণযুক্ত রণনিপুণ সাহেব বিদ্রোহিদিগের আগমন প্রতীক্ষা করেন, তাহা হইলে শত্রুরা ভয়ে পলায়নপর হইলে পুনর্ব্বার ঐ দেশে শান্তি স্থাপনের বড় বিলম্ব হইবে না।

ভিশুভিয়স্ আগ্নেয় পর্ব্বত।

নেপেল্সদেশীয় এক পত্রে জ্ঞাত করে, ২৭ মে হইতে কয়েক রাত্রে গ্রীষ্মের তাপ বৃদ্ধিজন্য অগ্ন্যুৎপাত প্রবল হইয়াছিল। ৩০ মে রাত্রে ঐ উপাহিত বিশেষ প্রবল এবং উৎপাতজনক হইয়াছিল। লা, গলা বৃদ্ধি পাইয়া স্রোতের ন্যায় বাহিত হইয়া অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়, এবং এজন্য নানা জনপদের নানাপ্রকারের লোকেরা দর্শনেচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিল, অন্ধকার রাত্রি বলিয়া দর্শকেরা একএকটা আলোক লইয়া গিয়াছিল, সেই আলোকের প্রতিফলক গলিত লার উপর পতিত হওয়াতে অত্যপূর্ব্বতর শোভা ধারণ করিয়াছিল, যদ্রূপ অমবস্যা নিশায় ঘোরান্ধকার জন্য বৃক্ষোপরে জ্যোতিরিঙ্গণ সকল উপবেশন করিলে চমৎকার দৃষ্ট হইয়া থাকে সেইমত দর্শকগণের হস্তে আলোকের প্রতিবিম্বদ্বারা গলিত লার সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইয়াছিল।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*

সংবাদপ্রভাকর

আষাঢ়িকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ভিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরসু প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রামর মত্তভ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

ইতি এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৭৭ সংখ্যা। গুরুবার ৩২ আষাঢ় ১২৬৫ সাল। ইং ১৫ জুলাই ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি এবং নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি দৈববলে সম্ভাবিত সময় মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

আমার পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত-গুপ্ত, অদ্য ১৪।১৫ দিন হইল কোথায় গিয়াছে তাহার কোনো অনুসন্ধান পাইতেছি না। ঐ গোপালের বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর হইবেক। গৌরবর্ণ, কৃশাঙ্গ, ঈষদ্দীর্ঘাকার, গোঁফের রেখামাত্র হইয়াছে, হাস্য করিলে সম্মুখের দন্ত কিছু উচ্চ দেখায়, নাসিকা খর্ব্ব, দক্ষিণ হস্তে কণুই বাঁকের উপর কিঞ্চিৎ পোড়া চিহ্ন, বাম উরুদেশে স্পষ্ট একটা চিহ্ন আছে। উক্ত নামোপাধিক বালক যদি কাহারো দৃষ্টিতে পতিত হয়, তবে সেই মহাশয় অনুকম্পা পূর্ব্বক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে সংবাদ দিলে আমরা চিরজীবন তাঁহার উপকার ঋণে বাধ্য হইয়া থাকিব।

শ্রীগুরুচরণ দত্ত-গুপ্ত।
অনুগ্রহার্থী।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

সংবাদপ্রভাকর

৩২আষাঢ় শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

চমৎকার লোকের চরিত্র।

কালে কালে লোকের চরিত্র অতিশয় চমৎকার হইয়া উঠে।

লোকেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন, আমার ভাল হইলে যাহাতে দেশের মঙ্গলোন্নতি সংঘটিত হইবে, এমত সকল কার্য্যাচরণ করিব। কিন্তু সুসময় প্রাপ্ত হইলেপর আর পূর্ব্বকথা মনে থাকে না। তখন সেই মানুষ আর একপ্রকার অপূর্ব্বতর স্বভাবের অধীন হইয়া বসেন। পাঠালয়ে বালকেরা যতদিন অবস্থিতি করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পুস্তকে পঠিত নীতিসূচক বাক্য সকল যত্রতত্র কথিত প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। পরে কথঞ্চিৎ কৃতবিদ্যত্ব প্রাপ্ত হইলে কোনো প্রকারে বিষয়কর্ম্মের চেষ্টা পায়। বিষয়কার্য্যের অন্বেষণ সময়ে পাঠাবস্থার আন্দোলিত কথা সকল প্রায় সমগ্ররূপে স্মৃতিপথের পথিক হইতে পায় না। তৎকালে আর সে রাম, সে অযোধ্যা, ভাবের কিছুই অবস্থিতি করে না। কোনো কোনো যুবাদিগের মনে মনে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব থাকিলেও তাঁহারা দেশাচারের বশ্য হইয়া এক প্রকার যযুখবু হইয়া পড়েন। প্রসঙ্গায়ত্ত্বে কথায় কথায় কাহারো দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে ঠোঁটমুখ চাটিতে চাটিতে গেঁই গুঁই করিয়া আশ-কথা পাশ-কথা পাড়িয়া প্রকৃত প্রস্তাবকে চাপা দিয়া ফেলেন। যাঁহারা শিক্ষিতাবস্থার সূত্রসংচ্ছেদন করত বিষয়কার্য্যের অধ্যধীন হইয়া লোকায়তিক হইয়া পড়েন, তাঁহারা কোনো প্রকার দেশোপকারক কথা শুনিতেও সময়প্রাপ্ত হয়েন না। কোনো কোনো মহাজনেরা আবার সময় পাইলেও তাদৃশ কোনো কথা কহিতেও যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বসেন। ফলত তাদৃশ মহাত্মা লোকেরা কোনো প্রকার সামান্য আমোদ প্রমোদের কথা শুনিলে অতিশয় সাবহিতচিত্তে তাহার মূল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করেন। সে বিষয়ে যে কত সময় প্রাপ্ত হয়েন তাহা বলিতেও বরঞ্চ দুষ্টতা প্রকাশ পায়। যাহা হউক, আমারদিগের দেশীয় লোকদিগের এই প্রকার সৎপ্রকৃতি অবধারিত করিয়াই বিদেশীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। আহা! এপ্রকার সচ্চরিত্র লোকেরাই কি আমারদিগের দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন? এমনিই সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছে বটে, জগদীশ্বর করুন; উক্ত প্রকৃতির লোকেরা প্রকৃতি সদ্ভাবেই কালযাপন করিতে পারগ হউন।

যে প্রকারে দেশের মঙ্গলোন্নতি সম্ভাবনা, তাহা প্রায় সামান্য রূপে কাহারো বোধগম্য হইতে পায় না। কারণ, বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা সুমার্জ্জিত বুদ্ধিসত্তা প্রতিভাত হইলে সহজেই সকল বিষয়ের সদসত্তা প্রতিভাত হইতে পারে। বিদ্যাশিক্ষায় সঙ্কোচ থাকিলে প্রায় কোনো ব্যাপারেরই ভালমন্দ বুদ্ধিগম্য হইতে পায় না। সুতরাং আমারদিগের দেশীয় নব্যসম্প্রদায়ি অসীম বুদ্ধি ও বিদ্যাবিশিষ্ট লোকেরা যে, দেশোপকার বিষয়ে এবম্ভূত প্রভূৎপন্নমতি হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিক সম্ভব বটে। দেশোপকারের প্রধান উপযোগ বিদ্যাশিক্ষার প্রাচুর্য্য, বিদ্যাশিক্ষার প্রচুরতা হইলেপর সহজেই ধারণা হয় যে, কোনো প্রকার অভাব নিবারণ হইলেই প্রকৃতরূপ উপকার বলিয়া মান্য করা যায়। বর্ত্তমানাবস্থায় দেশে যে প্রকার নানাবিষয়ে অভাবের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে বিদ্বজ্জনেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, আপাতত দেশে সাধারণরূপ অন্নাভাবই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই অন্নাভাবের কারণ অন্বেষণ করিলেপর শুদ্ধ এইমাত্র উপলব্ধি হয় যে, যে কোনো প্রকারে হউক, রাজবিদ্রোহিতা নিবারণ করাই বিধেয়, তাহা হইলে আর অনর্থকরূপে অর্থাদি বিনষ্ট হইবে না। ব্যর্থ দেশাদির অপচয় নিবৃত্তি পাইলেই অন্নাভাব নিবারিত হইবে অন্যথা নাই। আমরা প্রায় সার্ব্বত্রিকরূপেই সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি। অনেক স্থানে অনেক লোকেরা অনেক প্রকারেই অন্নাভাবে অবসন্ন হইয়াছে। লিবারেল্-পার্টির লোকেরা কি এসকল দুঃস্থ লোকদিগের উপকারার্থে মনোযোগ করিয়া থাকেন? যদি কেহ স্বপ্নেও এপ্রকার সদ্ভাব বিবেচনা করেন, তাহা হইলেও আমরা তাঁহারদিগের গুণগ্রাম স্মরণ করত যথোচিত ধন্যধ্বনি ঘোষণা করিতে পারি।

পরন্তু আমরা মধ্যে মধ্যে লিখিয়া থাকি, সর্ব্বাপেক্ষা লোকের স্বাস্থ্য দান করাই বিশেষ উপকারক বলিয়া মান্য। সাধারণ লোকেরা অনেক রোগকে অসাধ্য বলিয়া জানেন, এজন্য সামান্যপক্ষে তাহার প্রতীকার চেষ্টাও করেন না, কিন্তু আমারদিগের নিকটেই উক্ত প্রকার অসাধ্যরোগপ্রতীকারক লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, আরমাও দেশের লোকদিগকে অনুরোধ করিতে ত্রুটি করি নাই। যদিস্যাৎ সকলেই সত্তরমত সহায়তা করেন, তবে আমরাই মধ্যবর্ত্তি হইয়া অসাধ্যরোগ শান্তি-বিষয়ে মহোপকার প্রত্যক্ষ করাইতে পারি। আমারদিগের জাতীয়-ধর্ম্মের মতে যে প্রকার সাধনা সকল সদুপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নব্যসম্প্রদায়ি কৃতবিদ্য লোকেরা স্বীকার করেন না। আমারদিগের দেশীয় লোকেরা প্রয়োগের বশ্য, অগ্রেই প্রয়োগ দেখিতে চান, কিন্তু পরীক্ষা না করিলে যে কোনো প্রয়োগ দুষ্ট হইতে পারে না, তাহা বিবেচনা করেন না। তাঁহারদিগের গুরু-গোস্বামী ইংরাজ বাহাদুরেরা কোনো প্রকার আশ্চর্য্য নূতন বিষয় শ্রুত হইলেই পরীক্ষার অধীনে আনেন, পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হইলে সেই বিষয় অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিত্যাগ করেন, এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কায়মনোবাক্যে তাহার উন্নতিসাধনে যত্নবন্ত হইয়া থাকেন। ফলত অস্মদ্দেশীয় লোকেরা শিষ্য হইয়া গুরুমারা বিদ্যার ন্যায় এককালেই পরীক্ষাবিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। এ কি সাধারণ আক্ষেপের বিষয়? এবং সামান্য পক্ষেই কি "চমৎকার লোকের চরিত্র" শিরোনামে এই প্রস্তাব উল্লক্ষিত করিয়াছি? এই অসাধ্য মহারোগাদি শান্তিবিষয়ের পরীক্ষা করিলেপর যদি কৃতকার্য্য হওয়া যায় তবে আমারদিগের জাতিধর্ম্মের কত দূর গৌরববৃদ্ধি পাইবে, তাহা বিচক্ষণ পাঠকমহোদয়েরাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। যদিস্যাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে দেশোপকারের অভিপ্রায় থাকে, তবে মহাত্মা ও বিদ্যোৎসাহি লোকেরা আমারদিগের প্রস্তাবিত মঙ্গলানুষ্ঠানে যত্নবন্ত হইবেন। আমরাও তাঁহারদিগের সৎকার্য্যের ঘোষণা লইয়া পরমাহ্লাদের সহিত কালযাপন করিব। আমারদিগের প্রস্তাবিত বিষয়টি যদ্যপি সজ্জনগণের গ্রাহ্য হয়, তবে পত্রদ্বারা সাধ্যমত অনুকূলতাসূচক দাতব্যের স্থৈর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। আমরাও তাঁহারদিগের প্রকৃত দৌত্য কার্য্য সমাচরণ করিব সন্দেহ নাই। হে দেশস্থ মহাত্মাগণ! আপনারা আমারদিগের প্রস্তাবের পুষ্টিপূরক হউন, তাহাই প্রার্থনীয়।

হিতৈষিণী সভা।

আগামী শুক্রবার ১ শ্রাবণ অপরাহ্ণ ৭॥ সার্দ্ধ সপ্ত-ঘটিকা কালে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে হিতৈষিণী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, অতএব সভ্য এবং দর্শক মহোদয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে কথিত সময়ে উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি ও সভ্যগণকে উৎসাহান্বিত করিবেন। আমারদিগের দেশের লোক সকল প্রায়ই অনুৎসাহি। কোনো প্রকার দেশমঙ্গলের সদনুষ্ঠান হইলে, তাহার উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া বিদ্যানুরাগিতা পক্ষে অবশ্য উচিত ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম, সুতরাং বিদ্যানুরাগি মহোদয় বর্গ অবশ্যই হিতৈষিণী সভায় সমাসীন হইয়া সভ্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ।

আমরা শুনিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত শনিবার দিবসে বাগবাজার নিবাসী পীতাম্বর কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তি হত ভাগ্য প্রযুক্ত গল দেশে রজ্জুসংলগ্ন করত মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছে। এই হতভাগার আত্মঘাতী হওনের কোনো কারণ প্রকাশ পায় নাই। ফলত কোনো প্রকার অপ্রতীকার্য্য মর্ম্মান্তিক দুঃখ বোধ না হইলে কেহই ঈদৃশ লোকাচার বিরোধী হইয়া আত্মঘাতী হয়না। যাহা হউক, পীতাম্বর কর্ম্মকারের আত্মহত্যা বিষয়ে যে কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সেই ব্যক্তি আসিয়া না বলিলে কদাপি নিশ্চয় জানা যাইতে পারেনা, অনুমান করি, কোনো প্রকার প্রকাশ্য কারণ থাকিলে, অবশ্য প্রকাশ পাইবে।

নেপালের বন্ধুর পত্রখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম।

নেপাল-রাজধানী।

প্রিয় সম্পাদকপ্রবর! আমারদিগের দুর্ব্বল বাঙ্গালিজাতির সহায় সম্পত্তি কেবল ব্রিটিসজাতি মাত্র। নচেৎ অন্য গতি নাই, এই চণ্ডাল-বিদ্রোহিদের জ্বালায় আর কিছুই থাকিবেক না। সকল দেশই গেল, বেহারাঞ্চলেরও সুমঙ্গল নাই, বিশেষত আপনকার পূর্ণপ্রভান্বিত প্রভাকর যদিও ডাকের গুণমণিদের গুণে রীতিমত পাইতাম না, যদিচ বিলম্বে অথবা একটার পর অন্য পুলিন্দা পাইয়া সকল বন্ধুবান্ধবগণের না হউক, অনেকের সমাচারাদি

পাইয়া তাপিতচিত্ত স্নিগ্ধ করিতাম তথাচ এক্ষণে "সে গুড়েও বালি পড়িল," কেননা আর প্রভাকরেরও দর্শন পাই না, যাহা হউক, এপত্রখানিও যে আপনি প্রাপ্ত হইবেন, তাহারই বা ঠিকানা কি! এজন্য রিয়ারিং পাঠাইলাম, সম্পাদক মহাশয়! আর বাঁচাতে সুখের লেশমাত্র নাই। পৃথিবী দো ফাঁক হইলেই ভাল, হা বিশ্বনিয়ন্তা! সৃষ্টির কি নাশ করণেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন? যাহা হউক এসময়ে কেবল দুঃখার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া নয়ননীরে ভাসিতেছি, জগদীশ্বর যাহা মনে করিবেন তাহাই হইবেক, আর কি নিবেদিব।

কস্যচিৎ বাঙ্গালী মানুষ।

---

৮ জুলাই দিবসীয় আলাহাবাদস্থ সংবাদদাতার পত্রে বিদিত হইল যে, তথায় বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া বিলক্ষণরূপে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গ্রীষ্ম প্রভাবে সকলেই বিষম কষ্ট পাইতেছে, ক্ষণকালের জন্যও কেহ সুস্থির হইতে পায়না, সকলেই জলাভাবে হাহাকার করিতেছে। গ্রীষ্মেতে ঘরের ভিতরে থাকে এমত সাধ্য কাহারও নাই, গাত্রের শোণিত সলিল হইয়া ঘর্ম্ম যোগে বাহির হইয়া যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হয়, তদ্দর্শনে সকলের মনেই আশার সঞ্চার হয়, কিন্তু কি চমৎকার? নিমেষার্দ্ধ মধ্যে সেই জলদাবলী বিলীন হইয়া যায়, মেঘান্তে দিনমণি সহস্রাংশে প্রবলতর কর বরিষণ করত দিগ্‌মণ্ডল প্রায় দগ্ধীভূত করিতে থাকেন।

হে বিশ্ববিধাত! সৃষ্টি রক্ষা কর। আলাহাবাদ প্রবাসি ও নিবাসি লোক নিচয়কে নিদারুণ নিদাঘের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। আর কিছু দিবস তথায় সুবৃষ্টির সৃষ্টি না হইলে যে প্রাণিপুঞ্জ প্রাণত্যাগ করিবে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, আলাহাবাদস্থ শ্বেতকান্তি সেনা নিকর হইতে বাছনিকরত চারি রেজিমেণ্ট অশ্বারোহি সৈন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ সেনারা নিম্ন লিখিত বারিকমধ্যে অবস্থিতি করিবে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দল 'পপামো' নামক স্থানের পথোপরি বারিকমধ্যে থাকিবেক। তৃতীয় দল গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের বাসস্থানের নিকটস্থ বারিকে থাকিবেক, এবং চতুর্থ রেজিমেণ্ট যমুনার নিকটবর্ত্তি দুর্গাশ্রয় করিবেক। যমুনার দুইপার্শ্বস্থিত পল্লীগ্রামের বাসিন্দারা নিজ নিজ আবাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে, তাহাদিগকে স্বস্ব বাসস প্রত্যানয়নার্থে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সাতিশয় চেষ্টিত হইয়াছেন, ফলে কোনো প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

শত্রুরা আরা পরিত্যাগপূর্ব্বসর ৫ ক্রোশ অন্তরে পলায়ন করে।— বক্সরের পথে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করাতে তৎস্থান দিয়া পথিকদিগের গতায়াত বন্দ হয়।— গোরক্ষপুর হইতে সেনা সংগ্রহ করণার্থ ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে একজন সেনাপতি নিযুক্ত হন।— গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ পায় যে, বেহার, পাটনা, ছাপরা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহশূন্য হইয়াছে।— সাহাবাদ জিলার স্থানে স্থানে ৩০০০ বিদ্রোহি দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে।— আরা এবং তন্নিকটস্থ রাজপথমধ্যে ব্রিটিস সেনারা অবস্থিতি করত বিদ্রোহিদিগের আগমন প্রতীক্ষা করে।— ঝান্সির বিখ্যাত সরদার দৌলত সিংহ ঠাকুর এবং চিনাজি ঠাকুরকে ধৃত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট ৩৮০০ টাকা পারিতোষিক প্রদানের এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন।— বান্দার জমীদার মতিলযোদর, কয়েকজন ইংরাজকে বিদ্রোহিহস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক নিজালয়ে আশ্রয় প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ৫০০ টাকা মূল্যের এক পাগড়ি এবং ৪০০ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করেন।— আলাহাবাদে শ্বেতসেনা হইতে বাছাই করিয়া চারি রেজিমেণ্ট অশ্বারোহি সেনা সংগ্রহ করা হয়।

২৬ গণিত এতদ্দেশীয় সেনাদলের একজন সিপাহি বিদ্রোহিতা অপরাধে অপরাধি হইয়া পঞ্জাবে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।

চীনরাজ্যের ক্যান্টন্ নগর হইতে ৫ জুনে যে পত্র আগত হয়, তাহার সারমর্ম্ম এই "পেণ্ড নামক স্থানে চীনবাসিদিগের সহিত আমারদিগের একটা সমর হয়, তাহাতে আমরা তাহারদিগের দুইটা দুর্গ অধিকার করিয়াছি, এই সমরে ৭০ জন ফ্রেন্স এবং ইংরাজের প্রাণ বিয়োগ হয়, এস্থানবাসিরা আমারদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপ বিরোধ ভাব প্রকাশ করিতেছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তবিরেকারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৭৯ সংখ্যা] শনিবার ২ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ১৭ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৭ আষাঢ় শনিবার শিমুলিয়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার, কাগজাদি ও দলিল বিষয়ের যে ঘোষণা দিয়াছিলেন সেই সকল দস্তাবেজ ও দলিল আমার নিকট আছে তাহা এপর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে বন্দক দেওয়া হয় নাই, উক্ত উমেশচন্দ্র সরকার কি অভিপ্রায়ে এরূপ বিজ্ঞাপন করেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত সপ্তাহ মধ্যে দিবেন যদি না দেন তবে তাঁহার নামে ইণ্ডাইট করা যাইবেক।

শ্রীঅতুলনাথ বসু খোদ। ও অছি।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।

সংবাদ প্রভাকর

২ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

হিন্দুমেট্রাপলিটন কালেজ।

"হিন্দুমেট্রাপলিটন কালেজ" যাহা হিন্দুজাতির কীর্ত্তি-মন্দির স্বরূপ, সেই বিদ্যালয়কে চিরস্থিত ও উন্নত করা হিন্দুজাতি মাত্রেরি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহার যত শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে, ততই সুযশ, সুনাম, সুরাগ, এবং গৌরববৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং তদ্বিপরীতে যত ইহার হ্রাস, অকল্যাণ এবং পতন হইবে, ততই দুর্ণাম হইয়া কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবেনা। অতএব এই স্থলে অধিক কথা উল্লেখ করাতে শুদ্ধ মনের দুঃখে চক্ষের জলে বক্ষস্থলকে প্লাবিত করিতে হয়। কি পরিতাপ! হিন্দু মহাশয়েরা এই অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনকল্পে একাল পর্য্যন্ত কেবল কৃপণতাই করিতেছেন, কেহই একবার এতৎপ্রতি প্রীতি পূর্ব্বক কটাক্ষ পাত করিলেন না। লোকে স্বহস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করিলে কখনই তাহা ছেদন করেনা, কিন্তু চমৎকার এই, যে এতদ্দেশীয় মহোদয়েরা অমৃত ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া অযত্নরূপ কুঠারের আঘাত মারিয়া আপনারাই তাহা ছেদন করিতেছেন। একটি-বারও তাহার মূলে যত্ন স্বরূপ সলিল সেচন করিলেন না। কীটের চর্ব্বনে এই সুধাশাখির শাখা পত্র সমুদয় বিনষ্ট হইল। আহা! সকলে যদিস্যাৎ তরুতত্ত্বজ্ঞজনের ন্যায় যথাযোগ্য উৎসাহ-যোগে এই বৃক্ষটিকে বলবান এবং ফলবান করেন, তবে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের বিষয় হয়? ইহার গৌরবরূপ কুসুম সৌরভে দিগ্ সকল আমোদিত হইতে থাকে, বিদ্যাফলের আস্বাদনে তৃপ্তিসুখের সীমা থাকেনা। সেই ফলের ফলের ফলে আবার যে কত ফল ফলে, তাহা সুবোধ সমূহের অবোধের বিষয় কি? সুতরাং এই স্থলে বাক্য দ্বারা ব্যক্তকরণে প্রয়োজনাভাব।

সাধারণ কর্ত্তৃক সম্ভাবিত সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়াতেই শুদ্ধ এই কালেজের এতদ্রূপ দুরবস্থা হইয়াছে, এতদিন ইহার স্থায়িত্ব সম্ভাবনাই ছিলনা, কেবল দত্ত বাবুদিগের দত্ত মুদ্রায় অদ্যাপি সংহারমুদ্রা প্রাপ্ত

হয় নাই, উক্ত গুণযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবুরা মুক্তহস্ত হইয়া অকাতরে ধনব্যয় করিয়াছেন। একটি দিনের জন্যও কাতরতা ও কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই, লক্ষকেও লক্ষ্য করেন নাই, যাঁহারা দত্ত বাবুদের দত্ত দানের খাতার পাতা খুলিয়া দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারদিগের চক্ষে লক্ষের অধিক লক্ষিত হইয়াছে। অতএব এই বিপুল-বিত্ত ব্যয়-ব্যাপারে বাবুরা, যে, জনসমূহের চিরস্মরণীয় এবং প্রশংসা পথের পথিক হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহার রসনা হইতেই হারদিগের যশের ঘোষণা না হইবে, সেই মনুষ্য মনুষ্যই নহেন। যিনি বিদ্যাবিষয়ক কোনো ইতিহাস পুস্তক রচনা করিবেন, তাঁহার উচিত সেই গ্রন্থমধ্যে অগ্রেই উল্লেখিত বিদ্যাদাতাদিগের কীর্ত্তি ও সুনামের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করেন।

কোনো একটি বিশেষ প্রকাশ্য বিষয় কেবল এক পরিবারের সাহায্য দ্বারা চিরকাল সুপ্রতুলরূপে সমভাবে কখনই সুসম্পাদন হইতে পারেনা, কারণ মনুষ্যের সময়, অবস্থা, উৎসাহ এবং মনের ভাব চিরকাল সমান থাকিতে পারেনা। যেমন কেবল একজন মাত্র নাবিকের দ্বারা একখানি নৌকা সঞ্চালিত হইতে পারেনা, যেমন কেবল মাত্র একজন কারিকরের দ্বারা একখানি বাটী নির্ম্মিত হইতে পারেনা, যেমন কেবল মাত্র একজনের দ্বারা যজ্ঞাদি কোনো ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারেনা, সেইরূপ কেবল একমাত্র দত্ত পরিবারের দ্বারা এতদ্রূপ একটা বৃহদ্বিদ্যালয়ের কার্য্য কোনোক্রমেই চিরকাল সমভাবে সমাধা হইবার নহে। মানুষ যদি কুবের তুল্য ধনি হয়েন, তথাচ তিনি একাকী কিছুই করিতে পারেন না, কারণ, তাহাকে সাংসারিক আর আর সকল দিগ্ রক্ষা না করিলে নয়, ইহাতে অপরিমিত অতিব্যয়জন্য শীঘ্রই তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয়। বিশেষত এ কর্ম্ম কেবল ধনের কর্ম্ম নহে, ধন চাই জন চাই, মন চাই, এবং পণ চাই, তুল্যরূপে সকলি চাই, দত্ত বাবুরা যে, এই ছয়বৎসরকাল ক্রমশই এক ঢোল এক কাঁশীতে এক ঘেয়ে বাদ্য করিয়া সেই সকল দিগ্ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারদিগের মহত্ত্ব ও পুরুষার্থ মহীময় ব্যাপিত হইয়াছে, এইক্ষণে তাঁহারদিগ্যে আর অধিক ভারগ্রস্ত করিয়া দায়গ্রস্ত করা কর্ত্তব্য হয়না, যত দূর সাধ্য তাঁহারা তত দূর করিয়াছেন। অর্থ প্রদানে ত্রুটি করেন নাই, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গলদেশে বস্ত্র দিয়া প্রতিদিন দিবা রাত্রি সমস্ত নগর এবং ইতস্তত গ্রাম ও পল্লী মধ্যে লোকের বাড়ী বাড়ী দ্বারে দ্বারে অলি গলি টো টো করিয়া ফিরিয়াছেন, শব সাধনের ন্যায় ব্যাপার করিয়াছিলেন, সেই সুকঠিন উপাসনায় জগদীশ্বর প্রসন্ন ও বরদ হইয়া সাক্ষাৎকার হন, হায় কি দারুণ দুর্ভাগ্য! এত করিয়াও দেশস্থদিগ্যে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না, উক্ত দত্ত বাবুদিগের সহিত একত্র যুক্ত হইয়া তৎকালে আমরাও পরিশ্রম পূর্ব্বক শরীর পতন করিতে ত্রুটি করি নাই, যত দূর করিবার তাহাই করিয়াছি, এইক্ষণে সেই সমস্ত যেন স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। যাহাহউক, গত বিষয়ের আর অধিক আন্দোলনের আবশ্যক করেনা। প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে যথাসঙ্গত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া সঙ্গত পঙ্গত দুই দিগ্ রক্ষা করিলেই রক্ষা পাই।

এই "মেট্রাপলিটন কালেজ" ১২৬০ সালের প্রথমেই যৎকালে সংস্থাপিত হয়, তৎকালে ইহার সহিত "শীলস্ফ্রিকালেজ" এবং সদ্বিদ্বান বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ দত্ত প্রণীত "ডেবিডহেয়ার একাডিমি" এই উভয় বিখ্যাত বিদ্যালয়কে মিলিত ও সংযুক্ত করিয়া কার্য্যারম্ভ করা যায় "শীলস্ ফ্রি কালেজে ২৫৫ জন ছাত্র, এবং ডেবিডহেয়ার একাডিমিতে অন্যূন ৩০০ জন বালক ছিল, এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়নার্থ বিদ্যাগারে আসিয়া প্রবেশ করে। কালেজের অবস্থা যত দূর পর্য্যন্ত উত্তম করিতে হয় তাহাই করা হইয়াছিল, কোনো বিষয়েরি অন্যথা হয় নাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে কোনো কারণে হউক, কিছু দিন পরে আর সে প্রতিভা রহিল না। রাজপুরুষদিগের প্রদত্ত লোভ জালে আচ্ছন্ন হইয়া এবং স্বদেশ মঙ্গলের অনিচ্ছা করিয়া অনেকেই তথায় আপনাপন বালকবৃন্দের পাঠ রহিত করিলেন, তাহাতে দেশের দুর্ণাম সুনাম, এবং কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, তাহাও একবার বিবেচনা করিলেন না। যে হাতে সোণার গন্ধেশ্বরী পূজা করিয়াছিলেন, আবার সেই হাতেই গিয়া "কাণীচ্যাং মুড়ীর" পূজা করিয়া বসিলেন? দুই এক জনের দৃষ্টান্ত দর্শনে ক্রমে সকলেই তাহার অনুকরণ করিলেন, ইহাতেই প্রকৃত "গড্ডলিকাবলিকাবৎ" ব্যবহার হইয়া উঠিল, পরন্তু দুই এক ধনি মহাশয় যে এক ধনি ধরিলেন, অনেকেই সেই ধনির প্রতিধনি দিয়া চীৎকার করিলেন, এ কারণ চলন বলন এক হওয়াতেই ব্যাঘাত হইল। আমারদিগের এই লেখা দ্বারা এতদ্দেশীয় কোনো মহাশয় যেন ক্রোধপরবশ নাহন, দোহাই দোহাই, আমরা মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া নিতান্ত মনের দুঃখেই এতদ্রূপ আক্ষেপ উক্তি নিক্ষেপ করিতেছি। আপনারদিগের অযত্নে আপনারদিগের একটা মহতী কীর্ত্তি এককালে বিলোপ হয়, তাহার অপেক্ষা প্রচুরতর পীড়ার ব্যাপার কি আছে?

সংপ্রতি কয়েক দিবস হইল "শীলস্ফ্রি কালেজের" অধ্যক্ষগণ "হিন্দুমেট্রাপলিটন" কালেজের সহিত সংযোগসম্বন্ধ সংচ্ছেদন পূর্ব্বক আপনারা স্বতন্ত্র হইয়াছেন, ছাত্র এবং শিক্ষকাদি সহিত তাঁহারা আপনারদিগের কালেজ আপনারা তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। ঐকালেজের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, অর্থাৎ তথায় যদ্রূপ বিদ্যানুশীলন হইত, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, এইক্ষণে "মেট্রাপলিটন" একক হইয়াছে, ইহাতে অনেক গোলযোগ নিবারণ হইয়াছে। শীলস্ফ্রি কালেজের সহিত ইহার বিচ্ছেদ হওয়াতে উচ্ছেদের সম্ভাবনা মাত্রই নাই, বরং বিশেষরূপ উন্নতি হওনেরি সম্ভাবনা, কারণ আর সেই হুড়োগোল রহিল না, শীল বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক আছেন, তাঁহারা তাদৃশ উপযুক্ত নহেন, এজন্য সংযোগ থাকাতে তাঁহারদিগের উপদেশে ছাত্রদিগের সম্ভাবিত উপকারের সম্ভাবনা ছিল না, সংপ্রতি সেই বিষয়ের যথার্থরূপ সুসঙ্গতি হইল, মেট্রাপলিটনে অত্যুপযুক্ত শিক্ষক সকল নিযুক্ত আছেন ও হইবেন, তাঁহারদিগের উপদেশে প্রকৃতরূপ সুশিক্ষাই হইবে, তাহাতে সন্দেহাভাব। বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক ডেবিড্হেয়ার একাডিমির পূর্ব্বতন সর্ব্বাধ্যক্ষ বাবু গুরুচরণ দত্ত সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব এবং স্বয়ং অধ্যাপনার কার্য্যও নির্ব্বাহ করিবেন। ইনি বিদ্যালয়ের কর্ম্মে অত্যন্তোপযুক্ত, ইনি অত্যল্পকালের মধ্যে ডেবিড্হেয়ার একাডিমির যদ্রূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে তাবতেই আশ্চর্য্যজ্ঞানে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিশ্চয়রূপে কহিতেছি, ভবিষ্যতে এই কালেজের বিশেষ উন্নতি হইবেই হইবে। অতএব কেহ যেন ইহার 'পতন' অথবা 'পত্তন' বিবেচনা না করেন।

আমরা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন করি, হিন্দু মহাত্মারা অনুরত হইয়া এই সময়ে মেট্রাপলিটনকে উন্নত করুন, সকলে বালক প্রেরণ করেন, এবং চারি আনা, আট আনা, এক টাকা, দুই টাকা শত সহস্র, যাঁহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেইরূপ দানদ্বারা একটা মূলধন ন্যস্ত করিয়াদিন, তাহা হইলে আর ইহার চিরস্থায়িত্বের উপর কোনো প্রকার বিড়ম্বনা হইবে না। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আপনারদিগের এই কীর্ত্তি পৃথ্বীব্যাপিনী ও স্থায়িনী হইবে। এবিষয়ের জন্য আমরা গলে বস্ত্র দিয়া দন্তে তৃণ ধরিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। তাহাতে আমারদিগের সম্মান ভিন্ন কখনই অপমান হইবে না।

হে সুপাত্র ছাত্রগণ! তোমরা আপনারাও বিবেচনা কর, তোমাদের বোধাধিকার হইয়াছে, সুতরাং হিতাহিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, স্বজাতীয় সম্মানরক্ষার্থে তোমারদের উৎসাহ পূর্ব্বক এই বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করা উচিত, ইহাতে বিদেশীয়দিগের ব্যঙ্গরাগে আর ব্যথিত হইতে হইবে না, দেশের ও হিন্দুনামের কলঙ্কমোচন হইবে, অতএব অস্মদাদির এই চীৎকার এই অনুরোধ, এই রোদন, এই নিবেদন, যেন ব্যর্থ না হয়।

তোমারদিগের শিক্ষার জন্য ইহার ন্যায় দ্বিতীয় বিদ্যালয় আর নাই, গবর্ণমেণ্ট বেতনবৃদ্ধি করিয়া বিদ্যাবিতরণে নির্দয় হইয়াছেন, মিসেনরি সাহেবেরা খ্রীষ্টান করিবার ফাঁদ পাতিয়া জুজুবুড়ির ন্যায় ওৎ করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারদিগের নিকট বালকপ্রদানও চীলের বাসায় মৎস্য সমর্পণ, এই দুই তুল্যই হইয়াছে। অন্য কোনো স্কুলে উত্তমরূপ পড়া হয় না, কাজেই এখানে শিক্ষিত হওয়া তোমারদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অধুনা আমরা তোমাদের উপর যত প্রত্যাশা করি, তত কিছু তোমাদের কর্ত্তাদি-

গের উপরে করিতে পারি না, কারণ তাঁহারা তেমন হইলে এই কালেজের দশাই বা কেন এমন হইবে?

লেখনী পরিত্যাগ কালে এইমাত্র লিখিতেছি, বালক বা লোক সকল, তোমরা স্বজাতীয় গৌরবের প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ কর। ওরে হিঁদু! সকলে এই হিঁদুর কীর্ত্তিটি রক্ষা করিয়া তোরা হিঁদু হ-রে, হ-রে। স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল কর্‌রে, কর্‌রে।

আশ্চর্য্য জুয়াচুরি।

কতিপয় দিবাসাতীত হইল হালিসহরের অন্তঃপাতি কোনো ভদ্রপল্লীতে একটি কুলবধূ মাদকদ্রব্যের অনুরোধে স্বকীয় বারো তেরো শত টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার খোয়াইয়া দীনাবস্থার নিমিত্ত এক্ষণে বিলক্ষণ জুয়াচুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পল্লীস্থ কোনো ভদ্রকন্যা ও বধূর চার পাঁচশত টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার স্থানান্তরে যাইবে বলিয়া নিজ দাসী দিয়া চাহিয়া পাঠায়। যাহারদিগের অলঙ্কার তাহারা প্রথমে দিতে অস্বীকার পাইয়াছিল, সুতরাং দাসী ফিরিয়া যায়। কিছুদিন পরে কথিত কুলবধূ নিজদাসীদ্বারা "সেক্‌রা বসিয়া আছে, তোমারদিগের অমুক অমুক অলঙ্কারের মত আমার গহনা গড়াইতে হইবেক, তাহার নমুনা সেক্‌রা একবার দেখিয়া লইবে, অতএব ঐ ঐ অলঙ্কার অর্দ্ধদণ্ডের জন্য একবার দিয়া পাঠাও। সেক্‌রার দেখা হইলেপরে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিব" এই কথা বলিয়া পাঠায়। ভদ্রলোকের পরিবার অলঙ্কার দেখাইবার জন্য চাহিয়া-পাঠাইয়াছে বলিয়া আর তাহারা সেই দাসীকে শুদ্ধহস্তে ফিরিয়া না দিয়া নিজ নিজ কণ্ঠমালা, তাবিজ, বাজু, চিক ইত্যাদি অলঙ্কার সকল পাঠাইয়া দিল। জুয়াচোরবধূ কথিত গহনা সকল পাইবামাত্র তাড়াতাড়ী বন্ধক দিয়া বিশত্রিশ টাকা হস্তগত করিয়া লইল, এবং তৎপরদিবসে আর সে বাটীতে না গিয়া অন্য বাটীতে উক্ত প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা করত কাহারো নিকট বাজু কাহারো মল কাহারো কাহারো কণ্ঠমালা, তাবিজ, কাণবালা, ঝুমকা ইত্যাদি অনেক অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বমত বন্ধক দিয়া "উদরায় স্বাহা" করিবার উপক্রম করিয়াছিল, ইতোমধ্যে প্রথমোক্ত ভদ্রবালারা স্বীয় স্বীয় অলঙ্কার ফিরিয়া পাইবার জন্য লোক পাঠাইলেপর কখনো এই দিই, কখনো কখনো পরে পাঠাইতেছি বলিয়া, দিতে বিলম্ব করায় যাহারদের অলঙ্কার তাহারদিগের অন্তঃকরণে সন্দেহ জন্মিয়া ক্রমে ক্রমে পীড়াপীড়ি করিলে সকল ভুর ভাঙ্গিয়া গেল, এবং আর আর যাহারদিগের গহনা আনিয়াছিল, তাহারা সবিশেষ জানিতে পারিয়া সকলেই তাহার বাটীতে পড়িয়াহড়িয়া কাড়িয়া গহনাপত্র আনিল, এবং সেই কালে তাহার বাটীতে যেমত কোনো হৌস দেউলে হইলে, দায়িরা আসিয়া হাহুতাশ করে, তাদৃশ প্রায় শতাধিক ব্যক্তি সকলেই আসিয়া কেহ গালি দেয়, কেহ মারিতে যায়, কেহ কেহ বা কহে জুয়াচোর মাগীকে ধরিয়া পোলিসে সমর্পণ করহ। এই ব্যাপার দেখিতে অতি চমৎকার হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার গুণনিধান স্বামী (যাহার মহৎগুণে ঐ বধূ গাঁজা গুলি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল তিনিই) কখনো বলেন অবশ্য দিব, কখনো কহেন কিছুই দিব না নালিশ কর্‌গে। কখনো কখনো গালি দিয়া হাঁকাইয়া দেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ অপমানে তাঁহার মনে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইল না? যদি এক্ষণে সকলে নালিশ করে তবে "অপরয়া কিং ভবিষ্যতি" আরো বা কি হইবে? যাঁহাদের অলঙ্কার, তাঁহাদের নিকট এই ভিক্ষাচাই যে, যাহাতে সহজে আদায় হয়, এমত কোনো সদুপায় করিবেন। একে এই অপমান, তাহাতে আবার নালিশ করিয়া পুলিসে নীত করা ভাল হয় না। ফলে একান্ত পক্ষে কি অনুরোধ করিব? কেননা অনর্থক কেহ চারি পাঁচ শত টাকা খোয়াইতে পারে না।

আগামী ১ আগষ্ট দিবসে ফতেপুর হইতে কাণপুর অবধি রেলওয়ের গতায়াত আরম্ভ হইবেক, তাহা হইলে ইংরাজ-কামিনীগণ কাণপুরে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। তালতা হইতে এক রেজিমেণ্ট শ্বেতসেনা ভারতবর্ষে আগমনার্থ জাহাজারোহণ করিয়াছে।

অবগতি হইল, খাঁন বাহাদুর খাঁ ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়াছেন, এবং টেনসিয়া টোপির শিরশ্ছেদন হইয়াছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা শিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম সতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাস্তরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর-প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাস্তরাঃ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৮০ সংখ্যা] সোমবার ৪ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ১৯ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৭ আষাঢ় শনিবার শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার, কাগজাদি ও দলিল বিষয়ের যে ঘোষণা দিয়াছিলেন সেই সকল দস্তাবেজ ও দলিল আমার নিকট আছে তাহা এপর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে বন্দক দেওয়া হয় নাই, উক্ত উমেশচন্দ্র সরকার কি অভিপ্রায়ে এরূপ বিজ্ঞাপন করেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত সপ্তাহ মধ্যে দিবেন যদি না দেন তবে তাঁহার নামে ইণ্ডাইট করা যাইবেক।

শ্রীঅতুলনাথ বসু খোদ। ও অছি।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি এবং নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি দৈববলে সম্ভাবিত সময় মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ২০
সুধীরঞ্জন ১৷৷
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷০

সংবাদপ্রভাকর

৪ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

গত ১৭ জুলাই দিবসীয় ইংলিস্‌ম্যান পত্র পাঠে অবগতি হইল, জেলা ত্রিহুতের কতিপয় ভূম্যধিকারি "কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সমীপে এক আবেদন পত্রে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে, যখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর উক্ত জেলায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন তথাকার অনেক মনুষ্য তাঁহার নিকট কতিপয় আবেদন পত্র প্রদান করেন, তিনি সে সকল প্রার্থনা পত্রের প্রতি বিশেষ মনো-

যোগ না করিয়া কহিয়াছিলেন, যে, "গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না"। ঐ আবেদন পত্রে আরো লিখিত হইয়াছে, যে, "যে সকল কর্ম্মচারির বিচারের বিরুদ্ধে উক্ত দরখাস্ত সকল গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হইয়াছিল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাদিগেরই নিকট সেই সকল দরখাস্ত পুনঃ প্রেরণ করিয়াছিলেন। "কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স উল্লেখিত ভূম্যধিকারিগণের আবেদন পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করত এবিষয়ে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কৈফিয়ত তলব করিতে আদেশ করিয়াছেন"।

ত্রিহুত জেলার প্রজারা শ্রীযুত ছোটোকর্ত্তার নিকট কিরূপ অভিপ্রায়ে আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্বিশেষ প্রকাশ পায় নাই, বোধ হয় তাঁহারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ব্যথিত হইয়া দুঃখদূরী করণের প্রার্থনায় প্রার্থনাপত্র প্রদান করিয়া থাকিবেন। শ্রীশ্রীযুত তাহাতে উচিতমত কৃপা কটাক্ষ না করাতেই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাহউক, আমরা এই স্থলে এই বিষয়ে প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া কেবল এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি। রাজপুরুষেরা আর যেন ভবিষ্যতে পীড়াপ্রাপ্ত প্রজাপুঞ্জের প্রার্থিত বিষয়ে শ্রুতিপাত ও দৃষ্টি পাত করিতে আলস্য এবং তাচ্ছীল্য না করেন, প্রজাগণের প্রার্থনা অবগত হইয়া আশু উচিত মত সদুপায় নির্ণয় করাই প্রকৃত রাজ ধর্ম্ম হইতেছে।

হঠাৎ মৃত্যু।

সিমুলিয়া নিবাসী রামচাঁদ গোস্বামী মহাশয় গত শনিবার বৈকালে পাশক্রীড়া করিতে করিতে একবার পোয়াবারোর আড়ি মারিবেন বলিয়া যেমন "পোয়াবারো ত্যার" কহিয়া পাশা নিক্ষেপ করিয়াছেন, ত্যারোর "রো, শব্দটি মুখ মধ্যেই থাকিল, গোস্বামী নিজেই শমনের আড়িতে পড়িয়া গেলেন, ঐ মরণকে হঠাৎ মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই বলা যায়না। এই হঠাৎ মৃত্যুর অবশ্যই কোনো বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়া থাকিবে, ফলে হঠাৎ অনুমান দ্বারা আমরা তাহার কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিনা, মৃতশরীর পরীক্ষা করিলে আভ্যন্তরিক মরণের কারণ প্রকাশ পাইত সন্দেহ কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমারদিগের দেশীয় লোকেরা মৃতশরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা লইতে ঘৃণাবোধ করেন, এজন্য প্রকৃত রোগের নিরূপণ কল্পেও অনেক সংকোচ রহিয়া যায়। যাহাহউক, এ প্রকারে মৃত শরীরের পরীক্ষা গ্রহণ করা চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি কল্পে অবশ্যই প্রয়োজনীয়, অতএব অনুরোধ করি, স্বদেশীয় লোকেরা এপ্রকার মরণের পর সেই মৃতশরীর পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করুন, তাহাহইলে কোনো কোনো উৎকট পীড়ার হেতু সহজেই উপলব্ধ হইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

১৬ জুলাই দিবসের আগত সংবাদ।

আরা প্রদেশে বিদ্রোহিরা দিন দিন প্রবল হইতেছে, 'কুবুরিয়া' নামক স্থানের রাজানুগত জমীদারের বাটী এবং 'কয়েলওয়ার' নামক স্থান, তাহারা অনলসংযোগে ছারখার করিয়া দিয়াছে। কাপ্তেন ইডেন সাহেব লেখেন, "রামপুরে বিদ্রোহকারিগণ উপনীত হইয়া অনবরত তোপধ্বনি করে, তাহারা যদ্যপি দেশ জয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে ১২টা তোপ এবং বিস্তর সামরিক এবং আহারীয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া থাকিবেক। স্যার হেমিল্টন সাহেব ঐমত সংবাদ দেন যে, বান্দার নবাবের আত্মীয় আভুজান এবং সাহাবাদ জিলার অন্তঃপাতি 'মসরয়' নামক স্থানবাসী বিদ্রোহিসরদার আহাম্মদওল্লা কিলাদার, ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। 'টঙ্কের' নবাবের, অধিকাংশ সেনা বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। একজন বিদ্রোহী সিপাহি ধৃত হইয়া আত্মমুখে এমত ব্যক্ত করিয়াছে, তেনসিয়া তোপি, বান্দার নবাব, রাহিমালি খাঁন এবং বেরিলির নবাবের অধীনে বিস্তর সেনা এবং অনেকগুলীন তোপ আছে, ঐ সকল সেনার মধ্যে অনেক সেনা সুশিক্ষিত এবং বলবান"।

নানা সাহেব বিদ্রোহী হওনের আদি কারণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহার পিতা বাজিরাও পেসোয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ৭৪,৮০০ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্তি হইতেন, কিন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্ত হইলে সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট নানাকে দিলেন না, তজ্জন্য নানা ক্রোধপরবশ হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়া বসিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার এমত প্রতিজ্ঞা যে, তিনি হয় রণে প্রাণত্যাগ করিবেন, নয় ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শাসন তীরোহিত করিবেন। নানারী এই প্রতিজ্ঞাটি বামনের বিধুধরণেচ্ছাবৎ হইবে, তদ্‌পক্ষে সন্দেহ কি আছে?

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

কয়েক দিবসাবধি জনরব উঠিয়াছে, যে, যত ব্যক্তি লোকান্তরিত হইয়াছেন তাঁহারা আগামি কার্ত্তিক মাসের ১৩ দিবসে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইবেন। কতকগুলীন বাঙ্গালি স্ত্রী লোকের পক্ষে এই জনরবটি শ্রুতিমিষ্ট বটে। বোধ হইতেছে যে সর্ব্বাগ্রে ইহা ফরাস্‌ডাঙ্গার মধ্যস্থল অথবা দক্ষিণ ভাগ হইতে উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বে স্ত্রী পরম্পরায় যে "বেগুণ ফুল,, পাতান হয় তাহারও মূল ঐস্থল। এবম্প্রকার রব তোলার প্রধান স্থল ঐ স্থান।

শুনা গেল বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক অভিনব ইংরাজী বিদ্যামন্দির স্থাপনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ওস্থানে গবর্ণমেণ্টের এক পাঠশালা আছে। ইহাতে পাঁচ ক্রোশ দুর নিয়ম যাহা আছে, তাহাতে সাহায্য পাওয়া দুষ্কর, তবে বলা যায়না, ইনি বড় লোক অনুরোধও বড়, তাহার সন্দেহ কি?

কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট আপিসের কেরাণি ও অন্যান্য আমলাদিগের বেতনের বিল, মাসের প্রথম তারিখে বাঙ্গালব্যাঙ্ক হইতে ডিস্কৌণ্ট হইয়া মাহিয়ানা বিতরণ হইত এবং এপ্রথা বহুকালাবধি চলিত আছে, ইহাতে কেহ কখনই আপত্তি করেন নাই, এক্ষণে শুনা যাইতেছে, যে, "পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের,, সেক্রেটরি সাহেব গবর্ণমেণ্টে এরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছেন, যে, আর বিল ডিস্কৌণ্টের প্রথা না চলে। ইহাতে কত লোকের উপকার তাহা সাহেব মহাশয় বিবেচনা করিলেন না, গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ঐ মতে মত নাদিয়া সিবিল আডিটরকে হুকুম দিয়াছেন, যে, ডিস্কৌণ্টের এক বিলও ডিস্কৌণ্ট হইবেকনা, আর এক বিল এই দুই বিল রহিত হয় আগামি সেপ্টেম্বরের প্রথম হইতে এক বিল হইবেক ও তাহাই আডিট করিবে, ইহাতে যে মহাশয়ের যেমত অভিপ্রায় হইবেক, অর্থাৎ সিবিল ডিস্কৌণ্ট করিতে চাহেন তাঁহার তাহাই হইবেক, যিনি তাহা না করিয়া মাসের ১৫ তারিখে বিলের টাকা লইতে চাহিবেন সেই দিনেই পাইবেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে, যে অচিহ্নিত কর্ম্মচারি যাঁহাদের নাম গেজেটে উঠেনা, তাঁহারা পীড়া উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে ১৫ দিবসের বিদায় পাইবেন, এবং তজ্জন্য বেতন কর্ত্তন হইবেকনা, এবং যদি আফিসের কর্ত্তার বিবেচনায় হয়, তবে বৎসরের মধ্যে আর এক মাসের প্রিবিলেজ অর্থাৎ বিদায় পাইবেন, তদ্ব্যতীত আর সমুদয় অনুপস্থিত কালের বেতন কর্ত্তন হইবেক, এবং সিবিল আডিটরকে তাহার এক এক মাসিক
বেক, সিবিল
ইয়া পরীক্ষা করিয়া দে
বৎসরের মধ্যে ঐরূপ বিদায়ে
অতিরিক্ত হয় তবে তিনি কর্ত্তন করিবেন।

আমরা ফতেগড়স্থ বন্ধুর পত্রের কিয়দংশ সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! এখানকার কমিস্যরিএট আফিসের দেওয়ান ৺ প্রাপ্ত বাবু ঈশানচন্দ্র দেব মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ তাঁহার সদ্‌গুণযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব মহোদয় সময়ানুযায়ীরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই মিউটিনির হাঙ্গামায় বিদ্রোহিরা তাঁহারদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তৎপরেই ঈশান বাবুর লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। সুতরাং আশুতোষ বাবু আপন পিতৃব্যের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপনজন্য অতি গভীরতর চিন্তার্ণবে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, জগদীশ্বরেচ্ছায় কার্য্যকালে কোনো সুযোগে কথঞ্চিৎ প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ অর্থের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতেই ঈশান বাবুর পুণ্য সঞ্চার মান্য করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধে অবস্থামত অমাত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন, আত্মীয় স্বজন বান্ধব ও কায়স্থ ভোজন এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণাদি প্রদানের কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। কোনো অংশে ত্রুটি হয় নাই। বিশেষ কতক কাঙ্গালি বিদায়ও হইয়াছিল। এই

Torn Pages

সদালাপ

ফলেই সন্তুষ্ট হইয়া ৺ আশুতোষ বাবু এই দুরবস্থাকালেও যে প্রকার পিতৃব্যের আদ্যশ্রাদ্ধ সমাধা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করিতে হয়।

পদ্য।

ঈশান বাবুর শ্রাদ্ধ, হইল যে মত।
সকলের মুখে সেই, সুখ্যাতি সঙ্গত॥
উপাদেয় রূপে হয়, ব্রাহ্মণ ভোজন।
তাহার দক্ষিণা দিয়া, হন সভাজন॥
পণ্ডিত বিদায় করি, বাবু আশুতোষ।
সময়ের উচিত, পেলেন পরিতোষ॥
আত্মীয় স্বজন যত, সমাহূত হন।
সবার লৌকতা দেন, যার যথা পণ॥
দুঃখি প্রাণি যারা যারা, আসে আশা করি।
বিদায় পাইল তারা, সাধ্য সমাহরি॥
ঈশান বাবুর পুণ্য, ঘুষিল সবাই।
তাই তার ভ্রাতৃসুত, গুরু গুণ গাই॥
সম্ভব অতীত কর্ম্ম, করে আশুতোষ।
কোনোমতে ঘটে নাই, পরিচর্য্যা দোষ॥
অতএব দিয়া তাঁরে, শত সাধুবাদ।
পূরালাম লেখনীর, লেখনীয় সাধ॥

নিতান্তানুগত

শ্রীভুবনমোহন বসু।

মোং ফতেগড়।

প্রেরিত পত্র

অশেষ ধীসম্পন্ন গুণিগণাগ্রগণ্য জগন্মান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কৃপাকটাক্ষ বিতরণে নিম্নস্থ পত্র খানি সংশোধনান্তে ভবদীয় ভুবন বিদিত প্রভাকর পত্রৈকপার্শ্বে প্রকটনের অনুমতি করিবেন।

পরম কারুণিক পরাৎপর পরমাত্মা পরমেশ্বর পীযূষপ্রপুরিত প্রণয়কে প্ররচনা পুরঃসর পৃথিবীস্থ পশু, পক্ষি, পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি প্রাণিপুঞ্জকে প্রীতিপথে প্রবৃত্তি প্রদান করত পরস্পর আবদ্ধ করিয়াছেন, জনগণেরা স্ব স্ব জনকীয় জনপদ হইতে যাত্রা করত কঠোর জঠরজ্বালায় স্বীয়জাতীয় ও পারকীয় কর্ম্ম যাজন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এবং সেই ভিন্নভূমে অবস্থান করিয়া তত্রস্থ মনুজনিচয়ের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পরম প্রফুল্লকর পরিবারের নির্ম্মলস্নেহ ও অকপট ব্যবহার বিস্মৃত হয়। হায়! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমরা পরের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া প্রাণতুল্য পরিবারগণকেও ভ্রমপথের পথিক করি। অপিচ এরূপও অনেক ব্যক্তি আছেন যে, তাঁহারা বিজনবীপিনে বাস করিতে ভাল বাসেন, কিন্তু তাহা অতি অসাধারণ বলিতে হইবে।

হে সম্পাদক মহাশয়! আমরা অনেক দিবসাবধি অত্র নবাবগঞ্জে বহুবান্ধবে বেষ্টিত হইয়া বিপুলানন্দে বাসকরত কালকর্ত্তন করিয়া আসিতে ছিলাম, এক্ষণে সেই সুখদ সুহৃদ সমূহের হৃদয়াকর্ষক প্রণয়ধনে বঞ্চিত হইয়া অহঃরহ বিষম বিরহবিষে বিমোহিত রহিয়াছি, হায়! যে স্থান জননিকরে নিরন্তর আচ্ছন্ন থাকিত, এক্ষণে তাহা নিবিড় নির্জনারণ্য হইয়াছে, যেখানে সর্ব্বদা সকল সুহৃৎ একত্রে সুখে অবস্থান করিয়াছি সংপ্রতি তথায় তাঁহাদিগের অনুদয়ে গাঢ় ব্যাকুলিত হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতেছি, যাঁহাদিগের সদালাপেও সৎপ্রসঙ্গে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইত, তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে শ্রবণকে সামান্য প্রস্তাবে লিপ্ত করিতে হইয়াছে।

হায়, হায়, কি পরিতাপ! সম্পাদক মহাশয়! আমারদিগের আপনিই একমাত্র রোদনের স্থল, এই স্থান রাজসাহী হইতে খারিজ হইয়া দিনাজপুর জেলার সামিল হওয়াতে ঐ স্থানীয় জননিকর নিরন্তর অসুখে অবস্থান করিতেছেন, যেহেতু কোনো মোকদ্দমার আপীল করিতে হইলে পূর্ব্বে রামপুর একদিবসে যাইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিত কিন্তু দিনাজপুর ৪।৫ দিবসের পথ, আবার পথঘাটও অতি দুর্গম, সাতিশয় আরণ্য-হিংস্রক জন্তুর প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত সচরাচর মনুষ্যের গমনাগমন রহিত। বিশেষত কর্ম্মজীবি ব্যক্তিরা কিপ্রকারে নিরুপায় পরিবারগণকে অনাহারে রাখিয়া তথায় গমন ও আপীলাদি করিবেক? সুতরাং দুষ্টেরা কৃত্রিম তমসুক প্রস্তুত করত তাহারদিগকে পীড়ন করিবেক।

আমারদিগের এরোদন বিফলমাত্র, কারণ অস্মদাদির একটু রাজপুরুষগণের দৃষ্টিগোচর হইলে ফলদায়ক হইতে পারিত, কিন্তু পোড়া কপালে কদাচই তাহা ঘটিবার ভরসা করি না। কাজেকাজেই দুঃখও দূর হইবেক না।

এস্থানে জগদীশ্বরেচ্ছায় সুবৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। চাল্ কাঁচি ।৷৩ ।৷৭ সের, আরার সকল দ্রব্যই তদনুযায়ি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে।

শ্রী ম।

নিতান্তানুগত।

মোং নবাবগঞ্জ, কাঁঠালবাগ
পূর্ব্ব জেলা রাজসাহী
এক্ষণে দিনাজপুর।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

দ্যাতনিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

ঔ সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ঔ
ঔ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ঔ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম সতন্ত্রনীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

ঔ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৮১ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৫ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২০ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৭ আষাঢ় শনিবার শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার, কাগজাদি ও দলিল বিষয়ের যে ঘোষণা দিয়াছিলেন সেই সকল দস্তাবেজ ও দলিল আমার নিকট আছে তাহা এপর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে বন্দক দেওয়া হয় নাই, উক্ত উমেশচন্দ্র সরকার কি অভিপ্রায়ে এরূপ বিজ্ঞাপন করেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত সপ্তাহ মধ্যে দিবেন যদি না দেন তবে তাঁহার নামে ইণ্ডাইট করা যাইবেক।

শ্রীঅতুলনাথ বসু খোদ। ও অংছ।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি এবং নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি দৈববলে সম্ভাবিত সময় মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	১০
সুধীরঞ্জন	১।।
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

বিজ্ঞাপন

খাসমহল ডিহি ৫৫ গ্রামের মধ্যস্থিত তপসিলের লিখিত হোলডিংএর ভূমি মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রেবিনিউ কমিস্যনর সাহেবের হুকুমমতে সন ১৮৫৮ সালের ২ আগষ্ট মোতাবক সন ১২৬৫ সালের ১৮ শ্রাবণ সোমবার জিলা ২৪ পরগণার মোং আলীপুরের ডেপুটী কালেক্টারী কাছারিতে ডাক জমায় ইজারা বিলি হইবেক।

ডিবিজন।	সবডিবিজন।	হোলডিং নম্বর।	ভূমির বিবরণ।	ভূমির পরিমাণ। বিঘা।	কাঠা।	ছটাক।	কাচ্ছা।
১	১	৭৬	খামার	০	/২	৮	১০
	৪	৫৫	ঐ	০	/১	০	০
	৬	৪০	ঐ	০	/১০	০	০
		২১৫	ঐ	০	০	০	১০
		২১৬	ঐ	০	০	০	১০
		৮০	ঐ	০	০	০	১০
		৮৯	ঐ	০	০	০	১০
		১৫৩	ঐ	০	০	০	১০
		৯০	ঐ	০	০	০	১০
		১৮৪	ঐ	০	০	০	১০
		১৮৫	ঐ	০	০	০	১০
		৪৮	ঐ	০	০	০	১০
		৭৪	ঐ	০	০	০	১০
		৮৪	ঐ	০	০	০	১০
		১০৬	ঐ	০	০	০	১০
		১১১	ঐ	০	০	০	১০
		১১৮	ঐ	০	০	০	১০
		১৩২	ঐ	০	০	০	১০
		১৫৯	ঐ	০	০	০	১০
		১৬৭	ঐ	০	০	০	১০
		১৭০	ঐ	০	০	০	১০
		১৮৫	ঐ	০	০	০	১০
		১৯৮	ঐ	০	০	০	১০
		২২৮	ঐ	০	০	০	১০
		১৩৬	ঐ	০	০	০	১০
		১৪৭	ঐ	০	০	০	১০
		১৪৩	ঐ	০	০	০	১০
		৬৫	ঐ	০	০	০	১০
		৭৭	ঐ	০	০	০	১০
	৭	৮	ঐ	০	০	০	১০
		১৬	ঐ	০	০	০	১০
	৮	২	ঐ	০	০	০	১০
ডিবিজন।	সবডিবিজন।	হোলডিং নম্বর।	ভূমির বিবরণ।	ভূমির পরিমাণ। বিঘা।	কাঠা।	ছটাক।	কাচ্ছা।
১	৯	২৩২	খামার	০	॥০	॥/	০
		২৪৮	ঐ	০	/২	॥/	১০
		২৫৫	ঐ	০	/১	/১	১০
		৩৫০	ঐ	০	০	০	১০
		৬২	ঐ	০	০	০	১০
		৪৬	ঐ	০	০	০	১০
		৭৪	ঐ	০	০	০	১০
		৮৭	ঐ	০	০	০	১০
		৯৪	ঐ	০	০	০	১০
		১৬০	ঐ	০	০	০	১০
		১৮৪	ঐ	০	০	০	১০
		১৯৯	ঐ	০	০	০	১০
	১০	২	ঐ	০	০	০	৫
		১৫	ঐ	০	০	০	১০
		২০	ঐ	০	০	০	৫
		৪০	ঐ	০	০	০	১০
		২৪২	ঐ	০	০	০	১০
	১২	২	ঐ	০	০	০	৫
		১৫	ঐ	০	০	০	১০
	১৩	১৯	ঐ	০	০	০	১০
		৪৫	ঐ	০	০	০	১০
		৫৬	ঐ	০	০	০	১০
		৫০	ঐ	০	০	০	১০
	১৪	৮৫	ঐ	০	০	০	১০
		১০৩	ঐ	০	০	০	১০
		১৪০	ঐ	০	০	০	১০
		১৯২	ঐ	০	০	০	১০
	১৫	৫০	ঐ	০	০	০	১০
		৯৩	ঐ	০	০	০	১০
		৬৩	ঐ	০	০	০	১০
		৬৪	ঐ	০	০	০	১০
		৭৫	ঐ	০	০	০	১০
		৭৭	ঐ	০	০	০	১০
		৮৩	ঐ	০	০	০	১০
		৯৩	ঐ	০	০	০	১০
		১০৩	ঐ	০	০	০	১০
		১১৩	ঐ	০	০	০	১০
		১১৪	ঐ	০	০	০	১০
		১২৩	ঐ	০	০	০	১০
		১২৪	ঐ	০	০	০	১০
		১৩৩	ঐ	০	০	০	১০
		১৩৪	ঐ	০	০	০	১০

দককে জিজ্ঞাসা করি, তিনি দানাপুরে কারাগার কোথায় পাইলেন? কারণ ঐস্থানে ফৌজদারি, কালেক্টরি, অথবা দেওয়ানি কাছারি নাই, সুতরাং কয়েদি থাকিবার সম্ভাবনাই নাই, দানাপুর কেবল মিলেটারি ষ্টেসন মাত্র, অতএব ইংরাজ সম্পাদকদিগকে সাবধান করি তাঁহারা যেন আর ভবিষ্যতে এরূপ অলীক সংবাদ লিখিয়া প্রজাদিগের মনে ভয় প্রদান না করেন এবং আপনারাও যেন বারম্বার হাস্যাস্পদের আস্পদ না হয়েন।

এতদ্দেশীয় কোনো সংবাদ পত্রে এই মিথ্যা সংবাদটি প্রকাশ হইলে সাহেবেরা এতদিন কাগজে ঢোল মারিয়া গোল করিতে ত্রুটি করিতেন না, এইস্থলে আমরা সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি, সত্য সমাচার প্রকাশ বিষয়ে ইংরাজি পত্রের অপেক্ষা বাঙ্গালা পত্রকে সহস্রগুণে সাধুবাদ প্রদান করিতে হইবে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব, ২০০০ অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে "মিরণকা সরাই,, নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি ভাগীরথী পার হইয়াছে, রূপসিংহ নামক জনেক বিদ্রোহি বিস্তর সেনা সংগ্রহ করত ইটৌয়া জিলা মধ্যে অত্যন্ত অত্যচার করিতেছে, ঐ দুরাত্মাকে সদলে বিনষ্ট করণার্থ কয়েক দল সেনা প্রেরিত হইয়াছে। গাজিপুর জিলার দক্ষিণ ভাগের দুর্গ বিদ্রোহিকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে, তথাহইতে দুষ্টেরা অনেক অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, বারাণসীর পূর্ব্ব অংশের অনেক স্থানে শত্রুগণের এখনো দৌরাত্ম্য বলবৎ রহিয়াছে। রামলোচন জার নামক জনেক দুষ্ট লোক ২০০ সেনা লইয়া রাজসাহী মধ্যে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে, "সিংহা হাট,, প্রভৃতি কয়েক স্থান লুণ্ঠন করত বিস্তর দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথা বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং

পূরণ পদ্য।

সাধে কি তাহারে আমি এত ভালবাসি।
বিদ্যাধন পদে পদে, দেয় নানা সুখ।
যার গুণে দূর হয়, সমুদয় দুখ॥
যারে করি অন্তরঙ্গ, এরূপ স্বরূপ।
মোনহর সেই হয়, অতি অপরূপ॥
যথাতথা সমভাবে, সবে করে মান।
পরম পবিত্র পথে, করেন প্রয়াণ॥
পরিণামে সেই ধনে, করে স্বর্গবাসি।
সাধেকি তাহারে আমি, এত ভালবাসি॥

বিদ্বানের কাছে আর, রিপু, রিপু নয়।
মিত্রবৎ কার্য্য করি, বশে সদা রয়॥
দেশে কি বিদেশে পায়, সমান আদর।
খ্যাত করে নাম তার, অবনী ভিতর॥
আচার বিচার তার, হয় সব শুচি।
সুজাতি কুজাতি নাই, কিবা হাড়ি মুচি॥
যেগুণ স্মরণে হয়, সবে অভিলাষি।
সাধে কি তাহারে আমি, এত ভালবাসি॥

বিদ্যার সেবায় লাভ, প্রথমে বিনয়।
বিনয়েতে বিশেষ, যোগ্যতা লাভ হয়॥
যোগ্যতায় পায় ধন, অশেষ প্রকার।
ধনেতে পরম ধর্ম্ম, সুখের আধার॥
বিদ্যারূপ কল্পতরু, তলে যার বাস।
নানারূপে পূর্ণ হয়, তার অভিলাষ॥
বিদ্যা-বারিনিধি-নীরে, ইচ্ছা-সুখে ভাসি।
সাধে কি তাহারে আমি, এত ভালবাসি॥

শস্ত্র আর শাস্ত্র বিদ্যা, হয় শ্রেষ্টতর।
এর মাঝে দ্বিতীয়ার, অধিক আদর॥
বিদ্যায় প্রদান করে, বহু গুণগ্রাম।
চরমে পরম পদ, দেয় মোক্ষধাম॥
জবনীযাপন করে, সদা সদাচারে।
পাপপঙ্কে তারে আর, কে ফেলিতে পারে॥
শস্ত্রবিদ্যা বৃদ্ধকালে, সার মাত্র হাসি।
সাধে কি তাহারে আমি, এত ভালবাসি॥

বিদ্যাবল সমবল, আছে কোন্ বল?।
বিদ্যা যার হয় তার, জীবন সফল॥
বিদ্যা সম অভরণ, না করি ঈক্ষণ।
এজগতে সুখ প্রদা, কে আছে এমন?॥
বিদ্যা সম কিছু নাই, ভবের ভিতর।
একমাত্র বিদ্যা হন, সবার উপর॥
বিদ্যায় অভেদ হয়, বহু দূরবাসি।
সাধে কি তাহারে আমি, এত ভালবাসি॥

যারগুণে জগজনে, ভ্রমে নানা দেশ।
যারগুণে দেহমাঝে, নাহি থাকে দ্বেষ॥
যারগুণে সমভাব, স্বদেশ বিদেশ।
এধনের ভাবে মন, কেন ভাব ক্লেশ॥
ধিক্ ধিক্ তোরে ধিক্, কি হইবে শেষ।
ত্বরাকরি ওরে মন, করহ নিবেশ॥
বিদ্যাঅসি, পাপরূপ, কণ্টক বিনাশি।
সাধে কি তাহারে আমি, এত ভালবাসি॥

শ্রীগোপাল দাস ঘোষ।
সাং সুখরিয়া।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকালীন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভাসংভ্রাম সতঙ্গমীষদমৃতং পীত্বা সুখাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাতদ্বিরেফারসং॥

মূল্য এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৮২ সংখ্যা। বুধবার ৬ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২১ জুলাই ১৮৫৮ সাল। মাসিক মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৭ আষাঢ় শনিবার শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার, কাগজাদি ও দলিল বিষয়ের যে ঘোষণা দিয়াছিলেন সেই সকল দস্তাবেজ ও দলিল আমার নিকট আছে তাহা এপর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে বন্দক দেওয়া হয় নাই, উক্ত উমেশচন্দ্র সরকার কি অভিপ্রায়ে এরূপ বিজ্ঞাপন করেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত সপ্তাহ মধ্যে দিবেন যদি না দেন তবে তাঁহার নামে ইণ্ডাইট করা যাইবেক।

শ্রীঅতুলনাথ বসু খোদ। ও অছি।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি এবং নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকল প্রতীকারার্থ অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া থাকেন, আমি দৈববলে সম্ভাবিত সময় মধ্যে তাহার প্রতীকার করিতে পারি, অতএব যাঁহারা এবম্প্রকার চিকিৎসার উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমার দিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ৵০
সুধীরঞ্জন ১৷৷
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷০

সংবাদপ্রভাকর

৬ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, বিদ্রোহি নানা সাহেব সসৈন্যে গাগ্রানদী পার হইয়াছেন, উক্ত নানার ১০,০০০০০ টাকা কিম্মতীয় একখানি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জহরত ছিল, এক্ষণে তাঁহার টাকার অভাব হওয়ায় সেই জহরতখানি তিনি ১০,০০০ টাকায় একজন মহাজনকে বিক্রয় করিয়াছেন।

আমারদিগের বিবেচনায় দিল্লীগেজেট সম্পাদকের এই লেখা সম্পূর্ণরূপ অমূলক, কারণ নানা সাহেব অতি প্রধান লোকের সন্তান, তিনি যে দশলক্ষ টাকার সম্পত্তি দশহাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, যদি একলক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে দশহাজার টাকা বলিতেন, তথাচ একদিন সম্ভব পর হইত, একারণ আমরা অনুমান করি, উক্ত সম্পাদক তত্রস্থ কোনো ত্বরিতানন্দ-প্রিয় খটিক্ষেত্রের মস্ত রাম বাওয়াজির নিকট এই সংবাদটি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন।

এই উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনার সময় যে সকল সরদার এবং ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা ধন এবং সেনা দিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে সম্যক্ প্রকারে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তিবর্গের নাম এবং সাহায্যের হিসাব কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহোদয়েরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিয়াছেন, তাঁহারদিগের নিতান্ত মানস এই যে, বিদ্রোহিদিগের যে সকল সম্পত্তি রাজকোষ ভুক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে রাজানুগত মহাত্মাদিগকে বিভক্ত করিয়া দেন, আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

১৮ জুলাই তারিখে কাপ্তেন রেট্ "সাহেব ডিহারি নামক স্থান হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ দেন, —বিদ্রোহি সারনাম সিংহ, রাধা সিংহ তাহারদিগের ভ্রাতুপুত্র এবং সন্তান দিগকে ধৃতকরণার্থ আমি কএকজন শীকসেনা প্রেরণ করি, তাহারা উক্ত সারনাম সিংহকে জীবতাবস্থায় ও রাধাসিংহের ছিন্ন-মস্তক সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইয়াছে বিপক্ষদিগের সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯ জনকে শমন সদনে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বেলজাম নামক স্থানের পোলিস কর্ম্মচারিগণ নরগুণ্ডের বিদ্রোহি সরদারকে ধৃত করণার্থ বিশেষ রূপে পরিশ্রম এবং যত্ন পাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে ১০০০০ দশসহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। এ রূপে উৎসাহ প্রদান করায় গবর্ণমেণ্টের যথার্থ বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মাবলম্বি বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র বিলাতে চিকিৎসা বিদ্যার পরীক্ষা দিয়া যথেষ্ট প্রশংসার সহিত চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সারজনের পদ প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি রাজধানী মধ্যে প্রত্যাগত হয়েন, শুনিলাম তিনি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ মহারাণীর সেনাদিগের চিকিৎসা করণক জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

এটোয়া জেলার মধ্যে কোনো স্থানে লেপ্টেনাণ্ট গ্রেহাম সাহেব এবং মেং মেকন্‌কি সাহেবের অধীনস্থ সেনারা শত্রুদিগের সহিত সমরে জয়লাভ করিয়াছেন।

১১ জুলাই দিবসে আরাস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন গত ৮ তারিখে কর্ণেল ওয়াল্‌টার সাহেব ২২০ সেনা সমভিব্যাহারের ১৫০ জন অশ্বারোহি এবং ৫০০ পদাতিক বিদ্রোহি সিপাহিদিগের প্রতিকূলে সমরে প্রবর্ত্ত হইয়া পরিশেষে শত্রুদিগ্যে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, এই যুদ্ধে বিপক্ষ-পক্ষের বিস্তর সেনা হতাহত হয়, এপক্ষে আসিষ্টাণ্ট সারজন পেটারসন এবং মহারাণীর ১০ সংখ্যক দলের একজন প্রাইবেট আহত হয়, এবং অপর দুইজন সেনা সূর্য্যের প্রখর কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মেতৎ।

নিম্নোদ্ধৃত মৃত রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের তত্ত্ব-সংগীত মধ্যে কয়েকটি শব্দ আমার পক্ষে সাতিশয় দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে, মহাশয় যদি অনুকম্পা পুরঃসর বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে পরমবাধিত হইব।

যথা।—

(বিষয়-বিষ পানাসক্ত ভাজিল জীবন।
প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের শুন বিবরণ॥)
"রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ,
স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন।
বিষয়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট
ঘটিত, পতঙ্গ আদি নিদর্শন॥
অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয়-রস পান,
বৈরাগ্যে কর যতন, হৃদে ভাব নিরঞ্জন"।

'রস' অর্থ কি? ভ্রমর কোন্ পুষ্পের সৌরভে প্রাণ ত্যাগ করে? করি কোন্ দ্রব্য স্পর্শ করিলে লয় পায়? আর হরিণ কোন্ পদার্থের শব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়? আমি অনেককে এই কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই প্রকৃত ও তুষ্টিজনক উত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই। পরিশেষে আপনাকে সুধীর, সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞ ও দূরদর্শী জানিয়া আপনার নিকটে শরণ লইলাম, যাহাতে ভ্রম ও সংশয় দূরীভূত হয়, এমত উত্তরদানে বাধিত করিবেন।

কস্যচিৎ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণঃ।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

কুরঙ্গ শ্রবণদোষে ব্যাধের কপট গানে বিনষ্ট হয়। ভৃঙ্গ আঘ্রাণ দোষে কেতকী কণ্টকে পড়িয়া অন্ধ ও নষ্ট হয়। মাতঙ্গ স্পর্শদোষে কাষ্ঠের করিণী স্পর্শপূর্ব্বক কূপে পতিত হইয়া ধৃত এবং বিনষ্ট হয়। পতঙ্গ দর্শন দোষে উপভোজ্য ভক্ষ্যজ্ঞানে অনলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়, এবং মীন রসদোষে রসনায় বড়শি গিলিয়া বিনষ্ট হয়।

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে সম্পাদক মহাশয়! আমি অনেক পরিশ্রমে নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনকার সন্নিধানে প্রেরণ করিলাম, এ দীন হীন জনের প্রতি অনুকম্পা বিতরণ পুরঃসর জগন্মান্য প্রভাকরের নিকরকররূপ আপনকার প্রভাকরের এক পার্শ্বে স্থানদানে পদাশ্রিত ও শরণাপন্ন ব্যক্তিকে চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। এবং সংশোধনান্তে স্থানদান করিয়া নবীন রচনাকারকের উৎসাহ প্রদান করুন।

এই অখণ্ড জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে পরাৎপর পরমেশ্বর মানব জাতিকে স্বীয় সৃষ্টির অবান্তরে এই অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবেরা পরস্পর সহায়তা করিবেক কোনো কোনো সময় যদ্যপি তাহারা বিপদে পতিত হয় এবং বান্ধব-হীন সহায়-হীন হয় তবে বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই, অতএব ভূমণ্ডলস্থ সকলেই বন্ধুতা পাশে বদ্ধ হইবেক, কিন্তু যে মিত্র চক্ষুর্দ্বয়ের প্রীতি-জনক ও চিত্তের আনন্দ-জনক ও সুখ দুঃখের ভাগী হন সেই মিত্রই সম্মিত্র, কিন্তু এক্ষণে এ প্রকার মিত্র প্রায় পাওয়া দুর্লভ, আত্ম-কার্য্য সাধনার্থ ধনাকাঙ্ক্ষী মিত্র অনেক পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত, এথেন্স নগরে টীমন নামা এক অতি প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন, তিনি যৎকালীন সৌভাগ্য-পদ প্রাপ্ত হন তৎকালীন তাঁহার অনেকানেক বন্ধু বান্ধবাদি ছিল, বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করত অবশেষে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন? হায়! জগদীশ্বরের কি লীলা? তাহা কাহার বোধগম্য হইতে পারে? দেখ স্বপ্নেও যাহা দেখা যায়না তাহাও ঘটে, ঐ রাজার অন্তকালে তাহার আমাত্যগণ ও বান্ধবাদি সকলে মিলিত হইয়া কলে কৌশলে ও তাহার সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া তাঁহাকে শোকার্ণবে দৈন্যাবস্থাতে পাতিত করিল, রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরকে একান্ত চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন।

পদ্য।

দিননাথ দিনবন্ধো সর্ব্ব নিরঞ্জন।
পতিতে পবিত্র কর পতিতপাবন॥
অতীত হতেছে কাল না পাই ভাবিয়া।
কত দিন রব আর পতিত হইয়া॥
বিপদে পতিত আমি বিপদ ভঞ্জন।
সুদৃষ্টে করুণা কর ওহে নারায়ণ॥
তোমা বিনা এই ভবে আর কেহ নাই।
তুমি হে সর্ব্বস্ব প্রভু তুমি হে সবাই॥
যদি তুমি কৃপাদৃষ্ট চাহ একবার।
এ ভব সমুদ্র হোতে ভবে হই পার॥
পতিত বলিয়া যদি না কর নিস্তার।
পতিত পাবন নাম কে বলিবে আর॥
পতিত পাবন নাম রাখ দয়াময়।
অকলঙ্ক নামে যেন কলঙ্ক না হয়॥
"অতএব রাখ নাথ নামের গৌরব।"
"ফুটুক করুণা ফুল ছুটুক সৌরভ॥"
"তব নাম অনল উঠুক মুক ফুঁড়ে।"
"পাপময় তূণরাশি ছাই হোক পুড়ে॥"
বিচ্ছেদের তরু যেন নাহি ফলে আর।
কর কর কর নাথ সমূলে সংহার॥
অতএব নিবেদন শুন বলি মন।
ঈশ্বর সাধন সদা করহে যতন॥

এ রূপে রাজা নানাবিধ খেদ করত বলিলেন, হাঁ সংসারে যথা-

যোগ্য বন্ধু পাওয়া সুকঠিন, হায়! যদি কাহারো সহিত বন্ধুতা করিতে হয়, তবে প্রথমত তাহার স্বভাব ও চরিত্রাদি কি প্রকার তাহা বিচার করত এবং পরস্পর লোক মুখে শ্রুত হওত যদ্দি তিনি দোষাদি রহিত ও সুপরামর্শ দায়ক হন, শাস্ত্রজ্ঞ ও ক্ষমাদি গুণ বিশিষ্ট হন, তবেই তাঁহার সহিত বন্ধুতা করা কর্ত্তব্য, নচেৎ এ প্রকার না হইলে তাহার সহিত শত্রুতাও করিবেক না। তাহার কারণ, এক দৃষ্টান্ত দেখ যথা "বরং পণ্ডিতশত্রূণাং নচ মূর্খেণ মৈত্রতা" বানরেণ হতো রাজা বিপ্র শৌচেরেণ রক্ষিতঃ।

হে করুণানিধান! এই ভূমণ্ডলে যিনি সরল স্বভাব ধারণ করিয়াছেন কুপথ কুসঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, পরোপকারদ্বারা কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, ও পরমপিতার আজ্ঞানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন করিতেছেন, পরদারকে মাতৃতুল্য জ্ঞান ও পর সন্তানকে স্বীয় সোদর স্বরূপ জ্ঞান, পরধন লোষ্ট্র তুল্য জ্ঞান করিয়া সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন তিনি ধন্য ও অন্তে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। হে পরমেশ্বর! হে দয়াময়! আমিও এই প্রার্থনা করি, সদ্বংশজাত পুণ্যবান সদাশয় ব্যক্তির সহিত মিত্রতা পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করত অন্তে তোমার পাদপদ্ম যেন লাভ করি।

শ্রীতীর্থনাথ শাহা দাস্য।
পাব্না ইস্কুলের ছাত্র মোং পাব্না।

পরের ইট কাঠ, মসলা লইয়া বাটী নির্ম্মাণ যেন কেহ করেন না।

প্রং সম্পাদক।

বিদ্যালঙ্কারে বিভূষিত মহামান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় বহু গুণমন্দিরেষু।

নায়কের উক্তি।

পদ্য।

প্রতি দিন আসি প্রাণ, তোমার সদন।
কোনো দিন নাহি হেরি, এমন বদন॥
মলিন বেশেতে থাক, করি মুখ ভার।
আমারে না বল দুখ, কি কারণ তার॥
নিরবধি একভাবে, থাক নিজ ভাবে।
কথাটি না কহ প্রাণ, সরল স্বভাবে॥
কোনো দিন নাহি দেখি করিতে যতন।
আজি বড় হাসি হাসি, প্রফুল্ল বদন॥

নায়িকার উক্তি।

কবে প্রাণ দেখে যাও, মলিন বদন।
চিরদিন সমভাব, প্রফুল্লিত মন॥
দেখে ভাব অনুভাব, করি আগেভাগে।
তুমি প্রাণ আস যাও, বিনা অনুরাগে॥
তোমার স্বভাব ভাবে, কথাটি না কই।
রাগ কর পাছে বলি, চুপমেরে রই॥
দেখেছ স্বভাবে আজ, প্রফুল্ল বয়ান।
এখন তখন নাই, সদাই সমান॥

নায়কের উক্তি।

কবে প্রাণ থাক তুমি, প্রফুল্ল বদনে?
দেখিয়া তোমার ভাব, ভাব রাখি মনে॥
হাসি মুখে তবে আমি, আসি কি কারণ।
তোমার উপরে যদি, না রহে যতন॥
কবে দেখিয়াছ ভাব, স্বভাবেতে নাই॥
আজি হে যেমন আছি, চিরকাল তাই॥
তোমার মনের ভাব না দেখি তেমন।
আজি বড় হাসি হাসি, প্রফুল্ল বদন॥

নায়িকার উক্তি।

কবে প্রাণ কুমুদিনী, দেখে সুধাকর।
প্রফুল্লিত নাহি হয়, সরসি উপর॥
অভেদ ভাবেতে থাকে, দুজনে এমন।
দূরে থেকে পরস্পর, প্রেম আলাপন॥
এমনি প্রেমের ভাব, প্রেমিকের মনে।
প্রেমিক রসিক বিনে, জানিবে কেমনে?॥
সদাকাল সমভাবে, প্রেম পরিমাণ।
এখন তখন নাই, সদাই সমান।

নায়কের উক্তি।

কিসে তুমি প্রাণ প্রিয়ে, বলিছ এমন।
আমি বটে নই তবে, রসিক সুজন॥
কবে দেখে মধুকর, প্রফুল্ল কমল।
ছেড়েযায় অযতনে, বিনা পরিমল॥
হাসি মুখ তোমার, দেখিতে যদি পাই।
তাহোলে কি শুধুমুখে, ফিরে আমি যাই॥
হেরিয়ে বিরূপ তাই, বলেছি এখন।
আজি বড় হাসি হাসি, প্রফুল্ল বদন॥

নায়িকার উক্তি।

যেজন সুজন হয়, রসিক রতন।
রতনে সে নাহি করে, কভু অযতন॥
প্রেমরসে পরিপূর্ণ, সদা তার মন।
অরসিক কবে সেই, রসিক রতন॥
তুমি যদি হোতে প্রাণ, তেমন সুজন।
আমারে কি তুষিতে হে, করি অযতন॥
বিষকূপী বিষ খাই, অমৃত সমান।
এখন তখন নাই, সদাই সমান॥

নায়কের উক্তি।

যা হোয়েছে হোক্ প্রাণ, এখন তা নয়।
রমণীর শিরোমণি, জেনেছি নিশ্চয়॥
রসের নিগূঢ় রস, জান তুমি তার।
হৃদয়ের ধন তুমি, হোয়েছ আমার॥
রসিক সুজন তুমি, অরসিক নও।
আমি হে তোমার ধন, যাহয় তা কও॥
ভাব প্রেমরস পেয়ে, বলেছি এমন।
আজি বড় হাসি হাসি, প্রফুল্ল বদন॥

নায়িকার উক্তি।

এতদিন ছিলে প্রাণ, অরসিক জন।
ভাল ভাল পেয়েছ, প্রেমের আস্বাদন॥
এখন হোলে হে নাথ, মনের মতন।
রতন ভাবিয়া আমি, করিব যতন॥
সুখেতে কাটাব কাল, লোয়ে প্রেমধন।
তুমি বিনা কে করিবে, আমার যতন॥
সমভাবে সোয়ে রই, মান অপমান।
এখন তখন নাই, সদাই সমান॥

পূ. চ, ব।
সাং মহেশ্বরপুর।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রামং মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬টাকা মাত্র।

৭০৮৩ সংখ্যা] গুরুবার ৭ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২২ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

খোওয়া দরকারি কাগজাদির বিজ্ঞাপন।

"নিউ জেলাণ্ড" নামক স্থানের ভূমি সংক্রান্ত কয়েকখান কাগজ ত্রেজুরির মধ্যে অথবা তন্নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে খোওয়া গিয়াছে অতএব যে কোনো ব্যক্তি উল্লেখিত কাগজ পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া ত্রেজুরিতে আমার নিকট অর্পণ করিবেন, তিনি উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

J. WETHERILL.
জে, ওয়েদারএল।

কলিকাতা।
১৯ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৭ আষাঢ় শনিবার শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার, কাগজাদি ও দলিল বিষয়ের যে ঘোষণা দিয়াছিলেন সেই সকল দস্তাবেজ ও দলিল আমার নিকট আছে তাহা এপর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে বন্দক দেওয়া হয় নাই, উক্ত উমেশচন্দ্র সরকার কি অভিপ্রায়ে এরূপ বিজ্ঞাপন করেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত সপ্তাহ মধ্যে দিবেন যদি না দেন তবে তাঁহার নামে ইণ্ডাইট করা যাইবেক।

শ্রীঅতুলনাথ বসু খোদ। ও অছি।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

৭ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমারদিগের ঢাকাস্থ বন্ধুর ১৬ জুলাই দিবসের পত্র পাঠকরত

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, যাহাদিগকে দেশের শান্তির নিমিত্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহারাই যদ্যপি প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করে, তবে আর কিছুতেই নিস্তার নাই। বিগত ১৪ তারিখে রজনীযোগে কয়েকজন সেনা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া উক্ত স্থানবাসি অনেককেই আহত করিয়াছে, তন্মধ্যে ২।৩ জন এরূপ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহারদিগের জীবনের কিছুমাত্র আশা নাই, অতএব তথাকার শান্তিরক্ষকের বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে যে, তিনি শীঘ্রই এমত একটা নিয়ম নির্দ্ধারিত করুন যদ্দ্বারা নির্দোষি প্রজাগণ অকারণ সেনাকর্ত্তৃক এরূপ সাংঘাতিক ক্লেশ প্রাপ্ত না হয়েন।

আমরা রঙ্গপুরের রঙ্গুর ২ জুলাই দিবসীয় পত্রের কিয়দংশ অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম।

"এ অঞ্চলে অতীতবর্ষে রাজবিদ্রোহিতা-ঘটিত যে এক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তৎসময়ে জিলার সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট ভারাক্রান্ত শ্রীশ্রীযুক্ত, অস্মদাদির দ্বারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যথোপযুক্ত সাহায্য পাইয়াছিলেন, এনিমিত্ত আমার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত সৎকর্ম্মের পুরস্কার জন্য গত ৮ মার্চ দিনাবধি শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ পর্ব্বতীয়া রঙ্গুয়া প্রথম শ্রেণীস্থ দারোগার পরিবর্ত্তে আমাকে পোলিসের প্রথম শ্রেণীস্থ দারোগার পদে একটিং নিযুক্ত করত গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন, পোলিসের সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট কমিস্তনর সাহেব সেই রিপোর্ট গ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এত দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী হুকুম আইসে নাই। মদীয় কুটম্ব শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকচন্দ্র চৌধুরী আমার পরিবর্ত্তে একটিংরূপে জেলদারোগার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, সংপ্রতি নিবেদন, গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী হুকুম প্রাপ্তি হইয়াছে, আর এ সংবাদ অস্মদাদির অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে মহোদয়ের জ্ঞাতসার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এ জিলার প্রধান সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট ভারাক্রান্ত শ্রীযুক্ত ১৮৫৭ সালের ১৪ আক্ট অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অত্রস্থ রাজবিদ্রোহিতার ষড়যন্ত্রকারি লোকদিগকে বিলক্ষণরূপে শাসন করত মোং ঘোড়হাট হইতে সংপ্রতি জিলায় শুভাগমন করিয়াছেন, এবং আমিও চারি মাসকাল শ্রীযুতের সমভিব্যাহারে ঘোড়হাট অঞ্চলে বাস করিয়াছিলাম, অধুনা স্বীয় কর্ম্মস্থান সদরথানা রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে এ মোকামে তণ্ডুলের মোন ২৷৷০ হইতে ৩ ও কয়লার মোন ২৷৷০ টাকা, মুগদালি ৩৷৷০ টাকা মোন, তামাকু প্রতিমোন ৩০ হইতে ৪০ টাকা মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। ঘোড়হাটের প্রজারা অন্নাভাবে অত্যন্ত হাহাকার করিতেছে, অনাবৃষ্টি হওয়াতে কৃষক লোকেরা এককালীন বিষম ব্যাকুল হইয়া চারিদিগ শূন্যপ্রায় দেখিতেছে, আর উপস্থিত কোনো সংবাদ নাই। আমার মঙ্গল, মহাশয়ের শারীরিক মঙ্গলাদি লিখিয়া পরিতুষ্ট করিবেন, কিমধিকং নিবেদনেতি"।

স্বদীয় শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দত্ত।
একটিং প্রথম শ্রেণীস্থ
দারোগা।

আমরা 'চারি ইয়ারে তীর্থযাত্রা' নামক একখানি অভিনব নাটক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, শিমুলীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই গ্রন্থখানি নূতন রচনা করিয়াছেন, পাঠকগণ যদি দৈবায়ত্তে কথিত গ্রন্থ অবলোকন করেন, তবেই তাহার সমগ্র দোষগুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন. আমরা তাহার কিছুই বলিতে পারি না।

"ইয়ং বেঙ্গল" নামক ইংরাজিতে লিখিত একবিষয় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অত্যন্ত অধিক। আমারদিগের প্রভাকরের শরীর অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং একদিনের পত্রে স্থানপ্রাপ্ত হয় না, এজন্য তাহা প্রকাশ করণে বিরত হইলাম।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

১৪ জুলাই তারিখে পাটনার সংবাদ পাঠে অবগতি হইল, তথায় পুনর্ব্বার শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইয়াছে শোণনদের নিকটবর্ত্তি স্থানে কোনো প্রকার গোলোযোগ নাই, বিদ্রোহিরা তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক শাহাবাদজেলা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে "কোয়েলার" অবধি রক্সার পর্য্যন্তের রাজপথ সকল বিদ্রোহিকর্ত্তৃক পরিপূরিত হইয়াছে দুষ্টেরা অনেক পথিকের সর্ব্বস্বান্ত এবং নিহত করিয়াছে। অমরসিংহ জগদীশপুরের জঙ্গল মধ্যে রাজার ন্যায় প্রতাপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে, শাহাবাদ জেলা হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করিতে পারিলেই অনেকাংশে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কারণ বেহার প্রভৃতি স্থান সকল প্রায় বিদ্রোহিশূন্য হইয়াছে বলিলেই হয়, তবে স্থানে স্থানে দুই এক জন দুষ্টলোক আছে, তাহাদিগের দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব অমরসিংহকে দলেবলে অগ্রেই বিনষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ার পাঠে অবগতি হইল, নেপালস্থ জংবাহাদুরের অধীনস্থ সেনারা প্রভুর প্রতি বিপক্ষতাচরণ করণ মানস করিতেছে ইহার কারণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যে কোনো বিষয়ে হউক না কেন তাহার প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া সেই বিষয়টি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিলে সুবিবেচনার কার্য্য হয়।

পাটনার সংবাদে অবগতি হইল, শোণনদের পশ্চিম অংশের রেলওয়ে সংক্রান্ত কয়েকটা কারখানা জগদীশপুরের বিদ্রোহিরা লুট এবং দগ্ধীভূত করিয়া দিয়াছে, সেই সকল গৃহে অনেক গুলীন গো অশ্ব প্রভৃতি পশু ছিল তাহার মধ্যে কয়েকটা জন্তু বহ্নির প্রতাপে অল্পসিয়া গিয়াছে, এবং একটা ঘোটক পুড়িয়া মরিয়াছে কিন্তু কোনো মনুষ্যের শারীরিক হানি হয় নাই। জেনেরল নিউগার্ড সাহেবের অধীনস্থ সেনারা ঐ সকল বিদ্রোহি দিগের অনেককেই কৃতান্ত ভবনে প্রেরণ করিয়াছে। সারন-জিলার বিদ্রোহিরা গোরক্ষপুরাভিমুখে যাত্রাকরণ করিয়াছে, শাহাবাদ জেলা হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করিতে পারিলেই অনেকাংশে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কারণ বেহার প্রভৃতি স্থান সকল প্রায় বিদ্রোহিশূন্য হইয়াছে বলিলেই হয়, তবে স্থানে স্থানে দুই এক জন দুষ্টলোক আছে, তাহাদিগের দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব অমরসিংহকে দলেবলে অগ্রেই বিনষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ার পাঠে অবগতি হইল, নেপালস্থ জংবাহাদুরের অধীনস্থ সেনারা প্রভুর প্রতি বিপক্ষতাচরণ করণ মানস করিতেছে ইহার কারণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যে কোনো বিষয়ে হউক না কেন তাহার প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া সেই বিষয়টি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিলে সুবিবেচনার কার্য্য হয়।

পাটনার সংবাদে অবগতি হইল, শোণনদের পশ্চিম অংশের রেলওয়ে সংক্রান্ত কয়েকটা কারখানা জগদীশপুরের বিদ্রোহিরা লুট এবং দগ্ধীভূত করিয়া দিয়াছে, সেই সকল গৃহে অনেক গুলীন গো অশ্ব প্রভৃতি পশু ছিল তাহার মধ্যে কয়েকটা জন্তু বহ্নির প্রতাপে অল্পসিয়া গিয়াছে, এবং একটা ঘোটক পুড়িয়া মরিয়াছে কিন্তু কোনো মনুষ্যের শারীরিক হানি হয় নাই। জেনেরল নিউগার্ড সাহেবের অধীনস্থ সেনারা ঐ সকল বিদ্রোহি দিগের অনেককেই কৃতান্ত ভবনে প্রেরণ করিয়াছে। সারন-জিলার বিদ্রোহিরা গোরক্ষপুরাভিমুখে যাত্রাকরণ করিয়াছে, শাহাবাদ জেলা হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করিতে পারিলেই অনেকাংশে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কারণ বেহার প্রভৃতি স্থান সকল প্রায় বিদ্রোহিশূন্য হইয়াছে বলিলেই হয়, তবে স্থানে স্থানে দুই এক জন দুষ্টলোক আছে, তাহাদিগের দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব অমরসিংহকে দলেবলে অগ্রেই বিনষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ার পাঠে অবগতি হইল, নেপালস্থ জংবাহাদুরের অধীনস্থ সেনারা প্রভুর প্রতি বিপক্ষতাচরণ করণ মানস করিতেছে ইহার কারণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যে কোনো বিষয়ে হউক না কেন তাহার প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া সেই বিষয়টি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিলে সুবিবেচনার কার্য্য হয়।

পাটনার সংবাদে অবগতি হইল, শোণনদের পশ্চিম অংশের রেলওয়ে সংক্রান্ত কয়েকটা কারখানা জগদীশপুরের বিদ্রোহিরা লুট এবং দগ্ধীভূত করিয়া দিয়াছে, সেই সকল গৃহে অনেক গুলীন গো অশ্ব প্রভৃতি পশু ছিল তাহার মধ্যে কয়েকটা জন্তু বহ্নির প্রতাপে অল্পসিয়া গিয়াছে, এবং একটা ঘোটক পুড়িয়া মরিয়াছে কিন্তু কোনো মনুষ্যের শারীরিক হানি হয় নাই। জেনেরল নিউগার্ড সাহেবের অধীনস্থ সেনারা ঐ সকল বিদ্রোহি দিগের অনেককেই কৃতান্ত ভবনে প্রেরণ করিয়াছে। সারন-জিলার বিদ্রোহিরা গোরক্ষপুরাভিমুখে যাত্রাকরণ করিয়াছে, শাহাবাদ জেলা হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করিতে পারিলেই অনেকাংশে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কারণ বেহার প্রভৃতি স্থান সকল প্রায় বিদ্রোহিশূন্য হইয়াছে বলিলেই হয়, তবে স্থানে স্থানে দুই এক জন দুষ্টলোক আছে, তাহাদিগের দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব অমরসিংহকে দলেবলে অগ্রেই বিনষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।

অর্থাৎ কৃষ্ণাকৃতি হয়। কবি সেই মেচেতাকে অলিস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ মেচেতাস্বরূপ অলি দুইগণ্ড হইতে এরূপ গণ্ডগোল করিতেছে যে, অধররূপ বান্দুলীফলে গিয়া মধুপান করি কিম্বা মুখপদ্মে গিয়া মধু পান করি।—আমরা ইহার অধিক আর কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আরার সুকবি পণ্ডিত মহাশয়েরা যদ্রূপ স্থির করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইলে অত্যন্তই উপকৃত হইব।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

পদ্য।

দীন নাথ নাম নাথ করেছ ধারণ।
দীন হীন দয়া কর পতিত পাবন॥
তত্ত্ব জ্ঞান হীন আমি দীন অতিশয়।
দীন ভাবে চির দিন দিন করি ক্ষয়॥
কিন্তু হে করুণা কর দিন যত যায়।
দীনের দীনতা তবু হ্রাস নাহি পায়॥
ভাবি দিন সুদিন হইবে ভাবি নাথ।
করিব এ ভাবে আর কত দিন পাত॥
কত দিন আমার এ মানস চাতক।
পান করি আশা বারি ভুগিবে পাতক॥
কত দিনে দীনের দীনতা হবে ক্ষয়।
কত দিনে সুদিনের হইবে উদয়॥
এই রূপে করি আর এক দুই তিন।
ভব মাঝে কত কাল কাটিব হে দিন॥
দিন দিন দীননাথ কৃপার সাগর।
বিনয়ে তোমায় ডাকি হইয়ে কাতর॥
করুণা কটাক্ষে হরি কৃপা করি দান।
দীনের দীনতা হর করুণা নিধান॥

ভাবের অতীত হরি তুমি ভাব-ময়।
ভেবে কে করিতে পারে তোমার নির্ণয়॥
কি ভাবে এ ভব তুমি করেছ সৃজন।
কি ভাবে করিছ লয় কি ভাবে পালন॥
কে পারে বুঝিতে নাথ তোমার সে ভাব।
করিতে কে পারে স্থির স্বভাব স্বভাব॥
আমি তায় দুরাচার নাহি কোন জ্ঞান।
কেমনে করিব তত্ত্ব ভাব সুধা পান॥
অপার তোমার এই ভবের ব্যাপার।
কত রূপ অপরূপ শোভার আধার॥
এই আছে এক ভাব নাহি তাহা আর॥
কত কব নব নব শোভার সঞ্চার॥
স্বভাব হয়েছে তব উদ্যানের প্রায়।
ছয় ঋতু মালি হোয়ে খাটিতেছে তায়॥
পরে পরে সকলেই করে আগমন।
করিবারে স্বভাবের শোভা সম্পাদন॥
জ্ঞান নেত্র আচ্ছাদিত মায়াতে সদাই।
এ সব সুচারু শোভা দেখিতে না পাই॥
ভেবে ভেবে কিছু আর স্থির নাহি হয়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড তব ভূতের অ লয়।
কে আছে মনের মত করইবা কায়।
ভত সেজে বেড়াতেছি ভূতের মেলায়॥
বুদ্ধির অগম্য এই ভূতের ব্যাপার।
ভূতে ভূতে অভিভূত আছি অনিবার॥
ভিতরে বাহিরে ভূত ভূত সমুদয়।
ভেবে দেখি এ ভূত অদ্ভুত অতিশয়॥
মদ মদে মত্ত সদা মন দুরাশয়।
কুভাবে ভাবুক হোয়ে হরিছে সময়॥
মরিছে এ ভব ঘুরে ভব ঘুরে হোয়ে।
আমায় মজালে মন অন্তরেতে রোয়ে॥
মন মম মনের মতন যদি হয়।
তুচ্ছ করি উচ্চ-পদ বিভব বিষয়॥
ভ্রম-রথে কিন্তু সে করিয়ে আরোহণ।
অনুক্ষণ করিতেছে কুপথে ভ্রমণ॥
ভাবিতে হে ভূত নাথ তব ভব ভাব।
ভাবের ভাণ্ডারে তার ভাবের অভাব॥
ডাকি তাই তোমারে হে অভাব ভঞ্জন।
ভাব হীনে কৃপা কণা করি বিতরণ॥
একবার অন্তরেতে হইয়ে উদয়।
অজ্ঞান তিমির রাশি কর কর ক্ষয়॥
হৃদি হৃদে ভাব পথ হউক প্রকাশ।
মনের মালিন্য যত হোয়েযাক নাশ॥
দেহ মন এক যেন স্বভাবেই হয়।
ভাবের ভাণ্ডারে আর অভাব না রয়॥
সজ্ঞানে তোমার ভাব ভাবিতে ভাবিতে।
যাই যেন দয়াময় এ ভব হইতে॥

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

বর্ষাবর্ণন।

পদ্য।

আইল বরষা কাল, ধরণীর মাঝে।
ভীষ্মরূপ ত্যজে গ্রীষ্ম, পলাইল লাজে॥
ঘন ঘন ঘন সদা, ছাড়ে সিংহনাদ।
ভূচর খেচর শুনে, গণিছে প্রমাদ॥
ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী, আকাশে প্রকাশে।
গ্রীষ্মের দুর্গতি দেখে, যেন সেই হাঁসে॥
তিমিরে আচ্ছন্ন হোলো, ভূতল নিতল।
বরষা আইল নিয়ে, নিজ দলবল॥

পথ ঘাট মাঠ যত, জলে একাকার।
জুতাপায়ে দিয়া যায়, সাধ্য আছে কার॥
পাখি সব শাখি পরে, ছিল হত রব।
জলবিনা অঙ্গ যেন, হোয়েছিল শব॥
এখন জীবন পেয়ে, পাইল জীবন।
তান ধরে গানকরে, এবে অনুক্ষণ॥
একেবারে বেঁচেগেল, চাতকের দল।
বরষা আইল নিয়ে, নিজ দলবল॥

চাষা ছিল আশাহত, কি হবে এবার।
বর্ষা দেখে ভর্ষা মনে, হইল তাহার॥
যত মীন বলহীন, ক্ষীণ সব হোয়ে।
জলবিনা ছিল সবে, তীরেতে পড়িয়ে॥
পেয়ে নীর ছাড়ি তীর, জলে সবে যায়।
কি প্রভাব বরষার, মরি হায় হায়॥
নিতল শীতল হোলো, পেয়ে এবে জল।
বরষা আইল নিয়ে, নিজ দলবল॥

বাঁচিলাম বাঁচিলাম, গায়ে এলো ঘাম।
গ্রীষ্মের বিদায় হোলো, রাম রাম রাম!॥
বৃক্ষ যত প্রাণ হত, হোয়েছিল প্রায়।
পেয়ে জল তার ফল, আবার জন্মায়॥
যতেক মানব গণ, পাইয়া জীবন।
এ যাত্রায় বেঁচেগেল, পাইল জীবন॥
জলধর* দিতেছেন, জলধরে জল।
বরষা বড়সা ধোরে, হোয়েছে প্রবল॥

প্রণত শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।
সাং কাঞ্চনপল্লী।

সম্পাদক মহাশয় কৃপা বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না।

---

* জলধর, মেঘ, সরোবর।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৮৪ সংখ্যা] শুক্রবার ৮ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৩ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

খোওয়া দরকারি কাগজাদির বিজ্ঞাপন।

"নিউ জেলাণ্ড" নামক স্থানের ভূমি সংক্রান্ত কয়েকখান কাগজ ত্রেজুরির মধ্যে অথবা তন্নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে খোওয়া গিয়াছে অতএব যে কোনো ব্যক্তি উল্লেখিত কাগজ পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া ত্রেজুরিতে আমার নিকট অর্পণ করিবেন, তিনি উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

J. WETHERILL.
জে, ওয়েদারএল।

*কলিকাতা।
১৯ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৭ আষাঢ় শনিবার শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার, কাগজাদি ও দলিল বিষয়ের যে ঘোষণা দিয়াছিলেন সেই সকল দস্তাবেজ ও দলিল আমার নিকট আছে তাহা এপর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে বন্দক দেওয়া হয় নাই, উক্ত উমেশচন্দ্র সরকার কি অভিপ্রায়ে এরূপ বিজ্ঞাপন করেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত সপ্তাহ মধ্যে দিবেন যদি না দেন তবে তাঁহার নামে ইণ্ডাইট করা যাইবেক।

শ্রীঅতুলনাথ বসু খোদ। ও অছি।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

৮ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা গোয়ালপাড়ার বন্ধুর ৩০ আষাঢ়ের পত্র অতি সমাদরের

সহিত আনুপূর্ব্বিক সমস্তই প্রকাশ করিলাম, বিচক্ষণবর পাঠকগণ এ-পত্র পাঠে বিশেষ কৌতূহল প্রাপ্ত হইবেন।

" বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্ন লিখিত সম্বাদাবলী আপনার প্রভাকর পত্রস্থ হইবার মানসে প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধনানন্তর মানস পূরণ করিবেন।

বিগত ৮ জুলাই দিবসে এখানকার পোষ্ট আফিস হইতে গোহাটি অভিমুখে প্রেরিত একখানা ডাকবাহিকা-তরিণী ভেগধোয়া পর্ব্বতের সমীপে শিলা দ্বারা প্রত্যাহত, ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়ানক তরঙ্গে বিপর্য্যস্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের এবং অপরাপর ব্যক্তিদিগের বহু কাগজ পত্র ও দ্রব্যাদি জলসাৎ হইয়াছে। বিশেষতঃ সেই সঙ্গে অত্রত্য দেওয়ানি আদালতের নিষ্পত্তি করা, চাপাড়র অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিকূলে উপস্থিত, ভূমি সম্বন্ধীয় একটা ভারি মোকদ্দমার নথি, যাহা আপীল আদালতে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাই গিয়াছে, এই দলিল নষ্ট হওয়াতে ঐ বাবুর বহু ক্ষতি হইয়াছে।

মহকুমা মাণিকগঞ্জের অধীন তরারাথুবা গ্রামনিবাসী, এখানকার বিজনি রাজধানীর পদচ্যুত পেশ্‌কার শ্রীযুত বাবু রাধামোহন চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয়ের একটী পুত্র ত্রিবর্ষকাল গর্ভস্থ ছিল, গত ৭ আষাঢ় দিবসে ভূমিষ্ট হইয়াছে। উক্ত মহাশয় তাঁহার সহধর্ম্মিণীর স্ত্রীধর্ম্ম নিবারণ হইয়া গর্ভ-সঞ্চারের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ হওয়াতে এক বৎসর পর্য্যন্ত অন্তঃসত্ত্বা অনুমান করিয়া পরিশেষে নিয়মিত সময়ে সন্তান প্রসব হইলনা বলিয়া কোনোপ্রকার উৎকৃষ্ট উদরাময় বিবেচনায় দুঃখিত ছিলেন। সম্প্রতি প্রভাবনীয় ও আশাতীতরূপে প্রসূত কুমারের জাত-বিবরণ শ্রুত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়োৎফুল্ল মানস হইয়াছেন. এপ্রকার দীর্ঘকাল সন্তানের রায়ুজ মধ্যে অবস্থিতি অতি চমৎকারের বিষয়! বোধ করি, ইনি দ্বিতীয় শুকদেব হইতে পারেন। এই অভিনব নিয়মে জাত বা নব-প্রসূত কুমারের শারীরিকাকারস্থ ও দেহ চালনাদিশক্তির বয়সানুজায়ী কিছু তারতম্য হইয়াছে কি না, এপর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ পায় নাই।

অত্রত্য কারাগারস্থ কতিপয় সদাচারি বন্দুয়ানদিগের প্রতি জেলের অধ্যক্ষ অর্থাৎ শান্তিরক্ষক মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সদাচারের পুরস্কার-স্বরূপ পদের শৃঙ্খলমোচন করত অন্যান্য অসংস্কৃতস্বভাব কারাবাসিদিগের রক্ষকতাকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, বেতনভোগি রক্ষকদিগের সহিত ইহাদের কোনো পার্থক্য নাই, কেবল বেতন পায় না এবং বাহিরে শয়ন করিতে পারেনা এইমাত্র স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে আমারদিগের এমত বোধ ছিল, যে, নরহন্তা, দস্যু, তস্করাদি উৎকৃষ্ট পাপগ্রস্ত দণ্ডই নারকীয় যমকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের কৃতকার্য্যের সামান্য প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কারাভোগ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান নিয়ম যদ্যপিও আমারদিগের বিবেচনার বিপরীত, তথাপিও শুভকরই বলিতে পারি। কারণ, সৎকার্য্যের সহিত যে সুখের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে প্রবুদ্ধ হইলে অবশ্যই দুরাত্মাদিগের অসদ্বৃত্তির নিরাকরণ সম্ভাবনা. ক্রমে দুর্ব্বৃত্তলোকের অল্পতা হইলে ভূমণ্ডলে পুনরায় সত্যযুগের উদয় হইতে পারে। পরম জ্ঞানী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আপন প্রণীত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,. নামক গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বন্দুয়ানদিগের দুষ্ক্রিয়ার কারণ নীরাশ হইবার পক্ষে রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, বোধ করি, ভূলোকের সৌভাগ্যবশতঃ তাহা সফল হইবার এই প্রথম সূত্রপাত হইল. অতএব আমরা প্রজাবৎসল পরিণামদর্শি রাজপুরুষ মহাশয়দিগকে এই সম্বন্ধে শত শত ধন্যবাদের সহিত নমস্কার জানাইয়া প্রার্থনা করিতেছি, যে. কুসংস্কারাবিষ্ট অবিনীত দুর্জ্জন কয়েদিদিগের অনায়ত্তমতির সারল্য সম্পাদন পক্ষে উপরি উক্ত বাবুর ন্যায়ানুমত এবং যুক্তিযুক্ত মত গ্রহণ করুন!

যে তণ্ডুলের মোন এখানে পূর্ব্বে ৫ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছানুক্রমে তাহার অনেক লাঘব হইয়া অদ্যকার বাজারে দুই টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে, এইক্ষণে আর অন্নাভাবে লোকের মরিবার ভয় নাই, আশু ধান্য ফলিত হইলে আরো কিছু ভাল হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি জ্বররোগ দ্বারা বহু লোক

আক্রান্ত হইয়া অশেষ যাতনাভোগ করিতেছে, কিন্তু ভগবৎ প্রসাদাৎ প্রাণের হানি অতি বিরল হইয়াছে ইতি।

আপনকার নিতান্তানুগত জনস্য।
শ্রীকৃষ্ণলাল দাসগুপ্তস্য।"

আমরা ঢাকার পত্রখানি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

" বহু সম্মান পুর্ব্বক নিবেদনম্।

সম্পাদক মহাশয়! সম্প্রতি এখানে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ৩ দল ইউরোপীয় সৈন্য সমাগত হইয়াছে, এস্থানীয় লোকেরা ইহারদিগের কর্ত্তৃক যে প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহার কিছুই হইতেছেনা। বস্তুতঃ ইহারদিগের আচার ব্যবহার দৃষ্টে ইহাদিগকে ভদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বাগত নাবিক সেনাদিগের ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত নহে।

বিগত কল্য রাজপুরুষেরা এমত ঘোষণা দিয়াছেন, যে, আগামী সোমবার কালেক্টারীতে এক কমিটি হইবেক, তাহাতে অত্রত্য ব্যক্তিমাত্রেই ইচ্ছানুসারে সমাগত হইতে পারিবেন, কিন্তু কি নিমিত্ত কমিটি হইবে তদ্বিশেষ এপর্য্যন্ত কিছুই প্রকাশ হয় নাই। এমত শুনা যায় যে. রাজপুরুষেরা এমত কল্পনা করিয়াছেন, অত্রত্য লোইপুল অবধি বাবুর বাজারের পুল পর্য্যন্ত যে সকল হিন্দু ও মুশলমানেরা অধিবাস করিতেছে, তাহারদিগকে তথা হইতে উঠাইয়া দিয়া তৎস্থান কেবল ইংরাজদিগেরই অবস্থানের নিমিত্তে নির্দ্ধারিত থাকিবে, বোধ হয় ইহারই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ কমিটি হইবেক, এবিষয়ের সত্যাসত্য কিছুই নিশ্চয়রূপে জানিতে পারি নাই, কমিটি হইয়া গেলে যাহা প্রকাশ হয় শীঘ্রই আপনাকে জানাইব।

ঐ দিবসে আরো ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, কলিকাতার ন্যায় এখানেও স্থানে স্থানে গ্যাসলাইট প্রদত্ত হইবেক, এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারিগণকে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবেক।

একান্ত বাধ্য।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
৩ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল।"

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

১৯ জুলাই দিবসের আগত সমাচার।

"জেনরল রবার্ট সাহেব সসৈন্যে 'টঙ্ক' নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। কর্ণেল হোমস্ সাহেব আমসতমে থাকিয়া এমত সম্বাদ প্রেরণ করেন যে এদিগের বিদ্রোহিরা ছড়িভঙ্গ হইয়া নানাদিগেগমন করিতেছে, তাঁহার আবাসের অনতিদূরে ৩০০০ বিদ্রোহি রহিয়াছে, তাহারা ধিপারিঘাট পার হইয়া সিওপুর জিলামধ্যে গমনোদ্যোগ করিতেছে। বান্দার-বিদ্রোহিনবাব আপনেচ্ছায় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের স্মরণ লওনের মানস প্রকাশ করিয়াছেন"।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

আলাহাবাদের কোনো সংবাদদাতার ১৬ জুলাই দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, "এস্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো পল্লিগ্রাম মধ্যে বিস্তর বিদ্রোহিরা সমবেত হয়,' এই সংবাদ প্রাপ্তে কোনো ব্রিটিস সেনাপতি কয়েকদল অশ্বারোহি পদাতিক সেনা এবং কয়েকটা তোপ সমভিব্যাহারে শত্রুদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করণার্থ ১৫ তারিখে উক্ত স্থানে গমন করিবামাত্র বিদ্রোহিরা তাহারদিগের বিপক্ষে অনবরত তোপধ্বনি আরম্ভ করে, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত রাজসেনারা তাহারদিগের সহিত ঘোরতর সমর করায় শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিয়া তথা হইতে আপনারদিগের মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে, এদিগে ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া সেই দুর্গাক্রমণ করত গোলার আঘাতে তাহা ভগ্ন করিয়া শত্রুদিগের ৭০০ ব্যক্তিকে নিহত এবং তাহারদিগের সমস্ত আহারীয় এবং সামরিক দ্রব্যাদি জয়লাভ করিয়াছে।"

আলাহাবাদের বিদ্রোহি মৌলবি নায়েফৎ আলি ১২,০০০ সেনা সংগ্রহ করত 'সরায়ন' নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, কয়েকদল ব্রিটিস সেনা তাহার প্রতিকূলে সমরকরণাভিপ্রায়ে তথায় গমন করিয়াছে, উল্লেখিত দুষ্ট মৌলবি, আলাহাবাদের ১১ ক্রোশান্তর "আনপু

রের,, রাজানুগত জমীদারের বাটী লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাঁহাকে কারাবদ্ধ-করত সারনে লইয়া গিয়াছে, এই নিরপরাধী জমীদার দুরাত্মার প্রতি এমন কি অত্যাচার করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে তিনি এতাধিক যন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন, অতএব উক্ত দুরাত্মাকে শীঘ্রই কালের করালগ্রাসে নিক্ষেপ করা রাজপুরুষদিগের অত্যাবশ্যক হইতেছে, দুষ্টদিগের নির্দ্দোষি প্রজাপুঞ্জের উপর এরূপ অত্যাচার করণবিষয়ক সংবাদ শ্রবন করিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতে হয়, এ বিদ্রোহ-ঘটনাবধি একাল পর্য্যন্ত বিদ্রোহিরা কত যে রাজভক্ত জমীদার ও অন্যান্য প্রজাপুঞ্জকে অশেষবিধ যন্ত্রণাসহকারে সংহার করিয়াছে, তাহার সংখ্য করা যায় না।

অযোধ্যা রাজ্যমধ্যে নিম্নলিখিত স্থান সকলে বিদ্রোহিসেনা অবস্থিতি করিতেছে।

"সিকন্দাপুর কাল্কায়,, ১৬০০ অশ্বারোহি এবং পদাতিক সেনা এবং দুইটা ছোট কামান "দলখিয়া খারা,, নামক স্থানে বিদ্রোহি বাবুরাম বকসের অধীনে ২৫০০ সেনা এবং ৪টা তোপ রহিয়াছে। "বস্রায়,, বেণিমাধুর অধীনে ৫০০০ পদাতিক এবং ৬টা কামান আছে, নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে ৭০০ বিদ্রোহি আছে তাহারদিগের সরদার বসন্তসিংহ, রঞ্জরপুরের সম্মুখ-স্থানে রঘুনাথ সিংহের পুত্র বিশ্বনাথ সিংহের অধীনে ২৮০০ লোক আছে। "বারয়েচ,, নামক স্থানে নবাবগঞ্জের পলাতক ৪০০০ সেনা ২টা ছোট এবং ২টা বড় কামান রহিয়াছে। গাগ্রানদীর অপর পারের চৌকা ঘাটের সন্নিকট বেগম এবং তাঁহার উপপতি মামু খান ৪০,০০০ চল্লিশ সহস্র সেনা এবং কয়েকটা তোপ সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছেন।

প্রেরিত পত্র

অনুগ্রাহক শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার একদেশে স্থানদান-করত বাধিত করিবেন।

নদীয়া জিলার অন্তঃপাতি দৌলাতগঞ্জ গ্রামে এক অভিনব বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, শুনিয়া আমরা একদিন উৎসাহ সহকারে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, বিদ্যালয়ে অশীতি সংখ্যার সমধিক ছাত্র, স্ব স্ব শ্রেণীতে সভ্যবেশে বসিয়া রীতিমত অধ্যয়ন করিতেছে। তত্রত্য শিক্ষক মহাশয়দিগের অভিপ্রায়ানুসারে আমরা কৌতুকি হইয়া সমুদায় ছাত্রদিগের পরীক্ষা করিলাম। ছাত্রেরা বহুতর প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানদ্বারা আমাদিগকে পরমপ্রীত করিল। চারিমাস-মাত্র বিদ্যামন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে এতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেখিয়া আমি একেবারে অপার বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলাম। শিক্ষক মহাশয়েরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ছাত্রেরাও তাঁহাদিগের অভিলষিত সফল করিতে যত্নের ত্রুটি করে নাই।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ রায়, যাঁহার প্রযত্নবলে ভাজনঘাট আদর্শ-বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং যিনি প্রকৃত বিদ্যানুরাগী ও স্বদেশহিতৈষী, তিনিই ঐ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ পরিগ্রহ করাতে তাহার বিশেষ উন্নতির সোপান হইয়াছে। আর দৌলাতগঞ্জ প্রদেশের সুবিজ্ঞ মান্যবর দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত রায় মহাশয়ও ঐ বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। গ্রামবাসির মধ্যে শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়কে ইহার একজন প্রধান উদ্যোগী দেখিলাম। তিনি ঐরূপ শিক্ষায় সবিশেষ উপকার বোধ করিয়া তদুন্নতি সাধনের নিমিত্ত কায়মনে যত্ন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আরও দুই এক মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন আছে, কিন্তু আরার লোকের তাদৃশ অনুরাগ দেখিলাম না। কি বিষাদের বিষয়! এইরূপ বিশুদ্ধ প্রণালীক্রমে শিক্ষা দেখিয়াও যে তাঁহাদিগের চিরপ্রচলিত কুসংস্কার স্রোত অদ্যাপি স্তব্ধ হইল না, এই আশ্চর্য্য। এক্ষণে যে কতদিনে সকলেই ঐক্যমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই শুভকার্য্যে উক্ত তিন মহাশয়ের অনুসরণ করিবেন, তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলাম। প্রার্থনা করি, পথদর্শক মহাশয়েরা দীর্ঘজীবি ও অব্যাহত শরীর হইয়া ভাবিমঙ্গলের বীজ বপন করুন, লোকে সুখি হউক।

অদ্যাপি এই বিদ্যালয়ের গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকৃত সাহায্য লাভ হয় নাই। অচিরাৎ সাহায্য পাইবেক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার কালবিলম্ব দর্শনে সাধারণ লোকের মনে বিবিধ কারণ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব অচিরে অঙ্গীকৃত সাহায্য প্রাপ্তিই বিশেষ আবশ্যক হইতেছে, যদি সাহায্য প্রাপ্তির অন্যথাভাবে কোনো ক্ষতি হয়, তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে।

কেষাঞ্চিৎ দর্শকানাম্।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৮৫ সংখ্যা] শনিবার ৯ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৪ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

খোওয়া দরকারি কাগজাদির বিজ্ঞাপন।

"নিউ জেলাণ্ড" নামক স্থানের ভূমি সংক্রান্ত কয়েকখান কাগজ ত্রেজুরির মধ্যে অথবা তন্নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে খোওয়া গিয়াছে অতএব যে কোনো ব্যক্তি উল্লেখিত কাগজ পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া ত্রেজুরিতে আমার নিকট অর্পণ করিবেন, তিনি উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

J. WETHERILL.
জে, ওয়েদারএল।

কলিকাতা।
১৯ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

গত ২৭ আষাঢ় শনিবার শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার, কাগজাদি ও দলিল বিষয়ের যে ঘোষণা দিয়াছিলেন সেই সকল দস্তাবেজ ও দলিল আমার নিকট আছে তাহা এপর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে বন্দক দেওয়া হয় নাই, উক্ত উমেশচন্দ্র সরকার কি অভিপ্রায়ে এরূপ বিজ্ঞাপন করেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত সপ্তাহ মধ্যে দিবেন যদি না দেন তবে তাঁহার নামে ইণ্ডাইট করা যাইবেক।

শ্রীঅতুলনাথ বসু খোদ। ও অছি।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

৯ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

২২ জুলাই দিবসীয় হিন্দুপেট্রিয়ট্ পত্র পাঠকরত আমরা অত্যন্ত

চমৎকৃত হইলাম, তৎসম্পাদক লিখিয়াছেন যে, "হিন্দু মেট্রপিলিটন কালেজ উঠিয়া যাওয়ায় শীল্‌সফ্রি কালেজ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে।" সহযোগী ভ্রাতা এই সংবাদটি কাহার নিকট প্রাপ্ত হইলেন তাহা বলিতে পারি না, উক্ত কালেজের বর্ত্তমানাবস্থার বিষয় আমরা বিগত শনিবাসরের প্রভাকরে সম্যক্ প্রকারে স্বাভিপ্রায় সহিত প্রকাশ করিয়াছি, বোধ করি সম্পাদক ভ্রাতা সেই দিবসের প্রভাকর পাঠ করেন নাই, তাহা হইলে এরূপ আকাশভেদী কথা লিখিয়া বসিতেন না। হিন্দু মেট্রপলিটন কালেজ উঠিয়া যায় নাই, তবে মধ্যে কয়েকদিবস তথায় পাঠের কিঞ্চিৎ গোলোযোগ হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেই গোলোযোগ নিবারণ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তথাকার ছাত্রগণ নিয়মিতরূপে উত্তমোত্তম শিক্ষককর্ত্তৃক সুন্দররূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। হিন্দুপেট্রিয়ট্ সম্পাদক বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া এরূপ অলীক সংবাদ সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

ইদানীন্তন ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিতে অত্যন্ত যত্নযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ অলীক সংবাদ লিখিয়া তিনি আর কতকাল সাধারণকে ভুলাইবেন, ইহাতে তাঁহাকে যে পদেপদে বিচক্ষণবর পাঠকবর্গের সমীপে হাস্যাস্পদের আস্পদ হইতে হইবে, তাহা কি তিনি একবার মনমধ্যে চিন্তা করেন না? হয় তাঁহার বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতেছে, ততই যেন তিনি সত্যকে অনাদর পূর্ব্বক মিথ্যার আশ্রয় লইতে যত্নবান হইতেছেন, তিনি নানা সাহেবের বিষয় লইয়া কতবার কতপ্রকার অলীক সংবাদ লিখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর, ঐ সকল অমূলক সংবাদ পাঠকরত আমরা সময়ে সময়ে সম্পাদক ভ্রাতাকে সতর্ক করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কথায় বলে "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" তদ্রূপ আমারদিগের লেখায় কোনোরূপ ফল দর্শে না। কিয়দ্দিবস হইল ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "ত্রিহুত জিলার প্রজারা কোনো বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থ ছোটকর্ত্তা মহাশয়কে এক আবেদন পত্র অর্পণ করেন, কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই আবেদন-পত্রখানি বিলাতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহোদয়দিগের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন"। আমরা ইংলিসম্যান হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদকীয় উক্তির সহিত তাহা প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বিশেষরূপে অবগত হওয়াগেল যে ত্রিহুত জিলার প্রজাগণ ছোটকর্ত্তা মহাশয়কে এরূপ আবেদন করেন নাই, ইংলিসম্যান সম্পাদক মনে মনে কল্পনা করিয়া এপ্রকার অলীক সমাচার লিখিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

শীকব্যাটালিয়ান দলের হেবিলদার ঠাকুরসিংহ, ছদ্মবেশে জগদীশপুরস্থ বিদ্রোহি-শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শত্রুদিগের কয়েকটি গোপনীয় সংবাদ শ্রবণকরত তাহা তাহার সেনাপতির নিকট ব্যক্ত করে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জমাদারি পদে অভিষিক্ত এবং দুইশত টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার কর্ম্মকে অসীম সাহসের কর্ম্ম বলিতে হইবেক, অতএব এব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

সসারামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব ২৭ জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করেন।

"জাহানাবাদ হইতে কর্ম্মনাশা পর্য্যন্তের রাজপথ দিয়া পথিকদিগের গতায়াত হইয়াছে। জাহানাবাদের সেতু রক্ষা করণার্থ আজনাবাদস্থ সেনারা আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিয়া তাহারদিগকে সহসা পরাজয় করা দুষ্কর বোধ করিতেছে।"

অনুবাদিত সংবাদ।

পাতিয়ালার মহারাজা ২১৪৬ অশ্বারোহি ২৮৪৬ পদাতিক সেনা, ১৫৬ জন সেনাপতি এবং ৮টা তোপ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

দয়ারসাগর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এমত বিপদকালেও রাজানুগত রাজা প্রজাদিগের উচিতমত দান করাতে কিছুমাত্র অমনোযোগী হয়েন নাই, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

পাতিয়ালার মহারাজা, ঝিন্দের রাজা, এবং নবাবের রাজা এই উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনাকালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যানুসারে ধন এবং সেনা দিয়া সাহায্য প্রদান করাতে তাঁহারা সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্নলিখিত উপাধি এবং ভূমি সম্পত্তি পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঝারার রাজ্যের নরয়ল ডিবিজন যাহার বাৎসরিক আয় ২০০,০০০ টাকা, এই বিষয়টি পাতিয়ালার মহারাজা এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ ভোগদখল করিতে পারিবেন, কিন্তু মহারাজের সন্তানেরা যদ্যপি মহারাজের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদ্ব্যবহার না রাখেন তাহা হইলে উক্ত বিষয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবেন। দিল্লীস্থ বেগম জেনট মহলের বাটী এবং নগদ ১০০০০ টাকা উক্ত গুণযুক্ত মহারাজা পাইয়াছেন। তিনি এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা—"পৃথিবী জয়কারি সরদারের সরদার মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত মহারাজা নরেন্দ্রসিংহ মহাইন্দর বাহাদুর।"

ঝিন্দের রাজাকে ১,০৩০০০ টাকার বাৎসরিক আয়যোগ্য "দিদারি" নামক স্থান দান করা হইয়াছে তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজানুগত্যাচরণ করিলে উক্ত বিষয় ভোগকরণে শক্ত হইবেন। তিনি ৬০০০ হাজার টাকা পাইয়াছেন। উল্লেখিত রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, "রাজাধিরাজ সত্যধর্ম্ম-প্রতিপালক রাজা স্বরূপ সিংহ ওয়ানি ঝন্দ"।

নবাবের রাজা, ঝাঁঝর জিলার অন্তঃপাতি ভাওয়াল এবং "কান্তি" নামক স্থানদ্বয় যাহার (বাৎসরিক আয় ১,০৬,০০০ মুদ্রা) সেই স্থানদ্বয় পাইয়াছেন। তিনি ১৫টা খেলয়াত প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপাধি দেওয়া হইয়াছে। রাজা "ভারকুয়ার সিংহ মলিন্দার বাহাদুর"।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

আপনকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মাসিকপত্রিকানিচয়ে "লীলাবতীর" প্রসঙ্গ পাঠ করত পরম-পুলকিত হইয়াছি। আপনি যে সকল সদ্যুক্তি ও সুপ্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা "লীলাবতীর ভাস্করাচার্য্যের স্ত্রীত্ব" সপ্রমাণ করিয়াছেন তাহা অতীব যথার্থ ও গ্রাহ্যনীয়, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, যে, বিজ্ঞতম বিদ্যানুরাগি মহোদয়েরা এতদ্রূপ সুপ্রমাণ সন্দর্শন করিয়াও অলীক আশঙ্কার অধীন হইয়াছেন, এবং বৃথা বাগ্বিতণ্ডা করণে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। যদিচ আপনকার মীমাংস ও সিদ্ধান্তের পর এবিষয়ের পুনরুল্লেখ করার আবশ্যক ছিলনা, তথাপি আশঙ্কান্বিত মহাত্মাদিগের সুগোচরার্থ কতিপয় পঙ্‌ক্তি প্রকটন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা।

১ জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু সুরতনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রথমাশঙ্কা।—যথা।—"অয়িবালে-লীলাবতি" এই সম্বোধন বাক্য দ্বারা তিনি তাঁহার কন্যা অথবা স্ত্রী তাহার কি বোধ হয়? এতদুত্তর প্রথমতঃ অস্মদাদির বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে "বালে" শব্দ কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? বিশেষ বিচার দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে "বালে" শব্দের উৎপত্তি "বালা" শব্দ হইতে, আর "বালা" শব্দে সম্পূর্ণ বয়স্কা লীলাবতীকে বুঝায়।

যথা।

চাণক্য গ্রন্থে।

—"বালা-স্ত্রী ক্ষীর-ভোজনং।"—

এবঞ্চ কবিবর কালীদাসকৃত ঋতুসংহার নামক কাব্যের শরদ্বর্ণনে।

"তারাগণ প্রচুরভূষণ মুদ্বহন্তী, মেঘোপরোধ পরিমুক্ত শশাঙ্কবক্ত্রা। জ্যোৎস্না দুকূল সমলং রজনীদধানা বৃদ্ধিং প্রযাতাসুদিনং প্রমদেব বালা।"

এবিধায় "বালে" সম্বোধন ভার্য্যা অথবা নায়িকা ভিন্ন কন্যাদির পক্ষে কদাচ প্রয়োগ হইতে পারেনা।

যথা।

আদিরস কাব্যে।

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে কমলায়তলোচনে। শ্রুয়তেহি পুরালেকে বিষস্য বিষমৌষধং।"

আর "অয়িবালে-লীলাবতি" সম্বোধন ব্যতিরেক "কুরঙ্গ-নয়নে"

এবং "লোলনয়নেত্যাদি" শব্দেও সম্বোধন সন্দর্শন হইতেছে।

যথা।

লীলাবতি খণ্ডে পরিকর্ম্মাষ্টক ব্যবহারে।

"বালে বালকুরঙ্গ লোলনয়নে লীলাবতী প্রোচ্যতাং।"

এবঞ্চ বিলোম ক্রিয়ায়।

"রাশিং বেৎসিহি চঞ্চলাক্ষি বিমলাং-বালে বিলোম ক্রিয়াং।"

এসকল সম্বন্ধে ধন ও প্রণয়িনী ব্যতিরিক্ত আত্মজার জন্য কখনই হইতে পারেনা, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

যথা।

মেঘদূত কাব্যে।

"তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।"

এবঞ্চ মহানাটকে সীতান্বেষণে শ্রীরামচন্দ্রোক্তি।

"শয্যা নিশীথ কলহে হরিণেক্ষণায়াঃ প্রাপ্তং ময়া বিধিবশাদিদমুত্তরীয়ং।"

এবং হাস্যার্ণবস্থ প্রথমাঙ্কে।

"আলিঙ্গত্যপরাং তনোতিচিকুরং প্রত্যুত্তরং যাচতে। কেয়ং কামকলা নিবার বসতি লোলেক্ষণাভারিনী।"

আবার মিত্র-ব্যবহারে "সখে" সম্বোধন স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

যথা।

"মুক্তানান্ত সখে ত্রয়োদশ মিতা এতাবশিষ্ট কা কণী।"

হে গুণগ্রাহক পাঠকবৃন্দ মহোদয়েরা! এক্ষণে আপনারাই বিবেচনা করুন যে, সখেত্যাদি সম্বোধনে কন্যা বোধ হয়, কি ভার্য্যা? আর শ্রীযুক্ত বাবুজী মহাশয় "নবনারী" নামক গ্রন্থের যে প্রমাণ প্রদর্শন করাইয়াছেন তাহা বুধ সমাজে কোনোরূপে আদরণীয় বা প্রামাণ্য হইতে পারেনা, কেননা "ফৈজী" সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতেই অনুবাদ করেন। আর বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি বসাক মহাশয় প্রাগুক্ত পারস্য-পুস্তক দেখিয়াই অনুবাদ করেন, অতএব সংস্কৃত-মূল গ্রন্থ সম্মুখে তৃতীয়ানুবাদকের বাক্য কিরূপে প্রামাণ্য করা যাইতে পারে?।

সম্পাদক মহাশয়গো! আবার আপনকার ১ আষাঢ়ের প্রভাকরে "প্রভাকর পাঠকস্য" ইতি স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক মহাশয় যে সকল আকাশভেদী ও অলীক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তদুত্তরে লিখিতে কিঞ্চিৎ বাধ্য হইলাম।——

গুণাকর "প্রভাকর পাঠকস্য" মহাশয় লিখিয়াছেন যে "লীলাবতীতে" "লীলাবতী" পদের ও "বীজগণিত" বীজজ্ঞ পদের ও গোলাধ্যায় প্রভৃতিতে গোলজ্ঞ প্রভৃতি পদের সম্বোধন দৃষ্ট হইতেছে, তখন লীলাবতীকে গ্রন্থের নাম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হে পাঠক মহাশয়েরা! "লীলাবতীতে" কেবল "লীলাবতী" পদের সম্বোধন আছে এমত নহে, অন্যান্য সম্বোধনও আছে তাহা উপরে লেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ "গণক" শব্দেও স্পষ্ট সম্বোধন আছে।

যথা।

"গণকক্রুহি মেদ্রুতং।"

"এবঞ্চ পঞ্চাদশেক সহিতা গণকাষ্ট ষষ্ঠি।"

হে গুণগ্রাহক পাঠকবৃন্দ! অধুনা আপনারা বিচার বিচার করুন যে "বীজজ্ঞ" শব্দে বীজগণিতবেত্তা "গোলজ্ঞ" শব্দে গোলধ্যায়বেত্তা আর "গণক" শব্দে গণিতশাস্ত্র বিজ্ঞাত ব্যক্তিকেই বুঝায়। উল্লেখিত খণ্ডনিচয়ের অভিধান কদাচ বোধ হয়না, আর বীজগণিতাদিবেত্তা মনুষ্যজাতি ভিন্ন পশু বৃক্ষাদি হইতে পারেনা। এমতে নিশ্চিন্তরূপে অনুমান হইতেছে যে, ভাস্করাচার্য্য গ্রন্থের সহিত সম্বোধন করিতেছেননা, যদি তাহা হইত তবে "হে গণিতশাস্ত্র" "হে বীজগণিত" ইত্যাদি সম্বোধন থাকিত। যদি মনুষ্য নিশ্চিন্ত হইল, তবে এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য যে, সে মনুষ্য নর কি নারী? উপরোক্ত সম্বোধন-বচন প্রমাণানুসারে নারীই প্রতীত হইতেছে, এবং সে নারী গ্রন্থকর্ত্রী প্রণয়িনী তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

"লীলাবতী" যদি কেবল গ্রন্থেরি সংজ্ঞা হইত, তবে "লীলাবতীতে" "অয়ি-লীলাবতীর" পরিবর্ত্তে বীজগণিতাদি খণ্ডানুসারে "লীলাবতীজ্ঞ" পদ অবশ্য প্রয়োগ হইত, যখন তাহা নাই, তখন বোধ হইতেছে যে "লীলাবতী" ভাস্করাচার্য্যের সহধর্ম্মিণীরো অভিধান, অত্র সন্দেহ নাস্তি।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বেতিয়ারাজধানী।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhak ur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃদিবাকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

❀ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৮৬ সংখ্যা] সোমবার ১১ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৬ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	....১৲
প্রবোধ প্রভাকর	....১৲
শুকেতিহাস	....।৷০
সুধীরঞ্জন	....১৲
বত্রিশ সিংহাসন	....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	....১।০

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৪ জুলাই ১৮৫৮।

বাবু মোহিনীমোহন রায়, বোয়ালিয়ার বিদ্যাধ্যাপন সভার সেক্রেটারী হইয়াছেন।

২২ জুলাই।

মেং ই, এস, পিয়ারসন সাহেব ময়মনসিংহের আফিসিএটিং সিবিল এবং সেসন জজের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং ডবলিউ, এইচ, হেম্প্টন সাহেব কমিল্লার গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের মেম্বর হইয়াছেন।

মেং এ, সি, বারনার্ড সাহেব মানভূমের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর

১১ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

কর্ম্মী।

সক্ষমো যঃ ক্রিয়ার্থায়, জগতোহিতকাংক্ষিণঃ। চরতে চিত্তচারায়, সকিং নাভ্যেতি প্রত্যয়ঃ?॥

জগতের হিত, ভাবে অবহিত,
ক্ষমবান ক্রিয়া লাগি।
সরল আচার, যেই চিত্ত চায়,
সে নয় বিশ্বাস ভাগী?॥

জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতাবিশিষ্ট, এবং চিত্তপ্রসন্ন মতাচারী, যে লোক কর্ম্মের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছে, সে লোক কি লোকের নিকট প্রত্যয়াস্পদত্ব প্রাপ্ত হয় না? অনেকানেক লোকেরা মুখে বলিয়া থাকে, তাহারা জগতের

হিত চিন্তা করে, কার্য্যে সেই মঙ্গল ভাবনার কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হয় না। কেন না যে লোক মঙ্গল চিন্তক, সে ব্যক্তি সময়ে সময়ে কোনো না কোনো কার্য্যদ্বারা অবশ্যই শুভ ভাবের প্রত্যক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে। যেখানে কর্ম্মের উদাহরণ প্রদর্শিত না হয়, সেখানে শুভ চিন্তক মনুষ্য কথা মাত্রে বিশ্বাস পাত্র হইতে পারে না। শুভ কর্ম্মের দৃষ্টান্ত পাইলে পর, সকলেই সেই ব্যক্তিকে ভাবুকভাবী বলিয়া মান্য করে অন্যথা নাই। যাহা হউক কথামাত্র ভাবুক ভাবক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। কিন্তু কর্ম্ম দেখিলে পর আর কাহারো সাধ্য নাই যে প্রকৃত অথবা শুভ চিন্তক লোকের প্রতি কোনো প্রকারে সন্দেহ সংস্থাপন করিতে পারিবে? তবে বিষয় সাধ্য কার্য্য কিছু অবিষয়ে ধার্য্য হইতে পারে না। এমত স্থলে হিতভাবক লোক যে, স্বকীয় মঙ্গল চিন্তার প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারেনা, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? কারণ, দারিদ্র্যদোষে দূষিত হইলে পর, ব্যক্তি যদি শতসহস্র গুণ-ভূষিতও হয়, তথাচ তাহার সম্মান সংস্থান পায় না।

শাস্ত্রের প্রমাণ।

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ। বালবৈধব্য দগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাইব॥

যেমত বাল্যকালে বিধবা হইলে স্ত্রীলোকদিগের স্তনমণ্ডল উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়, সেই মত দরিদ্রলোক-দিগের মনের বাঞ্ছা সকল যেমন উদয় হয়, অমনি লয় পাইয়া যায়, কার্য্যেরদ্বারা তাহার কোনো প্রকার প্রত্যক্ষতা প্রদর্শিত হয় না। দুঃস্থলোকে কোনো প্রকারে অভূত পূর্ব্ব হিতচিন্তার পরিণাম অনুধাবন করিলে পরও অর্থাভাবে সেই কল্যাণকর কার্য্য সাধনে পারদর্শী হইতে পারে না। এমত স্থলে ধনবন্ত লোক সকলের পক্ষে উচিত যে, সেই ভাবুকভাবকের কার্য্য সাধনার্থে যথা সঙ্গতিও সঙ্গত অর্থের সহায়তা করেন, তাহা হইলে অবশ্যই সেই ক্ষেমলিপ্সীর ক্ষেমকর কার্য্য ধার্য্য হইয়া বস্তুত জগতের মঙ্গল সংস্থিত ও সঞ্চিত হইতে পারে।

প্রাচীন কালাবধি যত যত জগতের হিতার্থি লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রায় তাঁহারা তাবতেই দুঃখি-সন্তান, এমত ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কালীদাস প্রভৃতি যে সকল মহাকবিরা জন্মগ্রহণ করত আমারদিগের ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহারা দরিদ্র লোকের সন্তান। কালীদাসের বিবরণ প্রায় অধুনাতন বিদ্বজ্জনগণের অবিদিত নাই। এ জন্য আমরা সে বিষয়ের উল্লেখ করত প্রস্তাব বাহুল্য করিতে প্রার্থনা করিনা। কালীদাসের গুণগ্রামের আভাস মাত্র রাজা বিক্রমাদিত্যের অন্তঃকরণে উদ্ভূত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যথোচিত সম্মানের সহিত সদ্বৃত্তির অনুবৃত্ত হইয়া নানা প্রকার কাব্য ও সাহিত্য শাস্ত্র বিরচন করত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যান। মহাত্মা কালীদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাদিত্য হইয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহাকে তাৎকালিক তাবল্লোকেই তাদৃশ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। ধনিদিগের সহকারিতা ব্যতীত কদাপি কোনো প্রকার মহৎ কার্য্য সমাধা হইতে পারে না। বিদ্যাবন্ত ধনিরাও তাদৃশ মহৎকার্য্যে যথোপযুক্ত সাহায্য প্রদান করেন। আমরা এমত কোনো প্রকার অসাধারণ কার্য্যের অঙ্কুশ মাত্র প্রাপ্ত হইলেই যথোচিত উৎসাহান্বিত হইয়া নিয়ত ঘোষণা করিয়া থাকি। প্রকৃত কার্য্যের লোক আপনার অভিলষিত কার্য্যাচরণ করিতে না পাইলে অবশ্যই ভগ্নোদ্যম হইয়া থাকে। কর্ম্মী লোক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, কি রূপে কার্য্য হইবে, কেবল এই উৎপ্রেক্ষাতেই অহরহ চঞ্চল-চিত্তে যত্র তত্র তর্ক বিতর্কের বশ্য হয়। কর্ম্মীর কর্ম্মই ধর্ম্মরূপে পরিণত, যদ্যপি কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে তবেই কর্ম্মীর মনোভঙ্গ হইয়া থাকে, যখন কোনো কোনো যৎসামান্য কার্য্যে কোনো কোনো ধনিরা অকাতরে বিপুলবিত্ত ব্যয় করেন, তখন বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যৎসামান্য অর্থব্যয় করিতেও কাতর হইলে তাঁহারদিগকে কিরূপে সম্বোধন করা উচিত, তাহা বিচক্ষণবর পাঠক বর্গই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যদিও সম্ভোগবান লোকের ভোগজন্য অন্য লোকদিগের ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত হয় না, তথাচ যেমত অন্যান্য বিষয়ে অর্থ ব্যয় করেন, সেইমত সৎকার্য্যের নিমিত্তও যথোচিত অর্থ সাহায্য প্রদান করা প্রকৃত ভদ্রতার কার্য্য। অতএব আমরা কেবল প্রকৃত লোকদিগের সহকারিতা জন্য সর্ব্বসাধারণ লোকদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যদি মহাধনি লোকেরা আমারদিগের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন, তবে আমরা অতি আহ্লাদিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি। তাহা হইলে অবশ্যই আমারদিগের জাতি-ধর্ম্মের গৌরব প্রচারিত হইবে অন্যথা কি?।

লোকের জীবন অতি সংক্ষেপ কালের জন্য, কখন যে কাহার ভাগ্যে কি হইবে তাহা কেহই স্থির করিতে পারে না। কেহ কোনো প্রকার হিতকর কার্য্যের সূচনা করিলে যত শীঘ্র সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, ততই মঙ্গলের বিষয় হয়, নতুবা কাল গতিকে যদি সেই মঙ্গলসূচক লোকের কাল প্রাপ্তি হয়, তবে এক কালেই সেই ভাবীমঙ্গল অমঙ্গলের করাল কবলে নীত হয় সন্দেহ কি? অথবা মানুষের অন্তঃকরণ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল, সকল সময়ে মনের গতি এক প্রকার থাকিতে পারেনা। অন্তঃকরণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলে পর আর সেই মঙ্গলকর বিষয় ব্যাপার বিশিষ্ট হইতে পারে না। যাহা হউক, আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, হে দেশস্থ মহাধন বিদ্বজ্জনগণ! আপনারা "শুভস্য শীঘ্রং" শুভকার্য্যের সত্বরতা বিধান করুন, তাহা হইলে আপনারা হিতকার্য্যের সাক্ষী হইবেন, এবং আপনারদিগের নাম ও সেই মঙ্গলকর ব্যাপারের সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেক, অন্যথা নাই।

আমারদিগের কোনো বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তিকে তাঁহার কোনো রাঁচি-প্রবাসি-বন্ধু যে এক পত্র লেখেন, তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়া সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সুধীবর পাঠকগণ এই পত্রখানি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

"পোড়াহাটের বিদ্রোহি-পদচ্যুত রাজা বিস্তর কোলজাতি সংগ্রহ করিয়া এপ্রদেশ মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে।—নাগপুরের এজেন্ট মেং ড্যালটন সাহেব উক্ত দুষ্টদিগ্যে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদানার্থ কয়েকদল সেনা সমভিব্যাহারে সিংহভূমে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে কোলেরা তাঁহার একজন কেরাণি এবং কয়েকজন অনুচরের শিরশ্ছেদন করিয়াছে।—"কোমসের" সম্পাদক মেং মুর সাহেব কতকগুলীন নাবিক সেনার সেনাপতি হইয়া কোলদমন করণার্থ এস্থানে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ৩০০ সহস্র কোলের বিপক্ষে এক শত নাবিক সেনা সমর করিয়া সহসা জয়লাভ করা কোনোমতে সম্ভবপর হইতে পারেনা। গত বৎসর রামগড় ব্যাটেলিয়ন সিপাহি সেনারা ক্ষেপিয়া তৎস্থানবাসিদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, এবৎসর কোলজাতিরা সেইরূপ ক্লেশ প্রদানের উদ্যোগ করিতেছে, অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং দিন দিন তাহারদিগের অত্যাচার প্রবল হইতেছে।"——আমরা এই পত্রখানি পত্রস্থ করিয়া রাজপুরুষদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা তৎস্থানীয় প্রজাদিগের উপর কৃপাকটাক্ষপাত পূর্ব্বক শীঘ্রই রণদক্ষ সেনাপতি এবং সেনাগণকে তথায় প্রেরণ করুন। পোড়াহাটের রাজাকে ধৃত করত উপযুক্তরূপ শাস্তি দেওয়া অত্যাবশ্যক হইতেছে, কেননা সেই দুরাচারি কোলদিগকে কুপরামর্শ দিয়া এরূপ অনিষ্ট সাধনে যত্নবান হইয়াছে।

বিগত শুক্রবার বৈকালে রেলওয়ের ঘাটে পারাণি-নৌকার একজন মাজী বজ্রাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, উক্ত মাজী সেই সময় লোকদিগকে পার করিতেছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নৌকাস্থিত অন্য কেহই কিছুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল ঐ দুর্ভাগার উপর বজ্রপাত হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

সসারামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব ২২ জুলাই তারিখে নিম্ন লিখিত সম্বাদ প্রেরণ করেন।

"এস্থানের সেতু বিদ্রোহি-হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, রাজপথে পুনর্ব্বার পথিকগণ নির্ব্বিবাদে গমনাগমন করিতেছে। নবাতপুর হইতে একদল সেনা আসিয়া বিদ্রোহিদিগকে দূর করিয়া দিয়াছে, আমি কতকগুলীন অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে অদ্য রজনীযোগে জাহানাবাদ গমন করিলাম।"

বিগত ২৩ তারিখের আগত সমাচারে ব্যক্ত করে, "বিদ্রোহিরা

"বুন্দী" অভিমুখে গমন করিয়াছে চম্বল-নদী প্লাবিত হইয়াছে। বেণীমাধু এবং রঘুসিংহ ১৩৫০০ অশ্বারোহি পদাতিক সেনা, এবং ১৭ টা তোপ লইয়া ভাগীরথীর পার্শ্বস্থিত "কালাকঙ্কর" নামক স্থানে অথবা প্রতাপগড় অভিমুখে গমন করিয়াছে।"

নেপলালস্থ বন্ধুর লিখিত বিষয়।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! যদিচ অধীন একটু উচ্চ স্থানে বসিয়া কালযাপন করিতেছে, তথাচ উদ্বিগ্নবশত প্রাণে আর প্রাণ নাই, সুবেবেহার বাঙ্গালাদেশের বক্ষদেশ, তাহার উপর বিদ্রোহিরা আক্রমণ করত দুপায়ে দলন করিতেছে।—হায়!—সুবেবেহারান্তর্গত সমস্ত জিলা এবং মহকুমাজাত (পাটনা, ছাপরা, আরা, গয়া, মজঃফরপুর, মোতিহারী, সিওয়ান, বেতিয়া, সহরঘাটী প্রভৃতি) সর্ব্বত্রই পুঞ্জ পুঞ্জ দুর্জ্জনগণ বেড়াইতেছে, আবার অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, দুরাত্মারা এক্ষণে সম্মুখ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত "মারহাট্টার" দৌরাত্ম্য অথবা "বর্গির" হেঙ্গামার ন্যায় অহরহ প্রজাহনন, দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, গৃহাদি ভস্মীভূত করণ, দেশোচ্ছিন্ন করণ, শৃগাল কুক্কুরবৎ সরকারি ভৃত্যাদির শিরশ্ছেদন, থানা মহকুমা, ডাকঘর ইত্যাদি দাহন প্রভৃতি বিলাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অদ্য এখানে, কল্য সেখানে, এইরূপে সর্ব্বত্র দলন করিতেছে, কদাচ এক-স্থানে থাকেনা, হায়, হায়, হায়! এই দৌরাত্ম কত রাজভক্ত কর্ম্মচারি বিশেষত বাঙ্গালিবর্গের প্রাণ নিষ্ঠুররূপে নিহত হইল, বলা যায়না, আবার কখন কার ভাগ্যে কিরূপ হয়, কে বলিতে পারে? বিশেষত যাবদীয় রাজানুগত বঙ্গবাসিগণের তো ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া রহিয়াছে, আবার দুর্দ্দৈব বশত যাঁহারা নিরুপদ্রব বোধ করিয়া পরিবার-বর্গকে স্বদেশে পাঠান নাই, তাঁহারদের দেহে নামমাত্র প্রাণ আছে, নচেৎ নাই বলিলেই হয়। সম্পাদক মহাশয় গো! আমাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছে? কেননা দুর্বুদ্ধি বশত ছাপরা ও পাটনাতে পরিবার-বর্গকে রাখা হইয়াছিল, সুতরাং বিলক্ষণ রূপেই তাহার ফল ভোগ হইতেছে, এক্ষণে জগদীশ্বর অবিলম্বে পাষণ্ডগণের দণ্ড বিধান না করিলে আমাদের গতি নাই, এবং এ দেশটাতো গেল, এক্ষণে জগদীশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবেক, অস্মদাদির ভাবনা চিন্তা বৃথা, প্রত্যুত দুঃসময়ে ধৈর্য্য এবং সাহসের উপর নির্ভর করা উচিত, কিন্তু কি করি, মনমানেনা, যাহা হউক, একটি নিবেদন করি, যদিচ ডাকের বড় সুগমতা নাই, তথাচ গমনাগমন হইতেছে, অতএব যদি আপনকার উদ্যোগে সংবাদ পত্র সময়ানুসারে (অথবা বিলম্বেও) প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে অনেক ভাবনার লাঘব হয়, আর কি নিবেদন করিব ইত্যলং বিস্তরেণ।

নেপাল কাটায়ুণ্ড।
১৫ জুলাই ১৮৫৮।

প্রেরিত পত্র

মহামহিম মহামান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়! মদ্রচিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধনানন্তর আপনকার প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

পদ্য।

একাল যৌবন কাল, বসন্তের বশ।
ভেবে ভেবে হইয়াছি, বিরহে অবশ॥
বাসে বোসে ভাবি সদা রমণী রতন।
তাহা বিনে তুষ্ট নহে, বসন্তের মন॥
সে ধন উপায়ে আর, নাহিক উপায়।
কি উপায়ে মুক্ত হই, বসন্তের দায়॥
এবিপাকে এ বয়েসে, বুঝি প্রাণ যায়।
সে ধন বিহনে প্রাণ, যায় যায় যায়॥
ক্ষেমাকর ধরি পায়, বসন্ত রাজন।
শুধিব তোমার ধার, পাইলে সে জন॥
যদবধি না পাইব, আমি সেই ধন।
করিব তোমার স্তব, মুদিয়া নয়ন॥
যখন বিধাতা মোরে, হইবে সদয়॥
আসিবে প্রাণের প্রিয়া, আমার আলয়॥
বামে বসি বিধুমুখী, ইঙ্গিতে কহিবে।
তখনিই দিব কর, অন্যথা নহিবে॥
তাহে যদি অন্যমত, করিহে রাজন।
লোয়ে পঞ্চবাণ মোরে, করিবে শাসন॥
শরাঘাতে মূর্চ্ছা গত, হইয়া পড়িব।
রমণীর হৃদে ধরি, কর সমর্পিব॥
সে দিন কেমন দিন, ভাবিতেছে মন।
বৃথা কেন করি আমি, অরণ্যে রোদন॥
যা হয় তা হবে সেতো, কপালের যশ।
একাল যৌবন কাল, বসন্তের বশ॥

নিবেদন পত্র।

শ্রীবেহারি নন্দি ডাকমুন্সী।
জেলা রঙ্গপুর জলপাইকুঁড়ী।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probha kur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৮৭ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১২ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৭ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

ইকুইটি পক্ষ।

যে মোকদ্দমায় রবার্ট মস্‌লিতমাস এবং জনগ্রে বাদিগণ।

উইলিয়ম রিচার্ড লেকারইষ্টিন, শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরথর উইলিয়মস্পেন্স, এবং ফ্রানকয়েস মেজক্স।

প্রতিবাদিগণ।

এবং।

রবার্ট মস্‌লিতমাস এবং জনগ্রে।

বাদিগণ।

রবার্টব্রাউন, এবং আরথর উইলিয়মস্পেন্স।

প্রতিবাদিগণ।

এবং।

রবার্ট মস্‌লিতমাস এবং জনগ্রে।

বাদিগণ।

জনকক্রেণ প্রতিবাদী।

এই সকল মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট বিচারালয় হইতে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে জনস্পেন্স, এবং কোম্পানিদিগের নামে যে ফারম মহানগর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে ছিল, এবং যাঁহারা হোটেল রক্ষক, এবং ব্যবসায়ি ছিলেন সেই ফারমের মহাজনদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা আগামি ২১ আগষ্ট তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত মেকফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সপ্রমাণ করিবেন যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে নিশ্চিত রূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

E, A, DOW.
Complainants Solicitor.

ই, এ, ডো।
বাদিপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৭ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ..... ১।০

সংবাদপ্রভাকর

১২ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমারদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের জ্ঞানদানার্থে এতদ্দেশে স্থানে স্থানে নানা প্রকার বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এইক্ষণেও উক্ত বিদ্যালয় সমূহ এক প্রকার জীবিতাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। ফলে কোনো কোনো স্থলে কার্য্য-গতিকে রোধ হয় যেন সেই সকল বিদ্যামন্দির জীবন্মৃত প্রায় হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান কালের বিপরীত-গতি জন্য মিউটিনির হেঙ্গামায় গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার "উঠে ধানের পত্তি করিতে পারেন না" নানা প্রকারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। উপস্থিত রাজবিদ্রোহিতা বিষয়ে নানা স্থানে নানা মত অপব্যয় সকল সঞ্চালন করত গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং সাধারণ মঙ্গলবিধায়ক বিষয় সকল ব্যাপার বিশিষ্ট হইতে পারিতেছেনা। পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য পরিচালন কিছুমাত্র সন্দর্শন নাই, এক কালে রহিত হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়, সাধারণ কার্য্যের আর আর সকল বিষয় ধার্য্য না হইলে কিছু আমরা তত আক্ষেপ করিতে পারিনা। তবে বিদ্যাধ্যাপনীয় ডৈরেক্টর শ্রীযুক্ত মেং ইয়ং সাহেব কি বিবেচনায় যে আমারদিগের দেশীয় লোকদিগের প্রতি নির্দয় হইয়াছেন, তাহা কি কেহই বলিতে পারেন? অন্যের সাধ্য কি যে তাহারা বিবেচনা করিতে পারিবেন? না, তাঁহার মনের ভাব তিনিই জানেন, ফলে প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হিন্দুস্কুল প্রভৃতিতে যে অসম্ভূতরূপে বালকদিগের স্কুলিং বৃত্তি-বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখি প্রাণি লোকদিগের সাধ্য কি যে, তাহারা আর উক্ত স্কুলের বা কালেজের বিদ্যাশিক্ষায় নিজ নিজ সন্ততিগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবে?

যাহারা আপনারদিগের অন্নের জন্য অনন্য মনে চিন্তার্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছে তাহারা কি তাদৃশ ব্যয় সাধ্য বিদ্যালয়ে আপনাদিগের সন্ততি বর্গের বিদ্যা শিক্ষা নির্ব্বাহ করিতে পারে? যাহা হউক, প্রেসিডেন্সি কালেজে সাধ্য-বান্ ভিন্ন সামান্যের বিদ্যাশিক্ষার সম্ভাবনা থাকিল না, ছাত্রবৃত্তি দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, শুনিতে পাই কিছু দিন পরে আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে, তবে "কর্ গোবিন্দে বাপের ছরাদ্, আরো বামন জড়ো হোক" আমারদিগের দুঃখি প্রাণি লোকদিগের প্রজনগণের বিদ্যাশিক্ষা মাতায় উঠিল কি না? বাঙ্গালিরা কাঙ্গালি, হাঙ্গালি হইয়া ভিক্ষা করিলে করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট যেমন দাতার কার্য্যে মনোযোগী তাহা সকল বিষয়েই প্রত্যক্ষ, সে আক্ষেপ আর কি করিব? বিদ্যাদান্ ভিক্ষা করিতে গিয়া শেষ কি ইংরাজ জাতির কুপরামর্শ-সহকারি কুক্কুর দংশনে পতিত হইব? না, "ভিক্ সেঁ বাজে আপ্ত কুত্তা হাঁকায় লে,, প্রেসিডেন্স কালেজে বা হিন্দুস্কুলের শিক্ষায় আমরা হিন্দুরা বাপ্ বাপ্ ডাক্ ছাড়িয়া কোথায় পালাইব? তাহার ঠিকানা নাই, তবে বিদ্যাধ্যাপনের ডৈরেক্টর মেং ইয়ং সাহেবকে বলা ভস্মে আহুতি প্রদান মাত্র, তিনি কি করিবেন? তাঁহার সাধ্য কি? "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, নাড়া বনে কীর্ত্তন" আক্ষেপোক্তি একবার বলিতে হয় বলিলাম তাঁহারা যে আমারদিগের প্রতি দয়া ভিক্ষা দেন বা দিতে পারেন, তাহার সম্ভাবনা কি? আমারদিগের দেশের দুরদৃষ্ট, দেশীয় লোকেরা ক্রমাগত গর্হিত মতালম্বি হইয়া পরস্পর অনৈক্য সংস্থান করিতেছেন। তাহাতে পরেরা কি প্রকারে একতা বিদ্যাদান ভিক্ষা প্রদান করিতে পারেন? আমারদিগের দেশীয় লোকেরা প্রকৃতই একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেণ্ট ডাইরেক্টর সাহেবের বাচনিক অবগত হইয়া আমারদিগের তুল্যদান সাহায্য প্রদান করিবেন। বরঞ্চ "ইদমধিকং,, এক জন প্রিন্সিপাল ও নিয়োগ করত অধিকন্তু বেতন দিবেন, তাহাও মান্য করা যায়। যাহা হউক, আর ভাবী আশা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক কি? এইক্ষণে স্বদেশীয় লোকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আপনারা বিশেষ মনোযোগি হইয়া স্ব স্ব সন্ততি বর্গের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কোনো প্রকার সুনিয়ম সংস্থাপন করুন, যে নিয়মের অনুসারি হইয়া স্বদেশের বিদ্যানুশীলনের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, সেই নিয়ম কি? এমতও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অতএব তাঁহারদিগের প্রশ্নের সিদ্ধান্তও বলিয়া দিই—এক বাক্য হইয়া স্বজাতির ধর্ম্মদীক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষার উপযোগি হইয়া মেট্রোপলিটন কালেজের রক্ষা বিষয়ে মনোযোগি হউন, তাহাই আমরা কায় মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

আমারদিগের সিওয়ানস্থ বন্ধুর ১৬ জুলাই দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, ছাপরাজিলার মধ্যে প্রায় দুইশত বিদ্রোহি সিপাহি আসিয়া সিওয়ানের নিকটবর্ত্তি ইতস্ততঃ স্থানে স্থানে অনেক প্রকারে অনিষ্ট করিতেছিল, এজন্য তত্রত্য আপামর সাধারণ তাবৎ লোকই অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। অধুনা উপযুক্তমত শ্বেতসৈন্য দ্বারা কথিত বিদ্রোহি দুরাত্মারা সমুচিত সুশিক্ষাসহকারে তাড়িত হওয়াতে আর কোনো প্রকার আশঙ্কা নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দরৌলির দারগাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা জগদীশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করি, যেন অতি শীঘ্রই উক্ত দুরাত্মা-বিদ্রোহিরা সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রদেশ শান্তি সলিলে অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমারদিগের আর কোনো প্রকার আক্ষেপোক্তি নিক্ষেপ করিয়া কষ্টানুভাব করিতে হইবেক না।

আমরা ইংরাজী পত্র পাঠে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি।—যে রণপণ্ডিত সারহিউজ্রোজ সাহেব, আপনার গুণের ফল স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে তিন খানি তলবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন, তাহা এবং অন্যান্য কিম্মতীয় দ্রব্যাদি দুষ্টলোক কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে।

আন্তরিক পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যাদি যদি অকারণে নষ্ট হয়, তাহা হইলে মনোমধ্যে একটা অসীম দুঃখোদ্ভব হয় তৎপক্ষে সন্দেহ কি?।

আমারদিগের গবরনরজেনেরল বাহাদুর আরো ছয়মাস কাল উত্তর পশ্চিম রাজ্যে অবস্থিতি করিবেন, তথায় থাকিয়া প্রধান সেনাপতির সহিত শান্তি স্থাপনের নানাবিধ সৎযুক্তি নির্দ্ধারিত করত বিদ্রোহিদিগকে সমূলে বিনষ্ট করণের উপায় ঈক্ষণ করিবেন, বাহাদুর, লক্ষ্ণৌরাজ্য দর্শনের মানস প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ করি, তথায় শুভাগমন করিয়া তৎস্থানের প্রজাদিগের দুঃখ অবলোকন করত আপনার দয়াদানে কৃপণতা করিবেন না।

১৭ জুলাই দিবসে লক্ষ্ণৌ নগর হইতে যে সংবাদ আগত হয়, তাহার মর্ম্ম।

"ফয়জাবাদে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, গত পরশ্ব মানসিংহ এস্থানে এমত সংবাদ প্রেরণ করেন, যে বিদ্রোহি মেহিদিহোসেন ১০,০০০ সেনা এবং ২০ টা তোপ লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, অতএব শীঘ্রই উপযুক্তরূপ সেনা পাঠান অত্যাবশ্যক হইতেছে। ঐ দুরাচারী তথাকার দুর্গ অধিকার করণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছে, জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব অনেক সেনা সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মেজার্স মেনডার্স এবং মিচেল সাহেবেরা একটা লৌহময় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করণার্থ সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন, শুনিলাম ইহা অদ্যাপি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে রহিয়াছে। কি নিমিত্ত ঐ লৌহময় পিল্পা নির্ম্মিত হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় বলা যায়না।

শঙ্কর দায়েল নামক জনেক তহসিলদার বিদ্রোহি হস্ত হইতে কয়েকজন ইংরাজ শিক্ষককে মুক্ত করত আশ্রয় প্রদান করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলয়াত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তিদিগের পুরস্কার প্রদান করাতে কেবল উৎসাহবৃদ্ধি করা হয় তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে?।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

বিদ্রোহি কুন্দেম সিংহ এবং রজত সিংহ ধৃত হইয়াছে, যাহারা

তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছে। গবনরজেনরল বাহাদুর তাহারদিগকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক দিতে আদেশ করিয়াছেন।

বিদ্রোহি কিলাদার এবং সিন্দিয়া মহারাজের অধীনস্থ গোলেন্দাজ সেনাদিগের সেনাপতি ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ায় গোয়ালিয়ারস্থ দুর্গমধ্যে কারাবদ্ধ হইয়াছে।

আলিগঞ্জ ছাপরা এবং সাহাবাদে যে সময় বিদ্রোহ গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সময় উক্ত স্থানের সব ডেপুটি এজেণ্ট মেং ম্যাক্ডলেন, মেং পগি এবং মেং ফিগ্‌ড সাহেব সাতিশয় সাহস এবং পরিশ্রম সহকারে ঐ সকল স্থানের কুঠি হইতে আফিমের ভাণ্ডার উঠাইয়া নিরাপদে পাটনায় আনয়ন করায় আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব উল্লেখিত সাহেবদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ধন্য বাদ প্রদান করিয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

কয়েকজন কয়েদি একত্রিত হইয়া নাগদস্থ বাংলায় অনলসংযোগ করণের উদ্যোগ করায় ৫০ সংখ্যক দলের সেনাকর্ত্তৃক গুলির আঘাতে যমালয় গমন করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট উক্ত সাহসিক সেনাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদানের আদেশ করিয়াছেন।

কাবুলের আমিরের উত্তরাধিকারি গোলাম হাইদারখান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বক্সারের পত্রে ব্যক্ত করে, এস্থান হইতে দানাপুর পর্য্যন্তের পথ অদ্যাপি নিরাপদ হয় নাই, এস্থানে পীড়ার আধিক্য হইয়াছে।

মথুরা প্রদেশে কোনো প্রকার গোলযোগ নাই।

প্রেরিত পত্র

কবিকুল কেশরী শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! কিঞ্চিৎ করুণাকণা বিতরণ পুরঃসর মদ্রচিত যৎকিঞ্চিৎ গদ্য পদ্য সংশোধনান্তে ভবদীয় জগত্‌প্রভাকর প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে অবশ্য অবশ্য কিঞ্চিৎ স্থান দানে মান দান করিবেন।

কোন শিক্ষক বর্ণন।

পদ্য।

নাম ধামে কাজ নাই, জাতীতে ব্রাহ্মণ।
কিছু দূরে অতি এক, আছেন সজ্জন॥
গুণগ্রাম নাম মাত্র, পাপের আধার।
পরনিন্দা পরদ্বেষ, ব্যবসায় তাঁর॥
আঙ্ক ভাঙ্ক সিদ্ধি ফলা বিদ্যার প্রচার।
দুই বর্ণ যোটাইতে, বয়স পাচার॥
গদ্য পদ্য রচিবারে, ইচ্ছা করে মনে।
ইচ্ছাময় না চাহিলে, ঘটিবে কেমনে॥
সর্ব্বদা বলেন তিনি, এঠাঁই ওঠাঁই।
মম সম শিক্ষাদাতা, দুনিয়াতে নাই॥
দেখিয়া ভাবের ভঙ্গি, অনুভাব করি।
না জানি ভায়ার বুঝি, হয় গবরনরি॥
ফলে মহাশয় ইনি, এমনি শিক্ষক।
পাইবেন গবরনরি, তার কি আটক?॥

পরন্তু রঙ্গপুর জিলার সৌভাগ্য প্রযুক্ত প্রায় সকল বিদ্যালয়েই এই রূপ উপযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছেন।

হায়! কি পরিতাপের বিষয়? শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরেরা লোক সমূহের সমূহ-উপকারার্থ অনেকানেক স্থানে বিদ্যালয় সংস্থান পূর্ব্বক বিলক্ষণ ব্যয় বিধান করিতেছেন। কিন্তু এই দুর্ভাগা রঙ্গজিলার অন্তঃপাতি পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয় সমূহের এইরূপ বহু গুণযুক্ত উপযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষক সকল নিযুক্ত হওয়াতে বিদ্যালয়-সমূহ যে কি রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বর্ণনে বর্ণ সকল ও বর্ণহীন হইয়া যায়। কি পরিতাপ, কি পরিতাপ! যে শ্রীযুতের দিগের অর্থ ব্যয় কেবল অনর্থক হইতেছে। হায়! অত্রাঞ্চলের ইনিস্পেক্টর মহাশয় কি এ বিষয়ে একবার ও দৃষ্টিপাত করেন না?।

কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।

সন ১২৬৫ সাল।
তারিখ ২৪ আষাঢ়।

সম্পাদকীয় উক্তি।

যথার্থবাদী মহোদয়ের লিখিত মতে আমরা সংপূর্ণরূপ প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারিলাম না। কারণ রঙ্গপুরের নানা স্থানে আমারদিগের অনেকানেক বন্ধু বান্ধবেরা অবস্থিতি করেন। যদিস্যাৎ এবিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণসূচক কোনো পত্র কোনো মহোদয় লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরাও রঙ্গপুরের পাঠশালা সকলের বিষয়ে সমুচিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিব এইক্ষণে কোনো কথা উল্লেখ করিতে পারিনা।

Printed a nd published by ISSURCHUNDER Goopto at the *Probhakur Pres*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকালীন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম সমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেকারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৮৮ সংখ্যা] বুধবার ১৩ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৮ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব, অঘোরনাথ রায়ের বিরুদ্ধে ২ দুই খানি ভিন্ন ভিন্ন বেণ্ডিসিওনৈ এক্সোপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি ওক্লা নামক পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ভদ্রকুলা নামক স্থানে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত ২ দুই তলা পরিবারের বসতিবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে, ভূমি অনুমান ৸১ ষোল কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে অর্দ্ধ অংশের স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ব্রহ্মোত্তর বাগান ভূমি আছে তাহার মধ্যে অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ৯৲ নয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে অর্দ্ধ অংশের স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ব্রহ্মোত্তর বাগান ভূমি আছে তাহাতে অনেক গুলীন আম্র-বৃক্ষ আছে, ভূমি অনুমান ৮৲ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে অর্দ্ধ অংশের স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত জিলা এবং পরগণার শামিল গাঙ্গুলি গ্রাম নামক স্থানে যে এক খণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে অনুমান ৭৲ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে অর্দ্ধ অংশের স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত স্থানের শামিল যে এক খণ্ড ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে অনুমান ৩৲ তিন বিঘ

তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে অর্দ্ধ অংশের স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা, উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডানডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
১০ জুন ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। এবং এইক্ষণে ও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷০

সংবাদপ্রভাকর

১৩ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

বাগবাজার মর্ণিং পাঠশালা।

বিগত রবিবার হইতে বাগবাজার পল্লীতে এক অভিনব ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পাঠশালার কার্য্য প্রত্যহ প্রাতে ৬ ঘণ্টা কালে আরম্ভ হইয়া ৮ ঘণ্টার সময় বন্ধ হইয়া থাকে। শুনা গেল আপাতত অবৈতনিক পাঠশালা হইয়াছে, কিন্তু যদি ইহার তত্ত্বাবধারকেরা পরে কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখেন, তবেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছাত্রক বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। কেননা এক্ষণে অবৈতনিক পাঠালয় প্রায় নাই ও অবৈতনিক পাঠালয়ের স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিতে পারেনা। যাহাহউক, শ্রীযুত বাবু দীননাথ বসু মহাশয়ের যত্নে এই পাঠশালার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি পল্লীস্থ সকলের নিকট ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন। এক্ষণে এসকল বিষয় আর অধিক উল্লেখ করা যুক্তি সিদ্ধ নহে যেহেতু দশ বৎসরের মধ্যে কত শত পাঠশালা আমারদিগের বাঙ্গালি-ভায়াদিগের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় তারতেরই তিরোভাব অবলোকিত হইয়াছে, যে এক আদটা বিদ্যমান আছে, তাহারদিগের চালে খড়, বাড়ে মাটি নাই। যাহা হউক, এই বাগ্‌বাজার মর্ণিং-স্কুলের

প্রতিষ্ঠাজন্য আমরা দীননাথ বসু বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করি, তিনি যে প্রকার পরিশ্রম পূর্ব্বক উক্ত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভিন্ন আর কে সাধারণের নিকট যশোলাভ করিবেন? অতএব দীননাথ বাবুর প্রশংসা করত জগদীশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করি, যেন এই অভিনব পাঠালয় চিরস্থায়ী হইয়া অজ্ঞান বালকদিগের মোহান্ধতা নিবারণ করে।

আমারদিগের বেরিলিস্থ বন্ধুর ১৮ জুলাই দিবসীয় পত্রের কিয়দংশ অতি প্রয়োজনীয় বোধে নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম। "এখানকার সংবাদ অস্মদাদির আর কোনো আশঙ্কা নাই, পূর্ব্ব নিয়ম মতেই বিষয় কার্য্য করিতেছি। ইতি পূর্ব্বে দুরাত্মা খান্ বাহাদুরের গ্রেপ্তার হওনের বিষয়ে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল, অধুনা তৎ সমুদায় অলীক জ্ঞান হইতেছে। যাহা হউক, অনতি বিলম্বেই যে, প্রধান প্রধান দুরাত্মারা ধৃত হইবেক, এমত বিলক্ষণ সম্ভাবনা, উপস্থিত মতে সমুদায় বিস্তারিত সংবাদ লিখিতে ত্রুটি করিবনা।"

গত ৬ শ্রাবণ বুধবার দিবসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাটীর নিকটস্থ একজন বারবিলাসিনী, পট্টবস্ত্র পরিধায়ী ভট্টাচার্য্য বেশধারী এক ব্রাহ্মণকে রাজপথে প্রহার করিতেছিল, তাহার দর্শন ও কারণ অনুসন্ধানজন্য অনেক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোনো ব্যক্তি ঐ বারবণিতাকে জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করিল যে, আমার হুঁকা একটা চুরি করিয়া প্রস্থান করিতেছিল, ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিল যে, ঐ কামিনী সম্ভোগ করিবার মানসে উহাকে ৵০ দুই আনা পয়সা দি, তাহাতে পয়সাও ফেরত পাই না বা সম্ভোগ করিতেও পাই না, এই হেতু উহার হুঁকা লইয়া চলিয়াছি।

ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন কেম্পবেল সাহেব এবং জেনরল ঔটরাম সাহেব সাতিশয় যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে সমর করত অনেক স্থানে জয়লাভ করিয়া প্রজাদিগকে শঙ্কাশূন্য করায় কোর্ট অফ্ ডৈরেক্টরর্স মহোদয়গণ তাঁহারদিগকে বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ২০০০০ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন, জেনরল ঔটরাম সাহেব ১০০০০ দশ সহস্র টাকা পাইবেন। ইঁহারা পারিতোষিক প্রাপ্তির উপযুক্তই বটেন।

ত্রিহুত জিলার মাজিষ্ট্রেট মেং ডেম্পিয়ার সাহেব, সেনাপতি মেং গোলসাহেব, এবং তত্রস্থ কয়েকজন রাজানুগত জমীদার সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে উক্ত জিলাটিকে বিদ্রোহি হস্ত হইতে রক্ষা করায়, তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে অগণ্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এরূপ একতার সহিত দেশের শান্তির নিমিত্ত যত্নবান হওয়াতে আমরাও উক্ত মহাত্মাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসার সহিত নমস্কার স্বরূপ পুরস্কার প্রদান করিলাম।

অবগতি হইল, গবর্ণমেণ্ট এমত নিয়ম করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ষ্টেসনারি এবং ষ্টাম্প কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধারকের পদ অচিহ্নিত কর্ম্মচারিকে দিবেননা। এস্থলে আমারদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে এপ্রকার উচ্চতর পদে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য।

ছত্রপুর নামক স্থানে কয়েকদল সেনা সংগ্রহ হইয়াছে, কাপ্তেন গ্রিফিথ সাহেব তাঁহারদিগের সেনাপতি হইয়াছেন। ঐ সেনারা চেলা তারা ঘাটস্থ বিদ্রোহিদিগকে তথা হইতে দূর করণার্থ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারা তথায় গমন করিবেন।

শুভ বিবাহ।

গত ২৫ আষাঢ় দিবসে নড়াল নিবাসী কাশীপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহোদয় স্বীয় কনিষ্ঠ-তনয় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায়ের শুভবিবাহ ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মিত্রের কন্যার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। রামরত্ন বাবু এ বিবাহে অকাতরে বিপুলার্থ-ব্যয় করত যথেষ্ট সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, বরকন্যারা দীর্ঘজীবি হইয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত জীব-প্রবাহ নির্ব্বাহ করিতে থাকুন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

জয়পুরের পত্রে ব্যক্ত করে, গোয়ালিয়ারের পলাতক বিদ্রোহিরা তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে উপনীত হইলেই তৎস্থান বাসিরা অত্যন্ত ভীত হয়, কিন্তু মহারাজা সিন্ধিয়ার বিশেষ যত্নে সেই আশঙ্কা অনেকাংশে নিবারণ হইয়াছে, মহারাজ এই অশুভ সংবাদ শ্রবণ করত নগর এবং এজেন্সি রক্ষা হেতু কয়েক দল সুশিক্ষিত সেনা প্রেরণ করেন, তাহারা বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়াছে। শত্রুরা তথা হইতে পলায়ন করত মাধবপুরাভিমুখে গমন করিয়াছে, বোধ করি, দুরাচারিরা সেই স্থান অধিকার করিলেও করিতে পারে, কেননা সেখানে এক দৃঢ়তর দুর্গ আছে, তাহারা বিশ্বজেতা ব্রিটিস সেনাদিগের উৎপাতে ত্যক্ততায় গোয়ালিয়ার হইতে তাড়িত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত কোথাও বিশ্রাম করিবার স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না, তবে উক্ত দুর্গটি হস্তগত করিতে পারিলেই কিছু কালের নিমিত্ত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। অতএব ঐ দুর্গটি যাহাতে রক্ষা পায় তাহার জন্য তৎস্থানীয় সেনাপতির বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক হইতেছে।

হায়দ্রাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে, সম্প্রতি তথায় বিদ্রোহঘটিত কোনো প্রকার গোলযোগ নাই।

প্রেরিত পত্র

বিদ্যালঙ্কারে বিভূষিত পরম পূজ্য প্রবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহাশয়েষু।

বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

মহাশয়! এই নবীন লেখকের নিম্ন লিখিত কয়েক পঁক্তি সংশোধনান্তে আপনকার জগদ্বিস্তৃত জগন্মান্য পত্রৈক পার্শ্বে প্রকটন পূর্ব্বক চিরবাধিত করিবেন।

মনের প্রতি উপদেশ।

ত্রিপদী।

ওরে মন দুরাচার, এত বলি বার বার,
করিতেছে বিহিত সাধন।
কে যেন কাহারে কয়, উপযুক্ত কথা নয়,
মনোযোগে কর না শ্রবণ॥
আপনার মত ধরি, সেইরূপ কার্য্য করি,
পদে পদে পড়িছে বিপদে।
সুপথে না ভ্রম যাও, কুপথে কেবলি ধাও,
সাধে পড় বিপদের পদে॥
ছাড়িছে এরূপ মত, কুপথে হোয়োনা রত,
সুপথেতে করহে গমন।
ত্যজিয়া কুসঙ্গ বাস, ছাড়িয়া অহিত আশ,
বিহিত কার্য্যেতে দেহ মন॥
সুসঙ্গেতে বাস কর, জ্ঞানের বচন ধর,
সদা কর পর উপকার।
দীন হীনে দয়া কর, দয়াশীল নাম ধর,
সুযশ করহে আপনার॥
যে তোমার জন্মদাতা, আপনার পিতামাতা,
যা হোতে দেখিলে এ সংসার।
যাঁদের কৃপার বলে; শিশুকালে রক্ষা ছলে,
ক্রমে হোলো বোধের সঞ্চার॥
এখন উচিত যাহা, উপযুক্ত কর তাহা,
তাঁহাদের প্রতি আচরণ।
যেরূপ পুত্রের কার্য্য; হিত বোধে করি ধার্য্য,
আনবার্য্য কর তাই মন॥
জ্ঞান নিধি বিতরণ, করিয়াছে যেই জন,
শিক্ষাদাতা গুরুজন যিনি।
হিতাহিত হোলো জ্ঞান,বিদ্যাতে বাড়িল মান
সে সকল মূলাধার তিনি॥
জগতের চারুরূপ, বস্তু যত অপরূপ,
বোধ হোলো যেই জ্ঞান বলে।
ভাল মন্দ ভেদাভেদ, অনায়াসে করিছ ভেদ,
সে কেবল শিক্ষকের ফলে॥
এতাধিক উপকার,যে কোরেছে হে তোমার,
প্রণিপাত কর পদে তাঁর।
যেরূপ বলিবে যাই, অমনি করিবে তাই,
তাহে কর উচিত ব্যাভার॥
ওরে মন দুরাশয়, আর দেখি একি হয়,
অপরূপ বিবেচনা তোর।
সাধে কই বার বার, বলি এক কর আর,
হিত কথা শুন নাহে মোর।
অনিত্যের সুখ যত, কিসে হোলো মনোমত,
আমি শুধু তাহি কত তাই।
যখনি তখনি হয়, পরে আর কিছু নয়,
কিছুনয় কিছু সুখ নাই॥
এই সুখ এই দুখ, কিসে এরে ভেবে সুখ,
মিছে অন্বেষণ কর তার।
মিছে কর কাল-ক্ষয়, মিছে হেন সুখোদয়,
পরেতে তো দুঃখ হবে সার॥
কিছুর মিছার সব, একমাত্র ধ্রুবভব,
যার কাছে নিত্য সুখ আছে।
যিনি নিজে নিত্যময়, যার সুখ নিত্য হয়,
অন্বেষণ কর তার কাছে॥
যে সুখে হইলে সুখী, কখনো হবেনা দুখী,
চিরকাল সুখে যাবে কাল।
দেখিয়া পরম সুখ, দুঃখ করি বাঁকা মুখ,
থাকিবে দূরেতে চিরকাল॥
সে সুখ কি সাধারণ, অল্পক্ষণে পাবে মন,
প্রকরণ আছে কত তার।
সহ্য করি কিছু ক্লেশ, পাও যদি অবশেষ,
তার চেয়ে কিছু নাই আর॥
তোমারি কাছেতে আছে,যত্নকরি লও কাছে,
চিরকাল কর সুখ ভোগ।
তিনি অতি দয়াবান, করিবেন শীঘ্র দান,
অনায়াসে করিবে সম্ভোগ॥
আপনারে স্থির কর, অনুক্ষণ তাঁরে স্মর,
অবশ্যই হবেন সদয়।
তাহোলেই আশা যাই, অমনি পূরিবে তাই,
তবকাছে হবে সুখোদয়॥
তাই বলি যদি হও, আমার বশেতে রও,
কিসে তবে করি আর ভয়।
যখন যা মনে করি, তখনিই তাই ধরি,
তপন তনয় করি জয়॥
হৃদিমাঝে সুখ রাজ্য, একেবারে করি ধার্য্য,
আর কি রাজত্ব হয় ক্ষয়।
অক্ষয় রতন যিনি, অক্ষয় দেবেন তিনি,
এতে আর নাহিকো সংশয়॥
অতএব ওরে মন, সার কর সেই ধন,
যে ধনের আশে সদা রই।
আমি তোর নই অরি, সদা মন হিত করি,
তোর হোতে হবে বলে কই॥
এখন বলিরে তোরে,বিহিত সাধন কোরে,
তৃপ্ত কর ও মন আমার।
উচিত উপায় কর, জগদীশ নাম স্মর,
দুঃখ হর সুখ কর সার॥
এইরূপ যত কার্য্য, হিত বোধে করি ধার্য্য,
সমুদয় করহে সাধন।
মানব জনম ধোরে, উপযুক্ত কর্ম্ম কোরে,
করি তবে সুযশ স্থাপন॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
হিন্দুস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র।
সাং মহেশ্বরপুর।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Pres*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতরিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৮৯ সংখ্যা] গুরুবার ১৪ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৯ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মুল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

পশ্চিম দেশে মাল পাঠাইবার উত্তম রাহা।

নীচের স্বাক্ষরিত সাহেবানেরা "সাটিলাইট" নামক বাষ্পীয় জাহাজ, ১০ দশ খানা প্রথম শ্রেণীস্থ মালের বোট সম্বলিষ্ট, আগত মাহার ৩।৪ তারিখে আলাহাবাদ অর্থাৎ পশ্চিম দেশে উপর মুলুক গমন করিবে, যে কেহ মাল পাঠাইতে ইচ্ছুক হয়েন তিনি নীচের স্বাক্ষরিত সাহেবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

লিমেষ্টর এবং কোং।
নং ৩৪ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।
২৬ জুলাই ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

১৪ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

[নাগরিক রাজমার্গ।]

আমরা প্রায়ই নগরের যাবদীয় রাজপথে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকি, এক এক সময়ে রাজবর্ত্মে যাইতে যাইতে চক্ষের জলে বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া যায়, কখনো কখনো বা এমতও মনে হয় যে, আমারদিগের প্রতি কি গবর্ণমেণ্ট এতই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিবেন? আমরা কি অপরাধেই বা অপরাধি হইয়াছি? ভাবিয়া কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিনা। জগদীশ্বর কেনইবা আমারদিগকে পদে পদে স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগেবিড়ম্বনা করিতেছেন? পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে রাজার সংস্থান হইয়াছে, সেই জগদাত্মা পরমাত্মা পক্ষপাতবিহীন, তাঁহার করুণাদৃষ্টি সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের প্রতিই সমানরূপে বিস্তারিত রহিয়াছে, ঈশ্বরের প্রতিনিধান রাজগণেরও মনে তাঁহার ন্যায় করুণা পূর্ণ থাকা উচিত ও কর্ত্তব্য হইয়াছে, তাহার বিপরীত কোনোপ্রকার ব্যবহার দেখিলেই বোধ হয়, হয়তো রাজগণ প্রজাবর্গের প্রতি পক্ষপাত ব্যবহার করেন, অথবা প্রকৃতবিষয় বুঝিতে পারেননা, তাহাতেই তাঁহারা সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতি কোনো কোনো বিষয়ে তারতম্য ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং ঈদৃশ অসম্ভূত কদাচার প্রদর্শিত হইলেই

আমারদিগের মনে আক্ষেপের উৎপত্তি হয়, এবিষয়ে আমারদিগের আপত্তি করিবার ক্ষমতা থাকিলেও শুদ্ধ রাজগণ সন্নিধানে খেদ প্রকাশ করিয়া থাকি। রাজগণও আমারদিগের খেদে খিদ্যমান হইয়া বা দুঃখ বোধ করিয়া হয়তো কোনো বিহিত করেন, নতুবা "শ্রুতস্যশ্রুতয়া" শুনিয়াও না শুনিয়া যথেচ্ছা ব্যবহার দ্বারাই কালকর্ত্তন করেন, যাহা-হউক, রাজমার্গ বিষয়ের অশুদ্ধতা সংশোধনকল্পে অল্প আক্ষেপে হস্তক্ষেপ করিতেছিনা, কেবল পথে যাইতে যাইতে কত কত স্থানে বিবর মধ্যে পড়িতে হয়, কত কত স্থানে উচ্চ নীচতা জন্য উঁছট্ খাইতে হয়।

নগরের পূর্ব্বদিগে সরক্যুলার-রোড, পশ্চিমপার্শ্বে ট্রঙ্করোড, মধ্যস্থলে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ও চীৎপুর রোড, এই চারিটি মূলরাজমার্গ, এই সকল প্রধান প্রধান রাজবর্ত্ম দিয়া যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবর্ত্ম বহির্গত হইয়াছে সে সকলের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিতেই আমারদিগের ক্ষুদ্রকলেবর প্রভাকর পত্রের সমুদয় স্থান পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, অতএব তাহারদিগের নামোল্লেখ না করিয়া কেবল এইমাত্র বলি, সকল রাস্তাই বর্ষার প্রাদুর্ভাবে কর্দ্দমাক্ত হইয়া থাকে, পথিকেরা যাতায়াতকালে যে প্রকার কষ্টজ্ঞান করে, তাহার কথা কি বলির? অন্যান্য বৎসরে তথাপিও "মনেরে চোক ঠার" সময়াতীত হইলে অথবা সময়মতে কথঞ্চিৎ প্রকারে রাজমার্গের পরিশোধন দৃষ্ট হইত, এবৎসর কি দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছে? বর্ষাকাল অতীত প্রায় হইয়া আসিল, তথাচ রাস্তা মেরামতের উচ্চাবাচ্য কিছুই দেখিতে শুনিতে পাইনা। মিউনিসিপাল কমিস্যনরেরা কি করেন? তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করত নাকে তেল দিয়া ঘুমিয়া থাকিয়াই কি মাস মাস রাশি রাশি টাকা বেতন লইতেছেন? না, কথায় বলে, "যাহার খাই, তাহার গাই" যাহার বেতন গ্রহণ করিতে হয়, তাহার বৃত্তির সার্থকতা জন্য তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করা উচিত, তদ্ব্যতীত কর্ম্মের অকরণে প্রভু সমীপে ভৃত্যের সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়না। মিউনিসিপাল কমিস্যনরেরা কর্ত্তব্য-কর্ম্মে কৃতজ্ঞই হউন, আর অকৃতজ্ঞই হউন, তাহার দায়ি কিছু আমরা হইতে পারিনা, কেবল রাস্তার দুর্দ্দশা নিবৃত্তি পাওয়াই আমারদিগের প্রার্থনীয়। পরমেশ্বর করুন, মিউনিসিপাল কমিস্যনরেরা যেন নাগরিক রাস্তা সকলের মেরামৎ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগি হয়েন।

আমারদিগের রাজপুরুষগণ অধিক বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় উত্তমোত্তম দিব্যযানে গমনাগমন করেন, তাঁহারদিগের কাহাকেও পদব্রজে রাস্তায় গমনাগমন করিতে হয়না, রাস্তার ক্লেশ তাঁহারদিগের শ্বেতকান্তিযুক্ত শরীরকে স্পর্শ করিতেপারেনা। বিশেষত ইংরাজ পল্লীর রাস্তা সকল বিলক্ষণ সদবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, সে সকল রাস্তা দুরস্ত না হইলে পর, প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা কমিস্যনরদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে বিভ্রাট ঘটিতেও পারে, এই আশঙ্কায় ইংরাজ পল্লীর পথ সকল বিলক্ষণ সদবস্থায় থাকিতে পায়। আমরা বাঙ্গালি বাঙ্গালি বলিয়া বাঙ্গালি পল্লীর রাস্তা সকল নিয়তই ভগ্নাবস্থায় কালযাপন করে, সুতরাং আমরা পথে যাইতে যাইতে কাঁদিতে থাকি, আর আপনারদিগের পোড়া অদৃষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা পাই, কেননা যদ্যপি পোড়া অদৃষ্টের দর্শন পাই, তবে একবার জিজ্ঞাসা করি যে, আমারদিগের সদ্বিদ্বান ইংরাজ রাজপুরুষেরা কেন আমারদিগের বাঙ্গালিগণের প্রতি ঈদৃশ হীনস্থা প্রকাশ করেন? যাহা হউক, অতঃপর বিনীতভাবে কাকুক্তি সহিত রাজপুরুষগণকে নিবেদন করি,—তাঁহারা না হয় আমারদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিস্তার করত একবার দিব্যযানবাহনেই বাঙ্গালি পল্লীতে আসিয়া স্ব স্ব চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া রাস্তা সকলের প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদান করিবেন।

বাঙ্গালি পল্লীর সকল রাস্তাই অতি কদর্য্য অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, ফলত চীৎপুর রোড ও তাহার শাখা পাতুরিয়াঘাটা, যোড়াসাঁকো প্রভৃতি স্থলের কতকগুলীন গলী যেমত দুঃস্থগ্রস্ত হইয়া রোদনবদনে কালযাপন করিতেছে, তদ্দৃষ্টে সকলেই তাহারদিগের দুঃখে অতি দুঃখিত হইয়া রোদন করিবেন। হে পথিক ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলে কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা কর যে, সেই বিশ্ববিধাতা সন্তুষ্ট ও সানুকুল হইয়া বাঙ্গালি পল্লীর রাস্তা

গলী প্রভৃতি পথাদির যাবদীয় অসদ্ভাব রাজপুরুষগণের অন্তঃকরণে উদ্দীপ্ত করিয়া দিন, তাহা হইলে তোমরা, আমরা সকলেই পথিকক্লেশ হইতে পরিত্রাত হইব, অন্যথা কি আছে? মিউনিসিপাল কমিস্যনরগণ আমারদিগের অষ্টযামের পথকষ্ট নিবারণে মনোযোগি হইবেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

অবগতি হইল, চব্বিশ পরগণার আফিসিএটিং কালেক্টর এবং নেমক এজেণ্টের মাহিনা কর্ত্তন করণ জন্য সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন, উক্ত কর্ম্মের ভারাক্রান্ত ব্যক্তি ২৮০০০ টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইতেন, ভবিষ্যতে তিনি ২৩০০০ মুদ্রা পাইবেন।

মৃত রাজা শের সিংহের সমাধিকার্য্য নির্ব্বাহার্থে গবর্ণমেণ্ট শীক সরদারদিগকে ১৭০৩ টাকা প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এরূপ সুবিবেচনায় আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি আপনকার দেশহিতৈষী প্রভাকর পত্রে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

"যে রক্ষক সেই ভক্ষক।"

গত বৃহস্পতিবার ২২ জুলাই দিবসে, জিলা হাওড়ার অন্তঃপাতি বেতড় গ্রামে গোপালদাস বৈরাগী নামে একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, দুর্ভাগ্য ক্রমে উক্ত গ্রামের আস্‌গর্ নামক চৌকীদার তাহাকে দেখিতে পাইল। আস্‌গর্ একাকী কিছু করিতে পারিবেনা বিবেচনা করিয়া অমনি অন্যান্য পাড়ার আর দুইজন চৌকীদারকে ডাকিয়া আনিল, এবং তিনজনে একত্রে পরামর্শ করিয়া বৈরাগিকে বল পূর্ব্বক ধৃত করত কাঁড়ীর বিপরীত দিকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ও কটুবাক্য বলিতে বলিতে লইয়া যাইতেছিল, এই ব্যাপার দেখিয়া অনেকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চৌকীদারেরা উত্তর করিল "এ বদ্‌মাইস্, কাঁড়িতে নেযাচ্চি;" তখন কাঁড়ীর বিপরীত দিকে লইয়া যাওনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তাহাদের একজন বলিল "হাম্‌কোম্পানিকা আদ্‌মী, তোমারা ক্যা।" পরে বৈরাগিকে বাজে-শিবপুর নামক গ্রামের এক নিভৃত স্থানে উপস্থিত করিয়া তাহার কোমরে এক গেঁজেতে দুই টাকা ও তিন আনা পয়সা ছিল, সেই টাকা ও পয়সা আর একখান কাপড় কাড়িয়া লইয়া চৌকীদারেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। বৈরাগী কাঁদিতে কাঁদিতে এই সমস্ত ব্যাপার গ্রামে প্রচারকরাতে অনেকে তাহাকে কাঁড়ীতে জানাইবার পরামর্শ দিল, এবং পর দিবস সে সেইরূপ করিলে কাঁড়ীর জমাদার (তাঁহার নাম সাহ্ মহম্মদ্) ঐ তিনজন চৌকীদারকে টাকা ইত্যাদি কাড়িয়া নওনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে তাহারা প্রথমে কেহই কবুল করিলনা, বরং বলিল আমরা কোরাণ মাথায় রাখিয়া শপথ করিতে পারি, আমরা কিছুই লইনাই। পরে জমাদার তাহাদিগকে ভয় দর্শাইয়া বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা তিনজনেই কবুল করিল, এবং সেই ২৷৷০ দুই টাকা ও তিন আনা পয়সা এবং যে কাপড় লইয়াছিল তৎ পরিবর্ত্তে আর এক খান কাপড় আনিয়া উপস্থিত করিল। ২৫ জুলাই দিবসে উক্ত জমাদার ঐ তিনজন চৌকীদারকে রুমাল্ সমেত দারোগার নিকট এক রিপোর্ট লিখিয়া চালান দিয়াছে, এবং সেই রিপোর্টের অবিকল নকল আমার নিকট আছে।

আমি শুনিয়াছি মাজিষ্ট্রেটের আমলার মধ্যে আস্‌গর্ চৌকীদারের একজন আত্মীয় ব্যক্তি আছে, তাহার সাহায্যে ঐ দুরাত্মারা বিনা দণ্ডে অথবা যৎ কিঞ্চিৎ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াই মুক্ত হইতে পারে। পাছে এই সমস্ত ঘটনা অথবা তাহার কিয়দংশ গোপন করিয়া রাখে এজন্য আমি আপনকার পত্রে এবিষয় প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। দেখুন, কি দৌরাত্ম্য? এক অনাথ ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ জমাইয়াছিল, সেই অর্থ আর এক ব্যক্তি বল পূর্ব্বক হরণ করে। কে হরণ করে? চৌকীদার, যে তিনজনে এই কর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা সকলেই বাঙ্গাল্ মুসলমান; এবং হাওড়া জিলার প্রায় সকল চৌকীদারই এক জাতি। তাহাদের মধ্যে এরূপ ঐক্য আছে যে, একজনে যাহা করিবেক সকলেই তাহাতে সম্মত হইবেক এবং সাহায্য করিবেক। অতএব মাজিষ্ট্রেট সা-

হেব যেন এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন। ঐ আসগর পুর্ব্বে আর ২।৩ বার এইরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছিল, কিন্তু তাহা মাজিষ্ট্রেটের কর্ণ গোচর হয় নাই।

স, ত, ন,।
শিবপুর নিবাসী।

সম্পাদকীয় উক্তি।

মুসলমান্ চৌকীদারেরা প্রায় সর্ব্বত্রেই এই প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকে, অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাহারদিগের দোষের উপযুক্ত মত দণ্ড বিধান করিবেন, তাহা হইলে আর চৌকীদারদিগের দৌরাত্ম্য প্রকাশ পাইতে পারিবেনা।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় দীর্ঘজীবিষু।

সম্পাদক মহাশয়! ত্রিবেণীর পশ্চিম বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি যৌ-গ্রাম নামক স্থানে "বাঙ্গালা আদর্শনীয়" নামে যে একটি বঙ্গীয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রধান উদ্যোগী উক্ত গ্রাম নিবাসি যশোরাশি প্রিয়ভাষী বিদ্যোৎসাহী বিচক্ষণ-বর বর্দ্ধমান কমিস্যনর আফিসের মহাফেজ শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও অপর শ্রীযুত বাবু নবগোপাল মজুমদার মহাশয় দ্বয়কেই বলিতে হইবেক, যেহেতু উক্ত গুণযুক্ত সদাসয় মহাশয় ব্যক্তিদিগের বিশেষ উৎসাহে বিশেষ পরিশ্রমে, বিশেষ সাহায্যে এবং বহু উপযোগে অন্যত্র স্থানাভাব প্রযুক্ত শেষোক্ত বাবুর ভবনে স্কুলটি স্থাপিত হয়, এইক্ষণেও তথায় আছে।

পরন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করণ কারণ, অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে শ্যামাচরণ বাবু একখানি চাঁদার পুস্তক প্রস্তুত করেন, সেই পুস্তক খানি লোক দ্বারা নিজ গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনো কোনো ব্যক্তি যৎ কিঞ্চিৎ মাত্র অর্থদানে স্বীকৃত হয়েন, নচেৎ অনেক মহাশয় বিদ্যাবিষয়ে অনুৎসাহএবং ব্যয়কুণ্ঠস্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন; এতদ্বিষয় উক্ত বাবুর শ্রবণ গোচর হওয়াতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঐ স্কুলের গৃহ নির্ম্মানার্থ যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই নিজে প্রদান করেন, এবং কয়েকটি দিনহীন সহায়-সম্পত্তি বিহীন বালকের স্কুলের বেতন এবং তাহারদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন অর্থাৎ কাগজ কলম, পুস্তক সেলেট পেন্সিল ইত্যাদি বস্তু সমুদায়ই উক্ত গুণযুক্ত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রদান করিয়া থাকেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের সুখ্যাতি সৌরভে উক্ত প্রদেশ বিলক্ষণ আমোদিত হইয়াছে। ঐ পাঠালয়ে আপাতত প্রায় পৌণে দুইশত বালক উত্তমরূপে শিক্ষা করিতেছে, ভরসা করি, জগদীশ্বরেচ্ছায় উক্ত পাঠালয় চিরস্থায়ী হইয়া তত্রত্য অজ্ঞানন্ধলোকদিগের অন্তঃকরণে সজ্জ্ঞান প্রভাকরের প্রভাবিকীর্ণ করুক।

পরন্তু উক্ত গ্রামীণ অপরাপর লোকেরা এক চাঁদা করত বারইয়ারি পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা স্কুলের চাঁদার বিষয়ে কেহ কেহ একটা টাকার অঙ্কপাত করিতেও বিশেষ দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই সকল গুণপুরুষেরা বারইয়ারির বৃথা ও ক্ষণিকামোদে অনায়াসে কেহ কেহ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করত শ্লাঘাজ্ঞান করিতেছেন। তাঁহারদিগের বারইয়ারির বারভূতের কারখানায় যে প্রকার আমোদ দেখা যায়, সে মতে তাঁহারদিগকে আর কি বলিব? কেবল এই বলি, তাঁহারা ভদ্রসন্তান হইয়া ভদ্রবিষয়ে মনোযোগ না দিয়া শুদ্ধ সামান্য আমোদে আমোদী হইয়াছেন, এজন্য ভদ্রলোকেরাই তাঁহারদিগে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিবেন।

পরন্তু নবগোপাল বাবুর বিশেষ উদ্‌যোগে তাঁহার নিজ বাটীতেই একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় প্রায় অনেক গুলীন বালিকা উত্তমরূপে শিক্ষা পাইতেছে। নবগোপাল বাবুকেও বিশেষ বিদ্যানুরাগী বলিয়া মান্য করিতে হইবেক।

এইক্ষণে ভরসা করি, উক্ত বাবুরা নিরাপদ দীর্ঘজীবি হইয়া পরমেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের প্রজাগণের অন্তঃকরণে দেশোপকার জন্য নিরন্তর জাগরূক থাকুন কিমধিকং বাহুল্যেনেতি।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃস্মরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোম গোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম শতভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাস্তরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদঃ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৯০ সংখ্যা। শুক্রবার ১৫ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ৩০ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ভঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ৫ আগষ্ট বৃহস্পতি বার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব, গোলোকচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি কসাইটোলার মেরিডিথ নামক লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতলা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বা বন্দ ভূমি আছে, যাহার এক অংশে উক্ত বাটী নির্ম্মাণ করা হয়, ভূমি অনুমান। ৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গোলোকচন্দ্র ঘোষের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবে।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডানডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৩ জুলাই ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন।

পশ্চিম দেশে মাল পাঠাইবার উত্তম রাহা।

নীচের স্বাক্ষরিত সাহেবানেরা "সাটিলাইট" নামক বাষ্পীয় জাহাজ, ১০ দশ খানা প্রথম শ্রেণীস্থ মালের বোট সম্বলিষ্ট, আগত মাহার ৩।৪ তারিখে আলাহাবাদ অর্থাৎ পশ্চিম দেশে উপর মুলুক গমন করিবে, যে কেহ মাল পাঠাইতে ইচ্ছুক হয়েন তিনি নীচের স্বাক্ষরিত সাহেবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

লিমেষ্টর এবং কোং।
নং ৩৪ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।
২৬ জুলাই ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। এবং এইক্ষণে ও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে

পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷০

সংবাদপ্রভাকর

১৫ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা পরম্পরা শুনিলাম, কয়েকজন শ্বেতসেনা বিদ্রোহি সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাজবিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই সংবাদ প্রচার হইলে পর, সেই শ্বেতসেনা দলের অধ্যক্ষ মহোদয় তাহারদিগকে কৌশল ক্রমে ধৃত করত এতদ্দেশীয় কোর্টমার্স্যাল বিধির অধীনে বিচারার্থে সমর্পণ করেন, সিপাহিরা বিদ্রোহিরূপে ধৃত হইলে মার্স্যাল বিধির বশে বিচারিত হইলেই উদ্বন্ধনে তাহারদিগের প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। গোরা সৈন্যেরা মার্স্যাল বিধানে দোষিরূপে পরিণত হইয়াও তাহারদিগের ফাঁসী হইতে পায় নাই। সেই দলের সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় শ্বেতবর্ণ বলিয়া তাহারদিগের প্রতি করুণা পূর্ণ হইয়া কিছুদিনের জন্য তাহারদিগে দ্বীপান্তরে প্রেরণের অনুমতি করিয়াছেন, যদি বাস্তবিক এই প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে পক্ষপাতিতা আর কাহাকে বলা যাইতে পারে? এতদ্দেশীয় পদাতিকেরদিগের যাহারা যাহারা রাজবিদ্রোহিরূপে ধৃত হইয়াছিল, তাহারা তাবতেই উদ্বন্ধন দ্বারা শমনসদনের অতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, তাহারদিগের প্রতি দয়া করিবার লোক কেহই উপস্থিত হয় নাই, আর শ্বেত-পদাতিকেরা বিদ্রোহি হইয়াছিল, স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াও তাহারদিগের প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ পাইল, তাহারা মার্স্যাল বিধানমতে কোথায় প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্তি হইবে তাহা না হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষের কৃপাকটাক্ষে পতিত হইয়া দ্বীপান্তরে যাইয়া অবস্থিতি নিমিত্ত উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইল। কি আশ্চর্য্য! ধন্য ধন্য রাজবিচার! বিদ্রোহি গোরারা বিলাতি বলিয়া অনায়াসে প্রাণে প্রাণে অন্যদ্বীপে অবস্থিতি করিতে পাইল, আমারদিগের বুদ্ধিসত্ত্বে এবিচারকে গহিত বলিয়া গণনা করিতে পারি। কারণ দোষ গুণ উভয় পক্ষেই তুল্যরূপে মান্য করিতে হয়। দোষী হইলে পর তাহার সমুচিত দণ্ড-বিধান কর্ত্তব্য। এবং গুণী হইলে পর তাহারও সমুচিত পুরস্কার প্রদাতব্য। এই প্রকৃত প্রস্তাবে যদ্যপি গোরা বিদ্রোহিরা প্রাণে প্রাণে দ্বীপান্তর-স্থিতি করিতে পাইয়া থাকে, তবে পক্ষ পাত ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এ পক্ষপাত জন্য অনেকে অনেক প্রকার কথার জল্পনা করেন, আমরা সঠিক সংবাদ না পাইলে কদাপি নিশ্চিতরূপে বিচারের পক্ষপাত সপ্রমাণ করিতে পারি না, তবে এপ্রকার গুরুতর বিষয় শুনিলে দুই এক কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। এবং পাঠকগণও আমারদিগকে মূক বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন। যাহাহউক, বোধকরি বিচক্ষণবর সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় এ প্রকার ব্যবহার না করিয়া থাকিবেন, আর ঘটনাও অলীক হইতে পারে, কারণ এসংবাদ সত্য হইলে অবশ্যই ইংলিসম্যান সম্পাদক ও হরকরা সম্পাদক মহোদয়েরা আপনারদিগের পত্রস্থ করিয়া সাধারণের জ্ঞাতসার করিতেন। আবার বিবেচনা হয়, ইংলিসম্যান ও হরকরা সম্পাদকেরাওতো শ্বেত পুরুষ বটেন, তাঁহারা "গলায় আঙ্গুলদিয়া কাস বাহির করা" যে আপনারদিগের স্বজাতীয়ের দোষ প্রকাশ দ্বারা আপনারাই দোষি হইবেন, এমতও না হইতে পারে। তবে ভিতরে ভিতরে কোনো গুপ্ত কারণ থাকিলেও থাকিতে পারে। যাহা হয়, যদ্যপি আমারদিগের সংবাদদাতা ও বান্ধবেরা এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক সঠিক সংবাদ লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা সংশয়শূন্য হইয়া যথোপযুক্ত স্বাভিপ্রায় প্রকটন করিতে পারি। এইক্ষণে এই সংবাদের সত্যাসত্য প্রমাণ প্রাপণের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। সবিশেষ অবগতি হইলে পর সুধীবর পাঠক মহোদয়বর্গকে তৎক্ষণাৎ অবগত করিতে ত্রুটি করিব না। জগদীশ্বর করুন, যেন কথিত পক্ষপাতের সংবাদ অলীকই হইয়া যায়।

দিল্লীগেজেট পত্রে তৎসম্পাদক লিখিয়াছেন, যে মানসিংহ গুণ্ডারার রাজা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, আমরা এই সংবাদটির প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি না, কেননা, যদ্যপি ইহা সত্য হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবশ্য কাশ পাইত।

কিয়দ্দিবস হইল, কলিকাতার সরিফ সাহেব কারাগারের 'অবস্থা দর্শনাভিলাষে তথায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় চোরেরা একত্রিত হইয়া তাঁহার নিকট এমত আবেদন করে যে, তাহারদিগের প্রত্যেকের প্রাত্যহিক আহারের নিমিত্ত যে ছয় পয়সা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে বড় কষ্ট হয়, কেননা অধুনা আহারোপযোগি সমস্ত দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আর কিছু পয়সা বেশী করিয়া দিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়, শুনিলাম সরিফ সাহেব চোরদিগের মানস সফল করণের বিশেষ চেষ্টা পাইবেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

দিল্লীগেজেট পত্রে লেখে, ভবিষ্যতে বেহার অঞ্চল বাঙ্গাল প্রদেশের সহিত সংমিলিত থাকিবেক না ঐ প্রদেশ উত্তর পশ্চিম রাজ্যের সহিত মিলিত হইবেক।

বোম্বাইস্থ সেনাদলের সেনাপতি লেস্টার সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় তৎপদে মেজর জেনরল ফ্যারেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

রোমের যবনদিগের বক্‌রিইদ প্রেসিডেন্সির পর্ব্বাহের দিবস তাহারা গোলযোগ উপস্থিত করণের উদ্যোগ পায়, এই সংবাদ প্রাপ্তে তৎস্থানীয় রাজকর্ম্ম-চারিরা বিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক সেই দিবসটি অতি বাহিত করিয়াছিলেন, নাবিকেরা জাহাজ হইতে নামিয়া স্থানে স্থানে চৌকী দিয়া ছিল, এবং সেনারা তিন দলে বিভক্ত হইয়া ভাবী গোলযোগ নিবারণের বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল, এজন্য যবনেরা কোনোরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিতে পারে নাই।

ঝান্সির নিকটবর্ত্তি স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি সেনা সমবেত হওনের সংবাদ শ্রবণে অনেক ইংরাজ সেনা তথায় গমন করিয়াছে, বোধ করি, শত্রুদিগের বিপক্ষে একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া থাকিবেক, কেননা সেই দিগ হইতে অনবরত তোপধ্বনি শুনা গিয়াছে।"

আমরা কোনো ইংরাজী পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে,মেং ময়ার সাহেবের পরিবর্ত্তে মেং ক্লাইব বেলি সাহেব উত্তর পশ্চিম রাজ্যের সেক্রেটারির পদে অভিষিক্ত হইবেন, মেং এড্‌মনষ্টন সাহেব মধ্য ভাগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরি পদ প্রাপ্ত হইবেন, এবং মেং ডিম্যাক নিয়ড সাহেব ফরিণ, ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারির পদ পাইবেন।

প্রেরিত পত্র

গুণিগণাগ্রগণ্য জগন্মান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় ধীরাগ্রগণ্য সম্মান্যেষু।

বিহিত বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং মদ্রচিত কতিপয় পঁক্তি ভবৎ সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছি, অনুকম্পা প্রকাশে সংশোধনান্তর আপনার জগন্মান্য প্রভাকর পত্রৈক

পার্শ্বে স্থান দান করত এ নব লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! এই রামপুর বোয়ালীয়া নগরীয় পূর্ব্ব শোভাস্মৃতি পথারূঢ় হইলে কতই পরিতাপ ও কতই দুঃখের বিষয় উদয় হয় তাহা লিখিতে লেখনী ও সঙ্কুচিত হইয়া মসীগ্রাসেও অশক্ত হয়, আহা! যে যে স্থান ইতঃপূর্ব্বে পরম রমণীয় ও সুখকর উদ্যান, মহল্লোকের বাটী, রাজকীয় বিদ্যালয়, ও দেব মন্দির প্রভৃতি অট্টালিকাবলী দ্বারা সুশোভিত থাকিয়া স্বাস্থ্যও দৃষ্ট শোভা সম্পাদন করিতেছিল, অধুনা সেই সকল স্থল অবিশ্বাসিনী প্রচণ্ড বেগবতী পদ্মানদীর নিরন্তর প্রখরতর স্রোত ও কুললা চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান পাক দ্বারা এমত ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে যে, সেখানে নাবিকগণ গমনাগমনে ও অবস্থিতি করিতে সাতিশয় শঙ্কাকুল হইয়া দুঃসহ ক্লেশে কালযাপন করে, উক্ত তরঙ্গিণী বহুকাল বুভুক্ষানলে প্রজ্বলিত শার্দ্দূল যেমন স্বীকার লাভে চীৎকার ধ্বনি করত আক্রমণ করে, তেমনি গভীর নিনাদ করত নিজ করাল কাল কবলে পতিত করত সেই স্থানের সুচারু শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। নদীর কি আশ্চর্য্য গতি! যে সকল দূরবর্ত্তি স্থান ভগ্ন হওয়া স্বপ্নের ও অগোচর ছিল, এক্ষণে সে সকল স্থানও প্রত্যক্ষরূপে ঐ বেগবতী নদী আপন প্রশস্ত উদরস্থ করিয়া বিষম তর অত্যাচার প্রচার করিতেছে। আর যে সমস্ত রমণীয় স্থানে জন সমূহ অকণ্টকে বাস করিয়া সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সেই স্থান কথিত পদ্মানদীর অনিবার্য্য দৌরাত্ম্যে প্রতি দিন ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।

সম্পাদক মহাশয়! এবম্প্রকার অশুভ ঘটনাতে এতন্নগরস্থ ব্যক্তিগণের যে কত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা আপনার পাঠক বর্গেরাই বিবেচনা করিতে পারেন। পরন্তু এতন্নিবারণ ও অত্র স্থানের ব্যক্তিদিগের উপকারার্থে আমারদিগের প্রজা-পালক গবর্ণমেণ্ট যে মহোদয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধিনৈপুণ্যে কেবল ভস্মে আহুতি দেওয়ার ন্যায় গবর্ণমেণ্টের বিপুলার্থ অনর্থক ব্যয় হওয়াই সাব্যস্ত হইতেছে। যাহা হউক, আমরা করপুটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমারদিগের প্রজা-বৎসল গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ অনর্থক অর্থ ব্যয় না করিয়া কোনো সুনিপুণ ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া এ অতীব ক্লেশ মোচন করত এ স্থানের ব্যক্তিদিগের পরমোপকারে সমুচিত মনোযোগি হউন, নচেৎ লাভের পিপীলিকা দ্বারা খাওয়ান উচিত নহে।

হে পাঠক মহোদয়গণ! স্রোতস্বতী যখন এই নগর নিজোদরস্থ করিতে নিতান্তই স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আবার গবর্ণমেণ্ট ও তন্নিবারণে সমধিক যত্নশীল নহেন, তখন নিরুপায় প্রজাদিগের ঐ প্রকার দুঃখ নিবারণার্থে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট স্তুতি নতি করা ভিন্ন উপায়ান্তর দৃষ্ট হয়না কিমধিক মিতি।

নিবেদন।

শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্ম বাগছী।
বোয়ালীয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়স্থ
প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

সন ১২৬৫ সাল।
তারিখ ১০ শ্রাবণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন লিখিত বিষয়টি সংশোধন করত মহাশয়ের প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! অত্রস্থলে পরিদর্শক শ্রীযুক্ত মৌলবী আলাহাদাদ খাঁ সাহেবের শুভাগমনাবধি যে কি সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত, পরিদর্শক মহাশয় স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করত বালক বৃন্দের হৃদয়ে জ্ঞানরূপ মহামূল্য রত্নের আকর সংস্থাপন করিয়া তাহারদিগ্যে অজ্ঞান অন্ধকূপ হইতে উত্তীর্ণ করিতেছেন, এই মহতাতিশয় ব্যপার যে, খাঁ সাহেবের সমধিক প্রযত্নে ও চেষ্টাতেই সুসম্পন্ন হওত এদেশ হইতে অজ্ঞানের অন্ধতামসি-নিশা তিরোভাব হইয়া জ্ঞানরূপ পূর্ণ শশধর উদয় হইয়াছে, আমরা এ বিষয়ে, অঙ্গীকার ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।

একান্ত বশম্বদস্য।

শ্রী * * শ,

ফরিদপুর। ৭ শ্রাবণ।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৭০৯১ সংখ্যা] শনিবার ১৬ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ৩১ জুলাই ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

যে মোকদ্দমায় মহেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীনাথ পালিত এবং রমানাথ পালিত বাদিগণ এবং চন্দ্রকুমার দাস নাইমদক এবং রাজকৃষ্ণ নাই মদক প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৫ এক হাজার আট শত পঞ্চান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ৮ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ২৮ আগষ্ট তারিখ শনিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় নিম্ন লিখিত বিষয় নিশ্চিতরূপে বিক্রীত হইবেক।

১ দফা। বিশেষতঃ এই মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত জানবাজারের মধ্যস্থিত ৬৮ আটষট্টি নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/৪।।৵০ এক বিঘা চারি কাঠা এবং দশ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহার এক অংশে একতালা বসতি বাটী আছে এবং অপর অংশে প্রজাদিগের বসত ও বাজারের নিমিত্ত একটা চক নির্ম্মিত হইয়াছে, উল্লেখিত স্থানের চতুঃসীমা।

যথা।

উত্তরদিগে দেবনারায়ণ দাস নাই মদকের ভূমি যাহা নাপিত বাজার নামে বিখ্যাত। দক্ষিণদিগে জানবাজারের পথ। পূর্ব্বদিগে সরক্যুলর রোড। এবং পশ্চিমদিগে কয়েকখানা বাটী আছে পূর্ব্বে যাহা মদন মুন্সী এবং কেতাব্দি সরকারের অধিকার ছিল, এবং যাহা এক্ষণে মুন্সি আমীর আলী এবং নিমাইচরণ দের হইয়াছে।

এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত সুপ্রিম কোর্ট মাষ্টর আফিসে অথবা বাদিপক্ষের উকীল ডেনম্যান এবং হ্যাচ সাহেবের আফিস, যাহা মহানগর কলিকাতার পোষ্ট আফিসের ষ্ট্রিটের মট্যস্থিত ১১৬ এক শত ষোড়শ নম্বর ভবনে স্থাপিত হইয়াছে তথায় উক্ত সাহেবদিগের নিকট অন্ধসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

MESSRS DENMAN & HATCH,
Complainant's Attorneys.

মেজার্স ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ।
বাদিপক্ষের উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৮ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, বরাহনগর নামক স্থানের ভাগীরথীর উপরস্থিত অতি উত্তম ভূমি,

জিলা ২৪ চব্বিশ পরগণার কালেক্টর সাহেব তাঁহার আলীপুরস্থ কাছারিতে আগামী সোমবার ২ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল বাঙ্গালা ১২৬৫ সালের ১৮ শ্রাবণ দিবসে বিক্রয় করিবেন। তদ্বিবরণ নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।

যথা।

সাবেক খাজনা প্রাপ্ত হওন জন্য যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহার ক্ষমতানুসারে যে এক খণ্ড ভূমি বরাহনগরস্থ হুগ্‌লীনদীর উপরে আছে, অনুমান ৫৲ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহার সঙ্গে একটা বড় পুষ্করিণী কিম্বা মতিঝিল যাহাতে ২ দুইটা ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট আছে এবং একটা পাকা পোস্তা আছে তাহার চতুঃসীমা। এই যে, দক্ষিণভাগে সরকারি রাস্তা এবং মৃত হরিনারায়ণ ঘোষ রায় বাহাদুরের জমী। পূর্ব্ব অংশে উক্ত হরিনারায়ণ ঘোষ রায় বাহাদুর দুর্গারাম প্রামাণিক, কাশীনাথ বড়াল এবং অন্যান্য ব্যক্তির জমী। উত্তরভাগে গোধারি বেওয়ার রাইয়তি ভূমি, এবং পশ্চিমদিগে ভাগীরথী এবং পাকা পোস্তা আছে। উল্লেখিত জমী উচ্চ দরে বিক্রয় হইবেক।

উক্ত জমী যে ব্যক্তি মৌরসি পাট্টা করিয়া লইবে তাহাকে ৫৪ চুয়ান্ন টাকা মাসিক খাজনা দিতে হইবেক অতএব যে খরিদার প্রাগুক্ত স্থান মৌরসি পাট্টা লইতে ইচ্ছুক হয়েন তিনি মহানগর কলিকাতার ৪ নম্বর বেচার্স নামক ভবনে উকীল মেজার্স এন্‌লি এবং স্কুইন্স সাহেবদিগের নিকট আবেদন পত্র অর্পণ করিবেন।

W. ANLEY.

ডবলিউ এন্‌লি।

কলিকাতা।

২৯ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

পশ্চিম দেশে মাল পাঠাইবার উত্তম রাহা।

নীচের স্বাক্ষরিত সাহেবানেরা "সাটিলাইট" নামক বাষ্পীয় জাহাজ, ১০ দশ খানা প্রথম শ্রেণীস্থ মালের রোট সম্বলিষ্ট, আগত মাহার ৩। ৪ তারিখে আলাহাবাদ অর্থাৎ পশ্চিম দেশে উপর মুলুক গমন করিবে, যে কেহ মাল পাঠাইতে ইচ্ছুক হয়েন তিনি নীচের স্বাক্ষরিত সাহেবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

লিমেষ্টর এবং কোং।

নং ৩৪ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।

২৬ জুলাই ১৮৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

১৬ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা জনশ্রুতিক্রমে গত দিবসীয় পত্রে লিখিয়াছিলাম, গৌরাঙ্গ সৈন্যদিগের মধ্যে কয়েক জন বিদ্রোহিসিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহারদিগকে ধৃত করিয়া কোর্টমার্শেল বিচারে তাহারদিগের দোষের বিষয় প্রমাণিত হয়, ফাঁসী দ্বারা সেই বিদ্রোহি শ্বেত-পদাতিকদিগের প্রাণদণ্ড না হইয়া কিছু দিনের জন্য দ্বীপান্তরে অবস্থানের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে, উক্ত জনশ্রুতি অমূলক নহে, আমারদিগের কোনো পরমাত্মীয়-বন্ধু ঐ বিষয় "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" নামক ইংরাজী পত্র হইতে অনুবাদ পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তদবিকল নিম্নভাগে অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম, পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"এতদ্দেশীয় অষ্টাদশ গণিত রেজিমেণ্টের জোজেফ থর্‌ণার, ফাইব মেজর, তামস টর্‌ণার, জর্জ টর্‌ণার ড্রমর (রণবাদ্যকর) সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ গত ৩১ মে তারিখে বেরিলি নামক স্থানে বিদ্রোহি সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্যক প্রকারে প্রতিকূলতাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়াছিল, ৯ জুন দিবসে মীরাটস্থ কোর্টমার্শেল বিচারালয়ে তাহারদিগের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে তাহারা ফাঁসীকাষ্ঠ দ্বারা জীবন পরিত্যাগ করণের অনুমতি প্রাপ্ত হয়, ফলত প্রধান সেনাপতি বাহাদুর কথিত আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করত তাহারদিগের প্রত্যেককে ছয় বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাকুটীরে অবস্থিতি করিবার আদেশ করিয়াছেন।"

রাজবিদ্রোহিদিগের প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, যদিও উক্ত দুরাত্মাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্যই হইয়া থাকে, তথাচ প্রাণান্তের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরণের আদেশ প্রাপ্ত হইলেও এক দিন সকলেরই আপত্তি করিবার উপায় রহিত হইয়া যাইত, তাহা না হইয়া সীমাকৃত সময়ের জন্য কারাভোগের অনুমতি হওয়াতে রাজবিচারে পক্ষপাত প্রচার পাইল অন্যথা কি? কারণ, অস্মদ্দেশীয় সিপাহিবর্গের যে কেহ বিদ্রোহ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিল তাহারদিগের দোষ সপ্রমাণ হওয়া মাত্র ফাঁসী দ্বারা প্রাণদণ্ড হইয়াছে, আর গোরারা বাস্তবিক রাজবিদ্রোহি হইয়াও তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইল, তাহারদিগের প্রাণদণ্ডেরঅনুমতি খণ্ডিত হইয়া গেল, সুতরাংতাহারা যদি সুযোগ পায়, তবে কি আর রক্ষা থাকিবে, বিদ্রোহি গোরারা ছয় বৎসরকাল মাত্র কঠিন পরিশ্রমের নামে কারাগারে প্রবিষ্ট হইল, ইহা কি শাদা, কালো ভাবের পক্ষপাত বলিয়া পরিণত হয় না? আমারদিগের গুণাকর পাঠক মহোদয়গণই তদ্বিষয়ের সবিশেষ সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন, আমরা আর অধিক কি বলিব? সকল দিগে সমান দৃষ্টি রাখাই রাজধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

গত ১২ শ্রাবণ মঙ্গলবার অপরাহ্নে এক জন আলিঘান নামক ইউরোপিয় নাবিক ফিবরহাসপাতালে উদরাময় রোগ আরোগ্য হেতু গমন করিনা ছিলেন। ঐ হাসপাতালের উত্তরদিগের বারাণ্ডায় লাফালাফি করিতে করিতে অকস্মাৎ আপন শরীরে ভার সম্বরণ করিতে না পারিয়া তথা হইতে ভূমিতে পতিত হন। ইহাতে তাঁহার মস্তকের খুলি চূর্ণায়মান হয়। তৎকালীন প্রিন্সিপেল ডাক্তর ইটওয়েল সাহেব যাঁহার ওয়ার্ডে ঐ রোগীর চিকিৎসা হইতেছিল তিনি আসিয়া আপন ক্ষমতাতিরিক্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তর হেরিসন সাহেবকে পত্র লিখিয়া আনিয়া দেখাইলেন, হেরিসনসাহেব কহিলেন। আর আমি কি চিকিৎসা করিব! এখন কাটিলে কেবল উহার মৃত্যুকেই শীঘ্র ডাকিয়া আনিতে হয়, অতএব তাহা না হইয়া বরং উহাকে কোনো রকমে আর ক্লেশ না দিয়া সহজে মরিতে দেওয়া উচিত, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পতিত ব্যক্তির নাক কাণ চক্ষু দিয়া বিস্তর রক্তপাত হইয়াছিল। অতি অল্প কালের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইয়া পতন যাতনায় মুক্ত হইয়াছে। হা! কাহার অদৃষ্টে কখন কিরূপ ঘটনা হয়, কে বলিতে পারে! এই ব্যক্তি রোগ শান্তিজন্য আসিয়া বিধি বশে ভোগান্ত প্রাপ্ত হইল। মরণের পদ্ধতি অতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবেক।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

২৭ জুলাই তারিখে জে, এফ, এডমনষ্টন সাহেব আলাহাবাদ হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রেরণ করেন।

"জেনরল রবার্ট সাহেব অদ্যাপি টঙ্ক নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি শীঘ্রই তথা হইতে "তাদা" নামক স্থানে যাত্রা করিবেন। বিদ্রোহিরা বন্দী নামক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে, শুনিলাম তাহারা বন্দীস্থ সরদার কর্ত্তৃক পথিমধ্যে বিলক্ষণরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কর্ণেল হোম্‌স সাহেব বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হইতে পারিতেছেননা, কেননা তিনি উপযুক্তরূপ যান বাহন প্রাপ্ত হন নাই।"

আমরা ঠাকুরাণী মাসীর পত্রখানি অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকাশ করিলাম, পাঠকগণ পাঠ করিলে স্ত্রীলোকের লিপিনৈপুণ্য জন্য অতিশয় আনন্দলাভ করিতে পারিবেন।

"যদিও অভিনব রচনার্থিনী কামিনীগণ স্ব স্ব রচিত এক একটী প্রবন্ধ মাত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত হওত পুনর্ব্বার আর কোনো রচনা মুদ্রিত করণাভিলাষে মহাশয়ের করে অর্পণ করেন নাই, কিম্বা এই ব্রত একেবারেই উজ্জাপন করিয়াছেন, অথবা রচনার পরিপাট্য সাধনে সক্ষম না হইয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত যশোরাশি ক্ষয় হইবার আশঙ্কায় এই শুভকর ব্যাপার সম্পাদনে বিরত আছেন, তথাপি আমি এই নবানুষ্ঠিত ব্রতে ব্রতী হইয়া তাঁহাদের অনুগামিনী হইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, কারণ যৎকালে আমি প্রথম এই সাধু সম্মত বর্ত্মে পদ প্রসারণে প্রবৃত্ত হই, তখন অতি সামান্য পুস্তক ও আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বোধ হইয়াছিল এবং এতাদৃশ নানা প্রকার অসংখ্য অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক সম্মুখীন হওয়ায় এমত অনুমান হইয়াছিল, যে বাক্যবাদিনী বুঝি স্বজাতির রসনা বাসিনী হইতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। তদনন্তর কোনো সুযোগ্য বিজ্ঞজন উপদেশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া নিয়ত চিন্তা করায় ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত বিড়ম্বনার হস্ত ছাড়াইয়া এই বর্ত্তমান অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইয়াছে, যে, চপলতা পরিহার পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে যে কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা সাতিশয় দুরূহ ও আয়াস সাধ্য হইলে ও ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত ও সুসম্পন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই, এ বিধায় আমি যে কোনো প্রস্তাব রচনা করি তাহা বিজ্ঞ সমাজে প্রকাশ করিলে নিন্দা-ভাজন হইব, কিম্বা প্রশংসা লাভ করিব, এই বিষয়ে সংশয় চিত্ত হইয়া এবম্বিধ বিচার করিতে গেলে এই ব্রতের দক্ষিণান্ত হইয়া যায়, অতএব এক্ষণে সাহস পূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদিতেছি সম্পাদক মহাশয়? এ অধিনীর রচিত কতিপয় পঁক্তি পদ্য আপনি প্রচুর প্রশংসা সহকারে কৃপা করিয়া স্বীয় বার্ষিক প্রভাকরে প্রকটন করায় চিরবাধিত আছি। অধুনা সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া সমুৎসুক্য চিত্তে এই রচনা প্রেরণ করিতেছি করুণা প্রকাশ করিয়া সংশোধন পূর্ব্বক আপনার জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্র পার্শ্বে যৎ কিঞ্চিৎ স্থান দান করিয়া রচনা তরুমূলে উৎসাহবারি সেচন করিতে আজ্ঞা হইবেক ইতি।

ত্রিপদী।

হে নাথ! করিলে দৃষ্টি, তব সৃষ্ট এই সৃষ্টি,
কেবা নাহি হয় চমৎকার।
আমি কি বলিতে পারি, হীন মতি তাহে নারী,
তোমার মহিমা পারাবার॥
যামিনী হইলে শেষ, কাহার কি হয় বেশ,
বেশ রূপে মনে নাহি আসে।
সাবাসি সাবাসি মন, করিয়াছে আকিঞ্চন,
খর্ব্ব যেন ক্ষপাকর আশে॥
নিশি জাগি নিশাপতি, শ্রান্তযুক্ত হয়ে অতি,
নিদ্রা হেতু যান অস্তাচলে।
সেই দুঃখে যামিনীর, নয়নেতে বহে নীর,
নীহার বলিয়া লোকে বলে॥
পত্র হোতে মুক্তাবত, ঝরিতেছে অবিরত,
আমরি কি শোভা মনোহর।
চাতকে করিয়া পান, পায় নিজ প্রাণ দান,
ধরা ধরে নব কলেবর॥
প্রভাত শীতল বায়, কুসুম সুগন্ধ তায়,
আমোদিত করে ধরাতল।
তাপিত মানবগণ, সেবনে হরিষ মন,
রোগী জন পায় পায় বল॥
অরুণের সুপ্রকাশ, তিমিরের হয় নাশ;
তেজস্বীর অনুচরে করে।
প্রদীপের প্রভা ক্ষয়, তারকা অদৃশ্য হয়,
মিত্রদ্বয় শত্রু সহ মরে॥
কিছু ফুটে কমলিনী, কিছু মুদে কুমুদিনী,
পরস্পর সম শোভা পায়।
কলরবে মধুকর; ছুটে যায় সরোবর,
উভয়ের মকরন্দ খায়।
চক্রবাক ভাবে মনে; প্রিয়তমা অন্বেষণে;
আগমন করি এইবার।
ভাবিতে ভাবিতে তথা, চক্রবাক আছে যথা;
চক্রবাকী হয় অগ্রসার॥
আদিত্য উদয় হোলে, মরি কি জানাব বোলে,
সাগর সলিলে দৃশ্য হয়।
লোহিত কিরণ জলে, ধক্ ধক্ যেন জ্বলে,
বাড়ব অনল নীর ময়॥
বোধ হয় কিছু অংশ, উঠিলে হইবে ধ্বংস,
সুবিস্তার সুখকরা ধরা।
কণামাত্র পর্শে যার; হয় সব ছার খার,
তার বল সাধ্য কার ধরা॥
তারাপতি অদর্শন, ছায়াপতি আগমন,
চকোরিণী বিষাদিত হয়।
কুমুদিনী কুমুদিত, সরোজিনী বিকসিত,
এ দোঁহার দিভাব উদয়॥
শাখী বাসী পাখি সব, প্রকাশি মধুর রব,
প্রেমানন্দে ছাড়ে মিষ্ট তান।
তাপস যাপক জন, স্মরি ব্রহ্ম-সনাতন,
স্নান হেতু গঙ্গাতীরে জান॥
গোপাল বুঝিয়া কাল, সঙ্গে করি গাবীপাল,
লোয়ে যায় তৃণক্ষেত্র মাঝে।
গৃহী ত্যজি নিদ্রা ঘোর, দেখি নিশি হোলো ভোর, ছটাছুটি যায় গৃহ কাজে॥
আর আর জীব সব, প্রকাশে আনন্দ-রব,
পেচক বিষন্ন মনে ভাবে।
চির-স্থিত কিছু নয়, কভু হয় কভু ক্ষয়,
এ ভাবে ভাবিয়া কেবা পাবে॥
কেবল হে বিশ্বসার, তব ভাব জানা ভার,
এক ভাবে আছ মাত্র তুমি।
যে বুঝেছে তব ভাব, তারি সহ তব ভাব,
ভাবিয়া পেয়েছে ত্রয় ভূমি॥
সেই ধন্য সাধজন, তব ভাব অনুক্ষণ,
শুদ্ধ মনে ব্যাখ্যা করি কয়।
তাঁ সবারে নমস্কার, যথা যোগ্য পুরস্কার,
মম সাধ্যমতে যাহা হয়॥

শ্রীমতী ঠাকুরাণী দাসী

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

অতিরিক্তপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড্রিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

॥ সত্তাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম মতন্দ্রগীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৯২ সংখ্যা] সোমবার ১৮ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ২ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

ইকুইটি পক্ষ।

উইলিএম রিচার্ডল্যাকারফ্টিন বাদী।

মৃত জান স্পেন্সের শেষ উইল প্রমাণিক উত্তরাধিকারি রবার্ট মস্‌লি তমাস এবং জান গ্রে প্রতিবাদিগণ।

এই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্টনামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আটশত ছাপান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আপ্রিল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে মৃত জন্‌স্পেন্স যিনি মেস্থয়া জনস্পেন্স এবং কোম্পানির নামের ফারমের একজন মেম্বর ছিলেন, সেই ফারম মহানগর কলিকাতারগবর্ণমেণ্টপ্যালেসেরসন্নিকট ছিল, উল্লেখিত জনস্পেন্সে এবং কোম্পানিরা হোটেল রক্ষক এবং ব্যবসায়ি ছিলেন, তাঁহার মহাজনদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সমীপে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

E. A. DOW.
Attorney for Robert Mosely Thomas and John Gray Executors of John Spance Deceased.
ই, এ, ডো।
মৃত জন স্পেন্সর উত্তরাধিকারি রবার্ট মসলিতমাস্ এবং জন গ্রের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৭ জুলাই ১৮৫৮।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ বারুই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব তারাচাঁদ ঘোষ, মতিকান্ত ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যনাথ মল্লিক, দীননাথ মুখোপাধ্যায় এবং নারায়ণ মুদির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি সুতানুটীর দরমাহাটা ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দ্বোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটী নম্বর ২০ বিংশতি এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ডও বন্দ ভূমি আছে ভূমি অনুমান ।৷০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রযুক্ত আসামী তারাচাঁদ ঘোষ, মতি

কান্ত ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্য নাথ মল্লিক, দীননাথ মুখোপাধ্যায় এবং নারায়ণ মুদিদিগের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি আছে এবং তাহার সঙ্গে কয়েক খানা ঘর আছে, ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী তারাচাঁদ ঘোষ, মতিকান্ত ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যনাথ মল্লিক, দীননাথ মুখোপাধ্যায় এবং নারায়ণ মুদিদিগের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি সুতানুটীর শামিল মহল তুলিয়ার ঘাট নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গুদাম ঘর নম্বর ৬৯ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি আছে ভূমি অনুমান ৵১ এক কাটা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী তারাচাঁদ ঘোষ, মতিকান্ত ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যনাথ মল্লিক, দীননাথ মুখোপাধ্যায় এবং নারায়ণ মুদিদিগের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন!

H. DUNDAS.
Sheriff.

এইচ, ডন্‌ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৬ জুলাই ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

পশ্চিম দেশে মাল পাঠাইবার উত্তম রাহা।

নীচের স্বাক্ষরিত সাহেবানেরা "সাটিলাইট" নামক বাষ্পীয় জাহাজ, ১০ দশ খানা প্রথম শ্রেণীস্থ মালের বোট সম্বলিত, আগত মাহার ৩। ৪ তারিখে আলাহাবাদ অর্থাৎ পশ্চিম দেশে উপর মুলুক গমন করিবে, যে কেহ মাল পাঠাইতে ইচ্ছুক হয়েন তিনি নীচের স্বাক্ষরিত সাহেবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

লিমেষ্টর এবং কোং।
নং ৬ রাণিমুদিগলি।

সংবাদপ্রভাকর

১৮ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

বজ্রাঘাতে মৃত্যু।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গত ১৫ শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু কালাচাঁদ শাণ্যাল মহোদয়ের ভবনে এক ভয়ানক বজ্রপাতন দ্বারা তাঁহার কন্যার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, এই অপঘাত মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও পোলিসের লোকেরা সন্দিহান হইয়া শব পরীক্ষার্থে মেডিকেল কালেজে লইয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই, এজন্য শ্যামবাজার-পল্লীর লোকেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। শাণ্যাল বাবুরা পরদিন পোষ্টমর্টম এগ্‌জামিনেশন পর্য্যন্ত মড়ার দায়ে অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম-মতে মৃত শরীর যবনাদি স্পর্শিত হইলে প্রত্যবায় আছে, অতএব তাদৃশ প্রমাণিত ও জানিত স্থলে সন্দেহ পূর্ব্বক কষ্ট দেওয়া পোলিস-কর্ম্মচারিদিগের অন্যায় ব্যবহার বলিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতরূপ সংঘটিত হইলেপর আমরাও সন্দেহ করিতে পারি, এমত স্থলে ভদ্রলোকদিগের সাক্ষ্যতাই প্রমাণ কর্ত্তব্য।

আবার রাজমার্গে প্রস্রাব ধরাধরী।

গত ১৩ শ্রাবণ বুধবাসরে একজন ভদ্রলোক কোনো বিশেষ কার্য্যানুরোধে রসায় গমন করেন। প্রত্যাগতি-কালে প্রস্রাবের পীড়া হওয়াতে রাজমার্গের প্রান্তভাগে প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া যেমত উঠিবেন, তৎক্ষণাৎ জনেক প্রহরি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া হোঁক্কা হাঁক্কা করত তাঁহাকে প্রথমে কেশেবাগানের থানায় লইয়া যায়, তথা হইতে কালীঘাটের থানায়, এই প্রকারে থানা থানা চালান হইয়া সর্ব্বশেষে উচ্চ হুজুরে হাজির করিল, প্রায় বেলা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকাকালে মৌলবী সাহেব (যাঁহার প্রতি ঐ প্রকার দণ্ডবিধানের ক্ষমতা আছে) তিনি, চারি আনা দণ্ডকরত অব্যাহতির আজ্ঞা দিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমরা গরিব বাঙ্গালি-প্রজা, রাজপুরুষেরা আমাদিগের প্রতি যত পারেন ততই ধুমধামের হুকুম-জারি করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখা গিয়াথাকে, সাহেবেরা পথে যাইতে যাইতে প্রস্রাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলে অমনি তালগাছের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোকের প্রাচীরের গায় অথবা উত্তম চুণকাম করা অট্টালিকার গায় ফন্ ফনাইয়া মূত্রত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রহরিরা কিছুই বলিতে পারেনা। কথা কওয়া চুলায় যাউক, প্রহরিরা নগরবাসিগণের নিকটেও যাইতে ভীত হয়, ইহা কি বিপরীত রাজধর্ম্ম বলিয়া গণ্য নয়?।

মেডিকেল কালেজ।

বিগত শেসনে মেডিকেল কালেজের ছাত্র, যাঁহারা এই বর্ষমধ্যে জুনিয়ার ডিপ্লোমার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ষ্টাইপেন্ড অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি পান্ নাই। শুনাগেল প্রিন্‌সেপেল ডাক্তর মহাশয় কাহাকে রাখিয়া কাহাকে দিবেন ইহা স্থির করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইবায় ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত ইয়ং সাহেবের নিকট এমত রিপোর্ট করেন যে, পূর্ব্বতন নিয়ম যাহারদ্বারা নূতন উপযুক্ত ছাত্র প্রথমে নিযুক্ত হইয়া ঐ টাকা পায়, তাহা রহিত করিয়া যে ব্যক্তি জুনিয়ার ডিপ্লোমা পাইবেক, তাহাকে

দেওয়া বিধি। ইহাতে ডাইরেক্টর সাহেব পূর্ব্বকার নিয়ম সকল জানিতে প্রার্থনা করায় তাহা পাঠান হইয়াছে, আমারদিগের ইচ্ছা যে প্রিন্‌সেপেল সাহেবের মত বজায় থাকে, কেননা উপযুক্ত যে হইবেক তিনিই ঐ টাকা পান, তবে এখন "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, নাড়াবনে কীর্ত্তন"।

আমারদিগের আলাহাবাদস্থ কোনো পরমাত্মীয় ব্যক্তির পত্র পাঠ করত অবগত হইলাম, এক্ষণে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কলিকাতায় আসিবেন না, তিনি আগামি অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌনগরে গমন করিবেন, তবে মধ্যে এই কয়েক মাস বাহাদুর, আলাহাবাদে অবস্থান পূর্ব্বক রাজকীয় কয়েকটা গুরুতর বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন।

আমারদিগের গবরনর জেনেরল বাহাদুর এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, যে কোনো পল্লীগ্রামস্থ ব্যক্তি কোনো বিদ্রোহিকে ধৃত করিয়া রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করিবে, তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।" এই ঘোষণা দৃষ্টে কয়েক ব্যক্তি পুরস্কার প্রাপ্ত হওনাভিলাষে বিদ্রোহি ধৃত করণে উৎসক হইয়া কৃতকার্য্য হওয়ায় গবরনর জেনেরল বাহাদুর তাহারদিগে যথেষ্ট রূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই সংবাদ প্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইলাম, এরূপে উৎসাহ প্রদান করিলে অনেক হিন্দুস্থানি সিপাহি ধৃত হইতে পারিবে, কেন না এমত শুনা যাইতেছে, অনেক হিন্দুস্থানি সিপাহি তাহারদিগের ভ্রাতৃগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লীগ্রাম মধ্যে ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করত পরিভ্রমণ করিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

২৯ জুলাই দিবসের আগত সংবাদ।

জেনেরল রবার্ট সাহেব টঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। অযোধ্যা হইতে এমত সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সাহাগঞ্জস্থ দুর্গ মধ্যে রাজা মানসিংহ বিদ্রোহি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কিয়দ্দিবসাবধি কষ্টভোগ করিতে ছিলেন, জেনেরল সার হোপ গ্রাণ্ট সাহেবের অধীনস্থ সেনাদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করত উক্ত বিদ্রোহিরা স্থানান্তরে পলায়ন করণে বাধ্য হইয়াছে।"

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৬ শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে ধার্ম্মিকবর বিদ্যানুরাগী সুশীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ বাহাদুর মহাশয়দিগের বেলগেচিয়ার সুচারু উদ্যানে রত্নাবলী নাটিকার অভিনয় কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে, লেফ্‌টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুক্ত হালিডে প্রভৃতি অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সাহেব এবং এতদ্দেশীয় অনেকানেক নাট্যপ্রিয় মান্য ব্যক্তিরা তদ্দর্শনে

গমন করিয়া ছিলেন, ক্রীড়কগণ অতি উত্তম রূপে গীত বাদ্য ও প্রদর্শন দ্বারা তাবতেরি চিত্ত হরণ করিয়াছেন।

শুনিলাম রঙ্গভূমিতে এক চাঁদের উদয় দৃষ্টে তাবতেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেখানে প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের আহ্বানে একত্রে অনেক চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল, সেখানে এক কৃত্রিম চাঁদের উদয় দেখিয়া আমরা তাদৃশ চমৎকার বোধ করি না, তবে চমৎকার এই যে, ইদানীং নাটকের ব্যাপারে অনেকেই চমৎকার চমৎকার ব্যাপার করিতেছেন। বঙ্গভাষায় নিত্য নিত্য নূতন নূতন নাটক রচিত হইতেছে কিন্তু প্রকৃতরূপে পাঠ করিয়া দেখিলেই পাঠকেরা জানিতে পারিবেন প্রায় সকল নাটক রচকেরাই রচনায় প্রকৃতির বিকৃতি করিতেছেন লেখনী রূপ অস্ত্রাঘাতে কি গদ্য কি পদ্য উভয়কেই ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন, চরণ ধরিতে কেশ ধরিতেছেন। কঠিন কর্কশ, নীরস বাক্যরূপ দস্যু সকল তাহারদিগের সর্ব্বার্থের বস্তু অলঙ্কারাদি অপহরণ করিতেছেন। কি করা যায়, যাহারা চুরি করিয়া বসন ভূষণ হরণ করে তাহারদিগের শাসনার্থ বিচার আছে, নালিশ আছে, কিন্তু এবম্প্রকার তস্করদিগের উপর শাসন নাই, নালিশ নাই। আশ্চর্য্য! কালের ধর্ম্ম, কাল, পাত্র, দেশ সকলি সমান হইয়াছে। রাজা ও ধনি লোকেরা ইহাদিগের শাসন না করিয়া বরং পোষণ করিতেছেন। তাবতেরি মুখে নাটক নাটক নাটক, কিন্তু যাহাদিগের আস্বাদন বোধ আছে তাহারা এই নাটকে নিম্ন লিখিত কবিতাটি পাঠ করেন।

যথা।

ঘরে ঘরে অভিনয়, শুনে মনে ইচ্ছা হয়,
আমি করি বেচে নিজ ভিটে।
শেষে লোয়ে আস্বাদন, হইলাম জ্বালাতন,
এ নাটক, না, টক, না, মিঠে॥
রাজা আদি প্রজা যত, সবাই আস্বাদ হত,
শুক্ত খেয়ে পরমান্ন কয়।
আমি শিশু তাহে দীন, সর্ব্বদিগে পরাধীন,
কিরূপেতে দিব পরিচয়॥
বিদ্যালয়ে পাঠ মাত্র, সহজে অবোধ ছাত্র,
মহাপাত্র তারা সমুদয়।
অদ্যাপি পাঠক হই, নাটকের কথা কই,
মুখে কথা আটক না রয়॥
তর্করত্ন আদি রত্ন, করিয়া বিশেষ যত্ন,
নাটক লেখেন ভারি ভারি।
নাটকেতে নয় রস, এ নাটকে নয় রস,
কি রস তা বুঝিতে না পারি॥
দেখিতেছি আজ কালি, কলমে তুলিয়া কালী,
কেহ কেহ হাঁড়কালী করে।
কালির আঁচড় মাত্র, না হোলে কালীর পাত্র,
কালী নামে কেবা আর তরে॥
লোয়ে রস আস্বাদন, হোয়েছে স্বাধীন মন,
মুগ্ধ সদা কবিতার রসে।
দোষ গুণ তাই ধরি, কিন্তু মনে ভয় করি,
পাছে লোক জেঠা বোলে বসে॥
জেঠা নামে নাম রাখা, বোলুক এঁচোড়ে পাকা,
সে বলাতে নাহি করি ভয়।
কহিলে উচিত কথা, অনাদর যথা তথা,
ভাল কোরে মন্দ পাছে হয়॥
যার যাহা মনে আসে, তাই লিখে অনায়াসে
করিতেছে পুস্তক প্রচার।
কার কাছে দুঃখ কই, গুণ গ্রাহী লোক কই,
দোষ গুণ কে করে বিচার॥
যদি কই এই দোষ, বলে কোই? কোরে রোষ
ঘটে তায় বিষম বিবাদ।
ধনি হোয়ে ধন বলে; যাহা ইচ্ছা তাই বলে,
ছাড়িয়া গভীর সিংহনাদ॥
কাজ নাই বলাবলি, লেখা নিয়া দলাদলি,
ঢলাঢলি কত তায় হয়।
আমি নিজে লক্ষ্মীছাড়া, লক্ষ্মীর আদর বাড়া,
ধনিদের সর্ব্বকালে জয়॥
ধনি যদি হয় কালো, সেরূপে চাঁদের আলো,
তুল্য কার ধনির সহিত।
ধনি অনুকূল যারে, কেবা আর পায় তারে,
মূর্খ হলে তথাপি পণ্ডিত॥
ধনি আর গ্রন্থকার, নমস্কার উপহার,
সবাকার চরণে আমার।
তারা হন জ্ঞানস্বামী, জ্ঞানলোভী শিষ্য আমি;
গুণ জ্ঞান করুন বিচার॥
এ লেখায় হোলে দোষ, আপনারা আশুতোষ,
সেই দোষ কোরোনা গ্রহণ।
কে পারে করিতে ক্রম, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম;
রাহু করে শশাঙ্ক গ্রহণ॥
যথা শক্তি যথা জ্ঞান, বাক্যবাণী করি ধ্যান;
রচনায় করিয়াছি মতি।
ফললোভী কুব্জ প্রায়, বুদ্ধি মম ঊর্দ্ধে ধায়,
কিন্তু কালী কি করেন গতি॥

সম্প্রতি ভাগ্য-ধরেরা এতদ্বিষয়ে অনুরত হইয়াছেন, ইহাই ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিব, যখন ইহার অনুষ্ঠান হইয়াছে, তখন ভবিষ্যতে কখনো না কখনো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দুই এক খানা নাটক প্রকাশ হইবেই হইবে, এবং তাহার অভিনয়ে অনেকেই সুখী হইবেনি হইবেন, তবে যত দিন না হয় ততদিন আক্ষেপের অধীন থাকিতে হইবেই হইবে। ধনবান পুরুষেরা নাট্য ক্রীড়াচ্ছলে উত্তম রূপ, "scenery" সিনারি" অর্থাৎ জাঁক যমকের সজ্জা গজ্জা দেখাইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। কেন না জগদীশ্বর তাহাদিগকে ধনের অধিপতি করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বহু সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে আমরা যখন ভিতরের সৌন্দর্য্য অর্থাৎ রচনার পারিপাট্য দেখিতে পাইব, তখন যে কি প্রকার সুখী হইব তাহা অনির্ব্বচনীয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
সাং মহেশ্বরপুর।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the Probhakur Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ॥০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৯৩ সংখ্যা] মঙ্গলবার, ১৯ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ৩ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। এবং এইক্ষণে ও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

১৯ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা "স্বপ্নদর্শন" ইত্যভিধেয় একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আনুপূর্ব্বিক পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, শ্রীযুত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, গ্রন্থ ১২পৃষ্ঠ ফরমার ৩৮ আটত্রিশ পৃষ্ঠ পরিমিত, মূল্য দুই

আনামাত্র, গ্রন্থকর্ত্তা সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার ঘরের ছাত্র, অদ্যাপি পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, এই অল্প বয়সেই যে প্রকার লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, এই সুপাত্র ছাত্র মহোদয় একজন প্রধান লেখকরূপে পরিণত হইবেন, গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে, আমারদিগের দেশে বর্ত্তমান দুরবস্থায় আহার্য্য দ্রব্যাদি সমুদয়ই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, রাজবিদ্রোহও অদ্যাপি নিবৃত্তি পাইলনা, তণ্ডুলাদিও জাহাজে করিয়া বিলাতে প্রেরিত হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে জ্বর,বিকার,ওলাউঠা প্রভৃতি রোগ-সহকারিতায় কতক কতক প্রাণিরও অপচিতি হইতেছে, রাষ্ট্রবিপ্লবেও এক এক সময়ে গ্রামকে-গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা দ্বারা গ্রন্থখানিতে দুর্ভিক্ষের বা দুর্ভক্ষ্যের আশঙ্কা করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক বলা যায় না, আমরা অনুগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়বর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা স্বপ্নদর্শন দর্শন করত অভিনব লেখকের উৎসাহ বৃদ্ধি করুন, দুই আনা পয়সা দিয়া অপেক্ষাকৃতরূপে কিছু আমোদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ময়মনসিংহস্থ বন্ধুর লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"বিগত ১০ শ্রাবণ দিবসে এখানকার কারাগারস্থিত ন্যূনাধিক ৫০০ সাড়ে পাঁচশত কারাবাসির মধ্যে অনেকেই অকারণে রাজাজ্ঞা অবহেলন করিয়া ৯ ঘটিকার সময় কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক জেল জমাদারকে গুরুতররূপে প্রহার করে,দেওয়ানি কারাগার ও চিকিৎসালয়স্থিত অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিমুক্ত করিয়া সমুদয় বন্দুক, গুলি, কারওচ, ঢাল, তলবার অথচ বৃহৎ বৃহৎ ত্বক্সার নিবহ, অকুতোভয়ে গ্রহণানন্তর তত্রস্থ কাগজাদি সমুদয় সন্নিহিত সরোবরে বিসর্জ্জন করিতে বিচলিত উৎসাহ না হইয়া দুরাত্মারা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে, বন্দিশালায় ৫০ পঞ্চাশত জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, শ্রীযুত কালেক্টর ও ডাক্তর সাহেব অসীম সাহস ও গুরুতর পরিশ্রমসহকারে কুচ, রাইফল ও পিচতল ধারণ করত অতি বেগবিশিষ্ট অশ্বারোহণে অন্যূন পঞ্চাশত অস্ত্রধারি দুরাচারিগণের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে তন্মহাশয়গণের সাধারণ সহিষ্ণুতা ও শূরত্ব প্রকাশ হয় নাই। বস্তুত এরূপ বলিলেও হয় শ্রীযুক্ত কেম্বল ও বেলিউ সাহেব এবং অদূরবর্ত্তি বাগুণবাড়ী নিবাসি অনরেরি মাজিষ্ট্রেট কার সাহেবের বুদ্ধি কৌশলে অথচ রাজভক্ত কৃষক নিবহের সাহায্যে ন্যূনাধিক ৪০০ শত কারাবাসি পুনরায় কারাগৃহে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। শ্রীযুত জজ ও সাহায্যকারি শান্তিস্থাপক মহাশয়ের প্রযত্নে এবং শান্তিস্থাপকতা উৎসাহ প্রবাহ অতিবেগবৎ প্রযুক্ত এই ময়মনসিংহে শান্তি সলিল সততই অচল আছে এবং তজ্জন্যই আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রাগুক্ত পুরুষদ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতে ছি, কারাগারস্থ ব্যক্তিরা রাজবিদ্রোহাচরণকালে সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব রাজকর্ম্মানুরোধে জামালপুর অভিধেয় একাই গমনাই স্থান বাবধান থাকাহেতু কোতালীর দারোগা শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ চতুরতা ও মহীয়সী সহিষ্ণুতা সহকারে অনন্য সহায় হইয়া এককী অশ্বারোহণে অতিবেগে সংবাদ দিবা মাত্র গুণভব শ্রীযুক্ত সত্বরাগমনে বিদ্রোহিবৃন্দের অসদাচরণ কারণানুসন্ধান ও সদসদ্বিচারার্থ বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছেন। অস্মদাদির বিবেচনায় এতাদৃক অনিষ্টাচরণের মুর্খতামাত্রই অনন্য কারণ উপলব্ধি হইতেছে যেহেতুক কারাবাসবাসি কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা দুরাত্মাদের তাড়নার অনুগামি হইয়াও কৌশলক্রমে তৎক্ষণেই কারাগৃহে পুনরাগত হইয়াছে।

শ্রী গ, চ, শঃ।
শুভাভিলাষী।"

মোতিহারির ২৩ জুলাই দিবসের পত্র অবিকল গ্রহণ করিলাম।

"অনবকাশ বশাৎ কয়েক দিবস সংবাদাদি প্রেরণ করিতে পারি নাই, এবং আপাতত কোনো বিশেষ সমাচারও উপস্থিত নাই। ছাপরা জিলায় যে সকল বিদ্রোহি সেনা আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা ব্রিটিস সেনানিগণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই গগরানদী পার হইয়া পলায়নপরায়ণ হইয়াছে, তথায় আর কোনো ভয় নাই, কেবল ছাপরার ভয়েই মোজফরপুর এবং মোতিহারী ভয়যুক্ত হইয়াছিল, ছাপরা ভয়হীন হওয়াতে

শেষোক্ত উভয় স্থলে সুতরাং আর কোনো শঙ্কা নাই। ছাপরা জিলার অন্তঃপাতি সিওয়ান নামক সব-ডিবিজনের অধীন, দরওলি থানার দারোগা বৈদ্যনাথ পণ্ডিতকে কিয়দ্দিবস হইল, বিপক্ষেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, এইক্ষণে শ্রবণ করিতেছি, উক্ত হতভাগ্য দারোগাকে দুরাত্মারা অতিশয় ক্লেশ প্রদানান্তর সংহার করিয়াছে। উপরি-উক্ত দারোগার ন্যায় কর্ম্মকুশল এবং সুযোগ্য দারোগা এ অঞ্চলে অতি বিরল।

ইতিপূর্ব্বে এস্থানে ৮৫ জন নাবিক-সৈন্য আসিয়াছিল, তাহারা স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, এইক্ষণে অপর ৪৫ জন (উক্ত সৈন্য) আগমন করিয়াছে, ইহারা অতিশয় শান্ত প্রকৃতি, কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো রূপ দৌরাত্ম্য করেনা।

গোরক্ষা সৈন্যগণের গমনাগমন কালীন "সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট অফ রোডস্" বাবু বিশ্বনাথ পাঁড়ে মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম এবং কৌশল সহকারে অভিঅল্প সময়ের মধ্যে, গণ্ডকনদের উপর নৌকাময় সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এজন্য আমারদিগের গুণগ্রাহক গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত সুযোগ্য রাজ-কর্ম্মচারিকে কোং ৫০০ পঞ্চাশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।"

"মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু যখন বৃষ্টি না হয়, তখন জীবন ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। গ্রীষ্ম জন্য আমরা শিবের অপেক্ষায় "এক কাঠি" বাড়িয়াছি, কারণ তাঁহার জটাতে কেবল এক মাত্র গঙ্গা ছিল, স্বেদরূপ নিম্নগা সকল, লীলাবতী হইয়া আমারদিগের সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাপমান যন্ত্রে গ্রীষ্মের পরিমাণ ৮০ অঙ্কেরও অধিক হইয়াছে।"

দিনে চুরি।

সান্‌কিভাঙ্গায় হর লাহিড়ির বাটীতে কতক গুলীন ভদ্রসন্তান বাসা করিয়া আছেন। গত ১৫ শ্রাবণ দিবসে বেলা দুই প্রহর দুই ঘটিকাকালে (পাঁচজন চোর,) কেহ প্রবেশ দ্বারে, কেহ পশ্চাদ্দ্বারে, কেহ কেহ বা রাস্তায় প্রহরিস্বরূপ বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দুই জন ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাবি ভাঙ্গিয়া সতরাঞ্জ, গালিচা, হুকা, ঘটি, থালা প্রভৃতি দ্রব্য যাহা যাহা অনায়াসে পাইল তাহা সংগ্রহ করিয়া বাসার মধ্যে ডেস্ক বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিতেছিল ইতিমধ্যে নিকটস্থ বেশ্যারা জানিতে পারিয়া লোকজন ডাকিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া একজনকে ধরিল, আর চারিজন পলাইয়া গেল। ধৃত চোরকে সমুচিত শাসন করাতে সে অন্যান্য চোরদের অনুসন্ধান কহিয়া দিল। তাহার মধ্যে একজন শোভাবাজারে, একজন পাথুরেঘাটায় ধৃত হইল, বাকী তিনজনের আর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইল না। যে যে দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছিল বোধ হয় সে সমস্ত যাহারা পলাইয়া রহিল তাহাদিগের নিকটেই আছে, শনিবার দিবসে ধৃত চোর তিনজন পুলিসে নীত হইয়াছিল, বিচারান্তে দুইজনের তিনমাসের জন্য ও এক জনের ছয়মাসের কারণ হরিণবাটীতে গিয়া রাজত্ব করণের অনুমতি হইয়াছে, কিন্তু অপহৃত দ্রব্যাদির কিছুই মিলিল না। সে সকল "জিস্কা ফাট্‌তা,উসিকা ফাট্‌তা, ধোবিকা কা।" যাহার যাইবার তাহারই গেল।

২৫ জুন পর্য্যন্তের বিলাতীয় সংবাদ যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকরত অবগতি হইল, এই ভারতবর্ষ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীনে হওনজন্য যে বিল অর্থাৎ আদর্শপত্র প্রস্তুত হয় তাহা হৌস অফ কমন্সে তৃতীয়বার পাঠ করায় একপ্রকার গ্রাহ্য হইয়াছে, লণ্ডনগরে ওলাউঠা দেবীর পুনরাগমন দৃষ্টে সকলেই ভীত হইয়াছেন, তৎস্থানীয় টেম্‌স নদীর বারি এবং গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উক্ত রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।—তথাকার ব্যাঙ্কের ডিস্কৌণ্ট ৩ টাকা করিয়া হইয়াছে।— বাণিজ্যবাজার পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তম বলিতে হইবে, নীলের দর তিন পেন্স বৃদ্ধি হইয়াছে, চীনির বাজার পূর্ব্বমত আছে, চাউলের বাজার বড় মন্দ, সোরা উত্তম দরে বিক্রয় হইতেছে, রেসমের বাজার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তুলা শোণ পাঠ অধিক দরে বিক্রয় হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট পুদত্ত সংবাদ।

[৩০ এবং ৩১ জুলাই দিবসের আগত সংবাদ।]

"প্রায় ১০।১২০০০ বিদ্রোহি সেনা "সাহাগঞ্জ" নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে কিন্তু তাহারা তথা হইতে দিনদিন নদীপার হইয়া স্থানান্তরে

গমন করিতেছে। হোসেনের অধীনস্থ সেনা ব্রিটিসপক্ষীয় সেনাদিগের সহিত সমর করণে অত্যন্ত যত্নযুক্ত হইয়াছে, গুণ্ডার রাজা তাহারদিগকে পার হইতে দিতেছেন না। জেনেরল রবার্ট সাহেব নসীরাবাদ এবং আজমির রক্ষার্থে সেইদিগে যাত্রা করিয়াছেন। সাহাগঞ্জস্থ বিদ্রোহিরা তিনাংশে বিভক্ত হইয়া কয়েকজন রণদক্ষ বিদ্রোহিসরদার কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে চালিত হইতেছে, উল্লেখিত বিপক্ষদিগের মধ্যে ৩০০০ সেনা সুলতান পুরাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহারদিগের নিকট কয়েকটা বড়বড় তোপ আছে। কাপ্তেন ইডেন সাহেব লেখেন যে, জেনেরল রবার্ট সাহেব 'জুনিয়া' নামক স্থানে গমন করিয়াছেন। জেনেরল স্যার হোপগ্রাণ্ট সাহেবের অধীনস্থ সেনা-ফয়জাবাদে উপনীত হইয়াছে। ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব আরা হইতে পাটনায় গমন করত সেই দিবসেই গাজিপুরে যাত্রা করিয়াছেন, তাহাতে রাজপথ মধ্যে বিদ্রোহ গোলোযোগ নিবারণ হইয়াছে, বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিসসেনা কর্ত্তৃক বিদ্রোহিরা অনেক স্থানে অনেকবার উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশে সাহসবিহীন এবং হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, দুষ্টদিগের আর তাদৃশ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না"।

লক্ষ্ণৌ নগরস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন "এস্থানবাসি যে সকল দুঃখিপ্রাণিদিগের বাসস্থান বিদ্রোহিরা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, আমারদিগের দয়াবান গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারদিগের বাটী সকল সরকারি ব্যায়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, "নিসতকার" নামক একজন ধনাঢ্য পরহিতাকাঙ্ক্ষিণী ইংরাজ কামিনী ঐ সকল দরিদ্রের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগের উপকারার্থ ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন, ঐ সকল টাকা এক্ষণে অযোধ্যাস্থ গবর্ণমেণ্টের সমীপে আছে, যাহারা অর্থাৎ দানের পাত্র তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া তাহারদিগকে উক্ত টাকা প্রদান করা হইবেক।

গাজিপুরের জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট মেং ইয়ং পুরবীন সাহেব, পূর্ব্ব ভাগের গাজিপুরের ডেপুটিকালেক্টরের সহিত "বষিয়া" নামক স্থানে ১২০০ বিদ্রোহি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন কিন্তু শীকদলের সেনাপতি বিদ্রোহিহস্ত হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে যে সমর হয় তাহাতে ২০ শত্রু নিহত হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

সসারামস্থ পত্রপ্রেরকের ২২ জুলাই দিবসের পত্র পাঠকরত অবগত হওয়াগেল "কয়েক জন দুষ্টলোককর্ত্তৃক কয়েকটা ডাক পুলিন্দা লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে বিস্তর চিঠী পত্রাদি নষ্ট হইয়াছে। তথাকার রিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের তার বিদ্রোহিরা কাটিয়া দেওয়ায় সংবাদ গতায়তের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে"।

মেং ডবলিউ, জি, রোজ নামক একজন নীলকর সাহেব বিদ্রোহিদিগের দ্বারা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৩৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

কর্ণেল কটন্ সাহেব মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ক্ষেত্রে বারি সেচনদ্বারা শস্যাদি চাস করণের সুযোগ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করণার্থ কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহোদয়দিগের সমীপে আবেদন করায় তাঁহারা তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার মেম্বরগণ এক নূতন নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা এই যে আগামি ছয় মাসাবধি গবরনর জেনেরল বাহাদুর, কৌন্সেলার দিগের পরামর্শ না লইয়া আপন ইচ্ছায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন।

উত্তর পশ্চিমস্থ ডাক কোম্পানির সেনাদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকাদি বিনা ভাড়ায় লইয়া যাইতেছেন।

"এট্রলিয়া" নামক স্থানের এক জন তহসিলদার আপনকার ভারার্পিত কর্ম্মনির্ব্বাহ করণকালীন বিদ্রোহিহস্তে নিহত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহার বিধবা স্ত্রীকে যাবজ্জীবনের জন্য ৪৫ টাকা মাসিকবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম-দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৯৪ সংখ্যা] বুধবার ২০ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ৪ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। এবং এইক্ষণে ও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০

সংবাদ প্রভাকর

২০ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা বন্ধুদিগের পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ সকল আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম।

"পাটনার বন্ধু ২৩ জুলাই দিবসে লেখেন, পাটনা সহরে অধুনা কোনোরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু আরার বনে সিংহ শাব-

ক সকল সমূহ-সহচর সমভিব্যাহারে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে,' অনেকের মুখে অনেক প্রকার শুনিতে পাই, তাহা লিপিযোগ্য নহে।—কাছারির সমাচারমাল সকল গুদামে পৌঁছিয়াছে, গুটি সকল তৈয়ার হইয়াছে, এবং এবৎসর ২৩,০০০ তেইশ হাজার সিন্দুক আফিম হইবেক, আর তিন চারি দিনের মধ্যে মালের রসিদ সকল সমাপ্ত হইবে, ইহার পরে আবকারির মাল সকল মোজুত আছে। অপিচ দুই দিন অতীত হইল, কাণপুরের পত্রে বিদিত হইল, কাণপুর প্রদেশে কোনো গোলযোগ নাই।"

ঐ দিনে ছাপরাস্থ বন্ধু লেখেন, "আপাতত ছাপরায় কোনো উৎপাত নাই, সকল কাছারিই সুন্দররূপে চলিতেছে, যে সকল বিদ্রোহিরা ইতিপূর্ব্বে ছাপরায় আসিয়াছিল, তাহারা গাজিপুর জিলায় গমন করিয়াছে।"

লাহোরস্থ কোনো আত্মীয় ব্যক্তির পত্র পাঠ করত অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ভীষণাকার গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভ কালাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত উক্ত অঞ্চলস্থ প্রায় এক লক্ষ ব্যক্তি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া কালের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে, এই অশুভকর সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া গেল।

আমরা কোনো বন্ধুর লিখিত পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়! বিগত ৯ শ্রাবণ শনিবার দিবস, জিলা হুগলির অন্তঃপাতি জিরাটবলাগড়ির সান্নিধ্য হাতিকান্দা-রুদ্রপুর গ্রামের নীচে ৺ জাহ্নবী-নীরে এক ভয়ানক কুম্ভীর ভাসমান হয়, তদ্দৃষ্টে সকলেই সাবধান হইয়া গঙ্গা-স্নান এক প্রকার বন্ধ করিল, পরদিবস বৈকালে কুম্ভীরের পো ভাসিতেছে দেখিয়া, উক্ত গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বসু বন্দুকের দ্বারা এক গুলি তাহার মস্তকে মারিলেন, সেই গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইয়াই পঞ্চত্ব পাইয়া ডুবিয়া যায়, তৎ পরদিবসে ঐ কুম্ভীরের মৃতদেহ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই কালে ধীবরেরা নৌকা লইয়া তাহাকে তীরে তুলিতে বহুলোকের সমাগম হয়, পরে মঙ্গলবার দিবসে ঐ কুম্ভীরকে লইয়া উক্ত বসু বাবু জিলা হুগলির শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া যান, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কুম্ভীরের উদর চিরিতে হুকুম দিলেন তাহাতেই লোকের কুম্ভীরের পেট চিরিয়া ফেলিল, কুমীরের পেট হইতে আট গাছা রৌপ্য-বালা ও একটা নথ বাহির হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! ঐ জন্তু দীর্ঘে বারো হাত ও তাহার উদরের বেড় ছয় হাত, এতদ্রূপ ভীষণ জন্তু কখনো আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, উমাচরণ বসু বাবুকে এবিষয়ে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়, কারণ এতদ্রূপ ভয়ানক হিংস্রক জন্তু এক গুলিতে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছেন।

নিতান্ত বাধ্য।

শ্রীরা, দা, দে।

তারিখ ১৫ শ্রাবণ।"

নেপালের বন্ধুর লিখিত পত্র।

হে সম্পাদকবর! গত কল্য সন্ধ্যার সময় অনুমান ৭ ঘটিকাকালে করাল কালের ন্যায় মহাভীমনাদে ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে একটা এমনি উল্কাপাত হইল যে, তাহার স্বরূপ কথনাতীত। কদাচ কোনো সময় এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর ভীমনাদে উল্কাপতন, আমি কি, অনেকেই দেখেন নাই। ঘর দ্বার পর্য্যন্ত মড়মড় দড়দড় হড়হড় করিয়াছিল, সকলের নয়নাগ্রে যেমন চমৎকার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সকলেই ভয়ে কম্পমান আতঙ্কে ম্রিয়মাণ হইয়া "আমার মস্তকেই বা পড়ে" এইরূপ ভাবনায় ত্রাহি ত্রাহি করিতে ছিলেন, ফলে তদ্দ্বারা এপর্য্যন্ত কোনো অনিষ্টের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্পাদকবর! এই পার্ব্বতীয় দেশটা মেঘ-তর্জ্জন-গর্জ্জন, তথা উল্কাপতন, বারিবর্ষণ ইত্যাদির সমাধিক্য স্থল, ফলে এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর ভীমনাদ কদাচ শ্রবণগোচর হয় নাই। গত বৎসর ২৯ এপ্রেল তারিখেও একটি ভয়ঙ্কর উল্কা পতন হইয়াছিল, তাহাতে একটি পরমাশ্চর্য্য চিরস্থায়ি কীর্ত্তি প্রকটিত হয়, অর্থাৎ এই রাজধানীর রাজবাটীর অদূরবর্ত্তি একটি বৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত ছিল, তাহার মস্তকোপরি উল্কাপাত হইয়া ক্রমশ ঘূর্ণায়মান হইয়া তাহার অধঃপতন সম্পাদন করত শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে, ফলে কি অসামান্য বলবিক্রম এবং পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, যে স্মরণে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়, অর্থাৎ

তাহার ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপর্য্যন্ত বরাবর বজ্রগতি দ্বারা সুদৃঢ় স্তম্ভটা বিদীর্ণ করিয়াছিল, বোধ হয় এ সংবাদ আপনাকে দিয়া থাকিব, যাহা হউক আশ্চর্য্য বিষয় কথনে পুনরুক্তি মার্জ্জনীয়, অতএব এ সকল আশ্চর্য্যকার্য্য প্রদর্শনসত্ত্বেও লোকেরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেনা ইহাই পরমাশ্চর্য্য, হা বিষ্ণো! আবার গতবর্ষে একটি মহাভীষণ এবং সুগভীর ভীমনাদে প্রায় কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত এমনি মেঘনাদ শুনিয়াছিলাম যে, তাহা অদ্যাপি স্মরণে বিস্ময় জন্মে, অতএব হে জগদীশ্বর! হে সর্ব্বেশ্বর! হে পরমেশ্বর! তোমার একএকটি কার্য্য ধার্য্য করিতেই অবাক্ হইতে হয়, অতএব তোমার অনন্ত মহিমার কে অন্ত পাইবে।

এইচ, এল, জি।

নেপাল কাটামুণ্ডু।

তাং ২২ জুলাই ১৮৫৮।

এই মহানগর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্তনর সাহেবেরা বিগত ১৮৫৬ সালে কারণেক ষ্ট্রিটের পথে পাতরের দ্বারা নির্ম্মাণ করণের প্রস্তাব করেন, এতদিনের পর বোধ করি তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে কেননা মরেসস দেশ হইতে বিস্তর পাতর জাহাজযোগে আসিতেছে, শীঘ্রই রাজধানীমধ্যে উপনীত হইবে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

"ধারা" নামক স্থানের তহসিলদার রাধা কৃষ্ণ, বিদ্রোহ ঘটনাবধি একাল পর্য্যন্ত আপনার ভারাক্রান্ত কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করায় গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ৫০ টাকা মাসিকবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

সারণস্থ সংবাদদাতার ২৭ জুলাই তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, কিয়দ্দিবস হইল এস্থানে যে এক রেজিমেণ্ট সেনা সংগ্রহ করা হয়, তাহারা শত্রুদিগের সহিত ক্রমাগত তিন দিবস সমর করত সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছে, এই সমরে ব্রিটিসপক্ষীয় সেনারা বিদ্রোহিদিগের তিনটা মৃত্তিকার দুর্গ কয়েকটা ছোট ছোট কামান এবং বিস্তর আহারীয় দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

মুঙ্গিরের পত্রে ব্যক্ত করে তথাকার পুলিস সংক্রান্ত সমস্তকর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিরাই নির্ব্বাহ করিতেছে।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

[রত্নাবলী নাটক।]

গত শনিবার রাত্রে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগেছের উদ্যানে এতদ্দেশীয় কতিপয় যুবা ব্যক্তিকর্ত্তৃক ঐ নাটক সমাধা হয়, রাত্র ৮॥০ সাড়ে আট ঘণ্টাকালে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় শেষ হয়, তদ্দর্শনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাঙ্গালা দেশের ছোট গবরনর শ্রীযুক্ত মান্যবর হেলিডে সাহেব, শ্রীযুত মেং হিউম সাহেব, ডাক্তর গুডইব চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকানেক ইংরাজ লোক ও বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন। নাট্যোক্ত স্ত্রী পুরুষেরা যে প্রকার অঙ্গ ভঙ্গিমা ও নৃত্য গীত দ্বারা সভা মোহিত করেন, তাহাতে তাহারদিগকে দর্শকেরা বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, নাট্যশালা অতি পরিপাটী হইয়াছিল, নাট্যোক্ত ব্যক্তিবর্গের বেশ-বিন্যাস অতি সুদৃশ্য ও মনোহর হইয়াছিল, এই ব্যাপার এমত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে যে, দর্শকমাত্রেরই মনোরঞ্জন হইয়াছে এবং তাবতেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা যত অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এসম্প্রদায়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। ছোট বাহাদুর মহাশয় নাটক শেষ হওনকালীন অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং কহিলেন যে, এতদ্দেশীয় যুবা ব্যক্তিরা লেখা পড়া শিখিয়া কত শত মহাত্মাকে সুখি করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, এতাদৃশ দৃশ্য-সুখ অপেক্ষা আরো কত প্রকার গুরুতর ব্যাপার সকল সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা করা যায় তাহার পরিসীমা নাই, যাহাহউক বাঙ্গালা দেশ সভ্য হইয়াছে ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ বা বিদেশীয়

বিদ্যায় ব্যুৎপন্নশালি হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? সর্ব্বশেষে নাট্যোক্ত পুরুষদিগ্যে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন।——শুনা গেল আগামি বৃহস্পতিবার ঐ নাটক ঐ স্থলে পুনরায় হইবেক, তাহার কারণ শুনা গেল যে, গতবারে স্থানের সঙ্কীর্ণতাজন্য অনেক ব্যক্তিকে আহ্বান করা যায় নাই; সে জন্য দুইবার করিয়া সর্ব্বলোকের নয়নরঞ্জন করিবেন।

প্রেরিত পত্র

[ইন্‌স্পেক্টর হ্যাণ্ড সাহেব।]

বিজ্ঞবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক সমীপেষু।

কতিপয় দিবসাতীত হইল কলিকাতা গেজেটপত্রে শ্রীযুত মেং হ্যাণ্ড সাহেবের ইন্‌স্পেক্টরি কর্ম্মে নিযুক্ত-বিষয় দৃষ্টি করিয়া পরম পুলকিত হইলাম। যদিও ঐ মহাত্মার সহিত আমার কখনো পরিচয় নাই এবং তাঁহার অধীনে আমি পাঠ করি নাই তথাচ তাঁহার গৌরবের সৌরভ সর্ব্বত্রে প্রচারিত আছে।

এই মহাশয় বহু দিবস পর্য্যন্ত শিক্ষাসমাজের অধীন থাকিয়া শিক্ষাকার্য্য বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই, ইহাঁর অধীনে যে বালকেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্যুৎপত্তিশালি হইয়া ভালভাল কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এই সাহেব জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে যে প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিদ্যালাভান্তে এক জন পণ্ডিতের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন তাহা লেখনে লেখনী অশক্ত। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে বিশেষ উপযুক্তপাত্র বিবেচনা করিয়া এতাদৃশ উচ্চপদে ব্রতী করিয়াছেন। তবে যে কোনো ইংরাজী সম্পাদক ইহাঁর বিলাতে পাঠাধ্যয়ন হয় নাই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা কেবল ঈর্ষা মাত্র। অনেকের এপর্য্যন্ত ভ্রান্তি আছে যে, ইংরাজীভাষা বিলাতে না শিখিলে তাহা শিক্ষার মধ্যে গণ্য নহে, অস্মদাদির বিবেচনায় তাহা অযুক্তি, কেননা যাহারা বুদ্ধিমান পরিশ্রমি তাহারাই উত্তম বিদ্বান হন, বিলাতে যেপ্রকার বিদ্বান ব্যক্তি আছেন এখানেও তদনুরূপ পণ্ডিত আসিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তবে কেবল সেখানে শরীর শ্বেতবর্ণ হয়, এখানে ময়লা হয়, এইতো বিভিন্ন দেখা যাইতেছে লেখাপড়া, যে ভূমিতে পরিশ্রম করিয়া শিখিবেন সেইখানে হইবেক। তাহা স্থানের শীতলতা, উষ্ণতা এবং লবণাক্তরপ্রতি নির্ভর করেনা। পূর্ব্বে এতদ্দেশের ব্যক্তিবর্গের ভ্রান্তি ছিল যে সংস্কৃত শাস্ত্র ভারতভূমির লোক ব্যতীত অন্যস্থানবাসি লোকেদের উপার্জ্জন হইবেক না। তাঁহারা দুইএক জন ইংরাজকে ঐ শাস্ত্র অধ্যয়নে পরাঙ্মুখ দেখিয়া স্থির করিলেন যে আর কোনো স্থানে তাহা প্রণালী পূর্ব্বক উপার্জ্জন হওয়া কঠিন, এক্ষণে শুনিয়া থাকিবেন যে ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃস্থ জর্ম্মানি দেশে ঐ সংস্কৃত শাস্ত্রের এতাদৃশ চলন হইয়াছে যে তাঁহারা সংস্কৃত ভিন্ন প্রায় অন্য ভাষার চালনা করেন না। অতএব বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে একভাষা শিখিতে হইলে সেই দেশের ক্ষণিক মৃত্তিকার আবশ্যক নাই। এক দেশের বৃক্ষ অন্য দেশে রোপণ করিতে হইলে যে দেশের বৃক্ষ সেই দেশের মাটীর আবশ্যক করে কিন্তু বিদ্যাভ্যাসে তাহার আবশ্যক নাই। যাহাহউক আমি কাহারো সহিত বিবাদ করিব তাহা উদ্দেশ করিনা, কেবল উত্তরচ্ছলে লিখিলাম। ফলে মেং হ্যাণ্ড সাহেব যোগ্যব্যক্তি তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমি কাহারো সহিত তাঁহার তুলনা দিতে চাহি না, কেবল এইমাত্র কহিতে পারি যে, যে কর্ম্মে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা অনায়াসে তাঁহার দ্বারা চলিবেক।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

পদ্য।

ওহে ভ্রান্ত মন সদা, ভ্রম কিকারণ।
অসার আশার পথে, করিছ ভ্রমণ॥
নিদাঘে নীরদ পথ, চেয়ে কপিঞ্জল।
সতত যেমত মুখে, বলে জল জল॥
কালে যেন জলদানে, তৃপ্ত করে তাকে।
দে জল দে জল বোলে, আর নাহি ডাকে॥
সেইরূপ তাপ তৃষা, বারণ কারণ।
চাতকের মত তুমি; হও ওরে মন॥
জীবনের জীবন যে, ব্রহ্মজলধর।
এক ধ্যানে তাঁরে তুমি, ডাক নিরন্তর॥
শুনিয়া তোমার ডাক, করুণানিধান।
দয়ারূপ দৃষ্টিবৃষ্টি করিবেন দান॥
তখন এভব তৃষা, না রহিবে আর।
একেবারে ফুরাইয়া, যাবে হাহাকার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দাহ আদি, কিছুই রবেনা।
হবেনা হবেনা আর, চেঁচাতে হবেনা॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই পদ্যটি সংশোধন পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

প্রভাকরস্য সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৯৫ সংখ্যা] গুরুবার ২১ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ৫ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড	১।০
শপ্নদর্শন	৵০

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

২১ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

ঐ যাঃ!

কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগতি হইল যে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা-পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে একবার বিদ্যাসাগর কথিত পদ-পরিত্যাগ-করণের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন, তাহার পর আর কোনো উচ্চ-বাচ্য শুনা যায় নাই, এক্ষণে পুনরায় হঠাৎ বিদ্যাসাগরিপদ পরিত্যাগ-করণের হেতু কিছুই প্রকাশ পায় নাই, বোধ হয় সেই উচ্চ মহাশয়ের সহিত মনের অনৈক্যতা জন্যই বিদ্যাসাগর উক্ত সম্ভ্রমের পদ ছাড়িয়া দিলেন, দেখা যাউক, কোন্ মহাশয় ঐ পদে পদান্বিত হন। বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই কোনো তাদৃশ উপযুক্ত মহাত্মা ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, তবে যে মহোদয় বিদ্যাসাগরের পদস্থ হইবেন, তিনি বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের ন্যায় নূতন একটা কোনো মহৎ পরোপকার-সূচক কার্য্য দেখাইতে পারিবেন কি না? তাহার বিষয়েই সন্দেহ করিতে পারা যায়। যাহাহউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া বিলক্ষণ পারদর্শিরূপে আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেবল তিনি সংস্কৃত কালেজ যে প্রণা-

লীতে চলা আবশ্যক ছিল, সেই ব্যবহারটি রহিত করিয়া ইংরাজীমতে শিক্ষা প্রণালী ইত্যাদির নিয়মকরিয়া প্রাচীনকল্প জনসমাজে কিছু বিশিষ্ট প্রকার সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাই বিদ্যাসাগর মহোদয়ের মহৎকীর্ত্তির স্মরণার্থক হইয়া থাকিবে, এই মাত্রই গৌরব সৌভাগ্বিত থাকিল।

আমরা শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, গবর্ণমেণ্ট শীক সরদারদিগের রাজভক্তিতা দৃষ্টে তাহারদিগকে উপযুক্ত রূপ পারিতোষিক প্রদানের অনুমতি করিয়াছেন। মৃত মহাত্মা সের সিংহের ভ্রাতা গোলাপ সিংহ, ওলার সিংহ, এবং তেজ সিংহ ইহাঁরা পরস্পরে এক একটী জাইগির প্রাপ্ত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট রাজানুগত এবং প্রভুভক্ত সেনাপতি, সেনা, কর্ম্মচারি এবং প্রজানিচয়কে এরূপে পুরস্কার প্রদানে উৎসাহ বর্দ্ধন করায় যথার্থরূপে রাজধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। রাজা হইয়া যদ্যপি উপযুক্ত এবং রাজানুগত প্রজাকে উৎসাহরূপে পুরস্কার প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই রাজা সাধারণ সমীপে প্রশংসা এবং সম্মান লাভের যোগ্য হয়েন, তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে?।

"কাল করিয়াছে চাসা, এঁড়ে
গরু কিনে।"

অদ্য কতিপয় দিবসাতীত হইল, সাউথ বেঙ্গালের অর্থাৎ বাঙ্গালার দক্ষিণ অংশের বিদ্যাধ্যাপনের ইন্স্পেক্টরের অধীন কোনো জিলাস্থ সব ইন্স্পেক্টর মহাশয় শঠতা এবং মিথ্যা করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে কতকগুলীন টাকা সাহায্য নিমিত্ত আনাইয়া আপনার "উদরায় স্বাহা" করিয়া বসিয়াছেন। শ্রীযুত অভিনব ইন্স্পেক্টর মহোদয় এই বিষয়ের সুতথ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়া যাহাতে তিনি কথিত পদ হইতে পরিচ্যুত হয়েন, সেই জন্য উচ্চস্থলে জানান দিয়াছেন, সব ইন্স্পেক্টর মহাশয় এক্ষণে ঐ টাকার দায়ে গা ঢাকা দিয়া বেড়াইতেছেন, পরে তাঁহার সৌভাগ্যের পদবীতে কোনোপ্রকার সঙ্ঘটনা উপস্থিত হইবেক, তাহা বলিতে পারা যায়না। ফলে সব ইন্স্পেক্টর মহোদয় যেমত বিশ্বস্ত-কার্য্য সমাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এবম্প্রকার পদোন্নতিই লক্ষিতব্য সন্দেহ কি?।

[মোতিহারি হইতে সমাগত বন্ধুর লিখিত ২৭ জুলাই দিবসীয় পত্র খানি অতিশয় সমাদর পুর্ব্বক প্রকটন করিলাম।]

"এলাহাবাদস্থ কোনো আত্মীয় ব্যক্তির পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, উক্ত স্থল হইতে আট ক্রোশ উত্তর "সরাও" নামক স্থলে বিগত ১৬জুলাই দিবসে বিপক্ষদিগের সহিত আমারদিগের রাজকীয় সেনাগণের এক তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষের ৫০০ পদাতিক সেনা, এবং "সংগ্রাম সিংহ" নামক এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ শমন-সদনে গমন করিয়াছে। এ পক্ষের একজন শীক এবং একজন গোরামাত্র আহত হইয়াছে, কি চমৎকার! অকৃতজ্ঞ নৃশংস মেড়ুয়াবাদি ভেড়ুয়ারা যে স্থলে সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই স্থলেই বিশেষ ক্ষতির সহিত পরাজিত এবং দূরীকৃত হইতেছে, তথাচ সেই সকল হস্তিমূর্খ বিদ্রোহিদিগের চৈতন্যোদয় হইতেছে না, ফলত তাহারদের জ্ঞানোদ্রেক হইলেই বা কি হইতে পারে? মৃত্যু ভিন্ন তাহারদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরতো কিছুই নাই, সুতরাং যত অপকার করিতে পারে তাহা করিতে ত্রুটি করিতেছে না, আমারদের নেপালী বাঙ্গালী বাবাজী এবিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আগরার পুর্ব্বতন লেপ্টেনেণ্ট গবরনর শ্রীযুক্ত জে, আর, কলবিন মহোদয়ও সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালে তাহাতে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। আমেরিকা দেশে যখন রাজবিদ্রোহোপস্থিত হয়, তখন এই সদ্যুক্তির অনুগামী হওয়াতে প্রথমত বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছিল, ফলত কলবিন সাহেবের পরামর্শ অতি সুপরামর্শ বটে, কিন্তু এইক্ষণে তদ্দ্বারা এতদূর উপকার দর্শিবেক, তাহা স্থির করা কঠিন ব্যাপার, কিন্তু নিতান্ত নিষ্ফল হইবেক এরূপ বোধ হয় না।

ইংরাজদিগের রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই। বলিতে কি? আমারদের দেশের উন্নতি সুসভ্য ইংরাজদিগের অধীন ভিন্ন কদাচ হইতে পারে না। আমারদের দেশীয় সুসভ্য যুবরাজগণ কি অব্যবস্থিত চিত্ত পৌতুলিক হিন্দুস্থানীদিগের অধীনে বাস করিতে পারিবেন? অতএব উপস্থিত বিপদ শান্তির জন্য ইংরাজেরা যেরূপ প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, আমারদিগেরও তদ্রূপ প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। বাঙ্গালিদিগের রাজভক্তির অভাব নাই বটে, কিন্তু কেবল বাক্য ব্যয়েতে কিছু হইতে পারেনা।—যাঁহারদিগের ধন আছে, তাঁহারা ধনের দ্বারা এবং যাঁহারদিগের বল আছে, তাঁহারা বলের দ্বারা (অর্থাৎ সৈন্যদল বা ভলণ্টিয়রদলভুক্ত হইয়া) রাজার উপকার করুন। স্থানের অভাববশাত অদ্য এবিষয়ে নীরব হইতে হইল, এবং এরূপ বিষয়ও নহে যে, এই ক্ষুদ্র পত্রে পরিশেষ হইতে পারে, যাহাহউক ভবিষ্যতে দেখা যাইবেক।

গয়া, পাটনা, মজঃফরপুর, ছাপরা এবং মোতিহারিতে এইক্ষণে কোনো ভয় নাই, কিন্তু ছাপরার বিষয়ে দুই দিন হইতে আবার এক জনরব শুনিতেছি, অধুনা প্রবাদ শ্রবণেও প্রমাদ আশঙ্কা হয়, কারণ অনেক জনশ্রুতিও শ্রুতিগোচর হইতে হইতে আবার নয়নগোচর হইয়া পড়ে, কিমধিকং নিবেদনেতি।"

মধ্যভাগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মৃত কলবিন সাহেবের নাম চিরস্মরণীয়-করণ-জন্য, সাধারণ চাঁদার দ্বারায় আগ্রায় একটী মণিউমেণ্ট নির্ম্মাণ হইতেছে, আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ উক্ত গুণযুক্ত মহাত্মার নাম এই ভারতবর্ষে চিরস্মরণের নিমিত্ত কোনোরূপ নিশানা রাখা অত্যাবশ্যক হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত সংবাদ।

১ এবং ২ আগষ্ট দিবসের সংবাদ।

"৩০ জুলাই তারিখে রাজা মানসিংহ ফয়জাবাদস্থ ব্রিটিস শিবিরে আগমন করিয়াছেন, যে সকল বিদ্রোহিরা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিল, তাহারা সুলতানপুরের ৬॥০ সাড়ে ছয় ক্রোশ অন্তর খাপারহি নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। কৈয়জাবাদে আর বড় গোলযোগ নাই, তথাকার দোকান পসার সকল খুলিয়াছে, লোক সকল পূর্ব্বমত নির্ভয়ে আপনাপন কার্য্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। কর্ণেল ওয়াল্টার সাহেব বক্সরে আগমন করিয়া সসারামের নিকটবর্ত্তি "এরহান" নামক স্থানে যাত্রা করিবেন, কারণ ঐ স্থান বিদ্রোহিরা অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহি জহর সিংহের সেনারা নসীগঞ্জে এক শত শীক সেনা দিগ্যে আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাতে তাহারাই পরাজিত হইয়া ১৫ জন বন্ধুবিহীন হইয়াছে, এপক্ষে কেবল একজন শীক রণে শয়ন করিয়াছে।"

প্রেরিত পত্র

পরম মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় পণ্ডিতাগ্রগণ্যেষু।

সম্পাদক মহাশয়! মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি গদ্য পদ্য রচিত বিষয় ভবৎসমীপে প্রেরণ করিতেছি মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর সংশোধনান্তে আপনকার প্রভাকর তুল্য প্রভাকর-পত্রিকপার্শ্বে প্রকটন করত পরমবাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! কোনো নির্দ্দেশ কারণাবশক্য বিদ্বেষহীন দেশে, গুণহীন গুণযুক্ত, সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বসম্পন্ন সর্ব্বান্তকারী নিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয় নিরাশ্রিত, অপ্রকাশ্য সর্ব্বপ্রকাশক, অমায়িক মায়াবী, শক্তিবর্জ্জিত সর্ব্বশক্তিমান, উদাসীন অথচ সার্ব্বভৌমেশ্বর, অতি সুক্ষ্ম মহান্ এক রাজা আছেন। সেই মহাত্মা রাজার আত্মজ অর্থাৎ এক রাজকুমার আছেন; সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যের তেজ-সংগ্রহ করে, তাহার ন্যায় সেই রাজবালক ক্রমেতে অহঙ্কার গ্রহণ করিয়া "অহং করোমি" ইত্যাদি দৈন্যবাক্য কহিয়া দুষ্টবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নষ্টা স্ত্রী যেস্থানে থাকে, সেই স্থানে যেমত নষ্ট পুরুষগণের সমাগম হইলে, সেই স্ত্রী অন্তঃপুরী ত্যাগ করিয়া নির্গত হয়, তাহার ন্যায় মনের সংকল্পিত বিষম বিষময় পুত্র কলত্রস্বরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, বাসনাদি অনেক দুষ্টেষ্টগণেতে মিলিত হইয়া নৃপাদেশ উপেক্ষা করত দ্বেষযুক্ত দেশোদ্দেশে ভ্রমণ করিতে নির্গত হইলেন। স্বদেশ পরিভ্রষ্ট পরিব্রাজক, সেই রাজসুত চিরকাল ভ্রমণ করিয়াও যাহার পারম্পর্য্যের অন্তনার্হ এমত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত না পাইয়া তাহারি একদেশে স্থিত হইয়া "ধন্যোমা পুরুষো ধন্য" এইরূপ ভ্রমবশত অহঙ্কার পরবশ হইয়া মন নিজস্বরূপ বোধবিরহে অতি হীনাবস্থা না পাইয়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মঠরূপ দেহপিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইয়া দানব, মানব, দেব, যক্ষ, রক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পশু,

পক্ষি, বৃক্ষাদি লক্ষ লক্ষ নামে বিখ্যাত হইয়া পরস্পর খাদ্য খাদক সম্বন্ধে সম্বন্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন হইয়া সকলকেই সকলে ভোজন করিতে উদ্যুক্ত হইল, তাহাতে সেই শিশুবুদ্ধি রাজবালকের রাজ্য হিংস্রকজন্তু পুঞ্জপরিপূরিত মহানাবর্ত্তযুক্ত ভীষণারণ্যের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল, এবং খাই খাই এই এক হাঁকাই শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া জলেস্থলে দিগ্‌দিগন্তরে পর্ব্বতগহ্বরে শুদ্ধসাধ্য স্বর্ণাদি সর্ব্বত্র গত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত হইল, এতাদৃশ ভয়ানক সংসার ব্যাপার হইলেও লুক্কায়িত পলায়িতাদি সাবধান বিধানদ্বারা দেহরক্ষা করিতে পারিত কিন্তু স্ব স্ব দেহমধ্যে কাম ক্রোধাদি যে সকল শত্রুরূপ মহাভয়ঙ্কর রিপু স্থাপিত হইয়াছে, তাহারদিগের হস্ত হইতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। যেহেতুক দুর্ভাগা দেহিগণ কখন রসকূপ জানিয়া কামকূপে পতিত হইয়া কামিনীরূপ কালসর্পিনী কর্ত্তৃক চর্ব্বিত ও বিষ দ্বারা জর্জ্জরীভূত হইতেছে। কখনো কখনো কোপানলে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইতেছে, কখনো বা লোভরূপ বৃক্ষ হইতে পতিত ও চূর্ণীকৃত হইতেছে এবং কখনো মোহরূপ হ্রদে পতিত হইয়া অতিকষ্টে চিরকালেও উত্থানশক্তি হইতেছে না! কি আশ্চর্য্য! লোক সকল এতাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও অমৃত পান করিতে পাইলে যেমত মৃত্যুভয় বিরহে মহানন্দযুক্ত হইয়া থাকে সেইমত অবোধ দেহধারিগণ মহানন্দে জীবনের চিরস্থায়িত্বে আস্থা করিয়া নির্ভয়ে জীবনযাপন করিতেছে, অথচ জলে জলচ্ছেদ একত্র হইতে বরং অপেক্ষা করে, তথাচ দেহ হইতে জীবন নির্গত হইতে অপেক্ষা করে না।

সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের কথা কি কহিব? আমরাও সেই অবোধ রাজকুমারের শাসন শিরোমণি জ্ঞান করিয়া মহাদুঃখ পাইতেছি, সাধ্য কি যে আজ্ঞা হেলন করিতে পারি? মনের এই সকল ক্লেশ জানিয়া জগৎ পিতা প্রভাকরের ন্যায় তেজপুঞ্জ প্রিয় পারিষদ্বিবেককে প্রবোধার্থে প্রস্থান করাইলেন, বিবেক-আগমনে দশদিগ নিরীক্ষণ ও মনের সহিত সাক্ষাৎ করত অহো এই দগ্ধ সংসারে রাজকুমার কিরূপে বাস করিতেছেন? এই পরম করুণা বাক্য কহিতেছেন।

পদ্য।

কেন মন, অকারণ, ভ্রম মিছে কাজে।
নিজে রত্ন, কাচে যত্ন, তোমারে না সাজে॥
ত্যজে সুধা, দুষ্ট ক্ষুধা, হোয়েছে তোমার।
শান্তি কোথা, ভ্রান্তি ফলে, হোতে পারে তার॥
সৃষ্টিছাড়া দৃষ্টি-ক্ষুধা, অতি অলক্ষণ।
নহে তৃপ্তি আরো দীপ্তি, করিলে ভক্ষণ॥
তুমি রুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, ফলে কেন আশ।
হরি কভু করী বিনা, নাকরে প্রয়াস।
দৃষ্টি জেনে মিষ্টি ফল, ভ্রমে খুঁজে খুঁজে।
ফলে দৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া, নাহি বোঝ বুঝে॥
কলে কলে গতায়াত, ফলে থেকে বীজ।
ফলহীন গাছ সেত, যেন নেড়া সিজ॥
মায়া পাশে; পড়ে ফাঁসে, লোয়েছ বন্ধন।
ভুলে তত্ত্ব, হোলে মত্ত, হতবুদ্ধি মন॥
নাড়ীরূপ, কামকূপ, বাড়বা মিশ্রিত।
পড়েতায়, প্রাণযায়, জ্বলিয়া নিশ্চিত॥
অগ্নিকান্তি, দেখে ভ্রান্তি, পতঙ্গে যেমন।
মনসাধে; মহামদে, হতেছে দাহন॥
কোপানল, উঠে জ্বোলে, অনল যেমন।
পেয়ে ঘৃত, বাড়ে দ্রুত; যেন হুতাশন॥
লোভে মত্ত, সদা তত্ত্ব, অর্থের কারণ।
যেন ফণি, হারা মণি ব্যাকুলিত মন॥
মহারণ্যে, যথা হন্যে, শিবার ভ্রমণ।
ত্যজে বাসে, ধন আশে, ঘুরিছে তেমন॥
মোহমগ্ন, নহে ভগ্ন, ফলে কদাচন।
ডিমেপক্ষি, গুড়েমক্ষি, মোহিত যেমন॥
মদে মাতি, মত্তহাতি, ভ্রমে মহাবল।
সেইমত, জ্ঞানহত, সর্ব্বদা চপল॥
অহঙ্কারে, ত্রিসংসারে; কারো নাহি মান।
সবে তুচ্ছ মহা উচ্চ, আপনারে জ্ঞান॥
দীর্ঘ আশা গাছে বাসা, খাসা ফল আশে।
সঙ্গে কাল, ভাঙে ডাল, এককালে নাশে॥
অতএব কর তত্ত্ব; পরমার্থ পথ।
অনায়াশে পরিপূর্ণ; হবে মনোরথ॥
সুখী হও কথা লও; সাধ সাধ্যধন।
সেই সত্য যথাতথ্য; কর আচরণ॥
যারলাগি অনুরাগি; পূর্ব্ব সাধুগণ।
হইয়া ছিলেন খ্যাত; জ্ঞাত সনাতন॥
সেই সব গুরুবাক্য; উপদেশ স্মর।
আমার বিনতি মত; উপাসনা কর॥

কশ্চিৎ ভক্তজন।

[কাড়ার বাদ্যের সঙ্গে পড়িতে হয়।]
(মাত্রাগত-চ্ছন্দ।)

নানাজী তোমার নানী। নানাজী তোমার নানী, ঝান্সির রাণী, কোথা এবে গেল। একেবারে ছারে-খারে নিধন হইল॥
কোরেছে অত্যাচার। কোরেছে অত্যাচার, ফল তার, হাতে হাতে পাবে। সহচর-সহ তুমি, যমালয়ে যাবে॥
ভেবেছ হবে রাজা। ভেবেছ হবে রাজা, পাবে সাজা, জানিবে হে তবে। গোরার দ্বারায় সর্ব্ব, গর্ব্ব খর্ব্ব হবে॥
যত সব সিপাই লোয়ে। যত সব সিপাই লোয়ে, রাজা হোয়ে, কর বড় বল। গাঁয়েতে মানেনা তুমি, আপনি মড়ল॥
প্রথমে দিল্লীদেশে। প্রথমে দিল্লীদেশে, বিল্লীবেশে, করিলি গমন। খেয়ে তাড়া, দেশ-ছাড়া, হইলি তখন॥
সেখানেও পেয়ে লাজ। সেখানেও পেয়ে লাজ, ভুলে ল্যাজ, গাঁ২ রবে সবে। গোয়ালে* শেষেতে তোরা, ঢুকেছিলি সবে॥
এইবার যাবে মারা। এইবার যাবে মারা, হবে সারা, পালাবে কোথায়। কুঠার মেরেছ তুমি, আপনার পায়॥

* *Gwalior.*—গো-শালা।

প্রণত শ্রী, গো. চ, রায়। সাং কাঞ্চনপল্লী।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

৭০৯৬ সংখ্যা] শুক্রবার ২২ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ৬ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগারো ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের অষ্টম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭৩০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম	১৮৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম	৮৯০
জুলমা সিন্দুক	২৭৩০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপাহইয়াছে, তাহাদৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তর খানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ

আমানত পেশগির টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৭ এবং ২৭ আগষ্ট এই দুই দিবস ক্রমশ স্থির করাগেল অতএব নীলামী খরিদারাণ যে সকল প্রমেশরি নোট অর্থাৎ তমস্থক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সবত্রেজরর সাহেবের হস্তখতি ত্রেজুরি রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোনোরকম সরকারি মাতবরি দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৭ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা, এবং ঐ আফিমের লাট খালাশী সববে কিস্মতের পুরা টাকার দর্ণ কোনো ত্রেজুরি রশীদ সন ১৮৫৮ সালের ২৭ আগষ্ট শুক্রবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমিবা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোনো হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

বেহারের বানারসের জুমলা।
সিন্ধুক। সিন্ধুক। সিন্ধুক।

সন ১৮৫৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৮ নবেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৬৩,৮৭৬,২৭৩৯

৭৩৮৩,৩৫৪৬,১০৯২৯

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২৭ জুলাই।

E. LUSHINGTON.
Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৹
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রজস্ব সম্পর্কীয় নয়ম প্রথম খণ্ড ....১।৹
স্বপ্নদর্শন ৵০

সংবাদপ্রভাকর

২২ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমারদিগের ঢাকা প্রবাসি কোনো বন্ধুর পত্র পাঠ করত সাতিশয় পরিতাপিত হইলাম, একে বিদ্রোহিদিগের দৌরাত্ম্যে ভারতবর্ষবাসি সকলে সম্যক-প্রকারে অশেষবিধ শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতেছে, আবার কি চমৎকার! যাহাদিগকে শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক নির্দ্দোষি প্রজাদিগকে এতাবৎ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করণার্থ নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহারাই যদ্যপি প্রজাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতে চেষ্টা পায় তাহা হইলে কোনো মতে আর রক্ষা নাই যাহারা রক্ষক তাহারাই ভক্ষক হইলে কে আর রক্ষা করিতে পারে? গোরাদিগের অত্যাচার বিষয়ক যে সকল সংবাদ আমরা সর্ব্বদা নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিতে হইলে কাষ্টের লেখনীও শোকে অচলা হয়, অতএব প্রজাগণ এরূপে অকারণ গোরাদিগের দ্বারা যন্ত্রণা আর না পায় তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাগ্রেই বিশেষরূপে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। সম্প্রতি ঢাকা বাসিদিগের প্রতি গোরা গুণপুরুষেরা যে প্রকার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিম্নস্থ পত্রখানি পাঠ করিলেই ধীবর পাঠকগণ অনায়াসেই অবগত হইবেন।

"হে প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! এস্থান বাসিদিগের উপর গোরা সেনারা অধুনা যেরূপ অহিতাচরণ করিতেছে, তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা দুষ্কর, তাহারা বল-পূর্ব্বক লোকের বাটী মধ্যে প্রবেশ করত যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনারদিগের আড্ডা মধ্যে পলায়ন করে, পথিমধ্যে বেপারিদিগকে অবলোকন করিলেই তাহারদিগের বোঝা হইতে সমস্ত আহারোপযোগী দ্রব্যাদি কাড়িয়া লয়, পথিকদিগের নিকট যদ্যপি কিছু থাকে তাহা বাওয়াজিরা অপহরণ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা পান এবং কৃতকার্য্য হইয়াও থাকেন, এরূপ দৌরাত্ম্য প্রায় অষ্ট দিবসাবধি তাহারা করিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহারদিগের সেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট লুইস সাহেব, কোন্ কোন্ গোরা এরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে সক্ষম হয়েন নাই, পাহারাওয়ালাদিগের কথা কি আর বলিব? তাহারা কেবল মাস মাস বেতন গ্রহণ করিতেই তৎপর, যে দিগে কোনোরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় সে সময় তাহারা সে দিগ্ দিয়া চলেনা তাহার পর গোলযোগ নিবারণ হইয়া যাইলে তখন তাহারা সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তেরিমেরি আরম্ভ করিয়া থাকে, এবং ভীত নেটিবদিগের প্রতি হেঙ্গামা করিতে ত্রুটি করেনা অকারণে প্রজাদিগকে পীড়ন করে পরে কিছু হাত করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয় সম্পাদক মহাশয়! মল্লিখিত এই পত্রখানি আপনকার জগদুজ্জ্বল সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রভাকর তুল্য প্রভাকরের একপার্শ্বে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

ঢাকা।
২৮ জুলাই ১৮৫৮ সাল"।

সংবাদদাতা পাহারাওয়ালাদিগের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সত্যতার বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই; কেননা কোনো কোনো স্থানে আমরা পাহারাওয়ালাদিগের এরূপ ব্যবহার অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, তাহারদিগর সাহস কিছু মাত্র নাই, কিন্তু নির্দ্দোষির প্রতি অকারণে হেঙ্গামে এবং জারি করিতে বিলক্ষণরূপে তৎপর হইয়া থাকে, অতএব পাহারাওয়ালাদিগের এরূপ ব্যবহার ভবিষ্যতে ক্ষান্ত হয়, এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মনোযোগি হওয়া কর্ত্তব্য কি না? তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করুন। টাকা দিয়া এরূপ লোকদিগকে পুষিলে কি হইবে? যে জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, যদ্যপি তাহাই তাহারদিগের দ্বারা উত্তমরূপে সুনির্ব্বাহ না হইল, এমত সকল ব্যক্তিদিগের শান্তি রক্ষকের পদে অভিষিক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়না।

এই বিষয়টি লিখিয়া সমাপ্ত করণ কালীন ভাগল পুরস্থ কোনো পত্র প্রেরক মহাশয়ের একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকটন করিলাম ভাগলপুরে শ্বেতসেনাদিগের দৌরাত্ম্যে তৎস্থান বাসিরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন।

"কিয়দ্দিবস হইল কয়েকজন শ্বেতসেনা এস্থানে আগমন করে, তাহাদিগের আগমনে সকলে এরূপ শঙ্কুচিত হইয়াছিল, যে তাহারা দিবাবসান নাহইলে নিজ নিজ আলয় হইতে বহির্গত হইতে কোনোমতে সাহসিক হইতনা, সেনারা আপন ইচ্ছায় গৃহস্থের বাটী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নষ্ট করণ মানসে হাসিতে হাসিতে তাহাদিগের গাত্রস্পর্শ করিতে ইচ্ছুক হয়, কি আক্ষেপের বিষয়! দুষ্টেরা দুই একজন অবলা কুলবালার ধর্ম্মনাশ করিয়া আপনাদিগের পশুবৎ ব্যবহার প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা স্থানান্তরে গমন করায় সকলে সুস্থির হইয়াছেন, এবারে যে সকল সেনারা শুভাগমন করিয়াছেন। তাহারা অদ্যাপি তাহারদিগের ভ্রাতাদিগের অনুগামি হন নাই।"

গুলি করা।

আমরা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম যে, মেং জে, কে, হামিল্টন এবং কোম্পানিদিগের ডিস্পেন্সারির একজন সামান্য কম্পৌণ্ডারকে মেং প্যাড্মোর নামক একজন ফিরাঙ্গী কম্পৌণ্ডার পিস্তল দ্বারা ছিটে গুলি প্রহার করাতে ঐ ব্যক্তির বক্ষস্থলের উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে আঘাত লাগিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। প্যাড্মোর সাহেব যে ঐ হতভাগা কম্পৌণ্ডারের প্রতি গুলি প্রহার করি-

য়াছেন, তাহার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তি প্যাড্‌মোর সাহেবের হাতটানের বিষয় সর্ব্বদাই হামিল্‌টন সাহেব (নিজ প্রভুকে) বলিয়া দিত, তাহাতেই সাহেব ঐ কাঙ্গালি বাঙ্গালি কম্পৌণ্ডারের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে গত রবিবার দিনে কোনোপ্রকার সুযোগে অর্থাৎ দুর্ভাগ্য কম্পৌণ্ডারকে অন্যমনস্ক দেখিয়া এই সংহারক গুলি দ্বারা প্রহার করেন। পুলিসের লোকেরা অনুসন্ধান পাইবামাত্র প্রহৃত ব্যক্তিকে মেডিকেলকালেজে প্রেরণ করত চিকিৎসা করাইতেছেন, প্রহৃতলোক শ্বাসগতপ্রাণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে পুলিসে, প্রহারক ব্যক্তি ধৃত হইয়া বিচারকার্য্যেও অবধারিত হইয়া গিয়াছে। প্রহারক ব্যক্তি সহায় ও সম্পত্তিবলে বিচারস্থলে ৩০ ত্রিশ টাকা মাত্র দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন, এই বিচারও চমৎকার বলিয়া মানিতে হইবেক। কোনো বাঙ্গালি দ্বারা এমত অপকার্য্য সঙ্ঘটিত হইলে পর, সে ব্যক্তি অবশ্যই রাজবিচারে তাদৃশ দণ্ড পাইবার যোগ্য হইতে পারিত, ফিরাঙ্গী বলিয়া জাতিভ্রাত প্রভৃতি লোকদিগের সহায়তায় মারাতক হইয়াও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহা কি পক্ষপাত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়না? কার্য্যগতিকে অবশ্য পক্ষপাত বলিতে হইবে। প্রহৃত ব্যক্তি মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা প্রাপ্ত হইতেছে, যদিস্যাৎ এযাত্রায় ঐ হতভাগা বাঁচিয়া যায়, তবে তাহার পুনর্জ্জন্ম বলিতে হইবেক। আমারদিগের দেশীয় কোনো লোক যদি এই প্রকার অত্যাচার করিত, তবে হয়তো ফাঁসি দ্বারা তাহার প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত হইত, নতুবা কথিত প্রকার অপরাধে দ্বীপান্তরে চিরজীবনের নিমিত্ত অবস্থিতি করিবার অনুমতি পাইত সন্দেহ কি?

যে সময়ে হমিরপুরে বিদ্রোহিরা গোলযোগ উপস্থিত করে তৎকালীন ওয়াহিদ্দুজুমা নামক জনেক যবন তথাকার ডেপুটী কালেক্টর এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে উক্ত স্থানে শান্তি-সংস্থাপনের ভার প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তদ্বিপরীত কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া তৎস্থানের মাজিষ্ট্রেট মেং কারণ সাহেবের শিরশ্ছেদন করত বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রভুর বিপক্ষে হস্তোত্তোলন করেন, পরে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধৃত করণার্থ ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার পান, এরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতককে ধৃত করত রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। অবগত হওয়া গেল সেই ব্যক্তি বিচারে নিষ্কৃতি হইয়াছে, বিচারপতিদের কিরূপ বিচার আমরা তাহা বুঝিতে পারিলামনা যে ব্যক্তি এপ্রকার অনিষ্ট-কার্য্য সাধনে প্রবর্ত্ত হইয়াছিল, সে যে একেবারে খালাস পাইল ইহাতে সকলের মনে অবশ্য সন্দেহের উদ্ভব হইতে পারে কি না? তাহা বিচক্ষণ পাঠকগণ বিবেচনা করুন, এরূপ গুরুতর অপরাধে যদ্যপি অপরাধী না হইল, তবে সামান্য দোষাশ্রিত-ব্যক্তি তাঁহারদিগের বিচারে বোধ করি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইতে পারে, কি সূক্ষ্ম বিচার! অতএব এমত সকল বিচারপতিদিগকে সকলে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাহারদিগে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদানার্থ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করুন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মিরাট ডিবিজনের সকল স্থানে বিদ্রোহ-গোলযোগ নিবারিত হওয়ায় ইংরাজ-কামিনীগণ তৎস্থানে বাস করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আগ্রা, কাণপুর এবং বেহার অঞ্চলে অদ্যাপি কিছু কিছু গোলযোগ থাকায় তাঁহারা অধুনা তথায় গমন করণের আদেশ পান নাই, এরূপ প্রত্যাশা যে, অতি সল্পকালের মধ্যে তাহারা প্রাগুক্ত স্থানে গমন পূর্ব্বক স্বীয় স্বামির সহিত সুখে বাস করিতে পারিবেন।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, বিদ্রোহি-প্রধান নানা সাহেব নেপালাভিমুখে গমন করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি রাপ্তিনদী পার হওনকালীন সহসা ঘোরতর ঝড় উপস্থিত হয়, তাহাতে নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় তাহারা জলশায়ি হইয়াছে।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আতিরিক্তপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতদ্ভ্রমীষদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৯৭ সংখ্যা] শনিবার ২৩ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ৭ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৹
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।৹
স্বপ্নদর্শন .... ৵৹

সংবাদপ্রভাকর

২৩শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

[আমরা শ্রীযুক্ত আর. এম; বসু এণ্ড কোম্পানিদিগের দ্বারা মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের চিত্রপ্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রাপ্ত হইয়া দর্শনকরত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, কারণ আমারদিগের দেশীয় নবযুবক বিদ্বদ্বন্দ যে, এপ্রকার চমৎকার শিল্পি হইতেছেন, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়, এবং দেশস্থ ভদ্রলোকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন আমারদিগের-প্রতি লিখিত আর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানিদিগের পত্রদৃষ্টে শিল্পির উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মৃত রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রপ্রতিমূর্ত্তি গ্রহণকরত অভিনব শিল্পিকে উৎসাহান্বিত করেন। পাঠকগণের বিদিত জন্য শ্রীযুক্ত আর, এম, বসু এবং কোম্পানি বাবুদিগের পত্রখানি অবিকলরূপে নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।]

"মান্যবর শ্রীযুক্ত সংবাদ প্রভাকরপত্র সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সসম্মান নিবেদন মিদং।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রপট একখানি আপনাকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিলাম, অনুকম্পা পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন এবং এতদ্বিষয়ে আপনার যথাভিপ্রায় আপনার প্রভাকরপত্রে প্রকাশ করত আমাদের উদ্যম সফল করিতে আজ্ঞা হইবেক।

আপনার যন্ত্রালয়ে উক্ত চিত্রপট কতকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতে

মানস করিয়াছি, অতএব প্রার্থনা এই যে তদ্বিষয়ে স্বাভিমত ব্যক্ত করিবেন।

উল্লিখিত চিত্রপট শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, মূল্য ৸০ আনা।—যাঁহারা নগদ মূল্য প্রদান বা প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে কমিস্যন প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রী আর, এম, বসু এণ্ড কোং।
অনুগৃহীত"।

কলিকাতা কবরডাঙ্গা।
১৯ শ্রাবণ ১৭৮০ শক।

রোপড্যান্সিং।

আগামি ২৪ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘণ্টার সময় শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের চীৎপুরস্থ মনোহর উদ্যানে একজন ফরাসিস্ বিবি রজ্জুর উপর নৃত্য করিবেন। যে খুঁটির মাথায় ঐ দড়ী সংলগ্ন থাকিবেক সেই স্তম্ভ ১০০ এক শত ফিট উচ্চ ও নৃত্যক রজ্জু গাছিও ৪০০ চারি শত ফিট লম্বা। এই অদ্ভুত রজ্জু নৃত্য ব্যাপার দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য টিকিট নির্দ্দিষ্ট হইবেক। টিকিটের মূল্য ১ এক হইতে ৫ পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত নিরূপিত হইয়াছে, যে যে মহাশয় যে যে ভাবে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি তদনুরূপ নিদর্শন গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু যে স্থানে কথিত নৃত্য প্রদর্শিত হইবেক সেই স্থল কি প্রকারে আচ্ছাদিত হইবেক তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। বিশেষত উক্ত নৃত্য-ক্ষেত্রের নিকটে অনেক উচ্চ বৃক্ষ ও ইটের পাঁজা আছে, তদুপরি আরোহণ করত অপরাপর লোকেরা অনায়াসেই দেখিতে পারিবে। তাহা হইলে নৃত্যনিদর্শনীর গৌরব প্রদর্শন কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারিবেক, তাহার কিছুই বলা যাইতে পারেনা।

[কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হইয়া নিম্নস্থ সংবাদটি প্রেরণ করায় আমরা তদবিকল প্রকটন করিলাম।]

"জগন্নাথের ঘাট।

উক্ত ঘাটে, নগরবাসি অধিকাংশ হিন্দু স্নানকরণার্থ গমন করিয়াথাকেন, কিন্তু এক্ষণে তথায় ডিঙ্গি এবং পারাণি নৌকার এরূপ ভিড় হইয়াছে, যে এমত একটু স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়না, যেতথায় নির্ব্বিঘ্নে দণ্ডায়মান হইয়া স্নান পুজাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন হয়, বিশেষত ইদানীন্তন মেথরেরা তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে ময়লা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করায় এরূপ দুর্গন্ধ নির্গত হইয়াথাকে, যে তাহার জন্য কেহ আর সুখে স্নান-করণে সক্ষম হয়েন না"।

পত্রপ্রেরকদিগের পত্রখানি পাঠ করত অত্যন্ত দুঃখিত হওয়াগেল, কারণ যেঘাটে এই মহানগরস্থ অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত এবং অন্যান্য বিস্তর বাঙ্গালিরা স্নানকরণার্থ গমন করেন, সেই ঘাট এরূপ অপরিষ্কার হইলে অবশ্যই সকলের মনোমধ্যে দুঃখোদ্ভব হইতে পারে, অতএব উক্ত ঘাট ভবিষ্যতে এরূপ অপরিষ্কার না থাকে তদ্বিষয়ে শোভাবৃদ্ধিকারক কমিস্যনর দিগের বিশেষরূপে মনোযোগ করা আবশ্যক হইতেছে।

যম দূতিকা স্ত্রীর ডাক্তরি কর্ম্ম।

অত্যল্প দিবস গত হইল পল্লী গ্রামের কোনো পল্লীতে একজন ভদ্র তনয়ার মস্তকোপরি এক স্ফোটক হইয়াছিল। যাঁহার দুহিতা তিনি ভট্টাচার্য্য, বাটীতে ডাক্তর আনাইয়া চিকিৎসা করা অপকার্য্য জ্ঞান করেন, এনিমিত্তে পল্লীস্থ কোনো কামিনী দুই একটা সামান্য ফোড়া নখনিকৃন্তন অর্থাৎ নরূণ দ্বারা কাটিয়া দিয়া চিকিৎসা করাতে কোনো বিপদ না ঘটায় আপনা-আপনি অস্ত্র-বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণা জানিয়া ভয়ানক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করণাভিলাষে এবং জন সমাজে যশোলাভ আকাঙ্ক্ষায় আপন অস্ত্র চালনা করিতে সর্ব্বদাই সাহসিক হইয়া থাকিবেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে একজন পারদর্শিনী চিকিৎসিকা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনেন। তিনি আপন অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে আনিয়া ঐ স্ফোটক পাকিয়াছে জ্ঞান করিয়া কাটিয়া দিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ পুঁজ নির্গত হইয়া রক্ত ছুটিতে আরম্ভ হইল বোধ হয়, ঐ কন্যার ক্রোড়াস্থানের কোনো রক্ত সঞ্চালিকা ধমনী কাটিয়া গিয়া থাকিবেক, সেই রক্ত স্রোত নিবারণ হইলনা, বলিয়া কন্যাটি পঞ্চত্ব পাইয়াছে। বোধ হয়, ডাক্তরি ব্যবসায়িনী রমণী এই ভয়ানক ঘটনাজন্য মনে মনে কিছু লজ্জিত হইয়া থাকিবেন আর কখনো এতাদৃশ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এবং ভদ্রলোকের পক্ষে উচিত যে নিজ পরিবারের মধ্যে কোনো উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান নচেৎ পদে পদে এতাদৃশ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ছাপরার পত্রে লেখে "সম্প্রতি শোণনদের পারে প্রায় দুই সহস্র বিদ্রোহি আসিয়া মিলিত হইয়া তৎ স্থানবাসিদিগের উপর বিষমতর অত্যাচার আরম্ভ করে, এই সংবাদ শ্রবণমাত্রেই বিস্তর রণদক্ষ ব্রিটিস সেনা প্রাগুক্ত দুরাত্মাদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়া তাহারদিগকে বিলক্ষণরূপে শিক্ষা প্রদান করে, তাহাতে শত্রুপক্ষের অনেক গুলীন সেনা রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে, অবশিষ্ট যাহারা জীবিত ছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে।

কাণপুরের ২৩ জুলাই দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, "কালিগঙ্গায় একখানি ষ্টীমার কতকগুলীন ব্রিটিস সেনাদিগকে লইয়া উপনীত হয়, সেই সময় তথায় কয়েকখানি নৌকা আরোহণে বিস্তর সেপাহি সেনা ৮ টা তোপ সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিল, শত্রুগণ উক্ত বাষ্পীয়-তরি অবলোকন করত তাহার বিপক্ষে তোপধ্বনি করিতে লাগিল, তখন কাপ্তেন সেই সকল নৌকার নিকটবর্ত্তি হইয়া গোলাঘাতে নৌকা গুলাকে

ভগ্ন করিয়া জলমগ্ন করিয়া দেন, বিদ্রোহিরা তটোপরি উঠিয়া পলায়ন-করণকালীন বিলক্ষণরূপে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

"ইংরাজ-কামিনীগণ উত্তর পশ্চিম রাজ্যে গমন-করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন"। এই সংবাদ প্রাপ্তে আমরা কিঞ্চিদ্যুক্তি উক্তি করিতে বাধ্য হইলাম, বিদ্রোহিরা ইংরাজ স্ত্রী বালকদিগের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াথাকে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, আমরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ সমরঘটিত পত্র সকল পাঠে বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, অদ্যাপি রাজপথ সকল সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হয় নাই, বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, কোনোরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই পথিকদিগকে যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বস্বান্ত করিতে ত্রুটি করেনা। —কিয়দ্দিবস হইল 'শোণনদের" নিকটবর্ত্তি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে অর্থাৎ প্রকাশ্য রাস্তায় কতকগুলা নিষ্ঠুর বিদ্রোহি মিলিত হইয়া কয়েকজন পথিককে যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদান করত তাহারদিগের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে, পূর্ব্বে সাবধান করনার্থ এস্থলে প্রাগুক্ত গোলোযোগেরে বিষয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রকটন করিলাম, অতএব বিজ্ঞবর সুবিবেচক ব্যক্তি মাত্রকেই ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে এসময় স্থলপথ দিয়া স্ত্রীলোকদিগকে উত্তর পশ্চিমে প্রেরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ যখন দুষ্টেরা অন্যান্য পথিককে পথিমধ্যে পীড়ন-করণে ক্ষান্ত হইতেছে না, তখন তাহারদিগের বিপক্ষপক্ষের স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলে তাহারদের প্রতি অনিষ্টসাধনে যত্নবান হইবে তাহার সন্দেহ কি আছে? তবে জলপথে বড় ভয় নাই, অতএব সেই পথদিয়া শ্বেতরমণীদিগকে উত্তর পশ্চিম রাজ্যে প্রেরণ করা সুযুক্তি বোধ হইতেছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট জনরবে শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছেন, অযোধ্যার বিদ্রোহি বেগমকে, নেপালাধিপতি বিংশতি সহস্র সেনা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।—কিয়দ্দিবস হইল মেং জি, ই, ওয়াটসন সাহেব ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয়কে এক পত্র লেখেন, তাহাতে ব্যক্ত করে "বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব বিদ্রোহি হওনের প্রথমে মানস করিয়াছিলেন যে, তিনি কামিনীগণের জীবন বিনাশ করিবেন না, এনিমিত্ত তিনি তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগকে এমত আদেশ প্রদান করেন, তাহারা তাঁহাকে না জানাইয়া যেন কোনো স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড না করে, কিন্তু বিশ্বজয়ি ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক যখন নানা কতেগড়ে বিলক্ষণরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন সেই অবধি তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর কুপরামর্শক আরিম মোল্লার কুপরামর্শ শ্রবণ করিয়া এমত অনুমতি করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক দেখিলেই ধৃতকরত বিশেষ যন্ত্রণার সহিত নিহত করিবে, এবং যে সকল ব্যক্তি ইংরাজি লিখিতে পারে তাহারদি-

গের হস্ত ছেদন করিয়া বিলক্ষণরূপে শাস্তি দিতে তৎপর হইবে”।

দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী অধুনা উক্ত নগরস্থ কারাগার মধ্যে বাস করিতেছেন।

ত্রিহুতস্থ পত্র প্রেরক লেখেন, ‘বাঙ্গিডার্ক কলিকাতা হইতে ৩ জুলাই দিবসের পরওনা হইয়া ১৮ তারিখে এস্থানে উপনীত হয়, ইহা কেবল ডাক প্রেরকদিগের আলস্য বসত হইয়াছে, তাহার সন্দেহাভাব এক্ষণে সাহাবাদ জেলা ব্যতীত আর আর প্রায় সকলের স্থানে বিদ্রোহ গোলযোগ এক প্রকার নিবারণ হইয়াছে।”

আমরা পরম্পরায় শ্রুত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে,—শ্রীশ্রীমতী লেডী কেনিং আগামি ১২ আগষ্ট দিবসে এই রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলাহাবাদে যাত্রা করিবেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রফেসার মেং হ্যাণ্ডসাহেব দক্ষিণ বঙ্গরাজ্যের আফিসিয়েটিং ইন্সপেক্টর হওয়ায়, পাটনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মেং টইন্টম্যান সাহেব তাঁহার ভারার্পিত কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ নগর মধ্যে একটা দৃঢ়তর প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ-করণের প্রস্তাব হইতেছে, তথায় সদা সর্ব্বদা বিস্তর সেনা অবস্থিতি করিবেক।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে পরাৎপর পরমপিতা পরমেশ্বর! হে সর্ব্বসার সর্ব্বাধার, ভূতভাবন ভগবন্! হে ব্রহ্মাণ্ডপতি অগতির গতি! আমি অতি মূঢ়মতি। হে নাথ! অশীতিলক্ষযোনি অতিক্রম করিয়া এইক্ষণে তোমার কৃপায় মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু মানবদেহ ধারণ করিয়াও কোনো সুখে সুখী হইতে পারিলাম না, অতি অল্প-কালে সংসার-জালে জড়িত থাকা প্রযুক্ত কোনো শিবকর কার্য্য করিলামনা, তোমার পূজা করিলামনা, তোমার স্তব করিলাম না, দিনান্তেও একবার তোমারে স্মরিলাম না, হে দিননাথ! এদীনের দিন অতি নিকট অতএব তাহার উপায় কি হইবে? হে করুণাময়! এঅধম অজ্ঞান প্রপন্নজনের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা-বিতরণ করিয়া তোমার করুণাময় নামের মহিমা প্রকাশ কর। আমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্যজন্য সুপথ থাকিতে কুপথে সতত বিচরণ করিয়া মহাকষ্ট সম্ভোগ করিতেছি, এইক্ষণে সেই কষ্ট নষ্ট কর, আর আমার দেহ গেহে যে কটা রিপু প্রদান করিয়াছ, সেই ছটার দৌরাত্ম্যে দিবাযামিনী ত্রাহি ত্রাহি করিতেছি। হে দুর্জ্জন গঞ্জন, ভক্তবৎসল! আমি সকাতরে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তোমার নিকট আর্দ্দাশ করিতেছি, হয় আমাকে এমত কোনো সদুপায় প্রদান কর যাহাতে করিয়া এই সমস্ত প্রবল শত্রু হস্ত হইতে নিস্তার পাই, নয় তোমার ধন তুমিই লইয়া আমাকে রক্ষা কর, এই দুয়ের মধ্যে যাহা হয় তাহাই কর, আর যন্ত্রণা সহ্য হয়না। হে ধ্বান্ত হারি! আমার মনের ধ্বান্ত হরণ কর, জ্ঞান জ্যোতি প্রদান কর, আমি যেন সেই আলোকে পুলকে পরিপুরিত হইয়া দিব্য চক্ষে তোমার সৃজিত এই বিশ্বরাজ্যের সমস্ত ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনের তুষ্টি লাভ করিতে পারি, আমার রসনা যেন দিবারাত্র তোমার নাম স্মরণ লইতে বাসনা করে, ক্ষণকালের-জন্য বিশ্রাম না হয়। হে হরি! প্রতি নিয়তই আমার অন্তরাসনে তোমাকে দর্শন করি, মানবজন্ম সফল করি।

লঘু-ত্রিপদী।

জয় সর্ব্বসার, জয় সর্ব্বাধার,
জয় নিত্য নিরঞ্জন।
জয় পরাৎপর, কৃপার সাগর,
জয় বিপদ ভঞ্জন॥
জয় জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন,
জয় মধুমুরারে।
জয় যদুনন্দ, জয় শ্রীগোবিন্দ,
জয় গোবর্দ্ধন ধারে॥
পতিত পাবন, কলুষনাশন,
জয় দুর্জ্জনগঞ্জন।
বন্দাবন পতি, অগতির গতি,
জয় শ্রীরাধারঞ্জন॥

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সাং যোড়াসাঁকো।

সন ১২৬৫ সাল ২১ শ্রাবণ।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৯৮ সংখ্যা] সোমবার ২৫ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵০

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

২৫শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

সাগরের ২৩ জুলাই দিবসীয় পত্রে অবগত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাই প্রকাশ করিতেছি যে “অত্রত্য ডেপুটী কালেক্টর পণ্ডিত শ্রীযুত কিষণ্নারায়ণ মহোদয় রাজবিদ্রো-

হের প্রবলতা সময়ে রাজপুরুষদিগের পক্ষ হইয়া সহকার্য্য কার্য্য করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক লেখাত এবং অন্যূন আড়াই সহস্র টাকা উৎপন্নের এক জায়গির পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তিনি প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত এক শত টাকা পাইবেন। পরন্তু বিদ্রোহি সেনাদিগের দ্বারা আগ্রাস্থ কালেজ বাটীর যে কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা প্রস্তুত করাইবার জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ অতীত ছাত্রেরা (যাঁহারা এক্ষণে সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত হইয়া তাদৃশ সম্মানের সহিত কার্য্য করিতেছেন তাঁহারাই) চাঁদার দ্বারা প্রায় আড়াই সহস্র টাকা সংগ্রহ করত এমত আবেদন করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট বক্রী অর্থের সহায়তা পূর্ব্বক উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এই সংবাদে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কথনাতীত এবং অনুমান করি, দয়ার্দ্রচিত্ত রাজপুরুষেরাও সানন্দচিত্তে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বিলম্ব করিবেন না। এখানে প্রায় প্রতিদিবসই সুবৃষ্টি হইতেছে, তদ্দ্বারা গ্রীষ্মের প্রকোপ অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে, আমরা স্বচ্ছন্দ-শরীরে কালযাপন করিতেছি।"

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে রত্নাবলী নাটিকার পুনরভিনয় প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে, এবারে বেলগেছিয়ার বাগানে কিরূপ সভা ও সভ্যগণের সমারোহ হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই, ভরসা করি, আমারদিগের দর্শকবান্ধবগণের মধ্যে কেহ কেহ এই বিষয়ের বিশেষ লিখিতে পারেন।

এক সর্পাঘাতে দুই মৃত্যু।

অদ্যূন এক সপ্তাহ গত হইল, কুমারহট্টে একজন অপর জাতীয় পুরুষ স্বীয় পঞ্চমবর্ষ বয়স্কা একটি কন্যা ক্রোড়ে করিয়া নিশাযোগে নিদ্রা যাইতেছিল, ইতিমধ্যে রাত্রি অনুমান ২ দুই প্রহর ২ দুই ঘণ্টাকালে কন্যা তাহার পিতাকে জাগাইয়া কহিল যে, আমাকে কিসে কামড়াইল, তাহার পিতা ঘুমের ঘোরে বিছানায় হস্ত বুলাইয়া কহিতে লাগিল, কৈ, কি কামড়াইয়াছে? এই কথা কহিতে কহিতে ঐ কালভুজঙ্গের গাত্রে যেমত হস্ত পড়িল, অমনিই দংশন করিল, এই সর্পদংশনে পিতা ও কন্যা উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আশ্চর্য্য নিয়ত! এককালে জনক-দুহিতা দুই জনেই সামান্য নিদ্রায় থাকিয়া মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইল?।

গত ১৪ আষাঢ় রবিবার দিবসে হুগলির অন্তঃপাতি ঘুঁটিয়াবাজার পল্লীস্থ জ্ঞানাঞ্জন নামক পাঠশালার বাৎসরিক পরীক্ষাবিষয়ে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রথম তিন শ্রেণীর বালকগণের সাহিত্যবিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করত যে সদভিপ্রায়সূচক রিপোর্ট করেন, কোনো বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"হুগলী নগরের অন্তঃপাতি ঘুঁটিয়াবাজার পল্লীতে কতিপয় ভদ্র সন্তান এক বাক্য হইয়া নিজ নিজ ধনব্যয়ে যে এক জ্ঞানাঞ্জন নামে অভিনব পাঠশালা স্থাপিতা করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা লইয়া দেখিলাম ইহার শিক্ষকগণ অতি-বিচক্ষণ এবং সভ্যেরাও সাধু, তাঁহারা ইহার নিমিত্ত বহুতর যত্নযুক্ত।

এই পাঠশালার পরীক্ষাকালে কোনো কোনো সভ্যও উপস্থিত ছিলেন, সভ্যগণের বিশেষ মনোযোগে ও যত্নে নিযুক্ত শিক্ষকগণ যাদৃশ পরিশ্রম করিয়া শিশুদিগের শিক্ষা দিয়াছেন, পরীক্ষার দ্বারা ব্যুৎপত্তির পরিচয় দৃষ্টে তদ্বিশেষ অবগত হইয়া আমি একান্ত পরিতৃপ্ত হইলাম, উপস্থিত সভ্যগণেরাও বোধ করি, তাহাতে স্ব-স্ব-যত্ন ও ধনব্যয়ের সাফল্য অনুভাবে অবশ্যই প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

এইক্ষণে সুজন সভ্যগণ বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই পাঠশালার সম্যক্ উন্নতির প্রতি এতাদৃশ উৎসাহবান থাকিলে অত্রস্থ বালকবৃন্দের ক্রমশ স্বভাষা শিক্ষার পটুতাবিষয়ে মহোপকার ও সভ্যগণের মনঃ সন্তোষ এবং পুণ্য প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইবেক।

অতএব সাধারণের সুগোচরার্থে নিম্নে পরীক্ষা বিবরণ সঙ্ক্ষেপে লেখা গেল, সকলে দৃষ্টিপাত করিবেন।

প্রথম শ্রেণীতে ৪ চারি জন বালক, তাহার মধ্যে একজন অত্যুত্তম, ৩ তিন জন উত্তম, ইহারা আবৃত্তি, অর্থ, বাণান, ব্যাকরণাদিতে উত্তম পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৫ পঞ্চ দশ জন বালক, তন্মধ্যে ১ একজন অত্যুত্তম, ১০ দশ জন উত্তম ও ৩ তিন জন মধ্যম, ১ একজন অনাগত, ইহারাও উক্ত বিষয়ে উত্তম ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছে, এই শ্রেণীর পারিতোষিক দানোপযুক্ত বালকের নাম শ্রীগিরীশচন্দ্র রায়।

তৃতীয় শ্রেণীতে ১১ এগার জন মাত্র বালক, তন্মধ্যে ১ একজন বালক সকল বালক হইতে উত্তম, তাহার নাম শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবশিষ্ট ৭ সাত জন উত্তম, ২ দুই জন মধ্যম, ১ একজন অনাগত, ইহারদিগের পরীক্ষাতে বোধ হইল যে, ইহারা অপেক্ষাকৃত আবৃত্তি, এবং অর্থ হইতে বাণানাদিতে অত্যুৎকৃষ্ট।

অতএব এবর্ষে এই পাঠশালার বার্ষিকী পরীক্ষা অত্যুত্তম হইল, কিমধিকমিতি।"

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

৩ আগষ্ট তারিখের আগত সমাচার।

"জগদীশপুরস্থ জঙ্গলের এক ক্রোশ উত্তর এবং আরার ৭ সাত ক্রোশ পশ্চিম বেলোটী নামক এক স্থান আছে, তথায় ১০০০ এক সহস্র বিদ্রোহিরা আসিয়া মিলিত হইবার সংবাদ প্রাপ্তে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ওয়াল্টার সাহেব সসৈন্যে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র শত্রুগণ আরা অভিমুখে পলায়ন করত

তথাকার কারাগার হইতে কয়েদিদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহারা প্রজা অথবা ইংরাজদিগের উপর কোনোপ্রকার দৌরাত্ম্য করে নাই, অপিচ তৎস্থান-বাসিরা এক বাক্য হইয়া দুষ্টদিগকে তথা হইতে দূর করিয়া দিয়াছে।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

সাহাবাদ জিলার যে অংশে ইংরাজ সেনা নাই, সেই দিগে বিদ্রোহি অমর সিংহ অবস্থান পূর্ব্বক গবরনরের ন্যায় শাসন আরম্ভ করিয়াছে, প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেছে, কর দিতে যে ব্যক্তি বিলম্ব অথবা অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহাকে উক্ত দুরাত্মা বিধিমতে পীড়ন করিতে ক্ষান্ত থাকেনা। সম্প্রতি সেই দুরাচারী জগদীশপুরে একটী প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণের অনুষ্ঠান করিতেছে, উক্ত দুর্গ নির্ম্মাণার্থ ৫০০ পাঁত শত জন মজুর নিযুক্ত হইয়াছে, আলীকমীর নামক জনেক যবন অমর সিংহের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করণ মানসে বিস্তর সেনা সংগ্রহ করিয়া জগদীশপুরে আগমন করিতে মানস করিয়াছে, কিন্তু তাহার সেই ইচ্ছা বামনের বিধুধারণেচ্ছাবৎ হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে?।

বিগত ২১ আগষ্ট তারিখের বান্দার পত্রে লেখে "এস্থানীয় উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ প্রযত্নে এস্থানে অনেকাংশে গোলোযোগ নিবারণ হইয়াছে, এখানকার পূর্ব্বতন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সায়দার খান বিদ্রোহিতাচরণে প্রবর্ত্ত হওনাপরাধে ধৃত হইয়া রাজবাটীর সম্মুখস্থিত একটি অতি ক্ষুদ্র কুটরীমধ্যে বন্দিভাবে রহিয়াছে, তাহাকে শ্বেত সেনারা চৌকী দিতেছে। উক্ত বিশ্বাস ঘাতকের বিচার শীঘ্রই হইবেক, বিচারান্তে কিরূপ দণ্ডবিধান হয় বলা যায় না।—সম্প্রতি এখানে বিস্তর সেনার আগমন হইয়াছে, তাহারা স্বচ্ছন্দে রাজবাটীমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে"।

অনুবাদিত সংবাদ।

কটকস্থ সংবাদদাতার সংবাদ পাঠে অবগতি হইল, ৺ জগন্নাথ দেবের রথ চাপা পড়িয়া পাঁচ জন লোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, অন্য বৎসরে এরূপ দুর্ঘটনা প্রায় হয়না, এবারে এপ্রকার হইবার কারণ এই যে, সেই দিবস তথায় ইংরাজদিগের পাহারা ছিলনা। সংবাদদাতা আরো লিখিয়াছেন যে, "গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথ দেবকে যে বার্ষিক প্রদান করিয়াথাকেন ভবিষ্যতে তাহা দিবেন না"। এই সংবাদটির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইলনা।

ইঞ্জিনিয়রস্ জরনেল পত্রে দৃষ্ট হইল যে, ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় যে বর্ত্ম নির্ম্মাণের অভিসন্ধি হইতেছে তাহা প্রথমত আয়রলণ্ড হইতে বাহির হইয়া আট্‌ল্যাণ্টিক সমুদ্রের উপর দিয়া আমেরিকাস্থ কেনাডা নামক স্থলে উপনীত হইবেক, তথা হইতে স্যাণ্ডহুইচ উপদ্বীপে আসি-

বেক, তথা হইতে একটা রাস্তা ফ্রেগুলি উপদ্বীপ হইয়া নিউজিলেণ্ড ও নিউহলেণ্ড উপদ্বীপে আসিবে। আর একটা জাপান উপদ্বীপ হইয়া চীন দেশে ক্যাণ্টন নগর দিয়া কলিকাতায় আসিবেক। বোধ হয় যে, ইষ্টারণ্ রেইলওয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বদিগস্থ যে লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হওনের কল্পনা শুনা যাইতেছে, তাহা ঐ মহাবর্ত্মের সহিত মিলিত হইবেক। যে যে স্থানে সমুদ্র আছে, সেই সেই স্থল বাষ্পীয় তরির দ্বারা অতিক্রমণ করিতে হইবেক। শুনাগেল ঐ স্থান দিয়া কলিকাতায় আসিতে হইলে ৪৬ দিবসমাত্র লাগিবেক। জগদীশ্বর করুন যেন এই শুভ ঘটনা অবিলম্বেই প্রত্যক্ষকরত নয়নমনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি।

মেরিণ বোর্ডের কেরাণী চিক সাহেব স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৎপদে ত্রেজুরির বিল স্বাক্ষরের ঘরের প্রধান কেরাণী শ্রীযুক্ত সিণ্ডরস সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। বেতন ৪০০ টাকা এবং নিম্নোক্ত ব্যক্তির স্থানে শ্রীযুক্ত ই, ডবলিউ, কেলনর সাহেব কিঞ্চিৎ কালের জন্য একটিংরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু ঐ কর্ম্মে কোন্ মহাশয় নিযুক্ত হন, এপর্য্যন্ত তাহার কোনো স্থিরতা জানা যায় নাই।

নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক কমিসানরদিগের রিপোর্ট পাঠে অবগতি হইল যে, বিগত বৎসরে এই রাজধানীমধ্যে ১৮,৫০৪ ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছে, তাহার জাতি সংখ্যা এই যে ৮০৩ জন খ্রীষ্টান, ১৩,২৬৬ জন হিন্দু, এবং ৪৪৩৫ জন যবন।

কোন্ রোগে কোন্ জাতি, কত সংখ্যার মরিয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রকটিত হইল।

যথা।—ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৩ জন খ্রীষ্টান, ২৫৮৪ জন হিন্দু, ১২৫১ জন যবনের মৃত্যু হইয়াছে. এবং ৬৮ জন খ্রীষ্টান, ২৩৫৮ জন হিন্দু, এবং ১২৫১ জন যবন বসন্ত রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, উদরাময় রোগে ১৮ এবং জ্বর রোগে ১৩৪ জন খ্রীষ্টানের মৃত্যু হয়, ৩১০ জন খ্রীষ্টান, ৮৩২৪ জন হিন্দু, এবং ২৩৬৫ জন যবন অন্যান্য পীড়ায় পীড়িত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্ভোজেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমি গত কার্ত্তিক মাসে যেমত পীড়িত হইয়া ক্লেশ পাইয়াছিলাম, তাহার বিশেষ বিবরণ মহোদয়ের অবিদিত নাই। পরে সেই রোগের শেষভোগ পুরাতন জ্বর গত আষাঢ় মাসের ১৭।১৮ দিবাবধি মধ্যে মধ্যে ১৫।১৬ দিনান্তরে এক একবার জ্বর হইয়া দুই দিন করিয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলাম, আর পীড়ার আভাসত নিয়তই দুর্ব্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, শৌচের জড়তা, এবং নিদ্রার ব্যাঘাত এই চারিটি মূল অসুখ বিদ্যমান ছিল, ইহার আনুসঙ্গিক আর আর অসুখের বিষয় কি লিখিব? যাঁহারদিগের এপ্রকার পীড়া হইয়াছিল, প্রায় কথিত অসুখের অবস্থা তাঁহারদিগের অবিদিত নাই, যাহা হউক, এইক্ষণে মহাশয়ের প্রসাদে শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবিত ৺ তারকেশ্বরী-মাতৃ নামক দিব্য ঔষধ এক সপ্তাহকাল সেবন করিয়াছিলাম তাহাতেই আমার তাবৎ অসুখ নিবৃত্তি পাইয়াছে, অদ্য প্রায় দেড় মাস হইতেচলিল, আর জ্বর হয় নাই। শরীরে বিলক্ষণ বলধান হইয়াছে, শৌচ-প্রস্রাব, সহজ, ক্ষুধা বিলক্ষণ উদ্দীপ্ত, নিদ্রাদি সকলই স্বাভাবিকাবস্থ হইয়াছে, অতএব ভরসা করি, তারকেশ্বরী-মাতৃ-নামক দিব্য ঔষধে এযাত্রায় আরোগ্যলাভ করিয়াছি, অনুরোধ করি, যদি কেহ মাদৃশ কোনো প্রকার পুরাতন জ্বর হইয়া ক্লেশ পান, তবে যেন তিনি অবিলম্বেই তারক বাবুর নিকট আসিয়া রীতিপূর্ব্বক তারকেশ্বরী-মাতৃ-নামক দিব্য ঔষধ ব্যবহার দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন। সম্পাদক মহাশয়! আপনিও পাঠকগণকে অনুরোধ করুন, তাঁহারা যেন কাহাকেও তাদৃশ রোগভোগে ক্লেশ পাইতে দেখিলে তারক বাবুর নিকট চিকিৎসা করাইতে অনুরোধ করেন, ইহাই শ্রীচরণে নিবেদনেতি।

সেবক শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।
সাং কাঞ্চনপল্লী।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press*.

সংবাদ প্রভাকর

দৈনিক পত্র

ঐ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

ঐ সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ঐ
ঐ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ঐ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতল্পগীমদমুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্সান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

ঐ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৭০৯৯ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৬ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ১০ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲টঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে আমারদিগের রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ যন্ত্রালয়ে যে সকল পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছিল, এক্ষণে উক্ত যন্ত্রালয়ের মুদ্রাকার্য্য রহিত হওয়াতে নিম্নোল্লেখিত পুস্তক সকল অত্র গোপালপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে প্রস্তুত রাখিয়াছি, যাঁহারদিগের মনোনীত হইবেক, তাঁহারা কথিত বিদ্যালয়ে প্রার্থিত পুস্তকের মূল্য সম্বলিত অস্মদের নামোল্লেখে লিপি প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পুস্তকের নাম।	মূল্য।
সংস্কৃত ও সাধুভাষার মনুসংহিতা।	.....১৲
ঐ ঐ বেদান্ত-সার	১
প্রতিব্রতোপাখ্যান	৸০
কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক	১
আরব্যোপাখ্যান	১
ঐ ১ ২ ৩ ৪ খণ্ড।	
ইং প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক.....১	
রাসরসামৃত .... ।৷০	
আত্মবোধ .... ।৵০	

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা, বন্দ্যোপাধ্যায়স্য।

সন ১২৬৫ সাল
তাং ১৬ শ্রাবণ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲	
শুকেতিহাস .... ।৷০	
সুধীরঞ্জন ....১৲	
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲	
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	....১।৷০
স্বপ্নদর্শন ৵০	

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ

সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আর্গি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদ প্রভাকর

২৬শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১২৮

কলিকাতা হইতে মাতলাপর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের কথা হইতেছে, এই প্রস্তাব নির্দ্ধারণ-করণার্থ সম্প্রতি রেলওয়ে কোম্পানিদিগের একটী বিশেষ সভা হইয়াছিল, তাহাতে অধিকাংশ মেম্বরগণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কহেন, রেলওয়ে নির্ম্মাণের যে ব্যয় হইবে সেই ব্যয় শতবর্ষেও পূরণ করা যাইবেনা. অতএব এতৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছেনা। উল্লেখিত মেম্বরগণের এরূপ অযুক্তির প্রতি কিঞ্চিৎ ন্যায়মত উক্তি করিতে বাধ্য হইলাম,—সুধীবর পাঠকগণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই অবগত হইতে পারিবেন যে, কলিকাতা হইতে কেনিংনগর পর্য্যন্ত রেলরোড নির্ম্মাণের ব্যয় কতদিনের মধ্যে পূরণ হইতে পারিবে। প্রথমে আরোহিদিগের সংখ্যা নিরূপণ করা যাউক, প্রত্যেক সপ্তাহে গোড়ে এবং বেলেঘাটার সেতু দিয়া প্রায় ১,৩০,০০০ এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র লোকের গতায়াত হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতেও অধিক আরোহি-প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, যদ্যপি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা আরোহিদিগের প্রতি সুলভমূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা হইলে ইহারদিগের দ্বারা তাঁহারদিগের কমলভ্য হইবেনা। দ্বিতীয়ত উল্লেখিত সেতুদ্বয় দিয়া প্রতিবৎসর ১৬,০০,০০০ টন অর্থাৎ প্রায় চারি কোটি মোন পরিমাণের দ্রব্যাদির আম্‌দানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে, রেলওয়ে হইলে প্রাগুক্ত লোক এবং দ্রব্যাদির তদুপরি গতিবিধি হইলে বিংশতি বৎসরের মধ্যে ব্যয় পূরণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা,—এতদ্ব্যতীত কেনিংনগরে সকল প্রকার দ্রব্যাদির আম্‌দানি রপ্তানি হইবে, তাহাতে উক্ত স্থানটিও শীঘ্রই মহানগরপ্রায় হইয়া উঠিবে, তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে? অতএব রেলওয়ে কোম্পানিদিগের এপ্রকার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে।

৪ আগষ্ট তারিখে আলাহাবাদ হইতে যে একখানি পত্র আইসে তাহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করত নিম্নে প্রকটন করা গেল।—"বিদ্রোহি হনত সিংহ এবং রাণা বেণীমাধব প্রায় বিংশতি সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এস্থানের কিয়দ্দূরে আগমন করিয়াছে।" সংবাদদাতার সংবাদ সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইলন', কেননা আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ-গোলযোগ নাই বলিলেই হয়, তবে সহসা একেবারে এত অধিক বিদ্রোহি সেনার আগমনবার্ত্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদ্যপি ইহা সত্য হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক অবশ্য প্রকাশ পাইত, তৎপক্ষে সন্দেহাভাব।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, "ঝান্সিস্থ পুলিস বেটেলিয়ন-দলের সেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট রেমিংটন সাহেব পীড়ান্বিত হওত বিদায় লইয়া স্বদেশে গমন-করণের পূর্ব্বে বন্দেল খণ্ডের অন্তঃপাতি "পুনা" নামক স্থানের দুর্গ মধ্যে পুনার রাজার অধীনস্থ কয়েকদল সেনা সমভিব্যাহারে বাস করিতেছেন। এই সংবাদপ্রাপ্তে বিদ্রোহি কুমার সিংহ দানাপুর হইতে পলাতক বিদ্রোহিদিগকে সঙ্গে লইয়া উল্লেখিত দুর্গ অধিকার-করণ মানসে সম্প্রতি তথায় গমন করেন, কিন্তু কোনোরূপে কৃতকার্য্য না হওয়াতে তিনি সসৈন্যে স্থানান্তরে গমন করিয়াছে।" ফিনিক্স সম্পাদক এসংবাদটি কাহার নিকট পাইলেন, তাহা বলা যায়না, কুমার সিংহের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই সকলে জানেন, তিনি যে এতদিনে পর আবার প্রকাশ হইলেন, ইহাইবা কেমন, অতএব উক্ত সম্পাদক এবিষয় বিস্তারিত লিখিয়া আমারদিগের সন্দেহভঞ্জন করিবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গোরক্ষ পুরের পত্রে ব্যক্ত করে, 'মানসিংহকে শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত করায় এবং ফয়জাবাদ হইতে বিদ্রোহিরা বীরবর সার হোপ গ্রাণ্ট সাহেবকর্ত্তৃক তাড়িত হওয়ায়, দুষ্টেরা দলবদ্ধ হইয়া এদিগ অভিমুখে আগমন করিতেছে, এরূপ সংবাদ শ্রবণ করত এস্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব সকলকে সতর্ক হইতে কহিয়াছেন, যে কয়েক দল শ্বেত-সেনা সম্প্রতি এস্থানে আছে, তাহারা সদাসর্ব্বদা সজ্জীভূত হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, শুনিলাম দুই এক দিনের মধ্যে অন্যত্র হইতে বিস্তর সেনা আসিবেক, ইহা যদি সত্য হয় তবে বড় ভয় নাই"।

এতুয়ার পত্র পাঠে জানাগেল, তন্নিকটবর্ত্তি রামনগর নামক একটি পল্লীগ্রাম বিদ্রোহিরা লুঠ করিয়াছে।

বেরালি নামক স্থানের বিচারালয়ে একজন বিদ্রোহি গুলির দ্বারা জীবন বিনাশের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পরে খালাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে "সেই ব্যক্তি বিদ্রোহিদিগের কয়েকটি গোপনীয় পরামর্শ প্রকাশ করিয়াছে, এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উপকার দর্শিয়াছে" উক্ত বিদ্রোহিকে ক্ষমা করায় যে সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক।

আলাহাবাদ হইতে কানপুর পর্য্যন্ত জলোপরি গমনাগমন করণার্থ দুই খানি বাষ্পীয় নৌকা নিয়ত রাখা অত্যাবশ্যক, কেননা কখন্ কি হয় বলা যায়না, বিপদের সময় সেনাদিগের যাতায়াতের সুলভোপায় বাষ্পীয় জাহাজকে অধিকাংশে বলিতে হইবে। কাণ্পির নিকটস্থ নদী মধ্যে পারাণি নৌকা থাকিবার অনুমতি নাই, এরূপ বিদ্রোহিদিগের পার হওনের আতান্তিক ক্লেশ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অপর পারস্থিত বাসিন্দারা নির্ভয়ে সুখে কালযাপন করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি এরূপ সুনিয়ম নির্দ্ধারিত করেন তাহা হইলে ভাল হয়, দুরাচারিরা মনে করিলেই এপার ওপার করিয়া নির্দ্দোষি প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্যকরণে বিরত হয়।

৩ আগষ্ট দিবসের পাটনার পত্রপাঠে অবগতি হইল, সম্প্রতি তথায় শান্তিদেবীর প্রাদুর্ভাব তাহা সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে, তথাকার কমিস্যনর মেং সেমুয়েল্‌স সাহেবের বিশেষ যত্নে ধনাগার দুর্গ মধ্যে নিরাপদে রহিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের বর্ষাকালের প্রথমাবস্থা অবধি এপর্য্যন্ত একদিন উত্তমরূপে বৃষ্টি না হওয়ায় শস্যাদির পক্ষে বড় হানি হইতেছে, এবং গ্রীষ্মের ক্ষমতাও অদ্যাপি বিলক্ষণরূপে বলবৎ থাকায় সকলের কষ্ট হইতেছে। রেলওয়ে কোম্পানিদিগের কর্ম্ম উত্তমরূপ চলিতেছেনা, ঐ জিলার ইঞ্জিনিয়ার মেং তমাস প্যাটলিন সাহেব উক্ত কর্ম্ম সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। পাঁড়েরা গ্রামসিংহের ন্যায় অদ্যাপি সাহাবাদ জিলা মধ্যে ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, তাহারদিগের সেরূপ বলও নাই এবং সাহসও নাই, ৬০। ৩৫ এবং ১০ সংখ্যক রেজিমেণ্টের কয়েকদল সেনা জগদীশপুরস্থ জঙ্গলে বিদ্রোহিদিগকে ভালরূপে শিক্ষা প্রদানার্থ তথায় গমন করিয়াছে, সারণ-চাম্পারণ স্থানদ্বয়ে আর বড় গোলযোগ নাই।

অনুবাদিত সংবাদ।

দিল্লীর কোনো সংবাদদাতা লেখেন "এস্থানের জল বায়ু কদর্য্য অতএব এস্থান সৈন্যদিগের বাসোপযোগি নহে, মিরাট ইহাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট, আমার বিবেচনায় সেই স্থানে শ্বেত-সেনাদিগের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা বিধেয়।—ইতিহাস পাঠে অবগতি হইল যে এস্থানে কয়েকটা রেজিমেণ্ট সেনা কিছুকাল বাস করিয়া প্রত্যেকেই উৎকট পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় তাহারদিগকে মিরাটে স্থানান্তর করাতে সল্পকালের মধ্যে সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়া তথায় সুস্থশরীরে বাস করে। কোন্ স্থান কিরূপ উক্ত দৃষ্টান্তটি পাঠ করিলে সকলেই বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবেন।—মিরাটে

ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট অর্থাৎ সৈন্যদিগের বাসস্থান হইলে কলিকাতা হইতে আহারোপযোগি দ্রব্যাদি অনায়াসে যাইতে পারিবে, এরূপ সুযোগ থাকিতে কেন দিল্লীতে ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট স্থাপন করা কোনোমতে কর্ত্তব্য হয় না, মিরাটে করাই শ্রেয়”।

ঢাকার পত্রে ব্যক্ত করে, “এস্থানীয় শ্বেতসেনাদিগের দৌরাত্ম্য ক্ষান্ত পাইয়াছে,—কিয়দ্দিবস হইল রাজা আবদুল গোণি নামক জনেক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য যবন, গোরা এবং অন্যান্য ইংরাজ ও ইংরাজ-কামিনীদিগকে বিশিষ্টরূপ লোভ দিয়া পরম সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ইহাতে তিনি শ্বেতপুরুষদিগের নিকট যথেষ্ট প্রশংসালাভ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আনুকূল্য পুরঃসর মল্লিখিত নিম্নস্থ বিষয়টি সংশোধনানন্তর মহাশয়ের দেশহিতৈষি-পত্রৈকপার্শ্বে স্থানদানে কৃতকার্য্য ও চিরবাধিত করিবেন।

যথা।—পরসুখে সুখ পরদুঃখে দুঃখ ও দীনহীনের প্রতি দয়া প্রকাশ এই বিবিধকর্ম্মই মনুষ্যের পরমধর্ম্ম, কিন্তু প্রায় দেখিতেছি, ধনবান কিম্বা জমীদারগণ ভ্রমেও এরূপ নিয়মে চলেননা। আহা! তাঁহারা এতাদৃশ ধনবান হইয়াও জগদীশ্বরের অভিমত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া কেবল অনর্থকে হৃদয়-স্থানদানে তাহারই সেবা ও পরিচর্য্যায় নিরন্তর রত থাকেন। ধিক্ ধিক্ হে সম্পাদক মহাশয়! তাঁহারদের এতাদৃশ সম্পত্তি থাকা না থাকা সমান কথা, যাহা হউক আমারদিগের পরম হিতৈষি লালগোলা নিবাসি শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবুরাও মহেশ নারায়ণ রায় গুণাকরের মহদ্গুণ আর কি বর্ণনা করিব, তিনিই কেবল মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎকর্ম্মের প্রথম দৃষ্টান্তযোগ্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই, তিনি যেমন অতুল ধনাধিকারী তদ্রূপ অতুলকীর্ত্তি সমূহ সংস্থান করিয়া অতুল প্রশংসাভাজন হইতেছেন, তাহার ব্যবহার প্রণালী অবলোকনে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ “দয়া” মনুষ্যরূপে সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার মিষ্টালাপ শ্রবণে শ্রবণ করিলে জ্ঞান হয় যেন, সরস্বতী পতিপুত্রে মতিবিরতি করিয়া তাহারই রসনাগ্রে নৃত্য করিতেছেন, তাহার দাতব্যতা গুণ অনুক্ষণ বীক্ষণ করিলে বিবেচনা হয়, যেন মহারতি, কর্ণ, মূঢ়মতি পুনরায় ধরাপতি হইয়াছেন, ফলত কি স্বদেশি, কি বিদেশি, কি উদাসি, সকলকার প্রতি তিনি এমত দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে যাহা তৎক্ষণাৎ প্রদানে তাহার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, বিশেষ যাহারা নিতান্ত দরিদ্র ও সহায়হীন, তাহারদিগের উপকারে তিলার্দ্ধও বিরত নহেন, হে পাঠকবর্গ! ইনিই যথার্থ ধনের ও মানবজন্মের সার্থকতা করিলেন, সন্দেহ নাই, অতএব হে পিতঃ পরমেশ্বর! আমারদিগের পরমহিতৈষী ও অনাথ-প্রতিপালক এই বাবুজীকে চিরজীবী করুন, এই আমাদিগের অভিলাষ।

শ্রীরামসুন্দর রায়।
পাবনা ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র।

মহামান্য সুধীবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত পদ্যটি সংশোধনান্তে ভবদীয় জগদুজ্জ্বলকর প্রভাকর পত্র পার্শ্বে স্থান দানে নিতান্তাধীন জনের মানসপূর্ণ করিয়া চরিতার্থ করিবেন।

পদ্য।

কোরোনা কোরোনা মন, কুপথে গমন।
যে জন কুপথে যায়, সে হয় কুজন ॥
সরল সুপথে চল, যদি চাও সুখ।
নতুবা কুটিল পথে, পাবে তুমি দুঃখ ॥
হায় তুমি জ্ঞানরূপ, নয়ন থাকিতে।
না পাও দেখিতে কিছু, না পাও দেখিতে ॥
হেন অপরূপ কেবা, দেখেছে কোথায়।
অমৃতে অরুচি হোয়ে, বিষ লোয়ে খায় ॥
এখন যদ্যপি ছাড়, এমন সুযোগ।
আর তবে কবে হবে, সুখের সম্ভোগ ॥
কুপথে কখনো সুখ, হবেনা হবেনা।
ধর্ম্মরূপ ধন তায়, রবেনা রবেনা ॥
দূর হোতে ওই পথ, করি দরশন।
মনে হয় এই বুঝি, ইন্দ্রের ভবন ॥
কিন্তু যে মানব তথা, উপনীত হয়।
দেখে শেষ ঘোরতর, পাপকাঁটা ময় ॥
গতি দোষে অবশেষে, পায় প্রতিফল।
তাই বলি চল মন, সত্যপথে চল ॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সাং হোগোল কুড়িয়া।
ওরিয়েন্‌টেল সেমিনরি জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the “Probhakur” Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মরণ

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০০১ সংখ্যা] গুরুবার ২৮ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ১২ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতার সহরতলীস্থ রাস্তা প্রভৃতির সাইনবোর্ড প্রস্তুত করিয়া দেওনজন্য যে কেহ প্রার্থিত থাকেন তাঁহারা মোকাম আলীপুরে শ্রীযুক্ত সুবরবন ট্যাক্স কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বর্ত্তমান মাহার ১৩ তারিখ হইতে ২০ তারিখ পর্য্যন্ত স্ব স্ব আবেদন পত্র আবদ্ধ পূর্ব্বক প্রেরণ করিলে গ্রহীত হইবেক তৎপরে লওয়া যাইবেক না, ইতি।

W. HEGSHUM.
Collector.

ডবলিউ, হেগসাম।
কালেক্টর।

সুবরবন ট্যাক্স-কালেক্টর এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কাছারি।
সন ১৮৫৮ সাল।
তারিখ ১১ আগষ্ট।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে আমারদিগের রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ যন্ত্রালয়ে যে সকল পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছিল, এক্ষণে উক্ত যন্ত্রালয়ের মুদ্রাকার্য্য রহিত হওয়াতে নিম্নোল্লেখিত পুস্তক সকল অত্র গোপালপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে প্রস্তুত রাখিয়াছি, যাঁহারদিগের মনোনীত হইবেক, তাঁহারা কথিত বিদ্যালয়ে প্রার্থিত পুস্তকের মূল্য সম্বলিত অস্মদের নামোল্লেখে লিপি প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পুস্তকের নাম।	মূল্য
সংস্কৃত ও সাধুভাষার মনুসংহিতা।	১৲
ঐ ঐ বেদান্ত-সার	১
প্রতিব্রতোপাখ্যান	৸০
কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটক	১
আরব্যোপাখ্যান	১
ঐ ১ ২ ৩ ৪ খণ্ড।	
ইং প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক	১

রাসরসামৃত .... ।৷০
আত্মবোধ .... ।৶০
শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা, বন্দ্যোপাধ্যায়স্য।

সন ১২৬৫ সাল
তাং ১৬ শ্রাবণ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।০
স্বপ্নদর্শন ৶০

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

২৮শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা কোনো বিশেষ বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, আলিগঞ্জের সুবিজ্ঞ বিচারদক্ষ ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বন্যমহিষ স্বীকার করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, উক্ত গুণযুক্ত কর্ম্মচারি পশু স্বীকারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, এক গুলিতে দুইটি বলবন্ত ব্যাঘ্রকে এককালে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য-জন্য এবারে মহিষ মারিতে গিয়া আপনিই মানবলীলা সম্বরণ করিয়া বসিলেন, যে সময় তিনি মহিষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়েন, সেই সময় সেই দুরন্ত মহিষ আপনার গোঁ-ভরে তাঁহাকে শৃঙ্গে করিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাঙ্ঘাতিকরূপে আঘাত করে, কিন্তু তখন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, পরে এই মহানগর কলিকাতাস্থ হাঁসপাতালে আরোগ্য-লাভ করিতে আসিয়া গত পরশ্ব উক্ত স্থানেই মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

যে সময় বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে গোয়ালিয়ার রাজ্য পুনরাধিকার করা হয়, সেই সময় তৎস্থানাধিপতি সিন্দিয়ার কয়েকজন কর্ম্মচারি বিশেষ বীরত্ব সহকারে শত্রু বিনাশ এবং বিদ্রোহিদিগের দুইজন গোয়েন্দাদিগ্যে ধৃত-করণে সাহায্য করায় তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ পুরস্কার প্রদানে উৎসাহবর্দ্ধন করায় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, ইহা অবশ্য সকলকে গ্রাহ্য করিতে হইবে। বন্ধুরাজাদিগের কর্ম্মচারি এবং সেনাদিগকে উপযুক্তরূপ পুরস্কার দিয়া উৎসাহবৃদ্ধি করিলে তাহাতে ইষ্ট ব্যতীত কখনই অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাই।

আমরা কুনঞ্চস্থ বন্ধুর পত্রখানি ডাকযোগে প্রাপ্ত হইয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম, পাঠকগণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

"এস্থানের রাজানুগত রাজা বিদ্রোহি-সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আপনার রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, দুষ্টেরা তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যটি অধিকার করিয়াছে, অতএব উক্ত রাজাকে সাহায্য করা দয়াবান গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে।"

যবনদিগের প্রধান পর্ব্ব মহরমোপলক্ষে সদর দেওয়ানি আদালত মাদরসা কালেজ এবং মফঃসল কাছারি সকল অদ্যাবধি পঞ্চদশ দিবস

দিবস পর্য্যন্ত বন্দ হইয়াছে, ঐ সকল কার্য্যালয়াদি আগামি ১১ ভাদ্র বৃহস্পতিবারে খুলিবেক।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

বিগত ৭ আগষ্ট দিবসে আলাহাবাদ হইতে জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রেরণ করেন।

"গত ২ তারিখে ফৈয়জাবাদে কোনোরূপ গোলযোগ ছিলনা, নসিরাবাদস্থ দুই রেজিমেণ্ট বিদ্রোহি সেনা খাপারি নামক স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোমতিনদী পার হইয়া সুলতানপুরের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম হোসন্‌পুরে গমন করিয়াছে। ভারতিপুরের বিদ্রোহিরা বিগত ৩১ জুলাই তারিখে গোমতিনদী ক্রমেই পার হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে সকলে অপর-পারে উপনীত হইয়া সুলতানপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ফৈয়জাবাদ হইতে ৪ তারিখে যে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা পাঠে অবগতি হইল, সুলতানপুরের নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে ছয় সহস্র সাত শত বিদ্রোহি সিপাহি আট সহস্র নয় শত ইরেগুলার পদাতিক এবং পঞ্চদশ শত বিদ্রোহি অশ্বারোহি সেনা অবস্থিতি করিতেছে, তাহারদিগের সহিত একাদশটা কামান আছে, বিদ্রোহিরা সকলে একত্রিত হইয়া প্রতাপগড়াভিমুখে গমন করণের সংবাদ শুনা যাইতেছে। ফৈয়জাবাদ হইতে ১ সংখ্যক মান্দ্রাজ ফসিলার সেনা, পাঁচ গণিত পঞ্জাব রাইফেল সেনা, এক দল অশ্বারোহি গোলেন্দাজ এবং পাঁচ শত ইংরাজ এবং এতদ্দেশীয় অশ্বারোহি সেনা সুলতানপুরে গমন-করণের উদ্যোগ করিতেছে, তাহারা তথায় শীঘ্রই গমন করিবে।

ফৈয়জাবাদ হইতে গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত ডাক নিয়মিতরূপে গতায়াত করিতেছে, কাণপুরের পুরাতন রাস্তার নিকটে এক রেজিমেণ্ট পুলিস পদাতিক এবং চারি শত অশ্বারোহি সেনা অবস্থান পূর্ব্বক তৎ প্রদেশের কুশল-সংস্থাপনের উপায় ঈক্ষণ করিতেছে, ফৈয়জাবাদস্থ সকলে বিশেষত জমিদারগণ বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন পুরঃসর বিদ্রোহিদিগের উপর অনিষ্টসাধনে যত্নযুক্ত হইয়াছেন, ইহা বড় শুভকর সংবাদ বলিতে হইবে। জেনরল রবার্ট সাহেব সারোয়ার নামক স্থানে গমন করিয়াছেন, কর্ণেল হোম্‌স সাহেব "বনাস" নদীর সন্নিকট-স্থানে স্বীয় দলবল লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, শেষোক্ত বীরবরের সহিত কয়েকটি উষ্ট্র ছিল, তাহারদিগের মধ্যে অধিকাংশকেই শত্রুগণ এবং শমন গ্রহণ করিয়াছে, এতদ্দেশীয় কোনো ব্যক্তি গোয়ালিয়ার হইতে এমত সংবাদ দেন যে, বিস্তর বিদ্রোহি সেনা নিমচ জিলার অন্তঃপাতি সিগিলি নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে, তাহারা কোন্‌দিগে যাইবে, তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় নাই।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

৩ আগষ্ট দিবসের চাইবাসার পত্রে ব্যক্ত করে, "আমরা একবিংশতি দিবসে মেদিনীপুর হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছি, বিদ্রোহি অর্জ্জুন সিংহ যাহাকে ধৃত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান সম্মত হইয়াছিলেন, সেই দুষ্ট অদ্যাপি ধৃত হয় নাই, জঙ্গলমধ্যে বাস করিতেছে, কোলেরা বিরোধভাব প্রকাশ-করণে নিরস্ত হইয়াছে। —কিয়দ্দিবস হইল কলিকাতা হইতে পঞ্চাশজন নাবিক সেনা আহারোপহোগি দ্রব্যাদি সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে নিরাপদে আগমন করিয়াছে, কিন্তু তাহারা উপযুক্ত স্থানাভাবে কষ্ট পাইতেছে।

বিদ্রোহিদিগের বিক্রম অধিকাংশ ধ্বংস হওয়ায় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিদিগকে স্বীয় স্বীয় সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে যথাস্থানে গমন-করণের আদেশ দিয়াছেন।

অযোধ্যার অন্তঃপাতি ডিসা নামক স্থানের শিবির হইতে বিগত ৩ তারিখে যে সংবাদ আগত হয় তাহার স্থূলমর্ম্ম "২৯ জুলাই দিবসে কয়েকদল সেনা ফৈয়জাবাদে আসিয়াছে, সে সকল বিদ্রোহিরা সাহাগঞ্জস্থ রাজা মানসিংহের দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা মহম্মদ হোসেনের অনুমত্যনুসারে গঞ্জা নদী পার হইয়াছে, মেন্দি হোসেনের অধীনস্থ অনেকগুলীন সেনা গোমতি-

নদীপার হইয়া সুলতান পুরাভিমুখে গমন করিয়াছে। পাটনার বিদ্রোহী আলি করিম ১৫০০ বিদ্রোহি সেনা সমভিব্যাহারে আজিম গড় সম্মুখে অবস্থিতি করায় সকলে ভীত হইয়াছেন"।

জেয়ালপুরের কোনো গোপনীয় পত্রে ব্যক্ত করে, "ডাক-কর্ম্মচারিদিগের অমনোযোগে চিঠীপত্র নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে,—বৃষ্টির অভাবে এস্থানে শস্যাদি জন্মাইবার হানি হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে আমরা বিদ্রোহিদিগের উৎপাত ক্ষান্ত হওয়ায় অতিশয় নির্ব্বিঘ্নচিত্ত হইয়া আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি।

কাণপুরের কোনো গোপনীয় পত্রে ব্যক্ত করে, "যে সময় ব্রহ্মপুত্র নামক বাষ্পীয়-তরী আলাহাবাদে যাত্রা করে, সেই সময় পথমধ্যে বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা সমর হইয়াছিল, তাহাতে শত্রুপক্ষেরি বিস্তর সেনা নিহত হইয়াছে।"

অনুবাদিত সংবাদ।

লক্ষ্ণৌস্থ কোনো সংবাদদাতার পত্রে দৃষ্ট হইল, ওস্থানে জ্বররোগের বিলক্ষণ প্রবলতা দৃষ্টি করা যাইতেছে, অল্প দিনের মধ্যে অনেকগুলীন মানবের মৃত্যু হইয়াছে, পোলিস সংক্রান্ত কর্ম্মচারী লেপ্টেনাণ্ট ফ্রেঞ্চ সাহেব কয়েকজন দুষ্টকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিপদুদ্ধারকারী শক্তিবান রক্ষাকর্ত্তার কৃপায় তিনি সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এস্থানের ধনাগারে মেং এড ওয়ার্ড বিকাস সাহেব রক্ষাবেক্ষণকরণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

সত্যই সত্য।

নূতন নেড়া-নেড়ীর দল অথবা গৌরাঙ্গাবতার অবিকল!

রাধা-কৃষ্ণী মত।

ওহে সম্পাদক প্রবর! হে প্রভাকরকর! অদ্য একটি ধর্ম্মঘটিত চমৎকার ব্যাপার অতিমাত্র সংক্ষেপ পূর্ব্বক নিবেদন করি, সবিশেষ সাবকাশানুসারে লিখিব। ফলে এতৎ পাঠে পাঠকবর্গ অবশ্য চমৎকৃত হইবেন হইবেন, অত্র সন্দেহ নাস্তি। আপনি জানিতে পারিবেন যে, হিন্দু রাজধানীতে ধর্ম্মশাসন প্রণালী প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত গোর্খারাজ্য-মধ্যে অর্থাৎ নেপালরাজ্যে বৈদিকধর্ম্ম শাসন কঠিনরূপে প্রচলিত আছে, বরং স্বাধীনতা এদেশে স্বাধীনতা করিতে না পারিয়া দেশাচারের দাস হইয়া অপকৃষ্ট দাস্যবৃত্তিতে কালক্ষয় করে, যাহা হউক স্থূলবিষয়টি এই যে, কিয়দ্দিনাতীত হইল, বায়ু সেবনার্থ গিয়া মনুষ্যের কোলাহল শুনিয়া এবং ইতস্তত দেখিয়া তাহারদিগের ভাষায় "গোর্দা ভাষায়" জিজ্ঞাস্য হওয়াতে জানাগেল যে কতকগুলা পাষণ্ড বেদবহির্ভূত "রাধা কৃষ্ণী" নামধেয় একটা নূতন পন্থা বাহির করিয়া বহু বিধনর নারীকে সেই পথে আনয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছে সুতরাং রাজাজ্ঞানুসারে তন্মতাবলম্বী সারদীয় ধর্ম্মভ্রষ্ট, রণ্ডা, ষণ্ডা, গণ্ডাগণ্ডা ধৃত হইয়া সদর কোতোয়ালিতে আনীত হইতেছে, তাহারদের ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মবিচার হইয়া দণ্ডবিধান হইবেক, সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে নর-নারীর উপাখ্যান একেবারেই শ্রবণে মনে মনে একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিশেষ তোষামোদ পূর্ব্বক বলিলাম, ভাই হে! বিষয়টা কি? কারখানাটা কি? বল দেখি, শুনি! তাহাতে জানাগেল, পাষণ্ডগণ একটা (রাধাকৃষ্ণী) নূতন মত চালাইয়াছে, ফলে নামমাত্র "রাধাকৃষ্ণী" বাস্তবিক তাহাদের উপাস্য দেবতা "প্রাণনাথ" কিন্তু লীলা বিষয়ে "রাধাকৃষ্ণী" মতটীই সম্পূর্ণ প্রতিভাত হইয়াছে, কেননা বেটারা নরনারী সকলে একত্রিত হইয়া সর্ব্ব বর্ণ সমবেত হইয়া ভোজন করে পরে ভোজনান্তে ভক্ত বাবাজীরা আপনাপন মস্তকাভরণ (টুপী) এবং ভক্তিনীগণ (যাঁহারা প্রায় এরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রধান) তাঁহারা আপন আপন কঞ্চুকী সকল গাত্র হইতে উত্তোলন করত একটা অন্ধকার গৃহে ফেলিতে আরম্ভ করেন, এই কার্য্য শেষ হইলে আলোকদ্বারা অবলোকিত হইলে যে পুরুষের টুপী যে নারীর কঞ্চুকীতে সংলিপ্ত থাকে, সে তাহাকেই (রাধাকৃষ্ণ ভাবে) ব্রজলীলায় নিবিহার করে ইহাতে সম্পর্ক কি, বর্ণ কি, জাতি বিরুদ্ধের কোনো বিরুদ্ধতাই ভাবেনা? আহা কি মধুর লীলা! যাহা হউক পরে এবিষয়ের সবিশেষ লিখিব, কিন্তু ওহে ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বোঝা ভার।

K. L. G.

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press.*

সংবাদপ্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

ঐ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

ঐ সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ঐ
ঐ উদেতি ভাষৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ঐ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাস্তরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তান্তদ্বিরেফাস্তরাঃ॥

ঐ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০০২ সংখ্যা] শুক্রবার ২৯ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং-১৩ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতার সহরতলীস্থ রাস্তা প্রভৃতির সাইনবোর্ড প্রস্তুত করিয়া দেওনজন্য যে কেহ প্রার্থিত থাকেন তাঁহারা মোকাম আলীপুরে শ্রীযুক্ত সুবরবন ট্যাক্স কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বর্ত্তমান মাহার ১৩ তারিখ হইতে ২০ তারিখ পর্য্যন্ত স্ব স্ব আবেদন পত্র আবদ্ধ পূর্ব্বক প্রেরণ করিলে গ্রহীত হইবেক তৎপরে লওয়া যাইবেক না, ইতি।

W. HEGSHUM.
Collector.
ডবলিউ, হেগসাম।
কালেক্টর।

সুবরবন ট্যাক্স-কালেক্টর এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কাছারি।
সন ১৮৫৮ সাল।
তারিখ ১১ আগষ্ট।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

২৯ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

আমরা পাবনাস্থ বন্ধুর পত্রখানি প্রাপ্তিমাত্র অবিকল প্রকটন করিলাম, ভরসা করি, দয়ালু গবর্ণমেণ্ট পাবনাস্থ প্রজাগণকে ত্বরায় গোরাদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

"বিবিধ স্তুতিরিনতি প্রকাশপূর্ব্বক নিবেদন মিদং, এযাবৎ যে এই পাবনা জিলার দুরবস্থার বিষয় মহাশয়ের ভুবনবিদিত প্রভাকর পত্রে প্রকাশ পায় নাই, তাহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখবোধ করিয়া অধুনা তদ্বিবরণঘটিত এই লিপিখানি মহাশয়ের বিশ্বপূজ্য মর্য্যাদাসন্নিধানে প্রেরণপর হইতেছে, হে দয়াময় সম্পাদক মহাশয়! স্বীয় অসীম মহিমা প্রভাবে একবার করুণাসূচক ঈষদ্দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অশুদ্ধ সংশোধনান্তর প্রেরিত পত্রটুক প্রকটন করিয়া অগণ্য সাধুবাদে চিরক্রীত করিবেন।

এই পাবনা জিলায় অদ্যমাসাধিক কাল হইল, প্রজাহিতৈষী অসীম দয়ারাশি বিদ্রোহিকুঞ্জর-কেশরী-বিশ্ববিজয়ী গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশক্রমে একজন সেনাপতি (কাপ্তেন) সহ এক শত সবল-ধবলসৈন্যদল আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে, ইহাদিগের আগ-

মনের সংবাদ আকর্ণন করিয়া যদ্যপিও অত্রস্থ প্রজাসমস্ত এক প্রকার তটস্থ হইয়াছিল, তথাচ মনেমনে নিশ্চয় সুদৃঢ় ভরসা করিয়াছিল যে, রাজসেনানিকর আসিয়া রাজানুগত প্রজাদিগের প্রতি সুকোমল ব্যবহার সম্প্রচার করিবেক কিন্তু তাহাদিগের এই আশা সুবর্ণের গন্ধের ন্যায় ও ইক্ষুদণ্ডের ফলের ন্যায় অলীক পদার্থ শ্বেতসেনাগণ আসিয়া সভয়হৃদয় প্রজাচয়কে অভয়প্রদান ও নরমআচরণ এবং নগররক্ষণ কি করিবেক, অধিকন্তু তাহারাই ঘোরতর ভয়ঙ্কর কালান্তকাবতার হইয়া নিদারুণ নৈষ্ঠুর্য্য ব্যবহারে সুখময়ী-শান্তিময়ী-শ্রীমতী পাবনা নগরীকে দীনাহীনা অঙ্গনার ন্যায় ছিন্নভিন্নাবস্থায় নিপতিত করিয়াছে, হায়! হায়! কি পরিতাপ! কি পরিতাপ! যাহারা রক্ষক, তাহারাই ভক্ষক হইলে দীনদুঃখি প্রজাগণের মরণভিন্ন আর কি গতি আছে? হে দয়ার সাগর সম্পাদক মহাশয়! কেবল আপনিই আমাদের একমাত্র রোদনের স্থল, ভরসা করি যে, ভবাদৃশ রাজাপ্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী সকরুণ মহাত্মাগণ আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইবেন, তৎসন্দেহ নাস্তি।

প্রথমতঃ এই যে এথাতে একখানি (গঞ্জা) মাদক দোকান ছিল, শ্বেতসেনাগণ অপরিমিতরূপে মদ্য পান করিয়া মাতলামি করিবেক এই জন্য অত্রস্থ মহামতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত মাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত দোকান বন্দ করিয়া দেন, তাহাতে সৈন্যগণ ব্রাণ্ডী অভাবে কেবল এক রাণ্ডীর নেসায় উন্মত্ত হইয়া গিরিচর কুঞ্জর যূথ যেমত সুকোমল কমলদলের প্রতি নিদারুণ নৈষ্ঠুর্য্যাচরণ প্রচার করিয়া থাকে, তন্যায় সুকোমলা বারঅবলার প্রতি অযথোচিত অত্যাচার করায় বারাঙ্গণাগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এস্থান ত্যাগে স্থানে স্থানে পলায়নপরায়ণ হইয়াছে, ফলত এথা হইতে বারবামাকল্প বৃহল্লতার মূল এককালীন উৎপাটন হইয়াছে, এইক্ষণ একটী বারবিলাসিনীরও সুচারু বদন দেখার সৌভাগ্য হয়না, তথাচ দুর্বৃত্ত সেনাগণ ১০।১২ জনে এক দলবদ্ধ হইয়া মহাক্রোশে বারনারীগণের পলাতক আবাসে আসিয়া তাহাদের ঘর দরওয়াজা ঝাঁপ কপাট ও হাঁড়ী কলসী এককালীন ভগ্ন, চূর্ণ ও নন্দীকর্ত্তৃক দক্ষ রাজার যজ্ঞকুণ্ডের দুর্গতির ন্যায় তাহাদের ঘরের মাঝে মলমূত্র ত্যাগপূর্ব্বক লণ্ডভণ্ড করিতেছে, ইত্যাকার উপদ্রবের মধ্যে দুষ্টসেনাগণের শাণিত শস্ত্রকর্ত্তৃক দুইজনা বেশ্যা রক্তারক্তিরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, ও অপর ২০।২৫ জনা বারযোষিৎ যষ্টিমুষ্টি কর্ত্তৃক আধ মরাকপে শাস্তী কৃত হইয়াছে এবং অন্য তিন জনা বারভামিনী সোণারূপার কয়েকখান অলঙ্কার হারা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ।—দুরন্ত উন্মদমন্মথ মদিরার নেসায় প্রমত্ত হইয়া শুক্ল সেনাগণ এককালীন কাণ্ডাকাণ্ড বিবেক বিহীন হইয়াছে, অর্থাৎ বারকামিনী অপ্রাপ্তে এইক্ষণে নাগরীয় ভদ্রাভদ্র সমস্ত গৃহস্থদের বাটীর বেড়াঘেরা ভগ্নীভূত করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, গত ১৮ই তারিখ রজনীযোগে এথাকার জেলখানার একজন বরকন্দাজ আপন স্ত্রীর সঙ্গে একাশনে শয়ন করিয়া আছে, এমত সময়ে ৫ জন গোরা দ্বার ভাঙ্গিয়া উক্ত বরকন্দাজের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দুই জন তাহাকে ধরিয়া রাখিল ও অপর তিনজন তাহার চক্ষুর উপরেই তাহার স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়া চলিয়াগেল, ঐ প্রকার গত কল্য রাত্রি নয় ঘটিকার সময় দুইজন গোরা বলপূর্ব্বক জেলখানা স্থিত একটী কারারুদ্ধা স্ত্রীলোকের সতীত্বভ্রংশ করিয়াছে এবং অদ্য দিবা দ্বিপ্রহরের সময় একটী নবীনা গার্হস্থ্য কামিনী নদীর ঘাটে জল আনয়ন করিতে গিয়াছিল, পথিমধ্যে একজন দুর্জ্জন সেনা তাহাকে ধৃত করিয়া সতীত্ব ধ্বংস করিয়াছে, হায়! হায়! কি গর্হিত ব্যাপার! কি গর্হিত ব্যাপার! যারপর আর গর্হিত ব্যাপার নাই; ও যারপর আর অত্যাচার নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অত্রস্থ প্রজাসকল কুলাখ্যাতি ও কুলকলঙ্ক এবং সরমেমরমে মরারভয়ে মহাভীত হইয়া অতি ত্রস্তে আপন আপন বাটী ঘরত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রী পরিবারাদি লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে, ফলত যেমত সিংহের ত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ভয়াকুল মৃগকুল বিপিন ছাড়িয়া ছড়িভঙ্গ হয়, তন্যায় গোরার ভয়ে পাবনার বাসিন্দাগণ দিগ্‌দিগন্তর দৌড়িতেছে, হায়, হায়! এই সময়কার খেদের কথা কি কহিব? বাসিন্দাগণ প্রাণসম প্রিয়তম জন্মস্থান ছাড়িয়া যাওয়াতে তাহাদের অশ্রুজলে বসুধাতল প্লাবিত হইতেছে এবং সকলের মুখ হইতে "গোরা এল রে পলারে পলারে বাপ্‌রে বাপ্‌রে মোলামরে মোলামরে" এই

শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় মহা গণ্ডগোল কোলাহল ও হুলস্থূল লাগিয়াছে ও স্থানে স্থানে কতশতজনে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক "হা জগদীশ্বর! যো জগদীশ্বর," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, কাঙ্গালি বাঙ্গালি প্রজারতো কথাই নাই, তাহারা পুত্র শোকের ন্যায় মহাশোকে শোকার্ত্ত হইয়া ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে এবং এইক্ষণে পাবনার যেদিগে নয়ন নিক্ষেপণ করা যায়, সেই দিগই উজাড় ও লক্ষ্মীছাড়া দেখা যাইতেছে।

তৃতীয়তঃ।—ভীষণাবতার গোরাগণ দস্যুতাতেও অতি-তৎপর, অর্থাৎ ইতিমধ্যে একদা যামিনীযোগে তিনজন গোরা এথাকার নেটিব ডাক্তারের বাক্স ভাঙ্গিয়া তিন টাকা ও অন্যান্য দ্রব্য-জাত হরণ করায় শ্রীযুত কাপ্তেন সাহেব তাহারদিগকে উচিতমত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু গত কল্য যামিনী দশ ঘটিকার সময় মহাবলবান আট জন সেনা এক দলবদ্ধ হইয়া করতলে করাল করবাল ও বন্দুক ধারণ পূর্ব্বক অত্রস্থ মালখানার একজন বরকন্দাজকে নানাপ্রকার প্রহার করণানন্তর তাহার পেটারা ভাঙ্গিয়া নগদ এক সহস্র মুদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে, এই ব্যাপারটি সামান্য ব্যাপার নহে, এই বিষয় শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ংও পুলিস অমলাগণ তদারক করিতেছেন, কিন্তু এযাবৎ কিছু নিশ্চয় হয় নাই, এতদ্ব্যতীত গোরা-সৈন্যগণ বাজারের মধ্যে যাইয়া দোকানদারগণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে, অর্থাৎ দোকানদারগণের দ্রব্যজাতাদি কতক অর্দ্ধেক মূল্যে ও কতক বিনামূল্যে কাড়িয়া ছিনিয়া লইতেছে, এবং অপরন্তু তাহারদিগকে ড্যাম ফুলিস বলিয়া যষ্টি মুষ্ঠির প্রহারাদি করিতেছে, ইহাতে উপায় হীন সুদীন দোকানদারগণের দুঃখের আর পরিসীমা নাই ও এইক্ষণে বাজারে ক্রয় বিক্রয় আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি বাণিজ্য করিবার এককালীন বিসর্জ্জন হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। ফলত যদি কালান্তকাবতার গোরা-সৈন্য আরো মাসেক দুই মাসকাল এথাতে অবস্থিতি করে, তবে উজ্জ্বলময় পাবনানগর জনশূন্য হইবেক, লক্ষ্মীছাড়া হইবেক, উচ্ছিন্ন যাইবেক, এবং অবশেষে বহুপশু সমাকীর্ণ ভীষণারণ্যেপরিবেষ্টিত হইবেক।

চতুর্থতঃ যমের দোসর ধবল সেনাগণ, সুমহৎ ভদ্রবিশিষ্ট-ব্যক্তিগণকে অপমান করণে প্রবর্ত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ এথাকার জেলখানার (কারাগারের) দারোগা মহাশয়ের অপমান ও দুর্দ্দৈবের বিষয় লিখনে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়, প্রায় ২০।২৫ বীর্য্যবন্ত শ্বেত-সেনা একত্র হইয়া নানাপ্রকার অসহনীয় প্রহার ও অপমান করণান্তর একদিন ও এক রাত্রিপর্য্যন্ত মহাকষ্টতার সহিত কারাবদ্ধ করিয়া রাখে, এবং তাঁহার তাহাতে প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব নানামত চেষ্টায় উক্ত বন্ধনদশা হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়া প্রাণদান দিয়াছেন। ফলত দারোগা মহাশয়ের অত্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ বলিতে হইবেক, কেননা তিনি যমরাজার দক্ষিণদ্বার দেখিয়াও ফিরিয়া আসিলেন, সচরাচর এমত প্রকার কেহ ফিরিয়া আসিতে পারেনা, বোধ করি তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের অখণ্ড পুণ্য রাশির বলে পুনর্জ্জীবন পাইয়াছেন, যে হউক, এই ব্যাপারটী দেখিয়া অত্রস্থ আমলা মোক্তার প্রভৃতি সমুদয় ভদ্র-লোকের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে, কখন্ কাহার দশায় কি হয় তৎপক্ষে মহাভয় হইয়াছে।—সম্পাদক মহাশয়! মল্লিখিত একটী কথার প্রতিও অবিশ্বাস করিবেননা, ভরসা করি যে, নিম্নস্থ বিস্ময়াবহ প্রকাণ্ড কাণ্ডটির কথা জ্ঞাত হইয়া আপনকার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবেকনা। দুরাত্মা শ্বেত-সেনাগণ প্রাগুক্ত অযথোচিত অত্যাচার-করণে, তদ্বিষয় সুদুঃখি প্রজাগণ গত কল্য ৩০।৪০ খান দরখাস্ত করায় মহামতি কাপ্তেন সাহেব প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেমত গোরা-সৈন্যগণকে দমন করার উপলক্ষে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, অমনি একজন বীর্য্যবান্ সেনা মহারাগান্বিত হওত সেনাপতি বাহাদুরকে বিনষ্ট করার উদ্দেশে গোলা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়, তাহাতে কাপ্তেন সাহেব আসন্ন-মৃত্যু দেখিয়া করতলস্থ তলবার দ্বারা উক্ত দুরাত্মা বামহস্তের কতকখানি চর্ম্ম মাংস চোট দিয়া লওনে তাহার হাত হইতে বন্দুক ভূতলে পড়িয়া গেল, এবং কাপ্তেন সাহেব এই সুযোগে প্রাণরক্ষা করিলেন। দেখুন্ দেখি কি চমৎকার বিপরীতকাণ্ড! যিনি ইহারদিগের সেনাপতি ও যিনি ইহারদিগকে শাস্তি দিবেন, শাসন করিবেন, তাঁহার উপরেই প্রিয়ধন প্রাণধন নিধন করণ

রূপ অত্যাচারকরণে উদ্যত হয়, এস্থলে প্রজা-লোক বাঁচিবে কোন্ কথা? ও তাহারদিগের উপর যাহা মনে লয়, তাহার মত অত্যাচার করার আশ্চর্য্য কি আছে? আমরা পূর্ব্বে পরের মুখে শুনিয়াছিলাম যে মদমত্ত বারণগণ অঙ্কুশ আঘাতে কিছুমাত্র বারণ না মানিয়া অনুক্ষণ কেবল কানন দলন করিতে থাকে, কিন্তু এইক্ষণ শ্বেত-সেনাগণ তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়ায় স্বচক্ষুতে কিছু দেখার ত্রুটি থাকিলনা, অর্থাৎ উল্লেখিত আচরণে শ্বেত-সেনাগণকে পাগ্‌লাহাতী ও কাপ্তেন সাহেবকে বৃথাঙ্কুশ ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু শুনা যাইতেছে যে, শ্রীযুত কাপ্তেন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবদ্বয় অত্রস্থ প্রজাগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এথাতে প্রজাবিদ্রোহি গোরা-সেনা না থাকার কারণ প্রবল প্রতাপান্বিত গবর্ণমেণ্টে এক চিঠি লিখিয়াছেন, জগদীশ্বর করেন, ঐ চিঠিখানি অচিরাৎ সুসার-জনক হউক, ভরসা করি যে, দয়াবান গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সন্তানগণের দুঃখের কথা শুনিয়া অবশ্য তৎ প্রতীকার করিবেন, কেননা প্রজাগণ যেমত তাঁহার স্নেহেরপাত্র, এমত শ্বেত-সেনাগণ নহে, জগদীশ্বরের সমীপে নিরবচ্ছিন্ন এই প্রার্থনা যে, বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল হউক।

আপনকার শ্রীচরণাশ্রিত।
নিতান্ত সেবক।
শ্রীমোহিনীমোহন ঘোষ।
মোকাম পাব্‌না।
সন ১২৬৫ তাং ২০ শ্রাবণ।"

প্রেরিত পত্র

শাস্ত্রক্ষীর পারাবার বিলোড়নোত্থিত নির্ম্মল জ্ঞানানন্দ শান্ত স্বান্তঃ কাব্যাটবীবিমর্দ্দন করিগণ দোষ-কুম্ভ সন্দলন পঞ্চানন, পদ্য পদ্ম পরাগ পরিপান ভ্রমরীকৃত চিত্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কোটি কোটি সবিনয় নমস্কার করপুটে নিবেদন মিদং।

এই অজ্ঞান ছাত্র স্থূলবুদ্ধি সাধ্যে নিম্নস্থ কতিপয় পদ্য পঁক্তি সংগ্রহ করিয়া মহাশয়ের অভয়-প্রদ জ্ঞানপ্রদ মাহাত্ম্য সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছে। হে কবিকদম্ব-চূড়ামণে! হে জ্ঞানগুরোমহাত্মন্! এই জ্ঞানহীন শিষ্যের প্রতি করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রেষিত পঁক্তিচয় সংশোধনান্তর আপনকার প্রভাকর তুল্য দীপ্তিমান প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদানে জ্ঞানদান দ্বারা কৃপানিধান অভিধান ধারণ করিবেন, কদাচ এই প্রপন্নের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া নৈরাশ বিধান করিবেন না।

নববর্ষ রাজের রূপবর্ণন।

পদ্য।

এসেছে রাজ্যেতে এক, নবীন রাজন।
পৈঁষট্টি তাঁহার নাম, রূপের ভাজন॥
আহা মরি কিবা হেরি, তারুণ্য লাবণ্য।
নয়ন সফল হয়, মানি ধন্য ধন্য॥
অঞ্জন ভঞ্জন কর, বরণ উজ্জ্বল।
কাঞ্চন লাঞ্ছন ত্রাসে, প্রবেশে অনল॥
নিরুপম মনোরম, নরম শরীর।
বিরলে গিয়াছে দর্প, নব নবনীর॥
ননী বুঝি কোন দিন, তাঁরে দেখেছিল।
লজ্জানলে দগ্ধ হোয়ে, দুগ্ধেতে পশিল॥
শশধর যদি নাহি, হোতো মসীধর।
তবে তাঁর বদনের, মিলিত দোসর॥
অমানিশি উপহাসী, শিরোরুহ ছাদে।
কলঙ্কিত মেঘমালা, বৃষ্টি ছলে কাঁদে॥
দেখে তাঁর বাকা-ভুরু, হেন মনে লয়।
ইন্দ্রচাপ অপমানে, বিমানেতে লয়॥
নয়নযুগল সহ কিছু নাহি মিলে।
কুরঙ্গ কলঙ্ক ভয়ে, ভ্রমে মীলে মীলে॥
তিলফুল লজ্জাকুল, দেখে তাঁর নাশা।
আশা শূন্য হোয়ে বুঝি, ক্ষেত্রে করে বাসা॥
ঈষৎ গোঁফের রেখা, ওষ্ঠের উপরে।
বিকচ কৈরবে যথা, অলি শোভা করে॥
কেবা ধরে বিম্ব তাঁর, অধর সমান?।
লতা পাতে ঢাকা যাহা, পেয়ে অপমান॥
দেখে তাঁর দন্তাবলি, কুন্দকলি গণে।
সঘনে রোদনে বঝি, থাকে বনে বনে॥
হেরে তাঁর মৃদুহাস্য, ক্ষণিক উজ্জ্বলে।
লুকাইছে সৌদামিনী, কাদম্বিনী দলে॥
গৃধিনী মানিনী ছিল, কর্ণের কারণে।
গঞ্জিত হোয়েছে সে, ও, গিয়াছে কাননে॥
সুঠাম সম্পন্ন গ্রীবা, দেখে মন ভোলে।
সরমে মরমে কম্বু, থাকে অম্বু কোলে॥
দেখে তার চারুপাণি, লাঞ্ছিত জীবনে।
নলিন্ মলিন হোয়ে, ভাসিছে জীবনে॥
সুবিশাল বক্ষ তার, অঙ্গন যেমন।
তাহে নাচে অঙ্গনার, নটীরূপা মন॥
নবদুর্ব্বাদল জিনি, বক্ষে লোমাবলি।
অধিকন্তু শোভাপায়, ললিত ত্রিবলী॥
নাভি-সরোবর তার, সুন্দর প্রকাশে।
ললনার হৃৎ-পদ্ম, তাহে সদা ভাসে॥
হরি হেরি তার কটি, সলজ্জিত মনে।
শরণ লোয়েছে গিয়ে, ভবানী চরণে॥
উরু দেখে রম্ভাতরু, পেয়ে অপমান।
গুর্ব্বিণী হইয়ে নাশে, আপনার প্রাণ॥
তাহার সুগতি বুঝি দ্বিরদ দেখিয়া।
লজ্জাপেয়ে ক্রোধে চলে, মেদিনী দাপিয়া॥
সংক্ষেপে বলিতে হোলে, এই বলা হয়।
সুরূপ জনের ইনি, পরাভবালয়॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আপনার চরণাশ্রিত
অন্তেবাসি
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস গুপ্ত।
মোং পাবনা- ব্রাহ্মণগাতিগ্রাম।

অতি উত্তম হইয়াছে, এই কবিতাটি কবিতার মত কবিতা।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০০৩ সংখ্যা] শনিবার ৩০ শ্রাবণ ১২৬৫ সাল। ইং ১৪ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে আমারদিগের রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ যন্ত্রালয়ে যে সকল পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছিল, এক্ষণে উক্ত যন্ত্রালয়ের মুদ্রাকার্য্য রহিত হওয়াতে নিম্নোল্লেখিত পুস্তক সকল অত্র গোপালপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে প্রস্তুত রাখিয়াছি, যাঁহারদিগের মনোনীত হইবেক, তাঁহারা কথিত বিদ্যালয়ে প্রার্থিত পুস্তকের মূল্য সম্বলিত অস্মদের নামোল্লেখে লিপি প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পুস্তকের নাম।	মূল্য
সংস্কৃত ও সাধুভাষার মনুসংহিতা।	১৲
ঐ ঐ বেদান্ত-সার	১
পতিব্রতোপাখ্যান	৸০
কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক	
আরব্যোপাখ্যান	১
ঐ ১ ২ ৩ ৪ খণ্ড।	
ইং প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক	১
রাসরসামৃত	।।০
আত্মবোধ	।৵০

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা, বন্দোপাধ্যায়স্য।

সন ১২৬৫ সাল
তাং ১৬ শ্রাবণ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারসী, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫ আগষ্ট ১৮৫৮।

মৌলবি কবির উদ্দিন সদর দেওয়ানি আদালতের আফিসিয়েটিং কাজির পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিম্নস্থ ব্যক্তিরা ডেপুটী মামিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। যথা—

মুরসিদাবাদে।
শ্রীযুক্ত মেং এস, নেসন্।
বগরা।
শ্রীযুক্ত মেং নিংহ্যাম।
রাজসাহি।
,, মেং এ, আর, সি, একফোর্ড।
যশোহর।
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ প্রভাকর

৩০ শ্রাবণ শকাব্দাঃ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ১০৮

গবরনর জেনেরল বাহাদুর সম্প্রতি এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া-

ছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে "বিদ্রোহ-ঘটনার প্রারম্ভ-কালাবধি সামান্য অপরাধে অপরাধি হইয়া বিস্তর লোক ফাঁসিকাষ্ঠে এবং গুলিরদ্বারা কালের ভীষণ দন্তে চর্ব্বিত হইয়াছে অতএব ভবিষ্যতে এরূপ অল্প দোষাক্রান্ত ব্যক্তির একেবারে জীবনবিনষ্ট না করিয়া কারাবদ্ধ করা বিধেয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুপরামর্শ দিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ-করণে প্রবর্ত্ত করায়, তাহাকেই গুরুতর শাস্তি দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ এবং সর্ব্বসম্মত বোধ হইতেছে"।—শুনিলাম বাহাদুর রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানের কমিস্যনরদিগকে উল্লেখিত ঘোষণাপত্রানুযায়িক কর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছেন। বাহাদুরের এরূপ যুক্তিকে অবশ্য সদ্‌যুক্তি বলিতে হইবে, কেননা সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ডবিধান করা কোনোমতে উচিত নহে, যাহারা রাজার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, তাহারদিগের যদ্যপি ন্যায় অন্যায় প্রভেদ-করণের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে এরূপ গর্হিত এবং অকৃতজ্ঞতাচরণে কখনই প্রবর্ত্ত হইতনা, তবে কুপরামর্শকদিগের প্রলোভে ভুলিয়া এপ্রকার অহিতাচরণে রত হইয়াছে, অতএব কুপ্রবৃত্তিদায়কদিগকেই সম্যক্ প্রকারে দণ্ড দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে, তৎপক্ষে সন্দেহ বিরহ।

আমরা কোনো বিশেষ বন্ধুর সংবাদ পাঠে অবগত হইলাম, আলাহাবাদে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এবং প্রধান সেনাপতি মহাশয় একত্রে অবস্থিতি পূর্ব্বক শত্রুকুল নির্ম্মূলকরণের উপায় সকল ঈক্ষণ করিতেছেন। এক্ষণে তথায় বিদ্রোহ-গোলোযোগ অনেকাংশে নিবারিত হইয়াছে।

নৌকাডুবী।

গত বুধবার প্রাতে জনেক দুইজন কুঠিওয়ালা বেলুড়ের এক খানা পান্সী নৌকা আরোহণে কুঠি আসিতেছিলেন, হাটখোলার ঘাটে এক খানা পাটুলী নৌকার সম্মুখে পড়িয়া জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। ঈশ্বরেরচ্ছায় কুঠিওয়ালা দুইজন সন্তরণ দ্বারা জীবনে জীবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একজন ডুবিয়া কোথায় গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কোনো প্রকারেই প্রাপ্ত হইলনা। নৌকা জলে নিমজ্জিত হইলে পর দাঁড়ী মাজী ডুবিয়া মরার কথা প্রায় শুনা যায় নাই, এই নৌকা ডুবিতে দাঁড়ীর মরণ-প্রথমবার শুনা গেল। এত দিন গঙ্গায় জলের স্রোত তাদৃশ বৃদ্ধি পায় নাই, অদ্য দুই দিবস হইতে ত্রিদশ তরঙ্গিনীর তরঙ্গও প্রবাহ কথঞ্চিৎ প্রখরতর হইয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

"ব্রহ্মাপুত্র" নামক বাষ্পীয়তরী আলাহাবাদ হইতে কাণপুরে গমনকরণকালীন অযোধ্যায় নিকটবর্ত্তি নদীমধ্যে বিদ্রোহিদিগের ২০ খানি নৌকা জলমগ্ন করিয়া দেয়, মাঝিগণ্ডে তাহার সহিত বিদ্রোহিদিগের একটা সমর হয় তাহাতে বিপক্ষেরা পরাজিত হইয়া অনেকগুলীন সন্ধিবিহীন হইয়াছে, এই সমরে কাপ্তেন ডেনিহে সাহেবের অধীনস্থ শীক সেনারা বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছে।

সাগরের অন্তঃপাতি কোনো স্থাননিবাসি কৃষ্ণনারায়ণ পণ্ডিত এবং "ঢাওয়" নামক স্থানবাসি কানাইলাল তেওয়ারি লক্ষ্ণোদর বিদ্রোহিদিগের দৌরাত্ম্য প্রবল হওনাবধি অত্যন্ত রাজভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজপক্ষ হইয়া বিদ্রোহিদিগকে বিনাশ করিতে রত ছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে যেরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল,—প্রথমোক্ত ব্যক্তি রাজোপাধি, মাসিকবৃত্তি একশত, টাকা ও ৫০০০ টাকার আয়যোগ্য জমিদারি, এবং পঞ্চশত টাকার এক খানি অত্যুত্তম শাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, শেষোক্ত ব্যক্তি বাহাদুরোপাধি, একটা সনন্দ,শাল এবং জমনপুরস্থ কিছু স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনুবাদিত সংবাদ।

কোনো ইংরাজি পত্রপাঠে অবগতি হইল, পঞ্জাবের প্রধান কমিস্যনর সারজন লরেন্স সাহেব পীড়াবশত কিছু দিনের নিমিত্ত স্বদেশে গমন-করণের মানস প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বিলাত গমন করিলে তাঁহার ভারার্পিত কর্ম্মের ভার মেং ফ্রেরি সাহেব গ্রহণ করিবেন।

বোম্বে ষ্টানডার্ড পত্রে দৃষ্ট হইল "কাপ্তেন মিডস টেলার সাহেবের বিশেষ প্রযত্নে সোরাপুরে গোলোযোগ নিবারণ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তথাকার বিদ্রোহি রাজার সকল সম্পত্তি গ্রহণ করত সেই সকল বিষয় বিভাগ করিয়া তৎস্থানরক্ষক কর্ণেল ম্যালকম সাহেবের অধীনস্থ সেনাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।"

প্রেরিত পত্র

দেশহিতৈষী গুণরাশী শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! জেলা হুগলি খানা চণ্ডীতলা সরহদ্দের-মধ্যে ইলিপুর নিবাসী যোগ্যবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত বাবু "কলিকাতা বার্ত্তাবহ" ৪৩।৭৫ সংখ্যক পত্রে সেহাখালার এক ডাকাইতি উপলক্ষে দুই দিবস অশেষ প্রকার আত্মপরিতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক অভিনব থানা চণ্ডীতলার বর্ত্তমান দারোগা শ্রীযুক্ত রামশরণ সিং বাবুর প্রতি নানা প্রকার দোষারোপ করত যে সকল দারোগা মহাশয়ের কৃত অবিচারের কথা লিখিয়াছেন, সুবিবেচক দত্ত বাবুর এবম্প্রকার ব্যক্ত-করণের অভিপ্রায় আমরা একাল পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতেছিনা, হায়! মনুষ্যদিগের সকলের এক প্রকার বুদ্ধি ও সমান বিবেচনা কখনই দৃষ্টি গোচর হইতে পারেনা, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারান্তর বুদ্ধিও বিবেচনার তারতম্য দীপ্তমান প্রত্যক্ষ হইতেছে। দত্ত বাবু কি অসাধারণ সুবিচারক্ষম, তিনি এক কালে মহামান্য গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত অভিনব চণ্ডীতলার থানা উঠাইয়া দিতে প্রার্থণা করিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! পঙ্গুদিগের গিরীলঙ্ঘনের আকাঙ্ক্ষা কেবল দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র হইয়া থাকে, তথাচ স্বভাবের প্রভাব বশত সে ভাবে বিরত হয়না, যাহাহউক, দত্ত বাবুদিগের পূর্ব্বতন থানা রাজাপুরের দারোগা শ্রীযুক্ত মুন্সী বকাউল্লার অথরা থানা বৈদ্যবাটীর দারোগা বাহাদুরের অধীনে আনিলে তাঁহারদিগের ভাল হইলেই কি সাধারণের মঙ্গল হইবে? আমরা নিকটস্থ গ্রাম সমূহের প্রজাবৃন্দ ৺চণ্ডীদেবীর সমীপে একাল পর্য্যন্ত কায়মনবাক্যে যথোচিত প্রার্থণা করি দয়াবান গবর্ণমেণ্ট এই অভিনব থানাটী সংস্থাপনান্তর সদ্বিচারক্ষম দারোগা শ্রীযুক্ত রামশরণ সিং বাবুকে নিয়োজিত করিয়া শান্তিকার্য্যের ক্রমে উন্নতি করিতেছেন, তাহাতে সেহাখালা নিবাসী শ্রীগুরু দাস মল্লিকের বিনা এজেহারি এক ডাকাইতি মোকর্দ্দমাতে ডাকাইত ধৃত করণে অক্ষমাপবাদে যে দারোগা বাবুকে স্বীয়পদের অক্ষমাবলোকন করেন ইহা কি প্রকার বিবেচনা হইতে পারে? দারোগা বাবু যে প্রকার নিয়মিত কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া যেরূপ আমারদিগকে সুখি করিয়াছেন, তদনুসারে এমত বোধ হয় দারোগা বাবুর শান্তিকার্য্যের প্রতি দৃঢ়তা না থাকিলে পদোন্নতির এমত আশা কদাচ পরিপূর্ণ হইতনা, আমরা মুক্তকণ্ঠে পরমাহ্লাদে ব্যক্ত করিতেছি দারোগা বাবু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেছেন, রজনীতে স্বয়ং গ্রামে গ্রামে রোঁদগস্ত আদি করিয়া ও স্বীয়নিম্ন পদাভিষিক্ত কর্ম্মচারিগণকে বিলক্ষণরূপে চৌকি পাহার প্রতি সতর্ক করাইয়া শান্তিকার্য্য নিষ্পাদন করাইতেছেন। অভিনব চণ্ডীতলার থানাতে শ্রীযুক্ত রামশরণ সিং বাবু দারোগার শুভাগমনাবধি আমারদিগের এ প্রদেশে চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি দোষজনক কোনোকার্য্য এ পর্য্যন্ত হয় নাই, শান্তিকার্য্যের বিচক্ষণতার বিষয় কি লিখিব বিশেষত দেওয়ানি কানুন ইত্যাদি যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এই সকল মোকর্দ্দমা দুঃখি প্রজাদিগের প্রতি দয়াবান হইয়া উত্তমরূপে সুবিচার করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ ও পাওয়া গিয়াছে, তবে দত্ত বাবুর মনোভিজ্ঞতা ব্যক্ত-করণে এপ্রকার অনুমান করা হয় যে, অভিনব থানা চণ্ডীতলার দারোগা শ্রীযুক্ত রামশরণ সিং বাবুর স্বীয়পদের অনভিজ্ঞতায় অধীনস্থ প্রজা মণ্ডলীর শান্তি সংস্থাপনাভাবে অসহ্য ক্লেশের হাহাকার শব্দে দত্ত বাবু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া শান্তিকার্য্যের কোনো সদুপায় করিয়া থাকিবেন।

দারোগা সাহেবদিগের ক্রমশ পদোন্নতি হয় এমত সকলেরই সুচেষ্টা, তাহাতে অধীনস্থ গ্রাম সমূহে যে সকল এমত চাটুকারগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্য সাধনে কোনো অকুয়ত্ উপস্থিতে দারোগা সাহেবদিগের প্রকৃত বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার অনেক বিষয়ের সংবাদ উচ্চস্থানের বিদিতার্থে পরাঙ্মুখ হইয়া এবং নির্দোষি ব্যক্তি-

দিগের প্রতি খোদাবন্দ দারোগা সাহেব মহাশয়েরা ভীষণ-মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণে অভিমুখ করিয়া থাকেন; অপরঞ্চ সপ্রমাণ মতেও দারোগাদিগের প্রতিষ্ঠাভাজন করা দারোগাদিগের কৃতকার্য্য হইবার ব্যাঘাৎ হয়। চাটুকারদিগের মোহিনীতে পূর্ব্বতন দারোগা এরূপ বশীভূত হয়েন যে, স্বীয় প্রশংসিত-পত্রাদি যাহা নিকটে থাকে, জনসমাজে তৎ পঠানন্তর তাহারদিগের পরিতুপ্ত জন্মাইলে পদোন্নতি হওনের বিশেষ যত্নবান তাহারা হইয়া থাকে, অতএব শ্রীযুত রামস্মরণ সিং বাবুর অভিনব চণ্ডীতলীর থানায় শুভাগমনাবধি শান্তিকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা কিছুই দৃষ্টি করা যায়না, বদ্‌মাইসগণ নতশির হইতে প্রায় নয়নোন্মিলন করেনা, তাহারা গৃহ বিবাদাদিতেও ক্ষান্ত হইয়াছে, চাটুকারগণ যাহারা পূর্ব্বতন দারোগা শ্রীযুক্ত মুন্সী বকাউল্লা সাহেবের আমলে স্পর্দ্ধা পাইয়া সুদীর্ঘ আশার প্রতি নির্ভর করিয়াছিল তাহার নিধনে চাটুকারদিগের শান্তিকার্য্যের প্রতি বৈরক্তি হইবায় রামশরণ বাবুর শান্তিকার্য্যের অনভিজ্ঞতা কোনোমতে দৃষ্ট করা যায়না।

কেষাঞ্চিৎ চণ্ডীতলাবাসি জনানাং।

আমরা কোনো বিশেষ বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট অবগত হইয়া এই পত্র খানি অবিকল প্রকটন করিলাম, চণ্ডীতলার দারোগা শ্রীযুক্ত বাবু রামশরণ সিংহ মহোদয় অতি সুযোগ্য ব্যক্তি বিচার বিষয়ে কোনোমতেই তাঁহার পক্ষ-পাত প্রকাশ পায় নাই, বিশেষত উপরি উক্ত পত্রে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহাতে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিয়াছি।

নববর্ষ রাজের রাজ্য বর্ণন।

(গতবারের শেষ।)

ত্রিপদী।

ধরিয়া নবীন রাজা, উল্লাসিত সব প্রজা,
প্রস্ফুটিত প্রমোদ-কলিকা।
আনন্দের ধুমধাম, সবে ধরে নব নাম,
নববর্ষাতা নূতন পঞ্জিকা॥
দিননাথ দিব্যভাগে, প্রেমরস অনুরাগে,
সমুদিত বিমল গগনে।
কর-কর প্রসারণে, চুম্বনাদি আলিঙ্গনে,
সুখ দেয় নলিনীর মনে॥
সোহাগিনী সরোজিনী, আহ্লাদেতে বিকাশিনী,
মনোলোভা চারুশোভা ধরে।
রূপে অঙ্গ ঝল্‌ঝল্‌, রসভরে ঢল্‌ঢল্‌,
তাহে মোহ প্রভাকরে করে॥
রজনীতে চন্দ্রোদয়, কুমুদী প্রমাদী হয়,
চকোরিণী সুধা আশে ধায়।
ভূমণ্ডল দীপ্তিমান, শ্বেতাম্বর পরিধান,
আহা মরি কিবা ভাতি তায়॥
সুরঙ্গিণ পুষ্পগণ, শোভাকরে উপবন,
নয়ন মোদন তাতে হয়।
কুসুম সৌরভ ময়, সমীরণ সদাবয়,
প্রাত আর প্রদোষ সময়॥
অলিকুল মধুপানে, ধাইতেছে ফুলপানে,
সদামত্ত গুন্‌ গুন্‌ গানে।
শীতল নিকুঞ্জ বনে, কোকিল বিহঙ্গগণে,
ধ্বনি করে মনোহর তানে॥
নবরাজ আগমনে, ভূজহ প্রফুল্ল মনে,
সুসজ্জিত শ্যামল বসনে।
নানাজাতি ফল ঝোলে, শাখি শাখা কোলে কোলে, কিবা সুখ হেরিলে নয়নে॥
আকাশে মেঘের রব, শিখরে শিখণ্ডী সব,
মহারঙ্গে শিখাভঙ্গে নাচে।
নীরচর নীরে চরে, চাতক কাতর স্বরে,
ঊর্দ্ধমুখে মেঘ-ধার যাচে॥
দয়াময় নবঘন, বর্ষে বারি ঘন ঘন,
চাতকের তৃষা কৃপা হয়।
অবনীর আর্দ্রচিত্ত, সরসা সুতেজা নিত্য,
স্বভাবের শোভা উপচয়।
ধন্যবীজ অঙ্কুরিত, নবপাতে সুশোভিত,
দিন দিন হইতেছে বর্দ্ধিত।
তাহা দেখে ক্ষেত্রপতি, উল্লাসেতে তোষমতি,
আশা-নদী হয় প্রসবিত॥
সুরসাল দূর্ব্বাদল, খায় যত পশুদল,
হৃষ্টপুষ্ট সবার শরীর।
গাভীগণ পয়োবতী, আনন্দ দায়িকা অতি,
দুগ্ধজাত ছানা ননী ক্ষীর॥
নির্ম্মল নদীর জল, প্রভঞ্জনে টলটল্‌,
পরশেতে শরীর জুড়ায়।
সারস সারসী ভাসে, মরালী মরাল পাশে,
সুখে মুখ নীরেতে ডুবায়॥
বাণিজ্যেতে মহাজন, করে তরি আরোহণ,
কিবা শোভে নদীর দুকূলে।
বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ, চিন্তাবারি অনুক্ষণ,
সিঞ্চিতেছে বিদ্যা-তরুমূলে॥
কামিনী যামিনী-যোগে, পতিসহ রতিভোগে,
বিরহির কেবল মরণ।
রাজা রাজকার্য্যে লিপ্ত, তপস্বী তপেতে তৃপ্ত,
কৃষি করে মাঠেতে গমন॥
বীর্য্যবন্ত শ্বেত সৈন্য, হইতেছে অগ্রগণ্য
মার মার করিছে সমরে।
বিদ্রোহি কৃতঘ্ন যারা, ভয়ে পলাইছে তারা,
আরো কত রণভূমে মরে॥
ওহে নব বর্ষবর, কৃতাঞ্জলি পুরঃসর,
বিনয়েতে করি নিবেদন।
তোমার জ্যেষ্ঠের দাপে, অদ্যাপি সবায় কাঁপে,
হোওনাকো তাহার মতন॥
অভয় প্রদান কর, শোক তাপ পরিহর,
সুখদাতা হও বারমাস।
রহিবেক কীর্ত্তিযশ, গুণে হবে সবে বশ,
করিবেক মহিমা প্রকাশ॥

আপনার চরণাশ্রিত
অন্তেবাসী
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস গুপ্ত।

মোং পাবনা- ব্রাহ্মণগাতিগ্রাম।

অতি উত্তম হইয়াছে।
প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakar" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০০৬ সংখ্যা] বুধবার ৩ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ১৮ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতি বার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব খোদাজাননেসা বিবীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষত জিলা ২৪ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে বালান্দার শামিল গোসাইপুর নামক স্থানের মধ্যে যে এক তালুক আছে লাট নম্বর ৫৮৬ এবং তাহার সঙ্গে যে একটা কাছারিবাটী আছে, উক্ত তালুকের সদর মালগুজারি ১৯,৪৬০।।৵১১ উনবিংশ সহস্র চারি শত সাইটটাকা দশ আনা এগারো পাই তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী খোদাজাননেসা বিবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেন।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেক।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডানডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
৩১ জুলাই ১৮৫৮।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বেণীমাধব সেনের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক দুই খানি ভিন্ন ভিন্ন পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি মাণিকতলা ষ্ট্রীষ্টের মধ্যে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বোতালা বসতিবাটী আছে, নম্বর ১০৫।১০৬ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি আছে, অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমাধব সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি কৃষ্ণসিংহের লেনের মধ্যে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বোতালা পরিবা-

রের বসতিবাটী, নম্বর ১৪ চতুর্দ্দশ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি আছে, অনুমান ॥৪ চতুর্দ্দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমাধব সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলেএই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন!

H. DUNDAS.
Sheriff.

এইচ, ডন্‌ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
৯ আগষ্ট ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা কয়েক সহোদরে আবহমান এক সংসারে ও একান্নভুক্ত থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম এবং গৃহধর্ম্ম করিতেছিলাম তন্মধ্যে আমারদিগের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ প্রেমনারায়ণ দেব মহাশয়ের প্রতি সংসারের এবং অপরাপর সমুদয় কর্ম্ম কার্য্যের ভার অর্পিত থাকায় সমুদয় দেনা ও পাওনার হিসাবাদির ও আদায় তহসিলের কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতেন, আর আমারদিগের যখন যে স্থাবর ও অস্থাবর বস্তু খরিদ হইত তাহা তাঁহার নামে হই,ত এবিষয়ে যখন আমারদিগের জৌতা হিসাব মোং কলিকাতার অন্তঃপাতি বাহির শিমুলিয়ার শিবনারায়ণ দাসের ষ্ট্রীটে একখণ্ড রাইয়তি আন্দাজি ২/ দুই বিঘা ভূমি খরিদ করা হয় তাহা তাঁহার নামে খরিদ করা হইয়াছিল, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে উক্ত শিবনারায়ণ দাসের ষ্ট্রীট নামক কোম্পানির প্রকাশ্য রাস্তা। পূর্ব্বদিগে কোম্পানির নরদামা। পশ্চিমদিগে গঙ্গাহরি সিদ্ধান্তের বাটী। এবং উত্তরদিগে জয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাটী এইক্ষণে আমারদিগের উক্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ প্রেমনারায়ণ দেবের শেষ উইলের এক্সিকিউটর অর্থাৎ অছিগণ উক্ত ভূমি দাদা মহাশয়ের নিজ বিষয় উল্লেখে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, অতএব আমরা সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সতর্ক করিতেছি, যে কেহ উক্ত বিষয় খরিদ না করেন কিম্বা বন্দক না রাখেন তবে যদ্যপি কেহ আমারদিগের নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া খরিদ করেন অথবা বন্দক রাখেন তবে তিনি উক্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন, যেহেতু আমরা উক্ত অছিগণের নামে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট আদালতে ইকুটির বিল ফাইল করিয়াছি তাহার চূড়ান্ত হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেননা।

শ্রীদেবনারায়ণ দে এবং ভ্রাতাগণ।
সাং শিমুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	....১৲
প্রবোধ প্রভাকর	....১৲
শুকেতিহাস	....॥০
সুধীরঞ্জন	....১৲
বত্রিশ সিংহাসন	....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	....১।০
স্বপ্নদর্শন	.... ৵০

সংবাদ প্রভাকর

৩ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা সিংহভূম প্রবাসি কোনো

বিশেষ বিশ্বাসি বন্ধুর সংবাদ পাঠ করত অবগত হইলাম, সম্প্রতি কোলজাতিরা অনেকাংশে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহারা যে যে স্থানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ২০ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া তাহারদিগের মধ্যে একজনকেও নয়নপথের পথিক হইতে দেখা যায়না। বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিসবিপক্ষে হস্তোত্তলন করত জয়লাভ করা যে দুঃসাধ্য তাহা তাহারা অসভ্য জাতি হইয়াও স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা-করণে পারগ হইয়াছে, তাহা না হইলে এরূপ প্রবল হইয়া কখনো নিরস্ত হইতনা, এক্ষণে তাহারা জঙ্গলস্থিত নিজ নিজ আলয়ে গমন পূর্ব্বক সদুপায়ের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ-করণের চেষ্টা পাইতেছে, তবে বলা যায়না, কুপরামর্শক সরদারগণের সাহস এবং কুপরামর্শ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার রণে মত্ত হইলেও হইতে পারে, অতএব কুপরামর্শকদিগকে ধৃত-করণ-জন্য গবর্ণমেণ্টের যত্ন পাওয়া কর্ত্তব্য, পোড়া হাটের পদচ্যুত রাজা কোলদিগকে ব্রিটিসবিপক্ষে অস্ত্রধারণ করণে প্রবৃত্তি দেয়, অতএব সেই দুষ্টকেই অগ্রে ধৃত করত উচিতমত শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা এই সংবাদ লিখনকালীন এক অশুভকর সমাচার প্রাপ্ত মাত্রে পাঠকবৃন্দের সুগোচরার্থ প্রকাশ করিলাম। জগদীশপুর হইতে বিস্তর বিদ্রোহি সিপাহি রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া সিংহভূম প্রদেশে গমন করিতেছে, এমত জনরব, যে তাহারা কোলজাতিদিগকে আপনারদিগের সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবে, এই সংবাদ প্রাপ্তে তৎপ্রদেশবাসি সকলেই ভীত হইয়াছে, কারণ এক্ষণে তথায় মেজর ড্যালটন এবং মুর সাহেবের অধীনে অতি অল্প সংখ্যক সেনা আছে তাহারা প্রায় কেহই সুশিক্ষিত নহে, তাহারদিগের দ্বারা শত্রুদলন হওয়া সুকঠিন, উক্ত স্থানে এ সময় রাণিগঞ্জ প্রভৃতি নিকটবর্ত্তি স্থান হইতে সৈন্য প্রেরণ না করিলে আর দ্বিতীয় উপায় নাই, কেননা বিদ্রোহিরা একত্রিত হইলে তাহারদিগকে পরাজিত এবং দূরীভূত করা অল্পে হইবেনা, গত বর্ষে রামগড় ব্যাটালিয়ন-দল ক্ষেপিয়া তৎপ্রদেশবাসিদিগে অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, এই সংবাদ যদ্যপি সত্য হয় তবে এবারেও কম বিপদ নহে, অতএব উক্ত দুষ্টদিগের পথরোধ করা অত্যাবশ্যক হইতেছে, তৎপক্ষে সন্দেহাভাব।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

১২,১৩ এবং ১৫ আগষ্ট দিবসের আগত সংবাদ সকল একত্রিত করত নিম্নে প্রকটন করিলাম।

"গত ১০ আগষ্ট রজনীযোগে অযোধ্যার বিদ্রোহিরা "ঘোসি" নামক স্থানের খাল আক্রমণ করে, তৎপর দিবস উক্ত দুষ্টদিগের আজিমগড় জিলার অন্তঃপাতি ঘোসি অথবা নগ্রা নামক স্থানদ্বারা মধ্যের কোনো স্থানে অবস্থিতি-করণের সংবাদ প্রাপ্তমাত্রে একজন সেনাপতি একশত শীকসেনা সমভিব্যাহারে নগ্রা নামক স্থানে গমন করিয়াছেন, গত ১১ তারিখে লক্ষ্ণৌ নগরের নিকটবর্ত্তি "সন্দেলা" নামক স্থানে ৩০০০ বিদ্রোহি আসিয়া মিলিত হয়, তাহারদিগের মধ্যে ৫।৬০০ অশ্বারোহি সেনা এবং ৫টা তোপ ছিল, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তেন ডসন এবং মেং ক্যাভেনা সাহেব প্রায় ৪০০ পদাতিক এবং ৫০ জন অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে তথায় গমন করত শত্রুদিগের প্রতিকূলে সমরে প্রবর্ত্ত হয়েন। প্রথমে দুষ্টেরা প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু পরিশেষে তাহারা সুশিক্ষিত ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন-করণে বাধ্য হয়!—ফেরোজসা, লকরসা এবং অন্যান্য কয়েকজন নষ্টমতি নির্ব্বোধ উল্লেখিত দুরাচারিদিগের সেনাপতি হইয়াছিল, এই সমরে শত্রুপক্ষের ১০০ জন হতাহত হয় এবং তাহারদিগের ১টা পিত্তলের তোপ ও অন্যান্য বিস্তর আহারীয় এবং সামরিক দ্রব্যাদি ব্রিটিস হস্তগত হইয়াছে, এপক্ষের ১০ জন হত এবং ১৭ ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ফয়জাবাদ হইতে সুলতানপুর পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থান নিরাপদ হইয়াছে। "ভিলওয়ারস্থ" শিবির হইতে কাপ্তেন ইডেন সাহেব লেখেন, "গত দিবস জেনেরল বরার্ট সাহেব শত্রুদিগের সহিত ১টা সামান্য যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, তাহাতে ৭টি বিদ্রোহি রণশায়ি হয়েন, বিদ্রোহিরা পরাজিত হইয়া গঙ্গাপুরাভিমুখে পলায়নপর হইয়াছে, এ যুদ্ধে ব্রিটিসপক্ষে একজনও রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। ৯ তারিখে কর্ণেল হোম্‌স সাহেব

রের বসতিবাটী, নম্বর ১৪ চতুর্দ্দশ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি আছে, অনুমান ॥৪ চতুর্দ্দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমাধব সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলেএই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন!

H. DUNDAS.
Sheriff.

এইচ, ডন্‌ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
৯ আগষ্ট ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা কয়েক সহোদরে আবহমান এক সংসারে ও একান্নভুক্ত থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম এবং গৃহধর্ম্ম করিতেছিলাম তন্মধ্যে আমারদিগের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ প্রেমনারায়ণ দেব মহাশয়ের প্রতি সংসারের এবং অপরাপর সমুদয় কর্ম্ম কার্য্যের ভার অর্পিত থাকায় সমুদয় দেনা ও পাওনার হিসাবাদির ও আদায় তহসিলের কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতেন, আর আমারদিগের যখন যে স্থাবর ও অস্থাবর বস্তু খরিদ হইত তাহা তাঁহার নামে হই,ত এবিষয়ে যখন আমারদিগের জ্ঞাতা হিসাব মোং কলিকাতার অন্তঃপাতি বাহির শিমুলিয়ার শিবনারায়ণ দাসের ষ্ট্রীটে একখণ্ড রাইয়তি আন্দাজি ২/ দুই বিঘা ভুমি খরিদ করা হয় তাহা তাঁহার নামে খরিদ করা হইয়াছিল, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে উক্ত শিবনারায়ণ দাসের ষ্ট্রীট নামক কোম্পানির প্রকাশ্য রাস্তা। পূর্ব্বদিগে কোম্পানির নরদামা। পশ্চিমদিগে গঙ্গাহরি সিদ্ধান্তের বাটী। এবং উত্তরদিগে জয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাটী এইক্ষণে আমারদিগের উক্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ প্রেমনারায়ণ দেবের শেষ উইলের এক্সিকিউটর অর্থাৎ অছিগণ উক্ত ভুমি দাদা মহাশয়ের নিজ বিষয় উল্লেখে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, অতএব আমরা সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সতর্ক করিতেছি, যে কেহ উক্ত বিষয় খরিদ না করেন কিম্বা বন্দক না রাখেন তবে যদ্যপি কেহ আমারদিগের নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া খরিদ করেন অথবা বন্দক রাখেন তবে তিনি উক্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন, যেহেতু আমরা উক্ত অছিগণের নামে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট আদালতে ইকুটির বিল ফাইল করিয়াছি তাহার চূড়ান্ত হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেননা।

শ্রীদেবনারায়ণ দে এবং ভ্রাতাগণ।
সাং শিমুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	....১৲
প্রবোধ প্রভাকর	....১৲
শুকেতিহাস	....॥০
সুধীরঞ্জন	....১৲
বত্রিশ সিংহাসন	....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	....১/০
স্বপ্নদর্শন	.... ৵০

সংবাদপ্রভাকর

৩ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা সিংহভুম প্রবাসি কোনো

বিশেষ বিশ্বাসি বন্ধুর সংবাদ পাঠ করত অবগত হইলাম, সম্প্রতি কোলজাতিরা অনেকাংশে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহারা যে যে স্থানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ২০ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া তাহারদিগের মধ্যে একজনকেও নয়নপথের পথিক হইতে দেখা যায়না। বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিসবিপক্ষে হস্তোত্তলন করত জয়লাভ করা যে দুঃসাধ্য তাহা তাহারা অসভ্য জাতি হইয়াও স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা-করণে পারগ হইয়াছে, তাহা না হইলে এরূপ প্রবল হইয়া কখনো নিরস্ত হইতনা, এক্ষণে তাহারা জঙ্গলস্থিত নিজ নিজ আলয়ে গমন পূর্ব্বক সদুপায়ের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ-করণের চেষ্টা পাইতেছে, তবে বলা যায়না, কুপরামর্শক সরদারগণের সাহস এবং কুপরামর্শ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার রণে মত্ত হইলেও হইতে পারে, অতএব কুপরামর্শকদিগকে ধৃত-করণ-জন্য গবর্ণমেণ্টের যত্ন পাওয়া কর্ত্তব্য, পোড়া হাটের পদচ্যুত রাজা কোলদিগকে ব্রিটিসবিপক্ষে অস্ত্রধারণ করণে প্রবৃত্তি দেয়, অতএব সেই দুষ্টকেই অগ্রে ধৃত করত উচিতমত শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা এই সংবাদ লিখনকালীন এক অশুভকর সমাচার প্রাপ্ত মাত্রে পাঠকবৃন্দের সুগোচরার্থ প্রকাশ করিলাম। জগদীশপুর হইতে বিস্তর বিদ্রোহি সিপাহি রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া সিংহভূম প্রদেশে গমন করিতেছে, এমত জনরব, যে তাহারা কোলজাতিদিগকে আপনারদিগের সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবে, এই সংবাদ প্রাপ্তে তৎপ্রদেশবাসি সকলেই ভীত হইয়াছে, কারণ এক্ষণে তথায় মেজর ড্যালটন এবং মুর সাহেবের অধীনে অতি অল্প সংখ্যক সেনা আছে তাহারা প্রায় কেহই সুশিক্ষিত নহে, তাহারদিগের দ্বারা শত্রুদলন হওয়া সুকঠিন, উক্ত স্থানে এ সময় রাণিগঞ্জ প্রভৃতি নিকটবর্ত্তি স্থান হইতে সৈন্য প্রেরণ না করিলে আর দ্বিতীয় উপায় নাই, কেননা বিদ্রোহিরা একত্রিত হইলে তাহারদিগকে পরাজিত এবং দূরীভূত করা অল্পে হইবেনা, গত বর্ষে রামগড় ব্যাটালিয়ন-দল ক্ষেপিয়া তৎপ্রদেশবাসিদিগ্যে অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, এই সংবাদ যদ্যপি সত্য হয় তবে এবারেও কম বিপদ নহে, অতএব উক্ত দুষ্টদিগের পথরোধ করা অত্যাবশ্যক হইতেছে, তৎপক্ষে সন্দেহাভাব।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

১২,১৩ এবং ১৫ আগষ্ট দিবসের আগত সংবাদ সকল একত্রিত করত নিম্নে প্রকটন করিলাম।

"গত ১০ আগষ্ট রজনীযোগে অযোধ্যার বিদ্রোহিরা "ঘোসি" নামক স্থানের খাল আক্রমণ করে, তৎপর দিবস উক্ত দুষ্টদিগের আজিমগড় জিলার অন্তঃপাতি ঘোসি অথবা নগ্রা নামক স্থানদ্বারা মধ্যের কোনো স্থানে অবস্থিতি-করণের সংবাদ প্রাপ্তমাত্রে একজন সেনাপতি একশত শীকসেনা সমভিব্যাহারে নগ্রা নামক স্থানে গমন করিয়াছেন, গত ১১ তারিখে লক্ষ্ণৌ নগরের নিকটবর্ত্তি "সন্দেলা" নামক স্থানে ৩০০০ বিদ্রোহি আসিয়া মিলিত হয়, তাহারদিগের মধ্যে ৫।৬০০ অশ্বারোহি সেনা এবং ৫টা তোপ ছিল, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তেন ডসন এবং মেং ক্যাভেনা সাহেব প্রায় ৪০০ পদাতিক এবং ৫০ জন অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে তথায় গমন করত শত্রুদিগের প্রতিকূলে সমরে প্রবর্ত্ত হয়েন। প্রথমে দুষ্টেরা প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু পরিশেষে তাহারা সুশিক্ষিত ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন-করণে বাধ্য হয়।—ফেরোজসা, লকরসা এবং অন্যান্য কয়েকজন নষ্টমতি নির্ব্বোধ উল্লেখিত দুরাচারিদিগের সেনাপতি হইয়াছিল, এই সমরে শত্রুপক্ষের ১০০ জন হতাহত হয় এবং তাহারদিগের ১টা পিত্তলের তোপ ও অন্যান্য বিস্তর আহারীয় এবং সামরিক দ্রব্যাদি ব্রিটিস হস্তগত হইয়াছে, এপক্ষের ১০ জন হত এবং ১৭ ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ফয়জাবাদ হইতে সুলতানপুর পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থান নিরাপদ হইয়াছে। "ভিলওয়ারস্থ" শিবির হইতে কাপ্তেন ইডেন সাহেব লেখেন, "গত দিবস জেনেরল বরার্ট সাহেব শত্রুদিগের সহিত ১টা সামান্য যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, তাহাতে ৭টি বিদ্রোহি রণশায়ি হয়েন, বিদ্রোহিরা পরাজিত হইয়া গঙ্গাপুরাভিমুখে পলায়নপর হইয়াছে, এ যুদ্ধে ব্রিটিসপক্ষে একজনও রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। ৯ তারিখে কর্ণেল হোম্‌স সাহেব

জেনরল রবার্ট সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

২ আগষ্ট দিবসে নিমচ নামক স্থান হইতে যে সংবাদ আগত হয় তাহার সার মর্ম্ম।——"বিদ্রোহি নানা সাহেব তেন্সিয়াতোপি এবং বান্দার নবাব প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান প্রধান বিদ্রোহি ত্রিশ সহস্র পদাতিক এবং অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে এস্থানের পঞ্চদশ ক্রোশ অন্তর "বেগুম" নামক স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহারদিগের নিকট বিস্তর লুণ্ঠনের দ্রব্য আছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এস্থান হইতে দুই শত সেনা কয়েকজন রণদক্ষ সেনাপতির সহিত উক্ত দুষ্টদিগের বিপক্ষে গমন করিয়াছে।"

১২ আগষ্ট তারিখের পাটনার পত্রে ব্যক্ত করে,—"গত কল্য টেক্স নামক একখানি বাষ্পীয়-তরী এক শত অষ্ট জন নাবিক সেনাবহন পূর্ব্বক এস্থানীয় আফিম কুঠির ঘাটে উপনীত হয়, উক্ত সেনারা বাঙ্কিপুরস্থ দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিবেক।—"কিয়দ্দিবস হইল, দানাপুরের নিকটবর্ত্তি কোনো স্থানে একজন বিদ্রোহি-সিপাহি ধৃত হয়, সেই ব্যক্তি বিচারে অপরাধী হইয়াছে, শীঘ্রই গুলির দ্বারা তাহাকে কালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমি দ্বাবিংশতি বৎসরাবধি হাঁপানিকাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া মহাকষ্টে কালযাপন করিতেছিলাম, উক্ত নিদারুণ রোগ হইতে আরোগ্যলাভ হইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার ঔষধি সেবন করিয়াছি, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহাতে কিছুমাত্র উপকার দর্শে নাই, বরং দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে উক্ত রোগ এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যদ্দ্বারা উত্থান শক্তি দূরে থাকুক স্পষ্টরূপে বাক্য কহিবারও সামর্থ ছিলনা, এইরূপ দুরবস্থাকালে সোমড়া নিবাসী পাতুরিয়াঘাটাবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর রায় মহাশয় এদিনহীন অধীনের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করত ঔষধসেবন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কহিলেন তোমার এই প্রাচীন প্রবল রোগ হইতে প্রায় দুইমাস ঔষধ-সেবন করিতে হইবে, কিন্তু অদ্য হইতেই ঔষধির ক্রম জানিতে পারিবা যেহেতু প্রস্রাব অধিক হইয়া কফ নির্গত হইতে থাকিবে এবং দিন দিন রোগের লাঘব হইয়া স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হইতে থাকিবা। সম্পাদক মহাশয়! ঔষধির কি আশ্চর্য্য ক্রম! যে দিবস হইতে ঔষধসেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম সেই দিন হইতেই প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া শ্বাসকাশ উভয়েরি হ্রাসতা পাইয়া ক্রমে ক্রমে বলপ্রাপ্ত হইতে লাগিলাম, এক্ষণে এক মাসের মধ্যেই একপ্রকার আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছি যেহেতু অদ্য তিনদিবস হইল কোন কার্য্যানুরোধে অন্যূন ৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে কোনো ক্লেশবোধ হয় নাই, তথাচ রায় মহাশয় কহিতেছেন এখনো তোমার রোগ নির্দ্দোষ হয় নাই, আরো কিছুদিন ঔষধ-সেবন করিতে হইবে।—মদীয় পত্রখানি ক্রমে ক্রমে বাহুল্য হইয়া উঠিল তথাচ উক্ত গুণযুক্ত রায় মহাশয়ের চিকিৎসার পটুতা ও চরিত্রের বর্ণনা এবং তাঁহার ঔষধের গুণের কথা কিঞ্চিৎ না লিখিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না, সম্পাদক মহাশয়! আমি রায় মহাশয়ের বাটীর অতি নিকটস্থ বাটীতে বাস করিতেছি, তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাই, যে কোনো দীনদুঃখী আরোগ্যলাভহেতু তাঁহার নিকট আসুকনা-কেন তিনি তাহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক মহৎ মহৎ ঔষধি দ্বারা অত্যল্প দিনের মধ্যেই নিরোগী করিয়া দিতেছেন। কেবল হাঁপানিকাশ শূলবেদনা ভাল হইতে বিলম্ব হয়, নতুবা পুরাতনজ্বর রক্তামাশয় ইত্যাদি অনেক রোগ ৩।৪ দিবসের মধ্যেই নিঃসন্দেহে সকলে আরোগ্য হইতেছেন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন।
নিতান্তানুগত।
সাং পাতুরিয়াঘাটা।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।৵ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০০৭ সংখ্যা] গুরুবার ৪ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ১৯ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা কয়েক সহোদরে আবহমান এক সংসারে ও একান্নভুক্ত থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম এবং গৃহধর্ম্ম করিতেছিলাম তন্মধ্যে আমারদিগের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺প্রেমনারায়ণ দেব মহাশয়ের প্রতি সংসারের এবং অপরাপর সমুদয় কর্ম্ম কার্য্যের ভার অর্পিত থাকায় সমুদয় দেনা ও পাওনার হিসাবাদির ও আদায় তহসিলের কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতেন, আর আমারদিগের যখন যে স্থাবর ও অস্থাবর বস্তু খরিদ হইত তাহা তাঁহার নামে হইত এবিষয়ে যখন আমারদিগের জৌতা হিসাব মোং কলিকাতার অন্তঃপাতি বাহির শিমুলিয়ার শিবনারায়ণ দাসের ষ্ট্রীটে একখণ্ড রাইয়তি আন্দাজি ২৴ দুই বিঘা ভূমি খরিদ করা হয় তাহা তাঁহার নামে খরিদ করা হইয়াছিল, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে উক্ত শিবনারায়ণ দাসের ষ্ট্রীট নামক কোম্পানির প্রকাশ্য রাস্তা। পূর্ব্বদিগে কোম্পানির নরদামা। পশ্চিমদিগে গঙ্গাহরি সিদ্ধান্তের বাটী। এবং উত্তরদিগে জয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাটী এইক্ষণে আমারদিগের উক্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺প্রেমনারায়ণ দেবের শেষ উইলের এক্সিউটর অর্থাৎ অছিগণ উক্ত ভূমি দাদা মহাশয়ের নিজবিষয় উল্লেখে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; অতএব আমরা সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সতর্ক করিতেছি, যে কেহ উক্ত বিষয় খরিদ না করেন কিম্বা বন্দক না রাখেন তবে যদ্যপি কেহ আমারদিগের নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া খরিদ করেন অথবা বন্দক রাখেন তবে তিনি উক্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন, যেহেতু আমরা উক্ত অছিগণের নামে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট আদালতে ইকুটির বিল ফাইল করিয়াছি তাহার চূড়ান্ত হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেননা।

শ্রীদেবনারায়ণ দে এবং ভ্রাতাগণ।
সাং শিমুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে আমারদিগের রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ যন্ত্রালয়ে যে সকল পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছিল, এক্ষণে উক্ত যন্ত্রালয়ের মুদ্রাকার্য্য রহিত হওয়াতে নিম্নোল্লেখিত পুস্তক সকল অত্র গোপালপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে প্রস্তুত রাখিয়াছি, যাঁহারদিগের মনোনীত হইবেক, তাঁহারা কথিত বিদ্যালয়ে প্রার্থিত পুস্তকের মূল্য সম্বলিত অস্মদের নামোল্লেখে লিপি প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পুস্তকের নাম।	মূল্য
সংস্কৃত ও সাধুভাষার মনুসংহিতা।	১৲
ঐ ঐ বেদান্ত-সার	১
পতিব্রতোপাখ্যান	৸৹
কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক	
আরব্যোপাখ্যান	১
ঐ ১ ২ ৩ ৪ খণ্ড।	
ইং প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক	১

রাসরসামৃত .... ।।৹
আত্মবোধ .... ।৵৹

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা, বন্দ্যোপাধ্যায়স্য।

সন ১২৬৫ সাল }
তাং ১৬ শ্রাবণ। }

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনন্দকুমার চট্টোপাধ্যায় অদ্যকার তারিখ ইং আমি তাহাকে ত্যজ্য করিলাম আমার সোপার্জ্জিত ও পৈতৃক বিষয়ে তাহার কোনো স্বত্ব রহিলনা, ও আমার পিণ্ডাদিতে তাহার কোনো স্বত্ব নাই, যেহেতু আমি নিঃসন্তান, অতএব আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত নিমাইচরণ চট্টোপাধ্যায়, পুত্র শ্রীযুত মহাতাব চট্টোপাধ্যায় আমার পৈতৃক ৺ বিগ্রহসেবার স্বরূপ নিযুক্ত থাকায় সমুদায়িক বিষয়ের স্বত্ব অধিকারি হইলেন, পরমেশ্বর যদি কোনো ভদ্রাভদ্র করেন, তবে আমার ভাতৃবধূ ও স্ত্রী যে পোষ্য পুত্র লইবেন সেই ব্যক্তি আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারি হইবেন ইতি তারিখ ৩ ভাদ্র সন ১২৬৫ সাল।

শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সাং সিয়ালদহ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারসা, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য } ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।।৹
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড } ....১।৹
স্বপ্নদর্শন .... ৵৹

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদপ্রভাকর

৪ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা নেপালস্থ বন্ধুর ৭ আগষ্ট দিবসীয় পত্রের লিখিত দুইটি বিষয় অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, তৎপাঠে গুণগ্রাহকমণ্ডলী নেপাল দেশের স্বাভাবিক অবস্থা এবং দেশাচারের অতি চমৎকার ব্যবস্থা অবগত হইয়া এক প্রকার বিস্ময়ান্বিত হইবেন। স্বভাবতত্ত্বি লোকেরাও একপ্রকার স্বভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন অন্যথা কি?

"সম্পাদক মহাশয়! এ প্রদেশে শীতের সমাগম প্রায় আরম্ভ হইল, কেননা রজনীতে কথঞ্চিৎপ্রকার তাহার সঞ্চার হইয়াছে, এবং প্রত্যূষে প্রায় প্রকৃতরূপ শীতের প্রাদুর্ভাব বোধ হইয়া থাকে, বস্তুত এই নেপাল শীতপ্রধান দেশ এখানে এতদিনে সম্পূর্ণ শীতাগম হইত। কিন্তু এক্ষণে এ প্রদেশের স্বভাবের অনেক অভাব দৃষ্ট হইতেছে, নচেৎ এবৎসর এত গ্রীষ্মই কেন হইয়াছিল, যাহা হউক বিক্রমপুরস্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আবিষ্কৃত পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্ত গতির বিষয় বড় অপ্রত্যক্ষজনক অনুমান হয়না, কেননা তাহার প্রমাণ এদেশে অনেক পাওয়া যায়, তৎসমুদায় সুস্থতাক্রমে পরে জানাইতে ত্রুটি করিব না"।

"প্রিয় সম্পাদক প্রবর! এখানকার "জারহনন" বলিয়া একটি সুপ্রসিদ্ধ চমৎকার ব্যাপার অবলোকনে একপ্রকার হতবুদ্ধি হইতে হয়। আহা, লেখনীদ্বারা তাহার বিস্তারিত লিখিতে হইলে কাষ্ঠের লেখনীও আড়ষ্টপ্রায় হইয়া পড়েন। যাহা হউক কিঞ্চিৎ লিখি যদিস্যাৎ সঙ্গত বোধ করেন তবে প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন"।

"৫ আগষ্ট দিবসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি ভয়ানক "জারহনন" চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, অর্থাৎ জনেক সৈনিকপুরুষ রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় প্রণয়িনীর ধর্ম্মহানির বিষয় পরম্পরা অবগত হইয়া দেশাচার এবং ব্যবস্থা ব্যবহারানুযায়িক "জার" অন্বেষণ করত তৎপ্রতি ধাবমান হয়, দুর্ভাগ্য জার প্রাণভয়ে একজন কর্ণেলের [এক্টেবেলে] আস্তাবলে গিয়া "বগীর" নীচে চীৎপাত হইয়া পড়িয়া যায়, কিন্তু হা, কি নিষ্ঠুর দেশাচার! এবং কি নির্দ্দয় রাগ, তদ্দ্বারা উক্ত আক্রমণকারির অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইলনা, বরং রাগভরে তাহাকে ধরিয়া টানিয়া হিঁচ্‌ড়িয়া বাহির করিয়া রাজপথের মধ্যে আনিয়া "খুখ্‌ড়ী" অথবা "ভুঁজালী" (নেপালী অস্ত্র) দ্বারা হতভাগ্য ব্যক্তির উপর আঘাত করে, আহা, সে চোটেও তাহার মস্তকচ্ছেদন না করিয়া বাহুলতাতে আবৃত হইয়া বিক্ষত করে, এবং সেই সঙ্গে দুর্ভাগা প্রাণভয়ে ঝাপ্‌টা মারিয়া ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু ধিক্ ধিক্, এরূপ জিঘাংসা-প্রবৃত্তিকে, যে ইহাতেও দয়ার উদ্রেক হইলনা, আহা! তৎপরেই আবার কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া তাহাকে ধরিয়া অমনি মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিল, রুধির প্রবাহে রাজপথটা প্রায় ভাসিতে লাগিল, এবং কাটা শরীরটা রাস্তায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ অথবা ধড়্‌ধড়্ করিতে থাকিল, হা! তদ্দৃষ্টেও কোনো প্রকারে দয়াদেবীর আবির্ভাব হইলনা। কেননা সেই মারাত্মক বেশেই কথিত সংহারক-সেনানী আনন্দভরে আনন্দস্বরে রক্তাক্ত অস্ত্র-সহিত অহিত কর্ম্মেরজন্য রাজপ্রসাদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ধাবিত হইল। সম্পাদক মহাশয়! এখানকার এই অদ্ভুত কাণ্ডটি দেখিয়া হাত পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়া গিয়াছে। আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, এই একটীই এরূপ ভয়ানক হত্যা নয়, প্রত্যাগত সেনানীগণের কামিনীগণের প্রসাদে কত কত দুর্ভাগ্য জনের এরূপ অপঘাত হইয়াছে এবং হইতেছে, আরো বা কত হইবেক, তাহাইবা কে বলিতে কিম্বা লিখিতে পারে? কারণ অনুমান হয়, এতৎ পাঠে পাঠকবর্গের মনে অবশ্যই ক্লেশ জন্মিতে পারে, ইহা কোনোমতে হর্ষের কি কৌতুকের বিষয় নহে—হা হা!—ওরে দেশাচার, তোর আচারে কত দেশে কত অবিচার ঘটিয়া থাকে তাহা বর্ণনাতীত [বাপ্ বাপ্ বাপ্।]"

আমরা ভুলুয়ার বন্ধুর পত্রের কিয়দংশ অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"অত্রস্থ শ্রীযুত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলাত গমনের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন, তাঁহার কর্ম্মে শ্রীযুত লেন্স-সাহেব যিনি ময়মন সিংহের মাজিষ্ট্রেট আছেন তিনি শুভাগমন করিবেন এস্থানে জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া মানবগণ অশেষ যন্ত্রণা পাইতেছেন, অদ্যাপি এতদ্দেশে বৃষ্টি হয় নাই, তদগতিকে কৃষির অশেষ হানি হইতেছে, জ্ঞাতার্থ নিবেদন মিতি ১২৬৫। ২৬ শ্রাবণ।

ভুলুয়া।"

গবর্ণমেণ্ট পুদত্ত সংবাদ।

১৫।১৬ আগষ্ট দিবসের আগত সংবাদ।

"বিগত ১৩ তারিখে ব্রিগেডিয়ার হর্সফোর্ড সাহেব সুলতানপুর অধিকার করিয়াছেন, উক্ত বীরবর

সাহেব যৎকালীন উক্ত স্থানে অগ্রসর হয়েন তৎকালীন শত্রুরা তাহার পথরোধ করিয়াছিল, বিদ্রোহিরা পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক নদী পার হইয়াও স্থিরভাবে অপর পারে থাকিতে সক্ষম হয় নাই, ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগকে তথা হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, সমরের বিশেষ বৃত্তান্ত ব্রিগেডিয়ার সাহেব শীঘ্রই প্রেরণ করিবেন।"

বিদ্রোহিরা লেপ্টেনান্ট ব্যাট্স সাহেবের দ্বারা তাড়িত হইয়া "ডুমরাও" নামক স্থানে পলায়ন করে, ব্রিটিস পক্ষীয় অশ্বারোহি সেনারা শত্রুদিগের পশ্চাৎবর্ত্তি হইয়া উক্ত স্থানের ২ ক্রোশ অন্তর "কসিয়া" নামক একটি পল্লীগ্রামমধ্যে তাহারদিগের নিকটবর্ত্তি হইবা মাত্র সমরে প্রবর্ত্ত হইয়া বিদ্রোহিদিগকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা প্রদান করে। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় পঞ্চাশ জন নিহত হয় ব্রিটিসপক্ষের একজনও মারা পড়ে নাই, কেবল একজন শীক সেনা আহত হইয়াছে।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

দিল্লীস্থ সংবাদদাতার ১০ আগষ্ট তারিখের পত্রের সারাংশ প্রকটিত হইল, বিগত বর্ষে বিদ্রোহিরা এস্থানাস্থিত যে সকল ডাক বাংলা অনল দ্বারা ভস্মীভূত করে, সেই সকল বাংলা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ ও মেরামত-করণার্থ আয়োজন হইতেছে। এস্থানে সংপ্রতি যে সকল শ্বেত সেনা অবস্থিতি করিতেছে তাহারা সকলে নিরোগি এবং সুশিক্ষিত, কিন্তু তাহারদিগের পরিচ্ছদাদি বড় কদর্য্য, উত্তমরূপ পোষাকাভাবে তাহাদিগকে রুগ্ন এবং বলহীন বোধ হয়, তিনজন ইরেগুলর অশ্বারোহি সেনা কোনোরূপ বিশেষ অপরাধে অপরাধি হইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

পান্দা খাঁন নামক জনেক সৈন্য তাহার সেনাপতি কাপ্তেন ফ্রেজর সাহেবকে নিহত করে তাহাতে সেই দুরাত্মা তাঁহার অনুগামী হইয়াছে, গত কল্য তিন শত অপরাধিকে ৫০০ এতদ্দেশীয় সেনা এবং দুই জন শ্বেত সেনাপতির সহিত আগ্রায় প্রেরণ করা হইয়াছে, উক্ত অপরাধিগণ যাবজ্জীবনের নিমিত্ত শীঘ্রই বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে প্রেরিত হইবেক।"

অনুবাদিত সংবাদ।

আসামের অন্তঃপাতি লক্ষ্মীপুর নামক স্থানের পত্রে ব্যক্ত করে, মেসমেন জাতিরা "সদিয়া" নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি কোনো স্থান লুণ্ঠন-করণের উদ্যোগ-করণ-কালীন তৎস্থানবাসি কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি তাহারদিগের সেই কদভিসন্ধি অবগত হইয়া বিশেষ পরিশ্রম এবং সতর্কতার সহিত তাহা নিবারণ করিয়াছেন, শুনিলাম উক্ত স্থানের কমিস্যনর সাহেব সেই সকল ব্যক্তির উৎসাহ বৃদ্ধি-করণার্থ কিছু কিছু স্থান নিষ্করে ভোগ দখল-করণের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

ফরেক্কাবাদের মাজিষ্ট্রেট মেং জন পাওয়ার, তাঁহার কর্ত্তাদিগের বিনানুমতিতে কয়েকজন ব্যক্তিকে কোনো কারণ বশত কারাবদ্ধ করায় তিনি গবর্ণমেণ্টের কোপানলে পতিত হইয়াছেন।

জুডিয়াতে যে সময় কয়েকজন ইউরোপীয়দিগকে কতকগুলীন দুষ্ট লোক মিলিত হইয়া নিহত করে সেই সময় একজন ফ্রেঞ্চ কল্সনের দুহিতা অসীম সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক নিজহস্তে দুই জন শত্রুরের শিরশ্ছেদন করত আপনার জীবন রক্ষা করে, কি সাহস!

অবগতি হইল, গবরনর জেনরল বাহাদুরের পূর্ব্বতন শরীর-রক্ষক সেপাহিদিগকে পুনর্ব্বার সজ্জীভূত করত আলাহাবাদে বাহাদুরের বাসস্থানে পাঠালে হইবেক, তাহারা তথায় গমন করিলে শ্বেত সেনারা শরীররক্ষকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ-করণে বিরত হইবেন।

অবগতি হইল, সুপ্রিম কৌন্সেল হইতে নজরবন্দী কয়েদী আহম্মদ হোসেন খানের সহধর্ম্মিণী দুর্গমধ্যে কয়েকজন অনুচারিণীর সহিত বাস-করণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ট্রেজুরির এক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল অনরেবল ই, ড্রামণ্ড সাহেব বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা-করণের উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি শীঘ্রই গমন করিবেন।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০০৮ সংখ্যা] শুক্রবার ৫ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২০ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা কয়েক সহোদরে আবহমান এক সংসারে ও একান্নভুক্ত থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম এবং গৃহধর্ম্ম করিতেছিলাম তন্মধ্যে আমারদিগের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ প্রেমনারায়ণ দেব মহাশয়ের প্রতি সংসারের এবং অপরাপর সমুদয় কর্ম্ম কার্য্যের ভার অর্পিত থাকায় সমুদয় দেনা ও পাওনার হিসাবাদির ও আদায় তহসিলের কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতেন, আর আমারদিগের যখন যে স্থাবর ও অস্থাবর বস্তু খরিদ হইত তাহা তাঁহার নামে হইত এবিষয়ে যখন আমারদিগের জৌতা হিসাব মোং কলিকাতার অন্তঃপাতি বাহির শিমুলিয়ার শিবনারায়ণ দাসের ষ্ট্রীটে একখণ্ড রাইয়তি আন্দাজি ২৴ দুই বিঘা ভূমি খরিদ করা হয় তাহা তাঁহার নামে খরিদ করা হইয়াছিল, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত দক্ষিণদিগে উক্ত শিবনারায়ণ দাসের ষ্ট্রীট নামক কোম্পানির প্রকাশ্য রাস্তা। পূর্ব্বদিগে কোম্পানির নরদামা। পশ্চিমদিগে গঙ্গাহরি সিদ্ধান্তের বাটী। এবং উত্তরদিগে জয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাটী এইক্ষণে আমারদিগের উক্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ প্রেমনারায়ণ দেবের শেষ উইলের এক্সিউটর অর্থাৎ অছিগণ উক্ত ভূমি দাদা মহাশয়ের নিজবিষয় উল্লেখে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, অতএব আমরা সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সতর্ক করিতেছি, যে কেহ উক্ত বিষয় খরিদ না করেন কিম্বা বন্দক না রাখেন তবে যদ্যপি কেহ আমারদিগের নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া খরিদ করেন অথবা বন্দক রাখেন তবে তিনি উক্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন, যেহেতু আমরা উক্ত অছিগণের নামে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট আদালতে ইকুটির বিল ফাইল করিয়াছি তাহার চূড়ান্ত হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেননা।

শ্রীদেবনারায়ণ দে এবং ভ্রাতাগণ।
সাং শিমুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহ যন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভ গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর

সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

সংবাদ প্রভাকর

৫ ভাদ্র-শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

জগদীশপুর হইতে কয়েকদল বিদ্রোহি সিপাহি-সেনার সিংহভূম প্রদেশাভিমুখে গমন-করণের সংবাদ আমরা বিগত মঙ্গল-বাসরীয় প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য উক্ত স্থানপ্রবাসি কোনো আত্মীয় বন্ধুর একখানি ইংরাজি পত্র ডাকযোগে প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহা অনুবাদকরত অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম, দুষ্টমতি সিপাহিদিগকে সিংহভূম-প্রদেশ-মধ্যে গমন করিতে হয় নাই, তৎস্থানীয় কয়েকজন রাজভক্ত জমিদার একত্রিত হইয়া তাহারদিগকে পথিমধ্যেই বিলক্ষণরূপ শাস্তি প্রদান করায় তাহারা আপনারদিগের আবাসস্থান (জগদীশপুর) অভিমুখে পুনরা গমন করিয়াছে।

"সম্পাদক মহাশয়! জগদীশপুর হইতে বিস্তর বিদ্রোহি সিপাহি এস্থানাভিমুখে আগমনকরণ সংবাদ প্রাপ্ত হইবাতে মেজর ড্যালটন সাহেব অত্রস্থ কয়েকজন জমিদারকে এতদ্বিষয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আপনাপন অধীনস্থ সেনা সমভিব্যাহারে দুষ্টদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হয়, শত্রুগণ তাহারদিগকে অবলোকন করত ছড়িভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে কতকগুলীন সম্বলপুরাভিমুখে গমন করে, অবশিষ্ট জগদীশপুর গমন-করণের পথাবলম্বন করত কোন্ দিগে গমন করিয়াছে তাহার নিশ্চয় হয় নাই, বোধ করি তাহারা জগদীশপুরাভিমুখেই পলায়ন করিয়া থাকিবেক।"

সিংহভূম প্রভৃতি স্থানবাসিদিগকে বিদ্রোহি সিপাহি কর্ত্তৃক অশেষবিধ ক্লেশপ্রাপ্ত হইতে হইত তাহার কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু কয়েকজন রাজানুগত জমিদারকর্ত্তৃক তাহারা সেই ভাবিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন, একথা অবশ্য সুবিজ্ঞবর মাত্রেই স্বীকার করিবেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় যে উক্ত জমিদারদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কোনোরূপ পারিতোষিক দিয়া তাহারদিগের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি করেন।

এবারকার বিলাতীয় সংবাদ পাঠে অবগতি হইল, এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরদিগের শাসন অতি সম্পকালের মধ্যেই তীরোহিত হইবেক, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনে ভারতবর্ষ শাসিত হইবার নিমিত্ত বিলাতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হইতেছে তদ্দ্বারা এমত বোধ হইল যে আগামি মাসে উক্ত নিয়মটি প্রচলিত হইতে পারে।

দিল্লীগেজেট পত্রের কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—"বিদ্রোহী বেণী বাহাদুর সপ্তবিংশতি সহস্র বিদ্রোহি সমভিব্যাহারে আলাহাবাদ পরিবেষ্টন করিয়াছেন।"

আমরা এই আকাশভেদী সংবাদ পাঠে চমৎকৃত হইলাম, সংবাদদাতা এরূপ ভয়ানক সংবাদটি কাহার নিকটে পাইলেন তাহা বিস্তার করিয়া লিখিয়া চিন্তাদূর করিবেন, আমরা তৎস্থানীয় বন্ধুগণের পত্র পাঠে অবগত হইয়াছি সম্প্রতি তথায় বিদ্রোহগোলযোগ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিবারণ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

আলাহাবাদ হইতে জি, এফ, এডমনেষ্টন সাহেব ১৭ আগষ্ট দিবসে যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"সুলতানপুর হইতে বিগত ১২ তারিখে এমত পত্র আইসে যে, বিদ্রোহিরা সুলতানপুরে একত্রিত হয়, কিন্তু তৎপরদিবসের সংবাদে অবগতি হইল, ব্রিটিসসেনাকর্ত্তৃক দুষ্টেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে পলায়নপর হইয়াছে, বিদ্রোহিদিগের মধ্যে কেবল নসিরাবাদ ব্রিগেড সেনারা সমরে বিলক্ষণ পরাক্রম এবং পটুতা প্রদর্শন করিয়াছে, এই যুদ্ধে ব্রিটিসপক্ষে অল্প হানি হয়, কিন্তু শত্রুদিগের বিস্তর হানি হইয়াছে।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

কাল্পির কোনো বন্ধু লেখেন, "বিদ্রোহিরা এস্থানের পাঁচ ক্রোশ অন্তর কোনো গ্রাম প্রথমে লুণ্ঠন করত অনল-সংযোগে একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে।"

আজিমগড়স্থ পাঞ্জাবিপদাতিক সেনারা ছয় শত বিদ্রোহিসিপাহি এবং এক সহস্র অন্যান্য বিদ্রোহির প্রতিকূলে সমর করত জয়লাভ করিয়াছে, শত্রুগণ পরাজয়-স্বীকার পূর্ব্বক ভাগীরথীর অপর পারে পলায়ন-করণে বাধ্য হইয়াছে।

অযোধ্যাবাসি যে সকল সরদারগণ বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের উপর বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আপনাপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ-করণার্থ এক আবেদন পত্র লিখিয়া ডাকযোগে গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই সকল আবেদন পত্রের উত্তর কিছুই প্রদান করেন নাই।

"জেলন" নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী তিন শত বিদ্রোহি অথবা বদ্মাইসকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, কাল্পিস্থ শ্বেতসেনারা এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্রে তথায় গমন পূর্ব্বক শত্রুদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদানান্তর উক্ত স্থান হইতে দূরীভূত করে, শত্রুরা তথা হইতে "মৌ" অভিমুখে পলায়নপর হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সম্পাদকের কয়েকজন এতদ্দেশীয় বন্ধু পশ্চিম হইতে আসিয়া কহিয়াছেন যে, "বিদ্রোহি কুমারসিংহ অদ্যাপি সজীবাবস্থায় থাকিয়া বেহারাঞ্চলের কোনো স্থানে বিস্তর বলবন্ত এবং সুশিক্ষিত সেনা এবং কয়েকটা তোপ সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছেন তিনি বিশিষ্টরূপ সজ্জীভূত হইলে ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্রচালনা করত হয় আপনি মরিবেন নয় শত্রুদিগকে মারিবেন এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।"

অনুবাদিত সংবাদ।

৬ আগষ্ট তারিখে নসীরাবাদ হইতে যে এক গোপনীয় পত্র আগত হয় তৎ পাঠে অবগতি হইল। কিয়দ্দিবস হইল তথায় বিলক্ষণরূপে বৃষ্টি হয় তাহাতে নদী, নালা, খাল প্রভৃতি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে অনেক গুলীন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বাটী বারির প্রবলতাপ্রযুক্ত ভূমিশায়ী হইয়াছে।—বন্দির রাজা বিধিমতে ব্রিটিসের আনুকূল্যে কালব্যয় করিতেছে।—"মীনা" নামক স্থান হইতে কয়েকদল সেনা উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা সকলে সুশিক্ষিত, বলবান এবং নিরোগি।

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় কোনো বিশেষ বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজকীয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহার্থ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর নিম্ন লিখিত মহাত্মাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। "রবার্ট অনরেবেল সার লরেন্স পিল, মেং হেনিরি জেম্‌স বেলি, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল সার হেনিরি রলিনসন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের পূর্ব্বতন সেক্রেটারি সার হেনিরি মেলভিল, সারজন ইষ্টিওয়ার্ট মিল, মেজর জেনেরল সার রবার্ট হেসি ভিভিয়েন; কে, সি, বি, মেং আরথার মিল্স।

মালতার পত্রে ব্যক্ত করে,—"আমারদিগের নূতন গবরনর স্যার গ্যাস্পার্ড লিমারচাণ্ট সাহেব অতি উপযুক্ত ও বিজ্ঞ, সর্ব্বদাই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনাতে রত থাকেন, এপ্রযুক্ত আমলারা তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে, এবং প্রজাগণ তাঁহার অপক্ষপাত বিচার-দর্শন করিয়াও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন, উক্ত গুণযুক্ত শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের ভ্রাতা কর্ণেল লি, মারচাণ্ট সাহেব সেক্রেটারির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, সম্প্রতি তিনি বিলাত গমন করায় তৎপদে কাপ্তেন ব্রেট সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন, ইনি কার্য্যদক্ষ বটেন, কর্ত্তার আদেশানুসারে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে কিছুমাত্র আলস্য প্রকাশ করেননা।—তুর্কি গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ এবং ফ্রেঞ্চদিগের প্রতি বিরোধভাব প্রকাশ করিতেছেন, যবনেরা মনে মনে এমত একটা অযুক্তি কল্পনা করিয়াছে যে, ইউরোপবাসির কোনোরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই আমারদিগের প্রতি বিলক্ষণরূপে শত্রুতাচরণ-করণে মনোযোগি হইবে, অতএব পুর্ব্বে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য,কেননা আপদে পতিত হইলে পর তাহার প্রতীকারার্থ চেষ্টা পাওয়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম। এই প্রকার মিথ্যা চিন্তাকে বলবৎ করত উক্ত দুষ্টমতি যবনগণ ইংরাজ ফ্রেঞ্চদিগকে পদে পদে অপমান-করণে প্রবর্ত্ত হইয়াছে, মিথ্যা সূত্র ধরিয়া একটা বিবাদ উপস্থিত করত বড়ই গোলযোগ করে, একজন শ্বেত-পুরুষকে গোপনে পাইলে সাঙ্ঘাতিকরূপে প্রহার-করণে অমনোযোগি হয়না।—গ্রীসপ্রদেশে কোনোরূপ গোলযোগ নাই, তথাকার নৃপতি জারমেনির অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।"

অবগতি হইল যে ভাগলপুরস্থ সব ডেপুটী আফিস এজেন্সি উঠিয়া যাওনের অনুমতি হইয়াছে, উক্ত স্থানে আফিমের চাস আর হইবেনা, বর্ত্তমান বর্ষে সাহাবাদ জিলায়ও আফিমের চাস হইবে না, সাহাবাদ এবং ভাগলপুর হইতে প্রত্যেক বৎসরে পাঁচ সহস্র সিন্ধুক আফিম প্রস্তুত হইত তবে কিজন্য এরূপ আদেশ হইয়াছে বলাযায় না।

পুনা নামক স্থানে বীরবর সার হিউজ রোজ সাহেব গমন করিয়াছেন, উক্ত গুণযুক্ত রণপণ্ডিত মহাত্মাকে দর্শনকরত তৎস্থানবাসিগণ অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করত কিয়দ্দিবস হইল তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে একটা ভোজ দিয়াছিলেন সেই উপলক্ষে নৃত্য গীতেরও বিলক্ষণ আমোদ হয়।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় সম্পাদক প্রবর! পৃথিবীর নানাস্থলে যে কতপ্রকার আশ্চর্য্যাশ্চর্য্য কার্য্য অনিবার্য্য হইতেছে, তাহা নিদ্ধার্য্য করা অতীব সুকঠিন। আমি, কতিপয় দিবস হইল বায়ুসেবনার্থ বাসস্থলের অনতিদূরে একটি পার্ব্বতীয় বন্যস্থলে গিয়া অকস্মাৎ প্রথমত চিঁচিঁ শব্দ,তৎপরে ক্রমশঃ অতি গভীর শব্দে চীৎকারধ্বনি শ্রুতিগোচর হওয়াতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেইদিগে ধাবমান হইলাম, কিন্তু শব্দব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলামনা। আমার সমভিব্যহারে আর একটি বাঙ্গালী ছিলেন, দুই জনেই "ভেবা গঙ্গারাম" হইয়া তথাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এ কিসের শব্দ? তাহারা কেহ বলিল যে "দেওতা করাওতা হেঁ" কেহ বলিল "কীরা করাওতা হেঁ" অর্থাৎ তাহারা আমাদিগকে বিদেশি জানিয়া আপন ভাষায় হিন্দি মিশ্রিত করিয়া বলিল, ইহার অর্থ প্রথমত "দেবতা ডাকিতেছেন" অর্থাৎ মেঘ গর্জ্জন হইতেছে, কেননা মেঘকে এদেশে "দেবতা" এবং ডাকাকে "করাওত," বলে। দ্বিতীয়ত সর্পকে বলে; সে যাহা হউক আমরা বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, যে একটি পতঙ্গমাত্র বৃক্ষে বসিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহার অবয়ব ঠিক একটি ফড়িঙ্গের ন্যায়, ফলে কৃষ্ণবর্ণ, এইমাত্র প্রভেদ। অবাক এরূপ ক্ষুদ্র কীটের এমত গভীর ভীম নাদ শ্রবণে কোন্ সহৃদয়ের চিত্ত আশ্চর্য্যার্ণবে নিমগ্ন না হইবে? এবং সেই বিশ্বনিয়ন্তার অগণ্য ধন্যবাদ না করিবে? হা ধন্য জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত মহিমার অন্ত নাই।

নেপাল। ১০ আগষ্ট।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফাঃসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০০৯ সংখ্যা] শনিবার ৬ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২১ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং লালমোহন বসুর বিরুদ্ধেবেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার বাহির শিমুলিয়ার আড়পুলির শামিল গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বোতালা বসতিবাটী আছে, নম্বর ৩০ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি আছে অনুমান চতুর্দ্দশ কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং লালমোহন বসুর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত প্রাগুক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ভুমি আছে নম্বর ১৯ উক্ত ভুমিতে নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান তিন কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং লালমোহন বসুর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের শামিল বাগ-মারির মধ্যে যে এক বাগান ভুমি আছে তাহার সঙ্গে দুইটি পুষ্করিণী এবং অনেক প্রকার বৃক্ষাদি আছে ভুমি অনুমান অষ্টাদশ বিঘা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং লালমোহন বসুর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.

এইচ, ডানডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
১০ আগষ্ট ১৮৫৮।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সামুতুলা মল্লিকের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা হাবড়া পরগণে বলিয়ার অন্তঃপাতি পাইখোলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড লাকরাজ ভূমি আছে অনুমান পঞ্চদশ বিঘা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সামুতুলা মল্লিকের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত ছাতাওয়ালা গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড রাইয়তি ভূমি আছে অনুমান চারি কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সামুতুলা মল্লিকের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন!

H. DUNDAS.
Sheriff.

এইচ, ডন্‌ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
৭ আগষ্ট ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

৬ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

কিয়দ্দিবসাবধি গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক যে সকল সামরিক সংবাদ প্রকাশ হইতেছে, তাহাতে বিশেষ সংবাদ কিছুই নাই, কেবল জেনেরল রবার্ট সাহেব স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন; কর্ণেল হোম্‌স সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন; স্যার,এইচ, গ্রাণ্ট সাহেব সেনা চালনার উদ্যোগ করিতেছেন। কতকগুলীন বিদ্রোহি জিলা সাহাবাদে প্রবেশ করিল। গোমানিয়ারের বিদ্রোহিরা টঙ্ক জয়পুর অথবা বুন্দি নামক স্থানে গতায়াত করিতেছে, এজন্য ব্রিটিসসেনারা তাহারদিগের প্রতিকুলে বিশিষ্টরূপ সমরকরণে অক্ষম হইতেছে, বালকেরা যেরূপ লুকাচুরি খেলাকরণ-কালীন একজন এদিগ্ একজন ওদিগ্ করিয়া আঁদিকে ধরা দিতে অনেচ্ছুক হয়, শত্রুগণ ব্রিটিস সেনাদিগের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতেছে,তাহারা বিদ্রোহ-ঘটনাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রায় কখনই অনেক সংখ্যায় একত্রিত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রবর্ত্ত হয় নাই, কেবল লুকাচুরি খেলা খেলিতেছে। —নানা সাহেবের আশ্চর্য্যগতি পাঠ করত চমৎকৃত হওয়া গিয়াছে, অদ্য শুনাগেল তিনি অমুক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার পরদিবস সে স্থানের ৪০।৫০ ক্রোশ অথবা তাহার অধিক দূরে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। বিদ্রোহিদিগের এপ্রকার অস্থির ও অনিশ্চিত গতি হওয়াতে তাহারদিগকে একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করত ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার শান্তিরস্থাপন করা বিলম্ব হইতেছে, কিন্তু তাহারা বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিসসেনা কর্ত্তৃক কয়েক স্থানে কয়েকবার যেরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহারদিগের সংখ্যা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তবে এক্ষণে যে অত্যল্প বিদ্রোহি স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা আগামি শীতঋতুর প্রারম্ভেই শমনের সহিত সাক্ষাৎ করিবে তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে?—এমত জনপ্রবাদ আছে যে "দুষ্কর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলে।" নিষ্ঠুর কৃতঘ্ন মহাপাপকারি দুরাচারিরা যে সকল গর্হিত, হৃদয়বিদীর্ণকর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফল পাষণ্ডপীড়ন দুষ্টদমনকারী পরম পিতা পরমেশ্বর তাহারদিগকে অতি সম্পকালের মধ্যে প্রদান করিবেনই করিবেন।

আমরা এই বিষয়টি সমাপ্ত করণকালীন ১৭ আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক তদবিকল নিম্নে প্রকটন করিলাম।

"গোয়ালিয়ারের পোলিটিকেল এজেণ্ট সাহেব এমত সংবাদ প্রেরণ করেন, যে সিন্দিয়ার "ডিঙ্ক" নামক স্থানের সুবেদারকে ধৃতকরত গোয়ালিয়ার রাজ্যমধ্যে প্রেরণ করা হয়, তেনসিয়া তোপির পরিবার সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জন, তাঁহার পিতা, বিমাতা এবং সহোদর ভ্রাতা, ৬ জন বৈমাত্র ভ্রাতা, একটী বৈমাত্র ভগিনী এবং দুইজন জ্যেষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী, এবং দুইজন অনুচর। বিদ্রোহিরা "দিওগড়ের" ১২॥ ক্রোশ অন্তর "তেমিয়েত" নামক স্থানে বাস করিতেছে।"

আমরা মিরাটপ্রবাসি বন্ধুর ২ আগষ্ট দিবসের একখানি পত্র ডাকযোগে প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক তদবিকল প্রকটন করিলাম, সুধীবর পাঠক মহোদয়েরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

"সম্পাদক মহাশয়! যে সকল শীকসেনা এস্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারদিগের দৌরাত্ম্যে বাজারস্থ দোকানদার এবং ব্যবসায়িগণ শশব্যস্ত হইয়াছে, উক্ত নষ্টমতি সেনারা দশ বারোজন একত্রিত হইয়া বাজার মধ্যে প্রবেশ করত কোনো কোনো দ্রব্য খরিদ করিব বলিয়া ব্যবসায়ির নিকট হইতে গ্রহণ করত তাহার মূল্য না দিয়া চলিয়া যায়, তাহারদিগের বিপক্ষে হস্তোত্তলন করে এমত সাধ্য কার? সুতরাং তাহারাই জয়ি হয়, যদ্যপি কোনো দোকানদার ভয়প্রযুক্ত তাহাদিগের প্রার্থিত দ্রব্য দিতে অস্বীকার করে, তবে দুষ্টেরা তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, সামান্য ব্যবসায়ি এবং দোকানদারদিগের প্রতি এরূপ অকারণে অত্যাচার করিলে তাহারদিগের ব্যবসা কি প্রকারে সুন্দররূপে চলিতে পারে?—মহাশয়! এই সংবাদটি আপনকার জগদ্বিখ্যাত প্রভাকরের একপার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্থান দানকরত চিরবাধিত করিবেন, কেননা মহাশয়ের পত্রিকায় প্রকাশ হইলে গবর্ণমেণ্ট অবশ্য এবিষয়ে মনোযোগ করিতে পারেন। শীকসেনারা এক্ষণেও বাজারে দৌরাত্ম্য করিতেছে, এসময় যদ্যপি শাসিত না হয়, তবে প্রজাদিগের উপরেও অত্যাচার আরম্ভকরণে ক্ষান্ত থাকিবেক না।

ঢাকা পাবনা প্রভৃতি স্থানে গোরা গুণপুরুষদিগের অত্যাচার-বিষয়ক সংবাদ আমরা কয়েকবার প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, তাহারদিগের অকারণ দৌরাত্ম্যে সকলে জ্বালাতন হইয়াছে, এক্ষণে মিরাটে শীকসেনাদিগের অত্যাচারে তৎস্থানের ব্যবসায়ি দোকানদারগণ যেরূপ যন্ত্রণাসম্ভোগ করিতেছে তাহা কথনাতীত, যাহারা রক্ষক তাহারাই ভক্ষক হইলে প্রজাগণের কি সাধ্য যে তাহারা এতদ্রূপ বিপদুদ্ধারের কোনোরূপ উপায় করে, রাজপুরুষগণ অকারণ অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত যদ্যপি মনোযোগি না হয়েন, তবে আর দ্বিতীয় কে আছে? প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দতা চিন্তা করা রাজার যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তৎপক্ষে সন্দেহাভাব, অতএব ভরসা করি যে গোরা এবং অন্যান্য ব্রিটিসসেনা-কর্ত্তৃক ভবিষ্যতে নির্দ্দোষি প্রজাপুঞ্জকে এরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত না হইতে হয়, গবর্ণমেণ্ট এমত একটা সুনিয়ম নির্দ্দিষ্ট করুন।

চীনরাজ্যের প্রধান নগর ক্যাণ্টন হইতে বিগত ২৮ জুন দিবসে যে পত্র আগত হয়, তাহার সারভাগ প্রকটিত হইল।

"সম্প্রতি এস্থানে অত্যন্ত গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে, দোকানদারেরা দোকান সকল বন্দ করিয়া বসিয়াছে, গত কল্য পঞ্চাশ সহস্র ব্যক্তি এককালীন সহর পরিত্যাগ করিয়াছে, বাসিন্দারা রক্তিমাবর্ণ কেশ যুক্ত অসভ্যজাতিদিগের (ইংরাজদিগের) সহিত কোনো প্রকার ব্যবসা করিতে পারিবেনা, যদ্যপি করে তবে তাহারদিগের শিরশ্ছে-

দন করা হইবেক, এরূপ অনুমতি হইয়াছে, হোয়াং অথবা অয়াং নামক জনেক দুষ্ট লোক এই গোলোযোগের মূলীভূত,—উক্ত সহরের কোনো প্রকাশ্য স্থানে এক খানি ঘোষণাপত্র লটকিয়া দিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, "প্রায় পঞ্চদশ বৎসর গত হইল অসভ্য ইংরাজেরা কোনো বিশেষ কারণ ব্যতীত আমারদিগের সহিত সমর করত জয়লাভ করায় মহীপাল স্বীয় রাজকোষ হইতে ৬০,০০,০০০ ডলার অর্থাৎ চীন দেশীয় মুদ্রা বিশেষ তাহারদিগকে প্রদান করেন, অসভ্যেরা পুনর্ব্বার ঐরূপ টাকা প্রাপ্ত হইবার লালসায় ক্যাণ্টন নগরস্থ বাটী সকল ভগ্ন এবং নানামত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, অতএব তাহারদিগের দৌরাত্ম্য হইতে আশু মুক্ত হওনের উপায় ঈক্ষণ করা বিধেয় হইতেছে, তাহারদিগকে নগর হইতে বহির্ভূত করা কর্ত্তব্য, নচেৎ আমারদিগের রক্ষার অন্য কোনো উপায় নাই, ইংরাজদিগকে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি যেন বিক্রয় না করে তাহা হইলে তাহারা অনাহারে কালযাপন করা দুঃসাধ্য বোধে মরণের শরণ লইবে।"

এইরূপ চীনবাসিরা আমারদিগের প্রতি বিপক্ষতাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়াছে, সহসা কোনোরূপ অমঙ্গল ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু পরে কি হয় বলা যায়না, নগর, বাসিন্দাশূন্য হইয়াছে বলিলেই হয়, কেবল কয়েক জন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক এবং পুরুষ বাস করিতেছে, হোয়াং ৭০,০০০ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এস্থানের ৭ ক্রোশ অন্তরে আগমন করিয়াছে, গত কল্য রজনীতে আমারদিগের প্রতিকূলে বিপক্ষগণ বিস্তর গুলি নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাহাতে কিছু হানি হয় নাই, ব্যবসায়ীরা ক্যাণ্টন বাসিদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছে, তাহারা কহে, ব্যবসাবন্দ হওয়ায় আমারদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, আমরা ইংরাজদিগের সহিত ক্রয় বিক্রয়-করণে বিরত হইতে পারিনা।

৩০ জুন রজনীযোগে শত্রুগণ আমারদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতে কিছু হানি করিতে পারে নাই বরং তাহারদিগেরি হানি হইয়াছে, এস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা লার্ড এলজিন্ সাহেব শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, এই গোলোযোগ নিবারণের উপায়াবলোকন করিতে পারিবেন, যদিও হং কং দেশবাসিরা ভীত, সমর বিষয়ে অনভিজ্ঞ তথাচ নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, সামান্য বিপদকে অবশ্য বিপদ বলিতে হইবে, এবং তাহা হইতে উদ্ধার হইবার জন্যও বিধিমত চেষ্টা পাইতে হইবে, এসময় আলস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অস্মদাদির লিখিত নিম্নস্থ কয়েক পঁক্তি পদ্য সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার দেশমান্য প্রভাকর পত্রের একপার্শ্বে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রভাত বর্ণন।

ত্রিপদী।

বিভাবরী হয় গত, বিভাকর সমাগত,
ধরিয়ে লোহিত কলেবর।
নিশির তিমির চয়, তীরোহিত সমুদয়,
শিবাগণে গহ্বর ভিতর ॥
অম্বরে যামিনী কর, সম্বরে শীতল কর,
দিনকর করি বিলোকন।
গগনের যত তারা, রবির প্রভাতে তারা,
প্রভাহত প্রভাতে এখন ॥
সুশীতল সমীরণ, পুলকিত করে মন,
বিচরণ করি জলেস্থলে।
কুঞ্জবনে গুঞ্জস্বরে, বিকসিত পুষ্পোপরে,
ভ্রমে সুখে ভ্রমর সকলে ॥
অমল কমল দলে, বিস্তারিয়া নিজদলে,
কমলে ভাসিছে সমুদয়।
না হেরিয়া নিশাপতি, কুমদ কাতর অতি,
অমৃতেও রহে মৃত প্রায় ॥
কিবা সুমধুর স্বরে, বিপিনে বিহগবরে,
করে গান হরে প্রাণ তায়।
যত সব কলরব, করে সব কলরব,
শ্রবণে শ্রবণে সুধা ধায় ॥
পেচক চকোর যত, সকলে আনন্দ হত,
চক্রবাক হরষিত মন।
গোপাল সত্বরহোয়ে,গোপালাসঙ্গেতেলোয়ে,
করে সবে গোষ্ঠেতে গমন।
মনের মালিন্য নাশি, উষার তুষার রাশি,
বিহার করিছে তৃণোপর।
হেরে হয় হেন চিত, মুক্তাবলি বিখচিত,
ধরণী ধরেছে নীলাম্বর ॥
নিদ্রাবেশ পরিহরি, সবে গাত্রোত্থান করি,
হরি হরি বলিয়া বদনে।
হেরিয়া স্বভাব ভাব, অন্তরেতে কত ভাব,
আবির্ভাব হয় সেইক্ষণে ॥

বংশবাটীনিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রসাপাগলা স্কুলের ছাত্র।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিকপত্র

প্রতি এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাষৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রগীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

গ্রাহকদিগের প্রতি এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১০ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১০ সংখ্যা] সোমবার ৮ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২৩ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ডঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৹
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।৹
স্বপ্নদর্শন .... ৵৹

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

৮ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, রাজানুগত ধার্ম্মিকবর ধর্ম্মশালী শ্রীযুক্ত লালা জ্যোতিপ্রসাদ বিদ্রোহ-ঘটনাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সামর্থ-সহকারে নানামত সাহায্য করায় তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি এবং ১৩ খানি পল্লীগ্রাম পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত

গুণযুক্ত মহাত্মাকে এরূপ পুরস্কার করায় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সুবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছেন, কেননা বিপদকালে যাঁহারদ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার প্রত্যুপকার করা মনুষ্যমাত্রেরি কর্ত্তব্য,—প্রজার উচিত যে রাজাকে বিপদ সময়ে আনুকূল্য করে, কিন্তু রাজা যদ্যপি তৎপরিবর্ত্তে রাজানুগত প্রজাকে পুরস্কার করেন তাহা হইলে সেই রাজা অবশ্য প্রজাবৎসলরাজা বলিয়া বাচ্য হয়েন, অতএব এস্থলে উভয়েরি কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধন হইয়াছে, ইহা বিচক্ষণ মহাত্মাদিগ্যে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অটক সহরবাসি বন্ধুর পত্রখানি ডাকযোগে প্রাপ্ত হইবামাত্র অতি সমাদর পূর্ব্বক তদবিকল প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! বিগত ১০ আগষ্ট তারিখে বেলা অষ্ট ঘটিকার সময়ে এস্থানের সিন্ধুনদী প্লাবিত হইয়া ৫০।৬০ খানা গ্রাম জলমগ্ন হওয়ায় বিস্তর হানি হইয়াছে, কত গৃহ, কত বৃক্ষাদি যে ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর, কিন্তু জগদীশ্বরের অনুকম্পায় আমারদিগের অটক সহরটি রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু ভয়ঙ্কর শব্দে জীবনের আশা পরিত্যাগ-করণে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই গুরুতর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছি, বারি আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এদিগে আগমন করেন নাই,—শুনা যাইতেছে উক্ত নদী ইহাপেক্ষা আর একবার প্রবল হইবেক।"

শ্রীকালীদাস মুখোপাধ্যায়।

আপনকার নিতান্তানুগত।

অটক ১১ আগষ্ট।

কোনো প্রামাণিক বন্ধুপ্রমুখাৎ অবগতি হইল যে বিগত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ যে দিবস মহারাণীর নাবিক সৈন্যদিগকে আহ্বান করা যায় সেই দিবস কোনো জেলার মাজিষ্ট্রেট মহাশয় বেঙ্গাল সেক্রেটরি আপিসের উপরে যাইতে ছিলেন। ইতি মধ্যে তথাকার জনেক কেরানি বাবু ঐ সাহেবের পশ্চাৎ শিড়িতে উঠিবার কালীন সাহেবের স্কন্ধে হস্ত দ্বারা চাপড়াইয়া কহিতে লাগিলেন কৈ মাঃ অমুক (জনেক আপিসের বিলাতি কেরাণি যাঁহার সহিত ঐ বাবুর প্রণয় আছে, ইহা জ্ঞান করিয়া) তুমি বলি ষ্টিয়ারের "সাজ গোজ" করিয়া যে বড় যাও নাই। এই কথা বলিবামাত্র সাহেব মুখ ফেরাইয়া দেখিলেন একজন সামান্য নেটিব কেরাণি তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধরিলেন। বাঙ্গালি কেরাণি তাঁহার নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তথাপি সাহেব তাঁহাকে ছাড়িলেননা। আপন গাড়ির চাবুক আনিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিতে লাগিলেন। কেরাণি বাবু হস্ত ছাড়াইয়া আপিসের দরওয়ানের ঘরে পলাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সুতরাং সাহেব মহাশয় আর কিছু করিতে না পারায় চলিয়া গেলেন।

এই বার্ত্তা সমুদায় কেরাণি বাবু শ্রীযুক্ত মেং ইয়ং সাহেবের নিকট জানানতে সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি বিরক্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন তাহার কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই। শুনাগেল একান্ত অস্পো মিটিবেনা। যাহা হউক ভ্রম ছিল যে বিলাতি সভ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হঠাৎ যদি কোনো দোষ করা হয় তাহার কারণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহা মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তাহা এককালীন দূর হইল। ইহা কেহ কখনই শুনেন নাই যে বিশেষ হত্যা, চুরি ডাকাইতি ইত্যাদি অপরাধ ব্যতীত আর আর যে সামান্য অপরাধে সাহেবেরদের দ্বারা ঐ প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মার্জ্জনা হয় নাই, ফলে এক্ষণে সদা সশঙ্কিত হইয়া চলিতে হইবেক, কোন্ দিন কোন্ সময়ে সাহেবদের নিকট কি অপরাধি হইয়া একেবারে মারা যাইতে হইবেক, তাহার স্থির নাই, অতএব দেশস্থ ভায়ারা সকলে সাবধান্ সাবধান্ দেখো যেন সাহেবদের নিকট কোনো মতে পায়ে পা পর্য্যন্ত না ঠেকে।

পরম্পরায় অবগত হওয়া গেল যে অদ্য প্রায় একমাস অতীত হইল জেলা নবদ্বীপের সদর আমিন দপ্তর খানার পেস্কার সরকারি কর্ম্মোপলক্ষে একটা মিছিলের নথি অনুবাদকারণ আপন বাসায় লইয়া যান। কিয়দ্দিবসান্তে তাহা শ্রীযুক্ত সদর আমিন বাবুর কর্ণগোচর হইবাতে তাহা অতি শীঘ্র ফেরৎ আনিবার কারণ পেস্কারকে কহেন, পেস্কার তাহা ফিরিয়া না দিয়া সেই পর্য্যন্ত আর কাছারিতে উপস্থিত হয়েননা। সদর আমিন বাবু তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে ঐ নথি কোনো ওজর না করিয়া ফেরৎ পাঠাইতে লেখেন। পেস্কার তাহার প্রত্যুত্তর পত্রে লিখিলেন "আমার যে পাঁচশত টাকা

তুমি ধার তাহা না দিলে আমি নথি ফিরিয়া দিবনা বরং ইহাতে আমার ও তোমার প্রাণপর্য্যন্ত সংখ্যা ইত্যাদি।" হাকিম মহাশয় ঐরূপ পত্র পাঠান্তে শ্রীযুক্ত জজ সাহেবের নিকট ঐ পত্র সম্বলিত এক ঝবকারি করেন, তাহার মর্ম্ম এই "পেস্কার আমার প্রাণের উপর হানি-করণের মানস করিয়াছে।" জজ মহাশয় তাহা পাইয়া ফৌজদারিতে ঐ ঝবকারির সহিত আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের সমীপে পাঠাইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পেস্কারকে তলব দিয়া মিছিলের কাগজ পত্রাদি ফেরৎ লইলেন এবং ৫০ টাকা দণ্ড করিয়া তাহার নিকট হইতে একখানা সহস্র টাকার অঙ্গীকারপত্র অর্থাৎ মুছলকা লইয়া আজ্ঞা করিলেন যদি দণ্ডের টাকা দিতে অসমর্থ হয় তবে তাহার বিনিময়ে দুই মাসের জন্য কারাভোগ করিতে হইবেক, অতএব টাকা দিতে না পারায় কারাবাস করিতে হইয়াছে।

আমাদিগের বারাণসীস্থ কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে "এস্থানের রাজাঘাটস্থ দুর্গে একটা ভয়ানক চৌর্য্যবৃত্তি হইয়া গিয়াছে, মেগাজিন অর্থাৎ শিলাখানা মধ্যে একটি লৌহময় সিন্দুকে নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা এবং দশলক্ষ টাকার একখানি হুণ্ডি ছিল, ঐ হুণ্ডিখানি সম্প্রতি মহানগর কলিকাতা হইতে প্রেরিত হয়, ফলত ঐ সকল টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। দুষ্টদিগকে ধৃতকরণার্থ রাজপুরুষেরা বিশেষরূপ মনোযোগি হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দুর্গমধ্যে সদাসর্ব্বক্ষণ পাহারা থাকে, তাহাতে এরূপ চুরি হওয়ায় কেবল প্রহরিগণের আলস্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এসময় গবর্ণমেণ্টের অপচয় হইলে কম দুঃখের বিষয় নহে।

তরী জলমগ্ন।

অদ্য প্রায় তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত রেলওয়ের এবং হাবড়া-ঘাটের পারাবার জন্য বাঙ্গালির বাষ্পীয় নৌকার আঘাতে কয়েকখান তরী জলমগ্ন হইয়া অনেক প্রাণির হানি হইয়াছে। ইহাতে পুলিস কর্ম্মচারিগণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে, নচেৎ এতাদৃশ প্রত্যহ প্রাণিহত্যা হইলে দেশের সমূহ অমঙ্গল।

রেলওয়ে।

শুনা গেল যে আগামি ১ সেপ্টেম্বর তারিখে বাষ্পীয় শকট অজয় নদীর তট পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবেক। তাহার সমুদায় আয়োজন হইতেছে, বহুকাল অর্থাৎ রাণিগঞ্জ এক্টেসন্ খোলা অবধি আর নূতন বর্ত্ম বিবিধ ব্যাঘাৎ বশত খোলা হয় নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মফঃসলাইট পত্র পাঠে অবগতি হইল, "ডারাছেটের" অন্তঃপাতি "ডারা" ইসমেলখান" নামক স্থানে ৩৯ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনারা রাজবিদ্রোহাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়াছে।—কতকগুলীন হিন্দুস্থানি অশ্বারোহি সেনাও উক্ত দুরাত্মাদিগের অনুগামি হইয়াছে, কিন্তু তাহারা আপনারদিগের কদভিসন্ধি সুসিদ্ধকরণে পারগ হইবেনা, কেননা বর্ষাকালে উক্ত স্থানের পথাদি অত্যন্ত কদর্য্য হয়, এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে স্থিত নদনদী সকল বারিদ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় তথা হইতে অন্যস্থানে সহসা গমন করা সুকঠিন, দুষ্টদিগের স্থানান্তর পলায়ন-করণের এই কয়েক বিষমতর প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে আবার ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন সাহেব সসৈন্যে তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়াছেন, তিনি যেরূপ রণসজ্জায় গমন করিয়াছেন, তাহাতে যে শত্রুগণ তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে এমততো বোধ হয়না।"

দিল্লীগেজেট সম্পাদক কয়েকটি অশুভকর সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে "লাহোরে পুনর্ব্বার বিলক্ষণ গোলোযোগ উপস্থিত হওনের উপক্রম হইতেছে, মেলোয়িস্থ শীকসেনারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরোধভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপ বিপক্ষতাচরণে প্রবর্ত্ত হইতে পারে নাই, কারণ শ্বেতসেনাগণ বিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক পাহারা দিতেছে, উল্লেখিত ভাবি-বিপদ হইতে যে রক্ষা প্রাপ্ত হওনজন্য ইংরাজেরা তত্রস্থ দুর্গাশ্রয় লইয়াছেন, উক্ত দুর্গ রক্ষাহেতু বিস্তর সেনা প্রেরিত হইয়াছে, ডেরাইস্মাল খালের হেঙ্গামা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হয় নাই।

দিল্লীস্থ কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "অলয়ারের" রাজার সেনারা রাজার প্রতিকূলে হস্তোত্তলন করিয়াছে, রাজা তাহারদিগের ভয়ে লুক্কায়িতাবস্থায় দুর্গমধ্যে অবস্থিতি

করিতেছেন, তাঁহার প্রধান সজীব দুষ্টদিগের হস্তে পতিত হইয়াছেন, বোধ করি তাহারা তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকিবেক।”

কলিকাতা গেজেটপত্রে দৃষ্ট হইল যে মেসুয়ার্স সেমুএল স্মিথ এবং কোং ছাপাখানা হইতে এপর্য্যন্ত ঐ পত্র যে প্রকাশ হইয়া আসিতেছে, তাহা আগামি ১ সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে রহিত হইয়া বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেবের দপ্তরখানাস্থ ছাপাযন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া যথা-নিয়মমতে প্রকাশ হইবেক।

প্রেরিত পত্র

কবিকুল তিলক শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিম্ন লিখিত কয়েক পঁক্তি পদ্য রচনা আপনার জগৎ মনোরঞ্জন প্রভাকর পত্রে স্থান দান দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

পদ্য।

শুনহে ময়ূর শুন, কেদিল সৌন্দর্য্য।
কেদিল তোমার অঙ্গে, এতেক ঐশ্বর্য্য।
কেদিল এতেক চাঁদ, পাখায় পাখায়।
চাঁদমালা হোয়ে যেন, অঙ্গে শোভা পায়॥
কেদিল এ উচ্চ পুচ্ছ, দেখি ছত্রাকার।
মরি কি বিচিত্র চিত্র, শোভা হয় তার॥
কেদিল তোমার মাথে, চূড়া মনোহর।
চূড়া দেখে সবে হয়, হরিষ অন্তর॥
যেমন তোমার রূপ, তেমনিই নৃত্য।
মেঘ দেখে উল্লাসিত, একি দেখি কৃত্য॥
কেকা রবে একা স্মরে, বিরহিনী নারি।
মনোজ-মরমে সদা, বলে মরি মরি॥
এতরূপ এতগুণ, কেদিল তোমারে।
আমারে দেখাতে পার, সেই চিত্রকারে॥

শুন ওহে শুকসারি, আম্র বৃক্ষোপরে।
কেদিল হরিদ্বর্ণ,-ভূষণ তোমারে॥
কেবা পরাইল কর্ণী, তব কর্ণ দেশে।
কেবা সাজাইল এই, মনোহর বেশে॥
ধানক্ষেতে ধান খেতে, যাওহে তথায়।
ধান তাই ধানী রং, তোমা হোতে পায়॥
হৃদয়ে উদয় কত, গোলাবী বাহার।
দেখে কেবা গোলাপেরে, আলাপিরে আর॥
মদনের উদ্দীপন, তব স্বরে হয়।
মদনা মদসা বলে, লোকে তাই কয়॥
যেমন আকৃতি তব, তেমনি প্রকৃতি।
মুখে খোই ফোটে যেন, আদি সরস্বতী॥
বুলি শুনে বলি তুমি, সুধার আধার।
তাই সবে মুখে বালি, যেন সুধাধার॥
ঠোঁটে লাল যেন লাল, মানিক আকার।
কেদিল এতেক ধন, তত্ত্ব জান তার?॥

শুনহে কুরঙ্গ তব, ওই দুনয়নে।
কেদিল এমত শোভা জান সেই জনে॥
যুবতি তোমারে দেখে, শিখির কটাক্ষ।
পুরুষ হইল তাই, কটাক্ষেতে লক্ষ্য॥
নয়নের বাণ যাহা, যুবতি সর্ব্বস্ব।
সেধন ওহে-কুরঙ্গ, তোমার নিজস্ব॥
তোমার কটাক্ষে চাঁদ, ভূমেতে পড়িল।
আপনি আসিয়া চাঁদ, তাই কোলে নিল॥
অদ্যাপি মৃগাঙ্ক তাই, চাঁদের কলঙ্ক।
তবু তুমি চেয়ে দেখ, হইয়া নিঃশঙ্ক॥
যারকাছে পেয়েছ এ, কটাক্ষের বাণ।
আমারে বলিতে পার, তাহার সন্ধান?॥

কোকিল কোথায় পেলে, এমত সুস্বর।
কারকাছে পেলে বশী,-করণ মন্তর॥
কুহুনিশি কাল বর্ণ, কুহু কুহু রব।
উহু উহু করে শুনে, বিরহিণী সব॥
দেখিয়া আরক্ত বর্ণ, নয়ন তোমার।
অনুমানি ক্রোধে বুঝি, করিবে ঝঙ্কার॥
সুস্বর শুনিয়া হয়, সন্দেহ ভঞ্জন।
ক্রোধাকুল নহ তুমি, জগত রঞ্জন।
বাহিরে দেখিতে কালো, ভিতরেতে ভাল।
কেতোমায় করিলহে, এমন রসাল॥

ভ্রমর কাহার কাছে, শিখিলে এ গুণ।
সদা গুণ অনুরাগে, কর গুন গুন॥
শুভ সমাচারবহ, যেন রাজদূত।
তোমার সম্বাদে সবে, হয় মনঃপূত॥

সৌরভে গৌরব এত, তোমার ভ্রমর।
পদ্মাকাশে বদ্ধ হও, পাইয়া বাসর॥
সুগন্ধের তরে অন্ধ, হইলে নয়ন।
তবু তুমি ছাড়না হে, কেতকীর বন॥
এমত সৌরভে রুচি, কেদিল তোমারে।
আমারে দেখাতে পার, তুমিনাকি তারে?॥

ওহে মহাবৃক্ষ সব, ফল ছায়াবান।
কেদিল তোমারে পর, উপকার জ্ঞান॥
আপনার ফল ফুলে, অন্যে কর তুষ্ট।
কেহ ডাল ভাঙ্গিলেও, তবু নহ রুষ্ট॥
পথিক জুড়ায় কত, তোমার ছায়ায়।
জগতে বিখ্যাত তুমি, আপন দয়ায়॥
সবাই চঞ্চল কিন্তু, তুমি সদা স্থির।
এত উচ্চ তবু নম্র কোরেছ শরীর॥
যদি কেহ আরোহণে, দেয় দেহে ব্যথা।
তথাপি তোমার মুখে, নাহি কোন কথা॥
যেন মৌনী হোয়ে মুনি, কর ব্রত তপ।
তেমতি সহিয়া থাক, বরিষা আতপ॥
কার কাছে শিখিয়াছ, এত গুণ ভাই।
ধন্যমানি যদি আমি, তার দেখা পাই॥

ওহে দীর্ঘ জলাশয়, নদনদীগণ।
পর উপকার মাত্র, কোরেছ কি পণ॥
আ মরি কি হেরি তব, অগাধ গাম্ভীর্য্য।
নির্ম্মল স্বভাব তাহে, দেখি কি সৌন্দর্য্য॥
জীবন প্রদান করি, বাঁচাও জীবন।
আপনি করনা ভোগ, আপনার ধন॥
তোমা ছাড়া আমা নাহি রোয়ে এক পল।
কেবলি দেখিহে তুমি, করিছ মঙ্গল॥
ঘৃণা দ্বেষ নাহি কর, কভু কোনো জনে।
তুমিই পবিত্র কর, সুজনে কুজনে॥
জলচর কত চরে, সুশীতল জলে।
সেই সে আশ্রয় লয়, যার প্রাণ জ্বলে॥
দূরে হোতে পথি জন, আসিয়া তৃষায়।
জলপান করে প্রাণ, নিতান্ত জুড়ায়॥
ইন্দীবর কোকনদ, সরজের শোভা।
তোমাহতে হয় যার, যত গন্ধপ্রভা॥
রাজহংস রাজহংসী, আদি পক্ষ কত।
তোমাকে আশ্রয় কোরে, আছে অবিরত॥
এত উপকার ধর্ম্ম, শিখিলে কোথায়।
যার সৃষ্টি তারে তুমি, দেখাও আমায়॥

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী।

শ্রীদুর্ল্লভচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১০ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৯ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২৪ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব উকীল অথচ বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান সদর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মল্লিক বর্দ্ধমান প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত জেম্‌স হেনিরি ইয়ং সাহেবের আদেশানুসারে তৎ প্রণীত রিবিনিউ হ্যাণ্ডবুক নামক ভারতবর্ষীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত ইংরাজী ভাষার আইন পুস্তক সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ২০০ শত পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকার করিয়াছেন, এই পুস্তক সরকারি কর্ম্মচারি ও ভূম্যধিকারী ও উকীল মোক্তার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ি লোকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৲ টাকা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩॥ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটস্থিত ১৭ নম্বর ভবনে অথবা বর্দ্ধমানের মুন্সেফী কাছারিতে উক্ত মুন্সেফ বাবুর নিকটে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত নিম্ন লিখিত বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

যথা।

১। কলিকাতার কর আদায়ের বিষয়।
২। ভূমি জরীপ ও নক্সা এবং থাকবস্তুর বিষয়।
৩। দলীল রেজিষ্টরী করণের বিষয়।
৪। বাঁধের বিষয়।
৫। আবকারী বিষয়।
৬। ষ্টাম্পের বিষয়।
৭। আফিমের বিষয়।
৮। লবণের বিষয়।
৯। পেন্সন দেওনের বিষয়।
১০। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের ছুটীর বিষয়।
১১। জায়গিরের বিষয়।
১২। সেনাদিগের রসদ দেওনের বিষয়।
১৩। লোকেল এজেণ্টের বিষয়।
১৪।১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের মতে তথা অন্য আইন অনুসারে সাক্ষ্য দেওনের বিষয়।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত

পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।
৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

সংবাদ প্রভাকর

৯ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহোদয়গণ পঞ্জাবের প্রধান কমিস্যনর স্যার জন লরেন্স সাহেবের বেতন লেপ্টেনাণ্ট গবরনরদিগের বেতনের (যাহা প্রত্যেক বৎসরে লক্ষ টাকা) সমতুল্য করিয়া দিয়াছেন, উক্ত কর্ম্মদক্ষ পারদর্শি নিরপেক্ষ রাজকর্ম্মচারির এরূপ বেতন বৃদ্ধি হওয়ার কারণ এই যে, তিনি উপস্থিত বিদ্রোহ-ঘটনার প্রারম্ভকালাবধি অনেক বার বিশেষ বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্যসকল সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ইনি যে প্রকার অপক্ষপাতী এবং উপযুক্ত; তাহা বিস্তারিত খিলনে প্রয়োজনাভাব, অতএব তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হওন সংবাদ শ্রবণ করত সকলে সন্তুষ্ট হইবেন তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে? ভরসা করি, তিনি সম্পকালের মধ্যে ইহাপেক্ষা আরো উচ্চ-পদাভিষিক্ত হইয়া আপনার মহদ্‌গুণে প্রজাদিগকে সুখি করুন এবং আপনিও সুখী হউন।

প্রায় পঞ্চদশ মাস বিগত হইল এই ভারতবর্ষ-মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়াছে, কিন্তু সেই অনল অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইলনা, ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? কোন্ স্থান বিদ্রোহি-শূন্য হইয়া পূর্ব্বমত নিরাপদ হইয়াছে?—রোহিলখণ্ড, বন্দেলখণ্ড, অযোধ্যা, সাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি গোলযোগ আছে, বিশেষত সাহাবাদ জিলায় বিদ্রোহি অমর সিংহ অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট উক্ত দুষ্টকে সমূলে নির্ম্মূল-করণের বিশেষ চেষ্টা কি জন্য পাইতেছেননা, তাহা বলা যায়না, অনেক পরিশ্রম সহকারে রাজপুরুষগণ ফয়জাবাদ হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূর করিয়া দেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোনোরূপ ফলোদয় হইলনা। দুষ্টেরা ব্রিটিসসেনাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কতকগুলীন আজিমগড় মধ্যে আগমন করিয়াছে, এবং অবশিষ্ট নৌকারোহণে গগ্রানদী পার হইয়াছে, দানাপুরস্থ নদী মধ্যে যে সকল রণতরী রহিয়াছে তাহাই যদ্যপি গগ্রানদীর উপর থাকিত, তাহা হইলে দুরাচারিদিগকে অল্পায়াসে শমনসদনে প্রেরণ করা হইত, সেনাপতিদিগের উত্তমরূপ বিবেচনাভাবে শত্রুরা স্থানে স্থানে বল প্রকাশ করিতেছে, অতএব প্রধান সেনাপতি বাহাদুর আপনার স্থির-বুদ্ধিপ্রভাবে শীঘ্রই এমত সকল সুনিয়ম নির্দ্দিষ্ট করুন, যদ্দ্বারা ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার শান্তিদেবীর শাসনাধীন হন এবং প্রজারা সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত কালযাপন করে।

হিন্দু মেট্রাপলিটান কালেজের পূর্ব্বতন সুযোগ্য প্রিন্সিপেল উইলিয়েম মাষ্টর হুগলি কালেজের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইবায় তথাকার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমারদিগের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন আমরা তাহা সাদরে প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিজ্ঞ গুণগ্রাহক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ সানন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদিগের বিদ্যালয়স্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক মৃত শ্রীযুত মেং বিংলাণ্ড সাহেবের পদে কলিকাতাস্থ হিন্দু মেট্রাপলিটান কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত উইলিয়েম মাষ্টর মহাশয় অভিষিক্ত হইয়াছেন, ইহা আমাদিগের অত্যন্তই আনন্দের বিষয়। পুত্রহীন ব্যক্তির পুত্র, চাতক চাতকীর জল ও অর্থহীন ব্যক্তির অর্থ লাভ হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আমরা উক্ত গুণযুক্ত শিক্ষক মহাশয়কে পাইয়া সেইরূপ আনন্দলাভ করিয়াছি। আহা! শিক্ষক মহাশয় কি সাতিশয় পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদানার্থ যত্ন পাইয়া থাকেন। এই শিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষা প্রদানের নব নব প্রণালী অবলোকন করিয়া আমরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমরা পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সমীপে করপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি এতাদৃশ বিদ্বানব্যক্তিকে দীর্ঘায়ু প্রদান করুন কেননা তাঁহার দ্বারা অজ্ঞান বালকেরা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইতে পারিবে।"

সপ্তক্ষীরাস্থ অভিনব লেখকের লিখিত কয়েকটি বিষয় সাদরে গ্রহণ করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! বর্ত্তমান বৎসরে এতদ্দেশে ওলাউঠাদেবী ভীষণমূর্ত্তি ধারণকরত বিলক্ষণ অনিষ্ট করণের সূচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ হিতৈষী পরমধার্ম্মিকবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরী এবং তদনুজ শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়েরা নিজ ব্যয়ে ডাক্তর শ্রীযুক্ত হনিংবর্জর সাহেবের প্রসিদ্ধ "কোয়াসীয়া" নামক ঔষধি ক্রয় করিয়া ত্রিশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করত উক্ত ঔষধি ব্যবহার প্রণালী বিশেষরূপে উপদেশ দিয়া নানাস্থানে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করায় বহুতর ব্যক্তি কালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এবং অরোগি জনগণকেও এইরূপে টীকা দেওয়ায় আর পীড়ার আতিশয্য হইতে পারে নাই, এতদ্দেশোপকার-জনিত ব্যাপারে উক্ত সদাশয় মহাশয়দ্বয়ের বিপুলার্থ ব্যয় হইয়াছে।

ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের স্থাপিত মহামান্য "পঞ্চনাথ কমিটির" বিশেষ উৎসাহে সম্প্রতি এতৎস্থানে একপোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয়! এতদ্ব্যাপারটি এস্থানবাসিদিগের পক্ষে যে কিপর্য্যন্ত সুখকর ও মঙ্গলদায়ক হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, পূর্ব্বে পুলিসের ডাকে বিস্তর লোক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহারদিগের সে ক্ষতি হইতে মুক্ত হওনের উপায় হইল।

এস্থানের সমাজ বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ন্যূন হইয়াছে কিন্তু বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে প্রচলিত হওনহেতুক ভরসা করি যে শীঘ্রই উক্ত বিদ্যালয়টি বালকে পরিপূর্ণ হইবেক ইতি।

শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণ রায়।
সপ্তক্ষীরার বিদ্যালয়স্থ ছাত্র।
সন ১২৬৫ সাল ২৯ শ্রাবণ।"

পরম্পরায় শ্রুতি হইল সম্প্রতি বিলাত হইতে দুইটি নূতন লৌহময় সেতু আসিতেছে, এক্ষণে বেলেঘাটা এবং বারাকপুরে যে কাষ্ঠের সেতু আছে, তৎপরিবর্ত্তে উক্ত স্থানদ্বয়ে আগত লৌহময় সেতুদ্বয় স্থাপিত হইবে।

শ্রীমতী লেডী কেনিং নিরাপদে পাটনায় উপনীত হইয়াছেন, শুনিলাম তিনি শীঘ্রই তথা হইতে আলাহাবাদে গমন করিবেন।

পাটনার ডেপুটী কমিস্যনর কর্ণেল হিউজ ফ্রেজার সাহেব ১২ আগষ্ট তারিখে মানবলীল সম্বরণ করিয়াছেন, উক্ত মহাত্মা অতিশয় উপযুক্ত এবং কর্ম্মদক্ষ ছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হওয়া গেল।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

২০ আগষ্ট দিবসের আগত সংবাদ।

সুলতানপুরের ডেপুটী কমিস্যনর সাহেব লেখেন, "বিদ্রোহিরা আমারদিগের অমনোযোগ দৃষ্টে গুম্‌তিনদীর অপর পারে প্রত্যাগত হইয়া গুলি নিক্ষেপ করণে প্রবর্ত্ত হয়, কিন্তু তাহাতে আমারদিগের কোনোরূপ হানি হয় নাই।—বিগত ১৪ তারিখে রবার্ট সাহেব "ভালানিয়ারের" নিকটবর্ত্তি স্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত সমরে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছেন, বিদ্রোহিরা বিলক্ষণরূপে শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়া পলায়নপর হইয়াছে, অশ্বারোহি সেনারা তাহারদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়াছে। এই সমরে শত্রুপক্ষের শত শত সেনা রণশায়ি হইয়াছে, তাহারদিগের চারিটা তোপ ও আহারীয় এবং সমরসংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যাদি ব্রিটিস হস্তগত হইয়াছে, এপক্ষের ২০ জন সেনা এবং ৮ সংখ্যক দলের স্যার জেণ্টমেজর সাহেব নিহত হইয়াছেন।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

১৮ আগষ্ট তারিখে চুনার হইতে যে পত্র আগত হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে "যদ্যাপি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড

এবং ভাগীরথীর পার্শ্বস্থিত স্থান সকল বিদ্রোহিশূন্য হয় নাই, স্থানে স্থানে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।—অবগতি হইল, "কলিকাতা" নামক বাষ্পীয় তরী বক্সারের ১॥ক্রোশ অন্তরে বিদ্রোহি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাহাতে কোনোরূপ হানি হয় নাই,—বারাণসীর পূর্ব্বদিগে দুইখানা বাঙ্গলা আছে, আমি সেস্থান হইতে অতি কষ্টে বিদ্রোহি-হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আমার বন্ধু সসারামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছিলেন "বিদ্রোহিরা প্রকাশ্য পথে আগমন করত তন্নিকটবর্ত্তি কমিসরিএট সংক্রান্ত গৃহাদি লুণ্ঠন এবং অনল সংযোগে দগ্ধ করিয়া দিয়াছে।"

অনুবাদিত সংবাদ।

বাঙ্গাল প্রেসিডেন্সির সিনিয়র ধর্ম্মাদক্ষ রেবেরণ্ড আরথার হেমিল্টন সাহেব কালের ভীষণদন্তে চর্ব্বিত হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ইংরাজদিগের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে।

চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ফারগুসন সাহেবের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট কালীঘাটের থানার দারোগা হানিফ খাঁকে দুইশত টাকা মাসিক বেতন দিতে অনুমতি করিয়াছেন।

কসিলকোটের পত্রে ব্যক্ত করে "এস্থানের পুরাতন বারিক সকল ভগ্নকরণ-কালীন তন্মধ্য হইতে বিস্তর বারূদ প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। ঐ সমস্ত বারূদ বড় বড় জালা মধ্যে রাখা গিয়াছে।"

আগ্রা কালেজের শিক্ষকগণ উপস্থিত গোলোযোগ সময় ছাত্রদিগকে সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা প্রদান করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহারা দুইমাসের মাহিয়ানা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাজাহানপুরের পত্রে লেখে "এক্ষণে এস্থানে বড় গোলোযোগ নাই, অতিশয় বৃষ্টি হওয়ায় নদ, নদী, খাল, পথ প্রভৃতি জলে প্লাবিত হইয়াছে, এজন্য গমনাগমনের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত মহামান্য শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রভাকর তুল্য মহাশয়ের প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে নিম্ন লিখিত সমাচারটি স্থানদান করত বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! অদ্য আমরা সাতিশয় বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, শ্রীযুত বাবু রাসবিহার বসু মুন্সেফ মহাশয় এস্থলে শুভাগমন করণাবধি যে কি সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিনা, ঐ মহোদয় এখানে আসিয়া সাতিশয় যত্ন ও চেষ্টা পূর্ব্বক অজ্ঞান কুসংস্কারাবিষ্ট হইতে লোকদিগকে জ্ঞানরূপ মহামঞ্চে আরোহণ-করণের সোপান প্রস্তুত করিয়া তদ্বিষয়ে অনেকের নিকট কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। অত্রস্থলে দেশীয়-ভাষা শিক্ষোপযোগী একটী পাঠশালা না থাকাতে বালকগণ অজ্ঞানার্ণবে নিমগ্ন ছিল, উক্ত মহাত্মার উদ্যোগ ও চেষ্টায় অত্রস্থলে একটী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে তাহার অবসান হইয়াছে, মদীয় সমস্ত মহৎকর্ম্ম সম্পাদনকল্পে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীযুত বাবু চাঁদমোহন মৈত্রেয় ও অত্রস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিব্যূহের যথোচিত চেষ্টা যত্নের সাপক্ষ হইয়াছে, তথাচ উক্ত বসু বাবুকে প্রধান উদ্যোগী বলিতে হইবেক, ঐ মহাশয় এমত সদ্বিচারক ছিলেন যে যাহার পক্ষে মোকদ্দমা হারি হইত, তাঁহার বিচারের তাৎপর্য্য ও নিগূঢ় অনুসন্ধান দৃষ্টে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং মুক্তকণ্ঠে বিচারের প্রশংসাই করিতেন, তিনি অদ্য এস্থানের মায়া ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগের মায়া পরিত্যাগ করিয়া হুগলির অন্তঃপাতি জাহানাবাদ গমন করিলেন, এখানে ঐ জাহানাবাদের মুন্সেফ মহম্মদ আনিবেন।—হে সম্পাদক মহাশয়! আমরা আর কখনো এমত দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী সদ্বিচারক মুন্সেফ পাইব, এমত ভরসা আর কখনই সাহস করিয়া করিতে পারিনা।

একান্ত বাধ্য।
শ্রী * * শ।
সাং ফরিদপুর।

১১ আগষ্ট ১৮৫৮।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীনদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্রান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১৲টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ॥০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১১ সংখ্যা] বুধবার ১০ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২৫ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....॥০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

বিজ্ঞাপন।

বিগত ৪ ভাদ্র বৃহস্পতিবারে তৃতীয় বিজ্ঞাপনে শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত ছিল, তদ্বিনিময়ে সকলে শ্রীনবকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পাঠ করিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

১০ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮০

আলাহাবাদস্থ বন্ধুর পত্রের সারভাগ অতি যত্ন পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"কাল্পি এবং ঝান্সির মধ্যস্থিত রাজপথ দিয়া পথিকেরা নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারেনা, অল্প সংখ্যক বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া প্রায় সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, বিশেষত কাল্পির অনতিদূরে বিস্তর বিদ্রোহি সম্প্রতি আগমন করিয়াছে, তাহারা সকলেই বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘাকার, তাহারদিগকে সহসা অবলোকন করিলে বোধ হয়, যেন শমন-দূত, উক্ত দুরাচারি নৃশংসদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করত তৎস্থানবাসি সকলেই ভীত হইয়াছে। এক্ষণে তথায় ব্রিটিসপক্ষীয় অশ্বারোহি সেনা নাই, পদাতিক সেনা অল্পই আছে, তাহারদিগের দ্বারা উক্ত দুরাত্মারা যে পরাজিত হয়, এমত বোধ হয়না,—গবর্ণমেণ্ট এসময়ে কাল্পিতে উপযুক্ত সেনা প্রেরণ করুন, কেননা শত্রুদিগকে ক্ষণকালের জন্য বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, তাহারা সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই মনোভীষ্ট সুসিদ্ধ-করণে অমনোযোগি হইবেনা। যে সময় ওয়ারি নামক স্থান বিদ্রোহিরা কাড়িয়া লয়, তৎকালীন তথাকার তহসিলদার মোরানরাও প্রভুর প্রতিকূলে হস্তোত্তলন করণমানসে তেন্সিয়াতোপির অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করে, কিন্তু যখন উক্ত স্থান পুনর্ব্বার ব্রিটিস শাসনাধীন হয় তখন সেই দু-

রাজা ধৃত হইয়া গত ১১ দিবসে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে।"

"আমার কোনো বন্ধু সারন্ হইতে যে সংবাদ লেখেন, তাহা মহাশয়ের বিদিতার্থ এই পত্রমধ্যে প্রেরণ করিলাম, যদ্যপি প্রকাশের যোগ্য হয়, তবে প্রকাশ করিবেন।

যথা।

বিদ্রোহী অমর সিংহ জগদীশপুরে দুর্গনির্ম্মাণ, সৈন্য বাচাই এবং তোপ গোলাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন, এক সহস্র পাঁচ শত বিদ্রোহি সেনা দলবদ্ধ হইয়া ফতেপুর অতিক্রম করত রামগড়াভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, শুনিলাম কয়েকদল বিদ্রোহি সাহাবাদ প্রদেশাভিমুখে গিয়াছে, আমারদিগের সারন্ প্রদেশটিতে পুনর্ব্বার গোলযোগের উপক্রম-লক্ষণ সকল ঈক্ষণ করা যাইতেছে"।

রাড়ুলিস্থ বন্ধুর পত্রখানি সাদরে গৃহীত হইল।

"প্রকৃত দয়ার কার্য্য।

সম্পাদক মহাশয়! কিয়দ্দিবস হইল, যশোহর জেলার অন্তর্গত রাড়ুলীনামক পল্লির কোনো দীনহীন, উপায় বিহীন, গৃহস্থের গৃহে অকস্মাৎ অগ্নির সঞ্চার হওয়াতে গৃহস্বামী ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া উপস্থিত-বিপদ-পাতে জ্ঞানহত হইয়াছিল, কি দুঃখের বিষয়! কি আক্ষেপ! সেই ব্যক্তির তৎকালোচিত অবস্থা ও দুঃখ বর্ণনা করা কাহার সাধ্য? তৎকালে তত্রস্থ স্কুলের পণ্ডিত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ তথায় সমুপস্থিত হইয়া স্বশরীরে আঘাত প্রতিঘাতের আশঙ্কা না করিয়া স্বয়ং প্রজ্বলিত হুতাশনমুখে গমন করিয়া দহ্যমান্ গৃহস্থিত সামগ্রী সমগ্র রক্ষা করেন, তাহার পরদিন প্রাতে তিনি কতিপয় ছাত্র ও সৎকর্ম্ম নিয়োগ-কুশল কয়েকটী বন্ধু সমভিব্যাহারে এক চাঁদার বহি হস্তে লইয়া গ্রামস্থ প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ ও ন্যূনকল্পে এক পয়সা পাত্র বিশেষে উচ্চ হার এক টাকা পর্য্যন্ত ভিক্ষা করত সংগৃহীতার্থ ঐ ঘোর বিপদাপন্ন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন। এবম্ভূত পরোপকার ব্রতপরায়ণ সাধু ব্যক্তি প্রায় দৃষ্ট হয়না, পল্লীগ্রামেও এমত মহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বোধ হয় আর না হইয়া থাকিবেক, পণ্ডিত মহাশয় ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন শ্রেণীস্থ মনুষ্য, পরে প্রত্যুপকার স্বীকার বা আশু কোনো অভীষ্ট সাধনের অভিসন্ধি নাই, কেবল পর দুঃখে কাতর হইয়া দয়ার্দ্র চিত্ততায় সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান কালান্তকের মুখে গমন করিয়াছিলেন। যাহার উত্তাপ শরীর সংস্পর্শ করিলে বিশ্রী নীরস ও লোমকূপ পর্য্যন্ত পরিশুষ্ক হইয়া যায়, অঙ্গদাহ প্রাণবিয়োগ হওয়ার ও বিচিত্র নাই, সেই মহোদয় এই সকল শারীরিক-শত্রুকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া যেরূপ দয়ার কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহাকে দয়াগুণের অবতার বলিলে বলা যায়, তিনি সার্থক দেহ-ভারধারণ করিয়াছেন, তাঁহার এই প্রশংসনীয় অপরিশোধ্য মঙ্গলময়ী দয়ার কার্য্যটী স্মরণ করিয়া কেনা আপ্যায়িত হইবেন, এমত মহাত্মা অবশ্যই প্রাতঃস্মরণীয় সন্দেহ নাই এই প্রস্তাব লিখিতে লিখিতে ইহার সৌসাদৃশ্যার্থে পুস্তক বিশেষের কোনো ভিন্ন দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ একটি মহাত্মার জীবনচরিত স্মরণ-পথারূঢ় হইল, তাঁহার নাম এস্থলে কীর্ত্তন না করিয়া লেখনীকে নিরস্ত করিতে পারিলামনা। "উত্তর আমেরিকা খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি বোষ্টান নগর নিবাসী মহাত্মা 'বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্' তাঁহার নাম তিনি গৃহদাহে হতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের উপকারার্থে চাঁদার দ্বারা এক সাধারণ ধনাগার করিয়া ছিলেন, মাসিক যত চাঁদা সংগৃহীত হইত তদ্দ্বারা ঐরূপ লোকের দুঃখ মোচন করিতেন। এতাবৎ, তাঁহার বিষয় কেবল শ্রুতি গোচরই ছিল, কখন দর্শনেন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তি হয় নাই, এইক্ষণে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে একজন ভারতবর্ষীয় ফ্রাঙ্কলিন্ দর্শন করিলাম।"

শ্রীপরমনাথ রায়।
সাং রাড়ুলি।

বিদেশীয় পাঠকবৃন্দের বিদিতার্থে প্রকাশ করিতেছি যে, গত কল্যবেলা অনুমান চারি ঘটিকার সময় সহসা ভূমিকম্প দ্বারা গৃহাদি টলটলায়মান হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

২১।২২ আগষ্ট দিবসের আগত "কর্ণেল টারনার সি, বি, সাহেব লেখেন, সসারামে এমত সংবাদ আসিয়াছে, যে বিদ্রোহিরা নসিরাগঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ করত একটা থানা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ইহা শ্রবণ করত ব্রিটিস সেনারা উক্ত থানা আক্রমণ করে, সেই সময় তন্মধ্যে ১০ জন বিদ্রোহি সেপাহি এবং ১০ জন বদ্‌মাইস ছিল, যে তাহারা ব্রিটিস সেনাদিগকে অবলোকন করিয়া পলায়ন করে সেই সময় তাহারদিগের মধ্যে তিন জন ব্রিটিস সেনার হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, প্রাগুপ্ত বিদ্রোহি সেপাহি এবং বদ্‌মাইসদিগের প্রধান দল দুই শত সেপাহি এবং তিন শত বদ্‌মাইস সেই দিবস দুই প্রহরের সময় নসিরাগঞ্জ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ধ্যার পর "বলিয়া" নামক পল্লীগ্রামে উপনীত হয়, কিন্তু তৎপর দিবস তাহারা তথাহইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছে।

"গত কল্য ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব, "রসারা" নামক স্থান হইতে এন্‌সাইন ফ্রিম্যান সাহেবকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করত বিদ্রোহিদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছেন। দুষ্টেরা গণ্ডকীনদীর উত্তর পূর্ব্বদিগাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহারা যদ্যপি তাহারদিগের গতি পরিবর্ত্তন না করে তবে এমত বোধ হইতেছে, যে তাহারা 'ডারোলিআট'দিয়া ছাপরা জিলা মধ্যে যাইতে পারিবে।"

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

জং বাহাদুর এমত এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন "নেপাল রাজ্যের কোনোস্থানে বিদ্রোহিসিপাহি দেখিতে পাইলেই ধৃত করত যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করিবে, তাহাকে পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।"

দশ রেজিমেণ্ট শীক সেনা একত্রিত হইয়া আরাস্থ জঙ্গল হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত-করণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান পত্র পাঠে অবগতি হইল, "গত ১৬ তারিখে ছয় শত অথবা সহস্র জন বিদ্রোহি সেনা নৌকারোহণে গণ্ডকীনদীর নিকটবর্ত্তি ফুরতাপুরে উপনীত হয়, তথা হইতে তাহারা ছাপরায় গমন করণের মানস করিয়াছে, দুষ্টদিগের গমনপথ রোধ করণার্থ ৩৫ গণিত শ্বেতসেনারা কতকগুলীন শীকসেনার সহিত মিলিত হইয়া "সিয়ন" নামক স্থানে গমন করিয়াছে, ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব বাষ্পীয় যানারোহণে বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে গমন করিয়াছে, গণ্ডক হইতে নৌকা সকল সাবধান করণের আদেশ হইয়াছে। খাজানা খানা নিরাপদকরণের জন্য রাজপুরুষেরা মনোযোগি হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত মহামান্য শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বঙ্গভাষা কিছুকাল নিদ্রাবস্থায় ছিলেন, অধুনা আমারদিগের রাজপুরুষ-কর্ত্তৃক উত্তাক্ত হওত জাগ্রত হইবার উপক্রম করিয়াছেন, কিন্তু রাজপুরুষদিগের যথাযোগ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মে অযত্ন হওয়াতেই বঙ্গদেশের হতভাগ্য লোক মাতৃভাষার সম্যক উন্মিলিত নয়ন জ্ঞানগোচর করিতে অক্ষম হইয়া নিরন্তর পাপপঙ্কে লিপ্ত রহিয়াছেন। রাজপুরুষেরা যদি তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অধীন হইয়া প্রজাদিগের জ্ঞানদান প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, আর অন্য কোনো অভিসন্ধি নাথাকে কেবল জ্ঞান প্রদানই সংকল্প হয় তবে তাঁহারা তাঁহারদিগের নিজ ভাষা শিক্ষিত করণাভিপ্রায়ে যত্ন ও ব্যয় স্বীকার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, বঙ্গদেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার চতুর্থাংশ মনোযোগি হন তাহা হইলে তাঁহারদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি-বিষয়ে আর কাল-বিলম্ব দর্শন করিতে হইবেকনা, যদিও এদেশে দেশীয় ভাষার চর্চ্চার বিষয়ে ইদানীন্তন সংকল্প চিত্ত হইয়াছেন বটে, তাহার মধ্যেও তাঁহারদিগের অনেক চপলতা প্রকাশ পাইতেছে, জ্ঞান শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয় সংস্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত স্থানীয়-লোকের অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যালয়ের ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ স্থানীয়লোক অপরার্দ্ধাংশ রাজপুরুষেরা দিবেন এমত আদেশ প্রচার করিয়াছেন, এবং তদনুসারে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে কিন্তু ঐ সমস্ত বিদ্যালয় যে চিরস্থায়ী ও তৎস্থানীয় লোকের অনুরাগ ভাজন হইবেক এ তাঁহারদিগের ভ্রান্তিমাত্র। তাঁহারা যে প্রজাদিগের তদ্বিষয়ে অনুরাগবিরহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কি একবারও মনে করেননা। তাঁহারদিগের উচিত যে তাঁহারা আপাতত উক্ত নিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত প্রজাগণের

শ্রীবৃদ্ধিসাধন পক্ষে যথেষ্ট যত্নযুক্ত হয়েন।

মহাশয়ের একান্ত।
বশম্বদ।
শ্রীউ, চ, শ,।
সাং ফরিদপুর।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ১ জ্যৈষ্ঠের মাসিক প্রভাকর পত্র পাইয়া তাহা পাঠ করত পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম, তদ্দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের বিশেষ চিহ্ন-প্রকাশ পাইয়াছে, এবিষয়ে মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ করি, তৎপরে ১ আষাঢ় শ্রীযুত বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে আপনার মাসিক প্রভাকরে বর্ষাতিরিক্তগতি-বিষয়ে কতিপয় প্রশ্নগর্ভ এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কোনো বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া ঐ পত্রিকা আনয়ন করত দৃষ্টি করিয়া অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম। এবিষয়ে তাঁহাকে সাতিশয় ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য, তাহার বিস্তারিত উত্তর পত্রে লিখিব। বহুদিবস গত হইয়াছে, তথাপি আমি উক্ত পত্রের উত্তর লিখিতে পারি নাই, কারণ আমি গ্রীষ্মকালীয় বিদ্যালয় বন্ধোপলক্ষে নিজালয়ে গিয়াছিলাম, তৎপরে ঢাকানগরে আসিয়া আশুপ্রাণসংহারক ভীষণাশ্য মস্তিষ্কজ্বররোগাক্রান্ত হইয়া অহোরাত্র কেবলমাত্র শয়নবিষয়ে তৎপর ছিলাম, করাল কালের ভয়ঙ্কর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইব এমত ভরসা ছিলনা, পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্তগতির এক প্রকার উদাহরণ স্থল আপনিই হইয়া উঠিয়াছিলাম, যখন শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতাম, তখন মস্তক যেন আহ্নিকগতি নিষ্পাদন করিতে থাকিত, উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলে বার্ষিকগতি সম্পাদন করিত, পৃথিবীর দক্ষিণে অতিরিক্ত গমনের কথা বলিয়া আপনিই দক্ষিণে গমন করিতেছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে এতন্নগরস্থ উন্মাদ কারালয়ের একটী সুচিকিৎসক বহুবিধ চেষ্টা ও ঔষধি-প্রয়োগ করিয়া অনুন সার্দ্ধ ত্রিপাদ পথ হইতে প্রত্যানয়ন করিয়াছে।—কি বিষমরোগ! কি বিষমরোগ! শত্রুও যেন এমত দারুণরোগগ্রস্ত হয়না, যাতনার পরিসীমা ছিলনা, সদা আহারের ক্লেশ প্রহার হইতেও অধিক হইয়াছিল, সাগুর বংশ আগুই ধ্বংস করিয়াছিলাম, পরে এরারোটের বাক্সে টেক্স লাগিবার গতিক করিয়া তুলিয়াছিলাম, ঈশ্বরানুকম্পায় এক্ষণে তাতে হাত লাগাইবার গতিক হইয়াছে, এক্ষণ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইতে পারি নাই, অপরাহ্নে শিরোবেদনা ও মস্তক ঘূর্ণায়মানহয়, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই যথাসাধ্য পত্রের উত্তর লিখিব। প্রশ্নকারক ও অন্যান্য পাঠকবর্গেরা আমার অবস্থার বিষয় না জানিয়া আমাকে এতদ্বিষয়ে নিরুৎসাহী বিবেচনা করেন, এজন্য মহাশয় আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাতার্থে এই পত্রের যে যে অংশ উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা সংশোধন করিয়া মহাশয়ের জগদ্রঞ্জক প্রভাকরের এক-দেশে স্থান প্রদান করিবেন।

আমি বর্ষাতিরিক্তগতি-বিষয়ক প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে কলিকাতা ভাস্কর যন্ত্রালয়ে এক সহস্র পুস্তক ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে ও ইংলণ্ড, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে বিতরণজন্য প্রস্তুত করাইয়াছি, তন্মধ্যে কলিকাতায় বিজ্ঞসমাজে ও সম্পাদকদিগকে এবং পুস্তকালয়ে ও সভাসমূহে বিতরণজন্য এক শত পুস্তক বিতরণ করিতে ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট লিখিয়া দিয়াছি, বোধ হয়, মহাশয় তাহার একখান পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

অপর ১ আষাঢ়ের প্রভাকর পত্র আমার নিকট না থাকাতে পত্রের উত্তর লিখিতে অনেক তোষামদ করিতে হইবেক, বিশেষত আমার প্রতি যে ব্যক্তি যখন কোনো প্রশ্ন করেন, কি আমার বিষয় কিছু লেখেন, ঐ সকল পত্র আমার নিকট থাকা অতি আবশ্যক, অতএব প্রার্থনা করি, ঢাকানগরে আসিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমার লিখিত কিম্বা আমার প্রতিলিখিত গত ১ আষাঢ়ের ও ভবিষ্যতে যে যে পত্র লিখিত হয়, তাহা ব্যারিং আমার নিকট ঢাকা পোগোসস্কুলে পাঠাইয়া বাধ্য রাখিবেন এখানকার মঙ্গল, মহাশয়ের মঙ্গল লিখিয়া তুষ্ট করিবেন।

শ্রীচন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায়।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press*.

শ্রীবৃদ্ধিসাধন পক্ষে যথেষ্ট যত্নযুক্ত হয়েন।

মহাশয়ের একান্ত।
বশম্বদ।
শ্রীউ, চ, শ,।
সাং ফরিদপুর।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ১ জ্যৈষ্ঠের মাসিক প্রভাকর পত্র পাইয়া তাহা পাঠ করত পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম, তদ্দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে, এবিষয়ে মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ করি, তৎপরে ১ আষাঢ় শ্রীযুত বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে আপনার মাসিক প্রভাকরে বর্ষাতিরিক্তগতি-বিষয়ে কতিপয় প্রশ্নগর্ভ এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কোনো বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া ঐ পত্রিকা আনয়ন করত দৃষ্টি করিয়া অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম। এবিষয়ে তাঁহাকে সাতিশয় ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য, তাহার বিস্তারিত উত্তর পত্রে লিখিব। বহুদিবস গত হইয়াছে, তথাপি আমি উক্ত পত্রের উত্তর লিখিতে পারি নাই, কারণ আমি গ্রীষ্মকালীয় বিদ্যালয় বন্ধোপলক্ষে নিজালয়ে গিয়াছিলাম, তৎপরে ঢাকানগরে আসিয়া আশুপ্রাণসংহারক ভীষণাশ্য মস্তিষ্কজ্বররোগাক্রান্ত হইয়া অহোরাত্র কেবলমাত্র শয়নবিষয়ে তৎপর ছিলাম, করাল কালের ভয়ঙ্কর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইব এমত ভরসা ছিলনা, পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্তগতির এক প্রকার উদাহরণ স্থল আপনিই হইয়া উঠিয়াছিলাম, যখন শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতাম, তখন মস্তক যেন আহ্নিকগতি নিষ্পাদন করিতে থাকিত, উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলে বার্ষিকগতি সম্পাদন করিত, পৃথিবীর দক্ষিণে অতিরিক্ত গমনের কথা বলিয়া আপনিই দক্ষিণে গমন করিতেছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে এতন্নগরস্থ উন্মাদ কারালয়ের একটী সুচিকিৎসক বহুবিধ চেষ্টা ও ঔষধি-প্রয়োগ করিয়া অন্যূন সার্দ্ধ ত্রিপাদ পথ হইতে প্রত্যানয়ন করিয়াছে।—কি বিষমরোগ! কি বিষমরোগ! শত্রুও যেন এমত দারুণরোগগ্রস্ত হয়না, যাতনার পরিসীমা ছিলনা, সদা আহারের ক্লেশ প্রহার হইতেও অধিক হইয়াছিল, সাগুর বংশ আগুই ধ্বংস করিয়াছিলাম, পরে এরারোটের বাক্সে টেক্স লাগিবার গতিক করিয়া তুলিয়াছিলাম, ঈশ্বরানুকম্পায় এক্ষণে তাতে হাত লাগাইবার গতিক হইয়াছে, এক্ষণ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইতে পারি নাই, অপরাহ্নে শিরোবেদনা ও মস্তক ঘূর্ণায়মানহয়, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই যথাসাধ্য পত্রের উত্তর লিখিব। প্রশ্নকারক ও অন্যান্য পাঠকবর্গেরা আমার অবস্থার বিষয় না জানিয়া আমাকে এতদ্বিষয়ে নিরুৎসাহী বিবেচনা করেন, এজন্য মহাশয় আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাতার্থে এই পত্রের যে যে অংশ উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা সংশোধন করিয়া মহাশয়ের জগত্রঞ্জক প্রভাকরের একদেশে স্থান প্রদান করিবেন।

আমি বর্ষাতিরিক্তগতি-বিষয়ক প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে কলিকাতা ভাস্কর যন্ত্রালয়ে এক সহস্র পুস্তক ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে ও ইংলণ্ড, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে বিতরণজন্য প্রস্তুত করাইয়াছি, তন্মধ্যে কলিকাতায় বিজ্ঞসমাজে ও সম্পাদকদিগকে এবং পুস্তকালয়ে ও সভাসমূহে বিতরণজন্য এক শত পুস্তক বিতরণ করিতে ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট লিখিয়া দিয়াছি, বোধ হয়, মহাশয় তাহার একখান পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

অপর ১ আষাঢ়ের প্রভাকর পত্র আমার নিকট না থাকাতে পত্রের উত্তর লিখিতে অন্যের তোষামদ করিতে হইবেক, বিশেষত আমার প্রতি যে ব্যক্তি যখন কোনো প্রশ্ন করেন, কি আমার বিষয় কিছু লেখেন, ঐ সকল পত্র আমার নিকট থাকা অতি আবশ্যক, অতএব প্রার্থনা করি, ঢাকানগরে আসিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমার লিখিত কিম্বা আমার প্রতিলিখিত গত ১ আষাঢ়ের ও ভবিষ্যতে যে যে পত্র লিখিত হয়, তাহা ব্যারিং আমার নিকট ঢাকা পোগোসস্কুলে পাঠাইয়া বাধ্য রাখিবেন এখানকার মঙ্গল, মহাশয়ের মঙ্গল লিখিয়া তুষ্ট করিবেন।

শ্রীচন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায়।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যংজাম মতন্দ্রসীধদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৮০১২ সংখ্যা] গুরুবার ১১ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২৬ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস .... ।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

সংবাদপ্রভাকর

১১ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমারদিগের আলাহাবাদস্থ বন্ধুর পত্রের সারাংশ সাদরে প্রকটন করিলাম, সুধীবর পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই অযোধ্যার বর্ত্তমানাবস্থা অবগত হইবেন। "অযোধ্যার উত্তরাংশে অদ্যাপি সম্পূর্ণ গোলযোগ আছে, ঐ গোলযোগের মূলীভূত বিদ্রোহি মুন্সব আলি, ফেরোজ্‌সা, লকরসা, এবং জিত বাহাদুর, অনুমান ইহাদিগের দ্বারা পঞ্চবিংশতি সেনা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহারা যেরূপ অনিষ্টাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়াছে। তাহা লিখিতে লিখিতে কাষ্ঠের লেখনীও আড়ষ্টা হয় দুরাত্মারা থানা সকল আক্রমন এবং লুণ্ঠন করিতেছে, থানাদারদিগকে ধৃতকরত নিহত করিতেছে শুনা যাইতেছে, বারী নামক স্থানের মারদাস নামক জনেক সভ্রান্ত ব্যক্তি উপরোক্ত দুরাচারিদিগের সহিত কতকগুলীন সেনা লইয়া মিলিত হইয়াছে। বুন্দীর রাজা হরৎ সিংহ স্বীয় সহোদর সুদর শোনসিংহের সহিত ঐক্য করিয়া বেগমকে সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য করিতেছে, সম্প্রতি উক্ত বেগমের অধীনে প্রায় ত্রিশ সহস্র সেনা আছে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ সেনা সুশিক্ষিত এবং বলবন্ত তাহারদিগের নিকট কয়েকটা তোপ আছে।"

ধনিয়াখালি নিবাসিজনস্য স্বাক্ষরিত পত্রখানি সাদরে নিম্নভাগে গৃহীত হইল।

সম্পাদক মহাশয়! জিলা হুগ-

লির অন্তঃপাতি থানা ধনিয়াখালির বর্ত্তমান দারোগা শ্রীযুত বাবু হরিহর গুপ্ত মহাশয় যে প্রকার যশঃসৌরভ ও গুণগৌরব-সহকারে পুলিসের শান্তিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তদ্বিস্তারিত কিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, যেহেতু উক্ত গুণযুক্ত দারোগা মহাশয় অত্র থানায় অভিসিক্ত হওনাবধি যে প্রকার বুদ্ধির কৌশল ও কায়িক পরিশ্রম এবং সুনিয়মসহকারে নিরপেক্ষ ও নির্লোভী হইয়া দুষ্টদমন ও দাঙ্গা হেঙ্গামাদি নিবারণ করিতেছেন তাহাতে অত্রস্থ প্রজামাত্রেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রায় সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছেন কারণ তিনি অতি অল্প দিবসের মধ্যে এ প্রদেশ যে প্রকার সুশাসিত করিয়া শান্তিস্থাপন পূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছেন, এত অল্প দিবসের মধ্যে এতাদৃশ সুশাসিত হওয়া কখন আমারদিগের নয়নগোচর হয় নাই, বিশেষত দারোগা মহাশয় এপ্রদেশে আগমনাবধি কি ধনি কি দুঃখি সকলেই নিরাপদে রজনীযোগে পরম সুখে নিদ্রার সহিত যামিনীযাপন করিতেছেন। যাহা হউক, এতাদৃশ সচ্চরিত্র ও সদ্গুণান্বিত পরউপকারী এবং কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি আমরা অতিকম দৃষ্টি করিয়াছি, এইক্ষণে প্রার্থনা যে দারোগা মহাশয় আর কিছু কাল এথানায় নিযুক্ত থাকিয়া ঐ প্রকার আরো অধিক পরিশ্রম-সহকারে বিশেষরূপে শান্তিস্থাপন করিয়া প্রজাপুঞ্জের নিকটে অগণ্য ধন্যবাদ লাভকরুন এবং হাকিমানের নিকটে সুখ্যাতি-লাভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চপদে আরূঢ় হইতে থাকুন, ইহাই আমারদিগের নিতান্ত প্রার্থনা।

ধনিয়াখালি নিবাসি জনস্য।,,

ধনিয়াখালির সুযোগ্য দারোগা শ্রীযুত বাবু হরিহর গুপ্ত মহাশয় যে প্রকার সুযোগ্য ও নিরপেক্ষ এবং সদ্গুণান্বিত তাহা আমাদিগের কিছুই অবিদিত নাই, অতএব পত্র প্রেরক মহাশয় পত্র মধ্যে যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলাম, ভরসা করি উক্ত গুণযুক্ত দারোগা মহাশয় আপনার মহদ্গুণ এবং অপক্ষপাতিতা প্রভাবে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া সুখী হউন।

নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে প্রকটন করিলাম।

"জেলার আদালত।

"সম্পাদক মহাশয়!"

"রাজ্যের মধ্যে অমঙ্গল উদ্ভাবনের যত কারণ আছে,তন্মধ্যে সুবিচার বিতরণের ব্যতিক্রম এক প্রধান সাধন বলিতে হইবেক। প্রজাকুল অত্যাচারে পীড়িত হইলে রাজাদ্বারা তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করে, এবং যাহাতে তাহাদিগের সেই অত্যাচারের নিবারণ হয় রাজারাই তাহা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সকল দেশেই নানা প্রকার নিয়ম সংস্থাপিত আছে, অত্যাচারের বিবরণ ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ সেই সকল নিয়মের উদ্দেশ্য, কিন্তু আমাদিগের দেশে বাদী প্রতিবাদী আপনাদিগের দাবি এমত মিথ্যা জালে জড়িত করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করে যে তাহার মধ্যে সত্যাসত্যের নির্ণয় হয়না বলিতে হয়। কেবল দুই একই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকেসেই মিথ্যা জাল ভেদ করিতে পারেন। যাহাহউক, যাহাতে সত্যের নির্ণয় হয়, এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্লেশের প্রতীকার হয় সুবিচারক মাত্রেরই সেই পক্ষে প্রাণপণ সাধ্যে যত্ন করিতে হয়, যে হেতু তাহাদিগের হস্তেই প্রজাকুলের সুখ দুঃখ নির্ভর করে তাহাতে তাহারা তদ্বিষয়ে অমনোযোগী হইলে দেশের অমঙ্গলের পরিসীমা থাকেনা। সম্প্রতি নিকটস্থ কোনো কোনো জেলার কোন কোন বিচারকের বিচারের বার্ত্তা জনরবে যেরূপ শুনিতে পাইতেছি, তাহা অত্যন্ত অমঙ্গলকর, শুনিতেছি ঐ ঐ কোনো কোনো বিচারক, কোনো কোনো বিচারপতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, কাহাকেও বা ভাল বলিয়া থাকেন। ইহারা যদি এমত শ্রেণীস্থ হয়েন, যে, যাহাদিগকে বিদ্বেষ করেন, তাহাদিগের কৃত বিচার পুনর্ব্বিচারের ভার তাঁহাদিগের হস্তে পড়ে, তাহা হইলে তাহাদিগের ফয়সালা রদ করিয়াদেন। যাহাদিগকে ভালবাসেন তাঁহারা সস্পষ্ট অন্যায় করিলেও তাঁহাদিগের কৃত বিচার অন্যথা করেননা,কি সর্ব্বনাশ! তাঁহাদিগের এই আত্মীয়তা ও বিদ্বেষবশত প্রজাকুলের কতক্ষতি সম্ভাবনা তাহা মহাশয় বিবেচনা করুন, ফলত বিচারকের কর্ম্ম অতিশয় কঠিন, ইহাতে রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, দয়া, প্রণয় সমুদয় বিসর্জ্জন দিতে হয়, কেবল যাহাতে যথার্থের নির্ণয় হয়, কায়মনো বাক্যে তাহারি চেষ্টা করিতে হয়, তাহা না করিয়া যাঁহারা আত্মীয়তানিবন্ধন, আত্মীয়ের দোষদর্শন ও বিদ্বেষনিবন্ধন বিদ্বেষীয়ের গুণ নিরীক্ষণ না করিতে পারেন তাঁহারা বাস্তবিক কি ভয়ানক? অধর্ম্মে আপনাদিগকে কলঙ্কিত করেন তাহা বাক্পথাতীত। ফলত সম্পাদক মহাশয়! জিলার বিচারকদিগের সম্বন্ধে এই জনরব যদি সত্য হয়, তবে মহাঅমঙ্গলের কথা বলিতে হইবেক, কিন্তু জনরব যে নিতান্তই অমূলক হইবেক এমত কখনই বিশ্বাস হয়না, শুনিলাম এইরূপে কয়েক মোকদ্দমার অবিচার হইয়া, বাদি প্রতিবাদির বহুল ক্লেশ-উৎপত্তি হইয়াছে। আবার সেই সকল মোকদ্দমা এমত বিচার করা হইয়াছে, যে তাহা আর সদর আদালতে আপিল করিয়া যে সুবিচার প্রার্থনা করিবে তাহারও যো নাই। ফলত মহাশয়, আমি মিছামিছি কাহাকেও দোষি করিতে চাহি না, আমরা যাহা শুনিতেছি পরমেশ্বর করুন তাহা যেন মিথ্যা হয়। কিন্তু যদি এ জনরবের কিছু মূল থাকে তবে বিচারক মহাশয়দিগেরও সতর্ক হওয়া উচিত, যে হেতু এরূপ কোনো দোষ প্রকাশ হইয়া পড়িলেও তাহাদিগের অখ্যাতির পরিসীমা নাই। প্রার্থনা করি, আমারদের নদীয়া জেলাটি যেন এই দোষে দূষিত না হয়।

আমারদিগের কোনো পরম বন্ধুকে তাঁহার কোনো আত্মীয় ব্যক্তি শিমলা হইতে যে পত্র লেখেন তাহার সারভাগ সংগ্রহকরত প্রকটন করিলাম।

"কিয়দ্দিবসাবধি এস্থানে বিলক্ষণ গোলযোগের উপক্রম হয় তাহাতে সকলে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা সেই অকারণ ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া নিরাপদে আপনাপন কার্য্যকর্ম্মে রত হইয়াছেন।'

উকীল এবং মুন্সেফি পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি, যে, আগামি জানুআরি মাসের ২৪ তারিখে তাঁহাদিগের পরীক্ষারম্ভ হইবেক, অতএব যাঁহারা কথিত পরীক্ষা দেওনে ইচ্ছুক হয়েন তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে সচেষ্টিত হউন কেননা ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ এক পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় দুই শতাধিক জন পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু প্রথমত দশ জন কেবল পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আপনাদিগের মনোভীষ্টসিদ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব সেরূপ যেন এবার না হয়, ইহাই আমারদিগের নিতান্ত মানস।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, "সাজাহানপুরে বিদ্রোহিরা বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছে, উত্তর ভাগের পল্লীগ্রাম সকল লুণ্ঠন এবং অনলসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, বিদ্রোহি খাঁন আলিখাঁ বিস্তর বিদ্রোহি সমভিব্যাহারে হায়দ্রাবাদ হইতে গুমতী নদীপার হওন মানসে তন্নিকটে গমন করিয়াছে। কয়েকদল বিদ্রোহি "পাওয়ানির" চারি ক্রোশ উত্তর গুমতীনদীর সারসা ঘাটের উপর নৌকার সেতু নির্ম্মাণারম্ভ করিয়াছে. এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে ঐ সকল সেনার কিয়দংশ সেনা উক্ত পাওয়ানি নামক স্থান আক্রমণ করিয়াছে। সাহাবাদ এবং পেলি নামক স্থানদ্বয় হইতে দুই দল বিদ্রোহি সেনা সাজাহান পুরাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহারা উক্ত স্থানে প্রবেশ করিলেও করিতে পারে।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক লিখিয়াছেন, এমত জনরব যে বিদ্রোহিরা রাজপুতনা হইতে কিছু মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়ায় রাগান্ধ হইয়া অদীপুর জিলার দুইশত ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিয়াছে, এই সংবাদটি যদ্যপি সত্য হয় তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার পত্রে দৃষ্ট হইল, ভোরগারি নামক স্থানের ৯ ক্রোশ অন্তর একটা জঙ্গল মধ্যে বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব অবস্থিতি করিতেছেন, বালা, বাবা বট্, উদ্দার, আবাধনধারি, রান্তুতেন্সিয়া, গঙ্গাধর তেন্সিয়া, বাবুখাঁ খতিয়া, সাআলি, আর্শ্মুদলা, এবং মাহম্মদ প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহি সরদার নানার সমভিব্যাহারে আছে নানার অধীনে এক্ষণে অধিক সেনা নাই কাঞ্জীগঞ্জ নামক স্থানে পরাজিত হইয়া তিনি এক প্রকার সাহসবিহীন হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার নিকট ২০০০ সেনা আছে।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণাকর মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি ভবদীয় বিশ্বহিতৈষিণী পত্রিকাপ্রান্তে কিয়ৎস্থানলব্ধ হইবে বলিয়া একাল পর্য্যন্ত বহুতর অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশত প্রেরিতালিপি সকলও তদুপযোগিনী হয় নাই বলিয়াই তাদৃশী দুরাশালতা ফলবতী হইতে পায় নাই, কিন্তু প্রভাকরের কর বিকীর্ণ না হইলে যে সফলা হয় তাহারই বা সম্ভাবনা কি? প্রভাকর কাহাকেও কর-বিতরণে পরাঙ্মুখ হন না জানিয়া আমি অধুনা লেখনী-ধারণ করিয়াছি, অনুকম্পা প্রকাশ করিলে যথেষ্ট উপদেশ লাভের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

এইক্ষণে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট সুশাসনে তদীয় সমস্ত সাম্রাজ্য কি সুখেরই আবাস হইয়া উঠিয়াছে, দেশীয় চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক বালকও যদৃচ্ছাসাধ্য জ্ঞান করিয়া অবাধে বহু দূর পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়, বিপণি সকল বিনা কঞ্চুকীতে সুরক্ষিত হইতেছে। পথিকদিগের দস্যু ভয় অপনোদনার্থে বিশেষ বিশেষ স্থানে থানা, ফাঁড়ী ইত্যাদি সংস্থাপিত হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রকাশ হওয়াতে অভিনব গ্রন্থ সমূহ অবিলম্বেই অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইতেছে। প্রজারা অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে, ইত্যাদি সুখ সৌভাগ্যেচিত্ত সমর্পণ করিয়া কাহার মন মিয়াঁ সাহেবদের প্রতি বিরক্ত না হয়? চাচারা হিন্দুদের দেবমন্দির পান্ না বলিয়াই এইক্ষণে বড় মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেননা। বিদ্রোহোপলক্ষেও ইংরাজদিগের এক শতবর্ষ গত হইয়াছে। "আওর কোম্পানিকা মুল্লুক হ্যায় নেই" বলিয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন। যাহাহউক, ইদানীং যদিও কোনো কোনো বিষয়ে অনিষ্ট দর্শন করা হয় বটে, কিন্তু তাহাও প্রায় স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, কি প্রধান কি নীচ প্রায় সকলেরই তৎকার্য্যে সাহায্য আছে। এই ঢাকা নগরে, রাজবেতনগ্রাহি ডোম অর্থাৎ যাহারা জল্লাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাদিগের দ্বারা অধিকাংশ দুর্ব্বল লোক উপদ্রুত হইতেছে এইক্ষণে এতদ্বিষয় নিবারণার্থ রাজপুরুষদিগের আশু মনোযোগ করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

লঘু ত্রিপদী।

অকারণ মন, কার অন্বেষণ,
বৃথায় করিছ তবে।
এ সকল ধন, কভু ওরে মন,
চিরকাল নাহি রবে॥
দিন যত গত, ক্রমে ক্রমে তত,
নিকট বিকট কাল।
এই দেখি আছে, পরে নাই কাছে,
অমনি লোয়েছে কাল॥
নিত্য যাহা নয়, কিসে তাহে হয়,
সরল সুখের সার।
মিছে সেই সুখ, সকলি অসুখ,
শেষে হয় হাহাকার॥
ভবের বিভব, ছাড় মন সব,
কিছুতে হওনা রত।
যিনি নিত্য ধন, ভজ তাঁরে মন,
পাবে তায় সুখ কত॥
যিনি একা সার, ভাব সেই সার,
হাহাকার নাহি রবে।
অনিবার সুখ, কভু নাই দুখ,
চিরকাল সুখী হবে॥
মনের মতন, যদি তুমি মন,
হও ওহে একবার।
তাহোলে কি ভয়, অনায়াসে হয়,
ভবনদী পারাবার॥
হইলে নিধন, কেমনে সে ধন,
সাধনা করিবে আর।
বলি আমি তাই, আর বার নাই,
এই বেলা সাধ সার॥
ছাড়িলে হেলায়, একেবারে তায়,
বিষম বিপদ হবে।
যখন সে কাল, হইয়া করাল,
পাশেতে বাঁধিয়া লবে॥
কি হবে তখন, ভাবিলেনা মন,
যাতনা দেবেহে কত।
নাহিক নিস্তার, মুখে হাহাকার,
ঘোর দুখে হবে রত॥
কিন্তু যদি মন, তাঁহারে স্মরণ,
কর যদি একবার।
তা হোলে কি ভয়, তপন তনয়,
যাতনা দেবেনা আর॥
তিনি হন বিধি, হয় তব বিধি,
লইতে আশ্রয় তাঁরে।
বিপদ না হয়, সর্ব্বকালে জয়,
সহায় করিলেযাঁরে॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
সাং মহেশ্বরপুর।
হোগলকুঁড়িয়া প্রবাসী।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১৩ সংখ্যা] শুক্রবার ১২ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২৭ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।।০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

রাজকর্ম্মেনিয়োগ।

১৭ আগষ্ট ১৮৫৮।

মেং বি, কেলডাল সাহেব বালেশ্বরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সারজনের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং এস, নেসন সাহেব কালিগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

বাবু ঈশানচন্দ্র দত্ত যশোহর জিলার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর মেং ই, এম, রেলিসাহেব তথা হইতে পরিবর্ত্তন হইয়া কাচায়ের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন। মেং সিড্‌নে জে, লিঞ্চসাহেব তেজপুরস্থ চিকিৎসালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

১২ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

গোরা সেনাদিগের অত্যাচারঘটিত যে এক প্রেরিত পত্র ২৯ শ্রাবণ দিবসের প্রভাকরে প্রকটিত হয়, কোনো অনুবাদক তাহার অনুবাদ, হরকরা পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করাতে হরকরা সম্পাদক তদুপলক্ষে প্রভাকরের প্রতি যাহা লেখেন, কোনো মহাত্মা আমারদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া উক্ত পত্রে তাহার সদুত্তরস্বরূপ যে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"THE "PROBHAKUR" VINDICATED.

TO THE EDITOR OF THE BENGAL HURKARU

Dear Sir,--A correspondent under the assumed name of a translator did, it appears from your issue of the 20th instant, sent you the translation of a letter which appeared in the "*Probhakur*" of the 13th instant for publication. The reasons give for not publishing the letter are (l) the intention of the "*Probhakur*" to sow discord and alienation between the governers, and the governed,(2) the letter being full of exaggerations,(3) its publication in a vernacular newspaper, and not in an English journal, and (4) the certainty of its being contradicted and confuted. These heavy charges against the "*Probhakur*,, for which I entertain so much respect, induced me to shew the public that the vernacular journal does not deserve to be thus rudely handled.

1st. The "*Probhakur*,, or your correspondent the translator, had no intention of sowing discord and alienation between the rulers and the ruled. This is evident, as far so the *Probhakur* is concerned, from his editorial remarks on that letter, where he merely prays the Government to cast a favourable look on the wretched inhabitants of Pubna. And, as a matter of course, your correspondent had, I presume, the same objects in view. Moreover, our venerable vernacular journal,the *Probhakur*, has been, if I mistake not, of about 27 years' standing, and it is most unlikely that in its old age it should hazard its long-established reputation by publishing a letter, the contents of which were not strictly true.

2. To suppose that the letter is full of exaggeration shows, I think,an unacquaintance with the present state of Hindu Society. There was a time when every description of Hindu writers teemed with exaggerations, but that age is no more; this is an age of truth of pure truth, and not of falsehood.

(*Incontrovertibly*.—Ed. Hurk.)

3. If an English journal be worth more credit than a vernacular one, I will transcribe a sentence or two from the former, corroborative of the statements of the latter. A Pubna correspondent of the *Urdoo Guide*, which you know is an English journal, says' —" The inhabitants of this place, especially women, are daily deserting the town, and proceeding to the villages for fear of European soldiers.,, Are not these words the same as those of the "*Probhakur's*" correspondent? I hope you will answer in the positive; for who, with a grain of common sense in his head, can fail to trace out every word of the latter correspondent from this one simple sentence;—"One day the Darogah of the Jail" continues the correspondent of the English journal, was chained and pinioned by a party of them (the European soldiers) and was kept confined in that state for a whole day. At last at the request of the Magistrate, their Commander ordered his release,—words, between which, and those of the remaining paragraph of the *Probhakur's* correspondent, not the slightest dissimilarity can be perceived. Now, Sir, when the information from two different, and quite independent sources speak the same language, I find no ground for suspecting the truth of either. Moreover, to give you an idea of the height to which the atrocities of the soldiers may reach in the Mofussil, I would advise you to recollect how high they rose in Calcutta, under the nose of the Governor General, and the whole military authority. As a standing proof of this, I ask you to look at the contents of that piece of paper which is hung before every grogshop.

4. Contradicted or confuted, the statements cannot be by any body that has an acquaintance with the overbearing spirit of the soldiery in the interior. The Calcutta speculators such as the *Indian Empire* (who had already gorged out what he had to gorge) and his brethren, who sit at home, and learn news through the telegraph of their fancies,may assign strange reasons for the fears and apprehensions of the natives, but they cannot contradict a word of what the letter says.

Hence you see, Sir that the "*Probhakur*,, is neither,, one sided',. nor mischievous.,,

An early insertion of these few lines in a corner of your much esteemed journal will highly oblige, Yours truly,

TRUTH.

P.S. Now I think you can speak a word or two to the higher authorities for removing the alleged grievances of inhabitants of Pubna.

☞We have since received several statements irreconcileable with the allegations of the *Probhakur*. There must be great lying on one side or the other, and the subject matter of the cotradictory stories is serious enough to deserve special in-vestigation--Ed. Hurk.

" বেঙ্গাল হরকরা।

২৫ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল।

বেঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শ্রেষ্ঠ মহাশয়! ২০ তারিখের হরকরা পাঠে প্রতীতি হইতেছে যে, অনুবাদক অভিধেয় কোনো পত্র প্রেরক ১৩ তারিখের প্রভাকরে যে এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল তাহা অনুবাদ করিয়া হরকরা পত্রে প্রকাশার্থ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং মহাশয় উক্ত অনুবাদিত লিপি অপ্রকাশিত রাখিবার নিম্নলিখিত কারণ দর্শাইয়াছেন, (১) রাজা ও প্রজাগণের মধ্যে বিরোধ-বীজ-বপন করা প্রভাকরের মনোভিলাষ (২) প্রভাকরে প্রকাশিত লিপি অত্যুক্তি পরিপূরিত (৩) এই লিপি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজী সমাচার পত্রে প্রকাশিত হয় নাই (৪) এবং এই লিপি নিশ্চিত অমূলক সাব্যস্ত হইবেক।

সংবাদ প্রভাকর, যাঁহাকে আমি সতত সম্মানসহকারে সন্দর্শন করিয়া থাকি তাঁহার প্রতি এবম্প্রকার গুরুতর দোষারোপিত হইবাতে আমি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণ জনসমাজে সর্ব্বতোভাবে উক্ত দোষখণ্ডন করিতেছি, এ পত্রের প্রতি এরূপ কটু-কাটব্য প্রয়োগ করা হরকরা পত্রের ভদ্রতার কার্য্য হয় নাই।

১।—বিগ্রহবীজবপন করা সংবাদ প্রভাকরের অথবা আপনার অনুবাদক পত্রপ্রেরকের কদাপি অভিপ্রায় হইতে পারেনা। প্রভাকরের উক্ত লিপি সম্বন্ধীয় সম্পাদকীয়উক্তিতে স্পষ্ট সদভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রভাকর গবর্ণমেণ্ট সন্নিধানে পাবনার অভাগা প্রজাগণের উপর কেবল কটাক্ষ যাক্রা করিয়াছেন। আমি বোধ করি আপনার পত্রপ্রেরকের মনেও প্রভাকরের সদভিপ্রায় জাগরূক ছিল, সম্ভ্রান্ত সংবাদ প্রভাকরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর হইল এবং ইনি যে স্থবিরাবস্থায় অলিকলিপি প্রচার পূর্ব্বক ইহাঁরবহুকালার্জ্জিত অচল সম্ভ্রমকে একেবারে কলঙ্কিত করিবেন তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারেনা।

২।—প্রাগুক্ত লিপিকে অত্যুক্তি পরিপুরিত বোধ করাতে মদীয় বিবেচনায় আধুনিক হিন্দু সমাজের বর্ত্তমানাবস্থার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে। এককালে হিন্দুগ্রন্থকর্ত্তাগণ অতিশয় অত্যুক্তিপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু সে কাল এক্ষণে গত হইয়াছে, এ কাল সত্যের কাল—পরমপবিত্র সত্যের কাল, অসত্যের কাল নহে, (অখণ্ডনীয়রূপে হরকরা সম্পাদক।)

৩।—যদি ইংরাজী সংবাদ পত্র বাঙ্গালা সংবাদ পত্র অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য বল, তবে শেষোক্ত পত্রের পোষকার্থ প্রথমোক্ত পত্র হইতে আমি কতিপয় পঁক্তি উদ্ধার করিতেছি। " উর্দু গাইড " নামক এক ইংরাজী সংবাদ পত্রের পাবনাস্থ একজন পত্রপ্রেরক কহেন এখানকার লোকেরা বিশেষত স্ত্রী লোকেরা গোরাগণের ভয়ে এ নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ পল্লীগ্রামে পলায়ন করিতেছে " প্রভাকরের পত্রপ্রেরকের কথার অর্থ কি এই সকল কথার তুল্যার্থ-বোধক নহে? আমি বোধ করি আপনি কহিবেন হাঁ যথার্থ বটে। অপিচ ইংরাজী পত্রপ্রেরক আরো কহেন "এক দিবস একদল গোরা জেলদারোগার হস্তপদশৃঙ্খলবদ্ধ করত তাঁহাকে সমস্ত দিন এতদবস্থায় কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরিশেষে মাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে তাহাদিগের অধ্যক্ষ দারোগাকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন " এই সকল কথার সহিত প্রভাকরের পত্রপ্রেরকের কথার কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছেনা।

সম্পাদক মহাশয়! যখন দুই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সংবাদ পত্রে একই ভাব ও একই সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তখন কাহারো প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোনো হেতু দেখি না। মহাশয়! কলিকাতায় গোরাগণের দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে এবম্প্রকার অত্যাচার মফঃসলে কতদূর পর্য্যন্ত ক্লেশকর ও প্রচণ্ড হইবার সম্ভাবনা আছে। কলিকাতা যথায় লার্ড সাহেবের ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের শাসন আছে তথায় যখন গোরাগণকর্ত্তৃক অনেক প্রকার অনিষ্ট-ঘটিয়াছে তখন যে তাহাদিগের অহিতাচরণ পল্লীগ্রামে কত গুণ প্রবল হইতে পারে তাহা আপনি অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, ইহার প্রমাণার্থ কলিকাতাস্থ প্রতি মদিরার দোকানে যে এক এক খণ্ড কাগজ ঝুলান হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে আমি মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

৪।—যাঁহারা মফঃসলস্থ সৈন্যসমূহের প্রচণ্ড স্বভাব অবগত আছেন তাঁহারা কখনই উক্ত সংবাদ মিথ্যা অথবা অমূলক জ্ঞান করিবেন না। কলিকাতাস্থ বিবিধ বিষয় পর্য্যালোচনাকারিগণ যথা " ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার " ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ যাঁহারা গৃহে উপবেশন করত তাঁহাদিগের মনঃকল্পনাবল টেলিগ্রাফ-যন্ত্র দ্বারা সমুদায় সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাঁহারা হিন্দুগণের ভয় ও আশঙ্কার অদ্ভুতকারণ প্রদর্শন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা উক্ত লিপির একটি কথাও খণ্ডন করিতে পারিবেন না।

অতএব আপনি এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে প্রভাকর "একপক্ষ প্রতিপোষক" অথবা "অহিতাচারী" নহেন।

এই কতিপয় পঁক্তি আপনার প্রসিদ্ধ পত্রের এক দেশে ত্বরায় স্থান দান করিলে বড় বাধিত হইব।

কস্যচিৎ সত্যবাদিনঃ।

পুনশ্চ নিবেদন। আমি বোধ করি যে পাবনাবাসিগণের উক্ত দুঃখ দূরীকরণার্থ আপনি এক্ষণে রাজপুরুষগণকে দুই এক কথা কহিতে পারেন।

" প্রভাকরের বিবরণ—বিরোধী আমরা অনেক সমাচার পাইয়াছি। এক পক্ষে অথবা অপরপক্ষে অনেক মিথ্যা কথা থাকিবেক সন্দেহ নাই, এবং এই বিষয়ের বিশেষানুসন্ধান করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সংবাদ হরকরা সম্পাদক"

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

উক্ত প্রেরিত পত্র উপলক্ষ করিয়া আমারদিগের প্রাচীন সহযোগী হরকরা মহাশয় গত দিবসীয় হরকরায় সম্পাদকীয় উক্তিচ্ছলে যাহা লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমারদিগের আহ্লাদ প্রকাশ করিতেই হইবে। কেননা যাহার অন্তঃকরণ

দুষ্ট না হয়, তাঁহার রুষ্ট কথাতেও তুষ্ট হওয়া উচিত, কারণ জল উষ্ণ হইলেও অনলকে শীতল করিয়া থাকে। আমরা সম্পাদকীয় ধর্ম্মে কেবল সারল্য ব্যবহারের প্রার্থনা করি, অতএব ভুজগ যদি সরল হয়, তবে তাহার অধরে অধরার্পণ পূর্ব্বক গরল ভক্ষণেও প্রস্তুত আছি। হরকরা সম্পাদক, যে, আমারদিগের হিতৈষী নহেন, একথা কখনই অস্বীকার করিতে পারিবনা। তবে দুঃখ এই যে, তাহার নৃত্যকরণ বিষয়ে কিছুমাত্রই দোষ নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার "এলো" পাক দিতে ত্রুটি করেননা। ইহাতেই প্রকারান্তরে আর একরূপ হইয়া উঠে। যাহাহউক, অস্মদাদির সর্ব্বাগ্রজ পথপ্রদর্শক প্রবীণ সহযোগী মহাশয়কে এই মাত্র কহিতেছি, যে, আমরা নিতান্তই রাজভক্ত, রাজহিতাভিলাষি, "রাজবিরোধি" এই শব্দটি উল্লেখ করিলে আমারদিগের প্রতি অত্যন্তই কটু-কাটব্য ব্যবহার করা হয়। এদেশের প্রজারা বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস-শক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া কোনো ব্যাপারে মনস্তাপ প্রাপ্ত না হয়, সর্ব্ববিষয়েই সুখি হইয়া প্রতিনিয়ত গবর্ণমেণ্টের প্রতুল প্রার্থনা করে, ইহাই আমারদিগের বিশেষ প্রার্থনা, পিতাপুত্রের মধ্যে যদ্রূপ অভেদভাবে স্নেহ এবং ভক্তির সঞ্চার থাকে, রাজা এবং প্রজার মধ্যে অবিকল সেইরূপ ভাবের আবির্ভাব হইলে তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? আমরা একান্তচিত্তে অভিলাষ করি, যে, এতদ্রূপ ভাবের গ্রন্থি দৃঢ়বদ্ধ হয়। কস্মিন্ কালেই তাহার উচ্ছেদ নাহয়, অতএব এমত স্থলে যাঁহারা হিতকার্য্যে বিপরীত ভাবিয়া একে আর করিয়া বসেন, আমরা উদ্দেশে তাহারদিগের চরণে নমস্কার করত কেবল একবার উর্দ্ধদিগে দৃষ্টি করিয়া পরিশেষ অধোবদনে হাস্য পূর্ব্বক মনের আক্ষেপ নিবারণ করিব। অদ্য এই সূত্রে অপর কোনো প্রস্তাবের আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করিনা, শুদ্ধ পাবনার পত্রপ্রেরকের পত্র সঙ্গে এই মাত্র লিখিতেছি, যে, পত্রপ্রেরকদিগের লেখার প্রতি বিশ্বাস না করিলে কোনোমতেই সম্পাদকীয় কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারেনা, ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় পত্রের সম্পাদকদিগ্যেই এই সম্বন্ধসূত্র সমভাবেই বদ্ধ থাকিতে হয়। অপিচ প্রজার প্রতিকূলে কোনো প্রচুর পীড়াকর ঘটনার সংবাদ রটনা বা প্রাপ্ত হইলে তৎকালেই তাহার প্রতীকার প্রার্থনায় প্রকাশার্থ প্রযত্ন করিতে হয়, তখন তাহার সত্যাসত্যের বিবেচনা-বিষয়ে তাদৃশ সময়ের অপেক্ষা রাখেনা। ইহার আর একটি বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, পত্রপ্রেরকদিগের প্রেরিত সংবাদ প্রায় সমুদয়াংশই সত্য হইয়া থাকে, কোনো কারণ বশত ক্বচিৎ দুই একটা মাত্র মিথ্যা হয়। পাবনাপ্রবাসী পত্রপ্রেরক যখন রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ অভিলাষে ঘটনার সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তিনি লেখা সপ্রমাণ করিতে কখনই ত্রুটি করিবেননা। অতএব অনুরোধ করি, উক্ত পত্রপ্রেরক এবং পাবনাস্থ অপরাপর মহাশয়েরা এ বিষয়ের যথার্থ বিবরণ প্রেরণ করিয়া স্বজাতীয় সম্ভ্রমরক্ষা করিবেন, আমরা যত দিন তাঁহারদিগের লিখিত পত্র প্রাপ্ত না হইব ততদিন আর করধামে "লেখনীকে" নিমন্ত্রণ করিবনা।

উল্লেখিত পত্রখানি প্রকাশ করণের তাৎপর্য্য এই, "রাজসেনা" যাহারা প্রজা এবং রাজ্যের রক্ষক, তাহারদিগের দ্বারা অত্যাচার হইলে কিছুতেই আর নিস্তার নাই, গোরা সেনারা এই কলিকাতায়, দমদমায় চাণকে, এবং অপরাপর স্থানে যদি বারম্বার গুরুতর অত্যাচার না করিত তবে আমরা প্রেরিতপত্র প্রকাশ করিতামনা, এবং কোনো কথাই কহিতামনা। তাহারা স্থানে স্থানে যদ্রূপ করিয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। কয়েক দিন হইল, জানবাজারে শ্রীমতী রাসমণি দাসীর গৃহে কিরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা হরকরা সম্পাদক অপহ্নব করিতে পারিবেননা। গোরারা ঢাকা ও কুমার খালিতে যে ভয়ানক-ব্যাপার করে তাহা সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব পাবনাতে যে, সেই অত্যাচার নিতান্তই হয় নাই, ইহাই বা অগ্রে কিরূপে বিশ্বাস করিব? আমরা প্রার্থনা করি, এমত অন্যায়-ঘটনা না হইয়া থাকে তবেই মঙ্গল কিন্তু হয় নাই, হইবারও নহে, একথাও সহসা স্বীকার করিতে পারিনা, গোরা সেনারা একে সুশিক্ষিত নহে, তাহাতে আবার মদ্যপানে মত্ত হইলে জ্ঞানশূন্য হয়, অতএব সে অবস্থায় অনিষ্ট-ঘটনার সম্ভাবনা বটে।

গত ৬ তারিখে লক্ষ্ণৌনগর হইতে এমত সংবাদ আগত হয় যে, বেণী মাধু, আমিতির রাজার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সুলতানপুরের কলম অর্থাৎ সৈন্য শ্রেণীর আগমনের পথ রুদ্ধকরণার্থ উক্ত রাজা "বানসওয়ার" তালুকদারদিগকে সতর্ক হইতে কহিয়াছেন। নিম্নস্থ সেনাদিগের অগ্রসর হওন সংবাদ প্রাপ্তে বিদ্রোহিরা দক্ষিণ-পশ্চিমদিগ-পরিবর্ত্তন করত উত্তর পূর্ব্বভাগে গমন করিয়াছে, তাহারা সহস্র সহস্র সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা তাহারা হস্তির উপরে লইয়া যাইতেছে।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১৪ সংখ্যা] শনিবার ১৩ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২৮ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল

যে মোকদ্দমায় মহেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীনাথ পালিত এবং রমানাথ পালিত বাদিগণ এবং চন্দ্রকুমার দাস নাইমদক এবং রাজকৃষ্ট নাইমদক প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমাবিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইহে ১৮৫৫ এক হাজার আট শত পঁঞ্চান্ন খ্রীষ্টিয়াব্দের ৮ আগষ্ট তারিখে যে ডিগ্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ২৮ আগষ্ট তারিখ শনিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় নিম্ন লিখিত বিষয় নিশ্চিতরূপে বিক্রীত হইবেক।

১ দফা। বিশেষত এই মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত জানবাজারের মধ্যস্থিত ৬৮ আটষট্টি নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি অনুমান ১/৪।।৵০ এক বিঘা চারি কাঠা এবং দশ ছটাক তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহার এক অংশে একতালা বসতিবাটী আছে এবং অপর অংশে প্রজাদিগের বসত ও বাজারের নিমিত্ত একটা চক নির্ম্মিত হইয়াছে, উল্লেখিত স্থানের চতুঃসীমা।

যথা

উত্তরদিগে দেবনারায়ণ দাস নাই মদকের ভূমি যাহা নাপিত বাজার নামে বিখ্যাত। দক্ষিণদিগে জানবাজারের পথ। পূর্ব্বদিগে সরক্যুলর রোড। এবং পশ্চিমদিগে কয়েকখানা বাটী আছে পূর্ব্বে যাহা মদন মুন্সী এবং কেতাব্দি সরকারের অধিকার ছিল, এবং যাহা এক্ষণে মুন্সি আমীর আলী এবং নিমাইচরণ দের হইয়াছে।

এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত সুপ্রিম কোর্ট মাষ্টর আফিসে অথবা বাদিপক্ষের উকীল ডেনম্যান এবং হ্যাচ সাহেবের আফিস, যাহা মহানগর কলিকাতার পোষ্ট আফিসের ষ্ট্রিটের মম্যস্থিত ১১৬ এক শত ষোড়শ নম্বর ভবনে স্থাপিত হইয়াছে তথায় উক্ত সাহেবদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

MESSRS DENMAN & HATCH,
Complainant's Attorneys.
মেজার্স ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ।
বাদিপক্ষের উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৬ আগষ্ট ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

যে মোকদ্দমায় তারকনাথ মল্লিক বাদী এবং মৃত রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দেবী প্রতিবাদিনী সেই মোকদ্দমাবিষয়ে সুবে বাঙ্গালায় অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সু-

প্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার দপ্তর খানার নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রীত হইবেক।

১ দফা। বিশেষত জিলা রাজসাহির মধ্যস্থিত যে এক জমিদারি আছে যাহা পরগণা লস্করপুর নামে বিখ্যাত সেই জমিদারির শোল অংশের অথবা বিভাগের এক সমতুল্য অংশের দুই এবং তিন ভাগের বিভাগ যাহা উল্লেখিত জিলার কালেক্টর সাহেবের রেকার্ড পুস্তকে লিখিত আছে, নম্বর ১৫৮০ এবং যাহার বাৎসারিক কোম্পানির খাজনা ৩১০৯৫০॥১১ একত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা আট আনা এবং একাদশ পাই, উক্ত জমিদারী মধ্যে অনেক মৌজা, কিস্‌মৎ,চক এবং তরফ আছে।

২ দফা। বিশেষত বাঙ্গাল প্রাভিন্সের অন্তঃপাতি জিলা ময়মন সিংহের শামিল তন্মধ্যে স্থিত যে এক জমিদারী আছে এবং যাহা পরগণা ফকিরিয়া এবং ইয়ানসাই নামে বিখ্যাত সেই জমিদারীর শোলো অংশ অথবা বিভাগের এক সমতুল্য অংশের দুই অংশ, এবং তাহার সহিত যে সকল পল্লীগ্রাম এবং মৌজা আছে যাহার বাৎসারিক কোম্পানির মালগুজারি ৯৩৮৫৷৵২ নয়হাজার তিন শত,পঁচাসি টাকা ছয় আনা দুই পাই, এই সকল বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত সুপ্রিম কোর্ট মাষ্টর আফিসে অথবা বাদিপক্ষের উকিল ডেনম্যান এবং হ্যাচ সাহেবদিগের আফিস যাহা পুরাতন পোষ্ট আফিসের ষ্ট্রীটের মধ্যে ১১ একা দশ নম্বর ভবনে স্থাপিত হইয়াছে তথায় উক্ত সাহেবদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH
Complainant's Attorneys
ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ।
বাদিপক্ষের উকীলগণ।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৬ আগষ্ট ১৮৫৮।

সংবাদপ্রভাকর

১৩ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা ভুলুয়াস্থ পত্রপ্রেরক মহাশয়ের পত্র খানি সাদরে অবিকল প্রকটন করিলাম।

রাজানুগত্য ব্যবহারের পুরস্কার।

"প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! গত বৎসর জিলা চট্টগ্রামের অকৃতজ্ঞ হিন্দুস্থানীয় সিপাহিরা বিদ্রোহি হইলে এই ভুলুয়াতেও মহাগোলযোগ উপস্থিত হওনের সর্ব্বতোভাবে আশঙ্কা হয়, তাহাতে সুবিচক্ষণ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মেং সিমসন সাহেব অসীম সাহসের সহিত অত্র ভুলুয়া পরগণার বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তথা শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর মহাত্মাদ্বয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পাইন মহাশয়ের সহিত ঐক্যবাক্য হইয়া এই জিলাটিকে যে প্রকার সুস্থির এবং নিরাপদে রাখেন, তৎসমুদয় তৎকালে আপনকার জগদ্দীপক প্রভাকরে প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ে পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব, এক্ষণে পরম আহ্লাদের সহিত মহাশয়কে এবং মহাশয়ের পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিতেছি যে, উক্ত গুণযুক্ত রাজাবাহাদুরদ্বয়ের নিকট হইতে এপ্রকার মহৎ সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ায় বিচক্ষণ প্রশংসনীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেণ্টের সন্তুষ্টতা দর্শনজন্য তাঁহাদের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পাইন মহাশয়কে পুরস্কারস্বরূপ কোনো প্রকাশ্য চিহ্ন প্রদানের অনুরোধ গবর্ণমেণ্টে করাতে ন্যায়বান বাঙ্গালা প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর পরম সন্তোষের সহিত এক অত্যুত্তম মূল্যবান সুবর্ণঘড়ী চেইন সুটেবিল ইনস্ক্রপসন অর্থাৎ উপযুক্ত খোদিতের সহিত কর্ম্মাধ্যক্ষ বাবুকে পারিতোষিক প্রদান করেন, বিচক্ষণ মাজিষ্ট্রেট সাহেব বর্ত্তমান মাসের সপ্তম দিবসে গবর্ণমেণ্ট বিচারালয়ে অতিসমারোহ পূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে সভা করত সদ্ভক্তা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নামে শ্রীযুত বাবু যাশাদাকুমার পাইনকে উক্ত ঘড়ী ও চেইন অর্পণ করিয়াছেন, ঘড়ীটিতে ইংরাজী অক্ষরে এইরূপ খোদিত আছে (Presented to Baboo Joshodah Coomar Pyne of Bhullooah for loyal services rendered to Government in 1857) অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৫৭, ভুলুয়াস্থ শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পাইন গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার রাজভক্ততা প্রদর্শন-করণজন্য এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। এই পারিতোষিক-প্রদানজন্য অত্র জিলাস্থ সকল ব্যক্তিই পরম হর্ষার্ণবে মগ্ন হইয়া, ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট ও শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং মহাত্মা রাজাবাহাদুরদ্বয়কে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছেন, রাজাবাহাদুরদিগের রাজভক্তি যে কি পর্য্যন্ত তাহা বর্ণনাতীত, যেহেতু কথিত গোলযোগ সময় লোকসংগ্রহ এবং সাহেবান প্রভৃতিরও উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্যাদিসংগ্রহে অকাতরে অর্থব্যয় করেন, তাহার কিছুমাত্র গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রহণ করেন নাই এবং তৎপূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম দেশের বিদ্রোহঘটনাবধি প্রায় ছমাস হইতে ফিরিঙ্গী প্রভৃতি অতি সাহসি বহুতর লোক বেতন দ্বারা নিযুক্ত রাখেন তাহাতেও সামান্য ব্যয় হয় নাই, বিশেষত তাঁহারদিগের অনুমত্যনুযায়ি সকলকর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ-করণ হেতু অতি হর্ষযুক্ত হওত প্রশংসনীয় শ্রীযুত কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়কে অত্যুৎকৃষ্ট মূল্যের কাশ্মীরজাত একযুগ্ম শাল এবং কাছারিস্থ জমাদার বরকন্দাজ সকলকে উপযুক্ত অর্থ পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন, ইহাও সামান্য ব্যয়ের কর্ম্ম নহে, অতএব রাজাবাহাদুরদ্বয়ের রাজভক্তির সীমা বাহুল্যরূপে লেখার প্রয়োজন রাখেনা, সকলে অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পাইন মহাশয়ের কর্ম্মদক্ষতা ও সাহসের বিশেষ বর্ণনা আমার করা বাহুল্য মাত্র, কারণ তাহার সমস্ত উদাহরণই উক্ত কর্ম্ম সম্পাদন হওয়া,বিশেষত মাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেণ্টকে গোচর-করণ হেতু জিলা চট্টগ্রামের কমিশ্যনর সাহেবের সমীপে উক্ত বিষয়ের যে রিপোর্ট করেন, তাহাই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল, অতএব কথিত রিপোর্টের এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ বাবুকে স্বর্ণঘড়ী ও চেইন পারিতোষিক দেওনের অনুজ্ঞায় গবর্ণমেণ্টের ও কমিশ্যনর সাহেবের যে পত্র আগত হয় তাহার অনুলিপি বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এতৎ সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পুরঃসর আপনকার জগদ্ব্যাপক প্রভাকরে সকল বিষয়গুলীন আনুপূর্ব্বিক প্রকটন করত সকলকে হর্ষযুক্ত করিবেন, অবশেষে পরমেশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি যে প্রথমে আমারদিগের এই বঙ্গবাসিগণের মুখোজ্জ্বলকারি মহাত্মা রাজা বাহাদুরদ্বয়কে অতুল ধনে, মানে, এবং বংশে বৃদ্ধি করুন, এবং ন্যায়বান ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টেরও বিচারত কর্ত্তব্য যে এমত রাজভক্ত রাজাদ্বয়কে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট সম্ভ্রম প্রদানে প্রজাপুঞ্জকে সন্তুষ্ট করুন।

একান্ত আশীর্ব্বাদক।
বিপ্র শ্রীম, সু, চ।
নওয়াখালি সুধারাম।
১৮৫৮। ১১ আগষ্ট।

No. 77 of 1858—59

From.
The offg. Deputy Collector of Bhullooah
To
The Commissioner of Reve.16th Division
Chittagong.
Dated. Bhullooah Dy. Collr's office.
the 18th June 1858

Sir

I have the honor to submit for the consideration of His Honor the Lieut Governor of Bengal a report on the conduct of Baboo Joshodah Coomar Pyne during the mutinies and especially about the time when the three companies of the late 34th N. I Regiment revolted at Chittagong.

The Baboo is the Naib of Rajahs Pertab Chunder and Issur Chunder Sing, who own the Bhullooah Zemindary and several extensive estates from Government. The Bhullooah Rajahs are by far the largest proprietors in the Zillah and their headman possesses much influence with a large mass of the population. During the mutinies the Naib put all this influence at my disposal and exerted himself to the utmost to render every assistance which I could require. He kept up a careful inquiry as to the movements of the Mussulmans in all parts of his jurisdiction and watched for every signs of uneasiness or discontent,keeping me informed of all matters when the detachment of the 34thN.I. Regiment revolted, at my desire he gathered to-gether a very large body of his tenantry, he gave up the "Neelam Cutcherry"as a place of retreat if necessary. laid in stores of provisions and water and arranged it so that with a very little addition it would have been secure from any thing but artillery and would have afforded a shelter to all requiring protection in the station for a considerable time; his behaviour and demeanour had the very best effect on the people where as any shew of fear or uneasiness might have occasioned much difficulty. Though, there are no natives of equal influence resident in the district and though none are to be blamed; yet Baboo Joshodah Coomar Pyne was the only one in a high position who came forward prominently to tender his services. and if for this his conduct the Government should think fit to bestow some public marks of their approval on the Baboo. I think the effect would be great on the district, and the compliment a deserved one.

I have &ca.
(Sd) T. B. Simson.
Offg. Dy. Collr.

"চট্টগ্রামস্থ ১৬ বিভাগের কমিস্যনর সাহেবের নিকট ভুলুয়ার একটীন ডেপুটী কালেক্টরে ১৮৫৮।৫৯ সনের ৭৭ নম্বরের ১৮ জুন তারিখে যে লিপিপ্রেরণ করেন তাহার অনুবাদ।

গোলযোগকালীন বিশেষত চট্টগ্রামের গত ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক রেজিমেণ্টের তিন কোম্পানি রাজবিদ্রোহি হইয়াছিল, তৎসময় বাবু যশোদাকুমার পাইন যে প্রকার আচরণ করেন, তদ্বিষয়ে শ্রীযুত বাঙ্গলা প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুরের প্রবিধানজন্য রিপোর্ট করিতেছি।

উক্ত বাবু ভুলুয়া জমীদারির অধিকারী এবং সরকারি বহুতর প্রধান প্রধান খাসমহলের ইজারদার রাজা প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহদিগের নাএব বটেন, এই ভুলুয়ার রাজাদ্বয় অত্রজিলাস্থ জমীদার-

দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এস্থলের বাসিন্দাগণও অধিকাংশ তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারির বশীভূত বটে, গোলযোগের সময় নাএব তাঁহার এই ক্ষমতাসহ আমার আদেশাধীন হইয়া যে সমস্ত সহায়তার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা আমাকে দিতে যথাসাধ্য যত্নবান হইয়াছিলেন। তাহার অধীনস্থ সর্ব্বত্রের মুসলমানগণের আচরণের প্রতি সাতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক দৃষ্টি এবং উৎকণ্ঠা ও অসন্তোষের কোনো চিহ্ন দেখিলে তৎপ্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ রাখিয়াছিলেন, এবং ৩৪ সংখ্যক রেজিমেণ্টের কিয়দংশ বিদ্রোহি হওয়ার সময় তাবৎ বিষয়ই আমার কর্ণগোচর করাইয়াছেন। আমার আদেশানুসারে তিনি তাহার বহুতর প্রজা একত্র করিয়াছিলেন, আশ্রয় লওয়ার আবশ্যক হইলে নিলাম কাছারি তজ্জন্য ছাড়িয়াদেন, ইহাতে আহারীয় দ্রব্য ও জল সংগ্রহ করিয়া রাখেন, এবং উক্ত কাছারিকে এমত সুশৃঙ্খল করিয়াছিলেন যে, তাহাতে অত্যল্প আর কিছু সংযোগ করিলে তোপভিন্ন তাবৎ বিষয় হইতেই তাহা রক্ষা পাইত, এবং এস্থলের তাবৎ আশ্রয়াকাঙ্ক্ষি লোকই ইহার মধ্যে বহুসিবসের জন্য নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিত, তাঁহার আচার ব্যবহার এস্থলের বাসকারিগণের পক্ষে অত্যন্ত গুণদায়ক হইয়াছিল, কারণ তাঁহাকে ভীরু অথবা উৎকণ্ঠিতা দৃষ্টি হইলেই এখানে অতিশয় বিষম হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। যদিচ এস্থলের এতদ্দেশীয় বাসিন্দাগণের মধ্যে ইহাঁর তুল্য ক্ষমতাপন্ন আর কোনো ব্যক্তি নাই, এবং যদিও এখানে কোনো ব্যক্তির প্রতিই কোনো দোষার্পিত হইতে পারেনা বটে, তথাপি এখানকার প্রধান লোকদিগের মধ্যে কেবলমাত্র বাবু যশোদাকুমার পাইন তৎসময়কার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অত্যন্ত অগ্রসর হন, অতএব যদ্যপি বাবুর এই আচরণজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের সন্তুষ্টতা দর্শনের জন্য কিছু সরকারি চিহ্ন তাঁহাকে প্রদান করা উচিত বোধ করেন, তবে আমি বিবেচনা করি যে, ইহা এই জিলার প্রতি অত্যন্ত ফলদায়ক হইবে, এবং তিনিও এই পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন।

No 2825.

From

A R. Young Esquire
Secy to the Government of Bengal

To

The Commisioners of Chittagong
Dated Fort William the 19th July 1858.

Sir.

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No 66 dated the 28th Ultimo; with its enclosure and to inform you in reply that in consideration of the zeal and loyalty displayed by Baboo Josodah Coomer Pyne during the mutiny of the three Companies of the 34th Regiment N. I. at Chittagong, the Lieutenant Governor has been pleased to direct that a watch with a suitable inscription and a chain be presented to him. These are forwarded herewith and you will be so good as to present them to the Baboo in the name of Government.

I have &.
(Sd) A. R. Young.
Secy. to the Government of Bengal.

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এ, আর ইয়ং সাহেব চট্টগ্রামের কমিস্যনর সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহার সার ভাগ "আমি লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের আদেশানুসারে আপনাকে জ্ঞাত করাইতেছি, যে যৎকালীন চট্টগ্রামস্থ ৩৪ সংখ্য এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনাদলের তিন কোম্পানি সেনা রাজপ্রতিকূলে হস্তোত্তলন করে, সেই সময় শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পাইন বিশেষরূপ রাজভক্ততা এবং যত্নপ্রকাশ করেন তজ্জন্য লেপ্টেনাট গবরনর সাহেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি ঘড়ী এবং চেইন পুরস্কার করিয়াছেন, ঐ দ্রব্যদ্বয় আপনি প্রাপ্তিমাত্র অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত বুকে সাধারণ সমীপে গবর্ণমেণ্টের নাম করিয়া প্রদান করিবেন, প্রাগুক্ত ঘড়ী তাঁহার নাম মুদ্রাঙ্কিত থাকিবেক।

No. 103 of 1858

From

The Commissioner of Circuit 19th Division

To

The offg Joint magistrate of Noakhally

Sir

I have much pleasure in sending you a copy of Government letter No 2825 dated 19th Instant intimating that the Lieutenant Governor has been pleased to present a watch and a chain to Baboo Josoda coomer Pyne in acknowledgement of the zeal and loyalty displayed by him during the mutiny of the Detachment of the 34th Regiment N. I. stationed at Chittagong

2. The watch and the chain will be send to you as soon as they are received by m and I request you will present them to the Baboo in as public a manner as the occasion requires

Commrs Office
Chittagong.

I have &
(Signed.) C Steer
Cmmissioner. of Circuit 19th Division

১৬ ডিবিজনের কমিস্যনর সাহেব নওয়াখালির আফিসিএটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহার স্থূলমর্ম্ম "গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত একখানি ১৯ তারিখের লিপি আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক আপনকার সমীপে প্রেরণ করিতেছি, যে সময় চট্টগ্রামস্থ ৩৪ গণিত এতদ্দেশীয় রেজিমেণ্টের কিয়দংশ সেনা রাজবিদ্রোহাচরণে প্রবর্ত্ত হয় সেই সময় শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পাইন ব্যগ্রতা এবং রাজানুগত্য ব্যবহার প্রকাশ করেন সেই জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর তাঁহাকে একটি ঘড়ী চেইন সম্বলিত পুরস্কার করিয়াছেন, উক্ত ঘড়ী এবং চেইন আমি প্রাপ্ত হইলেই আপনার সমীপে প্রেরণ করিব আপনি তাহা উক্ত বন্ধুকে সাধারণ সমীপে সম্মানসহকারে প্রদান করিবেন।"

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১৫ সংখ্যা] সোমবার ১৫ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ৩০ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব উকীল অথচ বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান সদর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মল্লিক বর্দ্ধমান প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত জেম্‌স হেনিরি ইয়ং সাহেবের আদেশানুসারে তৎ প্রণীত রিবিনিউ হ্যাণ্ডবুক নামক ভারতবর্ষীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত ইংরাজী ভাষার আইন পুস্তক সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ২০০ শত পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকার করিয়াছেন, এই পুস্তক সরকারি কর্ম্মচারি ও ভূম্যধিকারী ও উকীল মোক্তার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ি লোকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৲ টাকা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩॥ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটস্থিত ১৭ নম্বর ভবনে অথবা বর্দ্ধমানের মুন্সেফী কাছারিতে উক্ত মুন্সেফ বাবুর নিকটে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত নিম্ন লিখিত বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

যথা।

১। কলিকাতার কর আদায়ের বিষয়।

২। ভূমি জরীপ ও নক্সা এবং থাকবস্তুর বিষয়।

৩। দলীল রেজিষ্টরী করণের বিষয়।

৪। বাঁধের বিষয়।

৫। আবকারী বিষয়।

৬। ষ্টাম্পের বিষয়।

৭। আফিমের বিষয়।

৮। লবণের বিষয়।

৯। পেন্সন দেওনের বিষয়।

১০। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের ছুটীর বিষয়।

১১। জায়গিরের বিষয়।

১২। সেনাদিগের রসদ দেওনের বিষয়।

১৩। লোকেল এজেণ্টের বিষয়।

১৪। ১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের মতে তথা অন্য আইন অনুসারে সাক্ষ্য দেওনের বিষয়।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে

পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ১৷০
স্বপ্নদর্শন ৵০

সংবাদপ্রভাকর

১৫ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা কোনো সম্ভ্রান্ত উচ্চপদবিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী মহোদয়-প্রমুখাৎ শ্রবণ করত প্রকাশ করিতেছি, যে মফঃসলের পোলিস সংক্রান্ত দারোগা, বক্সি প্রভৃতি কর্ম্মচারিদিগের বেতনবৃদ্ধি-করণার্থ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর দারোগার এক শত, দ্বিতীয় শ্রেণীর দেড় শত এবং প্রথম শ্রেণীর দারোগার দুই শত টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণেরও ঐরূপ বেতনবৃদ্ধি হইবেক। গবর্ণমেণ্ট দারোগাদিগের এরূপ মাহিয়ানাবৃদ্ধি করায় সুবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছেন, প্রথমে তাহারদিগের ৫০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাতে সুযোগ্য ব্যক্তি মাত্রেই তৎপদাভিলাষি ছিলে সুতরাং অযোগ্য ব্যক্তিরাই উচ্চপদে অভিষিক্ত হইত তাহাতেই সে কর্ম্মটি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন হইয়াছিল, তাহারদিগের দ্বারা প্রজাপুঞ্জ বিশেষরূপ সুখস্বচ্ছন্দতা-সহকারে কালযাপন করণে পারগ হইতেননা, কিন্তু এক্ষণে উক্ত পদ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সুযোগ্য ব্যক্তিরাই যত্নবান হইবেন, কেননা প্রথমে ১০০ টাকা বেতনে প্রবেশ করত আপনারদিগের সদ্গুণ এবং অপক্ষপাতিতা-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদ পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমরা কোনো ইংরাজী পত্র পাঠে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, সুযোগ্য ইংরাজী কবিবর এবং বিদ্বাবিশারদ শিক্ষক শ্রীযুত ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন সাহেব সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অতি সম্পকালের মধ্যেই স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পুরঃসর বঙ্গদেশমধ্যে প্রত্যাগত হইবেন। এই শুভকর সংবাদে বিদ্যার্থি জনগণ বিশেষত বালকবৃন্দ সন্তোষার্ণবে নিমগ্ন হইবে, তাহার সন্দেহাভাব, কেননা উক্ত অশেষগুণ সম্পন্ন মহাত্মা বহুকালাবধি এদেশে অবস্থিতি-করত স্বীয় অসাধারণ বিদ্যা গুণ প্রভাবে অসংখ্য অজ্ঞান তীমিরাচ্ছন্ন ছাত্রদিগকে জ্ঞানালোক দ্বারা তাহারদিগের সেই অজ্ঞানত্ব দূরীভূত করিয়াছেন, এবং যদ্দারা তাহারা পরম সুখে কালযাপন করিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

বিদ্রোহিরা অদ্যাপি বান্দিসাই নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা গগ্রানদী পার হইয়াছে কি না তাহার নিশ্চয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কাপ্তেন ডেনি সাহেব নিমচ হইতে এমত সংবাদ প্রেরণ করেন, যে, বিদ্রোহিরা উক্ত স্থান লুণ্ঠন করত অনল সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে, শত্রুগণ নিমচ দগ্ধীভূত করত "নিয়ারি" নামক স্থানে গমন করিয়াছে। ব্রিগেডিয়ার পার্ক সাহেব নিমচস্থ সেনাদিগকে উল্লেখিত বিদ্রোহিদিগের পথ রুদ্ধ করণার্থ অনুমতি করিয়াছেন, বিদ্রোহিদিগের সমভিব্যাহারে ১৪ টা হস্তি এবং কয়েকটা উষ্ট্র আছে।"

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

এই সংসারে মানবদেহ ধারণ করিয়া জগতের যাবতীয় মনুষ্যের সহিত পরস্পর ঐক্য রাখিয়া সখ্যভাবে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা মনুষ্যমাত্রেরি এই কর্ত্তব্য,কারণ এই জগতে পরমেশ্বর যত প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানব জাতিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহাতে বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় রীতি নীতি পশ্বাপেক্ষা মানবদেহে প্রচুররূপ প্রদান করিয়া হিতাহিত বিবেচনা করিবার বিশেষ এক ক্ষমতা-র্পণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এই জন্য মনুষ্যমাত্রেরি কর্ত্তব্য যে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত সেই সকল উত্তম উত্তম নিয়মের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া এই মানবলীলা সম্বরণ করা এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে এমত কোনো সর্ব্বগুণান্বিত মহাত্মা মনুষ্য প্রায় দৃষ্ট হয়না যে তাহার শরীরে দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, নম্রতা, শীলতা প্রভৃতি অলঙ্কারস্বরূপ জাজ্বল্যমাননা রহিয়াছে, কি আশ্চর্য্য! পরমেশ্বর আমারদিগের নিমিত্তে যে সকল সুনিয়ম ও সুপথ দর্শাইয়া দিয়াছেন, তৎপ্রতি ভ্রমেও কি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন না? কেহই কি সেই পথে চরণ চালনা করিতে সমর্থ হইলেন না? যদ্দ্বারা ইহকালে অত্যন্ত যশ ও পরকালে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে। হে পরমেশ্বর! তুমি যে এক কি পদার্থ ও কি কৌশল দ্বারা এই জগত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালন করিতেছ তাহা কে বলিতে পারে, এই প্রকার কত শত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া আমারদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় যে সকল মাঙ্গলিকব্যাপার অবধারিত করিয়া দিয়াছ, আমরা কি ভ্রমেও তৎ পথাবলম্বি হইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিলামনা, এই জগৎ সংসারে সাংসারিক ও পরমার্থিকক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আমারদিগের যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, আচার, ব্যবহার দয়া, নম্রতা, ও শীলতা প্রভৃতি যে সকল উপায় প্রদান করিয়াছ, সেই সকল উপায়ের দ্বারা তোমার প্রেরিত এই জগৎস্থিত অতি উত্তম উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবাত্মাকে সন্তুষ্ট করিতেন কি উত্তম উত্তম কোনো সুগন্ধের দ্রব্যাদির ঘ্রাণ লইয়া নাসিকাকে পরিতুষ্ট, কি এই জগতের তোমার অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টির কৌশল দর্শাইয়া চক্ষুরত্নকে পরিতৃপ্ত, কি নানাবিধ সুস্বর মিলিত বীণাযন্ত্রের সমভিব্যাহারে বেদান্তর্গত ব্রহ্মসংগীতাদি শুনাইয়া কর্ণকুহরকে পরিতুষ্ট করিতেও পারিতেছিনা, কি সেই বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশল দ্বারা অশেষ প্রকার অদ্ভুতক্রিয়া দর্শাইয়া দর্শকদিগেরও চিত্ত মনোরঞ্জন করিতে পারিলামনা। হে জগৎপিতঃ! ইহাতে বিলক্ষণরূপে অনুমান হয় যে, আমারদিগের ন্যায় অজ্ঞান নরাধম আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায়না,—যেহেতু সেই পরোপকারী পরমাত্মন্ আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তে অত্যাবশ্যকীয় সুখসম্পত্তি অতি নিকটে প্রদান করিয়া অজ্ঞানতাবশত সেই সকল সুখে ও সেই সকল রসে বঞ্চিত হইয়া চিরকাল ভবঘূরের ন্যায় ভবার্ণবে হাহাকার করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করত কেবল পাপরাশি সংগ্রহ করিয়া বারম্বার যাতায়াত করিতেছি।

শ্রীমাধবচন্দ্র গুপ্ত।
সাং হালিসহর।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণাকর শ্রীল শ্রীযুক্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় গুণিগুণাগ্রগণ্যবরেষু

সম্পাদক মহাশয়! আমি ক্রমে

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

২১ আগষ্ট তারিখের দানাপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, "বিদ্রোহিদিগের নিকটে আগমন সংবাদ শ্রবণ করত এস্থানবাসি সকলে সাতিশয় ভীত হইয়াছেন।

সংপ্রতি বক্সারে যে একটা সমর হয় তাহাতে ব্রিটিস পক্ষীয় সেনারা বিপক্ষ পক্ষের ৮০ জনকে নিহত করিয়াছে, এপক্ষের এক জন শীক সেনা হত এবং এক জন সেনাপতি আহত হইয়াছে।"

পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিষ্ণুভক্তি বিষয়ক কতকগুলীন গীত রচনা করিয়াছি এইক্ষণে সেই সমুদয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করণের অভিলাষ করি, কিন্তু কোন বিশেষ গুণীব্যক্তি দ্বারা সংশোধিত না হইলে কদাচ এমত কর্ম্মে সাহস করিতে পারিনা। মহাশয়ের ন্যায় দেশহিতৈষী উৎসাহ বর্দ্ধক আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা, সুতরাং আমার ভরসার মধ্যে ভরসা এই যে, যদি মহাশয় কৃপাকণা বিতরণ পুরঃসর গীতগুলীন সংশোধন করণের পরিশ্রম স্বীকার করেন তাহা হইলে আমার আশা, ভরসা, শ্রম, সকলি সার্থক হয়, তবেই মদীয় মনোরথ পূর্ণ হয়। অধিকান্ত অভিলাষ যে সে গীতাবলী মহাশয়ের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করি। কৃপাবিতরণ করিয়া ভরসা দিলে সাহাস ও উৎসহীত হইয়া সেই সমুদয় ডাকযোগে অথবা লোক-দ্বারা আপনার সমীপে প্রেরণ করিতে পারি। পরে যত কাপি ছাপাইব তাহার সংখ্যা পশ্চাৎ নিবেদন করিব। এবং তাহাতে যেরূপ ব্যয় হওয়া সম্ভব, লিখিলে সেইরূপ করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মত ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিলে আমি পাইতে পারিব। নিবেদন ইতি সন ১২৬৫ সাল। ৭ ভাদ্র।

মহাশয়ের একান্ত বাধ্য।
শ্রীরামদাস সেন।

"ঠিকানা"
শ্রীরামদাস সেন।
বহরমপুর।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংগীত গুলীন প্রেরণ করিবেন রাম বাবু আমার অবিচলিত স্নেহধন গ্রহণ করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক বিদ্বজ্জন গণাগ্রগণ্যেষু।

পরমশুভাশীর্ব্বাদন পুরঃসর বিজ্ঞাপন মিদং।

মৎপ্রণীত বিগত ১১ মাঘের পত্র সদুপদেশের সহিত প্রাপ্ত হইয়া তন্নিদেশানুসারে ফাল্গুন মাসে কতিপয় পদ্য পঁক্তি প্রেষিত হইয়াছিল, তন্নিমে সম্পাদকীয় উক্তি উপলক্ষে পত্র প্রেরকের পরিচয় প্রত্যাশী হইবাতে, এতাবন্মাত্র বক্তব্য যে, অস্মদ ময়মন সিংহের ভূম্যধিকারী শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয়ের চতুর্থ তনয়। যদিচ সংস্কৃতভাষা মহীয়সী সহিষ্ণুতার সহিত অধীত হইয়াছে, তথাপি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যে রচনা রচনাতে তাদৃক কৃতী না হওয়া হেতু পরিচয় প্রকাশের অভিলাষ ছিলনা, কিন্তু রচনা শোধনকল্পে আপনার অবিচলিত উৎসাহ, বর্ত্তমানে তদ্ভাবের তীরোভাব হওয়ার আর কি অবশেষ আছে। স্থূলত রচনা শিক্ষার অনান্য স্থল আপনাতেই বর্ত্তিয়াছে, ত্বদীয় উপদেশে মানসপথের কণ্টক কত দূর পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হওয়ার আকার হইয়াছে, তদ্বর্ণন সাধারণ জনসম্বন্ধে দুষ্কর হেতুবাদে মল্লেখনী বিশ্রামের আশ্রম গ্রহণ করিলেক, সাপ্তাহিক রচনা রচনাতে অতিতৃষ্ণা সত্তেও দেশস্থ ভাষাধ্যয়ন তৎপ্রতিকুলাচরণে বিরত নহে, ভরসা করি, সময় ক্রমে মদ্রচিত রচনা প্রেরিত হইলে শোধনানন্তর প্রভাকর প্রভাকরে প্রকটিত করিয়া যথোচিত বাধিত করিবেন কিমধিকং বিজ্ঞবরে।

একাবলি।

মানস সাহস করিয়ে বল।
ঈশান সাধন কারণ চল ॥
সংসার সংসার সুসার নয়।
নশ্বর নশ্বর নশ্বর ময় ॥
কালেতে কালেতে লভিবে লয়।
ত্বরিত বিহিত উচিত হয় ॥
বিজ্ঞান লক্ষণ ধরিয়ে যবে।
অজ্ঞান বন্ধন মোচন হবে ॥
অসার বিচার বিচার কর।
সত্বর তত্ত্বের কুতত্ত্ব হর ॥
যখন চরণ শরণ পাবে।
জনন স্মরণ তখন যাবে ॥
উৎসাহ প্রবাহ সিঞ্চন পর।
ধর্ম্মের অঙ্কুর রোপণ কর ॥
অতীত দুরিত সুকৃত ফল।
সময়ে সময়ে ফলিবে ফল ॥
যখন গ্রহণ মনন হবে।
তখন সুখেতে সে ফল লবে ॥

শুভাভিলাষী।
শ্রীগোপালনারায়ণ চতুর্দ্ধুরীণ।
শিরোমণে।

পত্রপ্রেরক মহাশয়, আমার সংখ্যাতীত প্রণতি গ্রহণ করুন, সংপ্রতি পরিচয়প্রাপ্ত হইয়া সীমাশূন্য সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইলাম. প্রার্থনা করি, রচনা বিষয়ে নিরুৎসুক না হন। গদ্য পদ্য উভয় রচনাই অতি উত্তম হইয়াছে।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press.*

সংবাদ প্রভাকর

দৈনিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার হুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ব্যাসংভ্রাম মতন্দ্রমীদমমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১৬ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৬ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ৩১ আগষ্ট ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগারো ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্‌সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের নবম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭৩০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ১৮৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম ৮৯০

জুলমা সিন্দুক ২৭৩০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শবত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতাও এক্‌সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তর খানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিনিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৩ এবং ২২ সেপ্টেম্বর এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারান যে সকল প্রমিস্বরী নোট অর্থাৎ তমস্থুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাসকরণার্থে সর ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোনো রকম সরকারী মাতবরী দস্তা বেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং আফিমের লাট খালাসি সববে কিস্মতের পুরা টাকার দরুণ কোনো ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টারপর আর লওয়া যাইবেকনা।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোনো হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

বেহারের বানারসের জুমলা।
সিক্কা। সিক্কা। সিক্কা।
সন১৮৫৮সালেরঃঅক্টোবরসোমবারঅথবাকিঞ্চিৎঅগ্রপশ্চাৎ১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৮ নবেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৬৩,৮৭৬,২৭৩৯

৫৫৪৩,২৬৫৬,৮১৯৯

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিসান্ বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উইলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২৬ আগষ্ট।

E. LUSHINGTON.
Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

বিলাতীয় সংবাদ পাঠে অবগতি হইল, এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের প্রভুত্ব সংহারিত হইয়া শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীনে হওনের বিল মহারাণী গ্রাহ্য করিয়াছেন, অতি সম্পকালের মধ্যেই এই নিয়মটি প্রচলিত হইবে।

ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যে কিছু মনান্তর হইয়াছিল, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ফ্রান্সাধীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করায় সেই বিরোধ ভাবটি উভয়ের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইয়াছে। জেনরল ফ্রান্স সাহেব এবং কর্ণেল নেপিয়ার সাহেবকে সি, বি, এবং কয়েকজন ভারতবর্ষীয় সেনাপতি সি, বি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিলাত হইতে বিদ্যুতীয়-বার্ত্তাবহ তার রেড্‌সি হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্যার হিউজরোজ সাহেব ৪৫ গণিত রেজিমেণ্টের সেনাপতি হইয়াছেন, বিদ্রোহ-ঘটনাবধি একাল পর্য্যন্ত মহারাণীর এবং ইষ্টইংণ্ডিয়া-কোম্পানির সেনা এবং সেনাপতিরা সাতিশয় যত্ন এবং বীরত্ব সহকারে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিদ্রোহিদিগকে পরাজিত এবং সমাকরূপে শাস্তি-প্রদান করায় শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরী তাহারদিগকে যথেষ্ট প্রশংসার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বিলাতীয় বাণিজ্যবাজারে নীল উত্তমদরে বিক্রীত হইতেছে, চিনির বাজার বড় ভাল নয়, চাউল মাটির দরে বিক্রয় হইতেছে, সোরা এবং মসলা সমভাবেই আছে, রেসমের বাজার ভাল, রম মদ্য পূর্ব্বমত আছে।

আমারদিগের সাগর প্রবাসি বন্ধুর ১৫ আগষ্ট দিবসের পত্রখানি ডাকযোগে প্রাপ্তিমাত্রেই অতি সমাদর পূর্ব্বক তাহার সারাংশ প্রকটন করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়! এ স্থানের ৯ ক্রোশ পূর্ব্বে "সারাপুর" নামধেয় একটি পল্লীগ্রাম আছে, ৫২ সংখ্যক ৫০।৬০ জন বিদ্রোহি সেপাহি একত্রিত হইয়া সেই স্থানটি লুঠ করিয়াছে, প্রাগুক্ত বিদ্রোহিদিগের সহিত সহকারি রাজার সেনারা মিলিত হইয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কলিকাতার ডাকের গতায়াত বন্ধ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

২৭ আগষ্ট তারিখের আগত সমাচার।

"বিগত ২৪ আগষ্ট প্রাতঃকালাবধি সুলতানপুর কলম অর্থাৎ সৈন্যশ্রেণী গুমতী নদীপার হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এক্ষণে লক্ষ্ণৌ নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি অবস্থিতি করিতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারা অনেকাংশে হীনবল এবং সাহস-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্রোহি সরদার বেণী মাধু, ত্রয়োদশ সেনা-সমভিব্যাহারে উপরোক্ত বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, ঐ ১৩,০০০ সেনার মধ্যে ৮,০০০ সেনা তাঁহার নিজানুচর তাহারদিগের নিকট ৮ টা তোপ আছে। এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, গোয়ালিয়ার হইতে তাড়িত শত্রুগণ রামপুর দিয়া "মেলেয়া পাসের" ৫ ক্রোশ অন্তর বুজানামক স্থানে গমন করিয়াছে, শত্রুদিগের পথরুদ্ধকরণার্থ কয়েক দল ব্রিটিস সেনা 'মানানা" নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। ব্রিগেডিয়ার পার্ক সাহেব কতকগুলীন সেনা সমভিব্যাহারে ২২ তারিখে প্রাগুক্ত স্থানে উপনীত হইয়াছেন, তিনি আসিয়াছেন কি না তাহার সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ছাপরার সংবাদে জানা গেল, ব্রিগেডিয়ার ডাউলার্স সাহেব বান্দী নামক স্থানে এবং গয়াঘাটে বিদ্রোহিদিগের সহিত সমরে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছেন, ইহাতে শত্রুপক্ষেরি বিস্তর হতাহত এবং অপচয় হইয়াছে। দুষ্টেরা উল্লেখিত স্থানদ্বয়ে বিশ্বজেতা ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হোল্‌দি নামক স্থানে পলায়নপর হইয়াছে, এই সংবাদটি ব্রিগেডিয়ার সাহেব স্বয়ং প্রেরণ করেন নাই।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

ফতে গড় হইতে ২২ আগষ্ট তারিখে যে সমাচার আগত হয়, তাহার স্থূল মর্ম্ম "বেরিলির নবাব ও তৎস্থানের মৌলবি এবং ফরেক্কাবাদের নবাব পঞ্চবিংশতি-সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে সাজাহানপুর আক্রমণ-করণ-মানসে অযোধ্যা হইতে তথায় গমন করে, কিন্তু তাহাদিগের তত্তদূর পর্য্যন্ত গমন করিতে হয় নাই, জেনরল জোম্‌স সাহেবের অধীনস্থ সেনারা পথি-মধ্যেই তাহারদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছে - শত্রুগণ বিস্তর হানি স্বীকার পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে।"

প্রেরিত পত্র

বিশ্বমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীযুত
প্রভাকর সম্পাদক
মহোদয়েষু।

হে সম্পাদকবর! অতি আক্ষেপের বিষয়টিই আপনাকে লিখিতে হইল, কি করি, না লিখিলে মনাগুনে পুড়ে মরি, লিখিলে আবার বুঝি প্রভাকরের প্রখর করনিকরে দগ্ধীভূত হই, যাহাহউক, প্রভাকর দয়াকর বটেন, অবশ্যই সরলতা দ্বারা মনাগুন-নির্ব্বাণ করিতে পারেন, তাহা না করিয়া যদি সরল-কিরণে দগ্ধই করেন, নাচার। ফলে, না লিখিলে চলেনা, ওগো। আপনি ১৯ আষাঢ়ের প্রভাকরে "বিধবা বিবাহ" লইয়া কি রঙ্গ ভঙ্গ করিয়াছেন, একে বঙ্গদেশ ভঙ্গবেশ, তাহাতে রঙ্গদর্শিগণ আপনার রঙ্গভঙ্গের এতরঙ্গ দেখিয়া নানা কথার প্রসঙ্গচ্ছলে ব্যঙ্গ করিতেছেন। হা! আপনি ঐ কাগজটিতে গদ্য, পশ্চাৎ পদ্যটির আদিতেই লিখিয়াছেন। "অক্ষত-যোনির বিয়ে বিধি বটে।"—"কিন্তু ভাই, সবদিগে শুভ যদি ঘটে, ইত্যাদি"—ওগো! সে কি গো? আপনার কি সেদিন্‌কার কথা গুলা মনে নাই? কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! ওগো! দেখুন দেখি, এ লেখাটি কার, আপনারই লেখনী-দ্বারা এই বাক্যগুলীন বিন্যাস হইয়াছিল কি না?।

যথা।

বাঙ্গালা ১২৬২ সালের ১ বৈশাখের মাসিকপত্রিকার ২০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে পদ্যের শেষে বিধবাবিবাহ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন। "সাধা-" "রণ সম্মতিক্রমে, যাহা কোনো-" "কালেই হইবার নয়, আর যা-" "হাতে বিশেষ কোনো প্রয়োজ-" "ন দেখিতে পাইনা, এবং স্থির-" "রূপে যুক্তিযুক্ত নহে, সেই অন-" "ধিকার চর্চ্চার এতদ্রূপ আড়ম্ব-" "র-করণের আবশ্যক কি? যা-" "হারা বাল্যকালে বিধবা হইয়া-" "ছে, একটীমাত্র পুত্র-কন্যা প্রসব" "করে নাই, পৃথিবীর সকল প্রকা-" "র সুখ হইতেই বর্জ্জিত, তাহার-" "দিগেরবিবাহবিধান করা এই" "দণ্ডেই কর্ত্তব্য হইতেছে, ইহা" "শাস্ত্রসম্মত বটে ও যুক্তিমূলক," "এবং ধর্ম্মমূলক বটে। যাঁহারা" "সত্য ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করি-" "বেন, তাঁহারা তাবতেই এবি-" "ষয়ে "হাঁ" ভিন্ন "না" বলি-" "তে কখনই পারিবেননা।"—হাঁ গো! আপনকার এচরমাবস্থার লীলা খেলা যে "ল্যোম্‌স টেলান্তর্গত" বৃদ্ধ "লিয়র" নৃপতির বাল্যলীলাবৎ হইতেছে,—হা! আপনি অসংখ্যকপত্রে বিধবাবিবাহ-বিষয়ে প্রথমে সুমহৎ সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এক্ষণে তেমনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত লিখিয়া আপনকার দয়াশ্রিত জনগণকে ত্যক্ত করিয়াছেন, এসামান্য পরিতাপের বিষয় নহে, আপনি একজন অসামান্য সম্ভ্রান্ত সম্পাদকবরাগ্রগণ্য, আপনার বলে আমরা বলি, সুতরাং না বলিলে থাকিতে পারিনা, আমরা বিশেষরূপেই অবগত আছি, আপনি এক জন যথার্থ জ্ঞানী, ধর্ম্মভীত, মহন্মনুষ্য, আপনি কাহারও উপরোধ অনুরোধের বশ্য নহেন, কিন্তু কি পরমাশ্চর্য্য! হঠাৎ আপনার এমত অভিপ্রায় কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল? ইহার কারণ আপনিই বলিতে পারেন, কিম্বা সেই অন্তর্যামী, আমি যদিচ আপনার শিষ্যানুশিষ্য ভৃত্যানুভৃত্য, তথাপি "জল উচু নীচু" গায়ে সয়না, কি করি, গুরুজনের সহিত গুরুতর বিবাদ করিতে হইল, আপনি দয়া পূর্ব্বক এপত্রখানি অবশ্য পত্রস্থ করিবেন, এবং যাহা বক্তব্য হয়, ব্যক্ত করিবেন, তদুত্তরে আমরা প্রস্তুত আছি, এবিষয়ে কদাচ উত্তর দানে পরাঙ্মুখ হইবনা। ফলে মহাশয় উত্তর দানের পূর্ব্বে একবার পূর্ব্বেই প্রস্তাবগুলীন পুনর্দৃষ্টি করিয়া তবে লেখনী চালনা করিবেন, পরিশেষ নিবেদন, অধীন আপনারই, অতএব কদাচ কষ্ট হইয়া লেখনীর তরঙ্গে নানা রঙ্গভঙ্গ পূর্ব্বক ব্যঙ্গ করিবেননা, প্রকৃত সদুত্তরমাত্র দিবেন, আর অধিক কি নিবেদন করিব, ফলে হা ভারতবর্ষ! তোমার কপালগুণে এমত মহাযন্‌গণও বিগুণ হইতেছেন, হা অবলাগণ! ঈশ্বরও কি তোমারদিগের প্রতিবাদী হইলেন? অতএব তোমারদিগের নিতান্তই গ্রহহৈগুণ্য,—হা! আমার বক্ষ বিদীর্ণ কেন হয়না?।

কস্যচিৎ [ক]

"ক" স্বাক্ষরকারী নেপালপ্রবাসী পত্রপ্রেরক মহাশয় অন্যায় অভিযোগ করিলে কি করিতে পারি, কারণ সকলেরি মন স্বাধীন, যাঁহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, তিনি তাহাই লিখিয়া বসেন, প্রায় কে হই দূরদর্শির ন্যায় সূক্ষ্মদৃষ্টি করেননা, দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া যিনি সময়মত উচিত অভিমত প্রকাশ করেন, অথবা কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সাধন করেন, তাঁহার অভিপ্রায় প্রায় সকলেই গ্রহণ করেন, তিনি তাবতেরি পূজ্য হয়েন, আর সাধারণ অসম্মতিতে বলের দ্বারা যিনি কোনো কার্য্য করেন, তিনি কখনই সমাজে সনাদর প্রাপ্ত হননা। তাঁহার উক্তি যুক্তিমূলক হইলেও কেহই তাহা গ্রাহ্য করেননা, অতএব সময়াসময়, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া সর্ব্বসম্মতিতে কর্ম্মারম্ভ করাই কর্ত্তব্য, তাহার বিপরীত হইলেই বিপরীত হয়, এই স্থলে প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া এই মাত্র অনুরোধ করি, অভিযোগ কর্ত্তারা ১২৬২ সালের ১ বৈশাখের প্রকাশিত পত্রে "মানবযাত্রা ও লোকাচার বিষয়ক" প্রবন্ধের ভূমিকা হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার একবার পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই আমাদের আর কোনোরূপ আক্ষেপ থাকিবেনা, স্বমতসংস্থাপনে অন্যায় যত্ন এবং "গোড়ামী" সকল দোষের আকর হইয়াছে। যাঁহারা নিরক্ষেপ, সূক্ষ্মদর্শি, অবস্থা ও কালতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১৭ সংখ্যা] বুধবার ১৭ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵০

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

১৭ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

ভারতবর্ষ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চারটার শেষ হইল, এক্ষণে শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী এই ভারতবর্ষকে স্বীয় শাসনাধীনে আনিলেন, প্রায় শতবৎসর অতীত হইল কোম্পানি বাহাদুরেরা এস্থানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।—আমারদিগের পূর্ব্বতন ভবিষ্যদ্বেত্তারা যাহা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহা সপ্রমাণিত হইল, অতএব হিন্দুশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, একথা যেন হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধি মহাশয়েরা মনে না করেন, কেননা কোম্পানিদিগের শাসন এতকালের পর অন্তর্হিত হইয়াগেল।—বিদ্রোহিরা মনে মনে এমত একটা কল্পনা করিয়াছিল যে, এবারেই কোম্পানিদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিব তাহাই হইল, কিন্তু তাহাতে তাহারদিগের উপকার কি দর্শিল? কোম্পানিদিগের পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী স্বয়ং এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। জননীর ক্রোড়ে সন্তানগণ যেরূপ নির্ভয়ে ও সুখে কালযাপন করে, তদ্রূপ ভারতর্ষীয় প্রজাগণ রাজমাতার সুশাসনে সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত কালযাপন করিতে পারিবেন, তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে? অতএব বিদ্রোহিরা শাসনের পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করত যেন নিশ্চিন্ত হয়, কারণ আপনার রাজ্য রক্ষাহেতু মহারাণী বিশেষরূপ মনোযোগিনী হইবেন এবং যাহাতে সল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে শত্রুগণ সমূলে নির্ম্মূল

করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অবশ্যই যত্নবতী হইবেন।—কোম্পানির পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের চলিত নিয়মসমুদয় একেবারে পরিবর্ত্তন হইবেনা, কেবল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স উঠিয়া যাইবে, টাকায়, ষ্ট্যাম্প কাগজে, কোম্পানির নাম থাকিবেকনা, কিন্তু কালসহকারে এই নিয়ম সকল পরিবর্ত্তন হইতে পারে,এমত বোধ হয় ভারতবর্ষের সমুদয় অংশে এই শুভকর সংবাদটি প্রচার-করণার্থ বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ গবরনর জেনরল বাহাদুরকে আদেশ করিয়াছেন।

অটকস্থ বন্ধুর, লিখিত পত্র অতি সমাদর পুর্ব্বক গ্রহণ করিলাম।

"গত ১১ আগষ্ট তারিখে মহাশয়ের নিকট এক পত্রপ্রেরণ করিয়াছি, বোধ করি পাইয়া থাকিবেন তাহাতে যে সিন্ধুনদীর জলপ্লাবনের বিষয় লিখিয়াছিলাম সেই জল প্লাবিত হইয়া এখানকার খয়রাবাদের ইঞ্জিনিয়ার গুদামের যে সকল ইষ্ট্রেট ছিল, সে সকল এককালীন জলসাৎ হইয়া গিয়াছে। অনুমান হয়,ইহাতে ১০।১২ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি ছিল, তাহার মধ্যে কিছুই হস্তগত হয় নাই, অপর আকোড়ার গুদাম ও নওসেরার গুদামের ও বারিকের এবং সাহেবদিগের বাঙ্গালা যে কত লোকসান হইয়াছে, তাহা স্থির করা যায়না। সে যাহাহউক, আমারদিগের অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, বড়ীসা রেহালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি মোকাম নওসেরার ডেপুটিপোষ্ট মাষ্টারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। যে সময়ে লুণ্ডানদীর জল উপরে ধাবমান হয় তৎকালীন উক্ত চট্টোপাধ্যায় ডাকঘরের দ্রব্যাদি বাহির করিয়া আপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে ছিলেন, একটা নালা পার হইতে অশক্ত হওয়ায় সেই স্থানে পতিত হইয়া প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত ভাসিয়া যান,পরে যৎকালীন নদী-নিজমুর্ত্তি সম্বরণ করিলেন, তখন তথাকার লোকেরা বিশেষানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে উক্ত বাবু পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আমরা কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা কথনাতীত, এক্ষণেও শুনা যাইতেছে, যে পুনরায় নদীরজল বৃদ্ধি হইবে এপ্রকার ঘটনা সংঘটিত হইলে আমারদিগের অদৃষ্টে কি আছে বলা যায়না।"

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

২৮ আগষ্ট তারিখের আগত সংবাদ।

"অজীন নামক স্থান হইতে এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, সিন্দিয়ার কতকগুলীন সেনা একত্রিত হইয়া কিসিরিস্থ বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করত তাহারদিগের একত্রিশজনকে শমনাগারে প্রেরণ করিয়াছে, এবং কয়েকজনকে ধৃত করত কারাবদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ব্রিগেডিয়ার ডাউলার্স সাহেব দানাপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তিনি পথিমধ্যে বিদ্রোহিদিগকে অবলোকন করেন নাই। কাপ্তেন ম্যাকমলেন সাহেব কয়েকজন পদাতিক শীক এবং অন্যান্য সেনা সমভিব্যাহারে "রিওটি" নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি গয়াঘাটে বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে একটা সমর করেন তাহাতে ৮০ জন শত্রুপক্ষীয় সেনা রণশায়ি হইয়াছে, এপক্ষের পঞ্চদশ ব্যক্তি মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। বিদ্রোহিরা উল্লেখিত স্থান হইতে পরাজিত হওয়ায় তিনদলে বিভক্ত হইয়া এক দল অযোধ্যাভিমুখে অপর দল ভাগীরথীরদিগে এবং তৃতীয় দল গঙ্গানদীর উপরে সোয়ান ঘাটে গমন করিয়াছে।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

লাহোর-ক্রনিকেলের কোনো সংবাদদাতা লেখেন, "যে সময় ২৩ সংখ্যক শীক রেজিমেণ্ট গুরগেয়ন দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করে সেই সময় কোনো ইংরাজ তাহারদিগের সমভিব্যাহারে ছিলনা কেবল তাহারদিগের সেনাপতিরা ছিলেন, দুষ্টেরা এমত কদভিসন্ধি করিয়াছিল, যে প্রাগুক্ত ইংরাজদিগকে নিহত করত দুর্গ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইবে, কিন্তু তাহারদিগের সেই কুচক্র সুফলিত হইলনা তাহা প্রকাশ পাইল এবং তাহাদের সরদার ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হয় তথাকার বিচারালয়ে সে ব্যক্তি অপরাধী হইয়া যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরে গমন করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিয়দ্দিবস হইল উক্ত রেজিমেণ্টের কয়েকজন শীক সেনা গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে হস্তোত্তলন করিবার মানসে দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহের নিকট গমন করে তাহারদিগের গোপনীয় কথা কোনো গয়েন্দা প্রকাশ করাতে তৎস্থানীয় শান্তিরক্ষকদিগের নিকট আসিয়া কহিবায় শান্তরা দুষ্টদিগকে ধৃত করিয়াছে।"

প্রেরিত পত্র

কবিকুলাগ্রগণ্য ভুবনমান্য শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় ছাত্রবৎসলবরেষু।

প্রচুর প্রণতি পূর্ব্বক সমাবেদনমিদং।

হে কবিকুলচূড়ামণে! মল্লিখিত এই পত্রখানি সংশোধনান্তে স্বাভিপ্রায়সহ প্রভাকর পার্শ্বে স্থানদান করিয়া এজনের জ্ঞানদান করিতে আজ্ঞা হইবেক ইতি।

সংস্কৃত কাব্য যে অন্যান্য ভাষার কাব্য হইতে সমধিক সুশ্রাব্য ও উৎকৃষ্টতম, শব্দপ্রাচুর্য্য ও ছন্দ মাধুর্য্যই তাহার মূলকারণ, সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ পদবিন্যাসের পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোনো ভাষায়ই হইবার নহে। আমাদের বঙ্গভাষায় ঐ সর্ব্বচিত্তমোদিনী, সংস্কৃত ভাষার ভঙ্গাঙ্গ। অতএব সংস্কৃত ভাষার কবিতাবলী যে সকল ছন্দে বিরচিত হইয়াছে, সেই সকল ছন্দ অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করা বঙ্গীয় কবিকুলের একান্ত বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু অদ্যাপি বঙ্গভাষায় এরূপ একখানিও অলঙ্কার পুস্তক প্রচারিত হয় নাই, যৎপাঠে সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় কবিনিকর সংস্কৃত বিবিধ ছন্দবন্ধের লক্ষণালক্ষণ বিলক্ষণরূপে অবগত হইতে পারেন। অথচ তাহাদের রচনাতৃষ্ণা সাতিশয় প্রবলা, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ শর্ম্ম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় প্রণীত ব্যাকরণের চরমভাগে পয়ার ত্রিপদীত্যাদি কতিপয় ছন্দের বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপাঠে যমক, যতি, অনুপ্রাস প্রভৃতি সংস্কৃত সমুদায় পদবিন্যাসের পারিপাট্য পরিজ্ঞান হইতে পারেনা। বিশেষত শর্ম্ম সুধীবর যমকানুপ্রাস প্রণালী প্রদর্শনার্থ যে সকল পদোদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ নহে, এবং তাঁহার লিখিত লক্ষণের সহিত সমুদয় ছন্দের সমন্বয় দৃষ্ট হয়না। পরন্তু বাক্যের দশবিধগুণ কাব্যের লক্ষণ, কাব্যের স্বরূপ কাব্য, মহাকাব্যের প্রভেদ, নাটক ত্রোটকাদির প্ররচন প্রণালী প্রভৃতি যে সকল কবিতাও কাব্যরচকদিগের অবগত থাকা অত্যাবশ্যক, সে সমস্ত প্রায় কোনো গ্রন্থেই বিশেষরূপে লিখিত নাই। যদিচ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত "প্রবোধ চন্দ্রিকাগ্রন্থে" বাক্যেরগুণ ও কাব্যের লক্ষণাদি যথা কথঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে, তথাপি তৎপাঠে যে নবরচকদিগের সম্যকরূপে হিতসাধিত হইবে এমত ভরসা করা যাইতে পারেনা, সুতরাং বঙ্গভাষায় সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ অনুবাদিত না হওয়া প্রযুক্ত বঙ্গ কবিতারচয়িতাগণ অনবরত অভাব সমুদ্রে অবগাহন করিয়া হিমাঙ্গ হইতেছেন।

অধুনা মহাশয়ই কবিকুলচূড়ামণি নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, মহাশয়ই ভঙ্গাঙ্গ বঙ্গভাষার ভঙ্গ-অঙ্গ পুনঃসংস্কার করত বঙ্গ রঙ্গ ভূমে লেখন্যাগ্রে কবিতাকে নৃত্য করাইতেছেন। যতি, যমক অনুপ্রাস প্রভৃতি যে সকল কবিতার প্রধান অলঙ্কার, তাহা কেবল ভবদীয় রসময়ী রচনার সুকোমল শরীরেই বিন্যস্ত হইয়া থাকে। বিশেষত প্রভাকর পত্রে মালতী, কামিনী, শান্তি ছন্দ প্রভৃতি যে সকল নব নব ছন্দ লিখিয়া থাকেন সে সকল ছন্দ প্রায় গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়না। অতএব প্রার্থনা মহাশয় যদ্যপি কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া বঙ্গভাষায় এরূপ একখানি অলঙ্কার পুস্তক প্রস্তুত করেন যে তৎপাঠে রচনা-বিষয়ক নিয়মাবলী তথা কাব্যাদির বিশেষ বিশেষ প্রভেদ অবগত হওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে বঙ্গ কবিতা ও কাব্যরচয়িতাগণের অজ্ঞানান্ধকার দুরীভূত হইয়া সম্যক জ্ঞানলাভের সোপান দৃষ্ট হইতে পারে এবং ভবদীয় কবিতা কীর্ত্তিস্তম্ভ পৃথ্বীপরে চিরকাল প্রতিষ্ঠিতা থাকিতে পারে। অধিকন্তু মহাশয়ও এতৎবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া বারম্বার আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা সেই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করিতেছি, যদিও মহাশয় প্রত্যাহিক প্রভাকরের রচনা কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমধিক শ্রম স্বীকার করিতে হয় তথাপি এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আশ্বাস স্বীকার করিলে আমাদের পক্ষে তাহা মহামঙ্গলের আকর হয়।

বিগত বর্ষের ১১ মাঘদিবসীয় প্রভাকরে পয়ার, ত্রিপদী, তোটক,

একাবলী এই কয়েকটি ছন্দের যতি-নিয়ম মাত্র লিখিত হইয়াছে, অন্যান্য ছন্দের বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করেন নাই, অতএব অধুনা প্রার্থনা এই যে, আগত মাসের প্রভাকরের যমকানুপ্রাস ও অন্যান্য ছন্দের নিয়মাবলী বিশেষরূপে লিখিয়া কবিতা-রচনার্থিগণের সংশয়-মর্দ্দন ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে আজ্ঞা হইবেক নিবেদন ইতি।

কস্যচিৎ প্রভাকর
পাঠকস্য।

ঢাকা।
বঙ্গাব্দা ১২৬৫।
২৭ শ্রাবণ।

আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক এই পত্রখানি প্রকটন করিলাম। পত্রপ্রেরকের প্রার্থিত বিষয়ে সাতিশয় সন্তোষ লাভ হইল, আমরা সময়ক্রমে এবিষয়ে লেখনী-ধারণে ত্রুটি করিবনা।

প্রভাকর সম্পাদক।

কবিকুলতিলক শ্রীল শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(উষানিরুদ্র নাটক।)

সম্পাদক মহাশয়! এই পুস্তক আমার প্রস্তুত করা হইয়াছে, শ্রীযুত বাবু রাধামাধব হালদারমহাশয় অভিনয় প্রদর্শনকরিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছেন, যন্ত্রালয়ে মহাশ্বেতা নাটক ছাপা হইতেছে এই নিমিত্ত ইহা মুদ্রাঙ্কণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে, নটগণের সুবিধাবিধান কারণ সংবাদ প্রভাকরে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছাপাইতে মানস করিয়াছি, এক্ষণে আপনার অনুগ্রহের উপর ভরসা।

প্রথম অঙ্ক।

[উষার শয়নাগার।]

উষা শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।

উষা। (চক্ষু হস্ত দিয়া মর্দ্দন করিতে২) হায়! আমি এমন হোলেম্ কেন? এইত যেমন সুরেছি অমি ঘুমিয়ে পড়েছি, কেউতো এখানে আসেনি, তবে কি স্বপ্নে দেখ্লেম? এখন সে মোনচোর কোথায় গেল, আমার প্রাণ যে আর স্থির হয়না, কে যেন আমাকে বেঁধে আকর্ষণ কচ্চে।—আহা! নিদ্রাবস্থায় কি সুখেই ছিলেম? সেজনের সঙ্গে কত কথাই কইলেম, কত পরিহাসই কল্যেম, কিন্তু নয়ন উন্মিলন কর্বামাত্রেই সব শূন্যময় হোলো, কোথায় বা সেই হৃদয়বল্লভ, কোথায় বা তাঁহার অনুপম লাবণ্যময় মূর্ত্তি, কোথায় বা তাঁহার চাঁদমুখের মৃদু মৃদু হাঁসি, সমস্ত এককালে কোথায় গেল, এখন তার চিহ্নমাত্র নাই, যেমন শুয়ে ছিলেম তেম্নিই উঠ্লেম।—রে পোড়া ঘুম! তুই কি অবলা বালাকে প্রাণে বধার জন্যে কাল হোয়ে এসেছিলি? আর যদি এসেই ছিলি, ভালই হোয়েছিল, কেন এখনিই পালিয়ে গেলি, প্রাণনাথের সঙ্গে দুদণ্ড কথাও কইতে দিলিনে, মনের সাধ ভাল করে পূর্ণ কত্তে পেলেমনা।—সুখসন্ধ্যার আগমনমাত্রেই প্রভাতীয়-পক্ষিরা প্রভাতসূচক সংবাদ দিল।—(নেপথ্যদিগে দেখিয়া)—রাৎতো এখন শেষ হয়নি, এই যে শশধর এখন মধ্যস্থলেও আসেন্নি, তা হোলে কি জানালারদিগে আলো আস্তো?—হে নিদ্রে! তুমি কেন আমার নয়ন থেকে বিদায় হোলে,—রে নয়ন!—তুই বুঝি ঘুমকে তাড়িয়ে দিলি? তাই বুঝি প্রাণনাথ পাছে কটাক্ষস্বরে বিদ্ধ হন, সেই ভয়ে আগেই পালালেন।—হে প্রাণেশ্বর! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, একবার আমার নয়নপথে দেখা দেও, তা হোলেও আমি কতক সুস্থা হোতে পারি।—প্রাণনাথ নিদ্রাবস্থাতেই এসেছিলেন, জাগ্রতাবস্থায় আস্বেন কেন? পাছে আমি তাঁরে ধরে রাখি।—হে প্রাণবল্লভ! ভয় কি, আমার বাহুপাশ কি এত কঠিন? হৃদয়পিঞ্জর কি এত ক্লেশকর? যদি তোমার এত ভয় ছিল, তবে কেন স্বপ্নাবস্থায় এসে আমার মনহরণ করিলে।

রাগিণী বেহাগ। তাল মধ্যমান।

কোথা প্রাণনাথ তুমি, করিলে গমন।
অধিনীরে কৃপা কোরে, দেহ দরশন॥
অবলা কামিনী আমি, রসিক চতুর তুমি,
প্রাণে বধা পরিহাস, সাজে কি এখন।
জীবন যৌবন প্রাণ তোমারে কোরেছি দান,
তারোপরে ফুলবাণ, করে হে শাসন॥

এক্ষু শোবো কি? যদি ঘুম এসে, (শয়ন করিয়া) আর যখন বিরহসন্তাপে দেহদগ্ধ হোতে লাগ্লো, তখন কি আর ঘুম আস্বে?।

ভবদীয় নিতান্তানুগত।
শ্রীমণিমোহন সরকার।
সাং দর্জ্জিপাড়া।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।]

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *"Probhakur" Press.*

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুণ্ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতদ্ভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিরসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১৮ সংখ্যা] গুরুবার ১৮ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব উকীল অথচ বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান সদর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মল্লিক বর্দ্ধমান প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত জেম্‌স হেনিরি ইয়ং সাহেবের আদেশানুসারে তৎ প্রণীত রিবিনিউ হ্যাণ্ডবুক নামক ভারতবর্ষীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত ইংরাজী ভাষার আইন পুস্তক সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ২০০ শত পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকার করিয়াছেন, এই পুস্তক সরকারি কর্ম্মচারি ও ভূম্যধিকারী ও উকীল মোক্তার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ি লোকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৲ টাকা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৷৷ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা শোভাজারের নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটস্থিত ১৭ নম্বর ভবনে অথবা বর্দ্ধমানের মুন্সেফী কাছারিতে উক্ত মুন্সেফ বাবুর নিকটে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত নিম্ন লিখিত বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

যথা।

১। কলিকাতার কর আদায়ের বিষয়।
২। ভূমি জরীপ ও নক্সা এবং থাকবস্তর বিষয়।
৩। দলীল রেজিষ্টরী করণের বিষয়।
৪। বাঁধের বিষয়।
৫। আবকারী বিষয়।
৬। ষ্টাম্পের বিষয়।
৭। আফিমের বিষয়।
৮। লবণের বিষয়।
৯। পেন্সন দেওনের বিষয়।
১০। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের ছুটীর বিষয়।
১১। জায়গিরের বিষয়।
১২। সেনাদিগের রসদ দেওনের বিষয়।
১৩। লোকেল এজেণ্টের বিষয়।
১৪।১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের মতে তথা অন্য আইন অনুসারে সাক্ষ্য দেওনের বিষয়।

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, আগামি পূজার মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃতরূপ যে, আমোদি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸৹ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকা-

রির প্রতি ১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে,যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মুল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটককর্ত্তা।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

সংবাদপ্রভাকর

১৮ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমারদিগের কোনো বন্ধু, কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, আগমন কালে সত্বরতা-জন্য বারাসতের জেলখানার সমীপস্থ রাস্তা দিয়া আসিতে মানস করিয়া, প্রায় জেলখানার নিকটস্থ হইয়া ছিলেন। পথিমধ্যে দুই তিন জন ভদ্রসন্তানকে বিরস বদনে আগমন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেনো ভাই, তোমরা এপ্রকার বিরস-বদনে প্রত্যাগমন করিতেছ? তাঁহারা কহিলেন, মহাশয়! এক্ষণে এখানে যে মহোদয় জেলদারোগা হইয়াছেন, তিনি না কি অতি ভদ্রসন্তান তজ্জন্য পথিক ভদ্রসন্তানদিগকেও তাদৃশ সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন, আমারদিগের বন্ধু এই কথা শুনিয়া তদন্ত জানিবার কারণ সেই জেলখানার একজন চাপ্‌রাসিকে জিজ্ঞাসাকরাতে সে বলিল, জেলখানায় যে পর্য্যন্ত চুরি হইয়াছিল, তদবধি এ রাস্তায় লোক যাতায়াতের হুকুম নাই, বিদেশীয় পথিকেরা সে হুকুমের নামগন্ধ কিছুই জানেনা, যে কেহ সত্বরগমনার্থে ঐ পথে যায়, অমনি অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাহা হউক, এ ব্যবহারকে এক প্রকার অপূর্ব্ব বলিয়া মান্য করিতে হইবেক।

আমরা শুনিয়াছিলাম, জেলখানার কয়েদি লোকেরাই ষড়যন্ত্র করত সেই চৌর্য্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ফলে কোম্পানি বাহাদুরদিগের অদৃষ্টপ্রসন্নতা-জন্য চোরেরা সেবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, অমনি অমনি প্রকাশ পাইয়া কোম্পানি বাহাদুরদিগের অপচয় নিবারিত হয়; জেলখানার কয়েদি লোকেরা দুই একজন রক্ষকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করত চৌর্য্যকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া ছিল বলিয়া, সে পথে ভদ্রাভদ্র পথিকগণের গমনাগমন রহিত করা চমৎকারের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ, দুষ্টলোকদিগের দোষজন্য শিষ্ট লোকদিগকে দণ্ড প্রদান করা কি কোনো শাস্ত্রে লিখিত আছে? আর যদিও এপথ দিয়া পথিক লোকদিগের গমনাগমন নিষিদ্ধই বিধিসিদ্ধ হইয়া থাকে, তথাচ সে নিষেধ কি মনে মনে রাখা উচিত, না, সাধারণের জ্ঞাতসার জন্য রাস্তার উভয় মোড়ে কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত? যদিস্যাৎ বিজ্ঞাপন ছাপাইতে ব্যয়সাধ্যই বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে নিদানপক্ষে উক্ত উপলক্ষে পথের উভয়মুখে দুই জন পদাতিক বসাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ঐ পথে আসিবার কালেই তাহারা নিষেধ করিবে, তাহা না করিয়া মনে মনে থাকিয়া লোকেরা জেলখানার নিকট আসিলেই তাহারদিগকে অপমান করা কোনোমতেই ভদ্রতার উচিত হয় না, প্রথমত অনর্থক তাহারদিগের কতক পথশ্রম, দ্বিতীয়ত যথোচিত অপমান। এ বিষয় কি সাধারণ আশ্চর্য্য? আমরা অনুরোধ করি, এ বিষয়ে বারাসতের বিজ্ঞবর মাজিষ্ট্রেট মহোদয় বিশেষ মনোযোগী হইয়া অবিলম্বেই উল্লেখিত ঘৃণিত নিয়ম রহিত করিয়া বিশিষ্টরূপ সুনিয়ম-বিধান করিবেন, আমরা তাঁহার শাসনে এরূপ ঘৃণিত নিয়মের কথা শুনিতে প্রার্থনা করিনা, এবং তিনিই কেনো বিবেচনা করিয়া দেখুন না, উক্ত ব্যবহার ঘৃণিত হইয়াছে কি না?।

প্রেরিত পত্র

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদকেষু।

মদীয় প্রতিজ্ঞানুসারে এবারে পত্রখানি আপনার কোনো সহযোগী মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু সম্প্রতি কোনো মাসিক প্রভাকরে দেখিলাম যে, এতদ্রূপ ব্যাবহারি পত্রপ্রেরকের প্রতি আপনি বিরক্ত হন, কেননা কোনো পত্রপ্রেরকের পত্র আপনি অপ্রকাশ রাখাতে পত্রপ্রেরক তাহা অন্যত্র ছাপাইলে আপনি সানুনয় পূর্ব্বক সাভিযোগী হইয়া লেখেন, যে "পত্রপ্রেরক আর কিছু দিন কেনো অপেক্ষা করিলেনা?" ফলে আমি প্রায় তিন মাস ক্রমাগত অপেক্ষা করিলাম, অতএব আর অপেক্ষা করা যায়না, তবে আমরা সর্ব্ববিষয়ে মহাশয়ের অনুগ্রহ-লাভ করিয়াছি, এজন্য কলহপ্রিয় না হইয়া মহাশয়ের নিকেটই পুনরায় পাঠাইলাম এবারে অবশ্য পত্রস্থ করিবেন, এবং যাহা বক্তব্য থাকে তাহাও লিখিতে ত্রুটি করিবেনা, কেননা ইতিপূর্ব্বেও এবিষয়ে জনেক আপনার মত পরিবর্ত্তন বিষয়ে আপত্তি করাতে আপনি বাং ১২৬৩ সালের ১ লা মাঘের পত্রিকাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, যে "আমাকে অনর্থক কেন এরূপ অপবাদ দিতেছেন? আমার মত তিলার্দ্ধ পরিবর্ত্তন হয় নাই, যদি কেহ ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিতে পারেন তবে অবশ্য দোষ সম্মুখে স্বীকার করিব নচেৎ অনর্থক দোষ দেওয়া পামরত্ব" অতএব আমি সে বিষয়ের সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় বলুন, ফলে করপুটে নিবেদন, সম্প্রতি রাগ করিয়া কদাচ তুচ্ছতাচ্ছিল্য অথবা ব্যঙ্গ পূর্ব্বক রঙ্গ-ভঙ্গ কিম্বা উপাহাসাদি দ্বারা মহাশয়ের সুমহতী স্বাধীন-লেখনীকে অশঙ্কুচিত করিবেননা, দোহাই, দোহাই, প্রভাকরেই দোহাই।

এক্ষণে পূর্ব্ব-প্রেরিতপত্র-খানির অবিকল নকল পাঠাই।

যথা।

"প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়া পত্রখানি লিখিতে বাধ্য হইলাম, এবং আপনাকে মহামহিম মহাশয় জানিয়াই এ পত্রখানি মহাশয়ের যন্ত্রালয়েই প্রেরণ করিলাম, নচেৎ অন্যত্র পাঠাইতাম অতএব অবশ্য প্রকাশ করিয়া যথার্থ মহত্ত্বের গৌরবরক্ষা করিবেন, এবং যাহা বক্তব্য হয়, তাহাও ব্যক্ত করিবেন একান্ত কিছুদিন অপ্রকাশ রাখিলে অন্যত্র প্রেরণ-করণে সমুৎসুক হইব। সম্পাদক মহাশয়! বিধবাবিবাহ বিষয়ে মহাশয়ের মত এক্ষণে সম্যক প্রকারে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই কেননা বিগত চৈত্রমাসের পঞ্চবিংশতি দিবসীয় প্রভাকরে আপনি স্পষ্টরূপে তাহা লিখিয়াছেন, আপনি লেখেন "হে পাঠকবর্গ! আনন্দ করুন লেক্‌সলোসাই বিধবাবিবাহ প্রভৃতি ধর্ম্মসংক্রান্ত পীড়াজনক আইন গুলীন শীঘ্রই রহিত হইবেক, আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! আপনি লেক্‌স লোসাই আইন এবং বিধবোদ্বাহব্যবস্থা সমতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহার উচ্ছেদার্থ এত ব্যগ্র হইয়াছেন, ইহাতে বিপক্ষতার আর বাঁকি কি? যাহা হউক, আপনি বিজ্ঞ বিবেচক এবং একজন সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র প্রকাশক এবং সদ্বক্তা ও সুলেখক হইয়া এরূপ ক্ষণে ক্ষণে মতপরিবর্ত্তক উক্তি উক্ত করাতে আপনার মহামহত্ত্বের হানি সম্ভব? আপনিই বিবেচনা করুন? প্রথম প্রথম আপনি বাং ১২৬৩ সালের প্রথম বৈশাখীয় পত্রে বিধবাবিবাহ পক্ষে কি প্রকার উক্তি করিয়াছিলেন, এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মান্য গণ্য ইত্যাদি যাবতীয় স্বদেশীয়গণকে কিরূপে সম্বোধন করিয়া ছিলেন, এবং তাহার পর পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় মহাশয়কে এই বিষয়ে কিরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, আবার আক্ষেপ এই যে, মধ্যে বাং ১২৬৩ সালের ১ লা মাঘের পত্রে আপনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "যে এবিষয়ে আমার মতের পরিবর্ত্তন যাঁহারা বলেন তাঁহারা অতি নিন্দুক" আমারদের মতের কদাচ পরিবর্ত্তন হয় নাই, যথা ১৫ পৃষ্ঠার ১ কলমের ৩৪ ছত্রেরপর দৃষ্টি করুন, সর্ব্বসাধারণ বিধবাদিগের নির্ব্বাহ হয় তাহাতে আমার অভিমত কখনই নহে, কেবল অক্ষতযোনিদিগের বিবাহ হয়, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার আর নাম-গন্ধও নাই, অতএব যখন মহাশয় সদৃশ মহাজ্ঞানের দেশের মঙ্গলোদ্দেশে এরূপ মতের স্থিরতা,তখন এদেশের যতদূর মঙ্গল সম্ভাবনা তাহা পাঠকবর্গই বিচার করুন ইতি।

কস্যচিৎ অবাকস্য।

"ক" মহাশয়ের লিখিত পূর্ব্বকার পত্রের যে উত্তরপ্রদান করিয়াছি সেই উত্তরই ইহার উত্তর।

প্রং সং।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

এই কয়েক পঁক্তি ত্রিপদী সংশোধনান্তে আপনকার বিশ্বমান্য পত্রৈকপ্রান্তে স্থানদানে মানদান ও চিরবাধিত করিবেন।

বর্ষা বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ধরায় রাজত্ব করি, গ্রীষ্মরাজ নাম ধরি,
ভীষ্মরূপ ছিল মহাবীর।
ভীষণ তাহার দাপ, সবে ছেড়ে ছিল হাঁপ,
হোয়েছিল সদাই অস্থির॥

নদ-নদী আদি সব, হোয়েছিল যেন শব,
ছিল নাকো শবের আকার।
জীব-জন্তু আদি সবে, সকলেই এক রবে,
কোরেছিল হাহাকার সার॥
ধরাতে ছিলনা রস, মনুষ্য আলস্য-বশ,
প্রভাকর খরকর তায়।
এসকল দেখি বর্ষা, হাতে লোয়ে বাজবর্ষা,
গ্রীষ্ম জিনি এলেন ধরায়॥
আসিয়া ধরার মাঝে, প্রবল প্রতাপ সাজে,
করিলেন বিক্রম বিস্তার।
ঘন ঘন ডাকে ঘন, বজ্রনাদ ঘন ঘন,
পৃথিবী করিল অন্ধকার॥
তাপকর দিনকর, গোপন করিল কর,
বৃষ্টিধারা হয় অনিবার।
যে সকল জীবদল, হোয়েছিল হীনবল,
জলে বল পেলে পুনর্ব্বার॥
নদ-নদী সরোবর, পূর্ণ করে জলধর,
ক্রমে হোলো নিতল শীতল।
চাতকের হাহাকার, প্রতীকার হোলো তার,
মুখে পোড়ে জলদের জল॥
পক্ষী যত হত-রব, প্রায় সব ছিল শব,
উড়িতনা থাকিত বাসায়।
জীবনে জীবন পেয়ে, আনন্দেতে গীত গেয়ে,
পক্ষ ছাড়ি দূরদেশে যায়॥
সকলের ঘোর-তৃষা, একেবারে হোলো কৃশা,
জীবনেতে জীবন সঞ্চার।
জল দে জল দে রব, এখন ছাড়িয়া সব,
জল খেয়ে পেট করে ভার॥
পরস্পর ভেদাভেদে, নদ-নদী ছিল খেদে,
হোয়ে গেল এখন মিলন।
জলে স্থলে একাকার, ছুয়ে ধরি একাকার,
উভয়েতে করে আলিঙ্গন॥
ধরণী পূরিল জলে, জলচর ফিরে চলে,
জলের গভীরে পুনরায়।
ছোটো ছোটো মাচ যত, ডিমভাঙ্গা বিশেষত,
ঝাঁকে ঝাঁকে জলে ভেসে যায়॥
রাজ আর পাতিহাঁসে, সদানন্দে সদা ভাসে,
ভেসে ভেসে জলের উপর।
প্রেমানন্দে খেলা করে, ডাকিতে ডাকিতে চরে,
সারি সারি যায় পরে পর॥
চারিধারে পুষ্প যত, বিকসিত হোলো কত,
শেফালিকা কদম্ব কদম্বন।
গন্ধ তার গন্ধ-বহ, বহিতেছে অহরহ,
ছেলে পাড়ে আনন্দে কদম্ব॥
চারু-শোভা ধরে জল, মৃদু-স্রোত ঢল ঢল,
কোকনদ, কুমুদ ফুটিল।
সমল কমলপরে, কমল কি শোভা ধরে,
মনোহর সৌরভ ছুটিল॥
মধুকর দলে দলে, মধুলোভে শতদলে,
আসিয়া বসিয়া ধরে গান।
গুন্ গুন্ রব করি, মধুকরী সহচরী,
সহ চরি করে মধুপান॥
এইরূপ বিশ্ব-শোভা, দৃশ্য হয় মনোলোভা,
হেরিলে যুড়ায় দুনয়ন।
যেজন সম্ভোগী হয়, ভাবে বুঝে সেই লয়,
মুগ্ধতায় আছে তার মন॥
বক ছিল আশা করি, ঠোঁটে করি ধরি ধরি,
সুখে খাবে কচি মাচ পেলে।
এখন হইল তাই, মাচের অভাব নাই,
কত খায় কত দেয় ফেলে॥
তটিনীর জল সব, করি কত কলরব,
বেগে করে প্রবাহ বিস্তার।
ছেড়ে পিতা ধরাধরে, ধরাতলে গতি করে,
ধরায় ধরেনা জল আর॥
বরষার নাচ-ঘর, অতিশয় মনোহর,
স্বভাবে শোভিত কত তায়।
রাত্রি দিন বাদ্য-গান, শুনিলে যুড়ায় প্রাণ,
ঝম্ ঝম্ জলদ বাজায়॥
সন্ সন্ ফন্ ফন্, গীত গায় সমীরণ,
শিখী নেচে তার তাল ধরে।
ঘন নহবত ধুম্, বাজে গুড়ু গুড়ু গুম্,
সৌদামিনী বাজী তায় করে॥
এইরূপ অপরূপ, ধরার যৌবনরূপ,
চারুরূপ শোভিল স্বভাবে।
বর্ষারাজা দয়াবান, জীবের জীবনদান,
করিতেছে সরল স্বভাবে॥
সন্তোষ হইল চাসা, পূরিল মনের আশা,
ক্ষিতি হোলো শস্যের আধার।
ফলেতে হইল রস, রসনা হইল বশ,
পেয়ে তার সুধার সুতার॥
অনুরাগি ছাত্র যত, পাঠে হয় অনুরত,
কোনোরূপ বাঁধা নাই আর।
পাঁকেতে পূরিল পথ, সাধ্য কার লোয়ে রথ,
কাদা ঠেলে হোয়ে যায় পার॥
বিরহিণী নহে স্থির, অনিবার চক্ষে নীর,
পঞ্চবাণ মারে পঞ্চ বাণ।
সদা করে ছট্ ফট্, শুয়ে করে লট্ পট্,
কিসে তার বাঁচে আর প্রাণ॥
পতি-হীনা সতী যেই, কিসে বল বাঁচে সেই,
কিছুতেই গতি নাই আর।
দুষ্ট বড় রতিপতি, জ্বালাতন করে অতি,
বর্ষা বুকে বর্ষা মারে তার॥
সংযোগি পাইল দিন, সংযোগের শুভদিন,
সদা থাকে প্রেমের অধীন।
গ্রীষ্মের অসুখ যত, এখন হইল গত,
সুখে ক্ষয় করে রাত্রি দিন॥
দুই জনে এক সঙ্গ, পরস্পর এক অঙ্গ,
কত রঙ্গ ভঙ্গ নাহি হয়।
অনঙ্গেরে পায়ে রাখে, বিচ্ছেদ বিচ্ছেদে থাকে,
অভেদ ভাবেতে সদা রয়॥
অবিশ্রাম ঘোর বৃষ্টি, চারিদিগে ঘোর রিষ্টি,
মড় মড় করে তরুচয়।
ঝড় বয় বেগ হোয়ে, কত আর থাকে সোয়ে,
ভেঙে পড়ে ডাল সমুদয়॥
কৃষকের কুঁড়ে-ঘরে, চালফুড়ে জল ঝরে,
মাদুর বিছানা ভিজে যায়।
কি করিবে তাই পেতে, মোরে শুয়ে রয় রেতে,
তার পক্ষে হয় ঘোর দায়॥
বাঁধভগ্ন দামোদর, বহে সদা খরতর,
সমুদয় দেশমগ্ন করে।
কিসে তায় থাকে ধান, নাহি আর পরিত্রাণ,
চাসার নয়নে জল ঝরে॥
এইরূপ কতরূপ, কার্য্য করে বর্ষা-ভূপ,
চারুরূপে শোভিল ভুবন।
সেরূপের অনুরূপ, স্বরূপেই তুল্যরূপ,
দেখে তায় যুড়ায় নয়ন॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
সাং মহেশ্বরপুর।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

"যৌগ্রাম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র শ্রীরাহিণীনন্দন সরকার" ইতি স্বাক্ষরিত যে এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা এইক্ষণে বিবেচনাধীনে রহিল, সময়ক্রমে প্রকাশ করা যাইবেক।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০১৯ সংখ্যা] শুক্রবার ১৯ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।।০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, আগামি পূজার মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃতরূপ যে, আমোদি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে, যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটককর্ত্তা।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন,

অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদপ্রভাকর

১৯ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

কি পরিতাপ! এমন বিমন কেন হইল?।

হে পাঠকগণ! আপনারা কি জলতত্ত্বের অধিকত্ব কিছু বলিতে পারেন? এই ভাদ্র মাসে অভাদ্রবর্ষণে সাগর ভাসিয়া গেল না কি? কি জন্য সাগরের ঢেউ দেখা যায় না? আমারদিগের পোড়া চক্ষুও কি দর্শনের অতীত পন্থায় উত্থিত হইল?—যাহা হউক, ইহার অন্যতম অবশ্যই কিছুনা কিছু ঘটিয়া থাকিবে, আমরা সংবাদ শুনিলে দুটো একটা কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিনা, সুতরাং স্বভাবের প্রভাব দেখাইতেই হয়, অতএব আমরা যেমত অবগত হইলাম, তাহাই বলিতেছি, বিচক্ষণ মহাত্মাবর্গেরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

আমরা পূর্ব্বে শ্রুতমত লিখিয়াছিলাম, শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় স্বীয় সংস্কৃত কালেজীয় অধ্যক্ষতা পদপরিত্যাগজন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে রেজিগ্‌নেশন পত্র অর্পণ করিয়াছেন, অধুনা অবগতি হইল বিদ্যাসাগরী-পদ পরিত্যাগসূচক আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন, ফলত বিদ্যাসাগর মহোদয় কি বিশেষ কারণে উক্ত সম্ভ্রান্তপদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহার কোনো বিশেষ বিবরণ অদ্যাপি জানা যায় নাই, কেহ কেহ অনুমান করেন, কোনো উপলক্ষে শিক্ষাবিষয়ের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেং গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহোদয়ের শিক্ষাবিষয়ক কোনো সাধারণ নিয়ম লইয়া মনোইন্তর সংস্থিত হইয়াছিল, ঐ মনের অন্তরই বিদ্যাসাগরের পদ পরিত্যক্তির কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, "পরের মুখে ঝালখাওয়া" যাহার তাহার কথায় আমরা সংপূর্ণরূপে প্রত্যয়ার্পণ করিতে পারিনা, তবে তাদৃশ প্রমাণপ্রয়োগ ব্যতীত কার্য্যতই সাধারণ কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, অন্যথা কি? বিদ্যাসাগর মহোদয় সংস্কৃত কালেজের পাঠনার বিষয়ে যে অভিনব নিয়মসাগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অধুনা তদ্রূপ কোনো বিচক্ষণ কাণ্ডারির অভাবে, বিদ্যাসাগরের অবিদ্যমানে সংস্কৃত কালেজীয় ছাত্রেরা সেই নিয়ম-সাগরে পড়িয়া কিছু দিন হাবু ডুবু খাইতে আরম্ভ করিল, এইমাত্র আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক। কোন্ মহোদয় যে বিদ্যাসাগরের সংস্থাপিত নিয়মসাগরে কাণ্ডারী হইয়া ছাত্রবর্গেরি পাঠনারূপ তরণীচালনা করিবেন, তাহার কিছুই অবধারিত হয় নাই, অপিচ পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ভিন্ন অপরাপর কোনো জাতীয় ছাত্রেরা সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে পাইত না, বিদ্যাসাগরী অভিনব নিয়মে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রমধ্যে গণিত হইয়া প্রায় অপরাপর সকল জাতীয় ছাত্রেরাই সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতেছে, এতদ্দ্বারা সচরাচররূপে সংস্কৃতভাষার আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সংস্কৃতভাষাকে দেবভাষা বলিয়া অনেকানেক শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থকর্ত্তাদিগের অভিমতানুসারে অভিমানি হিন্দুমহোদয়েরা বিশেষত এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ব্যতীত অপরাপরবর্ণেরা সংস্কৃতভাষা শিক্ষায় অধিকারি নহে, সুতরাং পূর্ব্বে সচরাচর লোকেরা সংস্কৃতভাষার আলোচনায় বঞ্চিত ছিল, বিদ্যাসাগরের বিদ্যাবলে সাধারণ সকলবর্ণেরাই এই সংস্কৃত কালেজের ছাত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, এজন্য অধুনাতন লোকদিগের মধ্যে বহ্বংশে সংস্কৃতের চর্চ্চা উন্নত হইয়াছে অন্যথা নাই।

বিদ্যাসাগর মহোদয় একান্তত সদভিসন্ধিৎসু হইলেও রাজপক্ষসমাশ্রয়ে বিধবাবিবাহবিধি—সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া অনেক প্রধানপক্ষ হিন্দুগণের চিত্তশূল হইয়া পড়িয়াছেন। বিধবাবিবাহ-বিপক্ষ পক্ষেরা এক প্রকার বাহ্বাস্ফোট করিতে পারেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর যখন স্বেচ্ছাক্রমে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার উদ্দিষ্ট বিধবাবিবাহবিধির বিরোধি মহাশয়েরা আস্ফালন করিলে আর কিছুই ক্ষতি হইবেক না, কেননা, তিনি যে অভিপ্রায়ে বিধবাবিবাহবিধিসিদ্ধ করাইয়াছেন সে অভিমততো অন্যথা হই হইবার উপায় দেখা যায়না? তবে এই এক কথা আছে যে, এইক্ষণে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কোম্পানি বাহাদুরদিগের হস্ত হইতে রাজমাতা শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনে আসিয়াছে, মহারাণী যদ্যপি স্বীয়াধিকৃত কোম্পানি বাহাদুরদিগের সংস্থাপিত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আর বিধবাবিবাহ পক্ষিগণের পূর্ব্বমত আনন্দ থাকিতে পারিবেনা, বিধবাবিবাহ বিপক্ষ পক্ষিরা এপক্ষে বিলক্ষণরূপ সপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন, যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের পদ পরিত্যাগ উপলক্ষে আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ অনেক কথা লিখিত হইল, এজন্য পাঠকগণ বিরক্ত হইতে পারেন, অতএব সংক্ষেপত পরিশেষে এই বলি, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই, যেহেতু, তিনি ঐ পদে অভিষিক্ত থাকিলে এইরাজ পরিবর্ত্তনকালে তথায় আমারদিগের বর্দ্ধনশীল সম্ভ্রম সুরক্ষিত হইত, বিদ্যাসাগর ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করত আমারদিগকে এক প্রকার লাঘবতাপঙ্কে নিক্ষিপ্ত করিলেন।—হা! আমারদিগের কি দুর্ভাগ্য? বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করিলেন?।

আমরা শ্রুতমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর স্বপ্রণীত শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থ কয়েক কাণ্ড প্রুসিয়া দেশীয় মহারাজকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। উক্ত মহারাজা শব্দকল্পদ্রুম দৃষ্টে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া রাজাবাহাদুরকে এক প্রশংসা পত্রপ্রেরণ করিয়াছেন, আমরা সময়ক্রমে প্রুসিয়ার মহারাজ দত্ত প্রশংসাপত্র অনুবাদ করত পাঠকগণকে বিদিত করিব। রাজা বাহাদুরের এই কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিল সন্দেহ কি?

প্রেরিত পত্র

কবিবরাগ্রগণ্য বিশ্বমান্য শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহত্তাশয়েষু।

নিম্নলিখিত কতিপয় গদ্য পঁক্তি মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত পবিত্র প্রভাকর পত্রে প্রকটন পুরঃসর পরম পরিতুষ্ট ও চিরবাধিত করিবেন।

হে স্বদেশ হিতৈষি বিবিধ গুণরাশি মহোদয়গণ! আপনারা বিবেচনা করুন, আমারদিগের দেশীয় ভাষার অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এবং এইক্ষণেই বা ইহার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে? জগদীশ্বরেচ্ছায় লোকের যেরূপ উৎসাহ আছে কিছু কাল এরূপ থাকিলে, ভবিষ্যতে এতদপেক্ষা সমাগ্রূপে শুভসংঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সে যাহা হউক, বিরলে বসিয়া দীন হীনা ক্ষীণা বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে বিশেষরূপে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেবল ইহাই প্রতীতি হইবে, যে অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন বদান্যবর রাজপুরুষগণই এই সর্ব্বশুভকরব্যাপার সাধনার্থ প্রধান উদ্যোগি হইয়াছেন, কেননা, তাঁহারা আপনারদিগের রাজকোষ হইতে বিপুলবিত্ত ব্যয় করিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য বিদ্যামন্দির-সংস্থাপন করিতেছেন, আর তত্তৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহা অবগত হইবার জন্য এক এক জন তত্ত্বাবধারক নিয়োজিত করিয়াছেন, হায়! আমরা কি মূঢ়! দুর্ভাগা মাতৃভাষার পুনরুদ্ধারে যত্নবান হওয়া দূরে থাকুক, স্বপ্নেও ইহার একবার শুভ প্রত্যাশা করি নাই, অধিকন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাহারা সংস্থাপিত বিদ্যালয়সকলের ম্যানেজার অর্থাৎ তত্ত্বাবধারকরূপে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে সকলে না হউন, প্রায় অনেকেই এতৎ মহৎ রসের আস্বাদনে সম্যক অনভিজ্ঞ, এবং যাঁহারা এ পক্ষে কিঞ্চিৎ রসজ্ঞ আছেন, তাঁহারাও বস্তুত তত্ত্বাবধারক পদবীতে পদার্পণ করিতে সম্যগ্রূপে সমর্থ নহেন, কারণ, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বাহ্যে সাতিশয় উৎসাহ ও নানা প্রকার অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু হায়, কি অনুতাপ! শরজ্জীমূতাড়-

স্বরের ন্যায় তাঁহাদিগের কার্য্যে কিছুমাত্র কারুণ্য দৃষ্টি হয় না। সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি, যেরূপ কষ্টে শিক্ষকগণ মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরই জানেন। আহা, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! যে তাঁহারদিগের বেতন পঞ্চদশ মুদ্রার অধিক এক কপর্দ্দকও নহে, তাঁহারা মাসদ্বয়াতীত না হইলে এক মাসের বেতনলাভ করিতে পারেন না, এ বিষয়ে অসীম দয়ার্ণব শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট কোনোমতে অপরাধী নহেন যেহেতু, বিল যেরূপ নিয়মিত সময়ে আসিয়া থাকে, ঠিক সেই সময়েই বিল আসিতেছে, তাহার অন্যথা হয়না, তবে অস্মদাদির দুর্ভাগ্য বশত "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র" শ্রীযুত ম্যানেজর বাবুদিগের আলস্যে ও ঔদাস্যে এইরূপ নানাবিধ বিষমতর মর্ম্মান্তিক ক্লেশের উৎপত্তি হইতেছে, সে যাহা হউক, যদিস্যাৎ শ্রীশ্রীযুতেরা এরূপ বেতন বিষয়ে শিক্ষকসমূহকে সমূহ কষ্ট প্রদান করিয়াও সাবকাশানুসারে এক এক বার আপনাদিগের অধীনস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধারণ করেন, তাহা হইলেও পরমানন্দের বিষয় হয়। যখন কোনো বিষয়েই তাঁহারদিগের কিছুমাত্র অনুরাগ দৃষ্টি হইতেছেনা, তখন বলিতে হয় যে "ধরিমাচ না ছুঁইপাণি" এই প্রবাদের মর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। হে স্বদেশহিতৈষি, বিপুল-যশস্বি, ধনরাশি মহোদয়গণ! আপনারা যদি এইক্ষণেও এই সর্ব্বশুভকারিণী অশেষসুখদায়িনী স্বদেশীয় ভাষার প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষপাত করেন, তাহা হইলেও পরমমঙ্গলের বিষয় হইয়া উঠে, বিবেচনা করুন, আমাদিগের মাতৃভাষা যে সহসা সেই দুরাত্মা দুর্দ্দশার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন এমত কোনো প্রত্যাশাই ছিলনা, তবে অশেষ করুণাকর প্রজাহিত তৎপর বিবিধবিদ্যাকর শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজপুরুষগণের বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ও যত্নাতিশয় দৃষ্টে বিলক্ষণ ভরসা জন্মিয়াছে, দেখুন তাঁহারা বিদেশীয় ধবলাঙ্গ বণিক হইয়া যখন আমাদিগের হিতার্থে অস্মদাদির মাতৃ ভাষার এতদূর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, তখন আমাদিগের যে কি পর্য্যন্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনারও অতীত। আহা! প্রজাবৎসল দয়ালু গবর্ণমেণ্টের এই অপার কৃপার ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া কোনো ব্যক্তি না তাঁহারদিগের এতজ্জন্য অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন? কাহার হৃদয়ে না এই মহদ্ব্যাপার চিরস্মরণীয় হইবে, কোনো কালেনা তাহাদিগের কীর্ত্তি পতাকা উড্ডীয়মানা থাকিবেক? হে পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর! আপনার সমীপে এই প্রণত দীনহীনের নিবেদন এই যে, এমত ন্যায়বান্ রাজা নির্ব্বিঘ্নে ও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন, এবং আপনি করুণ হইয়া উপস্থিত বিদ্রোহজনিত কষ্টনষ্ট করুন্ তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব, অলমতি বিস্তরেণ।

কস্যচিৎ বিদ্যোৎসাহি জনস্য।

শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পদ্য।

হে নাথ অনাথ নাথ, জগতের নাথহে।
কৃপাকরি লহ পদে, মম প্রণিপাতহে॥
আপনি করিয়া সৃষ্টি, জীব সমুদয়হে।
দৃষ্টি পথে সবারে, রেখছ দয়াময়হে॥
সমভাবে সকলের, প্রতি কৃপাকরহে।
আপন নামের ধর্ম্ম, রাখ কৃপাকরহে॥
যখন যেজন করে, যেরূপ ব্যাভারহে।
যথোচিত ফল তুমি, দান কর তারহে॥
করিলে কুকর্ম্মকর, কুফল প্রদানহে।
সুকর্ম্মেতে কর তুমি, সুফল প্রদানহে॥
কখন্ কাহার প্রতি, না হও বিপক্ষহে।
সমভাবে সবপক্ষ, সতত বিপক্ষহে॥
অভাবে যখন হয়, যার প্রয়োজনহে।
স্বভাবে তখনি কর, তাই, বিতরণহে॥
কিছুই অভাব নাই, করিছ প্রদানহে।
ধনি দুখি আদি করি, সবারে সমানহে॥
এখন্ অভাবে পোড়ে, এই নিবেদনহে।
বিদ্রোহ বিপক্ষে কর, সমূলে নিধনহে॥
একটুক্ নাহি সুখ্, সদা চিন্তা মনেহে।
কত লোক কাটাকাটি, হয় আজ্ রণেহে॥
চারিদিগে পড়িয়াছে, হাহাকার রবহে।
অনিবার অশ্রুধার, ফেলিতেছে সবহে।
কেহবা পুত্রের লাগি, হইয়া আকুলহে।
বিষম বিষাদে আছে, সতত আকুলহে॥
কত সতী পতি বিনে, করিছে রোদনহে।
পতিহীনে ডাকিতেছে, পতিতপাবনহে॥
এইরূপ সকলেরি, বিষাদিত মনহে।
আপনি-ত জান নাথ, যাহার যেমনহে॥
অতএব একবার, হোয়ে অনুকূলহে।
বিদ্রোহি অকূলে কর, শান্তিরূপ কূলহে॥
করুন করুণ হোয়ে, করুণা করুনহে।
কৃপাকর নাম নাথ, ধরুন ধরুনহে॥
বিষম বিদ্রোহিদল, হরুন হরুনহে।
সকলের দুখ হর, হইয়া করুণহে॥
আর কি তোমারে নাথ, বলিব বিশেষহে।
সুনিয়মে রাখুন, সোণার বঙ্গদেশহে॥

শ্রীপূ, চ, ব।
মহেশ্বরপুর নিবাসী।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আষ্টদিকপ্রভ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি কোণোরক ডিক্যার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্টিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রাম্যন্নামন্তন্ত্রীমধুপদ্মতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসদা॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২০ সংখ্যা] শনিবার ২০ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ভক্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তি এবং বঙ্কুবিহারি দত্তের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

কতকগুলী "গনিব্যাগ" অর্থাৎ বোরা বা থলিয়া, যাহা পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তি এবং বঙ্কুবিহারি দত্তের সম্পত্তি তাহা উক্ত স্থানে উল্লেখিত সময়ানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডানডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক" না

মক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, আগামি পূজার মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃতরূপ যে, আমোদি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে,যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটককর্ত্তা।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

সংবাদপ্রভাকর

২০ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

পাবনাবাসি পত্র প্রেরকের লিখিত "গোরাসেনাদিগের দৌরাত্ম্যঘটিত" এক পত্র প্রভাকর পত্রে প্রকাশ হওয়াতে হরকরা সম্পাদক মহাশয় আপনার সৌজন্য, বৈচক্ষণ্য এবং সম্পাদকীয় ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বেষভাবে যে কয়েকটি অন্যায় উক্তি উক্ত করিয়াছিলেন, যদিও তৎপাঠে বিচক্ষণ পাঠক মাত্রেই হাস্য করিয়াছেন, এবং এরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, যে বৃদ্ধ হরকরার সেই সকল উক্তি বার্দ্ধক্যধর্ম্মের প্রলাপমাত্র, আর যদিও আমরা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক সুসঙ্গত সদুত্তর প্রদানে ত্রুটি করি নাই, তথাচ অদ্য পুনর্ব্বার সুপ্রিমকোর্টের সুবিচার-সংঘটিত সুশাসন সম্বন্ধীয় সুসংবাদস্বরূপ সুসঙ্গতিক্রমে লেখনীধারণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম, বয়ঃজ্যেষ্ঠ পদশ্রেষ্ঠ ধবলকান্তি সবল সহযোগী, এই অবল সম্পাদকের নমস্কার-সহকারে বিনয় উপহার গ্রহণ করুন।

হে শাদাবর্ণের দাদা সম্পাদক! আপনারা শাদা, আমরা কালো, কিন্তু আমারদিগের এই কালোর মধ্যে যে একটি আলো আছে, নিরপেক্ষ নেত্রে তৎপ্রতি দৃষ্টি করাতো কর্ত্তব্য হয়, বাহিরে কিছুই করেনা, বস্তু যাহা, তাহা ভিতরেই থাকে, আপনার যেরূপ "রং" ইদানীং সেরূপ "ঢং" দেখিতে ও "টং" শুনিতে পাইনা, যেন নাটকের প্রকৃত এক "জাবড্‌জং সং" সাজিয়া "রং,, করিতেছেন, করুন, কিন্তু ইহা আপনার পদানুরূপ ব্যবহার নহে, আমরা সর্ব্বাপেক্ষাই আপনাকে অধিক সম্মান প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু আপনি কেন অধুনা লেখনী সঞ্চালন-দোষে প্রবীণত্ব নষ্ট করিয়া সেই সম্মানে অসম্মানের সম্মান করিতেছেন?—পাবনার সংবাদে আমারদিগের কোনো ভাবনার বিষয় নাই,"পাবনা"যখন স্থির রহিয়াছে, তখন তদ্বিষয়ে আমরা কখন লজ্জা "পাবনা, পাবনা, পাবনা" হরকরা "কমেণ্ডিং আফিসরের" একখানি পত্র দেখাইয়াছেন, প্রভাকরের পত্র প্রেরকেরা যদিও সেইরূপ পত্র দেখাইতে পারেন, কিন্তু এইক্ষণে আমরা তাহার আর অপেক্ষা রাখিনা। কারণ এবিষয়ে জয়লাভের প্রার্থনা করিনা, কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া সমভাবে রাজা প্রজার মঙ্গল করুন, এই উভয়ের মধ্যে অভেদভাবে চিরসম্বন্ধ সম্বর্দ্ধিত হউক।

দুঃখের বিষয় এই, যে, এই সূত্রে হরকরা সম্পাদক আমারদিগে প্রতি "রাজদণ্ড" উল্লেখ করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! পত্র প্রেরকের লেখা সত্য মিথ্যা নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি সম্পাদকের দণ্ডবিধান করেন, চমৎকার বটে, "রাজদণ্ড" কাহাকে বলে, আমরা এপর্য্যন্ত তাহা অবগত নহি, হরকরা সম্পাদক সে বিষয়ে বিলক্ষণ ভুক্তভোগী ব্রটেন, পরমান্ন খাইয়া যাহার মুখ পুড়িয়া যায়, সে ব্যক্তি "ফুঁ" না পাড়িয়া "দধি" ভোজন করেনা, অদ্যাপি এক বৎসর গত হয় নাই, উক্ত সম্পাদককে কয়েক দিবস যন্ত্রালয়ের দ্বাররুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে যন্ত্র না চলনের যে যন্ত্রণা, তাহা বিশিষ্টরূপেই ভোগ করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি শনিবার পাইয়াছেন, বটে, কিন্তু এবিষয়ে আমরা কখনই তাঁহার দোষর হই নাই, এবং হইব না, আমরা কেবল "এক দণ্ড" বিনা এক

দণ্ডকাল অপর কোনো দণ্ডের ভয় করিনা, আমাদিগের পাপমাত্রই নাই, তথাচ গুরুদণ্ড বিধি করেন। যাহা হউক, তিনি যদি গুরুরমত উক্তি করিতেন, তবে আমরা অনায়াসেই তদ্দণ্ডেতদ্দণ্ডে তাঁহার নিকট গুরুদণ্ড গ্রহণ করিতাম, কি করিব, গুরু হইয়া লঘু হইলেন। ইহাতে কিরূপে আপনি দণ্ড করিবেন? দণ্ডী হইবেন? দণ্ডী করিবেন?

এইক্ষণে আর বাগাড়ম্বরের আবশ্যক করেনা, গোরা সেনারা সুপ্রিম কোর্টে যে দণ্ড পাইয়াছে, তাহার "রিপোর্ট" আমরা আপনকার পত্র হইতেই উদ্ধৃত করত প্রকটন করিলাম, আপনি পুনর্ব্বার ইহাই পাঠ করুন, বিচারপতি মহাশয় গোরার দৌরাত্ম্য আপন মুখে কিরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতো অবগত হইলেন, অতএব পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা করুন, যখন এই কলিকাতা মহানগরেই গোরার অত্যাচার এত প্রবল, তখন জেলায় ও পল্লীগ্রামে কতদূর পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা, আমরা এই দেশের প্রজা আমাদের এই দেশ, অতএব আমরা রাজসেনা কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে রাজসমীপে সে বিষয়ের আর্দ্দাশ করিবনা, নীরব থাকিব, আপনার এই চমৎকার অভিমতে ধন্যবাদ প্রদান করি।

SUPREME COURT,—*August* 30, 1858.

(Before Sir Arthur Buller, Kt.)

THE QUEEN *vs.* CORNELIUS SEPTER AND THOMAS KIEF.

Sir Arthur Buller in passing sentence upon the above prisoners addressed them as follows :—

You Cornelius Septor, by your own admission a deserter from the Artillery, and you Thomas Kief, a Private in the 19th Regiment, pleaded guilty respectively to indictments charging you with the disgraceful crime of theft; and eager and proud at this moment as we all are to do honor to the true British soldier—to those brave all-enduring men whose best energies and whose lives are so freely devoted to the service of their country; it is with corresponding intensity of shame and disgust that we look upon those, who faithless to their duty, tarnish the honorable uniform which they wear, by crimes of mean cupidity or cowardly violence.

It is fortunate for you John Kief that the English Act which enhances the punishment of theft when immediately followed by violence, is not as yet inforce in this country, for it appears from the depositions before me that almost at the same time that you snatched the bag of rupees, your as yet untaken accomplice felled with a wooden ruler the poor native whom you had robbed.

The offence, however, to which you have pleaded guilty though of course always serious, is peculiarly so just now by reason of its frequent occurrence in this city. Hardly a day passes that we do not read in the papers, or hear in authentic conversation, of some fresh theft or outrage by a soldier, and things have come to this pass that I really believe that the feeling which the presence of the British soldier inspires in Calcutta, is becoming much more one of terror than of confidence.

Your theft Septer, was not accompanied with violence it is true, but it was committed with perfect deliberation and great treachery, and the value of the property stolen was considerable. It is the duty, therefore of this Court to make a proper example of such offenders, and it accordingly now sentences each of you to imprisonment in the House of Correction with hard labour for one year. But imprisonment, depend upon it, will not be your only, or indeed, the severest part of your punishment. I can well imagine what your reflections must be when you think of your comrades pointing with honorable dride to the *Gazettes* which commemorate their gallant achievements and well earned rewards, and when you feel that the only public notice of your names to which you can appeal is in the Sheriff's Calendar or the Records of the goal.

Your crimes will leave a stain on your character which the more endurance of imprisonment will not remove, and when you are restored to freedom, you will have need to exercise more than ordinary caution in your conduct if you wish to redeem yourselves in the eyes of the world and again to be received as what I trust you once were —honest men. Difficult as your future task will be, earnest determination will ensure your success.

The prisoners appeared very much impressed with what the learned Judge said, and seemed apparently ashamed of their position. No doubt it would have a salutary effect on them when they come out of Jail.

বাঙ্গাল হরকরা ২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

ব্যবহার সম্বন্ধীয় সমাচার।

সুপ্রিমকোর্ট ৩০ আগষ্ট ১৮৫৮।

(নাইট সর্ আর্থর বুলর সাহেবের সম্মুখে।)

শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর বিপক্ষে কর্ণিলিয়ম্ সেপ্টর ও টমাস কিফ প্রাণ্ডক্ত কারাবাসীগণের উপর হুকুম-নিবারণ সময়ে জজ্ সাহেব তাহাদিগকে এবম্প্রকারে সম্বোধন করিলেন যথা।

আর্টিলেরি কর্ম্ম পরিত্যাগী কর্ণিলিয়স্ সেপ্টর এবং ১৯ সংখ্যক্ রেজিমেণ্টের প্রাইবেট্ টমাস কিফ তোমরা যে ইণ্ডাইট্‌মেণ্ট লিখিত ঘৃণাকর চৌর্য্যবৃত্তি দোষে দোষী-তাহা উভয়েই স্বীকার করিয়াছ। সা-

হসিক ও সর্ব্বক্লেশ সহনশীল বৃটিস সেনাগণ, যাঁহারা স্বদেশের হিতসাধনে আগ্রহাতিশয় সহকারে জীবন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সম্মান করি আমরা সকলে যেমন এক্ষণে অতিশয় ব্যগ্র ও উৎসুক আছি, আমরা সেইরূপ লজ্জা ও ঘৃণা সহকারে তাঁহাদিগের প্রতি নেত্রপাত করি, যাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া লোভ ও অত্যাচার পরবশ হওত কলঙ্কনীরে নিমগ্ন হইয়াছেন।

বিলাতি আইনমতে বল-সহযোগে চৌর্য্য-ক্রিয়া করিবার দণ্ড গুরুতর এবং ইহা তোমাদিগের বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, সে আইন এক্ষণ-পর্য্যন্তও এদেশে প্রচলিত হয় নাই, যেহেতু সাক্ষীগণের সাক্ষ্য-পাঠে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, তুমি দুর্ব্বল ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে টাকার থলিয়া কাড়িয়া লইবা মাত্রেই তোমার অনুসঙ্গী যে ব্যক্তি এখনও ধৃত হয় নাই, সেই ব্যক্তি যষ্ট্যাঘাত দ্বারা তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

তোমরা যে দোষে দোষী স্বীকার করিয়াছ, তাহা অতি গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন নাই যে, আমরা সেনা কর্ত্তৃক নূতন চৌর্য্যবৃত্তি বা উপদ্রবের বিষয় সংবাদ পত্রে পাঠ করিনা, বা বিশ্বাস যোগ্য কথোপকথনে শ্রুত হইনা। এই সকল বিষয় দ্বারা আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, যে, কলিকাতায় গোরা সৈন্য থাকাতে শহরবাসীগণ ক্রমশ নির্ভয় না হইয়া অতিশয় সভয় হইয়াছে।

সেপ্টর! তোমার চৌর্য্যক্রিয়া বলাৎকার সহকারে কৃত হয় নাই যথার্থ বটে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ বিবেচনা পূর্ব্বক সাতিশয় বিশ্বাসঘাতকতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং চৌর্য্যকৃত-বস্তুর মূল্যও অধিক ছিল। এবম্প্রকার অপরাধীগণের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান করা এবিচারালয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, অতএব তোমাদিগের উপর এক্ষণে এই আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে, যে, তোমরা এক বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম সহকারে কারা বদ্ধ থাকিবে বিবেচনা করিয়া দেখ, কারাবাসই যে, তোমাদিগের শুদ্ধ শাস্তি বা শাস্তির কঠিনভোগ হইবেক, তাহা নহে। আমারদিগের বয়স্যগণ যখন তাহাদিগের বীরত্ব ও পুরস্কারের বিষয়ে গেজেটে পাঠ করিবেন ও তোমরা যখন তোমাদিগের নাম সরিফ সাহেবের বা জেলের বহীতে নিবদ্ধ দেখিবে, তখন যে তোমাদিগের মনে কি ভাবোদয় হইবেক, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।

তোমাদিগের পাপ, তোমাদের চরিত্রের উপর এমত কলঙ্ক স্থাপন করিয়াছে যে, তাহা কেবল কারাবাস দ্বারা নির্লিপ্ত হইবেক না। কারামুক্ত হইলে পর, তোমরা যদি চরিত্র সংশোধন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় ভদ্রলোক মধ্যে গণ্য হইতে অভিলাষ কর, তবে তোমাদিগকে অতিশয় সাবধানে চলিতে হইবেক। যদিচ ভবিষ্যতে তোমাদিগের চরিত্র সংশোধন করা অতি কঠিন ব্যাপার হইবে, তথাপি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে তোমাদিগের মনোভিলাষ অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞবর বিচারপতি মহোদয়ের ভৎর্সনা, শুনিয়া কারাবাসীগণ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছিল। তাহারা কারামুক্ত হইলে পর, এবম্প্রকার তিরস্কারে যে তাহাদিগের অনেক উপকার দর্শিবে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

প্রেরিত পত্র

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়

এমন, কেমন, তোমার ভাব।
কখন কি ভাবে ধর স্বভাব॥
পরম কারণ, ভব জীবন।
ভাবেতে সেধনে, ভাবরে মন॥
কেবলি ভাবিছ ভবের ধনে।
তাতে কি পাইবে, সুখ রতনে॥
তানয় তানয়, সংসার ময়।
মায়ার আধার, কেবলি হয়॥
ইহাতে পাবেনা পরম সুখ।
যখনি তখনি পরেতে দুখ॥
তাই বলি মন সব ছাড়না।
এখনি ত্যজহে ভব ভাবনা॥
পতিত পাবন পরম শিব।
তাহারে ভাবিলে পাইবে শিব॥
নহিলে ভাবনা শেষের কাল।
যখন বাঁধিয়া লইবে কাল॥
তখন কিহবে বলনা মন।
কতই যাতনা দেবে তখন॥
এই বেলা তার উপায় কর।
বিহিত বিধান বচন ধর॥
জগদীশ নাম যতনে স্মর।
সে সকল দুখ এখনি হর॥
ধর্ম্মের বিপিনে সদাই চর।
পরমেশ ধন হৃদয়ে ধর॥
ভবের বিভব যে সব ধন।
সকলি শেষেতে হবে নিধন॥
কেবলি একাই যেধন রবে।
সেধনে ভাবনা কেনহে তবে?॥
শমন সদন যাবে যখন।
ভাবনা হবেনা কিছু তখন॥
অনায়াসে পাইবে পরম ধন।
যাতনা ভোগিতে হবেনা মন॥
অতএব লহ শরণ তাঁর।
যেজন সুজন সকল সার॥

আপনার বাধ্য ছাত্র
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
সাং মহেশ্বরপুর।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press.*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃদিনকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চক্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যন্মত্তভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তাস্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২১ সংখ্যা] সোমবার ২২ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব উকীল অথচ বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান সদর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মল্লিক বর্দ্ধমান প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত জেম্‌স হেনিরি ইয়ং সাহেবের আদেশানুসারে তৎ প্রণীত রিবিনিউ হ্যাণ্ডবুক নামক ভারতবর্ষীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত ইংরাজী ভাষার আইন পুস্তক সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ২০০ শত পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকার করিয়াছেন, এই পুস্তক সরকারি কর্ম্মচারি ও ভূম্যধিকারী ও উকীল মোক্তার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ি লোকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৲ টাকা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৷৷ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা শোভাজারের নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটস্থিত ১৭ নম্বর ভবনে অথবা বর্দ্ধমানের মুন্সেফী কাছারিতে উক্ত মুন্সেফ বাবুর নিকটে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত নিম্ন লিখিত বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

যথা।

১। কলিকাতার কর আদায়ের বিষয়।
২। ভূমি জরীপ ও নক্সা এবং থাকবস্তর বিষয়।
৩। দলীল রেজিষ্টরী করণের বিষয়।
৪। বাঁধের বিষয়।
৫। আবকারী বিষয়।
৬। ষ্টাম্পের বিষয়।
৭। আফিমের বিষয়।
৮। লবণের বিষয়।
৯। পেন্সন দেওনের বিষয়।
১০। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের ছুটীর বিষয়।
১১। জায়গিরের বিষয়।
১২। সেনাদিগের রসদ দেওনের বিষয়।
১৩। লোকেল এজেণ্টের বিষয়।
১৪। ১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের মতে তথা অন্য আইন অনুসারে সাক্ষ্য দেওনের বিষয়।

সংবাদপ্রভাকর

২২ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

ভ্রমসংশোধন।

আমারদিগের গত শনিবাসরীয় প্রভাকরে হরকরা পত্রে প্রকাশিত ব্যবহার সম্বন্ধীয় সমাচারের অনুবাদ সহিত যে ইংরাজী বিষয়টী প্রকটিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ প্রকটন বিষয়ে আমারদিগের বর্ণ সংশোধন পক্ষে কিঞ্চিৎ ভ্রমসংস্থান হইয়াছে, নিম্নভাগে তাহা প্রদর্শন করাইতেছি, ভরসা করি, গুণাকর পাঠকবৃন্দ আমারদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন না।

৩ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভে "শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর বিপক্ষে কর্ণিলিয়ম সেপ্টর ও টমাস কিফ" এতৎপরিবর্ত্তে "শ্রীশ্রীমতি মহারাণী বিপক্ষে কর্ণিলিয়স্ সেপ্টর ও টমাস কিফ" পাঠ্য। ঐ উহারই এক পঁক্তি নিম্নে "নিবারণ সময়ে" পরিবর্ত্তে "দিবার সময়ে" পঠিত হইবেক। ৪ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে পাঁচ পঁক্তিতে "সম্মান করি আমরা" বিনিময়ে "সম্মান করিতে আমরা" পাঠনীয়। এই পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ১৯ পঁক্তিতে "আমার দিগের বয়স্যগণ" পরিবর্ত্তে "তোমারদিগের বয়স্যগণ" পাঠ করিতে হইবেক।

পরন্তু আমারদিগের বর্ণসংশোধনের ভ্রমদৃষ্টে হরকরা সম্পাদক নৃত্য করিবেন না, তাঁহার প্রলাপ রোগের ঔষধস্বরূপ আমারদিগের কুমারখালিস্থ কোনো পত্রপ্রেরক এক পত্র লিখিয়াছেন, আমরা অদ্য দিবসীয় পত্রে প্রেরিতপত্রস্থলে সেই পত্রখানি প্রকটন করিলাম, হরকরার- বর্ষীয়স্ সম্পাদক মহোদয় আমারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ সদয় হৃদয় হইয়া ঐ পত্রখানি অবলোকন করিবেন, তাহা হইলেই আমরা চরিতার্থ হইব সন্দেহ নাই।

প্রেরিত পত্র

মহামহিম শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

আমি কোনো উৎকট পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় একাল পর্য্যন্ত এদেশীয় কোনো সংবাদ প্রদান করিতে পারি নাই, সম্প্রতি আপনকার ১২ ভাদ্রের প্রভাকরে হরকরা সম্পাদকের কয়েকটি অসঙ্গত কটূক্তি পাঠে দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি যে, হরকরা সম্পাদক বৃদ্ধ হইয়া বালকের ন্যায় নিরর্থক প্রলাপবাক্যপ্রয়োগে লাফালাফি করিতেছেন, "যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরেকদারের ঘোড়া" "ঢাকে ঢোলে বিয়ে, কাস্‌তে মানা" আমাদিগের প্রদেশে কয়েকদল অশিক্ষিত গোরা অত্যাচার করে, আমরা বেদনা পাইয়া গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছি, হরকরা সম্পাদক দূরদেশে থাকিয়া কি প্রকারে ইহার অসত্তা স্থির করিলেন? বোধহয় স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন, কিম্বা দোষিদিগের নিকটে গোপন ভাবের কোনো কথা বার্ত্তা থাকিতে পারে? যাহা হউক, কুমারখালিতে যে গোরারা বারাঙ্গণাগণের গৃহদগ্ধ করে, এক্ষণে তাহার প্রমাণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাবনার শ্রীযুক্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করত গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার প্রতি বিচারের ভারার্পিত হয় এবং তিনিও এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া জলপাইকুঁড়ী হইতে গৃহদগ্ধকারি অত্যাচারি সৈন্যদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক পক্ষপাতশূন্য হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেন, তাহাতে তাঁহারা দোষি ইহা বিলক্ষণ সাব্যস্ত হওয়ায় দোষিরা কাতর হইয়া গৃহস্বামিনীদিগকে ২৫০ আড়াই শত টাকা প্রদানে নিষ্পত্তি করিতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু শাসনকর্ত্তা তাহাতে আপত্তি করিয়া আপনার ক্ষমতাতিরিক্ত দণ্ডযোগ্য হওয়ায় শ্রীযুক্ত জজ সাহেবের বিচারাধীনে সমর্পণ করেন, পরে কি হইয়াছে, পরে লিখিব এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি? হরকরা সম্পাদক "গাঁয়েমানেনা আপ্‌নি মোড়ল" হইয়া প্রভাকর পত্রের পত্রপ্রেরকের প্রতি কেন নিরর্থক দোষার্পণ করিতেছেন?।

পাবনা প্রবাসী বন্ধু যে অত্যাচারের বিষয় লেখেন, তাহার সত্তা বিষয়ে আমি এই সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছি যে, পাবনা হইতে ঐ অত্যাচারে কতগুলীনলোক অত্রস্থানে আসিয়া কিছুদিন প্রবাস করিয়াছে।

নমস্কার পূর্ব্বক।

নিং শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

কুমারখালি।
১২৬৫ সাল।
১৪ ভাদ্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

বিনয় পুরঃসর নিবেদন মেতৎ।

মহাশয়! অনুকম্পা পূর্ব্বক মৎপ্রণীত গদ্য ও পদ্য পঁক্তিচয় সংশোধনান্তর ভবদীয় জগন্মান্য বিশ্ব বিখ্যাত প্রভাকর পত্রান্তর্গত করত অনুগতজনের মনোগতাভিলাষ পূর্ণ করণানুজ্ঞা করিবেন।

অধুনা এই ভারতবর্ষবাসি দেশপরহিতৈষি গুণরাশি সল্লোক সমূহেরা যিনি যে পরিমাণে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তিনিই আপামর সাধারণ-জন-সমাজে প্রতিষ্ঠার পাত্র হইয়া অগণ্য ধন্যবাদাস্পদ হইতেছেন, এবং তাঁহারি যশঃ কীর্ত্তন মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে প্রকটিত হওয়ায় সেই সেই মহোদয়ের এবং পাঠকবৃন্দের উৎসাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া অশেষরূপে স্বদেশের হিতকরকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ইহাতে ভবদীয় প্রভাকর পত্রিকাকে একরূপ পুণ্যের সোপান স্বরূপ ও আপনকাকে সেই সেই উৎসাহের মূলস্বরূপ ও ধর্ম্মের পথপ্রদর্শক বলিয়া ততই স্বীকার করিতে হইবেক সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করি যে, আপনকার সংবাদ প্রভাকর পত্র অক্ষয় বটবৃক্ষের তুল্য হইয়া গ্রাহকশ্রেণীরূপ শাখা বিস্তার করত অজস্রসমূহকে জ্ঞানস্বরূপ অমৃতফল বিতরণ করিতে থাকুক, অপিচ পাঠকবৃন্দ, যাঁহারা স্ব স্ব সারল্যস্বভাব বশত মানবনিকরের কিয়দংশ সৎক্রিয়ার উদ্রেক দৃষ্ট বা শ্রুতমাত্রেই বিন্দুকে সিন্ধুসম পরিজ্ঞানে শূর্পবৎ ব্যবহারে অসারভাগ ত্যাগ করত সারভাগ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মাহাত্ম্যের স্বচ্ছতা প্রকাশ করেন, তাঁহারদিগকেও ধন্যবাদ করি।—সম্প্রতি বিপুলধনশালি প্রভূত গুণসম্পন্ন মুরশিদাবাদান্তর্গত নালগোলানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা মহেশনারায়ণ রায়বাহাদুর, যাঁহার অচলবৎ কীর্ত্তিনিচয়ে এতদ্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ অপরিসীম সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া অহরহ কায়মনে মুক্তকণ্ঠে বিশ্বপাতাসমীপে তাঁহার রাজোন্নতি ও যশোবৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেছে, যদিও তাঁহার কীর্ত্তিরূপস্তম্ভে যশঃপতাকা নিয়ত উড্ডীন হইতেছে, তথাচ তাঁহার চরিত্র যেরূপ শুভ্র ও শুল্কস্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, মহাশয়ের প্রভাকরের ঐরূপ দীধিতিতে তাহার উজ্জ্বলতার আধিক্য হইবেক, এই বিবেচনায় তাহা সাধ্যানুসারে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।—

হে সম্পাদক মহাশয়! আপনি বৈরক্তি-বিরহিত হইয়া কিঞ্চিৎ স্থানদানে কৃপণতা করিবেন না। প্রাগুক্ত যুবরাজ বাহাদুরের বয়ঃক্রম এক বিংশতি বর্ষমাত্র, ইহাতে দয়া, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য-বীর্য্য গাম্ভীর্য্য পরোপকার ও দাতব্য ইত্যাদি যে একাধারে অসাধারণ গুণ সমস্ত সামঞ্জস্যরূপে আয়ত্ত রহিয়াছে, ইহা সহজ ব্যাপার নহে। মানবেরা যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিবামাত্রেই ইন্দ্রিয় সমস্ত বিকৃতিভাবাপন্ন হইয়া হিতাহিত বিবেচনাশূন্যতায় অবৈধকার্য্যে সতত রত থাকিয়া তাহারদিগে ইহ-পরলোকে নিন্দা ও দুঃখের আস্পদ হইতে দেখা যায়, ফলত যুবরাজ বাহাদুর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই যদ্রূপ সুশৃঙ্খলারূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও উদ্দেশ্য মহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা অপ্রকাশ্য থাকা সম্ভবপর নহে, তিনি এই তরুণবয়সে বিপুলবৈভবেশ্বর হইয়া যখন ইন্দ্রিয়গণকে এমত দৃঢ়রূপে সংযত করিয়াছেন, তখন বয়োবাহুল্যসহকারে তন্নিয়ম বৃদ্ধি ব্যতিরেকে হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই, তদীয় অন্যান্য গুণের বিস্তারিত বিবরণ এককালীন সমস্ত লিখিতে সাহস করিতে পারিনা, যে হেতু তাহা অতীব বাহুল্য কি জানি মহাশয়, বিরক্তিজনক বোধ করিলে নিতান্ত ক্ষোভিতান্তঃকরণে কালযাপন করিতে হইবেক, ভরসা আছে যে কুৎসিত পরনিন্দা প্রসঙ্গ স্বীয় তেজস্বী প্রভাকরে স্থানদানে কলুষিত করিবেননা, অথচ অন্যান্য হিতকর ও সজ্জন এবং সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন প্রকটন পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।—অপরন্তু এই পাবনা জিলার দুরবস্থার বিষয় নিম্নে কিঞ্চিৎ নিবেদিত হইল।

পাব্‌নার দুরবস্থা।

সম্পাদক মহাশয়! এস্থানের প্রজাপুঞ্জের দুরবস্থার বিষয় কতক বর্ণনা করিব, সে কষ্ট স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে কাহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয়? সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী এক শত গোরাসেনা ও তৎসমভিব্যহারে তিন জন সেনাপতি এস্থানে নিয়ত অবস্থান করিবেক। গোরাসেনাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রুতমাত্রেই প্রজাকুল ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ পুত্রকলত্রাদি গোবৎসাদি লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসস্থান পরিত্যাগানন্তর দিগ্‌দিগন্তরে পলায়নপরায়ণ হইতেছে, যদিচ অত্রস্থ বিচার কর্ত্তারা ভয়াকুল—প্রজাকুলের প্রবোধার্থ নানাপ্রকার আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, তথাচ তাহা নিতান্তই নিষ্ফল হইতেছে। যাহারদিগের শুভাগমনের শুভসংবাদ এপর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা যে উপস্থিত হইলে অপর কিরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবেক, গুণাকর পাঠক মহোদয়েরাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পদ্য।

হায়রে পাপিষ্ঠ দুষ্ট, বিদ্রোহি নির্দ্দয়।
বৃথা কেন জীবসৃষ্টি, করিতেছ ক্ষয়॥
ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও, ক্ষমতা সম্বর।
বিদ্যা বুদ্ধি, সকলি বুঝেছি পূর্ব্বাপর॥

সম্রাট্ হইবে মনে, করিতেছ আশা।
হাসি পায় হায় হায়, এমন পিপাসা॥
প্রভুত বিক্রমযুত, কেসরী হইতে।
জম্বুকে করিল ইচ্ছা, কুরঙ্গ লইতে॥
মনেকরি, করি করি, হয় নাহি হয়।
ঈশ্বরের কৃপা বিনা, কিছু কিছু নয়॥
ভয়াকুল প্রজাকুল, ভাবে চিত্তশূলে।
কবে হবে হতভাগ্য, বিদ্রোহি-নির্ম্মূল॥
ভয়ানক বিদ্রোহিরা, নিষাদের প্রায়।
প্রজাদের প্রাণ মান, মৃগরূপ তায়॥
নিরন্তর সেই চিন্তা, জাগরূক মনে।
ব্যাঘ্রসম গোরা সেনা, শুনিয়া শ্রবণে॥
হতাশ হইল সবে, জীবন আশায়।
নাশ বিভু দয়াময়, বিদ্রোহির ভয়॥

মহাশয়ের নিতান্তানুগতাশ্রিত।

শ্রীগিরীশচন্দ্র সাহা।

সম্প্রতি স্থিতি পাবনা।

এই পত্রখানি সাবকাশবিরহে বিশেষ দর্শিত হয় নাই বলিয়া ছাপিতে কালাতীত হইয়াছে, অতএব পত্রপ্রেরক মহোদয় এবং সুধীবর পাঠক মহোদয়েরা বিরক্ত হইবেননা।

প্রং সং।

করিকুলতিলক শ্রীল শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(উষানিরুদ্ধ নাটক।)

[গত বুধবারের শেষ।]

চিত্রলেখা ও মদলেখার প্রবেশ।

(চিত্র)—সজনি! একি বল দেখি, এই মত্তর রাজকুমারী নিদ্রা গেলেন, এর্‌মধ্যে এমন কোরে কেঁদে উঠ্‌লেন কেন? ঘরে কেউ নেই, ভয় পেয়েছেন বুঝি? এসো আমরা শীঘ্র যাই।

(মদ)—তা হোলে কি, তিনি কাকেও ডাক্তেননা? অবশ্যই ডাক্তেন, তা, দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলনা।

(চিত্র)—এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, তিনি ফের ঘুমুলেন কি জেগে রইলেন?।

(উষা)—হা, হৃদয়! তুমি কি একেবারে নিরাশাসমুদ্রে ডুব্‌লে! পোড়াচক্ষে কি ঘুম্ আর আস্‌বেনা?—[উঠিয়া] সখিদের কি ডাক্‌বো?।

(মদ)—সজনি! এই আমাদের বেস্ যাবার সময়, সে যা হোক্, ইনি কারে প্রাণনাথ বল্‌চেন, ঘুমিয়ে বুঝি স্বপন দেখেছেন?।

(চিত্র)—এসোনা গিয়ে শুনি।—[গমন করিয়া উষার প্রতি] প্রিয়সখি! ভয় কি? এই যে আমরা এয়েছি, তুমি এমন কচ্চ কেন? এই আমরা দেখে গেলেম্ ঘুমুচ্ছেলে।

(উষা)—তোমরা এমন সময়ে কোথায় ছিলে।

ত্রিপদী।

অবলা কামিনী, তাহে একাকিনী,
ঘুমে অচেতন দেখি।
যেন এক জন, পুরুষ রতন,
গৃহে প্রবেশিল সখী॥
হাসিয়ে হাসিয়ে, নিকটে বসিয়ে,
কহে মৃদু মৃদু স্বরে।
কেন বিনোদিনী, সুখের যামিনী,
কাটাও ঘুমের ঘোরে॥
নবিন যৌবন, পেয়েছ যখন
অবশ্য দিতেই হবে।
আমি দীন জন করি আকিঞ্চন
বিলম্ব কেনলো তবে॥

[বলিয়া গৃহাবনত করিয়া রহিলেন।]

(মদ)—সখি! বলো বলো থাম্‌লে কেন, তারপর কি হোলো?।

(চিত্র)—সজনি! লজ্জা কি? আমাদের কাছেও কি লজ্জা কত্তে হবে? বল্‌না ক্ষেতি কি আছে?।

(উষা)—কি বোল্‌ব, সখি! আমিতো ভয়ে, লজ্জায়, একেবারে জড়সড় হোয়ে রইলেম্। ভাব্‌লেম, ইনি কে, কেমন করে এখানে এলেন, এর্ নামইবা কি? সহসা কথাও কই তে পারিনে, জিজ্ঞাসা কত্তেও পারিনে!

[পুনঃ নিরুত্তর]

(মদ)—আবার থাম্‌লে কেন? বলনা।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুংরি।

(উষা)—তবে শোন্‌লো সজনি।
পাসেতে বসিল আসি সে গুণমণি।
করে ছুটি কয়ধরি, বলে উঠ প্রাণেশ্বরী,
দেখোলো আপাঙ্গে ফিরি, যায় যামিনী।
আগিলো অতিথি ঘরে, এনেছি ভিক্ষার তরে
যৌবন ভাণ্ডার মোরে, দেওলো ধনি॥
যৌবন দানেলো সতি, পুণ্যের সঞ্চয় অতি,
আসিয়াছে প্রাণপতি, যাবে এখনি।
বলিতে বলিতে সখি, উড়িল প্রাণের পাখি,
নয়ন খুলিয়ে দেখি, শুয়ে এমনি॥
যে অবধি প্রাণেশ্বর, হোতেছেন অগোচর,
সে অবধি ফুলধনু দহিছে প্রাণি॥

(চিত্র)—সখি! তার চিন্তা কি? এত উতলা হও কেন? তাঁর কেমন মূর্ত্তি, আমাকে বল, আমি যেখানে পাব এনে দেব।

(উষা)—সজনি! আমার প্রাণ কেমন কচ্চে, তোমরা ধর, দুরাত্মা কন্দর্পও কি এমন সময়ে বাদসাধিতে লাগ্লো? ঘরে আগুন লাগ্লেই কি পবন দ্বিগুণ বয়? একে প্রাণেশ্বরের বিরহসন্তাপে দগ্ধ হোচ্চি, তাতে আবার মন্মথের কুসুমশরে আমার হৃদয় বিদীর্ণ কোত্তে লাগ্লো, তবে কিসে সুস্থির হব?।

[ক্রমে ক্রমে মূর্চ্ছা]

(মদ)—ওলো চিত্রলেখে! ধর ধর সজনী যে পড়ে জান, একি হোলা! একি হোলো? এই যে কথা কইতেছিলেন?।

(চিত্র)—[ধারণ করিয়া]—আমায় ঐ পাখাখানা দে, তুই এটু জল নিয়ায়।—(চিত্রলেখা ব্যজন করিতে লাগিল, মদলেখা মুখে জল প্রদান।)

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

আতিহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঞ্জিয়ার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চক্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভাংজাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে সিরস্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২২ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৩ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

সংবাদ প্রভাকর

২৩ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

বোয়ালিয়াস্থ পত্র প্রেরক মহাশয়ের বিরচিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, কিন্তু উক্ত পত্র অতিদীর্ঘ এপ্রযুক্ত আমরা অদ্যকার পত্রে সম্পাদকীয় উক্তি ও অন্যান্য সংবাদাদি প্রকটন করিতে পারিলামনা, ইহাতে সদয় হৃদয় পাঠকগণ আমারদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

"সন ১৮৫৮ সালের ১৩ আগষ্ট তারিখে মহাত্মা ৺ লোকনাথ মৈত্র

রায় বাহাদুরের স্থাপিত অবৈতনিক বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিমূলক প্রস্তর সংস্থাপন কার্য্য উপলক্ষে ধর্ম্ম পরায়ণ বিচক্ষণ বিদ্যানুরাগি-অশেষ-গুণাকর মান্যবর এজিলার শ্রীল শ্রীযুক্ত এক্‌টিং জজ লুইস্‌ ইষ্টুয়ার্ট জেকসন সাহেব বাহাদুর নিম্ন লিখিত বক্তৃতা করিলেন।

আমি এপ্রদেশে এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারির পদাভিষিক্ত আছি বলিয়া, মাহাত্মা ৺লোকনাথ মৈত্র রায় বাহাদুরের সংস্থাপিত ইংরাজী পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা এই পাঠগৃহের ভিত্তিমূলক প্রস্তর সংস্থাপন কার্য্য সম্পাদনার্থে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন এমত নহে, কিন্তু উক্ত পদে নিয়োজিত থাকিয়া এদেশস্থ লোকের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে আমি যে অনুরাগ রাখি, ইহা এই সভাস্থমত বেষ্টিত জনগণের মনে বিশ্বাস হইয়াছে এবং সেই বিশ্বাসই মূলীভূত কারণ হইয়া এতৎ কর্ম্ম সাধনার্থে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, এই কথা আমি বিশ্বাস করি, এবং এইরূপ বিশ্বাস করাতে আমার আহ্লাদ জন্মে, আপামর সাধারণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ যদিচ আমার অন্তঃকরণে জাগরূক আছে সত্য বটে, তথাপি তৎপ্রমাণ স্বরূপ কোনো কর্ম্মই আমা হইতে সম্পাদিত হয় নাই, পরন্তু এতাদৃশ মহৎ কার্য্যের উদ্দেশে বিশেষত এতদ্দেশে কেবল হিতাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করাতে কথঞ্চিৎ অনুরাগ প্রকাশ করা হয়, আমি তাহাকায়মনো বাক্যে প্রকাশ করি, আর সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ সর্ব্ব শ্রেণিস্থ লোকের মনে সামান্যত উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু সকল শ্রেণিস্থ লোকে এমত বিষয়ে উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া যে, রাজকর্ম্মচারিগণ ও তাহাদিগের অনুবর্ত্তি হইবেন এমত নহে, যে সকল মানব মণ্ডলির মধ্যগত থাকিয়া তাহাদিগকে আপন আপন বিষয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে হয়, তাহাদিগের সৎস্বভাব ও চরিত্রের উৎকৃষ্টতা সম্পাদনে কায়মনোবাক্যে উৎসাহ প্রকাশ ও যত্ন করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কেননা ঐ সকল ব্যক্তিগণের মনোভব অপকৃষ্ট বুদ্ধি বৃত্তি সকল খর্ব্ব হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকের উন্নতি হইলে রাজকর্ম্মচারিদিগের উপর অর্পিত কার্য্য সকল অপেক্ষাকৃত অনায়াস সাধ্য হৃদ্বোধ ও আনন্দজনক হইয়া উঠে, আর যাঁহারা প্রজাপুঞ্জের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে বাসনা রাখেন তাঁহারা ক্রীত দাসের ন্যায় নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ অপেক্ষায় স্বাধীন ও বিবেচনাক্ষম জন রাজির উপরেই স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিতে অভিলাষি হয়েন, আর যাঁহারা বিচারক পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিচার সম্পাদন করিয়া থাকেম, তাঁহারা স্বাধীনতা সত্য রূপে প্রভাকরের প্রভাপতন কর্ত্তৃক নীচতর ছল প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনারূপ কুজ্‌ঝটিকা মুক্ত বিচারালয় রূপ মানস সরোবরে মনোহংসকে সতত নিবারিত করিয়া তৃপ্ত হইতে চাহেন, আর যে শ্রেণিস্থ লোকেরা যৎস্বল্প পরিমাণে রাজকর প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের রাজস্ব দেয়, ইহা ভিন্ন প্রদত্ত রাজকরের পরিবর্ত্তে আপন আপন স্বত্ব ও ধন প্রাণ রক্ষার সুখ স্বচ্ছন্দ ও জ্ঞানশিক্ষা ইত্যাদি যে, বিনিময় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা কদাচিৎ প্রনিধান করেন, আর তাঁহারা আপনারা যে সমাজভুক্ত আছেন সেই সমাজের কিয়দংশ ব্যক্তিকে সাহায্যার্থে যৎসামান্য পরিমাণে রাজকর প্রদান করিয়াই যে, রাজ্যের ভার হইতে মুক্ত হয়েন।—এবং সামাজিক মঙ্গলেই যে প্রজামণ্ডলির মঙ্গল হয়, ইহা তাহাদের বোধগম্য ও চিত্তে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইলে রাজস্ব সংগ্রহকারি কর্ম্মচারিদিগের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইতে পারে, ফলত সুখ সাধন সম্পত্তি ও বিদ্যালাভ কেবল এই দুইই প্রজাপুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ হইয়াছে, এবং এই দুই বিষয় পরিণামে বাস্তব পক্ষে এক হইয়া উঠে, কেননা, ভূমিসম্ভূত পদার্থ সকল বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রভাবে বিকৃতভাবাপন্ন করত তাহার ব্যবহার করা, এই দুই বিষয়ের উপরেই জনগণের সুখ সাধন সম্পত্তির নির্ভর করে, সুতরাং এতৎ কার্য্যকে শিক্ষা কল্পের এক শাখা বলিতে হইবেক, পরন্তু যে শিক্ষা পাইলে ও জ্ঞান লাভ করিলে লোকের সদসৎ চরিত্রের বিভিন্নতা বোধ হয়, এবং যদ্দ্বারা লোকে জীবনের সকল অবস্থাতেই উৎকৃষ্টাপকৃষ্টস্বভাবও চরিত্রজানিতে এবংহৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়,এবং যাহাতে যথার্থ ধর্ম্ম নিবন্ধন নিয়ম মতে কার্য্য করিতে পারে, সেই জ্ঞান লাভ বিষয়ের কথা, এক্ষণে আমার মনে উদয় হইতেছে, ফলত ভূমণ্ডলে যে যে প্রচলিত ধর্ম্ম আছে তাহার

মধ্যে কেবল খ্রীষ্টান ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্তক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক,মানবগণের মনোমধ্যে প্রকৃত ও সম্পূর্ণরূপে উদয় হইতে পারে, এই কথা আমি স্বয়ং বিশ্বাস করি, এবং প্রকাশ্যভাবে এই রূপ না কহিলে স্বীয় জন্মভূমি, ভূমি মাত্রই হয়, এবং ধর্ম্মমন্দিরে আপনাকে বঞ্চক বা ভাক্ত ধর্ম্মাবলম্বি মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়, ও সভাস্থ সকলেই বিজ্ঞাত আছেন যে, যদিও আমাদিগের স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকুক, তথাপি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য প্রভাব দ্বারা অথবা গুপ্তভাবে প্ররোচনা দ্বারা স্বজাতীয় ধর্ম্ম এদেশের প্রচলিত ধর্ম্মরূপে সংস্থাপন করিতে কদাচিৎও আকুঞ্চন করেন নাই, আর বল দ্বারা কিম্বা প্ররোচনা দ্বারাও গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারেন, কাহারো কাহারো এমত ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, সে ভ্রান্তি দূর করণার্থে আমি প্রকাশ্যরূপে বলিতেছি যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রণালীতে স্বীয় ধর্ম্ম এতদ্দেশে সংস্থাপন করিতে কোনো প্রকারে সক্ষম হয়েন না, কারণ মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ধর্ম্মের সত্যতা বিষয়ে অন্তঃকরণে দ্রাঢ্য না জন্মিলে এবং দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরতনা হইলে কোনো ব্যক্তির মন উপরোক্ত মতে উৎকৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়াছে, নিশ্চিত এমত না জানিতে পারিলে, সেই ব্যক্তিকে আমারদিগের ধর্ম্ম-পথের-পথিক করিতে সাহসিক হয়েন না, অপর যদিচ আমি খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশের আগার বলিয়া গণ্য করি, তথাপি ইংরাজী ভাষায় লিখিত নানাবিধ পুস্তকাদি পাঠে উক্ত ধর্ম্মের মতের বিন্দু বিসর্গও পাঠক বর্গের মনে অঙ্কিত না হইয়া বরং বিবিধ প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্র ও নানাবিধ হিতজনক নীতিসারের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মনের উৎকর্ষতা জন্মিবার সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবনার স্থল বটে, আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাগারে ব্যবহৃত পাঠ্যগ্রন্থ সকল পাঠে কেবল ভাষা-শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে মানসিক সারল্য, নিষ্ঠা ভদ্রতা, সুশীলতা প্রভৃতি উৎকৃষ্টগুণ সমুৎপাদক নানাবিধ নীতিসার ঐ সকল গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠ হইতে অবিরত অননুভূতরূপে বিগলিত হইয়া পাঠক মণ্ডলীর মনোভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতে পারে, অতএব গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরে বিদ্যাশিক্ষা করাতে বালক ও যুবকদিগের স্বজাতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনো প্রকারে কুসংস্কার জন্মিবার সন্দেহ করা যাইতে পারেনা,প্রত্যুত ছাত্রবর্গ বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট মানসিকগুণরাজীতে স্বীয়ং মনকে অলঙ্কৃত করিতে সক্ষম হয়,তোমাদিগের মানস বৃক্ষকে শতগুণ সদ্‌গুণ ও সচ্চরিত্ররূপ ফলফুলে ফলিত ও মুকুলিত করিবার এই সকল আমোদ ও উপায় ভবদীয় সম্মুখস্থ,তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে তোমরাই সক্ষম, পরন্তু উপরোক্ত কথা সকল গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত পাঠশালা সকলের সহিত সংশ্রব রাখে, আর এই বিদ্যামন্দির যদিচ গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত নহে এবং এদেশস্থ কয়েকজন অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ইহার কার্য্য নিষ্পাদন হয়, সেই নিয়মানুসারে ইহার কর্ম্ম চলিয়া থাকে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার নিয়ম এস্থলে খাটে, শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বকার নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই উৎকোচ গ্রহণাদি অপকৃষ্ট কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া নিন্দনীয় হয়েন, এবং সে দোষ তাঁহাদিগের প্রতি অর্পিত করাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে, কিন্তু আমাদিগের বিদ্যামন্দিরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যে সকল কৃতবিদ্য যুবকগণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা উক্ত প্রকারে নিন্দনীয় কর্ম্মে নিরস্ত আছেন, ফলত আমরা প্রত্যাশা করি যে, এই কথা বাস্তব হউক, এবং যদি এই কথার কিয়দংশ মাত্র সত্য হয়, তাহা হইলেও বিদ্যাশিক্ষা প্রদানে দৃঢ় রূপে উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে, এই পাঠশালা একাল পর্য্যন্ত এক নামে মাত্র ছিল, এইক্ষণে ইষ্টকালয় হইয়া যৎকালীন চিরস্থায়ি হইবার সম্ভাবনা হইতেছে, তখন আমি নিতান্ত ভরসা করিতেছি যে, ইহার দ্বারা সংস্থাপকের নাম চির স্মরণীয় এবং তদতিরিক্ত জ্ঞান চন্দ্রিকা প্রকাশ দ্বারা ছাত্রবর্গের মনের অজ্ঞান তিমির নাশ করত সংস্থাপকের অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবেক, এই বিদ্যামন্দিরের সংস্থাপক রায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুর অদ্য জীবিত থাকিয়া, তাঁহার প্রকৃত বদান্যতার কার্য্য সমাধান,তিনি চক্ষে দেখিলে কি আহ্লাদের বিষয় হইত?আর এই সভার সভ্যদিগকে এতাদৃশ

হিতজনক বিষয়ে উক্ত মহাত্মার অনুবর্ত্তি হইতে উপদেশ করা যাইতে পারে, আমার কর্ণগোচর হইয়াছে সংপ্রতি এখানকার কতকগুলীন সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিমান লোক একত্র হইয়া ৺মহা পুজার উপলক্ষে এক চাঁদা করিয়া বহুধন সংগ্রহ পুর্ব্বক নৃত্যগীতাদি অলীক আমোদ প্রমোদে প্রাগুক্ত সংগৃহীত ধন অপব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বাস্তবপক্ষে এ তাহাদিগের সাত্তিক পূজা নহে, কেবল পুজার উপলক্ষে বৃথা আমোদে ধন ব্যয় করা তাহাদের অভীষ্ট, যাহা হউক, এতৎশ্রবণে লজ্জা ও ক্ষোভের উদয় হয়, যে পরিমাণে টাকা দিবার অঙ্গীকার পুর্ব্বক ইঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহার সমগ্র সংখ্যা এতো অধিক শুনা যাইতেছে যে, তদ্দ্বারা এরূপ দুইটা পাঠশালা অনায়াসেই নির্ম্মাণ হইতে পারে, অথবা তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যামন্দির পুনর্নির্ম্মাণ হইতেও পারে, এস্থলে বক্তব্য এই যে, এতাদৃশ হিতকর কার্য্য, যাহার যশঃসৌরভ কল্পান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিবার সম্ভাবনা আছে, এবং যদ্দ্বারা অসংখ্যজনগণ উপকৃত হইবেক, তৎসম্পাদনে ধনব্যয় করিলে মনের যে অপূর্ব্বভাব উদয় হয়, তাহা এবং বহু আয়াসে উপার্জ্জিত ও বহুকষ্টে সংরক্ষিত ধন ঐন্দ্রজালবেত্তা নর্ত্তকী বারাঙ্গনা প্রভৃতির উদর পূরণার্থে প্রদান সম্ভূত মানসিক গ্লানির সহিত তুলনা করিলেই উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের তারতম্য বিলক্ষণ অনুভব হইবেক, অপিচ প্রাগুক্ত বিষয়ের ফলাফল আমার অন্তঃকরণে প্রগাঢ়রূপে অনুভূত হওয়াতেই আমি এইরূপ উক্তি করিলাম, ইহা যদি কটু হইয়া থাকে তথাচ তাহা এই বলিয়া মার্জ্জনীয় হইবেক যে, আমি তোমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য প্রগাঢ়রূপে যত্নবান ও উৎসাহান্বিত এবং মনের সেই ভাব হইতেই এতাদৃশ অভিপ্রায় সম্ভূত হইয়াছে, এই কার্য্য উপলক্ষে এত অধিক সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিমান মনুষ্যরে সমাগম হইয়াছে, ইহাতে এই দেখিতেছি যে, এদেশের মনুষ্য সকলের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ হইতেছে, ইহাই নিতান্ত সন্তোষের বিষয় ইতি তাং ৩১ আগষ্ট সন ১৮৫৮ সাল।

বোয়ালিয়স্থ বিদ্যোৎসাহি ৺লোকনাথ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক।

শ্রীযাদবচন্দ্র সাণ্যাল।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

TRUE LOVE BY ROBET GREEN.

Sitting by a river's side,
Where a silent stream did glide,
Muse I did of many things,
That the mind in quiet brings.
I'gan think how some men deem,
Go'd their God: and some esteem
Honor is the chief content,
That to men in life is lent.
And some others do contend,
Quiet none like to a friend.
Others hold, there no wealth,
Compared to a perfect health.
Some man's mind in quiet stand.
When he is lord of many lands.
But I did sigh, and said, all this,
Was but a shade of perfect bliss.
And in my thoughts I did approve,
Nought so sweet as is true lone.
Lone 'twixt lovers passeth these,
When mouth kisseth and heart 'gres
With arms folded and lips meeting,
Each soul another sweetly greeting
For by the breath the soul fleeteth,
And soul with soul in kissing meeteth.
If love be so sweet a thing,
That such happy bliss doth bring.
Happy is love's sugar d thr all?
But unhappy maidens all i'
Who esteem your virgin blisses,
Sweeter than a wife's sweet kisses.
No such quiet to the mind,
As true love, with kisses kind.
But if a kiss prone un chaste,
Then is true love quite disgraced.
Though love be sweet, barn this of me,
No love sweet but honesty.

সত্য প্রেম।

তরঙ্গিণী-তীরে ধীরে বসিয়ে একদা।
মন্দ-মন্দ স্রোত যথা, প্রবাহিত সদা॥
ভাবী হোয়ে ভাবে আমি ভাবি কত-ভাব।
যাদের বিজন স্থানে হয় অবির্ভাব॥
কত লোক আছে হেন করি অনুমান।
বিভব যাহারা ভাবে ঈশ্বর সমান॥
কেহ মান সন্তোষ সমান করে-মনে।
দণ্ড যাহা হইয়াছে, মনুষ্য জীবনে॥
অনুক্ষণ কোনো জন কহে এপ্রকার।
সখা-সম সুখ-দাতা কেহ নাহি আর॥
কেহ বলে ধরাতলে না দেখি এমন।
শরীরের স্বাস্থ্যসম অমূল্য-রতন॥
কারো-মনে হয় তবে সুখের উদয়।
নগর-প্রদেশ যদি অধিকারে রয়॥
কিন্তু হায়, আমি এই, করি অনুমান।
প্রকৃত সুখের এরা ছায়ার সমান॥
মনে-মনে ভাব-ভরে ভাবিলাম-সার।
প্রেম-সম সুধাময় কিছু নাহি আর॥
এসব অপেক্ষা প্রেমে বহু সুখোদয়।
চুম্বনাদি যখন মনের মিল হয়॥
অধরে-অধর চাপি ভুজেতে বন্ধন।
উভয়ে হরণ করে উভয়ের মন॥
সঘন বিশ্বাস-ভরে হৃদি স্থির নয়।
দুরাত্মা অভেদ হয় চুম্বন সময়॥
প্রণয় এরূপ যদি হোয়ে মনো-হর।
পূর্ণকরে নিরমল সুখেতে অন্তর॥
সেই সুখি প্রেম ডোরে বাঁধা যেই-রয়।
অতীব অসুখি কিন্তু সেই বালা হয়॥
কৌমারী অবস্থা সুখি ভাবে যেই জন।
পরিণীতা রমণীর অপেক্ষা চুম্বন॥
কিছুতে আনন্দ মনে না হয় এমন।
সত্য-প্রেম সহ স্নেহ চুম্বন যেমন॥
কিন্তু যদি সে চুম্বন অসতীতে হয়।
প্রেমের গৌরব তবে আর নাহি রয়॥
সুখদ যদিও প্রেম গুণ তবু কই।
সতীত্বে যেমন শুধু প্রেমে তত-কই॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র কুণ্ডু।
সাং নেড়াগির্জ্জা।

এই কবিতাটি অবিকল প্রকাশ হইল।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেকারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২৩ সংখ্যা] বুধবার ২৪ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব দয়ালচাঁদ সাহার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা ২৪ চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি মৌজা মাণিকতলার অধীন ডিহি উল্টাডিঙ্গির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইরতি ভূমি অনুমান ।৩/২ আট কাটা এক ছটাক দুই কাঁচ্চা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক উক্ত ভূমির বার্ষিকজমা জিলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে ১৶১০ এক টাকা তিন আনা ছয় পাই দিতে হয় তাহাতে ও তাহার মধ্যে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি দয়ালচাঁদ সাহার যে স্বত্ব অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান বিবরণ জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডানডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ আগষ্ট ১৮৫৮।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ইস্মাইলজী ইয়াকুবজী এবং আজিম্ কাসিমের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে ও পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি আমড়াতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটীর এক অংশ এবং এক একতোলা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতিবাটীর এক অংশ নম্বর ২।১১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১। ছয় কাঠা চারি ছটাক তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি ইস্মাইলজী ইয়াকুবজী এবং আজিম কাসিমের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত পুর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক

একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটী নম্বর ২।১৭ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪।০ নয় কাঠা চারি ছটাক তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ইস্মাইলজী, ইয়াকুবজী এবং আজিম কাসিমের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরি লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষত জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ডিহি পঞ্চাননগ্রামের অধীন শুঁড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক ইষ্টক নির্ম্মিত এক তালা বাগান বাটী, তাহাতে ২ দুইটা পুষ্করিণী এবং নানাবিধ ফলবান বৃক্ষ আছে, এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৯৸১ নয় বিঘা শোল কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ইস্মাইলজী, ইয়াকুবজী এবং আজিম কাসিমের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরি লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তর খানায় অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন!

H. DUNDAS.
Sheriff.

এইচ, ডন্‌ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৪ আগষ্ট ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ১৷০
স্বপ্নদর্শন ৵০

সংবাদপ্রভাকর

২৪ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা আমরা প্রাপ্ত হইয়া সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

হে জগদাত্মন্! তোমার কৃপাবলে ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধি সহ আর এক বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া অদ্য পঞ্চম বর্ষে আরূঢ় হইলাম, যদিচ আমার বয়স ততোধিক হইবে, কিন্তু বিগত বর্ষচতুষ্টয়ের পূর্ব্বকালসমূহ আমি জ্ঞানান্ধ হইয়া বৃথা ব্যয় করাতে তাহা আমি জীবনের মধ্যে পরিগণ্য করি না। হে নাথ! যে দিবসাবধি আমি তোমার স্মরণ লইয়া নির্ম্মল সনাতন-ধর্ম্ম-বৃক্ষ নিঃসৃত সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে সন্তপ্ত হৃদয়কে সুশীতল করিতে সক্ষম হইয়াছি, সেই দিবসাবধিই আমার জীবনের প্রারম্ভ জানিয়া মানবজন্মের সার্থকতা লাভ করিয়াছি।

হে বিভো! তোমার অসীম গুণের চিহ্ন সকল প্রত্যক্ষীভূত করিয়াও অকিঞ্চিৎকর বৈষয়িক অলীক আমোদে উন্মত্ত হইয়া তোমার উপাসনাদি কার্য্য যথাবিহিত নিয়মে সম্পন্ন না করিয়া গত জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছি, কেবল বিপদকালে আত্মরক্ষার্থে তোমার স্মরণ লইয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত মাত্রেই তোমাকে বিস্মরণ হইয়াছি, মনের একাগ্রতা সহ তোমাকে ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করি নাই, অথচ তুমি আমাকে এক নিমিষের নিমিত্তও ভুল নাই বরং পিতার ন্যায় শুভাকাঙ্খী হইয়া শঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছ, মাতার ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছ এবং সদ্গুরুর ন্যায় অকপট মনে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছ। আহা! আমি কি মূঢ় এমত মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধুর সহবাসে তৃপ্ত লাভ না করিয়া অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয় রসের পরবশ হইয়া জ্ঞান ও বুদ্ধিকে এক কালে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হই

য়াছি। হা! এরূপে আর কতকাল বিক্ষেপ করিব, প্রভো! এইবেলা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ও প্রীতিস্থাপন কর যে, তদ্দ্বারা তোমাকে অহর্নিশ স্মরণ করিয়া জীবনের কলুষরাশি ক্ষয় করত বিমল সুখ সম্ভোগ করিতে পারি, নচেৎ আর আমার রক্ষা নাই আর আমার উপায় নাই।

হে পিতঃ! তুমি আমাকে সর্ব্ব বিষয়ে সুখি করিয়াও একটি বিষয়ে অসুখি রাখিয়াছ, আমার মঙ্গল সাধনে তুমি যেমন ব্যস্ত, আমার অকৃতজ্ঞ মন কেন তদ্রূপ ব্যস্ত হইয়া তোমার প্রতিধাবমান না হয়? তোমার হস্তের চিহ্ন সকল অখিল সংসারে প্রত্যক্ষ করিয়াও আমার চক্ষু দ্বয় কেন তোমাকে দর্শন করিতে পারিতেছেনা, বোধ হয় যেন আমার চক্ষুদ্বয়কে একটি ভ্রমচর্ম্ম আসিয়া আবরণ করিয়াছে, কি পরিতাপ! আমি সাংসারিক যাবদীয় কার্য্য তোমার প্রসাদে নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াও তোমাকে দেখিতেছিনা, কি বিষম ভ্রম! নাথ, তোমাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে, আমি আর কতকাল ভ্রমান্ধ থাকিয়া তোমার সহবাসজনিত বিমলানন্দে বঞ্চিত থাকিব, আমি কি চিরকাল পশুবৎ মুগ্ধ হইয়া কেবল কয়েকটি অধম ইন্দ্রিয়সুখে কালক্ষেপ করিব। তোমাকে কি কখনই উপলব্ধি করিতে পারিব না? প্রভো! সংসাররূপ কণ্টকারণ্যে পতিত হইয়া এবং রিপুদল দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া আর কত কাল এরূপ ক্লেশ সহ্য করিব, এসমস্ত যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না, আমাকে আশু ত্রাণ কর, ক্রোড়ে স্থান দেও এবং আমার দুঃখরাশি হরণ কর, আমার মন যেন আর মায়াময় সংসারে আকৃষ্ট থাকিয়া সতত পরিত্যক্ত না হয়, নাথ! আমি সংসারের কোন সুখই চাহি না কোন অলীক আমোদে মন দিতে বাঞ্ছা রাখি না, কাহার ষড়যন্ত্রভুক্ত হইয়া অসাধু কর্ম্ম করিতে অভিলাষ করিনা এবং কাহার কুপরামর্শে পর হিংসা সাধনে বাসনা রাখি না, আমি কেবল তোমাকেই চাহি এবং চরমে তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মলানন্দোপভোগে অভিলাষ রাখি, হে কৃপাসিন্ধো! আমার হৃদয়ে কলুষরাশি সকল দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অনতিবিলম্বে দূরীভূত করিয়া তোমার আনন্দময় প্রতিমূর্ত্তি তথায় সংস্থাপন কর। দ্বেষ, মাৎসর্য্য, নিন্দা, কলহ ইত্যাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল আমার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দয়া শান্তি, তীতিক্ষা, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিশ্বাসের বীজ সকল বপন কর যদ্দ্বারা আমার জীবন প্রার্থিত দুঃখসমূহ অতিক্রম করিয়া নিত্য সন্তোষ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

হে করুণানিধান! অবশেষে আমার আর একটি প্রার্থনা আছে, কিন্তু ইদানীন্তন রিপুগণের প্রাদুর্ভাব দৃষ্টে তাহা ব্যক্ত করিতে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। কিজানি তচ্ছ্রবণে তাহারা মাং প্রতি গুরুতররূপে নির্য্যাতন আরম্ভ করে। আহা! কি অসহ্য ক্লেশ আমার মনের ভাব তোমার নিকট নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে সশঙ্কিত হইতেছি, কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার ইহকালের ও পরকালের পরিত্রাণের অন্য পন্থাবিরহ আমার আন্তরিক যাতনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এবং আমার মনোগত ভাবটি ব্যক্ত না করিয়া সুস্থির হইতে পারিতেছিনা। নাথ! আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে আমায় হৃদ্মন্দিরে এরূপ দ্রিঢ়তাস্থাপন কর যে তদ্দ্বারা আমি প্রশান্ত চিত্তে এবং অন্য মনে তোমার অর্চ্চনা করিয়া সমুদয় রিপুকুলকে পরাভব করত কৈবল্য সুখের অধিকারী হইতে পারি। যেন লোক ভয়ে বা আত্মীয় স্বজন দ্বারা তাড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া তোমাকে মুহূর্ত্তেকের জন্যও বিস্মৃত না হই। নাথ! আমাকে সকলেই পরিত্যাগ করুক, কিন্তু তুমি যেন আমাকে পরিত্যাগ করিওনা, রিপুদলের অসৎপরামর্শে আমার চিত্ত যেন তোমা হইতে বিচলিত নাহয় বরং যাহাতে দৃঢ়তর ভক্তির সহিত তোমার নাম আমার রসনা অবিশ্রান্ত উচ্চারণ করিয়া সন্তৃপ্ত হইতে পারে তাহারি ক্ষমতা মৎপ্রতি অর্পণ কর। বিশ্বনাথ! আমাদেরপক্ষে তোমাকে যাহারা ঘৃণা এবং অবমাননা করে তোমার নাম শ্রবণে কর্ণে হস্তপ্রদান করে এবং তোমার জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থ সকল অবজ্ঞা করিয়া অপবিত্র স্থানে বিক্ষেপ করে তাহাদিগকে তুমি উপযুক্ত সময়ে অবশ্যই যথোচিত দণ্ড বিধান করিবে। প্রভো! তাহারা স্বীয় অধঃপতনের কারণ আপনারাই সৃজন করিতেছে, এবং তুমি যে কি মহান্ তাহা না বুঝিতে পারিয়া তোমার উপাসকদিগকে বিদ্রূপ

করিয়া তোমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। হে জগদ্বিভো! আমার কোনো বল নাই, কোনো দল নাই, কোনো ক্ষমতা নাই এবং কোনো উপায় নাই যে তদ্দ্বারা তাহাদিগকে আমি যথাবিধানে উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিতে পারি। নাথ! তুমিই আমার এক মাত্র বল এবং তোমার উপাসকগণ আমার এক মাত্র দল আমি কেবল সেই বলের উপর নির্ভর করিয়া সাংসারিক যাবদীয় ক্লেশ এই ভরসায়সহ্য করিতেছি যে, তুমি সে দুঃখ আশুবা কাল বিলম্বে অবশ্যই বিমোচন করিবে। নাথ! এই আমার আশা, এই আমার ভরসা, এই আমার চিন্তা, এই আমার বিশ্বাস এবং এই আমার প্রার্থনা ইতি।

[ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।]

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু।
ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ।
৩০ শ্রাবণ ১৭৮০ শক।"

প্রেরিত পত্র

কবিকুলতিলক শ্রীল শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(উষানিরুদ্ধ নাটক)

[গত সোমবারের শেষ]

(মদ)—সজনি! ওঠ ওঠ এমন হলে কেন, তোমাকে এরূপ দেখে যে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে, একবার উঠে তেম্‌নি করে আমাদের সঙ্গে কথা কও, ওলো চিত্রলেখা, কি হবে! কাকেও কি ডাক্‌ব, কোন উপায় যে দেখিনে।

(চিত্র)—মদলেখা স্থির হও, সজনী কিঞ্চিৎ উপশম হয়েছেন, তুমি একটু বাতাস কর [পাখা প্রদান] আমি একটু ভালকরে ডাকি, প্রিয় সখি! আমারদিগে একবার চেয়ে দেখদেখি? কেন এমন করে ঢুলে পড়্‌লে, এইত দিব্বি আমাদের সঙ্গে কথা কইতেছিলে, [উষার নয়ন উন্মিলন] এই যে চেয়েছেন।—সজনি! বল্‌দেখি তোমার প্রাণের ভিতর কেমন কচ্চে।

(উষা)—সখি একটু স্থির হও বল্‌চি, [নিশ্বাস ফেলিয়া] হা, বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছিল! মহারত্ন হাতে এনে দিয়ে তায় হরে নিলে, শেষে প্রাণ নিয়েও টানাটানি।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

ওলো প্রাণসই দুখ কিকব তোমায়।
প্রাণেশ বিরহে বুঝি প্রাণ বাহিরায়॥
যে অবধি তার সনে, দেখা হইল স্বপনে,
সে অবধি মনে মনে, সদা দেখি তাঁয়।
মনে সাধ করি সখি, এইবার ধরেরাখি,
অমনি সে প্রেমপাখি, কোথা উড়ে যায়॥

(চিত্র)—এত ভাব্‌নাই কি? দেখ যামিনী বিভাতা প্রায়, এখন এর উপায় কি স্থির কর্‌ব! সকাল সকাল স্নান ভোজন কর, তারপর স্থির হয়ে বসে পরামর্শ কর্‌ব।

(উষা)—সখি! ততক্ষণ জীবিত থাক্‌লেত পরামর্শ কর্‌বে।

(মদ)—একেবারেই এত উতলা হলে কি হবে বল? সে ব্যক্তি কে? এখনো স্থিরকত্তে পারা যায়নি, এরাত্রেই কেমন করে তাঁরে আনা যায়।

(চিত্র)—[নেপথ্যদৃষ্টি করিয়া] এই যে রাত প্রভাত হোল, চন্দ্র প্রায় অস্ত গেলেন, আকাশে সুখ্‌তারা উঠেছে, পাখি সব গান কচ্চে, খিড়্‌কির বাগানে ফুল ফুটেচে মন্দ মন্দ বাতাসে তার গন্ধ আস্‌চে, পুর্ব্বদিগ ক্রমে ক্রমে আলো হয়ে এল।

(নেপথ্যে।) [প্রভাসূচক গান।]

রাগিণী ললিত। তাল আড়াঠেকা।

এই যে প্রভাত হল, সুখময় বিভাবরী।
অস্তাচলে গেল শশী, কুমুদিনী পরিহরি॥
যুবক যুবতিগণ, ঘুমে ছিল অচেতন,
প্রমাদ গণিছে তারা, সহসা প্রভাত হেরি॥

(মদ)—ঐ শোন গায়কগণ প্রভাতসূচক গান গাচ্চে।

(চিত্র)—সজনি, প্রভাত হোল এখন ওঠ, আজ চল প্রমদ কাননের মহাদেবকে পূজা করে আসি, সেখানে বনের শোভা দেখেও এখন অনেক সময় কেটে যাবে।

(উষা)—তবে চল আর শুয়ে থাক্‌লে কি হবে [উঠিতেং] আঃ শরীরের সামর্থ কি একেবারে গেল? [যাইতেং] সখি! সেই খানেই কি প্রাণনাথকে আন্‌বার উপায় কর্‌বে।

(মদ)—মহাদেব আপ্‌নিই তার উপায় কর্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক শেষ।

শ্রীমণিমোহন সরকার।
সাং দর্জিপাড়া।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদপ্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার বাদে প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ

উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নন্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভাসংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসদং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২৪ সংখ্যা] শুক্রবার ২৫ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব উকীল অথচ বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান সদর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মল্লিক বর্দ্ধমান প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত জেম্‌স হেনিরি ইয়ং সাহেবের আদেশানুসারে তৎ প্রণীত রিবিনিউ হ্যাণ্ডবুক নামক ভারতবর্ষীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত ইংরাজী ভাষার আইন পুস্তক সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ২০০ শত পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকার করিয়াছেন, এই পুস্তক সরকারি কর্ম্মচারি ও ভূম্যধিকারী ও উকীল মোক্তার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ি লোকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৲ টাকা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৷৷ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা শোভাজারের নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটস্থিত ১৭ নম্বর ভবনে অথবা বর্দ্ধমানের মুন্সেফী কাছারিতে উক্ত মুন্সেফ বাবুর নিকটে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত নিম্ন লিখিত বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

যথা।

১। কলিকাতার কর আদায়ের বিষয়।

২। ভূমি জরীপ ও নক্সা এবং থাকবস্তর বিষয়।

৩। দলীল রেজিষ্টরী করণের বিষয়।

৪। বাঁধের বিষয়।

৫। আবকারী বিষয়।

৬। ষ্টাম্পের বিষয়।

৭। আফিমের বিষয়।

৮। লবণের বিষয়।

৯। পেন্সন দেওনের বিষয়।

১০। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের ছুটীর বিষয়।

১১। জায়গিরের বিষয়।

১২। সেনাদিগের রসদ দেওনের বিষয়।

১৩। লোকেল এজেণ্টের বিষয়।

১৪।১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের মতে তথা অন্য আইন অনুসারে সাক্ষ্য দেওনের বিষয়।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲

প্রবোধ প্রভাকর ....১৲

শুকেতিহাস ....।৷০

সুধীরঞ্জন ....১৲

বত্রিশ সিংহাসন ....১৲

রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ....১।০

স্বপ্নদর্শন ৵০

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম

কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

২৫ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি বিজ্ঞাপ্য।

আমারদিগের যন্ত্রালয়ে নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার পত্র সকল আসিয়া থাকে, আমরা সেই সকল পত্রসমগ্ররূপে বিবেচনা করিতে এমন কি কখনো কখনো আহারাদি করিতেও সময় প্রাপ্ত হইনা, বিদেশীয় পত্রপ্রেরকেরা যে সকল সমাচারাদি লিখিয়া থাকেন,ব্যক্তি বিশেষের উপরে কটাক্ষব্যতীত সাধারণ সংবাদাদি হইলে কার্য্যেই তাঁহারদিগের কথা প্রমাণ করিতে হয়, সেই প্রমাণের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত কোনো কোনো বিষয়ে মধ্যে মধ্যে কোনো কোনো ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকদিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া থাকি এজন্য বিদেশীয় পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগকে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, ভাবীকালে তাঁহারা যেন আর সামান্যপক্ষে কথায় কথায় বিশ্বাস করত কোনোপ্রকার গুরুতর বিষয়ে ব্রাণ্ডনিষ্পত্তি করিবেননা, তাহা হইলেপর আমরাও উত্তেজিত হইবনা, এবং তাঁহারদিগকেও এপ্রকার আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিতে হইবেকনা, অতএব পত্রপ্রেরকগণও সর্ব্বদা যৎসামান্য যৎসামান্য বিষয় সকল লিখিয়া অনর্থক ক্লেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পত্রাদি এজন্য মধ্যে মধ্যে পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হইয়া থাকি অনর্থক পত্রাদি প্রকাশ করি না বলিয়া কোনো কোনো পত্রপ্রেরক কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহারদিগের ক্ষোভ নিবারণ জন্য এই মাত্র সৎপরামর্শ প্রদান করি, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ হিতকর বিষয় সকল লিখিয়া পাঠাইবেন আমরাও অতি সমাদর পূর্ব্বক সেই সকল পত্র প্রকটন করিব,পরন্তু কাব্য প্রিয় ছাত্রেরা নানা বিষয় সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া প্রেরণ করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের পত্রাদি সত্বর প্রকাশ পায়না বলিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করেন, আমরাও তাঁহারদিগের আক্ষেপ জন্য আক্ষেপ, করি কেননা, আমারদিগের পত্রের কলেবর অতি ক্ষুদ্র, অনেক মহোদয় স্নেহ পূর্ব্বক পত্রপ্রেরণ করেন, পর পর পত্রাদি মুদ্রাকরণে কার্য্যেই বিলম্ব হয়, অতএব তাঁহারা আমারদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন না, তাঁহারদিগের পত্রাদি সময় ক্রমে প্রকটিত হইবেই হইবে। সুতরাং পত্র প্রেরক মহোদয়েরা আমারদিগের প্রতিজ্ঞাকে তাঁহারদিগের আপনারদিগের প্রতিজ্ঞাই বিবেচনা করিয়া স্বভাবস্থ হইবেন।

আমরা উড়া ভাষা শুনিয়া অখণ্ড আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে,প্রেসিডেন্সি কালেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এ প্রস্তাবের বিশেষ তদন্ত আগামিতে অবগত হইয়া স্বাভিপ্রেত ক্ষেদ প্রকাশ করিব।

নেপালস্থ বন্ধুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

"সসম্মান নিবেদনমিদং।

সম্পাদক মহাশয়! টোঙ্গোর বাবাজীদের জ্বালায় আর বাঁচিনা। টোঙ্গোরদের মধ্যে একটি রহস্য আছে, অর্থাৎ "নও শও চুহা খায় কে বিল্লি চলিঁ হজ" অস্যার্থ (নয় শত ইন্দুর ভক্ষণ করিয়া বিড়ালতপস্বী তীর্থে চলিলেন) এক্ষণে টোঙ্গোর রা এই বাক্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আহা! "বৃদ্ধাবেশ্যা তপস্বিনী" হইলেই কি চলে, কদাচই চলেনা? তবে "ফলেন পরিচীয়তে" নচেৎ অসময়ে সকলেই ভদ্র এবং অনুগত হয়। যাহাহউক, বাগাড়ম্বর পরিহার পুরসর মন্তব্য বক্তব্য।

সম্প্রতি "বেঙ্গাল হরকরা" ইংরাজীপত্রে দেখিলাম যে দিল্লীস্থ কোনো পেন্সন ভোগী একটি টোঙ্গোর আপন পেন্সন রক্ষার্থ "বক ধার্ম্মিক এবং বিড়াল তপস্বী"বরংআপন জাতির যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদ প্রচারকরত অবশেষ হিন্দুবর্গের অধঃস্থলেও পক্ষ বিশিষ্ট পিপীলিকা বৎ কুটুস করিয়া কামড়াইয়াছেন, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের পরমহিতৈষী হইয়া হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিকে কদাচ কোনো রাজকার্য্য (কি সৈনিক কি রাজসিক) প্রদান করিতে এককালীন নিষেধ করিয়াছেন, এবং কদাচ ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ব্রিটিস ভক্ত হইবেকনা বলিয়া নানাপ্রকার মাথা মুণ্ড প্রমাণ প্রয়োগও করিয়াছেন। ফলে আমি সে সকল পাগলামী কিম্বা প্রলাপ বাক্য সমূহ পত্রস্থ করিতে ইচ্ছুক নহি।

এক্ষণে আমার উক্ত পরম ধার্ম্মিক টোঙ্গোর ভায়াকে এই জিজ্ঞাস্য, তিনি এতদিন কেন নিদ্রিত ছিলেন? পূর্ব্বেই কেন এ সদুপদেশগুলীন দেন নাই? যাহাহউক, টোঙ্গোরদের খুরে দণ্ডবৎ। ইহারদের অসাধ্য কোনো কর্ম্ম নাই. এক্ষণে আর কিছুতে কিছু না করিতে পারিয়া ব্রিটিস ভক্ত হইয়া অনুরক্ততা প্রকাশ করিতেছেন, ফলে এ রকম "ছেলে ভুলান" আর চলিবেকনা। গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ চিনিয়াছেন, তাঁহার সৌজন্যের আর প্রয়োজন নাই?।

সম্পাদকবর! টোঙ্গোর ভায়াদের ক্রূরতা জগদ্ব্যাপক, অতএব তদ্বিবরণ বাহুল্য দেখুন এখনও স্বভাব গুণ পরিত্যাগ করিতে পারে না? অর্থাৎ অগ্রে ব্রিটিস শত্রুতা বিলক্ষণরূপ করিয়া এবং কুকর্ম্মের হদ্দমুদ্দ সকল শেষ করিয়া যখন কিছুতেই প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিস জাতির কিছুই করিতে পারিলনা, তখন হিন্দুর পোঁদে লাগিয়াছে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুরদের কিছুই অনিষ্ট হইতে পারিবেক না, কেননা "ধর্ম্মস্যসূক্ষ্মাগতিঃ" এবং এই বিদ্রোহিতায় রাজপুরুষবর্গ হিন্দু মোসলমান মধ্যে কোন্ জাতি রাজভক্ত এবং ভদ্র তাহা বিশেষ অবগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রভু-ভক্ততাতে আর কেহ ভুলিবেক না।

যদি কেহ কেহ বিতর্কী হইয়া বলেন যে না? এটোঙ্গোরটি অন্যান্য টোঙ্গোরবৎ বিদ্বেষী নহেন, ইনি নিরপেক্ষ, দেখ? আপনার জাতিরও দোষ লিখিয়াছেন, অতএব এ ব্যক্তি ভদ্রবটে, এবং ভালমন্দ সকল জাতিতেই হয়, কিন্তু আমি কদাচ এ কথায় ভুলিনা, কেননা"তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ের নাই ইষ্টি" তবে যে ইনি স্বজাতির দোষালেখ করিয়াছেন, ইহা কেবল ছলনামাত্র, যাহাতে শাদা মানুষ সকল ইহার ভদ্রতায় মোহিত হইয়া ইহাকে নিরপেক্ষ জ্ঞান করেন, বাস্তবিক টোঙ্গোর বাবাজী কেবল হিন্দুর অপকারার্থই স্বজাতীয় গ্লানি করিয়াছেন, কেননা একটি গল্প আছে যে. জনেকক্রূর নগরীয় মনুষ্যের অনিষ্টকরণ জন্য নিজে বন প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্রের অদনস্থ হন, অতএব ক্রূর স্বভাবির চরিত্র বোঝা ভার। ইহাতেও যদি কেহ আপত্তি করেন, যে না, স্বজাতির কেহ গ্লানি করেনা, এবং স্বদেশের কেহ মন্দ করেনা, কিন্তু আমি বলি, টোঙ্গোরদের অসাধ্য কিছু নাই, ইহারা "নবাব" বা "পাদসা" ইত্যাদির প্রিয় পাত্র হইবার জন্য আপনাকে আপনিই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক "খানেজাদ" অর্থাৎ (দাসীর গর্ভস্থ এবং বাদসার ঔরসজাত) বলিয়া পত্রাদিতে এবং বাক্যেতে পুনঃপুন উল্লেখ করে, অতএব প্রিয়পাত্র হইবার জন্য যখন আপন মাতাকে অনায়াসে ব্যভিচারিণী বলিতে ইহারদের লজ্জা বোধ হয় না, তখন আপন ইষ্টসাধন জন্য অন্যান্য জাতি কুটুম্ব কিম্বা স্বজাতির যে গানি করিবেক, ইহার বিচিত্র কি? অতএব নেড়েরদের অসাধ্য কর্ম্মনাই।

হদ্দরে বাবা হদ্দ।'

প্রেরিত পত্র

নিকর করুণাকর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! এই কতিপয় পঁক্তি সংশোধনান্তে আপনকার দেশহিতৈষী প্রভান্বিত প্রভাকর পত্রিকাপার্শ্বে স্থানদানে এনব্য লেখকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

হে সম্পাদক মহাশয়! আমাদিগের এই কুমারখালির ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়টি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই যাহারপর নাই উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, বলিতে কি তাহার সন্তানগণের পাঠের সুশৃঙ্খলা দেখিয়াও লালিত্য কর্ণগোচর করিয়া কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, এবিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সমস্ত সাহায্যাধীন বিদ্যালয়ের একটি দৃষ্টান্ত স্থল। আহা, কি পরিতাপের বিষয়! এক্ষণে তাহার দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া অহরহ মহাত্মাগণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ এবং নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহাহউক, ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত পরে লিখিব আপাতত একটি দিনে ডাকাইতি বিষয় পাঠকবর্গের বিদিতার্থে নিম্নভাগে লিখিলাম।

আমাদিগের এস্থানে হরিনাথ কুণ্ডু নামক একজন অভিনব বুকসেলার (অর্থাৎ পুস্তক বিক্রেতা) হইয়াছেন, ইনি স্বয়ং ব্রাহ্ম এবং সতত কহিয়া থাকেন "একব্রহ্ম দ্বিতীয়নাস্তি" বোধ করি,ইহাঁর এ ব্রহ্মের অর্থ কেবল টাকা এবং পয়সাব্যতীত আর কিছুই কিছু নহে, এই আন্তরিক অভিপ্রায়। কি সর্ব্বনাশের ব্যাপার! আসলের দ্বিগুণ অতি অল্প বলিতে হইবেক, প্রায়শই ত্রিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন, একেতো বিদ্যালয়ের অত্যন্ত দুরবস্থা এসময়ে এপ্রকার অত্যা-

চারে অচিরাৎ বিদ্যালয় যে সমূলে বিনাশকে পাইবে তাহাতো আর সন্দেহ কি? যে মূল্যে অনায়াসে এক শ্রেণীস্থ চারি পাঁচজন ছাত্রের পুস্তকাদিক্রয় করা হইতে পারে তাহা দিয়া কুণ্ডু মহাশয়ের নিকট দুই জনের পুস্তকক্রয় করাই কঠিন হইয়া উঠে, ইহাতে যে হানি হইতেছে তাহা কত বলিব? যাহারা দরিদ্র চারি ভ্রাতা এক শ্রেণীতে পাঠ করে পুস্তকের অসম্ভাবিত মূল্য দৃষ্টে দুই জন ব্যতীত অন্য ভ্রাতাগণ পাঠের আশয়ে নৈরাশ হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতেছে। মহাশয়! ইনি আবার বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ "রক্ষক ভক্ষক" হইলে যে কি মঙ্গল তাহা অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন। হা, কি নির্দ্দয় পাষাণ হৃদয়! দিনহীন বালকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও দয়ার উদয় হয়না। যাহাহউক, দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ নিরুপায় "কাঙ্গালি বাঙ্গালির" বালকদিগের সুলভ নিমিত্ত এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছেন, তাদৃশ একজন "বুকএজেণ্ট" নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে এই সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তির হাত হইতে নিস্তার পাইয়া সুলভ মূল্য পুস্তকাদিক্রয় করত নিরুপায় বালকগণ অমূল্য বিদ্যাধনলাভের উপায় চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতে পারে।

লেখক শ্রীপ্রেমবল্লভ বাগছি।
মোং কুমারখালি সাং হাটখালি।

অশেষগুণাকর মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় চিরজীবিষু।

অস্মৎ লিখিত নিম্নস্থ কয়েক পঁক্তি সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার জগৎ মান্য প্রভাকর সম প্রভাকর পত্রের এক পার্শ্বে স্থানদানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

পরাৎপর পরম পিতা পরমেশ্বর বিশ্বনিয়ন্তা এই বিচিত্র প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করত ইহাতে যত প্রকার পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণি অপ্রাণি বস্তুজাতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানবমণ্ডলীকে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য শক্তি প্রদান করিয়া এই সংসারকে কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভার ভাণ্ডার করিয়াছেন, ইহাতে যে তাঁহার কিরূপ চমৎকার করুণা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বর্ণনা করিবারই বা সাধ্য কার?।

সেই অখিলেশ্বর মানব জাতির হৃদয়ধামে যত প্রকার বল প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বল বল বুদ্ধিবলই জীবের পক্ষে বিশেষ শিবের নিমিত্ত বলিতে হইবেক, যে হেতু মানবেরা বুদ্ধিদ্বারা হিতাহিত বিবেচনা করিয়া পরস্পর প্রণয়ভাবে থাকিয়া এই অবনীস্থ সমস্ত কার্য্য অতি সুচারুরূপে ধার্য্য পূর্ব্বক জীবন-যাপন করণে সক্ষম হইতেছেন, কত ব্যক্তি অপার পারাবারে পতিত হইয়া বুদ্ধি-বলে ও কৌশলে জীবন হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারগ হইতেছেন, কত ব্যক্তি বুদ্ধিবলে ভয়ানক হিংস্রজন্তুর করালগ্রাস হইতে নিস্তার পাইতেছেন, কত ব্যক্তি বুদ্ধি-বলে হঠাৎ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতেছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না, বুদ্ধিই যে জীবের প্রধান বল তাহা ব্যক্ত করিবার আর সন্দেহ কি? অতএব এই বুদ্ধির প্রেরয়িতা বা প্রেরক সেই জগন্নিধান জগন্নাথকেই কায়মনোবাক্যে ধ্যান করত ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সাং জোড়াসাঁকো।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

বিরহ।

পদ্য।

কি হবে উপায় সই, বলনা আমায়।
হৃদয় ভূষণ নাথ, রহিল কোথায়?॥
প্রাণনাথ বিনে বল, কে আছে সংসারে।
মনের বেদনা আর, কহিব কাহারে॥
দেখ সই প্রিয়তম, নাথের বিচার।
সে কথা কহিতে বুক বিদরে আমার॥
মনের বাসনা যত, সব হোলো নাশ।
প্রেমের হুতাশ শুধু, ঘন বহে শ্বাস॥
এত যে, বিষাদ বাদ, ছিল তার মনে।
অভাগী অবলা আমি, বুঝিব কেমনে॥
উহু মরি, মরি মরি, উপায় কি করি।
দারুণ বিচ্ছেদানলে বুঝি পুড়ে মরি॥
মনের আগুন তুলে কি হইবে আর।
রহিল মনের খেদ মনেতে আমার॥

মানেতে বাড়িবে মান, মনে ছিল সাধ।
হায়রে সে সাধে হোলো, বিষম বিষাদ॥
করিয়া দুর্জ্জয় মান, বাড়িল আতঙ্ক।
অনঙ্গ হানিছে বাণ, দাহিতেছে অঙ্গ॥
হায় হায় পোড়া মানে, ঘটাইল দায়।
যার মানে হই মানী, সে জন কোথায়॥
ফুলবাণে অপমান, কোরেছি যেমন।
বিরহ বিধানে তার, পোড়েছি এখন॥
পায়ে ধোরে কত সেই, সেধেছে আমারে।
তথাপি মুখের কথা, কহিনি তাহারে॥
কোরেছি যেমন কর্ম্ম, ফলিয়াছে ফল।
প্রেম সিন্ধু মন্থনে, উঠিল হলাহল॥
এখন বলগো সই, উপায় কি তার।
রহিল মনের খেদ, মনেতে আমার॥

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়।)

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মর্য্য

৺ সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ৺

৺ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নরপ্রভাকরঃ ৺

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যৎসংক্রাম মত্তভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

৺ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

৺ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২৫ সংখ্যা] শুক্রবার ২৬ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৹
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।৹
স্বপ্নদর্শন ..... ৵৹

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

২৬ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা গত দিবসীয় প্রভাকরে প্রেসিডেন্সিকালেজ উঠিয়া দিবার প্রস্তাব শুনিবামাত্র কিঞ্চিৎ আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক আগামিতে স্বাভিমত প্রকাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম অদ্য সেই প্রতিজ্ঞাতার মোচনজন্য লেখনীকে করশাখার অতিথিনী করিলাম।

আহা! ভারতবর্ষবাসি হিন্দু প্রজাগণ, তোমরা যে কি প্রকার দুরদৃষ্ট সহকারিতায় ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা ভাবিতে হইলে হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বে ইংরাজ রাজগণের শাসন-প্রণালীও প্রজাবৎসলতা দৃষ্টে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বিধাতা আমারদিগের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ব্রিটিস জাতিকে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিয়াছেন? কিন্তু অধুনাতন কার্য্যদৃষ্টি-বিশিষ্টতই বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের পূর্ব্বানুমান অমূলক হইয়াছে।—ওমা! কৌন্সেলের মেম্বর মহোদয়েরা গবর্ণমেণ্টকে নাকি অনুরোধ করিয়াছেন যে প্রেসিডেন্সি কালেজ উঠিয়া দিবেন?। তাহা হইলেই আমাদিগের দেশের জ্ঞানসাধন পক্ষে "গয়াগঙ্গাহরি" বিষম ব্যাঘাত সংঘটিত হইল। গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রজাদিগের ধনপ্রাণের রক্ষণাবেক্ষণ করণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এমনি এদেশের জ্ঞানবৃদ্ধি ও মানসভ্রমেরও রক্ষণা-বেক্ষণ করিবেন অন্যথা কি? কিন্তু কিজন্য যে, তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে এ প্রকার ছেমুয়া চাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরমেশ্বরই বলিতে পারেন, আর আমাদিগের দুরদৃষ্টই মেম্বর মহোদয়দিগের অন্তঃকরণে এইমত মন্দ প্রবৃত্তি-প্রদান করিতেছে। কারণ দুষ্টলোকেরা চক্রান্ত দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা উপস্থিত করিল, দুষ্টলোকদিগের দুষ্টমির প্রতিফলে আমাদিগের শিষ্ট সম্প্রদায়ের অনিষ্ট হইল।—শাস্ত্রে বলিয়াছে "খলঃকরোতিদুর্ব্বৃত্তিং নূনং ফলতি সাধুষু। দশাননোহরেৎসীতাং বন্ধনংস্যান্মহোদধেঃ" অর্থাৎ খলেরা দুর্ব্বৃত্ত কার্য্য করে, সাধুলোকদিগের প্রতি তাহার ধাক্কালাগে, যাদৃশ রাবণ সীতা হরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য সমুদ্র বন্ধনদশায় পতিত হইল, এই প্রকার দুরত্মা যবনেরা দুর্ব্বৃত্ত ব্যবহার দ্বারা কতক কতক সিপাহিদিগকে হস্তগত করত ভারতবর্ষে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করাতে আমরা কোনো দোষে জড়িত না হইয়াও দণ্ডভাগি হইতেছি সুনীতিদর্শি ব্রিটিস জাতিরা এমত অসদৃশ ব্যবহারের বশবর্ত্তি কেন হইলেন, তাহা জগদীশ্বরই জানেন, যাহা হউক, এইক্ষণে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদিগের ধন, প্রাণ, বিদ্যাবুদ্ধি, প্রভৃতির পরিদর্শিকা হইয়াছেন, তিনি ও তাঁহার সুধীবর মন্ত্রিবর্গেরা কদাপিও কৌন্সেলের মেম্বর মহোদয়দিগের বিষদৃষ্টিতে আমারদিগে দগ্ধ করাইবেন। তাঁহারা অবশ্যই হিতাহিত সকল বিষয় সুবিহিত বিবেচনা পূর্ব্বক প্রেসিডেন্সি কালেজের সংরক্ষণে সযত্ন হইবেন। আমরা যে প্রকার রাজভক্ত প্রজা তাহা প্রায় বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরি অগোচর নাই। অতএব রাজভক্ত প্রজাদিগের প্রতি রাজকোপ প্রকাশ পাইলে জগদীশ্বরের নিকট তাঁহারা দোষি হইবেন। অনুরক্ত ভক্তের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখাই যথার্থ রাজধর্ম্ম সুতরাং রাজমতেও আমারদিগকে যে সন্তানের ন্যায় রক্ষণা-বেক্ষণ করিবেন একথা বলা বাহুল্য।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

হঠাৎ কবি।

বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ বা ধর্ম্মগীত অতি বিরল। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত সুকবিও গীতশাস্ত্রবিশারদ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী নামে কোনো ব্যক্তি সম্প্রতি একখানি অভিনব ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে মানুষ বলিয়া সংসা কোনোপ্রকারেই প্রতীতি জন্মেনা, বোধ হয় কোনো উপদেবতা অলৌকিক কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা পূর্ব্বজন্মে ইনি জগদ্বিখ্যাত মহাকবি কালিদাস ছিলেন, স্নেহবশত জন্মভূমি ভুলিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার এই ভারতক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জন্মান্তরেও নাম পরিবর্ত্তিত হয়না বলিয়াই বুঝি সেই নাম রহিয়াছে, ফলত ইনি মহাকবি কালিদাসই হউন বা কোনো উপদেবতা অবতারই হউন আর যিনি হউন এখন কিছুদিন বাঁচ্‌লে বাঁচি।

অধুনা অস্মদ্দেশীয় অনেক সদ্বিদ্যাশালি মহোদয়েরা স্বদেশের উপকারসাধনের নিমিত্ত অভূতপূর্ব্ব নূতন নূতন পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করিতেছেন, এবং তন্নিবন্ধন আপন আপন নাম চিরস্মরণীয় করিতেছেন, তদ্দর্শনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর থাকিতে পারিলেননা, অমনি নিজগুণ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ময়ূর ও ছাতারপক্ষীর নৃত্যের কথা মনে করিলেননা। যাহাহউক, যথার্থ কথা বলিতে কি, অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারা একমাত্র প্রণালী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করেন, অর্থাৎ পদ্য লেখকেরা পদ্য লিখিবার প্রথা ও গদ্য লেখকেরা গদ্য লিখিবার প্রথা অনুসারে লিখিয়া থাকেন, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে সেটি হবার যো নাই, ইনি ধান্ ভান্‌তে শিবের গীত আনেন। ইহার পদ্য সমুদয় গদ্য ভাবাপন্ন কেবল শেষ অক্ষরের মিল আছে। নিম্নলিখিত কয়েকপঁক্তি পয়ার যেরূপ সুলোলিত মধুর ও বিশুদ্ধ পয়ার ভাবাপন্ন, উল্লিখিত কবির পয়ারও তদ্রূপ, কিছুমাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়না।

হঠাৎ কবি ছদ্মবেশে, মাছ তলায় ছিল বসি।
টুপ করিয়া পড়িল ফল, দৌড়িয়া লইল আসি॥
আসতে আসতে বাড়ী ফিরে গেল পাঁচকড়িকর।
গত কল্য রাত্রিতে তার, হইয়াছে বড় জ্বর॥
মুরশিদাবাদে ঘোড়া ক্ষেপেছে দৌড়িয়া বেড়ায়
মানুষ টানুষ দেখ্‌লে পরে হাকরে কামড়ায়॥
গ্রীষ্মকালে এমনতরে মাছী আর রৌদ্র বড় হয়,
রেতের বেলায় মশা কামড়ায় জ্বলে অতিশয়॥
মাল দহে আম বড় মিষ্টিখেতে বড় মজা।
ব'বুলোক সব খায় সেই আম ফেলে খাজা গজা॥
লালদিঘীর ধারে কত রকম ফুল গাছ আছে
চৌকিদারেরাপাহারাদেয় লোকে চুরিকরেপাছে
বর্ষাকালে দেখ হয় কড় মড় করিয়া ডাকে।
মানুষ সব দৌড় ঘরে পালায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥
কলসি ঘাড়ে করে যত ভারি জল আন্‌তে যায়
জল দেয় লোকের বাড়ী পয়সা তাতে পায়॥
উত্তর থেকে আস্‌ছে হাতি কাণ লোটা লোটা।
বৃহৎ আকার তার পা চারিটা যোটা॥

যে কয়েক পঁক্তি লিখিত হইল তাহার সহিত কালিদাস বাবুর পদ্যের সহিত সাদৃশ্য আছে কিনা পাঠক মহাশয়দিগের এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত তদ্রচিত পুস্তকের কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত হইল।

১৪ পৃষ্ঠা। ১৯ গীত।

"আশিয়া ও আফ্রিকাতে হাতি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।
সকল জন্তু অপেক্ষা তাহার প্রকাণ্ড কায়॥
হাতি নাহি দেয় দুগ্ধ মদে অতিশয় মুগ্ধ,
আস্ত বেল গিলে শেষে, বা'হরে খোলা
[ফেলায়।"

১৬ পৃষ্ঠা। ১৯ গীত।

"দেখ দেখ পশ্চিমেতে মেঘ উঠিল।
আরে মোলো বৃষ্টি পড়ে, এক ফোঁটা পড়িল ঘাড়ে, সদানন্দ কোথা গেল খোঁজ তাহারে।
ঘরে যাওয়া ভাল নহে তাহাকে ছেড়ে,
সদানন্দ জন্যে মন হিরানন্দ হোলো।"

৬ পৃষ্ঠা। ৯ ধর্ম্মগীত।

"যীশুখ্রীষ্ট নাম তরী আছে কেবল গেলে হয়।
তুফান দেখে ডরাইওনা, সে তুফানতো কিছু নয়, সে নৌকার কাণ্ডারী আছেন যীশুখ্রীষ্ট মহাশয়।"

তান্‌শান চক্রবর্ত্তী শুদ্ধ গৌরনয়
আবার গৌরহরি।

তিনি যদি কেবল ছন্দের মিল করিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলেই তাঁহার অন্ন খায়কে তাতে আবার অধিকাংশ গীতের মহড়া ও অন্তরার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ রাখিয়াছেন তাহা পাপমুখে কি বলিব; পাঠক মহাশয়েরা নিম্নলিখিত কয়েক পঁক্তি যেরূপ সুসম্বন্ধ ও অর্থযুক্ত দেখিতেছেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অধিকাংশ গীতই সেইরূপ।

পূর্ব্ব দিকে উদিত হইল দিনকর।
কাঁকের ভাঙ্গিল ঠোঁট কাঁদে পিকবর॥
কাঁদেরে কলঙ্কীচাঁদ মৃগ করি কোলে।
বানরের ছানাগুলি ডাল থোরে ঝোলে
কাঞ্চিপুরে ছিল রাজা নরসিংহ রায়।
ওলাবিবি দোলা যানে আসিবে ত্বরায়
গগনে উদিত দেখ তারাপতি ঐ।
নদীতটে শাদা বক গিলিলেক মই॥
ঘেঁটু দেবী পাগড়িবেঁধে দিল দরশন।
বেউলা বিধবা হোলো ত্যজিল ভূষণ॥
কপোত শাবক যত করিতেছে চিঁচিঁ।
চুলছাটবোপরামানিক আনগেহে কাঁচি
ঝিঁঝিপোকা রাত্রিকালে করে ঝি ঝি ঝি
জলখাবার শীঘ্র করে আন ওরে ঝি॥
বাবু ভাই যায় সব হাতে করে ছড়ি।
কলম কাটিয়া লই দেনা ভাই ছুরি॥
ইন্দ্রজিত হল হত লক্ষ্মণের শরে।
আল্ বহে যান কৃষ্ণ ছড়িহাতে করে॥
হুকার গলগণ্ড হোল তামাকের বিষে।
আমানি খেতে দাঁত ভাংলো গাইদুইব
[কিসে॥

এস্থলেও কালি বাবুর পুস্তকের কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত হইল, পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টিপাত করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

২ পৃষ্ঠা। ৩ ধর্ম্মগীত।

"ভজ ওরে মূঢ়মন ভবকাণ্ডারী।
ত্যজি পাপ হলাহল, পরমার্থ ধর্ম্ম বল,
লহ জীবন সম্বল, হৃদয়ে করি॥
তরিতে পাপসাগর, ভাবযীশু কর্ণধার,
যদি হয়ে যাবে পার, সে স্বর্গপুরি।"

এই গীতে পাপসাগর স্বরূপ এবং যীশুখ্রীষ্ট কর্ণধারস্বরূপ করি-

বার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে তবে যে মাঝখানে পাপকে হলাহল স্বরূপ কি নিমিত্ত করিলেন তাহা তিনিই জানেন।

১৪ পৃষ্ঠা। ১৯ গীত।

"হাতিধরা বড় ভারি, বর্ণিতে নাহিক পারি, দাঁত করিতে বিক্কিরি, করে লোকে ব্যবসায়।"

এই গীতে হাতি ধরার সহিত দাঁত বিক্কিরির কি সম্বন্ধ আছে তাহা খোদাকা মালুম।

ফলত ঐ পুস্তকের অধিকাংশ গীতই অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র।

বর্ষাকালে ভেকমণ্ডলী কর্কশ কলবর করিলে যেরূপ সুকণ্ঠ কোকিল পক্ষির সুমধুর কণ্ঠধ্বনি আর শ্রবণগোচর হয়না অর্থাৎ ভেক সকল গায়ক হইল বলিয়া কোকিল যেরূপ মৌনাবলম্বন করে, বোধ করি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়াতে অধুনাতন গ্রন্থকারেরা পুস্তক রচনা বিষয়ে বিরত হইবেন।

কবিত্বশক্তি একান্ত দৈবশক্তি উহা বিদ্যাধ্যয়নের ফল নহে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন, যদিও ইনি কখন লেখাপড়া বা কবিতা রচনা বিষয়ে পরিশ্রম করেন নাই, কিন্তু দৈবশক্তির মহিম-গুণে রাতারাতি কবি হইয়া পড়িলেন, এখন কালী হাড় কালী করিলেন, কথায় বলে "শূন্য গোয়াল ভাল, তবু দুষ্টগোরু ভাল নয়।"

হা জগদীশ্বর! আমরা বিনীত ভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন এরূপ কবি আমাদের দেশে আর অবতীর্ণ না হয়েন।

কস্যচিৎ স্পষ্টবক্তারস্য।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

বিরহ।

গত বারের শেষ।

পদ্য।

×দেখলো দেখলো সই, কি হোলো আমায়।
প্রাণ নিয়ে টানা টানি, হায় হায় হায়॥
না বুঝে করিয়া প্রেম, হোলো একি দায়।
প্রণয় পীযুষ হোলো, গরল আমায়॥
বসন ভূষণ সখি, ফেলে দেও দূরে।
সম্ভোগের কিছুতেই, আশানাহি পুরে॥
কিছার মিছার এই, বসন ভূষণ।
নারীর ভূষণ মাত্র, রসিকরঞ্জন॥
×হায় হায় সেই নাথ, রহিল কোথায়।
সে জন বিহনে স্মর, বিপদ ঘটায়॥
ওরে রে নিদয় স্মর, পেয়ে অনাথিনী।
হানিতেছ পঞ্চশর, দিবসযামিনী॥
×আমার কপাল পোড়া, কি দোষ তোমার।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

×প্রেমের এগতি যদি, জানিতাম আগে।
তবে কিলো মত্ত হই, প্রেম অনুরাগে॥
জানিতাম মনে মনে, পতি মনোমত।
বিরহ যাতনা নাহি, হব অবগত॥
বিপরীত ফলতার, ফলেছে এখন।
শাসিছে অনঙ্গরাজ, ভাসিছে নয়ন॥
দেখ দেখ দেখ সখি, যাহার কারণ।
সতত এপ্রাণ মন, করিছে রোদন॥
তাহার এরূপ মন, হোলে একবার।
তবে কি এরূপ দশা, হয়-লো আমার॥
কে কোথা দেখেছে হেন, ভুবন ভিতর।
যাঁরে সঁপি প্রাণমন, সেই হয় পর॥
হায় হায় এই দেখ, কব কারে আর।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

আগেকার ভাব সই, করলো স্মরণ।
হয়েছিল সে রমণ, সুজন কেমন॥
তিলেক বিচ্ছেদ হোলে, হারাইয়া জ্ঞান।
ছুটিয়া আসিত ধে'রে, সোহাগের তান॥
বলে কোথা রহিলেরে, প্রিয়সী আমার।
তোমা বিনে হেরি আমি, জগৎ আঁধার॥
অমনি দর্শন পেয়ে, সোহাগে গ'লিয়া।
আদরে লইতে কোলে, ভাবেতে চলিয়া॥
দেখিলে মুখের ঘাম, ফেটে যেতো বুক।
কোচার কাপড় খুলে, মুছাইত মুখ॥
হায় হায় সে সকল, মনে হোলে পরে।
রাখিতে এছার প্রাণ, ধৈর্য্য নাহি ধরে॥
বিধাতার বিড়ম্বন', কি করিব আর।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

×হায় হায় একিদায়, হোলো প্রাণসই।
আমার আমাতে যেন, আমি আর নই॥
হইয়াছে পোড়ামন, মাতাল বারণ।
কিছুতেই কভুআর, নাশুনে বারণ॥
ওরে-রে অবোধ মন, কিকব তোমার।
আমার হইয়া তুমি, মজালে আমায়॥
তুমি যদি দেও মন, এরূপ যাতনা।
কেমনে বাঁচিব তবে, বলনা বলনা॥
কেমনে বা দোষ সই, দিই বিধাতার।
হয়েছে ঘরের ঢেকি, কুমীর আমার॥
স্বজন হোয়েছে অরি, রক্ষানাহি আর।
এখনি স্বহস্তে প্রাণ, করিবে সংহার॥
কার কাছে মিছেআর, করি হাহাকার।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

আরতো বাঁচিনে আমি, ওলো সহচরি।
বল বল বল তবে; কিসে প্রাণধরি॥
বলহ উপায় মোরে, কি করি এখন।
বিফলে হইল গত, সুখের যৌবন॥
যৌবন আমার সখি, হাতধরা নয়।
কালের অধীন সেই, কালে হবে লয়॥
কেনরে যৌবন তুমি, হইলে উদয়।
কেন তবে পুনরায়, হও তুমি লয়॥
থাকরে আমার বশে, ধরিতোর পায়।
প্রবাসে প্রাণেশ আছে, রহ প্রতীক্ষায়॥
তোমারে কিকব তুমি, কালের অধীন।
কালক্রমে এই দেহ, পুনহবে লীন॥
হায়-রে তৃণের গ্রাস, হইল সংহার।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়।)

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press*.

"আপ্‌ভালা-তো জগৎভালা" হরি বাবু ধনি,যাহা করেন তাহাই শোভা পায়, এজন্য অনেকগুলীন বৈদ্য বিচার না করিয়া তাঁহারি ভাবে গদগদ হইয়া পক্ষপাত পূর্ব্বক আমারদিগের বিরুদ্ধে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেছেন, করুন, কিন্তু আমরা "বেড়ু বাশ" ঝাড়টি মস্ত, অনেককে ছেদন না করিতে পারিলে নষ্ট করিতে পারিবেননা, এবং নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে অগ্রেই আপনার অঙ্গে আঘাত করিতে হইবে। হরি বাবু ধনি, আমরা দুঃখি, তাঁহার ধন আছে, আমাদের মন আছে ও লেখনী আছে, ইহাতেই সত্য, ধর্ম্ম, এবং স্বজাতি,এই তিনকে আশ্রয় করিয়াই জয়ী হইব, অর্থের আবশ্যক হয়, সর্ব্বসাধারণ বন্ধু ও সহায়গণ আছেন, রোদন করিলে এবং ভিক্ষা করিলে তাঁহারাই আনুকূল্য করিবেন।

হরি বাবু এবং তাঁহার অনুবল মহাশয়েরা এই বিষয়টিকে এইক্ষণে অতি বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, সুতরাং আমাদিগেরও আত্মরক্ষা করিতে হইবে, সংবাদপত্রে সকল শেষ হইতে পারেন', এজন্য পুস্তক প্রকাশ করিতেই হইল, হরি বাবুর সভা, তৎসংক্রান্ত অভিযোগ-পত্রাদি ও আর আর ব্যাপার এবং কি কর্ত্তব্য,কি অকর্ত্তব্য, কি পুণ্য, কি পাপ,কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,কে পবিত্র, কে অপবিত্র, কে দণ্ডপাত্র, কে দণ্ডদাতা, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন কাজেই করিতে হইল, হে বৈদ্য মহাশয়েরা! আপনারা অতি অল্প দিন অপেক্ষা করুন, আমারদিগের প্রণীত পুস্তক প্রকটন হইলেই সমুদয় দৃষ্টি করত কৃপাকটাক্ষে সুবিচার করিবেন।

আমরা নিতান্তই মনের দুঃখে অদ্য এত বাহুল্য লিখিলাম, ইহাতে যদি কোনো দোষ হইয়াথাকে তবে মহাশয়েরা অনুকম্পা পুরঃসর সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। বরং প্রাণ-পরিত্যাগ করা ভাল, বরং বনবাস করা ভাল, বরং মূক হওয়া ভাল, তথাচ অন্যায় অভিযোগ ও অপমান সহ্য করিয়া কুকুরের ন্যায় স্বজাতির অহঙ্কারের অন্ন খাওয়া ভাল নহে।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

বিরহ।

গতবারের শেষ।

পদ্য।

×প্রবল বিচ্ছেদানল, কিকরি এখন।
শীতল না হবে কভু, বিনে প্রাণ ধন॥
মনে করি যাব সই, যথা প্রাণপতি।
এ পোড়া নিতম্ব তাহে রোধ করে গতি॥
ওরে রে-নিদয় পদ্য ধরি তোর পায়।
চলচল দ্রুতগতি প্রাণেশ যথায়॥
সবিনয়ে কহি, আঁখি করুণা করিয়া।
অভাগিরে লোয়ে চল পথ দেখাইয়া॥
জান যদি তথা গেলে, যুড়াবে জীবন।
তোমরা বিরূপ তবে হও কি কারণ?॥
এমন আশ্চর্য্য কভু, না দেখি ধরায়।
আমার হইয়া সব, মজালে আমায়॥
হায় হায় এ যাতনা কব কারে আর।
রহিল মনের খেদ, মনেতে আমার॥

ওহে নাথ কোথা তুমি, রহিলে এখন।
দাসীর দুর্গতি আসি, কর দরশন॥
বলিতে বলিতে ধনী, ধরণী লুটায়।
সখিগণ কোলে করি, চামর ঢুলায়॥
স্বপ্ন যোগে দেখে যেন, হৃদয় রতন।
আদরে অধীরে করে, চুম্ব আলিঙ্গন॥
অমনি চেতনা পেয়ে, চপলার প্রায়।
বাহু পসারিয়া নাথে, ধরিবারে ধায়॥
প্রবাসে রয়েছে পতি, তবু নাহি জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে, সাবাসি ফুলবাণ॥
বাহিরে আসিয়ে ধনী, দেখে শশধরে।
সমুদিত পূর্ব্বদিকে, সহাস্য অন্তরে॥
পতি অন্বেষণে ধনী, সেইদিকে ধায়।
তথাপি নাহিক জ্ঞান, কতদূর যায়॥
তখন কলঙ্ক হেরি, হইল স্মরণ।
এ যে পূর্ণ সুধাকর, নহে প্রাণধন॥
×বিফল হইয়া শেষে, করে হাহাকার।
উথলিল চতুর্গুণ, দুঃখ পারাবার॥
মৌন হোয়ে রহে ধনী, পড়ে অশ্রুধার।
সখিরে স্বান্তনা করে, বিবিধ প্রকার॥
ধনী বলে সে জ্বালা কি, ঘুচিবেলো আর।
রহিল মনের খেদ, মনেতে আমার॥

×পুরাণে প্রমাণ আছে, শুনি সর্ব্বক্ষণ।
চিরকাল প্রেমে আছে, বিচ্ছেদ মিলন॥
আমার কপালে সই, তাহা হোলো কই।
তবে কি বিষাদনীরে, সদা ডুবে রই॥
ঢেলেছি ধূলায় অঙ্গ, ত্যজেছি সকল।
ভেসেছি বিষাদ-নীরে, হোয়েছি চপল॥
বিধাতা নষ্টের গোড়া, ভাবিলে কি হবে।
এমন কপাল সই, কে দেখেছে কবে॥
উহু উহু মরি মরি, কি হবে উপায়।
বলহ উপায় সখি, ধরি তোর পায়॥
জ্বর জ্বর কলেবর, অতন্তুর শরে।
নীরদ নয়নে নীর, নিরন্তর ঝরে॥
হায় হায় এ যাতনা, কব কারে আর।
রহিল মনের খেদ, মনেতে আমার॥

চিরবাধিত ছাত্র।
শ্রীমতিলাল বসু।
সাং মহেশ্বরপুর।
জিলা বারাসত পরগণে
আনওর পুর।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press*.

লেন। কি চমৎকার! কি আশ্চ-
। যদি কেহ কহেন "হরি বাবু
া কহিতেছেন, আমরা তাহা
ন না করি" উত্তর হরি বাবুর
ায় যদি আমরা বিনা দোষে
ষ স্বীকার করি তবে আমার-
গর অনুগ্রাহক সহস্র সহস্র
াকে এবং হরি বাবুকেও দোষি
। হয়, কেননা হরি বাবুও তাঁহার-
র সঙ্গে ভোজনাদি করিতেছেন।
াহউক, হরি বাবু যদি বলেন,
াতীকি দাঁত, মরদ্ কি বাত"
হা হইলে অগ্রে গোবিন্দ বাবু
ভূতিকে পরিত্যাগ করুন, তবে
তিজ্ঞা ও পুরুষার্থ রক্ষা পায়।
চৎ "তোর বড় ছেলেটিকে পারি-
, তোর ছোটো ছেলেটির ঘাড়
ঙি" এরূপ করিলে কি হইবে?
বল দুঃখির উপরেই যত আক্রো-
।—এই স্থলে আমরা আন্তরিক-
াবে বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন তথা
াধবচন্দ্র সেন বাবাজীকে আশী-
দ পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, পরমেশ্ব-
াচ্ছায় তাঁহারদিগের সর্ব্বাভিলাষ
র্ণ হউক এবং অপর সকল অনু-
হক বৈদ্য মহাশয়দিগের নিকট
াত্রভেদে প্রণাম, নমস্কার এবং
নয় ও আশীর্ব্বাদ সহকারে আ-
রিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পরন্তু হরি বাবুর সর্ব্বপ্রকারেই
ঙ্গল হউক, তিনি এই অনর্থক
কল্যাণকর রাগভাগ পরিত্যাগ
র্ব্বক এবিষয়ে পূর্ব্ববৎ মন্তত্ব ও
ভাব রক্ষা করিয়া প্রশংসা-প্রদীপ
প্রদীপ্ত করুন।

"শূদ্র-সমাজভোজি-পতিত, ইহা-
রদিগের ত্যাজ্য করা হইয়াছে, কেহ
ইহারদের সহিত আহার ব্যবহার
করিবেননা, ইহারদের সহিত যাঁহারা
আহার ব্যবহার করিবেন, তাঁহারাও
পতিত ও ত্যাজ্য হইবেন ইত্যাদি।"

হরিমোহন বাবুর এতদ্রূপ পত্র
খানি যে বৈদ্য মহাশয় পাঠ করি-
বেন, তিনি হাস্য করিবেন, কি রো-
দন করিবেন, অন্তরে কিরূপ ভাবের
ভাবি বইবেন,এবং প্রকাশ্যেই বা কি-
রূপভাব ধারণ করিবেন, তাহা আ-
মরা স্থির করিতে পারিলামনা। আ-
মরা যেরূপে প্রীতিভোজন করিয়াছি,
তাহাতে দোষসম্বন্ধ গন্ধমাত্রই নাই।
ধার্ম্মিকবর মহামান্য সুবিখ্যাত ধন-
রাশি সত্যপ্রিয় শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বর
দত্ত,বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত তথা বাবু আ-
নন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়দিগের স্বাক্ষ-
রিত পত্র দ্বারাই তাহার প্রমাণ হই-
য়াছে, সেই পত্রখানি ১২৬৩ সালের
২৪ ফাল্গুন শনিবারের প্রভাকরে
প্রকাশ হইয়াছে। অনেকেই তা-
হাতে নয়নাম্বুপাত করিয়াছেন, যাঁ-
হারা করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ
পূর্ব্বক ঐ দিবসীয় প্রভাকরে সেই
বিষয়টি একবার দৃষ্টি করিবেন,
তাহা হইলেই অনায়াসে জানিতে
পারিবেন, হরি বাবুর দল মিথ্যা
অভিযোগ দ্বারা অন্যায় কলহ ক-
রিয়া কেবল গৃহবিচ্ছেদ আত্মবি-
চ্ছেদ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পিতৃবিচ্ছেদ,
জ্ঞাতিবিচ্ছেদ, ও কুটুম্ববিচ্ছেদ করি-
তেছেন কি না! ঐ সময়ে আমরা
পুস্তকে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া
উভয়পক্ষের দোষাদোষের বিচার
শেষ করিতে এবং যেখানে অপমা-
নের পরিশোধ পাওয়া যায় সেই
স্থানে গমন করিতে বিশিষ্টরূপেই
উদ্যত ছিলাম, আমারদিগের পর-
মাত্মীয় হিতকারি যথার্থ প্রাণের
বন্ধু অথচ জ্ঞাতি কুটুম্ব তিন ব্যক্তির
বিশেষ অনুরোধে তাহাতে ক্ষান্ত
হইলাম, লেখনী পরিত্যাগ করি-
লাম, তাঁহারাই মীমাংসা করণের
ভার লইয়া আপনারাই আমারদের
সকলেরি কয়েকটি ক্রিয়া সুসম্পন্ন
করিলেন, তখন বিপক্ষ-পক্ষেরা
কোনো কথাই কহিতে পারিলেননা,
ইহাতে ভাবিলাম সমুদয় শেষ হইয়া
গেল। হরি বাবু যে, মনে মনে "নেই-
ছোড়েঙ্গা, হাড়্তোড়েঙ্গা" এতদ্রূপ
সংকল্প করত কোন্দলকে "ধামা-
চাপা" দিয়া রাখিবেন, তাহা স্বপ্নেও
জানিতে পারিনাই। আমারদের যে-
মন মন সেইরূপ করিয়াছি, বাবুর
যেমন মন সেইরূপ করিতেছেন, কিন্তু
ভবিষ্যতে কি হইবে, কোথাকার জল
কোথায় মরিবে, যিনি এরূপ বিবে-
চনা পূর্ব্বক কার্য্য করেন, তাঁহাকেই
বুদ্ধিমান বলি, কেননা তাঁহার কার্য্য
পরিহাস ও পরিতাপের স্থল হয়না।
যে ব্যক্তি ছোটো হইয়া বড় হয়, সে
ব্যক্তি আর কখনই ছোটো হয়না,
এবং যে ব্যক্তি বড় হইয়া ছোটো হয়,
সে ব্যক্তিও আর কখনই বড় হইতে
পারেনা, আমরা সহজে ছোটো, ঈ-
শ্বরে ও স্বজাতিতে শ্রদ্ধা থাকিলে
তাঁহারাই বড় করিবেন, তাহা হইলে
আর ছোটো হইবনা। হরি বাবু আ-
পনি বড় হইয়া ইচ্ছাধীন যদি ছোটো
হন,তবে আর বড় হইতে পারিবেননা,
যিনি উপরে আছেন, তাঁহার বিচার
অতি সূক্ষ্ম, মহৎব ক্তি কার্য্য দ্বারা
আপনার মান আপনিই রক্ষা করেন।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২৬ সংখ্যা] শনিবার ২৭ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

২৭ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত।
তথা বৈদ্য-দলাদলি।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত ২১ ভাদ্র রবিবার দিবসে সুবিখ্যাত ধার্ম্মিকবর পরোপকারী প্রিয়ভাষী, মর্য্যাদক সর্ব্বপ্রিয় বৈদ্যকুলোদ্ভব সুচিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের জননীর সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া সাতিশয় সমারোহ এবং সুপ্রতুলরূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে, দুইশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েন, ক্রিয়াধ্যক্ষ মহোদয়, চিনি, সন্দেস, তৈজসপাত্র এবং যথা সম্ভব মুদ্রা বিদায় দ্বারা তাঁহারদিগের প্রত্যেকের চরণ পূজা করেন। পরন্তু নিমন্ত্রিত ব্যতীত দুইশতেরো অধিক হইবে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা বিনাআহ্বানে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আসিয়া পদধূলি প্রদান করেন, গোবিন্দ বাবু সাধ্যানুসারে তাঁহারদিগের চরণার্চ্চনা করিতে ত্রুটি করেন নাই, আহুত এবং অনাহুত ব্রাহ্মণমাত্রেই বাবুর সমাদরে, সুসম্ভাষণে ও বিদায়ি-পূজায় প্রচুরতর পরিতুষ্ট হইয়া মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আর ঐ দিবস রজনীতে দুই সহস্রাধিক কাঙালি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা কিছুমাত্রই কষ্ট পায় নাই, সকলে অতি শীঘ্রই সম্ভাবিত বিদায় প্রাপ্ত হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে গমন করিয়াছে।

তৎপর দিবস ২২ ভাদ্র সোমবারে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ ঠাকুর এবং দেবস্বরূপ স্বজাতি বৈদ্য মহাশয়দিগের মিষ্টান্নভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র সংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং অন্যূন ৩০০ তিন শত বৈদ্য অনুকম্পা পূর্ব্বক অধিষ্ঠিত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন-ভোজন করত গোবিন্দ বাবুকে চরিতার্থ করেন, খাদ্য সামগ্রী সমুদয় অতি উপাদেয় হইয়াছিল।

অপিচ উক্ত ২২ ভাদ্র সোমবার দিবসে যাঁহারা কোনো বিশেষ প্রতিবন্ধকতা, পরাধীনতা অথবা অপর কোনো কারণবশত আগমন করিতে পারেন নাই, পরদিবস তাঁহারদিগের মধ্যে প্রায় ২৫ পঞ্চবিংশতি জন কুটুম্ব মহাত্মারা আগমন পূর্ব্বক কেহ ভোজন ও কেহ জলপান করিয়া অস্মদাদির মনের মালিন্য মোচন করেন। অনন্তর ২৫ ভাদ্র বৃহস্পতি বাসরে অন্যূন ১০০ একজন মহামান্য বৈদ্য মহাশয় করুণাপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া জলপান করত আমারদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন, ঐ দিবসে গোবিন্দ বাবু প্রায় ১৫০০ দেড় সহস্র কায়স্থ এবং অপরাপর মহাশয়দিগ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া মিষ্টান্ন ভোজন করান্। তাঁহারদিগের যথাযোগ্য সমাদর ও সম্মানের ত্রুটি মাত্রই হয় নাই।

[এইক্ষণে এ দিক্, এই পর্য্যন্ত থাক্।]

বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অতি দয়ালু, ধার্ম্মিক, পরোপকারী, মর্য্যাদক, সরল, সুশীল, দাতা, স্বজাতি ও পরজাতির সম্মানবর্দ্ধক, তিনি বহুগুণভূষণে ভূষিত, তাঁহার এই সমস্ত গুণ-বৃক্ষের গৌরব-পুষ্পের সৌরভ সর্ব্বত্রই আমোদিত করিয়াছে, এমত সদাত্মা ব্যক্তির কোনো কর্ম্মে যদি বিঘ্ন বা বিড়ম্বনা হয়, তবে জগদীশ্বর মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, সকলি মিথ্যা। অতএব প্রার্থনা করি, সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবান উক্ত গুণযুক্ত গুপ্ত বাবুর সর্ব্বমনোরথ পরিপূর্ণ করুন।

এখন একথা এই অবধি থাক্। হে, সর্ব্বসাক্ষি-সর্ব্বান্তর্যামি-সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞ! আহা! তুমি কি অপার

কৃপার আধার !-আহা ! তুমি কি প্রপন্নপালক, শরণাগতবৎসল ! কোন্ ব্যক্তি অপতিত আর কোন্ ব্যক্তি পতিত, হে পতিতপাবন ! তাহা কেবল একাকী তুমিই জান, কোন্ ব্যক্তি কাহাকে পতিত বলিবার যোগ্য অথবা অযোগ্য তাহা কেবল তুমিই জান, আমরা তাহার কিছুই জানিনা, কারণ অজ্ঞান, কর্ম্মাকর্ম্ম-ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিতে পারিনা, মায়ার প্রভাবে অসৎ জগতের ছলনা-কুহকে পতিত হইয়াছি, সময়ে সময়ে এমতও বোধ হয় যে, আমরা যখন পতিতপাবনের, চরণশরণ লইয়াছি, তখন কখনই পতিত হইনাই, কিন্তু কি করি, জগৎ অসৎ হওয়াতেই স্বীয়ধর্ম্মে পতিত করিতেছে ।-"বিম্ব" ও "প্রতিবিম্ব" বোধ বিষয়ে বিকার ঘটাইতেছে । যাহা-হউক, হে অনাথনাথ দীননাথ ! সাধু সাধু ! কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার চরণে প্রণিপাত করি, আমরা অতি দীন, হীন, ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও দুঃখি । বলবান্ ধনবান্ মহাশয় স্বগণ সমভিব্যাহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমারদিগের অপমান করণার্থ, পতিত-করণার্থ, খর্ব্ব করণার্থ যখন যে প্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আমরা নিতান্তই নিরুপায় হইয়া বিরলে বসিয়া নয়ননীরে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে তোমাকে যত ডাকিয়াছি, হে নাথ ! তুমি ততই অনুকূল হইয়া আমারদিগের সেই সমুদয় আপদ বিপদে রক্ষা করিয়াছ । হে লজ্জানিবারণ ! তুমি সকল লজ্জাই নিবারণ করিয়াছ, কর্ম্ম সফল করিয়াছ, মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, মনের বেদনা হরিয়াছ । হে নাথ ! হে নাথ ! তুমি যখন প্রহ্লাদ শিশুকে তাঁহার ত্রিভুবনবিজয়ী পিতা এবং মহাবল জ্ঞাতি কুটুম্বগণের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছ, তখন আমাদিগ্যে এতদ্রূপ এক ক্ষুদ্র বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে এ কোন্ বিচিত্র ! হে মহামঙ্গলময় দয়ানিধান ! তুমি আমারদিগকে ধন দেও নাই, ইহা অতি সুবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছ, কেননা ধন পাইলে আমরা ধনমদের মত্ততা-দোষে তোমাকে বিস্মৃত হইতাম । নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে, ধনেতেই ধর্ম্ম হয়,সে কথা সত্য বটে, কিন্তু কি বিড়ম্বনা? ধনের মানুষ প্রায় মনের মানুষ হয়না । ধনেতে ধর্ম্ম হইলেও সেই ধর্ম্ম অহঙ্কার ও অভিমান-দোষের আশ্রিত হয়, আমারদের ধন দেও নাই, এজন্য বিপদকালে তোমাকে স্মরণ করি, কিন্তু ধন থাকিলে বোধ হয় কখনই তোমাকে স্মরণ করিতামনা, ধনের মত্ততায় জ্ঞাতি কুটুম্বের কতই অপমান করিতাম । দয়াময় ! দেখুন, লঙ্কেশ্বর দশানন অর্থসম্পদের গরিমায় আপন সহোদর বিভীষণকে পদাঘাত করাতেই সবংশে নির্ব্বংশ হইল, রাজা দুর্য্যোধন নিজ জ্ঞাতি পাণ্ডবদিগের অপমান করাতেই কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইল । হে অনাথবন্ধো ! ধন আর ধর্ম্ম একত্র উভয়ের অবস্থান প্রায় বহুস্থানেই হয়না, পূর্ব্বে ভগবান রামচন্দ্র ও রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কয়েক মহাশয়তেই ইহা সম্ভাবিত হইয়াছিল । ইদানীং যাঁহাতে যাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই দেবতা, এবং তাঁহারাই সাধু । আমরা তাঁহারদিগ্যে নমস্কার করি । হে বাঞ্ছাকল্পপ্রদ ! যে সকল বৈদ্য মহাশয়েরা তোমার কৃপায় অপরাধি বিবেচনা না করিয়া প্রসন্নতাদ্বারা বারম্বার আমারদিগের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন, তুমি সর্ব্বতোভাবেই তাঁহারদিগের মঙ্গল বিধান কর, এবং যাঁহারা তোমার অকৃপায় নিরপরাধে আমাদের পতিত করিয়াছেন, করিতেছেন, মানের হানি করিয়াছেন, ও করিতেছেন । তুমি সদয় হইয়া নমভাবে তাঁহারদিগেরো সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ কর, যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, ও মেঘ কর এবং জলদানে কাহাকেই বঞ্চিত করেননা, তুমিও সেইরূপ, তোমার করুণা সকলের প্রতিই সমানভাবে দৃষ্টি করিয়া থাকে । ভগবন্ ! তুমি যাহার মান-রক্ষা কর, তাহার অপমান কেহই করিতে পারেনা, যে ব্যক্তি মানির মান হরণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমি আপনিই তাহার অপমান কর । হে ঈশ্বর ! তুমি গুপ্ত হইয়া এইক্ষণে মনেই থাকো ।

হে নারায়ণস্বরূপ স্বজাতি বৈদ্যগণ ! বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে সুবিখ্যাত ধনাঢ্য মহাত্মা বাবু হরিমোহন সেন মহাশয় লোক-প্রেরণ পূর্ব্বক "পরয়ানা" স্বরূপ নিষেধসূচক একখানা ফর্দ্দ প্রেরণ করেন, তাহাতে লেখা আছে । যথা । "অমুক । অমুক—অমুককে নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেনা ।"

এই "হুকুম নামা" বা "পরয়ানা" জারির পরে আবার শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ সেন প্রভৃতি কয়েক মহাশয়কে প্রেরণ করেন । গোবিন্দ বাবু সেই আজ্ঞাপত্র পাইয়া এবং মাথাঘসাগলিবাসী সেন বাবুর নিমন্ত্রণ নিষেধের বাক্য শুনিয়া যথা-বিহিত বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন "বাবু হরিমোহন সেন আমারদিগের জেতের-রাজা, সর্ব্ববিষয়ে প্রধান, তাঁহার আজ্ঞা অবশ্যই শিরোধার্য্য করিতে হয়, কিন্তু কি করি, তিনি যাহারদিগ্যে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিতেছেন, আমি তাঁহারদিগ্যে অগ্রে নিমন্ত্রণ করিয়াছি এইক্ষণে কি প্রকারে রহিত করিতে পারি ? তাহা হইলে আমি বাবু দ্বারকানাথ গুপ্তের ন্যায় সমাজে কলঙ্কী হইব ? ঐ মহাশয়েরা আমার নিজ কুটুম্ব, বিশেষত স্বজাতি মাত্রেই শিরোধার্য্য, পূজ্য ও গ্রাহ্য, কেহই ত্যজ্য নহেন । আমি অতি দীন চিকিৎসক বৈদ্য । আমারপক্ষে সকলি সমান, আমি সমভাবে সকলেরি পূজা করিতে মানস করি, আমার প্রার্থনা, সকলেই পদধূলি প্রদান করিয়া আমাকে চরিতার্থ ও পবিত্র করেন, আমি যেন কাহারো অভিশাপে না পড়ি ইত্যাদি ।"

ঐ সময়ে উল্লেখিত ভুলু বাবুর সহিত আমি বিনয়ভাবে অনেক কথা কই, তিনি বিস্তর অপ্রণয়ের কথা কন, তৎপরে সেন বৈবাহিক মহাশয় বিদায় হইয়া বাবু হরিমোহন সেন মহাশয় প্রভৃতির নিকট গিয়া কি কহিয়াছেন বলিতে পারিনা, কিন্তু এমত জনরব যে, "আমরা অনেক অহঙ্কার ও তেজের কথা কহিয়াছি । তাঁহাকে ও হরি বাবুদিগ্যে ও সকল বৈদ্যকে অপমান-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি ।" দোহাই দোহাই ! আমরা স্বজাতির নিকট যতদূর নম্র হইতে হয় তাহাই হইয়াছি, কখনই অহঙ্কার অথবা তেজ প্রকাশ করি নাই ! ভগবান যেন এমত নীচ প্রবৃত্তি অতি নীচ ব্যক্তিকেও না দেন । হে দেবস্বরূপ বৈদ্যগণ ! আপনারা এমত কথা কখনই বিশ্বাস করিবেননা । শুনিলাম হরিমোহন বাবু সেন, মজুমদার প্রভৃতিকে সকল বৈদ্যের বাড়ী বাঁড়ী পাঠাইয়া গোবিন্দ বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণগ্রহণে নিষেধ করেন, এবং আপনারদিগের অধীন কর্ম্মকারি বৈদ্যদিগ্যে আটক করিয়া রাখেন, এবিষয়ে অপর কোনো প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন করেনা, যেহেতু রোগির মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে । অপর দেওয়ান বাবু "পত্র বাজী" করিয়া সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ গমনের অনুমতি প্রকাশ করেন, তাহার "সইমোহরকরা" একখানি পত্র কোনো বৈদ্য মহাশয়ের নিকট আমরা প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করিতেছি, আপনারা দৃষ্টি করুন ।

যথা—পত্র ।

"শ্রীশ্রীদুর্গা ।

সহায় ।

"সহিমোহর ।"

পোষ্টবর শ্রীযুক্ত

মহাশয় পোষ্টবরেষু ।

দেনা—মোৎ

পোষ্য শ্রীহরিমোহন সেনগুপ্তস্য ।

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তের মাতৃসপিণ্ডকরণ উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণ বৈদ্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে অর্থাৎ শূদ্রজাতির সমাজ ভোজে দোষিদিগকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, একারণ আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের এই মত স্থির হইয়াছে উক্ত নিমন্ত্রণে কদাপি যাওয়া হইবেকনা, কারণ দোষিদিগকে নিমন্ত্রণ বারণ হইয়া প্রথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, অতএব আপনার-বা আপনার নিজ কুটুম্ব প্রভৃতির ঐ বাটীতে নিমন্ত্রণে না যাওয়া হয় সুগোচরার্থে নিবেদিলাম ইতি ।

তারিখ ২১ ভাদ্র ।"

হে স্বজাতি মহাশয়বর্গ ! হরি বাবুর পত্র খানির কি মর্ম্ম তাহা আমরা বুঝিতে পারিলামনা, আপনারা বিবেচনা করুন, মহারাজ ৺ বল্লাল সেন হইতেও এমত আজ্ঞা স্বজাতির প্রতি কখনই হয় নাই, হরিমোহন বাবু হুকুমে, পত্রে সর্ব্বত্রে আমারদিগের উপর যদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা যাঁহার নিকট নালিশ করিতে হয়, তাঁহার নিকটেই নালিশ করিতেছি, এবং আপনারা বৈদ্যজাতি, এবিষয়ের বিচারকর্ত্তা, রাজা, আপনারদিগের নিকটও নালিশ করিলাম, তিনিও বিচার করিবেন, আপনারাও বিচার করুন । হে অভিমান দেব ! হে ধনমদ ! হে ক্রোধাধীনি প্রতিজ্ঞাদেবি, আমি তোমাদের চরণে প্রণিপাত করি । যে সকল স্বাধীন-বৈদ্য মহাশয়েরা হরিমোহন বাবুর এই পত্র পাইয়া আমাদিগের প্রতি ঘৃণা করিয়া গুপ্ত বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণে আগমন করেন নাই, তাঁহারদিগ্যেও ধন্যবাদ প্রদান করিয়া নমস্কার করি । অপর যাঁহারা অধীন, তাঁহারদের কথা কি কহিব ? "ভীষ্মদেব" কহিয়াছিলেন "অর্থস্য পুরুষোদাসঃ" তাঁহাদের কোনো অপরাধ নাই, উদরের অনুরোধে অত্যাজ্য পূজ্যবস্তুকে ত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছেন । হে ধন ! হে প্রভুত্ব ! তোমরা সকলি করিতে পার, কার্য্যাকার্য্য, ন্যায্যান্যায্য কিছুই বিবেচনা করনা, পূর্ব্বতন রাজারা কেহই কখনো বিপক্ষ বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েননাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, হরি বাবু সামান্য এক দলাদলি যুদ্ধে নিয়মপালনে অক্ষম হইয়া পরিশেষ অন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । জগদীশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমারদিগ্যে সেই সঙ্গতি দেন নাই, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে অক্ষম হইলাম, এবং মৃত্যুকে নিকট জানিয়া অন্যায় ব্যবহারে সর্ব্বদাই ভয় হইতেছে, যদিও কিছু কিছু সঙ্গতি হয়, তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মেনা, ভয় হয়, লজ্জা করে ।—যেমন একজন কাটখোট্টা রসিক জনেক রসিকা রমণীর সহিত রসাভাষে পরাভব হইয়া তাহার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক কহিয়াছিল "আওতো রেণ্ডি পাঞ্জা লড়ে" ইহাও অবিকল তদ্রূপ হইতেছে, যথা "আওতো বৈদ্য চাক্‌রি লড়ে", আমাদের ধনও নাই, পদও নাই, কেবল বিপদি আছে, বিপদভঞ্জন সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন ।

পূর্ব্বে দ্বারকানাথ গুপ্তের নিমন্ত্রণের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত সকলে শ্রবণ করুন ।

দ্বারী বাবুকে ডাক্তরি কর্ম্মের দ্বারা সকলেই জ্ঞাত আছেন, তিনি পূর্ব্বে যাহা ছিলেন তাহাও অনে-

কের গোচর হইয়াছে। এখন তিনি কাজের বড়লোক না হউন, বাড়ী গাড়ী, জোড়া ঘোড়ার বড়লোক অবশ্যই হইয়াছেন, তিনি বৈশাখ মাসে আপন কন্যার বিবাহে আমাদিগের কয়েকজনকে কন্যাযাত্রির নিমন্ত্রণ করেন, জগচ্চন্দ্র মজুমদার, রাজচন্দ্র সেন, ভোলানাথ সেন, প্রভৃতি তাঁহাকে সেই নিমন্ত্রণ রহিতকরণের অনুরোধ করিলে তিনি আপন ভ্রাতৃপুত্রকে এবং পূজ্যপাদ মহেশচন্দ্র দাদা মহাশয়কে হরি বাবুর নিকট প্রেরণ করেন, ইহার কারণ, সেই নিমন্ত্রণবারণ তাঁহার অভিমত কি না? ইহাঁরা গিয়া সেন বাবুর উঠানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেন বাবু তাঁহারদিগ্যে উপরে আহ্বান না করিয়া আপন পুত্রের দ্বারা বলিয়া পাঠালেন, "এই নিমন্ত্রণ-বারণ আমার অভিমতেই হইতেছে।" এই স্থলে সকলে হরি বাবু ও দ্বারি বাবুর মহত্ত্ব বিবেচনা করুন। নিমন্ত্রণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা বারণ করা যাহা অতি নীচ নরাধম হাড়ী মুচি চণ্ডাল প্রভৃতিও পারেনা, ডাক্তর দ্বারি তাহা অনায়াসেই করিয়া শ্লাঘা করিতেছেন কিন্তু দর্পহারি ঈশ্বর সেই রাত্রিতেই তাহার বিলক্ষণ ফল দিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ নিমন্ত্রণ বারণে তাঁহার জামাতা, শ্বশুর পরিবার এবং আর পঞ্চাশ-ঘর বৈদ্য গমন করিলেননা।

বাবু ভোলানাথ সেন আপনার ভ্রাতৃপুত্রের মাতৃশ্রাদ্ধে আমাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহা জানিয়া আমারদের আত্মীয় বহু বৈদ্য তাঁহার ভবনে গমনে ক্ষান্ত ছিলেন, আমরা বিশেষ বিনয় ও অনুরোধ করিয়া তাঁহারদিগ্যে পাঠাইয়া দিই, কারণ আমাদের অভিপ্রায় যে, কাহারো কর্ম্ম পণ্ড না হয়, কাহারো মনে বেদনা না হয়, আত্মবিচ্ছেদ না হয়, আমরা কাহারো কর্ম্মে ব্যাঘাত করিবনা, কেবল আত্ম-রক্ষা করিব, সকলে সকল বাটীতে স্বচ্ছন্দে গমন করুন, এবং আমরা পূজা করিলেও যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই পূজা গ্রহণ করেন। কার্য্যদ্বারা সকলেই বিবেচনা করিতেছেন, এবিষয়ে সেন বাবু জাতক্রোধ হইয়াছেন, কিন্তু এত ক্রোধের কারণ কি? তাহা বুঝিতে পারিনা। তিনি সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ও মহৎ হইয়া কেন তুচ্ছবিষয়ে অতি উচ্চতর কুচ্ছকরকর্ম্ম করিতেছেন? একর্ম্ম তাঁহার মহিমানুযায়ি কর্ম্ম নহে, তাহাতো বিবেচনা করা উচিত হয়, আমরা তাঁহাকে পূর্ব্বে যেরূপ মহৎ জানিয়াছি, এইক্ষণেও তাহাই জ্ঞান করিতেছি, কিন্তু পরিতাপ এই, যে, তিনি ইদানীং অস্মৎ প্রতি পূর্ব্ববৎ কৃপাদৃষ্টি-করণে কৃপণতা করিতেছেন, তিনি যদি স্বয়ং বৃক্ষস্বরূপ হয়েন, তবে আমরা তাঁহার শাখা প্রশাখা হইব, কিন্তু ডালপালা ছেদন করিলে বৃক্ষের কখনই শোভা থাকেনা, সেই মুড়াগাছে আর ফল পুষ্প জন্মেনা। যাহাহউক, যে হরিমোহন বাবু অত্যন্ত সম্মানান্বিত ব্যক্তি, যিনি সামান্য এক কথায় মাননাশের আশঙ্কায় বাঙ্গালব্যাঙ্কের ১৫০০ টাকা মাসিক বেতনের অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদ অনায়াসেই পরিত্যাগ করিলেন, সেই হরিমোহন বাবু এইক্ষণে স্বজাতীয় কুটুম্বাদি মান্যব্যক্তিদিগের মানের হানি করিতে এত যত্ন, এত ব্যাগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন।—কি আক্ষেপ! আহা! এইস্থলে একবার বৈদ্যজাতির মহামানবর্দ্ধক মহারত্ন প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যবর বৈকুণ্ঠবাসী গুণরাশি ৺ রামকমল সেন মহাশয়ের চরণে উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।

জগচ্চন্দ্র মজুমদারের এক মিথ্যা অভিযোগে বাবু হরিমোহন সেন মহাশয় গোপনে তাহার অনুসন্ধান না লইয়া এবং পক্ষান্তরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া জাতিবিষয়ক এক প্রকাশ্য সভা করেন, যদ্রূপ সভা এপর্য্যন্ত ভদ্রজাতির দ্বারা হয় নাই, সেই সভাসম্বন্ধে হরি বাবু আমাদিগ্যে দুই খানি পত্র লেখেন, আমরা তাহার যে দুই উত্তর লিখি, উক্ত বাবু সেই পত্র সভা-মধ্যে দেখাইলে সেই দিনেই সমুদয় শেষ হইত কোনো গোলযোগ হইতনা, যাহাহউক, গত কার্য্যের উপায় নাই, কিন্তু হরিমোহন বাবু যে দ্বাদশ জনকে এই বিষয়ের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত করেন, তন্মধ্যে স্বয়ং হরি বাবু এবং নীলমণি দাস, এই দুই জন ব্যতীত তাবৎ অধ্যক্ষ মহাশয় মজুমদারের অভিযোগকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রভাকরের বর্ষোৎসব দিবসে প্রাণাধিক বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, পূজ্যপাদ শ্রীযুত কাশীশ্বর মল্লিক, গুরুচরণ সেন, প্রেমচাঁদ রায় এবং অপর কয়েক জন অধ্যক্ষ এবং পূজ্যবর শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র রায় খুড়া প্রভৃতি মহাশয়েরা তিন শত সম্ভ্রান্ত বৈদ্য লইয়া একত্র বসিয়া আমারদিগের আলয়ে আহারাদি ও অনেক আমোদ-প্রমোদ করেন। আমরা দোষি হইলে তাঁহারা কখনই এরূপ অনুগ্রহ করিতেননা। পরন্তু বাবু অভয়চরণ মজুমদার মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে অবিকল ঐরূপ হয়। ভুলু বাবুর ভবনে যে কর্ম্ম হয়, হরি বাবু সেই সকল বৈদ্য লইয়াই সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, ইহাও সামান্য হাস্যের ব্যাপার নহে, কারণ তিনি যাঁহারদের পতিত বলেন, যাঁহারা তাঁহারদের সহিত আহার ব্যবহার করেন, তাঁহারাওতো পতিত হইয়াছেন, একারণে ভুলু বাবুর ঐ ক্রিয়া দোষাশ্রিত ও পণ্ড হইয়াছে, অপিচ এবিচারে হরি বাবুর মতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, মাধবচন্দ্র সেন, প্রেমচাঁদ রায়, গুরুচরণ সেন, কাশীশ্বর মল্লিক, উমাচরণ রায়, গোকুলচন্দ্র দাস, শ্রীনারায়ণ রায়, প্রভৃতি অধ্যক্ষগণ, এবং আমার বাটীর, অভয় বাবুর-বাটীর ও গোবিন্দ গুপ্ত বাবুর বাটীর নিমন্ত্রণগ্রাহি ভোজ[illegible] কর্ত্তা সহস্রাধিক ব্যক্তিও-তো দো[illegible]

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকালীন

Not For Home Issue

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাঙ্কুর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

৮০২৭ সংখ্যা] সোমবার ২৯ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপনা

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব নীলমণি কর এবং গগনচন্দ্র করের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতি পরগণা আমিরপুরের অধীন সিদিরিন্ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক ইষ্টক নির্ম্মিত পরিবার থাকিবার দ্বোতালা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৸০ শঞ্চদশ কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী নীলমণি কর এবং গগনচন্দ্র করের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.

এইচ, ডন্ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শিবকৃষ্ণ মিত্র, গিরিশচন্দ্র মিত্র, চুণি মিত্র এবং মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের যথার্থ উত্তরাধিকারি বংশধর 'খোকা' পুত্রগণের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত চাঁদনীচক বাজারের এক আনা তেরো গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি অংশে ও এক আনা তেরো গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি অংশের মধ্যে এবং এক আনা তেরো গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিবকৃষ্ণ মিত্র, গিরীশচন্দ্র মিত্র, চুণি মিত্র এবং মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের যথার্থ উত্তরাধিকারি বংশধর "খোকা" পুত্রগণের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক দোতালা বাটী নম্বর ৮ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ৩ তিন কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিবকৃষ্ণ মিত্র, গিরীশচন্দ্র মিত্র চুনি মিত্র এবং মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের যথার্থ উত্তরাধিকারি বংশধর 'খোকা' পুত্রগণের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষত জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি তরফ "বেতরা" নামক তালুক, যাহার বার্ষিক মালগুজারি গবর্ণমেণ্টকে কোম্পানির ১,২৬৯৸৩ এক হাজার দুই শত উনসত্তর টাকা আট আনা তিন পাই দিতে হয়, তাহার পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশে ও পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুইক্রান্তি অংশের মধ্যে এবং পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিবকৃষ্ণ মিত্র, গিরীশচন্দ্র মিত্র চুনি মিত্র এবং মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের যথার্থ উত্তরাধিকারি বংশধর "খোকা" পুত্রগণের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষত জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি পরগণা চটিপুরের অধীন মৌজা হাপুয়া এবং পাইকপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মত্র ভূমি, যাহা পরাণসুন্দর এবং অন্যান্যের নিকট জোৎ বিলি করা আছে, তুমি অনুমান ৫১ একান্ন বিঘা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিবকৃষ্ণ মিত্র, গিরীশচন্দ্র মিত্র, চুনি মিত্র এবং মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের যথার্থ উত্তরাধিকারি বংশধর "খোকা" পুত্রগণের যে স্বত্ব ও অধীকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বাগবাজারের অধীন "চীৎপুর রোড" নামক প্রকাশ্য পথের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক দোতালা বাটী নম্বর ১৪৪-১০১ এবং তাঁহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ৮০ পনেরো কাঠা, তাহার কিছু কমী হউক, বা বেশী হউক, তাহার পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশে ও তাহার পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশের মধ্যে এবং তাহার পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শিবকৃষ্ণ মিত্র, গিরিশচন্দ্র মিত্র, চুনি মিত্র এবং মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের যথার্থ উত্তরাধিকারি বংশধর "খোকা" পুত্রগণের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে, তাহা উপরের লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি শ্যামবাজারের অধীন ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি নম্বর ২১ ভুমি অনুমান ৷৷২ বারো কাঠা, তাহার কিছু কমী হউক, বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত শিবকৃষ্ণ মিত্র গিরীশচন্দ্র মিত্র, চুনি মিত্র এবং মৃত নবকৃষ্ণ মিত্রের যথার্থ উত্তরাধিকারি বংশধর "খোকা" পুত্রগণের যে স্বত্ব ও অধিকার এবং সম্পর্ক আছে তাহা উপরের লিখিত কাল ও স্থান এবং নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.

এইচ, ডানডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
২১ আগষ্ট ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	৷৷৹
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১৷৹
স্বপ্নদর্শন	৵৹

সংবাদপ্রভাকর

২৯ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমরা রেঙ্গুনের বন্ধুর পত্রখানি অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! জগদীশ্বরানুকম্পাতে এযাবৎ অত্রধামে নিরাপদে আমরা কালযাপন করত জগৎপিতা জগৎপতির কৃপাপাশে আবদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বদাই সেই সর্ব্বেশ্বরের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ করিতে ছিলাম, কিন্তু বিগত ২৪ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা চারি ঘটিকার সময় এমত ভয়ানক ভূমিকম্পারম্ভ হইয়াছিল যে,তাহা মনে পড়িলে এখনও অন্তঃকরণমধ্যে মহাভয় উদয় হয়, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার চারি মিনিট কাল অবস্থিত ছিল, তাহাতেই সকলে ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। পরমপিতা পরম পুরুষের অনুকুলতাক্রমে অত্রধামে কোনো ইষ্টকালয় পতন কি অন্য কোরূপ ব্যাঘাত হয় নাই, বিদ্যুতীয় ডাকযোগে শ্রুত হইলাম যে প্রোম নামক স্থানে ঐ ভয়ানক ব্যাপার দ্বারা তত্রস্থ অনেক রম্য রম্য পেগডা সকল অর্থাৎ ব্রহ্মজাতিরদের ইষ্টক রচিত দেবালয় এবং গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কয়েক খানা দালান পতিত হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক, এমত ভীষণাবস্থা ঘটাতেও যে, কোনো প্রাণি বিনষ্ট হয় নাই, তাহাই পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবেক। পেগুর বিদ্যুতীয় ডাকযোগে অবগত হইলাম, সুজিন হইতে পেগুপর্য্যন্ত যে তার গিয়াছে, তাহা দুষ্ট লোককর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দুষ্টানুসন্ধানিরা কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হয় নাই।

৩০ আগষ্ট ১৮৫৮।

আমরা রঙ্গপুরস্থ বন্ধুর পত্রখানি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক নীচে প্রকটন করিলাম, এতদ্দ্বারা তত্রত্য পাঠশালায় যে প্রকার শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহা বিদিত হইবেক।

মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমার এই পত্রখানি প্রভাকরে উদিত করিলে উপকৃত হইব।

সেই ১৮৩২ সন হইতে এখানকার সদর স্থানে রঙ্গপুর-স্কুল নামে বিখ্যাত যে এক বৃহৎ স্কুল সংস্থাপিত আছে, ইদানীং তাহার সমাচার কোনো পত্রেই প্রকাশিত দেখিনা, ইহাতে দুঃখিত হইয়া তদ্বিষয়ে কয়েক পঁক্তি লিখিয়া পাঠাইতেছি, প্রার্থনা যে ইহা ও এখানকার যে যে সাময়িক সমাচার লিখিয়া পাঠাইব তাহা উপেক্ষা না করেন।

এক্ষণে এ স্কুলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অংশে ভাল বলিতে হইবে যেহেতু এক্ষণে সরকার হইতে মাসিক ১৮০ একশত আশি টাকা দান পাওয়া যাইতেছে, এবং শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয় ১৫০ দেড় শত টাকা বেতনে হেড্ মাষ্টরি কর্ম্মে ও শ্রীযুত ভীমলোচন শান্যাল মহাশয় ৫০ পঞ্চাশ টাকা বেতনে পণ্ডিতি কর্ম্মে ও অন্যান্য পৃথক পৃথক্ বেতনে পৃথক্ পৃথক্ পদে নিযুক্ত আছেন। পরমেশ্বর করেন, যেন এই অবস্থাতেই কিছুকাল স্কুলটা চলিতে থাকে তাহা হইলে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, এ স্কুলের ছাত্রেরা শীঘ্রই ইংরেজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইবে।

প্রথম শ্রেণীর পাঠের পরিচয় দিলেই বোধ করি, পাঠকবর্গ অন্যান্য শ্রেণীর পাঠের নির্দ্দেশ অনুভব করিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী পাঠের পুস্তক।

মরেজ্ ইণ্ডিয়া হিষ্টরি।
পিটরসন্স জুলজী।
গোল্ড স্মিথস্ বাইকার অফ ও এক ফীল্ড।
নম্বর থার্ড পোয়েট্রী।
জিও মেট্রী দ্বিতীয় বুক।
আল্জেবরা সিম্পল্ ইকোয়েশন।

সংস্কৃত পাঠের পুস্তক।

রঘুবংশ।
কৌমুদী ব্যাকরণ।
ও ইয়েট্স ব্যাকরণ।

বাঙ্গলা পাঠের পুস্তক।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।
অনুবাদ।
প্রস্তাব লেখা।

স্কুল তাদৃশ উন্নত না হওয়ার হেতু এই যে,এ স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক বলিয়া খ্যাত হওয়াতে এখানে কৃতবিদ্য কোনো সুশিক্ষক অপার্য্যমানে আগমন করিতে সম্মত হয়েন না, আর ভাগ্যবশাৎ যদি কেহ সম্মত হয়েন, তবে তিনিও চির দিন এখানে স্থায়ী হয়েননা। অপিচ স-

Plastic Covered Document

র্ব্বদা উত্তম শিক্ষকও মিলেনা, কিন্তু এক্ষণে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, হেড্ মাষ্টার মহাশয় এস্থানে কিছু কাল স্থায়ী হইবেন, ও শ্রীযুত পণ্ডিত মহাশয় সুদীর্ঘকাল এ স্থানের বাসিন্দা হওয়াতে এখানকার রিপু যে জ্বর বিকারাদি রোগ, তাহার আশঙ্কা করিবেননা, আর তাহা হইলেই স্কুলের সকল শিক্ষার বিষয়ে উন্নতির সন্দেহ থাকিবেনা।

ইহার শেষ আগামিতে হইবেক।

সমর সম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত ৫ সেপ্টেম্বর দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে যে, বিদ্রোহিরা 'জালরা পাটনের সরদারের সমুদয় হস্তি, ঘোটক, উষ্ট্র, তোপ,ধনাগার এবং অন্যান্য বহুদ্রব্য-হরণ করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত নগর লুঠ করে নাই।

মজলি পাটানস্থ কয়েকজন বিদ্রোহির প্রাণদণ্ড হইয়াছে, এবং কয়েকজন দ্বীপান্তর গিয়াছে।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল গোয়ালিয়ার কাণ্টিজেণ্টের বিদ্রোহি সুবেদার মেজর আমনৎ আলির প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

গত ৩০ আগষ্ট তারিখে কলের জাহাজে ফয়জাবাদে অনেক রাজস্ব প্রেরিত হইয়াছে।

সাঁতয়াল পুলিস সেনারা বিলক্ষণরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছে।—দক্ষিণ পশ্চিম দেশ এবং পূর্ব্বদেশ হইতে ভিল, কোল, ডেঙ্গল, পাহাড়ি নগর প্রভৃতি-জাতি হইতে সৈন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

জোয়ানপুরের জমিদার অমরসিংহ এবং কোতোয়ার সিংহ বিদ্রোহ-ঘটনার সময় ঐ জেলা রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য সাহায্য করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলয়াৎ জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গণ্ডকের ধারে স্থানে স্থানে বিদ্রোহিরা শিবির স্থাপন করিয়া রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ দেশের এবং নানা সাহেবের রত্নাদি সম্পত্তি সকল এতন্নগরে আসিয়া ট্রেজরিতে স্থাপিত হইবেক।

সোয়েদ এব্রাহিম বিদ্রোহ সময়ে আগ্রায় সদ্ব্যবহার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি-রক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ১,০০০ টাকা উৎপন্নের জায়গির পাইয়াছেন।

অপর কয়েকজন আমলা ঐরূপ সুকার্য্যজন্য উপযুক্তরূপ পুরস্কার পাইয়াছে।

পাটনার ৩ সেপ্টেম্বর দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, অমরসিংহ জগদীশপুরে আছেন, বিপক্ষেরা অত্যন্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক সমরসামগ্রী এবং বারিক প্রস্তুত করিতেছে, তাহারা দেওয়ানী এবং ফৌজদারি বিচারালয় স্থাপন করিয়া বিচার-কার্য্য সমাধা করিতেছে।—তোসিলদার ও থানা নিযুক্ত করিয়াছে।

তাহারদিগ্যে রাজস্ব না দেওয়াতে তাহারা কয়েকজন জমিদারকে ফাঁসি দিয়াছে, এবং প্রকাশ্য নীলাম স্থাপন পূর্ব্বক অনেকের ভূমি সম্পত্তি উচ্চমূল্যপ্রদাতাদিগ্যে বিক্রয় করিয়াছে। অপিচ প্রজাদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র এরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছে।

যথা।

অমরসিংহ সাহাবাদের রাজা। সুন্দরসিংহ সাহেব গঞ্জেদর রাজা, আলি করিম পাটনা এবং বিহারের নাজীম্ মৌলবিমেন্দি ত্রিহুত এবং সারণের নাজিম।

দ্বারকাতে বিদ্রোহ-ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়, বোলন্দ সহরে বিদ্রোহিদিগের কতকগুলীন কাগজপত্র ধরা পড়িয়াছে।

মিরাটের পত্রে লেখে শীক এবং গোরা সেনাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে লাইটহার্স সেনারা হঠাৎ বিজনুর হইতে মিরাট গমনের আদেশ পাইয়াছে।

দম্‌দমার মেগজিন প্রায় শেষ হইয়াছে। তথাকার গুদাম ও আর আর দ্রব্যাদি দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছে। বিরালিতে কয়ে মেগজিন স্থাপিত হইবেক।

গোরখা সেনাদিগের নেপাল হইতে গোরক্ষপুর-গমনার্থ বাবু বিশ্বনাথ পাঁড়ে বোগোদার নিকট গণ্ডকনদের উপর অতি সাহস পূর্ব্বক অতিশীঘ্র নৌকার সেতু নির্ম্মাণ করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ কার্য্যের উচিতমত কার্য্য করাতে দুই জন দারোগা প্রত্যেকে ১০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

আলাহাবাদের সংবাদে লেখে, গবরনর জেনরল বাহাদুর লক্ষ্ণৌরাজ্যে গমন করিবেন, এই সংবাদের প্রতি সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারেনা।

ইংরাজী পত্রে লেখে, অযোধ্যার বেগম গবর্ণমেণ্টে এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তিনি অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে নানা সাহেবকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন, বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইয়া থাকিবেন!

লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ আইসে, দারোগা আজিদ্ আলি মিসিয়ার্স আর এবং মিস্ জক্‌সন সাহেবকে রক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে এক লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শত্রুহস্ত হইতে সাহাবাদ উদ্ধার করণাভিপ্রায়ে প্রধান সেনাপতি সাহেব ৩০০০ গোরা এবং ২০০০ শীকসেনা একত্রীকরণের অনুমতি করিয়াছেন।

ছাপরায় কোনো আশঙ্কা নাই।

বহু সংখ্যক বিদ্রোহি ডুমুরিয়ায় অবস্থান করিতেছে, বিপক্ষেরা করিন্‌নগরের সেতুতে শীকসেনাদিগের আক্রমণ করে, তাহাতে তাহারাই যুদ্ধে পরাজয় হইয়া পলায়ন করে, সেই সংগ্রামে শত্রুপক্ষের দুই জন হত হইয়াছে।

পিলিবিতের শেষ যুদ্ধে ব্রিটিস সেনারা বিপক্ষদিগ্যে পরাভব করত তাহারদের কয়েকটা তোপ, হস্তি ও আর আর দ্রব্য হস্তগত করিয়াছে।

ব্রিটিস সেনারা চম্বল নদীর নিকটস্থ ভরি নামক স্থানের দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

আয়াকাবে "রাইজিংস্টার" নামে এক খানি ইংরাজী পত্র প্রকাশ হইয়াছে।

এলাহাবাদ হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের কার্য্য সমাধা হইয়াছে।

পুলিস নিয়মের অতিক্রম করত কয়েকজন মাজি অধিক আয়োহি তোলাতে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে।

লার্ড এলিফিন্টন সাহেব ভবিষ্যতে ঔটরাম সাহেবের পদ প্রাপ্ত হইবেন, এমত শুনা যাইতেছে।

বোম্বের একজন ডাক হরকরা ইচ্ছা পূর্ব্বক পত্র নষ্ট করাতে দুই বৎসরের জন্য কারাবদ্ধ হইয়াছে।

বোম্বের চাবুক সম্পাদক লিপিদোষে দণ্ড পাইয়াছেন।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাবৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ভিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা; বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২৮ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৩০ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

MUNICIPAL COMMISSIONER'S NOTICE.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ৯ ধারানুযায়িক অত্র বিজ্ঞাপন দ্বারায় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগত ১ অক্টোবর তারিখে শুক্রবার বেলা ২ দুই প্রহরের সময়ে ও তাহার পরদিবসাবধি মোকাম কসাইটোলার ফ্রিমেসন্স হলে, বাটীর নম্বর ৪৮, সহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের তথায় বৈঠক হইবেক তাহাতে বর্ত্তমানবর্ষে এশেশার সাহেবকর্ত্তৃক যে সকল বাটীর উপর এক্ষণে প্রথমবার এসেসমেণ্ট অর্থাৎ কর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে তাহার বিচার হইবেক এবং ঐ বিষয়সম্বলিত ঐ সকল বাটীর দখলিকার ও ভাড়াটিয়াগণ সকলকে স্বতন্ত্র সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, অতএব যে সকল লোকের ঐ এসেসমেণ্ট জন্য কোন ওজর বা আপত্তি থাকে, তাঁহারা ঐ মোকাম এবং ঐ তারিখ অবধি উপস্থিত হইয়া উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকট আবেদন করিবেন, ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর।

By Order of the Commissioners.
ROBERT TURN BULL,
Secretary.

কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে
রবর্ট টরণবুল সেক্রেটারী।

CALCUTTA.
NO. 3 Chowringhee Road.
The Office of Municipal Commrs.
Dated 10th September 1858.

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵০

বিজ্ঞাপন

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখত্যা ঔষধ

এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

৩০ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

আমারদিগের রাজপুরুষগণ অবাধ্য রাজবিদ্রোহি সিপাহি প্রভৃতিদিগের প্রতি আক্রুষ্ট হইয়া একে বারেই সাধারণ হিতানুষ্ঠানে বিরতিকে আশ্রয় করিয়াছেন, এবিষয়ে নানা লোকে নানাপ্রকার কথার আন্দোলন করেন, কেহ কেহ বলেন যে,রাজপুরুষেরা অবোধ সিপাহি প্রভৃতির উত্থাপিত বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে না পারিয়া শান্তস্বভাব প্রজাগণের প্রতিও বিশ্বাসসংস্থান রাখেন নাই, এজন্য সাধারণ হিতসাধক যাবৎ কার্য্যেই হস্তসংকোচ করিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টেও বিদ্রোহিরা শাসিত হইয়া আসিতে পারে, কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্ট এ অভাবনীয় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওয়াতে নানাবিষয়ে বহুব্যয় করিতে করিতে রাজকোষশূন্যপ্রায় হইয়াছে, এজন্য সাধারণ-হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেননা, বিশেষত বিদ্রোহিরা অনেক স্থানের কালেক্টরিতে লুণ্ঠনাদি দ্বারা অনেক অর্থ অপচয় করিয়াছে, এবং অনেকে গ্রামাদিও অনলসাৎ করিয়া প্রজাবর্গকে ধনে প্রাণে সংহার করিয়াছে, এনিমিত্ত রাজকর-সংগ্রহ পক্ষেও হানি হইয়াছে, সুতরাং রাজপুরুষেরা অর্থ সংগ্রহ করিতেই পারেননা, তাহাতে প্রজাদিগের মঙ্গলের অনুষ্ঠানে কি প্রকারে অর্থ প্রদান করিবেন? আরও স্পষ্টত দৃষ্ট হইতেছে, বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে রাজপুরুষেরা ধনে প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, আপনারা মঙ্গলের আসনে উপবিষ্ট থাকিলে, সাধারণকেও সেই মঙ্গলের আসনে বসাইবার চেষ্টা পাইতে পারেন, তবে রাজপুরুষেরা এইক্ষণে যে, সাধারণ হিতকরকার্য্যে মনোযোগি হইতে পারেননা, এজন্য তাঁহাদিগের প্রতি কি প্রকারে দোষারোপ করা যায়, কিন্তু আমরা এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেপারি যে, রাজপুরুষেরা কিছু সকল প্রজাদ্বারাই অনিষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই, অতএব সকলকেই এক দৃষ্টিতে দর্শন করিলে ভাল দেখায়না, আমরা কোনো কোনো বিষয়ে রাজপুরুষদিগের এপ্রকার ব্যবহার দেখিতে পাইতেছি, আভাষত এইমাত্র বলি, ফলে রাজপুরুষেরা এককালেই সাধারণহিতকর কার্য্যে মনোযোগি নহেন, একথা কখনই বলা যাইতে পারেনা।

রঙ্গপুরস্থ বন্ধুর লিখিত বিষয়।

গত বারের শেষ।

সাধারণ লোকের অনুৎসাহ দৃষ্টেও ছাত্রেরা হতোৎসাহ হইয়া থাকে, অতএব জিলাস্থ ও আগন্তুক ভদ্র মহাশয়দিগের উচিত যে, সময়মতে এক একবার স্কুলে দর্শন দেন, ও বালকদিগের বিদ্যার পরিচয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এস্থানের মৃত্তিকারই কি গুণ দেখাযায়, যে, এস্থানস্থিত কোনো মহাশয়েরই স্কুলে দর্শন পাওয়া যায়না, আর যদি কদাচিৎ তাহাও পাওয়া যায়, তথাপি তাঁহাকে বালকদিগের বিদ্যার পরিচয় লইতে দেখা যায় না, অন্যান্য ব্যক্তিরা ইহার প্রকৃত কারণ যাহা অনুমান করুন, কিন্তু আমার বিবেচনায় একর্ম্মে দর্শকদিগের কোনো লাভের সম্বন্ধ নাই, এজন্য কেহ ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না। যাহাহউক যাঁহারা স্কুলে শিক্ষিত হইয়া বিদ্যালাভ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে প্রাগুক্ত হেতু, হেতুরূপে গণ্য হইতে পারে না, তাঁহাদিগের সর্ব্বথা উচিত যে, অবকাশমতে এক একবার স্কুলের দর্শকতা স্বীকার করিয়া ছাত্রদিগের শিক্ষার উৎসাহ-বর্দ্ধক হয়েন। এই স্থলে আমি যাঁহার যাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারি, তাঁহারা এই পত্রপাঠ করিলেই আমার লেখার তাৎপর্য্যসিদ্ধ হইবেক, সুতরাং নামোল্লেখের প্রয়োজনাভাব।

অপর ৭০৮৮ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে দেখিলাম, এখানকার যথার্থবাদী স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের লেখা বিশ্বাস করিতে আপনি এখানকার কোনো বন্ধু জনের লেখার প্রতীক্ষা করিয়াছেন, অতএব এই পত্রে তদ্বিষয়েও আমাকে কিছু লিখিতে। হইল।

ঐ পত্রপ্রেরক কে? ও কাহাকে মনে করিয়া তিনি তদ্রূপ পুরাতন লেখা-সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সামান্যত এখানকার গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকদিগের গুণদোষের বিবেচনা করিতে হইল, নীচের লিখিত সাত জনশিক্ষককে আপন আপন কর্ম্ম উপযুক্ত বলিতে হইবে, আর আর সকলেই যৎসামান্য অন্যান্যের যৎসামান্যতার পক্ষে কারণ এই অনেকে কস্মিন্ কালেও কোনো পাঠশালায় শিক্ষা করেন নাই, কেবল বঙ্গদেশে জন্ম হওয়াতে বাঙ্গালা-ভাষায় যে পর্য্যন্ত জ্ঞান সম্ভাব্য, সেই পর্য্যন্তই হইয়াছে, কেহ কেহবা পাঠশালার অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রম-শক্তি তাদৃশ না থাকাতে উপযুক্ত জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়াছেন। অন্যান্যে ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া স্বীয় স্বীয় কুবুদ্ধিবশত বাঙ্গালীকে তুচ্ছত্বে গণনা করিয়া ইংরাজীর পক্ষের অধিক মোনযোগ করিয়াছিলেন, ফলে ইংরাজীর দুরূহতাহেতু দুইকুল নষ্ট করিয়া অবশেষে চটকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই স্থলে নিবেদ্য এই যে, বাঙ্গালির সন্তান হইয়াও শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পাইয়া যে বাঙ্গালা-ভাষায় সাধারণ জ্ঞান,যথা বাণান, ব্যাকরণ, অঙ্ক ইত্যাদিতে অনভিজ্ঞ ইহার বাড়া খেদের বিষয় আর কি আছে?

ঐ সকল বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিদিগের শিক্ষকতা কর্ম্ম প্রাপ্তির হেতু এই যে এ অঞ্চলে উপযুক্ত শিক্ষক মিলেনা, শিক্ষক না হইলেও পাঠশালা স্থাপিত হয় না, আর যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও স্থগিত রাখা যায় না, সুতরাং সরকারি ইন্‌স্পেক্টরেরা কি করেন, ইতিহাসোক্ত অরক্ষণীয়া রাজকন্যাকে যেমন প্রাতঃকালে যাহার মুখ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাকেই দান করা হইল, সেইরূপ যে ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকেই পাঠশালা সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এক্ষণে যাঁহারদিগকে উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারদিগের নামাদিনির্দ্দেশ করিয়া পত্র সমাপ্ত করিব।

(১) শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ মুখুর্য্যা হরিদেবপুরের সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষক। তিনি এখানকার বিখ্যাত ও প্রসংশিত শিক্ষক শ্রীযুত বাবু ভীমলোচন শান্যাল মহাশয়ের ছাত্র। তাহার এক-শেষ যত্ন ও নিজের পরিশ্রমের প্রভাবে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত ও উর্দ্দু-ভাষাতে এক প্রকার ভাল বিদ্যাই লাভ করিয়াছেন।

(২) গোপালপুরের সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চাটুর্য্যা ইহার পক্ষেও ঠিক তত্তৎ কথাই মন্তব্য।

(৩) সদ্যপুষ্করিণীর জমীদার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত রামচন্দ্র ভৌমিক। ইহার পক্ষে বিশেষ মন্তব্য এই যে, ইনি মধ্যে দুই বৎসর এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বগুড়ার সরকারি স্কুলে গিয়াছিলেন, তাহাতেই সংস্কৃতে উক্ত শিক্ষকদ্বয়ের তুল্য বিদ্যা-লাভ করিতে পারেন নাই।

(৪) সাহেবগঞ্জের সরকারি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত তারাশঙ্কর মৈত্র ইনিও উক্ত শান্যাল মহাশয়ের ছাত্র কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে শিক্ষা আরম্ভ করাতে বাঙ্গালা সাধুভাষা ও সংস্কৃতের সন্ধি ও শব্দসাধন ব্যতীত আর কিছুই শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

(৫) কাশীগঞ্জের সরকারি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত নীলাম্বর মুখুর্য্যা ইনিও তাঁহারি ছাত্র কিন্তু কেবল বাঙ্গালা সাধুভাষায় কৃতবিদ্য বটেন।

(৬) গোপালপুরের উক্ত প্রকার স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক শ্রীযুত রাজমোহন কর। ইনি বগুড়ার সরকারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র। ইংরাজীতে সম্ভাবনীয় ও সংস্কৃতে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা রাখেন।

(৭) মহীগঞ্জের সরকারি স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে,তিনি দিনাজপুরের সরকারি স্কুলের ছাত্র ইংরাজী যথাসম্ভব জানেন, এবং ইংরাজী নবিশেরা তাঁহার প্রশংসাও করিয়া থাকেন।

রঙ্গপুর-বাসিনঃ।

রঙ্গপুর সদর।

১৯ ভাদ্র ১২৬৫ সাল।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(উষানিরুদ্ধ নাটক।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রমোদ কানন।

(একজন বৃদ্ধকঞ্চুকী এক বৃহৎ বিল্ববৃক্ষের নিকট বসে আছে, উষার প্রবেশ।)

[উষা]—(স্বগত) এইতো প্রমোদ বনে এলেম্ কৈ চিত্রলেখা মদলেখা কো-

থায় গেল, তাদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করিনে? ঐতো বেলতলা দেখা যাচ্চে,ঐ বিল্বমূলে না স্বর্গ বেদিকায় মহারাজ পার্ব্বতীনাথকে স্থাপন কোরেছেন? আমায় ঐখানেইতো যেতে হবে, তবে অল্পে অল্পে যাই, শরীরের ভরে চল্‌তেও পারিনে, (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) সখীরে বুঝি এখনো আসেনি, (কঞ্চুকীকে দেখিয়া) এই যে প্রতীহারী,তুমি এখানে কতক্ষণ?।

[কঞ্চু] আজ্ঞে, চিত্রলেখা এই সকল পূজার সামিগ্রী রেখে বোল্লেন্ রাজনন্দিনীর আস্‌তে বিলম্ব আছে, তুমি এইখানে বোসো, আমি চিত্রশালা থেকে শীঘ্র আস্‌চি।

[উষা] মদলেখা কোথায়?।

[কঞ্চু] আজ্ঞে, তিনি এইখানে কোথায় ফুল তুল্‌ছেন।

[উষা] তুমি যাও, এঁদের দুজনকে ডেকে নিয়ে এসো।

[কঞ্চু] যে আজ্ঞে, চল্লেম্ (কঞ্চুকীর প্রস্থান।)

[উষা]—(স্বগত) এইতো আমার পূজা কর্‌বার বেশ্ সময়, একবার নির্জ্জনে ভগবান ত্রিলোচনের কাচে পতিভিক্ষা চাই। (পূজার আসনে বসিয়া সচন্দন বিল্বদল গ্রহণ পূর্ব্বক।)

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে ভাবরে অন্তরে মন,মদনারি যেই জন।
বিচ্ছেদ যাতনা যাবে,হবেনারে জ্বালাতন॥
তাঁহার চরণদ্বয়, যেজন শরণ লয়,
না থাকে স্মরের ভয়, নির্ভয় হয় জীবন।

[একদিগে চিত্রলেখা ও মদলেখা প্রবেশ।]

হে ভগবন্! মদন-দমনকারি! পোড়া কন্দর্প আমাকে বড় যাতনা দিচ্চে, এযাতনা তুমিবই আর কেউ নিবারণ কত্তে পার্‌বেনা, যেহেতু কন্দর্পের কুসুমশরে যেপ্রকার জ্বালাতন করে, তা আপ্‌নি ভাল জেনেছেন, আমি অবলা তায় কুলবালা, আর কত যাতনা সহ্য কর্‌বো, আবার না হয় তারে ভস্ম করুন, তা হোলে আমার মত কত দুঃখিনী পতিবিরহিনী দিবারাত্র আপ্‌নার পূজা কোর্ব্বে,কিম্বা আমার প্রাণেশ্বর কোথায় বোলে দিন,তা হোলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে শরণাগত হই। রাজা যদি রাজ্যপ্রাপ্ত হোয়ে তার প্রতিপালন না করেন, তা হোলে সে কেবল দস্যুদের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করা হয়, আমি প্রাণ বল্লভকে যৌবন-রাজ্যের রাজা কোরে হৃদয়-সিংহাসনে স্থান দিলেম্ তিনি এমন সুখকর রাজ্য ত্যাগ কোরে কোথায় রইলেন এখন কন্দর্প দুরন্ত দস্যু এমন সোণার রাজ্য ছারখার কোত্তে লাগ্‌লো, এসময়ে তিনি এলে তার উপযুক্ত শাসনকোত্তে পাত্তেন। আর দেখ কি আশ্চর্য্য! রতিওতো আমাদের মত স্ত্রীলোক পতিবিরহ যাতনা যে কেমন তাওতো সে ভাল জানে,তবে কি পতিকে বোলে কোয়ে এমন দুর্বৃত্তি থেকে ক্ষান্ত কত্তে পারেনা, তার কি মনে নেই যে কত কেঁদে কেঁদে ব্যাড়াতে হোয়েছিল। আর সেই বা এত যাতনা জান্‌বে কি করে, যখন স্বামী হারা হয়েছিল তখনতো আর কেউ তারে পঞ্চস্বরে জ্বর জ্বর কর্‌বার লোক ছিলনা, তথাপি তার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, একে পতি বিচ্ছেদ-সন্তাপ, তার উপরে আবার মদনের জ্বালাতন কত ক্লেশকর হয়। (বুক্ দেখিয়া) একি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে পোড়া চোকের জলে বুক্ ভেসে যেতে লাগ্‌লো, আমি এই শিবপূজা কচ্চি নাকি?। হে ভগবন্! অনাথ নাথ! অধিনীর কিছু অপরাধ নেবেন না, আজ্ একমনে পূজা করা হোলোনা,আর মনেতেই মন নেই তা কেমন করে এক মনে পূজা কোর্‌ব সেই মনচোরকেই কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে এইকুল চন্দন নষ্ট কলেম্? কিন্তু তাতে আমি বড় অপরাধিনী হবনা কেননা মহাদেব আপনিই পার্ব্বতীকে বোলে ছেন পতি, স্ত্রীলোকের পরম গুরু,তা আমি আজ্ একেবারে উভয় গুরুকে পূজা কল্লেম্।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

কেনরে চঞ্চল এত মন, হেরিতে সে মুখচাঁদে।
অন্তরে ভাবিলে যারে,প্রাণ দিবানিশি কাঁদে॥
ছিলে মন মনোমত, হোলে পর অনুগত,
পর-প্রেমে সদা রত, ফেলিতে কলঙ্কফাঁদে।
জাননা পরেরি করে,কত দুখ গেলে পরে,
অপযশ ঘরে পরে,দুখ পাবে সুখাস্বাদে॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীমণিমোহন সরকার।
সাং দর্জ্জিপাড়া।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" Press.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকালীন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ভিরার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমরস্তদীয় মতয়স্তন্মীলদগৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০২৯ সংখ্যা] বুধবার ৩১ ভাদ্র ১২৬৫ সাল। ইং ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

MUNICIPAL COMMISSIONER'S NOTICE.

মিউনিসিপেল কমিস্যনর দিগের বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ৯ ধারানুযায়িক অত্র বিজ্ঞাপন দ্বারায় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগত ১ অক্টোবর তারিখে শুক্রবার বেলা ২ দুই প্রহরের সময়ে ও তাহার পরদিবসাবধি মোকাম কসাইটোলার ফ্রিমেসন্স-হলে, বাটীর নম্বর ৪৮, সহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের তথায় বৈঠক হইবেক তাহাতে বর্ত্তমানবর্ষে এশেশার সাহেবকর্ত্তৃক যে সকল বাটীর উপর এক্ষণে প্রথমবার এসেসমেণ্ট অর্থাৎ কর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে তাহার বিচার হইবেক এবং ঐ বিষয়সম্বলিত ঐ সকল বাটীর দখলিকার ও ভাড়াটিয়াগণ সকলকে স্বতন্ত্র সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, অতএব যে সকল লোকের ঐ এসেসমেণ্ট জন্য কোন ওজর বা আপত্তি থাকে, তাঁহারা ঐ মোকাম এবং ঐ তারিখ অবধি উপস্থিত হইয়া উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকট আবেদন করিবেন, ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর।

By Order of the Commissioners.
ROBERT TURN BULL,
Secretary.

কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে রবর্ট টরণবুল সেক্রেটারী।

CALCUTTA.
NO. 3 Chowringhee Road.
The Office of Municipal Commrs.
Dated 10th September 1858.

বিজ্ঞাপন

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব উকীল অথচ বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান সদর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মল্লিক বর্দ্ধমান প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত জেম্‌স হেনিরি ইয়ং সাহেবের আদেশানুসারে তৎ প্রণীত রিবিনিউ হ্যাণ্ডবুক নামক ভারতবর্ষীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত ইংরাজী ভাষার আইন পুস্তক সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ২০০ শত পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকার করিয়াছেন, এই পুস্তক সরকারি কর্ম্মচারি ও ভূমাধিকারী ও উকীল মোক্তার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ি লোকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৲ টাকা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৷৷ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা শোভাজারের নন্দরাম সেনর ষ্ট্রীটস্থিত ১৭ নম্বর ভবনে অথবা বর্দ্ধমানের মুন্সেফী কাছারিতে উক্ত মুন্সেফ বাবুর নিকটে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত নিম্ন লিখিত বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

যথা।

১। কলিকাতার কর আদায়ের বিষয়।

২। ভূমি জরীপ ও নক্সা এবং থাকবস্তুর বিষয়।

৩। দলীল রেজিষ্টরী করণের বিষয়।

৪। বাঁধের বিষয়।

৫। আবকারী বিষয়।

৬। ষ্টাম্পের বিষয়।

৭। আফিমের বিষয়।

৮। লবণের বিষয়।

৯। পেন্সন দেওনের বিষয়।

১০। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের ছুটীর বিষয়।

১১। জায়গিরের বিষয়।

১২। সেনাদিগের রসদ দেওনের বিষয়।

১৩। লোকেল এজেণ্টের বিষয়।

১৪।১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের মতে তথা অন্য আইন অনুসারে সাক্ষ্য দেওনের বিষয়।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়ার ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ের শূলরোগের সুবিখ্যাত ঔষধ এবং নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তমোত্তম ঔষধ ও ৪।৫ রকম রসসিন্দূর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক কলিকাতার সুরতিবাগানে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় কবিরাজের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

৩১ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১৯৮

আমরা বালেশ্বরের বন্ধুর পত্র অতিশয় সমাদরের সহিত প্রকাশ করিলাম, এপত্রে কিঞ্চিৎ কৌতুক যৌতুকস্বরূপ সন্দর্শিত হইয়াছে, অতএব পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"নিম্ন লিখিত কতিপয় সংবাদ সমীপস্থ করিলাম, ভরসা করি পত্রস্থ করিয়া পরমাপ্যায়িত করিবেন, এতদ্রূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভব বোধ হইতেছে, এতৎ কালাবধি এমত ব্যাপার কখনই শ্রুতিগোচর হয় নাই, বরং অতি প্রাচীন ও বিজ্ঞ মহাশয়েরাও শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন, অতএব মহাশয়ের এবং বিজ্ঞবর পাঠকবৃন্দের নিকট উপহাসজনক হইতে পারে, তাহার সংশয় কি? কিন্তু আমি অমূলক সংবাদ মহাশয়ের নিকট কখনই প্রেরণ করি নাই, এবং করিতেও যেন না হয়, এই সংবাদ কোনো বহুদর্শি ও বিজ্ঞ ব্যক্তির পত্রপ্রমাণ মহাশয়ের সমীপস্থ করিলাম।

কটক সহরের অন্তঃপাতি জোব্রা নামক গ্রামে ৪৪ কি ৪৫ বৎসর বয়স্ক কোনো ব্যক্তির মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে অজশৃঙ্গের ন্যায় প্রায় ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ একটি শৃঙ্গ উঠিয়াছে, প্রশংসিত শ্রীযুক্ত জজ সাহেব এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতিরা উক্ত শৃঙ্গটি কাটিবার জন্য ঐ শৃঙ্গধারি ব্যক্তিকে সিবিল সার্জনের নিকট পাঠান, উক্ত ডাক্তার সাহেব সাহস পূর্ব্বক তাহা ছেদন করিতে পারেন নাই, তিনি কহেন যে, ঐ শৃঙ্গটি অস্থিভেদ করিয়া উঠিয়াছে, শৃঙ্গচ্ছেদন করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

মোসলমানের পর্ব্বে কোতলের রাত্রে ৪ কি ৫ ভাদ্রে অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন হইয়া মন্দ মন্দ বৃষ্টি হয় যামিনী ১১ ঘটিকার সময় দুই ব্যক্তি, জনেক শুক্লবর্ণ ও অপর একজন কৃষ্ণবর্ণ, ঘোটকারোহণে অসিচর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ শস্ত্রপাণি হইয়া মহানদীর রাজঘাট নামক খেয়াঘাটে উপস্থিত হইয়া নাবিকগণকে পার করিতে কহে, তাহাতে নাবিকেরা কহে যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষেধ আছে, রাত্রে আমি পার করিবনা, যদি শুল্ক দাও তবে পার করিতে পারি, তাহাতে তাহারা কহে যে, আমারদিগের নিকট কিছুই নাই, এই বলিয়া ঘোটক যেপ্রকারে রাজপথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ নদীর স্রোতের উপরে ধাবমান করাইয়া উত্তীর্ণ হইয়া অদৃশ্য হইল, পরদিবস প্রাতে প্রশংসিত মাজিষ্ট্রেট সাহেব সংবাদ পাইয়া মাজিদিগকে তাড়না করেন, তাহারা কি জন্য ঐ দুই ব্যক্তিকে ধৃত করিলনা? ফলে তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে ও কোথায় গমন করিয়াছে, তাহার কিছুই নিরূপণ হয় নাই।

পরমানন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভাস্করগঞ্জের স্থাপিত বঙ্গোৎকল পাঠশালায় মহিমাবর গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৮ টাকা সাহায্য করিয়াছেন, এইক্ষণে দীন হীন ছাত্রগণ আনন্দ পূর্ব্বক বিনাবেতনে অধ্যয়ন করিবেন'

বিগত ৯ ভাদ্রে এতদঞ্চলে দিবা তৃতীয় প্রহরের সময় অত্যন্ত ভূমিকম্প হয়, এবং দক্ষিণ কটক প্রভৃতি স্থানেও ভূকম্পন হইয়াছে, উত্তরাঞ্চলে এঘটনা হইয়াছে কি না অদ্যাপি সংবাদ পাই নাই।

শ্রীঅটলবেহারি পাল।

বালেশ্বর।

২৬ ভাদ্র ১২৬৫ সাল।"

প্রেরিত পত্র

বৈদ্যজাতির দলাদলি।

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদকেষু।

আপনার গত শনিবাসরীয় প্রভাকরে বৈদ্য-দলাদলির বিষয় পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম, ধনি মহাশয় সর্ব্বাংশে প্রধান হইয়া কেন এরূপ অকল্যাণকর আত্মবিচ্ছেদের সূত্রসঞ্চার করিতেছেন? ইহাই কি মহতের ধর্ম্ম? যিনি আপন বাটীতে একজন সম্ভ্রান্ত নিরপরাধি বৈদ্যকে পত্রযোগে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে অপরাধি বলিয়া বাটী হইতে বিদায় করিয়া দেন, তিনি যে, পরের বাটীর কর্ম্মপণ্ড করণার্থ সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ-বারণ করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

"শ্রীশ্রীহরি।
সহায়।"
"গিরিধারী"
সহিমোহর।

"কল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু——
গুপ্ত—কল্যাণবরেষু।"

"মোং পাথুরেঘাটা।"

"শুভানুধ্যায়ী শ্রী——সেনগুপ্তস্য।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ।

১৭ ভাদ্র বুধবার শ্রীশ্রী ৺ জীউর জন্মযাত্রা ও পরদিবস উৎসব হইবেক, আপনারা কলুটোলার বাটীতে আগমন পূর্ব্বক দর্শন করিবেন পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তারিখ ১৪ ভাদ্র শক ৺দা১৭৮০।"

গুপ্ত বাবু "অতি ভাল মানুষ" এই নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া কাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন নাই।—১৭ বুধবার রজনীতে যাতায়াত জন্য ৸৹ বারোআনা গাড়ি ভাড়াদিয়া একটি ৷৷৹ আতুলি প্রণামি লইয়া সেন বাবুর ভবনে গমন করেন, পরে দালানে উঠিয়া যথারীতিক্রমে সেই আতুলিটি ঠাকুর-প্রণামি দিয়া বসিলেন, ঠুন্ করিয়া শব্দ হইলে এক জন পূজ্যবর ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি" নিমন্ত্রিত কহিলেন "আমার নাম অমুক গুপ্ত"—অনন্তর কর্ত্তা বাবু এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "উনি দোষ স্বীকার পূর্ব্বক মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়াছেন কি না? নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "আমি কোনো দোষো করি নাই, অতএব কি জন্য মার্জ্জনা স্বীকার করিব?" তৎপরে কথিত হইল, "তোমার এই নিমন্ত্রণ ভ্রমক্রমে হইয়াছে, তুমি দোষী ব্যক্তি, অতএব চলিয়া যাও।"

হে সম্পাদক মহাশয়! "বোলে ছিলেম্ হোলোনা ঘরে গিয়ে খাও" এই এক কথা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু এব্যাপার তাহার অপেক্ষাও অতি ভয়ঙ্কর, কারণ স্বজাতিমাত্রেই দেব স্বরূপ পূজ্য, বাবু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সে ব্যক্তি অতি শাদা মানুষ, মনের ভিতর কাদা নাই, নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিল, প্রণামি দিলে, শেষ তাহাকে অপমান করিয়া বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। আহা! কি মহত্ত্ব, কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীর বয়স পর্য্যন্ত অদ্যাবধি কস্মিন্‌কালেই কোনো স্থানেই স্বজাতি-সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা হয় নাই, অতি নীচ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিলেও যখন সে দেবতার ন্যায় পূজ্য হয়, তখন শিরোভূষণ-স্বরূপ নিমন্ত্রিত স্বজাতি যে কতদূর পর্য্যন্ত পূজনীয় হইবেন তাহা অনির্ব্বচনীয়। আহা! এই ঘটনা ব্যক্ত করা দূরে থাক্, স্মরণ করিতে হইলে হৃদয় অমনি বিদীর্ণ হইতে থাকে, শুদ্ধ বৈদ্যজাতি বলিয়া নহে, এই সংবাদ যিনি শুনিবেন, তিনিই চমৎকৃত হইবেন। ইহাতে আবার এক আশ্চর্য্য দেখুন, "গরিব বৈদ্য বেচারাকে যেরূপে হউক, নিমন্ত্রণ ফেরৎ লইয়া বিদায় করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার প্রদত্ত-প্রণামি আতুলিটি ফিরিয়া দিলেননা, নিমন্ত্রণে গিয়া তাহার "পেঁজ-পয়জার—গুণাগার" হইল, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ ফেরৎ হইল, গাড়ীভাড়া ৸৹ এবং প্রণামি ৷৷৹ এই ১।৹ পাঁচশিকা গুণাগার হইল। নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, লুচিমণ্ডা জলপান করিবেন, এই ভ্রমে বাটীর আহার বন্দ করিয়া যান, কেবল মধুবাক্য-পান করিয়া শুধুমুখে থাকিতে পারেননা, সুতরাং জঠরানল নির্ব্বাণার্থ আবার বাটীতে আসিয়া রাত্রিযোগে দুই চারিআনা পয়সার লুচি মেঠাই ধ্বংস করিতে হইল।

হে মহাশয়! আমরা কয়েকজন বিদেশি বৈদ্য, আপনারদিগের প্রীতি-ভোজনের ব্যাপার বিশিষ্টরূপেই জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাতে দোষ সম্বন্ধগন্ধমাত্রই নাই, অতএব কয়েকটি প্রশ্ন করি একে একে তাহার উত্তর করুন।

প্রথম প্রশ্ন।

ধনি বাবু এক জন বৈদ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার কেন করিলেন?।

উত্তর।

ধনি জনেরা ধনবলে সকলি করিতে পারেন, ভাবেন, আমি তেজিয়ান্, আমার দোষ কে ধরিবে? আর তিনি অতি উচ্চলোক, তাঁহার বিবেচনাও উচ্চ। আমরা নীচ বিবেচনায় কিরূপে তাহা স্থির করিব? অপিচ যিনি পরকে অম্লানবদনেই এমত কহিতে পারেন, যে, "তুমি অমুক অমুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, এখনি বারণ করিয়া পাঠাও" তিনি, যে, আপন বাটীতে তদ্রূপ করিবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

যৎকালে দোয়েহাটায় আপনার যন্ত্রালয় স্থাপিত ছিল তখন ডাক্তর দ্বারকানাথ গুপ্তের সহিত আপনার যত-দূর পর্য্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, অতএব তিনি এক্ষণে আপনারদিগ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই নিমন্ত্রণ কেন আবার রহিত করিলেন? পরন্তু ডাক্তর, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ধনি বাবুর অনুরোধ শুনিয়া কেন আপনারদিগের নিমন্ত্রণ বারণ করিলেন না?।

উত্তর।

দোয়েহাটার ডাক্তর দ্বারিকে পূর্ব্বে আপনারা দেখিয়াছেন, এইক্ষণেও দেখিতেছেন, এখন তাঁহার আর সে দিন নাই, অনেক ধন হইয়াছে। আমরা তখন যাহা ছিলাম, এখনো তাহাই আছি, বড় হই নাই, তিনি বড় হইয়াছেন, সুতরাং বড়র কার্য্যই বড়, আমরা দুঃখি, আমারদের সম্মান কেন রাখিবেন? বড় হইয়া বড়র কথাই রক্ষা করিলেন, এবং বিবেচনা করিলেন, ধনি বাবু প্রকাশ্য সভা করিয়া কয়েকজন বৈদ্যকে দোষি করিতেছেন, আমিওতো ধনী, অতএব এই সুযোগে বাবুর মতে Ditto দিয়া অর্থাৎ সায় পাড়িয়া কেননা তাহারদের দোষি বলি? এই ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাই বারণ করিলেন, ইহাই তাঁহার ক্ষমতা ছিল, তাহাই করিয়াছেন। বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত যদিও এইক্ষণে পরমেশ্বরেচ্ছায় অতি উচ্চ লোক হইয়াছেন, কিন্তু তিনি স্বীয় বংশ-মর্য্যাদানুসারে অভিমান ও অহঙ্কার-শূন্য হওয়াতে আপনাকে আপনি বড় জ্ঞান করেননা, একারণ স্বজাতিমাত্রকেই সমভাবে পূজ্য জ্ঞান করেন, ইহাতেই যথার্থ মহত্ত্ব রক্ষা করিলেন, ধনি বাবুর অনুরোধ-পরবশ হইয়া নিমন্ত্রণ বারণ করিলেননা, তাঁহার সর্ব্ব বিষয়ের প্রাধান্যের পরিচয়-প্রদানের অপেক্ষা করেনা, কেননা তাঁহার প্রশংসা-পুষ্প সর্ব্বত্রই আমোদিত করিতেছে, পরন্তু শাস্ত্রীয় বচন যথা।

"আকার সদৃশঃ প্রজ্ঞঃ।" গোবিন্দ বাবুর যেরূপ আকার সেই প্রকার কর্ম্ম করিলেন, ইহাতে দ্বারি বাবুর কথা আর অধিক উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয়না।

তৃতীয় প্রশ্ন।

আপনারা কি একটা দলবদ্ধ করিবেন?

উত্তর।

কখনই না, ঈশ্বর যেন এ প্রবৃত্তি না দেন। অপিচ আমরা দুঃখি, যিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আহ্বান করিবেন, আনন্দচিত্তে তাঁহারি বাটীতে গমন করিব, সৎগতি হইলে পূজাকরণার্থ সকলকেই সমভাবে আহ্বান করিব, যিনি পদধূলি প্রদান করিবেন তাঁহারি নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, আর যিনি ঘৃণা করিয়া ত্যজ্য করিবেন, তিনিও আমাদের পূজ্য।

চতুর্থ প্রশ্ন।

দ্বাদশজন অধ্যক্ষের মধ্যে দশ জনের-তো কথাই নাই, কেননা তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া সত্য রক্ষা করিয়াছেন, আর প্রধান ধনি বাবুতো প্রকারান্তরে আসামি করিয়াদির দলভুক্ত হইলেন, কেবল এক নীলমনি দাস, তিনি কি জন্য আপনাদিগ্যে বিড়ম্বনা করিতেছেন?।

উত্তর।

দাস বাবু মনে করিয়া থাকিবেন, তিনি অতি পবিত্র, তাঁহাতে কোনো দোষসংস্রব নাই, এজন্য ঘৃণা করিতে পারেন। যাহা হউক, তাঁহার বিষয় এবং অপরাপর সমস্ত বিষয় আমরা পুস্তকেই প্রকাশ করিব, সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতে পারিনা। আমরা ধনহীন ও জনহীন, একারণ সত্য-অবলম্বন পূর্ব্বক পুস্তক প্রকাশ করিয়া মনের মালিন্য মোচন করিতে হইবে, অতএব শেষ যেন কেহ আমারদিগের দোষ গ্রহণ না করেন।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ। সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৩০ সংখ্যা] গুরুবার ১ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

১ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

হে জগদীশ্বর! তুমি স্ব স্বরূপ, নির্গুণ, অতীন্দ্রিয়, তুমি নিরাধার, অথচ সর্ব্বধার, মনুষ্য-কর্ত্তৃক তোমার বর্ণনা কখনই সম্ভবেনা, যেহেতু তুমি বর্ণাতীত, তোমার নির্ণয় নিমিত্ত যিনি যেরূপ ব্যাখা করুন, তর্ক করুন, কিছুতেই কিছু হয়না, মানবগণ তোমার স্বরূপ গুণ জানিতে না পারিয়া ভ্রান্তিভরে বিবিধ প্রকার পুস্তক পাঠানন্তর পরস্পর মিথ্যা বাদানুবাদ দ্বারা মহারত্ন পরমায়ুকে বৃথা বিনষ্ট করিতেছেন। তুমি গ্রন্থের গম্য নহ, যে ব্যক্তির যথার্থ চক্ষু আছে তিনি পরিপূর্ণ প্রেমভরে ব্রহ্মাণ্ডরূপ-পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তোমার অসীম মহিমার কিয়দংশ জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। হে প্রভো! এই বিচিত্র বিশ্বের সমস্ত কার্য্য অবিশ্রান্তই তোমার অনন্ত গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

হিতাবলী।

মিত্র লাভ।

লীলাচলের অন্তঃপাতি লীলাচলে নীলরত্ন নৃপতি নিবসতি করেন। নৃপেন্দ্র, নরেন্দ্র, নগেন্দ্র এবং নবেন্দ্র, তাঁহার এই চারিপুত্র।—মহারাজ এক দিবস মনে মনে এরূপ বিবেচনা করিলেন, যে, আমার এই পুত্রদিগ্যে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। সন্তান বিদ্বান্ না হইলে সকলি বৃথা। বিদ্যা ব্যতীত কখনই জ্ঞান-লাভ হয়না। এই জ্ঞান সমুদয় সংশয়সংছেদক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যক্ষকারি শাস্ত্র সকলের নেত্র-স্বরূপ, যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন, সেই ব্যক্তিই অন্ধ। যাহারা অজ্ঞাতশাস্ত্র, তাহারা মূর্খতা দোষে সর্ব্বদাই বিপথগামি হয়। কুসঙ্গে কুপথে ভ্রমণ করিয়া পুরুষার্থ নষ্ট করে। বিশেষত আমার পুত্রেরা যদি এই সময়ে বিদ্যারূপ-ভূষণে বিভূষিত না হয়, তবে বাল্যকাল গত করিয়া "যৌবন-পথের" পথিক হইলে কতদূর-পর্য্যন্ত অনর্থ-উৎপাদন করিবে, তাহা কথনাতীত। একে ভয়ঙ্কর যৌবনকাল, তাহাতে এই সুদীর্ঘরাজ্য, কোষাদি সম্পত্তি, তাহার উপর পরিপূর্ণরূপ-প্রভুত্ব এবং সর্ব্বোপরি আবার অবিবেকতা, যখন ইহার একেতেই রক্ষা নাই, তখন একেবারে একাধারে চতুষ্টয়ের একত্র সংযোগ হইলে আর কি রক্ষা থাকিবে? যেমন কোনো এক নূতনপাত্রে কোনো প্রকার চিহ্ন প্রদান করিলে কখনই সেই চিহ্নের অন্যথা হয়না, সেইরূপ বাল্যকালে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলে সেই নীতি বলবতী ও ফলবতী হইয়া ফলপ্রদানে কদাচই বঞ্চনা করেনা।—

অতএব এই সময়ে সন্তানদিগ্যে সংশয়-নাশক জ্ঞান-প্রকাশক কোনো এক সুপণ্ডিত আচার্য্যের নিকট বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত করি।

পদ্য।

সেই হয় পূজনীয়, বিদ্যা আছে যার।
বিদ্যাহীন নর যেই, বৃথা জন্ম তার॥
বিদ্বানের সমাদর, স্বদেশ, বিদেশ।
বিদ্যার নিকটে নাই, ইতর, বিশেষ॥
নীচ যদি জ্ঞানি হয়, পূজা করি তায়।
মন্ত্রী হোয়ে, বসে গিয়ে, রাজার সভায়॥
যেমন মানব করি, তরির উপায়।
নীচগা-নদীর গুণে, রত্নাকর পায়॥
বিদ্যাবান্ সেইরূপ, বিদ্যাধন লোয়ে।
জীবন সফল করে, রাজপ্রিয় হোয়ে॥
বিদ্যা, করে, বিদ্যাবানে, বিনয়-বিধান।
বিনয়, বিদ্বানে করে, ক্ষমতা প্রদান॥
ক্ষমতায় ধন হয়, নাহি রয় দুখ।
ধন হোলে, ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্মে হয় সুখ॥
শাস্ত্রে হয়, সমুদয়, সংশয়-ছেদন।
বধিরের "কর্ণ" ইনি, অন্ধের "নয়ন"॥
যে, না করে, শিবকর, শাস্ত্র-আলোচন।
নয়ন থাকিতে হয়, অন্ধ সেই জন॥
পিতা হোয়ে, পুত্রে নাহি, বিদ্যা দেয় যেই।
সন্তানের শত্রু হয়, পিতা নয় সেই॥
পুত্র যদি মূর্খ হয়, সকলি বিফল।
কেমনে হইবে তায়, পিতার কুশল?॥

কুলাঙ্গার, বোলে তার, নাম হয় দেশে।
ধন যায়, মান যায়, কুল যায় শেষে॥
জ্যোতি-হীন আঁখি যথা দুখের কারণ।
ছাগলের গলে "বাঁট" বৃথায় যেমন॥
বিদ্যাহীন পুত্র হয়, সেরূপ প্রকার।
কেবল কুলেতে করে, কলঙ্ক প্রচার॥
সতত শরীর সুস্থ, সুখি সেই জীব।
সদাকাল সমভাবে, ভোগ করে শিব॥
প্রতিদিন অনায়াসে, অর্থ আসে যার।
তার চেয়ে ভাগ্যধর, কেহ নাহি আর॥
অর্থকরী "বিদ্যাবলে" বল যেই ধরে।
কোনোকালে কিছুতে কি, ক্ষুব্ধ তারে করে?॥
প্রিয়া আর মধুরভাষিণী, ভার্য্যা যার।
সংসারেতে সংসার, সার্থক হয় তার॥
বিনয়ী যাহার পুত্র, অথচ বিদ্বান।
তার চেয়ে কেহ আর, নহে ভাগ্যবান॥
সে, বরন্ ভাল, "দারা" বন্ধ্যা হোয়ে রয়।
কিছুমাত্র খেদ নাই, সন্তান না হয়॥
গরব না হয় যদি, হয় গর্ভস্রাব।
কিছুমাত্র নাহি তায়, সুখের অভাব॥
"ছেলে" হোয়ে মোরে যায়, তাহে নাহি দুখ।
দেখিতে না হয় যেন, কুপুত্রের মুখ॥
বরঞ্চ দুহিতা হয়, তাহে পাব সুখ।
দেখিতে না হয় যেন, কুপুত্রের মুখ॥
ঘরেতে সন্তান নাই, তাহে কি গঞ্জাল।
মূর্খ নিয়ে, দুঃখ কেন, পাব চিরকাল?॥
কুলের প্রদীপ-প্রভা, যাহাতে না রয়।
এমন সন্তান যেন, কখনো না হয়॥
বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, ধর্ম্ম নাই যার।
আপনার হিতাহিত, না করে বিচার॥
কোনোরূপে নাহি ভাবে, মান, অপমান।
নাহি করে উপার্জ্জন, নাহি করে দান॥
গুনিগণ-গণনায়, নাহি উঠে "নাম"।
দিনে রেতে একবার, নাহি জপে "রাম"॥
তাহার জননী যদি, পুত্রবতী হন।
"বন্ধ্যা" বোলে তবে কারে, করি সম্বোধন?॥
ফলহীন-তরু আর, জলহীন-নদ।
বলহীন দেহ আর, মানহীন পদ॥
অস্ত্রহীন সেনাপতি, রাজ্যহীন ভূপ।
লজ্জাহীন কুলবধূ, শোভাহীন রূপ॥
গন্ধহীন-ফুল যথা, কেবা তারে চায়।
বিদ্যাহীন পুত্র তথা, শোভা নাহি পায়॥
মানুষের সহ তার, সব বিপরীত।
সমান তুলনা হয়, পশুর সহিত॥
রতিরসে রত সদা, ভয়েতে ব্যাকুল।
খায় আর নিদ্রা যায়, হোয়ে প্রেমাকুল॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, নাহি জানে বেদ।
পশুর সহিত তবে, কি আর প্রভেদ?॥
এক যদি বিদ্যাশীল, বংশধর হয়।
তার কাছে শতশত, মূর্খ কিছু নয়॥
পুত্র হোয়ে কুলরক্ষা, করিতে না পারে।
জননীর বিষ্ঠা বোলে, ঘৃণা করি তারে॥
ধনেতে "কুবের পুত্র," মূঢ় যদি হয়।
পুত্র নয়, নয়, সেতো, পুত্র কভু নয়॥

শূকরের শত সুতে, কিছু নাই ফল।
স্নান করি, অপবিত্র, গায়ে মাখে মল॥
পারীন্দ্রের এক পুত্র, প্রবল কেমন।
পশুপতি হোয়ে করে, কানন-শাসন॥
এক চাঁদে আলো করে, অখিল সংসার।
শোভাহীন, কোটি তারা, চারিদিগে তার॥
ধনে, জ্ঞানে, যশে পূর্ণ, যাহার কুমার।
তার চেয়ে পুণ্যশীল, কেহ নাহি আর॥
কোনো ধন, নাহি হয়, বিদ্যা সম-তুল।
প্রাণ দান, করিলেও, নাহি হয় মূল॥
কোনো কালে, কিছুতেই, নাহি পায় ক্ষয়।
যতই বয়স বাড়ে, বৃদ্ধি তত হয়॥
জ্ঞাতিরা পারেনা, কভু, বিভাগ করিতে।
তস্করে পারেনা কভু, এ ধন হরিতে॥
"শাস্ত্র" আর "শস্ত্র" এই, বিদ্যা দুইরূপ।
এর মাজে "শাস্ত্রবিদ্যা" অতি অপরূপ॥
বুড়া হোলে "শস্ত্রবিদ্যা" হাস্যকরী হয়।
তখন তাহার আর, আদর না রয়॥
"শাস্ত্রবিদ্যা" সর্ব্বকাল, স্বভাবে সমান।
শুভকরী হোয়ে করে, চতুর্ব্বর্গ দান॥
বুদ্ধিশালি সুপণ্ডিত, যত যত নর।
আপনারে, জ্ঞান করি, অজর, অমর॥
বিদ্যার প্রভাবে, পদে, প্রাপ্ত হোয়ে ধন।
কেবল করেন সুখে, কীর্ত্তির স্থাপন॥
কৃতান্ত ধরেছে কেশ, কর বিস্তারিয়া।
এখনি মরিতে হবে, এরূপ ভাবিয়া॥
পরিহরি বিষয়ের, বিষ-আলাপন।
নিয়ত করেন শুধু, ধর্ম্ম-আলোচন॥
বিদ্যা বিনা নাহি হয়, ধর্ম্মে অধিকার।
অতএব, এই বিদ্যা, সর্ব্ব মূলাধার॥
বিনয় বচনে বলি, প্রিয়তম-গণ।
সাধ্যমত সুতে কর, বিদ্যা-বিতরণ॥
পড়াতে না পারো যদি, দোষ কিবা আছে।
নিয়ত নিয়োগ কর, পণ্ডিতের কাছে॥
সমাজে থাকিলে ছেলে, সাধু-কথা কবে।
সঙ্গগুণে কিছু ফল, হবে, হবে, হবে॥
কুপজল, পূজ্য হয়, পোড়ে গঙ্গানীরে।
পুষ্প সহ "সূত্র" উঠে, দেবতার শিরে॥
নররূপে সকলেই, জন্মে, আর মরে।
যতদিন বেঁচে থাকে, খায় আর পরে॥
এপ্রকার যাতায়াতে, কিছু নাই ফল।
মিছে দেহ মাংসময়, মূত্র আর মল॥
যশরবি, করে, করে, ত্রিকুল উজ্জ্বল।
জনম সফল তার, জনম সফল॥
পূর্ব্বজন্মে ঘোরতর, তপস্যা যে, করে।
সেই তপস্যার বলে, পুণ্যরাশি ধরে॥
পুণ্যবলে হয় তার, ধার্ম্মিক সন্তান।
ধনবান, গুণবান, পণ্ডিত প্রধান॥
জনম, মরণ, আর, আয়ু, কর্ম্ম, ধন।
গর্ভেতেই হয় এই, পাঁচের সৃজন॥

নহে অসম্ভব, এতো, নহে অসম্ভব।
অবশ্যই "ভাবি ভোগ" স্বভাবে সম্ভব॥
সাক্ষি তার, চিরকাল, "নগ্ন," দেখ "হর,,।
হরির "অনন্ত-শয্যা,, সর্প—বিষধর॥
হইবার যোগ্য যাহা, অবশ্যই হয়।
কখনো কি হয় তাহা, হবার, যা, নয়॥
এরূপ ভাবনা করি, করেন সুজন।
চিন্তারূপ বিষহর, ঔষধসেবন॥
কপালের ফল যাহা, তাই হবে পরে।
এরূপ ভাবিয়া মনে, আলস্য, যে, করে॥
তার মত মূঢ়জন, কেহ নাই আর।
পুরুষার্থ লাভ কভু, নাহি হয় তার॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত, কর্ম্ম যাহা হয়।
"অদৃষ্ট" মানিয়া লোক, "দৈব,, তারে কয়॥
অবশ্যই "দৈব ফল,, করিব স্বীকার।
কিন্তু চাই, যত্ন, শ্রম, সহকার তার॥
বিনা, শ্রমে, বিনা যত্নে, "দৈব,, সিদ্ধ হয়।
তারে, কি, সুবোধ বলি, এ কথা, যে, কয়?॥
শ্রম করে, যত্ন করে, তবে যায় দুখ।
কখনই অলসের, নাহি হয় সুখ॥
"একচক্র-রথে,, যথা গতি নাহি হয়।
চেষ্টা বিনা সেইরূপ, "দৈব,, সিদ্ধ নয়॥
চেষ্টাহীন হোয়েসিংহ, "সুপ্ত,,হোলে পরে।
অনাহারে নষ্ট হয়, কষ্ট পেয়ে মরে॥
হরিণাদি পশু তার, দূরে যায় চোলে।
যেচে নাহি মুখে আসে, খাও খাও বোলে॥
উদ্যোগী পুরুষ হন, সিংহের সমান।
আপনি কমলা তারে, দেন ধন, মান॥
দৈবেতে নির্ভর করি, যত্নহীন যেই।
কাপুরুষ, কাপুরুষ, কাপুরুষ, সেই॥
অতএব "দৈব,, প্রতি, করি উপহাস।
সাধ্যমত পুরুষার্থ, করহ প্রকাশ॥
যতনে রতন লাভ, যদি নাহি হয়।
নাহোলো, নাহোলো তাহে, দোষ কিছু নয়॥
যে প্রকার "কুম্ভকার,, মৃত্তিকা লইয়া।
ইচ্ছামত "ঘট" আদি, করে নানা ক্রিয়া॥
সেইরূপ কৃতী-নর, করিয়া উপায়।
আপনার কৃত-কর্ম্মে, নানা ফল পায়॥
সমুখে থাকিলে নিধি, বহু মূল্যবান।
দৈব তারে, হাতে তুলে, নাহি করে দান॥
চেষ্টার অসাধ্য আর, নাহি কোনো ক্রিয়া।
সে-রতন, নিতে হয়, যতন করিয়া॥
শ্রমাধীন-কার্য্যে হয়, আশার সুসার।
আশামাত্রে, মনোরথ, পূর্ণ হয় কার?॥
অতএব সন্তানের, শিক্ষা চাই আগে।
বিদ্যায় মানুষ হবে, নিজ-অনুরাগে॥
গুরুর নিকটে নাহি, উপদেশ ধরে।
আপনি পুস্তক পাঠ, যে-জন না করে॥

জারজের মত তার, নত হয় মুখ।
সভায় প্রবেশ করি, নাহি পায় সুখ॥
সময় বিলম্ব আর, না হয় বিহিত।
এখনি নিয়োগ করি, প্রবীণ-পণ্ডিত॥
রীতমত প্রতিদিন, নীতি-শিক্ষা দানে।
করিবেন নীতিশীল, আমার সন্তানে॥
উপদেশ প্রাপ্ত হোলে, ঘুচিবে সংশয়।
"সাধুসঙ্গ-ফল" কভু, বিফল না হয়॥
কাঞ্চনের সহবাসে, কাঁচ যেপ্রকার।
প্রাপ্ত হয়, মরকত-মণির আকার॥
সেইরূপ সাধু জনে, বস্তু আছে গূঢ়।
সাধু সহ, বাস করি, বিজ্ঞ হয় মূঢ়॥

মহামতি মহীপতি এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ জ্ঞানগুরু "সিদ্ধান্তশেখর" ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহারি নিকট আপনার পুত্রগণকে অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিলেন।

আচার্য্য কহিতেছেন।

হে মহামহিমার্ণব মহারাজ!—আপনি মহাবংশোদ্ভব মহাত্মাপুরুষ, আপনার বংশোদ্ভব সন্তানেরা কৃতকার্য্য হইয়া বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, এ কোন্ বিচিত্র।—সুবর্ণখনিতে সুবর্ণই জন্মিয়াথাকে, সিংহের সন্তান সিংহই হয়। পদ্মরাগমণির আকরে কিছু কাচমণির জন্ম হয়না, অমৃতবৃক্ষে অমৃতফল ফলিয়াই থাকে, অতএব চিন্তার বিষয় কি? ইঁহারা আমার নিকট নিযোজিত হইলে অতি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই নীতিশাস্ত্রে নিপুণ হইবেন, তাহাতে সংশয়মাত্রই নাই।

নৃপতি পুনর্ব্বার কহিলেন।

পদ্য

উদয়-অচলে যত, বস্তু করে বাস।
সকলেই ধরে তারা, ভাস্করের ভাস॥
সাধুসঙ্গে, অসৎ, বসৎ, যদি করে।
সঙ্গগুণে, সতের, স্বভাব সেই ধরে॥
তৃণ, কীট, বাস করি, ফুলে, গঙ্গানীরে।
আরোহণ করে গিয়া, দেবতার শিরে॥
সুজন যদ্যপি করে, প্রস্তর স্থাপন।
ভক্তিভরে, পূজা করে, সকল ব্রাহ্মণ॥
নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করি, তব সন্নিধান।
বিদ্বান্ হইবে সব আমার সন্তান॥

করিলাম আপনার, চরণে অর্পণ।
করুন সুশিক্ষা-দান, উচিত যেমন॥

তৎপরে সুপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য প্রাসাদ-মধ্যে আসনোপরি পরমসুখে উপবিষ্ট হইয়া রাজপুত্রদিগ্যে উপদেশ প্রসঙ্গে কহিলেন।

ত্রিপদী।

শ্রীমান ধীমান যত, অবিরত অনুরত,
কাব্য-সুধারস আস্বাদনে।
বিদ্যাহীন মূঢ় যারা, হোয়ে নীতি জ্ঞানহারা,
কাল কাটে, কেবল ব্যসনে॥
নিদ্রাযায় দিবাভাগে, নারী-সহ নিশি-জাগে,
মিছে-গান, মিছে-গল্প লোয়ে।
মৃগয়ায় মুগ্ধ-মন, করে মিছে পর্য্যটন,
কলহের কল্পতরু হোয়ে॥
নৃপতিনন্দন-গণ, শুন শুন, দিয়ে মন,
উপদেশ, যাবেনা বিফলে।
সিদ্ধ হবে অভিলাষ, বলি আমি নীতিভাষ,
"কাক—কূর্ম্ম" "ইতিহাস-ছলে॥
বৃথা-কথা পরিহর "অনুরাগ অস্ত্র" "ধর,
ভ্রমরূপ-পাশ কর নাশ।
গুরুদেব-ধ্যান করি, মিত্রলাভ আশে করি,
"মিত্রলাভ" "প্রস্তাব প্রকাশ॥
মুষিক, হরিণ দ্বয়, স্থলচর জন্তু দ্বয়,
কাক, কূর্ম্ম, খচর, কচর।
এদের বিশেষ কথা, বিস্তারিত যথা যথা,
সমভাবে সবারি গোচর॥
ক্রমাগত একমত, স্বভাবে উপায়-হত,
অথচ কাহারো নাই ধন।
কিন্তু বহু বুদ্ধি-ধরে, এই হেতু পরস্পরে
শীঘ্র করে কার্য্যের সাধন॥

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো!—সে কি প্রকার? আমরা তচ্ছ্রবণার্থ অত্যন্ত অনুরত হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া অস্মদাদির অন্তঃকরণে আনন্দ বিতরণ করুন।

আচার্য্য কহিতেছেন।

পদ্য।

"সুবর্ণরেখার "তট, বটবৃক্ষ পরে।
নিশাভাগে, নানাজাতি, পক্ষি বাস করে॥
কোনো এক যামিনীতে, যামিনীর স্বামী।
হইলেন, শেষভাগে, অস্তাচল-গামী॥
"চতুর,, নামেতে, কাক, জাগিয়া তখন।
চতুর্দ্দিগ্ করিতে করিতে, নিরীক্ষণ॥
দেখিল লইয়া জাল, ব্যাধ একজন।
দ্বিতীয় যমের ন্যায়, করিছে ভ্রমণ॥
"চতুর" ভাবিছে মনে, হইয়া চঞ্চল।
অদ্য প্রাতে হায় একি, দেখি অমঙ্গল!॥

নিদয় নিষাদ, এই, শঠশিরোমণি।
না জানি কি, সর্ব্বনাশ, ঘটাবে এখনি॥
দেখি দেখি, যদি পারি, করি প্রতীকার।"
এত ভেবে পশ্চাতে, পশ্চাতে, যায় তার॥

মূর্খ-জনেরাই শোকাকুল হইয়া দুঃখ ভোগ করে, যিনি পণ্ডিত, তিনি বিপদকালে ধৈর্য্য হইয়া সুখলাভ করিয়াথাকেন।

পদ্য।

ধরাতলে শোক-ছাড়া, লোক কেবা আছে?॥
সে শোক, দুখের নয়, পণ্ডিতের কাছে॥
ধৈর্য্যগুণে, ধীমানের, সততই সুখ।
বোধহীন মূঢ় যারা, তারা পায় দুখ॥
ভয় পেয়ে ভীত হয়, বিপদের কালে।
অজ্ঞানে জড়িত হয়, যাতনার জালে॥
সুবোধ-সুধীর যেই, স্বভাবে সরল।
সম্পদ, বিপদ, তার, সমান সকল॥
বাস্তবিক, বিষয়ির, এ, হয়, উচিত।
সদাকাল দৃষ্টি করা, নিজ-হিতাহিত॥
মৃত্যু আর রোগ আদি, শোকের যাতনা।
কি জানি কখন্ হয়, কিরূপ ঘটনা॥
আজ্ নাই, কাল্ নাই, নাই কালাকাল।
শরীরের শুভাশুভ, বিষম-বিশাল॥
যখন্ যেরূপ হয়, কলেবর-দেশে।
ধৈর্য্য হোয়ে, সহ্য কর, সুখ পাবে শেষে॥
ধনী, দুখী, ছোটো, বড়, ভেদ মাত্র নাই।
জীব মাত্রে অবস্থার, অধীন সবাই॥
যা, হবার, তাই হবে, স্থির রাখো মনে।
প্রেমেতে প্রণত হও, প্রভুর চরণে॥

ত্রিপদী।

কিছু দূর গিয়া পরে, পাখি ধরিবার তরে,
তণ্ডুলের কণা ছড়াইয়া।
বিস্তার করিয়া জাল, কিরাৎ-কৃতান্ত-কাল,
আপনি রহিল লুকাইয়া॥
কপোতের অধিপতি, নাম তার "চারুমতি"
উড়ে যায় নিজ দল নিয়া।
দূর-হোতে দরশনে, বিস্ময় হইল মনে,
বনমাজে তণ্ডুল দেখিয়া॥
কহিতেছে দেখ সব, আজ একি অসম্ভব,
যুক্তি কর, বিচার করিয়া।
সম্ভাবনা যাহা নয়, কেমনে সম্ভব হয়,
বনে কেন তণ্ডুল পড়িয়া?॥
কারণ ব্যতীত কার্য্য, কিরূপেতে হয় ধার্য্য,
অকারণে এরূপ কি হয়?।
ইথে যদি করি লোভ, এখনিই পাব ক্ষোভ,
নাহি তায় কিছুই সংশয়॥

এই ক্ষুণ যদি যাই, তবে আর রক্ষা নাই,
সেইরূপ হইব নিধন।
কঙ্কণ-লাভের আশে, পড়িয়া বাঘের গ্রাসে,
সোনো যথা পথিক-ব্রাহ্মণ ॥

কপোতেরা কহিল, সে কিরূপ ?।

কপোত রাজ কহিতেছেন।

তবে শ্রবণ কর।

দক্ষিণ-অরণ্যে আমি, ছিলাম যখন।
একদিন দেখিলাম, করিয়া চরণ ॥
সরোবরে বুড়া এক; রাঘ, স্নান করি।
পুলিনে রয়েছে খাড়া, কুশা হাতে ধরি ॥
পথিক চোলেছে যত, তাদের দেখিয়া।
লোভ দিয়া ডাকিতেছে, আঙুল নাড়িয়া ॥
"ওরে রে, পথিক কর, কোথায় গমন ?।
নিয়ে যারে, নিয়ে-যারে, সোণার কঙ্কণ ॥
বাঘ দেখে সকলেই, হোতেছে বিস্ময়।
দূরে হোতে সোরে যায়, মনে পেয়ে ভয় ॥
ধনলোভী কোনো দ্বিজ, করি দরশন।
মনে মনে করিল, এরূপ আন্দোলন ॥
বিধির কৃপায় থাকে, ভাগ্যবল যার।
ধনলাভ হয় তার, এরূপ প্রকার ॥
কিন্তু ইথে, কিন্তু এই, জীবন-সংশয়।
এতএব হেন লোভ, উচিত না হয় ॥
অনিষ্ট হইতে ইষ্ট, ইষ্ট-লাভ নয়।
অমঙ্গল হয়, তায়, অমঙ্গল হয় ॥
সুধার হইলে সঙ্গ, বিষের সহিত।
মরণ নিশ্চিত, তায়, মরণ নিশ্চিত ॥
কিন্তু হয়, সন্দেহেতে, ধনের প্রবৃত্তি।
বিনা ধনে, কিসে হবে, আশার নিবৃত্তি ?।
সংশয়েতে আরোহণ, না করিলে পর।
কুশল না হয়, কভু, জীবের গোচর ॥
কিন্তু সেই সংশয়েতে, করি আরোহণ।
যদি তায়, রক্ষা পায়, জীবের জীবন ॥
তবেই মঙ্গল হয়, তবেই মঙ্গল।
নতুবা বিফল, সব, নতুবা বিফল ॥
এত ভাবি পথিক, জিজ্ঞাসা করে তায়।
কঙ্কণ কোথায় তোর, কঙ্কণ কোথায় ? ॥
হাত তুলে বাঘ বলে, "বিপ্রের কুমার"।
দেখ দেখ, এই দেখ, কঙ্কণ আমার ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, বাঘ ! কি বলিস্ ওরে।
বিশ্বাস কি, তোরে, বল, বিশ্বাস কি তোরে ?।
"বাঘ" বলে শুন দ্বিজ, কি কব তোমায়।
করিয়াছি, কত পাপ, যৌবন-দশায় ॥
গোরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, হত্যা কত আর।
সংখ্যা নাই, তার, ভাই, সংখ্যা নাই তার
সেই পাপে দারা, পুত্র, মরেছে আমার।
ছারখার হইয়াছে, সোণার সংসার ॥
প্রাণে মাত্র বেঁচে আছি, পাপভার বোয়ে।
শোকে তাপে জর জর, বংশহীন হোয়ে ॥
ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এক, আমায় দেখিয়া।
কহিলেন উপদেশ, করুণা করিয়া ॥
"কর গিয়ে"দান"আদি, ধর্ম্ম আচরণ।
তবেই তোমার হবে, পাপের মোচন ॥
পাপ গেলে তাপ যাবে, শাস্ত্রের বচন।
পরলোকে, নরলোকে, হবেনা গমন ॥
সেই উপদেশে আমি, করিয়াছি স্নান।
ব্রাহ্মণে করিয়া পূজা, দিব আজ্ দান ॥
নখ-দন্ত হীন ক্ষীণ, বৃদ্ধ অতিশয়।
অবিশ্বাস কোরে তুমি, কেন কর ভয় ?।
অধ্যয়ন তপস্যা, ও, যজ্ঞ আর দান।
সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, আর, লোভ-সমাধান ॥
"ধর্ম্মধামে" গমনের, পথ এই আট।
যার বলে মুক্ত হয়, মনের কপাট ॥
এর মাজে তপস্যাদি, পূর্ব্ব চতুষ্টয়।
দাম্ভিক জনের মনে, করেছে আশ্রয় ॥
ক্ষমা আদি চতুষ্টয়, মহারত্ন-ধন।
রয়েছে আশ্রয় করি, মহাত্মার মন ॥
বিকার নাহিক আর, আমার অন্তরে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, গিয়েছে অন্তরে।
এই দেখ, করেতে, ভূষণ, লোয়ে আছি।
না সয়, বিলম্ব আর, দিলে পরে বাঁচি ॥
হায় হায়, কার কাছে, ফেলিব নিশ্বাস ?।
"বাঘ"বোলে, তবু কেউ, করেনা বিশ্বাস ॥
ধারাবাহি-লোক যারা, তাদের এ ধারা।
অবিশ্বাসে বিশ্বাস, করেনা কভু তারা ॥
যে, নারীরে, দ্বিচারিণী, বোলে লোক জানে।
তার, "ধর্ম্মকথা" কেহ, শুনেনাকো কাণে ॥
যে, ব্রাহ্মণ পাপাচার, করে একবার।
তাহারে প্রত্যয় কেহ, নাহি করে আর ॥
কলত আমার আর, সে রোগ-তো নাই।
দোহাই, দোহাই, ভাই, ধর্ম্মের দোহাই ॥

ওহে ব্রাহ্মণ! শ্রবণ কর।

যেমন আপন প্রাণ, প্রিয় আপনার।
সেরূপ সবার প্রাণ, প্রিয় সবাকার ॥
আপন শরীরে যথা, আপনার স্নেহ।
সেইরূপ সবে দেখে, নিজ নিজ দেহ ॥
অতএব উপদেশ, লহ জীবগণ।
আত্মবৎ কর সবে, দয়া-বিতরণ ॥
নিজ-সুখে সুখি যারা, দুখি নিজ দুখে।
ভ্রমেও তাদের নাম, এনোনাকো মুখে ॥
আপনি আপন ভাবে, করি প্রণিধান।
প্রেমভরে দেখ ভবে, সকল সমান ॥
ওহে দ্বিজ, নিজবৎ, দেখি সমুদয়।
কেন কর ভয়, তুমি, কেন কর ভয় ? ॥

যাঁহারা জ্ঞানি পুরুষ, তাঁহারা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান এবং সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান করেন।

পদ্য।

পরনারী জ্ঞান কর, জননীর প্রায়।
মনের বিকার যেন, নাহি ঘটে তায় ॥
লোভ যেন মনে, কভু, নাহি পায় স্থান।
পরধন জ্ঞান কর, ঢেলার সমান ॥
সুজন হইতে যদি, থাকে অভিমত।
সমুদয় প্রাণি দেখ, আপনার মত ॥
ধনিজনে ধন দিয়া, নাহি প্রয়োজন।
ধনহীনে সাধ্যমত, দান কর ধন ॥
রোগিরে ঔষধ দান, সুবিহিত হয়।
অরোগিরে দিলে পরে, নাহি ফলোদয় ॥
পণ্ডিতেরা করেছেন, এরূপ বিধান।
দানের প্রধান দান, সাত্ত্বিক, যে, দান ॥
বিশেষত, উপকারী, যেজন না হয়।
তারেই করিবে দান, শাস্ত্রে এই কয় ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ তুমি, উপকারী নও।
তোমারে যে করি "দান" লও লও লও।
প্রত্যয় তাহার বাক্যে, করিয়া তখন।
সানহেতু সরোবরে, নামিল যেমন ॥
মহাপঙ্কে পোড়ে শেষ, করে হাহাকার।
উঠিবার, শক্তি তার, রহিলনা আর ॥
"বাঘ"বলে, আহা, আহা, কি হইল হায়।
স্থির হও, আমি গিয়ে, উঠাই তোমায় ॥
এত বলি কাছে গিয়ে, ধরিল যখন।
রোদন-বদনে দ্বিজ, কহিছে তখন ॥
পরের অনিষ্টকারী, যেজন দুর্জ্জন।
কখনো কি ভাল হয়, তার আচরণ ?॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ তার, বেদ-অধ্যয়ন।
ধর্ম্মের কারণ, নয়, ধর্ম্মের কারণ ॥
ধার্ম্মিকতা, সদাচার, কেমনে সে পাবে ?।
স্বভাবের দোষ তার, কিরূপেতে যাবে ? ॥
স্বভাবে মধুর হয়, "গোরস" যেরূপ।
সকলের অতিরিক্ত, স্বভাব সেরূপ ॥
ইন্দ্রিয় সহিত মন, যেনা করে বশ।
কিসে হবে যশ, তার, কিসে হবে যশ ?॥
করী যথা স্নান করি, উঠিয়া অমনি।
ধূলায় ধূসর হয়, তখনি তখনি ॥
দুষ্টের সেরূপ হয়, শিষ্ট ব্যবহার।
এই দেখি সাধুভাব, পরে নাই আর ॥

দুর্ভগা নারীর যথা, বস্ত্র অলঙ্কার।
ধর্ম্মহীনে, গুণ, জ্ঞান, সেরূপ প্রকার ॥
আপনার বুদ্ধিদোষে, না দেখি উপায়।
বাঘেরে বিশ্বাস কোরে, কি করেছি হায় ?॥

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, স্ত্রী, রাজকুল, নদী, নখী, শৃঙ্গী, এবং অস্ত্রধারী, ব্যক্তিকে কোনোমতেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয়না।

যথা।

পদ্য।

রমণীরে, বিশ্বাস, কোরোনা, কোনোমতে।
তার চেয়ে অবিশ্বাসী, নাহি এ জগতে ॥
দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, নাই লজ্জা, ভয়।
সকলি করিতে পারে, ইচ্ছা যাহা হয় ॥
কোনোকালে বিশ্বাস, কোরোনা, রাজকুলে
যেওনা যেওনা, রাজ-বচনেতে ভুলে ॥
কাটাতরু ছায়াবৎ, রাজার প্রণয়।
অনুকূল, প্রতিকূল, সমান উভয় ॥
বিশ্বাস কোরোনা তা'রে, শিঙ আছে যার।
সাবধানে তার সহ, কর ব্যবহার ॥
বিশ্বাস কোরোনা তারে, অস্ত্র হাতে যার।
এখনি তোমারে পারে, করিতে সংহার ॥
নদীরে বিশ্বাস কভু, কোরোনারে ভাই।
কখন কি ভাব তার, স্থির কিছু নাই ॥
এই আছে, একরূপ, পরে আর ভাব।
পলকে প্রলয় করে, এমনি স্বভাব ॥
বিশ্বাস কোরোনা তারে, নখ আছে যার।
তার কাছে মানবের, কোথা উপকার ?॥
গুণের পরীক্ষা করি, প্রয়োজন নাই।
স্বভাবের স্বভাব, পরীক্ষা কর ভাই ॥
সকল গুণের গুণ, বিগুণ করিয়া।
স্বভাব রয়েছে গিয়া, মাথায় চড়িয়া ॥
জ্যোতিধারী-পাপহারী, গগনবিহারী।
কুমুদপ্রকাশকারী, সর্ব্বগুণচারী ॥
সেই সুধাকরে করে, রাহু এসে গ্রাস।
কপালে, যা, লেখা আছে, কে করিবে নাশ ?॥
এরূপ করিয়া খেদ, ব্রাহ্মণকুমার।
শার্দ্দুলের গ্রামে পোড়ে, হইল সংহার ॥
তাই বলি, শুন সবে, আমার বচন।
যেমন কঙ্কণলোভে, মরিল ব্রাহ্মণ ॥
এখানে তণ্ডুল দেখে, হোতেছে সংশয়।
আমাদের ভাগ্যে যেন, সেরূপ না হয় ॥

কপোতরাজ পুনর্ব্বার কহিতেছেন।

পুরাতন অতি সরু, অন্ন ঘরে যার।
আহারে পেটের ভয়, কিছু নাই তার ॥
সুপণ্ডিত সন্তান, গৃহেতে যার ভাই।
ধরাধামে তার চেয়ে, সুখী কেহ নাই ॥
যার নারী অতিপ্রিয়া, বশীভূতা হয়।
তার মত ভাগ্যবান, কেহ আর নয় ॥
রাজা যারে, সমাদরে, সদা দেন মান।
সর্ব্বমতে সুখী কেবা, তাহার সমান ॥
সদা যেই কার্য্য করে, করিয়া বিচার।
তার কার্য্যে কোনোরূপ, বিঘ্ন নাই আর ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কোনো লোভী-কপোত দম্ভ পূর্ব্বক কহিতেছে।

আঃ—তুমি এ কি কথা কহিতেছ ?
বিশেষ বিপদ হয়, ঘটনা যখন।
তখন শুনিতে হবে, বৃদ্ধের বচন ॥
সময়েতে আর আর, যে কিছু ব্যাপার।
শুনিব বুড়ার কথা, করিয়া বিচার ॥
ভোজনে বুড়ার কথা শুনিতে কি আছে ?।
আহারেতে, ভাল, মন্দ, বিচার কে বাছে ? ॥
অন্ন, জল, পরিপূর্ণ, এই দেখ ধরা।
সমুদয় বস্তু হয়, সংশয়েতে ভরা ॥
পদে পদে, যদি করি, সংশয় এমন।
কিরূপেতে হবে তবে, জীবন ধারণ ?॥

শাস্ত্রের বচন শুন।

ঈর্ষান্বিত। ঘৃণাযুক্ত। ক্রোধি। ভয়াকুল। অসন্তোষচিত্ত। এবং পরভাগ্যোপজীবি, ইহারা কখনই সুখি হইতে পারেনা।

পদ্য।

বুদ্ধিদোষে, যে পুরুষ, দ্বেষের অধীন।
ঘৃণায় সতত যার, মানস-মলিন ॥
কিছুতেই নহে তুষ্ট, রুষ্ট প্রতিক্ষণ।
সুখের আস্বাদ নাহি, পায় তার মন ॥
নিয়ত ক্রোধের বশে, থাকে যেইজন।
বোধের সহিত তার, না হয় মিলন ॥
মিছেমিছি ভয় পেয়ে, যে, হয়, আকুল।
পশুর সহিত তার, সদা সমতুল ॥
পরভাগ্য-উপজীবী, যেইজন হয়।
চিরদুখী বলি তারে, সুখী সেই নয় ॥

এই কথা শ্রবণ মাত্রেই সেই সকল কপোত ক্ষুদ্রতোজনার্থ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইল।—"চারুমতির, নিষেধ-বাক্য কেহই শ্রবণ করিলনা, লোভাকুল হইলে অতি পণ্ডিত ব্যক্তিও বিপদের হস্তে পতিত হয়েন।

পদ্য।

সুশীল সুধীর অতি, ভাবের ভেদক।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সংশয়ছেদক ॥
লোভের অধীন হোলে, এমন সুজন।
কোনো দিন, নাহি হয়, সুখেতে যাপন ॥
সকলের কাছে হয়, উপহাস সার।
কেহ নাহি করে আর, গুণের বিচার ॥
গুণ, জ্ঞান, যত কিছু, মিছে সব হয়।
কেহ নাহি আর তার, উপদেশ লয় ॥
এত শিখে, এত পোড়ে, নাহি পায় সুখ।
যথা তথা অপমান, পদে পদে দুখ ॥

লোভ হইতে ক্রোধ জন্মে, কাম-জন্মে, মোহ জন্মে। এই লোভেতেই মৃত্যু হয়, অতএব লোভ সকল পাপের ও সকল তাপের আকর হইয়াছে।

পদ্য।

লোভেতে ক্রোধের জন্ম, ক্রোধে বোধ যায়,
বোধহীন হোলে নর, কি রহিল তায় ? ॥
লোভ হোতে হয় মদ, কামের সঞ্চার।
এই কাম, নানারূপ, দোষের আধার ॥
লোভেতে জন্মায় মোহ, নাহি থাকে শিব।
পড়িয়া মায়ার ঘোরে, মারা যায় জীব ॥
পদেপদে, পরিতাপ, দিবানিশি শোক।
লোভের অধীন হোয়ে, মরে কত লোক ॥
এই লোভ সমুদয়, পাপের আধার।
লোভের অধীন জীব, হোয়োনাকো আর ॥

পরে সকলেই জালে বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইল এবং যাহার পরামর্শক্রমে এতদ্রূপ বিপদ ঘটনা হইল, তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

কোনো কার্য্যেই অগ্রে গমন করা উচিত হয়না।—কারণ যদি কার্য্য-সিদ্ধ হয় তবে তাবতেই সমানরূপে তাহার ফলভোগ করেন। কিন্তু বিড়ম্বনা-বশত বিঘ্ন হইলে প্রধান-ব্যক্তিই দোষভাগী হইয়াথাকেন।

পদ্য।

আগেভাগে, কোনো কর্ম্মে, দিওনাকো হাত।
পদেপদে, ঘটে তায়, বিষম ব্যাঘাত ॥
ছোটো, বড়, সকলের, অভিমত লও।
ভাল, মন্দ, যুক্তি করি, অগ্রসর হও ॥
কার্য্য যদি সিদ্ধ হয়, কত উপকার।
সমভাগে ফলভোগ, হয় সবাকার ॥

বিড়ম্বনা হোলে পরে, কত তায় ক্ষতি।
সব দোষ পড়ে এসে, প্রধানের প্রতি॥
সবে করে অপমান, অশেষ প্রকার।
পুরস্কার কোথা তার? তিরস্কার সার॥
অতএব শুন শুন, যুবক-সমাজ।
আগে করি বিবেচনা, পরে কর কাজ॥
দশে-মিলে যুক্তি করি, করিবে যে কাজ।
সে কাজ অসিদ্ধ হোলে, কিছু নাই লাজ॥
ইন্দ্রিয়দমন হয়, সম্পদের পথ।
যেপথে করিলে গতি, পূরে মনোরথ॥
ইন্দ্রিয়ের অশাসন, সুপথ-ভো নয়।
সেপথে করিলে গতি, অধোগতি হয়॥
দুই পথ বর্ত্তমান, রয়েছে প্রকাশ।
সেই পথে গতি কর, যাহে অভিলাষ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কপোতেশ্বর কহিলেন।—আহা! এ ব্যক্তির কোনো অপরাধ নাই। কেন এত ভৎর্সনা কর? কেননা স্থল বিশেষে হিত বিষয়ও পতনশীল আপদের কারণ হইয়াথাকে, যেমন জননীর জঙ্ঘা বৎসের বন্ধনের নিমিত্ত স্তম্ভ-স্বরূপ হয়।

পদ্য।

আহা, আহা, কেন এরে, কটুকথা কও?।
নিজ নিজ কর্ম্মফল, অংশ কোরে লও॥
পতনের কাল এসে, হইলে উদয়।
হিত কর্ম্মে বিপরীত, ঘটে সে সময়॥
জননীর "জঙ্ঘা, যথা, বিশেষ সময়।
পুত্রের বন্ধন-হেতু, স্তম্ভরূপ হয়॥

বিপদকালে যে ব্যক্তি বন্ধুর কর্ম্ম করিয়া বিপদ উদ্ধার-করণে যোগ্য হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ পণ্ডিত। ভীতজনের পরিত্রাণের জন্য যে-ব্যক্তি ধন গ্রহণে পণ্ডিত, সে ব্যক্তি কখনই পণ্ডিত ও বন্ধু নহে।

পদ্য।

আপদ উদ্ধার হেতু, বন্ধু হয় যেই।
প্রাণাধিক, প্রিয়তম, বন্ধু হয় সেই॥
বিপদের বন্ধু যিনি, বন্ধু বলি তাঁরে।
"বন্ধু" বোলে, সম্বোধন, করি আর কারে?।
সময়ে-মধুর মাচি, অনেকেই হয়।
অসময়ে কেহ তারা, নিকটে না রয়॥
ভয়াকুল, যে জন, হরিতে তার ভয়।
অর্থলোভে পণ্ডিত, যদ্যপি কেহ হয়॥
'বন্ধুতা" তাহার সহ, কখনো কি হয়?।
তারে কি পণ্ডিত বলি, পণ্ডিত সে নয়?॥

এই বিপদকালে বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব পরিত্রাণের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর, কারণ বিপদে ধৈর্য্য, উন্নতি সময়ে ক্ষমা, সভায় বাক্‌পটুতা, যুদ্ধে পরাক্রম-প্রকাশ, যশে অভিরুচি এবং শাস্ত্র কথা শ্রবণে আসক্তি, এই সমুদয় উত্তম পুরুষের সুলক্ষণ ও স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার।

পদ্য।

ধৈর্য্যশীল নহে যেই, বিপদ সময়।
বোধহীন, কাপুরুষ, সবে তারে কয়॥
বিপদে যে ধৈর্য্য হয়, মুগ্ধ নয় শোকে।
সুধীর-সুবোধ তারে, বলে সব লোকে॥
সম্পদ সময়ে যেই, ক্ষমাশীল হয়।
জনমাঝে তার সম, সাধু কেহ নয়॥
সভায়, যে, জয়ী হয়, বক্তৃতার বলে।
সমাদরে, সবে তারে, সাধু সাধু, বলে॥
সমরে সাহসী হোয়ে, প্রকাশে, যে, বল।
রণজিত বীর সেই, জীবন সফল॥
সতত সুখ্যাতি লাভে, রুচি আছে যার।
সুবোধ সুজন সেই, পুরুষের সার॥
শুনিতে শাস্ত্রের কথা, শ্রদ্ধা যার মনে।
ধার্ম্মিক পুরুষ তারে, কহে সর্ব্বজনে॥
সম্পদে আহ্লাদ নাই, নাহি ভাবে সুখ।
বিপদ বিষাদ নাই, নাহি পায় দুখ॥
সম্পদ বিপদ, যার, সকল সমান।
সমরে প্রভুত্ব করে, হইয়া প্রধান॥
এমন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, প্রাণের নন্দন।
যে জননী, জঠরেতে, করেন ধারণ॥
তাঁর পদে কোটি কোটি, করি নমস্কার।
"ভগবতী", বোলে সদা, পূজা করি তাঁর॥
নারী শিরোমণি সেই, রত্নগর্ভা সতী।
চরণে প্রণত হোয়ে, করহ প্রণতি॥

যে পুরুষ ঐশ্বর্য্য, ও সুখ-লাভের প্রত্যাশা করেন, তিনি যেন নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতার অধীন না হন।

পদ্য।

ধন আর সুখ লাভে, আশা যদি হয়।
দীর্ঘসূত্রীভাব ধরা, সুবিহিত নয়॥
শ্রমজলে পূর্ণ কর, শরীর-কলস।
হোয়োনা হোয়োনা, তবে, হোয়োনা অলস॥
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, কর পরিহার।
ভ্রম হর, শ্রম কর, সাধ্য, যে, প্রকার॥
দীর্ঘসূত্রী, ভীত, ক্রোধী, নিদ্রালু, অলস।
কখনো না পায় সুখ, নাহি পায় যশ॥
অসময়ে নিদ্রাগিয়া, যদি হর কাল।
কেমনে হইবে তবে, প্রসন্ন কপাল?॥
বিফলে হরিলে কাল, অলস হইয়া।
স্বাধীনতা-সুখ পাবে, কেমন করিয়া?॥
এই দণ্ডে, যে, কর্ম্ম, সফল হোয়ে যায়।
কোনোমতে বিলম্ব, বিহিত নহে তায়॥
ভয় আর ক্রোধ হয়, বিঘ্ন বিশাল।
উভয়ের বশ হোয়ে, যদি হর কাল॥
পদেপদে হবে ভবে, বিপদ তোমার।
সম্পদ নিকটে কভু, আসিবেনা আর॥
সমুচিত যত্ন কর, ধন আহরণে।
অবিরত হও রত, সুকার্য্য সাধনে॥
ন্যায়মত, পার যত, কর উপার্জ্জন।
হিতকর কার্য্যে তাহা, কর বিতরণ॥
প্রথমে আপনি কর, হিত আপনার।
পরে কর শক্তিসারে, পর উপকার॥
শ্রমার্জ্জিত-ধনব্যয়, কুশল-কারণ।
সার্থকশরীর তায়, সার্থক জীবন॥
বিনাশ্রমে বিফলেতে, দিন যার যায়।
জনম বৃথায় তার, জনম বৃথায়॥
ভবে এসে নাম যার, না হয় প্রকাশ।
অদ্যাপি মায়ের গর্ভে, সে, করিছে বাস॥

অতএব আর ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব করা বিধেয় হয়না। এইক্ষণে সকলে ঐক্যমতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া জাল লইয়া শূন্যমার্গে উত্তীয়মান হও। একতার অপেক্ষা মহদ্‌গুণ আর কিছুই নাই। তৃণ সকল একত্র সংযুক্ত হইলে মত্ত-মাতঙ্গকে অনায়াসে বদ্ধ করে।—স্বজাতীয় অতি তুচ্ছ-বিষয়ের সংযোগও পুরুষের পক্ষে মহামঙ্গলদায়ক হয়।

পদ্য।

পরস্পর ঐক্য হোয়ে, থাকো পরস্পর।
সবাই নির্ভর কর, সবারি উপর॥
হীন বোলে কেহ কারে, না করিবে দ্বেষ।
স্বজাতির মাজে নাই, ইতর, বিশেষ॥
তৃণ সব পরস্পর, হইয়া মিলন।
রজ্জুর আকার করে, যদ্যপি ধারণ॥
তার কাছে কোথা আছে, দারুণ দাঁতাল।
অনায়াসে বাঁধা যায়, মাতঙ্গ-মাতাল॥
সেই সব তৃণ যদি, ভিন্ন হোয়ে রয়।
পীপিড়ারে, বদ্ধ করে, সাধ্য নাহি হয়॥
আর দেখ, অপরূপ, তৃণকুলের ভাব।
স্বজাতীয় ধর্ম্মে ধরে, কেমন স্বভাব॥
অসার তুষের মাজে, যতক্ষণ রয়।
"ধান্য" নামে অভিহিত, সার ভার বয়॥
রোপণ করিলে করে, অঙ্কুর ধারণ।
জীবের জীবিকা হোয়ে, বাচায় জীবন॥
তুষহীন হোলে পরে, সেভাব না রয়।
আর তাতে, কোনোমতে, অঙ্কুর না হয়॥
অসারের মাজে সার, সারেতে অসার।
বীজ দেখে, কর সবে, ফলের বিচার॥
অসার ভেবনা কিছু, আকার দেখিয়া।
দোষ-গুণ, স্থির কর, বিচার করিয়া॥

স্বজাতির, মাজে নাই হেয়, উপাদেয়।
সকলেই শ্রেয় আর, সকলেই প্রেয়॥
অতএব জাল লোয়ে, উড়ে চল সবে।
উপায় করিয়া দেখি, যা, হবার হবে॥

এবম্প্রকার পরামর্শ করিয়া সকল পক্ষি জাল লইয়া উপরে উড়িল।—সেই ব্যাধ দূর হইতে জালহরণকারি কপোতকুলকে দৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে এমত বিবেচনা করিল, যে, ইহারা এইক্ষণে উড়িতেছে, উড়ুক্‌-কিন্তু যখন পৃথিবীতে পুনর্ব্বার পতিত হইবে আমি তখন অনায়াসেই ধৃত করিব, অনন্তর বিহঙ্গমগণ যৎকালে তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিল, তৎকালে ব্যাধ নিরুপায় ও নিরাশ হইয়া নিরস্ত হইল।—নিষাদকে নিবৃত্ত দেখিয়া কপোতেরা কহিতেছে, এখনকার কর্ত্তব্য কি? মাতা-পিতা এবং মিত্র, এই তিন জন স্বভাবতই হিতকারি হইয়াথাকেন, অপরলোকেরা কার্য্য-কারণের অনুরোধ-পরবশ হইয়া হিত-সাধন করে।

আমারদিগের মিত্র "সুহৃৎ" নামক মুষিকরাজ "বিমলা" নদীর তীরে "বিনোদবনে" বসতি করেন, অতএব চল তাঁহার নিকট গমন করি, সেই "সুহৃৎ" পরম সুহৃৎ, ও ধার্ম্মিক, তিনি দৃষ্টিমাত্রেই দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক এইদণ্ডেই বন্ধন-মোচন করিয়া দিবেন। এরূপ স্থির করিয়া পাশবদ্ধ-কপোত সকল সেই ইন্দুর রাজার নিকট গমন করিল।—ইন্দুর প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদাই শতদ্বার-গর্ত্ত মধ্যে বাস করেন, পক্ষিপুঞ্জের পতনে পক্ষের শব্দ শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া এক দ্বারের এক পার্শ্বে চুপ্ করিয়া রহিলেন।

কপোতরাজ কহিলেন।

হে সুহৃৎ! তুমি পরমবন্ধু, সুহৃৎ হইয়া অদ্য কেন বিমুখ হইতেছ? এই দেখ, আমরা অতিশয় বিপদগ্রস্ত, শরণাগত হইয়া বিপদ-ভঞ্জনের জন্য তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, অতএব আমারদিগে যথা-যোগ্য সম্ভাষণ কর।

মুষিক সেই স্বরে মিত্রের আগমন নিরূপণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া কহিলেন, হায়!। আমি কি পুণ্যবান! অদ্য প্রাতে গৃহে বসিয়া পরম-বন্ধুর দর্শন পাইলাম।

পদ্য।

মিত্র-সহ একত্র, যে, গৃহে করেবাস।
পবিত্র তাহার সব, ধন্য তার বাস॥
উভয়ত পরস্পর, সুখের সম্ভাষ।
না বহে কাহারো মনে, দুখের বাতাস॥
সাধুভাবে সদাচার, সদা সদালাপ।
একেবারে দূর হয়, সকল বিলাপ॥
পরস্পর ভেণ্ডে যায়, উভয়ের ভেদ।
কারো মনে, কিছুমাত্র, নাহি থাকে খেদ॥
উভয়ের একভাব, স্বভাবে সরল।
মনের মন্দিরে নাই, গরিমা গরল॥
এরূপ প্রণয়-ভাবে, কাল কাটে যারা।
সাধু সাধু, ধরাতলে, পুণ্যবান তারা॥
অদ্য কিবা, শুভদিন, সুখের ঘটন।
ঘরে বোসে পাইলাম, মিত্র-দরশন॥
ত্রিজগতে কেহ নাই, বন্ধুর সমান।
হায়, হায়, হায় আমি, কিবা পুণ্যবান॥
বহুকাল দেখি নাই, আহা মরি মরি।
এসো এসো এসো ভাই, কোলাকুলি করি॥

তাহার পর কপোতকুলকে পাশবদ্ধ দৃষ্টে-বিস্ময়াপন্ন হইয়া ব্যাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধু, একি? একি?

চারুমতি কহিলেন।

আর ভাই, দুঃখের কথা কি কহিব? এই দেখ, আমারদিগের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল,—মনুষ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে রূপ কর্ম্ম করে, পরজন্মে সেই সেই কর্ম্মানুরূপ শুভাশুভ ফল-ভোগ করিয়াথাকে,—ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার অন্যথা কখনই হয়না।

পদ্য।

নিজকৃত-কর্ম্মরূপ, অপরাধ-সাথি।
ফলবান হোতে আর, কিছু নাই বাকী॥
ব্যসন, বন্ধন, আর, শোক, তাপ, রোগ।
ফলেছে সকল ফল, ভাই করি ভোগ॥

তখন ইন্দুররাজ কপোতরাজার বন্ধন-মোচনার্থ শীঘ্রই সমীপস্থ হইলেন "চারুমতি" কহিলেন, হে ভাই সুহৃৎ!—আমার আশ্রিত এই সমস্ত পক্ষির পাশ অগ্রে ছেদন কর—পরে আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিও।—

মুষিক কহিলেন।

লঘুত্রিপদী।

স্বভাবে অবল, না হই সবল,
কোমল-রদন ধরি।
হোয়ে ক্ষীণজন, সবার বন্ধন,
কেমনে ছেদন করি?॥
যতক্ষণ বল, ততক্ষণ বল,
বল করা ভাই সাজে।
বলগেলে পর, কিসে করি ভর,
কাতর হইব কাজে॥
নিজ-প্রাণ ভাই, আগে রাখা চাই,
মানা কর কেন তবে?।
প্রথমে তোমার, করিব উদ্ধার
যা, হবার, শেষ হবে॥
তব অনুচর, এ সব খেচর,
বাঁচাতে পারিব যত।
করিবনা ত্রুটি, জাল কুটি কুটি,
কাটিতে হইব রত॥
নীতিশীল যারা, নিজ প্রাণ তারা,
আগে ভাগে রক্ষা করে।
আপনি বাঁচিয়া, উপায় করিয়া,
পরেরে, বাঁচায় পরে॥
বিধি যেই রূপ, কর সেই রূপ,
বুধ গণ যাহা কহে।
দিয়ে নিজপ্রাণে, অপরে বাঁচানো,
বিধানো কখনো নহে॥

ওহে ভাই! লোক-প্রসিদ্ধ কথা।

"আত্ম রেখে ধর্ম্ম। পরে পিতৃলোকের কর্ম্ম।'

বিপদ রক্ষার হেতু, ধনে প্রয়োজন।
সেই ধনে করে লোক, দারার পালন॥
ধন দ্বারা, দারা দ্বারা, নিজ রক্ষা, করে।
সকলি বৃথায় হয়, দেহ গেলে পরে॥

কপোতরাজ কহিলেন।

তোমার এই বাক্য নীতিশাস্ত্র-সম্মত বটে।—কিন্তু ভাই, ইহারা আমার নিতান্তই অধীন, ইহারদিগের দুঃখ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিনা। অতএব আমার প্রাণ-নাশ হউক, তাহাতে হানিমাত্রই নাই, আমার আশ্রিত অনন্যগতি এই পক্ষিদিগ্যে তুমি প্রাণদান কর।

পদ্য।

বহুগুণে বিভূষিত, পণ্ডিত যে জন।
স্বভাবত সর্ব্বমতে, সে হয় সুজন॥

হরিতে পরের দুখ, করিতে উদ্ধার।
মরিতে যদ্যপি হয়, সে করে স্বীকার॥
ধননাশ, প্রাণনাশ, সর্ব্বনাশ হোলে।
"উপকার-ধর্ম্ম" কভু, ছাড়েনাকো মোলে॥
আপনার অনুগত, আশ্রিত যে হয়।
তাহার "কুশল-পথে" মন যেন রয়॥
বিশেষত যিনি হন, সাধু সুভাজন।
যাতে হয়, কর তাঁর, বিপদ-ভঞ্জন॥
সাধুর উদ্ধারে যায়, যদ্যপি জীবন।
সাধুবাদ দিবে তায়, সকল সুজন॥
ধন, জন, আদি সব, বিভব বিষয়।
মানবের পক্ষে কিছু, চিরস্থায়ি নয়॥
জীবন ধরেছ এই, শরীর আগারে।
কখন্ বিনাশ হবে,-কে কহিতে পারে?॥
নিত্য নয় "মলময়" শরীর তোমার।
কালের প্রভাবে হবে, হবেই সংহার॥
হবেনা সমান ভোগ, রবেনা জীবন।
অনুরাগে কর শুধু, কীর্ত্তির স্থাপন॥
যতদিন না হবে, সে, কীর্ত্তির সংহার।
ততদিন রবে ভবে, সুযশ তোমার॥
সাধ্যমতে না করিলে, কীর্ত্তির স্থাপন।
বৃথায় শরীর ভবে, বৃথায় জীবন॥
বিনয়েতে ভাই ভাই, বলি বারেবারে।
ধর্ম্মের সঞ্চয় কর, শক্তি অনুসারে॥
বিপদে আশ্রিত হোয়ে, যে লয় শরণ।
বাঁচাও বাঁচাও, তায়, বাঁচাও জীবন॥

এতচ্ছ্রবণে-মুষিকেশ্বর প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন।

হে মিত্র, সাধু সাধু!—তোমার এই শরণাগতবাৎসল্যধর্ম্মে আমার অন্তঃকরণরূপ-সমুদ্র আনন্দ-তরঙ্গে প্লাবিত হইল। আহা! তোমাকে ত্রিলোকের প্রভুত্ব প্রদান করাই কর্ত্তব্য।

পরে একে একে সকলের বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন। হে সখে! এই বন্ধনদশায় পতিত হওয়াতে তুমি আপনার প্রতি আপনি অবজ্ঞা করিওনা। ইহাতে তোমাদের দোষ মাত্রই নাই।

পদ্য।

আকাশে যোজন-শত-দূরগথে থাকি।
আহার দেখিতে পায়, যে সকল পাখি॥
পক্ষ সব পক্ষ করি, ইচ্ছাধীন চরে।
ঐক্য হোয়ে পরস্পর, কত লক্ষ্য করে॥
শ্রেণী গাঁথা লক্ষ লক্ষ, লক্ষ্য করে সুখে।
উপলক্ষ একমাত্র, খাদ্য দেবে মুখে॥
এপ্রকার সুচতুর, বিহঙ্গম যত।
হইলে দশার দোষ, হয় জ্ঞানহত॥

ঘুনাক্ষরে নিজ নিজ, মরণের কাল।
চোখে না দেখিতে পায়, নিষাদের জাল॥
আহারের লোভে ভুলে, সন্ধান না জানে।
পাশের বন্ধনে পোড়ে, মারা যায় প্রাণে॥
গভীরসাগর-জলে, চরে যত্নশীল।
তাহারা হতেছে সব, জালের অধীন॥
আগেতে না জেনে মনে, বিপদের লেশ।
ধরাপোড়ে, ধরা দেখে, মারাপড়ে শেষ॥
জ্যোতির্ম্ময় জগতের, প্রকাশক রবি।
প্রকাশে প্রকাশ করে, মনোহর ছবি॥
শোভাকর নিশাকর, সুধার আধার।
চারুকরে, দূর করে, নিশির আঁধার॥
হেন রবি, হেন শশী, কে বুঝিবে হেতু।
উভয়েরে পীড়া দেয়,রাহু আর কেতু॥
ভয়ানক "শয়ানক" নাম বিষধর।
মূর্ত্তিখানি মনেহোলে, কাঁপে কলেবর॥
অধর অমৃতহরন, যারে করে দান।
অমনি অস্থির করে, হরে তার প্রাণ॥
বায়ু খেয়ে, আয়ু রেখে, বিনা পদে চলে।
পাষাণেরে ভস্ম করে, নিশ্বাসের বলে॥
হেন সর্প দর্পহীন,"সাপুড়ের" হাতে।
বিষদাঁত ভেঙে দেয়, অস্ত্রের আঘাতে॥
মিছে করে ফোঁস্ ফোঁস্, ফুলাইয়া ছাতি।
হেলায় খেলায় তারে, বুকে মেরে লাথি॥
ভয়ঙ্কর কলেবর, দন্তধর-করী।
থর থর কাঁপে দেহ, যারে দৃষ্টি করি॥
এমন্ প্রকাণ্ড হাতী, বদ্ধ হোয়ে পাশে।
মানবের অধীনেতে, আসে অনায়াসে॥
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জ্ঞানবান যত।
দীন হোয়ে, দিন কাটে, দুঃখ পায় কত॥
বিধাতাই বলবান, সন্দেহ কি তায়।
যা, করেন, তাই হয়, কি আছে উপায়॥
বল, বল, বুদ্ধি বল, কিছু কিছু নয়।
যা, হবার তাই হয়, হইলে সময়॥
এখান্, সেখান্, নানাই উঁচু, নীচু।
কালপেলে কাল আর, বাছেনাকো কিছু॥
প্রতিক্ষণ মুখপেতে, রয়েছে শমন।
দূর হোতে সকলেরে, করিছে গ্রহণ॥

অনন্তর পক্ষি সকলকে যথাসাধ্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সম্মান-সহকারে বিদায় করিলেন।

অতএব শত শত সংখ্যায় মিত্রবৃদ্ধি করা মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে।—দেখ, ইন্দুরের সহিত মিত্রতা করাতেই কপোতেরা অনায়াসে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইল।

"চতুর" নামক কাক তৎসমুদয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া মচৎকৃত হইল, এবং কহিল, হে মুষিকরাজ! তুমি ধন্য। তুমিই ধন্য!—হে ভদ্র! তোমার মিত্রতারূপ রত্নলাভের নিমিত্ত আমি অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছি।—অনুকম্পা পুরঃসর আমাকে সেই পরমধন বিতরণ কর।

মুষিক, গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি, এখানে আগমন করিয়াছ?

কাক কহিল, আমি "চতুর" নামক কাক, আপনার ধার্ম্মিকতা, বন্ধুতা এবং করুণা প্রভৃতি গুণে বদ্ধ হইয়া প্রণয়-করণার্থ নিতান্তই উৎসুক হইয়াছি।

ইন্দুর কহিলেন, তোমার সহিত আমার সখ্যভাব কিরূপে সম্ভবে? যেহেতু আমি ভক্ষ্য,তুমি ভক্ষক। অপিচ কুল এবং স্বভাব জ্ঞাত না হইয়া অকস্মাৎ আগন্তুকের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত হয়না।

পদ্য।

হিংস্রকের সহ-বাস,না হয় উচিত।
ভক্ষকের প্রেম কোথা, ভক্ষ্যের সহিত?॥
খলের প্রণয়ে কার, কবে হয় হিত।
হিত ভেবে প্রীতি কোরে, ঘটে বিপরীত॥
প্রেমভাবে থাকে কোথা,করী আর হরি?।
প্রেমভাবে থাকে কোথা,হরি আর হরি?॥
বাঘ বল, কোন্‌কালে, মেষপালে পালে?।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, ইঁদুর বিড়ালে?॥
কোন্‌কালে প্রেম হয়, পুণ্য আর পাপে।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, বেজী আর সাপে॥
কোন্‌কালে প্রেম হয়,আলো আর ঘোরে।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, সাধু আর চোরে?॥
কোন্‌কালে কাঁচ সহ, তুল্য হয় হেম।
হীন-সহ, সবলের, কবে হয় প্রেম?॥
অমৃত অমৃত সহ, কখনো কি রয়?।
দুধের সহিত কোথা, ঘোলের প্রণয়?॥
এক ঠাঁই কোথা থাকে, সত্য আর ছল?।
সবলের প্রেমে প্রেনী, কবে হয় খল?॥
ব্যাধের নিকটে কোথা, প্রেম পায় পাখি।
কুঠারের কাছে কোথা, প্রেম পায় শাখি?॥
কোন্‌কালে মিল হয়, অগ্নি আর জলে?।
কোন্‌কালে মিল হয়, শূন্য আর স্থলে?॥
সরল স্বভাবে হোলে, উভয় সমান।
পরস্পর প্রেম করা, বিহিত বিধান॥
কুল, শীল, স্বভাবের, নিয়ে পরিচয়।
সবি-শেষ জ্ঞাত হবে, ভাব সমুদয়॥
অকস্মাৎ আগন্তুকে, করিয়া বিশ্বাস।
বোনোমতে বিধি নয়, তার সহ বাস॥

স্বভাবে জানিব যারে, সুশীল সুজন।
মিত্রভাবে লব গিয়া, তাহার শরণ॥
তার সহ সদালাপে, দূর হবে দুখ।
স্থির প্রেমে চিরকাল, পাব কত সুখ॥
একে দ্বেষী, তাহাতে, অজ্ঞাতপরিচয়।
কেমনে তোমার সহ, করিব প্রণয়?॥
বিড়ালের বাক্যে ভুলে, করিয়া প্রণয়।
অবশেষে শকুনির, দশা পাছে হয়॥
প্রাচীন শকুনি, এক সালবৃক্ষ পরে।
পাখিদের ছানাগুলি, সদা রক্ষা করে॥
বিড়াল, তপস্বীবেশ, করিয়া ধারণ।
কহিল কপট করি, ধর্ম্মের বচন॥
"রাম রাম" কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে হরে।
কেমন করিয়া লোক, জীবহত্যা করে?॥
অনায়াসে বাঁচে প্রাণ, ফল লভ খেয়ে।
ধর্ম্ম আর কিছু নাই, "অহিংসার চেয়ে॥
তরু আছে, শাকা আছে, পাতা আছে ভালে।
পাপ কোরে কেন তবে পোড়-পেট পালে?॥
কত কষ্টে আহরণ, আমিষ-ভক্ষণ।
পরিণামে, পরিপাকে, মলের সৃজন॥
আহারেতে, এক জীব, কিছু সুখ পায়।
এক জীব একেবারে, যমালয়ে যায়॥
যাহারে ছেদন কর, লোভে করি ভর।
মৃত্যুকালে হয় সেই, কেমন্ কাতর?॥
দেখিয়া না হয় মনে, দয়ার উদয়।
হায় হায়, হায়, এরা, এমন্ নিদয়?॥
প্রথমে করেছি কত, পাপ-আচরণ।
হয়েছি তপস্বী শেষ, কোরে চান্দ্রায়ণ॥
শরীরে ইন্দ্রিয় আর, নহে বলবান।
এখন কেবল করি, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
সমুদয় নাশ হয়, দেহের সহিত।
মোলে পরে আর কেহ, নাহি করে হিত॥
কেবল সঙ্কেতে যায়, এক মাত্র ধর্ম্ম।
সকল সময়ে করে, মিত্রতার কর্ম্ম॥
অতএব কর সবে, ধর্ম্মের সঞ্চয়।
পাপ যেন, মনের, নিকটে নাহি রয়॥
দ্বেষ, হিংসা পরিহরি, ক্ষমাগুণ ধর।
সাধ্যমতে, জগতের, উপকার কর॥

এ প্রকার মহাগুণে, বিভূষিত যেই।
ইহলোকে স্বর্গসুখ, ভোগ করে সেই॥
আর সহ থাকে যেই, ধার্ম্মিক সে, হয়।
সাক্ষাৎ "দেবতা" তারে, সকলেই কয়॥
আর তার, পাপ, তাপ, কিছু নাহি রয়।
"সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস" শাস্ত্রে তাই কয়॥
এরূপ কপট-ধর্ম্মে, ভেবে পুণ্যবান।
শকুনি বিশ্বাস করি, দিলে তারে স্থান॥
তাপসের বেশধারী,-বিড়াল তখন।
পাখির শাবক সব, করিল ভোজন॥
শকুনি খেয়েছে "ছানা" ভেবে এ প্রকার।
সকল পাখিতে তারে, করিল সংহার॥
সহজে দুর্ব্বল আমি, কি জানি, কি, হয়।
তোমার প্রণয়ে তাই, তাই করি ভয়॥

কাক কহিতেছেন।

ভাই, আমি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, আশ্রিত, অতিথি।—তুমি মহৎ হইয়া আমাকে সুসম্ভাষণে কেন কৃপণ হইতেছ? অতি শত্রুব্যক্তি গৃহে আইলেও তাহাকে আদর করিতে হয়।

দীর্ঘ চৌপদী

কোনোরূপ অভিলাষে,শত্রু যদি কাছে আসে,
সুমধুর প্রিয়ভাষে, কর তার তোষণা।
প্রেমভাব মনে ধরি, পূর্ব্বভাব পরিহরি,
দ্বেষভাব দূর করি, স্বভাবেরে দোষনা॥
বাহিরের শত্রু যারা, কি করিতে পারে তারা,
ভিতরের শত্রুগণে, একেবারে রোষনা।
ভেদ নাই আত্ম পরে, থাকো নিজ ভাবভরে,
অনুরাগ রবিকরে, "ভান্তিনদী" শোষনা॥
আপনার কলেবরে, মানসের সরোবরে,
মোহন-মরাল চরে, সেই পাখি পোষনা।
নিজবোধ কবে হবে, নিজভাব ভাব সবে,
এই ভবে, বিধিরবে, রবে তবে ঘোষণা॥

উপায়ার।

অতিশয় নীচ লোক, বাসে যদি আসে।
প্রিয়ভাষে সাধু তারে, তখনি সম্ভাষে॥
সমাদর, সাধুভাষ, সুজনের কাছে।
স্থল, জল, আসনের, অভাব কি আছে?॥
মহতের মহিমার, কি কহিব ভেদ।
তার কাছে, ছোট, বড়, কিছু নাই ভেদ॥
কিছুতেই নাহি ভাবে, মান অপমান।
শত্রু আর মিত্র তার, উভয় সমান॥
দেখ দেখ, নিশাপতি, কিবা গুণ ধরে।
ইতর বিশেষ, কিছু, ভেদ নাহি করে॥
কোথাবা, চণ্ডাল নীচ, কোথা বিপ্রবর।
সমভাবে সকলের, ঘরে দেন কর॥
আপনি রাহুর মুখে, হইয়া পতন।
"মুক্তিস্নানে, নরে করে, মুক্তি বিতরণ॥
কুঠারে তরুর মূল, ছেদন, যে, করে।
ছায়াদানে তরু তবু, তাপ তার হরে॥
সুকরে আখের মূল, যে, করে ছেদন।
মধুর আস্বাদ তারে, করে বিতরণ॥
যতদিন লবে তুমি, আশ্রমের সুখ।
কেহ যেন আশ্রয়েতে, না হয় বিমুখ॥
তবেই মহিমা বুঝি, ভ্রম যদি হর।
যে, যেমন পাত্র তার, সেইরূপ কর॥
যথাসাধ্য সেবা কর, দিয়ে কিছু গ্রাস।
অতিথি কখনো যেন, না হয় নিরাশ॥
কিছু যদি নাহি জোড়ে, হোয়ে নিরুপায়।
বিনয়েতে তুষ্ট করি, করিবে বিদায়॥
অথিতি যদ্যপি হয়, বিমুখে বিদায়।
আপনার পাপ দিয়ে, পুণ্য লোয়ে যায়॥
রীতিমত, যদি তার, রাখ তুমি মান।
পাপ নিয়া, আপনার, পুণ্য করে দান॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুষ্টয়।
ব্রাহ্মণ সবার গুরু, শাস্ত্রে এই কয়॥
রমণীর পতি গুরু, তাহে কি সংশয়।
সকল বর্ণের গুরু, অতিথি, যে হয়॥
সর্ব্বদেব স্বরূপ, অতিথি, এই জেনে।
যথাশক্তি পূজা কর, নীতিশাস্ত্র মেনে॥
প্রেমের অতিথি আমি, অন্য নাহি চাই।
প্রেমধন আমায়, প্রদান, কর ভাই॥

ইন্দুর কহিলেন।

অতিথি সর্ব্বত্রই পূজ্য বটে, কিন্তু দুষ্টভার্য্যা,খল মিত্র, প্রত্যুত্তরদায়ক দাস এবং সর্পের সহিত বাস করা বিধেয় নহে।

পদ্য।

দারা যদি দুষ্টা হয়,দূর কর তারে।
সে যেন নিকটে আর, আসিতে না পারে॥
দাস হোয়ে করে যেই, সমান উত্তর।
তার চেয়ে নাহি আর, অধম কিঙ্কর॥
কখন কি রূপ কহে, সদা এই ভয়।
এদাসের, প্রভু যেন, কেহ নাহি হয়॥
মিত্র যদি খল হয়, মিত্র সেই নয়।
তার চেয়ে শত্রু আর, জগতে কি হয়?॥
গরল-মিশ্রিত সুধা, মন্দ অতিশয়।
সেইরূপ অবিকল, খলের প্রণয়॥
তার সহ, প্রেমালাপে,ঘটে বিপরীত।
খলের ছলের প্রেমে, নাহি হয় হিত॥
সর্প-সহ গৃহে বাস, না হয় বিধান।
কখন্ দংশন করি, বিনাশিবে প্রাণ॥
নষ্টানারী, খলমিত্র, অবিনয়ী দাস।
সমভাবে, সকলেই, করে সর্ব্বনাশ॥
সর্প সহ একঘরে, বাস যদি হয়।
তথাচ এদের সহ, বাস বিধি নয়॥
সাপের কামড়ে বটে, মরে জীবগণ।
এ তিনের কামড়েতে, জীয়তে মরণ॥
প্রতীকার নাহি তার, ঘোর বিড়ম্বনা।
বেঁচে থেকে চিরকাল, সমান যাতনা॥

ভাই। "মিত্র" এই শব্দটি শুনিতে অতি সুমধুর বটে, কিন্তু সমূহ-সৌভাগ্য ব্যতীত কখনই মিত্রলাভ হয়না, এক হরিণের সহিত এক কাকের যথার্থরূপ মিত্রতাই হইয়াছিল, এক বঞ্চক-বন্ধু বঞ্চক কপট-প্রণয়ে সেই কুরঙ্গকে পাশবদ্ধ করিয়াছিল, অকপট-সরল-বন্ধু কাক তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিল।

পদ্য।

"কাক" আর "মৃগ" এক, চম্পকনগরে।
অকপট-প্রেমে দোঁহে, সুখে বাস করে॥

বঞ্চক বঞ্চক এক, তথায় আসিয়া।
কহিল মৃগের প্রতি, বিনয় করিয়া॥
শুনেছি, ধার্ম্মিক তুমি, প্রেমিক পণ্ডিত।
প্রণয় করিতে চাই, তোমার সহিত॥
সুখে করি দিনপাত, এই বনে রোয়ে।
মৃতদেহ বোয়ে মরি, বন্ধুহীন হোয়ে॥
কোথায় প্রাণের প্রিয়, করি দরশন।
আজ আমি মৃতদেহে, পেলেম্ জীবন॥
তব অনুচর হোয়ে, থাকিব এ বনে।
" সাধু-সঙ্গ স্বর্গসুখ " পাব প্রতিক্ষণে॥
স্বভাবে সরল মৃগ, চাতুরী না জানে।
শৃগালে আদর করি, রাখিল সম্মানে॥
সন্ধ্যাকালে " কাক " কহে, মৃগ সন্নিধানে।
কোথা হোতে ধূর্ত্ত "শ্যাল" এসেছে এখানে?॥
" কুরঙ্গ " কহিল, ইনি, " জম্বুক " সুজন।
এসেছেন, মিত্র-লাভ-সন্তোষ কারণ॥
" কাক, কহে, কেন এরে, দিয়েছ আশ্বাস?।
অকস্মাৎ আগন্তুকে, কোরোনা বিশ্বাস॥
বিশেষত, স্বভাবত " শ্যাল " শঠ হয়।
মিত্রতার যোগ্য এরা, কখনই নয়॥
কোপে কাঁপে কলেবর, কদলির প্রায়।
"শ্যাল" বল্লে, "কাক" তুমি, কি বল আমায়?॥
আগন্তুক আমি বটে, তাহে কি সংশয়।
দৃষ্টি-মাত্রে শত্রু, মিত্র, ভেদ কিসে হয়?॥
যখন মৃগের সহ, প্রথম মিলন।
কিরূপে বিশ্বাসী তুমি, হইলে তখন?॥
নিজে "কাক" নষ্ট তুমি, নষ্টব্যবহার।
নষ্ট তাই, দেখিতেছ, অখিল সংসার॥
কুরঙ্গের নিকটে, মানুষ নাই আর।
বেড়েছে তোমার তাই, এত অহঙ্কার॥
শুক, পিক, হংস আদি, পক্ষি নাই যথা।
কটুভাষি কাকের, আদর হয় তথা॥
যে বনেতে সিংহ আদি, নাহি, মৃগপাল।
সে বনেতে রাজা হয়, চতুর শৃগাল॥
ভুজঙ্গের অবস্থান, যেখানে না রয়।
মহীলতা "কেঁচো," তথা, বিষধর হয়॥
যে দেশেতে, নাহি থাকে, সাধুর সমাজ।
সেদেশে প্রভুত্ব করে, চোর ধূর্ত্তরাজ॥
যেদেশেতে বিদ্যমান, নাহি, বিজ্ঞবর।
সেদেশেতে হয় শুধু, মূর্খের আদর॥
যেদেশে উদয় নাই, চাঁদ সুধাকর।
সেদেশে প্রদীপ হয়, আলোর আকর॥
যেদেশেতে দাতা নাই, দাতা তথা "রেয়ো"।
যেদেশেতে "সতী," নাই, বেশ্যা তথা, এয়ো॥
সুফলের তরু যথা, নহে ফলবান।
সেদেশে "ভেরেণ্ডা," হয়, তরুর প্রধান॥
দ্বিতীয় সুহৃদ্ কেহ, নহে বিদ্যমান।
এখানে হয়েছ তাই, তুমিই প্রধান॥
একথা শুনিয়া কাক, নীরব হইল।
মিত্রতা করিয়া "মৃগ," পাড়বে রাখিল॥
এক দিন, প্রভাতে, শৃগাল শঠ কয়।
আমার সহিত এসো, মিত্র মহাশয়॥
খেৎ-ভরা, খন্দ আছে, খাবে খুব সুখে।
কচি-কচি শিশ্-গুলী, আগে দেবে মুখে॥
সে কথায় লোভে মৃগ, করিয়া গমন।
নবনব শস্য করে, সুখেতে ভোজন॥
একদিন কৃষকেরা, পেতেছিল জাল।
মৃগ তাহে বদ্ধ হোলো, ঘটিল জঞ্জাল॥
হরিণ পড়িয়া পাশে, কহিছে তখন।
ওহে বন্ধু, কর কর, বন্ধন-মোচন॥
তোমা বিনে এ শঙ্কটে, কে করে নিস্তার?।
এ বিপদে বন্ধু বিনা, গতি নাই আর॥
ছলহীন অকপট "বন্ধু," যেই হয়।
তাহারে জানিতে পারি, বিপদ সময়॥
ধীর বোদ্ধা, বীর যোদ্ধা, "শূর," যেই হয়।
তাহারে জানিতে পারি, সংগ্রাম সময়॥
" শুচি," বোলে, যারে সবে, করে সম্বোধন।
ঋণেতে জানিতে পারি, তার আচরণ॥
ধনহীন হোলে পরে, বন্ধু নাই আর।
তখন জানিতে পারি, ভার্য্যার ব্যাভার॥
বান্ধবের ব্যবহার, যেরূপ প্রকার।
ব্যসনের কালে হয়, বিশেষ প্রচার॥
ব্যসন, দুর্ভিক্ষ আর, দেশউপদ্রব।
শ্মশান, নৃপতিদ্বার, মহা মহোৎসব॥
সুখে দুখে, সর্ব্বকালে, যে, হয়, সহায়।
বান্ধব বলিয়া আমি, পূজা করি তায়॥
খল শ্যাল হৃষ্টমনে, ভাবে এ প্রকার।
এতদিনে আশা পূর্ণ, হইল আমার॥
রক্তমাখা হাড়গুলা, অবশ্যই পাব।
মনে যত সাধ আছে, সে টভোরে খাব॥
শৃগাল কহিছে করি, "কাঁচুমাচু," মুখ।
আহা! তব দশা দেখে, ফেটে যায় বুক॥
মাথায় আকাশ যেন, পড়িতেছে খসি।
একে আজ "রবিবার," তাহে "একাদশী,"॥
উপায় না পেয়ে স্থির, ভেবে হই মাটি।
চামের নির্ম্মিত-পাশ, কেমনেতে কাটি?॥
দাঁতে করা দূরে থাক্, ছুঁলে হবে হানি।
সদ্য সদ্য "ধর্ম্ম," যাবে, যাবে "হিঁদুয়ানী,"॥
রবির নিকটে করি, নিশি জাগরণ।
যখন "পোয়াবে," রাৎ, বাঁচাব তখন॥
সন্ধ্যাকালে "কাক," এসে চাঁপার তলায়।
প্রাণপ্রিয় মিত্র মৃগে, দেখিতে না পায়॥
চারিদিগ অন্বেষণ, করিতে করিতে।
বন্ধনদশায় তারে, পাইল দেখিতে॥
"কাক," কয়, কোথা সেই, নব-মিত্র খল?।
বটে এই, মিত্র-কথা, অবজ্ঞার ফল॥
মৃগ কয় ধূর্ত্ত শ্যাল, এখানেই আছে।
খাঁচরে আমার মাংস, মনে করিয়াছে॥
"বায়স, বিলাপ করি, ব্যথা পেয়ে কয়।
ওরে রে-পামর তুই, এমন নিদয়?॥
প্রিয়বাদি ছলকারি, যত খল নর।
মুখে এক, পেটে আর, অতি ভয়ঙ্কর॥
সাক্ষাতে জানায় যেন, কতই সুশীল।
মনের মন্দিরে আঁটা, ছলনার খিল॥
বাহিরে আশ্রিত হোয়ে, ভণ্ডভাব ধরে।
অসাক্ষাতে সর্ব্বনাশ, প্রাণনাশ করে॥
এমন দুর্জ্জন জনে, নাহি দেবে স্থান।
তার হাতে মান যাবে, যাবে ধন প্রাণ॥
স্বভাব হইলে মন্দ, গুণ নাহি রাখে।
"আঙার" কি কোনোকালে, ভাল হোয়েথাকে॥
ছুঁইলে আঙার তপ্ত, ঘটায় ব্যাঘাত।
শীতল করিলে পর্শ, কালো হয় হাত॥
দেখ দেখ, খল মশা, কিরূপ প্রকার।
প্রাণির আশ্রিত হোয়ে, করে ব্যবহার॥
পায়ে পোড়ে শিরে চোড়ে, কাণে কোরে গান।
ক্রমে ক্রমে করে সব, ছিদ্রের সন্ধান॥
এমন "মশক" লোক, ঘরে রাখে পুষে।
লোস ফুঁড়ে, শুঁড় জুড়ে, রক্ত খায় শুষে॥
মশা হোতে নীচ দেখি, মত খল জনে।
শোণিত শুকায়ে যায়, তাদের স্মরণে॥
জগতের উপকারি, সদয়-হৃদয়।
সমভাবে সকলের, সহিত প্রণয়॥
সহজে সুধীর অতি, সাধু সদাশয়।
স্বপনে কাহারে নাহি, কটু কথা কয়॥
অহিত-রহিত মন, সর্ব্বগুণধর।
ইহলোকে সাধু আর, নাহি যার পর॥
হেন জনে করে যেই, মন্দ ব্যবহার।
তার চেয়ে নরাধম নীচ নাই আর॥
শূকরের চেয়ে হয়, হীন সেই জনা।
"মানব" বলিয়া তার, না হয় গণনা॥
ওগো মাতা, বসুমতি, স্থূল কথা কহ।
বুজনের পাপভার, কেমনেতে বহ?॥
এতো কি কঠিন "মাগো" তোমার হৃদয়?।
পাতকিগণের ভার, অনায়েসে সয়॥
ধারণ করিছ সব, হইয়া সদয়।
হৃদয়েতে কিছুমাত্র, বেদনা না হয়॥
এত বলি, "কাক" করি, উপায় নির্ণয়।
হরিণের কাণেকাণে, চুপিচুপি কয়॥
এরূপ ছলনা কর, শ্বাস করি রোধ।
যেন তুমি মরিয়াছ, হেরে হয় বোধ॥
মরণ নিশ্চয় করি, এসে ক্ষেত্রপাল।
যখন গুড়য়ে লবে, আপনার জাল॥
যেমন ডাকিব আমি, অমনিই উঠে।
লাফ মেরে, একেবারে, পলাইবে ছুটে॥
আশাভরে, চাস্ করে, শেষে এই "ধ্বনি"।
আঃ! তুই জ্বালেতে পোড়ে, মরিলি আপনি।
অন্য দিগে মন করি, জাল গুড়াইল।
কাকের ডাকেতে মৃগ, ছুটে পলাইল॥
গেল গেল, বোলে চাস্, লগুড় মারিল।
তাহার প্রহার পেয়ে, শৃগাল মরিল॥
পণ্ডিতের মুখে শুনি, এরূপ বচন।
ঘোরতর পুণ্যপাপ, করে যত জন॥
তিন দিন, তিন-পক্ষ, আর তিন মাস।
কিম্বা তিন বর্ষে হয়, ফলের প্রকাশ॥
পাপ কোরে পেলে খল, হাতে হাতে ফল।
কাকের মিত্রতা-গুণে, বাঁচিল সরল॥
পতিতে বিরক্তানারী, আর শত্রু জন।
কখনই নাহি হয়, বিশ্বাস-ভাজন॥
এদুয়ের উপরেতে, বিশ্বাস, যে, করে।
আপনার কার্য্য-দোষে, আপনি, সে, মরে॥
মার্জ্জার, মহিষ, মেষ, কাপুরুষ, কাকে।
বিশ্বাস করিলে কি হে, রক্ষা আর থাকে?॥

এই পাঁচ কখনো কি, শুভপথে ধায়?।
বিশ্বাসেতে প্রভু হোয়ে, প্রমাদ ঘটায়॥
"চতুর," চপল তুমি, তাহে বলবান।
তোমার সহিত নয়, প্রণয়-বিধান॥

মুষিকের এই বচনে "চতুর" নামক কাক কহিলেন।

তোমাকে ভক্ষণ করিলে কি আমার আর চিরকালের জন্য ভোজন করিতে হইবেনা? আমি তোমার সমস্ত কথাই শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তোমার ন্যায় এবং সেই "চারুমতি" কপোত রাজের ন্যায় আমি ধার্ম্মিক পুরুষ কুত্রাপিই দেখিতে পাইনা।—অতএব তোমার সহিত অবশ্যই প্রণয় করিব, তুমি যদি নিতান্তই বিমুখ হইয়া আমাকে বন্ধুত্বরূপ বিত্ত-বিধানে বঞ্চিত কর, তবে এই খানেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।

তৎপরে "সুহৃদ্" নামক মুষিকরাজ বিবর হইতে বহির্গত হইয়া কহিলেন, আমি তোমার বচনে অমৃতাভিষিক্ত হইলাম।—হে ভাই! তুমিই যথার্থ মিত্রতার যোগ্যপাত্র।—নির্জ্জনে অভেদভাবে ব্যবহার, আর মঙ্গল-প্রার্থনা, ইহাই সাধু মিত্রের সুলক্ষণ, তাহা তোমাতেই দেখিতেছি, নিষ্ঠুরতা চিত্তচাঞ্চল্য, ক্রোধ, মিথ্যা-কথন এবং দ্যূতক্রীড়া, এই সকল দোষ যাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, তিনি কখনই মিত্রই নহেন, তোমাতে ইহার একখানিও দোষ দেখিতে পাইনা। বাক্যের দ্বারাই পটুত এবং সত্যবাদিত্ব প্রকাশ পায়।—আর চাঞ্চল্য ও অচাঞ্চল্য, ইহাও প্রত্যক্ষদ্বারা বুঝা যায়।—যাহারা কোমল অথচ নির্ম্মলচিত্ত, তাহারদিগের মিত্রতা এক প্রকার,—এবং খলতাপূর্ণ-দুষ্ট-লোকেরদের প্রণয় অন্য প্রকার, তুমি সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ, মহাত্মা, অতএব তোমার সহিত প্রণয় করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

তদনন্তর উভয়েই ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় মিত্রতা স্থাপন করিল। তদবধি সেই ইন্দুর এবং কাক পরস্পর আহার, দান, মঙ্গলপ্রস্তাব এবং সদালাপ দ্বারা কালযাপন করিতে লাগিল।

এক দিবস "চতুর" সুহৃদ্ মুষিককে কহিলেন, এখানে আহারের অত্যন্ত কষ্ট, অনেক দুঃখে আহরণ করিয়াও উদর পূর্ণ হয়না। এজন্য আমি স্থানান্তরে গমনের প্রার্থনা করি।

ইন্দুর কহিলেন।

ভাই! তুমি কোন্ স্থানে গমনের অভিলাষ করিয়াছ? যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা গমন সময়ে অগ্রে একপদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া পশ্চাতে অপর পদ চালনা করেন, এবং উত্তমরূপ নূতন স্থান নিরূপণ না করিয়া আপনার পূর্ব্বস্থান কখনই পরিত্যাগ করেননা। যেদেশে বিদ্যা নাই, বিদ্বান্ নাই, বৃত্তি নাই, বান্ধব নাই, সম্মান নাই, সজ্জনাদী নাই। চিকিৎসক নাই, ঋণদাতা নাই, পুরোহিত নাই, লোকের গমনাগমন নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, দাতা-নাই, প্রণয়ী নাই, এবং নিপুণ-মনুষ্য নাই, সেদেশে বাস করা কখনই কর্ত্তব্য হয়না। কেননা তথায় মানবজন্মের সুখ ও মনুষ্যত্বলাভের কিছুমাত্রই সম্ভাবনা নাই।

পদ্য।

বুদ্ধিমান জন যত, গমনের কালে।
এক পদ আগে, ফেলে, অন্য পদ চালে॥
দেখিতে দেখিতে চলে, চালে পদদ্বয়।
যেতে যেতে পথে কোনো, বিপদ না হয়॥
নিবাস বলিয়া যথা, কর অবস্থান।
ভাল যদি নাহি হয়, তোমার সে স্থান॥
স্থানান্তরে যেতে লোক, করিলে বিধান।
করিবে বিশেষরূপে, তাহে প্রণিধান॥
আগেতে উত্তম স্থান, করি নিরূপণ।
পশ্চাতে তথায় তুমি, করহ গমন॥
বাসের বিহিত স্থান, না হোলো নির্ণয়।
কোনোমতে নিজ-স্থান, ত্যাগ করা নয়॥
মানুষের যাতায়াত, যে দেশেতে নাই।
ভয় আর লজ্জা, যথা, নাহি পায় ঠাঁই॥
বুত্তি নাই, বিদ্যা নাই, নাহি বিদ্যাবান।
নাহি যথা ঋণদাতা, নাহি যথা দান॥
শান্তি নাই, দয়া নাই, নাই যথা মানা।
নদী নাই, বৈদ্য নাই, নাই ধনবান॥
প্রণয়ীবান্ধব নাই, নাই পুরোহিত।
সে দেশেতে বাস করা, না হয় বিহিত॥
এমন অধমদেশে, বাস করে যারা।
মানবদেহের সুখ, নাহি পায় তারা॥
ধর্ম্ম নাই, প্রেম নাই, নাই জ্ঞান-আলো।
তার চেয়ে বনে গিয়ে, বাস করা ভালো॥

কাক কহিলেন।

দণ্ডকারণ্যে কর্পূর সরোবরে "মোহন" নামক "কচ্ছপ" আমার বহুকালের বন্ধু, তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি ধার্ম্মিক, অনেকেই পরের উপদেশে পণ্ডিত, কিন্তু স্বয়ং ধর্ম্ম-আচরণে পণ্ডিত নহেন। ইঁহার বাক্য যেরূপ, ব্যবহার এবং কার্য্যও সেইরূপ।

পদ্য।

অনেকেই বক্তা হয়, উপদেশ গেয়ে।
অনেকেই বক্তা হয়, উপদেশ পেয়ে॥
কেহ বা করিছে ব্যয়, মুখের বচন।
কেহ বা শ্রবণে তাহা, করিছে শ্রবণ॥
বলাবলি, শুনাশুনি, করে পরস্পর।
কেহ না প্রবেশ করে, ধর্ম্মের ভিতর॥
নানারূপ শাস্ত্রকথা, প্রকাশ করিয়া॥
পরিচয় দেয় সবে, পণ্ডিত বলিয়া।
বিদ্যার সাগর বটে, গুণের আধার॥
ফলে দেখি, কারো নাই, ধর্ম্মে অধিকার।
পরস্পর জয়লাভে, সবাই ব্যাকুল॥
বিচার সাগরে ডুবে, নাহি পায় কুল।
সে সাগরে, খেলিতেছে, "অভিমান-ঢেউ"॥
ও পারে কি বস্তু আছে, নাহি জানে কেউ।
তরঙ্গ-সময়ে সেই, তরঙ্গে পড়িয়া।
" হাবুডুবু " খায় শুধু, ভাসিয়া ভাসিয়া॥
সকলেই চলিতেছে, ভাসিতে ভাসিতে।
নিজ নিজ " আয়ুধন " নাশিতে নাশিতে॥
বিচার বিচার করি, দ্বন্দ্ব-কোরে মরে।
আপন বিচার আর, কেহ নাহি করে॥
কতই কল্পনা করে, কথায় কথায়।
কেবল কুতর্ক করি, কুপথ দেখায়॥
" দর্শন " দর্শন, করি, ঘুরিছে সবাই।
সে দর্শন কোথা তার, নিদর্শন নাই॥
করিছে " বাদার্থ " কত, বিচারের বলে।
"ন্যায়" পোড়ে, ন্যায়কথা, কেহ নাহি বলে॥
না করে, সিদ্ধান্ত কিছু "বেদান্ত" পড়িয়া।
অবিশ্রান্ত "ধ্বান্তকূপে" রয়েছে পড়িয়া॥
শাস্ত্র পোড়ে, যিনি হন, ধর্ম্মপরায়ণ।
"প্রেম-ফুলে" আমি তাঁর, পুজিব চরণ॥
শাস্ত্র পোড়ে, নিজতত্ত্ব, যে করে বিচার।
দূর করে, সকলের, মনের আঁধার॥

মনের সন্তাপ যত, যে করে হরণ।
শিষ্য হোয়ে আমি তাঁর, পুজিব চরণ॥

তাঁহার নিকট গমন করিলে সেই ধার্ম্মিক-বন্ধু প্রিয়বাক্যে, ধর্ম্মোপদেশে এবং উত্তমরূপ আহার দ্বারা তৃপ্ত করিবেন।

ইন্দুর কহিলেন, ভাই, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার সহিত বিচ্ছেদ হইলে আমি আর ক্ষণার্দ্ধকালো জীবিত থাকিবনা, অতএব চল, আমিও তোমার সঙ্গে সেই "মোহনের" নিকট গমন করি।

তাহার পর উভয়েই একত্র হইয়া কূর্ম্মের নিকট দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন।

কচ্ছপ দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া কাক এবং ইন্দুরকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।

কাক কচ্ছপকে কহিলেন, হে বন্ধো! এই মূষিকরাজ সাক্ষাৎ-ধর্ম্মপুত্র, অতএব অগ্রেই ইহাঁর উচিতমত আতিথ্য কর, ইনি প্রধান পুণ্যবান এবং সমস্ত গুণের ভূষণেই ভূষিত, এই পূজ্যপাদের পূজার যেন ত্রুটি না হয়, এই প্রস্তাবের পরেই "কূর্ম্মরাজের" নিকট "চারুমতি কপোতরাজের" বন্ধন-বিমোচনের বৃত্তান্তব্যূহ বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন।

"মোহন" যথাসম্মানে "সুহৃতের" সেবা করিয়া বিনয় রচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পূজ্যবর মহাত্মন্! তোমার এই বিরল বিপিনে আগমন করণের কারণ কি? শুনিতে অভিলাষ করি।

ইন্দুর কহিলেন।

পূর্ব্বে আমার অনেক ধনসম্পত্তি ছিল, সেই ধনেতেই স্বজাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সকলের উপর প্রভুত্ব করিতাম,—একজন সন্ন্যাসী সেই সমস্ত ধন-সংহরণ করাতেই নির্ধন হইয়া মনের দুঃখে বিজনবনে আগমন করিয়াছি।

পদ্য।

ধনবলে ধনিজন, সদাই স্বাধীন।
এ জগতে, সকলেই, ধনের অধীন॥
ধন না থাকিলে পর, মরে নর দুখে!
দীন হোলে, করে কার, দিন যায় সুখে?॥
ধনেতেই পূজ্য হয়, ধনেই আদর।
বৃহস্পতি আদি সবে, ধনের কিঙ্কর॥
ধনহীন জন যেই, বৃথা জন্ম তার।
প্রতিকূল হয় তারে, দারা পরিবার॥
যেখানে সেখানে যায়, আদর না হয়।
"লক্ষ্মী ছাড়া" বোলে কেহ, কথা নাহি কয়॥
গুণ, জ্ঞান কিছু তার, না হয় প্রকাশ।
মনে মনে মোরে রয়, পেয়ে উপহাস॥
ধনি যদি মূর্খ হয়, দুঃখ কিবা তার।
"পণ্ডিত" বলিয়া সবে, করে নমস্কার॥
কুরূপ হইলে ধনী, ধনে রূপবান।
সকলে সুরূপ দেখে, কামের সমান॥
সবদিগে ধনিদের, সুখের সংযোগ।
দরিদ্রের চিরকাল, সম কষ্টভোগ॥
বিশেষত, ধনী হোয়ে দীন যেই হয়।
মরণ মঙ্গল তার, বাঁচা বিধি নয়॥

হরি, করী, আদি মৃগ, থাকে যেই বনে।
তথা গিয়ে বাস কর, হরষিত মনে॥
তরুর তলেতে গিয়ে, সুখে কর বাস।
নিদ্রার ভাবনা কিবা, "শয্যা" আছে ঘাস॥
বৃক্ষের বাকল আছে, কর পরিধান।
বস্ত্রের ব্যাপার তায়, হবে সমাধান॥
পাড়িয়া গাছের ফল, করিয়া ভোজন।
করপাত্রে নদীনীর, করহ ভক্ষণ॥
তাহে কিছু খেদ নাই, নাই কিছু দুখ।
দেখিবেনা, কারো মুখ, দেখাবেনা মুখ॥
ধনহীন হোলে পরে, মান নাহি রয়।
স্বজাতি-সমাজে থাকা, ভাল ভাই নয়॥
যেখানে প্রতাপ ছিল, সিংহের সমান।
'ধনবান" বোলে সবে, করিত সম্মান॥
যায় যাবে, নিবে যাক্, জীবনের আলো।
সেখানে শৃগাল হোয়ে, থাকা নয় ভালো॥

অনায়াসে জল খেতে, পায় যেইজন।
অভয়ে মধুর অন্ন, যে, করে ভোজন॥
সহজেতে, এরূপ, নির্ব্বাহ হয় যার।
মানবেতে তার চেয়ে, সুখী নাই আর॥
কাজ নাই, ক্ষীর, সর, নবনী, শর্করা?।
কাজ নাই, মেঠায়াদি, মণ্ডা মনোহর?॥
কাজ নাই, ঘৃত, দধি, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন?।
তার তার, গ্রহণেতে, নাহি প্রয়োজন॥
অধীন, না, হোয়ে কারো, যথা কালে ভাই।
গহে বোসে, এক মুটো, অন্ন যদি পাই॥
কুবেরের ধন, আর, স্বর্গে কাজ নাই।
সেই সুখে, হাসি, খেলি, নাচি আর গাই॥

বরঞ্চ নীরব থাকা, সুবিধান হয়।
মিছে কথা, বলা তবু, ভাল নয় নয়॥
"নপুংসক" ভাল, তাহে, এক দোষ রয়।
"পরনারী ভোগ করা" ভাল তবু নয়॥
বরণ, মরণ ভাল, কি ফল জীবনে?।
রুচি যেন নাহি হয়, খলের বচনে॥
বরণ, ভিক্ষায় ভর, করা ভাল হয়।
পরধন আস্বাদন, ভাল তবু নয়॥
"গোশালা" থাকুক্ শূন্য, তাহে কেবা দুষে।
কিছুমাত্র লাভ নাই, দুষ্ট-গোরু পুষে॥
"বেশ্যা", যদি, "ভার্য্যা", হয়, তাহে নাই দুখ।
সদ কাল সমভাবে, প্রণয়ের, সুখ॥
বিনয়বিহীনা হোলে, কুলবধূ দারা।
নিয়ত ফেলিতে হয়, নয়নের ধারা॥
না, হোলো, রমণীভোগ ক্ষতি তাহে নাই।
"মুখরা প্রখরানারী", তথাচ না চাই॥
যে রাজা অন্যায় করি, করে অবিচার।
যে রাজার অধিকারে, নাহি সুবিচার॥
বনে গিয়ে বাস করা, বিধি যদি হয়।
তবু তার অধিকারে, থাকা ভাল নয়॥
অনাহারে, দেহে প্রাণ, না রয় না রয়।
অধর্ম্মের উপাসনা, ভাল তবু নয়॥
"চন্দ্রিকা", নিশিতে যথা, অন্ধকার হরে।
"জরা", এসে, দেহে যথা, শোভা নষ্ট করে॥
"সাধুসঙ্গ", হরে যথা, অন্তরের তাপ।
"হরিকথা", হরে যথা, সমুদয় পাপ॥
সে প্রকার, সেবায়, সম্ভ্রম, হয় নাশ।
"যাচঞ্ঞায়", গুণরাশি, না হয় প্রকাশ॥
নাপোড়ে, পল্লবগ্রাহী, পণ্ডিত, যে, হয়।
তার চেয়ে লজ্জাহীন, কেহ আর নয়॥
ধনদিয়া "রতিসুখ", ক্রয় যেই করে।
তার চেয়ে মূঢ় নাই, ভবের ভিতরে॥
পরাধীন হোয়ে নিত্য, যে করে ভোজন।
কেমনে সুখের স্বাদ, পাবে তার মন?॥
চিররোগী, চিরদিন, পরান্ন-ভোজন।
বাঁচন মরণ তার, মরণ বাঁচন॥
লোভরূপ-পিপাসায়, কাতর যে, হয়॥
কোনোকালে, বুদ্ধি তার, স্থির নাহি রয়।
এতরূপ আন্দোলন, কোরে মনেমনে॥
জুড়াতে এসেছি ভাই, জনহীন বনে।

একজনে ছেড়ে যদি, কুল রক্ষা পায়।
অনায়াসে রাখ কুল, দোষ নাহি তায়॥
গ্রাম যদি রক্ষা পায়, কুল ত্যাগ কোরে।
তখনি তেজিবে কুল, স্থিরভাব ধোরে॥
গ্রাম ত্যাগ করিলে, যদ্যপি, দেশ বাঁচে।
তখনি ছাড়িবে গ্রাম, যশ তায় আছে॥
আপনার কারণেতে, সকলি করিবে।
পৃথিবী ছাড়িতে হয়, তখনি ছাড়িবে॥

অধুনা এরূপ স্থির করিয়াছি, যে, সন্তোষচিত্ত জনেরাই সুখি!—অসন্তোষচিত্ত লোভি লোকেরা কখনই সুখি হইতে পারেনা।

পদ্য।

একে লোভী তাহে মন, পরিতুষ্ট নয়।
এ সংসারে, সুখ তার, কিছুতে না হয়॥
সদা যেই পরিতুষ্ট, পুলকিত মন।
ঘরে বোসে পায় সেই, ত্রিলোকের ধন॥
ক্ষণমাত্র তার মনে, নাহি হয় দুখ।
সমভাবে কাটে কাল, সততই সুখ॥
চলে যেই, পায়ে দিয়ে, জুতো এক জোড়া।
ভাবে সেই,-সকল-পৃথিবী, চামেমোড়া॥
যারা যায়, খালিপায়, তারা পায় কাদা।
কিরূপে তাদের হবে, পদতল শাদা?॥
কিছুতেই পরিতোষ, নহে যেই জনা।
তাহার সহিত এই, জুতার তুলনা॥
প্রতিক্ষণ পোড়ে মন, স্বভাবের দোষে।
সন্তোষ যাহার মনে, থাকে সেই তোষে॥
সুখে যেই পান করে, সন্তোষের সুধা।
তার মনে নাহি থাকে, লোভরূপ ক্ষুধা॥
যথাতথা দূরে মরে, লোভশীল যারা।
সন্তোষের সার সুখ, কিসে পাবে তারা?॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধু বলি তারে।
ধনলোভে যে না যায়, ধনিদের দ্বারে॥
মরিমরি, মরি কিবা, সাধু সেই জন।
বিরহ-অনলে যার, নাহি পোড়ে মন॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধুবাদ তার।
"নপুংসক" বোলে খ্যাতি, নাহি হয় যার॥
ধনলোভ-পিপাসায়, যারে দেয় তাপ।
কতরূপে সেই পাপী, ভোগ করে পাপ॥
অনায়েসে হাত দেয়, সাপের বদনে।
পর্ব্বতে প্রবেশ করি, ভ্রমে বনে বনে॥
প্রাণের উপরে মায়া, নাহি থাকে আর।
পাতালে প্রবেশ করে, সিন্ধু হয় পার॥
এইরূপে কত দূরে, করিয়া গমন।
কোনোরূপে করে কিছু, অর্থ আহরণ॥
পরিতোষ নহে তায়, নাহি মিটে ক্ষোভ।
ক্রমেই অধিক আরো, বেড়ে যায় লোভ॥
যাহার অন্তর থাকে, তুষ্ট নিরন্তর।
করস্থিত ধনে সেই, করেনা আদর॥
সে লোক, ত্রিলোকজয়ী, প্রিয় সবাকার।
তার চেয়ে পুণ্যশীল, কেহ নাই আর॥
মানসিক বলে যেই, আশা করে নাশ।
নিরাশার নিকেতনে নিত্য তার বাস॥
"নিরানন্দ", আর তার, নিকটে না যায়।
জীব হোয়ে শিব হয়, শিবের কৃপায়॥

কচ্ছপ কহিলেন।

হে ভাই, তুমি ধনের নিমিত্ত কেন এতই কাতর হইয়াছ? যদি আমার অভিমত জিজ্ঞাসা কর, তবে শান্তিসুধারূপ সেবন করিয়া ধনক্ষুধা নিবারণ কর, আর যদি ধনার্জ্জন দ্বারা সম্ভোগ সুখের নিতান্তই অভিলাষ থাকে, তবে তাহার নিমিত্ত এতই ভাবনার বিষয় কি? তুমি অতি সুপণ্ডিত, বোদ্ধা, উদ্যোগী-পুরুষসিংহ, শূর, অতএব তোমার অভাব কি? সর্ব্বত্রই তোমার প্রভুত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পদ্য।

বীর আর বিদ্বানের, স্বদেশ, বিদেশ।
কিছুমাত্রভেদ নাই, ইতর বিশেষ॥
যেখানে গমন করে, সেখানেই মান।
সব-ঠাঁই, হোয়ে বসে, সবার প্রধান॥
করে বীর, বাহুবলে, বশ সমুদয়।
বিদ্যাবলে, বিদ্বান্, সকল করে জয়॥
সহজে ধরিলে পরে, নিজ নিজ ভাব।
কোনোখানে নাহি থাকে, কিছুর অভাব॥
ল্যাজ, নখ, আর "দন্ত", করিয়া ধারণ।
"কেশরী", যখন করে যে বনে গমন॥
সেখানেই নিজ বলে, করী, করি, নাশ।
মাংস আর রক্ত খায়, বিস্তারিয়া গ্রাস॥
রাজা হোয়ে, করে গিয়ে, প্রভুত্ব প্রকাশ।
দাস হোয়ে সব পশু, ভয়ে করে বাস॥
প্রবল সবার কাছে, যে হয় সবল।
কোনোখানে, দুর্ব্বলের, কিছু নাই বল॥
প্রবল অনলে বায়ু, প্রভাব বাড়ায়।
প্রদীপ পাইলে পরে, তখনি নিভায়॥
যে পুরুষ, শূর হয়, সদা তার সুখ।
ধনাভাবে কোনোখানে, নাহি পায় দুখ॥
সমাদর করে সেই, যার কাছে যায়।
সকলেই নত হয়, অধীনের প্রায়॥
আপনার বলে গিয়া, উচ্চপদে বসে।
শাসন করিয়া সব, রাখে নিজ-বশে॥
বহুধনে ধনী হোয়ে, যে হয় কৃপণ।
সদাকাল পরাজিত, হয় সেই জন॥
কোনোখানে মান নাই, বৃথায় বিভব।
কৃপণতা-দোষে নিজে, নষ্ট করে সব॥
স্বভাবে সুন্দর শোভা, সিংহের জটায়।
করে বন, সুশোভন, রূপের ছটায়॥
কুকুর গলায় ধরি, কনকের হার।
কখনো কি, শোভা পায়, সেরূপ প্রকার?॥

ভাই, তোমার কৃপণতা দোষেই এরূপ হইয়াছে, কারণ তুমি সদ্ব্যয় দ্বারা ধনের এবং দেহের সার্থকতা কর নাই।

দাতার অন্তরে নাহি, থাকে অভিমান।
প্রিয়বাক্যে দান করে, সেই দান দান॥
অহঙ্কার, নাহি যার, জ্ঞানী বলি তারে।
অহঙ্কারে, গুণ, জ্ঞান, যায় ছারেখারে॥
বীর হোয়ে ক্ষমাশীল, সেই বীর, বীর।
ধীর হোয়ে কার্য্য করে, সেই ধীর, ধীর॥

নিয়ত নিযুক্ত দানে, সেই ধন, ধন।
সদা সুখে, পরিপূর্ণ, সেই মন, মন॥
ধন পেয়ে, দান নাই, কেবল সঞ্চয়।
সে ধন, কখনো তার, ভোগ নাহি হয়॥
কৃপণ, আপন ধনে, আপনি বঞ্চিত।
অথচ সে, ধন, তার, থাকেনা সঞ্চিত॥
পরিজন মধ্যে কারো, ভোগে নাহি আসে।
ভূপতি, অনল, চোর, সেই ধন নাশে॥
আপনি পেয়েছ কষ্ট, না খেয়ে, না পোরে।
সঞ্চয় করেছ ধন, কৃপণতা কোরে॥
তাহার উচিত ফল, ভোগ কর ভাই।
কৃপণতা হোতে আর, পাপ কিছু নাই॥
দূর কর সমুদয়, মনের বিকার।
এখন ধনের শোক, কোরোনাকো আর॥

ধন আর পদ, ভাব, ধূলার সমান।
ধনে আর পদে কেন, কর অভিমান?॥
সমসুখে চিরদিন, যাপন না হয়।
বিষয় বিভব কভু, আপনার নয়॥
আপনি যখন তুমি, নহ আপনার।
তখন কি রূপে হবে, সম্পদ তোমার?॥
নগনিবাসিনী-নদী-নীর, যে প্রকার।
ক্ষণেকে প্রবল হয়, পরে নাই আর॥
যৌবন সঞ্চার দেহে, হয় সেইরূপ।
কিছুকাল, কমনীয়, পরেতে বিরূপ॥
অতএব শরীরের, ছাড়ো অহঙ্কার।
চিরদিন রহিবেনা, যৌবন তোমার॥
"জলবিম্ব" যে প্রকার, স্বভাবে চঞ্চল।
নিয়ত লহরী লীলা, করে চলচল॥
গুণেতে চপলবৎ, অস্থির এ নীর।
কখন শুখায়ে যাবে, কিছু নাই স্থির॥
সেই রূপ আয়ু বায়ু, এই দেহ-বাসে।
কখন্ উড়িয়া যাবে, শেষের নিশ্বাসে॥
জীবনের ফেণা সম, জীবের জীবন।
এখন্ তখন্ নাই, কি হয় কখন্॥
হায়, হায়, কারে কব, মনের বচন?।
চেতনের একবার, না হয় চেতন!॥
প্রতিদিন দেখিতেছে, এরূপ প্রকার।
দেখিতে দেখিতে এই, পরে নেই আর॥
এই এই, এই এই, এই এই, সেই।
সেই সেই, সেই সেই, এই এই, এই॥
সকলি "অসার" তবে, কি ভেবেছ সার?।
স্বর্গের সোপান নাহি, করে পরিষ্কার॥
এখন্ না হয় যদি, ধর্ম্মে অধিকার।
চরমে করিতে হবে, শুধু হাহাকার॥
তখন্ না পাবে আর, শান্তিরূপ জল।
পোড়াবে প্রবল হোয়ে, শোকের অনল॥
অতএব জীবগণ, উপদেশ লহ।
সত্যের সাধনা করি, ধর্ম্মপথে রহ॥
তাহে আর নাহি রবে, শেষের, সে, ভয়।
পাইবে পরম ধন, চরম সময়॥
ধন বল যারে সেতো, চিরধন নয়।
ধন, ধন, ধর্ম্মধন, চিরকাল রয়॥

আগেতে সামান্য ধনে, ছিলে ভাই ধনী।
যেধন অশেষবিধ, বিপদের খনি॥
ধর্ম্মধনে ধনী হও, ভাই এ সময়।
কোনোকালে, যে ধনের, হইবেনা ক্ষয়॥

ইন্দুর কহিলেন।

মহৎ ব্যক্তিই মহতের বিপদ উদ্ধার করেন, তুমি মহাত্মা, একারণ আমি তোমার আশ্রয় লইলাম।

পদ্য।

মহতের যদি হয়, বিপদ সঞ্চার।
মহতেই করে সেই, বিপদ উদ্ধার॥
মহৎ যে, হয়, হয়, স্বভাবে প্রধান।
মহতেই রক্ষা করে, মহতের মান॥
যেজন মহৎ নয়, তারে কেবা মানে।
অমহতে মহতের, মহিমা কি জানে?॥
"গুরু" হোলে, গুরুভার দান কর তারে।
লঘু হোয়ে গুরুভার, কে বহিতে পারে?॥
হাবড়ে পড়িয়া হাতী, প্রাণে যদি মরে।
হাতি বিনা, সে, হাতিরে, উদ্ধার কে করে?॥
করি, করী শুঁড়-যোগ, করে প্রাণ দান।
শৃগালের ল্যাজ্ ধোরে, নাহি পায় ত্রাণ॥
মহৎ হইতে মনে, সাধ যার আছে।
সে, গিয়ে, করুক্ বাস, মহতের কাছে॥
মহতের আশ্রয়, লইলে একবার।
হবেই হবেই তায়, কল্যাণ তোমার॥
সর্ব্বনাশ হয় যদি, মারা যাও প্রাণে।
তথাচ যেওনা কভু, নীচ-সন্নিধানে॥
সমানের সহবাসে, সমানে রহিবে।
উত্তমের কাছে গেলে, উত্তম হইবে॥
স্বভাবে অধম করে, অধম-ব্যাভার।
তুমিও অধম হবে, কাছে গেলে তার॥
অতিশয় সাবধান, চতুরের শেষ।
কালির কুটিরে যদি, করেন প্রবেশ॥
কোনোমতে চতুরতা, খাটেনাকো আর।
লাগেই লাগেই কালী, গায়ে লাগে তার॥
পরশমনির কথা, কাণে আছে শোনা।
যে তারে পরশ করে, সেই হয় সোণা॥
বিশেষ উত্তম গুণ, উত্তমেই রয়।
অধমে উত্তম গুণ, কখনই নয়॥
এসেছি তোমার কাছে, মহৎ জানিয়া।
নিজগুণে লও তুমি, মহৎ করিয়া॥
চন্দনের ঘরে গেলে, কেবা হয় কালো।
সাধে বলি, মহতের, "আঁস্তাকুড়" ভালো॥

হে মিত্র! তুমি সর্ব্বাংশেই প্রধান।

সেজন, সুজন অতি, সাধুর প্রধান।
যে, করে, আশ্রিত জনে, আশ্রয় প্রদান॥
তারেই, সুজন, বলে, সকল সুজনে।
যে, করে, অভয় দান, ভয়শীল জনে॥
মানী বোলে সেই জনে, সকলেই মানে।
যেজন, মানির মান, রাখে নিজ মানে॥
তারে বলি, সাধু সাধু, করুণানিধান।
ঔষধে বাঁচায় যেই, পীড়িতের প্রাণ॥
প্রিয় বোলে বাঁধি তারে, প্রণয়ের জালে।
যেজন সহায় হয়, বিপদের কালে॥
ধনের সার্থক করি, সেই পায় সুখ।
যাচকে যাহার কাছে না হয় বিমুখ॥
অতি সাধু ধর্ম্মশীল, গুরু বলি তারে।
সুনীতি শিখায় যেই, সাধু ব্যবহারে॥
ধন্য তার অধ্যয়ন, পণ্ডিত সেজন।
উপদেশে করে যেই, সংশয়-ছেদন॥
তাহারে স্বভাবদাতা, বলে সর্ব্বজনে।
অনাথ দেখিলে যার, দয়া হয় মনে॥
কেবা আত্ম, কেবা পর, কে বুঝিতে পারে।
যে হয় ব্যথার ব্যথী, আত্ম বলি তাঁরে॥
দেশের কুশলকারী, উত্তম সে জন।
যে জন নিয়ত করে, বিদ্যা বিতরণ॥
তুলনা না হয় তার, কাহারো সহিত।
কখনো না করে যেই, পরের অহিত॥
সুশীল সুধীর সেই, পুরুষের সার।
আপনার নিন্দা শুনে, ক্রোধ নাই যার॥
ক্ষমার ভূষণে সদা, বিভূষিত সেই।
শত্রুগণে হাতে পেয়ে, ক্ষমা করে যেই॥
সেজন "প্রথমরিপু" করেছে শাসন।
রূপসী দেখিলে যার, নাহি টলে মন॥
লোভ আর তার কাছে, নহে বলবান।
পরধন দেখে যেই, তৃণের সমান॥
একেবারে "মোহরিপু" সে, করেছে ক্ষয়।
মমতা, মদের ঘোরে, মোহিত, যে, নয়॥
সেজন "পঞ্চমরিপু" রেখেছে শাসিয়া।
যে জন, না, মত্ত হয়, বিষয় পাইয়া॥
অহঙ্কার পরাভব, সদা যার স্থানে।
আপনারে "বড় বোলে, যেজন" না, জানে॥
শ্রবণ পবিত্র হয়, তার নাম শুনে।
তাপিতে, যে, তৃপ্ত করে, আপনার গুণে॥
একভাবে সবে তার, সদা গায় যশ।
যে করে, বিনয়বাক্যে, সকলেরে বশ॥
তার চেয়ে প্রেমী কেবা, এই ধরা-বাসে।
যেজন, জগৎ বাঁধে, প্রণয়ের পাশে॥

এতদ্রূপ কথোপকথনের পর "কাক" "কূর্ম্ম" এবং "মুষিক" পরস্পর অভেদপ্রণয়ে একত্রে আমোদ প্রমোদে কাব্যাদি নানা শাস্ত্রের আলাপনে স্বচ্ছন্দে সানন্দে সময় সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে "প্রণয়ী" নামক "হরিণ-রাজ" প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত ও ব্যাধভয়ে ভীত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া "মোহন" মিষ্টবাক্যে কহিলেন। হে ভদ্র! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমারদিগের পরম সৌভাগ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, অতএব সুখে নবনব দুর্ব্বাদল ও শীতল-সলিল আহার করুন। মৃগরাজ তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর-ছিলেন, জলপান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন, আমি নির্দ্দয়-নিষাদের পাশে নাশের গ্রাসে পতিত হওনের ত্রাসে আপনারদিগের বাসে আসিয়া আশ্রিত হইলাম, আপনারা প্রসন্ন হইয়া "মিত্রতা-রূপ মহৌষধ এবং "অভয়দান-রূপ-সুপথ্য দ্বারা এই শরণাগত-জনের বনের ও মনের আশঙ্কারূপ-রোগ নিবারণ করুন।

মোহন, চতুর এবং সুহৃদ্ কহিলেন, তোমার সহিত মিত্রতা করণ ইহা আমারদিগের শুভাদৃষ্ট বলিতেই হইবে, কারণ আপনি অতি সাধু ব্যক্তি। হে ভাই! মিত্রতা চারি প্রকার।

যথা

ঔরস ১। কৃতসম্বন্ধ ২। বংশক্রমাগত ৩। এবং ব্যসন-রক্ষক ৪।

"ঔরস" পুত্রাদি। "কৃতসম্বন্ধ" সম্বন্ধ দ্বারা মিত্রতা-করণ, অর্থাৎ সেঙাৎপাতানো এবং কুটুম্বিতা প্রভৃতি।

"বংশক্রমাগত" পুরুষানুক্রমের মিত্র এবং "ব্যসনরক্ষক" অর্থাৎ-বিপদের মিত্র।

এই স্থান তোমার আপনার স্থান, মনের আনন্দে আহার বিহার কর। কিন্তু ভাই! তুমি কি নিমিত্ত ভয় পাইয়াছ?।

হরিণ কহিল:

আমি শুনিলাম, ব্যাধেরা কহিতেছে, এক রাজা কটক সংগ্রহ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন, তিনি কল্য-প্রাতে এই বনে আসিয়া মৃগয়া করিবেন।

"মোহন" কহিলেন, তবেতো আর এস্থানে থাকা নয়, চল আমরা এখনিই স্থানান্তরে প্রস্থান করি, "চতুর, ও সুহৃৎ" কহিলেন, ভাই তুমি জলচর, তোমার স্থলে গমন কিরূপে সম্ভবে?।

"মোহন" সেই নিষেধ না শুনিয়া চঞ্চলচিত্তে জলাশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থলপথে বনান্তরে চলিল। কাক, ইন্দুর, এবং হরিণ মিত্রতা-ধর্ম্মের প্রণয়প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল।—অতি অল্পদূর-মাত্রই গমন করাতে জনেক ব্যাধ আসিয়া সেই কচ্ছপকে ধরিল। "কূর্ম্ম" ধৃত হওয়াতে আপনার কার্য্য ও ভাগ্যদোষ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল। বন্ধুর বন্ধনদশা-বিলোকনে পশ্চাদ্গামি বন্ধুত্রয় অত্যন্তই দুঃখিত হইল, এবং তাহার বন্ধন-মোচনার্থ বিবিধপ্রকার উপায় চিন্তা করিল। কাক যুক্তি করিয়া কহিল, "ওহে হরিণ! তুমি ব্যাধের অগ্রভাগে দূরে গিয়া মৃতদেহের ন্যায় জল-সন্নিধানে পথে পড়িয়া থাক, আমি ঠোঁট দিয়া তোমার অঙ্গে ঠোকোর মারিতে থাকি, তোমাকে দেখিবামাত্রই মৃত-জ্ঞানে ব্যাধ কচ্ছপকে ভূমে রাখিয়া ছেদনার্থ তোমার নিকটে আসিবে, তখন আমার ইঙ্গিতমাত্রেই তুমি অমনি উঠিয়া প্রস্থান করিবে। সেই অবসরে ইন্দুর গিয়া আপনার দন্তের দ্বারা কচ্ছপের বন্ধন ছেদন করিয়া দিবেন, মোহন তখনি অমনি ঝম্পদিয়া জলে প্রবেশ পূর্ব্বক রক্ষা পাইবেন।

পরে পরামর্শ পূর্ব্বক এইরূপ করাতে ব্যাধ তদ্দৃষ্টে হৃষ্টমনে কচ্ছপকে ভূমে রাখিয়া 'কাতান" লইয়া যেমন মৃগ-সমীপে গমন করিবে, হরিণ অমনি কাকের ডাকে উঠিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। কাক বৃক্ষশাখায় উড়িয়া বসিল, ইন্দুর কচ্ছপের জাল কাটিয়া দিল, কচ্ছপ ঝম্প দিয়া জলে গমন করিল, হরিণ পলায়ন করিলে ব্যাধ প্রত্যাগত হইয়া কূর্ম্মকে না দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে এবম্প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিল।

যথা পদ্য।

কিসে ভাল, কিসে মন্দ, না করি বিচার।
হঠাৎ, যে করে কোনো, কর্ম্মের সঞ্চার॥
সে কর্ম্মে কখনো তার, প্রতুল না হয়।
বহুবিধ বিঘ্ন ঘটে, জানিবে নিশ্চয়॥
নিশ্চিত বিষয়ে যার, তুষ্ট নহে মন।
লোভে ভুলে, নিতে চায়, অনিশ্চিত ধন॥
অনিশ্চিত, অনিশ্চিত কখনো না পায়।
লাভে হোতে, নিশ্চিত বিষয় তার যায়॥
অতএব প্রিয়গণ! লহ উপদেশ।
আগে করি বিবেচনা, কার্য্য কর শেষ॥
নিশ্চিত বিষয় যাহা, তাই কর ভোগ।
অনিশ্চিতে আশা করা, সে, যে, ঘোর রোগ॥

এবম্প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে ব্যাধ আপন গৃহে গমন করিল। কাক, কূর্ম্ম, মৃগ, মুষিক, সদুপায়ে রক্ষা পাইয়া পরমসুখে একত্রে বাস করিতে লাগিল।

অতি নিবিড় দুর্গম বনের মধ্যেও প্রণয় স্থাপন করিবে, কেননা ব্যাধ-হস্তে পতিত কূর্ম্ম, প্রাণাধিক মিত্র মুষিককর্ত্তৃক অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল।

রাজপুত্রেরা কহিলেন।

হে গুরো! আপনার অনুকম্পায় আমরা এই প্রস্তাবে অত্যন্ত সুখি হইলাম। যেহেতু আমারদের অভিষিতফল সুসিদ্ধ হইল।

সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য কহিলেন।

পদ্য।

তোমাদের মনোরথ, পূর্ণ যেন হয়।
আপদ বিপদ যেন, কিছু নাহি রয়॥
পরস্পর প্রজাপতি, যত রাজাগণ।
করুন, প্রণয়-ভাবে, পৃথিবী-পালন॥
সন্ধি আর শান্তি সদা, থাকুক ধরায়।
বিবাদ না হয় যেন, রাজায় রাজায়॥
প্রজাদের ঘরে ঘরে, মিত্রলাভ হোক্।
সকলেই ঐক্য হোয়ে, সমস্থখে রোক্॥
ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সবার হোক্ ভালো।
নাহি যেন জলে আর, আক্ষেপের আলো॥
সদানন্দ-নদীস্রোত, বহিবে কেবল।
ধরাময়, যেন হয়, সবারি মঙ্গল॥

ইতি হিত-প্রভাকর পুস্তকে হিতহার অন্তর্গত "মিত্রলাভ" নামক প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

সন ১২৬৫ সাল।

ভাদ্র মাসের ঘটনার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ।

পাবনায় গোরাসেনারা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে তাহাদের কোনো কোনোঅত্যাচার প্রকাশ করিবার নহে।—শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যশোহরজিলার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি পদ প্রাপ্ত হয়েন।—ট্রেজরির একজন কেরাণী কোম্পানির কাগজে একজনের নাম লিখিতে আর একজনের নাম লিখিবায় পদচ্যুত হয়।—সুলতানপুরস্থ সেনারা ফয়জাবাদে গমন করে।—কাপ্তেন ইডেন সাহেব লেখেন বিদ্রোহিরা "ভিলওয়ারা" নামক স্থানে বাস করে।—অলয়ার হইতে যবনদিগকে দূর করা হয়।—বিদ্রোহিরা ফিরোজপুরে গমন করে।—বিদ্রোহিরা সিমলা হইতে ব্রিটিস সেনা-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ২০ বিশ ক্রোশ দূরে "চিনী" নামক স্থানে গিয়া দুইজন গোরাকে নিহত করে, তথায় উপযুক্ত সেনা না থাকাতে ইংরাজ কামিনীরা আশঙ্কিতা হন।—নেপালে শীতের সঞ্চার হয়, ঐ প্রদেশে একজন সৈনিকপুরুষ বলপূর্ব্বক আপন স্ত্রীর জার হনন করে।—ভূলুয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট বিলাত গমনের আদেশ প্রাপ্ত হন, এবং লেস্স সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হন. তথায় জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয়।—ব্রিগেডিয়ার হনফোর্ড সাহেব সুলতানপুর অধিকার করেন।—বিদ্রোহিরা লেপ্টেনাণ্ট ব্যাটস সাহেব দ্বারা তাড়িত হইয়া কসিরায় পলায়ন করে. তথায় এক যুদ্ধ হইবায় বিপক্ষদলের ৫০ জন নিহত হয়।—আসাম প্রদেশে মেস্‌মেন জাতিরা কোনো দেশ লুঠ করিবার অভিমত করাতে তদ্দেশবাসি প্রধান ব্যক্তিরা তাহা নিবারণ করেন, এজন্য কমিস্যনর সাহেব তাঁহারদিগে পারিতোষিক দেন।—বিদ্রোহিরা জগদীশপুর হইতে সিংহভূমে আসিতেছিল রাজানুগত কয়েকজন জমীদার তাহাদের তাড়াইয়া দেন।—কুমারসিংহ বেহার প্রদেশে সৈন্য সংগ্রহ করত ব্রিটিস প্রতিকুলে অস্ত্রচালন করিবার মন্ত্রণা করে।—স্যার হিউজরোজ সাহেব পুনা নামক স্থানে গমন করায় তদ্দেশবাসিরা আহ্লাদিত হয়।—গিরাট প্রদেশে শীকসেনারা অত্যাচার করে।—

চীনরাজ্যে ইংরাজদিগের সহিত গোলযোগ উপস্থিত হয়।—বিদ্রোহ-ঘটনাবধি শ্রীযুত লালা জ্যোতিপ্রসাদ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করাতে রায় বাহাদুর উপাধি এবং ১৩ তেরো খানি পল্লীগ্রাম পারিতোষিক পান।—অটক সহরের সান্নিধ্যগ্রাম সিন্দুনদের জলে প্লাবিত হয়।—বারাণসীর রাজাঘাটস্থ দুর্গ হইতে নগদ ৫০০০ পাঁচসহস্র টাকাও ১০,০০,০০ দশলক্ষ টাকার হুণ্ডি চুরি যায়।—"ডেরা ইসমেল্‌খান,, নামক স্থানে ৩৯ গণিত দেশীয় পদাতিক সেনা রাজবিদ্রোহ হয়।—অলয়ারের রাজার সেনারা তাঁহার প্রতিকূলে হস্তোত্তলন করিবার লুক্কায়িত থাকে, এবং দুষ্টেরা তাঁহার প্রধান মন্ত্রিকে বিনষ্ট করে।—সাহাবাদ জিলার বিদ্রোহী অমরসিংহ অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে।—মেং উইলিয়ম সাহেব হুগলি কালেজের প্রধান শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত হয়েন।—কাল্পিও ঝান্সির মধ্যস্থিত পথে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ থাকায় পথিকদের কষ্ট হয়।—বিদ্রোহী অমরসিংহ জগদীশপুর দুর্গনির্ম্মাণ, সৈন্য বাচাই এবং তোপ গোলাদি নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করে, ১৫০০ পণের শত বিদ্রোহি সেনা রামগড়ে গমন করে, এবং সারনে পুনর্ব্বার গোলযোগ হয়।—কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ভূমিকম্প হয়—অযোধ্যার বিদ্রোহি মুন্‌সব আলি, ফেরোজসা, লকরসা, ও জিতবাহাদুর ২৫ পঁচিশ জন সেনার সহিত উপদ্রব আরম্ভ করে।—সাহাজানপুরে খাঁন আলিখা প্রভৃতি বিদ্রোহিরা দৌরাত্ম্য করে।—বিদ্রোহিরা অদীপুর জিলায় ২০০০ দুই শত ব্যক্তির প্রাণ বধ করে। জোরগারির নিকটস্থ জঙ্গলে নানা সাহেব বালাপ্রভৃতি ব্যক্তির সহিত অবস্থিতি করে। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীস্থ দারোগাদিগের ১০০।১৫০,২০০ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়।—কবিবর শ্রীযুত ডেভিড লেস্‌টার রিচার্ডসন সাহেব ভারতবর্ষে আগমনের জনরব হয়।—বক্‌সারে যুদ্ধ হওয়াতে বিপক্ষদিগের ৮০ আশী জন হত এবং এপক্ষের দুইজন আহত হয়।—এই ভারতবর্ষ শ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীন হয়।—৫২ সংখ্যক বিদ্রোহিদলের ৫০।৬০ জনে "সারাপুর,, নামক গ্রাম লুঠ করে।—বেণীমাধব কয়েকজন বিদ্রোহি ও ৮,০০০ আটহাজার সেনার সহিত "বুজা,, নামক স্থানে গমন করিয়াছে। বেরিলির নবাব ও মৌলবি, ফরেক্কাবাদের নবাব ৫.০০০ পাঁচহাজার সেনার সহিত সাহাজানপুর আক্রমণ করিতে যায় এবং [illegible] উপযুক্তরূপ শাস্তি পায়।—সিন্ধুনদীর জলবৃদ্ধি হওয়াতে খয়রাবাদস্থ ইঞ্জিনিয়ার গুদামের ১০।১২ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হয় এবং একজন মনুষ্যও পঞ্চত্ব পায়।—কাপ্তেন ম্যাক্‌মলেন সাহেব কয়েকজন শীকসেনার সহিত গয়াঘাটে এক সমর করেন তাহাতে শত্রুপক্ষের ৮০ জন এবং এপক্ষের ১৫ জন হত হয়।—সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজকর্ম্মে রেজাইন দেন।—জন প্রবাদে শুনা পেসিডেন্সি কালেজ উঠিয়া যাইবার কথা শুনা যায়।—গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ৫ সেপ্টেম্বর দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে যে, বিদ্রোহিরা "জালর পাটনের সরদারের সমুদয় হস্তি, ঘোটক, উষ্ট্র, তোপ, ধনাগার এবং অন্যান্য বহুদ্রব্য-হরণ করিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত নগর লুঠ করে নাই।—মজলি পাটানস্থ কয়েকজন বিদ্রোহির প্রাণ দণ্ড হইয়াছে, এবং কয়েক জন দ্বীপান্তর গিয়াছে।—দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল গোয়ালিয়ার কাণ্টিজেণ্টের বিদ্রোহি সুবেদার মেজর আমনৎ আলির প্রাণদণ্ড হইয়াছে।—গত ৩০ আগষ্ট আরিখে কলের জাহাজে ফয়জাবাদে অনেক রাজস্ব প্রেরিত হইয়াছে।—সাঁততাল পুলিস সেনারা বিলক্ষণরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছে।—দক্ষিণ পশ্চিম দেশ এবং পূর্ব্বদেশ হইতে ভিল, কোল, ডেঙ্গল, পাহাড়ি নগর প্রভৃতি জাতি হইতে সৈন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।—জোয়ানপুরের জমিদার অমরসিংহ এবং কোতোয়ার সিংহ বিদ্রোহ-ঘটনার সময় ঐ জেলা রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য সাহায্য করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলয়াৎ জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছেন।—গণ্ডকের ধারে স্থানে স্থানে বিদ্রোহিরা শিবির স্থাপন করিয়া রহিয়াছে।—লক্ষ্ণৌ দেশের এবং নানা সাহেবের রত্নাদি সম্পত্তি সকল এতন্নগরে আসিয়া ট্রেজরিতে স্থাপিত হইবেক।—সোয়েদ এব্রাহিম বিদ্রোহ সময়ে আগ্রায় সদ্ব্যবহার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি রক্ষা করাতে যবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ১,০০০ টাকা উৎপন্নের জায়গির পাইয়াছেন।—অপর কয়েকজন আমলা ঐরূপ সুকার্য্যজন্য উপযুক্তরূপ পুরস্কার পাইয়াছে।—পাটনার ৩ সেপ্টেম্বর দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, অমরসিংহ জগদীশপুরে আছেন, বিপক্ষেরা অত্যন্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক সমরসামগ্রী এবং বারিক প্রস্তুত করিতেছে, তাহারা দেওয়ানী এবং ফৌজদারি বিচারালয় স্থাপন করিয়া বিচারকার্য্য সমাধা করিতেছে।—তোসিলদার ও থানা নিযুক্ত করিয়াছে।—তাহারদিগ্যে রাজস্ব না দেওয়াতে তাহারা কয়েকজন জমিদারকে ফাঁসি দিয়াছে, এবং প্রকাশ্য নীলাম স্থাপন পূর্ব্বক অনেকের ভূমি সম্পত্তি উচ্চমূল্য প্রাদাতাদিগ্যে বিক্রয় করিয়াছে।—অপিচ প্রজাদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র এরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছে।—যথা—অমরসিংহ সাহাবাদের রাজা।—সুন্দরসিংহ সাহেব গঞ্জের রাজা আলি করিম পাটনা এবং বিহারের নাজীম্ মৌলবিমেন্দি ত্রিহুত এবং সারণের নাজীম।—দ্বারকাতে বিদ্রোহ-ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়,—বোলন্দ সহরে বিদ্রোহিদিগের কতকগুলীন কাগজপত্র ধরা পড়িয়াছে।—মিরাটের পত্রে লেখে শীক এবং গোরা সেনাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে লাইটহার্স সেনারা হঠাৎ বিজনুর হইতে মিরাট গমনের আদেশ পাইয়াছে।—দমদম্‌'র মেগজিন প্রায় শেষ হইয়াছে।—তথাকার গুদাম ও আর আর দ্রব্যাদি দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছে।—বিরালিতে কয়েকটা মেগ্‌জিন্ স্থাপিত হইবেক—গোরখা সেনাদিগের নেপাল হইতে গোরক্ষপুর গমনার্থ বাবু বিশ্বনাথ পাঁড়ে বোগোদার নিকট গণ্ডকনদের উপর অতি সাহস পূর্ব্বক অতিশীঘ্র নৌকার সেতু নির্ম্মাণ করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ঐ কার্য্যের উচিতমত কার্য্য করাতে দুই জন দারোগা প্রত্যেকে ১০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। আলাহাবাদের সংবাদে লেখে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লক্ষ্ণৌরাজ্যে গমন করিবেন এই সংবাদের প্রতি সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারেনা।—ইংরাজী পত্রে লেখে অযোধ্যার বেগম গবর্ণমেণ্ট এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তিনি অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে নানা সাহেবকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইয়া থাকিবেন। লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ আইসে দারোগা আজিদ্ আলি মিসিয়ার্স আর এবং মিস্‌জক্‌সন সাহেবকে রক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে এক লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। শত্রুহস্ত হইতে সাহাবাদ উদ্ধার করণাভিপ্রায়ে প্রধান সেনাপতি সাহেব ৩০০০ গোরা এবং ২০০০ শীক সেনা একত্রীকরণের অনুমতি করিয়াছেন।—ছাপরায় কোনো আশঙ্কা নাই।—বহুসংখ্যক বিদ্রোহি ডুমুরিয়ায় অবস্থান করিতেছে, বিপক্ষেরা বরিন্‌নগরের সেতুতে শীকসেনাদিগের আক্রমণ করে, তাহাতে তাহারাই যুদ্ধে পরাজয় হইয়া পলায়ন করে, সেই সংগ্রামে শত্রুপক্ষের দুইজন হত হইয়াছে।—পিলিবিতে শেষ ব্রিটিস সেনারা বিপক্ষদিগ্যে পরাভব করত তাহারদের কয়েকটা তোপ হস্তি ও আর আর দ্রব্য হস্তগত করিয়াছে।—ব্রিটিস সেনারা চম্বল নদীর নিকটস্থ তরি নামক স্থানের দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট-উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিম-কোর্ট নামক বিচারালয়।

একুইটি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা।

উইলিএম, রিচার্ড, লাকরিষ্টিন্

বাদী।

মৃত জান, স্পেন্সের শেষ উইল এবং উত্তরাধিকার পত্রের নিযোজিত এক্সিকিউটর রবর্ট, মোজ্‌লি তামস্, এবং জান, গ্রে।

প্রতিবাদি।

এই মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৬ এক হাজার আটশত ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টীয় শকের ১৫ পনেরুই এপ্রেল দিবসে যে চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহার ক্ষমতানুসারে (মৃত জান, স্পেন্স সাহেব) যিনি মহানগর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট পেলেসে একজন হোটেল-কিপর এবং খাদ্যদ্রব্যবিক্রয়কারী ছিলেন, এবং মিসুয়ার্স জান স্পেন্স এণ্ড কোম্পানি, এই ফারমের এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার মহাজন সকলকে অবগত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা সকলে আগামি ৭ সাতুই অক্টোবর দিবসে অথবা তাহার মধ্যে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম, মেকফার্সন সাহেবের সমীপে উক্ত কোর্টের গৃহে মাষ্টর আফিসে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত জান, স্পেন্স সাহেবের সম্পত্তির উপর আপনাপন নিশ্চিত পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, ইহার অতিক্রম করিলে সকলে কথিত চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক সদুপায় সম্বন্ধীয় স্বীয় স্বীয় স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন ইতি।

W, MACPHERSON,
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

E, A, DOW.

Attorney for Robert, Mosely, Thomas and Jhon Gray, Executors of John Spence deceased.

ই, এ, ডৌ।

মৃত জান, স্পেন্সের এক্‌সিকিউটর রবর্ট, মোজলি, তামস্ এবং জান্, গ্রে সাহেবের উকিল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

MUNICIPAL COMMISSIONER'S NOTICE.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ৯ ধারানুযায়িক অত্র বিজ্ঞাপন দ্বারায় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আগত ১ অক্টোবর তারিখে শুক্রবার বেলা ২ দুই প্রহরের সময়ে ও তাহার পরদিবসাবধি মোকাম কসাইটোলার ফ্রিমেসন্স-হাল, বাটীর নম্বর ৪৮, সহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের তথায় বৈঠক হইবে তাহাতে বর্ত্তমানবর্ষে এশেশার সাহেব-কর্ত্তৃক যে সকল বাটীর উপর ক্ষণে প্রথমবার এসেসমেণ্ট অর্থ কর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহ বিচার হইবেক এবং ঐ বিষয়সম্বলি ঐ সকল বাটীর দখলিকার ও ভাড়াটিয়াগণ সকলকে স্বতন্ত্র সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, অতএব যে সক লোকের ঐ এসেসমেণ্ট জন্য কো ওজর বা আপত্তি থাকে, তাঁহার ঐ মোকাম এবং ঐ তারিখ অবধি উপস্থিত হইয়া উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকট আবেদন করিবেন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর।

By Order of the Commissioners.
ROBERT TURN BULL,
Secretary.

কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে রবর্ট টরণবুল সেক্রেটারী।

CALCUTTA.
NO. 3 Chowringhee Road.
The Office of Municipal Commrs.
Dated 10th September 1858.

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵০

Printed and published by ISSUR-CHUNDR GUPTO at the "*Probhakur*" *Press.*

সংবাদপ্রভাকর

৺ সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ৺
৺ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ৺

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মত্তভ্রমীমদমুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

ইহা এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১০ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৩১ সংখ্যা] শুক্রবার ২ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ভক্ষা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

দয়ালচাঁদ শীল।
বাদী।
নবীনচন্দ্র শীল এবং অন্যান্য
প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ সালের ২৭ আগষ্ট দিবসে যে চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহার ক্ষমতানুসারে (মৃত রামতনুশীল যিনি মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত বহুবাজারে বাস করিতেন, এবং যিনি ১৮৫৪ একহাজার আট শত চোয়ান্ন খ্রীষ্টীয় শকের ১৪ চদ্দুই অক্টোবর দিবসে লোকান্তর গমন করেন, এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার মহাজন সকলকে অবগত করা যাইতেছে, যে, তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিএম মেক্‌ফার্সন সাহেবের নিকট উক্ত কোর্টের গৃহে তাঁহার দপ্তর খানায় আগমন পূর্ব্বক আপনাপন নিশ্চিত পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, ইহার অতিক্রম করিলে তাবতেই পূর্ব্বোক্ত চূড়ান্ত অনুমতির বিধানানুসারে স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য-সম্বন্ধীয় সুগমসূচক উপায় হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W, MACPHERSON,
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

H. SWINHOE.
Complt's Atty.
এইচ, সুইনহো।
প্রতিবাদি পক্ষের উকিল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৪সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

শ্যামচাঁদ মিত্র।
বাদী।
পঞ্চানন গাঙ্গুলি এবং অন্যান্য
প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৮ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে যে চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহার ক্ষমতানুসারে (মৃত কালিদাস গাঙ্গুলি) যিনি মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি চোরবাগানে বাস করিতেন, এবং যিনি ১৮৫৭ একহাজার আটশত সাতান্ন খ্রীষ্টীয় শকের ২২ বাইসে আপ্রিল দিবসে লোকান্তর গমন করেন, এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার মহাজন সকলকে অবগত করা যাইতেছে, যে, তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিএম, মেক্‌ফার্সন সাহেবের নিকট উক্ত কোর্টের গৃহে তাঁহার দপ্তর খানায় আগমন পূর্ব্বক আপনাপন নিশ্চিত পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, ইহার অতিক্রম করিলে তাবতেই পূর্ব্বোক্ত চূড়ান্ত অনুমতির বিধানানুসারে স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য-সম্ব-

ক্ষীয় সুগম-সূচক উপায় হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W, MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

H, SWINHOE.
Compl't's Atty.

এইচ, সুইনহো।
বাদীপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, যে (মৃত পরমেশ্বর শাহা) যিনি মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত চোরবাগানে বাস করিতেন, এবং মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ চিকিৎসক ছিলেন, তিনি লোকান্তর গমনের পূর্ব্বে যে উইল পত্র নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহার ক্ষমতানুসারে অদ্য দিবসে ঈশ্বরচন্দ্র শাহার উপর তাঁহার সমুদয় বিষয়ের প্রতি সংপূর্ণ রূপ "এক্সিকিউটরি" ক্ষমতা অর্থাৎ অধ্যক্ষতা করণের ভার অর্পিত হইল, অতএব যে সকল ব্যক্তি উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর কোন প্রকার আপত্তি রাখেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত এক্সিকিউটরের নিকট তদ্বিষয় গ্রহণ করিবেন, এবং যাঁহারা উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির বিষয় সম্বন্ধে ঋণগ্রস্ত আছেন, তাঁহারা অবিলম্বে কথিত এক্সিকিউটরের স্থানে আপনাপন দেনা সকল পরিশোধ করিবেনইতি।

SWINHOE AND LAW.

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীলগণ।

নম্বর ৭ হেয়ার ষ্ট্রীট।
১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

MUNICIPAL COMMISSIONER'S NOTICE.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ৯ ধারানুযায়িক অত্র বিজ্ঞাপন দ্বারায় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আগত ১ অক্টোবর তারিখে শুক্রবার বেলা ২ দুই প্রহরের সময়ে ও তাহার পরদিবসাবধি মোকাম কসাইটোলার ফ্রিমেসন্স-হাল, বাটীর নম্বর ৪৮, সহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের তথায় বৈঠক হইবেক, তাহাতে বর্ত্তমানবর্ষে এশেশার সাহেব কর্ত্তৃক যে সকল বাটীর উপর এক্ষণে প্রথমবার এসেসমেণ্ট অর্থাৎ কর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহার বিচার হইবেক এবং ঐ বিষয়সম্বলিত ঐ সকল বাটীর দখলিকার ও ভাড়াটিয়াগণ সকলকে স্বতন্ত্র সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, অতএব যে সকল লোকের ঐ এসেসমেণ্ট জন্য কোন ওজর বা আপত্তি থাকে, তাঁহারা ঐ মোকাম এবং ঐ তারিখ অবধি উপস্থিত হইয়া উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকট আবেদন করিবেন, ইতি সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর।

By Order of the Commissioners.
ROBERT TURN BULL,
Secretary.

কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে রবর্ট টরনবুল সেক্রেটারী।

CALCUTTA.
NO. 3 Chowringhee Road.
The Office of Municipal Commrs.
Dated 10th September 1858.

সংবাদ প্রভাকর

২ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

বিদেশীয় গুণগ্রাহক অনুগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি এই নিবেদন, শারদীয়া মহাপূজা অতি নিকট হইল, অতএব এই সময়ে সকলে অনুকম্পা পূর্ব্বক আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জনের মূল্য ও ডাক টিকিটের মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। এইক্ষণে অর্থের অত্যন্তই প্রয়োজন কেহ যেন তদ্বিষয়ে আমারদিগ্যে দুঃখিত না করেন।

আমরা কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সমরসম্বন্ধীয় বিশেষ কোনো নূতন সমাচার প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু জগদীশ্বর প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের জয়সাধন করিয়াছেন, বিপক্ষেরা আর ক্ষুদ্রাপিই প্রবল হইতে পারেনা, পরাজয় হইয়া চতুর্দ্দিগে ছত্রীভঙ্গ হইতেছে, ভোজপুরের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে, তাহাও আশু নিবারণ হইবে, তথাকার দুষ্টদিগ্যে বিনাশার্থ উপযুক্তরূপ সৈন্য প্রেরিত হইতেছে, তাহারা সমরক্ষেত্রে প্রবেশমাত্রেই দুষ্টদিগ্যে দূর করিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় মাত্রই নাই।

জলাভাবে সর্ব্বত্রই হাহাকার উঠিয়াছে, বিশেষত রাঢ়দেশ একেবারে ছারখার হইল, তথাকার উচ্চভূমির ধান্য সকল জ্বলিয়া গেল, স্থানে স্থানে আউস ধান্য উত্তমরূপ জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু বৃষ্টিবিরহে আমন ধান্যের বীজ সকল নষ্ট হইয়াছে, আমনের প্রতি আর ভরসা, মাত্রই নাই।—হে জগদীশ্বর! তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া আপনার বিশ্বসৃষ্টি কেন নষ্ট করিতেছ? দুর্ভিক্ষজন্য মনুষ্যদিগের প্রাণরক্ষার আর যে উপায় দেখিতে পাইনা, হে নাথ! "নদেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ" এই বচনের অন্যথা যেন না হয়।

নিম্নস্থ পত্রখানি সানন্দে প্রকটন করিলাম।

বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদনমিশেষঃ।

সম্পাদক মহাশয়! যদিও রচনার নিয়ম মাদৃশজনের সম্বন্ধে অতি ভয়ানক বটে, কিন্তু ভরসা আছে যে মহাশয়ের দয়াশীলতাগুণে নিম্নলিখিত মদ্রচিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধনে অনুকম্পা পূর্ব্বক ভবদীয় পত্রৈকপার্শ্বে স্থানদানে বাধ্য হইবেন, এবং প্রশ্নোত্তর প্রকটনেও কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেননা।

প্রশ্ন।

কোনো একটি বিচক্ষণ বন্ধুর সহিত তর্ক হওয়াতে তাঁহার মতে ভূমণ্ডলস্থ যাবদীয় বস্তু ও পদার্থ এবং নৈসর্গিক ঘটনা জগদীশ্বর জীবগণের মঙ্গলার্থ ব্যতীত অমঙ্গলের কারণ সৃজন করেন নাই এই স্থির সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে বর্ষাঋতুর প্রবাহে জলপ্লাবন হইয়া ও কালভেদে ঘোরতর ঝঞ্ঝা বায়ুর প্রবল বেগে কীট পতাঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও গো, মনুষ্য প্রভৃতি বৃহৎ প্রাণী আকীর্ণ হইয়া ও সীসক পারদ গন্ধক ইত্যাদি ধাতু দ্রব্য দ্রব হইয়া কত দেশ বিনষ্ট ও তৎ তৎ স্থানীয় প্রাণী নিরপরাধে দণ্ডিত ও অকালে শমনভবনে প্রয়াণ করে। ইহার তাৎপর্য্য ও কারণাবধারণে সন্দিহান আছি, অতএব এই বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্বাবধারণ পুরঃসর ভবদীয় পত্রৈকপার্শ্বে প্রকটিত করত সংশয়চ্ছেদ-করণে বাধ্য হইলে অতীব উপকৃত ও বাধিত হইব।

সম্পাদক মহাশয়! স্থান বিশেষে অনেকেই আক্ষেপ করেন যে বর্ষাঋতুর প্রভাবে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহারের অনায়ত্ত, কিন্তু অধুনা প্রাগুক্ত ঋতুর প্রাবল্য হেতু অত্রত্যজনবাসি নিচয়ের চর্ম্মপাদুকা ব্যবহারের অনায়ত্তের আক্ষেপ অন্তর্হিত হইয়া ব্যবসায়ি লোক পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ পবিধেয় বসন মস্তকে ধারণ পুরঃসর গাত্র মার্জ্জনী দ্বারা কটিদেশ আচ্ছাদন করত প্রয়োজন সাধনে অতীব কুণ্ঠিত, এবং কি পর্য্যন্ত যে দুঃখের ভারবহন করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষব্যতীত বর্ণ দ্বারা বর্ণনাশক্ত। বোধ করি মনুষ্যদিগের এমতাবস্থায় কালাতিপাত হইলেই দৈবপ্রতিবন্ধক বশত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফলস্বরূপ অনেকেই রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবেক সন্দেহ নাই, অতঃপর যদ্রূপ সংঘটিত হয় ভবিষ্যতে জানাইব ইতি।

বাধ্য।
শ্রীযাদবচন্দ্র শাণ্ডিল।
স্কুল শেরাজগঞ্জের বাঙ্গলা বিভাগের ছাত্র।

শকাব্দা ১৭৮০। ১৮ ভাদ্র।

নিম্নস্থ সংবাদটি প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকটন করিলাম।

ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফের দ্বারা বর্ত্তমান উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিগ্ হইতে সংবাদ গতিবিধি করিতেছে, তাহাতে অনেক উপকার হইয়াছে, পথের ক্লেশ যে রেলরোডের দ্বারা কবে দূরীভূত হইবে, তাহা বলা যায়না, অনুমান করি, আমারদিগের রোদন ধ্বনিগবর্ণমেণ্টের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে নাই, নচেৎ কদাচ এত দুঃখ আমারদিগের সহ্য করিতে হইত না। জগন্নাথ রোড্ অবলোকন করিলে শরীরে জ্বরের উদয় হয়, হে বিচক্ষণবর সম্পাদক মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয়টী যাহাতে আশু রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হয়, তাহা করিবেন, অপর সংবাদ উপস্থিতমতে প্রেরণে ত্রুটি করিবনা, কিমধিক মিতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ২৬ ভাদ্র।

শ্রীঅটল বেহারি পাল।
বালেশ্বর।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(উষানিরুদ্র নাটক।)

গত মঙ্গলবারের শেষ।

কই সখীরে যে এখন এলোনা। (পশ্চাদ্দিগে চিত্রলেখা ও মদলেখাকে দেখিয়া) এই যে চিত্রলেখা, ভাই তোমার কি এই পরিহাস করবার সময়? [উঠিয়া] আমি তোমাদের জন্যে কত ভেবে ভেবে অস্থির হচ্চি।

[চিত্র] হাঁ, তুমি যার জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির হচ্চ তাতো আমরা দাঁড়িয়ে সব শুন্‌লুম, আমাদের জন্যেই ভেবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদে এই যে চোখ্ দুটো রাঙা জবা ফুলের মতন হয়েচে।

[উষা] সখি, তোমাদের জন্যেও কিআবার কাঁদ্‌তে হবে? যে কাঁদাচ্চে তারি জন্যে কাঁদ্‌চি।

[মদ] আর বড় কাঁদ্‌তে হবেনা।

[উষা]—(চিত্রলেখার প্রতি) সখি, কিছু কি উপায় করেছ?

[চিত্র] হাঁগো, দেখ্‌তে পাই তোমার যে আর তর্ সয়না।

[উষা] তোমার হাতে ও কার্ চিত্র পট!

[চিত্র] দেখ দেখি এর্ মধ্যে কি কেউ আছে।

[উষা]—(দেখিয়া) এ যে, দেবতাদের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই, কই এর্ মধ্যেতো আমার মনোচর নেই।

[চিত্র] তবে ঐ লতাগৃহে এসো, ঐ খানে বসে দেখাচ্চি।

[উষা] চল যাচ্চি (সকলে লতামণ্ডপে গিয়া শীলের উপরে বসিল।)

[চিত্র] আচ্ছা সখি, এখানা দেখ, দেখি।

[উষা]—(দেখিয়া) এ যে গন্ধর্ব্ব লোকের সকল ব্যক্তিকে দেখ্‌চি না তিনি এতেও নাই।

[চিত্র] এ দুখানি চিত্রশালা থেকে এঁকে এনেছিলাম, আচ্ছা, তবে আরও আঁকি তুমি দেখ। (উষা সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন)

[মদ] (দেখিয়া) এ,না, ভোজরাজার বংশ? হাঁ সম্ভিয়তো, সখি, এতে কি কেউ আছে।

[উষা] কৈতো, দেখ্‌তে পাইনে।

[মদ] তবে ভাই, সে তোমার মন গড়া, সত্তি সত্তি কাকেও দেখ্‌লে অবশ্যই এর্ মধ্যে পাওয়া যেতো, দিনেরবেলা বিয়েবিয়ে বরবর কোরে কোরে ভাব, কাজেই সেই গুণ বাতিকে স্বপনে দেখ্‌তে হয়।

[চিত্র] এইবার পাওয়া যাবে, কোনো সন্দেহ নাই?

[মদ] দেখ, তোমার কপাল আর সখীর হাত্ যশ, মর্ তোমার হাত যশ আর সখীর কপাল।

[উষা] মুখের আবরণ টানিয়া দিলেন]

[মদ] সখি, কন্দর্পকে দেখে মুখ ঢাক্‌লে কেন? ও পোড়ার মুখ বুঝি আর দেখ্‌বেনা, না ওরে, আপনার মুক দেখ্‌বেনা।

[উষা] সখি, ইনিই কি কন্দর্প? এঁরে যে আমার একজন গুরুজনের মধ্যে বোধ হচ্চে, তাতেই মুখে ঘোমটা দিলাম, আমার বোধ হয়, এঁর-ও চেয়ে আমার প্রিয়জনের বয়েস আরও নবীন হবে।

[মদ] মদনের চেয়েও কি আবার নবীন পুরুষ আছে গা।

[চিত্র] প্রিয়সখি, দেখ দেখি একে?

[উষা]—[দেখিয়া আহ্লাদে] সজনি, এই ব্যক্তিই আমার মনচোর।

[চিত্র] ইনি কে তা জান? কামদেবের ছেলে অনিরুদ্ধ, সজনি, ভালই হয়েচে, তোমার বাপের তুল্য ঘরে বর মিলেচে, কিন্তু ভাই তোমার শ্বশুরের কি রকম্ ধারা আমি কিছুই বুজ্‌তে পারিনে, যত বাণ কি বয়ের জন্যেই তুলে রেখে ছেলেন?

[উষা] এখন সে পরিহাস রাখ, প্রাননাথ কে আন্‌বে তা বল?

[চিত্র] কেমন করে আন্‌ব তা বল? একেতো সে দ্বারকাপতি রাজার বাড়ী, তায় আবার বলদেব স্বয়ং পুরিরক্ষক, সেখানে পাখিটী-জার এড়াবার জোনেই, তা আমি মেয়ে মানুষ কোথায় আছি।

শ্রীমণিমোহন সরকার।

সাং দরজীপাড়া।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

"হরিবোল্ হরি" ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র আমরা বহু দিবস হইল প্রাপ্ত হইয়াছি, পত্রে স্থানাভাব-প্রযুক্ত এতাবৎকাল উক্ত পত্র পত্রস্থ করিতে পারি নাই, সময়ক্রমে শীঘ্রই প্রকাশ করিব, এতজ্জন্য পত্রপ্রেরক মহাশয় যেন আমারদিগের প্রতি রোষভাব প্রকাশ না করেন।

Printed and published by ISSUR-CHUNDR GOOPTO at the "Probhakar" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকৃত্য

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার ষ্ট্রীটস্থ ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফাঃ সদং॥

৮০৩২ সংখ্যা] শনিবার ৩ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, যে, মৃত নীলকমল শীল, যিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত কর্ম্মচারি ডেপুটী কালেক্টরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তাঁহার উইলপত্র প্রমাণে পূর্ব্বে শ্রীমতি স্বর্ণময়ী দাসীকে তাঁহার সম্পত্তির সংপূর্ণ "এক্সিকিউট্রিক্স" অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বকারিণীরূপে গ্রাহ্য করা হইয়াছিল, এইক্ষণে তাহা রহিত করা হইল, এবং উক্ত মৃতব্যক্তির শেষ উইলের অনুমতি অনুসারে অদ্য দিবসে উল্লেখিত মৃতব্যক্তির সমুদয় বিষয়বিভবের উপর পূর্ব্বোক্ত মৃতব্যক্তির প্রথমা বিধবাপত্নী উল্লেখিতা শ্রীমতি স্বর্ণময়ী দাসী এবং কথিত মৃতব্যক্তির অপ্রাপ্ত বয়স্কা দ্বিতীয়া বিধবা ভার্য্যা শ্রীমতি ক্ষীরোদকুমারী দাসীর পিতা [শিবচন্দ্র সাঁত্রা] যিনি পূর্ব্বোক্তা ক্ষীরোদকুমারী দাসীর অপ্রাপ্ত বয়সপর্য্যন্ত তাঁহার রক্ষক ও তত্ত্বাবধারক থাকিবেন, এই উভয়ের প্রাপ্ত কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইল, অতএব যে সকল ব্যক্তি উক্ত মৃতব্যক্তির সম্পত্তিসম্বন্ধে ঋণগ্রস্ত আছেন, তাঁহারা অবিলম্বেই আপন আপন ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন, এবং যে সকল ব্যক্তি উক্ত মৃতব্যক্তির সম্পত্তির উপর আপত্তি রাখেন, তাঁহারাও উল্লেখিত বিষয়রক্ষাকারিণী তত্ত্বাবধারিণী এবং বিষয়রক্ষাকারক তত্ত্বাবধারকের নিকট তদ্বিষয় জ্ঞাত করিবেন।

SWINHOE AND LAW.
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের
উকীলগণ।

নম্বর ৭ হেয়ার ষ্ট্রীট।
১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।।০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲

রাজকীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।০
স্বপ্নদর্শন ৵০

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদ প্রভাকর

৩ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

গত ১ আশ্বিন বৃহস্পতিবার দিবসে কাশীপুরের "কাশীনাথ স্কুলের" সুপাত্র ছাত্রদিগের প্রকাশ্য পরীক্ষা এবং পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুনির্ব্বাহ হইয়াছে, অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টা সময়ে কার্য্যারম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পর সমাধা হয়। পরীক্ষা সভায় ডাক্তার ডফ, রেবরেণ্ড ডল, এবং ডাক্তার মোয়েট প্রভৃতি কতিপয় সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগি ইংরাজ এবং অনেক গুলীন এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয় সমাগত হইয়াছিলেন, পারিতোষিক প্রদানের পূর্ব্বে সাহেবেরা বিদ্যার্থিদিগ্যে অনেক ক্ষণপর্য্যন্ত পরীক্ষা করেন, পাঠার্থিপুঞ্জ সুশিক্ষার পরীক্ষা প্রদান দ্বারা সেই পরীক্ষক মহাশয়দিগ্যে সম্পূর্ণরূপেই সন্তুষ্ট করিলেন, ইহাতে সভাস্থমাত্রেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন. কারণ বালকেরা অভ্রান্তরূপে প্রস্তাবিত সমস্ত বিষয়ের সদুত্তর করিয়াছেন, ইহার অপেক্ষা অধিক সুখকর বিষয় আর কি আছে? অনন্তর পরীক্ষা গ্রহণান্তে শ্রীযুত ডাক্তার মোয়েট তথা শ্রীযুত রেবরেণ্ড ডল সাহেব অতি মধুরস্বরে সুবক্তৃতা দ্বারা বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা, বিদ্যাদাতা, বিদ্যার্থি এবং বিদ্যালয়ের বিস্তর প্রশংসা করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করিলেন, তাহার পরেই পারিতোষিক প্রদত্ত হইল।

এই স্থলে আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, সুধার্ম্মিক পবিত্র-চরিত্র সর্ব্বজনহিতকারী সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতা এবং পুত্রগণের সাধুব্যবহারে সমাদরে এবং মহত্ত্বমণ্ডিত সুসম্ভাষণে সকলেই সীমাশূন্য সন্তোষসাগরে ভাসমান হইয়াছেন। অপিচ আমরা প্রকৃষ্টরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতেছি, যে, উক্ত "কাশীনাথ স্কুলের" ছাত্রেরা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সুনীতি সহকারে অতি সুন্দররূপে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, ঐ বিদ্যালয়ের ক্রমেই উন্নতি এবং সুরাগবৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সংশয়মাত্রই নাই,—আমরা স্বাবকাশক্রমে পুনর্ব্বার এবিষয়ে লেখনী ধারণ করিব।

কুমারহট্টের বন্ধুর লিখিত পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"নিম্নলিখিত সংবাদদ্বয় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

গত (রবিবারে) হুগলির জেলখানায় এক ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল—প্রায় (৯০০) নয়শত কয়েদি বৈরক্তিভাব প্রদর্শন করিয়া জেল হইতে পালাইবার পন্থা করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ৫০।৬০ জন প্রাচীরের বাহির আসিয়াছিল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা বহিষ্কৃত হইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে জেল দারোগা আসিয়া বর্কন্দাজ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের একত্রিত করত বয়েদিদিগের নিবারণার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলে উভয় দলে এক প্রকার মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কয়েদিদিগের হস্তে অস্ত্র ছিলনা, এই নিমিত্ত তাহারা অধিক কাল প্রবল হইতে পারিলনা। চোরেদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তির অঙ্গে আস্ত্রর আঘাত হইয়াছে ও একজনের একটি পদ একেবারে শরীর হইতে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে চোরদিগের সান্ত্বনা করিয়া জেলদারোগা তাহাদিগের গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়াছেন, চোরেরা আমাদিগের এপারে আসিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু নৌকাভাবে তাহাদিগের আশাগতী একেবারে ছিন্নমূলা হইয়াছে, এরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া চোরেরা এক প্রকার পশুবৎকার্য্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, যেহেতুক এরূপ "সদর স্থান হইতে পলায়ন করা সহজ ব্যাপার নহে।" যাহাহউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে পাষণ্ডেরা এপারে আসিতে পারে নাই, তাহা হইলে আমাদিগের কিঞ্চিৎকালজন্য বিলক্ষণ অত্যাচার সহিতে হইত।

কোনো বিশ্বস্তভদ্র ইউরোপীয়ানের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া এই সমাচারটি প্রেরণ করিতেছি। যথা—ব্রহ্মরাজ্যে প্রোম নামক নগর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, একটি ভূমিকম্প হইয়া তথাকার প্যাগোড়া নামক দেবালয় সমভূম হইয়াছে, ঐ দেবালয়টি পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল, অতএব ইহা পতন হওয়াতে মগজাতিদিগের একটি প্রধান কীর্ত্তিলোপ পাইল।

কুমারহট্ট ২৬ ভাদ্র।"

প্রেরিত পত্র

অশেষ মান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় অশেষত মান্যাস্পদেষু।

সম্পাদক মহাশয়! দয়াময় গবর্ণমেণ্ট এতদঞ্চলে বহুকালাবধি পথিকদিগের উপকারার্থে একটি পিলগ্রিম হস্পিটাল স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সমূহ উপকার সম্ভাবনা তাহার সংশয় কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত ঔষধালয়ের কর্ত্তৃত্বভার অত্রস্থ সিবিল সারজনের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, তিনি আপন নিয়মিত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পরে অপর কর্ম্ম অবলোকন করেন। কিন্তু একজনের প্রতি বিবিধ কর্ম্মের ভার প্রদান করা কি বিচারসিদ্ধ হয়? বিশেষত চিকিৎসা কর্ম্ম, যাহাতে প্রাণের প্রতি অনিষ্ট জন্মবার সম্যক সম্ভাবনা। দ্বিতীয় এতদ্দেশীয়লোকে বিজাতীয় লোকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে যে প্রকার আগ্রহান্বিত তাহা ধীমন্মাত্রেই অবগত আছেন, তাহাতে অত্রস্থ প্রায় সকলেই উৎকলবাসি যদি উক্ত চিকিৎসালয়ের ভার জনেক কৃতবিদ্য সব আসিষ্টাণ্ট সারজনের প্রতি অর্পিত হইত, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইত সিবিল সারজনের অধীনে উক্ত সারজন থাকিয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতেন তাহাতে কি পর্য্যন্ত উপকার এবং স্ত্রী বালক প্রভৃতিরা স্বজাতীয় লোক দেখিলে নির্ভয়ে তাহার নিকট গমন করিয়া রোগের আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে পারে সিবিল সারজনের নিকট কোনো প্রকারেই তদ্রূপ সাহসি হইতে পারেনা, তাহার প্রমাণ যথা যদ্যপি ইউরোপীয় কোনো ব্যক্তির পীড়া হয়, তবে তিনি যে প্রকার স্বদেশীয় ডাক্তরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন তদ্রূপ এতদ্দেশীয় ডাক্তরেরা চিকিৎসকদিগের প্রতি কখনই বিশ্বাস করেন না। এবং অত্রস্থ হস্পিটালে যে প্রকার নিয়মে ব্যয়নির্ব্বাহ হইতেছে, সব আসিষ্টাণ্ট সারজন নিযুক্ত হইলে কখনই তাদৃশ ব্যয়ের আধিক্য হইবেকনা, পূর্ব্বাবধি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আছে যে ১৫০ টাকার বেতনে সব আসিষ্টাণ্ট সারজন নিযুক্ত হইবেক, তাহাতে কেবল সিবিল সারভেণ্ট মহাশয়েরা গোলযোগ করিয়া এই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বোধ করি, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত অবগত নহেন। অতএব হে সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ এবিষয়টি সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া যাহাতে রাজকীয় কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এমত বিহিত করিবেন। কিমধিক মিতি তাং ২৭ ভাদ্র ১২৬৫।

প্রজাবর্গাণাং।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

উষানিরুদ্র নাটক।

গত বারের শেষ।

[উষা]—তবে যে সখি, তুমি কাল রাত্রে বল্যে, আমি তোমার মনোচোরকে যেখানে পাব এনে দেব, এখন সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রইল, আর তুমিতো সর্ব্বস্থানেই অদৃশ্যরূপে যেতে পার তোমার এমন ক্ষমতা থাক্তে যদি পার্‌বনা বল তবে তাতে কি উত্তর দেব।

[চি]—সখি জাননা, চিত্রলেখা ঘট্‌কালিটে পাকিয়ে রাখ্‌চে বর দেখালে তাতেতো কিছু পারিতোষিক পেলেনা, তবে এসময় একটা মোচড় না দিয়ে রাখ্‌লে চল্‌বে কেন।

[উষা]—হাঁ, তাই কেন বল্‌না তা

এমন কি পুরস্কার দেব, সখি তে-মায় প্রাণ দিয়ে রাখলেম।

[চিত্র]—সজনি, এ দেয়া কেবল তোমার মুখে, নৈলে তোমার একটি বই প্রাণ নয়, কজনকে দেবে বল্, একবার যুবরাজকে মনে মনে দিয়ে রেখেচ আবার তা দুখিনীদের দিলে যখন তিনি এসে অধিকার কর্‌বেন তখন আমাদের মুখ কোথায় থাক্‌বে না ভাই তায় কাজনেই, ভাল বাস সেই ভাল।

[মদ]—বলে মন্দ কি, যার প্রতি কথার মুক্‌পাত হচ্চে প্রাণবল্লভ প্রাণনাথ, সে যদি অন্যকে প্রাণ দেব বলে তাও কি বিশ্বাস কত্তে আছে?

[উষা]—সখি, এপ্রাণতো তোমা-দেরি, তোমরা যারে দিতে বল্‌বে তারেই দেব, সে যাহোক্, এখন তাঁরে আন্‌বার কি তা বল।

[চিত্র]—কারে গা।

[উষা]—সখি, পরিহাস কর্‌বার অ নেক সময় আছে।

[মদ]—ক্রমে বালা হোলো তো-মার খাবার সময় হোয়েচে, চল, আজ্ রাত্রে তাঁরে পাবেই পাবে।

[উষা]—তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর, এখন তোমরা হাঁ বল্যেই আছি, না বল্যেই নেই।—(উঠিতে উঠি তে)—আমার মনে হটাৎ একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হোলো, আমি অকারণে কেন গুরুজনের নিন্দে ক-লেম, শ্বশুর শাশুড়ি, যাঁরা পরম গুরু, তাঁদের না জেনেতো কত নি-ন্দেই করেছি, এর জন্যে আমায় অ-তিশয় অপরাধিনী হোতে হবে আমি প্রাণপতির বিরহানলে দগ্ধ হয়ে বিনা অপরাধে কত অপবাদই দি-লেম, কত ভৎর্সনাই কলেম্। হে বসন্তসখে! অধিনীর অপরাধ ল-বেননা, আপনি আমার পরম পূজ-নীয় আমি না যেনে এমন অপকাজ করেচি অধিনীর প্রণাম গ্রহণ করে দোষ মার্জ্জনা করুন।

[চিত্র]—সজনি, তাঁর জন্যে এত ভাবনাই বা কি, যাঁরে জগতের বির-হিনী কুলে নিন্দে কচ্চে, তাঁরে তো-মার এক্‌লার নিন্দেতে বা সুখ্যা-তিতে কি কত্তে পারে, আর তু-মিতো আগে জান্তেনা যে ইনি আ-মার শ্বশুর, তা যদি জান্‌তে তা হলে তোমার সাব্ধান হওয়া উচিত ছিল বটে।

[মদ]—এত যথার্থ কথা, আর ভাই তুমি বিবেচনা করে দেখ দেখি, আইবড় বেলায় কে না ভাতারের নাম ধরে, তারপর বিয়ে হয়ে জা-ন্‌তে পাল্লে কি কেউ নাম ধরে থাকে, তুমি ভাব্‌চ আমি বড় অপ-রাধিনী তাঁর ব্যাভার টা বিবেচনা করে দেখ দেখি, আপনার সহচর নিয়ে যেন বৌকে সপ্তরথিতে ঘিরে রেখেছেন।

[চিত্র]—সেকথা বলা মিছে, যার যে স্বভাব, সে কি কখনো ভুল্‌তে পারে? পবন কি কখন্ দ্রৌপদীকে স্পর্শ কত্তে কসুর করে? না সূর্য্য-দেব কর্ণপ্রেয়সী পদ্মাবতীকে দেখে মেঘে মুখ ঢাকেন। এখন বালা হোলো ঘরে যাই চল।

[উষা]—চল যাচ্চি, লোক কথায় বলে, "অন্ধ জাগ, না কিবা রাত্র, কিবা দিন" আমার ঠিক তেম্নি হোয়েচে, এখানে থাক্‌লে যেমন থা-ক্‌বো, সেখানে গেলেও তেম্নি।

(সকলের প্রস্থান)

[দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।]

শ্রীমণিমোহন সরকার।
সাং দর্জ্জিপাড়া।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়", বেদের বচন।
না হয় খণ্ডন, কভু, না হয় খণ্ডন॥
দেখহ তাহার সাক্ষী, ইংরাজ রাজন।
বিদ্রোহির হস্ত হোতে, হলেন মোচন॥
খলের ছলের বল, একেবারে ক্ষয়।
ধর্ম্মের প্রভাবে হোলো, ব্রিটিসের জয়॥
কোথায় সে জারি জুরি কোথায় সে পণ।
নানার কোথায় গেল, সৈন্য অগণন॥
কোথায় ঝান্সির রাণী, কোথা তার জাঁক।
কোপের তোপের মুখে, সব হোলো ফাঁক॥
কোথায় অমরসিংহ, সিংহ সম বলী।
ইংরাজের কাছে তুই, ধনে প্রাণে মলি॥
কোথা গেল ষড়যন্ত্র, মন্ত্র সমুদয়।
গজের নিকটে অজ, তুল্য কোথা হয়?॥
ব্রিটিসের রাজ্যধন, করিতে হরণ।
তাই বুঝি বিপক্ষতা, কর আচরণ॥

যাঁহাদের বাহুবলে, কম্পিত ধরণী।
ফাঁকি দিয়া তাঁহাদের, জিনিবি অমনী?॥
না জানিয়ে ব্রিটিসের, বিশেষ নিগূঢ়?।
এ প্রকার অত্যাচার, কেন ওরে মূঢ়॥
পালাবার লোক নয়, গৌরাঙ্গ রাজন।
মুহূর্ত্তেকে জয় করিবেন অরিগণ॥
সম্মুখে সমর করে, ইংরাজের সনে।
এমন বিক্রম কাকে, না দেখি ভুবনে॥
ব্রিটিস রাজাধিরাজ, বীর বীরেশ্বর।
সমর সাধনে যেন, সাক্ষাৎ অমর॥
কারু কর্ম্মে হেন যেন, বিধাতার পিতে।
সমরেতে ঠিক যেন, সুগ্রীবের মিতে॥
সম্পদের সীমা নাই, দ্বিতীয় ধনেশ।
প্রতাপেতে হয় ঠিক, দ্বিতীয় লক্ষেশ॥
সত্যবটে অযোধ্যায়, শক্র বলবান।
অনেকের সাহায্যেতে, ছিল তেজবান॥

প্রধান প্রধান যারা, ছিল বীরবর।
পূর্ব্বে কার যুদ্ধে শব, গেছে যমঘর॥
রামও লক্ষ্মণ নাই, আছে মরকট।
তারা কি হইতে পারে, ইংরাজের জোট॥
যে কিছু নানার ছিল, সমরের জাঁক।
মর্ম্মভেদী তোপে সব, হয়ে গেল ফাঁক॥
চিনিলে সেতাঙ্গগণ লড়ায়েতে পাকা।
এখন এদের কাছে, ভাল নয় থাকা॥
সমরে ইংরাজ সৈন্য, নাহি হটে পিছু।
ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যু হোলো, যাহাছিল কিছু॥
ডরাবার লোক নয়, ইংরাজ রাজন।
সাক্ষীতার কেম্বেলের ভয়ানক রণ॥

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়।
সাং কলিকাতা কম্বলিয়াটোলা।

Printed and published by Iseur-chundr Goopto at the "Probhakur" Press.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতরুত্থায়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতল্পনীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৩৩ সংখ্যা] সোমবার ৫ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

জেলা ২৪ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি "তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামনিবাসী মৃত জগন্নাথ নস্কর, যিনি একজন চক্‌দার ছিলেন, তাঁহার শেষ উইল এবং উত্তরাধিকার পত্রের ক্ষমতানুসারে অদ্য দিবসে সুবে বাঙ্গালার তন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রেমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে তাঁহার সমুদয় বিষয় বিভবের কর্ত্তৃত্বভার পূর্ব্বোক্ত স্থান নিবাসী রামগতি নস্করের প্রতি অর্পিত হইল, উক্ত রামগতি নস্কর একজন চক্‌দার এবং উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির ভ্রাতৃপুত্র এবং তাঁহার উইল সম্মত নিযোজিত সংপূর্ণ "এক্সিকিউটর" অর্থাৎ তত্ত্বাবধারক। অতএব এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, যে, উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে যে ব্যক্তির যে কোনো প্রকার আপত্তি থাকে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত এক্সিকিউটরকে তদ্বিশেষ জ্ঞাত করিবেন, এবং যাঁহারা উক্ত সম্পত্তি-সম্বন্ধে ঋণগ্রস্ত আছেন, তাঁহারা অবিলম্বে আপনাপন ঋণ সকল পরিশোধ করিবেন।

ALEXANDER ORR.
PROCTOR.

আলেক্‌জেণ্ডর, আর।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের
উকীল।

কলিকাতা।
১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ১
স্বপ্নদর্শন .... ৵

সংবাদ প্রভাকর

৫ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

অযোধ্যারাজ্যবাসি রাজা মানসিংহ বিদ্রোহিব্যূহের বিপক্ষ হইয়া ব্রিটিসানুকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, তিনি ১,৫০০ সৈন্যসহ সমর সজ্জায় গমন করাতে বিপক্ষেরা সুলতানপুর হইতে পলায়ন পূর্ব্বক তান্দাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। রোটাপুরের বিদ্রোহিগণ বেরিয়ম ঘাটের নিকটে আসিয়া ফয়জাবাদের পথে সকলকে ভয় প্রদান করিতেছে।

রাজা মানসিংহের এই সংবাদ সত্য কি না, আমরা তাহা নিশ্চয় কহিতে পারিলামনা, কেননা ইংরাজী পত্রে পূর্ব্বে কয়েকবার এবম্প্রকার অনেক মিথ্যা সমাচার প্রচার হইয়াছে, এবং সর্ব্বদাই হইয়া থাকে! যাহাহউক, যদি এই সংবাদ সত্য হয়, তবে অত্যন্তই সুখের বিষয় কহিতে হইবেক, কেননা মানসিংহ অতি যোদ্ধা,বোদ্ধা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্রিটিসপক্ষে অনুকূল থাকিলে দুষ্টেরা কখনই প্রবল হইতে পারিবেনা,তাবতেই পদানত হইয়া অপরাধ মার্জ্জনার প্রার্থনা করিবে।

জালনা হইতে নৌ প্রদেশে বিদ্রোহি-বিরুদ্ধে বিস্তর সৈন্যপ্রেরিত হইয়াছে। গোয়ালিয়ারের অবাধ্য সেনাদিগের শাসনার্থ কতকগুলীন সেনা গমন করিয়াছে।

বিথুর এবং অযোধ্যারাজ্যে যে সকল জহরৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল রত্ন ২৮ টা সিন্ধুকে পরিপুরিত হইয়া বিনাবিঘ্নে কলিকাতায় আসিয়া সবত্রেজরর সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। হরকরা সম্পাদক লেখেন তাহার মুল্য ৫,০০,০০,০০০ পাঁচ ক্রোর মুদ্রা হইবে।

এই সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, কারণ এই মহাহানিকর গোলযোগের সময়ে শত্রুসমুহের সঞ্চিত সম্পত্তি যত গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইবে ততই সুখের বিষয় হইবে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর দিবসে মেং এডমনষ্টন সাহেব লেখেন ৭ তারিখে "হওয়ালভিপুর" হইতে মহারাণীর ৫৩ গণিত দলের এক শাখা ১০০ বাগান শীক, ৭ গণিত হেসিয়ার দলের ১০০, হাডসন সাহেবের অধীনস্থ ২০০ অশ্বারোহি এবং ২ টা ৬ পনি তোপ ফরুজাবাদ এবং সুলতানপুরের পথে গমন করিয়াছে। তাহারা ৭ তারিখে দোপরাদিতে আসিয়াছে, বোধ হয় তাহারা "থান্দায়" অবস্থান করিবে, বিদ্রোহিদিগের প্রধান "ভিকসিং" জীবিত আছে। উক্ত সেনারা তাহাকে শাসন করিয়া আজিমগড়ে যাত্রা করিবে, তথায় ১,৪০০ বিপক্ষ দলবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারদিগ্যে দণ্ড প্রদান করিতে হইবেক। নসিরাবাদের বিদ্রোহিরা ৪ টা তোপ সহিত অদ্যাপি "আমতি" নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। ব্রিটিস সেনার আগমনে "বির্দ্দি" হইতে হিরাণ ঘাট পার হইয়া ফতেপুরে যাত্রা করিয়াছে।

দিল্লীগেজেটে দৃষ্ট হইল গত ৩১ আগষ্ট দিবসে মুলতানে ৬২ এবং ৬৯ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনারা হঠাৎ বিদ্রোহি হইয়া "রায়েল আর্টিলরি" দলের তোপ খানা আক্রমণ করে, অতি অল্পকাল যুদ্ধ করিয়া তাহারা পলায়ন করে, সেই যুদ্ধে আর্টিলেরি দলের ৪ জন গোরা সেনা এবং একজন সেনাপতি হত হয়, অনুমান ৪০০ বিদ্রোহি সেপাই বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা শতদ্রু নদী পার হইয়া পলায়ন করিতে না পারে তজ্জন্য নৌকা সকল আটক করা হইয়াছে।

নর্ম্মদার বিদ্রোহিব্যূহের দ্বারা হুসিঙ্গাবাদের প্রজারা অত্যন্ত হানিগ্রস্ত হইয়াছে, যাহারদিগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হানি হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের মধ্যে২,০০০ টাকা বিতরণ-করণের অনুমতি করিয়াছেন।

ডালার পাটন সংপুর্ণরূপে অধিকার করা হইয়াছে, রাণাজি পাটন হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এমত সম্ভাবনা, তিনি অবিলম্বেই "সিরহি" নামক স্থানে কর্ণেল লাকোর্টাস সাহেবের শিবিরে আগমন করিতে পারেন।

হায়দ্রাবাদে রিউলর পুলিস এবং রিলোচিদিগের মধ্যে যে বিপদ হইয়াছিল, তাহা নিষ্পত্তি হইয়াছে। বিদ্রোহিরা নবাবগঞ্জের "দিনা" থানা আক্রমণ করে, ঐ থানায় ১২০ জন তরকন্দাজ ছিল, বিপক্ষেরা যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগের ২০ জনকে হত করে।

ইটয়া জেলায় যমুনার নিকট বরহির দুর্গ ব্রিটিস সেনারা অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহিরা তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই, এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ২৫ জন হত হইয়াছে, ব্রিটিস সেনারা এইক্ষণে চক্রনগরে অবস্থান করিতেছে।

পৌরিনামক নগর এবং তথাকার দুর্গ একেবারে বিনষ্ট করা হইয়াছে। পৌরি নামক স্থানের যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষে জয়লাভ হইয়াছে, তাহাতে মহারাণীর ৮ গণিত হসর্স দলভুক্ত প্রাইবেট স্মিথ্ হত, কাপ্তেনপুরি লেপ্টেনেণ্ট ষ্টেনবরি সরজেণ্ট মেজর এবং তিনজন প্রাইবেট আহত ৯৫ দলস্থ ফাকেট হত এবং তিনজন প্রাইবেট আহত।

এলাহাবাদের পত্রে লেখে, প্রধান সেনাপতি মহাশয় ১ আক্টবর দিবসে তৎস্থান পরিত্যাগ করেন।

গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের শিবির ১০ নবেম্বর দিবসে কাণপুরে স্থাপিত হইবেক।

মুলতানের ৫ সেপ্টেম্বরের পত্রে বিদিত করে, প্রথম দিবসেই ৩০০ বিদ্রোহি সেপাইকে হত করা যায়, এবং যাহারা কারাবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারদিগ্যে তোপে ওড়ানো হইয়াছে। ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময়ে অতিরিক্ত ৭৫ জনকে তোপে বিনষ্ট করা হইল, গ্রামস্থ লোকেরা প্রতিদিন বিদ্রোহিগণকে ধৃত করিয়া দিতেছে, এপর্য্যন্ত অন্যূন ৬০০ দুর্জ্জন মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, ব্রিটিস পক্ষে কয়েকজন সেনাপতি ও সেনা হতাহত হয়।

গত সেপ্টেম্বর দিবসে "ফিলিবিটি" সেনাদিগের সহিত বিদ্রোহিদিগের যে এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে প্রায় ৩০০ শত্রু হত হয়, ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের ৪ টা তোপ, কএকটা হস্তি, অশ্ব, বলদ, এবং তাম্বু হস্তগত করিয়াছে, দুষ্টেরা রণক্ষেত্রে যে সকল বন্দুক ফেলিয়া যায় তন্মধ্যে ৫৮ গণিত দেশীয় পদাতিক দলের একটি বন্দুক ছিল, ঐ সম্প্রদায় পূর্ব্বে নিরস্ত্র হইয়াছিল, অতি অল্পদিন হইল পুনর্ব্বার অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

পাটনার ১০ সেপ্টেম্বর দিবসের পত্রে ব্যক্ত করে, বিদ্রোহিরা কর্ম্মনাশা নদীর তীর আক্রমণ করিয়াছিল,আরা হইতে ৬ ছয়ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে "রামপুর পিউড়ারা" নামক স্থানে কর্ণেল ওয়ালটর সাহেব তাহারদিগ্যে সংপুর্ণরূপে পরাভব করিয়াছেন, উক্ত সংগ্রামে দুষ্টদিগের প্রায় ৬০ জন হত এবং ১০০ জন আহত হইয়াছে, ব্রিটিস পক্ষে যে অত্যল্প হানি হইয়াছে, তাহা গণনার মধ্যেই নহে, বিদ্রোহি সেপাইদিগের সংখ্যা ৮০০ পদাতিক এবং ৬০ জন অশ্বারোহি। এই যুদ্ধে শত্রুগণ পরাভব হওয়াতে সাহাবাদের পক্ষে অনেক কল্যাণ হইয়াছে।

লাহোরে যে সকল সেনা বিদ্রোহি হয়, তাহারদিগের মধ্যে ২০০ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে

ফিনিক্স সম্পাদক লেখেন "মেইল মিরের" সিপায়েরা বিদ্রোহি হইয়াছে।

কাপ্তেন সেয়ার্স সাহেব লেখেন, গত ৬ সেপ্টেম্বর দিবসে গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিসেনারা "শুক্রেশ্বর" নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা জলারা পাটনা অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণভাগে গমন করিতেছে, তাহারদিগের সহিত ২৪ টা তোপ, বিস্তর সমর সামগ্রী এবং নগদ ৫,০০,০০০ টাকা রহিয়াছে।

এই দুর্জ্জনেরা যে পর্য্যন্ত সমুলে নির্ম্মূল না হইবে, সে পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্র মুক্তদ্বার করিয়া রাখিতে হইবেক, তাহারা শেষ হইলেই সমুদয় নিষ্কণ্টক হইবে।

আমরা নেপালস্থ বন্ধুর লিখিত বিষয়টী অতি যত্ন পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, এতৎপাঠে পাঠকগণ বিশেষ আমোদি হইবেন সন্দেহ নাই।

"জয় রাধেকৃষ্ণ, জয় রাধেকৃষ্ণ।

প্রভাকর মহাশয়! কোনো একটা কৌতুক দর্শন বা তদ্বিবরণ শ্রবণ করিলে দশজনকে কৌতূহলাক্রান্ত করা প্রায় স্বভাবসিদ্ধ, সুতরাং তদনুসারে ইতিপূর্ব্বে "রাধাকৃষ্ণ" নামধেয় একটী অভিনব "নেড়া নেড়ী" দলের বৃত্তান্ত সংক্ষেপত আপনাকে জানাইয়াছি এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত লিখিতব্য।

এদেশে প্রোক্ত মজারমত মতটী গুপ্তভাবে যুগাতীত* কাল হইতে কতকগুলীন লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং দিন দিন নরনারী উভয়েরি সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা বিলক্ষণ দল-

*দ্বাদশ বর্ষে একযুগ কাল গণিত হইয়াছে।

পুষ্টিও হইতেছিল, এমত কি, এক্ষণে তাহারা সাহসিক হইয়া প্রকাশ্যরূপে স্বমত প্রচার করিতে উদ্যত হওয়াতেই সকল ভূরভঙ্গ হইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছে।

বাবাজীরা প্রকৃত বৈষ্ণব, অর্থাৎ নিরামিষ্যাহারি, হরি নামের মালাধারি হরিমন্দির-তিলককারি, আঃ আবার ব্রজলীলা-কারি, অর্থাৎ দেবদেবী সকলেই সর্ব্ববর্ণময় একত্রিত হইয়া প্রীতি-ভোজন করণান্তর একটা অন্ধকার গৃহে দেবতারা স্ব স্ব টুপি (মস্তকাবরণ) এবং দেবীরা স্ব স্ব চোলা (কাঁচুলি) ফেলিতে আরম্ভ করেন, পরে আলোক দ্বারা অবলোকিত হইলে যে দেবতার টুপি যে দেবীর কাঁচুলিতে সংলিপ্ত থাকে, তিনিই তাঁহাকে প্রেমময়ী রজনীতে রাধাকৃষ্ণ ভাবে ব্রজলীলার সুমধুর হাব-ভাব দ্বারা বিহার করিয়া এই কলিকালেও কৃষ্ণলীলার আদর্শ দেখান, এবিষয়ে দেবলীলা জন্য বর্ণ সম্পর্ক* ইত্যাদির কিছুই বিরুদ্ধতা স্পর্শেনা। এখানে ইহারা "রাধাকৃষ্ণী" বলায়, কিন্তু ইহাদের উপাস্যদেবতা "প্রাণনাথ" ইহারা পৌত্তলিক অথবা তান্ত্রিক, কি বৈদিক কোনো মতেরই অনুগামি নহে, এবং সাকার কি নিরাকার কোনো ভাবই ভাবেনা, কেবল "প্রাণনাথ" কেই মানে।

এ দেশের সকল কাণ্ডেই ষণ্ডামার্কী ব্যবহার অনেক প্রচলিত আছে সুতরাং গণ্ডাগণ্ডা ভাক্ত, ভণ্ডা রণ্ডা ষণ্ডারা ধৃত হইয়া কোতোয়ালীতে আনীত হইয়া ধর্ মার্ করণকালীন ব্যক্ত করে, যে তাহাদের মতে মুষলমানী অথবা মোসলমানী কথাও আছে, এবং পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে এমত চলে, এজন্য এক দিন এই রাজধানীস্থ মুষলমান মোসলমানবর্গও ফটকে আটক হন, কিন্তু চারি প্রহর মাত্র সুখভোগ করত সন্ধ্যার সময় নিষ্কৃতি পান।

ইহার পরিশেষ আগামিতে হইবেক।

*শুনিয়াছি পাষণ্ড ভণ্ডেরা নারীগণকে শিষ্যা করিবার পূর্ব্বে অঙ্গীকার করায়, যে অদ্যাবধি ধন, প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন, সকলিই গুরুর, তাহাতে কাহারও স্বত্ব কিম্বা অধিকার নাই, বোধ হয়, পাষণ্ডেরা কেবল যৌবন হরণ জন্যই তার সঙ্গে ধন, মন, ইত্যাদি কয়েকটি আরও সঙ্কল্প করার ফলে মূলটা তাইবটে এবং শুনিয়াছি, বিরুদ্ধ সম্পর্ক হইলেও এমতে চলে!!

আমরা শুনিতেছি আগামি ৭ কিম্বা ৮ আক্টিবর দিবসে বর্দ্ধমান হইতে অজয়নদের কূল, এবং অজয়নদের তীর হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বাষ্পীয়রথ গমনাগমনের কার্য্য রক্ষা হইবেক। কেবল সেতু নির্ম্মাণের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত রাজমহল হইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনের ব্যাঘাত হইতেছে, বিদ্রোহঘটনা না হইলে এতদিনে অনায়াসেই তৎকার্য্য সম্পন্ন হইত।

গবর্ণমেণ্টের নিকট "কাণ্ট্রাক্ট" লইয়া যাহারা তৎসংক্রান্ত নিয়ম পালনে অন্যথা করিবে, তাহারদিগের প্রতি নূতন দণ্ডের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবে, তদ্বিষয় আইনের পাণ্ডুলিপি গত শনিবার দিবসে ব্যবস্থাপক সমাজে প্রথমবার পঠিত হইয়াছে।

বোম্বে নগরে "বোম্‌দাদ" নামক দেশীয় ভাষার এক খানি নূতন পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তৎপত্রের সম্পাদক স্বদেশীয়গণকে বিলাত গমনে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহার প্রার্থনা তজ্জন্য চাঁদা দ্বারা ধন সংগ্রহ হয়।

ইংলিস এবং ফ্রেঞ্চ, উভয়জাতি একত্র হইয়া "মক্কা" এবং "মদিনা" হস্তগত করিবেন। যবনজাতির উক্ত নগরদ্বয় মধ্যে খ্রীষ্টানমাত্রেই প্রবেশ করিতে পায়না।

এইক্ষণে হাবড়া হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত রাজপথে আর কোনো উপদ্রব নাই।

কাণপুর হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত বাষ্পীয়রথ গমনাগমনে আর কোনো ব্যাঘাত হইবেনা, গত ১০ সেপ্টম্বর দিবসে উত্তমরূপে তাহার পরীক্ষা হইয়াছে।

সংগ্রামের নিমিত্ত আষ্ট্রিলিয়া হইতে অনেক অশ্ব আনীত হইয়াছে ও হইতেছে।

"কোচার" প্রদেশে উত্তমরূপ পথ প্রস্তুত হইতেছে।

Printed and published by ISSUR-CHUNDR GOOPTO at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রামং ভ্রামং মতজ্জনীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৩৪ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৬ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১
স্বপ্নদর্শন	৵

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

সংবাদ প্রভাকর

৬ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

পাঠকগণ, পাবনার সংবাদে যে এক ভাবনার বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া সেই ভাবনা হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন, আমারদিগের নূতন সহযোগী "উর্দ্দুগাইড" সম্পাদক মহাশয় হরকরার অহঙ্কার বিলক্ষণরূপেই সংহার করিয়াছেন, আমরা উক্ত পত্র হইতে তদ্বিষয় উদ্ধৃত করত অনুবাদ সহকারে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে অবলোকন করুন।

The PUBNA ATROCITIES.—On Friday the 26th Ultimo, the *Hurkaru* came out with a long leader against the Native press, because the *Probhakur* a Bengalee Newspaper and we had published certain statements regarding the conduct of the sailors composing the Pubna Division of the Naval Brigade. Waxing indignant that any body should have had the audacity to throw aspersions on the charecter of the European soldiers or sailors,—as if they were not men, not addicted to the vices nor subject to the frailties of human nature,—our contemporary not only unhesitatingly asserted that the statements of our correspondent contained nothing but a tissue of falsehoods, but alluding to the particular instance mentioned by him, regarding the confinement *in the Jail* of the Daroga of the Jail of Pubna by a party of the sailors for a whole day and night, triumphantly stated that "no European will, for a moment, believe that the Magistrate would allow his authority to be usurped by a few soldiers." At the time these words were penned, our con-

temporary little dreamt that his assertion would be refuted by facts as clear as day, and that he and his European readers should be obliged to believe that the Magistrate's authority had been actually "usurped by a few *sailors*." The *Hurkaru* in his perplexity to account for such a proceeding, may now call it strange; but how much stranger is the fact that this *usurpation of the Magistrate's authority* took place, even after Mr. Paul commanding Officer of the Pubna Division of the Naval Brigade, had once interfered in favour of the injured man, we leave him to judge. Our contemporary published the other day Mr. Paul's letter, denying in general terms the allegations of the *Probhakur's* correspondent, but admitting the existence of irregularities on the part of his men. Now let us see how that gentle man explains their illegal and atrocious conduct as setforth petition of Mr. J. P. Anthoney to the Inspector of Jails L. P. an authenticated copy of which we publish below. We insert it as we have received, without changing or altering a single word or sentence, only remarking that the matter has been referred by Dr. Mouat, to the Joint Magistrate of Pubna for investigation.

"TO

J. F. MOUAT ESQR.
Inspector of Jails L. P.
The humble petition of John
Peter Authoney *Jailor*
Pubna.

Most respectfully
and humbly sheweth.

"Your poor petitioner most humbly begs to state hereby the tyrannical conduct of the European guards who are employed in the Pubna Jail by the order of Joint Magistrate of Pubna. These Sentries have often tormented the poor prisoners with great cruelties, all of which your petitioner has reported to the Magistrate, just in the time of perpetration. These provoked them to make your petitioner also a sharer of the poor prisoners, to effect this they were eager to find an opportunity, and on the 29th July just in the evening when a Sentry named—came far off from his post, and began to play with his other companions. On this your petitioner told him to go back to his destination, but the sentry in reply abused your petitioner, which he immediately informed the Lt. Godwin, who censured the sentry for his irregular conduct, this also added fuel to their anger, and this sentry with conjuction of 5 others seized your petitioner at 7 o clock in the night, when he went to see the Jail as he usually does, they put him under stocks and iron. Your petitioner then infromed this to the Captain by a Jail Duffudar. and the Captain came to the Jail and delivered your poor petitioner, and the sentries alleged a false reason before the Captain of their so doing, saying that some two prisoners were smoking which they have discovered, and therefore Daroga being angry tried to take our rifles from us.

"After your petitioner was released he went to inform this to the Assistant Magistrate, and in the time of his going some 6 sentries followed him, and on his return when he went to revisit the Jail, those sentries apprehended him, and put him again in stocks and iron as before, and your petitioner was in this state till 3½ o clock P. M. of the next day, and on the morning of the 30th they beat severely a *Burkundaz* named Emarut and took the key of the females wards, and violated the chastity of a woman named—— who was in the Jails. The violence of these sailors has already depopulated Pubna, which I believe you will be soon aware of; after that day they entered in the house of a *Burkundaz* who belongs to the Treasury and plundered his money and goods by night more than 900 Rs. cash afterwards gave him severe wounds in his breast. As for your poor petitioner's case, he presented an application before the Assistant Magistrate, who is now in charge; but he said that he has no power to punish them. Therefore I most humbly beg that you will be kind enough to take your petitioner's case into consideration." Sir, you should judge that your petitioner is also a Government servant, and he is so much punished without any cause, and this is quite contrary to the regulations."

Thus it will appear that the Native Press neither *distorts* nor *exaggerates* facts, as the *Hurkaru* would fain make his readers believe, who, we trust, are not such *gulls* as he appears to be. Nor is the assertion that the Native Press fosters prejudices against the Europeans less false and mischievous; for who with a spark of sense in his head would fail to perceive that it is the English Press, that has during the last few months done its best to sow the seeds of dissension and antagonism between the native and the European. The truth is, English journalists in this country, smarting under the pain caused by the cold reception in England of their wild and extravagant stories and impolitic opinions, have turned round against their Native contemporaries, to seek the gratification which disappointed vanity requires, by slandering their character and misrepresenting their opinions.

উর্দ্দু গাইড্ ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

পাবনার অত্যাচার।

আমরা ও সংবাদ প্রভাকর, পাবনা ডিবিজনের নেবাল ব্রিগেডের সেনা বা নাবিকগণের চরিত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিবাতে বিগত মাসের ২৬ তারিখ শুক্রবারে "হরকরা পত্র" দেশীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় উক্তি প্রকটন করিয়াছিলেন। আমরা উক্ত গোরা সেনাগণের দুরাচার প্রচার করাতে হরহরা পত্র তাঁহাদিগকে ঋষিতুল্য অভ্রান্ত জ্ঞান করত অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে, অম্লানবদনে, ব্যক্ত করিয়াছিলেন, য. আমাদিগের পত্রপ্রেরকের লিপি সর্ব্বতোভাবেই অলীক। আমাদিগের পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন, যে, কতিপয় নাবিক জেল দারোগাকে সমস্ত দিবস কারাগারে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্বিষয়ে হরকরা পত্র গর্ব্বিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, কোনো ইউরোপীয়ান অর্থাৎ রাঙ্গা সাহেবলোক ক্ষণকালের নিমিত্তও বিশ্বাস করিবেননা, যে, কতিপয় গোরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা এরূপে কাড়িয়া লইবে। যখন আমাদিগের সহযোগী ভায়ার লেখনী হইতে এই সকল বাক্যাবলী বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তখন তিনি ইহা স্বপ্নেরও অগোচর জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, যথার্থ ঘটনা দ্বারা তাঁহার কথা খণ্ড বিখণ্ড হইবেক ও তাঁহার ইউরোপীয় পাঠকবর্গকে ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে, যথার্থই কতিপয় নাবিক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল। হরকরা এবিষয়ের মীমাংসা-করণে গোলযোগে পড়িয়া এ ব্যাপারকে এক্ষণে অদ্ভুত কাণ্ড কহিবেন, কিন্তু বোধ করি তখন তিনি আরো অদ্ভুত কহিবেন, যখন তিনি অবগত হইবেন যে, পাবনাস্থ নেবাল ব্রিগেডের কমাণ্ডিং আফিসর পাল সাহেব জখমী ব্যক্তির পক্ষ হইবার পরেও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা বলপূর্ব্বক অপহৃত হইয়াছিল, সে দিবসে আমাদিগের সহযোগী ভায়া পাল সাহেবের পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রে পাল সাহেব প্রভাকরের পত্রপ্রেরকের কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ লোকেরদের অপরিমিতাচরণ স্বীকার করিতেও সঙ্কোচ করেন নাই। জে, পি, আণ্টনি সাহেব গোরাগণের দুশ্চরিত্রের

বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের জেলের ইনস্পেক্টর অর্থাৎ তত্ত্বাবধারক সাহেবের সমীপে যে এক আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহার কি বিহিত বিধান হয় দেখা যাউক, ইনস্পেক্টর ডাক্তর মৌয়েট সাহেব আবেদন পত্রে লিখিত বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন। আবেদন পত্রখানি আমরা নিম্নে অবিকল উদ্ধার করিলাম।

যথা।

"বঙ্গদেশস্থ কারাগার সমূহের তত্ত্বাবধারক জে,এফ্ মৌয়েট সাহেব সমীপেষু।

পাবনার কারাগার রক্ষক জন, পিটর আণ্টনির বিনীত আবেদন পত্র সসম্ভ্রমে ও বিনীতভাবে গোচর করিতেছে।

পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে যে সকল ইউরোপীয় রক্ষকগণ পাবনার কারাগারে নিযুক্ত আছে, তাহারদিগের অত্যাচার সুগোচর করিবার জন্য আবেদনকারী অতি বিনীতভাবে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করিতেছে। এই সকল শান্ত্রী অতিশয় নিষ্ঠুরতাচরণ সহকারে হীনবল কারাবাসিগণকে বারম্বার যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়াছে। অত্যাচার করিবার সময়ে আবেদনকারি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে সমুদয় সুগোচর করিবাতে উহারা অতিশয় রাগত হইয়া আবেদনকারিকে কারাবাসিগণের ন্যায় ক্লেশ দিবার জন্য সুযোগানুসন্ধান করিতেছিল। ২৯ জুলায়ের সায়ংকালে অমুক নামক একজন শান্ত্রী স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তাহার আর আর বয়স্যগণের সহিত খেলা করিবাতে আবেদনকারী তাহাকে স্বস্থানে পুনঃপ্রস্থান করিতে কহিয়াছিল। ইহাতে শান্ত্রী আবেদনকারিকে কটূক্তি করিবাতে আবেদনকারী তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় লেপ্টেনাণ্ট গড্উইন্কে জানাইয়াছিল। গড্ উইন সাহেব এ বিষয়েরজন্য তাহাকে অনেক ভৎর্সনা করাতে তাহার ক্রোধাগ্নি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নিশা ৭ ঘণ্টার সময়ে আবেদনকারী যখন জেলখানা দেখিতে আসিয়াছিল, তখন সেই শান্ত্রী আর ৫ পাঁচ জনের সহযোগে আবেদনকারিকে ধৃত করত তাহার পদে শৃঙ্খলবদ্ধ ও হস্তে হাতকড়ী বদ্ধ করিয়াছিল। আবেদনকারী জেলের দফাদার দ্বারা এবিষয় কাপ্তেন সাহেবকে জানাইবাতে কাপ্তেন জেলে আসিয়া আবেদনকারিকে মুক্ত করিলেন। শান্ত্রীগণ এরূপ ব্যবহারের এক মিথ্যা কারণ আরোপিত করিয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন সাহেবের সম্মুখে কহিয়াছিল যে, দুইজন কয়েদিকে তামাকু খাইতে ধরিবাতে দারোগা তাহারদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের বন্দুক কাড়িতে চেষ্টা করিয়াছিল।

আবেদনকারী কারামুক্ত হইলে পর এবিষয় জানাইবার নিমিত্ত তিনি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করিয়াছিলেন, গমনকালে ছয়জন শান্ত্রী তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত যখন তিনি পুনরায় জেল দেখিতে গিয়াছিলেন, ঐ সকল শান্ত্রী

তাঁহাকে পুনর্ব্বার ধৃত করিয়া পূর্ব্বের মত তাঁহার পদে শৃঙ্খল ও হস্তে হাতকড়ী বন্ধন করিল এবং আবেদনকারী তৎপর দিবসের অপরাহ্নের ৩৷৷০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐরূপ অবস্থায় ছিলেন, এবং ৩০ তারিখের প্রাতঃকালে তাহারা এমারৎ নামক এক বরকোন্দাজকে অত্যন্ত প্রহার করত স্ত্রীলোকগণের গৃহের চাবি গ্রহণ করিয়া কারাগারবাসিনী অমুক নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের সতীত্বধর্ম্মনাশ করিয়াছিল; আপনি শীঘ্র জানিতে পারিবেন যে, এই সকল নারিকগণের অত্যাচারে পাবনা প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছে, তৎপরদিন তাহারা টেজরি-সংক্রান্ত এক বরকোন্দাজের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাকালে নগদ ৯০০ নয়শত টাকা ও আর আর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করত তাহার বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছিল! আবেদনকারী নিজ বিষয়ের জন্য আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবাতে তিনি কহিলেন যে, উহাদিগের প্রতি তাঁহার দণ্ডবিধান করিবার কোনো ক্ষমতা নাই। অতএব মহাশয়-সন্নিধানে আবেদনকারী অতি বিনয়বচনে নিবেদন করিতেছেন, যে, মহাশয় অনুকম্পা পুরঃসর তাঁহার বিষয়ে বিহিত বিবেচনা করিতে আজ্ঞা করিবেন। মহোদয়ের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে, আবেদনকারী একজন গবর্ণমেণ্টের আমলা, ইনি বিনা অপরাধে অতিশয় শাস্তিভোগ করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে আইন বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে।

উক্ত বিষয়টি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবেক, যে, দেশীয় সমাচার পত্র সমুদয় প্রকৃত ঘটনাকে কদাপি বিকৃত বা বৃদ্ধি-শীল করেননা। আমরা বোধ করি, হরকরা পত্রের পাঠকবর্গ হরকরার ন্যায় এত আহাম্মক বা নির্ব্বোধ নহেন, যে, তিনি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত যথার্থ ঘটনা-সমুহের বিরুদ্ধে যাহা লিখিবেন, তাহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন। হরকরা পত্রের এই কথাটি যে, দেশীয় সংবাদ পত্র ইউরোপীয়গণের বিরুদ্ধে কুমতি জন্মাইয়া দেন, তাহা নিতান্ত অলীক ও একান্ত অহিতকর। যাঁহার লেশমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনিও ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, কিয়ৎ মাসাবধি ইংরাজ সম্পাদকগণ ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে বিরোধের-বীজ বপন করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নও প্রয়াস করিয়াছেন। মূল কথাটি এই, যে, এতদ্দেশীয় ইংরাজ সম্পাদকগণের ক্ষিপ্তপ্রায় ও আকাশ ভেদী গল্প ও অহিতকর মতের নিমিত্ত ইংলণ্ডে তাঁহাদিগের হতাদর হইবাতে তাঁহারা সে অপমানের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া এতদ্দেশীয় সম্পাদকগণের নামে মিছামিছি দোষারোপ করিয়া ও কটু কাটব্য বলিয়া তাঁহারদের ক্রোধ শান্তি করিতেছেন।”

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

হে জগদীশ্বর! তোমাকে আনন্দ চিত্তে প্রণিপাত করি, তুমি সত্যকেই প্রকাশ কর, দুর্ব্বলকেই বল প্রদান কর, মানি ব্যক্তির মান রক্ষা কর, দর্পহারী হইয়া দর্পকারির দর্প চূর্ণ কর, যাঁহারা সত্যকে মিথ্যার আবরণে আচ্ছন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগে সম্যক প্রকারেই তিরস্কৃত ও লজ্জিত কর। হে হরকরা সম্পাদক মহাশয়! আপনি বারম্বার মিথ্যা বিষয় লইয়া আমারদিগের প্রতি কেবল অনর্থক দ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, আমরা কখনই জ্ঞাতসারে মিথ্যা সমাচার প্রচার করিনা, আমারদিগের পত্র প্রেরকগণ সত্য সমাচারই প্রেরণ করিয়া থাকেন, আপনি সত্যাসত্য নির্দ্দেশ না করিয় একবারেই “তেলেবেগুণে” জ্বলিয়া উঠেন, এবং অগ্নিশর্ম্মা হইয়া খড়্গহস্ত হয়েন, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। আপনি আমারদিগের সহিত পূর্ব্বে কয়েকবার মিথ্যা কলহ করিয়া পরিশেষে অপ্রস্তুত হইয়াছেন, এবারেও এই পাবনার বিষয়ে সেইরূপ লজ্জা সজ্জা প্রাপ্ত হইলেন, যাহা হউক, আপনি যেরূপভাব ধারণ করেন,করুন, কিন্তু আমরা আপনাকে পূর্ব্বাবধি যদ্রূপ সম্মান দিয়া আসিতেছি চিরকাল তাহাই দিব। হে পাঠকগণ! আপনারা এই প্রস্তাবটি পাঠ পূর্ব্বক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের মর্য্যাদারক্ষক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করুন। লেখনী পরিত্যাগকরণ কালে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে “উদ্দ্যুগাইড” সম্পাদককে সাতিশয় সাধুবাদ প্রদান করি।

Printed and published by ISSUR-CHUNDR OOPTO at the “Probhakur” Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৩৫ সংখ্যা] বুধবার ৭ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

পদ্মিনীর উপাখ্যান।

শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত উক্ত বীর-করুণা-রসাশ্রিত মনোহর কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা চৌরঙ্গী সদর ষ্ট্রীট ১০ নং ভবনে এডুকেশন গেজেট আফিসে তত্ত্ব করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবেন, মূল্য ২ টাকা প্রদেশবাসি মহাশয়েরা উক্ত মূল্য ভিন্ন ৴০ আনা মূল্যের ডাক ষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব উকীল অথচ বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান সদর মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মল্লিক বর্দ্ধমান প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত জেম্‌স হেনিরি ইয়ং সাহেবের আদেশানুসারে তৎ প্রণীত রিবিনিউ হ্যাণ্ডবুক নামক ভারতবর্ষীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত ইংরাজী ভাষার আইন পুস্তক সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ২০০ শত পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকার করিয়াছেন, এই পুস্তক সরকারি কর্ম্মচারি ও ভূম্যধিকারী ও উকীল মোক্তার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ি লোকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩৲ টাকা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৩।। টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা শোভাজারের নন্দরাম সেনর ষ্ট্রীটস্থিত ১৭ নম্বর ভবনে অথবা বর্দ্ধমানের মুন্সেফী কাছারিতে উক্ত মুন্সেফ বাবুর নিকটে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত নিম্ন লিখিত বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

২। ভূমি জরীপ ও নক্সা এবং থাকবস্তুর বিষয়।

৩। দলীল রেজিষ্টরী করণের বিষয়।

৪। বাঁধের বিষয়।

৫। আবকারী বিষয়।

৬। ষ্টাম্পের বিষয়।

৭। আফিমের বিষয়।

৮। লবণের বিষয়।

৯। পেন্সন দেওনের বিষয়।

১০। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের ছুটীর বিষয়।

১১। জায়গিরের বিষয়।

১২। সেনাদিগের রসদ দেওনের বিষয়।

১৩। লোকেল এজেণ্টের বিষয়।

১৪।১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের মতে তথা অন্য আইন অনুসারে সাক্ষ্য দেওনের বিষয়।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাতও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গুরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ

বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১
স্বপ্নদর্শন	৵

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

সংবাদ প্রভাকর

৭ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন।

আমরা সুদীর্ঘকালাবধি এই সম্পাদকীয় ব্রতে ব্রতি হইয়া এ পর্য্যন্ত যথামত আপনারদিগের কর্ত্তব্যকার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেছি, কিন্তু এইক্ষণে এমত কার্য্যগতিক হইয়াছে যে, আমারদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম আর সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকানেক ধনি মানি মহোদয়েরা আমারদিগের অনুগ্রাহক গ্রাহক হইয়া যাহাতে সুপ্রতুলরূপে চলে, এমত অনেক বিত্তবিধান করিয়া দিতেন, কোনো প্রকারে অর্থের অনটন হইলে পর সময়ে সময়ে আপনারাও সম্ভাবিত অর্থের সহায়তা দ্বারা আনুকূল্য করিতেন। বিশেষত পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকানেক প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হইতাম, তদ্দ্বারা এক প্রকার গোচে গাচে আমারদিগের কার্য্যনির্ব্বাহ হইত, অধুনা আর তাদৃশ অনুগ্রাহক প্রায় কোনো মাহাত্মাকেই দৃষ্টি গোচর হয়না। যে যে মহোদয়েরা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত আছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে কেহ কেহ চারি পাঁচ কেহ কেহ আট দশ বৎসরের পর্য্যন্ত মূল্যদিতে সংক্ষোচ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন! বোধ হয়, আমারদিগের প্রভাকরের মূল্য যে তাঁহারদিগের নিকট এতদিনের এত অধিক টাকা প্রাপ্য হইয়াছে, একথা স্মরণপথেও আনয়ন করেননা। যদিস্যাৎ তাঁহারা সকলে আমারদিগের দৈনিক ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে কোনো না কোনো প্রকারে আমারদিগের অনটন তাঁহারদিগের অন্তঃকরণকে উত্তেজিত করিতে পারে, সন্দেহ কি? পরন্তু আমারদিগের অনুগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে কোনো কোনো মহাত্মারা অগ্রিমমূল্য প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগের সংখ্যাও অল্প মাত্র, কথায় বলে "সমুদ্রে পাতিতা শয্যা শিশিরে কিং করিষ্যতি" এই মত অল্পমাত্র গ্রাহকদিগের অগ্রিমবৃত্তিকে বহুব্যয়ের কি বিশেষ আনুকূল্য বোধ হইতে পারে? তবে "না হওয়ার চেয়ে ভাল" বলিতে হয় আরও দুই এক জন গ্রাহকেরা মাসিকপত্রের মূল্য মাসে মাসে দেন, সর্ব্বসাকল্যে শতকে দশজন সুখড় গ্রাহক হইতে পারেন। যাহাহউক, যাঁহারা রীতিমত অগ্রিমবার্ষিক কিম্বা মাসিক মূল্য প্রদান করেন, তাঁহারদিগকে উদ্দেশে নমস্কার প্রদান করি। অন্যান্য গ্রাহক, যে যে মহাত্মার নিকট অধিক দিনের মূল্য বক্রী পড়িয়াছে, তাঁহারা যেন এই দুঃসময়ে আমারদিগের প্রতি সদ্ভাব প্রদান করণে কৃপণ না হয়েন। কেননা, দুঃসময়ে প্রাপ্য টাকা পাইলেও বিশেষানুগ্রহ বিবেচনা হইতে পারে, অতএব তাঁহারা যেন অবশ্যাবশ্য আপনারদিগের হিসাব দেখিয়া আমারদিগের প্রাপ্য টাকা কিছু কিছু করিয়াও প্রদান করেন, আমরাও সেইমত পাইলে, তাঁহারদিগের নিকট উপকৃত হইব, অন্যথা নাই।

অধিকন্তু পূর্ব্বে যৎকালে আমারদিগের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় সংস্থিত ছিল, তখন আমরা সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান বলিয়া কোনো কোনো সভাদিতেও প্রভাকর পত্র দাতব্য করিতাম, সেই অনুসারে এইক্ষণে অনেক মহোদয়েরা কোনো সদনুষ্ঠান হইলে আদৌ আমারদিগের প্রভাকর পত্র দাতব্যস্বরূপ প্রার্থনা করেন, আমরা সেই সকল পত্র পাঠ করত কেবল আক্ষেপ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকি, যে হেতু তাঁহারদিগের মহৎ আশাকে আমরা ফলবতী করিতে পারিনা। শাস্ত্রে বলে "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি", যে নিজে অসিদ্ধ সে কি প্রকারে পরকে সাধনা করাইতে পারিবে? যখন আমরাই আপনারদিগের নির্ব্বাহার্থে মহাবিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, তখন কি প্রকারেই বা অধুনা আর প্রভাকর পত্র দাতব্য প্রদান করিতে পারিব? সুতরাং ভরসা করি দেশোপকারক মহোদয়েরা যেন প্রভাকরের সুনির্ব্বাহ ও আপনারদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যের অঙ্গীভূত বিবেচনা করত যথোচিত সদ্ব্যবহার প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা আর কোনোমতে ক্ষুব্ধ হইবনা, বিশিষ্টতা বিবেচনা করিলে পর সকল প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠানাপেক্ষা সংবাদ পত্রই প্রধান, এই সংবাদ পত্রের স্থায়িত্ব পক্ষে বিবেচনা করাও সাধারণ হিতার্থি মহোদয়বর্গের কর্ত্তব্যকর্ম্ম অতএব সজ্জন বিদ্বজ্জনেরা আমারদিগের প্রতি অবশ্যই সদয় হৃদয় হইবেন, সন্দেহ নাই।

বিরালির ১ সেপ্টেম্বরের পত্রে লেখে, এস্থলে এবারে মহরমের সময়ে কিছুমাত্র গোলযোগ হয় নাই।

কাশীপুরের বারুদখানা রক্ষার্থ দুই কোম্পানি গোরা-সেনার বাসের উপযুক্ত এক বারিক নির্ম্মাণ-নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন, তাহার কার্য্যারম্ভ শীঘ্রই হইবেক।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

অনুচিত সর্ব্বাধিকারী।

মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমার লিখিত এই কয়েক পঁক্তি প্রভাকরে প্রকাশ করিলে বাধিত ও পরমোপকৃত হইব।

সংপ্রতি এখানে যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মহাশয়কে না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা। এ জেলার অন্তর্গত মাহীগঞ্জ স্থানে সরকারের তরফ এক স্কুল সংস্থাপিত হইয়া যথানিয়মে তথায় ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কয়েক দিন হইল, তথাকার মাষ্টারে ও পণ্ডিতে মহাবিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়েই ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জ্যাক্সন সাহেবের নিকট পরস্পরে পরস্পরের দোষ গাহিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে এক দিবস শ্রীযুক্ত সাহেব ও তাঁহার অনুরোধে রঙ্গপুর স্কুলের হেড্ মাষ্টার এই উভয়ে তথায় যাইয়া উভয় বিবাদিকে আপোশ করাইয়া য়িদা আসিলেন, কিন্তু ঐস্থানের জমীদার শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বাবু, পণ্ডিতের পক্ষধর হইয়া মাষ্টারের বিহিত প্রতীকার করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হয়েন, আর তদনুসারে তিনি এক দিবস মাষ্টার তাঁহার বাসায় বাসা করিয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বে বন্দোবস্ত না থাকাতেও তাঁহাকে বাসার ভাড়ার্থ দায়ী করেন, আর তিনি তাহা না দেওয়াতে তাঁহারা জিনিশ পত্র সকল ক্রোক্ করিয়া রাখিয়া তাঁহাকে বাসা হইতে তাড়াইয়া দেন, আর এই বলিয়া তাঁহাকে ধম্‌কান্ যে "এস্থানের জমীদার আমি এবং স্কুলও আমারি মাটিতে সুতরাং আমিই স্কুলের কর্ত্তা আমি হুকুম দিলাম মাষ্টর যেন আর স্কুলে যায়না" ইত্যাদি।

অবশেষে তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া একদিবস নিজে কয়ে কজন চাকর সহকারের স্কুলে উপস্থিত হইয়া মাষ্টরকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যান। তাহা দৃষ্টে মাষ্টারের চাকর তৎক্ষণাৎ ইনস্পেক্টর সাহেবের নিকটে আসিয়া ঐ ঘটনা তাঁহাকে জ্ঞাত করায়। ইনস্পেক্টর সাহেব ত-

খনি শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ইহার প্রতীকার-করণ-বিষয়ে অনুরোধ পত্র লিখেন, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন যে,চিটির দ্বারা এ ফরিয়াদ লওয়া যাইতে পারেনা, উচিত যে ইষ্ট্যাম্প কাগজে দরখাস্ত করে। পরে তাহাই হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি হুকুম দিয়াছেন তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

ইনস্পেক্টর সাহেব নিজে তাহার প্রতীকারকল্পে এই করিয়াছেন যে,পণ্ডিতেরা ঐ ঘটনার আমূল জানিয়াও তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া অন্য ব্যক্তিকে তাহার কর্ম্মে একটিং নিযুক্ত করিয়াছেন।

এক্ষণে বক্তব্য এই, যে,ঈশান বাবুর মাটিতে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, আর স্কুলের ঘরও যদি তাঁহারি খরচে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তথাপি তিনি কি প্রকারে স্কুলের কর্ত্তা বলিয়া এত ধূম্ করিতে পারেন? ঐ স্কুল যদি তাঁহার স্বীয় অর্থব্যয়ে সংস্থাপিত হইত তথাপি তাঁহার বড়াই-করণের অবকাশ থাকিত, কিন্তু যে স্থলে তাঁহার পয়সাটী দিবার ক্ষমতা নাই,ও যখন সরকারের ব্যয়ে ঐ স্কুলের কর্ম্মনির্ব্বাহ হইতেছে, সে স্থলে তিনি যে মদের নেশায় ও অন্যের অনুরোধে এপ্রকার অনধিকার চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য।

এই রঙ্গপুর জেলার অধিকারে যে সকল জমীদার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঈশান বাবু কিছু গণ্যগণনার মধ্যে নহেন। ধন, বিদ্যা, সৎক্রিয়া ইহার একটিও তাঁহার নাই, তদ্বিপরীতে নির্ধনতা, অক্ষমা,অসৎক্রিয়া এসকলই তাঁহার প্রচুর পরিমাণেই আছে, আর সেই হেতুতেই তিনি অনুচিত সর্ব্বাধিকারী হইয়া এপ্রকার ফৌজদারি করিতে গিয়াছেন।

অপর খবর করিয়া ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের উচিত হয় যে এই ঘটনা উপলক্ষে প্রধান ইনস্পেক্টর সাহেবকে লিখিয়া ভবিষ্যতে যে নিমিত্তে স্কুলের শিক্ষকদিগের শরীর রক্ষার বিষয়ে বিশেষ বিধান করেন। দেখা যাউক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি বিচার করেন, পশ্চাৎ তাহাও আমি লিখিব।

অপর আর এক সম্বাদ এই যে, এক্ষণে ওকালতী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা শ্রীযুত জজ্ সাহেবের নিকটে ফারমমত দরখাস্ত দাখিল করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা একেবারে জজ্ আদালতের ওকালতীর প্রার্থিত হইয়াছেন, তাঁহারদের মধ্যে কেহই দ্বিতীয় শ্রেণির সর্টিফিকেট বা তদুপযোগী বিদ্যা রাখেননা, তাঁহারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালা নবিশ, ইংরাজী দূরের কথা, বাঙ্গালাভাষাও কেহ কোনো পাঠশালায় বা শিক্ষকের নিকটে শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু ইহাই বলিয়াই তাহারা যে বাঙ্গালা ভাষাতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এরূপ বলা যাইতে পারেনা, যেহেতুক বহুকাল রাজকার্য্য করিয়া ও নানাপ্রকার পুস্তকাদি দেখিয়া তাঁহারা তদ্ভাষায় বাজার চলিত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। জজ্ সাহেব ঐ সকল কর্ম্মাকাঙ্ক্ষির পক্ষে, যে, কি বিধান করিবেন, তাহা উত্তরকালের গর্ভে ন্যস্ত রহিয়াছে, কিন্তু কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তির স্থানে সর্টিফিকেট লইয়া প্রস্তুত হইতেছেন।

পরন্তু অপর এক সম্বাদ এই যে কয়েক দিবস হইল এজেলার আবকারির সাহেব ও আলা সাহেবের মহাফেজ শ্রীযুত সরফ উল্লা মুন্সী এই উভয়ে কোনো দ্রব্য ক্রয়ের কারণ উপলক্ষে নবাবগঞ্জের সরদার খাঁর দোকানে একত্র মিলিত হয়েন, তৎকালে ঐ মহাফেজ সাহেবের সাক্ষাতে তামাক খাইয়াছিলেন, এই অপরাধ ধরিয়া সাহেব, আলা সাহেবকে বলিয়া তাহাকে একমাস স্থগিত করাইয়াছেন।

অদ্য সন্ধ্যাকালে ঐ রূপ আরো এই এক ঘটনা হইয়াছে, যে, জজ্ সাহেব এখানকার কবরখানা দেখিতে যাইতেছিলেন, সই সময়ে নবাবগঞ্জের রামচন্দ্র পসারির দোকান তাহা শড়কের ধারে বটে, তথায় ঐ পসারির চাকর এক ব্রাহ্মণ, কেদারায় বসিয়াছিল, আলা সাহেবকে দেখিয়াও সে উঠে নাই, ইহাতে সাহেব রাগান্ধ হইয়া তাহাকে ধরিয়া নিজ কুঠিতে লইয়া গিয়াছেন। ঐ বেয়াদবের কপালে কি শাস্তি হয় তাহা পরে জ্ঞাত হইয়া লিখিব,এক্ষণে এই পর্য্যন্তই।

রঙ্গপুরবাসিনঃ।

রঙ্গপুর সদর ২১ ভাদ্র ১২৬৫।

Printed and published by ISSUR-CHUNDR OOPTO at the "Probha kur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিরণ্যদ

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু, কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৩৬ সংখ্যা] গুরুবার ৮ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর।

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের নিষ্পন্নকৃত একুইটি সম্পর্কীয় মোকদ্দমা।

জুহুর আমিদ, আতারুর রহমন, আতাতবিন নেসা, ফালাবন নেসা, রহমন নেসা, লামিযান নেসা, এবং হামিদয়ান নেসা, বাদিগণ।

এবং

ফজলা হোঁসেন।

প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমায় সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৮ সালের ২২ মার্চ্চ তারিখে যে চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহার ক্ষমতানুসারে কলিকাতা নিবাসিনী মৃতা [মেনিউতন্ নেসা বেগম] যিনি ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টীয় শকের জানুয়ারি মাসে লোকান্তর গমন করেন, এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার সমুদয় মহাজনগণকে অবগত করা যাইতেছে, যে, তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের নিকট উক্ত কোর্টের গৃহে তাঁহার দপ্তর খানায় আগমন পূর্ব্বক উক্তা মেনিউতন নেসা বেগমের সম্পত্তির উপর আপনাপন নিশ্চিত পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন. ইহার অতিক্রম করিলে তারতেই পূর্ব্বোক্ত চূড়ান্ত অনুমতির বিধানানুসারে স্বীয় স্বীয় প্রাপ্যসম্বন্ধীয় সুগমসূচক উপায় হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W, MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেক্ফার্সন।
মাষ্টর।

TEMPLETON &. CARAPIET.
Compl's Atty.

টেম্পিলটন এণ্ড কেরা পিয়েট।
বাদিপক্ষের উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

জেনরেল এজেন্সি।

আমাদিগের মধ্যে এরূপ ব্যবসায়ি লোক সকল অতি বিরল, যাঁহাদিগের দ্বারা প্রদেশবাসি জনগণের কার্য্য সমুদয় বিনাকষ্টে সুসম্পন্ন হইতে পারে। এদেশের কোনো দ্রব্যাদির আবশ্যক হইলে প্রায় তাঁহারা বহুব্যয় ও কষ্টস্বীকার না করিলে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেননা এবং ভিন্ন দেশীয় দ্রব্যাদিও এখানে বিক্রয়ার্থ পাইয়া তন্মূল্যে অন্যান্য দ্রব্য সকল ক্রয়করণের মানসও অনেকের হয়, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবসায়ি না থাকায় তাঁহারা ঐ মানস সফল করিতে অক্ষম হয়েন, এতদ্ভিন্ন কাহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করা ও দেনা পরিশোধ করা প্রভৃতি আর আর বিবিধমত কার্য্য আছে, যাহাতে তাহাদিগকে সমূহ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, ইচ্ছাসত্ত্বে কেবল কোনো সুলভ উপায় অভাবেই অনেককে স্ব স্ব ইচ্ছা

সম্বরণ করিতে হয়। এই অভাব দূরীকরণজন্য আমরা এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, যে কোনো মহাশয় আমাদিগের কর্ম্মকর্ত্তার স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া যে কোনো কার্য্যের ভারার্পণ করিবেন, আমরা তাঁহাদিগের প্রতিনিধির স্বরূপ ঐ সকল কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিব, তন্নিমিত্ত যে কমিস্যন্ অর্থাৎ দস্তুরি আমাদিগকে দিতে হইবেক, তাহা নিম্নে অবলোকন করুন, বিবেচনা করিলে উহা সামান্য বোধ হইবেক।

শতকরা কমিস্যন্

এক শত ১০০ টাকা বা তদধিক টাকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ও টাকা দেনা পাওনার কারণ ৩

পঞ্চবিংশতি ২৫ বা তদধিক টাকার ঐ ঐ ৫

দশ ১০ বা তদধিক টাকার ঐ ঐ ১০

সচরাচর সাধারণকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত উপরোক্ত কমিস্যনের নিয়ম নির্দ্ধারিত রহিল, তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিবেচনায় ন্যূনাধিক কমিস্যন্ লওয়া যাইবেক।

দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়-জন্য আমরা যে লোক নিযুক্ত করিয়াছি, তাহাতে ভরসা করি যে তৎকার্য্যে আমরা সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।

জেনরেল এজেণ্টগণ।

কলিকাতা।

৮৬ নম্বর ভবন কালেজ ষ্ট্রীট।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের র জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুখীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ১
স্বপ্নদর্শন ..... ৵

সংবাদ প্রভাকর

৮ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

রাজদত্ত সংবাদ।

জি, সি, এডমনষ্টন সাহেবের নিকট হইতে আগত।

এলাহাবাদ ১৭ সেপ্টেম্বর পরাহ্ণ ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট

আগ্রা হইতে সংবাদ আইসে নিমচের সেনারা চম্বলনদী পার হইয়াছে। ৭ তারিখে "মারাতি" নামক স্থানে তাহারা উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেক। বিদ্রোহিগণ "সামিয়ারের" ৭৷৷০ ক্রোশ দূর "রাজগড়" এবং "সরত" নামক স্থানের মধ্যভাগ অধিকার করিয়াছে, এমত শুনা যাইতেছে। জেনরেল মিডেল সাহেব মৌ হইতে সমরসজ্জা সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, কর্ণেল লাক্‌হাট সাহেব সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন!

রাজদত্ত সংবাদ।

ইন্দোর ১৭ সেপ্টেম্বর

পরাহ্ণ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

স্যার, আর, হেমিল্‌টন সাহেবের নিকট হইতে আগত।

১৫ সেপ্টেম্বর দিবসে জেনরেল মিচেল সাহেব "বিওয়ারা" নামক স্থানের নিকটে বিদ্রোহি-সেনাপতি তাতিয়া তোপিকে সংপূর্ণরূপে পরাভব করত তাহার ২৫ টা তোপ জয়লাভ করিয়াছেন, ঐ যুদ্ধে ব্রিটিস্ পক্ষে অত্যল্পমাত্র হানি হইয়াছে।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

হে পাঠকগণ! আপনারা জগদীশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করুন। কেননা, এতদিনের পর ভারতবর্ষ নিষ্কণ্টক হওনের সম্ভাবনা দেখিতেছি। "তাতিয়াতোপি" (যিনি) এই শেষ যুদ্ধে পরাজয় হইয়া তোপ ফেলিয়া পলায়ন করিলেন, ইনিই নানা সাহেবের প্রধান বীর পুরুষ। ইনিই গোয়ালিয়ারের বিদ্রোহি সেনাদিগে সঞ্চালন করিতেছিলেন, যখন ঐ তাঁতিয়াতোপি তোপাদি অস্ত্রহীন এবং শেষ না হইতে হইতেই বিপক্ষব্যূহের বল-বীর্য্য সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে।

লক্ষ্ণৌরাজ্যের বিপক্ষেরা অদ্যাপি স্থানে স্থানে অত্যাচার করিতেছে। কতকগুলীন দুষ্ট লোক দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গানদী পার হইয়াছে। একদল বিদ্রোহি "দরিরাবাদ" জেলার "মদৌলি" নামক থানা অধিকার করিয়াছে। নানা সাহেব এইক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহার নিশ্চয় সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহাহউক, আর অত্যল্পকাল লস্ফ ঝম্ফ প্রদান করুন, শীত সময়ের সমাগম হইলেই একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইবে।

কোনো প্রমাণ্য মহাশয় কহিলেন, এবৎসর মণ্ডলঘাট অঞ্চলে ধান্য অতি উত্তম জন্মিয়াছে। তথায় জলাভাবে এ পর্য্যন্ত শস্যের বিশেষ হানি হয় নাই। গঙ্গার উভয় পারে ১০।১২ ক্রোশ পথ লইয়া সর্ব্বত্রই আউস ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। বৃষ্টি বিরহে আমন ধান্যের পক্ষে বিস্তর ব্যাঘাত হইতেছে, এখনো যদি হয় আট আনা ফসল রক্ষা পাইতে পারে।

ইংরাজীপত্রে দৃষ্ট হইল শ্রীশ্রী ৺ দুর্গাপূজা এবং লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে সুপ্রিমকোর্ট আগামি ৩ অক্টোবর হইতে ২৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্দ থাকিবেক।

নেপালস্থ বন্ধুর লিখিত বিষয়ের কিয়দংশ।

গত সোমবারের শেষ।

লোকে বলে "জলেই জল বৃদ্ধি হয়" এবং "কণ্টকেই কণ্টক বাহির হয়" তাহা মিথ্যা নয়, কেননা, কথাতেই কথা বাহির হইতেছে, এই প্রসঙ্গে এই ইতিহাসটীও* দৃষ্টিগোচর হইল, সুতরাং এস্থলে প্রকাশযোগ্য বটে, অর্থাৎ "কাশীস্থ প- " "ঞ্জমসাহ খরন্তার রাজপুত্র [যিনি " "১৩১৩ সম্বতে ভগবতী বিন্ধ্য- " "বাসিনী দেবীর বরে বিন্ধ্যাচলের " "অচল রাজা হইয়া "পঞ্চবীয় বু- " "ন্দেলা" নাম ধারণ করত "বীর- " "গড়" নামধেয় দুর্গ নির্ম্মাণ ক- " "রিয়াছিলেন] ভদ্বংশাবতংশ ম- " "হারাজ "ছত্রসাল" যিনি ১৭১২ " "সম্বতে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পান্না† " "নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন " "করেন, তাঁহার রাজ্যকালীন প্রা- " "ণনাথ,, নামধেয় একজন ফকীর " "বাবাজী "রাজবাই" নাম্নী প্রে- " "মদাসীসহ আসিয়া "কেরাম- " "তের " জোরে "বুজরুগী " দে- " "খাইয়া তথায় অবস্থান করেন, " "তাঁহার "কোদ্‌রতে " সহস্র " "সহস্র বুন্দেলা তাঁহার শিষ্য হ- " "য়েন, এমত কি স্বয়ং মহারাজ " "সেই মতাবলম্বী হইলেন, তিনি " "আর্ব্বি, সংস্কৃত, হিন্দি, পার্সি" "ইত্যাদি ভাষামিশ্রিত খেচরান্ন- " "স্বরূপ একটী ধর্ম্মপুস্তক রচিয়া " "যান, এবং আপন মতের নাম " "ধামী" রাখেন, এবং তাঁহার " "কেরামতে " ১৭৫০ সম্বৎ হ- " "ইতে "পান্না" স্থানের দ্বাদশ " "ক্রোশপর্য্যন্ত হীরক উৎপত্তির " "আকর হয় [হদ্দমুদ্দ বুজরুগী " "বটে] অদ্যাপি তাঁহার সমাধি " "পান্না" স্থানে প্রকাণ্ডাকারে " "দেদীপ্যমানা রহিয়াছে, এবং " "সহস্র সহস্র বুন্দেলা তাঁহার ম- " "তাবলম্বি, এপর্য্যন্ত বুন্দেলখণ্ডের " "চতুর্দ্দিগে বর্ত্তমান আছেন।"

যাহাহউক, এমতটীর আদি বা উৎপত্তি তথা হইতেই সংস্থিত হয়, কিন্তু আদি মতে "ধামী" মতাবলম্বিরা হিন্দুদিগের মত শব সৎকার না করিয়া সমাধি দেয়, ইহারা তাহা না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্রজলীলার নূতন সৃষ্টি করিয়া গুরুর উপর এক কাটি সাবাস হইয়াছে।

ইহার শেষ পরে হইবে।

* লাহোর নগরস্থ "কোহেনূর" নামক প্রেসের প্রকাশিত "খুরসেদ পঞ্জাব" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে।

† বুন্দেলখণ্ডান্তর্গত একটী প্রধান স্থান তথায় হীরক ইত্যাদির আকর আছে।

প্রেরিত পত্র

সম্পাদকাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ বিতরণে নিম্নস্থ কতিপয় পঁক্তি আপনার জগদুজ্জ্বল প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

নাকাসিপাড়া ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়।

জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নাকাসিপাড়া গ্রামবাসী বিখ্যাত জমীদার

বদান্যবর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের যত্নে ও অর্থ সাহায্যে উক্ত গ্রামে প্রায় দেড়বর্ষ গত হইল একটী ইংরাজী-বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, অল্পদিন মধ্যে ঐ নবীন বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যালয়স্থাপক বাবুর বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক যে অর্থদান করেন তদ্দ্বিগুণ অর্থাৎ মাসিক ৫০ টাকা দান করিতেছেন। ছাত্রদিগের নিকট হইতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন গৃহীত হইয়া থাকে তাহাতে সর্ব্বসাকল্যে এক্ষণে বিদ্যালয়ের মাসিক আয় অন্যূন ১০০ এক শত টাকা হইয়াছে, দুই জন ইংরাজী শিক্ষক ও দুই জন পণ্ডিত দ্বারা বালকেরা ইংরাজী বাঙ্গালা শিক্ষা পাইতেছে, শিক্ষকেরা সকলেই শিক্ষাকার্য্যে সুনিপুণ তাহাতে ছাত্রেরা সুশিক্ষা এবং সুনীতিরীতি লাভ করিতেছে, অনুমান করি কৃষ্ণনগর জিলার কোনো মফঃসলীয় স্কুলে এরূপ পাঠনা হয়না, এ বিদ্যালয় যদিও অল্পদিন স্থাপিত হইয়াছে, তথাচ ইতিমধ্যেই গবর্ণমেণ্ট এ বিদ্যালয়ের একটী সুযোগ্য ছাত্রকে মাসিক ৫ টাকা ছাত্রীয়-বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে, আমাদের এই নব বিদ্যালয়টী দীর্ঘস্থায়ী ও দিন দিন উন্নত হইতে পারে।

সম্পাদকপ্রবর, এস্থলে এই বিদ্যামন্দির স্থাপনকারি বাবুদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া মৌনী থাকা মূঢ় ব্যবহার হয়, আমাদের এ অঞ্চলে অনেক ধনিলোকের বাস আছে, কিন্তু তাঁহারা কেহই এপর্য্যন্ত স্বদেশীয় বালকগণের চিত্তাকাশ হইতে অবিদ্যারূপ নিবিড় ঘন ঘটা বিদ্যারূপ সহস্রাংশুচ্ছটা দ্বারা নিষ্কাশিত করিতে প্রয়াস পাননা, অর্থসঞ্চয়কেই তাঁহারা অর্থের সদ্গতি বিবেচনা করেন। সে যাহাহউক, যাহার যেমন মত তাহার তেমন গতি হয়, যদিও গৃহবিবাদ নাকাসিপাড়ার রায় বাবুদিগের বহুবিত্ত হানি ও পরস্পর মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তথাচ তাঁহারা উপচিকীর্ষাবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া এই বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা স্বদেশীয় সাধারণ জনগণের যে কি মহোৎ উপকারসাধন করিয়াছেন, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা সুদূরপরাহত। প্রকাশ্য বিদ্যালয় অভাবে আমাদের এ প্রদেশের এরূপ দুর্দ্দশাছিল যে, কি ধনী কি গৃহস্থ কি দুঃখি এই ত্রিবিধ প্রকার লোকের বালকগণ প্রায় বিদ্যাশিক্ষার উপায়বিরহে মূর্খ হইয়া থাকিত এক্ষণে সেই সকল লোকের বালকাবলী রায় বাবুদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মনুষ্য জন্মের সাফল্যসাধন করিতেছে, ইহা কি সামান্য আনন্দের বিষয়? এই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহাদের যশসৌরব দেশ-বিদেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারা তাঁহারা অক্ষয় পুণ্যলাভ করিতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহাদের গৃহবিবাদ শান্তি ও পরস্পর মনোমালিন্য দূর করিয়া সকলকে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রদান করুন তবেই এই নবীন বিদ্যালয়টী দীর্ঘস্থায়ী হইয়া শত শত বালকের মূর্খত্বনাশ দ্বারা এই হতভাগ্য দেশকে সৌভাগ্যযুক্ত করিতে থাকিবেক।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন রায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ রায়, এই বিদ্যালয়ের পুষ্টিবর্দ্ধনার্থ যেরূপ প্রযত্নবান, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায়না, তিনি আপনাদের জমীদারির কার্য্য উপেক্ষিয়া বালকদিগের শিক্ষা দর্শনার্থ ও প্রদানার্থ প্রায় প্রতিদিবস বিদ্যামন্দিরে গমন করিয়া থাকেন, তিনি অল্প বয়েস যেরূপ বিদ্যোৎসাহী দেশহিতৈষীপরোপকারপরায়ণ এবং সৎস্বভাবযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার তুলনাস্থল আমাদের দেশে অতি বিরল যদি অস্মদ্দেশীয় সকল ধনিসন্তানেরা এরূপ নানাগুণমণ্ডিত ও পরোপকারপরায়ণ হইতেন তাহা হইলে অস্মদ্দেশের সৌভাগ্যের ইয়ত্তা রহিতনা জগদীশ্বর এই গুণগ্রামসমাহিত যুবককে দীর্ঘজীবী ও বর্দ্ধিষ্ণু করুন তবেই আমরা দিন দিন নব নব মঙ্গলের মুখাবলোকন করিব কিমধিক মিতি।

কস্যচিৎ মাজিদা নিবাসিনঃ।
বিপ্রস্য।

Printed and published by Issur-chundr Goopto at the "*Probhakur*" *Press*.

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিক

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা নিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক্ ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রি টে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম সতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৩৭ সংখ্যা] শুক্রবার ৯ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।।০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ১
স্বপ্নদর্শন ....৶

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ৪ অক্টোবর সোমবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগারো ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের দশম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭৩০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ১৮৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম ৮৯০

জুম্‌লা সিন্দুক ২৭৩০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শর্‌ত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তর খানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ৯ এবং ২০ অক্টোবর এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারান্ যে সকল প্রমিস্বরী নোট অর্থাৎ তমঃস্থক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরী রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোনো রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমালতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ৯ অক্টোবর শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিস্মতের পূরা টাকার দরুণ কোনো ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২০ অক্টোবর বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোনো হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

বেহারের বানারসের জুমলা।
সিক্কা। সিক্কা। সিক্কা।

সন১৮৫৮সালের৮নবেম্বর সোমবারঅথবাকিঞ্চিৎঅগ্রপশ্চাৎ১৮৪০,৮৯০,২৭৩০
ঐ ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ১৮৬৩,৮৭৬,২৭৩৯

৩৭০৩, ১৭৬৬, ৫৪৬৯

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিসান্ বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উইলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

E. LUSHINGTON.
Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন

সহর কলিকাতা নিবাসিনী শ্রীমতি ক্ষেত্রমণি দাসী, যিনি একজন হিন্দু প্রজাছিলেন, তাহার শেষ উইল এবং উত্তরাধিকার পত্রের ক্ষমতানুসারে অদ্যদিবসে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে তাহার সমুদায় বিষয় বিভবাদির কর্ত্তৃত্বভার পূর্ব্বোক্ত স্থান নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সাহার প্রতি অর্পিত হইল। ইনি মৃতব্যক্তির উইল সম্মত নিয়োজিত সংপূর্ণ "এক্‌সিকিউটর" অর্থাৎ তত্ত্বাবধারক অতএব এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইতেছে, যে, উল্লেখিত মৃতব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে যে ব্যক্তির যে কোনোপ্রকার আপত্তি থাকে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত এক্‌সিকিউটরকে তাহার বিশেষ কারণ জ্ঞাত করিবেন এবং যাঁহারা উক্ত সম্পত্তি-সম্বন্ধে কোনো প্রকারে ঋণগ্রস্ত আছেন, তাঁহারা অবিলম্বে আসিয়া আপন আপন ঋণ সকল পরিশোধ করিবেন।

SWINHOE & BEEBY.
PROCTORS.
সুইন্‌হো এবং বিবি।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের
উকীলগণ।

এক্‌সপ্ল্যানেড্ রোড ১।
২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।
কলিকাতা।

সংবাদপ্রভাকর

৯ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

অদ্য বাসরীয় পত্রে স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমারদিগের স্বাভিপ্রেত বিষয় প্রকটিত হইলনা।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

এলাহাবাদ। ১৯ সেপ্টেম্বর।
জি, এফ, এডমনিষ্টন সাহেবের নিকট হইতে আগত।

কাপ্তেন মেইল সাহেব রিওয়া হইতে ১৬ তারিখে লেখেন, যে, জেনরেল মিচেল সাহেব "মৌ" নামক স্থানের সৈন্যদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া রাজগড় এবং "বিওরা" নামক স্থানের মধ্যে তাঁতিয়াতোপিকে সংপূর্ণরূপে পরাজয় করত তাহার ২৬ কিম্বা ৩০ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহাতে ব্রিটিস পক্ষের হানিমাত্রই হয় নাই। বিপক্ষেরা উত্তর এবং পশ্চিমভাগে গমন করিয়াছে। তাহারদিগের পশ্চাদ্ভাগে ২০০ রিগিউলর কেবেলরি, ২০৫ জন মেইন্দ সাহেবের দলস্থ অশ্বারোহি, ২০০ পদাতিক এবং দুইটা তোপ প্রেরিত হইয়াছে। ব্রিগেডিয়ার কার্পেণ্টর সাহেব বান্দা প্রদেশের বিদ্রোহিব্যূহের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়াছেন, প্রধান বিদ্রোহি রামনাথ সিংহ আহত হইয়াছেন।

দমদমা হইতে মহারাণীর এক দল সৈন্য চুঁচুড়ায় গমন করিবে।

বিলাত হইতে ৫,০০০ অশ্বারোহি এবং পদাতিক সেনা এতদ্দেশে আগমন করিতেছে, এবং ইহার পরে আরো অতিরেক সেনা আসিবেক।

নেপালস্থ বন্ধুর লিখিত বিষয়ের পরিশিষ্ট।

সম্পাদক মহাশয়গো! কালে কালে কতই অবতারই যে অবতীর্ণ হইতেছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কথায় কাজ নাই, একা কলিকালের অবতারেতেই বাজী মাৎ করিল, ফলে সত্য-ধর্ম্ম-প্রচারক কে, কৈ? (এস্থলে ব্রহ্মলোকে বিরাজমান মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে একবার সকৃতজ্ঞ চিত্তে সকলে নমস্কার কর) তিনিই আমাদের মুখোজ্জ্বলকারী, আ! ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়টি কি চমৎকার মনোমোহন ও জ্ঞান হর্ত্তা তাহা বিশেষ অনুধাবন করিলে এতদপেক্ষা আর কিছুই বিস্ময়ের ইয়ত্তা বোধ হয় না। কেননা এই ধর্ম্ম বিষয়ে মূর্খ বা জড়দলের কথা কি বলিব, কত কত সুসভ্য সুভব্য সদ্বিদ্বান চক্ষু-কর্ণ-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ* এমত মুগ্ধ আছেন, যে, তাহা শুনিলে বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাইতে হয়, অদ্য এই পর্য্যন্ত।

দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দ।

সাবাস্ সাবাস্ খেলা, ভেলা ভেলা ধর্ম্ম-ভেলা,
ভাসিয়াছে ভবের সাগরে॥
কত গুরু কত চেলা, কত ঠাঁই কত মেলা,
কত ঠাঁই কত রূপ ধরে॥
কেবা পারে যাইবারে, এ সাগর পর পারে,
এ তরী-তো তরিবার নয়॥
এ যে তরী ধর্ম্ম অরি, নাম মাত্র ধর্ম্মতরি,
পদাপর্ণে রসাতলী হয়॥
একে ভব অন্ধকার, তাহে মায়া পারাবার,
অনিবার ভীম নাদে ধায়॥
সে তরঙ্গে একি রঙ্গ, হেন তরি অঙ্গ ভঙ্গ,
অনঙ্গের তুফাদে ভাসায়।
হায় ভ্রম ঘোরে ঘোরে, কত নরে দেশান্তরে,
ধর্ম্মহেতু অধর্ম্ম ঘটায়॥
তার সাক্ষি দেখ মন, কাশী, গয়া, বৃন্দাবন,
কোন্ খানে কিবা নাহি হয়?।
এখনোও শোন্ শোন্, ওরে হাঁরে বাপ্‌ধন,
কেন মর ভব ঘুরে ঘুরে॥

* আমেরিকা খণ্ডে খৃষ্টমণ্ডলীতে "মারমন" নামক এই রূপ একটি সুপ্রসিদ্ধ মত প্রচারিত আছে তাহাতে গুরুজী অর্থাৎ ঠাকুরটী এক ঘূর্ণায়মান "মেজের" উপর উপবেশন করেন, তাঁহার চতুর্দ্দিগে যুবতি শিষ্যা গুলীন "চেয়ারে" বসেন, ঠাকুরটী তখন মেজটীকে ঘুরাইয়া ঘুরপাক খেলেন,

যে বস্তুর তত্ত্ব তুমি, সে বস্তু তো সর্ব্ব ভূমি,
ব্যাপ্ত কেন হয় ভবঘুরে।
হায় হায় না পারিলি, মায়ায় সবে তুলিলি,
আপনারে আপনিই চিন্তে॥
আপনারে যে চিনিলে, মায়া জাল সেচিনিলে,
ঘুচিল সকল তার চিন্তে।
(হরি বোল্ হরি।)

প্রেরিত পত্র

অশেষ সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় অশেষ সম্মানাস্পদেষু।

সম্পাদক মহাশয়! অত্রস্থানে অতি অদ্ভুত একটী ঘটনা হইয়াছে, চট্টগ্রামের বিদ্রোহি-কর্ত্তৃক কয়েক ব্যক্তি কিছু ধনসম্পন্ন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ইহার কিছুই প্রচার হইতেছেনা, কারণ এদেশের লোকেরা অতি নির্ব্বোধ ও ক্ষুদ্রপ্রকৃতি ইহারা গবর্ণমেণ্টের কোনো আইন কানুন জ্ঞাত নহে এবং হাকিমের নিকট এবিষয় গোচর করে এমত যোগ্যও বিদ্যমান নাই আমার নিবাস ভুলুয়ায় কোনো স্থানে আমি মধ্যে মধ্যে কর্ম্মান্তরে এখানে আসিয়া থাকি, চক্ষের উপর এমত দুষ্কর্ম্ম হইতেছে, দেখিয়া না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা, অতএব আপনার বিশ্বমান্য পত্রিকা দ্বারায় এবিষয় গবর্ণমেণ্টে নিবেদিত হইতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া পরম বাধিত করিবেন।

সৌভাগ্য ক্রমে দৈবেচ্ছায় যে রূপবতী যুবতির সম্মুখে মেজ থাকে, সপ্ত দিবস রজনী তাহার সহিত ঠাকুরটী লীলা করেন, ইহাতে সে পুণ্যবতী ধন্য মান্যা ও ধন্যা ধন্যা হয়েন, হায়, হায়, "রাধা কৃষ্ণে" বেটীরা কেবল এক রজনীর জন্যই লীলা কেন করে?।

জিলা ত্রিপুরার হাজিগঞ্জের থানার অন্তঃপাতি এক কালী বাটী আছে, তথায় 'সর্ব্ববিদ্যা" নামক এক বংশ বিখ্যাত থাকে, তাহারা লোকের নিকট স্বস্ত্যয়ন করিয়া টাকা উপার্জ্জন করে এবং মারণ উচ্চাটনও করিয়া থাকে, কিন্তু ভাল মন্দ ৺ ইচ্ছাভিন্ন কিছুই হইতে পারেনা, উহারদিগের ধন উপার্জ্জনের পেশা ফাকি দিয়া লোকের নিকট হইতে রোজগারের টাকা ব্যবসায়মাত্র, অত্যন্ত মদ্য প্যায়ি ও বিক্রমপুরনিবাসী রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর যৎকিঞ্চিৎ বিষয় নিজ মেহার নামক স্থানে আছে, তাহার প্রজা কতকগুলীন চোর ও দস্যু তাহাদের দ্বারা চুরি করাইয়া তাহার ।০ চারি আনা অংশ চোরদিগকে দিয়া নিজে ৵০ আনা অংশ লয় তাহার সহিত উপলতা নিবাসী ঐ সর্ব্ববিদ্যার বংশ চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তির স্ত্রীর আসনাই বা প্রীতি থাকায় ঐ দুই চক্র একত্র থাকিয়া কতো দুষ্কর্ম্ম করে তাহার ঠিক নাই, তাহাদের আশঙ্কায় এদেশের গরিব লোকেরা অস্থির হইয়াছে, সংপ্রতি ১৮ আষাঢ় দুই জন সন্ন্যাসি ঐ মেহার কালী বাটীতে পৌছিবায় ঐ চক্রবর্ত্তিরা তাহাদের লইয়া চক্রে অর্থাৎ মদ্য পানে বসায়, সকলেই মদোন্মত্ত হইয়া ঐ দুই-জন সন্ন্যাসিকে উক্ত চন্দ্রনাথ আপন বাটী লইয়া যাইয়া শয়ন করায়, তাহারা অজ্ঞান হইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল, কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাত্রি হওয়াতে তাহার স্ত্রীর উপপতি চক্রবর্ত্তি আসিয়া কহিল, ইহাদের নিকট টাকা আছে, এই বলিয়া তাহাদের বোচ্‌কা খুলিয়া দেখে ৫০০ পাঁচ শত

টাকার সোণার মোহর ও দশ ফর্দ্দ শাদা ইষ্ট্যাম্প কাগজ রহিয়াছে, এই বিষয় পাইয়া ঐ মাগিকে কহিল টাকা ঘরে লইয়া যাও, কাগজ পোড়াইয়া ফেলি, ইহারা চাটীগাঁয়ের লোক আমি জানিয়া আসিয়াছি, এই কথা কহিতে কহিতে তাহারা জাগিয়া উঠিবাতে তাহারা তাহাদের উপর অনেক প্রকার ভয় দেখাইল তাহারা তাহাতে কান্দিয়া পড়ায় ঐ ৫০০ টাকা লইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেয়, আমিও কালী বাটীতে সেই রাত্রে উক্ত চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তির বাটীতে অতিথি হইয়া ছিলাম।

শ্রী রা, চ, ব।

সাং ভুলুয়া পরগণা।

ইতি সন ১২৬৫ সাল ১৪ শ্রাবণ।

মহামান্য সুধীবর শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি করুণা বিতরণ পূর্ব্বক এই চিরবাধিত জনের নিম্ন লিখিত গদ্য ও পদ্য সংশোধনান্তর ভবদীয় প্রভাবিশিষ্ট প্রভাকর পত্রপার্শ্বে স্থানদান করিয়া চরিতার্থ করিবেন।

মন! তুমি কি হেতুক ভ্রমেতে ভ্রান্ত হইয়া ভবমাঝে অসার পদার্থ-সমূহকে সারজ্ঞানে অলিক তর্কেরত আছ, ও উন্মত্তের ন্যায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকিয়া সাধুজনগণকে কুৎসা ও পরিহাস করিতেছ?। আর কি নিমিত্তই বা পরম পবিত্র পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি না করিয়া বিপক্ষ পক্ষের পক্ষ হইয়া আপনিই আপনার কাল করিতেছ? হায় হায়! কে কোথায় সুখ ত্যজ্য করিয়া দুঃখকে আবহন করে। মন তুমি স্থির করিয়াছ, যে, বিপুলবিত্ত, মনোহর প্রাসাদ, হয়, করী, অসংখ্য লোক, ও দ্বারে দ্বাররক্ষকগণ, থাকিলেই নির্ভয়ে এবং মহাসুখে কালযাপন করিয়া দেশে বিদেশে বিখ্যাত হইব, কিন্তু যৎকালে নরান্তক স্বীয় দূত সমস্ত সমভিব্যাহারে উপনীত হইয়া তোমার জীবন-ধন হরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিবেক, তৎকালে স্বীয় ধন, জন, ও প্রতীহারীগণ তাহার কিছুই করিতে সক্ষম হইবে না, অতএব সর্ব্বই বৃথা, নিশার স্বপ্নবৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে সকলি মিথ্যা, ভ্রান্তিরূপ ব্যর্থ নিদ্রায় আর অচৈতন্য হইওনা, কেননা মহানিদ্রা সমীপাগত হইলে তুমি বিভুকে স্মরণ করিতে অক্ষম হইয়া ভবসাগরে উদ্ধার হইবে না, এস্থানে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সকলি নশ্বর, কেবল জগাদাধার জগদীশ্বর পরম পিতা পৃথিবী পতি পরমাত্মা এই অসার বিশ্বমাঝে সার, তুমি সেই ভাবময় ভগবানকে সদা বিরলেতে ভাব, তবে এই অনিত্য ভাব হইতে নিস্তার পাইবে।

ত্রিপদী।

কেন মন ভ্রম-মদ, পান কোরে তব পদ,
ভবরূপ পথেতে টলাও?।
বলিতেছ এলো মেলো, বেশ তব এলোথেলো।
কেন আর এরূপে ঢলাও?॥
কুজনের সঙ্গ লোয়ে, আপনি কুজন হোয়ে,
সুজনেরে কর পরিহাস।
যে করিয়ে মদ দান, হোরে লয় তব জ্ঞান,
কেন তুমি হও তার দাস?॥
তোমার জনক যিনি, করুণা সাগর তিনি,
কেন নাহি ধর তাঁর মত?।
কেন হেন বুদ্ধি হত, বৃথা সুখে হোয়ে রত,
সত্য সুখে হইলে বিরত?॥
অরির আশ্রয় ধরি, হায় হায় মরি মরি,
ছাড়িলে পরম বন্ধুমন।
হায় হায় একি দায়, কেবা হয় স্ব ইচ্ছায়,
সুখ ত্যজি দুঃখের ভাজন॥
তুমি ভাবিয়াছ মন, পাইলে বিপুল ধন,
ভবমাঝে আমি প্রীত হবো।
চারুগৃহে করি বাস, পুরাবো যতেক আশ,
সুখের সাগরে মগ্ন রবো॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গগণ, থাকিবেক বহুজন,
প্রহরী থাকিবে প্রতীহারে।
যখন আসিবে কাল, কোথা রবে দ্বারপাল,
ধন জন কি করিবে তারে?
যদি সব তব হয়, ক্ষণেকেতে হবে লয়,
জেনো মন জেনোহে নিশ্চয়।
ভবে কিছু নিত্য নয়, যেন সব স্বপ্নময়,
এই হয় পুন হয় লয়॥
দেখো ভ্রম সুরাখেয়ে, বৃথা আশা পানে চেয়ে
যেন আর থোকোনা থেকোনা।
দেখো যেন মত্ত হোয়ে, পাপ হলাহল লোয়ে,
খাদ্য বোলে চেকোনা চেকোনা॥
বিরলে বসিয়া মন, ভাব নিত্য নিরঞ্জন,
পতিত পাবন দয়া ময়।
পরাৎপর বিশ্বেশ্বর, ত্রিভুবন রিষ্টি হর,
ধরাধর সদানন্দময়॥
হরি ব্রহ্ম সনাতন, সর্ব্ব দুখ নিবারণ,
নিস্তারক সর্ব্ব মূলাধার।
নিরাকার সর্ব্বাধার, নির্ব্বিকার নির্ব্বিহার,
পরমেশ কৃপা পারাবার॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাং হোগল কুঁড়িয়া।

Printed and published by ISSUR-CHUNDR GOOPTO at the "Probhakur" Press.

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার ষ্ট্রীট জাতি হোগেলিক্ ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাবৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৪৯ সংখ্যা] শুক্রবার ২৩ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ৮ অক্টোবর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ভঙ্কা মাত্র

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, মহাকবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক যে সুরসাভিষিক্ত নাটক আছে তাহা অস্মদ্দেশীয় চলিত ভাষায় নাটকাকারে প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, অতি অল্পকালমধ্যেই প্রকাশিত হইবে, অতএব প্রার্থনা করি এবিষয়ে অন্য কেহ হস্তার্পণ করিবেন না।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন।

পদ্মিনীর উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত উক্ত বীর-করুণা-রসাশ্রিত মনোহর কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা চৌরঙ্গী সদর ষ্ট্রীট ১০ নং ভবনে এডুকেশন গেজেট আফিসে তত্ত্ব করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবেন, মূল্য ২ টাকা প্রদেশবাসি মহাশয়েরা উক্ত মূল্য ভিন্ন ৴০ আনা মূল্যের ডাকষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, আগামি পূজার মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃতরূপ যে, আমোদি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে, যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটককর্ত্তা।

কলিকাতা।
[illegible]
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

বিজ্ঞাপন।

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনোরূপ বরাতি চিঠি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয়া পূজা অতি নিকটস্থা, এসময়ে হিন্দুমাত্রেরই আয়োজন আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালেই বিনীতভাবে নিবেদন করি যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি [illegible] সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চর্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্তকয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ধবল অর্দ্দিত শূল অম্লপিত্ত যকৃৎ অগ্নমাংস শ্বাসকাশ কাশ বাধকব্যাধি রক্তপিত্ত দদ্রু গ্রহণী পুরাতনজ্বর নবজ্বর প্রভৃতি রোগের উপশমার্থ নানাবিধ উত্তম ঔষধি প্রস্তুত আছে, যে মহাশয়ের প্রয়োজন হইবে সাং জোড়াসাঁকো ২১ নম্বর বাটীতে নিম্নলিখিত মূল্য লইয়া স্বয়ং অথবা প্রেরিত-লোক আইলে পাইতে পারিবেন।

সাপ্তাহিক মূল্য।

ধবল	৩	দদ্রু	২
অর্দ্দিত	৩	গ্রহণী	২
শূল	৩	পুরাতনজ্বর	২
অম্লপিত্ত	৩	নবজ্বর	১
যকৃৎ	২	সান্নিপাতিক বিকার	২
অগ্নমাংস	২	ওলাউঠা	৪
শ্বাসকাস	৩	অমাতিসার	২
কাশ	২	বাতাজীর্ণ	১
বাধকব্যাধি	২	কৃমিরোগ	২
রক্তপিত্ত	২		

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ৵
স্বপ্নদর্শন ..... ৵

সংবাদপ্রভাকর

২৩ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর দিবসীয় কলিকাতা গেজেট পাঠে অবগত হইয়া অসীম আনন্দ সহিত করিতেছি যে, জিলা যশোহরের সুবিখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত রাজা বরদাকান্ত রায় মহোদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজা বাহাদুর উপাধি এবং তদুচিত খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত গুণযুক্ত রাজা বাহাদুর শুদ্ধ রাজভক্তি এবং রাজপ্রিয় কার্য্যদ্বারাই যে এপ্রকার কৃপার পাত্র হইয়াছেন, এমত নহে, বরঞ্চ রাজপুরুষেরা এই পুরস্কার দেওয়াতে গুণের গৌরব বৃদ্ধিই করিয়াছেন। রাজা বরদাকান্ত রায় বাহাদুর অতি বিজ্ঞ, যোগ্য, বহুগুণসম্পন্ন, অমায়িক মনুষ্য, তিনি যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠাপাত্র হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর যশোহরে গিয়া রাজা বাহাদুরের মিষ্টালাপ ও বিবিধ শিষ্টাচারে পরমাহ্লাদিত হইয়াছিলেন বোধ হয়, তাঁহারই উদ্যোগেই এই মহৎ গুণের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে, অতএব গুণগ্রাহক শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, রাজা বরদাকান্ত রায় বাহাদুর নিরাপদ ও দীর্ঘায়ু হইয়া যথার্থপক্ষেই গুণিগণের গুণগ্রাহকতা গুণে সভাধিক যশোলাভ করুন।

"আমরা নেপালের বন্ধুর পত্র খানি নিম্নভাগে অতি সাদরে প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদকবর! বিদ্যা-বিষয়ের উৎসাহজন্য একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করাতে আর তিলার্দ্ধ সাবকাশ নাই, এজন্য ইদানীং কোনো সমাচারাদি কি পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, কিন্তু কল্যকার ব্যাপার না লিখিলে চলেনা, এজন্য নিবেদন।

গত কল্য সন্ধ্যার পর অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা ২৬ কি ২৭ মিনিট সময়ে বায়ুকোণে আড়াই হস্ত পরিমিত এক "ধূমকেতু" সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া ছিল, এবং ৭ টার সময় তাহা দৃষ্টি পথাতীত হয়, এতদ্দর্শনে এখানকার লোকে নানা প্রকার কল্পনার জল্পনা করিতেছেন, ফলে প্রোক্ত নক্ষত্রটী দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হয়, আহা! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কার্য্য তাঁহার অনন্ত কৌশলের অন্ত কেইবা পাইতে পারে! তাঁহার এক একটী কার্য্য ধার্য্য করিতে হইলে বিস্ময়-সাগরে হাবু ডুবু খাইতে হয়।

পত্র লিখিতে লিখিতে জানাগেল অর্থাৎ জনেক ইংরাজ মহাত্মা কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, আমি সন্ধ্যার সময় বিগত ২২ আগষ্টেও এই ধূমকেতুটী দর্শন করিয়াছিলাম, ফলে আমরা কল্যই দেখিয়াছি, বোধ হয় এই কেতুটী প্রত্যহই উদিত হইয়া থাকিবেক, এখানকার নভস্তল স্বাভাবিক মেঘাচ্ছন্ন, ইহাতেই সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যাহাহউক, অদ্যাবধি বিশেষ তত্ত্ব লইব, অন্যত্র দেশ বিদেশীয় মহাত্মাগণও এ বিষয়ের তত্ত্ব লইবেন, কিমধিকং নিবেদন।"

নেপাল কাটামুণ্ডু।
ব্রিটিস রেসিডেন্সি।"

এসিয়াটিকসোসাইটির সহকারি সেক্রেটারী বাবু গৌরদাস বশাক্ লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে বালেশ্বর জিলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটিপদে অভিষিক্ত হওয়ায় বাবু ভবানীপ্রসাদ দত্ত এসিয়াটিকসোসাইটির সহকারি সেক্রেটারির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।—ভবানী বাবু উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রহণ করায় আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম উক্ত বাবু হাটখোলার দত্তবংশোদ্ভব ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অত্যন্ত উপযুক্ত।

আগত বর্ষে গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত সকল বিদ্যালয়ে নিম্নস্থ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তকাদি জুনিয়ার স্কলারশিপের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজী।

তমসন সাহেবের উইলটারী।
হিবার সাহেবের পেসেজ অফ দি রেডসি।
জনসন সাহেবের রাসিলাশ।
হারসেল সাহেবের সাহেবের নেচারেল ফিলোজপির (তৃতীয় চাপ্টার।
পেলি সাহেবের নেচারেল থিওলোজি (দ্বাদশ চাপ্টার।
টড সাহেবের ষ্টুডেণ্টস্ গাইড।
জিওমেট্রি তিন বুক এবং অতিরেক।
জিওগ্রাপি, [আল্‌জেব্রা] সিম্পেল ইকুয়েসন, মরেজ ইণ্ডিয়ার পিন্দারিদিগের সমরপর্য্যন্ত ব্রিপ সারভে অফ হিষ্ট্রি প্রথমভাগ।

বাঙ্গালা।

জীবনচরিত।
টেলিমেক্সের অনুবাদ।
শকুন্তলা।
মহাভারত।

দমদমা, বারাকপুর এবং রাণীগঞ্জে যে সকল বারিক নির্ম্মাণ হইতেছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, আরো অধিক বারিকের আবশ্যক হওয়ায় তাহা নির্ম্মাণের আদেশ হইয়াছে। হাজারিবাগ, দানাপুর, দারজিলিং প্রভৃতি কয়েক স্থানের বারিক অদ্যাপি নির্ম্মিত হয় নাই, শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা। সসারাম, সহরঘাটি, ধারা এবং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের অন্যান্য ষ্টেসনে বারিক হইতেছে, এই সকল বারিক মধ্যে কত সংখ্যক ইংরাজসেনা অবস্থিতি করিবেক, তাহা বলা যায়না, স্থান বিবেচনায় অধিক ও

Plastic Covered Document

অল্প সংখ্যায় থাকিবেক, দমদমা বারাকপুর রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক সেনার অবস্থিতি হইবেক, তাহার সন্দেহ কি আছে ?।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, বিগত ২৬ অথবা ২৭ তারিখে কাণপুরস্থ রাজপথ মধ্যে বহু সংখ্যক রাজদ্রোহি সেনা আসিয়া মিলিত হয়, সহসা এতাধিক শত্রুর সমাবেত শ্রবণ করত তৎস্থানীয় সকলেই সাতিশয় শঙ্কুচিত হইলেন, ডাক বন্দ হইল, ডাকের অশ্ব সকল চেকী মধ্যে রক্ষিত হইল, লার্ড ক্লাইড তাঁহার অধীন সেনাপতিদিগকে আহ্বান করত আদেশ করিলেন, যে তাঁহারা আপনাপন অধীনস্থ সেনাদিগকে রণ সজ্জায় সজ্জীভূত করান, তাঁহার আদেশে তৎক্ষণাৎ সেনা ও সেনাপতিগণ প্রস্তুত হইয়া শত্রুদিগের বিপক্ষে গমন করিয়াছেন, কিন্তু সমরের শেষ ঘটনা কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই, শীঘ্রই প্রকাশ পাইবে।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

দুই বন্ধুর পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে পথিমধ্যে কথোপকথন।

প্রথম বন্ধু। কি বন্ধু আছ কেমন ?।

দুতীয় বন্ধু। আর ভাই প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছি, জিনিস পত্র যে মাহার্ঘ্য হয়েছে এতে আপনারি উদর পোষণ করাই কঠিন তাতে আবার ঘরে স্ত্রীপুত্র পরিবার পাঁচজন আছে, কি যে করিব তা কিছুই ভেবে ঠিক্ কত্তে পারি না।

প্রথম বন্ধু। বন্ধু সকলেরি কি এক রকম ? আমি ভাবি বুঝি আমিই খেতে পাই না, আঃ আবার তোমার দশা আমার মতন, তা ভাই এবার যে কেমন কোরে পেট চল্‌বে তা কিছু বলিতে পারি না।

চৌপদী।

হা! বন্ধু বলিব কত, দুঃখ সহি অবিরত,
অসুখের হদ্দমত, শরীর হতে হচ্ছে হে।
দেখে হে পৈঁযট্টি সাল, সাল নয় যেন সাল,
তিন টাকা মন চাল, দেখে ভয় কচ্ছে হে।।
চাল যদি মার্ঘ্য হল, কে ধরে শরীর বল,
উঠিবেক ক্ষুধানল, জোলে অতিশয় হে।
দেখিয়া চেলের ধারা, আর সব সঙ্গি যারা,
সকলে মিলিয়া তারা, এক দর কয় হে।।
দেখে বেগুণের দর, যেন আগুনের ঘর,
যত দ্রব্য পরস্পর, পুড়িতেছে বিষে হে।
মণ্ডার হইল মূল, তামাকের সহ তুল,
মরণের নাহি ভুল, প্রাণ বাচে কিসে হে।।
জিনিসের দুনো মূল্য, দিন দিন অগ্নিতুল্য,
কি আহার করি কল্য, তাই চিন্তা করি হে।
ট্যাক্সের জ্বালায় আর, কলিকাতা থাকা ভার,
কোথায় যাইব আর, তাই ভেবে মরি হে।।
বল বন্ধু কি প্রকার, সংসার চালাই আর,
লজ্জা মান রাখা ভার, বিষম বিপদ হে।
প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বলি তাই,
কেমনেতে রক্ষা পাই, নাহিক সম্পদ হে।।
মনোহর এসংসার, সকল সুখের সার,
সেই সুখি হয় যার, অর্থ কড়ি আছে হে।
খেটে খুটে খায় যারা, এসময়ে সুখি তারা,
মধ্যম যে সব লোক, আর নাহি বাচে হে।।
দেখিয়া কালের ধারা, চক্ষে বহে শত ধারা,
কিছুর আমার ধারা, ভেবে প্রাণ যায় হে।
শুনিলে সকল বন্ধু, ভাবি তাই দিনবন্ধু,
যা করেন জগবন্ধু, ইহার উপায় হে।।

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়।
সাং কলিকাতা কম্বলিয়াটোলা।

ভাল হইয়াছে।

প্রভাকর সম্পাদক।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

মনের প্রতি উপদেশ।

ত্রিপদী।

ওরে দুরাচার মন, কহ শুনি কিকারণ,
সাধুপথে বিরতি তোমার।
সত্য নিত্য আদিধন, যিনি বিশ্ববিভঞ্জন,
তাঁরে নাহি ডাক একবার।।
মোহমদে মাতিয়াছ, ভাল মন্দ নাহি বাছ,
উপদেশ দিলে কর দ্বেষ।
অহঙ্কারে সদা ভরা, শরাসম দেখ ধরা,
ভাবিলেনা কি হইবে শেষ।।
সুখ বুঝি চিরস্থাই, মনেতে ভেবেছ তাই,
দুখ আর ভুগিতে না হবে।
একি ভ্রান্তি ওরে মন, দেখি তোর একেমন,
এদিন কি চিরদিন রবে ?।।
মিছাময় এসংসার, ধন জন পরিবার,
কেহ কার আপনার নয়।
মুদিয়ে নয়নদ্বয়, কিছুই কিছুই নয়,
সমুদয় অন্ধকারময়।।
ষড়রিপু রিপু যারা, বিষম প্রবল তারা,
সদা তোরে করে জ্বালাতন।
তাদের অধীন হোয়ে পাপসঙ্গে, সঙ্গ লোয়ে,
ধর্ম্মপথ হোলি বিস্মরণ।।
অতএব শুন সার, ওরে ভ্রান্ত মনাসার,
যাহে পার হবি ভবার্ণব।
ভাব সেই ভবধবে, যাঁহারে ভাবিলে ভবে,
পুন আর আসিতে না হবে।।

শ্রীযদুনাথ দাস সেন।
সাং হোগলকুঁড়ে।

অতি উত্তম হইয়াছে।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "Prabhakar" Press,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৫২ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৭ আশ্বিন ১২৬৫ সাল। ইং ১২ অক্টোবর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টর সেল।

মৃতরাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সম্পত্তি বিষয়ে যে মোকদ্দমায় তারকনাথ মল্লিক বাদী এবং শ্রীমতি ব্রজসুন্দরী দেবী যিনি মৃত ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের শেষ উইল অর্থাৎ ইচ্ছাপত্রের কর্ত্রী তিনি প্রতিবাদী, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৮ এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টিয়াব্দের ১৯ এপ্রেল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতি ক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তর খানায় আগামি ২৭ নবেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিক্রীত হইবেক।

যথা।

১ দফা। বিশেষত জিলা রাজশাহির মধ্যে পরগণে লস্করপুর নামে বিখ্যাত জমীদারির দুই আনা রকম অথবা সমান শোলো অংশের একাংশ এবং পোনেরো গণ্ডা অথবা সমুদয় বিষয় শোলো অংশে বিভক্ত জ্ঞান করিয়া উক্ত শোলো অংশের তিন ভাগের চতুর্থ ভাগ এবং শোলো ভাগের যে দুই ও তিন কোয়াটর এইক্ষণে জিলা রাজশাহির কালেক্টরী শিরিস্তায় ১৫৮০ নম্বর নথির শামিল আছে এবং যাহার বাৎরিক রাজস্ব কোম্পানির ৩১,৯৫০ ।।১১ একত্রিশ হাজার নয় শত পঞ্চাশ টাকা আট আনা এগারো পাই গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয় এবং যে উক্ত দুই তিন কোয়াটরের মধ্যে অনেক মৌজা কিসমত চক ও তরফ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থান ও কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা ময়মন সিংহের মধ্যে পরগণে থোঙ্গরিয়া ও জয়ানশাহি নামে বিখ্যাত যে জমীদারি তাহার শোলো অংশের দুই অংশ অর্থাৎ সমুদয় বিষয়কে শোলো ভাগে বিভক্ত জ্ঞান করিয়া তাহার দুই আনা হিস্যা বা রকম এবং তাহার সহিত যে সকল গ্রাম বা মৌজা আছে যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানির ৯,৩৮৫।৵২ নয় হাজার তিন শত পঁচাশী টাকা ছয় আনা দুই পাই গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয়, তাহা উক্ত স্থান ও কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

এই সকল বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ ও বিক্রয়ের নিয়মাদি এবং ফর্দ্দ উপরোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের দপ্তর খানায় অথবা মিসুয়ার্স ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ বাদী পক্ষীয় উকীলদিগের পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের ১১ নম্বর ভবনে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

W, MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH.
Complt's Atty.

ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ।
প্রতিবাদি পক্ষের উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

Plastic Covered Document

বিজ্ঞাপন

মাষ্টর সেল।

যে মোকদ্দমায় বিবি মহোর আবজুন বাদী এবং শেখ জোমান বারবর ও বিবি জানসন এবং মৃত শেখ আনিস বারসরের কন্যা উত্তরাধিকারিণী ও প্রতিনিধি প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন সালের ২৭ মার্চ্চ তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে মহানগর কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টঘরে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ৮ নবেম্বর সোমবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় নীচের লিখিত বিষয় সকল বিক্রীত হইবেক, যথা।

মহানগর কলিকাতার অধীন কলিঙ্গা নামক স্থানে নং ২ আনিস বারবরের লেনে যে এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৵২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে যে এক একতালা গৃহ আছে যাহা মৃত আনিস বারবারের সম্পত্তি তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবে।

বিশেষত মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত তেরেটির বাজার নামক স্থানে নং ৩ যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি এবং বাটী যাহা অনুমান ৷৷/৯ পোনেরো কাঠা নয়ছটাক নয় কাঁচ্চা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং যাহা মৃত শেখ আনিস বারবারের সম্পত্তি তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য সমাচার মাষ্টর আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

W. H. ABBOTT.
Compli's Atty.

ডবলিউ, এইচ, এবট।
বাদীপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টশত ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, আগামি পুজার মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃতরূপ মে, আমোদি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি! নাটকে মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে, যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটককর্ত্তা।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্র।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫

বিজ্ঞাপন।

পদ্মিনীর উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত উক্ত বীর-করুণ-রসাশ্রিত মনোহর কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা চৌরঙ্গী সদর ষ্ট্রীট ১০ নং ভবনে এডুকেশনগেজেট আফিসে তত্ত্ব করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবেন, মূল্য ২ টাকা প্রদেশবাসি মহাশয়েরা উক্ত মূল্য ভিন্ন ৵০ আনা মূল্যের ডাকষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	.... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর	.... ১৲
শুকেতিহাস	.... ॥৹
সুধীরঞ্জন	.... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন	.... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নাটক প্রথম খণ্ড	.... ১৲
স্বপ্নদর্শন	.... ৵

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গবিদ্যোৎসাহিনী সভা।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, উপরোক্ত সভা, যাহা মাসদ্বয় হইল সিমুলিয়া হরি ঘোষের ষ্ট্রীটে ৺ বাবু রামচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের ৩৫ নং ভবনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে সম্প্রতি ৺ শারদীয়া পূজোপলক্ষে তাহার কার্য্যাদি ২ দুই সপ্তাহের নিমিত্ত স্থগিত রহিল।

শ্রীপ্রিয়মাধব বসু।
সম্পাদক।

কলিকাতা সিমুলিয়া
সন ১২৬৫ সাল তাং
২১ আশ্বিন।

সংবাদ প্রভাকর

৯৭ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

গাজিপুর এবং সাহাবাদ জিলা মধ্যে অদ্যাপি বহু সংখ্যক বিদ্রোহি দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, এনিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট গাজিপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি এমত অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যে প্রাপ্তুক্ত স্থানদ্বয়ের মধ্যে ভাগীরথীর উপরীভাগে কয়েক থানা নৌকা সতর্কতা পূর্ব্বক যেন রক্ষিত করা হয়। আমরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ বন্ধুদিগের প্রেরিত পত্রপাঠে বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি, সংপ্রতি অন্যান্য স্থানাপেক্ষা গাজিপুর এবং সাহাবাদ জিলা মধ্যে বিদ্রোহিদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব আছে। বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনাদিগের হস্তে অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরেরা আর কতকাল আপনাদিগের প্রবলতা রক্ষা করিবে? প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তবে যে স্বল্প সংখ্যক আছে তাহারা আগামি শীতঋতুর প্রারম্ভেই কালসদন দর্শন করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহাভাব।

প্রেরিত পত্র

পূজনীয় শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণেষু।

প্রণাম পুঃসর নিবেদন মিদং।

সম্পাদক মহাশয়! আমি বহুকালাবধি আপনকার প্রভাকর পত্রৈকপার্শ্বে রচনাদি প্রস্তুত করত প্রকটনার্থে অভিলষিত হই কিন্তু রচনা আমারদিগের মনোনীত না হওয়াতে মহাশয়ের নিকট প্রেরণে লজ্জিত হই, বিশেষত যে বিষয় আমারদিগের মনোনীত না হয় সে বিষয় মহাশয়ের ও মহাশয়ের পাঠকগণের যে চিত্তরঞ্জন হইবেক, এমত কদাচ সম্ভাব্য নহে অতএব এমূর্ত্থের রচনা ভবদীয় প্রভাকর প্রভাকরে স্থান প্রাপ্ত হইবে কিনা এই আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রেরণে ক্ষান্ত হইয়া নিরুত্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকি, এক্ষণে এ প্রদেশে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হওয়াতে তাহা আপনার ও আপনকার পাঠকবর্গের গোচর করণে ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম, অনুকম্পা পুরঃসর আপনকার অমূল্য প্রভাকরে সংশোধন পূর্ব্বক স্থানদান দিয়া চিরবাধিত করিবেন।

অত্র কটক সহরের অন্তঃপাতি বসুপাড়া নামক গ্রামনিবাসী জনেক চাসার সার্দ্ধ-চতুর্থবর্ষ বয়স্কা একটি বালিকার রজস্বলা হইয়াছে এই আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শনার্থে উল্লেখিত গ্রামে ঐ চাসার ভবনে এতদ্দেশীয় অনেক লোকের সমাগম হইতেছে আমি পরম্পর শ্রুত হইলাম, যৎকালীন উক্ত বালিকাটি ঋতুমতি হয় তখন তাহার মাতা পিতা ঐ বালিকার কটিদেশে বস্ত্রাবরণ করিয়া দেন কিন্তু সে অবলা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত বস্ত্রাদি কটিদেশ হইতে খুলিয়া নিক্ষেপ করে তাহাতে তাহার মাতা পিতা লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ বস্ত্রাবরণ পরাইয়া দেয়, ফলত সে স্বভাব-দোষে কোনো মতেই অঙ্গে বস্ত্র রাখেনা এজন্য তাহার সর্ব্বাঙ্গ সকলেরি নয়নগোচর হইয়া থাকে এবং ১৪।১৫ বর্ষ বয়স্কা যুবতির ন্যায় হৃদয়ে স্তনও উদ্ধৃত হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! পরম কারুণিক পরমেশ্বরের যে কি প্রকার মায়া কেহই জানিতে পারেননা নিবেদন ইতি তারিখ ৩০ আশ্বিন।

অনুগত শ্রীবেণীমাধব গুপ্ত।
সাং সহর কটক।
সাহেব জাদাবাজার।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত প্রবন্ধটী আপনকার প্রভা-

Plastic Covered Document

কর পত্রৈকপার্শ্বে প্রকটন করিয়া বাধিত করিবেন ॥

আকাশীয় শোভা তথা ধূমকেতু ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্থাৎ দিবাকর কিরণ-জাল লুক্কাইত করিলে আকাশ অতি অপূর্ব্ব শোভার আধার হইয়া থাকে । নীল, পীত প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণ একত্রিত হওয়াতে বোধ হয় যেন প্রকৃতি বর্ণের উৎকৃষ্টতা নির্ণয় জন্য মানবদিগের প্রতি বিচারের ভার অর্পণ করিতেছেন, অথবা নানা প্রকার মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া মানবদিগের প্রশংসা প্রাপণাশায় প্রতিনিয়তই প্রদর্শন করাইতেছেন । মধ্যে মধ্যে মেঘমালা হইতে সৌদামিনী সুচারু শোভার সহিত প্রকাশ পাইয়া অমনি অম্বুদ-অঞ্চলের অন্তরালে অপ্রকাশ হইতেছে ।—যদ্দ্বারা বোধ হয় যেন দেবকন্যাগণ প্রকৃতির কীর্ত্তিকলাপ বিলোকন করিতে আসিয়া পরম পুলকে প্রাপ্ত হইয়া ইযদ্ধাস্য করত " নারী ধর্ম্ম প্রযুক্ত " লজ্জায় লুক্কাইত হইতেছে । আহা! এই সকল শোভা সন্দর্শন করিলে মন কিপর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকে তাহা বর্ণে বর্ণিবার ক্ষমতাতীত। এই সকল শোভায় মানস সততই সুখ দান করে, কিন্তু কিয়দ্দিবসাবধি ধূমকেতু উদিত হইয়া মনকে কিরূপ বিমোহিত করিতেছে তাহা রচনীয় নহে, এরূপ শোভার ব্যাপার কখনই নয়নপথের পথিক হয় নাই, এই নিমিত্ত আরো অধিক আশ্চর্য্য বিবেচনা করিতেছি পুরাকালাবধি শত শত ধূমকেতু প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের বিষয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা বিশেষ রূপে অবগত নহেন, কেহ কেহ কহিয়া থাকেন ইহাদিগের (টেল) অর্থাৎ নিশানবৎ পশ্চাদংশ, ধূমমাত্র, ও অতিশয় লঘু। এরূপ সিদ্ধান্ত অলীক বোধ হয় না, যেহেতুক লঘু না হইলে আমরা কখনই ইহার মধ্যদেশ দিয়া নক্ষত্রাদি নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না। বিশেষত আমাদিগের শাস্ত্রকারেরাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যাহার প্রমাণ ধূমকেতু শব্দ দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, এই ধূম সূর্য্যের কিরণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তপনতাপে ধূমকেতুর উপরস্থিত জল শুষ্ক হইয়া ধূম আকার ধারণ করে-ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে ধূমকেতুগণ সূর্য্যের নিকটে যত আগমন করে ততই তাহাদিগের ধ্বজা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ইউরোপীয় বিলাতীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা আরো কহেন যে উহাদিগের ধ্বজা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে আমাদিগের পৃথিবীর নিকট দিয়া গতি করে, এরূপ হইলে এই ধূমকেতুটীও পৃথিবীর সন্নিকটস্থ হইতে পারে, যাহাহউক তাহা হইলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হইবেক না।

পৃথিবীর অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে ধূমকেতু অমঙ্গলসূচক চিহ্নমাত্র, ইহা প্রকাশ পাইলে কোনো না কোনো বিভ্রাট ঘটিয়া উঠে, আহা ! ব্যক্তিদিগের কি ভ্রম ! যদ্দ্বারা বিভুর অপার মহিমা প্রকাশ পায় তাহাই তাহারা অশুভ ঘটনা বলিয়া রটনা করে, আহা ! ইহা সন্দর্শনে ভাবুকদিগের মনে কত শত না ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরম পিতার কৃপার ব্যাপার কি অপরে চতুর্দ্দিগে তাহার মহতী কীর্ত্তিকলাপের উপমার স্থল থাকিতেও মায়মদে মত্ত হইয়া তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্রও করি না, তথাপিও আমাদিগের প্রতি তাহার কি অবিচলিত স্নেহ, পাছে আমরা তাহার কীর্ত্তিকলাপ সন্দর্শন না করি এই নিমিত্ত তিনি মধ্যে মধ্যে আকাশমণ্ডলে এবম্প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া মানবদিগের মনকে প্রতিনিয়তই তাহার নিকটে নিবেদিত করিতেছেন কিন্তু আমরা কি মূঢ় ! এই ক্ষণেই তাহার কীর্ত্তি বিলোকন করিয়া প্রেম বশে আর্দ্র হইতেছি, তাহার পরক্ষণেই মায়া রূপে পতিত হইয়া সমুদায় বিস্মৃত হইতেছি ।

পদ্য ।

ভ্রমণ করিত গোল, তাটনীর তটে ।
কত রূপ, চারু রূপ, দৃষ্টি পথে ঘটে ।।
সূর্য্যের প্রতাপ হেরে, হোয়ে সশঙ্কিত ।
মেঘ-জালে তারাগণ, ছিল লুক্কাইত ।।
দিনকর ঘনকর, করি নিরীক্ষণ ।
উদিত হোতেছে সবে, ছাইয়া গগন ।।
তাহে আর তারাপতি, থাকি তারাসনে ।
বিরাজিত হোতেছেন, নভো সিংহাসনে ।।
নিজকর প্রসারিয়ে, হায়ে কৃপাময় ।
তিমির অরির দর্প, করিছেন ক্ষয় ।।
এইরূপে প্রতি নিশা, কিবা রূপ ধরে ।
বর্ণের কি সাধ্য তাহা, বিচিত্রিত করে ।।
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য হেরি, মানবের মন ।
প্রভুর প্রকাণ্ডকাণ্ড, করে না স্মরণ ।।
সদাই উন্মত্ত থাকে, বিষয় ব্যাপারে ।
মায়ায় মোহিনী মূর্ত্তি ভুলিতে না পারে ।।
দেখরে পামর মন, তোমার কারণে ।
কি অদ্ভুত সব শোভা, উদিত গগনে ।।
একেতো তারায় আছে, খচিত আকাশ ।
তাহে ধূমকেতু দেখ করিছে বিনাশ ।।
হায় কিবা পাপমতি, মানবের মন ।
বিভুর এ মহিমার, কহে কুলক্ষণ ।।
অজ্ঞ ব্যাপার পৃথ্বী, কোরেছে দূরিত ।
তবু তাহে পাপ মন, না যায় কুচিত ।।
দিনকর, শশধর, হেরি অবিরত ।
কোন মতে, মন তাহে, নাহি হয় রত ।।
মনুজের মন পদ্ম, প্রফুল্ল কারণ ।
কোরেছেন বিভু এই, অদ্ভুত সৃজন ।।
যাহা হেরি মানবেরা, মোহিত হইয়া ।
বেড়াতেছে বিভুগুণ, কীর্ত্তন করিয়া ।।
এই অপরূপ রূপ, করি নিরীক্ষণ ।
নরভাবে আর্দ্র হয়, ভাবুকের মন ।।
ধূমের নিশান এরে, কহে অভিধান ।
বটে বটে এই নাম, নহে অবিধান ।।
হঠাৎ হেরিলে মনে, হয় হেন জ্ঞান ।
আকাশ উপরে বুঝি, উড়িছে নিশান ।।
হয়েছে ভারত ভূমি, রাণীর শাসনে ।
ইহা শুনি কয়ধ্বনি, করে প্রজাগণে ।।
ইহার শরণ কেতু, হত শ্বেত নর ।
আলোময় করিবেক, প্রধান সহর ।।
বোধ হয় এ আনন্দ, জানাবার তরে ।
প্রকৃতি তুলেছে কেতু, গগন উপরে ।।
অথবা এরূপ ভাব, হোতে পারে মনে ।
বিদ্রোহ দমন ধ্বজা, উঠেছে গগনে ।।
মায়ায় রয়েছো মুগ্ধ, ওরে মূঢ় মন ।
ভুলেছো সে কৃপাময়, ব্রহ্মাণ্ড কারণ ।।
ভুলেছো অসত্য ধূম্রা, সত্যরূপ স্থলে ।
মিশায়েছো পাপ পঙ্ক, ধর্ম্মরূপ জলে ।।
সদাই মোহিত আছ, খেয়ে মোহমদ ।
অদ্যাপিও শিখিলে না, কিসে থাকে পদ ।।
কখন বিভুর কীর্ত্তি, করনা কীর্ত্তন ।
কাল অতি নিকটেতে, নাস্তিক স্মরণ ।।
তাইবলি কর কর, মানস আমার ।
অসার সংসারে শুধু, বিভু নাম সার ।।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।
সাং কুমারহট্ট ।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press*,

তোমারি উপরে আছে, বিচারের ভার ।
কর কর কর নাথ, কর সুবিচার ॥
কার কাছে ফুট আমি, মুখের বচন ? ।
তোমা বই, কারে কই, কে আছে এমন ? ॥
ভেদ বোধ নাহি যার, সেই ভাবে ভেদ ।
মাতালে মাতাল বলে, এই বড় খেদ ॥
দিবা নিশি ঘোর-মদে, মত্ত যেই রয় ।
সে আবার কোন্ মুখে, মদ মদ কয় ? ॥
আমি তুমি, কারে বলে, কারো বোধ নাই ।
জাতি, কুল, অহঙ্কারে, মেতেছে সবাই ॥
অভিমান সুরাপানে, ধৈর্য্য থাকে কার ।
গৌরব রৌরব-হ্রদে, না পায় পাথার ॥
জাতি, কুল, অভিমান, আর নাহি রাখি ।
সর্ব্বত্যাগী হোয়ে নাথ, তোমা নিয়ে থাকি ॥
একঘোরে হোয়ে করি, আত্ম-যাগ-ক্রিয়া ।
কি হইবে, বাহিরের, শতঘর নিয়া ? ॥
জাতি নাই, গোত্র নাই, নাই তব কুল ।
স্বভাবে অমূল নিজে, নাই তব মূল ॥
তোমায়, যে, পিতা জেনে, ধ্যান করে মনে ।
জাতি কুল, ধর্ম্ম, তার, থাকিবে কেমনে ? ॥
দোহাই দোহাই নাথ, তোমার দোহাই ।
কিছুই না চাই আর, কিছুই না চাই ॥
জগতের ত্যজ্য হোয়ে, সমাজে না রই ।
কোনোকালে তোমা ছাড়া, যেন নাহি হই ? ॥

লীলাবতীর পরিচয় ।

লীলাবতীর পরিচয় প্রসঙ্গে গত ১ বৈশাখের প্রভাকরে আমরা ঐ প্রসিদ্ধা মহিলাকে ভাস্করাচার্য্যের প্রণয়িনী বলিয়া পরিচয় প্রদান করাতে শ্রীযুত সুরতনাথ দত্ত নামক আমারদিগের এক আত্মীয় ব্যক্তি লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া তৎ পোষক প্রমাণ-সহ এক পত্র লেখেন, আমরা ১ জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে সেই পত্রখানি প্রকাশ পূর্ব্বক তৎ খণ্ডনার্থ প্রমাণ প্রয়োগ সহ স্বমত সংস্থাপনজন্য এক উত্তর লিখি, তদ্দৃষ্টে এক পণ্ডিত মহাশয় " কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য " ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সুধী পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, যে, ঐ লেখক মহাশয়ের মতে " লীলাবতী " ভাস্করাচার্য্য প্রণীত অঙ্ক গ্রন্থের প্রথমভাগের নাম মাত্র, লীলাবতী উক্ত আচার্য্যের ভার্য্যা বা কন্যা নহেন ।

পরন্তু আমারদিগের বন্ধুবর সুলেখক বাবু নীলমণি বশাখ মহাশয়, যাঁহার গ্রন্থ প্রমাণে প্রথম পত্র-প্রেরক মহাশয় লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, উপস্থিত প্রসঙ্গ উপলক্ষে সেই গ্রন্থকর্ত্তা মহাত্মা স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও সাদরে পশ্চাদ্ভাগে প্রকাশ করিলাম । গুণি পাঠকবৃন্দ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, যে, আমারদিগের বশাখ বন্ধু মহাশয় গ্রন্থরচনাকল্পে নানাবিধ ইতিহাস গ্রন্থাদির মত সংগ্রহ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ এক প্রসিদ্ধ প্রামাণিক যবন গ্রন্থকর্ত্তার অনুশীলনক্রমেই তিনি লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।

লীলাবতীর পরিচয় প্রসঙ্গে আমারদিগের পক্ষ বিপক্ষ উভয় পক্ষেরই প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে, ইহাতে সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়েরা যে পক্ষের সিদ্ধান্ত সাব্যস্থ করিবেন তাহাই গ্রাহ্য হইবেক ।—আমরা এবিষয়ে আর অধিক লিখন আবশ্যক বোধ করিনা, স্বমত পোষকার্থ যদিচ আমরা ১ জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে কয়েকটী প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি এবং যদিও তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করি, তথাপি উপস্থিত বিচারে অতি সঙ্ক্ষেপমাত্র লিখিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করণে বাধ্য হইলাম ।

পূর্ব্বাপর প্রায় দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, যে, কোনো গ্রন্থের দোষ গুণ ইত্যাদি বিবরণ করণ পক্ষে সামান্য লেখক অপেক্ষা তদ্গ্রন্থের টীকাকারেরাই অধিক আদরণীয় ও প্রামাণ্য হয়েন ।—ফলতঃ যিনি যে বিষয়ে অধিক আলোচনা এবং অনুসন্ধান করেন, তিনি তদ্বিষয়ের অধিক অর্থজ্ঞ হইবেন ইহা বিচিত্র কথা নহে । লীলাবতীর পরিচয় পক্ষে আমরা সেই বলে বলী হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি, অর্থাৎ উল্লেখিত লীলাবতী গ্রন্থের টীকাকার যাহা লিখিয়াছেন, আমরা সেই মতকেই প্রধান ও অকাট্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি এবং করিব ।

সুপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রেরিত পত্রখানি সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন ।

যথা ।

"মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

(লীলাবতীর পরিচয় ।)

"মহাশয় !

আমরা আপনার মাসিক ও প্রাত্যহিক প্রভাকর পত্র প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করিয়া থাকি । কোন বিষয়ের বাদানুবাদ উপস্থিত দেখিলে মনুষ্য মাত্রেরই অন্তঃকরণে একখান না একখান নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে । তদনুসারে আপনার পত্রিকাতে সময়ে সময়ে প্রকটিত বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন সময়ে আমাদের মনেও নানাভাব আন্দোলিত হইতে থাকে, কিন্তু আমরা আপনাদিগের বিষয় কার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত, সুতরাং অধিক অবকাশ পাই না এবং সংবাদ পত্রে লেখালিখিও বড় অভ্যাস নাই, এজন্য হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায় । যাহাহউক, মহাশয়ের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকর পত্রে "লীলাবতীর" পরিচয় বিষয়ে নানারূপ বাদানুবাদ দেখিয়া কতিপয় পংক্তি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । কাহারো প্রতি বাঙ্গোক্তি করা, কি কাহারো মত ভ্রান্ত বলিয়া উপহাস করা আমার কোনরূপেই অভিপ্রেত নহে । অতএব আমি প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন পক্ষের নাম গন্ধ না করিয়া আমাদিগের যেরূপ সিদ্ধান্ত জানাইয়াছি, তাহাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম ।

আমাদিগের বোধে "লীলাবতী" ভাস্করাচার্য্যের নন্দিনী বা প্রণয়িনী কেহই নহেন । ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ে "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" নামক এক গ্রন্থ করেন । ঐ গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত, প্রথ-

মভাগের নাম লীলাবতী, দ্বিতীয়ভাগের নাম বীজগণিত, তৃতীয়ভাগের নাম গোলাধ্যায়, চতুর্থ ভাগের নাম গণিতাধ্যায়। গ্রন্থকার প্রথমভাগের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যথা।

পাটীং সদ্গণিতস্য বচ্মি চতুরপ্রীতি-
প্রদাং প্রস্ফুটাং সংক্ষিপ্তাক্ষরকোম-
লামলপদৈ র্লালিত্য লীলাবতীং ॥

অর্থাৎ নির্ম্মল পদাবলী দ্বারা লালিত্যের লীলাবিশিষ্ট সদ্গণিতের পাটী বলিতে আরম্ভ করিলাম।

এস্থলে স্পষ্টই দৃষ্টই হইতেছে যে, এই গ্রন্থে লালিত্যের লীলা অর্থাৎ বিলাস আছে বলিয়াই ইহার নাম লীলাবতী হইয়াছে, গ্রন্থকার "অয়ে বালে লীলাবতি" ও "বালে বাল কুরঙ্গলোলনয়নে লীলাবতি প্রেচ্যতাং" ইত্যাদি উদাহরণে কামিনীকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সে কামিনী প্রকৃত কামিনী নহে, গ্রন্থকার স্ব-রচিত গ্রন্থের নামধেয়কেই আরোপিত কামিনী করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ঐ রূপ প্রশ্নে রচনার বিশেষ লালিত্য হয় বলিয়া সংস্কৃত করিয়া প্রশ্ন স্থলে প্রায় ঐ রূপ রীতিই অবলম্বন করিয়া থাকেন। লীলাবতী যে গ্রন্থের নাম মাত্র ইহা যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করেন তাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ গ্রন্থ একবার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেই তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ১৭৬৮ শকাব্দে নাগরাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠে দেখিতে পাইবেন "ইতি শ্রীভাস্করাচার্য্য বিরচিতায়াং লীলাবত্যাং ক্ষেত্র ব্যবহার সমাপ্ত" ১১১ পৃষ্ঠে 'ইতি লীলাবত্যাং ছায়াধিকার সমাপ্ত তামসাং" ১২৪ পৃষ্ঠে "ইতি লীলাবত্যামঙ্কপাশ" তথা ঐ পৃষ্টে অগাধবোধ মহিমাসোহস্যাঃ কবির্ভাস্করঃ" তথা ঐ পৃষ্টেই "ইতি ভাস্করাচার্য্য বিরচিতে সিদ্ধান্ত শিরোমণৌ লীলাবতী নামক প্রথম খণ্ড সমাপ্ত"। এই সকল প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া "লীলাবতী" নাম্নী কামিনী "লীলাবতী নামক গ্রন্থের রচয়িত্রী এই ভ্রমে বোধ হয় আর কেহই পাদক্ষেপ করিতে পারিবেননা। আর গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডে কেবল লীলাবতীকেই সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন এমত নহে "সখে নবানাঞ্চ চতুর্দ্দশানাং "পূর্ব্বং কৃতানাঞ্চ সখে কৃষ্ণানাং" "পঞ্চদশদিক সহিতা গণকাষ্টষষ্ঠি" ইত্যাদি উদাহরণে "সখে" "গণক ইত্যাদি সম্বোধন বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছেন।

অপিচ গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডেই এই রূপ প্রশ্ন রীতি প্রকাশ করিয়াছেন এমত নহে তিনি বীজগণিতে "বীজজ্ঞ', গোলধ্যায়ে "গোলজ্ঞ., ইত্যাদি সম্বোধন পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকলের প্রমাণ উদ্ধার করা বাহুল্য, যাঁহার অভিলাষ হইবে তিনি ঐ গ্রন্থ একবার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেই সমুদয় দেখিতে পাইবেন এবং ইহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন যে লীলাবতী যদি ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বা পত্নী হইতেন এবং লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থ চয় স্বনামোদাহরণ সংযুক্ত তাঁহারই রচিত হইত, তবে প্রথমখণ্ডে যেমন লীলাবতী পদে সম্বোধন আছে দ্বিতীয়াদিতেও অবশ্যই সেইরূপ থাকিত, কিন্তু যখন তাহা না হইয়া প্রথমখণ্ডে অর্থাৎ লীলাবতীতে "লীলাবতী,, পদের ও "বীজগণিতে,, বীজজ্ঞ পদের ও গোলাধ্যায় প্রভৃতিতে গোলজ্ঞ প্রভৃতি পদের সম্বোধন দৃষ্ট হইতেছে, তখন লীলাবতীকে গ্রন্থের নাম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?।

ইহাতে যদি কেহ বলেন, যে, লীলাবতী উক্ত গ্রন্থ সমুদয়রচনা না করুন, কিন্তু তিনি ভাস্করাচার্য্যের নন্দিনী বা প্রণয়িনী ছিলেন তাহাতে তোমার আপত্তি কি? ইহাতে আমার উত্তর এই যে, কিছুমাত্র নহে, কিন্তু সেই লীলাবতীই যে বিদ্য বুদ্ধি দ্বারা জগদ্বিখ্যাত লীলাবতী ছিলেন ইহা কোনোমতেই স্বীকার করিনা।

লোকে স্ত্রী-লোকের বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ স্বরূপ যে লীলাবতীর নামোল্লেখ করিয়া থাকে, তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহাত্মা উদয়নাচার্য্যের দুহিতা এবং মণ্ডন মিশ্রের বণিতা প্রসিদ্ধ আছে যে, এই এই স্ত্রী এরূপ বিদ্যাবতী ছিলেন, যে, শঙ্করাচার্য্যর সহিত নিজ পতি মণ্ডন মিশ্রের যৎকালে বিচারারম্ভ হয়, তখন তিনি মধ্যস্থতারলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার বিবেচনানুসারে মণ্ডন মিশ্রের বিচারে পরাজিত হইয়া বিদ্যারণ্য নামে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইলে পর, তিনিও পতিব্রতা ব্রতের পরাকাষ্টা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বামির প্রত্যবেক্ষিত মধ্যের পরিচারিকা হইয়া যাবজ্জীবন যাপন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের বিচার সংক্রান্ত প্রাচীন পরম্পরা একটি মনোরম ইতিহাস আছে এবং তদ্ঘটিত ২১ শ্লোক ও সংস্কৃতানুশীলক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেরই অভ্যাস আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিতে পারিলামনা, যাঁহারা জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল হইবেন। তাঁহারা "এডুকেশনল গেজেট" নামক সংবাদপত্রের সন ১২৬৩ সালের ১১ মাঘের ৩০ সংখ্যক পত্র হইতে ৩২ সংখ্যক পর্য্যন্ত পত্রে প্রকাশিত "বেদান্তের অদ্বৈতবাদ স্থাপন ও তৎ সংক্রান্ত ইতিহাস নামক প্রস্তাবটী পাঠ করিলে সমুদয় অবগত হইতে পারিবেন, ইত্যলং বিস্তরেণ ৯ জ্যৈষ্ঠ।

কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য।

মান্যাগ্রগণ্য সুলেখক সাধু-গ্রন্থকর্ত্তা বশাখ বাবুর লিখিত পত্রে সকলে কৃপা পূর্ব্বক নয়নান্তপাত করুন।

"বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

আপনি ১ জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে লীলাবতীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলাম। আমি নবনারী গ্রন্থে লিখিয়াছি, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা, আপনি কহেন, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের ভার্য্যা, এবং তৎপ্রমাণার্থ লেখেন, যে, শব্দকল্পদ্রুমে তাঁহাকে ভাস্করাচার্য্যের ভার্য্যা বলিয়া লিখিয়াছে, আমি শব্দকল্পদ্রুম, পুস্তক দেখি নাই "ফৈজী-নামে আকবরের বিখ্যাত মন্ত্রী সংস্কৃত ভাষা হইতে লীলাবতী গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া তাহার ভূমিকাতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়া লীলাবতীর জীবনচরিত লিখিয়াছি। ঐ স্থলে লেখে, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা, এবং লীলাবতী গ্রন্থ ঐ আচার্য্যের প্রণীত। ঐ গ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুম অপেক্ষা নবীন নহে, এবং তাহা অতি মান্য, যদি আপনি আলস্য ত্যাগ করিয়া নবনারীর মধ্যে লীলাবতীর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে বিস্তারিত জানিতে পারিতেন, তাহা পাঠ না করিয়া আনুমানিক এক কথা লিখিয়াছেন, যে আমি কোনো অবিজ্ঞ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছি, একথা নিতান্ত অমূলক। পুস্তক পাঠ করিলে এই ভ্রম হইতনা।

ভারতবর্ষের কথা উপলক্ষ করিয়া আপনি আরো লিখিয়াছেন, আমি শুনা কথা লইয়া পুস্তক লিখিয়া থাকি, একথা প্রকৃত নহে। যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহা সমুদয় প্রাচীন সংস্কৃত ইংরাজী ও পারস্য পুস্তক দেখিয়া লিখিয়াছি। ঐ

ইতিহাসে ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ে দুইটি প্রস্তাব অপর দুই ব্যক্তি লিখিয়া দিয়াছিলেন, পুস্তকের মধ্যে তাঁহাদের নাম লিখিয়া দিয়াছি, যদি তাহাতে ভ্রম দৃষ্টি হয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন, দ্বিতীয়বার ছাপাকালে ভ্রম সংশোধন করিব। ভ্রমোল্লেখ না করিয়া ভ্রমের কথা লিখিলে লোকের মনে মিথ্যা ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, অধিক কি লিখিব? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রখানি মাসিক অথবা প্রাত্যাহিক প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন।"

শ্রীনীলমণি বশাক।

তাং ১৪ জ্যৈষ্ঠ।

এই স্থলে আমরা উল্লেখিত উভয় পত্রপ্রেরক মহাশয়ের উক্তির উপর অধিক বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া "লীলাবতী" গ্রন্থের টীকাকর্ত্তা "ভবেশ" নামক মহাত্মা মহোদয় মঙ্গলাচরণ শ্লোকের যে টীকা করেন, শব্দকল্পদ্রুম হইতে কেবল তদবিকল নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, এতদ্দৃষ্টে সাধারণে সুবিচার করুন।

যথা।

"লীলাবতী।—ভাস্করাচার্য্যস্য পত্নী।"

তৎ কৃতাঙ্কগ্রন্থঃ। যথা। গোদাবরীতীর-নিবাসিনো মহারাষ্ট্র দেশোদ্ভবস্য শ্রীভাস্করাচার্য্যস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ সুপ্রিয়া লীলাবতী বিরহ বিক্ষিপ্ত হৃদয়স্য তাং পুদৈর্লীলাবত্যা লীলাবতীমিব। ইতি লীলাবতী গ্রন্থস্য মঙ্গলাচরণ শ্লোকস্য টীকায়াং ভবেশঃ।"

সর্ব্ববিষয়ের সংশয়চ্ছেদক মহামান্য বিদ্যাবিতরক অদ্বিতীয় বিদ্যানুরাগি দেশহিতার্থি রাজশ্রীরাধাকান্ত বাহাদুর নিজ প্রণীত "শব্দকল্পদ্রুমাভিধানে উক্ত বচন প্রকটন করিয়াছেন, উক্ত গুণযুক্ত শ্রীযুক্ত রাজা বহু যত্নে বহু দেশ হইতে বহুশাস্ত্রজ্ঞ বহুবিধ পণ্ডিত দ্বারা বহু প্রকার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, অতএব তিনি স্বীয় বিশ্বব্যাপক গ্রন্থে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমরা কোনোমতেই অমান্য বলিতে পারিনা, এবং বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত কেহ অমান্য করিলে, তাহাও কখনো সহ্য করিতে পারিবনা।

বিশেষতঃ টীকাকার ভবেশ মহাশয় যখন স্পষ্টরূপেই লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তদ্বিষয়ে আর কি বিশেষ সংশয় হইতে পারে?—আমারদিগের পরম পূজ্য "প্রভাকর পাঠক নামধারী" জ্ঞানমণ্ডিত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃষ্টরূপ প্রমাণে ইহার অন্যথা করিয়া নিশ্চয়রূপে এমত সাব্যস্ত করিতে পারেন যে "লীলাবতী" কখনই ভাস্করাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী নহেন, "লীলাবতী" কেবল একখানি গ্রন্থ, তাহা হইলে আমরা আনন্দচিত্তে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার চরণ পূজা করিব। সাধু বিষয়ের যতই অধিক আন্দোলন হইবে ততই আমরা কল্যাণের বিষয় বলিয়া শ্লাঘা করিব। অপিচ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এজুইকেসন গেজেটের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহার মর্ম্মার্থ লিখিয়া প্রেরণ করিলে অত্যন্তই উপকৃত হইব।

সুবিজ্ঞোত্তম সুধার্ম্মিক শ্রীযুত নীলমণি বশাখ মহাশয় যে "ফৈজির" নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি অতি প্রধান লোক ও প্রামাণিক পুস্তককর্ত্তা বটেন, কিন্তু এই স্থলে টীকাকারকের অপেক্ষা ফৈজি নামক যবন পণ্ডিতের উক্তি অধিক বিশ্বাস্য কখনই হইতে পারেনা, এবিষয় তিনি আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন। অপিচ আর আর বিষয় ভবিষ্যতে প্রসঙ্গাধীনে লেখনী ধারণ করা যাইবে।

পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্ত গতি।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু।

আপনকার ১ জ্যৈষ্ঠ দিবসীয় মাসিক প্রভাকরে পত্রে চাকা পোগোস বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বিক্রমপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্ত গতি বিষয়ক প্রবন্ধ যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে উক্ত মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়, কারণ পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে মহাজনগণ নানা পদার্থ আবিষ্কৃয়া দ্বারা জনগণের চিত্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দৃষ্টান্ত স্থল কেবলইউরোপীয়জনগণেরাই আছেন যেহেতুতাহারা এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া ভূমণ্ডলের উপর মহাসুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, ভারতভূমিতে যবনাধিকার হওনাবধি আবিষ্কৃয়া নামের গন্ধও নাই, তাহাতে এদেশীয় মহাশয়দিগের বোধে এই স্থির হইয়াছে, যে, শাস্ত্রোক্ত ভিন্ন কোনো বিষয় নূতন হইতে পারেনা। এমত বোধ কেবল এই দেশীয়দের আছে এমত নহে, এসংস্কার সকল দেশের সাধারণ জন মাত্রেরই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কথঞ্চিৎ কোনো কোনো পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, আবিষ্কৃয়া এবং মনের কল্পনা দ্বারা শাস্ত্র সকল রচনা হইয়াছে, এইরূপ স্বীকার করত তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। সে যাহাহউক, এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেতেছে এ কেবল ইংরাজী সংস্কৃত ও পারস্যাদি ভাষার গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে মাত্র আবিষ্কৃয়ার বিষয় পরীক্ষা ও আন্দোলন বা উৎসাহ করা দূরে থাকুক তাহার নাম শ্রবণ মাত্র কটাক্ষ বাক্যে এমত তুচ্ছ তাচ্ছীল্য এবং অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, যে নূতন প্রকাশকের গুরুতর পরিশ্রম পঙ্ক মধ্যে পতিত হয়, তথাপি মহানুভব গালিলিয়স সাহেব পৃথিবী শূন্যে ঘোরার বিষয়টি স্থির করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, যদি বিশুদ্ধরূপে যথার্থ স্থির হইয়া থাকে তবে কালেতে সকলকেই পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ দিতে হইবেক। দেখা যাইতেছে এক্ষণে পৃথিবীঘোরা না বলিলে অনেকে অজ্ঞ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, যাহাহউক, অতীবদীর্ঘকালে এই ভারতভূম নিবাসি জনের দ্বারা দুই আবিষ্কৃয়ার বার্ত্তা পাঠ করিয়া অপরিমিত আনন্দ লাভ করিলাম। প্রথমতঃ দাইহাট নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ দেব ঘোষাল মহাশয় আপন প্রণীত বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান নামক গ্রন্থে ৬০ টী পারিপার্শ্বিকের

সহিত এক আশ্চর্য্য ধ্রুবজগৎ সুশোভিত স্বাভাবিক শৃঙ্খলামত শ্রেণীবদ্ধ যে প্রকার তারাপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে সেইমত আবিকৃয়া করত তদনুরূপ মানচিত্রের সহিত যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠ ও দৃষ্টি এবং পরীক্ষা করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি এবং এপর্য্যন্ত ঐ রূপ চিত্রাদি দৃষ্ট ও পাঠ না করিয়া উক্ত মহাশয়েরই আবিকৃত স্বীকার করিতে হইল, যাহাহউক, দ্বিতীয় নূতন প্রকাশক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিনতি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, আমরা অদূরদর্শী এবং অজ্ঞ তাঁহার আবিষ্কৃত পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্ত গতির বিষয় আমরা সকল স্থানে ভালরূপ বুঝিতে পারিনাই, সুতরাং সংশয় হইতেছে, অতএব জিজ্ঞাসু হইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপদেশ করিলে বাধিত হইব।—সূর্য্যসিদ্ধান্তকর কহেন যে নক্ষত্র চক্র ক্রমে ২৭ অংশ পূর্ব্বদিকে, পরে ক্রমে ২৭ অংশ পশ্চিমদিকে এই ৫৪ অংশ দোদুল্যমান মাত্র হয়, শেষোক্ত মতে যেস্থানে মেষরাশির প্রথমাংশ সেই স্থানে ক্রান্তিপাত অর্থাৎ বিষুবরেখা হয় সম্বৎসরের মধ্যে যে দুইদিন সূর্য্য ঐ রেখায় থাকেন, সেই দুইদিন দিবারাত্রি পরিমাণ সমান হয়, ঐ রেখা ৬৬ বৎসর ৮ মাস পরে এক এক অংশ সরে, তৎপ্রযুক্ত দিবারাত্রি পরিমাণের ব্যত্যয় হইতেছে, আর ঐ রেখা পূর্ব্বদিকে যত অংশ সরে, মেষ সংক্রান্তির ততদিন পরে এবং পশ্চিমদিকে যত অংশসরে ঐ সংক্রান্তির ততদিন পূর্ব্বে দিবারাত্রি সমান হয়। এক্ষণে বিষুবরেখার পশ্চিমে ২০ অংশ ২৩ কলা ৬ বিকলা সরাতে উত্তরভাদ্রপদের ৬ অংশ ৫২ কলায় আছে, এজন্য চৈত্র মাসের ও আশ্বিন মাসের ১০ দিনে দিবারাত্রি পরিমাণ সমান হইতেছে, এবং পৌষের ১০ দিনে উত্তরায়ণ ও আষাঢ়ের ১০ দিনে দক্ষিনায়ন আরম্ভ হইতেছে, ১৩৫৯ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখের ও কার্ত্তিকের প্রথম দিবসে দিবারাত্রি সমান হইত, আর মাঘের ও শ্রাবণের প্রথম দিবসে অয়ন পরিবর্ত্ত হইত, এই বিষুবরেখা এক এক অংশ সরাতে অয়ন পরিবর্ত্তের অন্যথা হয়, এই হেতু ইহাকে অয়নাংশ কহা যায়, এবং ঊর্দ্ধাতিরিক্তগতি ও অধোগতিও হয়, জ্যোতিষের পণ্ডিতেরা এই রাশিচক্র ও সূর্য্য চন্দ্রের গতি দ্বারা এই স্থির করেন, যে রাশিচক্র আপন স্বভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিগে গমন করিয়া ঘূর্ণায়মান হয়, আর গ্রহগণ আপনাপন স্বভাবে পূর্ব্বদিকে গমন করত ঘূর্ণায়মান হয়, কিন্তু পৃথিবীর গতির বিষয় কিছু লেখেন নাই, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহেন, আমাদের নিবাস ভূমি পৃথিবী আপন আলে ৬০ দণ্ডের মধ্যে এক পাক ঘোরে, তাহাতেই দিবারাত্রি হয়, প্রথমে যে ভাগে সূর্য্যের তেজ লাগে সেই ভাগে দিন হয়, আর যে ভাগে কিরণ না লাগিয়া অন্ধকার রহে সেই ভাগে রাত্রি হয়, এইমত তিন শত পঁয়ষট্টি দিন পোনের দণ্ডের কিছু নূনাধিকের মধ্যে এই পৃথিবী একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে তাহাতেই বৎসর হয়, আরো কহেন "ঘূর্ণেতে পৃথিবী এবং অন্য অন্য গ্রহ সকল পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে, কেবল হর্শলের উপগ্রহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করে একারণ গ্রহ সকলের উদয় পূর্ব্বে ও অস্ত পশ্চিমে দৃষ্ট হয়, তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন, যাহাহউক পৃথিবীর গতিতে বৎসর ও মাস ও ঋতু ও দিবা ও রাত্রি দণ্ড, পল, বিপল ও অনুপল ইত্যাদি কাল পণ্ডিতেরা নিরূপন করিয়াছেন, এই সকল কাল সর্ব্বা কালে কালে ভোগ করিয়া থাকি; মহাশয়ের এই বর্ষাতিরিক্ত গতির কিরূপ গতি ও নিয়ম ও পরিমাণইবা কত এবং তাহার ফলইবা কি? জানিতে বাসনা করি। যেহেতু এক ভাঁটা যেমত চালিত করিলে একগতিতেই গমন করে কিন্তু তাহার আর একগতি প্রতি গমনেই ঘূর্ণন হইয়া যায়, সেইমত পৃথিবীরও গতি জানি, ইহার অতিরিক্ত গতি কি প্রকার স্থিত করিয়াছেন? লিখিলে ভাল হয়। আর এই প্রকার গমন করিতে করিতে পৃথিবী বিষুবী রেখায় ১০ আশ্বিনে ও ১০ চৈত্র থাকেন, সুতরাং ঐ দুই দিবস দিবারাত্রি সমান হয়, আকাশে বিষুবী রেখার উভয় পার্শ্বে যে ২৩॥ অংশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে বক্র গমন হয় তাহার নাম ক্রান্তি, ঐ ৪৭ অংশ গোলাকৃতি ক্রান্তি নামক স্থান ১২ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে যে তারা দেখাযায় তাহারা যেরূপ বিভক্ত হইছে তাহার নাম রাশি। পৃথিবী যখন যে কোনো রাশিভুক্তক্রান্তি স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য রাশিভুক্তক্রান্তি স্থানে প্রবিষ্ট হন তখন তাহাকে সংক্রান্তি বলা যায়, পূর্ব্বেতে লেখা ভূমির উত্তর ২৩॥ অংশক্রান্তি সীমার নাম কর্কট এপিক ১০ আশ্বিনের পর ১০ পৌষ পর্য্যন্ত পৃথিবী যে দক্ষিণাভিমুখে গমন করে আপনকার বর্ষাতিরিক্ত গতি কি তাহা লক্ষন করিয়া গমন করে? কিম্বা পৃথিবীর জন্মদিবস হইতেই ভূমণ্ডল যেরূপ চলিয়া বর্ষগতিসম্পাদন করিতেছে তাহাতে বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দক্ষিণাভিমুখে নিরবচ্ছিন্নগতিতে অনবরতই কি ধাবমান হইতেছে তাহাইবা কিরূপে সম্ভবে? কেননা পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল ও নক্ষত্র সকল আপন আপন স্বভাবিক নিয়মিত গতি দ্বারা ঐ ক্রান্তিস্থান মধ্যেই ঘোরে ইহার বহির্ভূত কখনই দৃষ্ট হয় না এবং নিয়ম মত পৃথিবী আপন বক্রগমনের উভয় সীমা পর্য্যন্ত কক্ষের মধ্যে ঘোরাতেই গ্রহ নক্ষত্রাদির কক্ষার ব্যতিক্রম বোধ হয় না। মহাশয় ৫ বৎসরাবধি এবিষয় অনুসন্ধান করিয়া সূর্য্য প্রতিদিন দর্শন করিয়াছেন, যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ হইতে প্রায় আষাঢ় মাসের চারি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে সূর্য্য আমাদের সমসূত্রে দৃশ্য হইয়াছেন, এবং ঐ সময়ে কূপের মধ্যভাগে তৎপ্রতিবিম্ব দেখা গিয়াছে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমারদের উত্তরদিগবাসি জনগণের প্রতি কৃপাবলোকনে তাহাদিগকে পূর্ণ কিরণাশ্রিত করত চলিয়াছেন। এবং যদি পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে বর্ষে গমন করিত তবে এপ্রকার বৈপরীত্য ঘটনা সম্ভব হইতনা। যাহাহউক, এই দুই মতের যাহা অভ্রান্ত,—কালে তাহাই স্থির থাকিবে।

আর নিয়ম ও পরিমাণকালইবা কত, বর্ষাতিরিক্ত গতি দ্বারা বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণাভিমুখে পৃথিবী চিরকালই গমন করিবে?।

কি ৬৬ বৎসর ৮ মাস গমন করিয়া কোনো স্থান হইতে পুনর্ব্বার উত্তরাভিমুখে ফিরিয়া আসিবে?।

১৩৫৫ বা ১৩৫৮ বৎসর হইতে এই বর্ষাতিরিক্ত গতির আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে কি এরূপ গতি ছিলনা এবং পরেইবা কি ইহা থাকিবেক না?।

এই বর্ষাতিরিক্ত গতির ফল কি শীত গ্রীষ্মের ন্যূনাধিক্য? এবং অনেক অনেক স্থানের জল বায়ুর উত্তমতা ও অধমতা ও বাত-রোগাদির বৃদ্ধি এবং উদ্ভিজ্জাদি ঔষধ-গুণের তারতম্য, কি জল বায়ুর গুণ বিকৃতি এই মত্র, আর কোনো শুভ ফল আছে কি না ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, এবং ঐ সকল ঘটন বর্ষাতিরিক্তগতি ভিন্ন ও রেখাভূমি হইতে দূরত্ব, সমুদ্র হইতে উচ্চতা ও অন্তরত্ব স্থানে উচ্চতা ও সমতলতা পর্ব্বতের স্থিতিক্রম, মৃত্তিকার স্বভাব, কর্ষণ, সূর্য্য কিরণের তারতম্য ইত্যাদি কারণ ভিন্ন আর কোনো কারণে ঘটিতে পারে কি না? জানিতে বাসনা করি, যখন পৃথিবীর বর্ষাতিরিক্ত গতি দ্বারা অসীতোষ্ণ কটিবন্ধে এমত গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখন উষ্ণ কটিবন্ধে যে কি দশা ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারিনা, মহাশয়ের সহিত বিচার বা তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, কেবল যাহা বুঝিতে পারি নাই তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মহাশয় যে বিষয়ে কৃতি হইয়াছেন, তাহাতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র বলিতে হইবেক যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জনগণ আবিষ্ক্রিয়া করিতে নিযুক্ত ও দ্বেষ ত্যাগ করিয়া একতা ও পদার্থ-বিদ্যার আলোচনা ও শিল্পযন্ত্র প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ও ধার্ম্মিক ও নিরপেক্ষ না হইবেন, সে পর্য্যন্ত এদেশের মঙ্গল নাই, আমি অধিক আর কি নিবেদন করিব? মহাশয় এবিষয়ে উৎসাহহীন হইয়া কদাচ ক্ষান্ত থাকিবেননা, কেননা খোসখবরের ঝুঁটও ভাল।

শ্রীরামলাল মুখোপাধ্যায়।

এই পত্রখানি আমরা সাদরে অবিকল প্রকাশ করিলাম, এতদ্রূপ সাধু বিষয়ের যত আলোচনার আধিক্য হয়, ততই মহোপকারের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন এই, যে, লেখক মহাশয়েরা রচনাকালীন বর্ণাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি করিবেন। অশুদ্ধ থাকাতে আমারদিগের গুরুতর কষ্ট ভোগ হয়।

প্রভাকর সম্পাদক।

সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন।

মহাশয়! অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটি সংশোধনান্তর প্রভাকর পত্রৈক-পার্শ্বে স্থানদানে বাধিত রাখিবেন।

পয়ার।

লোকালয়, ভাল নয়, অতি ভয়ঙ্কর।
গুণ-চেয়ে, গুণমতি, দুরাচার নর॥

কাম, ক্রোধ, লোভে ভরা, সকলের মন।
সদাকাল, পাপপথে, করে বিচরণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, পশুর মতন?।
যখন যা, মনে লয়, করে, তা, তখন॥
কেহ নানা ছলেকলে, পরধন হরে।
সতীর সতীত্ব নাশ, বলে কেহ করে॥
অনিত্য অর্থের হেতু, কেহবা কখন্।
অনায়সে বিনাশে কারু, অমূল্য জীবন্॥
স্বার্থপর, যত নর, নিজ পেট সার।
দেখিতে না পারে কেহ, কুশল কাহার॥
দিবানিশি চাহে শুধু, আপনার সুখ।
প্রাণান্তে হরেনা কেহ, অপরের দুখ॥
যদি হেরে অনাহারে, যায় কারো প্রাণ।
তথাচ না করে দয়া, হায় কি পাষাণ?॥
অনিবার, হাহাকার, করে দীনগণ।
শুনিয়া শুনেনা কেহ, কি কঠিন মন!॥
মোহ-মদে মত্ত সবে, তত্ত্ববোধহীন।
মায়ানদে সন্তরণ, করে চিরদিন॥
সদা বলে, আমি আমি, আমার আমার।
অথচ" আমিত্ব", বোধ, কিছু নাই কার॥
কে আমার আমি কার, আমি কারে বলে।
এ বোধ থাকিলে কেবা, ভ্রম পথে চলে॥
হায় হায়, মনোদুখ, কি কহিব আর?।
ভুলেছে মোহের মোহে, অখিল সংসার॥
নানা ঘোরে ঘোরে সবে, হই হই রবে।
একবার ভাবেনাকো, আসা কেন ভবে?॥
কি ছিলেম, কে আনিল, সংসার-কাননে।
কিহেতু হলেম বদ্ধ, মায়ার-বন্ধনে॥
কে দিল করুণা করি, শরীর রতন?।
কর, পদ, চক্ষু, কাণ, দিল কোন্ জন?॥
কে করিল দেহ সহ, আত্মারসংযোগ।
কার হেতু করি ভবে, নানা সুখভোগ॥
প্রভাকর, নিশাকর, অনিল অনল।
কে করিল কৃপা করি, সৃষ্টি এ সকল॥
ভ্রমেতেও কেহ ইহা, চিন্তা নাহি করে।
কুচিন্তায় মহানিধি, পরমায়ু হরে॥
বিচার করিয়া ভেবে, দেখ প্রিয়গণ।
এমন মানুষ নয়, মানুষ কখন্॥
দেখিতে দেখায় বটে, নরের মতন।
ফলে সে মানুষ হোলে, পশু সে কেমন!॥
মনকোষ ভরা যার, করুণা রতনে।
বিনাশে দীনের দুঃখ, যেজন যতনে॥
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, কিছু নাই যার।
কণ্ঠে যার শোভে সদা, বিনয়ের হার॥
জগতের হিতে রত, সদা সর্ব্বক্ষণ।
করিয়াছে মন যেই, মনের মতন॥
বচন মধুর যার, স্বভাব সরল।
কখনো না পান করে, খলিমা-গরল॥
দিবা নিশি বিভুপদে, মতি আছে যার।
তারেই মানুষ বলি, মানুষ কে আর!॥

পাঠকস্য।

ঢাকা।
নর্ম্মেলস্কুল।

সাধু সাধু।
প্রভাকর সম্পাদক।

অশেষ গুণাকর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! গত মাঘ মাসের ১১ তারিখের প্রভাকর পত্রে নব্য রচনানুরাগি বালক বালিকাগণের উপদেশের নিমিত্তে উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক পদ্য রচনার ছন্দের বিষয়ে, যে, নিয়ম প্রকাশ হয়. আমি তদনুসারে রচনা করিতে যথা সাধ্য চেষ্টিত আছি, সম্প্রতি আপনার জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিবসীয় মাসিক প্রভাকরের ২।৩।৪ পৃষ্ঠায় ত্রিপদী গুলি পাঠ করিতে করিতে নিম্নে লিখিত শেষ চরণ কয়েকটিতে প্রকটিত নিয়মের অতিরিক্ত মত দৃষ্ট হইল, দুই দুই, তিন তিন দশ, কি, তিন তিন দুই দুই দশ, কিম্বা দুই দুই চারি দুই দশ, অথবা দুই দুই দুই চারি দশ অক্ষরে শেষ চরণ মিলাইবার অনুমতি ঐ নিয়মে দৃশ্য হয়না, কেবল উদাহরণের মধ্যে দুই দুই তিন তিন দশ অক্ষরের একটি চরণ আছে, এবিধায় অল্পমতি জনের মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, তাহা ভঞ্জনার্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক নিবেদিতেছি, উক্ত অতিরিক্ত নিয়ম মত রচনা করিলে যদি তাহা দৃষ্য না হইয়া সঙ্গত ও গ্রাহ্য হয় তবে মহোপকার সাধন হেতু অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয়পত্রে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হইবেক, উপদেশকের প্রতি ছাত্রদিগের এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই সাহস করিয়া এরূপ প্রার্থনা জানাইলাম, আরও ভরসা, এই, যে, রচনাপ্রিয়-বালক বালিকাগণের প্রতি উৎসাহ প্রদানে আপনার যেরূপ অনুরাগ ও যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই সন্দেহ ভঞ্জনের ফল ত্বরায় অবগত হইতে কখনই হতাশ্বাস হইবনা, তবে বল্যা যায়না, রচয়িতাদিগের অদৃষ্টে কি ঘটে, ইতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ৯ জ্যৈষ্ঠ।

প্রকটিত নিয়মের অতিরিক্ত মতানুসারে রচিত পদ্য।

২ পৃষ্ঠা তৃতীয় স্তম্ভ ১০ পঁক্তি।
(দেহ দেহী সেরূপ প্রকার।)
৩ পৃষ্ঠা তৃতীয় স্তম্ভ ত্রিপদীর ৬ পঁক্তি।
(ব্যাকুল হয়েছে কত তায়।)
৪ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ ২৯ পঁক্তি।
(যার বলে চলিতেছে দেহ।)
৪ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় স্তম্ভ ২৯ পঁক্তি।
(স্থিরপ্রেমে কর অবধান।)

ঠাকুরাণী দাসী।

শ্রীমতী ঠাকুরাণী দাসীর লিখিত পত্র খানি আমরা অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটন করিলাম, সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দাসীকে সাধুবাদ প্রদান করুন।

আমরা গত ১২৬৪ সালের ১১ মাঘের প্রভাকরে ত্রিপদীছন্দ রচনার, যে, এক পদ্ধতিপথ প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই পদ্ধতি অতি সুপদ্ধতি বটে। পরন্তু বর্ত্তমান শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে প্রকটিত ত্রিপদীর মধ্যে কয়েকটি পদের শেষ চরণে তাহার অন্যথা দৃষ্টে শ্রীমতী অত্যন্ত সন্দিগ্ধা হইয়াছেন।

যথা।

(দেহ দেহি, সেরূপ প্রকার।)
(ব্যাকুল হয়েছে, কত তায়॥)
(যার, বলে, চালিতেছে দেহ॥)
(স্থিরপ্রেমে, কর, অবধান।)

আমরা আনন্দচিত্তে লিখিতেছি এতদ্রূপ রচনায় কোনোরূপ দোষ হয়নাই, ছন্দ ও যতি সুন্দররূপেই রক্ষা হইয়াছে। উপরের চিহ্ন গুলীন এবং উচ্চরণকালে পাঠকপুঞ্জের রসনা সকল তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিবেক। অতএব ভাবতে যেমন পূর্ব্ব-প্রকাশিত নিয়মানুসারে রচনা করিতেছেন, সেইরূপ এই উপস্থিত নিয়মকে অবলম্বন করিয়া পদ বিন্যাস করিবেন। ইহাতে তুল্যরূপেই কার্য্যসিদ্ধ হইবেক, আমরা গত ১১ মাঘ দিবসে যৎকালে প্রথম উপদেশ প্রদান করি, তৎকালে শেষোক্ত নিয়মানুসারে রচনা করণের আদেশ করিতে ভ্রান্ত হইয়াছিলাম।

প্রভাকর সম্পাদক।

বৃক্ষ লতাদির পরিচয়

কয়েক মাসের মাসিক প্রভাকরে এবং "প্রবোধপ্রভাকর" পুস্তকে আমরা চতুর্ব্বিধ প্রাণির বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তৎপাঠে "লি" স্বাক্ষরকারী পত্রপ্রেরক যে একখানি পত্র লেখেন আমরা তদুত্তর সহকারে গত ১ জ্যৈষ্ঠ দিবসীয় প্রভাকরে যাহা প্রকটন করিয়াছি, যদিও তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, তথাচ কতিপয় পত্রপ্রেরকের ভ্রম ভঞ্জনার্থ অদ্য পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিলাম।

যথা।

সাইক্লোপিডিয়া। অর্থাৎ ইংরাজী, বিশ্বাভিধান।

"That plants are organized bodies and endued with life is evident from many consideration: every body that has spontaneous motion must also have life; for proper and internal motions in every body depends on the spontaneous profusion of fluids, and where this manifests itself; there is life. This kind of motion in plants appears in a variety of circumstances; thus herbs in green houses or stoves incline or turn towards the light. When shut up, if they find a hole in the wall, shutters, or frames, there they endeavour to penetrate. Several plants in the day time turn their flowers towards the sun; most plants in a serene sky expand their flowers; but before rain, shut them up, or contract them at the approach of night. The flowers of many plants hang down in the night, as if the plants were asleep, lest rain or the moist air should injure the fertilizing dust. The Oresoits &et shut up, or double their leaves before storms and tempests, but unfold them in a clear sky. The tamarind tree is said by Alpinus and Acosta to infold within its leaves the flowers or fruit every night, in order to guard them from cold or rain. Some of the sensitive plant and the wood forret with pinuated leaves, upon being touched, roll up their leaves, and turn downwards or shrink, and after a little time expand them again, as if they had both life and sensation; and it farther appears, that motion is no less necessary to the vigour of plants than exercise to the health and strength of animals."

"The culture of palm-trees furnishes a decisive conformation of the same doctrine of vegetable generation. That the cultivators of the common palm-tree or date tree, cut up the male spadixes, and place them over the females, is recorded by the Theophrustus, Pliny, Prosper Alpinus, Tournefort, and others; and if they neglect to do this, the dates are harsh, bad tasted, and many trees wholly destitue of nuts or fruits. The date tree is every year, thus impregnated in Arabia, Persia and Fgypt, by the inhabitants. The wind does on many occasions serve as a vehicle for bringing the sorina of the males to the females. Mr Geoffroy cites a story from Govious Pontanus who relates that in his time there were two palm trees, the one male cultivated at Brindisi, the other female, in the wood of Otrando, fifteen leagues apart; that this latter was several years without bearing any fruit; till at length, rising above the other trees of the forest, so as it might see [says the poet] the male palm-tree at Brindisi it then began to bear fruit in abundance, Mr Geoffroy makes no doubt but that the tree then only began to bear fruit, because it was in a condition to catch on its branches the farina of the male brought thither by the wind. In the male and females of the Pistatin nut tree they observe the same method as in those of the date tree."

মর্ম্মানুবাদ।

বৃক্ষ-লতাদি, যে, সজীব এবং ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণি, নানা কারণেই তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। অপিচ যে কোনো পদার্থের স্বভাবতঃ গতিশক্তি আছে তাহারদিগ্যে অবশ্যই জীবিত বলিতে হইবে। দেখুন,রক্তাদি জলীয় চালনার পদার্থের উপরেই আন্তরিক ও নিয়মিত-গতি নির্ভর করে। যে পদার্থে স্পষ্টরূপে এমত প্রমাণ দৃষ্ট হয়, সে পদার্থের জীবনের প্রতি আর কোনোমতেই সংশয় করা যাইতে পারেনা। দ্রুমাদির বহুবিধ অবস্থা দ্বারাই উক্ত প্রকার ভাবের বিশেষ অনুভব হইতেছে। যথা। "বৃক্ষবাটী" অর্থাৎ যে গৃহে তরু-লতাকে স্থাপিত পূর্ব্বক রক্ষা করা যায়, সেই গৃহ-স্থিত তরু ও লতা সকল স্ব স্ব শাখা-পত্র প্রসারণ পুরঃসর আলোকাভিমুখেই গতি করিয়া থাকে, ঐ কুটির মধ্যে যদিস্যাৎ তাহারদিগকে রুদ্ধ করা যায়, তবে প্রাচীর এবং দ্বারের যে দিগে ছিদ্র থাকে তাহারা সেই দিগেই ব্যাগ্রতাভাবে ধাবিত হইয়া থাকেন। অনেকানেক লতা ও শাখি সূর্য্যদেবের মুখাভিমুখেই নিজ নিজ পুষ্পপুঞ্জকে প্রস্ফুটিত করে। সেই সমস্ত ফুল কখনই নিম্নভাগে প্রফুল্লিত হয়না। অনেকানেক তরু-লতা আকাশমণ্ডলের নির্ম্মলতা সময়েই পুষ্পিত হয়। তাহারা বৃষ্টি হওনের পূর্ব্বেই সেই সমুদয় কুসুমকে মুদ্রিত করিয়া রাখে। আর কতকগুলীন বৃক্ষ লতা নিশাগমেই শঙ্কুচিত হয়। পরন্তু আর কতকগুলীন শাখি শাখিনী রজনী সময়ে আপনাপন ফুল সকলকে অধোমুখ করিয়া রাখে, কখনই ঊর্দ্ধমুখ করেনা, তাহাতে তাহারদিগের এপ্রকার এক চমৎকার ভাবের উপলব্ধি হইতেছে, অর্থাৎ নিশির শিশিরে এবং বারিদ-বদন বিনির্গত—বারিবিন্দু—পতন—প্রহারে পুষ্পের মধু ধৌত হইয়া ফলোৎপাদনে ব্যাঘাত না হয়, এরূপ সুকৌশল ও সদুপায় নির্ণয় পূর্ব্বক শরীরের শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিবারণার্থ স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতে থাকে। "ত্রিশোয়াল" প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষাদি প্রবল বাত এবং ঝঞ্ঝা হওনের পূর্ব্বেই পত্র সকল শঙ্কুচিত ও বদ্ধ করিয়া রাখে। গগনমণ্ডল পরিস্কৃত হইলে প্রকৃতি স্বভাব দর্শন করায়। "এলপাইনস" এবং "একাষ্টস" নামক মহাবিজ্ঞ তরুতত্ত্বজ্ঞ সাহেবেরা লিখিয়াছেন, যে, প্রতি রজনীতে তেঁতুল-বৃক্ষ নীহার এবং বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনার পুষ্প ও ফল-গুলীনকে পত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। "লাজুকলতা" এবং "উড়ফবটে" নাম্নী লতা স্পর্শ মাত্রেই গাত্র শিহরিয়া পত্র সকল গুড়াইয়া ফেলে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার পূর্ব্বানুরূপ সুচারু অঙ্গ ভঙ্গিমা প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা তাহারদিগের স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগেন্দ্রিয়, লজ্জা এবং সজীব থাকিবার অকাট্য-প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। অপিচ যেমন জীব মাত্রেরি স্বচ্ছন্দতা এবং সুস্থতা জন্য ব্যায়মাদি শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন করে বৃক্ষাদিরো অবিকল সেইরূপ প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

তাল এবং খজুরাদি বৃক্ষের চাসের দ্বারা বৃক্ষ লতাদির রংশোৎপন্ন বিষয়ের নিশ্চয়রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাহারা সামান্য তাল এবং খেজুরাদি বৃক্ষের চাস করে, তাহারা পুংজাতীয় বৃক্ষের চক্ষু স্ত্রী জাতীয় বৃক্ষের চক্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়া রোপণ করে। ইহা "থিরক্রাইস" "প্লুনি" প্রাস্পার-এলপাইনস, টোয়ার্নি কোর্ট, তথা কেম্‌সর এবং অন্যান্য তরুতত্ত্বজ্ঞ সাহেবেরা লিপিবদ্ধ পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া কহেন, যে, স্ত্রী-পুং উভয় জাতীয় বৃক্ষকে যদিস্যাৎ ঐ রূপে সংযুক্ত করিয়া রোপণ করা না যায় তবে তাহাদের ফল সুফল হয়না, অর্থাৎ কোমল ও সুস্বাদু হয়না; এবং অনেক তরু একেবারেই ফলবান হয় রাঁড়া হয়* ।—আরবদেশ, পারস্য দেশ এবং মিশর দেশীয় লোকেরা প্রতি বৎসর এবপ্রকারেই খেজুর বৃক্ষের ফলোৎপাদন করিয়া থাকে† প্রায় বায়ু সঞ্চালনেই পুং বৃক্ষের পুষ্প-পরাগ স্ত্রী বৃক্ষের গর্ভকোষে প্রবেশ করে। মেং জেফ্রি সাহেব জোবিয়স পণ্টিনস নামক প্রাচীন গ্রন্থকারের লিখিত একটি প্রস্তাব উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা। "বেণ্ডিসাই,, নামক স্থানে একটি পুং জাতীয় খেজুরগাছ ছিল, ঐ স্থানের ১৫ লিগ দূর অট্রান্ট নামক অরণ্য মধ্যে আর একটি স্ত্রী জাতীয় খেজুর বৃক্ষ ছিল কয়েক বৎসর ক্রমশঃ তাহাতে ফলোৎপন্ন হয় নাই, পরন্তু ঐ বনের আর আর খেজুর গাছ হইতে উক্ত বৃক্ষটি কালে উচ্চ হইল, এইরূপে সে উন্নতা হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত "বিণ্ডিসাই,, নামক স্থানের সেই পুং জাতীয় বৃক্ষটিকে যখন দেখিতে পাইল, তখন সে প্রচুর পরিমাণে ফল প্রসব করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারদিগের উভয়ের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইবায় বায়ু যোগে উক্ত পুং বৃক্ষের রেত কথিতা স্ত্রীবৃক্ষের গর্ভকোষে চালিত হওয়াতেই তাহাতে ফলোৎপন্ন হইল,এবিষয়ে জেফ্রি সাহেব কিছুমাত্রই সংশয় করেন নাই। খেজুর গাছের যেরূপ নিয়ম "পিষ্টেরিয়া" নামক শুবাক বৃক্ষের স্ত্রীপুং জাতির অবিকল সেই রূপ নিয়ম।

কেবল স্থলীয় বৃক্ষ-লতা বলিয়া নহে, জলীয় বৃক্ষ-লতার স্বভাব অবিকল তদ্রূপ। নলিনী এবং কুমুদিনী কুসুমলতা ফলিতা হওনের পূর্ব্বেই তাহারদিগের মৃণাল জল হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠে, পরে সমীরণ সঞ্চালনে পুং পরাগ ঐরূপে তাহারদিগের গর্ভকোষে ধাবিত হয়।

আমারদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রে এবিষয়ের অতি বাহুল্যরূপ বর্ণনা আছে। অদ্য তাহার অধিক আন্দোলোন না করিয়া কয়েক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, এতৎ পাঠে অনেকেরি নিঃসন্দেহ-রূপেই সংশয় সংছেদিত হইবেক, এবং তাবতেই অধিকানন্দলাভ করিবেন।

* চাসের দোষেইএ দেশের অনেক তালগাছ জটাধারি রাঁড়া হইয়া থাকে।

† এদেশের কৃষকেয়া যদি স্ত্রী পুং-ভেদে মিশরাদি দেশীয় কৃষকদিগের ন্যায় খেজুর বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিত, বোধ করি তবে এখানকার খেজুর পিণ্ড খেজুরের ন্যায় বড়, মিষ্ট, কোমল এবং সরস হইত।

যথা।

মহাভারতে শান্তি পর্ব্বণি মোক্ষ ধর্ম্মে ১১ অধ্যায়ঃ।

ঘনানামপিবৃক্ষাণা মাকাশোঽস্তি নসংশয়ঃ। তেষাং পুষ্পফলব্যক্তির্নিত্যং যদুপলভ্যতে॥ ১॥

যদ্যপি বৃক্ষ সকল অতি কঠিন, তথাপি মনুষ্যদেহের ন্যায় তাহাদের মধ্যে আকাশ অর্থাৎ ছিদ্র আছে, তাহাতে কোনো সংশয় নাই। ইহার কারণ এই, যে, পুষ্প ও ফল প্রথমতঃ বৃক্ষের ভিতরে গূঢ় ভাবে লুক্কায়িত থাকে পশ্চাৎ বহির্গত হয়, তাহাদের মধ্যে ছিদ্র নাথাকিলে ইহা কদাচ সম্ভবেনা, পরন্তু এই অনুভব দ্বারা কর্ণ, নাসিকা, নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের প্রচ্ছন্নভাবে ছিদ্র সকল আছে তাহাও বলা হইল, ইহা পরে ব্যক্ত করা যাইতেছে। ১।

উষ্ণতোল্লায়তেপর্ণং ত্বক্‌ফলং পুষ্পমেবচ। ম্লায়তে শীর্য্যতেচাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে॥ ২॥

এবং তরুগণের অতিশয় তাপ লাগিলে পত্র পুষ্প ও ফল প্রভৃতি ম্লান হইয়া বিশীর্ণভাবে ভূমে পতিত হয়, এইহেতু ইহাদের যাহাতে স্পর্শ বোধ হয়, এরূপ ত্বক্ ইন্দ্রিয় আছে, ইহা অবশ্য কহিতে হইবে। ২।

বায়ুগ্ন্যশনি নির্ঘোষৈঃ ফলপুষ্পং বিশীর্য্যতে। শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তেন শৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥ ৩॥

বায়ু অগ্নি ও বজ্র ইত্যাদির বৃহৎ শব্দদ্বারা বৃক্ষ হইতে ফল ও পুষ্পাদির পতন হয় এই কারণ বৃক্ষেরা কর্ণদ্বারা শব্দ গ্রহণ করে, অতএব তাহাদের কর্ণেন্দ্রিয় আছে। ৩।

ফলংবৈন্যুব্জতে বৃক্ষঃ সর্ব্বতশ্চৈবগচ্ছতি। নহ্যদৃষ্টেশ্চমার্গোঽস্তিতেন পশ্যন্তি পাদপাঃ॥ ৪॥

যেহেতু এই শাখিগণ শাখাতে ফল হইলে পত্রাদিদ্বারা তাহাকে আবরণ করিয়া রাখে, এবং যেদিকে অবকাশ দেখে সেইদিগে গমন করে, বিশেষতঃ লতা প্রভৃতি যেদিকে অবলম্বন স্থান পায় সেই পথেই যায়, দেখ চক্ষুরিন্দ্রিয় নাথাকিলে এসকল ঘটনা কদাচ হয়না, এই হেতু ইহাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় আছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ৪।

পুণ্যাপুণ্যৈ স্তথাগন্ধৈ র্ধূপৈশ্চবিবিধৈরপি। অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তিতেনজিঘ্রন্তিপাদপাঃ॥ ৫॥

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদে কথিত যে সকল সদ্গন্ধ ও উগ্রগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং নানাপ্রকার ধূপ যথা বিধানানুসারে বৃক্ষেতে সংযোগ করিলে বৃক্ষ সকল রোগশূন্য হয় ও যাহাদের পুষ্প ফলাদি নাজন্মে তাহাদেরও ফল পুষ্প হয়, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যে, পূর্ব্বোক্ত গন্ধ সকল অন্তঃপ্রবিষ্ট নাহইলে তাহাদের রোগশান্তি ও পুষ্পফলোদ্গম কদাচ হইতে পারেনা, সে অন্তঃপ্রবেশ হওয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে সম্ভবেনা, অতএব তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে, তাহাতে সংশয় নাই। ৫।

পাদৈঃ সলিলপানঞ্চ ব্যাধীনাঞ্চাপিদর্শনাৎ। ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে॥ ৬॥

পায়ের অর্থাৎ সিকড়ের দ্বারা বৃক্ষেরা জলপান করিয়া থাকে, এবং কদাচিৎ দুষ্ট জলপানাদিদ্বারা পত্র সংকোচাদিরূপ রোগ তাহাদের দেখা যাইতেছে, এবং বৃক্ষায়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধমিশ্র সলিলাদি সেবন দ্বারা সেই সকল রোগের শান্তি হয়, অতএব তাহাদের রসনেন্দ্রিয় আছে; ইহা না থাকিলে এসকল ঘটনা কদাচ হইতে পারেনা। ৬।

বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোর্দ্ধংজলমাদদেৎ। তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ॥ ৭॥

যদি বল অধো হইতে ঊর্দ্ধভাগে জলপান কি প্রকারে হয়? তাহা কহিতেছেন। যেমন পদ্মের মৃণাল মুখে দিয়া নিম্নস্থিত জল ঊর্দ্ধে উত্তোলন করা যায় এরূপ বায়ুসহকারে পায়ের দ্বারা বৃক্ষেরা জলপান করে। ৭।

সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাৎ ছিন্নস্যচ বিরোহণাৎ। জীবৎপশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্যং নবিদ্যতে॥ ৮॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে বৃক্ষ সকলের সুখ দুঃখের অনুভব অর্থাৎ মনুষ্যের যেমন সুখ হইলে সুখী দুঃখ হইলে দুঃখী, বাহ্যচিহ্ন হর্ষ ও ম্লানাদি দ্বারা বোধ হয়, সেইরূপ ইহারদেরও স্নিগ্ধভাব ও ম্লানভাব জানা যায়, এবং ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার শাখাদির উদ্ভব দেখা যাইতেছে, অতএব বৃক্ষেতে জীব আছে ইহারা অচৈতন্য কদাচ নহে। ৮॥

তেনতজ্জলমাদত্তং ত্বরয়ত্যগ্নিমারুতৌ। আহার পরিণামাচ্চ স্নেহো বৃদ্ধিশ্চ জায়তে॥ ৯॥

পাদপেরা পায়ের দ্বারা যে জল পান করে তাহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া জীর্ণ হয় এই হেতু ইহারদের জঠরাগ্নি ও তৎসহকারি বায়ু অন্তরে আছে, এবং যেমন আহার পরিণাম অর্থাৎ আহারীয় বস্তু রস-রক্ত মাংসাদি হইয়া মনুষ্যের শরীরের লাবণ্য ও বৃদ্ধি হয় সেইরূপ দেই পীত জল তদনুরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষাদির লাবণ্য ও অবয়ব বৃদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। ৯।

সন ১২৬৫ সাল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।

মহামতি কর্ণেল উইলকিন্সন সাহেব, ভারতবর্ষের প্রজানিচয়ের হিতার্থ বিশেষ চেষ্টিত হয়েন, তিনি আম্র মুখে এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে, যাহাতে প্রজারা সুখে থাকে ভবিষ্যতে এমত সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য।—সদরদেওয়ানি আদালতের প্রধান ইংরাজী অনুবাদকের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা ১০০ টাকা করিয়া ন্যূন হয়।—নজাপুর প্রদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওয়ায় তথায় কয়েক দল সেনা পাঠান হয়।—বেরিলি জিলা মধ্যে ব্রিটিস পক্ষীয় শীক এবং শ্বেত সেনারা প্রজাদিগের

উপর দৌরাত্ম্য করে।—বহুদর্শি ওলাউঠা রোগ বিনাশক ডাক্তর হনিং বারজার সাহেব, কতিপয় সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি এবং ইংরাজের সাহায্যে এই রাজধানী মধ্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন।—মতিহারির নিকটবর্ত্তি স্থানে, কয়েক জন দুষ্ট লোক ডাক পুলিন্দা লুণ্ঠন করে ঐ প্রদেশের কোনো জমিদারের এক জন অনুচর উল্লেখিত দুরাচারিদিগের মধ্যে একজনকে ধৃত করত তাহার মস্তক ছেদন করে।—রাজবিদ্রোহ ঘটনাবধি ৩ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আলাহাবাদে ১৪০০০ বিদ্রোহি এবং দুষ্টলোকের ফাঁসি হয়।—গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ হয়, কুঞ্চ নামক স্থান, ব্রিটিস সেনারা অধিকার করণকালীন যে সমর হয়, তাহাতে বিদ্রোহিদিগের ৮ টা তোপ ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হয়।—বিদ্রোহি রহেম আলী ১০০০০ সেনা এবং ৩ টা তোপ সমভিব্যাহারে ভাগীরথী পার হইয়া আলিগড় জেলা মধ্যে প্রবেশ করে।—রেবরেণ্ড ডাক্তর ডব সাহেব কর্ত্তৃক যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহার বাৎসরিক পরীক্ষা সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়।—কাণপুরে ৫০০ যবন, বিদ্রোহ অপরাধে অপরাধি হইয়া, যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হয়।—বিদ্রোহি বৃদ্ধ কুমার সিংহের, মৃত বিষয়ে নানা কথার আন্দোলন হয়, কেহ কহেন, তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ কহেন, তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সংবাদে এবং আমাদিগের মতি হারিস্ত বন্ধুর পত্রে এমত প্রকাশ হয়, যে তিনি কালের করাল গ্রাসে পতিত হ য়াছেন।—চীনরাজ্যের পূর্ব্বতন কমিস্যনর ইয়াকে উক্ত রাজ্য হইতে বিস্তর ধন সম্পত্তি প্রেরিত হয়, তাহা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দিতে অনুমতি দেন।—হতা নামক স্থান, বিদ্রোহি দিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। আহির নামক জাতিরা গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে।—বেরিলি শত্রু হস্ত হইতে অধিকার করণকালীন, বিস্তর বিদ্রোহির প্রাণ বিয়োগ হয়, কিন্তু এ পক্ষের কিছুই হানি হয় নাই।—অরিয়া নামক স্থানে বিস্তর বিদ্রোহির সমবেত হয়, সৈনপুরের রাজা ঐ সকল দুরাচারিদিগের সরদার হইয়াছেন। আসাম প্রদেশে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, ঢাকা হইতে ১০০০ নাবিক সেনা তথায় প্রেরিত হয়।—বিদ্রোহি প্রধান নানা পাপকারি নানা, বেরিলির নিকটবর্ত্তি স্থানে একজনকে গবর্ণমেণ্টের অনুচর বোধ করিয়া ধৃত করত তোপে উড়াইয়াছেন।—বান্দার নবাব, আপনার অধীনস্থ সৈন্য সমভিব্যাহারে, সাদি নামক স্থানে, কাল্পির বিদ্রোহিদিগের সহিত সংযুক্ত হয়েন।—ত্যানসিয়া তোপি ঝান্সির রাণীর সহিত মিলিত হইয়া কাল্পিতে আগমন করেন।—গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ পায়, অযোধ্যা নগরের সন্নিকটে বিস্তর বিদ্রোহি সেনা আসিয়াছে, তাহাদিগের বিশেষ চেষ্টা এই যে উক্ত নগর পুনরাক্রমণ করে, এজন্য নানা স্থান হইতে ব্রিটিস সেনা সংগ্রহ করণার্থ অনুমতি হয়।—অযোধ্যা নগরের নিকটবর্ত্তি কয়েকখানা পল্লীগ্রাম বিদ্রোহিরা, অনল সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেয়।—বান্দাস্থ ব্রিটিস শিবিরে ওলাউঠা রোগের, প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বিস্তর গোরা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।—জুন মাস অবধি পেসিডেন্সি কালেজ হিন্দুস্কুল, এবং কলুটোলা শাখা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মাসিকবেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, পেসিডেন্সি কালেজ ১০ টাকা হিন্দুস্কুলে ৫ টাকা এবং কলুটোলা শাখা বিদ্যালয়ে ৪ টা মুদ্রা করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।—বস্তি নামক স্থানে, সারহিউজ রোজ সাহেব, শান্তি স্থাপনা করিয়াছেন।—নাগপুরস্থ কোনো সম্ভ্রান্ত জমিদার ১০০০ সেনা লইয়া ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, এনিমিত্ত মেং প্লাউডেন সাহেব, সসৈন্যে উক্ত প্রদেশে গমন করিয়াছেন।—বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব সপরিবারে বেরিলিহইতে তোয়ের নামক স্থানে গমন করেন, বেরিলিতে ১০০০০০ এক লক্ষ বিদ্রোহি ৭২ টা তোপ লইয়া অবস্থিতি করে, দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহের পুত্র বিদ্রোহি ফিরোজসা কতিয়ার নবাব খাঁন বাহাদুর খা, এবং লালাজি ঐ সকল বিদ্রোহিদিগের সেনাপতি হইয়াছেন।—সাহাজাহান পুরস্থ ব্রিটিস সেনাদিগকে ৮০০০ বিদ্রোহি একত্রিত হইয়া আক্রমণ করে।—প্রধান সেনাপতি বাহাদুর আহারীয় দ্রব্যাদি অভাবে রোহিলখণ্ড হইতে ফরেক্কাবাদে আগমন করেন।—উইলিয়ম জোজেফ এলেন সাহেব, রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়াছেন।—বিদ্রোহিরা জগদীশপুর হইতে পলায়ন পূর্ব্বক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু লিউগার্ড সাহেব সেই অরণ্যে অনল সংলগ্ন করায়, বিদ্রোহিরা আ্রা হইতে পলায়ন করণকালীন ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।—পঞ্চকোটির রাজা বিচারে নির্দ্দোষি হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্রোহানল সম্পূর্ণরূপে শীতল না হওয়াবধি তাঁহাকে নজরবন্দিভাবে আলিপুর অথবা বর্দ্ধমান জেলে বাস করিতে হইবেক।—ফতেগড়ের নিকটবর্ত্তি হাতরা এবং বলি নামক স্থানে বিদ্রোহিদিগের একটা ঘোরতর সমর হয়, তাহাতে বিস্তর শত্রু নিহত হয়, এবং তাহারদিগের কয়েকটা তোপ ব্রিটিস সেনারা অধিকার করে।—সাগরের ৭ ক্রোশ অন্তরে বান্দা নামক স্থান বিদ্রোহিরা লুঠ করিয়া অনেককে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করে।—বোম্বের অন্তঃপাতি কান্দিস নামক পর্ব্বত হইতে ২৫০০ ভিল জাতি নামিয়া চপরা নামক স্থান লুণ্ঠন এবং তথাকার অনেক প্রজার ধন প্রাণ বিনষ্ট করে।—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতি কাম্তি নামক স্থানে বিদ্রোহি নানা সাহেবের সাক্ষরিত ঘোষণা পত্র প্রকাশ হয়, যথা "এপ্রদেশ বাসি সকলে একত্রিত হইয়া ফিরিঙ্গি লোকদিগের শিরশ্ছেদন করে এবং যাহাতে ইংরাজদিগের রাজ্য-শাসন এসিয়া হইতে একেবারে উঠিয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে মনোযোগী হও" দিল্লীবাসি ৫০০০ পঞ্জাবি যবন, কোনোরূপ অপরাধে উক্ত স্থান হইতে দূরীকৃত হয়, সেই সকল দুষ্টেরা মিরাট পুনরাক্রমণ করণার্থ লোকসংগ্রহ করে।—বিদ্রোহি-কুমার সিংহের জগদীশপুর তালুক, গবর্ণমেণ্ট হইতে ১১ জন ব্যক্তি ইজারা লয়েন কুমার সিংহ সেই সকল ব্যক্তিকে ফাঁসি দেন।—কমিস্যনর মেং ওয়াকোপ সাহেব, কুমারসিংহের প্রেরিত নজন চরকে এই রাজধানী মধ্যে ধৃত করেন।—প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের এডিড্‌স্ কাপ্তেন ফস্টার সাহেব, বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া অযোধ্যায় মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়েন।—বিদ্রোহি মৌলবি ৫০০ সেনা এবং তিনটা তোপ লইয়া শান্তি নামক স্থানে উপনীত হয়েন।—জগদীশপুরে বিদ্রোহিদিগের কয়েকজন সরদার ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক নিহত হয়।—কাণপুর এবং মিরাট মধ্যবর্ত্তি রাজপথে বিস্তর বিদ্রোহির সমবেত হয়।—লিউগার্ড সাহেব দলিপুরস্থ বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করত তাহাদিগের দুইটা তোপ কাড়িয়া লয়েন।—চানকস্থ গবর্ণমেণ্টের নেমক কাছারী ১৯ রেজিমেণ্ট জনেক গোরা, লুঠ করত কয়েক টাকা লইয়া পলায়ন পর হওন কালে তৎকাছারির কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় সাতিশয় সাহস পূর্ব্বক উক্ত গোরাকে ধৃত করিয়া সেনাপতির নিকটে অর্পণ করেন।—একদল বিদ্রোহি ফরেক্কাবাদে পরাজিত হইয়া আলিগড়ের সন্নিহিত জলেশ্বর নামক স্থানে গমন করত তথাকার প্রজাপুঞ্জের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ এবং ডাকের গাড়ি হইতে একজন ইংরাজ ও তাঁহার ভৃত্যদিগকে সংহার পূর্ব্বক কাল্পিরদিগে প্রস্থান করে।—সমসাবাদের নবাব শ্রীযুক্ত ছুনা সাহেব রাজপুরুষদিগের দ্বারা কারাবদ্ধ হয়েন।—গাজিপুরের অন্তঃপাতি বরকাগেরল নামক স্থানে কয়েকজন দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক ডাকের পুলিন্দা অপহৃত হয়।—মানসরগঞ্জে একজন ডাক বাহক ডুমরি নামক স্থানের কোনো সম্ভ্রান্ত লোক কর্ত্তৃক নিহত হয়, ঐ হত্যাকারির বিপক্ষে কতগুলীন শ্বেত সেনা

প্রেরিত হয়।—মানভূমের অন্তঃপাতি পোড়া হাটের বিদ্রোহি রাজার সমস্ত সম্পত্তি রাজ কোষ ভুক্ত হয়।—ইংলিসম্যান লেখেন, নাগপুর প্রদেশে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইয়াছে।—গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর লালা জ্যোতিঃপ্রসাদের রাজভক্ততা দৃষ্টে গোয়ালিয়ার রাজ্যান্তর্গত বোটা এবং পাটি নামক দুই গ্রাম পুরস্কার প্রদান করেন।—চর্খ্রিয়া নামক স্থান, বিদ্রোহিরা পুনরাক্রম করেন।—কাণপুর এবং সাগরের রাজা ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন।—ইসাগর নামক স্থান বিদ্রোহিরা অধিকার করে।—পাতিয়ালার রাজার অধীন সেনারা পরস্পরে বিদ্রোহি হয়, কিন্তু পঞ্জাবের চিপ কমিস্যনর সাহেবের বিশেষ যত্নে তাহা উপশম হয়।—বলিনামক স্থানে কয়েকজন দুষ্ট লোক একত্রিত হইয়া, কয়েকখানা, ডাকের গাড়ি লুণ্ঠন করে।—জলনদারের কোর্ট মার্সেল বিচারে ৪ সংখ্যক দলের ৩৫ জন বিদ্রোহি সেনা অপরাধি হওয়ায়, গুলি দ্বারা প্রাণ বিয়োগ করে।—সুধারাম গ্রামে ভয়ানক ঝটিকা হওয়ায় অনেক অনিষ্ট হয়।—হরামনার ডমারি নামক স্থানে ২৫০০০ বিদ্রোহির সমবেত হয়, গুরুবক্স সিংহ জনেক বিদ্রোহি ঐ সকল দুরাচারিদিগের সেনাপতি হইয়াছে।—মাধুসিংহ ৭০০০ সেনা এবং ৪ টা বড় তোপ সমভিব্যাহারে গোর্সেনগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন।—মৌলবি ডঙ্কা সা বিস্তর সেনা লইয়া অযোধ্যার নিকটে ছাউলির মধ্যে অবস্থান করে।—গোয়াল পাড়ায় আহারীয় দ্রব্যাদি অগ্নি মূল্য হওয়ায় তৎস্থান বাসি লোকের বড় কষ্ট হয়।—আলাহাবাদ আক্রমণ করণ মানসে মহম্মদ হোঁসেন বিস্তর সেনা সংগ্রহ করত উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তি আগমন করেন।—গুপীগঞ্জে দুইজন নীলকর সাহেব সপরিবারে বিদ্রোহি কর্ত্তৃক নিহত হয়েন।—মানসিংহ পুনর্ব্বার ব্রিটিস প্রতিকুলে অস্ত্রধারণ করেন।—সার হাট্টা দেশের দক্ষিণাংশে বিদ্রোহানল প্রবল হয়।—কুমার সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র, রিতভঞ্জর সিংহ ব্রিটিস শরণাগত হয়েন।—বড় কর্ত্তা মহাশয়ের সাতিশয় পীড়ায় আক্রান্ত হয়েন, কিন্তু জগদীশ্বর কৃপায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।—জিতুরা এবং জমান স্থান দ্বয়ে বিদ্রোহিদিগের সহিত যে একটা সমর হয়, তাহাতে শত্রুপক্ষ ৯৪ জন মারা পড়ে, এ পক্ষের দুই জন আফিসর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।—দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হয়।—মহারাজা জংবাহাদুর, স্বসৈন্যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ রণক্ষেত্র হইতে নেপাল রাজ্যে গমন করেন।—চর্ব্বিস পরগণার নিমক এজেন্সিতে লাভের লাঘব হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট, তাহা উঠাইয়া দিতে আদেশ করেন।—গোয়ালিয়ার মহারাজের অধীন সেনারা কাল্পিস্থ বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হয়, মহারাজ প্রাণ লইয়া আগ্রায় পলায়ন করেন, বিদ্রোহিরা তথাকার দর্গ অধিকার করত নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়াছে।—বক্সারের কয়েকটা কুঠি, বিদ্রোহিরা লুঠ করে, উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তি স্থানের কয়েক খানা বাঙ্গালা বিদ্রোহিরা অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, গোয়ালিয়াস্থ বিদ্রোহিদিগকে পরাজয় করণার্থ সারহিউজ রোজ সাহেব তথায় গমন করেন।—গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর অযোধ্যায় যে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, তাহা পাঠ করত বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে আহ্বান করেন।—তাজপুরের দারোগা বিদ্রোহিদিগের হস্তে পতিত হইয়া মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়েন।—গ্রীষ্মের আতিশয্য প্রযুক্ত উত্তর পশ্চিমে অঞ্চলস্থ বিস্তর গোরা অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েন।—কাণপুরের কোনো সংবাদদাতা লেখেন, প্রধান সেনাপতি বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার পদে জেনেরল ঔটরাম সাহেব অভিষিক্ত হইবার কথা হয়।—১৭ মে দিবসাবধি বিলাতীয় সংবাদপাঠে অবগত হওয়া গেল লার্ড এলেনবরা সাহেব স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।—ভারতবর্ষ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীনে হইবার নিমিত্ত যে বিল হৌস অফ কমন্সে পঠিত হয়, তাহা এক প্রকার গ্রাহ্য হইয়াছে; অতি স্বল্প কালের মধ্যেই এ নিয়মটি প্রচলিত হইবে।—তুর্কি এবং মনতে নিগ্রো নামক স্থানে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।—টাকার বাজার পূর্ব্বমত আছে, বাণিজ্যের বাজার বড় ভাল নয়, কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স মহোদয়েরা গবরনর জেনরল লণ্ড কেনিং বাহাদুরকে নিদোষি জ্ঞানে ধন্যবাদ প্রদান করেন ডাক্তর লিঞ্চ কটন সাহেব মহানগর কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারপতি সেণ্ট রেন্স সাহেব বিলাত গমন করায় তৎপদে হেরিসন সাহেব নিযুক্ত হয়েন।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতি থানা নাছির নগরের শামিল মদীয় জমীদারী পরগণে সরাইন হিস্যা ৮১২ গণ্ডা কোম্পাস দ্বারা জরিব করাণ মনস্থ হইয়া গত পৌষ মাসে ৭ ব্যক্তি কোম্পাস আমীন নিযুক্ত হওনানন্তর একালতক জরিপি কার্য্য চালাইয়া দুষ্ক্রিয়া ও অবিস্বস্থতা হেতুক পদচ্যুতের যোগ্য হইয়াছে একারণ এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে, যে উক্ত মত জরিপ করণে পারগ ব্যক্তিরা শতকরা দুই টাকা হারে ঠিকা জরিপ করণে কেহ সম্মত থাকে মেয়াদ ১ মাস মধ্যে আপনাপন প্রশংসা পত্র সম্বলিত দরখাস্ত প্রেরণ করে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় থাকবন্তী মহুকুমায় উক্ত কার্য্য সম্পাদন না করিয়াছে কি উপরোক্ত খ্যাতাপন্ন কি কোনো এক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা প্রদানান্তর কোম্পাস জরিপি কার্য্যে ব্যুৎপন্ন থাকার প্রশংসা পত্র না পাইয়াছে তাহাকে মনোনীত করা যাইবেক না ইতি।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল, ...১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকোতিহাস ....৷৷৹
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম প্রথম খণ্ড ১৷৹

Printed and published by Issurc Hunder Goopto at the *Probhakur Press*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমলার অন্তঃপাতি হোলোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ধামংজ্ঞাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৫৫ সংখ্যা] বুধবার ১২ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ২৭ অক্টোবর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১১ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মহেশচন্দ্র কর, গোলকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সলবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জান কাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর, এবং মৃত ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত পরগণে আজিমাবাদের শামিল টিকা তালুক নং ১১৩ যাহাতে ছয় মৌজা অথবা ২৬২।১৸০ দুই শত বাষট্টিবিঘা ছয় কাঠা তিন পোওয়া জমী আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক অর্থাৎ মৌজা চক শুকুনীতে ১০২/০৸০ একশত দুই বিঘা তিন পোয়া, মৌজা সুরপুর ১৬৸২।।০ ষোল বিঘা সতেরো কাঠা আট ছটাক, মৌজা সিতারামপুরে ২৪।।৩।।০ চব্বিশ বিঘা তেরো কাঠা আট ছটাক, মৌজা বাকভোয়ালিয়ায় ১১৸১ এগারো বিঘা ষোল কাঠা, মৌজা বিজয়রাম পুরে ৬০।।৩৸০ ষাইট বিঘা তেরো কাঠা বারো ছটাক, মৌজা বলরাম পুরে ৪৫।।২ পঁয়তাল্লিস বিঘা বারো কাঠা এবং যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৬৩৪৸৵২ ছয় শত চৌত্রিশ টাকা চোদ্দ আনা দুই গণ্ডা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর, ও ইন্সলবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জান কাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর এবং মৃত ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত জেলা ২৪ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মাগুরার শামিল মৌজা ডাঙ্গা নামক স্থানে ৫৫।১ পঞ্চান্ন বিঘা ছয় কাঠা লাখরাজ ভূমি তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এই প্রকারে অংশীকৃত।

যথা।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৸০ দুই বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা দাসী লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা যাহা দাসী লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪।৪ চারি বিঘা নয় কাঠা যাহা দাসী লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা যাহা দাসী লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৸০ দুই বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা দাসী লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।।৩ তেরো কাঠা যাহা দাসী লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা যাহা দাসী লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান

২৶৩ দুই বিঘা তিন কাঠা যাহা বাঁসী খ্রীষ্টিয়ানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘ যাহা হানিফ লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।১ দুই বিঘা ছয় কাঠা যাহা কালু মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸০ এক বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা তরফ মিস্ত্রিণীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।।৪ চৌদ্দ কাঠা যাহা তরফ মিস্ত্রিণীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪।।১ চারি বিঘা এগারো কাঠা যাহা তিনকৌড়ি লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা যাহা কোটী মল্লিকের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমনা ।।৩ তেরো কাঠা যাহা আত্মারাম লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা দীননাথ বৈদ্যের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।২ এক বিঘা সাত কাঠা যাহা বর্ষ্ঠি চরণ নাস্কর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।২ এক বিঘা সাত কাঠা যাহা দীননাথ বৈদ্যের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।।৪ এক বিঘা চৌদ্দ কাঠা যাহা দাসী এবং কামালদীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা যাহা দাসী এবং কামালদীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৶১ এক বিঘা এক কাঠা যাহা দাসী এবং কামালদীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸৩ আঠারো কাঠা যাহা হরি মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।।২ বারো কাঠা যাহা পীতাম্বর খ্রীষ্টিয়ানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।২ এক বিঘা সাত কাঠা যাহা পরাণ নাস্কর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।।৩ দুই বিঘা তেরো কাঠা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাস্কর এবং বিশ্বনাথ নাস্কর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড বাগান ভূমি অনুমান ১২ বারো বিঘা যাহা রাজচন্দ্র মণ্ডলের অধিকারে আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশলদ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর, এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সলবেণ্ট গোবিন্দখন্দ্র করের এসাইনি জান কাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতি নিধি ভৈরবচন্দ্র কর এবং মৃত ভোলা নাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষত জেলা ২৪ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মদেনমল্লের শামিল মৌজে কুমারখালীর মধ্যে যে ১৯ উনিশ বিঘা লাখরাজ ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এই রূপে অংশীকৃত।

যথা।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸০ পোনেরো কাঠা যাহা বলক লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸০ পোনেরো কাঠা যাহা বলক লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।।০ দুই বিঘা দশ কাঠা যাহা রামচাঁদ মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।।০ দুই বিঘা দশ কাঠা যাহা গোরাচাঁদ লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৭।।০ সাত বিঘা দশ কাঠা যাহা গোরাচাঁদ লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূম অনুমান ২ দুই বিঘা যাহা রামচাঁদ মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা রামচাঁদ মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা রামচাঁদ মণ্ডলের অধিকারে আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর, এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সলবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জান কাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর এবং মৃত ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষত জেলা ২৪ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মাগুরার শামিল বোনহুগলি নামক স্থানের মধ্যে যে ৯৸০ নয় বিঘা পোনেরো কাঠা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এই রূপ অংশীকৃত আছে।

যথা।

এক খণ্ড ভূম অনুমান ১৶১ এক বিঘা এক কাঠা যাহা ত্রৈলোক্য দাস তেওয়ারির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।।০ দুই বিঘা দশ কাঠা যাহা দাসী এবং কামালদীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸৫ এক বিঘা ষোল কাঠা যাহা বাহাদুর লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা যাহা সুবল বৈদ্যের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা যাহা মদন ভাগরির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸৩ আঠারো কাঠা যাহা আনন্দ পালের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা যাহা আনন্দ পালের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা যাহা কুণ্ডাই বাঙ্গুরের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা যাহা নারায়ণ মোলার অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৶২ এক বিঘা দুই কাঠা যাহা শ্যামপারা এবং দুঃখিত বাঙ্গুনির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৶ এক বিঘা যাহা পতিতের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।।২ বারো কাঠা যাহা রাজকর পাট্টার অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা যাহা প্রোসের এবং বৈদ্যের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা যাহা নারায়ণের এবং বুদির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।।২ বারো কাঠা যাহা কাশীনাথ বগির অধিকারে আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর, ও ইন্সলবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জান কাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর, ও মৃত ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মাগুরার শামিল মৌজা শ্রীকান্তপুরে যে ১৪৯।০ এক শত ঊনপঞ্চাশ বিঘা পাঁচ কাঠা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এই রূপে অংশীকৃত।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩৶২ তিন বিঘা দুই কাঠা যাহা খাঁশী খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা যাহা কিনুমণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪।।০ চারি বিঘা দশ কাঠা যাহা পরাণ খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।১ এক বিঘা ছয় কাঠা যাহা তারক মিস্ত্রির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸৩ আঠারো কাঠা যাহা তিলক লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।৪ দুই বিঘা নয় কাঠা যাহা তিনকড়ি লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৬।।০ ষোলো বিঘা দশ কাঠা যাহা দাসী এবং কামালদীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।৪ দুই বিঘা নয় কাঠা যাহা বাহাদুর লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩।৪ তিন বিঘা নয় কাঠা যাহা বাহাদুর লস্করের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪৸২ চারি বিঘা আঠারো কাঠা যাহা লক্ষ্মীনারায়ন নাস্কর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩।।০ তিন বিঘা দশ কাঠা যাহা মদন ভাঙ্গির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩।।২ তিন বিঘা বারো কাঠা যাহা মদন ভাঙ্গির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৸৩ দুই বিঘা আঠারো কাঠা যাহা মদন ভাঙ্গির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা আন্দিরাম পাথের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৶২ দুই বিঘা দুই কাঠা যাহা আন্দিরাম পাথের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।।১ এগারো কাঠা যাহা কুণ্ডার ভাঙ্গির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৸১ দুই বিঘা ষোলো কাঠা যাহা ঈশ্বর বিশ্বাসের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸৪ উনিশ কাঠা যাহা নারায়ণ খালুয়ারের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।৪ এক বিঘা নয় কাঠা যাহা নারায়ণ খালুয়ারের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸১ ষোলো কাঠা যাহা সীতানাথ পরামানিকের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৮৶ আট বিঘা যাহা রাজচন্দ্র মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা যাহা রাজচন্দ্র মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২

দুই বিঘা যাহা রাজচন্দ্র মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৸১ দুই বিঘা ষোলো কাঠা যাহা রাজচন্দ্র মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩৸০ তিন বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা রাজচন্দ্র মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।০ দুই বিঘা পাঁচ কাঠা যাহা দেবনারায়ণ খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪৸০ চারি বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা দেবনারায়ন খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক ভূমি অনুমান ৸০ পোনেরো কাঠা যাহা দেবনারায়ণ খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা যাহা দেবনারায়ণ খ্রীষ্টানে অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸২ সাতেরো কাঠা যাহা দেবনারায়ণ খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।৹ দশ কাঠা যাহা দেবনারায়ণ খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸০ পোনেরো কাঠা যাহা দেবনারায়ণ খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸ এক বিঘা যাহা কাশীনাথ খ্রীষ্টানের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸৪ এক বিঘা উনিশ কাঠা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸০ এক বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩।২ তিন বিঘা সাত কাঠা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকার আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।।০ দুই বিঘা দশ কাঠা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৸০ দুই বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।।২ এক বিঘা বারো কাঠা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸ এক বিঘা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২/২ দুই বিঘা দুই কাঠা যাহা প্রভুরাম নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা প্রভুরাম নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা যাহা প্রভুরাম নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৭ সাত বিঘা যাহা বুদ্ধেশ্বর নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ডভূমি অনুমান ৸২ সাতেরো কাঠা যাহা পরাণ নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১/১ এক বিঘা এক কাঠা যাহা পরাণ নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।০ দুই বিঘা পাঁচ কাঠা যাহা পরাণ নাব্বর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা যাহা পরাণ নাব্বর অধিকারে আছে তাহাতে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মহেশচন্দ্র কর, গোলকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর, এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সলবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জানকাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর এবং মৃত ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মেদন মল্লের শামিল মৌজা মাল্লিকাপুরে যে ২৯।।০ সাতাইশ বিঘা দশ কাঠা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহ এইরূপে অংশীকৃত।

যথা।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা যাহা জয়নারায়ণ দাসের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১২ বারো বিঘা যাহা মধুসূদন বাগানির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা যাহা মধুসূদন বাগানির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৫ পাঁচ বিঘা যাহা মধুসূদন বাগানির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা মধুসূদন বাগানির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান

১৩ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মেদন মোল্লের শামিল মৌজা টেকুপুরে যে এক ২৯/ ঊণত্রিশ বিঘা-ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এইরূপে অংশিকৃত।

যথা।

উক্ত পরগণার শামিলে ঐ মৌজায় এবং ঐ জিলায় ৯/ নয় বিঘা শালী ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক।

এবং উক্ত স্থানে এক খণ্ড ২০/ কুড়ি বিঘা বাগান ভূমি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সলবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জানকাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর, এবং মৃত ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৪ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মেদন মোল্লের শামিল মৌজা নোয়াবাদের মধ্যে যে ২০৸০ দুই শত এক বিঘা পোনের কাঠা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এইরূপে অংশীকৃত, যথা।

ঐ পরগণায় এবং ঐ মৌজায় এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৮১৲ একাশী বিঘা, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক।

এবং উক্ত পরগণার শামিল ঐ মৌজায় এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১০২।।৪ এক শত দুই বিঘা চৌদ্দ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সালবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জানকাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতি নিধি ভৈরবচন্দ্র কর, এবং ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডন্‌ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
৮ অক্টোবর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৹
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।০
স্বপ্নদর্শন ..... ৵

সংবাদ প্রভাকর

১২ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

হায় কি পরিতাপ!

আমরা অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, অদ্বিতীয় মহামান্য বিশ্ববিখ্যাত ৺ বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৺ বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহা-

শয় গত রবিবার সন্ধ্যার পরে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার পূর্ব্বক যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন, এই নিদারুণ নিষ্ঠুর সংবাদ শ্রবণমাত্রেই তাবতের অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইতে থাকিবেক। নগেন্দ্রনাথ বাবুর বয়স ২৭ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, এই তরুণ বয়সে তিনি সর্ব্বগুণের আকর হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সুশীল, সদালাপী, মর্য্যাদক, সদ্বিদ্বান্, সর্ব্বপ্রিয়, দেশহিতার্থী এবং পরোপকারী ছিলেন, বহু লোককে প্রতিপালন করিতেন। আপনি দায়গ্রস্ত হইয়াও আশ্রিত ব্যক্তিকে দায় হইতে মুক্ত করিতেন। ইনি পরের উপকারকল্পে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন, যে বংশের বংশধর ছিলেন, সর্ব্বাংশেই সেই বংশের উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতেন, সুতরাং এমত মহাত্মা ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে জগতীয় যাবতীয় লোককেই হাহাকার করিতে হইবে। এই সংবাদ লিখিতে লিখিতে আমারদিগের শরীর অবশ এবং শোক-শেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এজন্য নিতান্ত অসমর্থ হইয়া মনের দুঃখে এই স্থলেই লেখনী পরিত্যাগ করিলাম।

এবৎসর শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া মহাপূজা অতি নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়াছে, বৃষ্টি অথবা অপর কোনোরূপ দৈববিড়ম্বনা হয় নাই, রাজ-বিপদে গত বৎসর দুর্গোৎসব প্রকৃত দুর্গোৎসব হইয়াছিল, এবারে রাজার সম্পদে দুর্গোৎসব যথার্থই দুর্গহর দুর্গোৎসব হইয়াছে। ১২৬৪ সালে আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দ মাত্রই হয় নাই, তাবতেই নিরানন্দনীরে নিমগ্ন ছিলেন, বর্ত্তমান ৬৫ সালে আনন্দময়ী সকলেরি আনন্দদায়িনী হইয়াছেন, যাঁহার যদ্রূপ সঙ্গতি তিনি সেই প্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন। দিল্লীজয়, অযোধ্যারাজ্য পুনর্ব্বার হস্তগত করণ এবং আর আর সমস্ত বিষয়ে রাজপুরুষদিগের কুশল হওয়াতে এতন্নগরীয় শোভাবাজারস্থ উভয় রাজবাটীতেই অশেষবিধ আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান সাহেবেরা দুই বাটীতেই আসিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছেন, এবং নৃত্য গীতাদির আমোদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অষ্টমী পূজার রজনীতে উক্ত উভয় রাজভবন আলোকলতিকার শোভায় এবং অপরাপর সুসজ্জায় ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছিল, কলিকাতার অপরাপর মহাশয়েরা কেহই যথাসাধ্য আনন্দের ত্রুটি করেন নাই। আমরা আর আর স্থানের পূজার বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরে প্রকাশ করিব।

প্রার্থনা করি করুণাময়ী জগদীশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা রাজা প্রজা উভয়ের সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল বিধান করুন।

গত দুই দিবসের ঝড়ে অনেকের অনেক প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে, বাড়ি ঘর পড়িয়া গিয়াছে, বড় বড় বৃক্ষ সকল সমূলে ভূমিশায়ি হইয়াছে। বৃষ্টি উত্তমরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু গুরুতর ঝড় না হইলে ঐ জলে ধান্যের পক্ষে বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা ছিল. প্রবল পবনের প্রহার পাইয়া ধান্য সকল পঙ্কময় ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াছে। যাহা হউক, দৈবের উপর কোনো কথাই নাই, যদি সম্যৎ এই বৃষ্টিতে স্থান বিশেষে ধান্য বৃক্ষের যৎকিঞ্চিৎ উপকার হয় তাহাকেই যথেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

ঐ ঝড়ে অনেক স্থানে অনেক নৌকা মারা পড়িয়াছে। কলিকাতার গঙ্গায় অনেকগুলীন মহাজনি নৌকা নষ্ট হইয়াছে।

এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীনে হইল, এতৎ শুভ সংবাদ সর্ব্বসাধারণ জনগণের গোচরার্থ আগামি ১ নবেম্বর সোমবার গবর্ণমেণ্ট হৌস এবং প্রত্যেক প্রধান প্রধান ষ্টেসনে প্রচার হইবে, এবং সেই দিবস রজনীযোগে গবর্ণমেণ্ট হৌস জেনরল ট্রেজরি অর্থাৎ প্রধান রাজকোষ প্রভৃতি গৃহে আনন্দসূচক আলোকমালা দেওয়া হইবেক, রাজভক্ত প্রজারাও নিজ নিজ আলয়ে দ্বীপমালা দিয়া আপনাপন রাজভক্ততা প্রকাশ করিবেন।

উক্ত দিবসে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যালয়ের কার্য্য বন্দ থাকিবেক।

বাষ্পীয় রথে দৈব ঘটনা।

গত পরশ্বঃ সন্ধ্যার পর মগরার নিকট দৈব-ঘটনায় বাষ্পীয় রথে আঘাত হওয়াতে অনেক অশ্বারোহি আহত হইয়াছে, এমত জনরব উক্ত ঘটনায় দুই এক ব্যক্তির প্রাণবিয়োগও হইয়াছে!

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press*,

৬ তিন বিঘা যাহা মধুসূদন বাগানির অধিকারে আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সালবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জানকাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর এবং মৃত ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষত জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মেদন মল্লের শামিল মৌজা নিশ্চিন্দি পুরে ৭৷৷০ সাত বিঘা দশ কাঠা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এইরূপে অংশীকৃত।

যথা।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৲ দুই বিঘা যাহা মহেশ্চন্দ্র ঘোষের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা যাহা মহেশ্চন্দ্র ঘোষের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২৷৷০ দুই বিঘা দশ কাঠা যাহা অজুর ঘোষের অধিকারে আছে।

তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সালবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জানকাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর, এবং ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মেদন মল্লের শামিল মৌজা রাজপুরে যে ২৯৲ উনত্রিশ বিঘা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এইরূপে অংশীকৃত আছে।

যথা।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৷৷ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা চন্দ্র শটাংশির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১০ দশ বিঘা যাহা করস এবং কোম্পানির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড পুষ্করিণীর সহিত বাগান ভূমি অনুমান ১৫ পোনেরো বিঘা।

অপর এক খণ্ড ভূমি পুষ্করীর সহিত বাগান ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সালবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জানকাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর এবং ভোলানাথ করের এক মাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৯ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মাগুরার শামিল মৌজা জগদ্বলের মধ্যে যে ২৭৷৷১ সাতাইস বিঘা এগারো কাঠা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এই প্রকার তংশীকৃত।

যথা।

এক খণ্ড বাগান ভূমি যাহাকে তেয়োরি বাগান কহে কিম্বা যাহা আনুমান ৭৷৷০ সাত বিঘা দশ কাঠা ঐ বাগানে নানা জাতীয় বৃক্ষাদি আছে।

অপর এক খণ্ড বাগান ভূমি যাহাকে বড় বাগান কহে কিম্বা যাহা বড় বাগান নামে প্রসিদ্ধ উক্ত বড়বাগানে নারীকেল বৃক্ষেতে পরিপুরিত এবং এক পুষ্করিণীর সহিত দেদীপ্যমান আছে ভূমি অনুমান ২০ কুড়ি বিঘা। তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশান চন্দ্র কর ও ইন্সালবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জানকাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর, এবং ভোলানাথ করের এক মাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১০ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মেদন মল্লের শামিল মৌজা কুসুম্ভায় যে ২০৷৷০ কুড়ি বিঘা দশ কাঠা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এরূপ অংশীকৃত।

যথা।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸০ এক বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা সুশীল মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা পরমা মুচির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸০ এক বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা ওরেশ মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸০ এক বিঘা পোনেরো কাঠাযাহা লক্ষ্মী-নারায়ণ মণ্ডলের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৸০ এক বিঘা পোনেরো কাঠা যাহা হামাতগাজির অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা যাহা ওরেশ এবং অন্যান্যের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২ দুই বিঘা যাহা ওরেশ এবং অন্যান্যের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান৩ তিন বিঘা যাহা ওরেশ এবং অন্যান্যের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।৹ দুই বিঘা দশ কাঠা যাহা ওরেশ ও অন্যান্যের অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।৹ এক বিঘা দশ কাঠা যাহা ওরেশ এবং অন্যান্যের অধিকারে আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সালবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইনি জান কাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতিনিধি ভৈরবচন্দ্র কর, এবং ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১১ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মেদন মল্লের শামিল মৌজা জগন্নাথপুরের মধ্যে যে ৯/৩ নয় বিঘা তিন কাঠা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হইক তাহা এইরূপে অংশীকৃত।

যথা।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২।৹ দুই বিঘা দশ কাঠা যাহা সেক্ হাসামদীর অধিকারে আছে।

আর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।৹ এক বিঘা পাঁচ কাঠা যাহা সেক্ হাসামদীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১৲ এক বিঘা যাহা সেক্ হাসামদীর অধিকার আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸৹ পোনের কাঠা যাহা সেক্ হাসামদীর অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ১।৹ এক বিঘা পাঁচ কাঠা যাহা সোণা পেয়াদার অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা যাহা সোণা পেয়াদার অধিকারে আছে।

এবং অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা যাহা সোণা পেয়াদার অধিকারে আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর, আনন্দচন্দ্র কর, এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সালবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করের এসাইন জান কাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতি নিধি ভৈরবচন্দ্র কর, এবং মৃত ভোলা নাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১২ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণে মেদন মল্লের শামিল মৌজা উল্কা[illegible] র মধ্যে যে ২৫ পঁচিশ বিঘা ভূমি আছে তাহা কিছু কমী হউক বেশী হউক তাহা এই প্রকারে অংশীকৃত।

যথা।

এক খণ্ড ভূমি অনুমান ।[illegible] বারো কাঠা যাহা নশিরাম লস্করে অধিকারে আছে।

অপর এক খণ্ড বাগান ভূমি যাহাকে কাঁঠাল বাগান কহে কি যাহা কাঁঠাল বাগান নামে প্রসি ঐ উদ্যানে এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৬ ছয় বিঘা।

অপর এক খণ্ড বাগান ভূমি যাহাকে কালুর বাগান কহে কি যাহা কালুর বাগান নামে প্রসি ভূমি অনুমান ৩/ তিন বিঘা।

এবং অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা যাহা বাদার অধিকারে আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আমি মহেশচন্দ্র কর, গোলোকচন্দ্র কর আনন্দচন্দ্র কর এবং ঈশানচন্দ্র কর ও ইন্সালবেণ্ট গোবিন্দচন্দ্র করে এসাইনি জানকাক্রেন এবং মৃত শম্ভুচন্দ্র করের পুত্র উত্তরাধিকারি এবং যথার্থ প্রতি নিধি ভৈরবচন্দ্র কর, এবং ভোলানাথ করের একমাত্র কন্যা জগৎমোহিনী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সংবাদ প্রভাকর

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংজ্ঞাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তুদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৫৬ সংখ্যা] গুরুবার ১৩ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ২৮ অক্টোবর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদ প্রভাকর

১৩ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীনে হওয়ায় নিম্ন লিখিত সম্ভ্রান্ত বিদ্যাবিসারদ ব্যক্তিব্যূহ ভারতবর্ষের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা-করণার্থ নিয়োজিত হইয়াছেন।

মহামতি লার্ড ষ্টান্‌লি সাহেব ভারতবর্ষের সর্ব্বাধক্ষ্য পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

সার ফ্রেরিডেরিক করি ব্যারোনেট সাহেব কৌন্সিলি পদে আরূঢ় হইয়াছেন।

মেং উইলিয়ম আরবথনট সাহেব সার প্রবিটি কটলে কে, সি, বি, সাহেব, কাপ্তেন ইষ্টউইক সাহেব স্যার জেম্‌স ওয়েহগ্ ব্যারোনেট সাহেব, সারজন, এল, এম লরেন্স ব্যারোনেট জি, সি, বি সাহেব, মেং এলিয়ট ম্যাকলটেন সাহেব, মেং রস্‌ভি মেং গলস সাহেব, সার হেনিরি সি. রলিনসন কে, সি, বি, সাহেব মেং চারল্‌সমিন্স সাহেব, সার এইচ, সি, মণ্টোগোমারি সাহেব, মেং প্রিনসেপ সাহেব, কাপ্তেন সেফার্ড সাহেব, সার আর জে, ভিবিএল, কে, সি বি সাহেব মেং জে. পি, উইলোবি সাহেব ইহারা কয়েক মহাত্মা ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতির নায়েব হইয়াছেন।

সার জি, আর কেনার্ক সাহেব, মেং হেনিরি জেম্‌স বেলি সাহেব অণ্ডার সেক্রেটারি পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেং জেম্‌স কস্‌মোমেলভিল সাহেব সহকারি অণ্ডার সেক্রেটারি হইয়াছেন। ইহাঁরদিগের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে বিশেষ নিপুণ তাঁহাকে সেই বিষয় সমাধা-করণের ভার দেওয়ায় সাতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, এবং পারদর্শি মহাত্মাকে কোনো গুরুতর কার্য্যের ভার দিলে তাঁহার দ্বারা সেই কর্ম্ম অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইতে পারে, এক্ষণে দেখা যাউক উল্লেখিত মহাত্মাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের রাজকার্য্য কি প্রকারে সমাধা হয়, আমারদিগের এমত একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যখন মহারাণী স্বীয় রাজ্য শাসনার্থ আপনি তাহার ভারগ্রহণ করিয়াছেন, তখন যাহাতে প্রজাপুঞ্জ সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন, সন্তান যেরূপ মাতাকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয়, সেইরূপ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের প্রজা সকল অনায়াসেই সুখে থাকিতে পারিবে এমত সম্ভাবনা হইতেছে।

রাজদত্ত সংবাদ।

বিগত নয় দিবসের গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদের সারমর্ম্ম সংগ্রহ করত নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল।

গত কল্য ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব সসৈন্যে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক জগদীশপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, বিদ্রোহিরা উক্ত বীরবরের সহিত সমরে পরাজিত হইয়া নানাদিগে পলায়ন-করণে বাধা হইয়াছে, অশ্বারোহি সেনারা তাহারদিগের পশ্চাদ্গামি হইয়াছে। আরার রাজপথের নিকটবর্ত্তি বরক্সোপুর নামক স্থানে বিদ্রোহি সিদাসিংহ কতকগুলীন সেনা সমভিব্যাহারে আগমন করে, ব্রিটিস সেনারা এতৎ সংবাদ শ্রবণমাত্র তথায় উপনীত হইয়া সমরে শত্রুদিগের বিপক্ষে ধাবিত হয়, অবশেষে বিদ্রোহিরা পরাজিত হইয়া জগদীশপুরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছে, এই রণে বিপক্ষপক্ষের ২০০ সেনা নিহত হইয়াছে, ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব কারিসক নামক স্থানে বিস্তর শত্রুকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছেন।

চোগান হইতে বিদ্রোহিদিগকে দুর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, শত্রুরা তথা হইতে জগদীশপুরে পলায়ন করিয়াছে, পিরুয়ার পশ্চিম চকিয়া নামক স্থানে কর্ণেল টারনার সাহেবের অধীনস্থ সেনারা বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা সমর করে, তাহাতে অনেকগুলীন বিপক্ষ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, বক্‌সারের নিকটবর্ত্তি কেম্প আগর নামক স্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা ঘোরতর সমর হয় তদ্বিবরণ এই যে, প্রথমে শত্রুগণ ব্রিটিসপক্ষীয় সেনাদিগের প্রতিকুলে গুলি নিক্ষেপ করিতে থাকে, পরে ড্রাসফোর্ড সাহেবের অধীনস্থ সেনারা কৌশলক্রমে ক্রমে ক্রমে শত্রুদিগের সমীপবর্ত্তি হইয়া তাহারদিগের বিস্তর সেনাকে হত করে, বিপক্ষেরা বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনাদিগের সহিত সমরে অপারগ হইয়া স্থানান্তরে পলায়নপর হয়, এই সময়ে ব্রিটিসপক্ষের ৮৪ সংখ্যক দলের দুই জন সেনামাত্র হত, লেপ্টেনাণ্ট জোন্স এবং তিন জন সেনা আহত হইয়াছে, মান্দ্রাজ অশ্বারোহি সেনারা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কর্ণেল ড্রাসফোর্ড সাহেব উল্লেখিত স্থানে জয়লাভ করিয়া পপ্রাদ নামক স্থানের দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছেন। মেজর লাইটফুট সাহেব ফরিদপুর রক্ষার্থ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ প্রদেশে জেনরল হোপ সাহেব বিদ্রোহিদিগকে স্থানে স্থানে বিলক্ষণরূপে শিক্ষাদান করিতেছেন তদ্বিবরণ জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব আলাহাবাদ হইতে প্রেরণ করেন।

"জমদেলার ২ ক্রোশ উত্তর পান্থু নামক স্থানে ৫০০ বিদ্রোহি ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহারদিগকে শমনসদনে প্রেরণার্থ যে সমর হয় তাহাতে ব্রিটিস পক্ষের অত্যল্প সংখ্যক সেনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, মেজর রেক্স সাহেবের অধীনস্থ সেনারা জেলালদোর নামক স্থানে চারি সহস্র বিদ্রোহি সেনাকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়, কিন্তু তাহারা স্বীয় বলসহকারে সেইঘোরতর বিপদ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, ইহাতে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে উভয়দলেরি সেনারা হতাহত হইয়াছে ১৪ তারিখে স্যার হোপ গ্রাণ্ট সাহেব সসৈন্যে আকবরপুরে জি, কর্ণেল সিমসন সাহেব এবং মেজর রেক্স সাহেব জেলালপুরে অবস্থিতি করেন, রাজা মানসিংহ বন্দলুয়া নামক

স্থানে বাস করিতেছেন। কমিস্যনর কাপ্তেন পিংকলে সাহেব ঝান্সি হইতে এমত সংবাদ দেন যে ৭ তারিখে তেনসিয়াতোপি চন্দ্রিয়াস্থ দুর্গ আক্রমণ করে, পরে ৯ তারিখে সিন্দিয়ার সেনার দ্বারা তিনি উক্ত দুর্গ হইতে দূরীভূত হয়েন, বিদ্রোহিরা তথা হইতে তাড়িত হইয়া প্রাগুক্ত স্থানের ৫ ক্রোশ অন্তর সেরাই নামক স্থানে পলায়ন করে। চন্দ্রিয়ার ডেপুটী কমিস্যনর কাপ্তেন ফেনটন সাহেব ১১ তারিখে বিস্তর সেনা সমভিব্যাহারে ঝান্সিতে উপনীত হইয়াছেন, কর্ণেল রিডেল সাহেব রানুপুরে বাস করেন, জেনরল মিচেল সাহেব বান্দার নবাবের অধীনস্থ সেনাদিগকে মংগ্রলিয়ায় পরাজয় করত তাহারদিগের ৬ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছেন, শুনিলাম এই সমরে এক শত পঞ্চাশ জন বিদ্রোহি সমরশায়ি হইয়াছে, বিদ্রোহি সরদার রায়ও সাহেব কয়েকদল সেনা লইয়া ঝান্সি অভিমুখে গমন করিয়াছে, তেনসিয়াতোপি কর্ণেল স্কডমোর সাহেবের অগ্রসর সংবাদ শ্রবণ করত পাচোর পরিত্যাগ পুরঃসর সোরেশঘাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হরকরার কোনো ঝান্সিস্থ পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "তেনসিয়াতোপী" স্বীয় দলবল সহিত বেতয়া নদীপার হইয়া সারাইঘাট এবং রাজঘাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, এমত শুনা গিয়াছে যে, উক্ত বিদ্রোহি সরদার বান্দা হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন-করণের মানস প্রকাশ করিয়াছেন।

১১ তারিখে কমিস্যনর সাহেব মেজর ডেভিস সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া ঝান্সি পরিত্যাগ পুর্ব্বক বেতয়ার পুর্ব্বদিগস্থ লেডেল সাহেবের অধীনস্থ সেনার সহিত মিলিত হইয়াছেন। অপর কয়েকদল সেনা কাপ্তেন ওয়েল সাহেবের সমভিব্যাহারে কর্ণেল সিকডমোর্স সাহেবের সেনার সহিত মিলিত হইয়াছে, এইরূপে নানাদিগ দিয়া ব্রিটিস সেনাগণ গতায়াত করাতে এমত প্রতীত হইতেছে যে, তেনসিয়াতোপী শীঘ্রই তাহারদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত এবং ধৃত হইতে পারিবেন।

কর্ণেল আর সি, ডবলিউ টেনার সি, বি, সাহেব ৭০ গণিত হাইলেণ্ডার সেনা সমভিব্যাহারে বিগত ১১ তারিখে উত্তর-পশ্চিম হইতে আলাহাবাদে আগমন করিয়াছেন। ২ সংখ্যক শীক পদাতিক সেনারা আমবলায় গমন করিয়াছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ-কালীন রাজা বীরসিংহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সম্প্রতি সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট উক্ত মৃত্যু রাজার দুহিতাদ্বয়ের প্রতি সদয় হইয়া তাহারদিগেরপ্রত্যেককে ৫০টাকা করিয়া মাসিকবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ফতেপুরস্থ সংবাদ দাতার পত্র পাঠে অবগত হইল, "নদীর" অপর পারের ৭ ক্রোশ অন্তর বিথুর নামক স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি একত্রিত হইয়া শিবির স্থাপন করত অত্যন্ত ধূমধাম করিতেছে, তাহারদিগের প্রতিকুলে কয়েকদল সেনা প্রেরিত হইয়াছে, এবং সেই দিগ হইতে তোপধ্বনি শুনা গিয়াছে, কিন্তু সমরের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় নাই।—আলাহাবাদ হইতে এস্থানাবধি রেলওয়ে খুলিয়াছে, এবং প্রত্যহ নিয়মিতরূপে গাড়ির গমনাগমন হইতেছে, এক্ষণে এস্থানে সকলে নিরাপদে কালযাপন করিতেছে।

অনুবাদিত সংবাদ।

আসামের পূর্ব্বতন বাইসরয় রাজা গুণকান্ত সিংহ, জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে এতন্মায়াময় অনিত্য দেহ পরিহার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজার সন্তানকে তাঁহার পিতার মাসিক বৃত্তি প্রদানের অনুমতি করিয়াছেন। এই সংবাদে সন্তুষ্ট হওয়া গেল।

বোম্বে ক্যানণ্ডার্ড পত্রে দৃষ্ট হইল, বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে যে সকল ভিল-জাতিরা বোম্বের ডাক লুণ্ঠন করে, তাহারাই সিন্দিয়ার নিকটবর্ত্তি কয়েকটা ষ্টেসন, অর্থাৎ আড্ডা অনলসংযোগে একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছে। কোল জাতিরা নায়রা এবং আহামেদা বাদের মধ্যবর্ত্তি পল্লিগ্রামে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহারদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রদানার্থ কয়েকদল সেনা প্রেরিত হইয়াছে।

দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহ, স্বীয়

তনয় জমা বফত্ সমভিব্যাহারে বিগত ৭ আক্টোবর দিবসে দিল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীতে আগমন করিতেছেন।

বঙ্গদেশের পুর্ব্বতন পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল মেং জে, আর, বি, বেন্টে সাহেবকে, গবর্ণমেণ্ট ৬০০০ টাকা করিয়া বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

হরকরা পত্রে অবগতি হইল, আসাম প্রদেশে চাউলের দর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে ৫ পাঁচ টাকা করিয়া মোন ছিল এক্ষণে ২৷৷০ অথবা ৩টাকা করিয়া মোন বিক্রয় হইতেছে, এই সংবাদে আপাতত সন্তুষ্ট হওয়া গেল, পাঁচ টাকা করিয়া চালের মোন হইলে দীন দুঃখিদিগের কথাইতো নাই, ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে মহা কষ্টে দিনপাত করিতে হয়, তখন আসামে চালের দর একেবারে এত অধিক কমিয়া যাওয়ায় তৎস্থানীয় প্রজাপুঞ্জের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

৩২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের কতকগুলীন সেনা চীন রাজ্যে গমনার্থ জাহাজারোহণ করিয়াছে।

কোনো ইংরাজী পত্রে দৃষ্ট হইল, এমত জনরব যে বরমার বৃদ্ধ রাজা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদান করায় তাঁহার অনুজ তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন ভ্রষ্ট এবং নিহত করিয়াছে, শুনিলাম উক্ত পাষণ্ড জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনবিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজা হইয়া বসিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! মহাশয়ের ১৩ অক্টোবরের সমাচার পত্রের প্রেরিত সংবাদে দেখিলাম যে কোন্ মহাশয় এমত একটী সমুদয় মিথ্যা সমাচার ঘোষণা পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ লিখিয়াছেন যে অমর সিংহ জগদীশপুরে ৫০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, অমর সিংহের সেনারা মাজিষ্ট্রেট মনি সাহেব ও তাহার সমভিব্যাহারে ৩০০ তিন শত ব্যক্তিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছে, সম্পাদক মহাশয়! উপরোক্ত সমাচারটী সর্ব্বই মিথ্যা এ কেবল উনপঞ্চাশের ঘোর ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ শ্রীযুত মেং এ মনি সাহেব যেপর্য্যন্ত গয়া জিলা হইতে এজিলায় আসিয়াছেন সেই অবধি কয়েকবার শত্রুদিগের বিপক্ষে গিয়া তাহাদের তাড়াইয়াছিলেন এক দিবস তিনি তিনটি সয়ার মারেন আর এক দিন তিনি কারিসাতে জন সেখানে ২৮ জন সেপাহি মারা যায় গত ১৫ তারিখে মোং কাঁটবহরমপুরে এক যুদ্ধ হয় তাহাতে প্রায় ৪০০ চারি শত পঞ্চাশ জন বিপক্ষ মারা যায় পরে গত ১৮ রোজ সোমবারে শ্রীযুত ব্রিগেডিয়ার ডগলস সাহেব এবং মনি সাহেব অতি অল্প সৈন্য লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া ছুনৌরে ২০। ২৫ জন সিপাহিকে মারেন তাহাতেই অমর সিংহ এবং হরকিশন সিংহ প্রভৃতি সেপাহি সকল জগদীশপুর পরিত্যাগ করত এখানে ওখানে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে এবং ইংরাজদিগের সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়াছে কতক সৈন্য জগদীশপুরে আছে, বিদ্রোহিরা শোণনদী পার হইয়া পলায়ন করিবার মানসে আছে কিন্তু ইংরাজের সৈন্য তাহারদের পথ রুদ্ধ করিয়াছে বোধ হয় ৪।৫ রোজ মধ্যেই এজিলা নিরাপদ হইতে পারে অদ্য মেং মনি সাহেব ও ব্রেগেডিয়ার সাহেব মোং আরায় আসিয়াছেন এবং যেখানে যেখানে বিদ্রোহিদের অনুসন্ধান পাইতেছেন সেই সেই স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন, বিদ্রোহিরা অস্থির হইয়া এদিক ওদিক করিতেছে এক জন বাঙ্গালী অমর সিংহের কারাগারে বদ্ধ ছিল সেও অদ্য এখানে আসিয়াছে, ইংরাজ সৈন্যেরা জগদীশপুরে কেবল কতকগুলীন ঘোটক ৪ টা উট্ তিনটা সামান্য তোপ এবং অনেক গরু, মহিষ পাইয়াছেন আর ২ জন পীড়িত সেপাহি ছিল, তাহাদের সেইস্থানে ফাঁসি হইয়াছে।

অদ্য এই মাত্র, আগত কল্য যাহা হইবেক তাহাও লিখিয়া পাঠাইব আমার বাঙ্গালা লেখা পড়ায় যত বিদ্যা তাহা এই লেখায় জানিবেন, স্বত্ব পত্র পাঠাপাঠ বোধ নাই, অতএব মহাশয় ইহার সারমর্ম্ম জানিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সমাচার পত্রে প্রকাশ করিলে আমরা কয়েকজন বন্ধু, মহাশয়ের নিকট চিরবাধিত হইব।

শ্রীনীলকমল শর্ম্মণ, হালদার।
মোং আরা বাসাবাটী।

Printed and published by Issur Chunder Gooptó at the "Probhakur" Press,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকালীন

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎ মনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কুচিদ্ভৃংসংক্রাম মতল্পগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অন্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ৷৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৫৭ সংখ্যা] শুক্রবার ১৪ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ২৯ অক্টোবর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারসী, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ৷৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ১৷৷০
স্বপ্নদর্শন ..... ৵

সংবাদ প্রভাকর

১৪ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী একেশ্বরী শুভঙ্করী বিক্টরিয়া জননীর জয় হউক।

হে পাঠকগণ! আমরা সীমাশূন্য সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, আগামি ১ নবেম্বর সোমবার দিবসে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী বিশ্বমাতা বিক্টরিয়া শ্রীযুত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের হস্ত হইতে এই সুদীর্ঘ ভারতরাজ্যের রাজকার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। এতদিন আমরা কোম্পানি বাহাদুরের শাসনাধীন ছিলাম, অধুনা যাঁহার রাজ্য তাঁহারি বিচারাধীন হইব। এতদিন আমরা কোম্পানির আশ্রয়ে যেরূপ পরম সুখে বাস করিয়াছি, ভরসা করি সর্ব্বেশ্বরীর করুণারূপ তরুর ছায়ার আশ্রিত হইয়া ভবিষ্যতে তদপেক্ষা অধিক সুখসম্পদ সম্ভোগ করিব। এই স্থলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরকে নমস্কার প্রদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমহামঙ্গলময় জগদীশ্বর চরণে প্রণত হইয়া শ্রীশ্রীমতির সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

১ নবেম্বর সোমবার বৈকালে গবর্ণমেণ্ট হৌসের নীচের সিঁড়ির চাতালে এক মহা সভা হইবেক। শ্রীশ্রীমতি যেরূপ সুপ্রণালীক্রমে এতদ্রাজ্যের কার্য্য পরিচালন করিবেন, তাহা ইংরাজী ভাষায় লিপী-

বদ্ধ হইয়াছে। সেই রাজলিপী সর্ব্বসাধারণ প্রজার নিকট পঠিত হইবেক। সুনীতিজ্ঞ সুবিজ্ঞ শ্রীযুত বিডন সাহেব উক্ত পত্র পাঠ করিবেন। অপিচ বঙ্গভাষায় ইহার যে অনুবাদ হইয়াছে, তাহা কোনো উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালির দ্বারা পঠিত হইবেক। আমরা রাজপুরুষদিগের নিকট বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, এই মহা বিষয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ যেন কোনো উপযুক্ত বঙ্গভাষা নিপুণ ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয়, কারণ "শ্রীরামপুরী বাঙ্গালা" হইলে তাহা "দেববাণী" তুল্য হইবেক। তাহার অভিপ্রায় ও মর্ম্মার্থ কোনোমতেই প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ঙ্গম হইবেনা। আমরা শুনিতেছি, রাজপুরুষেরা এতদ্দেশীয় বিশেষ সুসম্ভ্রান্ত দুইশত ব্যক্তিকে বিশেষরূপ নিমন্ত্রণ পত্র দ্বারা আহ্বান করিবেন, তদ্ভিন্ন সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণকে প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। অনুরোধ করি, রাজানুগত প্রজামাত্রেই সভাস্থ হইয়া শ্রীশ্রীমতির শিবকর অভিপ্রায় সকল অবগত হইবেন।

সুবিজ্ঞোত্তম বিচারতৎপর পুলিস কমিসানর শ্রীযুত ওয়াকোপ সাহেব সভা দর্শনার্থ ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি গাড়ী পরিচালনের বিষয়ে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, সকলে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া সেই আজ্ঞা পালন করিবেন।

পরন্তু যাঁহারা কোম্পানির কাগজের অধিকারি, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসন-শক্তিশূন্য হওয়াতে তাঁহারা ভীত হইয়াছেন। কিন্তু ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণের সম্ভাবনাই আছে।

অতএব সকলে মুক্তকণ্ঠে
ইহাই প্রর্থনা করুন।
শ্রীশ্রীমতির জয় হউক।
শত্রু সকল ক্ষয় হউক।
বিদ্রোহিদের ভয় হউক।
তাহারা কৃতান্ত কোলে লয় হউক।

"পাটনাস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, এবৎসরে শস্য ব্যবশায়িগণ পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মফঃশল বাজারে উত্তমরূপ লাভ করিতে পারেন নাই কেননা বর্ষাকালে রাজপুরুষেরা শোণ, গন্দক অথবা দিওছা নদী দিয়া কোনো লোকের গতায়াত করিতে দেন নাই, সংপ্রতি আহারীয় দ্রব্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, এস্থানে কোনোরূপ গোলযোগ নাই, সাহাবাদস্থ বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণার্থ ব্রিটিস সেনারা প্রস্তুত হইতেছে। পত্রপ্রেরক মহাশয় ব্রিটিস সেনাদিগের দ্বারা সাহাবাদ আক্রমণ হইবে ইহা লিখিয়াছেন, কিন্তু পাঠক মহাশয়গণ জানিবেন যে, ইতিমধ্যে সাহাবাদস্থ বিদ্রোহিদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিস সেনা-কর্ত্তৃক সমরশয়িত হইয়াছে, অবশিষ্টরা আপনাদিগের প্রাণ রক্ষার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে, তাহারাও শীঘ্রই বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনা-কর্ত্তৃক নিহত হইবেই হইবে। আমরা একাল পর্য্যন্ত যে সকল কথা বলিয়া আসিতেছি, এত দিনের পর সেই সকল কথাগুলীন সত্য হইল, আমারদিগের এমত বোধ ছিল যে, শীত ঋতুর মধ্যেই ভারতবর্ষ বিদ্রোহ-শূন্য হইবে এক্ষণে স্থানে স্থানে বিদ্রোহি ধ্বংশ শ্রবণে নিশ্চয় হইতেছে যে, বিদ্রোহিগণ অতি সম্পকালের মধ্যেই সমূলে নির্ম্মূল হইবে।

আমারদিগের বিজ্ঞ সহযোগী হরকরা সম্পাদক মহাশয়ের পূর্ণীয়াস্থ কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে, সকল মজুর দারজিলিংয়ে কর্ম্ম করিতেছিল, জং বাহাদুর তাহারদিগকে নেপালে পুনরাহ্বান করিয়াছেন, এবং তিনি দারজিলিংয়ের সম্মুখবর্ত্তি একটা প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন উক্ত বীরবর এমত একটা ঘোষণা দিয়াছেন যে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, শীঘ্রই তাহারদিগের প্রতিকুলে অস্ত্রধারণ করিবেন এই সংবাদ প্রাপ্তে দারজিলিংস্থ ইংরাজ কামিনী এবং বালকগণ সাতিশয় শঙ্কাচিত হইয়াছেন, ব্রিটিস সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহারা অতি সম্পকালের মধ্যে উক্ত স্থান পরিত্যাগকরণের মানস প্রকাশ করিয়াছেন।

সহযোগী ভ্রাতার পত্রপ্রেরক এরূপ অশুভ কর সংবাদ কোথায় প্রাপ্ত হইলেন তাহা বলা যায়না রণনিপুণ জং বাহাদুরের প্রতি রাজপুরুষেরা এমত কি অন্যায়াচরণ করিয়াছেন,যে, তিনি এপ্রকার গর্হিত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেন? যিনি নেপাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর-পশ্চিমে আগমন করত রাজবিদ্রোহিদিগকে অশেষ বিধ যন্ত্রণা সহকারে নিহত করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে নানামতে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে সহসা তাহারদিগের উপর এমত বিপক্ষতাচরণ করিবেন এমত সম্ভাবনা নাই তবে বলা যায়না, কিন্তু ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে তৎস্থানীয় আমারদিগের সংবাদদাতা মহাশয়েরা অবশ্যইইহার কিছু না কিছু লিখিতেন, এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদেও প্রকাশ হইত।

সম্প্রতি ব্রিটিস সেনাপতিগণ স্থানে স্থানে যেরূপ নিয়মে সেনাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করত রাখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে এবারে শত্রুদিগের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই, শত্রুগণ ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে, শীঘ্রই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা শীতকাল থাকিতে থাকিতেই ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার শান্তিদেবীর শাসনাধীনে আসিতে পারে,এমত প্রতীতি হইতেছে কোন্ স্থানে কোন্ সেনাপতি কিরূপে সেনা সমভিব্যাহারে শত্রু বিনাশে যত্নবান আছেন তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল,ব্রিগেডিয়ার ওয়েদারয়েল সাহেব কয়েক দল সেনার সহিত সারণ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং প্রতাপগড়ে এক দল সেনা প্রেরণ করিয়াছেন, জেনেরল সার হোপ গ্রাণ্ট সাহেব বিস্তর রণদক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে সুলতানপুরের অপর পারস্থ আকপুরে স্থিতি হইয়াছেন, ব্রিগেডিয়ার কিচার সাহেব অধীনস্থ সেনা লইয়া ফৈজাবাদে রহিয়াছেন, মান সিংহ উপযুক্তরূপ সেনাসংগ্রহ করত ফৈজাবাদের দক্ষিণ "বদারসা" নামক স্থানে থাকিয়া শত্রু আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কর্ণেল ফেলি সাহেব আজিম গড়ের সমীপস্থ "য়েএলি" নামক স্থানে বাস করিতেছেন, কর্ণেল পাইন সাহেব কুলুসায় আছেন, কুপারতলাস্থ কন্টিন্জেণ্ট সেনারা দেরিবাদে অবস্থান করিতেছে, কর্ণেল সিমসন এবং মেজর রেক্স সাহেব আপনাপন অধীনস্থ সেনা সমভিব্যাহারে জেলালপুরে রহিয়াছেন, কর্ণেল যেভেলে সাহেব মীনগঞ্জে আছেন, উল্লেখিত স্থান সকল,ব্যতীত বিস্তর সেনা রণনিপুণ সেনাপতিদিগের অধীনে থাকিয়া জয়ানপুর, আজিমগড়, মাহমদি এবং সন্দিলিয়ায় অবস্থিতি পূর্ব্বক বিদ্রোহিদলনে মনোযোগী হইয়াছেন। ফতেপুরেও বহু সংখ্যক সেনা বাস করিতেছে, কাণপুর হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অর্থাৎ প্রধান রাজপথ গিয়াছে সেই বর্ত্মের স্থানে স্থানে সুশীক্ষিত সেনারা উপযুক্ত রূপ রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, শত্রুগণ বন্দেল খণ্ড প্রদেশে গমন করিতে না পারে এনিমিত্ত তাহারা বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত পাহারা দিতেছে, ফতেপুরের নিকটবর্ত্তি ভাগীরথির উপর একটি, নৌকার সেতু শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে, তাহা হইলে সেনাদিগের পারাবার হওনের অত্যন্ত সুবিধা হইবে। এইরূপে নানা স্থানে রণনিপুণ সেনাপতিগণ সুশিক্ষিত সেনা সকল সমভিব্যাহারে বিদ্রোহি বিনাশের উপায় সকল ঈক্ষণ করিতেছেন, শত্রুগণ বিশ্ববিজয়ি সেনাদিগের সহিত সমর করিতে আর কোনোমতেই ইচ্ছুক নহে এক্ষণে যাহাতে আপনাদিগের জীবনরক্ষা হয় এমত চেষ্টা পাইতেছে, জঙ্গল, পাহাড়, গহ্বর, এবং অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় লইতেছে, তাহারদিগের সেনাপতিগণ সাহসবিহীন হইয়া পড়িয়াছে, সেরূপ জারিজুরি আর নাই,তাহারা মনোমধ্যে নিশ্চয় করিয়াছে, যে এবার ব্রিটিস সেনাদিগের হস্তে তাহারদিগকে মরিতে হইবেই হইবে বাঁচিবার কোনো উপায় নাই, তবে সহজে না মরিয়া সমরক্ষেত্রে সমর করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়, এইরূপ কল্পনা মনোমধ্যে স্থির করিয়া কেবল মিথ্যা সাহসের উপর নির্ভর করত অদ্যাপি সমর করিতেছে, তাহারদিগকে অতি সম্পকালের মধ্যেই বিশ্ববিজয়ী সেনা-কর্ত্তৃক পরাজিত এবং নিহত হইতে হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ কিছুমাত্র নাই।

হিন্দুপেট্রিয়টের ডিব্রগড়স্থ কোনো পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "এস্থানের নেবেলব্রিগেড সেনারা বাসিন্দা দোকানদার এবং ব্যবসায়িদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, এমত দিন নাই যে, তাহারা বাজারস্থ দোকানদার ব্যবসায়িদিগের উপর দৌরাত্ম্য না করে সহসা একটা দোকান মধ্যে প্রবেশ করত বল পূর্ব্বক দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যায় ইহাতে যদ্যপি কোনো ব্যবসায়ি আপত্তি করে তাহা হইলে সেই গুণপুরুষদিগের দ্বারা বিলক্ষণরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এইরূপে গো-

রারা অন্যায়াচরণ করায় এস্থানীয় সকলের মহাকষ্ট হইয়াছে, অতএব এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ না করিলে আমারদিগের আর দ্বিতীয় উপায় নাই যাহারা রক্ষক তাহারাই অদ্যাপি অত্যাচারে প্রবর্ত্ত হয় তাহা হইলে প্রজারা কি প্রকারে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে।

রাজদত্ত সংবাদ।

পাটনার কমিস্যনর সাহেব ২১ অক্টোবর দিবসে লেখেন, "মেংমণি সাহেবের এবং কোল সাহেবের পত্রে জানা গেল, কর্ণেল টারনার সাহেব ৫০০ বিদ্রোহিদিগকে সক্রিতা নামক স্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছে, শত্রুগণ উক্ত স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক একটা পল্লীগ্রামে প্রবেশ করে, এই সংবাদ শ্রবণ করত সার হিউজরোজ সাহেব কতকগুলীন অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যহারে কর্ণেল ওয়ালটার সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া প্রাগুক্ত বিদ্রোহিদিগের মধ্যে ৩০০ ব্যক্তিকে সেই গ্রামের ভিতরেই নিহত করেন, অবশিষ্ট ২০০ বিদ্রোহি যৎকালীন তৎস্থান পরিত্যাগ করত ময়দান মধ্যে উপস্থিত হয় সেই সময় অশ্বারোহি সেনারা তাহারদিগকে পরিবেষ্টিত করত সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছে। কর্ণেল টারনার সাহেব বেটা নামক স্থান হইয়া অপর বিদ্রোহিদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছেন, ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব গতকল্য সসারামস্থ রাজপথ রক্ষা করণার্থ গমন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

২২ তারিখে জি, এফ, এডমনষ্টন সাহেব আলাহাবাদ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ গবর্ণমেণ্ট প্রেরণ করেন।

"প্রতাপ গড়ের ডেপুটি কমিস্যনর সাহেব লেখেন, কয়েকদল ব্রিটিস সেনাকে সুলতানপুর হইতে গত ২০ তারিখে দাউদ পুরস্থ বিদ্রোহিদিগের প্রতিকুলে প্রেরণ করা হয়, তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করত তাহারদিগের ৩ টা তোপ, হস্তি এবং বিস্তর সমরসংক্রান্ত সামগ্রী ও আহারীয় দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়াছে, শুনিলাম এই সমরে বিস্তর শত্রু রণক্ষেত্রে ঘোর নিদ্রায় পতিত হইয়াছে। সন্দিলার ৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম বারোয়ার দুর্গ বিদ্রোহিরা ২১ তারিখে অধিকার করিয়াছে, সেই সময় ব্রিটিসপক্ষের ৫০ জন সেনা আহত, কয়েকজন হত এবং লেপ্টেনাণ্ট কারনেজি সাহেব সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গবরনর লার্ড ডেলহৌসি সাহেব অদ্যাপি আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই, দিন দিন হীনবল হওয়ায় ডাক্তরেরা তাঁহাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক মালতায় অথবা মেডিয়ায় বাস করিতে কহিয়াছেন, কারণ শেষোক্ত স্থানদ্বয় ইংলণ্ডাপেক্ষা জল বায়ু বিষয়ে শতাংশে উৎকৃষ্ট।

গয়ার রাজভাণ্ডার হইতে ছয় সহস্র সালের বাহাদুরিকার্দ্ধ এবং কয়েকখানা তক্তা চুরি গিয়াছে।

মেপকিরা সাগর নামক একটি পল্লিগ্রামে সম্প্রতি একটা ঘোরতর সংগ্রাম হয় তাহাতে ১০০ বিদ্রোহি সমরশায়ি হইয়াছে, ব্রিটিস পক্ষের ৮৪ গণিত রেজিমেণ্টের লেপ্টেনাণ্ট জোন্স সাহেব ১৫ জন সেনা সাংঘাতিকরূপে আহত ২ জন সেনা নিহত হইয়াছে।

লাহোর ক্রণিকেল পত্রে দৃষ্ট হইল, ভয়ালপুরের নবাব বিগত ৩ তারিখে এতন্মায়াময় অনিত্য দেহ পরিহার পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন, তাঁহার তনয় রোহিম ইয়ার স্বর্গীয় পিতার সমস্ত বিষয়াধিকারী হইয়াছেন।

কাবুলস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে বাক নামক স্থান হইতে এমত সমাচার প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে যে ওরগঞ্জে কয়েক জন রুসিয়া দেশীয় সেনাপতি আগমন করিয়াছে, এই সংবাদ পাশায়ারস্থ ব্রিটিস কর্ম্মচারিদিগের জ্ঞাপনার্থ আমির আদেশ প্রদান করেন, ২০ সেপ্টম্বর দিবসে সরদার মাহম্মদ আবজুল, বাক হইতে লিখিয়াছেন, হিসরের শাসনপতি আবদুল করিম বেগ, বিংশতি সহস্র সেনা এবং ২০ টা কামান সমভিব্যাহারে কুলাপে গমন করত তৎস্থান অধিকার করিয়াছেন।

Printed and published by ISSUR CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীমত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তন্নিরেকারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৫৮ সংখ্যা] শনিবার ১৫ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ৩০ অক্টোবর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

দয়ালচাঁদ শীল
বাদী।

নবীনচন্দ্র শীল এবং অন্যান্য
প্রতিবাদিগণ।

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে উল্লেখিত মোকদ্দমা বিষয়ে এক হাজার আট শত শাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২৭ শাতাসে আগাষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চুড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে মহানগর কলিকাতার বৌবাজার নিবাসী মৃত রামতনু শীল যিনি এক হাজার আট শত চুয়ান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৪ চতুর্দ্দশ দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার মহাজনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত ডবলিউ মেকফার্সন সাহেবের সমীপে কথিত সুপ্রিমকোর্টের গৃহে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ২৭ সপ্তবিংশতি নবেম্বর দিবসে অথবা তাহার পূর্ব্বে আপনাপন পাওনা সপ্রমাণ করিবেন, যদ্যপি তাহা না করেন তবে প্রাগুক্ত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির ক্ষমতানুসারে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W.MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

H, SWINHOE
Complainants Attorney.
এইচ. সুইনহো।
বাদীপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৭ অক্টোবর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

শ্যামচাঁদ মিত্র।
বাদী

পঞ্চানন গাঙ্গুলি এবং অন্যান্য
প্রতিবাদিগণ

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে উল্লেখিত মোকদ্দমা বিষয়ে এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২২ বাইসে আপ্রিল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুতারে মহানগর কলিকাতার চোরবাগান নিবাসী মৃত কালিদাস গাঙ্গুলি যিনি এক হাজার আট শত শাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২৭ সাতাসে আপ্রিল তারিখে পরলোক গত হইয়াছেন, এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার মহাজনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত ডবলিউ মেকফার্সন সাহেবের সমীপে কথিত সুপ্রিমকোর্টের গৃহে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ২৭ নবেম্বর দিবসে অথবা তাহার পূর্ব্বে আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদ্যপি তাহা না করেন তবে প্রাগুক্ত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক উপা-

রমতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

M. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

H. SWINHOE
Complainants Attorney.

এইচ, সুইনহো।
বাদীপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৭ অক্টোবর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারসা, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদপ্রভাকর

১৫কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। দানিশাব্দাঃ ১০৮

জিলা ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীন সদ্বিদ্বান, রাজনীতিজ্ঞ, বিজ্ঞ শ্রীযুত রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর "রাজভক্তি-প্রদায়িকা" নামে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, আমরা সেই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করত পুলকিত হইলাম, ঐ পুস্তকখানি অশেষবিধ যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ও উদাহরণ দ্বারা অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের পাঠার্থে তাহার কিয়দংশ সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করিলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর।

"২ প্রশ্ন। তাহারদিগের এই রাজবিদ্রোহিতাচরণ অতীব গর্হিত দুষ্কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় কি না? এবং তাহারা এই বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া যে সমস্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও দুরাচারীর ন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে কি না? অতএব তাহারদিগের প্রতি সাহায্য করা সকলের অনুচিত, ও ঘৃণা করা উচিত কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, রাজার প্রতিকূলে হস্তোত্তোলন করা অতি গর্হিত দুষ্কর্ম্মের মধ্যে গণনীয়, এ পাপ অতি গুরুতর পাপ, এবং সকল দেশের রাজনিয়মেই এমত অপরাধির প্রাণদণ্ড নিরূপিত আছে, তাহাতে বিদ্রোহ তৎপর সেনাগণ যখন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অন্নে প্রতিপালিত ও তাঁহাদিগের দ্বারা রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও গুরুতর বিপদ সকলে সংরক্ষিত হইয়াছে এবং আপনাপন নিপুণতার পুরস্কার পাইয়াছে, বিশ্বাস পাত্র হইয়া একং দেশ রক্ষার সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের হস্তে ধনাগার, অস্ত্রাগার, কারাগার প্রভৃতি সমুদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন তখন তাহাদিগের এই অন্যায় আচরণ কি পর্য্যন্ত গর্হিত ও মহাপাপজনক তাহা বাক্য দ্বারা কোন মতে ব্যক্ত করা যায় না, প্রাণদণ্ড করিলেও বুঝি এই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না। যেমন কোন গৃহস্বামী আপনার জীবন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত প্রহরি ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিয়া থাকেন, আমারদিগের রাজ পুরুষেরাও সেই প্রকার আপনারদিগের রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত প্রজাশ্রেণী হইতে সেনা সকল সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে রাখিয়া ছিলেন, অতএব প্রাগুক্ত প্রহরি ভৃত্যাদি গৃহস্বামী সর্ব্বনাশের অভিসন্ধি করিলে তাহা যে প্রকার অতি গর্হিত দুষ্কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয়, সেপাহী সেনাদিগের এই অসদাচরণ কাযেই সেই প্রকার নিকৃষ্ট কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতেছে। যে ব্যক্তিরা অস্মদাদির অন্নে প্রতিপালিত, আমাদিগের বস্ত্রে পরিবৃত, আমাদিগের অস্ত্রে সজ্জীভূত হইয়াছে, আমাদিগের সম্পত্তি রক্ষার্থে আমাদিগের নিকটে সমস্ত সমরকৌশল শিক্ষা করিয়াছে, আমাদিগের অর্থে যাহাদিগের পরিবারাদি প্রতিপালিত ও সম্মান সম্পত্তি সমৃদ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরা যদ্যপি আমাদিগের প্রতিকূলতাচরণ করে তবে তাহাদিগের ন্যায় অকৃতজ্ঞ হীন খল, ও নৃসংশ স্বভাব যুক্ত মনুষ্য এই অবনীমণ্ডলে আর কে আছে? অতএব সেপাহীদিগের এই অন্যায়াচরণ সাতিশয় ঘৃণিত দুষ্কর্ম্ম বলিয়া অবশ্য গণ্য করিতে হইবে। অপিচ তাহারা এতদ্ব্যাপারে বিলিপ্ত হইয়া যে সমস্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে হইলে কার্ষ্ণের লেখনীও শোকার্ণবে সন্তরণ করে, পাষাণ তুল্য কঠিনান্তঃকরণও বিদীর্ণ হইয়া নয়নদ্বয়ে নিয়ত বাষ্পবারি নির্গত হইতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়। আহা! অবোধেরা ভ্রম মদমত্ততা প্রযুক্ত এক এক দেশ অনল সংযোগে একেবারে ভস্মীভূত করিয়াছে, গৃহস্থের গৃহাদি সমুদয় বিনষ্ট করিয়া নির্দ্দয়তার নিকর চিহ্ন বিলক্ষণরূপে প্রচার করিয়াছে, নির্দ্দয়রূপে নিরাশ্রয় বালক বালিকা ও অবলা মহিলাগণের জীবন সংহার করিয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও নির্দ্দয়তা প্রচার করিয়াছে. বিশেষতঃ ইংরাজ জাতির প্রতি তাহাদিগের জাতক্রোধ এমত প্রবল যে কোন্ স্থানে প্রিয়তমার সমক্ষে তাহার হৃদয়বল্লভকে দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিয়া শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদ করত পরিশেষে তাহাকেও নিধন করিয়াছে, কোন্ কোন্ স্থানে জনক জননীর হৃদয় ভাণ্ডার শূন্য করিয়া জীবনরত্ন শিশু সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছে, কোন্ স্থানে জনক জননী ও সন্তান সন্ততিকে এক রজ্জু-সহকারে আবদ্ধ করিয়া সামান্য প্রহারে ক্রমে ক্রমে নিহত করিয়াছে,—শিশুদিগের হস্ত ধরিয়া ঊর্দ্ধমার্গে নিক্ষেপানন্তর বন্দুকের সঙ্গিনে ধারণ করিয়া নির্দ্দয়রূপে নিষ্ঠুর কালের করাল গ্রাসে সমর্পণ করিয়াছে। অদৃষ্ট! আশ্রুত! অবক্তব্য! এমত ভয়ানক ও হৃদয় বিদীর্ণকর ব্যাপার সকল বুঝি কোন্ ব্যক্তির দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হয় নাই, ইতিহাস লেখকেরাও এমত ভয়ানক ব্যাপার কস্মিনকালে বর্ণনা করিতে পারেন নাই, হিন্দুদিগের পুরানাদি লিখিত দৈত্য দানবেরাও বুঝি এপ্রকার নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে নাই, অতএব হে ধীমৎ পাঠকগণ! উপর উল্লেখিত বিবরণ সকল পাঠে এই অবোধ সেনাগণের কর্ম্ম সকল গুরুতর দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে কি না তাহা আপনারা অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারিবেন, অতএব এবিষয়ে প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন নিষ্প্রয়োজন। তাহারা যদ্যপি গবর্ণমেণ্টকে অধর্ম্মাচারী জ্ঞান করিয়াছিল তথাচ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করাতে তাহারা ধর্ম্ম দ্বারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হওন জন্য বদ্ধ ছিল, এমতে তাহাদিগের কোন্ প্রকারে বিপক্ষ হইবার ক্ষমতা ছিল না। ফলে যে ব্যক্তি আপনার প্রভুর প্রতি উচিত কর্ম্মকরণের ত্রুটি করে সে পরমেশ্বরের সমীপে অবশ্য দণ্ডার্হ হয়। পরমেশ্বর আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভু, কিন্তু আমাদিগের প্রতিপালকেরা আমাদিগের মর্ত্তের প্রভু, এমতে অস্মদের বিবেচনায় উভয় প্রভুর প্রতি প্রায় তুল্যরূপেই অনুরাগ ও ভক্তি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব ঐ সেনাদিগের প্রতি সাহার্য্য করা সমস্ত সৎলোকের অনুচিত ও ঘৃণা করা উচিত ইহা সকলকেই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কেননা এবম্প্রকার বহুদোষাশ্রিত সৈন্যগণের ঘৃণিত ব্যবহারের পোষকতা করিলে তাহারা তত্তুল্য পাতকী বলিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের সমীপে পরিগণিত হইবেন এবং ইহলোকে ও জন সমাজে নিন্দাস্পদের যোগ্য হইবেন।

নিম্নস্থ পত্রখানি সাদরে প্রকটন করিলাম, এতৎপাঠে অনেকেরি মন হইতে নেপালের বিষয়ে সংশয় সংহারিত হইবে।

"সত্যার্ণব সত্যাশ্রয় শ্রীল শ্রীযুক্ত
প্রভাকর সম্পাদক-বর
সত্যবরেষু।
বিহিত সম্বোধনান্তর সংক্ষেপত নিবেদনং।

বিদ্যাদান অবশ্য কর্ত্তব্যবিষয়ে দিবানিশি এক মন হইয়া পুস্তকটী পাঠ শেষ করিতে সংকল্প করাতে অন্য কোনোদিগেই দৃষ্টি নাই, এমত কি বন্ধু বান্ধবগণের নিকট বহুবিধ সাপরাধী আছি, কিন্তু সংপ্রতি অনর্থক বাজে সাহেবরা "নেপালের" বিষয় এক একটা হুজুগ তোলাতে বহুবিধ বন্ধুবান্ধবগণ ব্যগ্রতা পূর্ব্বক সঠিক সংবাদজন্য অভাজনকে পত্রাদি লিখিয়াছেন, কিন্তু অভাজন যদি সকল সুজ্ঞদ্বর্গের উত্তর দানে প্রবৃত্ত হয়, তবে স্থিরসংকল্প বিষয়ে বিশেষ শিথিলতাজন্য স্বদেশের কথঞ্চিৎ ক্ষতি সম্ভব, পক্ষান্তরে যদি

আরও কিছুদিন তাঁহারা আমার উত্তর না পান, তবে তাঁহারাও বা, এই সকল হুজুগ যথার্থই জ্ঞান করেন, অথবা আমার কোনো অমঙ্গলাশঙ্কায় দুঃখিত ও ব্যথিত হন, এজন্য উভয় কূল বজায় রাখিবার জন্য আপনার আশ্রয় লইলাম, কেননা প্রভাকরের সুবিমল কিরণ জগদ্ব্যাপ্ত, সুতরাং সকলের মনের আশঙ্কা তিমির দূরীভূত হইবেক।

বিশেষত পূর্ব্বাবধিই ইংরাজী সম্পাদক বর্গের এরূপ "ফাল্‌স নাঁচুনী বাই" আছে, তাতে আবার এক একটা "এলো পাক" এমনি মধ্যে মধ্যে মারেন যে, তাহাতে দেশের লোককে নাচাইয়া তোলেন, কিন্তু পরিশেষে আপনার সত্যার্ণব সংবাদ প্রভাকর দ্বারাই যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া লোকের উদ্বেগশান্তি হয়, হা! ইহাতেও ইংরাজ সম্পাদক বর্গেরা কাঙ্গালী বাঙ্গালী পত্রপ্রকাসকগণকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া আপনারাই মহৎ হন ভাল ভাল তাই হউন, তাই হউন, কিন্তু ইহা মনে রাখুন "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়" যাহা হউক, স্থূল কথা টা এই যে, "দার জিলিং জলা পাহাড়" হইতে যে সকল আগুন লাগা সর্ব্বনেশে কথার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সর্ব্ব মিথ্যা, এমত কি আগা গোড়া ঝুট বাৎ হ্যায়, তাহার বর্ণ বিসর্গও যথার্থ নয়, অতএব বন্ধুবান্ধবগণ! বিশেষত সাধারণগণ! সচ্ছন্দে পরমানন্দে সপরিবারে আনন্দ করুন, আমাদের জন্য ও কেহ ভাবিবেন না, আমরা জগদীশ্বরেচ্ছায় ব্রিটিস রাজ্যের জয় জয়কার করিয়া পরম সুখে আছি, কোনো উদ্বেগই নাই, আর পরমেশ্বর না করুন, কোনো কিছু "চু" শব্দ হইলেও আগে আমরা জানিতে পারি, নচেৎ লাফ দিয়া এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে যাইতে পারেনা?

বিশেষত আমরা এখানকার রাজ দরদার সম্পর্কীয় তাবত বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখি, আমরা না জানি এমত কথাই বিরল, অতএব একেবারে লাফ দিয়া কথা অন্যত্র যাওয়াতে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। বিশেষত আমরা ঠাণ্ডা পাহাড়ে বসিয়া খবর পাইলামনা? উপ্ করে লাফ্ মেরে "জলা পাহাড়ে" কথা কিরূপে দুপ করিয়া পড়িল। অহো! বায়োর্ব্বিচিত্রাগতি।"

সর্ব্ব মঙ্গলার্থি
ব্রিটিস শরণার্থি।
শ্রীকেশবলাল ঘোষস্য।
রেসিডেন্সির প্রধান
কর্ম্মাধ্যক্ষস্য।

নেপাল কাটামুণ্ড।
ব্রিটিস রেসিডেন্সি।
তাং ৭ অক্‌টোবর ১৮৮৮।

বান্দাস্থ সংবাদদাতার ১ তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে সম্প্রতি এস্থানের সমস্ত মঙ্গল, বিদ্রোহিরা এস্থলে প্রবেশ করিতে না পারে, এনিমিত্ত "মেটাউন" নামক স্থানে কয়েক দল সেনাকে প্রহরি-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, বিদ্রোহি নারায়ণ রাও, যিনি যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তর গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন, আমারদিগের গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে হাজারীবাগে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়াছেন, তিনি ৭ সাত শত টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন, সাধুরাওয়ের বিষয় অদ্যাপি কিছুই নিশ্চয় হয় নাই।

মান্দ্রাজস্থ রেলরোড কোম্পানিদিগের ধন-রক্ষক জন নাংহারষ্ট সাহেব, আটশত চুয়াত্তর মুদ্রা তহবিল হইতে বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করেন, এবিষয় প্রকাশ হওয়ায় কোম্পানিরা তাঁহাকে বিচারালয়ে অর্পণ করেন, বিচারপতি স্যার, এ, বিটেনেষ্টন সাহেব উক্ত বিশ্বাসঘাতককে একবৎসরের নিমিত্ত কারাবদ্ধ করিয়াছেন।

মহারাণীর ৪২ এবং ৯৩ সংখ্যক দলের সেনারা নানা প্রকার পরিশ্রমকর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রীড়া-করণে অত্যন্ত নিপুণ, রামপুরের নবাব, ইহা অবলোকন করত তাহারদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে ১,০০০ এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

কমিস্যরি জেনেরল কর্ণেল রামজি সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করত শীঘ্রই বিলাত গমন করিবেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে মেজর নিউবোল্‌ড সাহেব কমিস্যরি জেনেরলি পদ গ্রহণ করিবেন, এবং ডেপুটি কমিস্যরি জেনেরল মেজর হবদে সাহেব মেজর নিউবোল্‌ড সাহেবের কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেন।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকযন্ত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৫৯ সংখ্যা] সোমবার ১৭ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ১ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

১৭ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর
জয় হউক।

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করিলেন। এই রাজ্যের শাসন ও পালনের ভার স্বয়ং ধরিলেন। এতদিনের পর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ-শাসনের শক্তি হরিলেন। আমরা এই দীর্ঘকাল কোম্পানি বাহাদুরের অধীনে থাকিয়া সমূহ প্রকার সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়াছি। পূর্ব্বতন প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট পিতৃবৎ ব্যবহার দ্বারা আমারদিগকে পুত্রবৎ লালন পালন করিয়াছেন। তাঁহারদিগের অধিকারে আমরা কোনো প্রকারেই ক্ষোভ প্রাপ্ত হইনাই, একথা আমরা যদিস্যাৎ মুক্তকণ্ঠে সরলচিত্তে অঙ্গীকার না করি তবে এই অবনীমণ্ডলে আমারদিগের অপেক্ষা নরাধম ও অকৃতজ্ঞ-রূপে আর কেহই বাচ্য হইবেননা। অতএব আমরা সর্ব্বাগ্রেই কৃতজ্ঞচিত্তে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নমস্কার প্রদান পূর্ব্বক সাধুবাদ সহকারে বিদায় প্রদান করি। শ্রীশ্রীমতি যখন ইজারদার কোম্পানির ইজারা রহিত করিয়া আপনি রাজকার্য্য পরিচালনে প্রবৃত্তা হইলেন, তখন আমরা তাঁহার নিকট পূর্ব্ব হইতে প্রচুর-পরিমাণে সম্পদ এবং সুখের প্রত্যাশা অবশ্যই করিতে পারি। করুণাময়ী কল্যাণী বিক্টরিয়া করুণানেত্রে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এতদ্দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন এবং আশার অতীত শিব সম্পদ বিতরণ করিবেন, তাহাতে আর শংসয়মাত্রই নাই। এইস্থলে একাগ্রচিত্তে প্রর্থনা করি, মহামঙ্গলময়ী মহেশ্বরী আমারদিগের রাজ্যেশ্বরীর সকল প্রকার মঙ্গল বিধান করুন্। এই রাজ্যের আপদ বিপদ হরুন্। শ্রীশ্রীমতি যে নীতি প্রণালীক্রমে এতদ্রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, অদ্য গবর্ণমেণ্ট হৌসে তদ্বিষয় পঠিত হইবেক, অনুরোধ করি তচ্ছ্রবণার্থ রাজভক্ত অনুরক্ত প্রজামাত্রেই তৎস্থানে গমন করুন্। শত্রু সকল ক্ষয় হউক, ক্ষয় হউক। রাজ্যেশ্বরীর জয় হউক, জয় হউক। সকলে এই আনন্দ নিনাদে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করুন্।

আমরা শ্রীশ্রীমতিকে প্রণিপাতরূপ উপহার প্রদান পূর্ব্বক অদ্য দিবসকে "পুণ্যাহ" জানিয়া অদ্যাবধি তাঁহার নামের প্রথম অব্দ প্রকাশ করিলাম, যথা (বিক্টরিয়াব্দা ১) হে পাঠকগণ! ইহা প্রতি দিবসীয় সম্পাদকীয় উক্তির অগ্রভাগেই দেখিতে পাইবেন।

রাজাজ্ঞানুসারে আমরা অদ্য রজনীযোগে যথাশক্তিক্রমে যন্ত্রালয়কে আলোকমালায় ভূষিত করিয়া প্রভাকরের হিতকারি বন্ধু বান্ধবগণ সহিত একত্র হইয়া জগদীশ্বরের নিকট শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর, মহাত্মা

রাজপুরুষদিগের, প্রজাপুঞ্জের এবং এই রাজ্যের মঙ্গল প্রার্থনা পূর্ব্বক যথাবিহিত আনন্দোৎসব করিব।

পদ্য।

বিশ্বমাতা বিক্টরিয়া, সর্ব্বশুভকরী।
বিলাত, ভারত আদি, রাজ্যের ঈশ্বরী॥
অদ্য কিবা, শুভদিবা, তপন-প্রকাশে।
হইল ভারতভূমি, শ্রীমতির খাসে॥
যাঁর রাজ্য তাঁরি হাতে, শাসনের ভার।
এর চেয়ে প্রজাদের, সুখ কিবা আর॥
মঙ্গল মানসে কহ, প্রজা সমুদয়।
জয় জয় বিক্টরিয়া, শ্রীমতির জয়॥

কৃপা করি, কৃপাকরী, "আসিয়া" আসিয়া।
সুনিয়মে আমাদের, রাখুন শাসিয়া॥
কৃতজ্ঞতা-পদ্মফুল, ভক্তি-জল দিয়া।
পূজিব শ্রীপাদপদ্ম, প্রণত হইয়া॥
মঙ্গলার, সুমঙ্গল, মঙ্গলার বরে।
সদাশিব, সদা শিব,ধরিবেন করে॥
হৃষ্টমনে, সিংহাসনে, বসিয়া জননী।
চিরজয়যুক্তা হোয়ে, পালুন অবনী॥
গৌরবের সৌরভের, কে করে বর্ণন।
আমোদ পূরিবে এই, সংসার-কানন॥

পালো সবে রাজ-আজ্ঞা,পালো পালো পালো।
ভক্তিপথে, মনোরথ, চালো চালো চালো॥
রাজশুভ-স্রোতে দেহ, ঢালো ঢালো ঢালো।
রাজ-অনুরাগ-রত্ন, ঝালো ঝালো ঝালো॥
ঘরে ঘরে দেহ সুখে, আনন্দের আলো।
শ্রীমতরি জয়দীপ, জ্বালো জ্বালো জ্বালো॥
রাজা, প্রজা, উভয়ের, হয় যেন ভালো।
সমভাবে, সুখে থাকু, শাদা আর কালো॥

রাজপুরুষের পদে, অভিষিক্ত যাঁরা।
শাসনের আসনের, কর্ত্তা সব তাঁরা॥
সমভাবে লইলাম, সবার শরণ।
"প্রণিপাত" উপহার, করুন গ্রহণ॥
করুন করুণনেত্রে, কটাক্ষ প্রকাশ।
মানসে মঙ্গল মাত্র, করি অভিলাষ॥
কে জানে "ইজারা" আর কেবা জানে "খাস"
পোষা-গরু, চাই মাত্র, জল আর ঘাস॥
কাঙালি বাঙালি সব, মাচ, ভাত খাই।
স্বপনেও, শিশু-নাড়া, শিক্ষা করি নাই॥
রাজভক্ত অনুরক্ত, আমরা সবাই।
সতত সমান সুখে, রাজগুণ গাই॥
রাজার কল্যাণ বিনা, কিছু নাহি চাই।
দোহাই দোহাই, ধর্ম্ম, তোমার দোহাই॥

সর্ব্বশক্তিমান প্রভু, হোয়ে দয়াকর।
ভারতে ব্রিটিস-শক্তি, চিরস্থায়ি কর॥
গুণময়, নিজগুণ, ধর ধর ধর।
আপদ বিপদ যত, হর হর হর॥
সদাকাল, শুভক্ষেত্রে, চর চর চর।
কৃপা-নীরে, সুখসিন্ধু, ভর ভর ভর॥

চিত্রকাব্য

রা	জভক্ত অনুরক্ত, প্রজাগণ যাঁ	রা।	ভা	রতের প্রিয়তম, পুত্র হন তাঁ	রা॥
জ	গতে ফলান্বি সদা, সুজন সমা	জে।	র	ম্মারম্মাপতি, সুখে, বাসেতে বিরা	জে॥
পু	রুষের পুরুষার্থে, বশ হয় বি	শ্ব।	তে	জস্বী বলিয়া তার, গুণ গায় বি	শ্ব॥
রু	ষ্ট নয় গ্রহ নয়, তুষ্ট শুভঙ্কা	রী।	র	ত্ন দেন যত্নযোগে, মাতা মহেশ্ব	রী॥
ষ	ণ্ডার ভণ্ডামি ভাব, মনে নাহি ভা	বি।	প্র	সন্ন তাহাতে কভু, নন ভরসা	বী॥
স	তের পথের পথি, সকল সুলো	ক।	জ্ঞা	নেনা, যাতনা জ্বালা, তাপ আর শো	ক॥
ক	তরূপে করে তারা প্রশংসা প্রক	টে।	কু	লের কলঙ্ককারী, কুটিল কপ	ট॥
লে	খনী ধরিয়া কার, গুণ ব্যাখ্যা ক	রি।	লে	শ মাত্র নিন্দা হয়, এই ভয়ে ম	রি॥
ই	ন্দ্র ইচ্ছায় করে, যত নীচ জি	য়া।	র	হিতে না পারে কভু, সুজন হই	য়া॥
সু	বোধ সুবোধে করে, সুখের সঞ্চা	র।	কু	বোধের বোধ হবে, কিরূপ প্রকা	র?॥
খে	দ করি, নিজ প্রাণ, নাশে নরপ	শু।	শ	র্ব্বগুণ কি জানিবে, ভাব যার প	শু॥
তে	জ ধরে প্রতিভায়, সে নয় সুল	ভ।	ল	লিত মধুর কাব্য, যেমন দুর্ল্ল	ভ॥
থা	কো সবে ধর্ম্মপথে, থাকো অহর	হ।	হ	বে জয় ব্রিটিসের, এই কথা ক	হ॥
কু	জন বিদ্রোহি দলে, মিশনাকো কে	উ।	উ	থলে উঠিবে তায়, মরণের ঢে	উ॥
ন	রেশ্বরী শ্রীমতির, শুভ হোক হো	ক্।	ক	ল্যাণীর পুত্র প্রজা, সুখে রোক রো	ক্॥

শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর রাজ্য প্রকাশের প্রথম আনন্দোৎসব প্রকাশার্থ অদ্য আমরা সমস্ত রজনী জাগরণ পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিব, সমুদয় কর্ম্মচারি সেই উৎসবের কার্য্যে আমারদিগের সহিত সংযুক্ত হইবেন, এজন্য আমরা আগামি কল্য ২ নবেম্বর মঙ্গলবার দিবস প্রভাকরপত্র প্রকাশ রহিত করিয়া বিশ্রাম করিব। এই সূত্রে কর্ম্মকারিদিগ্যে এক দিবসের নিমিত্ত অবসর প্রদান করিলাম।

আমরা এই শুভসূচক ব্যাপারে আর অধিক না লিখিয়া ছাত্র প্রণীত নিম্নস্থ কবিতাটী সাদরে প্রকটন করিলাম।

"কবিকুলতিলক শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পদ্য।

আজি কি আনন্দময়, হোলো এ নগর।
ঘরে ঘরে সুখার্ণবে, ভাসে যত নর॥
হাহাকার রব আর, এনোনাকো মুখে।
রাণীর হউক শিব, বল সবে সুখে॥
অকপটে করিবারে, মঙ্গলাচরণ।
স্থানে স্থানে কর, নানাবিধ আয়োজন॥
সবে-মেলি রাজভক্তি,প্রকাশ করিবে।
রাজার আমোদে সুখ, আমোদি হইবে॥
ধর ধর ধর ভাই, উপদেশ ধর।
নিরানন্দ না হইয়া সদানন্দ কর॥
কায়মনোবাক্যে সদ, রাজাদেশ পালো।
মনের উল্লাসে আলো, জ্বালো জ্বালো জ্বালো॥

এমন সুখের দিন, হবেনাকি আর।
মা, নিলেন সন্তানের, পালনের ভার॥
আমরা সুদীন প্রজা, নাই বোধাবোধ।
এতদিন মাতৃ স্নেহ, ছিলনাকো বোধ॥
পর কোরে আমাদের, সমর্পণ করি।
নিশ্চিন্তা ছিলেন মাতা, ইংলণ্ড ঈশ্বরী॥
শতাধিক বর্ষগত, হইল এখন।
জানিনাই জননীর, পালন কেমন॥
দয়াময়ী দয়া করি, দীনহীন গণে।
নিয়ত হোলেন রত, রক্ষণাবেক্ষণে॥
দুঃখতম ঘুচেগিয়ে, হোলো সুখ-আলো।
মনের উল্লাসে আলো, জ্বালো জ্বালে, জ্বালো॥

জননী পাইলে পরে, আনন্দ না করে।
কে আছে এমন ছেলে, অবনী ভিতরে?॥
যাঁর রাজ্য তাঁরি হোলো, অশিব পালায়।
এর চেয়ে সুখ আর, কি আছে কোথায়?॥
মা মরা ছেলের মত, আর না কাঁদিব।
কণামাত্র দুঃখ পেলে, মাকে জানাইব॥
যাদের জননী আছে, তাদের কি ভয়?।
সংসারিক সুখ পায়,কখনো কি লয়?॥

মায়ের মতন আর, মাসী আছে কেবা।
সবে মেলি করি এসো, জননীর সেবা॥
মাতৃসেবা যত করি, ততই তো ভালো।
মনের উল্লাসে আলো জ্বালো জ্বালো জ্বালো॥

যদিও কোম্পানি কভু, দেন নাই ক্লেশ।
তথাপি ইহাতে তাতে, অনেক বিশেষ॥
মায়ের যেমন দয়া, সুতের উপর।
সে দয়া দেখাতে নাকি, পারে অন্য নর॥
কাঙালি বাঙালি ভাই, আমরা সবাই।
রাজ্যেশ্বরী কৃপা বিনা, আর গতি নাই॥
যতদিন সংসার না করি, পরিহার॥
ততদিন গলায়, পরিব ভক্তি-হার॥
ধন জন মন আর, শরীর জীবন।
জননীর পদে, করিলাম সমর্পণ॥
তাঁর কাছে ভেদ নাই, শাদা আর কালো।
মনের উল্লাসে আলো, জ্বালো জ্বালো জ্বালো॥

নৃত্যগীত করি কর, আনন্দ প্রকাশ।
বল বল বল মুখে, জয় জয় ভাষ॥
কি অধন কি সধন, জ্ঞানি কি অজ্ঞান।
শ্রীমতির কাছে হও, সকলে সমান॥
সকলের প্রতি হয়, সম স্নেহ তাঁর।
তাঁহার কল্যাণে হয়, কল্যাণ সবার॥
তাঁহার আদেশ আজি, ঘোষণা হইবে।
শুনিয়া সকলে মনে, সন্তোষ পাইবে॥
রাজ্যেশ্বরী নিজ রাজ্য, নিলেন আপনি
সবে মেলি করি এসো, জয় জয় ধ্বনি॥

রজনীতে হবে আজ, আলোর ব্যাপার।
এত ধুমধাম করে,কে দেখেছে আর?॥
অন্য কোনো কথা আর, কারো মুখে নাই।
আজ আলো আজ আলো, বলিছে সবাই॥
অন্য দূরে থাক বলে, কুলের-কামিনী।
আজ বড় শোভা হবে, আইলে যামিনী॥
কি আলো করিব বলি, ব্যস্ত সর্ব্বজন।
যাহার যেমন শক্তি, করে আয়োজন॥
রাজ্যেশ্বরী নিজ রাজ্য, নিলেন আপনি।
সবে মেলি করি এসো, জয় জয় ধ্বনি॥

কেহ কেহ রাজভক্তি, করিতে প্রচার।
মুকুট সহিত লেখে, দ্বারেতে "ভি" আর॥
কেহ লেখে গড্ সেভ, আওর কুইন।
এরূপ উদ্যোগ হইতেছে, বহু দিন॥

কেহ শিশি কিনিয়াছে, হাজার হাজার।
সাজাতেছে বাটী দার, কতই বাহার॥
শিশি ক্রয় করিবার, নাই যার শক্তি।
প্রদীপ কিনিয়া সে, দেখায় রাজভক্তি॥
রাজ্যেশ্বরী নিজ রাজ্য নিলেন আপনি।
সবে মেলি করি এসো, জয় জয় ধ্বনি॥

বড় বড় বাটী যত, কিবা শোভা তায়।
ক্ষণমাত্র বিলোকনে, নয়ন জুড়ায়॥
শারি শারি মারা তায়, প্রেক অগণন।
তাহাতে ঝলিছে শিখি, মণির মতন॥
নিশি আগমনে সব, জ্বলিবে যখন।
বোধ হবে যেন সই, সুরেশ ভবন॥
অনুমানি কোটি শশি, হইবে উদয়।
নগরের অন্ধকার, যাবে সমুদয়॥
রাজ্যেশ্বরী নিজ রাজ্য, নিলেন আপনি।
সবে মেলি করি এসো, জয় জয় ধ্বনি॥

কোথা গো ব্রিটেনেশ্বরী অদীনপালিনি।
অসুগত প্রজাদের, অসুখনাশিনি॥
সর্ব্বক্ষণ কর, সুবিচার বিতরণ।
দুষ্টের দমন আর, শিষ্টের পালন॥
জগদীশ তব প্রতি, সদা অনুকূল।
নিয়ত অশিব তব, করেন নির্ম্মূল॥
তথাপি প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের স্থান।
নিয়ত কল্যাণ তব, করুন বিধান॥
কৃপাগুণে দীনগণে, দিলে গো আশ্রয়।
কি ভয়, কি ভয় আর, কি ভয়, কি ভয়॥

ধরাতলে দয়াময়ি, আছে জাতি যত।
রাজ-অনুগত নাই, বাঙ্গালির মত॥
রাজার মঙ্গল চিন্তা, করে সর্ব্বক্ষণ।
প্রকাশ না করে, বিপরীত আচরণ॥
যে পথে চলান্ রাজা, সেই পথে চলে।
যে বোল বলান্ রাজা, সেই বোল বলে॥
রাজাদেশ কখনই, করেনা লঙ্ঘন।
নিশ্চয় বাঙালি তব, দয়ার-ভাজন॥
বাঙালি তোমার বই, আর কারো নয়।
কি ভয়, কি ভয়, আর, কি ভয়, কি ভয়॥

উদরের অন্ন যার, রজত কাঞ্চন।
ভিক্ষা করি করে যেবা, জীবন যাপন॥
কেমনে জ্বালিবে দীপ, সেও ভিক্ষা করে।
এমনি আমোদ সবে, করে ঘরে ঘরে॥

সুকুমারমতি-শিশু, আলোর কারণ।
মাতার নিকটে গিয়ে, করিছে রোদন॥
রাজ-আজ্ঞাকারি আর, কাহারা এমম।
কোনো দোষে দোষী নয়, বঙ্গবাসিগণ॥
তোমার জয়েতে হয়, আমাদের জয়।
কি ভয়, কি ভয় আর, কি ভয়, কি ভয়॥

দ্রব্য সব দিন দিন, মহামূল্য হয়।
তাহা দেখি যত লোক, চঞ্চল হৃদয়॥
ভাবনায় দুখিদের, শুখায় শরীর।
নিবারিতে নাহি পারে, নয়নের নীর॥
এত দুঃখ চাপা দেয়, তব নাম শুনে।
সর্ব্বক্লেশ দূরে যাবে, তব কৃপা-গুণে॥
জননী পেলেম বলি, তাদের উল্লাস।
হাত বাড়াইয়া যেন, পেচেছে আকাশ॥
অকৃতি সন্তানে মার, দয়া অতিশয়।
কি ভয়, কি ভয় আর কি ভয়, কি ভয়॥

দীন তাপ হরে তব, কৃপা-তরুতল।
সবে মাত্র আমাদের, দাঁড়াবার স্থল॥
ধনহীন বলহীন, আমরা সকল।
কিসে ভক্তি জানাইব, কি আছে সম্বল?॥
মন বই আমাদের, কিছু নাই আর।
যাহাতে মিলেতে পারে, সকলের সার।
মনে মনে শুধু ভাবি, তোমার কুশল।
তুমি আমাদের ধন, মান, বুদ্ধি, বল॥
তোমার ভক্তের কভু, বিপদ কি হয়।
কি ভয়, কি ভয় আর, কি ভয়, কি ভয়॥

তব রাজ্যবাসি হোয়ে, সুখে করি বাস।
একবার মনোমধ্যে, গণিনা হুতাশ॥
অপার বিক্রম তব, সর্ব্বত্রে প্রকাশ।
অরি-ভাব ত্যাজি অরি, ভয়ে হয় দাস॥
অকূলসাগর মাগো, তোমার অধীন।
সাগর উপরে রাজ্য, কর চিরদিন॥
এমন সুখের রাজ্য কোথা আর পাই।
অনাচার অত্যাচার, অবিচার নাই॥
চিরজীবি হোয়ে প্রজা, পালো সমুদয়।
কি ভয়, কি ভয় আর, কি ভয়, কি ভয়॥

ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে লোক, পাগল সবাই।
ধর্ম্মেতে তোমার মাগো, পক্ষপাত নাই॥
কারো মনোদুখ নাহি, দেহ গো জননি।
যে যাহা বুঝেছে ভালো, করে সে আপনি॥
কেহ তারা তারা বলি, করে বলিদান।
কেহ প্রেমানন্দে করে হরি গুণ গান।
কেহ কাছাখোলা মোল্লা, তোবা তাল্লা করে।
কেহ যিশু ভজে গিয়ে, গিরিজের ঘরে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাশ্রিত লোক, মনোসুখে রয়।
কি ভয়, কি ভয় আর, কি ভয়, কি ভয়॥

অতুল ক্ষমতা তব, বলিহারি যাই।
তব সম প্রজার বৎসলা আর নাই॥
তুমি বিরাজিতা, বিলাতের সিংহাসনে।
আমরা সাগর পারে, আছি সর্ব্বজনে॥
সেখানে বসিয়া হেথা, সুজনে পালিবে।
কুজনদলনী তুমি, কুজনে দলিবে॥
দিবানিশি যথা তথা, করি বিচরণ।
তব নামে নিরাপদ, হই সর্ব্বক্ষণ॥
নিতান্ত আমরা মাগো তোমার তনয়।
কি ভয়, কি ভয়, আর, কি ভয় কি ভয়॥

ভবদীয় অতি অনুগত ছাত্র
শ্রীরাধামাধব মিত্র।
সাং জেজুর।

বিগত সোমবার রজনীযোগে বাষ্পীয় শকটে ভয়ানক কাণ্ড হইয়াগিয়াছে, তদ্বিবরণ আমরা প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু কোনো বিশ্বাসি প্রামাণ্য মহাত্মার নিকট শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম, সেই ঘটনায় পাঁচজন নিহত হইয়াছে, এবং দ্বাদশজন এরূপ সংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে, যে তাহারদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়।

হোম গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, যে ভবিষ্যতে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট-সংক্রান্ত কার্য্যালয়ে এক একটি গোপনীয় ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হইবে। কিনিমিত্ত এরূপ নূতন নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহার বিশেষ কারণ অবগত হওয়া যায় নাই।

২৩ এবং ২৪ অক্টোবর দিবসের আগত সমাচার।

"বিদ্রোহিরা "কুণ্ড" নামক স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র পলায়নকরণকালীন তাহারদিগের মধ্যে একদল সেনা জঙ্গলমধ্যে প্রবেশকরণের উদ্যোগ করে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, ব্রিটিস সেনা-কর্ত্তৃক পথিমধ্যেই প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন-করণে বাধ্য হইয়াছে, শুনিলাম উক্ত বিদ্রোহিরা ভোজপুরে অবস্থান-করণ মানসে সেইদিগ্ অভিমুখে গমন করিয়াছে। নিষ্ণুনিস্থ বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব গমন করেন, বিদ্রোহিরা তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই অতি বেগে তৎস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে, উক্ত সেনাপতি তাহারদিগকে সমূলে নাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পথিমধ্যে তাহারদিগের ৩০ জনকে নিহত করিয়াছেন, শত্রুগণ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে পলাইয়াছে, সেনাপতি সাহেব বিস্তর সেনা সমভিব্যহারে বিদ্রোহিদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the "*Probhakur*" *Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬০ সংখ্যা] বুধবার ১৯ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ৩ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

মিউনিসিপল কমিস্যনরদিগের বিজ্ঞাপন।

অত্র বিজ্ঞাপন দ্বারায় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে এশেশর সাহেব কর্ত্তৃক সন ১৮৫৯ সালের নিমিত্ত যে সকল বাটীর ও জমির উপর এক্ষণে প্রথমবার কর নিদ্ধারিত করা হইয়াছিল, ও তাহা সংশোধন করিবার জন্য সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবদিগের ১ আক্টবর তারিখে বৈঠক হয় অতএব ঐ কর লিখিত বহি সকলেতে সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১০ ধারা অনুযায়িক উক্ত কমিস্যনর সাহেবান কর্ত্তৃক অদ্যকার তারিখে স্বাক্ষরিত করা হইল ইতি তারিখ ২৭ আক্টবর সন ১৮৫৮ সাল।

By order of the municipal Commissioners.

ROBERT TURN BULL.
Secrety to the m. Commrs.

মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারি।

3 Chowringhee Road.
27 October 1858.

সংবাদ প্রভাকর

১৯ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

গত পরশ্ব সোমবার বৈকালে শ্রীশ্রীমতি রাজেশ্বরীর ঘোষণা-পত্র শ্রবণার্থ গবর্ণমেণ্ট হৌস সর্ব্বপ্রকার সম্ভ্রান্ত লোকের গুরুতর সমারোহ হইয়াছিল। ঐ দিবস রজনীতে এতন্নগরে আলোকের পুলকে এই ভুলোকে এরূপ শোভার ভাণ্ডার বিস্তার করিয়াছিল, বোধ হয় তদ্দৃষ্টে শত শত চন্দ্রলোক লজ্জিত হইয়া থাকিবে, স্থানাভাবজন্য অদ্য আমরা বাহুল্য লিখিতে পারিলাম না, আগামি কল্য তদ্বিশেষ পাঠকগণের সুগোচর করিব। ঐ রজনীতে আমরা এই প্রভাকর যন্ত্রালয়ে রাজা প্রজা উভয় পক্ষের মঙ্গল মানসে মহামঙ্গলময় মহেশ্বরের নিকট প্রকাশ্য সভায় মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছি, অনেক প্রধান সদ্বিদ্বান রাজ ভক্তগণ সেই সভায় সমাগত হইয়া আমারদিগের সহিত সমানরূপে আমোদ প্রমোদ ও উৎসাহ করিয়াছেন, আহারাদি-করণ এবং শিব সঙ্গীত শ্রবণ পূর্ব্বক সমস্ত সর্ব্বরী সুখে স্বাঙ্গ করিয়াছেন।

আমরা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর ঘোষণাপত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক তদবিকল প্রকটন করিলাম, এই বাঙ্গালা শ্রীরামপুরি বাঙ্গালা সুতরাং স্পষ্টরূপে অর্থগ্রহণ করিতে সকলকেই কষ্ট, পাইতে হইবে। শ্রীশ্রীমতি রাজেশ্বরীর অভিপ্রায় সকল অতিশয় কল্যাণকর তদনুসারে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে ভবিষ্যতে রাজা, প্রজা উভয় পক্ষের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা অদ্য স্থানাভাব জন্য অধিক লিখিতে পারিলাম না, আগামি পত্রে বিশেষরূপে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

"শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

আলাহাবাদ।

১৮৫৮ সাল ১ নবেম্বর সোমবার।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্থানে আজ্ঞা পাইয়া, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অনুগ্রহসূচক এই ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের সকল রাজগণের ও সরদার সকল লোকের ও সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের সকল রাজার ও সরদার লোকের ও সর্ব্ব সাধারণ লোকের নিকটে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের, এবং ইউরোপ ও আসিয়া ও আফরিকা ও আমেরিকা ও অস্ত্রালাশিয়া দেশের অন্তর্গাতি ঐ সংযুক্ত রাজ্যের লোকেরদের বসতি স্থানের ও সেই রাজ্যের বশতাপন্ন স্থানের মহারাণী ও ধর্ম্মরক্ষিকা শ্রীশ্রীমতী বিক্টরিয়া।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের ভার এতৎকাল পর্য্যন্ত আমারদের সপক্ষে কোম্পানি বাহাদুর নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন সেই ভার, পারলিমেণ্টে রাজসভাগত পারমার্থিক ও সাংসারিক লার্ড সাহেব ও কামন সাহেব মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে, আমরা নানাবিধ গুরুতর কারণে আপনারাই গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছি।

অতএব আমরা এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সকল লোকের নিকটে জানাইতেছি ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত সভাগত মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি ও উক্ত দেশের মধ্যে আমারদের যে সকল প্রজা বাস করে তাহারদিগকে এই আবেদন করি যে, তাহারা সকলই বিশ্বস্ত হয় ও আমারদের নিকটে ও আমারদের উত্তরাধিকারিরদের ও আমারদের পরে যাঁহারা রাজত্ব পাইবেন তাঁহারদের নিকটে সত্যভক্ত হইয়া থাকে ও আমারদের উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য আমারদের নামে ও আমারদের সপক্ষ হইয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্যে আমরা ইহার পর সময়ে২ যাঁহারদিগকে নিযুক্ত করা উচিত জ্ঞান করি তাঁহারদের আজ্ঞার বশে থাকে।

আরো আমরা আপনারদের বিশ্বাসযোগ্য ও স্নেহপাত্র পারিজন ও মন্ত্রি শ্রীযুত চারলস জান বৈকৌণ্ট কানিং সাহেবের ভক্তিগুণে ও ক্ষমতাতে ও সদ্বিবেচনাতে বিশেষমতে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তাঁহাকে, অর্থাৎ উক্ত বৈকৌণ্ট কানিং সাহেবের ভক্তিগুণে ও ক্ষমতাতে ও সদ্বিবেচনাতে বিশেষমতে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তাঁহাকে, অর্থাৎ উক্ত শ্রীযুক্ত বৈকৌণ্ট কানিং সাহেবকে, আমারদের উক্ত দেশের মধ্যে ও তদুপরে আপনারদের প্রথম প্রতিনিধি ও গবরনর জেনরল করিয়া, আমারদের নামে উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য করিবার ও আমারদের নামে ও সপক্ষে সাধারণমতে কার্য্য করিবার জন্যে নিযুক্ত করিলাম, কিন্তু আমারদের রাজ্যের প্রধান এক জন সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা যে যে আজ্ঞা ও বিধি সময়ে২ আমারদের হইতে পাইবেন, তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য করিবেন।

কোম্পানি বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্মে যে সকল লোক যে যে পদে এইক্ষণে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদিগকে আমরা স্ব স্ব পদে বহাল রাখিলাম। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমারদের যে কোন বাসনা ইহার পরে প্রকাশ হয়, ও যে সকল আইন ও কানুন ইহার পরে করা যাইবেক, তাহা বলবৎ মানিয়া তাঁহারা পদস্থ থাকিবেন।

ভারতবর্ষীয় সকল রাজগণকে এই কথা জানাই। কোম্পানি বাহাদুরের দ্বারা কিম্বা তাঁহারদের দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ রাজগণের সঙ্গে যে সকল সন্ধি ও প্রতিজ্ঞাদি করা গিয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিলাম, ও তাহা অবিকলরূপে মান্য করিব, ও সেই রাজগণও তদনুসারে অবিকল আচার করেন আমারদের এই অপেক্ষা।

এইক্ষণে ভারতবর্ষে আমারদের যত দেশ অধিকার হইয়াছে তাহার অধিক কিছু দেশ অধিকার করিতে চাহিনা। পরন্তু আমারদের যে দেশ কি স্বত্ব আছে তাহার উপর আক্রমণের উদ্যোগ হইলে আমরা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, ইতিমধ্যে অন্য রাজগণের অধিকারের কি স্বত্বের উপর আক্রমণ হয়, এমত অনুমতিও দিব না। আমরা আপনারদের স্বত্বও গৌরব ও সম্ভ্রম যেমন মান্য করি, তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজগণের স্বত্বাদি মান্য করিব। আরো কোন দেশের মধ্যে শান্তি ও সুশাসন না হইলে যে উন্নতি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে পারেনা, তাহা, আপনারদের প্রজাগণ প্রাপ্ত হয় আমারদের এই বাসনা যেমন থাকে, তেমনি ঐ রাজগণের পক্ষেও আমারদের সেই বাসনা আছে।

রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞাতে যেমন অন্য সকল প্রজার নিকটে আমরা বদ্ধ হই তেমনি আমারদের ভারতবর্ষ দেশস্থ প্রজারদের নিকটেও বদ্ধ আছি। আর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্য্য বিশ্বস্তরূপে ও সরলমনে নির্ব্বাহ করিব।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সত্য এই কথা আমরা দৃঢ়মতে বিশ্বাস করি ও ধর্ম্মেতে যে সান্ত্বনা পাই তাহা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করি। কিন্তু আমারদের সেই ধর্ম্মমত আমারদের কোন প্রজারদিগকে গ্রহণ করাইবার কোন ক্ষমতা স্বীকার করি না ও তাহা গ্রহণ করাইতে চাহিও না। আমারদের রাজকীয় বাসনা ও ইচ্ছা এই। ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিশ্বাস কি ক্রিয়া হস্ক করিয়া কোন কাহার প্রতি পক্ষপাত না হয় ও কোন কেহ ক্লেশ কি দুঃখ না পায়, কিন্তু আইন অনুসারে সকলেই তুল্যরূপে ন্যায্যমতে ও বিনাপক্ষপাতে রক্ষা পায় এই আমারদের বাসনা। আরো আমারদের অধীনে যাঁহারা কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা পান তাঁহারদের সকলকে আমরা এই দৃঢ় আজ্ঞা ও আদেশ করি যে, আমারদের প্রজারদের কোন লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসেতে কি আরাধনাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করেন, করিলে আমারদের অত্যন্ত অসন্তোষ হইবেক।

আরো আমারদের এই বাসনা। আমারদের প্রজারদের মধ্যে যাহারা উপযুক্তমতে সুশিক্ষিত হইয়া ও ক্ষমতাপন্ন ও সরলভাবাপন্ন হইয়া আমারদের কোন সিরিশ্তায় কর্ম্ম করিতে যোগ্য হয়, তাহারা যে কোন বংশের কি ধর্ম্মের লোক হউক তাহারদিগকে সাধ্যপর্য্যন্ত বিনাবাধাতে ও বিনা পক্ষপাতে কর্ম্মে নিযুক্ত কর যায়।

ভারতবর্ষের লোকেরা পৈতৃক যে ভূমিসম্পত্তি অধিকার করেন তাহাতে তাঁহারদের অত্যন্ত মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি, সেই ভাব মান্যও করি, ও ভূমিসম্পর্কে তাহারদের যে সকল স্বত্ব থাকে সেই সকল স্বত্ব আমরা রক্ষা করিতে চাহি, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ দিতে হইবেক। আর আমারদের এই ইচ্ছা যে আইন প্রস্তুত করিবার ও সেই আইন আমলে আনিবার কার্য্যেতে ভারতবর্ষের যে রীতি ও আচার ও ব্যবহার পূর্ব্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি উপযুক্তমতে মনোযোগ থাকে।

ক্ষমতা পাইবার লোভেতে যে লোকেরা অমূলক জনরব প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় লোকদিগের ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহারদিগকে রাজবিদ্রোহ ব্যাপারে চালাইয়াছে, তাহারদের কার্য্যের দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল উপদ্রব ও যন্ত্রণা হইয়াছে তাহাতে আমারদের অত্যন্ত শোক হয়। সেই রাজবিদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে দমন করিয়া আমারদের শক্তি প্রকাশ হইয়াছে। যাহারা উক্ত প্রকারে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যের পথে ফিরিয়া যাইতে চাহে, তাহারদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনারদের করুণা প্রকাশ করাই আমারদের বাসনা।

এক প্রদেশে অধিক রক্তপাত না হয় ও আমারদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যের মধ্যে আরো শীঘ্র শান্তি হয় এই অভিপ্রায়ে, আমারদের প্রতিনিধি ও গবরনর জেনরল বাহাদুর কোন কোন নিয়ম প্রকাশ করিয়া যাহারা সম্প্রতিকার গোলযোগে আমারদের কর্ত্তৃত্বের বিপক্ষে অপরাধ করিয়াছে তাহারদের অধিকাংশ লোককে সেই নিয়মমতে ক্ষমা পাইবার আশা দিয়াছেন, ও মহা অপরাধ প্রযুক্ত যাহারদের ক্ষমা হইতে পারে না তাহারদের যে দণ্ড হইবেক তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদের প্রতিনিধির ও গবরনর জেনরল বাহাদুরের সেই কার্য্য আমরা স্বীকার করিয়া বলবৎ রাখিলাম, আরও এই কথা জানাইতেছি ও ঘোষণা করিতেছি।

ব্রিটনীয় প্রজারদিগকে হত্যা করিবার কার্য্যেতে সাক্ষাৎলিপ্ত হইবার অপরাধ যাহারদের সাব্যস্ত হইয়াছে কি হয়, তাহারদের প্রতি ন্যায্য বিচার অনুক্রমে দয়া প্রকাশ হইতে পারেনা, কিন্তু তাহারদের ভিন্ন ও তাহারদের ছাড়া অন্য সকল অপরাধির প্রতি আমারদের দয়া প্রকাশ হইবেক।

কোন লোকদিগকে হত্যাকারি জানিয়া যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছে, কিম্বা রাজবিদ্রোহ ব্যাপারের সরদার কি প্রবর্ত্তকরূপে যাহারা কর্ম্ম করিয়াছিল তাহারদের প্রাণ রক্ষা হইবেক এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি, কিন্তু যে ভাবগতিকে তাহারদিগের রাজভক্তি ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহারদিগের দণ্ড নিরূপণ হইবেক ও কুকল্পনার লোকেরা অমূলক যে জনরব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা অজ্ঞানেতে ত্বরায় বিশ্বাস করিয়া যাহারদের অপরাধ হইয়াছে তাহারদের প্রতি অধিকরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ হইবেক।

অন্য যে সকল লোক এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেছে, তাহারা আপনারদের ঘরে ও কৃষি বাণিজ্য ব্যবসাদি কর্ম্মেতে ফিরিয়া গেলে আমারদের বিপক্ষে ও আমারদের রাজমুকুট ও সম্ভ্রমের বিপক্ষে তাহারদের যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা আমরা বিনানিয়মে ক্ষমা করিব ও মনে তাহার স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করি।

যাহারা আগামি জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে ঐ নিয়মমতে কার্য্য করে তাহারা সকলেই আমারদের এই অনুগ্রহ ও ক্ষমা পায়, আমারদের এই বাসনা।

পরমেশ্বরের প্রসাদে যখন দেশের মধ্যে শান্তি পুনরায় স্থাপন হয়, তখন ঐ দেশের কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়াদি কার্য্যের উৎসাহ দান করা ও সর্ব্বসাধারণের উপকারের ও উন্নতির কার্য্যের সহায়তা করা ও ভারতবর্ষেতে আমারদের যে সকল প্রজা বাস করে তাহারদের মঙ্গলের নিমিত্তে দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করা আমারদের অত্যন্ত বাসনা। প্রজারদের উন্নতি হইলে আমারদের বল হয়। তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে আমারদের নিরাপদ হয়। তাহারা কৃতজ্ঞ হইলে আমারদের উৎকৃষ্ট পুরস্কার হয়। প্রজারদের মঙ্গলের নিমিত্তে আমারদের এই সকল বাসনা সফল করিতে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমারদিগকে ও আমারদের অধীন যাঁহারা কর্ত্তৃত্বকার্য্য করেন তাঁহারদিগকে শক্তি দিউন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঘোষণাপত্র।

বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

আলাহাবাদ।

১৮৫৮। ১ নবেম্বর।

ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের ভার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বয়ং গ্রহণ করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন অতএব তাঁহার প্রতিনিধি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এই সম্বাদ দিতেছেন। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য কেবল শ্রীশ্রীমতীর নামে করা যাইবেক।

যে বংশের কি জাতির যে সকল লোক কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকিয়া ইংলণ্ডের মান ও ক্ষমতার পোষকতা করিতে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা, অদ্যাবধি কেবল মহারাণীর চাকর হইবেন।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহারদিগকে এই আদেশ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্রেতে শ্রীশ্রীমতির অনুগ্রহসূচক যে বাসনা ও ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে তাহা সফল করিবার জন্যে প্রত্যেক জন আপন আপন পদে ও সুযোগমতে ও সর্ব্ব মন ও শক্তির সহিত সাহায্য করুন।

শ্রীশ্রীমতী স্নেহ ও দয়ার বাক্য প্রয়োগে ভারতবর্ষের কোটি কোটি প্রজারদিগকে রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিতে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রানুসারে ঐ সকল প্রজা ভক্তিভাবে আজ্ঞাবহ হয় এই কার্য্য প্রবল করিতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এইক্ষণে ও সদা সর্ব্বক্ষণে ত্রুটি করিবেন না।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনর-

বিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

জি এফ এডমনষ্টন।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

রাজদত্ত সংবাদ।

৩০ আক্টবর দিবসীয় আগত সম্বাদ "কাপ্তেন সেক্সপিয়ার সাহেব তাল বেহত নামক স্থানে দুই শত অশ্বারোহি সেনা সমভিব্যাহারে চন্দ্রিয়াতে" গমন করিয়াছেন, খিমালাসা নামক স্থানে বিস্তর বিদ্রোহি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারা শীঘ্রই তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ভিলসা" অভিমুখে যাইবে।

জেনেরল মিচেল সাহেব মেলটাউনে ছিলেন, মেং শিমোর সাহেবের ২৮ তারিখে ভোপালে উপনীত হইবার কল্পনা আছে, কর্ণেল বেনসন, এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনারা সাভা এবং সিহোরে বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, লেপ্টনাণ্ট কার সাহেব ভিলসা অভিমুখে গমন করিয়াছে। অযোধ্যা হইতে এমত সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে, গত ২৫ তারিখে বিদ্রোহিরা রোহিয়া পরীক্ষণ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন পর হইয়াছে, রাম পাণ্ড সিংহ ৫০০ বিদ্রোহি এবং কয়েকটা তোপ সমভিব্যাহারে ব্রিটিস হস্তে ধরা পড়িতে পড়িতে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, ব্রিগেডিয়ার বারকার সাহেব সুযোগমতে বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে ধাবিত হইবেন।

অবগতি হইল আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মানাবর হেলিডে সাহেব, আগামি মে মাসে আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিবেন, মেং গ্রাণ্ট সাহেব বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরি পদে অভিষিক্ত হইবেন, তাহা হইলে মেং মণ্টগোমারি সাহেব, গ্রাণ্ট সাহেবের পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, কারণ উক্ত সাহেব শীঘ্রই কৌন্সেলের মেম্বরি পদ গ্রহণ করিবেন।

সেনাদিগকে বন্দুক শিক্ষায় বিশেষ নিপুণ-করণার্থ মালতায় একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ মধ্যে এই রূপ বিদ্যালয় স্থাপিত করিলে বড় উত্তম হয়।

রাজমহল এবং জঙ্গিপুরের সংবাদদাতাদিগের সংবাদে অবগতি হইল, বিগত কার্ত্তিক দিবসের ভয়ানক ঝড়ে তৎস্থানবর্ত্তি ভাগিরথীর জল মধ্যে চল্লিস খানা নৌকা মগ্ন হইয়া, বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, ঐ সকল নৌকা শোরা, চিনি, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় এবং মূল্যমান দ্রব্যাদি বোঝাই ছিল।

ব্রিগেডিয়ার বারকার সাহেব, এভেলি সাহেব, এবং মেজর বুলার সাহেব ইঁহারা এক ঐক্য-বাক্য হইয়া শত্রুদিগের বিনাশার্থ বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম করিতেছেন, ২২ আক্টবর দিবসে ফতেপুরে একটা সমর হইবার কল্পনা ছিল, যদ্যপি তাহা হইয়া থাকে এবং তাহাতে ব্রিটিস সেনারা জয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলে তৎপ্রদেশে পুনর্ব্বার শান্তি-সংস্থাপনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা কেননা উক্ত প্রদেশের চারিদিগ হইতে তথায় শত্রুদিগের সমবেত হয়, এবং তাহারদিগকে পরাজয় এবং ধ্বংশ-করণার্থ উল্লেখিত তিন জন রণনিপুন সেনাপতিরা বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

বিগত ২৯ জুলাই তারিখে "সাউবেদার" নামক একখানি অর্ণবপোত ৩০০০ কুলি লোক লইয়া মরিসস্ পরিত্যাগ পুরসর কলিকাতায় আসিতেছিল, কিন্তু দৈব্য দুর্ব্বিপাকবশত উক্ত জাহাজ খানি মালদিব উপদ্বীপে জল মগ্ন হয়, আহোরিগণ সন্তরণ দিয়া অপর পারে উঠিবার সময় তাহারদিগের মধ্যে ২০ জন জলশায়ি হইয়াছে, অবশিষ্টেরা নিরাপদে অন্য তরী আরোহণ করত মান্দ্রাজ দিয়া এই রাজধানী অভিমুখে আগমন করিতেছে।

গোহাটির রাজা গুণকাণ্ড সিংহ বিগত সেপ্টেম্বর মাসে, মানবলীলা সম্বরণ করেন, উক্ত নৃপতি গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০ টাকা করিয়া মাসিকবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, গবর্ণমেণ্ট সেই বৃত্তি তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক তনয়কে অনুমতি করিয়াছেন।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the "Probhakur" Press,

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেন্দিন্দীবরেষু কৃচিন্মুমংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসেপিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোপোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬১ সংখ্যা] গুরুবার ২০ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ৪ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

যে মোকদ্দমায় বিবি মহোর আবজুন বাদী এবং শেখ জোমান বারবর ও বিবি জানসন এবং মৃত শেখ আনিস বারসরের কন্যা উত্তরাধিকারিণী ও প্রতিনিধি প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন সালের ২৭ মার্চ্চ তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে মহানগর কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টঘরে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ৮ নবেম্বর সোমবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় নীচের লিখিত বিষয় সকল বিক্রীত হইবেক, যথা।

মহানগর কলিকাতার অধীন কলিঙ্গা নামক স্থানে নং ২ আনিস বারবরের লেনে যে এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৴২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে যে এক একতালা গৃহ আছে যাহা মৃত আনিস বারবারের সম্পত্তি তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবে।

বিশেষত মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত তেরেটির বাজার নামক স্থানে নং ৩ যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি এবং বাটী যাহা অনুমান ৸০।।৴৯ পোনেরো কাঠা নয়ছটাক নয়কাঁচ্চা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং যাহা মৃত শেখ আনিস বারবারের সম্পত্তি তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য সমাচার মাষ্টর আফিসে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

W. H. ABBOTT.
Compll's Atty.

ডবলিউ, এইচ, এবট।
বাদীপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৩ সপ্টেম্বর ১৮৫৮।

মিউনিসিপল কমিস্যনরদিগের বিজ্ঞাপন।

অত্র বিজ্ঞাপন দ্বারায় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে এশেশর সাহেব কর্ত্তৃক সন ১৮৫৯ সালের নিমিত্ত যে সকল বাটীর ও জমির উপর এক্ষণে প্রথমবার কর নিদ্ধারিত করা হইয়াছিল, ও তাহা সংশোধন করিবার জন্য সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর

সাহেবদিগের ১ আক্টবর তারিখে বৈঠক হয় অতএব ঐ কর লিখিত বহি সকলেতে সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১০ ধারা অনুযায়িক উক্ত কমিস্যনর সাহেবান কর্ত্তৃক অদ্যকার তারিখে স্বাক্ষরিত করা হইল ইতি তারিখ ২৭ আক্টবর সন ১৮৫৮ সাল।

By order of the municipal Commissioners.
ROBERT TURN BULL.
Secrety to the m. Commrs.

মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারি।

3 Chowringhee Road.
27 October 1858.

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৷০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড .... ১।০
স্বপ্নদর্শন .... ৵

সংবাদ প্রভাকর

২০ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিষ্টরিয়াব্দা ১

বক্সারস্থ সংবাদদাতা ২১ তারিখে সমরঘটিত যে সকল সংবাদ দিয়াছেন তাহা বড় আনন্দজনক নহে, শোণনদের নিকটে বিস্তর আহারীয় এবং সমর-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বিদ্রোহিরা লুণ্ঠন করিয়াছে, বক্সার এবং গয়া পুনর্ব্বার বিদ্রোহি-কর্ত্তৃক সশঙ্কিত হইয়াছে, সাহাবাদ জেলা মধ্যে ভয়জনক নানাপ্রকার কথার আন্দোলন হইতেছে, রণপণ্ডিত ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব আপনার অভিমত অদ্যাপিও সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহিরা এক স্থানেও ব্রিটিসহস্তে প্রকৃতরূপে পরাজিত এবং একেবারে বহু সংখ্যক প্রমাণে নিহত হইতেছেনা, তাহারা পলায়ন করা এক উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, ব্রিটিস সেনাদিগের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিলেই অমনি চম্পট দেয়, কোনো স্থানে স্থির হইয়া থাকেনা, প্রকৃতরূপ সম্মুখ যুদ্ধ দেয়না, এই নিমিত্ত ব্রিটিস সেনাপতিগণ তাহারদিগকে একেবারে নিহত করিতে পারিতেছে না, ইংরাজসেনারা সম্মুখ সমরে অত্যন্ত নিপুণ, কিন্তু শত্রুগণ তাহার বিপরীতাচরণ করায় অদ্যাপি শমনের হস্ত হইতে সুনিষ্কৃতি পাইতেছে, কিন্তু দিন দিন তাহারদিগের সংখ্যা নূতন হইয়া আসিতেছে, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, বিগত কয়েক মাসাবধি তাহারা যেরূপ সংখ্যায় ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক নিহত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় তাহারদিগের দল বল প্রায় শেষ হইয়াছে, সমূলে বিনষ্ট হইবার আর অধিক কালব্যয় হইবেনা, সেনাপতিগণ সেনাদিগকে যে প্রকার সুনিয়মে স্থানে স্থানে রক্ষিত করিয়াছেন তদ্বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া ইতি পূর্ব্বে প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, শত্রুগণ যে যে স্থানে এইক্ষণে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সকল স্থান ব্রিটিস সেনারা প্রায় পরিবেষ্টন করিয়াছে, দুষ্টেরা মনে করিলেই যে পলায়ন করিবে এমত সাধ্য নাই, পলায়নকালীন অবশ্যই ধরা পরিবে, কিন্তু বক্সার, সাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিস সেনাপতিগণ, বিলক্ষণরূপ সুনিয়ম নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছেন না।

উল্লেখিত কয়েক স্থানের বিদ্রোহিদিগকে সংপূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারিলেই আর আশঙ্কার বিষয় থাকিবেনা যাহাতে উল্লেখিত জগদীশপুরস্থ জঙ্গল হইতে বিদ্রোহিদিগকে তাড়িত এবং নিহত করা হয় তদ্বিষয়ের বিশেষ মনোযোগ করা ব্রিটিস সেনাপতিদিগের অত্যাবশক হইতেছে। মহারাণী শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, এক্ষণে পরম পিতা পরমেশ্বরের সমীপে আমরা একান্তচিত্তে এই প্রার্থনা করি যে তিনি ভারতবর্ষ হইতে বিদ্রোহানল শীঘ্র নির্ব্বাণ করুন, এবং আমারদিগের রাজমাতা ভারতবর্ষেশ্বরীকে দীর্ঘজীবী এবং কুশলে রাখুন, তাঁহার অধীনে থাকিয়া আমারদিগকে যেন কোনোরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে না হয়। রাজা, প্রজা উভয়েই সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন ইহাই আমারদিগের নিতান্ত অভিপ্রায়।

জেলস্থ সংবাদদাতার ৯ তারিখের পত্র পাঠে অবগতি হইল, সম্প্রতি ডেরাইস্ মেলখান সম্পূর্ণ রূপে নিরাপদ হইয়াছে, তৎস্থানীয় বাসিন্দারা শঙ্কাশূন্য হইয়াছে, যে সকল কুপরামর্শক নষ্টমতি দুষ্টেরা তৎস্থানীয় নেটিব সেনাদিগকে বিদ্রোহরাচরণে প্রবৃত্তি দেয়, তাহারা প্রায় সকলে ধৃত হইয়া উপযুক্ত রূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছে। মুলতানে এত শত বিদ্রোহি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারদিগের এরূপ দুর্দ্দশা অবলোকন করত তৎপ্রদেশস্থ বিদ্রোহিগণ ভীত হইয়া কাশ্মীরাভিমুখে চম্পট দিয়াছে কিন্তু তাহারা আর কতোকাল পলাইয়া জীবন রক্ষা করিতে শীঘ্রই কুকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। বিদ্রোহঘটনায় ভারতবর্ষে মহাগোলযোগ হওয়ায়, খাজানা আদায় ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাঘাৎ জন্মিবায় পঞ্জাবের সাধারণ রাজকীয় কার্য্যাদি রহিত হইয়াছে। তথাকার প্রধান কমিস্যনর সাহেব খেউরা নামক স্থানের লয়ণ খনি উত্তমরূপে মেরামতকরণার্থ ১২,০০০ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন, কারণ উক্ত স্থানের লবণগোলা হইতে প্রত্যেক বৎসরে অবাধে চারি লক্ষ মোন লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাগুক্ত জিলার জমির খাজানা বৃদ্ধি-করণ নিমিত্ত সারবিয়র কর্ত্তৃক কয়েক মাসাবধি জমি মাপ হইতেছিল সম্প্রতি তাহা সম্পন্ন হইয়া সকল জমির নূতন নিয়ম ও জমা নির্দ্ধারিত হইতেছে।

কোচবেহার ও রঙ্গপুর প্রদেশের সংবাদ।

সম্পাদক মহাশয়! আমারদিগের বাঙ্গালির সাধারণ খাদ্য দ্রব্যের সুলভতা নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশীয় মানবগণকে যেরূপ সুখি দেখিয়া ছিলাম, অধুনা তাহার দশাংশের একাংশও দৃষ্ট হইলনা, এই রঙ্গপুর প্রদেশে আমি ক্রমাগত পাঁচবৎসর বাস করিয়াছি, এবং তৎপরে সময়ে সময়ে কার্য্যবশত ১০।২০ দিবস করিয়া অবস্থিতি করিয়াছি, কিন্তু ইহার কোনো সময়ই এদেশের এপ্রকার দুর্দ্দশা দেখিতে পাই নাই। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! এই রঙ্গপুর ভূমি যে সকল দ্রব্যে গৌরবিনী ছিলেন, সংপ্রতি সেই সকল দ্রব্যে কাঙ্গালিনী হইয়া স্বীয় পুত্র বাঙ্গালিগণের অশ্রুধারায় বক্ষস্থল পূর্ণ করিতেছেন। এই দেশে অতি উৎকৃষ্ট চাউল দুটাকায় পাকি মোন বিক্রয় হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহার চতুর্গুণ মূল্য হইলেও তাহা পাওয়া দুরে থাকুক, দৃষ্ট হওয়া সুকঠিন হইয়াছে। সাধারণ ভদ্রে যে প্রকার চাউল ব্যবহার করিয়াছেন (তাহাকে মধ্যম বলাযায়) তাহার পাকি মোন এক টাকার অধিক কখনই দৃষ্ট হয় নাই। অতঃপর সাধারণের ভোজ্য চাল অন্যূন এক টাকায় দেড় মোন দুই মন ছিল, অধুনা সেই সাধারণ ভোজ্য চাল এক টাকায় ।৫ পোনেরো সেরের অধিক পাওয়া যায়না, তাহাও যদি পূর্ব্বকার চেলের মত পরিস্কার হইত তাহা হইলেও আর সৌভাগ্যের সীমা কি ছিল। উৎকৃষ্ট অড়হরের ডাউল, খেশারির ডাউল, ভাল তৈল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ইত্যাদি দ্রব্যও অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত সংপ্রতি দেখিলাম, যে, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্য হইয়াছে, ইহাতে এদেশের মানবগণের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষই হইয়াছে, কারণ যাঁহারা জন্মাবধি একটি বারো দ্রব্যাদি এত দুর্মূল্য দৃষ্টি করেন নাই, বিশেষত কুলি মজুর প্রভৃতি যাহারা দিনপাত করিত তাহারদিগের পক্ষে যে ভয়ানক ক্লেশ হইয়াছে তাহা চিন্তার দ্বারায় স্থির করা যায়না, কারণ এদেশের মজুরের বেতন অতি অল্প ছিল, যদিও তদপেক্ষা এইক্ষণে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু দ্রব্যাদি যে প্রকার মহার্ঘ্য তৎ পরিমাণে তাহারদিগের বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহারা সম্পূর্ণরূপেই দুর্ভিক্ষের পালিত পুত্রস্বরূপ হইয়াছে। হায়! জগদীশ্বর বুঝি এঘোরতর বিপদ হইতে এদেশকে শীঘ্র মোচন করিবেন না! তাহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে, কেননা যে ধান্য ভূমিতে আছে তাহাতে এরূপ এক কীট জন্মিয়াছে, যে, তাহার সমূলে বিনষ্ট করিতেছে, এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় তামাকের আবাদের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে, এবং ধান্যেরো অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। ইমসন যদিও এদেশে কোফীর আবাদ প্রচুর হইয়াছে, কিন্তু মূল্য ২। মোন, কিছুই ন্যূন হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভব। সম্পাদক মহাশয়! একেত এই দুর্ভিক্ষেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া রহিয়াছে, ইহারপর আবার ওলাউঠার শুভাগমন হওয়াতে গো মনুষ্য অনেকেই সংসার লীলা সম্বরণ করিতেছে। হায়! কি সময়ের প্রভাব! একে এই দুর্ভিক্ষের

Water Damage

দুরান্ত দণ্ডেই প্রাণদণ্ডের গোচর হইয়াছে, তাহারপর আবার যমদণ্ড আরম্ভ হইল, ইহাতে দেশের লোকের যে কি প্রকার ক্লেশ হইয়াছে, তাহা একবার মহাশয় চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনুভব হইবেক, এইক্ষণে এই ক্লেশ কর ব্যাপারে যদি জগদীশ্বর সানুকুল হইয়া রক্ষা করেন তবেই মনুষ্যগণের মঙ্গল, নচেৎ আর উপায় দেখিনা ইতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ৭ কার্ত্তিক।

নিতান্ত অনুগত।

শ্রীবিপিনবিহারী শর্ম্মণ।

হা! জগদীশ্বর! তুমি এই বৎসর সর্ব্বত্রই সমানরূপে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। হে নাথ! সদয় হও রক্ষা কর! সৃষ্টি রক্ষা কর।

প্রভাকর সম্পাদক।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক অবগত হইয়া লিখিয়াছেন, "মিরাট প্রদেশে চৌর্য্য এবং দস্যুবৃত্তির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, দুষ্টেরা নানা প্রকার অস্ত্র দ্বারা সজ্জীভূত হইয়া বল পূর্ব্বক গৃহস্থের বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যথা সর্ব্বস্ব লইয়া যায় ইহাতে যে ব্যক্তি আপত্তি উপস্থিত করে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ উক্ত নিষ্ঠুরেরা অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করে, তাহাতে সময় ক্রমে কাহারো কাহারো প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠে, এই রূপে প্রায় প্রত্যহই বাসিন্দাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য হইতেছে, কিন্তু তাহার কোনো রূপ প্রতীকার হইতেছে না, শুনিলাম ঐ সকল দস্যুরা বিদ্রোহি-দল-ভুক্ত ছিল, এক্ষণে সমর-করণে অক্ষম হইয়া চুরি, ডাকাইতি করিতে রত হইয়াছে।"

দক্ষিণ মারহাট্টা দেশে শীতারাম নামক জনেক দুষ্টমতি দুষ্ট, কতক গুলীন সেনা এবং কয়েকটা তোপ সংগ্রহ করত রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, মেং মেন্স ফিল্ড সাহেব সেই দুরাত্মাকে রণে পরাজিত করিয়াছেন, তাহার অধীনে পঞ্চদশ জনকে নিহত এবং ১৬ জন সেনা ও ১৫ টা অশ্বকে ধৃত করত শিবির মধ্যে লইয়া গিয়াছেন, শীতারাম সামান্য সমরে হারিয়া কোন্ স্থানে পলায়ন করিয়াছে, তাহার কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই। উল্লেখিত সংবাদটি গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন।

বাণপুর এবং সাগরের নরপতিগণকে নিরস্ত্র করত ১৭ আক্টবর তারিখে আক্লিগড়ে আনীত হইয়াছে, তাঁহারদিগের অধীনে এক শত ভৃত্য আছে, প্রাগুক্ত রাজাদ্বয় লাহোরে নজরবন্দী কয়েদ থাকিবেন, সম্প্রতি কিছু দিবসের নিমিত্ত তাঁহারা মিরাটে অবস্থিতি করিবেন।

সম্প্রতি কেনিং নগরে কার্য্যাদি উত্তম-রূপ হইতেছে না, কারণ উক্ত স্থান মুঞ্জুর এবং অন্যান্য লোকদিগের প্রতি অসুস্থদায়ক হইয়া উঠিয়াছে, কেহ একদিনের নিমিত্ত সুস্থ শরীরে কার্য্য কর্ম্ম করিতে পারে না, শীতকালে উল্লেখিত স্থানের জলবায়ু অন্যান্য কালাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তম হয় সেই সময় সকলে বিনাক্লেশে ও সুন্দররূপে কার্য্য করিতে পারে, এক্ষণে সেখানে শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয় নাই কিন্তু শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীলশ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! ভবদীয় ২২ আশ্বিনের পত্রিকায় "শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র মিত্র" স্বাক্ষরিত জনেক ছাত্র সম্পাদক সম্বোধনে "আপনকার ভবদীয়" লিখিয়াছেন, কিন্তু মহাশয় আমার মনেতে এতাবৎকাল ইহাই বদ্ধমূল ছিল, যে, ভবদীয় শব্দেরই অর্থ "আপনকার" সুতরাং উক্ত দুই শব্দ এক স্থানে ব্যবহার হইতে পারে না, অতএব মহাশয়! ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ প্রভাকরে প্রকটন করিয়া এ অধীনের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন ইতি।

কস্যচিৎ সন্দেহকারিনঃ

সাং চুচুড়া।
৮ আশ্বিন।

এই লেখার উত্তর মিত্র ছাত্র প্রদান করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSUR CHUNDER GOOPTO at the "*Probhakur*" *Press*,

সংবাদ প্রভাকর

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬২ সংখ্যা] শুক্রবার ২১ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ৫ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালিতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষারে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, অল্প দিবসের মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃতরূপ যে, আমোদি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে, যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক কর্ত্তা।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫।

সংবাদ প্রভাকর

২১ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

শ্রীশ্রীমতি বিশ্বমাতা রাজ্যেশ্ব-

রীর রাজোৎসব উপলক্ষে ১ নবেম্বর সোমবার বৈকালে এবং যামিনীযোগে এতন্মহানগরে মহামহা মহোৎসব অপেক্ষা মহাব্যাপার হইয়াছিল, যৎকালে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীশ্রীমতি জননীর ঘোষণাপত্র পঠিত হয় তৎকালে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় মানবশ্রেণীর সমারোহ হইয়াছিল, প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান তাবতেই সভাস্থ হইয়াছিলেন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত সর্ব্ব প্রকার অবস্থাবিশিষ্ট সর্ব্বজাতীয় কত মনুষ্যের সমারোহ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপিত হইবার নহে, যেরূপ অঙ্কপাত করিব তাহাই সম্ভবপর হইবে। সুনীতিজ্ঞ শ্রীযুত বিডন সাহেব ইংরাজীভাষায় ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহার গলার স্বর তাদৃশ উচ্চ না হওয়াতে দূরস্থ সকলে শুনিতে পান নাই, সুপ্রিমকোর্টের দ্বোভাষী উচ্চভাষী বাবু শ্যামাচরণ সরকার সপ্তমের উপর টাকীসুরে গলাবাজী করিয়া বাঙালা অনুবাদ পাঠ করাতে তাঁহার বদনবিগলিত বচনগুলীন অনেকেরি শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়াছিল, সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি, কৌন্সেলের সভাপতি এবং লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব প্রথম সোপানে অবস্থিত ছিলেন, তাহার নিম্ন সোপানে আর আর সিবিল মিলেটরি সাহেবদিগের আসন হইয়াছিল, মান্যবর শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহাত্মারা তাহার সমীপস্থ সোপানে সমারূঢ় ছিলেন, গাড়ি পাল্কির ভিড়ের ব্যাপার বর্ণনা হয়না। পরমাহ্লাদের বিষয় এই, যে, এতদ্রূপ গুরুতর লোকারণ্য ব্যাপারে কোনো প্রাণির কিছুমাত্রই হানি হয় নাই, এবিষয়ে আমরা পুলিস কমিস্যনর শ্রীযুত ওয়াকোপ সাহেবকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিব যেহেতু তিনি গাড়ি পরিচালনের বিষয়ে অতি সুনিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াতেই কাহারো কোনো প্রকার ক্লেশ এবং অনিষ্ট হয় নাই।

ঐ দিবস সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি কলিকাতা মহানগর এবং শাখানগরের জলে স্থলে সমান শোভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ বালকে আলোকের পুলকে সকলেই ভুলোকে গোলোকের দীপ্তি দর্শন করিয়াছেন, ইংরাজ পল্লীরতো কথাই নাই, আলোর প্রভায় কালো রাত্রি দিবসের ভাসকে পরিহাস করিয়াছিল, রাজপুরুষগণ এবং অন্যান্য মান্য সাহেবেরা টাকার বাতি জ্বালিয়াছিলেন বলিলেই হয়, অনেক ধনি যবনের ভবনে আলোকলতা পুষ্পিতা হইয়াছিল, গমিস্, রমিস্, আন্দ্রুস, পিন্দ্রুস প্রভৃতি "সুঁকটিওয়ালা" বাজাওয়ালা ও জুতাওয়ালা, জেণ্টলম্যানেরাও আমোদের ত্রুটি করেন নাই, বাঙ্গালি মহলে "রায়" "রাঁড়ী" তাবতেই সমান আমোদ করিয়াছেন, ভিকারী, ও ভকারিনী পর্য্যন্ত দুইটা প্রদীপের আলো জ্বালিয়াছিল, "দুগ্ধপোষ্য শিশু ও কুলবধূরাও মহারাজ্ঞীর মঙ্গল মানসে মঙ্গলাচরণ পুর্ব্বক দীপ জ্বালিয়াছে, সকলেই জয় প্রার্থনা করিয়াছে ও করিতেছে। বিদ্যালয়ের শিশুরাও দ্বারে দ্বারে চিত্র বিচিত্র অক্ষরে লিখিয়াছে, "জয় বিক্টরিয়ার জয়" প্রতেক পল্লীর প্রত্যেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গলির ভিতর ভ্রমণ করিয়া যিনি বেড়াইবেন, তিনিই এইরূপ মাঙ্গলিক চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। যাঁহার যেমন সঙ্গতি তিনি তদ্রূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকের বাটীতেই নৃত্যগীত বাদ্য ও ভোজের উৎসব হইয়াছিল। যাঁহারা বাগবাজার ও শোভা বাজারের উভয় রাজবাটী হইতে মলঙ্গা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই যথেষ্ট তুষ্ট হইয়াছেন, ভাগ্যধর বাঙ্গালিরা কেহই রাজভক্তিসূচক আন্তরিক আনন্দ প্রকাশের ন্যূনাধিক করেন নাই, অন্তরস্থ ভাব সকলেরি সমান, তবে বাহ্য জাঁক জমকের যে কিছু তারতম্য, তাহা বক্তব্যের মধ্যেই নহে। এবিষয়ে মলঙ্গা নিবাসী সুবিখ্যাত দত্ত বাবুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় ও আমোদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমস্ত "বাদামে দীঘিটা" আলোকের হারে ভূষিত করেন, তাহার সুচারু শোভা বর্ণনা করা যায়না। আতষ বাজীর ছটার ঘটা অতি পরিপাটি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন নৃত্য গীত, ভোজাদির সমূহ সমারোহ হয়।

এই উৎসাহের ব্যাপার বিশেষরূপে কি লিখিব, যে শিশির হাজার কখনই ৫ পাঁচ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় নাই, সেই শিশি ৫০ হইতে ৬০।৭০।৮০।৯০।১০০ পরে খুজুরা ২০০ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে, যে প্রদীপের হাজার ২ দুই টাকা ছিল, তাহা ১০।১২।১৫ পরে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, অতএব যখন রাজ্যেশ্বরীর রাজ্যারম্ভের প্রথমেই এতদ্রূপ গুরুতর ব্যাপার হইল, তখন রাজপুরুষেরা তাঁহার সমানার্থ প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে সমান উৎসব প্রকাশ করিবেন করিবেন, কখনই অন্যথা করিবেনা, প্রার্থনা করি, বর্ষে বর্ষে এই বর্ষে এই বর্ষের ন্যায় যেন সমান হর্ষের সঞ্চার হয়। জগদীশ্বর রাজা প্রজার সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল করুন।

পাঠকগণ! নিম্নস্থ পত্রগুলীন পাঠ করুন।

চুঁচুড়াস্থ বন্ধুর লিখিত পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"বর্ত্তমান সন ১৮৫৮ সালের ১ নবেম্বর সোমবার দিবসে হুগলি জলার অন্তর্গত সহর চুঁচুড়ায় বারিকের মাঠে অপরাহ্ন বেলা পাঁচ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতবর্ষের রাজ্যভার নিজে গ্রহণ-করণ বিষয়ের বিজ্ঞাপন এই জেলার শ্রীযুত জজ সাহেব স্বয়ং অতি মনোহররূপে ইংরাজী ও শ্রীযুত মৌলবি আদালত উর্দ্দু ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর রায় বঙ্গভাষায় পাঠ করিলেন এবং তৎকালীন ঐ পাঠস্থলে সিবিল মিলিটরি আরমনি ও পেটগিস বহু সংখ্যক সাহেবগণ ও দেশীয় পল্টন ও হিন্দু ও মুসলমান নানাপ্রকার ও প্রধান প্রধান অন্যূন দশ সহস্র লোকের জনতা হয়, আরো সেই দিবসের নিশাকালে চুঁচুড়া ও হুগলি প্রভৃতি স্থানে অতি উত্তম আলোকময় হয়, বিশেষত নিম্নের লিখিত ভবন সকল চমৎকার প্রকার আলোকময় হয়,এবং রাজপথের তদ্রূপ আলোকময় শোভা সন্দর্শনার্থ অগণ্য জনগণের জনতা হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানাধিপতির চুঁচুড়াস্থ রাজভবন।

চুচুঁড়া নিবাসী শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ চন্দ্র
শ্রীযুত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল
শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র শীল প্রভৃতি
শ্রীযুত বাবু জীবনকৃষ্ণ পাল
চুঁচুড়ার ৺ শ্যাম বাবুর পরিবার [যথা]
শ্রীযুত বিনোদবিহারী বাবু
শ্রীযুত গঙ্গাগোবিন্দ বাবু

শ্রীযুত দুর্গাচরণ বাবু এবং শ্রীযুত উমাপ্রসাদ বাবু জজ আদালতের উকীল
চুঁচুড়া নিবাসী বর্দ্ধমানজেলার মুনসেফ শ্রীযুত মদনগোপাল বাবু
চুঁচুড়া নিবাসী মুরসিদাবাদের মুনসেফ শ্রীযুত রামগোপাল বাবুর ভবনে আলোকময়,তদ্ভিন্ন নৃত্যগীত ও বাদ্যভাণ্ড।

চুঁচুড়া নিবাসী বীরভূমের সদর আমীন শ্রীযুত বেণীমাধব বাবু
শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস

শ্রীযুত বাবু গৌরকিশোর বন্দোপাধ্যায় জজ আদালতের উকীল

শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মিত্র সদর দেওয়ানীর আমলা

ইহা ভিন্ন সর্ব্বস্থানে ও রাজপথে আলোকময় হইয়াছিল তদ্ভিন্ন সাহেবানের গৃহে ও ঘরে নানাপ্রকার শোভা হয়।"

বর্দ্ধমান ভ্রমণকারী কোনো বন্ধু লেখেন, গত ১ নবেম্বর সোমবার রজনীতে বর্দ্ধমানপুর স্বর্গপুরের ন্যায় অতি রমণীয় শোভনীয় হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতবর্ষের রাজশক্তি স্বয়ং গ্রহণকরণের ঘোষণাপত্র যৎকালে পঠিত হয়, তৎকালে এরূপ লোকারণ্য হয়, যে, আমি মনুষ্য সংখ্যা নিরূপণ করণে অক্ষম হইলাম। শ্রীযুত মহারাজা মহারাজার ন্যায় আলোক প্রদান ও আর আর সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন। সাহেব ও বাবু লোকেরা সকলেই সংপূর্ণরূপ আনন্দ প্রকাশে ত্রুটি করেন নাই, সম্পাদক মহাশয়! আমি অবিলম্বেই এবিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া প্রেরণ করিব।

কৃষ্ণ নগরের বন্ধুর লিখিত পত্রের মর্ম্মার্থ।

"শ্রীশ্রীমতি মহারাজ্ঞী বিক্টরিয়ার ভারতবর্ষে রাজক্ষমতা স্বয়ং ধারণ-করণ উপলক্ষে ১ নবেম্বরে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে দিবারাত্রি গুরুতর আমোদ ও সমারোহ হইয়াছিল। মহামতি নবদ্বীপাধিপতি, সাহেবগণ এবং অপরাপর সকলেই যথা সম্ভব আলোক প্রদান এবং আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন।"

শান্তিপুর হইতে কোনো প্রামাণ্য ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন।

যথা।

"শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী বিক্টরিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, শান্তিপুরের সুবিজ্ঞ সুবিচারক সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সেই ঘোষণাপত্রের ইংরাজী এবং বাঙ্গালা নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে অবগত করাইলেন, তৎশ্রবণার্থ তৎকালে মহামেলার ন্যায় মহাসমারোহ হইয়াছিল, তাহাকে সমা সভাই বলিতে হইবেক। পরন্তু

সমস্ত রাত্রি সমস্ত শান্তিপুর আলোকের প্রভায় ইন্দুপুরের ন্যায় সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল, এবং স্থানে স্থানে নৃত্যগীত ও অশেষ প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল।”

আমরা মুর্শিদাবাদ ও যশোহরের পত্র সন্ধ্যার পর প্রাপ্ত হইলাম, উক্ত উভয় স্থানে আমোদ প্রমোদের ত্রুটি হয় নাই, তাহার বিস্তারিত পরে প্রকাশ করিব।

মেদিনীপুরস্থ বন্ধুর পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়। এখানকার সরকোট হৌসে শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর ভারতবর্ষে কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করণের ঘোষণাপত্র পাঠ উপলক্ষে সাহেব ও বিবী এবং তাঁহারদিগের সন্তান সন্ততিগণ ও মান্য মান্য বাঙ্গালি হাকিম ও জমিদার ও তালুকদার ও উকীল ও মুক্তিয়ার ও আমলা এবং সর্ব্বসাধারণ লোক অন্যূন ৫০০০ সহস্র লোকের তথায় সমাগম হইয়াছিল, এবং সভাও অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জীভূতা করিয়াছিলেন, দিবা পাঁচ ঘটিকার সময়ে জজ্ শ্রীযুত মণ্ট্রেসর সাহেব এক উচ্চ তক্তপোষের উপর আরোহণ করিয়া ছাপার ইংরাজি ঘোষণাপত্র অতি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া সভাস্থগণের কর্ণ-সুখ করাইলেন পরে এখানকার গবর্ণমেণ্টের ইংরাজি ইস্কুলের প্রধান মাষ্টর শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ বসু ঐ ঘোষণাপত্রের অনুবাদ প্রণালী পূর্ব্বক পাঠ করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন। এবং অনেকে তদুপলক্ষে বক্তৃতাকরণের মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রস্তাবিত ঘোষণাদ্বয় পাঠে দিবাবসান হইল, সুতরাং আর কেহ বক্তৃতা পাঠ করণের সময় পাইলেন না, পরে শ্রীযুত ওয়াটসন্ কোম্পানির কারপরদাজ শ্রীযুত মেং টেরি সাহেবের বাটীতে ক্রমশই তোপধ্বনি হইতে লাগিল। নগরস্থ কর্ণেল গোলা প্রবাসি কতিপয় কৃতবিদ্য যুবকেরা তথাকার চৌতারাকে আলক লতিকায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, এবং গেটের উপর “শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর জয়” লিখিয়াছিলেন তাহাতে তৎস্থান অতি সুশোভিত হইয়াছিল, এবং তদ্দর্শনার্থ প্রধান রাজপুরুষেরা সকটারোহণে সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারদিগের সম্মানার্থ তোপধ্বনির পরিবর্ত্তে কাঙ্গালি বাঙ্গালিদিগের ক্ষমতানুযায়ী এক বাণ্ডিল চিনের পট্‌কায় অগ্নি সংলগ্ন করিয়া চড়্‌চড়্ শব্দে পটোকার শব্দ হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া হাস্যবদনে আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন।

এবৎসর এই প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত ধান্য ফসল উৎপন্ন হইতেছে, তদ্দৃষ্টে তণ্ডুলের দর অদ্যাবধি কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন হয় নাই।

২৫ সেপ্টেম্বরে উত্তর-পশ্চিমদিগে যে ধূমকেতু ভায়া দেখা দিয়াছিলেন এক্ষণে দক্ষিণ পশ্চিমদিগে গমন করিয়া লুকাচুরি খেলিতেছেন, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার লাঙ্গূল দির্ঘাকারী নাই, গত পূর্ণিমাতে যে ঝড় বৃষ্টি হয়, বোধ করি সেই সময়ে ধূমকেতুর পুচ্ছ খসিয়া গিয়াছে ২।৩ দিবস পরেই অদৃশ্য হইবেক, এমত বোধ হইতেছে ইহা নিবেদন ইতি সন ১৮৫৮ সাল তাং ২ নবেম্বর মোকাম মেদিনীপুর।

লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত উষ্ট্রের ডাকের গাড়ি বসিয়াছে, ঐ গাড়ি ১৭॥ ক্রোশ অবধি গতায়াত করিয়া থাকে, একটা উষ্ট্রের দ্বারা উক্ত গাড়ি টানিত হইলে প্রত্যেক আরোহিকে ৮॥ টাকা করিয়া দিতে হইবে সে ব্যক্তি এক মোন বোঝা লইয়া যাইতে পারিবে কিন্তু দুই উষ্ট্রের দ্বারা যদ্যপি ঐ গাড়ি টানিত হয় তাহা হইলে প্রত্যেকের প্রতি ৬ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মজঃফরপুর এক্সপ্রেশ পত্রে দৃষ্ট হইল “কয়েকদল বিদ্রোহি, গ্রাণ্ট ট্রাঙ্ক রোড পার হইয়া কুর্ম্মাবাদে গমন-করণ কালীন পথিমধ্যে একটা কুটি লুণ্ঠন করিয়াছে। ২৩ তারিখে অপর কতকগুলীন বিদ্রোহি জাহানাবাদের পূর্ব্ব অতি নিকট শুকসাগর পার হইয়া পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিয়াছে।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

কস্যচিৎ “পাঠকস্য” ইত্যাঙ্কিত যে এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সময়ক্রমে পত্রস্থ করিব, বিলম্ব জন্য পত্রপ্রেরক মহাশয় আমারদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the “*Probhakur*” *Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রত্যেক পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬৩ সংখ্যা] শনিবার ২২ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ৬ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ৮ নবেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগারো ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের একাদশ নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭৩০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ১৮৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম ৮৯০

জুমলা সিন্দুক.....২৭৩০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কতিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তর খানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানৎ পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিম্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১৩ এবং ২৩ নবেম্বর এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারান যে সকল প্রমিশ্বরী নোট অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরী রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোনো রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১৩ নবেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিম্মতের পুরা টাকার দরুণ কোনো ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২৩ নবেম্বর মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ নিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক, আর যদ্যপি কোনো হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

	বেহারের সিন্দুক	বানারসের সিন্দুক	জুমলা সিন্দুক
সন ১৮৫৮ সালের ৬ ডিসেম্বর সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	১৮৫৮	৮৭৫	২৭৩৩
	১৮৫৮	৮৭৫	২৭৩৩

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলি-

য়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২৫ অক্টোবর।

E, LUSHINGTON,
Juniour Secretary.

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারসা, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদ প্রভাকর

২২ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

কি শুভ সংবাদ।

শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী কোম্পানির কাগজগুলীনকে নিজ গবর্ণমেণ্টের ঋণ বলিয়া গ্রহণ করেন কি, না, এবিষয়ে অনেকেই মহাত্রাসযুক্ত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ব্যক্তির প্রায় যথাসর্ব্বস্ব কোম্পানির কাগজেই ভুক্ত আছে, সুতরাং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ ক্ষমতা শূন্য হওয়াতে জীবিকা জন্য তাঁহারা তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইতে পারেন। আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক লিখিতেছি শ্রীশ্রীমতির নবীন গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি সেই শঙ্কা সংহার করিলেন, ১ নবেম্বর দিবসের পর হইতে ৫ টাকা সুদের ট্রেন্সফর লোনে, যিনি কিছু টাকা জমা দিবেন তাহার রসিদ নবীন গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইবেন, ইহার ঘোষণা গবর্ণমেণ্ট গেজেট পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, ৫ পরসেণ্টী ট্রেন্সফরলোন নূতন গবর্ণমেণ্ট ঋণ স্বরূপ স্বীকার করিয়া লওয়াতে কাজেই পূর্ব্বের ৪ এবং ৩।।০ পরসেণ্টের কোম্পানির কাগজ সকলও ঐরূপ ঋণস্বরূপ স্বীকার করা হইয়াছে, কেননা প্রাগুক্ত ট্রেন্সফর লোনে নগদ টাকা ও ৪ এবং ৩।।০ পরসেণ্টের কাগজ সকল উভয়ি জমা খরচ হইয়া ঐ সমুদয় টাকার পরিমিত ট্রান্সফর লোনের কাগজ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক; অতএব নূতন গবর্ণমেণ্টে প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বস্বান্ত হওনের অমূলক আশঙ্কা আশুই নিবারণ হইল, আমরা এই শুভ সমাচার প্রচার করণ উপলক্ষে সকলকেই অনুরোধ করি, তাবতেই এই সময়ে একাগ্রচিত্তে জগদীশ্বর সমীপে রাজ্যেশ্বরীর ও তাঁহার এই নূতন গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।

রেঙ্গুণ প্রদেশবাসিরা, দাতব্য চিকিৎসালয়, নর্দ্দমা পরিস্কার এবং অন্যান্য সুখকর ও স্বাস্থ্যদায়ক কার্য্যাদি অভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন, পঞ্চ বিংশতি লক্ষ অতিরিক্তখাজনার টাকা জমা হইয়াছে, কিন্তু সেই টাকা হইতে এক কড়া কাণাকড়ি, শোভা বৃদ্ধিকারক কমিস্যনর সাহেবেরা উল্লেখিত সাধারণ উপকার জনক কার্য্যের নিমিত্তে ব্যয় করিতেছেন না, দাতব্য চিকিৎসালয় অভাবেদীন দরিদ্র প্রজালোকেরা অকালে কালকর্ত্তৃক গ্রাসিতে হইতেছে, তাহারদিগের এমত কি সাধ্য আছে যে, অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়? নর্দ্দমাদি পরিস্কার না থাকিলে পীড়ার আধিক্য হইয়া থাকে, এক স্থানে যদ্যপি ক্রমাগত জঞ্জাল পড়ে এবং তাহা পরিস্কার করা না হয়, সুতরাং পচিয়া উঠে, তাহা হইতে যে সমস্ত বাষ্প নির্গত হয় তাহা কেবল বিষতুল্য হইয়া মানবের পীড়াকর হইয়া থাকে, শোভা বৃদ্ধিকারক কমিস্যনরদিগের অমনোযোগে রেঙ্গুণস্থ প্রজাদিগকে এইরূপ নানা প্রকার বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে, অবগতি হইল তাঁহারা এরূপ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের নিকট আর্দ্দাশ করিয়াছে, কিন্তু উক্ত গবর্ণমেণ্ট অদ্য পর্য্যন্ত সেই আবেদন পত্র আপনাদিগের বিবেচনাধীনে রাখিয়াছেন। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন, যদি না করেন তবে তদ্দেশবাসিদিগের ক্লেশের আর পরিসীমা থাকিবেক না, অতএব এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশিষ্টরূপ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কবিকুল তিলকেষু।

সম্মান বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনং।

বিগত ১৯ আগষ্টের প্রভাকরে আমি প্রকাশ করিয়া ছিলাম যে, ঢাকা পোগস বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন আবিষ্কৃত বর্ষাতিরিক্ত পৃথিবীর গতিবিধি বিষয়ের অনেকগুলীন প্রমাণ এদেশের বহুবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্বভাবাভাব এবং ঋতু পরিবর্ত্তন দ্বারা অচিরে নিবেদন করিব, কিন্তু এতক তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারাতে অতিশয় ক্ষুব্ধ আছি, কি করি বিদ্যাদান অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আহার নিদ্রাদি সমস্ত কার্য্যকলাপ পর্য্যন্তে বিহিত মনোযোগ নাই, এমত কি কত কত প্র-পূজ্য মান্য গণ্য, প্রিয়তম বন্ধু, প্রাণাধিক স্নেহভাজনগণের পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত লিখিতে অক্ষম হইয়া রহিয়াছি, এই জন্য তদ্বিষয়ে এতক হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই, কিন্তু তজ্জন্য কেহ কদাচ অন্যমত ভাবিবেন না, আমি সময় পাইলে যথাসাধ্য এতদ্বিষয়ে লেখনী চালনা পূর্ব্বক জন্মসার্থক-করণে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিব না।

আহা! আমাদের দেশের দুরদৃষ্ট বশত একেবারে জগদীয় নানাবিধ পদার্থ পুঞ্জের আবিষ্কারাদি বিষয়ের তো পাঠই উঠিয়াছে, ইহাতেও যদ্যপি প্রোক্ত পণ্ডিতবর এতাধিক যত্ন পরিশ্রম সহকারে এরূপ গুরুতর সৎ সন্দর্ভ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া কোন্ সহৃদয় জন থাকিতে পারে? প্রত্যুত যে ব্যক্তি যে কোনো রকমে কোনো সাহায্য করিতে পারেন, তাঁহাকে তাহাতে আলস্য বা ঔদাস্য করা বিশেষ কাপুরুষতা, বরং অভদ্রতার কার্য্য! বলিতে কি, এবিষয়ে একমাত্র ইংলণ্ড দেশটীই আছে, নচেৎ ভারতবর্ষের উৎসাহ রবি কোনো দেশেই আর করদ নাই, প্রত্যুত ভারতের সৌভাগ্য, উৎসাহ, রবি এখন ইংলণ্ডেরই করদ বটে, তেমনি ইংলণ্ডীয়গণ কি নব নব আবিষ্ক্রিয়া, কি কোনো সুখদ কার্য্য সকল বিষয়ে ধন্য ধন্য হইয়াছেন, দেখুন! যে ধূমকেতুটী এখানে বিগত ২১ সেপ্টম্বরে ও তৎপরে দৃষ্টিগোচর হইয়া ছিল, এবং যাহার সংবাদ আমি আপনাকে দিয়াছি, তদ্বিষয়ে দুই বৎসর পূর্ব্বেই ইংলণ্ডীয় মহাত্মারা বিশেষত মেং নট্ ও মেং বোন্ এমত ভবিষ্যৎ বচন প্রয়োগ করেন যে, "১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের কিছু পরে কি পূর্ব্বে একটী ধূমকেতু দৃষ্টি গোচর হইবেক, এবং তাহা পূর্ব্বে ইংরাজী ১০৪,৩৯২, ৬৮২, ৯৭৫;১২৬৪, ১৫৫৬, শকাদিতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল"* অতএব এসামান্য সুখের বিষয় নহে, আবিষ্ক্রিয়ার তুল্য সুখকর বিষয় আর নাই, এক্ষণে প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে মন্তব্য বক্তব্য।

২৫ আগষ্টের প্রভাকরে প্রোক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকটিত পত্রিকাপাঠে বিদিত হইল যে, তিনি এই বর্ষাতিরিক্ত গতি আবিষ্কার বিষয়ের সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আন্দোলন করিতে চান, (ধন্যবাদ) এজন্য ১০০০ কাপী ছাপাইয়াছেন, বস্তুত ইহা অতি সৎপরামর্শ, এবিধায়ে অত্রস্থ রাজধানীস্থ প্রধান প্রধান হিন্দু এবং কোনো কোনো পণ্ডিতগণকে সাক্ষাৎ কারে আমি এই সকল বিবরণ জানাইয়া ছিলাম, তাঁহারাও সোৎসুক হইয়া তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে চান, বস্তুত যদি সম্পূর্ণরূপে আন্দোলন করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে প্রধান প্রধান হিন্দুরাজধানী এবং সমস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে এক একখণ্ড পুস্তক প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, ফলে বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক দ্বারা এই উৎসাহ তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতে পারেনা। এবিধায়ে নিবেদন যদি অগণ্য ধন্যবাদাস্পদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রোক্ত ক্ষুদ্র পুস্তকটীর অনুবাদ যথার্থ সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তুত করিয়া নাগরাক্ষরে ছাপান, তাহা হইলে এস্থানে এবং

* "ইল্‌স ট্রেডীয়ম" নামক বিলাতি কাগজ দেখ।

অন্যান্য যাবদীয় হিন্দুরাজধানী ও উত্তর-পশ্চিমাদি প্রদেশের পণ্ডিত মণ্ডলীতে বিলক্ষণরূপে প্রচারিত ও আন্দোলিত হইতে পারে, এবং এবিষয়ের সুপ্রচার এবং আন্দোলনের ভার যথাসাধ্য আমিও লইতে এবং নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

একান্ত পক্ষে ইহাও নিবেদন, যদি প্রোক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অস্বাস্থ্য বশতঃ কিম্বা অন্য কোনো হেতু বশত আপাতত সংস্কৃত ভাষায় তদনুবাদে অনিচ্ছুক হয়েন, এবং অস্মন্নিবেদিত সুপ্রচারটী মতানুযায়ী হয়, তবে অধীনকে আজ্ঞা করুন, অভাজন সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত উৎকৃষ্ট হিন্দি ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া নাগরাক্ষরে লিপি করাইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইবে, এবং তাহা মুদ্রিত করিলে তদ্দ্বারাও কর্ম্ম চলিতে পারিবেক, কেননা, হিন্দিভাষা, হিন্দু স্থানেরতো ভাষাই, কি অন্যান্য ভাষাপেক্ষা এই ভাষাটীর মর্ম্মজ্ঞ, কি নেপাল, কি কাশ্মীর, কি পঞ্জাব, কি অন্যান্য দক্ষিণ দেশাদি সকল জনপদেই আছেন।

এক্ষণে সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে এই নিবেদন দয়া করিয়া এ লিপীটী পত্রস্থ করিয়া যাহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের সুগোচর হয়, তাহা করিলে যৎপরোনাস্তি বাধিত হইব।

এক্ষণে পণ্ডিত মহাশয়ের সুসমীপে নিবেদন, তিনি দয়া করিয়া এ বিষয়ে যেমত সুমত হয়, প্রভাকরে অথবা পত্র দ্বারা অভাজনকে জানাইয়া বাধ্য করিবেন, এবং যদি আমাকে অনুবাদের ভার দেন, তবে যদ্যপি ১৩ মে প্রভাকরের প্রকাশিত হইতে, মুদ্রিত পুস্তকে কিছু কমবেশ কিম্বা সংশোধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক খণ্ড পুস্তকও প্রেরণ করিবেন অলংশিরং।

একান্ত প্রেমাধীনস্য।
প্রত্যুত্তরপ্রত্যাশী জনস্য।
শ্রীকেশবলাল ঘোষস্য।
নেপাল রেসীডেন্সী দরবারের
মিরমুন্সী।

নেপাল
বৃটিশ রেসীডেন্সী
তাং ২ অক্টোবর ১৮৫৮ সাল।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র দাস গুপ্ত বড় দাদা মহাশয়
শ্রীচরণ যুগলেষু।

অস্মৎ বিরচিত নিম্নস্থ কয়েক পঁক্তি গদ্য আপনকার জগৎমান্য প্রভাকরসম প্রভাকর পত্রিকা পার্শ্বে প্রকটন করিতে আদেশ করিবেন।

প্রণাম পুরঃসর নিবেদনমিদং।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমরা অবসর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব অঞ্চল গমনের মানস করাতে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক টাকীর জমীদারদিগের উপর যে পত্রদ্বয় আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়া আমরা অদ্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম কিন্তু তৎবৃত্তান্ত আপনাকে কিঞ্চিৎ অবগত না করা অনুচিত বিবেচনায় লিখিতেছি, যে শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী জমীদার মহাশয় আমাদিগকে অতি সমাদর পূর্ব্বক আপন কাটীতে ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া আমাদিগের প্রার্থিত বিষয়ের এক প্রকার সদুপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বাবুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখি হইয়াছি, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য, ইনি যেমন প্রিয়ভাষী শিষ্টাচারী তেমনি সুধার্ম্মিক প্রজাবৎসল জমীদার, যাহাতে দেশের ও প্রজার মঙ্গল হয়, তাহারই আলোচনা সর্ব্বদা করিতেছেন, সভ্যতার আকর বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ সমাজ সকল ও স্থাপনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী না হওয়াতে বাবুজী অত্যন্ত আক্ষেপ উক্তি সকল করিতে লাগিলেন। পত্র বাহুল্য হয় একারণ এস্থলে আর আর মহোদয় গণের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না, ঘোষ বাবুদিগর প্রভৃতি অনেক মহাত্মারা আমাদিগের প্রতি যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। টাকী অতি ভদ্র সমাজ, সহর তুল্য স্থান বলিলে বলা যাইতে পারে ইতি ১২৬৫ সাল তাং ৮ কার্ত্তিক।

চিরানুগত
গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Prohlakur Press*,

অন্যান্য যাবদীয় হিন্দুরাজধানী ও উত্তর-পশ্চিমাদি প্রদেশের পণ্ডিত মণ্ডলীতে বিলক্ষণরূপে প্রচারিত ও আন্দোলিত হইতে পারে, এবং এবিষয়ের সুপ্রচার এবং আন্দোলনের ভার যথাসাধ্য আমিও লইতে এবং নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

একান্ত পক্ষে ইহাও নিবেদ্য, যদি প্রোক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অস্বাস্থ্য বশতঃ কিম্বা অন্য কোনো হেতু বশত আপাতত সংস্কৃত ভাষায় তদনুবাদে অনিচ্ছুক হয়েন, এবং অস্মন্নিবেদিত সুপ্রচারটী মতানুযায়ী হয়, তবে অধীনকে আজ্ঞা করুন, অভাজন সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত উৎকৃষ্ট হিন্দি ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া নাগরাক্ষরে লিপি করাইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইবে, এবং তাহা মুদ্রিত করিলে তদ্দ্বারাও কর্ম্ম চলিতে পারিবেক, কেননা, হিন্দিভাষা, হিন্দু স্থানেরতো ভাষাই, কি অন্যান্য ভাষাপেক্ষা এই ভাষাটীর মর্ম্মজ্ঞ, কি নেপাল, কি কাশ্মীর, কি পঞ্জাব, কি অন্যান্য দক্ষিণ দেশাদি সকল জনপদেই আছেন।

এক্ষণে সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে এই নিবেদন দয়া করিয়া এ লিপীটী পত্রস্থ করিয়া যাহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের সুগোচর হয়, তাহা করিলে যৎপরোনাস্তি বাধিত হইব।

এক্ষণে পণ্ডিত মহাশয়ের সুসমীপে নিবেদন, তিনি দয়া করিয়া এ বিষয়ে যেমত সুমত হয়, প্রভাকরে অথবা পত্র দ্বারা অভাজনকে জানাইয়া বাধ্য করিবেন, এবং যদি আমাকে অনুবাদের ভার দেন, তবে যদ্যপি ১৩ মে প্রভাকরের প্রকাশিত হইতে, মুদ্রিত পুস্তকে কিছু কমবেশ কিবা সংশোধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক খণ্ড পুস্তকও প্রেরণ করিবেন অলংশিরং।

একান্ত প্রেমাধীনস্য।
প্রত্যুত্তরা প্রত্যাশী জনস্য।
শ্রীকেশবলাল ঘোষস্য।
নেপাল রেসীডেন্সী দরবারের
মিরমুন্সী।

নেপাল
বৃটিশ রেসীডেন্সী
তাং ২ আষ্টবর ১৮৫৮ সাল।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র দাস গুপ্ত বড় দাদা মহাশয়
শ্রীচরণ যুগলেষু।

অস্মৎ লিখিত নিম্নস্থ কয়েক পঁক্তি গদ্য আপনকার জগৎমান্য প্রভাকরসম প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে প্রকটন করিতে আদেশ করিবেন।

প্রণাম পুরঃসর নিবেদনমিদং।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমরা অবসর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব অঞ্চল গমনের মানস করাতে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক টাকীর জমীদারদিগের উপর যে পত্রদ্বয় আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়া আমরা অদ্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম কিন্তু তৎবৃত্তান্ত আপনাকে কিঞ্চিৎ অবগত না করা অনুচিত বিবেচনায় লিখিতেছি, যে শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী জমীদার মহাশয় আমাদিগকে অতি সমাদর পূর্ব্বক আপন বাটীতে ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া আমাদিগের প্রার্থিত বিষয়ের এক প্রকার সদুপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বাবুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখি হইয়াছি, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য, ইনি যেমন প্রিয়ভাষী শিষ্টাচারী তেমনি সুধার্ম্মিক প্রজাবৎসল জমীদার, যাহাতে দেশের ও প্রজার মঙ্গল হয়, তাহারই আলোচনা সর্ব্বদা করিতেছেন, সভ্যতার আকর বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ সমাজ সকল ও স্থাপনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী না হওয়াতে বাবুজী অত্যন্ত আক্ষেপ উক্তি সকল করিতে লাগিলেন। পত্র বাহুল্য হয় একারণ এস্থলে আর আর মহোদয়গণের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না, ঘোষ বাবুদিগর প্রভৃতি অনেক মহাত্মারা আমাদিগের প্রতি যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। টাকী অতি ভদ্র সমাজ, সহর তুল্য স্থান বলিলে বলা যাইতে পারে ইতি ১২৬৫ সাল তাং ৮ কার্ত্তিক।

চিরানুগত
গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Prohlakur Press,*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬৪ সংখ্যা] সোমবার ২৪ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ৮ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৮ সালের ১৯ নবেম্বর মোতাবেক সন ১২৬৫ সালের ৫ অগ্রহায়ণ শুক্রবার জিলা ২৪ পরগণার মোং আলীপুরের ডেপুটি কালেক্টরী কাছারিতে ডাক জমায় ইজারা বিলি হইবেক ইতি।

নাম ডিবিজান	নাম সবডিবিজান	হোলডিং নম্বর	দখলিকারের নাম	জমি বিঘা	কাঠা	ছটাক	কাঁচ্চা
ঐ	অতিরিক্ত কোং	২৬০	রামচাঁদ রায়	১/	০	৸/০	০
ঐ	ঐ	২৬১	ঐ	১/	॥৩	॥৵০	০
ঐ	অতিরিক্ত এল	৪	সেখ খোদাবক্স ও নজিম গোলদার	০	॥০	॥৵০	০
ঐ	ঐ	৮৬	কাশীনাথ ঘোষ	০	৸০	•	০
৫	অতিরিক্ত আর	৫৫	ছলিমমণ্ডল	২/	।২	॥০	০
ঐ	ঐ	৫৬	ঐ	৩/	৸১	।০	•
ঐ	ইউ	৬০	শিবসুন্দরী দেব্যা	১/	।০	৶০	০
ঐ	অতিরিক্ত কোং	৩১০	খামার	৩/	॥২	০	০
ঐ	অতিরিক্ত এল	১০৭।এ	খামার	১/	।৪	।৵০	০

উইলিএম হেসাম।
ডেপুটি কালেক্টর।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বলরাম দাসের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বড়বাজার নামক স্থানের অধীন কাশীনাথ বাবুর

পোস্তাবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম বাটী ও এক খান ভাড়াটীয়া দোতলা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।। এক বিঘা দশ কাঠা, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বলরাম দাসের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বড়বাজার নামক স্থানের অধীন দরমাহাটা ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত ১৮৭ নম্বর তেতলা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।। এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বলরাম দাসের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডনডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
৮ অক্টোবর ১৮৫৮।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনই এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি হাবড়া জিলার মধ্যে বোরো পরগণার শামিল বালিগ্রামের মধ্যে স্থিত এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা পরিবারের বসতি বাটী মায় পুষ্করিণী ও নানাজাতীয় বৃক্ষাদি সহিত যে এক খণ্ড বন্দ ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি হাবড়া জিলার মধ্যে বোরো পরগণার শামিল বালিগ্রামের মধ্যস্থিত অপর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাত ভূমি যাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানাপ্রকার লিচুগাছ আছে ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
sheriff
এইচ, ডানডাস।
সরিফ

কলিকাতা।
৮ অক্টোবর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদ প্রভাকর

২৪ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিদিগের রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থ বিস্তর ভূমি ক্রয়-করণের আবশ্যক হইয়াছে, ঐ সকল ভূমির মূল্য নিরূপণ করণার্থ এক জন কালেক্টর নিযুক্ত হইবে, শুনিলাম ছোট কর্ত্তা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট, ভাগলপুরের কালেক্টর মেং ডবলিউ, এন্সলি সাহেবকে উক্ত কর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। উল্লেখিত সাহেব কালেক্টরের বেতন ব্যতীত প্রত্যেক মাসে ২৫০ টাকা করিয়া ভাতা পাইবেন। কর্ম্মদক্ষ "এন্সলি সাহেব মহোদয়কে উপরে উল্লেখিত কর্ম্মে নিয়োজিত করায় অত্যন্ত সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, কেননা তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানিদিগের অধীনে থাকিয়া অতিশয় সুচারুরূপে আপনার ভারার্পিত কর্ম্মনির্ব্বাহ করত প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। বহুদর্শী মহাত্মাকে কোনো কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে সেই কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহাতে তিনি ঐ কর্ম্ম একবার করিয়াছেন, অতএব তাঁহার দ্বারাই তাহা এবারেও সুসম্পন্ন হইতে পারে, এমত প্রতীত হইতেছে।

পূর্ব্বে নিমতলা ঘাটের পার্শ্বভাগে মৃত গো, অশ্ব, প্রভৃতি ফেলিবার যে এক স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, সম্প্রতি মিউনিসিপল কমিস্যনর মহাশয়েরা তৎপরিবর্ত্তে বাগবাজারের ঘাটে তাহা ফেলিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এবিবেচনা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই, কারণ, সেই ঘাটে বাগবাজারস্থ যাবতীয় ভদ্রসন্তানেরা স্নান করিয়া থাকেন। দুর্গন্ধ প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। বোধ করি, অনেককে অচিরেই উৎকট্ রোগাক্রান্ত হইতে হইবেক। কমিস্যনর মহাশয়েরা নিমতলা ঘাটের স্নানার্থি লোকদিগের কষ্ট নিবারণোদ্দেশেই এই স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা বাগবাজারের লোকদিগের যে বিশেষ কষ্ট হইবেক, ইহা কি তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই? এক স্থানের কষ্ট নিবারণ করিতে গিয়া অন্য স্থানে কষ্ট দেওয়া বিবেচনা সিদ্ধ নহে। পূর্ব্বে তাঁহারা গঙ্গার পরপারে লোকের অব্যবহার্য্য কোনো ঘাটে এই সকল শব ফেলিবার নিয়মাবধারণ করিয়াছিলেন, তবে যে কি উদ্দেশে বাগবাজারের ঘাটের এরূপ দুর্দ্দশা করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, তাঁহারা প্রথমে গঙ্গার পরপারে ঐ সকল শব ফেলিবার যে নিয়মাবধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই নিয়মই বলবৎ করিয়া তথায় একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করুন, নচেৎ বাগবাজার বাসিদিগের আর ক্লেশের পরিসীমা থাকিবেক না। যদি কমিস্যনর মহাশয়েরা ইহাতে মনোযোগী না হয়েন তবে বাগবাজারবাসি ভদ্র সন্তানেরা শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এবিষয়ের এক আবেদন পত্র অর্পণ করিবেন। বোধ করি তদ্দৃষ্টে তিনি তদ্বিষয়ে অবশ্যই সুবিচার করিবেন।

রাজদত্ত সংবাদ।

২, ৩ এবং ৪ তারিখের আগত সংবাদ।

৩১ আক্টবর দিবসে ইন্দোর হইতে স্যার রবার্ট হেমিলটন সাহেব লেখেন, ব্রিগেডিয়ার হুইলার সাহেব এমত সমাচার প্রেরণ করিয়াছেন, যে বিদ্রোহিরা ২১ তারিখে "বিমা" নামক স্থানে ছিল, তাহারা কুরিয়ার নিকটবর্ত্তি চন্দ্রিপুর অথবা চন্দ্রিয়া লুণ্ঠন করিয়াছে। ব্রিগেডিয়ার পার্ক সাহেব বাসদা নামক স্থানে ছিলেন, কর্ণেল বিচার সাহেব, বিরিলিতে এবং মিচিল সাহেব ২৮ তারিখে কুরিয়ার ৪ ক্রোশ অন্তর কোনো স্থানে অবস্থান করেন। হসঙ্গাবাদের ২০ ক্রোশ অন্তর সেরিয়ার নামক স্থানের সমীপবর্ত্তি নর্ম্মদানদী, বিদ্রোহি তাঁতিয়া তোপী পার হইয়াছেন, লেপ্টেনাণ্ট ফার সাহেব, বিদ্রোহিদিগকে ব্রিটিস বল দেখাইবার নিমিত্ত তাহারদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার ওয়েদারল সাহেব ৩ নবেম্বরে রামপুরের দুর্গ অধিকার করিয়াছেন, ইহাতে যে সমর হয় তাহাতে ৩০ জন ব্রিটিস সেনা নিহত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্রোহিদিগের ৫টা তোপ উক্ত দুর্গ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।"

প্রেস সম্পাদক মহাশয় কোনো সংবাদদাতার পত্র পাঠে অবগত

হইয়া লিখিয়াছেব, যে,বিদ্রোহি বেনিমাধু দশ সহস্র সেনা এবং ত্রয়োদশটী তোপ লইয়া বনি নামক জিলা মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কোন্ স্থান আক্রমণ করণের মানস করিয়াছেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় নাই, কেহ বলে তিনি "পুরয়া" আক্রমণ করিবেন, কেহ বা কহেন তিনি লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিলেও করিতে পারেন।"

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কাটামুণ্ডু নেপাল তাং ২৬ আষ্টবর ১৮৫৮ মঙ্গলবার।

সম্পাদক মহাশয়! কেতুর উদয় সংবাদ দিয়াছি, অপর সাবকাশাভাবে ইদানীং কিছু লিখিতে পারিনা, তজ্জন্য দোষ মার্জ্জনীয়? মহাশয়! এস্থলে প্রথমে কেতু বায়ুকোণে পরি দৃশ্যমান হয়, তৎকালীন তাহার মস্তক প্রায় নৈঋর্ত ও পুচ্ছ ঈশানদিগে দৃষ্ট হইত, এবং প্রথমে তাহার পুচ্ছ ২।৩ হস্ত ছিল, ক্রমে দিন দিন বৃদ্ধি ও প্রভা পুঞ্জ হইয়া কেতুর পুচ্ছ ২০।২৫ হস্ত এবং তাহার প্রভা শত হস্ত পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হইয়াছিল, আহা! জগতীয় যাবদীয় বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর! এক্ষণে সেই কেতুর উৎসন্ন দশা উপস্থিত হইয়াছে, বোধ করি, সপ্তাহের মধ্যেই বা তিরোহিত হয়? যাহা হউক, এক্ষণে কেতু দক্ষিণে গিয়া উদিত হয়, এবং তাহার ক্ষুদ্র-তারাকৃতি-মস্তক প্রায় পশ্চিম কোণে এবং অতি সূক্ষ্ম ও আলোক বিহীন, (বরং এক প্রকার অদৃশ্য) পুচ্ছ অনুমান পূর্ব্বক কোণে বোধ হয়; এবং এক সপ্তাহ হইতে কেতুটী শুক্র নক্ষত্রের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বদিগে গমন করিয়াছে,জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন, যে, কেতু সূর্য্যের দূরে ও চন্দ্রের সন্নিকটগামী হওয়াতেই তাহা ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে, যাহা হউক, এ সংবাদটী কেতু বিলুপ্তিরই জানিবেন।

কেতুর উদয়ে পূর্ব্ব কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তি বিশেষতঃ নির্ব্বোধেরা নানা কথার সূত্রপাত করিতেছে? এদেশের লোক অস্মদ্দেশস্থ কুসংস্কারা বিশিষ্ট মনুষ্যগণ হইতেও লক্ষগুণে বর্ব্বর, সুতরাং তাহাদের মনে মহা মহা সন্দেহ হইবেক, তাহাতে সন্দেহ কি? কলে কেতু দর্শনে সেই ভূত ভাবন ভগবানের যথার্থ ভাবুকগণ তাঁহার অনির্ব্বচনীয়-মহৎ-সুকৌশলের একটী নিদর্শন দ্বারা আনন্দানুভব করিয়া, প্রেমভাবে গদ্গদ হওনে, কৃতজ্ঞতা সহকারে নির্ম্মালানন্দ ভোগ করিয়াছেন।

ওঁ এক মেবা দ্বিতীয়ং।

গোলমাল্ কি???

এই প্রশ্নোত্তরে এই মাত্র নিবেদন, এ সকল কিছু নয়? কিছু নয়? কিছু নয়? আমি পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, এক্ষণে স্বাবকাশ বিরহে আর সবিশেষ সংবাদ দিতে পারি, না? ফলে সকল মঙ্গল জানিবেন, সাহেব লোক মধ্যে মধ্যে এক একটী হুজুগ তুলিয়া কেবল রাজ্যের লোকটাকে ভাবিত করেন? আমাদের আত্মীয় বন্ধু অনেকে ভাবিত আছেন, কলে কোনো ভাবনা নাই, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সপরিবারে বৃটিসের জয়জয়কার করিয়া আনন্দ করুন।

নেপাল ২৬।১০।৫৮।

শ্রীকেশরলাল ঘোষ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং।

বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী বিক্টরিয় রাজ্য উপলক্ষে অত্র স্থানে যে উৎসব হয় তদ্বিবরণ সংক্ষেপে এই নিবেদন করিতেছি যে, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি নিয়ম-মত সকলই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, অধিকন্তু গ্রামের আপামর সাধারণ সকলেই এক-সঙ্গ হইয়া বাদ্যভাণ্ডের সহিত রাজপথে ভ্রমণ করেন, এই সময় আবাল বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলেই মহোৎসাহে উল্লাস প্রকাশ করেন, বালকগণের সুমধুর আবাধ্বনি ও করধ্বনি, প্রৌঢ়গণের জয়ধ্বনি, স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি, বাদ্য করের বাদ্যধ্বনি, বাজির হু হু দুর দুর দমদমধ্বনিতে গ্রামময় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হয়,এই আমোদের প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত রামধন মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কুণ্ডুমহোদয় দ্বয় ইতি।

কুমার খালি

১২৬৫ সাল ২০ কার্ত্তিক।

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

Printed and published by ISSUR CHUNDER GOOPTO a the *Probhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতাহিকপত্র

এ প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা ৩ সিমুলিয়ার অন্তর্গত ৭ নং গোলক ভিসার্ট গলীস্থ নিজের ৫ টে ২২ নম্বরি ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সম্বৎসরস্যাদিবসে জনেভ্যো নানাবিধানীষ্টরসান্নভোজ্যং। কাংসং মনস্তাময়সং প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ॥ উচ্চৈঃ শ্রবাঃ সকলাপপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ॥

নক্তং দিবা বিভিন্নমকলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রামংজ্যাম সতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যা বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফকারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬৫ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৫ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ৯ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিসারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চিৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।

১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, অল্প দিবসের মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষ কৃতরূপ যে, আমোদি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸৹ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে, যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸৹ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।

বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক কর্ত্তা।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধনুস্তম্ভ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষতঃ আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।০
স্বপ্নদর্শন ..... ৵

সংবাদ প্রভাকর

২৫ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

আমরা কয়েক দিবসাবধি ইংরাজী পত্রপাঠ করিতেছি, সহযোগী শ্বেত সম্পাদকেরা বিদ্রোহি অমর সিংহের অবস্থিতি করণের সংবাদ যাহা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পাঠে চমৎকৃত হইতে হইয়াছে, তাঁহারা লেখেন, অদ্য তিনি সসৈন্যে বকসরের ৭ ক্রোশ অন্তর ধনসোহি নামক পল্লীগ্রামের মধ্যে আছেন, তাহার পরদিবস লিখিলেন, উক্ত বিদ্রোহি তথায় নাই, ১০০০ সেনা সমভিব্যাহারে গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানে গমন করিয়াছেন, এই রূপে প্রত্যহ অমর সিংহের স্থানান্তর হওন সংবাদ দিতেছেন. কি আশ্চর্য্য? তিনি কিভোজ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন যে, দিন দিন এতাধিক অন্তর অন্তর স্থানে গমন করিতে সক্ষম হইতেছেন কি সম্পাদক ভ্রাতারা মনে মনে কল্পনা করিয়া কাগজ পুর্ণ করিবার নিমিত্ত এ প্রকার অবিশ্বনীয় সংবাদ সকল প্রকাশ করিতেছেন?

বারাণসীর নিকটবর্ত্তি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের স্থানে স্থানে বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে, এনিমিত্ত কমিস্যনর সাহেব, পথিকদিগকে উল্লেখিত পথ দিয়া গমনাগমন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তৎস্থানীয় বিদ্রোহিদিগকে তথা হইতে শীঘ্রই দুরীকরণ-করণার্থ রাজসেনাপতিগণ বিশেষ মনোযোগি হইয়াছেন। উক্ত রাজপথে সহসা এতাধিক বিদ্রোহিসমাবেত হওনের কারণ বোধ হইতেছে। জগদীশপুরের তাড়িত বিদ্রোহিরা দলবদ্ধ হইয়া তথায় পলায়ন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে, অতএব তাহারদিগকে সেই সকল স্থান হইতে স্থানান্তরে পলাইতে আর না দেওয়া সেনাপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে, কেননা শত্রুগণ ঐ সমস্ত স্থান হইতে এবারে দুরীভূত হইলে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারদিগকে সহসা পরাজয় করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে. অতএব উক্ত বিদ্রোহিদিগকে সেই স্থানেই পরিবেষ্টন করত পরাজয় এবং নিহত করা আবশ্যক হইতেছে।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, "এতোয়া জিলা মধ্যে বিদ্রোহিরা পুনর্ব্বার দেখা দিয়াছে। কুরিফ ঘাটের নিকটবর্ত্তি স্থানে বিদ্রোহী রূপসিংহ এবং গঙ্গা সিংহের ৪০০ সেনা সমভিব্যাহারে আগমন করণের সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র মেং এলেন সাহেব ১৪০ জন পদাতিক এবং ২৫ জন অশ্বারোহি সেনা লইয়া সেই স্থানে উপনীত হওন কালীন বিদ্রোহিরা পলাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, কিন্তু অশ্বারোহি সেনারা তাহারদিগকে এরূপে পরিবেষ্টন করিয়াছিল যে, তাহারদিগের পলায়ন করণের সাধ্য ছিলনা, বলিলেই হয়, শত্রুগণ এরূপ বিপদ জালে জড়িত হইয়া ও বিশেষ সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করত রক্ষা পাইয়াছে। পলায়ন কালীন ব্রিটিস সেনারা ৩০ জন বিদ্রোহিকে নিহত করিয়াছে, এবং তাহারদিগের তিন টা উষ্ট্র বোঝাই সমেত ২৫ টা পোনি অশ্ব এবং বিস্তর সামরিক এবং আহারীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, এপক্ষের এক জন অশ্বারোহী সেনা আহত হইয়াছে, চারি টা অশ্ব আহত এবং এক টা হয় নিহত হইয়াছে।"

ইংলিসমান পত্র পাঠে অবগতি হইল, "২৫ অক্টোবর তারিখে বিদ্রোহিরা ব্রিটিসসেনা-কর্ত্তৃক রোয়া নামক স্থানের দুর্গ পরিত্যাগ করণে বাধ্য হইয়াছে।"

অযোধ্যা হইতে ৩১ তারিখে যে সামরিক সংবাদ আগত হয় তাহার সার মর্ম্ম—৩০ তারিখে মেজর বুলার সাহেব পুরওয়া নামক স্থানে বিংশতি সহস্র বিদ্রোহি-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়েন. কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এপ্রকার বিষমতর বিপদ হইতে সুযোগ ক্রমে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত সেনাপতির সহিত তৎকালীন কয়েক দল সেনা এবং দুই টা তোপ ছিল, সেনারা বিশেষ বীরত্ব সহকারে তোপধ্বনি করিতে করিতে শত্রুদিগের মধ্য দিয়া গমন করণ-কালীন অনেকগুলীন শত্রুকে নিহত করিয়াছে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ, সুলতানপুর, আজীমগড়, ফতেপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিস সেনারা বিশেষ সতর্কতা সহকারে পাহারা দিতেছে।

বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতি সেতারা নামক স্থানের পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারিগণের অমনোযোগে ৪০০০ টাকার একখান বেঙ্ক নোট চুরি গিয়াছে, তদ্বিবরণ এই যে, উক্ত স্থানের একজন নেটিব বাণিজ্যকারি চিটী বাহকদিগকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করত একখানি রেজিষ্টারি করা পত্র সংগ্রহ করে, ঐ চিঠির মধ্য হইতে চারি সহস্র মুদ্রার বেঙ্ক নোট হস্তগত করিয়াছিল, কিন্তু চুরির দ্রব্য কতকাল গোপনী ভাবে থাকিতে পারে, গোয়েন্দার দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, শুনিলাম উল্লেখিত পোষ্ট আফিসের কয়েক জন কর্ম্মচারির সহায়তায় এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাহারা ধৃত হইয়াছে, বিচারে কিরূপ দণ্ডের অনুমতি হয় তাহা পরে লিখিব।

কিয়দ্দিবস হইল, বারাণসীর রাজা, উক্ত প্রদেশস্থ সকল বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত বিস্তর টাকা সাহায্য করিয়াছেন, এ বিষয় কোর্ট-আব ডৈরেকটর্স মহোদয়েরা অবগত হইয়া প্রাগুক্ত রাজাকে প্রশংসার সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, এই উপলক্ষে তাঁহারা এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "বারাণসীর চতুঃপার্শ্বস্থিত জমীদার এবং তালুকদারগণ উক্ত গুণযুক্ত রাজার অনুবর্ত্তি হইলে তৎস্থানীয় অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন বালক বৃন্দ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে অতি স্বল্পকালের মধ্যে দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।" অতএব জমীদারেরা এপ্রকার সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারদিগের ও অন্যান্য সকলের প্রশংসা লাভ এবং ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

ফিনিক্স পত্রপাঠে অবগতি হইল, মজঃফরপুরে এক জন সিপাহী, বিদ্রোহিতা অপরাধে দশ বৎসরের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, যখন মেজর ময়ার সাহেব ঐ বিষয় উক্ত সিপাহিকে অবগত করায় সেই সময় সেই দুষ্ট প্রাগুক্ত সাহেবকে এরূপ ইষ্টকাঘাত করিয়াছে যে, তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠিয়াছে।

মেং এ, ফরবিস সাহেব ঢাকার শোভাবৃদ্ধি কারক কমিসানরদিগের সভায় অনরেরি সেক্রেটারি পদে অষ্ট মাসাবধি অভিষিক্ত থাকায় সংপ্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, শুনিলাম তাঁহার পদে মেং পি, এন, পোগাস সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

জক্রলির পত্রে লেখে, "সংপ্রতি এস্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত রাজপুরুষদিগের একটা যে রতর সমর হয়, তাহাতে শত্রুপক্ষের বিস্তর লোক বিশ্ববিজয়ী সেনাদিগের দ্বারা নিহত এবং আহত হইয়াছে, অবশিষ্টেরা প্রাণ লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে, তাহারদিগের ৫ টা তোপ

ব্রিটিস ছত্র পতিত হইয়াছে, পলাতক শত্রুগণের পশ্চাতে ইংরাজ সেনারা ধাবিত হইয়াছে।"

(প্রেরিত পত্র)

গুণিজনাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

এ [illegible] জিলার সন্নিহিতে দক্ষিণাংশে গোপালপুর নামা এক ক্ষুদ্র গ্রামে [illegible] নারায়ণ ঘোষ নামক [illegible] তাহার বনিতার এক [illegible] সুত প্রসূতা হওনের যে সম্বাদ শুনিলাম, তাহা নিম্নে লিপি পূর্ব্বক প্রেরণ করিতেছি, বিবেচনা করি এই সংবাদটী আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সংশোধন দ্বারা প্রভাকর পত্রে স্থান প্রদানে বাধিত করিবেন।

মহাশয়! অদ্যাপি মাসাতীত হয় নাই, ঐ গোপাঙ্গনার পূর্ণগর্ভ সময়ে প্রথমত প্রসব বেদনা হইয়া কতিপয় দিবস অত্যন্ত কষ্ট ও ক্রমে উদরস্ফীত হইয়া অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, নারায়ণ ও তাহার পরিবার এবং প্রতিবাসী সকলে তদ্দর্শনে মনো মধ্যে এমত আশা করে নাই, যে, ঐ ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইবেক, জগদীশ্বরের কৃপায় রাজার হাট গ্রাম হইতে একজন বা আসিয়া ধাত্রী কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ করিলে ত্রিমস্তক দুই বদন ও তাহাতে পাঁচটী দন্ত ও দুই নাসিকা ও বড় বড় দুই চক্ষু এবং অন্য অন্য স্বাভাবিক অঙ্গ যুক্ত এক মৃত তনয় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তৎসময়ে নিকটাবর্ত্তী অনেক লোক আসিয়া দর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সন্তান জীবিত থাকিলে একটা বৃহৎ ব্যাপার হওনের আশ্চর্য্য ছিল না, কিমধিকমিতি।

জিলা বারাসত
২২ কার্ত্তিক সন ১২৬৫।

শ্রীজানকীনাথ দত্ত।
এ নায়েব নাজির।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জয় মহারাজ্ঞি! জয় মহারাজ্ঞী!!

হে সম্পাদক বর! অদ্য অদ্ভুতপূর্ব্ব আনন্দের বিষয় সমুপস্থিত! অর্থাৎ আমারদিগের সর্ব্বেশ্বরী অধীশ্বরী প্রতুলকর্ত্রী শ্রীশ্রীমতি মহারাজ্ঞীর ভারতবর্ষস্থ রক্ষণাবেক্ষণ স্বকরে গ্রহণের শুভ বিজ্ঞাপন সুপ্রচারের দিন বহু নিরীক্ষণের পর অদ্য সমাগত হইল। আহা! অদ্য কি শুভ দিন? তরুণ অরুণ অদ্য কি আনন্দের কিরণই বিকীর্ণ করিয়াছেন। অদ্য ভারতবর্ষের সমস্ত প্রজাপুঞ্জের মহামহোৎসবের বিষয়, কেননা এত দিনের পর এতদ্দেশের প্রজাপুঞ্জের দুঃখ নিশাবসান হইয়া সুখের ভানু উদিত হওনের বিলক্ষণ সুলক্ষণ ঈক্ষণ হইতেছে। বিশেষত রাজভক্ত রাজানুগত যথার্থ প্রভুভক্ত বাঙ্গালিবর্গের আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই? অদ্য কলিকাতা মহানগরী একেবারে আলোক মালায় বিভূষিতা হইয়া রাজভক্ত প্রজাগণের মনে নিয়তই আনন্দ বর্দ্ধন করিতেথাকিবেক। কি অধন কি সধন সর্ব্বসাধারণ জনগণের প্রতি-গৃহেই আনন্দের কোলাহলে দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবেক, নিরানন্দ স্থানাভাবে নিরানন্দে কোন্ স্থানে লুক্কায়িত হইয়া সময়-হরণ করিবেক? এমত কি কলিকাতার-তো কথাই নাই, দেশবিদেশীয় সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালি প্রবাসিদেরও আনন্দের সীমা নাই, সর্ব্বত্র সকলে সমবেত হইয়া আনন্দে সময়াতিবাহন করিয়া জগদীশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে মহারাজ্ঞীর কুশল প্রার্থনা করিবেন। হায়! আমরা কি দুর্ভাগ্য, কি মন্দ ভাগ্য, কি সৌভাগ্য হীন মানুষ!!! যে, এমন সুখের দিনেও কিছু মাত্র সুখানুভব করিতে পারগ হইতেছি না; তবে হাঁ রাজভক্তির আকর্ষণে মহারাজ্ঞীর কুশল প্রার্থনা করিয়া সেই জগজ্জাগরূক জগদীশ্বর সমীপে তাঁহার জয় জয়কার চাহিয়া সময়াতিবাহন করিতেছি, কিন্তু বড়ই আক্ষেপ রহিল যে এমন সুখের দিনে বন্ধুবান্ধবে বেষ্টিত হইয়া মহারাজ্ঞীর রাজশাসনীয় শুভ বিজ্ঞাপনীয় মহোৎসবে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কোনোপ্রকার প্রকাশ্যামোদে সুখি হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, জগদীশ্বর মহারাজ্ঞীর সর্ব্বতোভাবে কুশল করুন ইতি।

১ নবেম্বর ১৮৫৮।

অহং রাজভক্ত রাজানুগত প্রজা।
শ্রীকেশবলাল ঘোষ।
নেপাল রেসিডেন্সী।

Printed and published by ISSUR CHUNDER GOOPTO a the *Probhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতিহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্রান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬৬ সংখ্যা] বুধবার ২৬ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ১০ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টর সেল।

মৃতরাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সম্পত্তি বিষয়ে যে মোকদ্দমায় তারকনাথ মল্লিক বাদী এবং শ্রীমতি ব্রজসুন্দরী দেবী (যিনি মৃত ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের শেষ উইল অর্থাৎ ইচ্ছাপত্রের কর্ত্রী তিনি) প্রতিবাদী, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৮ এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৯ এপ্রেল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতি ক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তর খানায় আগামি ২৭ নবেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিক্রীত হইবেক।

যথা।

১ দফা। বিশেষত জিলা রাজশাহির মধ্যে পরগণে লস্করপুর নামে বিখ্যাত জমীদারির দুই আনা রকম অথবা সমান শোলো অংশের একাংশ এবং পোনেরো গণ্ডা অথবা সমুদয় বিষয় শোলো অংশে বিভক্ত জ্ঞান করিয়া উক্ত শোলো অংশের তিন ভাগের চতুর্থভাগ এবং শোলো ভাগের যে দুই ও তিন কোয়ার্টর এইক্ষণে জিলা রাজশাহির কালেক্টরী শিরিস্তার ১৫৮০ নম্বর নথির শামিল আছে এবং যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানির ৩১,৯৫০।।১১ একত্রিশ হাজার নয় শত পঞ্চাশ টাকা আট আনা এগারো পাই গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয় এবং যে উক্ত দুই তিন কোয়ার্টরের মধ্যে অনেক মৌজা, কিসমত, চক, ও তরফ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থান ও কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা ময়মন সিংহের মধ্যে পরগণে থোঙ্গরিয়া ও জয়ানশাহি নামে বিখ্যাত যে জমীদারি তাহার শোলো অংশের দুই অংশ অর্থাৎ সমুদয় বিষয়কে শোলো ভাগে বিভক্ত জ্ঞান করিয়া তাহার দুই আনা হিস্যা বা রকম এবং তাহার সহিত যে সকল গ্রাম বা মৌজা আছে যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানির ৯,৩৮৫।৵২ নয় হাজার তিন শত পঁচাশী টাকা ছয় আনা দুই পাই গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয়, তাহা উক্ত স্থান ও কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

এই সকল বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ ও বিক্রয়ের নিয়মাদি এবং ফর্দ্দ উপরোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের দপ্তর খানায় অথবা মিসুয়ার্স ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ বাদী পক্ষীয় উকীলদিগের পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের ১১ নম্বর ভবনে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH.
Complainants Attorney.
ড্যানম্যান এণ্ড হ্যাচ।
বাদীপক্ষের উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে অদ্য তারিখে মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত ব্রজাপুর নিবাসী মৃত সৈয়দ ইবু হোসেন্ যিনি ভূম্যধিকারী ছিলেন তাঁহার শেষ উইল পত্রের ক্ষমতানুসারে তাঁহার সকল বিষয় বিভবাদি ও দেনা পাওনার কর্ত্তৃত্ব করণের ভার মৌলবী তফঃজেল হোসেনের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে, যেহেতু তিনি উল্লেখিত মৃত সৈয়দ ইবু হোসেনের সংপূর্ণরূপ উত্তরাধিকারি হয়েন অতএব পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির উপর যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো রূপ আপত্তি থাকে, তাঁহারা অবিলম্বেই তদ্বিশেষ প্রাগুক্ত উত্তরাধিকারির নিকট জ্ঞাত করিবেন এবং যাঁহারা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে ঋণগ্রস্ত আছেন, তাঁহারা অগৌণেই আপনাপন নিশ্চিত ঋণ পরিশেষ করিয়া দিবেন।

T. SHERRINGTON,
Proctor.

টি, সেরিংটন।
উকীল।

কলিকাতা।
৩০ অক্টোবর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেস্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৩৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, পৃষ্ঠভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৯ অক্টোবর ১৮৫৮।

মেং এই, রবিনসন সাহেব দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইয়াছেন, তিনি উক্ত কর্ম্মব্যতীত প্রাগুক্ত জিলার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

মেং সি, জি, মেকেঞ্জি সাহেব সাহাবাদের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইয়াছেন।

মেং ই, ডি, লকউড সাহেব পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইয়াছেন।

৩ নবেম্বর।

মৌলবী সফায়ত হোসেন, চট্টগ্রামের এডিসনেল প্রিন্সিপেল সদর আমিনী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, চট্টগ্রামের এডিসনেল প্রিন্সিপেল সদর আমীন হইয়াছেন।

মৌলবী আহাম্মদ বক্স ময়মন সিংহের প্রিন্সিপেল সদর আমীন হইয়াছেন।

বাবু কাশীশ্বর মিত্র, হুগলির প্রিন্সিপেল সদর আমীন পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর

২৬ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

ভারতবর্ষীয় বাইস্‌রয় এবং গবরনর জেনরল চারল্‌স জন বাইকাউণ্ট কেনিং বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর সাহেব তৎস্থানীয় তালুকদার, জমিদার, এবং সর্ব্বপ্রকার অবস্থা বিশিষ্ট বাসিন্দাদিগের জ্ঞাপনার্থ যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তদবিকল নিম্নে প্রকটিত হইল।

"গবরনর জেনেরল বাহাদুরের আদেশ মতে আমি অযোধাস্থ তালুকদার জমিদার এবং সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন বাসিন্দাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি, যাহার নিকট যে কোনো প্রকার সামরিক অস্ত্রাদি থাকে (অর্থাৎ তোপ, বন্দুক, তলবার, ধনুক, তীর, বর্ষা, গোলাগুলি, সোরা, বারুদ গন্ধক) এক মাসের মধ্যে তিনি সেই সকল দ্রব্য নিকটস্থ পোলিস ষ্টেসনে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কর্ম্মচারির নিকট সমর্পণ করিবেন, এই আজ্ঞা যিনি অবজ্ঞা করিবেন এবং নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ যদি না করেন তবে তাহাকে এক বৎসরের নিমিত্ত গুরুতর পরিশ্রম সহকারে কারাগারে বাস করিতে হইবে, এবং পাঁচ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে, কিন্তু যদ্যপি সেই ব্যক্তি জমীদার অথবা তালুকদার হয়েন তাহা হইলে তাহার জমিদারি রাজ কোষ ভুক্ত করা যাইবেক।

উল্লেখিত অস্ত্রাদির মধ্যে যে কোনো দ্রব্য, কোনো গ্রাম হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহার দখলিকারের অনুসন্ধান না হয় তাহা হইলে সেই গ্রামের তালুকদারকে তাহার জবাবদেহী হইতে হইবে। যদ্যপি কোনো তালুকদার কিম্বা জমিদারকে তাঁহার জমিদারিস্থ দুর্গ ভগ্ন করিতে অনুমতি হয়, কিন্তু তিনি সেই আদেশানুসারে তাহা ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার যদি নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে যে তালুক মধ্যে প্রাগুক্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইবে সেই তালুক বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

যে জিলার কোনো বাসিন্দা গোপনীয় অস্ত্র অথবা বারুদ প্রভৃতি যে কোনো দ্রব্য রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকট সমাচার দিয়া তাহা ধৃত করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করা যাইবে, যদ্যপি তাহা না পারে তবে তাহাকে মিথ্যা বাদি বলিয়া কারাবদ্ধ এবং দণ্ড দেওয়া যাইবে।

ইংরাজ কর্ম্মচারি, ইংরাজ বাসিন্দা এবং যে সকল গোরা (আপনাপন রেজিমেণ্ট মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে) ও সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের উপর, উল্লেখিত নিয়ম নির্দ্ধারিত করা হইল না।"

আমরা ইংরাজি পত্রপাঠে অবগত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, বোম্বে প্রেসিডেন্সির শোভাবৃদ্ধি কারক কমিস্যনর মহাশয়গণ আপনাদিগের ভারার্পিত কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন, যে প্রকারে প্রজারা সুস্থ এবং সুখি হয়, ইহাই তাঁহারদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে, ক্ষণকালের নিমিত্ত কোনো স্থানে কোনো রূপ ময়লা থাকিতে দেন না, নর্দ্দমা সকল সদা সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কার থাকে, স্থানে স্থানে নূতন মার্গ নির্ম্মিত হইতেছে, সাবেক পথ সকল উত্তম রূপ মেরামত হওয়ায়

পান্থদিগের ক্লেশ বোধ হয় না, ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে উত্তম উত্তম অট্টালিকায় নির্ম্মাণ হইতেছে, পুরাতন ইমারৎ সকল উত্তম রূপে মেরামত আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বে প্রেসিডেন্সির শোভাবৃদ্ধি কারক কমিস্যনর মহাশয়দিগের অনুবর্ত্তি যদ্যপি এতদ্ রাজধানীর শোভাবৃদ্ধি কারক কমিস্যনর মহোদয়েরা হয়েন, তাহা হইলে সাধারণের কি রূপ উপকার হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে রূপ টেক্স আদায় করিতেছেন, তাহার শতাংশের একাংশ যদ্যপি রাজপথ ও নর্দ্দমাদি মেরামত এবং পরিস্কারের নিমিত্ত ব্যয় করেন তাহা হইলেও আপাতত অনেক উপায় দর্শে বাঙ্গালি টোলার দুরবস্থার প্রতি তাঁহারা মনোযোগ দেন না, বলিলেই হয় নিমতলা প্রভৃতি রাজমার্গ দিয়া গমনাগমন করা ভার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, সুতরাং তাহার মেরামতের যত্নও পান না, কিন্তু নানা উপায়ে টেক্স বৃদ্ধি করিতে বিশিষ্ট রূপ যত্নবান হইয়া থাকেন, যাহাতে প্রজা লোক সুখ এবং স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, রাজার উচিত এতৎ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রেই মনোনিবেশ করা, তাহা হইলে প্রকৃত রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়, কিন্তু আমারদিগের রাজপুরুষেরা ইহা অবগত হইয়াও অমনোযোগী হইয়াছেন, ইহ কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? অতএব এই প্রস্তাব সমাপ্ত করণ কালীন আমরা রাজ পুরুষদিগের সমীপে এই প্রার্থনা করি যে তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া যাহাতে প্রজাপুঞ্জ সুখে থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে অনুরাগী হয়েন।

লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল তমসন, সি, বি, সাহেব কমিস্যরিএট জেনেরল পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই স্থলে পূর্ব্বতন কমিস্যরিএট জেনেরল কর্ণেল রামজি সাহেবকে প্রশংসা সহকারে ধন্যবাদ করি, কেননা উক্ত কর্ম্মদক্ষ রাজকর্ম্মচারি আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন করত সকলের মনোরঞ্জক হইয়া ছিলেন, পীড়াবশত কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিলেন। বর্ত্তমান কমিস্যরিএট জেনেরল অতি বিজ্ঞ এবং কার্য্যদক্ষ তিনি দিল্লীর সমরকালীন বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পুরঃসর তাঁহার কর্ত্তাদিগের নিকট বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়া ছিলেন, এক্ষণে আমারদিগের নিতান্ত মানস এই যে, উক্ত গুণযুক্ত সাহেব যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন তাহা সাতিশয় মনোযোগের সহিত সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করত সকলের নিকট সুখ্যাতি লাভ করুন।

নবীন কমিস্যরিএট জেনেরল সংপ্রতি অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি শীঘ্রই প্রাগুক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কানপুরে আগমন করত প্রধান সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্র পাঠে অবগতি হইল, "শোনদের অপর পারস্থ গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড এপর্য্যন্ত নিরাপদ হয় নাই, এনিমিত্ত অসংখ্য পান্থ সাসিরামে আড্ডা করিয়া রহিয়াছে, এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, যে সকল বিদ্রোহিদিগের কর্ণেল টারনার সাহেব এবং মেজর হেবলক সাহেব আক্রমণ করণের অভিমতে উক্ত নদের সমীপস্থ কোনো পল্লীগ্রামে গমন করিয়া ছিলেন, শুনিলাম তাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বিদ্রোহিরা রজনীযোগে গোপনীয় রূপে প্রাগুক্ত গ্রাম পরিত্যাগ পুরঃসর স্থানান্তরে পলায়ন পর হইয়াছে।

বেরিলিস্থ কোনো সংবাদদাতার পত্র পাঠে অবগতি হইল, "কর্ণেল টায়াপ সাহেব, উক্ত স্থানের কোনো জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কয়েক দল বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে সমরে সম্পূর্ণরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, এই সমরে বিপক্ষ পক্ষের ৫০ পঞ্চাশ জন সমরক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিয়াছে, এবং অনেকগুলীন সেনা এপ্রকার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে, যে তাহারা জীবনের আশা পরিত্যাগ করত ভূমিশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ব্রিটিস পক্ষের কয়েকজন জীবনত্যাগ করিয়াছে এবং ৪০ বাক্তি সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। সাজাহানপুরে রাজ সেনা অতি অল্প সংখ্যক আছে, কেননা এক্ষণে সেস্থানে বিদ্রোহ-ভয় বড় নাই।"

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO a the *Probhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

আহ্নিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোসেনাক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৹ আনা অগ্রিম ৬ টাকামা

নক্তং চক্রক্করেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রামংভ্রাম মত্তভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাকারসং॥

৮০৬৭ সংখ্যা] গুরুবার ২৭ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ১১ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ডঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় মহারাণী তারামণী দাসী বাদিনী এবং দ্বারিকানাথ বসু, দীননাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু, এবং মহেন্দ্রনাথ বসু প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৮ আটুই জানুয়ারি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্ট গৃহে শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন মাষ্টর সাহেবের দপ্তর খানায় আগামি ৬ ডিসেম্বর সোমবার নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক।

সম্পত্তির বিবরণ।

বিশেষত মহানগর কলিকাতার সুতানুটীর অন্তর্গত শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৬।২ নম্বর ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা বসতি বাটী আছে এবং যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি, যাহার একাংশে উল্লেখিত বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অপর অংশে একটি পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান বারো কাঠা এক পোয়া, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে গোরাচাঁদ ঘোষের বাটী পূর্ব্বদিগে রামধন বসুর এবং বিনোদবেহারি সাহার বাটী, দক্ষিণদিগে চিন্তামণি মদকের এবং রামধন সিংহের বাটী, পশ্চিমদিগে একটা লেন অথবা পথ যাহা শ্যাম পুষ্করিণীর পূর্ব্ব ভাগ দিয়া গিয়াছে।

মাষ্টর আফিসে, অথবা বাদীপক্ষের উকীল এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম সাহেবদিগের দপ্তর খানা, যাহা পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের মধ্যে ৫ নম্বর ভবনে আছে, তথায় অনুসন্ধান করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ALLAN JUDGE & LINGHAM.
Plaintiff's Attornies.
এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম।
বাদীপক্ষের উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৪ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৃত আনিস বারবরের কলিঙ্গা এবং তেরেটির বাজার স্থিত যে দুই বাটী কলিকাতার মাষ্টর দ্বারা ৮ নবেম্বর তারিখে বিক্রীত হইবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছিল তাহা উক্ত তারিখে রহিত হইয়া আগামি ২০ নবেম্বর

পান্থদিগের ক্লেশ বোধ হয় না; ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে উত্তম উত্তম অট্টালিকায় নির্ম্মাণ হইতেছে, পুরাতন ইমারৎ সকল উত্তম রূপে মেরামত আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বে প্রেসিডেন্সির শোভাবৃদ্ধি কারক কমিস্যনর মহাশয়দিগের অনুবর্ত্তি যদ্যপি এতদ্ রাজধানীর শোভাবৃদ্ধি কারক কমিস্যনর মহোদয়েরা হয়েন, তাহা হইলে সাধারণের কি রূপ উপকার হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে রূপ টেক্স আদায় করিতেছেন, তাহার শতাংশের একাংশ যদ্যপি রাজপথ ও নর্দ্দমাদি মেরামত এবং পরিস্কারের নিমিত্ত ব্যয় করেন তাহা হইলেও আপাতত অনেক উপায় দর্শে বাঙ্গালি টোলার দুরবস্থার প্রতি তাঁহারা মনোযোগ দেন না, বলিলেই হয় নিমতলা প্রভৃতি রাজমার্গ দিয়া গমনাগমন করা ভার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, সুতরাং তাহার মেরামতের যত্নও পান না, কিন্তু নানা উপায়ে টেক্স বৃদ্ধি করিতে বিশিষ্ট রূপ যত্নবান হইয়া থাকেন, যাহাতে প্রজা লোক সুখ এবং স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, রাজার উচিত এতৎ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রেই মনোনিবেশ করা, তাহা হইলে প্রকৃত রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়, কিন্তু আমারদিগের রাজপুরুষেরা ইহা অবগত হইয়াও, অমনোযোগী হইয়াছেন, ইহ কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! অতএব এই প্রস্তাব সমাপ্ত করণ কালীন আমরা রাজ পুরুষদিগের সমীপে এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া যাহাতে প্রজাপুঞ্জ সুখে থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে অনুরাগী হয়েন।

লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল তমসন, সি, বি, সাহেব কমিস্যরিএট জেনেরল পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই স্থলে পূর্ব্বতন কমিস্যরিএট জেনেরল কর্ণেল রামজি সাহেবকে প্রশংসা সহকারে ধন্যবাদ করি, কেননা উক্ত কর্ম্মদক্ষ রাজকর্ম্মচারি আপনার ভারার্পিতকর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন করত সকলের মনোরঞ্জক হইয়া ছিলেন, পীড়াবশত কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিলেন। বর্ত্তমান কমিস্যরিএট জেনেরল অতি বিজ্ঞ এবং কার্য্যদক্ষ তিনি দিল্লীর সমরকালীন বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পুরঃসর তাঁহার কর্ত্তাদিগের নিকট বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়া ছিলেন, এক্ষণে আমারদিগের নিতান্ত মানস এই যে, উক্ত গুণযুক্ত সাহেব যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন তাহা সাতিশয় মনোযোগের সহিত সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করত সকলের নিকট সুখ্যাতি লাভ করুন।

নবীন কমিস্যরিএট জেনেরল সংপ্রতি অম্বালায় অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি শীঘ্রই প্রাগুক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাণপুরে আগমন করত প্রধান সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্র পাঠে অবগতি হইল, "শোণদের অপর পারস্থ গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড এপর্য্যন্ত নিরাপদ হয় নাই, এনিমিত্ত অসংখ্য পান্থ সাসিরামে আড্ডা করিয়া রহিয়াছে, এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, যে সকল বিদ্রোহিদিগে কর্ণেল টারসার সাহেব এবং মেজর হেবলক সাহেব আক্রমণ করণের অভিমতে উক্ত নদের সমীপস্থ কোনো পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, শুনিলাম তাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বিদ্রোহিরা রজনীযোগে গোপনীয় রূপে প্রাগুক্ত গ্রাম পরিত্যাগ পুরঃসর স্থানান্তরে পলায়ন পর হইয়াছে।

বেরিলিস্থ কোনো সংবাদদাতার পত্র পাঠে অবগতি হইল, "কর্ণেল ট্রায়াপ সাহেব, উক্ত স্থানের কোনে জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কয়েক দল বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে, সমরে সম্পূর্ণরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, এই সমরে বিপক্ষ পক্ষের ৫০ পঞ্চাশ জন সমরক্ষেত্রে জন্মত্যাগ করিয়াছে, এবং অনেকগুলীন সেনা এপ্রকার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে, যে তাহারা জীবনের আশা পরিত্যাগ করত ভূমিশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ব্রিটিস পক্ষের কয়েকজন জীবনত্যাগ করিয়াছে এবং ৪০ ব্যক্তি সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। সাজাহানপুরে রাজ সেনা অতি অল্প সংখ্যক আছে, কেননা এক্ষণে সেস্থানে বিদ্রোহ-ভয় বড় নাই।"

Printed and published by Issur Chunder Goopto a the *Probhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

আহ্নিকগ্রন্থ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোসোলক ভিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

ঔ সত্যাংমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ঔ
ঔ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ঔ

নকং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংজাম মতল্লকীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্যাস্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামা

৮০৬৭ সংখ্যা] গুরুবার ২৭ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ১১ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় মহারাণী তারামণী দাসী বাদিনী এবং দ্বারিকানাথ বসু, দীননাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু, এবং মহেন্দ্রনাথ বসু প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৮ আটুই জানুয়ারি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্ট গৃহে শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন মাষ্টর সাহেবের দপ্তর খানায় আগামি ৬ ডিসেম্বর সোমবার নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক।

সম্পত্তির বিবরণ।

বিশেষত মহানগর কলিকাতার সুতানুটীর অন্তর্গত শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৬।২ নম্বর ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা বসতি বাটী আছে এবং যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি, যাহার একাংশে উল্লেখিত বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অপর অংশে একটি পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান বারো কাঠা এক পোয়া, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে গোরাচাঁদ ঘোষের বাটী পূর্ব্বদিগে রামধন বসুর এবং বিনোদবেহারি সাহার বাটী, দক্ষিণদিগে চিন্তামণি মদকের এবং রামধন সিংহের বাটী, পশ্চিমদিগে একটা লেন অথবা পথ যাহা শ্যাম পুষ্করিণীর পূর্ব্ব ভাগ দিয়া গিয়াছে।

মাষ্টর আফিসে, অথবা বাদীপক্ষের উকীল এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম সাহেবদিগের দপ্তর খানা, যাহা পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের মধ্যে ৫ নম্বর ভবনে আছে, তথায় অনুসন্ধান করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ALLAN JUDGE & LINGHAM.
Plaintiff's Attornies.
এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম।
বাদীপক্ষের উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৪ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৃত আনিস বারবরের কলিঙ্গা এবং তেরেটির বাজার স্থিত যে দুই বাটী কলিকাতার মাষ্টর দ্বারা ৮ নবেম্বর তারিখে বিক্রীত হইবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছিল তাহা উক্ত তারিখে রহিত হইয়া আগামি ২০ নবেম্বর

শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে বিক্রীত হইবেক।

W. H. ABBOTT.
Solicitor.

ডবলিউ, এচ এবট।
উকীল।

কলিকাতা।
৮ নবেম্বর ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদ প্রভাকর

২৭ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিটরিয়াব্দা ১

রাজদত্ত সংবাদ।

৬ নবেম্বর তারিখের আগত সমাচার।

"জব্বলপুরের কমিস্যনর সাহেব, যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তৎদ্বারা অবগতি হইল, তাঁতিয়া তোপি, সসৈন্যে, গত ৩১ অক্টোবর দিবসে সেরাজ ঘাট দিয়া নর্ম্মদা নদী পার হইয়াছেন, বোধ হয়, তিনি দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করিবেন, জেনেরল মিচেল সাহেব উক্ত বিদ্রোহি বীরবরের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছেন। মেং বিংহ্যাম সাহেব লেখেন, "বিদ্রোহিরা আপনা আপনি বিগ্রহ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ এবং হীনবল হইয়া পড়িতেছে, বিদ্রোহী হরেকৃষ্ণ সিংহ সমরক্ষেত্রে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, অমর সিংহ এবং মেঘোর সিংহ রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করণে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারদিগের অধীনস্থ সেনারা বারাণসী এবং ব্রজাপুর প্রদেশ অভিমুখে পলায়ন করিয়াছে, সাহাবাদ নিরাপদ হইয়াছে, মেং ও, রেলি সাহেব বিশেষ বীরত্ব সহকারে অমর সিংহের প্রায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রার শাল, গালিচা প্রভৃতি বহুতর বহু মূল্যের দ্রব্যাদি অধিকার করিয়াছেন, ঐ সকল দ্রব্যাদি ব্যতীত অনেক স্থানে ব্রিটিস সেনারা বিদ্রোহিদিগের বিস্তর দ্রব্য প্রাপ্ত হওনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে।"

বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক অমর সিংহ পরাজিত হইয়াছেন, রাজ দত্ত সংবাদে তাহা পাঠ করত সাতিশয় আহ্লাদিত হওয়া গেল, ভরসা করি, এতৎ শুভ সংবাদ পাঠে পাঠক মহোদয়গণও সন্তুষ্ট হইবেন, কেননা উক্ত দুরাত্মাও নিষ্ঠুর বিদ্রোহী সাহাবাদ জিলা মধ্যে অনেক অত্যাচার করিয়াছে, এবং জগদীশপুরে যে রূপ ধূমধামের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাতে এমত প্রতীতি হইয়াছিল, যে, ব্রিটিস সেনা পতিগণ তাঁহাকে শীঘ্রই কোনো মতে তথা হইতে দূরীভূত করিতে পারেন কি না? কিন্তু রণপণ্ডিত সেনা পতির সেনাগণ, তাহাতে কৃত কার্য্য হওয়ায়, আপনারদিগের রণ দক্ষতা বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই সময়ে ব্রিটিস সেনারা বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে সমরে যে সম্পূর্ণ রূপ জয় লাভ করিয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারা যায় না, যখন শত্রুগণ তাহারদিগের হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এক স্থান পরিত্যাগ পুরঃসর স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে, তখন তাহারা সেই স্থানে গমন করত পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত গোলযোগ এবং অহিতাচরণে প্রবর্ত্ত হইতে পারে, অতএব শত্রুদিগকে কোনো রূপ সুযোগ মতে পরিবেষ্টন পর্ব্বক একেবারে সমরশায়ী করত ভারতবর্ষ হইতে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করা রাজ সেনা পতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। এরূপ না, হইলে বিদ্রোহিরা শীঘ্রই কোনো মতে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত এবং নিহত হইবে এমত বোধ হয় না।

বিগত ২ নবেম্বর রজনীযোগে গারডন্ রিচ অর্থাৎ মুচিখোলার নিকটবর্ত্তি স্থানে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তিন জন সেলার অর্থাৎ ইংরাজ নাবিক, সুরাপানে মত্ত হইয়া প্রাগুক্ত স্থান বাসিদিগের উপর কোনোরূপ অত্যাচার উপস্থিত করণের উপক্রম করায় তাহারা তন্নিকটবর্ত্তি থানায় আসিয়া সংবাদ দেয়, সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র

থানার সারজন এবং কয়েকজন পাহারা ওয়ালা তথায় আগমন করে, গোরারা সারজন সাহেবকে অবলোকন করত পলায়ন করণের উদ্যোগ করে, সারজন সহসা প্রাগুক্ত গোরাদিগের মধ্যে এক জনকে আক্রমণ করণ মানসে তাহার সম্মুখবর্ত্তি হইয়া তাহাকে যখন প্রহারারম্ভ করিল, তখন উক্ত সেলার কোপান্বিত হইয়া সারজনকে দৃঢ়রূপে ধৃত করত সমীপস্থ এক নর্দ্দমা মধ্যে উভয়েই পতিত হয়, কিন্তু সেলার সারজনের উপরে পড়িয়া আপনার কটিদেশ হইতে ছুরি বাহির করত সেই ছুরি দিয়া উক্ত সারজনের উদর বিদীর্ণ করিতে লাগিল, পরে যখন সারজন বিষম সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত প্রায় হইল, তখন সেলার তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করত তথায় দণ্ডায়মান রহিল, সারজন এরূপ আহত হইয়াও অতি কষ্টে নর্দ্দমা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, সারজনকে গমন করিতে দেখিয়া উল্লেখিত নির্দ্দয় সেলার তাহাকে পুনরাক্রমণ করিয়া এরূপ প্রহার করিল, সেই প্রহারেই সারজন সাহেব তনুত্যাগ করিলেন। সারজনের মৃত্যু দেখিয়া সেলার পলায়ন পূর্ব্বক আপনার জাহাজ মধ্যে গমন করিয়াছিল। বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা উক্ত হত্যাকারী ধৃত হইয়া চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সমর্পিত হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। উক্ত জিলার জজ রাজনীতিজ্ঞ লাটোর সাহেব উক্ত মোকদ্দমার বিচার পতি হইয়াছেন, এবং প্রধান সদর আমীন রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর, সুন্দরবনের কমিস্যনর রেলি সাহেব এবং এডিস্যনেল সদর আমীন বেল সাহেব জুরির আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, বিচারান্তে হত্যাকারির প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান হয়, তাহা পাঠকগণের সুগোচর করিতে ত্রুটি করিব না।

শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে ২৬ নবেম্বর রজনীযোগে এতন্নগরে নানা প্রকার আশ্চর্য্য বাজী পোড়াইবার ধূমধাম আমোদ প্রমোদ হইবে, শুনিলাম, গবর্ণমেণ্ট বিংশতি সহস্র মুদ্রার বাজী ক্রয় করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, আলাহাবাদ নিবাসী মানিকচাঁদ মুদী, বিদ্রোহ ঘটনার প্রথমাবধি সাতিশয় রাজানুগততা প্রদর্শন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে অনেকবার নানা প্রকারে বিশেষ রূপ সাহায্য প্রদান করেন, এনিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে উক্ত রাজভক্ত অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছেন, যে, দেড় কোটি মুদ্রা, একটা খেলয়াত, কিছু জমীদারী এবং কোনোরূপ উপাধি পুরস্কার করিলে বড় ভাল হয়, গবরনর জেনেরল বাহাদুর প্রাগুক্ত আবেদন কারির আবেদন পত্র অদ্যাপি আপনার বিবেচনাধীনে রা-

খিয়াছেন। মানিকচাঁদ মুদির এপ্রকার উচ্চ আশা, গবর্ণমেণ্ট যে পূর্ণ করিবেন, এমত বোধ হয়না, দেড় কোটি মুদ্রা ব্যতীত যদ্যপি তিনি দেড় লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মানস পূর্ণ করিলেও করিতে পারিতেন, তবে বলা যায়না, গবর্ণমেণ্টকে যদ্যপি তিনি অসংখ্য মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন তবে রাজপুরুষেরা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারেন,কিন্তু যদ্যপি সহযোগী ভ্রাতা দেড় লক্ষ স্থানে ভ্রম ক্রমে দেড় কোটি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

বেলিয়াস্থ শিবির হইতে ২ নবেম্বর তারিখে যে পত্র আগত হয় তাহার সারমর্ম্ম।

"মহারাণীর ৫ সংখ্যক ফসিলিয়ার সেনাদিগের মধ্যে কয়েক দল সেনা আলাহাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৩০ তারিখে এস্থানে আগমন করিয়াছে। উক্ত রেজিমেণ্টের আর কয়েকদল শীঘ্রই এস্থানে আগমন করণের কল্পনা আছে। প্রধান সেনাপতি বাহাদুর আমারদিগের সহিত অদ্য মিলিত হইয়াছেন।

লাহোর ক্রোণিকেল পত্রে দৃষ্ট হইল, লাহোর এবং আমিরিষ্টারে রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

পঞ্জাবে, মুল্‌তানীয় ৪৬ জন বিদ্রোহি ধৃত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

তত্ত্ব প্রকরণ।

পদ্য।

বারবার কত আর, বুঝাবো রে মন।
বুঝে কি বুঝোনা তুমি, নিগূঢ় কারণ॥
অনিত্য সুখেতে কেন, হও হে মগন।
ভৌতিক ভবের ভাব, কর বিলোকন॥
ভবেতো সংশয় ছেদ, হইবে তোমার।
করিবে না মুখে আর, আমার আমার॥
পিতা মাতা দারাসুত, মিত্র সমুদয়।
আপনার নয়, এরা, আপনার নয়॥
কেন ভবে হোয়ে আর, মোহের অধীন।
অলীক আমোদ কোরে, কাটাতেছ দিন॥
ভেবেছ কি চিরদিন, এই ভাবে যাবে।
মনোহর খাদ্য যত, সদা সুখে খাবে॥
পরিবে মনের সাধে, বসন ভূষণ।
সুবর্ণ পালঙ্কোপরি, করিবে শয়ন॥
মহা মোহে মুগ্ধ হোয়ে, কত দিন রবে।
জাননা কি একে একে, লয় পেতে হবে॥
তাই বলি ওরে মন, বুঝে এই সার।
এই বেলা আপনার, কর প্রতীকার॥
কাল গেলে কাল পুন, পাইবে না আর।
এই বেলা কর তবে, বিহিত বিচার॥
কেন তবে হও আর, মোহের অধীন।
ভাব ভাব ভাব-সেই, চরমের দিন॥
আসন্ন কালের যবে, হবে আগমন।
তুলসী তলায় লোয়ে, করাবে শয়ন॥
গঙ্গানারয়ণ ব্রহ্ম, শুনাইবে কাণে।
শুনিতে না পাবে তাহা, থাকিবে অজ্ঞানে॥
অনন্তর প্রাণ গেলে, দেহ পরিহরি।
গঙ্গাতীরে লয়ে যাবে, হরি ধ্বনি করি॥
চিতায় সাজিয়া শেষ, করিবে দাহন।
ছার খার করিবেক, শরীর রতন॥
তখন কোথায় রবে, দেহের যতন।
পরিধান পট্টবাস, মনের মতন॥
তখনতো হবেনাকো, পালঙ্কে শয়ন।
তখনতো হবেনাকো, সুখাদ্য ভোজন॥
যে দেহে লাগিলে ধূলা, হতো বড় ক্লেশ।
সেই দেহ পুড়ে তব, ভস্ম হবে শেষ॥
হাহ কার করিবেক, পরিবার যত।
প্রাণের প্রেয়সী তব, কাঁদিবেক তত॥
তিলেক বিচ্ছেদে যার, হারাইয়া জ্ঞান।
স্বকরে বধিতে যেতে, আপনার প্রাণ॥
তখন তাহার ব্যথি, নাহি তুমি হবে।
ডাকিলে চীৎকার স্বরে, কথা নাহি কবে॥
তাই বলি ওরে মন, জেনো এই সার।
ভবের সৃজিত ভব, সব ফক্কীকার॥
অতএব ওরে মন, বিনয় আমার।
ত্বরা রাগ দ্বেষ, মোহ, কর পরিহার॥
শুধু কৃতাঞ্জলী পুটে, ভাব সেই ভাবে।
অসার সংসারে তবে, মুক্তি পদ পাবে॥

পদাবনত শিষ্য
শ্রীমতিলাল বসু।
সাং মহেশ্বরপুর জিলা বারাসত।

মানিনীমান।

পদ্য।

হরিলে, যে, মম মন, ফিরে তাহা দাও।
নতুবা আমার পানে, শুভ দৃষ্টে চাও॥
নাচাহিলে মনে বড়, পাই আমি ব্যথা।
ব্যথার ঔষধ শুধু, তব প্রিয় কথা॥
চুম্বন দিয়েছি যত, প্রেম আলিঙ্গন তত,
ফিরে দাও ওলো প্রাণেশ্বরি।
নাহয় কথাটা কও, মম দুঃখ হরে লও,
মনে কেন কররে সুন্দরি?॥
তুমি না কহিলে কথা, মনে বড় পাই ব্যথা,
তাহা দেখে নাহও কাতরা।
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে, কাল কাটিতেছ সুখে,
হোয়ে রও খালি মানে ভরা॥
এমন করিলে প্রাণ, নাহি আর পরিত্রাণ,
কিসে বল বাঁচি বিধ মুখি।
সহায় বিশ্বাস করি, যার লাগি আমি মরি,
সেই করে সদাই অসুখি॥
তোমায় সাধিতে হারি, আর না সাধিতে পারি
বাণী সুধা কর বরিষণ।
বলি আমি শুন প্রাণ, ত্যজ এই অভিমান,
ক্ষোভক্ষুধা কর বিমোচন॥

Printed and published by Issur Chunder Goopto a the *Prohhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোপোলক্ ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬৮ সংখ্যা] শুক্রবার ২৮ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ১২ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করি-

তে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবপ্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদপ্রভাকর

২৮ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

মান্দ্রাজ হইতে কেন্দিয়া নামক বাষ্পীয় অর্ণবপোত বিগত ৯ অক্টোবর দিবস পর্য্যন্তের বিলাতীয় যে সংবাদ এতন্নগরে আনয়ন করিয়াছে, আমরা তাহার সারমর্ম্ম, নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"মহামতি লার্ড ক্যান্লি সাহেব, শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে "বেলমোরেল" নামক স্থানে গমন করিয়াছেন।

তুরুস্কাধিপতি স্বীয় রাজ্যের বাৎসরিক আয় ব্যয় কিরূপ হয় তদ্বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত মনোযোগী হইয়াছেন। দার্দানিলিয়নের রাজকুমার, উক্ত রাজ্যের সম্মুখবর্ত্তী কিঞ্চিৎ স্থান বল পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়াছেন, এনিমিত্ত তুরুস্কে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রোমে, ফান্সাধীশ্বরের যে সকল সেনা অধুনা অবস্থিতি করিতেছে, তাহারদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ইটালি রাজ্যের রাজকীয় বিষয়ে কোনোরূপ গোলযোগ উপস্থিত হওনের সম্ভাবনা আছে। প্রুষিয়ার সিংহাসনে, তৎরাজ্যের সদ্বিদ্বান রাজনীতিজ্ঞ রাজকুমার, বিশেষ ক্ষমতা সহকারে উপবিষ্ট হইয়াছেন। আট্লাণ্টিক মহাসাগরের উভয় পার্শ্ব দিয়া বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহের তার দ্বারা সংবাদ গতায়াতের অনিয়ম অদ্যাপি সংশোধিত হয় নাই।

বিলাতীয় বাণিজ্য বাজারের সংবাদ বেঙ্কেরডিস্কৌণ্ট পূর্ব্বমত আছে। নীল উত্তমরূপে বিক্রীত হইতেছে। চীনির দর পূর্ব্বাপেক্ষা ছয় পেন্স ন্যূন হইয়াছে, চাউলও ৩ পেন্স কমিয়াছে, সোরা এক সিলিং উচ্চ দরে বিক্রয় হইতেছে, নবীন চীনদেশীয় রেসম দুই সিলিং চড়িয়াছে, চামড়া, পাট, শোণ, গম, তুলা, প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যাদি পূর্ব্বমত দরে বিক্রয় হইতেছে।"

জিলা চব্বিশ পরগণার সিবিল জজ মেং লাটোর সাহেবের সমীপে হত্যাকরণ বিষয়ক যে মোকদ্দমা হইতেছিল, তদ্বিবরণ আমরা গত বৃহস্পতি বাসরীয় প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি। বিগত বুধবার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষী গ্রহণান্তর, বিচার পতি জুরিদিগের অভিমত গ্রহণ প্রার্থনা করেন, তাহাতে প্রধান সদর আমীন রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে, হত্যাকারক যেরূপ গর্হিত এবং নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তর করাই যথার্থ ও বিধেয় কিন্তু অন্যান্য জুরিদিগের বিবেচনায় হত্যাকারী এরূপ কঠিন তর দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র হয় নাই।

জজ সাহেব জুরিগণের অভিমত গ্রহণ করত কিছু কাল আপনি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রাগুক্ত রায় বাহাদুরের অভিপ্রায় বলবৎ করত হত্যাকারিকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত করণ নিমিত্ত সদর নেজামত বিচারালয়ে ঐ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিয়াছেন, অতএব দেখা যাউক তথাকার বিচার পতিগণ উল্লেখিত দোষির প্রতি কি প্রকার দণ্ড বিধান করেন।

আমরা শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, হাজারি বাগের সুবিজ্ঞ ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীদাস পালিতের প্রতি গবর্ণমেণ্ট, পঞ্চকোটির রাজার সমস্ত সম্পত্তির উপর তত্ত্বাবধারণ করণের ভার অর্পণ করিবেন। কালী বাবুর প্রতি যদ্যপি ঐ ভার সমর্পিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সেই কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, কেননা উক্ত গুণযুক্ত বাবু অতিবিজ্ঞ নীতিজ্ঞ এবং ধর্ম্ম পরায়ণ, ডেপুটি কালেক্টরী পদে অভিষিক্ত হওনাবধি যেরূপ সুনিয়মে কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের কিছুই অবিদিত নাই, কোনো গুরুতর কার্য্যের ভার দিতে হইলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া কর্ত্তব্য, অতএব গবর্ণমেণ্ট উল্লেখিত বাবুকে প্রাগুক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করণের মানস করায়, সাতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার ওয়েল্স রাজ্যের রাজকুমারের সপ্তদশ বর্ষীয় শুভ জন্ম দিবস গত হইয়াছে, এই মঙ্গল জনক সংবাদ প্রচারার্থ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে তপনোদয়কালীন অনুমান এক বিংশতিবার তোপধ্বনি হইয়াছিল।

৪ নবেম্বর দিবসীয় দিল্লীগেজেট পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর, হাজিপুর নামক স্থান হইয়া কোনো তীর্থ স্থানে গমন করণ মানসে দশ সহস্র লোক সমভিব্যাহারে নেপাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিসাধিকারে আগমন করায়, রাজপুরুষেরা উক্ত বীরবরকে এতাধিক সঙ্গী সহবাসে গমন করিতে নিষেধ করত এক সহস্র লোকের সহিত যাত্রা করিতে অনুমতি করিয়াছেন, শুনিলাম, জঙ্গ বাহাদুর, রাজপুরুষদিগের এরূপ আদেশের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত অগত্যা তাঁহারদিগের আজ্ঞানুসারে সম্মত হইয়া এক সহস্র লোক সমভিব্যাহারে ব্রিটিসাধিকার দিয়া গমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহার বিস্তর দ্রব্যাদি শকটারোহণে ইতি মধ্যে হাজিপুরে উপনীত হইয়াছে।

হরকরার বান্দাস্থ কোনো সংবাদদাতার প্রেরিত পত্র পাঠ করত অবগতি হইল, "বান্দার বিদ্রোহী নবাবের জনেক অনুচর, ব্রিটিস সেনা-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন, উক্ত ভৃত্য আত্ম মুখে এমত ব্যক্ত করিয়াছে, যে তাহার প্রভু ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া হয়তো নিহত হইয়াছেন, নয় আহত হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

কবিকুল তিলক শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ভারতবর্ষে মহামান্য শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর স্বীয় শাসন সংস্থাপন উপলক্ষে নাটোর নিবাসী মহামান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা আনন্দ নাথ রায় বাহাদুর ১ নবেম্বরে স্বীয় নানা-শোভায়-শোভিত মনোরম ইন্দ্রপুর তুল্যধামে ও গ্রামে নানাবিধ সাত্ত্বিক ও তামসিক ক্রিয়া সম্পাদন করত পরমানন্দে ঐ দিবস রজনী-যাপন করিয়াছেন। অরুণোদয় সময়ে তোপধ্বনি আরম্ভ হইয়া পুনরুদয় পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় দিবামানে দীন দুঃখিকে যথা-সম্ভব কিঞ্চিৎ দানে রত ছিলেন, সায়াহ্নকালে রাজপুরে মহোৎসব জানিয়া স্বদেশীয় বিদেশীয় নানাবর্ণের বিবিধ প্রকার লোকের আগমন আরম্ভ হইলে নরেশ প্রথমত আতশে অগ্নি প্রদানের আজ্ঞা প্রকাশিলে কিয়ৎকাল নানা প্রকার কৌতুক দর্শন হইল, পশ্চাৎ শিবারাধিত মহাদেবী শ্রীশ্রীঈশ্বরী আনন্দ কালীর ভবনে ও নিজ গৃহে নৃত্যগীত হইতে লাগিল এবং তদীয় আলয়ে ও নগরীতে কোনো স্থান তিমিরা চ্ছন্ন থাকিতে না পারায় এবং গগন মণ্ডল শোভন করণার্থ অসংখ্য ফানুস উড়ানের আজ্ঞা প্রকাশিলেন এই সকল ধূমধামে যাহারা শ্রীশ্রীমতি মহারাজ্ঞীর আজ্ঞা বুঝিতে অজ্ঞাত ছিল, তাহারাও পরস্পরের কথোপকথনে জ্ঞাত শীল হইল।

শ্রীনবকুমার শর্ম্মণঃ।
সাং কামার দিয়াড়া।
জেলা রাজশাহী।
থানা নাটোর।

পরমপূজ্য প্রবর কবীশ্বর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

সম্পাদক মহাশয়! এই নিম্নলিখিত কবিতাটী আপনকার প্রশ্নানুসারে সাতিশয় পরিশ্রমে রচনা করিলাম, এবং গানের প্রতি স্পৃহা হওয়াতে সাহসী হইয়া এই প্রথম একটী গান সাধ্যানুক্রমে রচনা করিয়া ভবদীয় সন্নিধানে প্রেরণ করিলাম, এই নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করাতে বোধ করি আপনিও উৎসাহ প্রদানে ত্রুটি করিবেন না। সে যাহা হউক, এক্ষণে একবার করুণা কটাক্ষে দৃষ্টি করিয়া উল্লেখিত বিষয়টী সংশোধনান্তে সুপ্রসিদ্ধ প্রভাকর পত্রিকা প্রান্তে প্রকটন করিয়া চিরবাধিত ও উৎসাহিত করিবেন।

যৌবন কাল গত হওয়াতে খেদোক্তি।

পূরণার্থে প্রশ্ন।

তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়?।

পদ্য।

কোথায় সে গেল মম, সুখের যৌবন।
সুখেতে সম্ভোগ হোতো, রমণী রতন॥
ডুবিয়া অগাধ নীরে, প্রেমের সাগরে।
রতন স্বরূপ সুখ, ধরিতাম করে॥
অনিবার চিত্তমম, থাকিত সন্তোষে।
পুলকের প্রেমপূর্ণ, হৃদয়ের কোষে॥

কে নিলো হরণ কোরে, এমন সময়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়?॥

হায় হায় কোথায় সে, সুখের যৌবন।
যে কালে কোরেছি কত, ধন উপার্জ্জন?॥
কত লোক বশে ছিল, তখন আমার।
ধনের লাগিয়া সবে, হোতো আপনার॥
এখন তাদের সব, দেখিতে না পাই।
ধনের অভাবে আর, কেহ কাছে নাই॥
সকল কালের রাজা, যে কাল নিশ্চয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়?॥

কোথায় সে বল, গেল, কালের সহিত?।
ক্রমেতে হোতেছে যত, ইন্দ্রিয় রহিত॥
কোথায় গিয়াছে মম, দৃশ্য মনোলোভা।
একেবারে হরিয়াছে, বয়ানের শোভা॥
আর কি সে রূপ আছে, কুরঙ্গ নয়ন।
সে বদন নহে আর, শোভার সদন॥
সময় সহিত সব, হোয়েছে নিলয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়?॥

বেশ কোরে বাঁকাতাম, কেশ সমুদয়।
কোন্‌দিগে ফিরাইলে, শোভনীয় হয়॥
একে সব কালো কেশ, বেশ করা তায়।
হেরিলে মুনির মন, ভুলে তায়ে যায়॥
এখন কি আর আছে, সেই রূপ কেশ।
সব শাদা হোয়ে গেছে, কিসে করি বেশ॥
ক্রমে ক্রমে সব শোভা, হরিল সময়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

কোথায় গিয়াছে সেই, মধুর বচন।
কথা কোয়ে কাহার, তুষিব আর মন॥
স্থির হোয়ে কে শুনিবে, সুমধুর গান।
পরিতোষ হবে শুনে, সুলোলিত তান॥
সে রূপ গলার সূর, আছে কি এখন।
কাল সহকারে সব, কোরেছে গমন॥
যে সময়ে হোয়ে ছিল, কত সুখোদয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

দয়া ধর্ম্ম আদি কোরে, সমুদয় বৃত্তি।
ক্রমেতে হোয়েছে মনে, সকলি নিবৃত্তি॥
পরের করিব হিত, এই যে প্রবৃত্তি।
কিসে হবে ধরাধামে, আপনার কীর্ত্তি॥
সে সকল ইচ্ছা মম, হইয়াছে ক্ষীণ।
ক্রমেতে আমিও তত, হইতেছি দীন॥
কালের কুটিল গতি, বুঝিবার নয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

কোথায় গিয়াছে মম, প্রিয় মিত্রবর।
কোরেছি যাহার সনে, কার্য্য সুখ কর॥
মনের সকল কথা, কহিতাম যারে।
সে আমার তার কথা, বলিত আমারে॥
সম ভাবে সুখে সুখী, উভয়ে দুজন।
হইলে আমার দুখ, তারো দুখী মন॥
যৌবন গিয়াছে বোলে, বিচ্ছেদ উদয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

স্বভাবের দৃশ্য যত, করি দরশন।
একেবারে মজিত, মোহিত হোতো মন॥
স্থির মনে ভাবিতাম, স্বভাব স্বভাব।
কতরূপ ভাবনার, হোতো আবির্ভাব॥
কিরূপে কাহার জন্ম, কিসে হয় লয়।
কেমনে বা বৃদ্ধি হয়, কিসে হয় ক্ষয়॥
শরীরে সেরূপ শ্রম, এখন কি সয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

যেখানে সেখানে ছিল, আহার বিহার।
যখন যেমন ইচ্ছা, হোতো ভোগ তার॥
এই দেখি এই আছি, এখানে এখন।
একেবারে কত দূরে, কোরেছি গমন॥
সেরূপ সবল পদ, এখনতো নাই।
কেমনেতে পদে চোলে, দূর দেশে যাই॥
অবস হোয়েছে ক্রমে, ইন্দ্রিয় নিচয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

কবিতার সুধারসে, মুগ্ধ ছিল মন।
কত ভাব আনিতাম, যেখানে যেমন॥
স্বভাব স্বভাবে হোতো, ভাবের উদয়।
নয় রসে সমভাব, যখন যা হয়॥
এখন কি মনে আর, কিছু ভালো লাগে।
আর কি তেমন ভাব, অন্তরেতে যাগে॥
সদাই বলিছে মন, কিছু ভালো নয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

জ্ঞান-গর্ভ পুস্তকের, ভাব-লোয়ে যত।
মনেরে দিয়াছি মনে, উপদেশ কত॥
পাছে মন কভু করে, কুপথে গমন।
রিপু ছয় পাছে হয়, প্রবল তখন॥
কর্ম্ম দোষে অবশেষে, পাছে পাপী হই।
অকুল পাথারে পোড়ে, করি হই হই॥
এইরূপে পাপের, বিপক্ষে ছিল ভয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

দিন দিন কিছু যেন, উপার্জ্জন হয়।
বৃথা যেন নাহি যায়, সুখের সময়॥
এইভাবে কাটাতাম, কার্য্যে হোয়ে রত।
কিছু কিছু লাভ হোয়ে, দিন হোতো গত॥
পরিমিত পরিশ্রম, কর্ম্মে সব হতো।
শরীরাদি সব দিগ, ঠিক সব রোতো॥
এখন এদিগ হোলে, ওদিগ না রয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

ক্রমে ক্রমে হইতেছে, যত গত দিন।
আমারো শরীর তত, হইতেছে ক্ষীণ॥
মন আর ঠিক্ নাই, কখন কি হয়।
মরণ স্মরণ হোলে, ভয়ের উদয়॥
আর কি তেমন আছে, যতন আমার।
কিছুতেই হইবে না, ভয়ের সঞ্চার॥
হোয়েছে সময় গত, পড়িয়াছে ভয়।
তেমন সুখের কাল, আর নাকি হয়॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

গিয়াছে যৌবন আমার, হইলাম ক্ষীণ।
অঙ্গের সুশোভা যত, হোয়েছি বিহীন॥
আপনার মনোমত, করিয়াছি সুখ যত।
এখন কি হয় তত, আসে কি সে দিন॥
দিন যত শেষ হয়, মরি মরি সদা ভয়।
মন নাহি স্থির রয়, ভয়ের অধীন॥

মহাশয়ের নিতান্ত অনুগত।
মহেশ্বরপুর নিবাসী।
হোগকুঁড়িয়া প্রবাসী।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
অতি উত্তম। প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO a the *Probhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংজ্ঞাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৬৯ সংখ্যা] শনিবার ২৯ কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল। ইং ১৩ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।।০
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড .... ১।০
স্বপ্নদর্শন ....৵

সংবাদ প্রভাকর

২৯ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টরিয়াব্দা ১

বান্দার স্পেসিয়েল কমিস্যনর-মেং ক্রু সাহেব, পিয়ারখান নামক জনেক চাপরাসিকে অকারণে দোষী করত তাহাকে ১৪ বৎসরের নিমিত্ত কারাগারে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন, পরে প্রাগুক্ত চাপরাসী, গবরনর জেনেরল বাহাদুরের সমীপে আপনার নির্দোষিতাপ্রমাণ করণার্থ পুনর্বিচার প্রার্থনা করে, বাহাদুর মোকদ্দমার কাগজ পত্রাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা পূর্ব্বক চাপরাসিকে নিরপরাধী অবগত হইয়া

কারামুক্ত করিতে আদেশ দিয়া কমিস্যনর সাহেবকে অবিবেচক জ্ঞানে পদচ্যুত করিয়াছেন। রাজনীতিজ্ঞ বিজ্ঞপক্ষপাত পরিশূন্য দয়ার সাগর শ্রীশ্রীযুতের সুবিচারে দীনহীন চাপরাসী নির্দ্দোষী হওয়াই কারাগারে বাস করাতে যে অশেষবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইল ইহা পাঠ করত সকলেই বাহাদুরকে অগণ্য ধন্যবাদ পুর্ব্বক নমস্কার প্রদান করিবেন, কেননা উক্ত অশেষ গুণযুক্ত মহাত্মা এরূপ উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া যখন সকল প্রকার অবস্থা বিশিষ্ট প্রজাপুঞ্জের উপর সমান কৃপা প্রকাশ করত যাহাতে কেহ অবিচারে ক্লেশ প্রাপ্ত নাহয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তখন তাঁহার শাসনাধীনে ভারতবর্ষীয় প্রজারা সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারগ হইবে তাহার সন্দেহ কি আছে?

অবগতি হইল, গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্রের কর্ম্মে, ছোট আদালতের একটিং তৃতীয় বিচারপতি মেং রে সাহেবকে নিয়োগ করিয়াছেন, পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরল লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর এরূপ নিয়ম করিয়া যান, যে কলিকাতার জুনিয়র মাজিষ্ট্রেটী পদ ঐতদ্দেশীয় সদ্বিদ্বান কর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকেই দেওয়া যাইবেক, ইংরাজেরা উক্ত কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই নিয়ম ভঞ্জন পূর্ব্বক একজন অচিহ্নিত ফিরিঙ্গীকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, তাঁহারা কি এতদ্দেশীয় ব্যক্তির মধ্যে আর এক জনও উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হইলেন না? বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে অনেক নীতিজ্ঞ বিজ্ঞ বাঙ্গালী প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তবে বোধ হয়, রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত উচ্চপদে বাঙ্গালিদিগকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না, শ্রীশ্রীমতী রাজ্যেশ্বরী স্বীয় ঘোষণাপত্রে এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরদিগের মধ্যে যে, যেরূপ, উপযুক্ত হইবেক তাহাকে তদনুযায়ী কর্ম্ম প্রদান করিতে অমনোযোগ করা যাইবেক না, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটি কার্য্য দ্বারা দেখান কর্ত্তব্য হইতেছে, অতএব শ্রীশ্রীমতির নবীন গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা সদ্বিদ্বান বিজ্ঞ বাঙ্গালিদিগকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে যেন বিশেষ যত্নযুক্ত হয়েন, বাঙ্গালিদিগের নিমিত্ত যে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পদ স্থাপিত হইয়াছে, সেই পদে ইংরাজ নিযুক্ত করত, উপযুক্ত বাঙ্গালিদিগকে ভরসা বিহীন করা সুবিবেচক গবর্ণমেণ্টের কোনোমতে উচিত হয়না।

আমরা বেথুন সোসাইটী নামক সভার পঞ্চম সংখ্যক রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি, ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতিমেং ম্যাকলিয়ড ওয়াইলি সাহেব, এবং শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল সোম, ইঁহারা উভয়ে যে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন, তাহা ঐ পুস্তক মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে, সাবকাশের স্বপেতা প্রযুক্ত তাহা পাঠ করা হয় নাই, সময় ক্রমে সমুদয় পাঠ করত যথোচিত স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অমনোযোগী হইব না।

পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবর্ত্তে প্রেসিডেন্সী কালেজের হিষ্টরিকেল প্রোফেসর মেং ই, এ, কাউয়েল সাহেব, সংস্কৃত কালেজের আফিসিয়েটিং প্রিনসিপেলী পদে উপবিষ্ট হইয়াছেন। অবগত হওয়া গেল উক্ত সাহেব, তিন মাসের নিমিত্ত প্রাপ্তক্ত কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবেন, এই সময়ের মধ্যে যদ্যপি কালেজের উন্নত অবস্থা দেখেন, তবে আর কিছু কাল তথায় থাকিবেন, এবং দিন দিন যাহাতে আরো উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এমত কল্পনা করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে সংস্কৃত কালেজের বিনিময়ে একটা সামান্য সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন। শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট মাদ্রসা কালেজ, উঠাইয়া দিবেন এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের দোষাদোষ বিচার করণের নিমিত্ত যে তিন জন কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে মহারাণীর সুপ্রিমকোর্ট বিচারালয়ের বেরিষ্টার মেং হাইও সাহেবকে, গবর্ণমেণ্ট পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ ৮৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অপর দুই জন কমিস্যনরকে এরূপ বেতন প্রদান কেন করিলেন না?!

বাকরগঞ্জ হইতে কয়েক জন বাণিজ্যকারী কোনো কার্য্যোপলক্ষে আমারদিগের নিকট আগমন করিয়াছিল, তাহারদিগের প্রমুখাত অবগত হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইলাম, তথায় তামাকু ১০ করিয়া প্রত্যেক সের বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে, চাউল টাকায় ১০।১২ সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে, এবং অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যাদিও অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কহিল, এবারে নূতন চাউলও উচ্চ দরে বিক্রয় হইবে এমত বোধ হইতেছে।

আনাদামান নামক প্রকাণ্ড উপদ্বীপে তিন সহস্র বিদ্রোহি দ্বীপান্তরিত হইয়াছে, তথায় এতাধিক লোক সমাবেত হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট এমত নিয়ম করিয়াছেন, যে, ভবিষ্যতে প্রাপ্তক্ত স্থানে আর বিদ্রোহি কয়েদী প্রেরণ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহারা তৎস্থানে একত্রে বহু সংখ্যায় মিলিত হইলে কোনো রূপ কুপ্রবৃত্তিতে রত হইতে পারে।

মৃত মহাত্মা বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর্ম্মে গবর্ণমেণ্ট মেং বলেড সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। উল্লেখিত পদে কোনো উপযুক্ত বাঙ্গালিকে অভিষিক্ত করিলে অত্যন্ত সুবিবেচনার কার্য্য হইত।

কোনো ইংরাজী পত্র পাঠে অবগতি হইল, বিদ্রোহী তাঁতিয়া তোপির অধীনে রোহিলাস্থ বিস্তর সেনা চাকর স্বীকার করিয়াছে, এবং নানা স্থান হইতে বিদ্রোহী সেনারা দলবদ্ধ হইয়া উক্ত বিদ্রোহির আশ্রয় লইতেছে।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, বিদ্রোহি জমীদার বেণীমাধুর অধীনে অধুনা বিংশতি সহস্র রণদক্ষ সেনা প্রস্তুত আছে, এতদ্ভিন্ন অশিক্ষিত বিস্তর সৈন্য তাঁহার দ্বারা সংগ্রহিত হইতেছে, এমত অবগত হওয়াগিয়াছে যে, উক্ত দুরাচারী, সুযোগ মতে একবার ব্রিটিস বিপক্ষে বিলক্ষণরূপ সমর সজ্জা করিবেন, তাঁহার এ কল্পনা বামনের বিধু ধারণেচ্ছা-মত হইবে, এরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, শুনিলাম এক্ষণে তাঁহার নিকট ২০ টা তোপ আছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক কোনো বন্ধুর গোপনীয় পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, সেনাপতি মেং ওয়েদারেল সাহেব অধীনস্থ সেনা সমভিব্যাহারে আমতি নামক স্থানের দুর্গ হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করণার্থ, বীরবর হোপ গ্রাণ্ট সাহেবের অধীনস্থ সেনাগণের সহিত মিলিত হইবার মানসে গমন করেন, পথিমধ্যে তিনি, শত্রুগণ কর্ত্তৃক এরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, যে, তাহাতে তাঁহার রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু এরূপ দুরাবস্থায় পতিত হইয়াও তিনি সাতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদ্রোহিদিগের সহিত সমরে প্রবর্ত্ত হয়েন, কিন্তু শত্রুদিগের সংখ্যা অধিক হওয়ায় উল্লেখিত সেনাপতি পরাজিত হইয়া স্বীয় সেনাদিগের সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষের প্রায় ১০০ ব্যক্তি সমর শায়ী হইয়াছে।”

আমারদিগের গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর আগত ডিসেম্বর মাসের শেষে উত্তর পশ্চিম রাজ্য হইতে এতন্নগরে প্রত্যাগত হইবেন, এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

অবগতি হইল, মুরশিদাবাদের নবাবের বাসের নিমিত্ত একটি প্রকাণ্ড উৎকৃষ্ট ইমারত নির্ম্মাণার্থ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, ২,৯০,০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিদিগের ইঞ্জিনিয়র অর্থাৎ শিল্পী মেং পারডন সাহেব, গত মেইলে বিলাত হইতে এতন্নগরে আগমন করিয়াছেন। মেজার্স ব্রাসি সাহেব, এম্পলি সাহেব, প্যাকস্টন সাহেব, এবং মেং হোয়াইট সাহেব উক্ত কোম্পানিদিগের প্রায় সমস্ত কর্ম্ম ফুরাণ করিয়া লইয়াছেন, ইহাতে এমত প্রতীতি হইতেছে, যে, শীঘ্রই কর্ম্মারম্ভ হইবে।

আলাহাবাদ হইতে প্রতাপগড় পর্য্যন্ত একটা শাখা বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ-তার চলিয়াছে, যে তার ভাগীরথীর উপর দিয়া গিয়াছে, সেই তার সুলতানপুর হইয়া ফয়জাবাদাভিমুখে গমন করিয়াছে, শুনিলাম

ফয়জাবাদ এবং লক্ষ্ণৌ মধ্যে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের তার বসিয়া তদ্দ্বারা সংবাদ গতায়াত হইতেছে।

মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি "ট্রেবেভেনড্রাম" নামক স্থান বাসিরা তথায় একটা ধর্ম্মালয় নির্ম্মাণ করণার্থ অত্যন্ত মনোযোগী হইয়াছে, উক্ত দেবমন্দির নির্ম্মাণ এবং তাহা নানা বিধ দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জীভূত করণে ৬,৪০০মুদ্রা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বাসিন্দাগণ চাঁদার দ্বারা ২,৬১৭ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ঐমত টাকা দেওনে অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে আর ১২৬৬ টাকা সংগ্রহ হইলেই উল্লেখিত স্থান বাসিদিগের মানস পুর্ণ হইবে।

বিদ্যা বিশারদ ডবলিউ ওসীনোস সাহেব, সিলন উপদ্বীপ হইতে গবর্ণমেণ্টে এমত সংবাদ দিয়াছেন, যে উক্ত উপদ্বীপের চারিদিগে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ তার বসান হইয়াছে।

অম্বালাস্থ ৬৪ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনারা রাজ বিদ্রোহাচরণে প্রবর্ত্ত হইবার উপক্রম করায়, তৎস্থানীয় সেনাপতিরা তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

মদ্রচিত নিম্নলিখিত কয়েক পঁক্তি পদ্য সংশোধনান্তে ভবদীয় অজ্ঞান তিমিরনাশক বিশ্বব্যাপক প্রভাকর পত্রিকপার্শ্বে প্রকটন পূর্ব্বক পরম পরিতোষ পীযূষ প্রদানে চিরবাধিত করিবেন।

তত্ত্বপ্রকরণ।

পদ্য।

সজীব হইয়া জীব, উঠ এই বেলা।
আঁখি মেলি দেখ দেখি, আছে কিনা বেলা॥
মোহরূপ নিদ্রাবশে, কত দিন রবে।
হাস্যকর আস্য খানি, হরিনাম রবে॥
চির কাল আজ কাল, কত আর কবে।
ধীর মনে স্থির কর, ক্ষীর খাবে কবে॥
হারিয়োনা তত্ত্ব জ্ঞান, মত্ত হোয়ে মদে।
কতদিন মত্ত রবে, মদরূপ মদে॥
লোভরূপ মহা-ক্ষুধা, প্রকাশিছে বল।
পরমার্থ সুধাপান, কবে হবে বল॥
কামনার কুকামনা, করিলে যতন।
দুখের মুখের গ্রাসে, হইবে পতন॥
সুখের সুচারু মুখ, যদি কর আশ।
এই বেলা ছাড় তবে, কা-ময প্রয়াস॥
একবার ক্রোধ হোলে, রোধ করে বোধ।
ছারখার করে সব, মানেনা প্রবোধ॥
রিপুছয় অতিশয়, বিষের আধার।
কিসে তায় হবে বৃষ্টি, সুধার সুধার॥
ইহাদের বীজ আছে, তোমারি অন্তরে।
ভেবে দেখ কি উপায়ে, ফেলিবে অন্তরে॥
রোপণ হইলে বীজ, কিছুদিন পরে।
গোপনে উঠিবে গাছ, মনঃক্ষেত্রোপরে॥
ছয়দিগে ছয় ডাল, হইবে বিস্তার।
বিষম বিপদ তায়, রবেনা নিস্তার॥
প্রবল হইয়া ক্রমে, হবে কত ফল।
সে ফল সুফল নয়, বিফল ফল॥
পরহিংসা পর-দ্বেষ পর পরীবাদ।
কেবলি তাহাতে ঘটে, বিষম বিবাদ॥
বিষম বিষয় ক্ষুধা, সুধা কোথা তার।
পরমার্থ সার সুধা, লহ তার তার॥
সুধা পান কোরে কর, ক্ষুধা নিবারণ।
মিছামিছি জ্বোলোনারে, বুভুক্ষা কারণ॥
চারণ করহে পদ, সুপদের পদে।
কত দিন দীন রবে, পাপের বিপদে॥
দিবা হয় অবসান, মুক্তহবে কবে।
সুধাধাম হরিনাম, কবে আর কবে॥
ভব পারাবার মাঝে, ভাসে দেহ তরী।
কি পালী তুলিয়া তায়, তরি লয়ে তরি॥
নাবিক কে হবে তার, হাল কি হইবে।
কেমনে পবন ভরে, সুখেতে যাইবে॥
এসকল ভেবে চিত্তে, ছাড় তবে তরি।
হাহাকার কোরোনাকো, কিসে তরি তরি॥
এই বেলা ভাব সব, উপায় বিহিত।
কিরূপেতে হবে পার, তরির সহিত॥
যদ্যপি লোভের ঝড়, উঠে একবার।
কেমনেতে হবে পার, ভব পারাবার॥
তখনি হইবে পাপ, তুফান সৃজন।
প্রবল প্রলয়ে তরি, হবে নিমজ্জন॥
ধর্ম্মরূপ পালী তুলে, এই বেলা দেহ।
অর্থের পবন ভরে, সুখে যাবে দেহ॥
কি ভয় নাবিক আছে, বিভু কর্ণধার।
অনায়াসে মুক্তি হবে, পেয়ে মোক্ষধার॥
সুকামনা হালী হবে, রবেনাকো ভয়।
কি ভয় কি ভয় বল, সদাই অভয়॥
মনেরে বুঝাও সদা, হরি হরি হরি।
অনায়াসে তরি মাঝে, সব দুখ হরি॥
চিত্তাকাশে বোধ চন্দ্র, করিয়া উদয়।
পাপরূপ তমোহরি, করহে উদয়*॥
সুকৃতি সুপ্রভা তার, প্রভাবে প্রবল।
কোথা রবে তার কাছে, পাপের প্রবল॥
উদয় না হোতে হোতে, পলাবে কোথায়।
পরাক্রম হবে তার, সকলি বৃথায়॥

নিতান্ত অনুগত।

শ্রীপুর্ণচন্দ্র বসু।

জিলা বারাসত, পরগণে আনরপুর

*উদয় প্রকাশমঙ্গল।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃস্ফুরণ

এই প্রভু কর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চক্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ধ্বামংজাম মতল্লগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৭০ সংখ্যা] সোমবার ১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

১ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দা ১

হে জগদীশ্বর!—তুমি সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বেশ্বর। তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ. তুমি কটাক্ষ মাত্রেই কত কত বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব বিরচন করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বিলুপ্ত করিতেছ, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, সকল করিতে পার, অতএব হে পরম-করুণাকর পরমেশ্বর! আমারদিগের ইংলণ্ডেশ্বরী, ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতি মহারাণী বিক্টোরিয়া জননীর সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করত অস্মদাদিকে পরম-সুখি করুন।

হিতাবলী

সুহৃদ্ভেদ।

নৃপতিনন্দন।

হে সংশয়চ্ছেদক শিষ্যবৎসল গুরো। আপনার অনুকম্পায় আমরা মিত্রলাভ, বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চরিতার্থ হইলাম; সংপ্রতি খলেরদিগের স্বভাব এবংব্যবহার শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে। তাহারা কিপ্রকার কৌশলে সুহৃদ্ভেদ করিয়া পরস্পর প্রমাদ ঘটনা করে? আর কিরূপ অবস্থায় বা অবস্থান করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করে? তাহার বিস্তারিত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া আনন্দ বিতরণ করুন। আমরা বিশিষ্টরূপে তদ্বিশেষ অবগত হইয়া এই অবধিই সাবধান হইব, কখনই খলের অধীন হইবনা, শঠের সহিত যদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাই করিব।

অধ্যাপক।

সাধু সাধু! তোমারদিগের এই সৎপ্রসঙ্গে আমি পুনর্ব্বার অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম। খলের আচরণ দৃষ্টে ও ইতিহাস পাঠে যেরূপ অবগত হইয়াছি, তাহাই উল্লেখ করিতেছি, অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবগত হও।

প্রথমত খলের ব্যবহার শ্রবণ করিলে তোমরা অত্যাশ্চর্য্যই জ্ঞান করিবে। খলচরিত্র অতি বিচিত্র। এই খল কিছুতেই সরল হইবার নহে। যেমন নদ-নদীর বক্রতার নিবারণ কখনই হয়না, সেইরূপ খলদিগের কুটিলগতি রহিত করণের কিছুমাত্রই উপায় নির্ণয় হইতে পারেনা। এবিষয়ে জগদীশ্বর স্বয়ং অক্ষম। খলের সহিত কস্মিন্‌কালেই কাহারো মিত্রতা হয়না।

যথা খল চরিত্র।

পদ্য।

নমস্কার কর সবে, খলের চরণে।
জননী না শোক পায়, যাহার মরণে॥
নরাধম কেহ নাই, খলের সমান।
ত্রিজগতে, নাহি তার, উপমার স্থান॥
বিষধর ধরে বিষ, বিষে হয় হিত।
খলের তুলনা শুধু, খলের সহিত॥
সাপের কামোড়ে বটে, প্রাণে নাহি বাঁচে।
কিন্তু তায় বাঁচিবার, সম্ভাবনা আছে॥
দুব্যগুণ, জলসার, ঝাড়ান ঝোড়ানে।
সর্পাঘাতে কেহ কেহ, বেঁচেথাকে প্রেপে॥
ভুজঙ্গ বাতাস খেয়ে, থাকে পরিতে যে।
জগতের প্রিয় নয়, খলতার দোষে॥
খলজন নাহি বধে, কামোড় মারিয়া।
সর্ব্বনাশ করে শুধু, পরশ করিয়া॥
খল গিয়া ছল করি, এক জনে ধরে।
সেই যোগে পরস্পর, কত লোক মরে॥
সঙ্গ আর পরশেতে, করে অপকার।
পাছোড়া, ছেঁচোড়া নয়, সেরূপ প্রকার॥
চিত্রকরে, চিত্র করে, তুলী তুলি করে।
স্বরূপ, বিরূপ, রূপ, কত রূপ করে॥
চিত্রের কৌশল তার, অতি অপরূপ।
সমভূমি, উঁচু, নীচু দেখায় যেরূপ॥
সেইরূপ ভাব ধরে, খল জন যত।
অসত্যেরে, সত্য করি, ভান্ করে কত॥
তা-দর অসাধ্য ভাই, আছে, আর কিবা।
দিবারে রজনী করে, রজনীরে দিবা॥
ছলনার সুচনায়, সুন্দর সঙ্গতি।
সতীরে অসতী করে, অসতীরে সতী॥
কেমন বিচিত্র ভাব, ধরিয়াছে খল।
জলেরে অনল করে, অনলেরে জল॥
কি ভাব খেলিছে তার, মনের ভিতরে।
বিধাতার অগোচর, কি জানিবে নরে?॥
খল কভু নাহি হয়, বিনয়ের বশ।
তার কাছে, কোথা আছে, সুজনের যশ॥
পূজা কর, স্তব কর, সেবা কর যত।
বিপরীত ফল লাভ, হবে তায় তত॥
অকপট প্রেমভাবে, প্রেম নাহি পায়।
সমাদরে তুষ্ট নয়, এ, যে, বড় দায়॥
কুজন যদ্যপি হয়, পৃথিবীর পতি।
তথাচ হবেনা তার, সুপবিত্র-মতি॥
মিত্রভাব যত ধর, শত্রু তত হয়।
যে লয় শরণ, তার, মরণ নিশ্চয়॥
শঠ-সঙ্গ ভয়ানক, অনল সমান।
শঠের সহিত বাস, না হয় বিধান॥
ধূর্ত্ত লোক আপনার, কুশল কারণ।
অনায়াসে বধ করে, পরের জীবন॥
সমুদয় পাপ কর্ম্মে, পটু অতিশয়।
দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, নাই লজ্জা ভয়।
আগুণের সঙ্গি হোলে, যেরূপ প্রকার।

একেবারে পোড়াইয়া, করে ছারখার ॥
শঠ-সঙ্গ, অবিকল, সেরূপ প্রকার।
উত্তমে অধম করে, নাহি রাখে সার ॥
বহুরূপী প্রায় খল, ঠাট করে কত।
আপনার কার্য্যকালে, ছলে হয় নত ॥
এক ঠাঁই, একরূপ, ভাব নাহি ধরে।
যেখানে যেমন দেখে, সেইরূপ করে ॥
স্তুতি, নতি, প্রিয়ভাষ, এমত প্রকার।
তার মত সাধু যেন, কেহ নাই আর ॥
মুখে করে মধুবৃষ্টি, বাহিরে সরল।
মনের ভিতরে ভরা, কেবল গরল ॥
বাপ্ বোলে, সম্বোধন, মুখের উপরে।
কত কটু কহিতেছে, ভিতরে, ভিতরে ॥
প্রকাশ্যতে, শিষ্টালাপ, কত তায় ভুর।
গোপনে রোপণ করে, নাশের অঙ্কুর ॥
সাক্ষাতে সম্মান করে, করিয়া চাতুরী।
অসাক্ষাতে ইচ্ছা করে, পেটে মারে ছুরী ॥
অতিশয় মায়াপটু, অপরূপ ঠাট।
খলজনে শিখিয়াছে, কি আশ্চর্য্য নাট ॥
বিষয়তে তুষ্ট নয়, কেমন পাতক।
উপকার পেয়ে হয়, গুণের ঘাতক ॥
বিস্ময় হয়েছি দেখে, শঠের ব্যাভার।
যাহার আশ্রয়ে থাকে, মন্দ করে তার ॥
অনুগত হোয়ে যার, হিত ভিক্ষা মাগে।
তাহারি অনিষ্ট যেন, করিয়াছে আগে ॥
মহৎ স্বভাব, তার, মহৎ যে, হয়।
আশ্রয়দাতার কাছে, নত হোয়ে রয় ॥
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মে সেই, প্রফুল্ল অন্তরে।
আপনার সাধ্য মতে, উপকার করে ॥
কমল আশ্রয় করি, অমল কমল।
মধুভরে ঢল ঢল, হাস্য খল খল ॥
সৌরভে করিয়া কত, গৌরব বিস্তার।
আশ্রয় জলেরে করে, শোভার আধার ॥
সেই জলে মকরাদি, করিয়া বিহার।
নিরন্তর করে শুধু, পাপের সঞ্চার ॥
খল সাপ, বাস করে, চন্দনের মূলে।
উপকার, কভু তার, নাহি করে ভুলে ॥
দশন প্রহারে করে, আশ্রমে আঘাত।
আশ্রয়েতে থেকে করে, মূলের ব্যাঘাত ॥
চন্দনের তরু কত, সুখের নিলয়।
কোন্ স্থান হিংসুকের, অধিকৃত নয় ?॥
বিষধর থাকে মূলে, ফুলে মধুকর।
আগ্রয় ভল্লুক উঠে, শাখায় বানর ॥
আশ্রয় পাইয়া তার, গুণ নাহি ধরে।
পরস্পর সকলেই, অপকার করে ॥
সার আছে, বস্তু আছে, রস আছে যথা।
দুরাচার দুর্জ্জনের, সমাগম তথা ॥
মহতের কাছে পেয়ে, মহৎ আশ্রয়।
স্বভাবের দোষে কভু, মহৎ না হয় ॥
বিষবৃক্ষে দিলে পরে, অমৃতের জল ॥
প্রসব করেনা কভু, সুমধুর ফল ॥
বেঁধে রেখে তাপ দেও, ঘৃত দিয়া ধুয়ে।
কুকুরের ল্যাজ তবু, যাবেনাকো শুয়ে ॥

আপনার কিছু মাত্র, নাহি উপকার।
অকারণে করে শুধু, পর অপকার ॥
মন্দ বিনা, ভাল কর্ম্ম, কভু নাহি জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য পাপ, কিছু নাহি মানে ॥
ধন নাই, বল নাই, এমন যে খল।
তার ভয়ে কাঁপে সদা, সুজন সকল ॥
খল যদি ধনবান, বলবান, হয়।
কোনোমতে তবে আর, রক্ষা নাহি রয় ॥
দেশের সকল লোকে, করিয়া অধীন।
বল পেয়ে, ছল পেয়ে, সে হয় স্বাধীন ॥
কাজে কাজে তার কাছে, সবে পরাভব।
আপনার ইচ্ছামত, কর্ম্ম করে সব ॥
কারে মারে, কারে কাটে, কারো লোটে পুরী।
কারে কারে দেশ থেকে, কোরে দেয় দূরী ॥
এইরূপে তার ভয়ে, সবাই অস্থির।
কখন্ কি কোরে বসে, কিছু নাই স্থির ॥
যে রাজার দেশে করে, বসৎ অসৎ।
সে দেশেতে মারাপড়ে, সমুদয় সৎ ॥
বিশেষত শঠ যদি, রাজপ্রিয় হয়।
সে রাজার রাজ্যে আর, ধর্ম্ম নাহি রয় ॥
সাধ-পূরে সেধে লয়, মানসিক-ক্রিয়া।
রাজ্য করে ছারখার, কুমন্ত্রণা দিয়া ॥
করিয়া সুহৃদ ভেদ, প্রমাদ ঘটায়।
পরস্পর প্রেমভাব, নাহি থাকে তায় ॥
কুমন্ত্রির মন্ত্র-দোষে, বুদ্ধির বিকার।
নৃপতিরে করে নানা, পাপের আধার ॥
কেবা অন্য, কেবা পর, থাকেনা বিচার ॥
বিপরীত, ভেবে হিত, একে করে আর ॥
এরূপ শঠের কথা, কি বলিব আর।
শত শত ঠাঁই আছে, প্রমাণ তাহার ॥

হে বাপু! তবে সুহৃদ্ভেদ বিবরণ শ্রবণ কর।

পদ্য।

বৃন্দাবনে, "বৎশীধর" বণিক কুমার।
নিয়ত বিদেশে করে, বাণিজ্য ব্যাপার ॥
বহুবিধ দ্রব্য লোয়ে, লাভের আশায়।
শকটে চড়িয়া "বৈশ্য", বনপথে যায় ॥
"সঞ্জীবক" নামে এক, "বলদ", তাহার।
যেতে যেতে, হোলো পথে, রোগের সঞ্চার ॥
খোঁড়া হোলো এক পদ, চলিতে না পারে।
"অগ্রবনে" গিয়া সাধু, ছেড়ে দিল তারে ॥
আহারের কিছু নাই, অভাব তথায়।
তিন পায়ে ভর কোরে, চোরে চোরে খায় ॥
এইরূপে খেয়ে খেয়ে, সেরেগেল পদ।
বল পেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট, সুখে গদগদ ॥
একদিন ঘটনা, হইল, অপরূপ।
"সুবোধ" নামেতে সিংহ, কাননের ভূপ ॥
"পশু" তি", পিপাসায়, পীড়া পেয়ে অতি।
জল খেতে, নদীতটে, করিয়াছে গতি ॥
হেন কালে "সঞ্জীবক", অতি বড় নাদে।
"কাঁগ্" রবে "ডাক্ ছাড়ে, মনের আহ্লাদে ॥

ঘোরতর শব্দ শুনে, হইয়া বিস্ময়।
"হরি" পেলে বনমাজে, মনোমাজে ভয় ॥
না করিয়া জলপান, ছুটে পলাইল।
সুস্থানে প্রস্থান করি, নীরবে রহিল ॥
স্থির হোয়ে, একা বোসে, ভাবিতেছে মনে।
বলবান কোনো পশু এসেছে এ বনে ॥
যদ্যপি ঘটনা হয়, এরূপ প্রকার।
আমার "প্রভু" তবে, রহিবেনা আর ॥
"দমনক" "করটক" "শৃগাল দুজন।
উভয়েই মৃগেশের, মন্ত্রির নন্দন ॥
দূর হোতে দুজনেই, দেখিতে পাইল।
ভয়পেয়ে ভীত হোয়ে, ভূপাল ভাগিল ॥
"দমনক", বলে ও হে, "করটক", ভাই।
চল চল রাজার, নিকটে, দোঁহে যাই ॥
কি কারণে, জলপান, হোলোনা রাজার।
মনমলে কেন হেন, ভয়ের ব্যাপার ?॥
ভূপতি হোলেন ভীত, কিসের লাগিয়া ?।
জিজ্ঞাসা করিতে হবে, বিশেষ করিয়া ॥
প্রভুভক্ত অনুরক্ত, সেবক যে জন।
সময়ে করিবে গিয়া, প্রভু দরশন ॥
কাল বিবেচনা করি, গেলে পরে কাছে।
অবশ্যই তাহে কিছু, উপকার আছে ॥
সুযোগের সময়ের, সন্ধান লইবে।
কখন কি প্রয়োজন, জানিতে হইবে ॥
"দাঁতনের", প্রয়োজন, দন্ত পরিষ্কারে।
"খড়িকের", প্রয়োজন, এঁটো ফেলিবারে ॥
চুলকুতে হোলে কাণ, "তৃণ", তায় চাই।
কতরূপ, প্রয়োজন, দেখ দেখি ভাই ॥
এসব যদ্যপি চাই, এসব বাভারে ?।
মানুষের প্রয়োজন, কত হোতে পারে ? ॥
বিশেষত ভৃত্য হয়, নিত্যসেবাকর।
সুখের নির্ভর করে, তাহার উপর ॥
করিবে স্বামির সেবা, হোয়ে সাবধান ॥
প্রভুর নিকটে নাই, মান অপমান ॥
ডাকে যদি কত ভালো, দাঁড়াইবে পথে।
না ডাকেতো, যেচে যাবে, বিবেচনা মতে ॥
বুদ্ধিবলে পারে যেই, নিয়মে চলিতে।
তারে আর নাহি হয়, অধিক বলিতে ॥

করটক কহিল।

ভাই আমারদিগের অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজন করেনা।—বিনা আহ্বানে গমন করিবেনা এবং জিজ্ঞাসিত না হইলেও কোনো প্রসঙ্গ করিবেনা।

দমনক কহিল।

প্রভুর কোনোরূপ বিপদ ঘটনা হইলে ও বিশেষ কোনো কার্য্য-কালের অতিক্রম হইলে এবং সুপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিলে হিতৈষি-দাসেরা জিজ্ঞাসিত না হইলেও জিজ্ঞাসা করিবে, সাবধান করিয়া দিবে। এবং ভ্রমভঞ্জন করিবে, যে দাস এমত সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া উচিত কর্ম্মের অন্যথা করে তাহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ এবং মূঢ় আর কে আছে ?।

পদ্য।

প্রভুর বিপদ যদি, হয় উপস্থিত।
দাস যারা হবে তারা, কাছে উপনীত ॥
মনে মনে স্থির করি, মঙ্গলের আশা ॥
জিজ্ঞাসিত, না হোলেও, করিবে জিজ্ঞাসা ॥
যুক্তি যোগে, জেনে নিয়ে, বিশেষ আভাষ।
সাধ্যমত, সে বিপদ, করিবে বিনাশ ॥
যদ্যপি জীবন যায়, তথাচ স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম তায়, হইবে প্রচার ॥
বিহিত কার্য্যের কাল, হোলে অতিক্রম।
গমনের কালে যদি, হয় পথভ্রম ॥
হিতকারী কর্ম্মচারী, যেজন হইবে।
সে সময়ে সবিশেষ, তখনি কহিবে ॥
কর্ম্মেতে যদ্যপি হয়, কাল অতিক্রম।
অবশ্য ঘটিতে পারে, বহু ব্যতিক্রম ॥
পথভুলে অন্যপথে, করিলে গমন।
কত মত হোতে পারে, বিপদ ঘটন ॥
নীতিমতে এই হয়, সতের লক্ষণ।
অধীনের উচিত, এরূপ, আচরণ ॥
সময়েতে, যে, না, করে, এরূপ আচার।
তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ, মূঢ় নাই আর ॥
জীবন হোতেছে রক্ষা, যার অন্ন খেয়ে।
"গুরুজন", কেবা আর, আছে তার চেয়ে ॥
যার দানে প্রতিদিন, করিছ আহার।
প্রাণ-দিয়ে কর সবে, উপকার তার ॥
কৃতজ্ঞতারসে সদা, মন যাবে গোলে।
কেহ যেন নাহি হাসে, অকৃতজ্ঞ বোলে ॥
কৃতকার্য্য হোলে পরে, পাইব প্রসাদ।
একেবারে দূর হবে, সকল বিষাদ ॥
করিতে উচিত কর্ম্ম, নাহি হয় ভুল।
"চাকরের", আকরের, তবে জানি মূল ॥

করটক কহিল।

প্রভু এবং দাস, এই উভয়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। যে ব্যক্তি কার্য্যে নিপুণ, সেই ব্যক্তিই প্রিয় হয়। অসমর্থ লোক কি প্রকারে রাজ প্রসাদ প্রাপ্ত হইবে ? দেহের বল বল নহে; কর্ম্মের বল বল।

রাজাজ্ঞা হেলন। পণ্ডিতের অনাদর। নারীর পৃথক-শয্যা এবং অবৈধ-হিংসা কখনই কর্ত্তব্য হয়না। আমরা অক্ষম, কি উপায়ে রাজাজ্ঞা পালনে পটু হইব ?

পদ্য।

প্রভুভক্ত, অনুরক্ত, অসমর্থ যেই।
সেবকের যোগ্য আর, নাহি হয় সেই ॥
তাহাতে প্রভুর আর, নাহি প্রয়োজন।
কিন্তু তার গুণ দেখে, করিবে পালন ॥
শরীর সরল বটে, কর্ম্মে পটু নয়।
তাহাতে প্রভুর কিবা, প্রয়োজন হয় ?॥
তার বল ব্যাখ্যা করি, কর্ম্মে-বল ধরে।
কাজেতে অশক্ত হোলে, সবলে কি করে ? ॥
কোনোমতে রাজআজ্ঞা, হেলা-করা-নয়।
যে জন হেলন করে, মন্দ তার হয় ॥
পণ্ডিতের অনাদর, উচিত না হয়।
আদর না করে যেই, মানুষ সে নয় ॥
নারীর পৃথক-শয্যা, অতি অনুচিত।
বিপরীত ঘটে তায়, নাহি হয় হিত ॥
বিধিহীন হিংসা-করা, বিধি কভু নয়।
জ্ঞানিগণে, কভু তারে, বৈধ নাহি-কয় ॥
যেজন আপন-বল, না কোরে বিচার।
অভিলাষ করে মনে, রাজপুরস্কার ॥
তিরস্কার হয় তায়, পুরস্কার নাই।
তাই বলি, বিধিমত, কর্ম্ম-কর ভাই ॥
যখন প্রভুর হবে, বিপদ ঘটনা।
মন্ত্রী তায়, করিবে বিশেষ বিবেচনা ॥
করিলে এরূপ কর্ম্ম, প্রতীকার হয়।
এইরূপে, প্রতীকার, যোগ্য কভু নয় ॥
সুবিহিত সদুপায়, করি প্রণিধান।
করিবে ভয়ের কালে, অভয় প্রদান ॥
উপায় না কোরে স্থির, যে দেয় সাহস।
তিরস্কারে হয় তার, মলিন মানস ॥
উপকার না করিয়া, পুরস্কার চায়।
তার মত হীন আর, কে আছে কোথায় ?॥
আপনার কার্য্যবলে, না করিয়া হিত।
প্রথমে প্রসাদ নেয়া, না-হয় উচিত ॥
বিশেষত রাজদ্বারে, উচিতো-নয়।
করিলে এরূপ কর্ম্ম, অমঙ্গল হয় ॥

দমনক কহিতেছে।

বিপদ, হয়েছে, কণ্ঠ পাতরের মত।
ব্যবহারে তাহাতে, পরীক্ষা হয় কত ? ॥
সময়ের আঁচ্ড়েতে, সব যায় আঁচা।
সহজে জানিতে পারি, ঝুঁটো আর সাঁচা ॥
মিত্রের আচার তায়, প্রকাশিত হয়।
বনিতার ব্যবহার, গোপন না রয় ॥
বেতনের বশ যারা, যত আছে দাস।
পায় তায় সকলের, স্বভাব প্রকাশ ॥
বল, বুদ্ধি, যত কিছু, শরীরের সার।
বিপদে অনায়াসে হয়, সকল প্রচার ॥

পাছে কোনো দোষ হয়, এরূপ ভাবিয়া কর্ম্মারম্ভ না করা "কাপুরুষের কর্ম্ম", কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অজীর্ণ ভয়ে উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়াথাকেন ?।

পদ্য।

পাছে কোনো দোষ হয়, এরূপ ভাবিয়া।
সদাকাল, সশঙ্কিত, সন্দেহ করিয়া ॥
নাহি করে, কোনোরূপ, কর্ম্মের সঞ্চার।
তার চেয়ে "কাপুরুষ", কেবা আছে আর ?।
পাছে নাহি পাক পায়, এইরূপ ডরে।
উপস্থিত অন্ন কেবা, পরিত্যাগ করে ॥
সকল কর্ম্মের আগে, বিবেচনা চাই।
বিচারে করিলে কর্ম্ম, কোনো দোষ নাই ॥

অপায় দর্শনে যে আপদ জন্মে এবং উপায় দর্শনে যে সম্পদের সঞ্চার হয়, মেধাবি-জনেরা নীতিশাস্ত্রের নিপুণতাদ্বারা অগ্রেই তাহা প্রকাশমানের ন্যায় দেখিতে পান।

পদ্য।

অপায়ে আপদ ঘটে, অশেষ প্রকার।
উপায়েতে, হয় কত, সম্পদ সঞ্চার ॥
বোধ নাহি করে যার, যাহার আধারে।
ভদ্রাভদ্র কিছু নাহি, বুঝিতে সে পারে ॥
নীতিশাস্ত্রে সুনিপুণ, মেধাবী যে, হয়।
প্রকাশমানের ন্যায়, দেখে সমুদয় ॥
তাই বলি, ওহে ভাই, নীতি অনুরাগে।
কি করিলে কি হইবে, স্থির কর আগে ॥
ধীর হোয়ে স্থির জ্ঞানে, চালো মনোরথ।
ছেড়োনা, ছেড়োনা, কেহ, উপায়ের পথ ॥
বিহিত না করে যেই, উপায় থাকিতে।
যশ, মান, পদ, সেই, পারেনা রাখিতে ॥
বিফলেতে ব্যয় করে, সুযোগের যোগ।
কখনো কি হয় তার, সুখের সম্ভোগ ?॥
উপায়ে "অপায়ে" দেখে, হীন হোয়ে রয়।
পুনর্ব্বার প্রতীকার, নাহি আর হয় ॥
"যত্নজল" নাহি দিলে, "কার্য্যতরুতলে"।
সুফলের ফল তায়, কখনো কি ফলে ?॥
উপায়ের কাল যদি, হয় অতিক্রম।
ঘটেই ঘটেই ঘট, বহু ব্যতিক্রম ॥

ভদ্রাভদ্র বিবেচনা, কখনো না করে।
আপনার বুদ্ধি দেবে, অভিমানে মরে ॥
আহারেতে ভাল, মন্দ, কিছু নাহি বাছে।
শাস্ত্রে হয় পরাজয় সকলের কাছে ॥
কেবল উদর মাত্র, বুঝিয়াছে সার।
উদর ভরণ বিনা, নাহি জানে আর ॥
মানবের দেহ পেয়ে, না হইল হিত।
প্রভেদ কি আছে তার, পশুর সহিত ?॥

কোনোকালে স্বরূপের, না হয় বিরূপ।
যাহার যেমন ভাব, লাভ সেইরূপ ॥
যেজন, সুকর্ম্ম করে, শুভফল পায়।
সম্পদ সম্ভোগ তার, পাছে পাছে ধায় ॥
উচ্চ স্থান, উচ্চ মান, উচ্চ হয় সব।
দশদিগে যশ ছুটে, করে উচ্চ রব ॥

যে জন কুকর্ম্ম করে, ভোগে পাপ ভোগ।
কেমনে হইবে তার, সুখের সংযোগ ?॥
যেজন প্রতীত দেয়, ভর করি ভিতে।
ক্রমেতে উপরে উঠে, গাঁথিতে গাঁথিতে॥
কূপের খননকারী, ঊর্দ্ধ নাহি রয়।
যত খোড়ে, তত তার, অধোগতি হয়॥
"কৃতজ্ঞতা মহাধর্ম্ম, যে করে পালন।
সাধু সাধু, সাধু তার, সফল জীবন॥

করটক কহিল।

হে ভাই! যদি কৃতকার্য্য হইতে পার, তবে এখনি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, জগদীশ্বর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করুন।

তাহার পর দমনক করটক উভয়েই সিংহরাজ সমীপে গমন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিল। হে মহারাজাধিরাজ! আপনি পিপাসাতুর হইয়া নদীকূলে গমন করিতেছিলেন, জলপান না করিয়া কি জন্য প্রত্যাগত হইলেন, আপনার ভয়ের কারণ কি ?

পশুরাজ প্রিয়ভাষে কহিলেন।

এসো বাপু মন্ত্রিকুমার! কেমন তোমাদের মঙ্গল-তো? আমি অদ্য এই বনে জল সমীপে অতি বড় এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়াছি।

দমনক কহিল।

কোনো বিশেষ কারণ না জানিয়া ও বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া কোনো বিশেষ বস্তু দর্শন মাত্রেই এবং কোনো বিশেষ শব্দ শ্রবণমাত্রেই হঠাৎ ভয় করা কর্ত্তব্য হয়না, নিগূঢ় কারণ জানিয়া যদি ভয়ের বিষয় হয় তবেই ভয় করিয়া যাহা করা উচিত শুদ্ধ তাহাই করিবে। যাহার বুদ্ধি আছে ও সাহস আছে, সে ব্যক্তি যুক্তি ও কৌশলে অতি অসাধ্য ও গুরুতর কার্য্য সকল অতি সহজেই সম্পন্ন করে।

পয়ার।

হঠাৎ দেখিয়া কিছু, ভয় করা নয়।
অকস্মাৎ শব্দ শুনে, করিবেনা ভয়॥
ভয়ের কারণ আগে, জানিতেতো হবে।
ভয়ানক যদি হয়, ভয় কর তবে॥
যদি নাহি থাকে কিছু ভয়ের ব্যাপার।
মিছে কেন ভয় পেয়ে, কর হাহাকার ?॥
ঘটে যার বুদ্ধি আছে, চতুর যে জন।
যুক্তিযোগে জেনে লয়, কার্য্যের কারণ॥
কৌশলে জানিলে পরে, বিশেষ কারণ।
সহজেই হয় তার ভয়ের ভঞ্জন॥
সন্ধানেতে যদি জানে, ভয়ের বিষয়।
বিপদের আগে ভাগে, সাবধান হয়॥
এইরূপ করে যেই, বুদ্ধির বিচারে।
বিপদ কি কোনোকালে, ছুঁতে পারে তারে?।
বুদ্ধি যার, জয় তার, কিছু নাই ভয়।
কোন্ কালে কোথা হয়, অবোধের জয় ?॥
উপমার উপন্যাস, করিয়া শ্রবণ।
উপদেশ লহ লহ, যত প্রিয়গণ॥

ত্রিপদী।

মধুপ্রিয় মহীপতি, মহিমায় মহামতি,
নিবসতি, নলিনী-নগরে।
আপদ বিপদ হত, পরস্পর প্রজা যত,
বহুকাল সুখে বাস করে॥
কালযোগে নিশাভোরে, ঘণ্টা চুরি করি চোরে
প্রান্ত-পথে করে পলায়ন।
দৈবে তথা ব্যাঘ্র আসি, তস্করের প্রাণনাশি,
করিলেক শোণিত সেবন॥
হইলে প্রভাত কাল, এসে বানরের পাল,
ঘণ্টা নিয়া করিল প্রস্থান।
পোড়ে আছে পথে শব, দেখিল মানব সব,
কেহ কিছু না পায় সন্ধান॥
কৌতুকেতে কপি সব, বনে করে ঘণ্টারব,
নগরেতে ধ্বনি তার ধায়।
সেই রবে পেয়ে ভয়, কত লোকে কত কয়,
সবে ভাবে, কি হইল হায়॥
নাগবল-বাদ্যকর, আসিয়াছে নিশাচর,
দিনে করে বিপিনে বিহার।
হোলে পরে বিভাবরী, গ্রামেতে প্রবেশ করি,
ধোরে করে মানুষ আহার॥
করি এই নিরূপণ, সারহীন যত জন,
একে একে ভয়ে পলাইল।
প্রজার এরূপ ভঙ্গে, রাজধানী ক্রমে ক্রমে,
জনহীন হইতে লাগিল॥
পাত্র মিত্র আদি যত, ভাবতেই জ্ঞান হত,
মনে মনে ভাবেন ভূপাল।
বলহারা যত বীর, কিছুই না হয় স্থির,
কি কারণে ঘটিল জঞ্জাল?॥
"বামা" নাসা গুণধামা, চতুরা গোপের বামা,
মনে এই করিল বিচার।
কিহেতু এমন হয়, অকারণে কভু নয়,
কারণ অবশ্য আছে তার ?॥
যে দিগেতে হয় ধ্বনি, সেই দিগে সেই ধনী,
চুপি চুপি চালায় চরণ।
গোপিনী গোপনে গিয়া, গহনেতে প্রবেশিয়া,
দূরে হোতে করে দরশন॥
চারিদিক্ চেয়ে চেয়ে, দেখিল গোপের মেয়ে,
বানরেতে ঘণ্টারব করে।
হোয়ে সব অবগত, মন্ত্রণা করিয়া কত,
ফিরে আসে সরস অন্তরে॥
কুতূহলে নানা ছলে, নৃপতি নিকটে বলে,
মহারাজ প্রণাম আমার।
অমঙ্গল অতিশয়, অনুমতি যদি হয়,
আমি তার করি প্রতীকার॥
সংপ্রতি কিঞ্চিৎ ধন, দেহ মোরে নৃপধন,
আয়োজন করিয়া পূজার।
কালিকার পূজা দিয়া, রাক্ষসেরে বিনাশিয়া,
পরিশেষ লব পুরস্কার॥
গোপীর বচনে ভূপ, ধন দিয়া সেইরূপ,
তখনিই দিলেন বিদায়।
টাকা পেয়ে গোয়ালিনী, হোয়ে অতি আহ্লাদিনী, ঘরেতে রাখিল সমুদায়॥
সম্ভাবিত কড়ি নিয়া, হাটের ভিতরে গিয়া,
আশপাশ, ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
বানরের প্রিয় যাহা, বেছে বেছে নিল তাহা,
আপনার আঁচল পূরিয়া॥
ফলের চেঙারি কাঁকে, চলে রামা ঘোর জাঁকে
নিরূপিত বনের ভিতরে।
যথা সেই কপিদল, নিয়া কলা, আম্র ফল,
সেই খানে ছড়া ছড়ি করে॥
পেয়ে আহারের ফল, ঘটা ফেলে কপি দল,
গুপ্ গাপ্, খায়, গ্রাসে গ্রাসে।
'বামা সেই অবসরে, ঘণ্টাটি করিয়া করে,
প্রস্থান করিল রাজ বাসে॥
রাজার নিকটে এসে, গদগদ ভাবে হেসে,
কথা কয়, হাত মুখ নেড়ে।
জননী কালীর বরে, জয় করি নিশাচরে,
ঘণ্টা তার আনিয়াছি কেড়ে॥
শত্রু হোলো পরাজয়, জয় ভূপতির জয়,
কোনো ভয় না রহিল আর।
যত দিন আমি রব, তত দিন রাজ্যে তব,
সাধ্য কার করে অত্যাচার॥
গলা কোরে বলা নয়, বলি কিছু মহাশয়,
ধেড়ে ধেড়ে, গোঁপ্ দেড়ে যত।
পুরুষ দেখিতে পাই, পুরুষার্থ কারো নাই,
ধিক্ ধিক্ কবো আর কত॥
বিধাতা করেছে নারী, উপায় করিতে নারি,
নীচ বোলে সবে করে দ্বেষ।
মনোদুখে বলি তাই, আমি মেয়ে আছি ভাই,
তাইসিন্ রক্ষে হোলো দেশ॥
মুখে যেন খোই ফোটে, বিষম চোপার চোটে,
চমকিত সভায় সবাই।
এ, যে, বামা, বামা নয়, মনে মনে সবে কয়,
কারো মুখে কথা আর নাই॥
ভূপতি বিস্ময় হোয়ে, মনতোষা কথা কোয়ে,
গোপীরে দিলেন পুরস্কার।
তদবধি লোকে সব, নাহি শুনে ঘণ্টারব,
হোলো তায় ভয়ের সংহার॥
হই হই করে সবে, পালাই পালাই রবে,
গ্রাম-খানা হয়েছিল এলো

ভয় পেয়ে যত জন, কোরে ছিল পলায়ন,
পুনরায় ফিরে সবে এলো॥
ওরে ভাই, বলি তাই, হেতু ছাড়া কর্ম্ম নাই,
কার্য্যের কারণ চাই জানা।
না জেনে যে করে ভয়, তার জয় নাহি হয়,
দুখে রয় কষ্ট পেয়ে নানা॥
শুন শুন প্রিয়গণ, আছে দেহ, আছে মন,
মনে কর বিষয় বিচার।
হেতু জেনে বুদ্ধি ধরে, বুঝিয়া যে কার্য্য করে,
বিপদের সম্ভব কি তার?॥

পয়ার।

কার্য্য কালে বুদ্ধি যার, নাহি হয় নাশ।
কুশল আপনি এসে, হয় তার দাস॥
অমঙ্গল আর তার, নিকটে না চরে।
বুদ্ধি বলে অনায়াসেই, বিপদে সে তরে॥
অতি ভয়, সহজেতে, উপায়ে যা হয়।
বলে তাহা কোনোকালে, হইবার নয়॥
কোশলে অবলে ধরে, সবলে সংহার।
কাক আর কাল সাপ, প্রমাণ তাহার॥

ত্রিপদী।

নারায়ণী নদী তটে, কোনো এক বংশীবটে,
বায়স, বায়সী করে বাস।
এসে এক কালসাপ, প্রতিবর্ষে দেয় তাপ,
কাকীর সন্তানে করে নাশ॥
হোয়ে শেষ গর্ভবতী, কাকে কহে কাকী সতী
এ বাসায় করিবনা বাস।
ছেলে মেয়ে যত হয়, কেহ নাহি বেঁচে রয়,
সাপে খেয়ে করে সর্ব্বনাশ॥
বার বার এপ্রকার, সন্তানের শোক আর,
কোনোমতে প্রাণে নাহি সয়।
প্রাণনাথ ধরি পায়, কর তার সদুপায়,
এখানেতে থাকা আর নয়॥
কাকীর কাকুতি স্বরে, কাকা কহে হাস্য ভরে,
প্রাণ প্রিয়ে ভেবোনাকো আর।
এবার কে ছাড়ে তারে, বোধে সেই দুরাচারে,
করিব বিশেষ প্রতীকার॥
বায়সী বলিছে তবে, কেমনে উপায় হবে,
তুমি কিছু বলবান্ নও?।
প্রবল বিপক্ষ সেটা, তার বলে পারে কেটা,
প্রলাপের কথা কেন কও?॥
কি কহিব হায় হায়, বুড়ো হলে বুদ্ধি যায়,
রঙ্গরস, ভাল নাহি লাগে।
তোমার-তো এই দশা, তুল্য কোথা হাতী, মশা
তুল্য কোথা, শ্যালে আর বাঘে?॥
রাম রাম হরি হরি, দম ফেটে হেসে মরি,
কুকুরে বধিবে হরি নখে।
টোঁড়াসাপ ধরি গ্রাস, গরুড়ে করিবে নাশ,
বাসুকী বধিতে চায় বকে॥
চুপ্ চুপ্ মরি দুখে, ও কথা এনোনা মুখে,
কে না জানে, তোমার যে, গুণ।
এই বনে চরে যারা, এ কথা শুনিলে তারা,
সকলেই হেসে হবে খুন॥
কাকা কয়, কাকি প্রিয়ে, এখানে তোমায় নিয়ে
এই ভাবে কাটিব সময়।
অবলা অবোধ নারী, তোমায় বুঝাতে নারি,
বাসস্থান ছাড়া বিধি নয়॥
বিশেষ কি কব আর, বুদ্ধি যার, বল তার,
মিছে কেন কর পরিহাস?।
উপায়েতে সব হয়, মশা করে হাতী জয়,
শশকেতে সিংহ করে নাশ॥
কাকী কয় সে কেমন, এ ঘটনা অঘটন,
সাধে আমি করি উপহাস?।
হেসে পুন কাকা কয়, কৌশলে সকলি হয়,
শুন তার বলি ইতিহাস॥

পয়ার।

কাঞ্চীবন নামে এক, ভীষণ কানন।
নানা জাতি পশু তথা, করে বিচরণ॥
হঠাৎ সে বনে এক, সিংহ বলবান।
বলেতে হইল সব, পশুর প্রধান॥
সম্মুখেতে যারে পায়, বধ করে তাকে।
ছেলে বুড়ো আদি করি, কারেও না রাখে॥
এইরূপ যত তার, বাড়ে অত্যাচার।
ততই ব্যাকুল সব, পশু-পরিবার॥
সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত, কারো নাই সুখ।
তাবতেই শোকে তাপে, ভয়ে ভোগে দুখ॥
এক দিন যত মৃগ, যুক্তি করি স্থির।
কেশরির কাছে গিয়া, কাঁপায় শরীর॥
পদতলে প্রণাম, করিয়া সবে কয়।
আমাদের নিবেদন, শুন মহাশয়॥
যদ্যপি এরূপে প্রভু, কর অবিচার।
অচিরাৎ বনরাজ্য, হবে ছারখার॥
কেহ আর না রহিবে, অধীন হইয়া।
ভয়েতে পলাবে সব, গহন ছাড়িয়া॥
দেখুন বিচার করি, হয় কি না হয়।
এ প্রকার ব্যবহার, রাজধর্ম্ম নয়॥
দয়া করি রক্ষা কর, প্রজাদের অস্থ।
প্রতি দিন সুখে খাও, এক এক পশু॥
পালা-মত দিই তার, নিয়ম করিয়া।
একে একে খাদ্য হবে, নিকটে আসিয়া॥
পশুদের শুনে এ, বিনয় বচন।
সম্মত হলেন তায়, পারীন্দ্র রাজন॥
পশুপতি হোয়েএই, পালার অধীন।
এক এক পশু খান, এক এক দিন॥
এইরূপে বহুকাল, কাল হরে হরি।
দৈবের ঘটনা তবে, শুন প্রাণেশ্বরি॥
প্রাচীন শশক এক, বুদ্ধির আধার।
প্রথা-ক্রমে এক দিন, পালা হোলো তার॥
পালায় পালায় পশু, উপায় না পায়।
মৃদুগতি আসিতেছে, ভর করি পায়॥
যাইতে যাইতে পথে, ভাবে এ প্রকার।
নিশ্চয় আমারে আজ্, করিবে সংহার॥
মরিবার হেতু তবে, দ্রুত কেন যাই?।
ভেবে দেখি যদি কোনো, সদুপায় পাই॥
পড়িলে যমের হাতে, কে বাঁচিতে পারে?।
বেয়ে ছেয়ে দেখি তবু, সাধ্য অনুসারে॥
এদিগে কেশরী হোয়ে, ক্ষুধায় কাতর।
আস্ফালন করিতেছে, ভূমে করি ভর॥
ভয়ানক নাদ করি, বদন বিকটে।
এখনো বর্ব্বর ব্যাটা, এলোনা নিকটে?॥
হেনকালে শশক, সমীপে উপনীত।
ক্রোধভরে, কটু কয়, হইয়া কুপিত॥
হাঁরে, ওরে, দুরাচার, এত তোর হেলা?।
করিস্ অমান্য তুই, পেয়েছিস্ খেলা?॥
মৃগ কয়, মহাশয়, মিছে কর রোষ।
বিষম ঘটনা পথে, কিছু নাই দোষ॥
পারীন্দ্র এসেছে এক, অতি দীর্ঘকায়।
আসিবার কালে পথে, ধরিল আমায়॥
কত ছলে বাঁচিয়াছি, বিনত হইয়া।
আসি বোলে আসিয়াছি, শপথ করিয়া॥
কেশরী কহিছে কোথা, আছে সে দুর্জ্জন?।
তাহার রুধিরে আজ্ করিব তর্পণ॥
মাথার উপরে আছে, দুটো মাথা কার?।
আমার, এ রাজ্যে এসে, করে অত্যাচার॥
শশ বলে এসো, প্রভু, দেখাইব তায়।
মহানাদে, মহানাদ*, পিছে পিছে ধায়॥
কৌশল করিল মৃগ, অতি অপরূপ।
এই দেখ, বোলে এক, দেখাইল কূপ॥
অনুরূপ দেখে জলে, শত্রু মনে মানি।
মানী হোয়ে সেই জলে, ঝাঁপ দিলে মানী॥
বুদ্ধিদোষে হোয়ে নিজ, অনুরূপে দ্বেষী।
ডুবিয়া মরিল কূপে, মহাবীর কেশী॥
বলহীন শশকের বুদ্ধি, ছিল জাই।
কৌশলে কেশরী মেরে, বেঁচে গেল তাই॥
মরিল প্রবল শত্রু, ভয় আর কারে।
বনের সকল পশু, পূজা করে তারে॥
অতএব শুন ধনি, প্রাণের পুতলি।
বুদ্ধি যার বল তার, সাধে আমি বলি?॥
কাকী কহে যা কহিলে, ভাবেতে সম্ভবে।
আমাদের গতি বল, কি হইবে তবে?॥

ত্রিপদী।

কাক কয়, শুন কাকি, এখন কি ক্ষান্ত থাকি,
সবিশেষ সদুপায় হবে?।
সাপের বাপের আর, সাধ্য নাই বাঁচিবার,
প্রতীকার, করি তার তবে॥
কৌশলেতে যুক্তি কই, বিনোদিনি দেখ ওই,
লোয়ে নিজ অনুচর-গণ।
প্রতিদিন কুতূহলে, নারায়ণীনদী জলে,
স্নান করে নৃপতিনন্দন॥
রাখিয়া স্বোণারসূত্র, যখন রাজার পুত্র,
সলিলেতে দিবেন সাঁতার।
সেইকালে তুমি প্রিয়ে, ঠোঁটে কারে তুলে,
নিয়ে, নীড়ে গিয়ে, রেখে দেবে হার॥
রাজচর বহু জনে, সেই হার অন্বেষণে,
বৃক্ষেতে করিবে আরোহণ।
কোটরে ভুজঙ্গ হেরে, দেহে তার খোঁচা-মেরে
তখনিই করিবে নিধন॥

*মহানাদ—পারীন্দ্র, মানী, মহাবীর, কেশী, মৃগেন্দ্র, সিংহ।

এইরূপে মোলে সাপ, ঘুচিবে সকল পাপ,
মনস্তাপ ঘটিবেনা আর।
সন্তান সন্ততি নিয়ে, সুখের সম্ভোগে প্রিয়ে,
উভয়েতে করিব বিহার॥
বায়স বলিল যাহা, বায়সী করিল তাহা,
মরিল সে কাল বিষধর।
তদবধি অনায়াসে, কাকা কাকী, সেই বাসে,
বহুকাল সুখে করে ঘর॥
তাই বলি প্রিয় সবে, যখন বিপদ হবে,
ধৈর্য্য যেন না যায় তখন।
সুজনের যুক্তি লোয়ে, ধীর হোয়ে স্থির হোয়ে,
করিবে উপায় নিরূপণ॥
বুদ্ধির না হোলে ভুল, বিভু হন অনুকূল,
সে বিপদ কখনো না রয়।
বুদ্ধিমানে বুদ্ধি বলে, জয় পায় সব স্থলে,
অমঙ্গল কভু নাহি হয়॥
কিরূপে চলিছে ক্ষিতি, সংসারের রীতি নীতি,
সমুদয় হও অবগত।
স্বভাবে যে, বুদ্ধি ধরে, সে জন বিপদে তরে,
পুরাণে প্রমাণ শত শত॥
রঘুবর রাম যিনি, বনবাসে গিয়া তিনি,
দেখালেন কৌশল অপার।
সাগর বন্ধন করি, বিবিধ বিপদে তরি,
করিলেন সীতার উদ্ধার॥
অবিদিত আছে কার, কোরেছিল কতবার,
কুরুপতি রাজা দুর্য্যোধন।
গোপনেতে ষড়যন্ত্র, যতু-গৃহ, আদি মন্ত্র,
পাণ্ডবের নিপাত কারণ॥
জ্ঞান বল ছিল জাই, সে সব বিপদে তাই,
পাঁচ ভাই হোলেন উদ্ধার।
যুদ্ধ করি পরিশেষ, কুরুকুল করি শেষ,
করিলেন প্রভুত্ব প্রচার॥

হে দেব! যদি অনুমতি করেন, তবে আমরা সেই শব্দের কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বেই শ্রীশ্রীযুতের শঙ্কা নিবারণ করি।

পশুরাজ কহিলেন।

বাপু! তোমারদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা যদি এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া ভয়ভঞ্জন করিতে পার তবে আমি অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইব।

রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি-মাত্রেই উভয়ে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় হইল, কিঞ্চিদ্দূরে গিয়াই দেখিতে পাইল, বৃহৎ এক বলীবর্দ্দ তৃণভক্ষণে স্থূলাঙ্গ ও বলিষ্ঠ হইয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে এক একবার চীৎকার করিতেছে। তদ্দৃষ্টে "দমনক" কহিল ভাই করটক! আমাদের রাজা একটা "এঁড়ে" গোরুর ডাক শুনিয়াই এতদূর পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছেন? এ বড় হাসি ও লজ্জার কথা। এসো আমরা ইহাকে ভয় এবং মৈত্রতা দ্বারা হস্তগত করি, আর রাজাকেও নিতান্ত নির্ভয় করা উচিত হয়না, কারণ তাহা হইলে আমারদিগের কর্ত্তৃত্বের ক্ষতি সম্ভাবনা, তাহার পর "সঞ্জীবকের" সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথা হইতে এই বনে আগমন করিয়াছেন? জানেননা, এবনের অধিপতি "সুবোধ" নামক মহাবল পরাক্রান্ত পারীন্দ্র?" বলী সভয়ে কহিল, "মহাশয়! আমি সহায়হীন অতি দীন, আমার নাম "সঞ্জীবক" আপনারদের আশ্রয়ে আসিয়া শরণাগত হইয়াছি।" শৃগালেরা কহিল, ভাল অদ্যাবধি তুমি আমাদের বন্ধু হইলে, চল মহারাজের নিকটে চল, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মিত্রতাভাবে রক্ষা করিয়া তোমাকে সুখে প্রতিপালন করিবেন। অনন্তর তিন জনে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে দমনক ও করটক কহিল, হে রাজন! ইনি অতি ধার্ম্মিক, অতি বলবান, সজ্জন, শ্রীশ্রীযুতের বন্ধুতারূপ করুণালাভের প্রত্যাশা করেন। রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সঞ্জীবককে প্রাণের সহিত স্নেহ পূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন, এমত প্রণয়-বদ্ধ হইল, যে, উভয়ের মধ্যে আর কিছু মাত্রই পার্থক্য রহিলনা, শৃগালদিগের প্রতি রাজার আর তাদৃশ অনুরাগ রহিলনা।

নৃপতিনন্দনেরা কহিলেন।

হে গুরো! ঐ শৃগাল শঠেরা পশ্চাতে কি প্রকারে সুহৃদ্ভেদ করিল?।

আচার্য্য কহিলেন। শ্রবণকর।

পদ্য।

হিতউপদেশ লেখা, মধুর বচন।
"দমনক" করটক" শৃগাল দুজন॥
করিয়া সুহৃদ্ ভেদ, সিংহ সন্নিধানে।
"সঞ্জীবক", বলদেরে, বোধিলেক প্রাণে॥
আগে ছিল মৃগরাজ, অনুকূল যারে।
মন্ত্রণার দোষে শেষে, বিনাশিল তারে॥
মন্ত্রি দোষে রাজমন, হোলে বিঘটিত।
বুদ্ধির নিকটে আর নাহি আসে হিত॥
হঠাৎ বিরূপ হোয়ে, মন্দ দিগে ধায়।
কেহ তার কিছু আর, সন্ধান না পায়॥
উভয়ে প্রণয়ে করে, বহুকাল বাস।
উভয়ের মনে নাই, প্রভেদ প্রকাশ॥
শস্যজীবি মুগ্ধ সদা, মাংসজীবি মোহে।
এক মন এক প্রাণ, এক ধ্যান দোঁহে॥
দেখিয়া শৃগাল ধূর্ত্ত, অভেদ প্রণয়।
মনে মনে এই রূপ, করিল নিশ্চয়॥
এদের প্রণয় যদি, থাকে এ প্রকার।
আমাদের চতুরালী, খাটিবেনা আর॥
বলদে, বলদ ভেবে, রাজা দেন মান।
'এঁড়ে গোরু', এসে হোলো, মন্ত্রির প্রধান॥
রাজার নিকটে এটা, প্রিয় হোয়ে রয়।
কোনোমতে এই দুখ, প্রাণে নাহি সয়॥
"করটক" পানে চেয়ে, "দমনক" কয়।
উভয়ে প্রণয় ছেদ, না করিলে নয়॥
যত দিন রাজা এরে, না হন বিমুখ।
তত দিন আমাদের, কিছু নাই সুখ॥
চপি চপি দুজনেতে, চল তবে যাই।
রাজার নিকটে গিয়া, প্রমাদ ঘটাই॥
"করটক" কহে ভাই, এরূপ কি হয়?।
এদের প্রণয় কভু, ভাঙিবার নয়॥
অভেদে দুজন আছে, প্রেম আলাপনে।
সে ভাবেতে ভাবান্তর, করিবে কেমনে?॥
"দমনক" বলে যদি, না পারি এমন।
তবে কেন "খল" নাম, করেছি ধারণ?॥
সকলি করিতে পারি, মনে যাহা লয়।
আমাদের সাধ্য ছাড়া, কিছুইতো নয়॥
এরূপ কৌশলে তার, করিব উপায়।
যেরূপ বলিব আমি, সায় দিয়ো তায়॥
এত বলি রাজার, নিকটে দোঁহে গিয়া।
বসিল কিঞ্চিৎ দূরে, প্রণাম করিয়া॥
রাজা কন, বল বল, শুভ সমাচার।
কেমন্ তো ভাল আছ, মন্ত্রির কুমার?॥
"কাঁচুমাচু মুখ" কোরে, 'দমনক" বলে।
দাসের মঙ্গল সদা, প্রভুর মঙ্গলে॥
অধীন স্বাধীন রূপে, কবে হয় সুখী।
রাজসুখে সুখী হয়, রাজদুখে দুখী॥
আপনি না দিলে মান, কিসে রব মানে?।
চরণের আশীর্ব্বাদে, বেঁচে আছি প্রাণে॥
যাহোক্ তাহোক্, প্রভু, কি কহিব আর?
শুনিলাম বড় এক, মন্দ সমাচার॥
বিশ্বাস হবেনা শুনে, তাই করি ভয়।
বলিবার কথা নয়, না বলিলে নয়॥
পাছে হয় সর্ব্বনাশ, আমরা থাকিতে।
গোপনে আসিয়া তাই, হইল বলিতে॥
যদ্যপি অভয় দেন, সদয় হইয়া।
তবেতো বলিতে পারি, সাহস করিয়া॥
ভাল করিবার আশে, আসিয়াছি হরি।
পাছে তায় মন্দ হয়, এই ভয় করি॥
চিরকাল, আপনার, অন্নেতে পালন।
পাতের প্রসাদ খেয়ে, শরীর ধারণ॥
যে দাস বিপদ জেনে, নাহি কয় হিত।
মরিলে তাহার হয়, নরক নিশ্চিত॥

পশুর জ কন তবে বল সমাচার।
কিরূপেতে অমঙ্গল, দেখিলে আমার?॥
শ্যাল বলে "সঞ্জীবক" অতি দুরাচার।
কোনোরূপে বিশ্বাস, কোরোনা তারে আর॥
এতদিন ছলেতে, করিয়া উপাসনা।
এখন্ করিছে মনে, রাজ্যের বাসনা॥
ছলে বলে আপনারে, করিয়া বিনাশ।
সিংহাসনে বসিবে সে, বড় অভিলাষ॥
গোপনে জানিয়া তার, এই অভিপ্রায়।
নিবেদন করিলাম, আপনার পায়॥
অকৃতজ্ঞ কেহ নাই তাহার সমান।
এখন্ উচিত যাহা, করুন্ বিধান॥
সিংহ কহে, কি বলিলে, কি বলিলে শ্যাল্?।
অকস্মাৎ কেন হেন, দেখিতেছ খ্যাল্?॥
শস্যভোজী সঞ্জীবক, অতি পুণ্যবান।
তোমাদের কথা নয়, বিশ্বাসের স্থান॥
হিংসার স্বভাব নয়, নাই কোনো ক্ষোভ।
কি কারণে তার মনে, রাজ্যে হবে লোভ?॥
এই বলি সিংহরাজ, নিজ সিংহাসনে।
রহিল নীরব হোয়ে, মলিনবদনে॥
তখন শৃগাল ধূর্ত্ত, কহে করি ছল।
হিত কোরে হোলো এই, বিপরীত ফল॥
আমাদের বাক্যে যদি, বিশ্বাস না হয়।
'এঁড়ে গোরু, নিয়ে তবে, থাকো মহাশয়॥
আমরা বিদায় হোয়ে, অন্য দেশে যাই।
শেষে যদি মন্দ হয়, দোষ তাহে নাই॥
কার্য্যকাল অতিক্রম অপথে গমন।
যদিস্যাৎ হয় কোনো, বিপদ ঘটন॥
জিজ্ঞাসিত না হইলে, সুহৃৎ যে হয়।
সে সময়ে যেচে গিয়া, হিত কথা কয়॥
উত্তমের এই এক, উত্তম লক্ষণ।
কখোনো না হয় তার, মন্দ আচরণ॥
দেখে যদি আত্মীয়ের, অশুভ বিশেষ।
গায়ে পোড়ে, সেধে তারে, করে উপদেশ॥
অধমে কি এ প্রকার, গুণ কভু ধরে?।
ভিতরের ভেদ ঢেকে বিপরীত করে॥
পরের কারণে লোক, করে এইরূপ।
দাস হোয়ে হিত কর, নহে অপরূপ॥
কুরুক্ষেত্রে, যে সময়ে, যুদ্ধ অনুষ্ঠান।
অশেষ অনিষ্ট তায়, করি অনুমান॥
বিনা আবাহনে নিজে, প্রভু ভগবান।
আইলেন দুর্য্যোধন-রাজ সন্নিধান॥
কহিলেন মহারাজ, কর অবধান!।
পাঁচ ভেয়ে পাঁচ খানি, গ্রাম কর দান॥
ঘরে ঘরে কাটাকাটি, না হয় বিধান।
জ্ঞাতিনাশ, কুলনাশ পাপের নিধান॥
নিদয় সদয় নয়, হৃদয় পাষাণ।
করিল প্রতিজ্ঞা করি, উত্তর প্রদান॥
সূচের আগায় ধরে, ভূমি যে প্রমাণ।
বিনা যুদ্ধে আমি তাহা, করিবনা দান॥
শ্রীহরি শ্রীহরি করি, সে কথা শুনিয়া।
বিদুরের নিবাসেতে, এলেন চলিয়া॥
বিদুর বিনয়ে বলে, শুন প্রভু কথা।
অপমান্ হোতে কেন, গিয়ে ছিলে তথা?॥
মহিমার নাহি পার, তুমি নারায়ণ!
তোমারে সে কি চিনিবে, পাপী দুর্য্যোধন?॥
হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ কন, শুন সদাশয়।
কুরুপতি পাপমতি, জানিয়া নিশ্চয়॥
তবে, যে গেলেম যেচে, হেতু আছে তার।
লোক অপবাদ হোতে, হলেম উদ্ধার॥
উপরোধ না শুনিলে, তাহে নাহি রোষ।
পরেতে আমারে কেহ, দেবেনাকো দোষ॥
স্বজন সম্বন্ধে তারা, ভিন্ন কেহ নয়।
কুরু আর পাণ্ডবেরা, সমান উভয়॥
স্বজনে যদ্যপি করে, অনিষ্ট সাধন।
ঘাড়ে ধোরে মেরে তারে, করিবে বারণ॥
আপনার দোষে যেই, যাবে ছারেখারে।
প্রিয়কথা বোলে তারে, কে বাঁচাতে পারে?॥
হিত বোলে হরি যদি, মানিলেন হারি।
তোমারে কেমনে হরি, বুঝাইতে পারি?॥
রাজা যদি কার্য্যদোষে, পরবশ হয়।
তবে আর তার ঘটে, জ্ঞান নাহি রয়॥
মাতাল-মাতঙ্গ মত, করে ব্যবহার।
আপনার শুভাশুভ, থাকেনা বিচার॥
আপনার অপরাধ, দেখিতে না পায়।
আপনার দোষ কভু, মুখে নাহি গায়॥
যখন বিপদে পোড়ে, হয় অপমান।
তখন দাসের প্রতি, দোষ করে দান॥
কেশরী কহিছে পরে, চমকিত মনে।
সঞ্জীবক, অকৃতজ্ঞ, জানিলে কেমনে?॥
"দমনক" কহে তবে, হাসিতে হাসিতে।
এখনো কি বাঁকী আছে, বিশেষ জানিতে॥
অকস্মাৎ আগন্তুকে, যে করে বিশ্বাস।
নিশ্চিত জানিবে তার, হয় সর্ব্বনাশ॥
বিনয়ে প্রণয়ে শঠ, প্রথমে প্রবেশে।
হইয়া পেটের ছুরি, পেট কাটে শেষে॥
অহঙ্কার গর্ব্ব কোরে, কহিল বচন।
সিংহের কেমন বল, দেখিব এখন॥
এখনি তাহারে আমি, প্রাণেতে বধিব।
বনরাজ্যে রাজা হোয়ে, প্রভুত্ব করিব॥
তোমরা উভয়ে যদি, কর সহকার।
অর্দ্ধেক রাজ্যের ভাগ, দিব পুরস্কার॥
এরূপ দেখায় লোভ, সেজন দুর্জ্জন।
আমরা কি হোতে পারি, কখনো তেমন?॥
আপনার অন্ন খেয়ে, রয়েছি দুজনে।
বিশ্বাসঘাতক বল, হইব কেমনে?॥
হরি কয় হরি হরি, বড় ভয়ানক।
মিত্ররূপী সঞ্জীবক, এত প্রতারক॥
শস্যভোজী গোরু যদি, এ প্রকার হবে।
কেন তারে ভালো বোলে, এনেছিলে তবে?॥
আমিতো আনিনি ডেকে, করিয়া যতন।
তোমাদের সহকারে, হোয়েছে মিলন॥
দমনক বলে প্রভু, আগে যদি জানি।
তবে কি সে দুরাচারে, এখানেতে আনি?॥
আমরা সরল অতি, মনে নাই দোষ।
নম্রভাব দেখিলেই, হই পরিতোষ॥
আমাদের দোষ বটে, কিছু নাই ভুল।
কেমনে জানিব শেষে, এত হবে তুল?॥
পাছোড়া প্রথমে যথা, হাতে পায়ে ধোরে।
সকল শরীর বসে, অধিকার কোরে॥
বঞ্চক এ ভাবে আগে, বঞ্চনা করিয়া।
অবশেষে বসে এসে, মাথায় চড়িয়া॥
দেখনা মশার দশা খলের লক্ষণ।
অনুগত হোয়ে করে, শোণিত শোষণ॥
পশুপতি কহে শুন, মন্ত্রির কুমার।
এখন কি করি বল, উপায় তাহার?॥
বঞ্চক বঞ্চক তবে, ঊর্দ্ধ মুখে কয়।
কখনো এমন শত্রু, রাখা ভাল নয়॥
সিংহ কহে, দেও তারে, বিদায় করিয়া।
থাকুক্ মনের সুখে, অন্য বনে গিয়া॥
শ্যাল বলে, একি কথা, কহ মহাশয়।
তারে আর প্রাণে রাখা, উচিত কি হয়?॥
বিষবৃক্ষ কেটে কেবা, মূল রাখে তার।
রাখিলেই শেষে হয়, কত অপকার॥
তারে যদি ছেড়ে দেও, বিনাশ না কোরে।
অন্যেরে সহায় করি, রাজ্য লবে হোরে॥
অপ্রিয় সুপথ্য এই, ইথে হবে হিত।
পরিণামে সুখকর, জানিবে নিশ্চিত॥
উপযুক্ত বক্তা আর, শ্রোতা থাকে যথা।
স্থানগুণে, বিভব, বিহার করে তথা॥
ভূপতি ভোগেরপাত্র, কার্য্যকর নয়।
মন্ত্রির হইলে দোষ, অমঙ্গল হয়॥
অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ, মন্ত্রী হয় যেই।
রাজদ্বারে থাকিবার, যোগ্য নয় সেই॥
পুরাতন অমাত্যেরে, অবজ্ঞা করিয়া।
রাজকর্ম্ম বিধি নয়, নূতন লইয়া॥
নূতন চেলের ভাত, মিষ্ট যদি হয়।
কিন্তু তাহা ভাল নহে, পেটে নাহি সয়॥
পুরাণো চেলের ভাত, পথ্য অতিশয়।
পরিণামে পরিপাকে, গুণকর হয়॥
আমরা পুরাণো পাপি, পায়ে পোড়ে আছি।
বাধ্য রব চিরকাল, যত দিন বাঁচি॥
মারুন্, কাটুন্, তায়, নহি অভিমানী।
চরণের ধূলা বিনা, কিছু নাহি জানি॥
সঞ্জীবক, প্রতারক, যেরূপ প্রকার।
এখনি করুন প্রভু, প্রতীকার তার॥
বিষময় অন্ন কভু, রাখিতে না আছে।
যেজন ভোজন করে, সেজন কি বাঁচে?॥
নড়াদাঁত পড়া ভাল, রাখা কভু নয়।
রাখিলেই ক্রমে আরো, কষ্টকর হয়॥
দুরাচারী যদি হয়, নিয়োজিত জন।
অবিলম্বে বিনাশিবে, তাহার জীবন॥
এমত করিতে হবে, মূল যাতে যায়।
কিছুমাত্র দয়া মায়া, করিবেনা তায়॥
মৃগেন্দ্র কহেন ওরে, শৃগাল-নন্দন।
কেমনে বধিব আমি, মিত্রের জীবন?॥
আমা বিনা, সেতো আর, অন্য নাহি জানে।
পুষেছি তাহারে আমি, অভয় প্রদানে॥
কারো নাহি হিংসা করে, খায় তৃণরাশি।
মনে মনে তারে আমি, বড় ভালবাসি॥

ব্যবহারে দোষী কভু, দেখি নাই যারে।
অনেথর মূল তারে, বলি কি প্রকারে ?॥
যদবধি অপরাধ, প্রমাণ না হয়।
তদবধি প্রাণ দণ্ড,উচিত-তো নয়॥
পরদোষে পরদণ্ড, পরীবাদ রবে।
এ বড় পাপের কর্ম্ম, ধর্ম্মে নাহি সবে॥
যদিই সে কোরে থাকে, কোনোরূপ দোষ।
আমার উচিত নহে, তাহে করি রোষ॥
প্রিয় যেই, চিরকাল, প্রিয় সেই রয়।
করিলে অপ্রিয়-কর্ম্ম, অপ্রিয় না হয়॥
নানারূপে কলেবর, দোষের আধার।
সেই দেহ কবে বল, প্রিয় নয় কার ?॥
রসনারে সদা করে, দশন আঘাত।
কোন্‌কালে নোড়া দিয়ে, কে ভেঙেছে দাঁত ?॥
ছারখার করে অগ্নি, পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুনে, করে কেবা, করে অনাদর ?॥
প্রিয়ভাবে প্রণয়ে, দিয়েছি যারে স্থান।
এখন কিরূপে তার, করি অপমান ?॥
ও তো দা.ণ দোষ, দমনক কয়।
এখনো কি হয় নাই, মনের প্রত্যয় ?॥
সত্য কথা শুনে যদি, বিশ্বাস না হয়।
গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলি, মিথ্যা কভু নয়॥
তিনকাল গত হোলো, ধর্ম্মভার বোয়ে।
পরকাল হারাবো কি, মিছে কথা কোয়ে ?॥
চিরকাল ধর্ম্মভীত "গঙ্গাজলে" নই।
মুখে হোক্ কুড়িকুষ্ঠী, মিছে যদি কই॥
মিছে যদি বোলে থাকি, রাজ-সন্নিধানে।
সর্পাঘাতে, বজ্রাঘাতে, মরি যেন প্রাণে॥
আপনি বলেন যাহা, সত্য সমুদয়।
ও সকল, যোগধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম নয়॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-জ্ঞাতা, নৃপতি যেজন।
নিতান্ত না হন যেন, দয়ার ভাজন॥
এই রূপ ক্ষমাশীল, হোলে নৃপধন।
করিতে পারেনা নিজ, রাজ্যের শাসন॥
বিহারে আহারে মদ, ঘটে ঘোর দায়।
করস্থিত অন্ন তার, উদরে না যায়॥
শত্রু, মিত্রে, ক্ষমাগুণ, যতির ভূষণ।
ভূপতির ক্ষমাগুণ, দারুণ দূষণ॥
দুষ্টের দমন আর, শিষ্টের পালন।
এই হয়, সুধার্ম্মিক, রাজার লক্ষণ॥
পরদোষে, পরদণ্ড, বটে অবিচার।
দোষে কিন্তু দণ্ড বিধি, গুণে পুরস্কার॥
অহঙ্কারে হাত দিলে, সাপের বদনে।
নিশ্চয় যাইতে হয়, শমন সদনে॥
সেইরূপ দোষ গুণ, না করি নির্ণয়।
দয়া আর দণ্ড করা, সমুচিত নয়॥
এরূপ যে করে তার, কল্যাণ কোথায় ?।
ধন যায়, মান যায়, প্রাণ শেষ যায়॥
উদাসীনে পালিতেছ, করিয়া প্রত্যয়।
দোষে তার দণ্ড কর, তবে যায় ভয়॥
বরণ জীবন যাক্, খেদ নাহি হয়।
বরণ, সে, ভাল, কেহ, মাথা যদি লয়॥
প্রভুপদ প্রাপণের, প্রত্যাশী যেজন।
করিতে হইবে তার, বিহিত শাসন॥

কোনোরূপে তারে আর, ছেড়ে দেয়া নয়।
অচিরাৎ, অস্ত্রাঘাত, সুবিধান হয়॥
রাজ্যলোভে এমন, যে, করে অহঙ্কার।
প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত, বিধি হয় তার॥
মিত্র যদি দোষে দোষী, হয় একবার।
তার সহ সন্ধি কভু, করিবেনা আর॥
আপনার মৃত্যু হবে, মনেতে না করে।
অশ্বতরী, গর্ভ ধরি, প্রাণে যথা মরে॥
সেইরূপ দুষ্ট দাসে, সন্ধিতে যে রাখে।
আপনার মৃত্যুরে, সে, আপনিই ডাকে॥
রাজপিতা, রাজভ্রাতা, রাজপুত্র যারা।
রাজ্যের হরণে যদি, লোভ করে তারা॥
পিতা, ভ্রাতা,পুত্র,ভেদ, না রাখিয়া আর।
রাজা তারে করিবেন, তখনি সংহার॥
রাজধর্ম্মে যদি পাই, এরূপ উপমা।
কোথাকার,কেটা,সেটা,কে করিবে ক্ষমা ?॥
তখন সিংহের মনে, এরূপ সংশয়।
হোলেওতো, হোতে পারে, অসম্ভব নয়॥
অলোভী এমন কেবা, অবনী ভিতরে।
পাইতে পরের ধন, আশা নাহি করে॥
পরের সুন্দরী নারী, করি দরশন।
বিচলিত হোয়ে থাকে, সকলেরি মন॥
কথা শুনে থাকা নয়, অভয় হইয়া।
ব্যবহারে দেখা যাক্, পরীক্ষা করিয়া॥
সে যদি বিপক্ষ হয়, প্রকাশিব বল।
এরা যদি মিছে বলে, দিব তার ফল॥
ওরে বাপু, দমনক, কহিছে কেশরী।
কিরূপে নিশ্চয় হবে, সঞ্জীবক অরি ?॥
পূর্ত্তরাজ, মৃগরাজে, প্রণমিয়া কয়।
নিগূঢ় মন্ত্রণা তার, শুন মহাশয়॥
যে বীজ ভূমির তলে, গুপ্ত নাহি রয়।
সে বীজে অঙ্কুর আর, কখনো না হয়॥
যে বীজ করিবে রক্ষা, গোপন করিয়া।
সে বীজে ফলিবে ফল, অঙ্কুর ধরিয়া॥
মন্ত্রণা গোপন রবে, এরূপ প্রকারে।
কোনোরূপে শত্রু যেন,না জানিতে পারে॥
মন্ত্রণা প্রকাশ হোলে, মিছে হয় সব।
সহজেতে নাহি হয়, শত্রু পরাভব॥
ভয়ানক ভঙ্গীভাব, বিক্রম ধরিয়া।
কোপ করি থাক প্রভু, চক্ষু রাঙাইয়া॥
করিয়া সমরসজ্জা, বসুন আপনি।
তাহার ভীষণভাব, দেখাব এখনি॥
সেইমত বেশ করি, পারীন্দ্র রহিল।
সঞ্জীবক সমীপেতে, শৃগাল চলিল॥

ত্রিপদী।

"দমনক দরশনে, অকপটে ফুল্লমনে,
বলী বলে, করি সম্বোধন।
সখা হে তোমার সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
ত্রিভুবনে নাহি কোনো জন॥
সহোদর ভাবি পর, সে নহে তোমার পর,
ঘর দ্বার এ নহে আমার।
দেহ সহ মন, প্রাণ, তোমায় করেছি দান,
যত কিছু সকলি তোমার॥
তোমারে সহায় করি, এই বনে সুখে চরি,
খাই পরি তোমারি কৃপায়।
গুণী নই, কোনোগুণে,তোমার বচন শুনে,
মহারাজ রেখেছেন পায়॥
বহুদিন দেখি নাই,ভালোতো-হে আছ ভাই
এসো এসো,বোসো বোসো,তবে।
আজ্ বড় সুপ্রভাৎ,দেখা হোলো অকস্মাৎ,
এমন্ সুদিন নাকি হবে ?॥
শুনি সমাদর ধ্বনি, শঠরাজ শিরোমণি,
বসিলেন এক পাশে গিয়া।
ভাবনার ভাব ধরি, অধোভাগে মুখ করি,
রহিলেন গালে হাত দিয়া॥
খলের অন্তরে যাহা,সরলে কি জানে তাহা,
বাহ্যে কিছু দেখিতে না পাই।
করিয়া চাতুরী হেন, ভাবেতে জানালে যেন,
এমন সুহৃৎ আর নাই॥
সঞ্জীবক সদাশয়, অবিরোধে সুখে রয়,
ঘাস খেয়ে বাস করে বনে।
কিছু নহে অবগত, কাতর হইয়া কত,
কহিতেছে বিনয় বচনে॥
ওহে ভাই বল বল, তনু কেন টল টল,
ছল ছল নয়ননলিন ?।
আচম্বিতে একি একি, কি হেতু এমন দেখি,
মুখখানি মলিন মলিন ?॥
বঞ্চক কিঞ্চিৎ ফিরে, করাঘাত করি শিরে,
ধীরে ধীরে বলে শুন ভাই।
রাজার সেবক যারা, কোন্ কালে সুখি তারা,
অধীনের সুখ কভু নাই॥
আয়ত্তে না থাকে ধন, দারুণ দুঃখিত মন,
সার মাত্র কেবল আশ্বাস।
কখন কি ঘটে দায়, কিছু নাহি জানা যায়,
প্রাণেতেও না হয় বিশ্বাস॥
ভেবে হই জ্ঞানহারা,দেখনা রমণী যারা,
করে প্রায় কুলোকে গমন।
দেখনা রাজার ক্রিয়া, পাত্রাপাত্র না বাছিয়া,
করে প্রায় অপাত্র পালন॥
প্রায় দেখ ধন যত, কৃপণের অনুগত,
নাহি লয় দাতার শরণ।
দেখ দেখ মেঘগণে, সিন্ধু আর মহাবনে,
প্রায় করে বারি বরিষণ॥
সমুদ্রে পড়িলে পর, অবলম্ব বিষধর,
পেয়ে, হয় বিষম শঙ্কট।

ধরে যদি সাপে খায়, না ধরেতো ডুবে যায়,
দুইদিগে দারুণ দুর্ঘট ॥
আমার ভাগ্যের ফল, সেইরূপ অবিকল,
কার কাছে করিব প্রকাশ ? ।
কুটে যদি বলি কারে, অবিচারে রাজা মারে,
না বলিলে বন্ধু হয় নাশ ।
তোমারে অভয় দানে, রাখিয়াছি এই স্থানে,
ভালবাসি প্রাণের সহিত ।
আগে যদি জানিতাম, এরূপে কি আনিতাম,
হিত কোরে হোলো বিপরীত ? ।
পশুরাজ ক্রোধ মনে, অতিশয় সংগোপনে,
কহিলেন আমায় ডাকিয়া ।
সঞ্জীবকে আন ধরি, কুলের তর্পণ করি,
তার প্রাণ সংহার করিয়া ॥
আমি কত সাধিলাম, পায়ে ধোরে কঁ দিলাম,
কহিলাম অশেষ প্রকারে ।
সঞ্জীবক সদাচার, কিছু দোষ নাহি তার,
বিনা দোষে কেন বধ তারে ॥
নত সদা শ্রীচরণে, আজ্ঞা পালে প্রাণপণে,
খেটে মরে দিনে আর রেতে ।
এ কথা শুনিয়া কাণে, ঝুঁকিয়া আমার পানে,
হা করিয়া, এসেছিল খেতে ॥
ছুটিয়া এলেম তাই, দেহে আর প্রাণ নাই,
কি করিব, ভাগ্য ভাল নয় ।
কটের যে ব্যবহার, এতদিনে আমি তার,
পেলেম বিশেষ পরিচয় ॥
দূর হোতে দেখে যাকে, হাততুলে ডাকে তাকে
ছলে করে কত সমাদর ।
হেসে হেসে কথা কয়, মুখখানি মধুময়,
বিষ ভরা পেটের ভিতর ॥
সেইরূপ কালক্রমে, পাদে আর পরাক্রমে,
শোভা ধরে অসাধু সকল ।
ব্যভিচার কিবা তার, নারীনেত্রে যে প্রকার,
শোভা পায় মলিন কাজল ॥
বঞ্চক তঞ্চক কলি, হরি মন আগে হরি,
ঘুষে শেষে ছলেতে ছলিয়া ।
মনে রাখি মনোগত, হা, হতাশ, করি কত,
বসিলেন নিশ্বাস ফেলিয়া ॥
বলী বলে আমি বলী*, বলে কভু নই বলী,
বলি †কভু করিনে ভক্ষণ ।
হিত কথা সদা বলি, রীতিমত দেই বলি,
নাহি করি বলির বারণ ॥
আমার কি আছে বল ‡, আমার কি আছে বল
রাজবলে বল বল ধরি ? ।
কখনো করিনি বল, শুনজল হোলো বল,
কেন হরি বল লবে হরি ? ॥

* বলী।—বৃষ, মহিষ, উষ্ট্র, বলবান ।
† বলি।—রাজগ্রাহ্য ভোগ, মাংসাদি, কর, উপহার, পূজার সামগ্রী, চামরদণ্ড ।
‡ বল।—শক্তি, সৈন্য, প্রাণ, বপু, রক্ত ।

ঘাস খাই, জল খাই, রাজার কেবল ভাই,
করি আমি কুশল-সাধন ।
নাহি জানি কোনো পাপ, কেন তবে হেন তাপ
বাপ্ বাপ্, একি কুলক্ষণ ? ॥
যদি হয় হেন স্থল, তুল্য ধন তুল্য বল,
বিবাদের সম্ভব সে স্থলে ।
বলহীন আমি বলী, মহাবীর * মহাবলী,
তুল্য কোথা অবলে সবলে ॥
সঞ্জীবক ভাবে হায়, এ, যে, বড় ঘোর দায়,
কেমনে বা হইবে নিশ্চিত ।
শৃগাল কহিল যত, রাজার কি আত্মগত,
কিম্বা ইহা খলের চেষ্টিত ? ।
কারণ উদ্দেশ ভরে, যেই জন ক্রোধ করে,
সেই ক্রোধ কখনো না রয় ।
কারণ জানিলে তার, করি কোপ পরিহার,
তখনিই সে হয় সদয় ॥
হেতু বিনা অকারণ, রুট হয় যার মন,
অতি ভয়ানক সেই ক্রোধ ।
হেন সাধ্য কেবা ধরে, তাহারে সন্তোষ করে,
তার মনে কে দেবে প্রবোধ ? ॥
বিকার-বিশিষ্ট ভূপ, বাড়বা অনল কূপ,
সর্ব্বদা করিবে তারে ভয় ।
ভূপতির বিঘটিত, অতি বড় বিপরীত,
বজ্র হোতে বিপর্য্যয় হয় ॥
কুলিশের গুণ মানি, সেখানেই করে হানি,
যেখানেতে সে হয় পতন ।
কিছুই রাখেনা আর, সব করে ছার খার,
সর্ব্বনেশে রাজ বিঘটন ॥
কুমন্ত্রির মন্ত্র দোষে, রাজগন যদি রোষে,
সন্ধান না হয় নিরূপণ ।
দেখে সবে চমকিত, নাহি হয় নিরূপিত,
"স্ফটিকের বলয়" যেমন ।
ভয়ে হোয়ে কৃতাঞ্জলি, কাঁপিতে কাঁপিতে বলী
সবিনয়ে শৃগালেরে কয় ।
প্রণয়ে পালন করি, আমায় বধিবে হরি,
এমন্ কি সম্ভাবনা হয় ? ॥
নিয়ত নিকটে রই, নত হোয়ে কথা কই,
সেবা করি শক্তি অনুসারে ।
ইথ যদি প্রাণ যায়, কি করিব নিরুপায়,
বিধি বড় বিমুখ আমারে ॥
শ্যাল করে উপদেশ, সময় হয়েছে শেষ,
ভেবে আর কি হবে এখন ? ।
বুদ্ধিমান তুমি ধীর, উপায় করিয়া স্থির,
কার্য্য কর কালের মতন ॥
মূঢ়চিত্ত কি বিচিত্র, উপকার করে মিত্র,
তার প্রতি দ্বেষভাব ধরে ।
পরে যদি করে দোষ, তাহে নাই কিছু রোষ,
তারে আরো পুরস্কার করে ॥
পাতকির এই কর্ম্ম, নাহি লয় সার মর্ম্ম,
ধর্ম্ম পানে ফিরে নাহি চায় ।
দেখ দেখ মহাশয়, অধার্ম্মিক দুরাশয়,
বিনা দোষে বধিবে তে যায় ॥

* মহাবীর।—সিংহ ।

মূর্খজনে জ্ঞানকথা, ধর্ম্মহীনে ধর্ম্ম তথা,
তাহে কিছু নাহি ফলে ফল ।
বাক্যহীনে বাক্যবাণ, অচেতনে বুদ্ধি দান,
সর্ব্বকালে, কেবলি বিফল ॥
তেজোহীন অজ্ঞ যারা, বলবান হোলে তারা,
সব ঠাঁই পরাজয় হয় ।
পারিবে, সে, কি করিতে, ভস্মেতে চরণ দিতে,
কোনোমতে কোরোনাকো ভয় ॥
ভরসায় ভর কর, বিক্রমেতে বল ধর,
বন্ধুভাব কেন রাখ আর ? ।
প্রমাদি জনের মায়া, অধীর মেঘের ছায়া,
তাহে সুখ কবে হয় কার ? ॥
বলিতেছে সঞ্জীবক, শুনহে ভাই দমনক,
এ, যে, বড় বিষম বিষয় ।
হোয়েছে বুদ্ধির ভুল, পশুপতি প্রতিকূল,
কেমনেতে করিব নির্ণয় ? ॥
শ্যাল কহে অনুভবে, এখনি প্রত্যক্ষ হবে,
ভাব, ভঙ্গি, আকারে, প্রকারে ।
হতজ্ঞান হতরব, বিকৃতি দেখিবে সব,
চক্ষু আর মুখের বিকারে ॥
চুপি চুপি বলি তাই, রণমাঝে যা'বে ভাই,
যদি হয় এ কথা প্রচার ।
কেবা আর কারে পাবে, আমি যাব, তুমি যাবে
দুজনেই বাঁচিবনা আর ॥
বলী বলে সুনিশ্চিত, দৈব হোলে বিড়ম্বিত,
হোয়ে থাকে এরূপ ঘটনা ।
ডুবিয়া এ দুখার্ণবে, যদ্যপি মরিতে হবে,
করি তবে মন্ত্রের সাধনা ॥
অকারণে, মিত্র জনে, শত্রুবৎ আচরণে,
প্রাণ নিতে হইলে বাধিত ।
সে সময়ে যুদ্ধ করা, বিনা যুদ্ধে প্রাণে মরা,
কোনো মতে না হয় উচিত ॥
বিনা যুদ্ধে প্রাণ যায়, যুদ্ধ হোলে বাচা দায়,
হেন কাল করি নিরূপণ ।
প্রবল বিপক্ষ সনে, প্রবেশ করিয়া রণে,
পণ্ডিতেরা ত্যজেন জীবন ॥
যুদ্ধে হোলে প্রাণ-নাশ, চিরদিন স্বর্গ-বাস,
মরি যদি ভাবনা কি তার ।
শত্রু বধ হোলে পরে, রাজলক্ষ্মী পাব করে,
রবেনা সুখের সীমা আর ॥
একান্ত বধিবে হরি, এখন ভরসা হরি,
মিছে আর কেন করি ভয় ? ।
দুর্গা বোলে যাই তবে, যা হবার তাই হবে,
দেহ কিছু চিরস্থায়ী নয় ॥
এত বলি হোয়ে বলী, বলি হোতে যায় বলী,
কারে বলি এ দুঃখের কথা ? ।
সেইরূপ প্রকরণ, নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণ,
প্রদীপের প্রভা বাড়ে যথা ॥
শঠের কি বুদ্ধি সোরু, সিংহেরে করিল গোরু,
গোরুরেতো গোরু করিয়াছে ।

কেমন তুলিয়া ছেদ, করিল প্রণয় ভেদ,
বঞ্চকের অসাধ্য কি আছে ? ॥
কোথা হোতে তুলেছিল, সরলে করিল খল,
ন ভূত, ন ভবিষ্যৎ যাহা।
দুধেরে করিয়া জল, দেখাইল অবিরল,
খল-মায়া কি বুঝিব আহা ॥
দুর্জ্জনের দুষ্টাদেশে,রণবেশে মোলো এসে,
সজ্জীবক সংহার পাইল।
দেখিয়া সিংহের কোপ,হোয়ে গেল বুদ্ধিলোপ
শিঙ নেড়ে বেঁকে দাঁড়াইল ॥
বলদের বল হেরে, পশুরাজ লাফ মেরে,
থাবা দিয়ে বোসে গেল ঘাড়ে।
গাঁ গাঁ রবে ডাক-ছেড়ে, তখনি মরিল এঁড়ে
তুল্য কোথা সিংহে আর যাঁড়ে ॥
দেখে তার মৃতদেহ, অন্তরে উদয় স্নেহ,
মোহে রাজা কাঁদিতে লাগিল।
হায় হায় একি তাপ, করিলাম ঘোর পাপ,
হেন ক্রোধ কেন বা হইল ॥
করী-বধ করে হরি, অন্যে লয় মুক্তা হরি,
নিজে ভোগে পাপরূপ রোগ।
অধর্ম্মের আচরণে, রাজা হয় জয়ী রণে,
পরে করে রাজ্য উপভোগ ॥
উর্ব্বরা ভূমির নাশ, তাহাতে লাভের হ্রাস,
সর্ব্বনাশ বোলে তারে গণে।
সে খেদ না কভু যায়, রাজা হন মৃত প্রায়,
বুদ্ধিমান্ দাসের মরণে ॥
ভূমি যদি ভষ্ট হয়, হানিকর তত নয়,
পুনরায় মেলে সে প্রকার।
দাসের মতন দাস, হইলে তাহার নাশ,
তেমন কি ঘটে পুনর্ব্বার ? ॥
কেন তারে মারিলাম, পরকাল হারিলাম,
ইহকালে অপযশ সার।
জন্মিল কেমন ক্রোধ, হোলোনা এমনবোধ,
আমি কভু বধ্য নহি তার ॥
স্বপনে জানিনে যাহা,মরি মরি আহা আহা
হায় মিত্র কোথা তুমি গেলে।
কাহার বচন ধরি, স্বভাবে অভাব করি,
অকালে মরিতে ভাই এলে ॥
তোমার ললাটে লেখা,এইরূপে হোয়ে দেখা,
প্রাণ যাবে আমার প্রহারে।
মিত্র মেরে পাপ লবো,আমিও নারকী হবো,
বিধিলিপি কে ঘুচাতে পারে ? ॥
শোকাকুল দেখে ভূপে, শঠ কহে চুপেচুপে,
মহারাজ এ বড় প্রলাপ।
শত্রু মেরে নিজ-করে, কবে কেবা খেদ করে,
ইথে কার হোয়ে থাকে পাপ ? ॥
অকৃতজ্ঞ দুরাচার, রাজ্য লাভে আশা যার,
তার প্রাণ রাখিতে কি আছে ?।

মিছে কেন কর তাপ, পুণ্য বিনা নাহিপাপ,
শুনিয়াছি পণ্ডিতের কাছে ॥
সে বাঁচিলে আপনার রাজ্য কি থাকিত আর
প্রাণ নিয়া হইত সংশয়।
ধর্ম্ম বল ছিল যাই, বেঁচে গেলে তুমি তাই,
সর্ব্বকালে ধার্ম্মিকের জয়।
আমি যাই সুচতুর, গোপনে জানিয়া ভুর,
ঘুচালাম কাঁটা সমুদয়।
সেবক আমাত্য লোয়ে,ভোগ করভোগীহোয়ে
আপনারে ঈশ্বর সদয়।
খল-বাক্যে পুন হরি, স্বকীয় স্বভাব ধরি,
সুখে করে আহার বিহার।
হৃষ্টমনে শিবা কয়, জয় ভূপতির জয়,
শুভ হোক্ জগতে সবার ॥

পয়ার।

শঠ যদি সর্ব্বশাস্ত্রে, সুপণ্ডিত হয়।
সুজনের সমাজেতে, সদাকাল রয় ॥
তথাচ না যায় তার, স্বভাবের দোষ।
সাধু সঙ্গে সদাচারে, নাহি হয় তোষ ॥
মনের সুবৃত্তি সব, হরিবে হরিবে।
খলতার ধর্ম্ম যত, ধরিবে ধরিবে ॥
পরের অনিষ্ট সদা, করিবে করিবে।
দ্বেষানলে জ্বোলে পুড়ে, মরিবে মরিবে ॥
যেদিন চাতুরী তার, বিফলেতে যায়।
সেদিন সে কিছুতেই, সুখ নাহি পায় ॥
মনের ভিতরে ঘোরে, কুমারের চাক্।
উদরেতে অয় তার, নাহি পায় পাক্ ॥
নিশিতে না নিদ্রা হয়, পেট-ফেঁপে মরে।
বিছানায় পোড়ে শুধু,ছট্‌ফট্ করে ॥
জেগে খল হিতকারী, নাহি হয় আর।
কেবল ঘুমায়ে করে, পর উপকার ॥
সে নিদ্রায় বড় নয়, শুভ সম্ভাবনা।
স্বপনে স্বপনে করে, অনিষ্ট কল্পনা ॥
ঘুমালেও নাহি হয়, রোগ প্রতীকার।
স্বপনের যোগে করে, স্বভাব প্রচার ॥
স্বপ্ন-হীন নিদ্রাভোগ, যে সময়ে হয়।
সে সময়ে সুখ পেয়ে, সাধু হোয়ে রয় ॥
কোন্ কালে দুর্জ্জনের, মিত্র কেবা হয়।
দারা, পুত্র কেহ তার, আপনার নয় ॥
ছেলে যদি কৃতী হোয়ে, ভাল খায় পরে।
খল তায় সুখ দেখে, বুক ফেটে মরে ॥
শঠের রমণী এই, ভাবে নিশি দিবা।
ঘুচুক্ হাতের খাড়ু, ক্ষতি তায় কিবা ॥
খলের বিপদে নাই, কারো মনে দুখ।
যে দিগেতে ফিরে চাবে, সে দিগেই সুখ।
কাজে কাজে সুখলাভ, সকলের মনে।
দেশ শুদ্ধ সবে বাঁচে, একের মরণে ॥

এ জগতে সকলের, শত্রু যেই হয়।
তার প্রতি দয়া করা, বিধি কভু নয় ॥
অসাধু তস্করে ধোরে, করিলে প্রহার।
আহা-রব মুখে কেন, নাহি বলে আর ॥
নখে কোরে তুলে নিয়া, মাথার উকুন।
উঁহুঁ বোলে বধ কোরে, ব্যাখ্যা করে গুন।
সাপ মেরে পাপ বোধ, কবে কার হয় ?।
চাপড়ে মারিলে মশা, কত সুখোদয় ॥
খল-ধর্ম্ম লিখি সব, কিন্তু ভয় আছে।
লিখিয়া খলের কথা, খল হই পাছে ॥
গাঁথিতে অক্ষর মালা, লেখনী না ছাড়ে।
পাছে এসে বসে খল, চেপে তার ঘাড়ে ॥
খলের মতন খল, আছে কোন্ খানে।
করিতে পরের মন্দ, নিজে মরে প্রাণে ॥
ইহার দৃষ্টান্ত কথা, শুন প্রিয়-গণ।
চমকিত হবে সবে, করিলে শ্রবণ ॥

উদাহরণ।

ত্রিপদী।

পদ্মার উত্তর-পারে, নাগর নদের ধারে,
নর নামে নাপিত-নন্দন।
হিতকর কারো নয়, অতিশয় দুরাশয়,
নাহি আর তেমন কুজন ॥
দেখে সব ঘর ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে
পরস্পরে প্রেমালাপে রয়।
শান্তিময় সেই দেশ, কিছু নাই দ্বেষাদ্বেষ,
কেহ কারো শত্রু নাহি হয় ॥
নিয়ে নানা ছল-সূত্র, খল নাপিতের পুত্র,
চেষ্টা করে সাধ্য তার যত।
অপমান যথা তথা, কেহ নাহি শোনে কথা,
নষ্ট তায় কষ্ট পায় কত ॥
দূর ছাই সবে করে, নিরুপায় হোয়ে পরে,
মনে করি যুক্তি নিরূপণ।
লোকালয় ছেড়ে দিয়া, বিরল বিপিনে গিয়া,
তরুতলে করিল শয়ন ॥
হরিণাদি অন্বেষণে, সেই কালে সেই বনে,
এলো এক ব্যাধের কুমার।
একাকী দেখিয়া তারে, বলে যাও আরে আরে,
এখানে থেকোনা তুমি আর ॥
বাঘ এসে এইখানে, এখনি বধিবে প্রাণে,
মরণের ভাবনা ভাবনা।
শঠ বলে বাঘে খায়, আমারি সে অভিপ্রায়,
বন-ছেড়ে যাবনা যাবনা ॥
নিষাদ বিষাদ মনে, কহিতেছে সুবচনে,
নিজ প্রাণ কেন কর নাশ ?।
আত্মঘাতী হোলে ভাই, কখনো নিষ্কৃতি নাই,
চিরকাল নরকে নিবাস ॥
খল বলে শুন কই, নরকেতে ডুবে রই,
সে ভাবনা ভাবিনেকো আর।
বেঁচেছো হোলোনা সুখ, হাসিল শত্রুর মুখ,
মোরে করি স্বকার্য্য উদ্ধার ॥

শার্দ্দূল আমায় খেয়ে, নর-মাংস স্বাদ পেয়ে,
তৃপ্তি বিনা আর তার তার।
গ্রামেতে প্রবেশ কোরে, একে একে দেরেধোরে,
ক্রমে সব ক'রবে আহার ॥
আর কিছু নাহি কোয়ে,বিষম বিস্ময় হোয়ে,
ব্যাধ গিয়ে দূরে দাড়াইল।
তখনিই বাঘ ধোরে, বদন বিস্তার কোরে,
ঘাড় ভেঙ্গে বিনাশ করিল ॥
খলের এ আচরণ, চোখে করি দরশন,
চমকিত কিরাত-তনয়।
গ্রামে গিয়া মারে ঢোল, শুনে সেই মহা গোল,
সকলেরি প্রফুল্ল হৃদয় ॥
ভগিতে পাপের ফল, এইরূপে মরে খল,
আত্ম-হিত করে না বিচার।
বিশ্বাসের নহে স্থল, মরিচার পাক-জল,
সেইরূপ খলের আচার ॥

সিদ্ধান্ত।

দিনকর যদি হয়, পশ্চিমে উদয়।
অমার নিশিতে যদি, শশি দৃশ্য হয় ॥
বৃদ্ধের যদি হয়, যৌবন-সঞ্চার।
মৃত প্রাণী প্রাণ যদি, পায় পুনর্ব্বার ॥
শিখরের শিরে যদি, ফুটে শতদল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

হরিদ্রার চারু রূপ, যদি হয় কালো।
জোনাকী, যদ্যপি ধরে, চন্দ্রিকার আলো ॥
লোহায় যদ্যপি হয়, কুলের সৌরভ।
কুপুত্রে যদ্যপি হয়, কুলের গৌরব ॥
সুধারস যদি হয়, সাপের গরল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

নয়নের দৃষ্টি গুণ, যদি পায় কাণ।
নয়ন যদ্যপি পায়, নাসিকার ঘ্রাণ ॥
নাসায় যদ্যপি হয়, শ্রবণের যোগ।
চরণ যদ্যপি হয়, রসনার ভোগ ॥
অগ্নির দাহিকা গুণ, যদি পায় জল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

আকাশের মুখ ফুট, যদি স্বরে বাক্।
সুমধুর মিষ্ট রব, যদি পায় কাক ॥
পরম বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বাঘ যদি ধরে।
ছেঁক যদি মনিষ্যি, মন বশ করে ॥
যদি হয় জলময়, অনল শীতল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

বানরের ল্যাজ খুচে, যদি হয় নর।
গৃহীলতা যদি হয়, সর্প বিষধর ॥
আঙারের কালো ঘুচে, যদি হয় শাদা।
অশ্ব সম খরগতি, যদি পায় গাধা ॥
অমৃত মদ্যপি হয়, মাখালের ফল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

চোর যদি সাধু হয়, যুধিষ্ঠির প্রায়।
শূকর ছাড়িয়া বিষ্ঠা, ক্ষীর যদি খায় ॥
নারি-বধ, যদি হয়, সাবিত্রী সমান।
শৃগালে ধরিয়া যন্ত্র, যদি করে গান ॥
গগনে যদ্যপি উঠে, ভূতল, নিতল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

আমিষ-ভক্ষন-রোগ, যদি ছাড়ে বক।
দারুণ ঠকামি-রোগ, যদি ছাড়ে ঠক।
ভট যদি শ্রাদ্ধবাড়ী, তথি নাহি পাড়ে।
আমলায়, মামলায়, ঘুস যদি ছাড়ে ॥
তাকিম যদ্যপি ছাড়ে, বিচারের ছল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

ভিক্ষা রোগ ছাড়ে যদি, ব্রাহ্মণ কাঙাল।
স্বভাবেতে সৎ হয়, যদ পি বাঙাল ॥
ধনেতে লোভির লোভ, যদি নাহি বাড়ে।
পর ধনে হরা-লোভ রাজা যদি ছাড়ে ॥
দলচক্রি বাঙালিরা, যদি ছাড়ে দল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

নিশা যদি দিবা হয়, দিবা হয় নিশা।
সুবর্ণ সুবর্ণ সম, যদি হয় সীসা ॥
সুমেরু যদ্যপি উড়ে, বায়ুর ব্যজনে।
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয়, কীটের শোষণে ॥
রবি, শশী, খসি যদি, পায় রসাতল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

লবণজলধি যদি, সুধাজল ধরে।
নিম যদি মধুময়, ফল দান করে ॥
ছাতারিয়া যদি শিখে, ময়ূরের নাচ।
কষিত-কনক-কান্তি, যদি ধরে কাঁচ ॥
করী যদি হরি বধে, শুঁড় করে বল।
কখনই, খল তবু, হবেনা সরল ॥

রাজপুত্রেরা কহিলেন, হে গুরো! খলচরিত্র শুনিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম, এইক্ষণে অপর কোনো সাধু সন্দর্ভের দ্বারা সুখি করুন।

সন ১২৬৫ সাল।

কার্ত্তিক মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।

সদ্বিদ্বান্ সদালাপী এবং পরোপকারী ৺ বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, এতন্ন্যায়ময় সংসার পরিহার পূর্ব্বক যোগাধ্যানে যাত্রা করেন।—শ্রীশ্রী৺শারদীয়া মহাপূজা অতি নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয় বৃষ্টি অথবা অপর কোনোরূপ দৈব-বিড়ম্বনা হয় নাই।—ভারতবর্ষ শ্রীশ্রীমতি ইৎলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীনে হওয়ায় মহামতি লার্ড ষ্টনলি সাহেব, ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হয়েন।—স্যার ফ্রেড্রিক্,করি সাহেব কৌন্সিলেরি পদে আরূঢ় হয়েন।—মেং উইলিয়ম আর, বর্থনট সাহেব, স্যার প্রিটিকট্‌ল সাহেব, কাপ্তেন ইষ্ট উইক সাহেব, স্যার জেম্‌স ওয়েহগ্ সাহেব, স্যার জন করেন্স সাহেব এলিয়ট মাকনটেন সাহেব, মেং রস্ত সাহেব, স্যার হেনিরি রলিন সাহেব, স্যার মণ্টগোমারি, মেং প্রিনসেপ সাহেব কাপ্তেন সেফাউ মেং উইলবি সাহেব, ইঁহারা কয়েক মহাত্মা বাইস প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ সভাপতির নায়েব হইয়াছেন —স্যার ক্লার্ক সাহেব, এবং মেং জেম্‌স বেলি সাহেব, সহকারি সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন।—মেং জেম্‌স কসমোমেলডিল সাহেব, সহকারি সেক্রেটারির আসিষ্টাণ্ট হইয়াছেন।—রাজ——সংবাদে প্রকাশ পায়, ব্রিগেডিয়ার ডাউল্‌স সাহেব, জগদীশপুর হইতে বিস্তর বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করেন —আরার নিকটবর্ত্তি বরকুসপুরে একটা সংগ্রাম হয়, তাহাতে বিদ্রোহি পক্ষের ২০০ জন নিহত হইয়াছে।—পান্ নামক স্থানে ব্রিটিস সেনাকর্ত্তৃক পাঁচশত বিদ্রোহি শমনাগারে গমন করে।—বিদ্রোহি তাঁতিয়াতোপীর গমনাগমনের সংবাদ নিশ্চয়রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কারণ তিনি ক্ষণকালের জন্য একস্থানে অবস্থান করেন না।—গবর্ণমেণ্ট মৃত রাজা বীর সিংহের দুহিতাদ্বয়কে১০০ টাকা করিয়া মোসাহেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াদিয়াছেন -আলাহাবাদ হইতে ফতেগড় পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হয় —আসামের বাইসরয় গুণকাণ্ড সিংহের তনয়, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার পিতার মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হওনের অনুমতি পান।—স্ত্রীজাতিদিগের মধ্যে কয়েক জন একত্রিত হইয়া বোম্বের ডাক লুণ্ঠন করে।—এই সিন্ধিয়ার নিকটবর্ত্তি কয়েকটা আড্ডা অনল-সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেয় —বরমার রাজা ব্রিটিস পক্ষে অসুকূলতা করায়, তাঁহার অনুজ তাঁহাকে

সিংহাসনচ্যুত এবং নিহত করত আপনি রাজা হইয়া বসেন।—শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী একেশ্বরী শুভঙ্করী বিক্টরিয়া জননী, ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করেন —এই শুভসংবাদ ১ নবেম্বর দিবসে ভারতবর্ষের সকল স্থানে পঠিত হয়, এবং সেই রজনীতে এতন্নগর আলোক-মালা দ্বারা এরূপ সুশোভিত হইয়াছিল যে, বোধ হয় তদ্দৃষ্টে শত শত চন্দ্রলোক লজ্জিত হইয়া থাকিবে।—জনরব যে,মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরোধভাব প্রকাশ করেন।—বোধ হয় এজনরব জনরবমাত্র।—দেব্রুগড়স্থ বাসিন্দা ব্যবসায়িদিগের প্রতি তৎস্থনীয় গোরা সেনারা অত্যন্ত অত্যাচার করে।—ভারতের পূর্ব্বতন গবরনর জেনেরল ডেলহৌসি সাহেব অদ্যাপি পীড়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।—ভাগলপুরের নবাব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার তনয় রোহিম ইয়ার স্বর্গীয় পিতার সমস্ত বিভবাদির অধিকারী হইয়াছেন।—কমিস্যরিএট জেনেরল রামজি সাহেব পীড়া-বশত স্বীয় ভারার্পিত কর্ম্ম ত্যাগ করায় তৎপদে তামসন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।—ভারতবর্ষের বাইসরয় এবং গবর্ণর জেনেরল চারল্‌স জন বাই কাউণ্ট কেনিং বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর সাহেব অযোধ্যাবাসিদিগের নিরস্ত হইতে আদেশ দেন।—বোম্বে প্রেসিডেন্সির শোভা-বৃদ্ধি কারণ কমিস্যনরেরা উক্ত প্রেসিডেন্সিকে সুশোভিত করিতে মনোযোগি হয়েন।—শোণনদের অপর পারস্থ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নিরাপদ না হওয়ায় পাণ্ডেরে সাসিরামে অবস্থিতি করণে বাধ্য হয়।—কর্ণেল ট্রায়াপ সাহেব, রেবিনির কোনো স্থানে অনেকগুলীন বিদ্রোহিকে নিহত করেন।—রাজদত্ত সংবাদে জানাগেল বিদ্রোহিরা আপনাপনি বিবাদ করত দিনদিন ক্ষীণবল হইয়া পড়িতেছে।—মেং এ. রেলি সাহেব সাতিশয় বীরত্ব সহকারে বিদ্রোহি প্রধান অমর সিংহ এবং মেঘোর সিংহকে পরাজিত করেন।—বিদ্রোহিরা রণে পরাজিত হইয়া আপনারদিগের আড্ডা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করাতে ব্রিটিস সেনারা অমর সিংহের ত্রিশ সহস্র মুদ্রার শাল, গালিচা প্রভৃতি বহুতর দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হয়।—আলাহাবাদ নিবাসি রাজানুগত মাণিকচাদ মুদিকে গবর্ণমেণ্ট ৫০,০০০ পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন।—কিন্তু উক্ত মুদী তাহা গ্রহণ না করিয়া, দেড় কোটি নগদ মুদ্রা, একটা খেলোয়াৎ এবং বহু জমীদারী প্রাপ্ত হওন আশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করে।—লাহোর এবং আমিরিষ্টরের রেলওয়ে খোলা হয়।—বিলাতীয় সংবাদ মহামতি লার্ড ষ্টানলি সাহেব শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে রেল মোরেন নামক স্থানে গমন করেন।—প্রুষিয়ার সিংহাসনে তদ্ রাজ্যের সুকুমার রাজকুমার উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাজকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।—হাজারিবাগের সুবিজ্ঞ ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীদাস পালিত মহাশয়কে গবর্ণমেণ্ট পঞ্চ কোটীর রাজার সমস্ত বিভয়াদির উপর কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করণের কল্পনা করেন।—বান্দার বিদ্রোহিগণ বায়ের জনেক অনুচর বিটিস সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হয়।—সে কহে নবাব ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন. এ কথাটী বিশ্বাস যোগ্য নহে।—বান্দার অতিরিক্ত কমিস নর মেং ক্রু সাহেব জনেক চাপরাসিকে অবিচারে ১৪ বৎসরের নিমিত্ত কারাবদ্ধ করেন, পক্ষপাত পরিশূন্য গবরনর জেনেরল বাহাদুর পুনর্ব্বিচার করত তাহাকে নির্দ্দোষী জ্ঞানে নিষ্কৃতি প্রদান পূর্ব্বক উক্ত কমিস্যনরের অতিরিক্ত ক্ষমতা অপহ্ন করেন।—কলিকাতার কনিষ্ঠ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু কিশোরিচাদ মিত্রের পরিবর্ত্তে, গবর্ণমেণ্ট ছোট আদালতের তৃতীয় একটিং বিচার পতি মেং রে সাহেবকে তৎপদে নিযুক্ত করেন।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে. ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টর সেল।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৃত আনিস বারবরের কলিঙ্গা এবং তেরেটির বাজার স্থিত যে দুই বাটী কলিকাতার মাষ্টর দ্বারা ৮ নবেম্বর তারিখে বিক্রীত হইবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছিল তাহা উক্ত তারিখে রহিত হইয়া আগামি ২০ নবেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে বিক্রীত হইবেক।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৭ অক্টোবর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৭১ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ১৬ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন.

মাষ্টার সেল।

মৃতরাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সম্পত্তি বিষয়ে যে মোকদ্দমায় তারকনাথ মল্লিক বাদী এবং শ্রীমতি ব্রজসুন্দরী দেবী যিনি মৃত ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের শেষ উইল অর্থাৎ ইচ্ছাপত্রের কর্ত্রী তিনি প্রতিবাদিনী, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৮ এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৯ এপ্রেল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টার শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতি ক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তর খানায় আগামি ২৭ নবেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিক্রীত হইবেক।

যথা।

১ দফা। বিশেষত জিলা রাজশাহির মধ্যে পরগণে লস্করপুর নামে বিখ্যাত জমীদারির দুই আনা রকম অথবা সমান শোলো অংশের একাংশ এবং পোনেরো গণ্ডা অথবা সমুদয় বিষয় শোলো অংশে বিভক্ত জ্ঞান করিয়া উক্ত শোলো অংশের তিন ভাগের চতুর্থ ভাগ এবং শোলো ভাগের যে দুই ও তিন কোয়াটর এইক্ষণে জিলা রাজশাহির কালেক্টরী শিরিস্তার ১৫৮০ নম্বর নথির শামিল আছে এবং যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানির ৩১,৯৫০।।১১ একত্রিশ হাজার নয় শত পঞ্চাশ টাকা আট আনা এগারো পাই গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয় এবং যে উক্ত দুই তিন কোয়াটরের মধ্যে অনেক মৌজা কিসমত চক ও তরফ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থান ও কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা ময়মন সিংহের মধ্যে পরগণে থোঙ্গরিয়া ও জয়ানশাহি নামে বিখ্যাত যে জমীদারি তাহার শোলো অংশের দুই অংশ অর্থাৎ সমুদয় বিষয়কে শোলো ভাগে বিভক্ত জ্ঞান করিয়া তাহার দুই আনা হিস্যা বা রকম এবং তাহার সহিত যে সকল গ্রাম বা মৌজা আছে যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানির ৯,৩৮৫।৵২ নয় হাজার তিন শত পঁচাশী টাকা ছয় আনা দুই পাই গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয়, তাহা উক্ত স্থান ও কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

এই সকল বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ ও বিক্রয়ের নিয়মাদি এবং ফর্দ্দ উপরোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের দপ্তর খানায় অথবা মিস্যুয়ার্স ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ বাদী পক্ষীয় উকীলদিগের পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের ১১ নম্বর ভবনে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complts Attorny.
ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ।
প্রতিবাদীপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	৵১০
স্বপ্নদর্শন	৵

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধনুর্ভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদপ্রভাকর

২ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৮০. বিক্টোরিয়াব্দা

ইংলিসমানের অযোধ্যাস্থ কোনো সংবাদদাতার পত্র পাঠ করত অবগত হওয়া গেল, বিদ্রোহিদিগের প্রতি Amnesty(এমনেষ্টি) অর্থাৎ (যে বিদ্রোহি অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের স্মরণ লইবে, তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে) এই নিয়ম শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর ঘোষণাপত্রে প্রকাশ হয়, তাহার ক্ষমতানুসারে ব্রিটিস সেনাপতিগণ সম্প্রতি শত্রুদিগের বিপক্ষে সমর না করিয়া প্রথমে তাহারদিগকে কথিত নবীন নিয়মটি সুযোগমতে বিদিত করিবেন, তাহাতে যদ্যপি বিদ্রোহিরা অস্ত্রাদি ত্যাগ করত আপনাপন গৃহে গমন পূর্ব্বক কৃষি-কর্ম্মের দ্বারা জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহারদিগের এরূপ গর্হিত দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষম বিধান হইবে, কিন্তু এইসুনিয়ম প্রতিপালন করিতে অন্যমত করিলে তাহারদিগকে বিনষ্ট করিতে রণপণ্ডিত সেনাপতিগণ বিশেষরূপে যত্নবন্ত হইবেন, শুনিলাম, উল্লেখিত নিয়মটি মুদ্রাঙ্কিত করত চর দ্বারা গোপনীয় ভাবে শত্রুদিগের শিবির মধ্যে প্রেরণ করা হইতেছে, কিন্তু তাহার ফল অদ্যাপি কিছুই দেখা যাইতেছে না, শত্রুগণ বরঞ্চ দিন দিন স্থানে স্থানে প্রবল হইতেছে, অতএব সেনাপতিরা শত্রুদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে কোনোমতে যেন অমনোযোগ না করেন, কারণ দুরাচারিদিগকে সহসা বিশ্বাস করা বিধেয় নহে, তবে ঐ নিয়মটি যাহাতে শত্রুগণের বিদিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন, যদ্যপি তাহারা তাহা প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা জ্ঞাত হইতে বড় আর বিলম্ব হইবে না, শীঘ্রই জানা যাইতে পারা যাইবে এবং যে বিদ্রোহি তাহা প্রতিপালন করিবে তাহাকেই ক্ষমা দান করিবেন, নচেৎ অগ্রেই সমরে দেওয়া কোনোপ্রকারে কর্ত্তব্য হয়না।

পাঠান্তে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম, এক খানা বাঙ্গালাপত্রে একটা অমূলক উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, প্রাগুক্ত পত্র প্রকাশক লিখিয়াছেন। কলিকাতার উত্তর বিভাগের পূর্ব্বতন মাজিষ্ট্রেট রায় কিশোরীচাঁদ মিত্র স্বীয় গর্ব্বিত ব্যবহারে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় লোক সমূহের অপ্রীতিভাজন হইবাতেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে সুস্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতেছি, এই হেতু যদি একান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ ও নিতান্ত অযথার্থ, রায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের চরিত্র আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি. তিনি সততই সদালাপী, মিষ্টভাষী, এবং উদার চরিত্র, লোকের সহিত তিনি এরূপ সদাচরণ করিয়া থাকেন, যে বান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এমন কেহই নাই তিনি যাঁহার প্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ হন নাই, যে বিচার অবসানে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন তাহা যৎকালে নিষ্পাদিত হইতেছিল তখন তাঁহার শুভোদ্দেশে সকলেই জগদীশ্বরের সন্নিধানে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করিতেন; এতন্মহানগরের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ভাগ্যধর মহোদয়গণ তাঁহার মঙ্গল প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হইয়া প্রতিদিন বিচারাগার পূর্ণ করিতেন, এমন কি আমরা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত আছি সেই সময় তিনি পদস্থ থাকেন এই অভিপ্রায়ে রাজপুরুষবর্গের সমীপে এতদ্দেশীয় সমগ্র সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র--পাঠাইবার সমুদয় অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কেবল তাঁহার অভিমত সিদ্ধ না হওয়াতেই তাহা প্রদত্ত হয় নাই, আমাদের পাঠক মহাশয়েরা ইহার দ্বারা জানিবেন, রায় কিশোরীচাঁদ মিত্র স্বদেশীয় জনগণের প্রিয়পাত্র কি না? অদ্য স্থান ও সময়াভাব বশত এবিষয় অধিক লিখিতে পারিলাম না সাবকাশ মতে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব।

---

১৮ আক্টোবর পর্য্যন্তের বিলাতীয় সংবাদ যাহা বোম্বে হইয়া নগরে আসিয়াছে, তাহার সার ভাগ গ্রহণ করিলাম।

"রণ পণ্ডিত রাজনীতিজ্ঞ স্যার, জেমস্ ঔটরাম মহোদয়কে শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী "বেরোনেট" কুলীনউপাধি প্রদান করিয়াছেন। রোমের অন্তঃপাতি টেটন নামক স্থানে দুই জন ইউরোপীয় কনসল্দিগের অর্থাৎ যাঁহারা ভিন্ন দেশে স্বদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করণার্থ অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়েন, কয়েক জন দুরাত্মা নিহত করিয়াছে, তাহারদিগকে ধৃত করা হয় নাই, সৈন্য সংক্রান্ত রাজমাতার আদেশানুসারে ডাক্তরদিগের বেতন এবং পদ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯ আক্টোবরে রাজ সভা, লণ্ডন নগরে পুনঃস্থাপিত হইয়াছে।

পর্ত্তুগিস রাজ্যের সহিত ফ্রান্স রাজ্যের মনোন্তর হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ফ্রান্স দেশের এক খানি অর্ণবযান পর্ত্তুগিসের নিকটাবর্ত্তি মহানগর দিয়া গমন করে, সেই পোত পর্ত্তুগিসেরা আক্রমণ করিয়াছিল। বাণিজ্য বাজার প্রায় পূর্ব্বমত আছে, তবে কোনো কোনো দ্রব্যের দর কিছু কমবেশ হইয়াছে।

---

২ আক্টোবর দিবসে ইন্দোর নামক স্থানে স্যার আর হেমিলটন সাহেব কর্ত্তৃক এক সভা হইয়াছিল, সেই সভায় উক্ত সম্ভ্রান্ত উচ্চপদ বিশিষ্ট সাহেব, রাজানুগত গতপত্ রাও সীতারাম এবং মুন্সি জান, আলী খাঁ, এই দুই ব্যক্তিকে বিশেষ প্রশংসা সহকারে খেলোয়াত এবং বিস্তর নগদ মুদ্রা রাজভক্ততার পারিতো-

ষিক স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে তিন সহস্র মুদ্রা এবং শেষোক্ত জনকে এক সহস্র টাকা প্রদান করা হইয়াছে, ইঁহারদিগের উভয়ের মধ্যে গণপত রাও সীতারাম বিগত বৎসরাবধি গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকারে সাধ্য মত সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং মেহিদপুর নামক স্থানে টিমিন্স নামক জনেক ইংরাজ কামিনীকে, বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করত সাতিশয় যত্ন পূর্ব্বক ইংরাজ শিবির মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, ব্যবস্থাপক সভার সম্ভ্রান্ত মেম্বর মেং করি সাহেব শীঘ্রই বিলাত গমন করিবেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে মেং বীডন সাহেব প্রাগুক্ত সভায়, করি সাহেবের ভারার্পিত কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারেন. এমত সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে মেং গ্রে সাহেব শেষোক্ত মহোদয়ের পদে অভিবিক্ত হইতে পারেন।

আমরা কোনো সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে অবগত হইলাম, সম্বলপুর নিরাপদ হইয়াছে, এক্ষণে তথায় কোনোরূপ গোলযোগ নাই, সকলে নির্ভয়ে কালযাপন করিতেছে, যে স্বল্প সংখ্যক সেনা প্রাগুক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারদিগের দ্বারা তৎস্থান রক্ষণাবেক্ষণ হইতে পারিবে, আর অধিক সেনা প্রেরণ করার আবশ্যক করে না।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদনমিদং।

প্রশ্নঃ।

রবেনা রবেনা দুখ রবেনা প্রজার।
আর রবেনা প্রজার॥

পদ্য।

এতদিন পরে দেখ, বিলাতের রাণী।
লইলেন রাজ কার্য্য, হইতে কোম্পানি॥
ভাবিয়া প্রজার শুভ, আপন অন্তরে।
নিলেন ভারত ভার, আপনার করে॥
সুনিয়মে প্রজাকুলে, করিতে পালন।
অবিরত এই কর্ম্মে, রত তাঁর মন॥
"কৃপাকরি কৃপাকরী" নিল রাজ্যভার।
রবেনা রবেনা দুখ, রবেনা প্রজার॥
আর রবেনা প্রজার॥

রাণীর হইল যবে, এরূপ মনন।
শুনিয়া পুলকে পূর্ণ, ভূলোকের মন॥
সবে বলে ধন্য ধন্য, রাণী মহামতি।
লইলেন রাজ্যভার, নাশিতে দুর্গতি॥
সর্ব্ব ভয় হলো ক্ষয়, এই সমাচারে।
শাসিবেন ভারতেরে, সুনীতি বিচারে॥
সকলের মনে হলো, আনন্দ অপার।
রবেনা রবেনা দুখ, রবেনা প্রজার॥
আর রবেনা প্রজার॥

মাতা হারা হয়ে প্রজা, মাথা হারা ছিল।
সেই মাতা পেয়ে সুখে, মাতিয়া উঠিল॥
সানুকূল হয়ে মাতা, এতদিন পরে।
প্রজাদের লইলেন, আপনার করে॥
শুভকরী শুভকরি, নিয়ম করিয়া।
সুখেতে শাসুন রাজ্য, নিজ পুত্র নিয়া॥
পালুন এদেশ রাণী, বুঝে মর্ম্ম সার।
রবেনা রবেনা দুখ রবেনা প্রজার॥
আর রবেনা প্রজার॥

চাসা যারা সুখে তারা, করে গিয়া চাস।
মুখে মাত্র এই ভাষে, দেশ হলো খাস॥
কাহারে করিব ভয়, কয় এই বাণী।
স্বভাবে সবারে সদা, তুষিবেন রাণী॥
এদেশে ধর্ম্মেতে দ্বেষ, কেহনা করিবে।
পরস্পর যত নর, স্বভাবে তরিবে॥
সুনিয়মে বিধিমতে হবে সুবিচার।
রবেনা রবেনা দুখ, রবেনা প্রজার॥
আর রবেনা প্রজার॥

অবোধ সেপাই সব, কোথা এসয়।
আসিয়া লউক তারা, রাণীর আশ্রয়॥
পড়ুক মায়ের পায়, করিয়া ক্রন্দন।
মাতৃ ক্রোধ মিষ্ট বাক্যে, করুক মোচন॥
কুপুত্র হইলে তবু, কুমাতা ত নয়।
অবশ্য লবেন কোলে, আপন তনয়॥
নাকরিলে এই কর্ম্ম, নাহি চারা আর।
রবেনা রবেনা দুখ, রবেনা প্রজার॥
আর রবেনা প্রজার॥

অগ্রেতে আসুক সেই, দুষ্ট মতি নানা।
অপকীর্ত্তি এই দেশে, আছে যার নানা॥
বিনাদোষে মিছা রোষে করিয়া সমর।
কাণপুরে খেত নারী, বধিল বিস্তর॥
এখন আসুক সেই, করি যোড় কর।
রাণীর পদেতে দিক, আপনার কর॥
নতুবা নাহিক ত্রাণ, তাহার এবার।
রবেনা রবেনা দুখ, রবেনা প্রজার॥
আর রবেনা প্রজার॥

শুভ বার্ত্তা শুভদিনে, করিতে প্রচার।
করে লোকে ঘরে ঘরে, সবে শুভাচার॥
ক্ষান্ত নহে তাহে কেহ, কিবা শাদা কালো।
ঘরে ঘরে থরে থরে, জ্বালিলেন আলো॥
ভেদাভেদ কিছু নাই, কিবা ধনি দীন।
সবে দিল দীপ মালা, স্বাধীন অধীন॥
সেই দিন সম কভু, নাহেরিব আর।
রবেনা রবেন' দুখ, রবেনা প্রজার॥
আর রবেনা প্রজার॥

কৃপাকরি দেখ হরি, এতদিন পরে।
দিলেন ভারত ভার, রাণীর উপরে॥
বুঝে হিত বিবিহিত, করিলেন শেষ।
যাহাতে হইল মুক্ত, এদেশের ক্লেশ॥
সুখের সাগরে সদা, ভাসে সব নর।
ভেদাভেদ নাহি ইথে, নাহি আত্ম-পর॥
চিরজীবী হোন্ রাণী, লয়ে রাজ্য ভার।
রবেনা রবেনা দুখ, রবেনা প্রজার॥
আর রবেনা প্রজার॥

শ্রীচন্দ্রকালী দাস ঘোষস্য।

সাং পানিহাটী।

Printed and published by Issur-chunder Gooto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

আতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৭২ সংখ্যা] বুধবার ৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ১৭ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফসাহেবসেখ দেরাসতুল্লা, অক্কল মহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রীত হইবেক।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলির অন্তঃপাতি ভুরষিট পরগণার মধ্যে এক পত্তনি তালুক যাহা মৌজে উদুয়া নামে বিখ্যাত এবং যাহার সদর মালগুজারি কোম্পানির ৯০২৷৵২ নয় শত দুই টাকা ছয়আনাপাঁচপাই মাত্র তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি দেরাসতুল্লা, অক্কল মহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার অন্তঃপাতি রাধানগরের মধ্যে যে এক খণ্ড লাখেরাজ ভূমি যাহা অনুমান ১৬ শোলবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি সেখ দেরাসতুল্লা, অকল মহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি রাধানগরের মধ্যে ঘোল নামক স্থানে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহার সহিত পুষ্করিণী ও নানাজাতীয় বৃক্ষাদি আছে, ভূমি অনুমান ৩/ তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি সেখ দেরাসতুল্লা, অক্কলমহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার অন্তঃপাতি নেওটা গ্রামে এক খণ্ড লাখেরাজভূমি অনুমান ২৫/ পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি সেখ দেরাসতুল্লা এবং অক্কল মহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি পঠহরি গ্রামের মধ্যে এক খণ্ড লাখেরাজ ভূমি অনুনান ৬/ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর

পূর্ব্বোক্ত আসামি সেখ দেরাসতুল্লা অক্কল মহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি ঘোলডিগ্রী নামক গ্রামের মধ্যে এক খণ্ড লাখেরাজ ভূমি অনুমান ৩৭/ সাঁইত্রিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি সেখ দেরাসতুল্লা, অক্কলমহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৭ দফা। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি দফার চক গ্রামের মধ্যে এক শত তালগাছ ও এক পুষ্করিণী সহিত একখণ্ড লাখেরাজ ভূমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি সেখ দেরাসতুল্লা, অক্কলমহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৮ দফা। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত জিলা এবং পরগণার অন্তঃপাতি উদ্না গ্রামের মধ্যে একটা পুষ্করিণী সহ এক খণ্ড লাখেরাজ ভূমি অনুমান /৯ নয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি সেখ দেরাসতুল্লা, অক্কল মহম্মদ সরকার এবং সেখ আন্দাদ সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হই বেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের সমুদায় বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডন্‌ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেস্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদ প্রভাকর

৩ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৮০, বিক্টোরিয়াব্দা ১

গোয়ালপাড়াস্থ বন্ধুর লিখিত প্রবন্ধটি আমরা সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

গোয়ালপাড়া বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী সভার সংহৃত অবিদ্যানাশিনী সভার কথোপকথন।

এক দিবস প্রবল প্রচণ্ড জ্যোতির্ম্ময় মার্ত্তণ্ড দেব অণ্ড-কটাহে অংশু প্রদান পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া

স্বাংশু সম্বরণ পুরঃসর অস্তাচল চূড়াবলম্বাপরায়ণ হইতে লাগিলেন, এমত সময়ে আমি কতিপয় সমাধ্যায়ি বয়স্য সম ভব্যাহারে বিদ্যাবিষয়ক নানাবিধ রসালাপে প্রমত্ত হইয়া অনিলাসেবন করিতে করিতে তৃণাকীর্ণ সবুজবর্ণ চতুষ্পার্শ্বে মহীরুহ পরিবেষ্টিত সুরম্য সুগম্য এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে উপনীত হইয়া নানাবিধ অদ্ভুত প্রভুত পদার্থ সন্দর্শন করত আমার মন একেবারে আনন্দ সলিলে আর্দ্র হইতে লাগিল, জগদীশ্বর পরম কারুণিক বিশ্বতাতের অপার অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি-পদার্থ অবলোকনে কোন্ আনন্দ হীন ব্যক্তির মন আনন্দ সলিলে অবগাহন না করে?। হে পরমাত্মন! জগচ্ছেষ্ট জগৎপতি! ভবদীয় করুনাবীজ এই ভবক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ হওত স্থানে স্থানে পুণ্যরূপ দ্রুমোৎপাদিত হইয়া ফলভারে অবনত রহিয়াছে, মানবমণ্ডলী পাপান্ধকারে পরিবৃত হইয়া এতাদৃশ সুস্বাদু ফলের রসাস্বাদন করা দূরে থাকুক, মানসিক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনেই অক্ষম হইতেছে। হে আমার মন! আর কত কাল এইরূপে কালাতিপাত করিবে? তুমি কি একেবারেই কাল হইলে, সদুপদেশের প্রতি কি একবারও শ্রুতিবিক্ষেপ করিবে না? কাল যে কাল পাইয়া তোমার কালহরণ করিতেছে, তাহা কি একবারও জ্ঞানলোচন করিয়া অবেক্ষণ করিবে না? মনোমধ্যে এতাদৃশ আন্দোলন করিতে করিতে বারম্বার সতৃষ্ণ নয়নে চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি বিক্ষেপ করত আনন্দ সলিলে নিমগ্ন হইলাম, ঊর্দ্ধোপরি বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব স্বরে মধুর কোলাহল ধ্বনি করিতে লাগিল ও নানাজাতি পোষ্য পশুগণ মনোসুখে বিচরণ সম্বরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্বাম্যালয়ে গমনোন্মুখ হইতে লাগিল এবং তৃণলতাদি নবদলে দলে দলে সুশোভিত হইয়া পরম পরাৎপর পরম পুরুষ মহিমাকরের অপার মহিমা ব্যক্ত করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে ক্ষিতিরুহ সমুহ মুকুলিত হওত পরম শোভায়মান হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মরুৎহিল্লোলে সঞ্চালিত হইতে লাগিল, এমৎকালে কাল পাইয়া মহাংশুধারী অংশুচর চরমাচল চূড়াবলম্বী হওত দর্শনের অদৃশ্য হইলেন। ইত বসরে নিদ্রান্বিতবৃক্ষ ঈষৎ কজ্জলবর্ণ পত্রে পত্রান্বিত হইয়া সমুদ্ভব হইল এবং নিদ্রাবৃক্ষের উদ্ভবাকার বিলোকনমাত্রে নিশামৃগগণ একেবারেই কোলাহল শব্দে আনন্দোৎসব ধ্বনি করিতে করিতে মহানন্দে বিহ্বল হইয়া সেই নবোৎপন্ন সুকোমল বৃক্ষোপরি ইতস্তত পদ পরিচালন করত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং গগনমণ্ডলে হীরক খণ্ডচয় বিকাশমান হইয়া খমণ্ডল হীরকখচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করত শুভ্রাংশু প্রায় অংশু প্রদানকরণ কালে ভূমণ্ডলে খদ্যোৎগণও বিদ্যুৎপ্রায় স্থানে স্থানে জ্যোতি প্রদান করিয়া বিশ্বমণ্ডল মণিময় ভূষণে পরিভূষিত করিতে লাগিল ইতিমধ্যে দিগ সুন্দরীগণ কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া গলদেশে মণিময় হারে পরিচ্ছন্ন করিয়া সমাগতা হইল। আহা! তৎসময়ে রমণীগণ কি অনির্ব্বচনীয় কমনীয় রূপলাবণ্যে সুশোভা হইয়া ছিল, তদ্দর্শনে আমি কিয়ৎকাল বাক্‌শক্তি হীন হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্ষণে ক্ষণে নয়ন নিক্ষেপ করত ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া অনতিদূরে অতি মনোহর শোভাকর সুদৃশ্য পঙ্কজাকীর্ণ একটি সরস্ অবলোকন করিয়া তাহার কমনীয় শোভা দর্শনাশায় অত্যন্ত উৎসুক চিত্তে তত্তটে উপস্থিত হইয়া নানা অপরূপ সুরূপ সন্তোষজনক প্রচুর পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, যে স্থানে স্থানে মরালমণ্ডলী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সলিলোপরি ভাসমান হওত মনোসুখে পরমাহ্লাদে কেলি করিতেছে, এবং কোন কোন স্থানে মীনগণ পরম কুতুহলে পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া আস্ফালন করিতেছে। অম্বুজসমাজ স্ব স্ব স্বামির অভাবে মহাশোকে শোকাকুল হইয়া বদন মলিন করত সর্ব্বাঙ্গ বসনাঞ্চলে আচ্ছাদন করিতেছে, এই সমুদয় সুখ সন্তোষজনক পদার্থ দর্শনে ও সুশীতল মন্দ মরুৎ অঙ্গস্পর্শনে আমার তপ্ত দেহ তৃপ্ত হইয়া নিজাগারে গমনেচ্ছুক হইবামাত্র অকস্মাৎ ক্রন্দনধ্বনি আমার শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং আমি সশঙ্ক চিত্তে পুনঃ পুনঃ অন্বেষণে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম ও ঐ আর্ত্তনাদ বারম্বার ঘোররবে শ্রাব্যমান হইতে লাগিল তচ্ছোকে আমার হৃদয় ভূয়োভূয়ঃ করুণানীরে অবগাহন করত একান্ত ভয়ে ভীত হইয়া হরিণ হৃদয় প্রায় হইয়া উঠিল তথাপিও কে, কোথায়, কি নিমিত্ত রোদন করিতেছে? তাহা জানিবার নিমিত্তে এ-

কান্ত ব্যগ্রান্তঃকরণে মন্দ মন্দ পদ পরিচালনে ব্রততী-বিতানে প্রবিষ্ট হইয়া সহসা সাক্ষাৎবর্ত্তী হওয়ায় অসাহসী হওত ভরুহের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া এক দৃষ্টে দর্শন করিতে লাগিলাম যে, একটি সুরূপসী ম্লানবদনা রমণী পাদপমূলে নিপতিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিনীর ন্যায় নানাবিধ বিলাপ করিয়া রোদন করিতেছে, তদ্দর্শনে মনমনে দয়ার্ণব উথলিয়া উঠিল এবং সেই দুঃখিনী রমণীর প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলাম, এমন সময়ে অকস্মাৎ বিমানযানারোহণে ষোড়শবর্ষ বয়স্কা নানাভরণে ভূষিতা অতিশয়রূপে রূপবতী ও গুণে গুণবতী অন্য একটি রমণী সমাগতা হইয়া রোদনকারিণী রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "ওগো দিদি বিদ্বন্মনোরঞ্জিনি! আমি তোমার কনিষ্ঠাভগিনী অবিদ্যানাশিনী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, তুমি কি নিমিত্তে এতাদৃশ ম্লানবদনে দুঃখিনীর ন্যায় ভূপতিত হইয়া রোদন করিতেছ!

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অস্মৎ লিখিত নিম্নস্থ কয়েক পঁক্তি পদ্য সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার জগৎমান্য পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

তত্ত্বপ্রকরণ।

চৌপদী।

ওরে মন একেমন, করিতেছ সর্ব্বক্ষণ,
বিপরীত আচরণ, কিসের কারণ হে।
পরিহরি সারতত্ত্ব, করিতেছ কার তত্ত্ব,
যেন হেরি যার মত্ত, মাতাল রাবণ হে॥
এখনো ইন্দ্রিগণ, আছে তারা সচেতন,
ধরিসার নিরূপণ, কর অন্বেষণ হে।
অসার সংসার বাস, এখনি হইবে নাশ,
মহাকাল ধরি ফাঁস, করিছে ভ্রমণ হে॥

দেখ জীব জন্তু যত, সৃষ্টি নাশ ক্রমাগত,
কালক্রমে হয় কত, বিষম ব্যাপার হে।
ভবের এ সমুদয়, চিরকাল কিছু নয়,
হবেই হবেই লয়, জেনো ভাই সার হে॥
অতএব ওরে মন, বিলম্বে কি প্রয়োজন,
ভক্তি ভাবে প্রতিক্ষণ, পূজ নিত্য ধন হে।
অসার সংসার বাস, এখনি হইবে নাশ,
মহাকাল ধরি ফাঁস, করিছে ভ্রমণ হে॥

দেখ দেখ গেল দিন, ক্রমেতে হোতেছে ক্ষীণ,
এখনি হইবে লীন, কালের কবলে হে।
এই কালে কাল যায়, কাল কাল লয় পায়,
এই কালে হবে সায়, জীবাদি সকলে হে॥
গেল কাল দুর্নিবার, করতার প্রতীকার,
যাহাতে হইবে পার, কালের সদন হে।
অসার সংসার বাস, এখনি হইবে নাশ,
মহাকাল ধরি ফাঁস, করিছে ভ্রমণ হে॥

যখন উদরে বাস, কোরেছিলে দশ মাস,
কেটা ক্ষুধা করি নাশ, কষ্টকালে তোমায় হে।
এবড় দারুণ শোক, পেয়ে হেন জ্ঞানালোক,
অনাসে বঁসালে লোক, না ভজিলে তাঁয় হে॥
পদে পদে কেন ভুলে, প্রবৃত্তি নদীর কূলে,
কেন ডুবে মর উলে, স্মর সত্য ধন হে।
অসার সংসার বাস, এখনি হইবে নাশ,
মহাকাল ধরি ফাঁস, করিছে ভ্রমণ হে॥

একি ভাব বিপরীত, মহামোহে বিমোহিত,
নাহি কিছু নিরূপিত, অসার সুসার হে।
সার ভূত তুমি ভবে, বিহিত বিধানে রবে,
নহিলে নিতান্ত হবে, বুযশ তোমার হে॥
তাই বলি বারবার, কর মোহ পরিহার,
স্মর সেই সর্ব্বাধার, জগৎ রাজন হে।
অসার সংসার বাস, এখনি হইবে নাশ,
মহাকাল ধরি ফাঁস, কি ছে ভ্রমণ হে॥

প্রিয়সীর রমণীয়, কলেবর কমনীয়,
সাতিশয় শোভনীয়, রূপ টল টল হে।
দুটি আঁখি ছল ছল, মুখে হাসি খল খল,
তাহে চারু শ্রম জল, যেন মুক্তা ফল হে।
বটে ইথে সুখি মন, কিন্তু নহে চিরধন,
তাই বলি প্রতিক্ষণ, ভজ সনাতন হে।
অসার সংসার বাস, এখনি হইবে নাশ,
মহাকাল ধরি ফাঁস, করিছে ভ্রমণ হে॥

ভেবে নিত্য কলেবর, যত্ন তাহে বহুতর,
নানারূপ মনোহর, ভোগের ব্যাপার হে।
পলান্ন মিষ্টান্ন যত, খাদ্য কত মনোমত,
এক মুখে কব কত, বিবিধ প্রকার হে।
চারু বাস নাহি হোলে, অভিমানে যাও গোলে,
কাচাবাস হবে মোলে' জেনো ভাস্তমন হে।
অসার সংসার বাস, এখনি হইবে নাশ,
মহাকাল ধরি ফাঁস, করিছে ভ্রমণ হে।

বুঝিয়ে বোঝোনা ভাই, উহু উহু মোরে যাই,
কেমনে বুঝিবে তাই, ভেবে হোলো বাই হে।
যে দেহের অহঙ্কার, কর তুমি বারবার,
সেই দেহ পুনর্ব্বার, হবে ভস্ম ছাই হে।
মিছে তব এই দেহ, কেন তবে এত স্নেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, বুঝ প্রতিক্ষণ হে।
অসার সংসার বাস, এখনি হইবে নাশ,
মহাকাল ধরি ফাঁস, করিছে ভ্রমণ হে॥

চিরবাধিত ছাত্র।

শ্রীমতিলাল বসু।

সাং মহেশ্বরপুর।

(হিলা বারাসত পরগণে আনোরপুর

Printed and published by Issur-chunder Gooto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোদোলক ডিয়ার তুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৮ টাকামাত্র

৮০৭৩ সংখ্যা] শুক্রবার ৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ১৮ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় মহারাণী তারামণী দাসী বাদিনী এবং দ্বারিকানাথ বসু, দীননাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু, এবং মহেন্দ্রনাথ বসু প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৮ আটই জানুয়ারি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্ট গৃহে শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন মাষ্টর সাহেবের দপ্তর খানায় আগামি ৬ ডিসেম্বর সোমবার নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক।

সম্পত্তির বিবরণ।

বিশেষত মহানগর কলিকাতার সুতানুটীর অন্তর্গত শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের শামিল ও তাধ্যস্থিত যে এক ২৬।২ নম্বর ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা বসতি বাটী আছে এবং যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহার একাংশে উল্লেখিত বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অপর অংশে একটি পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান বারো কাঠা এক পোয়া, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে গোরাচাঁদ ঘোষের বাটী পূর্ব্বদিগে রামধন বসুর এবং বিনোদবেহারি সাহার বাটী. দক্ষিণদিগে চিন্তামণি মদকের এবং রামধন সিংহের বাটী, পশ্চিমদিগে একটা লেন অথবা পথ যাহা শ্যাম পুষ্করিণীর পূর্ব্ব ভাগ দিয়া গিয়াছে।

মাষ্টর আফিসে, অথবা বাদীপক্ষের উকীল এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম সাহেবদিগের দপ্তর খানা, যাহা পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের মধ্যে ৫ নম্বর ভবনে আছে, তথায় অনুসন্ধান করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ALLAN JUDGE & LINGHAM.
Plaintiff's Attornies.
এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম।
বাদীপক্ষের উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৪ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র

কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদ প্রভাকর

৪ অগ্রহায়ণ শকাব্দ ১৭৮০, বিক্টোরিয়াব্দা ১

আমারদিগের এতন্নগরস্থ কোনো সম্ভ্রান্ত আত্মীয় মহাশয়কে তাঁহার আলাহাবাদস্থ কোনো বন্ধু ইংরাজীতে সমর ঘটিত যে এক সংবাদ প্রেরণ করেন তাহা আমারা প্রাপ্তানন্তর অনুবাদ করত অতিযত্ন পূর্ব্বক সাদরে গ্রহণ করিলাম, পাঠক মহোদয়গণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"বিদ্রোহি সরদার অমরসিংহের অধীনস্থ সেনারা বিশ্ববিজয়ী রণনিপুণ ব্রিটিস সেনাগণ-কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হইয়া আরা জিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মনাশা নদী পার হওত বারাণসী এবং মৃজাপুরাভিমুখে পলায়ন পর হইয়াছে, শত্রুগণের পূর্ব্বমত জারিজুরি দেখা আর যায়না, তাহারদিগের প্রকৃত সমর করণের অভিমত নাই বলিলেই হয়, এক্ষণে যাহাতে সহজে জীবনধারণ করিতে পারে, তাহার উপায় সকল ঈক্ষণ করিতেছে, নিরপরাধি প্রজাপুঞ্জের স্বোপার্জ্জিত নগদ মুদ্রা ও আহারাদির এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বল পূর্ব্বক গ্রহণ করত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, বিশেষরূপে অবগত হওয়া গিয়াছে, যে, বিদ্রোহি হরেকৃষ্ণ সিংহ, ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া কাল-কর্ত্তৃক চর্ব্বিত হইয়াছেন, সকলে কহে যে, উক্ত বিদ্রোহি মৃত কুমারসিংহ এবং অন্যান্য বলবন্ত বিদ্রোহিদিগের ন্যায় অত্যন্ত বলবান এবং পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি অনেকবার রাজা, প্রজার বিস্তর ক্ষতি করিয়া ছিলেন, এনিমিত্ত তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে সকলে সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, দুরাচারি পাপকারিদিগের মরণ-বার্ত্তা অবগত হইলে কে না সন্তুষ্ট হইয়া থাকে? পরম্পরায় অবগতি হইল, বিদ্রোহি অমরসিংহ অতি স্বল্প সংখ্যক সেনা সমভিব্যাহারে নেপালাভিমুখে গমন করিয়াছেন, তাঁহাকে আক্রমণ করণার্থ কয়েক দল ইংরাজ সেনা তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তি হইয়াছে।

কিয়দ্দিবস হইল, অমর সিংহের পরাজয় হওন সংবাদ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা আমরা পত্রস্থ করিয়াছি, অদ্যও সেইরূপ সংবাদ প্রভাকরে প্রকটন করিলাম, এক্ষণে উক্ত বিদ্রোহি সরদারের পরাজয়ের এবং পলায়ন করণ বিষয়ের আর বড় সংশয় রহিল না, কেননা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রায় সত্য সমাচারই প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে এই পত্র খানি পাঠে আমরা এক প্রকার সন্দেহ বিহীন হইয়া আনন্দ চিত্তে ব্রিটিসের সর্ব্ব-জয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করিলাম।"

অশেষবিধ গুণ-সম্পন্ন মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় শারীরিক অসুস্থ বিধায় শরীর সুস্থতার্থ আপনার জমীদারী মুঙ্গেরে গমন পূর্ব্বক তথায় প্রায় দুই মাস কাল বাস করত বিগত শুক্রবার প্রত্যূষে কলিকাতায় পাতুরিয়া ঘাটাস্থ নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, উক্ত প্রদেশের জল-বায়ু অতি উৎকৃষ্ট হওয়ায় উক্ত গুণযুক্ত সম্ভ্রান্ত বাবু সম্পূর্ণরূপে সুস্থতালাভ করিয়াছেন, পূর্ব্বাপেক্ষা কলেবরও অনেক পুষ্ট হইয়াছে।

বরণ কোম্পানিরা জগদীশপুরস্থ জঙ্গল পরিস্কার করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ফুরাণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা উক্ত জঙ্গল কাটিবার জন্য বিস্তর মজুর নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্রোহিদিগের দৌরাত্ম্যে কর্ম্মচারিরা সর্ব্বদা কার্য্যে রত থাকিতে পারে না, যখন বিদ্রোহিরা তথায় না থাকে, সেই সময় অতিভয়ে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, কোনো রূপ শব্দ শ্রবণ করিলেই, অমনি অস্ত্রাদি স্কন্ধোপরি নিক্ষেপানন্তর পলায়ন করে, এই রূপ হওয়ায় কার্য্যের বড়ই ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, শুনিলাম উল্লেখিত নিবিড়ারণ্য দীর্ঘে একাদশ ক্রোশ প্রস্থে দেড় ক্রোশ পরিসর, এ জঙ্গল কাটিয়া ময়দান করা অল্প দিবসের মধ্যে যে, হয় এমত বোধ হয় না, তাহাতে আবার বিদ্রোহিদিগের গোলোযোগে মজুরেরা সম্পূর্ণরূপ পরিশ্রম সহকারে নিয়ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে অশক্ত হইতেছে।

জেলনের ধন-শালিনী সম্ভ্রান্ত জন বিবী, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরোধ-ভাব প্রকাশ করণের প্রারম্ভেই সপরিবারে রাজ-পুরুষদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে তাঁহারদিগে মুঙ্গের প্রদেশে নজরবন্দীরূপে কারাগারে অবস্থিতি করিতে হইবে, ইতিমধ্যেই তিনি, তাঁহার অপ্রাপ্ত-বয়স্ক তনয় এবং দশ জন অনুচর লইয়া ব্রিটিস সেনা সমভিব্যাহারে উক্ত প্রদেশ মধ্যে আগমন করিতেছেন। শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট, উক্ত রমণীকে ৬০০ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত বিভবাদি রাজকোষ ভুক্ত হইয়াছে।

অযোধ্যাস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, ব্রিটিস সেনারা বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে বারয়াস্থ দুর্গ অধিকার করণ-কালীন বিলক্ষণরূপ রণনিপুণতা প্রকাশ করিয়াছে, কেননা উল্লেখিত দুর্গের চতুঃপার্শ্বস্থিত পয়লার সম্মুখে বিস্তর বৃক্ষাদি আছে, সেই সকল বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া বিদ্রোহিরা অবস্থিতি করত ব্রিটিস সেনাদিগের সহিত ভয়ানক সমর করে, কিন্তু অবশেষে ব্রিটিস সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দুর্গ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন পর হইয়াছে।

মজঃফরপুর এক্সপ্রেশ নামক সংবাদ পত্র পাঠে অবগতি হইল, দানাপুরস্থ কারাগার মধ্যে এক জন সম্ভ্রান্ত নেটিব অর্থাৎ স্বদেশীয় ব্যক্তিকে ধৃত করত নীত করা হইয়াছে শুনিলাম উক্ত কয়েদী বিদ্রোহি-প্রধান নানাপাপীর নানার আত্মীয়, তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কিছু কিছু মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন।

বিগত শনিবাসরের কলিকাতা গেজেট পাঠে অবগতি হইল, কাপ্তেন ব্যাট্টি সাহেব পোলিস সংক্রান্ত অশ্বারোহি সেনাদিগের ইন্স্পেক্টর অর্থাৎ অবেক্ষণকারি-পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

অবগতি হইল, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে সম্প্রতি পঞ্চবিংশতি জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, স্থানে স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে পঞ্চদশ জন হিন্দু দুই জন যবন এবং অষ্ট জন খ্রীষ্টান।

প্রেরিত পত্র

মহামহিম শ্রীযুক্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শুনিয়াছি বিক্রমপুর অঞ্চলে বিড়াল কে মেকুর বলে, আর মেকুর ভিন্ন বিড়াল শব্দ কখনই তদঞ্চলের লোকেরা উচ্চারণ করিতে পারেনা ঐ বিড়াল শব্দ তাহাদের এত অধিক ঘৃণ্য যে, কোনো পুস্তকাদিতে বিড়াল শব্দ লিখা দেখিয়াও তাহা পাঠ করিতে তাহারা মেকুরই পাঠ করে, বিড়াল কখন বলে না।

এইরূপ অন্যান্য অনেক স্থানের দুর্নীতির কথা শুনা ও প্রত্যক্ষ দেখা

আছে. যথা, মুরশিদাবাদ অঞ্চলে "র" অক্ষরের স্থানে "ড়" উচ্চারণ করে, বীরভূম অঞ্চলে প্রায় তাবৎ শব্দই "ও" চন্দ্র বিন্দু সহকারে বলিয়া থাকে, আবার যমুনার পুর্ব্ব পারের লোকেরা চন্দ্রবিন্দু মোটেই উচ্চারণ করিতে পারেনা, এবং ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, এই সকল কঠিন উচ্চার্য্য ও অক্ষর তাহারা মুখে আনিতে অশক্ত।

অধুনা জিজ্ঞাস্য এই যে, কলিকাতা অঞ্চলে কি "রায়" এই উপাধিকে "বন্দ্যোপাধ্যায়" বলিয়া থাকে? তদঞ্চলের লোকদিগের মুখেও কি "রায়" শব্দ উচ্চরিত হয়না, লেখনীতেও কি "রায়" শব্দ আইসে না? অথবা আপনারদিগের অঞ্চলে কি বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্রেরই রায় উপাধি? যদি আমার পুর্ব্বোক্ত জিজ্ঞাসা সকলের উত্তরেই আপনি হাঁ বলেন, তবে কি ঐ সকল ব্যবহার নিন্দনীয় নহে?

আমরা ইহাই জানি যে, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনোপ্রকার জনে বন্দ্যোপাধ্যায় নামে খ্যাত হইতে পারে না! কিন্তু তদ্বিপরীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, শূদ্র, ইহারা সকলেই রায় নাম ধারণ করিতে পারেন? আরো বিশেষ করিয়া লিখ "বন্দ্যোপাধ্যায়ের" ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক, "রায়" বিভব ও সেবা ধর্ম্মের পরিচায়ক। ঐ উভয় শব্দে বিনিময় হওয়া কেমন অসঙ্গত হয়?

একথা উত্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে, আমি কলিকাতার কোনো যন্ত্রাধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলাম, অমুক অমুক রায়ের নাম অমুক পৃষ্ঠায় ছাপা করিবা ও অমুক রায়ের নামে এত খান পুস্তক পাঠাইবা, কিন্তু তিনি সেই সকল নামে রায় উপাধি স্থলে বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন ও অমুক বন্দ্যোপাধ্যায় শিরোণামা লিখিয়া পেকেজ রওয়ানা করিয়াছেন, ইহাতে যে গোলোযোগ উপস্থিত হওয়া অনুমিত হয়, তাহাও হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি বৈদ্য জাতীয় হইয়া ছাপাতে বন্দ্যোপাধ্যায় নামে খ্যাত হইয়াছেন, তিনি আমার প্রতি মহাক্রোধ করিয়া বলিয়াছেন, আর যিনি কোনো এক পেকেজে লেপাফার উপরেই বন্দ্যোপাধ্যায় হইয়াছেন, ডাকের অধ্যক্ষ চিরকাল তাঁহাকে রায়োপাধিক জ্ঞাত থাকাতে ঐ পেকেজ সমর্পণ করিতে ইতস্তত করিতেছেন।

যাহা হউক, এই উপলক্ষে আমি মহানগর কলিকাতার আপামার সাধারত তাবৎ লোককে, বিশেষত লেখক ও যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সতর্ক করিতেছি, যে তাঁহারা যেন আপন দেশের ব্যবহার অন্য দেশে চলিত করার চেষ্টা না পান, এবং যথাদৃষ্টং তথা মুদ্রিতং তথা লিখিতং করিয়া কার্য্য পরিচালন করেন।

পরন্তু মহাশয়কে আর একটা কথা নিবেদন না করিয়া আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, আমার প্রেরিত তিনখানি পত্র মহাশয় নিজপত্রে স্থান দেওয়াতে যেমত সন্তুষ্ট হইয়াছি, ঐ সকল পত্রের স্থানে স্থানে অশুদ্ধ ছাপা হওয়াতে তেমনি মনঃপীড়া পাইয়াছি, আপনার ছাপাখানায় কি বর্ণশোধক নিযুক্ত নাই? কম্পোজিটরেরা যেরূপ বর্ণযোজনা করে, সেইরূপেই কি ছাপা হয়? যাহাহউক, আমার চাপল্য অপরাধ ক্ষমা করিয়া ভবিষ্যৎ কালের নিমিত্ত এবিষয়ে সাবধান হয়েন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

কস্যচিৎ রঙ্গপুর বাসিনঃ।

রঙ্গপুর ২৭ কার্ত্তিক।

আমরা রঙ্গপুরবাসী মহাশয়ের কয়েক খানি পত্র উপর্য্যুপরিপ্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করিয়াছি. এ পত্রও প্রকাশ করিলাম, যদিও মুদ্রাকরণে দুই একটী বর্ণ দোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা আমারদিগকেই ক্ষমা করিবেন, ফলত রঙ্গপুরবাসী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় নাম প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত ও তৃপ্ত হইব। তিনি অপ্রকাশ্য থাকাতে আমারদিগের অন্তঃকরণে অনেক প্রকার সংশয় জন্মিয়াছে, কারণ সুলেখক লোকের সহিত যতই সুপ্রকাশ্য আস্যে সভ্যাষ্যভাষণা প্রচলিত হয়, ততই জ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে, অতএব রঙ্গপুরবাসী মহোদয়, মহোদয় হইয়া আমারদিগকে মহাদয়ার পাত্রস্বরূপে পরিগণিত করত রহস্যেও স্বীয় নাম প্রকটনে সংপ্রীতি প্রদান করিবেন।

সং।

Printed and published by ISSUR CHUNDER GOOTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৭৪ সংখ্যা] শুক্রবার ৫ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ১৯ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

সুপ্রিমকোর্ট।
রিসিবর আফিস।
জমিদারিদিগর ইজারা।
আশুতোষ দে দিগর বাদি।
চন্দ্রকুমার পাল চৌধুরিদিগর
প্রতিবাদি ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে হাল সনের ডিসেম্বর মাহার ৪ শনিবার বেলা দুই প্রহর ১ ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত মোকদ্দমা সংক্রান্ত নীচের লিখিত জমিদারিদিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা নদীয়া পরগণে
আনমপুর ওগয়রহ।
নিজ আনমপুরের
নীচের লিখিত তরফহায়

তরফ মসুবাপুর	৩৫।। মৌজা
তরফ দেউলি	৬ মৌজা
তরফ চৌগাছা	৮ মৌজা
তরফ চামটা	৫ মৌজা
তরফ কণকপুর	৮ মৌজা
তরফ চিতলা	৩ মৌজা
তফর নাশবকুল	১ মৌজা

পরগণে পাজনর ২ তরফ

তরফ সিকারপুর	৭ মৌজা
তরফ রুদ্রনগর	৯ মৌজা

পরগণে মামজোয়ানি

তরফ চাপড়াশম্ভুপুরদিগর	৩ মৌজা

পরগণেধুইনেপুর

তরফ খাদাবাড়িয়া	৪৪ মৌজা

জিলা যশোহর
পরগণে সাতৌর।

তরফ দাদপুর	১৭ মৌজা
তরফ গন্দখানি	৮ মৌজা
তরফ মাজিয়ন	৮ মৌজা
তরফ গোপালপুর	৭ মৌজা
তরফ নারাণপুর	৪৪ মৌজা
তরফ উজরিপুর	১১ মৌজা

পরগণে দাঁতিয়া ডিহিকুমরিয়া
নীচের লিখিত তরফহায়।

তরফ নিজ কুমরিয়া	৭ মৌজা
তরফ খাটুরা	৫ মৌজা
তরফ মমিনপুর	২ মৌজা
তরফ তুলারামপুর	৭ মৌজা
তরফ বড়বিনা	৫ মৌজা
তরফ চেতলা	২ মৌজা
তরফ খলসি	১ মৌজা

পরগণে মামুদসাহি

তরফ পনামি ৪ মৌজা রকম ।০ চারি আনা।

জিলা ২৪ পরগণা
পরগণে আমিরাবাদ।

ডিহিবাকড়া	৬ মৌজা

মায় নীলকুঠীর শামিল উপরোক্ত জমীদারী হায়।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্টহৌস
রিসিবর আফিস।
তারিখ ১৭ নবেম্বর
সন ১২৫৮ সাল।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টার সেল।

যে মোকদ্দমায় মুন্সী শোনা উল্লা বাদি এবং হিমঙ্গল বিবি প্রতিবাদিনী সেই মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় ইংরাজী ১৮৫৮ এক হাজার আট শত আটান্ন সালের ২ জুন তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয় তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টার শ্রীযুত উইলিয়ম, মেকফার্সন সাহেবের অনুমতি ক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্ট গৃহের মধ্যস্থিত মাষ্টর আফিসে তাহার দপ্তর খানায় নিম্নলিখিত ভূমি সম্পত্তি সকল আগামি জানুয়ারি মাসের মধ্যে এক দিবস বিক্রীত হইবেক।

এই বিষয় বিক্রয়ের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।

ভূমি সম্পত্তির বিবরণ।

মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি মৌজা কলিঙ্গার অধীন ডিহি বিরজীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহা পাট্টা বিমর্জ্জিন ।।০৬০ দশ কাঠা বারো ছটাক, তাহার বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানির ১৬/৮ এক টাকা তেরো আনা আট পাই, গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া গিয়া থাকে, তাহা এইরূপে চতুসীমা বদ্ধ।

যথা।

বিশেষত পশ্চিমদিগে এক খণ্ড ভূমি যাহা দুর্গাচরণ বাবুর পূর্ব্বকার এবং এক্ষণকার সম্পত্তি, দক্ষিণদিগে কোম্পানির এক প্রকাশ্য গলি পূর্ব্বদিগে এক খণ্ড ভূমি যাহা অসক উল্লা এবং নুরণরামের পূর্ব্বকার এবং এক্ষণকার সম্পত্তি, উত্তরদিগে এক গলি।

এই বিষয় বিক্রয়ের বিশেষ বিবরণ এবং নিয়ম সকলের সারমর্ম্ম সুপ্রিমকোর্ট মাষ্টর আফিসে এবং বাদীপক্ষের উকীল রেমফ্রী এবং রজার্স সাহেবের আফিসে যাহা মহানগর কলিকাতার ফেন্সী লেনের মধ্যস্থিত ৪ নম্বর ভবনে উক্ত সাহেবদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে যথার্থ এবং মূল দলিলাদি সকল দৃষ্ট এবং অন্যান্য বিষয় সকল জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

RAMFRY & ROGERS.
Complainants Attorney.
রেমফ্রী এণ্ড রজর্স।
বাদীপক্ষের উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১২ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৃত আনিস বারবরের কলিঙ্গা এবং তেরেটির বাজার স্থিত যে দুই বাটী কলিকাতার মাষ্টর দ্বারা ৮ নবেম্বর তারিখে বিক্রীত হইবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছিল তাহা উক্ত তারিখে রহিত হইয়া আগামি ২০ নবেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে বিক্রীত হইবেক।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৭ অক্টোবর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU,
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত

করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	....১৲
প্রবোধ প্রভাকর	....১৲
শুকেতিহাস	.... ।।০
সুধীরঞ্জন	....১৲
বত্রিশ সিংহাসন	....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	.... ১।০
স্বপ্নদর্শন	.... ৵

সংবাদপ্রভাকর

৫ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৮০. বিক্টোরিয়াব্দা ১

ফতেপুর প্রবাসী আমারদিগের কোনো সংবাদদাতা ১৩ নবেম্বর দিবসে যে সংবাদ প্রেরণ করেন তাহার সারমর্ম্ম, সাদরে গ্রহণ করিলাম।

"এস্থানের প্রায় সপ্ত ক্রোশ অন্তর ভাগীরথীর অপর পারে কয়েক দিবসাবধি থাকিয়া তোপধ্বনি শুনা যাইতেছে, ইহাতে এমত প্রতীতি হইতেছে যে বিদ্রোহিদিগের সহিত ব্রিটিস সেনাদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহার নিশ্চয় সম্বাদ কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই, বোধ করি শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, প্রাপ্ত হইলেই মহাশয়কে বিদিত করিতে অমনোযোগ করিব না, সংপ্রতি যমুনার অপর পারে, বিদ্রোহ-গোলযোগ নাই বলিলেই হয়, কেননা ব্রিটিস সেনাগণ স্থানে স্থানে সতর্কতা পূর্ব্বক পাহারা দেওয়ায় শত্রুরা উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। দিল্লীর পদচ্যুত বাদসাহা ব্রিটিস সেনা-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কাণপুর হইতে বাষ্পীয়-শকটারোহণে এস্থানে আগমন করিয়াছেন, শীঘ্রই তিনি এস্থান পরিত্যাগ পুরঃসর মহানগর কলিকাতায় যাত্রা করিবেন। বৃদ্ধ বাদসাহার সহিত তাঁহার পত্নী ও দুই তনয় এবং পুত্রবধূদ্বয় আছেন, শুনিলাম, প্রাগুক্ত সন্তানদ্বয়ের মধ্যে এক জন ঔরসজাত নন্দন এবং অপরটি অবিবাহিতাজাত সুত।

সম্প্রতি আমরা সকলে নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছি, বিদ্রোহি অমর সিংহের পরাজয় হওন বিষয় অবগত হইয়া সাতিশয় পুলকিত হওয়া গেল, এমত জনশ্রুতি যে, বিদ্রোহি-প্রধান নানা সাহেবের ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে সমরকরণের আর বড় ইচ্ছা নাই, এক্ষণে তাঁহার নিতান্ত মানস এই যে, তিনি শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী কুইন বিক্টোরিয়া জননীর নবীন গবর্ণমেণ্টের সহিত পুনর্ব্বার প্রণয় করেন, কিন্তু এজনরবের প্রতি সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হয় না, তবে বলা যায় না, উল্লেখিত নানা দোষী নানার আর পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে সেরূপ সাহস, বল এবং সেনা নাই, ইহাতে তিনি সমরে বিরত হইলেও হইতে পারেন।"

আলাহাবাদ ডিভিজনের কয়েক জন ভূম্যধিকারি, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সমীপে যে, এক আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, উক্ত স্থানের কালেক্টর সাহেব প্রাগুক্ত জমীদারদিগের প্রতি গুরুতর তাড়না সহকারে তাঁহারদিগের নিকট হইতে বাকী খাজানা আদায় করিতে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু বিগত ফিব্রুয়ারি মাসাবধি উল্লেখিত ভূম্যধিকারিগণের জমীদারি বিদ্রোহিরা লুণ্ঠন করায় তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারেন নাই, এবিষয় তাঁহারা কালেক্টরকে বিদিত করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে ক্ষণেক কালের জন্য অমনোযোগ করিতেছেন না, এবিধায় এক্ষণে তাঁহারা অসীম গুণসম্পন্নপক্ষপাত-পরিশূন্যশ্রীশ্রীযুতের সমীপে এবিষয় আবেদন করায় সাতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার-

দিগের মনোভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, অথচ গবর্ণমেণ্টের হানি না হয়, তদ্বিষয়ে বাহাদুর মনোযোগী হইতে পারেন, কেননা তাঁহার দ্বারা কোনো মতে পক্ষপাত হইবার সম্ভাবনা নাই।

চাণকবাসি আমারদিগের কোনো পরমাত্মীয় ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানিরা ইতিমধ্যেই বারাকপুরের নিকট দিয়া রেলরোডের পথ নির্ম্মাণ করণার্থ খোঁটা পুঁতিয়া স্থান নির্ণয় করিতেছেন, আগামি ইংরাজীনূতন সালের প্রারম্ভেই উক্ত কোম্পানিরা তাঁহারদিগের কার্য্যে অনুরক্ত হইবেন, এমত প্রতীতি হইতেছে।

কিয়দ্দিবস হইল, রেঙ্গুণ প্রদেশে ওলাউঠা রাক্ষসীর এমত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল, যে, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় তিন শত ব্যক্তি উক্ত প্রচণ্ড রোগে আক্রান্ত হইয়া কাল সদনে গমন করিয়াছে, সম্প্রতি জগদীশ্বরের কৃপায় উক্ত প্রদেশে ওলাউঠার তাদৃশী প্রবলতা নাই, সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠে অবগতি হইল, উল্লেখিত পীড়ায় পীড়িত হইয়া কেবল পঞ্চবিংশতি জন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বেঙ্গল হেরাল্ড নামক সংবাদ পত্র পাঠান্তর অবগত হওয়া গেল, যে, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি সম্পর্কীয় কমিস্যনরের কোনো দেওয়ানী আদালতের দুই জন মুন্সি উৎকচ গ্রহণ অপরাধে ধৃত হওয়ায় তাহারা উভয়েই কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারদিগের দোষাদোষের বিচার হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি বেঙ্গাল প্রেসিডেন্সির সকল বিচারালয়ের কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যের প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

ভারতবর্ষ হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের কর্ত্তৃত্বভার অন্তর্হিত হওন কালীন, তাঁহারা তাঁহারদিগের ভারতবর্ষীয় অধীনস্থ সকল প্রকার অবস্থা বিশিষ্ট প্রজা এবং কর্ম্মচারিদিগকে সাতিশয় সন্তোষ সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মহামহিম মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

মল্লিখিত প্রস্তাবটি অনুগ্রহ প্রকাশ পুর্ব্বক সংশোধন করত জগন্মান্য প্রভাকর পত্রৈকপার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্থানদান করিয়া এই লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে আজ্ঞা হইবেক।

সম্পাদক মহাশয়! এই কলিকাতাস্থ সিমুলিয়ার অন্তর্গত এক গৃহস্থের গাভীর গর্ব্ভে গতকল্য রজনীতে একটী অদ্ভুত বৎস হইয়াছে, সহসা শুনিলে অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়, সেই বৎসের সকল শরীর অবিকল মানুষের মত, গাত্রে লোমের লেশ মাত্রই নাই, মস্তকে নবপ্রসূত মানব-সন্তানের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশ, হস্ত, পদ, কর্ণাদি ঠিক গোরুর মত, কিন্তু নাসিকা নাই জিহ্বাও ঠিক মানুষের মত, এই অদ্ভুতকাণ্ড লইয়া সিমুলিয়ার মধ্যে আবাল বৃদ্ধে বণিতাতে পাঁচ ছশ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয়! একে ধূমকেতুর উদয় হওয়াতে নানাদেশীয় কুসংস্কারবিশিষ্ট জনগণের অন্তঃকরণে পৃথিবীর অমঙ্গল বিষয়ে নানা প্রকার ভাবোদয় হইয়াছিল, তাহাতে আবার ধান, চাউল প্রভৃতি নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য অগ্নিমূল্য হওয়াতে এবৎসর কি হইবে বলিয়া তাহারা সর্ব্বদা ভাবনায় কাল যাপন করিতেছেন, বিশেষত গতকল্য এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটাতে আরও তাহাদিগের ভাবনা চতুর্গুণ হইয়া উঠিয়া অন্তঃকরণকে দগ্ধ করিতে লাগিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! গোরুর গর্ভে এতাদৃশ বৎসোৎপত্তি হওয়াতে অতি অদ্ভুত কাণ্ডই বলিতে হইবে।

নিতান্তানুগত।
শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।
সাং কলিকাতা।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

"কস্যচিৎ যথার্থ বাদীনঃ" ইতি স্বাক্ষরিত যে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা এতৎ পত্রে প্রকাশযোগ্য নহে।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীগত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নকুং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভাসংভ্রাম মতন্ত্রশীরদমতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৭৫ সংখ্যা] শনিবার ৬ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২০ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আগত ২২ নবম্বর সোমবার হইতে ২৭ তারিখ শনিবার পর্য্যন্ত অত্র কাছারিতে ১০,০০০ গজ আমেরিকান ড্রীল কাপড় এবং সুবরবান টেক্স আপিষের বার্ষিক ব্যয়ের কাগজ কলম ইত্যাদি দিবার জন্য ক্ষোদিত করা আবেদন পত্র গ্রহণ হইবেক, তদপরে আর গ্রহণ করা যাইবেক না ইতি।

W. HEY SHAM.
কালেক্টর।

আলীপুর সুবরবন
টেক্স আপিষ সন ১৮৫৮।
তারিখ ১৭ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে জিলা বর্দ্ধমান পরগণে রাণিহাটা থানা গাঙ্গুরের অন্তঃপাতি দেবীপুর নামক গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত শ্রীরাম বন্দোপাধ্যায়, তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর কিন্তু দৃশ্য বোধ হয় যেন ১৯।২০ বর্ষের যুবার ন্যায়, শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি স্বাভাবিক কৃশ তিনি প্রায় দুই বৎসরাতীত হইল বাটীতে না বলিয়া কোথায় যে গমন করিয়াছেন, একাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই, অতএব যদ্যপি কোনো মহাশয়ের সহিত উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কখন সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি কৃপাবলম্বন পুরঃসর তাঁহাকে আপনার নিকট আটোক রাখিয়া যদ্যপি আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে সম্বাদ প্রেরণ করেন তাহা হইলে তাঁহার দুঃখিত পরিবারদিগো চিরবাধিত এবং সাতিশয় আহ্লাদিত করেন, এবং ইহার দ্বারা বিবাগী মহাশয়কেও জানাইতেছি যে তিনি এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ অথবা কোনো ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিলেই প্রথমে বাটীতে পত্র লিখিয়া তাপিত পরিবারকে সন্তুষ্ট করত নিজালয়ে প্রত্যাগত হইতে যত্নবান হয়েন।

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচ-

না করত শ্রীযুত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, অল্প দিবসের মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষ কৃতরূপ যে, আমোদি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে, যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক কর্ত্তা।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবপ্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	৷৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
ব ত্রিশ সিংহাসন	১৲
র জস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১৷০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদপ্রভাকর

৬ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দা।

আমরা কোনো মান্য লোকের নিকট মুরসিদাবাদের নবাব দত্ত ইংরাজী ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সম্ভ্রম পত্র প্রাপ্ত হইয়া তন্মর্ম্ম অনুবাদ করত নিম্নে প্রকটন করিলাম, পাঠকগণ পাঠ করিলে উক্ত নবাব নাজিমের রাজভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

"গেট ব্রিটেন এবং আয়ারলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যেশ্বরী শ্রীশ্রীমতি কুইন বিক্টোরিয়া মহারাণীর প্রতি নিবেদন।

শ্রীশ্রীমতি সমীপেষু।

বিগত ৩১ আগষ্ট দিবসে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী এই সুদীর্ঘ ভারত রাজ্যের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা-করণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীমতির সুশাসনে ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রকার অবস্থা-বিশিষ্ট প্রজানিচয় স্বচ্ছন্দে সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাঁহার অধীনে থাকিয়া দেশেরও অশেষবিধ উন্নতি সম্ভাবনা, এই শুভ ঘটনা হওয়াতে এই বৎসরকে ভারতবর্ষীয় ইতিহাস মধ্যে নূতন অব্দ বলিয়া গণনা করিবে, এবং এই সময়াবধি দিন দিন দেশের এবং দেশীয় মানবদিগের মঙ্গল হইবে ইহা আমার বিবেচনায় বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে স্থানে মহারাণীর যুদ্ধ পতাকা উড্ডীয়মানা হইতেছে, সেই সমস্ত স্থানে পরিশ্রম দ্বারা শিল্প এবং নানাপ্রকার বিদ্যার প্রভাবে সুখ, সৌভাগ্য এবং সভ্যতার আধিক্য হইবে এমত উপলব্ধি হইতেছে, এবং তাহাতে রাজ্যেশ্বরীর প্রজাপুঞ্জের সংখ্যাতীত উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা;এই হিন্দুস্থানীয় পূর্ব্বতন শাসনকারিদিগের বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত সহকারি বন্ধু বলিয়া গণ্য হইয়াছি, এনিমিত্ত আমি শ্রীশ্রীমতির সমীপে সর্ব্বাগ্রেই বিশেষরূপ রাজভক্তি মান্য এবং স্নেহ প্রকাশার্থ এই নিবেদন পত্র সমর্পন করিতে সমুৎসুক হইয়াছি, এস্থলে আমার নিতান্ত অভিমত এবং প্রার্থনা এই যে, পরম পিতা পরমেশ্বর কৃপা পূর্ব্বক উল্লেখিতা অসীম গুণসম্পন্না শ্রীশ্রীমতি গ্রেট ব্রিটেনের অধীশ্বরী এবং তাঁহার পরিবারদিগ্যে দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য ও সর্ব্ব প্রকারে সুখি করুন।

শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর
নিতান্ত অনুগত এবং
বিশ্বস্ত প্রজা।

মুরসিদাবাদ
রাজ বাটী
১নবেম্বর ১৮৫৮

বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মান্যবর মেং হেলিডে বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ৯ নবেম্বর দিবসে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৪৩ সালের পঞ্চদশ ধারানুসারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

চিহ্নিত আসিষ্টাট অর্থাৎ সহকারির ২৪ পরগণায় মেং জে, বাউকার সাহেব।

বেহারে মেং এল, বি, কুক সাহেব।

সীতটে মেং জে, বি, স্যাডওয়েল সাহেব।

মুঙ্গিরে মেং সি, এইচ, গেট ফিণ্ড সাহেব।

বর্দ্ধমানে মেং সি, বি, পিয়ারসন্ সাহেব।

পূর্ণিয়ায় মেং উইলিয়ম স্মিথ সাহেব।

রাণীগঞ্জে বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঢাকায় বাবু রামকুমার বসু।

হুগলিতে বাবু দীননাথ আড্যি।

বর্দ্ধমানে বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ।

নদীয়াতে বাবু দ্বারিকানাথ দে।

চট্টেগ্রামে বাবু রামশঙ্কর সেন।

কটকে বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

পাবনায় বাবুরাধাগোবিন্দদাস।

বারাসতে বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ।

মেদীনিপুরে বাবুশ্যামচন্দ্র নাথ।

বাগুড়ায় বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার।

মুরসিদাবাদে বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

নারণে মৌলবি ওয়ারিস আলী।

পুরিতে মৌলবি মহম্মদ।

ময়মন সিংহে আবদুল করিম।

এইরূপ নূতন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর এই বঙ্গদেশের মধ্যে ৯০ জন হইবে, তন্মধ্যে উপর উল্লেখিত দ্বাবিংশতি জন এবং, ইতিপূর্ব্বে প্রায় বিংশতি জনকে প্রাগুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে, উল্লেখিত কর্ম্মচারিদিগের অধীনে দুই থানা থাকিবেক, তাঁহারা ঐ দুই থানার উপর সম্পূর্ণ রূপে কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ছোট কর্ত্তা মহাশয়, উল্লেখিত ৪২ জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের মধ্যে অধিকাংশ উপযুক্ত সদ্বিদ্বান বাঙ্গালিকে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে গুণগ্রাহী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কেননা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই উচ্চপদে নিয়োগ করা যথার্থ অপক্ষপাততার কর্ম্ম তাহাতে তিনি সুবিজ্ঞ বাঙ্গালিদিগ্যে এতৎ কার্য্যে নিয়োজিত করায় আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, এক্ষণে অবশিষ্ট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগকে নিযুক্ত-করণ কালীন এই রূপ সদ্বিবেচনা করিলেই তিনি বাঙ্গালি মণ্ডলে বিশিষ্ট রূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন, তৎপক্ষে সন্দেহ বিরহ।

আমরা শ্রবণে পরিতাপিত হইলাম, বিগত মঙ্গলবারে বাগবাজারে এক বৃদ্ধা রজকরমণী ব্রহ্মার কোপানলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিরণ এই যে, উক্ত স্ত্রীলোক স্বীয় খড়ুয়া গৃহে রন্ধন করিতেছিল, সহসা অনল সেই গৃহের বেড়ায় লাগিয়া একেবারে ধূধূ করিয়া

জ্বলিয়া উঠিল, ইহাতে উল্লেখিত দুর্ভাগিনী বাহিরে পলায়ন-করণে অপারগ হওয়ায় বহ্নি-কর্ত্তৃক দগ্ধীভূত হইয়া মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে।

গত বুধবার বেলা দুইপ্রহরের সময় সালিখাস্থ কোনো পুষ্করণীতে এক ব্যক্তি স্নানার্থ অবগাহন করিয়া সন্তরণ, দিতে দিতে জলমগ্ন হইল, কিন্তু আর উঠিল না, অন্যান্য যাহারা তথায় স্নান করিতেছিলেন, তাহারা প্রথমে মনে করিলেন, যে, উক্ত ব্যক্তি "ডুব সাঁতার" দিতেছে, পরে তাহারদিগের সেই কল্পনা বৃথা হইল, সে আর জলোপরি উঠিল না, বারি মধ্যে মগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সকলে অনেক ক্ষণাবধি বিশেষ রূপ অন্বেষণ করায় তাহার মৃত দেহ প্রাপ্তানন্তর তৎনিকটবর্ত্তি ভূমিতে আনয়ন করণ কালীন প্রাগুক্ত অভাগার পরিবারগণ, তাহার শব দেহ অবলোকন করত হতাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ভাগীরথীর তীরে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার অন্ত্যেষ্ঠী ক্রিয় সমাপনানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

বোম্বেগেজেটের অযোধ্যাস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন, এস্থানে নূতন পোলিস সংক্রান্ত ১২,০০০ দ্বাদশ সহস্র সেনা সংগ্রহ করা হইয়াছে, এই সকল সেনাদিগের মধ্যে অধিকাংশ নূতন লোক তদ্ব্যতীত পঞ্জাবি এবং সেপাহি সেনা আছে, সেনাপতি মেজর ব্রুস সাহেবের দ্বারা উক্ত কয়েকটা রেজিমেণ্টের নিমিত্ত কয়েক জন রণনিপুণ সেনাপতি নিয়োগ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই সেনাগণ শিক্ষিত হইয়াছে, তাহারা সকলে দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ট।

প্রেরিত পত্র

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহতাশ্রয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমি একাদশ বৎসরাবধি প্রমেহ রোগাক্রান্ত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, প্রস্রাব ত্যাগকালীন এরূপ জ্বালা উপস্থিত হইত যে তাহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা কালাবধি আমাকে অস্থির করিত, ক্রমাগত ৮ বৎসর কেবল মেহ নির্গত হওয়াতে কলেবর এপ্রকার শীর্ণ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, যে চলত শক্তি প্রায় রহিত হইয়া গেল, তাহার পর গত চারি বৎসর ঐ মেহ পুঁজের ন্যায় হইয়া নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এমত সাংঘাতিক অবস্থায় এক দিবস মহাশয়ের জ্যৈষ্ঠ মাসের একখানি প্রভাকর পাঠে অবগত হইলাম, যে শোমড়া নিবাসী কলিকাতার পাতুরিয়া ঘাটা প্রবাসী সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ভিষক শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বর রায় মহাশয় মেহ আদি উৎকঠ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেই সকল রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন, আমি কাল বিলম্ব না করিয়া উক্ত গুণযুক্ত চিকিৎসক মহাশয়ের সমীপে অতিকষ্টে গমন পূর্ব্বক রোগের সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি? তিনি আমাকে এপ্রকার আশ্চর্য্য ঔষধি প্রদান করিলেন, যে তাহা তিন দিবস সেবন করিতে করিতে বোধ হইল যেন রোগ ভয়ে আমাকে পরিত্যাগ পুরঃসর স্থানান্তর পলায়নে বাধ্য হইল।

তাহার পর কিছু দিবস প্রাগুক্ত ঔষধি সেবন করত সম্প্রতি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি, প্রস্তাব সমাপ্ত-করণকালীন মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, যে হেতু মহাশয় এরূপ মহৎ কবিরাজ মহাশয়ের উৎকট ঔষধি সকল প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে অনেকে নিদারুণ পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন।

আপনকার নিতান্ত অনুগত।
শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত।
সাং বরাহনগর।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

কস্যচিৎ "পাঠকস্য" ইত্যাঙ্কিত যে এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সময়ক্রমে পত্রস্থ করিব, বিলম্ব জন্য পত্রপ্রেরক মহাশয় আমারদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৭৬ সংখ্যা] সোমবার ৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২২ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আগত ২২ নবম্বর সোমবার হইতে ২৭ তারিখ শনিবার পর্য্যন্ত অত্র কাছারিতে ১০,০০০ গজ আমেরিকান ড্রীল কাপড় এবং সুবরবান টেক্স আপিষের বার্ষিক ব্যয়ের কাগজ কলম ইত্যাদি দিবার জন্য ক্ষোদিত করা আবেদন পত্র গ্রহণ হইবেক, তদপরে আর গ্রহণ করা যাইবেক না ইতি।

W. HEY SHAM.
কালেক্টর।

আলীপুর সুবরবন
টেক্স আপিষ সন ১৮৫৮।
তারিখ ১৭ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্ত প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে জিলা বর্দ্ধমান পরগণে রাণিহাটা থানা গাঙ্গুরের অন্তঃপাতি দেবীপুর নামক গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত শ্রীরাম বন্দোপাধ্যায়, তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর কিন্তু দৃশ্য বোধ হয় যেন ১৯।২০ বর্ষের যুবার ন্যায়, শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি স্বাভাবিক কৃশ তিনি প্রায় দুই বৎসরাতীত হইল বাটীতে না বলিয়া কোথায় যে গমন করিয়াছেন, একাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই, অতএব যদ্যপি কোনো মহাশয়ের সহিত উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কখন সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি কৃপাবলম্বন পুরঃসর তাঁহাকে আপনার নিকট আটোক রাখিয়া যদ্যপি আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়ে সম্বাদ প্রেরণ করেন তাহা হইলে তাঁহার দুঃখিত পরিবারদিগ্যে চিরবাধিত এবং সাতিশয় আহ্লাদিত করেন, এবং ইহার দ্বারা বিবাগী মহাশয়কেও জানাইতেছি যে তিনি এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ অথবা কোনো ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিলেই প্রথমে বাটীতে পত্র লিখিয়া তাপিত পরিবারকে সন্তুষ্ট করত নিজালয়ে প্রত্যাগত হইতে যত্নবান হয়েন।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজ-

ভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৹
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ১৷৹
স্বপ্নদর্শন ..... ৵

সংবাদ প্রভাকর

৮ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৮০ বিটৌরিয়াব্দাঃ ১

ইংলিসম্যান পত্র পাঠে অবগতি হইল, প্রধান সেনাপতি বাহাদুর জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন। আমরা এই অশুভকর সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইলাম, এসময় বাহাদুরের শরীর অসুস্থ হওয়ায় শত্রু বিনাশ পক্ষে অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিতেছে, প্রায় দুই মাস কালাবধি তিনি এক স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে সমর করেন নাই, সম্প্রতি এমত মানস প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে সকল বিদ্রোহী সরদার এবং সেনারা ইচ্ছাক্রমে সমর-সংক্রান্ত অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শরণ না লইবে, তাহারদিগকে বিলক্ষণরূপে শাস্তি প্রদান করিবেন, এরূপ অভিমত সুসিদ্ধ করণার্থ উক্ত রণ-পণ্ডিত প্রস্তুত হইয়া সমরে প্রবর্ত্ত হইবেন এমত সময় পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন, অতএব আমারদিগের নিতান্ত প্রার্থনা এই যে, সর্ব্বমঙ্গলাকর জগদীশ্বর শীঘ্রই প্রধান সেনাপতি বাহাদুরকে রোগের হস্ত হইতে মুক্ত করত শ্রীশ্রীমতি ভারতেশ্বরীর শত্রুগণ ক বিনাশ করিয়া রাজ্যের কুশল করুন।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, "রাম কলিসা নামক স্থানের দুর্গ হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূরীভূত করিতে ১ সংখ্যক বেলুচ রেজিমেণ্টের কয়েক কোম্পানি সেনারা বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, প্রাগুক্ত দুর্গ অতিশয় কঠিন, গোলা দ্বারা মহসা ভগ্ন করা দুষ্কর, তাহা জঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহাতে আবার চতুঃপার্শ্বে প্রকাণ্ড গড়বন্দী আছে, শত্রুরা এরূপ নিরাপদ স্থানে অবস্থান করিতেছিল, লেপ্টেনাণ্ট হেনরি বেভিল সাহেব উল্লেখিত সুশিক্ষিত সেনাগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে দুর্গের চারিদিগে কয়েকটা তোপ বসাইয়া অনবরত তোপ ধ্বনি করিতে লাগিলেন, বিদ্রোহিগণ মেঘগর্জ্জন স্বরূপ তোপ ধ্বনি শ্রবণ করত সহসা তাহাতে ভীত না হইয়া দুর্গের বাহিরে আগমন পূর্ব্বক কৌশল ক্রমে কোনো গোপনীয় পথ দিয়া ব্রিটিস সেনাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া তলবারি প্রভৃতি সমর-সংক্রান্ত অস্ত্রাদি দ্বারা কয়েকজন সেনাকে নিহত করে সেনাপতি বিদ্রোহিদিগকে নিকটে আগত দৃষ্টি করত সমরে প্রবর্ত্ত হয়েন, এপ্রকারে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয় পরিশেষে বিদ্রোহিরা পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল, পলায়ন করণ সময়ে ইংরাজ সেনারা তাহারদিগের বিস্তর ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছে, অবশিষ্টেরা উল্লেখিত দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে, এই সমরে ব্রিটিস পক্ষের অধিক সেনা হত হয় নাই, কিন্তু অনেকগুলীন আহত হইয়াছে।

বোম্বে টেলিগ্রাফ এবং কুরিয়ার পত্র সম্পাদক রাজপুরুষদিগের সমীপে এক প্রশ্ন উত্থাপিত করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, কোনো রূপ অপরাধে অপরাধী হইয়া যে সকল ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্রোহ ঘটনা কালীন সেই সকল কয়েদী কারাগারের দ্বার ভগ্ন করত বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নির্দ্দোষী ইংরাজ অবলা মহিলা এবং অন্যান্য স্ত্রী পুরুষদিগকে গুরুতর হৃদয় বিদীর্ণকর শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক নিহত করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে যদ্যপি অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পুরঃসর ব্রিটিসের শরণ লয়, তাহা হইলে তাহারা কি ক্ষমা প্রাপ্ত হইতে পারে? উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের এরূপ প্রশ্নে গবর্ণমেণ্ট কি রূপ উত্তর প্রদান করেন, তাহা বলা যায় না, কিন্তু আপনারদিগের বিবেচনায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে ক্ষমা করা উচিত হয়।

বিদ্রোহ ঘটনার প্রথমাবধি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ অনেক নির্দ্দোষি ভ্রান্ত জমীদার তালুকদার এবং অন্যান্য ব্যক্তি অকারণে তৎস্থানের রাজকর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তৃক বিদ্রোহি অনুমানে অপমানিত এবং ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবিষয় সুবিবেচক গবর্ণমেণ্টের সুগোচর হওয়ায় তাঁহারা উল্লেখিত রাজপুরুষদিগের প্রতি এরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে ভবিষ্যতে যেন তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক দোষি নির্দ্দোষি প্রভেদ করিয়া চলেন, এস্থলে আমরা আমারদিগের গবর্ণমেণ্টকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি, কেননা তাঁহারদিগের এপ্রকার সদ্বিবেচনার প্রভাবে নির্দ্দোষি ব্যক্তিরা আর যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবেনা।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

এই ভয়ানক মহামারি!

জিলা নদীয়া পরগণে পাঁরনৌর অন্তঃপাতি চাকদহ কাঁঠালপুলী নামক গ্রামে গঙ্গাধর ঠাকুর নামক কুলীন চূড়ামণির আদিবাস, সকলেই বাণিজ্যাদি দ্বারা স্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন, এজন্য কমলার শুভ দৃষ্টি প্রায় সকলেরই প্রতি হইয়াছিল, এবং হইবার অঙ্কুর হইতেছিল। কিন্তু হা! কি খেদের বিষয়! এমন যে স্বর্ণময়ী কাঁঠালপুলী মহামারি সঙ্ঘটনে প্রায় জনশূন্য হইয়া ধ্বান্তময়ী হইয়াছে, সকলেরই বদনে কেবল হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে, কাহারো বাটী কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে, কাহারো অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে লোকাভাবে সুরধুনি-তীরে অর্পণ করে কেহ বা নিজাবাসেই পতিত হইয়াই পঞ্চত্ব পাইতেছে, যে যে, ব্যক্তিরা কালের করাল গ্রাসে মুক্তি পাইতেছে, তাহারা জীবন্মৃতের ন্যায়, তাহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, উদর প্রশস্ত ভুজদ্বয় নলুয়া নলুয়া, গণ্ড দেশ স্ফীত, এবং স্থানে স্থানে শিরা সকল প্রকাশমান হইয়াছে, এই রূপে চিরন্তন রোগে বিকটাকার হইয়া কেবল প্রভাকর কর সেবন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে আপনার মৃত ভ্রাতা পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে শরণ করত এক একবার চীৎকার ধ্বনিতে ক্রন্দন করে। হায়! কি ভয়ানক মহামারি! যেরূপ দস্যুরা দুস্যুবৃত্তি করিতে আইলে অগ্রে দ্বারবানকে ধ্বংশ না করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তেমনি ঐ যমসোদর মহামারি সর্ব্বাগ্রেই চিকিৎসকদিগকেই অমর শয্যায় শয়ন করাইয়া পরে প্রাণিদিগকে বিনাশ করিতেছে, এই সকল নিবারণার্থে অনেকানেক দেশ হইতে অনেকানেক কবিরাজ ও ডাক্তার মহাশয়েরা আসিয়াছিলেন, রোগিদিগকে আরোগ্য করা দূরে থাকুক

আপনারাই সেই রোগের ভোগে পতিত হইয়া কেহ বা রবিসুত নিলয়ে গমন করিয়াছেন, কেহ বা গমনোন্মুখ হইয়া স্ববলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, আর কোনো উপায় নাই, যে দেশে কবিরাজ পরাঙ্মুখ হইল, সে দেশের আর নিস্তার কি? আর ঐ চাকদহে আনন্দগঞ্জ নামক যে প্রসিদ্ধ আপনী আছে, সে এক্ষণে নিরানন্দ গঞ্জ নাম ধারণ করিয়া বিপিনতুল্য হইয়াছে। হে জগদীশ্বর! কি করিলে, গঞ্জের চতুর্দ্দিগ নিরক্ষণ করিলে সাত খানি কি আট খানি বিপনী দৃষ্ট হয় হে দীনবন্ধো দীননাথ জগদীশ্বর! আপনি কেন আপন সৃষ্টি বিনষ্ট করিতেছেন, এই সকল দর্শনে আমার মনোনয়ন শোক-নীরে নিমগ্ন হইয়া শুদ্ধ আপনার নিকটেই প্রার্থনা করিতেছে।

পদ্য।

কোথা হে করুণাময়, দিনবন্ধু হরি।
মহামারি ভয় আসি, দেহ দূর করি।
ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, যত জীবগণ।
শমন ভবনে যেন না করে গমন॥
তোমাবিনা এবিপদে নাহি আর গতি।
দয়া করি দয়াকর, ওহে পশুপতি॥
আশু দুখ দূর কর, ওহে সারাৎসার।
গেল হে কাঠালপুলী নাহিক নিস্তার॥
আর নাহিক নিস্তার॥

তুমিতো অনাথ নাথ, জগতের তাত।
ত্বরা করি হর এই, বিষম উৎপাত।
তুমিতো জগৎপতি, জগত তারণ।
এদেশে তো ধরা ছাড়া, নহে নারায়ণ॥
নাহিক উপায় আর, ওহে প্রভাকর।
বিপদ তমিস্রে তুমি হও প্রভাকর॥
ক্রন্দনের ধ্বনি নাথ, সহেনাক আর।
গেল হে কাঠালপুলী, নাহিক নিস্তার॥
আর নাহিক নিস্তার॥

তুমিতো অখিলপতি, নিখিল রঞ্জন।
রঞ্জন করিতে কেন, কর বিভঞ্জন॥
এনহে উচিত তব, শুন দয়াময়।
সৃজন করিয়ে জীবে, ধরা করা লয়॥
দয়া করি মারি ভয়, কর দূরীভব।
নতুবা উপায় নাই, সবে হোলো শব॥
কটাক্ষে লইয়া প্রভু, কর সুবিচার।
গেলহে কাঠালপুলী নাহিক নিস্তার॥
আর নাহিক নিস্তার॥

হোলো হোলো দয়াময়, জীব হীন দেশ।
কৃপা করি রাখ রাখ, সব হোলো শেষ॥
ওহে প্রভু কৃপা-বান, হান কৃপাবাণ।
মারি ভয় ভয়ে যেন, পলাইয়া যান॥
অবশিষ্ট জীবিত আছয়ে যত জীব।
কন্যাণে তাদের রাখ, নাশিয়া অশিব॥
সর্ব্ব মূলাধার তুমি, অখিল উদ্ধার।
গেলহে কাঠালপুলী নাহিক নিস্তার॥
আর নাহিক নিস্তার॥

শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং জিরাট বলাগড়ি

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নস্থ কতিপয় গদ্য পদ্য পঁক্তি সংশোধনান্তে ভবদীয় প্রভাকর পত্রৈকপার্শ্বে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

পুনঃ নিবেদন আপনকার প্রভাকর পত্র বিলম্বে পাওয়া হেতু উত্তর প্রদানে বিলম্ব হইল।

সম্পাদক মহাশয়! ২২ আশ্বিন দিবসীয় প্রভাকরে মৎকর্ত্তৃক একটী রচনা আপনার দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সম্পাদকীয় সম্বোধনে (আপনকার ভবদীয়) এই দুই একার্থ-বোধক শব্দ এক স্থানে সংযোজিত হইবাতে "কস্যচিৎ সন্দেহ কারিন" নামধেয় কোনো ব্যক্তি তজ্জন্য সন্দিগ্ধ হইয়া স্বীয় সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে মহাশয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে "এই লেখার উত্তর মিত্র ছাত্র প্রদান করিবে" একারণ আমাকে এই বিষয়ের জন্য লেখনী-ধারণ করিতে হইল, না করিলে আমাকে আপনার নিকট অপরাধী হইতে হয়, কিন্তু আপনি ও বিজ্ঞ পাঠকগণ ইহা পাঠান্তে অবশ্যই বুঝিতে পারেন যে ইহা কেবল ভ্রমবশত লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ লিখিবার কালীন আপনকার ও ভবদীয় এই দুই শব্দ আমার মনে উদয় হইয়াছিল, এই হেতু প্রথমত আমি আপনকার এই শব্দটী লিখিয়া অন্যমনাইয়া ভবদীয় শব্দটী লিখিয়া ছিলাম তাহাতেই একার্থ-বোধক দুই শব্দ এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে এবিষয়ের জন্য বিজ্ঞ ও ভদ্র পাঠকগণের মনে কোনো সন্দেহ উদয় হইতে পারেনা। যাহাহউক, ইহাতে যদি কোনো দোষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠকবর্গ ও "সন্দেহকারিন" মহাশয় তদ্দোষ ক্ষমা করিবেন।

পদ্য।

ভ্যালা ভুল ধরিয়াছ, ভ্যালা মোর ভাই।
সাবাস সাবাস বটে, চাই চাই চাই॥
আছে বটে তব ঘটে, গুণ অনুপম।
নহিলে ধরিবে কেন, এপ্রকার ভ্রম?॥
নতশিরে পরিশেষে, এই ভিক্ষা চাই।
ধোরোনা এমন ভুল, দোহাই দোহাই॥
ইথে ভাই মন মাঝে, কোরোনারে রাগ।
ভুল ধরা রাগে ভাই, হওরে বিরাগ॥

ভবদীয় নিতান্তানুগত ছাত্র।
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

Printed and published by ISSUR CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রতিহিকম্ব

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হেগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ২২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬, টাকামাত্র

৮০৭৭ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৯ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৩ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আগত ২২ নবেম্বর সোমবার হইতে ২৭ তারিখ শনিবার পর্য্যন্ত অত্র কাছারিতে ১০,০০০ গজ আমেরিকান ড্রীল কাপড় এবং সুবরবান টেক্স আপিষের বার্ষিক ব্যয়ের কাগজ কলম ইত্যাদি দিবার জন্য ক্ষোদিত করা আবেদন পত্র গ্রহণ হইবেক, তদপরে আর গ্রহণ করা যাইবেক না ইতি।

W. HEY SHAM.
কালেক্টর।

আলীপুর সুবরবন
টেক্স আপিষ সন ১৮৫৮।
তারিখ ১৭ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা চিত্র কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত

করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদ প্রভাকর

৯ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৮০। বিষ্টোরিয়াব্দা ১

আমরা কুমারখালির পতিপরায়ণা চর্ম্মকৃদঙ্গনার পতিভক্তি ঘটিত প্রেরিত পত্রখানি অবিকল নিম্নে গ্রহণ করিলাম, দেখুন! আমারদিগের উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীদিগের মধ্যে এমত কয়টী স্ত্রীরত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়? পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী দেবতাদিগেরও পূজনীয়া শাস্ত্রে এমত স্থির সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে, অতএব আমারদিগের দেশীয় সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীগণ এই দৃষ্টান্তের অনুসারিণী হইয়া আপনারা পুণ্য-ভাগিনী হউন এবং আমারদিগকেও গৌরবান্বিত করুন।

"মহামহিম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক
মহিমার্ণবেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদম্।

এই কুমারখালির পূর্ব্বোত্তর প্রান্ত চসমবাড়ী, নিবাসিনী জনৈক চর্ম্মকার-পত্নী স্বামিকে উৎকট পীড়ায় পীড়িত দেখিয়া স্বয়ং ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হয়, এবং বিনীতা হইয়া দীনতা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বামির উপস্থিত পীড়ার সমুদায় ভাব ব্যক্ত করে, তৎকালে পূর্ণগর্ভা থাকায় সেই অবলা অচলা হইয়াছিল, তথাচ স্বামির প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত কষ্টে সৃষ্টে প্রত্যহ ডাক্তরের নিকট আসিয়া ঔষধি লইয়া যাইত বিশেষত সে দিন তাহাদিগকে তত্ত্ব করে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, দিনোপজীবিকা, দুঃখী লোক, সুতরাং আপনি যে, শিল্প কর্ম্মে নিপুণা ছিল, দ্বিগুণপরিশ্রমে তদুপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা উচিত পথ্য প্রদানে স্বামিকে শুশ্রূষা করে, হীনজাতি ডাক্তার তাহার বাটীতে আসিবেন না, অতএব কখন কখন স্বামিকে বহন করিয়া রাস্তার ধারে রাখিয়া ডাক্তরকে সম্বাদ দিত শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন মজুমদার ডাক্তার মহাশয় তাহার অসাধারণ পতিভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই পতিপ্রাণা সতীর পতিকে সম্পূর্ণরূপে অরোগী করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। আহা! যে সৎ, তাহার সকলি সৎ। এই সুমতি স্ত্রী, পতিকে নিরোগী দেখিয়া, কি রূপে প্রত্যুপকার স্বীকার করিবে, তজ্জন্য সমধিক যত্নবতী হইয়াছিল। দুঃখী লোক বিশেষত হীনজাতি ডাক্তার তাহার কড়ি গ্রহণ করেন না, এতদ্রূপ বিবেচনায় সাদরে ও সযত্নে বংশ চটিকা দ্বারা এক খানি পাখা নির্ম্মাণ করিয়া ডাক্তারকে প্রদান করে, তদ্দ্বারা তাহার শিল্পে নৈপুণ্য যত প্রকাশ হউক না কেন, তাহার সহস্রগুণ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে ভদ্রকুলজগণ দেখুন। নীচকুলে কি অমূল্য রত্নোৎপত্তি হইয়াছে? ভদ্রকুলজাগণ, বুটিদার ঢাকাই শাটী, ডায়মনকাটা গহনার জন্য পতিকে যেরূপ নিগ্রহি করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সহস্রাংশের একাংশ ভক্তি করিলে আমাদিগের পাপগ্রহ শান্তি হইয়া খড়শূন্য ভগ্ন গৃহে শুভগ্রহের অনুগ্রহ হইতে পারে।

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।
কুমারখালি।

রাজদত্ত সংবাদ।

১৮ নবেম্বর দিবসের আগত সংবাদ।

"বিগত তারিখে ইন্দোর হইতে

স্যার, আর হেমিলটন সাহেব এমত সংবাদ দেন, যে, মেজর কভারস্ সাহেবের ২৩ গণিত পদাতিক দলের কয়েক কোম্পানি-সেনা এবং ১০০ জন পুনাস্থ অশ্বারোহি-সেনা সমভিব্যাহারে ১৬ তারিখে বহরমপুরে আগমন করণের কল্পনা ছিল, তাপ্তিনদীর উত্তর ভাগস্থ মেলঘাট এনিয়ার মধ্যবর্ত্তি স্থানে যে সকল বিদ্রোহিরা ছিল, তাহারা বহরমপুর অভিমুখে গমন করিয়াছে। শঙ্করপুর হইতে মেজর বরো সাহেব যে পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন, তাহা পাঠ করত জানা গেল, ব্রিগেডিয়ার এভেলে সাহেবের অধীনস্থ সেনারা শঙ্করপুরস্থ অষ্টসহস্র বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিলক্ষণরূপে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন, শত্রুগণ পরাজিত এবং ছড়িভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহারদিগের তিনটা তোপ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, বেলগুয়ার ঐ ভাগ এক্ষণে বিদ্রোহিশূন্য হইল, সেলন জিলা নিরাপদ হইয়াছে এবং উক্ত স্থানের খাজানা আদায় করা হইতেছে।"

শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের শাসন ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন, বিগত ১ নবেম্বর দিবসে তাঁহার ঘোষণাপত্র পাঠ যেরূপ কলিকাতায় হইয়াছিল, সেই রূপ সেই দিবসে বোম্বে এবং মান্দ্রাজে প্রেসিডেন্সিতেও হইয়াছিল, কিন্তু মান্দ্রাজে আলোকমালা প্রদীপ্ত হয় নাই, বৈকালে ঘোষণাপত্র আতপায় সমারোহ পূর্ব্বক পঠিত হইয়াছিল।

বিগত সোমবাসরে এতন্নগরীয় নবীন বিসপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ মান্যবর শ্রীযুক্ত ডাক্তর কটন সাহেব বিলাত হইতে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহার আগমন বার্ত্তাপ্রচারার্থ সম্মানসূচক তোপধ্বনি হয় নাই, তাহার কারণ বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ তদ্বিষয় করিতে নিশেধ করিয়াছেন।

গোরক্ষপুরের কোনো সংবাদদাতার ১৩ নবেম্বর তারিখের সংবাদ পাঠে অবগত হইলাম, সংপ্রতি উক্ত প্রদেশে বিদ্রোহানল শীতল হইয়াছে, কিন্তু অযোধ্যানগর মধ্যে বিদ্রোহিরা দিন দিন প্রবল হইতেছে।

৬ নবেম্বর দিবসের পুনা আবজারবার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, যে, বিদ্রোহি তাঁতিয়াতোপি স্বীয় দলবল সমভিব্যাহারে "পুনা" অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

সভাবর্ণন।

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীলশ্রীযুক্ত
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

নিবেদনমেতৎ।

শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে রাজ্যশাসন হওন পক্ষে ঘোষণাপত্রিকা পঠনোপলক্ষে রামপুর বোয়ালিয়াতে যে সভা হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন যে করা গিয়াছে, যদিও ঐ অযোগ্য ও অগণ্য বর্ণন মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র পত্রে জনক সম্বর্দ্ধনা করিয়া তৎক্রোড়োপবেশন করায় সক্ষম নহে, তথাপি সে তাহার উৎকৃষ্ট পদার্থের বহন কারিত্ব্যের গৌরবের মাহাত্ম্যে অপকৃষ্ট গণ্য হইতে পারেনা, পরন্তু মহামতির আশ্রয় গ্রহণ করার প্রবল অধিকারী বটে, তন্নিমিত্ত ভবদীয় পত্রের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া কৃতকার্য্য এবং সক্ষম হইতে ভূরি ভরসা করিয়াছে, অতএব প্রার্থনা যে মহাশয় অনুগ্রহ প্রকাশে আমার প্রেরিত উক্তোৎকৃষ্ট পদার্থ বাহাক বর্ণনকে ঐ পবিত্র পত্রে স্থান দান করত নানাসভায় ও সম্ভ্রান্ত সদনে পর্য্যটন করাইতে কিঞ্চিৎ মাত্রও আপত্য না করিয়া মুদ্রাঙ্কণের আদেশ করিয়া পরমবাধিত করিবেন ইতি।

জিলা রাজসাহী প্রভৃতির
কমিস্যনরের মহাফেজ।
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

অসীমগুণ বিশিষ্টা, শিষ্টা, শান্তা দান্তা, মহাধন্যা, মান্যা, অনুপমা, শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে এই ভারতবর্ষ শাসিত হইবার পক্ষে যে, মলয়াচলসম্বন্ধীয় বাতরূপা ঘোষণাপত্রিকা ঐ মহামান্যা মহারাণীর এবং প্রবল প্রতাপান্বিত গবরনর জেনরল বাহাদুরের পক্ষ হইতে ইংরেজী ভাষায় প্রণীত ও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া সঞ্চালনরূপে প্রকটিতা হইয়াছে, তদুভয় অদ্য অত্র রামপুর বোয়ালিয়াতে বেলা অপরাহ্ন ৪ চারি ঘণ্টার সময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অত্যুৎকৃষ্ট কমিস্যনরি কাছারির সম্মুখে রাজকীয় কর্ম্মচারি ও রাজ্যেশ্বরীর বিপুল প্রজা সম্ভ্রান্ত ও মর্য্যাদক বিদেশি ও স্বদেশি

আপামর সাধারণ অনুমান পঞ্চ ষষ্ঠ সহস্রজনসমূহের সমক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডরূপ প্রতাপান্বিত ও অশেষ গুণবিশিষ্ট দয়ার্দ্রচিত্ত মহামান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত কমিস্যনর সাহেব বাহাদুর প্রথমত ইংলণ্ডীয় ভাষায় ও শেষ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত প্রবল প্রতাপশালী জজ আদালতের শিরিস্তাদারের দ্বারা পাঠ করাইলেন প্রাগুক্ত শ্রোতৃবর্গ পঠনরূপে শ্রোতে স্বীয় স্বীয় শ্রবণতরী ভাসাইয়া ঐ বাতরূপা ঘোষণার হিল্লোলে মহাহৃষ্টচিত্ত হইয়া নিঃশব্দে স্তোভ নির্ব্বীশেষ থাকিয়া চালনা করিতে লাগিলেন, ফলিতার্থে তরী বাহিতা না হইয়া বাত্যাকর্ষণে গমনশীল হইলে সুতরাং তাহার বহন যন্ত্রাদির কি বাহকদিগের বলপ্রয়োগ জন্য শব্দ প্রাপ্ত হওয়াই যায় না, ঐ বাতরূপা ঘোষণার কিমাশ্চর্য্য মহৎ গুণ, তাহা যদিও অস্মদাদির বর্ণনার ক্ষমতাতীত বটে, তথাপি তৎপক্ষে যৎ কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ করিতে উচ্চাভিলাষ করিয়াছি। যথা, ঐ বাতরূপা ঘোষণা চালনা দ্বারা অস্মদাদির অন্তঃকর্ণিকা সুশীতল হইয়া উন্মীলিত হইল এবং ঐ বাতরূপা ঘোষণার সৌরভে বোধ করি সজ্জনদিগকেই আমোদিত ও মোহিত করিল এবং ঐ বাতরূপা ঘোষণার গৌরবে রাজকীয় কর্ম্মচারিরা গৌরবান্বিত হইলেন এবং ঐ বাতরূপা ঘোষণার আকর্ষণে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্তগণ চিরবাধিত রহিলেন এবং ঐ বাতরূপা ঘোষণার গুণে সাধারণ জনগণ নির্ব্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দচিত্তে থাকিলেন এবং ঐ বাতরূপা ঘোষণার শীতলতায় বিদ্যাবন্ত রাজকীয়কর্ম্ম-তূর্ষিত মহাত্মারা আত্ম আত্ম অন্তঃকরণ সুশীতল করিলেন এবং অধুনা ঐ বাতরূপা ঘোষণার প্রসাদাৎ উক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কমিসানরি কাছারি প্রাসাদে যে সভা হইয়াছিল, এমত মনোলোভা সভার শোভা প্রায়শ দৃষ্ট হয় নাই, অস্মদাদির জীবেরজীবন স্বরূপ পরমারাধ্য পরম পরাৎপর পরমেশ্বরকে তাঁহার অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অচিন্তনীয় প্রকাণ্ড কাণ্ড জন্য এবং অসীমগুণ বিশিষ্টা প্রশংসিতা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর ভারতীয় যাবদীয় কৃতকৃতজ্ঞ ও ত্যক্তকৃতঘ্ন জন সমূহের প্রতি অতুলানুরাগ জন্য এবং মহামান্য প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনেরল বাহাদুরের প্রজা-শাসন এবং তাহাদিগের দোষ মার্জ্জনা, শীল-গুণবিশিষ্ট সৎ অন্তঃকরণের জন্য এবং বঙ্গভূমির কমলও সরলান্তঃকরণান্বিত প্রজাদিগের প্রভুভক্ততা ও বাধ্যতার জন্য এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত কমিস্যনর সাহেব বাহাদুরের ও প্রোক্ত শিরিস্তাদার বাবুর সুমধুর পঠন বক্তৃতার জন্য এবং তৎ সভোপবিষ্ট মহামহিমান্বিত রাজকীয় কর্ম্মচারিদিগের সভ্যতা এবং সদাচার ও অসাধারণ উৎসাহ জন্য তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে শত কোটি ধন্যবাদ দিতেছি। অপিচ এমত অদ্ভুতাবস্থায় অস্মদাদি বাতরূপা ঘোষণা পত্রিকার "রত্ন-গর্ব্ভা" আখ্যাতি ও সংক্ষেপে বিখ্যাত করিতে আক্ষেপ রাখিবেক না। হে নবপ্রসবিতে ঘোষণাপত্রিকে! তুমি যদিও বিচিত্র চরিত্রা ও নানা গুণালঙ্কৃতা এবং বিবিধ বার্ত্তারূপ সন্তান সকলের গর্ভধারিণী বটে, তথাপি শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর অঙ্গীকাররূপ তব তনয়কে যে গর্ভে ধারণ করিয়া, এই ভারত ভূমির মঙ্গলার্থে মহারাণীর করুণা কটাক্ষপাতে মহাউপদ্বীপান্তরিত ইংলণ্ড হইতে প্রস্থান করত মহাজলধি গোষ্পদ জ্ঞানে অক্লেশে উল্লঙ্ঘন করণান্তর আলাহাবাদ হইয়া পথশ্রান্তা স্বধর্ম্মাক্রান্তা সহচরী শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনেরল বাহাদুরের ঘোষণা পত্রিকাকে সঙ্গে লইয়া এস্থানে শুভাগমন করিবামাত্রেই যে, ঐ অঙ্গীকার নামক সন্তানটিকে সুতন প্রসব করিলে, এমত গর্ভধারণ ও সুপ্রসব তুমি কদাচিৎ করিয়া থাকিবে, এই হেতুক, তোমার নাম উল্লেখিত "রত্ন গর্ভা" লিপী ও সঙ্কলন করা গেল, এবং লালসা যে, তোমার ঐ নব প্রসবিত তনয়কে অস্মদাদি প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়া তব সন্নিধানে উপকৃত হয়, এবং ঐ বালকের ভাবিগুণ গ্রহণে চিরবাধিত ও আনন্দিত থাকে, এবং যদি জগদীশ্বরের করুণায় এ সকল জ্ঞান রূপ বয়ঃপ্রাপ্তদিগের কৃতজ্ঞতা নাম্নী সন্ততি উদ্ভূতা হয়, তবে তাহার উদ্বাহ তৎসহ দানে আমোদিত ও আহ্লাদিত থাকিয়া অস্মাদাদির শুভ সৌভাগ্য-দিনের সুপ্রভাত হওয়া জ্ঞান করিব এবং অতি প্রবল প্রত্যাশায় যৎবার্ত্তা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে কৃতকৃতার্থ ও চরিতার্থ হইতে সমর্থ হইব ইতি ১৮৫৮ সাল তাং ১ নবেম্বর।

এই পত্রখানি অবিকল প্রকাশিত হইল।

সং প্রং সং।

Printed and published by Isur-chunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৭৮ সংখ্যা] বুধবার ১০ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৪ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

সুপ্রিমকোর্ট।
রিসিবর আফিস।
জমিদারিদিগর ইজারা।
আশুতোষ দে দিগর বাদি।
চন্দ্রকুমার পাল চৌধুরিদিগর
প্রতিবাদি ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে হাল সনের ডিসেম্বর মাহার ৪ শনিবার বেলা দুই প্রহর ১ ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত মোকদ্দমা সংক্রান্ত নীচের লিখিত জমিদারিদিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা নদীয়া পরগণে
আলমপুর ওগয়রহ।
নিজ আলমপুরের
নীচের লিখিত তরফহায়

তরফ মসুবাপুর	৩৫।। মৌজা
তরফ দেউলি	৬ মৌজা
তরফ চৌগাছা	৮ মৌজা
তরফ চামটা	৫ মৌজা
তরফ কনকপুর	৮ মৌজা
তরফ চিতলা	৩ মৌজা
তফর নাশবকুল	১ মৌজা

পরগণে পাজনর ২ তরফ

তরফ সিকারপুর	৭ মৌজা
তরফ রুদ্রনগর	৯ মৌজা

পরগণে মামজোয়ানি

তরফ চাপড়াশম্ভুপুরদিগর	৩ মৌজা

পরগণেধুইনেপুর

তরফ খাদাবাড়িয়া	৪৪ মৌজা

জিলা যশোহর
পরগণে সাতৌর।

তরফ দাদপুর	১৭ মৌজা
তরফ গন্দখানি	৮ মৌজা
তরফ মাজিয়ন	৮ মৌজা
তরফ গোপালপুর	৭ মৌজা
তরফ নারাণপুর	৪৪ মৌজা
তরফ উজরিপুর	১১ মৌজা

পরগণে দাঁতিয়া ডিহিকুমরিয়া
নীচের লিখিত তরফহায়।

তরফ নিজ কুমরিয়া	৭ মৌজা
তরফ খাটুরা	৫ মৌজা
তরফ মমিনপুর	২ মৌজা
তরফ তুলারামপুর	৭ মৌজা
তরফ বড়বিনা	৫ মৌজা
তরফ চেতলা	২ মৌজা
তরফ খলসি	১ মৌজা

পরগণে মামুদসাহি

তরফ পলাশী ৪ মৌজা রকম ।০ চারি আনা।

জিলা ২৪ পরগণা
পরগণে আমিরাবাদ।

ডিহিবাকড়া ৬ মৌজা

মায় নীলকুঠীর শামিল উপরোক্ত জমীদারী হায়।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্টহৌস
রিসিবর আফিস।
তারিখ ১৭ নবেম্বর
সন ১২৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা পোলিস ইস্তেহার।

আগামি ২৬ নবেম্বর তারিখে রজনীযোগে আতস্‌বাজি হইবেক, তৎসংক্রান্ত গোলযোগ ও দুর্ঘটনা নিবারণ জন্য কলিকাতার শ্রীযুত পোলিস কমিস্যনর সাহেব নিম্নলিখিত নিয়ম সকল সর্ব্বসাধারণের গোচর ও পালনার্থে প্রচার করিতেছেন।

উক্ত তারিখে বৈকালিক বেলা চারি ঘণ্টার সময় পশ্চাল্লিখিত ময়দানের পথোপরি সমুদয় দীর্ঘে অর্থাৎ নিম্নলিখিত পথ সকল কেহ অতিক্রম করিতে পারিবেন না, কিন্তু অবরোধিত রাস্তার ভিতর গাড়ি সকল প্রবেশ করিতে পারিবেক, এবং পোলিস প্রহরিদিগের প্রতি যেমন আদেশ হইল তদনুযায়িক তাহারা শ্রেণীবদ্ধ করিবেক।

নির্দ্ধারিত অবরোধিত রাস্তা সকল।

১। জানবাজার ইষ্ট্রীটের পশ্চিমান্ত হইতে জানবাজার ক্রাশ অর্থাৎ তের্চ্চা রোড্ লাং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের চৌরঙ্গী নামক গেট পর্য্যন্ত।

২। মৃত রাজচন্দ্র দাসের রোড্ আরম্ভ লাং কাকেড হেট নামক স্থান পর্য্যন্ত।

৩। গবর্ণমেণ্ট হৌসের দক্ষিণ গেট হইতে বেণ্টিঙ্ক রোড্ লাং পার্ক ইষ্ট্রীট পর্য্যন্ত।

৪। কাকেড হেট নামক স্থান হইতে ওল্ড কোর্‌স্ লাং চৌরঙ্গী সারটি অর্থাৎ গেট পর্য্যন্ত।

৫। পলাসি গেট রোড্ ইস্তক সারটী লাং গবর্ণমেণ্ট হৌস পর্য্যন্ত।

সেক্রেটরিস্ ওয়াক নামক স্থানের পশ্চিম এবং আকটারলোনি মনিউমেণ্টের চত্তুষ্পার্শের অবরোধিত স্থানের ভিতর কোনো গাড়ি বা পদগামি ব্যক্তিকে যাইতে দেওয়া যাইবেক না।

ওল্ড কোর্‌স্ এবং চৌরঙ্গী রাস্তার ভাঁড় গরাদের পূর্ব্বস্থিত ময়দানে ইস্তক বৈকালিক ৪ ঘণ্টা লাং রাত্রি ৬॥০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘোটকশূন্য গাড়ি সকল অবক্রভাবে কোচবাক্স দক্ষিণ মুখ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবেক, এবং ঘোটক যোজনার বোম সকল গাড়ির নীচে রাখা হইবেক, তৎপরে অর্থাৎ রাত্রি ৬॥০ ঘণ্টার পর অবরোধিত স্থানের মধ্যে ঘোটক আসিতে দেওয়া যাইবেক না।

পদগামি ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত সেক্রেটেরিস্ ওয়াক্ নামক স্থান খোলাসা রাখা যাইবেক।

রাত্রি ৬॥০ সাড়ে ছয় ঘণ্টার পর রুদ্ধ স্থানের মধ্যে ঘোটক সকল রাখিতে দেওয়া যাইবেক না, তাহারদিগকে বলণ্টিয়র পেরেড্ গ্রৌণ্ড নামক স্থানের দক্ষিণ স্থিত ময়দানে লইয়া যাওয়া ও রাখা হইবেক।

ওল্ড কোর্‌স্ হইতে প্রস্থান কালীন গাড়ি সকল দক্ষিণদিগ দিয়া উক্ত রাস্তা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

যাঁহারা উক্ত নিয়ম বা নিয়ম সকল অমান্য করিবেন, তাঁহারা পোলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আইনানুসারে দণ্ডনীয় ও কারাবদ্ধ হইবেন।

এস্ ওয়াকোর।
কমিস্যনর পোলিস।

২০ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, যে সহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবানেরা সন ১৮৫৯ সালের নিমিত্তে তাঁহাদের কান্সার বেন্সী গৌখানা মোকামে বিচালি সরবরাহ করণ জন্য কান্‌ট্রাক্ট দিবেন তজ্জন্য আগত ১৫ ডিসেম্বর তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাদের নং ৩ চৌরঙ্গী রাস্তার আপিসে শিল ও টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

প্রত্যেক টেণ্ডরের উপর নিম্নলিখিত সাহেবের নামে শিরোনামা দেওয়া যাইবেক, এবং ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহাদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক, তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কম দর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন, এমত অঙ্গীকার করেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটারী সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the municipal Commissioners.
ROBERT TURNBULL.
Secrety to the M. Commrs.

মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট টরনবুল্।
কমিস্যনরদিগের সক্রেটারী।

Calcutta.
23d November 1858.

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গবাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সংবাদ প্রভাকর

১০ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দা১

সোমপ্রকাশ।

আমরা "সোম প্রকাশ" নামক এক খানি অভিনব সংবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় পাঠ করত এক প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্র খানির আকৃতি প্রায় তত্ত্ববোধিনীর ন্যায়, দুই ফরমা করিয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ্য। চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বরচন্দ্রের গলিতে গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে, সোম প্রকাশের ভাষা-প্রণালী সংস্কৃতানুযায়িনী এজন্য অনুমান হয়, গুণসাগর বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কৃত কালেজীয় পণ্ডিতগণের সাহচর্য্যায় সোমপ্রকাশ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহা হউক, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে সংস্কৃতাড়ম্বরী হইলে বিষয়ি পাঠকগণের পক্ষে ভাষাবোধের কিছু সংকোচ জন্মিতে পারে, তবে পণ্ডিতবর্গের যে, আদরণীয় হইবে, সে অংশে সন্দেহ নাই।) আমরা পাঠকগণের সুগোচরার্থে সোমপ্রকাশ হইতে নিম্নভাগে একটী প্রবন্ধ গ্রহণ করিলাম, এতৎ পাঠেই সুধীবর পাঠক মহোদয়েরা সোম প্রকাশের সুশীতল রশ্মির বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন, ভরসা করি, এই পত্র দীর্ঘায়ু হইয়া আমারদিগের দেশের মঙ্গলজনক হউক।

"বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি চেষ্টার আবশ্যকতা।

আত্মার ন্যায় স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি মনুষ্যমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রেম ও অনুরাগ আছে। সেই অনুরাগনিবন্ধন মানুষ যেমন আপন অবস্থার উন্নতি হইলে হৃষ্ট এবং বিপর্য্যয় হইলে বিষণ্ণ হয়, স্বজাতি ও স্বদেশের দশাবিপর্য্যয় ও উন্নতি হইলেও তেমনি হর্ষবিষাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। আপনাপন হৃদয়গত ভাবের পরীক্ষা করিলেই এই বিষয় সপ্রমাণ হইতে পারে। কেহ যদি অসভ্য ও নিঃস্ব বলিয়া আমাদিগের দেশের নিন্দা করে, মনে অতিশয় ক্ষোভ হয়; আর সভ্য ও ধনসম্পন্ন বলিয়া প্রশংসা করে, আনন্দের পরিসীমা থাকে না। যখন অন্যকৃত স্বদেশের নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল ও ক্ষুব্ধ হয়, তখন স্বচক্ষে স্বদেশের দুরবস্থা অথবা সৌভাগ্য দর্শন করিলে যে, হর্ষবিষাদ জন্মিবে তাহা কোনক্রমেই অসম্ভব নহে। অতএব যাহাতে আমরা স্বদেশের উন্নতি দর্শন করিয়া সুখি হই, সেই চেষ্টা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

দেশের উন্নতিসাধনকল্পে যে যে বিষয়ের উপযোগিতা আছে, স্বদেশীয়-ভাষা তন্মধ্যে প্রধান এবং অন্য অন্য উপায় তাহার পরিবার স্বরূপ। একথা বলিলে বোধ হয় আমারদিগের অত্যুক্তি অথবা অনভিজ্ঞতা দোষ ঘটিতে পারে না। মানুষ বুদ্ধিদ্বারা উদ্ভাবন ও আবিষ্ক্রিয়া করিয়া সুখসচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবে, এই অভিপ্রায় করিয়া জগদীশ্বর মনুষ্যের হিতার্থ পৃথিবীকে যাবতীয় প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যের আধার করিয়া দিয়াছেন এবং মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সেই উদ্ভাবনী ও আবিষ্ক্রিয়াকারিণী বুদ্ধি সকল মনুষ্যের নাই। তাদৃশ প্রতিভাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভূমণ্ডলে কদাচিৎ অবতীর্ণ হন। তাঁহারা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে জন্মগ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগের বুদ্ধিবলে যে সকল বিষয় উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হয়, তদ্দ্বারা জগৎ সাধারণ সমুদায় লোকের বহুতর উপকার দর্শে। স্বদেশীয় ভাষা ঐ সকল বিষয় জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কিন্তু ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না হই

লে সেই অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা থাকে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করেন; তিনি যদি নিজ ভাষা দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই আবিষ্ক্রিয়া ফলোপধায়িনী হয় না। যাবৎ স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না হয়, তাবৎ কেহ মনোমধ্যে উদিত অসামান্য ভাব ব্যক্ত করিয়া অন্যের প্রীতি উৎপাদন ও হিতসাধন করিতে পারেন না। অদ্যাপি বাঙ্গলাভাষার উৎকৃষ্ট অবস্থা হয় নাই। এই নিমিত্ত আমরা মনোগত সমুদয় ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারি না এবং অন্যদেশীয় প্রতিভাগুণ সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরা যে সকল আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহাও ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করিয়া পরস্পরের হিতসাধনে সমর্থ হইতেছি না।

ভাষার উন্নতি আমাদিগের মানসিক সুখলাভের এক উৎকৃষ্ট উপায়। ইন্দ্রিয় সুখ, আর মানসিক সুখ এ উভয়ের বহু অন্তর দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া যে সুখ অনুভব করি, তাহা ক্ষণিক ও অবিশুদ্ধ। কিন্তু মানসিক সুখ সেরূপ নহে। আমাদিগের মানসিক সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। আমরা অন্যের অসামান্য দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণ অথবা বুদ্ধিমত্তা ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশিত দর্শন করিয়া যখন সেই বিষয় চিন্তা করি, তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দসুখ অনুভব করিয়া থাকে। সেই সুখ অনল্পকাল ভোগ করিয়াও অন্তঃকরণ বিরক্ত হয় না। কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারের অননুকরণীয় সরস রচনা নয়নগোচর হইলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাহা পাঠ করিয়া দীর্ঘকাল বিশুদ্ধ আনন্দসুখ অনুভব না করেন, বোধ হয়, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের এক চমৎকার বশীকরণ শক্তি আছে, তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে পরিত্যাগ করিতে আর ইচ্ছা হয় না এবং বহুক্ষণ পাঠ করিলেও বিতৃষ্ণা জন্মে না। বরং সে সময়ে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে অন্তঃকরণ নিতান্ত অসুখিত হয়। কাব্য শাস্ত্রের অনুশীলনের আমোদে পণ্ডিতগণের সুখে কাল হরণ হইয়া থাকে, এই প্রসিদ্ধ বাক্যও আমাদিগের প্রতিপাদয়িতব্য বিষয়ের সমধিক প্রতিপোষকতা করিতেছে। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে ন্যায় শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন আরম্ভ হইয়া ছল। যাঁহারা ঐ শাস্ত্রে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তর্কশাস্ত্রের আলোচনা কালে একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতেন, তাঁহাদিগের বিষয়সেবা জন্য অবিশুদ্ধ ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে নিতান্ত বৈরাগ্য ছিল। বোধ হয় ঐ সকল নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের তাদৃশ ব্যবহারমূলকই এতদ্দেশে বিষয়ী ও পণ্ডিত বলিয়া দুটি স্বতন্ত্র শব্দ ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে। বিষয়ীরা বিষয় সেবা করেন এবং পণ্ডিতেরা বিষয় সেবা জন্য ক্ষণবিনশ্বর সুখে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া শাস্ত্রানুশীলন জন্য স্থিরতর বিশুদ্ধ আনন্দসুখে কাল হরণ করেন। নিউটনের বিষয়েও ঐরূপ কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, তিনি শাস্ত্রানুশীন কালে আহার নিদ্রাদি বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। দুঃখ সকলেরই দ্বেষ্য, দুঃখে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। শাস্ত্রানুশীলন জন্য দীর্ঘতর বিশুদ্ধ মানসিক আনন্দসুখ অনুভূত না হইলে পণ্ডিতগণ কোন ক্রমেই দীর্ঘকাল একাগ্রচিত্তে শাস্ত্র চিন্তা করিতে পারিতেন না। কিন্তু বিষয়সেবা জন্য অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সুখের এ রীতি নহে। এক বিষয় কিঞ্চিৎ কাল ভোগ করিলেই বৈরাগ্য জন্মে। চিত্ত নূতন সুখ লাভের আশয়ে বিষয়ান্তরে ধাবমান হয়। অতএব ইহা স্থির হইতেছে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ আমাদিগের বিশুদ্ধ মানসিক সুখ লাভের মুখ্য হেতু! কিন্তু যাবৎ স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি না হয়, তাবৎ স্বদেশীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিরচিত হয় না। সুতরাং আমরা সেই মানসিক বিশুদ্ধ সুখ ভোগে বঞ্চিত থাকি।

যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। কিন্তু এই কার্য্য একের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য সাধ্যানুসারে সাহায্যদান করিয়া স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। আমরা বাঙ্গলা দেশের লোক; বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিকল্পে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

Printed and published by ISSUR CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ধামং জাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্রান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র [illegible] বার ব্যতীত প্রতি [illegible] কলিকাতা [illegible] অন্তঃপাতি [illegible] ডিয়ার দুর্গা [illegible] মিত্রের ষ্ট্রীটে [illegible] ভবনে সম্পাদক [illegible] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [illegible] প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৭৯ সংখ্যা] গুরুবার ১১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৫ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টর সেল।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় মহারাণী তারামণী দাসী বাদিনী এবং দ্বারিকানাথ বসু, দীননাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু, এবং মহেন্দ্রনাথ বসু প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৮ আটই জানুয়ারি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্ট গৃহে শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন মাষ্টর সাহেবের দপ্তর খানায় আগামি ৬ ডিসেম্বর সোমবার নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক।

সম্পত্তির বিবরণ।

বিশেষত মহানগর কলিকাতার সুতানুটীর অন্তর্গত শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৬।২ নম্বর ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা বসতি বাটী আছে এবং যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি, যাহার একাংশে উল্লেখিত বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অপর অংশে একটি পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান বারো কাঠা এক পোয়া, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে গোরাচাঁদ ঘোষের বাটী পূর্ব্বদিগে রামধন বসুর এবং বিনোদবেহারি সাহার বাটী, দক্ষিণদিগে চিন্তামণি মদকের এবং রামধন সিংহের বাটী, পশ্চিমদিগে একটা লেন অথবা পথ যাহা শ্যাম পুষ্করিণীর পূর্ব্ব ভাগ দিয়া গিয়াছে।

মাষ্টর আফিসে, অথবা বাদীপক্ষের উকীল এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম সাহেবদিগের দপ্তর খানা, যাহা পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের মধ্যে ৫ নম্বর ভবনে আছে, তথায় অনুসন্ধান করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃতান্ত জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ALLAN JUDGE & LINGHAM.
Plaintiff's Attornies.
এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম।
বাদীপক্ষের উকীলগণ।
কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৪ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের

২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের র জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৹
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড .... ১।০
স্বপ্নদর্শন .... ৵

সংবাদপ্রভাকর

১১ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০, বিক্টোরিয়াব্দা১

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা।

গত ১ অগ্রহায়ণ সোমবার জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে পাতুরিয়াঘাটা নিবাসী ওঁবরাশি শ্রীযুক্ত বাবু খেলচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের নূতন ভবনে যুগ্মসেতু ও শ্যাম পুষ্করিণীনিবাসি ভদ্রসন্তানেরা সখের "হাফ আখড়াই" নামক সংগীত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, আমরা তাহার জয় পরাজয় কোনো কথাই উল্লেখ করিতে প্রার্থনা করি না। ফলত খেলৎ বাবুর বাটীতে প্রায় নাগরিক যাবদীয় ধনি ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সমাগম হইয়াছিল, একে খেলৎ বাবুর অতি সুরম্য ভবন, তাহাতে নানাপ্রকার আলোকমালায় বিশেষ সুশোভিত হইয়াছিল, খেলৎ বাবুর শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপে সমুদায় বিশিষ্ট লোকেরাই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছেন, আমরা খেলৎ বাবুর সৌজন্যজন্য যে প্রকার আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিনা, জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, খেলৎ বাবু নিরাপদ দীর্ঘজীবী হইয়া নিত্য নিত্য এতদ্রূপ সুবিশিষ্ট আমোদে আমোদী হইয়া নিরতই সুজনরঞ্জন করিতে থাকুন।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ দাস মহোদয়ও ঐ উপলক্ষে নিজভবনে "হাফ আখড়াই" সংগীত সংগ্রাম করাইয়াছিলেন, রামনারায়ণ বাবুর বাটীতে বাগবাজার ও ভবানীপুর নিবাসি ভদ্রসন্তানেরা আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিলেন, ডাক্তার বাবু স্বীয় শীলতা গুণে সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার যশঃসৌরভ সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইয়াছে, আমরা বিষয়ান্তর ব্যপদেশে যদিও ডাক্তার বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইতে পারি নাই, তথাচ সুজন জনরবে তাঁহার সৌজন্য বিবরণ শ্রবণ করত সন্তুষ্ট হইয়াছি ভরসা করি, পরমেশ্বরেচ্ছায় ডাক্তার বাবু সপরিবারে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে থাকুন।

সুবিখ্যাত ধনীবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র গুহ মহোদয়ের ভবনে জগদ্ধাত্রীপূজার রজনীতে "পাঁচালী" নামক সংগীতের যুদ্ধামোদ হইয়াছিল, গুহ বাবু স্বয়ং পুত্রপৌত্রাদি সহিত একত্রিত হইয়া যাবদীয় নিমন্ত্রিতানিমন্ত্রিত দর্শক ও শ্রোতৃগণকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহারদিগের সৌজন্যপ্রকাশ বাধিত হইয়া ধন্যবাদ করিয়াছেন, পরমেশ্বর করুন, গুহ বাবুরা স্বস্ব শরীর ও মনে অবস্থান করত সর্ব্বতোভাবেই লোকরঞ্জন করেন।

নবকুমার।

শ্রীযুক্ত মহারাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের একটী নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এই উপলক্ষে রাজা বাহাদুর সার্ব্বত্রিকরূপে সামাজিক মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন, এবং বাদ্যকরাদি যাহারা এই শুভবার্ত্তা শ্রবণে শোভাবাজারীয় রাজভবনে সমাগত হইয়াছিল, তাহারা তাহাতেই যথোচিত পারিতোষিক ও বিদায় পাইয়া রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গমন করিয়াছে, আমরা রসা করি, রাজকুমার দীর্ঘজীবী হইয়া জনকজননী এবং পিতামহ প্রভৃতি সকল পরিবারেরই আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী, ভারতভূমির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে ১ নবেম্বর রজনীযোগে এই মহানগর কলিকাতা আলোকমালায় সাতিশয় সুশোভিত হইয়াছিল এবং উল্লেখিত শুভ ঘটনোপলক্ষে আগামি ২৬ নবেম্বর শুক্রবার রাত্রির পর গড়ের ময়দানে বাজি পোড়াইবার বড়ই ধূম্ ধাম্ হইবে, তন্নিমিত্ত কলিকাতার পোলিস কমিসনর শ্রীযুত ওয়াকোব সাহেব, গাড়ি অশ্বাদির গে লযোগ নিবারণার্থ যে প্রকার সুনিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এমত প্রতীতি হইতেছে, যে শকট এবং অশ্বাদির পদতলে পতিত হইয়া কোনো ব্যক্তিকে আহত এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবেনা, যদ্যপি এনিয়ম না করা হইত, তাহা হইলে অনেকেরি প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা থাকিত, কেননা এরূপ নয়নপ্রফুল্লকর তামসিক কার্য্য সন্দর্শনার্থ অসংখ্য লোকের সমাগম হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ বিরহ, শুনিলাম মুরসিদাবাদ, নদীয়া কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জিলাবাসিরা এতন্নগরে আগমন করিবেন, নানাবিধ আশ্চর্য্যান্বিত বাজি প্রস্তুত হইতেছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ব্যয় হইবে।

রাজদত্ত সংবাদ।

বিগত ২০।২১ এবং ২২ তারিখের আগত সংবাদ।

"বিগত ১৬ তারিখে তাঁতিয়াতোপী, সসৈন্যে তাপ্তি নদী পার হইয়া দক্ষিণ অভিমুখে গমন করিয়াছেন। কাপ্তেন কিটিং সাহেব আসগড় হইতে ১৭ নবেম্বরে যে সমাচার প্রেরণ করেন তাহা পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে, য, বিদ্রোহিরা উক্ত নদী পার হইয়া উত্তর অভিমুখে গমন করিয়াছে, ছয়শত বিদ্রোহি অশ্বারোহি সেনা একত্রিত হইয়া কুন্দিভা নামক স্থান লুণ্ঠন করিয়াছে। কাপ্তেন বকেল সাহেব স্বীয় সেনাগণ সমভিব্যাহারে হরদান নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল, ১৯ তারিখ প্রাতঃকালে মণ্ডলেশ্বর নামক স্থানে একশত হাইলণ্ডর সেনার আগমনের কথা ছিল, কিন্তু তাহারা তথায় আগমন করিয়াছে, কি না, তাহার নিশ্চয় সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বুরহান নামক স্থান এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়াছে।"

বম্বার হইতে ১৪ নবেম্বর দিবসের যে সংবাদ আগত হয় তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে, "কর্ণেল ডন্সফোড সাহেব, অধীনস্থ শীক সেনাদিগের সমভিব্যাহারে প্রথমে এস্থানে আগমন করত তাঁহার পরাদিবস বলিয়া নামক স্থানে গমন করিয়াছেন, পরিশ্রমকর এবং লাভজনক সমস্ত কার্য্যাদি পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়াছে, রেলওয়ে সংক্রান্ত ব্যক্তিরা আপনা আপন ভারার্পিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছে, নীলকর সাহেবেরা তাহারদিগের কুঠি মধ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন। এতদিনের পর বোধ হইতেছে, যে এস্থান বিদ্রোহিশূন্য হইল, তবে কোনো কোনো স্থানে অতি অল্প সংখ্যক বিদ্রোহি আছে, তাহারা শীঘ্রই বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনা-কর্ত্তৃক দূরীভূতও নিহত হইতে পারে, বরন্ কোম্পানিরা জগদীশপুরের জঙ্গল কাটিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে, বারা এবং মামার নামক স্থান বাসিরা শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী, ভারতেশ্বরী হইবার সময় আপনাপন রাজভক্তি দেখাইবার নিমিত্ত অতি যত্ন পূর্ব্বক মৃত্তিকার প্রদীপমালা জ্বালাইবার পূর্ব্বদিগহইতে প্রবলরূপে বায়ুবহন করায় সকল আলো নির্ব্বাণ হইয়া গেল ঐ বাত্যা ক্রমে ক্রমে এত অধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহাতে অনেকানেক বৃক্ষাদি এবং খড়ুয়া গৃহ ভূমিতলে শয়ন করিয়াছে, এক্ষণে আমরা বিমুক্ত হইয়া নিরাপদে আপনারদিগের ভারার্পিত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে রত হইয়াছি, বিদ্রোহি অমরসিংহ ব্রিটিস সেনাগণ-কর্ত্তৃক এপ্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় চীনরাজ্যের সংবাদ পাঠে অবগত হইয়াছেন যে, ফ্রেঞ্চ এবং স্পানিসেরা কোচিন চীন, নামক স্থানে যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন, উক্ত দেশের বাসিন্দাদিগকে কেবল পরাজয় এবং তদ্দেশ লুণ্ঠন করা যে তাহাদিগের অভিপ্রায় এমত নহে, ফ্রেঞ্চদিগের নিতান্ত অভিমত এই যে, উক্ত প্রদেশ তাহারা আপনারদিগের রাজ্য ভুক্ত করেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সভিনয়াভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ।

অস্মদ্বিরচিত নিম্নস্থ কতিপয় গদ্য পংক্তি সংশোধনান্তে ভবদীয় জগন্মান্য জ্ঞানপ্রদায়ক প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া চির বাধিত করিবেন।

মহাশয়! অদ্য এখানকার য়্যাসিটাণ্ট ইন্‌জিনিয়ার শ্রীযুত মেষ্টর এক, বর মহোদয় স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, এই অশেষ দুঃখকর-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিত হইয়াছি তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ এখানকার অসহায় কর্ম্মচারী ও কুলি কামিনীদিগের পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহা তাহারাই বিশেষরূপে জানিতেছে, উক্ত মহাশয় ইদানী স্বীয় সৎস্বভাব গুণে প্রায় সকলের নিকটেই আদরণীয় হইয়াছিলেন, প্রায় এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায়না যে তাঁহার নিমিত্ত দুঃখিত হয়না। তিনি স্বীয় উদার ও দয়ালুত্ব গুণে প্রায় সমস্ত পদকাঙ্ক্ষীদিগকে কোন না কোন স্থানে নিযুক্ত করিয়াদিয়াছেন। কাহাকেও নিরাশ করেন নাই। প্রায় তাঁহার নয়ন নিপতিত উমেদোয়ারদিগকে হতাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হয়নাই। আহা! কি সুখের বিষয়! যেমন ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় ঁহার প্রধান কর্ম্মচারি মহাশয়ও তদ্রূপ। বরঞ্চ, উক্ত মহাশয় দ্রব্য গুণ প্রভাবে কখনো কখনো কর্ম্মচারিদিগের প্রতি বিতরাগ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু আমরা কখনই শ্রীযুত বাবু বিজয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহানুভবের স্বভাবে তাহাও দর্শন করিনাই। ইনি মনোমধ্যে কখনই দ্বেষ, হিংসাকে স্থান দেন না। ভ্রমেও কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করেননা। এবং পরোপকাররূপ কঠোরব্রত পালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হয়েননা। কেবল পরিবার প্রতিপালন ও স্বজনের শুভানুসন্ধান করিয়া নিশ্চিন্তা থাকা ইঁহার পক্ষে সাতিশয় ক্লেশকর বোধ হয়, তাহাতে পরোপকার ও স্বদেশীয় লোকের কুরীতি সমূহ সংশোধন হয়, স্বদেশস্থ লোকেরা কষ্ট না পায়, এমত চেষ্টা করেন, অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি সদয় ও অনুকূল, এবং কখনো কাহারো প্রতি কর্কশ বচন প্রয়োগ করেননা। সকলকেই মৃদুবচন ও প্রিয়াচরণ দ্বারা সুখি করেন, এই সমুদায় ইঁহার নিত্য ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তথাপি অনেকানেক হাফ বাঙ্গাল মহাশয়েরা স্থানেং উক্ত মহাত্মার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের ভাব বুঝা আমার পক্ষে ভার বোধ হইয়াছে। বোধ হয়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতিজল ব্যবহার করেননা সুতরাং ইঁহাদিগের নিকট প্রণয়াস্পদ হওয়া ইঁহার পক্ষে লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ কাণ্ড হইয়াছে। যাহা হউক, মঙ্গলময় মহেশ্বর এ ব্যক্তিকে যেরূপ দয়ারাশি বিতরণ করিয়াছেন তদ্রূপ ধনরাশি বিতরণ করিলে ইঁহার দ্বারা পৃথিবীর যে কত মঙ্গলকার্য্য সমাধা হইত তাহা বাক্‌পথাতীত। তথাপি এরূপ মনোরথ যে ভুবনপ্রকাশক ভগবান নলিনীনাক পূর্ব্বদিগে সমুদিত হইলে যদ্রূ অন্ধকাররাশি বিনাশ পাইয়া পৃথি আলোকময় হয়, তদ্রূপ এই নগরীতে জ্ঞান প্রভাকর প্রভা বিকীর্ণ করিয় মোহান্ধকার স্বরূপ অজ্ঞানতা বিনা পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সুশোভিত করিবে কিন্তু, অর্থাভাব প্রযুক্ত মনোর্থ সাধনে সমর্থ হননাই। বিশেষ এ বিষয়ে অন্য কাহারো উৎসাহ গোচর হয়না। ইনি একাকী করিবেন? সুতরাং নীরব র্বসিয়া আছেন। অতএব এ যে করুণাময় বিশ্বপাতার সীমা মহিমা প্রভাবে ঋতু, বর্ষ অয়ন প্র বারম্বার গমনাগমন করিতে গ্রহনিকর অনবরত অন্তরীক্ষে ঘূ মান হইতেছে। যাঁহার করুণায় ধা জীবনিচয়ের আহারোপযো অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য প্রসব করিতে যাঁহার প্রসাদে পিপীলিকাবধি দ্বপুরারণ পর্য্যন্ত পরম সুখে সম তিপাত করিতেছে. যে পরম পুরু র কৃপায় দিবাকর, নিশাকর নি য়মে কর কলাপ বিকীর্ণ ক পৃথিবীতল আলোকময় করিতে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা পরম মঙ্গল মহাকাল সন্নিবেশে প্রগাঢ়রূপ সহকারে কায়মনো বাক্যে প্রা করিয়েছি যে যেন দিনং এই ত্মার মঙ্গলোন্নতি হয় এবং ইনি ন্টকে চিরজীবি হইয়া থাকেন।

পাঠকস্য।

Printed and published by Issur Chunder Goopto at the *Probhakur Press*,

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিক পত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৩৭ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যন্মত্তদ্বিরেফমধুরং গায়ন্ মধূদ্গীতয়া।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ চতুরস্বাস্তদ্বিরেফোরসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮৩ সংখ্যা।] শুক্রবার ১২ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৬ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

FRANKRISTO BUTTACHARGU.

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের র জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকেতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।০
স্বপ্নদর্শন ..... ৵

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক
কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করি-

তে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবপ্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

সংবাদ প্রভাকর

১২ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দা১

জিলা গোরক্ষপুর হইতে আমারদিগের কোনো সংবাদদাতা সমরঘটিত যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারমর্ম্ম অতি যত্ন পূর্ব্বক পত্রস্থ করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! সম্প্রতি এস্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত ব্রিটিস সেনাদিগের একটা সমর হইয়াগিয়াছে, তদ্বিবরণ এই যে, ত্রয়োদশ গণিত লাইট পদাতিক দলের এক কোম্পানি সেনা এবং ৪০ জন বেঙ্গল ইউমিনারি অশ্বারোহি সেনা দুইটা তোপ সমভিব্যাহারে এস্থানে আগমন করত শ্রবণ করিল,ইহার অনতিদূরে কতকগুলীন বিদ্রোহি সেনা শিবির নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সময়ক্রমে গ্রামমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রামবাসিদিগের আহারীয় এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আপনারদিগের শিবির মধ্যে পলায়ন করে, উক্ত ব্রিটিস সেনারা এবিষয় শ্রবণমাত্রেই সমর-সজ্জীভূত হইয়া শত্রুদিগের বিপক্ষে ধাবিত হইয়া তাহারদিগের প্রতিকূলে ঘোরতর সমর করে, বিপক্ষগণ রণে হারিয়া শিবির ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু কথিত ইংরাজ-সেনারা সম্প সংখ্যক হওয়ায় বিদ্রোহিদিগের পশ্চাৎবর্ত্তি হয় নাই, সেনাপতি ব্রেজিয়ার সাহেবের অধীনস্থ সেনারা শীঘ্রই এখানে আসিবে, তাহারা আগমন করিলেই সকলে মিলিত হইয়া শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিতে তাহারদিগের বিপক্ষে ধাবিত হইবে, সম্প্রতি আমরা নিরাপদ হইয়াছি জানিবেন।"

রাজদত্ত সংবাদ।

২২ নবেম্বর দিবসের আগত সংবাদ।

স্যার রবার্ট হেমিলটন সাহেব নিম্নলিখিত সমরঘটিত সংবাদ প্রেরণ করেন, কিন্তু যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম এরূপ কদর্য্যরূপে লিখিত হইয়াছে, যে, তাহার নাম আমরা পত্রস্থ করিতে অশক্ত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট সংবাদটি এইরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা, বিদ্রোহিরা পিপোড় নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারদিগের মধ্যে ৫০০ অশ্বারোহি সেনা একত্রিত হইয়া "খারদোয়া" লুণ্ঠন করত "কুমারেলিয়ার" নিকটবর্ত্তি দিসানগঞ্জ অভিমুখে গমন করিয়াছে। গত ১৫ তারিখে ব্রিগেডিয়ার পার্ক এবং কাপ্তেন বকেল সাহেব হারণা নামক স্থানে ছিলেন। আমরা এইমাত্র লক্ষ্ণৌ হইতে এমত সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, যে, ব্রিগেডিয়ার ট্রাউপ্স সাহেবের অধীনস্থ সেনারা বিগত ১৮ তারিখে বিদ্রোহি সরদার ফিরোজ সাহা এবং ইসমেল মানের অধীনস্থ সেনাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সমরে পরাজিত করিয়াছে, তাহাতে শত্রুপক্ষের বিস্তর হানি হইয়াছে, ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের ৯ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছে। এপক্ষের ২ জন ইংরাজ এবং ৬ জন নেটিব হতাহত হইয়াছে।

নিউইরা এণ্ড প্রেস্ পত্রের অযোধ্যাস্থ কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "এমত শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যে, অযোধ্যার বিদ্রোহি বেগম, এমনেফ্টির নিয়মানুসারে আপনার অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিস বিপক্ষে আর সমর না করিয়া তাঁহারদিগের শরণ লইতে সমুৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু সাহাবাদ জিলার বিদ্রোহি সেপাহিরা এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনারা এবিষয়ে অসম্মত হইয়াছে, তাহারা কহে, "একবার বিদ্রোহি হইয়া পুনর্ব্বার শরণ লওয়া কোনোমতে কর্ত্তব্য হয় না, যদ্যপি আপনি আমারদিগের অসম্মতিতে কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিব" বেগম, বিদ্রোহিদিগের এরূপ সাহসিক বাক্য শ্রবণ করত আপনার অভিমত সুসিদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, মেজর বুলার সাহেবের

অধীনস্থ সেনারা ব্রিগেডিয়ার ত্রভেলে সাহেবের সেনাগণ সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহিদিগের হস্ত হইতে সিমিরি নামক স্থানের দুর্গ অধিকার করিয়াছে, শুনিলাম বিদ্রোহি-সরদার রামপুর সিংহকে ধৃত করণ মানসে লক্ষ্ণৌনগরের ডেপুটি কমিস্যনর মেং মারটিন সাহেব, বিস্তর সুশিক্ষিত সেনা সমভিব্যাহারে উল্লেখিত সেনাপতিদিগের সহিত একত্রিত হইয়া গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন।

---

১৮ নবেম্বর দিবসে বক্সর হইতে যে সংবাদ আগত হয় তাহার সারভাগ গ্রহণ করা গেল।

"অদ্য প্রাতঃকালে মেজর ওয়াটসন সাহেবের অধীনস্থ ১২ গণিত অশ্বারোহি সেনারা দানাপুর হইয়া মিরাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, এক্ষণে এস্থানের জল বায়ু অত্যুত্তম হইয়াছে, পোনাপতি নামক পল্লীগ্রামের কাছারীবাটী নির্ম্মিত হইবার আয়োজন হইতেছে।

কৈজাবাদের পথের নিকটবর্ত্তি নবাবগঞ্জ হইতে বিগত ১৮ নবেম্বর দিবসের যে পত্র আগত হইয়াছে, তাহার সারভাগ গ্রহণ করা গেল।

"এ দেশ মধ্যে বিদ্রোহিদিগের প্রাদুর্ভাব নাই বলিলেই হয়, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জঙ্গলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। গতকল্য রজনীযোগে কয়েকদল ব্রিটিস সেনা বিদ্রোহি সরদার বেণি মাধুকে আক্রমণ-করণ মানসে তাহার পশ্চাতে গমন করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কিছু নিশ্চয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সম্প্রতি এস্থানের জল বায়ু অতি উত্তম কোনোরূপ পীড়ার প্রবলতা নাই।

আমর কেপআরগস নামক সংবাদ পত্র হইতে নিম্নস্থ সংবাদাদি সংগ্রহ করিলাম, তদ্বিবরণ এই যে, কেপ অফ গুড্হোপ, ইষ্টারণ সিটি, নামক একখানি পোত নিমগ্না হয়, তৎকালীন সেই অর্ণবযানে ২২০ জন পথিক এবং নাবিক অবস্থিতি করে, জাহাজ বারিমধ্যে নিমগ্ন হওন সময় মারণ্টগ্যান নামক অপর একখানি তরী সৈন্য বহন পূর্ব্বক সেই স্থান দিয়া কলিকাতা অভিমুখে আগমন করিতেছিল, কাপ্তেন ব্রাউন সাহেব এবং তাহার অনুচরগণ বিশেষ পরিশ্রম এবং যত্ন সহকারে সেই সকল ব্যক্তিকে নিরাপদ করত আপনাদিগের জাহাজে আনায়ন পূর্ব্বক নিরাপদ করে, কাপ্তেন ডসন সাহেব এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনারা অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

আশ্চর্য্য দর্শন।

সপ্তক্ষীরা নিবাসি শ্রীযুত সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগি দেশহিতৈষি বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সূর্য্যগ্রহণাব্যবহিত পূর্ব্বকালে স্বয়ং ছায়ো পরিস্থ হইয়া দরমান্তর্গত ক্ষুদ্রছিদ্র বিনির্গত ভূমি পতিত সূর্য্যকিরণ গোলাকার দর্শন করিতেছিলেন, গ্রহণ সময়ে ভূমি পতিত উক্ত কিরণে গ্রহণানুরূপ প্রভৃতি চমৎকার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া কাশী, কলিকাতা, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বাক্‌লা বিক্রমপুরপ্রভৃত পণ্ডিত স্থানে উক্ত প্রশ্ন প্রেরণ করেন, এবং বস্তুসন্ধাননিপুন গুণিগণ সমীপে আপন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত শ্রবণার্থ প্রধান প্রধান প্রকাশ্য পত্রে মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সংপ্রতি প্রশ্নোত্তর সম্বলিত পত্র ভট্টপল্লী নিবাসি জ্ঞানগুরু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ফনিবর শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া মৎ সমীপে প্রেরিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুগোচর জন্য তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলে সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

যথা।

"সর্ব্বদিগবস্থিত কেশর শোভিত কদম্বকুসুমাকার সহস্র কিরণমালি সূর্য্যমণ্ডল, যদ্‌যৎকালে যদ্‌যদ্দেশীয় যদ্‌যন্মনুষ্য পশুপক্ষিপ্রভৃতির দর্শন যোগ্য স্থলাবলম্বি হয়েন, তত্তৎকালে তত্তদ্দেশীয় তত্তন্মনুষ্য পশুপক্ষিপ্রভৃতির চক্ষুঃপুরোবর্ত্তি ঘোরতর তমো বিনাশপূর্ব্বকালোক প্রকাশক হয়েন, মেঘাচ্ছন্নে তদ্দেশীয় সূর্য্যমণ্ডলীয় ঋজুকিরণ গমনাভাবে অন্যদেশীয় অন্যদেশাভিমুখ সূর্য্যমণ্ডলীয় ঋজু কিরণান্তর্গত তির্য্যক্ কিরণাক্রমণ সত্ত্বে অতাদৃশ আলোক প্রকাশক হয়েন, এবং প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে ক্ষণে ক্ষণে আলোকগত বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, যথা প্রাতঃকালে কেবল পশ্চিমাভিমুখ কিরণদ্বারা দূরস্থিত সূর্য্যমণ্ডল যাদৃশ আলোক প্রকাশক হয়েন, বেলাধিক্যে ক্রমে

ক্রমে নিকটবর্ত্তি হইয়া তৎ কিরণ ও তদিতর কিরণদ্বারা তদধিক আলোক প্রকাশক হয়েন ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণোত্তর নিম্নাভিমুখ সকল সরল কুটিল কিরণদ্বারা প্রভাকর মহাপ্রভাকর হয়েন, পরে পরাহ্নে দিবাকর একদেশীয় করস্থ এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে করেন, অতএব সূর্য্যমণ্ডলীয় নানা মুখ কিরণগত বৈলক্ষণ্যে এবং আকাশীয় অবকাশ বিশেষ প্রাপ্ত সূর্য্যমণ্ডলীয় কিরণগত বৈলক্ষণ্যে দরমান্তর্গতরন্ধ্র বিনির্গত গৃহমধ্যস্থিত ভূমিপতিত কিরণের লেখিষ্যমাণ করণাধীন স্পষ্টী করিষ্যমাণ গোলাকারত্ব, যথা গোলাকার সূর্য্যমণ্ডলীয় একদেশীয় এক দেশাভিমুখ কিরণ সকল রন্ধ্রান্তর্গত গোলাকারাবয়ব করণক বিনির্গত হইয়া ভূমিপতিত হইয়াছে, সুতরাং ভূমিপতিত রশ্মির গোলাকারে ভাসমানতা, তবে যে বৃহচ্ছিদ্র বিনির্গত পূর্ব্বস্থান নিপতিত কিম্বা পূর্ব্বছিদ্র বিনির্গতছিদ্র সন্নিধানে নিপতিত কিরণের অপূর্ব্ব রূপতা। ইহার প্রতি কারণ এই যে রন্ধ্রসম্বন্ধি দ্রব্যাবয়ব বিন্যাস জন্যা প্রত্যেকরন্ধ্রগত নানা স্থানীয় নানা কারতা এইহেতু ছিদ্র সন্নিধানে ধৃত দ্রব্যে যতগুলি কিরণ পতিত হয়। দূরে তৎ সমসঙ্খ্যক কিরণ বিনির্গমন প্রতিবন্ধকীভূত ছিদ্রবদ্দ্রব্যাবয়বের বিদ্যমানতার অনুমেয়তা, কিরণের যে ঋজুকুটিল গতিদ্বারা বহুতরস্থানাক্রমণ হইয়া থাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, যথা ভূমিপতিত ছিদ্র বিনির্গত সূর্য্যরশ্মির ছিদ্র প্রমাণাধিক ভাসমানতা ইহা সর্ব্বথা সর্ব্বদর্শিতা, কিরণের যে ঋজুকুটিল গতিদ্বারা সন্নিধানাসন্নিধানে উজ্জ্বলানুজ্জ্বলত্ব ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সকলেরি হইতেছে, অতএব সূর্য্যমণ্ডলীর আলোককারি শক্তিমৎ কিরণের যেপর্য্যন্ত দূরগামিত্ব আছে তাহার মধ্যে নিকটে যাদৃশ বিস্তাররূপে আলোককারিতা দূরে তাদৃশ তেজঃপুঞ্জতার অল্পতা, এইরূপ চন্দ্রমণ্ডলীয় কিরণ এবং নক্ষত্রমণ্ডলীয় কিরণ কিম্বা মণিবহ্নি প্রভৃতি সকলেরি, এবঞ্চ দর্শনকারি শক্তিমৎ চাক্ষুষ কিরণের যেপর্য্যন্ত দূরগামিতা আছে, তাহার মধ্যে নিকটে যাদৃশ ঋজুকুটিল গতিদ্বারা চাক্ষুষ কিরণকর্ত্তৃক যাদৃশ দেশ আক্রান্ত হয়, অতএব দৃষ্ট হয়, দূরে তাদৃশ কুটিল কিরণ গমনাভাবে তাদৃশ দেশ আক্রান্ত হয়না, অতএব দৃষ্ট হয়না, যথা চক্ষুঃ সন্নিধানেস্থিত অতি বৃহদ্বস্তু দূরে নীত হইলে তাদৃশ পরিমিত অনুমিত হয় না, পরীক্ষা করুন, সূক্ষ্মাবয়বকে ক্ষুদ্র ছিদ্রবদ্দ্রব্য চক্ষুঃ সান্নিধানে ধারণ করুন, সেই ছিদ্র হইতে দর্শন শক্তিমৎ চাক্ষুষ কুটিল কিরণ কর্ত্তৃক যাবৃশ দেশ দৃষ্ট হয়, সেই ছিদ্রবদ্দ্রব্য চক্ষুদূরে ধারণ করুন কিম্বা স্থূলাবয়বক ছিদ্রবদ্দ্রব্য চক্ষুঃ সন্নিধানে ধারণ করুন সেই ছিদ্র হইতে তাদৃশ কিরণ গমনাভাবে তাদৃশ দেশ দৃষ্ট হয় না, অনুভব করি যে স্থলে পতিত রশ্মি গোলাকারে ভাসমান হইয়াছিল যদি সেই স্থল নিহত চক্ষুর্দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্ট হইতেন, তবে তদ্দেশাভিমুখ কিরণ বিশিষ্ট গোলাকার সূর্য্যমণ্ডলমাত্র দৃষ্ট হইতেন, সূর্য্যমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল ভিন্ন অন্য দেশাভিমুখ কিরণবিশিষ্ট গগন দর্শন হইতো না, তাহা হইলে পতিত রশ্মি ছিদ্র সদৃশ রূপ ধারণ করিত সূর্য্যমণ্ডলীয় নানা স্থানীয় যে নানা কিরণ ইহা সর্ব্ব ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে, যথা সূর্য্যমণ্ডলীয় এক দেশীয় এক দেশাভিমুখ কিরণাক্রান্ত দেশস্থিত ব্যক্তিকর্ত্তৃক সূর্য্যমণ্ডলীয় অপর দেশীয় অপর দেশাভিমুখ কিরণাচ্ছাদক মেঘছায়া দৃষ্টা হইতেছে, এবং তচ্ছায়োপবিষ্ট ব্যক্তিকর্ত্তৃক সূর্য্য কিরণাক্রান্ত দেশ দৃষ্ট হইতেছে, এবঞ্চ জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতকর্ত্তৃক গণিত গ্রহণ কদাচিদ্দৃষ্ট হইতেছে, কদাচিদ্দৃষ্ট হইতেছে না, এবঞ্চ উক্ত গণিত গ্রহণ এক দেশীয় ব্যক্তিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছে, অপর দেশীয় ব্যক্তিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছে না, সংপ্রতি ভবদ্দর্শিত গ্রহণানুরূপ গ্রাহক গোলাকারক সূর্য্যমণ্ডলীয় কিরণ মাত্র পতিত হইয়াছে, অনির্ম্মলীভূত ভূমিভাগে সূর্য্যমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হয়েন না, গোলাকার সূর্য্যমণ্ডলীয় এক দেশীয় এক দেশাভিমুখ কিরণ মেঘাদ্যনাচ্ছাদিত হইয়া অন্যাভিমুখ কিরণাচ্ছাদক রন্ধ্র বিনির্গত হইয়া যদি ভূম্যাদিতে পতিত হয় তবেই সেই রশ্মি গোলাকাররূপে ভাসমান হইয়া থাকে, গোলাকার কিরণ কারণীভূত সূর্য্যমণ্ডলীয় যদবয়ব হয়, যদি সেই অবয়বীয় কিয়দংশ রাহু গ্রহাছাদিত হয়, তবেই গোলাকারত্বাভাব গ্রহণানুভব অবশ্যই সম্ভব ইতি সংক্ষেপঃ।”

ভট্টপল্লী নিবাসিনঃ।
শ্রীআনন্দ চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রতিদিনম্বর

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮১ সংখ্যা] শনিবার ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৭ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টার।

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের নিষ্পন্নকৃত ইকুইটি সম্পর্কীয় মোকদ্দমা।

জুহুর আহম্মদ, আতাব্বর রোহমান, মমৎবন্ নেসা তালনাবন নেসা, রোহিমন নেসা, লালমিওন নেসা, মুফিজান নেসা, এবং হামিদান নেসা, বাদিগণ।

এবং

ফজলাহোঁসেন প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমায় সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৮ সালের ২২ মার্চ্চ তারিখে যে চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহার ক্ষমতানুসারে কলিকাতা নিবাসিনী মৃতা মেনিউতন্ নেসা বেগম, যিনি ১৮৫৭ একহাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের জানুআরি মাসে লোকান্তর গমন করেন, এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার সমুদয় মহাজনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে তাঁহারা আগামি ডিসেম্বর মাসের ২৩ তারিখে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের নিকট উক্ত কোর্টের গৃহে তাঁহার দপ্তরখানায় আগমন পূর্ব্বক উক্তা মেনিউতন নেসা বেগমের সম্পত্তির উপর আপনাপন নিশ্চিত পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, ইহার অতিক্রম করিলে তাবতেই পূর্ব্বোক্ত চূড়ান্ত অনুমতির বিধানানুসারে স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য সম্বন্ধীয় সুগমসূচক উপায় হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

Templeton and Carrapeat.
Complat's Attorney.

টেম্পেল্টন এণ্ড কেরাপিয়েট।
বাদীপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টরআফিস।
২৩ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

মাষ্টর সেল।

মৃতরাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সম্পত্তি বিষয়ে যে মোকদ্দমায় তারকনাথ মল্লিক বাদী এবং শ্রীমতি ব্রজসুন্দরী দেবী, যিনি মৃত ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের শেষ উইল অর্থাৎ ইচ্ছাপত্রের কর্ত্রী, তিনি প্রতিবাদিনী, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৮ এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টয়াব্দের ১৯ এপ্রেল তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টার শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তর খানায় অদ্য তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময়ে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিক্রীত হইবেক।

যথা।

১ দফা। বিশেষত জিলা রাজশাহির মধ্যে পরগণে লস্করপুর নামে বিখ্যাত জমীদারির দুই আনা রকম অথবা সমান ষোলো অংশের একাংশ এবং পোনেরো গণ্ডা অথবা সমুদয় বিষয় শোলো অংশে বিভক্ত জ্ঞান করিয়া উক্ত শোলো অংশের তিন ভাগের চতুর্থ ভাগ এবং শোলো ভাগের যে দুই ও তিন কোয়াটর এইক্ষণে জিলা রাজশাহির কালেক্টরী শিরিস্তায় ৫৮০ নম্বর নথির শামিল আছে এবং যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানির ৩১,৯৫০৷৷১১ একত্রিশ হাজার নয় শত পঞ্চাশ টাকা আট আনা এগারো পাই গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয় এবং যে উক্ত দুই তিন কোয়াটরের মধ্যে অনেক মৌজা কিসমত চক ও তরফ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থান ও কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষত সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা ময়মনসিংহের মধ্যে পরগণে খোঙ্গরিয়া ও জয়ানশাহি নামে বিখ্যাত যে জমীদারি তাহার ষোলো অংশের দুই অংশ অর্থাৎ সমুদয় বিষয়কে ষোলো ভাগে বিভক্ত জ্ঞান করিয়া তাহার দুই আনা হিস্যা বা রকম এবং তাহার সহিত যে সকল গ্রাম বা মৌজা আছে যাহার বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানির ৯,৩৮৫৷৵২ নয় হাজার তিন শত পঁচাশী টাকা ছয় আনা দুই পাই গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয়, তাহা উক্ত স্থান ও কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

এই সকল বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ ও বিক্রয়ের নিয়মাদি এবং ফর্দ্দ উপরোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের দপ্তর খানায় অথবা মিস্যুয়ার্স ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ বাদী পক্ষীয় উকীলদিগের পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের ১১ নম্বর ভবনে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complainants Attorney.
ডেনম্যান এণ্ড হ্যাচ।
প্রতিবাদীপক্ষের উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৪, অক্টোবর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, যে সহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবানেরা সন ১৮৫৯ সালের নিমিত্তে তাঁহাদের কান্সার দেশী গৌখানা মোকামে বিচালি সরবরাহ করণ জন্য কান্‌ট্রাক্ট দিবেন তজ্জন্য আগত ১৫ ডিসেম্বর তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাদের নং ৩ চৌরঙ্গী রাস্তার আপিসে শিল ও টেণ্ডর গ্রহন করিবেন।

প্রত্যেক টেণ্ডরের উপর নিম্নলিখিত সাহেবের নামে শিরোনামা দেওয়া যাইবেক, এবং ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহাদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক, তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কম দর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন, এমত অঙ্গীকার করেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটারী সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the municipal Commissioners,
ROBERT TURNBULL.
Secrety to the M. Commrs.
মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট টরনবুল্‌।
কমিস্যনরদিগের সক্রেটারী।

Calcutta.
23d November 1858.

সংবাদপ্রভাকর

১৩ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০. বিক্টোরিয়াব্দাঃ

দেশবিদেশীয় পাঠকগণ গবর্ণমেণ্টের আতোষবাজীর বিষয় অবগত হওনার্থ অত্যন্তই লোলুপ হইয়াছেন, একারণ আমরা তাঁহারদিগের সুগোচরজন্য লিখিতেছি। গত দিবস যামিনীযোগে রাজপুরুষেরা এতন্মহানগরে অগ্নি-ক্রীড়ার যদ্রূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়াছিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোনো রাজ্যে কোনোকালে তদনুরূপ গুরুতর ব্যাপ্যার হইয়াছিল কি, না, তাহাতে সন্দেহ আছে, ফলে কোনো বর্ষেই না হউক, কিন্তু কোনো বর্ষেই এই বর্ষে এই বর্ষের ন্যায় হর্ষের ঘটনা হয়নাই। শ্রীশ্রীমতি বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া ভারতরাজ্যের রাজকার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করাতে নূতন গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণকে দুইটি অদ্বিতীয় অতি অদ্ভুত আনন্দময় ব্যাপারে অভিভূত করিলেন। গত ১ নবেম্বর রজনীতে যদ্রূপ পুলক-পূরিত আলোক প্রদর্শিত হয়, বোধ করি এই ভূলোকধামে তদ্রূপ আলোক কখনই কাহারো নয়নপথে পরিচালিত হইয়া পরিচিত হয়নাই, তৎপরে আবার এই অত্যাশ্চর্য্য আতোষবাজী যাহার সৌন্দর্য্যের অনুরূপ বর্ণনায় তনুরূপধারি মানবমাত্রেই অসমর্থ। আশ্চর্য্য,আশ্চর্য ! আশ্চর্য্যের উপর অত্যাশ্চর্য্য ! কি সৌন্দর্য্য শোভার প্রাচুর্য্য ! কি কার্য্যতাৎপর্য্য ! বাজীকরের কি বুদ্ধির প্রাখর্য্য ! হে বাজীনির্ম্মাণকর্ত্তা ! বাজী, তোমার কি বাজী ! বাজী নয়, বাজীভোর, এই বাজীতে "বাবাজী" অবধি বাদসা পর্য্যন্ত সকলেই সমান সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যাঁহারা প্রত্যক্ষ নয়নগোচর করিয়াছেন, তাঁহারদিগের জন্ম সফল ও নেত্র সফল হইয়াছে, পরন্তু যাঁহারা দর্শন করেন নাই, তাঁহারা এই রচনা দৃষ্টে ধ্যান দ্বারা মনে মনে দর্শন করিতে থাকুন, এবং লোকমুখে শ্রবণ করিয়া সুখি হউন, লোকারণ্যের কথা বর্ণনা করা যায়না, পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় মনুষ্য শ্রেণীর সমারোহ হইয়াছিল, প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া অনলবাজীর সমস্ত বিবরণ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে অবলোকন করুন।

শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক এতদ্রাজ্যের ভার স্বয়ং গ্রহণের আমোদ-সূচক অগ্নি ক্রীড়া।

তদ্বিশেষ।

ইং ২৬ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল।

প্রদোষকাল।

১ গণিত অগ্নিক্রীড়া।

দুইটী অট্টালিকা আলোকমালায় সুশোভিত হয়, তাহার উপরে "ইণ্ডিয়ান জ্যাক" নামক পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল।

অট্টালিকার মধ্যে এক শ্রেণী বৃক্ষ, তাহার মধ্য হইতে এক কৃত্রিম ফোয়ারা প্রদীপ্ত হয়, এবং ইংরাজী বাদকেরা "রুল ব্রিটেনিয়া" অর্থাৎ ব্রিটেনের রাজ্য প্রবল থাকুক, এই শব্দে বাদ্য করে।

৬৸০ ছয়ঘটী। তিনকোয়াটরের পূর্ব্বে।

২ গণিত আতোষবাজী।

২৬ ছাব্বিশটী কৃত্রিম বৃক্ষ প্রজ্বলিত হয়, ঐ কৃত্রিমতরু সকল স্বাভাবিক বৃক্ষের সহিত একত্রিত হইয়া আলোক ও অগ্নিচক্র শ্রেণীস্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল।

ঠিক ৭ সাতঘটিকার সময় আতোষবাজী আরম্ভ হয়।

প্রথমবাজী

প্রথমাঙ্ক।

সম্মানসূচক ২১ একবিংশতি তোপধ্বনি, তাহার পরে ২০০ দুই শত উজ্জ্বলিত তুপড়ী আতোষবাজীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রতি ১৬৷৷ সার্দ্ধ ষোলো হস্ত অন্তর ৫০ পঞ্চাশটী করিয়া এক এক শ্রেণী হাউয়ের স্তবক সুন্দররূপে ধ্বনিত ও দর্শিত হইয়াছিল।

তৃতীয়াঙ্ক।

৯০০ নয় শত রঙ্গমশালের বিচিত্র আলোক, তৎপশ্চাতে ফণিমণ্ডল ও "কর্ণুকোপিয়া" অর্থাৎ দেবতাবিশেষের করস্থিত ফল ও ফুলবিশিষ্ট শৃঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় নির্ব্বাণ হইলে ৪০ চল্লিশটী উজ্জ্বল তুপড়ী জ্বালান হয়, তাহা গভীরনাদে ফাটিয়া গেল।

চতুর্থাঙ্ক।

সুবর্ণ ফোয়ারা সম্বলিত মহাব্রিটেনের রাজমুকুট ও সজ্জাদি প্রজ্জ্বলিত হয়।

পঞ্চমাঙ্ক।

৫০ পঞ্চাশটী উজ্জ্বল তুপড়ী ও ২১ একুশটী বিদার্য্য "বোম" জ্বালান হয়।

ষষ্ঠাঙ্ক।

অশ্বারূঢ়া শ্রীশ্রীমতি বিক্টোরিয়ার প্রতিরূপ আতোষবাজীতে প্রদর্শিত হয়।

সপ্তমাঙ্ক।

কৃত্রিম তাল ও অন্যান্য বৃক্ষের উপর হইতে হাউই ছোড়া ও রঙ্গমশাল জ্বালান হয়।

অষ্টাঙ্ক।

আষ্টারলোনি মনিউমেণ্টের উপরিভাগ হইতে জনসমুহের চিত্তাকর্ষণ-করণ কারণ ক্রমাগত হাউই ছোড়া হয়।

নবমাঙ্ক।

ঐ স্তম্ভের প্রথম বারাণ্ডা হইতে স্বর্ণধারার ন্যায় অগ্নিবৃষ্টি হয়, ঐ বৃষ্টি নিবারণান্তে সমস্ত স্তম্ভই আলোকময় হইয়াছিল।

তৎপরে ১০ মিনিট বিরাম।

দ্বিতীয় বাজী।

প্রথমাঙ্ক।

দিল্লীনগর আক্রমণ ও গ্রহণের অনুরূপ দর্শন, শূন্য হইতে তোপধ্বনি শ্রুত ও বোম বিদারণ দৃষ্ট হইয়াছিল।

দিল্লীনগরের সম্মুখস্থ অট্টালিকার নিকটস্থ গড়খাই হইতে এক শ্রেণী রক্তিম রঙ্গমশাল জ্বলিয়াছিল, এবং তাহার উত্তর স্বরূপ অট্টালিকা হইতেই আর এক শ্রেণী শ্বেতবর্ণ রঙ্গমশাল প্রজ্বলিত হয়, সংগ্রাম

সমাধার পর অট্টালিকার উপর হইতে "ইউনিয়ান জ্যাক" নামক পতাকা প্রদীপ্তরূপে উড্ডীয়মানা হয়, তাহার পর বাদকেরা "গড্‌সেভ্‌ দি কুইন" অর্থাৎ মহারাজীকে পরমেশ্বর জীবিতা রাখুন, এই শব্দে বাদ্য করিয়াছিল।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

এট্‌না পর্ব্বতের নিম্নে কেটেনিয়া নগর যেরূপে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তদনুরূপ প্রদর্শিত হয়, আরো দুর্গের দুই পার্শ্ব হইতেই হাউই ছোড়া হয়।

তৃতীয়াঙ্ক।

এট্‌না পর্ব্বতের অনলোৎপাদন!

ঐ পর্ব্বতের মস্তক হইতে ৭০০০ সাত সহস্র হাউই ও ৫০০ পাঁচ শত রঙ্গমশাল প্রভৃতি প্রজ্বলিত হয়, ঐ আগ্নেয় পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে জ্বলনশীল দ্রব বস্তু নির্গত হইয়াছিল।

তৎপরে ১০ দশমিনিট বিরাম।

তৃতীয়বাজী।

প্রথমাঙ্ক।

১০০ একশত তুপড়ী প্রজ্বলিত হয়।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

২০ বিংশতি সংখ্যক ঘূর্ণায়মান একশ্রেণী সূর্য্যমণ্ডল দর্শিত হয়।

তৃতীয়াঙ্ক।

১০০ একশত রঙ্গিল তুপড়ী ও মেরুণ নামক অগ্নিক্রীড়া হয়।

চতুর্থাঙ্ক।

সম্মানসূচক ২১ একবিংশতি তোপধ্বনি হয়, ঐ সময়ে জয়চিহ্নস্বরূপ এক খিলানের আদর্শ লাল আলোকের দ্বারা প্রদর্শিত হইল।

পঞ্চমাঙ্ক।

শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর শ্রীঅঙ্গের উপরে জয়চিহ্নস্বরূপ এক খিলান শ্বেতালোকে শোভিত হইয়াছিল।

ষষ্ঠাঙ্ক।

শ্রীশ্রীমতি বিক্টোরিয়ার পশ্চাদ্ভাগে হাউই, তুপড়ী, রঙ্গমশাল, বোমবিশক্ট একখানা সুন্দর আকার আতোষবাজীর পাখা চালিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীশ্রীমতির সম্মানসূচক ২১ একবিংশতি তোপধ্বনি হইল, এবং বাদকেরা "গড্‌সেভ্‌ দি কুইন" এই মঙ্গলধ্বনিতে বাদ্য করিল।

জে, আর, পিয়ারসন
লেপ্টেনাণ্ট আর্টিলারী।
গবর্ণমেণ্টের আতশবাজির
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আমরা যতগুলীন লিখিলাম, ইহা কেবল "প্রাগ্রেমের" আড়ম্বর সার মাত্র, যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা "অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করুন।

পয়ার।

বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া, রাজ রাজেশ্বরী।
মঙ্গলার মঙ্গল, মানস মনে করি॥
মঙ্গলার প্রতি দয়া, মাতা মঙ্গলার।
ঘরে ঘরে সবে করে, মঙ্গল-আচার॥
সেই করে, সেইরূপ, সাধ্য যে প্রকার।
নৃত্যগীত, বাদ্য আদি, আলোকের হার॥
আমাদের কারো মনে, ভিন্ন ভাব নাই।
"রায়" "রাড়ী" আদি করি, সমান সবাই॥
ধরাধামে শ্রীমতির, শত্রু হোক্‌ ক্ষয়।
কেবল বাসনা করি, ব্রিটিসের জয়॥
সে দিনেতে আলো দেখে, ইংরাজ টোলায়।
মোহিত হয়েছে মন, সুন্দর শোভায়॥
সে আলো, মনের কালো, করিয়া বিনাশ।
অন্তরে আনন্দ প্রভা, করিছে প্রকাশ॥
তেমন সুখের জ্যোতি, আর নাকি হয়।
যতদিন বেঁচে রব, ভুলিবার নয়॥
ভারতের অধিশ্বরী, মাতা মহারাজী।
আহ্লাদ প্রকাশ হেতু, আতোষের বাজী॥
ব্যাপিল পৃথিবীময়, শুভ সমাচার।
ঘোরতর ধূমধাম, ধূমের ব্যাপার॥
বাজী দেখে সুখি হব, ভাবিয়া অন্তরে।
জলে স্থলে কত লোক, আইল নগরে॥
ছোট, বড়, কত লোক, মাঠের দোধারি।
কিলিবিলি, করে যেন, পিঁপীড়ার সারি॥
ঘাড় তুলে চাড় দিয়ে, নাহি যায় নোয়া।
যে দিগেতে দৃষ্টি করে, সে দিগেই "ধোঁয়া"॥
দড়ি আর দরমার, প্রাণ হোলো হত।
ঝাড়ে বংশে পুড়িয়াছে, বংশ শত শত॥
ছাঁদুনি হইল ভাল, যেমন ফাদুনি।
তোপের নিদান মাত্র, কোপের "গাদুনি"॥
জে, আর, পিয়ারসন, বাজীর অধ্যক্ষ।
সাবাস্‌ সাবাস্‌ তুমি, কাজে খুব দক্ষ॥
এ, যে, বাজী, টাকাবাজী, বাজী বড় জোর।
বা-জী,-"কি, বাজী ছয়া" বাজী ছয়া ভোর॥
দেখিয়া অবাক হোয়ে, সকলেই আছে।
কোথায় "দিল্লীর লাড়ু" এ বাজীর কাছে॥
যে খেয়েছে, তার তার, সেই জানে, জানি।
আমরা তো খাই নাই, তথাচ "পস্তানী,,॥
রাজপদে অভিষিক্ত, বিলাতের নর।
"জ্যাকেট্‌ কামিজ্‌, পরা, শ্বেত-কলেবর॥
যা, কর, তা, শোভা পায়, সাহেব বলিয়া।
"বেলাক্‌ নেটিব্‌,, যত, মরিছে জ্বলিয়া॥
যে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই।
মানিলাম পরিহার, "বলিহারি যাই,,॥
দেখিতে কেমন মজা, হইলে "বাঙালি"।
খোঁতামুখ,ভোঁতা হোতো,খেয়ে"করতালি,

নবকুমার।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, সুবিখ্যাত মহামান্য ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রথমপুত্র বহুগুণজ্ঞ সুবিজ্ঞ শ্রীমান্‌কুমার আনন্দকৃষ্ণ বাহাদুরের একটি নবকুমার হইয়াছে, এই আনন্দজনক উৎসাহে রাজা বাহাদুর বিপুলার্থ ব্যয় করিতেছেন, জগদীশ্বরের নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, কুমারের এই কুমার চিরজীবী হইয়া সর্ব্বাংশেই রাজবংশের উচ্চ গৌরব রক্ষা করুন।

গত ১১ অগ্রহায়ণ গুরুবাসরীয় প্রভাকরে এই শুভ সমাচার লিখিতে সহকারি লেখকেরা অথবা বর্ণসংযোজকেরা গুরুতর ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ "মহারাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌত্র হইয়াছে" লিখিতে "পুত্র" হইয়াছে লিখিয়াছেন, পাঠক মহাশয়েরা অনুকম্পা পুরঃসর এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

Prin ted and published by Issur-chunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

দৈনিক

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ভিয়ার দুর্গাচরণ সিক্রের ষ্ট্রিটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সদা॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮২ সংখ্যা] সোমবার ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২৯ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ডঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

সুপ্রিমকোর্ট।
রিসিবর আফিস।
জমিদারিদিগর ইজারা।
আশুতোষ দে দিগর বাদি।
চন্দ্রকুমার পাল চৌধুরিদিগর
প্রতিবাদি ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে হাল সনের ডিসেম্বর মাহার ৪ শনিবার বেলা দুই প্রহর ১ ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইন্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত মোকদ্দমা সংক্রান্ত নীচের লিখিত জমিদারিদিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা নদীয়া পরগণে
আলমপুর ওগয়রহ।
নিজ আলমপুরের
নীচের লিখিত তরফহায়

তরফ মসুবাপুর	৩৫৷৷ মৌজা
তরফ দেউলি	৬ মৌজা
তরফ চৌগাছা	৮ মৌজা
তরফ চামটা	৫ মৌজা
তরফ কনকপুর	৮ মৌজা
তরফ চিতলা	৩ মৌজা
তফর নাশবকুল	১ মৌজা

পরগণে পাজনর ২ তরফ

তরফ সিকারপুর	৭ মৌজা
তরফ রুদ্রনগর	৯ মৌজা

পরগণে মামজোয়ানি

তরফ চাপড়াশম্ভুপুরদিগর	৩ মৌজা

পরগণেধুইনেপুর

তরফ খাদাবাড়িয়া	৪৪ মৌজা

জিলা যশোহর
পরগণে সাতৌর।

তরফ দাদপুর	১৭ মৌজা
তরফ গন্দখানি	৮ মৌজা
তরফ মাজিয়ন	৮ মৌজা
তরফ গোপালপুর	৭ মৌজা
তরফ নারাণপুর	৪৪ মৌজা
তরফ উজরিপুর	১১ মৌজা

পরগণে দাঁতিয়া ডিহিকুমরিয়া
নীচের লিখিত তরফহায়।

তরফ নিজ কুমরিয়া	৭ মৌজা
তরফ খাটুরা	৫ মৌজা
তরফ মমিনপুর	২ মৌজা
তরফ তুলারামপুর	৭ মৌজা
তরফ বড়বিনা	৫ মৌজা
তরফ চৈতলা	২ মৌজা
তরফ খলসি	১ মৌজা

পরগণে মামুদসাহি
তরফ পলাশী ৪ মৌজা রকম ।০ চারি আনা।

জিলা ২৪ পরগণা।
পরগণে আমিরাবাদ।
ডিহিবাকড়া ৬ মৌজা মায় নীলকুঠীর শামিল উপরোক্ত জমীদারী হায়।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্টহৌস
রিসিবর আফিস
তারিখ ১৭ নবেম্বর
সন ১২৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেস্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্র-কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGE.

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

আমরা "বঙ্গবিদ্যোৎসাহিনী" নাম পরিবর্ত্তন করত অদ্য হইতে "হিতবিলাসিনী" নাম-করণে সভাকে প্রতিষ্ঠিতা করিলাম, অতএব অস্মৎ সভাকে বিদ্বজ্জনেরা "হিতবিলাসিনী" নামে সম্বোধন করিবেন।

শ্রীপ্রিয়মাধব বসু।
সম্পাদক।

অগ্রহায়ণ বুধবার ১২৬৫ সাল।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮ নবেম্বর ১৮৫৮।

ডায়ামণ্ডহারবর অর্থাৎ কলাগেচের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর মেং সি, জি, ড়ি, বেট্স সাহেব, জিলা চব্বিশ পরগণার উপর মাজিষ্ট্রেটি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেং এইচ, বি, সিমসন সাহেব ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের সহকারি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং জে, সন্তাস সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের আফিসিয়েটিং প্রোফেসর হইয়াছেন।

মৌলবি আব্দুলমজিদ, দিনাজপুরের আফিসিয়েটিং আমিন এবং উসেই সদর ষ্টেসনের মুন্সেফি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মেং ডবলিউ লি, হিলে সাহেব, কটকের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের আসিষ্টাণ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি উক্ত জিলার লবণসংক্রান্ত এজেণ্টের সহকারিতা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর

১৫ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দা১

বিগত ২৫ অক্টোবর দিবস পর্য্যন্তের বিলাতীয় সম্বাদ যাহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইয়া "আল্মা" মকস্অর্ণবযান দ্বারা এতন্নগরে আসিয়াছে, তাহার সারভাগ অতি যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করা গেল।

"ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের অধ্যক্ষগণ-কর্ত্তৃক চারিজন অভিনব ডৈরেক্টর্স নিয়োজিত হইয়াছেন,যথা, মেজর মোর সাহেব, মেং ডেণ্ট সাহেব,মেং চিচেলি প্লাউডেন সাহেব। ফ্রান্স রাজ্যে ছাড় চিটী দিবার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা রহিত হইবার কল্পনা হইতেছে। প্রুসিয়া রাজ্যের সুকুমার নৃপনন্দন উক্ত রাজ্যের শাসন ভার নিজ-করে গ্রহণ পূর্ব্বক দেশের প্রচলিত মূল ব্যবস্থানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করণার্থ যত্নবান হইয়াছেন। স্যার এডওয়ার্ড নিউগার্ড সাহেব, মেজর জেনেরল পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। স্যার জেম্স ক্রুক সাহেব পক্ষঘাৎ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অতি কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছেন। লণ্ডননগরে ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুচরগণের এক সভা হইয়াছিল, তাঁহারদিগের এরূপ সভাকরণের তাৎপর্য্য এই,যে,চার্চ অর্থাৎ ধর্ম্মাগারে ইদানীন্তন রোমান কেথলিক মত ব্যবহৃত হইতেছে, সেইমত ভবিষ্যতে রহিত হয়, এজন্য প্রাগুক্ত কর্ম্মচারিগণ এক আবেদন পত্র ধর্ম্মাধক্ষ্যের সমীপে অর্পণ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, নবীন নিয়মানুসারে মেডিকেল কৌন্সেল স্থাপিত করণার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ফ্রান্সাধীশ্বর, এবং পর্চুগিসের মহীপতি ইঁহারদিগের উভয়ের যে বিবাদ হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা নিষ্পত্তি হইয়াগিয়াছে, এক্ষণে ইউরোপখণ্ড মধ্যে রাজকীয় কোনো রূপ বিবাদ নাই।

আগামি ৫ ফেব্রুয়ারি মাসের অগ্রে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা বসিবে না এমত আগত হওয়াগিয়াছে'

বিলাতীয় বাণিজ্যবাজার।

নেক্ষ-ডিসকৌণ্ট পূর্ব্বমত আছে। ৫১০০০ সহস্র মুদ্রার কীর্ম্মতীয় রৌপ্য এতন্নগরে এবং ৩৮০০০ সহস্র টাকার রৌপ্য চীন রাজ্যের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে, উত্তমরূপ নীলের দর সেই প্রকারি আছে, চিনীর বাজার কিছুই কমে নাই, কিম্বা বৃদ্ধি হয় নাই, চাউলের বাজার বড় মন্দ প্রায় বিক্রয় হইতেছেনা বলিলেই হয়, শোরার দর প্রায় এক টাকা ন্যূন হইয়াছে, তিসি অত্যন্ত বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু তাহার দর পূর্ব্বাপেক্ষা এক টাকা কমিয়া গিয়াছে। রেসম উত্তমরূপে বিক্রয় হইতেছে, কোরা-বস্ত্রের দর সেইরূপই আছে, কিন্তু তাহা বিক্রয় বিলক্ষণরূপেই হইতেছে। চামড়ার দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে, পাট, শোণ, বিক্রয় হইতেছেনা, কেষ্টর-তৈলের বাজার উত্তম বলিতে হইবে। তুলার বাজার বড় উত্তম নহে, তাহার দর কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে, গম, ছোলা প্রভৃতি অন্যান্য আহারীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ সস্তা হইয়াছে। বিলাতে চাউল মাটির দরে বিক্রয় হইতেছে, তথাপি অর্থলোভি মহাজনেরা আমারদিগের দেশ হইতে চাউল তথায় প্রেরণ করিতে অমনোযোগি হইতেছেন না, এস্থানে যে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় সেই স্থানের লোকেরা যদ্যপি তাহা অভাবে অতি কষ্ট প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ কি আছে? আমারদিগের দেশে চাউল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যাদির যেরূপ উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু অর্থপিশাচ বাণিজ্যকারিদিগের দৌরাত্ম্যে তাহার সহস্রাংশের একাংশ এস্থানে থাকিতে পায় না, কেবলি তাহা জাহাজ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল, এবিষয় মান্য বর বাঙ্গাল দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে আবেদন পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, যে গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না। বাণিজ্য দ্বারা বাণিজ্যকারিরা অর্থোপার্জ্জন করিবে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি করা বিধেয় হয় না। এস্থলে রাজপুরুষদিগের কি প্রকার বিবেচনা, তাহা পাঠকগণ প্রণিধান করুন, যাহাতে প্রজাবর্গ কোনোরূপে ক্লেশ প্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে রাজার যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। ভারতবর্ষবাসিরা কেবল অন্নের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা যদি দুর্মূল্য হয়, তাহা হইলে আমারদিগের কত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াও প্রতীকারার্থ কিছুই চেষ্টা পান না, তাঁহারা যদ্যপি চাউলের এত অধিক রপ্তানি বন্দ করিয়াদিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের চাউল এখানেই প্রচুর পরিমাণে থাকিতে পায়, তাহাতে এতদ্দেশীয়েরা অল্প মুল্যে তাহা প্রাপ্ত হইয়া অক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, অতএব প্রস্তাব সম্পন্ন করণ-কালীন গবর্ণমেণ্টের সমীপে এই প্রার্থনা করি,যে,তাঁহারা এতদ্বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগি হয়েন।

সদ্বিদ্বান পারদর্শী সুশিক্ষক শ্রীযুত উইলিয়ম মার্টর সাহেব, প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রফেসর অর্থাৎ অধ্যক্ষতাপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি তথাকার ছাত্রদিগকে হিষ্ট্রি অর্থাৎ সর্ব্বদেশের পুরাতন ইতিহাস এবং অন্যান্য কঠিনতর উপকারজনক পুস্তকাদি শিক্ষা-প্রদান করিবেন। আমরা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ উক্ত গুণযুক্ত মহাত্মা ছাত্রবর্গকে সুশিক্ষা-প্রদান করিতে সাতিশয় নিপুণ, তাঁহার সচ্চরিত্রের কথা কি আর বর্ণনা করিব, তিনি সুপাত্র ছাত্রগণকে সন্তানের ন্যায় যত্ন করেন এবং যাহাতে তাহারা অজ্ঞানরূপ ঘোরতর অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ দিব্য আলোকে আসিতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি সদাসর্ব্বক্ষণ মনোযোগী থাকেন।

কয়েকমাস গত হইল, ব্যবস্থাপক সভার মেম্বরগণ একবাক্য হইয়া এমত এক নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোনোরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ-করণার্থ যদ্যপি মজুরের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অনেচ্ছুক মজুরদিগে বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া সেইকর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে, কিন্তু তাহারা পরিশ্রমের মূল্য প্রাপ্ত হইবে, শুনা গেল

হোম গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম অন্যায় বিবেচনা করত তাহা রহিত করিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন! হোম গবর্ণমেণ্টের এরূপ সুবিবেচনায় সন্তুষ্ট হওয়া গেল, বল দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে কোনো কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত নহে, তাহাতে সেই কার্য্যও কোনোক্রমে সুসম্পন্ন হয়না।

শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের শাসনভার নিজকরে গ্রহণ করিয়াছেন, এনিমিত্ত মেম্বর আর কমার্স নামক এতন্নগরে মহাজনদিগের যে এক সভা গৃহ আছে, সেই সভার মেম্বরগণ শ্রীশ্রীমতির সমীপে প্রেরণার্থ এক কৃতজ্ঞতা-সূচক প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই পত্রে সমান অবস্থা বিশিষ্ট ইংরাজ বাঙ্গালি ও অপরাপর জাতিগণ আপনারদিগের নাম স্বাক্ষরিত করিয়াছেন। শুনিলাম, সেই এড্রেশ পত্রখানি অতি যত্ন পূর্ব্বক মোড়ক করিয়া গত মেইল দ্বারা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

এই মহানগর কতিকাতাবাসি যবনজাতিরা এক সভা করিয়া শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী জননীর নিকট আপনারদিগের রাজভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য এক আবেদন পত্র প্রস্তুত-করণে যত্নবান হইয়াছেন, আমরা এবিষয় অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কেননা তাহারা বাদসাহের জাতি বলিয়া অভিমান না করিয়া রাজানুগত্য ব্যবহার প্রদর্শনার্থ যত্নশীল হইয়াছে।

বিগত ২৪ নবেম্বর দিবসে গবর্ণমেণ্ট সাধারণের গোচরার্থে যে সংবাদ প্রেরণ করেন তাহা নিম্নে গ্রহণ করা গেল।

স্যার আর হেমিলটন সাহেব লিখিয়াছেন, যে যবনজাতিরা মার হাট্টা দল হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। কাপ্তেন কীটিং সাহেবের পত্রে বিদিত করে, বিদ্রোহি তাঁতিয়াতোপী এবং রাও সাহেব এক্ষণে কান্দা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারদিগের অধীনে তিন সহস্র অশ্বারোহি সেনা আছে, মন্দেলশ্বরের উত্তরভাগ নিরাপদ হইয়াছে, কতকগুলীন হাইলণ্ডর এবং সোয়ার সেনাদিগ্যে শীঘ্রই জলরাণায় প্রেরিত হইবে। আদিল মহম্মদ এবং বানু নামক স্থানের নবাব মানসিংহের সমভিব্যাহারে সেরঞ্জ নামক স্থানে বাস করিতেছেন। ব্রিগেডিয়ার লকহারটো সাহেব এবং স্মিথ সাহেব, তাঁহারদিগের পশ্চাৎবর্ত্তি হইয়াছেন, বান্দার নবাব বিদ্রোহিদিগের শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেনেরল মিচেল সাহেবের নিকট গমন করিয়াছে।

১৭ নবেম্বর দিবসে মাথুলিস্থ শিবির হইতে যে সংবাদ আগত হয় তন্মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল।

"সম্প্রতি এস্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত একটা ঘোরতর সমর হয়, তাহাতে শত্রুরা পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে, এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের দুই শত ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে, ব্রিটিস সেনাদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক আহত এবং নিহত হইয়াছে। ৯৩ গণিত হাইলণ্ডর রেজিমেণ্টের কয়েক কোম্পানি সেনা এবং কয়েকদল অশ্বারোহি সৈন্য এস্থানে অবস্থিতি করিতেছে, অবশিষ্ট সেনারা এস্থান হইতে অষ্টম দিবসের পথে যাত্রা করিয়াছে, তাহারা প্রত্যাগমন করিলে বোধ করি তাহারদিগকে সীতাপুর অভিমুখে গমন করিতে হইবে।

এতদ্দেশ প্রবাসি নীলকর সাহেবেরা আপনারদিগের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ-করণার্থ অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক বিখ্যাত কৌন্সেলি মেং থিওবোল্ড সাহেবকে বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, উক্ত কৌন্সেলি সম্প্রতি তথা হইতে এতন্নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তিনি নীলকর সাহেবদিগের মানস কতদূর পর্য্যন্ত সুসিদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বলা যায়না, শীঘ্রই অবগত হওয়া যাইতে পারে, কোনো ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, যে লণ্ডন নগরের বাণিজ্যকারিগণ এমত স্বীকার করিয়াছে, যে তাঁহারা ভারতবর্ষ প্রবাসি ইংরাজদিগকে সম্ভবমত সাহায্য করিতে অমনোযোগি হইবেন না।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতরিক্ষণ

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮৩ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ৩০ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

সুবে বাঙ্গালার কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম নামক গড় সংক্রান্ত ইন ইকুইটী অর্থাৎ দেওয়ানি।

মৃত জেম্‌স কিমরের বিষয়

বিভাগের বিষয়

উইলিয়ম জেম্‌স কিমর

বারসের

ক্যারোলাইন কিমর

আঠার শত্ত আটান্ন সালের ছউই তারিখে সুবেবাঙ্গালা সুপ্রিম কোর্টটের এই মকদ্দমার এক হুকুম অনুসারে যে কলিকাতার মৃত জেম্‌স কিমর সাহেব আঠার শত্ত একচল্লীষের ইংরাজী জুন মাহাতে মৃত হয় অতএব তাহার পাওনা দারেরা বড় আদালতের মাষ্টর আপীষে উইলিএম মেকফারসন সাহেব উক্ত আদালতের মাষ্টার তাহার সম্মুখে আপন২ দাবি সাবুদ করিতে হইবেক সাবুদ না হইলে উপর উক্ত হুকুম অনুসারে দাবি হইতে বহিষ্কৃত হইবেক।

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

উমি এবং বেরো।
ফরিয়াদির উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টরআফিস।
২৪ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্র-কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

আমরা "বঙ্গবিদ্যোৎসাহিনী" নাম পরিবর্ত্তন করত অদ্য হইতে 'হিতবিলাসিনী" নাম-করণে সভাকে প্রতিষ্ঠিতা করিলাম, অতএব অস্মৎ সভাকে বিদ্বজ্জনেরা "হিতবিলাসিনী" নামে সম্বোধন করিবেন।

শ্রীপ্রিয়মাধব বসু।
সম্পাদক।

অগ্রহায়ণ বুধবার ১২৬৫ সাল।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ

করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৹
সুখীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড .... ১।৹
স্বপ্নদর্শন .... ৵

সংবাদপ্রভাকর

১৬ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দা১

রাসযাত্রা।

মলঙ্গানিবাসী সুধার্ম্মিক-বর দত্ত বাবু দিগের বাটীতে রাসযাত্রা উপলক্ষে যে প্রকার সমারোহ ও লোকযাত্রা হইয়া থাকে, তাহা প্রায় সার্ব্বত্রিক জনগণেরই মনে জাগরূপ আছে। আমরা প্রতিবর্ষেই দত্ত বাবু দিগের বাটীতে গিয়া রাসযাত্রার অভূতপূর্ব্বকৌতুকাবহ ব্যাপার সকল দৃষ্টি করত বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকি বিবেচনা হয়, এবৎসর যে মত অপূর্ব্বতর ব্যাপার সকল নয়নগোচর করিলাম এমত অপূর্ব্বতা আর হইতে পারিবে না। কিন্তু কি ভগবানের কৃপা! দত্তবাবু দিগের সৌজন্য জন্য প্রায় যাবদীয় ভদ্র সন্তানেরাই বাধিত হইয়া যাহাতে এই ক্রিয়ার যশঃ সৌরভ বীস্তীর্ণ হয় তাহারই অনুষ্ঠান করেন, এবৎসর সমুদায় দ্রব্য সামগ্রীই দারুণ-দুর্ম্মুল্য হইয়াছে। সাধারণ লোকেরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। এমত দুঃসময়েও দত্তবাবুরা নানাবিধ উপাদেয় উপাদেয় আহার্য্য দ্রব্য, মিষ্টান্নাদি তিন দিন নিমন্ত্রিতানিমন্ত্রিত অসংখ্যাত লোককে প্রচুরতর আহার দিয়া পরিতোষ করিয়াছেন। এবং নৃত্যগীতাদি যেমত রীতি মত হইয়া থাকে তাহারও কোনোঅংশে ত্রুটি হয় নাই। বিশেষত দত্তবাবুরা সপরিবারেই অগণ্য সৌজন্য-মান্য সহকারে ভদ্রলোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারদিগের মহত্তা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। জগদীশ্বর সমীপে মুক্ত-কণ্ঠে প্রর্থনা করি, বহুজন পালক দত্তবাবুরা সামাত্য-পরিবারে নিরাপদ দীর্ঘায়ু হইয়া লোকের আনন্দবর্দ্ধক হউন।

অগ্নিকাণ্ড।

গত শনিবার রজনী আট ঘণ্টা কালে শ্যামপুষ্করিণীর উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে তিলিপাড়ায় এক গৃহস্থের বাটীতে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া চারি খানি গৃহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এই গৃহ দাহে গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি অনেক ভস্মসাৎ হইয়াছে, বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, এই অগ্নিকাণ্ডে একজন গৃহস্থের স্ত্রী ও পুত্র কন্যা পুড়িয়াছে, বালকবালিকা দুইটি দগ্ধ হওনের কিয়ৎক্ষণ পরেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে, স্ত্রীলোকটীর অর্দ্ধাঙ্গ দগ্ধীভূত হইয়াছে, বোধ হয়, তাদৃশ যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসিতা হইলে ঐ অভাগিনীর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। কথিত রাত্রিতে ৯ নয় ঘটিকা কালে বাগবাজারস্থ "কাণারাজার বাগান" নামক স্থানে এক খানি গোগৃহে অগ্নি লাগিয়াছিল, কয়েকটী গাভী সহিত গোয়ালখানি ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এস্থানের অগ্নি অনেকদূর ব্যাপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, অনল-রাজ অবশ্য ক্ষুধিত হইয়াছিলেন, এই বলিয়া উক্ত দুই স্থানের কয়েক খানি গৃহ ভক্ষণ করিয়াও তৃপ্ত হয়েন নাই, রাত্রি অনুমান একাদশ ঘটিকা সময়ে মেচুয়া বাজারের সান্নিধ্য এক স্থানে অনলরাজ মুখ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাদৃশ ক্ষন্নিবৃত্তি হয় নাই, এজন্য মুখ বিস্তার করত চীৎপুরের নিকটেও দর্শন দিয়াছিলেন, আমরা চীৎপুরের অগ্নিকাণ্ডের বিষয় বিশেষ জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, অনলরাজ বুভুক্ষিত হইয়াছেন, এসময় সকলেই সতর্ক থাকিবেন।

নূতন সমাচারপত্র।

"ভারতবর্ষীয় সমাচারপত্র" নামক এক খানি অভিনব সংবাদ পত্র গত ১ নবেম্বর হইতে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে. সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চূড়ামনি ভট্টাচার্য্য পত্রখানি সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ পাইতেছে, আমরা ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্র দুই সংখ্যা ভিন্ন প্রাপ্ত হই নাই,ফলে ঐ পত্রের যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়াছি, যদি সে মত নির্ব্বাহিত হয়, তাহা হইলে উত্তম বটে, নচেৎ ঐ পত্র কিরূপ চলিবে, তাহা আপাতত অনুমান করিতে পারিনা ঐ পত্রের মাসিক মূল্য ।৹ আট আনামাত্র, গ্রাহকেরা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন।

"কলিকাতা পত্রিকা" নামক এক খানি মাসিক পুত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, মূল্য ৵০ এক আনা, ঐ পত্র কার্ত্তিকমাস হইতে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, লেখকেরা প্রথম সংখ্যকপত্রে যে প্রকার আড়ম্বর করিয়াছেন, সে বিষয় অতি গুরুতর। পাঠশালার ছাত্র দ্বারা যদি সে বিষয় সম্পন্ন হয়, তবে অতীব প্রশংসার বিষয় বটে, কিন্তু "ছেলে মুখে বুড়ো কথা," শুনিলে সাধারণে জ্যেঠা বলিয়া থাকে, লেখকেরা এই কথাটী বিশিষ্টত স্মরণ করিবেন।

বাল্মীকি রামায়ণ।

আমরা শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ড এক খানি অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অনুবাদ এবং মুদ্রাঙ্করণে কোনো দোষ হয় নাই, পুস্তক খানি ১০৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে, মূল্য ।৵ ছয় আনামাত্র, ভরসা করি, বিদ্বজ্জনেরা উক্ত গ্রন্থ গ্রহণ করত গ্রন্থকর্ত্তার উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে সম্পাদক মহাশয়! এই বঙ্গদেশে যবনদিগের রাজত্বের সময় বঙ্গভাষা রাজমহিষী প্রায় অন্তর্হিতা হওয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল, পরে, অস্মদ্দেশের সৌভাগ্যবশত ইংলণ্ড নিবাসি ধবলজাতি মহাত্মারা রাজত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া বহু যত্ন সহকারে বঙ্গভাষা মহিষীর সুকান্তি সম্পাদন করায় এতদ্দেশীয় লোক সমূহ বিশেষ স্ত্রীলোকেরা যাহারা পুরাকালে বিদ্যার নাম শ্রবণে পরাঙ্মুখ ছিল, তাহারাও যত্নশীলা হইয়া বিদ্যারত্নে সুশোভিতা হইয়াছিল। অত্র ঢাকানগরান্তর্গত "তেঘরিয়া" (Taghoria) পল্লিগ্রামের স্ত্রীলোক সমূহ বিদ্যাভ্যাসে অত্যন্ত মনোযোগিনী থাকিয়াও সম্প্রতি অত্রত্য বিদ্যালয়স্থ কৃষ্ণ প্রসাদ দে প্রভৃতি কতিপয় কুস্বভাবান্বিত ছাত্রেরা তত্রস্থ ভদ্রকুলোদ্ভবা শ্রীমতি বামাসুন্দরী নাম্নী সুশীলা কামিনীর নিকট কুৎসিত শব্দ পূরিত লিপ্যাদি প্রেরণ করায় নগরীয় কামিনীকুলের উৎসাহ ভঙ্গ করার উপক্রম করিয়াছে। আহা! এ কি সামান্য খেদের বিষয়! আমারদিগের কত যত্নের নিধি অতলস্পর্শ কূপে নিক্ষিপ্ত হইল! এক্ষণে পাঠকবর্গের দৃষ্টার্থে দুশ্চরিত্র ছাত্রের রচিত লিপি নিম্নে নিবেদিতেছি প্রকাশে বাধ্য রাখিবেন।

প্রাণসমা প্রিয়তমা উপমারহিতা শ্রীমতি বামাসুন্দরী মদীয় মানস পুষ্টিকারিকা বরাবরেষু।

বহুকালাবধি আমি তোমার অলৌকিক গুণে ও রূপ-লাবণ্য মাধুরী দৃষ্টে অধীর হইয়া অধরামৃত আস্বাদ করণ আশ্বাসে আশ্বাসী আছি। দুর্ভাগ্যবশত কেবল আশার আশায় আসাই হইল, আশীগতেও আশার সুসার হইবার আশা দৃষ্টিপথে পতিত হয়না॥

হে তিলোত্তমাসমা রূপপূর্ণা-ইন্দুমুখি! বিন্দু কটাক্ষপাত কর; দুরন্ত শরাসনের শরসন্ধান হইতে রক্ষা কর।

নিরন্তর দহে অঙ্গ, কন্দর্পের বাণে।
সহেনা সহেনা আর, সহেনাকো প্রাণে॥
তোমার বিরহ বায়ু, হইয়ে প্রবল।
করিছে সাহায্য আসি, কন্দর্প অনল॥

ইতিপূর্ব্বে আমি তোমার প্রেমযজ্ঞে যজ্ঞী হওয়ার মানসে হর্ষে বিহ্বল হওত অবিজ্ঞের মত উপায় অনুষ্ঠান করত অকৃতকার্য্য হইয়া তোমাকেও প্রতিহত চিত্ত করিয়াছি। এবং তদবধি আমার বাহ্যে যদিও কোনো বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখায়না, কিন্তু অন্তরে উন্মাদ ও কখন্ প্রাণে নষ্ট হই তাহার নিশ্চয় নাই, তত্রাচ তোমার প্রণয়ামৃত পানে নিতান্ত অক্ষান্ত হইয়া পুনরায় সংক্ষেপে বর্ত্তমান দুরবস্থা জানাইলাম ভরসাকরি তুমিও পর-দুঃখ-বিমোচন স্বভাব-বশত মদীয় দুঃখরাশি দূরীকরণে যত্নশীলা হইবা সন্দেহ নাই।

সহেনা সহেনা কষ্ট, কি করি উপায়।
তোমার বিহনে প্রাণ, যায় যায় যায়॥
ধিক্ ধিক্ পুরুষের, জনমেতে ধিক্।
ধিকরে আসক্ত অন্নে, ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

প্রিয়তমে! আমার ধন জন মান গৌরব সমুহ তোমাকে অর্পণ করিলাম, আমার প্রাণ দান কর। পুরুষের প্রাণদান অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর অধিক ধর্ম্ম কি আছে? তুমি যাহা-অধর্ম্ম মনে করিয়া ভয় কর সে কখনই অধর্ম্ম নয়। তাহার বিশেষ প্রমাণ শাস্ত্রমত বিধবা-বিবাহ নাটক ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিয়া থাকিবা, একেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ পূর্ব্বক আত্মতুষ্টি ও পরমেশ্বরের সৃষ্টিবৃদ্ধি করিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন ও আদরণীয় হইয়া মানব জন্মের চরিতার্থতা মাত্র।

কি ভয় কি ভয় প্রিয়ে, কি ভয় কি ভয়।
অধর্ম্ম না কর মনে, ধর্ম্মে ধর্ম্ম কয়॥
পুরুষের প্রাণ দান, করে যেই নারী।
ধর্ম্ম ধর্ম্মে ভীত হয়, দেখি সেই নারী॥

হে ভামিনে! তুমি আমার আশা পুর্ণ করিলে আমিও তোমার আশা অবশ্য পূর্ণ করিব। আমার যে কিছু অর্থ আছে, তাহা সকল তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি অতি সদ্বোদ্ধা তোমাকে অতি আড়ম্বরের সহিত লিখনে প্রয়োজনাভাব। সংসারে অর্থ ই সার পদার্থ; অর্থ হইলে কি না হইতে পারে? দেবধর্ম্ম সকল অর্থের বশীভুত, তুমি কখনই অর্থের উপেক্ষা করিয়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিওনা।

অসার সংসারে সার, অর্থ মহা ধন।
অর্থেতে সকল হয়, যা কর মনন।
দেব,ধর্ম্ম আদি করি, যাগ যজ্ঞ যত।
অর্থেতে সকল হয়, ক্রিয়া কাণ্ড কত॥

বিধুবদনি! তুমি কুলকামিনি! এবিধায় যদি অলীক লজ্জানুবর্ত্তিনী হইয়া সম্প্রতি আমার সহিত মধুরালাপনে অসমর্থা হও; তবে পত্রের উত্তর কিম্বা প্রকারান্তে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইয়া মৃত দেহে প্রাণদান পূর্ব্বক কীর্ত্তি রাখিবা।

কিছার মিছার লাজ, প্রিয়জন কাছে।
প্রিয়জনে প্রিয়োজন, যাতে প্রিয়ে আছে॥
নিতান্ত লজ্জার যদি, হও বশীভুতা।
ইঙ্গিতে জানায়ো মোরে নাবি চারি মাথা॥

হে শশিমুখি! নিতান্তই যদি তুমি আমার প্রাণান্ত করিতে প্রবৃত্ত হও তবে যাহাতে তুমি লোক সমাজে নিন্দনীয় হওত মুখ দেখাইতে না পার তাহা করিব। আমার প্রাণ এমনেও গত ওমনেও গত, তবে তোমার জন্য যদি যায় সে অতি উত্তম কল্প। সীতার জন্য রাবণের সবংশ নিপাত হইয়া দশমুণ্ড ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। তোমার জন্য আমার এক মুণ্ড গেলে অধিক কি? আমি আর মৃত্যুকে ভয় করিনা। এই ভয় যেমন গৌতমের শোকে অহল্যা হড্ডিকার হইয়াছিল পাছে তোমার সেই দশা হয়।

নিতান্ত প্রাণান্তে যদি, রাখ তুমি প্রাণ।
অনিষ্ট করিব তব, যায় যাবে প্রাণ॥
মৃত্যুকে না করি ভয়, তোমার কারণ।
অদ্য কিম্বা কল্য প্রাণ, হইবে মরণ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দে।
তেঘরিয়া স্কুল।

এই দুশ্চরিত্র ছাত্র বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ডেপুটীইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের সুবিচারে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত অন্যান্য তৎ সঙ্গীগণ দণ্ডনীয় হইয়াছে।

শ্রীতারানাথ ঘোষ।
সাং তেঘরিয়া।

এই পত্র খানি আমরা অবিকল প্রকাশ করিলাম, কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রজলীলার ন্যায় প্রকাণ্ড কাণ্ড-করণের উপক্রম করিতেছেন। সেই কৃষ্ণ ঘোষের নন্দন, এই কৃষ্ণও ঘোষের নন্দন। তাঁহার গোচারণে বিদ্যা ছিল, ইঁহারো গো আচরণে বিলক্ষণ বিদ্যা জন্মিয়াছে এই বিদ্যা গোচারণের অধিক। তিনি ননীর ভাণ্ড ভঙ্গ করিতেন, ইনি কি ভাণ্ড ভঙ্গ করেন তাহা বলিতে পারিনা। তিনি বাঁশীতে "ফুঁ" পাড়িয়া গোকুলের গোপীকুল এবং দুকুল আকুল করিতেন, ইনি কিসে "ফু" পড়িয়া ত্রিকুল পবিত্র করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। তিনি রাখালের রাজাছিলেন, ইনি রাখালের মহারাজা হইয়াছেন। তিনি কেবল কদম্ব বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন, বোধ হয় ইনি সকল বৃক্ষই আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি ত্রিভঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেন, ইনি কি ভঙ্গ হইয়া নৃত্য করেন, তাহা কাহারো দৃষ্ট হয়না, তিনি বস্ত্ররূপ হইয়া এক সময়ে সতীর লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন, ইনি অস্ত্ররূপ হইয়া সতীর লজ্জা লজ্জা ছেদন করিতেছেন। যাহাহউক, ঘোষের দোষে কুলবতীকুলের ব্রিদ্যানুশীলনরূপ কুলবতীকুলের ব্যাঘ্যাত না হয়।

প্রভাকর সম্পাদক।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

"কস্যচিৎ পাঠকস্য" ইত্যঙ্কিত যে এক পত্র আমরা পাইয়াছি তাহা সময়ানুসারে প্রকাশ করিব

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিরণ্যকল্প

যতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ-নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮৪ সংখ্যা] বুধবার ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ৬ ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্ন দিবা এগারো ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৬।৫৭ সালের পয়দায়শী আফিমের দ্বাদশ নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২৭২১ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ১৮৫১
বানারসের পয়দায়শী আফিম ৮৭০

জুমলা সিন্দুক.....২৭২১

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৭ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিম্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৮ সালের ১১ এবং ২১ ডিসেম্বর এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারান যে সকল প্রমিশ্বরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোনো রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৮ সালের ১১ ডিসেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহর ৫ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা এবং ঐ আফিমের নাট খালাসি সববে কিম্মতের পূরা টাকার দরুণ কোনো ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৮ সালের ২১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেকনা।

বিমৌজীর হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৮ সাল তারিখ ২২ নবেম্বর।

E, LUSHINGTON.
Juniour Secretary.

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্র-কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্র-

ত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, যে সহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবানেরা সন ১৮৫৯ সালের নিমিত্তে তাঁহাদের কান্সার বেন্সী গৌখানা মোকামে বিচালি সরবরাহ করণ জন্য কান্‌ট্রাক্ট দিবেন তজ্জন্য আগত ১৫ ডিসেম্বর তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাদের নং ৩ চৌরঙ্গী রাস্তার আপিসে শিল ও টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

প্রত্যেক টেণ্ডরের উপর নিম্নলিখিত সাহেবের নামে শিরোনামা দেওয়া যাইবেক, এবং ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহাদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক, তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কম দর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন, এমত অঙ্গীকার করেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটারী সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the municipal Commissioners.
ROBERT TURNBULL.
Secrety to the M. Commrs.

মিউনিসিপিল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট টরনবুল্।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta.
23d November 1858.

বিজ্ঞাপন।

আমরা "বঙ্গবিদ্যোৎসাহিনী" নাম পরিবর্ত্তন করত অদ্য হইতে 'হিতবিলাসিনী" নাম করণে সভাকে প্রতিষ্ঠিতা করিলাম, অতএব অস্মৎ সভাকে বিদ্বজ্জনেরা "হিতবিলাসিনী" নামে সম্বোধন করিবেন।

শ্রীপ্রিয়মাধব বসু।
সম্পাদক।

অগ্রহায়ণ বুধবার ১২৬৫ সাল।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ....১৲
প্রবোধ প্রভাকর ....১৲
শুকেতিহাস ....।৹
সুধীরঞ্জন ....১৲
বত্রিশ সিংহাসন ....১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ১৹
স্বপ্নদর্শন ....৶

সংবাদপ্রভাকর

১৭ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দাঃ১

বহরমপুর প্রবাসি আমারদিগের কোনো পরমাত্মীয় ব্যক্তির পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, সম্প্রতি তথায় যে সকল গোরা সেনা অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা তৎস্থান বাসিদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, পথিমধ্যে ভদ্র লোকদিগ্যে সহসা অপমান করে, যাহারা রক্ষক তাহারাই যদ্যপি দৌরাত্ম্য করে, তাহা হইলে নির্দ্দোষি প্রজাপুঞ্জের কোনোমতে সুখে কাল-যাপন করিবার সাধ্য থাকেনা, গোরা সেনারা চৌর্য্য-বৃত্তিতে রত হইলে অত্যন্ত দুষ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে এক্ষণে তাহারা চুরি করিতে বড় তৎপর হইয়াছে, লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াই প্রথমে তাহারদিগের বস্ত্রাদি অন্বেষণ করে, যদ্যপি তাহার মধ্যে টাকা পয়সা থাকে তাহা তখনি কাড়িয়া লয়, তাহাতে নৈরাশ হইলে পথিককে প্রহার করত কখনো কখনো তাহার গাত্রবস্ত্রাদি বল পূর্ব্বক গ্রহণ করত চম্পট দেয়, উল্লেখিত পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, সংপ্রতি দুই জন শ্বেত সেনা চুর করার অপরাধে ধৃত হইয়াছে, এক জন সেনা জনেক এতদ্দেশীয় ব্যক্তির একটি বাক্স অপহরণ করে. সেই বাক্স মধ্যে নগদ ১০ টাকা এবং এক রৌপ্য চেইন ছিল, অপর ব্যক্তি বল পূর্ব্বক কোনো ভদ্রলোকের বাটীতে প্রবেশান্তর তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে, এই রূপ অপরাধে অপরাধি হইয়া আরো ৫।৬ জন সেনা ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছে, গোরাদিগের দ্বারা কত স্থানে কত লোকের যে কত অপচয় হইয়াছে, তাহা সংখ্যা করা যায়না, তথাপি সেনাপতিগণ নিবারণ-করণার্থ বিশেষরূপ মনোযোগ করিতেছেন না, ইহাকি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? অকারণে প্রজাগণ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, ইহাকি তাহারা দেখিয়াও দেখেন না, শ্রবণ করিয়াও করেন না? এক্ষণে আমারদিগের নিতান্ত প্রার্থনা এই, যে, দয়ালু রাজপুরুষেরা এবিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগ করেন, প্রজাদিগের এরূপ যন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতীকারার্থে যত্ন না পাওয়া অত্যন্ত অকর্ত্তব্য হয়।

আমরা "হিতবিলাসিনী" নাম্নী সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তদ্বিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

এই সভার নব্য ভব্য সভ্যগণেরা যে প্রকার মহৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, তাহাতে দেশীয় ধনি-মানি বিদ্বজ্জনগণের উচিত, যে, তাঁহারা সকলেই দেশের মুখোজ্জ্বল করণার্থে হিতবিলাসিনী সভায় বিশেষ আনুকূল্য প্রদান করেন, আমরা এবিষয়ে পরে বিশেষরূপেই স্বাভিমত প্রকটন করিব, আপাতত পাঠকগণ সভার অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করত যথোচিত হিত সাধন বিবেচনা করিবেন।

অনুষ্ঠান পত্র

যদ্ধিতং লোকসাধর্ম্ম্যং কর্ত্তব্যস্তদ্ধি সাধুনা।
যতঃ সংসারকৃত্যেন, পরোপকরণং হিতং॥
স্বভাবে লোকের হিত, করণীয় যাই।
সাধুতার আচরণে স্থির চাই তাই॥
সংসার-করণ-কার্য্যে যত সমুচিত।
পর উপকার করা ধরা কথা হিত॥

আমরা "হিতবিলাসিনী" সভায় সাধারণ হিতার্থে সুদীন উপায়বিহীন অসাধ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আরোগ্য দানের উদ্দেশ করিয়াছি, কিন্তু আমারদিগের কাহারও এমত সাধ্য নাই যে, সেই হিতসাধন ধন, সম্যক্ প্রকারে দান করিতে পারি, তবে জগতের পরস্পরাশ্রয়িতা ধর্ম্ম বিবেচনা করত এক প্রকার ভরসান্বিত হইয়াছি, বিশেষত "দশের লড়ী একের বোঝা" এই সাধারণ প্রবাদও আমারদিগকে উৎসাহান্বিত করিয়াছে যে, আমরা অনুষ্ঠান করিলে পর, অবশ্যই দশজন সাধুজনের সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারিব, অতএব আমরা সাধ্যমত সাহায্য করত কথিত মহদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমারদিগের সভাপতি শ্রীযুত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয় উক্ত প্রকার অসাধ্যরোগ শামক মহৌষধ সংস্থান করিয়াছেন, তাঁহার চিকিৎসায় দুইটী কুষ্ঠী রোগ মুক্ত হইয়াছে, আমরা এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক এই অনুষ্ঠান করিতেছি। বিদ্বজ্জন মহজ্জনেরা আমারদিগের প্রতি সদয়হৃদয় হইয়া সাধ্যানুরূপ মাসিকরূপে সমুচিত দানের স্বাক্ষর করত রীতিমত প্রদান করিলে সবিশেষ উপকৃত হইব। বিশেষত রোগীরা যে যে প্রকারে রুগ্ন হইয়া কষ্টপায়, এবং চিকিৎসারম্ভাবধি তাহারদিগের রোগশান্তি পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বীক যাবদ্বিবরণ যান্মাসিক কিম্বা বাৎসরিকরূপে মুদ্রিত করাইয়া প্রচার পূর্ব্বক দাতাগণের নিকট কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপন করিব। অতএব প্রার্থনা করি, সজ্জনেরা দাতৃত্বের হস্ত বিস্তার করত এতচ্ছুভানুষ্ঠানে আপনাপন নাম ধাম এবং দানের অঙ্কপাত করিতে কৃপণতা পরিহার করিবেন। আপাতত আমরা যেমত স্বল্পসংখ্যক লোকের সঙ্কলিত স্বল্পদান দ্বারা দুইটী রোগীর আরোগ্য দান পরীক্ষা করিতেছি ক্রমে দাতার সংখ্যাবৃদ্ধি সহকারে যতই দানের অঙ্কবৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই তাদৃশ দীনদুঃখি রোগী দিগের সংখ্যাধিক্য সংগ্রহ করাইয়া আরোগ্য প্রদানে সাহসী হইব সন্দেহ নাই। এবিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ প্রযুক্ত হইতেছে। "দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে নোপকারিণে। দেশে কালেচ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্তিকং বিদুঃ" দানীয় অনুপকারী ব্যক্তিকে যে দান, দেশ কাল, এবং পাত্রভেদে সেই দানই সাত্তিকদান নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব সাধুগণ অবশ্যই এই সাত্তিক দানের অনুষ্ঠানে নামত এবং কার্য্যত শুভাধিষ্ঠান করিবেন কিমধিকং প্রাকৃতজনেষ্বিতি নিবেদিতং।

শ্রীপ্রিয়মাধব বসু।
সম্পাদক।

নাগপুরের অন্তঃপাতি চাঁন্দা নামক স্থানের পত্রে ব্যক্ত করে, "রণ-নিপুণ সেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট টি, ই, এল, হিগিলসন সাহেবের বিশেষ পরিশ্রম এবং যত্নে বিদ্রোহি জমিদার রাবুরাও ধৃত হইয়া, এস্থানের ডেপুটী কমিস্যনর এবং মাজি-

ষ্ট্রেট কাপ্তেন, ডবলিউ, এইচ কিরিটন সাহেবের নিকট অর্পিত হয়, তিনি বিচার দ্বারা উক্ত বিদ্রোহিকে অপরাধী করত তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন বিনষ্ট করিতে অনুমতি দেন, যে দিবস এরূপ অনুমতি হইল, সেই দিবসেই অপরাধী ফাঁসি দ্বারা মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছে, কারাগারের সম্মুখে ঐ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহা অবলোকন করণার্থ বহু শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। উল্লেখিত মৃত দুরাচারির দ্বারা এপ্রদেশবাসিগণ অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন।”

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলস্থ সংবাদ পত্র সকল পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে, যে, আলাহাবাদ হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বাষ্পীয় শকটে যে সকল মাল বোঝাই হয় তাহাতে প্রায় অনল সংযোগ হইয়া আহোরিদিগের অত্যন্ত অপচয় হইতেছে, সর্ব্বদা অগ্নি লাগিবার কারণ এই যে, শকট চালাইবার নিমিত্ত বহ্নি জ্বালাইবার জন্য রেলরোডের কর্ম্মচারিরা কয়লা প্রাপ্ত হয়না, কাষ্ঠ দ্বারা অনল প্রস্তুত করে, তাহা হইতে অগ্নিকণা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মালের উপর পতিত হয়, তাহাতেই এরূপ দুর্ঘটনা হইয়া থাকে, অতএব এপ্রকার ঘটনা ভবিষ্যতে আর না হয়, তদ্বিষয়ে কর্ম্মচারিগণের বিশেষ মোনোযোগ করা বিধেয়।

বোম্বে টাইম্‌স পত্রে লেখে, ব্রিগেডিয়ার হিল সাহেব, ইলিচপুরের পঞ্চদশ ক্রোশ দক্ষিণ অমরাবতি নামক স্থানে বিস্তর সেনা সংগ্রহ করিতেছেন, কারণ সেই দিগ দিয়া নেজামের রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহি তাঁতিয়াতোপির প্রবেশ করণের সংবাদ উক্ত সেনাপতি সাহেব শ্রুত হইয়াছেন, এনিমিত্ত তিনি পূর্ব্ব সাবধান হইতেছেন। আওরঙ্গাবাদ হইতে ৩ এবং ৬ সংখ্যক অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের সেনারা তথায় অবিলম্বেই গমন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

হরকরা পত্র পাঠে অবগতি হইল বিলাত হইতে ইষ্টক চূর্ণ করিবার নিমিত্ত দুইটা আশ্চর্য্য যন্ত্র এতদ্দেশে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই দুইটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে চল্লিস সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা কোতরং নামক স্থানের নদীর জলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, অনেক অন্বেষণ করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

অবগতি হইল, মিলিটারি ডিপার্ট মেণ্টের রেজিষ্টার মেং ডবলিউ ম্যাকডলেট সাহেব পীড়া বশত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণানন্তর স্বদেশে যাত্রা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সমীপে এক আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রার্থনা এই, যে, তিনি এক্ষণে যেরূপ বেতন প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার তৃতীয় অংশের এক অংশ, টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

প্রেরিত পত্র

কবিকুলতিলক শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় গুণিগণাগ্রগণ্যেষু।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নস্থ কতিপয় পঁক্তি সংশোধনান্তে ভবদীয় ভুবন বিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদানে চিরবাধিত রাখিবেন।

সারতত্ত্ব।

রত্নাকরচ্ছন্দ।

জয় জয়, সনাতন, বিভু ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
সকলের সার, বিভু বিশ্বাধার,
নাম সেই নারায়ণ॥
ত্বংহি ব্রহ্ম পরমেশ, দূর কর ভবক্লেশ।
পামর হে আমি, তুমি বিশ্বস্বামী,
আমারে কোরো না দ্বেষ॥
জয় ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, সকলের মূলাধার।
তোমার কারণে, বিশ্বে বহু জনে,
হইতেছে এবে পার॥
দুস্তর এভব বনে, কত সহ্য করি মনে।
ওহে বিষ্ণু হরি, তব পদ ধরি,
রক্ষা কর এইক্ষণে॥
ওরে মন দুরাশয়, বল সদা জয় জয়।
কেবা বলকার, ছাড়িয়া সংসার,
ভাব সদা সে অভয়॥
হয়ে ভাবে গদগদ, ভাব সেই ব্রহ্মপদ।
হে মন আমার, বলি শুন সার,
সে পদ কর সম্পদ॥
ভ্রম মন ভক্তি পথে, চেড়োনা অজ্ঞান-রথে।
হয় সেই পথ, মুকুতার মত,
ভ্রম মন সেই পথে॥
শুন ওরে মন মম, ঘটাও অন্তর-তম,
ইহা কহি সার, করি বার বার,
রেখোনা মনের তম॥
বহরমপুরে বাস, এই কহে রামদাস।
শুন ওরে মন, বলি অনুক্ষণ,
ভাব সেই শ্রীনিবাস॥

শ্রীরামদাস সেন
সাং বহরমপুর।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮৫ সংখ্যা] গুরুবার ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ২ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টার সেল।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় মহারাণী তারামণী দাসী বাদিনী এবং দ্বারিকানাথ বসু, দীননাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু, এবং মহেন্দ্রনাথ বসু প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত আটান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৮ আটুই জানুয়ারি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্ট গৃহে শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন মাষ্টর সাহেবের দপ্তর খানায় আগামি ৬ ডিসেম্বর সোমবার নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক।

সম্পত্তির বিবরণ।

বিশেষত মহানগর কলিকাতার সুতানুটীর অন্তর্গত শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৬।২ নম্বর ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা বসতি বাটী আছে এবং যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি, যাহার একাংশে উল্লেখিত বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অপর অংশে একটি পুষ্করিণী আছে, ভূমি অনুমান বারো কাঠা এক পোয়া, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষত উত্তরদিগে গোরাচাঁদ ঘোষের বাটী পূর্ব্বদিগে রামধন বসুর এবং বিনোদবেহারি সাহার বাটী, দক্ষিণদিগে চিন্তামণি মদকের এবং রামধন সিংহের বাটী, পশ্চিমদিগে একটা লেন অথবা পথ যাহা শ্যাম পুষ্করিণীর পূর্ব্ব ভাগ দিয়া গিয়াছে।

মাষ্টর আফিসে, অথবা বাদীপক্ষের উকীল এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম সাহেবদিগের দপ্তর খানা, যাহা পুরাতন পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের মধ্যে ৫ নম্বর ভবনে আছে, তথায় অনুসন্ধান করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃতান্ত জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ALLAN JUDGE & LINGHAM.
Plaintiff's Attornies.
এলেন জজ এণ্ড লিংহাম।
বাদীপক্ষের উকীলগণ।
কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টরআফিস।
৪ নবেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায়

পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
গুরুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদপ্রভাকর

১৮ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। ব্রিটোরিয়াব্দা১

রাজদত্ত সংবাদ পাঠে অবগত হওয়া গেল, যে, আমিটির অধিরাজ ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি সাহেবের শরণাগত হইয়াছেন, উক্ত সেনাপতি বাহাদুর তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারেন, এমত প্রতীতি হইতেছে, তোপ, বন্দুক গুলি যাহা তাঁহার ছিল, তৎ সমুদয় তিনি গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন, শুনিলাম, লার্ড ক্লাইড, প্রাগুক্ত রাজাকে আলাহাবাদে গবরনর জেনেরল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরীর ঘোষণাপত্রে অপরাধ মার্জ্জনার কথা পাঠ করিয়া অন্যান্য প্রধান বিদ্রোহিরা যদ্যপি এইরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হয়েন, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষ হইতে অবিলম্বেই বিদ্রোহানল শীতল হইয়া শান্তিস্থাপিত হইতে পারে, এবং তাহাতে বিদ্রোহিদিগের পক্ষেও অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা, তাহারা বিদ্রোহি হইয়া স্থানে স্থানে যেরূপ গর্হিত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সেই সকল মহাপাপ হইতে কোনোমতে রক্ষা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে, তবে যদি শ্রীশ্রীমতি তাহারদিগের প্রতি সদয় হইয়া যেরূপ ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ করিলে দুরাচারিদিগের রক্ষা পাইবার আর অন্য উপায় নাই, তাহারা বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনাদিগের বিপক্ষে সমর করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করত ভারতবর্ষ অধিকার করিবে, এমত মিথ্যা ভরসাকে যেন কোনোমতে মনো মধ্যে স্থানদান না করে, সে আশা, কোনোকালে সুসিদ্ধ হইবার নহে, তাহা কেবল বামনের বিধু ধারণেচ্ছাবৎ হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ বিরহ।

বোম্বে ষ্টাণ্ডার্ড পত্রে দৃষ্ট হইল, বোম্বে প্রেসিডেন্সি হইতে প্রায় সকল উচ্চপদ বিশিষ্ট কর্ম্মচারিরা আপনাপন ভারার্পিত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, মিলিটারি সেক্রেটারি কর্ণেল মেলভিল সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কারণ তিনি বিলাতের এক জন কৌন্সেলি পদেঅভিষিক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মেং হাট সাহেব বিদায় লইয়া স্বদেশে গমন করিয়াছেন, পোষ্টমাষ্টর জেনেরেল ডাক্তর ইম্পিসাহেব শীঘ্রই বিলাত গমন করিবেন, এই রূপে অনেকেই বোম্বে রাজধানী পরিত্যাগ করিতেছেন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি হইতেও অনেক বহুদর্শি কার্য্য উক্ত উচ্চ-পদারূঢ় কর্ম্মচারিগণ বিলাতে গমনোদ্যত হইয়াছেন, এইক্ষণে ভারত ভূমি হইতে কোম্পানি বাহাদুরেরা অন্তর্হিত হইলেন, পুরাতন কর্ম্মচারিরাও তাঁহারদিগের অনুগামি হইবার চেষ্টা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের অভাবে সুতরাং ইণ্ডিয়াতে মহারাজীর অধীনে নূতন লোক নিযুক্ত হইবে, যাহা হউক, আমারদিগের নিতান্ত বাসনা যে, শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর সচীবগণ, এই সকল বহুদর্শি রাজপুরুষদিগের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনার্থ যেন অদূরদর্শিদিগকে নিযুক্ত না করেন।

রাজদত্ত সংবাদ।

বিগত ২৮, ২৯ এবং ৩০ তারিখের আগত সংবাদ।

সার রবার্ট হেমিলটন সাহেব লেখেন, যে সকল স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তাহার নাম নিশ্চয়রূপে প্রকাশ পায় নাই, মেজর সাদারলেণ্ড সাহেব, ৯২ গণিত রেজিমেণ্টের এক কোম্পানি সেনা, এবং ৭৫ সংখ্যক দলের পঞ্চাশ জন সেনা সমভিব্যাহারে কাপ্তেন হারবার্টের সোয়ার সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁতিয়াতোপির অধীনস্থ সেনাদিগের বিপক্ষে সমর করিয়া জয় লাভ করিয়াছে, তাহাতে শত্রুপক্ষের ৪০ ব্যক্তি হত এবং বিদ্রোহিরা যে দুইটা তোপ ইন্দোরে কাড়িয়া লইয়াছিল, সেই কামানদ্বয় প্রাগুক্ত ব্রিটিস সেনারা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছে, বিদ্রোহিরা রণে পরাজিত হইয়া বায়ওয়ালী নামক স্থানাভিমুখে পলায়ন করিয়াছে। কাপ্তেন কিটিং সাহেব, ব্রিগেডিয়ার পার্ক সাহেবের অধীনস্থ সেনা সমভিব্যাহারে জারলিউয়ম নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন, তিনি অবিলম্বেই মেজর সাদারলণ্ড সাহেবের সেনার সহিত মিলিত হইবেন এমত মানস প্রকাশ করিয়াছেন, জেনেরল মিচেল সাহেব এক্ষণে বনাগণ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আগামি কল্য তিনি জারালপাড়া নামক স্থানে গমন করিবেন। প্রায় তিন শত বিদ্রোহি একত্রিত হইয়া বহরপুরের নিকটস্থ ভাগীরথী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু তৎস্থানে কয়েক খানা সামরিক নৌকা ছিল, তাহার নিমিত্ত তাহারা পার হইতে পারে নাই, তথায় পার হওনে অপারগ হওয়ায় নদীর পশ্চিম ভাগ দিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, কর্ণেল সে মোর সাহেব, ধাউসি নামক স্থানে অনেক বিদ্রোহির সমবেত হওন সংবাদে প্রাপ্ত হইয়া, ডুমরাওল নামক স্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, কর্ণেল ওয়ালটার সাহেব শোণনদের নিকটে থাকিয়া বিদ্রোহিদিগের আগমনের পথ রুদ্ধ করিতেছেন, অপরাধ মার্জ্জনার আদেশ অনুসারে বিদ্রোহি সেপাহিরা আপনাপন অস্ত্র শস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিস শরণাগত হইতেছে, এবং রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে ছাড়চিঠী লইয়া তাহারা নিজালয়ে গমন করিতেছে।

বিগত ২৮ তারিখে সার রবার্ট হেমিলটন সাহেব লেখেন, বিদ্রোহি তাঁতিয়াতোপি, বিস্তর বিদ্রোহি সেনা সমভিব্যাহারে বরদা নামক স্থানের নিকটস্থ নর্ম্মুদা নদী পুনর্ব্বার পার হইয়া আমজি সেরা স্থান অভিমুখে গমন করিয়াছেন, গত ২৭ তারিখে ব্রিগেডিয়ায় পারকার সাহেব এবং কাপ্তেন হারবার্ট সাহেব ইঁহারা উভয়ে, অধীনস্থ সেনা সমভিব্যাহারে নর্ম্মুদা নদীপার হইয়া প্রথমোক্ত সেনাপতি মাতপুরে এবং শেষোক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বাকিপুরে যাত্রা করিয়াছেন, আরো কয়েক দল বিদ্রোহিসেনা খর্‌স নামক স্থানে গিয়াছে।

বিদ্রোহি হরেকৃষ্ণ সিংহের অধীনস্থ দুই শত পদাতিক এবং ৫০ জন অশ্বারোহি সেনা উক্ত নদীর সন্নিকট স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, তাহারদিগকে আক্রমণ করণার্থ কয়েক দল পোলিস সংক্রান্ত অশ্বারোহি সেনা এবং কর্ণেল সেমোর সাহেব সসৈন্যে কয়েকটা তোপ লইয়া শত্রুদিগের পশ্চাৎবর্ত্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গত কল্য বিদ্রোহি মেঘর সিংহের অধীন তিন শত সেনা জগদীশপুরের ৬৷৷ ক্রোশ পশ্চিমে আগমন করিয়াছিল, অদ্য ভাগীরথীর পার দিয়া গমন করিতেছে, বোধ করি, তাহারা বিদ্রোহি হরেকৃষ্ণ সিংহের অধীনস্থ সেনার সহিত মিলিত হইতে পারে।

১৬ নবেম্বর দিবসের সাগরস্থ সংবাদদাতার পত্রে ব্যক্ত করে, বিদ্রোহি তাঁতিয়াতোপি বৈতালের দক্ষিণ ভাগে সসৈন্যে অবস্থিতি করেন তিনি মুলতাই নামক স্থান লুণ্ঠন করিয়াছেন, উক্ত বিদ্রোহি-কর্ত্তৃক এপ্রদেশের অনেকগুলীন পল্লীগ্রাম অনল সংযোগে দগ্ধীভূত হইয়াছে,

এবং তিনি অনেকেরই প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছেন।

সম্প্রতি প্রাগুক্ত দুরাচারী এপ্রদেশ হইতে আসরগড় অভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহার অধীনস্থ পদাতিক সেনারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। জেনেরল মিচেলর সাহেব পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে তাঁতিয়াতোপির পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

অনুগ্রহ পুর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়টি আপনকার পত্রস্থ করিয়া ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের ফল কি?

৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায় উক্ত সভা স্থাপিত করিয়া যে দেশের কি মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানেন, আর জিনি বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করিবেন, তিনিই জানিবেন, আমার এস্থলে তাহা বর্ণনা দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করা দুরূহ, তবে, যে, যৎকিঞ্চিৎ ফল আমি স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি এবং বোধ করি, এইরূপ অনেকেরই উপকার হইয়া থাকিবেক।

বালককালে আমি কুপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই কুমার্গে গমন করিতাম, নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদেই কালহরণ করিতাম, এক দিবস শুনিলাম, ব্রাহ্ম সভায় উত্তম গীত বাদ্য হইয়া থাকে, সেই উপলক্ষে ব্রাহ্ম সমাজে গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে উপাসনা কার্য্য ও বক্তৃতা সকল আমার পক্ষে অতীব কর্কশ ও ক্লেশকর বোধ হইত কেবল সংগীতাদি আরম্ভ হইলে একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহাই শ্রবণ করিতাম, কিন্তু গীতের ভাবার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতাম না, এইরূপে কিছু কাল যায়, পরে গীতের মর্ম্মার্থ সকল ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হইতে লাগিল এবং উপাসনাদিতেও মনোযোগ করিতে লাগিলাম, এইরূপে সত্য বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে কুপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সঞ্চার হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্ম-জনিত দুঃখ বোধ হইতে লাগিল, এক্ষণে আমি যদিও এই সত্যধর্ম্ম প্রকৃতরূপে পালন করিতে সক্ষম হই নাই, তথাচ যে দিবস সভাস্থ হইয়া উপাসনাদি করি, সেই দিবস আমি সুখে কালযাপন করিয়া থাকি, আর যতক্ষণ সভায় উপস্থিত থাকি, ততক্ষণ যে কি নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করি, তাহা তৎস্থানে গমনাগমন করিলে অনায়াসে সকলেরই অনুভূত হইবে, সন্দেহ নাই। আহা! কি রমণীয় স্থান, কি উপাসনার সুশৃঙ্খলা, কি সদ্বক্তৃতা, কি মধুর সংগীত, সকল বিষয়ই ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকে, যেন সাংসারিক ও পারত্রিক উভয় সুখই এই স্থানে জাজ্বল্যত্বর বর্ত্তমান রহিয়াছে, এমন সুখের স্থান কি আর আছে? উপাসনা দিনে ব্রাহ্ম-সমাজে গমন করিয়া কেনা সুখি হইয়া থাকে? অতএব ব্রাহ্মদিগের উচিত হয় যে তাঁহারা সকলে একত্র সমাজ দিনে উপস্থিত হইয়া আপনারা উপাসনাদি দ্বারা পরম সুখি হয়েন এবং সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন, আর যাহাতে সভা চিরস্থায়িনী হন, এমত উপায়ও সংস্থান করেন, আমি বোধ করি, ইহার নিমিত্ত পঞ্চবিংশতি সহস্র-মুদ্রা সঞ্চয় করিলে তাহারাই উপস্বত্ব ইহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, ব্রাহ্মের সংখ্যা যেরূপ শুনিতে পাই তাহা যদি যথার্থ হয় এবং তাঁহারা যদি যথার্থ ব্রাহ্ম হয়েন, তবে অনায়াসেই এই সৎপ ধন, তাহাদিগের আনুকুল্যে সংগ্রহীত হইতে পারে, কিন্তু কৃত্রিম ব্রাহ্ম হইলে (অর্থাৎ খরচ পত্রের লাঘব জন্য যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন) এবিষয় তাঁহাদিগের দ্বারা কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারিবেনা, আমি জানি লোকে ধর্ম্মোপলক্ষে (তাহা সত্য বা মিথ্যাই হউক) অসংখ্য ধন ব্যয় করিয়া থাকেন, এমন সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে এতদ্ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে কি কিঞ্চিৎ সাহায্য করা উচিত নহে! পত্র বাহুল্য ভয়ে অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিলাম, ইতি ৭ অগ্রহায়ণ।

আপনার নিতান্ত বাধ্য
এক জন ব্রাহ্ম।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮৬ সংখ্যা] শুক্রবার ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রিমকোর্ট।
রিসিবর আফিস।
জমিদারিদিগর ইজারা।
আশুতোষ দে দিগর বাদি।
চন্দ্রকুমার পাল চৌধুরিদিগর
প্রতিবাদি ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে হাল সনের ডিসেম্বর মাহার ৪ শনিবার বেলা দুই প্রহর ১ ঘণ্টার সময় সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত মোকদ্দমা সংক্রান্ত নীচের লিখিত জমিদারিদিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

জিলা নদীয়া পরগণে
আলমপুর ওগয়রহ।
নিজ আলমপুরের
নীচের লিখিত তরফহায়

তরফ মসুবাপুর	৩৫।। মৌজা
তরফ দেউলি	৬ মৌজা
তরফ চৌগাছা	৮ মৌজা
তরফ চামটা	৫ মৌজা
তরফ কনকপুর	৮ মৌজা
তরফ চিতলা	৩ মৌজা
তফর নাশবকুল	১ মৌজা

পরগণে পাজনর ২ তরফ

তরফ সিকারপুর	৭ মৌজা
তরফ রুদ্রনগর	৯ মৌজা

পরগণে মামজোয়ানি

তরফ চাপড়াশম্ভুপুরদিগর	৩ মৌজা

পরগণেধুইনেপুর

তরফ খাদাবাড়িয়া	৪৪ মৌজা

জিলা যশোহর
পরগণে সাতৌর।

তরফ দাদপুর	১৭ মৌজা
তরফ গন্দখানি	৮ মৌজা
তরফ মাজিয়ন	৮ মৌজা
তরফ গোপালপুর	৭ মৌজা
তরফ নারাণপুর	১৪ মৌজা
তরফ উজরিপুর	১১ মৌজা

পরগণে দাঁতিয়া ডিহিকুমরিয়া
নীচের লিখিত তরফহায়।

তরফ নিজ কুমরিয়া	৭ মৌজা
তরফ খাটুরা	৫ মৌজা
তরফ মমিনপুর	২ মৌজা
তরফ তুলারামপুর	৭ মৌজা
তরফ বড়বিনা	৫ মৌজা
তরফ চেতলা	২ মৌজা
তরফ খলসি	১ মৌজা

পরগণে মামুদসাহি

তরফ পলাশী ৪ মৌজা রকম ।০ চারি আনা।

জিলা ২৪ পরগণা
পরগণে আমিরাবাদ।

ডিহিবাকড়া	৬ মৌজা

মায় নীলকুঠীর শামিল উপরোক্ত জমীদারী হায়।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

কোর্টহৌস
রিসিবর আফিস।
তারিখ ১৭ নবেম্বর
সন ১২৫৮ সাল।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডব্লিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্র-কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, অল্প দিবসের মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃতরূপে যে, আমোদী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে, যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক কর্ত্তা।
কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারসা, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক
কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত	মূল্য ১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	॥০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১০
স্বপ্নদর্শন	৶

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৩ নবেম্বর ৫৮।

বাবু কালীকিঙ্কর রায়, সিলটের আফিসিয়েটিং প্রিন্সিপেল সদর আমীনি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

বাবু রামদুর্ল্লভ দাস, ময়মনসিংহের আফিসিয়েটিং সদর আমীন হইয়াছেন, তিনি উক্ত জিলার সদর ষ্টেসনের মুন্সেফী কর্ম্মের ভার সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

চট্টগ্রামের এডিসনেল প্রিন্সিপেল বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ আপনার কর্ম্ম হইতে কিছু দিবসের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে বাবু অভয়কুমার দত্ত, উক্ত বাবুর পরিবর্ত্তে চট্টগ্রামের আফিসিয়েটিং এডিসনেল প্রিন্সিপেল সদর আমীন হইয়াছেন।

মেং আর, ফিনি সাহেব চট্টগ্রামে (মৌলবী আমীর-উদ্দীন মহম্মদ খাঁর পরিবর্ত্তে) কিছু কালের নিমিত্ত এডিসনেল প্রিন্সিপেল সদর আমীনি পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

বাবু মহেশচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের আফিসিয়েটিং সদর আমীনি পদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সেই জিলার সদর ষ্টেসনের মুন্সেফী কর্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদপ্রভাকর

১৯ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দা১

বিলাতীয় কোনো সংবাদ পত্র পাঠে সাতিশয় দুঃখিত হওয়া গেল, শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর, প্রধান সচিব মান্যবর লার্ড ডারবি সাহেব, বাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন, এমত জনরব, যে, তিনি অবিলম্বেই আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, উক্ত অসীম-গুণ-সম্পন্ন মহাত্মা কেবল পীড়ার যন্ত্রণায় জ্বালাতন হইয়াছেন বলিয়াই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে মানস করিয়াছেন, অতএব আমরা একাগ্রচিত্তে সর্ব্ব মঙ্গলাকর জগদীশ্বরের সমীপে এই প্রার্থনা করি, যে, তিনি উক্ত মন্ত্রী প্রবরের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে এরূপ অসহ্যনীয় রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া দীর্ঘায়ু করুন! তাহা হইলেই তিনি নিশ্চিন্তে সুচারুরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া সকলের সমীপে প্রসংসাভাজন হইতে পারিবেন।

রাজা লাল নামক জনেক পঞ্জাব দেশোয়ালী, শত্রুদিগের আগমন সংবাদ, কোনো ব্রিটিস শিবিরে আনিয়া দিয়াছিল, সেই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট, উক্ত রাজভক্তকে ২০০০ টাকা এককালীন পারিতোষিক এবং ১০ টাকা করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য মাসিকবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ সুবিবেচনা করায় সন্তুষ্ট হওয়া গেল, রাজানুগত ব্যক্তিদিগকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহ বৃদ্ধ করাতে তাহারদিগের মনোযোগে অনেক স্থানে কতবার ব্রিটিস সেনারা বিদ্রোহিদিগের হস্তে পতিত হইয়া রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, বিদ্রোহিরা কখনই ইংরাজ সেনাদিগের সহিত সম্মুখ-সমর করে না, কেবল গোপনীয় ভাবে ব্রিটিস সেনাদিগকে পরাজয় এবং নিহত করিবার চেষ্টায় ভ্রমণ করিয়া থাকে, যে সময় সেনারা অসাবধানাবস্থায় থাকে, সেই সময় দুরাচারিরা সহসা নিকটাবর্ত্তি হইয়া তাহারদিগের যথেষ্ট অপচয় করিয়া যায়, কিন্তু গুপ্তচরদিগের সাবধানতায় তাহারা সর্ব্বদা আপনাদিগের মানস সফল করিতে পারে না, অতএব গোপনীয় দূতদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

২৪ নবেম্বর তারিখের দানাপুরের কোনো পত্রপ্রেরক যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহার সার মর্ম্ম।

"পঞ্চ দশ সহস্র বিদ্রোহি একত্রিত হইয়া জগদীশপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছে, এমত শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যে, তাহারা শীঘ্রই ভাগীরথী পার হইয়া গোরক্ষপুর অভিমুখে গমন করিবে, উক্ত শত্রুদিগের গতি রোধ-করণার্থ কাপ্তেন আরবথনট সাহেব পোলিস অশ্বারোহি সেনাদিগের সহিত অবিলম্বেই মিলিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিন খানি যুদ্ধতরী বগসরের নিকটবর্ত্তি নদীমধ্যে আসিয়াছে, বিগত ২৪ তারিখে মহারাণীর এক সহস্র এক শত সেনা এস্থানে আগমন-করণার্থ যাত্রা করিয়াছে, লোক পরম্পরায় শ্রবণ করা গেল, যে, গোরক্ষপুরে কতকগুলীন বিদ্রোহি সেনা অপরাধ মার্জ্জনার নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছে, তাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাদিগের অস্ত্র শস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হইবার নিমিত্ত তৎস্থানীয় রাজপুরুষদিগের নিকটে আগমন করত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।"

রেঙ্গুণ হইতে আগত পত্রের কিয়দংশ।

"এখানকার সমাচার একটা ধূমকেতু দৃশ্যমান হইত তাহা ৮ নবেম্বর হইতে আর দেখা যায় না।

কিয়দ্দিবস গত হইল এখানকার "কিমিনদাইন" নামক স্থানে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়াছে, ঐ দস্যুরা দলবদ্ধ হইয়া ৭ ঘণ্টার মধ্যে মান্দ্রাজ দেশীয় এক ধনির বাটী আক্রমণ করে, তাহাতে ঐ ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুরাত্মারা এতদ্রূপ কুৎসিত কর্ম্ম করত ক্ষান্ত না হইয়া পশ্চাৎ উক্ত ব্যক্তিকে প্রহারাদি ও তাহার পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে গুলির দ্বারা নিহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কয়েক জন দস্যু ঐ গুরুতর অপরাধে ধৃত হইয়া

বিচারাধীনে অর্পিত হইয়াছে, ইহাদের দণ্ড কিরূপ হইবে বলা যায় না।

আবার ৯ নবেম্বর "সুইলা" নামক বরমা তানতূয়ে নিবাসি তাহাদিগের একটা দেবাকৃতি জালের দ্বারা পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং ধূমকেতু দৃশ্যমান হওয়াতে দৈবসৌভাগ্য জ্ঞানে রাজা হইবার মানস করিয়া উক্ত স্থানের আসিষ্টাণ্ট কমিসনর শ্রীযুত লুইস সাহেবের বাটী লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়াছে, এবং ঐ সাহেবের এক ভ্রাতা দস্যু কর্ত্তৃক গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এখানকার শ্রীযুত ডেপুটিকমিসনর ও মেজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ দস্যুদলাধ্যক্ষকে এবং তাহার অনুসঙ্গী প্রায় সকলকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, ইহারদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি মাত্র মোসলমান, নেড়ের কি আশ্চর্য্য ব্যবহার?। ১৭ নবেম্বর ১৮৫৮।"

ভারতবর্ষের ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের তত্ত্বাবধারক বিদ্যাবিশারদ স্যার উইলিয়ম ওসাগ্লেসি সাহেব, শীঘ্রই এতন্নগরে প্রত্যাগমন করিবেন, এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উক্ত মহাত্মা রাজধানীতে আগমন করিয়া তাহার কিছু দিবসের পরে উত্তর পশ্চিম রাজ্যে যাত্রা করিবেন, তাঁহার তথায় যাইবার হেতু এই যে, বিদ্রোহি কর্ত্তৃক যে সকল বিদ্যুতীয়তার ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহা কি রূপ হইয়াছে, তিনি তদ্বিষয়ের তদারক করিবেন।

মফঃসলাইট নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক সদ্বিদ্বান বহুদর্শি মেং বেলান, চাউ সাহেব, উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য আর নির্বাহ করিবেন না, স্বয়ং নূতন এক খানি পত্র প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছেন, উক্ত গুণ যুক্ত সাহেব সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পাদনে অতিশয় নিপুণ, অতএব তাঁহার দ্বারা নূতন কাগজ প্রকাশ পাইলে, তাহা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, এমত প্রতীত হইতেছে, ভরসা করি, তিনি, আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া পাঠকগণের নিকট যশোলাভ করিতে থাকুন।

বোম্বে গেজেটের অযোধ্যাস্থ কোনো সংবাদদাতা এমত সংবাদ দিয়াছেন, যে, গগ্রানদীর দক্ষিণ ভাগস্থ অযোধ্যায়, স্থানে স্থানে নিম্নলিখিত বিদ্রোহি সরদারগণ অবস্থিতি করিতেছে। যথা বেণী মাধু, ২১,০০০ বিদ্রোহি সেনা এবং সপ্ত দশটা তোপ সমভিব্যাহারে সিমিরি নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, ওমরাও সিংহ ১১,৮৮০ সেনা এবং ৪ টা তোপ সহিত সালাথু নামক স্থানে রহিয়াছেন, বেণীমাধুর ভ্রাতা গণপৎ সিংহ, গোরক্ষপুরের মধ্যে অষ্টসহস্র সেনা এবং নয়টা তোপ লইয়া আছেন, রাম বক্স, সালনে এক সহস্র সেনা এবং দুইটা কামান সংগ্রহ করত বাস করিতেছেন। প্রাগুক্ত বিদ্রোহি সেনাপতি এবং সেনাগণ অপেক্ষা আরো বিস্তর বিদ্রোহি দলবদ্ধ হইয়া অযোধ্যার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, তাহারদিগের পরাজয় এবং নিহত না করিতে পারিলে, অযোধ্যা, বিদ্রোহি শূন্য হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব ব্রিটিস রণপণ্ডিত সেনাপতি গণ উপরোল্লেখিত বিদ্রোহিদিগকে যেরূপে হউক না কেন, শীঘ্রই বিনষ্ট করিতে যত্নবান হউন।

গয়া প্রবাসী আমাদিগের কোনো বন্ধু লিখিয়াছেন, যে, "সম্প্রতি এস্থানে কোনোরূপ গোলোযোগ নাই, সকলে নির্ব্বিঘ্নে স্বস্ব কর্ত্তব্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন। শ্রীশ্রীমতি মহারাজীর ঘোষণাপত্র অতি সমারোহ পূর্ব্বক পঠিত হয়, সে সময় বহু শত লোকের সমাগম হইয়াছিল, ঘোষণাপত্র শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহারাজ্ঞীর সেনাদিগের বেতন বিলি করণার্থ এতন্নগরে যে একটা আফিস আছে, তাহার রেজিষ্ট্রর মেং ডবলিউ রিড সাহেব, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি, আপনার বেতনের তৃতীয় অংশের একাংশ টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

গবরনর বাহাদুরের আদেশানুসারে মেং পি, জে, হোয়াইট সাহেব, গোরক্ষপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Probhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতরুদয়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি গোপীমোহন ভিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

॥ সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম যতদ্ভ্রমীমদমুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্মান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮৭ সংখ্যা] শনিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ৪ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, যে মহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিসনর সাহেবানেরা সন ১৮৫৯ সালের নিমিত্তে তাঁহাদের কান্সার বেঙ্গী গৌখানা মোকামে বিচালি সরবরাহ করণ জন্য কান্ট্রাক্ট দিবেন তজ্জন্য আগত ১৫ ডিসেম্বর তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাদের নং ৩ চৌরঙ্গী রাস্তার আপিসে শিল ও টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

প্রত্যেক টেণ্ডরের উপর নিম্নলিখিত সাহেবের নামে শিরোনামা দেওয়া যাইবেক, এবং ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহাদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক, তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিসনর সাহেবেরা যে কম দর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন, এমত অঙ্গীকার করেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটারী সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the municipal Commissioners.
ROBERT TURNBULL.
Secrety to the M. Commrs.

মিউনিসিপিল কমিসনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট টরনবুল্।
কমিসনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta.
23d November 1858.

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক
কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য ..... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর ..... ১৲
শুকৈতিহাস ..... ।৷০
সুধীরঞ্জন ..... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন ..... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড ..... ১।০
স্বপ্নদর্শন ..... ৵

সংবাদপ্রভাকর

২০ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দা১

বিগত ২ নবেম্বর পর্য্যন্তের বিলাতীয় সংবাদ যাহা বোম্বে নামক বাষ্পীয় পোত সহযোগে সুয়েজ হইতে গত গুরুবাসরে এতন্মহানগরে আসিয়াছে, তাহার সারভাগ অতি যত্ন পূর্ব্বক নিম্নে গৃহীত হইল।

শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী, ভারতেশ্বরী বিশ্বমাতা, সম্প্রতি উইণ্ডশোর নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল জে, টি, বেকার সাহেব, ভারতবর্ষীয় মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট ভুক্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষে কয়েকজন অতিরেক বিসাপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযোগকরণের যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহা অলিক মাত্র।

আফ্রিকা রাজ্য হইতে নিগ্রো-জাতিদিগকে ফ্রান্সদেশ বাসিরা আনয়ন করে, এনিমিত্ত এক্ষণে উভয় রাজ্যের লোকদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে বিলক্ষণ গোলযোগ ঘটনার সম্ভাবনা উপলব্ধি হইতেছে।

রুসিয়াতে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ বাস করেন, তাহারা একত্রিত হইয়া তুর্কিদেশীয় লোকদিগের কৃতি বিপক্ষতাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, কিন্তু ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পায় নাই।

সারজেম্‌স ব্রুক সাহেব, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে সম্প্রতি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য-লাভ করিয়া আপনার ভারার্পিত কর্ম্ম সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমতি গ্রেট ব্রিটেনাধিশ্বরী ভারত-রাজ্যের শাসন ভার স্বকরে গ্রহণ করেন, এই বিষয় বিগত ২৭ অক্টবরের মধ্যে মার্সেলাসের রাজ কর্ম্মচারিদিগকে জ্ঞাত করা হয় নাই।

ডাক্তর এইচ, এম, হাজস সাহেব, মেং ওয়েন স্কট্ সাহেব, স্যার রবার্ট প্রেসটন সাহেব, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল টুণ্ডড সাহেব ইঁহারা সকলেই নরলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

বেঙ্ক ডিসকৌণ্ট শত করা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তুলার বাজার বড় মন্দ প্রায় বিক্রয় হইতেছে না, চা, পূর্ব্বমত আছে, রেসম বড় বিক্রয় হইতেছে না, এনিমিত্ত তাহার দরও ন্যূন হইয়াছে, ছয় সহস্র সাত শত বিংশতি সিন্দুক নীল কমদরে বিক্রীত হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ সংবাদ দাতাগণের সংবাদ পাঠে অবগতি হইল, কাণপুর, আলাহাবাদ এবং বারাণসীর মধ্যে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ বিদ্রোহগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্রোহিরা কোনো স্থান আক্রমণ করে এমত সাধ্য নাই, এক্ষণে যাহাতে তাহারা ব্রিটিস সেনাদিগের হস্ত-হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়, এরূপ চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছে, তাহারা ক্রমে ক্রমে মারহাট্টা প্রদেশ অভিমুখে পলায়ন করিতেছে। অতএব এসময় ব্রিটিস সেনাপতিগণ বিশেষ মনোযোগি হইয়া শত্রুদিগের বিপক্ষে সম্যকরূপে রণে প্রবর্ত্ত হউন, তাহা হইলেই বর্ত্তমান শীত ঋতুর মধ্যেই ভারতবর্ষে শান্তিস্থাপন হইতে পারিবে, বিশেষত শীতকালই, ব্রিটিস সেনাদিগের পক্ষে অতি সুযোগ সময়, বৎসরের অন্যান্য কালাপেক্ষা এই সময়ে তাহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পারে।

বোম্বে গেজেটের অযোধ্যাস্থ কোনো সংবাদদাতার সংবাদ পাঠে অবগত হওয়া গেল, বিদ্রোহি প্রধান নানা সাহেব এখন পর্য্যন্ত চারদা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে তিনি আর যে সম্যক প্রকারে সমর করেন এমত বোধ হয় না, অধীনস্থ সেনা দিগকে নিয়মিতরূপে বেতন এবং আহার দিতে অশক্ত হওয়ায়, সেনারা ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করত স্থানান্তরে গমন করিতেছে, নানার সেরূপ পরাক্রমে এবং সাহস নাই এক্ষণে তিনি নির্জ্জন স্থানে বাস

করিতে মানস করিয়াছেন, কেননা সেনার বলেই সেনাপতির বল, যদ্যপি সেনারাই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে লাগিল, তখন তিনি একাকী হইয়া কি করিতে পারেন। এক্ষণে, নানার ভ্রাতা বালা রাও বেরিচ নামক স্থানে আছেন কিন্তু তাহার অধীনস্থ ১২,০০০ সুশিক্ষিত বিদ্রোহি সেনা ১৬টা তোপ সমভিব্যাহারে ভাগীরথীর উপস্থিত বরগোদ ঘাটে বাস করিতেছে।

নওগাঁও আসামস্থ কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির লিখিত পত্র সাদরে নিম্নে প্রকটিত হইল।

"এই স্থানে শ্রীশ্রীমতি মহারাজ্ঞীর রাজ্য প্রাপ্তির রাজঘোষণাপত্র পাঠ ও এই উপলক্ষে এক মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখানকার সব এসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর শ্রীযুত বাবু আনন্দরাম ফুক্কন মহাশয় ঐ ঘোষণাপত্র পাঠের কারণ বিগত ৫ অগ্রহায়ণ ১৯ নবেম্বর দিবস স্থির করিয়া এই জিলার যাবদীয় স্থানে পরওয়ানা প্রেরণ করিয়া সমস্ত লোককে আহ্বান করিয়াছিলেন, পরে উক্ত দিবসে এখানকার কাছারির উত্তর দ্বারদেশে সমস্ত আহূত ও অনাহূত প্রজা একত্র হইলে কথিত ফুক্কন মহাশয় ঐ সমস্ত প্রজাবৃন্দে সম্বোধন করিয়া তাহারা কি নিমিত্ত অত্রস্থানে আহূত হইয়াছে তাহার কারণ অতি সরল দেশীয়-ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে সুস্নিগ্ধরূপে কহিয়া পশ্চাৎ ইংরাজি-ভাষায় লিখিত রাজঘোষণা অতি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন, তদনন্তর উর্দ্দু-ভাষায় লিখিত রাজঘোষণা এখানকার ফৌজদারীর সিরিস্তাদার মহাশয় বাঙ্গালাভাষায় লিখিত রাজঘোষণা কালেক্টরীর সিরিস্তাদার মহাশয় এবং আসাম দেশীয়ভাষায় অনুবাদিত রাজঘোষণা দেওয়ানী আদালতের পেস্কার মহাশয় পাঠ সমাপন করিলে এই উপলক্ষে এখানকার পল্‌টনের সিপাহি সকল ৫। ৬ বার বন্দুকধ্বনি করিয়া মহারাণীর মঙ্গল-সুচক জয় শব্দ করিলেন। এই সময়ে প্রজামণ্ডলী মহারাণীর নামে জয়ধ্বনি করিয়াছিল। এই উপলক্ষে ঐ স্থানে এখানকার সদর আমীন, মুন্সেফ, প্রভৃতি যাবদীয় রাজকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রিকালে এখানকার কর্ম্মচারিগণ চাঁদার দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া কাছারী গৃহের পশ্চিম দ্বার অবধি, সরকারী রাস্তার ঘাট পর্য্যন্ত, প্রদীপ দ্বারা আলোকময় করিয়াছিলেন। এবং উক্ত ঘাটের শিরোদেশে "শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর জয়" এই শব্দ উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। অধিকন্তু আতোষ বাজী ও "সীতাহরণ" নামক নাটকের অভিনয় প্রদর্শনও এই উপলক্ষে হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্য দর্শনে লোকেরা অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৫। ৬ সহস্র লোকের একত্র সমাগম হইয়াছিল। এমন মহোৎসব এই স্থানে কোনো কালে হয় নাই।"

নওগাঁও-আসাম।
৬ অগ্রহায়ণ ১৭৮০।

কয়েক মাস হইল, রোওয়া নামক স্থানের দুর্গ মধ্যে ব্রিগেডিয়ার এডরিয়েন হোপ সাহেব, সসৈন্যে বিদ্রোহিরদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েন, কিন্তু তিনি বিশেষ বীরত্ব সহকারে তৎস্থানীয় শত্রুগণের হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করেন। সম্প্রতি সেই দুর্গ ভগ্ন করা হইয়াছে। তথাকার জঙ্গল কাটা হইতেছে, নর্দ্দামা মৃত্তিকার দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইতেছে, শুনিলাম উক্ত স্থানে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যালয় নির্ম্মিত হইবে। তুলসিপুরের প্রকাণ্ড শক্ত কেল্লা সমভূমি করা হইয়াছে। এইরূপে অনেক স্থানের দুর্গ ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্ত্তে কার্য্যালয়, বারিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবার কল্পনা হইতেছে।

রাজদত্ত সংবাদ।

১ এবং ২ ডিসেম্বর দিবসের আগত সমাচার।

ইন্দুর হইতে সার আর হেমিলটন সাহেব ৩০ নবেম্বর তারিখে এমত সম্বাদ প্রেরণ করেন, যে, বিদ্রোহিরা নর্ম্মদা-নদী পার হইয়া কুকাসিতে গমন করে, তাহার পর আলিরাপুরে যায়, এক্ষণে গুজরাট অভিমুখে যাইতেছে। ব্রিগেডিয়ার পার্ক সাহেব উক্ত, শত্রুগণের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন। সাহাবাদের বিদ্রোহিরা ছড়িভঙ্গ হইয়াপড়িয়াছে।

বিগত ৩০ তারিখে প্রাতঃকালে কর্ণেল সে মোর সাহেব, বিপক্ষদিগের পশ্চাদ্গামী হইয়া উর্দাহোরা নামক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন, যে, বিদ্রোহি হরেকৃষ্ণের অধীনস্থ সেনারা আপনাপন বন্দুকাদি নদীর জল মধ্যে নিক্ষেপানন্তর দুই, তিন

জন করিয়া মিলিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, হরেকৃষ্ণ নৌকাভাবে নদীপার হইতে অপারগ হইয়া পাঁচ জন সঙ্গিসহ দক্ষিণ অভিমুখে পলায়নপর হইয়াছে, বিদ্রোহি মেঘর সিংহ দুই শত অনুচর সমভিব্যাহারে অদ্যাপি পশ্চিম থানার নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদিগ্যে দূরীকরণার্থ সেনপতি ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেব, সেইদিগে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা উক্ত বিদ্রোহি সসৈন্যে প্রাগুক্ত স্থান হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই। মহনা নামক স্থানে বিংশতি জন বিদ্রোহি মিলিত হইয়া তিন জন মান্দ্রাজ অশ্বারোহি সেনাকে নিহত করিয়াছে। বিদ্রোহি সরদার অমর সিংহ এবং সিদা সিংহ, প্রায় দুই শত সেপাহি সেনা সমভিব্যাহারে জিলা বেহার, পরগণে মেজিতার সামিল পেলমোর নিকটবর্ত্তি স্থানে বাস করিতেছে।

পেরিস নগরের পত্রে ব্যক্ত করে ফ্রান্সের মহীপতির খুল্লতাত উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

বোম্বের অন্তঃপাতি রেওয়াকান্দার অন্তর্গত তিনটা পল্লীগ্রাম, ভিলজাতিরা লুণ্ঠন করিয়াছে, পোলিস সংক্রান্ত সেনারা প্রাগুক্ত অত্যাচারিদিগকে উচিতমত শিক্ষা প্রদানার্থ তাহারদিগের পশ্চাৎবর্ত্তি হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

পরম মান্যবর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

ভূরি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন।

বহুকাল হইল মহাশয়ের সহিত আমার বারদ্বয় যে চাক্ষুষালাপ হয় তাহা এইক্ষণে নাহওয়ারি মধ্যে গণ্য হইয়াছে, কেননা সে পরিচয় ভূতকালের উদরে অদৃশ্য হইয়াছে অধুনা তাহা মহাশয়ের স্মরণ পথে উদিত হইবার নহে, তথাচ টাকী সমাজের সহিত যে প্রাচীন প্রগাঢ় বন্ধুতা মহাশয়ের স্বীকার আছে এবং মহাশয়ের অসামান্য ঔদার্য্যগুণ এই আশ্রয়দ্বয় অবলম্বন করিয়া এতৎ পত্র সূত্রে মহাশয়কে কষ্ট দিতে সাহসী হইয়াছি। মহাশয়ের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র সময়ে সময়ে পাঠ করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকি এবং মহাশয়ের প্রণীত অদ্বিতীয় কবি ৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত্র ও প্রবোধপ্রভাকর আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়াছি, শেষোক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞানগর্ভ মীমাংসা অবগত হইয়া, যে, কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা কথনাতীত তন্মধ্যে দুই একটি মীমাংসা পক্ষে আমার যে সংশয় জন্মিয়াছে, তাহার আন্দোলন এইক্ষণে না করিয়া পশ্চাৎ করিব মনন করিয়াছি, পরন্তু বোধ হয় গত মাসিক পত্রে পাঠ করিয়াছি, যে, শিক্ষাসমাজের কর্ত্তারা মহাশয়ের প্রণীত মনোহর গ্রন্থ সকলের আদর তাদৃশ করিতেছেন না তাঁহারদিগের এতদ্বিরাগ শ্রবণে ক্ষুণ্ণ হইতে হয় বটে, কিন্তু সে ক্ষুণ্ণতা কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তমাত্র চিরদিনের নিমিত্ত কদাচ নহে যেমন ইংলণ্ডীয় মহাকবি জান, মিলটনের অসীম-শক্তির পরিচয় প্রথমত কেহই স্বীকার করেন নাই, কিন্তু কালেতে তাহা অস্বীকৃত রহে নাই, মহাশয়ের অদৃষ্টে সেই মিলটনের বিড়ম্বনা অবিকলরূপে উপস্থিত দেখিতেছি, মহাশয়ের রচনাশক্তি যে, অতীব প্রকাণ্ড ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক, এখন না করুন, যত দিন পরে হয় করিবেন, কিন্তু করিতে হইবেক, বিশেষত বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতি যে মহাশয়ের অদ্বিতীয় লেখনী দ্বারা বিস্তর সাধিত হইয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে অনেকেরি স্বীকার করিতে হইবেক, ভাল এসকল কথা এই পর্য্যন্ত।

সংপ্রতি নিবেদন মহাশয়ের প্রণীত যত গ্রন্থ আছে, তত্তাবতের এবং অদ্যাবধি মাসিক পত্র যত প্রকটিত হইয়াছে, তাহার এক এক খণ্ড আমাকে ডাকযোগে পাঠাইয়া বাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক, তাহার মূল্য মহাশয়ের লিখনানুসারে পশ্চাৎ পাঠাইব, এবং বর্ত্তমান মাস হইতে মহাশয়ের মাসিক পত্রের গ্রাহক হইলাম এতদর্থে যে, নিয়ম আছে, তাহা আমাকে বিদিত করিবেন, আমি সমাদর করিব, ইহার পরও যে সকল গ্রন্থ আপনি প্রস্তুত করিবেন, কিম্বা আপনার যন্ত্রালয়ে বিক্রীত হইবেক, তত্তাবতের গ্রাহক হইলাম।

শ্রীকিরচাঁদ বসু
ছাপরার সব এসিষ্টান্ট সারজন।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রাম্যং ভ্রাম্য মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে সুচ্ছন্দং বিবশে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি গোপালকৃষ্ণ ভিয়ার চর্ম্মাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮৮ সংখ্যা] সোমবার ২২ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টর সেল।

মৃত গোলাপ দাসীর সম্পত্তি বিষয়ে যে মোকদ্দমায় রাধিকা মোহন সেট বাদী এবং কৃষ্ণকুমারী দাসী ও অন্যান্য ব্যক্তি প্রতিবাদিগণ সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ঊনত্রিশে অক্টোবর তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় নিম্ন লিখিত বিষয় সকল বিক্রীত হইবেক।

যথা।

১ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত রতন সরকারের উদ্যানের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা বসতি-বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বা বন্দ ভূমি আছে, ভূমি অনুমান ৴৪ চারিকাঠা এবং ।।৵১০ সাড়েদশ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ আছে।

বিশেষত দক্ষিণদিগে দীননাথ মল্লিকের বাটী, উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা যাহা রতন সরকারের উদ্যান ষ্ট্রীট বলিয়া বিখ্যাত, পূর্ব্বদিগে অন্নপূর্ণা দাসীর এবং দীননাথ মল্লিকের বাটী, পশ্চিমদিগে মৃত লালবিহারি সেনের সম্পত্তি-ভুক্ত বাটী।

২ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত রতন সরকারের উদ্যানের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী আছে, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বা বন্দ ভূমি আছে, ভূমি অনুমান ৴৪ চারিকাঠা তাহা কিছু কমী বা বেশী হউক, তাহা এই প্রকারে চতুঃসীমা বদ্ধ।

বিশেষত দক্ষিণদিগে এক বাটী আছে, যাহা বিনোদীমোহন দাস এবং অপরাপর ব্যক্তির দখলে ছিল, সম্প্রতি তাহা পূর্ব্বোক্ত গোলাপ দাসীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে, উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের প্রকাশ্য রাস্তা যাহাকে রতন সরকারের উদ্যান ষ্ট্রীট কহা যায়, পূর্ব্বদিগে উপরে লিখিত দীননাথ মল্লিকের বাটী, পশ্চিমদিগে এক বাটী আছে যাহা বিনোদীমোহন দাস এবং অন্যান্য ব্যক্তির দখলে ছিল, সম্প্রতি তাহা শ্রীমতি গোলাপ দাসীর অধিকার হইয়াছে।

মাষ্টার আফিসে অথবা বাদী পক্ষের উকীল মেজার্স ক্যারি এবং বারনার্স সাহেবদিগের দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের আর আর বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বিক্রয়ের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবে।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

MESSR. CAREY & BARNERS SOLICITERS FOR THE PLAINTIFFS

মেজার্স ক্যারি এণ্ড বারনার্স।
বাদীপক্ষের উকীলগণ।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টরআফিস।
১ ডিসেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্মসমন্ধীয় কর্ম্মালয়ে অদ্য দিবসে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মহানগর কলিকাতার অধীন বহুবাজারের অন্তঃপাতি গুড়ের মার গলি নিবাসি মৃত (গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) যিনি এক জন হিন্দু প্রজা ছিলেন, তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব, দেনা ও পাওনা প্রভৃতির উপর শ্রীমতি দুর্গামণি দেবীর প্রতি কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইবেক, যেহেতু তিনি উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির একাকিনী মাত্র বিধবা স্ত্রী।

JOHN. R. SHIRCORE.
PROCTOR.

জান, আর, স্যারকোর।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীল।

কলিকাতা।
৩ ডিসেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্র-কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১৷০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদপ্রভাকর

২২ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দাঃ

পোড়া হাটের রাজা, যিনি এত কাল পর্য্যন্ত সিংহ ভূম প্রদেশে অত্যাচার করিয়াছেন, সম্প্রতি তিনি আপনার দুষ্টতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমতি রাজেশ্বরীর ঘোষণাপত্রে লিখিত অপরাধ মার্জ্জনা বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করিতে অতি যত্নবান হইয়াছেন, উক্ত দুর্ম্মতি রাজার এরূপ সদভিলাষ হওয়ায় এতদিনের পর তাঁহার রক্ষা হইবার উপায় হইল, কেননা রাজপুরুষেরা তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেই ফাঁসি দ্বারা জীবন বিনাশ করিতেন এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যদাপি তিনি ব্রিটিস শরণাগত হয়েন তাহা হইলে গবরনর

জেনেরল বাহাদুর তাহার প্রতি সদয় হইবেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে উল্লেখিত পলাতক রাজা, আপনার সমস্ত সামরিক সজ্জা ব্রিটিস হস্তে অর্পণ করত ক্ষমা প্রার্থনা যেন করেন, নচেৎ তাহার পর এপ্রকার চেষ্টা পাইলে সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, এস্তলে আমরা বিদ্রোহী নানা, অমরসিংহ তাঁতিয়াতোপী প্রভৃতি বিদ্রোহি প্রধানদিগকে এই সৎ উপদেশ প্রদান করি, যে তাঁহারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে সমর করিয়া কোনোমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, শীঘ্র বা কিছু দিবস পরেই হউক বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস সেনাদিগের দ্বারা পরাজিত, ধৃত এবং নিহত হইতে হইবেই হইবে, এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা গুরুতর দুষ্কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন, তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগকে মনোনিবেশ করাই যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে, অতএব তাঁহারা আমিটির অধিরাজের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তি হউন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হইয়া তাঁহারদিগের নিকটে আপনারদিগের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে বোধ করি, তাঁহারা রক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বোম্বে গেজেট পাঠে জ্ঞাত হওয়া গেল, যে, অযোধ্যার কমিস্যনর সাহেব, তৎস্থানবাসী সম্ভ্রান্ত জমীদারদিগের সকল দুর্গ ভগ্ন করিতে অনুমতি করিয়াছেন, এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সকল সিবিল কর্ম্মচারিরা আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎস্থানীয় সকল বাসিন্দাদিগের নিকট হইতে অস্ত্রাদি এবং বারুদ সংগ্রহ করা হইতেছে, তলবারি, বর্ষা, কিরিচ প্রভৃতি অস্ত্র গুলীন ভাঙ্গিয়া তাহাতে শাবোল, কুড়ালি কাস্তে, খোন্তা নির্ম্মাণ করা যাইবে, এমত স্থির হইয়াছে, কেহ আর সেখানে রাজপুরুষদিগের অগোচরে কোনো রূপ অস্ত্র রাখিতে পারিবেন না, যদ্যপি রাখেন তাহা প্রকাশ হইলে তিনি বিলক্ষণরূপে শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন।

প্রেরিত সংবাদ।

গোরা সেনার অত্যাচার।

গত ২৮ নবেম্বর রজনী আট ঘণ্টাকালে বড় বাজারের সান্নিধ্য প্রসিদ্ধ "জগৎ সেটের কাটরায়" চারিজন গোরা সেনা (ছিটকাপ্‌ড়া মাংতাহায়) বলিয়া প্রবেশ করত তত্রস্থ ছুন্নামল রামচন্দ্র ফারমের বস্ত্র বিপণীতে রৌপ্য মুদ্রা স্তূপাকার দর্শনে লোভাক্রান্ত হইয়া চিলের ন্যায় ছোঁ মারিয়া ৪৮ টাকা লইয়া চম্পট করিল। শান্তস্বভাব বণিজগণ প্রবল ধবল মূর্ত্তি দৃষ্টে অবল হইয়া রহিল, অনন্তর পুলিস প্রহরীগণ তদ্বিবরণ অবগত হইয়া দুরাচারি গোরাদিগের অন্বেষণ করিতে না পারিয়া বণিজদিগকে কহিতেছেন, যে, ভবিষ্যতে গোরাদিগের নিকস্থ দৃষ্ট করিয়া মুদ্রাদি গোপন করত সাবধান হইবা।

বস্তুত তদবধি নির্ব্বিরোধী মহাজনগণ শঙ্কিতচিত্তে কালযাপন করিতেছে, যেহেতু বড় বাজারে প্রায় সর্ব্বক্ষণ গোরাগণের গতিবিধি আছে এবং বণিগ্‌বর্গের ও বাণিজ্য প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত অহরহ মুদ্রা বহিষ্কৃত রহিয়াছে। অতএব পোলিসের পরামর্শ, এক প্রকার চোরকে চুরি করিতে বলিয়া সাধুকে সতর্ক করা হইল।

সিলন একজামিনার পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন, যে, বিগত দুই বৎসরাবধি বঙ্গদেশের ন্যায় সিলনে সকল প্রকার আহারীয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, এবং দিনং আরো মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে নির্ধন ব্যক্তিব্যূহের ক্লেশের বিষয় আর কি বলিব, ধনিদিগ্যেও কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

বোম্বে গেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, বোম্বের সুপ্রিমকোর্টে কুমার উদ্দিন তোবি নামক জনেক যবন বেরিষ্টারের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বিলাতে আইন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, ভারতবর্ষস্থিত কোনো বিচারালয়ে যবন জাতি এরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হয় নাই, অতএব ইঁহাকেই প্রথম বলিয়া গণনা করা হইল।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পথ পর্য্যটনে মনোমধ্যে কি প্রকার পুলক প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বর্ণ দ্বারা বর্ণনা করা যায়না, প্রকৃতির অদ্ভুত অদ্ভুতকাণ্ড কলাপ নয়ন পথের পথিক হইয়া প্রতি নিয়-

তই সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের অপার কৃপার ও মহতী মহিমার ব্যাপার প্রচার করে, মানসকে ভক্তি রসে আর্দ্র করে এবং ক্রমে বিষয় তৃষাও কৃশা করে, এইরূপ সুখ আমি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি এবং শত শত নব-ভাব বিলোকনে আমার নয়নের দৃষ্টি ক্ষুধা ক্ষান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে পর্ব্বতাদি প্রদর্শন করি নাই এজন্য রাণীগঞ্জের পাহাড় দেখিয়া পরম পুলক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ইহারদিগ্যে দূর হইতে দৃষ্ট করিলে বোধ হয় যেন কৃষ্টবর্ণ মেঘাবলী গগন মার্গে উদিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমে নিকটবর্ত্তি হইলে সেই ভ্রম দূরীভূত হয়, রজনী প্রভাতা হইলে এক দিবস গগনমণ্ডলে নেত্রপাত করিয়া এক অপরূপ শোভা সন্দর্শন করিলাম, তরুণ অরুণ পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে উদিত হওয়াতে বোধ হইল যেন সূর্য্যদেব শীত-বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শয়ন-শয্যা হইতে উঠিতেছেন, যখন এইরূপ শোভায় বিমোহিত হইয়া মনোমধ্যে বিভুরকীর্ত্তি কলাপকীর্ত্তন করিতেছি, হঠাৎ নিম্ন দিগে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম নবোদিত অরুণ-কিরণ শস্য পরিপূরিত ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, এতদ্দৃষ্ট বোধ হইল যেন প্রকৃতি নীল বসন পরিধান পূর্ব্বক স্বীয়া স্বামি সহ রসরঙ্গে রজনী অতিপাত করিয়া নারী ধর্ম্ম প্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছে, এবম্প্রকার ব্যাপ্যার ব্যূহ বিলোকনে মন কি প্রকার বিমোহিত হইয়াছিল তাহা বচনীয় নহে, এইরূপ ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঈক্ষণ করিলাম, উষ্ম প্রস্রবণের নাম মাত্র পূর্ব্বে শ্রবণ গোচর ছিল, কস্মিনকালেও দর্শন করি নাই।

পথ পর্য্যটন প্রসাদাৎ তাহাও সন্দর্শন হইল, পথি-মধ্য দিয়া গমন করিতেছি ইতিমধ্যে একটী বিপ্রতনয় শীতবেশে ধাবমান হইয়া শকট স্থগিত করিতে কহিল, কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "রামকুণ্ড সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দেখিতে আইস" ইহা শ্রবণ মাত্র অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিলাম, উপনীত হইয়া দেখিলাম তথায় চারিটী প্রস্রবণ রামকুণ্ড সীতাকুণ্ড লক্ষ্মণকুণ্ড এবং সূর্য্যকুণ্ড ইহাদিগের মধ্যে সূর্য্যকুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ তাহা কোনোপ্রকারেই হস্তে রক্ষা হয়না, এই প্রস্রবণ চতুষ্টয়ের চতুঃপার্শ্বে পাতিয়ালা প্রদেশের রাজা-কর্ত্তৃক প্রস্তর দ্বারা বাঁধান হইয়াছে, এই ব্যাপার বিলোকন করিয়া প্রত্যাগমনকালীন ঐ বিপ্রতনয়টী কিঞ্চিৎ প্রাপণাশয়ে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল তাহার সহিত নানাপ্রকার প্রসঙ্গের পর একটী বিষয় জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইলাম অর্থাৎ এতদ্দেশীয় বিপ্রগণ কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে, এইরূপে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল সকল সন্দর্শন করিতে করিতে পরিশেষ ৺ কাশীধামে উপনীত হইয়া তাহার শোভা সন্দর্শনে চরিতার্থ হইলাম। কাশীধাম অতি অপূর্ব্ব অট্টালিকায় বিভূষিত এবং অধিকাংশই প্রস্তর নির্ম্মিত কিন্তু রাস্তার অপ্রশস্ততা প্রযুক্ত সহরের অধিকাংশ শোভা হ্রাসতা পাইয়াছে, এখানে স্থানে বিস্তর মহারাষ্ট্রীয় ও তৈলঙ্গী জাতিরা বাস করে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সদাই শাস্ত্রাধ্যয়নে রত বিশ্বেশ্বরকে তাহারা বিশেষরূপে মান্য করিয়া থাকে, তাহাদিগের স্ত্রীজাতিরা পুরুষদিগের ন্যায় কাছা ও কোঁচা দিয়া থাকে, তবে এই মাত্র ভিন্ন যে, কোঁচার কাপড়ের কিয়দংশ বাঙ্গালি স্ত্রীদিগের ন্যায় অঙ্গ আবরণ করে ইতি ৩ অগ্রহায়ণ।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কুমারহট্ট নিবাসী কাশী প্রবাসী।

মহামান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় মহাকবি ৺ ভারতচন্দ্র প্রণীত বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যাররূপ বর্ণনে নিম্নস্থ পঁক্তিদ্বয়ে লিখিয়াছেন যথা।

"কিকাজ সিন্দুরে মাজি, মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি, দন্তপাতি তার॥"

উপরোক্ত পঁক্তিদ্বয়ের অর্থে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উপরোক্তপঁক্তির অর্থ করিয়া আমার সে সন্দেহ উচ্ছেদ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

মুরসিদাবাদান্তর্গত।
বহরমপুর নিবাসিনং।

অনুরোধ করি কবি ও কাব্যপ্রিয় জনেরা উক্ত কবিতার সদর্থ করিয়া সন্দিগ্ধ পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কৃচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৮৯ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ২ দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জানডো সাহেব (যিনি মৃত শ্রীমতি রাধাবিলাসী দাসীর বিষয়াধিকারি হইয়াছেন) তাঁহার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষত মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত সুতানুটি বাগবাজারের অন্তঃপাতি কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তির গলির সামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৩ নবেম্বরের যে এক খণ্ড ইষ্টক নির্ম্মিত এক তালা বসতি বাটী আছে, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বা বন্দ ভূমি আছে, ভূমি অনুমান ৴২॥ আড়াই কাঠা, তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত মৃত আসামী শ্রীমতি রাধাবিলাসী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের সমুদায় বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

H. DUNDAS.
Sheriff.
এইচ, ডন্‌ডাস।
সরিফ।

কলিকাতা।
১ ডিসেম্বর ১৮৫৮।

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

মহাব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, ধ্বজভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসা-

ধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবপ্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য .... ১৲
প্রবোধ প্রভাকর .... ১৲
শুকেতিহাস .... ।৷০
সুধীরঞ্জন .... ১৲
বত্রিশ সিংহাসন .... ১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড .... ১।০
স্বপ্নদর্শন .... ৵

সংবাদ প্রভাকর

২৩ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৮০, বিক্টোরিয়াব্দা ১

"দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর বা" আমরা পূর্ব্বে এই সুমধুর শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মনে মনে কতই আনন্দ লাভ করিয়াছি, অধুনা "দিল্লীশ্বর বা বিল্লীশ্বর বা" এই বচন রচন পূর্ব্বক নিরন্তর কেবল নিরানন্দ নীরে নিমগ্ন হইতেছি, আহা! কি পরিতাপ! দিল্লীশ্বর বন্দিভাবে বঙ্গন-দশায় দিল্লী হইতে জাহাজ যোগে রেঙ্গুনে প্রেরিত হইয়াছেন, এই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে আমারদিগের হৃদয় অমনি বিদীর্ণ হইতেছে, বোধ করি পাঠক মহাশয়েরা এতৎ পাঠে আমারদিগের সহিত সমভাবে দুঃখের অংশ সম্ভোগ করিবেন, যাহা হউক, সকলি সময়ের ধর্ম্ম, সকলি অদৃষ্টের কর্ম্ম, পাপাচরণ করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। ইহা কোনোমতেই নিবারণ হইবার নহে, যিনি সর্ব্বসাক্ষী, তিনিই সর্ব্বশাস্তা, যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহাকে সেই প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকেন, দিল্লীশ্বর দুর্ভাগ্য বশত দুর্ব্বুদ্ধি দোষে যদ্রূপ কর্ম্ম করিলেন, তাহার উপযুক্ত ফল এইক্ষণে ভোগ করুন। ইনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছেন, এই চরমাবস্থায় পরম ধর্ম্মে আঘাত করিয়া পিঞ্জররুদ্ধ পশুর ন্যায় পশুসমাজে বিহার করিবেন, ইহা সামান্য বিলাপের ব্যাপার নহে। উক্ত বৃদ্ধ বাদসাহের সহিত তাঁহার দুইটি ব্যাগম ও কয়েকটী পুত্র আসিয়াছেন, তাঁহাদের কলিকাতা হইয়া রেঙ্গুনে প্রেরণ করণের যে কল্পনা ছিল, তাহা কি কারণে রহিত হইল বলিতে পারি না।

পদ্য।

গ্রহ হোলে বিগুণ, কি গুণ আর রহে।
জ্বলে, জ্বলে আগুণ, দ্বিগুণ তায় দহে॥
হোলেন দিল্লীরপতি, বিল্লির সমান।
কেবল বিল্লির রবে, জুড়াবেন প্রাণ॥
মুষিকে মুষল মারে, পারীন্দ্রের ঘাড়ে।
দিল্লীশ্বর, বিল্লীশ্বর, "মেও মেও" ছাড়ে॥
সিংহাসনে, সিংহাসন, হোলে অধিকার।
তথাচ সিংহের সম, মান হোতো তাঁর॥
হোলো সিংহ দম্ভহীন, কান্তি নাই জটে।
এর চেয়ে "গ্রামসিংহ, ভাল বটে বটে॥
মঙ্গলের চিহ্ন নাই, নাই আর বস্তু।
মঙ্গলের রাজা হোলো, জঙ্গলের পশু॥
গ্রহ দুষ্ট, নহে তুষ্ট, রুষ্ট পদ বস্তু।
এসময়ে শুভগ্রহ, যদি যায় অস্তু॥
শূন্য করি মনোহর, দিল্লীর দালান্।
বাদসাহে ধোরে দিলে, রেঙ্গুনে চালান্॥
কলের মুরোদ সম, বলের বিরূপ।
কলের জাহাজে চোড়ে, চলিলেন ভূপ॥
সহস্র সাহস বেঁধে, রাজ প্রতিকূলে।
বুদ্ধি লোপ, দাড়ি, গোঁপ, পড়িয়াছে ঝুলে॥

সোনার হস্তিনাপুর, হোলো ছারখার।
পুরাতন শোভা, ছাঁদ, কিছু নাই আর॥
চারিদিগে লোক রব, করে হাহাকার।
ভবন হয়েছে "বন" দিনে অন্ধকার॥
মনের বেদনা মুখে, না হয় প্রচার॥
কর্ত্তা কিছু একা নন, সঙ্গে পরিবার॥
ব্যাগমের প্যা'ম্ উঠিল মরিবারে।
দিলেন অধর্ম্মে মতি নিজ পরিবারে॥
প্রকৃতির প্রকৃতির, ঘটিল বিকৃতি।
কাটিল বালক সহ, পুরুষ প্রকৃতি॥
শ্রীমতির অকৃতি, সন্তান সমুদয়।
ভাবিলেন, হইলাম, ব্রিটিসবিজয়॥
বাপ সহ পাপ করি, পড়িলেন কোপে।
পুড়িলেন কত তায়, উড়িলেন তে'পে॥
সাধ করি, বাদ করি, রোয়েগেল বাদ।
বাদসার "বাদসাই, হোয়ে গেল বাদ॥
"দিল্লীশ্বর, ঈশ্বর-বা" ছিল যার পাঠ।
এখন সে পাঠ তার, হইল "নপাঠ"॥
হরি হরি, মরি মরি, আহা আহা আহা!।
বনবাসী কারাবাসী, সাহাজাদা, সাহা॥
শ্রীহীনা হলেন শেষ, সকল শ্রীমতি।
করেন দুর্গতি ভোগ, পতি সহ সতী॥
কালের কুটিলধর্ম্মে, একি সর্ব্বনাশ।
মহীপাল মহিলার, মহারণ্যে বাস॥
তপন "লপন" যার, দেখে নাই কভু।
কেবল দেখেছে মুখ, আপনার প্রভু॥
শশমুখী শশীমুখ, করে নাই দৃষ্টি।
দেখেনিকো আকাশেতে, রৌদ্র আর বৃষ্টি॥
যে ধনীর, ধ্বনি কভু, শুনে নাই কেউ।
সেই ধনী, গণিতেছে, সাগরের ঢেউ॥
কখনো যে নায় নাই, নদী সরোবরে।
সেই নারী ভাসিতেছে, অকূল সাগরে॥
ভূতলে চরণ কভু, চালে নাই যেই।
সন্ন্যাসিনী সম হোয়ে, বনে ফেরে সেই॥
যদি বল বাদসার, প্রাণের "ব্যাগম।"
অপ্রকাশ্যা কুলবধূ, ফুলমধু সম॥
বাহিরে যাদের রূপ, না হয় প্রচার।
কেমনে করিবে তারা, বিদ্রোহ বিস্তার?॥
এ কথা যথার্থ বটে, করিব স্বীকার॥
মহিষীর দোষ দান, না হয় বিচার।
কিন্তু এক কথা কই, বিশেষ করিয়া।
যখন বিদ্রোহানল, উঠিল ধরিয়া॥
"ব্যাগমেরা" সে সময়ে, করিলে বারণ।
হোতোনা, হোতোনা, কভু বিপদ এমন॥

অত্যাচারি হত্যাকারি, সেফায়ের দল।
পেতোনা, পেতোনা, কভু, দাঁড়াবার স্থল॥
মিছেকেন, সে কথার, করি আন্দোলন।
কপালে বিধিরলিপি, কে করে খণ্ডন?॥
কি করিতে কি হয়েছে, কে কহিতে পারে?।
যে দেয় অনলে হাত, যায় ছারেখারে॥
সাপেতে ধরিলে ছুঁচো, দায় তায় নানা।
ছেড়েদিলে ফাটে পেট, খেলে হয় কাণা॥
ভিতরের ভাব ভাই, কি কব সহসা।
রটেছে অধর্ম্ম তাই, ঘটেছে এ দশা॥
যা, হবার, হইয়াছে, কিছু নাই বাকী।
পৃথিবীর পতি হোয়ে, পিঞ্জরের পাখী॥
হতমান, রবে প্রাণ, পেয়ে দান তোলা।
দাঁড়ে বোসে, খান্ কোসে, ধান্ আর ছোলা॥
সময় বিরূপ হোলে, সকলি সম্ভবে।
হবেই প্রমাদ হবে, হবেইতো হবে॥
বটেই বটেই বটে, প্রচীন বচন।
ঘটেই ঘটেই ঘটে, ঘটেই এমন॥
অকস্মাৎ ঘটে ঘটে বুদ্ধির বিপাক।
"রইকাটে" বেঁধে চুল, ডুবে মোলো "ডাক"॥
ছিলেন যে গুণে গুণি দিল্লীর ঈশ্বর।
কালগুণে, সে গুণের, হইল অন্তর॥
ঘটেছে বিগুণ শেষ, সে গুণতো নাই।
সেগুণের বনে গিয়ে, বাস হোলো তাই॥
যে গুণের গুণমণি, কোথায় সে গুণ।
হতভাগা কপালের, কপালে আগুণ॥
"যদ্যপি গিয়েছে তব, দিল্লীপতি নাম।
"খোদাবন্দ" বোলে তবু, করিব সেলাম॥
রাজ্যছাড়া হোয়ে তুমি, যেখানেতে রও।
ঈশ্বরের রাজ্যছাড়া, কখনই নও॥
ফকিরের বেশ ধর, পর বাঘছালা।
খোদাবন্দ এক মনে, জপ খোদাতালা॥
ইহকাল হয় শেষ, বন্দিভাবে থেকে।
বিভু-ধ্যানে হর কাল, পরকাল রেখে॥

সিলন উপদ্বীপের পত্র পাঠে অবগতি হইল, বর্ত্তমানবর্ষে তথাকার সমুদ্র হইতে তিনলক্ষ মুদ্রার মূল্যময় মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, প্রাগুক্ত স্থানের গবরনর, আর হেনিরি ওয়ার্ড সাহেবের কর্ম্ম-করণের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এনিমিত্ত তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপক্ষপাতিতা গুণে সিলনবাসি সকল ইংরাজ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যাহাতে উক্ত গুণযুক্ত শাসনকর্ত্তা আর কিছু কাল তথায় কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন, তাহার চেষ্টায় সকলেই যত্নবান হইয়াছেন, তাঁহারা এবিষয়ের এক আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই পত্র শীঘ্রই শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর সমীপে প্রেরিত হইবে, আমরা এই সংবাদ পাঠ করিয়া সিলনবাসিদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম, তাঁহারা উপযুক্ত অপক্ষপাতি রাজকর্ম্মচারির পদ এবং গৌরব রক্ষা করিতে উৎসুক হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার দ্বারাও তাঁহারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

---

২৭ নবেম্বর তারিখের দিল্লী-গেজেটে তৎ সম্পাদক লেখেন, যে, বোম্বে এবং ইন্দোরের মধ্যেবর্ত্তি যে, বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ-তার আছে, তাহার কোনো স্থল বিদ্রোহি তাঁতিয়াতোপি ছিন্ন করায় সংবাদ গতায়ত বন্দ হয়, কিন্তু গত কল্য পুনর্ব্বার তাহা মেরামত করা হইয়াছে, এবং সম্বাদ নিয়মিত রূপে চলিতেছে। আকবারপুরে তিন সহস্র বিদ্রোহি সেনা মিলিত হয়, এবং মানসিংহ প্রায় দুই সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে আনাতারি নামক স্থানের নিকটাবর্ত্তি থাকিয়া পথিকদিগের গতি রোধ এবং ডাক বন্দ করিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেই গোলোযোগ নিবারণ হইয়াছে, বিদ্রোহিরা তৎস্থান

পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, কথিত স্থানের দুইটা চৌকির সমস্ত অশ্ব এবং ৮ টা ছাগ বিদ্রোহিরা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, আমরা বিদ্রোহি তাঁতিয়াতোপির স্থান পরিবর্ত্তন, শ্রবণ করত আশ্চর্য্য হইয়াছি, তিনি সর্ব্বস্থায়ির ন্যায় সকল স্থানেই আছেন বলিলেই হয়, অদ্য শুনিলাম তিনি অমুক স্থানে আছেন, কল্য তথা হইতে পঞ্চদশ অথবা তাহার অধিক দিবস অন্তর অন্য স্থানে গমন করিয়াছেন, আবার কি আশ্চর্য্য, তাহার পরদিবসেই তৎস্থান ত্যাগ করিয়া উপরোল্লেখিত স্থানে উপনীত হইয়াছেন, অতএব বহুদিবস দূরে যে স্থান আছে, তথায় তিনি এক দিনের মধ্যে গমন করিতে পারেন, ইহা অত্যন্ত চমৎকারের বিষয় বলিতে হইবে।

মফঃসলাইট পত্রের কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে রণদক্ষ সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার স্মিথ সাহেব, বিদ্রোহি সরদার মানসিংহকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করণকালীন বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বিগত ১২ নবেম্বর দিবসে উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হয় তাহাতে প্রথমত শত্রুরা অনেক বল প্রকাশ করে, কিন্তু উক্ত সেনাপতি বিশেষ কৌশল এবং রণদক্ষতা বলে শেষে বিদ্রোহিদিগের আট শত ব্যক্তিকে রণশায়ি করত জয়লাভ করেন, মানসিংহ রণে পরাজিত হইয়া কতকগুলী সেনা সমভিব্যাহারে অতি বেগে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মানসিংহ অনেকবার রাজা, প্রজার বিস্তর হানি করিয়াছেন, কিন্তু এবারে দর্পহারির দ্বারা তাঁহার দর্প চূর্ণ হওয়ায় সন্তুষ্ট হওয়া গেল, এস্থলে সেনাপতি স্মিথ সাহেবকে সকলে ধন্যবাদ প্রদান করুন।

২৪ তারিখের কাণপুরের পত্রে ব্যক্ত করে, মিলিটারি সেক্রেটারি কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সাহেব এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগ্রাস্থ সেনাদিগকে দেখিতে গিয়াছেন, প্রধান সেনাপতি বীরবর মহাশয় লার্ড কেনিং বাহাদুরের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করণার্থে, আলাহাবাদে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। গত সপ্তাহে এস্থানে ব্রিটিস সেনা অতি অল্প সংখ্যক থাকায় বিদ্রোহি বেণীমাধু কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেনার আগমনে সেই গোলযোগ নিবারণ হইয়াছে।

মান্দ্রাজ স্পেক্টেটর পত্র পাঠে অবগতি হইল, ভেলোর নামক স্থানের পোলিস সুপ্রেনটেনডেণ্ট কাপ্তেন হার্ট সাহেব ১৮ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক রেজিমেণ্টের এক যবন সেপাহি সেনা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, উক্ত দুরাচার সহসা উন্মত্ত হইয়া কেবল যে প্রাগুক্ত সাহেবকে নিহত করিয়াছে, এমত নহে অপর কয়েকজন ইংরাজকে গুলির দ্বারা আহত করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে সে ব্যক্তি ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় কোনো ইংরাজি পত্রে পাঠ করিয়াছেন, যে জেপানের অধিরাজ আমেরিকা দেশের সহিত সন্ধি স্থাপনা করণানন্তর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু কিরূপে তাঁহার পরলোক গমন হইল, তাহার নিশ্চয় হয় নাই, কেহ কহেন যে তিনি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া নরলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, কেহবা বলেন তিনি দুষ্ট লোক দ্বারা নিহত হইয়াছেন।

লাহোর ক্রণিকেল এবং মফঃসলাইট পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা লিখিয়াছেন, যে, পঞ্জাব, স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি হইবে, এই সংবাদটি সত্য বোধ হইতেছে, আগামি পারলিয়ামেণ্ট মহাসভা বসিলেই এবিষয়ের একটা নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া [illegible] হইল, ইজিপ্ট দেশে যে রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই, আগামি জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ হইতে পারে এমত উপলব্ধি হইতেছে।

ইংলিসম্যানের বকসুরস্থ কোনো সংবাদদাতা লেখেন যে বকসর একেবারে বিদ্রোহিশূন্য হইয়াছে, তথায় এক জন বিদ্রোহি নাই। এ সংবাদ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৯০ সংখ্যা] বুধবার ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ৮ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, যে সহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবানেরা সন ১৮৫৯ সালের নিমিত্তে তাঁহাদের কান্সার বেন্সী গৌখানা মোকামে বিচালি সরবরাহ করণ জন্য কান্‌ট্রাক্ট দিবেন তজ্জন্য আগত ১৫ ডিসেম্বর তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাদের নং ৩ চৌরঙ্গী রাস্তার আপিসে সিল ও টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

প্রত্যেক টেণ্ডরের উপর নিম্নলিখিত সাহেবের নামে শিরোনামা দেওয়া যাইবেক, এবং ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহাদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক, তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কম দর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন, এমত অঙ্গীকার করেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটারী সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the municipal Commissioners.

ROBERT TURNBULL.
Secrety to the M. Commrs.

মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট টরনবুল্।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta.
23d November 1858.

বিজ্ঞাপন।

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক।

আমি "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক" নামক একখানি অভিনব নাটক রচনা করত শ্রীযুত বাবু তারকনাথ দত্ত মহোদয়ের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া উত্তম কাগজে দুই প্রকার উত্তম অক্ষরে এই প্রভাকর যন্ত্রালয়েই মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছি। পুস্তক অনুমান অষ্টপৃষ্ঠ ফরমার ১৩।১৪ তেরো চৌদ্দ ফরমা হইবেক, অল্প দিবসের মধ্যেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, কাব্যামোদি পাঠকবৃন্দ এই অভিনব নাটক পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃতরূপে যে, আমোদী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাটকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৸০ বারো আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি

১ এক টাকা নিরূপিত হইয়াছে, যে মহোদয়েরা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিবেন, তাঁহারদিগকে স্বাক্ষরকারির ন্যায় ৸০ আনা মূল্যেই নাটক বিতরণ করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক কর্ত্তা।
কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১৭ ভাদ্র ১২৬৫।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারসা, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক
কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।৷০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদপ্রভাকর

২৪ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০। বিক্টোরিয়াব্দাঃ

এমত জনরব হইয়াছে, সিবিল-আডিটর মেৎ পামর সাহেব অতি শীঘ্রই স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্রাম-করণার্থ বিলাতে গমন করিবেন, তিনি অসুস্থ হইলে তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া মাসিক ১৫০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

জগদীশ্বরের নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, এই সংবাদটি সম্পূর্ণরূপেই সত্য হউক, আমারদিগের নবীন গবর্ণমেণ্ট এতদ্রূপ অপক্ষপাতি নিয়োগ দ্বারা যথার্থরূপ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়। রাজার নিকট সর্ব্বসাধারণ প্রজামাত্রেই সমান, ইহাতে দেশ, বর্ণ, ধর্ম্ম ও জাতি প্রভৃতির প্রভেদ রাখা কখনই উচিত হয়না, রাজা সকলের প্রতি সমান প্রীতি রাখিয়া সমান-নেত্রে দৃষ্টি করিবেন, শাদা ও কালো বলিয়া কিছুমাত্রই ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবেন না, রাজা জগদীশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ ভাণ্ডারী, দয়াময় ঈশ্বর যেমন সর্ব্বজীবে সমান দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভূপালকে সমস্ত প্রজার প্রতি সমান স্নেহ বিতরণ করিতে বিবেক, ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনাধিক্য হইলেই রাজধর্ম্মে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আমরা ভারতবর্ষবাসি রাজহিতাভিলাষি নিতান্ত রাজানুগত প্রজা, নিরন্তর কেবল রাজার মঙ্গল প্রার্থনাই করিয়া থাকি, অস্মদাদির ন্যায় রাজভক্ত অনুরক্ত নির্ব্বিরোধি প্রজা আর কুত্রাপিই নাই, আমরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বি একদেশীয় ভিন্নজাতীয় প্রজা হইয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ভিন্নজাতীয় ভিন্নদেশীয় রাজপুরুষদিগের সহিত আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা সহকারে যদ্রূপ আনুগত্য ও সরল সাধুব্যবহার করি, কোনো স্বদেশীয় স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বি প্রজারা, বোধ করি, স্বজাতীয় স্বদেশীয় স্বধর্ম্মাবলম্বি রাজার সহিত কখনই তদ্রূপ সদ্ব্যবহার করেন না। একশতবর্ষ গত হইল, ব্রিটিস রাজপুরুষেরা এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষে প্রচুর প্রভুত্ব প্রচার করিয়া ক্রমশই উন্নত হইয়া আসিতেছেন। এই শতবর্ষের মধ্যে কত বর্ষে কত প্রকার বাপার হইয়াছে তাহার বিস্তার গণনা কি করিব? কিন্তু ঐ শতবর্ষের ভিতরে এই প্রকাণ্ডবর্ষে গত বর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড ভয়ানক কাণ্ড আর কখনই সংঘটিত হয়নাই। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই, যে, এতদ্রূপ বিষময়ের বিদ্রোহ বিধায়ক বিলাপ বিকটতর বিষাদ-বিশিষ্ট বিপদের ব্যাপারে এক ব্যক্তিও বাঙালি বিযুক্ত হয়নাই এবং বিদ্রোহি দলভুক্ত হিন্দুর সংখ্যাও অতি অল্প। নানা সাহেবের বিষয়ে নানালোকেই নানা প্রকার কথা কহেন। চোরাগেয়ের সহিত "কপিলা" বন্ধনের ন্যায় পাকে প্রকারে কাহারো কাহারো দারুণ-দশা ঘটিয়াছে। যবনজাতির কথা আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা, কিন্তু পবনপ্রতাপি যবনের মধ্যে অনেককেও লবণের প্রিয় দেখা যাইতেছে। লক্ষ্ণৌরাজ্যের প্রধানেরা কেহ কেহ রাজবিরোধি হইয়াছেন, কিন্তু তাহার উপযুক্তরূপ প্রতিফলও পাইয়াছেন, এবং পাইতেছেন, যিনি যিনি পাপ করিয়াছেন, তিনি তিনিই তাপভোগ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে পক্ষে পাপ, সেই পক্ষেই তাপ। সকলের মস্তকের উপর সর্ব্বোপরি যে মহাশয় বিচারের "নিষ্কৃতি" ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন, তিনি "তন্ন তন্ন" করিয়া পাপ পুণ্য ওজন করিতে ত্রুটি করেন না, তাঁহার শাসনের আসন নিরপেক্ষ, তিনিই স্বয়ং সর্ব্বসাক্ষী, সাক্ষির অপেক্ষা মাত্র না করিয়া প্রতিনিয়তই পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিতেছেন। যাহা হউক, প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করেনা, হিন্দু, বিশেষতঃ হিন্দুর মধ্যে বাঙালি জাতিরা একান্ত প্রভুভক্ত, এবিষয়টি সপ্রমাণ করণের কিছুমাত্রই অপেক্ষা করেনা, সর্ব্বসাধারণ দূরে থাকুক, রাজপুরুষদিগেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হবেই হবে। শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া, বিলাতের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ, ভারতবর্ষের গবরনর জেনরেল লার্ড কেনিং বাহাদুর এবং অপরাপর রাজপুরুষ মহোদয়েরা একথা বারম্বার শ্লাঘা পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব প্রকৃত রাজভক্ত কৃতজ্ঞ নাম ধারণ-করণের অপেক্ষা আমারদিগের অধিক সুখ সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে?

আমরা প্রজা হইয়া প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের সহিত যদ্রূপ বিশিষ্ট ব্যবহার করি, এপর্য্যন্ত তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই নাই, এজন্য অন্তঃকরণে আক্ষেপ আছেই আছে, এইক্ষণে শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক এই রাজ্যের রাজকার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করাতে আমরা সুখ সম্পদ সম্ভোগ বিষয়ে ভরসার উপর ভর করিতেছি, কারণ শ্রীশ্রীমতি শ্রীমুখে অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীহস্তে লিখিয়াছেন, যে, "রাজকর্ম্মে নিয়োগ বিষয়ে পাত্র ভেদ রাখা যাইবেনা, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বি সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিকে সমভাবে দৃষ্টি করিয়া সমান-পদ প্রদান করা যাইবেক" যখন জননী স্বয়ং এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আমরা আর কিছুমাত্রই ভাবনা করিনা, অবশ্যই অচিরাৎ আশানুরূপ ফল পাইয়া কৃতকার্য্য হইব, তবে না হয়, নিতান্তই অদৃষ্টের দোষ কহিতে হইবে, এবং চিরকাল সমানরূপেই ক্ষোভের অনলে দগ্ধ হইতে থাকিব।

এই স্থলে পাঠকগণ, এক আশ্চর্য্য দর্শন করুন। যাহার যে স্বভাব, তাহার অভাব কখনই হয় না। দ্বেষপরবশ জনের মনের গতি অতি কুটিল, কখনই সরল সুপথে গমন করেনা, অহিংসা-পরমধর্ম্ম এবং সমদর্শিতা নামক পরমগুণ কখনই তাহার মনকে স্পর্শ করিতে পারেনা, বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভবিষ্যতে মেং পামর সাহেবের পদ প্রাপ্ত হইবেন, এই সংবাদে হরকরা সম্পাদকের মনের ভিতরটা চড়্ চড়্ করিয়া উঠিয়াছে, বিজাতীয় হিংসাপরবশ হইয়া লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশীয় বাঙালিকে উচ্চপদ প্রদান করা উচিত হয়না, তাহারা তৎপদের যোগ্য পাত্র নহে ইত্যাদি।

কি গো! শাদারঙের হরকরা দাদা! বড়, যে, রঙের কথা কহিয়া শঙের মত শাদা মনে কাদা মাখিয়াছ? আমারদিগের বাহিরে কালো মিস্ মিস্ বটে, কিন্তু ভিতরে রাঙা টুক্ টুক্ আছে, তুমি সেকরার মত নেকরা ফাঁদিয়া ঠুক্ ঠুক্ শব্দ যত করিতে পার, কর, তাহাতে আমারদিগের মনে ধুক্ পুক্ নাই। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বরাজ্যের প্রজা নই? তাঁহার সন্তানই নই? তিনি কি অস্মদাদিকে মনুষ্যত্ব ও মানসিক ক্ষমতা কিছু মাত্রই প্রদান করেন নাই? দেশ, ধর্ম্ম, বর্ণ ও পাত্র ভেদ পূর্ব্বক কেবল তোমাদিগেই ঐ সমস্ত গুণ "একচেটিয়া" করিয়া দিয়াছেন? আমরা "নেটিব" মনুষ্যই নই? আমাদের ক্ষমতাই নাই? আহা! ধর্ম্মস্বরূপ সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়া এই প্রাচীনাবস্থায় এইরূপ অন্যায় উক্তি উক্ত করিতে একবারো কি

মনের মধ্যে লজ্জার উদয় হয় না? পক্ষের লেখনী ধারণ করিয়া শুদ্ধ এপক্ষে পক্ষপাত করিতেই শিখিয়াছ? সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায় প্রচার করা এপর্য্যন্তই শিক্ষা করা হইল না? চমৎকার, চমৎকার! যাহাহউক, সেলাম, সাহেব, সেলাম, তুমিই কেবল একাকী ধার্ম্মিক খ্রীষ্টানের ন্যায় ধর্ম্মাচরণ করিতেছ। ধন্য ধন্য! তোমার অভিপ্রায় সাধু অভিপ্রায় বটে, আমরা এই ভারতবর্ষরূপা "কামধেনুর" বৎস স্বরূপ, আমারদিগকে দুগ্ধ দানে বঞ্চিত করিয়া তদ্দ্বারা হস্তির মস্তি বৃদ্ধি করা তোমার মতেই সুযুক্তি বটে। নাম "হরকরা" ব্যবহার ও কার্য্য তাহার মতই বটে। ও মহাশয়! আপনি এদেশের মানুষ সকলকে মানুষ বলিয়াই লক্ষ্য করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দেশীয় উচ্চপদস্থ জনেরা যদ্রূপ সুপ্রণালীক্রমে সুরাগ সহকারে আপনাপন ভারার্পিত রাজকার্য্য সকল সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, আপনারদিগের "কটা বর্ণের" কটা মানুষ সেরূপ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তুমি সকলের অপেক্ষায় বৃদ্ধ, অতএব সকল সম্পাদকেরি বড় ভাই, অতএব বড়র মত কর্ম্ম করিয়া বড় হও। শাদা কালো প্রভেদ নাই, উভয়েরি মধ্যে ভাল মন্দ মধ্যম আছে।

রাজদত্ত সংবাদ।

বিগত ৩ এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে পাটনার কমিস্যনর মেং সেমুয়েল সাহেব, কলিকাতায়, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এ. আর, ইয়ং সাহেবের নিকট নিম্নলিখিত সামরিক সম্বাদ প্রেরণ করেন।

"মেং মাণ সাহেব লেখেন, যে, বিদ্রোহি হরেকৃষ্ণ এবং মেঘর সিংহের অধীনস্থ সেনারা ছড়িভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, সাহাবাদ জেলা, বিদ্রোহি-শূন্য হইয়াছে, বলিলেই, বলা যাইতে পারে, এক্ষণে পেলামো নামক, স্থানে বিদ্রোহ-গোলযোগ বিলক্ষনরূপ আছে, বিদ্রোহি সিদা সিংহ এবং রাম বাহাদুর সিংহ ইঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া, তদধীনস্থ সেপাহি সেনা সমভিব্যাহারে উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, হরেকৃষ্ণ সিংহ মেঘর সিংহ এবং অপরাপর সরদার বিদ্রোহিগণ, যাহারা এক্ষণে সাহাবাদের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছেন, বোধ করি, তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া, পেলামোস্থ বিদ্রোহিদিগের নিকট গমন করিতে পারেন।

বিগত ৩ তারিখে ইন্দোর হইতে সার রবার্ট হেমিলটন সাহেব লিখিয়াছেন, যে, ১ তারিখে "কোলা হান্দ," নামক স্থানে ব্রিগেডিয়ার পার্ক সাহেব বিদ্রোহিদিগের সহিত সমর করত সম্পূর্ণরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শত্রুদিগের মধ্যে ৫০০ ব্যক্তি সমরশায়ি হইয়াছে। বান্দার নবাব ১ তারিখে মৌ নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

ইংলিস ম্যানের বর্দ্ধমানস্থ কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে, বর্দ্ধমান ডিভিজনের কমিস্যনর মেং এলিএট সাহেব, গবর্ণমেণ্টের বিদিতার্থ লিখিয়াছেন, যে, চন্দ্রকণার থানার অধীনে নয়টি বিধবা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ হইয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে দুইটি ব্রাহ্মণ-কন্যা চারিটি আশ্বিনাতাঁতির কন্যা একটি সদ্গোপ কন্যা এবং দুই জন তেলির কন্যা, প্রায় উহারদিগের সকলেরি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এবং সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তাহারা পতিবিহীনা হইয়াছিল, এক্ষণে উক্ত বালিকাগণের বয়ঃক্রম দশ বৎসরের অধিক হয় নাই, কন্যাদিগের পিতারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যাসাগরের প্রচলিত শাস্ত্রমতে এই কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, প্রথমে যে সময়ে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, সেই সময়ে গ্রামের কয়েক জন প্রধান লোক তাহা নিবারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বরকর্ত্তা ও কন্যা কর্ত্তা ইঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া এরূপ ঘটনা না হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা জাহানাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সমীপে এক আবেদন পত্র অর্পণ করেন মাজিষ্ট্রেট ইহা অবগত হইয়া পোলিস কর্ম্ম চারিদিগের প্রতি এরূপ অনুমতি করেন, যে, বিবাহ সময়ে কোনো প্রকার বিবাদ না হয়, এজন্য তাহারা যেন বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকেন।

Printed and published by Issur-chunder Goopto at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

অষ্টাদশবর্ষীয়

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি কোণোলক ডিগার্ব দর্পা-ণ২ নম্বর ভবনে সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

ওঁ সত্তাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ওঁ

ওঁ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ওঁ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্‌প্রেমসংভ্রান্ত মত্তদ্বিরেফীমদমুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদাদ্রিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্যাস্তদ্বিরেফাবলিঃ॥

ওঁ এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৮০৯১ সংখ্যা] গুরুবার ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ সাল। ইং ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ডঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে দমদমা স্থানীয় সৈন্যদিগের বারিক অর্থাৎ বাসগৃহের নিমিত্ত নীচের লিখিত দরজা সকলের প্রয়োজন হইয়াছে। যদি কেহ তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য চুক্তি করিয়া লইতে চাহেন, তবে এক সপ্তাহের মধ্যে দমদমাস্থ এক্সকিউটিব ইঞ্জিনিয়র আফিসে প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিবেন, ঐ প্রার্থনা পত্র মধ্যে উক্ত দরজা সকল ঝুলাইবার সাজ ও রং করা মূল্য সহিত দরজার সারাকালী মাপে প্রতি ফুটের যে চুক্তি হইবে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে ইতি।

উক্ত দরজার বিবরণ। যথা।

৭০ জোড়া সেগুণ কাষ্টের খড়খড়ি। লম্বা ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি। চৌড়া ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি। দলে ১৷৷০ ইঞ্চি।

H. F. GORDEN LIEUTT.
A. EXECUTIVE, ENGENIER.
DUM DUM DIVISION.

এইচ, এফ, গর্ডন, লেপ্টেনেণ্ট
এসিষ্টাণ্ট এক্স কিউটিব ইঞ্জিনিয়ার
দমদম ডিবিজন।

বিজ্ঞাপন

অতি উপযুক্ত এবং পুরাতন পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ বিদ্যাবিশারদ মেষ্টর জে, ডবলিউ, নিউলাণ্ড সাহেব এতদ্দেশীয় সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা অবগত করিতেছেন যে, তিনি গরাণহাটার চীৎপুর রোডের ২৬৯ নম্বর ভবনে এক শাখা-চিত্রকার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় পেথোগ্রাফিক্ এবং ডেগোরিয়াণ যন্ত্র দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাবধান পূর্ব্বক কেবল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ন্যূন মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

PRANKRISTO BUTTACHARGU.
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

মূলব্যাধি, নানা প্রকার বাত ও পক্ষাঘাত এবং বাধকব্যাধি, প্রক্ষভঙ্গ, গোদ, কুরণ্ড প্রভৃতি গরুতর রোগ সকলের প্রতীকারার্থে অতি-উত্তমরূপ অত্যাশ্চার্য্য দিব্য ঔষধ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তিকে উক্ত কয়েক প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও অনেকে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন, অনেকে যে সমস্ত রোগকে অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকেন। আমি দৈববলে ঔষধচিকিৎসায় সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে সেই সকল রোগের প্রতীকার সাধন করিতে পারি সন্দেহ নাই। অতএব এবম্প্রকার দিব্য চিকিৎসায় যাঁহারা উপকার পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঔষধের মূল্য এবং পরিশ্রমের পুরস্কারাদির বিষয় নির্দ্ধারিত ও বিশেষত আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন অন্যথা নাই।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, আমারদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট অক্ষর সকল প্রস্তুত করা গিয়াছে, যে কোনো মহাশয় পুস্তক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস করেন তাহা প্রেরণ করিলে অতি উত্তম অক্ষরে, উত্তম কালীতে, লৌহযন্ত্রে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

প্রভাকর যন্ত্রালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

৺ ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত মূল্য	১৲
প্রবোধ প্রভাকর	১৲
শুকেতিহাস	।।০
সুধীরঞ্জন	১৲
বত্রিশ সিংহাসন	১৲
রাজস্ব সম্পর্কীয় নামক প্রথম খণ্ড	১।০
স্বপ্নদর্শন	৵

সংবাদ প্রভাকর

২৫ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ১৭৮০. বিক্টোরিয়াব্দা১

২৬ নবেম্বর দিবসে আলাহাবাদ হইতে আমারদিগের কোনো আত্মীয় ব্যক্তি সমর ঘটিত যে এক দীর্ঘ লিপী প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারভাগ সমাদর সহকারে পত্রস্থ করিলাম, পাঠক মহাশয়গণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন। "হে সম্পাদকপ্রবর! আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যে, সংবাদ লিখিতেছি, ইহা পাঠ করিলে মহাশয় এবং মহাশয়ের পাঠকপুঞ্জ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইবেন, এমত উপলব্ধি হইতেছে, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি লার্ড ক্লাইড বাহাদুর গতকল্য বিদ্রোহিদিগের উপর যেরূপ বিশেষ জয় লাভ করিয়াছেন, তাহাতে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ এবং ভাগীরথীর পার্শ্বস্থিত প্রায় সকল স্থান বিদ্রোহিশূন্য হইয়াছে, বিদ্রোহি প্রধান বেণী মাধুর অধীনে বিস্তর সেনা ছিল সেই সকল সেনারা উক্ত স্থানে অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, রণপণ্ডিত প্রধান সেনাপতি বাহাদুর সাতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাগুক্ত বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপ পরাজয় করত, তাহারদিগের ৮ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছেন, বেণীমাধু এবং অমর সিংহ সর্ব্বজয়ি ইংরাজ সেনাদিগের সহিত সমরে বিলক্ষণরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের জীবন পর্য্যন্ত সংশয় দৃষ্ট করিয়া সমর ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে পলায়নপর হইয়াছেন, শুনিলাম, তাঁহারা কাণপুর অভিমুখে গমন করিয়াছেন, এরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল, যে, পথিমধ্যে বেণীমাধু, কয়েক জন ইংরাজ সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, নিহত হইয়াছেন, এই ঘোরতর রণে পাঁচ শতাধিক বিদ্রোহি সেনা সমরশায়ি হইয়াছে, এবং বিস্তর সেনা আহত হইয়া অতিকষ্টে চম্পট প্রদান করিয়াছে, ব্রিটিসপক্ষের কেবল দশ জন হত এবং ১৮ ব্যক্তি আহত হইয়াছে, শত্রুরা ভাগীরথী পার হওনকালীন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেক গুলীন সেপাহি সেনা জলমগ্ন হইয়াছে।

অদ্য আমরা এতৎশুভকর সংবাদ প্রকাশ করিয়া প্রধান সেনাপতি বাহাদুরকে অগণ্য ধন্যবাদ পূর্ব্বক নমস্কার পুরস্কার প্রদান করিলাম, লার্ড বাহাদুর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করিয়া এরূপ বিশেষরূপ জয়লাভ করিলেন, ইহা কি সামান্য আনন্দের বিষয়! এরূপ আর দুই একটা ঘোরতর সমর করিতে পারিলেই, বিদ্রোহিকুল নির্ম্মূল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই!

সাহাবাদ জিলা প্রায় বিদ্রোহিশূন্য হইয়াছে, এক্ষণে স্থানে স্থানে যে সকল বিদ্রোহি সেনা দলবদ্ধ হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে, তাহারদিগের সরদারগণ সাহস-বিহীন এবং হীনবল হইয়া, পড়িয়াছে, অতএব প্রধান সেনাপতি বাহাদুর যদ্যপি বর্ত্তমান শীতকালে বিশেষ পরিশ্রম এবং যত্ন সহকারে বিদ্রোহিদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইতে পারে, কেননা ব্রিটিস সেনারা শীতকালে যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারে, এমত কোনো কালে পারে না, একাল যদি অমনোযোগের সহিত অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে বিদ্রোহ-বহ্নি শীতল হইতে কাল বিলম্ব হইবে, অতএব বাহাদুর এমত সুযোগ সত্বর সেনাগণকে যেন অনর্থক পরিশ্রমে লিপ্ত না করেন, সকল রেজিমেণ্টের সেনাপতিদিগকে শত্রু বিনাশে মনোযোগি হইতে অনুমতি করুন, দুরাচারি নিষ্ঠুর বিদ্রোহিদিগের দ্বারা ভারতের প্রজারা প্রায় তিন বৎসরাবধি অশেষ বিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, এরূপ যন্ত্রণা আর কত কাল ভোগ করিতে হইবে? অতএব হে দর্পহারি মধুসূদন! বিদ্রোহিদিগের দর্পচূর্ণ করত রাজা প্রজা উভয়কেই রক্ষা করুন।

সংবাদদাতা মহাশয়, অবগত হইয়া লিখিয়াছেন, যে, বিদ্রোহি বেণীমাধু ব্রিটিস হস্তে পতিত হইয়া [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার এ[illegible] বিশ[illegible] কেননা [illegible] বিদ্রোহি [illegible] মধ্যে [illegible] প্রধান, [illegible] হইত [illegible] কর্ত্তৃক ইহা [illegible] পাইত, [illegible] মহাশয় [illegible] বিষয় অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া লিখিয়া আমারদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, কলিকাতার পুলিস কমিশনর মেং ওয়াকোপ সাহেব অতি অল্পকালের মধ্যে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট মেং গ্রে সাহেব কলিকাতার পুলিসে আসিবেন, এবং শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট মেং টেলর সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট হইবেন, এমত কল্পনা হইতেছে। কিন্তু আমারদিগের বিবেচনায় মেং ওয়াকোপ সাহেবের কর্ম্মে চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেট মেং ফারগিউসন সাহেবকে নিযুক্ত করা বিধেয়, কেননা তিনি এপদের যোগ্য পাত্র ইহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

দিল্লীগেজেটের কোনো সংবাদ দাতা লিখেন যে, দিল্লীতে যবনদিগের যে এক প্রকাণ্ড মস্‌জিদ আছে, তাহাতে সম্প্রতি শীক সেনারা বাস করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট সেই যবনজাতির ধর্ম্মালয় যবনদিগকেই প্রত্যর্পণ করিবেন, এমত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ কীর্ত্তি প্রশস্ত ইমারত [illegible] করণালোকে [illegible] যাহারদিগের [illegible] করাই বিধেয়, [illegible] তবে সেনাদিগের [illegible] অন্য কোনো [illegible] নিমিত্ত রক্ষা করা উচিত হইতেছে।

[illegible] কলিকাতায় [illegible] যে এক ষ্টেসন অর্থাৎ আড্ডা হইবার কল্পনা আছে, তাহা লালবাজারের মধ্যস্থিত কোনো স্থানে নির্ম্মিত হইবে, উক্ত রেলরোড সংক্রান্ত বারাকপুরে যে ষ্টেসন হইবে, শুনিলাম সেই ষ্টেসন কোম্পানির উদ্যানের উত্তর যে স্থলে হস্তিগণ বাস করে, তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে স্থাপিত হইবে।

অযোধ্যার অন্তর্গত হাইদরঘর নামক স্থানের শিবির হইতে ২৬ নবেম্বর তারিখে যে পত্র আগত হয় তাহার সারভাগ।

ব্রিগেডিয়ার হর্সফোর্ট সাহেব ২১ সংখ্যক রাইফেল সেনাদিগের সেনাপতি হইয়াছেন, পূর্ব্বে রণপণ্ডিত সেনাধ্যক্ষ স্যার, হোপগ্রাণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক ঐ দল চালিত হইত, এক্ষণে তিনি ফৈজাবাদস্থ সেনাশ্রেণির উপর অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২৩ তারিখে শত্রুদিগের সহিত সমরে ব্রিটিস পক্ষের একজন আফিসর এবং ৫জন সেনা নিহত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্রোহিরা পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে, ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন, যে, শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতরাজ্যের ভার স্বকরে গ্রহণ করায়, গবর্ণমেণ্ট এলাহা নগরে যে আলোকমালা প্রদীপ্ত এবং আতোষ বাজীর ধুম ধাম করেন, তাহাতে [illegible] ষষ্টি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।

২৮ নবেম্বর দিবসে লক্ষ্ণৌ নগর হইতে যে পত্র আগত হয় তাহার স্থূলমর্ম্ম প্রধান সেনাপতি লার্ড ক্লাইড বাহাদুর, ২৭ তারিখে এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তিনি অল্পদিবস এখানে অবস্থান করিবেন এমত শুনাগিয়াছে, চারি কোম্পানি সেনা এস্থল হইতে নবাবগঞ্জে গমন করিয়াছে, এবং পঞ্চম সংখ্যক ফসিলিয়ার সেনারা অদ্য এস্থানে উপনীত হইয়াছে।

বিদ্রোহ ঘটনার প্রারম্ভেই রোহিলখণ্ড, আলাহাবাদ এবং বারাণসী প্রভৃতি যে যে প্রদেশে মার্সেল লা স্থাপিত হয়, সম্প্রতি সেই সকল স্থানে বিদ্রোহ-গোলযোগ অনেক নিবারণ হওয়ায়, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ভবিষ্যতে ঐ সকল স্থানে প্রাগুক্ত কঠিন নিয়ম রহিত করিতে অনুমতি করিয়াছেন।

ত্রিহূত বিভাগের কয়েক জন পুলিস সংক্রান্ত সেনা অতি পরিশ্রম এবং যত্ন পূর্ব্বক গন্দকঘাট রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল, ইহাতে বিদ্রোহিরা তথায় গমন করিতে পারগ হয় নাই, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট, উক্ত সেনাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে উপযুক্ত মত পারিতোষিক প্রদান করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

চকারিস্থ ব্রিটিস সেনাদিগের হস্তে বিদ্রোহি মারতন্ত রাও তাঁতিয়া পতিত হইয়া, নিহত হয়েন, এ নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর উক্ত সেনাগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছেন।

কোনো ইংরাজি পত্র পাঠে অবগতি হইল, গবর্ণমেণ্ট করাচির সাল্ট এজেণ্ট সাহেবকে এমত অনুমতি প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি যেন শীঘ্র তথা হইতে দুই লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র মোন লবণ এতন্নগরে প্রেরণ করেন, উক্ত এজেণ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া লবণ সংগ্রহ করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ছাপাযন্ত্রের তত্ত্বাবধারক মহাশয় সাতিশয় যত্ন এবং পরিশ্রমসহকারে উক্ত কার্য্যালয়ের সমস্ত বিষয় সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করেন, এনিমিত্ত ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

অবগতি হইল, ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট এমত অনুমতি করিয়াছেন, যে, বেঙ্গল সেক্রেটারি কার্য্যালয়ে ছাপাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় অনেক সুগম ও কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে, ফাইনেন সিয়েল ডিপার্টমেণ্টে এবং ত্রেজুরির সকল ডিপার্টমেণ্টে সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত হইবে।

ইণ্ডিয়া নামক একখানি প্রকাণ্ড অর্ণবযান মান্দ্রাজ হইতে কবলং নামক স্থানে যাইতেছিল, পথি মধ্যে ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হওয়ায় সেই পোত খানি জলমগ্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার আরোহিগণ নিরাপদ হইয়াছে।

কিয়দ্দিবস গত হইল, নিমচ নামক স্থানের রাজকোষ হইতে বিদ্রোহিরা এক লক্ষ সাইত্রিশ সহস্র তিন শত পঁচাশি মুদ্রার ষ্ট্যাম্প এবং নগদ টাকা লুণ্ঠন করে, গবর্ণমেণ্ট সেই সকল টাকা বাজে খরচের খাতায় লিখিয়া লইয়াছেন।

ইংলিস ম্যানের ক্যাণ্টন্ নগরস্থ কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি চীন রাজ্যে যে কয়েকটা এতদ্দেশীয় পদাতিক রেজিমেণ্ট অবস্থিতি করিতেছে, সমরান্তে সেই সকল সেনা মরিসসে প্রেরিত হইবে।

সাহাবাদস্থ ৫০০ বিদ্রোহি সেনা ব্রিগেডিয়ার ডাউলাস সাহেবের দ্বারা তাড়িত হওন সময় তাহারা পথি মধ্যে তিন জন বরকন্দাজ এবং একজন ডাক শকটচালককে নিহত করিয়া ডাকের গাড়িখানি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

চীনরাজ্য হইতে এমত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে, লার্ড এলজিন সাহেব ক্যাণ্টন নগরে শীঘ্রই আগমন করিবেন।

Printed and published by ISSUR-CHUNDER GOOPTO at the *Probhakur Press*.